সহীহ আল বুখারী

১ম খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ١

সহীহ
আল বুখারী

১ম খণ্ড

মূল ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম
ইবনুল মুগিরাহ ইবনে বারদিযবাহ আল বুখারী (র)

অনুবাদে

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী
অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক
অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক

সম্পাদনায়
মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

صحيح البخارى
مجلد رقم ١

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০২

১৯তম প্রকাশ

শাবান	১৪৩৬
জৈষ্ঠ	১৪২২
মে	২০১৫

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-1st Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 480.00 Only.

প্রসংগ কথা

ইসলাম একটি জীবন দর্শন, জীবন বিধান ও জীবন ব্যবস্থা। এর সমগ্র ভিতটিই গড়ে উঠেছে কুরআন ও সুন্নাহর ওপর। কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তাঁর দূত জিবরীল আমীনের মাধ্যমে সরাসরি এ বাণী পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর তা অবতীর্ণ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে একাধারে তেইশ বছর ধরে। আর সুন্নাহ হচ্ছে রসূল স.-এর তরীকা বা পদ্ধতি। কুরআনের নির্দেশগুলো ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য রসূলুল্লাহ স. যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা-ই হচ্ছে সুন্নাহ। এজন্য সুন্নাহকে এক পর্যায়ে কুরআনের বিস্তারিত রূপ এবং ব্যাখ্যাও বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ এ দু'টি সম্মিলিতভাবে ইসলামী জীবন দর্শনকে পূর্ণতা দান করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○ - التوبة : ٣٣

"তিনি হেদায়াত ও সত্য দীন সহকারে তাঁর নবীকে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার অন্য সমস্ত দীনের ওপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"
–সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে শুধুমাত্র হেদায়াত ও সত্য দীন পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়নি বরং এ হেদায়াত ও সত্য দীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে। আবার এ প্রসঙ্গে কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج - الحشر : ٧

"রসূল তোমাদের কাছে যাকিছু এনেছে তা গ্রহণ কর আর যাকিছু থেকে তিনি তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ কর।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

এখানেও মূলত রসূলুল্লাহ স.-কেই আল্লাহর বিধানের একমাত্র মাধ্যম গণ্য করা হয়েছে। এজন্য রসূলের সবরকমের কথা ও কাজকে ইসলামী বিধানের রূপ দেয়া হয়েছে। যা আল্লাহ সরাসরি রসূলের নিকট পাঠিয়েছেন এবং রসূল স. তার যে ব্যাখ্যা করেছেন অথবা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে যে কার্যকর রূপ দিয়েছেন, তা সবই ইসলামী জীবন বিধানের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে অন্যত্র আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, রসূলকে শুধুমাত্র কুরআন দেয়া হয়নি বরং কুরআনের সাথে সাথে হিকমতও দান করা হয়েছে। এ হিকমতের মাধ্যমে তিনি লোকদেরকে কুরআনের তালীম দেবেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"নিসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের কাছে নবী করে পাঠিয়েছেন, যে আল্লাহর আয়াতগুলো তাদের সামনে পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিখায়, যদিও ইতিপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

আয়াতের প্রেক্ষিতে দেখা যায়, কিতাব ছাড়া আর একটা বিষয়ও নবী স.-কে দান করা হয়, সেটি হিকমত—কিতাবকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ○ – النجم : ٣-٤

"তিনি [রসূল স.] নিজের ইচ্ছামত কোনো কথা বলেন না। যাকিছু তিনি বলেন তা সবই আল্লাহর অহী।"–সূরা আন নাজ্‌ম ঃ ৩-৪

এসব আলোচনা থেকে যে কথাগুলো সুস্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ তাঁর বিধান অর্থাৎ কুরআন মজীদ রসূল স.-এর কাছে পাঠিয়েছেন।

২. রসূল স. সেই বিধানকে পৃথিবীতে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

৩. এ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে রসূল স. যাকিছু করেছেন এবং বলেছেন সবই যেহেতু আল্লাহ নিয়ন্ত্রিত, তাই তার সবই গ্রহণ করতে হবে।

রসূলের নবুওয়াতী জীবনের তেইশ বছরের এ কাজগুলোকে সুন্নাহ বলা হয়। সুন্নাহর বিস্তারিত চিত্র আমরা হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাই।

হাদীস কাকে বলে ?

শাব্দিক অর্থে হাদীস মানে কথা বা যাকিছু প্রাচীন ও পুরাতন তার বিপরীত বস্তু বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ বা বস্তু ইতিপূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তা-ই হাদীস।

পারিভাষিক অর্থে হাদীস বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ স. থেকে যাকিছু কথা, কাজ ও বিভিন্ন কথা-কাজের প্রতি তাঁর নীরব সমর্থন এবং তাঁর দৈহিক ও মানসিক কাঠামো সম্পর্কে যাকিছু উদ্ধৃত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, রসূলুল্লাহ স. যাকিছু বলেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে যাকিছু বলা হয়েছে তা-ই হাদীস।

রসূল স.-এর কথা সম্পর্কে বলা যায়, যেমন তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى -

"নিয়াত অনুযায়ী কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিয়াত করবে তেমনি ফল পাবে।"---- রসূল স.-এর কাজের ব্যাপারে বলা যায়, যেমন হযরত আয়েশা রা বলেছেন ঃ "নবী স. যোহরের আগের চার রাকাআত এবং ফজরের আগের দু' রাকাআত কখনো ছাড়তেন না। রসূল স.-এর নীরব সমর্থন প্রসঙ্গে বনী কুরাইযায় গিয়ে আসরের নামায পড়ার ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজতিহাদের কথাটি উল্লেখ করা যায়। রসূলুল্লাহ স. একদল সাহাবাকে কুরাইযা গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে তাদেরকে

বলে দেন لَايُصَلِّيَنَّ اَحَدُ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ "তোমাদের কেউ যেন বনী কুরাইযায় না পৌঁছে নামায না পড়ে।" পথে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যেতে দেখে একদল পথেই আসরের নামায পড়ে নেয়। আর অন্য দলটি বনী কুরাইযায় পৌঁছে মাগরিব ও আসর এক সাথে পড়ে নেয়। পরে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে এসে একথা বর্ণনা করা হলে তিনি নীরব থাকেন। অর্থাৎ নীরবে উভয় দলের কাজকে সমর্থন করেন।* রসূল স.-এর দৈহিক কাঠামো প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করা যায়। হযরত আয়েশা রা. বলেছেন, "তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ছিলেন মধ্যম আকৃতির। বেশী লম্বা নয় আবার বেশী খাটোও নয় -----।"

হাদীসকে সুন্নাত, খবর এবং আসারও বলা হয়। তবে অনেকে আবার হাদীস ও আসারের মধ্যে একটা পার্থক্য করে থাকেন। তাদের মতে যা রসূলুল্লাহ স. থেকে উদ্ধৃত হয়েছে তা হাদীস আর সাহাবাদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে আসার। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবাগণের নিজস্ব কোনো বিধান দেবার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিগুলো আসলে রসূল স.-এর উদ্ধৃতি ; কিন্তু কোনো কারণে তাঁরা শুরুতে রসূল স.-এর নাম উহ্য রেখেছেন। হাদীসের পরিভাষায় এগুলোকে বলা হয় হাদীসে মাওকূফ। অর্থাৎ হাদীসগুলোর সাথে রসূল স.-এর নাম জড়িত আছে ঠিকই; কিন্তু বিশেষ কারণে তা মওকূফ করা হয়েছে।

হাদীসের দুটি অংশ থাকে। একটি অংশকে বলা হয় সনদ এবং অন্য অংশকে বলা হয় মতন। 'মতন' বলা হয় হাদীসের মূল বক্তব্যটিকে। আর 'সনদ' বলা হয় হাদীস বর্ণনাকারীদের সিলসিলাকে। হাদীসের মূল বক্তব্যটি যিনি বর্ণনা করেছেন আর একজনের কাছ থেকে শুনে এবং তিনি বর্ণনা করেছেন অন্য একজনের কাছ থেকে শুনে, এভাবে সর্বশেষ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ স. পর্যন্ত এ সিলসিলা গিয়ে পৌঁছায়। এ সিলসিলাটিকেই বলা হয় সংশ্লিষ্ট হাদীসের সনদ।

হাদীস কিভাবে সংরক্ষিত হয়

কুরআনের পর হাদীস ইসলামী বিধানের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন যেভাবে তার নাযিলের সময় নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয় হাদীস ঠিক তেমনিভাবে রসূলের আমলে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও তিনটি শক্তিশালী সূত্র-মাধ্যমে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ঃ (১) উম্মতের নিয়মিত আমল। (২) রসূলের লিখিত ফরমান, বিভিন্ন সাহাবার নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস কণ্ঠস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা এবং পরে বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

মদীনা ছিল রসূলের জীবনের শেষ দশ বছরের কেন্দ্রস্থল। সেখানে তিনি নিজের হাতে ইসলামী সমাজ গঠন করেন। হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট সীমারেখা কায়েম করেন। মুসলিমদের জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগকে শিরক ও জাহেলিয়াতের আবিলতা মুক্ত

* যারা পথে নামায পড়ে নেন তারা রসূল স.-এর কথার অর্থ করেন, চলার গতি এত দ্রুত করতে হবে যাতে আসরের মধ্যে বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাওয়া যায়। আর অন্যেরা রসূল স.-এর নির্দেশকে শাব্দিক ও স্থূল অর্থে নেন।

করে নিখাদ ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে তোলেন। রসূলের প্রত্যেকটি নির্দেশ হুবহু মেনে চলার মতো এমন একদল সাহাবা সেখানে তৈরী হয়ে যান যাঁরা জীবন গেলেও তাঁর নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে সামান্যতম হেরফের করা পসন্দ করতেন না। তাই মদীনার মুসলিমদের আমলও সুন্নাত ও হাদীসের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

হাদীস লেখার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ স. নিয়মিত ব্যবস্থা না করলেও কোনো কোনো সাহাবার জন্য তিনি হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন। বুখারী, তিরমিযী ও আহমদ হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ স. আবু শাহ ইয়ামানীকে হাদীস লিখে দেবার ব্যবস্থা করেন। অনেক লেখাপড়া জানা সাহাবা হাদীস লিখে নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর নিকট রসূল স.-এর হাদীস সম্বলিত একটি নোটবই ছিল। সেটিকে তিনি 'সাদেকাহ' নাম দিয়েছিলেন। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া আমার চেয়ে বেশী হাদীস আর কেউ জানে না। এর কারণ হচ্ছে, তিনি হাদীস লিখে নিতেন আর আমি লিখতাম না। তিনি হাদীস লিখে রাখেন শুনে রসূলুল্লাহ স. তাঁকে নিষেধ করেননি, বরং লিখে রাখার জন্য উৎসাহিত করেন। হযরত আলী রা.-এর কাছেও এমনি কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। সেগুলো ছিল যাকাত, অপরাধ দণ্ডবিধি, হারামে মদীনা এবং এ ধরনের আরো কতিপয় বিষয় সম্বলিত। সমকালীন বাদশাহ ও আরবের আমীরদের কাছে রসূলুল্লাহ স. অনেকগুলো পত্র পাঠান, এসব পত্রে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। মুসলিম সেনাপতি ও গভর্নরদেরকেও তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠাতেন। এসব নির্দেশে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন, গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদের যাকাত ও মীরাসের বিধান লিপিবদ্ধ ছিল।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তবে সাহাবাগণের অধিকাংশ যেহেতু লেখাপড়া জানতেন না, তাই হাদীস কণ্ঠস্থ করার কাজ চলে ব্যাপকভাবে। সেকালে এটিই ছিল আরবের চিরাচরিত রীতি। আরববাসীরা এভাবে হাজার বছর ধরে স্মৃতির মণিকোঠায় তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত করে রেখে আসছিল। রসূলুল্লাহ স. হাদীস কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে সাহাবাগণকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেন। আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ, ইবনে মাজা ও দারামীতে যায়েদ ইবনে সাবেত রা., আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা., জুবাইর ইবনে মুতআম রা. ও আবু দারদা রা.-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে কোনো কথা শুনে তা অন্যের কাছে পৌঁছায় আল্লাহ তাকে সুখে ও শান্তিতে রাখুন। রসূলের তত্ত্বাবধানেই আসহাবে সুফ্ফার বিরাট দল তাঁর হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। সাহাবাগণ রসূলের প্রত্যেকটি কথা শুনতেন এবং তা কণ্ঠস্থ করে নিতেন। যাঁরা রসূলের নিকটে ছিলেন তাঁরা নিয়মিতভাবে তাঁর কথা শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করে নিতেন। আর যাঁরা ছিলেন একটু দূরের, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে পালা করে রসূলের মজলিসে আসতেন। একদিন একজন না আসতে পারলে তার সাথী তাকে রসূলের সেদিনের বক্তব্যগুলো শুনিয়ে দিতেন। এভাবে তারা সবাই রসূলের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ সম্পর্কে

অবগত হতেন। যাঁরা ছিলেন ভিন এলাকার বাসিন্দা, তারা রসূলের মজলিস থেকে আগত কোনো ব্যক্তির দেখা পেলে তার চারপাশে জমায়েত হয়ে যেত এবং তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রসূলের সব কথা ও কাজ শুনতো। সেগুলো তারা মনে রাখত এবং সে অনুযায়ী আমল করা দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী মনে করতো। আজ দুনিয়ায় হাদীসের যে ইলম ছড়িয়ে আছে তার সাথে প্রায় দশ হাজার সাহাবার নাম জড়িত দেখা যায়। সাহাবাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ

সাহাবীদের নাম	মৃত্যু	বয়স	হাদীস সংখ্যা
১. হযরত আবু হুরাইরা রা.	৫৭ হিজরী	৭৮ বছর	৫,৩৭৪
২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.	৫৮ হিজরী	৬৭ বছর	২,২১০
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.	৬৮ হিজরী	৭১ বছর	১,৬৬০
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.	৭০ হিজরী	৮৪ বছর	১,৬৩০
৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.	৯৩ হিজরী	১০৩ বছর	১,২৮৬
৬. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.	৭৪ হিজরী	৯৪ বছর	১,৫৪০
৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.	৪৬ হিজরী	৮৪ বছর	১,১৭০
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.	৩২ হিজরী	৮৪ বছর	৮৪৮
৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.	৬৩ হিজরী		৭০০

সাতশর কম এবং একশর বেশী হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবাও বেশ কিছুসংখ্যক আছেন। এক থেকে একশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এমন সাহাবার সংখ্যা হচ্ছে হাজার হাজার।

হাজার হাজার তাবেঈ এ সাহাবাদের কাছ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। একমাত্র হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর কাছ থেকে যেসব তাবেঈ হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় আটশ'। এভাবে প্রত্যেক সাহাবীর কাছ থেকে বহুসংখ্যক তাবেঈ হাদীস শিক্ষা করেন। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজন মশহুর বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈর নাম এখানে উল্লেখ করছি, যারা হাদীসের জ্ঞান সংগ্রহ করার এবং তা সংরক্ষণ ও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবাইর, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, নাফে' মাওলা আবদুল্লাহ, ইবনে উমর, আলী ইবনে হুসাইন (যয়নুল আবেদীন), মুজাহিদ, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, শুরাইহ, মাসরূক, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, মাকহুল, রিজা ইবনে হায়াহ, হাম্মান ইবনে মুনাব্বাহ, সাঈদ ইবনে যুবাইর, সুলায়মানুল আ'মাশ, মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদার, ইবনে শিহাব যুহ্‌রী, সুলাইমান ইবনুল ইয়াসার, ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাস, আতা ইবনে আবী রিবাহ, কাতাদাহ ইবনে বিয়ামাহ, আমেরুশ শা'বী, আলকামাহ, ইবরাহীম নখয়ী ও ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব।

উপরোল্লিখিত তাবেঈগণের মধ্যে দু-একজন ছাড়া বাকি সবার জন্ম হিজরী দশম সনের পরে এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে তাঁরা সবাই ইন্তেকাল করেন। অন্যদিকে ১০০

হিজরীর মধ্যে সকল সাহাবার ইন্তেকাল হয়ে যায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় তাবেঈগণ সাহাবাগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। তাঁদের অধিকাংশের জন্ম সাহাবীদের গৃহে এবং মহিলা সাহাবীগণের কোলেই তাঁরা লালিত হন। তাঁদের অনেকের সারাজীবন কোনো না কোনো সাহাবীর খেদমতেই ব্যয়িত হয়েছে। তাঁদের জীবনী পড়লে জানা যায়, তাঁদের এক একজন বহুসংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে রসূলে করীম স.-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা পরবর্তী লোকদের নিকট পৌঁছান।

তাঁদের পর বয়োকনিষ্ঠ তাবেঈ ও তাবে'তাবেঈদের নাম সামনে আসে। তাঁদের সংখ্যাও হাজার হাজার এবং সারা মুসলিম দেশগুলোয় তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা সাহাবা ও তাবেঈদের নিকট থেকে হাদীসের ইলম সংগ্রহ করে সমগ্র উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হিজরী তৃতীয় শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন।

হাদীস লেখার সূচনা ঃ প্রথম যুগ

রসূলুল্লাহ স.-এর আমল থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। হিজরী প্রথম শতকের শেষ অবধি যে রচনাগুলো পাওয়া যায় তার বর্ণনা নীচে দেয়া হলো ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. যে নোট বইতে রসূলে করীম স.-এর হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ করেন তিনি তার নাম দেন 'সহীফায়ে সাদেকাহ'। এতে প্রায় এক হাজারটি হাদীস ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁর পরিবারবর্গের কাছে তা সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে মুসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মধ্যে এর সবগুলো হাদীসই পাওয়া যাবে।

২. হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ঃ ১০১ হিজরী) তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিখে নিয়েছিলেন। এ গ্রন্থটির নাম হচ্ছে 'সহীফায়ে সহীহা'। তাঁর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বর্তমানে দামেশক ও বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল তাঁর মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে 'আবু হুরাইরা রেওয়ায়াত' শিরোনামায় এর সবগুলোই উদ্ধৃত করেছেন। এ সহীফাটি হচ্ছে হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত হাদীসসমূহের একটি অংশ। এর অধিকাংশ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে পাওয়া যাবে।

৩. হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর আর একজন ছাত্র বশীর ইবনে নুহাইকও তাঁর বর্ণিত হাদীসের আর একটি সংকলন করেন। বিদায় নেবার সময় তিনি হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর সামনে তা সম্পূর্ণ পাঠ করে তাঁর কাছ থেকে সত্যায়িত করে নেন।

৪. সাহাবীদের আমলেই 'আবু হুরাইরার মুসনাদ' নামে আর একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের পিতা মিসরের গভর্নর আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ানের (মৃত্যু ঃ ৮৬ হিজরী) কাছেও তাঁর একটি কপি ছিল। আবদুল আযীয কাসীর ইবনে মুররাকে লিখেন, "তোমার কাছে সাহাবায়ে কেরামের যে হাদীসগুলো আছে তা লিখিত আকারে আমার কাছে পাঠাও, তবে হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো ছাড়া। কারণ সেগুলো আমার কাছে লিখিত আকারে আছে।"–তাবাকাতে

ইবনে সা'দ, ৭ম খণ্ড, ১৫৭, পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি ইন্তিখাবে হাদীস, আবদুল গাফ্ফার হাসান, ১৮ পৃষ্ঠা)।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হাতে লেখা 'মুসনাদে আবু হুরাইরা'-এর একটি কপি জার্মানীর লাইব্রেরীতেও সংরক্ষিত আছে।

৫. হযরত আলী রা. যে হাদীসগুলো লিখে রাখেন তার নাম দেয়া হয় 'সহীফায়ে আলী'।

৬. রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের সময় যে দীর্ঘ ভাষণ দান করেন আবু শাহ ইয়ামানীর আবেদনক্রমে তা লিখিত আকারে তাঁকে দেয়ার নির্দেশ দেন। মানবতার অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৭. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো তাঁর দু ছাত্র ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (মৃত্যু ঃ ১১০ হিজরী) ও সুলাইমান ইবনে কায়েস লশকরী লিপিবদ্ধ করেন। এতে ছিল হজ্জের বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিদায় হজ্জের ভাষণ।

৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর রেওয়ায়াতগুলো তাঁর ভাগ্নে ও ছাত্র উরওয়া ইবনে যুবাইর লিপিবদ্ধ করে নেন।

৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণিত হাদীসগুলো বিভিন্নভাবে সংকলিত হয়। সাঈদ ইবনে যুবাইর তাবেঈর কাছে এর একটি সংকলন ছিল।

১০. হযরত আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে হাদীসের একটি লিখিত সংকলন ছিল। সাঈদ ইবনে হিলাল বলেন, হযরত আনাস রা. নিজের হাতে লেখা সংকলনটি বের করে আমাদের দেখাতেন এবং বলতেন ঃ এগুলো আমি নিজে রসূলুল্লাহ স. থেকে শুনেছি এবং এগুলো লিখে নেবার পর তাঁকে শুনিয়ে সত্যায়িত করেছি।

১১. হযরত আমর ইবনে হাযম রা.-কে ইয়ামনে গভর্নর করে পাঠাবার সময় রসূলুল্লাহ স. তাঁকে একটি লিখিত হেদায়াতনামা দেন। এটি তিনি সংরক্ষিত করেন এবং এর সাথে রসূলুল্লাহ স.-এর আরো ২১টি ফরমান সংযুক্ত করে বেশ বড় কিতাব বানিয়ে ফেলেন।

১২. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা.-ও তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। তাঁর পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তা লাভ করেন। এটি ছিল হাদীসের একটি বিরাট সংকলন। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন।

১৩. হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. জাহেলী যুগ থেকে লেখাপড়া জানতেন। তিনিও তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিপিবদ্ধ করে ফেলেন। এটির নাম 'সহীফায়ে সা'দ ইবনে উবাদাহ'।

১৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ-এ সুলাইমান মূসার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলে যেতেন এবং নাফে' রা. তা লিখে নিতেন। হাদীসের এ সংকলনটির নাম 'মাকতুবাতে হযরত নাফে'।

১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাঁর রেওয়ায়াতগুলো লিখে ফেলেন। মা'আন বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর পুত্র আবদুর রহমান আমার সামনে কিতাব বের করে কসম খেয়ে বলেন, এ হাদীসগুলো আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের লেখা।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগে হাদীস নিয়মিতভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করার কাজ শুরু না হলেও আসলে যেসব সাহাবায়ে কেরামের কাছে হাদীস লিখিত আকারে ছিল না তাঁরা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ তাঁদের জানা হাদীসগুলো লিখে ফেলেন এবং সেগুলোর পঠন-পাঠনের সিলসিলা চলতে থাকে।

দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকে এ প্রচেষ্টা একটা নতুন মোড় নেয়। তাবেঈদের একটা বিরাট দল হাদীস সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা সাহাবা ও বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈগণের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। হাদীস সংকলনের এ ধারা চলে প্রায় হিজরী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত।

এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয র. বিভিন্ন এলাকার দায়িত্বশীলদের কাছে হাদীস একত্র করার ফরমান পাঠান। ফলে হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামেশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর অনেক কপি করে সমগ্র ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেন। এ যুগেই ইমাম মালেক (জন্ম ৯৩ হিজরী, মৃত্যু ১৭৯ হিজরী) মদীনায় বসে তাঁর 'মুআত্তা' হাদীসগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিকে প্রথম বলা যায়। ইমাম মালেক প্রায় ৯শত উস্তাদের কাছ থেকে হাদীসের ইল্‌ম লাভ করেন। তাঁর 'মুআত্তা' গ্রন্থে ১৭০০ হাদীস লিপিবদ্ধ হয়। এ যুগের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ 'জামে' সুফিয়ান সূরী' (মৃত্যু ১৬১ হিজরী), 'জামে' ইবনে মুবারক' (১৮১ হিজরী), 'জামে ইমাম আওযাঈ' (১৫৭ হিজরী), 'জামে' ইবনে জুরাইজ' (১৫০ হিজরী), কাযী আবু ইউসুফের (১৮৩ হিজরী) 'কিতাবুল খারাজ' ও ইমাম মুহাম্মদের (১৮৯ হিজরী) 'কিতাবুল আসার'। এ যুগে রসূলের হাদীস, সাহাবীগণের বাণী ও তাবেঈদের ফতওয়া সবই একসাথে লিপিবদ্ধ করা হতো। কিন্তু সেখানে হাদীস, সাহাবীদের বাণী ও ফতওয়া প্রত্যেকটি সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকতো।

তৃতীয় যুগ

তবে নিয়মিতভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার কাজটি ব্যাপকভাবে চলে তৃতীয় যুগে। এ যুগটিকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত।

এ যুগে রসূলের উক্তি এবং সাহাবা ও তাবেঈগণের উক্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত হাদীসের পৃথক সংকলন করা হয়। এ তৃতীয় যুগে সংগৃহীত হাদীসের বিপুল স্তূপ থেকে সহীহ ও নির্ভুল হাদীস ছাঁটাই-বাছাইয়ের কাজও শুরু হয়ে যায়। এ ছাঁটাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বিশেষ

করে এজন্য দেখা দেয় যে, ইতিমধ্যেই একদল লোক মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করেছিল। মনগড়া হাদীস বর্ণনার পেছনে নিম্নোক্ত কারণসমূহ সক্রিয় ছিল বলে মনে হয়।

এক. বেদীন ও ফাসেক ধরনের লোকেরা এভাবে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিল।

দুই. অনেক মূর্খ, সূফী ও আবেদ প্রকৃতির লোক নেকী ও দীনদারী মনে করে ধর্মীয় উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ও ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস তৈরী করতেন।

তিন. অযোগ্য ও সংকীর্ণমনা কিছু লোক সহজ খ্যাতি লাভ করার পদ্ধতি হিসেবে মনগড়া হাদীস তৈরীর প্রচেষ্টা চালান।

চার. বিদআত সৃষ্টিকারী ও বিশেষ মাযহাবী মতের অনুসারীরা নিজেদের মতের সমর্থনে হাদীস তৈরী করতো।

পাঁচ. অনেক লোক একটি দুর্বল 'মতন'-এর জন্য সর্বজন পরিচিত ও স্বীকৃত 'সনদ' তৈরী করতো। আবার অনেকে সনদের মধ্যে ওলট-পালট করে তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতো। এর উদ্দেশ্য হতো তাদের কথাই সত্য এবং এর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ আনা যেতে পারে না। এছাড়া তাদের নতুন আবিষ্কারে লোকদেরকে চমকিত করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

ছয়. অনেক লোক সাহাবীদের উক্তি, আরবী প্রবাদ, জ্ঞানী ও মনীষীদের বাণীকেও রসূলের সাথে সম্পর্কিত করে।

সাত. হাদীস ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হবার কারণে একদল দরবারী আলেম দরবারের প্রয়োজনমতো হাদীস তৈরী করার প্রচেষ্টা চালায়।

তবে এ ধরনের মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। রসূলের যুগের নিকটবর্তী এবং মিথ্যা হাদীস তৈরীর বিরুদ্ধে রসূলের কঠোর হুঁশিয়ারীর এবং জাহান্নামের কঠিন আযাবের ভয় থাকার কারণে এ ধরনের ভণ্ড, নির্বোধ ও কুচক্রীর সংখ্যা সীমিত পর্যায়েই ছিল। এদের তুলনায় সঠিক ইসলামী বোধসম্পন্ন, অনুভূতিশীল এবং যথার্থ ইসলামী ভাবধারা ও আকীদা-বিশ্বাসের অধিকারী মুসলিমের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। তবে মিথ্যা হাদীস তৈরীর প্রচেষ্টা তাদের কাজকে অনেক কঠিন করে দেয়। এজন্য সহীহ হাদীস ছাঁটাই বাছাইয়ের কাজকে তাঁরা নিজেদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় যুগ থেকে এ ছাঁটাই বাছাইয়ের কাজ শুরু হয় এবং তৃতীয় যুগে এ কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

ছাঁটাই বাছাইয়ের এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ও মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী। এঁরা দু'জন ছাড়াও আরো শত শত মুহাদ্দিস তাঁদের সমগ্র জীবন এ কাজে ব্যয় করেন। সহীহ হাদীস বাছাই ও হাদীস যথাযথভাবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এ যুগে মুহাদ্দিসগণ একশটিরও বেশী ইল্‌মের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম হচ্ছে ঃ

ইল্‌মে আসমাউর রিজাল ঃ এখানে হাদীসের রাবী, অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, তাঁদের লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্য, তাঁদের শিক্ষকদের ইল্‌মী অবস্থা,

তাঁদের ছাত্রদের অবস্থা, জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁদের পরিশ্রম ও সফর, তাঁদের নৈতিক চরিত্র, তাঁদের সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হবার ব্যাপারে ইল্‌মে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতামত ইত্যাদি বহুতর বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ শাস্ত্রে শত শত গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এভাবে কয়েক লক্ষ লোকের জীবনধারা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

এমনকি স্প্রিংগারের ন্যায় বিদ্বেষভাবাপন্ন প্রাচ্যবিদও 'আল ইসাবা'-এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ ইল্‌মটির মাধ্যমে পাঁচ লক্ষ রাবীর জীবনী সংরক্ষিত হয়ে গেছে এবং এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা মুসলিম জাতি ছাড়া অন্য জাতির মধ্যে পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

এ ইল্‌মটির মাধ্যমে রাবীদের যাঁচাই-বাছাইয়ের কাজটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছে। এমনকি আজও কোনো রাবী সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে এ ইল্‌মটির মাধ্যমে তাঁর সমগ্র জীবনের পর্যালোচনা করা যায় এবং এভাবে তাঁর বর্ণনার সত্যতা-অসত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব। রাবীদেরকে এভাবে পর্যালোচনা করাকে ইল্‌মে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় 'জারাহ ও তা'দীল'। জারাহ ও তা'দীলের মানদণ্ডে অনেক রাবীকে পাওয়া যায় একশ ভাগ খাঁটি। তাঁদের নিখাদ হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এ ধরনের রাবীর রেওয়ায়াতের মর্যাদা সবার ওপরে। কিছু রাবী আছেন যাঁদের চরিত্রের কিছু দুর্বলতার কারণে তাঁদের রেওয়ায়াতকেও দুর্বল মনে করার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেছেন। আবার কিছু রাবীর ব্যাপারে সবাই একমত নয়। এভাবে এ ইল্‌মটি হাদীস যাঁচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এ সংক্রান্ত আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম হচ্ছে ঃ ইল্‌মু মুসতালিহুল হাদীস (হাদীসের পরিভাষা), ইল্‌মু তাখরীজুল আহাদীস (হাদীসের সূত্র অনুসন্ধান), ইল্‌মু গারীবুল হাদীস (হাদীসের কঠিন শব্দগুলোর শাব্দিক গবেষণা), ইল্‌মু আহাদীসুল মওদূআহ (মিথ্যা ও মনগড়া হাদীস) ইত্যাদি।

এসব শাস্ত্রে শত শত নয়, হাজার হাজার কিতাব লেখা হয়েছে এবং এখনো এ কিতাব লেখার সিলসিলা অব্যাহত রয়েছে।

এ তৃতীয় যুগে একদিকে যেমন হাদীস যাঁচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছিল তেমনি অন্যদিকে চলছিল সহীহ হাদীসগুলো নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ। এ যুগে এ কাজটি হয় অত্যন্ত ব্যাপক আকারে। শত শত মুহাদ্দিস নিজেদেরকে এ কাজে নিয়োজিত করেন, হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁরা হাজার হাজার মাইল সফর করেন। শত শত উস্তাদের কাছে পাঠ নেন। রাবীদের অবস্থা জানার জন্যও অমানুষিক পরিশ্রম করেন। এভাবে তাঁরা নিজেদের মান অনুযায়ী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।

প্রধান হাদীস সংকলকবৃন্দ

তবে আমরা এ যুগের হাদীস সংকলকদের শীর্ষস্থানে পাই নিম্নোক্ত সাতজনকে। (১) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (জন্ম ১৬১, মৃত্যু ২৪১ হিজরী), (২) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিজরী), (৩) ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (২০২-২৬১ হিজরী), (৪) ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী (২০২-২৬১ হিজরী),

(৫) ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হিজরী), (৬) ইমাম আহমদ ইবনে শো'আইব নাসাই (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী), (৭) ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ কাযবীনী (মৃত্যু ২৭৩ হিজরী)। এঁদের মধ্যে একমাত্র ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুসনাদ ছাড়া বাকি ছ'টি হাদীস গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তা অর্থাৎ ছ'টি নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ বলা হয়।

হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ

মুহাদ্দিসগণ হাদীস গ্রন্থগুলোকে রেওয়ায়াতের নির্ভুলতা ও শক্তিমত্তার দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে 'মুআত্তা ইমাম মালেক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে নির্ভুল সনদ ও উন্নত পর্যায়ের রাবীদের কারণে সর্বোচ্চ আসন দান করেছেন।

হাদীসের বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়

মুহাদ্দিসগণ নিজস্ব মানদণ্ডে হাদীসের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এজন্য একজন যে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন অন্যজনের মানদণ্ডে হয়তো কোনো একদিক দিয়ে তা ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। তাই তিনি সেটিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেননি। এ তো সনদের বিচারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য হবার কারণ। কিন্তু এর কোনো প্রভাব 'মতনের' ওপর পড়ে না। এতদসত্ত্বেও হাদীসের মধ্যে কিছু বিরোধ দেখা যায়। এ বিরোধগুলোর মূল কারণ চারটি ঃ

এক. বিভিন্ন রাবী একটি কথা বা একটি ঘটনাকে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে কোনো গুরুতর অর্থগত পার্থক্য দেখা যায় না। অথবা কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, বিভিন্ন রাবী একটি ঘটনা বা বক্তৃতার বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

দুই. রসূলুল্লাহ স. নিজেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি বিষয়কে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

তিন. রসূলুল্লাহ স. নিজেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমল করেছেন।

চার. একটি হাদীস পূর্বের এবং একটি হাদীস পরবর্তী কালের। এক্ষেত্রে শেষেরটি পূর্বেরটিকে বাতিল করে দিয়েছে।

এভাবে হাদীসের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারলে আসলে সহীহ হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ইমাম বুখারী ও বুখারী শরীফ

ইমাম বুখারীর আসল নাম ইমাম মুহাম্মদ। পিতার নাম ইসমাঈল। ডাকনাম আবু আবদুল্লাহ। পূর্বপুরুষ ইরানের অধিবাসী। প্রপিতা মুগীরা ইসমাঈল জুফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইমাম বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ই শাওয়াল জুমআর নামাযের পর বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতি শক্তি সবাইকে চমৎকৃত করে। দশ বছর বয়স হয়নি তখনই তিনি কয়েক হাজার হাদীস মুখস্ত করে ফেলেন। আর হাদীস মুখস্ত করা কুরআন মুখস্ত করার মতো ব্যাপার নয়। কারণ হাদীসের মধ্যে শুধু 'মতন' বা বিষয়বস্তুই নেই, সনদেরও বিরাট সিলসিলা রয়েছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ নাম একটার সাথে আরেকটার পার্থক্যসহ মুখস্ত করা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু ইমাম বুখারীর পক্ষে এটাও সম্ভবপর হয়েছিল।

তাঁর ছোটবেলাকার একটি ঘটনা অত্যন্ত চমকপ্রদ। তখন তিনি দশ বছরের কিশোর। সে যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস দাখেলীর শিক্ষায়তনে হাদীসের পাঠ নিচ্ছেন। একদিন দাখেলী একটি হাদীস শুনালেন ঃ سفيان عن ابى الزبير عن ابراهيم 'সুফিয়ান আবু যুবাইর থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন।' বুখারী প্রতিবাদ করলেন ঃ আবু যুবাইর ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেননি। দাখেলী তাঁকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তবুও তিনি উস্তাদকে বললেন, মেহেরবাণী করে আপনার বক্তব্যটি একবার মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখুন। অতিরিক্ত জোর দেয়ার কারণে উস্তাদের মনে সংশয় দেখা দিল। তিনি ভিতরে গিয়ে মূল পাণ্ডুলিপি দেখলেন। ফিরে এসে বললেন, তাহলে তুমিই বল সনদ কেমন হবে। বুখারী বললেন ঃ ইবরাহীম থেকে আবু যুবাইর নয়, আদীর পুত্র যুবাইর বর্ণনা করেছেন। উস্তাদ সংগে সংগেই কলম নিয়ে তাঁর সামনের কপিটি সংশোধন করে নিলেন এবং বললেন, তোমার কথাই ঠিক।

ষোল বছর বয়সে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম ওকী' সংগৃহীত সমুদয় হাদীস কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। হাদীস শেখার জন্য তিনি সিরিয়া, মিসর, খোরাসান, আল জাযীরা, ইরাক ও হেজায সফর করেন। আঠার বছর বয়সে তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। এ সময় সাহাবী ও তাবেঈদের বাণী সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। একই সময়ে একটি ইতিহাস গ্রন্থও রচনা করেন।

তিনি প্রায় এক হাজার উস্তাদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাদের থেকে হাদীস শুনেন। বুখারীর ব্যাখ্যাতা শায়খ শিহাবুদ্দীন আহমদ আল কাসতালানীর মতে তিনি ৬ লক্ষের মত হাদীস সংগ্রহ করেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি হাদীস গ্রন্থ রচনায় হাত দেননি। বুখারী শরীফ রচনার প্রেরণা তিনি ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ-এর কাছ থেকে পান। এ প্রসংগে তিনি নিজেই লিখেছেন ঃ "একদিন ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ-এর মজলিসে বসেছিলাম, ইমাম বললেন, তোমরা কেউ যদি হাদীসের এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যাতে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসগুলোই সন্নিবেশিত হতো, তাহলে কতইনা ভাল

হতো।" ইমাম ইসহাকের একথা মজলিসের সবাই শুনলেন। কারোর সাহস হলো না এ কাজে অগ্রসর হবার। কিন্তু বুখারীর মনে একথা দাগ কেটে বসল গভীরভাবে। সেদিন থেকেই তিনি মনস্থির করলেন এ মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য।

এ কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসলেন। মসজিদে নববীতে বসে তিনি সহীহ হাদীসগ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করলেন। শুধু নিজের স্মরণশক্তি ও লিখিত নথিপত্রের ওপর নির্ভর করে তিনি অগ্রসর হননি, নিয়তের বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতার সাথে সাথে তাকওয়া ও তাহারাতের ওপরও নির্ভর করেন একান্তভাবে। অর্থাৎ কোনো হাদীস লিখতে বসার আগে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে নিতেন, দু' রাকআত নফল নামায পড়ে নিতেন তারপর যথাযথভাবে ইস্তেখারা করে হাদীস সন্নিবেশ করতেন। নতুন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সংযোজনের সময়ও এ একই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। নির্ভুল হাদীস সংযোজন ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এভাবে একাধারে ১৬ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি সহীহ বুখারী রচনার কাজ সম্পন্ন করেন। সমকালীন শত শত, হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশেষজ্ঞ গ্রন্থটির চুলচেরা পর্যালোচনা করেন। সমগ্র উম্মত সম্মিলিতভাবে এটিকে اصح الكتب بعد كتاب الله (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআন মজীদের পরে দুনিয়ার বুকে মানুষের লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে নির্ভুলতম গ্রন্থ) উপাধি দান করে। সহীহ বুখারীর এ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে। গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অনুমান করার জন্য শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইমাম বুখারী র. থেকে প্রায় ৯০ হাজার মুহাদ্দিস গ্রন্থটি শ্রবণ করেন।

সাহাবীগণের মাওকূফ রেওয়ায়াত ও তাবেঈগণের উক্তি ছাড়াও এ গ্রন্থে ৯,০৮২টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে তাকরার বা পুনরুক্তি বাদ দিলে মূল হাদীস দাঁড়ায় ২,৫১৩টি। এ গ্রন্থে হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত রেওয়ায়াতের সংখ্যা ৪৪৬, হযরত আনাস রা.-এর রেওয়ায়াতের সংখ্যা ২৬৮, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর রেওয়ায়াতের সংখ্যা ২৭০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর ২১৭, হযরত আয়েশা রা.-এর ৪২, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর ৬০, হযরত আলী রা.-এর ৪৯, হযরত আবু বকর রা.-এর ২২ ও হযরত উসমান গনী রা.-এর ৯টি। অবশিষ্ট রেওয়ায়াতগুলো অন্যান্য অসংখ্য সাহাবীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

বাংলায় বুখারী শরীফ

বাংলায় এ পর্যন্ত বুখারী শরীফের কোনো প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। শুধু তাই নয়, হাদীসের চর্চাই বাংলা ভাষায় অত্যন্ত সীমিত। অথচ কুরআন ও হাদীসই হচ্ছে জ্ঞানের দু'টি নির্ভুল উৎস। এক্ষেত্রে কুরআন চর্চার পাশাপাশি হাদীসের চর্চা সমান পর্যায়ে না থাকলে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার সম্ভব নয়।

এসব গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৭৮ সালে বুখারী শরীফ অনুবাদের পরিকল্পনা হাতে নেয়। এ উদ্দেশ্যে '৭৮-এর মার্চ মাসে সেন্টারে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বাংলা ভাষায় পারদর্শী মুহাদ্দিসগণের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বুখারী শরীফ অনুবাদের মূলনীতি প্রণীত হয়। এ মূলনীতি

অনুযায়ী জুলাই মাস থেকে অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে যায়। এক বছরের মধ্যে প্রথম জিলদের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। অনুবাদের সাথে সাথে সম্পাদনার কাজও চলতে থাকে।

অনুবাদের ভাষাকে সহজ ও প্রাঞ্জল রাখার সাথে সাথে মূল আরবীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে হাদীসের বক্তব্যকে আরো ভারাক্রান্ত করার চেষ্টা না করে পাঠকের সুবিধার জন্য শুধুমাত্র জরুরী টীকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাবীদের দীর্ঘ সিলসিলার উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শেষ রাবী অর্থাৎ সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আসলে হাদীসের বাংলা অনুবাদ রাবীদের ওপর গবেষণা বা অনুসন্ধানের কোনো ক্ষেত্র নয়। এ কাজ করতে হলে অবশ্যই মূল অর্থাৎ আরবী গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই বাংলা অনুবাদে এর প্রয়োজন অনুভব করা হয়নি। ইমাম বুখারীর 'তরজমাতুল বাবে'র (অর্থাৎ অনুচ্ছেদের শিরোনামা) মধ্যে কোনো প্রকার কাটছাঁট না করে তাকে পুরোপুরি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কারণ ইমাম বুখারী র. নিজেও একজন মুজতাহিদ এবং ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব মতের অধিকারী। তাই তাঁর মতের ওপর হস্তক্ষেপ করাকে আমরা সমীচীন মনে করিনি। তবে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে টীকার মাধ্যমে হানাফী মতটাকে ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফিক্‌হের বিস্তারিত আলোচনা এবং তার ভিত্তি হিসেবে অন্যান্য হাদীসের উল্লেখের আমরা এজন্য প্রয়োজন বোধ করিনি যে, এজন্য আসলে স্বতন্ত্র পরিসরের প্রয়োজন এবং সে পরিসরটি হাদীসের নয়, ফিক্‌হের।

আশা করি পাঠক সমাজ আমাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবনে সক্ষম হবেন। বাংলা ভাষায় সমগ্র অনুবাদে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঃ অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, মাওলানা আফলাতুন কায়সার, অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা আতিকুর রহমান, অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক, অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন ও অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক। বুখারী অনুবাদের পেছনে আমাদের যে উদ্দেশ্য কাজ করছে তা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার প্রসার। এ অনুবাদের মাধ্যমে আমরা সে উদ্দেশ্য কতটুকু সফলকাম হয়েছি বাংলার পাঠক সমাজই তা বিচার করবেন। অনুবাদ, তথ্য পরিবেশন বা গ্রন্থ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদগ্ধ সমাজের যে কোনো ত্রুটি নির্দেশ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো। পরবর্তী সংস্করণে তা গ্রন্থটিকে অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করবে বলে আশা করি।

আবদুল মান্নান তালিব

১ রমযান, ১৪০১/৪ জুলাই, ১৯৮১

সম্পাদনায়

আবদুল মান্নান তালিব

অনুবাদে

অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক আরবী বিভাগ, সাদাত করোটিয়া কলেজ, টাঙ্গাইল।

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব অধ্যাপক আরবী বিভাগ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক এম. এম ; এম. এ ;
ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস পাবনা শিবপুর তাহা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা,
অধ্যাপক রাষ্ট্রনীতি বিভাগ, আদর্শ কলেজ, ধানমন্ডী, ঢাকা।
অধ্যক্ষ পাবনা ইসলামিয়া কলেজ।

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক, এম. এম ; এম. এ ;
অধ্যাপক আরবী বিভাগ, আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর।

অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুর রাজ্জাক, এম. এম ; এম. এ ;
অধ্যক্ষ, শহীদ জিয়া ডিগ্রী কলেজ, বরিশাল।

সূচীপত্র

অধ্যায় ঃ ১
কিতাবুল ওহী ঃ ৪৫
(ওহীর বর্ণনা ঃ ৪৫)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-রসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা	৪৫

অধ্যায় ঃ ২
কিতাবুল ঈমান ঃ ৩১
(ঈমানের বর্ণনা ঃ ৩৩)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত	৫৭
২-ঈমান	৫৯
৩-ঈমানের বিভিন্ন বিষয়	৫৯
৪-ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে	৬০
৫-সবচেয়ে ভাল ইসলাম কোন্‌টি	
৬-লোকজনকে খাওয়ান ইসলামের কাজ	৬০
৭-মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করবে	৬০
৮-রসূলুল্লাহ স.-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ	৬০
৯-ঈমানের মিষ্টি স্বাদ	৬১
১০-আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ	৬১
১১-অনুচ্ছেদ ঃ	৬১
১২-ফেতনা থেকে দূরে থাকা দীনের কাজ	৬২
১৩-রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি	৬৩
১৪-মানুষ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন চায় না, তেমনই কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে চায় না, তার এ অবস্থা ঈমানের অংশ	৬৩
১৫-কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব	৬৩
১৬-লজ্জা ঈমানের অঙ্গ	৬৪
১৭-আল্লাহর বাণী ঃ যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়	৬৫
১৮-যে ব্যক্তি বলে ঈমান হচ্ছে কাজ	৬৫
১৯-প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার	৬৫
২০-সালামের ব্যাপক প্রচলন ইসলামের অঙ্গ	৬৭
২১-স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতা	৬৮
২২-গুনাহের কাজ মূর্খতা	৬৮
২৩-যুলুমের প্রকারভেদ	৭০
২৪-মুনাফিকের আলামত	৭০
২৫-কদরের রাতে ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ	৭১
২৬-জিহাদ করা ঈমানের অঙ্গ	৭১
২৭-রমযানে নফল ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ	৭২
২৮-সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা ঈমানের অঙ্গ	৭২
২৯-দীন সহজ	৭২
৩০-নামায ঈমানের অংশ	৭৩
৩১-সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ	৭৪
৩২-যে কাজ সর্বদা করা হয় তা আল্লাহর কাছে প্রিয়তম	৭৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৩-ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি	৭৫
৩৪-যাকাত ইসলামের অংশ	৭৬
৩৫-জানাযার পেছনে চলা ঈমানের অংশ	৭৭
৩৬-মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা	৭৭
৩৭-নবী স.-এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও কিয়ামত সম্পর্কে জিবরাঈল আ.-এর প্রশ্ন এবং নবী স.-এর উত্তর	৭৯
৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ	৮১
৩৯-নিজের দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা	৮১
৪০-গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ঈমানের একটি বিষয়	৮১
৪১-সব কাজই নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী হয়	৮২
৪২-নবী স.-এর বাণী ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে নসীহত	৮৩

অধ্যায় ঃ ৩
কিতাবুল ইলম ৮৫
(জ্ঞানের বর্ণনা ঃ ৮৫

১-জ্ঞানের মর্যাদা	৮৫
২-কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে	৮৫
৩-উচ্চস্বরে জ্ঞানের কথা বলা	৮৬
৪-'হাদ্দাসানা' ও 'আখবারানা' শব্দগুলোর অর্থ	৮৬
৫-ইসলামী নেতার কোনো বিষয় সম্পর্কে তার সাথীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি তাদের নিকট পেশ করা	৮৭
৬-মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা	৮৭
৭-শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে নিজ কিতাব দিয়ে তদনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান	৯০
৮-মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা	৯১
৯-রসূলের বাণী ঃ যাদের কাছে কারো মাধ্যমে রসূল স.-এর বাণী পৌঁছেছে তাদের অনেকে এমন কোনো কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশী সংরক্ষণ করতে পারে যারা তা তাদের কাছে বহন করে এনেছে	৯২
১০-কোনো কিছু বলা ও করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা	৯৩
১১-সাহাবীগণ যাতে বিরক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে নবী স. তাদেরকে শিক্ষাদান	৯৪
১২-কোনো ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞান চর্চাকারীদের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা	৯৪
১৩-আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন	৯৪
১৪-বিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিহার্য	৯৫
১৫-জ্ঞান বিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক আকাংখা	৯৫
১৬-সমুদ্রের কূলে খিযিরের নিকট মূসার গমন	৯৬
১৭-নবী স.-এর বাণী ঃ "হে আল্লাহ তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও"	৯৭
১৮-কখন ছোট ছেলের শোনা কথা সঠিক বলে গৃহীত হয়	৯৭
১৯-জ্ঞান লাভের জন্য বের হওয়া	৯৮
২০-যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করে এবং জ্ঞানদান করে তার মর্যাদা	৯৯
২১-জ্ঞানের বিদায় এবং মূর্খতার আগমন	৯৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২২-জ্ঞানের মর্যাদা	১০০
২৩-জানোয়ারের পিঠে অথবা অন্য কিছুর ওপর চড়ে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ফতওয়া দান	১০০
২৪-মাথা ও হাতের সাহায্যে ইঙ্গিত করে ফতওয়া দান	১০১
২৫-আবদুল কায়েস গোত্রের দূতকে ঈমান ও জ্ঞান সংরক্ষণ করার এবং অন্যান্য লোকদেরকে খবর দেয়ার জন্য নবী স.-এর উৎসাহ দান ...	১০২
২৬-কোনো বিশেষ ব্যাপারে সফর করা	১০৩
২৭-পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করা	১০৪
২৮-আপত্তিকর কোনো কিছু দেখলে উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া	১০৪
২৯-ইমাম ও মুহাদ্দিসের কাছে জানু পেতে বসা	১০৬
৩০-বুঝবার জন্য কথা তিনবার বলা	১০৬
৩১-নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান করা	১০৭
৩২-নেতা কর্তৃক মহিলাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষাদান	১০৭
৩৩-হাদীসের প্রতি লোভ	১০৮
৩৪-দীনি জ্ঞান কিভাবে উঠিয়ে দেয়া হবে	১০৮
৩৫-মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোনো একদিন ধার্য করা যাবে কিনা	১০৯
৩৬-কোনো কিছু শুনে না বুঝলে তা বার বার আলোচনা করে জেনে নেয়া	১০৯
৩৭-উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে জ্ঞানের কথা পৌঁছে দেয়	১১০
৩৮-যে ব্যক্তি নবী স.-এর ওপর মিথ্যারোপ করবে সে গুনাহগার হবে	১১১
৩৯-জ্ঞানের কথা লিখে রাখা	১১২
৪০-রাতে জ্ঞান চর্চা করা এবং উপদেশ দান করা	১১৪
৪১-রাতে জ্ঞানের কথা বলা	১১৪
৪২-জ্ঞান সংরক্ষণ করা	১১৫
৪৩-জ্ঞানীদের জন্য লোকদেরকে চুপ করানো	১১৬
৪৪-কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, কে বেশী জ্ঞান রাখে তবে জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা তার জন্য উত্তম	১১৭
৪৫-কোনো আলেমকে যদি বসা অবস্থায় কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার বর্ণনা	১২০
৪৬-হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় প্রশ্ন করা এবং ফতওয়া দান করা	১২০
৪৭-আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"	১২০
৪৮-কোনো ব্যক্তি অনেক কথা কম মেধাবী লোকদের কাছে এ আশংকায় বলেননি যে, তারা তা বুঝতে পারবে না	১২১
৪৯-এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এ ধারণায় বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা যে, তা না করলে তারা বুঝতে পারবে না	১২২
৫০-জ্ঞানার্জনে লজ্জা	১২৩
৫১-নিজে লজ্জাবোধ করে অন্যকে প্রশ্ন করার হুকুম করা	১২৪
৫২-মসজিদে জ্ঞানের কথা ও ফতওয়া বর্ণনা করা	১২৪
৫৩-প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্নের চেয়ে বেশী জবাব দান করা	১২৪

অধ্যায় ঃ ৪
কিতাবুল অযু ঃ ১২৫
(অযুর বর্ণনা ঃ ১২৫)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-অযুর বর্ণনা	১২৫
২-পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না	১২৫
৩-অযুর ফযিলত এবং অযুর জন্য 'গুররাম-মুহাজ্জালিন'-এর ফযীলত	১২৫
৪-ইয়াকীন ছাড়া সন্দেহের দরুন অযুর প্রয়োজন হয় না	১২৫
৫-হাল্কা অযু করা	১২৬
৬-পূর্ণাঙ্গ অযু করা	১২৭
৭-এক আঁজলা পানি দ্বারা হাত-মুখ ধোয়া	১২৭
৮-প্রত্যেক অবস্থায় বিসমিল্লাহ পড়া উচিত, এমন কি স্ত্রীসহবাসের সময়ও	১২৮
৯-পায়খানায় যাওয়ার সময় কি পড়া উচিত	১২৮
১০-পায়খানায় যাওয়ার সময় পানি রেখে দেয়া	১২৮
১১-পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী না হওয়া	১২৮
১২-যে ব্যক্তি দুটি ইটের ওপর বসে পায়খানা করলো	১২৯
১৩-মেয়েদের পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে যাওয়া	১২৯
১৪-বসতবাড়িতে পেশাব-পায়খানা করা	১৩০
১৫-পানি দ্বারা শৌচ কাজ করা	১৩০
১৬-কোনো ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার সাথে পানি বহন করে নিয়ে যাওয়া	১৩০
১৭-শৌচ কাজের জন্য পানিসহ লাঠি বহন করা	১৩১
১৮-ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ নিষেধ	১৩১
১৯-কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ছোঁয়	১৩১
২০-পাথর দ্বারা শৌচ কাজ করা বৈধ	১৩১
২১-কেউ যেন গোবর দ্বারা শৌচ কাজ না করে	১৩২
২২-অযুর এক একটি অঙ্গ একবার করে ধোয়া	১৩২
২৩-অযুর এক একটি অঙ্গ দুবার করে ধোয়া	১৩২
২৪-অযুর এক একটি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া	১৩২
২৫-অযুর সময় নাক ঝাড়া	১৩৩
২৬-বেজোড় ঢিলা নেয়া	১৩৩
২৭-দু'পা ধোয়া, মাসেহ না করা	১৩৪
২৮-অযুর সময় কুল্লি করা	১৩৪
২৯-গোড়ালী ধোয়া	১৩৪
৩০-জুতা পরিহিত থাকলে পা ধুতে হবে, জুতার ওপর মাসেহ করা যাবে না	১৩৫
৩১-অযু এবং গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা	১৩৬
৩২-নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা উচিত	১৩৬
৩৩-মানুষের চুল ভিজা পানি পাক	১৩৭
৩৩ক-কুকুর যদি কারোর পাত্র থেকে পানি পান করে	১৩৭
৩৪-পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে কিছু বের না হলে অযু করা	১৩৮
৩৫-নিজের সঙ্গীকে অযুর পানি দেয়া	১৪০
৩৬-পেশাব-পায়খানার পর অযু ছাড়া কুরআন পড়া	১৪০
৩৭-পূর্ণ বেহুঁশ না হলে, কেবল মাথা চক্কর দিলে অযু নষ্ট হয় না	১৪১
৩৮-সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা উচিত	১৪২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৯-দুপায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া	১৪৩
৪০-অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা	১৪৪
৪১-এক আঁজলা পানি দ্বারা কুল্লি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়েয	১৪৫
৪২-একবার মাথা মাসেহ করা	১৪৫
৪৩-নারী ও পুরুষের একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করা	১৪৬
৪৪-রসূলুল্লাহ স. বেহুঁশ ব্যক্তির ওপর অযুর অবশিষ্ট পানি নিক্ষেপ করেছেন	১৪৬
৪৫-কাঠ ও পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা	১৪৬
৪৬-গামলা থেকে অযু করা	১৪৮
৪৭-এক মুদ পানি দিয়ে অযু করা	১৪৮
৪৮-মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয	১৪৯
৪৯-পাক অবস্থায় মোজা পরিধান করা	১৪৯
৫০-বকরীর গোশত এবং ছাতু খেলে অযু করার প্রয়োজন নেই	১৫০
৫১-ছাতু খেয়ে অযু করার দরকার নেই, কেবল কুল্লি করলে চলবে	১৫০
৫২-দুধ পান করে কি কুল্লি করা দরকার ?	১৫১
৫৩-ঘুমালে অযু করতে হবে	১৫১
৫৪-হদস না হলেও অযু করা চলে	১৫১
৫৫-পেশাবের ছিঁটে থেকে নিজেকে রক্ষা না করা কবীরা গুনাহ	১৫২
৫৬-পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া	১৫২
৫৭-নবী স. একজন বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা সত্ত্বেও কিছু বললেন না	১৫৩
৫৮-মসজিদে পেশাবের ওপর পানি ঢালা	১৫৩
৫৮ক-পেশাবের ওপর পানি প্রবাহিত করা	১৫৩
৫৯-শিশুদের পেশাব সম্পর্কীয় হাদীস	১৫৪
৬০-বসা এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করা	১৫৪
৬১-নিজের সাথীর নিকট পেশাব করা এবং দেয়াল দ্বারা পর্দা করা	১৫৫
৬২-লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় পেশাব করা	১৫৫
৬৩-রক্ত ধুয়ে ফেলা	১৫৫
৬৪-বীর্য এবং নারী সম্পর্কীয় অন্যান্য নাপাকি ধোয়া সম্বন্ধে	১৫৬
৬৫-নাপাকি ধোয়ার পরও কাপড়ে পানির দাগ রয়ে গেলে	১৫৬
৬৬-উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং ছাগলের পেশাব ও তাদের খোয়াড় সম্বন্ধে হাদীস	১৫৭
৬৭-ঘি এবং পানিতে নাপাকি পড়লে কি করতে হবে	১৫৭
৬৮-বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ	১৫৮
৬৯-নামাযীর পিঠের ওপর নাপাকি ও মৃত জন্তু নিক্ষেপ করলে তার নামায নষ্ট হয় না	১৫৮
৭০-কাপড়ে থুথু ফেলা ইত্যাদি	১৬০
৭১-নাবীয এবং এমন পানি যার দ্বারা মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা দিয়ে অযু করা জায়েয নয়	১৬০
৭২-পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া	১৬০
৭৩-মেসওয়াক সম্বন্ধীয় হাদীস	১৬০
৭৪-বড়জনকে মেসওয়াক দেয়া উচিত	১৬১
৭৫-অযুসহ ঘুমানোর ফযীলত	১৬১

অধ্যায় ঃ ৫
কিতাবুল গোসল ১৬৩
(গোসলের বর্ণনা ঃ ১৬৩)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-গোসলের পূর্বে অযু সম্পর্কে আলোচনা	১৬৩
২-স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসলের বর্ণনা	১৬৪
৩-সা' এবং এ পরিমাণের পানি দ্বারা গোসল সম্পর্কে আলোচনা	১৬৪
৪-যে ব্যক্তি নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালল	১৬৫
৫-শরীরের অঙ্গ একবার করে ধোয়া	১৬৬
৬-যে ব্যক্তি গোসলের সময় হেলাব বা খোশবু ব্যবহার করেন	১৬৬
৭-ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া	১৬৬
৮-হাত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করার জন্য মাটিতে রগড়ানো	১৬৭
৯-জুনুবী ব্যক্তি হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে পারে কিনা	১৬৭
১০-যে ব্যক্তি গোসলের সময় ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর পানি ফেলেছেন	১৬৮
১১-গোসল এবং অযু পৃথক পৃথকভাবে করা	১৬৮
১২-একবার স্ত্রীসহবাস করার পর দ্বিতীয়বার স্ত্রীসহবাস করা এবং একই গোসলে সব স্ত্রীর সাথে সহবাস করা	১৬৮
১৩-শুক্র ধোয়া এবং তার কারণে অযু করা	১৬৯
১৪-যে ব্যক্তি খুশবু লাগাবার পর গোসল করলেন	১৬৯
১৫-চামড়া ভেজা পর্যন্ত চুল খেলাল করা	১৭০
১৬-যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় অযু করে, তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলে কিন্তু পুনরায় অযু করে না	১৭০
১৭-মসজিদে যদি কারোর স্মরণ আসে যে, সে জুনুবী, তাহলে সেই মুহূর্তে বাইরে চলে আসবে এবং তায়াম্মুম করবে না	১৭১
১৮-জানাবাতের গোসলের পর হাত ঝাড়া	১৭১
১৯-যে ব্যক্তি মাথার ডান দিক থেকে গোসল আরম্ভ করলো	১৭১
২০-যে ব্যক্তি নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো এবং যে পর্দা করলো	১৭২
২১-লোকদের নিকট গোসল করার সময় পর্দা করা	১৭৩
২২-মেয়েদের ইহ্‌তিলাম (স্বপ্নদোষ) সম্পর্কে বর্ণনা	১৭৩
২৩-জুনুবীর ঘাম এবং মুসলমানের অচ্ছুত না হবার বর্ণনা	১৭৪
২৪-জুনুবী বাজারে যেতে এবং বাইরে চলাফেরা করতে পারে	১৭৪
২৫-গোসলের পূর্বে অযু করার পর জুনুবীর ঘরে অবস্থান করা	১৭৪
২৬-জুনুবী ব্যক্তির নিদ্রার বর্ণনা	১৭৫
২৭-জুনুবী অযু করে তারপর ঘুমাবে	১৭৫
২৮-স্বামী-স্ত্রীর যৌনঅঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে	১৭৫
২৯-নারীর যৌন অঙ্গ থেকে অপবিত্রতা লাগলে ধোয়া	১৭৬

অধ্যায় ঃ ৬
কিতাবুল হায়েয ঃ ১৭৭
(হায়েযের বর্ণনা ঃ ১৭৭)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ঋতু কিভাবে শুরু হল	১৭৭
২-ঋতু অবস্থায় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া এবং তার চুল আঁচড়ান	১৭৭
৩-ঋতুমতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা	১৭৮
৪-হায়েযকে নেফাস বলা চলে	১৭৮
৫-ঋতুমতী নারীর সাথে মিশামিশি করা	১৭৮
৬-ঋতুমতী নারীর রোযা না রাখা	১৭৯
৭-ঋতুবতী নারী কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হাজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করতে পারে	১৮০
৮-রক্তপ্রদর রোগ সম্পর্কে বর্ণনা	১৮০
৯-ঋতুর রক্ত ধোয়া সম্পর্কে বর্ণনা	১৮১
১০-রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারীর এ'তেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা	১৮২
১১-রক্তস্রাব কালের কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যায় কিনা ?	১৮২
১২-ঋতুর গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহার	১৮২
১৩-ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর কিভাবে গোসল ও শরীর মর্দন করবে	১৮৩
১৪-ঋতুর গোসলের বর্ণনা	১৮৩
১৫-মেয়েদের ঋতুর গোসলের সময় চুল আঁচড়ানো	১৮৩
১৬-ঋতুর গোসলের সময় স্ত্রীলোকের মাথার চুল খোলার বর্ণনা	১৮৪
১৭-আল্লাহ বাণী ঃ 'মুখাল্লাকাহ' এবং 'গায়রে মুখাল্লাকাহ'-এর অর্থ কি ?	১৮৫
১৮-ঋতুমতী নারী কিভাবে হজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধবে ?	১৮৫
১৯-ঋতু কখন আসে এবং কখন শেষ হয় ?	১৮৬
২০-ঋতুমতী নারীর নামায কাযা পড়তে হবে না	১৮৬
২১-ঋতুবতী নারীর সাথে ঋতুর কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমানো	১৮৭
২২-যে ঋতুকালের জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্র নির্ধারণ করল	১৮৭
২৩-ঋতুমতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোআয় উপস্থিত হওয়া এবং মুসাল্লা হতে দূরে থাকা	১৮৭
২৪-এক মাসে তিনবার ঋতু আসার বর্ণনা	১৮৮
২৫-ঋতু ছাড়াই হলুদ ও মেটে রং দেখা	১৮৯
২৬-রক্তপ্রদর শিরার বর্ণনা	১৮৯
২৭-তাওয়াফে ইফাযার পর ঋতু আসা	১৮৯
২৮-রক্তপ্রদর রোগগ্রস্তা নারী পাক হওয়ার পর কি করবে	১৯০
২৯-নেফাসবিশিষ্ট মেয়েদের জানাযার নামায কিভাবে পড়তে হবে	১৯০

অধ্যায় ঃ ৭
কিতাবুত তায়াম্মুম ঃ ১৯১
(তায়াম্মুমের বর্ণনা ঃ ১৯১)

১-আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ 'যদি তোমরা পানি না পাও	১৯১
২-যদি কেউ পানি কিংবা মাটি না পায় তাহলে কি করবে ?	১৯২
৩-দেশে অবস্থানকালে পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায কাযা হওয়ার ভয় থাকলে	১৯৩
৪-তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মেরে তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়া জায়েয কি না ?	১৯৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫-কেবল মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করার বর্ণনা	১৯৪
৬-পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পানি দ্বারা অযু করার পর্যায়ভুক্ত	১৯৪
৭-যদি রোগ হওয়ার, মারা যাওয়ার কিংবা তৃষ্ণার্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে	১৯৭
৮-তায়াম্মুমে কেবল একবার হাত মারতে হবে	১৯৮

অধ্যায় ঃ ৮
কিতাবুস সালাত ঃ ২০১
(নামাযের বর্ণনা ঃ ২০১)

১-শবে মেরাজে কিভাবে নামায ফরয হলো	২০১
২-কাপড় পরে নামায পড়া ফরয	২০৪
৩-নামাযে পিঠের ওপর তহবন্দ পরার বর্ণনা	২০৪
৪-কেবলমাত্র কাপড় জড়িয়ে নামায পড়ার বর্ণনা	২০৫
৫-যখন একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় করবে, তখন যেন সে তার কিছু অংশ দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখে	২০৬
৬-কাপড় সংকীর্ণ হলে কি করবে?	২০৭
৭-শামী জুব্বা পরে নামায পড়া	২০৭
৮-নামায এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ হওয়া অপসন্দনীয়	২০৮
৯-জামা, পায়জামা, তুব্বান এবং কুবা পরে নামায পড়ার বর্ণনা	২০৮
১০-সতর ঢাকা	২০৯
১১-চাদর ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা	২১০
১২-উরু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়	২১০
১৩-মেয়েরা কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়বে	২১২
১৪-ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া এবং নামায পড়া অবস্থায় ছবির প্রতি নজর পড়া	২১২
১৫-ক্রুশ বা অন্য ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া যায় কি না	২১৩
১৬-রেশমী জুব্বা পরে নামায পড়া, তারপর তা খুলে ফেলা	২১৩
১৭-লাল কাপড় পরে নামায পড়া	২১৪
১৮-ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায পড়া	২১৪
১৯-সিজদা করার সময় নামাযীর কাপড় তার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা	২১৬
২০-চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া	২১৬
২১-জায়নামাযের ওপর নামায পড়া	২১৬
২২-বিছানায় নামায পড়া	২১৬
২৩-অতিশয় গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদা করা	২১৭
২৪-জুতা পরে নামায পড়া	২১৭
২৫-মোজা পরা অবস্থায় নামায পড়া	২১৮
২৬-সিজদা পুরোপুরি না করা	২১৮
২৭-সিজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত করা	২১৮
২৮-কেবলামুখী হওয়ার ফযীলত	২১৮
২৯-মদীনাবাসী এবং সিরিয়াবাসীদের কেবলা	২১৯
৩০-আল্লাহর বাণী ঃ 'মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও'	২২০
৩১-যেখানেই অবস্থান করো না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে	২২১
৩২-কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা	২২৩
৩৩-হাত দিয়ে মসজিদ হতে থুথু পরিষ্কার করা	২২৪
৩৪-কাঁকর দিয়ে মসজিদ হতে শিকনি পরিষ্কার করার বর্ণনা	২২৫
৩৫-নামাযের মধ্যে কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে	২২৫

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা
৩৬-যদি করোর নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হয় ২২৬
৩৭-মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্ফারা ২২৬
৩৮-মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা ২২৬
৩৯-কেউ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে সে তা কাপড়ের খুঁটে নিয়ে নেবে ২২৭
৪০-ইমামের লোকদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কেবলার বর্ণনা ২২৭
৪১-অমুক গোত্রের মসজিদ বলা জায়েয কি না ২২৮
৪২-মসজিদে কোনো কিছু ভাগ করা এবং কাঁদি ঝুলান ২২৮
৪৩-মসজিদে যাকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলো এবং যিনি তা কবুল করলেন ২২৮
৪৪-মসজিদে বিচার-আচার করা এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে লেআন করান ২২৯
৪৫-কারোর বাড়ীতে গেলে যথাইচ্ছা সেখানে কিংবা যেখানে নির্দেশ দেয় ২২৯
৪৬-বাড়ীতে মসজিদ তৈরী করা ২২৯
৪৭-মসজিদের ডান দিক হতে প্রবেশ করা ... ২৩১
৪৮-জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবরস্থান এবং সেখানে মসজিদ তৈরী করা কি জায়েয ? ২৩১
৪৯-ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা ২৩৩
৫০-উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা ২৩৩
৫১-এমন ব্যক্তি যে চুলা, আগুন অথবা এমন জিনিস যার ইবাদাত করা হয় ২৩৩
৫২-মাযারে নামায পড়া মাকরূহ ২৩৩
৫৩-ধ্বংস ও আযাবের জায়গায় নামায পড়া ২৩৪
৫৪-গীর্জায় নামায পড়া ২৩৪
৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ ২৩৪
৫৬-নবী স.-এর বাণী ঃ 'আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ২৩৫
৫৭-মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো ২৩৫
৫৮-মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া ২৩৬
৫৯-সফর হতে ফিরে আসার পর নামায পড়া ২৩৭
৬০-কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু' রাকআত নামায পড়ে নেয় ২৩৮
৬১-মসজিদে বে-অযু হওয়া ২৩৮
৬২-মসজিদ তৈরী করা ২৩৮
৬৩-মসজিদ তৈরী করার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা ২৩৯
৬৪-মসজিদ ও মিম্বরের কাঠের ব্যাপারে মিস্ত্রী ও কারীগরের নিকট সাহায্য চাওয়া ২৩৯
৬৫-এমন ব্যক্তি যে মসজিদ তৈরী করলো ২৪০
৬৬-মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার সময় যেন তীরের ফলা ধরে থাকে ২৪০
৬৭-মসজিদে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত ২৪০
৬৮-মসজিদে কবিতা পড়া ২৪১
৬৯-বর্শা-বল্লম সহ মসজিদে প্রবেশ করা ২৪১
৭০-মসজিদের মিম্বরের ওপর কেনাবেচা ২৪১
৭১-মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা ২৪২
৭২-মসজিদ ঝাড়ু দেয়া ২৪২
৭৩-মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা মসজিদে গিয়ে বলা ২৪৩
৭৪-মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা ২৪৩
৭৫-কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা ২৪৩
৭৬-ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা ও মসজিদে কয়েদী বাঁধার বর্ণনা ২৪৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭৭-মসজিদে রোগী ও অন্যদের জন্য তাঁবু তৈরী করা	২৪৪
৭৮-প্রয়োজনে মসজিদে উট বাঁধার বর্ণনা	২৪৫
৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ	২৪৫
৮০-মসজিদে জানালা ও পথ রাখা	২৪৫
৮১-কা'বা এবং মসজিদে দরজা রাখা ও তা বন্ধ করা	২৪৭
৮২-মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা	২৪৭
৮৩-মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা	২৪৭
৮৪-মসজিদে গোল হয়ে বসা	২৪৮
৮৫-মসজিদে চিত হয়ে শোয়া	২৪৯
৮৬-মসজিদ যদি রাস্তার ওপর নির্মিত হয়ে থাকে	২৫০
৮৭-বাজারের মসজিদে নামায পড়া	২৫০
৮৮-মসজিদ ও মসজিদের বাইরে আঙুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা	২৫১
৮৯-মদীনার রাস্তায় অবস্থিত মসজিদগুলো এবং যে সকল স্থানে নবী স. নামায পড়েছেন	২৫২
৯০-ইমামের সুতরাহ তার পেছনের লোকদের জন্য যথেষ্ট	২৫৬
৯১-নামাযী ও সুতরাহর মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত	২৫৭
৯২-বল্লমের দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৭
৯৩-বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৮
৯৪-মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরাহ	২৫৮
৯৫-স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায পড়া	২৫৮
৯৬-জামায়াত ছাড়া একা স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া	২৫৯
৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ	২৬০
৯৮-উট, উষ্ট্রী, গাছ ও হাওয়ার ওপর নামায পড়া	২৬০
৯৯-চৌকির দিকে মুখ করে নামায পড়ার বর্ণনা	২৬০
১০০-নামাযীর উচিত যে ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যাবে তাকে বাধা দেয়া	২৬১
১০১-নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ	২৬১
১০২-নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করার বর্ণনা	২৬২
১০৩-নিদ্রিত ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া	২৬২
১০৪-স্ত্রীলোক সামনে রেখে নামায পড়া	২৬২
১০৫-সেই ব্যক্তির দলিল যিনি বলেন কোনো কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না	২৬৩
১০৬-নামাযের মধ্যে ছোট মেয়েকে ঘাড়ে তোলা	২৬৩
১০৭-এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া যার ওপর ঋতুবতী নারী শুয়ে আছে	২৬৪
১০৮-সিজদার সময় সিজদা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া জায়েয কিনা	২৬৪
১০৯-নামাযীর শরীর হতে একজন নারীর অপবিত্রতা পরিষ্কার করা	২৬৪

অধ্যায় ঃ ৯
কিতাবু মাওয়াকীতুস সালাত ২৬৬
(নামাযের সময়ের বর্ণনা ঃ ২৬৬)

১-নামাযের সময় এবং তার মর্যাদা	২৬৬
২-মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ 'আল্লাহর দিকে অভিমুখী'..	২৬৭
৩-নামায কায়েম করার ব্যাপারে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা	২৬৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪-নামায গুনার কাফ্ফারা হয়ে যায়	২৬৮
৫-ঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা	২৬৯
৬-জামাআতে বা জামায়াতের বাইরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করলে ....।	২৭০
৭-ঠিক সময়ে নামায আদায় না করে, অসময়ে আদায় করা	২৭০
৮-নামায আদায়কারী (মুসল্লি) তার প্রভুর সাথে গোপন কথা বলেন	২৭০
৯-প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্ব করে যোহরের নামায ঠাণ্ডায় আদায় করা	২৭১
১০-সফরে বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায আদায় করা	২৭২
১১-সূর্য যখন ঢলে পড়ে তখন যোহরের নামাযের সময় হয়	২৭৩
১২-আসরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত যোহরের নামায আদায়ে বিলম্বিত করা	২৭৪
১৩-আসরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত	২৭৫
১৪-আসরের নামায কাযা হলে যে গুনাহ হয়	২৭৭
১৫-আসরের নামায পরিত্যাগ করার গুনাহ	২৭৭
১৬-আসরের নামাযের মর্যাদা	২৭৮
১৭-সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত নামায আদায় করতে সক্ষম হল	২৭৮
১৮-মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত	২৮০
১৯-যে ব্যক্তি মাগরিবকে 'এশা বলা অপসন্দ করে থাকে	২৮১
২০-এশা ও আতামা সম্পর্কে	২৮২
২১-এশার নামাযের ওয়াক্ত	২৮২
২২-এশার নামাযের মর্যাদা	২৮৩
২৩-এশার নামাযের পূর্বে ঘুমান মাকরূহ	২৮৪
২৪-ঘুমের ভাব হলে এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমাবে না	২৮৪
২৫-অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার নামাযের সময়	২৮৬
২৬-ফজরের নামাযের মর্যাদা	২৮৬
২৭-ফজরের নামাযের সময়	২৮৭
২৮-বেলা উঠার পূর্বে কেউ যদি ফজরের নামাযের এক রাকআত	২৮৮
২৯-কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে (অর্থাৎ সময়মত এক রাকআত) তা আদায় করার হুকুম	২৮৮
৩০-ফজরের নামাযের পর বেলা কিছু ওপরে ওঠা পর্যন্ত নামায নেই	২৮৯
৩১-সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের জন্য মনস্ত করবে না	২৯০
৩২-যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের ফরয নামাযের পর ছাড়া অন্য কোনো সময় নামায পড়াকে মাকরূহ	২৯১
৩৩-আসরের নামাযের পর কাযা আদায় করা	২৯১
৩৪-বাদলা দিনে সকাল সকাল নামায পড়া	২৯২
৩৫-নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আযান দেয়া	২৯২
৩৬-ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর জামায়াতে নামায আদায় করা	২৯৩
৩৭-কেউ কোনো নামায আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নেবে	২৯৪
৩৮-কাযা নামাযসমূহ পরম্পরা বজায় রেখে আদায় করতে হবে	২৯৪
৩৯-এশার নামাযের পর কথাবার্তা বা গল্প-গুজব করা মাকরূহ	২৯৪
৪০-এশার নামাযের পর জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর বিষয়ে কথাবার্তা বলা	২৯৫
৪১-নিজ পরিবারের লোক ও মুসাফিরের সাথে এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা	২৯৬

অধ্যায় ঃ ১০
কিতাবুল আযান ঃ ২৯৯
(আযানের বর্ণনা ঃ ২৯৯)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-আযানের সূত্রপাত	২৯৯
২-আযানের বাক্য জোড়ায় জোড়ায়	৩০০
৩-কাদকামাতিস সালাত বাক্য ছাড়া ইকামাতের বাকী অংশগুলো একবার করে বলা	৩০০
৪-আযানের ফযীলত	৩০০
৫-উচ্চৈস্বরে আযান দেয়া	৩০১
৬-আযান শুনা গেলে লড়াই ও রক্তপাত বন্ধ করা	৩০১
৭-আযানের শব্দ শুনলে কি বলবে	৩০২
৮-আযানের সময়কার দোআ	৩০২
৯-আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারীর সাহায্য নেয়া	৩০৩
১০-আযানের মাঝখানে কথা বলা	৩০৩
১১-কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে	৩০৩
১২-ফজরের সময় হলে আযান দেয়া	৩০৪
১৩-ফজর হবার পূর্বে আযান	৩০৪
১৪-আযান ও ইকামাতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু এবং ইকামাতের জন্য অপেক্ষা করা	৩০৫
১৫-যে ব্যক্তি ইকামাতের অপেক্ষা করবে	৩০৬
১৬-আযান ও ইকামাতের মাঝখানে নামায পড়া যায়	৩০৬
১৭-সফরের সময় এক একজন মুয়াজ্জিনই আযান দেবে	৩০৬
১৮-মুসাফিরদের নামাযের জামাআতের জন্য আযান ও ইকামাত	৩০৭
১৯-মুয়াজ্জিন কি (আযানের সময়) এদিক-ওদিক তাকাবে ?	৩০৮
২০-"আমাদের নামায ছুটে গেছে" কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য বলা	৩০৯
২১-যতখানি নামায পাবে ততখানি পড়ে নেবে	৩০৯
২২-ইকামাতের সময় ইমামকে দেখে লোকেরা কখন দাঁড়াবে	৩০৯
২৩-নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে দাড়াবে না বরং ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে	৩১০
২৪-প্রয়োজনবোধে মসজিক থেকে বাইরে যেতে পারবে কি ?	৩১০
২৫-ইমাম যদি (মুকতাদীদেরকে) বলেন আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর ...	৩১০
২৬-"আমি নামায পড়িনি" কোনো ব্যক্তির একথা বলা	৩১০
২৭-ইকামাতের পর যদি ইমামের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়	৩১১
২৮-ইকামাত হয়ে যাবার পর কথা বলা	৩১১
২৯-জামাআতে নামায পড়া ওয়াজিব	৩১১
৩০-জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত	৩১২
৩১-ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত	৩১৩
৩২-ওয়াক্তের প্রথম ভাগে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত	৩১৪
৩৩-ভাল কাজের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে সওয়াব	৩১৪
৩৪-এশার নামায জামাআতে পড়ার সওয়াব	৩১৫
৩৫-দুজন ও তদ্দুর্ধ লোকের জামাআত	৩১৫
৩৬-নামাযের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মসজিদের ফযীলত	৩১৫
৩৭-সকাল-সন্ধায় মসজিদে যাবার ফযীলত	৩১৬
৩৮-নামাযের ইকামাত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া যাবে না	৩১৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৯-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামাআতের নামাযে শরীক হবে	৩১৭
৪০-বৃষ্টি এবং ওযর বশত ঘরে নামায পড়ার অনুমতি	৩১৮
৪১-যত সংখ্যক লোকই উপস্থিত হবে তাদেরকে নিয়েই কি ইমাম নামায পড়বেন ?	৩১৯
৪২-খাবার এসে যাবার পর যদি ইকামাত হয়	৩২০
৪৩-ইমাম হাতে নিয়ে কিছু খাচ্ছেন এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে	৩২১
৪৪-ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামাত হলে নামাযে চলে যাবে	৩২১
৪৫-যে ব্যক্তি লোকদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া ও নিয়মনীতি শিখাবার জন্য নামায পড়ে দেখায়	৩২২
৪৬-শরীয়াতের জ্ঞানের অধিকারী বিদ্যান ব্যক্তিই ইমামতীর অধিক যোগ্য	৩২২
৪৭-ওযর বশত মুকতাদী ইমামের পাশে দাঁড়াবে	৩২৫
৪৮-কোনো এক ব্যক্তি লোকদের ইমামতী করার জন্য এগিয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায়	৩২৫
৪৯-কয়েক ব্যক্তি কেরাত পাঠে সমান হলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম হবেন	৩২৬
৫০-ইমাম কোথাও পরিদর্শনে গেলে নামাযে সে এলাকার লোক ইমামতী করবেন	৩২৭
৫১-ইকতেদার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়	৩২৭
৫২-মুকতাদীগণ কখন সিজদা করবে ?	৩৩০
৫৩-ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর গুনাহ	৩৩১
৫৪-ক্রীতদাস বা আযাদকৃত ক্রীতদাসের ইমামতী	৩৩১
৫৫-ইমামের নামায শেষ না হতেই যদি মুকতাদী নামায শেষ করে	৩৩১
৫৬-ফেতনাবাজ ও বেদআতী ব্যক্তির ইমামতী করা	৩৩২
৫৭-দু'জন নামায আদায়কালে মুকতাদী ইমামের কাঁধ বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে	৩৩২
৫৮-কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ইমাম যদি তাকে ধরে	৩৩৩
৫৯-লোকদের ইকতেদা করার কারণে ইমামতীর নিয়ত ছাড়াই যদি ইমাম নামায পড়েন	৩৩৩
৬০-ইমাম নামায দীর্ঘ করায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনের জন্য ইমামের পিছনে নামায ছেড়ে একাকী নামায আদায় করা	৩৩৩
৬১-নামাযের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা ইমামের কর্তব্য	৩৩৪
৬২-একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করা যায়	৩৩৪
৬৩-ইমামের বিরুদ্ধে নামায দীর্ঘ করার অভিযোগ	৩৩৫
৬৪-নামায সংক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি আদায় করা	৩৩৬
৬৫-শিশুদের ক্রন্দনের কারণে নামায সংক্ষিপ্ত করা	৩৩৬
৬৬-নিজে নামায আদায় করে পুনরায় অন্যদের ইমামতী করা	৩৩৭
৬৭-যে মুকতাদীদেরকে ইমামের তাকবীর শুনতে সাহায্য করে	৩৩৭
৬৮-এক ব্যক্তির ইমামের ইকতেদা করা এবং অবশিষ্ট মুকাতাদীদের	৩৩৭
৬৯-ইমামের সন্দেহ হলে কি তিনি মুকতাদীদের কথা গ্রহণ করবেন ?	৩৩৮
৭০-নামাযের মধ্যে ইমামের ক্রন্দন করা	৩৩৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭১-ইকামাতের সময় কিংবা তার পরপরই কাতার সোজা করে দাঁড়ানো	৩৪০
৭২-কাতার ঠিক করার সময়ে ইমামের মুকতাদীদের সামনে...	৩৪০
৭৩-প্রথম কাতারের গুরুত্ব	৩৪০
৭৪-কাতার ঠিক করাই নামাযের পূর্ণাঙ্গতা	৩৪১
৭৫-কেউ কাতার পুরা না করলে সে গুনাহর কাজ করলো	৩৪১
৭৬-কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার ঠিক করা	৩৪২
৭৭-কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে ইকতেদা করলে ইমাম তাকে ধরে	৩৪২
৭৮-নারী একই এক কাতারে দাঁড়াবে	৩৪২
৭৯-ইমাম ও মসজিদের ডান দিকের বর্ণনা	৩৪৩
৮০-ইমাম ও মুকতাদীদের মধ্যে কোনো দেয়াল বা পর্দা থাকা	৩৪৩
৮১-রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)	৩৪৩
৮২-নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলা ওয়াজিব	৩৪৪
৮৩-নামায আরম্ভ করার সময় প্রথম তাকবীরে দু হাত সমভাবে উঠান	৩৪৫
৮৪-তাকবীরে তাহরীমার ..... সময় দু' হাত ওপরে উঠানো	৩৪৬
৮৫-তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠাতে হবে	৩৪৬
৮৬-দু' রাকআত পড়ে উঠার সময় দু' হাত উঠানো	৩৪৭
৮৭-নামাযে ডান হাত বাম হাতের ওপর বাঁধার বর্ণনা	৩৪৮
৮৮-নামাযে একাগ্রতা রক্ষা করা	৩৪৯
৮৯-তাকবীরের পর কি পড়তে হবে ?	৩৫০
৯০-অনুচ্ছেদ ঃ	৩৫০
৯১-নামাযের মধ্যে ইমামের দিকে তাকানো	৩৫১
৯২-নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা	৩৫৩
৯৩-নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা	৩৫৩
৯৪-নামাযের মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে ..... সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাবে কি না ?	৩৫৩
৯৫-সফরে কিংবা বাড়ীতে, নীরবে কিংবা সরবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সকল নামাযেই ইমাম ও মুকতাদীদের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব	৩৫৪
৯৬-যোহরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৭
৯৭-আসরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৮
৯৮-মাগরিবের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৫৮
৯৯-এশার নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত পাঠ করা	৩৫৯
১০০-এশার নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত করা	৩৫৯
১০১-এশার নামাযে সিজদা বিশিষ্ট আয়াত পাঠের বর্ণনা	৩৫৯
১০২-এশার নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৬০
১০৩-চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দু' রাকআতকে	৩৬০
১০৪-ফজরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা	৩৬১
১০৫-ফজরের নামাযের কেরায়াত উচ্চৈস্বরে পড়ার বর্ণনা	৩৬১
১০৬-নামাযের একই রাকআতে দু' সূরা পাঠ করা	৩৬৩
১০৭-চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষের দু রাকআত শুধু মাত্র...	৩৬৪
১০৮-যোহর এবং আসরের নামাযে চুপে চুপে কেরায়াত পড়া	৩৬৪
১০৯-ইমাম কর্তৃক মুকতাদীদেরকে আয়াত শোনানো	৩৬৫

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১০-প্রথম রাকআত দীর্ঘ করা	৩৬৫
১১১-ইমামের উচ্চৈস্বরে আমীন বলা	৩৬৫
১১২-আমীন বলার মর্যাদা	৩৬৬
১১৩-মুকতাদীদের উচ্চৈস্বরে আমীন বলা	৩৬৬
১১৪-কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ' করা	৩৬৬
১১৫-রুকূ'তে তাকবীর পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘ ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা	৩৬৬
১১৬-সিজদায় পূর্ণাঙ্গ তাকবীর বলা	৩৬৭
১১৭-সিজদা শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা	৩৬৮
১১৮-রুকূ'র সময় হাতের তালু হাটুর ওপর স্থাপন করা	৩৬৮
১১৯-যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' আদায় না করে	৩৬৯
১২০-রুকূ'কালে পিঠ সোজা হওয়ার বর্ণনা	৩৬৯
১২১-পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' করা এবং রুকূ'তে বিলম্ব ও আরামের সীমা	৩৬৯
১২২-কেউ পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ' না করলে নবী স. তাকে	৩৬৯
১২৩-রুকূ' অবস্থায় দোআ	৩৭০
১২৪-ইমাম এবং তাঁর পেছনে নামায আদায়কারী ..... কি বলবে ?	৩৭০
১২৫-(রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর) আল্লাহুম্মা রাব্বানা .... বলার মর্যাদা	৩৭১
১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ --	৩৭১
১২৭-রুকূ' থেকে উঠে আরামে দাঁড়ানো	৩৭১
১২৮-সিজদার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে	৩৭৩
১২৯-সিজদা করার মর্যাদা	৩৭৪
১৩০-নামাযে সিজদার সময় পুরুষেরা ..... পৃথক রাখবে	৩৭৮
১৩১-সিজদাকালে পায়ের আঙ্গুলসমূহও কেবলামুখী রাখতে হবে	৩৭৮
১৩২-পূর্ণাঙ্গ সিজদা না করা	৩৭৮
১৩৩-সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে	৩৭৮
১৩৪-নাক দ্বারা সিজদা করা	৩৭৯
১৩৫-মাটির ওপরেও নাক দ্বারা সিজদা করতে হবে	৩৭৯
১৩৬-কাপড়ে গিরা লাগানো বা বেঁধে নেয়া এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে ..	৩৮০
১৩৭-নামাযের মধ্যে চুল ঠিক করবে না	৩৮০
১৩৮-নামাযরত অবস্থায় কাপড় টেনে না তোলা	৩৮১
১৩৯-সিজদার দোআ ও তাসবীহ পাঠ	৩৮১
১৪০-দু' সিজদার মাঝে বসে কিছুটা অপেক্ষা করা	৩৮১
১৪১-সিজদার সময় দু' বাহু বিছিয়ে না দেয়া	৩৮২
১৪২-নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে	৩৮৩
১৪৩-রাকআত শেষ করে উঠে কিভাবে বসতে হবে ?	৩৮৩
১৪৪-দু' সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতে হবে	৩৮৩
১৪৫-তাশাহুদে বসার নিয়ম	৩৮৪
১৪৬-প্রথম তাশাহুদ ওয়াজিব নয় বলে	৩৮৫
১৪৭-প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা	৩৮৬
১৪৮-শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া	৩৮৬
১৪৯-সালামের পূর্বে দোআ করা	৩৮৭
১৫০-তাশাহুদের পর কি দোআ পড়বে ?	৩৮৮
১৫১-নামায শেষ হওয়ার পূর্বে ..... ঝেড়ে ফেলবে না	৩৮৮
১৫২-নামাযে সালাম ফিরানো	৩৮৯
১৫৩-ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীগণও	৩৮৯
১৫৪-যারা নামাযে ইমামের সালামের জবাব দেয়	৩৮৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৫৫-নামাযের পর যিকির বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা	৩৯০
১৫৬-সালাম ফেরানোর পর ইমাম ...	৩৯২
১৫৭-নামায শেষে ইমামের জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসে থাকা	৩৯৩
১৫৮-নামায শেষে কারো কারো কোনো প্রয়োজনীয় কথা মনে হলে তার লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে যাওয়া ?	৩৯৩
১৫৯-নামায শেষে ডান অথবা বাঁ দিকে মুখ ফিরানো	৩৯৪
১৬০-কাঁচা ও অপরিপক্ক রসুন, পিঁয়াজ খেয়ে মসজিদে আসা	৩৯৪
১৬১-শিশুদের অযু করা	৩৯৫
১৬২-রাত্রিকালে অন্ধকারে নারীদের মসজিদে গমনের বর্ণনা	৩৯৮
১৬৩-[জ্ঞানী] আলেমের জন্য মানুষের (মুসল্লীদের) অপেক্ষা করা	৩৯৯
১৬৪-পুরুষদের পেছনে নারীদের নামায পড়ার বর্ণনা	৪০০
১৬৫-ফজরের নামায শেষে নারীদের দ্রুত	৪০০
১৬৬-নামায আদায়ের নিমিত্তে মসজিদে যাওয়ার জন্য নারীদের নিজ নিজ স্বামীদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা	৪০১

অধ্যায় ঃ ১১
কিতাবুল জুমআ ৪০২
(জুমআর বর্ণনা ঃ ৪০২)

১-জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ	৪০২
২-জুমআর দিন গোসল করার ফযীলত	৪০২
৩-জুমআর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার	৪০৩
৪-জুমআর ফযীলত	৪০৪
৫-অনুচ্ছেদ ঃ --	৪০৪
৬-জুমআর জন্য তেলের ব্যবহার	৪০৪
৭-(জুমআর দিন) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা	৪০৫
৮-জুমআর দিনে মেসওয়াক করা	৪০৬
৯-অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা	৪০৬
১০-জুমআর দিন ফজরের নামাযে কি পড়বে ?	৪০৭
১১-গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায	৪০৭
১২-স্ত্রীলোক, বালক বা অন্য যারা জুমআয় হাজির হয় না তাদের কি গোসল প্রয়োজন ?	৪০৮
১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ---	৪০৯
১৪-বৃষ্টির কারণে জুমআর নামাযে হাজির না হওয়ার অবকাশ দান	৪০৯
১৫-জুমআয় কতদূর থেকে আসতে হবে	৪১০
১৬-সূর্য হেলে গেলে জুমআর ওয়াক্ত হয় ---	৪১০
১৭-জুমআর দিন তাপ যখন বেড়ে যেত	৪১১
১৮-জুমআর জন্য পথ চলা	৪১১
১৯-জুমআর দিন নামাযে প্রতি দু'জনের মধ্যে কোনো ফাঁক না রাখা	৪১২
২০-জুমআর দিনে (মসজিদে) কোনো ব্যক্তি তার এক ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে বসবে না	৪১৩
২১-জুমআর দিনে আযান দেয়া	৪১৩
২২-জুমআর দিনে একজন মুয়াজ্জিনের আযান দেয়া	৪১৩
২৩-আযানের আওয়ায শুনলে	৪১৩
২৪-আযানের সময় মিম্বরের ওপর বসা	৪১৪
২৫-খুতবার সময় আযান	৪১৪
২৬-মিম্বর থেকে খুতবা দান	৪১৫
২৭-দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া	৪১৬
২৮-খুতবার সময় লোকদের ইমামের দিকে মুখ করা	৪১৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২৯-খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলা	৪১৬
৩০-জুমআর দিন দু' খুতবার মাঝে বসা	৪২০
৩১-খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা	৪২০
৩২-খুতবা দেয়ার সময় ইমাম কাউকে যখন আসতে দেখবে	৪২১
৩৩-ইমামের খুতবা দেয়ার সময়ে যে আসবে	৪২১
৩৪-খুতবায় দু' হাত তোলা	৪২১
৩৫-জুমআর দিনে খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা	৪২২
৩৬-জুমআর দিনে ইমামের খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো	৪২৩
৩৭-জুমআর দিনের একটি মুহূর্ত	৪২৩
৩৮-জুমআর নামাযে কিছু লোক যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যায় ...	৪২৩
৩৯-জুমআর ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামায পড়া	৪২৩
৪০-আল্লাহর বাণী ----	৪২৪
৪১-জুমআর পরেই কাইলুলা	৪২৪

অধ্যায় ঃ ১২

আবওয়াবু সালাতুল খাওফ ঃ ৪২৬

(ভয়ের নামাযের বর্ণনা ঃ ৪২৬)

১. ভয়ের নামায মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন	৪২৬
২-পায়ে হাঁটা অবস্থায় ভয়ের নামায পড়া	৪২৭
৩-ভয়ের নামাযে নামাযীদের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দেবে	৪২৭
৪-দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখী অবস্থায় নামায	৪২৭
৫-শত্রুর পশ্চাধাবনকারী ও শত্রু তাড়িত পশ্চাদাপসরণকারীর আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় নামায পড়া	৪২৮
৬-আল্লাহু আকবার বলা, ভোরের অন্ধকারে নামায পড়া এবং	৪২৯

অধ্যায় ঃ ১৩

কিতাবুল ঈদাইন ঃ ৪৩০

(দু' ঈদের বর্ণনা ঃ ৪৩০)

১-দু' ঈদ ও তাতে সাজসজ্জার বর্ণনা	৪৩০
২-ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা	৪৩১
৩-দু' ঈদে মুসলমানদের রীতি-নীতি	৪৩১
৪-ঈদুল ফিতরের দিনে (নামাযের জন্য) বের হওয়ার পূর্বে আহার করা	৪৩২
৫-কুরবানীর দিন খাদ্য গ্রহণ করা	৪৩২
৬-মিম্বরে না গিয়ে ঈদগাহে গমন	৪৩২
৭-পায়ে হেঁটে ঈদের জামায়াতে যাওয়া এবং	৪৩৪
৮-ঈদের নামাযের পর খুতবা দান	৪৩৫
৯-ঈদের জামায়াতে ও হারাম শরীফে অস্ত্রবহন ঘৃণিত কাজ	৪৩৬
১০-ঈদের নামাযের জন্য ভোরে রওয়ানা হওয়া	৪৩৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১-তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের মাহাত্ম	৪৩৭
১২-মিনার দিনগুলোতে এবং আরাফাতে খুব সকালে যাওয়ার সময়ে পড়ার তাকবীর	৪৩৮
১৩-ঈদের দিন যুদ্ধের হাতিয়ারের কাছে নামায	৪৩৮
১৪-ঈদের দিন ইমামের সামনে ছোট বর্শা ও যুদ্ধের হাতিয়ার বহন করা	৪৩৯
১৫-পবিত্র ও ঋতুবর্তী মহিলাদের ঈদগায় গমন	৪৩৯
১৬-বালকদের ঈদগায় গমন	৪৩৯
১৭-ঈদের ভাষণ (খুতবা) দেয়ার সময় ইমাম লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়ান	৪৩৯
১৮-ঈদগাহে নিশান দেয়া	৪৪০
১৯-ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নিসহত	৪৪০
২০-ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের ওড়না না থাকলে	৪৪২
২১-ঈদগাহে ঋতুবর্তী মহিলাদের পৃথক অবস্থান	৪৪২
২২-কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানী	৪৪২
২৩-ঈদের ভাষণে ইমাম ও (উপস্থিত) লোকদের কথা বলা এবং	৪৪৩
২৪-ঈদের দিন (বাড়ী) ফিরে আসার সময়ে যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসবে	৪৪৫
২৫-কেউ ঈদ না পেলে সে দু' রাকআত নামায আদায় করবে	৪৪৫
২৬-ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া	৪৪৬

অধ্যায় ঃ ১৪
আবওয়াবুল বিতর ঃ ৪৪৭
(বিতর নামাযের বর্ণনা ঃ ৪৪৭)

১-বিতর সংক্রান্ত কথা	৪৪৬
২-বিতরের সময় ঃ আবু হুরাইরা বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ	৪৪৮
৩-বিতরের সময়ে নবী স. কর্তৃক তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেয়া	৪৪৯
৪-(রাতে) নামাযের শেষে বিতরের নামায পড়া উচিত	৪৪৯
৫-সওয়ারীর জন্তুর ওপর বিতরের নামায	৪৪৯
৬-সফর অবস্থায় বিতরের নামায	৪৫০
৭-রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ	৪৫০

অধ্যায় ঃ ১৫
আবওয়াবুল ইসতেসকা ঃ ৪৫২
(বৃষ্টি প্রার্থনার বর্ণনা ঃ ৪৫২)

১-বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টি প্রার্থনায় নবী স.-এর গমন	৪৫২
২-নবী স.-এর প্রার্থনা	৪৫২
৩-দুর্ভিক্ষের সময়ে ইমামের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য	৪৫৩
৪-বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে চাদর উল্টানো	৪৫৪
৫-আল্লাহর সম্মানীর জিনিসের যখন অসম্মান করা হয়	৪৫৪
৬-জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা	৪৫৪
৭-কেবলার দিকে না ফিরে জুমআর খুতবায়	৪৫৫
৮-মিম্বরে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা	৪৫৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯-যে ব্যক্তি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য শুধু	৪৫৭
১০-অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দোআ করা	৪৫৮
১১-নবী স. সম্পর্কে বলা হয়েছে ...	৪৫৮
১২-মানুষ যখন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমামকে অনুরোধ করত	৪৫৮
১৩-দুর্ভিক্ষের সময়ে মুশরিকরা যখন মুসলমানদের কাছে	৪৫৯
১৪-অতি বর্ষার সময়ে 'আমাদের এলাকায় নয়, বরং	৪৬০
১৫-বৃষ্টি প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে দোআ করা	৪৬১
১৬-বৃষ্টি প্রার্থনার উচ্চৈস্বরে কেরায়াত পাঠ	৪৬১
১৭-নবী স. মানুষের দিকে কিরূপে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন	৪৬১
১৮-বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দু' রাকআত	৪৬২
১৯-নামাযের ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনা	৪৬২
২০-বৃষ্টি প্রার্থনায় কেবলামুখী হওয়া	৪৬২
২১-বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের সাথে লোকদের হাত ওঠান	৪৬৩
২২-বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের হাত ওঠান	৪৬৩
২৩-বৃষ্টিপাতের সময় কি বলা হবে	৪৬৩
২৪-যে ব্যক্তি এমনভাবে বৃষ্টিতে ভেজে যে তার	৪৬৩
২৫-যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়	৪৬৪
২৬-নবী স.-এর বাণী ঃ "আমাকে	৪৬৫
২৭-ভূমিকম্প ও আয়াত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে	৪৬৫
২৮-আল্লাহ পাকের বাণী ঃ	৪৬৫
২৯-মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে	৪৬৬

অধ্যায় ঃ ১৬

কিতাবু আবওয়াবুল কুসুফ ঃ ৪৬৭

(সূর্যগ্রহণের বর্ণনা ঃ ৬৬৭)

১-সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায	৪৬৭
২-সূর্যগ্রহণের সময়ে দান	৪৬৮
৩-সূর্যগ্রহণের নামাযে 'আসসালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান	৪৬৯
৪-সূর্যগ্রহণের সময়ে ইমামের খুতবা দান	৪৬৯
৫-'কাছাফাতিশ্ শামসু' বা খাসাফাত বলবে কি না ?	৪৭০
৬-নবী স.-এর বাণী ঃ আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ দ্বারা	৪৭১
৭-সূর্যগ্রহণের সময়ে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৪৭১
৮-সূর্যগ্রহণের সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করা	৪৭২
৯-সূর্যগ্রহণের সময় জামায়াতে নামায পড়া	৪৭২
১০-সূর্যগ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে নারীদের নামায	৪৭৪
১১-সূর্যগ্রহণের সময় যে দাসমুক্ত করতে পসন্দ করে	৪৭৪
১২-মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায	৪৭৪
১৩-কারো মৃত্যু অথবা বাঁচার কারণে সূর্যগ্রহণ হয় না	৪৭৬
১৪-ইবনে আব্বাস রা. থেকে সূর্যগ্রহণের সময়ে	৪৭৭
১৫-আবু মূসা ও আয়েশা রা. সূর্যগ্রহণের সময়ে	৪৭৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৬-আবু উসামা রা. সূর্য গ্রহণের খুতবায় ইমামের 'আম্মাবাদ' বলার কথা বর্ণিত হয়েছে	৪৭৮
১৭-চন্দ্রগ্রহণের নামায	৪৭৮
১৮-সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রথম রাকআত অধিকতর দীর্ঘ	৪৭৮
১৯-সূর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চৈস্বরে কেরায়াত করা	৪৭৯

অধ্যায় ঃ ১৭
আবওয়াবু সুজুদুল কুরআন ওয়া সুন্নাতুহা ঃ ৪৮০
(তেলাওয়াতে সিজদা ও সুন্নাতের বর্ণনা ঃ ৪৮০)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-কুরআনের সিজদা ও তার সুন্নাত হবার বর্ণনা	৪৮০
২-'তানযীলুস সাজদা' সূরায় সিজদা	৪৮০
৩-'ছাদ'-এর সিজদা	৪৮০
৪-'আন-নাজমের' সিজদা	৪৮০
৫-মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সিজদা দেয়া অথচ মুশরিকরা ...	৪৮১
৬-যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পড়ল কিন্তু সিজদা দেয় না	৪৮১
৭-'ইযায সামউন শাককাত' সূরায় সিজদা	৪৮১
৮-তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত শুনে যে সিজদা করা হয়	৪৮১
৯-যারা মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদা	৪৮২
১০-যারা মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদা অপরিহার্য করেননি	৪৮২
১১-যে নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সে কারণে সিজদা দেয়	৪৮৩
১২-যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদা দেয়ার জায়গা পায় না	৪৮৩

অধ্যায় ঃ ১৮
আবওয়াবুত তাকসীর ঃ ৪৮৪
(নামায কসর করার বর্ণনা ঃ ৪৮৪)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-কসর সম্বন্ধীয় কথা এবং কতদিন কসর করবে	৪৮৪
২-মিনায় নামায	৪৮৪
৩-নবী স. হজ্জে কতদিন ইকামত (অবস্থান) করেছিলেন ?	৪৮৫
৪-কি পরিমাণ দূরত্বের সফরে নামায কসর করতে হবে	৪৮৫
৫-যখন নিজ স্থান থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর করবে	৪৮৬
৬-সফরে মাগরিবের নামায তিন রাকআতই পড়া হয়	৪৮৬
৭-সওয়ারীর জন্তু যেদিকে ফিরুক না কেন সেদিকে ফিরেই	৪৮৭
৮-সওয়ারীর জন্তুর ওপর থাকা অবস্থায় ইশারা করা	৪৮৭
৯-ফরয নামাযের জন্য "সওয়ারী থেকে) অবতরণ করা	৪৮৮
১০-গাধার পিঠে নফল নামায পড়া	৪৮৮
১১-সফরে যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পরে বা আগে নফল নামায পড়ে না	৪৮৯
১২-যে ব্যক্তি সফরে ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে	৪৮৯
১৩-সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া	৪৮৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৪-যখন মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়বে তখন	৪৮৯
১৫-সূর্য ঢলার আগেই সফর শুরু করলে যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করবে	৪৯১
১৬-সূর্য ঢলে পড়ার পর যখন সফর শুরু করবে তখন প্রথমে যোহর আদায় করবে	৪৯১
১৭-উপবিষ্ট ব্যক্তির নামায	৪৯১
১৮-উপবিষ্ট অবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করা	৪৯২
১৯-যখন বসে নামায পড়তে অক্ষম হবে তখন কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে	৪৯৩
২০-বসে বসে নামায পড়ার সময়ে রোগ সেরে গেলে কিংবা হালকাবোধ করলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে	৪৯৩

অধ্যায় ঃ ১৯
কিতাবুত তাহাজ্জুদ ঃ ৪৯৫
(তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা ঃ ৪৯৫)

১-রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়া	৪৯৫
২-রাতের বেলায় নামায আদায়ের মর্যাদা	৪৯৬
৩-রাতের নামাযে দীর্ঘস্থায়ী সিজদা করা	৪৯৬
৪-পীড়িত অবস্থায় রাতের নামায পরিত্যাগ করা	৪৯৭
৫-রাতের বেলা নামায আদায় করা এবং ওয়াজিব নয় এমন	৪৯৭
৬-রাতের বেলা নবী স.-এর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা	৪৯৯
৭-রাতের শেষ দিকে ঘুমান	৪৯৯
৮-সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায না পড়ে যে ঘুমায় না	৫০০
৯-রাতের নামায দীর্ঘ করা	৫০০
১০-নবী স.-এর নামায কিরূপ ছিল এবং	৫০১
১১-রাত জেগে নবী স.-এর নামায আদায় করা ও নিদ্রা যাওয়া	৫০১
১২-রাতের বেলায় নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ে গিরা লাগায়	৫০৩
১৩-কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়	৫০৩
১৪-রাতের শেষ ভাগে নামায পড়া ও দোআ করা	৫০৪
১৫-যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমায় এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে উঠে	৫০৪
১৬-রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে নবী স.-এর রাতের নামায	৫০৪
১৭-রাতে ও দিনের বেলা পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ এবং	৫০৫
১৮-ইবাদাত বন্দেগীতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়	৫০৬
১৯-রাত জেগে নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির	৫০৭
২০-অনুচ্ছেদ ঃ	৫০৭
২১-যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে তার মর্যাদা	৫০৭
২২-ফজরের ফরয নামাযের আগেই দু রাকআত নামায নিয়মিত আদায় করা	৫০৯
২৩-ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করা	৫০৯
২৪-ফজরের ফরযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায়ের পর	৫০৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২৫-নফল নামায দু' দু' রাকআত করে আদায় করা সম্পর্কে হাদীসে যাকিছু আছে	৫১০
২৬-ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর কথাবার্তা বলা	৫১২
২৭-ফজরের ফরয ছাড়া অপর দু' রাকআত নামায যথাযথ পড়া আর যারা	৫১৩
২৮-ফজরের দু' রাকআত নামাযে কি পড়তে হবে	৫১৩
২৯-ফরয নামাযের পর (নফল) নামায আদায় করা	৫১৩
৩০-যে ব্যক্তি ফরয নামায আদায়ের পরে নফল আদায় করে না	৫১৪
৩১-সফরে চাশতের নামায আদায় করা	৫১৪
৩২-যে ব্যক্তি চাশতের নামায আদায় করেনি এবং	৫১৪
৩৩-বাড়ীতে অবস্থানকালে চাশতের নামায আদায় করা	৫১৫
৩৪-যোহরের ফরযের আগে দু' রাকআত নামায আদায় করা	৫১৬
৩৫-মাগরিবের আগে নামায পড়া	৫১৬
৩৬-নফল নামায জামায়াতে আদায় করা	৫১৭
৩৭-বাড়ীতে নফল নামায পড়া	৫১৯

অধ্যায় ঃ ২০

কিতাবু ফাদলুস সালাতা ফি মাসজিদি মাক্কা ওয়াল মাদীনা ঃ ৫২০

(মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার ফযিলত ঃ ৫২০)

১-মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার মর্যাদা	৫২০
২-মসজিদে কুবা	৫২০
৩-যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে প্রতি শনিবারে গমন করে	৫২১
৪-কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে .... মসজিদে কুবায় আগমন করা	৫২১
৫-[নবী স.-এর] কবর ও মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের মর্যাদা	৫২১
৬-বায়তুল মাকদিসের মসজিদ	৫২২

অধ্যায় ঃ ২১

আবওয়াবুল আমালি ফিস সালাত ঃ ৫২৩

(নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ)

১-নামাযরত অবস্থায় হাতের দ্বারা সাহায্য নেয়া	৫২৩
২-নামাযে কথা-বার্তা বলা নিষেধ	৫২৪
৩-পুরুষের জন্য নামাযে যে ধরনের তাসবীহ ও তাহমীদ পড়া জায়েয	৫২৪
৪-যে ব্যক্তি নামাযে কোনো কওমকে নামকরণ করে সালাম করলো অথবা	৫২৫
৫-নারীদের জন্য হাত তালি দেয়া	৫২৬
৬-নামাযরত অবস্থায় ইমামের পিছিয়ে আসা অথবা	৫২৬
৭-মা যদি নামাযরত ছেলেকে আহ্বান করে তাহলে সেই মুহূর্তে ছেলের করণীয়	৫২৭
৮-নামাযের মধ্যে কংকর অপসারণ করা	৫২৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯-নামাযরত অবস্থায় সিজদার জন্য কাপড় বিছান	৫২৮
১০-নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয	৫২৮
১১-নামায অবস্থায় কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে থাকলে তাকে ...	৫২৯
১২-নামাযের মধ্যে যেভাবে থুথু নিক্ষেপ বা ফুঁক দেয়া জায়েয	৫৩০
১৩-অজ্ঞতাবশত যে ব্যক্তি নামাযে তালি বাজাবে তার নামায নষ্ট হবে না	৫৩১
১৪-কোনো মুসল্লীকে যদি বলা হয়, এগিয়ে যাও, অথবা	৫৩১
১৫-নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব দিবে না	৫৩১
১৬-কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে নামাযে হাত উঠানো	৫৩২
১৭-নামাযের মধ্যে কোমরের ওপর হাত রাখা	৫৩৩
১৮-নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা	৫৩৩

অধ্যায় ঃ ২২
কিতাবুস সুহু ঃ ৫৩৫
(সাজদাহ সুহুর বর্ণনা ঃ ৫৩৫)

১-দু' রাকআত ফরয নামায আদায় করে তাশাহুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে	৫৩৫
২-যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া	৫৩৫
৩-দু' রাকআতে বা তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামাযের	৫৩৬
৪-যারা সিজদায়ে সুহুতে তাশাহুদ পড়েনি	৫৩৬
৫-সিজদায়ে সুহুতে তাকবীর বলা	৫৩৭
৬-কয় রাকআত নামায আদায় করা হলো তা যদি মনে না থাকে	৫৩৮
৭-ফরয ও নফল নামাযে সিজদায়ে সুহু	৫৩৮
৮-নামাযরত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে সে	৫৩৯
৯-নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা	৫৪০

অধ্যায় ঃ ২৩
কিতাবুল জানায়েয ঃ ৫৪৩
(জানাযার বর্ণনা ঃ ৫৪৩)

১-জানাযা সংক্রান্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে	৫৪৩
২-জানাযার পেছনে পেছনে চলা	৫৪৩
৩-কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির নিকট যাওয়া	৫৪৪
৪-মৃতের পরিজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা	৫৪৬
৫-সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	৫৪৭
৬-সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত	৫৪৭
৭-কবরের পাশে কোনো ব্যক্তির কোনো নারীকে সবর করার নসীহত করা	৫৪৭
৮-মৃতকে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে গোসল ও অযু করান	৫৪৮
৯-বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব	৫৪৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১০-মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে	৫৪৯
১১-মৃতের অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দেয়া	৫৫০
১২-পুরুষের তহবন্দ দিয়ে নারীকে কাফন দেয়া যাবে কি ?	৫৫০
১৩-গোসলের শেষভাগে কর্পুর মিশান	৫৫০
১৪-স্ত্রীলোকের চুল খুলে দেয়া	৫৫১
১৫-মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ান হবে ?	৫৫১
১৬-মেয়েদের চুলগুলো কি তিন গোছায় ভাগ করা হবে ?	৫৫২
১৭-স্ত্রীলোকের চুলগুলো তিন গোছায় বিভক্ত করে পেছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে	৫৫২
১৮-কাফনের জন্য সাদা কাপড়	৫৫২
১৯-কাফনে দু' কাপড়ও যথেষ্ট	৫৫৩
২০-মৃতের দেহে খোশবু লাগান	৫৫৩
২১-মোহরেমকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে ?	৫৫৩
২২-সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন জামায় কাফন দেয়া	৫৫৪
২৩-পিরহান (জামা) ছাড়াও কাফন দেয়া যায়	৫৫৫
২৪-পাগড়ীবিহীন কাফন দেয়া	৫৫৫
২৫-মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাফন সম্পন্ন করতে হবে	৫৫৬
২৬-যখন একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না	৫৫৬
২৭-যখন কেবলমাত্র মৃতের মাথা বা পা দু'টি ঢেকে দেবার মতো কাফন পাওয়া যায়	৫৫৭
২৮-যে ব্যক্তি নবী স.-এর যুগেই কাফন প্রস্তুত করে রেখেছে	৫৫৭
২৯-জানাযায় মেয়েদের অংশগ্রহণ	৫৫৮
৩০-মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা	৫৫৮
৩১-কবর যিয়ারত করা	৫৫৯
৩২-নবী স. বলেছেন, পরিজনের কারো কোনো কোনো কান্না মৃতের আযাবের কারণ হয়	৫৬০
৩৩-মৃতের জন্য বিলাপ-ক্রন্দন নিষিদ্ধ	৫৬৩
৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ --	৫৬৪
৩৫-যে ব্যক্তি শোকার্ত হয়ে বক্ষের জামা ছেঁড়ে সে আমাদের দলভুক্ত নয়	৫৬৪
৩৬-সাআদ ইবনে খাওলার প্রতি রসূল স.-এর শোক প্রকাশ	৫৬৫
৩৭-শোকাতুর অবস্থায় মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ	৫৬৬
৩৮-সে আমাদের দলে নয় যে মাথা চাপড়ায়	৫৩১
৩৯-বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও শরীয়ত বিরোধী জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ	৫৬৬
৪০-যে ব্যক্তি বিপদকালে বিষণ্ন বসে থাকে	৫৬৭
৪১-বিপদকালে যে ব্যক্তি তার দুঃখ প্রকাশ করে না	৫৬৮
৪২-দুঃসংবাদ শুনার প্রারম্ভে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য	৫৬৮
৪৩-নবী স. তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেছিলেন	৫৬৯
৪৪-পীড়িতদের নিকট কান্নাকাটি করা	৫৬৯
৪৫-যে সমস্ত বিলাপ ও কান্নাকাটি করা নিষেধ করা হয়েছে	৫৭০
৪৬-জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াবার নির্দেশ	৫৭১
৪৭-জানাযার জন্য দাঁড়ালে কখন বসবে ?	৫৭১
৪৮-যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে	৫৭২
৪৯-ইয়াহুদীদের জানাযা গমন দর্শনে যিনি দাঁড়িয়েছেন	৫৭২
৫০-জানাযা বহন করার দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, নারীদের নয়	৫৭৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫১-জানাযা তাড়াতাড়ি সমাধিস্থ করার নির্দেশ	৫৭৩
৫২-খাঁটিয়ার মধ্য থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল	৫৭৩
৫৩-জানাযার জন্য ইমামের পেছনে দু' অথবা তিন সারি করা	৫৭৪
৫৪-জানাযার জন্য কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হওয়া	৫৭৫
৫৫-জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের সারি	৫৭৫
৫৬-জানাযার নামাযের নিয়মাবলী	৫৭৫
৫৭-জানাযার পেছনে পেছনে চলার ফযীলত	৫৭৬
৫৮-লাশ দাফন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি অপেক্ষা করেছে	৫৭৬
৫৯-লোকদের সাথে বালকদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা	৫৭৬
৬০-ঈদগাহ এবং মসজিদে জানাযার নামায পড়া	৫৭৭
৬১-কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপসন্দনীয় প্রসঙ্গে	৫৭৭
৬২-প্রসূতির জন্য জানাযা পড়তে হবে, যখন প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে	৫৭৮
৬৩-নারী এবং পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?	৫৭৮
৬৪-জানাযায় তাকবীর চারটি	৫৭৮
৬৫-জানাযায় সূরা ফাতেহা পাঠ করা	৫৭৯
৬৬-দাফন করার পর কবরের ওপর জানাযা আদায় করা	৫৭৯
৬৭-মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়াজ শুনতে পায়	৫৮০
৬৮-যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস বা অনুরূপ কোনো পবিত্র ভূমিতে সমাহিত হতে পসন্দ করে	৫৮০
৬৯-রাত্রিকালে লাশ দাফন করার বর্ণনা	৫৮১
৭০-কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ	৫৮১
৭১-যারা নারীদের কবরে নামতে পারবে	৫৮২
৭২-শহীদদের নামাযে জানাযা আদায়ের বর্ণনা	৫৮২
৭৩-একই কবরে দু' বা তিনজনকে দাফন করার বর্ণনা	৫৮৩
৭৪-যিনি শহীদদেরকে গোসল দিতে দেখেননি	৫৮৩
৭৫-লাহাদ বা কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে ?	৫৮৩
৭৬-কবরে ইযখির বা অন্য কোনো ঘাস দেয়ার বর্ণনা	৫৮৪
৭৭-লাশ কোনো কারণে কবর বা লাহাদ থেকে উঠানো যাবে কিনা ?	৫৮৫
৭৮-কবরে লাহাদ বা গর্ত করা	৫৮৬
৭৯-কোনো বালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক যদি ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়	৫৮৬
৮০-মুশরিক মৃত্যুর সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললে	৫৮৯
৮১-কবরের ওপর তাজা ডাল বা শাখা গেড়ে দেয়া	৫৯০
৮২-কবরের পাশে মুহাদ্দিসের নসীহত প্রদান	৫৯১
৮৩-আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে	৫৯২
৮৪-মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া	৫৯৩
৮৫-মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা	৫৯৪
৮৬-কবরের আযাব সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে	৫৯৫
৮৭-কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা	৫৯৮
৮৮-গীবত ও পেশাব থেকে অসাবধান থাকার কারণে কবর আযাব	৫৯৮
৮৯-সকাল-সন্ধা মৃত ব্যক্তির আবাস প্রদর্শন	৫৯৯
৯০-জানাযার সময় বা পরে মৃত ব্যক্তির কথা বলা	৫৯৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৯১-মুসলমানদের নাবালেগ মৃত সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে	৫৯৯
৯২-মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে	৬০০
৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ --	৬০১
৯৪-সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করলে	৬০৪
৯৫-আকস্মিক মৃত্যু	৬০৪
৯৬-নবী স., আবু বকর ও উমরের কবর সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে	৬০৫
৯৭-মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ	৬০৮
৯৮-মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা	৬০৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়-১

كِتَابُ الْوَحْيِ

(ওহীর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.[১]-এর প্রতি ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ ·

"আমি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতি ওহী পাঠিয়েছিলাম, তেমনি আপনার প্রতিও ওহী পাঠিয়েছি।"[২]

١. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِلٰى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

১. আলকামা ইবনে ওয়াককাস আল লাইসী র. বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-কে[৩] মসজিদের মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ সব কাজই নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়াত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিবাহ করার নিয়াতে হয়েছে তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।[৪]

٢. عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصِمُ عَنِّيْ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَاَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِيْ فَاَعِي مَا يَقُوْلُ، قَالَ عَائِشَةُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيْدِ الْبَرْدِ فَيُفْصِمُ عَنْهُ وَاِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا ·

---

১. সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁকে শান্তি দিন।
২. সূরা আন নিসা, আয়াত-১৬৩।
৩. রাযি-আল্লাহু আনহু—আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।
৪. হিজরাত অর্থ ত্যাগ করা। এখানে নবী স.-এর মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গমনকে হিজরাত বলা হয়েছে।

২. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হারিস ইবনে হিশাম রা. রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার নিকট ওহী কিভাবে আসে ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'ওহী কোনো সময় ঘণ্টা ধ্বনির মতো আমার নিকট আসে। আর এটা আমার পক্ষে সবচেয়ে কষ্টদায়ক। (ফেরেশতা) যা বলে তা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে আয়ত্ত করে নেই। আবার কখনো ফেরেশতা মানুষের বেশে এসে আমার সাথে কথা বলেন, আমি তা সাথে সাথে আয়ত্ত করে নেই। আয়েশা রা. বলেন, আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও রসূলুল্লাহ স.-এর উপর ওহী নাযিল হওয়াকালে তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরতে দেখেছি।

٣. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَ اَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَ تْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَكَانَ يَخْلُوا بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِىْ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِى غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا اَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِىْ فَغَطَّنِىْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اقْرَأْ قُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِىْ فَغَطَّنِى الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِى فَقَالَ : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنسَانَ مِن عَلَقٍ ـ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ(العلق : ١ـ٣) فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَى نَفْسِىْ فَقَالَ خَدِيْجَةُ كَلاَّ وَاللّٰهِ مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَ بِهِ خَدِيْجَةُ حَتَّى اَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوفَلَ بْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَمِّ خَدِيْجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ اَخِى مَاذَا تَرَى فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلَى مُوْسَى يَا لَيْتَنِىْ فِيهَا جَذَعًا يَا

لَيْتَنِى اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلاَّ عُوْدِىَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْىِ فَقَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ بَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَ نِىْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ الى قوله : وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (المدثر : ١-٥) فَحَمِىَ الْوَحْىُ وَتَوَاتَرَ -

৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে যে ওহী রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসতো তাহলো ঘুমের মধ্যে তাঁর সত্য স্বপ্ন। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই উদ্ভাসিত হতো। এরপর তাঁর নিকট নির্জন জীবনযাপন ভাল লাগলো। তাই তিনি একাধারে কয়েক রাত পর্যন্ত নিজ পরিবারের নিকট না গিয়ে হেরা গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর ইবাদাতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। পরে তিনি খাদীজা রা.-এর নিকট ফিরে এসে আবার ঐরূপ কয়েকদিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। এভাবে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর নিকট সত্য (ওহী) এলো। জিব্‌রাঈল ফেরেশতা সেখানে এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন'। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন ঃ ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এত জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, এতে যেন আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন'। আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। তিনি পুনরায় আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হলো। এরপর আমাকে তিনি ছেড়ে দিয়ে পড়তে বললেন। আমি বললাম ঃ আমি পড়তে পারি না। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ ফেরেশতা পুনরায় আমাকে ধরে জোরে আলিঙ্গন করায় আমার ভীষণ কষ্ট হলো। এবার তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ○ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ○

"আপনার রব-এর নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব মহা সম্মানিত।"–সূরা আল আলাক ঃ ১-৩

রসূলুল্লাহ স. এ আয়াতগুলো আয়ত্ত করে বাড়ী ফিরলেন। তাঁর হৃদয় তখন ভয়ে কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের নিকট এসে বললেন ঃ "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" তিনি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। পরে তাঁর ভয় কেটে গেলে তিনি খাদীজা রা.-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা

করে বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি আমার জীবনের আশংকা করছি। খাদীজা রা. বললেন, কখনো নয়, আল্লাহর কসম ! তিনি কখন আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল ও দুঃখীদের খেদমত করেন, বঞ্চিত ও অভাবীগণকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্যপথের বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। খাদীজা রা. তাঁকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উয্যার কাছে এলেন। অরাকা জাহিলী যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় কিতাব লিখতেন। আল্লাহর মর্জি মাফিক তিনি ইনজীলের হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করতেন। তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে ছিলেন। খাদীজা রা. তাঁকে বলেন, হে চাচাত ভাই! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন। ওয়ারাকা তাকে বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি দেখেছ? রাসূলুল্লাহ স. তাকে তাঁর দেখা সব ঘটনা শুনালেন। ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ইনি সেই জিবরাঈল ফেরেশতা যাঁকে মূসা আ.-এর কাছে আল্লাহ নাযিল করেন। হায় ! আমি যদি তোমার নবুওয়াতের সময় বলবান যুবক থাকতাম ! হায় !! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে !! রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, তারা কি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করবে ? ওরাকা বললেন, হাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, তদ্রূপ কোনো কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিই এসেছেন, তার সাথে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার যুগে বেঁচে থাকলে তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবো। তারপর ওয়ারাকা অচিরেই ইন্তেকাল করেন এবং ওহী আগমনও স্থগিত রইল।

ইবনে শিহাব যুহুরী বলেন, আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. ওহী বিরতি বর্ণনা তাঁর হাদীসে বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ আমি পথ চলাকালে আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি উপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার নিকট এসেছিলেন সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে উপবিষ্ট। আমি ভীত হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম এবং আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে বললাম। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ ..... وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○

"হে চাদর জড়ানো ব্যক্তি ! উঠো, আর সতর্ক করে দাও। আর তোমার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। তোমার কাপড় পবিত্র করো এবং অপবিত্রতা ত্যাগ করো।"

–সূরা আল মুদ্দাসসির ঃ ১-৫

এরপর থেকে অব্যাহতভাবে ওহী নাযিল হতে থাকে।[৫]

---

৫. হাদীসটি বুখারী র. নিম্নোক্ত সনদসহ তাঁর মূল গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ

حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين-

তিনি হাদীসটি বর্ণনা করে শেষে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ এবং আবু সালেহও হাদীসটির সনদে উল্লেখিত ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকায়েরের ন্যায় লাইস থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হেলাল ইবনে রবীয়াও সনদে উল্লেখিত ওকায়েলের ন্যায় ইবনে শিহাব যুহুরী থেকেএ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন, ইউনুস ও মা'মার মূল হাদীসের মধ্যে فواده শব্দের পরিবর্তে بوادره বর্ণনা করেছেন

٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لاَتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيْلِ شِدَّةً وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَنَا اُحَرِّكُهُمَا لَكَ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا وَقَالَ سَعِيْدٌ اَنَا اُحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○ اِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ○: قَالَ جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأَهُ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَاَنْصِتْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا اَنْ تَقْرَأَهُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ اِذَا اَتَاهُ جِبْرِيْلُ اسْتَمَعَ فَاِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ

৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে আল্লাহর বাণী لاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ "ওহী দ্রুত আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিহ্বা সঞ্চালন করো না" সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. ওহী আয়ত্ত করার জন্য খুব কষ্ট করে বারবার পড়তেন এবং তাঁর দুই ঠোঁট বেশী করে নাড়াতেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি তোমাকে (সাঈদকে) বুঝাবার জন্য রাসূলুল্লাহ স. যেভাবে তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়াতেন, সেভাবে ঠোঁট দু'টি নাড়াচ্ছি। সাঈদ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে যেভাবে ঠোঁট নাড়াতে দেখেছি সেভাবে নিজের ঠোঁট নাড়াচ্ছি। তারপর তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়ালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করলেন ঃ

لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ ○ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهُ ○ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○ -

"দ্রুত ওহী আয়ত্ত্ব করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বাকে সঞ্চালন করো না। তা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ করো। অতপর এর বিশদ বর্ণনার দায়িত্ব আমারই।"

–সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯

ইবনে আব্বাস এ আয়াতের ব্যাখায় বলেন ঃ "তোমার মনে ওহী বদ্ধমূল করে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার (আল্লাহর)। তুমি শুধু মনোযোগ দিয়ে চুপ করে শুনতে থাকো। আর তোমাকে পুনর্বার পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।"

এরপর থেকে জিবরাঈল (ওহী নিয়ে) এলে রাসূলুল্লাহ স. খুব মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন এবং তিনি চলে গেলে পর তাঁর মতই তিনি আবার পড়তেন।

٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدَ مَا

يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَّمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ.

৫. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. সমস্ত মানুষের চেয়ে বড় দাতা ছিলেন। আর তিনি বেশী দাতা হতেন রমযান মাসে, যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল আ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করে পরস্পর কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ স. মুক্ত বায়ুর চেয়েও বেশী দানশীল হয়ে যেতেন।

٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِىْ رَكْبٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا اَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ فَاَتَوْهُ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِىْ مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تَرْجُمَانَهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا بِهٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ نَسَبًا فَقَالَ اَدْنُوهُ مِنِّىْ وَقَرِّبُوا اَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوْهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ : قُلْ لَّهُمْ اِنِّىْ سَائِلٌ هٰذَا عَنْ هٰذَا الرَّجُلِ فَاِنْ كَذَبَنِىْ فَكَذِّبُوْهُ فَوَ اللّٰهِ لَوْلاَ الْحَيَاءُ مِنْ اَنْ يَّأْثِرُوْا عَلَىَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ كَانَ اَوَّلَ مَا سَأَلَنِىْ عَنْهُ اَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ اَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ مِنْهُ فِىْ مُدَّةٍ لاَ نَدْرِىْ مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا قَالَ وَلَمْ تُمْكِنِّىْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا غَيْرَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قُلْتُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالصِّلَةِ

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ ذُوْ نَسَبٍ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَّى بِقَوْلٍ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ قُلتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ اَبَائِهِ مِنْ مَّلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَّطْلُبُ مُلْكَ اَبِيهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْلَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ فَقَدْ اَعْرِفُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبُ عَلَى اللّٰهِ وَسَأَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوْهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَ هُمْ اتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَأَلْتُكَ اَيَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَذَكَرْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ اَمْرُ الْاِيْمَانِ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ اَيَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَن يَّدْخُلَ فِيْهِ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَوَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ اَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَاِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ اَكُنْ اَظُنُّ اَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ اَنِّيْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اَخْلُصُ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَ هُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْ بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ اِلَى عَظِيْمِ بُصرٰى فَدَفَعَهُ اِلَى هِرَقْلَ فَقَرَاَهُ فَاِذَا فِيْهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ اِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَ: يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم اَن لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ،

قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وفَرَغَ مِنْ قِرَاءَ ةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ اِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوْقِنًا اَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى اَدْخَلَ اللّٰهُ عَلَىَّ الْاِسْلَامَ،

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُوْرِ صَاحِبُ اِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ اَنَّ هِرَقْلَ حِيْنَ قَدِمَ اِيلِيَاءَ اَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ قَدِ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ سَاَلُوْهُ : اِنِّىْ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ حِيْنَ نَظَرْتُ فِى النُّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَّخْتَتِنُ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالُوْا لَيْسَ يَخْتَتِنُ اِلاَّ الْيَهُوْدُ فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَاْنُهُمْ وَاكْتُبْ اِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوْا مَنْ فِيْهِمْ مِنَ الْيَهُوْدِ

فَبَيْنَمَاهُمْ عَلَى اَمْرِهِمْ اُتِىَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ اَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوْا فَانْظُرُوْا اَمُخْتَتِنٌ هُوَ اَمْ لاَ فَنَظَرُوْا اِلَيْهِ فَحَدَّثُوْهُ اَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَاَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَنُوْنَ فَقَالَ هِرَقْلُ هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ اِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُوْمِيَةَ وَكَانَ نَظِيْرَهُ فِى الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ اِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى اَتَاهُ كِتَابٌ مِّنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَاىَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَّهُ نَبِىٌّ فَاَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّوْمِ فِىْ دَسكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ اَمَرَ بِاَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ :

يَامَعْشَرَ الرُّوْمِ هَلْ لَّكُمْ فِى الْفَلاَحِ وَالرُّشْدِ وَاَنْ يَّثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوْا هٰذَا النَّبِىَّ فَحَاصُوْا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ اِلَى الْاَبْوَابِ فَوَجَدُوْهَا قَدْ غُلِّقَ فَلَمَّا رَاىَ هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَاَيِسَ مِنَ الْاِيْمَانِ قَالَ رُدُّوْهُمْ عَلَىَّ وَقَالَ اِنِّىْ قُلْتُ مَقَالَتِىْ اٰنِفًا اَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ فَقَدْ رَاَيْتُ فَسَجَدُوْا لَهُ وَرَضُوْا عَنْهُ فَكَانَ ذٰلِكَ آخِرَ شَانِ هِرَقْلَ .

৬. আবু সুফিয়ান ইবনে হরব আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জানান যে, হিরাক্‌ল (হিরাক্লিয়াস) তাকে একদল কুরাইশসহ ডেকে পাঠান। তারা তখন সিরিয়ায় ব্যবসা করতে গিয়েছিল। এ সময় রসূলুল্লাহ স. আবু সুফিয়ান ও কুরাইশদের সাথে (হুদাইবিয়ার) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তারা হিরাকলের নিকট এলো। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীগণসহ ঈলিয়াতে (জেরুজালেম) ছিলেন। তিনি তাদেরকে দরবারে ডাকলেন। তাঁর পাশে ছিল রোমের প্রধানগণ। তিনি কুরাইশদেরকে এবং তাঁর দোভাষীকে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে কে তার নিকটতম ?" আবু সফিয়ান বলেন, আমি তখন বললাম, আমি বংশের দিক দিয়ে তাঁর নিকটতম ব্যক্তি। হিরাকল হুকুম দিলেন, 'তাকে আমার কাছে আন এবং তার সঙ্গীদেরকেও কাছে এনে তার পিছনে রাখ। এরপর তিনি তার দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে বল, আমি একে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো, যদি সে মিথ্যা বলে তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আল্লাহর কসম, লোকেরা আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে বলে যদি আমার লজ্জা না হতো, তবে আমি নিশ্চয়ই তাঁর (রসূলুল্লাহর) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।'

"তিনি প্রথমে এই বলে প্রশ্ন করলেন, 'তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ কেমন ?' আমি বললাম, 'তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি তাঁর পূর্বে কখনও এমন কথা বলেছে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কি ?' আমি বললাম 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল লোকেরা ?' আমি বললাম, 'দুর্বল লোকেরা।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তারা সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে ?' আমি বললাম, 'বরং বাড়ছে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের মধ্যে কেউ কি উক্ত দীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি তাঁকে তাঁর একথা বলার পূর্বে মিথ্যা অপবাদ দিতে ?' আমি বললাম, 'না'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি ওয়াদা খেলাফ করেন ?' আমি বললাম, 'না' ; তবে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সাথে এক সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ আছি, জানি না তিনি এ সময়ে কি করবেন।' আবু সুফিয়ান বলেন, এই শেষোক্ত কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছ কি ?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধ কেমন হয়েছে ?' আমি বললাম, "তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে বালতিতে পালা করে পানি তোলার মত, কখনও সে পায়, কখনও আমরা পাই।"[৬] তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তিনি তোমাদেরকে কি হুকুম দেন ?" আমি বললাম ঃ "তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না। তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে তা ত্যাগ কর। আর তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করতে, সত্য বলতে, নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকতে এবং আল্লাহর নির্দেশিত সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হুকুম দেন।"

৯. 'আরবে কুয়া থেকে পানি তোলার জন্য রশির দু'দিকে বালতির ন্যায় দুটি পাত্র বাধা থাকতো। একবার একজন একদিক থেকে পানি পেত, আর একবার অন্যজন অপরদিক থেকে পানি পেত। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনও নবী স. জয়লাভ করতেন কখনও কাফেররা জয়লাভ করতো।

তারপর তিনি দোভাষীকে বললেন, তাকে বল ঃ আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম আর তুমি উত্তরে বললে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। নবীদেরকে এরূপই তাদের জাতির উচ্চবংশে পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কি একথা (নবী হওয়ার পূর্বে) বলেছে? তুমি বললে, 'না'। আমি বলি তাঁর পূর্বে কেউ যদি একথা বলে থাকত, তবে আমি বুঝতাম, এ ব্যক্তি পূর্বের কথার অনুবৃত্তি করছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কি? তুমি বললে, 'না'। আমি বলি, যদি তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকতো, তবে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি, যে তার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা তাঁর একথা বলার পূর্বে তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিতে কি? তুমি বললে, 'না'। অতএব আমি বুঝি তিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা ত্যাগ করেন আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলেন—এরূপ হতে পারে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা। তুমি বললে, 'দুর্বল লোকেরা।' এরূপ লোকেরাই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে কি কমছে। তুমি বললে, বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটি পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বললে, 'না'। ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি ওয়াদা খেলাফ করেন? তুমি বললে, 'না'। রসূলগণ এরূপই ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তোমাদেরকে কি হুকুম করেন? তুমি বললে, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করার হুকুম করেন। তিনি মূর্তিপূজা করতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন। তোমাদেরকে নামায আদায় করার, সত্য বলার এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে পবিত্র থাকার হুকুম দেন। তুমি যা বলছ, তা যদি সত্য হয় তবে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই আমার এ দু' পায়ের নীচের জায়গার মালিক হবেন। আমি জানতাম তিনি বের হবেন। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে তিনি হবেন এরূপ ধারণা করিনি। আমি যদি তাঁর নিকট পৌঁছতে পারব বলে জানতাম, তবে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কষ্টভোগ করতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পা দু'খানা ধুয়ে দিতাম। তারপর রসূলুল্লাহ স. যে পত্রখানা দিহইয়া কালবী মারফত বসরার শাসনকর্তার কাছে পাঠিয়েছিলেন তা তিনি আনতে বললেন। এ পত্রখানা বসরার শাসনকর্তা হিরাকলের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হিরাকল পত্রখানা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

দয়ালু ও দাতা আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ থেকে রোমের শাসনকর্তা হিরাকলের নিকট। সঠিক পথের অনুসারীর উপর শান্তি হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। তবে যদি আপনি (এ আহ্বানে) সাড়া না দেন, তাহলে সমস্ত প্রজাদের পাপের ভাগী হবেন আপনি।"আর হে কিতাবীগণ[৭] তোমরা সেই বাণীর দিকে চলে এসো, যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সমান (তা এই), আমরা

৭. যারা কোনো নবী ও তাঁর নিকট অবতীর্ণ কোনো কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তারা ইসলামের পরিভাষায় 'আহলে কিতাব' বা কিতাবী বলে বিবেচিত। ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়।

(সকলে) একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবো না। আমাদের কেউ এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব বলে গ্রহণ করবে না, তবে যদি তারা (এ বাণী) গ্রহণ না করে, তাহলে তোমরা (মুসলিমগণ) বলে দাও—তোমরা সাক্ষী থাক আমরা আল্লাহর অনুগত।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪

(ইবনে আব্বাস বলেন) আবু সুফিয়ান বলেছেন ঃ যখন হিরাকল তার বক্তব্য বলে পত্র পাঠ শেষ করলেন, তখন তার সামনে খুব কোলাহল ও শোরগোল হতে লাগলো এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আমি তখন আমার সাথীদেরকে বললাম, 'আবু কাবশার ছেলের ব্যাপারটা তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[৮] তাকে বনুল আসফারের (রোমের) বাদশাহও ভয় করে। তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতে লাগলাম, তিনি শীঘ্রই জয়ী হবেন। অবশেষে আল্লাহ আমাকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

ইবনে নাতুর ছিলেন তখন ঈলিয়ার শাসনকর্তা, আর হিরাকল ছিলেন সিরিয়ার খৃস্টানদের পাদরী। ইবনে নাতুর বলেন ঃ হিরাকল ঈলিয়ায় এসে একদিন ভোরে বিমর্ষ অবস্থায় উঠলেন। তখন তার এক বিশিষ্ট পার্শ্বচর বললো, আপনার আকৃতি যেন কেমন দেখছি। ইবনে নাতুর বলেন ঃ হিরাকল জ্যোতিষী ছিলেন, তারকারাজির দিকে তাকাতেন। তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আমি আজ রাতে তারকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, খাতনাওয়ালাদের বাদশাহ আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ যুগের কোন্ লোকেরা খাতনা করে ? তারা বললো, ইয়াহুদী ছাড়া তো কেউ খাতনা করে না, তবে তাদের বর্তমান অবস্থায় আপনার কোনো দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আপনি আপনার রাজ্যের সমস্ত শহরে আদেশ লিখে পাঠিয়ে দিন যেন তারা তাদের মধ্যকার সব ইয়াহুদীকে হত্যা করে ফেলে। এসব কথা আলোচনাকালে হিরাকলের নিকট এক ব্যক্তিকে হাজির করা হলো। তাকে গাস্সানের রাজা পাঠিয়েছিলেন, সে রসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে খবর দিচ্ছিল। হিরাকল তার নিকট থেকে সব খবর নিয়ে বললেন, 'যাও দেখতো তার খাতনা হয়েছে কিনা ?' তাঁরা তাকে দেখে এসে বললো যে, 'তার খাতনা হয়েছে।' হিরাকল তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বললো, আরবরা খাতনা করে। তখন হিরাকল বললেন, এ ব্যক্তিই [নবী স.] এ যুগের বাদশাহ। তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। তারপর হিরাকল রুমিয়াবাসী তার এক বন্ধুর কাছে পত্র লিখলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় তার সমকক্ষ ছিলেন। তারপর হিরাকল হিম্স গেলেন। সেখানে থাকাকালেই তার বন্ধুর পত্র

---

৮. আবু কাবশা একটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ। আবু কাবশা নামে খুজাআ গোত্রের এক লোক প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন বলে নবী স.-কে তার ছেলে বলা হয়েছে। অথবা নবী স.-এর এক নানার নাম ছিল আবু কাবশা। অথবা নবী স.-এর দুধ মা বিবি হালিমার স্বামীকে আবু কাবশা বলা হতো। ইমাম বুখারী বলেন, এরূপ হাদীস সালেহ ইবনে কাইসান, ইউনুস ও মুয়াম্মার ইমাম যুহরী র. থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম নববী র. সহীহ মুসলিম শরীফের ভূমিকার ভাষ্যে বলেছেন, 'ইমাম বুখারী একই হাদীস বিভিন্ন সনদসহ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের অনেক জায়গায় দেখা যায়, যে অনুচ্ছেদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে উক্ত হাদীসের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। এরূপ হাদীস যে অনুচ্ছেদে পাওয়া যেতে পারে বলে স্বাভাবিকভাবে ধারণা হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে সেখানে পাওয়া যায় না।"

অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে উক্ত সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে পাওয়া না গেলেও কোনো না কোনো ইঙ্গিত দ্বারা একটা দূর সম্পর্ক খুঁজে বের করা যায়। যেমন এখানে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে আলোচ্য হাদীসটির এ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় যে, এতে নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থার অনেক কথার আলোচনার উল্লেখ আছে। নবী স. নবুওয়াতের প্রথম যুগে মানুষকে কি শিক্ষা দিতেন, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা শত্রুকেও কেমন মোহিত করে রাখতো এবং কেমন সংঘাতময় পরিবেশে তিনি দাওয়াতের কাজ শুরু করেছিলেন। সুতরাং অনুচ্ছেদের শিরোনাম ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা এর সাথে এ হাদীস সম্পর্কহীন নয়।

এলো যে, তিনি নবী স.-এর আবির্ভাব সম্পর্কে তার সাথে একমত এবং তিনিই সেই নবী। অতপর হিরাকল তার হিমসস্থিত দরবার কক্ষে রোমের প্রধানদেরকে আহ্বান করলেন। তাঁর হুকুমে কক্ষের দরজা বন্ধ করা হলো। এরপর তিনি (দরবার কক্ষে) এসে বললেন যে, হে রোমবাসীগণ, তোমরা কি কল্যাণ, সুপথ ও তোমাদের রাজ্যের স্থায়িত্ব চাও? যদি তাই চাও, তাহলে এ নবীর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করো। তারা একথা শুনে বন্য গাধার মতো দরজার দিকে দৌড়ে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখল। হিরাকল যখন তাদেরকে এভাবে ভাগতে দেখলেন এবং তাদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হলেন, তখন সকলকে তার নিকট ফিরিয়ে আনতে বললেন। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি এই মাত্র তোমাদেরকে যাকিছু বলেছি তা দিয়ে আমি তোমাদের ধর্মে বিশ্বাস কতটা মযবুত তাই পরীক্ষা করছিলাম। এখন আমি তা দেখে নিলাম।" তখন তারা তাকে সিজদা করলো এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হলো। এটাই ছিল হিরাকলের শেষ অবস্থা।

সালেহ ইবনে কায়সান, ইউনুস ও মা'মার যুহুরী র. থেকে বর্ণনা করেন।

✪

অধ্যায়-২

كِتَابُ الْاِيْمَانِ

(ঈমানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ

রসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী ঃ

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ

"ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

ঈমান হচ্ছে দীন ইসলামের প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি দান করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা। আর এরূপ ঈমান বাড়ে ও কমে।[১]

আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ -

"তাদের ঈমানের সাথে যেন ঈমান আরো বেড়ে যায়।"[২]

وَزِدْنَاهُمْ هُدًى -

"আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।"[৩]

وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى -

"আর যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত আল্লাহ্ আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৪]

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ -

"যারা সঠিক পথে থাকে তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে খোদাভীতি দান করেন।"[৫]

وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا -

---

১. ইমাম বুখারী র. তার এ মতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও বিভিন্ন মনীষীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ঈমান ও আমল দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় হলেও মূলতঃ এক ও অভিন্ন। যেহেতু দুটি বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং বিভিন্ন কাজও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ; কাজেই আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি তদনুযায়ী কাজ করাকেও ঈমান বলা চলে। অতএব যত বেশী কাজ করা যাবে, ঈমান তত বৃদ্ধি হবে। আবার কাজ যত কম করা হবে ঈমান তত কম হবে। ঈমানের এরূপ ধারণা অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই ঈমান বাড়ে ও কমে। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও আওজাঈ র. প্রমুখ হাদীসবিদগণের মতে, আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতিসহ কাজ করার নাম ঈমান। কাজেই এদের মতেও ঈমান বাড়ে ও কমে।

অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে, নিছক ঈমান হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাসসহ মৌখিক স্বীকৃতি। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ঈমান বাড়েও না কমেও না।

২. সূরা আল ফাত্হ। ৩. সূরা আল কাহ্ফ। ৪. সূরা মারইয়াম। ৫. সূরা মুহাম্মাদ।

"আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৬]

আল্লাহ্ আরও বলেছেন ঃ

اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ـ

"এটা তোমাদের কারোর ঈমান বৃদ্ধি করে দেয় কাজেই যারা ঈমান এনেছে তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে দেয়।"[৭]

وَّقَوْلُهُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

"তাদেরকে ভয় কর ; অতপর তাদের ঈমান বেড়ে গেল।"[৮]

وَّقَوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا

"এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণকেই বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।"[৯]

রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন ঃ

وَالْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ مِنَ الْاِيْمَانِ

"আর আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা ঈমানের অংশ।"

উমর ইবনে আবদুল আযীয র. আদী ইবনে আদীর নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, ঈমানের কতগুলো মৌলিক বিশ্বাস, ওয়াজিব, নিষিদ্ধ ও সুন্নাত কাজ রয়েছে। যে ব্যক্তি এসব পরিপূর্ণভাবে পালন করে তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়। আর যে ব্যক্তি এসবগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে না, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। আমি জীবিত থাকলে সেসব তোমাদের কাজের জন্য শীগগিরই বুঝিয়ে বলে দেব। আর মারা গেলে (তা পারবো না)। তবে তোমাদের সাথে থাকতে আমি আকাঙ্ক্ষী নই।

হযরত ইবরাহীম আ. বলেছেন ঃ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ "তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য।" অর্থাৎ আমার মনের বিশ্বাস বেড়ে যায়।

মুআয ইবনে জাবাল রা. আসওয়াদ ইবনে হেলালকে বলেন ঃ "আমাদের সাথে বসুন, কিছুক্ষণ ঈমান আনি।"

ইবনে মাসউদ বলেন ঃ ইয়াকীন সবটাই ঈমান।

ইবনে উমর রা. বলেন ঃ "যা অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত বান্দা মূল তাকওয়া (ঈমান) লাভ করতে পারে না।"

মুজাহিদ র. বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصّٰى بِهٖ نُوْحًا - এর অর্থ হচ্ছে, "হে মুহাম্মাদ ! আমি তোমাকে এবং নূহকে একই দীনের হুকুম করেছি।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ আল্লাহর বাণী ঃ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا -এর অর্থ হচ্ছে পন্থা ও রাস্তা।

---

৬. সূরা আল মুদ্দাস্সির। ৭. সূরা আত তাওবাহ। ৮. সূরা আলে ইমরান। ৯. সূরা আল আহযাব

২. অনুচ্ছেদ ঃ

তিনি আল্লাহর বাণী ঃ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلاَ دُعَاءُ كُمْ- **এর** دُعَاءُ كُمْ **শব্দের অর্থ 'ঈমান' বলেছেন।**

٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ·

৭. ইবনে উমর রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। (১) এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ; (২) নামায কায়েম করা ; (৩) যাকাত দেয়া ; (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমযানের রোযা রাখা।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের বিভিন্ন বিষয়

আল্লাহ বলেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ. وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ. وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-سورة البقرة : ١٧٧ ـ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ـ

"তোমরা নিজেদের মুখ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফিরালে তাতে কোনো নেকী হয় না। বরং নেকী হচ্ছে কোনো ব্যক্তি আল্লাহ, শেষ দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনবে। আর আল্লাহর ভালবাসার খাতিরে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও দানপ্রার্থীকে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে দান করবে। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ওয়াদা করলে তা পূর্ণ করবে এবং দারিদ্র, কষ্ট ও জিহাদের সময় ধৈর্যধারণ করবে। এই সমস্ত লোকই সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।"[১০] অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ[১১]

٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ·

---

১০. সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭
১১. সূরা আল মুমিনুন ঃ ১

৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা হচ্ছে ষাটের কিছু বেশী এবং লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঐ ব্যক্তিই মুসলিম যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ ،

৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে সে-ই মুসলিম। আর মুহাজির হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সবচেয়ে ভাল ইসলাম কোন্‌টি।

١٠.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْاِسْلَامِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِن لِّسَانِهِ وَ يَدِهِ.

১০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ (মুসলিমের) ইসলাম সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন, ঐ মুসলিমের ইসলাম সবচেয়ে ভাল যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ লোকজনকে খাওয়ানো ইসলামের কাজ।

١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَ تَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ.

১১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন ঃ খাদ্য খাওয়ানো (অভুক্তকে) এবং চেনা-অচেনা ব্যক্তিকে সালাম দেয়া।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান নিজের জন্য যা পসন্দ করবে, তার অপর মুসলিম ভাই-এর জন্যও তাই পসন্দ করবে।

١٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

১২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তাই পসন্দ করে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-কে ভালবাসা ঈমানের অংশ।

١٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর কসম, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর হই।

١٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

১৪. আনাস রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না ; যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের মিষ্টি স্বাদ।

١٥. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ اللّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ.

১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে ঈমানের স্বাদ পায়। (১) তার নিকট অপর সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রিয়তর হয়। (২) কাউকে ভালবাসলে আল্লাহর জন্যই ভালবাসে। (৩) আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেমন অপ্রিয় জানে, কুফরীতে ফিরে যাওয়াকেও তেমনি অপ্রিয় জ্ঞান করে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের[১২] প্রতি ভালবাসা ঈমানের লক্ষণ।

١٦. عَنْ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ.

১৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ঈমানের নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি ভালবাসা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হচ্ছে আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ[১৩]

١٧. اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ اَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ بَايِعُوْنِىْ عَلٰى اَنْ لاَّتُشْرِكُوْا

১২. যেসব মদীনাবাসী রসূল স. এবং মুহাজিরদের সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।
১৩. এ অনুচ্ছেদে মূল গ্রন্থে কোন শিরোনাম লিখিত নেই।

بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَ تَسْرِقُوْا وَلاَ تَزْنُوْا وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ وَلاَ تَأْتُوْا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوْا فِىْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ فِى الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৭. উবাদা ইবনে সামেত রা. যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আকাবাহ রাতের[১৪] একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত, একবার একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ স.-এর আশেপাশে বসে আছেন এমন সময় তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট এ বিষয়ের বাইয়াত[১৫] গ্রহণ করো যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। কাউকেও মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং কোনো ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর কোনো কিছু করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য এ শাস্তি কাফফারা[১৬] হবে। আর যে ব্যক্তি ওগুলোর কোনো কিছু করে এবং তা আল্লাহ ঢেকে রাখেন, সে ব্যাপারটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। তখন আমরা (সাহাবীগণ) ঐ শর্তে তাঁর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করলাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফেতনা থেকে দূরে থাকা দীনের কাজ।

١٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ

১৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এমন যুগ নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন ছাগল হবে মুসলিমের উত্তম সম্পদ। এটা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টির পানির স্থানে চলে যাবে—নিজের দীন নিয়ে সে ফেতনা বা গোলযোগ থেকে দূরে পালিয়ে যাবে।[১৭]

---

১৪. নবুওয়াতের বার সনে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে ৭২ জন লোক মক্কা গিয়েছিল। তারা রাতে গোপনে 'আকাবাহ' নামক স্থানে মিলিত হয় এবং রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের ভেতর থেকে ১২ জনকে নকীব অর্থাৎ প্রতিনিধি ও নেতা নিযুক্ত করেন। এ রাতের নাম 'আকাবাহ' রাত।

১৫. 'বাইয়াত' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, বিক্রয়। এখানে প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

১৬. 'কাফফারা' শব্দের অর্থ হচ্ছে যে বস্তু কোনো কিছুকে ঢেকে দেয়। যেহেতু ভাল কাজ গোনাহকে ঢেকে ফেলে, এজন্য তাকে ইসলামের পরিভাষায় কাফফারা বলা হয়। এখানে ইসলামের ফৌজদারী আইনের শাস্তিকে অপরাধীর গোনাহের কাফফারা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ শাস্তিতে তার গোনাহ দূর হয়ে যায় এবং সে পবিত্র হয়ে আখেরাতেও মুক্তি পায়। এটাই হচ্ছে ইমাম বুখারীর মত। অধিকাংশ ইসলামবিদগণ উক্ত মতই পোষণ করেন। এ হাদীসই তাঁদের দলীল।

১৭. একথা এমন যুগ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন কোনোক্রমেই দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর দীনকে কায়েম করার জন্য কোনো চেষ্টা করার ক্ষমতা ও সুযোগই থাকবে না এবং মুসলিমের পক্ষে নিজের ঈমান রক্ষা করার জন্য এ পন্থা ছাড়া আর কোনো উপায়ই থাকবে না। নতুবা আল্লাহর দীনকে কায়েম করার চেষ্টার মাধ্যমেই তো নিজের ঈমান রক্ষা করা সম্ভব। আর এ চেষ্টা বাদ দিয়ে বৈরাগ্য জীবনযাপন করলে সমাজ আরও গোমরাহ হওয়ার সুযোগ পাবে এবং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দীনের দায়িত্ব পালন না করলে গোনাহগার হবে। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট দলীল আছে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ঃ 'আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।' আর আল্লাহকে জানা ও চেনা মনের কাজ। কারণ আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَلٰكِنَّ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ·

"কিন্তু তিনি তোমাদের মনের কৃতকর্মের দরুন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন।"[১৮]

١٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَهُمْ اَمَرَهُمْ مِّنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُوْنَ قَالُوْا اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتّٰى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا ·

১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন লোকদেরকে হুকুম দিতেন, তখন এমন কাজের হুকুম দিতেন যা করার সাধ্য তারা রাখত। (একবার) তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা তো আপনার মত নই। আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন। (কাজেই আপনার চেয়ে বেশী ইবাদাত করা আমাদের কর্তব্য) এতে রসূলুল্লাহ স. রেগে গেলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় রাগের চিহ্নও দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, "আমিই তো তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী জানি।"

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন চায় না, তেমনই কুফরির মধ্যে ফিরে যেতে চায় না, তার এ অবস্থা ঈমানের অংশ।

٢٠. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ اَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَمَنْ يَّكْرَهُ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ ·

২০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে, সে ঈমানের সুমিষ্ট স্বাদ পেয়েছে। (১) আল্লাহ ও রসূলই অন্য সব কিছুর চেয়ে তার নিকট প্রিয়তর। (২) সে আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যই কোনো বান্দাকে ভালবাসে। (৩) সে ব্যক্তি আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে যেমন রাযী হয় না, তেমনই আল্লাহ তাকে (ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে) কুফরী থেকে মুক্তিদানের পর (পুনর্বার) কুফরীর মধ্যে ফিরে যেতে সে রাযী হয় না।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কার্যকলাপে ঈমানদারদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব।

٢١. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَدْخُلُ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَاَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَخْرِجُوْا مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ اِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِاسْوَدُّوْا فَيُلْقَوْنَ فِىْ نَهَرِ الْحَيَا اَوِ الْحَيَاةِ شَكَّ مَالِكٌ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِىْ جَانِبِ السَّيْلِ اَلَمْ تَرَ اَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً ـ

১৮. সূরা আল বাকারা ঃ ২২৫

২১. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পরে আল্লাহ বলবেন ঃ যার দিলে সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে (জাহান্নাম থেকে) বের কর। তখন তাদেরকে কালো অবস্থায় বের করে হায়া (বৃষ্টি) কিংবা হায়াতের[১৯] (নবজীবন) নদীতে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি (সুন্দর হয়ে) উঠবে। তুমি কি দেখনি উক্ত বীজের গাছগুলো হলুদ রং-এর তাজা ও ঘন হয়ে অংকুরিত হয় ?

٢٢.عَنْ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِّنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَادُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ يَجُرُّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ ·

২২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম, লোকদেরকে জামা পরিহিত অবস্থায় আমার নিকট আনা হচ্ছে। তাদের কারও জামা বুক পর্যন্ত লম্বা, আবার কারও জামা তার চেয়ে ছোট। তবে উমর ইবনে খাত্তাবকে আমার নিকট উপস্থিত করা হলো এমন অবস্থায় যে তার (লম্বা) জামা সে টেনে ধরে চলছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ '(জামার অর্থ) দীন।'[২০]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।

٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ ·

২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার পিতা থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ স. এক আনসারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সে তার ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল।[২১] রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও, কেননা লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অঙ্গ।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .

---

১৯. হাদীসটির বর্ণনাকারী মালেক এখানে সন্দেহ পোষণ করে বলেছেন, শব্দটি حيا কিংবা حياة হবে। হায়া অর্থ বৃষ্টি। আর হায়াত অর্থ জীবন। মূল অর্থ হচ্ছে, এমন পানিতে তাদেরকে গোসল করানো হবে যে, তাতে তারা সুন্দর, সুশ্রী ও সুঠাম দেহী হয়ে উঠবে। বর্ণনাকারী উহায়েব র. আমরের বরাত দিয়ে حيا শব্দটির স্থলে حياة এবং خردل من ايمان -এর স্থলে خردل من خير বলেছেন।

২০. লম্বা জামা যে অধিক দীনদারীর আলামত এখান থেকে তা প্রমাণ হয় না। বরং রসূলুল্লাহ স. লম্বা জামাকে এখানে একটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। একদিকে অনেকে দীনকে খাটো করে ফেলেছেন বা ফেলবেন কিন্তু হযরত উমর রা. তাঁর জামা টান করে চলছেন অর্থাৎ দীনকে হুবহু মেনে চলছেন। তার মধ্যে কিছু বাড়াচ্ছেন না, কিছু কমাচ্ছেনও না।

২১. এ লোকটির ভাই অতীব লজ্জাশীল ছিল। তাই সে তাকে অত লজ্জা ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছিল।

"যদি তারা তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের ছেড়ে দাও।"[২২]

٢٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَن اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّ الْاِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ.

২৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আমাকে (আল্লাহর তরফ থেকে) হুকুম করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল ; আর নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। তারা যখন ওগুলো করবে, তখন আমার (হাত) থেকে তারা ইসলামের হক বাদে[২৩] নিজেদের রক্ত ও ধন বাঁচাতে পারবে। আর তাদের (কাজের) হিসাব আল্লাহর নিকট থাকবে।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বলে ঈমান হচ্ছে কাজ ঃ

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

"আর তোমরা (দুনিয়ায়) যে কাজ করছিলে, তারই বদলে সেই জান্নাত তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে।"[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ٥ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"তোমার রবের কসম তারা যাকিছু করছে সে সম্পর্কে আমি তাদেরকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবো।"[২৫]

কতিপয় ইসলামবিদের মতে, উপরোক্ত আয়াতে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের কথাই আল্লাহ বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ .

"এরূপ সাফল্যের জন্যই কর্মীদের কাজ করা উচিত।"[২৬]

---

২২. সূরা আত তাওবা ঃ ৫

২৩. এখানে ইসলামের হক রক্ত সম্বন্ধে তিনটি। (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে। (২) বিবাহের মাধ্যমে যৌন মিলন হওয়ার পর যিনা করলে এবং (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া ইসলামের হক। ধন সম্বন্ধে ইসলামের হক হচ্ছে যাকাত।

২৪. সূরা আয্ যুখরুফঃ ৭২। ২৫. সূরা আল হিজর ঃ ৯২-৯৩। ২৬. সূরা আস্ সাফ্ফাত ঃ ৬১।

٢٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ فَقَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَّبْرُوْرٌ ٠

২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ।' জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, 'ত্রুটিহীন হজ্জ।'

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম গ্রহণ না করে শুধু বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার করলে অথবা হত্যার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে মুমিন হওয়া যায় না এবং এরূপ ইসলাম আখেরাতে কোনো কাজে লাগবে না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ .

"গ্রাম্য লোকেরা বলে, তারা ঈমান এনেছে।' আপনি বলুন, 'তোমরা ঈমান আননি', বরং বল, 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি।' আসলে তোমাদের অন্তরে ঈমান মোটেই প্রবেশ করেনি।"[২৭]

প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ٥ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ٥

"নিসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দীন চায়, তার সে দীন কখনও গ্রহণ করা হবে না।"[২৮]

٢٦. عَنْ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى رَهْطًا وَّسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً هُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِىْ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ اَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِىْ مَا اَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِى وَعَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا سَعْدُ اِنِّىْ لَاُعْطِى الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُّكَبَّهُ اللّٰهُ فِى النَّارِ ـ

২৭. সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৪। ২৮. সূরা আলে ইমরান।

২৬. সা'দ রা. থেকে বর্ণিত[২৯] আছে, রসূলুল্লাহ স. একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ সেখানে ছিলেন। রসূলুল্লাহ স. একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তি ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন ? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।'[৩০] তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, 'আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন ? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি।' তিনি বললেন, 'না, মুসলিম বল।' এতে আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল। তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম এবং রসূলুল্লাহ স. আবার পূর্বের জবাব দিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'হে সা'দ! আমি ব্যক্তি বিশেষকে দান করি; অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়। এ আশংকায় (এরূপ করি) যে, পাছে (সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে পরিণামে) আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।[৩১]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপক প্রচলন ইসলামের অঙ্গ।

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلاَثٌ مَّنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْاِيْمَانَ الْاِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ وَبَذْلُ السَّلاَمِ لِلْعَالَمِ، وَالْاِنْفَاقُ مِنَ الْاِقْتَارِ ـ

আম্মার রা. বলেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি গুণ হাসিল করে সে পূর্ণ ঈমান লাভ করে। (১) তোমার নিজের সম্পর্কে ইনসাফ করা, (২) সকলকে ব্যাপকভাবে সালাম দেয়া এবং (৩) অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দান করা।

٢٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْاِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَاُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ٠

২৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে ভাল ? তিনি বললেন ঃ 'অভুক্তকে খাওয়ানো এবং চেনা ও অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।'

---

২৯. ইউনুস, সালেহ, মুয়াম্মার ও ইবনে আলী যুহ্‌রীও এ হাদীসটি যুহ্‌রী থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩০. অন্তরে বিশ্বাসীকে মুমিন বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলতঃ অন্তরের সাথে। আর বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। কাজেই বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক। এ কারণে এখানে নবী স.-এর কথার তাৎপর্য এই, 'তুমি তো তার অন্তরের খবর রাখ না। কাজেই তাকে মুমিন না বলে মুসলিম বলাই তোমার উচিত।'

৩১. একথার অর্থ এই যে, যার ঈমান সবল তাকে তো রসূলুল্লাহ স. বেশী ভালবাসেন, কিন্তু তাকে না দিলে সে মন খারাপ করে কোনো গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে যাবে না। অপর দিকে দুর্বল ঈমানদারকে না দিলে সে হয়ত গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে চলে যেতে পারে। তাই তিনি তার ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি লাভের জন্য তাকে দান করেছেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা এবং বিভিন্ন প্রকার অকৃতজ্ঞতা।[৩২]

এ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরীও নবী স.-এর নিম্নোক্ত হাদীসের অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرِيْتُ النَّارَ فَاِذَا اَكْثَرُ اَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيْلَ : اَيَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ : يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

২৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হলো। আমি দেখলাম, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'তারা কি আল্লাহর প্রতি কুফরী করে?' তিনি বললেন ঃ 'তারা স্বামী এবং উপকারের প্রতি কুফরী বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। যদি তুমি এক যুগ ধরে তাদের কারও উপকার কর, তারপরও সে তোমার কোনো ত্রুটি দেখলে বলে, 'আমি তোমার কাছ থেকে কখনও ভাল কিছু পাইনি।'

২২. অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজ মূর্খতা। কেউ শির্ক ছাড়া অন্য গুনাহ করলে তাকে কাফের বলা হয় না।

এ ব্যাপারে নবী স. বলেন ঃ "তুমি এমন লোক যে, তোমার মধ্যে মূর্খতা রয়ে গিয়েছে।" আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে শির্ক করলে তিনি তা ক্ষমা করেন না। আর তিনি যাকে চান তার অন্য সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন।"[৩৩]

وَاِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.

"আর মুমিনদের দুটি দল সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।"[৩৪]

শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ সংঘর্ষে লিপ্ত লোকদের মুমিন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৫]

---

৩২. আল্লাহকে অবিশ্বাস করাকে যেমন কুফরী বলা হয়, তেমনি অকৃতজ্ঞতা অর্থেও কুফরী শব্দ ব্যবহৃত হয়; এখানেও এ শব্দটি দ্বারা দ্বিতীয় অর্থ বুঝানো হয়েছে। কেউ আল্লাহকে অবিশ্বাস করলে সে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে অথবা কারও উপকারের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ইসলামের পরিভাষায় কাফের হয়ে যায় না। তথাপি এটাও একটা কুফরী পর্যায়ের গুনাহ তা এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। এভাবে কুফরী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী এখানে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর আনুগত্যকে যেমন ঈমান বলা যায়, তেমনি কোনো গুনাহের কাজকেও কুফরী বলা যায়। তবে এরূপ কুফরী দ্বারা কেউ একেবারে দীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে কাফের হয়ে যায় না। কাজেই সব কুফরী এক পর্যায়ের নয়। তার মধ্যে অবশ্য ছোট-বড়র প্রকারভেদ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কুফরী হলো আল্লাহর উপকার ভুলে গিয়ে তাকে অমান্য করা। কেননা আল্লাহর উপকারই সবচেয়ে বড় ও বেশী।

৩৩. সূরা আন নিসা ঃ ৪৮। ৩৪. সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯

৩৫. অতএব পরস্পর মারামারি করা বড় গোনাহ হলেও এতে ঈমান একেবারে চলে যায় না। এরূপ গোনাহগারকে কাফের বলা যায় না। কিন্তু শির্ক করলে কাফের হয়ে যায়। উল্লেখ্য, এটা খারেজীদের প্রতিবাদে বলা হয়েছে।

আহনাফ ইবনে কায়েস হযরত আলী রা.-এর সাহায্যের জন্য বের হওয়াই সঠিক কথা—অতএব হযরত ওসমান না বলাই ভাল।

٢٩. عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ ذَهَبْتُ لِاَنْصُرَ هٰذَا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِىْ اَبُوْ بَكْرَةَ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ اَنْصُرُ هٰذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْجِعْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ٠

২৯. আহ্‌নাফ ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেন ঃ আমি এ ব্যক্তিকে [আলী রা. অথবা উসমান রা.] সাহায্য করতে চললাম। পথিমধ্যে আবু বকরা রা.-এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যেতে চাও ?' আমি বললাম, 'এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি।' তিনি বললেন, 'ফিরে যাও', কারণ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ "যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী হয়।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এতো হত্যাকারীর কথা, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপারটি কেমন হলো ? তিনি বললেন, "সে তার সাথীকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল।"[৩৬]

٣٠.عَنِ الْمَعْرُوْرِ قَالَ لَقِيْتُ اَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَّعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِاُمِّهِ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهِ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ اِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَاتُكَلِّفُوْهُمْ مَايَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ.

৩০. মা'রূর রা. বর্ণনা করেন, আমি একবার আবু যারের সাথে রাবাযা নামক স্থানে দেখা করেছিলাম। তিনি এবং তাঁর খাদেম উভয়ই তখন এক একটি চাদর ও লুঙ্গী পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাকে উক্ত সাম্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি একবার কোনো একজন (নিজের ক্রীতদাস)-কে গালি দিয়েছিলাম। আমি তার মায়ের নিন্দা করে তাকে লজ্জা দিয়েছিলাম। এতে নবী স. আমাকে বললেন, হে আবু যার ! তুমি তাকে তার মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দিলে ? তুমি তো এমন লোক যার মধ্যে এখনো মূর্খতা রয়ে গেছে।[৩৭] তোমাদের চাকররা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই কারো অধীনে তার ভাই থাকলে, সে নিজে যা খায় এবং যা পরে তাকেও যেন

৩৬. অন্তরে কোনো গুনাহের কাজ করার দৃঢ় সংকল্প করাও গুনাহ। কাজেই নিহত ব্যক্তিকে ও তার সাথীকে হত্যা করার লালসা ও সংকল্পের কারণে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। এটাই অধিকাংশ আলেমদের অভিমত।

৩৭. এখানে মূর্খতার অর্থ হচ্ছে জাহেলী যুগের অভ্যাস। ইসলাম গ্রহণের পর কাউকে গালি দেয়া বা কারো মায়ের নিন্দা করে লজ্জা দেয়া অজ্ঞানতার পরিচয়। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রসূলুল্লাহ স.-এর একথা থেকে বুঝা যায়, সমস্ত গুনাহের কাজই মূর্খতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই খাওয়ায় ও পরায়। আর তাদেরকে বেশী কষ্টকর কাজ করতে দিও না। এরূপ কাজ করতে দিলে তাদেরকে সাহায্য করো।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যুলুমের প্রকারভেদ।[৩৮]

٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

৩১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলো ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ -

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশায়নি, তাদের জন্য নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।"[৩৯] তখন রসূলুল্লাহ স-এর সাহাবীগণ বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোনো যুলুম করেনি ? মহান আল্লাহ তখন নাযিল করলেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "শিরক অবশ্যই বিরাট যুলুম।"[৪০]

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকের আলামত।[৪১]

٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি। (১) কথা বললে মিথ্যা বলে, (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৩) আর তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।

٣٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

---

৩৮. কুফরীর মত যুলুমও ছোট বড় বিভিন্ন প্রকারের। যুলুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, 'কোনো কিছুকে যথাস্থানে না রাখা।' যে কোনো গুনাহের কাজে এ অর্থ পাওয়া যায় বলে প্রত্যেক গুনাহই যুলুম। আর গুনাহ ছোট ও বড় এবং বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কাজেই যুলুমও বিভিন্ন প্রকার।

৩৯. সূরা আল আনয়াম

৪০. সূরা লুকমান। এ আয়াত দ্বারা প্রথমত আয়াতে উল্লেখিত যুলুম শব্দের অর্থ শির্ক বুঝানো হয়েছে। শির্ক দ্বারা আল্লাহর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী ক্ষুণ্ন করা হয়। আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শির্ক করা মানে তাকে তার স্থান থেকে উপরে উঠিয়ে আল্লাহর স্থানে নিয়ে আসার অপচেষ্টা করা। এতে আল্লাহকে তাঁর যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয় না। এজন্য শির্ক হচ্ছে বৃহত্তম যুলুম। এতে ঈমান থাকে না। অন্য প্রকার যুলুম করলে ঈমান কমে যায় বটে, কিন্তু একেবারে চলে যায় না। এভাবে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা সাহাবীগণের উদ্বিগ্নতা দূর হলো।

৪১. মুনাফেকী অর্থ বাইরের সাথে ভেতরের গরমিল। এরূপ গরমিল আকীদা বা মৌলিক বিশ্বাসের ব্যাপার হলে কুফরী হয়ে যায়। এছাড়া কাজের মধ্যেও মুনাফেকী হয়ে থাকে। সেটিই এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস দু'টিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ চারটি (দোষ) যার মধ্যে থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে উক্ত দোষগুলোর কোনো একটি থাকে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর একটি স্বভাব থেকে যায়। (১) তার কাছে কোনো আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে, (২) সে কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, (৪) আর সে ঝগড়া করলে গালাগালি দেয়।

(এ হাদীসটির সনদে আ'মাশের নাম উল্লেখিত হয়েছে। এ আ'মাশ থেকে শো'বাও অনুরূপ আরো[৪২ক] অনেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কদরের রাতে ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ·

৩৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে[৪২খ] সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।[৪৩]

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٥. عَنْ اَبُوْ زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْتَدَبَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ اِيْمَانٌ بِىْ وَتَصْدِيْقٌ بِرُسُلِىْ اَنْ اَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ اَوْ اُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَلَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى مَا قَعَدْتُّ خَلْفَ سَرِيَّةٍ وَلَوَدِدْتُّ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىَ ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْىَ ثُمَّ اُقْتَلُ·

৩৫. আবু যুরআহ রা. বলেছেন, আমি আবু হুরাইরাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) বের হয়ে যায়, সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহ তার দায়িত্ব এই বলে গ্রহণ করেন ঃ 'শুধু আমার প্রতি বিশ্বাস[৪৪] অথবা আমার রসূলগণের সত্যতা স্বীকারের দাবীই তাকে এ পথে বের করে, যাতে আমি যেন তাকে তার পুরস্কার অথবা গণীমাতের মালসহ (বাড়ীতে) ফিরিয়ে আনি অথবা জান্নাতে

৪২ ক. এ সমস্ত কাজে যে কোনো মুনাফেকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইমাম বুখারীর মতে, এ সমস্ত কাজের দরুন ঈমান কমে যায়।

৪২ খ. রমযান মাসে লাইলাতুল কদরের কথা কুরআন শরীফের সূরা 'কদরে' উল্লেখ করা হয়েছে। এ রাতের মর্যাদা হাজার মাসের চেয়েও বেশী। তাই এ রাতে ইবাদত করলে অশেষ সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু এজন্য মজবুত ঈমান থাকা অপরিহার্য। কাজেই কদরের রাতে ইবাদত করার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

৪৩. এখানে সগিরা বা ছোট ছোট গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে, কবিরা বা বড় বড় গুনাহের কথা নয়। কারণ কবিরা গুনাহ মাফের জন্য তওবা ও অনুরূপ বিশিষ্ট কার্যক্রমের প্রয়োজন।

৪৪. আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাগিদেই মুমিন জিহাদ করতে যায়। কাজেই ঈমান ও জিহাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বুঝা যায়।

প্রবেশ করিয়ে দেই।' [রসূলুল্লাহ স. বলেন] আমি যদি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন মনে না করতাম, তবে আমি কোনো ক্ষুদ্র সেনাদলেরও পেছনে থাকতাম না।[৪৫] আমি অবশ্যই আকাঙ্ক্ষা করি যে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।[৪৬]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রমযানে নফল ইবাদাত করা ঈমানের অঙ্গ।

٣٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি রমযানে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদাত করে, তার পূর্বের (সগিরা) গুনাহ মাফ করা হয়।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা ঈমানের অঙ্গ।

٣٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ দীন সহজ। নবী স. বলেছেন ঃ একমুখী হয়ে[৪৭] সহজভাবে দীনের কাজ করাই আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয়।

٣٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ ـ

৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, দীন সহজ। যে কেউ দীনের কাজে বেশী কড়াকড়ি করে, তাকে দীন অবশ্যই পরাজিত করে দেয়।[৪৮] কাজেই তোমরা

৪৫. রসূলুল্লাহ স.-কে অগ্রগামী দেখলে সাহাবীগণ আরও উৎসাহিত হয়ে সকলেই জিহাদে যেতে চাইতেন। এমতাবস্থায় সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় সকলের পক্ষে জিহাদে যাওয়া সম্ভবপর হতো না। এতে তাঁরা মনঃকষ্ট পেতেন। আবার সকলের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী জিহাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করাও উম্মতের পক্ষে কঠিন হতো।

৪৬. এ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা জিহাদ ও শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা বুঝান হয়েছে।

৪৭. মূল শব্দ 'হানিফিয়াত'। এর মানে, গোটা মানব জাতির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত মুক্তি ও যাবতীয় কল্যাণ শুধু দীন ইসলামে রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস করে পূর্ণ আস্থা সহকারে ইসলামের নির্দেশিত পথে চিন্তা, বিশ্বাস ও কাজের একই পন্থা অবলম্বন করা এবং অন্য কোনো দিকে আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করা এবং ইসলাম বিরোধী মত ও পথের সাথে কোনো অবস্থাতেই আপোষ না করা।

৪৮. দীন ইসলামের অনেক কাজই বেশ সহজ ও আনন্দময়। এগুলো পরিহার না করে যথারীতি করতে থাকলে কঠিন কাজগুলো করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া যেসব কঠিন কাজে পরিশ্রম, ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, সেগুলোও অল্প অল্প করে সহজ ও স্বাভাবিক পন্থায় নিয়মিতভাবে করতে থাকলে সহজ হয়ে যায়।

কিন্তু যে ব্যক্তি সহজ কাজকে অস্বাভাবিক পন্থায় করতে গিয়ে কঠিন করে তোলে এবং সব ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে অভ্যস্ত হয়, তার জীবন নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে, সহজ ও কঠিন কোনোটাই ঠিকমত করতে পারে না। এভাবে সে বাস্তব ক্ষেত্রে দীনের কাজ করার ব্যাপারে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

মধ্যমপথ অবলম্বন কর এবং (দীনের) কাছাকাছি হও, আর হাসিমুখে থাক।[৪৯] আর সকালে, বিকেলে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদাতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নামায ঈমানের অংশ।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ـ

"আল্লাহ তোমাদের ঈমান—অর্থাৎ তোমাদের নামায, যা তোমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পড়েছ—নষ্ট করে দেবেন না।" (এ আয়াতে নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে।)

٣٩. عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ عَلَى اَجْدَادِهِ اَوْ قَالَ اَخْوَالِهِ مِنَ الْاَنْصَارِ وَاَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ تَكُوْنَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَاَنَّهُ صَلَّى اَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِّمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى اَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ فَقَالَ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوْا كَمَاهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُوْدُ قَدْ اَعْجَبَهُمْ اِذْ كَانَ يُصَلِّيْ قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَاَهْلُ الْكِتَابِ فَلَمَّا وَلّٰى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ ـ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِيْ حَدِيْثِهِ هٰذَا اَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ اَنْ تَحَوَّلَ رِجَالٌ وَقُتِلُوْا فَلَمْ نَدْرِ مَا نَقُوْلُ فِيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ـ

৩৯. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মদীনায় এসে প্রথমে আনসারদের মধ্যে তাঁর নানা বাড়ী বা মামা বাড়ীতে নামেন। আর তিনি ষোল কি সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। (এ সময়) তিনি তাঁর কা'বা ঘরের দিকে কিবলা হওয়াটাই কামনা করতেন। যে নামায তিনি প্রথমে কা'বা ঘরের দিকে পড়েন, তা ছিল আসরের নামায ; এবং একদল (সাহাবীও) তাঁর সাথে এ নামায পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন সেখান থেকে বের হয়ে এক মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুসল্লীগণ রুকূ'তে ছিলেন। তিনি (তাদেরকে) বললেন, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এলাম।' (এ খবর শুনে) তাঁরা উক্ত অবস্থাতেই কা'বা ঘরের দিকে ঘুরে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, ইয়াহুদী ও অপর আহলে কিতাবদের তা ভাল লাগত। কিন্তু তিনি যখন কা'বা ঘরের দিকে মুখ ঘুরালেন, তখন তারা এতে অসন্তোষ প্রকাশ করলো।

৪৯. এর মানে, সব ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করে মধ্যম পন্থায় দীনের কাজ করতে থাকো। বাহানাবাজী, অলসতা ও উদাসীনতা পরিহার করে যথাসাধ্য কাজের মাধ্যমে অন্ততঃ দীনের মূল দাবীর কাছাকাছি থাকো। আর যতটুকু যা করতে পারো তার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়ার সুখবরে সন্তুষ্ট থাকো।

যুহায়ের র. বলেন, আবু ইসহাক এ হাদীসে বারাআ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে কতিপয় সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন এবং শহীদ হয়েছিলেন। তাদের (নামাযের) ব্যাপারে আমরা কি বলবো তা জানতাম না। আল্লাহ তাআলা তখন নাযিল করলেন ঃ "আল্লাহ তোমাদের ঈমান (অর্থাৎ নামায) বৃথা যেতে দেবেন না।" মানে কিবলা পরিবর্তনের পূর্বেকার নামায বৃথা যাবে না। আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ।[৫০]

আবু সাঈদ খুদরী রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার ইসলামটা সুন্দর হয়, আল্লাহ তার পূর্বেকার প্রত্যেকটি গুনাহ ঢেকে (মাফ করে) দেন। তারপর (ভাল-মন্দ কাজের এরূপ) প্রতিদান দেয়া হয়। ভালোর বদলে দশগুণ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত ; আর মন্দের বদলে ঠিক ততটুকু মন্দ, তবে আল্লাহ তাও মাফ করে দিতে পারেন।[৫১]

٤٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَحْسَنَ اَحَدُكُمْ اِسْلاَمَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشَرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعمَلُهَا تُكتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.

৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ তাঁর ইসলামকে সুন্দর করে তোলে, তখন সে যে ভাল কাজ করে তার বিনিময় দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। কিন্তু সে যে মন্দ কাজ করে তার বিনিময় তার জন্য (কেবলমাত্র) ততটুকুই লেখা হয়।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে কাজ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করা হয় তা সর্বশক্তিমান ও মহামহিম আল্লাহর কাছে প্রিয়তম।[৫২]

٤١. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِندَهَا امْرَأَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ فُلاَنَةُ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَ اللّٰهِ لاَيَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَادَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

---

৫০. পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সমগ্র চিন্তা-বিশ্বাস ও কাজে আল্লাহর পরিপূর্ণ দীনকে গ্রহণ করলে তবেই হয় সুন্দর ইসলাম। এরূপ সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করার কথাই বলা হয়েছে।

৫১. আল্লাহ তাঁর বান্দাকে আসলে শাস্তি দিতে চান না। তাই সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে পেছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন। তাছাড়া ভাল কাজ করলে তার মান অনুযায়ী দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেবেন। কিন্তু মন্দ কাজের বেলায় তা নয়। এক্ষেত্রে বান্দা যতটুকু মন্দ কাজ করবে, ঠিক ততটুকুই তার শাস্তি দেবেন। তবে যদি তাও তিনি মাফ করে দেন তাহলে কোনো শাস্তিই হবে না। এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।

৫২. মুমিনের সমস্ত কাজই একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন হওয়া উচিত। আল্লাহর দীনের সমস্ত কাজই বেশ সাজানো গোছানো। আল্লাহর নিজের সমস্ত কাজের মধ্যেও পরিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলা বিরাজমান। দীনের কাজ কখনো খুব বেশী করা কখনো খুব কম করা অথবা মোটেই না করা আল্লাহ পছন্দ করেন না। অল্প হলেও সব কাজ সাজিয়ে গুছিয়ে রুটিন অনুযায়ী সর্বদা নিয়মিতভাবে করা আল্লাহ পছন্দ করেন। এতে তিনি বরকত দেন। আর এভাবে বাস্তব জীবন সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

৪১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একবার) তাঁর কাছে এলেন তখন তাঁর নিকট একটি মেয়ে (বসে) ছিল। তিনি [নবী স.] জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে ?' আয়েশা রা. বললেন, 'অমুক' এই বলে তিনি মেয়েটির নামাযের কথা উল্লেখ করলেন। [নবী স.] বললেন ঃ থাম যতটা তোমাদের সাধ্যে কুলায়, ততটা করা উচিত। আল্লাহর কসম, তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত হন না।[৫৩] আর যে কাজ কেউ সর্বদা (নিয়মিতভাবে) করে, সেটিই আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَزِدْنٰهُمْ هُدًى - وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا -

"আর আমি তাদের হেদায়াত (ঈমান) বৃদ্ধি করে দিয়েছি।[৫৪] আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের ঈমান তিনি আরো বৃদ্ধি করে দেন।"[৫৫]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"[৫৬]

পূর্ণ বস্তুর কোনো অংশ ত্যাগ করলে সেটা অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে।[৫৭]

٤٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ شَعِيْرَةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَفِيْ قَلْبِهٖ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا اَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اِيْمَانٍ مَكَانَ مِنْ خَيْرٍ -

৪২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা যব পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে একটা গম পরিমাণ সততা থাকে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। আর যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং তার অন্তরে অণু পরিমাণ সততা থাকে, তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) আ'বান এর বরাত দিয়ে বলেন, আবান র. ..... কাতাদা র. ..... আনাস রা. নবী স. থেকে সততা (خير) শব্দটির স্থানে ঈমান বলেছেন।[৫৮]

٤٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْيَهُوْدِ قَالَ لَهٗ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اٰيَةٌ فِيْ

---

৫৩. অর্থাৎ তোমরা তো কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়। কিন্তু কাজের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর ক্লান্তি নেই। তোমরা যত কাজ করো, তিনিও ততই তার প্রতিদান দেন। আর তোমরা যখন ক্লান্ত হয়ে কাজ করতে পারো না, তখন আল্লাহও প্রতিদান দেন না।

৫৪. সূরা আল কাহ্ফ। ৫৫. সূরা আল মুদ্দাস্সির। ৫৬. সূরা আল মায়েদা।

৫৭. এতে ঐ বস্তু হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার কোনো বস্তুতে আর কিছু যোগ দিলে, সেটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে ইমাম বুখারীর মতে, যেহেতু দীন ও ঈমান অভিন্ন, কাজেই দীনের হ্রাস ও বৃদ্ধি হলে ঈমানের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

৫৮. ঈমানকে যব, গম ও অণু পরিমাণ বলায় বুঝা গেল যে, ঈমান কমে যায়।

كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُنَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا قَالَ اَىُّ اٰيَةٍ قَالَ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا. قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ نَزَلَتْ فِيْهِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةَ.

৪৩. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। কোনো একজন ইয়াহুদী তাকে বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন, আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, আপনারা তা পড়ে থাকেন। যদি তা আমাদের ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর নাযিল হতো, তবে আমরা উক্ত দিনকে ঈদের (আনন্দোৎসব) দিন করে নিতাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কোন্ আয়াত ?' ইয়াহুদী বললো, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا. "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণতা দান করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" উমর রা. বললেন, যে দিন এবং যে স্থানে উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল, তা আমরা জানি। (ঐ সময় বিদায় হজ্জে) নবী স. শুক্রবারে আরাফাতে দাঁড়ান ছিলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ইসলামের অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

"আর তাদেরকে তো এ হুকুমই করা হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে ; দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নিবেদিত করে একমুখী হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর এটাই হচ্ছে মজবুত দীন।[৫৯]

٤٤.عَنْ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِىَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتَّى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ.

৫৯. সূরা আল বাইয়েনাহ ঃ ৫

৪৪. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক নজদ্‌বাসী রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু সে কি বলছিল তা বুঝছিলাম না। শেষে সে কাছে এসেই ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? তিনি বললেন, 'না' ; 'তবে অতিরিক্ত (নফল) পড়তে পারো।' রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'আর রমযানের রোযা।' সে বললো, এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? তিনি বললেন, 'না' ; 'তবে নফল (রোযা) রাখতে পারো।' রাবী[৬০] বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, 'এছাড়া আমার আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? 'রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'না'; তবে নফল দান করতে পারো।' রাবী বলেন, এরপর সে ব্যক্তি একথা বলতে বলতে ফিরে গেল ঃ 'আল্লাহর কসম, আমি এর বেশীও করবো না, কমও করবো না।'[৬১] তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, "লোকটি যদি সত্য কথা বলে থাকে তাহলে সফলকাম হয়েছে।"

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার (মৃতদেহ) পেছনে চলা ঈমানের অংশ।

٤٥.عَنِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيَفْرُغُ مِنْ دَفْنِهَا فَاِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْاَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ اُحُدٍ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ اَنْ تُدْفَنَ فَاِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ تَابَعَهُ عُثْمَانُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ ٠

৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে কেউ ঈমানসহ সওয়াবের আশায় কোনো মুসলিম ব্যক্তির জানাযার (মৃতদেহের) পেছনে চলে এবং তার নামায পড়া ও দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কীরাত[৬২] সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। এর প্রত্যেক কীরাত উহুদ পাহাড়ের মত। আর যে ব্যক্তি নামায শেষ করে দাফনের পূর্বে ফিরে, সে এক কীরাত সওয়াব নিয়ে আসে।

ইমাম বুখারী বলেন, এ হাদীসের ন্যায় বসরার জামে মসজিদের মুয়ায্‌যিন উসমান ও আউফ, মুহাম্মাদ ও আবু হুরাইরা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ (ক) মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা। ইবরাহীম তাইমী র. বলেন ঃ "আমি আমার কথাকে আমার কাজের সাথে মিলাতে গিয়েই মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় পেয়েছি।"

---

৬০. 'রাবী' শব্দটি হাদীস বিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। এর মানে 'হাদীস বর্ণনাকারী'। এখানে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে বুঝানো হয়েছে।

৬১. এটিই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের বিধানে কোনো কমবেশী না করে যথাযথভাবে তা পালন করার প্রতিজ্ঞা করাই যথার্থ মুমিনের পরিচায়ক।

৬২. কীরাত ঃ তখনকার আরবী দিরহামের ১৪ অংশ পরিমাণ বিশেষ। এটা চার গ্রেনের সমতুল্য পরিমাণ হতে পারে। এখানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উহুদ পাহাড়ের সমান বলে খুব বেশী পরিমাণ বুঝানো হয়েছে।

ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, "আমি নবী স.-এর তিরিশজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেছি। তাঁদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফেকীর ভয় করতেন। তাদের কেউই জিবরাঈল আ. ও মীকাঈল আ.-এর মত ঈমানদার হওয়ার দাবীও করতেন না।

হাসান বসরী থেকে কথিত আছে, ঈমানদারই মুনাফেকীর ভয় করে। আর এ ব্যাপারে মুনাফেকই নিশ্চিন্ত থাকে।

(খ) তাওবা না করে পরস্পর মারামারি ও গুনাহের কাজে পূর্ববৎ লিপ্ত থাকা থেকে বিরত রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ·

"তারা (পূর্বে) যেসব (গুনাহের) কাজ করেছে তা জ্ঞাতসারে আর করেনি।"

٤٦.عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا وَائِلٍ عَنِ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ·

৪৬. যুবায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে মুরজিআ[৬৩] সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেন ঃ মুসলমানকে গালাগালি করা বড় গুনাহ, আর তার সাথে মারামারি করা কুফরী।[৬৪]

٤٧.عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ اِنِّىْ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَّفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمُ الْتَمِسُوْهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ·

৪৭. আনাস রা. বলেন, উবাদা ইবনে সামেত আমাকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ স. একবার শবে কদর সম্পর্কে অবগত করার জন্য বের হলেন। তখন দু'জন মুসলিম ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। এতে তিনি বললেন ঃ "আমি তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বের হয়েছিলাম। কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করলো। এ কারণে এর জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হলো।[৬৫] তবে এতে তোমাদের জন্য ভালই হবে বলে আশা করা যায়। তোমরা এটাকে (রমযানের) সাতাশ, উনত্রিশ ও পঁচিশ তারিখে অনুসন্ধান করো।"[৬৬]

---

৬৩. 'মুরজিআ' একটি সম্প্রদায়ের নাম। তারা ঈমানের সাথে আমল বা কাজকে জরুরী মনে করে না। তাদের মতে গুনাহের কাজে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। এমনকি কবিরা গুনাহ করলেও কেউ ফাসেক হয় না।

৬৪. এ কথায় মুরজিআদের মত বাতিল প্রতিপন্ন হয়েছে। কারণ মুসলমানকে গালি দেয়া এবং তাদের সাথে মারামারি করা ফাসেকী ও কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৬৫. পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করার দরুন আল্লাহ রমযান মাসের কোন্ তারিখে শবে কদর হয় তার জ্ঞান উঠিয়ে নিলেন। একথা দ্বারা অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক বের করা যায়।

৬৬. এভাবে শবে কদর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুমিনগণ কয়েকটি রাতে ইবাদত করে বেশী সওয়াব লাভ করার সুযোগ পাবে। ফলে তার জন্য ভালই হবে।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর নিকট ঈমান, ইসলাম, ইহ্সান ও কিয়ামতের জ্ঞান সম্পর্কে জিবরাঈল আ.-এর প্রশ্ন এবং নবী স.-এর উত্তর। এরপর তিনি বলেন, জিবরাঈল এসে তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দান করেন। অতএব বুঝা গেল যে, তিনি উক্ত বিষয়গুলোকে দীন বলে গণ্য করেছেন। এছাড়া আবদুল কাইস্ গোত্রের প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট নবী স. যাকিছু বলেছেন তাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। (আর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম ও দীন একই জিনিস।) আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ·

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন সন্ধান করে তার সে দীন কখনোই গ্রহণ করা হবে না।"[৬৭]

٤٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ مَا الْاِسْلَامُ، قَالَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، قَالَ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ مَتَى السَّاعَةُ، قَالَ مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَسَاُخْبِرُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ رَبَّهَا وَاِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْاِبِلِ الْبُهْمِ فِى الْبُنْيَانِ فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ، ثُمَّ تَلَا النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ-الْاٰيَةَ، ثُمَّ اَدْبَرَ فَقَالَ رُدُّوْهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ جَعَلَ ذٰلِكَ كُلَّهُ مِنَ الْاِيْمَانِ·

৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. লোকদের সামনে বসেছিলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, 'ঈমান কি ?' তিনি বললেন ঃ ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, (পরকালে) তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস করবে। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'ইসলাম কি ?' তিনি বললেন ঃ ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করতে থাকবে এবং তাঁর সাথে (কাউকে) শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত দেবে এবং রমযানে রোযা রাখবে।" সে জিজ্ঞেস করলো, 'ইহ্সান কি ?' তিনি বললেন ঃ (ইহসান এই যে) তুমি (এমনভাবে আল্লাহর) ইবাদাত করবে যেন তাঁকে দেখছ ; যদি তাকে না দেখ, তিনি তোমাকে দেখছেন (বলে অনুভব করবে)। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কিয়ামত কখন হবে ?' তিনি বললেন, এ

৬৭. সূরা আলে ইমরান।

ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন না। তবে আমি তোমাকে তার (কিয়ামতের) শর্তগুলো (লক্ষণ) বলে দিচ্ছি, "যখন বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে এবং কাল উটের রাখালরা যখন দালান কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।" যে পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ রাখেন, কিয়ামতের জ্ঞান তারই অন্তর্ভুক্ত। এরপর নবী স. এ আয়াত পড়লেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

"আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন। কোনো জীবই আগামীকাল কী উপার্জন করবে তা জানে না এবং কোন্ যমীনে সে মরবে তাও জানে না। আল্লাহই সব জানেন ও খবর রাখেন।"[৬৮]

এরপর লোকটি চলে গেল। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু সাহাবীগণ দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, "ইনি (ছিলেন) জিবরাঈল আ. ; লোকদেরকে তাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।"

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ এ হাদীসে যেসব বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে, সেসবগুলোকে রসূলুল্লাহ স. (শেষ বাক্যে) ঈমান বলে গণ্য করেছেন।[৬৯]

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ[৭০]

٤٩. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهٗ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهٗ سَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَمْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ ، وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهٖ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهٗ اَحَدٌ ۝

৪৯. উবাইদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের বরাত দিয়ে বলেন ঃ বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে বলেন, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা সংখ্যায় বাড়ছে কি কমছে ? তুমি মন্তব্য করেছ, তারা

---

৬৮. সূরা-লুকমান। এ আয়াতগুলোতে যে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ এসব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে না।

৬৯. ইমাম বুখারী র.-এর মতে ঈমান, ইসলাম ও দীন এক ও অভিন্ন। কারণ সব বিষয় বলার পর রসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-এর দীন শিক্ষাদানের কথা বলায় বুঝা গেল যে, এ হাদীসে উল্লেখিত বিষয়গুলো যার মধ্যে ঈমানের কথাও রয়েছে, দীন বলে গণ্য করা হয়েছে। অতএব দীনকে ঈমানও বলা যায়। এভাবে দীন, ইসলাম ও ঈমান এক ও অভিন্ন বলে প্রমাণিত হয়।

৭০. মূল গ্রন্থে কোনো শিরোনাম লিখিত নেই।

বাড়ছে। ঈমানের ব্যাপারটা পূর্ণতা লাভের সময় পর্যন্ত এরূপই হয়। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করলাম, কেউ কি তাঁর দীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে ? তুমি মন্তব্য করলে 'না'। ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে এরূপই হয়। তার প্রতি কেউ অসন্তুষ্ট হয় না।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٥٠. عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَّقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَه اَلاَ وَاِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى اَلاَ اِنَّ حِمَى اللّٰهِ فِىْ اَرْضِهِ مَحَارِمُهُ اَلاَ وَاِنَّ فِى الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِىَ الْقَلْبُ .

৫০. নু'মান ইবনে বাশীর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয়গুলো। অনেকেই সেগুলো জানে না। কাজেই যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে নিজের দীন ও সম্মান রক্ষা করে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সে এমন রাখালের মত হয়ে যায়, যে তার পশু সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে চরায়। ফলে তা সেখানে প্রবেশ করার আশংকা সৃষ্টি হয়। শোন, প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আরো শোন, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর। একথাও শোন, মানবদেহে একটি মাংসখণ্ড আছে। তা ভাল থাকলে গোটা দেহ ভাল থাকে। আর তা খারাপ হলে গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সেটা হচ্ছে 'কল্‌ব'।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া ঈমানের একটি বিষয়।

٥١. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقْعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُجْلِسُنِىْ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ اَقِمْ عِنْدِىْ حَتَّى اَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَالِىْ فَاَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ الْقَوْمُ اَوْ مَنِ الْوَفْدُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامٰى، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَاْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَّرَاءَ نَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ، وَسَاَلُوْهُ عَنِ

الْاَشْرِبَةِ فَاَمَرَهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ ، قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَاَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبَعٍ ، عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ ، وَقَالَ اِحْفَظُوْهُنَّ وَاَخْبِرُوْا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَ كُمْ.

৫১. আবু জামরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা.-এর কাছে বসতাম। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসাতেন। তিনি একবার আমাকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে একটা অংশ দেব।' আমি তখন তাঁর কাছে দু' মাস থাকলাম। তারপর তিনি বললেন, যখন 'আবদুল কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলো তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোন্ গোত্রের লোক ? অথবা কোন্ দূত ?" তারা বললো, রবীআ গোত্রের। তিনি বললেন, ঐ গোত্রের অথবা দূতের শুভাগমন হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা অনুতাপে এসেছে। তারা বললো, "হে আল্লাহর রসূল ! আমরা সম্মানিত মাস ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আমাদের ও আপনাদের মাঝখানকার এলাকায় কাফের মুদার গোত্র বাস করে। কাজেই আমাদেরকে আপনি সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কোনো হুকুম দিন। আমরা তা অন্যদেরকে জানিয়ে দেব। আর তার মাধ্যমে আমরা যেন জান্নাতে যেতে পারি।" তারা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে পানীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাদেরকে চারটি বিষয়ের হুকুম দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার আদেশ দিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কি ?" তারা বললো, "আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' তিনি বললেন ঃ এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই আর মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযানে রোযা রাখা। আর তোমরা গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি সবুজ কলসী, শুকনা লাউয়ের খোল, খেজুর কাণ্ডের কাষ্ঠপাত্র এবং আলকাতরা মাখান বাসন—এ চারটি (জিনিসের ব্যবহার) নিষেধ করলেন।[৭১] তারপর তিনি বললেন, এসব কথা তোমরা মনে রেখে অন্য সকলকে জানিয়ে দাও।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সব কাজই নিয়ত ও সংকল্প অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তা-ই পায়। ঈমান, অযু, নামায, যাকাত, হজ্জ, রোযা এবং অন্যান্য নির্দেশগুলো [রসূলুল্লাহ স.-এর] উপরোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

---

৭১. এগুলো ছিল মদের পাত্র। মদ সংরক্ষণ ও পানের জন্য এ পাত্রগুলো ব্যবহার করা হতো। এ পাত্রগুলো হারাম করার কারণ স্বরূপ বলা যায়, প্রথমতঃ মদ হারাম হবার পর তখন বেশী দিন অতিক্রান্ত হয়নি, তাই এ পাত্রগুলো দেখলে আবার মদের স্মৃতি জেগে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। ফলে মদ পানের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠাও অস্বাভাবিক ছিল না। দ্বিতীয়তঃ তখনো পর্যন্ত এ পাত্রগুলোতে মদের কিছুটা প্রভাব মিশ্রিত থাকাও অসম্ভব ছিল না।

আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۔

"বলে দাও, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী কাজ করে।" (এ আয়াতে شَاكِلَتِهٖ শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ত)। (এছাড়া) কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় নিজের পরিবারের জন্য খরচ করলে সেটাও সদকা বলে গণ্য হয়। আর নবী স. বলেছেন ঃ (মক্কা বিজয়ের পর কোনো হিজরত নেই)। তবে জিহাদ ও নিয়ত বাকী রয়েছে।

٥٢. عَنْ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُّصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَّتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ۔

৫২. উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হয়েছে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের বা কোনো মেয়েকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে, তার হিজরত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।

٥٣.عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهٖ يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ ۔

৫৩. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কোনো ব্যক্তি সওয়াবের আশায় তার পরিবারের জন্য খরচ করলে তা তার জন্য সদকা হবে।

٥٤.عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فَمِ امْرَاَتِكَ ۔

৫৪. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোনো খরচ করলে তার পুরস্কার তোমাকে অবশ্যই দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে (তারও সওয়াব পাবে)।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের জন্য 'নসীহত' (কল্যাণ কামনার পথ) অবলম্বন করা হচ্ছে দীন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۔

"যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য নসীহত অবলম্বন করো।"

٥٥.عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৫. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে রীতিমত নামায পড়ার, যাকাত দেয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার (ওয়াদার) বাইআত করেছি।'

٥٦.عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَّى يَا تِيَكُمْ اَمِيْرٌ فَاِنَّمَا يَاْتِيْكُمُ الْاٰنَ ثُمَّ قَالَ اسْتَعْفُوْا لِاَمِيْرِكُمْ فَاِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ قُلْتُ اُبَايِعُكَ عَلَى الْاِسْلَامِ فَشَرَطَ عَلَىَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسلِمٍ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى هٰذَا وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ اِنِّىْ لَنَاصِحٌ لَّكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ .

৫৬. যিয়াদ ইবনে আলাকা রা. বলেন, মুগীরা ইবনে শু'বার মৃত্যুর দিনে জারীর ইবনে আবদুল্লাহকে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতির পর বলেন, আল্লাহকে ভয় করা তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। তিনি এক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। তোমাদের (মৃত আমীরের বদলে অন্য) আমীর আসা পর্যন্ত শান্ত ও নিশ্চিন্তভাবে থাকা উচিত। সে আমীর এখনই আসবেন। তারপর তিনি বলেন, "তোমরা তোমাদের আমীরের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। কেননা তিনি ক্ষমা পছন্দ করেন। তারপর তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে এসে বললাম ঃ 'আমি আপনার কাছে ইসলামের ব্যাপারে বাইআত গ্রহণ করতে চাই। তখন তিনি প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার শর্ত লাগালেন। আমি সেই শর্তেই বাইআত গ্রহণ করলাম। আর এ মসজিদের রব আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কল্যাণকামী।' এরপর (জারীর) আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

❐

অধ্যায়-৩

كِتَابُ الْعِلْمِ

(জ্ঞানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

"তোমাদের ভেতর থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে বেশ খবর রাখেন।"[১]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ـ

"আর বলো, প্রভু আমার! তুমি আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।"[২]

২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার কথাবার্তায় মগ্ন থাকা অবস্থায় জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করলে উক্ত কথা শেষ করে প্রশ্নকারীকে তার জবাব দান করা।

٥٧. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ فِى مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتّٰى اِذَا قَضٰى حَدِيْثَهُ قَالَ اَيْنَ اُرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَاَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيْفَ اِضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلٰى غَيْرِ اَهْلِهٖ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ـ

৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স. এক মজলিসে বসে লোকদেরকে কিছু বলছিলেন। এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করলো, 'কিয়ামত কখন হবে ?' রসূলুল্লাহ স. তাঁর কথা বলতে থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললো, 'তিনি লোকটির কথা শুনেছেন, কিন্তু তা তাঁর ভালো লাগেনি।' কেউ কেউ বললো, 'না; তিনি শুনেননি।' অবশেষে তিনি তাঁর কথা শেষ করে বললেন ঃ কোথায় ? রাবী বলেন, আমার

---

১. সূরা আল মুজাদালা। ২. সূরা ত্ব-হা।

মনে হয় তিনি বলেছেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বললো, 'এই যে আমি হে আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, 'আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আমানত কিভাবে নষ্ট করা হবে ?' তিনি বললেন, 'কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর।'

৩. অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে জ্ঞানের কথা বলা।

٥٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلٰوةَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّاءُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهٖ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْثَلَاثًا -

৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক সফরে নবী স. পিছনে পড়লেন। আমরা নামায পড়তে দেরী করে ফেলেছিলাম এবং আমরা অযু করছিলাম, আর (তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে) পা উপরে উপরে ধুয়ে নিচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি আমাদের কাছে এসে উচ্চস্বরে দু' তিনবার বললেন, এ গোড়ালিগুলোর জন্য আগুনের শাস্তি রয়েছে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ حَدَّثَنَا اَنْبَاَنَا - اَخْبَرَنَا শব্দগুলোর অর্থ। হুমাইদী বলেন, ইবনে উয়ায়নার মতে উক্ত তিনটি শব্দের সাথে আরবী শব্দটিও সমার্থবোধক।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ [রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আর তিনি সত্যবাদী ও সত্য স্বীকৃত।] শকীক রা.-এর বর্ণনানুযায়ী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, ঃ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً كَذَا [নবী স.-এর নিকট এরূপ কথা আমি শুনেছি।] হুযাইফা বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ -

[রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দুটি হাদীস বলেছেন।] আবুল আলিয়া রা.-এর বর্ণনানুযায়ী ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে বলেন, يروى عن ربه (তিনি তাঁর রব আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন।) আনাস রা. বলেন,

يُرْوِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهٖ -

[নবী স. তাঁর রব থেকে বর্ণনা করেন।] আবু হুরাইরা রা. বলেন,

يُرْوِى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَبِّكُمْ -

[নবী স. তোমাদের প্রভু থেকে বর্ণনা করেন।][৩]

---

৩. ইমাম বুখারী র. এখানে উল্লেখিত উক্তি দ্বারা বুঝাতে চান যে, হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীগণ কোনো সময় حَدَّثَنَا (আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন) কোনো সময় اَخْبَرَنَا (আমাদেরকে তিনি খবর দিয়েছেন) এবং কোনো সময় اَنْبَاَنَا (আমাদেরকে তিনি জানিয়েছেন) বলেছেন। আবার কোনো সময় ঃ سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) বলেছেন। কিন্তু এসব শব্দই তাঁদের ব্যবহারে একই অর্থবোধক ছিল। عَنْ বলে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাক্ষাত হওয়ার অর্থ বুঝানো হয়েছে। এছাড়া, সাহাবী বলুন আর নাই বলুন, নবী স.-এর বর্ণনা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ থেকে হয়েছে বলে বুঝানো হয়েছে।

٥٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ فَحَدِّثُوْنِىْ مَا هِىَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَوَادِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا مَا هِىَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هِىَ النَّخْلَةُ

৫৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তো বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ ?' তিনি বললেন, 'সেটা খেজুর গাছ।'

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলামী নেতার কোনো বিষয় সম্পর্কে তার সাথীদের জ্ঞান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি তাদের নিকট পেশ করা।

٦٠.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَاِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُوْنِىْ مَا هِىَ قَالَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِىْ شَجَرِ الْبَوَادِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوْا حَدِّثْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَا هِىَ ، قَالَ هِىَ النَّخْلَةُ.

৬০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা হচ্ছে মুসলিমের দৃষ্টান্ত। তোমরা আমাকে বলতো, সেটা কি ? তখন সাহাবীগণ বনের গাছপালার চিন্তায় পড়লেন। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার মনে হলো সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি তা বলতে লজ্জাবোধ করছিলাম। অবশেষে সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই বলে দিন, সেটা কি গাছ। তিনি বললেন, 'সেটা খেজুর গাছ।'

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা।

হাসান বসরী, সুফিয়ান সওরী ও ইমাম মালেক র.-এর মতে মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা জায়েয। কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করার ব্যাপারে যিমাম ইবনে সা'লাবা রা. বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। হাদীসটি এই ঃ

যিমাম ইবনে সা'লাবা নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদেরকে নামায আদায় করতে হবে এমন হুকুম আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন কি ?' রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'হ্যা'। ইমাম হুমাইদী বলেন, এটি নবী স.-এর নিকট হাদীস পাঠের একটি ঘটনা।

যিমাম তাঁর গোত্রীয় লোকদেরকে এ খবর দিলে তারা তা অনুমোদন করলেন। ইমাম মালেক র. তাঁর মতের পক্ষে লিখিত এমন কোনো কিছুকে দলীলরূপে পেশ করেন যা লোকদের নিকট পড়লে তারা বলে, অমুক ব্যক্তি আমাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছে ; আর তা শিক্ষকের নিকট পড়লে শিক্ষার্থী বলে, অমুক ব্যক্তি আমাকে পড়িয়ে দিয়েছে।'

٦١. عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَ ةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ اِذَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَّقُوْلَ حَدَّثَنِي قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا عَاصِمٍ يَقُوْلُ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَاَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَ تُهُ سَوَاءٌ ·

৬১. হাসান বসরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করায় কোনো দোষ নেই। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মুহাদ্দিসের নিকট কেউ হাদীস পাঠ করলে সে حدثني বললে কোনো দোষ হয় না। (অর্থাৎ সে একথা বলতে পারে যে, অমুক আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।) উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা বলেন, আমি আবু আসিম যিহাক ইবনে মুখাল্লিদকে মালেক ও সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি, 'আলেমের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং স্বয়ং আলেমের হাদীস পাঠ করা উভয়ই সমান কথা।'

٦٢. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِيٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ ، فَقُلْنَا هٰذَا الرَّجُلُ الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْئَلَةِ فَلاَ تَجِدُ عَلَيَّ فِيْ نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَالَكَ فَقَالَ اَسْئَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ اِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَصُوْمَ هٰذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُ اَمَرَكَ اَنْ تَأْخُذَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ اَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلٰى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اٰمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَاَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَّرَائِي مِنْ قَوْمِيْ وَاَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ اَخُوْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ رَوَاهُ مُوْسٰى وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا

৬২. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেছেন ঃ আমরা নবী স.-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম এমন সময় একটি লোক উটে চড়ে এলো। সে উটটিকে মসজিদ (প্রাঙ্গণে) বসিয়ে তার হাঁটু বাঁধল। এরপর সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মাদ ?' তখন নবী স. সাহাবীদের মধ্যে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। আমরা বললাম, 'এই যে হেলান দিয়ে বসা সাদা লোকটি।' লোকটি তাঁকে বললো, 'হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর)।' নবী স. তাকে বললেন, 'বল, আমি তোমার কথা শুনছি।' লোকটি তাঁকে বললো, 'আমি আপনাকে প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে আমি আপনার প্রতি কঠোর হবো। আপনি আমার সম্পর্কে কিছু মনে করবেন না।' তিনি বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করো।' সে বললো, 'আমি আপনাকে আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে গোটা মানব জাতির নিকট রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন ?' বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন রাতে পাঁচবার নামায আদায় করতে হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই মাসে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। সে বললো, 'আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনীদের কাছ থেকে এই সদকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার হুকুম দিয়েছেন ?' নবী স. বললেন, 'আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ'। এরপর লোকটি বললো, 'আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তাতে ঈমান আনলাম। আমি আমার জাতির অন্যান্য লোকদের পক্ষ থেকে প্রেরিত। আমি যিমাম ইবনে সা'লাবা, সা'দ ইবনে বকর গোত্রের একজন।'

٦٣.عَنْ اَنَسٍ قَالَ نُهِيْنَا فِى الْقُرانِ اَنْ نَّسْئَلَ النَّبِىَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُنَا اَنْ يَّجِئَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْئَالُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُكَ فَاَخْبَرَنَا اَنَّكَ تَزْعَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ فَقَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالْجِبَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ فَبِالَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْاَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا الْمَنَافِعَ اَللّٰهُ اَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ زَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَزَكٰوةً فِى اَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ بِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِىْ سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُوْلُكَ اَنَّ عَلَيْنَا حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقَ قَالَ

فَبِالَّذِى اَرْسَلَكَ اللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَّلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ·

৬৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কুরআনে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কোনো বুদ্ধিমান গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলে আমরা তা শুনে আশ্চর্যান্বিত হতাম। পরে একজন গ্রাম্য লোক এসে রসূলুল্লাহ স.-কে বললো, আপনার প্রেরিত দূত আমাদের কাছে এসে খবর দিল যে, আপনি নাকি মনে করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'সে সত্যই বলেছে।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আকাশ কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'পৃথিবী ও পাহাড় কে সৃষ্টি করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু কে তৈরী করেছেন ?' তিনি বললেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ।' সে বললো, 'যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করে পাহাড়গুলোকে স্থাপন করেছেন এবং পৃথিবীতে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু দিয়েছেন, তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ সত্যিই কি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা এবং আমাদের সম্পদের যাকাত দেয়া ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে এসবের নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে আমাদের ওপর বছরে এক মাস রোযা রাখা ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, 'যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনাকে আল্লাহ কি এর হুকুম দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, 'আপনার প্রেরিত দূত বলেছে যে, আমাদের কারো সামর্থ হলে কা'বা ঘরের হজ্জ করা তার ওপর ফরয।' তিনি বললেন, 'সে সত্য বলেছে।' সে বললো, যিনি আপনাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। সে বললো, যিনি আপনাকে সত্য (দীন) দিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, 'আমি উক্ত নির্দেশগুলোর সাথে আর কোনো কিছু বৃদ্ধি করবো না এবং কোনো কিছু কমও করবো না।' তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ 'এ ব্যক্তি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে যাবে।'

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে নিজ কিতাব দিয়ে তদনুযায়ী হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের কথা লিখে দেশে দেশে পাঠান।

এ সম্পর্কে আনাস রা. বলেছেন যে, উসমান কুরআনের কপি তৈরী করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ ও মালেক প্রমুখগণ এরূপ করা বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

হেজাযের জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি (হুমাইদী) মুনাওয়ালার বৈধতার ব্যাপারে নবী স.-এর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। একবার নবী স. কোনো যুদ্ধের সৈন্যবাহিনীর

আমীরকে একখানা পত্র লিখে দিয়েছিলেন এবং তাকে কোনো একটা বিশেষ স্থানে পৌঁছার পূর্বে তা পড়তে তাকে নিষেধ করেছিলেন। সে ব্যক্তি উক্ত স্থানে পৌঁছে পত্রখানা সমস্ত লোককে পড়ে শুনালেন এবং নবী স.-এর নির্দেশ সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলেন।

٦٤.عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلاً وَاَمَرَهُ اَنْ يَّدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ مَزَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ

৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. তাঁর একখানা পত্রসহ একজন লোককে পাঠালেন। তাকে তিনি পত্রটি বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট দেয়ার নির্দেশ দিলেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রখানা খসরুর (ইরানের বাদশাহ) নিকট দিলেন। সে (খসরু) তা পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিল। (হাদীস বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন,) আমার মনে হয় ইবনে মুসাইয়েব (এরপর আমাকে) বলেন যে, রসূলুল্লাহ স. এতে তাদেরকে একেবারে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য বদদোয়া করলেন।

٦٥.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَيَقْرَءُ وْنَ كِتَابًا اِلاَّ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ .

৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একখানা পত্র লিখেছিলেন অথবা লেখার সংকল্প করেছিলেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তারা (ইরান ও রোম সম্রাটগণ) কোনো পত্র সিলমোহরযুক্ত না হলে পড়ে না। তাই তিনি রূপার একটি আংটি তৈরী করালেন। এতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' (শব্দদ্বয়) অংকিত ছিল। (আনাস বলেন) আমি যেন এখনও তাঁর হাতের আংটির উজ্জ্বলতা দেখছি। আমি (বর্ণনাকারী শু'বা) কাতাদাকে (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, সে আংটির উপর 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' অংকিত থাকার কথা কে বলল ? তিনি বললেন, 'একথা আনাস বলেছেন।'

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসের শেষ প্রান্তে বসা এবং মজলিসের মধ্যে কোনো খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়া।

٦٦. عَنْ اَبِىْ وَاقِدِنِ اللَّيْثِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ اِذَ اَقْبَلَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ

قَالَ فَوَقَفَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الثَّالِثُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاٰوَى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَى فَاسْتَحْيَى اللّٰهُ مِنْهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৬৬. আবু ওয়াকিদ লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ স. লোকজনসহ মসজিদে বসেছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে এগিয়ে গেল এবং আর একজন চলে গেল। আবু ওয়াকিদ বলেন ঃ ঐ দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে দাঁড়িয়ে রইল। পরে একজন সভা বৃত্তের মধ্যে খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল। আর অপরজন লোকদের পিছনে বসল। তৃতীয় ব্যক্তি পিছন ফিরে চলেই গেল। রসূলুল্লাহ স. অবসর পেয়ে বললেন, 'আমি ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না কি ? তাদের একজন আল্লাহর আশ্রয় চাইল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয়জন লজ্জা করল। আল্লাহও তার প্রতি (অনুগ্রহ করে) লজ্জা করলেন। (অর্থাৎ তাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করলেন না) আর তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিল। সর্বশক্তিমান আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (অথাৎ তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।)

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলের বাণী ঃ যাদের কাছে কারো মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী পৌঁছেছে তাদের অনেকে এমন কোনো কোনো ব্যক্তির চেয়ে বেশী সংরক্ষণ করতে পারে যারা তা তাদের কাছে বহন করে এনেছে।

٦٧.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ ذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ قَعَدَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَاَمْسَكَ اِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ اَوْ بِزِمَامِهِ قَالَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ سِوَى اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا فَسَكَتْنَا حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اِسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُم وَاَعْرَاضَكُم بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَاِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى اَنْ يُّبَلِّغَ مَنْ هُوَ اَوْعٰى لَهُ مِنْهُ.

৬৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু বাকরা) রসূলুল্লাহ স.-এর উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি [রসূলুল্লাহ স.] তাঁর উটের উপর বসলে একজন লোক তাঁর উটের লাগামের রশি ধরে থামিয়ে দিল। তিনি [রসূলুল্লাহ

স.] জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন্ দিন'? আমরা চুপ করে থাকলাম, আর ধারণা করলাম যে, তিনি শীঘ্রই এ দিনের অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কুরবানীর দিন নয় কি ?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন মাস ?' আমরা চুপ থাকলাম, আর ভাবলাম যে তিনি শীঘ্রই এর অন্য কোনো নাম বলবেন। তিনি বললেন, 'এটা জিলহজ্জ মাস নয় কি ?' আমরা বললাম, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জান), তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের এ দিনের এ মাসের ও এ শহরের মতই মর্যাদাসম্পন্ন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট যেন এসব কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত তার চেয়ে বেশী সংরক্ষণকারীর নিকট পৌঁছাতে পারে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো কিছু বলা ও করার পূর্বে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

এ সম্পর্কে সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

"জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই।"

আল্লাহ জ্ঞান দিয়েই সূচনা করেছেন। আর আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস। তারা জ্ঞানের ওয়ারিস হয়েছেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণ করে সে প্রচুর সম্পদ লাভ করে। আর যে ব্যক্তি কোনো পথে চলাকালে জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'

আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে।"

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ،

"আলেমগণই তা বুঝে।"

وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِى اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ،

"আর তারা বলবে, যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে জাহান্নামবাসীদের মধ্যে গণ্য হতাম না।"

هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

"যারা জানে আর যারা জানে না, উভয়ই কি সমান ?" নবী স. বলেন, আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তিনি তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জিত হয়।

আবু যর তার ঘাড়ের দিক ইংগিত করে বলেছেন, যদি তোমরা এখানে তরবারী রাখ, তারপর আমি নবী স. থেকে শুনেছি এমন কোনো কথা তোমাদের তরবারী চালিয়ে দেয়ার পূর্বেই বলতে পারব বলে মনে করি, তবে তা অবশ্যই আমি বলে ফেলবো।

এ ব্যাপারে নবী স.-এর এ বাণীও রয়েছে ঃ

"উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে সব কথা পৌঁছিয়ে দেয়।"

ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত كُونُوا رَبَّانِيِّينَ -এর رَبَّانِيِّينَ অর্থ জ্ঞানী, আলেম ও ইসলামী আইন বিশারদ। একথাও বলা হয়ে থাকে যে, যিনি মানুষকে জ্ঞানের বড় বড় বিষয়ের পূর্বে ছোট ছোট বিষয় শিক্ষা দেন, তিনি রব্বানী।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সাহাবীগণ যাতে বিরক্ত না হয়ে যান সেদিকে লক্ষ্য রেখে নবী স. তাদেরকে শিক্ষা দান ও উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে বিরতি দিতেন।

٦٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الْاَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ·

৬৮. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদেরকে ক্লান্তি থেকে বাঁচাবার জন্য উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কয়েকদিনের বিরতি দিতেন।

٦٩. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ·

৬৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন করে তুলো না। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি করো না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি দ্বারা জ্ঞানচর্চাকারীদের জন্য কতিপয় নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা।

٧٠. عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبدُ اللّٰهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِى كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اَمَا اِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِن ذٰلِكَ اَنِّى اَكْرَهُ اَنْ اُمِلَّكُمْ وَاِنِّى اَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا ·

৭০. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ লোকদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবার নসিহত করতেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ)! আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসিহত করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে এ বিষয়টা বাধা দেয় যে, আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না। নবী স. যেমন আমাদের ক্লান্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনই আমিও তোমাদেরকে নসিহত করার ব্যাপারে বিরতি দিয়ে থাকি।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন।

٧١. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيْبًا يَّقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ ، وَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِىْ،

وَلَنْ تَزَالَ هٰذِهِ الْاُمَّةُ قَائِمَةً عَلٰى اَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ·

৭১. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমি মুআবিয়া রা.-কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলতে শুনেছি, আমি (মুআবিয়া) নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীন ইসলামের জ্ঞান দান করেন। আর আমি বিতরণ করি এবং আল্লাহ দেন। আর এ উম্মত সর্বদা আল্লাহর হুকুমের ওপর কায়েম থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা কিয়ামতের আগমন পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিহার্য।

٧٢.عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ اَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ حَدِيْثًا وَّحِدًا قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُتِىَ بِجُمَّارٍ فَقَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِشَجَرَةً مَّثَلُهَا كَمَثَلِ الْمُسْلِمِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ ·

৭২. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের সাথে মদীনা যাই। তখন আমি তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় খেজুর গাছের 'জুম্মার' আনা হলো। তিনি বললেন, এমন এক প্রকার গাছ আছে যার দৃষ্টান্ত মুসলিমের মত। আমি তখন এটাকে খেজুর গাছ বলতে চাইলাম। কিন্তু আমি ছিলাম সকলের ছোট। তাই চুপ করে থাকলাম। নবী স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক আকাংখা।

উমর রা. বলেছেন, নেতা হওয়ার পূর্বে জ্ঞান অর্জন কর।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, নেতা হওয়ার পরও (জ্ঞান অর্জন কর)। (কারণ) নবী স.-এর সাহাবীগণ তাঁদের বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞান অর্জন করেছেন।

٧٣.عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحَسَدَ اِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا ·

৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন, নবী স. বলেন ঃ শুধু দুটি ব্যাপারে হিংসা করা যায়। (এক) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার (লোকদেরকে) ক্ষমতা দেয়। (দুই) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের কূলে খিযিরের নিকট মূসার গমন।

মহান কল্যাণময় আল্লাহ বলেছেন ঃ

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ -

"আমি (মূসা) কি তোমার (খিযির) সাথে থাকবো, যাতে করে আমাকে তোমার জ্ঞান শিক্ষা দেবে ?"

٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِى صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا اُبَىُّ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّى تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِىْ هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِىْ سَاَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَم سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلاَءٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيلَ جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى لاَ فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ مُوْسَى السَّبِيْلَ اِلَيْهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ وَكَانَ يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ اَرَاَيتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَن اَذْكُرَهُ ... قَالَ ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَاْنِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ تَعَلٰى فِىْ كِتَابِهِ.

৭৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্‌ন্ আল-ফাজারীর মধ্যে মূসার সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, তিনি হচ্ছেন 'খিযির'। এমন সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, আমার এবং আমার এ সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—মতভেদ দেখা দিয়েছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, "মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি আপনার চেয়ে কাউকে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন ?' মূসা আ. বললেন, 'না'। তখন আল্লাহ মূসা আ.-এর কাছে অহী পাঠালেন, হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী হচ্ছে) আমার বান্দা 'খিযির'। মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের খোঁজ চাইলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে। (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা

আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, 'দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্মরণ থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।' তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তাঁরা দুজন তাঁদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে বলাবলি করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তাঁরা খিযিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাঁদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দাও।"

٧٥. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ

৭৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. আমাকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হে আল্লাহ ! তুমি তাকে কিতাব শিক্ষা দাও।'

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কখন ছোট ছেলের শোনা কথা সঠিক বলে গৃহীত হয় ?[৪]

٧٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ.

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে রসূলুল্লাহ স. একবার মিনায় নামায আদায় করছিলেন। তাঁর সামনে কোনো আড় ছিল না। আমি সেই অবস্থায় এক গর্ধভীর ওপর চড়ে সেখানে এলাম। তারপর (নামাযের জামাআতের) কোনো এক সারির সামনে দিয়ে চলে গিয়ে গর্ধভীটিকে ছেড়ে দিলাম। ওটা ঘাস খেতে লাগল, আর আমি এক সারিতে ঢুকে পড়লাম। এরূপ কাজ করতে কেউ আমাকে নিষেধ করেনি।

٧٧. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِىْ وَاَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنْ دَلْوٍ .

৭৭. মাহমুদ ইবনে রবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে যে, নবী স. একটি বালতি থেকে মুখে পানি নিয়ে তা আমার মুখমণ্ডলের ওপর কুল্লি করে ফেলেছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর।

---

৪. এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কোনো লোক তার বাল্যকালের কোনো কথা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করলে তা সঠিক বলে গৃহীত হয়। কারণ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর বাল্যকালের ঘটনা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন এবং তা গৃহীত হয়েছে। এভাবে অনুচ্ছেদের শিরোনামার সাথে হাদীসটির সম্পর্ক পাওয়া যায়। যদিও ইবনে আব্বাস রা. কোনো শোনা কথা এখানে বলেননি, তবে হাদীস বিশারদগণের পরিভাষায় এ ধরনের বর্ণনাকে শোনা কথা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান লাভের জন্য বের হওয়া। এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ এই যে, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ মাত্র একটি হাদীস সংগ্রহের জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আনিসের নিকট (মদীনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত) এক মাসের পথ সফর করেন।

٧٨.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ فِيْ صَاحِبِ مُوْسٰى فَمَرَّ بِهِمَا اُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّى تَمَارَيْتُ اَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِى صَاحِبِ مُوْسَى الَّذِى سَأَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ فَقَالَ اُبَيٌّ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِى مَلاَءٍ مِنْ بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ مُوْسٰى فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَاَلَ السَّبِيْلَ اِلٰى لُقِيِّهِ فَجَعَلَ اللّٰهُ لَهُ الْحُوْتَ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَاِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ مُوْسٰى يَتَّبِعُ اَثَرَ الْحُوْتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ فَتٰى مُوْسٰى لِمُوْسٰى اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسٰنِيْهُ اِلاَّ الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهُ، قَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَانِهِمَا مَا قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ.

৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিস্‌ন্ আল ফাজারীর মধ্যে মূসা আ.-এর সাথী সম্পর্কে মতভেদ হলো। এ সময় উবাই ইবনে কাআব তাঁদের দুজনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রা. তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমার এবং এই আমার সাথীর মধ্যে মূসার সাথী—যাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন—সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আপনি কি তাঁর সম্পর্কে নবী স.-কে বর্ণনা করতে শুনেছেন ?' তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি—'মূসা আ. বনী ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে থাকাকালীন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি কাউকে আপনার চেয়ে বেশী জ্ঞানী বলে জানেন ?' মূসা আ. বললেন, 'না'। তখন আল্লাহ মূসার কাছে অহী পাঠালেন, 'হ্যাঁ (তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী আছে) আমার বান্দা 'খিযির'।' মূসা আ. তাঁর সাথে দেখা করার জন্য পথের সন্ধান চাইলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য মাছকে পথচিহ্ন স্বরূপ ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, 'যখন তুমি মাছটিকে হারিয়ে ফেলবে, তখন তার চলা পথের দিকে ফিরে আসবে ; তাহলে তুমি তার সাক্ষাত পাবে।' (এ নির্দেশ অনুযায়ী) মূসা আ. সাগরে মাছটির পথচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর (এ অভিযানের) সাথী (ইউশা ইবনে নূন) তাঁকে বললো, 'দেখুন, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আর তার স্মরণ থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'

তিনি [মূসা আ.] বললেন, ওটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। তারপর তারা দুজন তাদের পথচিহ্ন অনুসরণ করে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে ফিরে এলেন। তখন তারা খিযিরকে পেলেন। এরপর আল্লাহ তাঁর কিতাব আল কুরআনে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তদনুযায়ী তাদের দুজনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটল।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞান লাভ করে এবং (অপরকে) জ্ঞান দান করে, তার মর্যাদা।

٧٩. عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلاَءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اُخْرَى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لاَتُمْسِكُ مَاءً وَلاَتُنْبِتُ كَلاَءً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهِ ـ

৭৯. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিষ্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানবজাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনুর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখে না এবং ঘাসও উৎপন্ন করে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর এটা সেই লোকেরও দৃষ্টান্ত, যে তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহর যে পথনির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাও গ্রহণ করে না।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের বিদায় এবং মূর্খতার আগমন। রবীআহ বলেছেন, যার কিছুটা জ্ঞান আছে (তা অন্যকে দান না করে) নিজের অনিষ্ট করা তার পক্ষে শোভা পায় না।

٨٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا ـ

৮০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ কিয়ামতের নিদর্শনগুলোর মধ্যে কয়েকটি এই ঃ (আলেমগণের ইন্তেকালের মাধ্যমে) জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, মূর্খতা জেকে বসবে, মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে।

٨١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا لَايُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، اَن يَّقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرُ الزِّنَاء ، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتّٰى يَكُونَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً اَلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

৮১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এমন একটি হাদীস বলবো যা আমার পরে কেউ তোমাদেরকে বলবে না। (সেটা এই যে) আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে জ্ঞান কমে যাওয়া, মূর্খতা ও ব্যভিচার চালু হওয়া, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া, পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের মর্যাদা।

٨٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اَنِّى لَارَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِى اَظْفَارِىْ، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْعِلْمَ

৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি—আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় (স্বপ্নে) আমাকে এক পেয়ালা দুধ দেয়া হলো। আমি তা পান করলাম। এমনকি আমার নখের ভেতর থেকে তৃপ্তি বের হতে দেখলাম। তারপর আমি আমার বাকী দুধটুকু উমর ইবনুল খাত্তাবকে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ স্বপ্নের কি অর্থ করেছেন ? তিনি বললেন, 'জ্ঞান'।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানোয়ারের পিঠে অথবা অন্য কিছুর ওপর চড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফতওয়া দান করা।

٨٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْاَلُوْنَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ فَجَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلَا حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ شَئِىٍ قُدِّمَ وَلَا اُخِّرَ اِلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বিদায় হজ্জে মিনাতে লোকদের সামনে দাঁড়ালেন। তারা তাঁকে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, আমি না জেনে কুরবানী করার আগেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, (এখন) যবেহ করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর অপর একজন এসে বললো, 'আমি না জেনে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করেছি।' তিনি বললেন, এখন নিক্ষেপ

করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর (ঐদিন) কোনো কাজ আগে বা পরে করার ব্যাপারে যে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (এখন) করো, কোনো ক্ষতি নেই।[৫]

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ মাথা ও হাতের সাহায্যে ইংগিত করে ফতওয়া দান।

٨٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فِى حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ فَاَومَأَ بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَاَوْمَاءَ بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ ٠

৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-কে তাঁর হজ্জের সময় একটি প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্নকারী বললো, 'আমি কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বেই কুরবানী করেছি।' (এটা ঠিক হয়েছে কিনা ?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, 'কোনো ক্ষতি নেই।' (আর একজন) প্রশ্নকারী বললো, 'আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি।' (এটা ঠিক হয়েছে কিনা ?) রসূলুল্লাহ স. তাঁর হাতের সাহায্যে ইংগিত করে বললেন, 'কোনো ক্ষতি নেই।'

٨٥.عَنْ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهلُ وَالْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْهَرْجُ ، فَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَاَنَّهُ يُرِيْدُ الْقَتْلَ.

৮৫. সালেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রা.-এর কাছে নবী স. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতা ও ফেতনা দেখা দেবে এবং 'হরজ' বেশী হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'হে রসূলুল্লাহ! 'হরজ' কি ?' তিনি হাত দিয়ে (ইংগিতে) বললেন, 'এরূপ'। তিনি নিজের হাত এমনভাবে চালালেন যেন তিনি হত্যা বুঝাতে চাচ্ছিলেন।

٨٦.عَنْ اَسْمَاءَ قَالَ اَتَيْتُ عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَاشَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَ اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ قُلْتُ اٰيَةٌ. فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى عَلاَّنِى الْغَشْىُ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِىْ الْمَاءَ فَحَمِدَ اللّٰهَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ أَكُن أُرِيْتُهُ اِلاَّ رَأَيْتُهُ فِىْ مَقَامِى هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، فَأُوْحِىَ اِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِىْ قُبُوْرِكُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيْبَ لاَ أَدْرِى أَىُّ ذٰلِكَ قَالَ أَسْمَاءُ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوْقِنُ لاَ أَدْرِىْ اَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ

৫. হানাফী মতে এ ধরনের কাজে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। 'ক্ষতি নেই' অর্থ 'গুনাহ নেই'।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلاَثًا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا قَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا بِهِ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لاَ أَدْرِىْ أَىُّ ذٰلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

৮৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'লোকদের কি হয়েছে ?' তিনি আকাশের দিকে ইংগিত করলেন। (উদ্দেশ্য সূর্যগ্রহণ হচ্ছে দেখ) দেখলাম লোকেরা তখন দাঁড়িয়ে (সূর্যগ্রহণের) নামায পড়ছে ! তিনি [আয়েশা রা. বললেন, 'সুবহানাল্লাহ'।] আমি বললাম, 'এটা কি কোনো (শাস্তির) আলামত ?' 'তিনি মাথা নেড়ে ইংগিত করলেন। অর্থাৎ 'হ্যাঁ'। আমি (নামাযে) দাঁড়িয়ে গেলাম। এমন কি (অত্যধিক গরমের মধ্যে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলাম। তাই মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। (নামায শেষে) নবী স. আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ আমাকে যা (পূর্বে) দেখান হয়নি তা এ জায়গায় দেখলাম। এমন কি জান্নাত এবং জাহান্নামও। এরপর আমার কাছে অহী এলো,—তোমাদেরকে কানা দাজ্জালের বিপদের অনুরূপ অথবা তার কাছাকাছি কোনো বিপদ দিয়ে কবরে পরীক্ষা করা হবে। আসমা থেকে হাদীসটির বর্ণনাকারিণী ফাতেমা ('অথবা' বলে সন্দেহ প্রকাশ করে) বলেছেন, কোন্ কথাটা তিনি বলেছিলেন অনুরূপ না কাছাকাছি তা আমি জানি না। বলা হবে, তুমি এ লোকটি [অর্থাৎ মুহাম্মাদ স.] সম্পর্কে কি জান ? তখন মুমিন বা নিশ্চিত বিশ্বাসী ব্যক্তি বলবে, ইনি মুহাম্মাদ স., ইনি আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ ও সঠিক পথনির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। আর আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ, ইনি মুহাম্মাদ।" তখন তাকে বলা হবে, "আরামে ঘুমাও ; আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি এতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে।" আর মুনাফিক বা সন্দেহপরায়ণ লোক বলবে, "আমি জানি না ; লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।"

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের দূতকে ঈমান ও জ্ঞান সংরক্ষণ করার এবং তাদের অন্যান্য লোকদেরকে খবর দেয়ার জন্য নবী স.-এর উৎসাহ প্রদান। মালেক ইবনে হুয়ায়রিস বলেন, নবী স. আমাদেরকে বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবারবর্গের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে শিক্ষা দাও।

٨٧. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ اِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَنِ الْوَفْدُ اَوْ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوْا رَبِيْعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ اَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى، قَالُوْا اِنَّا نَأْتِيْكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيْدَةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَىُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ وَلاَنَسْتَطِيْعُ اَنْ نَأْتِيَكَ اِلاَّ فِىْ شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَ نَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ

اَرْبَعٍ ، اَمَرَهُمْ بِالْاِيمَانِ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ، قَالُوا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَتَعْطُوا الْخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ ، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ، قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيْرِ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ قَالَ اِحْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَّرَاءَ كُمْ .

৮৭. আবু জামরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য লোকদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করছিলাম। তখন ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আবদুল কোন্ গোত্রের লোক ? তারা বললো, 'রবীআ'। তিনি বললেন, শুভাগমন হোক এ গোত্রের কায়েস গোত্রের দূত নবী স.-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কোন্ দূত বা এ দূতের যারা (যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নয়, বরং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করায়) লাঞ্ছিত নয়, অনুতপ্তও নয়।" তারা বললো, আমরা দূর থেকে সফর করে আপনার কাছে আসি। আর আমাদের ও আপনার মাঝপথে রয়েছে এ কাফের গোত্র মুদার। আর আমরা আপনার কাছে পবিত্র মাস ছাড়া (অন্য সময়) আসতে পারি না। কাজেই আমাদেরকে এমন কাজের হুকুম দেন, যা আমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানাতে পারি। এর মাধ্যমে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। তিনি তাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিলেন এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করলেন। তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার হুকুম দিয়ে বললেন, তোমরা কি জান একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমানটা কী ? তারা বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল। আর যথারীতি নামায আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং রযমানের রোযা রাখার (হুকুম দিলেন)। এছাড়া গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী) এক-পঞ্চমাংশ দান করবে। আর তিনি লাউয়ের শুকনা খোল, সবুজ কলসী ও আলকাতরা মাখান বাসন (ব্যবহার করতে) নিষেধ করলেন।

বর্ণনাকারী শু'বা বলেন, (বর্ণনাকারী) আবু জামরা কখনও কাষ্ঠপাত্রের কথা বলেছেন আবার কখনও 'মুযাফ্‌ফাত' শব্দের স্থলে 'মুকাইয়ার' শব্দ বলেছেন।

রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা এ বাণী সংরক্ষণ কর এবং তোমাদের অন্যান্য লোকদেরকে জানিয়ে দাও।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো বিশেষ ব্যাপারে (জানবার জন্য) সফর করা।

৮৮.عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لاَبِىْ اِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِى تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ وَلاَ اَخْبَرْتِنِىْ فَرَكِبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

৮৮. উকবা ইবনে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। জনৈক মহিলা তার কাছে এসে বললো, আমি উকবাকে এবং সে যাকে বিয়ে করেছে তাকে দুধ খাইয়েছি। উকবা তাকে বললেন, আমি তো জানি না যে, তুমি আমাকে দুধ খাইয়েছ এবং তুমিও তা আমাকে জানাওনি। তখন তিনি উট চড়ে মদীনায় গিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, একথা যখন বলাই হয়েছে, তখন কি করে (তাকে রাখবে ?) উকবা তখন স্ত্রীকে পৃথক করে দিলেন। আর সে অপর এক ব্যক্তিকে বিয়ে করলো।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ পালাক্রমে জ্ঞান অর্জন করা।

٨٩.عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِّىْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَنِىْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِىَ مِنْ عَوَالِى الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْىِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَنَزَلَ صَاحِبِى الْاَنْصَارِىُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بَابِىْ ضَرْبًا شَدِيْدًا فَقَالَ اَثَمَّ هُوَ ؟ فَفَزِعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ، فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَاِذَا هِىَ تَبْكِىْ فَقُلْتُ اَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لاَ أَدْرِى ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ .

৮৯. উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসার প্রতিবেশী বনু উমাইয়া ইবনে যাইদের পল্লীতে বাস করতাম। উক্ত পল্লী ছিল মদীনার আওয়ালী অঞ্চলে। আমরা পালাক্রমে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে আসতাম। একদিন সে আসত, একদিন আমি আসতাম। যে দিন আমি আসতাম সেদিনের অহী ইত্যাদির খবর আমি তাকে দিতাম। আর যেদিন সে আসতো, সেও ঐরূপ করতো। একবার আমার আনসার বন্ধু তার পালার দিন এসে আমার দরজায় জোরে ঘা দিল আর (আমার নাম নিয়ে) বললো, তিনি কি ওখানে আছেন ? আমি ভয় পেয়ে তার সামনে বেরিয়ে এলাম। সে বললো, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। [রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।] আমি তখন হাফসার কাছে গিয়ে দেখলাম সে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স. কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন ? সে বললো, আমি জানি না। তারপর আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, 'না'। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার'।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আপত্তিকর কোনো কিছু দেখলে উপদেশ ও শিক্ষাদানের সময় রাগান্বিত হওয়া।

٩٠. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَلْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ أَكَادُ اُدْرِكُ الصَّلاَةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا فُلاَنٌ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْ

يَوْمِئِذٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مُنَفِّرُوْنَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمَ الْمَرِيْضَ وَالضَّعِيْفَ وَذَا الْحَاجَةِ ٠

৯০. আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, 'হে আল্লাহর রসূল ! অমুক লোক আমাদের (ইমামতি করতে গিয়ে) নামায দীর্ঘ করায় আমি (বিরক্ত হয়ে দেরী করে জামাআতে যোগদান করি বলে) নামায পাই না।' এতে নবী স.-কে উপদেশ দানকালে সেদিনের চেয়ে বেশী রাগান্বিত হতে আমি আর দেখিনি। তিনি বললেন ঃ 'হে লোকেরা ! তোমরা (নামাযের জামাআতে যোগদান করার ব্যাপারে) বিরক্তি সৃষ্টি করে থাক। যে ব্যক্তিই লোকদের নামাযে ইমামতি করবে সে যেন তা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও প্রয়োজনশীল লোক আছে।'

٩١. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ وِكَاءَ هَا اَوْ وِعَاءَ هَا وَعِفَاضَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ فَغَضِبَ حَتّٰى احْمَرَّ وَجْنَتَاهُ اَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَرْعَى الشَّجَرِ فَذَرْهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ، قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَو لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ ٠

৯১. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-কে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন ঃ তার রশির পরিচয় ঘোষণা করো (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তিনি রশির স্থলে পাত্রের কথা বলেছেন। তারপর একবছর পর্যন্ত তার পরিচয় ঘোষণা করতে থাক। এরপর (তুমি যদি অভাবগ্রস্ত হও তবে) তা ভোগ কর। (অভাবী না হলে দান করে দাও।) তবে যদি তার মালিক এসে পড়ে তাহলে তাকে তা দিয়ে দাও। সে বললো, হারানো উটের ব্যাপারে কি করতে হবে ? এ প্রশ্নে তিনি এত রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর গাল দু'খানা লাল হয়ে গেল। (বর্ণনাকারী বলেন,) অথবা তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ 'তোমার কি হয়েছে ? আরে তার তো (পেটের ভেতর) পানির থলে আছে এবং পায়ের আবরণী আছে। সে পানি পান করতে থাকবে এবং গাছ খেতে থাকবে। কাজেই তাকে ছেড়ে দাও, এ সময়ের মধ্যে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। সে বললো, হারানো ছাগলের ব্যাপারে কি করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ সেটা (তুমি নিলে) তোমার হবে অথবা তোমার (মালিক ভাই কিংবা অন্য) ভাই-এর হবে ; অথবা (কেউ না নিলে) তা বাঘের পেটে যাবে।

٩٢.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا اُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُوْنِى عَمَّا شِئْتُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ اَبِىْ قَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْكَ سَالِمٌ مَوْلٰى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ٠

৯২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স.-কে তাঁর অপসন্দনীয় কতিপয় বিষয়ে প্রশ্ন করা হলো। যখন তাঁকে বেশী বেশী প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে সব লোকদেরকে বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা আমাকে জিজ্ঞেস করো। এতে একজন লোক বললো, আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হচ্ছে হুযাফা। অন্য আর একজন দাঁড়িয়ে বললো, হে রসূলুল্লাহ ! আমার পিতা কে ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হচ্ছে শায়বার দাস সালেম। উমর তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ দেখে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা (অশালীন প্রশ্ন থেকে) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে তাওবা করছি।'

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুহাদ্দিসের কাছে জানু পেতে বসা।

٩٣. عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَنَسُ بنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِىْ فَقَالَ اَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَكْثَرَ اَنْ يَقُوْلَ سَلُوْنِىْ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، فَسَكَتَ ٠

৯৩. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক আমাকে খবর দিলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ স. (বাড়ী থেকে) বের হলেন। (এমন সময়) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিতা কে' ? তিনি বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'আমাকে প্রশ্ন করো, আমাকে প্রশ্ন করো'। তখন উমর জানু পেতে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে 'রব' হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছি। অতপর তিনি চুপ করলেন।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ বুঝবার জন্য কথা তিনবার বলা। এ ব্যাপারে নবী স. বলেছেন ঃ জেনে রাখ, আর (কবীরা গুনাহ) হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথা তিনি বার বার বলতে লাগলেন।

ইবনে উমর রা. বলেছেন, নবী স. (বিদায় হজ্জে) তিনবার বলেন ঃ 'আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?'

٩٤. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ وَاِذَا اَتٰى عَلٰى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلٰثًا ـ

৯৪. আনাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি [নবী স.] যখন কোনো কথা বলতেন, তা বুঝাবার জন্য তিনবার বলতেন। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন। (জবাব না পেলে দ্বিতীয়বার) সালাম দিতেন। এভাবে তিনবার করতেন।

٩٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَاَدْرَكَنَا وَقَدْ اَرْهَقْنَا الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلٰى اَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا.

৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ স. আমাদের কোনো এক সফরে পিছনে রয়ে গেলেন। তিনি পরে এসে আমাদেরকে ধরলেন। আমরা আসরের নামায পিছিয়ে দিয়েছিলাম এবং অযু করতে গিয়ে পা মাসেহ করছিলাম। তখন তিনি উচ্চৈস্বরে বললেন, পায়ের গোড়ালীর জন্য আগুনের শাস্তি হোক। একথাটা তিনি দু'বার অথবা তিনবার বলেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের দাসী ও পরিবারবর্গকে শিক্ষা দান করা।

٩٦.اَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدَّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ اَمَةٌ يَطَاءُ هَا فَأَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ، ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ اَعْطَيْنَا كَهَا بِغَيْرِ شَيْئٍ قَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيْمَا دُوْنَهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ

৯৬. আবু বুরদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ তিন প্রকার লোকের জন্য দুটি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে। (১) আহলে কিতাবের (যারা তাদের নবী ও ধর্মগ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখে) যে ব্যক্তি তার নবীর প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি বিশ্বাস রাখে। (২) যে অধীনস্থ দাস আল্লাহ ও তার প্রভুর হক আদায় করে। (৩) আর যে ব্যক্তি তার কৃতদাসীর সাথে যৌন মিলন করে, তাকে সুন্দরভাবে সৎগুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে ; তারপর তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুটি করে পুরস্কার রয়েছে। তারপর (বর্ণনাকারী) আমের বলেন, 'আমি কোনো কিছু বিনিময় না নিয়ে তোমাকে তা দিয়েছি।'

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কর্তৃক মহিলাদেরকে উপদেশ ও শিক্ষাদান।

٩٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَطَاءٌ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتِمَ وَبِلاَلٌ يَاْخُذُ فِىْ طَرْفِ ثَوْبِهِ وَقَالَ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

৯৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি; অথবা বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে সাক্ষী রেখে বলছি যে, নবী স. বেলালকে সাথে নিয়ে বের হলেন। তিনি ভাবলেন যে, মহিলাদেরকে তিনি তার বাণী শুনাননি। তাই তিনি তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং সদকা করতে হুকুম দিলেন। মহিলাগণ এতে তাদের কানের অলংকার ও হাতের আংটি খুলে ফেলতে লাগল, আর বেলাল সেগুলো তার কাপড়ের অগ্রভাগে নিতে লাগলেন।

বর্ণনাকারী ইসমাঈল আইউব থেকে এবং আইউব আতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন ঃ আমি নবী স.-কে সাক্ষী রেখে বলছি।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাদীসের প্রতি লোভ।

٩٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ اَنْ لاَيَسْأَلُنِىْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَحَدٌ اَوَّلَ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ، اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ ٠

৯৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বলা হলো, হে রসূলুল্লাহ ! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআত পাওয়ার ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান ? রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা! আমি মনে করি, তোমার পূর্বে আর কেউ আমাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে, হাদীসের প্রতি তোমার লোভ রয়েছে। আমার শাফায়াত লাভের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান যে তার অন্তর অথবা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দীনি জ্ঞান কিভাবে উঠিয়ে দেয়া হবে।

আবু বকর ইবনে হাযম এর কাছে উমর ইবনে আবদুল আযীয লিখেন ঃ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীসগুলো লক্ষ্য করে লিখে ফেল। কারণ আমি দীনি জ্ঞান প্রকাশিত না হওয়া এবং দুনিয়া থেকে দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিদায় নেয়ার ভয় করি। আর শুধু নবী স.-এর হাদীস গ্রহণ করা হবে। তারা যেন জ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে এবং (জ্ঞান চর্চার) বৈঠক করে। এর ফলে যে জানে না তাকে যেন শিক্ষা দেয়া হয়। কেননা জ্ঞান গোপন না থাকলে নষ্ট হয় না। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকেও উল্লেখিত উমর ইবনে আবদুল আযীযের হাদীসটি জ্ঞানীজনদের বিদায় নেয়ার কথা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

٩٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلٰكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتّٰى اِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِعِلْمٍ فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا.

৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে দীনি জ্ঞান নিয়ে নেন না, কিন্তু দীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের ইন্তেকালের মাধ্যমে জ্ঞান নিয়ে নেন। এমন কি যখন একজন জ্ঞানী লোকও থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে (নিজেদের) নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর তাদেরকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করা হলে তারা না জানা সত্ত্বেও রায় দিয়ে দেয়। এতে তারা পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।

জারীরও অনুরূপ একটি হাদীস হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের জ্ঞান লাভের জন্য পৃথকভাবে কোনো একদিন ধার্য করা যাবে কিনা।

١٠٠.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَ هُنَّ فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ مَامِنْكُنَّ اِمْرَاَةٌ تُقَدِّمُ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا اِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَتْ اِمْرَأَةٌ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ وَاثْنَيْنِ ٠

১০০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহিলাগণ নবী স.-কে বললো, (আপনার কাছে সুবিধা আদায় করার ব্যাপারে) পুরুষেরা আমাদেরকে পরাজিত করে রেখেছে। কাজেই আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য একটা দিন ধার্য করে দিন। তিনি তাদেরকে একটি দিনের ওয়াদা করেন। সেই দিনে তিনি তাদের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন। (একবার) তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের যে কোনো মহিলার তিনটি সন্তান হলে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে (বাঁচবার) পর্দা স্বরূপ হবে।" এতে একজন মহিলা বললো, 'যদি দুটি সন্তান হয় ? রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ "দুটি হলেও।"

আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ (উল্লেখিত হাদীসে যে তিনটি সন্তানের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে) এমন তিনটি—যারা গুনাহ করার বয়স প্রাপ্ত হয়নি (অর্থাৎ বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা গিয়েছে।)

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো কিছু শুনে না বুঝলে তা বার বার আলোচনা করে জেনে নেয়া।

١٠١. اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لاَتَسْمَعُ شَيْئًا لاَتَعْرِفُهُ اِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ، وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَن حُوْسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ اَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا، قَالَتْ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ ٠

১০১. (ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন ঃ) নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. কোনো অজানা বিষয় শুনে তা (ভাল করে) না জানা পর্যন্ত বার বার সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন। (একবার) নবী স. বললেন ঃ "যে ব্যক্তির কাছ থেকে হিসেব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে।" আয়েশা রা. বললেন ঃ "আমি (একথা শুনে) বললাম, মহামহিম আল্লাহ কি একথা বলেননি যে—তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নেয়া হবে।" তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বললেন, 'সেটা হচ্ছে (গুনাহ মাফ করে দেয়ার জন্য তার হিসেব) প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসেব পুংখানুপুংখরূপে কঠোরভাবে ধরা হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে জ্ঞানের কথা পৌঁছিয়ে দেয়। ইবনে আব্বাস রা. একথা নবী স. থেকে (শুনে) বলেছেন।

١٠٢. عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلَى مَكَّةَ اِيْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغَدَ مِن يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ، وَوَعَاهُ قَلْبِى، وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ، حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَن يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلاَ يَعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً، فَاِن اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهَا فَقُوْلُوا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَقِيْلَ لاَبِىْ شُرَيْحٍ مَا قَالَ عَمْرٌو، قَالَ اَنَا اَعْلَمُ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ لاَ تُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ .

১০২. আবু শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সাঈদকে বলেন, তিনি তখন (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে লড়াই করার জন্য) মক্কায় সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন— হে আমীর ! আমাকে অনুমতি দিলে আমি আপনাকে এমন একটি কথা বলবো যা রসূলুল্লাহ স. মক্কা বিজয়ের দিন সকালে বলেছিলেন। আমার দুটি কান তা শুনেছে, আমার হৃদয় সেটাকে সুসংরক্ষিত করেছে এবং যখন তিনি সে কথা বলছিলেন তখন আমার চোখ দুটি সে দৃশ্য দেখেছে। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি করার পর বললেন ঃ আল্লাহই মক্কাকে নিষিদ্ধ এলাকা করে সম্মান দান করেছেন—মানুষ নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য সেখানে কোনো রক্তপাত করা এবং কোনো গাছ কাটা বৈধ নয়। যদি কেউ আল্লাহর রসূল সেখানে লড়াই করেছেন বলে এর অনুমতি দেয়, তবে বলে দাও যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাদেরকে নয়। আর আল্লাহ আমাকে সেখানে দিনের এক ঘণ্টাকাল লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। তারপর মক্কার নিষিদ্ধ এলাকা হওয়ার সম্মান গতকালের মত আজ আবার ফিরে এসেছে। আর উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো যেন পৌঁছিয়ে দেয়।

আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'আমর কি বলেছেন' ? তিনি বললেন, আমর বলেছেন, "হে আবু শুরাইহ ! আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। হেরেম কোনো পাপী এবং হত্যা ও চুরি করে পলায়নকারী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় না।"

١٠٣.عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ ذُكِرَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلاَ

لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُوْلُ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ ذٰلِكَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ ·

১০৩. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কথা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল"।—মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, আমি ধারণা করি যে তিনি বলেছেন ঃ "এবং তোমাদের বংশ তোমাদের এ শহরে তোমাদের এ দিনের মত মর্যাদাপূর্ণ। ওহে ! তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে কথাগুলো পৌঁছিয়ে দাও।" আর মুহাম্মাদ বলতেন, রসূলুল্লাহ স. সত্য বলেছেন। তাঁর কথা ছিল— "ওহে আমি কি (সত্য) পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?" (একথা তিনি দু'বার বলেছেন)।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী স.-এর ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে গুনাহগার হবে।

١٠٤. رِبْعِيْ بْنِ حِرَاشٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَكْذِبُوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ·

১০৪. রিবঈ ইবনে হারাশ বলতেন যে, তিনি আলী রা.-কে বলতে শুনেছেন, নবী স. বলেছেন ঃ তোমরা আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করো না। কেননা যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে প্রবেশ করতে হবে।

١٠٥. عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ اِنِّيْ لاَاَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ قَالَ اَمَا اِنِّي لَمْ اُفَارِقْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ·

১০৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বলেন ঃ আমি যুবায়েরকে বললাম, অমুক অমুক লোক যেমন হাদীস বর্ণনা করে, তোমাকে তো আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে তেমন হাদীস বর্ণনা করতে শুনি না। তিনি বললেন, দেখ, আমি তাঁর (সংসর্গ) থেকে পৃথক হইনি। (কাজেই হাদীস তো আমি জানি) কিন্তু তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে তাকে তার আসন আগুনের বানাতে হবে।"

١٠٦. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَنَسٌ اَنَّهُ لَيَمْنَعُنِيْ اَنْ اُحَدِّثَكُمْ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

১০৬. আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। আনাস রা. বলেছেন, আমাকে তোমাদের কাছে বেশী হাদীস বর্ণনা করতে বাধা দেয় নবী স.-এর একটি বাণী ঃ "যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।"

١٠٧.عَنْ سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَّقُلْ عَلَيَّ مَالَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ·

১০৭. আকওয়ার পুত্র সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি ঃ "আমি যা বলিনি তা আমার ওপর যে ব্যক্তি আরোপ করবে সে যেন আগুনের আসন ঠিক করে নেয়।"

١٠٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِىْ ، وَمَنْ رَاٰنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِىْ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَتِىْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

১০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াত (আবুল কাসেম) অনুযায়ী তোমাদের কুনিয়াত রেখ না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে অবশ্যি আমাকেই দেখেছে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন তার জন্য আগুনের আসন ঠিক করে রাখে।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানের কথা লিখে রাখা।

١٠٩. عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسلِمٌ أَوْ مَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ قُلْتُ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

১০৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আলী রা.-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি (বিশেষ) কোনো কিছু লিখিত আছে ? তিনি বললেন, না—তবে আল্লাহর কিতাব অথবা মুসলিম ব্যক্তিকে দেয়া জ্ঞান অথবা এ পুস্তিকার মধ্যে যা কিছু আছে। তিনি (আবু জুহাইফা) বললেন ঃ আমি বললাম, এ পুস্তিকায় কি আছে ? তিনি [আলী রা.] বললেন, হত্যার ক্ষতিপূরণ (দীয়াত) ও বন্দী মুক্তি সম্পর্কীয় বিষয়, আর (একথা যে) কোনো মুসলিমকে (দারুল হরবের) কোনো কাফেরের হত্যার বদলে হত্যা করা হবে না।

١١٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوْا رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ لَيْثٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيْلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوْهُ فَاُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ أَوِ الْفِيْلَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَجْعَلُوْهُ عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْقَتْلَ اَوِ الْفِيْلَ وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ الْفَيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ وَاِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِىْ اَلاَ وَاِنَّهَا حَلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ اَلاَ وَاِنَّهَا سَاعَتِىْ هٰذِهِ حَرَامٌ لاَيُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَيُعْضَدُ

شَجَرُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُعْقَلَ، وَاِمَّا اَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيْلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ أَكْتُبْ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لاَبِىْ فُلاَنٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلاَّ الْاِذْخِرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ فِىْ بُيُوْتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ.

১১০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। বনী লাইস গোত্র খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করায় তারা (খুযাআ) তাদের (বনু লাইস) একজনকে মক্কা বিজয়ের বছরে হত্যা করলো। এ খবর নবী স. পেয়ে তার বাহনে চড়ে বক্তৃতা দিলেন। তাতে তিনি বলেন, "আল্লাহ মক্কা (হারাম শরীফ) থেকে হত্যা অথবা হাতী রোধ করেছেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল (বুখারী) বলেন ঃ আবু নাঈম (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) বলেছেন যে, বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া সন্দেহ করে বলেন, হত্যা অথবা হাতী তিনি ছাড়া অন্য সব বর্ণনাকারী 'হাতী' বলেন, 'হত্যা' বলেন না।

কিন্তু মক্কাবাসীদের ওপর রসূলুল্লাহ স.-কে ও মুমিনদেরকে জয়ী করা হয়েছে। জেনে রাখ, আমার পূর্বে কারও জন্য মক্কা (শহরে যুদ্ধ) বৈধ ছিল না। আর আমার পরেও কারও জন্য বৈধ হবে না। শোন, আমার জন্য ওটা একদিনের এক ঘণ্টাকাল বৈধ করা হয়েছিল। শোন, ওটা এ সময় অবৈধ—তথাকার কাঁটা ছাটা হবে না এবং গাছও কাটা হবে না। আর সেখানে পতিত বস্তু ঘোষণাকারী ছাড়া কারও পক্ষে কুড়ান হবে না। আর যদি কেউ নিহত হয়, তার সম্পর্কে দুই-এর কোনো একটা ব্যবস্থা করা হবে। হয় নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদেরকে রক্তপণ দেয়া হবে অথবা তাদেরকে কিসাসের (হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড) অধিকার দেয়া হবে। তখন ইয়ামনবাসী এক ব্যক্তি এসে বললো, হে রসূলুল্লাহ ! আমাকে একথা লিখে দিন। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, তোমরা অমুকের বাপকে লিখে দাও। এরপর কুরাইশদের একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল স. ! ইযখির (ঘাস) বাদে। কারণ আমরা ওটা আমাদের ঘরে ও কবরে লাগাই। নবী স. বললেন, (আচ্ছা) ইযখির বাদে। (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)।.

١١١.اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّىْ اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَاِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلاَ اَكْتُبُ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ·

১১১. আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স.-এর সংগীগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার চেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী নেই। কেননা তিনি (আবদুল্লাহ) লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।

সনদে উল্লেখিত বর্ণনাকারী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ এর ন্যায় মা'মারও হাম্মাম থেকে আবু হুরাইরা রা-এর বরাত দিয়ে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ ائْتُونِي بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ قَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا فَاخْتَلَفُوْا وَكَثُرَ اللَّغَطُ قَالَ قُوْمُوْا عَنِّيْ وَلاَ يَنْبَغِيْ عِنْدِي التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كِتَابِهِ ·

১১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স.-এর রোগ যখন কঠিন হয়ে পড়লো তিনি বললেন ঃ আমাকে লিখবার উপকরণ এনে দাও, আমি তোমাদের জন্য এমন এক লিপি লিখে দেই যার পরে তোমরা পথ হারাবে না। তখন উমর রা. বললেন, নবী স.-এর রোগ প্রবল হয়েছে। আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাবই রয়েছে। সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ হলো এবং শোরগোল বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে ঝগড়া করা উচিত নয়।

ইবনে আব্বাস রা. তখন বলতে বলতে বের হলেন, আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের মাঝে উদ্ভূত পরিস্থিতি একটা বিপদই বিপদ।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে জ্ঞান চর্চা করা এবং উপদেশ দান করা।

١١٣.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ اَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْاٰخِرَةِ·

১১৩. উম্মে সালামা রা. বলেন, এক রাতে নবী স. ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ (মহিমাময় আল্লাহ)! কত না গোলযোগ এ রাতে নাযিল করা হলো, আর কত ভাণ্ডারই না খোলা হলো। ঘরের মহিলাদেরকে জাগিয়ে দাও। কেননা দুনিয়াতে পোশাক পরিহিতা বহু নারী আখেরাতে উলঙ্গিণী হবে।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে জ্ঞানের কথা বলা।

١١٤.اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَلْعِشَاءَ فِيْ اٰخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَاْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَيَبْقٰى مِمَّنْ هُوَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ·

১১৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, নবী স. তাঁর শেষ জীবনে একবার আমাদের এশার নামায পড়ালেন। সালাম ফিরায়ে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন ঃ দেখো ! বর্তমানে যারা দুনিয়ায় আছে, তোমাদের এ রাত থেকে একশ বছরের মাথায়, তাদের কেউ বেঁচে থাকবে না।'

١١٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِى بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا فِىْ لَيْلَتِهَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ اِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ ثُمَّ قَالَ نَامَ الْغُلَيِّمُ اَوْ كَلِمَةً تَشْبِهُهَا ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ أَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ ۔

১১৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক রাতে আমি আমার খালা নবী স.-এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারিসের ঘরে শুয়ে ছিলাম। আর নবী স. ঐ রাতে তাঁর কাছে ছিলেন। নবী স. এশার নামায পড়ে তাঁর ঘরে গেলেন এবং সেখানে চার রাকআত নামায পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এরপর তিনি উঠে বললেন, 'বাচ্চাটা (বা ঐরূপ কোনো শব্দ) ঘুমিয়ে পড়েছে'। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে তাঁর ডানদিকে সরিয়ে এনে পাঁচ রাকআত নামায পড়লেন। তারপর দুই রাকআত পড়লেন। তারপর তিনি ঘুমালেন। এমনকি আমি তাঁর সামান্য নাক ডাকা শুনলাম। তারপর তিনি (ফজরের) নামায পড়তে বের হয়ে গেলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞান সংরক্ষণ করা।

١١٦.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ : أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا اٰيَتَانِ فِى كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ (البقرة : ١٥٩-١٦٠) اِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَانَنَا مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِىْ اَمْوَالِهِمْ وَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَالَا يَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَالَا يَحْفَظُوْنَ.

১১৬. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন ঃ লোকে বলে ; আবু হুরাইরা বহু হাদীস বর্ণনা করে। যদি আল্লাহর কুরআনে দুটি আয়াত না থাকতো তবে আমি একটা হাদীসও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি পড়েন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"আমি যেসব সুস্পষ্ট যুক্তি ও পথনির্দেশ নাযিল করেছি সে সবগুলো কিতাবে (কুরআনে) লোকের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করার পরেও যারা সেগুলো গোপন রাখে, তাদেরকেই আল্লাহ অভিসম্পাত দেন এবং অভিসম্পাতদানকারীগণ অভিসম্পাত দেয়। কিন্তু যারা তাওবা করে, আত্মসংশোধন করে এবং (সব কথা) প্রকাশ করে দেয় আমি তাদের (ক্ষমার) উদ্দেশ্যে ফিরে আসি। আর আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু।" আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে বেচা-কেনায় মগ্ন থাকতেন, আর আনসার ভাইয়েরা তাদের আর্থিক কাজ-কারবারে মশগুল থাকতেন। কিন্তু আবু হুরাইরা পেট ভরলেই সবসময় রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে থাকতো। যে ব্যাপারে অপর লোকেরা হাযির থাকতো না, সে তাতে হাজির থাকতো এবং অন্যরা যা মুখস্ত করতো না সে তা মুখস্ত করতো।

١١٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنِّىْ اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَنْسَاءُ قَالَ : ابْسُطْ رِدَائَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ : فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ضَمَّ فَضَمَمْتُهُ، فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

১১৭. আবু হুরাইরা রা. বলেছেন ঃ আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই'। তিনি বললেন, 'তোমার চাদর মেলে ধর'। আমি তা মেলে ধরলাম। তারপর তিনি দু' হাত দিয়ে অঞ্জলী করে (চাদরের মধ্যে) ঢাললেন। এরপর তিনি বললেন, 'ওটাকে (বুকে) লাগাও'। আমি তা লাগালাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলিনি।

ইমাম বুখারী তাঁর উস্তাদ ইবরাহীম ইবনে মুনযিরের বরাত দিয়ে বলেছেন যে, ইবনে আবু ফুদাইক এ হাদীসটিকে ইবনে আবী যিব থেকে বর্ণনা করে فغرف بيديه এর فغرف بيده فيه বলেছেন।

١١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِعَائَيْنِ فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُوْمُ. قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُلْعُوْمُ مَجْرَى الطَّعَامِ.

১১৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে দু'পাত্র জ্ঞান স্মরণ রেখেছি। তার একটি আমি প্রকাশ করেছি, আর অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে।

ইমাম বুখারী র. বলেন ঃ মূল হাদীসের بلعوم শব্দের অর্থ 'খাদ্য নালী'।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানীগণের জন্য লোকদেরকে চুপ করানো।

١١٩.عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَاتَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

১১৯. জারীর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাকে বিদায় হজ্জে বললেন, 'লোকদেরকে চুপ করাও'। তারপর তিনি বললেন, 'আমার পরে তোমরা একে অপরের গলা কাটা-কাটি করে আবার কাফের হয়ে যেও না'।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কে বেশী জ্ঞান রাখে ? তবে জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দেয়া তার জন্য উত্তম।

١٢٠.عَنْ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفَا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى لَيْسَ بِمُوْسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ اِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسَى النَّبِىُّ خَطِيْبًا فِىْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ اَىُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اِذْ لَمْ يُرِدِ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَاَوْحٰى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِىْ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ : قَالَ، يَارَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيْلَ لَهُ احْمِلْ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ فَاِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ وَحَمَلاَ حُوْتًا فِىْ مِكْتَلٍ حَتّٰى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوْسَهُمَا فَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوْتُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ لِمُوْسٰى لِفَتٰهُ أٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى مَسًا مِنَ النَّصَبِ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِى اُمِرَبِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ : اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ، قَالَ مُوْسٰى: ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى أٰثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ اِذَا رَجُلٌ مُّسَجًّى بِثَوْبٍ، اَوْ قَالَ : تَسَجّٰى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ: وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ اَنَا مُوْسٰى ؟ فَقَالَ مُوْسٰى بَنِى اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ، قَالَ هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ: اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا، يَا مُوْسٰى! اِنِّى عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ، لاَ تَعْلَمُهُ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لاَ اَعْلَمُهُ قَالَ : سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا، فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيْنَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَنْ

يَحْمِلُوْهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوْهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوْسَى مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالَى اِلاَّ كَنَقْرَةِ هٰذِهِ الْعُصْفُوْرِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ اِلَى لَوْحٍ مِنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلاَ تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا قَالَ فَكَانَتِ الْاُوْلَى مِنْ مُوْسَى نِسْيَانًا ، فَانْطَلَقَا فَاِذَا غُلاَمٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ مِنْ أَعْلاَهُ فَاقْتَلَعَ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوْسَى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهٰذَا أَوْكَدُ ، فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَاَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوْسَى لَوْشِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتّٰى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا.

১২০. সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. বলেছেন ঃ আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে বললাম, নউফ আল বাকালী মনে করে যে, [খিযির আ.-এর এ কাহিনীতে বর্ণিত] মূসা বনী ইসরাঈলের কথিত মূসা নয়, সে অন্য মূসা। ইবনে আব্বাস রা. বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কাআব আমার কাছে নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [নবী স.] বলেন ঃ মূসা আ. বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী ?' তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেননি, তারপর আল্লাহ তাঁকে ওহী যোগে জানালেন, সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, তিনি তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। মূসা আ. বললেন, প্রভু আমার ! আমি কিভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে পারি ? তখন তাঁকে বলা হলো, একটি থলীতে একটি মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে থাকবে। তারপর তিনি তাঁর সাথী ইউশা ইবনে নূনকে সাথে নিয়ে চললেন। আর থলেতে একটি মাছ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় পাথরের চটানে পৌঁছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে ঘুমালেন। মাছটি থলি থেকে বের হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ করে সোজা পথ ধরলো। মূসা আ. ও তাঁর সাথীর জন্য এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তারপর তাঁরা বাকী দিন ও রাতভর চললেন। পরের দিন ভোরে মূসা আ. তাঁর সাথীকে বললেন, নাশতা আনতো ; আমাদের এ সফরে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মূসা আ.-কে যে

স্থানের কথা বলা হয়েছিল সেই স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। তাঁর সাথী তাঁকে বললো, দেখুন আমরা যখন পাথরের চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। মূসা আ. বললেন, ঐ স্থানই তো আমরা খোঁজ করছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তাঁরা ঐ পাথরের চটানে পৌঁছলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা আ. সালাম দিলেন। খিযির আ. বললেন, তোমার এদেশে সালাম কোথায়? মূসা আ. বললেন, আমি মূসা। খিযির আ. বললেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি [মূসা আ.] বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছুটা আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ উদ্দেশ্যে আমি কি আপনার অনুসরণ করবো?' তিনি (খিযির) বললেন, 'তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তার জ্ঞান রাখি। তুমি তা জান না। আর তোমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তা জানি না। মূসা আ. বললেন, আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হবো না। তারপর তারা দু'জনে সাগরের পাড় দিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁদের কোনো নৌকা ছিল না। ঐ সময় তাদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা তাতে তাঁদেরকে তুলে নেয়ার জন্য নৌকার লোকদেরকে বললেন। খিযির আ. পরিচিত ছিলেন বলে তারা বিনা ভাড়ায় তাঁদেরকে তুলে নিল। তারপর একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসলো এবং একবার কি দু'বার সাগরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তখন খিযির আ. বললেন, হে মূসা! তোমার ও আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এ চড়ুই পাখীর ঠোঁটে সাগরের পানির চেয়েও কম। খিযির আ. নৌকাটির একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং তা টেনে খুলে ফেললেন। মূসা আ. বললেন, এরা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এলো ; আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নৌকা ছিদ্র করে দিলেন। তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা আ. বললেন, আমি ভুল করেছি বলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার প্রতি বেশী কঠোর হবেন না। মূসা আ.-এর প্রথম প্রতিবাদটা ভুলবশতঃ হয়েছিল। তারা আবার চললেন, দেখলেন একটি ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তখন খিযির আ. তার মাথার উপরের দিক নিজ হাতে ধরে তা (শরীর থেকে) ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মূসা আ. বললেন, আপনি কোনো জীব হত্যার বিনিময় ছাড়া একটা নিরপরাধ জীবকে হত্যা করলেন? তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবে না?'

ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ খিযির আ.-এর একথার মধ্যে 'তোমাকে' শব্দ থাকায় এটা বেশী জোরাল হয়েছে।

তারা আবার চলতে চলতে এক গ্রামে পৌঁছলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন, কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন যে, একটা দেয়াল খসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির আ. নিজ হাতে সেটাকে সোজাভাবে খাড়া করে দিলেন। মূসা আ. বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, এবার আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ। নবী স. বললেন, "মূসাকে আল্লাহ রহম করুক। আমাদের কতই না ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। আর আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁদের দুজনের আরও ব্যাপার বর্ণনা করতেন।"

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন ঃ এ হাদীসটি আমার কাছে আলী ইবনে খাশরাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর কাছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো আলেমকে বসা (অবস্থায়) কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করার বর্ণনা।

١٢١.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْقِتَالُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّ اَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَا رَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَهُ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

১২১. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর পথে লড়াইটা কি ? আমাদের কেউ তো রাগের বশবর্তী হয়ে লড়াই করে, আবার কেউ (নিজ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের) জিদ্ ধরে লড়াই করে।

রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ স. তার দিকে মাথা উত্তোলন করে তাকালেন। তিনি মাথা উত্তোলন করে তার দিকে তাকাতেন না যদি লোকটি দাঁড়ানো না থাকতো। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর বাণী বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে যে লড়াই করে তার লড়াই আল্লাহর পথে হয়।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় প্রশ্ন করা এবং ফতওয়া দান করা।

١٢٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَهُوَ يُسْئَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ اٰخَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ اَنْحَرْ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ اِفْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১২২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী স.-কে হজ্জে কংকর নিক্ষেপের সময় দেখলাম তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। তিনি বললেন, কংকর নিক্ষেপ করো, কোনো ক্ষতি নেই। আর একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কুরবানী করার পূর্বেই মাথা কামিয়েছি। তিনি বললেন, কুরবানী করো, কোনো ক্ষতি নেই। তারপর কোনো কাজ আগে বা পরে করার যে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি বললেন, করো, কোনো ক্ষতি নেই।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "তোমাদেরকে খুব কমই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"

١٢٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَرْبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى عَسِيْبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَسٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوْهُ عَنِ

الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوْهُ لاَ يَجِيءُ فِيْهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُوْنَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ اِنَّهُ يُوْحٰى اِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّى وَمَا اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً قَالَ الْاَعْمَشُ هِىَ كَذَا فِىْ قِرَئَتِنَا وَمَا اُوْتُوْا .

১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একবার মদীনার পতিত জায়গার মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে চলছিলাম। তিনি খেজুরের একটা ডালের উপর ভর দিয়ে চলতে চলতে কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছ দিয়ে গেলেন। তারা একে অপরকে বললো, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, 'তাঁকে জিজ্ঞেস করো না'। যা তোমরা পসন্দ করো না—এমন কোনো কিছু হয়ত তিনি বলে ফেলতে পারেন। আবার কেউ বললো, 'আমরা তাঁকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো'। তখন তাদের একজন উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আবুল কাসেম ! রূহ কি জিনিস' ? তিনি চুপ থাকলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, নিশ্চয়ই তাঁর নিকট অহী আসছে। কাজেই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। যখন অহীর অবস্থা চলে গেল, তিনি বললেন ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ..... الاَّ قَلِيْلاً ي এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলো, "রূহ আমার রবের হুকুমের সৃষ্টি বিশেষ। আর তাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

আমাস বলেন ঃ এ আয়াতে وَمَا اُوْتِيْتُمْ এর স্থলে وَمَا اُوْتُوْا শব্দ আমাদের কিরাআতে পড়া হয়।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ব্যক্তি অনেক কথা কম মেধাবী লোকদের কাছে এ আশংকায় বলেননি যে, তারা তা বুঝতে পারবে না। আরও বেশী ভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে।

١٢٤.عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ اِلَيْكَ كَثِيْرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِى الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَ لِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.

১২৪. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইবনে যুবাইর আমাকে বললেন যে, আয়েশা তো তোমার কাছে অনেক হাদীস গোপনে বলে থাকেন। আচ্ছা তিনি তোমার কাছে কা'বা সম্পর্কে কি হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আমি বললাম, তিনি (আয়েশা) আমাকে বলেছেন যে, নবী স. বললেন, 'হে আয়েশা ! যদি তোমার বংশীয় লোকেরা কুফরের নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হতো, ইবনে যুবাইর বলেন, কুফরী থেকে সবেমাত্র ফিরে না আসতো, তাহলে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে দুটি দরজা তৈরী করে দিতাম। যাতে

করে এক দরজা দিয়ে লোকেরা প্রবেশ করতো এবং অন্য দরজা দিয়ে বের হতো। [আয়েশা রা. বলেন,] ইবনে যুবাইর এ কাজ করেছেন।

রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ এর পরে بِكُفْرٍ শব্দটিও আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আসওয়াদ শব্দটি ভুলে যাওয়ায় ইবনে যুবাইর রা. তা বলে দিয়েছেন।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক সম্প্রদায়কে ছেড়ে অপর সম্প্রদায়কে এ ধারণায় বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা যে, তা না করলে তারা বুঝতে পারবে না। আলী রা. বলেছেন, তোমরা লোকদেরকে এমন কথা বলো যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি ভাল মনে করো যে, আল্লাহ ও রসূলকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হোক ?

١٢٥.عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمُعَاذٌ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثًا قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ اِلاَّ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوْنَ قَالَ اِذًا يَتَّكِلُوْا وَاَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا.

১২৫. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনাস ইবনে মালেক রা. হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী স.-এর সাথে মুআয একবার এক উটের পালানের ওপর পিছন ধারে বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে এবং সাহায্যে হাযির আছি। আবার তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, হে মুআয ! তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনি বললেন, হে মুআয! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি আপনার খেদমতে ও সাহায্যে হাযির আছি। তিনবার (এরূপ বলা হলো)। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, যে কেউ সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে একথা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ (বা মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম হারাম করে দেন। তিনি (মুআয) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি কি একথা লোকদের জানিয়ে দেব না ? তারা এ সুখবরে আনন্দ পাবে। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, তাহলে তো তারা এর ওপরই ভরসা করবে। মুআয তাঁর মৃত্যুকালে (জ্ঞান গোপন রাখার গুনাহের ভয়ে) এ হাদীসটি (বিশেষ মহলে) প্রকাশ করেন।

١٢٦.عَنْ اَنَسٍ قَالَ ذُكِرَلِيْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمُعَاذٍ مَنْ لَقِيَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَلاَ اُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لاَ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَتَّكِلُوْا.

১২৬. আনাস রা. বলেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী স. মুআয রা.-কে বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করে যে, সে তাঁর সাথে কোনো

কিছুকে শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করে। মুআয বললেন, আমি কি লোকদের এ সুখবর দেব না ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, 'না', তারা একথার ওপর ভরসা করবে বলে আমি ভয় করছি।'

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জ্ঞানার্জনে লজ্জা।

এ ব্যাপারে মুজাহিদ বলেন, লাজুক ও অহংকারী ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। আয়েশা রা. বলেন, আনসারী মহিলাবৃন্দ কত চমৎকার ! দীন ইসলামের গভীর জ্ঞান লাভের ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা বাধা দেয় না।

١٢٧.عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ أُمُّ سُلَيْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا احْتَلَمَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَغَطَّتْ اُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِيْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا ٠

১২৭. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে সুলাইম রা. রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে লজ্জা করেন না। আচ্ছা, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার ওপর গোসল ফরয হয় কি ? নবী স. বললেন, হ্যাঁ, যখন সে পানি দেখে। উম্মে সালামা রা. (লজ্জায়) নিজের মুখ ঢেকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! স্ত্রীলোকেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'—তোমার ডান হাতে মাটি পড়ুক—(তাদের স্বপ্নদোষ না হলে) তাদের সন্তান তাদের মতো কিরূপে হয় ?

١٢٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَيَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسلِمِ حَدِّثُوْنِيْ مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاسْتَحْيَيْتُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَدَّثْتُ أَبِيْ بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِيْ فَقَالَ لاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا أَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ كَذَا وَكَذَا ٠

১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন গাছ আছে যার পাতা ঝরে পড়ে না। সেটা মুসলিমের উদাহরণ। আমাকে বলতো সেটা কী গাছ ? লোকেরা জঙ্গলের গাছপালা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলো, আর আমার মনে উদয় হলো যে, সেটা খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বললেন, 'আমি লজ্জাবোধ করছিলাম।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! সে (গাছ) সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, সেটা হচ্ছে খেজুর গাছ। আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার মনের উক্ত কথা আমার পিতার কাছে বললাম। তিনি বললেন, আমার এত এত সম্পদ হওয়ার চেয়ে তোমার ঐ কথাটা বলে দেয়াই আমার কাছে বেশী প্রিয় ছিল।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে লজ্জাবোধ করে অন্যকে প্রশ্ন করার হুকুম করা।

١٢٩.عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاَمَرْتُ الْمِقْدَادَ اَنْ يَّسْأَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ ٠

১২৯. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার (যৌন উত্তেজনার দরুন) বেশী মযি বের হতো। তাই মিকদাদ রা.-কে নবী স.-এর নিকট (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করতে হুকুম দিলাম। তিনি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞেস করলে তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন ঃ ও ব্যাপারে অযু করতে হবে।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জ্ঞানের কথা ও ফতওয়া বর্ণনা করা।

١٣٠.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا اَنْ نُهِلَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَمْ اَفْقَهْ هٰذِهِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ٠

১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জের জন্য কোন্ স্থান থেকে ইহরাম বাঁধতে আপনি আমাদেরকে আদেশ করেন ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, মদীনাবাসী যুল হুলাইফা থেকে, সিরিয়াবাসী জুহফা থেকে এবং নজদবাসী কর্‌ন্ থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমর বলেন ঃ সাহাবীগণ বলে থাকেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন যে, ইয়ামনবাসী ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে। ইবনে উমর রা. বলেন ঃ কিন্তু একথা আমি রসূলুল্লাহ স. থেকে বুঝে নেইনি।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রশ্নকারীকে তার প্রশ্নের চেয়ে বেশী জবাব দান করা।

١٣١.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَيَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ اَوِ الزَّعْفَرَانُ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ.

১৩১. ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁকে [রসূলুল্লাহ স.-কে] জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম কি পরবে ? তিনি বললেন, সে কুর্তা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি বিশিষ্ট লম্বা জামা ও অরস বা জাফরান রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর যদি জুতা না পায় তবে চামড়ার মোজা পরবে এবং তা এমনভাবে কেটে নিবে যেন তা পায়ের পিঠের উঁচু হাড়ের নীচে থাকে।

অধ্যায়-৪

كِتَابُ الْوُضُوْءِ

(অযুর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর বর্ণনা।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ হে (মু'মিনগণ!) যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে ও তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নেবে।"–সূরা আল মায়িদা ঃ ৬

আবু 'আবদুল্লাহ বুখারী র. বলেন, নবী স. বর্ণনা করেছেন ঃ উযূর ফরয হ'ল এক–একবার করে ধোয়া। তিনি দু'–দু'বার করে এবং তিন–তিনবার করেও উযূ করেছেন, কিন্তু তিনবারের বেশী ধৌত করেননি। পানির অপচয় করা এবং নবী স.-এর আমলের সীমা অতিক্রম করাকে উলামায়ে কিরাম মাকরূহ বলেছেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায কবুল হয় না।

١٣٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ! قَالَ فُسَاءٌ اَوْ ضُرَاطٌ.

১৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি হদস করে তার নামায কবুল হয় না, যতক্ষণ না সে অযু করে। হাযরা মাউতের এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হুরাইরা! হদস কি ? তিনি বললেন ঃ শব্দহীন বা স্বশব্দে বায়ু ছাড়া।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর ফযীলত এবং অযুর জন্য গুররাম-মুহাজ্জালীন-এর ফযীলত লাভ।

١٣٣.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اَثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

১৩৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন তাদের অযুর চিহ্ন হেতু গুররাম মুহাজ্জালীন বলে ডাকা হবে। কাজেই তোমাদের যার যার পক্ষে সম্ভব হয় সে তার জ্যোতি বিস্তৃত করুক।[১]

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াকীন ছাড়া সন্দেহের দরুন অযুর প্রয়োজন হয় না।

١٣٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىْ اَنَّهُ شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ

---

১. গুররাম-মুহাজ্জালীন বলে এখানে মুমিনদের দু' হাত, দু'পা ও মুখমণ্ডলের (অযুর স্থানগুলোর) ঔজ্জ্বল্য বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের শরীরের এ অঙ্গগুলো থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে।

الَّذِىْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَجِدُ الشَّئَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ لاَيَنْفَتِلْ اَوْلاَيَنصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ·

১৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন, যার নামাযের মধ্যে কোনো কিছু হওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) ধারণা হয়। তিনি বললেন, সে যতক্ষণ শব্দ না শুনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণে নামায ছাড়বে না।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ হালকা অযু করা।

١٣٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِىْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوأً خَفِيْفًا وَقَامَ يُصَلِّىْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِىْ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلاَةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلاَةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْىٌ، ثُمَّ قَرَأَ اِنِّىْ أَرَى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ ·

১৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঘুমালেন, এমন কি নাক ডাকলেন, তারপর নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না। ইবনে আব্বাস কখনও কখনও বলতেন, নবী স. শয়ন করলেন, এমন কি নাক ডাকলেন ; তাঁরপর উঠে নামায পড়লেন।

অতপর ইবনে আব্বাস থেকে পুনর্বার বলেছেন, আমি একদা আমার খালা মায়মুনার নিকট শয়ন করলাম। নবী স. রাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি রাতের এক অংশে ঘুম থেকে উঠে ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা ধরনের অযু করলেন এবং নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তারপর আমি তাঁর মত অযু করে তাঁর বাঁ পাশে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। [সুফিয়ান (এ হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) মাঝে মাঝে বলতেন বাঁ-দিকে (মিসাল)।] তিনি আমাকে ধরে ডান দিকে দাঁড় করে দিলেন। তারপর তিনি যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক নামায পড়লেন। অতপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি নাক ডাকলেন। তারপর তাঁর নিকট ঘোষণাকারী আসলেন এবং তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। তিনি তাঁর সাথে নামাযের জন্য চলে গেলেন এবং অযু না করে নামায পড়লেন। আমরা আমরকে (এ

হাদীসের জনৈক বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা বলে, রসূলুল্লাহ স.-এর চোখ ঘুমাতো কিন্তু তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকতো। আমর বলেন, আমি উবাই ইবনে উমাইরকে বলতে শুনেছি, নবীদের স্বপ্ন অহী তুল্য। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পড়লেন, "আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে, আমি তোমাকে যবাই করছি।"

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গ অযু করা।

١٣٦.عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى اِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ اَلصَّلَاةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّاجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بِعِيْرَتَهُ فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

১৩৬. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আরাফাত থেকে ফিরলেন এবং উপত্যকায় পৌঁছে সেখানে নেমে পেশাব করলেন। তারপর অযু করলেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অযু করলেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! নামাযের সময় হয়ে গেছে, তিনি বললেন ঃ নামায তোমার সামনে (পড়া হবে)। তারপর তিনি সওয়ার হলেন ও মুযদালিফায় এসে নামলেন এবং পূর্ণাঙ্গ অযু করলেন। অতপর নামাযের ইকামত বলা হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর প্রত্যেকেই নিজের উট নিজ নিজ স্থানে বসালেন। তারপর এশার ইকামত দেয়া হলে তিনি নামায পড়লেন। এ দুয়ের মধ্যে রসূল স. অন্য কোনো নামায পড়েননি।[২]

৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দ্বারা হাত-মুখ ধোয়া।

١٣٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هٰكَذَا اَضَافَهَا اِلَى يَدِهِ الْاُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى حَتّٰى غَسَلَهَا ثُمَّ اَخَذَ غُرْفَةً أُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَعْنِيْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

১৩৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি অযু করতে গিয়ে মুখমণ্ডল ধুলেন। এক আঁজলা পানি নিয়ে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর এক আঁজলা পানি

২. আরাফাতের দিন যোহর ও আসরের নামায একত্রে যোহরের সময় আরাফাতের ময়দানে পড়া হয়। এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এশার সময় মুযদালিফায় পড়া হয়।

নিয়ে অনুরূপ করলেন। অর্থাৎ অপর হাতের সাথে মিলালেন এবং মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে ডান হাত ধুলেন এবং আর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। অতপর এক আঁজলা ডান পায়ের ওপর ঢেলে দিয়ে তা ধীরে ধীরে ধুলেন। তারপর আর এক আঁজলা পানি নিয়ে বাঁ পা ধুলেন। আর বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এভাবে অযু করতে দেখেছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক অবস্থায় বিস্‌মিল্লাহ পড়া উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময়ও।

١٣٨.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ اَنَّ أَحَدُكُمْ اِذَا اَتَى اَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ .

১৩৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের সময় এ দোয়া পড়ে, বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা-রাযাকতানা'[৩] তাহলে শয়তান তাদের দ্বারা উৎপাদিত সন্তানের ক্ষতি করতে পারবে না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় কি পড়া উচিত।

١٣٩.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

১৩৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন পায়খানায় যেতেন, তখন বলতেন, "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়িস।"[৪]

১০. অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় পানি রেখে দেয়া।

١٤٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاَءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوأً فَقَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا ؟ فَاُخْبِرَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

১৪০. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন যে, নবী স. পায়খানায় গেলে আমি তাঁর অযুর পানি এনে রাখলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কে রেখেছে? সুতরাং তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করা হলো। অতপর রসূল স. এই বলে দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! একে দীনের গভীর জ্ঞান দান করো।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কেবলামুখী না হওয়া। তবে প্রাচীর অথবা এর ন্যায় অন্য কোনো আড়াল ছাড়া।

---

৩. এ দোয়াটির অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ ! আমাদের এবং আমাদের জন্য তুমি যা নির্ধারিত করেছ (সন্তান) তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।"

৪. এ দোয়াটির অর্থ হচ্ছে, 'হে আল্লাহ ! আমি অপবিত্র বস্তু ও অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

١٤١.عَنْ اَبِىْ اَيُّوبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا ٠

১৪১. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে, সে যেন কেবলার দিকে মুখ না করে বা পিঠ না ফিরে। বরং সে যেন পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে।[৫]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দু'টি ইটের ওপর বসে পায়খানা করলো।

١٤٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَبَيْتَ الْمَقْدِسِ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ٠

১৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, যখন তুমি পেশাব-পায়খানায় বসবে, তখন তুমি কিবলার দিকে, কিংবা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করো না। আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম, দেখলাম, রসূলুল্লাহ স. দুটি ইটের উপর বসে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পায়খানা-পেশাবের জন্য বসে আছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের পেশাব-পায়খানার জন্য বাইরে যাওয়া।

١٤٣.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِىِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اِذَا تَبَرَّزْنَ اِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيْدٌ اَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ فَخَرَجَ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِىْ عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ اَلاَ قَدْ عَرَفْنَكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يُّنْزَلَ الْحِجَابُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْحِجَابَ ٠

১৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর স্ত্রীগণ পেশাব-পায়খানার জন্য রাতের বেলায় মানাসিয়ি নামক বিস্তৃত পার্বত্য টিলার দিকে বের হতেন। উমর রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর স্ত্রীদের পর্দায় রাখার কথা বলতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তা করতেন না। একদিন রাতে এশার সময় সওদা বিনতে যামযাহ নাম্নী রসূলুল্লাহ স.-এর এক স্ত্রী প্রয়োজনে বের হন। তিনি ছিলেন, দীর্ঘাঙ্গী রমণী। উমর তাকে দেখে ডাক দিলেন, হে সওদা ! আমরা তোমাকে চিনে ফেলেছি। উদ্দেশ্য হলো যেন পর্দার হুকুম নাযিল হয়। অতপর আল্লাহ তাআলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।

---

৫. এটা মদীনাবাসীদের জন্য ; কেননা তাদের কিবলা দক্ষিণ দিকে। কাজেই যাদের কিবলা পশ্চিম দিকে তাদের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করার কথা বলা যেতে পারে।

١٤٤. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ فِيْ حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ تَعْنِى الْبَرَازَ.

১৪৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের প্রয়োজনে বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। হিশাম বলেন, এটা পায়খানা-পেশাবের বেলায় প্রযোজ্য।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বসতবাড়িতে পেশাব-পায়খানা করা।

١٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِيْ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ.

১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা কোনো দরকার বশতঃ আমার বোন হাফসার ঘরের ছাদের ওপর উঠলাম। সেখান থেকে আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কিবলার দিকে পিঠ এবং সিরিয়ার (বায়তুল মোকাদ্দাস) দিকে মুখ করে পায়খানা করতে দেখলাম।

١٤٦. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ .

১৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা আমাদের (বোন হাফসার) ঘরের ছাদের উপর উঠে দেখি যে, রসূলুল্লাহ স. দুটি ইটের ওপর বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসে আছেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পানি দ্বারা শৌচ কাজ করা।

١٤٧.عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ اَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِيْ يَسْتَنْجِيْ بِهِ .

১৪৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে বের হতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচ কাজ সমাধা করতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার সাথে পানি বহন করে নিয়ে যাওয়া। আবুদ দারদা (ইরাকবাসীদেরকে) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কি সাহেবুন না'লাইন ওয়াত তুহুর ওয়াল ওয়াসাদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নেই ?[৬]

---

৬. আরবী ভাষায় না'লাইন বলতে জুতা বুঝায়, তুহুর বলতে বুঝায় অযুর পানি এবং ওয়াসাদ বলা হয় বালিশকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর নিকট রসূলুল্লাহ স.-এর জুতা ও বালিশ সংরক্ষিত ছিল এবং অধিকাংশ সময় তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর অযুর পানি বহন করতেন। তাই তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পানি বহনকারী উপাধি দেয়া হয়।

١٤٨.عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلاَمٌ مِنَّا مَعَنَا اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ٠

১৪৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন তখন আমি ও আমাদের মধ্যকার একটি বালক (আমরা দু'জন) তাঁর পিছনে পিছনে যেতাম। আমাদের সাথে থাকতো পানির একটি পাত্র।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ শৌচ কাজের জন্য পানিসহ লাঠি বহন করা।

١٤٩.عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ اَنَا وَغُلاَمٌ اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ ٠

১৪৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র ও লাঠিসহ তাঁর সাথে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচ কাজ সমাধা করতেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ নিষেধ।

١٥٠. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ، وَاِذَا اَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ ٠

১৫০. আবু কাতাদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে। আর পায়খানায় থাকাকালে কেউ যেন ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ছোঁয় এবং সে যেন ডান হাত দিয়ে মাসেহ (শৌচ কাজ) না করে।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ছোঁয়।

١٥١.عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِيْ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ ٠

১৫১. আবু কাতাদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেন, তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচ কাজ না করে। আর সে যেন (পানির) পাত্রে নিশ্বাস না ফেলে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দ্বারা শৌচ কাজ করা বৈধ।

١٥٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لاَيَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا اَوْ نَحْوَهُ وَلاَ تَأْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِىْ فَوَضَعْتُهَا اِلَى جَنْبِهِ وَاَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى اَتْبَعَهُ بِهِنَّ

১৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল) তিনি কোনো দিকে তাকাতেন না, আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে, তিনি আমাকে বললেন ঃ কয়েকটি কংকর চাই। ওটা দিয়ে আমি শৌচ কাজ করবো (রাবী বলেন, অথবা এরূপ অন্য কথা বললেন।) কিন্তু হাড় কিংবা গোবর আনবে না। আমি আমার কাপড়ের খুঁটে করে কয়েকটি কংকর এনে তাঁর পাশে রেখে চলে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে সেগুলো ব্যবহার করলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন গোবর দ্বারা শৌচ কাজ না করে।

١٥٣.عَنْ عَبْدُ اللّٰه بْنِ مَسْعُودٍ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِىْ اَنْ اَتِيَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ اَجِدْهُ فَاَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ .

১৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. পায়খানায় গেলেন এবং আমাকে তিনটি কংকর আনার আদেশ করলেন। আমি দুটি কংকর পেলাম এবং তৃতীয়টি তালাশ করলাম। কিন্তু তা না পেয়ে একখণ্ড (শুষ্ক) গোবর নিয়ে আসলাম। তিনি পাথরের টুকরো দুটি নিলেন এবং গোবর খণ্ডটি ফেলে দিয়ে বললেন, এটা নাপাক।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অংগ একবার করে ধোয়া।

١٥٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً .

১৫৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. অযুর অংগগুলো একবার একবার করে ধৌত করেছেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অঙ্গ দু'বার করে ধোয়া।

١٥٥. عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

১৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. বলেন ঃ নবী স. অযুর অংগগুলো দু'বার করে ধুয়েছেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর এক একটি অংগ তিনবার করে ধোয়া।

١٥٦.عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ اَنَّهُ دَعَا بِاِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ اِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلٰكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ

عُثْمَانُ قَالَ اَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّى الصَّلاَةَ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الاٰيَةُ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ .

১৫৬. উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত। একদা তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু' হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন। দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুইয়ে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু রাকআত নামায পড়বে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ পাক তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

ইবরাহীম র. ... ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওরওয়া হুমরান থেকে বর্ণনা করেন। অযু শেষে উসমান বললেন ঃ আমি কি তোমাদের একটি হাদীস শুনাব না ? যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি তোমাদেরকে তা শুনাতাম না। আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার উক্ত নামাযের পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ করে দিবেন। উক্ত আয়াতটি হলো, "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহ গোপন করে।"

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর সময় নাক ঝাড়া। উসমান, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ স. থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

١٥٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ.

১৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করবে, সে যেন নাক ঝাড়ে এবং যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করে।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় ঢিলা নেয়া।

١٥٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ وَاِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهَا فِىْ وَضُوْئِهِ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১৫৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ অযু করার সময় যেন নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়ে এবং ঢিলা ব্যবহার করার সময় যেন বেজোড় ঢিলা

ব্যবহার করে। আর ঘুম থেকে ওঠার সময় অযুর পাত্রে (পানি) হাত প্রবেশ করার পূর্বে যেন হাত ধুয়ে নেয়; কেননা সে জানে না নিদ্রার সময় তার হাত কোথায় পড়েছিল।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দু'পা ধোয়া, [দু' পা মাসেহ না করা]।

١٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِيْ سَفْرَةٍ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادٰى بِأَعْلٰى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ٠

১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. সফরে আমাদের থেকে একা দূরে রয়ে গেলেন এবং আসরের সময় তিনি আমাদের সাথে মিলিত হলেন। আমরা অযু করতে লাগলাম এবং (তাড়াহুড়োর মধ্যে) পা মাসেহ শুরু করলাম। এ সময় তিনি উচ্চস্বরে দু'বার কিংবা তিনবার আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, গোড়ালী জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হবে।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর সময় কুল্লি করা। ইবনে আব্বাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রসূলুল্লাহ স. থেকে এটা বর্ণনা করেছেন।

١٦٠.عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَأٰى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْ اِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْوَضُوْءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوئِيْ هٰذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوْئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

১৬০. হুমরান থেকে বর্ণিত। তিনি একদা উসমান ইবনে আফ্‌ফানকে দেখলেন যে, একটি পানির পাত্র আনিয়ে সে পানি দ্বারা দু'হাত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল এবং তিনবার দু' হাতের কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতপর মাথা মাসেহ করলেন। তারপর দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতপর তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে আমার এ অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ন্যায় এরূপ অযু করার পর একাগ্রচিত্তে দু' রাকআত নামায পড়বে, কিন্তু মাঝখানে সে নাপাক হবে না। আল্লাহ তার পূর্বকৃত সকল গোনাহ মাফ করে দেবেন।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ গোড়ালী ধোয়া। ইবনে সিরীন অযুর সময় আংটির নীচের জায়গা ধুতেন।

١٦١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُوْنَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ ، فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ فَاِنَّ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ قَالَ : وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

১৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আমাদের সাথে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তখন পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করছিল। তিনি বললেন, ঠিকমত অযু করো। কেননা আমি আবুল কাসেম স.-কে বলতে শুনেছি, ধ্বংস শুষ্ক গোড়ালীর লোকদের জন্য, তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরিহিত থাকলে পা ধুতে হবে, জুতার ওপর মাসেহ করা যাবে না।

١٦٢.عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ أَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِىَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّىْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَّيْنِ، وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِىْ لَيْسَ فِيْهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا، وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا، وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

১৬২. ইবনে জুরাইজ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে বললেন, হে আবদুর রহমান-এর পিতা ! আমরা আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখি, যা আপনার অন্য কোনো সাথীকে করতে দেখি না। তিনি বললেন, হে ইবনে জুরাইজ সেগুলো কি ? জুরাইজ বললেন, তাহলো ঃ (১) আপনি (হজ্জের সময়) দুই রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করেন না। (২) আপনি সিবতী জুতা (লোমশূন্য চামড়ার জুতা) পরিধান করেন। (৩) আপনি হলদে রং ব্যবহার করেন এবং (৪) আপনার মক্কা থাকা অবস্থায় লোকেরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধলো, কিন্তু আপনি তালবিয়ার দিন না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধলেন না। তিনি এসব প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোনো রুকন স্পর্শ করতে দেখিনি। সিবতী জুতার কথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে লোমবিহীন জুতা পরতে দেখেছি এবং তিনি তা পরা অবস্থায় অযু করতেন। কাজেই আমি তা পরা পছন্দ করি। আর

হলদে রঙের কথা হলো, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে (হলদে কাপড়) ব্যবহার করতে দেখেছি। কাজেই আমি তা পছন্দ করি। আর ইহরাম বাঁধার ব্যাপারটি হচ্ছে, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে ততক্ষণ ইহরাম বাঁধতে দেখিনি যতক্ষণ তাঁর সওয়ারী সফরের উদ্দেশ্যে না দাঁড়াচ্ছে।[৭]

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ অযু এবং গোসল ডান দিক থেকে শুরু করা।

١٦٣. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُنَّ فِيْ غُسْلِ ابْنَتِهِ أَبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

১৬৩. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর (মৃত) কন্যার গোসল দেয়া সম্পর্কে তাদেরকে বলেছেন, তারা যেন ডান দিক থেকে এবং অযুর অঙ্গ থেকে গোসল দেয়া শুরু করে।

١٦٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

১৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জুতা পরা, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা (অযু-গোসল) এবং এ ধরনের প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় হলে অযুর পানি তালাশ করা উচিত। আয়েশা রা. বলেন, একদা ফজরের নামাযের সময় অযুর পানি তালাশ করার পর তা না পাওয়ায় তায়াম্মুমের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

١٦٥.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوْءَ فَلَمْ يَجِدُوْا فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ الْاِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ اَنْ يَّتَوَضَّؤُا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ اَصَابِعِهِ حَتّٰى تَوَضَّؤُا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ.

১৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী স.-কে দেখলাম, আসরের নামাযের সময় হলে, লোকেরা অযুর পানি তালাশ করলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তারপর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এক পাত্র অযুর পানি নিয়ে আসা হলো। তিনি সেই পাত্রে হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে তা থেকে অযু করার নির্দেশ দিলেন। আনাস রা. বলেন, আমি দেখলাম, তাঁর (রসূলুল্লাহর) আঙুলের নীচ থেকে পানি উপচে পড়ছে। এমনকি তারা সকলেই তা থেকে অযু করলো।

---

৭. তারবিয়ার অর্থ হলো পরিতৃপ্ত করে পানি পান করান। যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে উটদের পানি পান করিয়ে প্রস্তুত রাখা হয় বলে ঐ তারিখকে তারবিয়ার দিন বলা হয়।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের চুল ভিজা পানি পাক।

١٦٦.عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ اَنَسٍ اَوْ مِنْ قِبَلِ اَهْلِ اَنَسٍ فَقَالَ لاَنْ تَكُوْنَ عِنْدِىْ شَعْرَةٌ مِنْهُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا

১৬৬. ইবনে সিরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবিদাহকে বললাম, আমরা আনাস কিংবা তার পরিবারের নিকট থেকে রসূলুল্লাহ স.-এর একটি চুল পেয়েছি। একথা শুনে আবিদাহ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর একটি চুল পেলে সমস্ত দুনিয়া ও তার ধন দৌলত অপেক্ষা অধিক প্রিয় মনে করতাম।

١٦٧.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ ·

১৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন মাথা কামালেন, তখন আবু তালহা সর্বপ্রথম তাঁর চুল নিলেন।

৩৩-ক. অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর যদি কারোর পাত্র থেকে পানি পান করে।

١٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا ·

১৬৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারোর পাত্র থেকে পানি পান করবে, তখন সে যেন তা সাতবার ধুয়ে ফেলে।

١٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً رَاَى كَلْبًا يَاْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَاَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى اَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلاَبُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ·

১৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আগেকার এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে এ অবস্থায় দেখতে পায় যে, সে পিপাসায় কাতর হয়ে ভিজা মাটি চাটছে। এই দেখে সে নিজের (চামড়ার) মোজার সাহায্যে পানি তুলে তা পান করিয়ে তার পিপাসা দূর করে। আল্লাহ তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।

আবদুল্লাহ র. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায় কুকুর মসজিদে যাতায়াত করতো। কিন্তু তারা (সাহাবীগণ) সেজন্য মসজিদের কোনো কিছু ধুতেন না।

١٧٠. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَاِذَا اَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِيْ فَاَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبٍ اٰخَرَ .

১৭০. আদী ইবনে হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি তোমার ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে এবং সে তা হত্যা করে তোমার জন্য নিয়ে আসবে, তা তুমি ভক্ষণ করো। আর যখন সে (কুকুর) তা নিজে খাবে, তা তুমি ভক্ষণ করো না। কেননা সে তা নিজের জন্য পাকড়াও করেছে। আমি (আদী) বললাম, অনেক সময় আমি কুকুর শিকারের জন্য পাঠাই এবং তার সাথে অন্য কুকুর মিলিত হয়। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো ?) তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন, তা তুমি খেও না। কেননা তুমি নিজের কুকুরটি 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে প্রেরণ করেছো। অথচ অন্যের কুকুরটি সেভাবে প্রেরণ করা হয়নি।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার রাস্তা থেকে কিছু বের না হলে অযু করার দরকার নেই বলে অনেকে মনে করেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তাঁরা কুরআনের اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ **আয়াতটি পেশ করেন। আতা রা. বলেছেন, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি কোনো পোকা বের হয়, তাহলে পুনরায় অযু করতে হবে। জাবির রা. বলেছেন, নামাযের মধ্যে দাঁত বের করে হাসলে নামায পুনরায় পড়তে হবে, অযুর প্রয়োজ ন হবে না। হাসান বসরী রা. বলেছেন, চুল, নখ কাটলে কিংবা মোজা খুললে অযু নষ্ট হয় না। আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, হদস না হলে অযু করার প্রয়োজন নেই। জাবির থেকে বর্ণনা করা হয় যে, রিকা' যুদ্ধকালে নবী স.-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়। তার আহত স্থান থেকে রক্ত বের হতে থাকে এ অবস্থায় সে রুকূ সিজদা করে নিজের নামায পড়তে থাকে। হাসান বসরী র. বলেন, মুসলমানরা সবসময় যখম ইত্যাদি নিয়ে নামায পড়তো। তাউস, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, আতা এবং হেজাযবাসীরা বলে থাকেন, রক্ত বের হলে অযু নষ্ট হয় না। ইবনে উমর রা. একদা তাঁর একটি ফুসকুড়ি দাবিয়ে দিলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হয়ে পড়লো। কিন্তু তিনি অযু করলেন না। ইবনে আবু আওফা থুথু ফেললেন, তাতে রক্ত দেখা গেল, কিন্তু তিনি অযু না করে নামায পড়লেন। ইবনে উমর ও হাসান বসরী বলেছেন, শিঙা লাগালে কেবলমাত্র ক্ষতস্থান ধুয়ে ফেললে চলবে। অযু করার দরকার হবে না।[৮]**

١٧١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضُّرْطَةَ.

৮. ইমাম আবু হানীফার মতে, নামাযের মধ্যে শব্দ করে হাসলে এবং থুথু লাল বর্ণ ধারণ করলে অযু করতে হবে।

১৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, বান্দা যতক্ষণ মসজিদে নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ সে নামাযের মধ্যে থাকে, যে পর্যন্ত না সে হদস করে। এ সময় জনৈক আজমী (অনারব) জিজ্ঞেস করলো, হে আবু হুরাইরা ! হদস কি ? তিনি বললেন, মলদ্বার দিয়ে বায়ু বের হওয়া।

١٧٢.عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ·

১৭২. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. বলেছেন, কেউ যেন শব্দ শোনা কিংবা গন্ধ পাওয়ার পূর্বে নামায ত্যাগ না করে।

١٧٣.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ،

১৭৩. মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া থেকে বর্ণিত। আলী রা. বলেছেন, আমার খুব ধাতু পাত হতো। আমি উক্ত বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম। সেহেতু আমি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদকে উক্ত বিষয়ে তাঁকে (রসূল) জিজ্ঞেস করতে অনুরোধ করি। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন ঃ এ অবস্থায় কেবল অযু করলে চলবে।

١٧٤.عَنْ زَيْدَ بْنِ خَالِدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَاُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ ·

১৭৪. যায়েদ ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ ফানকে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করলো। কিন্তু বীর্যপাত হলো না। তার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি জবাব দিলেন, সে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। তিনি আরও বললেন, আমি একথা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে শুনেছি। যায়েদ বলেন, আমি আলী, যুবাইর, তালহা এবং উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তাঁরা সবাই আমাকে একই কথা বলেন।[৯]

١٧٥.عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَ اِلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৯. এ নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগের। প্রথমদিকে ইসলামী নির্দেশের ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে শরীআতের বিধানও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে থাকে। বর্তমানে এ বিষয়টির ওপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে যে, স্ত্রীসহবাস করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক গোসল ফরয হয়ে যায়। সামনের দিকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হবে।

ﷺ اِذَا اُعْجِلْتَ اَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوْءُ تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ اَلْوَضُوْءُ ·

১৭৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একদা জনৈক আনসারীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন যে, তার মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমার জন্য বোধ হয় তোমাকে তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে ? তিনি বললেন, জী হাঁ। তদুত্তরে রসূলুল্লাহ স. বললেন, যখন তাড়াহুড়ো (কিংবা অন্য কোনো কারণ) বশতঃ বীর্যপাত না হবে, তখন কেবল অযু করে নিলে চলবে।[১০]

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সাথীকে অযুর পানি দেয়া।

١٧٦.عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ اُسَامَةُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّى قَالَ اَلْمُصَلّٰى اَمَامَكَ ·

১৭৬. উসামা ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে শোয়াবের (গিরিপথ) দিকে গিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন। উসামা বলেন, তৎপর আমি পানি ঢালতে লাগলাম এবং রসূলুল্লাহ স. অযু করতে থাকলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি এখন নামায পড়বেন ? তিনি বললেন ঃ নামাযের স্থান সামনে। (অর্থাৎ মুযদালিফা)।

١٧٧.عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَاَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَّهُ وَاَنَّ مُغِيْرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ·

১৭৭. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে এক সফরে রওয়ানা করেছিলেন। রসূলুল্লাহ স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, সেখান থেকে ফিরে আসলে মুগীরা পানি ঢালতে লাগলেন এবং তিনি অযু করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁর দু হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং মস্তক ও মোজাদ্বয় মাসেহ করলেন।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানার পর অযু ছাড়া কুরআন পড়া। মনসুর ইবরাহীম নাখয়ী র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গোসলখানায় অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করা ও চিঠি লেখা বৈধ। হাম্মাদ ইবরাহীম র. থেকে বর্ণনা করেছেন, কাপড় পরা অবস্থায় গোসলখানায় সালাম দেয়া যায়। অন্যথায় নয়।

١٧٨.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَهِىَ

১০. এ আদেশ বাতিল হয়ে গেছে।

خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ وَاَهْلُهُ فِى طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَو قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَو بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِى وَاَخَذَ بِأُذُنِى الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ٠

১৭৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার খালা ও রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে এক রাত কাটান। তিনি বলেন, আমি বিছানায় আড়াআড়ি শুলাম এবং রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুলেন। রসূলুল্লাহ স. অর্ধরাত্রি কিংবা তার কিছু কম-বেশী সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে চোখ-মুখ মলতে মলতে বসে গেলেন। অতপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন এবং ঝুলন্ত মশকের নিকট গিয়ে উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর নামায পড়তে দাঁড়ালেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমিও উঠে গিয়ে তাঁর মত করলাম। তারপর তাঁর (বাম) পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার ওপর ডান হাত রেখে আমার ডান কানটি ধরে মললেন (এবং আমাকে ডান পাশে আনলেন)। তারপর দু রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। (মোট বার রাকাআত) তারপর বেতের পড়লেন। তারপর মুয়াযযিন তাঁর নিকট আসা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে দু' রাকআত হালকা নামায (সুন্নত) পড়লেন। তারপর বের হয়ে (মসজিদে) ফজরের (ফরয) নামায আদায় করলেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণ বেহুশ না হলে, কেবল মাথা চক্কর দিলে অযু নষ্ট হয় না।

١٧٩. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ وَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰه فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَ اَىْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلَّانِى الْغَشْىُ وَجَعَلْتُ اَصُبُّ فَوْقَ رَاْسِىْ مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلَّا قَدْ

رَأَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتَى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

১৭৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী ও আমার বোন আয়েশার নিকট আসলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হচ্ছিল। দেখি লোকেরা সবাই নামায পড়ছে। আয়েশাও নামাযে শরীক হয়েছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকদের কি হলো ? (অসময়ে নামায কেন ?) তিনি 'সুবহানাল্লাহ' পড়লেন এবং হাত দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, (এই সূর্যগ্রহণ কি) কোনো নিশানী (আযাব না অন্য কিছুর) ? তিনি আমাকে ইতিবাচক ইংগিত দিলেন। কাজেই আমিও নামাযে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতে দাঁড়াতে আমার মাথায় চক্কর এসে গেল। আমি নিজের মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষে আল্লাহর প্রশংসা ইত্যাদি করার পর বললেন, যেসব বস্তু আমি এ পর্যন্ত দেখিনি সেসব আমাকে এ স্থানে (দাঁড়ানো অবস্থায়) দেখানো হয়েছে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যন্তও। অবশ্য আমাকে অহী দ্বারা খবর দেয়া হয়েছে যে, তোমরা কবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে দাজ্জালের মতো অথবা তার কাছাকাছি পরীক্ষার। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জানি না (মতো বা কাছাকাছি) এ দুটির মধ্যে কোন্ শব্দটি আসমা বলেছিলেন। তোমাদের প্রত্যেকের নিকট ফেরেশতা পাঠানো হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে (নিজের প্রতি ইঙ্গিত করে) এ লোকটি সম্পর্কে কি জানো ? মুমিন বা মুকিম ব্যক্তি—(বর্ণনাকারী বলেন ঃ) এ দু'টির মধ্যে কোন্ শব্দটি আসমা বলেছিলেন তা আমার মনে নেই—বলবে ঃ তিনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের নিকট আল্লাহর হুকুম ও হেদায়াত এনেছিলেন। তাঁর ডাকে আমরা সাড়া দিয়েছিলাম। তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলাম। তাঁর আনুগত্য করেছিলাম। তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে, আরামে শুয়ে থাক। প্রকৃতপক্ষে তুমি তাঁর ওপর ঈমান এনেছিলে। আর মুনাফিক বা সংশয়ী—জানি না আসমা এ দু'টির মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন—মৃত ব্যক্তিকে এরূপ জিজ্ঞেস করা হলে, সে বলবে, আমি কিছু জানি না, অন্যান্য লোকদেরকে যেরূপ বলতে শুনেছিলাম, আমিও তদ্রূপ বলেছিলাম। (তখন সেই লোকটির ওপর কঠিন আযাব দেয়া হবে।)

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা উচিত। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা নিজ নিজ মাথা মাসেহ করো।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রা. বলেন, মাথা মাসেহের ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মাথার অংশবিশেষ মাসেহ করা যথেষ্ট কিনা। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন (এবং মাথার অংশবিশেষ মাসেহ করা জায়েয গণ্য করেন)।

١٨٠.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ اَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَي يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاءِ ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

১৮০. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি আমাকে দেখাতে পারেন রসূলুল্লাহ স. কিভাবে অযু করতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি পানি আনিয়ে নিজের হাতের ওপর ঢেলে (কব্জি) পর্যন্ত দু'বার ধুলেন। তারপর তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন (অর্থাৎ নাকে পানি দিলেন)। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু হাত দু'বার করে ধুলেন। তারপর দু' হাত দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন—উভয় হাত অগ্র পশ্চাত টেনে। শুরু করলেন মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে এবং নিয়ে গেলেন ঘাড় পর্যন্ত। তারপর, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। অতপর দু'পা ধুলেন।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধোয়া।

١٨١.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِىِّ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

১৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। একদা তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি একটি পানির পাত্র আনিয়ে দু' হাতের (কব্জি) পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর তিনি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। তারপর তিনি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুইলেন। তারপর পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে মাথা মাসেহ করলেন। তিনি একবার হাত দু'টি অগ্র-পশ্চাত টেনে মাসেহের কাজ সমাধা করলেন। অবশেষে তিনি দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত করলেন।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পরিবারের লোকদেরকে মেসওয়াক ভিজানো পানি দিয়ে অযু করার নির্দেশ দেন।

١٨٢.عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُوْنَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ فَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَاَفْرِغَا عَلَى وُجُوْهِكُمَا وَنُحُوْرِكُمَا.

১৮২. হুজাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ স. দুপুরের সময় আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর জন্য অযুর পানি আনা হলো। তিনি অযু করলেন। লোকেরা তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মলতে লাগলেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. যোহরের দু' রাকআত ও আসরের দু' রাকআত নামায পড়লেন। তাঁর সামনে এ সময় বর্শার মতো একটি লাঠি পোঁতা ছিল। (সফরের কারণে কসরের নামায পড়েন) আবু মূসা রা. বলেন, নবী স. একটি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন এবং তা থেকে তিনি তাঁর দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন এবং তা দ্বারা কুল্লি করলেন, তারপর তাদের দু'জনকে (অর্থাৎ আবু মূসা ও বেলালকে) বললেন, তোমরা এটা পান কর এবং তোমাদের মুখ ও গর্দান ভালরূপে ধৌত করো।

١٨٣.عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّهُ قَالَ وَاِذَا تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ كَانُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْئِهِ.

১৮৩. মিসওয়ার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য লোকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যেত।

١٨٤.عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَ بِىْ خَالَتِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِىْ وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِىْ وَدَعَا لِىْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

১৮৪. সাইব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে নবী স.-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল স. আমার এ বোনপোর পায়ে ব্যথা। তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন এবং আমি তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। এরপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু' কাঁধের মধ্যস্থিত নবুওয়াতের মোহর প্রত্যক্ষ করলাম। তা ছিল পর্দার ঘুন্টির মতো।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ এক আঁজলা পানি দ্বারা কুল্লি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়েয।

١٨٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ اَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ اَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا اَقْبَلَ وَمَا اَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি পাত্র থেকে পানি ঢেলে তাঁর দু' হাত ধুলেন। তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরূপ তিনি তিনবার করলেন। তিনি তিনবার মুখমণ্ডলও ধুলেন। তারপর তিনি দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার ধুলেন এবং নিজের মাথায় অগ্র-পশ্চাত হস্ত সঞ্চালন করে মাসেহ করলেন। অতপর দু' পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ধুলেন। তারপর বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অযু এরূপ ছিল।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ একবার মাথা মাসেহ করা।

١٨٦. سُئِلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَأَهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَاَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَاَدْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَدَّثَنَا مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً .

১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.-কে রসূলুল্লাহ স.-এর অযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি পানির একটি পাত্র আনালেন এবং তা থেকে পানি নিয়ে তিনি লোকদেরকে অযু করে দেখালেন। তিনি দু হাতের ওপর (কব্জি পর্যন্ত) পানি ঢেলে তা তিনবার ধুলেন। তারপর তাঁর হাত পানির পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার নাক ঝাড়লেন। তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দু' হাতের কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মাথা মাসেহ করলেন—হস্ত অগ্র পশ্চাত সঞ্চালন করে।[১১] তারপর তাঁর হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে দু'পা (গোড়ালী পর্যন্ত) ধুলেন। (ইমাম বুখারী

১১. অনুচ্ছেদের সাথে হাদীসের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলা যেতে পারে যে, হাদীসে মাথা মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে, দুবার মাসেহ করার কথা বলা হয়নি। কাজেই এখান থেকে একবার মাসেহ করাই প্রমাণ হয়।

বলেন ঃ) আমার নিকট মূসা ওহাইব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ তিনি [নবী স.] নিজের মাথা মাসেহ করেছেন একবার।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে অযু করা। নারীর অযুর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা বৈধ। উমর রা. গরম পানি ও নাসরানীর ঘরের পানি দিয়ে অযু করেছেন।

١٨٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْعًا ٠

১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যমানায় নারী ও পুরুষ একত্রে (একই পাত্র থেকে) অযু করতেন।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ স. বেহুশ ব্যক্তির ওপর অযুর অবশিষ্ট পানি নিক্ষেপ করেছেন।

١٨٨.عَنْ جَابِرًا يَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَنَا مَرِيْضٌ لاَ أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنْ وَضُوْئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ اِنَّمَا يَرِثُنِىْ كَلاَلَةٌ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ ٠

১৮৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমার অসুখ দেখতে আসলেন। আমি বেহুশ অবস্থায় শায়িত ছিলাম। তিনি অযু করে তার অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল স.! আমার মীরাস কে পাবে ? কেননা একমাত্র কালালাই আমার ওয়ারিস। এ সময় ফারায়েযের আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১২]

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কাঠ ও পাথরের পাত্রে অযু ও গোসল করা।

١٨٩.عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ اِلَى اَهْلِهِ وَبَقِىَ قَوْمٌ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ اَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً ٠

১৮৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের সময় উপস্থিত হলে যাদের বাড়ী মসজিদের কাছাকাছি ছিল তারা বাড়ীতে অযু করতে চলে গেল এবং অবশিষ্ট লোক রয়ে গেল। রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পাথরের একটি পাত্রে করে পানি আনা হলো। পাত্রটি এত ছোট ছিল যে, তাতে হাত মেলা যেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই সেই পানি দ্বারা অযুর কাজ সমাধা করলো। আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা কতজন লোক ছিলেন ? তদুত্তরে তিনি বললেন, আশির (কিছু) বেশী।

---

১২. যে ব্যক্তির পিতা ও সন্তান-সন্ততি নেই তার উত্তরাধিকারীকে কালালা বলে।

١٩٠.عَنْ اَبِىْ مُوْسَى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيْهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ ٠

১৯০. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক বাটি পানি আনিয়ে তা দিয়ে নিজের দু হাত ও মুখমণ্ডল ধুলেন এবং কুল্লি করলেন।

١٩١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَاَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ٠

১৯১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. একদা আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর জন্য এক ছোট পাত্রে পানি আনলাম। তিনি অযু করলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ও দু'বার দু'বার হস্তদ্বয় ধৌত করলেন এবং অগ্র-পশ্চাত হস্ত সঞ্চালন করে মাথা মাসেহ করলেন। অবশেষে পা দু'টি ধুলেন।

١٩٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِىْ اَنْ يُّمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اٰخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَأَخْبَرَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىُّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّى أَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِىْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ٠

১৯২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন পীড়িত হলেন এবং তাঁর পীড়া বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে শুশ্রূষা লাভ করার জন্য তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। নবী স. দু ব্যক্তির ওপর ভর করে বের হলেন। তাঁর পদযুগল আব্বাস রা. ও আরেকজন ব্যক্তির মাঝখানে মাটিতে ঘষতে ঘষতে যাচ্ছিল। উবাইদুল্লাহ (এ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে এ হাদীসটির কথা বলায় তিনি বললেন, তুমি কি জান অন্য লোকটি কে? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, অন্য লোকটি হলেন আলী ইবনে আবু তালিব। আয়েশা রা. বলেন, নবী স. তাঁর গৃহে (আয়েশার কক্ষ) প্রবেশ করার পর পীড়া আরও বেড়ে গেল। তখন তিনি বললেন ঃ এমন সাতটি মশকের পানি আমার ওপর ঢালো, এখন পর্যন্ত

যেগুলোর বাঁধন খোলা হয়নি, তাহলে হয়তো আমি লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিতে সমর্থ হবো। তারপর তাঁকে তাঁর স্ত্রী হাফসা রা.-এর একটি গামলায় বসানো হলো এবং আমরা তাঁর ওপর মশকের পানি ঢালতে লাগলাম। অবশেষে তিনি ইঙ্গিত করে আমাদেরকে জানালেন, তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে। এরপর তিনি বাইরে লোকদের নিকট গেলেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ গামলা থেকে অযু করা।

١٩٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَاَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

১৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি নবী স.-কে কিভাবে অযু করতে দেখেছেন ? একথা শুনে তিনি একটি গামলা আনালেন এবং দু হাতের ওপর উত্তম রূপে পানি ঢেলে তিনবার ধুইলেন। তারপর পাত্রের ভিতরে হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি নিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর দু হাতের কব্জি পর্যন্ত দুবার ধুইলেন। তারপর হাতে পানি নিয়ে মাথা মাসেহ করলেন—হাত দুটি পিছনে আনলেন আবার সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর পা দুটি ধুইলেন এবং বললেন, আমি নবী স.-কে এভাবে অযু করতে দেখেছি।

١٩٤.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيْهِ قَالَ اَنَسٌ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ اَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِيْنَ اِلَى الثَّمَانِيْنَ.

১৯৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক পাত্র পানি আনতে বললেন। তাঁকে একটি অগভীর পাত্র দেয়া হলো, তাতে অল্প পানি ছিল। তিনি তাতে আঙুল রাখলেন। আনাস রা. বলেন, আমি পানির দিকে তাকিয়ে রইলাম এবং প্রত্যক্ষ করলাম, পানি তাঁর আঙুল থেকে উপচে পড়ছে। আমার অনুমান যারা সেই পানি থেকে অযু করেছে, তাদের সংখ্যা সত্তর থেকে আশি হবে।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক মুদ পানি দিয়ে অযু করা।

١٩٥.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْسِلُ اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

১৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এক সা' হতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল এবং এক মুদ পানি দিয়ে অযু করতেন।[১৩]

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা জায়েয।

١٩٦.عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَاَلَ عُمَرَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَ تَسأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ ،

১৯৬. সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী করীম স. একদা মোজার ওপর মাসেহ করলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর ঐ হাদীস সম্বন্ধে উমর রা.-কে জিজ্ঞেস করায়, তিনি বললেন, হ্যাঁ ঠিক, সা'দ যখন নবী স. হতে কিছু রেওয়ায়াত করেন, তখন সে সম্বন্ধে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করো না।

١٩٧.عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيْرَةُ بِاِدَاوَةٍ فِيْهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ،

১৯৭. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে তিনি (মুগীরা) একটি পানির পাত্রসহ তাঁর অনুসরণ করেন। রসূলুল্লাহ স. প্রাকৃতিক প্রয়োজন শেষ করলে, তিনি তাঁর (হাত-পায়ের) ওপর পানি ঢালেন—রসূলুল্লাহ স. অযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

١٩٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১৯৮. আমর ইবনে উমাইয়া যমরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে মোজার ওপর মাসেহ করতে দেখেছেন।

١٩٩. وَعَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ ،

১৯৯. আমর ইবনে উমাইয়া যমরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে পাগড়ী ও মোজার ওপর মাসেহ করতে দেখেছি।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ পাক অবস্থায় মোজা পরিধান করা।

٢٠٠. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ،

২০০. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদা নবী স.-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমি তাঁর মোজাদ্বয় খোলার জন্য উদ্যত হলে তিনি আমাকে

১৩. এক 'মুদ' প্রায় এক সের এবং চার 'মুদে' এক সা'।

বললেন, ছেড়ে দাও ; কেননা আমি পাক অবস্থায় এটি পরিধান করেছি। এই বলে তিনি মোজার ওপরে মাসেহ করলেন।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর গোশত এবং ছাতু খেলে অযু করার প্রয়োজন নেই। আবু বকর রা., উমর রা. ও উসমান রা. প্রমুখ গোশত খেলেন। কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

২০১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একদা বকরীর রান খেলেন অতপর নামায পড়লেন, কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّيْنَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০২. আমর ইবনে উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে এ মর্মে সংবাদ দেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বকরীর রান কেটে খেতে দেখেন। অতপর তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি ছুরি রেখে দিয়ে নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ ছাতু খেয়ে অযু করার দরকার নেই। কেবল কুল্লি করলে চলবে।

٢٠٣. عَنْ سُوَيْدِ بْنَ النُّعْمَانِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ اَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْاَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَأَمَرَبِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৩. সুওয়াইদ ইবনে নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খায়বারের বছরে বের হলেন। লোকেরা খায়বারের কাছাকাছি 'সহবা' নামক স্থানে পৌছলে, তিনি আসরের নামায পড়লেন। তারপর তিনি লোকদেরকে খাবার আনতে বললেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছু পাওয়া গেলো না। তিনি সেগুলো ভিজাতে বললেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. তা খেলেন এবং আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য উঠলেন এবং কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। তারপর তিনি নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

٢٠٤. عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ·

২০৪. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. তাঁর নিকট বকরীর রানের গোশত খেলেন। তারপর নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান করে কি কুল্লি করা দরকার ?

٢٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا .

২০৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. দুধ পান করে কুল্লি করলেন এবং বললেন, দুধে তৈলাক্ততা রয়েছে।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমালে অযু করতে হবে। কিন্তু এক-দুবার ঝিমালে অযু করার দরকার নেই।

٢٠٦. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ

২০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায পড়া অবস্থায় ঝিমাতে থাকবে, তখন যেন সে পুরোপুরি ঘুমিয়ে নেয়। কেননা ঝিমান অবস্থায় নামায পড়তে থাকলে সে জানতে পারবে না যে সে মাগফেরাত চাচ্ছে, না নিজের জন্যে বদদোয়া করছে।

٢٠٧. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ .

২০৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে ঝিমাতে থাকে, তখন যেন সে ততক্ষণ ঘুমাতে থাকে যতক্ষণ সে বুঝতে পারে যে, সে নামাযের মধ্যে কি পড়ছে।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ হদস না হলেও অযু করা চলে।

٢٠٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ كَانَ يُجْزِئُ اَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ .

২০৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. প্রত্যেক নামাযের সময় অযু করতেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনারা কি করতেন ? তিনি বললেন, আমাদের জন্য হদস না হওয়া পর্যন্ত একই অযু যথেষ্ট ছিল।[১৪]

٢٠٩. عَنْ سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْاَطْعِمَةِ

১৪. হদস অর্থ বে-অযু হওয়া।

فَلَمْ يُؤْتَ اِلاَّ بِالسَّوِيْقِ فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

২০৯. সুওয়াইদ ইবনে নোমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে খায়বারের বছরে বের হলাম। সাহবা নামক স্থানে পৌছলে, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন। নামাযের পর তিনি খাবার আনার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু ছাতু ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। আমরা তা খেলাম ও পান করলাম। তারপর নবী স. মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুল্লি করে নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করলেন না।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা না করা কবীরা গোনাহ।

٢١٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِيْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ رَطْبَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا.

২১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. মদীনার অথবা মক্কার কোনো এক বাগান অতিক্রমের সময় দু'জন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাদেরকে তাদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী স. বললেন, এদের দুজনকে আযাব দেয়া হচ্ছে কিন্তু কোনো বড় কাজের জন্য নয়। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁ একজন পেশাবের ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অন্যজন চোগলখুরী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা খেজুরের ডাল আনিয়ে দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে পুঁতে রেখে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল ! এরূপ করলেন কেন ? জবাবে তিনি বললেন, হয়তো এর কারণে তাদের গোর আযাব ডাল দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত হালকা হতে পারে।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব থেকে পবিত্র হওয়া। নবী স. এমন কবরবাসী সম্পর্কে বলেছেন, যে পেশাব করার সময় তার ছিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না, তিনি শুধু মানুষের পেশাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

٢١١.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ ·

২১১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি পানি নিয়ে তাঁর সাথে যেতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচ কাজ করতেন।

৫৬ক. অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ، اِمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا ·

২১২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে চলার সময় বললেন, এদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে এবং কোনো বড় কাজের দরুন এদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না এবং অপর একজন চোগল খুরী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে গেড়ে দিলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এরূপ করলেন কেন ? তিনি বললেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা এর কারণে ডাল দুটি না শুকানো পর্যন্ত তাদের গোর আযাব হালকা করতে পারেন।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. একজন বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা সত্ত্বেও কিছু বললেন না।

٢١٣. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُوْلُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوْهُ حَتَّى اِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ·

২১৩. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. জনৈক বেদুঈনকে মসজিদে পেশাব করা অবস্থায় দেখে বললেন, তাকে পেশাব শেষ করা পর্যন্ত ছেড়ে দাও। তারপর তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের ওপর ছিটিয়ে দিলেন।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢালা।

٢١٤.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ اَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ ·

২১৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করায় লোকেরা তাকে ধমক দিয়ে উঠলো। তখন নবী স. লোকদেরকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও এবং ওর পেশাবের উপর এক বালতি কিংবা এক টিন পানি ঢেলে দাও। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মানুষের সাথে কোমল ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, কঠোর ব্যবহারের জন্য নয়।

৫৮ক. অনুচ্ছেদ ঃ পেশাবের ওপর পানি প্রবাহিত করা।

٢١٥. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِيْ طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ

النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوْبٍ مِنْ مَاءٍ فَهُرِيْقَ عَلَيْهِ ·

২১৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন বেদুঈন এসে মসজিদের চত্বরে পেশাব করায় লোকেরা তাকে ধমক দিলো। কিন্তু নবী স. তাদেরকে নিষেধ করলেন এবং যখন সে পেশাব শেষ করলো, তখন নবী স. লোকদেরকে তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেবার আদেশ দিলেন। সেই মোতাবেক পানি ঢেলে দেয়া হলো।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের পেশাব সম্পর্কীয় হাদীস।

٢١٦.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتِ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَبِىٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ اِيَّاهُ ·

২১৬. মুসলিম জননী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট একটি দুধের বাচ্চা আনা হলো। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তৎক্ষণাৎ তা ধুয়ে ফেললেন।

٢١٧. عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَي ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ ·

২১৭. উম্মে কাইস বিনতে মিহসান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তার শিশুপুত্র সহ, যে তখনও ভাত খাওয়া ধরেনি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এলেন। রসূলুল্লাহ স. তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে কাপড়ে ছিটিয়ে দিলেন। কিন্তু তা ধুলেন না।[১৫]

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ বসা বা দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করা।

٢١٨.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ·

২১৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদা লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর তিনি পানি চাইলেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে গেলাম এবং তিনি অযু করলেন।[১৬]

---

১৫. ইমাম আবু হানিফা র.-এর মতে বাচ্চা ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, তার পেশাব নাপাক। তা অবশ্য ধুয়ে ফেলতে হবে। হানাফীগণ এ হাদীসটির অর্থ করে থাকেন, বেশী করে রগড়ে এবং কচলিয়ে ধোয়া হয়নি।

১৬. এখানে অযু শব্দটি লিঙ্গ ধৌতকরণ অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সাথীর নিকট পেশাব করা এবং দেয়াল দ্বারা পর্দা করা।

٢١٩.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِيْ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُوْمُ اَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ اِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ ·

২১৯. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. এক সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় তিনি দেয়ালের পিছে লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলেন। আমি তাঁর নিকট থেকে সরে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করায় আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম ; যতক্ষণ না তিনি পেশাব শেষ করলেন।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ময়লা ফেলার জায়গায় পেশাব করা।

٢٢٠.عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُوْلُ اِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا اَصَابَ ثَوْبُ اَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ اَمْسَكَ اَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ·

২২০. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আশ'য়ারী পেশাবের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করতেন এবং বলতেন, বনী ইসরাঈলরা তাদের কাপড়ে অপবিত্রতা লাগলে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। একথা শুনে হুযাইফা রা. বললেন, খুবই ভালো হতো, যদি তিনি এরূপ (কড়াকড়ি) না করতেন। কেননা রসূলুল্লাহ স. একদা লোকদের আবর্জনা ফেলার জায়গায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলা।

٢٢١.عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اَرَأَيْتُ اِحْدَانَا تَحِيْضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ، قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيْهِ ·

২২১. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল স. ! আমাদের কারোর যদি ঋতুর রক্ত তার কাপড়ে লাগে, তাহলে সে কি করবে ? তিনি বললেন ঃ রক্তের জায়গাটি রগড়াবে। তারপর পানি দিয়ে ডলে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে এবং ঐ কাপড় পরে নামায পড়বে।

٢٢٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ ، فَاِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَاِذَا

اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى قَالَ وَقَالَ أَبِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتَّى يَجِىءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ ·

২২২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, আমি একজন রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। আমি কখনও পবিত্র হই না। এমতাবস্থায় আমি কি নামায পড়া ছেড়ে দেব ? তিনি বললেন, না। কেননা এটা রক্ত শিরা। ঋতু নয়। ঋতু আসলে নামায ছাড়বে এবং ঋতু চলে গেলে রক্ত ধুয়ে নামায পড়তে থাকবে। তারপর পুনরায় ঋতু না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ বীর্য এবং নারী সম্পর্কীয় অন্যান্য নাপাকী ধোয়া সম্বন্ধে।

٢٢٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِىْ ثَوْبِهِ ·

২২৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাপড় থেকে নাপাকী ধুতাম এবং তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ নিয়ে নামায পড়তে বের হতেন।

٢٢٤.عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَثَرُ الْغَسْلِ فِىْ ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ·

২২৪. সুলাইমান ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাপড় থেকে নাপাকী ধুয়ে দিতাম এবং তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ নিয়ে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ নাপাকী ধোয়ার পরও কাপড়ে পানির দাগ রয়ে গেলে।

٢٢٥.سَمِعْتُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِى الثَّوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ وَاَثَرُ الغَسْلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَاءِ ·

২২৫. সুলাইমান ইবনে ইয়াসারকে কাপড়ে লাগা বীর্য সম্পর্কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন, আয়েশা রা. বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে দিতাম। তারপর তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগসহ নামায পড়তে যেতেন।

٢٢٦. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ أَرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا·

২২৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুতেন। তারপর তিনি কাপড়ে পানির ভিজা দাগ দেখতেন।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং ছাগলের পেশাব ও এগুলোর খোঁয়াড় সম্বন্ধে হাদীস। আবু মূসা রা. বারীদ নামক স্থানে নামায পড়েছেন এবং তার একদিকে গোবর ও অন্যদিকে বন ছিলো। তিনি বলেন, এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

٢٢٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ اَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ وَاَنْ يَشْرَبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوْا فَلَمَّا صَحُّوْا قَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِيْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِيْ اٰثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيْئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ بِقَطْعِ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَاُلْقُوْا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَلاَ يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ فَهٰؤُلاَءِ سَرَقُوْا وَقَتَلُوْا وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ·

২২৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকল কিংবা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় আসলো। (কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তাদের উপযোগী ছিল না।) নবী স. তাদেরকে (বায়তুল মালের) দুগ্ধবতী উটের নিকট গিয়ে তাদের পেশাব ও দুধ পান করতে আদেশ দিলেন। তারা গেল এবং সুস্থ হওয়ার পর নবী স.-এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এ সংবাদ দিনের প্রথম ভাগে তাঁর [রসূলুল্লাহ স.-এর] নিকট পৌঁছলে তিনি তাদের পশ্চাতে লোক প্রেরণ করেন। দুপুরের সময় তাদেরকে ধরে আনা হলো। তারপর তিনি তাদের হাত-পা কাটার হুকুম দিলেন। তাদের চোখে গরম শলাকা ঢুকিয়ে দেয়ার পর উত্তপ্ত মাটিতে ফেলে রাখা হলো। তারা পানি পানি করে চিৎকার করতে থাকলো। কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হলো না। আবু কেলাবা বলেন, তারা চুরি করেছিল, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল এবং ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল। পরিশেষে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

٢٢٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ·

২২৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মসজিদ নির্মিত হওয়ার পূর্বে ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়ে নামায পড়তেন।[১৭]

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঘি এবং পানিতে নাপাকী পড়লে কি করতে হবে। যুহরী র. বলেন, পানিতে নাপাকী পড়ার দরুন যদি তার স্বাদ, গন্ধ অথবা রং পরিবর্তিত না হয়, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই। হাম্মাদ র. বলেন, পানিতে মরা পশুর পায়খানা পড়লে পানি নষ্ট হয় না। যুহরী র. আরও বলেন, আমি সালফে সালেহীন উলামাকে মৃত জন্তুর হাড় চিরুণী হিসেবে ব্যবহার

১৭. হালাল পশুর পেশাবের পবিত্রতা এবং তা খাওয়া যায় কিনা এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

করতে এবং তা দিয়ে শরীর চুলকাতে দেখেছি। তারা এরূপ করা খারাপ মনে করতেন না। ইবনে সিরীন ও ইবরাহীম রা. হাতীর দাঁতের ব্যবসা না-জায়েয মনে করতেন না।

٢٢٩.عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ ٠

২২৯. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স.-কে ঘি-এর মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তা এবং তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খাও।

٢٣٠.عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ ٠

২৩০. মায়মুনা রা. বলেন। নবী স.-কে এমন ঘি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলো যাতে ইঁদুর পড়েছে। তিনি বললেন, তা ও তার আশপাশের ঘি তুলে নিয়ে ফেলে দাও।[১৮]

٢٣١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَكُوْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا اِذَا طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ ٠

২৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুসলমানের প্রতিটি আঘাত যা সে আল্লাহর রাহে পেয়েছে, কেয়ামতের দিন ঠিক তেমনি তাজা অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন সে প্রথম দিন পেয়েছিল। তার রক্ত বইতে থাকবে এবং তার রং হবে রক্তের রঙের মতো। কিন্তু গন্ধ হবে মৃগনাভির মতো।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ।

٢٣٢.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِاِسْنَادِهِ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِىْ لاَ يَجْرِىْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ

২৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যা প্রবাহিত হয় না। কেননা পরে হয়তো সে-ই উক্ত পানিতে গোসল করবে।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর পিঠের ওপর নাপাকী ও মৃত জন্তু নিক্ষেপ করলে তার নামায নষ্ট হয় না। ইবনে উমর নামায পড়াকালে কাপড়ে রক্ত দেখলে তা খুলে রেখে নামায আদায় করতেন। ইবনে মোসাইয়াব ও শা'বী বলেন, নামায পড়ার সময় কেউ যদি তার কাপড়ে রক্ত কিংবা জানাবাত দেখে অথবা কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়ে

১৮. এ বিধান জমাটবাধা ঘি সম্বন্ধে।

অথবা পানির অভাবে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে এবং পরবর্তী সময় পানি পায় অথবা সঠিক কেবলা জানতে পারে, এমতাবস্থায় তার নামায দোহরাতে হবে না।

٢٣٣.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْبَيْتِ وَاَبُوْ جَهْلٍ وَاَصْحَابٌ لَهُ جُلُوْسٌ اِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَيُّكُمْ يَجِئُ بِسَلَى جَزُوْرِ بَنِىْ فُلاَنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ اِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتّٰى سَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَاَنَا اَنْظُرُ لاَ اُغْنِىْ شَيْئًا لَوْ كَانَتْ لِىْ مَنْعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْحَكُوْنَ وَيُحِيْلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ اِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الدَّعْوَةَ فِىْ ذٰلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمّٰى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَبِىْ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ، وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظْهُ، قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ عَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَرْعٰى فِى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ.

২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. কা'বার নিকট নামায পড়ছিলেন এবং আবু জেহেল ও তার কয়েকজন সাথী সেখানে বসেছিল। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বললো, তোমাদের মধ্য থেকে কে অমুক গোত্রের উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে তার পিঠের ওপর রেখে দিতে পারো ? অতপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় পাষণ্ডটি[১৯] ওঠে গিয়ে তা এনে অপেক্ষায় রইলো। নবী স. যখন সিজদায় গেলেন, তখন সেই পাষণ্ড সেটি তাঁর দু কাঁধের মধ্যখানে পিঠের ওপর রেখে দিলো। আমি তা দেখছিলাম। কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না। হায় আমার যদি কিছু করার শক্তি থাকতো।[২০] তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগলো এবং একে অপরের ওপর দোষ চাপাতে লাগলো। রসূলুল্লাহ স. সিজদায় ছিলেন, তিনি মাথা তুলতে পারছিলেন না। এমন সময় ফাতেমা রা. এসে তা তাঁর পিঠ থেকে সরালে তিনি (রসূল) মাথা তুলে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের পাকড়াও করো।" এ বদদোয়ায় তারা মনে আঘাত পেল। কেননা এ শহরে দোয়া কবুল হয়। তারপর তিনি নাম ধরে বদদোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবু জেহেল, উতবা ইবনে রবীয়া, শাইবা ইবনে রবীয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং উকবা ইবনে আবি মুআইতকে পাকড়াও করো।" তিনি সপ্তম ব্যক্তির নাম করেছিলেন, কিন্তু বর্ণনাকারী তা ভুলে গেছেন। আবদুল্লাহ বলেন, সেই সত্তার কসম

---

১৯. এ পাষণ্ডটি ছিল উকবাহ।

২০. অর্থাৎ যদি আমার সাথে কিছু লোক থাকতো তাহলে তাদের সহায়তায় আমি এর মোকাবিলা করতাম।

যার হাতে আমার জীবন, রসূলুল্লাহ স. যে সকল লোকের নাম নিয়েছিলেন, আমি তাদের প্রত্যেককে বদরের অন্ধকার কূপে পড়ে থাকতে দেখেছি।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে থুথু ফেলা ইত্যাদি। উরওয়াহ র. মেসওয়ার এবং মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. হুদাইবিয়ার যুদ্ধে বের হন। তারপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, রসূলুল্লাহ থুথু ফেললে তা কোনো না কোনো সাহাবীর হাতে গিয়ে পড়তো এবং তিনি সাথে সাথে তা নিজের মুখে ও শরীরে মর্দন করতেন।

٢٣٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ثَوْبِهِ .

২৩৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. তার কাপড়ে থুথু ফেলেছিলেন।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নাবীয (খেজুর ভিজানো পানি) এবং এমন পানি যার দ্বারা মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়, তা দিয়ে অযু করা জায়েয নয়। হাসান ও আবুল আলিয়া এটাকে মাকরূহ মনে করেন। আতা রা. বলেন, আমার মতে নাবীয ও দুধ দ্বারা অযু করার চেয়ে তায়াম্মুম করা ভালো।

٢٣٥.عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

২৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রতিটি পানীয় দ্রব্য হারাম।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া। আবুল আলিয়া তার ছেলেদেরকে বলেন, তা আমার পায়ে মর্দন করো। কেননা তিনি রোগগ্রস্ত ছিলেন।

٢٣٦.عَنْ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِأَيِّ شَيْئٍ دُوْوِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِيَ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. كَانَ عَلِيٌّ يَجِيْءُ بِتُرْسِهِ فِيْهِ مَاءٌ ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ.

২৩৬. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, রসূলুল্লাহ স.-এর যখমের চিকিৎসা কিভাবে করা হয়েছিলো ? তিনি বলেন, বর্তমানে এমন কেউ নেই যে, এ সম্বন্ধে আমার চেয়ে ভাল জানে। আলী ঢাল ভরে পানি আনছিলেন, আর ফাতেমা তাঁর চেহারা হতে রক্ত ধুচ্ছিলেন। তারপর খেজুর পাতার একটা চাটাই এনে জ্বালিয়ে তার ছাই তাঁর যখমে ভরে দেয়া হলো।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেসওয়াক সম্বন্ধীয় হাদীস। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট এক রাত যাপন করি। তিনি মেসওয়াকের সাহায্যে দাঁত পরিষ্কার করেছিলেন।

٢٣٧. عَنْ اَبِيْ مُوْسَى قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُوْلُ اُعْ اُعْ ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيْهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ .

২৩৭. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী স.-এর নিকট এসে দেখি, তিনি তাঁর হস্তস্থিত মেসওয়াক দিয়ে দাঁত ঘসছেন। তিনি মুখে মেসওয়াক রেখে এমনভাবে উঃ উঃ করছেন, মনে হলো যেন বমি করবেন।

٢٣٨.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ

২৩৮. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতে যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন মেসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ বড়জনকে মেসওয়াক দেয়া উচিত।

٢٣٩.عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اُرَانِيْ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَ نِيْ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِيْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا،

২৩৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি ঘুমের মধ্যে দেখলাম যে, আমি একটি মেসওয়াক নিয়ে মেসওয়াক করছি। এমন সময় আমার নিকট দুজন লোক আসলো। একজন অপরজন অপেক্ষা বড়। আমি তাদের মধ্যে ছোটজনকে মেসওয়াক দিতে গেলাম। কিন্তু আমাকে বলা হলো, বড়জনকে দিন। আমি সেই মোতাবেক তাদের বড়জনকে দিলাম।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ অযু সহ ঘুমানোর ফযীলত।

٢٤٠.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ ، وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً اِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ ، فَاِنْ مُتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَاَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ـ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ اَللّٰهُمَّ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُوْلِكَ قَالَ لاَ وَنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

২৪০. বারাআ ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাকে বললেন, তুমি বিছানায় যাবার সময় নামাযের অযুর মতো অযু করবে। তারপর ডান কাত হয়ে শুয়ে বলবে, اللهم اسلمت وجهى اليك ..... الذى ارسلت "হে আল্লাহ! আমি ঝুঁকিয়ে দিলাম আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে। ন্যস্ত করলাম আমার বিষয় তোমার নিকট। আমি তোমাকে নিজের পৃষ্ঠপোষক করলাম—তোমার প্রতি আশা ও ভয় রেখে। তোমার

ছাড়া কোনো আশ্রয় ও কোনো মুক্তি নেই। হে আল্লাহ ! আমি তোমার অবতীর্ণ গ্রন্থের (কুরআনের) প্রতি ঈমান রাখি এবং (ঈমান রাখি) তোমার নবীর প্রতি, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।" যদি তুমি এ দোআ পড়ার পর ঐ রাতে মারা যাও, তাহলে ঈমানের ওপর মারা যাবে। একথাগুলোকে (অর্থাৎ এ দোআকে) তোমার (রাতের) সর্বশেষ কথায় পরিণত করো।[২১] বারাআ রা. বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট একথাগুলো পুনরাবৃত্তি করি। যখন আমি اللهم امنت بكتابك الذى انزلت পর্যন্ত পৌঁছলাম, তখন বললাম. ورسولك الذى ارسلت তিনি বললেন, না। বরং বলো ونبيك الذى ارسلت

২১. এ থেকে প্রমাণ হয় যে, দোআয় রসূলুল্লাহ স.-এর উচ্চারিত শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

অধ্যায়-৫

كِتَابُ الْغُسْلِ

(গোসলের বর্ণনা)

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَالطَّهَّرُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ وَقَوْلِهٖ جَلَّ ذِكْرُهٗ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, "যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। তোমরা যদি রুগ্ন হও বা সফরে থাক বা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীর সাথে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে। আল্লাহ্ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, আর তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যাতে তোমরা শোকর আদায় কর।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬) এবং মহামহীম আল্লাহর বাণী, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারেও যেয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার, আর যদি তোমরা পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। আর তোমরা যদি রুগ্ন হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচাগার থেকে আসে অথবা স্ত্রী সহবাস করে, আর পানি না পায় তাহলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা মুখ ও হাতে বুলাবে, আল্লাহ্ গুনাহ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।-সূরা নিসা ঃ ৪৩

১. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পূর্বে অযু সম্পর্কে আলোচনা।

٢٤١. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ

فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ .

২৪১. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন জানাবাতের[১] গোসল করতেন, তখন প্রথমে হাত দুটি ধুতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে তা দিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করতেন। তারপর দু' হাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি নিজের মাথায় ঢালতেন। পরিশেষে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন।

٢٤٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْاَذٰى ثُمَّ اَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هٰذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

২৪২. নবী স.-এর স্ত্রী মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন, তবে দু' পা ধুলেন না এবং লজ্জাস্থান ও যে অঙ্গ অপবিত্র হয়েছিল, তা ধুয়ে ফেললেন। তারপর নিজের (শরীরের) ওপর পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর পা দুটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ধুয়ে ফেললেন। এটাই ছিল তাঁর জানাবাতের গোসল।

২. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর এক সাথে গোসলের বর্ণনা।

٢٤٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ .

২৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। সেটি ছিল পিতল বা তামার পাত্র। যাকে ফারাক[২] বলা হয়।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ সা'[৩] এবং এ পরিমাণের পানি দ্বারা গোসল সম্পর্কে আলোচনা।

٢٤٤.عَنْ اَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ اَنَا وَأَخُوْ عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوْهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِاِنَاءٍ نَحْوٍ مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ .

২৪৪. আবু সালমাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ও আয়েশার ভাই আয়েশার নিকট গেলাম, তাঁকে রসূলুল্লাহ স.-এর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটি পাত্রে এক সা' পরিমাণ পানি আনালেন। তিনি তাতে গোসল করলেন এবং মাথায় পানি বহালেন। (এ সময়) তাঁর ও আমাদের মধ্যে পর্দা ছিল।

---

১. স্ত্রী সহবাসের কিংবা স্বপ্নবশতঃ রেতঃপাতের ফলে সৃষ্ট নাপাকী অবস্থাকে জানাবাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তিকে জুনুবী বলা হয়। এরূপ অবস্থায় গোসল করা ফরয।

২. পিতল বা তামার পাত্রকে 'ফারাক' বলা হয়। এ ধরনের পাত্রে সাধারণতঃ দশ-বার সের পানি ধরে।

৩. এক সা'র পরিমাণ প্রায় চার সের।

٢٤٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هُوَ وَاَبُوْهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيْكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِيْنِيْ فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِيْ مَنْ هُوَ أَوْفٰى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ اَمَّنَا فِيْ ثَوْبٍ ·

২৪৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার পিতা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর কাছে ছিলেন। সেখানে আরো কিছু লোক ছিলেন। তারা তাকে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায়, তিনি বললেন, এক সা' পানি তোমার জন্য যথেষ্ট। সে বললো, এক সা' পানি আমার জন্য যথেষ্ট নয়। জাবির জবাবে বলেন, যাঁর মাথায় তোমার চেয়ে বেশী চুল ছিলো এবং যিনি তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন, (রসূলুল্লাহ) তাঁর জন্য এক সা' পানিই যথেষ্ট ছিল। তারপর তিনি আমাদেরকে এক কাপড়ে নামায পড়ালেন।

٢٤٦.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَمَيْمُوْنَةَ كَانَ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ·

২৪৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ও (তাঁর স্ত্রী) মায়মুনা রা. উভয় একই পাত্রের পানি হতে গোসল করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢালল।

٢٤٧.عَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَأُفِيْضُ عَلَى رَأْسِيْ ثَلاَثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ·

২৪৭. জুবাইর ইবনে মুতইম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি দু' হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন।

٢٤٨. عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا

২৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

٢٤٩.سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْخُذُ ثَلاَثَةَ اَكُفٍّ وَيُفِيْضُهَا عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِيَ الْحَسَنُ اِنِّي رَجُلٌ كَثِيْرُ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرُ مِنْكَ شَعْرًا ·

২৪৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী স. তিন আঁজলা পানি নিয়ে মাথায় ঢালতেন। তারপর তা শরীরের বাকী অংশে প্রবাহিত করতেন। প্রশ্নকারী বলেন, আমার চুল খুব বেশী। জাবির বলেন, নবী স.-এর চুল তোমার চেয়ে বেশী ছিল।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ শরীরের অঙ্গ একবার করে ধোয়া।

٢٥٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانَةِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ٠

২৫০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। মায়মুনা বলেছেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তাঁর দু' হাত দু'বার কিংবা তিনবার ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনি বাঁ হাতে পানি নিয়ে তাঁর পুরুষাঙ্গ ধৌত করলেন। তারপর হাত মাটিতে রগড়ালেন। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও দু' হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। সবশেষে সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে ফেললেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোসলের সময় হেলাব বা খুশবু ব্যবহার করেন।

٢٥١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ ٠

২৫১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসলের সময় হেলাবের[৪] মত একটি পাত্র চেয়ে নিতেন। তারপর আঁজলা ভরে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিক ধুয়ে ফেলতেন। তারপর মাথার মাঝখানে দু' হাত দিয়ে পানি ঢালতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া।

٢٥٢. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً فَأَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَاَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اُتِيَ بِمِنْدِيْلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.

২৫২. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত ধুয়ে ফেললেন। তারপর পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর হাতটি মাটিতে রগড়ালেন এবং ধুয়ে ফেললেন। তারপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন এবং মাথায় পানি ঢাললেন এবং

৪. হেলাব এমন পাত্র যাতে চার সেরের মতো পানি ধরে।

সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। অতপর তাঁকে গা মোছার জন্য রুমাল দেয়া হলো। কিন্তু তিনি তা ব্যবহার করলেন না।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ হাত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করার জন্য মাটিতে রগড়ান।

٢٥٣. عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ·

২৫৩. মায়মুনা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসল করলেন। হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন, তারপর হাত দেয়ালে রগড়ে ধুয়ে নিলেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। তারপর গোসল শেষে পা দুটি ধুলেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী (যার ওপর গোসল ফরয হয়েছে) ব্যক্তি হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করাতে পারে কিনা, যখন তার হাতে জানাবাতের নাপাকী ছাড়া অন্য কোনো নাপাকী না থাকে ? ইবনে উমর ও বারাআ ইবনে আযিব হাত ধোয়ার পূর্বে পাত্রে হাত প্রবেশ করিয়ে অযু করেছিলেন। ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস সেই পানিকে খারাপ মনে করেন না, যা জানাবাতের গোসল থেকে টপকে পড়ে।

٢٥٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ اَيْدِيْنَا فِيْهِ·

২৫৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম এবং আমাদের উভয়ের হাত তাতে পড়তো।

٢٥٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ

২৫৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসলের পূর্বে নিজের হাত ধুয়ে নিতেন।

٢٥٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ ـ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ـ

২৫৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম। আবদুর রহমান ইবনে কাসিম র. তার পিতার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

٢٥٧.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلاَنِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ ـ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

২৫৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ও তাঁর একজন স্ত্রী একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতেন। মুসলিম র. এবং ওয়াহব ইবনে জারীর র. শুবা রা. থেকে তা ফরয গোছল ছিল' বলে বর্ণনা করেছেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গোসলের সময় ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর পানি ফেলেছেন।

٢٥٨.عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ سُلَيْمَانُ لاَ اَدْرِىْ اَذَكَرَ الثَّالِثَةَ اَمْلاَ، ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا

২৫৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং পর্দার ব্যবস্থা করলাম। তিনি নিজের হাতে পানি ঢেলে একবার কিংবা দু'বার ধুলেন। রাবী সুলাইমান বলেন, তিনবার কিনা তা আমি জানি না। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে পানি ঢেলে তা দিয়ে পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর নিজের হাত মাটিতে কিংবা প্রাচীরের ওপর রগড়ালেন। এরপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল, দু'হাত ও মাথা ধৌত করলেন। তারপর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। এরপর সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। আমি তাঁর গা মোছার জন্য এক টুকরো কাপড় এনে দিলাম। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে হাত দিয়ে গা মুছলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গোসল এবং অযু পৃথক পৃথকভাবে করা। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি অযুর অংগগুলো শুকিয়ে যাওয়ার পর দু'পা ধুয়েছিলেন।

٢٥٩.عَنْ مَيْمُوْنَةَ وَضَعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيْرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ٠

২৫৯. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি তা তাঁর দু' হাতের ওপর ঢেলে দু'বার কিংবা তিনবার করে ধুলেন। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে নিজের পুরুষাঙ্গ ধুলেন। এরপর তিনি হাতটি মাটিতে রগড়ালেন, অতপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল, দু হাত ও মাথা তিনবার করে ধুলেন এবং সারা শরীরে পানি ঢাললেন। সবশেষে সেখান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে নিলেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ একবার স্ত্রী সহবাস করার পর দ্বিতীয়বার স্ত্রী সহবাস করা এবং একই গোসলে সব স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

٢٦٠.عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيْبًا ٠

২৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর শরীরে খুশবু লাগিয়ে দিতাম। তারপর তিনি স্ত্রীদের কাছে যেতেন। অতপর সকালে গোসলের পর ইহরাম বাঁধতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর শরীর থেকে খুশবু ছড়িয়ে পড়তো।

٢٦١.عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ اِحْدَى عَشَرَةَ ، قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَوَكَانَ يُطِيْقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِيْنَ ، وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَا نَتَحَدَّثُ اِنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ ٠

২৬১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দিবা রাত্রির কোনো এক সময় পর্যায়ক্রমে তাঁর সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন। তাঁরা সংখ্যায় এগারজন ছিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁর এতো শক্তি ছিল ? আনাস রা. বলেন, আমরা বলাবলি করতাম, তাঁকে ত্রিশজন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিল। সায়ীদ র. কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস আমাকে ন'জন স্ত্রীর কথা বলেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ শুক্র ধোয়া এবং তার কারণে অযু করা।

٢٦٢. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً اَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ٠

২৬২. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব শুক্রপাত হতো। আমি একজন (মেকদাদ)-কে এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করি। কেননা তাঁর কন্যা (ফাতেমা) আমার অধীনে ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিবে।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি খুশবু লাগাবার পর গোসল করলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার সুগন্ধ রয়ে গেল।

٢٦٣. سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا اُحِبُّ اَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا اَنْضَخُ طِيْبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ طَافَ فِيْ نِسَائِهِ ثُمَّ اَصْبَحَ مُحْرِمًا ٠

২৬৩. আয়েশা রা.-কে প্রশ্ন করা হলো যে, ইবনে উমর বলেন, "আমি এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধতে পছন্দ করি না যাতে সকালে আমার শরীর থেকে খুশবু বিচ্ছুরিত হয়।" জবাবে আয়েশা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর শরীরে খুশবু লাগিয়ে দিতাম। তারপর তিনি স্ত্রীদের নিকট যেতেন এবং সকালে ইহরাম বাঁধতেন।

٢٦٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كَأَنِّى اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِىْ مَفْرِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

২৬৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও ইহরাম অবস্থায় নবী স.-এর সিঁথিতে সুগন্ধির চাকচিক্য দেখতে পাচ্ছি।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ চামড়া ভেজা পর্যন্ত চুল খেলাল করা। তারপর তার ওপর পানি ঢালা।

٢٦٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيْعًا.

২৬৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানাবাতের গোসলের সময় প্রথমে দু' হাত ধুতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর গোসলের সময় হাতের অঙ্গুলী দিয়ে চুল খেলাল করতেন। তারপর চামড়া ভিজে গেলে শরীরে তিনবার পানি ঢালতেন। অতপর সারা শরীর ধৌত করতেন। তিনি আরও বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ স. একই পাত্র হতে আঁজলা ভরে পানি নিয়ে গোসল করতাম।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় অযু করে। তারপর সমস্ত শরীর ধুয়ে ফেলে। কিন্তু পুনরায় অযু করে না।

٢٦٦.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضُوْأً لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.

২৬৬. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য ফরয গোসলের পানি রাখা হলো। তিনি ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের ওপর দু'বার কিংবা তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর নিজের পুরুষাঙ্গ ধুলেন। তারপর নিজের হাত মাটিতে অথবা প্রাচীরে দ'বার কিংবা তিনবার মারলেন। তারপর কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয় ধুলেন। তারপর নিজের মাথায় পানি ঢাললেন। অতপর শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর সে স্থান থেকে সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁর শরীর মোছার জন্য এক টুকরো কাপড় নিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে হাত দিয়ে শরীর মুছতে লাগলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যদি কারোর স্মরণ আসে যে, সে জুনুবী, তাহলে সেই মুহূর্তে বাইরে চলে আসবে এবং তায়াম্মুম করবে না।

٢٦٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ قِيَامًا فَخَرَجَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ -

২৬৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের একামত বলা হলো এবং দাঁড়ান অবস্থায় কাতার ঠিক করা হলো। এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আমাদের নিকট আসলেন এবং যখন মোসাল্লায় দাঁড়ালেন, তখন তাঁর স্মরণ হলো যে তিনি জুনুবী। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। তারপর তিনি ফিরে গিয়ে গোসল করে আসলেন। তিনি যখন আমাদের নিকট আসেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি টপকাচ্ছিলো। তিনি তাকবীর বললেন এবং আমরা তাঁর সাথে নামায পড়লাম। আবদুল আ'লা র. যুহরী র. থেকে এবং আওযাঈ র.-ও যুহরী র. থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাতের গোসলের পর হাত ঝাড়া।

٢٦٨.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غُسْلاً فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَاَفَاضَ عَلٰى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَاْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ ·

২৬৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং তাঁর জন্য একটা কাপড় দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করলাম। তিনি নিজের দু হাতের ওপর পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে নিজ পুরুষাঙ্গ ধৌত করলেন। তারপর হাতটি মাটিতে ফেলে রগড়াবার পর সেটি পানি দিয়ে ধুলেন। অতপর কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও বাহুদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর মাথায় পানি দিলেন এবং সারা শরীরে তা প্রবাহিত হলো। এরপর সরে গিয়ে পা দুটি ধুলেন। আমি তাঁর শরীর মোছার জন্য একটা কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা না নিয়ে হাত দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে চলে এলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাথার ডান দিক থেকে গোসল আরম্ভ করলো।

٢٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا اِذَا أَصَابَتْ اِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَاْخُذُ بِيَدِهَا عَلٰى شِقِّهَا الْاَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْاُخْرٰى عَلٰى شِقِّهَا الْاَيْسَرِ ·

২৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কারোর জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে, সে তার দু' হাতে তিনবার পানি নিয়ে মাথায় নিক্ষেপ করতো।

তারপর (এক) হাত দিয়ে মাথার ডান দিকটি এবং অন্য হাত দিয়ে মাথার বাম দিকটি মলতো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করলো এবং যে পর্দা করলো। পর্দা করা উত্তম। বাহায তার বাপ ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী স. বলেছেন, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে শরমের প্রাচীর থাকা উচিত।

٢٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُو اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَكَانَ مُوْسٰى يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا يَمْنَعُ مُوْسٰى اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلاَ اَنَّهُ اٰدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلٰى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوْسٰى فِىْ اَثَرِهِ يَقُوْلُ ثَوْبِى يَا حَجَرُ ثَوْبِى يَا حَجَرُ حَتّٰى نَظَرَ بَنُو اِسْرَائِيْلَ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالُوْا وَاللّٰهِ مَا بِمُوْسٰى مِنْ بَاْسٍ وَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ اَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوْبُ يَحْتَثِىْ فِىْ ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوْبُ اَلَمْ أَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى وَعِزَّتِكَ وَلٰكِنْ لاَ غِنٰى بِىْ عَنْ بَرَكَتِكَ. وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَيُّوْبَ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا ـ

২৭০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, বনী ইসরাঈল উলঙ্গ হয়ে গোসল করতো এবং একে অপরকে দেখতো। কিন্তু মূসা আ. একা গোসল করতেন। এ কারণে তারা বলতো, আল্লাহর কসম কোষ-বৃদ্ধি রোগ থাকার দরুন মূসা আমাদের সাথে গোসল করে না। একবার মূসা পাথরের উপর কাপড় রেখে গোসল করতে লাগলেন। এমন সময় পাথর কাপড়টি নিয়ে পালিয়ে গেল। তিনি পাথরের পিছনে পিছনে, "পাথর, আমার কাপড় (দাও), পাথর আমার কাপড় (দাও)", বলে দৌড়াতে লাগলেন। ফলে বনী ইসরাঈল তাঁকে দেখে ফেললো। তারা বললো, আল্লাহর কসম! মূসার কোনো খুঁত নেই। তিনি নিজের কাপড় নেয়ার পর পাথরে আঘাত করতে লাগলেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আল্লাহর কসম, সেই পাথরটিতে এখনও ছয়-সাতটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আবু হুরাইরা রা. থেকে আরও বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, একবার আইয়ুব আ. উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর ওপর সোনার পঙ্গপাল পড়তে লাগলো। তিনি সেগুলো কাপড়ে ভরতে লাগলেন। এমন সময় আল্লাহ তাঁকে ডেকে বললেন ঃ হে আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এসব হতে অমুখাপেক্ষী করিনি ? জবাবে তিনি বলেন, হে রব, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে এসব থেকে অমুখাপেক্ষী করেছ। কিন্তু আমি তোমার বরকত থেকে অমুখাপেক্ষী নই। এভাবে

বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম র. আবু হুরাইরা রা. থেকে যে নবী স. বলেছেন একবার আইয়ুব আ. বিবস্ত্রাবস্থায় গোসল করেছিলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের নিকট গোসল করার সময় পর্দা করা।

٢٧١.عَنْ اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ ·

২৭১. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছরে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি গোসল করছেন এবং ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি বললাম, উম্মে হানী।

٢٧٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا اَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ اَوِ الْاَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ·

২৭২. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জানাবাতের গোসল করছিলেন এবং আমি তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলাম। তিনি হাত দুটি ধুলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং পুরুষাঙ্গ ও অন্যান্য নাপাকী ধুইলেন। তারপর নিজের হাতটি দেয়ালে বা মাটিতে রগড়ালেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। কিন্তু পা দুটি ধুলেন না। তারপর সারা শরীরে পানি ঢাললেন। অবশেষে সরে গিয়ে পা দুটি ধুয়ে ফেললেন।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٧٣. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ امْرَاَةُ اَبِىْ طَلْحَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ مِنْ غُسْلٍ اِذَا هِيَ احْتَلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ ·

২৭৩. মুসলিম জননী উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জা পান না। মেয়েদের ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) হলে গোসল করতে হবে কি ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, হ্যাঁ, যদি পানি দেখতে পাও।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবীর ঘাম এবং মুসলমানের অচ্ছুত (অপবিত্র) না হবার বর্ণনা।

٢٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ فِىْ بَعْضِ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْتَجَسْتُ مِنْهُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ أُجَالِسَكَ وَاَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ

২৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একদা নবী স. মদীনার কোনো পথে তাঁর সাথে মিলিত হন। তিনি (আবু হুরাইরা) জুনুবী (অপবিত্র) ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর নিকট থেকে সরে পড়লাম। তারপর গোসল করে পুনরায় আসলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় ছিলে ? আবু হুরাইরা বলেন, আমি জুনুবী (অপবিত্র) থাকায় নাপাক অবস্থায় আপনার সাথে বসতে পছন্দ করলাম না। তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহ' মুমিন কখনও অচ্ছুত (অপবিত্র) হয় না।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী বাজারে যেতে এবং বাইরে চলাফেরা করতে পারে। আতা র. বলেন, জুনুবী অযু না করে শিঙা নিতে, নখ কাটতে এবং মাথা কামাতে পারে।

٢٧٥. عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ ·

২৭৫. কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক তাদেরকে বলতেন, নবী স. কখনও কখনও এক রাত্রিতে সকল স্ত্রীদের নিকট গমন করতেন। সে সময় তার ন'জন স্ত্রী ছিল।

٢٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِىْ فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَيَنْجُسُ

২৭৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জুনুবী ছিলাম। এ অবস্থায় নবী স. আমার সাথে মিলিত হন এবং আমার হাত ধরে চলতে থাকেন। তিনি এক জায়গায় বসে গেলেন। এমন সময় আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম এবং বাড়ী এসে গোসল করে পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম। তখনও তিনি বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আবু হুরাইরা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ' মুমিন অপবিত্র হয় না।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পূর্বে অযু করার পর জুনুবীর ঘরে অবস্থান করা।

٢٧٧. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ ·

২৭৭. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি জুনুবী অবস্থায় নিদ্রা যেতেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু অযু করতেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তির নিদ্রার বর্ণনা।

٢٧٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيَرْقُدُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ·

২৭৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কেউ জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারে কি ? তিনি বললেন, হাঁ, অযু করে জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানো উচিত।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী অযু করে তারপর ঘুমাবে।

٢٧٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ ·

২৭৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে তাঁর পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন।

٢٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ اِذَا تَوَضَّأَ ·

২৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. নবী স.-এর নিকট ফতোয়া চাইলেন, আমাদের কেউ কি জুনুবী অবস্থায় ঘুমাতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অযু করার পর।

٢٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ ·

২৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব রা. রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, আমার রাতে গোসল ফরয হয়েছে, কি করতে হবে ? তিনি বললেন, অযু কর, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল এবং শুয়ে থাক।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌন অঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে কি করতে হবে ?

٢٨٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، وَقَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنَا أَبَانُ

قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا اَجْوَدُ وَاَوْكَدُ. وَاِنَّمَا بَيَّنَّا الْحَدِيْثَ الْاٰخَرَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْغُسْلُ اَحْوَطُ .

২৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, পুরুষাঙ্গ যখন নারীর চার শাখার[৫] মধ্যে বসে সংগম (সম্ভোগ) করে তখন অবশ্যি তার ওপর গোসল ফরয হয়। ইমাম বুখারী বলেন, এটি উৎকৃষ্ট ও জরুরী এবং মতভেদের দরুন আমি অন্য হাদীস বর্ণনা করেছি। নচেৎ এরূপ অবস্থায় গোসল করা শ্রেয়।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নারীর যৌন অঙ্গ থেকে অপবিত্রতা লাগলে ধোয়া।

٢٨٣. عَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ ابْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأُبَيَّ كَعْبٍ فَأَمَرُوْهُ بِذٰلِكَ.

২৮৩. যায়েদ ইবনে খালেদ জোহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উসমান ইবনে আফফানকে জিজ্ঞেস করলেন, স্ত্রী সঙ্গম করার পর কোনো পুরুষের যদি বীর্যপাত না হয় তাহলে সে কি করবে ? উসমান বললেন, নামাযের অযুর ন্যায় অযু করবে এবং পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে। উসমান বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট থেকে একথা শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব, যোবাইর ইবনে আওয়াম, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং উবাই ইবনে কাআবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। তারা সবাই আমাকে একই নির্দেশ দেন।

٢٨٤. عَنْ اُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهُ اِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرأَةَ فَلَمْ يُنْزِل قَالَ يَغْسِلُ مَامَسَّ الْمَرأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَلْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذٰلِكَ الْاٰخِرُ وَاِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ وَالْمَاءُ اَنْقٰى.

২৮৪. উবাই ইবনে কাআব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল ! কেউ বীর্যপাত ছাড়া স্ত্রী সঙ্গম করলে তার কি করতে হবে ? তিনি বলেন, তার যে অঙ্গ নারীর যোনীদেশ স্পর্শ করেছে তা ধুয়ে ফেলবে। তারপর অযু করে নামায পড়বে। ইমাম বুখারী বলেন, গোসল করা শ্রেয়। মতভেদের জন্য আমি এটা সবশেষে বর্ণনা করেছি। তবে পানি (গোসল) অধিক পবিত্র কারী।[৬]

---

৫. নারীর চার শাখা বলে তার দু' হাত ও দু' পা বুঝানো হয়েছে।
৬. এ বিধান প্রথম দিকে ছিল কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

অধ্যায়-৬

كِتَابُ الْحَيْضِ

(হায়েযের বর্ণনা)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ·

"হে মুহাম্মদ ! লোকেরা আপনাকে ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, সেটি অপবিত্রতা বিশেষ। ঋতু অবস্থায় মেয়েদের থেকে দূরে থাক এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পাক-সাফ হয়। অতপর পাক-সাফ হওয়ার পর আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তোমরা তাদের নিকট যাও। কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাওবাকারী ও পাক-সাফ লোকদের পসন্দ করেন।"-(২ ঃ ২২)

১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু কিভাবে শুরু হলো। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আদমের মেয়েদের জন্য ঋতু নির্ধারিত করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বনী ইসরাঈলের মেয়েদের ওপর সর্বপ্রথম ঋতু আসে। ইমাম বুখারী র. বলেন, নবী স.-এর হাদীস সমস্ত নারী জাতির জন্য প্রযোজ্য।

٢٨٥.عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا لاَنَرَى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ قَالَ مَالَكِ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَايَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ·

২৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (সবাই মদীনা থেকে) একমাত্র হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক ঋতু হলো। আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছো ? মাসিক ঋতু হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আদমের মেয়েদের জন্য এটা নির্ধারিত করেছেন। তুমি কাবা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্জব্রত পালন করতে থাক। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গাভী কুরবানী করেছিলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু অবস্থায় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া ও তার চুল আঁচড়ান।

٢٨٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ·

২৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় রসূলুল্লাহ স.-এর চুল আঁচড়ে দিতাম।

٢٨٧.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِىْ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ حَائِضٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ يُدْنِىْ لَهَا رَأْسَهُ وَهِىَ فِىْ حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِىَ حَائِضٌ

২৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মাসিক ঋতু অবস্থায় রসূলুল্লাহ স.-এর চুল আঁচড়ে দিতেন। এমন অবস্থায় যখন রসূলুল্লাহ স. মসজিদে এতেকাফ করতেন, তিনি তাঁর মাথা আয়েশার দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং আয়েশা মাসিক অবস্থায় নিজের ঘর থেকে তাঁর চুল আঁচড়ে দিতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা। আবু ওয়ায়েল তার দাসীকে মাসিক অবস্থায় আবু রাযীনের নিকট পাঠাতেন এবং সে জুযদানের ফিতা ধরে কুরআন শরীফ তার নিকট নিয়ে আসতো।

٢٨٨.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِىْ حِجْرِىْ وَاَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ -

২৮৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমার মাসিক ঋতু অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ হায়েযকে নেফাস বলা চলে।

٢٨٩.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِى خَمِيْصَةٍ اِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ قَالَ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ.

২৮৯. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু দেখা দিল। আমি চুপি চুপি উঠে গিয়ে মাসিকের নেকড়া পরলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি নেফাস (মাসিক) দেখা দিয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন, আমি তাঁর সাথে একই চাদরে শুয়ে পড়লাম।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর সাথে মিশামিশি করা।

٢٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلاَنَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَاْمُرُنِىْ فَاَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِىْ وَاَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ اِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

২৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও নবী স. অপবিত্র অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাঁর নির্দেশে (ঋতুমতী অবস্থায় আমি ইজার) ঋতুর কাপড় পরতাম এবং তিনি আমার সাথে মিশামিশি করতেন। তিনি এতেকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে আমার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিতেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর মাথা ধুয়ে দিতাম।

٢٩١.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَاشِرَهَا أَمَرَهَا اَنْ تَتَّزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ اِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْلِكُ اِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىْ -

২৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুমতী হলে এবং সেই অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. তার সাথে মিশামিশি করতে চাইলে, তাকে ঋতুর প্রাবল্যের সময় ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন। তারপর তিনি তার সাথে মিশামিশি করতেন। আয়েশা রা. বলেন, তোমাদের মধ্যে কে নবী স.-এর মত নিজের কামপ্রবৃত্তি দমন করতে সমর্থ ? খালিদ ও জারীর র. আশ শায়বানী র. থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢.عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ اَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِىَ حَائِضٌ .

২৯২. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কোনো স্ত্রীর সাথে ঋতু অবস্থায় মিশামিশি করতে চাইলে, তাকে ঋতুর কটিবেশ পরার নির্দেশ দিতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর রোযা না রাখা।

٢٩٣.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحًى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّىْ أُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ - مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَاكُنَّ ، قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَ بَلٰى، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ، قُلْنَ بَلٰى، قَالَ فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا

২৯৩. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ স. ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের সময় ঘর থেকে ঈদগাহের দিকে বের হয়ে আসলেন। তিনি মেয়েদের নিকট গিয়ে বললেন, হে মহিলা সমাজ ! তোমরা বেশী করে দান করতে থাক। কেননা আমাকে তোমাদের অধিকাংশকে জাহান্নামে দেখানো হয়েছে। তারা বললো, কেন, হে আল্লাহর রসূল ? তিনি জবাব দিলেন, তোমরা বেশী অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং

স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি তোমাদের চাইতে আর কাউকেও জ্ঞানবুদ্ধি ও দীনদারীর ক্ষেত্রে অপরিপক্ক দেখি না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তোমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি হরণ করে থাক। তারা প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জ্ঞান ও দীনদারীর মধ্যে কি অপরিপক্কতা রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য (শরীআতের দৃষ্টিতে) পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেকের সমান নয় কি? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতার নিদর্শন। আর ঋতুমতী হলে তোমাদের কেউ নামায পড়তে পারে না ও রোযা রাখতে পারে না, তাই না? তারা বললো, হ্যাঁ। একথা ঠিক। তিনি বললেন, এটাই তোমাদের দীনদারীর অপরিপক্কতার নিদর্শন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারী কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করতে পারে। ইবরাহীম বলেন, ঋতুবতী নারী কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে পারে। ইবনে আব্বাসের মতে জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়তে কোনো আপত্তি নেই। নবী স. সর্ব অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন। উম্মে আতিয়া বলেন, (ঈদের দিন) ঋতুবতী নারীদেরকে পর্যন্ত বাইরে তাকবীর ও দোয়া করার উদ্দেশ্যে ডাকার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হতো। ইবনে আব্বাস বলেন, আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী স. রোম সম্রাটকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে বিসমিল্লাহ সহ কুরআনের আয়াত লেখা ছিল। আতা জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা ঋতু অবস্থায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া হজ্জব্রতের অবশিষ্ট কাজ পালন করেছিলেন। তবে নামায পড়েননি। হাকাম বলেন, আমি জুনুবী অবস্থায় জবাই করে থাকি। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে প্রাণী আমার নাম ছাড়া জবাই করা হয় তা খেয়ো না। কাজেই আমি বিসমিল্লাহ অবশ্যই বলি।

٢٩٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللّٰهِ اَنِّى لَمْ اَحُجَّ الْعَامَ ، قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ، قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكِ شَيْئٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ اٰدَمَ فَافْعَلِىْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِىْ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِىْ ·

২৯৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মদীনা থেকে বের হলাম। সারেফ নামক স্থানে এসে আমার মাসিক ঋতু হলো, আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় নবী স. আমার কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছ কেন? আমি বললাম, যদি এ বছর হজ্জের নিয়ত না করতাম, তাহলে ভালই হতো। তিনি বললেন, কেন, মাসিক হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তাআলা এটা আদমের মেয়েদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। কাজেই (কেবলমাত্র) কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ ছাড়া অন্যান্য হাজীদের মত হজ্জব্রতের অন্যান্য কাজ পালন কর, যতক্ষণ না পবিত্র হও।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগ সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لاَ اَطْهُرُ، اَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِى الصَّلاَةَ ، فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى .

২৯৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে হুবাইশ রা. রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কখনও পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব ? রসূলুল্লাহ স. বললেন, এটা শিরা বিশেষ, ঋতুর রক্ত নয়। যখন ঋতু আসবে, তখন নামায ছেড়ে দেবে এবং যখন তার মেয়াদ শেষ হবে তখন রক্ত ধুয়ে (গোসলের পর) নামায পড়বে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর রক্ত ধোয়া সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٦.عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهَا قَالَتْ سَاَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيْهِ .

২৯৬. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈকা স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আমাদের কারোর কাপড়ে ঋতুর রক্ত লাগে, তাহলে সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ স. জবাব দিলেন, তোমাদের কারোর কাপড়ে ঋতুর রক্ত লাগলে প্রথমে সে রগড়াবে। তারপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে নামায পড়বে।

٢٩٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيْهِ .

২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারোর মাসিক হলে, সে পবিত্র হওয়ার পর তার কাপড় থেকে রক্ত রগড়ে ধুয়ে ফেলতো। তারপর সমস্ত কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো। তারপর সেই কাপড় পরে নামায পড়তো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারীর এ'তেকাফ সম্পর্কে বর্ণনা।

٢٩٨.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَتِ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ اَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَاَنَّ هٰذَا شَىْءٌ كَانَتْ فُلاَنَةُ تَجِدُهُ .

২৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সাথে তাঁর কোনো রক্ত প্রদর রোগগ্রস্ত স্ত্রী এ'তেকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত (প্রবাহিত হতে) দেখতেন। ফলে প্রায় সময়

তিনি শরীরের নিম্নাংশে রক্তের একটি পাত্র রাখতেন। রাবী বলেন, আয়েশা একবার জাফরানী রঙের পানি দেখে মন্তব্য করেন, এটা রসূলুল্লাহ স.-এর অমুক স্ত্রীর রক্ত প্রদর রোগের রক্তের রঙের মতো।

٢٩٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَكَانَ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّى ·

২৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কোনো এক স্ত্রী রক্ত প্রদর রোগ নিয়ে তাঁর সাথে এ'তেকাফ করেছিলেন। তিনি রক্ত ও হলুদ রং দেখতেন। আর তার দেহের নীচে একটি পাত্র রাখা হতো। এ অবস্থায়ই তিনি নামায পড়তেন।

٣٠٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ·

৩০০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলিম জননীদের মধ্যে কোনো একজন রক্ত প্রদর রোগ নিয়ে এ'তেকাফ করেছিলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ রক্তস্রাব কালের কাপড় পরিধান করে নামায পড়া যায় কি না ?

٣٠١.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيْقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا ·

৩০১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারোর নিকট একটার বেশী কাপড় থাকতো না। কারোর মাসিক ঋতু হলে এবং কাপড়ে রক্ত লাগলে সে থুথু দিয়ে তা ভিজিয়ে নখ দিয়ে রগড়াত।[১]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

٣٠٢.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُّحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلَى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَحِيْضِهَا فِىْ نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنْ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ.

৩০২. উম্মে আতিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে [রসূলুল্লাহ স.-এর যামানায়] কোনো মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। আমরা এ সময় সুরমা লাগাতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করতাম না এবং সাধারণ রঙিন সূতার কাপড় ছাড়া অন্য কোনো প্রকার রঙিন কাপড় পরতাম না। তবে আমাদেরকে ঋতুর গোসলের সময় সামান্য, 'কুসতে আযফার'

১. প্রয়োজনবশত এরূপ করা চলে। পানির অভাবে এরূপ করা হতো। পানি পাওয়া গেলে পানি দ্বারা ধোয়া জরুরী।

(সুগন্ধি বিশেষ) ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমাদেরকে জানাযার অনুগমন করতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ বর্ণনা হিশাম ইবনে হাস্সান র. হাফসা রা. থেকে, তিনি উম্মে আতিয়্যা রা. থেকে এবং তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর কিভাবে গোসল ও শরীর মর্দন করবে ? এবং কস্তুরী মিশ্রিত কাপড় যোনী দেশে স্থাপন করার পদ্ধতি কি ?

٣٠٣.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِيْ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِيْ فَاجْتَبَذْتُهَا اِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِيْ بِهَا اَثَرَ الدَّمِ ٠

৩০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী স.-কে ঋতুর গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি তাকে কিরূপে গোসল করতে হবে তা বুঝালেন। তিনি বললেন, কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরা কাপড় নিয়ে পবিত্র হও। সে বললো, কিরূপে পবিত্র হব ? তিনি আবার বললেন, তার সাহায্যে পবিত্র হও। সে বললো, কিরূপে ? তিনি পুনরায় বলেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্র হও। আয়েশা বলেন, এ অবস্থা দেখে আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং বললাম, রক্ত চিহ্নিত স্থানের ওপর (কস্তুরী মিশ্রিত) কাপড় ঘষে নাও।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের বর্ণনা।

٣٠٤.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ اَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِيْ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِيْ ثَلاَثًا ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ تَوَضَّئِيْ بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيْدُ النَّبِيُّ ﷺ ٠

৩০৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের একজন স্ত্রীলোক নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কিভাবে ঋতুর গোসল করবো ? তিনি জবাবে তিনবার বললেন, কস্তুরী মিশ্রিত এক টুকরো কাপড় নাও এবং পাক হও। তারপর নবী স. (খোলাখুলি বলতে) লজ্জাবোধ করলেন। তিনি নিজের চেহারা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন অথবা বললেন, তা দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়। (এ অবস্থা দেখে) আমি তাকে নিজের দিকে টেনে আনলাম এবং তাকে নবী স.-এর উদ্দেশ্য ভালরূপে বুঝিয়ে দিলাম।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের ঋতুর গোসলের সময় চুল আঁচড়ান।

٣٠٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتّٰى دَخَلَتْ لَيْلَةُ

عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَاِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَاَمْسِكِىْ عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ اَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِىْ مِنَ التَّنْعِيْمِ مَكَانَ عُمْرَتِىَ الَّتِىْ نَسَكْتُ .

৩০৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে বিদায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে ছিলাম। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা তামাত্তুর নিয়ত করেছিল এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি। তিনি বলেন, আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো এবং আরাফার রাত পর্যন্ত পাক হলাম না। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আজ আরাফার রাত এবং আমি উমরাসহ তামাত্তুর নিয়ত করেছি। রসূলুল্লাহ স. তাকে বলেন, মাথার বেনী খুলে ফেলো, চুল আঁচড়াও এবং উমরা হতে বিরত থাক। আমি তাই করলাম। হজ্জ সমাধা করার পর তিনি আমার ভাই আবদুর রহমানকে হাসবা নামক স্থানে আদেশ করলেন, উমরা করাবার জন্য। সেই মোতাবেক তিনি আমাকে মাকামে তানয়ীম হতে উমরা করালেন, যে উমরার জন্য আমি ইতিপূর্বে ইহরাম বেঁধেছিলাম।[২]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুর গোসলের সময় স্ত্রীলোকের মাথার চুল খোলার বর্ণনা।

٣٠٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحِجَّةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَاِنِّىْ لَوْلاَ اَنِّى اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَاَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ اَنَا مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِىْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ دَعِىْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِىْ وَأَهِلِّى بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِىْ اَخِىْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ فَخَرَجْتُ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِىْ، قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ شَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَوْمٌ وَلاَ صَدَقَةٌ.

৩০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দেয়ার কাছাকাছি সময় (পাঁচ দিন পূর্বে) মদীনা থেকে বের হলাম। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধতে চায়, সে উমরার ইহরাম বাঁধুক। আমি যদি কুরবানীর পশু সাথে করে না আনতাম, তাহলে আমি উমরার ইহরাম বাঁধতাম। ফলে কেউ কেউ উমরার এবং কেউ কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আয়েশা রা. বলেন, আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম এবং আরাফার দিন আমার মাসিক হলো। আমি নবী স.-এর নিকট ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, তুমি উমরা বাদ দাও, মাথার বেনী খুলে ফেল, চুল আঁচড়াও এবং

২. একই সফরে হজ্জ ও উমরা উভয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করাকে তামাত্তু বলে।

হজ্জের ইহরাম বাঁধ। আমি সেরূপ করলাম। তারপর হাসাবা নামক স্থানে তিনি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং মাকামে তানয়ীমে গিয়ে আমি উমরার ইহরাম বাঁধলাম, যে উমরার ইহরাম আমি ইতিপূর্বে বেঁধেছিলাম। হেশাম বলেন, এ কারণে কুরবানীর পশু কিংবা রোযা কিংবা সদকা দেয়ার দরকার হয়নি।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ مُخَلَّقَةٍ এবং غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ -এর অর্থ কি ?

٣٠٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَارَبِّ مُضْغَةٌ، فَاِذَا أَرَادَ اللّٰهُ اَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ اَذَكَرٌ اَمْ اُنْثٰى، شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْاَجَلُ فَيُكْتَبُ فِيْ بَطْنِ اُمِّهِ .

৩০৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, আল্লাহ তাআলা মায়ের গর্ভাধারে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রেখেছেন। সে (ভ্রূণ গঠনের বিভিন্ন স্তরে) বলতে থাকে ঃ হে আমার প্রভু! এখন বীর্য ? হে আমার প্রভু! এখন জমাট রক্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। হে আমার প্রভু! এখন মাংসপিণ্ড। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে পূর্ণ অবয়ব দিতে চান, তখন বলেন, পুরুষ না নারী ? ভাগ্যবান না হতভাগা ? এবং তার জীবিকা ও বয়স কি পরিমাণ হবে ? রসূলুল্লাহ স. বলেন, (এসব কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর) ফেরেশতা তার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় (তার কপালে) লিখে দেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারী কিভাবে হজ্জ এবং উমরার ইহরাম বাঁধবে ?

٣٠٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ، وَمَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ ، قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ اِلاَّ بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ أَنْقُضَ رَأْسِيْ وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالْحَجِّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَضَيْتُ حَجِّيْ فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاَمَرَنِيْ اَن اَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِيْ مِنَ التَّنْعِيْمِ .

৩০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী স.-এর সাথে মদীনা থেকে বের হলাম। আমাদের মধ্যে কেউ উমরার ও কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধলো। আমরা মক্কায় এসে পৌঁছলে, রসূলুল্লাহ স. বললেন, যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনেনি তারা যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আর যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছে ও কুরবানীর পশু সাথে এনেছে, তারা যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম না খোলে।

উপরন্তু যারা হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে, তারা যেন হজ্জ পুরা করে। আয়েশা রা. বলেন, আমি ঋতুমতী হলাম এবং আরাফার দিন পর্যন্ত আমার ঋতুস্রাব চলতে থাকলো। আমি কেবল উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। নবী স. আমাকে মাথার বেনী খোলার, চুল আঁচড়াবার, হজ্জের ইহরাম বাঁধার এবং উমরা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাই করলাম। এমনকি আমার হজ্জ সমাধা করলাম। তারপর তিনি আমার সাথে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে পাঠালেন এবং হুকুম দিলেন, তিনি যেন আমাকে মাকামে তানয়ীম থেকে বদলী উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু কখন আসে এবং কখন শেষ হয় ? মেয়েরা আয়েশার নিকট কাঠের কৌটায় ঋতুর তুলা পাঠাত। তা হলুদ রঙের হলে তিনি জলদী করতে নিষেধ করতেন এবং পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পানি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। উদ্দেশ্য হলো ঋতু থেকে সম্পূর্ণ পাক-সাফ হওয়া। যায়েদ ইবনে সাবেতের কন্যার নিকট সংবাদ আসে যে, মেয়েরা রাতে কুপি নিয়ে ঋতু থেকে পাক হয়েছে কিনা তা দেখে থাকে। এ সংবাদে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাদের এরূপ করা ঠিক নয়।

٣٠٩.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَاِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ ٠

৩০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ একজন রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা রমণী ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এটি শিরা বিশেষের রক্ত, ঋতু নয়। ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং ঋতু চলে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর নামায কাযা পড়তে হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, ঋতুমতী নারী নামায ছেড়ে দেবে।

٣١٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ أَتَجْزِى اِحْدَانَا صَلاَتَهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ ٠

৩১০. আয়েশা রা. বলেন, একজন স্ত্রীলোক তাঁকে (হযরত আয়েশাকে) বললো, আমাদের কেউ পাক হওয়ার পর ঋতুকালীন নামায কাযা আদায় করবে কি ? তিনি বললেন, তুমি হারুরিয়্যার অধিবাসিনী ? আমরা নবী স.-এর সাথে থাকাকালে ঋতুমতী হতাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না। অথবা (হযরত আয়েশা) বলেন, আমরা তা কাযা করতাম না।[৩]

---

৩. হারুরা কুফার নিকটবর্তী একটি স্থান। খারেজিরা এখানে প্রথম সমবেত হয়। তাই তাদেরকে হারুরী এবং স্ত্রী লিংগে হারুরীয়া বলা হয়ে থাকে। খারেজীরা ঋতুকালীন নামায কাযা করার পক্ষপাতী।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী নারীর সাথে ঋতুর কাপড় পরা অবস্থায় ঘুমানো।

٣١١.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَاَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْخَمِيْلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَأَدْخَلَنِىْ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِىُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

৩১১. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। আমি চুপে চুপে উঠে গিয়ে ঋতুর কাপড় পরে নিলাম। রসূলুল্লাহ স. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঋতু হয়েছে নাকি ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডেকে চাদরের মধ্যে নিয়ে নিলেন। উম্মে সালামা আরও বলেন, নবী স. রোযা থাকা অবস্থায় আমাকে চুম্বন দিতেন এবং আমি ও নবী স. একই পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতাম।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ঋতুকালের জন্য স্বতন্ত্র বস্ত্র নির্ধারণ করল।

٣١٢.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِىْ خَمِيْلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِىْ فَقَالَ اَنُفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِىْ فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيْلَةِ .

৩১২. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে একই চাদরে শুয়েছিলাম। এমন সময় আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। আমি চুপে চুপে উঠে গিয়ে ঋতুর কাপড় পরে নিলাম। তিনি বলেন, তোমার কি মাসিক ঋতু শুরু হয়েছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে একই চাদরের মধ্যে শুয়ে পড়লাম।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতী নারীর ঈদগাহে ও মুসলমানদের দোআয় উপস্থিত হওয়া এবং মুসাল্লা হতে দূরে থাকা।

٣١٣.عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَّخْرُجْنَ فِى الْعِيْدَيْنِ فَقَدِمَ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ اُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِىْ مَعَهُ فِىْ سِتٍ قَالَتْ فَكُنَّا نُدَاوِى الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَأَلَتْ أُخْتِىْ النَّبِىَّ ﷺ اَعَلَى اِحدَانَا بَأْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا اَسَمِعْتِ النَّبِىَّ

ﷺ قَالَتْ بِأَبِىْ نَعَمْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِىْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ اَلْحُيَّضُ فَقَالَتْ اَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا ۔

৩১৩. হাফসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুবতী মেয়েদেরকে ঈদগাহে যেতে নিষেধ করতাম। একদা জনৈকা স্ত্রীলোক আসল এবং বনু খালফের পল্লীতে নামল। সে তার বোন থেকে হাদীস বর্ণনা করলো। তার বোনের স্বামী রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং তার বোন ছয়টিতে। সে বলে, আমরা আহতদের পরিচর্যা ও পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম। আমার বোন একবার নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের কারোর কাছে জিলবাব না থাকলে সে কি তাছাড়া বাইরে যেতে পারে ? তিনি জবাবে বলেন, তার কোনো সাথীর নিজের জিলবাব তাকে পরিয়ে দেয়া উচিত,[৪] যাতে সে ভাল মজলিস ও মুসলমানদের দোআয় শরীক হতে পারে। তারপর যখন উম্মে আতিয়া আসলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী স. থেকে (এরূপ কিছু) শুনেছেন ? তিনি বললেন, আমার বাপ তাঁর ওপর উৎসর্গীকৃত হোক, হ্যাঁ (আমি শুনেছি)। তিনি নবী স.-এর কথা উঠলে অবশ্যই আমার বাপ তাঁর ওপর উৎসর্গীকৃত হোক বলতেন। তিনি আরও বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যুবতী মেয়ে, পর্দানশীন মহিলা ও ঋতুমতী নারী ভাল মজলিসে এবং মুসলমানদের দোআয় শরীক হবে। তবে ঋতুমতী নারী কেবল মুসাল্লা হতে দূরে থাকবে। হাফসা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুমতী নারীও (কি শরীক হবে) ? তিনি জবাব দিলেন, কেন, তারা আরাফা ও অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ এক মাসে তিনবার ঋতু আসার বর্ণনা। ঋতু ও গর্ভধারণের ব্যাপারে মেয়েদের কথা গ্রহণযোগ্য। দলীল হচ্ছে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ

"অর্থাৎ আল্লাহ তাদের (নারীদের) গর্ভাধারে যা সৃষ্টি করেছেন তা তাদের গোপন করা বৈধ নয়।"

আলী ও শোরাইহ থেকে বর্ণিত, যদি কোনো ঋতুমতী স্ত্রীলোকের পরহেযগার ও দীনদার নিকটাত্মীয় সাক্ষী দেয় যে, তার মাসে তিনবার ঋতু হয়, তাহলে তার কথা সত্য বলে মানতে হবে। আতা বলেন, তার ঋতুর হিসেব পূর্বের ন্যায় গণ্য করতে হবে। ইবরাহীম নাখয়ীরও এ মত। আতা আরও বলেন, ঋতুস্রাব একদিন হতে পনের দিন পর্যন্ত চলতে পারে। মোতামের তার বাপ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, এমন স্ত্রীলোক, যে মাসিকের পাঁচদিন পরেও রক্ত দেখতে পায়, তার সম্পর্কে হুকুম কি ? তিনি জবাব দিলেন, মেয়েরা এ বিষয়ে ভাল জানে।

٣١٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِىْ حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ اِنِّى

৪. দোপাট্টা ধরনের দীর্ঘাকৃতির চাদর, যা দিয়ে মাথার ওপর থেকে শরীরের ওপরের দিকের অর্ধাংশ ঢেকে যায়।

أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَأَدَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لاَ اِنَّ ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلٰكِنْ دَعِى الصَّلٰوةَ قَدْرَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَصَلِّى ·

৩১৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ একবার নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি রক্ত প্রদর রোগিনী। কোনো সময় পাক হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব ? তিনি জবাব দিলেন, না, এটা শিরা বিশেষ। কিন্তু তোমার যে কদিন ঋতুস্রাব হয়, সে কদিন নামায ছেড়ে দিও। তারপর গোসল করে নামায পড়।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঋতু ছাড়াই হলুদ ও মেটে রং দেখা।

٣١٥.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا ·

৩১৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হলদে রং ও মেটে রং-কে ঋতুর রক্ত বলে মনে করতাম না।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর শিরার বর্ণনা।

٣١٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هٰذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ·

৩১৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদর রোগিনী ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এটা শিরা বিশেষের রক্ত। এ কারণে তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে ইফাদার পর ঋতু আসা।

٣١٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا اَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوْا بَلٰى قَالَ فَاخْرُجِىْ ·

৩১৭. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! সুফিয়া বিনতে হুইয়াইহ-এর মাসিক ঋতু হয়েছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, সে হয়তো আমাদেরকে দেরী করাবে। সে কি তোমাদের সাথে তাওয়াফ করেনি ? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে, চল।

٣١٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ فِىْ اَوَّلِ اَمْرِهِ اِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ تَنْفِرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ -

৩১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুমতী স্ত্রীলোকদেরকে (তাওয়াফে ইফাদার পর) বাড়ী ফেরার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইবনে উমর প্রথম দিকে বাড়ী না ফেরার ফতোয়া দিতেন। পরবর্তী সময় আমি তাকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ স. তাদেরকে বাড়ী ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রদর রোগগ্রস্তা নারী পাক হওয়ার পর কি করবে ? ইবনে আব্বাস রা. বলেন, গোসল করে নামায পড়বে, যদিও কেবল মাত্র দিনের এক ঘন্টাও অবশিষ্ট থাকে এবং নামায শেষ করার পর স্বামী তার নিকট আসতে পারে। কেননা নামায উত্তম।

٣١٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى .

৩১৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, ঋতু আসলে নামায ছেড়ে দেবে এবং ঋতু চলে গেলে শরীর হতে রক্ত ধুয়ে নামায পড়বে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ নেফাসবিশিষ্ট মেয়েদের জানাযার নামায কিভাবে পড়তে হবে ?

٣٢٠.عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ اِمْرَأَةً مَاتَ فِيْ بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسْطَهَا .

৩২০. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন স্ত্রীলোক পেটের রোগে (সন্তান প্রসবের কারণে) মারা যায়। নবী স. তার শরীরের মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়ান।

২৯ক. অনুচ্ছেদ ঃ[৫]

٣٢١.عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ تَكُوْنُ حَائِضًا لاَ تُصَلِّى وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى عَلَى خُمْرَتِهِ اِذَا سَجَدَ أَصَابَنِى بَعْضُ ثَوْبِهِ.

৩২১. নবী স.-এর স্ত্রী মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ঋতু অবস্থায় নামায পড়তেন না। অথচ তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদের সামনে ফরাশ বিছিয়ে বসে থাকতেন। আর নবী স. তাঁর চাদরে এমনভাবে নামায পড়তেন যে, সেজদার সময় তাঁর কাপড় মাইমুনার শরীর স্পর্শ করতো।

---

৫. মূল গ্রন্থে এ অনুচ্ছেদের কোনো শিরোনামা দেয়া হয়নি।

অধ্যায়-৭

كِتَابُ التَّيَمُّمِ

(তায়াম্মুমের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُم مِنْهُ.

"যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পাক মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম কর। আর মাটির সাহায্যে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ কর।"

٣٢٢.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

৩২২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে কোনো এক সফরে বের হই। বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে এসে আমার গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. হারের তালাশে অবস্থান করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে রয়ে গেল। সেখানে পানি ছিল না। লোকেরা আবু বকরের কাছে এসে বললো, আয়েশা কি করেছেন, দেখছেন না ? তিনি রসূলুল্লাহ স. ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে দিয়েছেন, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সাথেও পানি নেই। রসূলুল্লাহ স. আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। এমন সময় সেখানে আবু বকর আসলেন এবং বললেন,

তুমি রসূলুল্লাহ স. ও লোকদেরকে এমন এক জায়গায় আটকে রেখেছ, যেখানে পানি নেই এবং লোকদের সাথেও পানি নেই। আয়েশা রা. বলেন, আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং সবকিছু বললেন, যা আল্লাহ চান। এমনকি তাঁর হাত দ্বারা আমার কোমরে খোঁচা মারতে লাগলেন। কিন্তু আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ স.-এর মাথা থাকায় আমি সরতে পারলাম না। রসূলুল্লাহ স. পানি না থাকা অবস্থায় যখন ঘুম থেকে উঠলেন তখন মহামহিম আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। সবাই তায়াম্মুম করলো। উসাইদ ইবনে হুযাইর রা. বললেন, হে আবু বকরের পরিবার, এটিই কি তোমাদের প্রথম বরকত নয়? অতপর আমি যে উটের ওপর ছিলাম সেটি উঠে দাঁড়ালে তার নীচে হারটি পেলাম।

٣٢٣.عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، فَاَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً ۔

৩২৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোনো লোকের যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। যা ইতিপূর্বে কারোর জন্যই[১] হালাল ছিল না। (৪) আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবী প্রেরিত হতেন কেবল মাত্র তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ পানি কিংবা মাটি না পায় তাহলে কি করবে ?

٣٢٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذٰلِكَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا، فَوَ اللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلَّا جَعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ خَيْرًا ۔

---

১. অর্থাৎ কোনো নবীর জন্য।

৩২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর বোন আসমার হার নিয়ে কোনো এক সফরে গিয়েছিলেন। কিন্তু হারটি হারিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ স. সেটি খোঁজার জন্য লোক পাঠান। হারটি পাওয়া গেল এবং নামাযের সময় হলো। কিন্তু লোকদের নিকট পানি না থাকায় তারা বিনা অযুতে নামায পড়লো। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট অভিযোগ করা হলে, এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করেন। উসাইদ ইবনে হুযাইর আয়েশাকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিক। আল্লাহর কসম, যখন আপনার ওপর কোনো মুসিবত নাযিল হয়েছে, তখন আল্লাহ তার বদৌলতে আপনার ও সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দেশে অবস্থানকালে পানি না পাওয়া গেলে এবং নামায কাযা হওয়ার ভয় থাকলে, আতা র.-এর মতে তায়াম্মুম করবে। হাসান বসরী র. বলেন, এমন রোগী যার কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও উঠে পানি নেয়ার শক্তি নেই কিংবা দেয়ার কোনো লোক নেই, সে তায়াম্মুম করবে। ইবনে উমর নিজের জমি (জুরুফ) হতে ফেরার সময় মারবাদুন্নায়াম নামক স্থানে তায়াম্মুম করে আসরের নামায পড়েন। তারপর তিনি মদীনায় যখন ফিরে আসলেন, তখন সূর্য ডোবার অনেক দেরী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নামায দোহরালেন না।

٣٢٥. عَنْ اَبِىْ جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ ، فَقَالَ اَبُوْ الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ·

৩২৫. আবু জুহাইম ইবনে হারেস আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বিরে জামালের (মদীনার নিকট একটি স্থান) দিক থেকে আসছিলেন। এমন সময় তাঁর সাথে একজন লোকের দেখা হলো। সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নবী স. তার সালামের জবাব দিলেন না। বরং তিনি দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়ে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন। তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মেরে তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়া জায়েয কিনা ?

٣٢٦. عَنْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَمَا تَذْكُرُ اَنَّا كُنَّا فِىْ سَفَرٍ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْنَا، فَأَمَّا اَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِىُّ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ·

৩২৬. আম্মার ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একদা উমর ইবনে খাত্তাবকে বললেন, আপনার কি মনে আছে যে, আমি ও আপনি সফরে ছিলাম এবং উভয়ই জুনুবী (অপবিত্র) হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নামায পড়লেন না। কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম ও নামায পড়লাম। তারপর আমি নবী স.-কে এ বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন, এটিই তো

তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ বলে নবী স. তাঁর দু হাতের তালু মাটিতে মারলেন এবং তা ফুঁ দিয়ে ঝাড়লেন। তারপর তার সাহায্যে নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেবল মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় তায়াম্মুম করার বর্ণনা।

٣٢٧. عَنْ عَمَّارٍ بِهٰذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ اَدْنَاهُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

৩২৭. আম্মার এ ঘটনাটি[২] বর্ণনা করলেন এবং শোবা (বর্ণনাকারী) তার দুহাত মাটিতে মারলেন। তারপর তা নিজের মুখের নিকট আনলেন এবং তা দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করলেন।

٣٢٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِىْ سَرِيَّةٍ فَاَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيْهِمَا ـ

৩২৮. আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি উমরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আম্মার তাকে বললেন, আমরা একটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম এবং আমাদের উভয়ের ওপর গোসল ফরয হয়েছিল। আর তিনি (نفخ শব্দের পরিবর্তে) تفل فيه শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٣٢٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَكْفِيْكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ـ

৩২৯. আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার উমরকে বললেন, আমি জানাবাত থেকে পাক হওয়ার উদ্দেশ্যে মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর নবী স.-এর নিকট আসলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করা যথেষ্ট ছিল।

٣٣٠. عَنْ عَمَّارٍ اَنَّهُ قَالَ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ـ

৩৩০. আম্মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর হাত মাটিতে মেরে মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসেহ করেছিলেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পানি দ্বারা অযু করার পর্যায়ভুক্ত। হাসান বসরী রা. বলেন, পুনরায় বে-অযু না হওয়া পর্যন্ত একই তায়াম্মুম যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস রা. তায়াম্মুম অবস্থায় ইমামতি করেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন, লবণাক্ত জমিতে নামায পড়া ও তায়াম্মুম করা জায়েয।

٣٣١. عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنَّا اَسْرَيْنَا حَتّٰى كُنَّا فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ اَحْلٰى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا اَيْقَظَنَا اِلَّا

২. পূর্বোল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি।

حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ ثُمَّ فُلاَنٌ يُسَمِّيْهِمْ أَبُوْ رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٍ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نَامَ لَمْ نَوْقَظَهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِاَنَّا لاَ نَدْرِيْ مَا يَحْدُثُ لَهُ فِيْ نَوْمِهِ فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا اَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اِسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ شَكَوْا اِلَيْهِ الَّذِيْ أَصَابَهُمْ قَالَ لاَ ضَيْرَ اَوْ لاَ يَضِيْرُ اِرْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوْءِ فَتَوَضَّأَ وَنُوْدِيَ بِالصَّلاَةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلاَتِهِ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَكَى اِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلاَنًا كَانَ يُسَمِّيْهِ اَبُوْ رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٍ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ اَوْ سَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيْرٍ لَهَا فَقَالاَ لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِيْ بِالْمَاءِ اَمْسِ هٰذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوْفًا قَالاَ لَهَا انْطَلِقِيْ اِذًا قَالَتْ اِلَى اَيْنَ قَالاَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ اَلَّذِيْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالاَ هُوَ الَّذِي تَعْنِيْنَ فَانْطَلِقِيْ فَجَاءَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوْهَا عَنْ بَعِيْرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِاِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيْهِ مِنْ اَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ اَوْ لَسَطِيْحَتَيْنِ وَاَوْكَأَ اَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُوْدِيَ فِي النَّاسِ اَسْقُوْا وَاسْتَقُوْا فَسَقَى مَنْ سَقَى وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ اٰخِرُ ذَاكَ اَنْ اَعْطَى الَّذِيْ أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ اِنَاءً مِن مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ اِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَاَيْمُ اللّٰهِ لَقَدْ اُقْلِعَ عَنْهَا وَاِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْنَا اَنَّهَا اَشَدُّ مِلاَءً مِنْهَا حِيْنَ ابْتَدَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اجْمَعُوْا لَهَا فَجَمَعُوْا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَ دَقِيْقَةٍ وَسَوِيْقَةٍ حَتَّى جَمَعُوْا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوْهُ فِيْ ثَوْبٍ وَحَمَلُوْهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا تَعْلَمِيْنَ مَا رَزِئْنَا مِنْ

مَائِكِ شَيْئًا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ هُوَ الَّذِى أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوْا مَاحَبَسَكِ يَافُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِىْ رَجُلَانِ فَذَهَبَابِىْ اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُى فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَاَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هٰذِهِ وَهٰذِهِ وَقَالَتْ بِاِصْبَعَيْهَا الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا اِلَى السَّمَاءِ تَعْنِىْ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ اَوْ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ ذٰلِكَ يُغِيْرُوْنَ عَلٰى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا يُصِيْبُوْنَ الصِّرْمَ الَّذِىْ هِىَ مِنْهُ ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا اَرٰى اَنَّ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ يَدَعُوْنَكُمْ عَمَدًا فَهَلْ لَكُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ فَأَطَاعُوْهَا فَدَخَلُوْا فِى الْاِسْلَامِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ اِلٰى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيْنَ فِرْقَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ الزَّبُوْرَ.

৩৩১. ইমরান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা নবী স.-এর সাথে সফরে বের হলাম এবং সারা রাত চলার পর শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একজন মুসাফিরের জন্য এর চেয়ে মধুর ঘুম আর থাকতে পারে না। সূর্যের তাপ আমাদেরকে জাগ্রত করলো। সবার আগে অমুক উঠলো। তারপর অমুক। তারপর অমুক। আবু রাজা (বর্ণনাকারী) তাদের সবার নাম নিয়েছিলেন। কিন্তু আওফ (পরবর্তী বর্ণনাকারী) তা ভুলে গেছেন। চতুর্থ ব্যক্তি হলেন উমর ইবনে খাত্তাব। নবী স. ঘুমালে আমরা কেউ তাঁকে জাগাতাম না। কেননা আমরা জানতাম না, ঘুমের মধ্যে তাঁর কি ঘটছে ? উমর উঠে লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তিনি একজন দৃঢ়চেতা লোক ছিলেন। ফলে উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে থাকলেন। তাঁর তাকবীরের আওয়াজে রসূলুল্লাহ স. জেগে উঠলেন। তিনি জেগে উঠলে লোকেরা তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললো। তিনি বললেন, কোনো ক্ষতি নেই, [বা কোনো ক্ষতি হবে না] আগে চল। কিছুদূর গিয়ে তিনি অবতরণ করলেন এবং অযুর পানি আনতে বললেন, তিনি অযু করলেন। আযান দেয়া হলো এবং তিনি লোকদেরকে নামায পড়ালেন। তিনি নামায শেষ করে দেখলেন, এক প্রান্তে একটি লোক। সে লোকদের সাথে নামায পড়েনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক, তুমি কেন লোকদের সাথে নামায পড়লে না ? সে বললো, আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ পানি নেই। তিনি বললেন, পাক মাটি নাও। (এবং তায়াম্মুম কর) তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। তারপর নবী স. চলতে থাকলেন এবং লোকেরা তাঁর নিকট পিপাসার অভিযোগ করলো। তিনি অবতরণ করে অমুককে ডাকলেন। আবু রাজা তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আওফ তা ভুলে গেছেন এবং তিনি আলীকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমরা পানির তালাশে যাও, তারা রওনা হয়ে দেখে একজন মহিলা একটি উটের পিঠে দুই দিকে পানির দুটো মশক বা থলে রেখে এবং নিজে মাঝখানে বসে চলছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো পানি কোথায় ? সে বললো, গতকাল এমন সময় আমার পানির সাথে দেখা হয়েছিল। আমাদের লোকজন পিছনে রয়েছে। তারা বললো, তুমি আমাদের সাথে চল। সে বললো, কোথায় ? তারা বললো, রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট। সে বললো, (সেই

ব্যক্তির নিকট) যাকে সাবী (অর্থাৎ পিতৃ ধর্মত্যাগী) বলা হয় ? তারা বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা যাকে এই বলে থাক, তবে চল। তারা তাকে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিয়ে আসলো এবং সবকিছু বর্ণনা করলো। ইমরান বলেন, লোকেরা তাকে উট থেকে নামাল এবং নবী স. একটি পাত্র আনতে বললেন। তারপর তিনি মশকের বা থলে দুটির মুখ খুলে কিছু পানি পাত্রটিতে ঢাললেন এবং বড় মুখটি বন্ধ করে ছোট মুখটি খুলে রাখলেন এবং লোকদেরকে পানি পান করার ও পশুদেরকে পান করাবার জন্য ডাক দিলেন। যার ইচ্ছা সে পান করলো এবং অন্যকে পান করালো। অবশেষে জুনুবী লোকটিকে একপাত্র পানি দিয়ে বললেন, "যাও গোসল কর।" মহিলাটি দাঁড়িয়ে দেখছিল, তার পানি দ্বারা কি করা হচ্ছে। আল্লাহর কসম, পানি নেয়া শেষ হলে, আমাদের এমন মনে হচ্ছিল যেন আগের তুলনায় মশকটি বেশী ভরা আছে। নবী স. সবাইকে বললেন, তোমরা স্ত্রীলোকটির জন্য কিছু সংগ্রহ করো। তারা তার জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য যেমন খেজুর, আটা ও ছাতু সংগ্রহ করলো এবং সেগুলো একটি কাপড়ে পোটলা করে তাকে উটের ওপর সওয়ার করার পর তার সামনে সেগুলো রেখে দিল। নবী স. মহিলাটিকে বললেন, দেখ, আমরা তোমার পানি মোটেই কম করিনি। বরং আল্লাহ আমাদেরকে পান করিয়েছেন। মহিলাটি তার পরিজনদের নিকট ফিরে আসলে তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হে অমুক, কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল ? সে বললো, বিচিত্র ব্যাপার। দুজন লোক আমার কাছে আসল এবং আমাকে সেই লোকটির নিকট নিয়ে গেল, যাকে সাবী (বা বেদীন) বলা হয় এবং সে এই এই কাণ্ড করলো। তারপর সে তার মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলীদ্বয় আসমান ও যমীনের দিকে (উঠিয়ে) ইঙ্গিত করে বললো, আল্লাহর কসম, এ ব্যক্তিটি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় যাদুকর অথবা নিশ্চিত আল্লাহর রসূল। এ ঘটনার পর মুসলমানরা সেই মহিলাটির প্রতিবেশী মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালাতো। কিন্তু সেই মহিলাটি যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদেরকে কিছু বলতো না। একদিন সেই মহিলাটি তার লোকজনদেরকে বললো, আমার মনে হয়, এরা ইচ্ছা করে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে। এখনও কি তোমাদের ইসলামের ব্যাপারে ইতস্ততঃ করার কোনো কারণ আছে ? তারা তার কথা মেনে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলো। ইমাম বুখারী র. বলেন, صبا (সাবা) শব্দের অর্থ সে নিজের দীন ত্যাগ করে অন্য দীন গ্রহণ করলো। আবুল আলিয়া বলেন, صابئين (সাবেঈন) আহলে কিতাবের একটি শাখা দলবিশেষ। তারা যবুর কিতাব পাঠ করে। اصب (আসুব) শব্দের অর্থ আমি আকৃষ্ট হব।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ যদি রোগ হওয়ার, মারা যাওয়ার কিংবা তৃষ্ণার্ত হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারে। কথিত আছে, আমর ইবনুল আস এক শীতের রাতে জুনুবী হলে তায়াম্মুম করেন এবং দলীল হিসেবে উল্লেখ করেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়াবান।" এ ঘটনা নবী স.-এর নিকট ব্যক্ত করা হলো, তিনি তিরস্কার করলেন না।

٣٣٢.عَنْ أَبُوْ مُوْسَى لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لاَ يُصَلِّى قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ نَعَمْ اِنْ لَمْ اَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ اُصَلِّ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِىْ هٰذَا كَانَ اِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هٰكَذَا يَعْنِىْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ اِنِّى لَمْ اَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৩৩২. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, যদি কেউ জুনুবী (অপবিত্র) হওয়ার পর পানি না পায়, তাহলে কি সে নামায পড়বে না ? আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। যদি আমি এক মাস পর্যন্ত পানি না পাই, তাহলে নামায পড়ব না। কেননা আমি যদি তাদেরকে অনুমতি দেই, তাহলে তারা একটু শীত পড়লেই অযু না করে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। আবু মূসা বলেন, আমি বললাম, উমরের প্রতি আম্মারের কথার কি জবাব দিবেন ? আবদুল্লাহ বলেন, উমর আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট হননি।

٣٣٣.عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسٰى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يُصَلِّى حَتّٰى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِيْنَ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ كَانَ يَكْفِيْكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذٰلِكَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فَمَا دَرٰى عَبْدُ اللّٰهِ مَا يَقُوْلُ فَقَالَ اِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِى هٰذَا لَاَوْشَكَ اِذَا بَرَدَ عَلٰى اَحَدِهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيْقٍ فَاِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللّٰهِ لِهٰذَا فَقَالَ نَعَمْ ·

৩৩৩. শাকীক ইবনে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ও আবু মূসার নিকট ছিলাম। আবু মূসা তাকে বললেন, হে আবদুর রহমানের পিতা! যদি কোনো জুনুবী ব্যক্তি পানি না পায়, তাহলে সে কি করবে ? আবদুল্লাহ বললেন, পানি না পাওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে না। আবু মূসা বললেন, তাহলে আপনি আম্মারের কথার কি জবাব দেবেন ? কেননা নবী স. তাকে বলেছেন, তায়াম্মুম করে নেয়া তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাবে বললেন, দেখছেন না উমর তার কথায় সন্তুষ্ট নন। আবু মূসা বললেন, আম্মারের কথা ছেড়ে দিলাম। আপনি তায়াম্মুমের আয়াতের কি জবাব দেবেন ? এ প্রশ্নে আবদুল্লাহ কি উত্তর দেবেন, ঠিক করতে পারলেন না। তবুও তিনি বললেন, যদি আমরা তাদেরকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দেই, তাহলে পানি একটু ঠাণ্ডা হলেই তারা অযু না করে তায়াম্মুম করতে শুরু করবে। রাবী সুলাইমান বলেন, আমি শাকীককে বললাম, আবদুল্লাহ কি এ কারণে তায়াম্মুমের অনুমতি দিতেন না। তিনি বললেন, হাঁ।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমে কেবল একবার হাত মারতে হবে।

٣٣٤.عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى، قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَتَيَمَّمُ وَاِنْ كَانَ لَمْ يَجِدْ شَهْرًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا

صَعِيْدًا طَيِّبًا -(المائدة : ٦) فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَهُمْ لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيْدَ قُلْتُ وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ اَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنِىْ اَنَا وَاَنْتَ فَاَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ فَاَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً ·

৩৩৪. শাকীক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ আবু মূসা আশয়ারীর সাথে ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা তাকে বললেন, যদি কেউ জুনুবী হয় এবং এক মাস পানি না পায়, তাহলে কি সে তায়াম্মুম করে নামায পড়বে ? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, না তায়াম্মুম করবে না। যদিও এক মাস পানি না পায়। আবু মূসা তাকে বললেন, তাহলে কি আপনি সূরা মায়েদার আয়াত, "যদি তোমরা পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬) বাদ দেবেন ? আবদুল্লাহ বলেন, যদি আমি লোকদেরকে অনুমতি দেই, তাহলে পানি একটু ঠাণ্ডা হলেই তারা মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে শুরু করবে। রাবী সুলাইমান বলেন, আমি শাকীককে বললাম, এ কারণে কি আপনি তায়াম্মুম করার অনুমতি দেন না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আবু মূসা আরও বলেন, আপনি কি উমরের প্রতি আম্মারের কথা শুনেননি ? তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে কোনো কাজে পাঠান এবং আমার ওপর গোসল ফরয হয়। অথচ আমি পানি পেলাম না। ফলে আমি জানোয়ারের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। তারপর আমি নবী স.-কে এ ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, তোমার পক্ষে এরূপ করা যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি হাতের তালু দিয়ে একবার মাটিতে আঘাত করলেন এবং তা ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে বাঁ হাতের উপরিভাগ মাসেহ করলেন। তারপর হাত দুটি দিয়ে মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। আবদুল্লাহ বলেন, আপনি কি দেখছেন না উমর আম্মারের কথায় সন্তুষ্ট নন ? ইয়া'লা আ'মাশ থেকে এবং তিনি শাকীক থেকে এ বর্ণনাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, শাকীক বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসার সাথে ছিলাম। আবু মূসা বললেন, আপনি কি উমরের প্রতি আম্মারের একথা শুনেননি যে, নবী স. আমাকে ও আপনাকে কোনো কাজে পাঠালেন এবং আমি জুনুবী হওয়ায় মাটির ওপর

গড়াগড়ি খেলাম। তারপর আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করা যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় একবার মাসেহ করলেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ[৩]

٣٣٥.عَنْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ اَلْخُزَاعِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَاِنَّهُ يَكْفِيْكَ ٠

৩৩৫. ইমরান ইবনে হোসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদা একটি লোককে আলাদা দেখলেন এবং সে লোকদের সাথে নামায পড়লো না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন লোকদের সাথে নামায পড়লে না ? সে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে। অথচ আমি পানি পাচ্ছি না। তিনি বললেন, তোমার জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যথেষ্ট।

৩. এ অনুচ্ছেদও এমনই বহু অনুচ্ছেদের ন্যায় শিরোনাম বিহীন।

অধ্যায়-৮

كِتَابُ الصَّلَاةِ

(নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ শবে মে'রাজে কিভাবে নামায ফরয হলো। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাদীসে হেরাকলে উল্লেখ করেছেন যে, নবী স. আমাদেরকে নামায, সদকা ও পরহেযগারীর নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٣٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهُ فِي صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَقَالَ أَأُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى حَتّٰى عَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفَتَحَ ، قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَاِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَاِبْرَاهِيْمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ

الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا عِيْسٰى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا، قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِىْ اِبْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى اُمَّتِكَ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعَنِى فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ حَتّٰى انْتُهِىَ بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا أَدْرِىْ مَاهِىَ، ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৩৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আবু যর রা. বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মক্কায় থাকাকালীন এক রাতে আমার ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করা হলো এবং জিবরাঈল আ. অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। অতপর জ্ঞান ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণ পাত্র এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিলেন। তারপর তা বন্ধ করলেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরে আকাশের দিকে নিয়ে গেলেন। যখন আমি নিকটবর্তী আকাশে উপনীত হলাম, তখন জিবরাঈল আকাশের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরযা খোল। সে বললো, কে ? জিবরাঈল বললেন, আমি। সে বললো, আপনার সাথে কেউ আছে কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে মুহাম্মাদ স.। সে পুনরায় বললো, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমরা নিকটবর্তী আকাশে আরোহণ করে দেখি, সেখানে একজন লোক বসে আছে এবং তার ডান ও বাম পাশে অনেকগুলো লোক। সে ডান দিকে তাকালে হাসে এবং বাম দিকে তাকালে কাঁদে। সে বললো, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান সন্তান! আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জবাব দিলেন, আদম আ.। ডানে ও বামে এগুলো তাঁর সন্তানের আত্মা। ডান দিকেরগুলো জান্নাতী এবং বাম দিকেরগুলো জাহান্নামী। এজন্য তিনি যখন ডান দিকে তাকান হাসেন এবং যখন বাম দিকে তাকান কাঁদেন। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে দ্বিতীয়

আকাশে আরোহণ করলেন এবং দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খোল। সে তাকে প্রথম দ্বাররক্ষীর ন্যায় জিজ্ঞেস করলো। তারপর দরজা খুলল।

মতান্তরে আনাস রা. বলেন, তিনি (আবু যর) বলেছেন, নবী স. আকাশসমূহে আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি (আবু যর) তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থানের কথা বলেননি। শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন, নবী স. আদমকে নিকটবর্তী আকাশে ও ইবরাহীমকে ষষ্ঠ আকাশে দেখেছিলেন। আনাস বলেন, জিবরাঈল আ. নবী স.-কে নিয়ে ইদরীসের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান ভ্রাতা! আমি বললাম, ইনি কে ? তিনি জানালেন, ইদরীস আ.। তারপর মূসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান ভ্রাতা ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তিনি জানালেন, ইনি মূসা আ.। তারপর ঈসা আ.-এর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান ভ্রাতা ! আমি বললাম, ইনি কে ? তিনি উত্তর দিলেন, ঈসা আ.। তারপর ইবরাহীমের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী ! হে পুণ্যবান সন্তান ! আমি প্রশ্ন করলাম, ইনি কে ? তিনি বললেন, ইবরাহীম আ.। মতান্তরে ইবনে আব্বাস ও আবু হাব্বা আনসারী বলতেন, নবী স. বলেছেন, তারপর আমাকে উর্ধে আরোহণ করানো হলো এবং আমি এমন এক সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম যেখানে কলমের ঘচ ঘচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। মতান্তরে আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, মহামহিম আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। ফেরার সময় আমি মূসা আ.-এর নিকট পৌঁছলে, তিনি বলেন, আপনার উম্মতের ওপর আল্লাহ কি ফরয করেছেন ? আমি জানালাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মত এত নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ কিছু অংশ কম করে দিলেন। তারপর আবার মূসা আ.-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, কিছু কম করে দিয়েছেন। তিনি পুনরায় বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত তা আদায় করতে পারবে না। আমি আবার ফিরে গেলাম। আল্লাহ আবার কিছু মাফ করে দিলেন। আমি আবার তার নিকট ফিরে আসলে তিনি বললেন, আবার যান। কেননা আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার গেলাম। আল্লাহ বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত, এটিই (আসলে সওয়াবের দিক থেকে) পঞ্চাশ (ওয়াক্তের সমান।) আমার কথার পরিবর্তন হয় না। আমি আবার মূসার নিকট আসলে তিনি আবার বললেন, আবার ফিরে যান। আমি বললাম, আমার যেতে লজ্জা করছে। তারপর আমাকে "সিদরাতুল মুনতাহায়"[১] নিয়ে যাওয়া হলো। তা রঙে ঢাকা ছিল। আমি জানি না তা কি ? অবশেষে আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। আমি দেখি সেখানে মুক্তার হার এবং সেখানকার মাটি কস্তুরী।

٣٣٧.عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ.

১. আকাশের যে শেষ সীমায় পর্যন্ত ফেরেশতাদের যাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং যেখানে একটি কুল গাছ আছে তাকে "সিদরাতুল মুনতাহা" (শেষ সীমার কুল গাছ) বলা হয়।

৩৩৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আবাসে ও প্রবাসে নামায দু রাকআত করে ফরয করেছিলেন। পরে প্রবাসের নামায ঠিক রাখা হলো এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হলো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় পরে নামায পড়া ফরয। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ **"তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সৌন্দর্য লাভ (অর্থাৎ পোশাক পরিধান ও সাজসজ্জা) কর।" আর একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয। সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমার তহবন্দটি কাঁটা দিয়ে হলেও সেলাই করে নিও। এ হাদীসটির সনদে আপত্তি আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী-সহবাস করা হয়েছে, তা পরে নামায পড়া জায়েয, যদি তাতে নাপাকি না দেখা যায়। নবী স. উলঙ্গ ব্যক্তিকে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে নিষেধ করেছেন।**

٣٣٨. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَاَةٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا .

৩৩৮. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের ঈদের দিন আদেশ দেয়া হতো যে, আমরা যেন ঋতুমতী নারী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে বাইরে নিয়ে আসি, যাতে তারা মুসলমানদের মজলিস ও দোয়ায় শরীক হতে পারে। কিন্তু ঋতুমতী নারীরা নামায হতে দূরে থাকতো। একজন স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে যার ওড়না নেই সে কি করবে? তিনি জবাবে বললেন, তার সাথীর উচিত তাকে ওড়না ধার দেয়া।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে পিঠের ওপর তহবন্দ পরার বর্ণনা। আবু হাযেম সাহল থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নবী স.-এর সাথে কাঁধে কাপড় বেঁধে নামায পড়েছিলেন।

٣٣٩.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ اَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ .

৩৩৯. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জাবির নিজের পিঠে তহবন্দ বেঁধে নামায পড়েন। অথচ গিঁটের ওপর তাঁর কাপড় উঠেছিল। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি একই তহবন্দে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, আমি এরূপ এজন্য করলাম, যাতে তোমার মত বেকুব জানতে পারে যে, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে আমাদের কারোর দুটো কাপড় ছিলো না।

٣٤٠. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ ·

৩৪০. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবিরকে একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (আরো) বলেছেন, আমি নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলমাত্র কাপড় জড়িয়ে (মুলতাহিফান- مُلْتَحِفًا) নামায পড়ার বর্ণনা। যুহরী বলেন, "মুলতাহিফ (مُلْتَحِفُ) এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে তার চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে কাঁধের ওপর ফেলে রাখে। আর একেই বলে, "ইশতেমালু আলা মানকেবাইহে" (وَهُوَ الْاِشْتِمَالُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ) উম্মে হানী বলেন, নবী স. একটি কাপড়ে "ইলতেহাফ" (اِلْتِحَافُ) করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর চাদরের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের দুদিকে রেখেছিলেন।

٣٤١. عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ·

৩৪১. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একই কাপড়ে নামায সমাধা করেছিলেন যার দু প্রান্তভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখেছিলেন।

٣٤٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَدْ اَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ·

৩৪২. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি দেখলেন, নবী স. উম্মে সালামার ঘরে একটি মাত্র কাপড় পরা অবস্থায় নামায পড়ছেন। সে কাপড়টির দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচে দিয়ে দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখা হয়েছিল।

٣٤٣. عَنْ عُمَرَ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ·

৩৪৩. উমর ইবনে আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে উম্মে সালামার ঘরে একটি কাপড়ের দু প্রান্ত ভাগ বগলের নীচ দিয়ে দু কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

٣٤٤. اُمُّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُّهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ

فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّى اَنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً قَدْ اَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى ·

৩৪৪. উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলাম। আমি তাঁকে গোসল করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে রেখেছিল। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, কে ? আমি সাড়া দিলাম, উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ, হে উম্মে হানী ! তিনি গোসল শেষ করে দাঁড়িয়ে একটি কাপড়ের দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য কাঁধের ওপর রেখে আট রাকাআত নামায পড়লেন। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভাই (আলী) বলছে, সে একটি মানুষকে হত্যা করতে চায় যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হলো হোবাইরার অমুক ছেলেটি। তিনি বললেন, হে উম্মে হানী, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, (মনে কর) আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী বলেন, এ নামাযটি ছিল চাশ্‌তের নামায।

٣٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ·

৩৪৫. আবু হুরাইরা রা. বলেন, একজন প্রশ্নকারী রসূলুল্লাহ স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাবে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটি করে কাপড় আছে ? (অর্থাৎ এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয।)

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একটি মাত্র কাপড় পরে নামায আদায় করবে, তখন যেন সে তার কিছু অংশ দু কাঁধের ওপর ফেলে রাখে।

٣٤٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ ·

৩৪৬. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক কাপড়ে এমনভাবে নামায না পড়ে যার কিছু অংশ তার কাঁধের ওপর থাকে না।

٣٤٧. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ·

৩৪৭. আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়বে, সে যেন সেই কাপড়টির দু কোণ দু বগলের নীচ দিয়ে এনে অন্য দিকের কাঁধের ওপর রাখে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় সংকীর্ণ হলে কি করবে ?

٣٤٨. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَمْرِىْ فَوَجَدْتُّهُ يُصَلِّى وَعَلَىَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرٰى يَاجَابِرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِى فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هٰذَا الْاِشْتِمَالُ الَّذِىْ رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِىْ ضَاقَ قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَاِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْبِهِ.

৩৪৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি নবী স.-এর সাথে এক সফরে গিয়েছিলাম। এক রাতে আমি নিজের কোনো কাজে তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় দেখলাম। আমার কাছে একটা কাপড় ছিল। আমি তা দিয়ে "ইশতিমাল" (اشتمال) করলাম এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি নামায শেষ করে বললেন, জাবির ! রাতে কেন এসেছ ? আমি তাঁকে নিজের প্রয়োজনের কথা বললাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন, এটা আমি কিরূপ "ইশতিমাল" (اشتمال) দেখলাম। আমি বললাম, একটা কাপড় ছিল। তিনি বললেন, কাপড় যদি প্রশস্ত হয়, তাহলে "ইলতিহাফ" (التحاف) করবে[২] এবং কাপড় ছোট হলে তহবন্দ বানাবে।

٣٤٩. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَاقِدِىْ أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

৩৪৯. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (অভাববশতঃ) ছেলেদের মত তাদের কাঁধে কাপড় বেঁধে নবী স.-এর সাথে নামায পড়তো এবং মেয়েদেরকে বলা হতো, পুরুষরা সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত তোমরা সিজদাহ হতে মাথা তুলবে না।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ শামী জুব্বা পরে নামায পড়া। হাসান বসরী র. বলেন, মজুসীর (অগ্নি পূজক) তৈরী কাপড়ে নামায পড়তে কোনো আপত্তি নেই। মা'মার রা. বলেন, আমি যুহরীকে ইয়ামানী কাপড় পরতে দেখেছি, যা পেশাব দ্বারা রঞ্জিত করা হতো। এবং আলী ইবনে আবু তালেব রা. আধোয়া কাপড়ে নামায পড়েছেন।

٣٥٠. عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الْاِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّى فَقَضٰى حَاجَتَهُ

২. দু'বগলের নিম্নদেশ থেকে দু'কাঁধের ওপর চাদরের দু'প্রান্ত রাখাকে ইলতিহাফ বলে। আর ইশতেমালের অর্থও এটাই, শুধু শব্দের ব্যবধান।

وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِن اَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

৩৫০. মুগীরা ইবনে শো'বা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একবার নবী স.-এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি বলেছেন, হে মুগীরা! লোটাটি তুলে দাও। আমি তা তুলে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর গায়ে শামী জুব্বা ছিল। তিনি তাঁর আস্তীন হতে হাত বের করতে লাগলেন। কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তার নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢাললাম, তিনি নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। কিন্তু মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর নামায পড়লেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ হওয়া অপসন্দনীয়।

٣٥١. عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ اِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ اَخِى لَوْ حَلَلْتَ اِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُؤِىَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا .

৩৫১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কুরাইশদের সাথে কা'বা গৃহ (মেরামতের জন্য) পাথর বহন করছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে বললেন, হে ভাতীজা ! যদি তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখতে, তাহলে ভাল হতো। রাবী বলেন, তিনি তা খুলে নিজের কাঁধে রাখলেন এবং সেই মুহূর্তে মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। এরপর আর কখনও তাঁকে উলঙ্গ হতে দেখা যায়নি।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ জামা, পাজামা, তুব্বান[৩] এবং কুবা পরে নামায পড়ার বর্ণনা।

٣٥٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ اَوَ كُلُّكُم يَجِدُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ اِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَأَوْسِعُوْا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِىْ اِزَارٍ وَ رِدَاءٍ، فِىْ اِزَارٍ وَقَمِيْصٍ، فِىْ اِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ، فِىْ سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ، فِىْ تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِىْ تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِىْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

৩. এক ধরনের অতি খাটো লুঙ্গী বা পাজামা জাতীয় পোশাক যাতে কেবলমাত্র পুরুষের সতরটুকু ঢাকা পড়ে। বিশেষতঃ নৌকার মাঝি-মাল্লারা তাদের কাজেকর্মের সুবিধার্থে এ পোশাক পরে।-সম্পাদক

৩৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক দাঁড়াল এবং নবী স.-কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দুটো করে কাপড় আছে ? তারপর একজন লোক উমরকে একই প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গতি দিলে, তোমরাও নিজেদের সঙ্গতি প্রকাশ কর। কেউ ইচ্ছা করলে একাধিক কাপড় পরতে পারে। যেমন একজন লোক লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জামা, লুঙ্গি ও কুবা, পাজামা ও চাদর, পাজামা ও জামা, পাজামা ও কুবা, তুব্বান ও কুবা, তুব্বান ও জামা এক সাথে পরে নামায পড়তে পারে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমার মনে হয়, উমর এও বলেছেন, তুব্বান ও চাদর।

٣٥٣. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَايَلْبِسُ الْمُحْرِمِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَالْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৩৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো, মুহরিম (যে ব্যক্তি ইহরাম বেঁধেছে) কি পরবে ? তিনি জবাবে বললেন, জামা, পাজামা, বোরখা এবং এমন কাপড় যাতে যাফরান বা গোলাপের রং মেশানো হয়েছে তা পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা কেটে পরবে, যাতে তা গোড়ালীর নীচে আসে।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সতর ঢাকা।

٣٥٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ .

৩৫৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. 'সাম্মা' করে কাপড় জড়াতে এবং একই কাপড়ে এমনভাবে "এহতেবা" করতে নিষেধ করেছেন, যাতে লজ্জাস্থানের ওপর কোনো কাপড় না থাকে।[৪]

٣٥٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৫৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দু ধরনের বেচা-কেনা "লিমাস" ও "নিবায"[৫] এবং দু ধরনের কাপড় পরা "সাম্মা" ও "এহতেবা" নিষেধ করেছেন।

---

৪. এক কাপড়ে সমস্ত শরীর ও হাত এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত তুললে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাকে "সাম্মা" বলা হয়। আর পাছার ওপর ভর দিয়ে এবং দু হাঁটু খাড়া রেখে উভয় হাত কিংবা কোনো কাপড় দিয়ে উভয় পায়ের নলা জড়িয়ে ধরে বসাকে "এহতেবা" বলে।

৫. বেচা-কেনার সময় খরিদ্দার দ্রব্যটি ছুঁলে কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে "লিমাস" বলা হয়। তদ্রূপ দর-দস্তুর হওয়ার সময় বিক্রেতা দ্রব্যটি খরিদ্দারের দিকে ছুঁড়ে দিলে কিংবা খরিদ্দার দ্রব্যটির প্রতি কাঁকর ছুঁড়ে মারলে কেনা-বেচা পাকা হয়ে যেত। একে "নিবায" বলে। ইসলামে এসব নিষেধ।

٣٥٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُوَذِّنُ بِمِنًى اَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِىْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ·

৩৫৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর তাঁর আমীরে হজ্জের আমলে আমাকে অন্যান্য মুয়াযযিনদের সাথে কুরবানীর দিন মিনায় এই মর্মে প্রচার করতে পাঠালেন যে, এরপর হতে কোনো মুশরিক হজ্জ করতে এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না। হোমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বলেন, তারপর রসূলুল্লাহ স. আলীকে তাঁর (আবু বকরের) পশ্চাতে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন, তিনি যেন সূরা বারাআত প্রচার করেন। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আলী আমাদের সাথে মিনায় কুরবানীর দিন প্রচার করতে থাকেন যে, এরপর কোনো মুশরিক হজ্জ এবং কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা।

٣٥٧.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوْعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوْعٌ قَالَ نَعَمْ اَحْبَبْتُ اَنْ يَّرَانِىَ الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى هٰكَذَا ·

৩৫৭. মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি একটি কাপড় বগলের নীচ দিয়ে কাঁধের ওপর রেখে নামায পড়ছেন এবং তার চাদর অন্যত্র রাখা আছে। তিনি নামায শেষ করলে আমরা বললাম, হে আবদুল্লাহ! আপনি চাদর রেখে নামায পড়লেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের মত মূর্খদের দেখাবার জন্য আমি এরূপ করলাম। আমি নবী স.-কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম বুখারী র. বলেন, ইবনে আব্বাস, জারহাদ এবং মুহাম্মাদ ইবনে জাহাশ নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, উরু লজ্জাস্থানের অন্তর্ভুক্ত। আনাস রা. বলেন, নবী স. একবার তাঁর উরু খুলেছিলেন। ইমাম বুখারী র. বলেন, আনাসের বর্ণনাকৃত হাদীস সনদের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী এবং জারহাদের বর্ণনাকৃত হাদীস আমলের দিক থেকে অধিক গ্রহণীয়। এর ওপর আমল করলে আমরা আলেমদের মতভেদ থেকে বাঁচতে পারি। আবু মূসা রা. বলেন, একবার

উসমানের আগমনে নবী স. তাঁর হাঁটু ঢেকে দিলেন। যায়েদ ইবনে সাবেত বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁর উরু আমার উরুর সাথে মিলিত ছিল এবং এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে।

٣٥٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلٰوةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِيْ طَلْحَةَ فَاَجْرَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّٰى اِنِّي اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلٰى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ، وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ فَقَالَ اِذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِّنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَاَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَاَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৩৫৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. খায়বার অভিযানে বের হলেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছে ভোরে ফজরের নামায পড়লাম। তারপর নবী স. (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন। আবু তালহা (সওয়ারীর পিঠে) আরোহণ করলেন এবং আমি আবু তালহার পিছনে বসলাম। নবী স. খায়বারের গলি পথ দিয়ে দ্রুত চলতে থাকলেন এবং আমার হাঁটু তাঁর উরু স্পর্শ করতে লাগলো। এমন সময় নবী স.-এর উরু হতে তহবন্দ সরে গেল। আমার মনে হচ্ছে আমি এখনও তাঁর উরুর শুভ্রতা লক্ষ্য করছি। তিনি শহরে প্রবেশ করে বললেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ - اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا سَبَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

"আল্লাহ মহান, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা এমন লোক, যখন কোনো জাতির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হই, তখন তাদের সতর্ককারীদের ত্রাসের সৃষ্টি হয়।" একথা তিনি তিনবার বললেন। রাবী বলেন, লোকেরা তাদের কাজে বের হলো। তারা বলে উঠলো, মুহাম্মদ এসে গেছে! আবদুল আযীয বলেছেন, আমাদের কতক সাথীদের মতে তারা বলে উঠলো মুহাম্মাদ তার সেনাবাহিনীসহ এসেছে! রাবী বলেন, আমরা বিনা যুদ্ধে খায়বার জয় করলাম। বন্দীদেরকে জমা করা হলো। দেহইয়া এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আমাকে বন্দীদের মধ্য থেকে একটি দাসী দিন। তিনি (রসূল) বললেন, যাও এবং একটি দাসী নাও। সে সফিয়া বিনতে হুয়াইকে নিল। এমন সময় একজন লোক নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর নবী! আপনি কোরাইযা ও নযীর বংশের নেতৃস্থানীয় রমণী সফিয়া বিনতে হুয়াইকে দেহইয়ার হাতে তুলে দিলেন। সে একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন, তাকে সফিয়াসহ ডাক। দেহইয়া তাকে নিয়ে আসল। নবী স. সফিয়াকে দেখে বললেন, দেহইয়া তুমি বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একটি দাসী নাও। রাবী বলেন, নবী স. তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করেন। সাবেত আবু হুরাইরাকে বলেন, হে আবু হামযা! সফিয়ার দেন মোহর কি ধার্য করা হলো? তিনি বললেন, তাকে আযাদ করার পর বিয়ে করা তার জন্য দেন মোহর স্বরূপ ছিল। তারপর উম্মে সুলাইম (আনাসের মা) রাস্তায় তাকে বধু সাজিয়ে রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট পেশ করলেন। সকালে রসূলুল্লাহ স. বর বেশে উঠলেন এবং বললেন, তোমাদের যার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। তিনি দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর, কেউ ঘি এবং রাবীর ধারণায় কেউ ছাতু নিয়ে আসলো এবং এসব কিছু মিলিয়ে তারা "হাইস" নামক এক প্রকার খাদ্য তৈরী করলো। এটিই ছিল রসূলুল্লাহ স.-এর অলীমা।[৬]

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েরা কতটুকু কাপড় পরে নামায পড়বে ? ইকরামা বলেন, যদি একটি কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ শরীর ঢাকতে পারে তাহলে তা জায়েয।

٣٥٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ.

৩৫৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামায পড়তেন এবং তাঁর সাথে কিছু সংখ্যক মুসলিম মহিলা শরীরে চাদর জড়িয়ে নামাযে শরীক হতো। তারা এত অন্ধকার থাকতে নামায থেকে বাড়ী ফিরতো যে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া এবং নামায পড়া অবস্থায় ছবির প্রতি নযর করা।

---

৬. সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ দেখা না দেয় এবং সফিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় সেই উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ স. সফিয়াকে বিয়ে করেছিলেন।

٣٦٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلَامُ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَائْتُوْنِىْ بِأَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلَاتِىْ وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَخَافُ اَنْ تَفْتِنَنِىْ.

৩৬০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদা একটি নকশা খচিত চাদরে নামায পড়লেন। তাঁর নযর একবার নকশার দিকে পড়লো। তিনি নামায শেষ করে বললেন, এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে নকশা বিহীন চাদরটি নিয়ে এসো। কেননা চাদরটি এইমাত্র আমাকে নামায থেকে অমনোযোগী করেছিল। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, আমি নামাযের মধ্যে চাদরটির নকশার প্রতি তাকাচ্ছিলাম এবং আমার ভয় হচ্ছিল সে আমাকে ফেতনায় ফেলে না দেয়।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রুশ বা অন্য ছবিযুক্ত কাপড় পরে নামায পড়া যায় কিনা এবং এর বিরোধিতা।

٣٦١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهُ لَاتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِىْ صَلَاتِىْ ·

৩৬১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার একটি চাদর ছিল। সেটি দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করেছিলেন। নবী স. একদিন বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা নামাযের সময় এর নকশাগুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী জুব্বা পরে নামায পড়া, তারপর তা খুলে ফেলা।

٣٦٢. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَايَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ ·

৩৬২. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে একটি রেশমী ফররুজ (পিছন কাটা লম্বা কোট) হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি সেটি পরে নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি সেটি দ্রুত খুলে ফেললেন। মনে হলো তিনি সেটি অপসন্দ করছেন। তারপর তিনি বললেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি শোভনীয় নয়।[৭]

৭. তখনও পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হারাম হয়নি। পরে হারাম হয়।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ লাল কাপড় পরে নামায পড়া।

٣٦٣. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أُدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالاً اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذٰلِكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً اَخَذَا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ ٠

৩৬৩. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে একটি লাল চামড়ার তাঁবুর মধ্যে দেখলাম। বেলালকে দেখলাম তাঁর অযুর পানি নিয়ে সেখানে উপস্থিত থাকতে। লোকদেরকে দেখলাম তাঁর ব্যবহৃত অযুর পানি নেয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতে। যারা পানি পেল, তা দিয়ে তারা নিজেদের শরীর মাসেহ করলো এবং যারা তা পেল না তারা অন্যের হাতের আদ্রতা নিতে থাকলো। তারপর বেলালকে দেখলাম, একটা বর্শা এনে মাটিতে গেড়ে দিতে। এরপর নবী স. একটি লাল পোশাক পরে এবং তা খানিকটা উঁচু করে বের হলেন। তিনি বর্শাটির দিকে মুখ করে লোকদেরকে দু রাকআত নামায পড়ালেন। লোক ও জন্তুদেরকে বর্শাটির সামনে দিয়ে আমি চলতে দেখলাম।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ছাদ, মিম্বর ও কাঠের ওপর নামায পড়া।

ইমাম বুখারী র. বলেন, হাসান বসরী বরফ ও পুলের ওপর নামায পড়া জায়েয মনে করেন, যদিও তার নীচ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে অথবা সামনে দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। আবু হুরাইরা রা. ইমামের পিছনের মসজিদের ছাদের উপর নামায পড়েছিলেন। ইবনে উমর রা. বরফের ওপর নামায আদায় করেন।

٣٦٤. عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِّنْ اَىِّ شَيْءٍ اَلْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ اَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ اَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ عَادَ اِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتّٰى سَجَدَ بِالْاَرْضِ فَهٰذَا شَأْنُهُ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ سَأَلَنِى اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنَّمَا أَرَدْتُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ اَنْ يَّكُوْنَ الْاِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৩৬৪. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তাকে নবী স.-এর মিম্বর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে এমন লোক এখন আর বেঁচে নেই। মিম্বরটি ছিল গাবার (বনের) ঝাউ গাছের তৈরী। অমুক মহিলার অমুক আযাদকৃত দাস সেটি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য তৈরী করেছিল। সেটি প্রস্তুত ও স্থাপিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ স. তার ওপর দাঁড়ালেন। তিনি কেবলার দিকে মুখ করে 'আল্লাহু আকবার' বললেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে রুকূ' করলেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে রুকূ করলো। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং পিছনে হটে যমীনে সিজদা করলেন। তারপর মিম্বারে ফিরে আসলেন। তারপর কুরআনের আয়াত পড়ে রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুললেন। অতপর পিছনে হটে মাটিতে সিজদা করলেন। এই হলো মিম্বারের ব্যাপার। ইমাম বুখারী র. বলেন, আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আমাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন এবং বলেন, আমার মতে নবী স. সাধারণ লোকদের চেয়ে উপরে ছিলেন। কাজেই এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইমামের সাধারণ নামাযীদের তুলনায় ওপরে থাকায় আপত্তি নেই।

٣٦٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ اَوْ كَتِفُهُ وَاٰلَى مِنْ نِّسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِىْ مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ فَاَتَاهُ اَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَاِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ ·

৩৬৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ায় তাঁর গোড়ালী কিংবা কাঁধ ছিলে যায়। সেই সময় তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট হতে এক মাসের ঈলা (স্ত্রী সহবাস হতে দূরে থাকার কসম) করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তিনি এমন একটি বালাখানায় অবস্থান করতে থাকেন, যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁর শুশ্রূষার জন্য একবার তাঁর নিকট আসলো। তিনি বসে বসে তাদেরকে নামায পড়ালেন এবং তারা দাঁড়িয়ে নামায পড়লো। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন, (ইমামকে) ইমাম এজন্য করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করতে হবে। যখন সে তাকবীর বলবে, তোমরা তাকবীর বলবে। যখন সে রুকূ করবে তোমরা রুকূ করবে এবং যখন সে সিজদা করবে, তোমরা সিজদা করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তিনি উনত্রিশ দিনে ঈলা ভঙ্গ করে নেমে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এক মাসের ঈলা করেছিলেন, তিনি বললেন, এ মাস উনত্রিশ দিনের।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার সময় নামাযীর কাপড় তার স্ত্রীর দেহ স্পর্শ করা।

٣٦٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِىْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَاةِ ·

৩৬৬. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স. নামায পড়তেন এবং আমি ঋতু অবস্থায় তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো সিজদার সময় তাঁর কাপড় আমার দেহ স্পর্শ করতো, অথচ তিনি জায়নামাযে নামায পড়া অবস্থায় থাকতেন।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের ওপর নামায পড়া। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ ও আবু সাঈদ খুদরী দাঁড়ানো অবস্থায় নৌকায় নামায পড়েছেন। হাসান বসরী বলেন, নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পার, যদি সাথীর কষ্ট না হয় এবং নৌকার সাথে সাথে ঘুরতে পার। নচেৎ বসে নামায পড়া উচিত।

٣٦٧.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّىَ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ·

৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তার দাদী মুলাইকা একবার রসূলুল্লাহ্ স.-কে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। খাবারটি কেবল মাত্র তাঁর জন্য তৈরী করা হয়েছিল। তিনি খাবার পর বললেন, দাঁড়াও আমি তোমাদের এখানে নামায পড়বো। আনাস রা. বলেন, আমি একটি চাটাই আনতে গেলাম। চাটাইটি দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটি পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললাম। তারপর রসূলুল্লাহ্ স. তার ওপর দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি ও (একজন) ইয়াতীম[৮] তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং বুড়ি আমাদের পিছনে দাঁড়ালো। রসূলুল্লাহ্ স. আমাদেরকে দু'রাকআত নামায পড়ালেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জায়নামাযের ওপর নামায পড়া।

٣٦٨. عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى عَلَى الْخُمْرَةِ ·

৩৬৮. মাইমুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জায়নামাযের ওপর নামায পড়তেন।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ বিছানায় নামায পড়া। আনাস ইবনে মালেক বিছানায় নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ কেউ নিজের কাপড়ের ওপর সিজদাহ্ করতো।

---

৮. ইয়াতীম নবী স.-এর জনৈক আযাদকৃত দাসের উপাধি। তার আসল নাম যুমাইরাহ্।

٣٦٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهِ فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ وَاِذَا اَقَامَ بَسَطْتُهَا قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ .

৩৬৯. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম এবং আমার পা দুটি তাঁর কেবলার দিকে (সিজদার জায়গায়) থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। তখন আমি আমার পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম, তিনি দাঁড়ালে আমি পা দুটি প্রসারিত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

٣٧٠.عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهِىَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلٰى فِرَاشِ اَهْلِهِ اِعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর ও কেবলার মাঝখানে বিছানার ওপর জানাযার মত শুয়ে থাকতাম।

٣٧١.عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِىْ يَنَامَانِ عَلَيْهِ .

৩৭১. উরওয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়তেন এবং আয়েশা তাঁর ও কেবলার মাঝখানে তাদের শোয়ার বিছানার ওপর শুয়ে থাকতেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ অতিশয় গরমের সময় কাপড়ের ওপর সিজদাহ করা। হাসান বসরী র. বলেন, লোকেরা তাদের পাগড়ী ও টুপির ওপর সিজদা করতো এবং তাদের হাত আস্তীনের মধ্যে থাকতো।

٣٧٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِىْ مَكَانِ السُّجُوْدِ .

৩৭২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়তাম এবং আমাদের কেউ কেউ অত্যন্ত গরমের দরুন কাপড়ের খুঁট সিজদার জায়গায় রাখতো।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুতা পরে নামায পড়া।

٣٧٣. سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী স. কি জুতা পরে নামায পড়তেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মোজা পরা অবস্থায় নামায পড়া।

٣٧٤.عَنْ جَرِيْرِبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يَعْجِبُهُمْ لِاَنَّ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ أَسْلَمَ ٠

৩৭৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার পেশাব করে অযু করলেন এবং মোজার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম বলেন, লোকেরা জারীরের এ হাদীসটি খুব পছন্দ করতো। কেননা তিনি সবার শেষে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

٣٧٥.عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَصَلّٰى

৩৭৫. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে অযু করালাম এবং তিনি মোজার ওপর মাসেহ করে নামায পড়লেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা পুরোপুরি না করা।

٣٧٦.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ٠

৩৭৬. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একজন লোককে অপূর্ণ রুকূ ও সিজদা করতে দেখলেন। লোকটি নামায শেষ করলে, হুযাইফা তাকে বললেন, তোমার নামায হয়নি। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, হুযাইফা এও বলেছেন, যদি তুমি এ অবস্থায় মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদ স.-এর তরীকার বাইরে মারা যাবে।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় বগল ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত করা।

٣٧٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ٠

৩৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায পড়ার সময় (সিজদার সময়) দু'হাতের মাঝখানে এতই ব্যবধান রাখতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা যেতো।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলামুখী হওয়ার ফযীলত। এমনকি পায়ের আঙ্গুল কেবলার দিকে রাখা উচিত। আবু হুমাইদ নবী স. থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٧٨.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِىْ لَهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهٖ فَلاَ تُخْفِرُوْا اللّٰهَ فِىْ ذِمَّتِهٖ ·

৩৭৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে ও আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে মুসলমান। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার দায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহর দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।

٣٧٩.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، فَاِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا، وَاَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ وَقَالَ عَلِىُّ بنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلّٰى صَلاَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ·

৩৭৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমাকে লোকদের সাথে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হয়েছে। যতক্ষণ না তারা বলে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهَ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই।" যখন তারা তা বলবে এবং আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করবে এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খাবে, তখন তাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত হবে। তবে ইসলাম তাদের জন্য যে হক নির্ধারণ করে দিয়েছে তা ছাড়া[৯] এবং তাদের আন্তরিকতার হিসেব আল্লাহর নিকট। মতান্তরে, একবার আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ ব্যক্তির রক্ত ও সম্পদ হারাম ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই" এবং আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায় সে মুসলমান। তার মুসলমানদের মত অধিকার থাকবে এবং তার মুসলমানদের মত কর্তব্য পালন করতে হবে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসী ও সিরিয়াবাসীদের কেবলা। পূর্বাঞ্চলের লোকদের কেবলা না পূর্ব দিকে না পশ্চিম দিকে। দলীল হলো, নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ

৯. অর্থাৎ ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী প্রাণের বদলে প্রাণ ও অর্থের বদলে অর্থদণ্ড অবশ্যই দিতে হবে।

করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করো।

٣٨٠.عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

৩৮০. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কেবলার দিকে মুখ করে বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো না। বরং পূর্ব দিকে কিংবা পশ্চিম দিকে[১০] মুখ বা পিঠ করে পেশাব-পায়খানা করো। আবু আইয়ুব বলেন, আমরা সিরিয়ায় গেলাম এবং দেখলাম, সেখানে কিছু পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা হয়েছে। আমরা বাধ্য হয়ে সেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাতাম এবং মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও।"

٣٨١.عَنْ اِبْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِىْ امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ : وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

৩৮১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, একজন লোক উমরার উদ্দেশ্যে কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ করলো। কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মধ্যে দৌড়াল না। সে কি স্ত্রীসঙ্গম করতে পারবে? তিনি বললেন, নবী স. মদীনা হতে মক্কায় এসে কা'বা গৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু' রাকআত নামায পড়লেন। অতপর সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ালেন। "আর তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ স.-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" রাবী বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াবার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করবে না।

٣٨٢. عَنْ اِبْنُ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِىُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً

---

১০. মদীনা থেকে কেবলা দক্ষিণ দিকে। তাই পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে পেশাব-পায়খানা করার কথা বলা হয়েছে।

فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ.

৩৮২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক এসে তাঁকে বললো, রসূলুল্লাহ স. কাবা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেন, আমি এসে দেখলাম, নবী স. বের হয়ে গেছেন এবং বেলাল দু'দরজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি কা'বা গৃহে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ। কা'বা গৃহে প্রবেশ করার সময় বাঁ দিকে যে দুটি থাম রয়েছে তার মাঝখানে দু রাকআত এবং বের হয়ে কা'বা গৃহের সামনে দু রাকআত নামায পড়েছেন।

٣٨٣. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করে তার প্রত্যেক কোণে দোয়া করলেন এবং বাইরে না আসা পর্যন্ত নামায পড়লেন না। বাইরে আসার পর কা'বার দিকে মুখ করে দু রাকআত নামায পড়লেন এবং বললেন, এটাই কেবলা।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ যেখানেই অবস্থান করো না কেন কেবলার দিকে মুখ করতে হবে। আবু হুরাইরা রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, কেবলার দিকে মুখ কর এবং 'আল্লাহু আকবার' বল।

٣٨٤.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ، فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِيْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتّٰى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

৩৮৪. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে ষোল কিংবা সতের মাস নামায পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের দিকে মুখ করে নামায পড়তে পছন্দ করতেন। কাজেই মহামহিম আল্লাহ

অবতীর্ণ করলেন ঃ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ "আমি আপনার মুখাবয়ব বারবার আকাশের দিকে ওঠাতে দেখেছি।" তিনি নতুন কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর নির্বোধ লোকেরা অর্থাৎ ইয়াহুদ সম্প্রদায় বলতে লাগলো, "কে তাদের মুখ পূর্ববর্তী কেবলা হতে ফিরিয়ে দিল ?" আল্লাহ বলেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেন।" তারপর এমন একজন লোক যে নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছিল, নামাযের পর আনসারদের নিকট গেল। তখন তারা বায়তুল মাকদাসের দিকে মুখ করে আসরের নামায পড়ছিল। সে গিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়েছি এবং তিনি কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়িয়েছেন। একথা শুনে সবাই কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

٣٨٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَاِذَا أَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ۔

৩৮৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর বাহনে চড়ে নামায (নফল) পড়তেন, যেদিকেই তাঁর মুখ থাকতো না কেন। যখন ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বাহন হতে নেমে কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

٣٨٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ اَدْرِىْ زَادَ اَوْ نَقَصَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ اِنَّه لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلاَةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ - وَلٰكِنَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ۔

৩৮৬. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়লেন। রাবী ইবরাহীম বলেন, আমি জানি না, তিনি নামাযে কিছু কমবেশী করেছিলেন কিনা ? তিনি নামায শেষ করলে, লোকেরা তাঁকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! নামাযে নতুন কিছু ঘটেছে কি ? তিনি বললেন, তা কি ? তারা বললো, আপনি এত এত নামায পড়েছেন। একথা শুনে তিনি পা দুটো ঘুরিয়ে কেবলামুখী হয়ে দুটো সিজদা করলেন।[১১] তারপর সালাম ফিরালেন। অতপর আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, যদি নামাযে কিছু ঘটে, তাহলে তা আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে বলবো। কিন্তু আমি তোমাদের মত মানুষ। আমার তোমাদের মত ভুল হতে পারে। যদি আমার ভুল হয় তাহলে মনে করিয়ে দেবে

১১. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে গেছে।

এবং তোমাদের যদি কারোর নামাযের মধ্যে সন্দেহ হয়, তাহলে সে যেন প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরায়। তারপর যেন সে দুটো সিজদা করে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলা সম্পর্কে বর্ণনা। ভুল করে কেবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে নামায পড়লে তা পুনরায় পড়তে হবে না। নবী স. যোহরের দু রাকআত নামায পড়ে সালাম ফেরার পর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার অবশিষ্ট নামায আদায় করেন।

٣٨٧.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِاتَّخَذْنَا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلّٰى ؟ فَنَزَلَتْ : وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَهِيْمَ مُصَلّٰى، وَاٰيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَ كَ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَاِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِ ﷺ فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّه اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ فَنَزَلَتْ هٰذِه الاٰيَةُ.

৩৮৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উমর বলেন, তিনটি বিষয়ে আমার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিত হয়েছে ঃ (১) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানালে ভাল হতো। আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلّٰى অর্থাৎ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।" (২) পর্দার আয়াত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দার হুকুম দিতেন, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা সৎ-অসৎ সবাই তাদের সাথে কথা বলে। এমন সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো। (৩) একবার নবী স.-এর স্ত্রীগণ নারীসুলভ আবেগে তাঁর বিরুদ্ধে একত্রিত হন। আমি তাদেরকে বললাম, যদি তিনি আপনাদেরকে তালাক দেন, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাদের অপেক্ষা উত্তম মুসলিম নারী তাঁকে দান করবেন, তখন এ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয়।

٣٨٨.عَنْ عَبْدِ بْنِ اللّٰه عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِىْ صَلاَةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৩৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একবার কোবা নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ছিল। এমন সময় একজন লোক এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ স.-এর ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একথা শুনে সবাই কা'বা গৃহের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ইতিপূর্বে তাদের মুখ সিরিয়ার দিকে ছিল। তারা কা'বার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

٣٨٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ٠

৩৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী স. যোহরের পাঁচ রাকআত নামায পড়ালেন। লোকেরা বললো, নামায কি বেশী করা হয়েছে ? তিনি বললেন, সেটা কিরূপ ? লোকেরা বললো, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, একথা শুনে তিনি পা ঘুরিয়ে (অর্থাৎ কেবলামুখী হয়ে) দুটো সিজদা করলেন।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ হাত দিয়ে মসজিদ হতে থুথু পরিষ্কার করা।

٣٩٠. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ فِىْ وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِىْ صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِىْ رَبَّهُ اَوْ اِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلْ هٰكَذَا ٠

৩৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার কেবলার দিকে (দেয়ালে) থুথু দেখলেন, এতে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেল। তিনি দাঁড়ালেন এবং হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তার রবের সাথে কথা বলে। কিংবা (তিনি বলেছেন,) তার ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই তোমাদের কারোর উচিত নয় কেবলার দিকে থুথু ফেলা। বরং তার উচিত বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলা। তারপর তিনি নিজের চাদরের খুঁট নিলেন এবং তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

٣٩١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى ٠

৩৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে থুথু দেখে নিজে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে, সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা নামাযের সময় আল্লাহ সুবহানাহু তার সামনে থাকেন।

٣٩٢.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِىْ جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا اَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ ٠

৩৯২. মুসলিম জননী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কেবলার দিকে দেয়ালে শিকনি বা থুথু বা কফ দেখলেন এবং নিজের হাতে তা পরিষ্কার করলেন।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁকর দিয়ে মসজিদ হতে শিকনি পরিষ্কার করার বর্ণনা।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যদি তুমি কাঁচা ময়লার ওপর দিয়ে চলো, তাহলে পা ধুয়ে ফেল এবং ময়লা যদি শক্ত হয়, তাহলে ধুতে হবে না।

٣٩٣. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ٠

৩৯৩. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. মসজিদের দেয়ালে কফ দেখে নিজে কাঁকর দিয়ে তা পরিষ্কার করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে কিংবা ডান দিকে কফ না ফেলে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে কিংবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কেউ যেন ডান দিকে থুথু না ফেলে।

٣٩٤. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ٠

৩৯৪. আবু হুরাইরা ও আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, নবী স. একবার মসজিদের দেয়ালে কফ দেখলেন এবং তিনি নিজে কাঁকর দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে বা ডান দিকে কফ না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

٣٩٥.عَنْ اَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَتْفِلَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ رِجْلِهٖ ٠

৩৯৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কারোর নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার প্রয়োজন হয়, তাহলে সে যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলে।

٣٩٦.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ -

৩৯৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মুমিন নামাযের মধ্যে তার প্রভুর সাথে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাঁয়ে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে।[১২]

٣٩٧.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهٰى اَنْ يَّبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ اَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৩৯৭. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার মসজিদের সামনে কফ দেখলেন। তিনি নিজেই সেটা কাঁকর দিয়ে রগড়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি নিষেধ করলেন লোকদেরকে সামনে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে। বরং বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেলতে বললেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা।

٣٩٨. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৩৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, মসজিদে থুথু ফেলা গোনাহর কাজ এবং এর কাফফারা হলো ঢেকে দেয়া।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা।

٣٩٩.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلاَةِ فَلا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِى اللّٰهَ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَاِنَّ عَنْ يَّمِيْنِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

৩৯৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়াবে, সে যেন তার সামনে থুথু না ফেলে। কেননা যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, আল্লাহর

---

১২. ইসলামের প্রথম পর্যায়ে নামাযের মধ্যে কথা বলা, থুথু ফেলা প্রভৃতি ছোট ছোট কাজগুলো জায়েয ছিল। পরে তা বাতিল হয়ে যায়।

সাথে কথা বলে। আর ডান দিকেও না। কেননা ডান দিকে ফেরেশতা থাকে। বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলবে। তারপর তা মাটি চাপা দিবে।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে সে তা কাপড়ের খুঁটে নিয়ে নেবে।

٤٠٠. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُؤِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ اَوْ رُؤِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذٰلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ فِيْ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَا طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيْهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا ·

৪০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একবার কেবলার দিকে কফ দেখলেন। তিনি সেটা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন এবং এ কাজটিকে অপসন্দ করার দরুন তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে, সে তার প্রভুর সাথে কথা বলে অথবা তিনি বলেছেন, তার ও কেবলার মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান থাকেন। কাজেই সে যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। তারপর তিনি তাঁর চাদরের খুঁট নিয়ে তাতে থুথু ফেলে রগড়ালেন এবং বললেন, কিংবা এরূপ করবে।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের লোকদেরকে নামায পরিপূর্ণ করার উপদেশ দেয়া এবং কেবলার বর্ণনা।

٤٠١. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَاهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَايَخْفٰى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلاَ رُكُوْعُكُمْ اِنِّي لَاَرَاكُمْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِيْ·

৪০১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা কি মনে কর আমার কেবলা এখানেই? আল্লাহর কসম, তোমাদের দীনতা, (সিজদা) তোমাদের রুকূ কোনোটাই আমার কাছে গোপন নয়। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমার পিছন দিক হতে দেখতে পাই।

٤٠٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلٰوةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلاَةِ وَفِي الرُّكُوْعِ اِنِّي لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِيْ كَمَا اَرَاكُمْ ·

৪০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বারের উপর উঠলেন এবং নামায ও রুকূ সম্পর্কে বললেন, অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সামনের দিক হতে যেরূপ দেখি পিছনের দিক হতেও তদ্রূপ দেখি।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ বলা জায়েয কিনা ?

٤٠٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَاَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا ٠

৪০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. একবার ইযমার করা[১৩] ঘোড়াগুলোর মধ্যে 'হাফইয়া' নামক স্থান হতে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তার শেষ স্থান ছিল "সানিয়াতুল বিদা" এবং যে সকল ঘোড়ার ইযমার করা হয়নি, তাদেরকে সানিয়া হতে বনু যোরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমরও এ প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কোনো কিছু ভাগ করা এবং কাঁদি ঝুলানো। ইবরাহীম অর্থাৎ তাহমানের পুত্র সোহাইবের পুত্র আবদুল আযীয থেকে এবং তিনি আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, একবার বাহরাইন হতে কিছু সম্পদ নবী স.-এর নিকট আসলো। তিনি (রসূল) বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে রাখ। এবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট সবচেয়ে বেশী সম্পদ এসেছিল। রসূলুল্লাহ স. নামাযের জন্য বের হলেন। কিন্তু সেদিকে দৃকপাত করলেন না। নামায শেষ করে এসে তিনি সম্পদের কাছে বসলেন এবং যাকে দেখলেন তাকে তা হতে কিছু না কিছু দিলেন। এমন সময় আব্বাস আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কিছু দিন। কেননা আমি (বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের[১৪] মুক্তিপণ দিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, নাও। তিনি আঁজলা ভরে ভরে কাপড়ে গাঠরী বাঁধলেন। তারপর উঠাতে গিয়ে তা উঠাতে না পেরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন, আমাকে এটা তুলে দিতে। তিনি বললেন, না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু রেখে দিলেন এবং পুনরায় তুলতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কাউকে আদেশ করুন তুলে দিতে। তিনি এবারও না বললেন। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তারপর তিনি তা হতে কিছু কম করে সেটি নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ স. তার লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না তিনি আমাদের চোখের আড়াল হলেন। রসূলুল্লাহ স. একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠলেন না।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাকে খাবার দাওয়াত দেয়া হলো এবং যিনি তা কবুল করলেন।

٤٠٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ وَجَدْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ

---

১৩. দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে দ্রুতগামী করার উদ্দেশ্যে যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে ইযমার বলে।

১৪. আকীল হযরত আলীর ছোট ভাই।

لِىْ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ.

৪০৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার নবী স.-কে মসজিদে দেখতে পেলাম। তাঁর সাথে কয়েকজন লোক ছিল। আমি দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাবার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি আশপাশের লোকদেরকে বললেন, ওঠ, তিনি চললেন, আর আমিও তাদের সম্মুখ দিয়ে রওনা হলাম।

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বিচার-আচার করা এবং পুরুষ ও নারীদের মধ্যে লেআন[১৫] করানো।

٤٠٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ.

৪০৫. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক[১৬] বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে তাকে হত্যা করবে? তারা দুজন (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদে লেআন করতে থাকলো এবং আমি (বর্ণনাকারী) তা প্রত্যক্ষ করলাম।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ কারোর বাড়ীতে গেলে যথাইচ্ছা সেখানে কিংবা যেখানে নির্দেশ দেয় সেখানে নামায পড়া উচিত। এ বিষয়ে বেশী যাঁচাই-বাছাই করা সমীচীন নয়।

٤٠٦. عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ فِىْ مَنْزِلِهِ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ اِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৪০৬. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একবার তার বাড়ীতে আসলেন এবং বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় তোমার জন্য নামায পড়া পছন্দ কর? তিনি বলেন, আমি তাঁর জন্য ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। নবী স. তাকবীর বললেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে মসজিদ তৈরী করা। বারাআ ইবনে আযেব রা. বাড়ীর মসজিদে জামাআতের সাথে নামায পড়েছিলেন।

---

১৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন করার অর্থ হচ্ছে, তারা প্রত্যেকে নিজের ওপর লানত বর্ষণ করবে, এই বলে—যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আল্লাহর লানত আমার ওপর পড়বে।–সম্পাদক

১৬. এই সাহাবী হচ্ছেন হযরত উয়াইমির ইবনে আমের আল আজলানী অথবা হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া।–সম্পাদক

٤٠٧. عَنْ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَنْكَرَتْ بَصَرِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَأَلَ الْوَادِىَ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ اَنْ اَتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّىْ بِهِمْ وَوَدِدْتُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ تَأْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَأَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ أُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُو وعَدَدَ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذٰلِكَ اَلاَ تَرَاهُ قَدْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ .

৪০৭. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবীগণের অন্যতম। তিনি একবার রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। অথচ আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে নামায পড়াই। বৃষ্টির সময় আমার ও তাদের মধ্যকার উপত্যকা ভেসে যায়। ফলে আমি তাদের মসজিদে এসে নামায পড়াতে সক্ষম হই না। আমার ইচ্ছা, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন এবং আমি সে জায়গাটি নামাযের জন্য ঠিক করে নেব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্রই এরূপ করবো। ইতবান বলেন, পরদিন কিছু বেলা হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার এখানে আসলেন। রসূলুল্লাহ স. প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসে বললেন, ঘরের কোন্ জায়গায় নামায পড়া তুমি পছন্দ করো ? তিনি বলেন, আমি ঘরের একটি কোণ ইশারা করে দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন, আমরা কাতার

করে দাঁড়ালাম। তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি (ইতবান) বলেন, আমরা তাঁর জন্য খাযীরাহ[১৭] তৈরী করেছিলাম। সেজন্য তাঁকে কিছুক্ষণ আটকে রাখলাম। তিনি বলেন, এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে এসে জমা হলো। তাদের একজন বললো, মালেক ইবনে দাখাইশন (মতান্তরে ইবনে দুখশন) কোথায় ? একজন জবাবে বললো, সে মুনাফিক। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, এরূপ বল না। তোমরা কি দেখো না সে لا اله الا الله অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই'—একথা বলে এবং এর দ্বারা সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায়। সে বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। সে আরও বললো, তবে আমরা মুনাফিকদের প্রতি তার বেশী টান ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা দেখি। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চায় মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ডান দিকে হতে প্রবেশ করা এবং অন্যান্য কাজ ডান দিক হতে শুরু করা। ইবনে উমর মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে বাঁ পা রাখতেন।

٤٠٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَانِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ ـ

৪০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যতদূর সম্ভব তাঁর প্রতিটি কাজ ডান দিক হতে শুরু করা পছন্দ করতেন। যেমন পবিত্রতা অর্জন করা, চুল আঁচড়ানো ও জুতা পায়ে দেয়া।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলিয়াত যুগের মুশরিকদের কবরস্থান এবং সেখানে মসজিদ তৈরী করা কি জায়েয ? কেননা নবী স. বলেছেন, ইয়াহুদদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। যেহেতু তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। কবরে নামায পড়া কি মাকরূহ ? উমর ইবনে খাত্তাব আনাস ইবনে মালেককে কবরের পাশে নামায পড়তে দেখে বলেন, কবর, কবর। কিন্তু তিনি নামায পুনরায় পড়তে আদেশ করলেন না।

٤٠٩.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ أُوْلٰئِكَ اِذَاكَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠

৪০৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা আবিসিনিয়ায় একটি গির্জা দেখেছিলেন। তাতে অনেকগুলো প্রতিমূর্তি ছিল। এ সম্পর্কে তারা নবী স.-এর

---

১৭. গোশত ছোট ছোট করে কেটে বা কীমা করে পানিতে সিদ্ধ করার পর তাতে আটা মিশিয়ে রান্না করলে খাযীরাহ তৈরী হয়।

নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, তাদের কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তাদের কবরের ওপর মসজিদ তৈরী করতো এবং তাদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে সেখানে রাখত। কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব প্রমাণিত হবে।

٤١٠. عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى بَنِى النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ السُّيُوْفِ كَأَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلاَءُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُصَلِّىَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ اِلَى مَلاَءٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ - فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ.

৪১০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মদীনায় এসে, মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী স. সেখানে চৌদ্দ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালেন, তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি, নবী স. তাঁর বাহনের ওপর, আবু বকর তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চারদিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে নামাযের সময় হতো, সেখানেই নামায পড়া পছন্দ করতেন। তিনি ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। তারপর তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জার প্রধানকে ডেকে বললেন, হে বনু নাজ্জার! তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বললো, না, আল্লাহর কসম, আমরা একমাত্র মহামহিম আল্লাহর নিকট এর মূল্য চাই। আনাস রা. বলেন, তাতে কি ছিল? আমি তোমাদেরকে বলছি, তাতে মুশরিকদের কবর, পোড়া জমি এবং খেজুর গাছ ছিল। নবী স.-এর নির্দেশ মোতাবেক মুশরিকদের কবরগুলো খোঁড়া হলো। পোড়া জমিগুলো ঠিকঠাক করা হলো এবং খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো। তারা খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো মসজিদের কেবলার দিকে সারি করে পুঁতল এবং দরজার বাহু দুটি করলো পাথরের। তারা

জারি গাইতে গাইতে পাথর বহন করছিলেন। নবী স.-ও ছিলেন তাদের সাথে। তিনি বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া নেই কোনো কল্যাণ, আর ক্ষমা কর তাদের তুমি যারা মুহাজির আর আনসার।"

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤١١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُوْلُ كَانَ يُصَلِّى فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُّبْنَى الْمَسْجِدُ ·

৪১১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন। রাবী[১৮] বলেন, তারপর আমি আনাসকে বলতে শুনেছি, নবী স. মসজিদ তৈরী হওয়ার পূর্বে ছাগল ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে নামায পড়তেন।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤١٢. عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّى اِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ ·

৪১২. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে উটের পাশে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি (ইবনে উমর) বলেন, আমি দেখেছি, নবী স. এরূপ করতেন।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ এমন ব্যক্তি যে চুলা, আগুন অথবা এমন জিনিস যার ইবাদত করা হয়, তাকে সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায পড়লো। যুহরী র. বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. আমাকে খবর দিয়েছেন, নবী স. বলেছেন, নামায পড়া অবস্থায় আমার সামনে জাহান্নাম রাখা হলো।

٤١٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ أُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْظَعَ ·

৪১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হলো এবং রসূলুল্লাহ স. নামায পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে এবং আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মাযারে নামায পড়া মাকরূহ।

٤١٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ·

৪১৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা নিজেদের ঘরে নামায আদায় কর এবং তাকে কবর বানিয়ো না।

---

১৮. বর্ণনাকারী আবুত্ তাইয়াহ্।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ধ্বংস ও আযাবের জায়গায় নামায পড়া।

. কথিত আছে, আলী রা. ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন।

٤١٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيْبُكُمْ مَّا اَصَابَهُمْ .

৪১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আযাব প্রাপ্ত লোকদের কবরস্থানেও যেও না। তবে কান্নারত অবস্থায় যেতে পার। যদি কাঁদতে না পার, তাহলে সেখানে যেও না। কেননা তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল তোমাদের ওপর তা আসতে পারে।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ গীর্জায় নামায পড়া। উমর রা. বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় যাব না। কেননা সেখানে প্রতিমূর্তি রয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. এমন গীর্জায় নামায পড়তেন যেখানে প্রতিমূর্তি থাকতো না।

٤١٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَأَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُولٰئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُوْلٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ.

৪১৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালমা রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আবিসিনিয়ার ম্যারি গীর্জার কথা বর্ণনা করলেন। তিনি সেখানে যে সকল প্রতিমূর্তি দেখেছিলেন তা উল্লেখ করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তাদের সম্প্রদায়ে যখন কোনো সৎলোক বা নেক বান্দাহ মারা যেত, তারা তার কবরকে মসজিদে পরিণত করতো এবং সেখানে তার প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হতো। তারা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির অধম।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ

٤١٧.عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.

৪১৭. আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যু পীড়া শুরু হলে তিনি বারবার নিজের একটি চাদর তাঁর মুখমণ্ডলে টেনে

নিতেন। যখন খুব বেশী গরম অনুভব করতেন, তখন সেটি মুখ হতে সরিয়ে দিতেন। এ অবস্থায় তিনি বললেন, ইয়াহুদ ও খৃস্টানদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। এই বলে তিনি (তাঁর উম্মতকে) তাদের কর্ম সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন।

٤١٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ·

৪১৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করুক। কেননা তারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী, আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে।

٤١٩. عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا، وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ ·

৪১৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোনো নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এক মাসের রাস্তায় ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (২) আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পাককারী বস্তু তৈরী করা হয়েছে। আমার উম্মতের যেখানেই নামাযের সময় হবে, সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়। (৩) আমার জন্য মালে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) আমার পূর্বে নবীদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হতো। কিন্তু আমাকে সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে সার্বজনীন সুপারিশ করার অধিকার দেয়া হয়েছে।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো।

٤٢٠. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَىٍّ مِّنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوْهَا فَكَانَ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ اَحْمَرَ مِنْ سُيُوْرٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ اَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُوْنِىْ بِهِ قَالَ فَطَفِقُوْا يُفَتِّشُوْنَ حَتَّى فَتَّشُوْا قُبُلَهَا قَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ اِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ هٰذَا

الَّذِى اتَّهَمْتُمُوْنِىْ بِهِ زَعَمْتُمْ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِى الْمَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِيْنِىْ فَتَحَدَّثُ عِنْدِىْ قَالَتْ فَلاَ تَجْلِسُ عِنْدِىْ مَجْلِسًا اِلاَّ قَالَتْ : وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا- اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ : قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَاشَأْنُكِ لاَ تَقْعُدِيْنَ مَعِىَ مَقْعَدًا اِلاَّ قُلْتِ هٰذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِىْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৪২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক আরব গোত্রের এক কাল দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তাদের সাথে রয়ে গেল। সে বলে, একবার সে গোত্রের একটি মেয়ে লাল চামড়ার ওপর একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। সে বলে, মেয়েটি তা খুলে রাখল কিংবা সেটি খুলে পড়ে গেল। একটা চিল ওড়ার সময় সেটাকে গোশতের টুকরো মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। সে বলে, তারা সেটা খোঁজ করলো। কিন্তু পেল না। না পেয়ে আমার ওপর দোষ চাপাল। সে বলে, তারা আমার দেহ তল্লাশী শুরু করলো। এমনকি আমার লজ্জাস্থান পর্যন্ত। আল্লাহর কসম আমি তাদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমন সময় চিলটি আসল এবং হারটি ফেলে দিল। সেটি তাদের মধ্যে পড়লো। সে বলে, আমি বললাম, আপনারা আমার ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। অথচ আমি নির্দোষ ছিলাম। এই তো সে হারটি। আয়েশা রা. বলেন, সে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। তিনি বলেন, মসজিদে তাকে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, সে আমার নিকট এসে কথাবার্তা বলতো। সে আমার নিকট আসলেই বলে উঠতো ঃ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِىْ -

অর্থাৎ "জড়োয়া হারের ঘটনার দিনটি ছিল আমার রবের অলৌকিকত্বের অংশবিশেষ, তিনি আমাকে মুক্ত করে দিয়েছেন কুফরের রাজ্য হতে।" আয়েশা রা. বলেন, আমি একবার তাকে বললাম, কি ব্যাপার তুমি আমার নিকট বসলেই একথাটি বল ? তখনই সে আমার নিকট এ ঘটনাটি ব্যক্ত করলো।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে পুরুষদের নিদ্রা যাওয়া। আবু কেলাবা আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার উক্‌ল গোত্রের কিছু লোক নবী স.-এর নিকট এসে সুফ্‌ফায় অবস্থান করেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. বলেন, আসহাবে সুফ্‌ফা ফকীর ছিল।

٤٢١. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ اَعْزَبُ لاَ اَهْلَ لَهُ فِىْ مَسْجِدِ النَّبِىِّ ﷺ.

৪২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর মসজিদে ঘুমাতেন। অথচ তখন তিনি অবিবাহিত যুবক ছিলেন। তার কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

٤٢٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِىْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ اَبَا تُرَابٍ، قُمْ اَبَا تُرَابٍ ·

৪২২. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. ফাতেমার গৃহে এসে আলী রা.-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায় ? তিনি (ফাতেমা) বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় তিনি আমার ওপর রাগ করে বাইরে চলে গেছেন এবং দুপুরে আমার কাছে বিশ্রাম করেননি। তিনি (রসূল) একজনকে বললেন, দেখতো সে কোথায় গেল ? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ স. এসে দেখলেন, তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন এবং চাদরটি এক পাশ হতে পড়ে যাওয়ায় তার শরীরে ধুলা লেগেছে। রসূলুল্লাহ স. তার শরীর হতে ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে বলতে লাগলেন, "হে আবু তোরাব ওঠ! হে আবু তোরাব ওঠ।"[১৯]

٤٢٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ اِمَّا اِزَارٌ وَاِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ اَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ ·

৪২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফ্ফা দেখেছি। তাদের কারোর পূর্ণ চাদর ছিল না। কারোর হয় তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর থাকতো। সেটি তারা গলায় বেঁধে রাখত। তার কোনোটা তাদের হাঁটুর অর্ধেক পর্যন্ত এবং কোনোটা গোড়ালী পর্যন্ত। আর তারা হাত দিয়ে সেটি ধরে রাখতো, পাছে বেপর্দা না হতে হয়।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সফর হতে ফিরে আসার পর নামায পড়া। কা'ব ইবনে মালেক বলেন, নবী স. সফর হতে ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে যেতেন এবং সেখানে নামায পড়তেন।

٤٢٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِىْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ ·

৪২৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। রাবী মিসআর বলেন, আমার মনে হয়,

---

১৯. আবুন অর্থ বাপ। তোরাব অর্থ মাটি। আবু তোরাব অর্থ মাটির বাপ। রসূলুল্লাহ স.-এর এ সম্বোধনের পর এটি হযরত আলী রা.-এর উপাধিতে পরিণত হয়।

(আমার ওপরের রাবী মুহারেব বলেছেন,) তখন চাশতের সময় ছিল। কাজেই তিনি (রসূল) বললেন, দু রাকআত নামায পড়ে নাও। আমি তাঁর নিকট কিছু টাকা পেতাম। তিনি সেটা আদায় করে দিলেন। বরং কিছু বেশী দিলেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

٤٢٥.عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ.

৪২৫. আবু কাতাদা সালমী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, বসার আগে সে যেন দু রাকাআত নামায পড়ে নেয়।

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে বে-অযু হওয়া।

٤٢٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّى عَلَى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

৪২৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ নামায পড়ার পর মুসাল্লায় যতক্ষণ সে অযুসহ অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা দোয়া করতে থাকে। ফেরেশতারা বলে, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তার ওপর রহম কর।"

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ তৈরী করা। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেছেন, মসজিদে নববীর ছাদ খেজুর গাছের ডালের তৈরী ছিল। উমর রা. মসজিদ তৈরীর হুকুম দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমার ইচ্ছা মানুষকে বৃষ্টি থেকে বাঁচানো। কিন্তু তোমাদের উচিত সবুজ বা লাল রঙের কারুকার্য না করা। কেননা এতে লোকদের ফেতনায় পড়ার আশংকা রয়েছে। আনাস রা. বলেন, উমরের উক্তির উদ্দেশ্য হলো, তারা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার করে বেড়াবে এবং খুব কম লোক আন্তরিকতার সাথে মসজিদ তৈরী করার কাজে হাত দিবে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উদ্দেশ্য হলো, তোমরা নিসন্দেহে ইয়াহুদী ও নাসারাদের গীর্জার মত নিজেদের মসজিদ কারুকার্যখচিত করবে না।

٤٢٧.عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ

بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ ٠

৪২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে মসজিদ (দেয়াল) ছিল কাঁচা ইটের তৈরী। ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল এবং খুঁটি ছিল খেজুর গাছের গুড়ি। আবু বকর রা. এর ওপর বৃদ্ধি করেননি, বৃদ্ধি করেন উমর। রসূলুল্লাহ স.-এর যুগে তা যেমন কাঁচা ইট ও খেজুর ডাল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল, তিনি তদ্রূপ তা পুনর্নির্মাণ করেন এবং খুঁটিগুলো পাল্টে দেন। তারপর উসমান তা বহুলাংশে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তিনি খুদাই করা পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেয়াল পুনর্নির্মাণ করেন। তিনি খুঁটি দিয়েছিলেন খুদাই করা পাথরের এবং ছাদ দিয়েছিলেন সেগুন কাঠের।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ তৈরী করার কাজে একে অপরকে সাহায্য করা। আল্লাহর বাণী ঃ "মুশরিকদের মসজিদ নির্মাণ করা শোভা পায় না।"

٤٢٨. عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا اِلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى اَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارٌ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ ٠

৪২৮. ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইবনে আব্বাস আমাকে ও তার ছেলে আলীকে বললেন, যাও আবু সাঈদের নিকট তার হাদীস শোনার জন্য। আমরা তার নিকট গিয়ে দেখি, তিনি বাগান ঠিক করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে তার চাদরখানি তুলে নিয়ে গায়ে দিলেন এবং হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন, আমরা প্রত্যেকে একটা একটা করে ইট বইছিলাম, কিন্তু আম্মার দু'টো করে ইট বইছিলেন। নবী স. তাকে দেখে তার শরীর হতে ধুলা ঝেড়ে দিতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হায় একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে! অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকতে থাকবে এবং তারা তাকে ডাকতে থাকবে জাহান্নামের দিকে। তিনি (আবু সাঈদ) বলেন, আম্মার বলতেন, اعوذ بالله من الفتن "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ফেতনা হতে বাঁচাও।"

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও মিম্বরের কাঠের ব্যাপারে মিস্ত্রি ও কারিগরের নিকট সাহায্য চাওয়া।

٤٢٩. عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى امْرَأَةٍ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِيْ اَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ ٠

৪২৯. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জনৈকা স্ত্রীলোককে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি তোমার মিস্ত্রি ক্রীতদাসকে হুকুম দাও সে যেন আমার কিছু কাঠ মেরামত করে দেয়, যার ওপর আমি বসতে পারি।

٤٣٠.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.

৪৩০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। জনৈকা স্ত্রীলোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার জন্য কিছু জিনিস তৈরী করে দিতে পারি, যার ওপর আপনি বসবেন ? কেননা আমার একজন ক্রীতদাস মিস্ত্রি আছে। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে সে একটি মিম্বর তৈরী করে দিক।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ এমন ব্যক্তি যে মসজিদ তৈরী করলো।

٤٣١. عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ .

৪৩১. উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত। যখন তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন, তখন লোকেরা তাঁর সমালোচনা করে। সমালোচকদের জবাবে তিনি বলেন, তোমরা অনেক কিছু বললে। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ তৈরী করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করে দেবেন। বর্ণনাকারী বুকাইর বলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য" শব্দ ক'টি (তাঁর পূর্ববর্তী রাবী আসেম) তাঁকে বলেছিলেন বলে মনে হয়।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্য দিয়ে চলার সময় যেন তীরের ফলা ধরে থাকে।

٤٣٢.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا .

৪৩২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক সাথে তীর নিয়ে মসজিদে আসলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তীরের ফলাগুলো মুঠো করে ধর।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত।

٤٣٣.عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ مَّسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا .

৪৩৩. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর সহ আমাদের মসজিদে অথবা বাজার অতিক্রম করে সে যেন তার ফলা ধরে রাখে। যাতে সে নিজ হাতে কোনো মুসলমানকে আঘাত না করে।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কবিতা পড়া।

٤٣٤.عَنْ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ يَسْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاحَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৪৩৪. হাস্‌সান ইবনে সাবেত আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে আবু হুরাইরাকে সাক্ষ্য দিতে বলেন যে, আপনি রসূলুল্লাহ স.-কে একথা বলতে শুনেছেন কি? "হে হাস্‌সান, তুমি রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দাও। হে আল্লাহ, তুমি তাকে জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য করো।" আবু হুরাইরা রা. বলেন, হ্যাঁ।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ বর্শা-বল্লম সহ মসজিদে প্রবেশ করা।

٤٣٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ اَنْظُرُ اِلَى لَعِبِهِمْ زَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন রসূলুল্লাহ স.-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশীরা মসজিদে খেলা করছিল। রসূলুল্লাহ স. আমাকে চাদর দিয়ে আড়াল করছিলেন। আর আমি তাদের খেলা দেখছিলাম। অপর এক বর্ণনায় আয়েশা রা. বলেন, আমি নবী স.-কে দেখলাম, যখন হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে খেলা করছিল।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মিম্বরের ওপর কেনা-বেচা।

٤٣٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِيْ وَقَالَ اَهْلُهَا اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اِنْ شِئْتِ اَعْتَقْتِهَا وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لَنَا ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذٰلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ .

৪৩৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরাহ তার কিতাবাত[২০] সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমার নিকট আসে। আমি বললাম, যদি তুমি চাও, তাহলে আমি তোমার মূল্য তোমার মনিবকে দিয়ে দিতে পারি এবং তোমাকে আযাদ করে দিতে পারি। তবে অভিভাবকত্বের[২১] হক আমার থাকবে। তার মনিব (আয়েশাকে) বললো, যদি আপনি চান তাহলে অবশিষ্ট পাওনা[২২] অর্থ তাকে (বারীরাহ) দিতে পারেন। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, যদি আপনি চান, তাহলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে অভিভাবকত্বের হক আমাদের থাকবে। রসূলুল্লাহ স. আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বলেন, তুমি তাকে কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্বের হক তার, যে আযাদ করে দেয়। এরপর রসূলুল্লাহ স. মিম্বরের ওপর দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান মাঝে-মধ্যে বলতেন, রসূলুল্লাহ স. মিম্বারের ওপর উঠলেন এবং বললেন, লোকদের কি হয়েছে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় না। যদি কেউ কিতাবুল্লাহর বাইরে শর্ত আরোপ করে, তাহলে সে কোনো অংশ পাবে না, যদি সে একশটি শর্তও আরোপ করে।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে লেন-দেনের তাগাদা করা।

٤٣٧.عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَأَ اِلَيْهِ اَىِ الشَّطْرَ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ.

৪৩৭. কা'ব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একবার মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাইলেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খুব উচ্চবাচ্য হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ স. ঘর থেকে তাদের শব্দ শুনে ঘরের পরদা সরিয়ে বাইরে চলে আসলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন, হে কা'ব ! কা'ব উত্তর করলো, উপস্থিত, হে আল্লাহর রসূল! তিনি (রসূল) বললেন, তোমার ঋণ কিছু ছেড়ে দাও এবং হাত দিয়ে ইশারা করলেন অর্ধেক। কা'ব বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। তিনি (রসূল) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও, অবশিষ্ট ঋণ আদায় কর।

---

২০. ক্রীতদাস তার দাসত্ব মোচনের জন্য মালিককে সীমিত কিস্তিতে মুক্তিপণ দেবার যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদী চুক্তি করে তাকে কিতাবাত বলা হয়।

২১. যে ব্যক্তি ক্রীতদাসকে আযাদ করে, ইসলামী শরীআত অনুযায়ী সে হয় তার ওলী বা অভিভাবক। ক্রীতদাসী আযাদ হবার পর সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতো। তাই তাদের নিরাপত্তার খাতিরে মুক্তিদাতাকে তাদের ওলী বানিয়ে দেয়া হয়। তাদের মৃত্যুর পর মুক্তিদাতারাই তাদের মীরাস লাভ করে।

২২. বারীরাহর সাথে তাঁর মালিকের চুক্তি হয়, ৯ বছরে ৯ কিস্তিতে তিনি তাঁর মুক্তিপণ আদায় করবেন। এর মধ্যে ৪ কিস্তি তিনি আদায় করেছিলেন এবং পাঁচটি কিস্তির অর্থ বাকি ছিল।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া এবং কাট-কুটো ও অন্যান্য ময়লা তোলা।

٤٣٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَسْوَدَ اَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِىْ بِهِ دُلُّوْنِىْ عَلَى قَبْرِهِ اَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ٠

৪৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন হাবশী পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেল। একদিন নবী স. তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বললো, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, "তোমরা কেন আমাকে খবর দাওনি? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।" তিনি তার কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়লেন।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ মদের ব্যবসা হারাম হওয়ার কথা মসজিদে গিয়ে বলা।

٤٣٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُنْزِلَ الْاٰيَاتُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ ٠

৪৩৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা আল বাকারার সুদ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হলে নবী স. মসজিদে গিয়ে তা লোকদের পড়ে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য খাদেম নিযুক্ত করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, "হে রব! আমার পেটের সন্তানকে তোমার খাতিরে তোমার মসজিদের জন্য স্বাধীনভাবে উৎসর্গ করলাম"–সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৫-এর অর্থ হলো সে মসজিদের সেবা করবে।

٤٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَوْ رَجُلاً كَانَ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَّلاَ اُرَاهُ اِلاَّ امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا ٠

৪৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন পুরুষ বা নারী মসজিদ ঝাড়ু দিতো। আমার মনে হয়, সে নারী ছিল। তারপর তিনি (আবু হুরাইরা) নবী স.-এর কথা বর্ণনা করলেন যে, তিনি (রসূল) তার কবরের ওপর নামায পড়লেন।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েদী ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা।

٤٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ فَأَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُّ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوْا وَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ قَالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خَاسِئًا ٠

৪৪১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, গত রাতে একটা অবাধ্য জ্বিন আমার নিকট আসে। অথবা এরূপ কোনো বাক্য তিনি বলেছেন। উদ্দেশ্য ছিল আমার নামায নষ্ট করা। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর জয়ী করেছেন। আমি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বাঁধতে চাইলাম। যাতে তোমরা তাকে সকালে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলাইমানের কথা মনে পড়লো। رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ "হে রব! আমাকে এমন রাজত্ব দাও, আমার পর আর কেউ যার অধিকারী হবে না।"–সূরা সাদ ঃ ৩৫ বর্ণনাকারী রাওহা বলেন, তারপর তিনি তাকে অপমানিত করে ছেড়ে দেন।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর গোসল করা ও মসজিদে কয়েদী বাঁধার বর্ণনা। শুরাইহ[২৩] ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটিতে বাঁধার হুকুম দিতেন।

٤٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ اِلَى نَخْلٍ قَرِيْبٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

৪৪২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এক রাতে কতক অশ্বারোহীকে নজদের দিকে প্রেরণ করেন। তারা হানীফা গোত্রের সামামা ইবনে উসাল নামে একজন লোককে ধরে আনলো। লোকেরা তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলো। তারপর নবী স. তার কাছে আসলেন। তিনি বললেন, সামামাকে ছেড়ে দাও। ছাড়া পেয়ে সে মসজিদের নিকটবর্তী একটি খেজুর গাছের দিকে গেল। তারপর গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করলো এবং বললো ঃ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর রসূল।"

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে রোগী ও অন্যদের জন্য তাঁবু তৈরী করা।

٤٤٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِى الْاَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِى الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ اِلاَّ الدَّمُ يَسِيْلُ اِلَيْهِمْ فَقَالُوْا يَا اَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هٰذَا الَّذِىْ يَاْتِيْنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَاِذَا سَعْدٌ يَغْذُوْ جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيْهَا ·

৪৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দের হাতের শিরায় আঘাত লেগেছিল। নবী স. তার জন্য মসজিদে একটা তাঁবু তৈরী করলেন, যাতে কাছ থেকে সেবা-যত্ন করা যায়। মসজিদে বনু গিফারের একটা তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে তারা বললো, হে তাঁবুবাসী! এটা আমাদের দিকে তোমাদের

২৩. শুরাইহ ছিলেন হযরত উমর রা.-এর খেলাফত আমলের বিশিষ্ট কাযী।

তরফ থেকে কি আসছে ; হঠাৎ দেখা গেল সা'দের যখম হতে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই মারা গেলেন।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে মসজিদে উট বাঁধার বর্ণনা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী স. উটের ওপর বসে তাওয়াফ করেন।

٤٤٤.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ قَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى اِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

৪৪৪. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিজের অসুস্থতার অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তুমি উটে চড়ে লোকদের নিকট হতে দূরে থেকে তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম এবং (তখন) রসূলুল্লাহ স. কা'বা গৃহের একপ্রান্তে সূরা তূর পড়ে নামায পড়ছিলেন।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ[২৪]

٤٤٥.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَاَحْسِبُ الثَّانِىْ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْئَانِ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى اَتَى اَهْلَهُ .

৪৪৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর দুজন সাহাবী অন্ধকার রাতে তাঁর নিকট হতে বের হয়ে যান। তাদের একজন ইবাদ ইবনে বিশর এবং আমার মনে হয় অন্যজন উসাইদ ইবনে হুজাইর ছিলেন। তাদের সাথে প্রদীপের মত দুটি আলো তাদেরকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও তাদের বাড়ী পৌঁছা পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে একটি করে আলো ছিল।

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে জানালা ও পথ রাখা।

٤٤٦.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكَى اَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ فِىْ نَفْسِىْ مَا يُبْكِىْ هٰذَا الشَّيْخَ اِنْ يَّكُنِ اللّٰهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ تَبْكِ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ

২৪. মূল গ্রন্থে এখানে কোনো শিরোনাম উল্লেখিত হয়নি।

كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ اُمَّتِىْ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ ٠

৪৪৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. একদিন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে,দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছেন। আর সে আল্লাহর নিকট যা আছে সেটি গ্রহণ করেছে। একথা শুনে আবু বকর কাঁদলেন। আমি মনে মনে বললাম, এ বৃদ্ধটি কেন কাঁদে ? যদি আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও আল্লাহর নিকট যা আছে, দুয়ের মধ্যে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়ে থাকেন এবং সে মহান আল্লাহর নিকট যা আছে তা গ্রহণ করে থাকে, তাহলে এতে কাঁদার কি আছে ? পরে বুঝলাম, রসূলুল্লাহ স. হলেন সেই বান্দাটি। আর আবু বকর ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি বললেন, হে আবু বকর! কেঁদো না। নিশ্চয়ই সাহচর্য ও অর্থের দিক হতে আবু বকর আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ইহসান করেছে। যদি আমি আমার উম্মতের মধ্য হতে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ আমাদের জন্য যথেষ্ট। (আজ হতে) আবু বকরের দরযা ছাড়া মসজিদের সব দরযা বন্ধ করে দেয়া হোক।[২৫]

٤٤٧.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ أَمَنَّ عَلَىَّ فِىْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ سُدُّوْا عَنِّى كُلَّ خَوْخَةٍ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِىْ بَكْرٍ٠

৪৪৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যে রোগে মারা যান, সেই রোগের সময় একবার তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে বাইরে আসলেন। আর মিম্বরে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন, লোকদের মধ্যে আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার চেয়ে বেশী কেউ জান ও মালের দিক দিয়ে আমার প্রতি ইহসান করেনি। যদি আমি লোকদের মধ্যে কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই শ্রেয়। (আজ হতে) এ মসজিদের আবু বকরের খিড়কী-দরযা ছাড়া সব খিড়কী-দরযা বন্ধ করে দাও।

---

২৫. এখানে দরযা দ্বারা ছোট দরযা বা খিড়কী বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা তিনি হযরত আবু বকরের নামাযের ইমামতী বা পরবর্তী সময় তাঁর খেলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে করা হয়। অবশ্য রসূলুল্লাহ স. হযরত আলীর সম্বন্ধে এরূপ উক্তি করেছিলেন বলে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাদাতা বদরুদ্দীন আইনী তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীসটির তুলনায় বুখারী বর্ণিত এ হাদীসটি অনেক বেশী শক্তিশালী ও সহীহ। অতএব হাদীস দুটির মধ্যে কোনো স্ববিরোধিতা নেই।

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা এবং মসজিদে দরযা রাখা ও তা বন্ধ করা। ইমাম বুখারী র. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ র. বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে জুরাইজ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আবু মুলাইকা র. আমাকে বলেছেন, হে আবদুল মালেক! যদি তুমি ইবনে আব্বাসের মসজিদগুলো ও তার দরযা দেখতে।

٤٤٨. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوْا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيْهِ فَقُلْتُ فِىْ اَىٍّ فَقَالَ بَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَىَّ اَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

৪৪৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. মক্কায় এসে উসমান ইবনে তালহাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি কা'বার দরযা খুলে দিলেন। নবী স. প্রবেশ করলেন এবং বেলাল, উসামা ইবনে যায়েদ ও উসমান ইবনে তালহা তাঁর সাথে রইলেন। তারপর দরযা বন্ধ করে দেয়া হলো। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর তারা বাইরে আসলেন। ইবনে উমর বলেন, আমি দ্রুত গেলাম এবং বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ভিতরে নামায পড়েছেন। আমি বললাম, কোথায় ? তিনি বললেন, দু স্তম্ভের মাঝখানে। ইবনে উমর আরও বলেন, তিনি কয় রাকআত নামায পড়েছিলেন, একথা আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি।

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ করা।

٤٤٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ.

৪৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. নজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। তারা সামামা ইবনে উসাল নামে হানীফা গোত্রের এক লোককে ধরে এনে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা।

٤٥٠. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِى الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِىْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِىْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالاَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدِ لاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪৫০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মসজিদে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন আমাকে কাঁকর ছুঁড়ে মারল। চেয়ে দেখি উমর ইবনে খাত্তাব। তিনি বললেন, যাও এবং এ দুজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন্ গোত্রের বা কোন্ জায়গার ? তারা বললো, আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন, যদি তোমরা এ শহরের অধিবাসী হতে, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দিতাম। কেননা তোমরা রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে উচ্চ স্বরে কথা বলেছো।

٤٥١.عَنْ كَعْبِ ابْنَ مَالِكٍ اَخبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ ·

৪৫১. কা'ব ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর আমলে মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনা কড়ি চাওয়ায় তাদের কথাবার্তার শব্দ উচ্চ হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ স. ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। কাজেই তিনি ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের কাছে আসলেন এবং কা'বকে ডাক দিলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি উপস্থিত। তিনি হাত দিয়ে অর্ধেক ঋণ ছেড়ে দিতে ইশারা করলেন। কা'ব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাই করলাম। রসূলুল্লাহ স. ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও বাকী ঋণ আদায় কর।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে গোল হয়ে বসা।

٤٥٢.عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَاتَرَى فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى وَاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِهِ ·

৪৫২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার একটি লোক নবী স. মিম্বরের উপর থাকাকালীন তাঁকে রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। কিন্তু তোমাদের কারো সকাল হওয়ার আশংকা হলে, আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তার নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করে দেবে। ইবনে উমর বলতেন, তোমরা রাতের শেষ নামাযকে বিতরের নামাযে পরিণত কর। কেননা নবী স. এরূপ হুকুম দিয়েছেন।

٤٥٣. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُهُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُم اَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ.

৪৫৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। একবার নবী স. খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক তাঁর কাছে আসলো এবং বললো, রাতের নামায কিভাবে পড়তে হবে। তিনি বললেন, দু রাকআত, দু রাকআত। আর যদি সকাল হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আরও এক রাকআত পড়বে। সেই রাকআতটি তোমার বাকী নামাযকে বিতরে (বিজোড়) পরিণত করবে। আর এক বর্ণনায় এরূপ পাওয়া যায় যে, ইবনে উমর রা. বলেন, একজন লোক নবী স.-কে মসজিদে থাকাকালীন ডাক দিলো।

٤٥٤. عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ، اَمَّا اَحَدُهُمْ فَاٰوَى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنهُ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنهُ .

৪৫৪. আবু ওয়াকেদুল লাইসী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স.-মসজিদে অবস্থান কালে তিনজন লোক আসলো। তাদের দুজন রসূলুল্লাহ স.-এর দিকে অগ্রসর হলো এবং অন্যজন চলে গেল। তাদের দুজনের একজন হালকার (বৃত্ত) মধ্যে স্থান সংকুলান হওয়ায় সেখানে বসে গেল, অপরজন পিছনে বসলো এবং তৃতীয়জন পিঠটান দিলো। রসূলুল্লাহ স. ওয়ায শেষ করে বললেন, আমি কি তোমাদের তিনজনের অবস্থা বর্ণনা করবো না ? একজন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইলো। আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করলো, আল্লাহও তাকে লজ্জা করলেন। তৃতীয়জন মুখ ফিরিয়ে নিলো। আল্লাহও তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে চিত হয়ে শোয়া।

٤٥٥.عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

৪৫৫. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার চাচা রসূলুল্লাহ স.-কে মসজিদে এক পায়ের ওপর অন্য পা রেখে চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখেন। বর্ণনান্তরে উমর ও উসমানও এরূপ করতেন।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ যদি রাস্তার ওপর নির্মিত হয়ে থাকে এবং তাতে লোকদের ক্ষতি না হয় তাহলে কোনো আপত্তি নেই। হাসান বসরী, আইয়ুব ও মালেকের রহ.-এর এ মত।

٤٥٢. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَيَّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَاْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لاَبِيْ بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّي فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاءُ هُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَأَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

৪৫৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে আমি আমার পিতা-মাতাকে দীনের (ইসলাম) আনুগত্য করতে দেখেছি। এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন রসূলুল্লাহ স. সকাল বিকাল আমাদের বাসায় আসেননি। তারপর কি হলো, আবু বকর তার বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ তৈরী করে সেখানে নামায ও কুরআন পড়তে লাগলেন। যেখানে মুশরিকদের ছেলে-মেয়ে জড় হয়ে আশ্চর্য হয়ে তাঁকে দেখত। আবু বকর একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তিনি কুরআন পাঠের সময় না কেঁদে থাকতে পারতেন না। এ ঘটনা সম্ভ্রান্ত কুরাইশদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুললো (পাছে সবাই মুসলমান না হয়ে যায়)।

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ বাজারের মসজিদে নামায পড়া। ইবনে আওন র. ঘরের মসজিদে নামায পড়তেন যার দরজা বন্ধ করা হতো।

٤٥٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ مَّا كَانَ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৪৫৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, জামাআতের নামায ঘরের ও বাজারের নামাযের তুলনায় (সওয়াবের দিক থেকে) পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার

অধিকারী। কেননা তোমাদের যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করার পর একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেন। তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। মসজিদে প্রবেশ করার পর, যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করে তাকে নামাযের মধ্যে শামিল করা হয় এবং যতক্ষণ সে নামাযের জায়গায় থাকে, ফেরেশতারা তার জন্য তার বে-অযু না হওয়া অবধি দোয়া করে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ـ

"হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর।"

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও মসজিদের বাইরে আঙুলের সাহায্যে পাঞ্জা কষা।

٤٥٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَوِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ اَصَابِعَهُ وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ اَبِيْ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِيْ وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ اِذَا بَقِيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ بِهٰذَا ـ

৪৫৮. ইবনে উমর অথবা ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর হাতের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পাঞ্জা কষেছিলেন। বর্ণনান্তরে রসূলুল্লাহ স. বলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ! যখন তুমি অসৎ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে ?

٤٥٩. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ اَصَابِعَهُ ـ

৪৫৯. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের জন্য ইমারত স্বরূপ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একটার মধ্যে আর একটা প্রবেশ করিয়ে পাঞ্জা কষলেন।

٤٦٠. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي

الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَاتَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ٠

৪৬০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার আমাদেরকে যোহর বা আসরের কোনো একটি নামায পড়ালেন। ইবনে সীরীন র. (বর্ণনাকারী) বলেন, আবু হুরাইরা রা. তার নাম বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আবু হুরাইরা রা. বলেন, তিনি আমাদেরকে দু রাকআত নামায পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। তারপর তিনি মসজিদে ফেলে রাখা একটি কাঠের কাছে গিয়ে তাতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মনে হলো তিনি রাগান্বিত। (সে সময় তিনি) নিজের ডান হাত বাঁ হাতের ওপর রেখে পাঞ্জা কষলেন এবং নিজের বাঁ হাতের তালুর পৃষ্ঠভাগ ডান দিকের গণ্ডদেশে রাখলেন। ত্বরাপ্রবণ লোকেরা মসজিদের দরযা হতে বের হয়ে গিয়েছিল। সাহাবীগণ বললেন, নামায কি কম করা হয়েছে? লোকদের মধ্যে আবু বকর ও উমর ছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলেন। লোকদের মধ্যে দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট একজন ছিলেন। তাঁকে "যুল ইয়াদাইন" (দীর্ঘহাত বিশিষ্ট) বলা হতো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ভুলে গেছেন, না নামায কম করা হয়েছে? তিনি বললেন, (আমার ধারণা অনুযায়ী) আমি ভুলে যাইনি এবং নামায কম করা হয়নি। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন; "যুল ইয়াদাইন" যা বলছে তা কি ঠিক? লোকেরা বললো, জী হ্যাঁ। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে ছুটে যাওয়া নামায সমাধা করে সালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর মাথা তুললেন এবং তাকবীর বললেন। তারপর তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর লোকেরা ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন? তিনি বলেন, ইমরান ইবনে হোসাইন আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার রাস্তায় অবস্থিত মসজিদগুলো এবং যে সকল স্থানে নবী স. নামায পড়েছেন।

٤٦١. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ يَتَحَرَّى أَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّى فِيْهَا، وَيُحَدِّثُ اَنَّ أَبَاهُ كَانَ يُصَلِّى فِيْهَا، وَاَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَسَأَلْتُ

سَالِمًا فَلا اَعلَمُهُ الاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِى الاَمكِنَةِ كُلِّهَا اِلاَّ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِىْ مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوحَاءِ.

৪৬১. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাস্তায় কিছু জায়গা অনুসন্ধান করে সেখানে নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, তাঁর পিতা এসব জায়গায় নামায পড়তেন এবং তিনি নবী স.-কে এসব জায়গায় নামায পড়তে দেখেছেন। বর্ণনান্তরে, ইবনে উমর এসব জায়গায় নামায পড়তেন। রাবী বলেন, আমি সালেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি নাফে'র বর্ণনার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। তবে রাওহার উচ্চস্থানে অবস্থিত মসজিদটি সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

٤٦٢. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِىْ حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِىْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِىْ تِلْكَ الطَّرِيْقِ اَوْ فِىْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَاِذَا ظَهَرَ نْ بَطْنِ وَادٍ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِىْ عَلَى شَفِيْرِ الْوَادِى الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الاَكَمَةِ الَّتِىْ عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيْجٌ يُصَلِّى عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَهُ فِىْ بَطْنِهِ كُثُبٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّىْ فَدَحَا فِيْهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دُفِنَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّى فِيْهِ.

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الَّذِىْ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعلَمُ الْمَكَانَ الَّذِىْ كَانَ صَلَّى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ عَنْ يَمِيْنِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِى الْمَسْجِدِ تُصَلِّى، وَذٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمْنٰى وَأَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الاَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ اَوْنَحْوُ ذٰلِكَ،

وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى فِى الْعِرْقِ الَّذِىْ عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذٰلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفُهُ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيْقِ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِىَ ثُمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّى فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّى اَمَامَهُ اِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلاَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتَّى

يَأْتِىَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّى فِيْهِ الظُّهْرَ وَاِذَا اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَاِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ اَوْ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتّٰى يُصَلِّىَ بِهَا الصُّبْحَ ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوِجَاهَ الطَّرِيْقِ فِىْ مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتّٰى يُفْضِىَ مِنْ اَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيْدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيْلَيْنِ، وَقَدِ انْكَسَرَ اَعْلاَهَا فَانْثَنٰى فِىْ جَوْفِهَا وَهِىَ قَائِمَةٌ عَلٰى سَاقٍ وَفِىْ سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيْرَةٌ

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ طَرَفِ تَلْعَةٍ مِّنْ وَّرَاءِ الْعَرْجِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ اَوْ ثَلاَثَةٌ : عَلَى الْقُبُوْرِ رَضْمٌ مِّنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَّمِيْنِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيْقِ بَيْنَ اُوْلٰئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ اَنْ تَمِيْلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ فِىْ مَسِيْلٍ دُوْنَ هَرْشٰى ذٰلِكَ الْمَسِيْلُ لاَصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِّنْ غَلْوَةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى اِلٰى سَرْحَةٍ هِىَ اَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيْقِ وَهِىَ اَطْوَلُهُنَّ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِى الْمَسِيْلِ الَّذِىْ فِىْ اَدْنٰى مَرِّ الظَّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ تَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِى بَطْنِ ذٰلِكَ الْمَسِيْلِ عَنْ يَّسَارِ الطَّرِيْقِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ اِلاَّ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِى طُوًى وَيَبِيْتُ حَتّٰى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى أَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ،

وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ

بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّيَ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ .

৪৬২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উমরাহ কিংবা হজ্জের সময় যুল হুলাইফার যেখানে এখন মসজিদ আছে সেখানে একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করতেন। আর জিহাদ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় উক্ত রাস্তায় অবস্থানকালে অথবা হজ্জ ও উমরাহ হতে ফিরে আসার সময় উপত্যকার মধ্যভাগে নামতেন। তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ হতে উপরের দিকে আসার সময় উপত্যকার পূর্বপ্রান্তে বাতহা নামক স্থানে উট বাঁধতেন এবং ভোর পর্যন্ত সেখানে বিশ্রাম নিতেন। এ স্থানটি পাথর নির্মিত মসজিদ অথবা টিলার ওপর নির্মিত মসজিদের নিকট নয়। সেখানে একটি ঝরণা ছিল। তার পাশে আবদুল্লাহ নামায পড়তেন। তার অভ্যন্তরে কতকগুলো বালুর স্তূপ ছিল। রসূলুল্লাহ স. সেখানে নামায পড়তেন। তারপর সেখানে বাতহার দিক হতে স্রোত প্রবাহিত হয়ে আসে। এমন কি আবদুল্লাহ যেখানে নামায পড়তেন, সে স্থানটি নিমজ্জিত করে ফেলে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে'কে বলেছেন, নবী স. সেই ছোট মসজিদে নামায পড়েছিলেন, যেটি তার নিকটে রাওহার উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। নবী স. যে স্থানে নামায পড়েছিলেন, আবদুল্লাহ তা জানতেন। তিনি বলতেন, সেটি তোমার ডানদিকে, যখন তুমি মসজিদে নামায পড়তে দাঁড়াবে। আর এ মসজিদটি রাস্তার দক্ষিণপ্রান্তে তোমার মক্কা যাওয়ার পথে পড়ে। তার ও জামে মসজিদের মাঝখানে পাথরের চিহ্ন বিদ্যমান, কিংবা এর কাছাকাছি।

ইবনে উমর রা. রাওহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত সেই খুদে পাহাড়টির কাছে নামায পড়তেন, যার প্রান্ত শেষ হয়েছে রাস্তার পাশে। সেই মসজিদটির নিকট যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে ঐ পাহাড় ও মোড়ের মাঝখানে পড়ে। সেখানে আর একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাতে নামায পড়তেন না। বরং সেটাকে তিনি পিছনে বাঁ দিকে রাখতেন। তিনি ঐ মসজিদটির সম্মুখ ভাগ অতিক্রম করে, পাহাড়টি সামনে রেখে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ রাওহা হতে সকালে রওনা হয়ে এখানে না আসা পর্যন্ত যোহরের নামায পড়তেন না। এখানে এসেই যোহর নামায পড়তেন। আর মক্কা হতে আসার পথে ভোরের এক ঘণ্টা আগে কিংবা রাতের শেষ ভাগে ঐ পথ দিয়ে যেতেন এবং সেখানে নেমে ফজরের নামায পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

আবদুল্লাহ রা. আরও বর্ণনা করেন, নবী স. রুআইসার নিকটে রাস্তার ডান দিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটি বিরাট গাছের নীচে অবতরণ করতেন এবং রুআইসার ডাকঘরের দু মাইল নিম্ন দিকে অবস্থিত টিলার পাশ দিয়ে তিনি বের হয়ে যেতেন। গাছটির ওপরের অংশ বর্তমানে ভেঙে গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু গাছটি তা সত্ত্বেও তার কাণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গোড়ায় বালির অনেকগুলো ঢিবি রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন, মালভূমির দিকে যাওয়ার পথে 'আরজ' পার হয়ে যে টিলাটি রয়েছে, তার শেষ ভাগে নবী স. নামায পড়েছিলেন। সেই

মসজিদটির কাছে দু তিনটি কবর রয়েছে এবং কবরগুলোর ওপর পাথরের স্তূপ রয়েছে। সেগুলো রাস্তার ডান দিকে রাস্তার পার্শ্বস্থ সালামা গাছগুলোর নিকট অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য যখন ঢলে পড়তো, তখন আবদুল্লাহ আরজের দিক হতে ঐ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে যেতেন এবং মসজিদে যোহরের নামায পড়তেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. হাবশার অদূরে নিম্নভূমিতে রাস্তার বাঁ দিকে বৃক্ষরাজির নিকট অবতরণ করেন। ঐ নিম্নভূমিটি হারশ প্রান্ত সংলগ্ন এবং তায় ও রাস্তার মধ্যে এক তীর নিক্ষেপের ব্যবধান। এ গাছগুলোর মধ্যে যে গাছটি রাস্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী ছিল, আবদুল্লাহ তার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। সেটি ছিল সবচেয়ে লম্বা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, নবী স. মাররুয-যাহরান উপত্যকার যে অংশটি মদীনার কাছে তার নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছিলেন, যখন তিনি সাফরাআত হতে নীচের দিকে নামতেন। এটা সেই নিম্নভূমির তলদেশে যেটা তোমার মক্কা যাওয়ার পথে বাঁ দিকে পড়ে। রসূলুল্লাহ স.-এর অবতরণের স্থানে এবং ঐ রাস্তার মাঝে মাত্র এক প্রস্তর নিক্ষেপের ব্যবধান।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. আরও বলেন, রসূলুল্লাহ স. মক্কা আগমনকালে যু-তোয়া নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে রাত যাপন করতেন এবং ভোর হলে সেখানে ফজরের নামায পড়তেন। রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়ার সেই জায়গাটি একটা বড় টিলার ওপর অবস্থিত। সেটি বর্তমানে নির্মিত মসজিদের মধ্যে নয় ; বরং সেটি মসজিদের নিম্নের দিকে অবস্থিত একটি বড় টিলার ওপর।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নাফে' রা.-কে আরও বলেন, নবী স. ঐ পাহাড়ের প্রবেশ পথের দিকে মুখ করতেন, যেটি তাঁর ও কা'বার দিকে দীর্ঘ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিনি (ইবনে উমর) ঐ স্থানের নির্মিত মসজিদটিকে টিলাটির প্রান্তে মসজিদের বাঁয়ে অবস্থিত বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু নবী স.-এর নামাযের জায়গা তার নিম্ন দিকের কালো টিলাটির ওপরে অবস্থিত। এটি প্রথম টিলাটি হতে প্রায় দশ হাত পরিমাণ স্থান বাদ দিয়ে। তারপর যে পাহাড়টি তোমার ও কা'বার মাঝখানে পড়বে, তার দু প্রবেশ দ্বারের দিকে মুখ করে তুমি নামায পড়বে।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সুতরাহ (আড়) তার পিছনের লোকদের জন্য যথেষ্ট।

٤٦٣. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يُوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ .

৪৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার গর্দভীর ওপর সওয়ার হলাম। তখন আমি সাবালক হওয়ার পথে। রসূলুল্লাহ স. দেয়াল ছাড়া

অন্য কিছুর আড়ালে মিনায় লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি বাহন সহ কাতারের এক অংশের সামনে দিয়ে পার হলাম। তারপর নেমে গর্দভীকে ছেড়ে দিলাম। সে ঘাস খেতে থাকলো, আমি কাতারে শামিল হলাম। কিন্তু কেউ আমাকে এ কাজে নিষেধ করলো না।

٤٦٤. عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ ·

৪৬৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ঈদের দিন নামায পড়তে বের হলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বল্লম পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেই মোতাবেক তা পুঁতে রাখা হতো। তিনি সেই দিকে মুখ করে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়াত। তিনি সফরেও এরূপ করতেন। এ থেকে শাসকগণ এ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

٤٦٥.عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ·

৪৬৫. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বাতহা নামক স্থানে তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রেখে লোকদেরকে নামায পড়ান। যোহরের দু রাকআত ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায)। এ সময় তাঁর সামনে দিয়ে নারী ও গর্দভ চলাচল করছিল।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী ও সুতরাহ (আড়) মধ্যে কতটুকু ব্যবধান হওয়া উচিত।

٤٦٦. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ ·

৪৬৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়ার জায়গা ও দেয়ালের মধ্যে একটি ছাগী চলার মতো ব্যবধান থাকত।

٤٦٧.عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُالْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا

৪৬৭. সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের দেয়াল মিম্বরের কাছেই ছিল এবং উভয়ের মাঝখানে একটি বকরী চলার মতো ব্যবধান ছিল।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ বল্লমের দিকে মুখ করে নামায পড়া।

٤٦٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا

৪৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে বল্লম পুঁতে রাখা হতো এবং তিনি তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন।

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ বর্শার দিকে মুখ করে নামায পড়া।

٤٦٩. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرَّانِ مِنْ وَّرَائِهَا ٠

৪৬৯. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদিন দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর নিকট অযুর পানি পেশ করা হলো। তিনি অযু করে আমাদেরকে যোহর ও আসরের নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। আর নারী ও গর্দভ তার অপর দিক দিয়ে চলাচল করছিল।

٤٧٠. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ اَوْ عَصًا اَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا اِدَاوَةٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْاِدَاوَةَ ٠

৪৭০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি ও একটি ছেলে তাঁর অনুসরণ করতাম। আমাদের সাথে হয় ছড়ি না হয় লাঠি অথবা বর্শা এবং একটি পানির লোটা থাকতো। তিনি প্রয়োজন শেষ করলে আমরা তাঁর নিকট পানির পাত্রটি বাড়িয়ে দিতাম।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও অন্যান্য জায়গায় সুতরাহ (আড়)।

٤٧١. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْءِهِ

৪৭১. আবু জুহাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ স. দুপুরের সময় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাতহা নামক স্থানে আমাদেরকে যোহর ও আসরের দু রাকআত (কসরের নামায) করে নামায পড়ালেন। তাঁর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হয়েছিল। তিনি অযু করলেন এবং লোকেরা তাঁর অযুর পানি নিয়ে নিজেদের শরীর মাসেহ করতে লাগল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ স্তম্ভের দিকে মুখ করে নামায পড়া। উমর রা. বলেন, কোনো বাক্যালাপে রত ব্যক্তির পশ্চাতে নামায পড়ার চেয়ে কোনো স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়া শ্রেয়। ইবনে উমর রা. একজন লোককে দুটি স্তম্ভের আড়ালে নামায পড়তে দেখে তাকে একটি স্তম্ভের কাছে টেনে এনে বললেন, এর আড়ালে নামায পড়।

٤٧٢. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الْاُسْطُوَانَةِ الَّتِىْ عِنْدَ الْمُصْحَفِ

فَقُلْتُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْاُسْطُوَانَةِ قَالَ فَاِنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا ·

৪৭২. সালামা ইবনে আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদে নববীর স্তম্ভের নিকট নামায পড়তেন, যেটি মুসহাফের পাশে স্থাপিত ছিল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু মুসলিম! আপনি এ স্তম্ভটির পাশে নামায পড়ার চেষ্টা করেন কেন ? তিনি জবাবে বললেন, কেননা আমি নবী স.-কে এর পাশে নামায পড়ার জন্য চেষ্টা করতে দেখেছি।

٤٧٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِىُّ ﷺ ·

৪৭৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর বড় বড় সাহাবীদেরকে দেখেছি, তাঁরা মাগরিবের সময় স্তম্ভের নিকট নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করতেন। আনাস রা. থেকে বর্ণিত, আর এক বর্ণনায় একথা অতিরিক্ত পাওয়া যায়—নবী স.-এর বাইরে চলে আসা পর্যন্ত।

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআত ছাড়া একা স্তম্ভের মাঝখানে নামায পড়া।

٤٧٤. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلاَلٌ فَاَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى اَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً اَيْنَ صَلَّى فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ·

৪৭৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে উসামা ইবনে যায়েদ, উসমান ইবনে তালহা ও বেলাল ছিলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ অবস্থান করলেন। তারপর বাইরে আসলেন। আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পশ্চাতে কা'বা গৃহে প্রবেশ করেছিল। আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কোথায় নামায পড়লেন ? তিনি বললেন, সামনের দুটি স্তম্ভের মাঝখানে।

٤٧٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِىُّ فَاَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ اَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَقَالَ لَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ ، فَقَالَ عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ ·

৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. উসামা ইবনে যায়েদ, বেলাল ও উসমান ইবনে তালহা হাজাবী কা'বা গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর উসমান দরযাটি বন্ধ করে দিল। আর তিনি (রসূল) সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান

করলেন। তিনি বাইরে আসার পর আমি বেলালকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি করলেন ? বেলাল বললেন, তিনি একটি স্তম্ভ বাঁ দিকে, একটি স্তম্ভ ডান দিকে এবং তিনটি স্তম্ভ পশ্চাতে রেখে নামায পড়লেন। সে সময় কা'বা গৃহে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। বর্ণনান্তরে তিনি দুটি স্তম্ভ ডান দিকে রাখলেন।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ

٤٧٦. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلاَثِ اَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِيْهِ ، قَالَ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدٍ بَأْسٌ اَنْ يُصَلِّى فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ.

৪৭৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কা'বা গৃহে প্রবেশ করলে সোজা চলে যেতেন এবং দরযাটি পশ্চাতে রেখে চলতে থাকতেন। এমনকি তার ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন হাত ব্যবধান থাকতে তিনি নামায পড়া শুরু করতেন। তিনি সেই জায়গায় নামায পড়তে চেষ্টা করতেন, সেখানে বেলালের বর্ণনা অনুযায়ী নবী স. নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের জন্য কা'বা গৃহের যে কোনো প্রান্তে ইচ্ছানুযায়ী নামায পড়তে আপত্তি নেই।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ উট, উষ্ট্রী, গাছ ও হাওদার ওপর নামায পড়া।

٤٧٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا قُلْتُ اَفَرَأَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّى اِلَى آخِرَتِهِ اَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

৪৭৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর উটকে সামনে আড়াআড়ি করে বসিয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। আমি (নাফে) বললাম, উটটি চলা শুরু করলে তিনি কি করতেন, আপনি বলতে পারেন কি ? তিনি (ইবনে উমর) বলেন, নবী স. হাওদাটি নিয়ে সোজা করে রাখতেন এবং তার পিছনের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। ইবনে উমরও এটাই করতেন।

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ চৌকির দিকে মুখ করে নামায পড়ার বর্ণনা।

٤٧٨.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِىءُ النَّبِىُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّى فَأَكْرَهُ اَنْ اَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيْرِ حَتَّى اَنْسَلَ مِنْ لِحَافِىْ .

৪৭৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা কি আমাদেরকে কুকুর ও গাধার মতো মনে করেছ ? আমি সটান হয়ে চৌকির ওপর শুয়ে থাকতাম। নবী স. আসতেন এবং ঐ চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। আমি সোজা উঠে বসা খারাপ মনে করতাম। তাই খাটের পায়ের দিকে চুপি চুপি সরতে সরতে লেপ থেকে বের হয়ে পড়তাম।

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর উচিত যে ব্যক্তি তার সম্মুখ দিয়ে যাবে তাকে বাধা দেয়া। ইবনে উমর রা. একবার কা'বা গৃহে নামাযের মধ্যে যখন তাশাহহুদ পড়ছিলেন, তখন একজন লোককে সামনে হতে ফিরিয়ে দেন এবং বলেন, যদি সে স্বেচ্ছায় মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি লড়তে প্রস্তুত।

٤٧٩.عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّى اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ شَابٌّ مِّن بَنِىْ اَبِىْ مُعَيْطٍ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِىْ صَدْرِهِ فَنَظَرَالشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشَدَّ مِنَ الْاُوْلَى فَنَالَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَالَقِىَ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَ لِابْنِ اَخِيْكَ يَا أَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُم اِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৭৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি কোনো এক জুমআর দিনে কিছু জিনিস সামনে রেখে, তার সাহায্যে নিজেকে মানুষ হতে আড়াল করে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আবু মুআইত গোত্রের এক যুবক তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। আবু সাঈদ তার বুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু যুবকটি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ পেল না। কাজেই সে পুনরায় যেতে চাইলো। আবু সাঈদ আগের তুলনায় আরও জোরে তাকে ধাক্কা দিলেন। ফলে সে আবু সাঈদকে অপমানিত করলো। তারপর সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবু সাঈদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করলো। আবু সাঈদও তার পিছনে পিছনেই মারওয়ানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। মারওয়ান বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনার ও আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে কি হয়েছে ? আবু সাঈদ বললেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিস সামনে রেখে লোকদেরকে তা দিয়ে আড়াল করে নামায পড়ে এবং সেই অবস্থায় কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। তাতে যদি সে না থামে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা সে নিশ্চয়ই শয়তান।

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর গুনাহ।

٤٨٠. عَنْ اَبِىْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّى مَاذَا

عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ أَقَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً.

৪৮০. আবু জুহাইম রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এটা তার জন্য কত বড় গুনাহর কাজ, যদি জানতো তাহলে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। রাবী আবুন নযর বলেন, (আমার উস্তাদ বুসর) চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন, তা আমি জানি না।

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করার বর্ণনা। নামায পড়া অবস্থায় এক ব্যক্তির অন্যের দিকে মুখ করা উসমান মাকরূহ মনে করেন, এমন অবস্থায় যখন তা তাকে নামায হতে অন্যমনস্ক করে। যদি তা না করে, তাহলে কোনো আপত্তি নেই। যায়েদ ইবনে সাবেত র. বলেন, আমি এ বিষয়ে কোনো ভয় করি না। কেননা কোনো মানুষ কোনো মানুষের নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُوْنَا كِلاَبًا لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ فَتَكُوْنُ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْتَقْبِلَهُ فَانْسَلُّ انْسِلاَلاً.

৪৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট যেসব বিষয় নামায নষ্ট করে দেয় সেগুলোর আলোচনা করা হলো। লোকেরা বললো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর বানিয়ে দিলে ? আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কেবলার মাঝখানে চৌকির ওপর শুয়ে পড়ে থাকতাম এবং আমার কোনো প্রয়োজন হলে তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া খারাপ মনে করতাম বলে, চুপি চুপি বের হয়ে যেতাম।

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রিত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া।

٤٨٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

৪৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানার ওপর আড়াআড়ি শুয়ে ঘুমাতাম। তিনি যখন বিতর পড়তে ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে জাগাতেন। আমি (তাঁর সাথে) বিতর পড়তাম।

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক সামনে রেখে নফল নামায পড়া।

٤٨٣.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ وَرِجْلاَىَ فِىْ قِبْلَتِهِ ، فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَاِذَا قَامَ بَسَطْتُّهُمَا، قَالَتْ وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ ·

৪৮৩. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দুটি তাঁর কিবলার দিকে থাকতো। তিনি সিজদার সময় আমাকে খোঁচা দিতেন। আমি পা দুটি কুঁকড়ে নিতাম। তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমি পা দুটি প্রশস্ত করতাম। তিনি (আয়েশা) বলেন, সে সময় ঘরে বাতি ছিল না।

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সেই ব্যক্তির দলীল যিনি বলেন, কোনো কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না।

٤٨٤. عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُوْنَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلاَبِ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ عَلَى السَّرِيْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُوْلِى الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ فَاُوْذِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَاَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ·

৪৮৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট আলোচনা করা হলো, কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক নামায নষ্ট করে দেয়। তিনি বললেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করলে ? আল্লাহর কসম, আমি নবী স.-এর নামায পড়া অবস্থায় তাঁর ও কিবলার সামনে আড় হয়ে শুয়ে থাকতাম। আর আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে, আমি চুপিচুপি তাঁর পা দুটির পাশ দিয়ে সরে পড়তাম। কেননা আমি তাঁর সামনে বসা অপছন্দ করতাম। পাছে তাঁর কষ্ট হয়।

٤٨٥.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَاِنِّىْ لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ اَهْلِهِ ·

৪৮৫. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এবং আমি তাঁর বিছানায় তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম।

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ছোট মেয়েকে ঘাড়ে তোলা।

٤٨٦. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلِاَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا ·

৪৮৬. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কন্যা যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনে রাবিয়ার ঔরসজাত উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়তেন। সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন কাঁধে তুলে নিতেন।

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ এমন বিছানার দিকে মুখ করে নামায পড়া যার ওপর ঋতুমতী নারী শুয়ে আছে।

٤٨٧. عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَاَنَا عَلَى فِرَاشِيْ.

৪৮৭. মায়মুনা বিনতে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিছানা নবী স.-এর মুসাল্লা বরাবর হতো। অনেক সময় তাঁর কাপড় আমার ওপর পড়তো। অথচ আমি বিছানায় অবস্থান করতাম।

٤٨٨. عَنْ مَيْمُوْنَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَاِذَا سَجَدَ أَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৪৮৮. মায়মুনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামায পড়তেন। অথচ আমি তাঁর পাশে (বরাবর) ঘুমিয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন, তাঁর কাপড় আমার শরীর স্পর্শ করতো। আমি সে সময় ঋতুমতী ছিলাম।

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় সিজদা করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীকে খোঁচা দেয়া জায়েয কিনা ?

٤٨٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا أَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا .

৪৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার পর্যায়ে মনে করে খুব অন্যায় করেছ। আমি রসূলুল্লাহ স.-কে নামায পড়া অবস্থায় দেখেছি। অথচ আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদার সময় আমার পায়ে খোঁচা দিতেন এবং আমি তা গুটিয়ে নিতাম।

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযীর শরীর হতে একজন নারীর অপবিত্রতা পরিষ্কার করা।

٤٩٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِيْ مَجَالِسِهِمْ، اِذْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلَى هٰذَا الْمُرَائِىْ اَيُّكُمْ يَقُوْمُ اِلَى جَزُوْرِ اٰلِ فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ اِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيْئُ بِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتّٰى اِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ اَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوْا حَتّٰى مَالَ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ مِّنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اِلَى فَاطِمَةَ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَاَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتّٰى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضَى

رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ سَمَّى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو ابْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِى مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَقَد رَأَيْتُهُم صَرْعَى يَوْمَ بَدرٍ ثُمَّ سُحِبُوْا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأُتْبِعَ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً

৪৯০. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একবার কা'বা গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সে সময় কুরাইশদের দলবল তাদের মজলিসে উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাদের একজন বললো, তোমরা কি এ ভণ্ডকে দেখছ না ? তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উট যবাই করার স্থানে গিয়ে তার গোবর, রক্ত, জরায়ু আনতে পারে এবং সুযোগ মতো সিজদায় যাওয়ার সময় সেগুলো তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে রাখতে পারে ? একথা শুনে তাদের মধ্যকার চরম পাষণ্ড ব্যক্তিটি (উকবা) উঠে গেল। (এবং তা নিয়ে আসলো)। রসূলুল্লাহ স. যখন সিজদায় গেলেন, তখন সে তাঁর দু কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। এ কারণে নবী স. সিজদায় রয়ে গেলেন। তারা হাসতে লাগল। এমনকি হাসতে হাসতে একে অপরের ওপর গিয়ে পড়তে লাগল। এ অবস্থা দেখে একজন পথচারী ফাতেমার কাছে গেল। তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছিলেন। তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসলেন। তখনও নবী স. সিজদায় অবনত অবস্থায় ছিলেন। তিনি সেগুলো তাঁর ওপর হতে ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে গাল-মন্দ করতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করে তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর।" তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমর ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবিয়া, শাইবা ইবনে রাবিয়া, অলীদ ইবনে উতবা, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ, উকবা ইবনে আবু মুআইত এবং উমারাহ ইবনে অলীদকে পাকড়াও কর।" আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাদের সবাইকে বদরের দিন লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। অতপর রসূলুল্লাহ স. বললেন, এ কূপবাসীদের ওপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

❑

অধ্যায়-৯

كِتَابُ مَوَاقِيْتُ الصَّلاَةِ

(নামাযের সময়ের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় ও তার মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا -(سورة النساء : ١٠٣) - وَقَّتَهُ عَلَيْهِمْ -

"কেননা, সময়ানুবর্তিতা সহকারে নামায আদায় করা মুমিনদের জন্য ফরয।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১০৩) আয়াতে ব্যবহৃত 'মাওকুতান' শব্দটি 'মুয়াক্কাতান'-এর অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে ফরয-যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নিধারণ করে দিয়েছেন।

٤٩١.عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَاَخْبَرَهُ اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اَخَّرَالصَّلاَةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ اَبُوْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ مَاهٰذَا يَامُغِيْرَةُ اَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِهٰذَا اُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اِعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ بِهِ اَوْ اَنَّ جِبْرِيْلَ هُوَ اَقَامَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلاَةِ قَالَ عُرْوَةُ كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ ·

৪৯১. ইবনে শিহাব রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয দেরীতে নামায আদায় করলে উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে মুগীরাহ ইবনে শো'বা একদিন নামায দেরীতে আদায় করলে আবু মাসউদ আনসারী তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, মুগীরাহ! এ কেমন ব্যাপার ? তুমি কি অবহিত নও যে, জিবরাঈল আ. এসে নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স.-ও নামায আদায় করলেন। তিনি আবার নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স.-ও নামায আদায় করলেন। তিনি আবার নামায আদায় করলে এবারও রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। তিনি আবারও নামায আদায় করলে রসূলুল্লাহ স. নামায আদায় করলেন। এবার জিবরাঈল

আ. বললেন, এভাবে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (এসব কথা শুনে) উমর (ইবনে আবদুল আযীয) উরওয়াকে বললেন, তুমি কি বলছ তা জেনে-শুনে বল বা উপলব্ধি কর। জিবরাঈল আ. কি রসূলুল্লাহ স.-এর জন্য নামাযের ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন? জবাবে উরওয়া বললেন, বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তাঁর পিতার নিকট থেকে এরূপই বর্ণনা করতেন। উরওয়া বলেন, আয়েশা রা. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায পড়তেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকত। অর্থাৎ তখনও সূর্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"আল্লাহর দিকে অভিমুখী হও, তাঁকে ভয় কর, নামায কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"–সূরা আর রূম ঃ ৩১

٤٩٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا اِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَىِّ مِنْ رَبِيْعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَ نَا فَقَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ : اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا اِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيْرِ ·

৪৯২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে বললো ঃ আপনার ও আমাদের মধ্যখানে এ রাবীয়া গোত্রের অবস্থান। সুতরাং হারাম মাসগুলো (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ প্রদান করুন, যা আমরা নিজেরাও গ্রহণ করবো এবং যারা আসতে পারেনি তাদেরকেও সেদিকে আহ্বান জানাব। নবী স. বললেন ঃ 'আমি তোমাদের চারটি কাজ করতে নির্দেশ দিচ্ছি, আর চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। আদেশ প্রদান করছি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার। তিনি তাদের কাছে (এভাবে) ঈমানের ব্যাখ্যা করলেন। ঈমান হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি তাঁর রসূল—একথার সাক্ষ্য প্রদান করা, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, আর যা 'গনীমত'[১] লাভ করবে তার এক-পঞ্চমাংশ আমার নিকট

---

১. গনীমত বলা হয় জিহাদে শত্রু পক্ষের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া সর্বপ্রকার সম্পদকে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য হালালকৃত বস্তু। ইসলামে জিহাদের যে বিধান রয়েছে তা অন্যায় ও যুলুম খতম করার এবং নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে এ গনীমত লব্ধ সম্পদ জিহাদকারীর ক্ষতিপূরণের সমতুল্য। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশ্চাত্য ও এদেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী লেখকদের চক্রান্তে এ শব্দটি বাংলায় "লুণ্ঠিত দ্রব্য" হিসেবে স্থান পেয়েছে। তাই এটিকে আমরা কুরআনের মূল শব্দ 'গনীমত' বলে উল্লেখ করলাম।

প্রদান করবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রকে প্রদান করবে)। আর তোমাদেরকে নিষেধ করছি দুব্বা বা কদুর পাত্র, সবুজ রঙের কলস, তেলে পাকানো পাত্র এবং বৃক্ষমূল খুদাই করে তৈরী করা পাত্র ব্যবহার করা থেকে।[২]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামায কায়েম করার ব্যাপারে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা।

٤٩٣.عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ·

৪৯৩. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে উপদেশ প্রদানের জন্য আমি নবী স.-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামায গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٩٤.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قُلْتُ اَنَا كَمَا قَالَهُ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ اَوْعَلَيْهَا لَجَرِىٌّ، قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ وَالنَّهْىُ قَالَ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ وَلٰكِنِ الْفِتْنَةَ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ اَيُكْسَرُ اَمْ يُفْتَحُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ اِذًا لاَ يُغْلَقُ اَبَدًا قُلْنَا اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ اِنِّىْ حَدَّثْتُهُ بِحَدِيْثٍ لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَ حُذَيْفَةَ فَاَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَاَلَهُ فَقَالَ الْبَابُ عُمَرُ

৪৯৪. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর রা.-এর নিকট বসে ছিলাম। তিনি বললেন, ফেতনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস মনে রেখেছেন এমন কেউ কি আপনাদের মধ্যে আছেন ? হুযাইফা বলেন, আমি বললাম, আমি আছি। এমন যেমনটি বলেছেন, আমি হুবহু তেমনটিই মনে রেখেছি। উমর বললেন, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আপনার সাহসিকতা আশা করা যায়। [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস স্মরণ রেখে হুবহু বর্ণনা করার মত উপযুক্ত লোক আপনি।] আমি বললাম, এক ব্যক্তির জন্য যে ফেতনা তাঁর স্ত্রী-পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে দেখা দেয় নামায, রোযা, সাদকা, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেয়। এসব কথা শুনে উমর বললেন,

---

২. এসব পাত্র ব্যবহার করতে নবী স. প্রথম দিকে এ জন্য নিষেধ করলেন যে, এ ধরনের পাত্রে সাধারণত শরাব প্রস্তুত করা হতো।

আমি এ ফেতনার কথা বলতে চাচ্ছি না বরং যে ফেতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে ও তোলপাড় করে ফেলবে, তারই কথা বলছি। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এতে আপনার কোনো ক্ষতি বা ভয় নেই। কারণ, এ ফেতনা ও আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরযা রয়েছে। উমর বললেন, আচ্ছা সেই বন্ধ দরযাটি ভেঙে ফেলা হবে, না খুলে দেয়া হবে ? হুযাইফা বললেন, ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর বললেন, তাহলে আর কোনোদিন তা বন্ধ করা যাবে না বা বন্ধ হবে না। (লোকেরা বলেছে) আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, উমর কি দরযাটি সম্পর্কে জানতেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন, যেমন সকালের পর সন্ধার আগমনকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো। আমি তাঁকে (উমরকে) এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি যা মোটেই মিথ্যা নয়। আমরা তো এ ব্যাপারে হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম। তাই মাসরুককে বললে তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, (দরযাটি কে ?) জবাবে তিনি বলেছিলেন, দরযাটি হলেন উমর (নিজেই)'।

٤٩٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلا اَصَابَ مِنْ إِمْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِى هٰذَا قَالَ لِجَمِيْعِ أُمَّتِيْ كُلِّهِم ·

৪৯৫. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুম্বন দানের পর নবী স.-এর কাছে এসে তা জানালে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "দিনের দুই প্রান্তে অর্থাৎ সকালে ফজর ও সন্ধায় মাগরিব এবং রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হলে (এশার) নামায কায়েম করো। নেক ও সৎ কাজসমূহ অবশ্যই অসৎ কাজ সমূহকে সরিয়ে দেয়।" এরপর লোকটি বললো, 'হে আল্লাহর রসূল ! এ নির্দেশ ও ঘোষণা কি শুধু আমার জন্য ?' তিনি বললেন, 'আমার সমস্ত উম্মতের জন্যই এ নির্দেশ।'

৫. অনুচ্ছেদ ঃ ঠিক সময়ে নামায আদায় করার মর্যাদা।

٤٩٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَوِاسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ ·

৪৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ?' তিনি বললেন ঃ 'ঠিক সময়ে নামায আদায় করা।' তিনি (আবদুল্লাহ) পুনরায় বললেন, এরপর কোন্ কাজটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় ? নবী স. বললেন ঃ পিতামাতার সেবা ও আনুগত্য করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন্ কাজটি ? জবাবে নবী স. বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রসূল স. আমাকে এগুলোর কথাই বললেন। আমি আরো বেশী জানতে চাইলে তিনি আরও বলতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে বা জামাআতের বাইরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিক সময়ে আদায় করলে তা গোনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

٤٩٧.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ اَنَّ نَهَرًا بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَاتَقُوْلُ ذَلِكَ يُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ قَالُوْا لاَيُبْقِىْ مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا ٠

৪৯৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরযায় একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে ? জবাবে সবাই বললো, না, তার শরীরে কোনোরূপ ময়লা থাকবে না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরূপ। এর সাহায্যে আল্লাহ গোনাহসমূহের (ধুয়ে-মুছে) বিলোপ সাধন করেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঠিক সময়ে নামায আদায় না করে, অসময়ে আদায় করা।

٤٩٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ قِيْلَ اَلصَّلاَةُ قَالَ أَلَيْسَ صَنَعْتُمْ مَا صَنَعْتُمْ فِيْهَا ٠

৪৯৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময় যেটি যেমন ছিল তেমনটি এখন আর একটাও দেখতে পাই না। বলা হলো, কেন নামায তো ঠিকই আছে। আনাস রা. বললেন, সেখানেও যা করার তা কি তোমরা করনি ? (অর্থাৎ ঠিক সময়মত নামায আদায় না করে অসময়ে আদায় করে থাক।)[৩]

٤٩٩.عَنْ الزُّهْرِىِّ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِىْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكَ فَقَالَ لاَ أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا اَدْرَكْتُ اِلاَّ هٰذِهِ الصَّلاَةَ وَهٰذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ ـ

৪৯৯. যুহরী র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দামেশকে আমি আনাস ইবনে মালেক রা.-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে কাঁদছেন ! তিনি বললেন, "নবী স.-এর সময় যা যা দেখেছি তার মধ্যে এ নামাযই আজ পর্যন্ত ঠিকমত অবশিষ্ট ছিল (ঠিক সময়ে আদায় করা হতো)। কিন্তু নামাযও এখন নষ্ট হতে চলেছে।"

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আদায়কারী (মুসল্লী) তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলেন।

---

৩. মাহলাব বলেছেন, এর অর্থ হলো, নামাযের সর্বোত্তম বা মুস্তাহাব সময় বাদ দিয়ে দেরী করে নামায আদায় করা। বিশেষ করে এ আমলে গভর্নর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও বাদশাহ অলীদ ইবনে আবদুল মালিক নামায দেরী করে পড়াতেন। হযরত আনাস রা. মূলত এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।–আইনী

٥٠٠.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَحَدَكُمْ اِذَا صَلَّى يُنَاجِى رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى،

৫০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করতে দাঁড়ায়, সে তখন তার প্রতিপালকের সাথে কথা বলে। সুতরাং তখন ডানদিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না, বরং (প্রয়োজন দেখা দিলে) বাঁ পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে।'

٥٠١.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ وَاِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ .

৫০১. আনাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, তোমরা নামাযের সিজদায় এ'তেদাল বা ভারসাম্য সৃষ্টি কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার দু বাহু ছড়িয়ে না দেয়। আর যখন থুথু নিক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে তখন সে সামনে বা ডাইনে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা, নামায অবস্থায় সে তার প্রতিপালকের সাথে আলাপরত থাকে।[৪]

৯. অনুচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় বিলম্ব করে যোহরের নামায ঠাণ্ডায় আদায় করা।

٥٠٢.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِا الصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .

৫০২. আবু হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. উভয়েই রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেন, যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় (তখন নামায আদায় না করে বরং) বিলম্ব করে ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর। কেননা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তার জন্য গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (অথবা গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশ বিশেষ।)

٥٠٣. عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرِانْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى رَاَيْنَا فَى التُّلُوْلِ .

---

৪. সাঈদ ইবনে আবু আরুবা কাতাদাহ ইবনে দাআমাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নিজের আগে বা সামনের দিকে যেনো থুথু নিক্ষেপ না করে বরং প্রয়োজন পড়লে বাঁ দিকে কিংবা পায়ের নীচে নিক্ষেপ করবে। শো'বা বলেছেন, সামনে বা ডান দিকে থুথু ফেলবে না। বরং বামে বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে। হুমাইদ আনাসের মাধ্যমে নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

لايبزق فى القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يسارة او تحت قدمه

"তিনি [নবী স.] বলেছেন, কিবলার দিকে বা ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে না বরং বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলবে।"

৫০৩. আবু যার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক গরমের দিনে) নবী স.-এর মুয়াযযিন যোহরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চাইলে নবী স. বললেন, আরে ঠাণ্ডা হতে দাও, ঠাণ্ডা হতে দাও। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর। তিনি আরো বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেলে ঠাণ্ডায় (যোহরের) নামায পড়। এমনকি আমরা পাহাড়ের টিলায় ছায়া দেখতাম (তারপর যোহরের নামায পড়তাম)।

٥٠٤. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَارَبِّ اَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ اَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ.

৫০৪. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, গরমের প্রচণ্ডতা বাড়লে (যোহরের) নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় কর। কেননা, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের তেজস্ক্রিয়তার জন্য বৃদ্ধি পায়। জাহান্নামের আগুন তার রবের কাছে অভিযোগ করে বললো, হে আমার রব! আমার এক অংশ আরেক অংশকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং তিনি (আল্লাহ) জাহান্নামকে একবার শীতে ও একবার গ্রীষ্মে মোট দুবার শ্বাস ফেলার অনুমতি প্রদান করলেন। আর তা-ই হচ্ছে প্রচণ্ডতম গরম, যা তোমরা গ্রীষ্মকালে অনুভব করে থাক এবং প্রচণ্ডতম শীত যা শীতকালে অনুভব করে থাক।

٥٠٥. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ-

৫০৫. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যোহরের নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় কর। কারণ, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের (আগুনের) অংশ বিশেষ।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায আদায় করা।

٥٠٦. عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتَّى رَاَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ.

৫০৬. আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ছিলাম। মুয়াযযিন যোহরের নামাযের জন্য আযান দিতে চাইলে নবী স. বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। (কিছুক্ষণ পরে) সে পুনরায় আযানের অনুমতি চাইলে তিনি [নবী

স.] এবারও বললেন, ঠাণ্ডা হতে দাও। এভাবে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। নবী স. বললেন, গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশবিশেষ। সুতরাং গরম প্রচণ্ড হলে (যোহরের) নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় করো।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য যখন ঢলে পড়ে তখন যোহরের নামাযের সময় হয়। জাবির রা. বলেছেন, নবী স. ঠিক দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় যোহরের নামায আদায় করতেন।'

٥٠٧. عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيْهَا اُمُوْرًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ فَلَا تَسْأَلُوْنِيْ عَنْ شَيْءٍ اِلاَّ اَخْبَرْتُكُمْ مَادُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ هٰذَا فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ وَأَكْثَرَ اَنْ يَّقُوْلُ سَلُوْنِيْ فَقَامَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ مَنْ أَبِيْ قَالَ أَبُوْكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَّقُوْلَ سَلُوْنِيْ فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ اٰنِفًا فِيْ عُرْضِ هٰذَا الْحَائِطِ فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ .

৫০৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। একদিন সূর্য ঢলে পড়ার পরে রসূলুল্লাহ স. বেরিয়ে আসলেন এবং যোহরের নামায পড়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে কিয়ামতের বর্ণনা শুরু করলেন।[৫] তিনি উল্লেখ করলেন যে, কিয়ামতে অনেক বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে। এরপর তিনি বললেন, আমাকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চাইলে কর। তোমরা যে প্রশ্নই করো না কেন, আমি যতক্ষণ এ স্থানে থাকবো ততক্ষণ এর জবাব দিতে থাকবো। একথা শুনে লোকেরা অত্যধিক কাঁদল আর নবী স.-ও বারবার বলতে থাকলেন, "আমাকে প্রশ্ন করো।" এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, আমার পিতা কে ? জবাবে নবী স. বললেন, 'তোমার পিতা হলো হুযাফা।' এরপরেও তিনি খুব বলতে থাকলেন, 'আমাকে তোমরা প্রশ্ন কর।' তখন উমর জানুর ওপর ভর করে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, 'আমরা আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন বা জীবনব্যবস্থা এবং

৫. পূর্বোক্ত হাদীস ক'টিতে ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে বলা হয়েছে এবং এ হাদীসটিতে দেখা যায় যোহরের নামায রসূলুল্লাহ স. পড়েছেন সূর্য ঢলে পড়ার পরই অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে। এক্ষেত্রে উভয় হাদীসের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় তা নিম্নোক্তভাবে দূর করা সম্ভব। প্রথম অর্থাৎ ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়ার হাদীসগুলো হচ্ছে একাধারে কওলী ও ফে'লী হাদীস। অর্থাৎ ওগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী—নির্দেশ এবং কর্মও। বিপরীতপক্ষে সূর্য ঢলে পড়ার পর প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়ার হাদীসটি কেবলমাত্র ফে'লী হাদীস। কাজেই প্রথমোক্ত হাদীসগুলো শেষোক্তটির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। উমতাদুল কারীর লেখক আল্লামা আইনীর মতে, প্রথমোক্ত হাদীসগুলো শেষোক্তটিকে মানসূখ বা অচল করে দিয়েছে। কারণ হাদীসগুলোর স্থান-কাল আমাদের জানা না থাকার কারণে ধরে নেয়া যেতে পারে যে, প্রথম প্রথম রসূলুল্লাহ স. প্রথম ওয়াক্তে যোহরের নামায পড়তেন। কিন্তু পরে প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে সাহাবীদের কষ্ট দেখে তিনি ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর শেষের কথা ও কর্মটিই সচল থাকবে। উপরন্তু নিম্নোক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে এ দু' ধরনের হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার বৈপরীত্য দেখা যায় না। অর্থাৎ গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা যখন বেড়ে যাবে, তখন ঠাণ্ডায় যোহরের নামায পড়তে হবে। আর গ্রীষ্ম যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে তখন প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ে নিতে হবে।

মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে স্বীকার করেছি। (একথা শুনে) নবী স. চুপ করলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বললেন, এমাত্র এ দেয়ালের পাশে জান্নাত ও জাহান্নাম আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এত ভাল (যেমন জান্নাত) এবং এত মন্দ (যেমন জাহান্নাম) জিনিস আর কোনোদিন দেখিনি।

٥٠٨.عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ فِيْهَا مَابَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ اِلَى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ يَرْجِعَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِىْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ وَقَالَ مُعَاذُ قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُهُ مَرَّةً فَقَالَ أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ٠

৫০৮. আবু বারযাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের যে কেউ তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারতো। এতে তিনি ষাট থেকে একশটি আয়াত পর্যন্ত পড়তেন। সূর্য মাথার ওপর থেকে ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ মদীনার দূর প্রান্তে যেয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্য তখনো অবিকৃত থাকতো। (বর্ণনাকারী আবু মিনহাল বলেন) মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবু বারযাহ) কি বলেছিলেন, তা আমি ভুলে গিয়েছি। আর এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করতে কোনো দ্বিধা করতেন না। আবু বারযাহ এরপর বললেন, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত দেরী করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মুআয রা. বর্ণনা করেন, শো'বা বলেছেন, পরে আমি আরেকবার আবু মিনহালের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বললেন, 'অথবা রাতে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধা করতেন না।'

٥٠٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالظَّهَائِرِ فَسَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا اتِّقَاءَ الْحَرِّ.

৫০৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ স.-এর পেছনে যোহরের নামায আদায় করতাম, তখন অত্যধিক গরমের জন্য কাপড়ের ওপর সিজদা করতাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত যোহরের নামায আদায় বিলম্বিত করা।

٥١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَقَالَ أَيُّوْبُ لَعَلَّهُ فِىْ لَيْلَةٍ مَطِيْرَةٍ قَالَ عَسَى ٠

৫১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) মদীনাতে নবী স. যোহর এবং আসরের আট রাকআত এবং মাগরিব ও এশার সাত রাকআত (নামায) এক সাথে আদায়

করেছেন। (বর্ণনাকারী) আইয়ুব (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী জাবির ইবনে যায়েদকে) বললেন, বোধ হয় বাদলা দিনে নবী স. এমনটি করেছেন। (জাবির ইবনে যায়েদ জবাবে বললেন,) তাই হবে হয়ত।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায আদায়ের ওয়াক্ত।

٥١١. أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১১. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. যখন আসরের নামায আদায় করতেন সূর্যের কিরণ তখনও তাঁর কামরার মধ্যে থাকতো।

٥١٢.عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا ·

৫১২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর ঘরে থাকতো এবং তখনও ঘরের মধ্যে ছায়া দেখা যেত না।

٥١٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِىْ حُجْرَتِىْ لَمْ يَظْهَرِ الْفَىْءُ بَعْدُ.

৫১৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, তখনও আমার কামরার মধ্যে সূর্যের আলো থাকতো এবং ঘরের মধ্যে ছায়া পড়তো না।

٥١٤.عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِىْ عَلَى أَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ فَقَالَ لَهُ أَبِىْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْرَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْاُوْلٰى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا اِلٰى رَحْلِهِ فِىْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الَّتِىْ تَدْعُوْنَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ·

৫১৪. সাইয়্যার ইবনে সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গেলাম। আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন,

রসূলুল্লাহ্ স. কিভাবে (কখন কখন) ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন ? জবাবে তিনি বললেন, তিনি [নবী স.] যোহরের নামায যাকে তোমরা আল-উলা বলে থাক ঠিক সেই সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে) ঢলে পড়তো। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে) মদীনার প্রান্তভাগে তাঁর বাসস্থানে যেয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারতেন। সাইয়ার বলেন, মাগরিব সম্পর্কে তিনি (আবু বারযাহ) কি বলেছিলেন আমি তা ভুলে গেছি। এশার নামায—যাকে তোমরা আতামাহ্ বল—আদায়ে বিলম্বকে তিনি উত্তম বলে মনে করতেন। এর আগে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা বলা অপসন্দ করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন মানুষ তার পাশেরজনকে চিনতে পারতো। তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

٥١٥.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ.

৫১৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের নামায আদায় করার পর লোকেরা বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেও দেখত তারা আসরের নামায আদায় করছে।[৬]

٥١٦. عَنْ اَبَا اُمَامَةَ يَقُوْلُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَاعَمِّ مَاهٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِىْ صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَهُ.

৫১৬. আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমর ইবনে আবদুল আযীযের সাথে যোহরের নামায আদায় করে বের হলাম এবং আনাস ইবনে মালেকের কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চাচাজান! আপনি এ কোন্ ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন ? তিনি বললেন, আসর। আর এভাবেই আমরা রসূলুল্লাহ্ স.-এর সাথে নামায আদায় করেছি।

٥١٧. عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا اِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

৫১৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর যুগে এমন সময় আসরের নামায আদায় করতাম যে, নামাযের পর আমাদের কেউ কুব্বা

৬. বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রের অধিবাসী ছিল মদীনা থেকে দু' মাইল দূরে কুব্বা নামক জায়গায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা আসরের নামায অনেক দেরী করে পড়তেন আর এটা নবী স.-এর জীবদ্দশাতেই হতো। সুতরাং নবী স.-এর যামানায় তাঁর নির্দেশ, সম্মতি বা 'আমলী' দৃষ্টান্ত ছাড়া কোনো মুসলমান নিজ সিদ্ধান্তে এটা করতে পারেন না।

পর্যন্ত গিয়ে সেখানকার লোকদের সাথে মিলিত হতো, কিন্তু তখনও বেলা (আকাশে) অনেক ওপরেই থাকতো।

٥١٨.عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِىْ فَيَأْتِيْهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَبَعْضُ الْعَوَالِىْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ ·

৫১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্য তখনও (আকাশের) অনেক ওপরে থাকতো। সুতরাং পথচারী বা গমনকারী মদীনার (উপকণ্ঠে) আওয়ালীর দিকে যাত্রা করতো এবং সেখানকার লোকদের কাছে পৌঁছার পরও সূর্য (আকাশে) অনেক ওপরে থাকতো। অথচ মদীনার (উপকণ্ঠে অবস্থিত) আওয়ালী নামক জায়গার কোনো কোনো অংশ মদীনা হতে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায কাযা হলে যে গোনাহ হয়।

٥١٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ .

৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যার আসরের নামায ফউত অর্থাৎ কাযা হলো, তার যেন পরিবার ও সম্পদ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।[৭]

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামায পরিত্যাগ করার গোনাহ।

٥٢٠.عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِىْ غَزْوَةٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ·

৫২০. আবুল মালীহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে এক বাদলা দিনে আমরা বুরাইদার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, আগে ভাগেই অর্থাৎ জলদি করে তোমরা আসরের নামায আদায় করে নাও। কারণ নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল তার সকল আমল নষ্ট হয়ে গেল।[৮]

---

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত وتر শব্দটি وتركم বা وتر الرجل -এর সমার্থক। যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তার ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নেবে, একমাত্র তখনই বলা যাবে وترت الرجل।

৮. "যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল, তার সকল আমল নষ্ট বা বরবাদ হয়ে গেল" একথাটি নবী স. আসরের নামাযের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বলেছেন, যেন কেউ আসরের নামায পরিত্যাগ না করে। অন্যথায় আসরের এক ওয়াক্ত নামায পরিত্যাগ করার কারণে সকল ভাল কাজ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের মর্যাদা।

٥٢١. عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لاَتُضَامُّوْنَ فِىْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَتُغْلَبُوْا عَلٰى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ·

৫২১. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময়ে আমরা নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় রাতের বেলায় তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ চাঁদকে যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক তেমনি তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ পোষণ করবে না। সুতরাং সূর্য উদিত হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে (শয়তানের ওপর বিজয়ী হয়ে) যদি তোমরা ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে পার তবে তাই কর। এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ অর্থাৎ "সূর্য উদয়ের ও অস্ত যাওয়ার পূর্বে তুমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করো।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ৩৯)

٥٢٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُم فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِىْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ·

৫২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কাছে যেসব ফেরেশতা আসে রাতে এবং দিনে তাদের একদল আসে এবং আর একদল চলে যায় এবং ফজর ও আসরের নামাযে তারা (দুইদল) একত্র হয়। অতপর তোমাদের মাঝে রাত যাপনকারী ফেরেশতা দল (আসমানে) উঠে যায়। তখন তাদের রব (মহান আল্লাহ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় দেখে এসেছ ? অথচ তিনি তাদের সবকিছুই ভালভাবে অবগত আছেন। জবাবে ফেরেশতারা বলেন, আমাদের প্রত্যাবর্তনের সময় তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি। আবার যখন আমরা তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় (পেয়েছি)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে যে ব্যক্তি আসরের এক রাকআত নামায আদায় করতে সক্ষম হলো।

٥٢٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَاِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ ·

৫২৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আসরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা। আবার অনুরূপভাবেই কেউ যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের একটি সিজদাও পায়, তাহলে তার উচিত নামায পূর্ণ করা।

٥٢٤.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيْمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ اُوْتِىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِىَ أَهْلُ الْاِنْجِيْلِ الْاِنْجِيْلَ فَعَمِلُوْا اِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا ثُمَّ اُوْتِيْنَا الْقُرْاٰنَ فَعَمِلْنَا اِلَى غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِيْنَا قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَقَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ اَىْ رَبَّنَا اَعْطَيْتَ هٰؤُلاَءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَاَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا اَكْثَرَ عَمَلاً قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهُوَ فَضْلِىْ أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ.

৫২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সালেমের পিতা আবদুল্লাহ) রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন পূর্বেকার উম্মতগুলোর অবস্থানের তুলনায় (এ পৃথিবীতে) তোমাদের অবস্থান আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের সাথে তুলনীয়। ইহুদীদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করেছে। কিন্তু দুপুর হলে তারা অপারগ হয়ে পড়লে তখন তাদেরকে এক এক কিরাত (একটি বিশেষ পরিমাপ) করে (পারিশ্রমিক) প্রদান করা হলো। অতপর আহলুল ইনজীলদেরকে (ইনজীলের অনুসারীদেরকে) ইনজীল দেয়া হলো। তারা (দুপুর থেকে) আসর পর্যন্ত কাজ করে অক্ষম হয়ে পড়লো। তাদেরকেও এক এক কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হলো। অতপর সর্বশেষে আমাদেরকে কুরআন দেয়া হয়েছে। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করেছি এবং বিনিময়ে আমাদেরকে দুই দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছে। এতে (আপত্তি জানিয়ে) পূর্বের দুটি কিতাবের অনুসারীগণ বললো, হে আমাদের রব! আপনি এদেরকে দুই দুই কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করলেন আর আমাদেরকে প্রদান করলেন এক এক কিরাত করে ; অথচ কাজের বিচারে আমরা বেশী কাজ করেছি। জবাবে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমাদের পারিশ্রমিক দেয়ার ব্যাপারে কি আমি কোনোরূপ যুলুম করেছি ? তারা সবাই বললো, 'না'। তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার ফযল বা মেহেরবানী, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি তা দান করে থাকি।

٥٢٥.عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً اِلَى اللَّيْلِ فَعَمِلُوْا اِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

فَقَالُوْا لاَحَاجَةَ لَنَا اِلَى أَجْرِكَ فَاسْتَأْجَرَ آخَرِيْنَ فَقَالَ أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُمُ الَّذِىْ شَرَطْتُ فَعَمِلُوْا حَتَّى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوْا لَكَ مَا عَمِلْنَا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا أَجرَ الْفَرِيْقَيْنِ.

৫২৫. আবু মূসা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, মুসলমান, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায় যে, একদল লোককে এই বলে কাজে নিয়োগ করা হলো যে, তারা সন্ধা পর্যন্ত কাজ করবে। কিন্তু তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করার পর বললো, তোমার পারিশ্রমিকের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। (এরপর তারা কাজ ছেড়ে চলে গেল)। সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করে বললো, দিনের অবশিষ্ট ভাগ পর্যন্ত কাজ করো, তোমাদের সাথে যে শর্ত করেছি তদনুযায়ী তোমাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করবো। তারা কাজ করতে থাকলো। কিন্তু আসরের নামাযের সময় হলে তারা বললো, (এ পর্যন্ত) আমরা যা কাজ করেছি তা আপনার জন্য রেখে গেলাম। সুতরাং লোকটি আরেক দল লোককে পুনরায় কাজে নিয়োগ করলো। তারা দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু কাজ করলো অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলো এবং আগের দুই দলের পারিশ্রমিক সহ দিনের পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে গেল।৯

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত। আতা বলেছেন, পীড়িত ব্যক্তি মাগরিবের ও এশার নামায এক সাথে আদায় করতে পারে।

٥٢٦. عَنْ عَطَاءِ بْنِ صُهَيْبٍ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَقُوْلُ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

৯. উপরোক্ত দু'টি হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়টি জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা জাতি হিসেবে গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এবং মানবতাকে সৎ পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন ইহুদীদের ওপর। এজন্য তাদেরকে গাইডবুক বা দিকনির্দেশনা হিসেবে দিয়েছিলেন আসমানী গ্রন্থ তাওরাত। তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন গোটা বিশ্বকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার আহ্বান জানাও এবং নিজেরাও তাঁর দাসত্ব করো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই আজ্ঞাবাহী হয়ে চলো। এসব বাণীর বাস্তব অনুসরণের জন্য বহু আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের মধ্যে আগমন করেছেন। কিন্তু ইহুদী জাতি কিছুদিন এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেও পরে তারা সত্যের এ পথ পরিহার করে এবং বিপথগামী হয়ে আল্লাহর নির্দেশের বাইরে অবস্থান করতে থাকে। এরপর আল্লাহ হযরত ঈসা আ.-এর মাধ্যমে তাদেরকে শেষবারের মতো সংশোধন করতে চাইলেন। কিন্তু তারা হযরত ঈসা আ.-এর আহ্বানকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করেনি বরং তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তাঁর এ প্রিয় বান্দাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের থেকে সরিয়ে নেন। ইহুদীদের পর সুযোগ আসে ঈসায়ীদের সামনে। ইনজীল নামক আসমানী গ্রন্থটি আল্লাহ দিয়েছিলেন তাদের চলার পথের দিশা হিসেবে। কিন্তু তারাও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে এবং কার্যক্ষেত্রে ইনজীলের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ তাই বিশ্বকে সংশোধন করার এবং সৎকাজ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এদের থেকে কেড়ে নিয়ে সর্বশেষে মুসলমানদেরকে প্রদান করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তা কুরআনের অনুসারী মুসলমানদের কাছেই থাকবে। কাজেই মুসলমানদেরকে এখন তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উপলব্ধি করে কাজ করতে হবে। উপরোক্ত কথাগুলোই নবী স.-এর মহান হাদীস দু'টিতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৫২৬. রাফে ইবনে খাদীজের আযাদকৃত গোলাম আতা ইবনে সুহাইব রা. বলেছেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজকে বলতে শুনেছি যে, আমরা নবী স.-এর সাথে মাগরিবের নামায এমন সময় আদায় করতাম যে, আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ ফিরে এসে (তীর নিক্ষেপ করতো এবং) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা দেখতে পেত।

٥٢٧. عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَتْ وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا اِذَا رَأَهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَاِذَا رَأَهُم اَبطَوا أَخَّرَ وَالصُّبحَ كَانُوا اَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ ٠

৫২৭. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজ্জাজ মদীনায় আগমন করলে আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (কেননা, হাজ্জাজ বিলম্ব করে নামায আদায় করতেন) তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ) বললেন, নবী স. যোহরের নামায দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আদায় করতেন। আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন, যখন সূর্যের তেজ ও আলো অপরিবর্তিত থাকতো, মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাবার পর আদায় করতেন, এশার নামায কোনো সময় দেরীতে এবং কোনো সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন। যখন দেখতেন, সবাই হাযির হয়েছে তখন তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং যখন দেখতেন সবাই বিলম্ব করছে তখন বিলম্বেই আদায় করতেন এবং ফজরের নামায লোকেরা সবাই অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) নবী স. রাতের অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন।

٥٢٨. عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ اِذَا تَوَارَ بِالْحِجَابِ٠

৫২৮. সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্য যখন পর্দার আড়ালে চলে যেত অর্থাৎ অস্তমিত হতো, তখন আমরা নবী স.-এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম।

٥٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيْعًا وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا٠

৫২৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মাগরিব ও এশার নামায সাত রাকআত এবং যোহর ও আসরের নামায আট রাকআত এক সাথে আদায় করেছেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মাগরিবকে এশা বলা অপছন্দ করে থাকে।

٥٣٠. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اِسْمِ صَلاَتِكُمُ الْمَغْرِبِ قَالَ وَتَقُولُ الْاَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ ٠

৫৩০. আবদুল্লাহ আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, অশিক্ষিত ও গ্রাম্য আরবগণ যেন মাগরিবের নামাযের নামের ব্যাপারে তোমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বিজয়ী না হয়। কেননা, অশিক্ষিত গ্রাম্যগণ মাগরিবকে এশা বলে থাকে।[১০]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ এশা ও আতামাহ সম্পর্কে এবং যে এ উভয় শব্দ ব্যবহার করার অবকাশ আছে বলে মনে করেন। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, "মুনাফিকদের জন্য এশা ও ফজরের নামাযের চেয়ে কঠিন নামায আর নেই। নবী স. আরও বলেছেন, কতই না কল্যাণকর হতো যদি তারা আতামাহ (এশা) ও ফজরের নামাযের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারতো। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেন, এশা বলাটাই উত্তম। কেননা, মহান আল্লাহ ঃ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ এ আয়াতে এশা শব্দ উল্লেখ করেছেন। আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এশার নামাযে আমরা এক এক করে পালাক্রমে নবী স.-এর কাছে যেতাম। এক সময়ে তিনি এশার নামায বা আতামাহ অনেক রাতে আদায় করলেন। ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. একবার এশার নামায আতামাহ (অনেক রাতে) আদায় করলেন। কেউ কেউ আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আতামাহ সময়ে নবী স. প্রবেশ করলেন। জাবির রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. এশার নামায আদায় করতেন। আবু বারযাহ বর্ণনা করেছেন, নবী স. এশার নামায দেরী করে আদায় করতেন। আনাস রা. বলেছেন, নবী স. এশায়ে আখেরা আদায় করতে দেরী করেছিলেন। ইবনে উমর, আবু আইয়ুব ও ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবী স. মাগরিব ও এশার নামায আদায় করেছেন।'

٥٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُوا النَّاسُ الْعَتَمَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ.

৫৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, কোনো এক রাতে রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে এশার নামায পড়ালেন। যে নামাযকে লোকেরা আতামাহ বলে থাকে। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা কি বল ? আজকের এ রাতে যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে জীবিত আছে (ঠিক এ রাত থেকে নিয়ে) একশ' বছরের মাথায় তাদের কেউ এ ভূ-পৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে না।'

২১. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত। লোক মসজিদে উপস্থিত হলে নামায আদায় করা এবং উপস্থিত হতে দেরী করলে দেরী করা।

٥٣٢. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ

---

১০. সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য আরবগণ মাগরিবের সময়কে এশা এবং এশার সময়কে আতামাহ বলতো এবং এটিই তাদের মধ্যে প্রচলিত ও বহুলভাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের দেয়া পরিভাষায় সূর্যাস্তের পরের সময়কে মাগরিব এবং মাগরিবের পরবর্তী সময়কে এশা বলা হয়। মাগরিবের পরিবর্তে এশা নামাযটি মাগরিবের ক্ষেত্রে বহুল পরিচিত হওয়ার কারণে যেন এশা ও মাগরিবের স্বাতন্ত্র্যের পরিবর্তন না ঘটে এজন্য নবী স. এ হাদীসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, গ্রাম্য আরবদের দেয়া নাম এশা যেন মাগরিবের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ও বিজয়ী হয়ে না ওঠে। কেননা, এতে নানারূপ জটিলতা দেখা দিতে পারে।

عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا وَجَبَ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৫৩২. মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে নবী স.-এর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী স. যোহরের নামায দুপুর বেলা, সূর্যের তেজ অপরিবর্তিত থাকতেই আসরের নামায এবং সূর্য অস্তমিত হলে মাগরিবের নামায আদায় করতেন। আর বেশী লোক (মসজিদে) উপস্থিত হলে জলদি করে এবং কম লোক উপস্থিত হলে দেরী করে এশার নামায আদায় করতেন এবং অন্ধকার থাকতে থাকতে ফজরের নামায আদায় করতেন।'

২২. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের মর্যাদা।

٥٣٣.عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعِشَاءِ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ لِاَهْلِ الْمَسْجِدِ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ .

৫৩৩. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায় করতে বিলম্ব করলেন। এটা করেছিলেন ইসলাম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের পূর্বে। তিনি ততক্ষণ আগমন করলেন না যতক্ষণ না উমর গিয়ে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং নবী স. বের হয়ে এসে মসজিদের (অপেক্ষমান) লোকদের বললেন, 'তোমরা ছাড়া গোটা বিশ্বের আর কেউ-ই আজ এ নামাযের জন্য অপেক্ষা করছে না।'

٥٣٤.عَنْ أَبِىْ مُوْسَى قَالَ كُنْتُ أَنَا وَاَصْحَابِى الَّذِيْنَ قَدِمُوْا مَعِىْ فِى السَّفِيْنَةِ نُزُوْلاً فِىْ بَقِيْعِ بُطْحَانَ وَالنَّبِىُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِىَّ ﷺ عِنْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ اَنَا وَاَصْحَابِىْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِىْ بَعْضِ اَمْرِهِ فَاَعْتَمَ بِالصَّلاَةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوْا اِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هٰذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ لاَيَدْرِىْ أَىَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى فَرَجَعْنَا فَرِحِىْ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৩৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমার সাথীরা, যারা আমার সাথে জাহাজে ছিল, 'বাকী-এ-বুতহান' নামক জায়গায় অবস্থানরত ছিলাম। প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের পর লোকেরা এক এক দল করে পালাক্রমে নবী স.-এর সাথে সাক্ষাত করতো। একদিন আমি ও আমার সাথীরা সবাই নবী স.-এর সাথে মিলিত হলাম। কিন্তু তিনি নিজের কিছু কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন যে, এশার নামাযে আসতে অনেক দেরী করলেন এমনকি এভাবে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কেটে গেল। পরে এসে সকলকে সাথে করে নামায আদায় করলেন। যারা (নামাযে) হাযির ছিল, নামায শেষে তাদেরকে বললেন, সবাই নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। সুসংবাদ শোন, এটাও আল্লাহর একটা অনুগ্রহ যে, এ সময়ে তোমরা ছাড়া মানব সমাজের কেউ-ই নামায আদায় করছে না। অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমরা ছাড়া কেউ-ই নামায আদায় করলো না। এ দুটি বাক্যের মধ্যে কোন্‌টি নবী স. বলেছিলেন (বর্ণনাকারী বলেন) তা আমি জানি না। আবু মূসা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে যা শুনলাম, তাতে আমরা অত্যন্ত খুশী হয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ।

٥٣٥. عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا.

৫৩৫. আবু বারযাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায়ের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং (এশার নামাযের) পরে কথাবার্তা বা গল্প-গুজব অপছন্দ বা মাকরূহ মনে করতেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমের ভাব হলে এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমাবে না।

٥٤٢.أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ الصَّلاَةَ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْاَرْضِ غَيْرُكُمْ قَالَ وَلاَ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ ·

৫৩৬. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন। এক রাতে রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায় করতে অনেক দেরী করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) নামাযের জন্য সব প্রস্তুতি শেষ (সবাই প্রস্তুত), (অনেক রাত হওয়ার কারণে) নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ স.] আগমন করলেন এবং বললেন, এ নামাযের জন্য আজ তোমরা ছাড়া গোটা ভূ-পৃষ্ঠে আর কেউ অপেক্ষা করছে না। (রাবী বলেন) সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায আদায় করা হতো না। তিনি আরও বলেছেন, সাহাবাগণ সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান লালিমা অপসৃত হওয়ার পর থেকে রাতের প্রথম তৃতীয়াংশের মধ্যে (এশার) নামায আদায় করতেন।

٥٣٧. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يَنْتَظِرُ غَيْرُكُمْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَايُبَالِيْ اَقَدَّمَهَا اَمْ اَخَّرَهَا اِذَا كَانَ لاَ يَخْشَى اَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَقَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوْا وَرَقَدُوْا وَاسْتَيْقَظُوْا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَخَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ الْاٰنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُصَلُّوْهَا هٰكَذَا فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا اَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِيْ عَطَاءٌ بَيْنَ اَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيْدٍ ثُمَّ وَضَعَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ اِبْهَامُهُ طَرَفَ الْاُذُنِ مِمَّا يَلِيَ الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ لاَ يُعْصِرُ وَلاَ يَبْطُشُ اِلاَّ كَذٰلِكَ وَقَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُّصَلُّوْا هٰكَذَا ٠

৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এক রাতে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে এশার নামাযে আসতে তাঁর খুব দেরী হয়ে গেল। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে জাগলাম এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে যখন আবার জাগলাম তখন নবী স. আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা ছাড়া এ ভূ-পৃষ্ঠে কোনো অধিবাসীই নামাযের জন্য (এমনভাবে) অপেক্ষা করছে না। ইবনে উমর ঘুমের চাপের ফলে সঠিক ওয়াক্তে এশার নামায আদায় করা যাবে না এ আশংকা না থাকলে এশার নামায দেরী করে পড়লেন না আগেভাগেই পড়লেন এ ব্যাপারে কোনো পরোয়া করতেন না। এশার নামায আদায় করার পূর্বে তিনি কোনো কোনো সময় ঘুমিয়ে নিতেন। ইবনে জুরায়েজ রা. বলেন, এ বিষয়টি আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. এশার নামায আদায় করতে অনেক দেরী করলেন। এমনকি লোকেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়লো। তারা জেগে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। পরে যখন আবার জাগল, তখন উমর ইবনে খাত্তাব উঠে গিয়ে [রসূলুল্লাহ স.-কে] বললেন, (হে আল্লাহর রসূল!) নামাযের জন্য সবাই প্রস্তুত (নামায পড়িয়ে দিন)। আতা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর নবী স. এমন অবস্থায় বেরিয়ে

আসলেন আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি, তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি টপকে পড়ছে আর তিনি মাথার ওপর নিজের হাত স্থাপন করে আছেন। তিনি (এসে) বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে যদি আমি মনে না করতাম তবে তাদের এভাবে (এ সময়ে) এশার নামায আদায় করতে নির্দেশ দান করতাম। ইবনে জুরাইজ বলেন, ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী স. কিভাবে তাঁর মাথার ওপর হাত রেখেছিলেন তা বাস্তবে জানার জন্য আমি আতার নিকট কথাটির ব্যাখ্যা চাইলাম। আতা তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করলেন এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো মাথার এক পাশে রেখে (চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে) একত্রিত করলেন। আর এভাবে মাথার ওপর দিয়ে টেনে কানের যে পাশ চেহারার সাথে সংলগ্ন এমনভাবে সেদিকে নিয়ে গেলেন যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী কানের পার্শ্ব স্পর্শ করে দাড়ির সাথে লেগে গেল। যখন তিনি মাথা থেকে পানি চিপতেন বা তাড়াহুড়ো করতেন তখন এরূপই করতেন। এরপর তিনি [নবী স.] বললেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে মনে না করলে আমি তাদেরকে এভাবেই (এশার) নামায আদায় করতে নির্দেশ দিতাম।'

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশার নামাযের সময়। আবু বারযাহ বলেন, নবী স. এশার নামায বিলম্ব করে পড়া পছন্দ করতেন।

٥٣٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوْا اَمَا اِنَّكُمْ فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا ·

৫৩৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. এশার নামায আদায় করতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করলেন। পরে (এসে) নামায আদায় করে তিনি বললেন, অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে, (একমাত্র তোমরাই জেগে আছ) জেনে রাখ যতক্ষণ তোমরা নামাযের জন্য অপেক্ষায় ছিলে ততক্ষণ নামাযরত অবস্থায়ই ছিলে।[১১]

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের মর্যাদা।

٥٣٩. عَنْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ اِذْ نَظَرَ اِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اَمَا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لاَ تُضَامُّوْنَ أَوْ لاَ تُضَاهُوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَالَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ·

৫৩৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, একদিন (পূর্ণিমার রাতে) আমরা নবী স.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, শোন,

---

১১. এ হাদীসের সাথে ইবনে আবু মরিয়ম এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আইয়ুব হুমায়েদের মাধ্যমে আনাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আনাস রা. বলেছেন, ঐ রাতে নবী স.-এর আংটির চাকচিক্য যেন আমি এখনো দেখছি।

তোমরা যেমন এ পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই তেমনিভাবে তোমাদের রব (মহান আল্লাহ তাআলা)-কেও দেখতে পাবে। তাঁকে দেখার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (ফজর ও আসরের নামায) আদায়ের ব্যাপারে যাতে তোমরা (শয়তান কর্তৃক) পরাভূত না হও তার ব্যবস্থা কর। এরপর তিনি (কুরআনের আয়াত) পাঠ করলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পড় বা পবিত্রতা ঘোষণা কর।[১২]

٥٤٠. عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ أَبِىْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

৫৪০. আবু বকর ইবনে আবু মূসা রা. তার পিতা (আবু মূসা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি ঠাণ্ডা ওয়াক্তের নামায (ফজর ও আসরের নামায ঠিক সময়মত) আদায় করবে সে জান্নাতে যাবে।[১৩]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের সময়।

٥٤١. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ أَوْ سِتِّيْنَ يَعْنِىْ اٰيَةً .

৫৪১. কাতাদাহ আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস রা. বলেছেন, যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁকে জানিয়েছেন যে, এক রাতে তাঁরা (সাহাবীগণ) নবী স.-এর সাথে সেহরী খেয়ে ফজরের নামাযে দাঁড়ালেন। আনাস রা. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও দুটোর মধ্যে অর্থাৎ সেহরী ও ফজরের নামাযের মধ্যকার (সময়ের) পার্থক্য কিরূপ ছিল ? জবাবে যায়েদ বললেন, আনুমানিক পঞ্চাশ অথবা ষাটটি আয়াত তেলাওয়াত করার মত সময়ের পার্থক্য ছিল।

٥٤٢.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى قُلْنَا لِاَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

৫৪২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবেত (এক রাতে) এক সাথে সেহরী খেলেন এবং উভয়ের সেহরী খাওয়া শেষ হলে নবী স. (ফজরের) নামায পড়তে দাঁড়ালেন এবং নামায শেষও করলেন। (কাতাদাহ

১২. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে শিহাব ইসমাঈল ও কায়েসের মাধ্যমে জারীর থেকে এ হাদীস এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেছেন, তোমরা তোমাদের রব (মহান আল্লাহ তাআলা)-কে অবশ্যই প্রকাশ্যে চর্মচক্ষুতে দেখতে পাবে।

১৩. ইসহাক, হাব্বান, হাম্মাম, আবু জামরা, আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী স. থেকে উপরোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

বলেন,) আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, [তাঁদের নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবেত] সাহরী শেষ করে নামায আরম্ভ করার মধ্যে কি পরিমাণ সময়ের ব্যবধান ছিল? জবাবে তিনি (আনাস) বললেন, যে সময়ের মধ্যে একজন লোক পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে।

٥٤٣. عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَتَسَحَّرَ فِىْ أَهْلِىْ ثُمَّ يَكُوْنُ سُرْعَةُ بِىْ اَنْ اُدْرِكَ صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৪৩. সাহল ইবনে সাআদ রা. বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি বাড়ীতে আমার পরিবারের লোকদের সাথে সেহরী খেতাম এবং তারপর রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে (ফজরের) নামায পাওয়ার জন্য আমাকে তাড়াহুড়া করতে হতো।

٥٤٤. أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ اِلٰى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلاَةَ لاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.

৫৪৪. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, ঈমানদার নারীগণ রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করার জন্য চাদরে সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে জামাআতে হাজির হতো এবং নামায সমাধা করে বাড়ীতে ফিরে যেত। কিন্তু (তখনো) শেষ রাতের অস্পষ্ট অন্ধকারের কারণে কেউ তাদেরকে চিনতে পারতো না।[১৪]

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ বেলা ওঠার পূর্বে কেউ যদি ফজরের নামাযের এক রাকআত মাত্র আদায় করতে পারে।

٥٤٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

৫৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বেলা ওঠার আগে কেউ যদি ফজরের এক রাকআত নামায আদায় করতে পারে সে ফজরের পুরো নামায (বেলা ওঠার আগে) আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বেলা ডুবে যাওয়ার আগে আসরের এক রাকআত নামায পেল সে পুরো আসরকেই (বেলা ডোবার আগে) আদায় করলো।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে (অর্থাৎ সময়মত এক রাকআত) তা আদায় করার হুকুম।

---

১৪. আবু বারযাহ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী স.-এর সাথে লোকেরা এমন সময় ফজরের নামায শেষ করতো যে, যে কোনো ব্যক্তি তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারত। আর আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসে বলা হচ্ছে যে, মেয়েরা নামায পড়ে এমন সময় বাড়ী ফিরতো যে, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না। বাহ্যত হাদীস দুটির মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেলেও আদতে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা, পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চেনা এবং দূর থেকে দেখে মেয়েদেরকে চেনার মধ্যে পার্থক্য আছে। এ থেকে একটা কথা সুস্পষ্ট হয় যে, নবী করীম স.-এর ফজরের নামায শেষ হতো আলো-আঁধারি অবস্থার মধ্যে।

٥٤٦. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ·

৫৪৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের এক রাকআত পেলে সে পুরো নামাযই পেল।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর বেলা বেশকিছু ওপরে ওঠা পর্যন্ত নামায নেই।

٥٤٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تُشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ ·

৫৪৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক জনপ্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি—যাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় ও পসন্দনীয় ব্যক্তি হলেন উমর। তিনি আমার কাছে বলেছেন, নবী স. ফজরের নামাযের পরে সূর্য উদিত হয়ে আলো ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[১৫]

٥٤٨. عَنْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبِهَا وَقَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوْا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ·

৫৪৮. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়াকালে এবং অস্ত যাওয়াকালে তোমরা নামায আদায় করতে মনস্থ করো না। উরওয়া বলেছেন, ইবনে উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, সূর্যের প্রান্ত ভাগ উদিত (দৃষ্টিগোচর) হলে তা উদিত হয়ে উর্ধে না ওঠা পর্যন্ত নামায আদায়ে বিলম্ব করো এবং সূর্যের প্রান্তভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলে যতক্ষণ না তা পুরোপুরি অদৃশ্য হয় ততক্ষণ নামায আদায়ে বিলম্ব করো।

٥٤٩. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَعَنِ الْاِحْتِبَاءِ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يُفْضِىْ بِفَرْجِهِ اِلَى السَّمَاءِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ·

---

১৫. ইমাম বুখারী বলেছেন, মুসাদ্দাদ, ইয়াহ্ইয়া, শো'বা, কাতাদা, আবুল আলিয়া ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে আমার নিকট এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেছেন, কয়েকজন লোক আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করেছে।

৫৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দু প্রকারে বেচাকেনা, দু ধরনের পোশাক ও দু সময়ে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। ফজরের (নামায পড়ার) পরে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের (নামায পড়ার) পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। সাম্মা এবং এক কাপড়ে এমনভাবে শরীর ঢাকতে নিষেধ করেছেন যাতে উপরের দিক থেকে লজ্জাস্থান খোলা থাকে। আর বায়-এ মুনাবাযা ও বায়-এ মুলামাসা (মুনাবাযা ক্রেতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পাথর যে দ্রব্যের উপর পড়ে তার ক্রয়-বিক্রয় এবং মুলামাসা ক্রেতা কর্তৃক স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়যোগ্য দ্রব্য নির্ধারণ) করতেও নিষেধ করেছেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের জন্য মনস্থ করবে না। (আসরের নামায আদায় করার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত)।

٥٥٠.عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَعِنْدَ غُرُوْبِهَا ٠

৫৫০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন সূর্য উদয়ের সময় কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় নামায আদায়ের জন্য মনস্থ না করে।

٥٥١. عَنْ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَصَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ٠

৫৫১. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন, ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উদিত হয়ে ওপরে না ওঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর সূর্য পুরোপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোনো প্রকার নামায আদায় করা চলবে না।

٥٥٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ٠

৫৫২. মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে লোকেরা! তোমরা এমন এক নামায আদায় কর যা আমি কখনো রসূলুল্লাহ স.-কে আদায় করতে দেখিনি। অথচ আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেছি। তিনি [রসূলুল্লাহ স.] ঐ দু রাকআত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আসরের পরে যে দু রাকআত নামায পড়া হয়।

٥٥٣.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ٠

৫৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দুটি (সময়ের) নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়ার আগে নামায পড়তে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে নামায পড়তে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আসর ও ফজরের (ফরয) নামাযের পর ছাড়া অন্য কোনো সময় নামায পড়াকে মাকরূহ বা অপসন্দনীয় মনে করে না। এটি উমর, ইবনে উমর, আবু সাঈদ ও আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন।

٥٥٤.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اُصَلِّىْ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِىْ يُصَلُّوْنَ لاَاَنْهَى اَحَدًا يُصَلِّى بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَاشَاءَ غَيْرَ اَنْ لاَّتَحَرُّوْا طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلاَغُرُوْبَهَا ·

৫৫৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের সাথী ও বন্ধুদের আমি যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি ঠিক সেভাবে নামায আদায় করে দেখাচ্ছি। দিনে হোক বা রাতে আমি কাউকে নামায আদায় করতে নিষেধ করছি না। তবে সূর্য ওঠার সময় ও অস্ত যাওয়ার সময় কেউ নামায আদায় করতে মনস্থ করো না।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের পর কাযা নামায বা অনুরূপ কোনো নামায আদায় করা। কুরাইব উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন,) নবী স. আসরের নামাযের পর দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, আবদুল কায়েস গোত্রের লোকেরা আমাদের ব্যস্ত রেখে যোহরের পর দু রাকআত নামায আদায় করার মত অবকাশ দেয়নি।

٥٥٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَالَّذِىْ ذَهَبَ بِـــهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِىَ اللّٰهُ وَ مَالَقِىَ اللّٰهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ وَكَانَ يُصَلِّىْ كَثِيْرًا مِّنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا تَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَلاَ يُصَلِّيْهِمَا فِى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ يُثَقِّلَ عَلٰى اُمَّتِهِ وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ ·

৫৫৫. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি তাঁকে [নবী স.] উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (আসরের পরে) দু রাকআত নামায পড়া পরিত্যাগ করেননি। আর অধিক নামায পড়তে পড়তে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এমন অবস্থায়ই আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। আসরের পর যে দু রাকআত নামায তিনি পড়তেন তা অধিকাংশ সময়ই বসে বসে পড়তেন। নবী স. এ দু রাকআত নামায মসজিদে না পড়ে এ ভয়ে বাড়ীতে পড়তেন যে, তাঁর উম্মতের জন্য তা কঠিন ও কষ্টকর হবে। (অর্থাৎ যদি তা শেষ পর্যন্ত তাঁর উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হয়)। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য সহজসাধ্য জিনিসই সর্বদা পসন্দ করতেন।

٥٥٦. قَالَتْ عَائِشَةُ ابْنَ اُخْتِىْ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِىْ قَطُّ·

৫৫৬. আয়েশা রা. তাঁর বোনপো (ভাগ্নে উরওয়া)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ভাগ্নে! আমার কাছে অবস্থানের সময় নবী স. আসরের পর দু রাকআত নামায আদায় করা কখনো ছাড়েননি।

٥٥٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ٠

৫৫৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনোভাবেই রসূলুল্লাহ্ স. দু রাকআত নামায আদায় পরিত্যাগ করতেন না। আর তাহলো ফজরের নামাযের পূর্বে দু রাকআত নামায এবং আসরের পরে দু রাকআত নামায।

٥٥٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِيْنِيْ فِيْ يَوْمٍ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ٠

৫৫৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোনোদিন যখনই নবী স. আসরের পর আমার কাছে আসতেন তখনই দু রাকআত নামায আদায় করতেন।[১৬]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ বাদলা দিনে সকাল সকাল নামায পড়া।

٥٥٩.اَنَّ اَبَا الْمَلِيْحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوْا بِالصَّلاَةِ فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ٠

৫৫৯. আবুল মালীহ্ রা. বর্ণনা করেছেন, এক বাদলা দিনে আমরা বুরায়দার সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সকাল সকাল (আসরের) নামায আদায় করে নাও। কেননা, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের নামায ছেড়ে দিল (ছুটে গেল) তার সকল আমলই বরবাদ হয়ে গেল।'

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর আযান দেয়া।

٥٦٠.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَخَافُ اَنْ تَنَامُوْا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ بِلاَلٌ اَنَا اُوْقِظُكُمْ فَاضْطَجَعُوْا وَاسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ اِلَى رَاحِلَتِهِ فَغَلَبَهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلاَلُ اَيْنَ مَاقُلْتَ قَالَ مَا اُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِيْنَ شَاءَ وَرَدَّهَا

---

১৬. আসরের নামাযের পরে নবী করীম স.-এর এ দু রাকআত নামায সংক্রান্ত হাদীসগুলো আপাতঃ দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে বর্ণিত ও আসরের নামাযের পর আর কোনো নামায নেই, এ হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যের বিরোধী। কিন্তু মূলতঃ আলোচ্য দু ধরনের হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। কারণ ফজর ও আসরের নামাযের পরে আর কোনো নামায নেই—এ হচ্ছে 'কওলী' হাদীস। অর্থাৎ একথা রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের হাদীসগুলো হচ্ছে 'ফেলী'। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ স. সে কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে কওলী হাদীস উম্মতের সবার জন্য প্রযোজ্য আর ফেলী হাদীসকে রসূল স.-এর নিজের সাথে বিশেষিত ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, যা উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়।

عَلَيْكُم حِيْنَ شَاءَ يَابِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى ٠

৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ রা. তার পিতা আবু কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমরা নবী স.-এর সাথে পথ চললাম। কেউ কেউ নবী স.-কে বললো, হে আল্লাহর রসূল! শেষ রাতে আপনি যদি আমাদের সাথে আরাম করতেন (নিদ্রা যেতেন) তাহলে কতই না ভাল হতো! তিনি বললেন, আমি তোমাদের ঘুমিয়ে নামায কাযা করার আশংকা করি। তখন বেলাল বললেন, আমি আপনাদের সবাইকে জাগিয়ে দেব। সুতরাং সবাই শুয়ে পড়লো কিন্তু বেলাল তার উটের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়ে রইলো। কিন্তু তার দুটি চোখ মুদে আসলে সেও নিদ্রিত হয়ে পড়লো। সকালে সূর্যের প্রান্তরেখা দেখা দিলে নবী স. জাগ্রত হলেন এবং বেলালকে ডেকে বললেন, হে বেলাল, তুমি যা বলেছিলে তা কোথায় ? বেলাল বললো, কোনোদিনও আমাকে এমন নিদ্রায় পায়নি, (যা গত রাতে পেয়েছিল)। একথা শুনে নবী স. বললেন, আল্লাহ যখন ইচ্ছা তোমাদের রূহকে কবয করে নিয়েছিলেন এবং যখন ইচ্ছা ফেরত দিয়েছেন। (অতএব, এ ব্যাপারে তোমাদের কোনো হাত নেই)। হে বেলাল! যাও, নামাযের জন্য আযান দাও। অতপর তিনি অযু করলেন এবং সূর্য কিছু ওপরে উঠলে এবং চারদিক আলোকিত হয়ে পড়লে তিনি উঠে নামায আদায় করলেন।'

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি লোকদের সাথে নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে।

٥٦١ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا اِلٰى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَ تَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلّٰى الْعَصْرِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبِ.

৫৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (একদিন) সূর্যাস্তের পর উমর ইবনে খাত্তাব রা. নবী স.-এর কাছে এসে কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি (উমর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এখন পর্যন্ত আসরের নামায আদায় করতে পারিনি, এমনকি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী স. বললেন, আল্লাহর শপথ, আমিও আসরের নামায আদায় করিনি। (উমর বলেন), সুতরাং আমরা উঠে বুতহানের দিকে অগ্রসর হলাম। সেখানে তিনি [নবী স.] নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও অযু করলাম এবং সূর্যাস্তের পর তিনি [নবী স.] আসরের নামায আদায় করলেন এবং এরপরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কোনো নামায আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তা আদায় করে নেবে এবং উক্ত নামাযই শুধু আদায় করবে। ইবরাহীম বলেছেন, কেউ বিশ বছর যাবত একই নামায পরিত্যাগ করে থাকলে একমাত্র ঐ নামাযই তাকে আদায় করতে হবে।

٥٦٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ قَالَ مُوْسَى قَالَ هَمَّامٌ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِيْ ·

৫৬২. আনাস ইবনে মালেক রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, কেউ কোনো নামাযের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নেবে। উক্ত নামাযের এছাড়া আর কোনো কাফ্ফারা নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর।" মূসা র. বলেন, হাম্মাম র. বলেছেন যে, আমি তাকে (কাতাদা) পরে বলতে শুনেছি, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম করো।"

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযসমূহ পরম্পরা বজায় রেখে আদায় করতে হবে। (অর্থাৎ কারো যদি অনেকগুলো ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াক্তের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে নামাযের পর যেটা ঠিক সেভাবেই এক এক করে আদায় করতে হবে)।

٥٦٣.عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ فَقَالَ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ قَالَ فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ·

৫৬৩. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (একদিন সন্ধ্যায়) উমর রা. কুরাইশ কাফেরদেরকে গালি দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, তাদের কারণে, সূর্যাস্তের পূর্বে আমি আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। জাবির বলেন, পরে আমরা বুতহান নামক স্থানে গেলাম এবং নবী স. সেখানে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং তারপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পর কথাবার্তা বা গল্প-গুজব করা মাকরূহ।

٥٦٤. عَنْ أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِيْ إِلَى أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِيْ حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيْرَ وَهِيَ الَّتِيْ تَدْعُوْنَهَا الْأُوْلَى حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِيْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي

الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلوَاةِ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيْسَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ·

৫৬৪. আবুল মিনহাল রা. বর্ণনা করেন। আমি ও আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গমন করলাম। আমার পিতা তাকে বললেন, রসূলুল্লাহ স. কিভাবে (কখন কখন) ফরয নামাযসমূহ আদায় করতেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি (আবু বারযাহ আসলামী) বললেন, তিনি [নবী স.] যোহরের নামায—যাকে তোমরা আল উলা বলে থাক—এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য (মাথার ওপর থেকে) ঢলে পড়তো, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ (ইচ্ছা করলে নামাযের পর) মদীনার প্রান্ত ভাগে তার বাসস্থানে পরিবার-পরিজনের কাছে গিয়ে সূর্যের তেজ থাকতে থাকতে আবার ফিরে আসতে পারত। (আবুল মিনহাল বলেন,) মাগরিব সম্পর্কে তিনি কি বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামায দেরীতে আদায় করা তিনি উত্তম মনে করতেন এবং এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া বা পরে কথাবার্তা বলা মাকরূহ বা অপছন্দনীয় মনে করতেন। আর ফজরের নামায আদায় করে যখন ফিরতেন তখন লোকে তার পাশের ব্যক্তিকে দেখে চিনতে পারত। তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে এক'শ আয়াত পর্যন্ত কেরাআত করতেন।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের পর জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর বিষয়ে কথাবার্তা বলা।

٥٦٥. عَنْ قُرَّةَ ابْنُ خَالِدٍ قَالَ انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ فَجَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيْرَانُنَا هٰؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَنَسٌ نَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ الَّيْلِ يَبْلُغُهُ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : اَلاَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ ·

৫৬৫. কুররা ইবনে খালেদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন হাসান (বসরী)-এর জন্য (মসজিদে) অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে এতো দেরী করলেন যে, মসজিদ থেকে তাঁর বিদায় নেয়ার সময় নিকটবর্তী হলো। এরপর তিনি এসে বললেন, আমার এ প্রতিবেশীরা আমাকে ডেকে নিয়েছিল, (এজন্য আমার আসতে বিলম্ব হয়েছে)। অতপর তিনি বর্ণনা করলেন যে, আনাস ইবনে মালেক বলেছেন, এক রাতে আমরা (মসজিদে বসে) নবী স.-এর অপেক্ষা করতে করতে রাতের অর্ধাংশ কেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। এরপর তিনি এসে আমাদের নামায পড়ালেন এবং নামায শেষে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, জেনে রাখ। অন্য সবাই নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু যতক্ষণ থেকে তোমরা নামাযের অপেক্ষায় বসে আছ ততক্ষণ থেকে নামাযরত অবস্থায় আছ।[১৭]

---

১৭. এ হাদীসের অনুসরণে হাসান বসরী বলেছেন, মানুষ যতক্ষণ কল্যাণ বা ভালোর জন্য অপেক্ষা করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কল্যাণের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে। কুররা বলেছেন, হাসান বসরীর একথাগুলোর সারকথা আনাস কর্তৃক বর্ণিত নবী স.-এর হাদীসে আছে।

٥٦٦.عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ فَاِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِيْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى مَا يَتَحَدَّثُوْنَ مِنْ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ وَاِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَرْضِ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنَّهَا تَخْرِمُ ذَالِكَ الْقَرْنَ

৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর শেষ জীবনে এক রাতে এশার নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে বললেন, আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমরা কি বল ? (হ্যাঁ, শোনো), আজ যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে আছে আজ থেকে ঠিক এক'শ বছরের মাথায় তাদের কেউ-ই থাকবে না। ইবনে উমর বলেন, নবী স.-এর এ কথাটির মর্ম উপলব্ধি করতে লোকেরা ভুল করেছে এবং এক'শ বছরের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক কথা বলেছে। নবী স. যা বলেছেন তাহলো, আজ যারা এ ভূ-পৃষ্ঠে আছে তাদের কারোর (আজ থেকে এক'শ বছর পূর্তির মাথায়) অস্তিত্ব থাকবে না। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ নিজ পরিবারের লোক ও মুসাফিরের সাথে এশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা।

٥٦٧.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ اَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا اُنَاسًا فُقَرَاءَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَاِنْ اَرْبَعٌ فَخَامِسٌ اَوْ سَادِسٌ وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ قَالَ فَهُوَ اَنَا وَأَبِيْ وَأُمِّيْ فَلاَ اَدْرِيْ قَالَ وَامْرَأَتِيْ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صَلَّيْتِ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ وَمَا حَبَسَكَ عَنْ اَضْيَافِكَ اَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ اَوْ مَاعَشَّيْتِيْهِمْ قَالَتْ اَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوْا فَاَبَوْا قَالَ فَذَهَبْتُ اَنَا فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا لاَ هَنِيئًا لَكُمْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اَبَدًا وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ اِلاَّ رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا ـ قَالَ وَشَبِعُوْا وَصَارَتْ اَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ

قَبْلَ ذٰلِكَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هِيَ كَمَا هِيَ اَوْ اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ لِامْرَاَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْاٰنَ اَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَاَكَلَ مِنْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ اَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْاَجَلُ فَفَرَّقْنَا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ اُنَاسٌ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَاَكَلُوْا مِنْهَا اَجْمَعُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ ·

৫৬৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আসহাবে সুফ্ফাগণ ছিলেন দরিদ্র। এজন্য নবী স. (সকল সাহাবীগণকে) বলে দিয়েছিলেন যে, যাদের কাছে দুজন লোকের খাদ্যের সংস্থান আছে তারা আসহাবে সুফ্ফার মধ্য হতে একজনকে নিয়ে গিয়ে (তাদের আহারে) তৃতীয়জনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। চারজনের খাদ্য থাকলে (আসহাবে সুফ্ফার একজন বা দুজনকে নিয়ে গিয়ে তাদের আহারে) পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠজনকে অন্তর্ভুক্ত করবে। (একদিন) আবু বকর তিনজনকে এবং নবী স. দশজনকে নিয়ে আসলেন। আবদুর রহমান বলেন, আমি, আমার পিতা (আবু বকর) ও আমার মা ছিলাম (আমাদের সংসারে)। (আবু উসমান বলেন), জানি না তিনি একথাও বলেছিলেন কিনা যে, আমার স্ত্রী এবং খাদেমও ছিল—যে আমার ও আবু বকর উভয়ের গৃহে কাজ করতো। আবু বকর নবী স.-এর ওখানেই রাতের খাবার গ্রহণ করে কিছু সময় সেখানে কাটালেন এবং সেখানেই এশার নামায আদায় করলেন। এরপরও তিনি এতক্ষণ দেরী করে ফিরলেন যে, ইতিমধ্যে নবী স. কিছু আরামও করে নিলেন। এরপরে আল্লাহর ইচ্ছামত কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ী ফিরলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, তোমার মেহমানদের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমার মেহমানের থেকে কে তোমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল ? (অর্থাৎ তাদের কথা ভুলে বসেছিলে)। আবু বকর বললেন, তুমি কি তাদেরকে (রাতের) খাবার দাওনি ? তিনি বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খেতে অস্বীকার করেছে। খাদ্য তো তাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আবদুর রহমান বলেন, আমি (তখন ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। আবু বকর রাগান্বিত হয়ে, 'হে গুনসার'! বলে সম্বোধন করলেন এবং ভাল-মন্দ অনেক কিছু বললেন। অতপর তাদেরকে (আহলে সুফ্ফার লোকদের) বললেন, আপনারা কোনো দ্বিধা না করে খেয়ে নিন। তারপর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো খাব না। (আবদুর রহমান বলেন), আল্লাহর কসম, আমরা যখনই কোনো লোকমা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম সাথে সাথে তার নীচে ঐ পরিমাণের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। আবদুর রহমান বলেন, সকল মেহমানই তৃপ্তি সহকারে খেলেন, কিন্তু খাদ্য পূর্বাপেক্ষাও বেশী অবশিষ্ট থাকলো। আবু বকর খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন তা পূর্বের মতো বা তার চেয়ে অধিক রয়ে গেছে। তাই তিনি (বিস্ময়ের সাথে) স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফেরাসের ভগ্নি, এ কি কাণ্ড দেখছি! তিনি বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এগুলো নিসন্দেহে এখন পূর্বের চেয়ে তিন গুণ অধিক। তখন

আবু বকর ঐ খাদ্য থেকে খেলেন এবং বললেন, আমার পূর্বের ঐকথা অর্থাৎ না খাওয়ার শপথ, শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়েছে। এরপরে তিনি আরো এক গ্রাস মুখে নিলেন এবং অবশিষ্ট খাদ্য নবী স.-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং সকালেই তিনি সেখানে পৌছলেন। আমাদের ও অন্য একটি গোত্রের মধ্যে একটি চুক্তি ছিল এবং তার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা বারোজন লোককে আলাদা আলাদা করে দিলাম। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কিছুসংখ্যক লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে কতজন করে লোক ছিল। যাই হোক, তাঁরা সবাই উক্ত খাদ্য গ্রহণ করলো।

❐

অধ্যায়-১০

كِتَابُ الْاَذَانِ

(আযানের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূত্রপাত। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَعْقِلُوْنَ .

"তোমরা যখন নামাযের জন্য আযান ঘোষণা কর তখন ওরা (মুশরিকরা) এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং সেটাকে খেলার বস্তু বানায়। এর কারণ হচ্ছে, ওরা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছু নেই।"

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ.....

"জুমআর দিন আযান দিয়ে নামাযের আহ্বান জানানো হয়।"

٥٦٨.عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَاُمِرَ بِلَالٌ أَن يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوتِرَ الْاِقَامَةَ .

৫৬৮. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ (নামাযের জন্য কিভাবে আহ্বান করা হবে সে আলোচনা প্রসঙ্গে) সাহাবীগণ আগুন জ্বালাবার অথবা ঘণ্টা বাজাবার প্রস্তাব দেন। কিন্তু এ দুটোকে ইয়াহুদ ও নাসারাদের প্রথা বলে আখ্যায়িত করা হয়। অতপর বেলালকে আযানের বাক্য দু'বার করে এবং ইকামতের বাক্য একবার করে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।[১]

٥٦٩.عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُم اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ .

৫৬৯. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন ঃ মুসলমানগণ মদীনায় আগমন করার পর নামাযের সময় অনুমান করে মসজিদে জমায়েত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হতো না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিছুসংখ্যক সাহাবী বললেন, নাসারাদের মত ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয়; বরং ইয়াহুদীদের শিঙ্গার মতো শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় উমর বললেন ঃ এক

---

১. হানাফীগণ অন্য এক হাদীসের ভিত্তিতে ইকামতের বাক্যগুলোও দু'বার করে বলেন।

ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হোক সে নামাযের সময় লোকদেরকে আহ্বান করবে। তখন রসূলুল্লাহ স. বেলালকে নামাযের জন্য আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের বাক্য জোড়ায় জোড়ায়।

٥٧٠. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْ تِرَالْاِقَامَةَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ .

৫৭০. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং কাদকামাতিস সালাত ছাড়া ইকামতের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল।

٥٧١ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قَالَ ذَكَرُوا أَنْ يُّعْلَمُوْا وَقْتَ الصَّلاَةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُوْنَهُ فَذَكَرُوْا اَنْ يُوْرُوْا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوْا نَاقُوْسًا فَاُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ .

৫৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেছেন ঃ মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তারা নামাযের সময়ের জন্য এমন কোনো চিহ্ন নির্ধারণ করার প্রস্তাব দিলেন যার সাহায্যে নামাযের জামাআত প্রস্তুত একথা বুঝা যায়। এ সময় কেউ কেউ বললেন ঃ আগুন জ্বালান হোক অথবা ঘন্টা বাজান হোক। তখন বেলালকে আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার হুকুম দেয়া হলো।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাদকামাতিস সালাত বাক্য ছাড়া ইকামতের বাকী অংশগুলো একবার করে বলা।

٥٧٢. عَنْ أَنَسٍ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَذَكَرْتُ لاَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ .

৫৭২. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আযানের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলার জন্য বেলালকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। ইসমাঈল বলছেন ঃ আমি আইয়ুবের কাছে একথা বলার পর তিনি বললেন ঃ ঠিকই, তবে কাদকামাতিস সালাত দু'বার বলতে হবে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত।

٥٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَيَسْمَعُ التَّاذِيْنَ فَاِذَا قَضَى النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قَضَى التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلّٰى .

৫৭৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে এতদূরে চলে যায় যেখান থেকে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। যখন ইকামত বলা হয়, তখন আবার দূরে চলে যায়। ইকামত শেষ হলে লোকদের মনে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্য আবার ফিরে আসে। যেসব কথা মনে নেই (শয়তান) এসে সেসব কথা স্মরণ করতে বলে। বলে ঃ ঐ-যে ঐকথাটি স্মরণ কর। ঐ কথাটি স্মরণ কর। এর ফলে একজন মুসল্লী ক'রাকআত নামায পড়েছে তা তখন তার মনে থাকে না।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চস্বরে আযান দেয়া।

উমর ইবনে আবদুল আযীয মুয়াযযিনদের বলেছিলেন ঃ তোমরা স্বাভাবিক কণ্ঠে আযান দাও, নতুবা আমাদের কাছ থেকে বিদায় হও।

٥٧٤. اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ اَلْخُدرِيَّ قَالَ لَهُ اِنِّىْ اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ اَوْ بَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৭৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. একজন লোককে বললেন, তুমি দেখছি বন-জঙ্গলে বকরি চরাতে ভালবাস। কাজেই তুমি যখন বন-জঙ্গলে থাক এবং নামাযের জন্য আযান দাও, তখন উচ্চস্বরে আযান দেবে। কারণ জ্বিন মানুষ অথবা অন্য যে কোনো বস্তুই আযানের শব্দ শুনবে। কেয়ামতের দিন সে মুয়াযযিনের পক্ষে সাক্ষ্য দান করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছ থেকে একথা শুনেছি।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান শোনা গেলে লড়াই ও রক্তপাত বন্ধ করা।

٥٧٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَزَابِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُوْبِنَا حَتّٰى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجْنَا اِلٰى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا اِلَيْهِمْ لَيْلا فَلَمَّا اَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا رَكِبَ وَرَكِبْتُ خَلْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّ قَدَمِىْ لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَخَرَجُوْا اِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيْهِمْ فَلَمَّا رَاَوُ النَّبِىَّ ﷺ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ فَلَمَّا رَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

৫৭৫. আনাস রা. বর্ণনা করেছেন ঃ নবী স. যখনই আমাদের নিয়ে কোনো সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। অপেক্ষা

করতেন। যদি আযান শুনতে পেতেন তাহলে আক্রমণ থেকে বিরত থাকতেন। আর আযান শোনা না গেলে আক্রমণ করতেন। যথানিয়মে আমরা খায়বারের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম। আমরা রাতের বেলা সেখানে পৌঁছলাম। যখন ভোর হলো এবং আযান শোনা গেল না, তখন তিনি (রসূলুল্লাহ) সওয়ার হলেন এবং আমিও আবু তালহার পিছনে সওয়ার হলাম। এতে আমার পা রসূলুল্লাহ স.-এর পা স্পর্শ করছিল। আনাস রা. বলেন, তখন খায়বারের লোকজন তাদের থলে ও কাস্তে কোদাল নিয়ে আমাদের কাছে এসে রসূলুল্লাহ স.-কে দেখে বলে ওঠে ঃ মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম এ যে মুহাম্মাদ। তাঁর সৈন্যবাহিনী এসে গেছে। আনাস রা. আরো বলেন, রসূলুল্লাহ তাদেরকে দেখে বলে উঠলেন ঃ আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা যখন কোনো জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই তখন সতর্ককৃতদের দিনের সূচনা মন্দই হয়ে থাকে।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের শব্দ শুনলে কি বলবে।

٥٧٦.عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ ·

৫৭৬. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ তোমরা যখন আযান শোন তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা-ই বলবে।

٥٧٧.عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا فَقَالَ مِثْلَهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ·

৫৭৭. ঈসা ইবনে তালহা রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি মুআবিয়াকে একদিন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পর্যন্ত তেমনিভাবে বলতে শুনেছেন যেমনিভাবে মুয়ায্যিন বলেছে।

٥٧٨. عَنْ يَحْيٰى نَحْوَهُ قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنِىْ بَعْضُ اِخْوَانِنَا اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ، وَقَالَ هٰكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُم يَقُوْلُ·

৫৭৮. ইয়াহ্ইয়াও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ কোনো কোনো ভাই আমার কাছে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুয়ায্যিন যখন "হাইয়া আলাস সালাহ" বলেছে, তখন মুআবিয়া "লা-হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমাদের নবী স.-কে এভাবে বলতে শুনেছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময়কার দোআ।

٣٧٩.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الَّذِى وَعَدْتَهُ ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

৫৭৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দোআ পড়বে "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিতাম্মাতি ওয়াস-সালাতিল কায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব-য়াসহু মাকামাম-মাহমুদানিল্লাযী ওয়াদতাহু"[২] কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফায়াত লাভের অধিকারী হবে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ আযান দেয়ার ব্যাপারে লটারীর সাহায্য নেয়া। আযান দেয়ার ব্যাপারে কিছু লোকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয় বলে জানা যায়। তখন সাআদ লটারীর মাধ্যমে এর ফায়সালা করেন।

٥٨٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ٠

৫৮০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, লোকেরা যদি আযান দেয়ার ও (নামাযে) প্রথম কাতারে (দাঁড়াবার) ফযীলত জানতো এবং এই সাথে একথাও জানতো যে, লটারীর সাহায্য ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয়, তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিতো। আর তারা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার ফযীলত কতবেশী তাহলে অবশ্যই তারা ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই (নামাযের জন্য) আসতো। আর তারা যদি জানতো এশা ও ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ার সওয়াব কতবেশী, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও (জামাআতে) আসতো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের মাঝখানে কথা বলা।

সুলাইমান ইবনে সুরাদ তাঁর আযানের সময় কথা বলেছেন এবং হাসান বসরী বলেছেন ঃ আযান অথবা ইকামতের সময় হেসে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই।

٥٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ رَزْغٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّنَادِىَ الصَّلاَةَ فِى الرِّحَالِ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ فَعَلَ هٰذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَاِنَّهَا عَزْمَةٌ ٠

৫৮১. আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ রা. বর্ণনা করেছেন ঃ শীতকালের মেঘাচ্ছন্ন দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে একদিন বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় মুয়ায্যিন যখন "হাইয়্যা আলাস-সালাহ" বললো, তখন তিনি তাকে বললেন ঃ লোকদেরকে নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ার জন্য ঘোষণা করে দাও। (একথা শুনে) লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো। এ সময় ইবনে আব্বাস রা. বললেন ঃ আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিই এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন[৩] [অর্থাৎ নবী স.]। আর এটাই উত্তম।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ সময় বলে দিলে অন্ধ ব্যক্তি আযান দিতে পারে।

৩. আসমান মেঘাচ্ছন্ন থাকলে এবং বৃষ্টি হতে থাকলে লোকদের পক্ষে মসজিদে হাজির হওয়া কষ্টকর বলে নিজ নিজ আবাসস্থলে নামায পড়তে বলা হয়েছে।

٥٨٢. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمٰى لَايُنَادِىْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

৫৮২. সালেম তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ বেলাল রাত্রিতে আযান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আযান দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমরা খাওয়া-দাওয়া করতে পার। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, উম্মে মাকতুম ছিলেন অন্ধ। ভোর হয়েছে–ভোর হয়েছে একথা না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।[৪]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সময় হলে আযান দেয়া।

٥٨٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اِعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

৫৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন ঃ আমাকে হাফসা বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অভ্যাস ছিল যখন সকাল বেলা আযান দেয়ার জন্য (মুয়ায্যিন) দাঁড়াত এবং আযান হয়ে যেত, তখন তিনি নামাযের আগে দু' রাকআত হাল্কা নামায পড়ে নিতেন।

٥٨٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْاِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ .

৫৮৪. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন ঃ সকাল বেলার আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় নবী স. দু' রাকআত হাল্কা নামায পড়ে নিতেন।

٥٨٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ .

৫৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, বেলাল রাতে আযান দেয়। অতএব উম্মে মাকতুমের আযানের পূর্ব পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।[৫]

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজর হবার পূর্বে আযান।

---

৪. রসূলুল্লাহ স.-এর সময় ফজরের আগে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্যও আযান দেয়া হতো। এ আযান দিতেন বেলাল রা.। এরপর সুবহে সাদেক হলে ফজরের নামাযের জন্য আযান দেয়া হতো। এ আযান দিতেন ইবনে উম্মে মাকতুম। ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ ছিলেন বলে তাকে বলে দিতে হতো যে, সুবহে সাদেক হয়েছে এবং আযান দিতে হবে।

৫. রসূলুল্লাহ স.-এর সময় রাতের শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য মসজিদে আযান দেয়া হতো। এ আযান সাধারণত বেলাল রা. দিতেন। রোযার সময় তাহাজ্জুদের আযানের কারণে সাহরী খাবার ব্যাপারে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সেজন্য রসূলুল্লাহ স. সতর্ক করে দিয়েছেন।

٥٨٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِّنْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ يُنَادِىْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ اَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اِلٰى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ اِلٰى اَسْفَلَ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ اِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْاُخْرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.

৫৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ বেলালের আযান শুনে তোমরা কেউ সেহরী খাওয়া বন্ধ করবে না। কারণ, সে রাতের বেলায় আযান দিয়ে থাকে, যাতে তাহাজ্জুদ নামাযে রত ব্যক্তি অবসর পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি জেগে উঠতে পারে। এতে ফজর হয়েছে এবং ভোর হয়ে গেছে একথা যেন কেউ না বলে। আর তিনি আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। আঙুল একবার ওপরের দিকে উঠালেন আবার নীচের দিকে নামালেন (তিনি দেখালেন কিভাবে পূর্ব আকাশে সাদা রেখা প্রসারিত হলে ভোর হয়)। যোহাইর নিজের দু' হাতের শাহাদাত আঙুলের একটি অপরটির ওপর রেখে পরে দুটিকেই ডানে ও বামে প্রসারিত করে (ভোর হবার সময় পূর্ব আকাশের অবস্থার দৃশ্য) দেখালেন।[৬]

٥٨٧. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ.

৫৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, বেলাল রাতের বলা আযান দিয়ে থাকে। অতএব ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু এবং ইকামতের জন্য অপেক্ষা করা।

٥٨٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَلْمُزَنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ثَلاَثًا لِمَنْ شَاءَ.

৫৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি চায়, তাহলে আযান ও ইকামতের মাঝখানে কিছু নামায পড়ে নিতে পারে। একথা তিনি তিনবার বললেন।

٥٨٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ اِذَا اَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىْ حَتّٰى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ كَذٰلِكَ يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ شَيْءٌ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلاَّ قَلِيْلٌ.

---

৬. পূর্ব দিকে প্রথমে খাড়া আলোক রেখা দেখা যায়। এ আলোক রেখা প্রকৃত ফজর নয়। পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আলোক রেখাই প্রকৃত ফজরের সময়।

৫৮৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। মুয়াযযিন আযান দিলে, রসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের পূর্বে কিছুসংখ্যক সাহাবী (মসজিদের) খুঁটির কাছে গিয়ে মাগরিবের আগে দু' রাকআত নামায পড়ে নিতেন। অথচ আযান ও ইকামতের মাঝখানে কোনো সময়ের ব্যবধান থাকতো না। উসমান ইবনে জাবালাহ ও আবু দাউদ শো'বা এর কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, এ দুয়ের (ইকামত ও নামাযের) মাঝখানে সময়ের ব্যবধান থাকতো অতি সামান্য।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ইকামতের অপেক্ষা করবে।

٥٩٠. اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ اَنْ يَّسْتَبِيْنَ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْاِقَامَةِ ٠

৫৯০. আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স.-এর অভ্যাস ছিল, মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান দিয়ে ক্ষান্ত হতো, তখন তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে সুবহে সাদেকের পর দু' রাকআত সংক্ষিপ্ত (সুন্নাত) নামায পড়ে নিতেন। এরপর ইকামতের জন্য মুয়াযযিন তাঁর কাছে না আসা পর্যন্ত তিনি ডান কাতে শুয়ে আরাম করতে থাকতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝখানে নামায পড়া যায়।

٥٩١. عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ ٠

৫৯১. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, প্রতি দু' আযানের (আযান ও ইকামত) মাঝখানে রয়েছে এক নামায। প্রতি দু' আযানের মাঝখানে রয়েছে এক নামায। (একথা দু'বার বলে) তৃতীয়বার বলেন, যদি কেউ পড়তে চায়।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময় এক একজন মুয়াযযিনই আযান দেবে।

٥٩٢. عَنْ مَالِكِ بنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِى نَفَرٍ مِن قَوْمِىْ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا رَاٰى شَوْقَنَا اِلٰى أَهَالِيْنَا قَالَ ارْجِعُوْا فَكُوْنُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَصَلُّوا، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ٠

৫৯২. মালেক ইবনে হুওয়াইরিছ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি এবং আমাদের গোত্রের একদল লোক নবী স.-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমরা সেখানে বিশ দিন কাটালাম। নবী স. বড়ই দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের বললেন ঃ তোমরা আপন আপন পরিবারের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান কর। তোমরা

তাদেরকে দীনের শিক্ষা দেবে, (যথারীতি) নামায পড়াবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যিনি বড় (দীনদারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) তিনি তোমাদের ইমাম হবেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরদের নামাযের জামাআতের জন্য আযান ও ইকামত। আরাফাত ও মুযদালিফায়ও একই নিয়ম। শীতের রাতে এবং অতি বৃষ্টির সময় মুয়ায্যিনের একথা বলা যে, নিজ নিজ বাসস্থানে নামায পড়ে নাও।

٥٩٣. عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ اَبْرِدْ حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُوْلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ·

৫৯৩. আবু যার রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমরা এক সফরে গিয়েছিলাম। মুয়ায্যিন যখন (যোহরের নামাযের) আযান দিতে চাইলো, তখন রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, (দুপুরের প্রখর তাপ) একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। সে আবার আযান দিতে চাইলে আবার তাকে বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। সে আবার আযান দিতে চাইলে তিনি আবার তাকে বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছুক্ষণ পর মুয়ায্যিন আবার আযান দিতে চাইলে এবারও তিনি বললেন, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও। এতক্ষণে (রোদের) ছায়া টিলা বরাবর হয়ে গেছে। তখন নবী স. বললেন ঃ (সূর্য) তাপের প্রখরতা জাহান্নামের তীব্র উত্তাপের অংশ বিশেষ।

٥٩٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتٰى رَجُلاَنِ النَّبِىَّ ﷺ يُرِيْدَانِ الصَّفَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا ·

৫৯৪. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রা. বর্ণনা করেছেন, দুজন লোক সফরের উদ্দেশ্যে নবী স.-এর খেদমতে উপস্থিত হলে নবী স. তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন সফরে যাবে, তখন নামাযের সময় হলে আযান দেবে এবং ইকামত বলে তোমাদের মধ্যে যিনি (দীনদারী ও বয়স উভয় দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

٥٩٥. عَنْ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْنَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ اَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا اَهْلَنَا اَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَاَخْبَرْنَاهُ ، قَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا اَوْلاَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّى فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ·

৫৯৫. মালেক রা. বর্ণনা করেছেন, আমরা (একদা) নবী স.-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমরা সবাই কাছাকাছি বয়সের যুবক ছিলাম। রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে আমরা বিশদিন অবস্থান করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের ছিলেন। তিনি যখন অনুভব করলেন, আমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের পেছনে রেখে আসা পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমরা হুযুর স.-কে সব কথা খুলে বললাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের সাথে অবস্থান কর। তবে তাদেরকে দীনের তালীম দিবে এবং ভাল কাজ ও ভাল কথার হুকুম করবে। তিনি আরো কতকগুলো বিষয়ের উল্লেখ করলেন। মালেক বলেছেন ঃ বিষয়গুলো হয়ত আমার স্মরণে আছে অথবা সবগুলো বিষয় স্মরণ করতে পারছি না। রসূলুল্লাহ স. এরপর বলেন, তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ, সেভাবে নামায পড়বে। যখন নামাযের সময় হবে, তখন তোমাদের এক ব্যক্তি আযান দেবে আর তোমাদের মধ্যে যিনি (দীনদারী ও বয়সের দিক দিয়ে) বড় তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।

٥٩٦.عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَذَّنَ اِبْنُ عُمَرَ لَيْلَةً بَارِدَةً بِضَجْنَانٍ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ فَاَخْبَرَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُوْلُ عَلٰى اِثْرِهِ اَلاَ صَلُّوْا فِىْ الرِّحَالِ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ ٠

৫৯৬. নাফে' রা. বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর এক শীতের রাতে দাযনান নামক টিলার ওপর উঠে আযান দিলেন এবং আযানের পর ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। তিনি আমাদেরকে জানালেন, রসূলুল্লাহ স. সফররত অবস্থায়, শীত ও বৃষ্টির রাতে মুয়ায্যিনকে আযানের আগে ও পরে এই বলে ঘোষণা করতে আদেশ দিতেন যে, তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে নামায পড়ে নাও।

٥٩٧.عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَاَذَّنَهُ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَرَجَ بِلاَلٌ بِالْعَنَزَةِ حَتّٰى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْاَبْطَحِ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ ٠

৫৯৭. আবু জুহাইফা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে আবতাহ নামক স্থানে দেখলাম। সেখানে তাঁর কাছে বেলাল এসে রসূলুল্লাহ স.-কে নামাযের খবর দিয়ে হাতে করে একটি বর্শা নিয়ে গেলেন এবং আবতাহের এক জায়গায় রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে পুঁতে দিলেন। এরপর নামাযের ইকামত দিলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ মুয়াযযিন (আযানের সময়) কি এদিক-ওদিক তাকাবে ও মুখ ফেরাবে ? বেলাল রা. বর্ণনা করেছেন, তিনি আযানের সময় দুটি আঙুল কানে ঢুকাতেন। ---- ইবনে উমর (কিন্তু) কানে আঙুল দিতেন না। তাবেয়ী ইবরাহীম বলেছেন, অযু ছাড়া আযান দিলে কোনো ক্ষতি নেই। তাবেয়ী আতা বলেছেন, আযানের জন্য অযু প্রয়োজন এবং এটা সুন্নাত। আয়েশা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. সবসময়ই আল্লাহর যিক্র করতেন।[৭]

৭. হযরত আয়েশা রা.-এর "রসূলুল্লাহ স. সবসময় আল্লাহর যিক্র করতেন" একথা দ্বারা বুঝাতে চান যে, অযু ছাড়াও আযান দেয়া যায়। কারণ আযানের শব্দগুলো আল্লাহর যিক্রের মধ্যে গণ্য। আর রসূলুল্লাহ স. সবসময় আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকতেন কিন্তু সবসময় তিনি অযু সহকারে থাকতেন এমন নয়।

٥٩٨.عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا بِالْاَذَانِ ·

৫৯৮. আবু জুহাইফা রা. বর্ণনা করেছেন, আযান দেয়ার সময় আমি বেলালকে এদিক-ওদিক মুখ ফেরাতে দেখেছি।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ "আমাদের নামায ছুটে গেছে" কারোর পক্ষে এরূপ বাক্য বলা। ইবনে সীরীন এরূপ বাক্য বলাকে মাকরূহ মনে করেছেন। (তাঁর মতে এ স্থলে) "আমরা নামায পেলাম না" বলা উচিত। (কিন্তু) নবী স.-এর কথাই সঠিক।[৮]

٥٩٩. عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوْا اِسْتَعْجَلْنَا اِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ·

৫৯৯. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা নবী স.-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের গোলমাল শুনতে পেলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, "তোমাদের কি হয়েছিল ?" তারা বললো, "আমরা নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করেছিলাম।" তিনি বললেন, এরূপ কর না। যখন নামাযের জন্য আসবে ধীরস্থিরভাবে আসবে। (নামাযের) যতখানি পাবে তা পড়বে এবং যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যতখানি নামায পাবে তা পড়ে নেবে। আর যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে। নবী স. থেকে আবু কাতাদাহ একথা বর্ণনা করেছেন।

٦٠٠.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُم بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوا.

৬০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন তোমরা ইকামত শুনতে পাবে তখন নামাযের জন্য ধীরস্থিরভাবে যাবে। দৌড়াবে না। যতখানি নামায পাবে পড়ে নেবে। আর যতখানি ছুটে যাবে তা (পরে) পূরণ করে নেবে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় ইমামকে দেখে লোকেরা (মুকতাদীরা) কখন দাঁড়াবে।

٦٠١.عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ ·

৬০১. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযের ইকামত হলে আমাকে না-দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

---

৮. ইমাম বুখারীর মতে মূল হাদীসে নবী স. নামায ছুটে যাওয়াকে 'ফউত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। কাজেই ফউত হয়েছে অর্থাৎ ছুটে গেছে বলাই সঠিক।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করে দাঁড়াবে না ঃ বরং ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াবে।

٦٠٢. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ ٠

৬০২. আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত বলা হয় আমাকে না-দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। (বস্তুত) শান্তভাব অবলম্বন করা তোমাদের জন্য অতীব প্রয়োজন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনবোধে মসজিদ থেকে বাইরে যেতে পারবে কি ?

٦٠٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوْفُ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِى مُصَلاَّهُ اِنْتَظَرْنَا اَنْ يُكَبِّرَ اِنْصَرَفَ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَمَكَثْنَا عَلٰى هَيْئَتِنَا حَتّٰى خَرَجَ اِلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً وَقَدْ اِغْتَسَلَ ٠

৬০৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। একবার রসূলুল্লাহ স. মসজিদ থেকে বাইরে গেলেন, (অথচ) সে সময় নামাযের জন্য ইকামত হয়ে গেছে এবং কাতারও সোজা করা হয়েছে। তিনি মুসাল্লার ওপরও দাঁড়ালেন। আমরা তাঁর তাকবীর বলার অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। সে অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। (কিছুক্ষণ পর) তিনি আমাদের কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল, তিনি গোসল করেছিলেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি (মুকতাদীদেরকে) বলেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর ; তাহলে মুকতাদীগণ অপেক্ষা করবে।

٦٠٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ قَالَ عَلٰى مَكَانِكُمْ فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلّٰى بِهِمْ ٠

৬০৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) নামাযের জন্য ইকামত বলা হয়েছে, (মুকতাদীগণ) কাতার ঠিক করেছে, এ সময় রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে এগিয়ে এলেন। তখন তাঁর ফরয গোসলের প্রয়োজন ছিল। এরপর তিনি মুকতাদীদেরকে নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে বলে ফিরে গিয়ে গোসল করলেন। পরে বাইরে এলেন। এ সময় তার মাথা থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছিল। এরপর তিনি তাদেরকে (মুকতাদীদেরকে) নিয়ে নামায পড়লেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ "আমি নামায পড়িনি" কোনো ব্যক্তির একথা বলা।

٦٠٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَاءَهُ عُمَرُابْنُ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا كِدْتُ اَنْ اُصَلِّى حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ وَذَالِكَ بَعْدَ مَا اَفْطَرَالصَّائِمُ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ مَاصَلَّيْتُهَا فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى بُطْحَانَ وَاَنَا مَعَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰى يَعْنِى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ ـ

৬০৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। খন্দকের (যুদ্ধের) দিন হযরত উমর রা. নবী স.-এর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল স.! আল্লাহর কসম, আমি এখনো (আসরের) নামায পড়িনি, অথচ সূর্য ডুবে গেছে। এমন সময় উমর একথা বললেন, যখন রোযাদাররা ইফতার করে ফেলেছে। রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ আল্লাহর কসম আমি ও তো (আসরের) নামায পড়িনি। তিনি তখন বুতহান নামক স্থানে নেমে এলেন এবং আমিও (উমর) তাঁর সাথে এলাম। তিনি অযু করলেন এবং সূর্য ডোবার পর আসরের নামায পড়ে তারপর মাগরিবের নামায পড়লেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের পর যদি ইমামের কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়।

٦٠٦.عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يُنَاجِىْ رَجُلاً فِى جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ ٠

৬০৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর নবী স.-কে দেখা গেল মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে নিম্নস্বরে কথা বলছেন। কিছু লোক নিদ্রাতুর হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি নামাযে এসে দাঁড়ালেন না।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত হয়ে যাবার পর কথা বলা।

٦٠٧.عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَاتُقَامُ الصَّلَاةُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ ـ

৬০৭. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও যে ব্যক্তি (কারোর সাথে) কথা বলে তার সম্পর্কে আমি সাবিত বুনানীর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমার কাছে আনাস ইবনে মালেকের এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ একবার নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর নবী স.-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হয় এবং নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পরও সে কথা বলতে বলতে রসূলুল্লাহকে আটকে রাখে।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়া ওয়াজিব। হাসান বসরী বলেন ঃ আদর করে কারোর মা যদি এশার নামায জামাআতে পড়তে নিষেধ করে তবে (সন্তান তার মা-এর কথা) শুনবে না।

٦٠٨. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ

اَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلَى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ ، وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِيْنًا اَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ٠

৬০৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যাঁর হাতে (অধিকারে) আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি মনস্থ করেছি, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার হুকুম দিব। তারপর নামায পড়ার নির্দেশ দিব। নামাযের ইকামত বলা হবে এবং লোকদের (মুসল্লীদের) ইমামতী করার জন্য কোনো একজনকে নির্দেশ দিব। এরপর আমি লোকদেরকে পিছনে রেখে (নামাযে অনুপস্থিত) লোকদের বাড়ী যাব এবং বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দেব। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, যদি তাদের কেউ জানে যে, সে একটি মাংসল হাড় অথবা ছাগলের দুটি ভাল খুর পাবে তাহলে অবশ্যই সে এশার নামাযের জামাআতে হাজির হবে।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত।

নামাযের জামাআত ছুটে গেলে সাহাবী আসওয়াদ অন্য মসজিদে যেতেন (এবং জামাআতে নামায পড়তেন)। নামায হয়ে গেছে এমন একটি মসজিদে এসে (একবার) আনাস ইবনে মালেক আযান দিলেন এবং ইকামত দিয়ে জামাআতে নামায পড়লেন।

٦٠٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ٠

৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী।

٦١٠. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ٠

৬১০. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন ঃ একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী।

٦١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلٰى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِىْ سُوْقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا وَذَالِكَ اَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، فَاِذَا صَلّٰى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ ٠

৬১১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ ঘরে এবং বাজারে নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশী। কোনো এক ব্যক্তি যখন ভালরূপে অযু করে মসজিদের দিকে বের হয় এবং একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই সে মসজিদে যায়, তখন তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের জন্য তার একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মাফ করে দেয়া হয় তার একটি গোনাহ। নামায পড়ে সে যতক্ষণ মুসাল্লায় অবস্থান করে ফেরেশতাকুল তার জন্য ততক্ষণ এ বলে দোয়া করে ঃ হে আল্লাহ! তাকে তোমার রহমত দান কর, তার প্রতি অনুগ্রহ কর। আর তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে, সে ততক্ষণ নামাযের মধ্যে আছে বলে গণ্য হয়।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত।

٦١٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْأً وَتَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً -

৬১২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একাকী নামাযের চেয়ে জামাআতের নামাযে পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশী। রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের নামাযে সমবেত হন। আবু হুরাইরা রা. এরপর বলতেন, যদি চাও (এর প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এ আয়াত) পাঠ কর। اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا - بنى اسرائيل : ٧٨ অর্থাৎ ফজরের কুরআন পাঠ হচ্ছে (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। শুআইব বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে তাঁর কাছে নাফে' বর্ণনা করেছেন, একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামাআতের নামাযে সাতাশ গুণ সওয়াব বেশী হয়।

٦١٣. عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ تَقُوْلُ دَخَلَ عَلَىَّ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا اَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا.

৬১৩. উম্মেদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আবুদ দারদা (উম্মেদ দারদার স্বামী) ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি তাঁর রাগের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বললেন ঃ মুহাম্মদ স. তাঁর সাহাবীদের নিয়ে এক সাথে জামাআতে নামায পড়েন, এর চেয়ে বেশী তাঁর কোনো (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয় আমি জানি না।

٦١٤. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْظَمُ النَّاسِ اَجْرًا فِى الصَّلاَةِ

اَبْعَدُهُمْ فَاَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِىْ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْاِمَامِ اَعْظَمُ اَجرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ ٠

৬১৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে দূরে বাস করে লোকদের মধ্যে (দূর থেকে এসে জামাআতে নামায পড়ার কারণে) তারই সওয়াব বেশী হয়। আর এর চেয়ে যে আরো দূরে থাকে তার সওয়াব আরো বেশী হয়। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার চেয়ে ঐ ব্যক্তির সওয়াব বেশী যে ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে যোহরের নামায পড়ার ফযীলত।

٦١٥.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَاَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ قَالَ اَلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدَمِ وَالشَّهِيْدُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ، وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ٠

৬১৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন ঃ রাস্তায় চলতে চলতে একটি লোক পথের ওপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সেটা সরিয়ে ফেললো। এতে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দিলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ প্লেগে (বা মহামারীতে) মৃত, পেটের পীড়ায় মৃত, পানিতে ডুবে মৃত, চাপা পড়ে এবং আল্লাহর পথে শহীদ। তিনি আরো বললেন ঃ লোকেরা যদি জানতো আযান দেয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি সওয়াব তাহলে (সেই সওয়াব পাবার জন্য) লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করতো। যদি তারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ার সওয়াব জানতো তাহলে অবশ্যই তারা এজন্য দৌড়ে যেত। যদি তারা এশা ও ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ার সওয়াব জানতো, তাহলে তারা এজন্য অবশ্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসতো।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভাল কাজের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে সওয়াব।

٦١٦.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَابَنِى سَلِمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ وَقَالَ ابْنُ أَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قال حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ اَنَّ بَنِى سَلِمَةَ اَرَادُوْا اَنْ يَتَحَوَّلُوْا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوْا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَكَرِهَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ ٠

৬১৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ হে বনী সালামার লোকেরা, তোমরা কি (মসজিদে আসতে) তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কামনা করো না ? ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে ইবনে আবি মরিয়ম আনাস থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, বনী সালামা গোত্রের লোকেরা নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে নবী স.-এর কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মদীনার উপকণ্ঠ খালি করে আসাটা নবী স. পসন্দ করলেন না। কাজেই তিনি বললেন ঃ তোমরা কি পায় হেঁটে এসে তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কামনা করো না ?

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায জামাআতে পড়ার সওয়াব।

٦١٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ صَلاَةٌ اَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لاَ تَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيْمَ ، ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ اٰخُذَا شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَاُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لاَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلاَةِ بَعْدُ.

৬১৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ মুনাফিকের জন্য ফজর ও এশার নামাযের চেয়ে অন্য কোনো নামায কঠিন নয়। তারা যদি এ দু' ওয়াক্তের নামাযের সওয়াব জানতো, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা এ (দু ওয়াক্তের) নামাযে আসতো। আমি সংকল্প করেছিলাম মুয়াযযিনকে আযান দেবার আদেশ করবো এরপর কাউকে ইমামতী করতে বলবো এবং যারা এখনো নামাযে শরীক হয়নি আমি আগুন দিয়ে তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেব। (কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনের কথা ভেবে আমার এ ইচ্ছা ত্যাগ করি।)

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ দুজন ও তদুর্ধ লোকের জামাআত।

٦١٨.عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاَذِّنَا وَاَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا.

৬১৮. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (দুজন লোককে বিদায় দেয়ার সময়) বলেছেন ঃ নামাযের সময় হলে তোমরা আযান ও ইকামত দেবে, তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ সে-ই ইমামতী করে নামায পড়াবে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের অপেক্ষায় অবস্থানরত ব্যক্তি ও মসজিদের ফযীলত।

٦١٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِى مُصَلاَّهُ مَالَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْقَلِبَ اِلَى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلاَةُ .

৬১৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যখন কোনো ব্যক্তি অযু সহকারে নামাযের অপেক্ষায় মুসাল্লায় বসে থাকে, তখন ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে

দোয়া করতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহ তুমি ওকে মাফ করে দাও, তার ওপর রহম কর।' আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির নামাযই তাকে বাড়ীতে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখে, সে নামাযে রত আছে বলে গণ্য হবে।

٦٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ يَوْمَ لاَظِلَّ الاَّ ظِلُّهُ : اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِى الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ انِّى اَخَافُ اللّٰهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ اِخْفَاءً حَتّٰى لاَتَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ٠

৬২০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। (এই সাত প্রকার লোক হচ্ছে) ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. যে যুবক তার রবের (আল্লাহর) ইবাদাত করতে করতে বড়ো হয়েছে, ৩. যে ব্যক্তির মন মসজিদের সাথে বাঁধা, ৪. যে দুটি লোক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে—তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয়, আবার আল্লাহরই উদ্দেশ্যে বিচ্ছিন্ন হয়, ৫. যে ব্যক্তি মর্যাদাসম্পন্না রূপসী নারীর আহ্বানকে এই বলে প্রত্যাখ্যান করে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি," ৬. যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি খরচ করছে তা তার বাম হাত জানতে পারে না এবং ৭. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা বইতে থাকে।

٦٢١.عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا فَقَالَ نَعَمْ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَقَالَ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَلَمْ تَزَالُوْا فِى صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا قَالَ فَكَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ ٠

৬২১. হুমাইদ রা. বর্ণনা করেছেন। আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রসূলুল্লাহ স. আংটি পরতেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একদিন তিনি বিলম্ব করে অর্ধ রাতে এশার নামায পড়লেন। নামায পড়ার পর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন ঃ লোকেরা নামায পড়ে ঘুমোয়। (কিন্তু যতক্ষণ তারা নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ততক্ষণ তারা নামাযের মধ্যেই ছিল বলে গণ্য হবে। [আনাস রা. বলেছেন] আমি এ সময় তাঁর (রসূলুল্লাহর) আংটির উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করছিলাম।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল সন্ধ্যায় মসজিদে যাবার ফযীলত।

٦٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا اَوْ رَاحَ ٠

৬২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ কোনো ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ততোবারের মেহমানদারীর সামগ্রী তৈরী করে রাখেন।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ইকামত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া যাবে না।

٦٢٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى رَجُلاً وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ اَرْبَعًا ؟ الصُّبْحَ اَرْبَعًا.

৬২৩. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. নামের আযদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. নামাযের ইকামত হয়ে যাবার পর এক ব্যক্তিকে দু' রাকআত নামায পড়তে দেখতে পান। যখন রসূলুল্লাহ স. নামায শেষ করলেন, লোকেরা তখন ঐ ব্যক্তিকে ঘিরে ধরলো। রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন ঃ ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকআত ? ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাকআত ?

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ রোগ নিয়ে জামাআতের নামাযে শরীক হবে?

٦٢٤.عَنِ الْاَسْوَدُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهَا فَذَكَرنَا الْمُوَاظَبَةَ عَلَى الصَّلاَةِ وَالتَّعْظِيْمَ لَهَا قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأُذِّنَ ، فَقَالَ مُرُوْا اَبَابَكْرٍ فَلْيُصَلِّى بِالنَّاسِ، فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَن يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ وَاَعَادَ فَاَعَادُوْا لَهُ فَاَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى فَوَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رِجْلَيْهِ يَخُطَّانِ الْاَرْضَ مِنَ الْوَجْعِ فَاَرَادَ أَبُو بَكْرٍ اَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَومَأَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ اُتِىَ بِهِ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى جَنْبِهِ فَقِيْلَ لِلْاَعمَشِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَتِهِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعمَشِ بَعْضَهُ وَزَادَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِىْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا.

৬২৪. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আয়েশার কাছে বসে নিয়মিত নামায পড়া ও নামাযের যথাযথ মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। এ সময় তিনি

বললেন ঃ নবী স. যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে সময় (একদিন) নামাযের সময় হলে আযান দেয়া হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা আবু বকরকে নামায পড়াতে বল। তাঁকে বলা হলো ঃ আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। আপনার স্থলে তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন এবং লোকেরাও আবার একই কথা বললো। তিনি তৃতীয়বার বললেন ঃ তোমরা তো ইউসুফের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বলো লোকদের নামায পড়াতে, (তাঁকে বলা হলো) তিনি নামায পড়াবার জন্য বের হলেন। ইত্যবসরে নবী স. রোগের কিছুটা উপশমবোধ করলেন। তখন তিনি দুজন লোকের ওপর ভর দিয়ে বের হলেন। আমি (আয়েশা) এখনো যেন দেখছি রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে তিনি পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে চলছেন। আবু বকর পিছনে হটতে চাইলেন। কিন্তু নবী স. তাঁকে ইশারায় নিজ জায়গায় থাকতে বললেন। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তিনি গিয়ে আবু বকরের পাশে বসলেন।

আ'মাশকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ নবী স. নামায পড়ছিলেন এবং আবু বকর তাঁর নামাযের অনুসরণ করছিলেন আর লোকেরা আবু বকরের অনুসরণ করছিল ? আ'মাশ তাঁর মাথার ইশারায় হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আবু মুআবিয়া আরো একটু যোগ করে বলেছেন ঃ তিনি আবু বকরের বাম দিকে বসলেন এবং আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে থাকলেন।[৯]

٦٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ.

৬২৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন রসূল স. রোগাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলো তখন আমার ঘরে তাঁর রোগ-সেবার জন্য স্ত্রীদের অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সকলেই অনুমতি দিলেন। (নামাযের সময় হলে) তিনি দুজন লোকের ওপর ভর করে নামাযের জন্য বের হলেন। তাঁর পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে চলছিল। তিনি আব্বাস এবং অপর এক ব্যক্তির ওপর ভর দিয়ে চলছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলছেন ঃ আয়েশা আমার কাছে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন আমি ইবনে আব্বাসের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলে তিনি আমাকে বললেন ঃ অপর যে ব্যক্তির নাম আয়েশা বলেননি তুমি জান সে ব্যক্তি কে ছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন ঃ অপর ব্যক্তি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি এবং ওযর বশত ঘরে নামায পড়ার অনুমতি।

৯. এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, কোনো মানুষের সাহায্য নিয়েও জামাআতে শরীক হবার শক্তি থাকলে জামাআতের নামাযে শরীক হওয়া উচিত।

٦٢٦. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِى لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْحٍ، ثُمَّ قَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ .

৬২৬. নাফে' রা. বর্ণনা করেছেন ঃ এক ঠাণ্ডা ও ব্যাত্যা বিক্ষুব্ধ রাতে ইবনে উমর নামাযের জন্য আযান দিয়ে পরে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও। এরপর তিনি বললেন ঃ ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে রসূলুল্লাহ স. মুয়ায্যিনকে (আযান দেয়ার পর) একথা বলার জন্য হুকুম দিতেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা নিজ নিজ স্থানে নামায পড়ে নাও।

٦٢٧. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمٰى وَاَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا تَكُوْنُ الظُّلْمَةُ السَّيْلُ وَاَنَا رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا اِتَّخِذُوْهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فَأَشَارَ اِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى فِيهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৬২৭. মাহমুদ ইবনে রবী আনসারী রা. বর্ণনা করছেন। ইতবান নামক জনৈক সাহাবী তার কওমের ইমামতী করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। (একদিন) তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অন্ধ, (যখন) অন্ধকার থাকে এবং বৃষ্টি পড়তে থাকে (আমি তখন জামাআতে আসতে পারি না) অতএব আপনি আমার ঘরের কোনো এক জায়গায় নামায পড়ুন। আমি সে জায়গাটিকে মুসাল্লা (নামাযের জায়গা) বানিয়ে নেব। রসূলুল্লাহ স. তার ঘরে এসে বললেন ঃ তুমি কোন্ জায়গাটি আমার নামায পড়ার জন্য পসন্দ কর ? তিনি ঘরের একটি জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ স. সে জায়গায় নামায পড়লেন।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ যত সংখ্যক লোকই উপস্থিত হবে তাদেরকে নিয়েই কি ইমাম নামায পড়বেন ? বৃষ্টির দিনেও কি জুমআর খুতবা পড়বে ?

٦٢٨.عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ رَدْغٍ فَاَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ قُلْ اَلصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ اَنْكَرُوا، فَقَالَ كَأَنَّكُمْ اَنْكَرْتُمْ هٰذَا، اِنَّ هٰذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ اِنَّهَا عَزْمَةٌ وَاِنِّى كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ .

৬২৮. আবদুল্লাহ ইবনে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। এক ঝড় বৃষ্টির দিনে ইবনে আব্বাস আমাদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। মুয়ায্যিন যখন حَىَّ عَلَى الصَّلٰوة (নামাযের জন্য এসো) এই বাক্যে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে এই বলতে হুকুম করলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ

আবাসে নামায পড়ে নাও। এই শুনে লোকেরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তারা যেন এটা খারাপ মনে করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মনে হচ্ছে তোমরা এটাকে খারাপ মনে করছ। আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তো এরূপ করেছেন অর্থাৎ নবী স.। একথা সত্য যে, আযান হলে মসজিদে আসা ওয়াজিব কিন্তু এ ঝড়-বৃষ্টির দিনে আমি তোমাদেরকে বাইরে আনা ভাল মনে করিনি।

٦٢٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ فَقَالَ جَاءَ تْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِن جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ ٠

৬২৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। একবার বৃষ্টি এলে (মসজিদে নববীর) ছাদ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। ছাদ ছিল খেজুর ডালের তৈরী। এ সময় নামাযের ইকামত হলো। তখন রসূলুল্লাহ স.-কে দেখলাম কাদামাটির ওপর সিজদা করছেন। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদামাটির চিহ্নও দেখতে পেলাম।

٦٣٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِىِّ اِنِّى لاَ اَسْتَطِيْعُ الصَّلاَةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا فَصَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيْرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيْرِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اٰلِ الْجَارُوْدِ لاَنَسٍ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلاَّهَا اِلاَّ يَوْمَئِذٍ ٠

৬৩০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসারী [রসূলুল্লাহ স.-কে] বললো ঃ আমি আপনার সাথে নামায পড়তে অক্ষম। লোকটি ছিল মোটা। সে নবী স.-এর জন্য খাবার তৈরী করলো এবং তার বাড়ীতে তাঁকে দাওয়াত দিল তাঁর জন্য একটি চাটাই পেতে দিয়ে চাটাইয়ের এক প্রান্তে পানি ছিটিয়ে মুছে দিল। তিনি এর ওপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। জারুদ পরিবারের এক ব্যক্তি আনাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলো নবী স. কি চাশ্‌তের নামায পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ ঐ দিন ছাড়া আর কোনো দিন তাঁকে এ নামায পড়তে দেখিনি।

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ খাবার এসে যাবার পর যদি নামাযের ইকামত হয়। ইবনে উমর এ সময় প্রথমে খেয়ে নিতেন। আবুদ দারদা বলেছেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির কাজ হচ্ছে প্রথমে প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়া, যাতে পরিতৃপ্ত মনে নামায পড়া যেতে পারে।

٦٣١. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ ٠

৬৩১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, যখন খাবার সামনে রাখা হয় এবং নামাযেরও ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।

٦٣٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُدِمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدَؤُا بِهِ قَبْلَ اَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ وَلاَ تَعْجَلُوْا عَنْ عَشَائِكُمْ ·

৬৩২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ রাতের বেলার খাবার যখন সামনে রাখা হয়, তখন মাগরিবের নামায পড়ার আগে খাবার খেয়ে নাও। আর খেতে গিয়ে তাড়াহুড়া করো না।

٦٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِكُمْ وَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَلاَ يَأْتِيْهَا حَتّٰى يَفْرُغَ وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَائَةَ الْاِمَامِ وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتّٰى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَاِنْ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ ·

৬৩৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কারোর সামনে খাবার রাখা হয়, আর এমনি সময় নামাযের ইকামত হয়ে যায়, তখন প্রথম খেয়ে নেবে এবং খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না। ইবনে উমরের অভ্যাস ছিল, যখন তাঁর সামনে খাবার রাখা হতো তখন নামাযের জামাআত দাঁড়িয়ে গেলে খাবার কাজ শেষ না করে নামাযে যেতেন না। অথচ তিনি ইমামের কেরাত শুনতে পেতেন। ইবনে উমর রা. থেকে আরো বর্ণিত। নবী স. বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খেতে বসে যাবে, পরিতৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শেষ করবে না। এমনকি নামাযের ইকামত হয়ে গেলেও না।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম হাতে নিয়ে কিছু খাচ্ছেন এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলে।

٦٣٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ·

৬৩৪. আমর ইবনে উমাইয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে একটি পাঁজরের হাড় থেকে গোশত কেটে কেটে খেতে দেখলাম। এমন সময় তাঁকে নামাযের জন্য ডাকা হলো। তিনি ছুরি নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালেন এবং অযু না করেই নামায পড়লেন।[১০]

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় নামাযের ইকামত হলে নামাযে চলে যাবে।

১০. এতে বুঝা গেল গোশত খাবার পর আবার নতুন করে অযু করার প্রয়োজন নেই।

٦٣٥. عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ كَانَ يَكُوْنُ فِي مَهْنَةِ اَهْلِهِ ، تَعْنِيْ خِدْمَةَ اَهْلِهِ ، فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ .

৬৩৫. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী স. ঘরে কি কাজ করতেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তিনি সংসারের কাজ করতে থাকতেন এবং যখন নামাযের সময় হতো নামাযে চলে যেতেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর নামায পড়া ও নিয়ম-নীতি শিখাবার জন্য নামায পড়ে দেখায়।

٦٣٦.عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّي لِاُصَلِّي بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ اُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَقُلْتُ لاَبِيْ قِلاَبَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ اَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلَى.

৬৩৬. আবু কালাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের এ মসজিদে মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস এসে বললেন ঃ আমি তোমাদের সামনে এ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে দেখাচ্ছি যে, নবী স. কিভাবে নামায পড়তেন তা তোমাদেরকে দেখাব। আমি (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) আবু কালাবাকে বললাম ঃ তাহলে তিনি কিভাবে নামায পড়তেন ? তিনি বললেন ঃ আমাদের এই শায়খ (আমর ইবনে সালামা)-এর মতো। এ শায়খের অভ্যাস ছিল, যখন তিনি প্রথম রাকআতের সিজদা থেকে মাথা তুলতেন তখন দাঁড়াবার আগে বসে পড়তেন।

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ শরীআতের জ্ঞানের অধিকারী বিদ্যান ব্যক্তিই ইমামতীর অধিক যোগ্য।

٦٣٧.عَنْ أَبِيْ مُوسٰى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَعَادَتْ فَقَالَ مُرِيْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ .

৬৩৭. আবু মূসা রা. বর্ণনা করেছেন। যখন নবী স. রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর রোগ খুব বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। এতে আয়েশা বললেন ঃ তিনি অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আপনার স্থলে তিনি দাঁড়ালে লোকদেরকে নামায পড়াতে পারবেন না। তিনি আবার বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের

নামায পড়াতে বল। তিনি (আয়েশা) আবার একই কথা বললেন। তখন তিনি [নবী স.] আবার বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গিনী সেই নারী জাতি। এরপর আবু বকরের কাছে বার্তাসহ এসে খবর দিলে তিনি নবী স.-এর জীবদ্দশায়ই লোকদেরকে নামায পড়ালেন।

٦٣٨. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِى لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكِ خَيْرًا.

৬৩৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর অসুখের সময় বললেন ঃ আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে বল। আয়েশা বলেন, আমি বললাম ঃ আবু বকর আপনার জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার দরুন লোকদেরকে (নিজ স্বর) শুনাতে পারবেন না। কাজেই উমরকে হুকুম দিন লোকদের নামায পড়াতে। আয়েশা আরো বলেন, আমি হাফসাকে বললাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ স.-কে বলুন যে, আবু বকর তাঁর জায়গায় দাঁড়ালে কান্নার দরুন (নিজ স্বর) লোকদেরকে শুনাতে পারবেন না। অতএব উমরকে বলুন লোকদের নামায পড়াতে। হাফসা তা-ই করলেন। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন ঃ থাম, তোমরা তো ইউসুফ আ. সম্পর্কে সমস্যা সৃষ্টিকারী নারী দলের অন্তর্ভুক্ত। আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াতে। তখন হাফসা আয়েশাকে বললেন ঃ আমি কখনো তোমার কাছ থেকে কল্যাণ পেতে পারলাম না।

٦٣٩. عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَلْاَنْصَارِىُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فِىْ وَجَعِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيْهِ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوْفٌ فِى الصَّلَاةِ فَكَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ اِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَاَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَهَمَمْنَا اَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَارِجٌ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَشَارَ اِلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ وَاَرْخٰى السِّتْرَ فَتُوُفِّىَ مِنْ يَوْمِهِ ﷺ.

৬৩৯. আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা. যিনি রসূলুল্লাহ স.-এর অনুগামী, খাদেম ও সাহাবী ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন, তখন আবু বকর লোকদের নামায পড়াতেন। অবশেষে সোমবার দিন সবাই নামাযে কাতার বেঁধে দাঁড়াল। নবী স. হুজরার পর্দা তুলে দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর চেহারা তখন কুরআনের পৃষ্ঠার মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি মৃদু হাসছিলেন। নবী স.-কে দেখার খুশীতে আমাদের (নামায ছেড়ে) বেরিয়ে আসার উপক্রম হচ্ছিল। কাতারে শামিল হবার জন্য আবু বকরও পিছনে সরে এলেন। তিনি অনুমান করছিলেন যে, নবী স. নামাযের জন্য বাইরে আসছেন। এ সময় নবী স. আমাদেরকে ইশারায় বললেন, তোমাদের নামায পূর্ণ কর। এরপর তিনি পর্দা ছেড়ে দিলেন। এ দিনই নবী স.-এর ওফাত হয়।

٦٤٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِىُّ ﷺ ثَلاَثًا فَاُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَذَهَبَ أَبُوْ بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ اَعْجَبَ اِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ وَضَحَ لَنَا فَاَوْمَاءَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ اِلٰى أَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَاَرْخٰى النَّبِىُّ ﷺ اَلْحِجَابَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتّٰى مَاتَ ـ

৬৪০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। (মৃত্যুর পূর্বে রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন বলে) নবী স. তিনদিন বাইরে আসেননি। একদিন নামাযের ইকামত হয়েছে এবং (নামায পড়াবার জন্য) আবু বকর এগিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় নবী স. পর্দা ওঠালেন। নবী স.-এর চেহারার এতো সৌন্দর্য এর আগে আর আমরা কখনো দেখিনি। এরপর নবী স. আবু বকরকে এগিয়ে যাবার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন এবং নবী স. পর্দা ছেড়ে দিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আর (বাইরে আসতে) সক্ষম হননি।

٦٤١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيْلَ لَهُ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيْقٌ اِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّى فَعَاوَدَتْهُ قَالَ مُرُوْهُ فَيُصَلِّى اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ .

৬৪১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর রোগের তীব্রতা বেড়ে গেলে নামাযের ইমামতী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আবু বকরকে বল লোকদের নামায পড়াতে। আয়েশা রা. বললেন ঃ আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নামাযে কুরআন পড়ার সময় কান্নায় ভেঙ্গে পড়বেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকেই নামায পড়াতে বল। আয়েশা রা. দ্বিতীয়বার ঐ একই কথা বললেন। তিনি আবার বললেন ঃ তাঁকেই নামায পড়াতে বল। তোমরা তো ইউসুফের সঙ্গিনী সেই নারীদের মত।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ ওযর বশতঃ মুকতাদী ইমামের পাশে দাঁড়াবে।

٦٤٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فِىْ مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّى بِهِمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ فَاِذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ اسْتَاْخَرَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ كَمَا اَنْتَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِىْ بَكْرٍ اِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلاَةِ أَبِىْ بَكْرٍ.

৬৪২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর রোগের সময় আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াতে হুকুম করলেন। তিনি লোকদেরকে নামায পড়াতে লাগলেন। উরওয়াহ বলেছেন ঃ (ইতিমধ্যে) রসূলুল্লাহ স. রোগের কিছুটা উপশম অনুভব করলেন। তিনি বাইরে এলেন। এ সময় আবু বকর লোকদের ইমামতী করছিলেন। আবু বকর তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে হটে যেতে চাইলেন। তিনি তাঁকে যেভাবে আছেন সেভাবে থাকতে ইশারা করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. আবু বকরের পাশে বসে পড়লেন। তখন আবু বকর রসূলুল্লাহ স.-কে অনুসরণ করে নামায পড়ছিলেন আর লোকেরা আবু বকরকে অনুসরণ করে নামায পড়ছিল।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো এক ব্যক্তি লোকদের ইমামতী করার জন্য এগিয়ে গেলে যদি প্রথম ইমাম এসে যায়, তাহলে পূর্ববর্তী ইমাম পিছনে হটে আসুক বা না আসুক তার নামায জায়েয হবে। হযরত আয়েশা রা. নবী স. থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦٤٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَهَبَ اِلَى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّى لِلنَّاسِ فَاُقِيْمُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِى الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ ، فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِن ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اِسْتَوٰى فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّى بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالِىْ رَأَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيْقَ مَنْ

رَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَاِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ ٠

৬৪৩. সাহ্‌ল ইবনে সাআদ আস-সাঈদী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. একবার বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে (একটা বিষয়) মিটমাট করাতে। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হলো। তখন আবু বকরের কাছে মুয়াযযিন এসে বললো ঃ আপনি কি লোকদের নামায পড়াবেন ? আমি তাহলে ইকামত দেই। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আবু বকর নামায পড়াতে শুরু করলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ্ স. এলেন। লোকেরা তখন নামাযে ছিল। তিনি কাতার ভেদ করে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এতে লোকেরা হাতের পিঠে হাত মেরে শব্দ করতে লাগলো। আবু বকর নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক লক্ষ্য করতেন না। কিন্তু লোকেরা যখন বেশী আওয়াজ করতে লাগলো তিনি পাশে তাকালেন এবং রসূলুল্লাহ্ স.-কে দেখতে পেলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ স. তাঁকে ইশারায় নির্দেশ দিলেন ঃ তোমার জায়গায় স্থির থাক। রসূলুল্লাহ্ স.-এর এ নির্দেশে আবু বকর হাত তুলে আল্লাহর শোকর করলেন। তারপর আবু বকর পিছনে সরে এসে কাতারে শামিল হলেন। তখন রসূলুল্লাহ্ স. এগিয়ে গিয়ে নামায পড়ালেন। নামায থেকে ফিরে তিনি বললেন ঃ হে আবু বকর, আমি যখন তোমাকে হুকুম করলাম তখন (নিজের জায়গায়) স্থির থাকতে কি বাধা ছিল ? আবু বকর বললেন ঃ আবু কুহাফার পুত্রের শোভা পায় না যে, সে রসূলুল্লাহ্ স.-এর উপস্থিতিতে নামায পড়ায়। রসূলুল্লাহ্ স. বললেন ঃ এমন কি ঘটেছিল যে, তোমরা হাতের পিঠে এত শব্দ করছিলে ? নামাযে কারোর কোনো সন্দেহ হলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে। কারণ যখন সে সুবহানাল্লাহ্ বলবে, তখন তার দিকে লক্ষ্য করা হবে। হাত মেরে শব্দ করা শুধু নারীদের জন্য (পসন্দনীয়)।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ কয়েক ব্যক্তি কেরাতে সমান হলে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ইমাম হবেন।

٦٤٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِيْمًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ اِلٰى بِلاَدِكُمْ فَعَلِّمْتُمُوْهُمْ مُرُوْهُمْ فَلْيُصَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِيْ حِيْنَ كَذَا وَصَلاَةَ كَذَا فِيْ حِيْنِ كَذَا، وَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ ٠

৬৪৪. মালেক ইবনে হুওয়াইরিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা একবার নবী স.-এর কাছে উপস্থিত হলাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক। আমরা তাঁর খেদমতে প্রায় কুড়ি দিন অবস্থান করেছিলাম। নবী স. ছিলেন স্নেহপরায়ণ। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা বাড়ী ফিরে গিয়ে লোকদের দীনের (শরীয়াতের) তালীম দেবে। তাদেরকে (নামাযের সময় ও নিয়ম-কানুন বাতলে দিয়ে) বলবে ঃ এ সময় এমনিভাবে এবং এ সময় এমনিভাবে নামায পড়তে হয়। তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশী সে ইমাম হবে।

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কোথাও পরিদর্শনে গেলে, নামাযে সে এলাকার লোক ইমামতী করবেন।

٦٤٥.عَنْ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ اَلْاَنْصَارِى قَالَ اِسْتَاْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَن اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِى اُحِبُّ فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا ٠

৬৪৫. ইতবান ইবনে মালেক আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. আমার বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি প্রদান করলাম। (প্রবেশের পর) তিনি বললেন, তোমাদের বাড়ীতে আমার কোন্ জায়গায় নামায আদায় করা তোমরা পসন্দ করো (সে জায়গা আমাকে দেখিয়ে দাও)? সুতরাং আমার পসন্দমত জায়গা আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলাম। তিনি (নামাযে) দাঁড়ালে আমরা কাতার বেঁধে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। (নামায শেষে) তিনি সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরালাম।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ এক্তেদা বা অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়।

রসূলুল্লাহ স. তাঁর মৃত্যু পীড়ায় বসে বসে ইমামতী করেছেন। ইবনে মাসউদ বলেন, (মুকতাদীদের) কেউ ইমামের পূর্বে মাথা উঠালে তাকে পুনরায় সিজদায় বা রুকূতে গিয়ে ততটুকু সময় বেশী অপেক্ষা করতে হবে, যতটুকু সময় সে মাথা উঠিয়েছিল। এরপর সে ইমামকে অনুসরণ করবে। হাসান বসরী বলেছেন ঃ কেউ দু' রাকআত বিশিষ্ট নামায (জুমআ বা দুই ঈদ) ইমামের পিছনে আদায় করলে এবং ভিড়ের কারণে সিজদা করতে সক্ষম না হলে শেষ রাকআতে দুই সিজদা আদায় করবে এবং এরপর সিজদাসহ প্রথম রাকআত আদায় করবে। আর যে ভুলক্রমে সিজদা না করে দাঁড়িয়ে গিয়েছে সে পরে সিজদা আদায় করবে।

٦٤٦.عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلاَ تُحَدِّثِيْنِىْ عَنْ مَرَضِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ بَلٰى ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ قَالَ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَعُوْا لِىْ مَاءً فِى الْمِخْضَبِ فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوْءَ فَاُغْمِىَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لاَ هُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ عُكُوْفٌ فِى الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُوْنَ النَّبِىَّ ﷺ لِصَلاَةِ

الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى أَبِيْ بَكْرٍ بِاَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَاَتَاهُ الرَّسُوْلُ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلاً رَقِيْقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَنْتَ اَحَقُّ بِذٰلِكَ فَصَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ تِلْكَ الْاَيَّامَ ثُمَّ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَاٰهُ أَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِاَنْ لاَ يَتَأَخَّرَ قَالَ اَجْلِسَانِيْ اِلَى جَنْبِهِ فَاَجْلَسَاهُ اِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَ فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتَمُّ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلاَةِ أَبُوْ بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ اَلاَ اَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيْثَهَا فَمَا اَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّهُ قَالَ اَسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ·

৬৪৬. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ রা. বর্ণনা করেন, আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ স.-এর পীড়া (যাতে তিনি ইন্তেকাল করেছেন) সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন না ? উত্তরে তিনি (আয়েশা) বললেন, হ্যাঁ, বলছি। নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে (রোগযন্ত্রণা সাময়িকভাবে প্রশমিত হবার পর) জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করছে ? আমি বললাম, না, হে আল্লাহর রসূল, বরং তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, আমার জন্য পানির ব্যবস্থা কর। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন এবং দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। চেতনা ফিরে এলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি নামায পড়ে নিয়েছে ? উত্তরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা নামায আদায় করেনি, বরং আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। এদিকে লোকজন এশার নামাযে নবী স.-এর জন্য মসজিদে অপেক্ষমান ছিল। শেষ পর্যন্ত নবী স. (বাধ্য হয়ে) লোক পাঠিয়ে আবু বকরকে লোকদের নামায আদায় করার নির্দেশ দিলেন। সংবাদ বাহক তাঁর কাছে গিয়ে বললো, রসূলুল্লাহ স. আপনাকে লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আবু বকর ছিলেন কোমল স্বভাবের অধিকারী। তাই তিনি উমরকে বললেন, হে উমর! তুমি লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ ইমামতী করো)। উমর বললেন, আপনিই এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আবু বকর রা. ঐ কদিন ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর রোগের প্রকোপ কিছুটা কমে গেলে নবী স. দুজনের সাহায্য নিয়ে, যাদের একজন ছিলেন আব্বাস—যোহরের নামাযের জন্য আসলেন। তখন আবু বকর রা. লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে দেখে পিছিয়ে

আসতে উদ্যত হলে নবী স. তাঁকে পিছু না হটতে ইংগিত করলেন। তারপর বললেন, তোমরা দুজন আমাকে তার (আবু বকর) পাশে বসিয়ে দাও। সুতরাং তারা তাঁকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ সময় আবু বকর রা. এমনভাবে নামায আদায় করছিলেন যে, তিনি নবী স.-এর নামাযের অনুসরণ করছিলেন অথচ লোকেরা (মুকতাদীগণ) আবু বকরের অনুসরণ করছিল। নবী স. তখন উপবিষ্ট ছিলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে বললাম, আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-এর পীড়া সম্পর্কে আমার কাছে যা বর্ণনা করেছেন, তা কি আমি আপনাকে অবহিত করবো না ? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে (আব্বাস) বললেন, 'বলো'। সুতরাং আমি তাঁর (আয়েশার) বর্ণিত হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে শুনালাম। তিনি একটি কথা— ছাড়া (এর) কোনো কথাই অস্বীকার করলেন না। তিনি বললেন, আব্বাসের সাথে আর যে লোকটি ছিলেন, তাঁর নাম কি আয়েশা তোমাকে বলেছেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে লোকটি ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।

٦٤٧.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ ·

৬৪৭. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. নিজ ঘরে বসে বসে নামায আদায় করেছেন, আর তাঁর পিছনে একদল লোক দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তিনি তাদেরকে ইংগিত করে বসতে বললেন। নামাযান্তে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম রুকূ করলে রুকূ করবে এবং মাথা উঠালে মাথা উঠাবে। ইমাম যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে, তখন তোমরা বলবে, 'রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আমাদের রব! সব প্রশংসা তোমারই জন্য)। 'আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে।'

٦٤٨.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ قَوْلُهُ اِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا

جُلُوْسًا هُوَ فِىْ مَرَضِهِ الْقَدِيمِ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُوْدِ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْاٰخِرِ فَالْاٰخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِىِّ ﷺ ·

৬৪৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক সময়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পেটের ডান পাশে (পাঁজরে) সামান্য আঘাত পান। কাজেই এক ওয়াক্ত নামায তিনি বসে বসে আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে বসেই নামায আদায় করলাম। পরে (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে, তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। রুকূ করলে রুকূ করবে, মাথা উঠালে মাথা উঠাবে এবং যখন "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে আল্লাহ তা শুনেন) বলবে, তোমরা তখন বলবে, "রাব্বানা লাকাল হামদ" (হে আমাদের রব, সব প্রশংসা তোমারই জন্য) বলবে। আর ইমাম বসে নামায আদায় করলে, তোমরাও সবাই বসেই নামায আদায় করবে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ হুমাইদী বর্ণনা করেছেন, ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও বসেই আদায় করবে। রসূলুল্লাহ স.-এর একথাটি তাঁর প্রথমোক্ত রোগের অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে নবী স. (তাঁর মৃত্যু পীড়ায়) বসে নামায আদায় করলেও লোকেরা (তাঁর পিছনে) দাঁড়িয়ে তাঁকে ইক্তেদা করেছে। এ সময় তিনি তাদেরকে বসতে নির্দেশ দেননি। এটি পরবর্তীকালে সংঘটিত কাজ। আর রসূলুল্লাহ স.-এর সর্বশেষ কাজ অনুযায়ীই আমল করতে হবে।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ মুকতাদীগণ কখন সিজদা করবে ? আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, 'ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে।'

٦٤٩. عَنِ الْبَرَاءِ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَقَعَ النَّبِىُّ ﷺ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُوْدًا بَعْدَهُ ·

৬৪৯. সত্যবাদী বারায়া রা.[১১] থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. নামাযে "সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ" (যে আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনে থাকেন) বলে রুকূ থেকে মাথা উঠালেন। যতক্ষণ না তিনি সিজদায় যেতেন, ততক্ষণ আমাদের কেউ-ই পিঠ বাঁকা করতো না অর্থাৎ সিজদায় যেতো না। তিনি সিজদায় গেলে আমরাও সিজদায় যেতাম।

---

১১. সত্যবাদী (বারায়া) মূল হাদীসে "গায়রু কাযুব" "মিথ্যাবাদী নন" কথাটি বলা হয়েছে। এ ধরনের উক্তি বর্ণনাকারী সাহাবী যা বর্ণনা করেছেন তার ওপর গুরুত্ব আরোপ বা জোর দেয়ার জন্যই বলা হয়েছে। তাঁর কথায় সন্দেহ করার মত কোনো কারণ বা অনুরূপ কোনো দুর্বলতা রয়েছে, এজন্য এরূপ উক্তি করা হয়েছে বলে মনে করা ঠিক নয়। বরং এটি আরবী ভাষার একটি প্রতিষ্ঠিত বাকরীতি। যেমন রসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রেও বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবীগণ বলেছেন, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত। নবী স. (সাদেকুল মাসদুক) বলেছেন। আর রসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রে এরূপ শব্দ ব্যবহার করার কারণে আমরা তাঁর মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মোটেই করতে পারি না।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পূর্বে (রুকূ' ও সিজদা থেকে) মাথা ওঠানোর গোনাহ।

٦٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ اَو لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ ٠

৬৫০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পূর্বেই মাথা ওঠায়, সে কি আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করার অথবা তাকে গাধার আকৃতি দান করার ভয় করে না ?

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস বা আযাদকৃত ক্রীতদাসের ইমামতী ঃ আয়েশার ক্রীতদাস যাকওয়ান মুসহাফ (কুরআন মজীদ) দেখে দেখে তেলাওয়াত করে ইমামতী করতো, আর তিনি তার পিছনে ইক্তেদা করতেন। অবৈধ সন্তান, গ্রাম্য অশিক্ষিত লোক এবং স্বপ্নদোষ হয়নি (নাবালেগ) এমন বালকের ইমামতী রসূলুল্লাহ স.-এর এ উক্তি অনুযায়ী বৈধ যে, যে ব্যক্তি কিতাবুল্লাহর পাঠ সর্বাপেক্ষা উত্তম জানে সে-ই ইমামতী করবে।[১২] ক্রীতদাসকে বিনা কারণে জামাআতে যোগদান করা থেকে বিরত রাখা যেতে পারে না।

٦٥١.عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْعُصْبَةُ مَوْضِعًا بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا ٠

৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-এর হিজরতের পূর্বে মদীনার কুব্বা এলাকার উছরাহ নামক জায়গায় মুহাজিরদের প্রথম দলের অবস্থান কালে আবু হুযাইফার আযাদকৃত ক্রীতদাস সালেম নামাযে তাদের ইমামতী করতেন। তিনি সবার চেয়ে ভাল কুরআন পাঠ করতে পারতেন।

٦٥٢.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِىٌّ كَاَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ ٠

৬৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, যদি আঙ্গুরের মত ক্ষুদ্র মস্তক বিশিষ্ট কোনো হাবশী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়, তাহলেও তার প্রতি আনুগত্য পোষণ কর এবং তার নির্দেশ শ্রবণ কর।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নামায শেষ না হতেই যদি মুকতাদী নামায শেষ করে।

٦٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَاِنْ اَصَابُوْا فَلَكُمْ وَاِنْ اَخْطَاُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ -

---

১২. হাদীসে 'কারাআ' শব্দ আছে। কারাআ অর্থ পাঠ করা। অর্থাৎ কুরআন যে সবচেয়ে ভাল পাঠ করে। তবে ভাল পাঠ করা অর্থ হবে এখানে কুরআনের জ্ঞান সবচেয়ে বেশী রাখে। কারণ পাঠের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হয়।

৬৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তারা (ইমামগণ) তোমাদের জন্য নামায আদায় করেন। সঠিকভাবে নামায আদায় করলে তোমাদের কল্যাণ হয়ে থাকে। কিন্তু সঠিকভাবে আদায় না করে ভুল করলে তোমাদের কল্যাণ ও সওয়াব হয়, কিন্তু তাকে (ইমামকে) গোনাহর বোঝা বহন করতে হয়।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফেতনাবাজ (বিদ্রোহী) ও বেদআতী ব্যক্তির ইমামতী করা। হাসান বলেছেন, তাদের পিছনেও নামায আদায় করবে। কারণ, তাদের বেদআতের অকল্যাণ তাদের প্রতিই আপতিত হবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ, আওযায়ী, যুহরী, হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে আমার নিকট (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার) উসমান যখন (বিদ্রোহীদের দ্বারা) অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, আপনিই তো প্রকৃতপক্ষে সবার ইমাম। এখন নিজের অবস্থা নিশ্চয়ই বুঝছেন। এখন আমাদের নামাযে ফেতনাবাজরা (বিদ্রোহীরা) ইমামতী করছে। এতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। একথা শুনে উসমান বললেন, মানুষের সকল কাজের মধ্যে নামায সর্বোত্তম। সুতরাং লোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও তাদের সাথে থাক। আর খারাপ কাজ করলে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তা বর্জন কর। যুবাইদী বর্ণনা করেন, যুহরী বলেছেন ঃ নারী স্বভাবের পুরুষের পিছনে একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামায আদায় করা যেতে পারে না।

٦٥٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَبِيْ ذَرٍّ اِسْمَعْ وَاَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَاَنَّ رَاْسَهُ زَبِيْبَةٌ ـ

৬৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. আবু যারকে বলেন, আঙ্গুরের ন্যায় (ক্ষুদ্র) মস্তক বিশিষ্ট কোনো হাবশী (আমীর) হলেও তার আনুগত্য কর ও নির্দেশ পালন কর।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ দুজন নামায আদায় কালে মুকতাদী ইমামের কাঁধ বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে।

٦٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَجِئْ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ قَالَ خَطِيْطَهُ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ ـ

৬৫৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময়ে আমি আমার খালা মায়মুনার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ স. মসজিদ থেকে এশার চার রাকআত নামায পড়ে ঘরে এসে আরো চার রাকআত পড়লেন, তারপর নিদ্রা গেলেন। পরে জেগে উঠে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তখন আমি গিয়ে (তাঁর সাথে নামাযের জন্য) তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন এবং পাঁচ রাকআত

নামায আদায় করে পরে আরো দু' রাকআত পড়ে নিদ্রা গেলেন। তখন আমি নিদ্রাবস্থায় তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। পরে তিনি (ফজর) নামাযের জন্য (মসজিদে) গেলেন।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে দাঁড়ালে ইমাম যদি তাকে ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দেন, তাহলে কারো নামাযই নষ্ট হবে না।

٦٥٦.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَاَخَذَنِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ اَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِىْ كُرَيْبٌ بِذٰلِكَ ·

৬৫৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা) মায়মুনার ঘরে নিদ্রা গেলাম। সে রাতে নবী স.-ও তাঁর ঘরে ছিলেন। এক সময় তিনি অযু করে নামায পড়তে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ধরে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। তিনি তের রাকআত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন কি তাঁর নাক ডাকতে লাগল। নিদ্রা গেলে তাঁর নাক ডাকত। অতপর মুয়ায্যিন (ডাকতে) আসলে অযু ছাড়াই তিনি নামাযের জন্য চলে গেলেন। আমর বলেন, এ হাদীসের বিষয়বস্তু আমি বুকাইরের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, কুরাইব (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস) আমাকে এটি বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ইক্তেদা করার কারণে ইমামতীর নিয়ত ছাড়াই যদি ইমাম নামায পড়েন। (অর্থাৎ নামাযে একাকী দাঁড়ানোর পর যদি কোনো লোক এসে ইক্তেদা করে এবং এ অবস্থায় ইমামতী করা হয়।)

٦٥٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ اُصَلِّى مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ بِرَأْسِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ ·

৬৫৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রি যাপন করলাম। [সেখানে নবী স.-ও ছিলেন।] রাতে তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমিও তাঁর সাথে নামায পড়তে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালে তিনি আমার মাথার চুল ধরে ডান দিকে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম নামায দীর্ঘ করায় কোনো ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনের জন্য ইমামের পিছনে নামায ছেড়ে একাকী নামায আদায় করা।

٦٥٨.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ -

৬৫৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে যেতেন এবং নিজের লোকদের ইমামতী করতেন।[১৩]

٦٥٩.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ فَتَّانٌ فَتَّانٌ فَتَّانٌ ثَلاَثَ مِرَارٍ اَوْ قَالَ فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا فَاتِنًا وَاَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ اَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ قَالَ عَمْرٌ لاَاَحْفَظُهُمَا ۔

৬৫৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে আর এক সনদে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করে ফিরে গিয়ে নিজের কওমের লোকদের ইমামতী করতেন। এক সময় তিনি এশার নামায আদায় করতে সূরা বাকারা আরম্ভ করেন। এতে এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে চলে গেলে মুআয ঐ ব্যাপারে দুঃখ অনুভব করতে থাকেন। খবরটি নবী স.-এর কাছে পৌঁছলে তিনি মুআযকে লক্ষ্য করে তিনবার বলেন, 'তুমি বড় ফেতনা সৃষ্টিকারী' এবং তিনি তাকে আওসাত মুফাসসাল (নাতিদীর্ঘ) দুটি সূরা পাঠ করার আদেশ করেন। আমর বর্ণনা করেন, সূরা দুটি কোন্ কোন্‌টি তা আমার মনে নেই।'

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের কিয়াম সংক্ষিপ্ত করা এবং রুকূ ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করা ইমামের কর্তব্য।

٦٦٠. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لاَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَوْعِظَةٍ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ۔

৬৬০. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের জামাআতে হাজির হই না। কেননা, সে নামাযকে দীর্ঘায়িত করে। বর্ণনাকারী বলেন, সেদিনের বক্তৃতায় নবী স.-কে যত রাগান্বিত দেখেছি, তার চেয়ে বেশী অন্য কোনোদিন দেখিনি। নবী স. বললেন ঃ তোমাদের অনেকেই আছ, যারা নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোল। কাজেই যে কেউ-ই লোকদের নিয়ে নামায আদায় করবে (ইমামতী করবে) সে যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, বৃদ্ধ ও প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকে।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করা যায়।

---

১৩. মুআয ইবনে জাবাল রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে এশার নামায আদায় করতেন এবং নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে একই নামাযের ইমামতী করতেন। কারণ, তখন ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ। আর মুআয ইবনে জাবালের মত সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী লোক ঐ এলাকায় আর ছিল না। তাই নবী স. তাঁর এ কাজে মৌন সম্মতি দান করেছিলেন। এ মর্মে ইমাম শাফেয়ী জাবির থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, এ নামায মুআযের জন্য নফল হিসেবে আদায় হতো। আর মুকতাদীগণ ফরয হিসেবে আদায় করতেন।

٦٦١.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُم لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ مِنْهُمُ الضَعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَاشَاءَ.

৬৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন ইমামতী করবে, তখন যেন সে স্বল্প কেরায়াত করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। কিন্তু তোমরা কেউ একাকী নামায আদায় করলে যতটা ইচ্ছা কেরায়াত দীর্ঘ করতে পার।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের বিরুদ্ধে নামায দীর্ঘ করার অভিযোগ। আবু উসায়েদ তার পুত্রকে বলেছিলেন, বেটা, তুমি নামায অত্যন্ত দীর্ঘ করেছ।

٦٦٢. عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى لاَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلاَةِ فِى الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فُلاَنٌ فِيْهَا فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَارَأَيْتُهُ غَضِبَ فِىْ مَوْضِعٍ كَانَ اَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَمَنْ اَمَّ مِنْكُمْ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ ۔

৬৬২. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি ফজরের নামাযে (জামাআতে) আসি না। কেননা, অমুক ব্যক্তি (ইমাম) নামায অনেক দীর্ঘ করে থাকে। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ স. সেদিন এতবেশী রাগান্বিত হলেন যে, ভাষণ দানের সময় আমি তাঁকে অতো রাগান্বিত হতে কোনোদিন দেখিনি। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমাদের মধ্যে এমন অনেক আছে যারা (দীনের প্রতি) মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। সুতরাং তোমাদের কেউ লোকদের নামাযে ইমামতী করলে তার নামায সংক্ষিপ্ত করতে হবে। কেননা, তার পিছনে দুর্বল, বৃদ্ধ ও জরুরী প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকেরাও নামায আদায় করে থাকে।

٦٦٣. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّى فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَاَقْبَلَ اِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ اَوِ النِّسَاءِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ اَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَشَكَا اِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَوْ قَالَ اَفَاتِنٌ اَنْتَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَاِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَ كَ الْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفُ وَذُوالْحَاجَةِ ۔

৬৬৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি দুটি উটের পিঠে পানি বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন রাতের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল। এ সময় সে মুআযকে নামাযে রত দেখতে পেয়ে উট দুটি বসিয়ে মুআযের সাথে নামাযে শামিল হলো।

তিনি নামাযে সূরা বাকারা অথবা নিসা পাঠ করতে থাকলে লোকটি (বিরক্ত হয়ে নামায ছেড়ে) চলে গেল। পরে সে জানতে পারলো, তার এ কাজে মুআয মনক্ষুণ্ন বা দুঃখিত হয়েছেন। সুতরাং সে নবী স.-এর নিকট গিয়ে মুআযের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নবী স. তাকে তিনবার বললেন, হে মুআয! তুমি কি ফেতনা সৃষ্টিকারী (হিসেবে গণ্য হতে চাও) ? তুমি 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল-আ'লা', 'ওয়াশ্‌শামসি ওয়াদুহাহা' কিংবা 'ওয়াল লাইল ইযা ইয়াগশা'-র মত সূরা পাঠ করে নামায আদায় করলে কতই না উত্তম হতো। কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও (জরুরী) প্রয়োজনে ব্যস্ত (সব রকমের) লোকই নামায আদায় করে থাকে।

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামায সংক্ষিপ্ত ও পুরোপুরি আদায় করা।

٦٦٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُوْجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا.

৬৬৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামায সংক্ষিপ্ত করতেন, তবে পূর্ণাঙ্গ করে আদায় করতেন।

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের ক্রন্দনের কারণে নামায সংক্ষিপ্ত করা।

٦٦٥.عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى لاَقُوْمُ فِى الصَّلاَةِ اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلاَتِىْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ .

৬৬৫. আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, নামায দীর্ঘ করে পড়ার সংকল্প করে আমি নামাযে দাঁড়াই। কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সংক্ষিপ্ত করে নেই। কারণ নামায দীর্ঘ করে পড়তে গিয়ে তার (শিশুর) মায়ের কষ্টের কারণ হই, তা আমি পসন্দ করি না।

٦٦٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ اَتَمَّ مِنَ النَّبِى ﷺ وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَن تُفْتَنَ اُمُّهُ.

৬৬৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমি নবী স. ছাড়া সংক্ষিপ্ততর ও পূর্ণাঙ্গ নামায আর কোনো ইমামের পিছনে আদায় করিনি। আর যদি তিনি শিশুদের ক্রন্দন শুনতেন, তাহলে তার মায়ের কষ্ট হবে এ আশংকায় নামায আরো সংক্ষিপ্ত করতেন।

٦٦٧.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنِّى لاَدْخُلُ فِى الصَّلاَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اِطَالَتَهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَاَتَجَوَّزُ فِىْ صَلاَتِىْ مِمَّا اَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ اُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.

৬৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি নামায পড়তে শুরু করি এবং তা দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুদের কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ হবে ভেবে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নিজে নামায আদায় করে পুনরায় অন্যদের ইমামতী করা।

٦٦٨.عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِىْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ.

৬৬৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুআয নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতেন এবং নিজের গোত্রের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতী করতেন।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে মুকতাদীদেরকে ইমামের তাকবীর শুনতে সাহায্য করে।

٦٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَتَاهُ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ اِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِى فَلاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِالرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الْاَرْضَ فَلَمَّا رَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ اَنْ صَلِّ فَتَاَخَّرَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى جَنْبِهِ وَاَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ.

৬৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। যে পীড়ায় নবী স. ইন্তেকাল করেন, সেই পীড়ায় তিনি আক্রান্ত হলে (এক সময়ে) বেলাল তাঁকে নামাযের (সময় হয়েছে এ) কথা অবহিত করতে গেলে তিনি বললেন, 'আবু বকরকে বল লোকদের নিয়ে নামায আদায় করতে।' আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, আবু বকর নম্র স্বভাবের অধিকারী। আপনার পরিবর্তে আপনার জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন এবং সেজন্য কুরআন পড়তে সক্ষম হবেন না। (একথা শুনে) তিনি আবার বললেন, আবু বকরকে নামায পড়তে নির্দেশ দাও। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি আবারও আগের মত বললাম। তিনি তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফের সময়কার সেই মেয়েদের মত। আবু বকরকে বল, সে ইমাম হয়ে নামায আদায় করুক।' সুতরাং আবু বকর নামায আরম্ভ করলে তিনি [নবী স.] দুজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন। তাঁর পা দুটি মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছে তা যেন আমি এ মুহূর্তেও দেখতে পাচ্ছি। আবু বকর তাঁকে দেখে পিছু হটতে উদ্যত হলে তিনি তাকে ইশারায় নামায আদায় করতে আদেশ করলেন। সুতরাং আবু বকর কিছুটা পিছনে সরে আসলে নবী স. তার পাশে বসে পড়লেন। আর আবু বকর লোকদেরকে তাকবীর শুনিয়ে যেতে থাকলেন।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তির ইমামের ইক্তেদা করা এবং অবশিষ্ট মুকতাদীদের উক্ত ব্যক্তির ইক্তেদা করা। নবী স. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তোমরা আমার ইক্তেদা কর এবং তোমাদের পরে যারা আছে তারা তোমাদের ইক্তেদা করুক।

٦٧٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ بِلاَلٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ

وَاِنَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ اَسِيْفٌ وَاِنَّهُ مَتٰى مَايَقُمْ مَقَامَكَ لَايُسْمِعُ النَّاسَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَلَمَّا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى نَفْسِهِ خِفَّةً فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ اَبُوْ بَكْرٍ يَتَاَخَّرُ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِى بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى قَاعِدًا يَقْتَدِىْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِىْ بَكْرٍ.

৬৭০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর পীড়া বৃদ্ধি পেলে (নামাযের সময়) বেলাল তাঁকে নামায সম্পর্কে অবহিত করতে আসলেন। তিনি [নবী স.] বললেন, আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দাও (অর্থাৎ ইমামতী করতে বল)। আয়েশা রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আবু বকর অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় ও নম্র স্বভাবের অধিকারী। (নামায পড়তে) আপনার পরিবর্তে তিনি দাঁড়ালে লোকদের শ্রবণ উপযোগী করে কেরায়াত পড়তে পারবেন না। তাই এ আদেশ উমরকে করলে ভাল হয়। (একথা শুনে) তিনি বললেন, লোকদের নিয়ে আবু বকরকে নামায পড়তে বল। (আয়েশা রা. বর্ণনা করেন) আমি হাফসাকে বললাম, তাঁকে বল, আবু বকর কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি আপনার স্থলে (নামায পড়াতে) দাঁড়ালে লোকদের শোনার মত কেরায়াত করতে পারবেন না। সুতরাং আপনি উমরকে এ আদেশ করলে খুব ভাল হয়। (সুতরাং হাফসা তাই বললো।) তিনি [রসূল স.] বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফকে পরিবেষ্টনকারিণী (নারীদের) মত। আবু বকরকে বল, লোকদের সাথে নিয়ে নামায আদায় করুক। অতপর তিনি (আবু বকর) নামায আরম্ভ করলে তিনি [রসূলুল্লাহ স.] নিজেকে কিছুটা হালকা (সুস্থ) মনে করলেন। সুতরাং দুজনের সাহায্য নিয়ে বের হলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁর পা দুখানি যেন মাটির উপর হেঁচড়ে যাচ্ছিল (দুর্বলভাবে মাটিতে পড়ছিল)। আবু বকর তাঁর (আগমনের) আভাস পেয়েই হটতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইশারা করে সেখানেই থাকতে বললেন। অতপর নবী স. গিয়ে আবু বকরের বাম পাশে বসলেন। আবু বকর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকলেন আর রসূলুল্লাহ স. বসে নামায আদায় করতে থাকলেন, আর আবু বকর রসূলুল্লাহ স.-এর (নামাযের) এক্তেদা করলেন এবং লোকেরা আবু বকরের (নামাযের) ইক্তেদা করলো।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সন্দেহ হলে কি তিনি মুকতাদীদের কথা গ্রহণ করবেন ?

٦٧١ـعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ

اَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى اِثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ·

৬৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে) দু রাকআত মাত্র পড়ে নামায শেষ করলে 'যুল-ইয়াদাইন' নামক এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায (এভাবে) সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন ? (উপস্থিত অন্যদেরকে) রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, 'যুল-ইয়াদাইন' কি ঠিক বলছে ? লোকেরা সবাই বললো, হ্যাঁ, সে ঠিকই বলছে। তখন রসূলুল্লাহ স. উঠে দাঁড়ালেন এবং অন্য দু রাকআত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে স্বাভাবিকভাবে সিজদায় গেলেন অথবা তার কিছু বেশী সময় সিজদায় কাটালেন।

٦٧٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ·

৬৭২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সময়ে) নবী স. যোহরের নামায দু রাকআত পড়লে তাঁকে বলা হলো, আপনি দু রাকআত মাত্র পড়েছেন। তখন তিনি আরো দু রাকআত পড়লেন এবং সালাম ফিরিয়ে দু'বার সিজদা (সুহু) করলেন।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের ক্রন্দন করা। শাদ্দাদ র. বর্ণনা করেন, আমি শেষ কাতারে থেকেও নামাযের মধ্যে উমরের কাঁদার শব্দ শুনেছি। তিনি (সে সময়) কুরআনের আয়াত اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ **"আমি আমার চরম দুঃখ ও মনোকষ্টের অভিযোগ আমার প্রভু আল্লাহর কাছে পেশ করছি।"-(সূরা ইউসুফ) পড়ছিলেন।**

٦٧٣. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِى مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلْيُصَلِّ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُوْلِىْ لَهُ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ اِذَا قَامَ فِىْ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْ اِنَّكُنَّ لَاَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لِاُصِيْبَ مِنْكَ خَيْرًا ·

৬৭৩. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. পীড়িত হওয়ার (যে পীড়ায় তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন) পর বলেছিলেন, আবু বকরকে লোকদের নামায পড়াবার আদেশ দাও। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, (একথা শুনে) আমি তাঁকে বললাম, আপনার স্থলে আবু বকর নামায পড়াতে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবে এবং এজন্য লোকদের শ্রবণ উপযোগী

করে কেরায়াত করতে পারবেন না। সুতরাং লোকদের নামায পড়াবার জন্য উমরকে আদেশ করুন। (একথা শোনার পরও) তিনি বললেন, আবু বকরকে আদেশ কর, সে লোকদের সাথে নামায আদায় করুক। আয়েশা রা. বলেন, এ সময়ে আমি হাফসাকে বললাম। তাঁকে বল, আবু বকর আপনার স্থলে নামাযে ইমামতী করতে দাঁড়ালে কাঁদার কারণে লোকদের শ্রবণের মত করে কেরায়াত করতে পারবেন না। তাই উমরকে আদেশ করুন। তিনি লোকদের নামায পড়াবেন। হাফসা তাই বললো। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা দেখছি ইউসুফকে পরিবেষ্টনকারিণী নারীদের মত। আবু বকরকে বল, লোকদেরকে নামায পড়াতে। একথা শুনে হাফসা (অভিমানের সুরে) আয়েশাকে বললো, তোমার থেকে আমি কখনো কল্যাণ লাভ করিনি।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের সময় কিংবা তার পরপরই কাঁতার সোজা করে দাঁড়ানো।

٦٧٤. عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ·

৬৭৪. নো'মান ইবনে বশীর রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, (নামাযে) তোমরা কাতার সোজা করে নেবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার[১৪] মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।

٦٧٥.عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ فَاِنِّى اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِى·

৬৭৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা (নামাযে) কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াবে। আমি কিন্তু পিছনের দিকেও তোমাদেরকে দেখে থাকি।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার ঠিক করার সময়ে ইমামের মুকতাদীদের সামনে আগমন বা ঘুরে দাঁড়ানো।

٦٧٦.عَنْ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوا صُفُوْفَكُم وَتَرَاصُّوا فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى ·

৬৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, একবার নামাযে ইকামত দেয়া হলে রসূলুল্লাহ স. আমাদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো ঠিক করে নাও এবং সারিবদ্ধ হয়ে মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে আমার পিছনেও দেখে থাকি।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম কাতার বা সারির গুরুত্ব।

٦٧٧. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ الْغَرِقُ وَالْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنَ وَالْهَدِمُ وَقَالَ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لاَسْتَهَمُوْا·

---

১৪. চেহারার বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়ার অর্থ হলো, তোমাদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ ও রেষারেষী সৃষ্টি হবে ও তা বৃদ্ধি পাবে। কেননা, হিংসা ও বিদ্বেষের কারণেই একে অপরকে হাসিমুখে বরণ করতে পারে না বরং একে অপরের চেহারা দেখতেও বিরক্তি ও ঘৃণাবোধ করে।

৬৭৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, পানিতে ডুবে, পেটের পীড়ায়, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে এবং ভূমি ধ্বসে বা চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তিরা সবাই শহীদ হিসেবে গণ্য। তিনি আরো বলেছেন, লোকেরা যদি জানতো প্রথম ওয়াক্তে (সময় হওয়া মাত্রই) নামায আদায় করার কত মর্যাদা, তাহলে প্রতিযোগিতা করতো। তারা যদি জানতো এশা ও ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার মর্যাদা কতো তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই জামাআতে হাযির হতো। আর জামাআতের প্রথম সারিতে নামায আদায় করার মর্যাদা সম্পর্কে যদি তারা জানতো তাহলে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য লটারী করতে বাধ্য হতো।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতার ঠিক করাই নামাযের পূর্ণাঙ্গতা।

٦٧٨. عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ وَاَقِيْمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ ٠

৬৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ইক্তেদা বা অনুসরণের জন্যই ইমাম নিয়োগ করা হয়। সুতরাং তার সাথে বা তার ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ো না। সে রুকূ করলে রুকূ করো এবং সে (রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে) "সামিআল্লাহু লিমান হামিদা" (অর্থাৎ কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বললে তোমরা "রাব্বানা লাকাল হামদ" (অর্থাৎ হে আমাদের রব সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে। আর ইমাম সিজদায় গেলে তোমরাও সিজদায় যাবে, সে বসে নামায পড়লে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে। আর তোমরা নামাযের কাতার ঠিক করে নেবে, কেননা কাতার ঠিক করে নেয়া নামাযের সৌন্দর্যের অন্তর্গত।

٦٧٩. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلاَةِ ٠

৬৭৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কেননা, কাতার সোজা করে নেয়া নামায শুদ্ধ হওয়ার অংগীভূত।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাতার পুরো না করলে সে গোনাহর কাজ করলো।

٦٨٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَقِيْلَ لَهُ مَااَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْكَرْتُ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّكُمْ لاَتُقِيْمُوْنَ الصُّفُوْفَ وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ قَدِمَ عَلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِيْنَةَ بِهٰذَا ٠

৬৮০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনায় আগমন করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের মধ্যকার কি কি কাজকে আপনি রসূলুল্লাহ স.-এর যুগের কাজের পরিপন্থী বলে মনে করেন ? তিনি বললেন, তোমরা নামাযে কাতার ঠিক করো না—এ কাজটি ছাড়া আর কোনো পরিপন্থী কাজ আমি দেখছি না। উকবাহ ইবনে উবাইদ বুশাইর ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ জিনিসটি নিয়েই আনাস মদীনায় আগমন করেছিলেন।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার ঠিক করা। নো'মান ইবনে বশীর বলেন, কাতার ঠিক করার সময় এক ব্যক্তিকে তার পাশের ব্যক্তির পায়ের গিঁটের সাথে গিঁট মিলাতে দেখেছি।

٦٨١.عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُم فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

৬৮১. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, নামাযের সময় তোমরা কাতারগুলো সোজা করে নেবে। কেননা, আমি পিছনের দিকেও তোমাদের দেখে থাকি। (আনাস রা. বলেন,) আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো ব্যক্তি ইমামের বাম পাশে খাড়া হয়ে ইক্তেদা করলে ইমাম তাকে ধরে পিছনে ঘুরিয়ে যদি ডান পাশে খাড়া করে দেয় তবুও তার নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

٦٨٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِىْ مِنْ وَرَائِىْ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَصَلّٰى وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ وَيُصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

৬৮২. ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদিন রাতে আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়তে গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ স. পিছন দিক হতে আমার মাথা (অর্থাৎ চুল) ধরে (ঘুরিয়ে নিয়ে) তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি নামায আদায় করে ঘুমালেন। পরে মুয়াযযীন এসে নামাযের সময় জানালে তিনি উঠে অযু ছাড়াই নামায আদায় করতে চলে গেলেন।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ নারী একাই এক কাতারে দাঁড়াবে।

٦٨٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَيَتِيْمٌ فِىْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَاُمِّىْ اُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

৬৮৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের বাড়ীতে আমি এবং একজন ইয়াতীম বাচ্চা নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করেছি। আর আমার মা উম্মে সুলাইম দাঁড়িয়েছেন আমাদের সবার পিছনে।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মসজিদের ডান দিকের বর্ণনা। অর্থাৎ মুকতাদী একাকী হলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে। এটিই মুকতাদীর দাঁড়ানোর জায়গা।

٦٨٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً اُصَلِّى عَنْ يَسَارِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِىْ اَوْ بِعَضُدِىْ حَتّٰى اَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِىْ -

৬৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক রাতে নামায পড়ার জন্য আমি নবী স.-এর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার কাঁধ কিংবা হাত ধরে তাঁর ডান পাশে খাড়া করেছিলেন এবং হাত দ্বারা পিছনের দিকে ইশারা করে দেখিয়েছেন।

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুকতাদীদের মধ্যে কোনো দেয়াল বা পর্দা থাকা। হাসান (বসরী) র. বলেছেন, ইমাম ও তোমার মধ্যে কোনো নহর থাকলেও কোনো দোষ নেই। আবু মিজলাম র. বলেছেন, ইমামের তাকবীর শোনা যায় এমন অবস্থায় যদি ইমাম ও মুকতাদীর মধ্যখানে কোনো রাস্তা বা প্রাচীরও থাকে তবুও ইক্তেদা করা চলবে।

٦٨٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فِىْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَاٰى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَاَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذٰلِكَ فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ فَقَامَ مَعَهُ اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ صَنَعُوْا ذٰلِكَ لَيْلَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ النَّاسُ فَقَالَ اِنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

৬৮৫. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. তাঁর কক্ষেই রাত্রিকালীন নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কক্ষটির দেয়াল নীচু থাকার কারণে (নামাযরত অবস্থায়) তাঁর শরীর দেখতে পেয়ে বেশ কিছু লোক তাঁর ইক্তেদা করে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেল (এবং নামায আদায় করলো)। সকাল বেলা তারা এ নিয়ে অন্যদের সাথেও আলাপ করলো। দ্বিতীয় রাতে নবী স. আবার নামাযে দাঁড়ালে (সে রাতেও) কিছু লোক তাঁর পিছনে ইক্তেদা করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। তারা দু বা তিন রাত (পর পর) এরূপ করলে পরবর্তী সময়ে (রাতে) রসূলুল্লাহ স. নামায না পড়ে বসে থাকলেন। (এবং এভাবে রাত কেটে গেল।) সকাল বেলা লোকেরা এ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে তিনি বললেন, আমি আশংকাবোধ করলাম যে, (এমন করতে থাকলে) রাতের নামায (তাহাজ্জুদ) তোমাদের জন্য ফরয করে দেয়া হবে।

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায (তাহাজ্জুদ)।

٦٨٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ فَثَابَ اِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلُّوْا وَرَاءَهُ.

৬৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর একখানা চাটাই ছিল। দিনের বেলা সেটি তিনি বিছাতেন আর রাতের বেলায় তার সাহায্যে কামরা বানাতেন অর্থাৎ পর্দা হিসেবে লটকিয়ে আড়াল করতেন এবং সেখানে রাতের নামাযও (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। কিন্তু কিছু লোক তাঁর কাছে এসে পিছনে কাতারবন্দী হয়ে নামায আদায় করতে শুরু করলো।

٦٨٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيْرٍ فِيْ رَمَضَانَ فَصَلّٰى فِيْهَا لَيَالِيَ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ قَدْ عَرِفْتُ الَّذِيْ رَأَيْتُ مِنْ صَنِيْعِكُمْ فَصَلُّوا اَيُّهَاالنَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ اَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.

৬৮৭. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. রযমান মাসে একটি কামরা তৈরী করেছিলেন। (বর্ণনাকারী বুশর ইবনে সাঈদ বলেন,) মনে হয় সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত আমার কাছে হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলেছিলেন যে, কামরাটি ছিল চাটাই নির্মিত। এ কামরায় নবী স. বেশ কয়েক রাত নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করেছিলেন। তখন তাঁর কিছু সাহাবীও তাঁর এ নামাযে ইক্তেদা করতেন। তিনি তা জানতে পেরে (এক রাতে) বসে থাকলেন। সকালে তিনি তাদের কাছে বললেন, আমি তোমাদের কাজ-কর্ম অর্থাৎ নামাযের প্রতি আসক্তি দেখেছি ও তা অনুধাবন করেছি। হে লোকেরা, তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতেই নামায আদায় কর। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের নামাযের মধ্যে সবচেয়ে ভাল নামায হচ্ছে তা, যা তার বাড়ীতে পড়া হয়।[১৫]

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শুরু করার সময় তাকবীর বলা ওয়াজিব।

٦٨٨. عَنْ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَلْاَنْصَارِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ قَالَ اَنَسٌ فَصَلّٰى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا، وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

৬৮৮. আনাস ইবনে মালেক আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং ডান পাঁজরে আঘাত পান। আনাস রা. বলেন, সে সময় তিনি বসে বসে এক (ওয়াক্ত) নামায পড়েন। আমরাও বসে বসেই তাঁর পিছনে নামায আদায় করলাম। পরে সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, ইক্তেদা (অনুসরণ) করার জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে আদায় করবে। রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে, রুকূ থেকে উঠলে তোমরাও উঠবে, সিজদা করলে

---

১৫. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ছয়জন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনাকারী সাহাবী যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণনা করেছেন বুশরা ইবনে সাঈদ। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স.-এর তৈরী উক্ত হুজরা বা কামরা কিসের দ্বারা তৈরী বলে সাহাবী বলেছিলেন তা আমার ভাল মনে নেই। তবে মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তা চাটাই এর তৈরী ছিল।

তোমরাও সিজদা করবে এবং যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলবে, তখন তোমরা "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" (অর্থাৎ হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট) বলবে।

٦٨٩.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ اَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُوْدًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ اِنَّمَا الْاِمَامُ اَوْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ۔

৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেছেন, এক সময়ে রসূলুল্লাহ স. ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়ে ডান পাঁজরে আঘাত পান। সে সময় তিনি বসে বসে আমাদের নামাযে ইমামতী করেন। আমরাও বসেই তাঁর পিছনে ইক্তেদা করি। (নামায শেষে) তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং সে তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, রুকূ থেকে মাথা উঠালে তোমরাও উঠাবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলবে এবং সিজদা করলে তোমরাও সিজদা করবে।

٦٩٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَرْكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ۔

৬৯০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ইমাম এজন্য নিযুক্ত হয় যে, তাঁকে অনুসরণ করা হবে। সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে, তোমরাও তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলবে, সিজদা করলে সিজদা করবে এবং বসে নামায আদায় করলে তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় করবে।

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আরম্ভ করার সময় প্রথম তাকবীরে দু হাত সমভাবে উঠান।

٦٩١.عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ اَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ ۔

৬৯১. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করার সময় কাঁধ বরাবর দু হাত উঠাতেন। রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় এবং

রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় অনুরূপভাবেই দু হাত উঠাতেন এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' ও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি অনুরূপ (হাত উঠানোর কাজ) করতেন না।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ করা এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু হাত উপরে উঠানো।

٦٩٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ فِى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوْعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ

৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ স. নামায পড়তে দাঁড়িয়ে (নামায শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমায়) দু হাত উঠিয়েছেন—হাত দু খানি কাঁধ বরাবর উঠেছে। রুকূর তাকবীর বলার সময় তিনি এমনটি করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় এরূপ করতেন এবং "সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। কিন্তু সিজদার সময় তিনি এরূপ (দু হাত উঠানো) করতেন না।

٦٩٣.عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ اِذَا صَلّٰى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا .

৬৯৩. আবু কিলাবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি দেখেছেন, মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস নামায পড়তে দাঁড়ালে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু হাত উঠাতেন, রুকূতে যাওয়ার সময় দু হাত উঠাতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় দু হাত উঠাতেন। আর তিনি (মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. এরূপ করেছেন।

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠাতে হবে। আবু হামেদ রা. তার বন্ধুদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী স. তাকবীরে তাহরীমার সময় তাঁর দু খানি হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন।

٦٩٤.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِفْتَتَحَ التَّكْبِيْرَ فِى الصَّلاَةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ فَعَلَ مِثْلَهُ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلاَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِيْنَ يَسْجُدُ وَلاَ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ.

৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে নামায শুরু করার সময় তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে শুরু করতে দেখেছি। তাকবীর বলার

সময় তিনি দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়েছেন। আবার যখন রুকূর তাকবীর বলেছেন, তখনও অনুরূপ করেছেন (দু হাত উঠিয়েছেন) এবং পরে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলেও অনুরূপ করেছেন এবং "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা স্তুতির উপযোগী একমাত্র তুমিই) বলেছেন। কিন্তু সিজদা করার সময় বা সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তিনি এরূপ করতেন না।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ দু রাকআত পড়ে উঠার সময় দু হাত উঠানো।

٦٩٥. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ.

৬৯৫. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর যখন নামায শুরু করতেন, তখন তাকবীর বলে দু'হাত উঠাতেন। যখন রুকূ' করতেন দু'হাত উঠাতেন। যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (কেউ আল্লাহর প্রশংসা করলে তিনি তা শুনে থাকেন) বলতেন তখন দু'হাত উঠাতেন। আর যখন দু'রাকআত শেষ করে উঠতেন, তখনও দু'হাত উঠাতেন। ইবনে উমর একথাগুলো রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থাৎ তিনি একথাগুলো বলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬]

---

১৬. নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে রফ-এ ইয়াদাইন বা দু হাত উঠাবার কথা বেশ কিছুসংখ্যক হাদীসে কিছু সংখ্যক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। এর পক্ষে ও বিপক্ষে হাদীস উল্লেখ আছে। রসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন সময়ের কথার মধ্যে ও বিভিন্ন সময়ের কাজের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বৈপরীত্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা বাহ্যিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, তবে একজন খাঁটি মুসলমানের কাজ তা নিয়ে কোনো প্রকার বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া। বরং এর একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে বের করা দরকার। কেননা, নবী স.-এর কথায় ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য বা সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকতে পারে না! বরং যাকিছু আমরা বাহ্যিকভাবে দেখে থাকি তা আমাদের অবোধগম্যতার ফল।

নামাযের বিভিন্ন পর্যায়ে দু'হাত উঠানোর নিয়মকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবু দাউদ এবং ইবনে জারীর তাহাবীর মত মনীষীগণ গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া আর কোনো পর্যায়ে দু হাত উঠানোকে সঠিক বলে স্বীকার করেন না। সাওরী, নখয়ী, ইবনে আবী লায়লা, আলকামাহ ইবনে কায়েস, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আমের শাবী, আবু ইসহাক সাবিয়ী, খায়ছামাহ, মুগীরাহ, ওয়াকী এবং আছেম ইবনে কুলাইব এ মতকেই সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। উভয় মতামতের স্বপক্ষেই দৃঢ় প্রমাণাদি রয়েছে। যারা হাত উঠানোর পক্ষে, তারা দলীল হিসেবে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণিত হাদীস এবং বুখারীতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসগুলো পেশ করে থাকেন। আর যারা হাত উঠানোকে সঠিক বলে মনে করেন না, তারা বলেন, নবী স. ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাত উঠাতেন। কিন্তু পরে তিনি তা পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহর তরফ থেকে তা মানসুখ বা বাতিল করা হয়েছিল। দলীল হিসেবে তারা রসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করে থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زُبَيْرٍ رَاٰى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ فَاِنَّ هٰذَا شَيْئٌ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكَهُ.

১. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. দেখলেন, এক ব্যক্তি নামাযে রুকূ করার সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময় 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা দু হাত উঠাচ্ছে। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) লোকটিকে বললেন, এরূপ (অর্থাৎ হাত উঠানো) করবে না। কেননা, এ কাজ রসূলুল্লাহ স. প্রথম দিকে (ইসলামের প্রথমাবস্থায়) করেছিলেন, কিন্তু পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন।" ইমাম তাহাবী সহীহ সনদে একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যা থেকে 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা দু হাত উঠানো মানসুখ হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। হাদীসটি সনদসহ নিম্নরূপ ঃ

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর বাঁধার বর্ণনা।

٦٩٦.عَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ اَن يَضَعَ الرَّجُل اليَدَ اليُمنى عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسرَى فِي الصَّلاَةِ وَقَالَ أَبُوْ حَازِمٍ لاَ اَعلَمُهُ الاَّ يَنمِي ذلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِسمعِيلُ يُنمَى ذلِكَ وَلَمْ يَقُل يَنمِي ٠

৬৯৬. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে লোকদেরকে ডান হাত বাঁ হাতের উপর স্থাপন করার নির্দেশ দেয়া হতো। আবু হাযেম বলেছেন, এ কাজটিকে আমি নবী স.-এর কাজ বলেই জানি।

حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ دَاوُدَا وَقَالَ اَخْبَرنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ يُوْنُسْ قَالَ اَخْبَرنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَر فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ الاَّ فِي التَّكْبِيْرَاتِ الاُوْلَى مِنَ الصَّلٰوةِ

ইমাম তাহাবী র. বলেন, ইবনে আবু দাউদ র. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস আমাকে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আবু বকর ইবনে আইয়াশ হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ বলেছেন, আমি ইবনে উমরের পিছনে নামায আদায় করেছি, (তাঁকে দেখেছি) তিনি নামাযে (শুরু করার সময়) একমাত্র প্রথম তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) ছাড়া 'রফ-এ ইয়াদাইন' (দু হাত উঠানো) করতেন না।

এখন প্রকৃত কথা হলো এই যে, রফ-এ ইয়াদাইন বা হাত উঠানোর পক্ষেও বিপক্ষে মজবুত প্রমাণাদি রয়েছে। কিন্তু দুটির উপরই আমল করা সম্ভব নয়। বরং যে কোনো একটির উপর আমল করতে হবে। আর তা করতে হলে কোন্ কাজটি রসূলুল্লাহ স. আগে করেছেন আর কোন্‌টি পরে করেছেন তা প্রমাণ করে পরের কাজটির উপরই আমল করতে হবে। আর উপরের আলোচনার মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এ ব্যাপারে ইমাম তাহাবী সুদীর্ঘ আলোচনার পর বলেছেন, অন্য সকল প্রশ্ন বাদ দিলেও 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা হাত উঠানোর পক্ষে ও বিপক্ষে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনাকারী রাবীদের জ্ঞান ও ইলমের দিক বিচার করলেও 'রফ-এ ইয়াদাইন' বা হাত উঠানোর বিপক্ষের হাদীসই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ইমাম আওযায়ী ও ইমাম আবু হানিফার মধ্যে কার একটি আলোচনা উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইবনে উয়াইনার বর্ণনা মতে, এক সময় মক্কায় ইমাম আওযায়ী ও আবু হানিফা পরস্পর মিলিত হলে ইমাম আওযায়ী ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনি নামাযে রুকূ করার সময় ও রুকূ থেকে উঠার সময় হাত উঠান না কেন ? উত্তরে ইমাম আবু হানিফা বললেন, তা করতে হবে একথা নবী স. থেকে প্রমাণিত নয়, এজন্য করি না। একথা শুনে আওযায়ী বললেন, প্রমাণিত নয় কি করে ?

حَدَّثَنِي الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ .

"যুহরী সালেম রা. থেকে তার পিতার মাধ্যমে নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার সময়) রুকূর সময় এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় দু হাত উঠাতেন।" আবু হানিফা র. বললেন ঃ

حَدَّثَنِي حَمَّادُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَيَرْفَعُ يَدَيْهِ الاَّ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ بِشَيْئٍ مِّنْ ذٰلِكَ

"হাম্মাদ, ইবরাহীম, আলকামা এবং আসওয়াদের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. একমাত্র নামায শুরু করার সময় (তাকবীরে তাহরীমার সময়) দু হাত উঠাতেন। এছাড়া নামাযের মধ্যে আর কখনো তিনি হাত উঠাননি।' আওযায়ী বললেন, আমি যুহরী, সালেম ও তার পিতার মত লোকের (রাবীর) মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস আপনার নিকট বর্ণনা করছি, আর আপনি হাম্মাদ ও ইবরাহীমের মত লোকের মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের কথা বলেছেন। একথা শুনে আবু হানিফা বললেন, হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, ইবরাহীম সালেমের

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে একাগ্রতা রক্ষা করা।

٦٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِىْ هٰهُنَا وَاللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَىَّ رُكُوْعُكُمْ وَلاَ خُشُوْعُكُمْ وَاِنِّى لاَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِى.

৬৯৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা কি মনে করো যে, নামাযে আমার মুখ শুধু কেবলার দিকে থাকে ? আল্লাহর শপথ তোমাদের রুকূ করা এবং (নামাযের মধ্যে) একাগ্রতা অবশ্যই আমার অগোচর থাকে না। আমি পিছন দিক থেকে তোমাদেরকে দেখতে পাই। (অর্থাৎ নামাযরত অবস্থায় তোমরা আমার পিছনে থাকলেও আমি তোমাদের রুকূ' ও একাগ্রতাসহ সবকিছু দেখে থাকি।)

٦٩٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَقِيْمُوا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِى وَرُبَّمَا قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِى اِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

৬৯৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, তোমরা রুকূ ও সিজদাগুলোকে ঠিকভাবে আদায় কর। আল্লাহর শপথ, তোমরা রুকূ ও সিজদা কালে (আমার পিছনে থাকলেও) আমি পিছন দিকেও দেখে থাকি। (অর্থাৎ আমি সামনে যেমন দেখতে পাই পিছনেও তেমনি দেখে থাকি।)

চেয়ে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ, আর আলকামাহ জ্ঞানও বিচক্ষণতায় ইবনে উমর থেকে কম নয়। যদিও ইবনে উমর রসূলুল্লাহ স.-এর সুহবত বা সাহচর্য লাভ করেছেন, কিন্তু আলকামাহ ইবনে উমরের সাহচর্য লাভ করেছেন। আসওয়াদের মর্যাদা তো অনেক দিক দিয়ে। আর আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) তো আবদুল্লাহই। (তাঁর জ্ঞান ও বিচক্ষণতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না)। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রাবীদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দিক বিচার করে যাদের মধ্যে তা আছে তাদের বর্ণিত হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, কোনো বিশেষ বিচারে কেউ মর্যাদাবান ও সম্মানী হতে পারেন ; তাই বলে জ্ঞান তাঁর থাকবেই এমন কোনো কথা নয়। হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখা, হাদীস বুঝা ও সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা জ্ঞানী ও বিচক্ষণদের কাজ। সুতরাং তাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করাই তুলনামূলকভাবে বেশী নিরাপদ। এ ছাড়াও ইমাম তাহাবী ও ইমাম বায়হাকী সহীহ সনদে হাসান ইবনে আইয়াশের মাধ্যমে আসওয়াদ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِى اَوَّلِ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.

"আসওয়াদ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে নামাযের প্রথম তাকবীরে (তাকবীরে তাহরীমায়) শুধু দুখানি হাত উঠাতে দেখেছি। এছাড়া নামাযের মধ্যে আর কোথায়ও তিনি হাত উঠাননি।"

ইমাম আবু হানিফা হাম্মাদের মাধ্যমে ইবরাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَهُ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ السُّجُوْدِ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَلٰوةً اُرٰى قَبْلَهَا اَفَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَصْحَابِهِ الخ

"ইবরাহীম র. বলেন, তার (আমার) কাছে ওয়ায়েল ইবনে হুজর উল্লেখ করেছেন যে, সে নবী স.-কে রুকূ ও সিজদা করার সময় হাত উঠাতে দেখেছেন। অতএব এক বেদুঈন বললো, আমার এটা দেখার পূর্বে সে নবী স.-এর সাথে নামায পড়েনি। সে কি আবদুল্লাহ এবং রসূলের সাহাবীদের চেয়ে বেশী জানে ?"

এছাড়াও অসংখ্য বর্ণনাকারী রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-এর নিকট থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি শুধু নামায শুরু করার সময় হাত উঠাতেন। এ হাদীস তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইসলামী শরীয়াতে, বিধি-বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি নবী স.-এর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন। কেননা, তিনি বাড়ীতে ও সফরে নবী স.-এর খাদেম ছিলেন এবং তাঁর সাথে অসংখ্য নামায আদায় করেছেন। সুতরাং হাদীসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করাই উত্তম। আর এসব কারণেই রফ-এ ইয়াদাইন বা দু হাত উত্তোলনের হাদীসের উপর আমল করা যেতে পারে না।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীরের (তাহরীমা) পর কি পড়তে হবে ?

٦٩٩. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

৬৯৯. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. আবু বকর ও উমর "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" বলে অর্থাৎ সূরা ফাতিহা দ্বারা নামায শুরু করতেন।

٧٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٠

৭০০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. (নামায শুরু করে) তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) ও কেরায়াতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন (অর্থাৎ প্রকাশ্যে কিছু শোনা যেত না বা চুপেচুপে পড়লেও বুঝা যেত না)। আবু যারআ বলেন, আমার মনে হয় বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেছিলেন যে, তিনি অল্প কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি (আবু হুরাইরা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তাকবীর ও কেরায়াতের মাঝখানে নিশ্চুপ থাকার সময় আপনি কি বলেন ? উত্তরে তিনি [নবী স.] বললেন, তখন আমি বলি, হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান রয়েছে তদ্রূপ আমার এবং আমার গোনাহের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে ময়লা হতে যেরূপ পবিত্র করা হয়, তদ্রূপ আমাকে গোনাহ হতে পবিত্র কর। হে আল্লাহ ! আমার গোনাহ ও পাপরাশিকে তুমি পানি, বরফ ও তুষারকণিকা দ্বারা ধৌত করে দাও।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ[১৭]

٧٠١. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ قَدْ دَنَتْ

১৭. এ অনুচ্ছেদে কোনো শিরোনামা নেই।

مِنِّى الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ اَىْ رَبِّ اَوْ اَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا اَمْرَأَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قُلْتُ مَا شَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا لاَ اَطْعَمَتْهَا وَلاَ اَرْسَلَتْهَا تَاْكُلُ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ خَشِيشِ اَوْ خِشَاشِ الْاَرْضِ ·

৭০১. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (সূর্যগ্রহণ হলে) সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতে কুসূফ) আদায় করতে শুরু করলে দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থাকলেন। পরে দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে কিয়াম করলেন। পরে আবার রুকূতে গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এরপর রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন এবং উঠে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘসময় থাকলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআত পড়ার জন্য উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন এবং কিয়াম করলেন। এরপর রুকূ করে দীর্ঘক্ষণ থেকে উঠলেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে থেকে আবার রুকূতে গেলেন। এবারও দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। পরে রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় থাকলেন এবং মাথা উঠিয়ে আবার সিজদায় গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটালেন। এরপর নামায শেষ করে বললেন, এ নামাযের মধ্যে জান্নাত আমার অনেক নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের এক ছড়া ফল তোমাদের কাছে আনতে পারতাম। আর জাহান্নামও আমার অনেক নিকটবর্তী হয়েছিল, এতো নিকটবর্তী হয়েছিল যে, আমি বললাম, হে রব! আমিও কি তাদের সাথে থাকবো ? অর্থাৎ জাহান্নামবাসীদের মধ্যে গণ্য ? এ সময় আমি একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমার মনে হয় নবী স. বলেছিলেন, একটি বিড়াল তাকে থাবা মেরে মেরে নখর বিঁধিয়ে (রক্তাক্ত করে) দিচ্ছে। [নবী স. বলেন,] আমি বললাম, এ স্ত্রীলোকটির এ কিরূপ অবস্থা (অর্থাৎ এরূপ অবস্থা কেন) ? (সেখানে উপস্থিত) লোকেরা বললো, এ স্ত্রীলোকটি বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু খেতে দেয়নি বা মুক্ত করে দিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়নি এবং এভাবে বিড়ালটি মারা গিয়েছিল। নাফে' (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, বিড়ালটিকে বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার সুযোগ দেয়নি।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের দিকে তাকানো। আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. সালাতে কুসূফ (সূর্যগ্রহণের নামায) সম্পর্কে বলেছেন, (এ নামাযে) যখন তোমরা আমাকে বিলম্ব করতে দেখলে, তখন আমি দেখলাম জাহান্নামের আগুন পরস্পরকে আক্রমণ করছে।

٧٠٢. عَنْ أَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ·

৭০২. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (ইবনে ইরত তামী)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যোহর এবং আসরের নামাযে কি রসূলুল্লাহ স. কিছু পাঠ করতেন ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা বললাম, তা তোমরা কিভাবে বুঝতে পারতে ? তিনি (খাব্বাব) বললেন, আমরা তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারতাম (যে, তিনি কিছু পড়ছেন)।

٧٠٣. عَنِ الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرُ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا صَلُّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامُوْا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ ٠

৭০৩. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না) তাঁরা (সাহাবীগণ) যখন নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতেন, তখন নবী স. রুকূ থেকে মাথা উঠালে সাহাবীগণ ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না তাঁকে সিজদায় যেতে দেখতেন। (তিনি সিজদায় গেলে তারাও সিজদায় যেতেন)।[১৮]

٧٠٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى، قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِيْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ قَالَ اِنِّيْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَابَقِيَتِ الدُّنْيَا ٠

৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় একবার সূর্যগ্রহণ হলে তিনি "গ্রহণের নামায" (সালাতে খুসূফ) আদায় করলেন। (নামায শেষে) সাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখতে পেলাম, আপনি যেন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছু উঠালেন। তারপর দেখলাম আপনি যেন পিছু হটলেন। (একথা শুনে) তিনি বললেন, আমি জান্নাত দেখতে পেয়ে তা থেকে একটা ফলের ছড়া বা কাঁদি উঠিয়ে নিতে ইচ্ছা করলাম। যদি আমি তা নিতাম তাহলে তা তোমরা দুনিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারতে।

٧٠٥.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَقَى الْمِنْبَرَ فَاَشَارَ بِيَدَيْهِ قِبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْاٰنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَكُمُ الصَّلَاةَ : اَلْجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِيْ قِبْلَةِ هٰذَا الْجِدَارِ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ثَلَاثًا ـ

৭০৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী স. আমাদের নামায পড়ানোর পর মিম্বরে আরোহণ করে নিজের দু হাত দিয়ে মসজিদের কিবলার দিকে ইশারা করে বললেন, আজ আমি যখন তোমাদের নামায পড়াতে শুরু করলাম (ঠিক) সেই সময় কিবলার দিকের এ প্রাচীরে জান্নাত এবং জাহান্নামের ছবি দেখতে

---

১৮. বারাআ সম্পর্কে كان غير كذوب বা 'মিথ্যাবাদী ছিলেন না' কথা বলা হয়েছে। এটা এজন্য নয় যে, তাঁর সম্পর্কে কারো এ ধারণা ছিল যে, তিনি মিথ্যাবাদী। সুতরাং সেই ধারণা অপনোদনের জন্য কথাটি বলা হয়েছে। বরং এটি তৎকালীন আরবদের সাধারণ বাকরীতি ছিল। যেমন নবী স. সম্পর্কেও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ الصادق المصدوق "সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত"। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তো আর একথা বলা যায় না যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন বলে কেউ ধারণা করতে পারে। তাই সেই ধারণা দূর করার জন্য উপরোক্ত কথাটি বলা হয়েছে।' এটা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং বারাআ সম্পর্কে كان غير كذوب কথাটি এখানে তৎকালীন বাকধারা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

পেলাম। আজকের দিনের মতো কল্যাণ আর অকল্যাণ এবং ভাল ও মন্দকে (জান্নাত কল্যাণ ও ভাল, জাহান্নাম অকল্যাণ ও মন্দ) এরূপভাবে (স্পষ্ট করে) কোনোদিনও দেখিনি। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

٧٠٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَالِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَالِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ ـ

৭০৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, এসব লোকের কি হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করে থাকে। এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর কথা বললেন, এমনকি পরিশেষে বললেন, তারা এ কাজ থেকে বিরত হোক। অন্যথায়, অকস্মাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়া হবে।

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা।

٧٠٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ـ

৭০৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা এক প্রকার চুরি, যা শয়তান বান্দার নামায থেকে করে থাকে।

٧٠٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْ خَمِيْصَةٍ لَهَا اَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِيْ اَعْلاَمُ هٰذِهِ اذْهَبُوْا بِهَا اِلَى اَبِيْ جَهْمٍ وَأْتُوْنِيْ بِاَنْبِجَانِيَّةٍ ـ

৭০৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন তাঁর (আয়েশার) একখানা নকশা করা কাপড়ে নামায পড়লেন এবং নামায শেষ করে বললেন, কাপড়ের এ নকশা (ও কারুকার্য) গুলো নামাযের মধ্যে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে ব্যস্ত রেখেছে। সুতরাং (কাপড় বিক্রেতা) আবু জাহমের কাছে গিয়ে (এটি পালটিয়ে দিয়ে) নকশাবিহীন একখানা মোটা কাপড় নিয়ে এসো।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটলে অথবা থুথু কিংবা অন্য কোনো কিছু সামনে দেখলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা যাবে কিনা? সাহল র. বর্ণনা করেছেন, আবু বকর একদিকে তাকালে নবী স.-কে দেখতে পেয়েছিলেন।

٧٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّيْ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِيْنَ انْصَرَفَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِى الصَّلاَةِ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ اَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِى الصَّلاَةِ ـ

৭০৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, এক সময় রসূলুল্লাহ স. মসজিদের কিবলার দিকে (নিজের সামনে) থুথু বা কফ দেখতে পেলেন। সে সময় তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। তিনি থুথু বা কফ পরিষ্কার করলেন। তারপর নামায সমাধা করে বললেন, তোমরা কেউ যখন নামায আদায় করবে, তখন মনে করবে যে আল্লাহ তার সামনেই আছেন। অতএব, কেউ যেন নামাযে সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে।

٧١٠.عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا الْمُسْلِمُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ لَمْ يَفْجَأَهُمْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ وَنَكَصَ أَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ لَهُ الصَّفَّ فَظَنَّ اَنَّهُ يُرِيْدُ الْخُرُوْجَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَن يَّفْتَتِنُوْا فِىْ صَلاَتِهِمْ فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَتِمُّوْا صَلاَتَكُمْ فَاَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّىَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ ٠

৭১০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, একদিন মুসলমানগণ ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ রসূলুল্লাহ স. তাদের সামনে এসে গেলেন। (অর্থাৎ সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে পেলেন) তিনি আয়েশার ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এ সময় তারা কাতারবন্দী হয়ে (নামায আদায় করতে) ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি (রসূল) আনন্দিত হয়ে মুচকি হাসলেন। এ সময় আবু বকর মনে করলেন, তিনি [নবী স.] হয়তো বাইরে আসতে চাচ্ছেন। তাই তিনি পিছু হটে কাতারে শামিল হয়ে [ইমামতীর জন্য রসূলুল্লাহ স.-কে] জায়গা ছেড়ে দিতে উদ্যত হলেন এবং মুসলমানরাও নামায ছেড়ে দিতে উদ্যত হলো। তিনি তাদেরকে ইশারা করে বললেন, নামায সমাধা করে নাও। আর এ সময় তিনি পর্দাও নামিয়ে দিলেন। এ দিনটির শেষভাগেই তিনি ওফাত পেয়েছিলেন।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে কিংবা বাড়ীতে, নীরবে কিংবা সরবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সকল নামাযেই ইমাম ও মুকতাদীদের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব।

٧١١. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ شَكَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ سَعْدًا اِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوْا اَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ، فَقَالَ يَا اَبَا اِسْحَاقَ اِنَّهُ هٰؤُلاَءِ يَزْعُمُوْنَ اَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّى قَالَ اَبُوْ اِسْحَقَ اَمَّا اَنَا وَاللّٰهِ فَاِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّى بِهِمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اَخْرِمُ عَنْهَا اُصَلِّى صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَاَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَخِفُّ فِى الْاُخْرَيَيْنِ، قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا

اَبَا اِسْحٰقَ فَاَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً اَوْ رِجَالاً اِلَى الْكُوْفَةِ يُسَأَلُ عَنْهُ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا اِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ وَيُثْنُوْنَ عَلَيْهِ مَعْرُوْفًا حَتَّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِىْ عَبْسٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ اُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنٰى اَبَا سَعْدَةَ قَالَ اَمَّا اِذْ نَشَدْتَنَا فَاِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَيَسِيْرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلاَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِى الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ اَمَا وَاللّٰهِ لاَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ : اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ عَبْدُكَ هٰذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ ، قَالَ فَكَانَ بَعْدُ اِذَا سُئِلَ يَقُوْلُ شَيْخٌ كَبِيْرٌ مَفْتُوْنٌ اَصَابَتْنِىْ دَعْوَةُ سَعْدٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَاَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلٰى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ ، وَاِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِىْ فِى الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ -

৭১১. জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফাবাসীগণ উমরের কাছে সাআদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি তাঁকে পদচ্যুত করে আম্মারকে তাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। তারা (কুফাবাসীগণ) সাআদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ পেশ করলো। এমনকি তারা বললো যে, তিনি নামাযও ভালভাবে আদায় করেন না। সুতরাং উমর তাঁকে ডেকে পাঠালেন। (তিনি আসলে) উমর বললেন, হে আবু ইসহাক! এরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, আপনি নামাযও ভালভাবে আদায় করেন না। (একথা শুনে) সাআদ বললেন, আমি ভালভাবে নামায আদায় করি না। তাহলে শুনুন, আমি তাদের সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ স. যেভাবে নামায আদায় করতেন, ঠিক সেভাবেই নামায আদায় করতাম। রসূলুল্লাহ স.-এর নামায থেকে কোনো কিছুই বাদ দিতাম না। আমি এশার নামায এভাবে আদায় করতাম যে, প্রথম দু রাকআতে সময় লাগাতাম। কিন্তু শেষ দু রাকআত তাড়াতাড়ি শেষ করতাম। (একথা শুনে) উমর বললেন, হে আবু ইসহাক, আপনার সম্পর্কে আমার এটিই ধারণা ছিল। সুতরাং উমর সাআদের সাথে একজন কিংবা কয়েকজন লোককে কুফায় পাঠালেন—কুফাবাসীদের নিকট থেকে তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য। এ তদন্তে তারা কুফার কোনো মসজিদ বাদ না দিয়ে সকল মসজিদে উপস্থিত হলো। (মুসল্লীদের কাছে) সাআদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো এবং সব জায়গার লোকই তার ভূয়সী প্রশংসা করলো। অবশেষে বনী আবাসের মসজিদে উপস্থিত হলে এক ব্যক্তি—যাকে উসামাহ ইবনে কাতাদাহ বলে ডাকা হতো এবং উপনাম ছিল আবু সা'দাহ—সে বললো, যখন তোমরা আমাদেরকে শপথ করালে, তখন শোন, সাআদ জিহাদে অংশগ্রহণ করতেন না, গনীমতের সম্পদ (যুদ্ধলব্ধ অর্থ) সমভাবে অর্থাৎ বিধান মত বণ্টন করতেন না এবং বিচার-ফায়সালায় ইনসাফ করতেন না। (সব কথা শুনে) সাআদ বললেন, তাহলে (এরপর যেহেতু আমার বলার কিছু নেই) আমি তোমাকে তিনটি বদদোয়া দিচ্ছি, (অতপর তিনি বললেন), হে আল্লাহ ! তোমার এ বান্দা যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে, আর প্রদর্শনী (রিয়া) ও

প্রচারের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে থাকে, তাহলে তার আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত করে দাও এবং দারিদ্র ও অভাব বৃদ্ধি করে দীর্ঘায়িত করে দাও এবং তাকে ফেতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত করে দাও। পরবর্তীকালে এ ব্যক্তিকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলতো, আমি দীর্ঘ বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, ফেতনা ও অশান্তিতে নিমজ্জিত এক বৃদ্ধ। আমার ওপর সাআদের বদদোআ কার্যকরী হয়েছে। (এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) আবদুল মালেক বলেন, পরবর্তীকালে আমি লোকটিকে দেখেছিলাম। অতি বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছার কারণে তার চোখের ওপরের ভ্রূ-যুগল চোখের ওপর ঝুলে পড়েছিল। সে পথে যুবতীদেরকে উত্যক্ত করতো এবং তাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করতো।

٧١٢. عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ لاَصَلاَةَ لِمَن لَمْ يَقرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ ـ

৭১২. উবাদাহ ইবনে সামেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়লো না, তার নামাযই হলো না।

٧١٣. عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ المَسجِدَ فَدَخَلَ رَجُل فَصَلّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرَدَّ ، وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِع فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا، فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالحَقِّ مَا اُحسِنُ غَيرَهُ فَعَلِّمنِى فَقَالَ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّر ثُمَّ اَقرَأْ مَا تَيَسَّر مَعَكَ مِن القُرانِ ثُمَّ ارِكَع حَتّى تَطمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارفَع حَتّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسجُد حَتّى تَطمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارفَع حَتّى تَطمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَالِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا ـ

৭১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. (এক সময়) মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য এক ব্যক্তিও মসজিদে প্রবেশ করলো এবং নামায আদায় করে নবী স.-কে এসে সালাম জানাল, তিনি তার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামায আদায় কর। কেননা, তুমি নামায আদায় করনি। (অর্থাৎ তোমার নামায আদায় করা হয়নি) লোকটি গিয়ে পূর্বের মতোই নামায আদায় করলো এবং ফিরে এসে নবী স.-কে সালাম দিল। তিনি পুনরায় বললেন, গিয়ে আবার নামায আদায় কর। কেননা, তোমার নামায আদায় হয়নি। এরূপ তিনবার বললেন। এরপর লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ প্রেরণ করেছেন, এর চেয়ে ভাল করে (নামায) আদায় করতে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী স. বললেন, যখন তুমি নামায পড়তে দাঁড়াবে, তাকবীর (তাহরীমা) বলে শুরু করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে তোমার জন্য সহজ হয়, সেখান থেকে পড়বে। তারপর রুকূ করবে এবং তৃপ্তি সহকারে রুকূ করবে। অতপর উঠে ঠিকভাবে দাঁড়াবে। এরপর সিজদায় গিয়ে তৃপ্তি সহকারে সিজদা

করবে। তৎপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে তৃপ্তি সহকারে বসবে। আর এভাবেই সকল নামায আদায় করবে।[১৯]

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّىْ بِهِمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ صَلاَتِى الْعِشَاءِ لاَ اَخْرِمُ عَنْهَا كُنْتُ اَرْكُدُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ ذَالِكَ الظَّنُّ بِكَ.

৭১৪. জাবির ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন। সাআদ (তার বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের অভিযোগের জবাবে) বলেছিলেন, আমি তাদের (কুফাবাসীদের) নিয়ে এমনভাবে নামায আদায় করেছি যেমনভাবে রসূলুল্লাহ স. আদায় করেছেন। এশার নামায আদায় করতে আমি নবী স.-এর নামাযের চেয়ে কিছুই কম করিনি। এশার প্রথম দু রাকআত আমি দীর্ঘায়িত করে পড়েছি এবং শেষ দু রাকআত সংক্ষিপ্ত বা হালকা করে পড়েছি। (সাআদের একথা শুনে) উমর বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাও এটাই। অর্থাৎ তুমি এরূপ করবে এটাই ধারণা।

٧١٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الْاٰيَةَ اَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الْاُوْلٰى وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ.

৭১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহরের নামাযের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য আরো দুটি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাকআত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর একটি বড় সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর অন্য একটা ছোট্ট সূরা) পড়তেন এবং কোনো কোনো সময় শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়তেন। আর তিনি আসরের নামাযের (প্রথম দু রাকআতে) সূরা ফাতিহা এবং অন্য দুটি সূরা পড়তেন। আর ফজরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘ সূরা) পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষিপ্ত করে (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর ছোট্ট একটা সূরা) পড়তেন।

---

১৯. এ অধ্যায়ে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তা থেকে একথা প্রকাশ হয় না যে, ইমামের পেছনে দাঁড়ানো মুক্তাদীদের জন্যও কেরায়াত ওয়াজিব। প্রথম হাদীসে হযরত সাআদ রা.-এর বর্ণনা এসেছে। তিনি নিজের নামাযের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি নিজে ইমামতী করতেন। আর ইমামের জন্য কেরায়াত ওয়াজিব এ ব্যাপারে সবাই একমত। দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত রা.। এতে সূরা ফাতিহা পড়ার অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ অপরিহার্যতা কোন্ কোন্ অবস্থায় এবং কার কার জন্য, সে বিস্তারিত বর্ণনা এখানে নেই। তৃতীয় হাদীস হযরত আবু হুরাইরা রা. বর্ণিত। এতে আছে জামায়াতবিহীন একক ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা। আর একক ব্যক্তির কেরায়াত পড়ার ব্যাপারে সবাই একমত।–সম্পাদক

٧١٦. عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ سَأَلْنَا خَبَّابًا اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ ٠

৭১৬. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমরা খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি যোহর এবং আসরের নামাযে কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কেমন করে আপনারা বুঝতে পারতেন যে, তিনি কিছু পড়ছেন ? তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে বুঝতাম যে, তিনি কিছু পড়ছেন।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٧.عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِاَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قِرَاءَتَهُ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ٠

৭১৭. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি খাব্বাব ইবনে আরাত-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. যোহর ও আসরের নামাযে কি কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমি বললাম, কিভাবে আপনারা জানতেন যে, তিনি পড়তেন ? উত্তরে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়ায় বুঝতে পারতাম যে, তিনি কিছু পড়ছেন।

٧١٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ سُوْرَةٍ ، وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا ٠

৭১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহর ও আসরের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতেহা এবং একটি একটি করে (প্রতি রাকআতে) অন্য সূরা পড়তেন। আর কোনো কোনো সময় আয়াত (অর্থাৎ আয়াত পড়ার আওয়াজ) আমাদের কর্ণগোচর হতো।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের নামাযে কেরায়াতের বর্ণনা।

٧١٩.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ وَاللّٰهِ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِىْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ ٠

৭১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁর আম্মা উম্মুল ফযল তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) "ওয়াল মুরসালাতে উরফান" সূরাটি পড়তে শুনে বললেন, বেটা, এ সূরাটি পড়ে তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, এ সূরাটিই আমি শেষবারের মত

মাগরিবের নামাযে রসূলুল্লাহ স.-কে পড়তে শুনেছিলাম। [অর্থাৎ এ সূরাটির পর আর কোনো সূরা রসূলুল্লাহ স.-কে পড়তে শুনিনি।]

٧٢٠. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمْ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ مَالَكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ بِطُوَلِى الطُّوَلَيْنِ ·

৭২০. মারওয়ান ইবনে হাকাম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, এক সময়ে যায়েদ ইবনে সাবেত আমাকে বললেন, কি ব্যাপার আপনি মাগরিবের নামাযে ছোট ছোট সূরা পাঠ করেন কেন? অথচ আমি নবী স.-কে (মাগরিবের নামাযে) দুটি বড় সূরার মধ্যে বড়টি পাঠ করতে শুনেছি।

৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করা।

٧٢١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ ·

৭২১. মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতঈম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি রসূলুল্লাহ স.-কে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি।

১০০. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা।

٧٢٢.عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَالَ سَجَدْتُ خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلا اَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى اَلْقَاهُ·

৭২২. আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছি। তিনি এ সময় (নামাযে) "ইযায সামাউন শাক্কাত" সূরাটি পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন। এ দেখে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি আবুল কাসেম রা.-এর পিছনে নামায পড়তে এ সূরাতে সিজদা করেছি। [অর্থাৎ নবী স. সিজদা করলে আমিও সিজদা করেছি।] অতএব তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এ সূরায় সিজদা করতে থাকবো।

٧٢٣. عَنْ عَدِىٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِى الْعِشَاءِ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ·

৭২৩. আদী (ইবনে সাবেত আনসারী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বারাআর নিকট থেকে শুনেছি নবী স. সফরে এশার নামাযের প্রথম দু রাকআতের কোনো এক রাকআতে সূরা "ওয়াতত্বীনে ওয়ায-যায়তুন" পাঠ করেছেন।

১০১. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযে সিজদা বিশিষ্ট আয়াত পাঠের বর্ণনা।

٧٢٤. عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ فِيْهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى اَلْقَاهُ .

৭২৪. আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সময়ে আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছি। তিনি এ নামাযে সূরায়ে ইনশিকাকের "ইযাস সামায়ুন শাককাত" পর্যন্ত পড়ে সিজদা (সিজদায়ে তেলাওয়াত) করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এ কি করলেন ? তিনি বললেন, আবুল কাসেম স.-এর পিছনে নামাযে এ আয়াতটিতে (পাঠ করার পর) সিজদা করেছি। সুতরাং তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত) আমি এ কাজ করতে থাকবো।

১০২. অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা।

٧٢٥. عَنْ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْعِشَاءِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ اَوْ قِرَاءَةً

৭২৫. আদী ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বারাআকে বলতে শুনেছেন, আমি নবী স.-কে এশার নামাযের (প্রথম দু রাকআতের কোনো এক রাকআতে) "ওয়াততীনি ওয়ায যায়তুনি" সূরাটি পড়তে শুনেছি। আমি আর কারো নিকট থেকে তাঁর মত মিষ্ট কণ্ঠ বা উত্তম কেরায়াত শুনিনি।

১০৩. অনুচ্ছেদ ঃ (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে) প্রথম দু রাকআতকে দীর্ঘায়িত করা (সূরা ফাতিহার পর অন্য আর একটি সূরা পড়া) এবং শেষ দু রাকআতকে সংক্ষিপ্ত করা (সূরা ফাতিহার পর কোনো সূরা না পড়া)।

٧٢٦.عَنْ جَابِرِ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ لَقَدْ شَكَوْكَ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى الصَّلاَةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَمُدُّ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَلاَ آلُوَ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ صَدَقْتَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ اَوْ ظَنِّىْ بِكَ .

৭২৬. জাবির ইবনে সামুরাহ রা. বর্ণনা করেন, উমর সাআদকে বললেন, (কুফাবাসীগণ) প্রতিটি ব্যাপারে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, এমনকি নামায (আদায়) সম্পর্কেও। (অর্থাৎ তুমি উত্তমরূপে নামায আদায় করো না।) সাআদ বললেন, (আমার সম্পর্কে তারা অভিযোগ করেছে) তাহলে শুনুন। (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের) প্রথম দু রাকআত আমি দীর্ঘ করে পড়তাম আর শেষ দু রাকআত সংক্ষিপ্ত করে পড়তাম। (অর্থাৎ প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি করে সূরা পড়তাম আর শেষ দু রাকআতে সূরা ফাতিহার পর তা পড়তাম না। আর আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নামাযে যেভাবে ইক্তেদা করেছি তার চেয়ে কম করিনি। (কথা শুনে) উমর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার সম্পর্কে আমার এটাই ধারণা ছিল।

১০৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের কেরায়াতের বর্ণনা। উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. ফজরের নামাযে সূরা আত-তূর পাঠ করেছেন।

٧٢٧. عَنْ سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَاَبِىْ عَلَى اَبِىْ بَرْزَةَ الاَسْلَمِىِّ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَالعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ اِلَى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِى الْمَغْرِبِ وَلاَ يُبَالِىْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ اَوْ اِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ ـ

৭২৭. সাইয়্যার ইবনে সালামা রা. বর্ণনা করেন, আমি ও আমার পিতা আবু বারযাহ আসলামীর কাছে গিয়ে তাঁকে নামাযসমূহের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী স. সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করতেন, আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, কোনো ব্যক্তি তাঁর সাথে নামায আদায় করে মদীনার দূরপ্রান্তে গমন করতো এবং সূর্যের তেজ তখন বিদ্যমান থাকতো। সাইয়্যার বলেছেন, আবু বারযাহ মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামাযের জন্য রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি অবলীলাক্রমে বিলম্ব করতেন। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো তিনি পসন্দ করতেন না এবং (নামাযের) পরে (নিদ্রা বাদ দিয়ে) কথা বলাও পসন্দ করতেন না। আর ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, নামাযের পর একজন লোক তার পাশের লোককে চিনতে পারতো। আর ফজরের দু রাকআতে অথবা প্রতি রাকআতে তিনি ষাট হতে একশ আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন।

٧٢٨.عَنْ عَطَاءٌ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفَى عَنَّا اَخْفَيْنَا عَنْكُمْ وَاِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى اُمِّ الْقُرْاٰنِ أَجْزَأَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ.

৭২৮. আতা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন, সকল নামাযেই কুরআন শরীফ পড়া হয়। যেসব নামাযে রসূলুল্লাহ স. আমাদের শুনিয়ে কেরায়াত করেছেন সেসব নামাযে আমরাও তোমাদেরকে শুনিয়ে কেরায়াত করে থাকি আর যেসবে তিনি নীচু আওয়াজে (মনে মনে) পড়েছেন, আমরাও সেসব নামাযে তোমাদের সামনে নীচু আওয়াজে (মনে মনে) পড়ে থাকি। আর সূরা ফাতিহার অতিরিক্ত যদি না পড় (ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা না পড়) তবুও কোনো দোষ হবে না (নামায আদায় হয়ে যাবে)। কিন্তু যদি পড় তবে সেটাই উত্তম।

১০৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের কেরায়াত উচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা। উম্মে সালামাহ রা. বর্ণনা করেন, আমি লোকদের (মুকতাদীদের) পিছনে ঘুরে দেখেছি (যখন তারা নামাযরত)। নবী স. তখন নামাযে সূরায়ে 'আত-তূর' পড়ছিলেন।

٧٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ ، وَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا مَالَكُمْ قَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلاَّ شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَاهٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْصَرَفَ وَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَ تِهَامَةَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِيْنَ اِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اسْتَمَعُوْا لَهُ، فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِيْنَ رَجَعُوْا اِلَى قَوْمِهِمْ ، وَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا : اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَاِنَّمَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ ·

৭২৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে 'উকাযে'র বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এ সময় শয়তানদের (দুষ্ট জিন) জন্য আসমানের খবরাখবর আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। (খবর আনতে গেলে) অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করা হতো। শয়তানরা তাদের কওমের কাছে ফিরে আসলে তারা বললো, তোমাদের কি হলো (যে তোমরা ফিরে আসলে)? উত্তরে তারা বললো, আমাদের আসমানী খবর আনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ শুরু করা হয়েছে। কওমের শয়তানরা বললো, কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটা ছাড়া তোমাদের জন্য আসমানের খবর নেয়া নিষিদ্ধ করা হয়নি। তোমরা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে বিচরণ করে দেখ, কি কারণে আসমানের খবর তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হলো। সুতরাং তারা তেহামার দিকে নবী স.-এর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এ সময় তিনি উকাযের দিকে রাওয়ানা করে 'নাখলা' নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। এসব জিন যখন সেখানে উপনীত হলো তখন নবী স. সাহাবীদের সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিনেরা কুরআন পাঠ করতে শুনে সেদিক মনোযোগ দিল এবং বললো, আল্লাহর শপথ, এ জিনিসই তোমাদের আসমানের খবর সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এখান থেকেই তারা নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো, হে আমাদের কওম! আমরা অদ্ভুত কুরআন (পাঠ) শুনে আসলাম, যা হেদায়াতের পথের সন্ধান দান করে, আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর কখনো আমরা আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। অতপর আল্লাহ তাঁর নবী স.-এর প্রতি এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "বল, আমার ওপর যে অহী নাযিল করা হয়েছে জিনদের একটি দল তা শ্রবণ

করেছে এবং বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। আর তাঁকে অহীর মাধ্যমে জিনদের কথোপকথন জানিয়ে দেয়া হয়েছে।"

٧٣٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَا أُمِرَ وَسَكَتَ فِيْمَا أُمِرَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৭৩০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখানে নবী স.-কে উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানে তিনি উচ্চস্বরে পড়েছেন এবং যেখানে চুপে চুপে পড়তে বলা হয়েছে সেখানে চুপে চুপে পড়েছেন। তোমার রব (আল্লাহ) ভুল করেন না (যে, তিনি ভুল করে কোনো অনুচিত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন)। আর অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে গ্রহণযোগ্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

১০৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের একই রাকআতে দু সূরা পাঠ করা, সূরার শেষ আয়াতসমূহ বা এক সূরার পূর্বে আরেক সূরা পাঠ করা কিংবা সূরার প্রথম দিকের আয়াতগুলো পাঠ করার বর্ণনা। আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব রা. থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, নবী স. ফজরের নামাযে সূরা মু'মিনূন পাঠ করেছেন। যেখানে এ সূরার মধ্যে মূসা ও হারুনের বর্ণনা আছে—যখন তিনি সেখানে পৌঁছলেন অথবা ঈসার বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন কাশি এলো এবং তিনি রুকূতে চলে গেলেন। আর উমর (ফজরের নামাযের) প্রথম রাকআতে সূরা আল বাকারার একশ বিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে একটি মাসানী (প্রায় একশ আয়াত বিশিষ্ট) সূরা পাঠ করেছেন। আহনাফ প্রথম রাকআতে সূরা কাহফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউসুফ অথবা ইউনুস পাঠ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, উমরের সাথে উক্ত সূরা দুটির সাহায্যে ফজরের নামায পড়েছেন। ইবনে মাসউদ রা. প্রথম রাকআতে সূরা আনফালের চল্লিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে একটি সূরা মুফাসসাল (সূরা কেতাল, ফাতাহ, হুজুরাত, কাফ বা অনুরূপ সূরাগুলো) পাঠ করেছেন। যে ব্যক্তি একটা সূরা ভাগ করে দু রাকআতে পাঠ করে কিংবা একই সূরা দু রাকআতেই পাঠ করে তার সম্পর্কে আবু কাতাদা রা. বলেছেন, সবই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব (যেমনটি ইচ্ছা পাঠ কর)। আনসারদের কোনো এক ব্যক্তি মসজিদে কুব্বাতে আনসারদের ইমামতী করতো। যেসব নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা হয় এমন কোনো নামায শুরু করতে সে প্রথমে কুল-হুওয়াল্লাহু আহাদ (সূরা ইখলাস) সূরাটি দিয়ে শুরু করতো এবং এরপর অন্য একটা পড়তো। আর এটা ছিল তার অভ্যাস। সুতরাং সে প্রতি রাকআতেই এরূপ করতো। এ ব্যাপারে লোকেরা তার সাথে আলাপ-আলোচনার পর বললো, আপনি এ সূরাটি (সূরা ইখলাস) দিয়ে শুরু করেন কিন্তু আমরা দেখি যে, আপনি শুধু এটিকে যথেষ্ট মনে করেন না, তাই আরেকটি সূরা এর সাথে পড়ে থাকেন। এখন কথা হলো, আপনি কি এ সূরাটি দিয়েই নামায সমাধা করবেন, অথবা এটি আদৌ না পড়ে অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। একথা শুনে সে বললো, আমি তা (আমার এ নিয়ম) পরিত্যাগ করতে পারবো না। এভাবে ইমামতী করা তোমরা পসন্দ করলে আমি তোমাদের ইমামতী করবো। অন্যথায় ইমামতী পরিত্যাগ করবো। লোকেরা তাকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলে জানতো। সে ছাড়া অন্য কেউ তাদের ইমামতী করুক সেটাও তারা পসন্দ করতো না। পরে এক সময় নবী

স. সেখানে আগমন করলে লোকেরা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন, কি হে, এ লোকেরা যেভাবে নামায আদায় করতে বলে সেভাবে করতে তোমার বাধা কি ? আর কি কারণেই বা তুমি প্রতি রাকআতে সূরাটি নির্দিষ্ট করে নিয়ে পাঠ করে থাক ? উত্তরে লোকটি বললো, আমি ওটিকে (সূরাটিকে) ভালবাসি। একথা শুনে নবী স. বললেন, "ওর প্রতি ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।"

٧٣١.عَنْ اَبَا وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِىْ رَكْعَةٍ ، فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِىْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَتَيْنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ·

৭৩১. আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে মাসউদের কাছে এসে বললো, আমি আজ রাতে এক রাকআতে একটি মুফাসসাল সূরা পড়েছি। এতো দ্রুত পড়েছি যেমন কবিতা পড়া হয়ে থাকে। আমি মুফাসসাল সূরার বহু দৃষ্টান্ত জানি, যেগুলোর দুটোকে এক সাথে মিলিয়ে রসূলুল্লাহ স. নামাযে পাঠ করতেন। অতপর সে বিশটি মুফাসসাল সূরার উল্লেখ করলো।

১০৭. অনুচ্ছেদ ঃ (চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের) শেষের দু রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

٧٣٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ فِى الْاُوْلَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ وَيُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِى الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِى الصُّبْحِ ·

৭৩২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী স. যোহরের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং (প্রতি রাকআতে একটা করে) আরো দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন। কোনো কোনো সময় আমরা তাঁর আয়াত পাঠ শুনতে পেতাম। আর প্রথম রাকআতটি তিনি যেমন দীর্ঘ করতেন দ্বিতীয় রাকআতটি তেমন করতেন না। আসর ও ফজর উভয় ওয়াক্তেই এরূপ করতেন।

১০৮. অনুচ্ছেদ ঃ যোহর এবং আসরের নামাযে চুপে চুপে কেরায়াত পড়া।

٧٣٣.عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قُلْتُ لِخَبَّابٍ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ·

৭৩৩. আবু মা'মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাবকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স. কি যোহর এবং আসরের নামাযে কিছু পড়তেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়তেন। আমরা বললাম, কিভাবে আপনি জানতেন যে, তিনি কিছু পড়ছেন! জবাবে তিনি বললেন, তাঁর দাড়ি আন্দোলিত হতে দেখে বুঝতাম (যে, তিনি কিছু পড়ছেন)।

১০৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক মুকতাদীদেরকে আয়াত শোনান। অর্থাৎ ইমাম মুকতাদীদের শ্রবণোপযোগী করে আয়াত পড়লে তাতে নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না।

٧٣٤.عَنْ عَبدُ اللّهِ بْنُ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقرَأُ بِاُمِّ الكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فِى الرَّكعَتَينِ الاُولَيَينِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهرِ وَصَلاَةِ العَصرِ وَيُسمِعُنَا الاٰيَةَ اَحيَانًا، وَكَانَ يُطِيل فِى الرَّكعَةِ الاُولٰى ٠

৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. যোহর এবং আসরের নামাযের প্রথম দু রাকআত সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে আরেকটি করে অন্য সূরা পড়তেন। কোনো কোনো সময় তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে (অর্থাৎ শ্রবণোপযোগী করে) আয়াত পড়তেন আর প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন।

১১০. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম রাকআত দীর্ঘায়িত করা।

٧٣٥.عَنْ عَبدِاللّهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَن اَبِيهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكعَةِ الاُولٰى مِنْ صَلاَةِ الظُّهرِ وَيُقَصِّرُ فِى الثَّانِيَةِ وَيَفعَلُ ذَالِكَ فِى صَلاَةِ الصُّبحِ.

৭৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. যোহরের নামাযের প্রথম রাকআত দীর্ঘ করতেন অর্থাৎ লম্বা কেরায়াত করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপে করতেন। তিনি ফজরের নামাযেও এরূপ করতেন।

১১১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা। আতা র. বর্ণনা করেছেন, আমীন বলা হলো একটা দোআ। ইবনে যুবায়ের এবং তাঁর পিছনে যারা মুকতাদী থাকতো তারা এতো উচ্চস্বরে আমীন বলতেন যে, মসজিদে প্রতি-ধ্বনিত হতো। আবু হুরাইরা রা. ইমামকে বলে দিতেন, আমার আমীনকে নষ্ট করে দিও না। অর্থাৎ জোরে আমীন বলে আমার আমীন বলাতে বাধার সৃষ্টি কর না। নাফে র. বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. আমীন বলা পরিত্যাগ করতেন না, বরং লোকদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর নিকট হতে একটা হাদীস শ্রবণ করেছি।

٧٣٦.عَنْ اَبِىْ هُرَيرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ ـ

৭৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা, যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন, (নামাযে) রসূলুল্লাহ স. আমীন বলতেন।

১১২. অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার মর্যাদা।

٧٣٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ اٰمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ اٰمِيْنَ فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৩৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (নামাযে) তোমাদের কেউ আমীন বললে আসমানে ফেরেশতারাও আমীন বলে থাকে। উভয় আমীন (তোমাদের ও ফেরেশতাদের আমীন) পরস্পর মিলিত হলে (অর্থাৎ একই সময় উচ্চারিত হলে) তার (আমীন উচ্চারণকারীর) পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

১১৩. অনুচ্ছেদ ঃ মোক্তাদীদের উচ্চস্বরে আমীন বলা।

٧٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّآلِّيْنَ : فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৭৩৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ইমাম যখন (সূরা ফাতিহার সর্বশেষ আয়াত) "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দললীন" উচ্চারণ করবেন, তখন তোমরা "আমীন" বলবে। কেননা, যার কথা (আমীন বলা) ফেরেশতাদের কথার (আমীন বলার) সাথে মিলে যায় (একই সময়ে উচ্চারিত হবে) তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

১১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করা।

٧٣٩ـ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّهُ انْتَهَى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَّصِلَ اِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ زَادَكَ اللّٰهُ حَرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

৭৩৯. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি নবী স.-এর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন, যখন তিনি [নবী স.] নামাযে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। সুতরাং তিনি (আবু বাকরা) কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বেই রুকূ করে নিলেন। পরে তা নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনরায় (আর কোনো দিন) এরূপ করবে না।

১১৫. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে তাকবীর পূর্ণাঙ্গ, দীর্ঘ ও স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা। একথাগুলো ইবনে আব্বাস রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। মালেক ইবনুল হুওয়াইরিস রা.-ও এর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٧٤٠.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ صَلَّى مَعَ عَلِىٍّ بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هٰذَا الرَّجُلَ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ.

৭৪০. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বসরায় হযরত আলী রা.-এর সাথে নামায আদায় করেছেন। ইমরান বর্ণনা করেছেন, এ ব্যক্তি অর্থাৎ আলী আমাদেরকে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায়ের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি উল্লেখ করলেন, আমরা তাঁর [নবী স.] সাথে নামায আদায়কালে দেখতাম, তিনি রুকূতে যাবার এবং রুকূ থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

٧٤١. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَاِذَا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ لَاَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৭৪১. আবু সালামা রা. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি লোকদের সাথে নামায আদায় করতেন। যখন রুকূ বা সিজদায় যেতেন কিংবা রুকূ ও সিজদা থেকে উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন। নামায শেষ করে তিনি বলতেন, নামাযের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সবার চেয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে বেশী সাদৃশ্য রক্ষাকারী ব্যক্তি।

১১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় পূর্ণাঙ্গ তাকবীর বলা।

٧٤٢. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ اَخَذَ بِيَدِىْ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৪২. মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন আলী ইবনে আবু তালিবের পিছনে নামায পড়েছি। তিনি (আলী ইবনে আবু তালিব) যখন সিজদায় যেতেন তাকবীর বলতেন, যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন তাকবীর বলতেন এবং যখন দু রাকআত শেষ করে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। তিনি এভাবে নামায পড়লে ইমরান ইবনে হুসাইন আমার হাত ধরে বললেন, ইনি (অর্থাৎ আলী ইবনে আবু তালিব) আমার মধ্যে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের স্মৃতি জাগিয়ে দিলেন অথবা (কথাটি এরূপ বললেন) তিনি আমাদের সাথে নিয়ে মুহাম্মাদ স.-এর মত নামায আদায় করলেন।

٧٤٣.عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَاِذَا وَضَعَ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَ لَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ اُمَّ لَكَ .

৭৪৩. একরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মাকামে (ইবরাহীম)-এর কাছে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলাম। সে প্রতি উঠা-নামার সময় এবং দাঁড়ানো ও বসার সময় তাকবীর বলছিল। আমি ইবনে আব্বাসকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বললেন, তোমার মা মরুক বা তুমি মাতৃহীন হও, এটা কি নবী স.-এর অনুরূপ নামায নয় ?

১১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বলা।

٧٤٤.عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ اَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ سُنَّةُ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ .

৭৪৪. ইকরামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় এক (বৃদ্ধ) ব্যক্তির পিছনে নামায পড়েছি। তিনি সেই নামাযে বাইশবার তাকবীর বললেন। আমি ইবনে আব্বাসের কাছে একথা বর্ণনা করে বললাম, লোকটা এক আহমক। (একথা শুনে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমার মা তোমার জন্য অশ্রুপাত করুক, আবুল কাসেম [নবী স.]-এর সুন্নত তো এটিই। অর্থাৎ ঐ লোকটা যেভাবে নামায পড়েছে নবী স.-ও ঐভাবে নামায পড়তেন।

٧٤٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِىْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِى الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.

৭৪৫. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (শুরু করার সময়) তাকবীর বলে শুরু করতেন। অতপর যখন রুকূতে যেতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং প্রথম রাকআতের রুকূ হতে উঠার সময় "সামিআল্লাহু লেমান হামিদা" বলতেন। এরপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে "রাব্বানা লাকাল হামদ" বলতেন। অতপর সিজদার জন্য আনত হওয়াকালে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে এবং পুনরায় সিজদায় যাওয়াকালে তাকবীর বলতেন। পরে সিজদা হতে মাথা উত্তোলনকালে আবার তাকবীর বলতেন এবং এভাবেই গোটা নামায শেষ করতেন। আর দু রাকআত পড়ে বসার পর যখন উঠতেন, তখনও একবার তাকবীর বলতেন।

১১৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর সময় হাতের তালু হাঁটুর ওপর স্থাপন করা। আবু হুমাইদ তাঁর বন্ধুদের এক বৈঠকে বলেছেন, রুকূতে গিয়ে নবী স. তাঁর দু হাত দিয়ে হাঁটু চেপে ধরতেন।

٧٤٦.عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ اِلَى جَنْبِ اَبِىْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ فَنَهَانِىْ اَبِىْ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ اَيْدِيْنَا عَلَى الرُّكَبِ .

৭৪৬. আবু ইয়াফুর রা. মুসআব ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এক সময় আমি আমার পিতার পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সময় রুকূতে দু হাত এক সাথে যুক্ত করে দু হাঁটুর মধ্যে স্থাপন করলে (নামায শেষে) তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ

করলেন। তিনি বললেন, আমরা এক সময় এরূপ করতাম। কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হলো এবং এর পরিবর্তে হাঁটুর উপর হাত রাখতে আদিষ্ট হলাম।

১১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ আদায় না করে।

٧٤٧. عَنْ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لاَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ فَقَالَ مَاصَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِىْ فَطَرَ اللّٰهُ مُحَمَّدًا ﷺ ٠

৭৪৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব রা. বর্ণনা করেন, হুযাইফা এক ব্যক্তিকে নামাযরত দেখলেন। সে রুকূ এবং সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছিল না। তাই তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, তোমার নামায আদায় করা হয়নি। এরূপ নামায আদায় করে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে মুহাম্মাদ স.-কে আল্লাহ যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতি ও স্বভাবের বিরুদ্ধ পরিবেশে।

১২০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূকালে পিঠ সোজা বা সমান্তরাল হওয়ার বর্ণনা। আবু হুমাইদ রা. তাঁর বন্ধুদের এক বৈঠকে বলেছেন, নবী স. রুকূ করলেন আর নিজের পিঠ বাঁকা করে দিলেন।

১২১. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে রুকূ করা এবং রুকূতে বিলম্ব ও আরামের সীমা।

٧٤٨. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِىِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَاخَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ ٠

৭৪৮. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নামাযে কিয়াম ও কুয়ূদ (সূরা পড়ার জন্য দাঁড়ান এবং তাশাহহুদ ও দুরূদের জন্য বসা) ছাড়া রুকূ ও সিজদার মাঝে, দু সিজদার মাঝে এবং রুকূ হতে মাথা উত্তোলন করে দাঁড়ানোর সময় সমপরিমাণ বিলম্ব হতো। (কিয়াম ও বৈঠকে বেশী সময় লাগত।)

১২২. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ পূর্ণরূপে রুকূ না করলে নবী স. তাকে পুনরায় নামায পড়ার আদেশ প্রদান করতেন।

٧٤٩.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ فَمَا اُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِىْ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَالِكَ فِىْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا ٠

৭৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন মসজিদে গেলেন। সে সময় অন্য একজন লোকও মসজিদে প্রবেশ করলো। লোকটি নামায পড়লো এবং নবী স.-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম জানাল। নবী স. তাকে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, গিয়ে আবার নামায পড়ো। কারণ, তোমার নামায হয়নি। সুতরাং সে গিয়ে আবার নামায পড়লো এবং ফিরে এসে নবী স.-কে সালাম জানাল। তিনি [নবী স.] এবারও বললেন, গিয়ে আবার নামায পড়ো, তোমার নামায হয়নি। এবার লোকটি বললো, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন, এর চেয়ে সুন্দর করে নামায পড়তে আমি জানি না। সুতরাং আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী স. বললেন, যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন তাকবীর (তাকবীর তাহরীমা) বলে আরম্ভ করবে এবং কুরআনের যেখান থেকে পাঠ করা তোমার জন্য সহজ হয় সেখান থেকে পাঠ করবে। অতপর ততক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে রুকূ করবে যেন রুকূতে প্রশান্তি আসে। রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। প্রশান্তভাবে সোজা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সিজদায় প্রশান্তি আসে। এরপর সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসবে। অতপর আবার প্রশান্তভাবে সিজদা করবে এবং এভাবে তোমার সমস্ত নামায সম্পন্ন করবে।

১২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ অবস্থায় দোআ।

٧٥٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ -

৭৫০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর নামাযে রুকূ ও সিজদায় "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, তোমার প্রশংসার সাথে তোমাকে স্মরণ করছি। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও) বলতেন।[২০]

১২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম এবং তার পিছনে নামায আদায়কারী (মুকতাদীগণ) রুকূ হতে (ইমামের) মাথা উঠাবার সময় কি বলবে ?

٧٥١.عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

৭৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযে (রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়) যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তার পরপরই "আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ"ও বলতেন। আর নবী স. যখন রুকূ করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু সিজদাহ পর যখন দাঁড়াতেন তখন "আল্লাহু আকবার" বলতেন।

---

২০. রুকূ ও সিজদায় এ দোয়া নবী স. ইসলামের প্রথম দিকে পড়তেন। তখন রুকূতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং 'সিজদায় সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়ার নির্দেশ হয়নি। পরে এ দুটি দো'য়া নাযিল হলে এবং তা পড়বার আদেশ হলে পূর্বে উল্লেখিত দো'য়া মানসুখ বা বাতিল হয়ে যায়।

১২৫. অনুচ্ছেদ ঃ (রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর) "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" বলার মর্যাদা।

٧٥٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ٠

৭৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (নামাযে রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময়) ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে, তোমরা তখন "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ" বল। কেননা, যে ব্যক্তির একথা ফেরেশতাদের একথার সাথে (অর্থাৎ একই সময়ে) উচ্চারিত হবে, তার অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

১২৬. অনুচ্ছেদ ঃ

٧٥٣. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَاُقَرِّبَنَّ صَلاَةَ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِىْ رَكْعَةِ الْاُخْرٰى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ٠ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ ٠

৭৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মুকতাদীদেরকে বললেন, আমি (তোমাদের) নামাযকে নবী স.-এর নামাযের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেব। সুতরাং আবু হুরাইরা যোহর, এশা ও ফজরের নামাযের শেষ রাকআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলার পর দোআ কুনূত পড়তেন এবং তাতে মুমিনদের জন্য কল্যাণ কামনা করে দোআ এবং কাফেরদের জন্য লানত বা অভিসম্পাত করতেন।

٧٥٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ٠

৭৫৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময়ে ফজর ও মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়া হতো।

٧٥٥. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِىِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ ٠

৭৫৫. রিফাআ ইবনে রাফে' যুরাকী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করছিলাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠানোর সময়

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে, পিছন থেকে (মুকতাদীদের মধ্য হতে) এক ব্যক্তি বলে উঠলো, "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহে"। নামায শেষ করে তিনি [নবী স.] জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিল? লোকটি বললো, আমি বলেছি। তখন নবী স. বললেন, আমি দেখলাম (কথাগুলো বলার সাথে সাথে) ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে।

১২৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে উঠে আরামে দাঁড়ানো। আবু হুমাইদ বলেছেন, নবী স. রুকূ থেকে উঠে সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, তাঁর মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে সংস্থাপিত হয়ে যেত। (অর্থাৎ গোটা মেরুদণ্ড সোজা হয়ে যেত)।

٧٥٦. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّى وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ ·

৭৫৬. সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস আমাদেরকে নবী স. যেভাবে নামায পড়েন, তা বর্ণনা করে শুনাতেন এবং নামায পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাযে যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন তখন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সিজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছেন।

٧٥٧.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ، وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ ·

৭৫৭. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর রুকূ ও সিজদা, রুকূ থেকে মাথা উঠানো এবং দু সিজদার মাঝের বিরতি– -এ সবের সময় প্রায় একই পরিমাণ হতো।

٧٥٨. عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يُرِيْنَا كَيْفَ كَانَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَذَاكَ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَ فَاَمْكَنَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَمْكَنَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْصَبَّ هُنَيَّةً قَالَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ شَيْخِنَا هٰذَا اَبِيْ بُرَيْدٍ وَكَانَ اَبُوْ بُرَيْدٍ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ اِسْتَوٰى قَائِدًا ثُمَّ نَهَضَ·

৭৫৮. আবু কিলাবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যেভাবে নামায আদায় করতেন মালেক ইবনে হুওয়াইরিস তা আমাদেরকে দেখাতেন। আর এটা তিনি দেখাতেন নামাযের ওয়াক্তের বাইরে (কোনো সময়ে)। এভাবে একদিন তিনি নামায শুরু করে পূর্ণাঙ্গরূপে কিয়াম করলেন। অতপর রুকূ হতে উঠে অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। আবু কিলাবাহ বর্ণনা করেন, সেই সময় মালেক ইবনে হুওয়াইরিস আমাদের শায়খ আবু ইয়াযীদের মত নামায আদায় করলেন। আবু ইয়াযীদ শেষ সিজদা থেকে মাথা উঠালে সোজা হয়ে বসতেন এবং কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর দাঁড়াতেন।

১২৮. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় তাকবীর বলতে বলতে ঝুঁকবে বা আনত হবে। নাফে' বলেছেন, সিজদায় গিয়ে ইবনে উমর প্রথমে দু হাত ও পরে হাঁটু স্থাপন করতেন।

٧٥٩.عَنْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ وَغَيْرِهَا فِىْ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِى الْاِثْنَتَيْنِ وَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ هٰذِهِ لَصَلاَتَهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا، قَالاَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيْهِمْ بِاَسْمَائِهِمْ ، فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُوْنَ لَهُ.

৭৫৯. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। ফরয কিংবা অন্য যে কোনো নামাযই হোক রমযান ও অন্যান্য মাসেও আবু হুরাইরা সকল নামাযে তাকবীর বলতেন। তিনি যখন নামায পড়তে দাঁড়াতেন এবং রুকূ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন। অতপর রুকূ থেকে উঠে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও তৎপর সিজদায় যাওয়ার পূর্বে "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলতেন। অতপর সিজদার জন্য আনত হওয়ার সময়, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, পুনরায় সিজদাকালে, আবার সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময়, অতপর দু রাকআত পড়ে বসার পর উঠার সময় তাকবীর বলতেন। নামায শেষ না করা পর্যন্ত প্রতি রাকআতেই এরূপ করতেন। পরে লোকদের (মুকতাদীদের) দিকে ফিরে বলতেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, নামাযের বিচারে তোমাদের মধ্য হতে রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আমার সাদৃশ্য বেশী। দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়া পর্যন্ত এ ছিলো তাঁর [নবী স.] নামায। এ হাদীসের দুজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ও আবু সালমাহ বলেছেন, আবু হুরাইরা বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলতেন। আর কিছুসংখ্যক লোকের নাম নিয়ে তাদের কল্যাণের জন্য দোআ করতেন।

দোআয় বলতেন, হে আল্লাহ! ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ, সালমা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআ এবং অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদেরকে অত্যাচারীর থাবা থেকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের ওপর তোমার ধ্বংসকারিতাকে কঠোরতর কর। ইউসুফের যুগের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর। সেই সময় মুদার গোত্রের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীগণ নবী স.-এর বিরোধী ছিল।

٧٦٠.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَقَعَدْنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صَلَّيْنَا قُعُوْدًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا قَالَ سُفْيَانُ كَذَا جَاءَ بِهِ مَعْمَرٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَقَدْ حَفِظَ كَذَا ٠

৭৬০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক সময় রসূলুল্লাহ স. অশ্বপৃষ্ঠ হতে (কোনো কোনো সময় সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করতে عن فرس শব্দের স্থলে عن مفرس শব্দ উল্লেখ করতেন।) পড়ে ডান পাঁজরে সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হন। আমরা সেবা-শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে গেলাম। নামাযের সময় হলে তিনি আমাদের নিয়ে বসে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায পড়লাম। নামায শেষ করে তিনি বললেন, অনুসরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। কাজেই তিনি তাকবীর বললে তোমরা তাকবীর বলবে, রুকূ করলে রুকূ করবে। রুকূ থেকে মাথা উঠালে মাথা উঠাবে, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে, "রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ" বলবে এবং সিজদা করলে সিজদা করবে।

১২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা করার মর্যাদা।

٧٦١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمَا اَنَّ النَّاسَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ هَلْ تُمَارُوْنَ فِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُوْنَهُ سَحَابٌ قَالُوْا لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَهَلْ تُمَارُوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُوْنَهَا سَحَابٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَاِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الْقَمَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الطَّوَاغِيْتَ وَتَبْقَى هٰذِهِ الْاُمَّةُ فِيْهَا مُنَافِقُوْهَا فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا مَكَانُنَا حَتّٰى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَاِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ اَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ رَبُّنَا فَيَدْعُوْهُمْ فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ

ظَهرَانِيْ جَهَنَّمَ فَأَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يَجُوْزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ اِلاَّ الرُّسُلُ وَكَلاَمُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ وَفِيْ جَهَنَّمَ كَلاَلِيْبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا اِلاَّ اللّٰهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِاَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْبَقُ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ رَحْمَةَ مَنْ اَرَادَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ أَمَرَ اللّٰهُ الْمَلاَئِكَةَ اَنْ يُخْرِجُوْا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَيُخْرِجُوْنَهُمْ وَيَعْرِفُوْنَهُمْ بِاٰثَارِ السُّجُوْدِ وَحَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ اٰدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ اِلاَّ اَثَرَ السُّجُوْدِ فَيَخْرُجُوْنَ مِنَ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوْا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِيْ حَمِيْلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللّٰهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ اٰخِرُ اَهْلِ النَّارِ دُخُوْلاً الْجَنَّةَ مُقْبِلاً بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِيْ عَنِ النَّارِ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيْحُهَا وَاَحْرَقَنِيْ ذَكَاؤُهَا، فَيَقُوْلُ هَلْ عَسَيْتَ اِنْ فُعِلَ ذَالِكَ بِكَ اَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَالِكَ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللّٰهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ فَاِذَا اَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعُهُوْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنْتَ سَأَلْتَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ لاَ اَكُوْنُ اَشْقَى خَلْقِكَ فَيَقُوْلُ فَمَا عَسَيْتَ اِنْ اُعْطِيْتَ ذَالِكَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُوْلُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ اَسْأَلُ غَيْرَ ذَالِكَ فَيُعْطِيْ رَبَّهُ مَاشَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ فَيُقَدِّمُهُ اِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُوْرِ، فَيَسْكُتُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ وَيْحَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مَا اَغْدَرَكَ اَلَيْسَ قَدْ اَعْطَيْتَ الْعَهْدَ وَالْمِيْثَاقَ اَنْ لاَتَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِيْ اُعْطِيْتَ، فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ لاَتَجْعَلْنِيْ اَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِيْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ تَمَنَّ فَيَتَمَنّٰى حَتّٰى اِذَا انْقَطَعَ

أُمْنِيَّتُهُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا اَقْبَلَ يُذَكِّرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى اِذَا انْتَهَتْ بِهِ الْاَمَانِيُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيُّ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذٰلِكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ اَحْفَظْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ قَوْلَهُ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ اِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ اَمْثَالِهِ.

৭৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক সময় লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, মেঘমুক্ত রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ হয়? সবাই জবাব দিল, জি-না, হে আল্লাহর রসূল! তিনি [নবী স.] আবার বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখার ব্যাপারে কি তোমাদের কোনো সন্দেহ আছে? সবাই বললো, জি-না। তখন নবী স. বললেন, (কিয়ামতের দিন) তেমনি স্পষ্টভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করা হবে। তারপর আল্লাহ বলবেন, দুনিয়াতে যে যার ইবাদাত করতে সে তার সাথে হয়ে যাও। সুতরাং কেউ সূর্যের সাথে হয়ে যাবে, কেউ চন্দ্রের সাথে হয়ে যাবে এবং কেউ আল্লাহদ্রোহী তাগুত ও শয়তানের সাথে হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে একমাত্র আমার এ উম্মত। অবশ্য তাদের মধ্যে মুনাফিকও থাকবে। এ সময় আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব ও পালনকর্তা। তারা বলবে, এটা আমাদের জায়গা, (অর্থাৎ এখানেই আমরা অবস্থান করবো) যতক্ষণ না আমাদের রব আসেন ততক্ষণ আমরা এখানেই থাকবো। (যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রকৃত পরিচয়ে আসবেন না, তাই তারা চিনতে না পেরে একথা বলবে)। আমাদের রব (আল্লাহ) আমাদের কাছে আসলে আমরা অবশ্যই তাঁকে চিনতে পারবো। অতপর মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ (স্ব-পরিচয়ে) তাদের কাছে এসে বলবেন, আমিই তোমাদের রব। তখন তারা সবাই বলবে, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব। অতপর জাহান্নামের ওপর দিয়ে একটা পথ খোলা হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে আহ্বান করবেন। [নবী স.] বলেন, রসূলদের মধ্যে আমিই হব সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে তাঁর উম্মত সমভিব্যহারে (জাহান্নামের ওপর দিয়ে) এ পথ অতিক্রম করবে। সেদিন একমাত্র রসূলগণ ছাড়া আর কেউ কথা বলতে পারবে না। আর রসূলগণও শুধু "আল্লাহুম্মা সাল্লিম, সাল্লিম" (হে আল্লাহ, শান্তি বর্ষণ কর, নিরাপত্তা দান কর) বলতে থাকবেন। আর জাহান্নামের মধ্যে সাদানের কাঁটা সদৃশ আঁকড়ার মতো থাকবে। তোমরা কি কখনো সাদানের কাঁটা দেখেছ? সবাই বললো, জি-হ্যাঁ, দেখেছি। তিনি বললেন, জাহান্নামের আঁকড়াগুলো সাদানের কাঁটার মতোই। তবে তার বিরাটত্বের পরিমাণ আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। মানুষের আমল মোতাবেক তা দিয়ে টেনে বা খামচে ধরবে। সুতরাং আমল খারাপ হওয়ার কারণে কেউ এভাবে জাহান্নামে পতিত হবে, আবার কারো দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু পরে সে নাজাত পাবে। অতপর আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের প্রতি দয়া করতে চাইলে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন যে, যারা আল্লাহর ইবাদাত করতো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। সিজদার চিহ্ন দেখে

ফেরেশতাগণ তাদেরকে চিনতে পারবেন। কেননা, আল্লাহ বান্দার সিজদার জায়গা দগ্ধ করা জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন। তা দেখে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। সুতরাং একমাত্র সিজদার জায়গা ছাড়া বনী আদমের সকল দেহই জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সময় দেখা যাবে তারা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। তাদেরকে আবেহায়াত বা সঞ্জীবনী পানি দ্বারা গোসল করানো হবে। তাতে প্রবহমান নদীর পাড়ে যেমন বীজ ফুটে তরতাজা গাছ দ্রুত বেড়ে উঠে তারাও তেমনি দ্রুত তরতাজা হয়ে উঠবে (অর্থাৎ নবজীবন লাভ করবে)। তারপর আল্লাহ বান্দাদের বিচারকার্য সমাধা করবেন। এ সময় এক ব্যক্তি–জান্নাত লাভকারী সর্বশেষ জাহান্নামী— জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অপেক্ষমান অবস্থায় থেকে যাবে। সে সময় তার মুখমণ্ডল হবে জাহান্নামের দিকে। তাই সে ফরিয়াদ করবে, প্রভু হে, জাহান্নামের দিক হতে আমার মুখটা শুধু ঘুরিয়ে দাও। এর বাতাস আমাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে এবং আগুনের লেলিহান শিখা আমাকে দগ্ধ করে ফেলেছে। (একথা শুনে) আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য এরূপ করা হলে (অর্থাৎ তুমি যা প্রার্থনা করছ তা পূর্ণ করা হলে) পুনরায় আর কিছু প্রার্থনা করবে না তো ? লোকটি বলবে, তোমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ করে বলছি, তা করবো না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যতটা ইচ্ছা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেবেন এবং জাহান্নামের দিক থেকে তার মুখ ঘুরিয়ে দেবেন। এরপর তার মুখমণ্ডল যখন জান্নাতের দিকে করা হবে তখন সে জান্নাতের অভ্যন্তরের সৌন্দর্য ও শ্যামলতা দেখে বিমুগ্ধ হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন সে মৌন হয়ে থাকবে। পরে এক সময়ে সে আবার বলবে, প্রভু হে, আমাকে জান্নাতের দরযার সম্মুখে করে দিন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি কি এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করনি যে, ইতিপূর্বে যা প্রার্থনা করেছিলে তার বাইরে আর কিছু চাইবে না ? সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, তোমার সৃষ্টির মধ্যে আমিই সবচেয়ে ভাগ্যহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত হতে চাই না। তখন আল্লাহ বলবেন, এগুলো তোমাকে দেয়া হলে, এর বাইরে আর কিছু চাইবে না তো ? সে লোকটি বলবে, তোমার ইয্যত ও মর্যাদার শপথ করে বলছি, এরপরে আর কিছুই আমি চাইব না। অতএব, তার প্রতিপালক তার থেকে যেরূপ ইচ্ছা ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা নেবেন এবং তাকে জান্নাতের প্রবেশ পথের নিকটবর্তী করে দেবেন। লোকটি জান্নাতের প্রবেশ পথের নিকটে পৌঁছলে এর প্রাণপ্রাচুর্য, শ্যামলতা ও আনন্দঘন পরিবেশ দেখতে পাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সে কিছুকাল চুপচাপ থাকবে। অতপর বলবে, প্রভু হে, আমাকে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। এ সময় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলবেন, হে বনী আদম ! তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি কত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী! তুমি কি এ (মর্মে) প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলে না যে, যাকিছু তোমাকে প্রদান করা হয়েছিল তার অতিরিক্ত কিছু চাইবে না ? সে বলবে, হে প্রভু! আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা করো না। তার একথায় আল্লাহ হাসবেন। এরপর তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে এবং (প্রবেশের পর) বলা হবে, তুমি চাও (যা তুমি ইচ্ছা কর)। সে চাইতে থাকবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষাও উবে যাবে (অর্থাৎ প্রার্থিত সবকিছুই পাওয়ার কারণে চাইবার মত আর কিছু থাকবে না)। তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাকে বলবেন, এগুলো আর এগুলো বেশী করে চাও। তার প্রতিপালক সেই সময় তাকে ঐগুলো স্মরণ করিয়ে দেবেন। এমনকি এভাবে চেয়েও

তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ বলবেন, এ পর্যন্ত যা পেয়েছ, তা সবই তোমাকে দেয়া হলো এবং তার সাথে আরো অনেক দেয়া হলো। একথা (হাদীস) শুনে আবু সাঈদ খুদরী আবু হুরাইরাকে বললেন, রসূলুল্লাহ স. (এখানে) বলেছেন, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তখন বলবেন ঃ এগুলো (এ পর্যন্ত যা চেয়ে নিয়েছ) সবই তোমার এবং এর অনুরূপ আরো দশ গুণ তোমাকে দেয়া হলো।

১৩০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সিজদার সময় পুরুষেরা দু বগল খোলা রাখবে এবং পেট হাঁটু থেকে পৃথক রাখবে।

٧٦٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ.

৭৬২. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। নামায আদায়ের সময় নবী স. তাঁর দু হাত বগল থেকে পৃথক রাখতেন, যার ফলে তাঁর দু বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়তো (দেখা যেত)। লাইস র. বর্ণনা করেছেন যে, জাফর ইবনে রাবীআও আমার নিকট অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

১৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদাকালে পায়ের আংগুলসমূহও কেবলামুখী রাখতে হবে। আবু হুমাইদ নবী স. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৩২. অনুচ্ছেদ ঃ পূর্ণাঙ্গ সিজদা না করা।

٧٦٣.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৬৩. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে নামাযে রুকূ ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করছে না। লোকটি নামায শেষ করার পর হুযাইফা তাকে বললেন, তুমি নামায পড়নি (তোমার নামায হয়নি)। আবু ওয়ায়েল বলেন, আমার মনে হয় এখানে হুযাইফা একথাও বলেছিলেন যে, এভাবে নামায পড়ে যদি তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহলে মুহাম্মাদ স. প্রদত্ত পদ্ধতির বা সুন্নতের ওপর তোমার মৃত্যু হবে না।

১৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সিজদা করতে হবে।

٧٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا - اَلْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ .

৭৬৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার এবং চুল ও কাপড় না সরাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। (অঙ্গগুলো হলো), কপাল, দু হাত, দু হাঁটু এবং দু পা।

٧٦٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَلاَ نَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعَرًا .

৭৬৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, সাত হাড়ের (অঙ্গের) দ্বারা সিজদা করার এবং কাপড় ও চুল না সরাবার জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম।

٧٦٦. عَنْ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِىُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ ·

৭৬৬. সত্যবাদী বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়তাম। তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখনও আমাদের কেউ সিজদায় যাওয়ার জন্য পিঠ বাঁকাতো না যতক্ষণ না নবী স. তাঁর কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন।

১৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজদা করা।

٧٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَاَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى اَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ ·

৭৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি। তাহলো, কপাল এরপর তিনি ইশারা করে নাক দেখিয়ে তারপর বললেন, দু হাত, দু হাঁটু এবং দু পায়ের আঙুলসমূহ। তিনি আরো বললেন, আমি নামাযে কাপড় টেনে না ধরা বা চুল ঠিক না করার জন্যও আদিষ্ট হয়েছি।

১৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাটি বা কাদার ওপরেও নাক দ্বারা সিজদা করতে হবে।

٧٦٨. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اِلَى اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ فَقُلْتُ اَلاَ تَخْرُجُ بِنَا اِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ فَخَرَجَ فَقَالَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ الْاَوَّلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ تَطْلُبُ اَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ خَطِيْبًا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَاِنِّىْ اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّىْ نُسِّيْتُهَا وَاِنَّهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِىْ وِتْرٍ وَاِنِّى رَأَيْتُ كَاَنِّىْ أَسْجُدُ فِىْ طِيْنٍ وَمَاءٍ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيْدَ النَّخْلِ وَمَا نَرَى

فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزَعَةٌ فَأُمْطِرْنَا فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّيْنِ وَالْمَاءِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيْقَ رُؤْيَاهُ.

৭৬৮. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমি আবু সাঈদ খুদরীর কাছে গিয়ে বললাম, আমার সাথে অমুক খেজুর গাছের কাছে চলুন না, কিছু আলাপ-আলোচনা করবো। তিনি (আমার সাথে) আসলেন। আমি তাকে বললাম ঃ শবে কদর সম্পর্কে আপনি নবী স.-এর নিকট থেকে কি শুনেছিলেন তা আমাকে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, একবার রমযান মাসের প্রথম দশ দিনের জন্য রসূলুল্লাহ স. এতেকাফ করলে আমরাও তার সাথে এ'তেকাফ করলাম। ইত্যবসরে জিবরাঈল এসে নবী স.-কে বললেন, আপনি যা খুঁজছেন (অর্থাৎ শবে কদর) তা সামনের দিকে আছে (অর্থাৎ এ দশ দিনের পরে)। সুতরাং তিনি [নবী স.] রমযানের মধ্যবর্তী দশ দিনের জন্য এ'তেকাফ করলে আমরাও তাঁর সাথে এ'তেকাফ করলাম। (এ সময় আবার) জিবরাঈল এসে তাঁকে বললেন, আপনি যা সন্ধান করছেন, তা সামনের দিকে (অর্থাৎ পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে) আছে। সুতরাং এরপর রমযানের বিশ তারিখ সকালে নবী স. খুতবা দেয়ার (বক্তৃতা করার) জন্য দাঁড়িয়ে বললেন ঃ যারা নবীর সাথে এ'তেকাফ করেছ, তাদের আবার এ'তেকাফ করা উচিত। শবে কদরের সন্ধান আমাকে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। অবশ্য তা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে হবে। আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি কাদা ও পানির মধ্যে সিজদা করছি। সে সময় মসজিদের ছাদ ছিল খেজুর শাখার দ্বারা নির্মিত। সেই সময় আমরা আকাশে কোনো কিছু দেখলাম না। ইতিমধ্যে একখণ্ড মেঘ ভেসে আসলো এবং আমাদের ওপর বর্ষিত হলো। এ অবস্থায় নবী স. আমাদের নিয়ে (মসজিদে) নামায পড়লেন। পরে নামায শেষে আমরা তার কপালে ও নাকের পাশে কাদার চিহ্ন দেখেছি। আর এভাবে তাঁর স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হলো।

১৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে গিরা লাগানো বা বেঁধে নেয়া এবং লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ায় কেউ যদি কাপড় জড়িয়ে নেয়।

٧٦٩. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْا أُزْرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلَى رِقَابِهِمْ ، فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

৭৬৯. সাহল ইবনে সাআদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতো, কিন্তু ছোট হওয়ার কারণে লুঙ্গি বা ইযার গলার সাথে বেঁধে নিত। আর মেয়েদের বলে দেয়া হয়েছিল, যতক্ষণ পুরুষেরা সোজা হয়ে ঠিকমত না বসবে ততক্ষণ তোমরা সিজদা থেকে মাথা উঠাবে না।

১৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে চুল ঠিক করবে না।

٧٧٠. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ يَكُفَّ ثَوْبَهُ وَلاَ شَعْرَهُ .

৭৭০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সাতটি অঙ্গের সাহায্যে সিজদা করতে, নামাযের মধ্যে চুল ঠিক না করতে এবং কাপড় টেনে না ধরতে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

১৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় কাপড় টেনে না তোলা।

٧٧١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُمِرَ اَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ اَعْظُمٍ لاَ اَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا.

৭৭১. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, সাত হাড়ে (অঙ্গে) সিজদা করার এবং নামাযরত অবস্থায় চুল ঠিক না করার ও কাপড় টেনে না ধরার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।

১৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় দোআ ও তাসবীহ পাঠ।

٧٧٢.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَقُوْلَ فِىْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ يَتَأَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

৭৭২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. তাঁর রুকূ ও সিজদায় বেশীর ভাগ যা বলতেন, তাহলো "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" (হে আল্লাহ! আমাদের রব, তোমার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও)। (এ ক্ষেত্রেও) তিনি কুরআনের হুকুম অনুযায়ী কাজ করতেন।

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ দু সিজদার মাঝে বসে কিছু সময় অপেক্ষা করা।

٧٧٣.عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ اَنَّ مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ قَالَ لاَصْحَابِهِ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَذَاكَ فِىْ غَيْرِ حِيْنِ صَلاَةٍ فَقَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ هُنَيَّةً ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ هُنَيَّةً فَصَلَّى صَلاَةَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هٰذَا قَالَ اَيُّوْبُ كَانَ يَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ اَرَهُمْ يَفْعَلُوْنَهُ كَانَ يَقْعُدُ فِى الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ قَالَ فَاَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ اِلَى اَهْلِيْكُمْ صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا صَلُّوْا صَلاَةَ كَذَا فِىْ حِيْنِ كَذَا فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ.

৭৭৩. আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত। মালেক ইবনে হুওয়াইরিস তাঁর বন্ধুদেরকে বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে কি রসূলুল্লাহ স.-এর নামায কিরূপ ছিল তা জানাব না? আবু কিলাবা রা. বর্ণনা করেছেন, (যখন তিনি একথা বললেন), সেটা কোনো নামাযের ওয়াক্ত ছিল না। অতপর তিনি (দেখানোর জন্য) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। রুকূ করার

সময় তাকবীর বললেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠানোর পর অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর সিজদা করলেন এবং সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার সিজদা করলেন। এবারও সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। এভাবে তিনি আমাদের এ বৃদ্ধ আমর ইবনে সালামার মত করে নামায আদায় করলেন। আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁকে একটা কাজ এমন করতে দেখেছি, যা আর কাউকে করতে দেখিনি। তাহলো, তিনি তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাকআতে বসতেন (অর্থাৎ বৈঠক করতেন)। (মালেক ইবনে হুওয়াইরিস বর্ণনা করেছেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করার পর) নবী স.-এর কাছে এসে (কিছুদিন) অবস্থান করলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে ফিরে গেলে অনুরূপভাবেই অমুক অমুক সময়ে (ওয়াক্তে) নামায আদায় করবে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতী করবে।

٧٧٤. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُوْدُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

৭৭৪. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সিজদা, রুকূ এবং দু সিজদার মাঝে বসার সময় প্রায় সমানই লাগত।

٧٧٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّىْ لاَ اَلُو اَنْ اُصَلِّىَ بِكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّىْ بِنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ اَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ.

৭৭৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি, আমি তোমাদের সাথে কমবেশী না করে অনুরূপ নামাযই পড়বো। সাবিত বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনে মালেক এমন কিছু করতেন, যা তোমাদেরকে করতে দেখি না। তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুলে এতটা দেরী করতেন যে, লোকেরা (মনে মনে) বলতো, তিনি হয়তো সিজদার কথা ভুলেই গেছেন এবং দু' সিজদার মাঝেও তিনি এতটা সময় বসতেন যে, লোকেরা (মনে মনে) বলতো, তিনি বুঝি (দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন।

১৪১. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় দু বাহু বা কনুই বিছিয়ে না দেয়া (অর্থাৎ মাটিতে স্থাপন না করা)। আবু হুমাইদ রা. বর্ণনা করেছেন, সিজদার সময় নবী স. দু হাত বা বাহু এমনভাবে রেখেছেন যে, তা পুরো বিছিয়েও দেননি আবার গুটিয়েও রাখেননি।

٧٧٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

৭৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, সিজদার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষা কর। তোমাদের কেউ যেন সিজদার সময় কুকুরের (মত) দু বাহু বিছিয়ে না দেয়।

১৪২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের বেজোড় রাকআতে সিজদা থেকে উঠে বসার পর দাঁড়ানো।

٧٧٧. عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيُّ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى فَاِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا ·

৭৭৭. মালেক ইবনে হুয়াইরিছ লাইছী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে নামায পড়তে দেখেছেন। তিনি [নবী স.] যখন নামাযের বেজোড় রাকআতের (সিজদা) থেকে উঠতেন, তখন ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না ঠিকভাবে কিছু সময় বসতেন।

১৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ (নামাযের) রাকআত শেষ করে উঠে কিভাবে বসতে হবে ?

٧٧٨.عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ جَاءَ نَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا فَقَالَ اِنِّىْ لَاُصَلِّى بِكُمْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلاَةَ وَلٰكِنَّنِىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى قَالَ اَيُّوْبُ فَقُلْتُ لاَبِىْ قِلاَبَةَ وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هٰذَا· يَعْنِىْ عَمْرَو بنَ سَلَمَةَ قَالَ اَيُّوْبُ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ قَامَ·

৭৭৮. আবু কিলাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালেক ইবনে হুওয়াইরিস (আমাদের কাছে) এসে আমাদের এ মসজিদে আমাদের সাথে নামায পড়লেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে নামায পড়বো। আমি নামায পড়তে চাচ্ছি না বরং রসূলুল্লাহ স.-কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তা তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি। আইয়ুব বলেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (মালেক ইবনে হুওয়াইরিসের) নামায কিরূপ ছিল ? তিনি (আবু কিলাবা) বললেন, আমাদের এ বৃদ্ধ অর্থাৎ আমর ইবনে সালামার (নামাযের) মত। আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, ঐ বৃদ্ধ (আমর ইবনে সালামা) তাকবীর পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করতেন এবং যখন দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন ঠিকভাবে মাটিতে বসতেন এবং তারপরে দাঁড়াতেন।

১৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতে হবে। ইবনে যুবায়ের রা. দু সিজদা শেষে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।

٧٧٩. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى لَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَفَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ ·

৭৭৯. সাঈদ ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ রা. নামাযে আমাদের ইমামতী করলেন। তিনি প্রথম সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, সিজদা করার সময়, দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু রাকআত শেষে (তাশাহহুদের বৈঠকের পর) দাঁড়ানোর সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলেছেন। তিনি বলেছেন, এভাবেই নবী স.-কে নামায পড়তে দেখেছি।

٧٨٠.عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنِ حُسَيْنٍ صَلاَةً خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِى فَقَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ ذَكَّرَنِىْ هٰذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৭৮০. মুতাররাফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং ইমরান ইবনে হুসাইন, আলী ইবনে আবু তালিব রা.-এর পিছনে কোনো এক সময় নামায পড়লাম। দেখলাম, তিনি সিজদা করার সময়, সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় এবং দু রাকআত শেষে দাঁড়ানোর সময় তাকবীর বললেন। তিনি নামাযের সালাম ফিরালে ইমরান আমার হাত ধরে বললেন, এ ব্যক্তি (আলী) আমাদেরকে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নামায পড়ালেন। অথবা একথাটি না বলে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি (আলী) আমাকে মুহাম্মাদ স.-এর নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। [অর্থাৎ তিনি নবী স. যেভাবে নামায পড়তেন ইনিও (আলী) সেভাবেই নামায পড়তেন।]

১৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদে বসার নিয়ম। আবু দারদা রা. নামাযের তাশাহহুদে পুরুষদের মত বসতেন। তিনি ছিলেন দীন ইসলাম সম্পর্কে ফকীহ বা বিশেষজ্ঞ।

٧٨١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلاَةِ اِذَا جَلَسَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَىَّ لاَ تَحْمِلاَنِىْ.

৭৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে নামাযে চার হাঁটু হয়ে গুটিমেরে বসতে দেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সেই সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম। আমিও অনুরূপভাবে বসলে তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, নামাযে বসার নিয়ম হলো ডান পায়ের পাতা খাড়া করে দেবে এবং বাঁ পায়ের পাতা বিছিয়ে দেবে। তখন আমি (আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ) বললাম, আপনি যে এরূপ করেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমার পা দুটো আমার দেহের ভার বহন করতে পারে না।

٧٨٢.عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَا صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اَنَا كُنْتُ اَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُهُ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى وَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْاُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ ٠

৭৮২. মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-এর কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে বসেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী স.-এর নামায সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করলে আবু হুমাইদ সাঈদী বললেন, তোমাদের মধ্যে আমিই নবী স.-এর নামাযকে স্মৃতিতে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত রেখেছি। আমি তাঁকে দেখেছি, তিনি নামায পড়তে শুরু করলে তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন আর যখন রুকূ করতেন তখন দু হাত দু হাঁটুর ওপর স্থাপন করে চেপে ধরতেন এবং সোজা করে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিতেন। অতপর রুকূ' হতে উঠে সোজা হয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যে, মেরুদণ্ডের হাড়গুলো স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসতো। এরপর সিজদা করতেন। তখন দু হাত একেবারে মাটির উপর বিছিয়েও দিতেন না আবার গুটিয়েও রাখতেন না। এ সময় দু পায়ের সমস্ত আঙুল কেবলামুখী করে দিতেন। অতপর দু রাকআতে যখন বসতেন তখন বাঁ পায়ের ওপর বসে ডান পা খাড়া করে দিতেন এবং শেষ রাকআতে বসার সময় বাঁ পা এগিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে দিয়ে নিতম্বের ওপর বসতেন।

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব নয় বলে যারা মনে করেন। কারণ নবী স. দু রাকআত পড়ার পর তাশাহহুদ না পড়ে দাঁড়িয়েছেন এবং তাশাহহুদ পড়ার জন্য আর বসেননি।

٧٨٣. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ مَوْلَى بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ مَرَّةً مَوْلَى رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُحَيْنَةَ قَالَ وَهُوَ مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ مَنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى اِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৭৮৩. কোনো কোনো সময় রাবীআ ইবনে হারিসের আযাদকৃত দাস বলে কথিত বনী আবদুল মুত্তালিবের আযাদকৃত দাস আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ স.-এর সাহায্যে বনী আবদে মান্নাফের বন্ধুগোত্র আযদ শানুআর লোক আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না বলেছেন, নবী স. তাদের যোহরের নামায পড়ালেন। তিনি প্রথম দু রাকআত পড়ার পর না বসে দাঁড়িয়ে গেলে লোকেরাও (মুকতাদীগণ) সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেল। এভাবে নামায শেষ হয়ে আসলে সকলে সালামের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু নবী স. বসেই তাকবীর বললেন এবং সালাম ফিরানোর আগে দুবার সিজদা করলেন। পরে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাধা করলেন।

১৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পাঠ করা।

٧٨٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا كَانَ فِىْ آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ٠

৭৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে মালেক ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. আমাদের যোহরের নামায পড়ালেন। দু রাকআত পড়ার পর যদিও (তাশাহহুদের জন্য) তাঁর বসা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের শেষের দিকে (শেষ বৈঠকের পর) দুটি সিজদা (সহু সিজদা) করে নামায শেষ করলেন।

১৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

٧٨٥. عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَالْتَفَتَ اِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمُوْهَا اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ٠

৭৮৫. শাকীক ইবনে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে সময় আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন বৈঠকে বলতাম, জিবরাঈল ও মিকাঈলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুক এবং অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। (একদিন আমরা যখন নামাযে এসব কথা বলছিলাম তখন) রসূলুল্লাহ স. আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আল্লাহ নিজেই তো শান্তি। কাজেই তোমরা কেউ নামায পড়লে বলবে, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াসসালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীইয়ু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া

আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন" কেননা তোমরা এ দোআ করলে আল্লাহর সকল নেক বান্দার কাছে তা পৌঁছে যাবে—সে আসমানে বা যমীনে যেখানেই থাক না কেন। এর সাথে "আশহাদু আললাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"-ও পড়বে।

১৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পূর্বে দোআ করা।

٧٨٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ خَلْفَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ فِى الْمَسِيْحِ وَالْمَسِّيحِ لَيْسَ بَيْنَمَا فَرْقٌ وَهُوَ وَاحِدٌ اَحَدُهُمَا عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَالْاٰخَرِ الدَّجَّالُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَعِيْذُ فِىْ صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ٠

৭৮৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এ বলে দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, মসীহে দাজ্জালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আরো তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি গোনাহর তৎপরতা ও ঋণ গ্রস্ততা থেকে। এসব শুনে একজন বললো, আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে এতো অধিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন কেন ? (অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত হওয়াকে এতো ভয় করেন কেন ?) নবী স. বললেন, কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে (কথা বলার সময়) মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তা ভঙ্গ করে। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেছেন, ইবনে আমেরের পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে তাকে মাসীহ সম্পর্কে বলতে শুনেছি। দু মাসীহের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, দুজনের একজন হলো ঈসা আ. ও অপরজন হলো দাজ্জাল। যুহরী বলেছেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে নামাযের মধ্যে দাজ্জালের ফেতনা ও বিপর্যয় থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি।

٧٨٧.عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلاَتِىْ قَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ٠

৭৮৭. আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বললেন, আমাকে এমন একটা দোআ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযেও বলবো। নবী স. বললেন, এ দোআটি বলবে, (আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু -----) "হে আল্লাহ! আমি নিজের প্রতি অশেষ যুলুম করেছি, তুমি ছাড়া আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। তোমার পক্ষ থেকে তা মাফ করে দাও এবং আমার ওপর রহমত বর্ষণ কর। কেননা, তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহহুদের পর কি দোআ পড়বে ? তাশাহহুদের পর দোআ পড়া ওয়াজিব নয়।

٧٨٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُولُوْا اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ.

৭৮৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর পিছনে নামায পড়লে বলতাম, আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে অমুক অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। একথা শুনে নবী স. বললেন, আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক একথা বল না। কারণ, আল্লাহ্ নিজেই তো শান্তি ও শান্তিময়। বরং বলবে, (আত্তাহিয়্যাতু ----) "সমগ্র প্রশংসা গুণগান-পবিত্রতা ও রহমত আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক ; বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পুণ্যবান বান্দাদের প্রতি।" কেননা তোমরা এ কথাগুলো বলে দোআ করলে তা আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার কাছে পৌঁছে যায়, সে আসমানে কিংবা আসমান ও যমীনের মাঝে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন।" উপরোক্ত কথাগুলো বলার পর বলবে, (আশহাদু ----) "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (প্রভু) নেই, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।" অতপর যে কথা বলে দোআ করতে পসন্দ হয়, তা-ই বলে দোআ করবে।

১৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষ হওয়ার পূর্বে নাক বা কপালের মাটি বা ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলবে না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, নামাযে কপাল মোছা যায় না। এ ব্যাপারে হুমাইদী নিম্নের হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করতেন।

٧٨٩. عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِيْ جَبْهَتِهِ .

৭৮৯. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কাদার মধ্যে (নামাযের) সিজদা করতে দেখেছি। এমন কি তাঁর কপালে কাদা মাটির চিহ্ন লেগে থাকতে দেখেছি।

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে সালাম ফিরানো।

٧٩٠.عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ وَمَكَثَ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ مُكْثَهُ لِكَىْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ

৭৯০. হিন্দা বিনতে হারিস রা. থেকে বর্ণিত। (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা বলেছেন, নামাযের শেষে রসূলুল্লাহ স. যখন সালাম ফিরাতেন, তখন সালাম শেষ হলে লোকেরা দাঁড়িয়ে পড়ার আগে তিনি কিছুক্ষণ বসতেন। ইবনে শিহাব বলেছেন, আমার মনে হয়, তাঁর এ অপেক্ষা করা (বসে থাকা) মেয়েদেরকে চলে যাবার (সুযোগ দানের) জন্যই। তাহলে যাদের নামায শেষ হয়ে গেছে তারা তাঁদের (মেয়েদের) মধ্যে মিশে যাবে না। অবশ্য এ ব্যাপারে [সালাম শেষে নবী স.-এর কিছুক্ষণ বসে থাকা] আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালাম ফিরানোর সময় মুকতাদীগণও সালাম ফিরাবে। অবশ্যই ইবনে উমর ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুকতাদীদের সালাম ফিরানো উত্তম মনে করতেন।

٧٩١.عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ.

৭৯১. ইতবান ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায পড়েছি। নামায শেষে তিনি যখন সালাম ফিরিয়েছেন, তখন আমরাও সালাম ফিরিয়েছি।

১৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা নামাযে ইমামের সালামের জবাব দেয়া প্রয়োজন মনে করে না বরং নামাযের সালামকেই যথেষ্ট মনে করে।

٧٩٢.عَنْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَزَعَمَ اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِىْ دَارِهِمْ قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىَّ ثُمَّ اَحَدَ بَنِىْ سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى لِقَوْمِىْ بَنِىْ سَالِمٍ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ السُّيُوْلَ تَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِىْ فَلَوَدِدْتُ اَنَّكَ جِئْتَ فَصَلَّيْتَ فِىْ بَيْتِىْ مَكَانًا حَتَّى اَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَ اَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَعَهُ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِىْ اَحَبَّ اَنْ يُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ.

৭৯২ মাহমুদ ইবনে রাবী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর কথা তার স্পষ্ট মনে আছে এবং তাদের বাড়ীতে যে একটি পানি পাত্র (বালতি বা এ ধরনের পাত্র যাতে করে কূপ থেকে পানি উঠানো হয়) ছিল তা থেকে নবী স. পানি নিয়ে কুল্লি করে ফেলেছিলেন তাও তার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি বলেছেন, আমি ইতবান ইবনে মালেক এবং বনী সালেম গোত্রের কোনো একজনকে বলতে শুনেছি। আমি আমার গোত্র বনী সালেমের লোকদের নামাযে ইমামতী করতাম। একদিন আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে। আমার (বাড়ী) থেকে আমার গোত্রের মসজিদের পথ অতিক্রম করতে কয়েক জায়গায় পানি আছে, যা আমার মসজিদে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আমি চাই আপনি আমার বাড়ীতে এসে এক জায়গায় নামায পড়বেন, সে জায়গাটাকে আমি নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে নেব। নবী স. বললেন, ইনশাআল্লাহ আমি তা করবো, অর্থাৎ যাব। পরদিন রোদের তেজ বেড়ে যাওয়ায় আবু বকরকে সাথে নিয়ে তিনি আমার এখানে (বাড়ীতে) আসলেন। তিনি (বাড়ীতে) প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি প্রদান করলাম। তিনি প্রবেশ করলেন, কিন্তু বসলেন না এবং তখনই বললেন, তোমার ঘরের কোন্‌খানে আমার নামায পড়া তুমি পসন্দ কর? নিজের পসন্দমত একটা জায়গা তিনি নবী স.-কে নামায পড়ার জন্য ইশারা করে দেখালেন। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর পিছনে কাঁতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। অতপর তিনি সালাম ফিরালেন, আমরাও সাথে সাথে সালাম ফিরালাম।

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পর যিকির বা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।

٧٩٣.عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ اِذَا سَمِعْتُهُ.

৭৯৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর সময় ফরয নামায শেষে উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে লোকেরা ঘরে ফিরতো। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, যখন আমি যিকির করতে বা উচ্চস্বরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে শুনতাম, তখন বুঝতাম নামায শেষ করে লোকেরা ঘরে ফিরছে।

٧٩٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِىِّ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ .

৭৯৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকবীরের আওয়াজে আমি বুঝতে পারতাম যে, নবী স.-এর নামায শেষ হয়ে গেছে।

٧٩٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ مِنَ الْاَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّىْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ اَمْوَالٍ يَحُجُّوْنَ بِهَا وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ

وَيَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ اِنْ اَخَذْتُمْ اَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ اَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ اَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ اِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ وَتُكَبِّرُوْنَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَنُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَّثَلاَثِيْنَ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ تَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ حَتّٰى يَكُوْنَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ

৭৯৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। কিছুসংখ্যক দরিদ্র লোক নবী স.-এর কাছে এসে বললো, অর্থশালী ও বিত্তবান লোকেরা অর্থের সাহায্যে উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আরাম অর্জন করছে। তারা আমাদের মত নামায পড়ছে, রোযাও রাখছে এবং অর্থ দ্বারা হজ্জ, উমরাহ, জিহাদ ও সাদকা করার মর্যাদাও লাভ করছে। (অর্থাৎ) অর্থ থাকার কারণে নামায, রোযা ও অন্যান্য সাধারণ ইবাদাত ছাড়াও এসব কাজ আমাদের চেয়ে বেশী করছে। এসব কথা শুনে নবী স. বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু কাজের সন্ধান দিব যা তোমরা করলে যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে তাদের সমপর্যায়ের হয়ে যেতে পারবে এবং পরে আর কেউ তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। আর তোমরা এ কাজের কারণে সবার চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান বলে বিবেচিত হবে ? তবে হাঁ, যারা এ ধরনের কাজ আবার করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার করে তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ,)-তাহমীদ (অর্থাৎ আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। একথা নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য হলো, কেউ বললো, আমরা তেত্রিশবার তাসবীহ পড়বো, তেত্রিশবার তাহমীদ পড়বো আর চৌত্রিশবার তাকবীর পড়বো। সুতরাং আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সব জানালাম। তিনি বললেন, সুবাহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ও আল্লাহু আকবার বলবে যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।

٧٩٦. عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَمْلٰى عَلَىَّ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِىْ كِتَابٍ اِلٰى مُعَاوِيَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ .

৭৯৬. মুগীরা ইবনে শো'বার কাতেব (সেক্রেটারী) ওয়াররাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনে শো'বা আমাকে দিয়ে মুআবিয়াকে এ মর্মে একখানা পত্র লিখালেন যে, নবী স. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আ'তাইতা ওয়ালা মু'তি লিমা মানাতা ওয়া ইয়ান ফায়ুযাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।" [অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সার্বভৌম ক্ষমতাশালী ইলাহ নেই,

(কোনো অর্থেই) তাঁর কোনো অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট, তিনি সবকিছুর ব্যাপারেই ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, তুমি যা প্রদান করতে চাও তা রোধকারী কেউ নেই, (শক্তি নেই) যা তুমি রোধ কর তা প্রদানকারী কেউ নেই আর তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টাকারীর প্রচেষ্টারও কোনো মূল্য নেই।]

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম ফেরানোর পর ইমাম মুকতাদীদের দিকে ঘুরে বসবে।

٧٩٧.عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلاَةً اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

৭৯৭. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন (ঘুরে বসতেন)।

٧٩٨.عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى اِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِيْ وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

৭৯৮. যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ায় রসূলুল্লাহ স. রাতের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে লোকদের (মুকতাদীদের) দিকে ঘুরে বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মহান ও সর্বশক্তিমান রব কি বললেন ? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। [রসূলুল্লাহ স. বললেন] রব বললেন, আমার বান্দাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের ও কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়ে গেল। যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রের বিরুদ্ধাচরণকারী। আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি ঈমান পোষণ করেছে।

٧٩٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَخَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلاَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَلَمَّا صَلَّى اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا وَرَقَدُوْا وَاِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ .

৭৯৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. অনেক দেরী করে নামায পড়ালেন। নামায শেষ হলে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, সকলেই নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছ, ততক্ষণ যেন নামাযরত আছ।

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে ইমামের জায়নামাযে কিছুক্ষণ বসে থাকা।

٨٠٠.عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِىْ مَكَانِهِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ الْفَرِيْضَةَ وَفَعَلَهُ الْقَاسِمُ وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ لاَيَتَطَوَّعُ الْاِمَامُ فِىْ مَكَانِهِ وَلَمْ يَصِحَّ .

৮০০. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ফরয নামায পড়তেন, নফলও সেখানে দাঁড়িয়ে পড়তেন। কাসেমও এরূপ আমলই করেছেন। আবু হুরাইরা রা. থেকে একটা মারফু হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, যেখানে ফরয নামায পড়া হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে ইমাম নফল নামায পড়বে না। কিন্তু একথা ঠিক নয়।[২১]

٨٠١. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ يَمْكُثُ فِىْ مَكَانِهِ يَسِيْرًا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ لِكَىْ يَنْفُذَ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ النِّسَاءِ عَنْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا قَالَتْ كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوْتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَنْصَرِفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

৮০১. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামাযে সালাম ফিরানোর পর নিজের জায়গায় (যে জায়গায় তিনি নামায পড়লেন) কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। ইবনে শিহাব (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয়, যেসব মহিলা জামাআতে আসতেন (পুরুষদের পূর্বে) তাদেরকে চলে যাবার সুযোগ দেবার জন্য তিনি এরূপ করতেন। হিন্দা বিনতে হারেছ ফেরাসিয়া রা. নবী স.-এর স্ত্রী (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। উম্মে সালামা রা. বলেন, নামাযের সালাম ফিরানোর পর রসূলুল্লাহ স. বাড়ী ফেরার পূর্বেই জামাআতে অংশ গ্রহণকারিণী মেয়েরা ফিরে গিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে কারো কোনো প্রয়োজনীয় কথা মনে হলে তার লোকদেরকে ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে যাওয়া (জায়েয কি না ?)।

٨٠٢. عَنْ عُقْبَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاٰى اَنَّهُمْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

৮০২. উকবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় নবী স.-এর পিছনে আসরের নামায আদায় করেছি। সালাম ফিরানোর পর তিনি [নবী স.] ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে ডিঙ্গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের কোনো এক কক্ষে প্রবেশ করলেন।

২১. 'কিন্তু একথা ঠিক নয়'-এ বাক্যটি ইমাম বুখারীর মন্তব্য।

তাঁর এ ব্যস্ততা দেখে সকলেই শংকাবোধ করতে থাকলো। ফিরে এসে তিনি দেখলেন, তাঁর এ ব্যস্ততায় লোকেরা হতভম্ব হয়ে গেছে। তাই তিনি বললেন, আমার কাছে রক্ষিত কিছু স্বর্ণের কথা মনে পড়ে গেল (যে তা ঘরেই রয়ে গেছে)। এ স্বর্ণ আমাকে আল্লাহর পথে মনোযোগ দিতে বাধাদান করুক, তা আমি পসন্দ করতে পারিনি। (তাই সেগুলো সদকা করার নির্দেশ করে আসলাম)।

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে ডান অথবা বাঁ দিকে মুখ ফিরানো। আনাস ইবনে মালেক রা. কখনো ডান দিকে এবং কখনো বাম দিকে মুখ ফিরাতেন। নির্দিষ্ট করে শুধু ডান দিকে মুখ ফিরানো খারাপ মনে করা হয়।

٨٠٣.عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَجْعَلْ اَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلاَتِهِ يَرَى اَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفَ اِلاَّ عَنْ يَمِيْنِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

৮০৩. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, এভাবে তোমরা কেউ তোমাদের নামাযে শয়তানকে অংশ দিও না (অংশীদার কর না) যাতে মনে হবে যে, শয়তানেরও কোনো হক বা অধিকার আছে। আর তাহলো ডান দিকে ছাড়া আর কোনো দিকে মুখ না ফিরানো। আমি নবী স.-কে অধিকাংশ সময়ই বাম দিকে মুখ ফিরাতে দেখেছি। (এর অর্থ এ নয় যে, তিনি ডান দিকে আদৌ মুখ ফিরাননি)।

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা ও অপরিপক্ক রসুন, পিঁয়াজ এবং এ জাতীয় কোনো দুর্গন্ধযুক্ত মসলা বা তরকারী। নবী স. বলেছেন, ক্ষুধার্ত হয়ে বা এমনি রসুন বা পিঁয়াজ খেয়ে কেউ যেন আমাদের এ মসজিদে না আসে।

٨٠٤. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

৮০৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. খায়বার যুদ্ধকালে বলেছিলেন, কেউ এ বৃক্ষ অর্থাৎ রসুন খেলে সে যেন আমার মসজিদের নিকটবর্তী না হয়।

٨٠٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيْدُ الثُّوْمَ فَلاَ يَغْشَانَا فِيْ مَسَاجِدِنَا قُلْتُ مَا يَعْنِيْ بِهِ قَالَ مَا اُرَاهُ يَعْنِيْ اِلاَّ نِيْئَهُ وَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ اِلاَّ نَتْنَهُ .

৮০৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, কেউ এ জাতীয় বৃক্ষ অর্থাৎ রসুন খেলে যেন আমাদের মসজিদে আমাদের সাথে মিলিত না হয় বা কাছে না আসে। বর্ণনাকারী আতা বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, এর (অর্থাৎ দুর্গন্ধময় বৃক্ষ রসুন) দ্বারা তিনি কি বুঝাচ্ছেন ? জাবির বলেন, এর দ্বারা আমি কাঁচা

রসুন বুঝে থাকি। মাখলাদ ইবনে ইয়াযীদ, ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ দুর্গন্ধময় বৃক্ষের অর্থ পিঁয়াজ ও রসুনের খারাপ গন্ধ বুঝানো হয়েছে।

٨٠٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِقِدْرٍ فِيْهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُوْلٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيْحًا فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيْهَا مِنَ الْبُقُوْلِ فَقَالَ قَرِّبُوْهَا اِلَى بَعْضِ اَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَأَهُ كَرِهَ اَكْلَهَا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّيْ اُنَاجِيْ مَنْ لاَ تُنَاجِيْ .

৮০৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, কেউ রসুন এবং পিঁয়াজ খেলে আমাদের থেকে যেন দূরে থাকে অথবা (বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন) সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে কিংবা বাড়ীতে অবস্থান করে। কোনো এক সময়ে নবী স.-এর কাছে রান্না করা কিছু সবজি আনীত হলে তিনিতার গন্ধ পেয়ে তা কি জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন। যে সবজি তাতে ছিল সে সম্পর্কে তাঁকে জানানো হলে তিনি তাঁর একজন সাহাবীকে যিনি সে সময় তার সাথে ছিলেন দেখিয়ে বললেন, তাকে দাও। কেননা, সবজি দেখার পর তিনি তা খেতে অপসন্দ করলেন। কিন্তু সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি খেয়ে নাও। কারণ, আমাকে যার সাথে কথা বলতে হয় তোমাকে তার সাথে বলতে হয় না।

٨٠٧. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فِي الثُّوْمِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا.

৮০৭. আবদুল আযীয রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করলো, রসুন খাওয়া সম্পর্কে আপনি নবী স.-এর কাছ থেকে কি শুনেছেন? তিনি (আনাস ইবনে মালেক) বললেন, নবী স. বলেছেন, কেউ এ বৃক্ষ (মূল) খেলে সে যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে।

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের অযু করা। গোসল, পবিত্রতা অর্জন, জামাআত, দুই ঈদ এবং জানাযায় শরীক হওয়া তাদের প্রতি কখন ওয়াজিব এবং তাদের কাতারবন্দী হওয়া।

٨٠٨. عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَفُّوْا عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ .

৮০৮. শা'বী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি যিনি নবী স.-এর সাথে একটি বিচ্ছিন্ন কবরের (কবরস্থান থেকে দূরে) পাশে গিয়েছিলেন।[২২] তিনি [নবী স.] সেখানে লোকদের নামাযে ইমামতী করলেন। লোকেরা

২২. শিরোনামের সাথে এ হাদীসের বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য এই যে, ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণিত। যখন নবী স.-এর সাথে তিনি বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে নবী স.-এর পিছনে নামায আদায় করেছিলেন, তখন তিনি বালক ছিলেন।

কাতারবন্দী হয়ে কবরের পাশেই তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু উমর! কে তোমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছে ? তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস।

٨٠٩. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ·

৮০৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল করা প্রত্যেক স্বপ্নে মণিস্খলনকারী (প্রাপ্ত বয়স্ক) মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

٨١٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْأً خَفِيْفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ جِدًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلّٰى مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ فَأَتَاهُ الْمُنَادِيْ يَأْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو اِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُوْلُ اِنَّ رُؤْيَا الْاَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ·

৮১০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনার ঘরে একদিন রাত্রি যাপন করলাম। [সেখানে নবী স.-ও ছিলেন]। রাতের কিছু অংশ থাকতে তিনি উঠে একটি ঝুলন্ত মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা অযু করলেন। আমর এটাকে হালকা অযু বলতেন এবং অতি সংক্ষিপ্ত বলে বর্ণনা করতেন। এরপর নামায পড়তে দাঁড়ালে (ইবনে আব্বাস বলেন,) আমি উঠে তার মতই হালকা বা সংক্ষিপ্ত অযু করলাম এবং তারপর তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে করে দিলেন এবং যত সময় আল্লাহর ইচ্ছা হলো, তত সময় নামায আদায় করলেন। এরপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, যার কারণে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ হতে থাকলো। এরপর মুয়াযযিন এসে নামাযের সময় জানালে তিনি উঠে নামাযের জন্য তার সাথে চলে গেলেন এবং অযু না করে এ অবস্থায়ই নামায আদায় করলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি আমরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, লোকেরা বলে, নবী স.-এর চক্ষু নিদ্রিত হতো কিন্তু কালব বা হৃদয় জাগ্রত থাকতো একথা কি ঠিক ? উত্তরে তিনি বললেন, উবায়েদ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, নবীদের স্বপ্নও অহী (অর্থাৎ নবীদের স্বপ্ন ও অহীর মধ্যে কোনো

পার্থক্য নেই।) এরপর তিনি (কুরআন মজীদের এ আয়াতটি) পাঠ করলেন। (ইবরাহীম আ. ইসমাঈলকে বললেন,) আমি স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে কুরবানী করছি, (এখন তোমার মতামত কি বলো। তিনি বললেন, আব্বাজান, আপনি যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছেন তা সমাধা করুন। এ ব্যাপারে আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল পাবেন)।[২৩]

٨١١.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّىَ بِكُمْ فَقُمْتُ اِلَى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالَبِثَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْيَتِيْمُ مَعِىَ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ·

৮১১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। (তাঁর মা) ইসহাকের দাদী উম্মে মুলাইকা খাদ্য তৈরী করে তা খাবার জন্য রসূলুল্লাহ স.-কে ডাকলেন। রসূলুল্লাহ স. সেখানে গেলেন এবং তার তৈরী খাবার খেলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাদের নামায পড়াব, সুতরাং তোমরা উঠে দাঁড়াও। আনাস রা. বলেন, আমি একটি চাটাইয়ে দাঁড়ালাম যা অধিক ব্যবহারের কারণে বেশী ময়লাযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি সেটি পানি দ্বারা পরিষ্কার করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. নামাযে দাঁড়ালে আমার সাথে (তাঁর পিছনে) ইয়াতীম বাচ্চাটিও দাঁড়িয়ে গেল। আর (আমার) বৃদ্ধা (মা) আমাদের সবার পিছনে দাঁড়ালেন। তখন আমাদের সবাইকে নিয়ে তিনি [নবী স.] দু রাকআত নামায আদায় করলেন।

٨١٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ ·

৮১২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. দেয়াল বা প্রাচীরের আড়াল ছাড়াই (অর্থাৎ সুতরাহ না দিয়েই) মিনায় লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আমি একটা গর্দভীর উপর আরোহণ করে এগিয়ে গেলাম। সেই সময় আমি প্রায় সাবালকের কাছাকাছি। আমি কোনো কোনো কাতারের (নামাযের কাতার) সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে (এক জায়গায়) নেমে পড়লাম এবং গর্দভীটিকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। আর আমি একটা কাতারে প্রবেশ করলাম (নামাযে দাঁড়ালাম)। কিন্তু আমার এ কাজকে কেউ-ই অপছন্দ করলো না।

---

২৩. নবীদের স্বপ্নও অহী। আর এ কারণেই স্বপ্নের নির্দেশে হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চিত না হয়ে করা যায় না। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নের মাধ্যমে নবীগণ যখন এতো নির্ভুল নির্দেশ লাভ করতে পারেন, তখন তাদের নিদ্রাকে গাফলতির নিদ্রা বলা যেতে পারে না, যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রা হয়ে থাকে। বরং নিদ্রিতাবস্থায়ও তাদের মন থাকে সজাগ যা অহীর মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ধারণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম। এ আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, নিদ্রাবস্থায় নবী স.-এর চোখ দুটি শুধু তার বাহ্যিক তৎপরতা বন্ধ রাখত আর হৃদয় সম্পূর্ণ সজাগ থাকত। এ সজাগতা অযু থাকার ব্যাপারেও। তাই নিদ্রিতাবস্থায় নবী স.-এর অযু ভঙ্গ হতো না।

٨١٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ قَدْ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ يَوْمَئِذٍ يُصَلِّى غَيْرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ.

৮১৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এশার নামায পড়তে রসূলুল্লাহ স. অনেক রাত করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে (অর্থাৎ অনেক রাত হয়েছে, যদ্দরুন তারা নিদ্রিত হয়ে পড়েছে)। আয়েশা রা. বলেন, তখন রসূলুল্লাহ স. বের হয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা ছাড়া তো পৃথিবীর আর কেউ এ নামায আদায় করে না। বর্ণনাকারী বলেন, মদীনাবাসী ছাড়া আর কেউ সেই সময় নামায আদায় করতো না।

٨١٤. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَابِسٍ سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ رَجُلٌ شَهِدْتَ الْخُرُوْجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِىْ مِنْهُ مَاشَهِدْتُهُ يَعْنِىْ مِنْ صِغَرِهِ اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا اِلَى حَلْقِهَا تُلْقِىْ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ اَتَى هُوَ وَ بِلاَلُ الْبَيْتَ .

৮১৪. আবদুর রহমান ইবনে আবেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রা. থেকে শুনেছি, এক ব্যক্তি তাঁকে (ইবনে আব্বাসকে) জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি নবী স.-এর সাথে কোনোদিন ঈদের মাঠে গমন করেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাঁর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে কম বয়স্ক হওয়ার কারণে যেতে পারতাম না। (আমার মনে আছে), কাসীর ইবনে সালতের বাড়ীর কাছে, যেখানে চিহ্ন আছে সেখানে এসে তিনি ভাষণ প্রদান করলেন এবং পরে নারীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে উপদেশ দান করলেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং সদকা করতে আদেশ করলেন। এসব শ্রবণ করে নারীদের হাতগুলো তাদের আংটির দিকে প্রসারিত হতে লাগলো। (অর্থাৎ হাতের আংটি খুলে দিতে লাগলো) এবং তা (আংটি ও অন্যান্য জিনিস বা গহনাপত্র) বিলালের কাপড়ের মধ্যে ফেলে দিতে থাকলেন। পরে তিনি [নবী স.] ও বিলাল বাড়ী পৌছলেন।

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে অন্ধকারে নারীদের মসজিদে গমনের বর্ণনা।

٨١٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعْتَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا يَنْتَظِرُهَا اَحَدٌ غَيْرُكُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ وَلاَ يُصَلِّى يَوْمَئِذٍ اِلاَّ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْاَوَّلِ.

৮১৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. একদিন এশার নামায পড়তে অনেক বিলম্ব করলেন। শেষ পর্যন্ত উমর তাঁকে ডেকে বললেন, নারী ও শিশুরা তো ঘুমিয়ে পড়লো। আয়েশা রা. বলেন, তখন তিনি [নবী স.] বেরিয়ে গিয়ে বললেন, এ নামাযের জন্য গোটা পৃথিবীর উপর তোমরা ছাড়া আর কেউ-ই অপেক্ষারত নেই। আর সেই সময় মদীনা ছাড়া আর কোথাও নামায আদায় করা হতো না। তারা (মদীনাবাসীগণ) পশ্চিম আকাশের দৃশ্যমান লালিমা অদৃশ্য হওয়ার সময় (সূর্যাস্তের পর) থেকে নিয়ে রাতে প্রথম-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এশার নামায আদায় করতেন।

٨١٦.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ .

৮১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের স্ত্রীরা যদি রাতে মসজিদে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহলে তাদেরকে অনুমতি প্রদান কর।

১৬৩. [জ্ঞানী আলেমের জন্য মানুষের (মুসল্লীদের) অপেক্ষা করা]

٨١٧. عَنْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ اِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَاِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ.

৮১৭. হিন্দা বিনতে হারিছ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স.-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা তাকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে নারীগণ ফরয নামাযের জামাআতে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে পড়তো। আর রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাথে নামায আদায়কারী পুরুষগণ আল্লাহ যতক্ষণ চাইতেন (নিজ নিজ জায়গায়) স্থির হয়ে (বসে) থাকতেন। পরে রসূলুল্লাহ স. উঠলে তারাও উঠে পড়তেন (এবং বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করতেন)।

٨١٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

৮১৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. ফজরের নামায সমাধা করলে নারীরা সর্বশরীর চাদরাচ্ছিত করে ঘরে ফিরতো। অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চিনতে পারা যেত না।

٨١٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمِّهِ.

৮১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা আনসারী রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি নামাযে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করে পড়ব বলে মনস্থ করি। কিন্তু শিশুদের কান্না শুনে আমার নামাযকে এ আশংকায় সংক্ষিপ্ত করি যে, তাদের কান্না তাদের (শিশুদের) মায়েদের জন্য কষ্টদায়ক হবে।

٨٢٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ اَوَ مُنِعْنَ قَالَتْ نَعَمْ ٠

৮২০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারীগণ যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা যদি রসূলুল্লাহ স. জানতেন, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন নিষেধ করা হয়েছিল তেমনি এদেরও মসজিদে আসা নিষেধ করে দিতেন। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ রা. বলেন, আমি আমরাকে জিজ্ঞেস করলাম, বনী ইসরাঈলের নারীদেরকে কি নিষেধ করা হয়েছিল ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পিছনে নারীদের নামায পড়ার বর্ণনা।

٨٢١. عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ قَامَتِ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِىْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِىْ مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ قَالَ نَرَى وَاللّٰهُ اَعْلَمُ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ ٠

৮২১. হিন্দা বিনতে হারিছ রা. থেকে বর্ণিত। (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামা রা. বলেছেন, নবী স. নামাযে সালাম ফিরানোর সময় সালাম শেষ হওয়ার সাথে সাথে (জামাআতে অংশ গ্রহণকারিণী) নারীগণ উঠে চলে যেত। আর এ সময় নবী স. উঠার আগে স্বীয় জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন। যুহরী বলেন, আমাদের মনে হয় তিনি এটা (বসে থাকা) এজন্য করতেন, যাতে নারীগণ পুরুষদের উঠে পড়ার আগেই বেরিয়ে পড়তে পারে এবং পুরুষগণ তাদের (নারীদের সাথে মিশে না যায়)। কেন তিনি সালাম ফিরানোর পরও নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ বসে থাকতেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।

٨٢٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَاُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ٠

৮২২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী স. উম্মে সুলাইমের ঘরে নামায আদায় করলেন। আমি আর একটি ইয়াতীম বাচ্চা তাঁর পিছনে নামাযে দাঁড়ালাম এবং উম্মে সুলাইম আমাদের (সবার) পিছনে দাঁড়ালেন।

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামায শেষে নারীদের দ্রুত বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করা এবং মসজিদে স্বল্পকাল অবস্থান করা।

٨٢٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ٠

৮২৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন। (নামায শেষে) মুমিনদের স্ত্রীগণ বাড়ীতে ফিরে যেতেন। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদের চেনা যেত না বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অন্ধকারের জন্য তারা পরস্পরকে চিনতে পারতো না।

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামায আদায়ের নিমিত্ত মসজিদে যাওয়ার জন্য নারীদের নিজ নিজ স্বামীদের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা।

٨٢٤. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَتِ امْرَأَةُ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْنَعْهَا ·

৮২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কারোর স্ত্রী (নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার) অনুমতি চাইলে তার স্বামী যেন তাকে বাধা না দেয়। অথবা সে যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

❐

অধ্যায়-১১

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

(জুমআর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর নামায ফরয হওয়ার বিবরণ।

জুমআর নামায ফরয হওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ বলেন ঃ

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন আল্লাহর যিকরের পানে দৌড়াও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।"

এখানে فَاسْعَوْا "দৌড়াও" অর্থ যাও বা রওয়ানা হও।

٨٢٥.اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ اَنَّهُمْ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ

৮২৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছেন, আমরা (দুনিয়ায় আগমনের ক্ষেত্রে) পেছনের সারিতে কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা থাকবো আগে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে আমাদের পূর্বে। অতপর এটি হচ্ছে তাদের সেই দিন যেদিন ইবাদত করা তাদের জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিল ; এ নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছেন। কাজেই লোকেরা এক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাতবর্তী ইয়াহুদীদের (সম্মানীয় দিন হচ্ছে) আগামী কাল (শনিবার) এবং নাসারাদের হচ্ছে আগামী পরশু (রোববার)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন গোসল করার ফযীলত। জুমআর নামাযে শিশু ও মহিলাদের হাযির হওয়া কি ফরয ?

٨٢٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ জুমআর নামায আদায় করতে আসলে তার পূর্বে গোসল করে নেয়া উচিত।

٨٢٧. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِى الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ مِن اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ قَالَ اِنِّى شُغِلُ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلَى اَهْلِى حَتّٰى سَمِعْتُ التَّاذِيْنَ فَلَمْ اَزِدْ اَنْ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ وَالْوُضُوْءَ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ .

৮২৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রা. জুমআর দিন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় নবী স.-এর প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (মসজিদে) হাযির হলেন, উমর তাকে ডেকে বললেন, এটা কি নামাযে আসার সময়? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি এক কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এজন্য ঘরেও ফিরে যেতে পারিনি। এমন সময় আযান শুনতে পেলাম ; তাই শুধু অযুই করে নিলাম। উমর বললেন ঃ শুধু অযুই করলেন? অথচ আপনি জানেন যে, রসূল স. গোসল করার আদেশ দিতেন।

٨٢٨. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের গোসল করা ওয়াজিব।[১]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার।

٨٢٩. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ قَالَ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَن يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا اِنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرٌو اَمَّا الْغُسْلُ فَاَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَاَمَّا الْاِسْتِنَانُ وَالطِّيْبُ فَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ وَاجِبٌ هُوَ اَمْ لاَ وَلٰكِنْ هٰكَذَا فِى الْحَدِيْثِ .

৮২৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেন, জুমআর দিন প্রত্যেক বয়স্ক লোকের গোসল, মিসওয়াক এবং পাওয়া গেলে সুগন্ধি ব্যবহার করা ওয়াজিব। আমর ইবনে সুলাইম বলেন, গোসল সম্পর্কে আমি সাক্ষ দিচ্ছি তা ওয়াজিব। তবে মিসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহার ওয়াজিব কি না তা আল্লাহই ভাল জানেন। কিন্তু হাদীসে এমনটিই আছে।[২]

---

১. হাদীসবিদগণ এতদসংক্রান্ত অন্যান্য হাদীস এবং বিশ্বনবী স.-এর জীবন চরিতের আলোকে ওয়াজিবের অর্থ এখানে ঐচ্ছিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছেন।

২. অধিকাংশ ইমাম ও ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ মেসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহারের ন্যায় গোসলও ঐচ্ছিক কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, সকলেই এ সম্পর্কে একমত যে, মেসওয়াক ও সুগন্ধির ব্যবহার অপরিহার্য কর্তব্য অর্থে ওয়াজিব নয়, সুতরাং এ দুটির সাথে গোসলকেও যখন ওয়াজিব বলা হয়েছে, তখন সে ওয়াজিবের অর্থও ঐচ্ছিক কর্তব্য ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর ফযীলত।

٨٣٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

৮৩০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেন, জুমআর দিন যে জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করে এবং নামাযের জন্য গমন করে সে যেন একটি উট কুরবানী করলো, যে পরবর্তীক্ষণে গমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করলো, যে তৃতীয়ক্ষণে গমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুম্বা কুরবানী করলো, যে চতুর্থক্ষণে গমন করে সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করলো এবং যে পঞ্চমক্ষণে গমন করে সে যেন (আল্লাহর পথে) একটি ডিম দান করলো। অতপর ইমাম যখন খুতবা (ভাষণ) দেয়ার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ 'যিকর' শোনার জন্য উপস্থিত হন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ

٨٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِمَ تَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّأْتُ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاحَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

৮৩১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব এক জুমআবার ভাষণ (খুতবা) দিচ্ছিলেন ; এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। হযরত উমর তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযে (ঠিক সময়ে) আসতে তোমাদের বাধা হয় কেন ? সে ব্যক্তি বললো ঃ আযান শোনার সাথে সাথেই তো আমি অযু করেছি (এবং চলে এসেছি) উমর বললেন ঃ তোমরা কি নবী স.-কে একথা বলতে শোননি যে, যখন তোমাদের কেউ জুমআর নামাযের জন্য রওয়ানা হবে তখন সে যেন গোসল করে নেয়।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য তেলের ব্যবহার।

٨٣٢. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِن طِيْبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ اِذَا تَكَلَّمَ الْاِمَامُ اِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرَى .

৮৩২. সালমান ফারসী রা. বর্ণনা করেছেন, নবী স. বলেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে ও সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা হাসিল করে, আর নিজের তেল থেকে তেল ব্যবহার করে অথবা নিজ ঘরের সুগন্ধি থেকে সুগন্ধি ব্যবহার করে, এরপর (নামাযের জন্য) বের হয় এবং দুজন লোককে ফাঁক না করে,[৩] অতপর তার তাকদীরে লিখিত পরিমাণ মোতাবেক নামায পড়ে, আর ইমামের খুতবা দেয়ার সময় চুপ করে থাকে, তার সেই জুমআ হতে অন্য জুমআ পর্যন্ত সময়ের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٨٣٣. عَنْ طَاؤُسٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرُوْا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُسَكُمْ وَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا جُنُبًا وَاَصِيْبُوا مِنَ الطِّيْبِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلاَ اَدْرِىْ ٠

৮৩৩. তাউস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসের নিকট বলেন যে, লোকেরা বলে, নবী স. বলেছেন, জুমআর দিন গোসল কর এবং মাথা ধুয়ে ফেল যদি তোমরা জানাবাত হেতু অপবিত্র না হয়ে থাক ; আর সুগন্ধি ব্যবহার কর। ইবনে আব্বাস (একথা শুনে) বললেন ঃ গোসল (সংক্রান্ত নির্দেশ) তো ঠিকই আছে, কিন্তু সুগন্ধি (সংক্রান্ত নির্দেশ) সম্বন্ধে আমার জানা নেই।

٨٣٤. عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَيَمَسُّ طِيْبًا اَوْ دُهْنًا اِنْ كَانَ عِنْدَ اَهْلِهِ ، فَقَالَ لاَ اَعْلَمُهُ ٠

৮৩৪. তাউস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নবী স.-এর জুমআর দিনের গোসল সংক্রান্ত বাণী উল্লেখ করেন তখন আমি ইবনে আব্বাস রা.-কে প্রশ্ন করলাম, তিনি যখন ঘরের লোকজনদের মধ্যে অবস্থান করেছেন তখনও কি তিনি সুগন্ধি কিংবা তেল ব্যবহার করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আমি তা জানি না।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ (জুমআর দিন) যথাসম্ভব উত্তম কাপড় পরিধান করা।

٨٣٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاٰى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوِاشْتَرَيْتَ هٰذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى مِنْهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عَطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا ٠

---

৩. অর্থাৎ মসজিদে যারা আগে থেকে বসে রয়েছে তাদেরকে ফাঁক করে সেই ফাঁকে বসে পড়ে বা সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন। উমর ইবনে খাত্তাব মসজিদে নববীর দরযার কাছে এক জোড়া রেশমী পোশাক (বিক্রি হতে) দেখে নবী স.-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কতই না ভাল হতো যদি আপনি ওটা খরিদ করতেন এবং জুমআর দিন ও প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতের সময়ে পরিধান করতেন! রসূলুল্লাহ স. বললেন, ওটা শুধু সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যার আখেরাতে কোনো অংশ নেই। এরপর রসূল স.-এর নিকট এ ধরনের কয়েক জোড়া পোশাক আসে এবং এর একটি তিনি উমরকে দেন। উমর রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এটা পরিধান করতে দিলেন ; অথচ আপনি উতারিদের পোশাক সম্বন্ধে বলেছিলেন (যে, এর পরিধানকারীর জন্য আখেরাতের কোনো অংশ নেই)। তখন রসূলুল্লাহ স. বললেন, আমি তোমাকে এটা নিজের পরিধান করার জন্য দেইনি। উমর রা. তাঁর মক্কার একজন মুশরিক ভাইকে তা দান করে দিলেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে মিসওয়াক করা। আবু সাঈদ খুদরী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জুমআর দিনে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

٨٣٦.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىْ اَوْ عَلَى النَّاسِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ ·

৮৩৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, আমি যদি আমার উম্মতের জন্য [কিংবা বলেছেন ঃ লোকদের জন্য] কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তেই (বাধ্যতামূলকভাবে) মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।

٨٣٧. عَنْ اَنَسٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِى السِّوَاكِ ·

৮৩৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, মিসওয়াক সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অনেক বলেছি।

٨٣٨. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ ·

৮৩৮. হুযাইফা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. রাতে যখন নামাযের জন্য উঠতেন তখন দাঁত মেজে পরিষ্কার করে মুখ ধুয়ে ফেলতেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের মিসওয়াক ব্যবহার করা।

٨٣٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِىْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، فَاَعْطَانِيْهِ فَقَصَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَاَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ اِلٰى صَدْرِىْ ·

৮৩৯. আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন। (একবার) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর একটি মিসওয়াক নিয়ে দাঁত ঘষতে ঘষতে প্রবেশ করলো। রসূলুল্লাহ স. তার দিক তাকিয়ে দেখলেন। আমি তাকে বললাম, আবদুর রহমান! মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে তা

আমাকে দিল। আমি তা ভেঙ্গে ফেললাম এবং (একাংশের এক প্রান্ত) চিবিয়ে আল্লাহর রসূল স.-কে দিলাম; তিনি তার সাহায্যে আমার বুকে হেলান দিয়ে মেসওয়াক করলেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন ফজরের নামাযে কি পড়বে ?

٨٤٠. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ فِى صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمٓ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ٠

৮৪০. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. জুমআর দিন ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম, তানযীল ------' এবং 'হাল-আতা আলাল ইনসানি' ---- (সূরা) তেলাওয়াত করতেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামে ও শহরে জুমআর নামায।

٨٤١. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثِىَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ٠

৮৪১. ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সর্বপ্রথম জুমআর নামায হয় বাহরাইনের জুওয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল কায়স (গোত্রের) মসজিদে।

٨٤٢. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُوْنُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ اِلٰى اِبْنِ شِهَابٍ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِى الْقُرٰى هَلْ تَرٰى اَنْ اُجَمِّعَ وَرُزَيْقُ عَامِلٌ عَلٰى اَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّوْدَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلٰى اَيْلَةَ فَكَتَبَ اِبْنُ شِهَابٍ وَاَنَا اَسْمَعُ يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمِّعَ يُخْبِرُهُ اَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَمَسْؤُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُم رَاعٍ وَمَسْؤُل عَنْ رَعِيَّتِهِ ٠

৮৪২. ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। লাইস বৃদ্ধি করে বলেন ঃ (ইবনে উমরের পরবর্তী বর্ণনাকারী) ইউনুস বলেছেন, আমি একদিন ইবনে শিহাবের সাথে ছিলাম, তখন রুযাইক ইবনে হুকাইম ওয়াদিল কুরায় থাকা অবস্থায় ইবনে শিহাবের কাছে লিখলেন ঃ আপনার মতে

আমি কি এখানে জুমআ পড়ার ব্যবস্থা করবো ? রুযাইক তখন সেখানে জমি চাষাবাদ করতো এবং সুদানের একদল লোক ছাড়াও অন্যান্য লোক সেখানে থাকত। রুযাইক সেই সময়ে (উমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্বে মিসর ও মক্কার মধ্যবর্তী) আইলা শহরে (আমীর) ছিলেন। ইবনে শিহাব (তাকে) জুমআ কায়েম করার নির্দেশ দিয়ে লিখলেন এবং আমি (তাকে এ নির্দেশ দিতে) শুনলাম এবং তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীন প্রজা-সাধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের কর্তা। তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে। আর খাদেম তার মনিবের মাল-আসবাবের রক্ষক, তাকেও তার অধীনকৃত সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ইবনে উমর বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আল্লাহর রসূল স. আরো বলেছেন, পুরুষ তার পিতার মাল-আসবাবের রক্ষক এবং তার অধীনকৃত জিনিস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল ও রক্ষক এবং সবাইকে তার অধীন সব ব্যক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক, বালক বা অন্য যারা জুমআয় হাজির হয় না তাদেরও কি গোসল করা প্রয়োজন ?

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, যাদের উপর জুমআর নামায ফরয কেবল তাদের জন্যই গোসল প্রয়োজন।

٨٤٣. عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ ·

৮৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের প্রত্যেককেই জুমআর দিন গোসল করে নিতে হবে।

٨٤٤. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৮৪৪. আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। রসূল স. বলেন, প্রত্যেক বয়স্কের জন্যই জুমআর দিনের গোসল ওয়াজিব।

٨٤٥. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَاُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اخْتَلَفُوا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ.

৮৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেন, আমরা পেছনে, কিন্তু কিয়ামতের দিন থাকব আগে। ব্যতিক্রম এতটুকু যে, তাদেরকে গ্রন্থ দেয়া হয়েছে আমাদের

আগে, আর আমাদেরকে তা দেয়া হয়েছে তাদের পরে। অতপর এ দিন (অর্থাৎ জুমআবারের নির্ধারণ) নিয়েই তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তা (শুক্রবার) বাতলে দিয়েছেন। এখন আগামীকাল (শনিবার) হচ্ছে ইয়াহুদীদের এবং পরশু (রোববার) হচ্ছে নাসারাদের। এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আল্লাহর রসূল স. বললেন, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক রয়েছে যে, প্রতি সাতদিনের মধ্যে একদিন সে গোসল করবে—তার মাথা ও শরীর ধুয়ে ফেলবে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ

٨٤٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِئْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ

৮৪৬. নবী স. থেকে ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাহাবাদের লক্ষ্য করে) বলেছেন, তোমরা মেয়েদেরকে রাতে (যে নামায পড়া হয় তাতে) মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিও।[৪]

٨٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِى الْجَمَاعَةِ فِى الْمَسْجِدِ، فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ ، وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ اَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ، قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَنْهَانِىْ ، قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ٠

৮৪৭. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমরের এক স্ত্রী ফজর ও এশার ওয়াক্তে মসজিদে জামাআতের নামাযে হাজির হতেন। একবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি (নামাযের জন্য গৃহের) বাইরে কেন আসেন ? অথচ আপনি জানেন যে, উমর একে শুধু অপসন্দই করেন না, মর্যাদাহানিকরও মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তাহলে এমন কি বাধা রয়েছে যে, তিনি স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না ? বলা হলো, বাধা রয়েছে এই যে, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির কারণে জুমআর নামাযে হাজির না হওয়ার অবকাশ দান।

٨٤٨.عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِىْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ قُلْ صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسَ اِسْتَنْكَرُوا، قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّى كَرِهْتُ اَن اُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ ٠

৮৪৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মুয়াযযিনকে এক বর্ষার দিনে বলেছিলেন, (আযানে) আপনি 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলার পর 'হাইয়্যা

৪. হাদীসে মেয়েদেরকে রাতের নামাযে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ জুমআর নামায দিবাভাগে। তাই প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের জন্য জুমআ ওয়াজিব নয়।

আলাছছালাহ' বলবেন না ; বলবেন ঃ সাললূফী বুয়ূতিকুম (আপনার নিজ নিজ বাড়ীতে নামায পড়ুন)। (উপস্থিত) লোকদের এটা পসন্দ হলো না (বলে তারা পরস্পর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন)। তখন তিনি বললেন, আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিই [আল্লাহর রসূল স.] এটা করেছেন, (যদিও) জুমআ নিসন্দেহে ওয়াজিব। এজন্য আমি চাই না যে, আপনাদেরকে (জুমআ বা অন্য নামাযে যেতে) বাধা দিব (এবং বাধা দিয়ে আপনাদের গোনাহর ভাগী হবো), তাই (পথে অভাবনীয়) কাদা ও পিচ্ছিলতার ভেতর দিয়ে আপনারা যেতে পারেন।[৫]

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআয় কতদূর থেকে আসতে হবে এবং তা কার ওপর ওয়াজিব ?

কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ জুমআর দিন যখন নামাযের জন্য আহ্বান জানানো হয় (তখন আল্লাহর যিকরের পানে দৌড়াও ---) আতা র. বলেছেন ঃ যখন তুমি এমন কোনো গ্রামে থাকবে যেখানকার লোকেরা একত্রিত হতে পারে সেখানে জুমআর দিন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তুমি তা শুনতে পাও বা না পাও তোমাকে অবশ্য জামাআতে হাজির হতে হবে। আর আনাস রা. তার গৃহে থেকে কখনো জুমআ পড়তেন এবং কখনো তা ত্যাগ করতেন। আর তার গৃহ ছিল দু 'ফারসাখ' (অর্থাৎ ছ মাইল) দূরে এক প্রান্তে।

٨٤٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيْ فَيَأْتُوْنَ فِي الْغُبَارِ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا .

৮৪৯. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা তাদের বাড়ী ও গ্রাম এলাকা[৬] থেকেও জুমআর নামাযের জন্য আসতো। আর তারা যেহেতু ধুলোবালির ভেতর দিয়ে আসতো সেহেতু তারা ধুলিমাখা ও ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তাদের (দেহ) থেকে (দুর্গন্ধযুক্ত) ঘাম বের হতো। (একবার) তাদের একজন আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট এলো। রসূল তখন আমার কাছে ছিলেন। নবী স. তাকে বললেন, আহা! যদি তোমরা এ দিনটিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য হেলে গেলে জুমআর ওয়াক্ত হয়। উমর, আলী, নু'মান ইবনে বাশীর ও আমর ইবনে হুরাইছ থেকেও এরূপ উল্লেখ রয়েছে।

٨٥٠. عَنْ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّاسُ مَهْنَةَ

---

৫. বৃষ্টি ও কাদায় আরবরা একেবারেই অনভ্যস্ত। কাজেই এ অবস্থাকে আমাদের দেশের অবস্থার সাথে তুলনা করা যাবে না।

৬. মূলে রয়েছে 'আওয়ালি' অর্থাৎ গ্রাম এলাকা। এ গ্রাম এলাকা বলতে মদীনার পূর্ব দিকে দু থেকে আট মাইল পর্যন্ত এলাকাকে বুঝানো হতো।

اَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا اِذَا رَاحُوْا اِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوْا فِىْ هَيْئَتِيْهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِاغْتَسَلْتُمْ .

৮৫০. আমরাহ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা রা. বলেছেন, লোকেরা নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরাই করতো। আর যখন জুমআর জন্য যেত তখন ঐ অবস্থায়ই চলে যেত। এ কারণে তাদেরকে বলে দেয়া হলো, তোমরা গোসল করে নিলেই ভাল হতো।

٨٥١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ.

৮৫১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য হেলে গেলে জুমআ পড়তেন।

٨٥٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৮৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোনোরূপ দেরী না করেই প্রথম ওয়াক্তেই জুমআর নামায পড়ে নিতাম এবং নামাযের পর শুয়ে পড়তাম।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (সূর্যের) তাপ যখন বেড়ে যেত।

٨٣٥.عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ وَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ قَالَ يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ فَقَالَ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَةَ .

৮৫৩. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। নবী স. যখন ঠাণ্ডা অধিক হতো তখন কোনোরূপ দেরী না করে প্রথম ওয়াক্তেই নামায সম্পন্ন করতেন এবং যখন (সূর্যের) তাপ বেড়ে যেত তখন নামায অর্থাৎ জুমআর নামায তাপ কমে গেলে সম্পন্ন করতেন। আবু খালদা বর্ণিত রেওয়ায়াতে জুমআ শব্দের উল্লেখ নেই।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর জন্য পথ চলা এবং আল্লাহর বাণী 'ফাস্আউ ইলা যিকরিল্লাহ'-এর ভাষ্যের তাৎপর্য।

ভাষ্যে বলা হয়েছে ঃ (ফাসআউ-এর মূল) সাঈ (سعى)-এর অর্থ কাজ করা ও গমন করা ; কেননা আল্লাহর বাণী سعى لها سعيها-এর অন্তর্গত ঃ سعى-এর অর্থ হচ্ছে কাজ করা, আমল করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তখন (অর্থাৎ জুমআর আযানের পরেই) যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আতা বলেন, শিল্প-কারিগরীর সকল কাজই তখন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ইবরাহীম ইবনে সাদ যুহরী র. হতে বর্ণনা করেন, জুমআর দিন যখন মুয়াযযিন আযান দিবে তখন মুসাফির (ভ্রমণকারী) ব্যক্তির জন্য জুমআয় হাযির হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়।

٨٥٤.عَنْ اَبِىْ عَبْسٍ وَاَنَا اَذْهَبُ اِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ .

৮৫৪. আবু আবেস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময়ে আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, যার দু'পা আল্লাহর পথে ধুলিমাখা হয়ে যায় তার জন্য আল্লাহ জাহান্নাম নিষিদ্ধ করে দেন।[৭]

٨٥٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ، عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ، فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ·

৮৫৫. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে বলতে শুনেছি, যখন নামায শুরু হয়ে যায়, তখন দৌড় দিয়ে তাতে শামিল হয়ো না। বরং হেঁটে গিয়ে শামিল হও। কেননা (নামাযে) ধীরস্থির হওয়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং (জামাআতের সাথে নামায) যতটুকু পাও, পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায়, পুরো করে নাও।[৮]

٨٥٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ لاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ ·

৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. (সাহাবীদের লক্ষ্য করে) বলেছেন, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা (নামাযের উদ্দেশ্যে) দাঁড়াবে না। কেননা (নামাযের জন্য) তোমাদের স্বস্তি ও স্থিরতা একান্ত আবশ্যক।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (নামাযে) প্রতি দুজনের মধ্যে কোনো ফাঁক না রাখা।

٨٥٧. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، اَدَّهَنَ اَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَلّٰى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ اَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى ·

৮৫৭. সালমান ফারসী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে পবিত্রতা অর্জন করে, তারপর তেল মেখে (চুল-দাড়ি পরিপাটি করে) নেয় অথবা সুগন্ধি মেখে নেয়। এরপর (মসজিদে) চলে যায়, সেখানে দুজনের মধ্যে ফাঁক করে তাদের মাঝখানে বসে না পড়ে এবং তার ভাগ্যে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে সে পরিমাণ নামায পড়ে অতপর ইমাম যখন (নামায পড়াবার উদ্দেশ্যে নিজের কামরা থেকে) বের হন তখন চুপ থাকে, তার এ জুমআ এবং পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী নামাযের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

---

৭. জুমআর উদ্দেশ্যে গমন করা আল্লাহর পথে গমনের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটা হয়তো আমাদের দেশে খাপছাড়া ও অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু বিভিন্ন দেশে যেখানে জুমআ মসজিদ কয়েক মাইলের মধ্যে মাত্র একটি বা দুটি থাকে সেখানে অবশ্য এ হাদীসটির তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়।

৮. এ হাদীসে যে নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জুমআর নামাযও তার অন্তর্ভুক্ত।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন (মসজিদে) কোনো ব্যক্তি তার এক ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসবে না।

٨٥٨. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ اَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيْهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ اَلْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا ·

৮৫৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এ মর্মে নিষেধ করে দিয়েছেন যে, কোনো লোক যেন তার কোনো ভাইকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই জায়গায় না বসে।

(এ হাদীসের অন্য বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইয বলেন ঃ ইবনে উমর থেকে নাফে' যখন এ হাদীস বর্ণনা করেন, তখন) আমি নাফেকে প্রশ্ন করলাম ঃ এটা কি শুধু জুমআর নামাযের ব্যাপারে ? তিনি উত্তরে বললেন, জুমআ ও অন্যান্য সকল নামাযের ব্যাপারেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে আযান দেয়া।

٨٥٩.عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوَّلُهُ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضَعٌ بِالسُّوْقِ الْمَدِيْنَةِ ·

৮৫৯. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আবু বকর এবং উমরের সময়ে জুমআর দিনের প্রথম আযান ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন তখন দেয়া হতো। অতপর উসমান যখন (খলীফা) হন এবং লোক (সংখ্যা) বেড়ে যায়, তখন তিনি 'জাওরা' থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, যাওরা হচ্ছে মদীনা সংলগ্ন বাজারের একটি স্থান।[৯]

২২. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনে একজন মুয়াযযিনের আযান দেয়া।

٨٦٠. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّ الَّذِى زَادَ التَّأْذِيْنَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِىِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ وَكَانَ التَّأْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَعْنِىْ عَلَى الْمِنْبَرِ ·

৮৬০. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা যখন বেড়ে গেল তখন জুমআর দিনে যিনি তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করলেন, তিনি হচ্ছেন উসমান ইবনে আফফান। যদিও নবী স.-এর সময়ে (জুমআর জন্য) একের অধিক আযানদাতা ছিল না। আর জুমআর দিনের আযান তখনই দেয়া হতো, যখন ইমাম বসতেন অর্থাৎ মিম্বারের ওপর খুতবা দেবার জন্য বসতেন।

---

৯. তৃতীয় আযান বলতে জুমআর নামাযে আহ্বান করার জন্য আজকাল যে প্রথম আযানটি দেয়া হয় তাকে বুঝানো হয়েছে।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের আওয়াজ শুনলে মিম্বারের ওপরে থাকা অবস্থায় ইমাম তার জবাব দেবে।

٨٦١. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَلَمَّا اَنْ قَضَى التَّاْذِيْنَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُم مِنِّى مِنْ مَقَالَتِىْ ·

৮৬১. মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রা. হতে বর্ণিত। তিনি (এক জুমআবারে যখন) মিম্বারের ওপর বসেছিলেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিলেন। মুয়াযযিন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তিনিও বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মুয়াযযিন বললেন, আশহাদু আললা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনিও বললেন, ওয়া আনা (অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)। মুয়াযযিন বললেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্। তিনিও বললেন, ওয়া আনা (অর্থাৎ আমিও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল)। এ আযান শেষ হয়ে গেল তখন তিনি (উপস্থিত লোকদেরকে) বললেন, হে জনগণ! আমি এ স্থানেই মুয়াযযিনের আযান দেয়ার সময় আল্লাহর রসূলকে সেই কথা বলতে শুনেছি, যা এখন তোমরা আমাকে বলতে শুনলে।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময় মিম্বারের ওপর বসা।

٨٦٢. عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ اَخْبَرَهُ اَنَّ التَّاْذِيْنَ الثَّانِىَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَرَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ حِيْنَ كَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ التَّاْذِيْنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ ·

৮৬২. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের লোক সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন উসমান জুমআর দিনে দ্বিতীয় আযানের নির্দেশ দান করেন। অথচ (ইতিপূর্বে) জুমআর দিনে ইমাম যখন (মিম্বারের ওপর) বসতেন তখন আযান দেয়া হতো।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময়ে আযান।

٨٦٣. عَنِ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اِنَّ الْاَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُثْمَانَ وَكَثُرُوْا اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلَى ذٰلِكَ ·

৮৬৩. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও উমরের সময়ে জুমআর দিনে ইমাম যখন মিম্বারের ওপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেয়া হতো। অতপর যখন উসমানের খেলাফতের সময় আসে এবং লোকসংখ্যা অত্যধিক বেড়ে যায়, তখন উসমান জুমআর দিনে তৃতীয় আযানের নির্দেশ দেন এবং 'যাওরা' থেকে (এ) আযান দেয়া হতে থাকে। অতপর এ সিলসিলা চলতে থাকে।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বার থেকে খুতবা দান, আনাস রা. বলেছেন, নবী স. মিম্বার থেকে খুতবা দিতেন।

٨٦٤. عَنْ اَبِىْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ ، وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَاهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ ، فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِىْ وَلِتَعَلَّمُوْا صَلاَتِىْ .

৮৬৪ আবু হাযিম ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) কিছুসংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দ সাইদীর নিকট আগমন করে। তারা মিম্বারটি কোন্ কাঠের তৈরী ছিল তা নিয়ে মতবিরোধ করছিল। তারা সে সম্পর্কে তার নিকট প্রশ্ন করলো। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, সেটি কি কাঠের ছিল আমি তা অবশ্যই জানি। প্রথম যেদিন নির্মাণ ও সংস্থাপিত হয় এবং প্রথম যেদিন আল্লাহর রসূল তার ওপর বসেন, তা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহর রসূল স. আনসারদের অমুক মহিলার (বর্ণনাকারী বলেন, সাহল তার নামও উল্লেখ করেছিলেন) নিকট লোক পাঠিয়ে বলেছিলেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী গোলামকে আমার জন্য কিছু কাঠ দিয়ে এমন জিনিস তৈরী করার নির্দেশ দাও, যার ওপর আমি লোকদের সাথে কথা বলার সময় বসতে পারি। অতপর সে মহিলা তাকে আদেশ করেন এবং সে (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরবর্তী জায়গা) গাবার ঝাউ কাঠ দিয়ে তা তৈরী করে নিয়ে আসে। মহিলাটি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তা পাঠিয়ে দেন। নবী স. সেটি (সংস্থাপনের) আদেশ দেন। ফলে এখানেই তা সংস্থাপিত হয়। তারপর আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল স. তার ওপর নামায পড়েছেন, তার ওপর উঠে তাকবীর দিয়েছেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে রুকূ করেছেন ; অতপর সেখান থেকে পিছনের দিকে ফিরে এসে মিম্বারের গোড়ায় (দাঁড়িয়ে) সিজদা করেছেন এবং (এ সিজদা) পুনরায় করেছেন। তারপর নামায

শেষ করে (উপস্থিত) লোকদের দিকে ফিরে বলেছেন, হে লোকেরা! আমি এটা এজন্য করেছি যে, তোমরা আমার ইক্তেদা করবে এবং আমার নামায শিখে নিবে।

٨٦٥.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُوْمُ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرَ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ اَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتّٰى نَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ

৮৬৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মসজিদে নববীতে) এমন একটি খুঁটি ছিল, যার ওপর হেলান দিয়ে নবী স. দাঁড়াতেন। অতপর যখন তাঁর জন্য মিম্বার সংস্থাপিত হলো, তখন আমরা তা (খুঁটি) থেকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত ক্রন্দন করার শব্দ শুনতে পেলাম। এমনকি নবী স. মিম্বার থেকে নেমে এসে তার (খুঁটির) ওপর নিজের হাত রাখলেন।

٨٦٦.عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ·

৮৬৬. আবু সালেম রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে মিম্বারের ওপর হতে (জুমআর) খুতবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন, যে লোক জুমআর উদ্দেশ্যে আসবে, তার গোসল করা আবশ্যক।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া। আনাস রা. বলেন, নবী স. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন।

٨٦٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ ·

৮৬৭. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, তারপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন—যেমন এখন তোমরা করে থাক।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবার সময় লোকদের ইমামের দিকে মুখ করা। ইবনে উমর এবং আনাস রা. ইমামের দিকে মুখ করতেন।

٨٦٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِىِّ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ·

৮৬৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। নবী স. একদিন মিম্বারের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চারদিকে (মুখ করে) বসলাম।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মা বা'দ' বলা। ইকরামা ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে নবী স. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٨٦٩. عَنْ اَسمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ اَلصِّدِّيْقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ قُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ ، فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ، فَاَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ، قَالَتْ فَاَطَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جِدًا حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ وَاِلٰى جَنْبِىْ قِرْبَةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَفَتَحْتُهَا فَجَعَلْتُ اَسُبُّ مِنْهَا عَلٰى رَأْسِىْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ قَالَ وَلَغِطَ نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْكَفَأْتُ اِلَيْهِنَّ لاُسَكِّتَهُنَّ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ قَالَتْ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ لَمْ اَكُنْ اُرِيْتُهُ اِلاَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَاِنَّهُ قَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوْ قَالَ الْمُوْقِنُ شَكَّ هِشَامٌ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ هُوَ مُحَمَّدٌ ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاٰمَنَّا وَاَجَبْنَا وَاتَّبَعْنَا وَصَدَّقْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنْ كُنْتَ لَتُؤْمِنُ بِهِ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوْ قَالَ الْمُرْتَابُ شَكَّ هِشَامٌ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُ قَالَ هِشَامٌ فَلَقَدْ قَالَتْ لِىْ فَاطِمَةُ فَاَوْعَيْتُهُ غَيْرَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا يُغَلِّظُ عَلَيْهِ.

৮৬৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি (একবার) আয়েশার নিকট গেলাম। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি ? তখন তিনি মাথার সাহায্যে আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ (আযাব, কিয়ামত বা অন্য কিছুর) আলামতের কথা বলছেন কি ? তিনি মাথা দিয়ে ইশারা করলেন, অর্থাৎ 'হ্যাঁ, বললেন। (তখন আমিও তাদের দেখাদেখি নামাযে যোগ দিলাম)। অতপর আল্লাহর রসূল স. (নামায) এত দীর্ঘায়িত করলেন যে, আমি প্রায় বেহুশ হতে যাচ্ছিলাম। আমার পাশেই একটি চামড়ার মশকে পানি রাখা ছিল। আমি সেটি খুলে আমার মাথায় পানি দিতে শুরু করলাম। তারপর যখন সূর্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তখন আল্লাহর রসূল স. নামায শেষ করে ফিরে এলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা (ভাষণ) দান করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (অতপর)। আসমা রা. বলেন, তখন আনসারদের কিছুসংখ্যক মহিলা যেন কিসের একটা গুঞ্জন তুললেন। তাই আমি তাদেরকে চুপ করাবার উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়লাম। তারপর আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তিনি [নবী স.] কি বললেন ? আয়েশা বললেন, তিনি বলেছেন, এমন কোনো জিনিস নেই যা আমাকে দেখানো হয়নি, আমি আজ এ স্থানে

থেকেই সেসব কিছুই দেখে নিলাম। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখলাম। আমার নিকট প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়েছে যে, কবরে তোমাদেরকে মসীহ দাজ্জালের ফেতনার (পরীক্ষার) ন্যায় বা প্রায় অনুরূপ ফেতনায় ফেলা হবে (অর্থাৎ তোমাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে), তোমাদের প্রত্যেককে ওঠানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে ঃ এ লোকটি সম্পর্কে, [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স. সম্পর্কে] তুমি কি জান ? তখন মুমিন অথবা মুকীন—নবী স. এ দুটোর মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন সে ব্যাপারে বর্ণনাকারী হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে,—বলবে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসূল স., তিনি মুহাম্মাদ, তিনি আমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। অতপর আমরা ঈমান এনেছি, তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছি, তাঁর আনুগত্য করেছি এবং তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন তাকে বলা হবে, নেক্কার হিসাবে ঘুমিয়ে থাক। তুমি যে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছ তা আমরা অবশ্যই জানতাম। আর যে মুনাফিক বা মুরতাদ (সন্দেহ পোষণকারী কাফের)—রসূলুল্লাহ স. এ দুটির মধ্যে কোন্ শব্দটি বলেছিলেন সে সম্পর্কে হিশামের মনে সন্দেহ রয়েছে—তাকেও প্রশ্ন করা হবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি জান ? জবাবে সে বলবে, আমি (কিছুই) জানি না ; অবশ্য মানুষকে তার সম্পর্কে কিছু একটা বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলতাম। (বর্ণনাকারী) হিশাম বলেন, ফাতিমা (যিনি আসমা বিনতে আবু বকর হতে বর্ণনা করেছেন) আমার নিকট বলেছেন, তিনি (আমার নিকট) মুনাফিকের ওপর কঠিন আযাব সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা ছাড়া সবটুকু আমি উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি।

٨٧٠. عَنْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَالٍ اَوْ سَبْىٍ فَقَسَمَهُ فَاَعْطَى رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً فَبَلَغَهُ اَنَّ الَّذِيْنَ تَرَكَ عَتَبُوْا فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَوَاللّٰهِ اِنِّى لَاُعْطِىْ الرَّجُلَ وَاَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِىْ اَدَعُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الَّذِىْ اُعْطِىْ وَلٰكِنْ اُعْطِىْ اَقْوَامًا لِمَا اَرٰى فِىْ قُلُوْبِهِ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلٰى مَاجَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْغِنٰى وَالْخَيْرِ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ، فَوَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ ٠

৮৭০. আমর ইবনে তাগলিব রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট কিছু ধন বা কয়েদী আনা হলো। তিনি লোকদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে দিলেন না। তাঁর নিকট সংবাদ পৌছলো যে, যাদেরকে তিনি দেননি তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে। তখন তিনি [নবী স.] আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন, অতপর বললেন, 'আম্মা বা'দ' আল্লাহর শপথ, আমি কোনো লোককে দেই এবং কোনো লোককে দেই না। যাকে আমি দেই না সে আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয় যাকে আমি দেই। আর যাদের অন্তরে রয়েছে অধৈর্য ও অস্থিরতা কেবল সেই সকল লোককেই আমি দেই। আর যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ দান করেছেন, সেই সকল লোককে আমি তাদের নিজেদের ওপর ছেড়ে দেই। আমর ইবনে তাগলিব তাদের মধ্যে একজন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর শপথ, আল্লাহর রসূল স.-

এর বাণীর পরিবর্তে আমি (আরবের সর্বাধিক মূল্যবান) লাল উট (গ্রহণ করাকেও) পসন্দ করি না অর্থাৎ রসূল স.-এর বাণীই আমার নিকট সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে প্রিয়।

٨٧١. عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرَ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ لٰكِنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا.

৮৭১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (একবার) আল্লাহর রসূল স. (কোনো এক) গভীর রাতে বের হলেন এবং মসজিদে গিয়ে নামায (তারাবীহ) পড়লেন। লোকেরাও তাঁর নামাযের সাথে নামায পড়লো। পরের দিন তারা (এ নিয়ে) আলোচনা করলো। ফলে (দ্বিতীয় রাতে) এর চেয়ে অধিকসংখ্যক লোক একত্র হলো এবং তাঁর সাথে নামায পড়লো। পরের দিনও তারা (এ সম্পর্কে) আলোচনা করলো। ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোক সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেল, আল্লাহর রসূল স. বের হলেন এবং লোকেরা তাঁর সাথে নামায পড়লো। চতুর্থ রাতে লোক এত অধিক হলো যে, মসজিদে স্থান সংকুলান হওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। তাই তিনি ভোরের নামাযের জন্য বের হলেন এবং ফজরের নামায শেষ করে লোকদের দিকে ফিরলেন। অতপর শাহাদাতের (তথা সাক্ষ্য দেয়ার) বাণী উচ্চারণ করলেন। তারপর বললেন, আম্মা বা'দ (অতপর বক্তব্য এই যে,) তোমাদের এখানে উপস্থিতি (অর্থাৎ এ তারাবীহর নামাযের জন্য মসজিদে এরূপ আগ্রহ সহকারে একত্রিত হওয়া) আমার কাছে গোপন নয়। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য এটা ফরয করে দেয়া হবে এবং (তখন) তোমরা তা আদায় করতে পারবে না।

٨٧٢. عَنْ أَبِىْ حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِىِّ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ.

৮৭২. আবু হুমাইদ সাঈদী রা. হতে বর্ণিত। এক রাতে এশার নামাযের পর রসূলুল্লাহ স. দাঁড়ালেন এবং শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করলেন। আর যথোপযুক্তরূপে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ'।

٨٧٣. عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ.

৮৭৩. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. (একদিন) দাঁড়ালেন। তারপর আমি তাঁকে শাহাদাত বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে বলতে শুনলাম, 'আম্মা বা'দ'।

٨٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ وَكَانَ اٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطِّفًا مُلْحِفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِلَيَّ فَثَابُوْا اِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ اَنْ يَضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ

৮৭৪. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) নবী স. মিম্বারের ওপর আরোহণ করলেন। আর এটিই ছিল তাঁর শেষ মজলিস, যাতে তিনি বসেছিলেন। তখন তাঁর দু কাঁধের ওপর একটি বড় চাদর জড়ানো ছিল এবং মাথায় বাঁধা ছিল কালো পট্টি। তিনি আল্লাহর প্রসংশা করলেন, তাঁর মহিমা ঘোষণা করলেন। তারপর বললেন, হে লোকেরা! তোমরা আমার নিকটে এসো। লোকেরা তাঁর কাছে একত্র হলো। এরপর তিনি বললেন, 'আম্মা বা'দ', শুনে রাখ, আনসারদের এ গোত্র সংখ্যায় কমে যেতে থাকবে এবং অন্য লোকেরা বাড়তে থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার কোনো জিনিসের অধিকারী হবে (শাসন কর্তৃত্ব লাভ করবে) এবং সে তার সাহায্যে কারোর ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা লাভ করবে, তার কর্তব্য হবে (আনসারদের) সৎলোকদের ভাল কাজগুলো গ্রহণ করে নেয়া এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেয়া।[১০]

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন দু খুতবার মাঝে বসা।

٨٧٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا ·

৮৭৫. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দু খুতবা দান করতেন এবং তার মাঝেখানে বসতেন।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।

٨٨٢. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ·

১০. মুসলিম উম্মাহর ওপর শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করার পর ক্ষমতাসীন ব্যক্তি অপরাধীর শুধু সেই অপরাধই মাফ করে দিতে পারবে যা 'হদ'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যে অপরাধের জন্য আল্লাহ তাআলা শাস্তি স্বরূপ 'হদ' নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা মাফ করার অধিকার কারো নেই।

৮৭৬. আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন জুমআর দিন আসে (এবং নামাযের সময় হয়ে যায়) তখন মসজিদের দ্বারদেশে ফেরেশতারা অবস্থান করে এবং আগে আসার ক্রমানুসারে আগমনকারীদের নাম লিখতে থাকে। আর যে সবার আগে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি বড় মোটা-তাজা উট কুরবানী করে। এরপর যে আসে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে একটি গাভী কুরবানী করে। এর পরবর্তী আগমনকারী মেষ কুরবানীর ন্যায়। তারপর আগমনকারী (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) মুরগী যবেহকারীর ন্যায়। এর পরবর্তী আগমনকারী একটি ডিম দানকারীর ন্যায়। অতপর ইমাম যখন (হুজরা থেকে নামাযের উদ্দেশ্যে) বের হয় তখন তারা (ফেরেশতারা) তাদের দফতর বন্ধ করে দেয় এবং (ইমামের) খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা দেয়ার সময় ইমাম কাউকে যখন আসতে দেখবে তখন তাকে দু রাকআত নামায পড়ার আদেশ দেবে।

٨٧٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ قَالَ لاَ قَالَ قُمْ فَارْكَعْ ·

৮৭৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক ব্যক্তি (মসজিদে) এলো। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, হে অমুক! তুমি নামায পড়েছ কি ? সে বললো ঃ 'জিনা'। তিনি বললেন ঃ ওঠ, নামায পড়ে নাও।[১১]

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুতবা দেয়ার সময়ে যে (মসজিদে) আসবে সে সংক্ষিপ্তভাবে দু রাকআত নামায পড়বে।

٨٧٨. عَنْ جَابِرًا قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لاَ قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ·

৮৭৮. জাবির রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি মসজিদে এলো। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, নামায পড়েছ কি ? সে বললো, "জিনা"। তিনি বললেন, ওঠ, দু'রাকআত পড়ে নাও।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবায় দু হাত তোলা।

٨٧٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ وَهَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا ·

৮৭৯. আনাস রা. হতে বর্ণিত। এক জুমআর দিনে নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে রসূলুল্লাহ স.! (পানির অভাবে) ঘোড়া মরে যাচ্ছে, ছাগল-বকরীও মরে যাচ্ছে, তাই দোআ করুন যেন আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দু হাত প্রসারিত করলেন এবং দোআ করলেন।

---

১১. হাদীসের অন্য কতিপয় বর্ণনার ভিত্তিতে হানাফী মাযহাবে এ সময়ে নামায না পড়াকে অধিকতর বিশুদ্ধ রীতি বলে গণ্য করা হয়েছে।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনের খুতবায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।

٨٨٠ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهُ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتّٰى ثَارَ السَّحَابُ اَمْثَالَ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتّٰى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَمِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِي يَلِيْهِ حَتّٰى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى وَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِيُّ اَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَمَا يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ اِلاَّ انْفَرَجَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةُ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৮৮০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর যামানায় এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় (এক জুমআর দিন) নবী স. যখন খুতবা দিচ্ছিলেন তখন এক বেদুঈন উঠে দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টি না হওয়ায়) সম্পদ[১২] ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজনও অনাহারে মরছে ; তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোআ করুন। তিনি (দোআর জন্য) দু হাত তুললেন। সে সময়ে আমরা আকাশে একখণ্ড মেঘও দেখিনি। তারপর যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ (করে বলছি), দোআয় তিনি হাত (দুখানি) তুলেছিলেন মাত্র এমন সময় পাহাড়ের মত মেঘের বড় বড় বহু খণ্ড এসে একত্র হয়ে গেল। অতপর তাঁর মিম্বার থেকে নামার সাথে সাথেই দেখলাম তাঁর (পবিত্র) দাড়ির ওপর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ওখানে বৃষ্টি হলো সেই দিন। তারপর ক্রমাগত দুদিন এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সকল দিন। (পরবর্তী জুমআর দিন) সেই বেদুঈন—অথবা সে ছাড়া অন্য কেউ—উঠে দাঁড়াল এবং আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টির কারণে এখন তো আমাদের বাড়ী-ঘর পড়ে যাচ্ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। তিনি তখন দু হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! (বৃষ্টি দাও) আমাদের চারদিকের পার্শ্ববর্তী এলাকায়, আমাদের ওপরে (অর্থাৎ এ এলাকায়) নয়। (দোআর সাথে সাথে) তিনি মেঘের এক এক দিকের প্রতি হাত দিয়ে ইংগিত করছিলেন সেখানকার মেঘ কেটে যাচ্ছিল। এতে করে সমগ্র মদীনাই একটি জলাশয়ের আকার ধারণ করলো এবং কানাত উপত্যকার পানি একমাস ধরে প্রবাহিত হতে থাকলো। (মদীনায় তখন) কোনো অঞ্চল থেকেই এমন কেউ আসেনি যে এ মুষলধারায় পতিত বৃষ্টির কথা আলোচনা করেনি।

---

১২. এখানে সম্পদ বলতে আসলে পশু-সম্পদ বুঝানো হয়। ইমাম মালেক র. তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে এক বর্ণনায় একথা সুস্পষ্ট করেছেন। পশু ধ্বংসে হয়ে যাচ্ছে, অর্থ হচ্ছে এই যে, অনাবৃষ্টিতে চারণভূমিগুলো শুকিয়ে গেছে। কাজেই খাদ্যাভাবে পশুরা মারা যাচ্ছে।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেয়ার সময় অন্যকে চুপ করানো। যদি কেউ তার সাথীকে (অন্য মুসল্লীকে) বলে, চুপ থাক, তাহলে সে একটা অর্থহীন কাজ করে। সালমান (ফারিসী) নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, যখন ইমাম কথা বলবে তখন চুপ থাকবে।

٨٨١. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قُلْتُ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَنصِتْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ·

৮৮১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, জুমআর দিনে যদি তোমার সাথীকে (অর্থাৎ পাশের লোককে) বল "চুপ থাক",—অথচ ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছেন, তাহলে তুমি একটি অর্থহীন কাজ করলে।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর দিনের একটি মুহূর্ত।

٨٨٢.عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى شَيْئًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ·

৮৮২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ স. খুতবা দান করলেন। (খুতবায়) তিনি বললেন, এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোনো মুসলমান বান্দা যদি এ সময়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া অবস্থায় আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চায়, তাহলে তিনি তাকে অবশ্যই তা দান করেন। (এই বলে) তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, সে মুহূর্তটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর নামাযে কিছু লোক যদি ইমামের নিকট থেকে চলে যায় তাহলে ইমাম ও অবশিষ্ট লোকদের নামায জায়েয হবে।

٨٨٣. عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَتْ عِيْرُ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِىَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ·

৮৮৩. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আমরা নবী স.-এর সাথে (জুমআর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটি কাফেলা (উটের পিঠে) খাদ্যদ্রব্য বহন করে হাযির হলো এবং তারা (মুসল্লীরা) সেদিকেই বেশী মনোযোগী হলো যে, নবী স.-এর সাথে মাত্র বারজন মুসল্লী অবশিষ্ট ছিল, আর তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ

وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا ·

"আর যখন তারা ব্যবসায় বা খেল-তামাশা হতে দেখলো, তখন সেদিকেই আকৃষ্ট হয়ে দ্রুত চলে গেল এবং তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে গেল।"

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর ফরয নামাযের পূর্বে ও পরে নামায পড়া।

٨٨٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِى بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ .

৮৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. যোহরের পূর্বে দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে নিজ গৃহে দু রাকআত এবং এশার পর দু রাকআত নামায পড়তেন। আর জুমআর পর (নিজ গৃহে) ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত কোনো নামায পড়তেন না। (নিজ গৃহে) ফেরার পরেই দু রাকআত পড়তেন।[১৩]

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ .

"নামায সমাপ্ত হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো।"

٨٨٥. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ فِيْنَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى اَرْبِعَاءَ فِى مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا فَكَانَتْ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ اُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِىْ قِدْرٍ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيْرٍ تَطْحَنُهَا فَيَكُوْنُ اُصُوْلَ السِّلْقِ عَرْقَهُ وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَرِّبُ ذٰلِكَ الطَّعَامَ اِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ وَكُنَّا نَتَمَنّٰى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذٰلِكَ .

৮৮৫. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে বসবাসকারিণী জনৈকা স্ত্রীলোক আরবিআ নামক একটি ছোট নহরের পাশে বীটের চাষ করতো। জুমআর দিনে সে তার মূল তুলে এনে (রান্নার জন্য) ডেগে চড়াত এবং তার ওপর এক মুঠো যব ছেড়ে দিয়ে পাক করতো। তখন এ বীট মূলই তার গোশত (অর্থাৎ গোশতের বিকল্প) হয়ে যেত। আমরা জুমআর নামায থেকে ফিরে এসে তাকে সালাম দিতাম। সে তখন ঐ খাদ্য আমাদের সামনে পেশ করতো এবং আমরা (তৃপ্তির সাথে) খেতাম। আমরা প্রতি জুমআবারেই সে খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা করতাম।

٨٨٦. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهٰذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

৮৮৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর পরেই আমরা কাইলুলা (দুপুরের শয়ন ও হালকা নিদ্রা) এবং দুপুরের আহার্য গ্রহণ করতাম।

---

১৩. নবী স. জুমআর আগে পরে যে নামায পড়েছেন সে সম্পর্কে অন্যান্য বর্ণনায় অন্যরূপ নামাযেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হানাফী মাযহাবের সকল বর্ণনার প্রেক্ষিতে জুমআর আগে চার রাকআত সুন্নাত ও পরে দু রাকআত নফল পড়াকেই অধিকতর বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমআর পরেই কাইলুলা।

٨٨٧.عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيْلُ .

৮৮৭. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমআর দিনে তাড়াতাড়ি (নামাযে অংশগ্রহণ) করতাম, তারপর (জুমআর নামায শেষ করার পর) কাইলুলা করতাম।

٨٨٨. عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُوْنُ الْقَائِلَةُ.

৮৮৮. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (প্রথমে) নবী স.-এর সাথে জুমআ পড়তাম ; তারপর আমরা দুপুরের শয়ন ও হালকা নিদ্রা যেতাম।

❐

অধ্যায়-১২

أَبْوَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

(ভয়ের নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের নামায।

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ "আর যখন তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তখন নামায 'কসর' করলে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর তুমি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে ও তাদের সংগে নামায কায়েম করবে তখন তাদের একদল তোমার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তারপর তারা সিজদা করলে তখন তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে। অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয় নাই, তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিররা কামনা করে যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও বা পীড়িত থাক তবে তোমরা অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই ; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১০১-১০২

٨٨٩. عَنْ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ يَعْنِي صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاؤُا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

৮৮৯. শুআইব রা. যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি যুহরীকে প্রশ্ন করেছিলাম, নবী স. কি ভয়ের নামায পড়েছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, সালেম বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নজদের দিকে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়ে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, অতপর রসূলুল্লাহ স. আমাদের নামাযের ইমামতী করার জন্য দাঁড়ালেন। তখন (সৈন্যরা দু দলে বিভক্ত হয়ে) একদল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়াল এবং অন্য দলটি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে অবস্থান করলো। রসূলুল্লাহ স. তাঁর পিছনের দলটি নিয়ে একটি রুকূ' করলেন এবং দুটি

সিজদা দিলেন। এরপর এ দলটি যারা নামায পড়েনি, তাদের স্থানে চলে গেল এবং তারা রসূলের পেছনে এসে গেল। তখন আল্লাহর রসূল স. তাদের সাথে (অবশিষ্ট) এক রাকআত নামায পড়লেন, দুটি সিজদা দিলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর তাদের প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালো এবং এক এক রুকূ ও দু' দু' সিজদা দিয়ে নামায শেষ করলো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হাঁটা বা আরোহী অবস্থায় ভয়ের নামায পড়া।

٨٩٠. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ اِذَا اخْتَلَطُوْا قِيَامًا، وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيُصَلُّوْا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.

৮৯০. নাফে রা. ইবনে উমর থেকে মুজাহিদের বর্ণনার ন্যায় উদ্ধৃতি করেছেন যে, লোকেরা যখন একে অপরে মিশে যাবে, তখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেবে। আর ইবনে উমর নবী স. থেকে বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের সংখ্যা যদি এর চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তাহলে পায়ে হাঁটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে এবং আরোহী অবস্থায় যে প্রকারেই সম্ভব নামায সম্পন্ন করতে হবে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভয়ের নামাযে নামাযীদের একাংশ অন্য অংশকে পাহারা দেবে।

٨٩١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَكَبَّرُوْا مَعَهُ وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِيْنَ سَجَدُوْا وَحَرَسُوْا اِخْوَانَهُمْ وَاَتَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا مَعَهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِيْ صَلَاةٍ وَلٰكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

৮৯১. ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (নামাযের জন্য) দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়াল। তিনি তাকবীর দিলেন, তারাও তাঁর সাথে তাকবীর দিলো। তিনি রুকূ করলেন এবং লোকদের কতকাংশ তাঁর সাথে রুকূ করলো। তিনি সিজদা দিলেন এবং তারাও তাঁর সাথে সিজদা দিলো। অতপর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁর সাথে সিজদা দিয়েছিল, তারা উঠে দাঁড়াল এবং তাঁদের ভাইদের পাহারা দিল ; আর দ্বিতীয় দলটি এসে তাঁর সাথে রুকূ করলো ও সিজদা দিলো। আর এভাবে সকলেই নামাযে শরীক হলো। অথচ একাংশ অন্য অংশকে পাহারাও দিল।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর মুখোমুখি অবস্থায় নামায। ইমাম আওযায়ী র. বলেছেন ঃ অবস্থা যদি এমন হয় যে, বিজয় আসন্ন কিন্তু শত্রুর ভয়ে সেনাদল (জামাআতে) নামায পড়তে সক্ষম হচ্ছে না তাহলে সবাই একাকী ইশারায় নামায আদায় করবে। কিন্তু ইশারায় আদায় করা সম্ভব না হলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। এরপর নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হলে দু' রাকআত নামায আদায় করবে। তবে দু রাকআত পড়তেও সক্ষম না হলে একটি রুকূ ও দুটি সিজদা আদায় করবে এবং তাও সম্ভব না হলে শুধু তাকবীর বলে নামায শেষ করা জায়েয হবে না। বরং শান্তির পরিবেশ না হওয়া পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করবে। মাকহুল র.-ও এরূপ মত পোষণ করতেন। আনাস রা. বর্ণনা

করেছেন ঃ (একটি যুদ্ধে) যখন ভোর বেলা তুসতার দুর্গের ওপর আক্রমণ চলছিলো এবং যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করার কারণে লোকজন নামায পড়তে সক্ষম ছিল না। আমরা তখন আবু মূসা রা.-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ওঠার বেশ পরে আমরা নামায পড়েছিলাম। আবু মূসা রা. বলেছেন ঃ ঐ নামাযের বিনিময়ে আমাদের দুনিয়া ও তার সবকিছু দিলেও খুশী হবো না। পরে আমরা সে দুর্গ দখল করেছিলাম।

٨٩٢.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَلَّيْتُ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ اَنْ تَغِيْبَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا بَعْدُ قَالَ فَنَزَلَ اِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَاغَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا ·

৮৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক দিবসে উমর কুরাইশ গোত্রের কাফেরদেরকে গালি-গালাজ করলেন এবং (নবীর খেদমতে এসে) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সূর্য প্রায় ডুবে যাওয়া পর্যন্ত আমি আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী স. বললেন, আল্লাহর শপথ, (সূর্য ডুবে যাওয়ার পরেও) আমি তা আদায় করতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি (মদীনার অন্যতম উপত্যকা) বুতহানে নেমে অযু করলেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং তারপরে মাগরিবের নামাযও আদায় করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনকারী ও শত্রু পশ্চাদপসরণকারীর আরোহী অবস্থায় ও ইশারায় নামায পড়া। ওয়ালীদ র. বলেছেন, আমি ইমাম আওযায়ী র.-এর কাছে ওয়াহবীল ইবনে সামত ও তাঁর অনুচরদের সওয়ার অবস্থায় নামায পড়ার বর্ণনা দিলে তিনি বললেন, নামায কাযা হওয়ার আশংকা দেখা দিলে আমরা এ ব্যবস্থাকে জায়েয মনে করি। এর দলীল হিসেবে ওয়ালীদ নবী স.-এর নির্দেশ—"তোমরা বনী কুরাইযার এলাকায় পৌঁছে তবে আসরের নামায পড়বে"—পেশ করেন।

٨٩٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلاَّ فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّيْ حَتَّى نَاْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ·

৮৯৩. ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী স. আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে আমাদেরকে বললেন ঃ "বনু কুরাইযা পৌঁছার পূর্বে কেউ আসরের নামায আদায় করবে না।" অথচ অনেকের পথিমধ্যেই আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে (আসরের) নামায আদায় করবো না ; আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা নামায আদায় করে নেব। কেননা নিষেধ করার উদ্দেশ্য এ ছিল

না (যে আমরা নামায কাযা করবো)। নবী স.-এর নিকট একথা উল্লেখ করা হলে তিনি তাদের কাউকেই কোনোরূপ ভর্ৎসনা করেননি।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহু আকবার বলা, ভোরের অন্ধকারে নামায পড়া এবং পরাজিত শত্রুর মাল সংগ্রহ ও যুদ্ধ অবস্থায় নামায পড়া।

٨٩٤ـعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ وَيَقُوْلُوْنَ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ قَالَ وَالْخَمِيْسُ الْجَيْشُ فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذَّرَارِىَّ فَصَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الْكَلْبِىِّ وَصَارَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا.

৮৯৪. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ভোরের অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করলেন, অতপর (সওয়ারীতে) আরোহণ করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহু আকবার', খায়বার বিনষ্ট হোক! যখন আমরা কোনো জনগোষ্ঠীর মাথার ওপর পৌঁছে যাই তখন সতর্ককৃতদের প্রভাব অকল্যাণকর হয়েই থাকে। কাজেই তারা (ইহুদীরা) গলির মধ্যে একথা বলতে বলতে দৌড়াতে লাগলো যে, মুহাম্মদ তাঁর 'খামীস' (বিশেষ বাহিনী) নিয়ে এসে পড়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, 'খামীস' হচ্ছে সৈন্যসামন্ত। অতপর রসূলুল্লাহ স. তাদের ওপর বিজয় লাভ করলেন। তিনি যোদ্ধাদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করলেন (এ সময়ে) বন্দিনী সফিয়া (প্রথমত) দিহইয়া কালবীর এবং পরে রসূলুল্লাহ স.-এর অংশে পড়লো। অতপর তিনি তাকে বিয়ে করলেন এবং তার মুক্তিদানকে মোহররূপে গণ্য করলেন।

❐

অধ্যায়-১৩

كِتَابُ الْعِيْدَيْنِ

(দু' ঈদের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদ ও তাতে সাজ-সজ্জার বর্ণনা।

٨٩٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَالْوُفُوْدِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ عُمَرُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ فَاَتَى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَرْسَلَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ الْجُبَّةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا حَاجَتَكَ .

৮৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাজারে বিক্রয় হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা উমর নিলেন এবং সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদ ও প্রতিনিধিদলের (সাথে সাক্ষাতের দিনে) এ দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বললেন, এটি তো তার পোশাক যার (আখেরাতে তথা জান্নাতে) কোনো অংশ নেই। এ ঘটনার পর উমর আল্লাহর যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর রসূলুল্লাহ স. তাঁর নিকট একটি রেশমী জুব্বা (জামা) পাঠালেন। উমর তা গ্রহণ করলেন এবং সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বলেছিলেন, এ হচ্ছে তাদের পোশাক যাদের (আখেরাতে তথা জান্নাতে) কোনো অংশ নেই, এতদসত্ত্বেও এ জামা আপনি আমার নিকট পাঠিয়েছেন! রসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, তুমি ওটা বিক্রি করে দাও এবং (বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে) নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করো।

২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা।

٨٩٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِىْ وَقَالَ مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ

فَأَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُوْلُ دُوْنَكُمْ يَابَنِيْ أَرْفِدَةَ حَتَّى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِيْ .

৮৯৬. আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (এক সময়ে) আমার নিকট এলেন। তখন আমার নিকটে দুটি মেয়ে 'বুআস' যুদ্ধ সংক্রান্ত গীত গাচ্ছিল। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন এবং চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখলেন। ইতিমধ্যে আবু বকর এলেন। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, শয়তানী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে, তাও আবার নবী স.-এর কাছে! তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ছেড়ে দাও। অতপর তিনি যখন অন্যদিকে আকৃষ্ট হলেন, তখন আমি তাদেরকে ইঙ্গিত করলাম এবং তারা বের হয়ে গেল। আর ঈদের দিন সুদানীরা (অর্থাৎ হাবশীরা) বর্শা ও ঢালের খেলা খেলতো। (একবার) হয় আমি রসূলুল্লাহ স.-এর নিকট আরয করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি (তাদের খেলা) দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ। অতপর তিনি আমাকে তাঁর পেছনে, এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের ওপর (অর্থাৎ পাশে)। তিনি তাদেরকে বলছিলেন ঃ "(খেলা) চালাও হে বনু আরফিদা!"[১] পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন তিনি আমাকে বললেন, "কি তোমার (দেখা) হয়েছে?" আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে চলে যাও।[২]

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দু' ঈদে মুসলমানদের রীতি-নীতি।

٨٩٧ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا .

৮৯৭. বারাআ রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি (তাতে) বলেছেন, আজকের এ দিনকে যে কাজ দিয়ে শুরু করা উচিত, তা হচ্ছে এই যে, প্রথমে আমরা নামায আদায় করবো, তারপর ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। কাজেই যে এরূপ করবে সে আমাদের রীতি সঠিকভাবে পালন করবে।

٨٩٨ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعِنْدِيْ جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْاَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذٰلِكَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا .

---

১. এটা হাবশীদের উপাধি। কেউ কেউ বলেছেন, হাবশীদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল আরফিদা।

২. এ হাদীস দ্বারা যেমন যুদ্ধাস্ত্রের খেলা বৈধ প্রমাণিত হয়, তেমনি পর-পুরুষের কাজের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি দেয়ার বৈধতাও প্রমাণিত হয়।

এ হাদীস দ্বারা পর-পুরুষের চেহারার প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি দেয়ার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কেননা পর্দার আয়াত তখনো নাযিল হয়নি।

৮৯৮. আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আবু বকর এলেন। তখন আনসারদের দুটি মেয়ে আমার নিকট (বসে) বুআস যুদ্ধের দিনে (নিজেদের প্রশংসা ও অপরের নিন্দা করে) আনসাররা পরস্পর যা বলেছিল, সে সম্পর্কে গীত গাচ্ছিল। তিনি বলেন, তারা (পেশাগত) গায়িকা ছিল না। আবু বকর বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে শয়তানী বাদ্যযন্ত্র! এটা (ঘটেছিল) ঈদের দিন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে আবু বকর! প্রত্যেক জাতির জন্যই ঈদ রয়েছে, আর এ হচ্ছে আমাদের ঈদ।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিনে (নামাযের জন্য) বের হওয়ার পূর্বে আহার করা।

٨٩٩. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَاْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجِّى بْنُ رِجَاءٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَيَاْكُلُهُنَّ وِتْرًا ٠

৮৯৯. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেজুর না খেয়ে বাইরে (ঈদগাহে) বের হতেন না। অপর এক বর্ণনায় আনাস নবী স. থেকে বলেছেন, তিনি তা (অর্থাৎ খেজুর) বেজোড় সংখ্যক খেতেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন খাদ্য গ্রহণ করা।

٩٠٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَدَّقَهُ قَالَ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِىْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ٠

৯০০. আনাস ইবনে মালেক রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, নামাযের পূর্বে যে যবেহ করবে তাকে তা (নামাযের পর) পুনরায় করতে হবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আজকের এ দিনটিতে শুধু গোশত খাওয়ারই আকাঙ্ক্ষা করা হয়। সে তার প্রতিবেশীদের (অবস্থা) উল্লেখ করলো। তখন নবী স. যেন তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। সে বললো, আমার এখন একটি এক বছর বয়সের মেষ শাবক আছে, যার গোশত দুটি বকরীর চেয়েও আমার নিকট পসন্দনীয়। নবী স. তাকে (সেটি কুরবানীর) অনুমতি দিলেন। অবশ্য আমি জানি না এ অনুমতি তার ছাড়া অন্যদের নিকট পৌঁছল কিনা।

٩٠١.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْاَضْحٰى بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّهُ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ نُسُكَ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنِّىْ نَسَكْتُ شَاتِىْ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ وَاَحْبَبْتُ اَنْ

تَكُوْنَ شَاتِىْ اَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِىْ بَيْتِىْ فَذَبَحْتُ شَاتِىْ وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ اَنْ آتِىَ الصَّلاَةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ اَفَتَجْزِىْ عَنِّىْ قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯০১. বারাআ ইবনে আযেব রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (একবার) ঈদুল আযহার দিন নামাযের পর আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। (ভাষণে) তিনি বললেন, যে আমাদের মত নামায পড়লো এবং আমাদের মত কুরবানী করলো সে নিশ্চয়ই আমাদের রীতি (তরীকা) অবলম্বন করলো। আর যে নামাযের পূর্বে কুরবানী করলো, তা নামাযের পূর্বে হয়ে গেলো (অর্থাৎ তার কুরবানী কেবল গোশত খাওয়ার জন্য)। এতে তার কুরবানী হবে না। বারাআর মামা আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার তখন বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো নামাযের পূর্বেই আমার বকরী কুরবানী করেছি। কেননা আমি মনে করেছি যে, আজকের দিনটি পানাহারের দিন। আমি এটাই ভাল মনে করলাম যে, আমার ঘরে আমার বকরীই সর্বপ্রথম যবেহ করা হোক। তাই আমি আমার বকরীটি যবেহ করেছি এবং নামাযে আসার পূর্বে (তা দিয়ে) নাশতাও করে এসেছি। তিনি [নবী স.] বললেন, তোমার বকরীটি গোশতের বকরী (কুরবানীর বকরী নয়)। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের এমন একটি মেষ শাবক আছে যা আমার নিকট দুটি বকরীর চেয়েও প্রিয়। এটা কুরবানী দিলে কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তবে তুমি ছাড়া অন্য কারোর জন্য যথেষ্ট হবে না।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বার না নিয়ে ঈদগাহে গমন।

٩٠٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى اِلَى الْمُصَلَّى فَاَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ عَلٰى صُفُوْفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَاِنْ كَانَ يُرِيْدُ اَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ اَوْ يَأْمُرَ بِشَىْءٍ اَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمُصَلّٰى اِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيْرُ بْنُ الصَّلْتِ فَاِذَا مَرْوَانُ يُرِيْدُ اَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَجَبَذْتُهُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِىْ فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللّٰهِ ، فَقَالَ اَبَا سَعِيْدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا اَعْلَمُ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا لاَ اَعْلَمُ، فَقَالَ اَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ .

৯০২. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন এবং সেখানে তিনি সর্বপ্রথম যে কাজ করতেন তা হতো নামায। নামায শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন এবং তারা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকতেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, অসিয়ত করতেন এবং (জরুরী বিষয়ে) হুকুম দান করতেন। অতপর সেনাবাহিনী গঠন করার ইচ্ছা থাকলে তিনি (তাদের মধ্য থেকে লোকদেরকে সেনাবাহিনীর জন্য) আলাদা করে নিতেন। অথবা কোনো কাজের ফরমান জারী করার ইচ্ছা করলে তিনি তা করতেন। এরপর তিনি ফিরে যেতেন। আবু সাঈদ বলেন, [নবী স.-এর পরেও] লোকেরা এ নিয়মই অনুসরণ করে চলতো। অথচ শেষে একবার আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরে শরীক হলাম। এ সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। আমরা যখন ঈদগাহে পৌছলাম, তখন (সেখানে আগে থেকেই রাখা) একটি মিম্বার দেখলাম। সেটি নির্মাণ করেছিল কাসীর ইবনে সল্ত। হঠাৎ মারওয়ান নামায আদায়ের আগেই তার ওপর (খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে) আরোহণ করতে উদ্যত হলো। আমি (তাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে) তার কাপড় টেনে ধরলাম। কিন্তু সে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে মিম্বারে আরোহণ করলো এবং নামাযের আগেই খুতবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ, তোমরা [রসূল স.-এর সুন্নাতকে] পরিবর্তিত করে ফেলেছ। সে বললো, হে আবু সাঈদ! তোমরা যা জানতে তা (অর্থাৎ তার দিন) চলে গেছে। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি তা তার চেয়ে ভাল, যা আমি জানি না। সে তখন বললো, নামাযের পর লোকেরা আমাদের জন্য কিছুতেই বসে থাকে না। তাই আমি নামাযের আগেই খুতবা দিয়েছি।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ পায়ে হেঁটে বা আরোহণ করে ঈদের জামাআতে যাওয়া এবং আযান ও ইকামত ছাড়াই (ঈদের) নামায জামাআতে পড়ার বর্ণনা।

٩٠٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلاَةِ .

৯০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন (প্রথমে) নামায আদায় করতেন। তারপর নামাযান্তে খুতবা দান করতেন।

٩٠٤.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

৯০৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন। অতপর খুতবার আগেই নামায সম্পন্ন করতেন।

٩٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْاَضْحٰى .

৯০৫. ইবনে আব্বাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, না ফিতরের দিন আযান দেয়া হতো, না আযহার দিন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের পর খুতবা দান।

٩٠٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ٠

৯০৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স. আবু বকর, উমর ও উসমানের সাথে ঈদ উদযাপন করেছি। তাঁরা সবাই খুতবার পূর্বে নামায সম্পন্ন করেছেন।

٩٠٧. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ٠

৯০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স., আবু বকর ও উমর উভয় ঈদের নামায খুতবার পূর্বে সম্পন্ন করতেন।

٩٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ تُلْقِى الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا ٠

৯০৮. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ঈদুল ফিতরে দু রাকআত নামায পড়লেন। এর পূর্বে কোনো নামায পড়লেন না এবং পরেও কোনো নামায পড়লেন না। অতপর তিনি বিলালকে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে (আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে) দানের জন্য বললেন। তখন তারা দান করতে শুরু করলো; কেউ দিল (সোনা বা রূপার) আংটি, আবার কেউবা দিল গলার হার।

٩٠٩. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِىْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّىَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَىْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوْفِىَ اَوْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ٠

৯০৯. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, আজকের এ (ঈদের) দিনে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে নামায সম্পন্ন করা। তারপর আমরা (ঘরে) ফিরে আসবো এবং কুরবানী করবো। কাজেই যে ব্যক্তি এ কাজ করলো, সে আমাদের রীতি অনুসারেই কাজ করলো। কিন্তু যে নামাযের পূর্বেই কুরবানী করলো, তা কেবল গোশত (বলেই গণ্য) হবে; তা সে পরিবার-পরিজনদের জন্যই করেছে। তাতে কুরবানীর কিছুই

নেই। তখন জনৈক আনসার—যাকে আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার নামে ডাকা হতো—বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো (নামাযের পূর্বে) যবেহ করে ফেলেছি। এখন আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দু' বছর বয়সের মেষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। (এটা কুরবানী করলে হবে কি ?) তিনি বললেন, ওর জায়গায় এটাকেই যবেহ করে ফেল। তবে তুমি ছাড়া অন্য কারোর জন্য এটা কখনো (কুরবানীর জন্য) যথেষ্ট হবে না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের জামাআতে ও হারাম শরীফে অস্ত্র বহন ঘৃণিত কাজ। হাসান বসরী র. বলেছেন, শত্রুর ভয় না থাকলে ঈদের জামাআতে অস্ত্র বহন করে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

٩١٠. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِيْنَ اَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِى اَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذٰلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجُ فَجَعَلَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ اَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَنْتَ اَصَبْتَنِى قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِى يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيْهِ وَاَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ فِى الْحَرَمِ ·

৯১০. সাঈদ ইবনে যুবাইর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তখন ইবনে উমরের সাথে ছিলাম যখন বর্শার অগ্রভাগ তার পায়ের তলদেশে বিদ্ধ হয়েছিল। আর তার পা রেকাবের সাথে লাগছিল। আমি তখন নেমে তা বের করে ফেললাম। এ ঘটনা ঘটেছিল মিনায়। এ খবর হাজ্জাজের নিকট পৌঁছলে তিনি দেখতে আসলেন। হাজ্জাজ বললেন, আপনাকে কে বিপদগ্রস্ত করেছে জানতে পারলে (অবশ্যই আমরা তাকে শাস্তি দিতাম)। তখন ইবনে উমর বললেন, আপনিই তো আমাকে বিপদগ্রস্ত করেছেন। তিনি বললেন, কেমন করে ? ইবনে উমর বললেন, যে (ঈদের) দিন অস্ত্র বহন করা হতো না, আপনি সেইদিন অস্ত্র বহন করে চলেছেন। আর আপনি অস্ত্রকে হারাম শরীফের মধ্যেও প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ হারাম শরীফের মধ্যে কখনো অস্ত্র প্রবেশ করানো হতো না।

٩١١.عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدِ ابْنِ الْعَاصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ اَصَابَكَ قَالَ اَصَابَنِى مَنْ اَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِىْ يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيْهِ حَمْلُهُ يَعْنِى الْحَجَّاجَ ·

৯১১. আমর ইবনে সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমরের নিকট হাজ্জাজ এলেন। আমি তখন তাঁর কাছে ছিলাম। তিনি কেমন আছেন, হাজ্জাজ এ প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিলেন, ভাল আছি। হাজ্জাজ প্রশ্ন করলেন, আপনাকে কে বিপদগ্রস্ত করেছে ? তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত করেছে যে (ঈদের) সেদিন অস্ত্র বহনের আদেশ দেয় যেদিন তা বহন করা বৈধ নয়, অর্থাৎ হাজ্জাজ।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য ভোরে রওয়ানা হওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে বুসর র. বলেছেন ঃ সালাতুত তাসবীহর সময় আমরা ঈদের নামায পড়ে শেষ করতাম।

٩١٢. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَامَ خَالِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اِجْعَلْهَا مَكَانَهَا اَقَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯১২. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী স. আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দান করেন। তিনি বললেন, আজকের দিনে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো নামায আদায় করা, তারপর (বাড়ীতে) ফিরে এসে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে সে আমাদের রীতি (সুন্নাত) অনুসারে আমল করবে ; আর যে ব্যক্তি নামাযের আগেই (কুরবানীর জন্তু) যবাই করবে, তার ওটা কেবল গোশত খাওয়ারই আয়োজন, যা সে পরিবারের জন্য তাড়াহুড়া করে করে ফেলেছে। কুরবানীর সাথে এর কোনো সম্পর্কই নেই। তখন আমার খালু আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে এখন আমার কাছে এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চেয়েও উত্তম। তিনি [নবী স.] বললেন, তার বদলে ওটাকেই (কুরবানী) করো। অথবা তিনি বললেন, ওটাকেই যবাই করো। তবে তোমার পরে আর কারোর জন্যই মেষ শাবক দ্বারা কুরবানী যথেষ্ট হবে না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ তাশরীকের দিনগুলোতে আমলের মাহাত্ম্য। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ওয়াযকুরু ইস্‌মাল্লাহি ফী আইয়্যামিম্‌মালূমাত—কুরআনের একথাটা বলতে (যিলহাজ্জের) দশ দিন বুঝায় এবং 'আল আইয়্যামুল মা'দূদাত' বলতে তাশরীকের দিনগুলোকে বুঝায়। ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা রা. 'দশ দিনে' (তাশরীকের) তাকবীর পড়তে পড়তে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাদের সাথে সাথে অন্য লোকেরাও তাকবীর পড়তো। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ফরয ছাড়া অন্যান্য নামাযের পরে তাকবীর পড়তেন।

٩١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي اَيَّامِ الْعَشْرِ اَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هٰذِهِ قَالُوْا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ اِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ·

৯১৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। [নবী স.] বলেছেন, যিলহাজ্জের (প্রথম দশকের) দিনগুলোতে (তাকবীরে তাশরীকের) এ আমলের চেয়ে উত্তম কোনো আমলই নেই। তিনি প্রশ্ন করলেন, জিহাদও (কি উত্তম) নয় ? নবী স. বললেন, জিহাদও (উত্তম) নয়। তবে সেই ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মাল ধ্বংসের মুখে জেনেও জিহাদের দিকে এগিয়ে যায় এবং কিছু নিয়েই ফিরে আসে না।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনার দিনগুলোতে এবং আরাফাতে খুব সকালে যাওয়ার সময়ে পড়ার তাকবীর। উমর রা. মিনায় নিজের তাবুতে বসে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনতে পেত এবং বাজারের লোকেরাও তাকবীর বলতো। ফলে সমস্ত মিনা তাকবীরের আওয়াযে মুখরিত হয়ে ওঠতো। ইবনে উমর ঐ দিনগুলোতে মিনায় তাকবীর বলতেন। তিনি সকল নামাযের পরে, বিছানায় থাকাকালে, বড় তাঁবুতে থাকার সময়ে, কোনো বৈঠকে কিংবা চলার সময়ে ঐ সকল দিনেই তাকবীর বলতেন। (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমুনা কুরবানীর দিন তাকবীর বলতেন এবং মহিলারা আব্বান ইবনে উসমান ও উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে তাশরীকের রাতগুলোতে মসজিদে পুরুষদের সাথে সাথে তাকবীর বলতো।

٩١٤.عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِى بَكْرِ الثَّقَفِىُّ، قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى اِلٰى عَرَفَاتٍ عَنِ التَّلْبِيَةِ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يُلَبِّى الْمُلَبِّى لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ .

৯১৪. মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন মিনা হতে আরাফাতের দিকে সকাল বেলা যাচ্ছিলাম, তখন আনাস ইবনে মালেকের নিকট 'তালবিয়া'র কথা জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা নবী স.-এর সময়ে কি রকম করতেন ? তিনি উত্তর দিলেন, তালবিয়া পাঠকারী তালবিয়া পড়তো, কিন্তু [নবী স.] তাকে নিষেধ করতেন না। তাকবীর পাঠকারী তাকবীর পড়তো, কিন্তু তাকেও তিনি নিষেধ করতেন না।

٩١٥.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ اَن نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيْدِ حَتّٰى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتّٰى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُوْنَ بِدُعَاءِ هِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ .

৯১৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমাদেরকে বের হওয়ার আদেশ দেয়া হতো। আমরা কুমারী মেয়েদেরকে এমন কি ঋতুমতী মেয়েদেরকেও ঘর থেকে বের করতাম। অতপর পুরুষদের পেছনে থেকে তাদের তাকবীরের সাথে সাথে তাকবীর বলতাম এবং তাদের দোআর সাথে সাথে আমরাও ঐ দিনের বরকত এবং (গোনাহ হতে) পবিত্রতা লাভের আশায় দোআ করতাম।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন যুদ্ধের হাতিয়ারের কাছে নামায। মুহাম্মাদ ইবনে বাশার আবদুল ওয়াহাব, উবায়দুল্লাহ ও নাফে' র.-এর মাধ্যমে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

٩١٦.عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ قُدَّامَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثُمَّ يُصَلِّىْ .

৯১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, ফিতর ও কুরবানীর দিন নবী স.-এর জন্য তাঁর সামনেই যুদ্ধের হাতিয়ার রেখে দেয়া হতো, তারপর তিনি নামায আদায় করতেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন ইমামের সামনে ছোট বর্শা ও যুদ্ধের হাতিয়ার বহন করা।

٩١٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُوْ اِلَى الْمُصَلّٰى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلّٰى بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّى اِلَيْهَا ·

৯১৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যখন ভোর বেলায় ঈদগায় যেতেন, তখন তাঁর সামনেই ছোট ছোট বর্শা বহন করা হতো এবং তাঁর সামনেই ঈদগায় সেগুলো রাখা হতো। অতপর তিনি সেগুলো সামনে রেখে নামায আদায় করতেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্র ও ঋতুমতী মহিলাদের ঈদগাহে গমন।

٩١٨.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ قَالَ اَوْ قَالَتِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى ·

৯১৮. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদের উদ্দেশ্যে) আমাদেরকে সাবালিকা পর্দানশীন মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করা হতো। হাফসা রা. থেকে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় তিনি বাড়িয়ে বলেছেন যে, ঈদগাহে ঋতমতী মহিলাদেরকে পৃথক রাখা হতো।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের ঈদগায় গমন।

٩١٩.عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَصَلّٰى الْعِيْدَ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ·

৯১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে ঈদুল ফিতর বা আযহার দিন বের হলাম। তিনি নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ দিলেন। তারপর মহিলাদের কাছে গিয়ে উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং তাদেরকে দান-সদকা করতে নির্দেশ দিলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের ভাষণ (খুতবা) দেয়ার সময় ইমাম লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়ানো। আবু সাঈদ রা. বলেন, নবী স. লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন।

٩٢٠.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ اَضْحٰى اِلَى الْبَقِيْعِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِى يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِى شَيْءٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى ذَبَحْتُ وَعِنْدِىْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اَذْبَحْهَا وَلَا تَفِىْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ ·

৯২০. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী স. কুরবানীর ঈদের দিন 'বাকী' নামক স্থানে গমন করেন। তিনি (তথায়) দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি বললেন, আজকের দিনের সর্বপ্রথম ইবাদাত হলো আমাদের নামায আদায় করা। তারপর (বাড়ী) ফিরে গিয়ে কুরবানী করা। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, সে আমাদের রীতি অনুসারেই কাজ করবে। আর যে তার (নামাযের) আগেই (কুরবানীর পশু) যবাই করবে, তার যবাই হবে এমন একটি কাজ, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্যই তাড়াহুড়া করে করে ফেলেছে। তার সাথে (কুরবানীর) ইবাদাতের কোনো সম্পর্ক নেই। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো যবাই (নামাযের আগেই) করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে (এখন) এমন একটি মেষ শাবক আছে যা এক বছর বয়সের মেষের চেয়েও উত্তম। (সেটি কুরবানী করা যাবে কি ?) তিনি উত্তর দিলেন, ওটাই যবাই কর। তবে তোমার পরে এটা আর কারোর কুরবানীর জন্যই যথেষ্ট হবে না।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগায় নিশান দেয়া।

٩٢١.عَنْ اِبْنَ عَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ اَشْهِدْتَ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِى مِنَ الصِّغَرَ مَا شَهِدْتُهُ حَتّٰى اَتَى الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ بِاَيْدِيْهِنَّ يَقْذِفْنَهُ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهِ.

৯২১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তাকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি নবী স-এর সাথে কখনো ঈদে শরীক হয়েছেন কি ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার শৈশবাবস্থা না হলে এবং কাছীর ইবনে সলতের গৃহের সামনে নিশানের নিকট তিনি [নবী স.] না এলে আমি শরীক হতে পারতাম না। নবী স. (সেখানে) নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ (খুতবা) দিলেন। এরপর তিনি মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন, তখন তার সাথে ছিলেন বিলাল। তিনি মহিলাদেরকে উপদেশ দিলেন, নসীহত করলেন এবং দান করার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন মহিলাদেরকে নিজ নিজ হাত বাড়িয়ে বিলালের কাপড়ে দান সামগ্রী নিক্ষেপ করতে দেখলাম। এরপর তিনি এবং বিলাল তাঁর বাড়ীর দিকে রওয়ানা করলেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি ইমামের উপদেশ ও নসীহত।

٩٢٢.عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِى فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ صَدَقَةً

يَتَصَدَّقْنَ حِيْنَئِذٍ تُلْقِى فَتَخَهَا وَيُلْقِيْنَ قُلْتُ اَتُرَى حَقًّا عَلَى الْاِمَامِ ذٰلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ اِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُوْنَهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَاَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يُصَلُّوْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ حِيْنَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ اَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ : يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الاٰيَةَ ، ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا اَنْتُنَّ عَلَى ذٰلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ لاَ يَدْرِىْ حَسَنٌ مَنْ هِىَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلاَلٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ اَبِىْ وَاُمِّىْ فَيُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِىْ ثَوْبِ بِلاَلٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَلْفَتَخُ الْخَوَاتِيْمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ·

৯২২. আতা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকে বলতে শুনেছেন, (একবার) নবী স. ফিতরের দিন দাঁড়ালেন, তারপর প্রথমে নামায আদায় করলেন, অতপর খুতবা দিলেন। খুতবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরপর বিলালের হাতের ওপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বিলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন, আর মহিলারা তাতে দান সামগ্রী ফেলতে লাগলেন। ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন, আমি আতা ইবনে আবু রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি সদকায়ে ফিতর দান করছিলেন ? তিনি বললেন, না বরং তারা নফল সদকা দিচ্ছিলেন। সে সময় কোনো একজন মহিলা তার বড় আংটিটি দান করলে অন্যান্য মহিলারাও তাদের বড় আংটিগুলো দান করছিল। আমি (পুনরায়) আতা ইবনে আবু রাবাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে, মেয়েদের উপদেশ দান করা কি ইমামের জন্য ওয়াজিব ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তা অবশ্যই ওয়াজিব। তাদের (ইমামদের) কি হয়েছে যে, তারা এরূপ করে না ?

ইবনে জুরাইজ বলেছেন, হাসান ইবনে মুসলিম তাউসের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, আমি নবী স., আবু বকর, উমর ও উসমান রা.-এর সাথে ঈদুল ফিতরে নামায পড়েছি। তাঁরা সবাই নামাযের পরে খুতবা দিতেন। আমি যেন দেখছি নবী স. উঠে হাতের ইশারায় লোকদের বসিয়ে দিচ্ছেন এবং কাতার ঠেলে সামনে মেয়েদের কাছে উপস্থিত হলেন। বিলাল তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি [নবী স.] কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, "হে নবী! যখন ঈমানদার নারীরা তোমার কাছে এ শর্তে বাইয়াত নিতে আসে যে, 'তারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কারো বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা অপবাদ

গড়বে না এবং মারুফ বা সৎকাজের নির্দেশে তোমার অবাধ্য হবে না,' তখন তুমি তাদের বাইয়াত গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"-(সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২)। আয়াত পাঠ শেষ করে নবী স. তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বাইয়াতের ওপর অবিচল আছ? তাদের মধ্য হতে একজন মহিলা বললেন, জি, হ্যাঁ। সে ছাড়া আর কোনো মহিলাই তাঁর [নবী স.] প্রশ্নের জবাব দিল না। হাসান সে মহিলাটিকে চিনতেন না। এরপর নবী স. বললেন, তোমরা সদকা করো। সে সময় বিলাল তার চাদর বিছিয়ে ধরে বললেন, আমার মা-বাপ আপনাদের জন্য কুরবান হোক। আপনারা দান করুন। তখন মেয়েরা তাদের ছোট ও বড় আংটিগুলো বিলালের কাপড়ের ওপর ফেলতে শুরু করলো। আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, জাহেলী যুগের বড় আংটিগুলোকে فتخ (ফাতাখ) বলা হতো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের ওড়না না থাকলে

٩٢٣. عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا اَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِيْ خَلَفٍ فَاَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ اَنَّ زَوْجَ اُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَ اُخْتُهَا مَعَهُ فِيْ سِتِّ غَزَوَاتٍ فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلَى اِحْدَانَا بَاْسٌ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَ تَخْرُجَ ، فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ اَتَيْتُهَا فَسَاَلْتُهَا اَسَمِعْتِ فِيْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبِيْ وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ ﷺ اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِيْ قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ شَكَّ اَيُّوْبُ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ قَالَتْ نَعَمْ اَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

৯২৩. হাফসা বিনতে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদের দিন আমরা আমাদের প্রতিবেশীদেরকে বের হতে দিতাম না। একবার একজন মহিলা এলেন, তিনি বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তার নিকট গেলে তিনি বললেন, তার ভগ্নিপতি নবী স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছে এবং এর ভেতর ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তার বোনও তার (স্বামীর) সাথে শরীক হয়েছে। আমার (এ) বোন বলেছে, আমরা (যুদ্ধে) রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের শুশ্রূষা করতাম। একবার সে প্রশ্ন করেছিল, হে আল্লাহর রসূল! যখন আমাদের কারো প্রশস্ত দোপাট্টা না থাকে তখন তার বের হওয়ায় কোনো ক্ষতি আছে কি? তিনি [নবী

স.] বললেন, (এ অবস্থায়) তার সংগিনী যেন নিজ দোপাট্টা দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করে নেয় এবং এভাবে কল্যাণকর কাজে ও মুমিনদের দাওয়াতে যেন শরীক হয়। হাফসা রা. বলেন, যখন উম্মে আতিয়া রা. এলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন ? তিনি বললেন, হাঁ, হাফসা রা. বলেন, আমার পিতা, রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ স.-এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই একথা বলতেন। তাঁবুতে অবস্থানকারিণী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সালাতের স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যাণকর কাজে ও মু'মিনদের দোআয় অংশগ্রহণ করেন। হাফসা রা. বলেন, আমি তাকে বললাম, ঋতুমতী মহিলাগণও ? তিনি বললেন, হাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না ?

২১. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে ঋতুমতী মহিলাদের পৃথক অবস্থান।

٩٢٤.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اُمِرْنَا اَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ اَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ، فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلاَّهُمْ ·

৯২৪. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (ঈদে) আমাদেরকে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা ঋতুমতী, সাবালিকা এবং পর্দানশীন মহিলাদেরকে নিয়ে বের হতাম। ইবনে আওন কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় রয়েছে, অথবা পর্দানশীন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদেরকে নিয়ে (বের হতাম)। যাই হোক, ঋতুমতী মহিলারা মুসলমানদের জামাআত এবং তাদের সামগ্রিক কাজের আহ্বানে শরীক হতো এবং তাদের ঈদগাহে পৃথকভাবে অবস্থান করতো।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন ঈদগাহে কুরবানী।

٩٢٥.عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ اَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى·

৯২৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. ঈদগাহে কুরবানী করতেন অথবা যবেহ করতেন।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের ভাষণে ইমাম ও (উপস্থিত) লোকদের কথা বলা এবং ভাষণের সময় ইমামের নিকট কোনো প্রশ্ন করা হলে (তার উত্তর দেয়া)।

٩٢٦.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ اَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَامَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ اَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ اَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَاَكَلْتُ

وَاَطْعَمْتُ اَهْلِىْ وَجِيْرَانِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِىْ عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَهَلْ تَجْزِىْ عَنِّىْ، قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

৯২৬. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) কুরবানীর দিন নামাযের পর আল্লাহর রসূল স. আমাদের সামনে ভাষণ (খুতবা) দিলেন। এরপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়বে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী দেবে— সে যথার্থ কুরবানীকারী বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি (ঈদের) নামাযের আগেই কুরবানী করবে তার সেই কুরবানী (কুরবানী না হয়ে) কেবল গোশ্‌ত খাওয়া বলে গণ্য হবে। তখন আবু বুরদাহ ইবনে নিয়ার দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ, আমি তো নামাযের জন্য বের হওয়ার আগেই কুরবানী করে ফেলেছি। আমি মনে করেছি যে, আজকের এ দিনটি তো (বিশেষ) পানাহারের দিন। তাই আমি ওটা তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি। আমি ওটা নিজে খেয়েছি এবং আমার পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীদেরকেও খাইয়েছি। তখন আল্লাহর রসূল স. বললেন, ওটা গোশ্‌ত খাওয়ার বকরী ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। আবু বুরদাহ বললেন, তবে আমার নিকট এখন এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটো (গোশতের) বকরীর চেয়েও ভাল! এটা কি আমার পক্ষে (কুরবানীর জন্য) যথেষ্ট হবে ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, তবে তোমার পরে অন্য কারোর জন্যই এটা কখনো যথেষ্ট হবে না।

٩٢٧.عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ اَنْ يُعِيْدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِيْرَانٌ لِىْ اِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَاِمَّا قَالَ فَقْرٌ وَاِنِّىْ ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِىْ عَنَاقٌ لِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْهَا.

৯২৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স. কুরবানীর দিন (প্রথমে) নামায আদায় করলেন। তারপর ভাষণ (খুতবা) দিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগেই (কুরবানীর পশু) যবেহ করেছে তাকে তিনি পুনরায় যবেহ করার হুকুম দিলেন। তখন আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রসূল ! আমার প্রতিবেশীরা ছিল উপবাসী অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দরিদ্র। তাই আমি নামাযের আগেই (কুরবানীর পশু) যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার কাছে এখন এমন একটি মেষ শাবক আছে যা দুটি গোশ্‌ত খাওয়ার বকরীর চেয়েও আমার নিকট অধিক প্রিয়। তিনি [নবী স.] তাকে সেটি কুরবানী করার অনুমতি দিলেন।

٩٢٨. عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ فَلْيَذْبَحْ اُخْرَى مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللّٰهِ.

৯২৮. জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কুরবানীর দিন (প্রথমে) নামায আদায় করলেন, তারপর খুতবা দিলেন, তারপর (কুরবানীর পশু) যবেহ করলেন। আর তিনি বললেন, নামাযের পূর্বে যে (পশু) যবেহ করবে তাকে তার স্থলে (নামাযের পরে) আরেকটি যবেহ করতে হবে। আর যে (নামাযের পূর্বে) যবেহ করেনি তার আল্লাহর নামে যবেহ করা উচিত।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিন (বাড়ী) ফিরে আসার সময়ে যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসবে।

٩٢٩.عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ .

৯২৯. জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ঈদের দিন (বাড়ী ফিরে আসার সময়ে) ভিন্ন পথে আসতেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ঈদ না পেলে সে দু রাকআত নামায আদায় করবে। মহিলারা এবং যারা বাড়ী ও পল্লীতে অবস্থান করবে তারাও এরূপ করবে। কেননা নবী স. বলেছেন, হে ইসলাম পন্থীরা! এ হচ্ছে আমাদের জাতীয় উৎসব। আর আনাস ইবনে মালেক রা. (বসরার নিকটবর্তী) জাবিয়ায় ইবনে আবু উতবাকে (এজন্য) আদেশ করেছিলেন। তাই তিনি তার পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদেরকে নিয়ে শহরের অধিবাসীদের ন্যায় তাকবীর সহ নামায আদায় করলেন। এছাড়া ইকরামা র. বলেছেন, সুয়াদের অধিবাসীরা ঈদের সময়ে জমায়েত হয়ে ইমামের ন্যায় দু রাকআত পড়তো। আতা র. বলেছেন, যখন তিনি ঈদ (এর নামায) না পেতেন তখন দু রাকআত নামায পড়তেন।

٩٣٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِىْ اَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا اَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّمَا اَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ اَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ اَمْنًا بَنِىْ اَرْفِدَةَ يَعْنِىْ مِنَ الْاَمْنِ

৯৩০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, (একদা) আবু বকর তাঁর নিকট এলেন। আর ঐ সময়ে মিনার দিনগুলোতে তাঁর নিকট দুটি বালিকা দফ বাজাচ্ছিল, আর নবী স. তাঁর কাপড় মুড়ি দিয়ে (শায়িত) ছিলেন। আবু বকর রা. বালিকা দুটিকে ধমকালেন। তখন নবী স. চেহারা মুবারক থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়ে বললেন, হে আবু বকর, ওদেরকে বাধা দিও না। কেননা এ হচ্ছে উৎসবের দিন। আর ঐ দিনগুলো ছিল মিনার দিন। আয়েশা রা. আরো বলেছেন, হাবশীরা যখন মসজিদে খেলাধুলা করছিল তখন আমি তাদেরকে দেখছিলাম এবং নবী স. আমাকে ঢেকে রাখছিলেন। উমর হাবশীদেরকে ধমকালেন। তখন নবী স. বললেন, ওদেরকে ধমকিও না। হে বনু আরফিদা (অর্থাৎ হাবশীরা), তোমরা (যা করছিলে) করে যাও।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের আগে ও পরে নামায পড়া। আর আবুল মুআল্লাহ র. বলেছেন, আমি সাঈদকে ইবনে আব্বাস রা. সম্পর্কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে কোনো নামায পড়া অপসন্দ করতেন।

٩٣١.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ ٠

৯৩১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. ফিতরের দিন বের হলেন এবং দু রাকআত নামায আদায় করলেন। তিনি এর আগেও কোনো নামায আদায় করেননি এবং পরেও করেননি ; তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল।

❒

অধ্যায়-১৪

اَبْوَابُ الْوِتْرِ

(বিতর নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ বিতর সংক্রান্ত কথা।

٩٣٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْوِتْرِ حَتّٰى يَاْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ .

৯৩২. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-এর নিকট রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। আল্লাহর রসূল স. উত্তরে বললেন, রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে, আর তোমাদের মধ্যে যে সুবহের (ফজরের) নামাযের আশংকা করবে সে এক রাকআত (নামায) পড়বে। যে নামায সে পড়লো এ-ই তার জন্য বিতর হবে। নাফে' থেকে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর বিতর পর্যায়ে এক ও দু' রাকআতের মাঝে সালাম ফিরাতেন ও কোনো দরকারী কাজের নির্দেশ দিতেন।

٩٣٣. عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ وَهِىَ خَالَتَهُ فَاضْطَجَعْتُ فِىْ عَرْضِ وِسَادَةٍ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَرِيْبًا مِنْهُ فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَاَ عَشْرَ اٰيَاتٍ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِىْ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى الصُّبْحَ.

৯৩৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একবার তিনি (উম্মুল মু'মিনীন) মাইমুনার ঘরে রাত যাপন করেন। তিনি (মাইমুনা) ছিলেন তার খালা। (তিনি বলেন), আমি বালিশের আড়াআড়ি শয়ন করলাম। আর নবী স. ও তাঁর পরিবারস্থ অন্যরা লম্বালম্বি শয়ন করলেন। তিনি [নবী স.] রাতের অর্ধেক বা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ঘুমালেন। তারপর তিনি

জাগ্রত হলেন এবং চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করে ফেললেন। অতপর তিনি (সূরা) আলে ইমরানের (শেষ) দশ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর আল্লাহর রসূল স. একটি ঝুলান মশকের নিকট গেলেন এবং অতি উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। আমিও তাঁর মতই (সবকিছু) করলাম এবং তাঁর পাশেই (নামাযের জন্য) দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথার ওপর তাঁর ডান হাত রাখলেন এবং তারপর তিনি দু রাকআত নামায আদায় করলেন। তারপর আরো দু রাকআত, তারপর আরো দু রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর আরো দু' রাকআত, তারপর তিনি বিতর আদায় করলেন। এরপর তিনি মুয়ায্যিনের আযান পর্যন্ত শুয়ে বিশ্রাম নিলেন। এবারে উঠে দু রাকআত নামায পড়লেন। তারপর বের হলেন এবং ফজরের নামায আদায় করলেন।

٩٣٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ .

৯৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে। আর যখন তুমি নামায থেকে অবসর নিতে চাইবে তখন এক রাকআত পড়বে। এতে করে তোমার আদায়কৃত নামায বিতরের নামায হবে।

٩٣٥. عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ تِلْكَ صَلاَتَهُ تَعْنِىْ بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَرْفَعَ رَاْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ .

৯৩৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. এগার রাকআত নামায আদায় করতেন। এটাই ছিল তার রাতের নামায। তাতে তিনি মাথা ওঠাবার পূর্বে তোমাদের কারোর পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সময় পর্যন্ত এক একটি সিজদা দিতেন এবং ফজরের নামাযের পূর্বে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর তিনি নামাযের জন্য মুয়ায্যিনের আসা পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে বিশ্রাম করতেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সময় ঃ আবু হুরাইরা বলেছেন, আল্লাহর রসূল স. আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

٩٣٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلْتُ رَاَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ اَطَيْلُ فِيْهِمَا الْقِرَاَةَ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ وَكَاَنَّ الْاَذَانَ بِاُذُنَيْهِ، قَالَ حَمَّادٌ اَىْ سُرْعَةً .

৯৩৬. আনাস ইবনে সিরিন র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রা.-কে বললাম, ফজরের পূর্বের দু' রাকআতে আমি কিরাআত দীর্ঘ করবো কিনা, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি বললেন, নবী স. রাতের নামায দু' দু' (রাকআত) করে আদায় করতেন এবং এক রাকআত দিয়ে বিতর পড়তেন। আর তিনি ফজরের নামাযের পূর্বে আযান হয় হয় এমন সময়ে দু রাকআত নামায পড়ে নিতেন। হাম্মাদ বলেন, এর অর্থ হলো, বিতরের অব্যবহিত পরই পড়তেন।

٩٣٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَانْتَهَى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

৯৩৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. প্রতি রাতেই বিতরের নামায পড়তেন এবং সাহরীর সময়ে তাঁর বিতর সমাপ্ত করতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিতরের সময়ে নবী স. কর্তৃক তাঁর পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দেয়া।

٩٣٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى وَاَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُوْتِرَ اَيْقَظَنِىْ فَاَوْتَرْتُ .

৯৩৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. (রাতে) নামায আদায় করতেন, আর তখন আমি তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে ঘুমিয়ে থাকতাম। তারপর তিনি যখন বিতর পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন এবং আমি বিতরের নামায আদায় করতাম।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ (রাতে) নামাযের শেষে বিতরের নামায পড়া উচিত।

٩٣٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

৯৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, রাতে তোমাদের নামাযের শেষে বিতরের নামাযের স্থান কর।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তুর ওপর বিতরের নামায।

٩٤٠.عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ اَسِيْرُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ ابنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيْدٌ فَلَمَّ خَشِيْتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ عُمَر اَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ خَشِيْتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَاَوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَيْسَ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَقُلْتُ بَلٰى وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُوْتِرُ عَلَى الْبَعِيْرِ.

৯৪০. সাঈদ ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে একবার মক্কার পথে সফর করছিলাম। সাঈদ বলেন, যখন আমি সকাল হওয়ার আশংকা করলাম, তখন (সওয়ারীর জানোয়ারের ওপর থেকে) নেমে পড়লাম এবং বিতরের নামায পড়ে নিলাম। তারপর তার সাথে মিলিত হলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি উত্তর দিলাম, ভোর হওয়ার আশংকা করলাম ; তাই (সওয়ারী হতে) নেমে বিতর পড়ে এলাম। তখন আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর রসূলের মধ্যে কি তোমার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ নেই ? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ ! (অবশ্যই আছে)। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল স. খচ্চরের পিঠে আরোহণ করা অবস্থায় বিতরের নামায আদায় করতেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফর অবস্থায় বিতরের নামায।

٩٤١. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ اِلاَّ الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ٠

৯৪১. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সফরে তাঁর সওয়ারীতে অবস্থান করেই—সওয়ারী যেদিকেই ফিরুক না কেন—রাতের নামাযের ইশারার ন্যায় ইশারায় নামায আদায় করতেন। অবশ্য ফরয নামায ছাড়া। আর তিনি যানবাহনে থেকেই বিতরের নামায আদায় করতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ'র আগে ও পরে কুনূত পাঠ।

٩٤٢. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا ٠

৯৪২. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ভোরের নামাযে নবী স. কুনূত পড়েছেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলো, তিনি কি রুকূ'র পূর্বে কুনূত পড়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, কিছুদিন পর্যন্ত রুকূ'র পরে পড়তেন।

٩٤٣ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قَالَ فَاِنَّ فُلاَنًا اَخْبَرَنِيْ عَنْكَ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا اَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِيْنَ رَجُلاً اِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ دُوْنَ اُولَئِكَ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ ٠

৯৪৩. আসেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে কুনূত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, কুনূত অবশ্যই পড়া হতো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি রুকূ'র আগে, না পরে? তিনি জবাব দিলেন, রুকূ'র আগে। আসেম (আরো) বললেন, অমুক ব্যক্তি আমার নিকট আপনার সম্বন্ধে বলেছে যে, আপনি বলেছেন, তা রুকূ'র পরে। তিনি (আনাস) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর রসূল স. রুকূর পরে এক মাস ধরে কুনূত পাঠ করেছেন। মনে পড়ে, তিনি ৭০ (সত্তর) জন লোকের একটি দল—যাদেরকে কুররা (অভিজ্ঞ কুরআন পাঠকারী) বলা হয়—মুশরিকদের একটি কওমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। এ কওমটি সেই কওম নয় যাদের মধ্যে এবং রসূল স.-এর মধ্যে চুক্তি ছিল। [অর্থাৎ মুশরিকদের যে কওমের সাথে নবী স.-এর আগে থেকেই চুক্তি ছিল এবং সেই চুক্তির বলে তিনি ক্বারীদের একটি দল পাঠিয়েছিলেন। আর তারা বিশ্বাসঘাতকতা তথা চুক্তিভঙ্গ করে ক্বারীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল। সেই কওম ছাড়া অন্য একটি কওমের কথা এখানে বলা হয়েছে]। আর আল্লাহর রসূল স. এক মাস ধরে (প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে) তাদের বিরুদ্ধে বদদোআয় কুনূত পাঠ করেছিলেন।

٩٤٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِىُّ ﷺ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ

৯৪৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এক মাস ধরে (সালীম গোত্রের) রি'ল ও যাকওয়ান কবিলার বিরুদ্ধে বদদোআয় কুনূত পাঠ করেছিলেন।

٩٤٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الْقُنُوْتُ فِى الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ ·

৯৪৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুনূত পাঠ করা হতো মাগরিব ও ফজরের নামাযে।

❐

অধ্যায়-১৫

اَبْوَابُ الاسْتِسْقَاء

(বৃষ্টি প্রার্থনার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও বৃষ্টি প্রার্থনায় নবী স.-এর গমন।

٩٤٦. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ.

৯৪৬. আব্বাদ ইবনে তামীম রা.-এর চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন এবং তাঁর চাদর পরিবর্তন করলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর প্রার্থনা, "এ বছরগুলোকে ইউসুফের বছরগুলোর মত করে দাও।"

٩٤٧.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنِ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَاَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ. قَالَ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ هٰذَا كُلُّهُ فِي الصُّبْحِ

৯৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন শেষ রাকআত থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তখন বললেন, হে আল্লাহ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে রেহাই দাও। হে আল্লাহ! সালামা ইবনে হিশামকে রেহাই দাও। হে আল্লাহ! অলীদ ইবনে অলীদকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ! দুর্বল ও অক্ষম মুমিনদেরকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! মুদার গোত্রের ওপর তোমার শাস্তি কঠিন করে দাও। হে আল্লাহ! এ বছরগুলোকে ইউসুফের বছরগুলোর মত করে দাও। নবী স. (আরো) বললেন, হে আল্লাহ! গিফার গোত্রকে ক্ষমা করে দাও এবং আসলাম গোত্রকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান কর। (আবু যিনাদ তার পিতা থেকে বলেন, এ দোআ ফজরের নামাযে পাঠ করা হতো)।

٩٤٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَاٰى مِنَ النَّاسِ اِدْبَارًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ سَبْعٌ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْئٍ حَتّٰى اَكَلُوْا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَالْجِيَفَ وَيَنْظُرُ اَحَدُكُمْ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوْعِ فَاَتَاهُ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ تَاْمُرُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ وَبِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ لَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ

مُّبِيْنٌ الى قوله اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى وَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَدْ مَضَتِ الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ وَايَةُ الرُّوْمِ -

৯৪৮. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখন (ইসলামের দাওয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে) মানুষকে পিছু হঠতে দেখেন, তখন আল্লাহর নিকট দোআ করলেন, হে আল্লাহ! ইউসুফের সাত বছরের (দুর্ভিক্ষের) ন্যায় তাদের উপর (দুর্ভিক্ষের) সাতটি বছর চাপিয়ে দাও। ফলে তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ এসে গেল, সবকিছুই নির্মূল হয়ে গেল। এমন কি মানুষ তখন চামড়া, মৃতদেহ এবং পঁচা ও গলিত জানোয়ারও খেতে শুরু করলো। আর (ক্ষুধার তাড়নায় অবস্থা এতদূর মারাত্মক হলো যে,) কেউ যখন আসমানের দিকে তাকাত তখন সে কেবল ধুঁয়াই দেখতে পেত। এমতাবস্থায় আবু সুফিয়ান নবী স-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি তো আল্লাহর হুকুম মেনে চলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দান করেন। কিন্তু আপনার কওমের লোকেরা তো মরে যাচ্ছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ..... يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -

"অতএব আপনি সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকুন, যখন আকাশ সুস্পষ্ট ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং তা মানুষকেও ঘিরে ফেলবে। এ হলো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এখন তারা বলে,) হে আমাদের মনিব, আমাদের ওপর থেকে আযাব সরিয়ে নাও, আমরা ঈমান আনব। তাদের গোমরাহী দূর হচ্ছে কোথায় ? অথচ একজন প্রকাশ্য ও অকপট রসূল তাদের কাছে আগেই এসেছেন। তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে মানলো না। বরং বললো, "এতো অন্যের শেখানো বুলি আওড়ানো একজন পাগল।" ঠিক আছে, আমি আযাব একটুখানি সরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা এরপরও আবার আগের মতোই আচরণ করবে।"-(সূরা দুখান ঃ ১০-১৬) হযরত আবদুল্লাহ বলেন, "সেই কঠিন আঘাত"-এর দিন ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। ধুঁয়াও দেখা গেছে, আঘাতও এসেছে। আর মক্কার মুশরিকদের 'নিহত ও গ্রেফতার হতে হবে' বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে সূরা আর রূমের এ আয়াতও (যে রূমবাসী দশ বছরের মধ্যে পারসিকদের ওপর আবার বিজয় লাভ করবে)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে ইমাম বা নেতার নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য জনগণের আবেদন করা।

٩٤٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ -
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلٰى وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَسْقِىْ فَمَا يَنْزِلُ حَتّٰى يَجِيْشَ كُلُّ مِيْزَابٍ وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ - ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ ·

৯৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রা. তার পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে আবু তালিবের এ কবিতাটি পাঠ করতে শুনেছি। (কবিতার অর্থ

হলো) "মুহাম্মাদ বড় শ্বেতকায় সুন্দর! তাঁর পবিত্র চেহারার অসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি ইয়াতীমদের খাবার পরিবেশনকারী এবং অনাথ-বিধবাদের রক্ষক।"

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখনই বৃষ্টির জন্য দোআ করা অবস্থায় নবী স.-এর চেহারার দিকে তাকাতাম, তখনই আবু তালিবের একটি কবিতা আমার মনে পড়তো। আর তাঁর মিম্বার থেকে নেমে আসার আগেই পয়-নালাগুলোকে (বৃষ্টি হওয়ার কারণে) প্রবাহিত হতে দেখতাম।

٩٥٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ كَانَ اِذَا قُحِطُوْا اِسْتَسْقَى بِالعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِينَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ ·

৯৫০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনে খাত্তাব রা. দুর্ভিক্ষের সময়ে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রা.-এর অসিলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোআ করতেন। (দোআয়) তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! (প্রথমে) আমরা আমাদের নবী স.-এর অসিলা দিয়ে দোআ করতাম এবং তুমি বৃষ্টি দান করতে। আর এখন আমরা আমাদের নবী স.-এর চাচার অসিলা দিয়ে দোআ করছি। তাই (এখনও তুমি দয়া করো এবং) আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। বর্ণনাকারী বলেন, দোআর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে চাদর উল্টানো। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, ওয়াহাব ইবনে জারীর, শোবা, মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ও আব্বাদ ইবনে তামীমের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বৃষ্টির জন্য দোআ করার সময় নিজের চাদর উল্টিয়ে দিয়েছিলেন।

٩٥١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ·

৯৫১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নামাযের ময়দানে গেলেন, বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন, কেবলামুখী হলেন, নিজের চাদরখানি উল্টালেন এবং দু রাকআত নামায আদায় করলেন।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর সম্মানীয় জিনিসের যখন অসম্মান করা হয়, তখন তিনি দুর্ভিক্ষ দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ জামে মসজিদে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা।

٩٥٢. عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وُجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِماً فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا، قَالَ فَرَفَعَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَلاَ شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا الشَّمْسَ سِبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ، اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَ وَخَرَجْنَا نَمْشِىْ فِى الشَّمْسِ قَالَ شَرِيْكٌ فَسَاَلْتُ اَنَسًا اَهُوَ الرَّجُلُ الْاَوَّلُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ ·

৯৫২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি লোক এক জুমআর দিন মিম্বারের সোজাসুজি (মসজিদের) দরযা দিয়ে প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। সে ব্যক্তি আল্লাহর রসূল স.-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল স.! ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তাই আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোআ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু' হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও। আনাস রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তখন দেখছিলাম, আকাশে কোনো মেঘ নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই—কিছু নেই, আর সালআ পর্বত ও ঘর-বাড়ীর মাঝের এলাকায়ও (মেঘের কোনো চিহ্ন) নেই। অথচ হঠাৎ সালআ পর্বতের পেছন দিকে শিরস্ত্রাণের মত মেঘ দেখা গেল এবং তা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারপর তা (প্রবলভাবে) বর্ষিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এক সপ্তাহ পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাইনি। অতপর পরবর্তী জুমআর দিন সেই দরযা দিয়েই একটি লোক (মসজিদে) প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল এবং বললো, হে আল্লাহর রসূল! (গৃহপালিত পশুসহ সমস্ত) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাটও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আপনি তাই আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য দোআ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু' হাত তুললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টিবর্ষণ করুন এবং আমাদের ওপর বর্ষণ বন্ধ করুন। টিলা, পাহাড়, ময়দান এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। আনাস রা. বলেন, এতে করে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রে চলাফেরা শুরু করলাম। শুরাইক বলেন, আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক ? (অর্থাৎ যিনি বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোআ করতে বলেছিলেন)। আনাস রা. বলেন, আমার জানা নেই।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কেবলার দিকে না ফিরে জুমআর খুতবার বৃষ্টির জন্য দোআ করা।

٩٥٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ

دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا، قَالَ اَنَسٌ وَلاَ وَاللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَقَزَعَةٍ وَمَابَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَّرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ اَنْتَشَرَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِن ذٰلِكَ الْبَابِ فِى الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْاَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُمْسِكْهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَاقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِى فِى الشَّمْسِ.

৯৫৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন দারুল কা'বার দিকের দরযা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর রসূল স.-এর দিকে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধন-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দেন। অতপর আল্লাহর রসূল স. তাঁর দু' হাত তুলে দোআ করলেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আনাস রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! তখন আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘও নেই, মেঘের সামান্য টুকরাও নেই, এমনকি সালআ পর্বত তথা তার আশপাশের ঘর-বাড়ী ও আমাদের মাঝে কিছুই নেই। তিনি বলেন, হঠাৎ সালআর ওপাশ থেকে শিরস্ত্রাণের মত মেঘ উঠে এলো এবং চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেললো। তারপর খুব বর্ষিত হলো। (বর্ষণ এত অধিক হলো যে,) আল্লাহর শপথ! আমরা সাতদিন পর্যন্ত সূর্য দেখতে পাইনি। এরপর এক জুমআয় সেই দরযা দিয়ে একটি লোক প্রবেশ করলো। আল্লাহর রসূল স. তখন দাঁড়ানো অবস্থায় খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (অত্যধিক বৃষ্টির কারণে) ধন-সম্পদ (বিশেষ করে গৃহপালিত পশু) নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দোআ করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল স. তখন দু হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! টিলা, ময়দান, উপত্যকা অঞ্চল এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা রৌদ্রে চলাফেরা করতে আরম্ভ করলাম।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বারে থাকা অবস্থায় বৃষ্টি প্রার্থনা।

٩٥٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحِطَ الْمَطَرُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَسْقِيَنَا فَدَعَا فَمُطِرْنَا فَمَا كِدْنَا اَنْ نَصِلَ اِلَى مَنَازِلِنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ قَالَ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَقَطَّعُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً يُمْطَرُوْنَ وَلاَ يُمْطَرُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ·

৯৫৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল স. যখন জুমআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন একজন লোক এসে তাঁকে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি হচ্ছে না, তাই আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তিনি তখন দোআ করলেন। ফলে এতো অধিক বৃষ্টি হলো যে, আমাদের নিজ নিজ গৃহে যাওয়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো এবং এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সেই লোকটি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অন্য একটি লোক দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের ওপর বৃষ্টি আর না দেন। আল্লাহর রসূল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ! বৃষ্টি আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তখন সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলাম, মেঘ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিভক্ত হয়ে গেল এবং তথাকার অধিবাসীদের ওপর খুব বর্ষিত হলো ; কিন্তু মদীনাবাসীদের ওপর বর্ষিত হলো না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য শুধু জুমআর নামাযকেই যথেষ্ট মনে করবে।

٩٥٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هَلَكَتِ الْمَوَاشِيْ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ فَدَعَا فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَادْعُ اللّٰهُ يُمْسِكْهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ ·

৯৫৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে একজন লোক এসে বললো, গৃহপালিত পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও অচল হয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি দোআ করলেন এবং সেই জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। তারপর সেই লোকটি আবার এসে বললো, (অতি বৃষ্টির কারণে) ঘর-দোর পড়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাও চলার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে, এমন কি গৃহপালিত

পশুগুলোও মরে যাচ্ছে। তিনি তখন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! টিলা, ময়দান, উপত্যকা এবং বৃক্ষমূলে বর্ষণ করুন। তখন (দেহ থেকে) কাপড়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় মদীনা থেকে মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ অতি বৃষ্টির কারণে রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে দোআ করা।

٩٥٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى جُمُعَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى رُؤُسِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ ۔

৯৫৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন। আল্লাহর রসূল স. তখন দোআ করলেন। ফলে সে জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অতপর একটি লোক আল্লাহর রসূল স.-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘর পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং গৃহপালিত পশুগুলোও মরতে শুরু করেছে। আল্লাহর রসূল স. তখন বললেন, হে আল্লাহ! (আমাদের ওপর নয়, বরং) পাহাড়ের চূড়ায়, টিলায়, উপত্যকা এলাকায়, বৃক্ষের পাদদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন। অতপর (দেহ থেকে) কাপড়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় সমস্ত মেঘ মদীনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জুমআর দিন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময়ে তিনি তাঁর চাদর উল্টাননি।

٩٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ هَلاَكُ الْمَالِ وَجَهْدَ الْعِيَالِ فَدَعَا اللّٰهَ يَسْتَسْقِىْ وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلاَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ۔

৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। একজন লোক নবী স.-এর নিকট সম্পদ (গৃহপালিত পশু প্রভৃতি) বিনষ্ট হওয়ার ও পরিবার-পরিজনদের কষ্টে কালাতিপাত করার অভিযোগ পেশ করলো। তিনি তখন আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য দোআ করলেন। বর্ণনাকারী একথা বলেননি যে, তিনি [নবী স.] তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন। আর একথাও বলেননি যে, তিনি কেবলামুখি হয়েছিলেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ যখন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ইমাম বা নেতাকে অনুরোধ করতো তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না।

٩٥٨ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ فَدَعَا اللّٰهَ فَمُطِرُوْا مِنْ جُمُعَةٍ اِلَى الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَى ظُهُوْرِ الْجِبَالِ وَالْاٰكَامِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيْنَةِ اِنْجِيَابَ الثَّوْبِ ۔

৯৫৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) একজন লোক আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (গৃহপালিত) পশুগুলো মরে যাচ্ছে এবং রাস্তাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর নিকট (বৃষ্টির জন্য) দোআ করুন। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করলেন। ফলে এক জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। অতপর আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে একজন লোক এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘরগুলো পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে যাচ্ছে, পশুগুলোও মারা যাচ্ছে। আল্লাহর রসূল স. তখন (দোআ করতে গিয়ে) বললেন, হে আল্লাহ! (আমাদের ওপর নয়, বরং) পাহাড়ের গায়ে, টিলার ওপরে, উপত্যকা এলাকায় ও বৃক্ষের পাদদেশে বর্ষণ করুন। ফলে (দেহ থেকে) কাপড় বিচ্ছিন্ন হওয়ার ন্যায় মদীনা থেকে মেঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্ভিক্ষের সময়ে মুশরিকরা যখন মুসলমানদের কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য আবেদন করবে।

٩٥٩.عَنْ اِبْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اِنَّ قُرَيْشًا اَبطَؤُا عَنِ الْاِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخَذَ هُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوْا فِيْهَا وَاَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ فَجَاءَ هُ اَبُوْسُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَاْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَاِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ ثُمَّ عَادُوْا اِلَى كُفْرِهِمْ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ نَبطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَزَادَ اَسْبَاطٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسُقُوا الْغَيْثَ فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا وَشَكَا النَّاسُ كَثْرَةَ الْمَطَرِ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْحَدَرَتِ السَّحَابَةُ عَنْ رَاْسِهِ فَسُقُوا النَّاسَ حَوْلَهُمْ ۔

৯৫৯. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করছিল তখন নবী স. তাদের জন্য বদদোআ করলেন। ফলে তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, এ দুর্ভিক্ষে তারা মরতে লাগল। (জঠর জ্বালায়) তারা মরা লাশ ও হাড়ও খেতে লাগলো। তখন আবু সুফিয়ান নবী স.-এর নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ! তুমি তো

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দাও, অথচ তোমার স্বজাতি তো শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুমি তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোআ করো। তখন তিনি তেলাওয়াত করলেন, فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين .... الاية (তুমি অপেক্ষা করো সে দিনের যেদিন আসমানে প্রকাশ্যে ধূম্র দেখা দিবে ------) অতপর (আল্লাহ যখন তাদেরকে বিপদমুক্ত করলেন তখন) তারা পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে গেল এবং (এরই ফলস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে আরো কঠোরভাবে যেদিন গ্রেফতার করবেন, সেদিন সম্পর্কে) আল্লাহর বাণী হচ্ছে ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى (যেদিন আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে গ্রেফতার করবো) অর্থাৎ বদরের দিন।

বর্ণনাকারী আসবাত মানসুর থেকে আরো বাড়িয়ে বলেছেন, (তখন) আল্লাহর রসূল স. (তাদের জন্য) দোআ করলেন। ফলে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো। আর এ বৃষ্টি সাত দিন পর্যন্ত চলতে লাগলো। তখন লোকেরা অতিবৃষ্টির জন্য অভিযোগ করলো এবং তিনি [নবী স.] দোআ করলেন, আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। তখন তাঁর মাথার ওপর ভাগ থেকে মেঘ সরে গিয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী লোকদের ওপর বর্ষিত হলো।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ অতি বর্ষার সময়ে আমাদের এলাকায় নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বর্ষণ করুন)—এরূপ দোআ করা।

٩٦٠.عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ النَّاسُ فَصَاحُوْا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكَتِ الْبَهَائِمُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا مَرَّتَيْنِ وَأَيْمُ اللّٰهِ مَانَرَى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنْ سَحَابٍ فَنَشَأَتْ سَحَابَةٌ وَاَمْطَرَتْ وَنَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ لَمْ تَزَلْ تُمْطِرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِهَا فَلَمَّا قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ صَاحُوْا اِلَيْهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسُهَا عَنَّا فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَعَلَيْنَا فَكَشَطَتِ الْمَدِيْنَةُ فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوْلَهَا وَلاَ تَمْطُرُ بِالْمَدِيْنَةِ قَطْرَةٌ فَنَظَرْتُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَاِنَّهَا لَفِىْ مِثْلِ الْاِكْلِيْلِ ٠

৯৬০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) জুমআর দিন আল্লাহর রসূল স. খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং উচ্চকণ্ঠে বললো, হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টি নেই। ফলে গাছপালা লাল হয়ে গেছে এবং পশুগুলো মারা যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, যেন তিনি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি তখন বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন। (বর্ণনাকারী বলেন), আল্লাহর শপথ! আমরা তখন আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখতে পাইনি। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ দেখা গেল এবং তা বৃষ্টি বর্ষণ করলো। তিনি [নবী স.]

মিম্বার থেকে অবতরণ করে নামায পড়লেন। তারপর যখন তিনি চলে যান, তখন থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত বৃষ্টি হতে থাকলো। অতপর যখন তিনি পরবর্তী (জুমআয়) খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন লোকেরা উচ্চকণ্ঠে তাঁর কাছে নিবেদন করলো, (অতিবৃষ্টি হেতু) ঘর পড়ে যাচ্ছে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী স. তখন মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। তখন মদীনা বৃষ্টি থেকে মুক্ত হলো এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টি হতে থাকলো। (আশ্চর্য যে) মদীনায় তখন এক ফোঁটা বৃষ্টিও হলো না। আমি মদীনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মদীনা যেন তখন মুকুটের মধ্যে শোভা পাচ্ছিল।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় দাঁড়িয়ে দোআ করা।

আবু নু'আইম যুহাইরের মাধ্যমে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী বৃষ্টির জন্য দোআ করতে বের হলে বারাআ ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকামও তার সাথে গেলেন। তিনি মিম্বার ছাড়াই পায়ের উপর দাঁড়িয়ে দোআ করলেন। অতপর আযান ও ইকামত ছাড়াই উচ্চস্বরে কেরায়াত পড়ে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আবু ইসহাক বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী নবী স.-কে দেখেছেন।

٩٦١.عَنْ عَبَّادُ بْنِ تَمِيْمٍ انْ عَمَّهِ وكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَه اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِىْ لَهُمْ فَقَامَ فَدَعَا اللّٰهَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ فَأُسْقُوا ٠

৯৬১. আব্বাদ ইবনে তামীম রা. থেকে বর্ণিত তার চাচা নবী করীম স.-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি তার কাছে বর্ণনা করেছেন। নবী স. লোকদেরকে নিয়ে তাদের জন্য বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। তিনি দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই দোআ করলেন। অতপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং তাঁর চাদরখানি উল্টিয়ে দিলেন। এরপর তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ।

٩٦٢. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ يَسْتَسْقِىْ فَتَوَجَّهَ اِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو وَحَوَّلَ رِدَاءَ هُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَ ةِ ٠

৯৬২. আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা (আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, (একবার) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। প্রথমে তিনি কেবলার দিকে মুখ করে দোআ করলেন, তারপর তাঁর চাদরখানি উল্টালেন, অতপর দু' রাকআত নামায পড়লেন। তিনি উভয় রাকআতে উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করলেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. মানুষের দিকে কিরূপে তাঁর পিঠ ফিরিয়েছেন।

٩٦٣. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِىْ قَالَ

فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ·

৯৬৩. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হতে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি লোকদের দিকে তাঁর পিঠ ফিরালেন এবং কেবলামুখি হয়ে দোআ করলেন। অতপর তিনি তাঁর চাদর উল্টালেন এবং আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। তিনি উভয় রাকআতেই উচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করলেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দু'রাকআত।

٩٦٤.عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَسْقَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ·

৯৬৪. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। (একদা) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন ঃ (তাতে) তিনি দু' রাকআত নামায পড়লেন এবং তাঁর চাদর উল্টালেন।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের ময়দানে বৃষ্টি প্রার্থনা।

٩٦٥. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِىْ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، قَالَ سُفْيَانُ فَاَخْبَرَنِى الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ جَعَلَ الْيَمِيْنَ عَلَى الشِّمَالِ ـ

৯৬৫. আব্বাদ ইবনে তামীম র. তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, (একদা) নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য নামাযের ময়দানে গমন করলেন। তিনি কেবলামুখি হয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন এবং তাঁর চাদর উল্টালেন। সুফিয়ান র. বলেন, আবু বকর রা. থেকে মাসউদ রা. আমাকে বলেছেন, তিনি (চাদর পাল্টানোর ব্যাখ্যায়) বলেন ডান পাশ বাম পাশে দিলেন।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় কেবলামুখি হওয়া।

٩٦٦.عَنْ عَبْدَاللّٰهِ بْنَ يَزِيْدِ الْاَنْصَارِىِّ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى وَاَنَّهُ لَمَّا دَعَا اَوْ اَرَادَ اَنْ يَدْعُو اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

৯৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একদা) নামায পড়ার উদ্দেশ্যে নামাযের ময়দানে গেলেন। তিনি যখন দোআ করলেন অথবা (বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ) দোআর ইচ্ছা করলেন, তখন কেবলামুখি হলেন এবং তাঁর চাদরখানি উল্টালেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের সাথে লোকদের হাত ওঠানো।

٩٦٧. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَى رَجُلٌ اَعْرَابِىٌّ مِنْ اَهْلِ الْبَدْوِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَ الْعِيَالُ هَلَكَ النَّاسُ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ يَدْعُو وَرَفَعَ النَّاسُ اَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُوْنَ قَالَ فَمَا خَرَجْنَا مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى مُطِرْنَا فَمَازِلْنَا نُمْطَرُ حَتَّى كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْاُخْرٰى فَاَتَى الرَّجُلُ اِلَى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَشِقَ الْمُسَافِرُ وَمُنِعَ الطَّرِيْقُ .

৯৬৭. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একবার) জুমআর দিন জনৈক আরাবী বেদুঈন আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) গৃহপালিত পশুগুলো মারা যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন মারা যাচ্ছে, মানুষ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তখন আল্লাহর রসূল স. দোআর জন্য দু' হাত ওঠালেন ; আর লোকেরাও দোআর জন্য আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে সাথে তাদের হাত ওঠালেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। এমন কি পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকলো। তখন একটি লোক আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেল।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টি প্রার্থনায় ইমামের হাত ওঠানো।

٩٦٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ دُعَاءِهِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ وَاِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ .

৯৬৮. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বৃষ্টি প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোথাও তার দোআর মধ্যে হাত তুলতেন না। আর তিনি হাত এতো পরিমাণ ওঠাতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টিপাতের সময় কি বলা হবে।

٩٦٩.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا .

৯৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল স. যখন বৃষ্টি দেখতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! কল্যাণকারী বৃষ্টি দাও, মুষলধারে বৃষ্টি দাও।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এমনভাবে বৃষ্টিতে ভেজে যে তার দাড়ির ওপরও বৃষ্টি পতিত হয়।

٩٧٠. عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ اَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا اَنْ يَسْقِيَنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَمَا فِى السَّمَاءِ قَزَعَةٌ قَالَ فَثَارَ سَحَبٌ اَمْثَالُ الْجِبَالِ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ قَالَ فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذٰلِكَ وَفِى الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ وَالَّذِىْ يَلِيْهِ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ ذٰلِكَ الْاَعْرَابِىُّ اَوْ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ فَمَا جَعَلَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ اِلاَّ تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتِ الْمَدِيْنَةُ فِىْ مِثْلِ الْجَوْبَةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِىْ وَادِىْ قَنَاةَ شَهْرًا، قَالَ فَلَمْ يَجِئْ اَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلاَّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ.

৯৭০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স.-এর সময়ে একবার লোকেরা দুর্ভিক্ষ কবলিত হলো। একদিন যখন আল্লাহর রসূল স. জুমআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! (বৃষ্টির অভাবে) ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে থাকছে—তাই আপনি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোআ করুন, তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। তখন আল্লাহর রসূল স. তাঁর হাত দুখানি তুললেন। ঐ সময়ে আকাশে কোনো মেঘের টুকরাও ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, অথচ (হঠাৎ) পাহাড়ের মত বহু মেঘ এসে জমা হলো। অতপর আমি দেখলাম, মিম্বার থেকে নবী স.-এর নামার পূর্বেই তাঁর দাড়ির ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়া শুরু হয়েছে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সেদিন, তারপরের দিন, তার পরবর্তী দিন এবং পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত সকল দিনই (খুব) বৃষ্টি হলো। অতপর সেই বেদুঈন কিংবা অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘরগুলো পড়ে যাচ্ছে, সম্পদ ডুবে যাচ্ছে, আপনি তাই আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করুন। আল্লাহর রসূল স. তখন তাঁর হাত দুখানি তুলে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর নয়, বরং আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বর্ষণ করুন। অতপর তিনি হাত দিয়ে আকাশের এক এক দিকে ইশারা করলেন এবং সাথে সাথেই সেদিকের মেঘ কেটে গেল। এতে করে সমগ্র মদীনা একটি মেঘশূন্য স্থানে পরিণত হলো। আর কানাত উপত্যকা এক মাস ধরে প্রবাহিত হলো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন যেদিক থেকে যে লোকই আসতো, সে এ অত্যধিক বৃষ্টির কথাই আলোচনা করতো।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন জোরে বাতাস প্রবাহিত হয়।

٩٧١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَتِ الرِّيْحُ الشَّدِيْدَةُ اِذَا هَبَّتْ عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ.

৯৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করতো, তখন নবী স.-এর চেহারা দেখেই তা বুঝা যেতো। (অর্থাৎ চেহারায় ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতো।)

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আমাকে সাবা দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।"

٩٧٢.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ

৯৭২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আমাকে 'সাবা' দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, আর (আল্লাহদ্রোহী) 'আদ' জাতিকে 'দাবূর' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।[১]

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভূমিকম্প ও কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

٩٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضَ.

৯৭৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, কেয়ামত হবে না যে পর্যন্ত না (আলিমদের মৃত্যু এবং মূর্খদের আধিক্যের দরুন) ইল্‌মকে উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্প অধিক পরিমাণে হবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং 'হারজ' অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। 'হারজ' হচ্ছে হত্যা, হত্যা— হত্যা এত অধিক হবে যে, (মানুষ কমে যাওয়ার কারণে) তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদ এতদূর বেড়ে যাবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় তা বহুগুণে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াবে !

٩٧٤.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا فَقَالَ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ شَامِنَا وَفِى يَمَنِنَا قَالَ قَالُوْا وَفِىْ نَجْدِنَا قَالَ قَالَ هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ .

৯৭৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে ও ইয়ামানে বরকত দান কর। (উপস্থিত) লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও (বরকত দান করার জন্য দোআ করুন)। নবী স. বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শামে ও আমাদের ইয়ামানে বরকত দান করুন। লোকেরা তখন বললো, আমাদের নজদেও (বরকত দান করার জন্য দোআ করুন)। নবী স. বললেন, সেখানে অত্যধিক ভূমিকম্প হবে, ফিতনা-ফাসাদ হবে এবং শয়তানের দল সেখান থেকেই বের হবে।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ -

"তোমরা তোমাদের রিযিককে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো।"-(সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৮২)
ইবনে আব্বাস রা. বলেন ঃ রিযিক দ্বারা এখানে কৃতজ্ঞতা বুঝানো হয়েছে।

٩٧٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ

১. কা'বামুখি হয়ে দাঁড়ালে ব্যক্তির পেছন থেকে যে হাওয়া তার সামনের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয় 'সাবা' এবং এর বিপরীত দিকের হাওয়াকে বলা হয় 'দাবূর'।

الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى اَثَرِ سَمَاءٍ كَانَ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ ، وَاَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَالِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ·

৯৭৫. ইবনে খালিদ আল জুহানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. আমাদেরকে নিয়ে হুদাইবিয়ায় ফজরের নামায আদায় করেন। ঐ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং বৃষ্টির পরেই এ নামায আদায় করেছিলেন। নবী স. নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা জান কি তোমাদের রব কি বলেছেন ? তারা বললো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার কিছু বান্দা আমার প্রতি ঈমানদার থাকে এবং কিছু বান্দা কাফির হয়ে যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহর ফযল ও অনুগ্রহে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী। আর যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়ের কারণে (বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে), সে ব্যক্তি আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, পাঁচটি বিষয় এমন আছে যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ-ই জানে না।

٩٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَايَعْلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ لَايَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِيْ غَدٍ وَلاَ يَعْلَمُ اَحَدٌ مَا يَكُوْنُ فِي الْاَرْحَامِ، وَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ، وَمَا يَدْرِيْ اَحَدٌ مَتَى يَجِيْءُ الْمَطَرُ.

৯৭৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, গায়েবের চাবি পাঁচটি। তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ-ই জানে না। (১) কেউ-ই জানেন না যে, আগামীকাল কি হবে, (২) কেউ-ই জানে না যে, মায়ের পেটে কি আছে, (৩) কেউ-ই জানে না যে, আগামীকাল সে কি অর্জন করবে, (৪) কেউ-ই জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে এবং (৫) কেউ-ই জানে না যে, কবে বৃষ্টি হবে।[২]

---

২. আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এসব বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় সে কেবল অনুমান মাত্র। অনুমান কখনো 'জ্ঞান', তথা 'ইলমে'র সমার্থক নয়। সঠিক ও নির্ভুলভাবে কোনো জিনিস জানাকেই 'ইলম' বা 'জ্ঞান' বলা হয়।

অধ্যায়-১৬

اَبْوَابُ الْكُسُوْفِ

(সূর্য গ্রহণের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে নামায।

٩٧٧. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا وَادْعُوْا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ.

৯৭৭. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আমরা (যখন) নবী স.-এর কাছে ছিলাম (তখন) সূর্যগ্রহণ শুরু হয়। আল্লাহর রসূল স. তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর চাদর টানতে টানতে মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমরাও (তাঁর সাথে) প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং গ্রহণ ছেড়ে গেল। তিনি বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কারো মৃত্যুর কারণে কখনো সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ হয় না। তোমরা যখন গ্রহণ হতে দেখবে, তখন ঐ অবস্থা অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দোআ করতে থাকবে।

٩٧٨. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا.

৯৭৮. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের মধ্যে কারোর মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তবে ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। অতএব যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে এবং নামায পড়বে।

٩٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا.

৯৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সাথে কারোর বাঁচা-মরার কোনো সম্বন্ধই নেই। এগুলো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। অতএব তোমরা যখনই গ্রহণ হতে দেখবে, তখনই নামায পড়বে।

٩٨٠. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ .

৯৮০. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যেদিন (তাঁর পুত্র) ইবরাহীম মারা যায়, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তখন বললো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল স. (এর প্রতিবাদ করে) বললেন, কারোর মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকার কারণে কখনো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা যখন (গ্রহণ) দেখবে তখন নামায পড়বে এবং আল্লাহর নিকট দোআ করবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে দান।

٩٨١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُوْدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْاُوْلٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْا وَصَلُّوْا وَتَصَدَّقُوْا، ثُمَّ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ اَوْ تَزْنِيَ اَمَتُهُ ، يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৯৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো। তখন আল্লাহর রসূল স. লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়েছিলেন। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করেন, তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করেন। তারপর পুনরায় যখন তিনি কেয়াম করেন, তখনও তিনি তা দীর্ঘক্ষণ করেন। অবশ্য প্রথম কেয়ামের চেয়ে তা কম ছিল। অতপর তিনি রুকূ করেন এবং এ রুকূ'ও দীর্ঘক্ষণ করেন। তবে প্রথম রুকূর চেয়ে কম ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন এবং সিজদাও দীর্ঘক্ষণ করেন। এরপর তিনি প্রথম রাকআতে যা করেছিলেন, দ্বিতীয় রাকআতেও তা-ই করেন এবং নামায শেষ করেন। আর ততক্ষণ গ্রহণও ছেড়ে যায়। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। প্রথমে

তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও তারীফ করেন। তারপর বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারোর মরা অথবা বেঁচে থাকার কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা গ্রহণ দেখবে তখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ করবে। তার মহত্ত্ব ঘোষণা করবে, নামায পড়বে এবং দান করবে। অতপর তিনি আরো বললেন, হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর কোনো দাস বা দাসীর ব্যভিচারে আল্লাহর চেয়ে আর কেউ অধিক ক্রোধান্বিত ও ঘৃণাকারী হতে পারে না। হে উম্মতে মুহাম্মাদী! আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব অল্পই হাসতে বরং বেশী করে কাঁদতে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযে 'আস-সালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান।

٩٨٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ اِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ .

৯৮২. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যখন সূর্যগ্রহণ হতো তখন 'আস-সালাতু জামেয়া' বলে আহ্বান জানান হতো। (অর্থাৎ জামাআতের সাথে নামায পড়ার ঘোষণা দেয়া হতো।)

৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে ইমামের খুতবা দান। আয়েশা ও আসমা রা. বলেন ঃ নবী স. খুতবা দান করেছেন।

٩٨٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِىْ حَيَاةِ النَّبِىِّ ﷺ فَخَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَكَبَّرَ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ وَلَمْ يَسْجُدْ وَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِىَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَنْصَرِفَ، ثُمَّ قَامَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ هُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ .

৯৮৩. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর জীবদ্দশায় একবার সূর্য গ্রহণ হয়। তিনি তখন মসজিদে গমন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর লোকেরা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়াল। এরপর তাকবীর দেয়া হলো। আল্লাহর রসূল স. দীর্ঘ কেরায়াত পাঠ করলেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ'

করলেন। এরপর বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। অতপর সিজদা না করেই দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন, তবে তা প্রথম কেরায়াত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। তবে তা প্রথম রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্, 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর তিনি শেষ রাকআতেও ঐ একই রূপ (করলেন ও) বললেন এবং এরূপে চার সিজদায় চার রাকআত নামায সম্পন্ন করলেন। আর তাঁর নামায থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই সূর্যগ্রহণ ছেড়ে গেল। তিনি তখন দাঁড়ালেন এবং সর্বপ্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এটা কখনো হয় না। অতএব তোমরা যখনই তা হতে দেখবে তখন ভীত হয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে গমন করবে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ 'কাসাফাতিশ্‌শামসু' বা 'খাসাফাত' বলবে কি না ? আল্লাহ বলেছেন ঃ 'ওয়া খাসাফাল কামারু'।

٩٨٤. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ ۔

৯৮৪. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন আল্লাহর রসূল স. নামায আদায় করেন। তিনি প্রথমে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বললেন এবং দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন এবং মাথা তুলে বললেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং আগের মতই দাঁড়ালেন। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ কেরায়াত পাঠ করলেন। তবে এটা আগের কেরায়াতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, তবে এ রুকূ' আগের রুকূ'র চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন। অতপর তিনি শেষ রাকআতেও প্রথম রাকআতের মতই করলেন এবং সালাম ফিরালেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণও ছেড়ে গেল। এরপর তিনি লোকের উদ্দেশ্যে খুতবা দান করলেন। খুতবায় তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা বেঁচে থাকার কারণে এটা কখনো হয় না। অতএব তোমরা যখনই তা দেখবে তখন ভীত হয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে গমন করবে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর বাণী ঃ "আল্লাহ তাআলা গ্রহণ দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান।" আবু মূসা রা. নবী স. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٩٨٥.عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ .

৯৮৫. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর রসূল স. বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না ; বরং এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٩٨٦.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِى قُبُوْرِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَائِذًا بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانَىِ الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلَةً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَقُوْلَ، ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَتَعَوَّذُوْا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৯৮৬. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। একবার একজন ইয়াহুদী স্ত্রীলোক তাঁর নিকট কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে এলো। সে (দোআ হিসেবে) আয়েশাকে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় দিন। আয়েশা রা. আল্লাহর রসূল স.-কে প্রশ্ন করলেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে ? আল্লাহর রসূল স. কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে করতে বললেন, হ্যাঁ। অতপর আল্লাহর রসূল স. একদিন সকালে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। তখন সূর্য গ্রহণ আরম্ভ হলো। তিনি আরো বেলা হলে ফিরে এলেন এবং (তাঁর সম্মানীয়া স্ত্রীদের) কামরাগুলোর পেছনের দিকে অবস্থান করলেন। অতপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াল। এরপর তিনি (নামাযে) দীর্ঘ সময় ধরে কেয়াম করলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। তারপর পুনরায় তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তবে এ কেয়াম পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, তবে এ রুকূ পূর্বের রুকূ অপেক্ষা কম

দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং সিজদা করলেন। এরপর আবার তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা এ কেয়াম কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, তবে এটা প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা প্রথম কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ করলেন, তবে এটা প্রথম রুকূ অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি (মাথা) তুললেন এবং (যথারীতি) নামায শেষ করলেন। এরপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী খুতবা দিলেন। অতপর উপস্থিত লোকদেরকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করা।

٩٨٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ قَالَ لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نُوْدِىَ اِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ اَطْوَلَ مِنْهَا ·

৯৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে যখন সূর্যগ্রহণ হতো, তখন জামাআতের সাথে নামায পড়ার ঘোষণা দেয়া হতো। নবী স. তখন এক রাকআতে দু'বার রুকূ' করতেন অতপর দাঁড়াতেন এবং পরবর্তী রাকআতেও দু'বার রুকূ' করতেন এবং যথারীতি বৈঠকে বসতেন। আর ততক্ষণে সূর্যগ্রহণ ছেড়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, আয়েশা রা. বলেন, এ নামাযের ভেতর ছাড়া এত দীর্ঘকালীন সিজদা আর কোথাও করিনি।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় জামাআতে নামায পড়া। ইবনে আব্বাস রা. লোকদেরকে নিয়ে জমজমের সুফফায় নামায পড়েছেন এবং আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. লোকদেরকে একত্র করেছেন। ইবনে উমরও গ্রহণের নামায পড়েছেন।

٩٨٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ

يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَصَبْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَاُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ اَفْظَعَ وَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا بِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ ، قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৯৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী স.-এর সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো। আল্লাহর রসূল স. তখন নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করতে যতখানি সময় লাগে প্রায় ততখানি সময় পর্যন্ত কেয়াম করলেন। অতপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করলেন। তারপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন। তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন। তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করে আবার দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। এরপর আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে রুকূ' করলেন, তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেয়াম করলেন, তবে তা পূর্বের কেয়াম অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করলেন, তবে তা পূর্বের রুকূ' অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করে (যথারীতি) নামায শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্যগ্রহণও ছেড়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, নিসন্দেহে সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই তোমরা গ্রহণ দেখবে, তখনই আল্লাহকে স্মরণ করবে। লোকেরা প্রশ্ন করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল স.! (ঐ সময়ে) আমরা দেখলাম যে, আপনি নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন হাতে নিলেন এবং পরক্ষণেই পেছনে সরে গেলেন। তিনি [নবী স.] বললেন, আমি জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক থোকা আঙুরের প্রতি আমি হাত বাড়িয়েছিলাম। আমি তা নিয়ে এলে তোমরা অবশ্যই তা কেয়ামত পর্যন্ত খেতে পারতে। এর পরক্ষণেই আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়, আর আমি সেখানে আজকের মত ভয়ানক দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীই স্ত্রীলোক। লোকেরা আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল স.! এর কারণ কি ? তিনি বললেন, এর কারণ তাদের 'কুফর'। প্রশ্ন করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে ? তিনি জবাব দিলেন, তারা স্বামীর সাথে কুফরী করে, ইহসানকে অস্বীকার করে। তোমাদের কেউ যদি তাদের কারোর প্রতি সারা জীবনও মহৎ আচরণ করে, অতপর সে তোমার মধ্যে (ঘটনাক্রমে সামান্য ত্রুটিও পায়) তাহলে চট করেই সে বলে ফেলবে, তোমার কাছে সারা জীবন একটি ভালো ব্যবহারও পেলাম না।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের সময় পুরুষদের সাথে নারীদের নামায।

٩٨٩.عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ اَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَاِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّوْنَ، وَاِذَا هِىَ قَائِمَةٌ تُصَلِّى فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا اِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقُلْتُ اٰيَةٌ فَاَشَارَتْ اَىْ نَعَمْ، قَالَ فَقُمْتُ حَتّٰى تَجَلاَّنِى الْغَشْىُ فَجَعَلْتُ اَسُبُّ فَوْقَ رَاْسِى الْمَاءَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَىْءٍ كُنْتُ لَمْ اَرَهُ اِلاَّ قَدْ رَاَيْتُهُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا حَتّٰى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، لَقَدْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّكُمْ تُفْتَنُوْنَ فِى الْقُبُوْرِ مِثْلَ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لاَ اَدْرِى اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ يُؤْتٰى اَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَاعِلْمُكَ بِهٰذَا الرَّجُلِ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ اَوِ الْمُوْقِنُ لاَ اَدْرِى اَىَّ ذٰلِكَ قَالَتْ اَسْمَاءُ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ جَاءَ نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى فَاَجَبْنَا وَاٰمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُوْقِنًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ لاَ اَدْرِىْ اَيَّتَهُمَا قَالَتْ اَسْمَاءُ ، فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ .

৯৮৯. আসমা বিনতে আবু বকর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশার কাছে গেলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল এবং লোকেরা সে জন্য নামাযে দাঁড়িয়েছিল, আর সেও নামাযে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, লোকেরা নামায পড়ছে কেন ? তখন সে 'সুবহানাল্লাহ' বলে হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইংগিত করলো। আমি বললাম, এটা কি কোনো আযাবের আলামত ? তখন সে হ্যাঁ সূচক ইংগিত করলো। বর্ণনাকারিণী বলেন, আমিও তখন (নামাযের জন্য) দাঁড়ালাম। পরিশেষে (গ্রহণজনিত) অন্ধকার কেটে গেল। আর আমি (দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর ফলে যে ক্লান্তি এসেছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে) আমার মাথায় পানি দিতে লাগলাম। আল্লাহর রসূল স. যখন (নামায) শেষ করলেন তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, অতপর বললেন, আমি এ স্থানে থেকেই যা দেখলাম তা হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নাম। আর আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কবরের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনার ন্যায় অথবা তার কাছাকাছি ফিতনায় লিপ্ত করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, 'ন্যায় (মিসলা)' অথবা কাছাকাছি (কারীবা)—এ শব্দ দুটির কোন্‌টি আসমা বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই। তোমাদের প্রত্যেকের কাছেই আমাকে উপস্থিত করে তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, এ লোকটি সম্পর্কে কি জান ? অতপর যে ব্যক্তি ঈমানদার ও ইয়াকীনকারী হবে—বর্ণনাকারী বলেন, আসমা ঈমানদার (মু'মিন) শব্দ বলেছিলেন, না ইয়াকীনকারী (মুকীন) বলেছিলেন তা আমার

স্মরণ নেই—সে বলবে, ইনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তিনি সুস্পষ্ট দলীল ও হেদায়াত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং আমরা তাতে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তা অনুসরণ করেছি। এরপর তাকে বলা হবে, তুমি নেককার বান্দারূপে ঘুমাও, আমরা নিশ্চিতরূপে জানলাম যে, তুমি ইয়াকীনকারী ছিলে। আর যে ব্যক্তি মুনাফিক বা সন্দেহকারী হবে—বর্ণনাকারী বলেন, আসমা মুনাফিক শব্দ বলেছিলেন, না সন্দেহকারী (মুরতাব) শব্দ বলেছিলেন তা আমার স্মরণ নেই—সে শুধু বলবে, (এ ব্যক্তি কে তা) আমি বলতে পারছি না। (দুনিয়ায়) আমি মানুষকে কিছু কথা বলতে শুনেছি এবং আমিও তা-ই বলেছি।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময়ে যে দাস মুক্ত করতে পসন্দ করে।

٩٩٠.عَنْ اَسمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ ٠

৯৯০. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সূর্য গ্রহণের সময়ে দাস মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে সূর্যগ্রহণের নামায।

٩٩١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا اَنَّ يَهُوْدِيَّةً جَاءَ تْ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ اَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِيْ قُبُوْرِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ عَائِذًا بِاللّٰه مِنْ ذَالِكَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْكَبًا فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَرَجَعَ ضُحًى فَمَرَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْحُجَرِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ دُوْنَ السُّجُوْدِ الْاَوَّلِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ، اَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَن يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ٠

৯৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) একজন ইয়াহুদী নারী তার কাছে (কোনো কিছু) জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিল। (কথার মধ্যে) সে বলেছিল, আল্লাহ আপনাকে কবর আযাব থেকে মুক্তি দিন। অতপর আয়েশা রা. আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে প্রশ্ন করলেন, কবরে কি মানুষকে আযাব দেয়া হবে ? তখন আল্লাহর রসূল স. আল্লাহর কাছে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার বক্তব্য রাখেন। অতপর একদিন ভোরে আল্লাহর রসূল স. একটি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এরপর সূর্য

গ্রহণ আরম্ভ হলো। তিনি আরো বেলা হলে ফিরে এলেন এবং (তাঁর সম্মানীয়া স্ত্রীদের) কামরাগুলোর পেছনের দিকে অবস্থান করলেন। অতপর তিনি নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকেরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াল। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন। অতপর মাথা তুলে আবার দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন। তবে এ কেয়াম আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি আবার দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, অবশ্য তা পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি মাথা তুললেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদা করলেন। অতপর তিনি আবার দীর্ঘক্ষণ কেয়াম করলেন, এটা আগের কেয়ামের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ করলেন, এটা আগের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি পুনরায় দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ করলেন, অবশ্য এ রুকূ আগের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি সিজদা করেন, এ সিজদা আগের চেয়ে কম সময়ের ছিল। অতপর তিনি নামায শেষ করেন। তারপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবেক তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। পরিশেষে তিনি সবাইকে কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দান করেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কারো মৃত্যু অথবা বাঁচার কারণে সূর্য গ্রহণ হয় না। আবু বাকরা, মুগীরা, আবু মূসা, ইবনে উমর রা. একথা বর্ণনা করেছেন।

٩٩٢.عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا ٠

৯৯২. আবু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. বলেছেন, সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ কারো মৃত্যুর কারণে হয় না। এ দুটো আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। অতএব তোমরা যখনই তা হতে দেখবে তখন নামায পড়বে।

٩٩٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَأَطَالَ الْقِرَاءَ ةَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِرَاءَ ةَ وَهِىَ دُوْنَ قِرَاءَ تِهِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوْعَ دُوْنَ رُكُوْعِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُرِيْهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ ٠

৯৯৩. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর যামানায় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। নবী স. তখন নামাযের জন্য দাঁড়ালেন এবং লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামাযে তিনি কেরায়াত দীর্ঘ করেন। তারপর তিনি রুকূও দীর্ঘক্ষণ ধরে করেন। অতপর তিনি মাথা তোলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে কেরায়াত করেন। তবে এবারের কেরায়াত আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি রুকূ করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরেই রুকূ করেন। তবে এ রুকূ আগের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতপর তিনি মাথা তোলেন এবং

দুটি সিজদা করেন। এরপর তিনি দাঁড়ান এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এরূপই সবকিছু করেন। পরিশেষে নামায শেষ করে দাঁড়িয়ে বলেন, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ কারো মরা বা বাঁচার কারণে হয় না। এ দুটো জিনিস আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে এ দুটো দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখনই তা দেখবে তখন নামায (দান-খয়রাত)-এর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস রা. থেকে সূর্যগ্রহণের সময়ে যিকরের বিষয় বর্ণিত আছে।

٩٩٤.عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى بِاَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هٰذِهِ الْاٰيَاتُ الَّتِىْ يُرْسِلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لاَ تَكُوْنُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ فَاِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوْا اِلٰى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

৯৯৪. আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) সূর্যগ্রহণ হলো। নবী স. তখন ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি কিয়ামত হওয়ার ভয় করছিলেন। অতপর তিনি মসজিদে এলেন এবং অত্যন্ত দীর্ঘ কেয়াম রুকূ ও সিজদা সহকারে নামায পড়লেন। এরপর তিনি বললেন, এগুলো হচ্ছে এমন নিদর্শন যা আল্লাহ প্রেরণ করে থাকেন। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এটা হয় না। বরং আল্লাহ এর দ্বারা তার বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন। অতএব তোমরা যখনই এর কিছু দেখবে, তখন আল্লাহর যিকর, তাঁর কাছে দোআ এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ আবু মূসা ও আয়েশা রা. সূর্যগ্রহণের সময়ে দোআ করার বিষয় বর্ণনা করেছেন।

٩٩٥.عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَدْعُوا اللّٰهَ وَصَلُّوا حَتّٰى يَنْجَلِىَ ·

৯৯৫. মুগীরা ইবনে শোবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [নবী স.-এর পুত্র] ইবরাহীম যেদিন ইন্তেকাল করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা তাই বললো যে, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তখন আল্লাহর রসূল স. বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। কারো মরা অথবা বাঁচার কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা যখনই এদের গ্রহণ দেখবে তখন ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ করতে এবং নামায পড়তে থাকবে।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ আবু উসামা র. গ্রহণের খুতবায় ইমামের 'আম্মা বা'দ' বলার কথা বর্ণিত হয়েছে।

٩٩٦. عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ ٠

৯৯৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যগ্রহণ মুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আল্লাহর রসূল স. নামায শেষ করলেন। অতপর খুতবা দিলেন। এতে তিনি প্রথমে আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ' (অতপর বক্তব্য)।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ চন্দ্রগ্রহণের নামায।

٩٩٧. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ٠

৯৯৭. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সময়ে একবার সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি তখন দু রাকআত নামায পড়লেন।

٩٩٨. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى انْتَهٰى اِلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ فَانْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَاِنَّهُمَا لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَاِذَا كَانَ ذَاكَ فَصَلُّوا وَادْعُوْا حَتّٰى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ وَذٰلِكَ اَنَّ اِبْنًا لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاتَ يُقَالُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ ، فَقَالَ النَّاسُ فِىْ ذٰلِكَ ٠

৯৯৮. আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আল্লাহর রসূল স.-এর যামানায় সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি তখন (মহল্লা থেকে) তাঁর চাদর টানতে টানতে বের হয়ে মসজিদে উপস্থিত হন। আর লোকেরাও সেখানে জমায়েত হলো। তিনি তখন তাদেরকে নিয়ে দু রাকআত নামায পড়েন। অতপর সূর্যগ্রহণ যখন ছেড়ে যায় তখন তিনি বললেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দুটো নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। অতএব যখনই গ্রহণ হবে, তখন তোমরা তা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়বে এবং দোআ করবে। একথা তিনি এ কারণে বলেছেন যে, নবী স.-এর এক ছেলে, যাকে ইবরাহীম নামে ডাকা হতো, (সেদিন) ইন্তেকাল করেছিলেন। আর লোকেরা তখন সে ব্যাপারে বলেছিল (যে, তাঁর মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে)।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের নামাযের প্রথম রাকআত অধিকতর দীর্ঘ।

٩٩٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِمْ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِىْ سَجْدَتَيْنِ اَلْاَوَّلُ اَطْوَلُ٠

৯৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. সূর্য গ্রহণের সময়ে লোকদেরকে নিয়ে দু রাকআতে চার রুকূ' সহকারে নামায পড়েন। প্রথম রাকআত দ্বিতীয় রাকআতের চেয়ে দীর্ঘ ছিল।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য গ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কেরায়াত করা।

١٠٠٠.عَنْ عَائِشَةَ جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ صَلاَةِ الْخُسُوْفِ بِقِرَاءَتِهِ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوْفِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ - وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِيْ رَكْعَتَيْنِ وَاَرْبَعَ سَجْدَاتٍ قَالَ الْوَلِيْدُ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ مِثْلَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَقُلْتُ مَا صَنَعَ اَخُوْكَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَا صَلّٰى اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ الصُّبْحِ اِذْ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ اَجَلْ اِنَّهُ اَخْطَأَ السُّنَّةَ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْجَهْرِ -

১০০০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. চন্দ্র গ্রহণের নামাযে তাঁর কেরায়াত উচ্চস্বরে পাঠ করেন। কেরায়াত শেষ করার পর তাকবীর দেন এবং রুকূ' করেন। তিনি রুকূ' থেকে মাথা তুলে বললেন, "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্।" অতপর (এই) সূর্য গ্রহণের নামাযেই তিনি পুনরায় কেরায়াত পাঠ করেন এবং দু রাকআত নামাযে চার রুকূ ও চার সিজদা করেন।

বর্ণনাকারী আওযায়ী র.-ও অন্যান্য রাবীগণ বলেন, যুহরী র.-কে উরওয়া র.-এর মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি একজনকে 'আস্সালাতু জামিয়াতুন' বলে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তারপর তিনি অগ্রসর হন এবং চার রুকূ' ও চার সিজদাসহ দু' রাকআত নামায আদায় করেন। ওয়ালীদ র. বলেন, আমাকে আবদুর রহমান ইবনে নামির আরো বলেন যে, তিনি ইবনে শিহাব র. থেকে অনুরূপ শুনেছেন যুহরী র. বলেন যে, আমি উরওয়া র.-কে বললাম, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর র. এরূপ করেননি। তিনি যখন মদীনায় সূর্য গ্রহণ-এর নামায আদায় করেন, তখন ফজরের নামাযের ন্যায় দু' রাকাআত নামায আদায় করেন। উরওয়া র. বললেন, হাঁ, তিনি নিয়ম অনুসরণে ভুল করেছেন। সুলাইমান ইবনে কাসীর র. যুহরী র. থেকে সশব্দে কিরাআতের ব্যাপারে ইবনে কাসীর র.-এর অনুসরণ করেছেন।

❐

অধ্যায়-১৭

اَبْوَابُ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ وَسُنَّتِهَا

(তেলাওয়াতে সিজদার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআনের সিজদা ও তা সুন্নত হবার বর্ণনা।

١٠٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ اَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى جَبْهَتِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ·

১০০১. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. মক্কায় সূরা আন-নাজম তেলাওয়াত করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন এবং একজন বুড়ো লোক ছাড়া তাঁর সাথের সবাই-ই সিজদা করলেন। এ বুড়ো লোকটি এক মুঠো কংকর বা মাটি হাতে নিলো এবং তার কপাল পর্যন্ত উঠিয়ে বললো, আমার জন্য এ-ই যথেষ্ট। আমি পরে দেখেছি, এ ব্যক্তি কাফের অবস্থায় খুন হয়েছে। (ইসলাম তার ভাগ্যে হয়নি)।

২. অনুচ্ছেদ ঃ 'তানযীলুস সাজদা'—সূরায় সিজদা।

١٠٠٢. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ ·

১০০২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. জুমআ বার ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম, তানযীলুস সাজদা' এবং 'হাল আতা আলাল ইনসানি' সূরা দু'টি তেলাওয়াত করতেন।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ 'সাদ'এর সিজদা।

١٠٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ﷺ لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا ·

১০০৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সূরা) 'সাদ' খুব জরুরী সিজদা - সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য নবী স.-কে আমি তা পাঠের পর সিজদা দিতে দেখেছি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ আন নাজমের সিজদা। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আন-নাজমে সিজদা আছে।

١٠٠٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِيَ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِيْنِيْ هٰذَا، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا ·

১০০৪. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। একবার নবী স. সূরা আন-নাজম পড়লেন এবং সেজন্য সিজদা করলেন। আর কাওমেরও এমন কেউ অবশিষ্ট ছিল না যে, তাঁর সাথে সিজদা করেনি। কিন্তু এক ব্যক্তি এক মুঠো কংকর বা ধুলো মাটি হাতে নিয়ে কপাল পর্যন্ত তুলে নিয়ে বললো, এ-ই আমার জন্য যথেষ্ট। আবদুল্লাহ বলেন, পরে আমি এই ব্যক্তিকে দেখেছি যে, কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের সিজদা দেয়া অথচ মুশরিকরা অপবিত্র, তারা অযুর উপযুক্ত নয়। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমর বিনা অযুতে তেলাওয়াতের সিজদা করতেন।

١٠٠٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ .

১০০৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (সূরা) আন নাজম পড়ার কারণে সিজদা দেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন-ইনসান সিজদা দিয়েছিল।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সিজদা (এর আয়াত) পড়লো কিন্তু সিজদা দেয় না।

١٠٠٦.عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَزَعَمْ اَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدُ فِيْهَا .

১০০৬. যায়েদ ইবনে সাবেত রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. সূরা আন নাজম তেলাওয়াত করলেন কিন্তু তাতে কোনো সিজদা দেননি।

١٠٠٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا .

১০০৭. যায়েদ ইবনে সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর কাছে আন নাজম (সূরা) তেলাওয়াত করলাম। কিন্তু তিনি তাতে সিজদা দেননি।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরার সিজদা।

١٠٠٨.عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَلَمْ اَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ اَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ

১০০৮. আবু সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) আবু হুরাইরাকে দেখলাম যে, ইযাস সামাউন শাক্কাত সূরা পড়লেন এবং সিজদা দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হুরাইরা ! আমি কি আপনাকে সিজদা করতে দেখিনি ? তিনি জবাব দিলেন, আমি নবী স.-কে সিজদা দিতে না দেখলে সিজদা দিতাম না।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ তেলাওয়াতকারীর তেলাওয়াত শুনে যে সিজদা করা হয়।

তামীম ইবনে হাযলাম নামক একটি বালক সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাঁকে সিজদা করতে আদেশ করে বললেন ঃ এ সিজদার ব্যাপারে তুমিই আমাদের ইমাম।

١٠٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ٠

১০০৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (একবার) আমাদের সামনে এমন একটি সূরা পড়লেন যাতে সিজদা রয়েছে। তাই তিনি সিজদা দিলেন এবং আমরাও সিজদা দিলাম। তখন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কপাল রাখার জায়গা পাচ্ছিল না।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করেন যে, আল্লাহ তাআলা সিজদা অপরিহার্য করেননি।

١٠١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ٠

১০১০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সিজদা (এর আয়াত বা সূরা) পড়তেন এবং আমরা যখন তাঁর কাছে থাকতাম, তখন তিনি সিজদা দিতেন এবং তাঁর সাথে আমরাও সিজদা দিতাম। আমাদের এত ভীড় হতো যে, আমাদের কেউ সিজদা দেয়ার জন্য কপাল রাখার জায়গাটুকুও পেত না।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করেন যে, আল্লাহ তাআলা সিজদা অপরিহার্য করেননি।

ইমরান ইবনে হুসাইনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যে লোক কুরআন শ্রবণের জন্য বসেনি। কিন্তু তার কানে যদি সিজদার আয়াত প্রবেশ করে তবে কি সে সিজদা করবে ? তিনি বললেন ঃ সে যদি বসতো তাহলেও কি তাকে সিজদা করতে হতো ? অর্থাৎ এ অবস্থায় তার মতে সিজদা ওয়াজিব হয় না। সালমান ফারসী বলেছেন ঃ আমরা এজন্য আসিনি। উসমান ইবনে আফ্ফান বলেছেন ঃ যে মনোযোগ সহকারে সিজদার আয়াত শুনে শুধু তার উপর সিজদা ওয়াজিব। যুহরী বলেছেন ঃ পবিত্র অবস্থায় সিজদা করতে হবে। আর সফর বা বাড়ীতে উভয় অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ করে সিজদা করবে। তবে সওয়ার অবস্থায় কিবলামুখী হওয়া ওয়াজিব নয়, সওয়ারীর মুখ যেদিকে থাকবে সেদিকে সিজদা করতে পারবে। আর সায়েব ইবনে ইয়াজীদ বর্ণনাকারীদের কাহিনী শ্রবণকালে সিজদার আয়াত শুনে সিজদা করতেন না।

١٠١١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُوْرَةِ النَّحْلِ حَتَّى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى اِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى اِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُوْدِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ اَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ.

১০১১. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি এক জুমআর দিন মিম্বারে দাঁড়িয়ে সূরা আন-নাহল তেলাওয়াত করলেন। এতে যখন সিজদার আয়াত এলো, তখন তিনি

মিম্বার থেকে নেমে সিজদা করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদা করলো। এভাবে যখন পরবর্তী জুমআ এলো তখন তিনি সে সূরাই পাঠ করলেন। আর এতে যখন সিজদার আয়াত এলো তখন তিনি বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমরা হামেশা সিজদা দেই, তাই যে সিজদা দেয় সে ঠিকই করে, কিন্তু যে সিজদা দেয় না, সে কোনো গোনাহের ভাগী হয় না। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) এ সময়ে উমর সিজদা দিলেন না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ যে নামাযে সিজদার আয়াত পড়ে এবং সে কারণে সিজদা দেয়।

١٠١٢.عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِى الْقَاسِمِ ﷺ فَلاَ اَزَالُ اَسْجُدُ فِيْهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ·

১০১২. আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার) আবু হুরাইরার সাথে এশার নামায আদায় করেছিলাম। তিনি (নামাযে) 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সূরাটি পড়লেন এবং তেলাওয়াতের সিজদা করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, এটা কি করলেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ আবুল কাসেম স.-এর পেছনে তিনি এ সূরা পড়েছিলেন বলেই (তাঁর সাথে) সিজদা দিয়েছিলাম। তাই তাঁর সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত নামাযে ঐ কারণে আমি সিজদা দিতে থাকবো।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ভীড়ের কারণে সিজদা দেয়ার জায়গা পায় না।

١٠١٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ السُّوْرَةَ الَّتِىْ فِيْهَا السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتّٰى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ لِجَبْهَتِهِ ·

১০১৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. (যখন) এমন সূরা পড়তেন যাতে সিজদা রয়েছে। (তখন) তিনি সিজদা দিতেন এবং আমরাও সিজদা দিতাম। এমনকি (ভীড়ের কারণে) আমাদের কেউ কেউ তখন কপাল রাখার জায়গা পেত না।

❑

অধ্যায়-১৮

اَبْوَابُ التَّقْصِيْرِ

(নামায কসর করার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ কসর সম্বন্ধীয় কথা এবং কতদিন কসর করবে।

١٠١٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فَنَحْنُ اِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا وَاِنْ زِدْنَا اَتْمَمْنَا ٠

১০১৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) নবী স. (সফরে) উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং নামায সংক্ষেপ করলেন। তাই আমরাও উনিশ দিন (সফরে থাকলে) সংক্ষেপ (কসর) করতাম এবং এর চেয়ে বেশী হলে পুরোপুরিই পড়তাম।

١٠١٥.عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قُلْتُ اَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا ٠

১০১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত গেলাম এবং সেখান থেকে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি বরাবর দু' রাকআত দু' রাকআত নামায আদায় করতে থাকেন। তার নিকট প্রশ্ন করা হলো, মক্কায় তিনি কতদিন অবস্থান করেছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ দশ দিন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মিনায় নামায।

١٠١٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ اِمَارَتِهِ ثُمَّ اَتَمَّهَا ٠

১০১৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনায় নবী স., আবু বকর এবং উমরের সাথে দু' রাকআত নামায পড়েছি এবং উসমানের সাথেও তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে দু' রাকআত পড়েছি। অতপর তিনি পুরো নামায পড়তে আরম্ভ করেন।

١٠١٧.عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنَ مَا كَانَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ ٠

১০১৭. হারিছা ইবনে ওহাব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. অত্যন্ত শান্ত সমাহিত পরিবেশে মিনায় আমাদেরকে নিয়ে দু' রাকআত নামায আদায় করেন।

١٠١٨.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِمِنًى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذٰلِكَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّى مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ .

১০১৮. আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান রা. মিনায় আমাদেরকে নিয়ে (পূর্ণ) চার রাকআত নামায আদায় করেন। অতপর এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে প্রশ্ন করা হলো যে, উসমান কি মিনায় চার রাকআত নামায পড়েছিলেন? তিনি প্রথমে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন এবং তারপর বললেন, আমি মিনায় আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে দু' রাকআত পড়েছি। মিনায় আবু বকর সিদ্দীকের সাথে দু' রাকআত পড়েছি এবং মিনায় উমর ইবনে খাত্তাবের সাথেও দু' রাকআত পড়েছি। তাই আফসোস! ঐ চার রাকআতের বদলে আমার ভাগে যদি দু' রাকআত কবুল হওয়া নামাযই জুটতো।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. হজ্জে কতদিন ইকামত (অবস্থান) করেছিলেন ?

١٠١٩.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ .

১০১৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এবং তাঁর সহচরবৃন্দ ৪র্থ দিনের প্রভাত পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং হজ্জের তালবিয়া পাঠ করেন। অতপর তিনি তাদেরকে ওমরা করার নির্দেশ দেন তবে যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল তারা তালবিয়া পড়েনি।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কি পরিমাণ দূরত্বের সফরে নামায কসর বা সংক্ষিপ্ত করতে হবে। একদিন ও এক রাতের দূরত্বকে নবী স. সফর বলে উল্লেখ করেছেন। চার বুরদ দূরত্বের পথ হলে ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাস কসর করতেন এবং রোযা রাখতেন না। ষোল ফারসাখ চার বুরদের সমান।

١٠٢٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

১০২০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, কোনো মহিলাই কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে তিন দিনের সফর করতে পারবে না।

١٠٢١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثَةً اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ

১০২১. ইবনে উমর নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মহিলার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ না থাকলে সে কখনো তিনদিন সফর করতে পারবে না।

١٠٢٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ .

১০২২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে মহিলা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার পক্ষে কোনো মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে একদিন ও একরাতের পথ সফর করা বৈধ নয়।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যখন নিজ স্থান থেকে বের হবে তখন থেকেই কসর (সংক্ষিপ্ত) করবে। হযরত আলী রা. রওয়ানা হওয়ার পরই কসর করতেন। এমনকি বাড়ী দৃষ্টিগোচর হলেও। ফেরার সময় তাঁকে বলা হলো, ঐতো কুফা দেখা যাচ্ছে অথচ আপনি এখনও কসর করছেন। তিনি বললেন ঃ কুফায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত কসর করা ওয়াজিব।

١٠٢٣.عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ۔

১০২৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সাথে মদীনায় যোহরের (ফরয) নামায চার রাকআত আদায় করলাম। আর যুল হুলাইফায় আসর আদায় করলাম (চারের স্থানে) দু' রাকআত।

١٠٢٤.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَلصَّلاَةُ اَوَّلُ مَافُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَاُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَاُتِمَّ صَلاَةُ الْحَضَرِ ۔

১০২৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম যে নামায ফরয হয় তা ছিল দু' রাকআত। পরে সেই দু' রাকআতই সফরের নামায হিসেবে স্থায়ী করে দেয়া হয় এবং সফরে না থাকা অবস্থায় পুরো নামায পড়তে হবে।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিবের নামায তিন রাকআতই পড়া হয়।

١٠٢٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ وَكَانَ اسْتُصْرِخَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ فَقُلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ سِرْ حَتَّى سَارَ مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَ يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ۔

১০২৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে দেখেছি সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে তখন তিনি মাগরিবের নামায এতদূর বিলম্বিত করেছেন যে, মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. সফরের ব্যস্ততার সময় অনুরূপ করতেন। অপর এক সূত্রে সালিম র. বলেন, ইবনে উমর রা. মুয্দালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতেন। সালিম র. আরও বলেন, ইবনে উমর রা. তাঁর স্ত্রী সাফীয়্যা বিনতে আবু উবাইদ-এর দুঃসংবাদ পেয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে মাগরিবের নামায বিলম্বিত করেন। আমি তাঁকে বললাম, নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, চলতে থাক। আমি আবার বললাম, নামায ? তিনি বললেন, চলতে থাক। এমন কি (এভাবে) দু' বা তিন মাইল অগ্রসর হলেন। এরপর নেমে নামায আদায় করলেন। পরে বললেন, আমি নবী করীম স.-কে সফরের ব্যস্ততার সময় এরূপভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি। আবদুল্লাহ (আরো) বলেছেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, সফরে যখনই তাঁর ব্যস্ততার কারণ ঘটেছে তখন তিনি মাগরিবের নামায দেরী করে আদায় করতেন এবং যখন আদায় করতেন তখন তিন রাকআতই পড়তেন। এরপর সামান্য দেরী করেই এশার নামায আদায় করতেন এবং এশার নামায দু' রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতেন। আর এশার পরে কোনো নফল পড়তেন না। এরপর তিনি মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তু যেদিকে ফিরুক না কেন সে দিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করা।

١٠٢٦.عَنْ عَامِرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِهِ .

১০২৬. আমের রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে তাঁর সওয়ারীর জন্তুর পিঠে যেদিকে তা ফিরেছিল সেদিকে ফিরেই নামায আদায় করতে দেখেছি।

١٠٢٧.عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِىْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১০২৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. এমন অবস্থায়ও নফল নামায আদায় করতেন যখন তাঁর সওয়ারী জন্তু কেবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করে থাকতো।

١٠٢٨. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১০২৮. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর তার সওয়ারীর ওপর নামায পড়তেন এবং তার ওপর বিতরের নামাযও পড়তেন। আর তিনি বলেছেন যে, নবী স. এরূপ করতেন।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীর জন্তুর ওপর থাকা অবস্থায় (নামাযের জন্য) ইশারা করা।

١٠٢٩.عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ اَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُوْمِئُ وَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ

১০২৯.আবদুল্লাহ ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সফরে তার সওয়ারীর জন্তু যেদিকেই ফিরুক না কেন সেদিকে ফিরেই ইশারা করে নামায আদায় করতেন এবং আবদুল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে, নবী স. এরূপ করতেন।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের জন্য (সওয়ারী থেকে) অবতরণ করা।

١٠٣٠.عَنْ عَامِرِبْنَ رَبِيْعَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ اَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

১০৩০. আমের ইবনে রাবীআ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে তাঁর সওয়ারীর ওপর থাকা অবস্থায় মাথা দিয়ে ইশারা করে সেদিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করতে দেখেছি যেদিকেই তা ফিরতো। অথচ আল্লাহর রসূল স. ফরয নামাযে এরূপ করতেন না।

١٠٣١.عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّىَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

১০৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. তাঁর সওয়ারীতে থাকা অবস্থায় পূর্ব দিক ফিরে নামায আদায় করতেন। কিন্তু যখন তিনি ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি (সওয়ারী থেকে) নেমে আসতেন এবং কেবলামুখী হতেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে নফল নামায পড়া।

١٠٣٢.عَنْ اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمَرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّىْ عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِىْ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَهُ لَمْ اَفْعَلْهُ.

১০৩২. আনাস ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক রা. যখন শাম থেকে এলেন তখন আমরা তাকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং (ইরাকের দিকস্থ) আইনুত তামার নামক স্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন আমি তাকে গাধার পিঠে বসে নামায আদায় করতে দেখলাম; সে সময় তাঁর মুখ ছিল ঐ দিকেই অর্থাৎ কেবলার বাম দিকে। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আমি আপনাকে কেবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নামায

পড়তে দেখলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমি যদি আল্লাহর রসূল স.-কে এরূপ করতে না দেখতাম তাহলে আমি ঐরূপ করতাম না।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পরে বা আগে নফল নামায পড়ে না।

١٠٣٣.عَنْ اِبْنُ عُمَرَ فَقَالَ صَحِبْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ اَرَهُ يُصَبِّحُ فِى السَّفَرِ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ٠

১০৩৩. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাহচর্যে থেকেছি, কিন্তু সফরে (কখনো) তাঁকে নফল নামায পড়তে দেখিনি। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

١٠٣٤.عَنْ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ لاَيَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانَ كَذٰلِكَ٠

১০৩৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স.-এর সাহচর্যে থেকেছি। তিনি সফরে কখনো দু' রাকআতের বেশী (নামায) পড়তেন না। আবু বকর, উমর এবং উসমানও তদ্রূপ করেছেন।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সফরে ফরয নামাযের পূর্বে বা পরবর্তী সময় ব্যতিরেকে অন্য সময়ে নফল নামায পড়বে। নবী স. সফরে ফজরের দু' রাকআত পড়তেন।

١٠٣٥.عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلَى قَالَ مَا اَنْبَأَ اَحَدٌ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِىْ بَيْتِهَا فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَمَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى صَلاَةً اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ٠

১০৩৫. ইবনে আবী লায়লা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী স. মধ্যাহ্নে দোহার নামায পড়েছেন, এ ধরনের সংবাদ উম্মে হানী ছাড়া কেউ-ই আমাদেরকে শুনায়নি। উম্মে হানি বলেছেন যে, নবী করীম স. মক্কা বিজয়ের দিন তার ঘরে গোসল করেছেন এবং আট রাকআত নামায পড়েছেন। তিনি বলেন, আমি এত হালকা নামায নবীকে কখনো পড়তে দেখিনি অথচ তিনি রুকূ সিজদা পুরোপুরিভাবেই আদায় করেছেন।

١٠٣٦.عَنِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ يَصَلِّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِى السَّفَرِ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ ٠

১০৩৬. আমের ইবনে রাবীআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে সফরে রাত্রিকালে তাঁর সওয়ারীর ওপর বসে—যেদিকে মুখ করেই তা যাচ্ছিল সেদিকে মুখ করেই নফল নামায আদায় করতে দেখেছেন (যদিও তাঁর মুখ কেবলার দিকে ছিল না)।

١٠٣٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلٰى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُوْمِىْ بِرَأْسِهِ ،

১০৩৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল স. তাঁর সওয়ারী যেদিকেই মুখ করে চলতে থাকুক না কেন, তার পিঠের ওপরে বসে মাথা দিয়ে ইশারা করে নফল নামায আদায় করতেন।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া।

١٠٣٨.عَنْ اَبِىْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

১০৩৮. আবু সালিম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সফরে যখন কষ্ট হতো, তখন তিনি মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তেন। ইবনে আব্বাস রা. তাঁর এক বর্ণনায় বলেন, আল্লাহর রসূল স. সফরের অবস্থায় যোহর ও আসর এক সাথে পড়তেন এবং মাগরিব ও এশার নামাযও এক সময়ে পড়তেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ যখন মাগরিব ও এশার নামায এক সাথে পড়বে তখন আযান অথবা ইকামত দিতে হবে কিনা ?

١٠٣٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَفْعَلُهُ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلاَيُسَبِّحُ بَيْنَهَا بِرَكْعَةٍ وَلاَبَعْدَ الْعِشَاءِ بِسَجْدَةٍ حَتّٰى يَقُوْمَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

১০৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে দেখেছি, যখন সফরে তার কোনো ব্যস্ততার কারণ ঘটতো তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করতেন এবং মাগরিব ও এশা এক সাথে পড়তেন। সালেম বলেন, (বর্ণনাকারী) আবদুল্লাহ ইবনে উমরও যখন সফরে ব্যস্ত হয়ে যেতেন তখন তিনি মাগরিবের ইকামত দিতেন এবং তিন রাকআত মাগরিবের নামায আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই এশার ইকামত দিতেন এবং এশার দু' রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরাতেন ; এ মাগরিব ও এশার মাঝে তিনি এক রাকআতও নফল নামায পড়তেন না এবং এশার পরে কোনো

সিজদাও দিতেন না। (অর্থাৎ নফল পড়তেন না)। পরিশেষে গভীর রাতে তিনি নামায পড়তেন।

١٠٤٠.اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ فِى السَّفَرِ يَعْنِى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ٠

১০৪০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল স. সফরে এ দু' নামায অর্থাৎ মাগরিব ও এশা এক সাথে আদায় করতেন।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলার আগেই সফর শুরু করলে যোহরকে আসর পর্যন্ত বিলম্বিত করবে। ইবনে আব্বাস নবী স. থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٠٤١.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِى ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ ٠

১০৪১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য ঢলার পূর্বেই যদি সফর শুরু করতেন তাহলে যোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন, অতপর এক সাথে উভয় নামায আদায় করতেন। আর সফর শুরু করার আগে সূর্য ঢলে পড়লে যোহরের নামায আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য ঢলে পড়ার পর যখন সফর শুরু করবে তখন প্রথমে যোহর আদায় করবে। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করবে।

١٠٤٢.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ٠

১০৪২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. সূর্য ঢলার পূর্বে যখন সফর শুরু করতেন, তখন যোহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করতেন। অতপর নেমে আসতেন এবং দু' নামায এক সাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর আরম্ভ করার আগেই সূর্য ঢলে পড়তো তাহলে তিনি (প্রথমে) যোহর আদায় করতেন। তারপর (সওয়ারীতে) চড়তেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির নামায।

١٠٤٣.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا ٠

১০৪৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) আল্লাহর রসূল স. যখন রুগ্ন ছিলেন তখন উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায় করলেন, আর মুকতাদীগণ তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া শুরু করলেন। তিনি তখন তাদের ইংগিত করে বললেন ঃ 'বসে পড়'। নামায শেষে তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই যে তার অনুসরণ করতে হবে। কাজেই সে যখন রুকূ করবে তোমরাও তখন রুকূ করবে এবং সে যখন মাথা তুলবে তখন তোমরাও মাথা তুলবে।

١٠٤٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَلِكٍ قَالَ سَقَطَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَرَسٍ فَخُدِشَ اَوْ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُوْدُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلّٰى قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُوْدًا وَقَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

১০৪৪. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল স. একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং তাঁর ডান দিকের চামড়া কেটে যায়। তখন সেবা করার জন্য আমরা তাঁর কাছে গেলাম। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হলো। তিনি বসে বসে নামায পড়লেন এবং আমরাও বসে বসে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই যে তাঁর অনুসরণ করতে হবে। অতএব যখন সে তাকবীর বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূ' করবে, তখন তোমরাও রুকূ' করবে, যখন সে মাথা তুলবে তখন তোমরাও মাথা তুলবে, আর যখন সে বলবে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বলবে, 'রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ'।

١٠٤٥.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَ مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ اِنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ ـ

১০৪৫. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি অর্শের রোগী ছিলেন। তিনি বলেন, বসে বসে নামায আদায়কারী সম্পর্কে আমি আল্লাহর রসূল স.-এর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি জবাবে বলেছিলেন, সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলেই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামায পড়ে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারী ব্যক্তির অর্ধেক, আর যে ব্যক্তি শায়িত অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ উপবিষ্ট অবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করা।

١٠٤٦.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَ رَجُلاً مَبْسُوْرًا قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلّٰى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَاعِدِ ـ

১০৪৬. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন একজন অর্শের রোগী। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে যে লোক উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায় করে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, যে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে সে-ই উত্তম, আর যে উপবিষ্ট অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক এবং যে শায়িত অবস্থায় নামায পড়ে তার সওয়াব উপবিষ্ট অবস্থায় নামায আদায়কারীর অর্ধেক।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ যখন বসে নামায পড়তে অক্ষম হবে তখন কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে।

আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেছেন ঃ কিবলার দিকে মুখ করতে সক্ষম না হলে যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করেই নামায পড়বে।

١٠٤٧.عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِىْ بَوَاسِيْرُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ .

১০৪৭. ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তার ছিল অর্শ রোগ। তিনি বলেন যে, আমি আল্লাহর রসূল স.-কে নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়িয়েই নামায পড়ো, তবে অক্ষম হলে বসা অবস্থায় নামায পড়ো। আর তাতেও অক্ষম হলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়ো।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ বসে বসে নামায পড়ার সময়ে রোগ সেরে গেলে কিংবা হালকাবোধ করলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে।

হাসান বসরী বলেছেন ঃ রোগী ইচ্ছা করলে দু' রাকআত বসে এবং দু' রাকআত দাঁড়িয়ে পড়তে পারে।

١٠٤٨. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا لَمْ تَرَرَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى صَلٰوةَ اللَّيْلِ قَائِدًا قَطُّ حَتّٰى اَسَنَّ فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَقَرَاَ نَحْوًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً ثُمَّ رَكَعَ .

১০৪৮. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর রসূল স.-কে রাতের নামায কখনো বসা অবস্থায় পড়তে দেখেননি। অতপর যখন তাঁর বয়স অধিক হয় তখন তিনি বসে বসে নামাযে কেরায়াত করতেন। অতপর যখন তিনি রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি দাঁড়াতেন এবং প্রায় তিরিশ-চল্লিশ আয়াত তেলাওয়াত করে রুকূ করতেন।

١٠٤٩.عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوًا مِنْ ثَلٰثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَضٰى صَلٰوتَهُ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ يَقْظٰى تَحَدَّثَ مَعِىْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ .

১০৪৯. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল স. বসে বসে নামায পড়তেন। বসা অবস্থায়ই কেরায়াত করতেন এবং কেরায়াতের তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে তিনি দাঁড়াতেন এবং তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করতেন। অতপর রুকূ' করতেন। তারপর সিজদা দিতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও এরূপ করতেন। নামায সমাপ্ত করার পর তিনি আমাকে জাগ্রত দেখলে আমার সাথে কথা বলতেন ; আর আমি ঘুমিয়ে থাকলে তিনি শুয়ে পড়তেন।

❐

অধ্যায়-১৯

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

(তাহাজ্জুদ নামাযের বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদের নামায পড়া। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"আর হে নবী! তুমি রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ আদায় কর। এ দায়িত্ব তোমার জন্য অতিরিক্ত। তোমার পরওয়ারদিগার অবশ্যই তোমাকে মাকামে মাহমুদে (এক প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করাবেন।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৯

١٠٥٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

১০৫০. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. রাতের বেলায় যখন তাহাজ্জুদ নামায পড়তে দাঁড়াতেন, তখন বলতেন ঃ হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর ব্যবস্থাপক। তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সকল কিছুর নূর বা আলো (প্রাণশক্তি)। সকল প্রশংসা তোমারই। একমাত্র তুমিই আসমান, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যস্থিত সকল জিনিসের মালিক। সকল প্রশংসা একমাত্র তোমারই, তুমিই বাস্তব ও সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার সাথে সাক্ষাত সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, সকল নবীই সত্য, মুহাম্মাদ স. সত্য এবং কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেছি, তোমার ওপরই তাওয়াক্কুল করেছি, তোমাকে স্মরণে রেখেই আমার সকল কাজের ব্যবস্থাপনা করেছি, তোমার কারণে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি এবং তোমার কাছেই সববিষয়ে মীমাংসার জন্য পেশ করেছি। অতএব, আমার অতীত ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন সব অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমিই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী। তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ বা রব নেই অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা রব নেই।

২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলায় নামায আদায়ের মর্যাদা।

١٠٥١.عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْ حَيٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا رَأٰى رُؤْيًا قَصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرٰى رُؤْيًا فَاَقُصَّهَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا وَكُنْتُ اَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُ فِى النَّوْمِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَنِىْ فَذَهَبَا بِىْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَاِذَا فِيْهَا اُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ قَالَ فَلَقِيَنَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِىْ لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانَ بَعْدُ لاَيَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

১০৫১. সালেম রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী স.-এর জীবদ্দশায় কোনো ব্যক্তি কোনো স্বপ্ন দেখলে রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে তা বর্ণনা করতো। (সালেমের পিতা আবদুল্লাহ বলেন,) সুতরাং আমি স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতাম, যেন আমি তা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ব্যক্ত করতে পারি। তখন আমি ছিলাম একজন যুবক। রসূলুল্লাহ স.-এর সময়ে আমি মসজিদে নববীতেই ঘুমাতাম। (একদিন) আমি স্বপ্নে দেখলাম, দুজন ফেরেশতা যেন আমাকে ধরে নিয়ে জাহান্নামের দিকে গেল। তা ছিল কূপের পাড়ের মতো পাড় বাঁধা এবং দুটি স্তম্ভ বিশিষ্ট। আর এর মধ্যে আমার পরিচিত অনেক লোক ছিল। (এ ভয়াবহ অবস্থা দেখে) আমি বলতে থাকলাম, জাহান্নাম থেকে আমি আল্লাহর কাছে মুক্তি প্রার্থনা করছি। আবদুল্লাহ বলেন, আমাদের সাথে অন্য এক ফেরেশতার সাক্ষাত হলে সে আমাকে বললো, তুমি ভয় পেয়ো না। আমি স্বপ্নের এ বৃত্তান্ত হাফসার [নবী স.-এর স্ত্রী] কাছে বর্ণনা করলে তিনি তা রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে বর্ণনা করলেন। সব শুনে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ কতই-না উত্তম ব্যক্তি! সে যদি রাতের বেলা নামায আদায় করতো (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়তো) তাহলে কতই না ভালো হতো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতে অল্প সময়ই ঘুমাতেন। (অর্থাৎ তিনি রাতের অধিকাংশ সময় নামায পড়ে কাটাতেন)।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামাযে দীর্ঘস্থায়ী সিজদা করা।

١٠٥٢.عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ رضى اللّٰه عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَاْسَهُ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهِ الْمُنَادِىْ لِلصَّلاَةِ ـ

১০৫২. উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. তাকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ স. রাতের বেলায় এগার রাকআত নামায পড়তেন। এটিই ছিল তাঁর (রাতের বেলার) নামায। ঐ নামাযে তিনি সিজদা এতখানি দীর্ঘায়িত করতেন যে, তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠানোর আগে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতে পারতো। আর ফজরের নামাযের পূর্বে তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করে মুয়ায্যিন ফজরের নামাযের জন্য তাঁর কাছে আসা পর্যন্ত তিনি ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত অবস্থায় রাতের নামায পরিত্যাগ করা।

١٠٥٣.عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُوْلُ اِشْتَكَى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً اَوْ لَيْلَتَيْنِ .

১০৫৩. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুবকে বলতে শুনেছি, (এক সময়ে) নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে (রাতের নামায তাহাজ্জুদ আদায়ের জন্য) তিনি এক রাত অথবা দু' রাত (নামাযের জন্য) ওঠেননি।

١٠٥٤.عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُحْتُبِسَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ اَبْطَاءَ عَلَيْهِ شَيْطَانُه فَنَزَلَتْ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى - سورة الضحى : ١-٣

১০৫৪. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কাছে জিবরাঈল আ.-এর আগমন (কিছুদিন) বন্ধ হয়ে থাকলে একজন কুরাইশ নারী বললো, তার [নবী স.-এর] শয়তানটি তাঁর কাছে আসতে বিলম্ব করে ফেলেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে (আয়াত) নাযিল হলো–"দিনের আলো এবং অন্ধকার রাতের শপথ করে বলছি, তোমার রব তোমাকে ভুলে যাননি অথবা অসন্তুষ্টও হননি।"–সূরা আদ্ দোহা ঃ ১-৩

৫. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলা নামায আদায় করা এবং ওয়াজিব নয় এমন নফল নামাযের জন্য নবী স. কর্তৃক অনুপ্রাণিত হওয়া। এক রাতে নবী স. আলী ও ফাতেমার বাড়ীতে তাদেরকে রাতের নামাযের জন্য উৎসাহিত করতে গিয়েছিলেন।

١٠٥٥.عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ -

১০৫৫. উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. এক রাতে জাগ্রত হয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! (মহান ও পবিত্র আল্লাহ) রাতের বেলায় কত রকমেরই না ফেতনা ও পরীক্ষার বস্তু এবং কত রকমেরই না (কল্যাণ) ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে। কে এমন আছে যে, এসব কুঠরীর নারীদেরকে [নবী স.-এর স্ত্রীগণকে] জাগিয়ে দেবে। অনেক নারী এমন, যারা দুনিয়াতে কাপড় পরে থাকবে অথচ আখেরাতে থাকবে উলঙ্গ।

١٠٥٦. عَنْ عَلِيْ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً فَقَالَ اَلاَ تُصَلِّيَانِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْفُسُنَا بِيَدِ اللّٰهِ فَاِذَا شَاءَ اَنْ يَّبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْئٍ جَدَلاً ـ

১০৫৬. আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. এক রাতে তাঁর ও নবী স.-এর কন্যা ফাতিমার কাছে আগমন করে বললেন, তোমরা নামায আদায় করছো না কেন? আলী রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের প্রাণ তো মহান আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদেরকে জাগানোর ইচ্ছা করলেই তো আমরা জাগতে পারি। একথা বললে নবী স. ফিরে গেলেন এবং আমার দিকে আর ফিরে চাইলেন না। আমি শুনতে পেলাম, তিনি (পিঠ) ফিরে যেতে যেতে উরুর ওপর হাত চাপড়িয়ে বলছিলেন, মানুষ খুবই ঝগড়াটে স্বভাবের।

١٠٥٧.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً اَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَمَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّيْ لَاُسَبِّحُهَا ـ

১০৫৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. এমন একটি কাজ পরিত্যাগ করতেন অথচ যেটি ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। কাজটি এ আশংকায় পরিত্যাগ করতেন, যাতে লোকেরা সে কাজ করতে শুরু করে এবং তা ফরয হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ স. কখনও চাশ্‌তের নামায পড়েননি। কিন্তু আমি তা সবসময়ই পড়ে থাকি।

١٠٥٨.عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلّٰى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَاَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ يُّفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ ـ

১০৫৮. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে রসূলুল্লাহ স. মসজিদে নামায আদায় করলেন। লোকেরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলো। পরবর্তী রাতেও তিনি নামায আদায় করলেন এবং বহু লোকের সমাগম হলো। এরপরে তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাতে লোকেরা সমবেত হলে রসূলুল্লাহ স. বাড়ী থেকে তাদের কাছে বেরিয়ে এলেন না। সকালবেলা তিনি লোকদেরকে বললেন, (গতরাতে) তোমরা যা করেছ তা সবই আমি

দেখেছি। তোমাদের ওপর (এ নামায) ফরয করে দেয়া হবে বলে আমি আশংকা করেছিলাম। সে কারণেই আমি আসিনি। এ ঘটনাটি রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাতেরবেলা নবী স.-এর নামাযে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা। তিনি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা দু'টি ফুলে যেত। আর আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর পা দু'টি ফেঁটে যেত। আরবীতে فطور শব্দের অর্থ হলো ফেঁটে যাওয়া। সুতরাং انفرت শব্দের অর্থ হলো ফেঁটে গেছে।

١٠٥٩. عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِىْ ﷺ لَيَقُوْمُ اَوْ يُصَلِّىَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ اَوْسَاقَاهُ فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا -

১০৫৯. যিয়াদ (ইবনে ইলাকাতুস সা'লাবী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরাকে বলতে শুনেছি, রাতেরবেলা নবী স. এতক্ষণ নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা দু'টি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পায়ের নলা দু'টি ফুলে যেত। এ ব্যাপারে বলা হতো (আপনি এত কষ্ট করেন কেন, আল্লাহ তো আপনার অতীতের ও ভবিষ্যতের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন)। জবাবে তিনি বলতেন, আমি কি (আল্লাহর) শোকর গোযার (কৃতজ্ঞ) বান্দাদের একজন হবো না ?

৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষ দিকে ঘুমান।

١٠٦٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُ اَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوةُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا -

১০৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ স. তাঁকে বলেছিলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় ও প্রিয় নামায হলো দাউদের নামায [অর্থাৎ আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আ.-এর নামায]। আর আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পসন্দনীয় রোযা হলো দাউদের রোযা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন এবং পুনরায় এক-ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। আর একদিন পর পর রোযা রাখতেন।

١٠٦١. عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَىُّ الْعَمَلِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ الدَّائِمُ قُلْتُ مَتٰى كَانَ يَقُوْمُ قَالَتْ يَقُوْمُ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ عَنِ الْاَشْعَثِ قَالَ اِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلّٰى -

১০৬১. মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী স.-এর কাছে কোন্ প্রকারের আমল সবচেয়ে বেশী পসন্দনীয় ? তিনি বললেন, যে আমল নিয়মিত করা হয়। আমি বললাম, রাতের বেলায় তিনি কখন উঠতেন ? তিনি

(আয়েশা) জবাব দিলেন, যখন মোরগের ডাক শুনতেন (তখন উঠতেন)।[১] আশআস রা. তার বর্ণনায় বলেন, নবী স. মোরগের ডাক শুনে উঠতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

١٠٦٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ

১০৬২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার ঘরে রাত্রি যাপনকালে যখনই প্রভাত হয়েছে তখনই) সকাল বেলা আমি নবী স.-কে আমার কাছে নিদ্রিত অবস্থায়ই পেয়েছি।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ সেহরী খাওয়ার পর ফজরের নামায না পড়ে যে ঘুমায় না।

١٠٦٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَزَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ تَسَحَّرَ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا قَامَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ فَصَلَّيَا فَقُلْنَا لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا وَدُخُوْلِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَقَدْرِمَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِيْنَ اٰيَةً

১০৬৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন নবী স. ও যায়েদ ইবনে সাবিত এক সাথে সাহরী খেলেন। সেহরী খাওয়া শেষ করে নবী স. নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দুজনই নামায (ফজরের নামায) আদায় করলেন। (কাতাদাহ বলেন,) আমরা আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সাহরী ও নামাযের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, যে সময়ের মধ্যে একজন লোক পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে পারে।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায দীর্ঘ করা।

١٠٦٤.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رضى اللّٰه عنه قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قُلْنَا مَا هَمَمْتَ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَقْعُدَ وَاَذَرَ النَّبِىَّ ﷺ.

১০৬৪. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী স.-এর সাথে নামায পড়লাম। নবী স. এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, আমি একটি অপসন্দনীয় কাজ করতে মনস্থ করে ফেললাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি মনস্থ করেছিলে ? তিনি বললেন, আমি নবী স.-কে অনুসরণ করা পরিত্যাগ করে বসে পড়তে মনস্থ করেছিলাম।

١٠٦٥.عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

১০৬৫. হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. রাতে যখন তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন।

---

১. ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাম্মদ ইবনে সালাম আবুল আহওয়াসের মাধ্যমে আশআসের কাছ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি [নবী স.] মোরগের ডাক শুনতেন তখন উঠে নামায আদায় করতেন।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স.-এর নামায কিরূপ ছিল এবং রাতের বেলা তিনি কত রাকআত নামায পড়তেন।

١٠٦٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةً ـ

১০৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহর রসূল! রাতের নামায কেমন হবে ? (অর্থাৎ রাত্রিকালীন নামায কিভাবে আদায় করতে হবে ?) (জবাবে) তিনি বললেন, দু' দু' রাকআত করে আদায় করতে হবে। কিন্তু যদি সকাল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এক রাকআত মিলিয়ে বেজোড় করে নিবে।[২]

١٠٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَلٰوةُ النَّبِىِّ ﷺ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يَعْنِىْ بِاللَّيْلِ .

১০৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর রাতের নামায ছিল তের রাকআত।

١٠٦٨. عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ سَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَاحِدٰى عَشَرَةَ سِوٰى رَكْعَتَى الْفَجْرِ ـ

১০৬৮. মাসরূক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে রসূলুল্লাহ স.-এর রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (তাঁর রাতের নামায ছিল) সাত, নয় এবং ফজরের দু' রাকআত বাদে এগার রাকআত।

١٠٦٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرِ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ ـ

১০৬৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. রাতের বেলায় বিতর ও ফজরের দু' রাকআতসহ মোট তের রাকআত নামায আদায় করতেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে নবী স.-এর নামায আদায় করা ও নিদ্রা যাওয়া। আর রাতের যে পরিমাণ অংশ জেগে নামায আদায় করা তার জন্য মানসূখ (বাতিল) করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً، نِصْفَهُ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلاً، اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً، اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً، اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً، اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً ـ المزمل : ١-٥

২. দু'রাকআতের পর আর এক রাকআত মিলিয়ে বিতরের নামায পড়ে নিতে বলা হয়েছে। যিনি এশার নামাযের সাথে বিতর পড়েনি তার জন্য এ ব্যবস্থা।

"হে চাদর আচ্ছাদিত (নবী!) রাত্রি বেলা কিছু সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থেকো। (এটি) অর্ধেক রাত অথবা তারও কিছু কম সময়। অথবা এর চেয়েও কিছু (সময়) বাড়িয়ে নাও। আর কুরআনকে থেমে থেমে স্পষ্ট করে পড়। আমি তোমার প্রতি একটি গুরুভার বাণী নাযিল করতে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্য অত্যন্ত কার্যকর ব্যবস্থা এবং কুরআনকে সঠিকভাবে পড়ে উপলব্ধি করার উপযুক্ত সময়।"

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوْمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ط عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ - يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - المزمل : ٢٠ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضـ نَشَاءُ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ وطَاءَ قَالَ مَوَاطَاةُ الْقُرْاٰنِ اَشَدُّ مُوَافَقَةً لِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ لِيُوَطِّئُوْ لِيُوَافِقُوْا -

"তিনি (আল্লাহ) জানেন, তোমরা সময় সংরক্ষণ করতে পার না। সুতরাং তিনি তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করেছেন। এখন থেকে কুরআনের যতটুকু অংশ সহজেই পড়তে পার, পড়। তিনি (আল্লাহ) জানেন তোমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক থাকে পীড়িত আর কিছু লোক আল্লাহর ফযল অর্থাৎ রুযি অন্বেষণের জন্য ভ্রমণরত থাকে এবং এছাড়াও আরো কিছু লোক থাকে যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব, কুরআনের যতটুকু অংশ অনায়াসে পাঠ করা যায়, ততটুকুই পাঠ কর। সাথে সাথে নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে করযে হাসানা[৩] (উত্তম কর্জ) প্রদান কর। তোমাদের নিজেদের জন্য যাকিছু তোমরা আগে পাঠিয়ে দেবে তা আল্লাহর কাছে মওজুদ পাবে। এটিই (এ পথই) তোমাদের জন্য উত্তম এবং এর পুরস্কারও বিরাট। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চিতভাবে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"–মুয্যাম্মিল ঃ ২০

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হাবশী ভাষার 'نشاء' শব্দটির অর্থ, 'قَامَ' (উঠে দাঁড়াল) আর 'وطاء' শব্দের অর্থ হলো কুরআনের অধিক অনুকূল। অর্থাৎ তার কান চোখ এবং হৃদয়ের বেশী অনুকূল এবং তাই তা কুরআনের মর্ম অনুধাবনে অধিকতর উপযোগী। لنواطؤا শব্দের অর্থ হলো যাতে তারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে।

---

৩. করযে হাসানার শাব্দিক অর্থ হলো উত্তম কর্জ। এর অর্থ হলো এমন কর্জ যা নিছক নেকীর উদ্দেশ্যে স্বার্থহীনভাবে কাউকে প্রদান করা হয়। এভাবে যে সম্পদই আল্লাহর পথে খরচ করা হয় সেটিকে আল্লাহ তাঁর নিজ দায়িত্বে পরিশোধ্য কর্জ বলে গ্রহণ করেন এবং প্রদানকারীকে শুধু আসল অর্থ নয়, বরং তা কয়েক গুণ বেশী পরিশোধ করার ওয়াদা প্রদান করেন। শুধু শর্ত এই যে, যে কাজ আল্লাহ পসন্দ করেন একমাত্র সে কাজেই তা ব্যয় করতে হবে।

١٠٧٠.عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَّ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ اَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَأَيْتَهُ ـ

১০৭০. হুমাইদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আনাসকে বলতে শুনেছেন, কোনো মাসে রসূলুল্লাহ স. একেবারেই রোযা রাখতেন না, এমন কি আমরা মনে করে বসতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযা রাখবেন না। আবার কোনো মাসে তিনি ক্রমাগত রোযা রাখতেন, এমন কি আমরা মনে করে নিতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেন না। রাতে যখনই আমরা তাঁকে নামাযরত দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে নামাযরত পেতাম। আবার যখন নিদ্রিত দেখতে চাইতাম তখনই তাঁকে নিদ্রিত দেখতে পেতাম।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের বেলায় নামায না পড়লে শয়তান ঘাড়ে গিরা লাগায়।

١٠٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ـ

১০৭১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়লে শয়তান তার ঘাড়ে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রতিটি গিরা দেয়ার সময় একটি করে ফুঁ দিয়ে বলে, এখনো দীর্ঘ রাত অবশিষ্ট, সুতরাং ঘুমাতে থাক। সে যদি সেই সময় নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়ে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে একটি গিরা খুলে যায়, অযু করলে আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং নামায পড়লে আরো একটি (শেষ) গিরা খুলে যায়। তখন প্রফুল্ল ও চটপটে মন নিয়ে তার ভোর হয় অন্যথায় অলস ও অপবিত্র মন নিয়ে তার ভোর হয়।

١٠٧٢.عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرُّؤْيَا قَالَ اَمَّا الَّذِى يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَاِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْاٰنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ

১০৭২. সামুরাহ ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে স্বপ্নে দেখা বৃত্তান্ত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলে নবী স. বললেন, আর পাথরের আঘাতে যে ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি কুরআন মুখস্ত করে (তৎপ্রতি যত্নশীল না হওয়ার কারণে) ভুলে যায় এবং ফজর নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে শয়তান তার কানে পেশাব করে দেয়।

١٠٧٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ فَقِيْلَ مَازَالَ نَائِمًا حَتّٰى اَصْبَحَ مَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنِهِ ـ

১০৭৩. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সামনে এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলা হলো, সকাল না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুমাতেই থাকে। (একথা শুনে) নবী স. বললেন, শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছিল।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের শেষ ভাগে নামায পড়া ও দোআ করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"রাত্রিকালে তারা কমই ঘুমায় এবং অতি প্রত্যুষে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

١٠٧٤.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرُ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَلَهُ -

১০৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মহান ও কল্যাণময় আমাদের রব প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার (নিকটবর্তী) আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে এমন আছ যে আমাকে ডাকতে চাও? (ডাকো) আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে এমন আছ, যে আমাকে নিজের অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য প্রার্থনা করতে চাও? (প্রার্থনা কর) আমি তাকে প্রদান করবো এবং কে এমন আছ, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও? (ক্ষমা প্রার্থনা করো) আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের প্রথমাংশে ঘুমায় এবং শেষাংশে ঘুম ত্যাগ করে উঠে। সালমান আবুদ্দারদাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ঘুমিয়ে থাক এবং রাতের শেষের দিকে নিদ্রা ত্যাগ করে উঠে পড়বে। এ বিষয়ে নবী স. বলেছিলেন, সালমান সত্য কথা বলেছে।

١٠٧٥.عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ صَلٰوةُ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ اَوَّلَهُ وَيَقُوْمُ اٰخِرَهُ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ فَاِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اِغْتَسَلَ وَاِلاَّ تَوَضَّاَ وَخَرَجَ -

১০৭৫. আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী স.-এর রাতের নামায কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন, তিনি রাতের প্রথম ভাগে ঘুমাতেন এবং শেষ ভাগে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করতেন এবং তারপর আবার শুয়ে পড়তেন। পরে মুয়ায্যিন যখন আযান দিতো তখন তিনি (বিছানা ছেড়ে) দ্রুত উঠে পড়তেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকলে গোসল করে নিতেন, অন্যথায় (শুধু) অযু করে (মসজিদের দিকে) চলে যেতেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে নবী স.-এর রাতের নামায।

١٠٧٦.عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ

صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِى غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَتَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةَ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ -

১০৭৬. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রসূলুল্লাহ স. রমযান মাসে (রাতের বেলা) কিভাবে নামায পড়তেন ? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, রমযান বা অন্যান্য সময় রসূলুল্লাহ স. (রাতের বেলা) এগার রাকআতের অধিক নামায পড়তেন না। প্রথমে তিনি চার রাকআত নামায আদায় করতেন। তাঁর (নামায) দীর্ঘ হওয়া ও (তাঁর নামায) সর্বাঙ্গীন সুন্দর হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। (অর্থাৎ এতো দীর্ঘ ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর যা প্রশ্নের অতীত।) পরে তিনি আরো চার রাকআত নামায আদায় করতেন। এরও সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও দীর্ঘ হওয়া সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়ো না। (অর্থাৎ প্রশ্নাতীতভাবে তা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর) এরপর তিনি তিন রাকআত নামায আদায় করতেন। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি বিতর আদায়ের পূর্বে ঘুমান ? জবাবে তিনি বললেন, হে আয়েশা আমার দু' চোখ ঘুমায় কিন্তু কালব (আত্মা) ঘুমায় না।

١٠٧٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ شَيْئٍ مِّنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبِرَ قَرَاءَ جَالِسًا فَاِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ -

১০৭৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স.-কে রাতের বেলার কোনো নামাযেই বসে কেরায়াত করতে দেখিনি। অবশ্য তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়লে বসেই কেরায়াত করতেন। কিন্তু (শেষের দিকে) যখন সূরার ত্রিশ বা চল্লিশটি আয়াত অবশিষ্ট থাকতো, তখন দাঁড়িয়ে ঐ আয়াতগুলো পাঠ করতেন এবং রুকূতে যেতেন।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ও দিনের বেলা পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ এবং অযুর পর নামায পড়ার ফযীলত।

١٠٧٨.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِىْ بِاَرْجٰى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَىَّ فِىْ

الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً اَرْجٰى عِنْدِىْ اَنِّىْ لَمْ اَتَطَهَّرُ طُهُوْرًا فِى سَاعَةِ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ اِلاَّ صَلَّيْتُ بِذٰلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِىْ اَنْ اُصَلِّىَ -

১০৭৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) নবী স. (একদিন) ফজরের নামাযের সময় বিলালকে জিজ্ঞেস করলেন, হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক কাজের কথা আমাকে বল। কেননা, জান্নাতে আমি তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল বললেন, দিন বা রাতের মধ্যে যখনই আমি পরিচ্ছন্নতা গ্রহণ করেছি (অযু করেছি) তখনই সেই (অযু) দ্বারা আমার সামর্থ্য অনুসারে নামায আদায় করেছি। এছাড়া আর কিছু তো করিনি।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদাত-বন্দেগীতে কঠোরতা অবলম্বন অপসন্দনীয়।

١٠٧٩ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ هٰذَا الْحَبْلُ قَالُوْا مَا هٰذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَحُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نِشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ عِنْدِىْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قُلْتُ فُلاَنَةُ لاَ تَنَامُ بِاللَّيْلِ فَذَكَرَ مِنْ صَلاَتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْاَعْمَالِ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا.

১০৭৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় নবী স. (আমাদের কাছে) এসে দেখতে পেলেন যে, দুটি খুঁটির মাঝে রশি টাঙানো আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ রশিটা কিসের জন্য? লোকেরা বললো, এ রশি যয়নাবের (লটকানো) রাতের বেলা তিনি ইবাদাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এর ওপর গা এলিয়ে দেন (অর্থাৎ এর ওপর ঝুলে পড়েন)। এসব শুনে নবী স. বললেন, না, ওটা খুলে দাও। মনে ফুর্তি ও সতেজ ভাব থাকা পর্যন্তই তোমাদের যে কোনো লোকের ইবাদাত বন্দেগী (ফরয ছাড়া) করা উচিত। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন তার বসে পড়া উচিত। অন্য এক ঘটনায় আবু মা'মার আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা, মালেক, হিশাম ইবনে উরওয়া ও তার পিতা (যুবায়ের)-এর মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, বনী আসাদ গোত্রের একজন মহিলা আমার কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ স. আমার কাছে আগমন করলেন এবং (মহিলাটিকে দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাটি কে? আমি বললাম, অমুক মহিলা আর তার নামাযের কথা উল্লেখ করে বললাম যে, সে রাতে ঘুমায় না। এসব শুনে রসূলুল্লাহ স. (বিরক্তির স্বরে) বললেন, থামো! সাধ্য অনুসারেই তোমাদের আমল বা কাজ করা উচিত। কেননা, তোমরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ ক্লান্ত

হন না। (অর্থাৎ তোমরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যখন কাজ বন্ধ করে দাও আল্লাহ তাআলা তখনই সওয়াব বা পুরস্কার প্রদান বন্ধ করে দেন)।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জেগে নামায আদায় করতে অভ্যস্ত ব্যক্তির তা পরিত্যাগ করা মাকরূহ।

١٠٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ـ

১০৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. বললেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি সে লোকের মত হয়ো না, যে রাতে উঠে নামায আদায় করতো, কিন্তু (এখন) তা পরিত্যাগ করেছে।

২০. অনুচ্ছেদ ঃ

١٠٨١. عَنْ اَبِىْ الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَ قَالَ لِىْ النَّبِى ﷺ اَلَمْ اَخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ اِنِّىْ اَفْعَلُ ذٰلِكَ قَالَ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَاِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَّلِاَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ

১০৮১. আবুল আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে বলতে শুনেছি যে, নবী স. তাঁকে বলেছিলেন, আমি কি এ বিষয়ে অবহিত নই যে, তুমি রাত জেগে নামায ও ইবাদাত বন্দেগী কর আর দিনে রোযা রাখ ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এসব করে থাকি। তখন তিনি [নবী স.] বললেন, যদি তুমি এরূপ করতে থাক তাহলে তোমার চোখ দুর্বল হয়ে যাবে এবং শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার ওপর তোমার দেহের অধিকার আছে এবং তোমার স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরও তোমার ওপর অধিকার আছে। সুতরাং কখনো রোযা রাখবে আবার কখনো রোযা ভাঙ্গবে এবং কখনো রাত জেগে ইবাদাত করবে আবার কখনো ঘুমাবে।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করে তার মর্যাদা।

١٠٨٢. عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اَوْدَعَا اُسْتُجِيْبَ لَه فَاِنْ تَوَضَّاءَ قُبِلَتْ صَلاَتُهٗ ـ

১০৮২. উবাদা (ইবনে সামেত) রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু

লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির, আল হামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

"একক ও লা-শরীক আল্লাহ। মালিকানা ও রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, সকল প্রশংসাও তাঁরই। তিনি সবকিছুর ওপরই শক্তিমান। আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, তিনি মহান ও পবিত্র। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে অপর কারোর শক্তি বা ইখতিয়ার নেই।" অতপর সে যদি বলে, "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" অথবা সে যদি কোনো দোআ করে তবে তা গৃহীত হয়। আর যদি সে অযু করে নামায আদায় করে তাহলে তার নামায কবুল করা হয়।

١٠٨٣.اَخْبَرَالْهَيْثَمِ بْنِ اَبِىْ سِنَانٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَقُصُّ فِى قِصَصِهِ وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَالَكُمْ لاَ يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِىْ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ - وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفُ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ، اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا، بِهِ مُوْقِنَاتُ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ ، يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ، اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْمُشْرِكِيْنَ الْمَضَاجِعُ،

১০৮৩. হাইসাম ইবনে আবু সিনান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে তাঁর কোনো একটি বক্তৃতায় রসূলুল্লাহ স.-এর কথা উল্লেখ করে এ বলে বক্তৃতা করতে শুনেছেন যে, তোমাদের এক ভাই (অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা) তাঁর (রসূলুল্লাহ) সম্পর্কে কোনো বাজে বা মিথ্যা কথা বলেন না। [তিনি তাঁর কোনো একটি কবিতায় নবী স. সম্পর্কে বলেছেন,] 'আমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল বর্তমান আছেন, যিনি আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে শোনান। আর তাতে ভোরে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার মতোই শাশ্বত ন্যায় ও সত্য উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। অন্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার পর তিনি আমাদেরকে ন্যায় ও হেদায়াতের সঠিক পথ দেখিয়েছেন অতএব আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর তিনি যা বলেছেন তা-ই বাস্তব। তিনি নিজের দেহটাকে আরামদায়ক বিছানা থেকে দূরে রেখে রাত কাটান। (অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ চিন্তায় ও আল্লাহর ইবাদাতে রাত কাটিয়ে দেন।) পক্ষান্তরে মুশরিকদের জন্য বিছানা ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন হয়ে থাকে।

١٠٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ كَاَنَّ بِيَدِىْ قِطْعَةُ اِسْتَبْرَقٍ فَكَانِّىْ لاَ اُرِيْدُ مَكَانًا مِّنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ طَارَتْ اِلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنَّ اِثْنَيْنِ اَتَيَانِىْ اَرَادَ اَنْ يَّذْهَبَا اِلَى النَّارِ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لَمْ تُرَعْ خَلِيًّا عَنْهُ فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِى ﷺ اِحْدٰى رُؤْيَاىَ فَقَالَ النَّبِىُّ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَكَانُوْا لاَ يَزَالُوْنَ يَقُصُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَلرُّؤْيَا اَنَّهَا فِى اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ -

১০৮৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর সময় আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার হাতে এক টুকরো রেশমী বস্ত্র আছে। আর আমি জান্নাতের যেখানেই যেতে চাচ্ছি বস্ত্রখণ্ডটি আমাকে সেখানেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অপর একটি স্বপ্নে আমি দেখলাম যে, আমার কাছে দুজন লোক এসে আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন ফেরেশতা তাদের সামনে এসে বললো, তাকে ছেড়ে দাও। আর আমাকে বললো, ভীত হয়ো না। আমার এ দুটি স্বপ্নের একটির বিষয় হাফসা [নবী স.-এর স্ত্রী] নবী স.-এর কাছে বর্ণনা করলে নবী স. বললেন, আবদুল্লাহ কত ভাল! যদি সে রাতের বেলা নামায পড়তো তাহলে কতই না ভাল হতো ! সুতরাং এরপর থেকে আবদুল্লাহ রাতে নামায (তাহাজ্জুদ) আদায় করতেন। লোকেরা নবী স.-এর কাছে তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করতো যে, লাইলাতুল কাদর বা কদরের রাত (রমযান) মাসের শেষ দশকের সপ্তম দিন। তাই নবী স. বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তোমাদের স্বপ্নগুলো (রমযান) মাসের শেষ দশকের ব্যাপারে মিল রয়েছে। সুতরাং কেউ যদি তা (শবে কদর) অনুসন্ধান করতে চায় তাহলে সে যেন (রমযান) মাসের শেষ দশকে তা অনুসন্ধান করে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ফরয নামাযের আগেই দু' রাকআত নামায নিয়মিত আদায় করা।

١٠٨٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلّٰى ثَمَانِيْنَ رَكْعَاتٍ وَرَكْعَتَىْ جَالِسًا وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَائَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا اَبَدًا -

১০৮৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এশার নামায আদায় করার পর আট রাকআত নামায পড়েছেন ও পরে দু' রাকআত নামায বসে আদায় করেছেন। এরপর দু' আযান অর্থাৎ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আরো দু' রাকআত নামায আদায় করেছেন এবং এ দু' রাকআত নামায তিনি কোনো সময়ই পরিত্যাগ করতেন না।

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু রাকআত সুন্নাত আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শয়ন করা।

١٠٨٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَى الْفَجْرِ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ -

১০৮৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায়ের পর ডান দিকে কাত হয়ে শুতেন। (অর্থাৎ ফরয আদায়ের পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য ডান দিকে কাত হয়ে বিশ্রাম করতেন।)

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের ফরযের পূর্বে দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায় করার পর যে ব্যক্তি না শুয়ে অন্যের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত হয়।

١٠٨٧.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِيْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى يُؤَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ ـ

১০৮৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) আদায় করার পর আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন, অন্যথায় নামাযের আযান (নামাযের ইকামত) না হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায দু' দু' রাকআত করে আদায় করা সম্পর্কে হাদীসে যাকিছু আছে। ইমাম বুখারী বলেন, আম্মার (ইবনে ইয়াসার), আবু যার গিফারী, আনাস, জাবির ইবনে যায়েদ, ইকরামা ও যুহরী থেকে এটাই (নফল নামায দু' রাকআত করে আদায় করতে হবে) বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী বলেছেন, আমাদের এলাকার সকল ফুকাহাও (ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ) দিবাভাগের নফল নামাযও দু' রাকআত বলে স্বীকার করেছেন।

١٠٨٨.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اِذَاهَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِى دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ اَمْرِى وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ قَالَ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ ـ

১০৮৮. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে যেমনিভাবে কুরআনের সূরাগুলো শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে আমাদের সব রকমের কাজের ব্যাপারে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে সে যেন ফরয নামায ছাড়া দু রাকআত নফল নামায আদায় করে এবং তারপরে এই বলে দোআ করে ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ইলমের সাহায্যে তোমার কাছে আমার কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্যে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার মহান করুণা ও ফযল প্রার্থনা করছি। কেননা, তুমি শক্তিমান কিন্তু আমি দুর্বল। তুমি জ্ঞানী, কিন্তু আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি সকল অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত। অতএব, হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে কর এ কাজটি আমার দীন, আমার জীবন ও রুজি এবং পরিণামে

(অথবা তিনি বলেছিলেন) আমার আশু পরিণাম বা শেষ পরিণামের জন্য কল্যাণকর, তবে তুমি তা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ করে দাও, তা আমার জন্য সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করে দাও এবং আমার জন্য তাতে কল্যাণ দান কর। আর তুমি যদি মনে করো, এ কাজটি আমার জন্য আমার দীন, আমার জীবন ও জীবিকা এবং পরিণামে (অথবা তিনি) বলেছিলেন, আমার আশু পরিণাম বা শেষ পরিণামের জন্য অকল্যাণকর, তবে তুমি তা আমার থেকে দূরে রাখ, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ এবং আমার তাকদীরে কল্যাণ লিপিবদ্ধ করে দাও তা যেখানেই থাক না কেন। আর তার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও। অতপর নবী স. বললেন, এরপর নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা উল্লেখ করবে।

١٠٨٩. عَنْ اَبُوْ قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِى الْاَنْصَارِىُّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتّٰى يُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ -

১০৮৯. আবু কাতাদা ইবনে রাবয়ীল আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে প্রথমে দু' রাকআত নামায পড়ে নিবে, তারপর বসবে।

١٠٩٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ -

১০৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দু' রাকআত নামায পড়ালেন এবং তারপর তিনি চলে গেলেন।

١٠٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ -

১০৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে যোহরের পূর্বে দু' রাকআত, যোহরের পরে দু' রাকআত, জুমআর পরে দু' রাকআত, মাগরিবের পরে দু রাকআত এবং এশার পরে দু' রাকআত নামায আদায় করেছি।[৪]

١٠٩٢. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ اَوْ قَدْ خَرَجَ فَلْيُصَلْ رَكْعَتَيْنِ -

---

৪. যোহরের পূর্বে দু' রাকআত নামায আদায়ের কথা এ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই ইমাম শাফেয়ী র.-এর মাযহাব। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব হলো যোহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত আদায় করা। হযরত আয়েশা রা. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, আবু দাউদ ও নাসায়ী মুহাম্মাদ ইবনে মুলতাকারের মাধ্যমে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত নামায পড়া নবী স. কখনো পরিত্যাগ করতেন না। মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী আয়েশার হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. যোহরের পূর্বে আমার ঘরে চার রাকআত নামায আদায় করতেন। তিরমিযী আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. যোহরের পূর্বে (অর্থাৎ ফরযের পূর্বে) চার রাকআত নামায আদায় করতেন। এসব বর্ণনায় যোহরের পূর্বে আদায়কৃত সুন্নাত নামাযের রাকআত দু' থেকে চার পর্যন্ত দেখা যায়। এ ধরনের মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সাধারণত পূর্ণতর সংখ্যাই গ্রহণ করা হয়। সুতরাং অধিকাংশ হাদীস বিশেষজ্ঞ ও আইনশাস্ত্রবিদগণই যোহরের পূর্বে সুন্নাত নামাযের পূর্ণতর সংখ্যা চার বলে ঐ সংখ্যাটিকেই গ্রহণ করেছেন।

১০৯২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (আনসারী) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স. খুতবা প্রদানকালে (বক্তৃতা দেয়ার সময়) বলেছেন, (জুমআর দিনে) তোমাদের কেউ যদি এমন সময় মসজিদে উপস্থিত হয় তখন ইমাম খুতবা প্রদান করছে অথবা খুতবাদানের জন্য মিম্বারে উঠতে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সে যেন তখন মাত্র দু রাকআত নামায আদায় করে নেয়।

١٠٩٣. عَنْ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ اُتِىَ ابْنُ عُمَرَ فِى مَنْزِلَهُ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَاَقْبَلْتُ فَاَجِدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلَالاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الاُسْطُوَانَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِى وَجْهِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَوْصَانِىْ النَّبِىُّ ﷺ بِرَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَقَالَ عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكٍ غَدًا عَلَىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَ مَا امْتَدَّ النَّهَارُ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ -

১০৯৩. মুজাহিদ র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরের কাছে তাঁর বাড়ীতে গেলে সেই সময় তাঁকে খবর দেয়া হলো যে, রসূলুল্লাহ স. এই মাত্র কা'বাঘরে প্রবেশ করেছেন। ইবনে উমর বলেন, আমি (দ্রুত) সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলাম রসূলুল্লাহ স. কা'বাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু বিলালকে দেখলাম কা'বা ঘরের দরযার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। সুতরাং আমি বিলালকে বললাম, হে বিলাল! রসূলুল্লাহ স. কি খানায়ে কা'বার মধ্যে নামায আদায় করেছেন ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কোন্ জায়গায় ? তিনি বললেন, এ দুটি স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। অতপর তিনি বের হয়ে এসে কা'বার সামনে দু' রাকআত নামায আদায় করলেন। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবী স. আমাকে দু' রাকআত চাশ্তের নামায পড়তে আদেশ করেছেন। আর ইতবান ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, একদিন বেশ বেলা হলে রসূলুল্লাহ স., আবু বকর ও উমর আমার কাছে আগমন করলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাঁতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে তিনি দু' রাকআত নামায আদায় করলেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায়ের পর কথাবার্তা বলা।

١٠٩٤.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَاِنْ كُنْتَ مُسْتَيْقَظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِلاَّ اضْطَجَعَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ بَعْضَهُمْ يَرْوِيْهِ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ذَاكَ.

১০৯৪. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) নবী স. (ফজরের) দু' রাকআত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। এরপর আমি জাগ্রত থাকলে আমার সাথে কথাবার্তা বলতেন।

অন্যথায় শুয়ে পড়তেন। (আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন,) আমি সুফিয়ানকে বললাম, এ দু' রাকআত নামাযকে কোনো কোনো বর্ণনাকারী ফজরের (ফরযের পূর্বের) দু' রাকআত বলে বর্ণনা করে থাকেন। সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ, এটাই (ঠিক)। (অর্থাৎ ঐ দু' রাকআত নামায ফজরের সুন্নাত নামায)।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের (ফরয ছাড়া অপর) দু' রাকআত নামায যথাযথ পড়া, আর যারা এ দু' রাকআত নামাযকে নফল বলে মনে করেছেন।

١٠٩٥.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِّنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ -

১০৯৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোনো নফলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এতখানি গুরুত্ব প্রদান করতেন না, যতখানি ফজরের দু' রাকআত নামাযের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন।

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দু' রাকআত নামাযে কি পড়তে হবে।

١٠٩٦.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

১০৯৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. রাতে তের রাকআত নামায আদায় করতেন। অতপর সকালে আযান শোনার পর সংক্ষিপ্ত করে দু রাকআত নামায আদায় করতেন।

١٠٩٧.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى اَنِّى لاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ -

১০৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. ফজরের নামাযের পূর্বের দু রাকআত নামায এত সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন যে, আমি ভাবতাম, তিনি কি সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন ?

নফল নামাযের অনুচ্ছেদসমূহ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয নামাযের পর (নফল) নামায আদায় করা।

١٠٩٨.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِيْ بَيْتِهٖ وَحَدَّثَنِيْ اُخْتِيْ حَفْصَةُ اَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيْتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا ـ

১০৯৮. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সাথে যোহরের পূর্বে (ফরযের পূর্বে) দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে দু রাকআত, এশার পরে দু রাকআত এবং জুমআর পরে দু রাকআত নামায আদায় করেছি। তবে মাগরিবের ও এশার পরের দু রাকআত নামায (তিনি) বাড়ীতে আদায় করতেন। (ইবনে উমর বলেন,) আমার বোন হাফসা আমাকে বলেছেন, ভোরের আলো দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর নবী স. (ফজরের) দু রাকআত খুব সংক্ষিপ্ত করে আদায় করতেন। এ সময় আমি নবী স.-এর কাছে যেতাম না।

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফরয নামায আদায়ের পরে নফল আদায় করে না।

١٠٩٩.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّهُ ـ

১০৯৯. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আট রাকআত এবং সাত রাকআত নামায এক সাথে আদায় করেছি। আমর বলেন, আমি আবু শা'ছাকে বললাম, হে আবু শা'ছা! আমার মনে হয় তিনি যোহর দেরী করে, আসর তাড়াতাড়ী করে এবং এশা তাড়াতাড়ী করে, মাগরিব দেরী করে আদায় করেছেন। তিনি বললেন, আমিও তাই মনে করি।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে চাশ্‌তের নামায আদায় করা।

١١٠٠.عَنْ مُوَرِّقٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ اَتُصَلِّيْ الضُّحٰى قَالَ لاَ قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاَبُوْ بَكْرٍ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ اَخَالُهُ ـ

১১০০. মুওয়াররিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি চাশতের নামায আদায় করে থাকেন? তিনি বললেন, না, (আমি চাশতের নামায আদায় করি না)। আমি বললাম, উমর কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, না (তিনিও আদায় করতেন না)। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আবু বকর কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, না (তিনিও আদায় করতেন না)। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম। তাহলে নবী স. কি আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমার মনে হয়, (তিনিও আদায় করতেন) না।

١١٠١.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى يَقُوْلُ مَا حَدَّثَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ فَاِنَّهَا قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ

فَتْحِ مَكَّةَ فَاغْتَسَلَ وَصَلّٰى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ اَرَ صَلٰوةً قَطُّ اَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ اَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ

১১০১. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একমাত্র উম্মে হানী ছাড়া আর কেউ-ই রসূলুল্লাহ স.-কে চাশতের নামায পড়তে দেখেছে বলে আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। উম্মে হানী বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী স. তাঁর বাড়ীতে গিয়ে গোসল করে আট রাকআত নামায আদায় করেছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে ঐ রকম সংক্ষিপ্ত নামায (আদায় করতে) আর কখনো দেখিনি। তবে তিনি সঠিকভাবেই রুকূ ও সিজদা আদায় করছিলেন।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চাশতের নামায আদায় করেনি এবং আদায় করা আর না করা উভয়টাকে জায়েয মনে করে।

١١٠٢.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحٰى وَاِنِّىْ لاَ سَبِّحُهَا

১১০২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে চাশতের নামায পড়তে দেখিনি। কিন্তু আমি তা পড়ে থাকি।[৫]

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে অবস্থানকালে চাশতের নামায আদায় করা। ইতবান (ইবনে মালেক আনসারী র.) নবী স. থেকে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٠٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلٰثٍ لاَ اَدَعُهُنَّ حَتّٰى اَمُوْتَ صَوْمِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَلٰوةِ الضُّحٰى وَنَوْمٍ عَلٰى وِتْرٍ -

১১০৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খলিল (বন্ধু) নবী স. আমাকে তিনটি কাজের আদেশ প্রদান করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তা আমি পরিত্যাগ করবো না। (তাহলো,) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, চাশতের নামায পড়া এবং বিতরের পর ঘুমানো।

١١٠٤.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ الصَّلٰوةَ مَعَكَ فَصَنَعَ لِلنَّبِىِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ بِمَاءٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ فُلاَنُ بْنُ فُلاَنِ بْنُ الْجَارُوْدِ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى الضُّحٰى قَالَ اَنَسٌ مَا رَاَيْتُهُ صَلّٰى غَيْرَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

---

৫. দোহা বা চাশ্তের নামায রসূলুল্লাহ স. কখনো নিয়মিতভাবে আদায় করেননি। কোনো সময় তিনি তা আদায় করতেন আবার কোনো সময় তা পরিত্যাগ করতেন। হযরত আয়েশা রা.-এর বর্ণনার অর্থ হলো, তিনি নবী স.-কে কখনো ক্রমাগতভাবে চাশতের নামায পড়তে দেখেননি।

১১০৪. আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, আনসারদের এক ব্যক্তি যে অত্যন্ত মোটা ছিল নবী স.-এর কাছে এসে বললো, আমি তো আপনার সাথে নামায আদায় করতে পারি না। (অথচ আপনার সাথে নামায আদায় করতে আমি খুবই আগ্রহী) সুতরাং সে নবী স.-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বাড়ীতে ডেকে নিলো এবং তাঁর জন্য পানি দ্বারা চাটাইয়ের একটি কোণ পরিষ্কার করলো। নবী স. তার ওপর দু রাকআত নামায আদায় করলেন। ফুলান ইবনে ফুলান ইবনে জারুদ (আবদুল হামীদ ইবনে মুনযির ইবনে জারুদ) আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী স. কি চাশতের নামায আদায় করতেন? জবাবে আনাস বললেন, ঐদিন ছাড়া আর কোনো দিন আমি তাঁকে চাশতের নামায আদায় করতে দেখিনি।

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের আগে (যোহরের ফরযের আগে) দু রাকআত নামায আদায় করা।

١١٠٥.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَ رَكَعَاتٍ : رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا حَدَّثَتْنِيْ حَفْصَةُ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

১১০৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী স. থেকে দশ রাকআত নামায স্মরণ করে রেখেছি। যোহরের আগে দু রাকআত, যোহরের পরে দু রাকআত, মাগরিবের পরে বাড়ীতে দু রাকআত, এশার পর বাড়ীতে দু রাকআত এবং ফজরের নামাযের আগে দু রাকআত। আর এ দু রাকআত তিনি এমন সময় আদায় করতেন যখন কেউ তাঁর কাছে প্রবেশ করতো না। ইবনে উমর বলেন, আমার বোন হাফসা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুয়ায্যিন যখন আযান দিত এবং ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতো তখন তিনি [নবী স.] দু রাকআত নামায আদায় করতেন।

١١٠٦.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ .

১১০৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. যোহরের পূর্বে চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকআত নামায আদায় করা কখনো ছাড়তেন না।

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের আগে নামায পড়া।

١١٠٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .

১১০৭. আবদুল্লাহ আল-মুযনী রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, তোমরা মাগরিবের নামাযের আগে নামায আদায় করে নাও। তবে লোকেরা এটাকে

সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করুক এটা তিনি চান না তাই তিনি তৃতীয় বারে বললেন, যে ইচ্ছা করে (সে পড়তে পারে)।[৬]

١١٠٨.عَنْ مُرْثِدَ بنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْيَزَنِيْ قَالَ اَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ اَلاَ اُعْجِبُكَ مِن اَبِيْ تَمِيْمٍ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ عُقْبَةُ اِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ فَمَا يَمْنَعُكَ الاَنَ قَالَ الشُّغْلُ.

১১০৮. মুরছিদ ইবনে আবদুল্লাহ আল ইয়াযানী রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি উকবা ইবনে আমের জুহানীর কাছে গিয়ে তাঁকে বললাম, আবু তামীম সম্পর্কে আমি আপনাকে একথা বলে কি বিস্মিত করে দেবো না যে, তিনি মাগরিবের নামাযের আগে দু রাকআত নামায আদায় করে থাকেন ? (একথা শুনে) উকবা বললেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় তো আমরা এরূপ করতাম। (অর্থাৎ মাগরিবের আগে নামায পড়তাম)। আমি বললাম, তাহলে এখন করতে কি বাধা রয়েছে ? তিনি বললেন, 'ব্যস্ততা'।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায জামাআতে নামায আদায় করা। আনাস ও আয়েশা রা. নবী স. থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٠٩.عَنْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الاَنْصَارِى اَنَّهُ عَقَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا فِى وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ كَانَ فِى دَارِهِمْ فَزَعَمَ مَحْمُوْدُ اَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الاَنْصَارِى وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ اُصَلِّى لِقَوْمِىْ بِبَنِىْ سَالِمٍ وَكَانَ يَحُوْلُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ وَادٍ اِذَا جَائَتِ الاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اِجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنِّى اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاِنَّ الْوَادِىَّ الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ قَوْمِىْ يَسِيْلُ اِذَا جَائَتِ الاَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَىَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ اَنَّكَ تَاْتِىْ فَتُصَلِّى مِن بَيْتِىْ مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَفْعَلَ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِن بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ اُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ فِيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّمَ فَحَبَسْتُهُ عَلٰى خَزِيْرٍ تُصْنَعُ لَهُ

৬. হাদীসে মাগরিবের আগে যে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে তা নফল হিসেবে পড়ার কথা বলা হয়েছে। তবে লোকেরা এটাকে সুন্নাত মনে করে তা আদায় করা অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করতে পারে। এজন্য নবী স. তা আদায় করা ও না করার ব্যাপারে ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা প্রদান করে বলেছেন, যে চায় সে আদায় করুক। এতে জানা যায় যে, এ হাদীসে মাগরিবের আগে যে নামায আদায়ের কথা বলা হয়েছে তা সুন্নাত নয়, নফল। তবে মাগরিবের আগে নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও যারা তা জায়েয বলে মনে করেন, তারা দলীল হিসেবে এ হাদীসটি ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস পেশ করে থাকেন।

فَسَمِعَ اَهْلُ الدَّارِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتّٰى كَثُرَ الرِّجَالُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَا فَعَلَ مَالِكٌ لاَ اَرَاهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ذَاكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُلْ ذَاكَ اَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ اَمَّا نَحْنُ فَوَاللّٰهِ لاَ نَرَى وُدَّهُ وَلاَ حَدِيْثَهُ اِلاَّ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذَالِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيْهِمْ اَبُوْ اَيُّوْبَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَتِهِ الَّتِىْ تُوُفِّىَ فِيْهَا وَيَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمْ أَرْضِ الرُّوْمِ فَأَنْكَرَهَا عَلَى اَبُوْ اَيُّوْبَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَظُنُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا قُلْتَ قَطُّ فَكَبُرَ ذَالِكَ عَلَىَّ فَجَعَلْتُ لِلّٰهِ عَلَىَّ اِنْ سَلَّمَنِىْ حَتّٰى اَقْفُلَ مِنْ غَزْوَتِىْ اَنْ اَسْأَلَ عَنْهَا عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ اِنْ وَجَدْتُهُ حَيًّا فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَقَفَلْتُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ اَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ سِرْتُ حَتّٰى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَيْتُ بَنِىْ سَالِمٍ فَاِذَا عِتْبَانُ شَيْخٌ اَعْمٰى يُصَلِّى لِقَوْمِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاَخْبَرْتُهُ مَنْ اَنَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ الْحَدِيْثِ ، فَحَدَّثَنِيْهِ كَمَا حَدَّثَنِيْهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۔

১১০৯. মাহমুদ ইবনে রাবী আনসারী রা. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ স.-কে স্মরণ করে রেখেছেন এবং তাদের বাড়ীতে যে কূপ ছিলো সেই কূপ থেকে পানি মুখে নিয়ে যে কুল্লি রসূলুল্লাহ স. তার মুখে নিক্ষেপ করেছিলেন তাও তার স্মরণ আছে। মাহমুদ বলেছেন, তিনি ইতবান ইবনে মালেক আনসারীকে বলতে শুনেছেন, (এ ইতবান ইবনে মালেক আনসারী বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন) আমি আমার কওম বনী সালেমের নামাযে ইমামতী করতাম। আমার ও তাদের (আমার কওমের) মাঝে একটি মাঠ ছিল। বৃষ্টি হলে সেটা অতিক্রম করে তাদের মসজিদে যাওয়া-আসার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়তো। তাই আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি অন্ধ এবং আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। আমার ও আমার কওমের মাঝে যে মাঠ রয়েছে, বৃষ্টি হলে তা প্লাবিত হয়ে যায়। সুতরাং তা অতিক্রম করা আমার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। সে জন্য আমি চাই যে, আপনি আমার বাড়ী গিয়ে একটি জায়গায় নামায আদায় করবেন। আমি সে জায়গাটি (স্থায়ীভাবে আমার) নামাযের জায়গা করে নেব। রসূলুল্লাহ স. (সব শুনে) বললেন, ঠিক আছে, শীগগিরই যাব। পরদিন সকালে সূর্যতাপ বেশ কিছু প্রখর হলে রসূলুল্লাহ স. ও আবু বকর আমার কাছে (বাড়ী) গিয়ে উপস্থিত হলেন। রসূলুল্লাহ স. বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি না বসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন,

তোমার বাড়ীতে কোন্ জায়গায় আমি নামায পড়বো ? আমি তাঁকে ইশারা করে জায়গা দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ স. সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। আর আমরা তাঁর পেছনে কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি সেখানে দু রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। আমরাও সালাম ফিরালাম। আমি এরপর রসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর জন্য তৈরী করা খাযীরা নামক এক প্রকার খাবার গ্রহণ করার জন্য পেশ করলাম। রসূলুল্লাহ স. আমার বাড়ীতে এসেছেন পার্শ্ববর্তী লোকেরা একথা শুনতে পেয়ে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হলো, (আমার) ঘরের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক জমে গেল। তাদের মধ্য হতে একজন লোক বললো, মালেক (একজন লোকের নাম) কি করছো ? তাকে তো (এখানে) দেখছি না। তাদের মধ্যকার আরেকজন লোক বলে উঠলো, আরে সে তো মুনাফিক। সে তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পসন্দ করে না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, এরূপ কথা বলো না। তোমরা কি দেখছো না যে, সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে ঘোষণা দিয়েছে ? সে (লোকটি) বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। তবে, আল্লাহর শপথ! আমরা দেখি যে, তার ভালবাসা এবং কথাবার্তা ও আলাপ-সালাপ মুনাফিকদের সাথেই বেশী। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর ঘোষণা দিয়েছে এবং এ দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে অতএব আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। মাহমুদ ইবনে রাবী বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি এমন একদল লোকের মধ্যে বর্ণনা করলাম যাদের মধ্যে সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী ছিলেন। আমি যে যুদ্ধের সময় এ বর্ণনা করেছিলাম সেই যুদ্ধেই তিনি রোম দেশে ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন। এ যুদ্ধে ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া ছিল তাদের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ। আবু আইয়ুব আমার বর্ণিত এ হাদীস এবং তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় না যে, তুমি যা বললে, তা রসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন। এটা আমার কাছে বড় খারাপ লাগল। সুতরাং আমি আল্লাহর নামে এ বলে মানত করলাম, যদি তিনি আমাকে এ যুদ্ধ হতে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন আর ইতবান ইবনে মালেককে তাঁর কওমের মসজিদে জীবিত দেখতে পাই, তাহলে এ হাদীস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবো। পরে আমি (যুদ্ধ থেকে নিরাপদে) ফিরে আসলাম এবং হজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বেঁধে রওয়ানা হয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। তারপর বনী সালেমের মসজিদে গিয়ে ইতবানকে বৃদ্ধ ও অন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলাম। দেখলাম তিনি তার কওমের ইমামতি করছেন। যখন তিনি নামাযের সালাম ফিরালেন, তখন আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার পরিচয় জানালাম এবং পরে উক্ত হাদীসের ঘটনা (যা ব্যক্ত করার পর আবু আইয়ুব আনসারী তা অস্বীকার করেছিলেন) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি হুবহু পূর্বের মতই আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন।

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীতে নফল নামায পড়া।

١١١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ·

১১১০. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের নফল নামাযের কিছু তোমরা বাড়ীতে আদায় কর। তোমাদের ঘরগুলো তোমরা কবরে পরিণত করো না।

অধ্যায়-২০

كِتَابُ فَضْلُ الصَّلاَةِ فِىْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ

(মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার ফযিলত)

১. অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায আদায় করার মর্যাদা।

١١١١- عَنْ قَزَاعَةَ : قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ اَرْبَعًا، قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ثِنْتَىْ عَشَرَةَ غَزْوَةً-

১১১১. কাযআ' র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সায়ীদ খুদরী রা.-কে চারটি বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি নবী স. থেকে শুনেছি। আবু সায়ীদ খুদরী রা. নবী স.-এর সাথে বারটি যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন।

١١١٢-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ·

১১১২. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, মসজিদে হারাম, মসজিদে রসূল [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ স.-এর মসজিদে নববী] এবং মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোনো (মসজিদ যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করবে না।[৭]

١١١٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ صَلاَةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ·

১১১৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার এ মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়া মসজিদে হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদে এক হাজার রাকআত নামায আদায় করার চেয়েও উত্তম।

২. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কুবা।[৮]

١١١٤. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُصَلِّى مِنَ الضُّحٰى اِلاَّ فِىْ يَوْمَيْنِ يَوْمَ يَقْدُمُ بِمَكَّةَ فَاِنَّهُ كَانَ يَقْدُمُهَا ضُحًى فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَيَوْمَ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَاْتِيْهِ كُلَّ سَبْتٍ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ حَتّٰى يُصَلِّىَ فِيْهِ قَالَ وَكَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَزُوْرُهُ

---

৭. উপরোল্লিখিত হাদীসে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আকসা ছাড়া আর কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং কোনো মাজার অথবা দরগাহ যিয়ারতের জন্য বা অনুরূপ কোনো কাজের জন্যই হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী সফর করা জায়েয বা বৈধ নয়।

৮. কুবা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। রসূলুল্লাহ স. হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে তিনি সর্বপ্রথম কুবায় এ মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং তিন দিন পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেন। অতপর মদীনার দিকে যাত্রা করেন। এ ছাড়াও কুবা ও মসজিদে কুবার আরো বহু মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে।

رَاكِبًا وَمَاشِيًا قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّمَا اَصْنَعُ كَمَا رَاَيْتُ اَصْحَابِىْ يَصْنَعُوْنَ وَلاَ اَمْنَعُ اَحَدًا اَنْ يُصَلِّى فِىْ اَىِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ غَيْرَ اَنْ لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوْبِهَا ·

১১১৪. নাফে' রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুটি দিন ছাড়া ইবনে উমর আর কোনো দিনই চাশতের (সময়) নামায আদায় করতেন না। (প্রথমত) যেদিন তিনি মক্কা আগমন করতেন। কারণ সেখানে তিনি চাশতের সময়ই উপস্থিত হতেন। সুতরাং (তখনই) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে দাঁড়িয়ে দু রাকআত নামায আদায় করতেন। (দ্বিতীয়ত) যেদিন তিনি কুবার মসজিদে গমন করতেন। তিনি প্রতি শনিবার (সপ্তাহে একদিন) এখানে আগমন করতেন। তাই মসজিদে (কুবায়) প্রবেশের পর নামায আদায় না করে সেখান থেকে বের হওয়া পসন্দ করতেন না। নাফে বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে (নাফে'কে) বলতেন, আমি আমার সাথীদেরকে যেমন করতে দেখেছি ঠিক তেমনটিই করে থাকি। তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মুহূর্তে নামায পড়ার ইচ্ছা না করলে দিন বা রাতের যে কোনো মুহূর্তেই হোক না কেন কেউ যদি নামায আদায় করে তবে তাকে আমি বাধা প্রদান করি না।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুবা মসজিদে প্রতি শনিবারে গমন করে।

١١١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَفْعَلُهُ ·

১১১৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করতেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উমরও ঐরূপ করতেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ কখনো সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করা।

١١١٦.عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَاْتِىْ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ فَيُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ·

১১১৬. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. কোনো সময় সওয়ারীতে আরোহণ করে আবার কোনো সময় পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় আগমন করতেন। এ হাদীসের সাথে ইবনে নুমায়ের উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে নাফে' থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "অতপর তিনি [নবী স.] সেখানে দু রাকআত নামায আদায় করতেন।"

৫. অনুচ্ছেদ ঃ [নবী স.-এর] কবর ও মসজিদে নববীর মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানের মর্যাদা।

١١١٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ·

১১১৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ মাযেনী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি অংশ।[৯]

١١١٨ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِىْ ·

১১১৮. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচা। আর আমার মিম্বার আমার হাওযের কিনারে অবস্থিত।[১০]

৬. অনুচ্ছেদ ঃ বায়তুল মাকদিসের মসজিদ।

١١١٩ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ يُحَدِّثُ بِاَرْبَعٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِىْ وَاَنْقَنَنِىْ قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْاَةُ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ ·

১১১৯. যিয়াদের আযাদকৃত গোলাম কাযাআ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরীকে নবী স. থেকে চারটি বিষয় বর্ণনা করতে শুনেছি, যা আমাকে খুবই আনন্দিত ও বিস্মিত করেছে। তিনি [নবী স.] বলেছেন, স্বামী বা মাহরাম (শরীয়তের দৃষ্টিতে যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তির সাথে ছাড়া মেয়েরা দুদিনের পথের দূরত্বে সফর করবে না, 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এ দুদিন রোযা রাখবে না, দুটি নামাযের পর নামায পড়বে না, ফজরের নামাযের পর বেলা না ওঠা পর্যন্ত (নামায পড়বে না), আর আসরের নামাযের পর বেলা অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নামায পড়বে না) এবং মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ (মসজিদে নববী) এ তিনটি মসজিদে (নামায পড়ার উদ্দেশে) ছাড়া আর কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করবে না।

---

৯. আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটুকু জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি। কথাটির অর্থ নিয়ে হাদীসবিশারদ ও ব্যাখ্যাদানকারীদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, ঐ জায়গাটুকু হুবহু জান্নাতে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানসমূহের ন্যায় ধ্বংস হয়ে যাবে না। কেউ বলেন, এ জায়গায় বসে যে ইবাদাত-বন্দেগী করা হবে তা ইবাদাত-বন্দেগীকারীকে নিশ্চিতভাবেই জান্নাতে পৌঁছার কারণ হবে। এজন্যই স্থানটিকে রূপকভাবে জান্নাতের বাগিচা বলা হয়েছে।

১০. "আমার মিম্বার আমার হাউযের কিনারে অবস্থিত" এ কথার সত্যিকার তাৎপর্য তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অবগত। তবে কুরআন ও হাদীসে এ পৃথিবীর শেষ অবস্থা, হাউয সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত তথ্য এবং রসূলের মিম্বার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-এর বাণী পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন শেষ বিচারের পর এ পৃথিবীকে পরিবর্তিত করে অন্যরূপে রূপান্তরিত করা হবে এবং ময়দানে হাশর এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ ـ ابراهيم : ٤٨

"যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত করে অন্য কিছুতে রূপান্তরিত করা হবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮) এ থেকে বুঝা যায় পৃথিবীতে মানুষ যেসব ন্যায়-অন্যায় করেছে তার বিচারকার্য এখানেই সমাধা করা হবে। বিভিন্ন হাদীসে হাউয ও এর দৈর্ঘ-প্রস্থের পরিমাণও উল্লেখ করা হয়েছে। দৈর্ঘ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোনো হাদীসে আকাবা উপসাগরের একেবারে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আয়লা থেকে নিয়ে ইয়ামানের সানআ পর্যন্ত, কোনো হাদীসে আয়লা থেকে আদন (এডেন) পর্যন্ত দৈর্ঘের কথা বলা হয়েছে। আর প্রস্থের কথা বলা হয়েছে আয়লা থেকে জুহফা (জিদ্দা ও রাবেগের মধ্যবর্তী একটি জায়গা) পর্যন্ত। এসব হাদীস সম্পর্কে একটু চিন্তা-ভাবনা করলে স্বভাবতই একটা ধারণা জন্মে যে, তাহলে বর্তমান লোহিত সাগরকেই হয়ত হাউযে রূপান্তরিত করা হবে। আর এভাবে রসূলুল্লাহ স.-এর যিম্মায় হাউযের কিনারে অবস্থিত একথাটির তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ লোহিত সাগরের তীর থেকে মদীনার দূরত্ব সামনে রেখে দেখলে মদীনা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

অধ্যায়-২১

اَبْوَابُ الْعَمَلِ فِى الصَّلاَةِ

(নামাযের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ)

১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাতের দ্বারা সাহায্য নেয়া। তবে যদি তা নামাযেরই অঙ্গীভূত কোনো কাজ হয় তাহলে করা যেতে পারে। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নামায রত অবস্থায় যে কোনো লোক তার শরীরের সাহায্য নিতে পারে। নামাযরত অবস্থায় আবু ইসহাক তাঁর টুপি খুলে রেখে দিয়েছিলেন এবং আবার উঠিয়েছিলেন। আলী রা. তাঁর ডান হাতের তালু বাঁ হাতের কব্জির ওপরে রাখতেন। তবে শরীরের কোনো স্থানে (চামড়ার ওপর) চুলকালে তিনি তা চুলকাতেন অথবা কাপড় ঠিক করতেন।

١١٢٠.عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهِىَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَهْلُهُ فِىْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ اٰيَاتِ خَوَاتِيْمَ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَأْسِىْ وَاَخَذَ بِاُذُنِى الْيُمْنٰى يَفْتِلُهَا بِيَدِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ٠

১১২০. ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব রা. তাঁর (ইবনে আব্বাস) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) একদিন তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা রা.-এর কাছে রাত্রি যাপন করলেন। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি বালিশের আড় দিকে (মাথা রেখে) শয়ন করলাম আর রসূলুল্লাহ স. ও তাঁর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনীন মাইমুনা) দৈর্ঘের দিকে মাথা রেখে শয়ন করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ স. ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত অর্ধেক হলে অথবা দুপুরের কিছু পূর্বে অথবা কি পরে রসূলুল্লাহ স. ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলেন এবং দু হাত দিয়ে চেহারা থেকে ঘুমের আবেশ দূর করলেন। তারপর সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করলেন। অতপর লটকান (পানি ভর্তি) মশকের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পানি দ্বারা উত্তমরূপে অযু করলেন এবং পরে নামাযে দাঁড়িয়ে

গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমিও উঠে তিনি [নবী স.] যা যা করেছিলেন তা করলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ স. তাঁর ডান হাত আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোচড় দিলেন। পরে তিনি দু রাকআত নামায পড়লেন, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর দু রাকআত, তারপর আরো দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতর পড়ে শুয়ে পড়লেন। পরে মুয়ায্যিন এসে নামাযের কথা বললে, তিনি উঠে সংক্ষিপ্ত দু রাকআত নামায পড়লেন এবং (ঘর থেকে) বের হয়ে (মসজিদে) গিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে কথাবার্তা বলা নিষেধ।

١١٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.

১১২১. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন সময় নবী স.-কে সালাম করতাম যখন তিনি নামাযে থাকতেন। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু আমরা নাজ্জাশীর কাছ থেকে (হাবশা হতে) ফিরে এসে তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার জবাব দিলেন না। বরং (পরে) বললেন, নামাযের অবস্থা বড় রকমের ব্যস্ততার অবস্থা। (অর্থাৎ বান্দা সে সময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যস্ত থাকে, এটিই যে আর কোনো ব্যস্ততার চেয়ে বড় ব্যস্ততা। সুতরাং এ সময় আর কারো সাথে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়)।

١١٢٢.عَنْ اَبِىْ عَمْرٍوالشَّيْبَانِيِّ قَالَ قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ اِنَّا كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ الْاٰيَةُ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ .

১১২২. আবু আমর শায়বানী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর সময় আমরা নামাযের মধ্যে (নামাযরত অবস্থায়) কথা বলতাম এবং আমাদের যে কেউ অপরের সাথে তার প্রয়োজন সম্পর্কেও কথাবার্তা বলতো। পরবর্তী সময়ে এ আয়াত, "তোমরা তোমাদের নামাযসমূহের পুরোপুরি হেফায়ত করো" নাযিল হলে তখন আমরা চুপচাপ নামায পড়তে আদিষ্ট হলাম।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য নামাযে যে ধরনের তাসবীহ ও তাহমীদ পড়া জায়েয।

١١٢٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ قَالَ

نَعَمْ اِنْ شِئْتُمْ فَاَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَصَلّٰى فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلٌ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا التَّصْفِيْحِ هُوَ التَّصْفِيْقُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِى صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا الْتَفَتَ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فِى الصَّفِّ فَاَشَارَ اِلَيْهِ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَ هُ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى

১১২৩. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বনী আমর ইবনে আওফের (আওস সম্প্রদায়ের একটি গোত্র) সাথে একটি চুক্তি সম্পাদনের কথাবার্তা ও আলোচনার জন্য বের হলেন। (আলাপ-আলোচনা চলাকালে) নামাযের সময় হলে বিলাল আবু বকরের কাছে এসে বললেন, নবী স. (তো কাজে) আটকে পড়েছেন, অতএব, (আপনি) চলুন, নামাযে লোকদের ইমামতী করবেন। তিনি (আবু বকর) বললেন হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও তবে হতে পারে। তখন বিলাল (নামাযের জন্য) ইকামত দিলেন। আবু বকর সামনে এগিয়ে গেলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে নবী স. আগমন করলেন এবং কাতার ডিঙিয়ে সামনে এগোতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। এ সময় লোকেরা তাসফীহ করতে শুরু করলো। সাহল বললেন, তাসফীহ কাকে বলে জান ? তাসফীহ হলো হাতে তালি বাজানো। কিন্তু নামাযরত অবস্থায় আবু বকর সেদিকে কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপই করলেন না। তবে লোকেরা অধিক তালি বাজাতে থাকলে তিনি দৃষ্টি ফিরালেন এবং নবী স.-কে সামনের কাতারে দেখতে পেলেন। তিনি আবু বকরকে ইশারা করে বললেন, নিজ জায়গাতেই থাক। কিন্তু আবু বকর দু হাত উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা (তাহমীদ) করলেন এবং পিছিয়ে আসলে নবী স. অগ্রসর হয়ে নামায আদায় করলেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযে কোনো কওম বা গোত্রকে নামকরণ করে সালাম করলো অথবা নামাযরত অবস্থায় অজানা লোককে সালাম দিলো।

١١٢٤.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّةُ فِى الصَّلاَةِ وَنُسَمِّىْ وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّكُمْ اِذَا فَعَلْتُمْ ذٰلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ لِلّٰهِ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ.

১১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযে আততাহিয়াতু (মোবারকবাদ বা শুভেচ্ছা) বলতাম এবং নামকরণ করে বলতাম আর পরস্পরকে সালাম দিতাম। এসব শুনে রসূলুল্লাহ স. বললেন, তোমরা (এসব না বলে) বরং

বলো, "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিইয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন, আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।" শুভেচ্ছা আল্লাহর জন্য। তাঁর কাছেই সমস্ত দোআ ও প্রার্থনা এবং সকল পবিত্রতাও তাঁরই। হে নবী, আপনার ওপর আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকতসমূহ নেমে আসুক। আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সকল সালেহ ও নেক বান্দার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ নেই বা মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ স. তাঁর বান্দা ও রসূল। তোমরা যখন এরূপ বলবে তখন আসমান ও যমীনে আল্লাহর সকল নেক বান্দার প্রতিই সালাম প্রেরণ করা হবে।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্য হাত তালি দেয়া।

١١٢٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

১১২৫. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] বলেছেন, নারীদের জন্য তালি বাজানো এবং পুরুষের জন্য তাসবীহ পাঠ করা বিধেয়।[১১]

৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইমামের পিছিয়ে আসা অথবা প্রয়োজনে পেছনে থেকে কারো সামনে এগিয়ে গিয়ে ইমাম হওয়া। --- সাহল ইবনে সা'দ রা. নবী স. থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢٦.عَنْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِى الْفَجْرِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّى بِهِمْ فَفَجَأَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ صُفُوْفٌ فَتَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلاَةِ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَفْتَتِنُوْا فِىْ صَلاَتِهِمْ فَرَحًا بِالنَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ رَاَوْهُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ اَتِمُّوا ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَاَرْخَى السِّتْرَ وَتُوُفِّىَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ ﷺ.

১১২৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। এক সোমবারে মুসলমানগণ ফজরের নামায পড়ছিলেন আর আবু বকর রা. তাঁদের নামাযে ইমামতী করছিলেন। এ সময় আকস্মিকভাবে নবী স. তাঁদের দৃষ্টিগোচর হলেন। তিনি আয়েশার ঘরের পর্দা উঠিয়ে তাদেরকে দেখছিলেন। তখন সবাই কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন। তা দেখে তিনি [নবী স.] মৃদু হাসলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর (সামনে থেকে) পিছু হটে আসতে চাইলেন। তাঁর (আবু বকর) মনে হলো যেন রসূলুল্লাহ স. নামাযে আসতে চাচ্ছেন। মুসলমানগণ নবী স.-এর এ অবস্থা (রোগ মুক্তির লক্ষণ) দেখে খুশী হয়ে নামায ছেড়ে দিতে

---

১১. নামাযের মধ্যে ইমাম ভুল করলে মেয়েরা ইমামের সে ভুল শুধরাবার জন্য তালি বাজিয়ে তাকে অবহিত করবে। তালি বাজানোর নিয়ম হলো ডান হাতের তালু বাঁ হাতের পিঠে সজোরে মেরে শব্দ সৃষ্টি করবে। আর পুরুষেরা এ উদ্দেশ্যে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) বলবে। ইমাম তখন তার ভুল শুধরে নেবেন।

চাইলেন। নবী স. তাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, নামায পূর্ণ করে নাও। এরপর তিনি (ঘরের) পর্দা ছেড়ে দিলেন আর সেদিনই ওফাত প্রাপ্ত হলেন।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ মা যদি নামাযরত ছেলেকে আহ্বান করে তাহলে সেই মুহূর্তে ছেলের করণীয়।

١١٢٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزْ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادَتِ امْرَأَةٌ اِبْنَهَا وَهُوَ فِى صَوْمَعَةٍ قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلاَتِىْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلاَتِىْ قَالَتْ يَاجُرَيْجُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اُمِّى وَصَلاَتِىْ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ يَمُوْتُ جُرَيْجُ حَتّٰى يَنْظُرَ فِىْ وَجْهِ الْمَيَامِيْسِ وَكَانَتْ تَاْوِىْ اِلٰى صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعٰى الْغَنَمَ فَوَلَدَتْ فَقِيْلَ لَهَا مِمَّنْ هٰذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجُ اَيْنَ هٰذِهِ الَّتِىْ تَزْعُمُ اَنَّ وَلَدَهَا لِىْ قَالَ يَا بَابُوْسُ مَنْ اَبُوْكَ قَالَ رَاعِى الْغَنَمِ.

১১২৭. আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, একজন স্ত্রীলোক ইবাদাতখানায় নামাযরত পুত্রকে ডাকলো ঃ হে জুরাইজ! সে (পুত্র) বললো, হে আল্লাহ ! একদিকে আমার নামায অন্যদিকে আমার মায়ের ডাক। স্ত্রী লোকটি আবার ডাকলো, হে জুরাইজ! এবার সে বললো, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মায়ের আহ্বান অপরদিকে আমার নামায। তখন স্ত্রী লোকটি বদদোআ করলো, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখা পর্যন্ত জুরাইজের যেন মৃত্যু না হয়। তার (জুরাইজ) ইবাদাতখানার পাশে এসে এক রাখালিণী বকরী চরাত। সে একটি অবৈধ সন্তান প্রসব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এ সন্তান কার ? সে বললো, জুরাইজের। সে একদিন তার ইবাদাতখানা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। জুরাইজ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো। সেই স্ত্রী লোকটি কোথায় যে বলে যে, তার গর্ভের সন্তান আমার ? (অতপর স্ত্রী লোকটিকে সন্তানসহ উপস্থিত করা হলে জুরাইজ সন্তানকে উদ্দেশ্য করে বললো, বাবুছ! বলতো তোমার পিতা কে ? সে (বাচ্চাটি) বললো, বকরীর রাখাল।[১২]

---

১২. এ ঘটনার সময় যে শরীআত কার্যকর ছিল তাতে নামাযরত অবস্থায় কথা বৈধ ছিল। তাই ছেলেকে জবাব দিতে না দেখে তার মা উক্ত বদদোআ করেছিল। কিন্তু জুরাইজ মনে করেছিল, আল্লাহর দাস তার রবের কাজ বাদ দিয়ে কোনো মানুষের সাথে ব্যস্ত হতে পারে না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও নামায অবস্থায় কথাবার্তা বলায় কোনো বাধা ছিল না। পরে কুরআন মজীদের একটি আয়াতের নির্দেশ মুতাবেক তা রহিত হয় এবং নামাযরত অবস্থায় কথাবার্তা ও সালাম দেয়া নিষিদ্ধ ও নাজায়েয বলে ঘোষিত হয়। সুতরাং ইসলামী শরীআতে নামযরত অবস্থায় পিতা-মাতা বন্ধু-বান্ধব যে কেউ ডাকুক না কেন তার আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে কথাবার্তা বলা বা নামায ভঙ্গ করা জায়েয নয়। কেননা নবী স. বলেছেন, কোনো মানুষের আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া যাবে না। কেননা, শরীআত আল্লাহ তাআলার যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা পিতামাতা ও অন্যান্যদের হকের চেয়ে অনেক অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আল্লাহর অধিকার পুরোপুরি পালন করার আগে অন্য কারোর অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয়া যাবে না। তবে নামাযরত থাকাকালে পিতামাতা কেউ ডাকলে বা প্রয়োজন মনে করলে নামায সংক্ষিপ্ত করে তাদের ডাকে সাড়া দেয়াকে ওলামায়ে কেরামগণ উত্তম পন্থা বলে মনে করেন। কেননা, নামাযরত থাকাকালে কেউ নবী স.-এর প্রয়োজন মনে করলে অথবা তাকে ডাকলে তিনি নামায সংক্ষেপ করে ডাকে সাড়া দেয়া প্রয়োজন মনে করতেন। কিন্তু নামায বাতিল করতেন না। তবে কোনো মযলুম, ডুবন্ত ও আগুনে পড়া ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য বিনা আহ্বানেই নামায ভঙ্গ করা যেতে পারে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কংকর বা অনুরূপ কিছু অপসারণ করা।

١١٢٨.عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَيْقِيْبٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ اِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً ٠

১১২৮. আবু সালামা মুআইকীব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। সিজদার জায়গায় মাটি সমতলকারী ব্যক্তি সম্পর্কে নবী স. বলেছেন, যদি তোমাকে এরূপ করতেই হয়, তাহলে মাত্র একবার তা করতে পার।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় সিজদার জন্য কাপড় বিছানো।

١١٢٩.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

১১২৯. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে নামায আদায় করতাম। প্রচণ্ড গরমের জন্য আমাদের কেউ যখন মাটিতে কপাল স্থির রাখতে পারতো না তখন সে তার কাপড় বিছিয়ে তার ওপরে সিজদা করতো।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে যেসব কাজ করা জায়েয।

١١٣٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَمُدُّ رِجْلِىْ فِى قِبْلَةِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَاِذَا سَجَدَ غَمَزَنِىْ فَرَفَعْتُهَا فَاِذَا قَامَ مَدَدْتُهَا ٠

১১৩০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর সামনের দিকে (তিনি যখন রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন) পা টান করে শুয়ে থাকতাম। তিনি সিজদা করার সময় আমার পায়ে খোঁচা দিতেন। আমি পা টেনে নিতাম এবং যখন তিনি (সিজদা থেকে) উঠে দাঁড়াতেন তখন আবার আমি পা টান করে বিছিয়ে দিতাম।

١١٣١.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى صَلاَةً قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِىْ فَشَدَّ عَلَىَّ لِيَقْطَعَ الصَّلاَةَ عَلَىَّ فَاَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اُوْثِقَهُ اِلَى سَارِيَةٍ حَتّٰى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوْا اِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَيَنْبَغِىْ لاَحَدٍ مِنْ بَعْدِىْ فَرَدَّهُ اللّٰهُ خَاسِئًا ٠

১১৩১. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী স.] এক সময় নামায আদায় করে বললেন, শয়তান আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নামায নষ্ট করে দেয়ার জন্য আমার ওপর আক্রমণ করলো (এবং নামায পূর্ণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর করে দিল)। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর বিজয়ী করে দিলেন, আমি তাকে পরাস্ত করলাম এবং একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখতে চাইলাম যাতে সকালে উঠে তোমরা তাকে দেখতে পাও। কিন্তু

সুলাইমানের (সুলাইমান নবী) একটি কথা আমার মনে হলো। (তিনি আল্লাহর কাছে এই বলে আবেদন করছিলেন) হে রব, আমাকে এমন বাদশাহী ও রাজত্ব দান কর আমার পরে যা আর কারো জন্য হবে না। অতপর আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ নামায অবস্থায় কারো পশু ছাড়া পেয়ে পালাতে থাকলে তাকে কি করতে হবে ? কাতাদা র. বর্ণনা করেছেন, নামাযরত ব্যক্তির কাপড় যদি চুরি হয়ে যায় তাহলে সে নামায পরিত্যাগ করে চোরের পশ্চাদ্ধাবন করবে।

١١٣٢.عَنِ الْاَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالْاَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُوْرِيَّةَ فَبَيْنَا اَنَا عَلَى جُرُفِ نَهْرٍ اِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَاِذَا لِجَامُ دَابَّتِه بِيَدِه فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا قَالَ شُعْبَةُ هُوَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيُّ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَا الشَّيْخِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ وَاِنِّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ اَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ ثَمَانِىَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيْرَهُ وَاِنِّى اِنْ كُنْتُ اَنْ اَرْجِعَ مَعَ دَابَّتِى اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَدَعَهَا تَرْجِعُ اِلَى مَاْلَفِهَا فَيَشُقُّ عَلَىَّ

১১৩২. আযরাক ইবনে কায়েস রা. বর্ণনা করেছেন, আহওয়ায নামক জায়গায় আমরা হারুরিয়া খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা একটি ঝর্ণার তীরে অবস্থান করছিলাম তখন এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করতে শুরু করলো। কিন্তু তার সওয়ারীর লাগাম তার হাতে ধরা ছিল। জন্তুটি তার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করলো আর লোকটি তার পেছনে পেছনে যেতে থাকলো। শো'বা বলেন, লোকটি ছিল আবু বারযা আসলামী। এসব দেখে একজন খারেজী বলতে লাগলো, হে আল্লাহ ! এ বুড়োর অকল্যাণ কর। বৃদ্ধ লোকটি নামায শেষ করে উঠে বললো, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ স.-এর কাছে ছয়, সাত অথবা আটটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং (নামাযের ব্যাপারে) তাঁকে সহজ পথ গ্রহণ করতে দেখেছি। অতএব জন্তুটিসহ (তার পিঠে আরোহণ করে) যদি ফিরে যেতে পারি তবে সেটা আমার কাছে ওকে পরিত্যাগ করে গোয়ালে ফিরে যেতে দিয়ে (আমার) কষ্ট করে (পায়ে হেঁটে) ফিরে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

١١٣٣.عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ بِسُوْرَةٍ اُخْرٰى ثُمَّ رَكَعَ حَتّٰى قَضَاهَا وَسَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ فِى الثَّانِيَةِ ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوا حَتّٰى يُفْرَجَ عَنْكُمْ لَقَدْ رَأَيْتُ فِىْ مَقَامِىْ هٰذَا كُلَّ شَىْءٍ وُعِدْتُهُ حَتّٰى لَقَدْ رَأَيْتُ اُرِيْدُ اَنْ اٰخُذَ قِطْفًا مِنَ الْجَنَّةِ حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِى جَعَلْتُ اَتَقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِيْنَ رَأَيْتُمُوْنِى تَأَخَّرْتُ وَرَأَيْتُ فِيْهَا عَمْرَو بْنَ لُحَىٍّ وَهُوَ الَّذِىْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ٠

১১৩৩. উরওয়া রা. থেকে বর্ণিত। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর সময় একদিন সূর্যগ্রহণ হলে রসূলুল্লাহ স. নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি একটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করে রুকূ করলেন এবং দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন। তারপর রুকূ থেকে মাথা তুলে অন্য একটি সূরা (পাঠ করতে) শুরু করলেন। এরপর পূর্ণ রুকূ করে সিজদায় গেলেন। পরে দ্বিতীয়বারও (দ্বিতীয় রাকআতে) অনুরূপ করলেন। এরপর বললেন, এ দুটি হচ্ছে (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুটি নিদর্শন। যখন তোমরা এরূপ (চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ) দেখবে তখন গ্রহণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে। আমাকে যেসব জিনিসের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সব-ই আমি এ জায়গা থেকে দেখলাম। এমনকি যখন তোমরা আমাকে অগ্রসর হতে দেখতে পেলে তখন আমি দেখতে পেলাম, আমি জান্নাতের ফলের একটি ছড়া নেয়ার ইচ্ছা করছি। আর যখন তোমরা আমাকে পেছনে হটতে দেখলে তখন আমি জাহান্নামকে দেখতে পেলাম তার অংশগুলো পরস্পরকে গ্রাস করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। আর সেখানে আমর ইবনে লুহাইকেও দেখলাম, যে সায়েবা প্রথার প্রচলন করেছিল।[১৩]

১২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে (যেভাবে) থুথু নিক্ষেপ বা ফুঁ দেয়া জায়েয। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী স. চন্দ্রগ্রহণের নামাযে সিজদার সময় ফুঁ দিয়েছিলেন।

١١٣٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى اَهْلِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ اَحَدِكُمْ فَاِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ اَوْ قَالَ لاَ يَتَخَعَّنَ ثُمَّ نَزَلَ فَحَتَّهَا بِيَدِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا بَزَقَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ

১১৩৪. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. (একদিন) মসজিদের কিবলার দিকে নাকের ময়লা নিক্ষিপ্ত দেখে মসজিদের লোকদের ওপর রাগান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের যে কোনো লোকের কিবলার দিকে। সুতরাং নামাযরত অবস্থায় সে যেন থুথু নিক্ষেপ না করে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বললেন, নাকের ময়লা নিক্ষেপ না করে। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে এসে হাতের নখ দ্বারা চিমটে তা পরিষ্কার করলেন। ইবনে উমর রা. বলেছেন, তোমাদের কেউ থুথু ফেললে তা বাঁ দিকে ফেলবে।

١١٣٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِي صَلاَتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ·

১১৩৫. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন সে তার রবের সাথে গোপন আলাপ আলোচনায় রত থাকে। সুতরাং সে যেন সামনে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে বরং বাঁ দিকে বা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

---

১৩. সায়েবা প্রথা ছিল এরূপ—জাহেলী যুগে দেবতার নামে উট ছেড়ে দেয়া হতো, সে উটের দুধ পান করা হতো না এবং সে উটের ওপর কোনো বোঝা চাপান হতো না। ভার বহনের জন্য ব্যবহার করা হতো না।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতা বশতঃ যে ব্যক্তি নামাযে তালি বাজাবে তার নামায নষ্ট হবে না। এ বিষয়ে সাহল ইবনে সা'দ রা. নবী স. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো মুসল্লীকে যদি বলা হয়, এগিয়ে যাও, অথবা (যদি বলা হয়) অপেক্ষা করো, আর তদনুযায়ী যদি অপেক্ষা করে তবে কোনো দোষ নেই।

١١٣٦.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُمْ عَاقِدُوْ أُزُرِهِمْ مِنَ الصِّغَرِ عَلٰى رِقَابِهِمْ فَقِيْلَ لِلنِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا.

১১৩৬. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নবী স.-এর সাথে নামায আদায় করতো এবং তাদের লুঙ্গী ছোট হওয়ার কারণে সেগুলো তারা গলার সাথে বেঁধে নিতো। তখন স্ত্রীলোকদেরকে বলা হলো, যতক্ষণ পুরুষেরা সিজদা থেকে মাথা তুলে ঠিক মতো না বসে ততক্ষণ যেন তারা (স্ত্রীলোকগণ) সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব দিবে না।

١١٣٧.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ أُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَلَمَّا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً .

১১৩৭. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. নামাযে থাকাকালে আমি তাঁকে সালাম দিতাম আর তিনি আমাকে তার জবাব দিতেন। কিন্তু আমরা (হাবশা থেকে) ফিরে আসার পর আমি তাঁকে নামাযরত থাকাকালে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে তার জবাব দিলেন না। বরং বললেন, নামাযের মধ্যে (এক গুরুত্বপূর্ণ) ব্যস্ততা রয়েছে। (অতএব নামাযে থাকা অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া যাবে না।)

١١٣٨.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُ فَانْطَلَقْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْتُهَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَا اللّٰهُ أَعْلَمُ بِهِ فَقُلْتُ فِيْ نَفْسِي لَعَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِيْ أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُوْلٰى ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ فَقَالَ اِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّيْ كُنْتُ أُصَلِّيْ وَكَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .

১১৩৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাকে তাঁর এক কাজে পাঠালেন। আমি চলে গেলাম আর কাজ করে ফিরে আসলাম। আমি নবী স.-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি সালামের জবাব দিলেন না। এতে আমার মনে এতো দুঃখ হলো যে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি মনে মনে বললাম, হয়ত আমি

ফিরে আসতে দেরী করেছি, সে জন্য রসূলুল্লাহ স. আমার ওপর রাগান্বিত হয়েছেন। আমি পুনরায় তাঁকে সালাম দিলে এবারও তিনি জবাব দিলেন না। এতে আমার মনে প্রথমবারের চেয়েও বেশী দুঃখ লাগলো। এরপর আবারও আমি তাঁকে সালাম দিলে এবার তিনি বললেন, আমি তোমার সালামের জবাব এজন্য দেইনি যে, আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি [নবী স.] তাঁর সওয়ারীর ওপর কিবলা ছাড়া অন্যদিকে মুখ করেছিলেন।

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে নামাযে হাত উঠানো।

١١٣٩.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلُ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ يَشُقُّهَا شَقًّا حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْحِ قَالَ سَهْلُ التَّصْفِيْحُ هُوَ التَّصْفِيْقُ قَالَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِىْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِ يَاْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّىَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلاَةِ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ، اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ ثُمَّ اِلْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِى لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১১৩৯. সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. জানতে পারলেন যে, কুবায় বনী আমর ইবনে আওফের মধ্যে কিছু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি কিছুসংখ্যক সাহাবী সাথে নিয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য রওয়ানা হলেন। (সেখানে গিয়ে) রসূলুল্লাহ স. আটকে পড়লেন (ব্যস্ত হয়ে পড়লেন) এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে বিলাল আবু বকরের কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর ! রসূলুল্লাহ স. তো (ব্যস্ততায়) আটকে পড়েছেন, আর এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেছে, আপনি কি লোকদের (নামাযের) ইমামতী করতে পারেন, তিনি (আবু বকর) বললেন, হ্যাঁ, তোমরা যদি চাও। বিলাল নামাযের জন্য ইকামত বললেন আর আবু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর

বলে নামায শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ স. এসে কাতার ডিঙিয়ে সামনে এগুতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি (প্রথম) কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তখন তালি বাজাতে শুরু করলো। [সাহল (ইবনে সা'দ) বলেন, তাসফীহ্ অর্থ তালি বাজান]। তিনি (সাহল ইবনে সা'দ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর তার নামাযে এদিক সেদিক দেখতেন না। কিন্তু লোকেরা যখন অধিক মাত্রায় (তালি বাজাতে) শুরু করলো তখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়েই রসূলুল্লাহ স.-কে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে ইশারা করে নামায পড়তে বললেন। কিন্তু আবু বকর দু হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং উল্টো হেঁটে পিছনে এসে কাতারে দাঁড়ালেন। তখন রসূলুল্লাহ স. অগ্রসর হয়ে লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দিলেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, কি ব্যাপার ? নামাযরত অবস্থায় কোনো কিছু ঘটলে তোমরা তালি বাজাতে শুরু কর কেন ? তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য। কারো নামাযে (অপ্রত্যাশিত) কিছু ঘটলে তাকে সুবহানাল্লাহ্ (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলা উচিত। এরপর তিনি আবু বকরের দিকে চেয়ে বললেন, আমি (নামায পড়তে) ইশারা করার পরও তোমার নামায পড়াতে কি বাধা ছিল ? আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর রসূল স.-এর উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের (আবু কুহাফা আবু বকরের পিতার নাম) নামায পড়ানো সাজে না।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরের ওপর হাত রাখা। আবুন নো'মান হাম্মাদ, আইয়ুব ও মুহাম্মাদের মাধ্যমে আবু হুরাইরা রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। হিশাম ও আবু হেলাল ইবনে সীরীনও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী স. থেকে এটি (এ হুকুম) বর্ণনা করেছেন।

١١٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِىَ اَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا ٠

১১৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবী স.) কাউকে কোমরে হাত রেখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। উমর রা. বলেছেন, নামাযে দাঁড়িয়ে আমি আমার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিন্যস্ত করে থাকি।

١١٤١.عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِىْ وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ فَقَالَ ذَكَرْتُ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ تِبْرًا عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يُمْسِىَ اَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ ٠

১১৪১. উকবা ইবনে হারেস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) আমি নবী স.-এর সাথে আসরের নামায পড়েছিলাম। সালাম ফিরাবার পর তিনি দ্রুত উঠে পড়লেন এবং কোনো একজন স্ত্রীর কাছে গেলেন আবার বেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর ত্রস্তভাব দেখে লোকদের চোখেমুখে বিস্ময় জেগেছে। তিনি বললেন, আমি নামাযরত থাকাবস্থায় আমার

কাছে রাখা এক খণ্ড স্বর্ণ পিণ্ডের কথা স্মরণ হলে তা আমার কাছে রেখে সন্ধ্যা ও রাত যাপন করা পসন্দ করলাম না। সুতরাং তা বিলি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে এলাম।

١١٤٢.عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُذِّنَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُ حَتّٰى لاَ يَسْمَعُ التَّأْذِيْنَ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ اَدبَرَ فَاِذَا سَكَتَ اَقْبَلَ فَلاَ يَزَالُ بِالْمَرْءِ يَقُوْلُ لَهُ اذْكُرْ مَا لَمْ يَكُن يَذْكُرُ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِذَا فَعَلَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدُ وَسَمِعَهُ اَبُوْ سَلَمَةَ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ.

১১৪২. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এমনভাবে পালাতে থাকে যে, তার বায়ু নিঃসরণের শব্দ হতে থাকে যাতে সে আযানের শব্দ না শুনতে পায়। মুয়াযযিন যখন আযান শেষ করে তখন সে আবার অগ্রসর হয়। আবার যখন তাকবীর বলা হয়, তখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করে। কিন্তু মুকাব্বির (তাকবীর উচ্চারণকারী) যখন (তাকবীর শেষ করে) চুপ হয়ে যায়, তখন সে আবারও আগমন করে। পরে নামাযরত অবস্থায় সে প্রত্যেক ব্যক্তিকে (মুসল্লীকে) যা সে স্মরণ করার নয় সে বিষয়ে বলতে থাকে, স্মরণ করো। এমনটি সে জানে না (ভুলে যায়) যে, সে কত রাকআত নামায আদায় করেছে। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, তোমাদের কারো ক্ষেত্রে যখন এরূপ ঘটবে (অর্থাৎ সে বলতে পারবে না কত রাকআত নামায আদায় করেছে) তখন সে বসে বসেই দুটি সিজদা করবে। আবু সালামা একথাটি আবু হুরাইরার কাছ থেকে শুনেছেন।

١١٤٣.عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِى قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ النَّاسُ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ رَجُلاً فَقُلْتُ بِمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَارِحَةَ فِى الْعَتَمَةِ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ فَقُلْتُ اَلَمْ تَشْهَدْهَا قَالَ بَلٰى قُلْتُ لٰكِنَّ اَنَا اَدْرِىْ قَرَأَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا.

১১৪৩. সাঈদ মুকবিরী রা. বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা রা. বলেছেন, লোকেরা বলে যে, আবু হুরাইরা রা. অনেক বেশী সংখ্যায় হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং আমি (আবু হুরাইরা) এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, গত রাতে এশার নামাযে রসূলুল্লাহ স. কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করেছেন ? সে বললো, আমার জানা নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলে না ? সে বললো, হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি তিনি অমুক অমুক সূরা পাঠ করেছিলেন।

অধ্যায়-২২

كِتَابُ السَّهْوِ

(সাজদাহ সুহুর বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ দু রাকআত ফরয নামায আদায় করে তাশাহ্হুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে গেলে এর জন্য সিজদায় সুহু সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١١٤٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَلَّمَ ٠

১১৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে কোনো এক নামায পড়ালেন। তিনি দু রাকআত পড়ে না বসেই (তাশাহুদ না পড়েই) উঠে পড়লে লোকেরাও তাঁর সাথে উঠে দাঁড়াল। নামায শেষ হলে আমরা তাঁর সালামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। তখন তিনি সালামের পূর্বে তাকবীর বলে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন।

١١٤٥.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ

১১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. যোহরের দু' রাকআত নামায আদায় করে না বসেই (তাশাহ্হুদ না পড়েই) দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায পূর্ণ করে তিনি দুটি সিজদা করলেন এবং তারপর সালাম ফিরালেন।

২. অনুচ্ছেদ ঃ যখন পাচ ওয়াক্ত নামায পড়া

١١٤٦.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ لَهُ اَزِيْدَ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ

১১৪৬. আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. যোহরের নামায পাঁচ রাকআত আদায় করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো নামাযে (রাকআত) কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে আবার কি? লোকেরা বললো, আপনি তো পাঁচ রাকআত আদায় করলেন। সুতরাং সালাম ফিরানোর পরেও তিনি আবার দুটি সিজদা করলেন।[১৪]

---

১৪. পূর্বের দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় সুহু সালামের পূর্বে করতে হবে আর এ হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালামের পরে করতে হবে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সিজদায় সুহু নামাযের পূর্বে বা পরে উভয়টাই বৈধ। কিন্তু উত্তম কোন্‌টা তা নিয়ে, মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে, সালামের পূর্বে উত্তম আর ইমাম আবু হানীফার মতে পরে উত্তম। ইমাম মালেক র. বলেছেন, নামাযের কোনো কিছু কম করার কারণে হলে আগে এবং বেশী করে ফেলার কারণে হলে সালামের পরে সিজদায়ে সুহু করতে হবে।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ দু' রাকআতে বা তিন রাকআতে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামাযের সিজদার মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করবে।

١١٤٧.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَقَصَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهِ اَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلّٰى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى مَا بَقِىَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هٰكَذَا فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ .

১১৪৭. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. আমাদের যোহর অথবা আসরের নামায পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। যুল-ইয়াদাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নামায কি কম করা হয়েছে? (তার কথা শুনে) নবী স. তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, সে যা বলছে তা সত্য কি না? সবাই বললো, হ্যাঁ, (সে সত্যই বলছে)। সুতরাং তিনি আরো দু' রাকআত নামায আদায় করলেন এবং দুটি সিজদা করলেন। সা'দ রা. বর্ণনা করেছেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবাইরকে মাগরিবের নামায দু' রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতে দেখেছি। এরপর তিনি কথাবার্তা বলেছেন এবং অবশিষ্ট নামায আদায় করে দুটি সিজদা দিয়েছেন এবং বলেছেন, নবী স. এরূপই করেছেন।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ যারা সিজদায়ে সুহুতে তাশাহ্হুদ পড়েনি। আনাস ও হাসান তাশাহ্হুদ না পড়েই সালাম ফিরিয়েছেন এবং বলেছেন, কাতাদাহ তাশাহ্হুদ পড়তেন না।

١١٤٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُوالْيَدَيْنِ اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ اَمْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى اثْنَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ .

১১৪৮. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দু রাকআত নামায শেষ করলে যুল ইয়াদাইন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! নামায কম বা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, না কি আপনি ভুল করেছেন? (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ স. সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, যুল-ইয়াদাইন কি ঠিকই বলছে? লোকেরা বললো, হ্যাঁ, (সে ঠিকই বলছে)। তখন রসূলুল্লাহ স. উঠে দাঁড়ালেন এবং অপর দু রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর তাকবীর বলে প্রথম সিজদার মত অথবা তদপেক্ষা দীর্ঘ সিজদা করলেন অতপর (সিজদা হতে) মাথা উঠালেন।

١١٤٩.عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِىْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِى حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

১১৪৯. সালামা ইবনে আলকামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, সিজদায়ে সুহুতে কি তাশাহ্হুদ পড়তে হবে ? জবাবে তিনি বললেন, আবু হুরাইরার হাদীসে তা উল্লেখ নেই।

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে সুহুতে তাকবীর বলা।

١١٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ اِحْدَى صَلاَتِى الْعَشِىِّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَكْثَرُ ظَنِّى الْعَصْرُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشْبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ فَهَابَا اَنْ يُّكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلٌ يَدْعُوْهُ النَّبِىُّ ﷺ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالَ بَلٰى قَدْ نَسِيْتَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ·

১১৫০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সন্ধ্যাকালীন দুটি নামাযের একটি আদায় করলেন। মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, আমার দৃঢ় ধারণা যে, তা ছিল আসরের নামায। তিনি দু রাকআত নামায পড়েই সালাম ফিরালেন এবং মসজিদের সম্মুখের দিকে যে কাষ্ঠখণ্ড ছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে সেটির ওপর নিজের হাত রাখলেন। আবু বকর ও উমর সেখানে ছিলেন। তাঁরা উভয়েই তাঁর [নবী স.] সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাড়াহুড়াকারী লোকগুলো দ্রুত বেরিয়ে পড়ে বলা শুরু করলো, নামায কি সংক্ষিপ্ত হয়েছে ? কিন্তু এক ব্যক্তি—যাকে নবী স. যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন—বললো, (হে আল্লাহর রসূল) আপনি ভুল করলেন, না কি নামাযই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ? তিনি [নবী স.] বললেন, আমি ভুল করিনি কিংবা নামাযও সংক্ষিপ্ত করা হয়নি। তিনি (যুল-ইয়াদাইন) বললেন, হ্যাঁ, আপনি ভুল করেছেন। তাই তিনি [নবী স. পুনরায়] দু রাকআত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মতো অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে আবার তাকবীর বললেন ও মাথা মাটিতে স্থাপন করলেন এবং তাকবীর বলে পূর্বের মত অথবা তার চেয়ে দীর্ঘতর সিজদা করলেন। এরপর মাথা উঠিয়ে তাকবীর বললেন।

١١٥١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْاَسْدِىِّ حَلِيْفِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِىْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ فَلَمَّا اَتَمَّ صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَبَّرَ فِىْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ كَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوْسِ ·

১১৫১. আবদুল্লাহ্ ইবনে বুহাইনা আসদী রা.—যিনি বনী আবদুল মুত্তালিব গোত্রের মিত্র—থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ্ স. যোহরের নামাযে (দু রাকআত আদায় করে বৈঠক না করেই) দাঁড়িয়ে গেলেন অথচ তখন ছিল তাঁর বৈঠকের সময়। পরে তিনি নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুল করে পরিত্যাগ করা বৈঠকের পরিবর্তে বসে বসেই দুটি সিজদা করলেন এবং প্রতিটি সিজদাতেই তাকবীর বললেন। আর লোকেরাও (মুসল্লীগণ) তাঁর সাথে সাথে সিজদা করলো।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ কয় রাকআত নামায আদায় করা হলো তা যদি মনে না থাকে তাহলে বসে বসেই দুটি সিজদা করবে।

١١٥٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلاَةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ الْاَذَانَ فَاِذَا قُضِىَ الْاَذَانُ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اِنْ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا لَمْ يَدْرِ اَحَدُكُمْ كَمْ صَلّٰى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৫২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, যখন নামাযের আহ্বান জানানো হয় (আযান দেয়া হয়) তখন শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এমনভাবে পালাতে থাকে যে, তার বায়ু নিঃসরণের শব্দ হতে থাকে, যাতে সে আযানের আওয়ায শুনতে না পায়। আযান যখন শেষ হয় তখন সে ফিরে আসে। যখন আবার ইকামত বলা হয়, তখনও সে পালিয়ে যায় আর ইকামত শেষ হলে ফিরে এসে মানুষের (নামাযরত লোকদের) মনে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করতে থাকে। যা সাধারণত স্মরণ হওয়ার নয় সে সম্পর্কে সে বলে অমুক অমুক জিনিস স্মরণ করো। শেষ পর্যন্ত মানুষটি এমন হয়ে যায় যে, সে কয় রাকআত নামায পড়েছে তা আর মনে করতে পারে না। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে বসে বসেই দুটি সিজদা (সিজদায়ে সুহু) করে নেবে।

৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফরয ও নফল নামাযে সিজদায়ে সুহু। ইবনে আব্বাস রা. বিতরের পরে দুটি সিজদা করেছিলেন।

١١٥٣.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

১১৫৩. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার কাছে এসে তার মনে নানা প্রকার সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে। যার ফলে সে ব্যক্তি মনে রাখতে পারে না যে, কয় রাকআত নামায সে পড়েছে। তোমাদের কেউ যখন এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন সে বসে বসেই দুটি সিজদা (সিজদায়ে সুহু) করবে।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সাথে কেউ কথা বললে সে (নামাযরত ব্যক্তি) তার কথা শুনে যদি ইশারা করে। (অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তি যদি ইশারা করে জানায় যে, সে নামাযরত আছে, তবে তার হুকুম কি)।

١١٥٤ عَنْ كُرَيْبٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ ابْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُلْ لَهَا اِنَّ اَخْبَرْنَا اِنَّكِ تُصَلِّيْنَهِمَا وَقَدْ بَلَغْنَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ اَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا فَقَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهِ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا حِيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ بِجَنْبِهِ قُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ سَمِعْتُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِى عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ اَبِى اُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَاِنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ·

১১৫৪. কুরাইব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আযহার তাঁকে আয়েশা রা.-এর কাছে একথা বলে পাঠালেন যে, তাঁকে গিয়ে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সালাম বলবে এবং আসরের নামাযের পরের দু রাকআত নামায সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে। তাঁকে একথাও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, উক্ত দু' রাকআত নামায আপনিও আদায় করে থাকেন অথচ আমরা জানি যে, নবী স. তা পড়তে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে আব্বাস বলেন, ঐ দু' রাকআত নামায পড়ার কারণে আমি উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে হয়ে লোকদেরকে পিটুনি দিতাম। কুরাইব বলেছেন, আমি আয়েশা রা.-এর কাছে গিয়ে তাঁরা (ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আযহার) যে কথা বলে আমাকে পাঠিয়েছিলেন তা তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলাম (বললাম)। আয়েশা রা. বললেন, (এ ব্যাপারে) উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করো। (কুরাইব বলেন,) আমি সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁদেরকে (ইবনে আব্বাস, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং আবদুর রহমান ইবনে আযহার) আয়েশার কথাগুলো জানালাম। তাঁরা আবার আমাকে আয়েশার কাছে যে কথা বলে

পাঠিয়েছিলেন অনুরূপ কথা বলে উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। (সব কথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন, ঐ নামায পড়তে আমি নবী স.-কে নিষেধ করতে শুনেছি, অবশ্য পরে তাঁকে আবার আসরের নামায পড়ার সময় পড়তেও দেখেছি। এরপর তিনি [নবী স.] আমার কাছে আগমন করলেন। সেই সময় আমার কাছে আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমি তাঁর কাছে একজন দাসীকে পাঠিয়ে তাকে বলে দিলাম তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে, হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সালামা আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, এ দু' রাকআত নামায পড়তে আপনি নিষেধ করে থাকেন অথচ দেখছি আপনি নিজেই তা আদায় করছেন ? (একথা বলার পর) যদি তিনি হাতের ইশারা করেন তাহলে তাঁর কাছ থেকে পিছিয়ে এসো। দাসী অনুরূপ করলে তিনি [নবী স.] হাত দিয়ে ইশারা করলেন। তাই দাসী পিছু হটে আসলো। নামায শেষে ফিরে এসে তিনি [নবী স.] বললেন, হে আবু উমাইয়ার কন্যা ! আসরের পরের দু রাকআত নামায সম্বন্ধে তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ। ব্যাপার হলো এই যে, আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক (আমার কাছে) এসে যোহরের পরের দু রাকআত নামায থেকে আমাকে ব্যস্ত করে রেখেছিল। (অর্থাৎ যোহরের ফরযের পরের দু রাকআত নামায তাদের সাথে ব্যস্ত থাকার কারণে আমি পড়তে পারিনি)। এ দু রাকআত (যা আমি এখন আদায় করলাম) হলো সেই দু রাকআত (যোহরের পরিত্যক্ত দু রাকআত)।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় ইশারা করা। কুরাইব উম্মে সালামার মাধ্যমে নবী স. থেকে এ বিষয় (হাদীস) বর্ণনা করেছেন।

١١٥٥.عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ اِلَى اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلٌ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِيْ فِي الصُّفُوْفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِيْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ اِلْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُهُ اَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ اَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ اِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ

سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلاَّ الْتَفَتَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُصَلِّىَ لِلنَّاسِ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১১৫৫. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. জানতে পারলেন যে, বনী আমের ইবনে আওফের মধ্যে কিছু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর সাহাবীদের কিছুসংখ্যক লোক সাথে নিয়ে তিনি তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য গেলেন। সেখানে তিনি আটকে পড়লেন (ব্যস্ত হয়ে পড়লেন)। এমতবস্থায় নামাযের সময় উপস্থিত হলে বিলাল আবু বকর রা.-এর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর ! রসূলুল্লাহ স. তো (ব্যস্ততায়) আটকে পড়েছেন। আর এদিকে নামাযের সময়ও তো হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের জন্য নামাযে ইমামতী করতে পারেন ? তিনি (আবু বকর) বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি চাও (তবে পারি)। সুতরাং বিলাল নামাযের জন্য ইকামত বললেন, আর আবু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে (ইমাম হয়ে) তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমা) বলে নামায শুরু করলেন। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ স. আগমন করলেন এবং কাতার ডিঙিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত (প্রথম) কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা তখন তালি বাজাতে শুরু করলো। (সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন,) আবু বকর নামাযের সময় কোনো দিকে তাকাতেন না। কিন্তু লোকেরা অধিকমাত্রায় তালি বাজাতে থাকলে তিনি তাকালেন এবং তাকিয়েই রসূলুল্লাহ স.-কে দেখতে পেলেন। রসূলুল্লাহ স. তখন তাকে ইশারা করে নামায পড়তে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আবু বকর দু হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং উল্টা হেঁটে পেছনের কাতারে এসে দাঁড়ালেন। তাই রসূলুল্লাহ স. অগ্রসর হয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ঘুরে বললেন, হে লোকেরা ! কি ব্যাপার, নামাযরত অবস্থায় কোনো কিছু ঘটলে তোমরা তালি বাজাতে শুরু করো কেন ? তালি বাজানোর বিধান তো নারীদের জন্য। কারো নামাযে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে তাকে সুবহানাল্লাহ্ ! (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলা উচিত। কেননা, কেউ যখন সুবহানাল্লাহ্ বলে তখন যে ব্যক্তিই তা শোনে না কেন, তাকিয়ে বা লক্ষ্য না করে পারে না। (এরপর তিনি আবু বকরের দিকে চেয়ে বললেন,) হে আবু বকর! আমি নামায পড়ার জন্য ইশারা করার পরও তোমার নামায পড়াতে কি বাধা ছিল ? জবাবে আবু বকর বললেন, আল্লাহর রসূলের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্রের জন্য নামায পড়ানো সাজে না।

١١٥٦. عَنْ اَسْمَاءَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَهِىَ تُصَلِّى قَائِمَةً وَالنَّاسُ قِيَامٌ فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاسِ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا اَىْ نَعَمْ .

১১৫৬. আসমা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন, আর লোকজন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ! লোকজন এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন ? জবাবে

তিনি মাথা দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি বললাম, কোনো নিদর্শন ? তিনি (আবারও) মাথা দ্বারা ইশারা করলেন অর্থাৎ বললেন, হ্যাঁ।

١١٥٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَ هُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا.

১১৫৭. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, পীড়িত অবস্থায় রসূলুল্লাহ স. নিজের ঘরে বসে বসে নামায আদায় করলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলো। তাই তিনি তাদেরকে ইশারা করে বসতে বললেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, তাঁর অনুসরণ করা হবে। অতএব ইমাম যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে এবং ইমাম যখন মাথা উঠাবে তখন তোমরাও মাথা উঠাও।

❐

অধ্যায়-২৩

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

(জানাযার বর্ণনা)

১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা সংক্রান্ত যাকিছু বর্ণিত হয়েছে এবং যে ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য হবে "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্" ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কি জান্নাতের চাবি নয় ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে দাঁতবিহীন কোনো চাবিই হয় না, কাজেই যদি তুমি দাঁত বিশিষ্ট চাবি ব্যবহার কর, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত খোলা হবে, অন্যথায় নয়।

١١٥٨.عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِىْ اٰتٍ مِنْ رَبِّى فَاَخْبَرَنِىْ اَوْ قَالَ بَشَّرَنِىْ اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِن اُمَّتِىْ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ ·

১১৫৮. আবু যার গিফারী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমার রবের কাছ থেকে জনৈক আগমনকারী (হযরত জিবরাঈল) এসে আমাকে এ খবর দিয়েছেন, অথবা তিনি বলেছেন, এ সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে জ্বিনা করে এবং যদি চুরি করে থাকে তবুও ? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে জ্বিনা করে থাকে এবং যদিও সে চুরি করে থাকে।[১]

١١٥٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ اَنَا مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ·

১১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে মৃত্যুবরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি (বর্ণনাকারী) বলছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পিছনে পিছনে চলা।

١١٦٠.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَرَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّىِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ ·

১: কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ অথবা ক্ষমা লাভের পরই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

১১৬০. বারাআ ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জানাযার পিছনে চলতে, রোগীর সেবা করতে, আহ্বানকারীর[২] আহ্বানের জবাব দিতে, মযলুমের সাহায্য করতে, শপথ পূর্ণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং হাঁচি[৩] প্রদানকারীর জন্য দোআ করার আদেশ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রূপার পাত্র, সোনার আংটি, রেশম জাতীয় পোশাক, গুটি পোকার আঁশে তৈরী কাপড়, কস মিশ্রিত পোশাক ও তসর বা তসরে সেলাইকৃত পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

١١٦١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ ·

১১৬১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের পাঁচটি হক রয়েছে, যথা—সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুগমন করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচি দাতার আল "হামদুলিল্লাহ"র জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা।

৩. অনুচ্ছেদ ঃ কাফন পরানোর পর মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

١١٦٢.عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتّٰى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكٰى فَقَالَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ لاَ يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَقَالَ اجْلِسْ فَاَبٰى فَتَشَهَّدَ اَبُوْ بَكْرٍ فَمَالَ اِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوْا عُمَرَ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ حَىٌّ لاَيَمُوْتُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ..... اِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوْا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ حَتّٰى تَلاَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يَسْمَعُ بَشَرٌ اِلاَّ يَتْلُوْهَا ·

---

২. আহ্বানকারীর আহ্বান অর্থ সৎকাজ অথবা গোনাহ হবে না এমন কাজের দিকে আহ্বান বুঝায়।

৩. হাঁচি প্রদানকারীর জন্য দোআর অর্থ হচ্ছে তা "আলহামদু লিল্লাহ্" বলার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলা। এ রেওয়ায়াতে নিষিদ্ধ সপ্তম বস্তুটি বাদ পড়েছে, তা হচ্ছে রেশমী গদি, যা সওয়ারীর পিঠে রাখা হয়।

১১৬২. নবী স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. তার 'সুনাহ' নামক স্থানের বাড়ী থেকে ফিরে আসার পর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সোজা মসজিদে প্রবেশ করলেন, কারো সাথে কথা বললেন না। পরে আয়েশার কাছে এসে নবী স.-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি [নবী স.] নকশাবিহীন একখানা সাদা চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন। অতপর নবী স.-এর মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ঝুঁকে চুমু খেলেন, তারপর কাঁদলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, আল্লাহ দু মৃত্যু আপনার মধ্যে একত্রিত করবেন না, অবশ্য যে মৃত্যু আল্লাহ আপনার জন্য নির্ধারিত রেখেছিলেন তা আপনি বরণ করেছেন। আবু সালামা বলেন, ইবনে আব্বাস রা. আমাকে একথাও বলেছেন যে, আবু বকর রা. বের হয়ে দেখলেন, উমর রা. লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আবু বকর রা. তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। কিন্তু উমর রা. সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি পুনরায় বললেন, আপনি বসে পড়ুন। এবারও তিনি বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবার আবু বকর রা. কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন। জনতা উমরকে ছেড়ে তাঁর দিকে ধাবিত হলো। তিনি বললেন, (শোন) তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ স.-এর ইবাদাত করতে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও যে, মুহাম্মদ স. সত্য সত্যই ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত করছো তারাও সুনিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হও যে, মহান আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরবেন না।"-(আল কুরআনে) আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন ঃ "মুহাম্মাদ স. একজন রসূল ভিন্ন অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বেও বহুসংখ্যক নবী অতিবাহিত হয়ে গেছেন।" তিনি আয়াতটি الشاكرين পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আল্লাহর শপথ, এ আয়াতটি শোনার পর লোকদের মনে হচ্ছিল যেন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেছেন এর পূর্বে কারো জানা ছিল না, আর আবু বকর রা. আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর উপস্থিত সবাই তাঁর কাছ থেকে তা শিখে নিল। শুধু এতটুকু নয়, যে ব্যক্তি তা শুনেছে সে তৎক্ষণাৎ তা তেলাওয়াত করেছে।

١١٦٣. اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اُقْتُسِمَ الْمُهَاجِرُونَ قُرْعَةً فَطَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ فَأَنْزَلْنَاهُ فِيْ اَبْيَاتِنَا فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي اَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ بِاَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ وَاَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا ·

১১৬৩. উম্মুল আ'লা নাম্নী আনসারদের জনৈক মহিলা যিনি রসূল স.-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তিনি বলেন, [রসূল স.] মুহাজিরগণকে যখন লটারীর মাধ্যমে মদীনার আনসারদের মধ্যে (পুনর্বাসনের জন্য) ভাগ করছিলেন, তখন উসমান ইবনে মাযউন পড়েন আমাদের অংশে। আমরা তাঁকে আমাদের গৃহে স্থান দিলাম। পরে তিনি রোগাক্রান্ত

হলেন এবং সে রোগে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পর তাঁকে গোসল দিয়ে কাফনের কাপড় পরানো হলো, এমন সময় রসূলুল্লাহ স. আসলেন। (বর্ণনাকারিণী বলেন) আমি বললাম, হে আবু সায়েব ! (উসমানের উপাধি) তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মুল আ'লা ! তুমি একথা কেমন করে জানলে ? উত্তরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক, (যদি তিনি সম্মানিত না হয়ে থাকেন) তাহলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন ? তিনি [রসূলুল্লাহ স.] বললেন, একথা নিশ্চিত যে, তার মৃত্যু হয়ে গেছে, আল্লাহর শপথ! আমি কেবল মাত্র তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! আমিও জানি না আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, অথচ আমি আল্লাহর রসূল। উম্মুল আ'লা বলেন, আল্লাহর শপথ! এরপর থেকে আমি আর কখনো কারোর নিষ্পাপ ও পবিত্রাত্মা হবার কথা ঘোষণা করিনি।

١١٦٤.عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قُتِلَ اَبِىْ جَعَلْتُ اَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ اَبْكِىْ وَيَنْهَوْنِىْ عَنْهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ لاَيَنْهَانِىْ فَجَعَلَتْ عَمَّتِىْ فَاطِمَةُ تَبْكِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَبْكِيْنَ اَوْ لاَ تَبْكِيْنَ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ.

১১৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (ওহুদের যুদ্ধে) শহীদ হলে আমি তাঁর মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে কাঁদতে লাগলাম। লোকেরা আমাকে (কাঁদতে) নিষেধ করছিল, অথচ নবী স. আমাকে নিষেধ করেননি। অতপর ফুফু ফাতেমা কাঁদতে থাকলে নবী স. বললেন, তোমরা কাঁদ আর না-ই কাঁদ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাকে সরাবে না ততক্ষণ ফেরেশতা তাদের পাখা দ্বারা তাকে ছায়া করতে থাকবে।

৪. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের পরিজনের কাছে মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা।

١١٦٥.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

১১৬৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন নাজ্জাশীর[৪] মৃত্যু হয়, সেদিন রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু সংবাদ লোকদের মধ্যে ঘোষণা করেন।[৫] তিনি নামাযের স্থানে লোকদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন। (অর্থাৎ জানাযার নামায আদায় করলেন)।

١١٦٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَاِنَّ عَيْنَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ ـ

৪. 'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার রাজার উপাধি। তার নাম ছিল 'আসহামস'। হানাফী মাযহাব মতে গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয নয়। নাজ্জাশীর মৃত্যু নাসারার দেশে মুসলমান অবস্থায় হয়েছিল। সুতরাং বিশেষ কারণে, বিশেষ ব্যবস্থায় তা পড়া হয়েছে।

৫. মুসলমান পরস্পর ভাই, সুতরাং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অনুযায়ী মুসলমানরা নাজ্জাশীর পরিজন।

১১৬৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, 'যায়েদ; পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। তারপর 'জাফর' পতাকা হাতে নিয়েছে, সে শহীদ হয়েছে। অতপর 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা' পতাকা তুলে ধরেছে, সেও শহীদ হয়েছে। (বর্ণনাকারী বলেন,) এ সময় রসূলুল্লাহর দু চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে নেতৃত্বের অন্য কোনো পূর্ব নির্দেশ না থাকায় 'খালিদ ইবনে ওয়ালীদ' পতাকা হাতে নিয়েছে এবং তার দ্বারাই বিজয় সূচিত হয়েছে।[৬]

৫. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান মারা গেলে সে জন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী স. (অভিযোগের সূরে) বলেন, তোমরা আমাকে কেন খবর দাওনি ?

١١٦٧.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ انْسَانٌ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ فَمَاتَ بِاللَّيْلِ فَدَفَنُوْهُ لَيْلاً فَلَمَّا اَصْبَحَ اَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَامَنَعَكُمْ اَنْ تُعْلِمُوْنِىْ قَالُوْا كَانَ اللَّيْلُ فَكَرِهْنَا وَكَانَ ظُلْمَةٌ اَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ فَاَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ ·

১১৬৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে এমন এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, সবসময় রসূলুল্লাহ স. যার খোঁজ-খবর নিতেন। লোকেরা রাতেই তাকে দাফন করেছিল। পরদিন সকালে রসূলুল্লাহ স.-কে সে সংবাদ জানালে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাকে তখনি জানাওনি কেন ? উত্তরে তারা বললো, রাতের কারণে আমরা আপনাকে সংবাদ দেয়া পসন্দ করিনি। বিশেষ করে অন্ধকার রাতে আপনাকে কষ্ট দেয়া আমাদের পসন্দ হয়নি। অতপর তিনি সে ব্যক্তির কবরের পাশে এসে দোআ করলেন।

৬. অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান মারা গেলে সেজন্য ধৈর্যধারণ করার ফযীলত। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এবং ধৈর্যধারণকারীদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।

١١٦٨.عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلاَثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ ·

১১৬৮. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে তাদের (শিশু সন্তান) প্রতি অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

١١٧٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ اَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ وَقَالَ شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبِهَانِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ـ

৬. সিরিয়া এলাকায় 'বালকা' নামক স্থানে ৮ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। নবী স. মদীনা থেকেই মুসলমানদেরকে সমর ক্ষেত্রের বিবরণ শুনাচ্ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'মুতার যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ।

১১৬৯. আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছুসংখ্যক মহিলা নবী স.-এর কাছে আবেদন করলো, আপনি আমাদের জন্য একটি দিন ধার্য করুন। নবী স. তাদের আবেদন মঞ্জুর করে একদিন তাদেরকে নসীহত করলেন। তিনি বললেন, যে নারীর তিনটি সন্তান মারা যায় তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হয়ে দাঁড়াবে। জনৈক মহিলা প্রশ্ন করলো, যদি দুটি সন্তান মারা যায়? উত্তরে নবী স. বললেন, হ্যাঁ, দু'টিও।

ইমাম বুখারী র. বলেন, 'শুরাইক' নামক একজন বর্ণনাকারী ইবনে আসবিহানী থেকে বর্ণনা করেন যে, আবু ছালেহ আমাকে আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা হতে এবং তারা উভয়ে নবী স. থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। অবশ্য আবু হুরাইরার বর্ণনায় 'যে সমস্ত সন্তান অপ্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে'। কিন্তু আবু সাঈদের বর্ণনায় সে বাক্যটির উল্লেখ নেই।[৭]

١١٧٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَيَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ اِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا ·

১১৭০. আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ব্যক্তি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে, এমন হতে পারে না। তবে কেবলমাত্র শপথ রক্ষার্থে (জাহান্নামে যাবে)।[৮] হযরত আবু আবদুল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের আগুনে প্রবেশ না করে গত্যন্তর নেই।"

৭. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে কোনো ব্যক্তির, কোনো নারীকে সবর করার নসীহত করা।

١١٧١.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِىَ تَبْكِىْ فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ ·

১১৭১. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী স. এমন এক নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে কবরের পাশে কাঁদছিল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সবর কর।

৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতকে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে গোসল ও অযু করানো। ইবনে উমর রা. সাঈদ ইবনে যায়েদের মৃত পুত্রকে খোশবু লাগিয়েছেন, তাকে বহন করেছেন এবং জানাযা পড়েছেন। (এরপরে) অযু করেননি। ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, মুসলমান জীবিত ও মৃত কোনো অবস্থায়ই অপবিত্র হয় না। সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস রা. বলেন, যদি মৃত দেহ নাপাক হতো তাহলে আমি তাকে স্পর্শ করতাম না। নবী স. বলেছেন, মুমিন নাপাক হয় না।

١١٧٢.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ

৭. উভয় বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যে শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে এ স্থানে ইমাম বুখারী র. কেবল তা-ই প্রকাশ করেছেন।

৮. কুরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ مِنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا "শপথ, তোমাদের প্রত্যেকের অগ্নিতে প্রবেশ না করে গত্যন্তর নেই।" অর্থাৎ প্রত্যেককে 'পুলসিরাত' পার হতেই হবে এবং তা রয়েছে জাহান্নামের ওপরে। সুতরাং প্রত্যেক জান্নাতবাসীকে অন্ততঃ একবার সে শপথ রক্ষার্থে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে।

وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِى فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ تَعْنِىْ اِزَارَهُ.

১১৭২. আনসার মহিলা উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নবের) ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে তিনবার, অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও। শেষবারে কর্পূর অথবা কর্পূর জাতীয় অন্য কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এসব শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে জানালে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদেরকে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

৯. অনুচ্ছেদ ঃ বেজোড় সংখ্যায় গোসল দেয়া মুস্তাহাব।

١١٧٣.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِى فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقٰى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ فَقَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ بِمِثْلِ حَدِيْثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِىْ حَدِيْثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيْهِ ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْسَبْعًا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّهُ قَالَ ابْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيْهِ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَ وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ.

১১৭৩. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে কুলপাতা সিক্ত পানি দ্বারা তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবার তাতে কর্পূর মিশাও এবং এসব কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) সবশেষ করে আমরা তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

বর্ণনাকারী আইয়ুব রা. বলেন, হাফসা বিনতে সীরীনও আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের বর্ণনানুযায়ী রেওয়ায়াত করেছেন, অবশ্য হাফসার রেওয়ায়াতে বে-জোড় সংখ্যায় তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার গোসল দেয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে একথারও উল্লেখ আছে যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা তার ডানদিক থেকে আরম্ভ কর এবং অযুর স্থানগুলো সর্বাগ্রে ধুয়ে নাও। সেখানে একথাও আছে যে, উম্মে আতিয়া রা. বলেন, আমরা তার চুলগুলো আঁচড়ে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গোসল ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে।

١١٧٤.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غُسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.

১১৭৪. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ্ স. তাঁর কন্যার গোসল দেয়ার ব্যাপারে বলেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর অঙ্গসমূহ থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১১. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের অযুর স্থানগুলো প্রথমে ধুয়ে দেয়া।

١١٧٥. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا غَسَّلْنَا بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا اِبْدَؤُا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ ·

১১৭৫. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা নবী স.-এর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার ডান দিক হতে এবং অযুর স্থানগুলো থেকে গোসল দেয়া আরম্ভ কর।

১২. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের তহবন্দ দিয়ে নারীকে কাফন দেয়া যাবে কি ?

١١٧٦.عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَ تُوُفِّيَ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ اِزَارَهُ وَقَالَ اشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ ·

১১৭৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কন্যা (যয়নব) ইন্তেকাল করলে তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল করাও এবং তোমাদের কাজ শেষ হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা গোসলের কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের তহবন্দ খুলে দিয়ে বললেন, এটা তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও।

১৩. অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের শেষবারে কর্পূর মিশানো।

١١٧٧. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِن ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِيْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِنَحْوِهِ وَقَالَتْ اَنَّهُ قَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ ·

১১৭৭. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা পানি ও কুলপাতা দিয়ে একে তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পূর অথবা কর্পূর জাতীয় কোনো খোশবু তাতে মিশাও। এ কাজ শেষ হলে আমাকে খবর দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে খবর দিলে তিনি নিজের

তহবন্দ আমাদের দিকে ছুঁড়ে বললেন, এটাকে তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। আইয়ুব হাফসাহ হতে এবং তিনি উম্মে আতিয়া হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য উক্ত রেওয়ায়াতে একথাও আছে যে, (বর্ণনাকারিণী বলেন,) রসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে তিনবার, পাঁচবার, সাতবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাফসা বলেন, উম্মে আতিয়া একথাও বলেছেন যে, আমরা তার চুলগুলোকে তিনটি গোছায় ভাগ করে দিয়েছিলাম।

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের চুল খুলে দেয়া। ইবনে সীরীন র. বলেছেন, নারীদের চুল খুলে দেয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই।

١١٧٨.عَنْ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيْرِيْنَ قَالَتْ حَدَّثَتْنَا اُمُّ عَطِيَّةَ اَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ ·

১১৭৮. হাফসা বিনতে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তারা (মহিলারা) নবী স.-এর দুহিতার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা প্রথমে তার চুল খুলে দিয়েছি, অতপর তা ধুয়ে ফেলে তিনটি গোছায় বিভক্ত করে দিয়েছি।

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের গায়ে কিভাবে কাপড় জড়ানো হবে ? এ প্রসংগে হাসান বসরী র. বলেছেন, ভেতরের পঞ্চম কাপড়খানা দিয়ে জামার নীচে উরু ও নিতম্বদ্বয়কে শক্ত করে বাঁধতে হবে।

١١٧٩.عَنِ ابْنَ سِيْرِيْنَ يَقُوْلُ جَاءَتْ اُمِّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِّنَ الاَنْصَارِ مِنَ اللَّاتِىْ بَايَعْنَ النَّبِىَّ ﷺ قَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ اِبْنًا لَهَا فَلَمْ تُدْرِكْهُ فَحَدَّثَتْنَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اِبْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الاٰخِرَةِ كَافُوْرًا فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ اَشْعِرْنَهَا اِيَّاهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ وَلاَ اَدْرِىْ اَىْ بَنَاتِهِ وَزَعَمَ اَنَّ الاَشْعَارَ اَلْفُفْنَهَا فِيْهِ وَكَذٰلِكَ كَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَاْمُرُ بِالْمَرْأَةِ اَنْ تُشْعَرَ وَلاَ تُؤْزَرَ·

১১৭৯. ইবনে সীরীন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার রমণী উম্মে আতিয়া তার এক পুত্রের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বসরায় আসেন, কিন্তু কোনো কারণে তিনি পুত্রের দেখা পাননি। তিনি হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, নবী স. যখন আমাদের কাছে আসলেন, তখন আমরা তাঁর কন্যাকে গোসল দিচ্ছিলাম। তিনি আদেশ করলেন, তোমরা কুলপাতা সিক্ত পানি দ্বারা তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার তাকে গোসল দাও এবং শেষবারে তাতে কর্পুর মিশাও আর এ কাজ সম্পন্ন হলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা এ কাজ সম্পন্ন করলে তিনি আমাদের দিকে নিজের ইযার (তহবন্দ) নিক্ষেপ করে বললেন, এটা

তার গায়ের সাথে জড়িয়ে দাও। বর্ণনায় এর অধিক আর কোনো কথা নেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই ইনি রসূলুল্লাহর কোন্ কন্যা ছিলেন। তিনি এ ধারণাও করেন যে, মেয়েরা উক্ত ইযারখানা কাফনের ভেতর তার গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিল। ইবনে সীরীন অনুরূপভাবে মেয়েদের গায়ের সাথে কাপড় জড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিতেন, কেবলমাত্র চাদর আবৃত করা যথেষ্ট মনে করতেন না।[৯]

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের চুলগুলো কি তিন গোছায় ভাগ করা হবে ?

١١٨٠.عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ ضَفَرْنَا شَعَرَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِىْ ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَقَالَ وَكِيْعٌ قَالَ سُفْيَانُ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ·

১১৮০. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর কন্যার চুলগুলোকে গুচ্ছাবদ্ধ করেছিলাম, অর্থাৎ তিনটি গোছায় ভাগ করেছিলাম। ওয়াকী সুফিয়ান থেকে রেওয়ায়াত করে বলেছেন, কপালের চুল নিয়ে এক গোছা এবং মাথার দু পাশের চুল নিয়ে দু গোছা (এভাবে তিন গোছা) করেছিলাম।

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোকের চুলগুলো তিন গোছায় বিভক্ত করে পেছনের দিকে ছেড়ে দেয়া হবে।

١١٨١. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تُوُفِّيَتْ اِحْدٰى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَانَاالنَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وِتْرًا ثَلاَثًا اَوْ خَمْسًا اَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اِنْ رَأَيْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِى الْاٰخِرَةِ كَافُوْرًا اَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ فَاِذَا فَرَغْتُنَّ فَاٰذِنَّنِىْ فَلَمَّا فَرَغْنَا اٰذَنَّاهُ فَاَلْقَى اِلَيْنَا حِقْوَهُ فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ وَاَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا ـ

১১৮১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-এর কোনো এক কন্যার ইন্তেকাল হলে, তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা একে পানি ও কুলপাতা দ্বারা বেজোড় সংখ্যায় তিনবার, পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধে আরো অধিকবার গোসল দাও এবং শেষবারে কর্পূর অথবা কর্পূর জাতীয় খোশবু লাগাও। তোমরা এসব কাজ সমাপ্ত করলে আমাকে সংবাদ দাও। (বর্ণনাকারিণী বলেন,) আমরা কাজ শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি নিজের ইযার (লুঙ্গী) আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অতপর আমরা তার চুলগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম।[১০]

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনের জন্য সাদা কাপড়।

١١٨٢.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ ·

১১৮২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে ইয়ামন দেশীয় তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

---

৯. কাফনে মেয়েদের পাঁচটি এবং পুরুষের তিনটি কাপড় হওয়াই সুন্নাত।

১০. হানাফী মাযহাব মতে, মেয়েদের চুল দু ভাগ করে বুকের ওপর দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে এবং উল্লেখিত হাদীসের জবাবে বলা যায়, তা হাদীস বর্ণনাকারিণী উম্মে আতিয়ার কথা ও কাজ।

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কাফনে দু কাপড়ও যথেষ্ট।

١١٨٣.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৩. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক ব্যক্তি আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল। অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল (অর্থাৎ সে মারা গেল)। অতপর নবী স. বললেন, কুলপাতা সিক্ত পানি দিয়ে তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) কাপড় দুটি দিয়েই কাফন দাও। কিন্তু (তার গোসলে অথবা কাফনে) কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা সে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' পাঠ করা অবস্থায় উঠবে।[১১]

২০. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের দেহে খোশবু লাগানো।

١١٨٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاَقْصَتْهُ اَوْ قَالَ فَوَقَصَتْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেল। সওয়ারী তার ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল অথবা আপনা আপনিই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ সে মারা গেল)। রসূলুল্লাহ স. বললেন, পানি এবং কুলপাতা দিয়ে তোমরা তাকে গোসল দাও এবং (পরিহিত) দু কাপড়ে তাকে কাফন দাও। তার গায়ে কোনো প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথাও আবৃত করবে না। কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়াহ' পাঠ করা অবস্থায় উঠাবেন।

২১. অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিমকে কিভাবে কাফন দেয়া হবে ?

١١٨٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلاً وَقَصَهُ بَعِيْرُهُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُمَسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১১৮৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির উট তাকে নীচে নিক্ষেপ করে পদদলিত করে। সে সময় আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সেখানে ছিলাম। সে ব্যক্তি ছিল 'মুহরিম'। নবী স. বললেন, তাকে পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও এবং (পরিহিত)

১১. ইহরাম অবস্থায় হাজীগণ যে নির্দিষ্ট দোআ উচ্চারণ করেন তাকে 'তালবিয়াহ' বলা হয়।

কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও। কিন্তু কোনো প্রকারের সুগন্ধি তাকে স্পর্শ করাবে না। তার মাথাও (কাপড় দ্বারা) আবৃত করবে না ; কেননা আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন 'তালবিয়া' উচ্চারণরত অবস্থায় উঠাবেন।

١١٨٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ اَيُّوْبُ فَوَقَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَاَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا قَالَ اَيُّوْبُ يُلَبِّيْ وَقَالَ عَمْرٌو مُلَبِّيًا .

১১৮৬. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী স.-এর সাথে আরাফাতে উপস্থিত ছিল। সে তার সওয়ারীর ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। (জনৈক বর্ণনাকারী) আইয়ুব বলেন, সওয়ারী তাকে পদদলিত করেছিল। অপরদিকে (অন্য এক বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আপনা আপনি পড়েই তার ঘাড় মুচড়ে গিয়েছিল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. বললেন, পানি ও কুলপাতা সহকারে তাকে গোসল দাও এবং তার কাপড় দুটির সাহায্যে তাকে কাফন পরাও, কিন্তু তার গায়ে খোশবু লাগাবে না। কেননা তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে। আইয়ুব বলেন, সে তালবিয়াহ পড়তে থাকবে এবং আমর বলেন, সে তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় উঠবে।

২২. অনুচ্ছেদ ঃ সেলাইকৃত বা সেলাইবিহীন জামায় কাফন দেয়া এবং যে ব্যক্তিকে জামা ছাড়াই কাফন দেয়া হয়েছে।

١١٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ ابْنُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ فَقَالَ اٰذِنِّيْ اُصَلِّيْ عَلَيْهِ فَاٰذَنَهُ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ نَهَاكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ اَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ قَالَ : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ : فَصَلَّى عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ.

১১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু হলে তার পুত্র নবী স.-এর খেদমতে এসে আবেদন জানাল, আপনার পিরহানটি (জামা) দান করুন, এতেই তাকে কাফন দেব এবং আপনি তার জানাযা পড়াবেন ও তার জন্য মাগফিরাত চাইবেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী স. তাকে নিজের পিরহানটি দান করলেন এবং বললেন, আমাকে সংবাদ দিলে আমি তার জানাযা পড়বো। অতপর নবী স.-কে খবর দিলে তিনি জানাযা পড়তে উদ্যত হলেন। এমন সময় উমর রা. তাঁর জামা ধরে টেনে বললেন, মুনাফিকদের জন্য দোআ করতে আল্লাহ কি আপনাকে নিষেধ করেননি ? উত্তরে তিনি

বললেন, দোআ করা বা না করা আমার ইচ্ছাধীন (উভয় সমান)। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেছেন, "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর আর না-ই কর, যদি সত্তরবারও তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৮০ এ বলে তিনি তার জানাযা পড়লেন। তৎক্ষণাৎ আয়াত নাযিল হলো ঃ "আপনি আর কখনও তাদের কারো ওপর জানাযা পড়বেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"–সূরা আত তাওবা ঃ ৮৪

١١٨٨.عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَاَخْرَجَهُ فَنَفَثَ فِيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ.

১১৮৮. আমর ইবনে দীনার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের রা.-কে বলতে শুনেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দাফন করার পর নবী স. সেখানে এসে তাকে কবর থেকে বের করালেন এবং তার মুখে নিজের থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং নিজের জামাটিও তাকে পরিয়ে দিলেন।[১২]

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ পিরহান (জামা) ছাড়াও কাফন দেয়া যায়।

١١٨٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ سَحُوْلَ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

১১৮৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স.-কে তিন খণ্ড সাদা সুতী কাপড়ে দাফন দেয়া হয়। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

١١٩٠.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَبُوْ نُعَيْمٍ لاَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةِ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ.

১১৯০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না। (ইমাম বুখারী বলেন) আবু নুয়াঈম তার রেওয়ায়াতের মধ্যে 'তিন' শব্দটি বলেননি। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ালিদ সুফিয়ান সওরী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'তিন' শব্দটি বলেছেন।

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীবিহীন কাফন দেয়া।

١١٩١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُفِّنَ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .

---

১২. অধিকাংশের মতে, বদরের যুদ্ধবন্দী রসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আব্বাসকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা পরানো হয়েছিল, তখন আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেননি, আজ নবী স. চাচার তরফ থেকে তার প্রতিদান দিলেন।

১১৯১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স.-কে তিনটি সাদা সুতী কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে পিরহান ও পাগড়ী ছিল না।

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দাফন সম্পন্ন করতে হবে, এটিই আতা, যুহরী, আমর ইবনে দীনার ও কাতাদা র.-এর অভিমত। আমর ইবনে দীনার বলেন, মৃতের জন্য ব্যবহৃত খোশবুও সমস্ত সম্পদ থেকেই আদায় করতে হবে। ইবরাহীম নখয়ী র. বলেন, মৃতের সমস্ত সম্পদ থেকে প্রথমে কাফন অতপর ঋণ এবং সবশেষে অসিয়ত পূরণ করতে হবে। সুফিয়ান সওরী র. বলেন, মৃতের কবর এবং গোসল দেয়ার পারিশ্রমিক কাফনের অংশ।

١١٩٢.عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُتِىَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمًا بِطَعَامِهِ فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّىْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ وَقُتِلَ حَمْزَةُ اَوْ رَجُلٌ آخَرَ خَيْرٌ مِنِّىْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ اِلاَّ بُرْدَةٌ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ عُجِّلَتْ لَنَا طَيِّبَاتُنَا فِىْ حَيَاتِنَا الدُّنْيَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ.

১১৯২. সা'দ রা. তাঁর পিতা (ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান) রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের সামনে খাদ্য বস্তু হাযির করা হলে তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্য একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি। হামযা অথবা আর এক ব্যক্তিকেও শহীদ করা হয়েছে। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অথচ তাঁর কাফনের জন্যও একখানা বুরদাহ (চাদর) ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। কাজেই আমাদেরকে দুনিয়ার যিন্দেগীতেই আগে ভাগে আমাদের কর্মের প্রতিদান বা পুরস্কার দিয়ে দেয়া হয়েছে বলে আমার আশংকা হচ্ছে। অতপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যখন একখানা কাপড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

١١٩٣.عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ اُتِىَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ كُفِّنَ فِىْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّىَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِنْ غُطِّىَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ وَاُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَابُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِىْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ -

১১৯৩. সা'দ ইবনে ইবরাহীম রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদা আবদুর রহমান ইবনে আউফের জন্য খাদ্য বস্তু পেশ করা হলো। তিনি রোযাদার ছিলেন। তিনি বলেন, মুসয়াব ইবনে উমাইরকে শহীদ করা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। তাঁকে কেবলমাত্র একখানা চাদর দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। তার সাহায্যে যদি তাঁর মাথা ঢাকা

হতো, তাহলে পা দুটি বের হয়ে পড়তো। আর যদি পা দুটি ঢাকা হতো, তাহলে মাথা বের হয়ে পড়তো। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি একথাও বলেছেন যে,) হামযাও শহীদ হয়েছেন, অথচ তিনিও ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। অতপর আমাদের জন্য প্রশস্ত করা হয়েছে (দুনিয়ার সম্পদ)। অথবা তিনি বলেন, আমাদেরকে দেয়া হয়েছে দুনিয়ার এক বিরাট অংশ। তাই আমাদের এ আশংকা হচ্ছে, আমাদের পুরস্কার আগে ভাগেই আমাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এমনকি খাদ্যও পরিহার করলেন।

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেবলমাত্র মৃতের মাথা বা পা দুটি ঢেকে দেবার মত কাফন পাওয়া যায়, তখন তা দিয়ে অবশ্য মাথাই ঢেকে দিতে হবে।

١١٩٤. عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ اِلاَّ بُرْدَةً اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَاَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الاِذْخِرِ.

১১৯৪. খাব্বাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আমরা নবী স.-এর সাথে হিজরত করেছি। সুতরাং এর পুরস্কার আল্লাহর কাছেই আমাদের প্রাপ্য। আমাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু এর পুরস্কার কিছুই ভোগ করতে পারেননি। তাঁদের একজন হচ্ছেন মুসয়াব ইবনে উমাইর। আবার এর মধ্যে কারো ফল পেকেছে এবং সে তা দু হাতে কুড়িয়ে নিচ্ছে। মুসয়াবকে ওহুদের দিন শহীদ করা হয়েছে। তাঁর কাফনের জন্য আমরা একখানা চাদর ছাড়া আর কিছুই পাইনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, যখন আমরা তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত করতাম, তখন তাঁর পা দুটি বের হয়ে পড়তো। এমতাবস্থায় নবী স. তাঁর মাথা আবৃত করার এবং পা দুটির ওপর 'ইযখির' নামক ঘাস বিছিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন।[১৩]

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নবী স.-এর যুগেই কাফন প্রস্তুত করে রেখেছে, কিন্তু তাকে নিষেধ করা হয়নি।

١١٩٥. عَنْ سَهْلٍ اَنَّ اِمْرَاَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوْجَةٍ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِيْ فَجِئْتُ لِاَكْسُوَكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اكْسُنِيْهَا مَا اَحْسَنَهَا فَقَالَ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا

১৩. ফল পাকা এবং দু হাতে তা কুড়ানোর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদের মালিক হয়ে সুখ-শান্তি ভোগ করা। কিন্তু মুসয়াব রা.-এর অবস্থা হচ্ছে এর বিপরীত। তিনি এখানে কিছুই ভোগ করতে পারেননি। বরং তাঁর প্রাপ্য সমুদয় ফল আখেরাতেই পাবেন।

ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَيَرُدُّ قَالَ إِنِّي وَاللّٰهِ مَا سَأَلْتُهُ لأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُوْنَ كَفَنِي قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ ·

১১৯৫. সাহল রা. থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক মহিলা রসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে এমন একখানা বুরদাহ (চাদর) নিয়ে আসলো, যার পাড় সাথেই বুনা ছিল। (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, বুরদাহ কি ? উত্তরে তারা বললো, 'চাদর'। তিনি বললেন, হ্যাঁ। মহিলাটি নবী স.-কে বললো, আমি এটি স্বহস্তেই বুনেছি এবং আপনাকে পরাতে এনেছি। নবী স. এমন আগ্রহ সহকারে তা গ্রহণ করলেন, যাতে মনে হচ্ছিল যেন ওটি তাঁর প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি তহবন্দ আকারে সেটি পরিধান করে আমাদের কাছে আসলে জনৈক ব্যক্তি তার প্রশংসা করে ; সে অনুরোধ করে বলে, বাহ্ কাপড়টা কতই-না সুন্দর! ওটা আমাকে পরতে দিন। লোকেরা বলে উঠলো, তুমি ভাল কাজ করলে না। (কারণ) নবী স. প্রয়োজনবশতঃ ওটা পরিধান করেছেন, আর তুমি তা চেয়ে বসলে ? অথচ তুমিও জান যে নবী স. কাউকে বিমুখ করেন না। উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! আমি ওটা পরিধানের উদ্দেশ্যে চাইনি, বরং আমার কাফনের জন্যই চেয়েছি। সাহল বলেন, অবশেষে ওটা তার কাফনই হয়েছিল।

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় মেয়েদের অংশগ্রহণ।

١١٩٦. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ نُهِيْنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ·

১১৯৬. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) জানাযায় শরীক হতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওপর কড়াকড়ি করা হয়নি।[১৪]

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের স্বামী ছাড়া অন্যের জন্য শোক প্রকাশ করা।

١١٩٧. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ تُوُفِّيَ ابْنٌ لاُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ نُهِيْنَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ ·

১১৯৭. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে আতিয়ার এক পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল। তৃতীয় দিবসে তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা গায়ে মেখে বললেন, আমাদেরকে (মেয়েদেরকে) মৃত স্বামী ছাড়া আর কারো জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে।[১৫]

١١٩٨. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عَنْ هٰذَا لَغَنِيَّةً لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

১৪. ইমাম আবু হানীফা র.-এর মতে জানাযায় মেয়েদের উপস্থিত হওয়া অনুচিত।
১৫. বিধবা নারীর ইদ্দত বা স্বামীর জন্য শোক প্রকাশের মুদ্দত চার মাস দশ দিন।-আল কুরআন

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٠

১১৯৮. যয়নব বিনতে আবী সালামাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সিরিয়া হতে আবু সুফিয়ানের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে [আবু সুফিয়ানের কন্যা ও নবী স. পত্নী] উম্মে হাবীবাহ তৃতীয় দিবসে কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন। অতপর তা নিজের গায়ে ও উভয় বাহুতে মেখে বললেন, আমার এতটুকুও করার প্রয়োজন হতো না। যদি না আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনতাম, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে তার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। কেননা সে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে।

١١٩٩.عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتَ جَهْشٍ حِيْنَ تُوُفِّىَ اَخُوْهَا فَدَعَ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثُمَّ قَالَتْ مَالِىَ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تُحِدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا ٠

১১৯৯. নবী স.-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, যে নারী আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। তবে কেবল মাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করতে পারে। (বর্ণনাকারিণী যয়নব বিনতে আবু সালামাহ বলেন,) অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহশের কাছে গেলাম, যখন তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তখন তিনি কিছু সুগন্ধি চেয়ে নিলেন এবং তা গায়ে মেখে বললেন, আমার খোশবু ব্যবহার করার আদৌ প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনতাম, কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশ দিন এবং অন্য কোনো মৃতের প্রতি তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়।

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারত করা।

١٢٠٠.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ قَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ قَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى ٠

১২০০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি মেয়ের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একটি কবরের কাছে বসে কাঁদছিলো। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর। সে (বিরক্তির সাথে) বললো, তুমি আমার কাছ থেকে সরে যাও, তুমি তো আর আমার মতো বিপদে পড়নি ? অবশ্য সে মেয়েটি নবী স.-কে চিনতো না। পরে তাকে বলা হলো, তিনি তো ছিলেন নবী স.। সে নবী স.-এর দ্বারে হাযির হলো। সেখানে এসে কোনো প্রহরী দেখতে পেলো না, ক্ষমার সুরে আরয করলো, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। উত্তরে নবী স. বললেন, প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. বলেছেন, পরিজনের কারো কোনো কোনো কান্না মৃতের আযাবের কারণ হয়, যদি সে মাতম তার ইচ্ছানুযায়ী হয়ে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন ঃ قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا **"তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।" নবী স. বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক ও দায়িত্বশীল। অতএব তোমাদের প্রত্যেককেই নিজের অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু যদি তা তার ইচ্ছানুযায়ী না হয়ে থাকে, তাহলে তা যেমন হযরত আয়েশা রা. বলেছেন ঃ** وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى **"কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না।" এবং যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ** وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ **"যদি কোনো ভার বহনকারী তার বোঝা উঠাবার জন্য অন্যের সাহায্য কামনা করে তাহলে তার দ্বারা এর সামান্য পরিমাণও উত্থিত হবে না। আর যে কান্নার স্বীকৃতি রয়েছে তা হচ্ছে মাতমবিহীন কান্না। নবী স. বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হবে তখন আদম আ.-এর প্রথম পুত্রের ওপর সে খুনের দায়ের একাংশ অর্পিত হবে। কেননা সে-ই সর্বপ্রথম অন্যায় খুনের প্রবর্তক।**

١٢٠١.عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَيْهِ اِنَّ ابْنًا لِىْ قُبِضَ فَائْتِنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِى السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ كَاَنَّهَا شَنٌّ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ .

১২০১. আবু উসমান র. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসামা ইবনে যায়েদ রা. আমাকে বলেছেন, নবী স.-এর কন্যা তাঁর [নবী স.-এর] কাছে সংবাদ পাঠালেন, আমার একটি পুত্র

মুমূর্ষু, সুতরাং আপনি আমাদের এখানে আসুন। নবী স. সালাম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, আল্লাহ যা গ্রহণ করেন তা তাঁরই এবং সেটাও তাঁরই যা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর কাছে একটা নির্দিষ্ট সময়সূচি রয়েছে। অতএব সে যেন পূর্ণ ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের আশা রাখে। কিন্তু তিনি (নবী দুহিতা) পুনরায় এ শপথ দিয়ে পাঠালেন যে, তিনি [নবী স.] যেন অবশ্যই তার কাছে আসেন। অতপর তিনি রওয়ানা হলে— সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এবং আরো অনেকেই তাঁর সাথী হলেন। শিশুটিকে রসূলুল্লাহ স.-এর কোলে তুলে দেয়া হলো, তখন তার প্রাণ ধড়ফড় করছিল। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার ধারণা 'উসামা' একথাও বলেছেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে এমনভাবে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো যেন, তা একটি পুরাতন মশক। সা'দ বলে উঠলেন, এটা আবার কি ? হে আল্লাহর রসূল ! উত্তরে তিনি বললেন, এটা আল্লাহর দয়া-মমতা, যা আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার অন্তরে রেখেছেন। (স্মরণ রাখবে) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে দয়াশীলদেরকেই দয়া করেন।

١٢٠٢ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِنَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِيْ قَبْرِهَا ·

১২০২. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী স.-এর এক কন্যা (উম্মে কুলসুম)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। রসূলুল্লাহ স. কবরের পাশে বসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর [রসূলুল্লাহ স.-এর] দু চোখ অশ্রুসজল দেখেছি। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি যে, এ রাতে স্ত্রীসহবাস করেনি ? উত্তরে আবু তালহা বললেন, আমি। তিনি বললেন, তবে তুমি কবরে নাম। (বর্ণনাকারী বলেন) অতপর তিনি কবরে নামলেন।

١٢٠٣ عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيَتْ بِنْتٌ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِمَكَّةَ وَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا وَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاِنِّىْ لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا اَوْقَالَ جَلَسْتُ اِلَى اَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُ فَجَلَسَ اِلَى جَنْبِىْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ اَلاَ تَنْهٰى عَنِ الْبُكَاءِ ؟ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ بَعْضَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اِذَا هُوَ بِرَكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ سَمُرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هٰؤُلاَءِ الرَّكْبُ قَالَ فَنَظَرْتُ فَاِذَا صُهَيْبٌ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَرَجَعْتُ اِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ

ارْتَحِلْ فَالْحَقْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، فَلَمَّا اُصِيْبَ عُمَرَ دَخَلَ صُهَيْبُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ ، فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ اَتَبْكِيْ عَلَى وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرَ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَاحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ : وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذٰلِكَ وَاللّٰهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى قَالَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ وَاللّٰهِ مَاقَالَ ابْنُ عُمَرَ شَيْئًا .

১২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় উসমানের এক কন্যার মৃত্যু হলে, আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম। ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাসও সেখানে হাযির হয়েছিলেন। আমি তাদের উভয়ের মাঝখানে বসেছিলাম। অথবা তিনি বলেন, আমি তাঁদের একজনের পাশে গিয়ে বসলে, দ্বিতীয়জন এসে আমার পাশে বসলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আমর ইবনে উসমানকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি কাঁদতে নিষেধ করছ না ? কেননা রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেয়া হয়। একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, অবশ্য উমরও এমন কিছু বলতেন। অতপর ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদা উমরের সাথে মক্কা হতে ফেরার পথে যখন আমরা বাঈদা নামক স্থানে পৌঁছি তখন বাবলা গাছের ছায়ায় তিনি একটি কাফেলা দেখতে পান। তিনি আমাকে বললেন, এখানে গিয়ে দেখ তো ওরা কারা ? তিনি বলেন, সেখানে গিয়ে আমি 'সুহাইবকে' দেখি। ফিরে এসে উমরকে একথা জানালে, তিনি বললেন, তাকে এখানে ডাক। সুতরাং আমি গিয়ে তাকে বললাম, চলুন, আমীরুল মু'মিনীনের সাথে সাক্ষাত করুন। যখন উমর আহত হয়েছিলেন তখন সুহাইব সেখানে প্রবেশ করে বিলাপের সুরে হে আমার ভাই ! হে আমার বন্ধু ! বলে কাঁদতে আরম্ভ করলে উমর নিষেধের সুরে বললেন, হে সোহাইব ! তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ ? অথচ রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মৃতের জন্য পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় তাকে শাস্তি দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, উমর রা.-এর ইন্তেকালের পর আমি এ হাদীসটি আয়েশা রা.-কে পৌঁছালে তিনি বলেন, আল্লাহ উমরের প্রতি সদয় হোন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ স. একথা বলেননি যে, মৃত মু'মিনের পরিজনের কোনো কোনো কান্না তার আযাবের কারণ হয়। বরং রসূলুল্লাহ স. একথা বলেছেন যে, কাফেরের পরিজনের কোনো কোনো কান্নায় আল্লাহ তার শাস্তি বৃদ্ধি করেন। অতপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ বললেন, কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। কেননা সেখানে বলা হয়েছে, "কোনো বহনকারী বহন করবে না অন্যের বোঝা।" একথা শুনে ইবনে আব্বাস রা. বলে উঠলেন,

"আল্লাহই হাসান এবং কাঁদান।" (বর্ণনাকারী বলেন,) ইবনে আবু মুলাইকাহ বলেছেন, আল্লাহর শপথ! (এ আলোচনায়) ইবনে উমর নির্বাক ছিলেন।

١٢٠٤. عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَا اُصِيْبَ عُمَرَ جَعَلَ صُهَيْبُ يَقُوْلُ وَا اَخَاهُ فَقَالَ عُمَرَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَىِّ ٠

১২০৪. আবু বুরদাহ রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন উমর রা.-কে আহত করা হয়েছিল, তখন সোহাইব 'হে আমার ভাই' বলে বিলাপ করছিলেন। একথা শুনে উমর নিষেধের সুরে বললেন, তুমি কি জান না নবী স. বলেছেন, নিশ্চয়ই জীবিতের কোনো কোনো কান্নায় মৃতকে শাস্তি দেয়া হয় ?

١٢٠٥.عَنْ عَمْرَةَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعْتَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ اِنَّمَا مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى يَهُوْدِيَّةٍ يَبْكِىْ عَلَيْهَا اَهْلُهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا ٠

১২০৫. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর পত্নী আয়েশা রা.-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, একদা রসূলুল্লাহ স. এমন একটি ইয়াহুদী মেয়ের (কবরের) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার জন্য তার পরিজন কান্নাকাটি করছিল। তখন নবী স. বললেন, এরা অবশ্য তার জন্য কাঁদছে, অথচ তাকে কবরের ভেতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ-ক্রন্দন নিষিদ্ধ।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ওফাতের সংবাদে যখন তাঁর পরিবার-পরিজন কান্না-কাটি করছিল তখন উমর রা. বলেছিলেন, তাদেরকে আবু সুলায়মানের (খালিদ ইবনে ওয়ালীদের উপাধি) জন্য কাঁদতে দাও, যতক্ষণ না তারা মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে কিংবা উচ্চস্বরে কাঁদে।

١٢٠٦. عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى اَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ ٠

১২০৬. মুগীরা রা, থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যা আরোপ করার সমতুল্য নয়। কাজেই যে ব্যক্তি আমার ওপর স্বেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন নিশ্চিতরূপে জাহান্নামে তার বাসস্থান প্রশস্ত করে নেয়। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি নবী স.-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মৃতের জন্য মাতম সুরে কাঁদবে তার কাঁদার কারণে তাকে আযাব দেয়া হবে।

١٢٠٧.عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

১২০৭. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতের জন্য কাঁদার দরুন তাকে কবরের ভেতর আযাব দেয়া হয়।[১৭]

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ

١٢٠٨.عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جِيْءَ بِأَبِيْ يَوْمَ اُحُدٍ قَدْ مُثِّلَ بِهِ حَتّٰى وُضِعَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ سُجِّيَ ثَوْبًا فَذَهَبْتُ اُرِيْدُ اَنْ اَكْشِفَ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ ثُمَّ ذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْهُ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُفِعَ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو قَالَ فَلِمَ تَبْكِيْ اَوْ لاَتَبْكِي فَمَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتّٰى رُفِعَ ·

১২০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের দিন আমার পিতাকে বিকৃত অবস্থায় কাপড়ে ঢেকে রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে রাখা হয়েছিল। আমি সে আবরণ খোলার ইচ্ছা করলে আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা প্রদান করে। পুনরায় আমি তা খুলতে গেলে এবারও আমার গোত্রীয় লোকেরা আমাকে বাধা দেয়। অতপর রসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে (লাশ) উঠিয়ে নেয়া হয়। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন ক্রন্দনরতা একটি নারীর কণ্ঠ। জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে ? লোকেরা বললো, আমরের কন্যা অথবা আমরের ভগ্নি। তিনি বললেন, সে কেন কাঁদছে ? অথবা তুমি কেঁদো না। যতক্ষণ না তাকে (মৃতদেহকে) এ স্থান হতে উঠানো হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে ছায়াদান করে রেখেছিল।[১৮]

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (শোকার্ত হয়ে) বক্ষের জামা ছিঁড়ে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

١٢٠٩.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ـ

---

১৭. আলোচ্য হাদীসে تابعه শব্দ দ্বারা ইমাম বুখারী র. এটাই প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, তাঁর উস্তাদ 'আবদান' এ স্থানে যে হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন, তাঁর আর এক উস্তাদ 'আবদুল আ'লাও আবদানের অনুসরণে রেওয়ায়াত করেছেন। তাদের মধ্যে কোনো শাব্দিক বিরোধ নেই। অবশ্য তাঁর তৃতীয় এক উস্তাদ 'আদম' عن শব্দের সাহায্যে সংশয় মিশ্রিত বর্ণনা করেন যে, 'জীবিত ব্যক্তির কোনো কোনো কান্না মৃতের জন্য শাস্তির কারণ হয়।'

১৮. হাত, পা, নাক ও কান ইত্যাদি অঙ্গ কেটে বিকৃত করাকে (مثلة) মুসলাহ বলা হয়। এরূপ করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

১২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি (শোকাতুর হয়ে) গাল চাপড়ায়, বুকের জামা ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের রীতি অনুযায়ী চিৎকার করে সে আমাদের (দলভুক্ত) নয়।

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ সাআদ ইবনে খাওলার প্রতি রসূল স.-এর শোক প্রকাশ।

١٢١٠. عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اِشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّى قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيْرٌ اَوْ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِى فِىْ امْرَاَتِكَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ .

১২১০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি কোনো এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রসূল স. বার বার আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমার রোগ কি অবস্থায় পৌঁছেছে তা তো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি, একমাত্র কন্যাই আমার উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং আমি কি আমার সম্পদের দু-তৃতীয়াংশ সদকা (দান) করতে পারি ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ (সদকা করতে পার), আর এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসগণকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে সচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়াই হবে উত্তম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তুমি যা ব্যয় করবে সে জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও সে জন্যও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে কি আমার সাথীদের পশ্চাতে (মক্কায়) রেখে যাওয়া হচ্ছে ? রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি তোমাকে রেখে যাওয়াই হয়, আর তুমি সৎকাজ করো, তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ-ও হতে পারে যে, তুমি দীর্ঘজীবি হবে আর বহু সম্প্রদায় উপকৃত হবে এবং অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (রাসূলুল্লাহ স. দোআ করলেন) হে আল্লাহ ! আমার সাথীদের হিজরত অক্ষুণ্ন রাখ, তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ো না। কিন্তু

সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস! রাসূলুল্লাহ স..তার জন্য শোক প্রকাশ করলেন, কেননা মক্কাতেই তার ইন্তেকাল হয়েছিল।[১৯]

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ শোকাতুর অবস্থায় মাথা মুড়ানো নিষিদ্ধ।

١٢١١.عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وَجِعَ اَبُوْ مُوْسٰى وَجَعًا فَغُشِىَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِىْ حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ اَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَنَا بَرِئٌ مِّمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ .

১২১১. আবু বুরদাহ ইবনে আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু মূসা রোগযন্ত্রণায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, তখন তাঁর মাথা পরিবারস্থ কোনো এক মহিলার কোলে ছিল, মহিলাটি ক্রন্দন করছিল। কিন্তু তার কান্না বন্ধ করার মতো শক্তি তাঁর ছিল না, অতপর যখন তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন তখন বললেন, রসূলুল্লাহ স. যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত রসূলুল্লাহ স. সে সমস্ত নারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন যারা শোকে বিলাপ করে, মাথা মুড়ায় এবং কাপড় ছিঁড়ে।

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সে আমাদের দলে নয় যে মাথা চাপড়ায়।

١٢١٢.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, যে লোক শোকে মাথা চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বিলাপ সুরে জাহেলী যুগের উক্তি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে ধ্বংস ডাকা ও শরীয়ত বিরোধী জাহেলী বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

١٢١٣.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ .

১২১৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, যে লোক হা-হুতাশে কপাল চাপড়ায়, জামা ছিঁড়ে এবং বর্বর যুগের ন্যায় অনৈসলামী প্রলাপ বকে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

---

১৯. সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে এ ধারণা চলে আসছিলো যে, যে স্থান হতে হিজরত করা হয় পুনরায় সে স্থানে মৃত্যু হলে হিজরত বাতিল হয়ে যায়। সে ধারণানুযায়ী সা'দ বিন আবু ওয়াককাস সাথীদের পেছনে থেকে যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এ ভিত্তিহীন ধারণার নিরসন করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ স. বলেছিলেন, (তোমার দ্বারা কারো উপকার এবং কারো ক্ষতি হবে) ইতিহাসে প্রমাণিত যে, এরপরও এ সাহাবী চল্লিশ বছরের বেশী জীবিত ছিলেন। হযরত ওমর রা.-এর যুগে সমস্ত 'ইরাক' তাঁর দ্বারা বিজিত হয়, এতে প্রচুর ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে আর মুশরিকদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিপদকালে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকে এবং দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

١٢١٤.عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ ـ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ فَقَالَ انْهَضْ فَاَتَاهُ الثَّالِثَةَ قَالَ وَاللّٰهِ غَلَبْنَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَزَعَمَتْ اَنَّهُ قَالَ فَاحْثُ فِى اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ لَمْ تَفْعَلْ مَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ تَتْرُكْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ·

১২১৪. হযরত আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, যখন রসূল স.-এর কাছে হারেসাহ, জাফর এবং ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি এমনিভাবে বসে পড়লেন যে, তাঁর মধ্যে শোক চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। আমি দরযার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম, এক ব্যক্তি এসে জাফরের পরিবারস্থ নারীদের কান্নাকাটির কথা বললো। তিনি তাদেরকে কান্না বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। লোকটি চলে গেল। দ্বিতীয়বার এসে জানাল, মহিলাগণ তার কথা শুনছে না। তিনি পুনরায় বললেন, তাদেরকে নিষেধ কর। লোকটি তৃতীয়বার এসে তাঁকে সংবাদ দিল যে, হে আল্লাহর রসূল স. ! আল্লাহর শপথ ! তারা আমাদেরকে হার মানিয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা, তখন তিনি একথাও বলেছেন যে, তবে তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, এরপর আমি সে ব্যক্তিকে বললাম, আল্লাহ তোমার বরবাদ করুক, রসূলুল্লাহ স. তোমার ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তাও করতে পারছো না, আবার রসূলুল্লাহকে বার বার বিরক্ত করতেও ছাড়ছ না।

١٢١٥.عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا حِيْنَ قُتِلَ الْقُرَّاءُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَزِنَ حُزْنًا قَطُّ اَشَدَّ مِنْهُ ·

১২১৫. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। যখন ক্বারী সাহাবীগণ শহীদ[২০] হলেন, তখন রসূল স. এক মাস পর্যন্ত 'দোআ কুনূত' পড়েছেন।[২১] তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স.-কে কখনো এর চেয়ে অধিক শোকাভিভূত হতে দেখিনি।

---

২০. ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত স. কয়েকজন বিশিষ্ট ক্বারী সাহাবীকে 'নজদ' এলাকায় প্রেরণ করলে সুলাইম গোত্রীয় সরদার আমের বিন তুফাইল বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের অনেককে শহীদ করে দেয়। ইতিহাসে এটা 'বীরে মাউনার' ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ।

২১. মুসলমানদের ওপর যখন সার্বিকভাবে কোনো বিপদ অথবা শত্রুর আক্রমণ দেখা দেয় তখন ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের রুকূর পর দণ্ডায়মান অবস্থায় 'ইমাম' একটি নির্দিষ্ট দোআ উচ্চস্বরে পাঠ করবেন, আর মুক্তাদীগণ চুপে চুপে 'আমীন' বলবেন এটাই 'কুনূতে নাযেলা'–এ সময় এ দোআ পাঠ করা সুন্নত।

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ বিপদকালে যে ব্যক্তি তার দুঃখ প্রকাশ করে না। মুহাম্মাদ বিন কা'ব র. বলেছেন ঃ অধৈর্য ও অস্থিরতা হচ্ছে কুবাক্য ও কুধারণারই ফল।

হযরত ইয়াকুব আ. বলেছেন, আমি আমার দুঃখ ও ব্যথার ফরিয়াদ আল্লাহর কাছেই করছি।

١٢١٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِشْتَكٰى ابْنُ لاَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ فَمَاتَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَاَتُهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئًا وَنَحَّتْهُ فِىْ جَانِبِ الْبَيْتِ فَلَمَّا جَاءَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ كَيْفَ الْغُلاَمُ قَالَ قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ وَاَرْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اسْتَرَاحَ وَظَنَّ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّهَا صَادِقَةٌ قَالَ فَبَاتَ فَلَمَّا اَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَعْلَمَتْهُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَصَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِىْ لَيْلَتِكُمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَرَأَيْتُ لَهُا تِسْعَةَ اَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ.

১২১৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আবু তালহার একটি অসুস্থ পুত্র মারা যায়। এ সময় আবু তালহা বাইরে ছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন দেখল ছেলেটি মারা গেছে, তখন কিছু বস্তু সংগ্রহ করে তাকে ঘরের এক পাশে রেখে দিল। আবু তালহা এসে ছেলেটির অবস্থা জানতে চাইলেন। সে বললো, এখন সে আরামে আছে। আমি আশা করি সে এখন বিশ্রাম করছে। আবু তালহা মনে করলো তাঁর স্ত্রী সত্যই বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি রাত যাপন করে ভোরে গোসল করলেন। যখন তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন তখন তার স্ত্রী জানাল যে ছেলেটি মারা গেছে। তিনি নবী স.-এর সাথে নামায পড়লেন এবং নিজের ঘটনাটি তাঁকে অবগত করলেন। রসূলুল্লাহ স. বললেন, হয়ত আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এ রাত্রটি মুবারক করবেন। সুফিয়ান বলেন, জনৈক আনসারী বলেছেন, আমি আবু তালহার নয়জন সন্তান দেখেছি যাদের সবাই কুরআন পড়েছে।[২২]

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ দুসংবাদ শুনার প্রারম্ভে ধৈর্যধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য। এরূপ ধৈর্যধারণের প্রতিদান সর্বোত্তম। বলেছেন হযরত উমর (রা)। এদের ওপর কোনো বিপদ এলে তারা বলেন, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন–আহা, কতোই না উত্তম কথা। (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন) তাদের রবের কাছ থেকে তাদের ওপর দয়া-অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। আর তারাই হচ্ছেন হেদায়াতপ্রাপ্ত।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৬, ১৫৭

আল্লাহর এ নির্দেশ ঃ "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মারফতে সাহায্য প্রার্থনা করো, যদিও তা আল্লাহভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য অত্যন্ত কঠিন।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪৫

١٢١٧. عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى .

২২. আবু তালহার উক্ত রাতের সহবাস জাত পুত্র 'আবদুল্লাহর' এরূপ নয়জন সন্তান ছিল।

১২১৭. সাবিত রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রা.-কে বলতে শুনেছি যে, নবী স. বলেছেন, বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্যধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে বলেছিলেন, নিসন্দেহে আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাতুর এবং হযরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, তাঁর চক্ষু ছিল অশ্রুসজল এবং অন্তর ছিল ভারাক্রান্ত।

١٢١٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَبِىْ سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لاِبْرَاهِيْمَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِبْرَاهِيْمُ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِبْرَاهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ اِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اَتْبَعَهَا بِاُخْرٰى فَقَالَ اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّ مَا يَرْضٰى رَبُّنَا وَاِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ .

১২১৮. আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, আমরা রসূল স.-এর সাথে তাঁর পুত্র ইবরাহীমের ধাত্রীর স্বামী কর্মকার আবু সাইফের কাছে গেলাম। রসূল স. ইবরাহীমকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলেন এবং আদর করলেন। এরপর আবার আমরা তার কাছে গিয়ে দেখলাম ইবরাহীমের মুমূর্ষু অবস্থা। তখন রসূল স.-এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। আবদুর রহমান বিন আওফ রা. বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিও (কাঁদছেন ?)! তিনি বললেন, হে ইবনে আউফ ! এটি মমতা। পুনরায় অশ্রুপাত করতঃ বললেন, নিসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পসন্দ করেন। হে ইবরাহীম ! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত।[২৩]

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িতদের নিকট কান্নাকাটি করা।

١٢١٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِشْتَكٰى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوٰى لَهُ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ سَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِىْ غَاشِيَةِ اَهْلِهِ فَقَالَ قَدْ قَضٰى فَقَالُوْا لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَكٰى النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا فَقَالَ اَلاَ تَسْمَعُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْ يَرْحَمُ وَاِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ فِيْهِ بِالْعَصَا وَ يَرْمِى بِالْحِجَارَةِ وَ يَحْثِىْ بِالتُّرَابِ .

২৩. নবী স.-এর পুত্র ইবরাহীমের যখন মৃত্যু হয় তখন তার বয়স ছিল চার বছর।

১২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদাহ রা. কোনো এক রোগে ভুগছিলেন। নবী স. আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ তাঁকে দেখতে আসলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি পরিজন দ্বারা বেষ্টিত। জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি মারা গেছেন ? তারা বললো, না, হে আল্লাহর রসূল! একথা শুনে নবী স. কেঁদে ফেললেন। নবী স.-এর কান্না দেখে তারাও কাঁদতে লাগল। তখন তিনি বললেন, তোমরা শোন, নিসন্দেহে আল্লাহ চোখের অশ্রু এবং অন্তরের শোকের জন্য কাউকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু শাস্তি দেবেন অথবা দয়া করবেন এর জন্য, (এ বলে তিনি) নিজ জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। নিসন্দেহে মৃতের প্রতি পরিজনের বিলাপের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হয়। আর হযরত উমর রা.-এর অবস্থা ছিল এরূপ যে, তিনি এরূপ কাঁদার জন্য লাঠির দ্বারা আঘাত করতেন, কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং মুখে মাটি পুরে দিতেন।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ যে সমস্ত বিলাপ ও কান্নাকাটি করা নিষেধ করা হয়েছে এবং তিরস্কার করা হয়েছে।

١٢٢٠.عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ وَاَنَا اَطَّلِعُ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَ هُنَّ فَاَمَرَهُ بِاَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ اَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ فَاَمَرَهُ الثَّانِيَةَ اَنْ يَنْهَاهُنَّ فَذَهَبَ ثُمَّ اَتٰى فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِيْ اَوْ غَلَبْنَنَا الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ فَزَعَمَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِيْ اَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَقُلْتُ اَرْغَمَ اللّٰهُ اَنْفَكَ فَوَاللّٰهِ مَا اَنْتَ بِفَاعِلٍ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ .

১২২০. আমরাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রা.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন হযরত যায়েদ বিন হারিসাহ, জাফর এবং আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল, তখন নবী স. এমনভাবে বসে পড়লেন যে, তাতে শোকের ছাপ দেখা গেল। আমি দরযার ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল ! জাফরের পরিবারের নারীগণ কান্নাকাটি করছে, তিনি তাদেরকে নিষেধ করতে আদেশ করলেন। লোকটি চলে গেল। ফিরে এসে জানাল, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি কিন্তু তারা আমার কথা মানছে না। তিনি দ্বিতীয়বার তাদেরকে নিষেধ করতে বললেন। সে চলে গেল। পুনরায় ফিরে এসে জানাল, আল্লাহর শপথ! তারা আমাকে অথবা (বললো) আমাদেরকে হার মানিয়েছে। রাবী বলেন, এ সন্দেহটি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাওশাব হতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত আয়েশার ধারণা নবী স. তাকে একথাও বলেছেন যে, তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও।

অতপর হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ্ তোমার অমঙ্গল করুক। আল্লাহর শপথ ! তোমার ওপর যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতো সমাধা করতে পারছ না, আবার রসূলুল্লাহ স.-কে বার বার বিরক্ত করতে ছাড়ছ না।

١٢٢١. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ اَنْ لاَ نَنُوْحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ اُمِّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ الْعَلاَءِ وَابْنَةُ اَبِىْ سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَتَيْنِ اَوْ ابْنَةَ اَبِىْ سَبْرَةَ وَامْرَاَةُ مُعَاذٍ وَامْرَاَةُ اُخْرَى ·

১২২১. উম্মে আতিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. 'বাইআত' করার সময় আমাদের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা (মৃতের জন্য) বিলাপ করবো না। কিন্তু পাঁচজন ছাড়া কোনো নারীই তা রক্ষা করতে পারেনি। (তারা হচ্ছেন) উম্মে সুলাইম, উম্মে আ'লা, আবু ছাবরার কন্যা—মুআযের স্ত্রী এবং অন্য দুজন মহিলা। অথবা (বলেছেন,) আবু ছাবরার কন্যা, মুয়াযের স্ত্রী এবং অন্য আর একজন মহিলা।[২৪]

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াবার নির্দেশ।

١٢٢٢.عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ سَالِمٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ زَادَ الْحُمَيْدِىْ حَتّٰى تُخَلِّفَكُمْ اَوْ تُوْضَعَ ·

১২২২. আমের ইবনে রাবিয়া রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা কোনো জানাযার খাট বহন করে যেতে দেখলে তা চলে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে। সুফিয়ান হতে হুমাইদীর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে একথাটি অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে—তোমরা সে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে যে পর্যন্ত না তা তোমাদেরকে অতিক্রম করে যায় অথবা নীচে নামিয়ে রাখা হয়।

৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য দাঁড়ালে কখন বসবে ?

١٢٢٣.عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتّٰى يُخَلِّفَهَا اَوْ تُخَلِّفَهُ اَوْ تُوْضَعَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُخَلِّفَهُ·

১২২৩. আমের ইবনে রাবিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল স. বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো জানাযা যেতে দেখবে, যদি সে তার সহযাত্রী না হয় তাহলে সে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না তা চলে যায়। অথবা নামিয়ে রাখা হয়।[২৫]

١٢٢٤.عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

---

২৪. পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে অঙ্গীকার করাকে 'বাইআত' বলা হয়। বাইআত এখানে ইসলাম গ্রহণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২৫. জানাযার জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبلَ اَنْ تُوْضَعَ فَجَاءَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ قُمْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ هٰذَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ صَدَقَ.

১২২৪. সাঈদ মাকবারী রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তা নামিয়ে রাখার পূর্বে আবু হুরাইরা মারওয়ানের হাত ধরলেন এবং উভয়ে বসে পড়লেন। এ সময় আবু সাঈদ খুদরী এসে মারওয়ানের হাত ধরে বললেন, উঠুন, আল্লাহর শপথ ! ইনি (আবু হুরাইরা) অবগত আছেন যে, রসূল স. আমাদেরকে এ থেকে (জানাযা নীচে রাখার পূর্বে বসতে) নিষেধ করেছেন। একথা শুনে আবু হুরাইরা রা. বলে উঠলেন ঃ তিনি ঠিকই বলেছেন।

৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসতে পারবে না যতক্ষণ না লোকেরা তাদের কাঁধ থেকে তা নামিয়ে রাখে। আর যদি বসে পড়ে, তাহলে তাঁকে দাঁড়াতে বলবে।

١٢٢٥. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدُ حَتّٰى تُوْضَعَ.

১২২৫. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জানাযা গমন করতে দেখবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে, আর যে জানাযার সহযাত্রী হবে, সে তা নামিয়ে রাখা পর্যন্ত বসবে না।

৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের জানাযা গমন দর্শনে যিনি দাঁড়িয়েছেন।

١٢٢٦.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرَّ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا بِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُوْمُوْا.

১২২৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল। তা দেখে নবী স. উঠে দাঁড়ালেন, তখন আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। পরে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এটা তো একজন ইয়াহুদীর জানাযা। তিনি বললেন, তোমরা যখনই যে কোনো জানাযা যেতে দেখবে তখনই দাঁড়িয়ে যাবে।

١٢٢٧.عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ قَاعِدَيْنِ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرُّوا عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيْلَ لَهُمَا اِنَّهَا مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اَيْ مِنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالاَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُوْدِيٍّ فَقَالَ اَلَيْسَتْ نَفْسًا

১২২৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল বিন হুনাইফ এবং কায়েস বিন সা'দ (কুফার নিকটবর্তী) 'কাদেসিয়া' নামক এক স্থানে

বসেছিলেন। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে উভয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেউ তাঁদেরকে বললো, এ হচ্ছে 'যিম্মির' (অমুসলিমের) জানাযা। তাঁরা বললেন, একদা নবী স.-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা যাচ্ছিল, তা দেখে তিনি দাঁড়ালেন। কেউ তাকে বলেছিল যে, এ তো 'ইয়াহুদীর' জানাযা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তবে সেটা কি মানব দেহ নয় ?

৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা বহন করার দায়িত্ব কেবল পুরুষদের, নারীদের নয়।

١٢٢٨. عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.

১২২৮. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, যখন মৃতকে খাটিয়ায় রেখে লোকেরা তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয়, তখন সে বলে, আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তাহলে বলে হায় ! এরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? তার এ চীৎকার মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। যদি (মানুষ) শুনতো (এ চীৎকার) তাহলে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতো।

৫১. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযা তাড়াতাড়ি কবরস্থ করার নির্দেশ।

আনাস রা. বলেছেন, তোমরা হচ্ছো (মৃত ব্যক্তিকে) বিদায় দানকারী। অতএব তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে চলবে। আর অন্য একজন বলেছেন, তবে তার কাছাকাছিই চলতে হবে।

١٢٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجِنَازَةِ فَاِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ تَكُ سِوَى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.

১২২৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা জানাযাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে সে উত্তম ব্যক্তি। তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর যদি সে অন্য কিছু হয়ে থাকে তাহলে সে একটি 'আপদ' তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দাও।

৫২. অনুচ্ছেদ ঃ খাটিয়ার মধ্য থেকে মৃতের আবেদন, তোমরা আমাকে সামনে নিয়ে চল।

١٢٣٠.عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ، فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لاَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَىْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ .

১২৩০. আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, মৃতকে খাটিয়ায় রেখে যখন লোকেরা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে চল। আর যদি পুণ্যবান না হয়, তাহলে সে আপন পরিজনকে বলে, হায় ! ' তোমরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?' মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই তার সে চীৎকার শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ যদি তা শুনতো তাহলে বেহুঁশ হয়ে পড়তো।

৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য ইমামের পেছনে দু অথবা তিন সারি করা।

١٢٣١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى اَوِ الثَّالِثِ.

১২৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী স. নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছেন, আমি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার জন্য কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হওয়া।

١٢٣٢.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

১২৩২. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. সাহাবীগণকে নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। তিনি সামনে দাঁড়ালে সাহাবীগণ তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলেন এবং তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করলেন।

١٢٣٣. حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ شَهِدَ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَصَفَّهُمْ وَكَبَّرَ اَرْبَعًا قُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

১২৩৩. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যিনি নবী স.-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী স. একটি পরিত্যক্ত স্থানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। লোকেরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হন, আর তিনি চার তাকবীর উচ্চারণ করেন। শাইবানী বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপনাকে এ সংবাদ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা.।

١٢٣٤. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ تُوُفِّىَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِى.

১২৩৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, আজ আবিসিনিয়ার একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তোমরা চল এবং তাঁর জন্য নামায (জানাযা) পড়। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কয়েক কাতারে সারিবদ্ধ হলাম এবং নবী স. নামায পড়ালেন। আবু যুবায়ের জাবির রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি দ্বিতীয় সারিতে ছিলেন।

৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় পুরুষদের সাথে বালকদের সারি।

١٢٣٥.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً فَقَالَ مَتٰى دُفِنَ هٰذَا قَالُوا الْبَارِحَةَ قَالَ اَفَلا اٰذَنْتُمُوْنِىْ قَالُوْا دَفَنَّاهُ فِىْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا اَنْ نُوْقِظَكَ فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ٠

১২৩৫. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে (গত) রাতে দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একে কখন দাফন করা হয়েছে? লোকেরা বললো, গত রাতে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন আমাকে সংবাদ দাওনি? তারা বললো, আমরা তাকে অন্ধকার রাতেই দাফন করেছি। এ সময় আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করা আমরা পসন্দ করিনি। এরপর তিনি (কবরের পাশে) দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলাম।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম এবং তার জানাযা পড়েছিলাম।

৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার নামাযের নিয়মাবলী।

নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে (সে এক কীরাত পুরস্কার পাবে)। তিনি আরো বলেছেন, [এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে কিন্তু ঋণ শোধ করা যেতে পারে এ পরিমাণ সম্পদও সে রেখে যায়নি, তিনি [নবী স.] সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন,] তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়বে। আবিসিনিয়ার অধিপতির মৃত্যু সংবাদে নবী স. বলেছেন, তোমরা নাজ্জাশীর উপর জানাযার নামায পড়। নবী স. জানাযাকে নামায নামে আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু এ নামাযের রুকূ ও সিজদা নেই এবং এতে কথাবার্তাও বলা যায় না। এতে আছে তাকবীর ও পরে সালাম। হযরত ইবনে উমর রা. পবিত্রতা ছাড়া জানাযার নামায পড়তেন না এবং সূর্যোদয় ও অস্তকালীন সময়ও পড়তেন না। তিনি তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন।

হাসান বসরী র. বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরামকে এ নিয়মে জানাযা আদায় করতে পেয়েছি যে, তাঁরা এমন ব্যক্তিকে জানাযার জন্য অগ্রাধিকার দিতেন, যাকে তাঁরা নামাযের জন্য পসন্দ করতেন। কেননা তাঁরা এটাকে ফরয মনে করতেন। যদি কোনো ব্যক্তির ঈদের নামাযে অথবা জানাযার সময় অযু ভেঙ্গে যেত, তাহলে পানি খোঁজ করতেন, তায়াম্মুম করতেন না। আর যখন জানাযার কাছে পৌঁছে দেখতেন যে লোকেরা নামায পড়ছে, তখন তিনি তাকবীর উচ্চারণ করে তাদের সাথে নামাযে শামিল হতেন।

ইবনে মুসাইয়্যেব র. বলেন, রাতে ও দিনে, স্বদেশে ও বিদেশে (অর্থাৎ স্বগৃহে ও সফরে) জানাযায় চার তাকবীরই হবে। আনাস রা. বলেন, এক তাকবীর হচ্ছে নামায আরম্ভ করার জন্য। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, "তাদের (মুনাফিকদের) কোনো মৃতের ওপর কখনো জানাযার নামায পড়বেন না।" এবং জানাযার মধ্যে কয়েকটি সারি ও ইমামের ব্যবস্থা থাকবে।

١٢٣٦.عَنِ الشَّيْبَانِىْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَاَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّيْنَا.

১২৩৬. শাইবানী শা'বী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তিনি তোমাদের নবী স.-এর সাথে বিচ্ছিন্ন একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন নবী স. আমাদের ইমামতী করেছেন। আর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছি।

৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার পেছনে পেছনে চলার ফযীলত।

যায়েদ বিন সাবিত রা. বলেছেন, তুমি জানাযার নামায পড়ে থাকলে তোমার দায়িত্বই পালন করেছ। হুমাইদ বিন হেলাল বলেন, জানাযা থেকে চলে আসবার অনুমতি নিতে হবে এমন কথা আমরা জানি না। তবে হ্যাঁ, যে জানাযা পড়ে ফিরবে সে এক 'কীরাত' পরিমাণ সওয়াব পাবে।

١٢٣٧. حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيْرَاطٌ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا فَصَدَّقَتْ يَعْنِىْ عَائِشَةَ اَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ فَقَالَ إِبْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيْطَ كَثِيْرَةٍ فَرَّطْتُ ضَيَّعْتُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ·

১২৩৭. ইবনে উমর রা.-কে বলা হয়েছে যে, আবু হুরাইরা রা. বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সাথে যাবে সে এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব পাবে। একথা শুনে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. অতি মাত্রায় হাদীস বর্ণনা করে থাকেন, (অর্থাৎ তাঁর কোনো কোনো কথা সন্দেহযুক্ত) তখন আয়েশা রা.-ও আবু হুরাইরার সমর্থন করে বললেন, আমিও রসূল স.-কে এরূপ বলতে শুনেছি। তখন ইবনে উমর র. বললেন, তাহলে তো আমরা অনেক কীরাতই হারিয়েছি।

৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ (লাশ) দাফন করা পর্যন্ত যে ব্যক্তি অপেক্ষা করেছে।

١٢٣٨. عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ ·

১২৩৮. আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হয়ে নামায পড়বে সে 'এক কীরাত' পাবে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত থাকবে সে দু কীরাত পাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কীরাত' কি ? বললেন, দুটি বৃহৎ পর্বত সমতুল্য।[২৬]

৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সাথে বালকদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

١٢٣٩.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا هٰذَا دُفِنَ اَوْ دُفِنَتِ الْبَارِحَةَ، قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا ·

২৬. 'কীরাত' দেরহামের এক ষষ্ঠমাংশ, এখানে 'সওয়াব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পরিমাণ শুধু আল্লাহই অবগত আছেন। 'দুটি বৃহৎ পর্বত' দ্বারা বিরাট পুরস্কারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২৩৯. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. কোনো একটি কবরের পাশে এলে পর লোকেরা বললো, এ (পুরুষ) কিংবা এ (নারী)-কে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এরপর আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হলে তিনি কবরের ওপর জানাযা পড়লেন।

৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদগাহ এবং মসজিদে জানাযার নামায পড়া।

١٢٤٠.عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ يَوْمَ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلّٰى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعًا.

১২৪০. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজ্জাশীর মৃত্যু হলো সেদিন রসূল স. আমাদেরকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা রা. হতে অন্য এক রেওয়ায়াতে একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, নবী স. তাঁদেরকে নিয়ে ঈদগাহে সারিবদ্ধ হয়েছেন। এরপর চার তাকবীর উচ্চারণ করে তার জন্য নামায পড়েছেন।

١٢٤١.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِّنْهُمْ وَامْرَاَةٍ زَنَيَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيْبًا مِنْ مَّوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

১২৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহুদীগণ তাদের মধ্য থেকে এমন এক পুরুষ এবং এক নারীকে নবী স.-এর কাছে নিয়ে এলো যারা যিনা করেছিল। তিনি নির্দেশ দিলে তাদেরকে মসজিদের কাছে জানাযার জন্য নির্ধারিত স্থানের কাছেই পাথর নিক্ষেপ করা হলো।[২৭]

৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ অপসন্দনীয় প্রসঙ্গে। আলী রা.-এর পৌত্র হাসানের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী এক বছর নাপাদ কবরের ওপর একটি তাবু তৈরী করে রেখেছিলেন। অবশ্য পরে সেটা উঠিয়ে নেন। (একদা) তাঁরা একটি চীৎকার শব্দ শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে, শোন ! এরা যা হারিয়েছিল তা পেয়েছে কি ? অপর একজন জবাব দিল, না ; বরং তারা নিরাশ হয়ে ফিরেছে।

١٢٤٢. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ، لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا قَالَتْ وَلَوْلاَ ذٰلِكَ لاَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنِّى اَخْشٰى اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا.

২৭. হানাফী মাযহাব মতে কোনো ওযর ছাড়া মসজিদে জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই।

১২৪২. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. যে রোগে ইন্তেকাল করেন, সে রোগের সময় তিনি বলেছিলেন, ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, যদি এ আশংকা না হতো তাহলে তাঁর 'রাওজা মুবারক'কে প্রকাশ্য অবস্থায় রাখা হতো। তবুও আমার ভয় হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে তা মসজিদে পরিণত করা হবে।

৬২. অনুচ্ছেদ ঃ প্রসূতির জন্য জানাযা পড়তে হবে, যখন প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

١٢٤٣. عَنْ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ·

১২৪৩. সামুরা রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স.-এর পেছনে এমন এক স্ত্রীলোকের জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। নবী স. তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ নারী এবং পুরুষের জানাযায় ইমাম কোথায় দাঁড়াবেন ?

١٢٤٤. عَنْ سَمُرَةَ بْنُ جُنْدَبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى امْرَأَةٍ مَاتَ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا ·

১২৪৪. সামুরা বিন জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী স. এর পেছনে এমন এক নারীর জানাযা পড়েছিলাম, যে প্রসূতি থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল, তিনি তার মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন।[২৮]

৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় তাকবীর চারটি। হুমাইদী র. বলেন, একদা হযরত আনাস রা. আমাদেরকে তিন তাকবীরে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কেউ তাঁকে বললে তখন তিনি কেবলামুখী হলেন এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরালেন।

١٢٤٥. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى النَّجَاشِيَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ اِلَى الْمُصَلّٰى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ

১২৪৫. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করলে রসূল স. তাঁর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন এবং লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হন। তাদেরকে সারিবদ্ধ করে চার তাকবীর বলে জানাযার নামায পড়েন।

١٢٤٦. عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَقَالَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيْمٍ اَصْحَمَةَ وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ ·

---

২৮. পুরুষের জানাযার ইমামকে যে স্থানে দাঁড়াতে হবে নারীর জন্য তিনি সে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং পুরুষের কথা হাদীসে উল্লেখ না থাকলেও তা অনুমান করে নিতে হবে, এটাই ইমাম বুখারীর অভিমত।

১২৪৬. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. নাজ্জাশী আসহামার জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করেন।[২৯]

৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা। হাসান র. বলেছেন, জানাযায় শিশুদের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে এবং এই বলে দোআ করতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! তুমি এ মৃত শিশুকে আমাদের জন্য জান্নাতের পথে অগ্রগামী হিসেবে গ্রহণ কর এবং আমাদের পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর।

١٢٤٧.عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِتَعْلَمُوا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

১২৪৭. তালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসের পেছনে জানাযার নামায আদায় করেছি। তিনি (সূরা ফাতিহা) পাঠ করে জানাযার নামায আদায় করলেন এবং পরে বললেন, (আমি এরূপ এজন্য করলাম) যাতে লোকেরা এটাকে সুন্নত বলে জানতে পারে।

৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ দাফন করার পর কবরের ওপর জানাযা আদায় করা।

١٢٤٨. عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى قَبْرٍ مَنْبُوْذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلُّوا خَلْفَهُ.

১২৪৮. শা'বী রা. বর্ণনা করেছেন, তাকে একটি লোক খবর দিয়েছিল যে, সে নবী স.-এর সাথে একটা বিচ্ছিন্ন কবরের পাশে গিয়েছিল। তিনি জানাযার নামাযে তাদের ইমামতী করেছিলেন। আর তারা তার পেছনে নামায পড়লো।

١٢٤٩.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَسْوَدَ رَجُلاً اَوِ امْرَأَةً كَانَ يَقُمُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ ذٰلِكَ الْاِنْسَانُ قَالُوْا مَاتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلاَ اٰذَنْتُمُوْنِيْ فَقَالُوْا اِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتَهُ قَالَ فَحَقَّرُوْا شَأْنَهُ قَالَ فَدُلُّوْنِيْ عَلٰى قَبْرِهِ فَأَتٰى قَبْرَهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ.

১২৪৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ নামক একজন পুরুষ অথবা মহিলা মসজিদে থাকতো এবং মসজিদ ঝাড়ু দিতো। সে মারা গেল, কিন্তু নবী স. তার মৃত্যুর কথা জানতে পারলেন না। একদিন তার কথা স্মরণ হলে তিনি বললেন, ঐ লোকটি কোথায় ? সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল, সে তো মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জানালে না কেন ? তারা লোকটির কাহিনী বলে বললো, সে তো এরূপ এরূপ লোক ছিল

২৯.'নাজ্জাশী' আবিসিনিয়ার শাসকের উপাধি। কিন্তু তাঁর নাম নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম বুখারী র.-এর মতে, তাঁর নাম 'আসহামাহ'ই ছিল। যার মৃত্যুতে নবী স. জানাযা পড়েছিলেন।

(অর্থাৎ তাকে যেন খাটো করলো)। নবী স. তখন বললেন, তার কবর কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও। এরপর তিনি তার কবরের পাশে উপস্থিত হলেন এবং (জানাযার নামায) আদায় করলেন।

৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তি জুতার আওয়ায শুনতে পায়।

١٢٥٠. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِيْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ .

১২৫০. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধু-বান্ধব সেখান থেকে ফিরে চলে যায়। সে তখনও তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়। এমন সময় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে বসিয়ে দেন। মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে তখন বলবে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল! তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থানটি দেখে নাও। সেটি পরিবর্তন করে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি জায়গা প্রদান করেছেন। সে দুটিই এক সাথে দেখতে পাবে। কিন্তু কাফের মুনাফেক বলবে, অন্যান্য লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতেও না বুঝতেও না। এরপর লোহার একটি মুগুর দিয়ে উভয় কানে এমন জোরে আঘাত করা হবে যে, সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া নিকটবর্তী সবাই তার এ চিৎকার শুনতে পাবে।

৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিস বা অনুরূপ কোনো পবিত্র ভূমিতে সমাহিত হতে পসন্দ করে।

١٢٥١.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ اِلٰى مُوْسٰى فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ اِلٰى رَبِّهِ فَقَالَ اَرْسَلْتَنِيْ اِلٰى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالاٰنَ فَسَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُدْنِيَهُ

مِنَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ اِلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ الْكَثِيْبِ الْاَحْمَرِ ٠

১২৫১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসার কাছে পাঠানো হলো। ফেরেশতা তাঁর কাছে এলে পর তিনি (মূসা) তাকে (ফেরেশতাকে) চপেটাঘাত করলেন। (ফেরেশতার চোখ অন্ধ হয়ে গেল)। ফেরেশতা তাঁর প্রভুর কাছে ফিরে গিয়ে বললো, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। আল্লাহ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতাকে বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে তাকে বল একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে। তাঁর হাত যতটুকু জায়গার ওপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। একথা তাঁকে জানানো হলো। তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন। হে আমার রব! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহলে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে পবিত্র ভূমি (বায়তুল মাকদাস) থেকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ সময় আমি যদি সেখানে (বায়তুল মাকদাসের পবিত্র এলাকায়) থাকতাম, তবে পথি পার্শ্বে বালুর লোহিত ঢিবির কাছে তাঁর (মূসার) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম।

৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে লাশ দাফন করার বর্ণনা। আবু বকরকে রাত্রিকালে দাফন করা হয়েছিল।

١٢٥٢.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَةٍ قَامَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَكَانَ سَاَلَ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا فُلَانٌ دُفِنَ الْبَارِحَةَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ ٠

১২৫২. আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তিকে রাতে দাফন করা হয়েছিল। পরে নবী স. তার জানাযার নামায আদায় করলেন। নবী স. তার (দাফনকৃত ব্যক্তি) পরিচয় সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকেরা বললো, তাকে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। নবী স. ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে গেলেন এবং লোকটির নামাযে জানাযা আদায় করলেন।

৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ।

١٢٥٣.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، وَكَانَتْ اُمُّ سَلَمَةَ وَاُمُّ حَبِيْبَةَ اَتَتَا بِاَرْضِ الْحَبْشَةِ فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيْرَ فِيْهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اُولٰئِكَ اِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ ٠

১২৫৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. পীড়িত হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রীদের একজন মারিয়া নামক একটি গীর্জা ঘরের কথা তাঁকে বললেন, যা তিনি [নবী স.-এর স্ত্রী] হাবশা দেশে দেখেছিলেন। (তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে) উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা হাবশায় গিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনই এ গীর্জা ঘরের সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং ভেতরের চিত্রসমূহের বর্ণনা দিলেন। (এসব কথা শুনে) নবী স. তাঁর মাথা তুলে বললেন, ঐসব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য থেকে কোনো সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে এর মধ্যে রাখত। ঐসব লোক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য বলে গণ্য।

৭১. অনুচ্ছেদ ঃ যারা নারীদের কবরে নামতে পারবে।

١٢٥٤.عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ اَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَا قَالَ فَانْزِلَ فِي قَبْرِهَا.

১২৫৪. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ স.-এর কন্যার জানাযায় ও দাফনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ স. (কন্যার) কবরের পাশে বসেছিলেন। আমি দেখলাম, তাঁর দু চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ রাতে সহবাস করেনি (তোমাদের মধ্যে) এমন কেউ কি আছে? আবু তালহা রা. বললেন, আমি আছি। নবী স. তাকে বললেন, তুমি তার কবরে নেমে পড়।

৭২. অনুচ্ছেদ ঃ শহীদদের নামাযে জানাযা আদায়ের বর্ণনা।

١٢٥٥.عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِيْ دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ·

১২৫৫. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে নবী স. একই কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তাদের মধ্যে কোন্‌জন কুরআনের বেশী হাফেয? দুজনের যার দিকে ইশারা করে বলে দেয়া হলো প্রথমে তাকেই কবরে নামানো হলো। এরপর তিনি বললেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর তিনি রক্তসহ বিনা গোসলেই তাদেরকে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না এবং নামাযের জানাযাও পড়া হলো না।

١٢٥٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى اَهْلِ اُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : اِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَاَنَا

شَهِيْدُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لَاَنْظُرُ اِلَى حَوْضِى الْاٰنَ، وَاِنِّى اُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ اَوْ مَفَاتِيْحَ الْاَرْضِ وَاِنِّى وَاللّٰهِ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِى وَلٰكِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا.

১২৫৬. উকবা ইবনে আমের রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. একদিন বের হয়ে ওহুদের শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে মৃতদের নামাযে জানাযা আদায় করার মতো নামায আদায় করলেন। এরপর ফিরে এসে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি তোমাদের আগেই চলে যাব। আমি তোমাদের জন্য সাক্ষীও বটে। আর আল্লাহর শপথ, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি, আমাকে তো পৃথিবীর সম্পদরাশির চাবি প্রদান করা হয়েছে, অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পর্কে এ ভয় করি না যে, আমার পরে তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে। বরং পার্থিব স্বার্থ অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে বলে ভয় করি।

৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ একই কবরে দু বা তিনজনকে দাফন করার বর্ণনা।

١٢٥٧. عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ.

১২৫৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জনকে একত্রিত করে দাফন করেছিলেন।

৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ যিনি শহীদদেরকে গোসল দিতে দেখেননি।

١٢٥٨.عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَدْفِنُوْهُمْ فِىْ دِمَائِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ اُحُدٍ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.

১২৫৮. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তাদেরকে (শহীদদেরকে) রক্তমাখা দেহেই দাফন কর। একথা তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন। আর ঐসব শহীদদেরকে গোসলও দেননি।

৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ লাহাদ বা কবরে প্রথমে কাকে রাখা হবে? লাহাদ এজন্য বলা হয় যে, এ ধরনের কবর এক পাশে খুঁড়ে করা হয়। আর এ কারণে সকল অত্যাচারীকে মুলহিদ বলা হয়ে থাকে। (কেননা, সে ন্যায় ও হক থেকে দূরে সরে থাকে)। মুলতাহাদা শব্দের অর্থ হলো, পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার জায়গা। আর কবর যদি সোজা হয় তবে তাকে দ্বারীহ বলা হয়।

١٢٥٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى اُحُدٍ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلَى

اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلاَءِ وَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَاَخْبَرَنَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِقَتْلٰى اُحُدٍ اَىُّ هٰؤُلاَءِ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى رَجُلٍ قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَقَالَ جَابِرٌ فَكُفِّنَ اَبِىْ وَعَمِّىْ فِىْ نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.

১২৫৯. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. ওহুদ যুদ্ধের দু' দু'জন শহীদকে একত্রিত করে একই কাপড়ে কাফন দিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল ? জবাবে তাঁকে যখন দুজনের মধ্যে একজনের প্রতি ইশারা করে বলে দেয়া হলো, তখন তাকেই প্রথমে কবরে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, এদের জন্য আমিই কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা দেহেই তাদেরকে দাফন করছিলেন। তিনি তাদের কাউকেই গোসল দেননি আর জানাযাও পড়েননি। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন, আওযায়ী যুহরীর মাধ্যমে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা.) বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করেছিলেন, এদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জন করেছিল ? জবাবে যখন কারো প্রতি ইশারা করে নির্দেশ করা হচ্ছিল, তখন তার সাথীর আগে তাকে কবরে রাখছিলেন। জাবির রা. বলেন, আমার আব্বা ও চাচাকে একই সাথে একখানা নকশা করা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল।

৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে ইযখির বা অন্য কোনো ঘাস দেয়ার বর্ণনা।

١٢٦٠.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ حَرَّمَ اللّٰهُ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِى وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِى اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا.

১২৬০. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মহা সম্মানিত) করে দিয়েছেন। আমার পূর্বে তা কারো জন্য হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। হ্যাঁ, তবে আমার জন্য এটি দিনের অল্প কিছু সময়ের জন্য তা হালাল করা হয়েছিল (মক্কা বিজয়ের দিন)। এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারকে ভাগানো যাবে না এবং ঘোষণা করে জানানোর উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। (এসব কথা শুনে) আব্বাস রা. বললেন, কেননা আমাদের স্বর্ণকারদের ও কবরের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তখন নবী স. বললেন, হ্যাঁ, ইযখির ছাড়া। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে "আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য" কথা দুটি বর্ণনা করেছেন।

৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ লাশ কোনো কারণে কবর বা লাহাদ থেকে উঠানো যাবে কি না।

١٢٦١. جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ فَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا وَقَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَكَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصَانِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْبِسْ اَبِىْ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ يَلِىْ جِلْدَكَ قَالَ سُفْيَانُ فَيُرَوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَلْبَسَ عَبْدَ اللّٰهِ قَمِيْصَهُ مُكَافَأَةً لِمَا صَنَعَ ·

১২৬১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর রসূলুল্লাহ স. সেখানে আগমন করলেন। তিনি তাকে কবর থেকে উঠাবার আদেশ করলেন। তিনি তাকে দু' হাঁটুর ওপর রাখলেন এবং স্বীয় মুখের লালা ফুঁকে দিলেন এবং নিজের জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। এ ঘটনা সত্য কি না তা আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক সময়ে আব্বাসকে তার গায়ের জামা পরিয়েছিলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আবু হুরায়রা রা. বলেছেন, রসূলুল্লাহ স.-এর গায়ে তখন দুটি জামা ছিল। তাই আবদুল্লাহর পুত্র বললো, হে আল্লাহর রসূল ! যে জামাটি আপনার শরীর স্পর্শ করে আছে ঐটি আমার পিতাকে পরিয়ে দিন। সুফিয়ান বলেন, সকলের ধারণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহর কৃত বদান্যতার বদলে তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন।

١٢٦٢.عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ اُحُدُ دَعَانِىْ اَبِىْ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ مَا اُرَانِى اِلاَّ مَقْتُوْلاً فِىْ اَوَّلِ مَنْ يُّقْتَلُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاِنِّى لاَ اَتْرُكُ بَعْدِى اَعَزَّ عَلَىَّ مِنْكَ غَيْرَ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ عَلَىَّ دَيْنًا فَاقْضِ وَاسْتَوْصِ بِاَخَوَاتِكَ خَيْرًا فَاَصْبَحْنَا فَكَانَ اَوَّلَ قَتِيْلٍ وَدُفِنَ مَعَهُ اٰخَرُ فِىْ قَبْرِهِ ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ اَنْ اَتْرُكَهُ مَعَ الْاٰخَرِ فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ اَشْهُرٍ فَاِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ اُذُنِهِ ·

১২৬২. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের সময় নিকটবর্তী হলে আমার পিতা (আবদুল্লাহ) রাতের বেলা আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হয় নবী স.-এর আসহাবদের মধ্যে যারা নিহত হবেন, আমি তাদের প্রথম ব্যক্তি হবো। এমতাবস্থায় একমাত্র নবী স. ছাড়া তোমার চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছি না। আমি ঋণগ্রস্ত আছি। ঋণ পরিশোধ করে দেবে এবং তোমার বোনদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে ও ভাল উপদেশ প্রদান করবে। পরদিন সকাল হলে দেখলাম, তিনিই

প্রথম শহীদ হলেন। তাঁর কবরে অন্য এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে দাফন করা হলো। কিন্তু অন্য একজনের সাথে তাঁকে কবরে রাখা আমার কাছে ভালো মনে হলো না। তাই ছয় মাস পরে আমি তাঁকে কবর হতে উঠালাম। তার কান ছাড়া সমগ্র শরীর এমন ছিল যেন ঐদিন কিছুক্ষণ আগেই তাকে দাফন করা হয়েছে।

١٢٦٣.عَنْ جَابِرٍ قَالَ دُفِنَ مَعَ اَبِىْ رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ حَتّٰى اَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِىْ قَبْرٍ عَلٰى حِدَةٍ ·

১২৬৩. জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতার সাথে অন্য আর একজন লোককে দাফন করা হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে তা পসন্দ হলো না। তাই তাঁকে কবর থেকে উঠিয়ে অন্য আরেকটি কবরে দাফন করলাম।

৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ কবরে লাহাদ বা গর্ত করা।

١٢٦٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ فَقَالَ اَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ

১২৬৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. ওহুদ যুদ্ধের শহীদদের দু' দু'জন পুরুষের লাশ এক সাথে করে জিজ্ঞেস করছিলেন, তাদের মধ্যে কে কুরআনের জ্ঞান বেশী রাখে। তাঁকে যখন কোনো একজনের প্রতি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হতো, তখন তিনি তাকেই প্রথমে লাহাদে রাখছিলেন এবং বলছিলেন, কিয়ামতের দিন আমি নিজে এঁদের সাক্ষী হবো। এরপর রক্তমাখা শরীরেই তাঁদের দাফন করার নির্দেশ দিলেন এবং তাদের গোসলও দিলেন না।

৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ কোনো বালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক যদি ইসলাম গ্রহণ করে মারা যায়, তাহলে কি তার জানাযা পড়া হবে এবং ছোট ছেলেদের কি ইসলামের দাওয়াত দেয়া যাবে ? হাসান, শুরাইহ, ইবরাহীম ও কাতাদাহ বলেছেন, পিতামাতার কোনো একজন ইসলাম গ্রহণ করলে সন্তান মুসলমান জনের সাথে থাকবে। ইবনে আব্বাস দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মায়ের সাথে ছিলেন, পিতার সাথে তার (পিতার) বংশের দীনের অনুসারী ছিলেন না। নবী স. বলেছেন, ইসলাম বিজয়ী, তা কখনও বিজিত হয় না।

١٢٦٥.عَنْ اِبْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ تَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَضَهُ وَقَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهِ

فَقَالَ لَهُ مَاذَا تَرَى قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ دَعِنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِيْ قَتْلِهِ وَقَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ ثُمَّ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اِلَى النَّخْلِ الَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ اَوْ زَمْرَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ يَا صَافِ وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ هٰذَا مُحَمَّدٌ ﷺ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ .

১২৬৫. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। উমর (ইবনুল খাত্তাব) নবী স.-এর সাথে সাথে ইবনে সাইয়াদের কাছে গমন করলো। আরো কিছু লোক সাথে ছিল। তারা সবাই ইবনে সাইয়াদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলতে দেখতে পেল। সে সময় ইবনে সাইয়াদ সাবালকত্বে পৌছার কাছাকাছি। সে নবী স.-এর আগমন আঁচ করতে পারার আগেই নবী স. তার গায়ে হাত রাখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রসূল ? তখন ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং বললো, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? একথা শুনে নবী স. তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নবী স. বললেন, তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার অস্পষ্ট হয়ে আছে বা এলোমেলো হয়ে গেছে। নবী স. এবার তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, পারলে তা বলে দাও। ইবনে সাইয়াদ বললো, তাহলো ধূয়া। একথা শুনে নবী স. বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও, দূর হও। তুমি নিজের ক্ষমতা বা সীমার বাইরে যেতে পারো না। অর্থাৎ জ্ঞান প্রাপ্তির বিশেষ উৎস অহী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী স. বললেন, এ যদি সে-ই হয় অর্থাৎ মসীহে দাজ্জাল হয় তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয় তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার কোনো লাভ নেই। সালেম বর্ণনা করেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, এরপর রসূলুল্লাহ স. ও উবাই

ইবনে কা'ব একটি খেজুর বাগানে গেলেন যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। তিনি ধারণা করছিলেন যে, ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনবেন। নবী স. তাঁকে দেখলেন, একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে এবং গুন গুন করছে। ইবনে সাইয়াদের মা দেখতে পেল যে, তিনি [নবী স.] খেজুর শাখায় নিজেকে আড়াল করে অগ্রসর হচ্ছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়াদকে ডাকলো, হে সাফ (এটি ইবনে সাইয়াদের নাম) দেখছ না মুহাম্মাদ এসেছেন? ইবনে সাইয়াদ ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়লো। নবী স. বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে অমনি থাকতে দিতো, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

١٢٦٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِىٌّ يَخْدُمُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ اَسْلِمْ فَنَظَرَ اِلَى اَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ اَطِعْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ فَاَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

১২৬৬. আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটি ইয়াহুদী বালক নবী স.-এর খেদমত করতো। সে পীড়িত হয়ে পড়লে নবী স. তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন এবং বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বালকটি তখন তার পিতার দিকে চেয়ে দেখল। তার পিতা কাছেই উপস্থিত ছিল। সে বললো, আবুল কাসেম [নবী স.] যা বলছেন তা-ই কর। সুতরাং ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করলো। নবী স. সেখান থেকে বের হয়ে এসে বললেন, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি তাকে (বালকটিকে) জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

١٢٦٧. عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّى مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ اَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ وَاُمِّى مِنَ النِّسَاءِ.

১২৬৭. ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি ও আমার মা ছিলাম অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত। আমি ছিলাম শিশু আর আমার মা ছিলেন মহিলা।

١٢٦٨. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ يُصَلِّى عَلَى كُلِّ مَوْلُوْدٍ مُتَوَفًّى وَاِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الْاِسْلاَمِ يَدَّعِىْ اَبَوَاهُ الْاِسْلاَمَ اَوْ اَبُوْهُ خَاصَّةً وَاِنْ كَانَتْ اُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الْاِسْلاَمِ اِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّىَ عَلَيْهِ وَلاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لاَيَسْتَهِلُّ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ سِقْطٌ فَاِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَو يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الاية .

১২৬৮. ইবনে শিহাব রা. বলেছেন, প্রতিটি নবজাত মৃত শিশুর নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে, যদিও সে ব্যভিচারিণীর সন্তানও হয়। কেননা সে ইসলামী স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। যদি তার পিতা-মাতা উভয়েই ইসলামের দাবীদার (মুসলমান) হয় অথবা শুধু পিতা ইসলামের দাবীদার হয় এবং মাতা ইসলামের অনুসারী না থাকে আর জন্মের পর সে (শিশুটি) যদি চিৎকার করে (কেঁদে) থাকে, তবে তার নামাযে জানাযা পড়া হবে। কিন্তু যে শিশু চিৎকার করে কাঁদবে না, তার নামাযে জানাযা আদায় করা হবে না। কেননা, সে গর্ভপাতে নষ্ট হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেছেন যে, নবী স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। অর্থাৎ তারা নিজেরা যেটার অনুসরণ করে উক্ত শিশুকেও সেই মতাবলম্বী করে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত চতুষ্পদ জন্তু রূপেই ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। তোমরা কি তার নাক বা অন্য কোনো অংশ কাটা দেখতে পাও ? এরপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াতের আবৃত্তি করলেন ঃ فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

١٢٦٩. اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ اِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيهَا مِنْ جَدعَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ٠

১২৬৯. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই, যে ইসলামী স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদী, খৃস্টান অথবা অগ্নিউপাসক করে গড়ে তোলে। (অর্থাৎ পিতা-মাতা যে ধর্ম বিশ্বাস বা মতামত পোষণ করে সন্তানকেও ঠিক সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেই গড়ে তোলে)। যেরূপ চতুষ্পদ জন্তু নিখুঁত একটা চতুষ্পদ জন্তুরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়। তোমরা তার নাক বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা দেখতে পাও কি ? অতপর আবু হুরাইরা রা. কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, (এটিই) আল্লাহর নিয়ম বা প্রকৃতি যার ওপর তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এ নিয়ম বা প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন নেই। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সরল সঠিক দীন।–(আল কুরআন)

৮০. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক মৃত্যুর সময় لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বললে।

١٢٧٠. عَنْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِى اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِىْ طَالِبٍ يَا عَمِّ قُلْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا

طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَعُوْدَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتّٰى قَالَ اَبُوْ طَالِبٍ اٰخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ بِهِ هُوَ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَاَبٰى اَنْ يَقُوْلَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ : الاية.

১২৭০. সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু তালিবের মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠলে রসূলুল্লাহ স. তার কাছে গেলেন। সেখানে তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরাকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। বর্ণনাকারী বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. আবু তালিবকে বললেন, হে আমার চাচা ! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' একথাটি বলুন। এর দ্বারাই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবো। তখন আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বললো, হে আবু তালিব ! তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে (পরিত্যাগ করবে)? রসূলুল্লাহ স. বার বার তাঁর কথাটি পেশ করতে থাকলেন আর তারা দুজনও (আবু জাহল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া) তাদের কথা বার বার বলতে থাকলো। এ ব্যাপারে আবু তালেব শেষ কথা যা বললেন তাহলো, তিনি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সাথে সাথে তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতেও অস্বীকৃতি জানালেন। এতে রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর শপথ ! তবুও যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন, "নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শোভা পায় না—যদিও তারা (মুশরিকরা) নিকটাত্মীয় হয়। কেননা, তারা জাহান্নামবাসী হবে এটা (তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমেই) স্পষ্ট হয়ে গেছে।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ১১৩)

৮১. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের ওপর তাজা ডাল বা শাখা গেড়ে দেয়া। বুরাইদা আসলামী অসিয়ত করেছিলেন যেন তাঁর কবরের ওপর দুটি শাখা পুঁতে দেয়া হয়। ইবনে উমর আবদুর রহমানের কবরের ওপর তাঁবু টাঙানো দেখে বললেন, হে বালক ! ওটি সরিয়ে নাও। কেননা, তাঁর আমল বা কৃতকর্মই তাকে ছায়াদান করবে। খারেজা ইবনে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম (সাবালক হলাম)। আর আমরা উসমানের সময়কালে যুবক ছিলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় লম্ফ প্রদানকারী তাকেই মনে করা হতো যে উসমান ইবনে মাযউনের কবর লাফ দিয়ে ডিঙ্গাতে সক্ষম হতো। উসমান ইবনে হাকীম বর্ণনা করেছেন, খারেজা (ইবনে যায়েদ) আমার হাত ধরে কবরের ওপর বসিয়ে দিলেন এবং তার চাচা ইয়াযীদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণনা করে আমাকে বললেন যে, তিনি (ইয়াযীদ ইবনে সাবেত) অযুহীন ব্যক্তির জন্য এরূপ করা (কবরের ওপর বসা) মাকরূহ বা অপসন্দনীয় মনে করতেন। নাফে' বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমর কবরের ওপর বসতেন।

١٢٧١. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ اِنَّهُمَا

لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِيْ كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا ۔

১২৭১. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কবর দুটিতে আযাব হচ্ছে। তিনি বললেন, কবরের দুজন অধিবাসীকেই আযাব দেয়া হচ্ছে। অবশ্য কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। একজনকে এজন্য আযাব দেয়া হচ্ছে যে, সে পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন গীবত (পরনিন্দা) করে বেড়াত। এরপর তিনি একটি তাজা ডাল ভাঙলেন এবং সেটা দু' টুকরো করলেন এবং প্রত্যেক কবরে একখানা করে পুঁতে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! কি উদ্দেশ্যে আপনি এরূপ করলেন ? জবাবে তিনি বললেন, যতক্ষণ এ দুটি শুকিয়ে না যাবে ততক্ষণ তাদের আযাব লঘু করা হবে।

৮২. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের পাশে মুহাদ্দিসের নসীহত প্রদান এবং সাথীদের তার চারদিকে বসা।

١٢٧٢.عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِيْ جَنَازَةٍ فِيْ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ اِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَاِلاَّ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً اَوْ سَعِيْدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلَى عَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا كَانَ مِنَّا مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيْرُ اِلٰى عَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُوْنَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ : فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى : الاية ۔

১২৭২. আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে নবী স. আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর কাছে একটি ছড়ি ছিল। তিনি আস্তে আস্তে ছড়িখানা দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন, এমন কোনো প্রাণী নেই, জাহান্নাম বা জান্নাতে যার জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়নি অথবা

সৌভাগ্যশালী বা দুর্ভাগা বলে নির্দিষ্ট হয়নি। (একথা শুনে) এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আমাদের সেই লিখিত ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে আমল বা কাজ কর্ম পরিত্যাগ করবো না ? কেননা আমাদের যারা সৌভাগ্যশালী বলে লিখিত হয়েছে তারা অচিরেই সৌভাগ্যশালীদের মত কাজ করতে অগ্রসর হবে আর যারা ভাগ্যাহত বলে লিখিত তারাও অচিরে সে মতে কাজ করতে অগ্রসর হবে। জবাবে রসূলুল্লাহ স. বললেন, সৌভাগ্যশালীদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয় আর দুর্ভাগাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। এরপর তিনি (তাঁর কথার সমর্থনে) কুরআনের এ আয়াত আবৃত্তি করলেন, فَـاَمَّـا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى অর্থাৎ "যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলো এবং তাকওয়ার পথ অনুসরণ করলো।"

৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ আত্মহত্যাকারী সম্পর্কে।

١٢٧٣.عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِيْنَا وَمَا نَخَافُ اَنْ يَكْذِبَ جُنْدُبُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِي عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

১২৭৩. সাবেত ইবনে দাহ্হাক নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী বলে মিথ্যা শপথ করে তাকে উক্ত ধর্মের লোক বলেই গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে তাকে সে অস্ত্র দিয়েই জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে।

অন্য একটি সূত্রে হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, জাবির ইবনে হাযেম এবং হাসানের মাধ্যমে বর্ণনাকারী জুনদুব থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী স. বলেছেন ঃ

كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ اللّٰهُ بَدَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

এক ব্যক্তি আহত হয়েছিল। সে আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা বড় তাড়াহুড়া করলো। সে নিজেই নিজেকে হত্যা করলো। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিলাম।

١٢٧٤.عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلَّذِيْ يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعَنُهَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ .

১২৭৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেন, যে ফাঁসী লাগিয়ে বা গলা টিপে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে অনুরূপভাবে শাস্তি

দিবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বিঁধিয়ে আত্মহত্যা করে, জাহান্নামে সে নিজেই নিজেকে বর্শা বিঁধিয়ে শাস্তি দিবে।

৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুনাফিকদের নামাযে জানাযা পড়া এবং মুশরিকদের জন্য দোআ করা মাকরূহ। ইবনে উমর এ হাদীসটি নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٢٧٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَبْتُ اِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ اُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا اُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ اِنِّيْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ اَعْلَمُ اَنِّيْ اِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ فَغُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ : وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا...وَهُمْ فَاسِقُوْنَ : قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ .

১২৭৫. উমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ স.-কে তার জানাযার নামায পড়ার জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ স. তার জানাযা পড়তে উঠে দাঁড়ালে (অর্থাৎ জানাযা পড়তে যেতে উদ্যত হলে) আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযা পড়তে চান ? অথচ সে তো অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল। এরপর আমি এক এক করে তার ভূমিকা তুলে ধরতে থাকলাম। (এসব শুনে) রসূলুল্লাহ স. মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, হে উমর, আমার পেছনে চলে যাও। যখন আমি অনেক কিছু বলতে শুরু করলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। আমি সেই ইখতিয়ারকে কাজে লাগাচ্ছি। যদি আমি জানতাম যে, আমি তার জন্য সত্তরবারের অধিক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করা হবে, তবে আমি সত্তরবারেরও বেশী ক্ষমা চাইতাম। উমর রা. বর্ণনা করেন, তিনি [নবী স.] তার জানাযা পড়লেন এবং ফিরে দাঁড়ালেন। এর অল্পক্ষণ পরেই সূরা বারায়াতের দুটি আয়াত নাযিল হলো, "হে নবী ! তাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করে তাদের কারো জন্যই তুমি কখনোই দোআ বা ক্ষমা প্রার্থনা করো না। (নামাযে জানাযা পড়ো না) কিংবা তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবে না। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং এমতাবস্থায়ই মারা গেছে। সুতরাং তারা ফাসেক।" উমর রা. বলেন, পরে আমি রসূলুল্লাহ স.-এর সামনে আমার ঐ দিনের এ সাহসিকতার জন্য বিস্মিত হয়েছি। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক পরিজ্ঞাত।

৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা।

١٢٧٦. عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَبَ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجَبَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا وَجَبَ قَالَ هٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهٰذَا اَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّار اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ۔

১২৭৬. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা একটি জানাযার কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা লোকটির প্রশংসা করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযার কাছ দিয়ে অতিক্রমকালে তারা সেই মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ ও বদনাম করলে নবী স. বললেন, ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। (একথা শুনে) উমর ইবনুল খাত্তাব নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওয়াজিব হলো ? জবাবে তিনি বললেন, এ লোকটি—যার তোমরা প্রশংসা করলে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে লোকটির তোমরা নিন্দাবাদ বা বদনাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা, পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর সাক্ষী।

١٢٧٧. عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ عَلٰى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ وَجَبَتْ، قَالَ اَبُو الْاَسْوَدِ فَقُلْتُ وَمَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقُلْنَا وَثَلٰثَةٌ قَالَ وَثَلٰثَةٌ فَقُلْنَا وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْاَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ۔

১২৭৭. আবুল আসওয়াদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা আগমন করলে দেখলাম, সেখানে একটি রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমি উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে বসলাম। সেখান দিয়ে একটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। এতে উমর রা. বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলেও মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা হলে তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা অতিক্রম করলে মৃত ব্যক্তির নিন্দাবাদ করা হলে এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কি ওয়াজিব হলো ? উত্তরে উমর রা. বললেন, নবী স. যা বলেছিলেন আমিও ঠিক তাই বললাম। তিনি বলেছেন, কোনো মুসলমান সম্পর্কে চারজন যদি ভাল কথা বলে, আল্লাহ

সেই মুসলমানকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আবুল আসওয়াদ বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যদি তিনজন বলে তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনজন হলেও। আমরা আবার বললাম, যদি দুজন হয়, তাহলে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দুজন হলেও। অতপর আমরা একজন সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করিনি।

৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত আছে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

بَابُ مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَقَوْلُ اللّٰهِ : وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْهُوْنُ هُوَ الْهَوَانُ وَالْهَوْنُ الرِّفْقُ وَقَوْلُهُ: سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ، وَقَوْلُهُ : وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ- اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

"হে নবী ! যদি আপনি যালেমদের ঐ সময়ের অবস্থা দেখতেন, যখন তারা মৃত্যুর কঠিন আযাবে ভুগতে থাকবে আর ফেরেশতাগণ নিজেদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আনো। তোমাদের আমলের বিনিময়ে আজ তোমাদেরকে কঠিন লাঞ্ছনাকর আযাব দেয়া হবে। (সূরা আল আনআম ঃ ৯৩)। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী র. বলেছেন ঃ (هون) হুন আর (هون) হাওন শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য হলে, (هون) 'হুন' অর্থ আযাব বা শাস্তি যা লাঞ্ছনাকর আর (هون) 'হাওন' শব্দের অর্থ হলো বিনম্রতা, বিনয়ীভাব। আল্লাহর বাণী ঃ

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ- التوبة : ١٠١

"আমি তাদেরকে দু'বার আযাব দান করবো, এরপর আবার তাদেরকে কঠিন আযাবের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।"–সূরা আত তাওবা ঃ ১০১

আল্লাহর বাণী ঃ

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا، وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ، اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ- المؤمن : ٤٥

"আর ফেরাউনের অনুসারীরা নিজেরাই নিকৃষ্টতম আযাবের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তারা জাহান্নামের আগুনের সামনে আনীত হয়। আর কিয়ামতের সময় উপস্থিত হলে এই বলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদের কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর।"

١٢٧٨.عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقْعِدَ مُؤْمِنٌ فِيْ قَبْرِهِ اُتِيَ ثُمَّ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ - ابراهيم : ٢٧

১২৭৮. বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তিকে যখন তার কবরে তুলে বসানো হয় এবং তার কাছে ফেরেশতা পাঠানো হয়। সে তখন এ বলে সাক্ষ্য প্রদান করে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসূল) এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, একটি প্রতিষ্ঠিত কথা দ্বারা আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখবেন।[৩০]–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

١٢٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيْلَ لَهُ تَدْعُوْ اَمْوَاتًا قَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَ يُجِيْبُوْنَ.

১২৭৯. ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী স. সেই কূপের কিনারে গিয়ে উঁকি দিলেন যেখানে বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন, তোমরা অবিকল তা-ই পেয়েছ তো ? তাঁকে [নবী স.-কে] বলা হলো, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে কমই শুনতে পাও। (তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শুনছে) কিন্তু তারা জবাব দিতে পারছে না।

١٢٨٠.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنْ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ، وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتٰى .

১২৮০. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, এখন তারা অবশ্যই বুঝতে পারবে, আমি তাদেরকে যা বলতাম, তা সত্য। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, হে নবী ! তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না।

١٢٨١.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللّٰهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَاَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ صَلّٰى صَلاَةً اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ زَادَ غُنْدَرٌ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ .

৩০. গুন্দার বলেছেন, উপরোক্ত সনদের মাধ্যমেই শো'বা আমার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

১২৮১. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁর কাছে আগমন করে (কথা প্রসঙ্গে) কবরের আযাবের কথা উল্লেখ করলো। সে বললো, আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। পরে আয়েশা রা. রসূলুল্লাহ স.-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। আয়েশা রা. বলেছেন, এরপর আমি রসূলুল্লাহ স.-কে এমন কোনো নামায পড়তে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।

١٢٨٢.اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ تَقُوْلُ قَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِىْ يَفْتَتِنُ فِيْهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذٰلِكَ ضَجَّ الْمُسلِمُوْنَ ضَجَّةً.

১২৮২. আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, একদিন রসূলুল্লাহ স. বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে কবরে মানুষকে যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি বর্ণনা দিলেন তখন কবর আযাবের ভয়াবহতা শুনে মুসলমানগণ চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

١٢٨٣.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ لَهُ اُنْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَلَنَا اَنَّهُ يُفْسَحُ فِىْ قَبْرِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى حَدِيْثِ اَنَسٍ قَالَ وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ لاَ اَدْرِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ ، فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ .

১২৮৩. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা (তার সাথে কবর পর্যন্ত যারা গিয়েছিল) ফিরে আসতে থাকে তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তাদের জুতার (খটখট) আওয়াজ শুনতে পায়। এমতাবস্থায় তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসে এবং তাকে তুলে বসিয়ে মুহাম্মাদ স.-কে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে ? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার স্থান দেখে নাও। এটার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে একটি স্থান দান করেছেন। সে তখন এক সাথে দুটি জায়গায়ই দেখতে পাবে। কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন এবং আমার কাছেও বর্ণনা করা হয়েছে যে,

তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। এরপর আবার আনাস রা. বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (আনাস) বলেন, মুনাফিক অথবা কাফেরকে [নবী স.-কে দেখিয়ে] বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে ? সে বলবে, আমি জানি না। লোকেরা যা বলতো আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জানতে চাওনি অথবা পড়েও দেখনি। (অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারাও বুঝতে সচেষ্ট হওনি এবং শুনেও গ্রহণ করনি)। এরপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা তাকে এমনভাবে আঘাত করা হবে যে, তাতে সে ভয়ানকভাবে চিৎকার করতে থাকবে। জ্বিন ও মানুষ ছাড়া এ চিৎকার নিকটবর্তী সবাই শুনতে পাবে।

৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

١٢٨٤.عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعَ صَوتًا فَقَالَ يَهُوْدُ تُعَذَّبُ فِىْ قُبُوْرِهَا .

১২৮৪. আবু আইয়ুব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্য অস্তমিত হয়েছে এমন সময় নবী স. বের হলেন। তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে বললেন, ইয়াহুদীকে তার কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে।

١٢٨٥.عَنْ اِبْنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِى ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

১২৮৫. খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রা.-এর কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী স.-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছেন।

١٢٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

১২৮৬. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. দোআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফেতনা থেকে এবং মসীহে দাজ্জালের ফেতনা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ গীবত (পরনিন্দা) ও পেশাব থেকে অসাবধান থাকার কারণে কবর আযাব।

١٢٨٧.عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِى ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلٰى اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ ، وَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَ عُوْدًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا.

১২৮৭. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, এ দুটি কবরের অধিবাসীকে আযাব দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় গোনাহের কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, তাদের দুজনের মধ্যে একজন পরনিন্দা চর্চা করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি [নবী স.] গাছের একটি তাজা শাখা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে এক এক টুকরো এক এক কবরে পুঁতে দিলেন এবং বললেন, হয়ত এ দুটি (শাখা) শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের আযাব হালকা করা হবে।

৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ সকাল-সন্ধ্যা মৃত ব্যক্তির আবাস প্রদর্শন।

١٢٨٨.عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتّٰى يَبْعَثَكَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ·

১২৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নাম অথবা জান্নাতে তোমাদের জায়গা দেখানো হবে। সে জান্নাতী হওয়ার উপযুক্ত হলে জান্নাতে এবং জাহান্নামী হওয়ার উপযুক্ত হলে জাহান্নামে তার জায়গা দেখানো হবে। তাকে বলা হবে এ হলো তোমার (উপযুক্ত) জায়গা। আল্লাহ তোমাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করে উঠাবেন এবং এ জায়গা দান করবেন।

৯০. অনুচ্ছেদ ঃ জানাযার সময় বা পরে মৃত ব্যক্তির কথা বলা।

١٢٨٩.عَنْ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَ صَالِحَةً قَالَ قَدِّمُوْنِيْ قَدِّمُوْنِيْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اِلاَّ الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ·

১২৮৯. আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, জানাযা প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর লোকেরা যখন তা কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি মৃত ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয় তাহলে সে বলে, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল, আমাকে দ্রুত নিয়ে চল। আর যদি সে সৎকর্মশীল না হয় তাহলে বলে, হায় ! হায় ! (আমাকে নিয়ে) তোমরা কোথায় যাচ্ছ। মানুষ ছাড়া তার এ ক্রন্দন ধ্বনি সবাই শুনতে পায়। মানুষ তা শুনতে পেলে অবশ্যই ভয়ে চিৎকার করে উঠতো।

৯১. অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের নাবালেগ মৃত সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে। আবু হুরাইরা রা. নবী স. থেকে বর্ণনা করেছেন, কারো যদি তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায় তবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে ঐ ব্যক্তিকে আড়াল করে রাখবে। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٢٩٠.عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوْتُ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُمْ.

১২৯০. আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যদি কোনো মুসলমানের তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা যায়, সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-মমতার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।

١٢٩١.عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ .

১২৯১. বারাআ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [রসূলুল্লাহ স.-এর পুত্র] ইবরাহীম মারা গেলে রসূলুল্লাহ স. বললেন, জান্নাতে তার জন্য একজন দুধ মা থাকবে।

৯২. অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান সম্পর্কে হাদীসে যা বলা হয়েছে।

١٢٩٢.عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَوْلاَدِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اللّٰهُ اِذْ خَلَقَهُمْ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১২৯২. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি জবাবে বললেন, যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তিনিই ভাল জানেন তারা জীবিত থাকলে কি করতো।

١٢٩٣.عَنْ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ .

১২৯৩. আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ স.-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভাল জানেন, বেঁচে থাকলে তারা কি ধরনের আমল করতো।

١٢٩٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَو يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيْهَاجَدْعَاءَ

১২৯৪. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রত্যেকটি নবজাত শিশু ইসলামী স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরে পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী করে গড়ে তোলে অথবা নাসারা করে গড়ে তোলে অথবা অগ্নিপূজক করে গড়ে তোলে। ঠিক যেমন পশু চতুষ্পদ পশু জন্ম দেয়। তোমরা তার নাক বা অন্যান্য অংশ কাটা দেখতে পাও কি ?

৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ[৩১]

. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى صَلاَةً اَقْبَلَ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيًا قَالَ فَاِنْ رَأَى اَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُوْلُ مَا شَاءَ اللّٰهُ فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ هَلْ رَأَى اَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا لاَ قَالَ لٰكِنِّيْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِيْ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَخْرَجَانِيْ اِلَى الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَاِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ مُوْسَى بِيَدِهِ كَلُّوْبٌ مِنْ حَدِيْدٍ يُدْخِلُهُ فِيْ شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْاٰخَرِ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هٰذَا فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ قُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفِهْرٍ اَوْ صَخْرَةٍ فَيَشْدَخُ بِهِ رَأْسَهُ فَاِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهَ الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلاَ يَرْجِعُ اِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ اِلَيْهِ فَضَرَبَهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا اِلَى ثَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ اَعْلاَهُ ضَيِّقٌ وَاَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا فَاِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتَّى كَادَ اَنْ يَخْرُجُوْا فَاِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فِيْهَا وَفِيْهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِيْ فِي النَّهَرِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلِ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالاَ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا اِلَى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيْمَةٌ وَفِيْ اَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ وَاِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعِدَا بِيْ فِي الشَّجَرَةِ وَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا رِجَالٌ شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَانٌ ، ثُمَّ اَخْرَجَانِيْ مِنْهَا فَصَعِدَا بِيَ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِيْ دَارًا هِيَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ : فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَابٌ فَقُلْتُ طَوَّفْتُمَانِيْ

---

৩১. মূল বুখারীতে কোনো শিরোনাম নেই।

اللَّيْلَةَ فَاَخْبِرَانِىْ عَمَّا رَأَيْتُ قَالاَ نَعَمْ : اَمَّا الَّذِىْ رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِى رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمَلْ فِيْهِ بِالنَّهَارِ يُفْعَلُ بِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِىْ رَأَيْتَهُ فِى الثَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالَّذِىْ رَأَيْتَهُ فِى النَّهَرِ اٰكِلُوا الرِّبَا وَالشَّيْخُ فِىْ اَصْلِ الشَّجَرَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلاَدُ النَّاسِ وَالَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَالدَّارُ الْاُولَى الَّتِىْ دَخَلْتَ دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ فَارْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَاِذَا فَوْقِىْ مِثْلُ السَّحَابِ قَالاَ ذَاكَ مَنْزِلُكَ قُلْتُ دَعَانِىْ اَدْخُلُ مَنْزِلِىْ قَالاَ اِنَّهُ بَقِىَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ فَلَوِاسْتَكْمَلْتَ اَتَيْتَ مَنْزِلَكَ .

১২৯৫. সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত। নবী স. যখনই ফজরের নামায আদায় করতেন, নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন এবং বলতেন, আজ রাতে তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছ কি ? সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, এমতাবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতো এবং তিনি আল্লাহ যেমন চাইতেন সেভাবে তার তা'বীর বা ব্যাখ্যা করতেন। একদিন তিনি আমাদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, তোমাদের কেউ কি (আজ) স্বপ্ন দেখেছ ? আমরা জবাব দিলাম, না, (আমরা কেউ স্বপ্ন দেখিনি)। তখন তিনি বললেন, আমি কিন্তু আজ রাতে স্বপ্নে দুজন লোককে দেখেছি। তারা আমার কাছে এসে আমার হাত ধরে এক পবিত্র স্থানে নিয়ে গেল। সেখানে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে তার পাশেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কোনো কোনো বন্ধু বলেছেন, তার হাতে আছে লোহার কাটা। সেটি সে বসা মানুষটির চোয়ালে ঢুকিয়ে দিচ্ছে এবং তা চিরে ফেলছে এবং অনুরূপভাবে অপর চোয়ালেও ঢুকিয়ে তা চিরে ফেলছে। ইতিমধ্যে তার প্রথমোক্ত চোয়ালটি জোড়া লেগে ভাল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সে এ চোয়ালটিতে আবার কাটা ঢুকিয়ে আগের মতো করছে। নবী স. বলেন, আমি বললাম, এ কি ব্যাপার ? তারা দুজন বললো, চলুন। সুতরাং আমরা যেতে থাকলাম এবং এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম, সে চিত হয়ে শুয়ে আছে আর অপর এক ব্যক্তি মাথার কাছে এক খণ্ড পাথর হাতে দাঁড়িয়ে আছে এবং পাথরটি তার মাথার ওপর নিক্ষেপ করছে। যখন সে তাকে মারছে প্রস্তর খণ্ডটি ছিটকে মস্তক থেকে দূরে গিয়ে পড়ছে। লোকটি তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু ফিরে আসার আগেই এ ব্যক্তির মাথা জোড়া লেগে পূর্বের মতই হয়ে যাচ্ছে। তারপর লোকটি ফিরে এসে পাথর দ্বারা আবার তাকে আঘাত করছে। নবী স. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? তারা দুজন বললো, আগে চলুন। আমরা অগ্রসর হলাম এবং তন্দুরের মতো একটি গর্তের পাশে গিয়ে পৌঁছলাম। এটির উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু নিম্নভাগ প্রশস্ত,

আর এর নীচে ছিল জ্বলন্ত আগুন। আগুনের শিখা যখন ওপরে উঠছে তখন ভিতরের লোকগুলো যেন বের হয়ে পড়বে বলে মনে হচ্ছে এবং আগুন যখন থেমে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তারাও নীচে চলে যাচ্ছে। ঐ সংকীর্ণ মুখ গর্তের মধ্যে উলঙ্গ নারী ও পুরুষদের রাখা হয়েছে। নবী স. বলেন, আমি সাথী দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম, একি কাণ্ড ? তারা বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা তখন অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্ত নদীর কিনারে উপনীত হলাম, যার মধ্যে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুন এবং ওয়াহাব ইবনে জারীর ইবনে হাযেম বর্ণনা করেছেন, নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে এবং নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে কিছু পাথর রাখা আছে। ইতিমধ্যে নদীর মাঝখানে দণ্ডায়মান ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলো। এমনকি সে যখন তীরে উঠার চেষ্টা করলো তখন অপর লোকটি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তাকে পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দিল। এভাবে যখন-ই সে তীরে উঠতে চাচ্ছে তখনই লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। আর সে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি ব্যাপার দেখছি ? তারা দুজন বললো, এগিয়ে চলুন। আমরা এগিয়ে চললাম এবং এমন একটি শ্যামল তরতাজা বাগিচায় প্রবেশ করলাম যেখানে একটি বিরাট গাছ ছিল। গাছটির নীচে এক বৃদ্ধ ও কিছু সংখ্যক শিশু বসেছিল। গাছটির অদূরেই একজন লোক তার সামনে আগুন জ্বালাচ্ছিল। আমার সাথী দুজন আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে আমাকে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যার চেয়ে উত্তম ও সুন্দর ঘর আমি কখনো দেখিনি। সেখানে যুবক, বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা অবস্থান করছিল। অতপর তারা দুজন সেখান থেকে আমাকে বের করে আনলো এবং পুনরায় আমাকে নিয়ে অন্য একটি গাছে আরোহণ করে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর। আর সে ঘরের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র বৃদ্ধ ও যুবকেরা।

[নবী স. বলেন,] আমি তাদেরকে (আমার দু' সাথীকে) বললাম, তোমরা তো আজ রাতে আমাকে ভ্রমণ করালে। এখন যেসব কিছু আমি দেখতে পেলাম সে সম্পর্কে আমাকে কিছু অবহিত কর। তারা বললো, হ্যাঁ, তাই করছি। যাকে আপনি দেখলেন যে, তার চোয়াল চিরে ফেলা হচ্ছে সে হলো মিথ্যাবাদী। সে মিথ্যা কথা বলে বেড়াত। লোকেরা তার থেকে ঐ কথা শুনে অন্যদেরকে তা বলতো এবং এভাবে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। এখন কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ আচরণ করা হবে। যে ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তার মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ করা হচ্ছে, এ হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন, কিন্তু তা থেকে গাফেল হয়ে সে রাতে ঘুমিয়েছে আর দিনেও সে অনুসারে কাজ করেনি। তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত এ আচরণ করা হবে। যাদেরকে আপনি তন্দুর সদৃশ গর্তের মধ্যে দেখতে পেলেন তারা সবাই হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। রক্তের নদীতে যাকে দেখলেন, সে হলো সুদখোর। গাছের নীচে যে বৃদ্ধকে দেখেছেন, তিনি হলেন ইবরাহীম আ. আর তার চতুর্দিকের শিশুরা হলো মৃত নাবালেগ সন্তানগণ। যাকে আগুন জ্বালাতে দেখলেন, সে হলো জাহান্নামের ফেরেশতা মালেক। প্রথম যে ঘরে আপনি প্রবেশ করেছিলেন তাহলো সাধারণ ঈমানদারদের ঘর আর এটি হলো শহীদদের ঘর। আমি হলাম জিবরাঈল এবং ইনি হলেন মিকাঈল। এরপর সে বললো, আপনি মাথা উঠান। আমি মাথা তুলে ওপরে মেঘমালার ন্যায় কিছু দেখতে পেলাম। তারা দুজন বললো, ওটি আপনার জায়গা। আমি

বললাম, আপনারা আমাকে আমার জায়গায় যেতে দিন। জবাবে তারা দুজন বললেন, আপনার আয়ু তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তা এখনো পূর্ণ হয়নি। আপনি তা পূরণ করলে, আপনার ঘরে যেতে পারবেন।

৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ সোমবার দিন মৃত্যুবরণ করলে।

١٢٩٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ فِىْ كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَتْ فِىْ ثَلاَثَةِ اَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ وَقَالَ لَهَا فِىْ اَىِّ يَوْمٍ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالَتْ يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ قَالَ اَرْجُوْ فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ اللَّيْلِ فَنَظَرَ اِلَى ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيْهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ اغْسِلُوْا ثَوْبِىْ هٰذَا وَزِيْدُوْا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوْنِىْ فِيْهَا قُلْتُ اِنَّ هٰذَا خَلَقٌ قَالَ اِنَّ الْحَىَّ اَحَقُّ بِالْجَدِيْدِ مِنَ الْمَيِّتِ اِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ فَلَمْ يُتَوَفَّى حَتَّى اَمْسَى مِنْ لَيْلَةِ الثُّلاَثَاءِ وَدُفِنَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ ·

১২৯৬. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু বকরের কাছে গমন করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কত খণ্ড কাপড়ে নবী স.-কে কাফন দিয়েছিলে ? জবাবে তিনি (আয়েশা) বললেন, তিন খণ্ড সাদা সাহুলী (জায়গার নাম) কাপড় দ্বারা। যার মধ্যে কোর্তা বা আমামা ছিল না। তিনি (আবু বকর) তাঁকে (আয়েশাকে) আবার জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ দিনে তাঁর [নবী স.-এর] ওফাত হয়েছিল ? তিনি বললেন, সোমবার দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, আজকে কোন্ দিন ? তিনি (আয়েশা) জবাব দিলেন, সোমবার। এরপর তিনি (আবু বকর) বললেন, আমি আশা করছি যে, রাতের মধ্যেই আমি চলে যাব। এরপর তিনি নিজের গায়ের কাপড়ের দিকে তাকালেন, অসুস্থ অবস্থায় যা তিনি পরিধান করেছিলেন এবং যাতে জাফরান রঙের কিছু আভা ছিল। তিনি বললেন, আমার এ জামা ধুয়ে দাও এবং এর সাথে আরও দু'খানা কাপড় যোগ করে তাদ্বারা আমাকে কাফন দিবে। (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, এ কাপড় তো পুরান হয়ে গেছে। একথা শুনে তিনি বললেন, মৃত ব্যক্তির চেয়ে জীবিত লোকেরাই নতুন কাপড়ের অধিক হকদার। কেননা, মৃত ব্যক্তির কাফন তো পুঁজ ও গলিত পদার্থের জন্য। সে দিন থেকে মঙ্গলবারের সন্ধার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওফাত পাননি। তিনি মঙ্গলবারে সন্ধায় ওফাত পেয়েছিলেন এবং ভোর হবার আগেই তাকে দাফন করা হয়েছিল।

৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক মৃত্যু।

١٢٩٧.عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَاَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَ فَهَلْ لَهَا اَجْرٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ·

১২৯৭. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী স.-কে জিজ্ঞেস করলো, আমার মা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলতে পারতেন

তাহলে কিছু দান-খয়রাত সম্পর্কে কথা বলতেন। এখন যদি আমি তার পক্ষ থেকে সদকা করি, তবে কি তিনি তার সওয়াব পাবেন ? জবাবে নবী স. বললেন, হ্যাঁ, পাবেন।

৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ নবী স. আবু বকর ও উমরের কবর সম্পর্কে যাকিছু বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর বাণী فَاَقْبَرَه তাকে কবরস্থ করলেন। اَقْبَرْتُ اَقْبِرُهُ الرَّجُلَ তখন বলবে যখন তুমি কারোর জন্য কবর তৈরী করবে। قَبَرْتُهُ دَفَنْتُهُ অর্থাৎ কবরস্থ করা كِفَاتًا অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করবে ও মৃত্যুর পর এর মধ্যে দাফন করা হবে।

١٢٩٨.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَتَعَذَّرُ فِىْ مَرَضِهِ اَيْنَ اَنَا الْيَوْمَ اَيْنَ اَنَا غَدًا اِسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ قَبَضَهُ اللّٰهُ بَيْنَ سَحْرِى وَنَحْرِىْ وَدُفِنَ فِىْ بَيْتِىْ.

১২৯৮. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ স. তার মৃত্যু পীড়ায় আয়েশার ঘরে থাকার দিন আসতে দেরী আছে দেখে ওযর হিসেবে বলতেন, আজ আমি কোথায় আছি আর কালকেই বা কোথায় (কার ঘরে) থাকবো ? হযরত আয়েশা রা. বলেন, অতপর আমার ঘরে থাকার দিনই আমার ক্রোড়ে মাথা রাখা অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন এবং আমার ঘরেই তাঁকে দাফন করা হলো।

١٢٩٩.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَوْلاَ ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِىَ اَوْ خُشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا وَعَنْ هِلاَلٍ قَالَ كَنَّانِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَمْ يُوْلَدْ لِىْ .

১২৯৯. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স. পীড়িত অবস্থায় বলেছিলেন, (এ পীড়া থেকে তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি) ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। যদি এ আশংকা না হতো যে, তাঁর কবরকে মসজিদ (সিজদার জায়গা) বানানো হবে তবে তাঁর কবরকে চিহ্নিত করে দেয়া হতো।

١٣٠٠. عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ رَاٰى قَبْرَ النَّبِىِّ ﷺ مُسَنَّمًا.

১৩০০. সুফিয়ান তাম্মার রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী স.-এর কবর গম্বুজাকৃতি দেখেছেন।

١٣٠١.عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْحَائِطُ فِىْ زَمَانِ الْوَلِيْدِ ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ اَخَذُوْا فِىْ بِنَائِهِ فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ فَفَزِعُوْا وَظَنُّوا اَنَّهَا قَدَمُ

النَّبِيِّ ﷺ فَمَا وَجَدُوْا اَحَدًا يَعْلَمُ ذٰلِكَ حَتّٰى قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ لاَ وَاللّٰهِ مَا هِيَ قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ مَا هِيَ اِلاَّ قَدَمُ عُمَرَ

١٣٠١(الف) وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَوْصَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ لاَ تَدْفِنِّيْ مَعَهُمْ وَادْفِنِّيْ مَعَ صَوَاحِبِيْ بِالْبَقِيعِ لاَاُزَكّٰى بِهِ اَبَدًا ۔

১৩০১. হিশাম ইবনে উরওয়া রা. তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেকের সময় [নবী স.-এর রওযার] দেয়াল যখন ধ্বসে পড়ে তখন সবাই তা পুনর্নির্মাণ শুরু করলেন। হঠাৎ একটি পা বেরিয়ে পড়লো। সবাই এ ভেবে ভীত হয়ে পড়লো যে, এটি নবী স.-এর পা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সঠিক জানে এমন কাউকেই তারা পেল না। অবশেষে উরওয়া তাঁদেরকে জানালেন, আল্লাহর শপথ ! এটি রসূলুল্লাহ স.-এর পা নয়। বরং এটি অবশ্যই উমরের পা হবে। হিশাম তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩০১(ক). হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা ও দাদার সূত্রে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আয়েশা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে অসিয়ত করেছিলেন, আমাকে তাঁদের [নবী স., আবু বকর ও উমর] পাশে দাফন করো না, বরং আমার সঙ্গিনীদের (সতীনদের) সাথে বাকীতে দাফন কর। কারণ, তাদের পাশে দাফন করলেই আমি পবিত্র হয়ে যাব না।

١٣٠٢.عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنَ الْاَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكِ السَّلاَمَ ثُمَّ سَلْهَا اَنْ اُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيَّ قَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِيْ فَلاَُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِيْ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ اَذِنَتْ لَكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ اَهَمَّ اِلَيَّ مِنْ ذٰلِكَ الْمَضْجِعِ فَاِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُوْنِيْ ثُمَّ سَلِّمُوْا ثُمَّ قُلْ يَسْتَاْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِيْ فَادْفِنُوْنِيْ وَاِلاَّ فَرُدُّوْنِيْ اِلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّيْ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ الَّذِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنِ اسْتَخْلَفُوْا بَعْدِيْ فَهُوَ الْخَلِيْفَةُ فَاسْمَعُوْا لَهُ وَاَطِيْعُوْا فَسَمَّى عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرٰى اللّٰهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْاِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هٰذَا كُلِّهِ فَقَالَ لَيْتَنِيْ يَا ابْنَ اَخِيْ وَذٰلِكَ

كَفَافًا لاَ عَلَى وَلاَ لِىَ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِىْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ خَيْرًا اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ اَنْ يُقْبَلَ مَنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتِلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَاَنْ لاَ يُكَلَّفُوْا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ ·

১৩০২. আমর ইবনে মায়মুনা আওদী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনে খাত্তাবকে দেখলাম, তিনি (নিজের পুত্রকে ডেকে) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! তুমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার কাছে গিয়ে বলো যে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন। এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করো যে, আমি (উমর) আমার দু' সাথীর [নবী স. ও আবু বকর রা.] পাশে দাফন হতে চাই, এ ব্যাপারে তাঁর মত কি ? এসব কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন, জায়গাটি আমি নিজের জন্য পসন্দ করে রেখেছিলাম। আজ আমি নিজের চেয়ে উমরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে আসলে উমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এলে ? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, আয়েশা আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। শুনে তিনি (উমর) বললেন, আজ ঐ নিদ্রার জায়গাটির (কবরের জায়গা) ব্যাপার ছাড়া গুরুত্ববহ আর কিছুই আমার কাছে ছিল না। আমি মৃত্যুবরণ করলে, আমাকে (তাঁর কাছে) বহন করে নিয়ে যাবে এবং সালাম জানিয়ে আরয করবে, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছেন, যদি তিনি (আয়েশা) অনুমতি প্রদান করেন, তবে সেখানেই দাফন করবে অন্যথায় মুসলমানদের কবরে (অর্থাৎ অন্যান্য মুসলমানদের যেখানে দাফন করা হয়, সেখানে) দাফন করবে। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি তাঁদের চেয়ে উপযুক্ত আর কাউকে মনে করি না, ইন্তেকালের সময় রসূলুল্লাহ যাঁদের প্রতি খুশী ছিলেন। আমার পরে এঁরা যাঁকেই খলীফা মনোনীত করবে, তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। অতপর তিনি উসমান, আলী, তালহা, যুবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাসের নাম উল্লেখ করলেন। এ সময় একজন আনসার যুবক তাঁর কাছে আগমন করে বলে উঠলো, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর দেয়া শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। ইসলামে আপনার যে মর্যাদা ও অগ্রাধিকার তা আপনি নিজেই অবহিত আছেন। এরপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েও ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করেছেন এবং এসবের পরে রয়েছে শাহাদাতের মর্যাদা। এসব কথা শুনে উমর বললেন, ভাতিজা, কতইনা উত্তম হতো যদি আমি শুধু নাজাতপ্রাপ্ত হতাম অর্থাৎ পুরস্কার যদি নাও পাই তবুও গোনাহর জন্য যদি পাকড়াও না হতাম, আমার জন্য কতই না উত্তম হতো। শাস্তি বা পুরস্কার কোনোটাই না পেয়ে যদি আমি নাজাত পেতাম তাহলে সেটাই আমার জন্য অত্যন্ত ভালো হতো। আমার পরে যিনি খলীফা মনোনীত হবেন, তাঁকে আমি মুহাজিরীনে আওয়ালীনদের (প্রথম হিজরতকারীগণ) সাথে উত্তম ব্যবহার, অধিকার প্রদান ও তাদের মর্যাদা এবং সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে সর্বশেষ উপদেশ দান করছি। আনসারদের সাথেও উত্তম ব্যবহারের

উপদেশ প্রদান করছি, যারা নিজেদের (মুহাজিরদের) বাড়ী-ঘরে আশ্রয় দান করেছিল এবং ঈমান গ্রহণ করেছিল। এদের ইহসানকে (উপকারীর উপকারকে) স্বীকৃতি দিয়ে গ্রহণ এবং ছোট ছোট অপরাধকে ক্ষমা করতেও উপদেশ দান করছি। আল্লাহ ও রসূলের তরফ থেকে যিম্মাদারী গ্রহণের দায়িত্বের কথাও আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে দেয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে, তাদের পক্ষে তাদের শত্রুদের মুকাবিলা করতে এবং সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু তাদের ওপর চাপিয়ে না দিতেও আমি উপদেশ প্রদান করছি।

৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিদের গাল-মন্দ দেয়া নিষিদ্ধ।

١٣٠٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِى ﷺ لاَتَسُبُّوا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ قَدْ اَفْضَوا اِلَى مَا قَدَّمُوْا.

১৩০৩. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স. বলেছেন, তোমরা মৃত ব্যক্তিদেরকে গাল-মন্দ দিও না। কেননা, তারা যাকিছু করেছে তারা তার ফলাফলের মুখোমুখি পৌঁছে গেছে।

৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তিদের মন্দ বিষয়গুলো আলোচনা করা।

١٣٠٤.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ فَنَزَلَتْ : تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ ٠

১৩০৪. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু লাহাব নবী স.-কে বলেছিল, সারাটি দিন ধরেই যেন তোমার অকল্যাণ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল সূরা লাহাব। "আবু লাহাবের হাত ভেংগে গেছে।"

১ম খণ্ড সমাপ্ত

সহীহ আল বুখারী

২য় খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٢

সহীহ আল বুখারী

২য় খণ্ড

صحيح البخارى

مجلد رقم ٢

অনুবাদে

মাওলানা আতিকুর রহমান এম, এম ; এম, এ

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক এম, এম ; এম, এ

অধ্যাপক হেলাল উদ্দিন এম, এম ; এম, এ

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

অধ্যক্ষ মাওলানা মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৩

১২শ প্রকাশ

জিলকদ	১৪৩৫
ভাদ্র	১৪২১
সেপ্টেম্বর	২০১৪

মূল্য ঃ ৪৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-2nd Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 490.00 Only.

কিছু কথা

আল্লাহর মেহেরবানীতে বিগত দশ বছরের মধ্যে বাংলা ভাষায় হাদীস চর্চার ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। সিহাহ সিত্তার প্রায় সবগুলো কিতাব বাংলা অনূদিত হয়ে গেছে। মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে সংকলনগুলোর মধ্যে মিশকাত ও রিয়াদুস সালেহীনও প্রকাশিত হয়েছে। অন্য হাদীসগ্রন্থ ও সংলকনগুলোর অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজও অব্যাহত রয়েছে। এ জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থা এগিয়ে এসেছে। তবে এ সংস্থাগুরো কোন একটি পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে না। ফলে একাধিক সংস্থা একই গ্রন্থ প্রকাশ করছে। এতে কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে মন্থরতার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া এর মধ্যে একটা পরিকল্পনাহীনতার ছাপও দেখা যাচ্ছে। আসলে এ সংস্থাগুলোর মধ্যে একটা আভ্যন্তরীণ সমঝোতা গড়ে উঠলে হাদীসের অনুবাদ বাংলায় আরো বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে। এর ফলে বিশ্বের বিশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ উপকৃত হতো এবং মুসলমানদের ইসলামী চরিত্র গঠন, সুস্থ ও নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ কাঠামো নির্মাণ ও অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজে বহুল অগ্রগতি সাধিত হতো।

ইতিপূর্বে আমাদের অনূদিত সহীহ আল বুখারী বিভিন্ন খণ্ডের প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে কোন কোন খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণও বাজারে এসে গেছে। কিন্তু সম্পাদনার কাজ ব্যাহত হবার কারণে ২য় খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে পারেনি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর এবার এ খণ্ডটির সুষ্ঠু সম্পাদনার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ খণ্ডটি যেভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে তাতে একে একটি নতুন সংস্করণও বলা যায়। এ সংস্করণটির মোটামুটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

এক, ভারতীয় ও মিসরীয় সংস্করণ সামনে রেখে মূল আরবীর সম্পাদনা করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ আরবী বিকল্প পাঠ ব্রাকেটের মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে আরবীর মূল টেক্সটে যথাসম্ভব কোন ভুল নেই।

দুই, তরজমায় ইতিপূর্বে যে ভুল-ত্রুটি ছিল তা দূর করা হয়েছে।

তিন, ভাষাও যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চার, অধ্যায় নম্বর ও অনুচ্ছেদ নম্বরও যোগ করা হয়েছে।

কম্পিউটারের প্রতারণা না থাকলে এ সংস্করণটিকে আমরা নির্ভুল বলতে পারি আমাদের বোধ ও যোগ্যতার সীমা পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ অন্যান্য খণ্ডগুলোকেও আমরা একের পর এক এভাবে সুসংস্কৃত রূপ দেবার চেষ্টা করবো। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বিদগ্ধ পাঠক সমাজের সুরুচি, সজাগ দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসা। তারা যদি তাদের পাঠ ও অধ্যয়নের হক আদায় করেন তাহলে এ কিতাবটি আরো সুশৃংখল, পরিশুদ্ধ ও ত্রুটিহীন রূপ নিতে পারে। অর্থাৎ পড়ার সময় যেখানেই তাদের নজরে কোন ত্রুটি বা অপূর্ণতা ধরা পড়বে সংগে সংগেই তারা তা নোট করবেন। যথা সময়ে সেগুলো আমাদের

জানিয়ে দিলে আমরা তা বিবেচনা করতে পারবো। এভাবে লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের ত্রয়ী সহযোগিতায় একটি কিতাব বিশেষ করে হাদীস গ্রন্থ সর্বাংগ সুন্দর রূপ নিতে পারে। এজন্য আল্লাহর কাছে অবশ্যই প্রত্যেক পূর্ণ প্রতিদান পাবেন এতে সন্দেহ নেই। হাদীস চর্চার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের ঈমান ও হেদায়াতের নূর এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব

১৩ রজব ১৪১৩, ৭ই জানুয়ারী ১৯৯৩

সূচীপত্র

অধ্যায়—৯

কিতাবুয যাকাত

(যাকাতের বর্ণনা)

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা ১
যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত করা ৪
যাকাত প্রতিরোধকারীদের গুনাহ ৪
যে মালের যাকাত আদায় হয় সঞ্চয়ের পর্যায়ে ৬
ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করা ৯
দান খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা ৯
আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের সদকা গ্রহণ করেন না ১০
বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা করা ১০
গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা উচিত ১১
এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো নগণ্য কিছু দান করা ১২
কোন প্রকার দান-খয়রাত উত্তম ১৪
প্রকাশ্যে দান করা ১৫
গোপনে দান করা ১৬
অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে দান করা ১৬
অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা ১৭
ডান হাতে দান করা ১৭
খাদেমকে দিয়ে দান করা ১৮
সচ্ছলতা বজায় রেখে দান করা ১৯
দান-খয়রাত করে খোটা দেয়া ২০
তড়িঘড়ি দান-খয়রাত ২০
দান-খয়রাতে উৎসাহ প্রদান ২১
সামর্থ অনুযায়ী দান করা ২২
দান-খয়রাতে পাপ মোচন হয় ২২
মুশরিক অবস্থায় দান-খয়রাত করা ২৩
যে খাদেম মনিবের ক্ষতি না করে দান করে ২৩
যে স্ত্রী স্বামীর ক্ষতি না করে দান করে ২৪
যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ২৫
দাতা ও কৃপণের উপমা ২৫
উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দান-খয়রাত করা ২৬
প্রত্যেক মুসলমানেরই দান-খয়রাত করা কর্তব্য ২৬
যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে ২৬
রূপার যাকাত ২৭
যাকাত বাবদ পণ্য সামগ্রী দান করা ২৮
বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে ভিন্ন করা যাবে না ২৯
যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে তারা উভয়ে তা ভাগাভাগী করে নিবে ৩০
উটের যাকাত ৩০
যার এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী যাকাত হিসেবে ধার্য হয় অথচ তা তার নিকট নেই ৩০
মেষ ও বকরীর যাকাত ৩১
যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ, দোষযুক্ত পশু কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা যাবে না ৩৩
যাকাত বাবদ বকরীর মাদী বাচ্চা গ্রহণ করা ৩৩
যাকাত বাবদ লোকদের উত্তম মাল গ্রহণ করা যাবে না ৩৪
পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই ৩৪
গরুর যাকাত ৩৫
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা ৩৫
মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই ৩৭
মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই ৩৭

ইয়াতীম-অনাথদের দান করা ৩৭
স্বামী ও ইয়াতীমকে যাকাত প্রদান করা ৩৮
গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে এবং পথচারীদের জন্য যাকাত ৪০
কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা ৪১
আল্লাহ যাকে লোভ-লালসা ও চাওয়া ব্যতীতই কিছু দান করেন ৪৩
সম্পদ বৃদ্ধির জন্য হাত পাতা ৪৩
কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী বলে ৪৪
অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা ৪৭
সেচ করা ভূমিতে "উশর" ৪৮
পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই ৪৮
খেজুরের যাকাত আদায় করা ৪৯
যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা ..... যাকাত ওয়াজিব ছিল ৪৯
যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি ৫০
নবী (সা) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা ৫১
নবী (সা)-এর সহধর্মীনীদের গোলামদের সদকা ৫১
সদকা যখন যথাস্থানে পৌছে যায় ৫২
যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ ৫২
যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোয়া ৫৩
সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের যাকাত ৫৪
ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত ৫৪
যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের হিসেব-নিকেশ গ্রহণ ৫৫
যাকাতের উট ও উটের দুধ পর্যটকদের প্রয়োজনে গ্রহণ ৫৫
ইমামের যাকাতের উটে দাগ লাগানো ৫৬

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ৫৭
সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা ৫৭
সদকায়ে ফিতর সবার ওপর ওয়াজিব ৫৭
সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা যব প্রদান ৫৭
সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা খাদ্যদ্রব্য প্রদান ৫৮
সদকায়ে ফিতর বাবদ এক সা খেজুর প্রদান ৫৮
এক সা কিসমিস প্রদান করা ৫৮
ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা ৫৯
ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব ৫৯
বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব ৬০

অধ্যায়-১০
কিতাবুল হজ্জ
(হজ্জের বর্ণনা)

হজ্জ ফরয ও তার মর্যাদা ৬১
হজ্জের জন্য লোকদের আহবান জানাও ৬২
সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জে যাওয়া ৬২
আল্লার নিকট কবুল হওয়া হজ্জের মর্যাদা ৬৩
হজ্জ ও উমরার মীকাত নির্ধারণ ৬৪
হজ্জের সফরে পথের সম্বল সাথে নিয়ে যাও ৬৪
হজ্জ ও উমরার জন্য মক্কাবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৬৫
মদীনাবাসীদের মীকাত ৬৫
শামবাসীদের ইহরাম বাঁধার স্থান ৬৬
নাজদবাসীদের মীকাত ৬৬
মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের ইহরাম ৬৭
ইয়ামানবাসীদের মীকাত ৬৭
যাতু ইরক নামক স্থান হলো ইরাকবাসীদের মীকাত ৬৭
যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করা ৬৮
শাজারার পথে নবী (সা)-এর মদীনা হতে বহির্গমন ৬৮

আল-আকীক একটি মোবারক বা কল্যাণময় উপত্যকা ৬৯
কাপড় থেকে খালুক বা সুগন্ধি তিনবার ধোয়ার নির্দেশ ৬৯
ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা ৭০
চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহরাম বাঁধা ৭১
যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকটে ইহরাম বাঁধা ৭১
মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে না ৭১
হজ্জের সফরে কোন জন্তুর পিঠে আরোহণ করা ৭২
মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবে ৭২
যে ব্যক্তি যুল-হুলাইফাতে রাত যাপন করে ৭৪
উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা ৭৪
তালবিয়া পাঠ করা ৭৪
সওয়ারীতে আরোহণের সময় তালবিয়া বলার পূর্বে তাহমীদ, তাসবীহ , তাকবীর বলা ৭৫
সওয়ারী আরোহীকে নিয়ে ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে ৭৬
কিবলার দিকে মুখ করে ইহরাম বাঁধা ও তালবিয়া পাঠ করা ৭৬
কোন উপত্যকা বা নিম্ন ভূমিতে অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা ৭৭
ঋতুবতী নারীর ইহরাম ও তালবিয়া পাঠ ৭৭
নবী (সা)-এর সময়ে যারা তাঁর অনুকরণে ইহরাম বেঁধেছেন ৭৮
হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত ৮০
হজ্জে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ ৮২
যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়ত করে ৮৬
নবী (সা)-এর সময় হজ্জে তামাত্তু ৮৬
আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ৮৭
মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা ৮৯
দিবাভাগে অথবা রাতে মক্কায় প্রবেশ ৮৯
কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করবে ৮৯
কোন এলাকা দিয়ে মক্কা থেকে বের হবে ৯০
মক্কা ও তার বাড়ী-ঘরের মর্যাদা ৯১
মক্কার হেরেমের মর্যাদা ৯৪
মক্কার ঘর-বাড়ীতে উত্তরাধিকার বহাল থাকা ৯৫
নবী (সা)-এর মক্কায় উপনীত হওয়া ৯৭
ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন ইবরাহীম দোআ করেছিল ৯৮
পবিত্র স্থান কা'বাকে আল্লাহ লোকদের জন্য আবাসভূমি করেছেন ৯৮
কা'বা ঘরকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা ৯৯
কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা ১০০
হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে ১০০
কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা ১০০
কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া ১০১
যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেনি ১০১
কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর ধ্বনি দেয়া ১০২
রমল কিভাবে শুরু হয়েছে ১০২
মক্কা আগমনের পরই হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া ১০৩
হজ্জ ও উমরায় রমল করা ১০৩
লাঠি বা ছড়ির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা ১০৪
যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দু'টি রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতে সক্ষম হলো ১০৪
হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়া ১০৫
হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ইংগিতে চুমু দেয়া ১০৫
হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তাকবীর বলা ১০৫
যে ব্যক্তি মক্কায় আগমনের পর বাড়ী ফেরার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে ১০৬
পুরুষের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা ১০৭
তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা ১০৮
উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না ১০৮

কেউ তাওয়াফ করতে করতে তা বন্ধ করে দিলে ১০৯
নবী (সা) প্রতি সাত চক্কর পর দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন ১০৯
যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদূম..... আরাফাতের দিকে যাওয়া ১১০
মসজিদের বাইরে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করা ১১০
মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায পড়া ১১১
ফজর ও আসরের পর তাওয়াফ করা ১১১
পীড়িত ব্যক্তির সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা ১১২
হাজীদের পানি পান কারানো ১১৩
যমযম সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে ১১৪
কিরান হজকারীদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা ১১৪
উযুসহ তাওয়াফ করা ১১৬
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা ১১৭
সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈর নিয়ম ১২০
মেয়েদের হায়েয অবস্থায় একমাত্র বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া ১২২
মক্কাবাসীদের বাতহা ও অন্যান্য স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা ১২৫
তালবিয়ার দিন কোন স্থানে যোহরের নামায আদায় ১২৫
মিনাতে নামায আদায় করা ১২৬
আরাফাতের দিন রোযা রাখা ১২৬
সকালে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় ১২৭
আরাফাতের দিন দুপুরে অবস্থান ১২৭
আরাফাতে সওয়ারী জন্তুর ওপর অবস্থান ১২৮
আরাফাতে যোহর ও আসরের নামায একসাথে আদায় ১২৯
আরাফাতের খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ১২৯
আরাফাতে অবস্থানের স্থান জলদি করা ১৩০
আরাফাতের অবস্থানস্থলে জলদ যাওয়া ১৩০
আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন ১৩১
কোন প্রয়োজনে আরাফাত মুজদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ ১৩১
আরাফাত থেকে ফিরার সময় ১৩২
মুযদালিফাতে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা ১৩৩
নফল নামায আদায় করা ১৩৩
মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ১৩৪
চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর ১৩৫
কোন্ সময় মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়তে হবে ১৩৭
মুযদালিফা হতে কোন্ সময় প্রত্যাবর্তণ করতে হবে ১৩৮
কোরবানীর দিন সকালে ১৩৮
যদি তোমরা হজ্জের পূর্বে মক্কায় পৌঁছে যাও ১৩৯
কোরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা ১৩৯
যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে নিয়ে যায় ১৪১
পথিমধ্যে কোরবানীর পশু খরিদ করা ১৪২
যে ব্যক্তি যুল-হুলাইফা থেকে উটের কুঁজ যখম করে ১৪৩
উট ও গরুর গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকানা ১৪৩
কোরবানীর পশুকে ইশ'আর করা ১৪৪
নিজ হাতে কিলাদা পাকানো ও বাঁধা ১৪৪
বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো ১৪৫
পশম বা তুলার কিলাদা ১৪৬
কোরবানীর পশুর গলায় জুতার মালা ১৪৬
কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো ১৪৬
রাস্তা থেকে পশু খরিদ করা ১৪৬
স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করা ১৪৭
মিনাতে নবী (সা)-এর জায়গায় কোরবানী করা ১৪৮

নিজ হাতে কোরবানী করা ১৪৮
উটকে বেঁধে কোরবানী করা ১৪৯
উটকে দাঁড় করিয়ে কোরবানী করা ১৪৯
কোরবানীর পশুর কোন কিছুই কশাইকে দেয়া যাবে না ১৫০
কোরবানীর পশুর চামড়া সদকা করে দিতে হবে ১৫০
কোরবানীর পশুর জিন ইত্যাদি সদকা করে দিতে হবে ১৫০
সেই সময়ের কথা স্মরণ কর যখন .... ইবরাহীমকে ১৫১
মাথা মুড়ানোর আগেই কোরবানী করা ১৫৩
ইহরামের সময় মাথার চুল জড়িয়ে নেয়া ১৫৪
ইহরাম খোলার সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলা ১৫৪
তামাত্তুকারীদের উমরা আদায়ের পর মাথার চুল ছেঁটে ফেলা ১৫৬
কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা ১৫৬
যদি কেউ ভুল বশত সন্ধ্যার পর কংকর মারে ১৫৭
জামরার কাছে আরোহণ করে লোকদের প্রশ্নের জবাব দান করা ১৫৭
মিনাতে অবস্থানের দিনগুলোতে খুতবা প্রদান করা ১৫৮
পানি সরবরাহকারী বা অনুরূপ লোকেরা মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটাতে পারে কিনা ১৬১
কংকর মারা ১৬১
বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কংকর মারা ১৬২
জামরায় সাতটি কংকর মারতে হবে ১৬২
কংকর মারার সময় বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রাখা ১৬২
প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতে হবে ১৬৩
যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারে ১৬৪
কেউ উভয় জামরা থেকে কংকর মারলে ১৬৪
জামরাতুল দুনয়া ও জামরাতুস-সানিয়ার নিকটে দুই হাত উত্তোলন ১৬৪
উভয় জামরার নিকটে দোআ করা ১৬৫
কংকর মারার পর খোশবু লাগানো ১৬৬
বিদায়ী তাওয়াফ ১৬৬
তাওয়াফে যিয়ারতের পর কোন মহিলার হায়েয হলে ১৬৭
প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক জায়গায় আসরের নামায আদায় ১৬৯
মুহাসসাব ১৭০
মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু-তুয়ায় অবতরণ ১৭০
মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ব্যক্তি যু-তুয়া উপত্যকায় থামে ১৭১
হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করা ১৭১
শেষ রাতে মুহাসসাব থেকে যাত্রা করা ১৭২

অধ্যায় —১০(১)
উমরার বর্ণনা

উমরা আদায় করা ওয়াজিব ১৭৪
হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা করলে ১৭৪
নবী (স) কতবার উমরা করেছেন ১৭৪
রমযান মাসে উমরা আদায় করা ১৭৭
মুহাসসাবের রাতে অথবা অন্য কোন সময়ে উমরা আদায় করা ১৭৭
তানঈম থেকে উমরা করা ১৭৮
হজ্জের পরে কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা ১৭৯
উমরার জন্য কষ্ট অনুপাতে সওয়াব বা পুরস্কার দেয়া ১৮০
উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায় ১৮১
হজ্জে যেসব কাজ করতে হয় উমরাতেও তাই করতে হয় ১৮২
উমরাকারী কখন ইহরাম খুলবে ১৮৪

হজ্জ, উমরা বা জিহাদ থেকে ফিরে এসে কি বলবে ১৮৭
প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো ১৮৭
সকাল বেলা বাড়ী পৌছা ১৮৭
বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা ১৮৮
নিজ শহরে পৌছে রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করবে না ১৮৮
মদীনার নিকটবর্তী হয়ে উটের গতি দ্রুত করা ১৮৮
দরজাসমূহ দিয়ে ঘরে প্রবেশ করা ১৮৮
সফর কষ্ট ক্লেশের অংশবিশেষ ১৮৯
মুসাফিরের যদি শীঘ্র বাড়ী ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয় ১৯০
পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তি কি করবে ১৯০
উমরা আদায়কারী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তার বিধান ১৯০
হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া ১৯২
বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা ১৯২
যারা বলেন, অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর বদলা হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল ১৯৩
আল্লাহর বাণী ..... তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে ১৯৪
সদকার ব্যাখ্যা হলো ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা ১৯৫
ফিদইয়া হিসেবে দেয় খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ আধা ছা ১৯৫
নুসুক অর্থ বকরী কোরবানী করা ১৯৬
রাফাস সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে ১৯৭
হজ্জে কোন প্রকার অশ্লিল আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ নাই ১৯৭
ইহরাম অবস্থায় শিকার ১৯৭
মুহরিম নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে ১৯৮
মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখে হাসাহাসি করার কারণে ১৯৯
মুহরিম ব্যক্তি অমুহরিম ব্যক্তিকে শিকার জন্তু হত্যায় সাহায্য করবে না ২০০
মুহরিম কোন অ-মুহরিমকে কোন শিকারের জন্তু দেখিয়ে দিবে না ২০১
মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবে না ২০২
ইহরামধারী যে প্রাণী হত্যা করতে পারে ২০২
হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ কাটা যাবে না ২০৪
হেরেমের অভ্যন্তরে কোন শিকার তাড়ানো যাবে না ২০৫
মক্কাতে লড়াই করা হালাল নয় ২০৬
ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি রক্ত মোক্ষম করাতে পারে ২০৭
ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা ২০৭
মুহরিম নারী-পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ ২০৮
মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা ২০৯
জুতার অভাবে মুহরিম শুধু মোজা পরিধান করবে ২০৯
ইজার বা লুংগি না থাকলে পাজামা পরিধান করবে ২১০
মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্রসজ্জিত হওয়া ২১০
হেরেম ও মক্কাতে বিনা ইহরামে প্রবেশ ২১১
অজ্ঞতা বশতঃ কেউ কামিজ পরে ইহরাম বাঁধলে ২১২
কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফাতে মৃত্যুবরণ করলে ২১২
মৃত মুহরিম ব্যক্তির কাফন দাফনের নিয়ম ২১৩
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ ২১৩
যেসব লোক সওয়ারীতে বসে স্থির থাকতে পারে না ২১৪
পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ ২১৪

বালকদের হজ্জ করা ২১৫
মেয়েদের হজ্জ ২১৬
যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কা'বা শরীফ যিয়ারতের মানত করল ২১৮

অধ্যায় –১০ (২)
মদীনার হেরেম

মদীনার হারাম বা সম্মানিত হওয়া ২১৯
মদীনার মর্যাদা ২২০
মদীনার নাম তাবাহ ২২১
মদীনার দুটি কালো কংকরময় এলাকা ২২১
মদীনার প্রতি বিমুখ হওয়ার নিন্দাবাদ ২২১
ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে ২২২
মদীনাবাসীদের প্রতারণা করা ২২২
মদীনার দুর্গসমূহ ২২৩
দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশে সক্ষম হবে না ২২৩
মদীনা অপবিত্র ও পাপীদের বহিষ্কার করে দেয় ১২৫
মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা ২২৬

অধ্যায় – ১১
কিতাবুস সাওম
(রোজার বর্ণনা)

রমযানের রোযা ফরয ২২৮
রোযার মর্যাদা ২৩০
রোযা গোনাহর কাফ্ফারা ২৩১
জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি ২৩২
রমযানকে কি শুধু রমযান বলবে ২৩৩
রমযানের চাঁদ দেখা ২৩৩
যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে ২৩৩
রমযান মাসে নবী (সা) অত্যধিক দান করতেন ২৩৪
যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না ২৩৪
গালি ও কটুবাক্যের জবাবে ২৩৪
অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে ২৩৫
তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ ২৩৫
ঈদের দু'টি মাসই পর পর উনত্রিশ দিন হয় না ২৩৭
নবী (সা) বলেছেন, আমরা লেখা পড়া বা হিসাব জানি না ২৩৭
রমযানের একদিন বা দুদিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না ২৩৮
রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা ২৩৮
আর তোমরা খাও এবং পান কর ২৩৯
বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে ২৪০
তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া ২৪১
সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান ২৪১
সাহরী খাওয়াতে বরকত লাভ হয় ২৪১
দিনের বেলা রোযার নিয়াত করা ২৪২
রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে ২৪২
স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয ২৪৩
রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া ২৪৪
রোযাদারের গোসল করা ২৪৪
রোযাদার ভুলবশত কিছু খেলে বা পান করলে ২৪৫
রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা বা রসালো জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা ২৪৬
ডুযুতে নাকের ছিদ্রে পানি পৌছাবে ২৪৭
রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা ২৪৭
রোযা রেখে কেউ স্ত্রী সংগম করলে ২৪৮
সংগমকারী অভাবী হলে ২৪৯

রোযাদারের শিংগা লাগানো বা বমি করা ২৪৯
সফরে রোযা রাখা বা না রাখা ২৫০
রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে ২৫০
প্রচন্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে ২৫২
সফরে রোযা রাখা বা না রাখা ২৫২
রমযান মাসে সফর অবস্থার সবাইকে দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা ২৫২
যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয় ২৫৩
কাযা রোযা কখন আদায় করবে ২৫৪
ঋতুবতী নামায- রোযা করবে না ২৫৪
মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে ২৫৫
কোন্ সময় ইফতার করা জায়েয ২৫৬
পানি বা অন্য কিছু যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে ২৫৭
সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা ২৫৭
ইফতার করার পূর্বে সূর্য দেখা গেলে ২৫৮
শিশুদের রোযা রাখা ২৫৮
সাওমে বেসাল বা বিরতীহিন রোযা ২৫৯
বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি ২৬০
সাহরীর সময় পর্যন্ত বেসাল করা ২৬১
নফল রোযা ভংগ করার জন্য ২৬১
শাবান মাসর রোযা রাখার বর্ণনা ২৬২
নবী (সা)-এর রোযা না রাখার বর্ণনা ২৬৩
রোযায় মেহমানের হক আদায় করা ২৬৪
নফল রোযায় দেহের অধিকারের প্রতি নযর রাখা ২৬৪
সারা বছর রোযা রাখা ২৬৫
রোযায় পরিবার-পরিজনের হক ২৬৬
একদিন পরপর রোযা রাখা ২৬৭
দাউদ (আ)-এর রোযার বর্ণনা ২৬৭
আইয়্যামে বিযের রোযা ২৬৯
কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা ভাংগা জরুরী নয় ২৬৯
মাসের শেষভাগে রোযা ২৭০
শুধু জুমার দিন রোযা রাখা ২৭০
রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা ২৭১
আরাফাতের দিন রোযা রাখা ২৭২
ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা ২৭২
কোরবানীর দিন রোযা রাখা ২৭৩
আইয়্যামে তাশরীকের রোযা ২৭৪
আশুরার দিনে রোযা ২৭৫
তারাবীহ নামাযের ফযীলত ২৭৭
লাইলাতুল কদরের ফযীলত ২৭৯
লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনে ২৮২
রমযানের শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদর ২৮৪
ঝগড়া বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ..... ২৮৫
রমযানের শেষ দশ দিনের আমল ২৮৬
রমযানের শেষ দশ দিনে সব মসজিদে ইতেকাফে বসা ২৮৬
ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের মাথায় চিরুনি করা ২৮৭
ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে যেন ঘরে না যায় ২৮৮
ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা ২৮৮
রাতে ইতেকাফ করা ২৮৮
মহিলাদের ইতেকাফ করা ২৮৮
মসজিদে তাঁবু খাটানো ২৮৯
প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের দরজায় আসা ২৮৯
নবী (স)-এর বিশ তারিখে ইতেকাফ সমাপ্ত করা ২৯০
রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ ২৯১
ইতেকাফ অবস্থায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর দেখা করা ২৯১
ইতেকাফকারী নিজেই কি কুধারণা দূর করতে পারে? ২৯২
ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা ২৯২
শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা ২৯৩

ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয় ২৯৩
জাহেলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা ২৯৪
রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ ২৯৪
ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন কারণে তা বর্জন করা ২৯৪
ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেয়া ২৯৫

অধ্যায়–১২
কিতাবুল বুয়ূ
(ক্রয়–বিক্রয় ও ব্যবসা–বাণিজ্য)

নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় ২৯৬
হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট ২৯৯
মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ৩০০
সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকবে ৩০২
যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহকে সন্দেহযুক্ত মনে করেন না ৩০২
যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী দেখতে পায় ৩০৩
কোথা থেকে কিভাবে অর্থ উপার্জিত হলো ৩০৩
বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা ৩০৪
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া ৩০৪
নৌপথে ব্যবসা–বাণিজ্য ৩০৫
আর যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী.....দেখতে পায় ৩০৬
পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ করো ৩০৬
প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী ৩০৭
নবী (সা) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা ৩০৭
নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা ৩০৮
ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা ৩০৯
যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিত্তশালী ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে ৩১০
ক্রেতা এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর দোষ–গুণ ৩১০
বিভিন্ন রকমের খেজুর ক্রয় বিক্রয় ৩১১
গোশত বিক্রেতা ও কশাই ৩১১
ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ৩১২
চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না ৩১২
সুদ গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সম্পর্কে ৩১৩
সুদখোরের গুনাহ ৩১৪
আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং যাকাতে ক্রমবৃদ্ধি ৩১৫
ক্রয়–বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয় ৩১৫
স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে ৩১৫
কর্মকার সম্পর্কে ৩১৭
দর্জিদের সম্পর্কে ৩১৭
তাঁতীদের কথা ৩১৮
কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে ৩১৮
রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় জিনিস খরিদ করা ৩১৯
চতুষ্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা ৩২০
জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়–বিক্রয় ৩২১
অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ক্রয় ৩২২
গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এবং শান্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি ৩২২
আতর ও মেশক বিক্রেতা ৩২৩
রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে ৩২৩
যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ ৩২৪
পণ্যের মালিক মূল্য বলার হকদার ৩২৫
বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে ৩২৫
এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে ৩২৬
ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা–কেনা বাতিল করার এখতিয়ার ৩২৬
ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়–বিক্রয়ের পর একে অপরকে এখতিয়ার প্রদান করলে ৩২৭
শুধু বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ৩২৭

কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ৩২৮
ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ ৩২৯
বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র সম্পর্কে ৩২৯
বাজারে চিৎকার ও হৈহল্লোড় নিন্দনীয় ৩৩২
ওজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব ৩৩২
মেপে দেওয়া উত্তম ৩৩৪
নবী (সা)-এর সা ও মুদে বরকত ৩৩৪
খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা গুদামজাত করা ৩৩৪
হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি ৩৩৬
অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় ৩৩৬
কোন দ্রব্য বা জন্তু বিক্রেতার কাছেই রেখে দিয়ে বিক্রি করা ৩৩৭
কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে ৩৩৭
নিলাম ডাকে ক্রয়-বিক্রয় ৩৩৮
প্রতারণাপূর্ণ দালালী ৩৩৯
প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় ৩৩৯
স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ৩৩৯
মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ৩৪০
দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ জমা করা নিষিদ্ধ ৩৪০
পালানে দুধ জমা করা পশু খরিদ করার পর ফেরত দিতে পারবে ৩৪২
ব্যভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয় ৩৪২
মহিলাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ ৩৪৩
শহরের অধিবাসী কি পল্লীবাসিন্দার পক্ষে বিক্রি করতে কিংবা..... ৩৪৪
পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করে ৩৪৫
শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না ৩৪৫
সস্তায় কিছু ক্রয় করার মানসে অগ্রগামী হয়ে..... ৩৪৫
অগ্রগামী হয়ে সাক্ষাতের সীমা ৩৪৬
ক্রয়-বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ ৩৪৭
খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা ৩৪৯
শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর ক্রয়-বিক্রয় ৩৪৯
যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় ৩৪৯
স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি ৩৫০
রৌপ্যের বিনিময়ে রোপ্য বিক্রি করা ৩৫০
বাকীতে বা ধারে দীনারের বিনিময়ে দীনার ক্রয়-বিক্রয় ৩৫১
স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা ৩৫২
রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণের নগদ বিক্রি ৩৫২
মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় ৩৫৩
স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি খেজুর বেচাকেনা করা ৩৫৪
আরিয়্যার ব্যাখ্যা ৩৫৫
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা ৩৫৬
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা ৩৫৭
ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে ৩৫৭
বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা ৩৫৮
উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর ৩৫৮
স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নর খেজুরের রেনু প্রবিষ্ঠ করানো ৩৫৮
মাঠের ফসল ওজনকৃত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করা ৩৫৯
মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি ৩৫৯
কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা ৩৬০
খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা ৩৬০
ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং ৩৬১
অংশীদারের নিকট বিক্রি ৩৬২
এজমালী জমি-বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় ৩৬২
কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করা ৩৬৩
শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় ৩৬৪

শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ৩৬৫
প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে ৩৬৮
শূকর হত্যা করা ৩৬৯
মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় ৩৬৯
প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়-বিক্রয় ৩৬৯
শরাবের ব্যবসা হারাম ৩৭০
স্বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ ৩৭০
মদীনা থেকে বহিষ্কার ৩৭১
কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস ৩৭১
কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা ৩৭১
মোদাব্বির কৃতদাস বিক্রির বর্ণনা ৩৭২
ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে নিয়ে সফরে গমন করা ৩৭৩
মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা ৩৭৪
কুকুরের মূল্য ৩৭৪

অধ্যায়-১৩
কিতাবুস সালাম
(অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা)

মাপ নির্দিষ্ট করে আগাম বেচাকেনা ৩৭৬
নির্দিষ্ট ওজনে আগাম বেচাকেনা ৩৭৬
এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান..... ৩৭৭
খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় ৩৭৯
আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের যামানত রাখা ৩৮০
আগাম ক্রয়-বিক্রয়ের বন্ধক রাখা ৩৮০
সময় নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৩৮০
উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৩৮১
প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর..... ৩৮১
বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ৩৮২
কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী ৩৮৩

অধ্যায়-১৪
কিতাবুল ইজারা
(ইজারার বর্ণনা)

সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা ৩৮৪
কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল-ভেড়া চরানো ৩৮৪
মুসলমান না পাওয়া গেলে মুশরিকদের শ্রমিক নিয়োগ করা ৩৮৫
যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করে..... ৩৮৫
জিহাদের ময়দানে শ্রমিক নিয়োগ করা ৩৮৬
মযদুর নিয়োগ করে তার সময়সীমা উল্লেখ ৩৮৭
যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে কোন মজুর নিয়োগ করে ৩৮৭
অর্ধ দিনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা ৩৮৮
আসর নামাযের সময় শ্রমিক নিয়োগ ৩৮৮
যে ব্যক্তি মজুরকে পারিশ্রমিক দিল না তার পাপ ৩৮৯
আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত মজুর খাটানো ৩৮৯
এক ব্যক্তি কোন লোককে মজুর নিয়োগ করল ৩৯০
যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োগ করল ৩৯৩
দালালীর প্রাপ্য ৩৯৩
অমুসলিম দেশে কোন ব্যক্তি কোন মুশরিকের মজুর খাটতে পারে কি? ৩৯৩
সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক ৩৯৪
দাস-দাসীর নিকট থেকে নির্ধারিত হারে অর্থ আদায় ৩৯৬
রক্ত মোক্ষণকারীর মজুরী প্রসঙ্গে ৩৯৬
গোলামের মালিকের সাথে আলোচনা করে কর কমিয়ে দেয়া ৩৯৬
বেশ্যা ও দাসীর উপার্জন ৩৯৭
পশুকে পাল দেয়ার মাশুল ৩৯৭
যদি কোন ব্যক্তি ভূমি ইজারা নেয় ৩৯৮
হাওয়ালা হওয়ার পর হাওয়ালা-কারীর নিকট দাবী করা যায় কি? ৩৯৮
যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় ৩৯৯

কারো ওপর মৃত ব্যক্তির ঋণের হাওয়ালা করা ৩৯৯

অধ্যায়—১৫

কিতাবুল কেফালাহ

(জামিন হওয়ার বর্ণনা)

দেনা ও কর্জের ব্যাপারে দৈহিক বা আর্থিক দায় গ্রহণ ৪০১
যাদের সাথে তোমরা কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ ৪০২
যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে ৪০৩
নবী (সা)-এর জামনায় আবু বাকর (রা)-কে নিরাপত্তা দান ৪০৪
ঋণ ৪০৮

অধ্যায়—১৬

কিতাবুল ওকালাত

(প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

ভাগ-বাটোয়ারা ইত্যাদিতে এক শরীক অপর শরীকের..... ৪০৯
মুসলমানের পক্ষে অমুসলিমকে .....প্রতিনিধি নিয়োগ ৪০৯
সোনা-রূপা ও ওজনে বিক্রয়যোগ্য ৪১০
রাখাল অথবা প্রতিনিধি দেখে যে কোন বকরী মারা যাচ্ছে ৪১১
উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল নিয়োগ ৪১২
ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১২
কোন প্রতিনিধিকে অথবা কোন কওমের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হেবা করা ৪১৩
কোন লোককে কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৪
স্ত্রীলোক কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৫
যদি কেউ কোন লোককে কোন প্রতিনিধি নিয়োগ করে ৪১৫
যদি প্রতিনিধি কোন খারাপ জিনিস বিক্রি করে তবে ৪১৭
ওয়াকফকৃত সম্পদে প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৭
শরীআত নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৭
কোরবানীর উট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ৪১৮
যখন কোন লোক তার প্রতিনিধি বলে ৪১৮
কোষাগার ইত্যাদির সচিবের প্রতিনিধিত্ব ৪১৯

অধ্যায়—১৭

কিতাবুল হারসে ওয়াল মুজারেআ

(কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

খাদ্য শস্য উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপনের ফযীলত ৪২১
শুধু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা ৪২১
ক্ষেত-খামার বৃক্ষ রোপনের জন্য কুকুর পোষা ৪২২
চাষাবাদের কাজে গরুর ব্যবহার ৪২২
কোন ব্যক্তি বলল আমার খেজুর ইত্যাদির বাগানে তুমি মেহনত কর ৪২৩
খেজুর গাছ ও ফলবান গাছ কাটা ৪২৩
অর্ধেক বা অনুরূপ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ ৪২৩
ভাগচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করা... ৪২৫
ইহুদীর সাথে ভাগচাষ করা ৪২৬
ভাগচাষে যেসব শর্ত আরোপ মাকরূহ ৪২৬
কোন সম্প্রদায়ের অর্থে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষিকাজ করা ৪২৬
নবী (সা)-এর সাহাবীদের ওয়াকফ ও খাজনার জমি ৪২৮
যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে ৪২৯
জমির মালিক বলল আমি তোমাকে ততদিন অবস্থান করতে দিব ৪৩০
নবী (সা)-এর সাহাবীদের কৃষিকাজ ৪৩০

সোনা রূপার বিনিময়ে জমি
কেরায়া দেয়া ৪৩২
বৃক্ষ রোপন প্রসঙ্গে ৪৩৪

অধ্যায়—১৮

কিতাবুল মুসাকাত

(পানিসেচের বর্ণনা)

পানি পান প্রসঙ্গে ৪৩৬
কিছু লোকের মতে পানি বন্টন করা হোক বা না হোক তা সাদকা ৪৩৬
পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক বেশী হকদার ৪৩৭
কেউ নিজের জায়গায় কূপ খনন করে ৪৩৮
কূপ নিয়ে বিবাদ ও তার মীমাংসা ৪৩৮
পথিককে পানি না দেয়ার গুনাহ ৪৩৮
নদী—নালার পানি আটকানো ৪৩৯
নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি সেচ ৪৪০
উঁচু জমির মালিক পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নিয়ে নিবে ৪৪০
পানি পান করানোর ফযীলত ৪৪১
চৌবাচ্চা ও মশকের মালিক ৪৪২
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া অন্য কারো ৪৪৪
নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা ৪৪৪
জ্বালানি কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রি ৪৪৫
জায়গীর দেয়া ৪৪৭
জায়গীর লিপিবদ্ধ করা ৪৪৭
পানি পানের স্থানে উট দোহন ৪৪৭
বাগানে বা খেজুর বনে পানির কূপ ৪৪৭

অধ্যায়—১৯

কিতাবুল ইসতিকরাদ

(ঋণের আদান—প্রদান)

ঋণ নেয়া ঋণ পরিশোধ করা ৪৪৯
যার কাছে মূল্য পরিমাণ অর্থ নেই ৪৪৯
পরিশোধ করার বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কারো সম্পদ গ্রহণ ৪৪৯
ঋণ পরিশোধ করা ৪৫০
উট ধার নেয়া ৪৫১
পাওনার জন্য ভদ্র ও উত্তম পন্থায় তাগাদা করা ৪৫১
কম বয়সের উটের পরিবর্তে বেশী বয়সের উট দেয়া ৪৫১
উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা ৪৫২
পাওনা অপেক্ষা কম আদায় করা ৪৫৩
ঋণদাতার সংগে কথা বলা ৪৫৩
ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাওয়া ৪৫৪
ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া ৪৫৪
ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা জুলুমের শামিল ৪৫৫
পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে ৪৫৫
ঋণ, বিক্রয় ও আমানত হিসেবে রক্ষিত ৪৫৫
যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু—এক দিনের জন্য বিলম্বিত করল ৪৫৬
গরীব কিংবা অভাবী ব্যক্তির মাল সম্পদ বিক্রি করে ৪৫৬
একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া ৪৫৬
ঋণভার কমানোর সুপারিশ ৪৫৭
ধন—সম্পত্তির অপচয় ৪৫৮
গোলাম মনিবের সম্পদের রক্ষক ৪৫৯

অধ্যায়—২০

কিতাবুল খুসুমাহ

(ঝগড়া—বিবাদ মীমাংসা)

ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা ৪৬০
অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তির লেনদেন ৪৬২
বিবদমানদের পরস্পরের বাক্যালাপ ৪৬৩
পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা ৪৬৪
মৃত ব্যক্তির ওসিয়াতের দাবী ৪৬৫
কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে ৪৬৫

হেরেম শরীফে কাউকে বন্দী করে বেঁধে রাখা ৪৬৬
পাওনা আদায়ের জন্য ঋণী ব্যক্তির পিছনে লেগে থাকা ৪৬৬
ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা ৪৬৬

অধ্যায়—২১
কিতাবুল লুকতাহ
(কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

পড়ে থাকা জিনিসের মালিক ৪৬৮
হারিয়ে যাওয়া উট ৪৬৮
হারিয়ে যাওয়া বকরী ৪৬৯
এক বছরের মধ্যে পড়ে থাকা জিনিসের মালিকের খোঁজ পাওয়া না গেলে ৪৭০
নদীতে শুকনা কাঠ খণ্ড অথবা লাঠি জাতীয় কোন বস্তু পাওয়া গেলে ৪৭০
রাস্তাঘাটে খেজুর পাওয়া গেলে ৪৭০
মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা কিভাবে করা হবে ৪৭০
অনুমতি ছাড়া কারো পশু দোহন করবে না ৪৭২
পড়ে থাকা জিনিসের মালিক যখন এক বছর পরে ফিরে আসে ৪৭২
পড়ে থাকা জিনিস যাতে নষ্ট না হয় ৪৭৩
যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা করেছে ৪৭৪

অধ্যায়—২২
কিতাবুল মাজালিম ওয়াল কিসাস
(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

জুলুম ও অপহরণ ৪৭৬
অপরাধের দণ্ড ৪৭৭
জালিমের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত ৪৭৭
মুসলমান মুসলমানের উপর জুলুম করবে না ৪৭৮
তোমার ভাইকে সাহায্য কর ৪৭৯
মজলুমকে সাহায্য করা ৪৭৯
জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ ৪৮০
মজলুমের ক্ষমা ৪৮০
জুলুম কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে ৪৮১
মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা ও তা থেকে বেঁচে থাকা ৪৮১
কেউ যদি কারো ওপর অত্যাচার করে ৪৮১
যদি কেউ কারো জুলুম বা অন্যায় ক্ষমা করে দেয় ৪৮১
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে অনুমতি প্রদান করে ৪৮২
কারো জমি কেড়ে নিলে তার গুনাহ ৪৮২
যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে ৪৮৩
যে ব্যক্তি জেনেশুনে ঝগড়া করে ৪৮৪
ঝগড়া বিবাদকালে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ৪৮৫
জালিমের মাল মজলুমের হস্তগত হয় ৪৮৫
ছায়াযুক্ত জায়গা প্রসঙ্গে ৪৮৬
কোন প্রতিবেশী যেন তার..... দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে ৪৮৬
রাস্তায় মদ ঢেলে দেয়া ৪৮৬
বাড়ীর আঙ্গিনা ও রাস্তায় বসা ৪৮৭
রাস্তায় কূপ খনন করা ৫৮৮
রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ৪৮৮
দালানের ছাদে চিলেকোঠা নির্মাণ ৪৮৮
যে ব্যক্তি নিজের উট মসজিদের দরজার সাথে বেঁধে রাখে ৪৯৪
লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ান ও পেশাব করা ৪৯৪
যে ব্যক্তি ডালপালা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে তুলে ফেলে ৪৯৫
যদি এজমালি পতিত জমিতে রাস্তার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয় ৪৯৫
মালিকের অনুমতি ছাড়া লুটপাট ৪৯৫
ক্রুশ ভেঙে ফেলা ও শুকর হত্যা করা ৪৯৬
শারাবের মটকা ভেঙে ফেলা ৪৯৬
যে নিজের হেফাযতের জন্য নিহত হয় ৪৯৭

যদি কেউ অন্য কারো পিয়ালা বা কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেলে ৪৯৭
যদি কোন ব্যক্তি কারো দেয়াল ফেলে দেয় ৪৯৮

অধ্যায়—২৩
কিতাবুশ শিরকা
(অংশীদারিত্ব)

খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশগ্রহণ ৫০০
কোন মালের দুই জন অংশীদার হলে ৫০২
ছাগল-ভেড়ার বন্টন ৫০২
একত্রে খেতে বসলে সংগীর অনুমতি ভিন্ন ৫০৩
শরীকদের মধ্যে এজমালী বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ ৫০৪
লটারীর মাধ্যমে অংশ নিরূপণ ৫০৫
ইয়াতীম ও ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব ৫০৫
জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব ৫০৭
যদি অংশীদাররা ঘর ইত্যাদি বন্টন করে নেয় ৫০৭
সোনা রূপা ও নগদ লেনদেনের বস্তুতে অংশীদারিত্ব ৫০৭
যিম্মী ও মুশরিকদের ভাগচাষে অংশীদারিত্ব ৫০৮
ছাগল-ভেড়ার ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ৫০৮
খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিতে অংশীদারিত্ব ৫০৮
দাস-দাসীতে অংশদারিত্ব ৫০৯
কোরবানীর জন্তু ও উটে অংশগ্রহণ ৫০৯
বন্টনকালে দশটি ভেড়া-বকরীকে একটা উটের সমান মনে করা ৫১১

অধ্যায়—২৪
কিতাবুর রাহন
(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

স্থায়ী বাসস্থানে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা ৫১২
নিজ বর্ম বন্ধক রাখা ৫১২
অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখা ৫১২
বন্ধক রাখা জন্তুর ওপর আরোহণ করা ৫১৩
ইহুদী ও অনান্য অমুসলিমদের নিকট বন্ধক রাখা ৫১৩
বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা কিংবা অনুরূপ কারো মধ্যে মতোবিরোধ ৫১৪

অধ্যায়—২৫
কিতাবুল ইত্ক ওয়াল ফাদলাহা
(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যদার বর্ণনা)

দাসমুক্ত করা ও তার ফযীলত ৫১৬
কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম ৫১৬
সূর্যগ্রহণ বা অনুরূপ কোন নিদর্শন ৫১৭
দুই বা ততোধিক জনের মালিকানা ভুক্ত দাস-দাসী ৫১৭
কোন ব্যক্তি যদি যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজ অংশমুক্ত করে ৫১৯
ভুলক্রমে দাসমুক্ত করা ৫১৯
যদি কেউ তার গোলাম সম্পর্কে বলে যে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট ৫২০
উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে ৫২১
মুদাব্বার ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয় ৫২২
দাসের অভিভাবকত্ব ক্রয়-বিক্রয় করা ৫২৩
যদি কোন ব্যক্তির মুশরিক ভাই বা বোন যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে ৫২৩
মুশরিক কৃতদাসকে আযাদ করা ৫২৪
কোন আরব দাস-দাসীর মালিক হলে ৫২৪
নিজের দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা ৫২৭
দাস-দাসীরা তোমাদের ভাই ৫২৮
যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার মহান প্রভুর ইবাদত করে ৫২৯
দাসদের প্রতি হাত উঠানো ৫৩০
শিরোনামের সাথে সাদৃশ্য ৫৩১
খাদেম খাদ্য পরিবেশন করলে ৫৩২

দাস তার মালিকের সম্পদ
রক্ষণাবেক্ষণকারী ৫৩২
কেউ তার দাসকে তার মুখমণ্ডলে
মারবে না ৫ ৩৩

অধ্যায়—২৬
কিতাবুল মুকাতিব
(চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ৫৩৪
মুকাতিব গোলামের সাথে যে ধরনের
শর্ত করা যেতে পারে ৫৩৫
মুকাতিব দাস বা দাসীর সাহায্য প্রার্থনা ৫৩৬
মুকাতিব গোলাম যদি কাউকে বলে.... ৫৩৮

অধ্যায়—২৭
কিতাবুল হেবা ওয়া ফাদলিহা ওয়াত—তাহরীস আলাইহা)
(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা)

অল্প পরিমাণ জিনিস দান করা ৫৩৯
বন্ধু বা সংগীদের কাছে কোন
জিনিস চাওয়া ৫৪০
পান করার জন্য পানি চাওয়া ৫৪১
শিকারের উপহার গ্রহণ করা ৫৪২
উপহার গ্রহণ করা ৫৪২
নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে পালা বা রাত্রি
যাপনের দিন ৫৪৪
যে উপহার বা হাদিয়া ফিরিয়ে
দেয়া যাবে না ৫৪৭
কাছে নেই এমন জিনিস দান করা ৫৪৭
হেবা বা দানের প্রতিদান দেয়া ৫৪৮
নিজের সন্তানকে কোন জিনিস
হাদিয়া বা উপহার দেয়া ৫৪৮
দানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী মানা ৫৪৮
স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক
স্বামীকে দান করা ৫৪৯
বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে
অন্য কাউকে দান করা ৫৫০
হাদিয়া দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ৫৫১
কোন কারণে উপহার গ্রহণ না করা ৫৫২
যদি কেউ কোন জিনিস দান করে ৫৫৩
দানকৃত গোলাম বা অন্য জিনিস ৫৫৩
কেউ কাউকে কোন জিনিস দান করলে ৫৫৪
পাওনা মাফ করে দেয়া ৫৫৫
এক ব্যক্তি কর্তৃক এক দল লোককে
দান করা ৫৫৫
দখলকৃত ও দখলকৃত নয় এবং
বন্টনকৃত নয় এমন সম্পদ ৫৫৬
কয়েক ব্যক্তি মিলে এক ব্যক্তিকে
দান করা ৫৫৭
কাউকে কিছু দান করার সময় তার
সংগীরাও তার সাথে উপস্থিত থাকলে ৫৫৯
কোন ব্যক্তিকে সে যে উটের পিঠে
আরোহণ করে আছে সেটি দান করা ৫৫৯
এমন কিছু উপহার দেয়া যা পরিধান... ৫৬০
মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা ৫৬১
মুশরিকদের হাদিয়া দেয়া ৫৬৩
সদকা বা দান ফিরিয়ে নেয়া ৫৬৪
উমরা ও রুকবা করা ৫৬৫
ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য
কিছু ধার নেয়া ৫৬৬
নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের
জন্য কিছু ধার নেয়া ৫৬৬
দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দান
করার মর্যাদা ৫৬৬
প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দাসী সেবা বা
খেদমতের জন্য দান করা ৫৬৯

অধ্যায়—২৮
কিতাবুশ শাহাদাত
(সাক্ষ্যদানের মর্যাদা)

বাদীকেই প্রমাণ করতে হবে ৫৭১
কেউ কোন লোকের সৎ স্বভাবের
বর্ণনা দিতে গিয়ে ৫৭২

অন্তরালে অবস্থান করে সাক্ষ্যদান ৫৭৪
এক বা একাধিক ব্যক্তির কোন বিষয়ে সাক্ষ্যদান ৫৭৬
সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা ৫৭৬
কারো সাফাই প্রমাণের ব্যাপারে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণ ৫৭৭
বংশধারা, স্তন্যদান, বহু পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান ৫৭৮
অপবাদ আরোপকারী, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান ৫৮০
অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষী দেয়া চলবে না ৫৮২
মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা ৫৮৬
অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তদান ৫৮৪
স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান ৫৮৬
ক্রীতদাস-দাসীদের সাক্ষ্য ৫৮৬
স্তন্যদানকারীনী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান ৫৮৭
স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য ৫৮৭
পুরুষ লোক অন্য পুরুষ লোকের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে ৫৯৬
শিশুদের সাবলকত্ব প্রাপ্তি ও সাক্ষ্যদান ৫৯৭
বিচারক কসম করানোর পূর্বে বাদীকে জিজ্ঞেস করবে ৫৯৮
অর্থ-সম্পদ ও হদের ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে হবে ৫৯৯
কেউ কোন দাবী উত্থাপন করলে ৬০১
আসরের পর মিথ্যা শপথ করা ৬০২
বিবাদীর কসম বাধ্যতামূলক ৬০২
যারা শপথ করতে প্রতিযোগিতা করে ৬০৩
যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে ৬০৩
কিভাবে হলফ করানো হবে ৬০৪
বিবাদীর শপথের পর সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করলে ৬০৫
ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দান করা ৬০৬
সাক্ষ্য বা অনুরূপ বিষয়ে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা যাবে না ৬০৭
জটিল বিষয়ে লটারী করা ৬০৮

অধ্যায়—৯

كتاب الزكاة

(যাকাতের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ নবী (সঃ)—এর হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে নামায কায়েম করতে, যাকাত প্রদান করতে, আত্মীয়—স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে এবং পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে নির্দেশ দিতেন।

١٣٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اُدْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا بِذَالِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ.

১৩০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)—কে ইয়ামান দেশে পাঠান এবং তাঁকে বলেন, তুমি (প্রথমে) তাদেরকে এ সাক্ষ্য দিতে আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ প্রত্যহ তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তবে তাদের জানিয়ে দিবে, আল্লাহ তাদের ওপর তাদের ধন—সম্পত্তিতে যাকাত ফরয করেছেন। ঐ যাকাত তাদের মধ্যেকার ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টিত হবে।

١٣٠٦. عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَالَهُ مَالَهُ قَالَ النَّبِيُّ اَرَبٌ مَالَهُ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

১৩০৬. আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বলল, আমাকে বেহেশতে যাবার উপায় স্বরূপ একটি কাজের কথা বলে দিন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, 'চমৎকার প্রশ্ন তো!' নবী (সঃ) বললেন, সে জরুরী প্রশ্ন করেছে, চমৎকার প্রশ্ন তার। (তারপর তাকে বললেনঃ) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, (যথারীতি) নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখবে।

١٣٠٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذْ عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلٰى هٰذَا .

১৩০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, আপনি আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত পরিশোধ করবে এবং রমযানের রোযা রাখবে। বেদুইন বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, এর অতিরিক্ত আমি কিছুই করব না। (আবু হুরাইরা বলেন,) লোকটি চলে গেলে নবী (সঃ) বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতবাসীকে দেখে আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে।[১]

١٣٠٨. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَسْنَا نَخْلُصُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَىْءٍ نَاْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَّرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ وَشَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَاَنْ تُؤَدُّوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ .

১৩০৮. আবু জামরা (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর

---

১. হজ্জ তখনো ফরয হয়নি। তাই বেদুইন লোকটিকে হজ্জের কথা বলা হয়নি।

রসূল! আমাদের এ গোত্রটি "রাবীআ" গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থলে কাফের "মুদার" গোত্রটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। (যার ফলে) 'মাহে হারাম'[২] ব্যতীত (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দান করুন, যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমাদের লোকদেরকেও (যাদের পক্ষ থেকে আমরা এসেছি) এর প্রতি আহবান জানাতে পারি। নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (যে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি তা হলো) (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। এই বলে তিনি নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন,[৩] (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা এবং (৪) গনীমতের (জিহাদলব্ধ মাল) এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট) জমা দেয়া। আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্তাম, নাকীর ও মুযাফ্ফাত[৪] (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি। সুলায়মান ও আবু নুমান হাম্মাদের সূত্রে বলেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো এ কথায় সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

١٣٠٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَهُ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِى عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

১৩০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর এবং আবু বাকর (রা)-র খেলাফতকালে আরবের কোন কোন গোত্র কাফের হয়ে গেল, তখন (আবু বাকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংকল্প করলে) উমর (রাঃ) বলেন, আপনি কিরূপে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন (যারা কেবল যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে), অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লোকদের বিরুদ্ধে

২. 'মাহে হারাম'-যে সব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম। এ মাসগুলো হল মুহররম, রজব, জিল্কাদ ও জিলহজ্জ। গোটা আরব সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে।

৩. অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার সময় নবী (সঃ) হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে শাহাদত আঙ্গুল উত্তোলন করে আল্লাহর একত্বের প্রতি ইংগিত করেন।

৪. 'দুব্বা'-লাউয়ের খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র বিশেষ। 'হান্তাম'-মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ। 'নাকীর'-কাঠের পাত্র বিশেষ। 'মুযাফ্ফাত' তৈলাক্ত পাত্র বিশেষ। এসব পাত্রে তৎকালে শরাব রাখা হত।

যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই)। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, সে তার জান-মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবী আলাদা (অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুযায়ী দন্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে) এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর ওপর। তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কেননা যাকাত হচ্ছে মালের উপর আরোপিত অবশ্য দেয়। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়, যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাকরের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (অর্থাৎ আবু বাকরের অভিমত) সঠিক।

২-অনুচ্ছেদ : যাকাত দেয়ার ব্যাপারে বায়আত করা। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের সম্পর্কে বলেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

"যদি তারা (কুফরী থেকে) তওবা করে নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই"-(তাওবাঃ ১১)।

١٣١٠. قَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَايَعْتُ النَّبِىَّ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

১৩১০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণকামী হওয়ার ব্যাপারে বায়আত করেছি।

৩-অনুচ্ছেদ : যাকাত প্রতিরোধকারীদের গুনাহ। মহান আল্লাহ বলেন :

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ *يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ *

"আর যারা সোনা ও রূপা সঞ্চিত করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন। (সেদিন ঐ সব (সোনা-রূপা) দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্বদেশ এবং

তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) এটা তোমরা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করেছিলে তার প্রতিফল। সুতরাং যা তোমরা সঞ্চিত করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর"— (সূরা তাওবাঃ ৩৪—৩৫)।

١٣١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ تَاتِىْ الْاِبِلُ عَلٰى صَاحِبِهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَاْتِىْ الْغَنَمُ اِلٰى صَاحِبِهَا عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ اِذَا لَمْ يُعْطِ فِيْهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِاَظْلاَفِهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ قَالَ وَلاَ يَاْتِىْ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلاَ يَاْتِىْ بِبَعِيْرٍ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُوْلُ يَا مُحَمَّدُ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

১৩১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, উটের যা হক (দেয়) রয়েছে উটের মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ উট পূর্বের চাইতেও অধিক মোটাতাজা অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে পিষ্ট করতে থাকবে। (তদ্রূপ) বকরীর যা হক (দেয়) রয়েছে তার মালিক যদি তা আদায় না করে তবে (কিয়ামতের দিন) ঐ বকরী পূর্বের চাইতে শক্তিশালী অবস্থায় মালিকের নিকট উপস্থিত হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলন করতে ও শিং দ্বারা গুঁতোতে থাকবে। নবী (সঃ) বলেনঃ তার হকসমূহের মধ্যে একটি হল পানি পান করাবার স্থানে ওদের দোহন করা (এবং দরিদ্রদের মাঝে দুধ বিতরণ করা)।[৫] নবী (সঃ) আরো বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন বকরী কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! (আমাকে রক্ষা করুন) আর আমাকে যেন বলতে না হয়, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাকে রক্ষা করার জন্য (আজ) আমি কিছুই করতে পারি না। আমি তো (আল্লাহর হুকুম) আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আর তোমাদের কাউকেও যেন চিৎকাররত কোন উট কাঁধে বহন করে উপস্থিত হতে না হয় এবং বলতে না হয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ) (সাহায্য করুন)! এবং আমাকেও যেন বলতে না হয়, তোমার ব্যাপারে কিছু করার এখতিয়ার (আজ) আমার নেই। আমি তো পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি।

١٣١٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ

---

৫. গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত দেয়া ফরয। কিন্তু দরিদ্রের মাঝে দুধ বিতরণ ফরয নয়, নফল সদকা বিশেষ।

بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا مَالُكَ اَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ .

১৩১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদন দান করেছেন অথচ সে তার যাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য একটি টাক মাথাওয়ালা বিষধর সাপে রূপান্তরিত করা হবে- যার (চোখ দুটোর ওপর) দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলদেশে পেঁচানো হবে। অতপর সাপটি ঐ ব্যক্তির উভয় অধর প্রান্ত (কামড়ে) ধরে বলবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ভান্ডার। তারপর নবী (সঃ) এ আয়াত পাঠ করেনঃ "এবং আল্লাহ যাদেরকে কৃপা করে যা কিছু দান করেছেন তা নিয়ে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর হবে। বস্তুতঃ এটা হবে তাদের পক্ষে অকল্যাণকর। তারা যে বিষয়ে কার্পণ্য করছে কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় (বেড়ির ন্যায়) জড়ানো হবে"-(আল ইমরানঃ ১৮০)।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে মালের যাকাত আদায় করা হয় তা 'কান্‌য' বা সঞ্চয়ের পর্যায়ে পড়ে না। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার [৬] (রূপা) কমে যাকাত নেই।

١٣١٣. عَنْ خَالِدِ بْنِ اَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ اَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَّهُ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ تُنْزَلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْاَمْوَالِ .

১৩১৩. খালিদ ইবনে আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-র সাথে বের হলাম। এক বেদুইন (তাঁকে) বলল, আমাকে "যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে..." আয়াতের মর্মার্থ বলে দিন। ইবনে উমর (রঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সোনা-রূপা সঞ্চিত করে রেখেছে এবং তার যাকাত আদায় করেনি তার পরিণতি অত্যন্ত অশুভ। আর প্রয়োজনের অতিরিক্তটুকু আল্লাহর পথে ব্যয় করার হুকুম যাকাত সম্পর্কিত নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার আগেকার। যাকাতের আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ যাকাতকে মাল পবিত্রকরণের উপকরণ বানিয়ে দিলেন।

١٣١٤. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

---

৬. পাঁচ উকিয়া হল তৎকালীন দু'শ দিরহাম আর বর্তমানে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান।

১৩১৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ পাঁচ উকিয়ার কমে (রূপার মধ্যে) যাকাত নেই, পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের[৭] কমে (শস্যের মধ্যে) কোন যাকাত নেই।

١٣١٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَاِذَا اَنَا بِاَبِىْ ذَرٍّ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هٰذَا قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ اَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِى الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مُعَاوِيَةُ نَزَلَتْ فِىْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ نَزَلَتْ فِيْنَا وَفِيْهِمْ فَكَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فِىْ ذٰلِكَ وَكَتَبَ اِلٰى عُثْمَانَ يَشْكُوْنِىْ فَكَتَبَ اِلَىَّ عُثْمَانُ اَنِ اَقْدِمِ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتّٰى كَاَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِى قَبْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لِىْ اِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ فَكُنْتَ قَرِيْبًا فَذَاكَ الَّذِىْ اَنْزَلَنِىْ هٰذَا الْمَنْزِلَ وَلَوْ اَمَّرُوْا عَلَىَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَاَطَعْتُ .

১৩১৫. যায়েদ ইবনে ওয়াহ্‌ব (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা (মদীনার নিকটবর্তী) 'রাবাযা'[৮] নামক স্থানে গেলাম। সেখানে আবু যার (গিফারী)-এর সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ জায়গায় কেন এসেছেন? তিনি বললেন, আমি সিরিয়ায় ছিলাম। সেখানে আমার ও মুয়াবিয়ার মধ্যে "যারা সোনা-রূপা সঞ্চিত করে..." আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতভেদ দেখা দেয়। মুয়াবিয়া বললেন, এ আয়াত আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের লক্ষ্য করে অবতীর্ণ হয়েছে। আমি বললাম, আমাদের (মুসলমানদের) ও আহলে কিতাবদের (উভয়ের) উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ব্যাপারে আমার ও তাঁর মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবশেষে মুয়াবিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমানকে চিঠি লিখেন। উসমান আমাকে লিখলেন, আমি যেন মদীনায় চলে আসি। সুতরাং আমি মদীনায় চলে এলাম। এখানে এলে লোকেরা আমার নিকট এমনভাবে ভীড় জমাতে লাগল যেন তারা ইতিপূর্বে আমাকে কখনো দেখেনি (এবং আমার সিরিয়া ত্যাগের কারণ জানতে চাইল)। আমি এ ব্যাপারে উসমানকে অবহিত করলে তিনি আমাকে বললেন, যদি (তুমি ঝামেলা থেকে) দূরে থাকতে চাও তবে মদীনার অদূরে কোন (নিভৃত) স্থানে অবস্থান কর। আর এটাই সেই কারণ যা আমাকে এ জায়গায় আসতে বাধ্য করেছে (অর্থাৎ উসমানের আদেশেই আমি এখানে অবস্থান করছি)। যদি খলীফা কোন হাবশীকেও আমার নেতা নিযুক্ত করেন, তবে আমি তার কথা শুনব এবং তার আনুগত্য করব।

---

৭. ' পাঁচ ওয়াসাক' এ দেশীয় ওজনে প্রায় আটাশ মন। হানাফী মতে পাঁচ ওয়াসাকের কমেও উশর দিতে হয়।

৮. 'রাবাযা' মদীনা শহর থেকে মক্কার পথে প্রায় ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। আবু যার গিফারী (রাঃ) উসমান (রাঃ)-র আদেশক্রমে মদীনা থেকে রাবাযায় চলে যান এবং বাকী জীবন সেখানেই কাটিয়ে দেন। তাঁর মাযার সেখানেই বিদ্যমান।

١٣١٦. عَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى مَلَأٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ حَتّٰى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمٰى عَلَيْهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوْضَعُ عَلٰى حَلَمَةِ ثَدْىِ اَحَدِهِمْ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوْضَعُ عَلٰى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتّٰى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ ثُمَّ وَلّٰى فَجَلَسَ اِلٰى سَارِيَةٍ وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ اِلَيْهِ وَاَنَا لاَ اَدْرِىْ مَنْ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ لاَ اُرٰى الْقَوْمَ اِلاَّ قَدْ كَرِهُوْا الَّذِىْ قُلْتَ قَالَ اِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا قَالَ لِىْ خَلِيْلِىْ قَالَ قُلْتُ وَمَنْ خَلِيْلُكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتُبْصِرُ اُحُدًا قَالَ فَنَظَرْتُ اِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِىَ مِنَ النَّهَارِ وَاَنَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرْسِلُنِىْ فِىْ حَاجَةٍ لَّهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا اُنْفِقُهُ كُلَّهُ اِلاَّ ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ وَاِنَّ هٰؤُلاَءِ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا اِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا وَلاَ وَاللّٰهِ لاَ اَسْئَلُهُمْ دُنْيَا وَلاَ اَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ حَتّٰى اَلْقَى اللّٰهَ .

১৩১৬. আহনাফ ইবনে কায়েস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি কুরাইশদের একদল লোকের মাঝে বসা ছিলাম। হঠাৎ সেখানে উস্কখুস্ক চুলধারী, মোটা পোশাক পরিহিত ও আলুথালু অবয়ব বিশিষ্ট এক লোকের আবির্ভাব ঘটল। লোকটি (সোজা) তাদের নিকট এসে দাঁড়াল এবং সালাম করে বলল, 'সম্পদ পুঞ্জীভূতকারীদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের একজনের বুকের ওপর রাখা হবে যা তার কাঁধের হাড়গোড় ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। তারপর পাথরটি আবার তার কাঁধের ওপর রাখা হবে যা তার বক্ষস্থল ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (অগ্নিদাহে) কাঁপতে থাকবে।' অতপর লোকটি পেছন দিকে সরে গিয়ে একটি খুঁটির কাছে গিয়ে বসে পড়ল। আমিও তার পিছু পিছু এসে তার নিকটেই বসে পড়লাম। কিন্তু সে কে তা আমি জানতাম না। আমি তাকে বললাম, তুমি যা বললে তাতে লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে আমার মনে হল। সে বলল, তারা কিছুই বুঝে না। অথচ (একথা) আমার বন্ধু বলেছেন। আমি বললাম, তোমার বন্ধু বলতে তুমি কাকে বুঝাচ্ছ? সে বললঃ (আমার বন্ধু হচ্ছেন) 'নবী' (সঃ)। (তিনি বলেছেন) হে আবু যার! তুমি কি উহুদ পাহাড় দেখতে পাচ্ছ? আমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দিনের কিছু অংশ তখনো বাকী রয়েছে (অর্থাৎ সূর্য তখনো অস্ত যায়নি)। আমি ধারণা করছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হয়ত বা) তাঁর কোন প্রয়োজনে আমাকে (কোথাও) পাঠাবেন। আমি বললাম, হাঁ (দেখতে পাচ্ছি)। তিনি বললেনঃ আমি এটা মোটেই পসন্দ করি না যে, উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আমার হোক আর আমি তা (আমার নিজের জন্য) খরচ করি। শুধু তিনটি স্বর্ণমুদ্রা হলেই আমার জন্য যথেষ্ট। (তারপর আবু যার বললেন) অথচ এরা তো কিছুই বুঝে

না। এরা শুধু দুনিয়া সঞ্চয় করছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) আমি এদের নিকট পার্থিব কিছুই চাইব না (বরং স্বল্পতেই তুষ্ট থাকব) এবং দীন সম্পর্কেও এদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করব না [বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যা শুনেছি তা-ই যথেষ্ট মনে করব]।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ ধন-সম্পদ সৎপথে ব্যয় করা।

١٣١٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ حَسَدَ اِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهٖ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا .

১৩১৭. ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো ব্যাপারে ঈর্ষা বা হাসাদ[১] বৈধ নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সৎকাজে ব্যয় করার যথেষ্ট মনোবলও দান করেছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ 'হিকমত' (জ্ঞান) দান করেছেন এবং সে তদ্বারা (সঠিক) মীমাংসা করে ও (লোকদের) তা শিখায়।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ দান-খয়রাতে প্রদর্শনেচ্ছা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (البقرة - ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা ও ক্লেশ দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বিনষ্ট কর না, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে (শুধু) লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় অর্থ দান করে এবং আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে না। সুতরাং ঐ ব্যক্তির উপমা এরূপ, যেমন এক বৃহৎ মসৃণ পাথর, যার ওপর কিছু পরিমাণ মাটি (জমে) থাকে, অতপর তাতে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়; তখন সেটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দেয়। (তদ্রূপ দানের মাধ্যমে) তারা যা কিছু অর্জন করেছে তদ্বারা (কপটতা ও লোক দেখানো

---

১. হাসাদ ঃ এখানে গিবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ অপরের ভালো দেখে সেরূপ হাসিল করার বাসনা। এরূপ ঈর্ষা বা গিবতা করা বৈধ।

উদ্দেশ্য হওয়ার কারণে) কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ দেখান না"– (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ وَ قَالَ عِكْرِمَةُ وابل مَطَرٌ شَدِيْدٌ وَالطَّلُّ النَّدٰى

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "সালদান" শব্দের অর্থ এমন বস্তু যার ওপর কোন কিছুর চিহ্ন নেই। ইকরামা (র) বলেন ঃ "ওয়াবিল" শব্দের অর্থঃ প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, আর "তাল্লুন" শব্দের অর্থ শিশির বা হালকা বৃষ্টি।

৭–অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালের সদকা (দান–খয়রাত) গ্রহণ করেন না। শুধুমাত্র বৈধ পন্থায় অর্জিত মালের সদকাই গ্রহণযোগ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى – قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ.

"যে দানের পেছনে ক্লেশ রয়েছে সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর এবং আল্লাহ মহাসম্পদশালী ও সহিষ্ণু"– (বাকারা ঃ ২৬৩)।

৮–অনুচ্ছেদ ঃ বৈধ উপায়ে অর্জিত মাল থেকে সদকা (দান) করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ . اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوْا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন ও দানকে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী পাপীদেরকে ভালবাসেন না। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে সৎকাজ করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। (পরকালে) তাদের জন্য (কোনরূপ বিপদের) আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না" (বাকারাঃ ২৭৬–২৭৭)।

١٣١٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ اِلاَّ الطَّيِّبَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى اَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتّٰى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

১৩১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বৈধ উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে, আর আল্লাহ তো পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ ঐ দান নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতপর তিনি তা দানকারীর জন্য পরিপোষণ করতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের অশ্ব শাবক পরিপোষণ করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।

৯—অনুচ্ছেদ ঃ গ্রহীতার প্রত্যাখ্যানের পূর্বে দান করা উচিৎ।

١٣١٩. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَيَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهَا (بِهَا)

১৩১৯. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে, অথচ এমন কাউকে খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম, কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

١٣٢٠. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتّٰى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلَ الَّذِيْ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ اَرَبَ لِيْ .

১৩২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত তোমাদের মাঝে ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য দেখা না দেবে যে, তা (ভান্ডার ভর্তি হয়ে) উপচে পড়বে। এমনকি সম্পদের মালিক তখন ভাবনায় পড়বে যে, কে তার দান (যাকাত) গ্রহণ করবে এবং সে ঐ সম্পদ (দানের জন্য) পেশ করবে। কিন্তু যার সামনেই সে তা পেশ করে সে-ই বলবে, আমার (ধন-সম্পদের) প্রয়োজন নেই।

١٣٢١. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا يَشْكُوْ الْعَيْلَةَ وَالاٰخَرُ يَشْكُوْ قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا قَطْعُ السَّبِيْلِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِيْ عَلَيْكَ اِلاَّ قَلِيْلٌ حَتّٰى تَخْرُجَ الْعِيْرُ اِلٰى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيْرٍ وَاَمَّا الْعَيْلَةُ فَاِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُوْمُ حَتّٰى يَطُوْفَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا مِنْهُ ثُمَّ لَيَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ اَلَمْ اُوْتِكَ مَالاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ اَلَمْ اُرْسِلْ اِلَيْكَ رَسُوْلاً فَلَيَقُوْلَنَّ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ

يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ فَلْيَتَّقِيَنَّ اَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩২১. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একদা) নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় দু'জন লোক তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। তাদের একজন দারিদ্র্যের অনুযোগ করল এবং অপরজন রাহাজানির (অর্থাৎ পথ-ঘাটের নিরাপত্তাহীনতার) অভিযোগ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ রাহাজানি সম্পর্কে কথা এই যে, অচিরেই (বাণিজ্যিক) কাফেলাসমূহ প্রহরী ছাড়াই মক্কা গমন করবে। দারিদ্র্য সম্পর্কে কথা এই যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না (অবস্থা এরূপ দাঁড়াবে যে) তোমাদের কেউ নিজের যাকাতের অর্থ নিয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াবে অথচ এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করবে। তারপর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ (এক দিন) আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকবে না এবং কথা বুঝিয়ে দেয়ার জন্য কোন দোভাষীও থাকবে না। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি কি তোমার নিকট রসূল পাঠাইনি? সে বলবেঃ হাঁ নিশ্চয়ই। অতপর সে তার ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তারপর সে তার বাম দিকে নযর করবে, কিন্তু (সেখানেও) আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই একটি খেজুরের টুকরা দিয়ে হলেও যেন নিজেকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করে। যদি এটাও সে না পায় (অর্থাৎ সামান্য খেজুর দেয়ার সামর্থও যদি না থাকে) তবে উত্তম কথা দিয়ে (দোযখের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করে)।

١٣٢٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ اَحَدًا يَاْخُذُهَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ اَرْبَعُوْنَ اِمْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ .

১৩২২. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন এক ব্যক্তি যাকাতের সোনা নিয়ে ইতস্তত ঘুরতে থাকবে কিন্তু এমন কাউকে সে খুঁজে পাবে না যে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে। আরো দেখা যাবে যে, পুরুষদের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন চল্লিশজন নারী একজন পুরুষের অধীনে থাকবে এবং তার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ এক টুকরা খেজুর কিংবা আরো নগণ্য কিছু দান করে হলেও (দোযখের) আগুন থেকে বেঁচে থাক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُهُ تَعَالٰى- وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ * اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ .

"যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং মানসিক দৃঢ়তা সহকারে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত উচ্চে অবস্থিত উদ্যানের অনুরূপ, যাতে প্রচন্ড বারিধারা বর্ষিত হয়, অনন্তর তাতে দ্বিগুণ ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; আর যদি তাতে তেমন প্রচন্ড বারিপাত নাও হয় তবে হালকা শিশিরই তার জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী খুব প্রত্যক্ষ করছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি এটা পসন্দ করে যে, তার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান হয় যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং তাতে রয়েছে সকল প্রকারের ফল ফলাদি"- (বাকারাঃ ২৬৫-২৬৬)।

١٣٢٣. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَىْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَايَجِدُوْنَ اِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

১৩২৩. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন যাকাত ও দান-খয়রাত সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমরা শ্রমের কাজ করতাম। একজন লোক (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এসে বহু অর্থ-সম্পদ দান করে দিলেন। ঐ সময় (মুনাফিক) লোকেরা বলতে লাগল, এ লোকটি রিয়াকার অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান করছে। তারপর অপর একজন লোক (আবু আকীল আনসারী) এসে এক সা'[১০] দান করলেন। (মুনাফিক) লোকেরা বলল, আল্লাহ এই এক সা'-র মুখাপেক্ষী নন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ "যারা সদকা প্রদানে আগ্রহী মু'মিনদের বিদ্রূপ করে এবং পরিশ্রম দ্বারা যারা অর্থোপার্জন করে তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ অচিরেই তাদেরকে উপহাস করবেন (অর্থাৎ উপহাসের প্রতিফল দিবেন) এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"- (তওবাঃ ৭৯)।

---

১০. এক সা'-র ওজন প্রায় তিন সের এগার ছটাক।

١٣٢٤. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِنِ الْاَنْصَارِى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ اِنْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَتَحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَاِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةِ اَلْفٍ .

১৩২৪. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আমাদের দান করার আদেশ করতেন (অর্থাৎ যাকাত ও দান-খয়রাতের হুকুম যখন অবতীর্ণ হয়) তখন আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক 'মুদ'[১১] মজুরী লাভ করত এবং তা থেকে দান করত। আর আজ তাদের কেউ কেউ লাখপতি।

١٣٢٥. عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ .

১৩২৫. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তোমরা (দোযখের) আগুন থেকে বাঁচ।

١٣٢٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِىْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَدَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَىْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

১৩২৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন একটি স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাসহ আমার নিকট সাহায্য চাইতে আসে। কিন্তু আমার নিকট একটা খেজুর ছাড়া সে আর কিছুই পেল না। আমি তাকে তা দিয়ে দিলাম। সে ঐ খেজুরটি তার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল। নিজে তা থেকে একটুও খেল না, তারপর উঠে চলে গেল। নবী (সঃ) আমাদের নিকট এলে আমি তাঁকে ঘটনাটা বললাম। নবী (সঃ) বললেনঃ যে কেউ এরূপ অসহায় কন্যাদের কারণে কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করবে তার জন্য তারা (কন্যারা) দোযখের আগুন থেকে আড়াল হবে (অর্থাৎ কন্যাদের প্রতিপালনের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন)।

১১—অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ প্রকারের দান—খয়রাত উত্তম এবং সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় দান করার ফযীলত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى- وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . (مُنَافِقُوْنَ) وَقَوْلُهُ تَعَالٰى- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

"(হে ঈমানদারগণ!) আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি মৃত্যুর পূর্বে তা থেকে ব্যয় কর যখন (মৃত্যুলগ্নে) সে বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! যদি আমাকে আরো কিছু

১১. মুদ এদেশীয় ওজনে প্রায় এক সের।

দিন সময় দিতেন তাহলে আমি অনেক দান—সাদকা করতাম এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মুনাফিকুন) "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা থেকে ঐ দিন (কিয়ামত) আসার পূর্বে ব্যয় কর— যেদিন কোন ক্রয়—বিক্রয় হবে না, বন্ধুত্ব থাকবে না এবং কোন সুপারিশ চলবে না। আর অবিশ্বাসীরাই হচ্ছে প্রকৃত যালেম।" (বাকারা : ২৫৪)

١٣٢٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلاَتُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

১৩২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে রসূলুল্লাহ! কোন্ ধরনের দান সর্বাধিক পুণ্যের? তিনি বললেন, তুমি সুস্থ ও অর্থের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় (যে দান করবে) এবং দারিদ্র্যের আশংকা করছ, ধনী হওয়ার আশাও পোষণ করছ, এমতাবস্থায় যে দান করবে। আর ঐ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করবে না, যখন তোমার প্রাণ হবে কণ্ঠাগত আর তুমি বলবে, অমুককে এত, অমুককে এত দিলাম। বস্তুত তা তো তখন অপরের হয়ে গেছে।

১২— অনুচ্ছেদ :

١٣٢٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَيُّنَا اَسْرَعُ بِكَ لُحُوْقًا قَالَ اَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَاَخَذُوْا قَصَبَةً يَذْرَعُوْنَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ اَطْوَلَهُنَّ يَدًا فَعَلِمْنَا بَعْدُ اِنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ اَسْرَعَنَا لَحُوْقًا بِهِ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ –

১৩২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)–এর কোন কোন সহধর্মিণী নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সবার আগে (মৃত্যুর পর) আপনার সাথে মিলিত হবেন? তিনি বললেনঃ যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হস্তের অধিকারিণী। তাঁরা একটি কাঠি নিয়ে (নিজেদের) হাত মেপে দেখলেন, সাওদা (রাঃ) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘহস্ত। পরে (সবার আগে যয়নবের মৃত্যু হলে) আমরা বুঝতে পারলাম, হাতের দীর্ঘতা মানে দানশীলতা। তিনি (যয়নব) আমাদের মধ্যে সবার আগে তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তিনি দান করতে ভালবাসতেন।

১৩—অনুচ্ছেদ : প্রকাশ্যে দান করা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَوْلُهُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"যারা দিনে ও রাতে, প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজেদের ধন-সম্পদ দান করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার, তাদের জন্য কোন আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না"-(বাকারাঃ ২৭৪)।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ গোপনে দান করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি এতটা গোপনভাবে দান করল যে, তার ডান হাত কি খরচ করল তা তার বাম হাতও জানতে পাল না। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَوْلُهُ تَعَالٰى اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّاٰتِكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ .

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং দরিদ্রকে প্রদান কর তবে সেটাও তোমাদের জন্য উত্তম। আর (এ দানের বরকতে) আল্লাহ তোমাদের পাপও মোচন করে দেবেন। আল্লাহ তোমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন"-(বাকারাঃ ২৭১)।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অজান্তে কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত বা দান-খয়রাত করলে।

١٣٢٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ سَارِقٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ فَاَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى زَانِيَةٍ لاَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِى يَدِ غَنِيٍّ فَاَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ وَعَلٰى زَانِيَةٍ وَعَلٰى غَنِيٍّ فَاُتِىَ فَقِيْلَ لَهُ اَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَاَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا اَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَاَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ .

১৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ একদা এক ব্যক্তি বলল, অবশ্যই আমি কিছু দান-খয়রাত করব। অতপর সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হলো এবং একটি চোরের হাতে তা সমর্পণ করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একটি চোরকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা

তোমারই, আমি অবশ্যই (রাতের বেলা) আবারও কিছু দান-খয়রাত করব। আবার সে তার দানের অর্থ নিয়ে বের হল এবং (অজ্ঞাতে) একটি ব্যভিচারিণীকে তা দান করল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, এ রাতে একটি যেনাকারিণীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বললঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই; একটি যেনাকারিণীকে (দান করা হল?)। আমি অবশ্যই (এ রাতেও) কিছু দান করব। সুতরাং (পুনরায়) সে তার দান-খয়রাত নিয়ে বের হল এবং (নিজের অজ্ঞাতে) তা এক ধনী ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। সকাল বেলা লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, একজন ধনীকে দান করা হয়েছে। লোকটি বলল ঃ হে আল্লাহ! সব প্রশংসা তোমারই। একটি চোর, একটি যেনাকারিণী ও একজন ধনীকে (দান করা হল)। পরে (স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল, তোমার এসব দানের ব্যাপারে কথা এই যে, হয়ত বা এর কারণে চোরটি চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে; এবং যেনাকারিণী হয়ত যেনা থেকে বিরত থাকবে, আর ধনী ব্যক্তি হয়ত (এ থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে এবং ফলতঃ আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে কিছু দান করবে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞাতে নিজের পুত্রকে দান করা।

١٣٣٠. عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَبِى وَجَدِّى وَخَطَبَ عَلَىَّ فَاَنْكَحَنِىْ وَخَاصَمْتُ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَامَعْنُ .

১৩৩০. মা'ন ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা, আমার দাদা ও আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বায়আত করেছিলাম। তিনি আমার বিয়ের পয়গাম পাঠান এবং আমাকে বিয়েও করান। (একবার) আমি তাঁর নিকট একটি নালিশ নিয়ে গেলাম। (নালিশটি এই) আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বের করলেন এবং মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট তা রেখে দিলেন (এবং তাকে দান করার অনুমতিও দিলেন)। অতপর আমি গিয়ে তা (দান-স্বরূপ) গ্রহণ করলাম এবং তা নিয়ে আমার পিতার নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো তোমাকে দান (করার) ইচ্ছা করিনি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নালিশ করলাম। তিনি বললেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যে (পূণ্যের) নিয়াত করেছিলে তা তোমার (অর্থাৎ দানের সওয়াব তুমি ঠিকই পাবে) এবং হে মা'ন! তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমারই।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে দান করা।

١٣٣١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُّظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ

ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّى اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

১৩৩১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ (কিয়ামত দিবসে) তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন, যে দিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক), (২) ঐ যুবক যে আল্লাহর ইবাদাতের মধ্যে বড় হয়েছে, (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে রয়েছে (অর্থাৎ জামাআতের প্রতি যে উন্মুখ থাকে), (৪) ঐ দুই ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অন্যকে ভালবেসেছে এবং তাতে অবিচল রয়েছে, কিংবা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তাও আল্লাহর উদ্দেশ্যে), (৫) ঐ ব্যক্তি যাকে কোন অভিজাত সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের দিকে) আহবান করে আর (তদুত্তরে) সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) ঐ ব্যক্তি যে কিছু দান করল এবং তা এতটা গোপনভাবে করল যে, তার বাম হাত জানতে পারল না তার ডান হাত কি দান করেছে এবং (৭) ঐ ব্যক্তি যে একাকী বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার চোখ দু'টো (আল্লাহর ভয়ে) অশ্রুপাত করে।

١٣٣٢. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ تَصَدَّقُوْا فَسَيَاتِىْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِىْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهٖ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهَا

১৩৩২. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব আল-খুযায়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন লোক তার যাকাত নিয়ে ঘুরতে থাকবে (কিন্তু দেয়ার মত কাউকে পাবে না)। লোকে বলবে, যদি গতকাল এটা নিয়ে আসতে, তবে অবশ্যই আমি তা তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আর আমার এর প্রয়োজন নেই।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার খাদেমকে দান করতে বলল, নিজের হাতে দান করল না। আবু মূসা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, সে (খাদেম)-ও দানকারী হিসেবে পরিগণিত হবে।

١٣٣٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ

مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَيَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৩৩৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রীলোক কোন ক্ষতিসাধন ব্যতিরেকে তার ঘরের খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে তবে সে সওয়াব পাবে। কেননা সে দান করেছে এবং তার স্বামীও সওয়াব পাবে, যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের কেউ কারো সওয়াব বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারবে না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সচ্ছলতা বজায় রেখে দান-খয়রাত করা উচিত। যে ব্যক্তি দান করল অথচ সে নিজেই অভাবী কিংবা তার পরিবার-পরিজন অভাবগ্রস্থ অথবা সে ঋণগ্রস্থ, এমতাবস্থায় (তার জন্য) দান, হেবা (উপঢৌকন) ও গোলাম আযাদ করার চাইতে ঋণ পরিশোধ সর্বাধিক জরুরী। এরূপ দান (আল্লাহ্র নিকট) প্রত্যাখাত। কেননা অন্যের মাল বিনষ্ট করার অধিকার তার (দানকারীর) নেই। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকদের মাল বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদ হস্তগত করে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে ছাড়বেন। হাঁ যদি ঐ ব্যক্তি (দানকারী) ধৈর্যশীল হিসেবে সুপরিচিত হয় এং নিজের অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম হয় (তবে তার কথা স্বতন্ত্র)। যেমন আবু বাকর (রাঃ) করেছেন, তিনি যখন নিজের ধন-সম্পদ দান করলেন, তখন সব সম্পদ দান করে দিলেন। এমনিভাবে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর (যেহেতু) নবী (সঃ) ধন-সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন, সুতরাং দানের নামে লোকদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করার তার (দাতার) অধিকার নেই। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আমার তওবা কবুল হওয়ার কারণে আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে দান করে দিতে চাই (কেননা এ মালের কারণেই আমি জিহাদে শরীক হতে পারিনি)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ কিছু মাল তোমার নিজের জন্য রাখ। আর সেটাই হবে তোমার জন্য উত্তম। আমি বললামঃ আমি আমার খায়বারের (যমীনের) অংশটুকু নিজের জন্য রাখলাম।

١٣٣٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .

১৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই সর্বোত্তম দান এবং নিজের পোষ্য আত্মীয়দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর।

١٣٣٥. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ .

১৩৩৫. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। নিজের পোষ্য (আত্মীয়)-দের দিয়ে (দান-খয়রাত) শুরু কর। অভাবমুক্ত থেকে যে দান করা হয় সেটাই উত্তম দান। যে ব্যক্তি অন্যের কাছে হাত না পেতে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে (তা থেকে) পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায় আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।

١٣٣٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلٰى هِيَ السَّائِلَةُ .

১৩৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে দান-খয়রাত, পরমুখাপেক্ষীহীনতা ও ভিক্ষা থেকে নিবৃত্তির উল্লেখ করে বললেনঃ ওপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। ওপরের হাত হল দানকারীর এবং নীচের হাত হল দান প্রার্থীর।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ কিছু দান-খয়রাত করে খোঁটা দেওয়া নিন্দনীয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلاَ اَذًى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অতপর যা তারা ব্যয় করে তার জন্য (দান গ্রহীতাকে) গঞ্জনা (খোঁটা) না দেয় এবং ক্লেশ প্রদান না করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের জন্য কোনরূপ আশংকার কারণ নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না"-(বাকারাঃ ২৬২)।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি তড়িঘড়ি দান-খয়রাত করা পসন্দ করেন।

١٣٣٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ اَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ .

১৩৩৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) একদিন আসরের নামায সমাপন করে খুব তড়িঘড়ি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে এলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অথবা তাঁকে (এ তড়িঘড়ির কারণ) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ সদকার এক টুকরা কাঁচা সোনা আমি ঘরে রেখে এসেছিলাম। আর সদকার মাল ঘরে রেখে রাত যাপন করাটা আমার অপসন্দনীয়। তাই তা আমি বন্টন করে দিয়ে এলাম।

২২–অনুচ্ছেদ ঃ দান–খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে সুপারিশ করা।

١٣٣٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.

১৩৩৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ঈদের দিন নবী (সঃ) বের হলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তার আগে ও পরে তিনি কোন নামায (নফল বা সুন্নাত) পড়েননি। অতপর তিনি মহিলাদের লক্ষ্য করে তাদের ওয়াজ নসীহত করলেন। (এ সময়) বিলাল (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর তিনি তাদেরকে দান–খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন মহিলারা তাদের চুড়ি ও কানবালা খুলে দিতে থাকল।

١٣٣٩. عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ اِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيْ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَاشَاءَ.

১৩৩৯. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন সাহায্য প্রার্থী রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট আসত, কিংবা তাঁর নিকট কোন প্রয়োজন মিটাবার আবেদন করা হত, তখন তিনি বলতেনঃ তোমরা সুপারিশ কর, তার জন্য তোমরা পূণ্য লাভ করবে। আল্লাহ তাঁর নবীর যবনীতে যা চান তাই আদেশ করেন।

١٣٤٠. عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُوْكِيْ فَيُوْكَى عَلَيْكِ.

১৩৪০. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছেনঃ (দান না করে) সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমার ক্ষেত্রেও (না দিয়ে) আটক করে রাখা হবে।

١٣٤١. عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِي فَيُحْصِي اللّٰهُ عَلَيْكِ.

১৩৪১. আবদা ইবনে সালামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আসমা (রা) কে বলেছেনঃ (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে জমা করে রাখবেন।

২৩—অনুচ্ছেদ ঃ সামর্থ অনুযায়ী দান করা।

١٣٤٢. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تُوْعِى فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ اَرْضَخِى مَا اسْتَطَعْتِ .

১৩৪২. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলেন। নবী (সঃ) (তাকে) বললেনঃ (টাকা-পয়সা) থলেতে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে আল্লাহও তোমাকে না দিয়ে আবদ্ধ করে রাখবেন, যতটুকু সাধ্যে কুলোয় দান কর।

২৪—অনুচ্ছেদ ঃ দান-খয়রাতে পাপ মোচন হয়।

١٣٤٣. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ اَنَا اَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ اِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِىٌّ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوْفُ قَالَ سُلَيْمٰنُ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ الصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هٰذِهِ اُرِيْدُ وَلٰكِنِّى اُرِيْدُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَأْسٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَكَ بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ فَاِنَّهُ اِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ اَبَدًا قَالَ قُلْتُ اَجَلْ فَهِبْنَا اَنْ نَسْاَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِىْ قَالَ نَعَمْ كَمَا اَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً وَذٰلِكَ اَنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْاَغَالِيْطِ .

১৩৪৩. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) (আমাদের লক্ষ্য করে) বললেন, বিপর্যয় (ফেতনা) সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার স্মরণ রয়েছে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, তিনি (এ সম্পর্কে) যা বলেছেন আমি তা হুবহু স্মরণ রেখেছি। উমর (রা) বললেনঃ তুমি তো দেখছি এ ব্যাপারে বড় সাহসী, আচ্ছা বল তো! তিনি (হুযাইফা) বলেন, আমি বললাম, হাদীসটি এই যে, মানুষের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশীকে কেন্দ্র করে যে বিবাদের সূত্রপাত হয় নামায, দান-খয়রাত ও ন্যায়ের আদেশ তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ। (রাবী) সুলায়মান বলেন, কখনো তিনি (আবু ওয়াইল) এভাবে বলতেন, নামায, দান-খয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ (তার জন্য কাফ্‌ফারা স্বরূপ)। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, আমার উদ্দেশ্য এটা নয়; বরং আমি ঐ ফেতনা সম্পর্কে জানতে

চাচ্ছি যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হবে। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সে সম্পর্কে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। (কেননা) আপনার ও তার মাঝে একটি রুদ্ধ দ্বার রয়েছে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, ঐ (রুদ্ধ) দ্বার ভাঙ্গা হবে, না খোলা হবে? হুযাইফা (রা) বলেন, আমি বললাম, না; বরং ভাঙ্গা হবে। তিনি [উমর রাঃ] বললেন, যদি ভাঙ্গা হয় তবে তো ওটা আর কখনো বন্ধ হবে না। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। [আবু ওয়াইল রাঃ বললেনঃ] ঐ (রুদ্ধ) দ্বার কে, তা আমরা হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম। তাই আমরা মাসরূককে বললাম, তাঁকে (হুযাইফাকে) জিজ্ঞেস করুন। মাসরূক (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (ঐ রুদ্ধ-দ্বার হল) উমর। আবু ওয়াইল (রঃ) বলেন, আমরা (আবার) জিজ্ঞেন করলাম, উমর কি জানেন আপনি তাঁকে বুঝাচ্ছেন? তিনি (হুযাইফা) বললেন, হাঁ, এরূপ (দৃঢ়)-ভাবে জানেন যেমন আগামী কালের পূর্বে আজকের রাত। কেননা আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি যা ভুল নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মুশরিক অবস্থায় দান-খয়রাত করল, পরে মুসলমান হল।

١٣٤٤. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ اَوْ عِتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ .

১৩৪৪. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! আমাকে বলুন, অজ্ঞতার যুগে ধর্মকাজ মনে করে যে দান-খয়রাত অথবা দাসমুক্তি কিংবা রক্ত-বন্ধন সংযুক্ত রাখা (আত্মীয়তা রক্ষা করা) প্রভৃতি কাজ করতাম তার জন্য কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে কি? তখন নবী (সঃ) বললেনঃ অতীতে সম্পন্ন পূণ্য কাজ সমেতই তুমি মুসলমান হয়েছ।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে খাদেম কোনরূপ ক্ষতি না করে তার মনিবের আদেশে দান করে, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

١٣٤٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৪৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক (পরিবারের) ক্ষতি সাধন না করে তার স্বামীর খাদ্য-সামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে পূণ্য লাভ করবে (যেহেতু সে দান করেছে) এবং তার স্বামীও (পূণ্য লাভ করবে) যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাজাঞ্চীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে।

١٣٤٦ . عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِذُ وَرُبَمَا قَالَ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهٖ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهٖ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهٖ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ .

১৩৪৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে বিশ্বস্ত মুসলিম খাজাঞ্চী তাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টচিত্তে কাজে পরিণত করে কিংবা (যা দান করতে বলা হয়েছে তা) দান করে এবং যাকে যা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে তাকে তা পৌঁছে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপর জন দাতা স্বয়ং)।

২৭—অনুচ্ছেদঃ যে স্ত্রী ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান—খয়রাত করে কিংবা কাউকে কিছু খেতে দেয়, তার প্রতিদান প্রসঙ্গে।

١٣٤٧ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَاِذَا اَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا اَنْفَقَتْ .

১৩৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ যদি কোন স্ত্রী কোন-রূপ ক্ষতি সাধন না করে স্বামীর ঘর থেকে কিছু দান-খয়রাত করে কিংবা যদি কোন স্ত্রী স্বামীর ঘর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়, তবে সে পূণ্য লাভ করবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পূণ্য লাভ করবে। আর খাজাঞ্চীও ঐ পরিমাণ পূণ্য পাবে। স্বামী এজন্য পাবে যে, সে উপার্জন করেছে, আর স্ত্রী এজন্য পাবে যে, সে দান করেছে।

١٣٤٨ . عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا اَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ .

১৩৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন স্ত্রীলোক ক্ষতি সাধন না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু দান করে, তবে সে এর সওয়াব পাবে এবং তার স্বামীও (সওয়াব পাবে), যেহেতু সে উপার্জন করেছে। আর খাযাঞ্চীও অনুরূপ সওয়াব লাভ করবে।

২৮—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী—

قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى -

"যে ব্যক্তি দান করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর উত্তম বিষয়কে সত্য বলে মানে, অচিরেই আমি তার জন্য (শান্তির) সহজ পথকে আরো সহজ করে দেব। কিন্তু যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়ে অসত্য আরোপ করে, সত্বরই আমি তার জন্য (শান্তির পথকে সুগম করে দেব" –(আল–লাইলঃ ৫–১০)। (ফেরেশতারা দোআ করেঃ হে আল্লাহ! দানকারীকে পুরস্কৃত কর।

١٣٤٩. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا .

১৩৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রতিদিন প্রত্যূষে যখন (আল্লাহর) বান্দারা ঘুম থেকে ওঠে তখন দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে নেমে আসে। তাদের একজন বলতে থাকেঃ হে আল্লাহ! দাতাকে পুরস্কৃত কর এবং অপরজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর।

২৯–অনুচ্ছেদ ঃ দাতা ও কৃপণের উপমা।

١٣٥٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ .

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ اِلاَّ سَبَغَتْ اَوْ وَفَرَتْ عَلٰى جِلْدِهِ حَتّٰى تُخْفِىَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ اَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا اِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ .

১৩৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির মত যাদের দু'জনের গায়ে দুটি লৌহবর্ম রয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে অপর একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছেনঃ কৃপণ এবং দাতার উপমা এরূপ দুই ব্যক্তির অনুরূপ যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যাদের দু'জনের দেহে বুক থেকে কণ্ঠনালী (গলা) পর্যন্ত দু'টি লৌহবর্ম রয়েছে। দাতা যখনই দান করতে উদ্যত হয়, তখন ঐ বর্ম তার শরীরে ঢিলা ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এমনকি তা তার নখাগ্র পর্যন্ত আবৃত করে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন মুছে দেয়। কিন্তু কৃপণ ব্যক্তি

যখনই কিছু দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের প্রতিটি আংটা স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে এঁটে যায়। সে বর্মটিকে প্রশস্ত ও ঢিলা করতে চায় কিন্তু তা ঢিলা হয় না।

৩০–অনুচ্ছেদ ঃ উপার্জন ও ব্যবসায়িক পণ্য থেকে দান–খয়রাত করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ .

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি মাটি (ভূমি) থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করি তার মধ্য থেকে যা উৎকৃষ্ট তা থেকে দান করা তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু দান করার ইচ্ছা কর না। (কেননা) তোমরা নিজেরাও তো ঐরূপ বস্তু (কারো কাছ থেকে) ভ্রূকুঞ্চিত না করে নিতে চাও না এবং জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং প্রশংসিত" –(বাকারাঃ ২৬৭)।

৩১–অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই দান–খয়রাত করা কর্তব্য। যদি তাতে অসমর্থ হয় তবে সে যেন সৎকাজ করে।

١٣٥١. عَنْ جَدِّ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَقَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ .

১৩৫১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদার দাদা (আবু মূসা আশআরী রাঃ) থেকে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই দান–খয়রাত করা কর্তব্য। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! যার কিছু নেই (সে কি করবে)? তিনি বললেন, সে নিজ হাত দিয়ে কাজ (শ্রম) করবে, ফলে সে নিজেও লাভবান হবে এবং দানও করতে পারবে। তাঁরা বললেন, যদি সে তাতেও অক্ষম হয়? তিনি বললেন ঃ তবে সে অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্তের (কাজে) সাহায্য করবে। সাহাবারা বলেন, যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়? তিনি বললেন, তবে সে যেন সৎকাজ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটাই তার জন্য সদকা।

৩২–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত কি পরিমাণ দিতে হবে? যে ব্যক্তি বকরী দান করল।

١٣٥٢. عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّهَا قَالَتْ بُعِثَ اِلٰى نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى

عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ مَا اَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ ذٰلِكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১৩৫২. উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার-রমনী নুসাইবা'র[১৩] নিকট (সদকার) একটি বকরী [নবী (সঃ) কর্তৃক] প্রেরিত হয়েছিল এবং সে (নুসাইবা) তা থেকে কিছু (গোশত) আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠিয়েছিল। নবী (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি উত্তর দিলেন, ঐ বকরীটির যে গোশত নুসাইবা পাঠিয়েছে তাছাড়া অন্য কিছু নেই। তিনি [নবী সঃ] বললেন, নিয়ে আস, ওটা (সদকা) যথাস্থানে পৌঁছে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার যাকাত।

١٣٥٣. عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ فِىْ دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْاِبِلِ وَلَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .

১৩৫৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই,[১৪] (রূপার মধ্যে) পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে কোন যাকাত নেই।

---

১৩. নুসাইবা উম্মে আতিয়্যা (রা)-রই নাম। নিজেই নিজের বিবরণ দিতে গিয়ে তৃতীয় পুরুষ (3rd person) ব্যবহার করেছেন।

১৪. এক নজরে বিভিন্ন সম্পদের যাকাতের পরিমাণঃ

(১) উটঃ ৫ থেকে ২৪টি পর্যন্ত উটের যাকাত-

০ প্রতি ৫টিতে ১টি বকরী দিতে হবে।

০ ২৫	থেকে	৩৫	পর্যন্ত	১টি ২	বছরের	মাদী	উট।
০ ৩৬	"	৪৫	"	১টি ৩	"	"	"
০ ৪৬	"	৬০	"	১টি ৪	" "	"	
০ ৬১	"	৭৫	"	১টি ৫	" "	"	
০ ৭৬	"	৯০	"	১টি ৩	" "	"	
০ ৯১	"	১২০	"	২টি ৪	"	"	"
অতপর প্রতি ৪০টিতে		১টি ৩		"	"	"	
আর প্রতি		৫০	"	১টি ৪	"	"	"

(২) গরুঃ

০ প্রতি ৩০টিতে ১টি ১ বছরের গাভী

০ প্রতি ৪০টিতে ১টি ২ বছরের গাভী

١٣٥٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذَا

১৩৫৪. আবু সাঈদ (খুদরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত) এ হাদীসটি শুনেছি।

৩৪—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত (সোনা—রূপার পরিবর্তে) পণ্য—সামগ্রী দান করা। তাউস (র) বলেন, মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) (যাকাত আদায় করতে গিয়ে) ইয়েমেনবাসীকে বললেন, তোমরা যাকাত বাবত যব ও ভুট্টা (ইত্যাদির) পরিবর্তে বস্ত্র জাতীয় পণ্য অর্থাৎ চাদর কিংবা পোশাক আমার নিকট নিয়ে আস। এটা (যেমন) তোমাদের জন্যও সহজ হবে (তেমনী) মদীনায় নবী (সঃ)—এর সাহাবীদের পক্ষেও উত্তম হবে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ খালিদ ইবনে ওলীদ তার লৌহবর্ম তথা যুদ্ধের হাতিয়ার আল্লাহর পথে (লড়ার জন্য) ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে।

নবী (সঃ) (একদা স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে) বলেন, তোমরা তোমাদের অলংকার হলেও দান কর। [ইমাম বুখারী (র) বলেন, এতে বুঝা যায়, নবী (সঃ) দানের ক্ষেত্রে পণ্য—সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেননি]। তখন স্ত্রীলোকেরা তাদের কানবালা ও গলার হার খুলে দান করতে লাগল। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) সোনা—রূপাকে পণ্য—সামগ্রী থেকে আলাদা করেননি।

١٣٥٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلٰى وَجْهِهَا وَعِنْدَهَا ابْنُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْئٌ.

---

(৩) ছাগল/ ভেড়াঃ

০ ৪০	থেকে	১২০ পর্যন্ত	১টি ১ বছরের বকরী		
০১২১	"	২০০ পর্যন্ত	২টি ১	"	"
০ ২০১	"	৩০০ পর্যন্ত	৩টি ১	"	"

অতপর প্রতি শতে ১টি করে বাড়বে।

(৪) স্বর্ণঃ $৭\frac{১}{২}$ তোলা, রূপা ঃ $৫২\frac{১}{২}$ তোলা হলে $\frac{১}{৪০}$ যাকাত।

(৫) কৃষিজাত ঃ বিনা সেচে $\frac{১}{১০}$, সেচে $\frac{১}{২০}$।

(৬) খনিজ মালের $\frac{১}{৫}$।

(৭) অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের $\frac{১}{৪০}$।

১৩৫৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তন্মধ্যে ছিল) যার যাকাত এ পরিমাণ দাঁড়ায় যে, তার ওপর পূর্ণ এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী দেয়া (ওয়াজিব) হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং দু'বছর পূর্ণ হয়েছ এমন একটি উষ্ট্রী তার নিকট রয়েছে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। আর যদি পূর্ণ এক বছরের বাচ্চা উষ্ট্রী দেয় হয় আর তা তার নিকট না থাকে, বরং পূর্ণ দুই বছরের উট তার থাকে, তবে ওটাই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে, কিন্তু তার সাথে আর কিছুই দেয় হবে না।

١٣٥٦. عَنْ عَطَاءِ بْنَ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَاٰى اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَاَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرٌ ثَوْبَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ اَنْ يَّتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى وَاَشَارَ اَيُّوْبُ اِلٰى اُذُنِهٖ وَاِلٰى حَلْقِهٖ.

১৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবার পূর্বে (ঈদের) নামায পড়েন। অতপর তিনি ভাবলেন যে, স্ত্রীলোকদের তিনি তার খুতবা (ভাষণ) শুনাতে পারেননি (অর্থাৎ দূরত্বের কারণে তারা শুনতে পায়নি)। তাই তিনি তাদের নিকট আসলেন। বিলাল (রাঃ)-ও তাঁর সাথে আসলেন এবং এক খন্ড কাপড় বিস্তৃত করে ধরলেন। তারপর তিনি [সঃ] তাদেরকে নসীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করতে আদেশ দিলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা যে যা পারল দান করতে লাগল। এ কথা বলে বর্ণনাকারী আইউব (র) তাঁর কান ও গলার দিকে ইংগিত করেন। (অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা তাদের কান ও গলা থেকে অলংকারাদি খুলে কাপড়ের উপর নিক্ষেপ করতে লাগল)।

৩৫—অনুচ্ছেদ ঃ বিচ্ছিন্নগুলো একত্র ও একত্রকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। সালিম (র) ইবনে উমর (রা)—র সূত্রে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ .

১৩৫৭. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্ধারিত করেছেন, আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে পাঠান। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "যাকাতের ভয়ে বিচ্ছিন্নগুলোকে যেন একত্র করা না হয় এবং একত্রগুলোকে যেন বিচ্ছিন্ন করা না হয়।"[১৫]

---

১৫. যাকাত দেয়ার ভয়ে অপকৌশল অবলম্বন করা যেমন-দুই ভাইয়ের পৃথক পৃথক চল্লিশটি বকরী আছে। এভাবে দু'জনের দু'টি বকরী যাকাত হিসাবে দেয়। সুতরাং তারা এ সুযোগ গ্রহণ করলো যে, একত্র করে আশিটি বকরী দেখিয়ে দিলো আর একটি বকরী যাকাত আদায় করলো, কেননা চল্লিশ থেকে একশ বিশ পর্যন্ত বকরীর জন্যও একটি বকরীই দিতে হয়।

৩৬—অনুচ্ছেদ ঃ যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানাধীন থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে। তাউস ও আতা (র) বলেন, যদি শরীকদ্বয় তাদের স্ব স্ব মাল সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে তবে তাদের মালকে (যাকাত আদায়ের জন্য) একত্র করা যাবে না। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, শরীকদ্বয়ের প্রত্যেকের চল্লিশটি করে বকরী না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব হবে না।

١٣٥٨. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .

১৩৫৮. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (যাকাত সম্পর্কে) যা নির্দিষ্ট করেছেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "এবং যে মাল দুই শরীকের যৌথ মালিকানায় থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা উভয়ে তা সমান হারে ভাগাভাগি করে নেবে।"

৩৭—অনুচ্ছেদ ঃ উটের যাকাত। আবু বাক্‌র, আবু যার ও আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٥٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَاْنَهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ تُؤَدِّى صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

১৩৫৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক বেদুইন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আরে হতভাগা! ওটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি যাকাত দেওয়ার মত উট আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপারে (দূর দেশে) থেকে নেক আমল করতে থাক, আল্লাহ তোমার নেক আমল থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না।[১৬]

৩৮—অনুচ্ছেদঃ যার এক বছরের একটি বাচ্চা উষ্ট্রী যাকাত হিসাবে ধার্য হয় অথচ তা তার নিকট নেই।

١٣٦٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى اَمَرَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ﷺ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَاِنَّهَا

অথবা কারো কাছে ষাট কিংবা সত্তর তোলা রূপা ছিল। সে যাকাতের ভয়ে কিছু রূপা বেনামা অপরকে দিয়ে রাখলো যেন তার নেসাব পূর্ণ না হয়। তাহলে যাকাত দিতে হবে না। এ ধরনের অপকৌশল অবলম্বন করা জঘন্য গোনাহর কাজ।

১৬ অর্থাৎ দূর দেশ থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করাই যথেষ্ট। সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার প্রয়োজন নেই। কারণ হিজরতের বিধি-বিধান পালন করা বড়ই কঠিন ও দুরূহ।

تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيُعْطِيْ شَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِيْ مَعَهَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ .

১৩৬০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-কে ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে যে আদেশ করেছিলেন, আবু বাক্‌র (রা) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল) "যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, (তার ওপর) একটি পঞ্চম বর্ষীয় উষ্ট্রী যাকাত বাবত ওয়াজিব হয় অথচ তার নিকট সেটা নেই, বরং তার নিকট রয়েছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাকে এর সাথে (অতিরিক্ত) দু'টি বকরী দিতে হবে যদি এটা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়, অথবা বিশ দিরহাম (দিতে হবে)। আর যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয়, অথচ তার নিকট চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী নেই, বরং তার নিকট আছে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। যার উটের সংখ্যা এত হয়েছে যে, যাকাত বাবত তার ওপর একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ছাড়া আর কিছু (চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ষীয়া) নেই, তবে তার কাছ থেকে তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে দু'টি বকরী অথবা বিশ দিরহাম দিতে হবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়, অথচ তার নিকট আছে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে এবং যাকাত আদায়কারী তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী প্রদান করবে। যার ওপর যাকাত বাবত একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী ওয়াজিব হয় অথচ তা তার নিকট নেই, বরং তার নিকট আছে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী, তবে দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রীই তার নিকট থেকে গৃহীত হবে এবং এর সাথে তাকে বিশ দিরহাম অথবা দু'টি বকরী (অতিরিক্ত) দিতে হবে।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মেষ ও বকরীর যাকাত।

١٣٦١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

وَالَّتِي اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ رَسُوْلَهٗ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي اَرْبَعٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ فَمَا دُوْنَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَاِذَ بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلاَثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَّثَلاَثِيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اُنْثٰى فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ اِلٰى سِتِّيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ فَاِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَّسِتِّيْنَ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ يَعْنِيْ سِتَّةً وَّسَبْعِيْنَ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهٗ اِلاَّ اَرْبَعٌ مِّنَ الْاِبِلِ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْاِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِيْ سَائِمَتِهَا اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ اِلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَاِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْئٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا .

১৩৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্র (রাঃ) তাঁকে বাহরাইনে পাঠানোর সময় নিম্নোক্ত আদেশনামা লিখে দেনঃ

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয সদকা (যাকাত) সম্পর্কে মুসলমানদের ওপর যা নির্ধারণ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রসূলকে যা আদেশ করেছেন তা এই। কাজেই মুসলিমদের মধ্যে যার কাছেই (যাকাত) বিধি অনুসারে এটা চাওয়া হবে সে যেন তা প্রদান করে। কিন্তু যার নিকট তার অধিক (অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক) দাবী করা হয় সে যেন (অতিরিক্ত) প্রদান না করে। চব্বিশটি উট কিংবা তার কম হলে বকরী দিতে হবে (এ নিয়মে যে,) প্রতি পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী। উটের সংখ্যা যখন পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হবে তখন তাতে একটি দ্বিতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী (দেয় হবে); যখন তা ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে পৌছবে তখন তাতে একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে, যখন তা ছিচল্লিশ থেকে ষাট হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা (উটের সংখ্যা) একষট্টি থেকে পঁচাত্তর হবে তখন তাতে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা ছিয়াত্তর থেকে নব্বই হবে তখন

তাতে দু'টি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন তা একানব্বই থেকে একশ' বিশ হবে তখন তাতে গর্ভধারণের উপযোগী দু'টি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দিতে হবে। যখন উটের সংখ্যা একশ' বিশের উর্ধ্বে যাবে তখন প্রতি চল্লিশটির জন্য একটি তৃতীয় বর্ষীয়া উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটি উটের জন্য একটি চতুর্থ বর্ষীয়া উষ্ট্রী দেয় হবে। যদি কারো নিকট মাত্র চারটি উট থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ যদি মালিক স্বেচ্ছায় (নফল সাদকা হিসেবে) কিছু প্রদান করে (তবে তা উত্তম)। কিন্তু যখন উটের সংখ্যা পাঁচ হবে তখন তাতে একটি বকরী ওয়াজিব হবে। গৃহপালিত বকবীর যাকাত দিতে হবে–চল্লিশ থেকে একশ' বিশটি পর্যন্ত একটি বকরী, একশ' বিশটির অধিক হলে দু'শ পর্যন্ত দু'টি বকরী; দু'শ'য়ের অধিক হলে তিনশ' পর্যন্ত তিনটি বকরী এবং যদি তিনশ'য়ের অধিক হয় তবে প্রতি একশ'য়ের জন্য একটি বকরী (ওয়াজিব হবে)। বকরীর সংখ্যা যদি কারো নিকট চল্লিশের একটিও কম থাকে তবে তাতে যাকাত দেয় হবে না। হাঁ, মালিক যদি স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে (ভালো)। রূপার মধ্যে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত) প্রদান করা ওয়াজিব। যদি রূপার পরিমাণ মাত্র একশ' নব্বই দিরহাম হয় তবে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না।[১৭] হাঁ, যদি মালিক ইচ্ছা করে (তবে নফল হিসেবে কিছু দান করতে পারে)।

৪০–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) কিংবা পাঠা ছাগল গ্রহণ করা যাবে না। হাঁ, যদি আদায়কারী (প্রয়োজন বশত) নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

١٣٦٢. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ الَّتِىْ اَمَرَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ ﷺ وَلاَ يُخْرَجُ فِىْ الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ اِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

১৩৬২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)–কে (যাকাত সম্পর্কে) যে আদেশ করেছিলেন আবু বাক্‌র (রাঃ) তা তাঁকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। (তার মধ্যে এটাও ছিল), যাকাত বাবত যেন অতি বৃদ্ধ কিংবা দোষযুক্ত (পশু) ও পাঠা ছাগল দেয়া না হয়, হাঁ, আদায়কারী যদি (প্রয়োজন বশত পাঠা) পশু নিতে চায় (তবে নিতে পারে)।

৪১–অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত বকরীর মাদী বাচ্চা গ্রহণ করা।

١٣٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِمَا قَالَ عُمَرُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتُ اَنَّ اللّٰهَ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ .

---

১৭. কমপক্ষে দু'শ দিরহাম হলে রূপার মধ্যে যাকাত ফরয হয়। এ দেশে এর পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা।

১৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রাঃ) (যাকাত সম্পর্কে) বলেছেনঃ "আল্লাহর কসম! যদি তারা এমন একটি ছাগল-ছানা প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায় যা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করত, তবে এ অস্বীকৃতির জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উমর (রাঃ) বললেন, আমার ধারণা, ব্যাপারটা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আবু বাক্‌রের হৃদয়কে আল্লাহ যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তখন আমি স্পষ্টই উপলব্ধি করলাম যে, এটাই (আবু বাক্‌রের কথাই) সঠিক।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত বাবত লোকদের উত্তম মালসমূহ গ্রহণ করা যাবে না।

١٣٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ قَالَ اِنَّكَ تَقْدَمُ عَلٰى قَوْمٍ اَهْلِ كِتَابٍ فَلْتَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ عِبَادَةُ اللّٰهِ فَاِذَا عَرَفُوْا اللّٰهَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَاِذَا فَعَلُوْا فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكٰوةً تُؤْخَذُ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِذَا اَطَاعُوْا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ اَمْوَالِ النَّاسِ .

১৩৬৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায (রা)-কে (দশম হিজরীতে) ইয়ামন দেশে পাঠান তখন বলেন ঃ তুমি কিতাবধারী সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং সর্বপ্রথম তুমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানাবে। যদি তারা আল্লাহর কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিন-রাত পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন-যা তাদের (ধনীদের) সম্পদ থেকে সংগৃহীত হয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বিতরিত হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তবে তাদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবে, কিন্তু সাবধান! লোকদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচটি উটের কমে যাকাত নেই।

١٣٦٥. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ .

১৩৬৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ খেজুরের মধ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই; রূপার মধ্যে পাঁচ উকিয়ার কমে যাকাত নেই এবং উটের মধ্যে পাঁচটির কমে যাকাত নেই।

৪৪–অনুচ্ছেদ ঃ গরুর যাকাত। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে অবশ্যই চিনতে পারব যে আল্লাহর নিকট চিৎকাররত গাভী নিয়ে হাযির হবে। 'খুওয়ার' শব্দের পরিবর্তে 'জুওয়ার' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে 'তাজআরুনা,' অর্থাৎ গরু যেমন চিৎকার করে, তারাও তেমন চিৎকার করবে।

١٣٦٦. عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ اِلَيْهِ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ اَوْ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ اَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُوْنُ لَهُ اِبِلٌ اَوْ بَقَرٌ اَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّى حَقَّهَا اِلاَّ اُتِىَ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ وَاَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِاَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا كُلَّمَا جَازَتْ عَلَيْهِ اُخْرٰاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يُقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৩৬৬. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (সঃ)–এর নিকট গেলাম। তিনি বললেনঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ, অথবা (বলেছেন) ঐ সত্তার কসম যিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, অথবা অনুরূপ কোন হলফ করে (তিনি বললেন) যারই উট কিংবা গরু অথবা বকরী রয়েছে–যদি সে তার হক (ওয়াজিব) আদায় না করে, তবে কিয়ামতের দিন ঐ জানোয়ারগুলোকে পূর্বের চাইতেও অধিক বড় ও মোটাতাজা অবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করা হবে এবং ঐ জানোয়ার স্বীয় খুর দ্বারা উক্ত ব্যক্তিকে দলন করতে থাকবে এবং শিং দ্বারা তাকে গুঁতোতে থাকবে। যখন শেষ জানোয়ারটি তাকে অতিক্রম করে যাবে তখন প্রথমটি আবার তার কাছে ফিরে আসবে (এবং পালাক্রমে তাকে দলন করতে শুরু করবে)। এমনিভাবে চূড়ান্ত ফয়সালার দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে।

৪৫–অনুচ্ছেদ ঃ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে যাকাত প্রদান করা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তার জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। একটি আত্মীয়তার (হক আদায়ের) জন্য, অপরটি দান করার জন্য।

١٣٦٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنَّهُ اَكْثَرَ الاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الاٰيَةُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِى اِلَىَّ بَيْرُ حَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ

تَعَالٰى فَصَعَّهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهٖ وَبَنِى عَمِّهٖ تَابَعَهُ رَوْحٌ .

১৩৬৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা)-রই খেজুর বাগানের সম্পদ সবচাইতে অধিক ছিল এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে 'বাইরূ হা'আ (বাগানটিই) তাঁর অধিকতর প্রিয় ছিল। এটা মসজিদে নববীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো ঐ বাগানে প্রবেশ করতেন এবং সেখানকার মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলঃ "তোমরা যা ভালবাস, তা থেকে দান না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না," তখন আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, "হে রসূলুল্লাহ! মঙ্গলময় মহান আল্লাহ বলেছেন, তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই প্রকৃত পূণ্য লাভ করবে না। (আমি দেখলাম) আমার সম্পদসমূহের মধ্যে 'বাইরূ হাআ' আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। আমি তা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করলাম, আল্লাহর নিকট এর পূণ্য ও সঞ্চয়ের আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটা নিয়ে নেন এবং যেভাবে ইচ্ছা এটা ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ বাঃ! এটা তো লাভজনক সম্পদ, এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। (তবে) তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেয়াটাই আমি সঙ্গত মনে করি। আবু তালহা (রা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতপর আবু তালহা (রা) তা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

١٣٦٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ اَضْحٰى اَوْ فِطْرٍ اِلَى الْمُصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَاَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوْا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَاِنِّى اُرِيْتُكُنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ اَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدٰكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ تَسْتَاذِنُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهٖ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيْلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوْا لَهَا فَاُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّكَ اَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِى حُلِىٌّ لِىْ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهٖ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ وَوَلَدَهٗ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهٖ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ اَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهٖ عَلَيْهِمْ .

১৩৬৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদগাহে বের হলেন। অতপর (নামায) শেষ করে তিনি লোকদের নসীহত করলেন এবং তাদের দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে লোকেরা! তোমরা দান-খয়রাত কর। তারপর তিনি (উপস্থিত) মহিলাদের নিকট পৌছলেন এবং বললেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা দান-খয়রাত কর। কেননা আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! এরূপ কেন হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা (অন্যের প্রতি) খুব বেশী লা'নত (অভিশাপ) করে থাক এবং স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ। হে নারীগণ! তোমাদের অপূর্ণ বুদ্ধি ও দীন হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ও সচেতন পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের ব্যতীত এমন আর কাউকে দেখিনি। অতপর তিনি (সঃ) ঘরে ফিরলেন। যখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসলেন, তখন ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী যয়নব (রা) এসে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! এই যে যয়নব (দেখা করতে চাচ্ছেন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? জবাবে বলা হল, ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হাঁ, তাকে অনুমতি দাও। তাকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি (এসে) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আজ দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট আমার নিজস্ব কিছু অলংকার রয়েছে, যা আমি দান করতে মনস্থ করেছি। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা) মনে করেন যে, আমি যাদেরকে এটা দান করতে চাই তাদের চাইতে তিনি এবং তাঁর সন্তান-সন্তুতি অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছে, তুমি যাদের ওটা দান করতে চাও তাদের চাইতে তোমার স্বামী ও তোমার সন্তান-সন্তুতিই অধিক হকদার।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

١٣٦٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ.

১৩৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমানদের ওপর তাদের ঘোড়া ও দাসের কোন যাকাত নেই।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানের দাসের কোন যাকাত নেই।

١٣٧٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ.

১৩৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী [সঃ] বলেছেনঃ মুসলমানদের তাদের দাস ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম-অনাথদের দান করা।

١٣٧١. عَنْ اَبِى سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ يُحَدِّثُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ

وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ اِنِّى مِمَّا اَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِى مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُم مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَيَاتِىْ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقِيْلَ لَهُ مَا شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِىُّ ﷺ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا اَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ وَكَاَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَاِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ يَقْتُلُ اَوْ يُلِمُّ اِلاَّ اٰكِلَةَ الْخَضِرَاءِ اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا اَعْطٰى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاِنَّهُ مَنْ يَاْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

১৩৭১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) একদা মিম্বরের ওপর বসলেন এবং আমরা তাঁর চার পাশে বসে পড়লাম। তিনি বললেনঃ আমার পরে তোমাদের সম্পর্কে যেসব ব্যাপারে আমি আশংকা করছি তার মধ্যে অন্যতম হল দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য যা তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হবে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে রসূলুল্লাহ! কল্যাণ কি কখনও অকল্যাণ নিয়ে আসে? নবী (সঃ) চুপ থাকলেন। ঐ লোকটিকে তখন বলা হল, কি দুর্ভাগ্য তোমার! তুমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বলছ, কিন্তু তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলছেন না। অতপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তিনি নিজের (মুখমন্ডল হতে) ঘাম মুছে বললেনঃ প্রশ্নকর্তা কোথায়? তিনি যেন তার প্রশংসাই করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ কল্যাণের বস্তু তো কখনও অকল্যাণ বয়ে আনে না। তবে বসন্ত ঋতুতে যেসব (উদ্ভিদ) উৎপন্ন হয় তা (অপরিমিত ভোজনে) মৃত্যু ঘটায় কিংবা মৃত্যুর নিকটবর্তী করে। কিন্তু যে তৃণভোজী পশু তা ভক্ষণ করে এবং উদর পূর্ণ হলে সূর্যের দিকে মুখ করে (জাবর কাটে আর) মলমূত্র ত্যাগ করে এবং পুনরায় চরতে শুরু করে (তার ক্ষতি করে না)। এ (দুনিয়ার) ধন-সম্পদ আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট এবং ঐ ধন মুসলমানদের কতই উত্তম বন্ধু যা থেকে সে নিঃস্ব, অনাথ (ও অসহায়) পথচারীকে দান করে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এ ধন উপার্জন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করে অথচ তৃপ্ত হয় না। ঐ মাল কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীকে এবং নিজের লালনাধীন ইয়াতীমদের যাকাত প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ (রাঃ) মহানবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٢. عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِهَا فَقَالَتْ

لِعَبْدِ اللّٰهِ سَلْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّى اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حَجْرِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ سَلِى اَنْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِّنَ الاَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِى فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِىَّ ﷺ اَيُجْزِئُ عَنِّى اَنْ اَتَصَدَّقَ عَلٰى زَوْجِىْ وَاَيْتَامٍ لِىْ فِىْ حَجْرِىْ وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا قَالَ زَيْنَبُ فَقَالَ اَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ .

১৩৭২. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদের) স্ত্রী যয়নব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মসজিদে নববীতে ছিলাম। তখন নবী (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি (নারীদেরকে লক্ষ্য করে) বললেনঃ তোমরা তোমাদের অলংকারাদি হলেও দান কর। আর যয়নব (তার স্বামী) আবদুল্লাহ এবং যেসব ইয়াতীম তার পোষ্য ছিল তাদের জন্য ব্যয় করতেন (অর্থাৎ তাদের ভরণপোষণ করতেন)। তিনি (যয়নব) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ)-কে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আপনার এবং যে ইয়াতীমরা আমার পোষ্য রয়েছে তাদের জন্য ব্যয় করছি তা কি দান হিসেবে আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, তুমি গিয়েই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস কর। তখন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম এবং দরজার নিকট জনৈকা আনসার রমণীকে দেখতে পেলাম। তার প্রয়োজনটাও ছিল আমার প্রয়োজানের মত। তখন বিলাল (রাঃ) আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, আমি যে আমার স্বামী ও যে ইয়াতীমরা আমার কোলে রয়েছে তাদের জন্য সদকা (ব্যয়) করছি তা কি (দান হিসেবে) আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে? আমরা (তাকে) আরও বললাম, [নবী সঃ-এর নিকট] আমাদের নাম বলবেন না। বিলাল (রাঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেনঃ ঐ মহিলা দু'জন কে কে? বিলাল (রাঃ) বললেন, যয়নব। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যয়নব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) স্ত্রী। তিনি (সঃ) বললেন ঃ হাঁ তার দ্বিগুণ পূণ্য হবে-আত্মীয়তার (হক আদায় করার) পূণ্য এবং দানের পূণ্য।[১৮]

١٣٧٣ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلِىَ اَجْرٌ اَنْ اُنْفِقَ عَلٰى بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اِنَّمَا هُمْ بَنِىَّ فَقَالَ اَنْفِقِىْ عَلَيْهِمْ فَلَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

---

১৮ স্ত্রী তার স্বামীকে দান-খয়রাত করতে পারে কি না, এ সম্বন্ধে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, জায়েয নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, জায়েয আছে। যাকাত বা ফেৎরা আদায় হবে (শামী,২খ, ৮৭)।

ওপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাহেবাইন দলীল প্রদান করেন। ইমাম আযম (র) বলেন ঃ এ হাদীসগুলোতে নফল দান-খয়রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

১৩৭৩. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি আবু সালামার পুত্রদের জন্য ব্যয় করি, তারা তো আমারই পুত্র, তবে আমার কোন পূণ্য হবে কি? তিনি বলেনঃ তাদের জন্য ব্যয় কর, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে তার পূণ্য তুমি লাভ করবে।

৫০—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

(সদকা বা যাকাতের অর্থ) গোলাম আযাদ, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে এবং (অসহায়) পথচারীদের জন্য (নির্ধারিত)।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর মালের যাকাত দ্বারা গোলাম আযাদ করতেন এবং হজ্জের জন্য (দুঃস্থ হাজীদের) দান করতেন।

হাসান (বসরী) বলেন ঃ যদি (যাকাত দানকারী) যাকাতের অর্থ দ্বারা নিজের পিতাকে ক্রয় করে তবে তা জায়েয, (এছাড়া) সৈনিক এবং এমন ব্যক্তিকেও (যাকাত) দেয়া যেতে পারে যে হজ্জ করেনি (যদি সে দরিদ্র হয়)। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"সদকা (যাকাত) কেবলমাত্র দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ, প্রীতি বন্ধনের জন্য এবং গোলাম মুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের এবং আল্লাহর পথে ও (অসহায়) পথচারীদের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।"

উল্লিখিত (আটটি খাতের) যে কোন খাতে দান করাই যথেষ্ট। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ খালিদ (ইবনে ওলীদ) তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ—সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আমাদের যাকাতলব্ধ উটের পিঠে আরোহণ করিয়ে হজ্জে গিয়েছেন।

١٣٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيْلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَايَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَاَمَّا خَالِدٌ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا .

১৩৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করলে (তাঁকে) বলা হল যে, ইবনে জামীল, খালিদ ইবনে ওলীদ ও আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (যাকাত দিতে) অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ ইবনে জামীল বুঝি এ কারণে অস্বীকার করছে যে, সে নিঃস্ব ছিল, অতপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে বিত্তশালী করেছেন। আর খালিদের কথা এই যে, তোমরা (যাকাত দাবী করে) তার ওপর যুলুম করেছ। কেননা সে তার লৌহবর্ম ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি আল্লাহর পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে। আর আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, তিনি রসূলের চাচা। সুতরাং এটা (দাবীকৃত যাকাত) তার জন্য অবশ্য ওয়াজিব এবং তৎসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ (অর্থাৎ তাঁর মর্যাদার খাতিরে তিনি শুধু ধার্যকৃত যাকাতই দেবেন না, বরং তার দ্বিগুণ দেবেন)। *

৫১—অনুচ্ছেদঃ কারো নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকা।

١٣٧٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ اُنَاسًا مِّنَ الاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ .

১৩৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কয়েকজন আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইলে তিনি তাদের (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (আবারও) দান করলেন। এতে তাঁর নিকট যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন তিনি (রসূল) বললেনঃ আমার নিকট মাল থাকলে আমি তা কখনো তোমাদেরকে না দিয়ে মজুদ করে রাখি না। যে ব্যক্তি অপরের নিকট কিছু চাওয়া থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে স্বনির্ভর থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর রাখেন এবং যে ধৈর্যাবলম্বী হতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যশীল করেন। ধৈর্যের চাইতে অধিক কল্যাণকর ও প্রশস্ততর দান আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

١٣٧٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّاْتِىَ رَجُلاً فَيَسْاَلَهُ اَعْطَاهُ اَوْمَنَعَهُ

১৩৭৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ঐ সত্তার কসম যাঁর অধিকারে আমার প্রাণ। তোমাদের কারো পক্ষে এক গাছা রজ্জু নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বোঝাই করে বয়ে আনা কোন লোকের কাছে গিয়ে ভিক্ষা

* আবু দাউদের বর্ণনায় আছেঃ আব্বাস (রা)-র যাকাত তাঁর পক্ষ থেকে আমি পরিশোধ করব।

চাওয়ার চেয়ে উত্তম। অথচ সে ব্যক্তি তাকে দান করতেও পারে অথবা তাকে বিমুখও করতে পারে।

١٣٧٧. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَاْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْ مَنَعُوْهُ -

১৩৭৭. যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো এক গাছা রশি নিয়ে বের হওয়া এবং কাঠের বোঝা নিজের পিঠে করে বয়ে এনে তা বিক্রি করা যার দ্বারা আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করে থাকেন এটা তার জন্য এমন কাজ থেকে অধিক উত্তম যে, সে লোকের কাছে ভিক্ষা চাইবে, আর তারা তাকে হয়ত দান করবে অথবা ফিরিয়ে দিবে।

١٣٧٨. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِيْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَاُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا اِلَى الْعَطَاءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى حَكِيْمٍ اَنِّيْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَاْبٰى اَنْ يَّاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّيَ -

১৩৭৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে কিছু দান করলেন। আবার তাঁর নিকট কিছু চাইলাম, তিনি আবার দান করলেন। আবারও তাঁর নিকট কিছু চাইলাম তিনি (এবারও) কিছু দান করলেন এবং বললেনঃ হে হাকীম! এ মাল আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট। যে এটা নির্লোভে গ্রহণ করে সে এতে বরকত প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যে এটা লোভাতুর মনে গ্রহণ করে সে এতে বরকত পায় না এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আহার করতে থাকে অথচ তৃপ্ত হয় না। ওপরের (দাতার) হাত নীচের (ভিক্ষার) হাতের চাইতে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে

পাঠিয়েছেন। আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া পর্যন্ত আপনার পরে আর কারো নিকট হতে কিছু গ্রহণ করব না। পরবর্তী কালে আবূ বাক্‌র (রাঃ) হাকীম (রা)-কে দান গ্রহণ করতে আহ্বান জানাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রাঃ)-ও তাকে দান করার জন্য ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন উমর (রাঃ) বললেন ঃ হে মুসলিম সমাজ। আমি হাকীম সম্পর্কে তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, এ গনীমতের মাল থেকে তার প্রাপ্য আমি তাকে দান করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। এভাবে হাকীম (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পর আমৃত্যু কারো কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ যাকে লোভ-লালসা ও চাওয়া ব্যতীতই কিছু দান করেন (সে তা গ্রহণ করতে পারে)। (কেননা মহান আল্লাহ বলেনঃ)

وَفِى اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ـ

"বিত্তবানদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"

١٣٧٩. عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْنِى الْعَطَاءَ فَاَقُوْلُ اَعْطِهِ مَنْ هُوَ اَفْقَرُ اِلَيْهِ مِنِّى فَقَالَ خُذْهُ اِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ـ

১৩৭৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কিছু দান করলে আমি বলতাম, আমার চাইতে যার অভাব বেশী তাকে দিন। তিনি বলতেন ঃ এটা গ্রহণ কর, যখন এ সম্পদ থেকে কিছু তোমার নিকট আসে অথচ তুমি তার জন্য লালায়িত নও এবং প্রার্থীও নও তখন তুমি তা গ্রহণ কর। আর এরূপ না হলে তোমার মনকে তার (ঐ মালের) পেছনে ধাবিত কর না।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্য লোকদের নিকট হাত পাতে।

١٣٨٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتّٰى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْاُذُنِ فَبَيْنَمَ هُمْ كَذٰلِكَ اسْتَغَاثُوْا بِاٰدَمَ ثُمَّ بِمُوْسٰى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَزَادَ عَبْدُ اللّٰهِ فَيَشْفَعُ لِيُقْضٰى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِىْ حَتّٰى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا يَحْمَدُهُ اَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ ـ

১৩৮০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সম্পদ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) সর্বদা লোকের নিকট হাত পেতে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে সামান্য গোশ্তও থাকবে না। তিনি (সঃ) আরো বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সূর্য নিকটবর্তী হবে, এমনকি ঘাম কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌছবে। এমতাবস্থায় লোকেরা (প্রথমে) আদম (আঃ), অতপর মূসা (আঃ) এবং তারপর (সর্বশেষে) মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে।

রাবী আবদুল্লাহ (ইবনে সালেহ) -এর বর্ণনায় আরও আছেঃ "তখন তিনি (সঃ) মাখলুকের মধ্যে (তড়িৎ) ফয়সালার জন্য (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবেন। অতপর তিনি (বেহেশতের দিকে) এগিয়ে যাবেন এবং (বেহেশতের) দরজার কড়া ধরে দাঁড়াবেন। ঐদিন আল্লাহ তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ' (প্রশংসিত স্থান)-এ পৌছাবেন। উপস্থিত সবাই ঐ স্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে।"

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافًا

"তারা (অর্থাৎ আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তিরা) ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না" এবং কি পরিমাণ সম্পদ হলে কোন ব্যক্তিকে সম্পদশালী বলা চলে। নবী (সঃ) বলেনঃ যে পর্যন্ত এ পরিমাণ সম্পদ অর্জিত না হবে যা তাকে অভাবমুক্ত করবে (সে পর্যন্ত সম্পদশালী বলা যাবে না)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لاَ يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ. -

"(সদকাসমূহ) সেসব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর, যারা আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ রয়েছে বলে (জীবিকার অন্বেষণে) দেশের কোথাও ভ্রমণ করতে সক্ষম হয় না। কারো কাছে কিছু চায় না বলে নির্বোধ লোকেরা তাদের ধনশালী মনে করে। তাদের চেহারা দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারবে। তারা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট চেয়ে বেড়ায় না। আর যে অর্থ-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৎসম্পর্কে খুব জ্ঞাত।"

١٣٨١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ الْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحِى اَوْ لاَ يَسْاَلُ النَّاسَ الْحَافًا.

১৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি প্রকৃত মিসকীন নয় যে দু'এক গ্রাস (খাদ্য) পেয়ে ফিরে যায় (অথবা দু'এক গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ফেরায়), বরং প্রকৃত মিসকীন সেই ব্যক্তি যার সচ্ছলতা নেই অথচ চাইতেও লজ্জাবোধ করে কিংবা ব্যাকুলভাবে লোকের নিকট কিছু চায় না।

١٣٨٢. عَنْ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ كَاتِبُ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنِ اكْتُبْ اِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ فَكَتَبَ اِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلٰثًا قِيْلَ وَقَالَ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّوَالِ . ـ

১৩৮২. মুগীরা ইবনে শো'বার লেখক (কেরানী) বলেন, একদা মুয়াবিয়া (রাঃ) মুগীরা ইবনে শো'বাকে লিখলেন, আমাকে এমন কিছু (কথা) লিখে পাঠাও যা তুমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছ। তিনি (মুগীরা) তাকে লিখলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি কাজ অপসন্দ করেন। (১) অতিরিক্ত বা নিরর্থক কথা বলা, (২) সম্পদ ধ্বংস করা, (৩) বেশী বেশী যাঞ্চা করা।

١٣٨٣. عَنْ اَبِيْ عَامِرٍ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا وَاَنَا جَالِسٌ فِيْهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ اَعْجَبُهُمْ اِلَيَّ فَقُمْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَعْلَمُ فِيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ اَوْ مُسْلِمًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنِّيْ لاُعْطِيْ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ اَنْ يُّكَبَّ فِي النَّارِ عَلٰى وَجْهِهِ وَعَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ بِهٰذَا فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهِ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِيْ وَكَتِفِيْ ثُمَّ قَالَ اَقْبِلْ اَيْ سَعْدُ اِنِّيْ لاَعْطِي الرَّجُلَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكُبْكِبُوْا قُلِبُوْا مُكِبًّا اَكَبَّ الرَّجُلُ اِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلٰى اَحَدٍ فَاِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللّٰهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ اَنَا .

১৩৮৩. আবু আমের সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (সঃ) একদল লোককে কিছু (মাল) দান করলেন এবং আমিও তাদের মাঝে

ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে বাদ দিলেন, তাকে কিছুই দান করলেন না। অথচ ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে ব্যাপারটি চুপি চুপি বললাম, আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিয়ে দান করলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি (সঃ) বললেন ঃ বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী বললেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম। অতপর তার অভাব সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল (অর্থাৎ তার অভাব-অনটনের কথা মনে করে আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না)। তাই আমি (আবার) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার! অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। বর্ণনাকারী (আবু আমের) বলেন, আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম। অতপর তার (অভাব) সম্পর্কে আমি যা জানি তা আমাকে প্রভাবিত করল। তাই আমি (আবারও) বললাম, হে রসূলুল্লাহ, কি ব্যাপার! আপনি অমুক লোকটিকে যে বাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি তাকে একজন মুমিন মনে করি। তিনি বললেন, বরং বল, সে একজন মুসলমান। এভাবে তিনবার (এরূপ কথাবার্তা) হল। (অবশেষে) তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে দান করি অথচ অপর ব্যক্তি আমার নিকট তার চাইতে প্রিয়তর হয়ে থাকে, শুধু উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপিত হবার ভয়ে (এরূপ করি)।

ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ)-কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, (তৃতীয় বারের পর) নবী (সঃ) তাঁর হাত আমার কাঁধ ও গর্দানের মাঝখানে রাখলেন, তারপর বললেন, এসো সা'দ (দানের ব্যাপারে তোমার জিজ্ঞাসার জবাব শোন)। আমি এক ব্যক্তিকে দান করি....শেষ পর্যন্ত।

١٣٨٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

১৩৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক গ্রাস (খাবার) কিংবা দু'একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকীন নয়, বরং প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে। অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে, তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।

١٣٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَنْ يَّأْخُذَ اَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبُ فَيَبِيْعَ فَيَاكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ.

১৩৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ এক গাছা রশি নিয়ে (বর্ণনাকারী বলেন) আমার মনে পড়ে তিনি বলেছেন, পাহাড়ে গমন করা এবং কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করা এবং (তার দ্বারা) আহারের সংস্থান করা ও দান-খয়রাত করা তার জন্য লোকের নিকট কিছু চাওয়ার চাইতে অধিক উত্তম।

৫৫—অনুচ্ছেদ ঃ অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

١٣٨٦. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِىَ الْقُرٰى اِذَا امْرَأَةٌ فِىْ حَدِيْقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصْحَابِهٖ اُخْرُصُوْا وَخَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا اَحْصِىْ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا اَتَيْنَا تَبُوْكَ قَالَ اَمَا اِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ وَلاَ يَقُوْمَنَّ اَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيْرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَاَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّئٍ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا اَتٰى وَادِىَ الْقُرٰى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَتْ حَدِيْقَتُكِ قَالَتْ عَشَرَةَ اَوْسُقٍ خَرَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَعَجَّلَ مَعِىْ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهٖ طَابَةُ فَلَمَّا رَأٰى اُحُدًا قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ دُوْرُ بَنِى النَّجَّارِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دُوْرُ بَنِىْ سَاعِدَةَ اَوْ دُوْرُ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ يَعْنِىْ خَيْرًا.

১৩৮৬. আবু হুমাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। তিনি "ওয়াদিল-কুরা" নামক জনপদে পৌঁছে একটি স্ত্রীলোককে তার বাগানে দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) স্বীয় সহচরদের বললেন, তোমরা (বাগানের খেজুরের) পরিমাণ অনুমান কর। রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ ওয়াসাক (প্রায় ষাট মণ) অনুমান করলেন। তারপর তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন ঃ এ বাগানে কি পরিমাণ খেজুর উৎপন্ন হয় তার হিসেব রেখ। যখন আমরা তাবূকে উপস্থিত হলাম তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ সাবধান! আজ রাতে প্রচন্ড ঝড় বইবে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে এবং যার সঙ্গে উট রয়েছে সে যেন তা বেঁধে রাখে। আমরা আমাদের উট বেঁধে রাখলাম। প্রচন্ড ঝড় বইতে লাগল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, ঝড় তাকে 'তাই' পাহাড়ে নিক্ষেপ করল।

(ঐ সময়) আইলার [১৯] বাদশাহ নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপঢৌকন দিলেন এবং তিনি (সঃ) তাকে একখানা চাদর প্রদান করলেন আর তাকে ঐ দেশের রাজত্ব লিখে দিলেন। (ফেরার পথে) যখন তিনি 'ওয়াদিল-কুরা' পৌছলেন তখন ঐ স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার বাগানে কি পরিমাণ (খেজুর) উৎপন্ন হয়েছে? সে জবাব দিলঃ "দশ ওয়াসাক" যা রসূলুল্লাহ (সঃ) অনুমান করেছিলেন। অতপর নবী (সঃ) বললেন ঃ আমি শীগ্‌গির মদীনায় পৌছুতে চাই। সুতরাং তোমাদের যে কেউ আমার সাথে যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি করে। (অতপর রাবী) ইবনে বাক্কার একটি কথা বললেন যার অর্থ হল, যখন তিনি (সঃ) মদীনার নিকটবর্তী হলেন তখন বললেন ঃ এটা 'তাবা'[২০] । যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন তখন বললেনঃ এটা ঐ পাহাড় যে আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও এটাকে ভালবাসি। আমি কি তোমাদের সর্বোত্তম আনসার গোত্র সম্পর্কে অবহিত করব না? সাথীরা বললেন, হাঁ। তিনি বললেনঃ সর্বোত্তম গোত্র হলো বনু নাজ্জার, অতপর বনু আবদুল আশহাল, অতপর বনু সায়েদা অথবা বনুল হারিস ইবনে খাযরাজ। তবে প্রতিটি আনসার গোত্রই উত্তম।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির পানি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা সিঞ্চিত ভূমিতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-র মতে মধুর উপর কোন যাকাত নেই।

١٣٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

১৩৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ যেসব ভূমি বৃষ্টি ও ঝর্ণার পানি দ্বারা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবে সিঞ্চিত হয়, তাতে 'উশর' (দশমাংশ) ওয়াজিব হবে। আর যেসব ভূমিতে পানি সেচ করতে হয় তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব হবে।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কমে যাকাত নেই।

١٣٨٨. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا اَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْاِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ خَمْسِ اَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ .

১৩৮৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ (শস্যের মধ্যে) পাঁচ ওয়াসাকের কমে কোন যাকাত নেই, উটের ওপর পাঁচটির কমে যাকাত নেই এবং রূপার উপর পাঁচ উকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই।

---

১৯. 'আইলা' সমুদ্র উপকূলে একটি পুরনো শহর।

২০. 'তাবা' মদীনার অপর নাম, অর্থ হলো 'পবিত্র'।

৫৮—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর কাটার মওসুমে খেজুরের যাকাত আদায় করা। আর সদকার (যাকাত লব্ধ) খেজুর হাতে নেয়ার জন্য ছোট বাচ্চাকে ছেড়ে দেয়া যায় কি?

١٣٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُؤْتِى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِئُ هٰذَا بِتَمْرِهِ وَهٰذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتّٰى يَصِيْرُ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَالِكَ التَّمْرِ فَاَخَذَ اَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهُ فِى فِيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْرَجَهَا مِنْ فِيْهِ فَقَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ اٰلَ مُحَمَّدٍ لاَ يَاكُلُوْنَ الصَّدَقَةَ .

১৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে যাকাতের খেজুরসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হত। এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আরেক জন তার খেজুর নিয়ে আসল। এভাবে তাঁর নিকট খেজুরের স্তূপ পড়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন ঃ "তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধররা সদকার দ্রব্য খায় না"?

৫৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নিজের ফল অথবা বৃক্ষ (ফলসহ) অথবা যমীন (ফসলসহ) কিংবা শুধু ফসল বিক্রি করল যার ওপর উশর অথবা যাকাত ওয়াজিব ছিল, অতপর সে অন্য মাল দ্বারা ঐ যাকাত আদায় করল, অথবা সে এ ধরনের ফল বিক্রি করে দিল যাতে যাকাত ওয়াজিব ছিল না। নবী (সঃ) বলেনঃ তোমরা ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি কর না। সুতরাং ফল ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করতে তিনি কাউকে নিষেধ করেননি এবং (এ ব্যাপারে) যার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে আর যার ওপর ওয়াজিব হয়নি এ দু'জনের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি।

١٣٩٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَكَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتّٰى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ

১৩৯০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন যে পর্যন্ত না তা ব্যবহারের উপযোগী হয়। (ইবনে উমরকে) যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়া মানে কি? তিনি বলতেন, তার (খেজুরের) আপদ কাল কেটে যাওয়া।

١٣٩١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

১৩৯১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ব্যবহারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٩٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَارَّ.

১৩৯২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল রঙীন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ লাল রং ধারণ না করা পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৬০—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতদাতা স্বীয় যাকাতের মাল ক্রয় করতে পারে কি? অপরের যাকাতের মাল ক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী (সঃ) শুধু যাকাতদাতাকে (নিজের যাকাতের মাল) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, অন্যদের নিষেধ করেননি।

١٣٩٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ لِفَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَّشْتَرِيَهُ ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ فَبِذٰلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ اَنْ يَّبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ اِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً.

১৩৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করেন। এরপর তিনি দেখলেন যে, ঐ ঘোড়াটি বিক্রি হচ্ছে। তিনি তা কিনতে চাইলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট এসে (এ ব্যাপারে) তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি (সঃ) বললেন ঃ নিজের দান ফেরত নিও না। এ কারণে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) যখনি কোন দানের বস্তু ক্রয় করতেন তৎক্ষণাৎ তা সদকা করে দিতেন।

١٣٩٤. عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِيَهِ وَلاَ تَعُدْ فِى صَدَقَتِكَ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِى قَيْئِهِ.

১৩৯৪. আবু যায়েদ (র) বলেনঃ আমি উমর (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর পথে একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। কিন্তু যার নিকট ঐ ঘোড়াটি ছিল সে তাকে অকর্মণ্য

করে দিয়েছিল। আমি ওটা কেনার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম যে, সে ওটা সস্তা দামে বিক্রি করবে। আমি নবী (সঃ)-কে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ ওটা খরীদ কর না। তুমি যা সদকা করেছ তা পুনরায় গ্রহণ কর না, যদিও সে এক দিরহামের বিনিময়ে তোমাকে তা প্রদান করে। কেননা সদকার দ্রব্য পুনঃ গ্রহণকারী নিজ বমি ভক্ষণকারীরই ন্যায়।

৬১—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্য সদকা বা যাকাত প্রদান সম্পর্কিত বর্ণনা।

١٣٩٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِى فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَخْ كَخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّا لاَ نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ .

১৩৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাসান ইবনে আলী (রা) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর (হাতে) নিলেন এবং তা মুখে পুরে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন ঃ খক্ খক্, যাতে সে ওটা ফেলে দেয়। অতপর তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান না যে, আমরা (বনু হাশিমরা) যাকাতের দ্রব্য খাই না?

৬২—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর সহধর্মিণীদের গোলামদের সদকা দান প্রসঙ্গে।

١٣٩٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَجَدَ النَّبِىُّ ﷺ شَاةً مَيْتَةً اُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُوْنَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا .

১৩৯৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (একদা) একটি মৃত বকরী দেখতে পেলেন। ওটা সদকার মাল থেকে মায়মুনা (রাঃ)-এর মুক্ত দাসীকে দেয়া হয়েছিল। নবী (সঃ) বললেনঃ ওর চামড়াটা তোমরা কাজে লাগালে না কেন? তারা জবাব দিল, ওটা যে মৃত। তিনি বললেনঃ ওটা ভক্ষণ করাই শুধু হারাম।

١٣٩٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ لِلْعِتْقِ وَاَرَادَ مَوَالِيْهَا اَنْ يَّشْتَرِطُوْا وَلاَءَ هَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ وَاُوْتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هٰذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

১৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ (নাম্নী দাসী)-কে মুক্ত করার জন্য খরীদ করতে চাইলে তার মনিবরা এই শর্ত আরোপ করতে চাইল যে, তার 'ওয়ালা'

(উত্তরাধিকার) তাদেরই থাকবে। তখন আয়েশা (রাঃ) (এ সম্পর্কে) নবী (সঃ)-কে বললে তিনি তাকে বলেনঃ তুমি তাকে কিনে নাও। 'ওয়লা' (উত্তরাধিকার) তো তারই যে মুক্ত করে।

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ (একদা) নবী (সঃ)-এর সামনে কিছু গোশ্‌ত আনা হল। আমি বললাম, এটা বারীরাকে সদকা স্বরূপ দেয়া গোশ্‌ত। তিনি বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ সদকা যখন যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

١٣٩٨. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ شَيْءٌ بَعَثْتِ بِهِ اِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتِ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

১৩৯৮. আনসার রমনী উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আয়েশা (রাঃ)-র নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কিছু (খাবার) আছে? তিনি জবাব দিলেন, আপনি সদকার যে বকরীটা নুসাইবার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তার যে গোশ্‌তটুকু সে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছু নেই। তিনি (সঃ) বললেনঃ নিশ্চয়ই ওটা যথাস্থানে পৌঁছে গেছে (সুতরাং এখন আমরা তার গোশ্‌ত খেতে পারি)।

١٣٩٩. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ .

১৩৯৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর সামনে এমন কিছু গোশ্‌ত আনা হল যা বারীরাকে সদকা স্বরূপ দেয়া হয়েছিল। তিনি (সঃ) বললেনঃ এটা তার জন্য সদকা বটে, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপহার) স্বরূপ।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে যে কোন এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ।[২১]

١٤٠٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِيْنَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ اِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَاِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ اِلَى اَنْ يَّشْهَدُوْا

২১. প্রত্যেক এলাকার যাকাত সেই এলাকার গরীবদের জন্যই ব্যয় করতে হবে। কোন কোন ইমামের মাযহাবে এরূপ করাই ওয়াজিব, অন্যত্র নেয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফার মাযহাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলে যাকাত প্রেরণ করা যায় ঃ যেমন (১) যাকাতদাতার গরীব আত্মীয় অন্য এলাকায় থাকলে; (২) এবং কোনো এলাকায় অভাব বেশী দেখা দিলে; (৩) এলেম শিক্ষার্থী ও অভাবী নেক লোকদের জন্য এক এলাকার যাকাত অন্য এলাকায় প্রেরণ করা যায় (শামী)।

اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذَالِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لَكَ بِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ .

১৪০০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামন দেশে পাঠান তখন তাঁকে বলেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা কিতাবধারী। সুতরাং তুমি তাদের নিকট পৌঁছে আহবান জানাবে যে, তারা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, প্রত্যহ দিন-রাতে আল্লাহ তাদের ওপর পাঁচ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে সংগৃহীত হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের ভাল ভাল সম্পদগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থেক। আর মযলুমের অভিশাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দানকারীর জন্য ইমামের দোআ ও মঙ্গল কামনা করা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ..

"তাদের সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে তাদেরকে (গুনাহ থেকে) পবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোআ কর। তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক।"

١٤٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى.

১৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন সম্প্রদায় তাদের যাকাত নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অমুকের বংশধরের ওপর করুণা কর। আমার পিতাও স্বীয় যাকাত নিয়ে তাঁর নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আবু আওফার বংশধরের ওপর দয়া কর।

৬৬—অনুচ্ছেদ : সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আম্বার[২২] ভূগর্ভস্থ ধন নয়, বরং এটা সমুদ্র থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বস্তু। হাসান বসরী (র) বলেন, আম্বার ও মুক্তার মধ্যে এক—পঞ্চমাংশ যাকাত (ওয়াজিব)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, নবী (সঃ) ভূগর্ভস্থ ধনে এক—পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করেছেন, পানি অর্থাৎ সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত ধনে নয়। আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি একই গোত্রের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইলে সে তাকে তা প্রদান করল। পরে ঐ দেনাদার সমুদ্রের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু কোন যানবাহন পেল না (যাতে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে দেনা পরিশোধ করতে পারে)। তাই সে এক খন্ড কাঠ নিয়ে তাতে ছিদ্র করল এবং তার মধ্যে হাজার দীনার ভরে (ছিদ্র বন্ধ করে) তা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। যে লোকটি তাকে কর্জ দিয়েছিল সে (নির্ধারিত দিনে সমুদ্র তীরে) গেল এবং হঠাৎ ঐ কাঠের টুকরাটা তার নজরে পড়ল। সে তার পরিবারের জ্বালানি কাঠের জন্য তা নিয়ে এল। এরপর তিনি [আবু হুরাইরা রাঃ] সম্পূর্ণ ঘটনাটা বর্ণনা করেন। সে কাঠের টুকরাটা চিরে ঐ অর্থ পেয়ে গেল।

৬৭—অনুচ্ছেদ : 'রিকায' অর্থাৎ ভূগর্ভস্থ ধনে এক—পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। মালেক ইবনে আনাস ও ইবনে ইদরীস (ইমাম শাফিয়ী) বলেন, জাহিলী যুগে ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদকে 'রিকায' বলে। এর পরিমাণ কম হোক আর বেশী হোক তাতে এক—পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এবং খনি 'রিকায' নয়। নবী (সঃ) বলেছেন : খনির জন্য (খননকালে মারা গেলে) দন্ড নেই এবং ভূগর্ভস্থ ধনে এক—পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) খনি থেকে প্রতি দু'শ' দিরহামে পাঁচ দিরহাম (চল্লিশ ভাগের একভাগ) গ্রহণ করেছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, কাফের অধ্যুসিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে এক—পঞ্চাংশ ওয়াজিব। আর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার ভূগর্ভস্থ ধনে যাকাত ওয়াজিব। যদি শত্রু—ভূমিতে কোন বস্তু কুড়িয়ে পাওয়া যায় তবে তার ঘোষণা দিতে হবে। যদি শত্রু পক্ষের মাল হয় তবে তাতে এক—পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। কেউ কেউ (ইমাম আবু হানীফা) বলেন, জাহিলী যুগের ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের ন্যায় খনিও 'রিকায'।[২৩] কেননা যখন খনি থেকে কিছু বের করা হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাল মাদিন'। (বুখারী বলেন) এর জবাব এই যে, যখন কাউকে কোন বস্তু দান করা হয়, কিংবা কেউ যদি অধিক মুনাফা অর্জন করে অথবা ফল অধিক উৎপন্ন হয় তখন বলা হয় : 'আরকাযাত'। তাছাড়া তিনি নিজেই স্ববিরোধী উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, খনি গোপন করাতে কোন দোষ নেই এবং এক—পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে না।

---

২২. বর্তমান কালে তিমি মাছকে আনবার বলা হয়।

২৩. ইমাম আবু হানীফার মতে 'রিকায' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ, আর 'মা'দিন' অর্থাৎ ভূগর্ভে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ (খনি) এ উভয়টার মধ্যে এক—পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

١٤٠٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِىْ الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

১৪০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ (গৃহপালিত) পশুর (ক্ষতির) জন্য দন্ড নেই। কূপের জন্য দন্ড নেই এবং খনির জন্যও নেই।[২৪] ভূ-গর্ভস্থ ধনে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।

৬৮—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা"। এবং যাকাত আদায়কারী থেকে ইমামের হিসেব—নিকেশ গ্রহণ করা।

١٤٠٣. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدِنِ السَّاعِدِىِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاً مِنَ الْاَسْدِ عَلٰى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنُ الْمُتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ -

১৪০৩. আবু হুমাইদ সা'ইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী সুলাইমের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য আসাদ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাকে নিযুক্ত করেছিলেন। সে ফিরে এলে তিনি তার কাছ থেকে হিসেব নিয়েছিলেন।

৬৯—অনুচ্ছেদ ঃ যাকাতের উট ও উটের দুধ পর্যটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা।

١٤٠٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِيْنَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْتُوْا اِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاُتِىَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَّرَ اَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّوْنَ الْحِجَارَةَ .

১৪০৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এলে সেখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না (ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে যাকাতলব্ধ উটের নিকট যেতে এবং ঐ উটের দুধ ও পেশাব পান করতে অনুমতি দিলেন। (সুস্থতা লাভের পর) তারা পালের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য) লোক পাঠালেন। তাদেরকে ধরে আনা হল। তিনি (সঃ) তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে (গরম) শলাকা বিদ্ধ করলেন। তারপর তাদেরকে কাঁকরময় স্থানে ফেলে রাখলেন। তারা

---

২৪. উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও জানোয়ার কর্তৃক কেউ নিহত হলে তার জন্য মালিককে মূল্যপণ দিতে হবে না। কূপ অথবা খনি খননকালে অথবা অন্য কোন সময়ে তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে তার জন্য মালিককে মূল্যপণ দিতে হবে না, যদি কূপ বা খনি মালিকের নিজস্ব জমিতে কিংবা জনশূন্য [illegible] খনন করা হয়।

(যন্ত্রণায় ও ক্ষুৎ-পিপাসায়) পাথর চিবাতে থাকে। আবূ কিলাবা, সাবিত ও হুমাইদ প্রমুখ রাবী আনাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

৭০—অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক নিজের হাতে যাকাতের উটে দাগ লাগানো।

١٤٠٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَدَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِىْ يَدِهِ الْمِيْسَمُ يَسِمُ اِبِلَ الصَّدَقَةِ .

১৪০৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক দিন ভোরবেলা শিশু আবদুল্লাহ ইবনে আবূ তাল্হাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম যেন তিনি খুর্মা চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দেন। আমি গিয়ে দেখতে পেলাম যে, তাঁর হাতে পশু দাগাবার একটি লৌহযন্ত্র রয়েছে, যদ্বারা তিনি যাকাতের উটগুলো দাগাচ্ছিলেন।

সাদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

৭১—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর ফরয হওয়ার বর্ণনা। আবুল আলিয়া, আতা ও ইবনে সীরীন (র)—এর মতে সদকায়ে ফিতর ফরয।[১]

١٤٠٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ .

১৪০৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম দাস ও স্বাধীন ব্যক্তি, নর ও নারী এবং বালক ও বৃদ্ধের ওপর সদকায়ে ফিতর (রোযার ফিতরা) এক সা'[২] খেজুর কিংবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি এটাও আদেশ করেছেন যে, লোকদের (ঈদের) নামাযে যাবার পূর্বেই যেন তা আদায় করা হয়।

৭২—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর মুসলিম দাস ও স্বাধীন সবার ওপর ওয়াজিব।

١٤٠٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

১৪০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিম নর-নারী, স্বাধীন ও গোলাম প্রত্যেকের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৭৩—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব প্রদান করা।[৩]

١٤٠٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ.

---

১. সদকা বা ফিতরা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়। যেমন ইমাম আবু হানীফার মতে তা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী, মালেক, আহমদ প্রমুখের মতে সদকা ফেৎরা ফরয। এই উভয় মতের মধ্যে সূক্ষ্ম ও মর্মগত সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

২. এ দেশীয় ওজনে এক সা' সমান তিন সের এগার ছটাক।

৩. ফিতরার পরিমাণ সম্পর্কে হানাফী মত হলো, অর্ধ সা' বা এক সের সাড়ে তেরো ছটাক। অন্যান্য ইমামদের মতে পূর্ণ সা'।

১৪০৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' যব দিতাম।

৭৪—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা।

١٤٠٩. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

১৪০৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (রসূলুল্লার যমানায়) সদকায়ে ফিতর বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাবার (আটা) অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পনির কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম।

৭৫—অনুচ্ছেদ ঃ সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর প্রদান করা।

١٤١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ.

১৪১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) সদকায়ে ফিতর বাবত এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ বলেন, (পরবর্তী কালে) লোকেরা (আমীর মুয়াবিয়া ও তার সঙ্গীরা) তার স্থলে দুই 'মুদ্দ'[৪] গম নির্ধারিত করেছেন।

৭৬—অনুচ্ছেদ ঃ এক সা' কিসমিস প্রদান করা।

١٤١١. عَنْ اَبِى سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُعْطِيْهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ ﷺ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ اُرٰى مُدًّا مِنْ هٰذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ.

১৪১১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর যমানায় আমরা ফিতরা বাবত (মাথা পিছু) এক সা' খাবার (গম) অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন এক সা' যব কিংবা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যমানায় যখন গম আমদানি হল তখন তিনি বললেন, আমার মতে এর (গমের) এক 'মুদ্দ' (অন্য জিনিসের) দুই মুদ্দের সমান।

---

৪. দুই 'মুদ্দ' হলো ঃ এক সা'র অর্ধেক, অর্থাৎ এক সের সাড়ে তের ছটাক।

৭৭–অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে যাবার আগেই ফিতরা আদায় করা।

١٤١٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ.

১৪১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) লোকদের (ঈদের) নামাযে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٤١٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيْرُ وَالزَّبِيْبُ وَالْاَقِطُ وَالتَّمْرُ.

১৪১৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)–এর যমানায় ঈদুল ফিতরের দিন আমরা ফিতরা বাবত (মাথাপিছু) এক সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করতাম। আবু সাঈদ (খুদরী) বলেন, তখন আমাদের খাবার ছিল যব, কিসমিস পনির ও খুরমা।

৭৮–অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস ও স্বাধীন উভয়ের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। যুহরী (র) বলেন, ব্যবসার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে যাকাত ও ফিতরা দু'টোই আদায় করতে হবে।

١٤١٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهٖ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِىْ التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنَ التَّمْرِ فَاَعْطٰى شَعِيْرًا وَّكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِىْ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ حَتّٰى اَنْ كَانَ لَيُعْطِىْ عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيْهَا الَّذِيْنَ يَقْبَلُوْنَهَا وَكَانُوْا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِيَّ يَعْنِى بَنِىْ نَافِعٍ قَالَ كَانُوْ يُعْطُوْنَ لِيُجْمَعَ لَا لِلْفُقَرَاءِ

১৪১৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নর ও নারী এবং স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর অথবা বলেছেন রোযার ফিতরা (রাবীর সন্দেহ) এক সা' খেজুর অথবা এক সা' যব নির্ধারিত করে দিয়েছেন। পরবর্তী কালে লোকেরা আধা সা' গমকে এর (এক সা' খেজুরের) সমান ধরে নিয়েছে। ইবনে উমর (সব সময়) খেজুর প্রদান করতেন। একবার মদীনাবাসীর নিকট খেজুরের আকাল দেখা দিলে

তিনি যব প্রদান করেন। ইবনে উমর (রাঃ) ছোট বড় সবার ফিতরা প্রদান করতেন। (রাবী নাফে বলেন,) এমনকি আমার ছেলেদের ফিতরাও তিনি দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর ওদেরকেই ফিতরা প্রদান করতেন যারা তা গ্রহণ করত এবং সাহাবারা ঈদুল ফিতরের এক কিংবা দুই দিন পূর্বেই (আদায়কারীর নিকট) ফিতরা জমা দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, হাদীসে 'বানিয়্যি' শব্দ দ্বারা নাফে'র ছেলেদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাহাবারা আদায়কারীর নিকট ফিতরা জমা দিতেন, সরাসরি গরীবদেরকে দিতেন না।

৭৯—অনুচ্ছেদ : বড় ও ছোট সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। আবু উমর বলেন : উমর, আলী, ইবনে উমর, জাবির, আয়েশা (রা), তাউস, আতা ও ইবনে সীরীন (র)—এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় সীরীন (র)—এর মতে ইয়াতীমের মাল থেকেও যাকাত (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে। যুহরী (র) বলেন, পাগলের সম্পদেরও যাকাত দিতে হবে।

١٤١٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَمْلُوْكِ .

১৪১৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের ওপর সদকায়ে ফিতর এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর নির্ধারিত করেদিয়েছেন।

অধ্যায়—১০

كتاب الحج

(হজ্জের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ফরয ও তার মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

"যারা এই ঘর (বায়তুল্লাহ) পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য রাখে তাদেরকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ আদায় করতে হবে। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ বিশ্ববাসীর মুখাপেক্ষী নন" (আলে ইমরানঃ ৯৭)।

١٤١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

১৪১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা ফযল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে তাঁর সওয়ারীতে বসা ছিলেন। এ সময় খাছআম গোত্রের এক মহিলা আগমন করলে ফযল তার দিকে তাকাচ্ছিল এবং মহিলাটিও ফযলের দিকে তাকাচ্ছিল। নবী (সঃ) বার বার ফযলের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকলেন। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ওপর আরোপিত হজ্জ আমার বৃদ্ধ পিতার উপর ফরয হয়েছে। তিনি সওয়ারীর ওপর ঠিক হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, হাঁ, পার। এটি ছিল বিদায় হজ্জের সময়কার ঘটনা।[১]

---

১. বদলী হজ্জ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছেঃ

ক. ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদের মতে নিজে হজ্জ না করে অন্যের বদলী হজ্জ করতে পারে। উক্ত হাদীস এর দলীল। কেননা রসূল (সঃ) মহিলাটিকে এ কথা জিজ্ঞেস করেননি, তুমি হজ্জ করেছ কি না, অথচ তাকে বলে দিয়েছেনঃ বদলী হজ্জ করতে পার।

খ. ইমাম শাফিঈ'র মতে নিজে হজ্জ না করে অপরের বদলী হজ্জ করা জায়েয নয়।

২—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِى اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ* ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ* الحَجُّ ايات ٢٧-٢٩

"হজ্জের জন্য লোকদেরকে এই মর্মে আহবান জানাও যেন তারা দূর দূরান্ত থেকে হেঁটে এবং সব কৃশকায় উটের ওপর সওয়ার হয়ে তোমার নিকট আগমন করে, এখানে যেসব কল্যাণ তাদের জন্য রয়েছে সেগুলো যাতে তারা প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং আল্লাহ যে জন্তুগুলো তাদেরকে দান করেছেন কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নিতে পারে (কোরবানী করে)। অতপর তার গোশ্‌ত নিজেরাও খাবে আর দরিদ্র অভাব-গ্রস্তদেরও দান করবে। এরপর নিজেদের (শরীরের) ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে (ইহরাম খুলে গোসল করা নখ ইত্যাদি কাটা) ও মান্নত পূরণ করবে এবং এই সুপ্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে" (সূরা হজ্জ ঃ ২৭-২৯)।

١٤١٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِيْنَ تَسْتَوِى بِهِ قَائِمَةً -

১৪১৭. ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহণ করতে দেখেছি। তাঁর সওয়ারী ঠিকভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি সজোরে তালবিয়া ("লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা") পড়তে থাকেন।

١٤١٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ اِهْلاَلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ -

১৪১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যুল-হুলাইফা থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ঠিক সেই সময় সজোরে তালবিয়া পড়তে শুরু করেন, যখন তাঁর সওয়ারী উট তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

৩—অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীতে আরোহণ করে হজ্জে যাওয়া। আবান... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আয়েশার সাথে তাঁর ভাই আবদুর রহমানকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে (আয়েশাকে) সওয়ারীতে বসিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করিয়েছিলেন। উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে সওয়ারীর পিঠে

মজবুত করে হাওদা বাঁধো। কেননা দুটি জিহাদের মধ্যে এটি একটি জিহাদ। মুহাম্মদ ইবনে আবু বাকর.....সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনাস (রা) একটি সওয়ারীর পিঠে হাওদার মধ্যে বসে হজ্জে গিয়েছেন। অথচ তিনি কৃপণ স্বভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি (আনাস) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সওয়ারীর পিঠে হাওদায় বসে হজ্জে গিয়েছিলেন। এর ওপর তাঁর আসবাবপত্রও ছিল।

١٤١٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ اَعْتَمِرْ قَالَ يَاعَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِذْهَبْ بِاُخْتِكَ فَاَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَاَحْقَبَهَا عَلٰى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ .

১৪১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা উমরা আদায় করলেন, অথচ আমি উমরা আদায় করতে পারলাম না। একথা শুনে নবী (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরকে বললেন, হে আবদুর রহমান! যাও, তোমার বোনকে নিয়ে তানঈম নামক জায়গা থেকে উমরা করাও। আবদুর রহমান তাঁকে সওয়ারীর ওপর হাওদার মধ্যে পিছনে বসিয়ে নিলেন এবং এভাবে তিনি (আয়েশা) উমরা সমাপন করলেন।

৪—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হজ্জের মর্যাদা।

١٤٢٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ اَىُّ الاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ.

১৪২০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'কোন্ আমল সবচাইতে উত্তম?' তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান। আবার জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, এরপর কোন্ কাজটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, 'হজ্জে মাবরূর' অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট কবুল হওয়া হজ্জ।

١٤٢١. عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرٰى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ اَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ .

১৪২১. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকে আমরা (মেয়েরা) সবচাইতে উত্তম কাজ বলে জানি, আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করবো না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'হজ্জে মাবরূর'।

١٤٢٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৪২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ সমাপন করলো এবং হজ্জ সমাপনকালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজে কিংবা গোনাহর কাজে লিপ্ত হলো না, সে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার মীকাত নির্ধারণ (অর্থাৎ হজ্জ ও উমরার নিয়্যত করলে বিভিন্ন এলাকার বা দেশের লোকদের যেসব নির্দিষ্ট স্থান হতে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে)।

١٤٢٣. عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ اَتٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فِى مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَاَلْتُ مِنْ اَيْنَ يَجُوْزُ اَنْ اَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَلِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.

১৪২৩. যায়েদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের অবস্থানে গমন করলেন। তাঁর তাঁবুটি সূতি ও পশমী বস্ত্র নির্মিত ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জায়গা থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধা আমার জন্য জায়েয? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নজদ্‌বাসীদের জন্য কারন্ থেকে, মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা এবং শামবাসীদের জন্য জুহফা নামক জায়গাকে হজ্জ ও উমরার মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৬—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ . البقرة - اية ١٩٧

"তোমরা হজ্জের সফরে পথের সম্বল (প্রয়োজনীয় দ্রব্য) সাথে নিয়ে যাও। আর সবচাইতে উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা পরহেজগারী। হে জ্ঞানীগণ! আমাকে ভয় করে চলো।" (বাকারা—১৯৭)।

١٤٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ فَاِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ سَاَلُوْا النَّاسَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.

১৪২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়ামানবাসীরা হজ্জে গমন করত কিন্তু সফরের পাথেয় আনত না। তারা বলত, আমরা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কা পৌছার পর তারা লোকদের কাছে ভিক্ষা করে বেড়াত। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ (তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে, নাযিল করলেন) "তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় সাথে নিয়ে যাও। আর জেনে রাখো। উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা খোদাভীতি।"

৭—অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার জন্য মক্কাবাসীদের ইহ্‌রাম বাধার স্থান।

١٤٢٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاءَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৪২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের (সিরিয়া) জন্য জুহ্‌ফা, নজদ্‌বাসীদের জন্য কার্‌নুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম[২] নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার জায়গা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য, আর যেসব লোক হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানগুলোর ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও মীকাত বা ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট জায়গা। আর যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তারা যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাধবে।

৮—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের মীকাত। তারা যুল-হুলাইফা[৩] নামক স্থানে পৌছার পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধবে না।

١٤٢٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَبَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَيُهِلُّ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

১৪২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলাইফা থেকে, শামবাসীগণ জুহ্‌ফা থেকে এবং নজদ্‌বাসীগণ কারন্

---

২. পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতবাসী হজ্জ গমনেচ্ছুদের মীকাতও ইয়ালামলাম।

৩. যুল-হুলাইফা, এ স্থানটি মদীনার অদূরে অবস্থিত। বর্তমানে একে বীরে আলী বলা হয়। এখানে একটি মসজিদ আছে।

(কারনুল মানাযিল) থেকে (হজ্জ ও উমরার) ইহ্‌রাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) এও বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

৯—অনুচ্ছেদ : শাম (সিরিয়া)—বাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান।

١٤٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَ لِاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ اَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

১৪২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নাজদ্‌বাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে (হজ্জ ও উমরার জন্য) মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলো উক্ত লোকদের জন্য যেমন মীকাত, যেসব লোক ঐ এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে এলাকার অধিবাসী নয়, কিন্তু হজ্জ ও উমরা পালনের জন্য ঐ সব এলাকার ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্যও তেমনি মীকাত। আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের বাসস্থানই তাদের মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ তাদের বাসস্থান থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

১০—অনুচ্ছেদ : নাজদবাসীদের মীকাত।

١٤٢٨. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مُهَلُّ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ اَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زَعَمُوْا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَلَمْ اَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ اَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ

১৪২৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যুল-হুলাইফা মদীনাবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান, মুহাইয়া অর্থাৎ জুহ্‌ফা শামবাসীদের জন্য এবং নজদ্‌বাসীদের জন্য কার্‌ন (কারনুল মানাযিল) ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা বলত, নবী (সঃ) (একথাও) বলেছেন যে, ইয়ামানবাসীদের ইহ্‌রাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থান হল ইয়ালামলাম, কিন্তু আমি তা [নবী (সঃ)-এর এই কথা] শুনতে পাইনি।

১১—অনুচ্ছেদ ঃ মীকাতসমূহের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের ইহ্‌রাম বাঁধার স্থান।

١٤٢٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا

১৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদ্‌বাসীদের জন্য কার্‌ন্‌ (কারনুল মানাযিল) নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করেছেন। এসব স্থান উক্ত এলাকার জন্য এবং অন্য সব এলাকা থেকে যারা হজ্জ ও উমরা সমাপনের উদ্দেশ্যে আগমন করবে তাদের জন্য মীকাত। কিন্তু যারা মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসী তাদের বাড়ীই তাদের জন্য মীকাত। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

১২—অনুচ্ছেদ ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত।

١٤٣٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلاَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلَ وَ لاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لاَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

১৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহ্‌ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক স্থানকে মীকাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ স্থানগুলো এখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যেসব লোক (এর বাইরে থেকে) হজ্জ ও উমরা পালনের নিয়াতে এসব জায়গার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে তাদের জন্যও মীকাত হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু এসব মীকাতের অভ্যন্তরে যারা বাস করে তাদের জন্য মীকাত হল যেখান থেকে তারা (হজ্জের উদ্দেশ্যে) যাত্রা করবে। আর মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে।

১৩—অনুচ্ছেদ ঃ যাতু ইরক নামক স্থান হল ইরাকবাসীদের মীকাত।

١٤٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ اَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّ لاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ

طَرِيْقِنَا وَاِنَّا اِنْ اَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

১৪৩১. আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ দু'টি শহর (বসরা ও কূফা) বিজিত হলে এর অধিবাসীরা উমরের নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। নজদবাসীদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) কার্‌ন্ (কারনুল মানাযিল)-কে (মীকাত হিসেবে) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু তা আমাদের যাতায়াতের পথ থেকে দূরে অবস্থিত। যদি আমরা কার্‌ন্ (কারনুল-মানাযিল) হয়ে যেতে চাই, তবে তা আমাদের জন্য কষ্টদায়ক হয়। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, কার্‌ন্ বরাবর সম দূরত্বে তোমাদের যাতায়াত পথে একটি জায়গা দেখে (নির্দিষ্ট করে) নাও। অতপর তিনি নিজেই যাতু ইরক নামক জায়গাকে তাদের মীকাত নির্দিষ্ট করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করা।

١٤٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَصَلّٰى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

১৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হুলাইফায় তাঁর উট বসিয়ে রেখে নামায আদায় করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমরও অনুরূপ করতেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ শাজারার পথে নবী (সঃ)-এর মদীনা হতে বহির্গমন।

١٤٣٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِىْ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ .

১৪৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে বহির্গমনকালে শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন এবং মদীনায় প্রবেশকালে মুআররাসের পথে প্রবেশ করতেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতেন তখন মসজিদে শাজারাতে তিনি নামায আদায় করতেন। আবার যখন তিনি (মদীনায়) ফিরে আসতেন তখন তিনি যুল-হুলাইফায় উপত্যকার মধ্যখানে নামায আদায় করতেন এবং সেখানে রাত যাপন করে ভোরে (মদীনার দিকে) যাত্রা করতেন।

১৬–অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)–এর বাণী, আল–আকীক একটি মোবারক বা কল্যাণময় উপত্যকা।

١٤٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِى الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّى فَقَالَ صَلِّ فِىْ هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ .

১৪৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)–কে বলতে শুনেছেন, আমি আল–আকীক উপত্যকায় নবী (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, আজ রাতে আমার রবের তরফ থেকে একজন আগমনকারী এসে আমাকে বলল, এই কল্যাণময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন, আমি হজ্জ ও উমরার একত্রে ইহ্‌রাম বাঁধলাম।

١٤٣٥. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اُرِىَ وَهُوَ فِىْ مُعَرَّسٍ بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى قِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى الْمَنَاخَ الَّذِىْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِى بِبَطْنِ الْوَادِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِّنْ ذٰلِكَ .

১৪৩৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। যুল–হুলাইফার আকীক উপত্যকার মধ্যস্থলে রাতের বিশ্রামস্থলে নবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন তাঁকে বলা হয়, এখন আপনি কল্যাণময় উপত্যকায় অবস্থান করছেন। রাবী বলেন, সালেম (র) আমাদের সাথে উট বেঁধে রেখে সেই স্থানটির খোঁজ করেন যেখানে ইবনে উমর (রা) উট বেঁধে মহানবী (স)–এর রাতের বিশ্রামস্থলটির অনুসন্ধান করতেন। উপত্যকার মধ্যস্থলের মসজিদ ও পথের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি হল তাঁর (স) বিশ্রামস্থল। তা মসজিদ অপেক্ষা কিছুটা ঢালুভূমি।

১৭–অনুচ্ছেদ : কাপড় থেকে খালুক বা সুগন্ধি তিনবার ধোয়ার নির্দেশ।

١٤٣٦. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى اَخْبَرَهُ اَنَّ يَعْلٰى قَالَ لِعُمَرَ اَرِنِى النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحٰى اِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِىْ رَجُلٍ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَاَشَارَ عُمَرُ اِلٰى يَعْلٰى فَجَاءَ يَعْلٰى وَعَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ اُظِلَّ بِهِ فَاَدْخَلَ رَاْسَهُ فَاِذَا

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اَيْنَ الَّذِيْ سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اَغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِيْ بِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ اَرَادَ الْاِنْقَاءَ حِيْنَ اَمَرَهُ اَنْ يَّغْسِلَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ نَعَمْ .

১৪৩৬. সাফওয়ান ইবনে ইআলা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইআলা (রা) উমর (রা)-কে বললেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যে মুহূর্তে ওহী নাযিল হয়, সে সময় তাঁর (সঃ) অবস্থা (কিরূপ হয়) আমাকে দেখাবেন। উমর (রা) বলেন, নবী (সঃ) জিরানা[৪] নামক জায়গাতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবাদেরও একটি দল ছিল। এ সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফয়সালা কি যে উমরার ইহ্‌রাম বেঁধেছে কিন্তু তার কাপড় ও শরীরে সুগন্ধি লাগানো রয়েছে। একথা শুনে নবী (সঃ) কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকলেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হল। উমর (রা) ইআলাকে ইশারা করলে তিনি এগিয়ে এলেন। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গায়ের ওপরে একখানা কাপড় টানিয়ে ছায়া করা হয়েছিল। ইআলা (রা) কাপড়ের মধ্যে তাঁর মাথা নিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখমন্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করেছে, আর নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁর নাক থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। অতপর এ অবস্থা দূরীভূত হলে তিনি বলেন, উমরা সম্পর্কে যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল সে কোথায়? লোকটিকে এনে উপস্থিত করা হলে তিনি বলেন, তোমার শরীরে যে সুগন্ধি আছে তা তিনবার ধুয়ে ফেল, শরীর থেকে জুব্বাটি খুলে ফেল এবং হজ্জে যা কিছু করে থাক উমরাতেও তাই কর। ইবনে জুরায়েজ বর্ণনা করেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক তিনবার ধোয়ার নির্দেশদান কি পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্যে ছিল? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ইহ্‌রাম বাঁধতে মনস্থ করলে কিরূপ পোশাক পরিধান করতে হবে? চুল আচড়ানো এবং তেল মাখা যাবে কি না? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধির ঘ্রাণ নিতে পারে, আর্শিতে মুখ দেখতে পারে এবং খাদ্য জাতীয় পদার্থ, যেমনঃ তেল, ঘি ইত্যাদি ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। আতা (র) বলেছেন, আংটি পরিধান করতে এবং টাকার থলিয়া বাঁধতে পারবে। ইবনে উমর (রাঃ) নিজের পেটে কাপড় বাঁধা অবস্থায় তাওয়াফ করেছেন। আয়েশা (রা)-র মতে, নেংটি পরিধানে কোন দোষ নেই। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আয়েশার এ কথার অর্থ হল, যারা তাঁর উটের ওপর হাওদা বাঁধে তাদের নেংটি পরিধান করায় কোন দোষ নেই।

---

৪. জি'রানা বা জিইররানা মক্কা থেকে প্রায় ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত।

١٤٣٧. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِى مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৪৩৭. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় যয়তুন তেল মর্দন করতেন। সুতরাং বিষয়টি আমি (মুহাদ্দিস) ইবরাহীমের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি তাঁর এ বর্ণনা কি করবে? আসওয়াদ আমার নিকট আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, ইহ্‌রাম অবস্থায় তিনি (সঃ) যে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সিঁথিতে তার চাকচিক্য যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

١٤٣٨. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِاِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بِالْبَيْتِ .

১৪৩৮. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এবং ইহ্‌রাম খোলার সময় খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করার পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।

১৯—অনুচ্ছেদ : চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধা।

١٤٣٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا .

১৪৩৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চুলে আঠালো দ্রব্য লাগিয়ে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২০—অনুচ্ছেদ : যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্‌রাম বাঁধা।[৫]

١٤٤٠. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يَقُوْلُ مَا اَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ .

১৪৪০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতাকে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-হুলাইফার মসজিদের নিকটে ইহ্‌রাম বেঁধেছেন।

২১—অনুচ্ছেদ : মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে না।

---

৫. ইহ্‌রামের অবস্থায় হাজ্জীগণ যে আরবী (লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইকা) দোয়া পাঠ করেন তাকে বলে তালবিয়া।

١٤٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ اَوْوَرْسٌ

১৪৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! মুহরিম ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি কামিস বা জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করবে না। তবে যার জুতা নেই সে মোজা পরিধান করতে পারবে। কিন্তু মোজা দু'টির পায়ের গোছার নীচে থেকে (ওপরের অংশটুকু) কেটে ফেলতে হবে। আর জাফরান বা ওয়ারস[৬] সুগন্ধি লাগানো কোন কাপড় পরিধান করবে না।[৭]

২২—অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের সফরে কোন জন্তুর পিঠে আরোহণ করা বা সওয়ারীতে কাউকে পিছনে আরোহণ করানো।

١٤٤٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

১৪৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (রা) নবী (সঃ)-এর সওয়ারীতে আরাফা থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত (তাঁর) পিছনে বসা ছিলেন। পরে নবী (সঃ) মুযদালিফা থেকে মিনা পর্যন্ত ফযলকেও পিছনে উঠিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস) বলেন, তারা উভয়েই (উসামা ও ফযল) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

২৩—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের কাপড়, চাদর ও লুঙ্গি পরিধান করবে? আয়েশা (রা) ইহরাম অবস্থায় কুসুম রঙ্গের কাপড় পরিধান করেছিলেন। তিনি বলেছেন, মেয়েরা ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল ঢাকবে না, সুগন্ধি মাখা বা জাফরানে রঞ্জিত কোন কাপড় পরিধান করবে না।

---

৬. ওয়ারস এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস।

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধুতে পারে কিন্তু চুল চিরুনী করতে পারবে না, কিংবা শরীর চুলকাবে না। আর মাথা ও শরীর থেকে উকুন ধরে মাটিতে ফেলে দিবে (মারতে পারবে না)।

জাবের (রা) বলেছেন, আমি কুসুম রংকে সুগন্ধি মনে করি না। আয়েশা (রা) মেয়েদের অলংকার ব্যবহার এবং কালো বা গোলাপী রঙের কাপড় এবং মোযা পরিধানে কোন দোষ আছে বলে মনে করতেন না। ইবরাহীম বলেছেন, মুহরিম ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র পাল্টাতে কোন দোষ নেই।

١٤٤٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجل وَادَّهَنَ وَلَبِسَ اِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَاَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْئٍ مِنَ الْاَرْدِيَةِ وَالْاُزُرِ اَنْ تُلْبَسَ اِلاَّ الْمُزَعفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلدِ فَاَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوٰى عَلَى الْبَيْدَاءِ اَهَلَّ هُوَ وَاَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بُدْنَهُ وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لاَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ اَجْلِ بُدْنِه لاَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِاَعْلٰى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُوْنِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِه بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَطُّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ رُؤُسِهِنَّ ثُمَّ يَحِلُّوْا وَذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بُدْنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ .

১৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ তেল মাখা, চিরুনী করা এবং লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। নবী (সঃ) জাফরানী রঙের এমন কাপড় যা থেকে শরীরে রং লাগতে পারে তা ছাড়া অন্য যে কোন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করতে নিষেধ করেননি। অতপর প্রত্যূষে যুল-হুলাইফা থেকে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়দা নামক জায়গাতে উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ তালবিয়া পাঠ করলেন এবং নিজেদের কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা (কোরবানীর পশুর চিহ্ন) মালা বেঁধে দিলেন। তখন যুল-কা'দা মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল এবং যখন তিনি মক্কায় উপনীত হলেন, তখন যুল-হিজ্জার চার তারিখ ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন (দৌড়ালেন), কিন্তু কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা বা মালা বাঁধা ছিল (সাথে কোরবানীর পশু ছিল) বিধায় ইহরাম খোললেননি। অতপর মক্কার নিকটবর্তী উঁচু ভূমিতে হাজুন নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় অবস্থান করেন। আর এরপর তাওয়াফ করে পুনরায় কা'বা ঘরের নিকটবর্তী হননি আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত। অবশ্য তাঁর সাহাবাগণকে তাওয়াফ করতে, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে এবং মাথার চুল কেটে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না এ নির্দেশ ছিল তাদের জন্য। এ ছাড়াও যার সাথে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এরপর থেকে

বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন। সংগে সংগে সুগন্ধি ব্যবহার ও কাপড় (ইহরামের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়) পরিধানেরও অনুমতি দিলেন।

২৪—অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত যুল—হুলাইফাতে অবস্থান করে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٤٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى اَصْبَحَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ اَهَلَّ.

১৪৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনাতে চার রাকআত নামায আদায় করে যাত্রা করেছেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে দুই রাকআত নামায আদায় করেছেন, আর সেখানেই ভোর পর্যন্ত রাত যাপন করেছেন। পরে সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে সেটি সোজা হয়ে দাঁড়ালে তিনি তালবিয়া পাঠ শুরু করেন।

١٤٤٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتّٰى اَصْبَحَ.

১৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হজ্জের সফরে) নবী (সঃ) মদীনা থেকে যোহরের নামায চার রাকআত পড়ে রওয়ানা হলেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। তিনি বললেন, আমার মনে হয় তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করে ভোর পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন।

২৫—অনুচ্ছেদ : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٤٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

১৪৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের সফরে যাত্রার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করেছেন। আমি সবাইকে উচ্চস্বরে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

২৬—অনুচ্ছেদ : তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٤٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

১৪৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তালবিয়া হল, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা।"[৮] 'হে আল্লাহ!, (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোন শরীক নাই এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাযির আছি। সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত একমাত্র তোমারই, এ ঘোষণা দেয়ার জন্যও আমি হাজির ও প্রস্তুত হয়ে আছি। আর নিরঙ্কুশ রাজত্ব ও বাদশাহী তোমারই, তোমার কোন শরীক নেই।'

١٤٤٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنِّى لَاَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُلَبِّى لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

১৪৪৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি, নবী (সঃ) কিভাবে তালবিয়া পাঠ করতেন। তাঁর তালবিয়া ছিলঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা। [হে রব! (তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে) আমি হাযির আছি। তোমার কোন শরীক বা অংশীদার নেই এ সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আমি হাযির আছি। সকল প্রশংসা ও নেয়ামত একমাত্র তোমারই- এ ঘোষণা দিতেও আমি হাযির আছি]।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারীতে আরোহণের সময় তালবিয়া বলার পূর্বে তাহমীদ, তাসবীহ ও তাকবীর বলা।[৯]

١٤٤٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتّٰى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَاَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَهَلُّوْا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ.

---

৮. হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার পর অন্তরে বিশ্বাসসহ মুখে উপরোক্ত কথাগুলো উচ্চারণের নামই হল তালবিয়া পাঠ করা। প্রত্যেক ইহরাম বাঁধা ব্যক্তিকে চলার পথে চড়াই উতরাই অতিক্রমের সময়, কোন কাফেলার সাথে সাক্ষাত হলে কিংবা পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে এ কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে হয়।

৯. তাহমীদ-আল্লাহর প্রশংসা করা। তাসবীহ-আল্লাহর পবিত্রতার ঘোষণা দেয়া এবং তাকবীর হল আল্লাহ মহৎ, মহান ও বিরাট এ কথার ঘোষণা করা।

১৪৪৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সফরে যাত্রার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাতে চার রাকআত নামায আদায় করলেন এবং সফরে যাত্রা করার পর যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে আসরের নামায দুই রাকআত আদায় করলেন। এ সময় আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি সেখানে রাত যাপন করলেন এবং ভোর হলে (যাত্রার জন্য) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং বায়দা নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাসবীহ পাঠ করলেন এবং তাকবীর পড়লেন, এরপর হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করলে অন্য সকলেও হজ্জ ও উমরার তালবিয়া পাঠ করল। অতপর আমরা মক্কায় উপনীত হলে তিনি লোকদেরকে (উমরা করার পর) ইহরাম খুলতে নির্দেশ দিলেন। সবাই ইহরাম খুলে ফেলল। অতপর তারবিয়ার দিন আসলে সকলেই হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করল। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সঃ) কতকগুলো উটকে খাড়া করে কোরবানী করলেন এবং আগের বছর তিনি মদীনায় শিং বিশিষ্ট সাদা-কালো রংয়ের দু'টি দুম্বা কোরবানী করেন।

২৮—অনুচ্ছেদ ঃ সওয়ারী আরোহীকে নিয়ে ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে তালবিয়া পাঠ শুরু করবে।

١٤٥٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.

১৪৫০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করার পর সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে নবী (সঃ) তালবিয়া পাঠ করতেন।

২৯—অনুচ্ছেদ ঃ কিবলার দিকে মুখ করে ইহরাম বাঁধা ও তালবিয়া পাঠ করা। আবু মা'মার বর্ণনা করেছেন, আবদুল ওয়ারিস আইয়ুবের মাধ্যমে নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন। নাফে বলেছেন, যুল-হুলাইফাতে ইবনে উমর (রা) ফজরের নামায আদায় করার পর তাঁর সওয়ারী প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন। তা প্রস্তুত করা হলে তিনি তাতে আরোহণ করার পর যখন সেটি যাত্রার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াত, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে তালবিয়া পাঠ করতেন এবং এ অবস্থায়ই (অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করতে করতে) হেরেমে পৌঁছার পর তা বন্ধ করতেন। অতপর যীতুয়া[১০] নামক স্থানে পৌঁছে রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন এবং বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপই করতেন। গোসল সম্পর্কে ইসমাঈল আইয়ুবের নিকট থেকে অনুরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন।

١٤٥١. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اَرَادَ الْخُرُوْجَ اِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَاتِىْ مَسْجِدَ ذِى الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّى ثُمَّ

---

১০. যীতুয়া' মক্কার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। বর্তমানে এটা 'বী'রে যাহেদ' নামে অভিহিত।

يَرْكَبُ فَاِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً اَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَفْعَلُ.

১৪৫১. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) হজ্জের বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের সিদ্ধান্ত করলে সুগন্ধিবিহীন তেল মাখতেন। যুল-হুলাইফার মসজিদে পৌঁছে নামায আদায় করতেন, অতঃপর সওয়ারীতে আরোহণ করতেন। সেটি ঠিকমত দাঁড়িয়ে গেলে বা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে তিনি ইহরাম বাঁধতেন এবং বলতেন, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।

৩০—অনুচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকা বা নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তালবিয়া পাঠ করা।

١٤٥٢. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ اَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا مُوْسٰى كَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِيْ يُلَبِّي.

১৪৫২. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সকলে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। একজন বলল, নবী (সঃ) বলেছেন, তার (দাজ্জালের) কপালে 'কাফের' শব্দটি লিখিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ও কথা আমি শুনিনি। তবে তিনি (সঃ) মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছেন, আমি যেন দেখছি যখন তিনি নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন, তখন তালবিয়া পাঠ করছেন।

৩১—অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মাহলা হায়েয ও নেফাস অবস্থায় আছে তারা কিভাবে ইহরাম বাঁধবে বা তালবিয়া পাঠ করবে।

١٤٥٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَاَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ

بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ (وَاحِدًا) بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِّنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৪৫৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জে নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমরা সবাই উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, যাদের কাছে কোরবানীর পশু আছে তারা হজ্জের জন্যও ইহরাম বেঁধে নাও এবং হজ্জ ও উমরা সমাপন না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হলাম। তাই আমি বায়তুল্লার তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করলাম না। আমি এ বিষয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি আমাকে বলেন, চুলের বেণী খুলে ফেল এবং চিরুনী করে উমরার নিয়াত পরিত্যাগ করে শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। অতপর আমাদের হজ্জ সমাপ্ত হলে নবী (সঃ) আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (অর্থাৎ আমার ভাই)-এর সাথে তানঈমে পাঠালেন। আমি সেখান থেকে (ইহরাম বেঁধে) উমরা আদায় করলাম। এরপর নবী (সঃ) বললেন, এটিই তোমার উমরার ইহরাম বাঁধার স্থান (অথবা এটা তোমরা পূর্বোক্ত উমরার পরিপূরক)। আয়েশা বর্ণনা করেন, যারা উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লার তাওয়াফ করল, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করল এবং মিনা থেকে ফিরে আসার পর আর একবার বায়তুল্লার তাওয়াফ করল। আর যারা হজ্জ ও উমরা এক সাথে আদায় করল তারা শুধুমাত্র একবার বায়তুল্লার তাওয়াফ করল।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)-এর সময়ে যারা তাঁর অনুকরণে ইহরাম বেঁধেছেন। ইবনে উমর (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٤ . عَنْ جَابِرٍ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهٖ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا اَهْلَلْتَ يَاعَلِيُّ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا اَنْتَ ـ

১৪৫৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) আলী (রা)-কে তাঁর ইহরাম ঠিক রাখার জন্য আদেশ করেছিলেন। অতপর জাবের (রা) সুরাকা (রা)-র কথা বর্ণনা করেছেন। সুরাকা (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাক্র, ইবনে জুরায়েজ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আলী! তুমি কিসের ইহরাম বেঁধেছ? আলী বলেন, যে জিনিসের ইহরাম নবী (সঃ) বেঁধেছেন, আমিও সেই জিনিসের ইহরাম বেঁধেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, কোরবানীর পশু প্রেরণ কর ও যেমন আছ তেমনভাবেই ইহরাম ঠিক রাখ।

١٤٥٥ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قَالَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لاَحْلَلْتُ.

১৪৫৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী (রা) ইয়ামান থেকে নবী (সঃ)-এর নিকট এসে উপস্থিত হলে তিনি (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিসের (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? জবাবে তিনি বলেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সে উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন, যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকত তাহলে আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম।

١٤٥٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَعَثَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى قَوْمِىْ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ فَقُلْتُ اَهْلَلْتُ كَاِهْلَالِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْىٍ قُلْتُ لاَ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَطُوْفَ بِالْبَيْتِ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ثُمَّ اَمَرَنِىْ فَاَهْلَلْتُ فَاَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَوْمِىْ فَمَشَطَتْنِىْ اَوْ غَسَلَتْ رَأْسِىْ فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ اِنْ نَاخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ وَاِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى نَحَرَ الْهَدْىَ

১৪৫৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে আমার কওমের কাছে ইয়ামানে প্রেরণ করলেন। আমি সেখান থেকে মক্কায় আগমন করলাম। তখন তিনি মক্কার কঙ্করময় এলাকায় (মুহাসসাবে) অবস্থানরত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিসের উদ্দেশ্যে (হজ্জ না উমরা) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, আমি নবী (সঃ)-এর মতই ইহরাম বেঁধেছি। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি কোরবানীর পশু আছে? আমি বললাম, 'না'। তখন তিনি আমাকে বায়তুল্লার তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলে আমি বায়তুল্লার তাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করলাম। অতপর তিনি আমাকে ইহরাম খুলতে নির্দেশ দান করলে আমি ইহরাম খুলে আমার গোত্রের একজন মহিলার কাছে আসলাম। সে আমার চুল চিরুনী করে দিল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মাথা ধুইয়ে দিল। উমর (রা) স্বীয় খেলাফতকালে এ সম্পর্কে বললেন, "আমরা যদি আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ গ্রহণ করি তাহলে আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।" অপরদিকে যদি আমরা নবী (সঃ)-এর সুন্নাহকে গ্রহণ করি তাহলে তো তিনি কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলেননি।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ . البقرة - ١٩٦

"হজ্জের মাসগুলো সুবিদিত যে ব্যক্তি এ নির্দিষ্ট মাসগুলোতে হজ্জ আদায়ের সংকল্প করবে, তাকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যে, হজ্জ সমাপনের মধ্যে কোন অশ্লীলতা ও যৌনসম্ভোগ অথবা কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদের সুযোগ নেই। আর তোমরা যে নেক কাজ কর তা আল্লাহ অবহিত আছেন। আর হজ্জের সফরে তোমরা পাথেয় সাথে করে নিয়ে যাও। সবচাইতে উত্তম পাথেয় হলো খোদাভীতি। অতএব হে সুধীজন! আমার অবাধ্যতা বর্জন করে চল" –(বাকারা ঃ ১৯৭)।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ط وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوْا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . البقرة –١٨٩–

"হে নবী! লোকে তোমাকে চাঁদের ক্ষয়–বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল এটা মানুষের জন্য তারিখ নির্দিষ্ট করার উপায় ও হজ্জের সময় জানিয়ে দেয়ার জন্য। তাছাড়া তাদেরকে এ কথাও বলে দাও যে, পিছন দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কোন সৎকর্ম নয় বরং প্রকৃত সৎকর্ম হল খোদাভীতি। তোমরা সম্মুখ দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন সফলতা লাভ করতে পার" – (বাকারা ঃ ১৮৯)।

ইবনে উমর (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসসমূহ হলঃ শাওয়াল, যুল–কা'দাহ এবং যুল–হিজ্জার দশ দিন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, হজ্জের মাসগুলোতেই হজ্জের ইহরাম বাঁধা সুন্নাত। খোরাসান বা কিরমান থেকে ইহরাম বাঁধাকে উসমান (রা) মাকরূহ বা অপসন্দ করতেন। ১১

١٤٥٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ اَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِيَ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَّجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا قَالَتْ فَالْاٰخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ اَصْحَابِهِ قَالَتْ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَكَانُوْا اَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ يَاهَنْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِاَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَانُكِ قُلْتُ لَا اُصَلِّيْ قَالَ

১১. উসমান (রাঃ) নির্দিষ্ট সময়ের ন্যায় নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। তিনি নির্ধারিত মীকাতের পূর্বে অন্য স্থান–যেমন খুরাসান ও কিরমান (ইরানের দুটো প্রদেশ) থেকে ইহরাম বাঁধা মাকরূহ বলেছেন।

فَلاَ يَضُرُّكِ اِنَّمَا اَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِى فِىْ حَجَّتِكِ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِىْ حَجَّتِهٖ حَتّٰى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِّنًى فَاَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِى النَّفَرِ الْاٰخِرِ حَتّٰى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ فَقَالَ اَخْرِجْ بِاُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ اٰتِيَاهَاهُنَا فَاِنِّى اَنْظُرُكُمَا حَتّٰى تَاْتِيَانِىْ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ قُلْتُ نَعَمْ فَاٰذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِىْ اَصْحَابِهٖ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ.

১৪৫৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা হজ্জের মাসে, হজ্জের রাতে, হজ্জের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম এবং সারিফ নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে এই ইহ্‌রামকে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করতে চাইলে তা করতে পারে। আর যার কাছে কোরবানীর পশু আছে সে এরূপ করবে না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে কতেকে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল এবং কতেকে করল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর কিছু সংখ্যক সাহাবা (দীর্ঘ কাল ইহরাম অবস্থায় থাকতে) সক্ষম ছিলেন এবং তাঁদের সাথে কোরবানীর জন্তুও ছিল। সুতরাং তাঁরা কেবল উমরা করেই ইহ্‌রামমুক্ত হতে পারলেন না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। এ অবস্থা দেখে তিনি আমাকে বললেন, হে পাগলী নারী! তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনার সাহাবাদেরকে আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি। এখন তো আমি উমরা করতে পারছি ন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কেন, ব্যাপার কি? আমি বললাম, আমি তো নামায পড়ছি না (অর্থাৎ ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের সকলের জন্য যা নির্দিষ্ট আছে তোমার জন্যও ঠিক তাই নির্দিষ্ট আছে। তুমি তোমার হজ্জের সিদ্ধান্তেই ঠিক থাক। হতে পারে আল্লাহ তোমাকে উমরা করার সুযোগও দিবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং মিনায় হাযির হলাম। আর সেখানেই পবিত্রতা লাভ করলাম। অতপর মিনা থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতপর আমি তাঁর (সঃ) সাথে শেষ যাত্রাকারী দলের সংগে যাত্রা করলাম। কাফেলা মুহাসসাবে পৌছলে আমরাও নবী (সঃ)-এর সাথে সেখানে পৌছলাম। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌রকে ডেকে বললেন, তোমার ভগ্নীকে নিয়ে হেরেমের বাইরে চলে যাও। সেখান থেকে সে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে চলে আসবে। তোমাদের

আগমন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকব। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমরা দু'জনে উমরার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং আমি ও সে (আয়েশার ভাই) তাওয়াফ শেষ করে ভোর হওয়ার পূর্বেই নবী (সঃ)-এর সাথে এসে মিলিত হলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আমি বললাম, হাঁ। সুতরাং এরপর তিনি তাঁর সাহাবাদের যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। অতপর সবাই মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জে তামাত্তু, কিরান ও ইফরাদ। আর যে ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পশু নাই তার হজ্জ (ও ইহরাম) ভংগ করে উমরা করতে পারবে কি না[১২]

١٤٥٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ اَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ اَنْ يَّحِلَّ فَحَلَّ وَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَاَهَلَّلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَاَرْجِعُ اَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِى مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا وَقَالَتْ صَفِيَّةُ مَااُرَانِىْ اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ فَقَالَ عَقْرٰى حَلْقٰى اَوْ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ لاَ بَأْسَ اِنْفِرِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِيَنِىْ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَّكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطٌ عَلَيْهَا اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

১৪৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যারা কোরবানীর পশু সাথে আনেনি নবী (সঃ) তাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সুতরাং যারা সাথে কোন কোরবানীর পশু নিয়ে আসেনি তারা ইহরাম খুলে ফেলল। নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণও যেহেতু কোরবানীর পশু সাথে আনেননি, সুতরাং তাঁরাও ইহরাম খুলে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। সুতরাং আমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারলাম না। অতপর মুহাসসাবের রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল। সবাই হজ্জ ও

---

১২. হেরেম শরীফ থেকে যারা কসর নামায পড়ার মত দূরত্বে বাস করে হজ্জের মাসে মিকাত হতে তাদের উমরার ইহরাম বাঁধা এবং উমরা সমাপনান্তে ঐ বছরই মক্কা থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করাকে হজ্জে তামাত্তু' বলে। কিরান হল দু'টির জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধা এবং ইফরাদ' হল শুধু হজ্জের জন্য 'ইহরাম' বাঁধা।

উমরা আদায় করে প্রত্যাবর্তন করবে আর আমাকে শুধু হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা মক্কায় আগমন করার পরবর্তী রাতগুলোতেও কি তুমি তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, 'না।' তখন তিনি বললেন, যাও তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈমে (একটি জায়গার নাম) গিয়ে ইহরাম বাঁধ এবং উমরা সমাপন করে অমুক জায়গায় ফিরে এস। সাফিয়া (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়ে আমি আপনাদের বাধাদানকারী হব। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে মিষ্টি তিরস্কার করে বললেন, এই বন্ধা নেড়ে নারী! তুমি কি ইয়াওমুন্নাহরে তাওয়াফ করনি? সাফিয়া (রা) বলেন, জবাবে আমি বললাম, হাঁ, করেছি। তিনি বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। তুমি রওয়ানা হয়ে যাও। আয়েশা (রা) বলেন, আমার উমরা সমাপন হলে এমন অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল যে, তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছিলাম এবং তিনি অবতরণ করছিলেন।

١٤٥٩. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ-

১৪৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের বছর আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। আমাদের মধ্যে কিছু লোক উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল কিছু লোক হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্য ইহরাম বেঁধেছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তবে যারা শুধু হজ্জের জন্য অথবা হজ্জ ও উমরা দু'টোর জন্যই ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কোরবানীর দিনের পূর্বে ইহরাম খুলতে পারেননি।

١٤٦٠. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا وَعُثْمَانُ يَنْهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَاَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَاٰى عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِاَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ اَحَدٍ-

১৪৬০. মারওয়ান ইবনুল হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান ও আলী (রা) উভয়েরই খেলাফত যুগ দেখেছি। উসমান (রা) হজ্জে তামাত্তু ও কিরান করতে নিষেধ করতেন। কিন্তু আলী (রা) তা দেখে তাঁর খেলাফত কালে হজ্জ ও উমরার একই সাথে ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বাইকা বে উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন পড়লেন। তিনি বললেন, মাত্র এক ব্যক্তির কথায় আমি নবী (সঃ)-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না।

١٤٦١. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِى اَشْهُرِ الْحَجِّ اَفْجَرِ الْفُجُورِ فِى الْاَرْضِ وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ اِذَا بَرَاءَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْاَثَرُ وَانْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ -

১৪৬১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে উমরা আদায় করাকে মুশরিকরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর গোনাহ বলে মনে করত। তারা মাহে মুহাররমকে সফর বানিয়ে নিত এবং বলত, উটের পিঠের ঘা শুকিয়ে গেলে, রাস্তায় মুসাফিরের পদচিহ্ন মুছে গেলে এবং সফর মাস অতিবাহিত হলে উমরা করতে ইচ্ছুকদের জন্য উমরা করা হালাল হয়ে যায়। নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের ইহরাম বেঁধে চার তারিখে সকালে (মক্কা) পৌছলেন এবং সবাইকে উমরা করতে নির্দেশ দিলেন। সকলের কাছেই এ নির্দেশটি গুরুতর বলে মনে হল। তাই তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এরপর আমাদের জন্য কি কি হালাল হবে। তিনি বললেন, সব কিছুই হালাল হবে।

١٤٦٢. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُ بِالْحِلِّ-

১৪৬২. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি ইহরাম খোলার নির্দেশ দিলেন।

١٤٦٣. عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاشَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ -

১৪৬৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি, সকলেই যে ইহরাম খুলে ফেলেছে কিন্তু আপনি এখনও উমরার ইহরাম খুলেন নি? জবাবে তিনি বলেন, আমি মাথার চুল (আঠালো পদার্থ দিয়ে) জড়িয়ে নিয়েছি এবং আমার কোরবানীর পশুর গলায় মালা লটকিয়েছি। অতএব কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরাম খুলব না।

١٤٦٤. عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضُّبَعِيِّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِىْ نَاسٌ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاَمَرَنِىْ فَرَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلاً يَقُوْلُ لِىْ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ

ثُمَّ قَالَ اَقِمْ عِنْدِى وَاجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِّنْ مَّالِىْ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِىْ رَأَيْتَ -

১৪৬৪. আবু জামরাহ নাসর ইবনে ইমরান দুবাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হজ্জে তামাত্তু আদায় করার জন্য ইহরাম বাঁধলে কিছু সংখ্যক লোক আমাকে নিষেধ করল। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে হজ্জে তামাত্তু করতে আদেশ দিলেন। পরে আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একজন লোক আমাকে বলছেন, 'হজ্জ কবুল হয়েছে এবং উমরাও কবুল হয়েছে'। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জানালে তিনি বললেন, এটি তো নবী (সঃ)-এর সুন্নাত। পরে তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকট অবস্থান করুন। আমি আমার মাল ও সম্পদের একটা অংশ আপনাকে দিয়ে দেব। শো'বা (র) বলেন, আমি (আবু জামরাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (ইবনে আব্বাস) সম্পদের অংশ দিতে চাইলেন কেন? জবাবে তিনি (আবু জামরা) বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম সেই কারণে।

١٤٦٥. عَنْ اَبِىْ شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَقَالَ لِىْ اُنَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ تَصِيْرُ الْاٰنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلٰى عَطَاءٍ اَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ اَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ اَحِلُّوا مِنْ اِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ اَقِيْمُوا حَلَالًا حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاَهِلُّوْا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوْا الَّتِىْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوْا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا اَمَرْتُكُمْ فَلَوْ لَا اَنِّىْ سُقْتُ الْهَدْىَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِىْ اَمَرْتُكُمْ وَلٰكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّىْ حَرَامٌ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوْا -

১৪৬৫. আবু শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আমি উমরার ইহরাম বেঁধে ইয়াওমুত তারবিয়াহ, অর্থাৎ আট তারিখের তিনদিন পূর্বেই মক্কা পৌঁছলে মক্কাবাসীদের কিছু সংখ্যক লোক আমাকে বলল, আপনার হজ্জ এখন দেখছি মক্কী হজ্জ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক মাসয়ালা জানার জন্য আমি আতা (র)-র কাছে গেলাম। তিনি বললেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) আমাকে বলেছেন যে, যে দিন মহানবী (স) কোরবানীর পশুগুলো সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ করেছিলেন। অথচ সবাই শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল। তিনি তাদের বললেন, তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ করে ইহরাম খুলে ফেল আর মাথার চুল কেটে ফেল এবং ইহরাম মুক্ত হয়ে যাও, আবার আট তারিখ আসলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও এবং পূর্বেরটাকে উমরার ইহরাম গণ্য কর। সবাই বলল, আমরা তো হজ্জের নিয়াত করেছিলাম,

এমতাবস্থায় সেটিকে কি করে উমরার ইহ্‌রামে পরিণত করব? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, আমি যা নির্দেশ প্রদান করছি তাই কর। যদি আমি সাথে কোরবানীর পশু এনে না থাকতাম, তাহলে তোমাদের যে নির্দেশ আমি দিচ্ছি, আমি নিজেও তাই করতাম। কিন্তু আমি কোন হারামকে (অর্থাৎ ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে যেসব কাজ সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে তা) হালাল করতে পারি না যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছে (ততক্ষণ আমি ইহ্‌রাম খুলতে পারি না)। সুতরাং লোকেরা সবাই তাঁর নির্দেশ মত কাজ করল।

١٤٦٦. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيْدُ اِلٰى اَنْ تَنْهٰى عَنْ اَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنِيْ عَنْكَ قَالَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عَلِيٌّ اَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا –

১৪৬৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জে তামাত্তুর ব্যাপারে উসফান[১৩] নামক স্থানে আলী ও উসমান (রা)-র মধ্যে মতানৈক্য হয়ে গেল। আলী (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেছেন তা থেকে আপনি নিষেধ করছেন, এতে আপনার উদ্দেশ্য কি? জবাবে উসমান (রা) বললেন, আমাকে আমার মতে চলতে দিন। বর্ণনাকারী বলেন, এ দেখে আলী (রা) এক সাথেই দু'টোর (হজ্জ ও উমরা) ইহ্‌রাম বাঁধলেন।

৩৫—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি হজ্জের নিয়াত করে এবং তজ্জন্য (ইহ্‌রাম বেঁধে) তালবিয়া পাঠ করে।

١٤٦٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

১৪৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (হজ্জ সমাপনের জন্য) আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আগমন করলাম। এ সময় আমরা বলছিলাম, লাব্বাইকা বিল হাজ্জি। কিন্তু নবী (সঃ) আমাদের নির্দেশ দিলে আমরা তা উমরায় পরিণত করে নিলাম (অর্থাৎ উমরার নিয়াত করলাম)।[১৪]

৩৬—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)—এর সময়ে হজ্জে তামাত্তু।

١٤٦٨. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَزَلَ الْقُرْاٰنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَاْيِهِ مَا شَاءَ –

---

১৩. 'উসফান' মক্কা থেকে প্রায় ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী একটি জনপদ।

১৪. তিন প্রকার হজ্জে ইহ্‌রাম বাঁধার সময় এভাবে লাব্বাইকা পড়ে দোআ করা উত্তম।

১৪৬৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সময়ে হজ্জে তামাত্তু আদায় করেছি এবং এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও নাযিল হয়েছে। অথচ এক ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা নিজের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করছেন।[১৫]

৩৭–অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ط فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ * فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ . سورة البقرة . اية ١٩٦

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরার নিয়াত করলে তা পূর্ণাংগরূপে আদায় কর। যদি কোথাও অবরুদ্ধ হও তবে কোরবানীর জন্য যা পাবে কোরবানী হিসেবে আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। আর কোরবানী ঠিক তার জায়গায় (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না। অবশ্য কেউ পীড়িত হওয়া অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাধি থাকার কারণে যদি মাথা মুন্ডন করে তাহলে তার উচিত রোযা রাখা, ফিদইয়া দান করা অথবা কোরবানী করা। এরপর শান্তির পরিবেশ হলে (এবং হজ্জের পূর্বেই মক্কা পৌছতে পারলে) হজ্জের পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করে কল্যাণ লাভ করতে চায় তবে সে সাধ্যমত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে। এই বিশেষ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর দেয়া এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক। ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা–" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

(আবু কামেল ফুদায়েল ইবনে হুসাইন বাসরী বলেছেন, আবু মা'শারুল বররা উসমান ইবনে গিয়াস এবং ইকরামার মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে,) ইবনে আব্বাসকে হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

---

১৫. এখানে হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা উমরই প্রথম ব্যক্তি যিনি হজ্জে তামাত্তু করতে নিষেধ করেছিলেন।

তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় মুহাজির, আনসার ও নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর সেই সাথে আমরাও ইহরাম বেঁধেছিলাম। অতপর আমরা মক্কায় পৌছলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে নাও (অর্থাৎ হজ্জের নিয়াতকে উমরার নিয়াতে পরিবর্তিত কর)। কিন্তু যাদের কুরবানীর পশু আছে এবং তার গলায় মালা বেঁধেছে তাকে এমনটি করতে হবে না। আমরা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম, সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করলাম, আমাদের স্ত্রীদের কাছে গমন করলাম (সহবাস করলাম) এবং (ইহরামের কাপড় বদলিয়ে) কাপড় পরিধান করলাম। নবী (সঃ) বলেছেন, যারা কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা (মালা) বেঁধেছে, তাদের কোরবানী যথাস্থানে (হেরেমে) না পৌছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। এরপর তারবিয়ার দিন (অর্থাৎ আট তারিখের সন্ধ্যায়) নবী (সঃ) আমাদেরকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধতে নির্দেশ দিলেন। আমরা হজ্জের সকল মানাসিক (অনুষ্ঠান) সমাপন করে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলে আমাদের হজ্জ সম্পন্ন হল এবং একটি কুরবানী আমাদের ওপর ওয়াজিব হল। কেননা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ-

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ اية ١٩٦

"হজ্জের সময় উপনীত হওয়ার পূর্বে তোমাদের কেউ যদি উমরা করার সুযোগ গ্রহণ করতে চায় তবে সে সামর্থ মত কোরবানী দিবে। কিন্তু কোরবানী দিতে না পারলে হজ্জের মওসুমে তিনটি এবং বাড়ী ফিরে সাতটি (মোট দশটি) রোযা রাখবে-" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

অর্থাৎ নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার পর (অবশিষ্ট সাতটি রোযা আদায় করবে)। আর এ ক্ষেত্রে কোরবানীর জন্য একটি বকরীই যথেষ্ট। সুতরাং সবাই হজ্জ ও উমরাকে একসাথে আদায় করতে পারার কারণে একই বছর দু'টি ইবাদত করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা এর (অনুমতি প্রদান করে) আল্লাহ তাঁর কিতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নী (সঃ) এটিকে সুন্নাত হিসেবে পালন করেছেন এবং মক্কাবাসীগণ ব্যতীত অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ - سُورَةُ البقرة . اية ١٩٦

"এই বিশেষ সুবিধা তাদের জন্য যারা মসজিদে হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আল্লাহর এসব নির্দেশের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাক। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী" —(বাকারা ঃ ১৯৬)।

আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে যা বলেছেন, তদনুযায়ী হজ্জের মাসগুলো হলঃ শাওয়াল, যুল—কা'দাহ ও যুল—হিজ্জাহ। এই মাসগুলোতে যারা হজ্জে তামাত্তু আদায় করবে তাদেরকে (অতিরিক্ত) একটি কোরবানী করতে হবে অথবা রোযা রাখতে হবে।

৩৮—অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল করা।

١٤٦٩. عَنْ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا دَخَلَ اَدْنَى الْحَرَمِ اَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِىْ طُوًى ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

১৪৬৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রা) হেরেমের নিকটবর্তী হলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত কাটাতেন, সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

৩৯—অনুচ্ছেদ ঃ দিবাভাগে অথবা রাতে মক্কায় প্রবেশ করা।

١٤٧٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَاتَ النَّبِىُّ ﷺ بِذِى طُوًى حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

১৪৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যি-তুয়া নামক উপত্যকায় রাত যাপন করেছেন এবং ভোর হলে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। আর ইবনে উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

৪০—অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে?

١٤٧١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى.

১৪৭১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সানিয়্যাতুল উলইয়া (মক্কার পূর্বদিকে কাদা নামক উচ্চ গিরিপথ) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও

সানিয়্যাতুস সুফলা (মক্কার পশ্চিম দিকে কাদা নামক নিম্ন গিরিপথ) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন।

৪১ অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ এলাকা দিয়ে মক্কা থেকে বের হতে হবে?

١٤٧٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَادَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِى بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلٰى -

১৪৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার কংকরময় ভূমিতে অবস্থিত সানিয়্যাতুল উলইয়ার কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং সানিয়্যাতুস সুফলা দিয়ে বের হতেন।

١٤٧٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ اِلٰى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ اَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ اَسْفَلِهَا

১৪৭৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) মক্কায় এসে এর উচ্চভূমি দিয়ে প্রবেশ করতেন এবং নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

١٤٧٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كَدًى مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ .

১৪৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রস্থান করেছিলেন।

١٤٧٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلٰى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًى وَاَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدًى وَكَانَتْ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِهٖ-

১৪৭৫. আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

١٤٧٦. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ دَخَلَ النَّبِى ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى وَكَانَ اَقْرَبَهُمَا اِلٰى مَنْزِلِه -

১৪৭৬. উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমি এলাকার কাদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (র) অধিকাংশ

সময়ই কোদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন। দু'টি জায়গার (কাদা এবং কোদা) মধ্যে এটিই ছিল তাঁর বাড়ীর বেশ নিকটবর্তী।[১৬]

١٤٧٧. عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا وَكَانَ اَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ اَقْرَبِهِمَا اِلٰى مَنْزِلِهِ–

১৪৭৭. হিশাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছরে নবী (সঃ) কাদা নামক জায়গা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। উরওয়া (কাদা এবং কোদা) এ দু'টি জায়গা দিয়েই প্রবেশ করতেন। তবে তিনি তাঁর বাড়ীর নিকটবর্তী কোদা নামক জায়গা দিয়ে অধিকাংশ সময় প্রবেশ করতেন।[১৭]

৪২–অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও তার বাড়ি–ঘরের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ* وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ–

(سورة البقرة – ايات ١٢٤–١٢٨)

"আর আমি এ ঘরকে (কা'বাকে) সমগ্র মানবজাতির জন্য কেন্দ্র এবং নিরাপত্তার জায়গা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি। (আর লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইবরাহীম যেখানে দাঁড়িয়ে আমার ইবাদত করত, সে জায়গাটাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও। সংগে সংগে ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকীদ করেছিলাম, আমার এই ঘরকে তাওয়াফ 'ই'তেকাফ, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য (নামায আদায়কারীদে জন্য) পাক পবিত্র রাখ। আর যখন ইবরাহীম এই বলে প্রার্থনা করলেন যে, হে আমার রব। এ শহরকে তুমি নিরাপত্তার শহর করে দাও এবং

---

১৬. হিশাম বর্ণনা করেছেন, উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) কাদা ও কোদা এ উভয় জায়গা দিয়েই মক্কায় প্রবেশ করতেন। আর অধিকাংশ সময় তিনি কোদা নামক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করতেন। কারণ, এটি তাঁর বাড়ী বেশী নিকটে হত।

১৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেছেন, কাদা এবং কোদা আলাদা আলাদা দু'টি জায়গা।

এখানকার যে সকল বাসিন্দা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তাদেরকে রিযিক হিসেবে সব রকমের ফলমূল দান কর। জবাবে তার রব বললেন, এর পরেও যারা কুফরী করবে তাদেরকেও আমি দুনিয়ার স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করব। কিন্তু পরিণামে তাকে জাহান্নামের আযাবের দিকে নিয়ে যাব, আর তা কতই না জঘন্য জায়গা। ঐ সময়ের স্মৃতি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল (পিতা–পুত্র) মিলে এ ঘরের বুনিয়াদ গেঁথে উঠাচ্ছিল আর দোয়া করেছিল, হে আমাদের রব! আমাদের (পিতা–পুত্র) উভয়কে তুমি মুসলমান (তোমার অনুগত) বানাও। আমাদের অধস্তন পুরুষ থেকে এমন এক জাতির উৎপত্তি ঘটাও যারা সত্যিকার অর্থেই তোমার অনুগত হবে। তোমার ইবাদতের পন্থা আমাদের বাতলিয়ে দাও এবং আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি বড় ক্ষমাশীল, তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান (বাকারা ঃ ১২৪–১২৮)।

١٤٧٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ اِلَى الاَرْضِ فَطَمَحَتْ (فَطَحَمَتْ) عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اَرِنِى اِزَارِى فَشَدَّهُ عَلَيْهِ–

১৪৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কা'বার নির্মাণকাজ শুরু হলে নবী (সঃ) ও (তাঁর চাচা) আব্বাস (কাঁধে করে) পাথর বয়ে আনছিলেন। এক সময় আব্বাস নবী (সঃ)–কে বললেন, তোমার ইজার (লুঙ্গি) খুলে কাঁধে রেখে (তার ওপরে) পাথর বহন কর। সুতরাং তিনি এরূপ করা (কাপড় খোলা) মাত্র সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং (তাঁর) চোখ দু'টি আসমানের দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, আমার ইজারখানা আমাকে দাও। সুতরাং (তাঁকে তা দেয়া হলে) তিনি তা বেঁধে নিলেন অর্থাৎ পরিধান করলেন।

١٤٧٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ حِيْنَ (لَمَّا) بَنَوا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ لَوْلاَ حَدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اِسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ اِلاَّ اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ–

১৯. মক্কা ও মক্কার চারদিকে কিছু জায়গাকে হেরেম বলা হয়। এ স্থানকে হেরেম এ জন্য বলা হয় যে, এ স্থানে এমন অনেক কাজ করাকে আল্লাহ তাআলা হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন যা এ এলাকার

১৪৭৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেছিলেনঃ আয়েশা! তুমি কি জান না, তোমার কওম যখন কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিল তখন ইবরাহীমের ভিতের চেয়ে ছোট করে নির্মাণ করেছিল? (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি তা পুনরায় ইবরাহীমের তৈরী ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করবেন না? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, কুফরের সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তবে আমি অবশ্যই তা করতাম (অর্থাৎ কা'বা ঘর ভেঙ্গে ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম)। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রা) নিশ্চিতভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে এ কথা শুনেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় এজন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) হাজরে আসওয়াদের সন্নিকটস্থ দু'টি রুকনে চুমু খাওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা কা'বা ঘর ইবরাহীমের তৈরী ভিত্তি অনুযায়ী পূর্ণাংগ করে নির্মাণ করা হয়নি।

١٤٨٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجِدَارِ اَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ اِنَّ قَوْمَكِ قَصُرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَانُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا قَالَ فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْهَا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَاَخَافُ اَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ اَنْ اُدْخِلَ الْجِدَارَ فِى الْبَيْتِ وَاَنْ اُلْصِقَ بَابَهُ بِالْاَرْضِ -

১৪৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি (কা'বা) ঘরের বাইরের প্রাচীর (হাতীম) সম্পর্কে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, সেটি কি (কা'বা) ঘরের অংশ? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ (সেটাও কা'বা ঘরের অংশ)। আমি বললাম, তাহলে তারা (কুরাইশরা) সেই অংশ খানায়ে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন? তিনি (সঃ) বললেন, তাদের নিকট এজন্য খরচ করার মত অর্থের অনটন দেখা দিয়েছিল। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, দরজা (কা'বা ঘরের দরজা) এত উঁচুতে স্থাপন করার কারণ কি? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কওম এটি এজন্য করেছে যে, তারা যাকে ইচ্ছা প্রবেশের অনুমতি দেবে আর যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করতে বাধা দেবে। জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত এবং প্রাচীর বেষ্টিত স্থান বায়তুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা তাদের মন মেনে নিতে পারবে না বলে আমি ভয় না করতাম, তাহলে উক্ত স্থান বায়তুল্লাহর মধ্যে শামিল করতাম এবং দরজা নীচু করে ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম।[১৮]

١٤٨١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ لاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلٰى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ فَاِنَّ قُرَيْشًا اِسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا .

---

১৮. হাতীম ঃ বায়তুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন উত্তর পাশে ছোট দেয়ালঘেরা স্থানকে হাতীম বলা হয়। মূলতঃ এটা কাবারই অংশ।

১৪৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, কুফরী ধ্যানধারণার সাথে তোমার কওমের সম্পর্ক যদি অল্পকাল আগের না হত, তাহলে আমি কা'বা ঘর ভেঙ্গে ফেলে তা ইবরাহীমের ভিত অনুযায়ী নির্মাণ করতাম। কেননা কুরাইশগণ তা ছোট করে নির্মাণ করেছে এবং এর আরো একটি দরজা রাখতাম।

١٤٨٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ لَوْ لاَ اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لاَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَاَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا اُخْرِجَ مِنْهُ وَاَلْزَقْتُهُ بِالاَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ فَذَالِكَ الَّذِىْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلٰى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيْدُ وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَاَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحَجَرِ وَقَدْ رَأَيْتُ اَسَاسَ اِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَاَسْنِمَةِ الاِبِلِ قَالَ جَرِيْرٌ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ مَوْضِعُهُ قَالَ اُرِيْكَهُ الاٰنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَاَشَارَ اِلٰى مَكَانٍ فَقَالَ هٰهُنَا فَخَرَزْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا-

১৪৮২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন, হে আয়েশা! জাহিলিয়াতের সাথে তোমার কওমের সম্পর্কটা যদি অতি অল্প দিন আগের না হত, তাহলে আমি নির্দেশ দিয়ে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে ফেলতাম এবং তার যে স্থানটুকু বাইরে রাখা হয়েছে তা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম। আর ঘর ও তার দরজা ভূমি সংলগ্ন করে দিতাম এবং দু'টি দরজা রাখতাম, একটা পূর্বদিকে ও অপরটা পশ্চিম দিকে, আর ইবরাহীমের তৈরী (ভিতের ওপর নির্মিত) ঘরের সমতুল্য করে দিতাম। নবী (সঃ) -এর এই বাণীই (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরকে বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে গড়বার অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছিল। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন, (আবদুল্লা) ইবনে যুবায়ের (রা) যে সময় ঘর ধ্বসিয়ে তা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বেষ্টিত অংশটুকু (হাতীম) এর অন্তর্ভুক্ত করেন সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত ভিতের পাথরও দেখেছি যা একটা উটের কুঁজের মত দেখাত। জারীর ইবনে হাযেম (র) বর্ণনা করেছেন, আমি ইয়াযীদকে জিজ্ঞেস করলাম, উক্ত পাথরের স্থান কোনটি? তিনি বললেন, আমি এখনই সে স্থান তোমাকে দেখাচ্ছি। সুতরাং আমি তাঁর সাথে গিয়ে পরিত্যক্ত দেয়াল বেষ্টনীতে (হাতীমে) প্রবেশ করলে তিনি একটি জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এখানে। জারীর (র) বলেছেন, আমি অর্ধ বৃত্তাকার স্থানটুকু মেপে দেখেছি- ছয় গজ বা তার কাছাকাছি।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার হেরেমের মর্যাদা[১১] মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْئٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (سورة النمل - اية ٩١)

"হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি এ শহরের প্রভুর দাসত্ব করব যিনি একে হেরেম বা মহিমান্বিত করেছেন। তিনি সব জিনিসেরই মালিক। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি মুসলমান হয়ে জীবন যাপন করি—" (নামল ঃ ৯১)।

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا . اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْئٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (سورة القصص - اية ٥٧)

"তারা বলে, আমরা যদি তোমাদের সাথে এ হেদায়াতের আনুগত্য স্বীকার করে নেই তাহলে স্বদেশভূমি থেকে অকস্মাৎ বহিষ্কৃত হব। কিন্তু এটা কি বাস্তব ঘটনা নয় যে, আমি একটি নিরাপদ ও শান্তিময় হেরেমকে তাদের অবস্থান স্থল করেছি, যেখানে সব রকমের ফল—ফলাদি আমার পক্ষ থেকে রিযিক হিসেবে প্রতিনিয়ত এসে জমা হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবহিত নয়"—(কাসাস ঃ ৫৭)।

١٤٨٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا-

১৪৮৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেনঃ এ শহরকে আল্লাহ মহিমান্বিত ও মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। এর কাঁটা (গাছ)—ও কাটা যাবে না, শিকার তাড়া করা যাবে না, রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কেউ কুড়িয়ে নিতে পারবে না।

৪৪—অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার ঘর—বাড়ীতে উত্তরাধিকার বহাল থাকা ও ঐগুলোর ক্রয় বিক্রয় করা। মসজিদে হারামের মধ্যে সকল মানুষেরই (মুসলমান) অধিকার সমান। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

বাইরে হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। হেরেম মক্কী বা মক্কার হেরেমের সীমা হল, মক্কা থেকে মদীনার পথে তিন মাইল, ইরাকের পথে সাত মাইল, জে'রানার পথে নয় মাইল এবং জেদ্দার পথে দশ মাইল পর্যন্ত। এই সীমার মধ্যে অবস্থিত জায়গাকে হেরেম বলা হয়। হেরেমের বাইরে হালাল এমন অনেক কাজও হেরেমের মধ্যে হারাম। মক্কা ইসলামের কেন্দ্রভূমি। তাই এর মর্যাদা, মহত্ব ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (سورة الحج - اية . ٢٥)

"যারা কুফরী করছে এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিচ্ছে এবং মসজিদে হারামে (এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে মসজিদে হারামকে আমি সকল মানুষের জন্য তৈরী করেছি এবং যেখানে স্থানীয় ও বহিরাগত লোকের অধিকার সমান, তাদের আচরণ নিশ্চিতভাবেই শাস্তি প্রদানের মত আচরণ। এতে (মসজিদে হারামে) যে-ই সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যুলুমের পথ ধরবে, আমি তাকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাব"- (সূরা হজ্জ : ২৫)।

١٤٨٤. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ فِىْ دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ اَوْ دُوْرٍ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوْا يَتَاوَّلُوْنَ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوا وَنَصَرُوْا اُوْلٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْئٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلاَّ عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ - سورة الانفال- اية ٧٢

১৪৮৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মক্কায় আপনি নিজ বাড়ীতে কোথায় অবস্থান করবেন (মনে করছেন?) নবী (সঃ) বললেন, আকীল কি আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ীর কিছু অবশিষ্ট রেখেছে? আকীল এবং তালেব আবু তালেবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, কিন্তু জাফর ও আলী (রা) উত্তরাধিকারী হননি। কেননা তাঁরা দু'জন ছিলেন মুসলমান, আর আকীল ও তালেব কাফের। এ কারণে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলতেন, মুমিন কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, এ ব্যাপারে সকলেই মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার এ বাণীর ব্যাখ্যা করে উক্ত মর্ম গ্রহণ করতেন। (আয়াতটির অর্থ হল) "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে এবং যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দান করেছে এবং তাদেরকে

সাহায্য করেছে তারাই একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যেসব লোক ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে দারুল ইসলামে আগমন করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্বের কোন প্রকার সম্পর্ক তোমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত থাকতে পারে না, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে চলে আসে। তবে দীনের ব্যাপারে তারা তোমাদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলে এবং তারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ জাতির বিরুদ্ধে না গেলে, তোমরা তাদের সাহায্য করতে পার। যা কিছুই তোমরা করছ তা সবই আল্লাহ দেখে থাকেন" (আনফাল ঃ ৭২)।

৪৫—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)—এর মক্কায় উপনীত হওয়া।

١٤٨٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ-

১৪৮৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা আগমনের ইচ্ছা করলেন তখন বলেছিলেনঃ ইনশাআল্লাহ আগামী কাল আমাদের অবস্থান স্থল হবে খাইফে বনী কিনানাতে, যেখানে কুরাইশগণ কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল।

١٤٨٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِى بِذَالِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَالِكَ اَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَبَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَوْ بَنِىْ الْمُطَّلِبِ اَنْ لاَّ يُنَاكِحُوْهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوْهُمْ حَتّٰى يُسَلِّمُوْا اِلَيْهِمُ النَّبِىَّ ﷺ

১৪৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইয়াওমুন নাহারে (অর্থাৎ কোরবানীর দিন) মিনাতে অবস্থানকালে বলেছিলেন ঃ আমরা আগামী কাল সকালে খাইফে বনী কিনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব যেখানে তারা (অর্থাৎ কুরাইশরা) কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, কুরাইশ ও বনী কিনানা (গোত্রদ্বয়) বনী হাশেম ও বনী আবদুল মুত্তালিব অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বনী মুত্তালিবের ব্যাপারে এই শপথ নিয়াছিল যে, যে পর্যন্ত তারা (বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব) নবী (সঃ)-কে তাদের (কুরাইশ ও বনী কিনানার) হাতে সোপর্দ না করবে তত দিন পর্যন্ত তাদের সাথে বিবাহ-শাদীর সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ক্রয়-বিক্রয় ও ও ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না।

৪৬—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ه رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ه (سورة ابراهيم آيات ٣٥-٢٧

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন ইবরাহীম দো'আ করেছিলঃ হে আমার রব! এ শহরকে (মক্কা) তুমি নিরাপত্তার শহর বানাও, আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। হে প্রভু! ঐ সব মূর্তি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। সুতরাং তাদের মধ্যে যে আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করবে, সে আমার পথ অনুসরণকারী হবে। যদি কেউ অমান্য করে তাহলে তুমি তো ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। প্রভু হে! আমি একটি উসর মরুপ্রান্তরে আমার সন্তানদের এক অংশ তোমার মহিমান্বিত ঘরের পাশে এনে রেখে যাচ্ছি, হে রব! যাতে তারা এখানে নামায প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং তুমি ওদের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফলমূলের খাদ্য দান কর, যাতে তারা তোমার শোকরগোজার বান্দা হতে পারে—" (ইবরাহীম ঃ ২৪—২৭)।

৪৭—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْىَ وَالْقَلَائِدَ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ . (المَائدة ٩٧)

"পবিত্র স্থান কাবাকে আল্লাহ লোকদের (সমষ্টিগত জীবনের) জন্য আবাসভূমি (স্থিতির ধারক) করেছেন। আর নিষিদ্ধ মাস, কোরবানীর পশুগুলো এবং পশুর গলায় লটকানো চিহ্নসমূহ (এ উদ্দেশ্যে সহায়ক করে দেয়া হয়েছে) যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সকল অবস্থা জ্ঞাত রয়েছেন। আর সর্ব বিষয়ে তো তাঁর জানাই আছে—" (মাইদা ঃ ৯৮)।

١٤٨٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

১৪৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ক্ষীণ পায়ের নলা বিশিষ্ট হাবশীরা কাবাঘর ধ্বংস করবে।

١٤٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ اَنْ يُّفْرَضَ

رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللّٰهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يَّتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ –

১৪৮৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে মুসলমানগণ আশূরার রোযা রাখতেন। আর এ দিনটিতে (আশূরার দিনটি) কাবা ঘরকে গেলাফ দ্বারা ঢাকা হত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযা ফরয করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমাদের কেউ আশূরার রোযা রাখতে চাইলে এখনও (রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পরও) রাখতে পারে। আর যারা তা ছেড়ে দিতে চায় ছেড়ে দিতে পারে।

١٤٨٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ تَابَعَهُ اَبَانٌ وَعِمْرَانٌ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتَ وَالْاَوَّلُ اَكْثَرُ–

১৪৮৯. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, ইয়াজূজ–মাজূজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহয় হজ্জ ও উমরা হতে থাকবে। আবান (রঃ) ইমরানের মাধ্যমে কাতাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবদুর রহমান শো'বা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যত দিন পর্যন্ত না বায়তুল্লাহর হজ্জ বন্ধ হবে তত দিন পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তবে প্রথম কথাটিই বেশী লোকে বর্ণনা করেছেন।

৪৮–অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরকে গেলাফ দ্বারা আবৃত করা।

١٤٩٠. عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِىِّ فِى الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ لاَّ اَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ اِلاَّ قَسَمْتُهُ قُلْتُ اِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمَرْاَنِ اَقْتَدِىْ بِهِمَا–

১৪৯০. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শাইবার সাথে কা'বার আঙ্গিনায় একটি কুরসীতে বসেছিলাম। শাইবা বললেন, একদিন উমর (রা) এখানে বসেছিলেন। তিনি (উমর) বললেন, আমি এ (কা'বা) ঘরের মধ্যে কোন প্রকার সোনা বা রূপা না রেখে বরং তা বন্টন করে দেয়ার ইচ্ছা করেছি। (শাইবা বলেন) আমি বললাম, আপনার (পূর্ববর্তী) দুই সাথী (রসূলুল্লাহ সাঃ ও আবু বকর) তো এরূপ করেননি। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, ঐ দুই জনকেই তো আমি অনুসরণ করে থাকি (অর্থাৎ তাঁরা যদি এরূপ না করে থাকেন তাহলে আমিও করব না)।

৪৯—অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করা। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, একটি সেনাবাহিনী কা'বা ঘরে যুদ্ধাভিযান চালাবে, কিন্তু তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে।

١٤٩١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَأَنِّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا-

১৪৯১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, আমি সেই কালো কুৎসিৎ ব্যক্তিকে যেন দেখছি, যে কা'বার এক একটি পাথর খুলে খুলে নিক্ষেপ করবে।

١٤٩٢. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُوالسُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ-

১৪৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পায়ের দু'টি ক্ষুদ্র গোছা বিশিষ্ট এক হাবশী কা'বা ঘর ধ্বংস করবে।

৫০—অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে যেসব কথা উল্লেখিত হয়েছে।

١٤٩٣. عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَاءَ اِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ اِنِّى لَاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْ لاَ اَنِّى رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ-

১৪৯৩. আবেস ইবনে রাবীআ (রঃ) উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তাতে চুমু দিয়ে বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো অনিষ্ট করতেও পার না, আবার উপকার করতেও সক্ষম নও। আমি যদি নবী (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমায় চুমু দিতাম না।

৫১—অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের দরজা বন্ধ করা এবং ঘরের অভ্যন্তরে যেদিকে বা যেখানে ইচ্ছা নামায পড়া।

١٤٩٤. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاَغْلَقُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَلَمَّا فَتَحُوْا فَكُنْتُ اَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلاَلاً فَسَاَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ-

১৪৯৪. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে এবং উসামা ইবনে যায়েদ, বিলাল ও উসমান ইবনে তালহা (রা) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে দরজা খুললে আমিই সর্বপ্রথমে (তাতে) প্রবেশ করলাম এবং বিলালের দেখা পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি ঘরের মধ্যে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ তিনি (সঃ) ইয়ামানী স্তম্ভ দু'টির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।

৫২—অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে নামায পড়া।

١٤٩٥. عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشٰى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشٰى حَتّٰى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِىْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِّنْ ثَلٰثَةِ اَذْرُعٍ فَيُصَلِّى يَتَوَخّٰى الْمَكَانَ الَّذِىْ اَخْبَرَهُ بِلَالٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِيْهِ وَلَيْسَ عَلٰى اَحَدٍ بَأْسٌ اَنْ يُّصَلِّىَ فِىْ اَىِّ نَوَاحِى الْبَيْتِ شَاءَ –

১৪৯৫. নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখনই খানায়ে কা'বাতে প্রবেশ করতেন তখনই দরজা পিছনে রেখে সামনের দিকে এতখানি এগিয়ে যেতেন যে, তাঁর ও সামনের দেয়ালের মধ্যে মাত্র তিন গজের দূরত্ব থাকত। সেখানে তিনি নামায পড়তেন এবং পরে সেই জায়গাটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন। জায়গাটির কথা বিলাল (রা) তাঁকে বলেছিলেন। তবে খানায়ে কা'বার অভ্যন্তরে যে কোন দিকে যে কোন জায়গায় নামায আদায় করতে দোষ নেই।

৫৩—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেনি। ইবনে উমর (রা) অনেক বার হজ্জ করেছেন কিন্তু কা'বা ঘরে প্রবেশ করতেন না।

١٤٩٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ –

১৪৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা আদায় করলেন। সেই সময় তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এ সময় তাঁর সাথে একটি লোক ছিল, যে তাঁকে লোকদের থেকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। এক ব্যক্তি তাকে (আড়ালকারী ব্যক্তিকে) জিজ্ঞেস করল, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? সে জবাব দিল, না (তিনি প্রবেশ করেননি)।

৫৪—অনুচ্ছেদ ঃ কা'বার চতুর্দিকে তাকবীর ধ্বনি দেয়া।

١٤٩٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ اَبٰى اَنْ يَّدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْاٰلِهَةُ فَاَمَرَ بِهَا فَاُخْرِجَتْ فَاَخْرَجُوْا صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فِىْ اَيْدِيْهِمَا الْاَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا وَاللّٰهِ قَدْ عَلِمُوْا اَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِىْ نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ -

১৪৯৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বা ঘরের কাছে আগমন করে তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। কারণ তখন তাতে ছিল বহু সংখ্যক ইলাহ বা পাথরের মূর্তি আকারের দেবদেবী। তিনি সেগুলো বের করে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। সেগুলো বের করে ফেলা হল। (মুসলমানগণ) সবাই ইবরাহীম ও ইসমাঈলের মূর্তিও বের করে ফেললেন। তাদের (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) হাতে দেওয়া ছিল আযলাম (শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর ফলক)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তাদের (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ! তারা (মুশরিকরা) অবশ্যই জানতো যে, তাঁরা (ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কোন সময়ও শুভ-অশুভ নির্ণয়ক তীর নিক্ষেপ করেননি। অতঃপর তিনি (সঃ) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বিভিন্ন স্থানে তাকবীর ধ্বনি বললেন। তবে তখন তিনি সেখানে নামায পড়েননি।

৫৫—অনুচ্ছেদঃ রমল কিভাবে শুরু হয়েছে। [২২]

١٤٩٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ (وَقَدْ) وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ الثَّلٰثَةَ وَاَنْ يَّمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ اَنْ يَّرْمُلُوْا الْاَشْوَاطَ كُلَّهَا اِلاَّ الْاِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ-

১৪৯৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (উমরাতুল কাযা) আদায়ের উদ্দেশ্যে (মক্কায়) আগমন করলে মুশরিকরা বলতে শুরু করল, এমন একদল লোক তোমাদের এখানে এসেছে মদীনার জ্বর যাদেরকে হীন ও দুর্বল করে দিয়েছে। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের প্রথম তিন শাওতে (কা'বার চারদিকে একবার ঘোরাকে এক শাওত বলে) রমল করতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু দুই রুকনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে চলতে বললেন। আর তাদের ওপর স্নেহপ্রবণ হয়েই তিনি সবগুলো শাওতে (মোট সাত শাওত দিতে হয়) রমল করতে নির্দেশ দেননি।

---

২২. রমল হল ছোট ছোট পদক্ষেপে দুই কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে (বীর যোদ্ধার মত) দ্রুত চলা। যাতে কাফেররা মুসলমানদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ পায় এবং তাদের শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করতে না পারে।

৫৬–অনুচ্ছেদঃ মক্কা আগমনের পরই হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া এবং তাওয়াফের সময় প্রথম তিন শাওতে রমল করা।

١٤٩٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ اِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الاَسْوَدَ اَوَّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

১৪৯৯. সালেম (রঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে দেখেছি যখন তিনি মক্কা আগমন করতেন তখন প্রথম তাওয়াফেই হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন এবং সাত তাওয়াফের প্রথম তিন তাওয়াফে রমল করতেন।

৫৭–অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরায় রমল করা।

١٥٠٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلٰثَةَ اَشْوَاطٍ وَمَشٰى اَرْبَعَةً فِى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ–

১৫০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরা আদায়ের ক্ষেত্রে নবী (সঃ) (তাওয়াফের সময় প্রথম) তিন শাওতে দ্রুত ও (পরবর্তী) চার শাওতে স্বাভাবিকভাবে পদচারণা করেছেন।

١٥٠١. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّى لاَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْ لاَ اَنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ وَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ اِنَّمَا كُنَّا رَاَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ اَهْلَكَهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ شَيْئٌ صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ اَنْ نَتْرُكَهُ .

১৫০১. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রুকন (হাজরে আসওয়াদ)–কে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি তুমি একটি পাথর বৈ কিছু নও। তুমি কারো ক্ষতি করতে পার না এবং উপকার করতেও পার না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে তোমায় চুমু দিতে না দেখলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না। (এসব কথা বলার পর) তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমু দিলেন এবং আবার বললেন, এ রমল করাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? হাঁ, এর দ্বারা আমরা মুশরিকদের (আমাদের বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি) দেখিয়েছি। এখন আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। অতএব তা পরিত্যাগ করা আমাদের পসন্দ নয়।

١٥٠٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِى شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا قُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِىْ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ اِنَّمَا كَانَ يَمْشِىْ لِيَكُوْنَ اَيْسَرَ لِاِسْتِلاَمِهِ-

১৫০২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কষ্ট অথবা আরাম যে অবস্থায়ই হোক না কেন এ দু'টি রুকনে চুমু দেওয়া আমি তখন থেকে ছাড়িনি, যখন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এ দু'টিতে চুমু দিতে দেখেছি। (উবায়দুল্লাহ বলেন) আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে উমর (রা) কি দু'টি রুকনের মাঝখানে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বললেন, হাঁ, চুমু দেয়ার সুবিধার জন্য তিনি এ দু'টির মাঝে এসে ধীর গতিতে হাঁটতেন।

৫৮—অনুচ্ছেদঃ লাঠি বা ছড়ির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা।

١٥٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلٰى بَعِيْرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ-

১৫০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জের সময় নবী (সঃ) তাঁর উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে তাওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়েছেন।[২৩]

৫৯—অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দু'টি রুকনে ইয়ামানীকে চুমু দিতে সক্ষম হল। মুহাম্মদ ইবনে বকর (র) ইবনে জুরায়েজ ও আমর ইবনে দীনারের মাধ্যমে আবু শা'ছা থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু শা'ছা বলেছেন, কে এমন আছে যে বায়তুল্লাহর কোন কিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চায়? মু'আবিয়া (রা) সবগুলো রুকনেই চুমু দিতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেন, আমরা কিন্তু এ দু'টি রুকনে চুমু দেই না। একথা শুনে মু'আবিয়া তাঁকে বললেন, বায়তুল্লাহর কোন কিছুই বাদ দেয়ার মত নয়। (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবায়ের সবগুলোতেই চুমু দিতেন।

١٥٠٤. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمْ اَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ اِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ-

১৫০৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেছেন, দু'টি রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত আমি নবী (সঃ)-কে বায়তুল্লাহর আর কোন কিছুতেই চুমু দিতে দেখিনি।

---

২৩. হাজরে আসওয়াদে মুখ লাগিয়ে চুমু দিতে পারলে সেটিই উত্তম। তবে যদি খুব ভিড় থাকে তাহলে লাঠি বা ছড়ি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগিয়ে তাতে চুমু দিলেও চলবে। এমনকি লাঠি বা ছড়ি দ্বারা স্পর্শ করাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে হাজরে আসওয়াদের প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং হাতে চুমু দেবে।

৬০—অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া।

١٥٠٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّى رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

১৫০৫. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তার পিতা (আসলাম) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আসলাম) বলেছেন, আমি দেখেছি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হাজরে আসওয়াদে চুমু দিয়ে বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তোমায় চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমু দিতাম না।

١٥٠٦. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ اِسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَقَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ زُحِمْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ غُلِبْتُ قَالَ اِجْعَلْ اَرَاَيْتَ بِالْيَمَنِ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

১৫০৬. যুবায়ের ইবনে আরাবী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া সম্পর্কে এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাতে চুমু দিতে দেখেছি। লোকটি বলল, যদি অধিক ভীড়ের মধ্যে পড়ে যাই এবং অপারগ হয়ে পড়ি? ইবনে উমর (রা) বললেন, তোমার ওসব 'যদি' ও 'মনে করুন' ইত্যাদি দূরে রেখে দাও তো। আমি নবী (সঃ)-কে হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতে দেখেছি।

৬১—অনুচ্ছেদঃ হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে ইংগিতে চুমু দেওয়া।

١٥٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ-

১৫০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছিতেন তখনই কোন জিনিস দ্বারা তার প্রতি ইশারা করতেন (অর্থাৎ চুমু দেওয়ার পরিবর্তে তিনি এতটুকু করাই যথেষ্ট মনে করেছেন)।

৬২—অনুচ্ছেদ ঃ হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে তাকবীর বলা।

١٥٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتَى الرُّكْنَ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ-

১৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছতেন তখন সেদিকে কোন জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

৬৩—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় আগমনের পর বাড়ী ফেরার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এবং দুই রাকাত নামায আদায় করে সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করে (সাফা—মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার জন্য যায়)।

١٥٠٩. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَىْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِىْ الزُّبَيْرِ فَاَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَهُ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِى اُمِّى اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا –

১৫০৯. উরওয়া (রঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছেই প্রথমে যে কাজ করলেন তা হল, তিনি উযূ করলেন এবং তারপর (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করলেন। কিন্তু এটি উমরার তাওয়াফ ছিল না। অতঃপর আবু বকর ও উমর (তাঁদের খেলাফতকালে) অনুরূপভাবেই হজ্জ আদায় করেন। এরপর আমি আমার পিতা যুবায়েরের সাথে হজ্জ করেছি। তিনিও সর্বপ্রথমে তাওয়াফ করেছিলেন। আমি আনসার ও মুহাজিরদেরও অনুরূপভাবে হজ্জ করতে দেখেছি। আমার আম্মাজান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং অমুক অমুক ব্যক্তি উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধলে তাদেরকেও অনুরূপই করতে দেখেছি। তারা হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের (চুমু দেয়ার) পরই ইহরাম খোলেন।

١٥١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ فِى الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ–

১৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আগমন করার পরই রসূলুল্লাহ (সঃ) যে তাওয়াফ করতেন তার প্রথম তিন তাওয়াফে দৌড়াতেন (রমল করতেন) এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন, এরপর দুই রাকাত নামায পড়তেন এবং সাফা—মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করতেন।

١٥١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ

الْاَوَّلَ يَخُبُّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَيَمْشِىْ اَرْبَعَةً وَاَنَّهُ كَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

১৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) প্রথম বার যখন বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তখন প্রথম তিন তাওয়াফে দ্রুত চললেন এবং অবশিষ্ট চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। আর সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈর সময় উভয় টিলার মাঝখানের নীচু স্থানটুকু দৌড়ে পার হতেনা।

৬৪—অনুচ্ছেদঃ পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করা।

আমর ইবনে আলী বলেন, আমার কাছে আবু আসেম (রঃ), ইবনে জুরায়েজ এবং আতার মাধ্যমে ইবনে হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে হিশাম পুরুষদের সাথে মেয়েদের তাওয়াফ করতে নিষেধ করলে আতা তাঁকে বললেন, কি করে তাদেরকে আপনি নিষেধ করছেন? অথচ নবী (সঃ)—এর স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। আমি (ইমাম বুখারী) বললাম, এ ঘটনা পর্দা সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার আগের না পরের? তিনি (আমর ইবনে আলী) জবাব দিলেন, হাঁ আমার জীবনের শপথ। আমি পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁদেরকে এরূপ করতে দেখেছি। আমি বললাম, কি করে পুরুষরা মেয়েদের সাথে মিশতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, তারা মেয়েদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যেত না। যেমন আয়েশা (রা) পুরুষদের থেকে দূরে থেকে তাওয়াফ করতেন এবং তাদের সাথে মিশতেন না। একজন মহিলা আয়েশাকে বলল, হে উম্মুল মুমিনীন। চলুন, আমরা হাজরে আসওয়াদে চুমু দেই। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তুমি যাও। আর এ কথা বলে তিনি অস্বীকার করলেন। নবী (সঃ)—এর স্ত্রীগণ রাতে (তাওয়াফ করতে) বের হতেন, তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না। এভাবে তাঁরা পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করতেন। কিন্তু তাঁরা খানায়ে কা'বায় প্রবেশ করতে চাইলে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন। পুরুষরা বের হয়ে গেলে তখন তাঁরা প্রবেশ করতেন। আয়েশা (রা) যখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (তাঁবুতে) অবস্থান করছিলেন সেই সময় আমি ও উবায়েদ ইবনে উমায়ের তাঁর নিকটে গেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেই সময় তিনি কি দিয়ে পর্দা করছিলেন? তিনি বললেন, সেই সময় তিনি তুর্কী তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন, এর দরজায় একটা পর্দা লটকানো ছিল। এছাড়া আমাদের ও তাঁর মাঝে আর কোন প্রকার পর্দা ছিল না। সেই সময় তিনি একটি গোলাপী চাদর পরিহিতা ছিলেন।

١٥١٢. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ اَشْتَكِىْ فَقَالَ طُوْفِىْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّى اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ—

১৫১২. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার পীড়ার অভিযোগ করলে (এবং এ কারণে তাওয়াফ করার অসুবিধার কথা বললে) তিনি বলেন, তুমি সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি লোকদের পিছনে পিছনে থেকে তাওয়াফ করলাম। আর সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায আদায় করছিলেন এবং তিনি নামাযে 'ওয়াত্ তূরে ওয়া কিতাবিম মাসতূর' সূরাটি পড়ছিলেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফের সময় কথাবার্তা বলা।

١٥١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِاِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ اِلَى اِنْسَانٍ بِسَيْرٍ اَوْ بِخَيْطٍ اَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ -

১৫১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় একটি লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তার হাত ফিতা, রশি বা অনুরূপ কোন কিছু (যেমন রুমাল) দ্বারা অন্য এক লোকের সাথে বেধে রেখেছিল। নবী (সঃ) নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন, ওকে হাত ধরে নিয়ে যাও।[২৪]

١٥١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَتُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ اَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ -

১৫১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করতে দেখলেন, লোকটি চাবুকের রশি বা অনুরূপ কিছু দ্বারা বাঁধা ছিল। সুতরাং তিনি তা কেটে দিলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ উলঙ্গ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না এবং কোন মুশরিকও হজ্জ করতে পারবে না।

١٥١٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ بَعَثَهُ فِى الْحَجَّةِ الَّتِى اَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِى النَّاسِ اَنْ لاَّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

---

২৪. জাহিলী যুগে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নানা রকমের ফন্দি-ফিকির বের করত এবং তা দ্বারা নিজেদেরকে কষ্ট দিয়ে মনে করত যে, এভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে। অথচ এভাবে অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন কাজের মাধ্যমে কখনো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে না। নবী (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল মানব জাতিকে এসব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বন্ধন থেকে মুক্ত করে খোদায়ী আইনের অধীনে স্বাধীন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাই অর্থহীনভাবে লোকটির হাত বাঁধা দেখে তিনি বন্ধন কেটে দিলেন এবং লোকটিকে হাত ধরে নিতে বললেন।

১৫১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বিদায় হজ্জের পূর্বে যে হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর সিদ্দীককে 'আমীরে হজ্জ' নিয়োগ করেছিলেন সে সময় কোরবানীর দিন তিনি [আবু বকর রাঃ] আমাকে কিছু সংখ্যক লোক সমভিব্যাহারে এই ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এই বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়েও কেউ বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

৬৭—অনুচ্ছেদঃ কেউ তাওয়াফ করতে করতে তা বন্ধ করে দিলে। আতা (রঃ) বলেছেন, তাকে তাওয়াফরত ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য করা হবে। ফরয নামাযের ইকামত হলে তাওয়াফ বন্ধ করে নামাযে শামিল হবে। নামাযের সালাম ফিরানোর পর তাকে যদি নিজের জায়গা থেকে (যেখান থেকে সে তাওয়াফ বন্ধ করেছে) বিছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে যেখান থেকে তাওয়াফ ছিন্ন হয়েছে সেখান থেকেই শুরু করবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

৬৮—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) প্রতি সাত চক্কর পর দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি সাত চক্করে দুই রাকাত নামায পড়তেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আতা (ইবনে আবু রাবাহ মক্কী) বলে থাকেন, তাওয়াফের এ দুই রাকাত নামাযের স্থলে (ঐ সময়ের) ফরজ নামাযই যথেষ্ট। জবাবে তিনি বললেন, সুন্নাত অনুযায়ী কাজ করাই উত্তম। তাওয়াফের সময় এমন কোন সাত চক্কর নবী (সঃ) দিতেন না যাতে তিনি দুই রাকাত আদায় করতেন না।

١٥١٦. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ اَيَقَعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِى الْعُمْرَةِ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلّٰى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ -

১৫১৬. আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, উমরার সময় কি কোন ব্যক্তি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার আগে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারে? তিনি বলেন, নবী (সঃ) (মক্কায়) আগম করে (প্রথমে) সাত বার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তারপর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায পড়লেন এবং পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ করলেন আর বললেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে, (আল-আহযাব)। এরপর (বর্ণনাকারী) আমর বললেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিলেন, 'না', সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করার পূর্বে কেউ তার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

৬৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদূম বা প্রথম বার তাওয়াফের পর আরাফাতের দিকে চলে গেল এবং সেখান থেকেই ফিরে গেল, খানায়ে কা'বার কাছে গেল না বা তাওয়াফও করল না।[২৫]

١٥١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعًا وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتّٰى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ –

১৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাত বার কা'বার তাওয়াফ করলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করলেন কিন্তু এ তাওয়াফ (তাওয়াফে কুদূম বা আগমনি তাওয়াফ) করার পর আরাফাত থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত কা'বার নিকটে গেলেন না।

৭০—অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের বাইরে তাওয়াফের দুই রাকাত নামায আদায় করা। উমর (রা) এ দুই রাকাত নামায হেরেমের বাইরে পড়েছেন।

١٥١٨. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَاَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ اُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَاَرَادَتِ الْخُرُوْجَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ لِلصُّبْحِ فَطُوْفِي عَلٰى بَعِيْرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ وَلَمْ تُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَتْ–

১৫১৮. নবী (সঃ)–এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হজ্জের মৌসুমে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর মক্কায় অবস্থানকালে যখন তিনি (সেখান থেকে) যাত্রা করার ইচ্ছা করলেন,

---

২৫. 'তাওয়াফ'ঃ তিন প্রকার (১) কুদূম (২) যিয়ারত ও (৩) সুদূর।

(১) কুদূম তাওয়াফ সুন্নাত বা বায়তুল্লাহতে এসেই করতে হয়।

(২) যিয়ারত তাওয়াফ ফরয। হজ্জের তিনটি ফরযের অন্যতম।

(৩) বিদায়ী তাওয়াফকে সুদূর বলা হয়। বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব।

তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ইমাম শাফিয়ী ও হাম্বলীদের এই অভিমত। হানাফী ও মালেকীদের মতে এ নামায ওয়াজিব। দলীল ঃ

(১) মহান আল্লাহর বাণী ঃ

অর্থাৎ 'মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাও' অর্থাৎ এখানে নামায পড়।

(২) যেহেতু নবী (সঃ) এ নামায সব সময় পড়েছেন।

এ নামায পড়ার স্থান ঃ মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দুই রাকাত নামায পড়াই উত্তম ও সুন্নাত তরীকা। কেউ এখানে পড়তে না পারলে বাইরে কোথাও আদায় করে নেয়া তার জন্য জায়েয। দলীল ঃ হাদীসে উম্মে সালামা (রাঃ)। হেঁটে তাওয়াফ করতে সক্ষম না হলে অন্য কিছুতে চড়ে তাওয়াফ করা জায়েয। উযু করে তাওয়াফ করতে হবে। ইমামদের মতে উযু বিহীন তাওয়াফ শুদ্ধ হয় না। নবী (সঃ) উযু করে তাওয়াফ করেছেন।

তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উম্মে সালামা (রা)-ও যাত্রার প্রস্তুতি নিলেন, অথচ তখনও তিনি তাওয়াফ করেননি। তিনি তাঁকে বললেন, সকালে যখন ফজরের নামাযের ইকামত হবে এবং লোকেরা নামায পড়তে থাকবে তখন তুমি তোমার উটের পিঠে আরোহণ করে তাওয়াফ করে নিও। সুতরাং তিনি তাই করলেন এবং তাওয়াফের দুই রাকআত নামায না পড়েই যাত্রা করলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ মাকামে ইবরাহীমের[২৬] পিছনে দাঁড়িয়ে তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়া।

١٥١٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫১৯. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাত বার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবারহীমের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, অতঃপর (সা'ঈ করার জন্য) সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। মহান ও শক্তিমান আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ ফজর ও আসরের নামাযের পর তাওয়াফ করা। ইবনে উমর (রা) সূর্য উদিত না হওয়ার পূর্বেই তাওয়াফের দুই রাকআত নামায পড়তেন। আর উমর (রা) ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করেছেন এবং সওয়ারীতে আরোহণ করে যি-তুয়া নামক উপত্যকায় পৌঁছে দুই রাকআত নামায পড়েছেন।

١٥٢٠. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتّٰى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَعَدُوا حَتّٰى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلٰوةُ قَامُوا يُصَلُّونَ .

১৫২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক ফজরের নামাযের পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে এক বক্তার কাছে তার বক্তৃতা শোনার জন্য গিয়ে বসলো এবং সূর্য উদিত হওয়ার সময় সবাই নামাযের জন্য উঠে পড়লো। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, তারা সেখানে বসে থাকলো এবং নামাযের মাকরূহ সময় উপস্থিত হলে নামায আদায় করতে দাঁড়াল।

---

২৬. যে পাথরের ওপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন আছে সেটাই মাকামে ইবরাহীম। এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি বায়তুল্লাহর দেয়াল গেঁথে ছিলেন।

١٥٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا.

১৫২১. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়তে নিষেধ করতেন।

١٥٢٢. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوْفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا اِلاَّ صَلاَّهُمَا.

১৫২২. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে ফজরের নামাযের পর তাওয়াফ করতে ও তারপর দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আবদুল আযীয (ইবনে রুফাঈ') আরো বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে আসরের পরেও দুই রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। আর এ সম্পর্কে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) বলতেন, আয়েশা (রা) তাঁর কাছ বর্ণনা করেছেনঃ ঃ নবী (সঃ) দুই রাকআত নামায না পড়ে তাঁর ঘরে যেতেন না।

৭৩- অনুচ্ছেদ ঃ পীড়িত ব্যক্তির সওয়ারীতে আরোহণ করে তাওয়াফ করা।

١٥٢٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلٰى بَعِيْرٍ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهِ وَكَبَّرَ.

১৫২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একটি উটে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। তাওয়াফের সময় যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে উপনীত হতেন তখনই তাঁর হাতের কোন একটা জিনিস দ্বারা ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন।

١٥٢٤. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّيْ اَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ اِلٰى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

১৫২৪. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম, আমি পীড়িত (সুতরাং আমি তাওয়াফ করতে সক্ষম নই। তাই তিনি আমাকে বললেন, সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে থেকে তাওয়াফ করে

নাও। সুতরাং আমি (সেভাবেই) তাওয়াফ করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর এক পাশে নামায পড়ছিলেন আর তাতে তিনি সূরা তূর পাঠ করছিলেন।

৭৪–অনুচ্ছেদ ঃ হাজ্জীদের পানি পান করানো।

١٥٢٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَّبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِى مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاَذِنَ لَهُ .

১৫২৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনাতে অবস্থানের নির্দিষ্ট রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান করে হাজ্জীদের পানি পান করানোর জন্য রসূলুল্লাহ (স)–এর অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

١٥٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ اِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقٰى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ اِلٰى اُمِّكَ فَاْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِّنْ عِنْدِهَا فَقَالَ اَسْقِنِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِيْهِ قَالَ اَسْقِنِى فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ اَتٰى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَقَالَ اعْمَلُوْا فَاِنَّكُمْ عَلٰى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ اَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتّٰى اَضَعَ الْحَبْلَ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى عَاتِقَهُ وَاَشَارَ اِلٰى عَاتِقِهِ .

১৫২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, হজ্জের সময়ে) যে জায়গায় পানি পান করানো হয়, নবী (স) সেখানে এসে (আব্বাসের কাছে) পানি (পান করতে) চাইলেন। তখন আব্বাস (রা) ফযলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফযল! তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জন্য শরবত নিয়ে আস। তখন তিনি বললেন, আমাকে পান করাও। জবাবে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সবাই তো এর মধ্যে হাত দেয়। অতএব এ পানি আপনার পান করার দরকার নেই। এরপরও তিনি বললেন, আমাকে পানি পান করাও। তারপর তিনি সেখান থেকেই পানি পান করলেন এবং পরে যমযমের নিকট এসে দেখলেন সবাই পানি পান করানো ও পানি উঠানোতে ব্যস্ত। এসব দেখে তিনি বললেন, তোমরা এসব কাজ করতে থাক। কেননা তোমরা সৎ ও নেক কাজ করে যাচ্ছ। তারপর তিনি আরো বললেন, 'মানুষের ভিড়ে তোমরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে মনে না করলে তিনি নিজের কাঁধের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমি সওয়ারী হতে নেমে (পানি উঠাবার) দড়ি আমার কাঁধে নিতাম (অর্থাৎ পানি উঠিয়ে মানুষকে পান করাতাম। কিন্তু আমি এ কাজ করতে আরম্ভ করলে মানুষের ভিড় বেড়ে যাবে এবং ভিড়ের চাপে তোমরা শ্রান্ত–ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাই এরূপ করা আমি ভাল মনে করছি না)।

৭৫—অনুচ্ছেদ ঃ যমযম সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখিত হয়েছে। আবদান— আবদুল্লাহ, ইউনুস ও যুহরীর মাধ্যমে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু যার (রা) বর্ণনা করতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি মক্কায় অবস্থানকালে এক দিন আমার ঘরের ছাদ (রাতে) খুলে গেল এবং জিবরাঈল অবতরণ করে আমার বক্ষ বিদারণ করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুয়ে দিলেন। অতঃপর একখানা স্বর্ণের থালায় ঈমান ও হিকমাত পরিপূর্ণ করে এনে আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে তা জোড়া লাগালেন। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি দুনিয়ার আসমানে আরোহণ করলেন এবং দুনিয়ার আসমানের দ্বাররক্ষী ফেরেশতাকে বললেনঃ খুলে দাও। দ্বাররক্ষী ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কে? জবাবে তিনি বললেন, 'জিবরাঈল।'

١٥٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ عَلٰى بَعِيْرٍ.

১৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যমযমের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। আসেম বর্ণনা করেছেন যে, ইকরামা (র) এ বিষয়ে শপথ করে বলেছেন যে, সেই সময় তিনি একটি উটের ওপর আরোহিত ছিলেন।

৭৬— অনুচ্ছেদ ঃ কিরান হজ্জকারীদের বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা।

١٥٢٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَلَمْ اَقْضِيْنَا حَجَّنَا اَرْسَلَنِىْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমরা হজ্জ পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। (প্রথমে) আমরা শুধু উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলাম। পরে তিনি নির্দেশ দিলেন, যার সাথে কোরবানীর পশু আছে সে যেন হজ্জ এবং উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধে এবং দু'টিই সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আয়েশা বলেন, আমি যখন মক্কায় পৌছলাম, তখন আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম (সুতরাং আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারলাম না)। আমরা হজ্জ সম্পন্ন করলে

রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তানঈম নামক জায়গায় পাঠালেন। সেখান থেকে আমি উমরা আদায় করলাম। তিনি বললেন, তোমার পূর্ববর্তী উমরার পরিবর্তে এটিই। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলো তারা একবার তাওয়াফ করার পর ইহরাম খুলে মিনা থেকে ফিরে আসার পর আরেকবার তাওয়াফ করলো। আর যারা হজ্জ ও উমরা একসাথে আদায় করলো তারা শুধু মাত্র একবারই তাওযাফ করলো।

١٥٢٩. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ اَبِنُهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَظَهْرُهُ فِى الدَّارِ فَقَالَ اِنِّى لاَ اٰمَنُ اَن يَّكُوْنَ الْعَامُ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ اَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَاِن يُحَلْ بَيْنِى وَبَيْنَ الْبَيْتِ اَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ - ثُمَّ قَالَ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِى حَجًّا قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

১৫২৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে গেলেনে। (হজ্জে যাত্রার জন্য) তাঁর সওয়ারী তখন বাড়ীতে (প্রস্তুত) ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি (এ সময়ে আপনার হজ্জে যাওয়া) নিরাপদ মনে করছি না। কারণ এ বছর লোকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে, যে কারণে তারা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে বাধা দিতে পারে। সুতরাং আপনি যদি (এ বছর বাড়ীতেই) অবস্থান করতেন তাহলে বরং ভালো হত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও (বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু বায়তুল্লাহ ও তাঁর মাঝে কাফের কুরাইশরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তাই করব। কেননা (আল্লাহর বাণী) 'আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে।' এরপর তিনি (আরো) বললেন, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি মক্কায় আগমন করলেন এবং হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য মাত্র একবার তাওয়াফ করলেন।

١٥٣٠. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَاِنَّا نَخَافُ اَن يَّصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذَنْ اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ اِنِّى اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدًا اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِى وَاَهْدٰى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذٰلِكَ فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১৫৩০. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। যে বছর হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আগমন করেছিল, সেই বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) হজ্জের সংকল্প করলে তাঁকে বলা হল, এবার (হজ্জের সময়ে) লোকদের মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং আমি আশংকা করছি, তারা আপনাকে (হজ্জের ব্যাপারে) বাধা দান করবে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (যদি বাধাপ্রাপ্ত হই) তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও ওয়াজিব করে নিয়েছি। এ সময় তিনি কুদাইদ নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশুও কিনে নিয়ে গেলেন। এর অধিক তিনি আর কিছুই করলেন না, না কোরবানী করলেন, না ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ করলেন, না মাথা কামালেন এবং চুল ছাঁটলেন। এমতাবস্থায় কোরবানীর দিন এলে কোরবানী করে মাথা মুড়ালেন। তাঁর মত ছিল যে, প্রথমবারের তাওয়াফের দ্বারা হজ্জ ও উমরার তাওয়াফ পূর্ণ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপই করেছিলেন।

৭৭– অনুচ্ছেদ ঃ উযুসহ তাওয়াফ করা।

١٥٣١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ اَنَّهُ سَاَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ اَنَّ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ اَنَّهُ تَوَضَّاَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ حَجَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَاَيْتُهُ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ اَبِى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْئٍ بَدَاَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ رَاَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ ثُمَّ اٰخِرُ

مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهٰذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ اَحَدٌ مِمَّنْ مَضٰى مَا كَانُوْا يَبْدَؤُنَ بِشَيْئٍ حَتّٰى يَضَعُوْنَ اَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّوْنَ وَقَدْ رَأَيْتُ اُمِّى وَخَالَتِىْ حِيْنَ يَتَقَدَّمَانِ لاَ تَبْتَدِءَانِ بِشَيْئٍ اَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوْفَانِ بِهِ ثُمَّ اِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ وَقَدْ اَخْبَرَتْنِىْ اُمِّى اَنَّهَا اَهَلَّتْ هِىَ وَاُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوْا .

১৫৩১. মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে নাওফাল আল-কুরাশী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া ইবনুয যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আয়েশা (রা) আমাকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ করেছেন। হজ্জ করতে গিয়ে (মক্কা) আগমন করে তিনি প্রথমে উযু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু তা উমরা ছিল না। এরপর আবু বকর (রা) হজ্জ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও প্রথমে যে কাজটি করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু এরপরেও তা উমরা হয়ে যায়নি। এরপর উমর (রা)-ও অনুরূপ করেছেন। এরপর উসমান (রা) হজ্জ করেছেন। আমি দেখেছি, সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন তা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। তবে তা উমরা হয়ে যায়নি। তারপর মুআবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হজ্জ করেছেন এবং আমিও আমার পিতা যুবায়ের ইবনে আওয়ামের সাথে হজ্জ করেছি। সবাই প্রথম যে কাজটি দ্বারা শুরু করেছেন, তাহলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। কিন্তু তা উমরার তাওয়াফ ছিল না। এছাড়াও আমি মুহাজির ও আনসারদের এরূপই করতে দেখেছি, কিন্তু তাও উমরা ছিল না। এরপর সর্বশেষ যাকে আমি এরূপ করতে দেখেছি তিনি হলেন ইবনে উমর (রা)। তিনি তা (হজ্জকে) ভঙ্গ করে উমরায় পরিণত করেননি। তাদের সামনে তো ইবনে উমর (রা) বর্তমান আছেন, কিন্তু তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করে দেখে না কেন? যারা চলে গেছেন মক্কার (পবিত্র) ভূমিতে পা রাখার পর তাদের সবাই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছুই প্রথমে শুরু করতেন না এবং পরে তারা ইহরাম খুলতেনও না। এছাড়াও আমি আমার আম্মা ও খালাকে দেখেছি তাঁরা (মক্কায়) আগমন করলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত আর কিছু দ্বারাই প্রথমে শুরু করতেন না। এরপরও তাঁরা ইহরাম খুলে ফেলতেন না। তাছাড়া আমার আম্মা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি, তাঁর বোন, যুবায়ের এবং আরো কয়েক ব্যক্তি উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছেন এবং হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার পর ইহরাম খুলেছেন।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা ওয়াজিব এবং এ দু'টিকে আল্লাহর নিদর্শন বানানো হয়েছে।

١٥٣٢. عَنْ عُرْوَةَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ

عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ فَوَاللّٰهِ مَا عَلٰى اَحَدٍ جُنَاحٌ اَنْ لاَّ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ اُخْتِىْ اِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا اَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلٰكِنَّهَا اُنْزِلَتْ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِى كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ اَهَلَّ يَتَحَرَّجُ اَنْ يَّطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا اَسْلَمُوْا سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لاَحَدٍ اَنْ يَّتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اَخْبَرْتُ اَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا لَعِلْمُ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُوْنَ اَنَّ النَّاسَ اِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ كَانُوْا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّا نَطُوْفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ اَنْ نَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَسْمَعُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِى الَّذِيْنَ كَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَّطَّوَّفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِيْنَ يَطُوْفُوْنَ ثُمَّ تَحَرَّجُوْا اَنْ يَّطُوْفُوْا بِهِمَا فِى الْاِسْلاَمِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اللّٰهَ اَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ .

১৫৩২. উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?[২৭] নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করে। কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি তার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন" (আল-বাকারাঃ ১৫৮)। অতএব আল্লাহর শপথ। মনে হয় সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ না করলে কারো কোনরূপ গোনাহ হবে না। এ কথা শুনে আয়েশা (রা) বলেন, তুমি অত্যন্ত খারাপ কথা বললে বোনপো। এ আয়াতের তুমি যেরূপ ব্যাখ্যা করলে যদি তা ঠিক হত তবে আয়াতটি হত "তার কোন গুনাহ নাই যদিও সে এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করে"। কিন্তু (প্রকৃত ব্যাপার তা নয়) আয়াতটি আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা নাফরমান মানাত মূর্তির উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো। মোশাল্লালের নিকট স্থাপিত এই মূর্তিটিরই তারা পূজা করত। সুতরাং এভাবে যে ইহরাম বাঁধতো সে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা খারাপ মনে করত। তাই ইসলাম গ্রহণের পর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা আমরা খারাপ ও অনুচিত মনে করতাম। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ অথবা উমরা করবে, তার কোন গোনাহ হবে না যদি সে ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সাঈ করে। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর ও ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তা জানেন এবং তার কদর করে থাকেন" (আল-বাকারা ঃ ১৫৮)। এরপর আয়েশা (রা) বলেন, এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে সা'ঈ করা রসূলুল্লাহ (সঃ) অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সা'ঈ ত্যাগ করার

---

২৭ সাফা ও মারওয়া মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের জন্য যেসব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানোও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শিরক ছড়িয়ে পড়লে সাফা পাহাড়ের ওপর আসাফ নামক একটি মূর্তি ও মারওয়া পাহাড়ের ওপর নায়লা নামক একটি মূর্তি স্থাপন করে তার আস্তানা গড়ে তোলা হয় এবং এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করা হত। পরে নবী (সঃ)-এর দাওয়াতের ফলে আরবের সর্বত্র ইসলামের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়লে সকলেই মনে মনে এ সন্দেহ পোষণ করতে থাকে যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা প্রকৃত হজ্জের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, নাকি শিরক যুগের আবিষ্কার? আমরা এ তাওয়াফ ও সা'ঈ করে কোন শিরক করছি না তো? হযরত আয়েশা (রা) -র বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ ও সা'ঈ করা মদীনাবাসীগণ অপসন্দ করত। কারণ তারা মানাত নামক দেবতার অনুরক্ত ছিল এবং আসাফ ও নায়েলাকে অস্বীকার করত। এসব কারণে মসজিদে হারামকে কিবলা নির্ধারিত করার সময় সাফা ও মারওয়ার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি দূর করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং কুরআন মজীদের আয়াত নাযিল করে বলে দেয়া হল যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা হজ্জের প্রকৃত অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্গত। এগুলোর সাথে জাহিলী রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নেই, বরং এর পবিত্রতা আল্লাহর তরফ থেকেই নির্ধারিত। হাদীসটিতে এ বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে।

কোন এখতিয়ার কারো নেই। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, এরপর আয়েশা (রা)-র এ কথাগুলো আমি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমানকে জানালে তিনি বললেন, এটি তো সত্যিকারের জ্ঞানের কথা, এরূপ কথা তো (এর আগে) শুনিনি। অবশ্য আমি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কিছু লোককে আয়েশা (রা) যা বলেছেন তা ব্যতীত অন্য কিছু বলতে শুনেছি। তা এই যে, যেসব লোক মানাতের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতো তারা সবাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করত। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ যখন শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন, সাফা মারওয়ার কথা উল্লেখ করলেন না, তখন সবাই এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ করতাম। কিন্তু মহান আল্লাহ শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা বলে আয়াত নাযিল করেছেন এবং সাফার কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমরা যদি সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ বা সা'ঈ করি তাহলে কি কোন গোনাহ হবে? তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ এবং উমরা করার কালে যদি ঐ দু'টি পাহাড়ের মাঝে তাওয়াফ বা সা'ঈ করে তবে তার কোন গুনাহ হবে না। আর কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর কাজ করে তবে আল্লাহ তা অবহিত আছেন এবং তিনি তার কদর করে থাকেন" (বাকারা ঃ ১৫৮)।

আবু বকর (র) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি শুনতে পাই যে, এই আয়াতটি ঐ দুই দল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা জাহিলিয়াতের সময়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করাকে গুনাহ মনে করত এবং যারা এর তাওয়াফ (জাহিলী যুগে) করত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাওয়াফ করাকে গোনাহ মনে করতে শুরু করল। কেননা আল্লাহ শুধু বায়তুল্লাহর তাওয়াফের নির্দেশ দান করেছেন, সাফার কথা উল্লেখ করেননি। এ কারণে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের কথা উল্লেখের পর সাফা-মারওয়ার তাওয়াফের কথা উল্লেখ করলেন।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করার নিয়ম সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, বনী আব্বাদের বসত এলাকা থেকে বনী আবু হুসাইনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত সা'ঈ করতে হবে।

١٥٣٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْاَوَّلَ خَبَّ ثَلٰثًا وَمَشٰى اَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعٰى بَطْنَ الْمَسِيْلِ اِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ اَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَمْشِىْ اِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىْ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ يُّزَاحِمَ عَلَى الرُّكْنِ فَاِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتّٰى يَسْتَلِمَهُ .

১৫৩৩. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন প্রথমবার তাওয়াফ করতেন তখন প্রথম তিন চক্করে দৌড়াতেন এবং পরবর্তী চার চক্করে স্বাভাবিক

গতিতে চলতেন। যখন তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে তাওয়াফ করতেন তখন বাতনে মাসীল নামক জায়গায় দৌড়াতেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলাম, রুকনে ইয়ামানী অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছে কি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) স্বাভাবিক গতিতে চলতেন? তিনি বলেন, না (তবে হাজরে আসওয়াদের নিকট ভীড় হলে একটু মন্থর গতিতে চলতেন।) কেননা চুম্বন না করে তিনি সেখান থেকে সরে যেতেন না।

١٥٣٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

১৫৩৪. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে উমরা আদায় করে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করেনি, সে কি তার স্ত্রীর কাছে গমন (সহবাস) করতে পারবে? তিনি (ইবনে উমর) বললেন ঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায পড়লেন এবং সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়)-এর মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন। আর তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে (সূরা আহযাব)। আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সাফা ও মারওয়ার সা'ঈর পূর্বে কেউ স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না।

١٥٣٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلاَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

১৫৩৫. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছিঃ নবী (সঃ) মক্কায় আগমন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন, দুই রাক-আত নামায পড়লেন এবং তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে রয়েছে অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ ও নমুনা।"

١٥٣٦. عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .

১৫৩৬. আসেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করা অপসন্দ করতেন? জবাবে তিনি বললেন, হাঁ। কেননা তা ছিল জাহিলিয়াতের নিদর্শন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেনঃ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া (পাহাড়দ্বয়) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা পালন ব্যাপদেশে এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন গোনাহ হবে না। আর যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে কোন কল্যাণকর কাজ করবে, আল্লাহ তার সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি তার কদর করে থাকেন" (বাকারা ঃ ১৫৮)।

١٥٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّمَا سَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ .

১৫৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিকদেরকে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'ঈ করেছিলেন।

৮০— অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হায়েয অবস্থায় একমাত্র বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া (হজ্জের) অন্যান্য অনুষ্ঠান আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যে উযুবিহীন অবস্থায় তাওয়াফ ও সা'ঈ করা।

١٥٣٨. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ .

১৫৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ (হজ্জে যাত্রা করে) আমি হায়েয অবস্থায় মক্কায় উপনীত হওয়ায় বায়তুল্লাহ কিংবা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে পারলাম না। তিনি (আয়েশা) বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, হাজ্জীদের করণীয় সব কিছুই তুমি পালন কর তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ কর না।

١٥٣٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ

وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِّنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْىٌ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوْفُوْا ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلَى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدُنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لاَحْلَلْتُ وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَانْطَلِقُ بِحَجٍّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِى بَكْرٍ اَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

১৫৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে যাত্রা করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) ও তালহা (রা) ব্যতীত তাদের কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। তবে আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে আগমন করেছিলেন এবং তাঁর সাথেও কোরবানীর পশু ছিল। আলী (রা) বললেন, নবী (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইহরাম বেঁধেছি। পরে নবী (সঃ) সাহাবাদের সকলকে (যাদের কাছে কোরবানীর পশু ছিল না) তাদের হজ্জকে উমরায় রূপান্তরিত করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে নির্দেশ দিলেন এবং পরে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলতে বললেন। তখন সবাই বলাবলি করলেন, আমরা কিভাবে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব অথচ আমাদের কেউ কেউ এই মাত্র স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছে? এসব কথা নবী (সঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি যে নির্দেশ দান করেছি এবং যা আমি পরে জানতে পেরেছি যদি তা আগেই জানতে পারতাম তাহলে কোরবানীর পশু সংগে করে আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকতো তবে অবশ্যই আমি ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রা) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাই হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করলেও একমাত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ তিনি করতে পারলেন না। পরবর্তী সময়ে পবিত্র হলে তিনি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। এ সময় তিনি (আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা সবাই হজ্জ ও উমরা (উভয়টিই) সমাধা করে প্রত্যাবর্তন করছেন, অথচ আমি শুধুমাত্র হজ্জ আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (আয়েশাকে) তানঈম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য (তাঁর ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে তিনি হজ্জ আদায়ের পর উমরাও আদায় করলেন।

١٥٤٠. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا اَنْ يَّخْرُجْنَ فَقَدِمَتْ امْرَاَةٌ فَنَزَلَتْ

قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ اَنَّ اُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ اُخْتِيْ مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمٰى وَنَقُوْمُ عَلَى الْمَرْضٰى فَسَاَلَتْ اُخْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ هَلْ عَلٰى اِحْدَانَا بَاْسٌ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا جِلْبَابٌ اَنْ لاَّ تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا قَدِمَتْ اُمُّ عَطِيَّةَ سَاَلْتُهَا اَوْ قَالَتْ سَاَلْنَاهَا قَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا اِلاَّ قَالَتْ بِاَبِيْ فَقُلْتُ اَسَمِعْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِاَبِيْ فَقَالَتْ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ اَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلّٰى فَقُلْتُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ اَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

১৫৪০. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের কুমারী মেয়েদের (ঈদের নামাযের জন্য) বাইরে বের হতে দিতাম না। একদা জনৈকা মহিলা বনী খালাফের প্রাসাদে আগমন করলো। সে বললো, তার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন এক সাহাবার স্ত্রী ছিলেন। সেই সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, আর আমার বোন তার সাথে ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (আমার বোন) বলেছেন, (এসব যুদ্ধে) আমরা আহতদের ঔষধ লাগাতাম ও ব্যান্ডেজ করতাম এবং পীড়িতদের সেবা করতাম। আমার বোন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কারো চাদর না থাকার কারণে যদি (ঈদের নামাযের জন্য) বের না হয়, তবে কি তার কোন দোষ হবে? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, তার বান্ধবী নিজের (অতিরিক্ত) চাদর তাকে ব্যবহার করতে দিবে। এভাবে সে মংগলজনক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং মুমিনদের সাথে দোয়ায় শরীক হবে। পরে উম্মে আতিয়্যা (রা) আগমন করলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম অথবা তিনি নিজেই বললেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ), তিনি (উম্মে আতিয়্যা) "আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক", এ কথা না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা বলতেন না। আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐরূপ বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই, আমার পিতার শপথ। তিনি বললেন, যুবতী ও পর্দানশীন নারীদেরও বের হওয়া উচিৎ অথবা বলেন, পর্দানশীন যুবতী ও হায়েযগ্রস্তদেরও বের হওয়া উচিৎ। তারা কল্যাণকর কাজে এবং মুসলমানদের সাথে দোয়ায় যথাস্থানে উপস্থিত থাকবে। তবে হায়েগ্রস্তরা নামাযে শরীক হবে না। আমি মহানবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম; হায়েয অবস্থায়ও নারীরা ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়বে? জবাবে তিনি বললেন, তারা কি আরাফাত ও অমুক অমুক জায়গাতে অংশগ্রহণ করে না?

৮১—অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের বাতহা (মক্কার উপত্যকা) ও অন্যান্য স্থান থেকে ইহরাম বাঁধা এবং হাজীগণ যখন মিনার দিকে যাত্রা করবে (তখন তাদের করণীয়)। মক্কার স্থায়ী অধিবাসী সম্পর্কে আতাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সে কি হজ্জের জন্য তালবিয়া বলবে? তিনি জবাব দিলেন, ইবনে উমর (রা) তারবিয়ার[২৮] দিন যোহরের নামায পড়ার পর সওয়ারীতে ঠিকমত আরোহণ করে তালবিয়া বলতেন। আবদুল মালেক (র) আতার মাধ্যমে জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)—এর সাথে মক্কায় আগমন করলাম এবং ইহরাম খুলে ফেললাম। ইতিমধ্যে তারবিয়ার দিন উপনীত হল। তখন আমরা মক্কাকে পিছনে রেখে (ইহরাম বেঁধে) হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলাম। আবুয যুবায়ের (র) জাবের (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা বাতহা থেকে ইহরাম বেঁধেছিলাম। উবায়েদ ইবনে জুরায়েজ (র) ইবনে উমর (রা)—কে বলেছিলেন, আপনি যখন মক্কায় ছিলেন তখন দেখেছি সব লোক চাঁদ দেখে ইহরাম বাঁধলেও আপনি তারবিয়ার দিন না আসা পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেননি। তিনি বললেন, সওয়ারীতে আরোহণ করার আগে আমি নবী (সঃ)—কে ইহরাম বাঁধতে দেখিনি।

৮২—অনুচ্ছেদ ঃ তারবিয়ার দিন (৮ই যিলহজ্জ) কোন্ স্থানে যোহরের নামায আদায় করতে হবে।

١٥٤١. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ بِشَيْئٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَاَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْاَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ اُمَرَاؤُكَ.

১৫৪১. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)—কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্মরণ করে একটি জিনিস আমাকে বলুন। নবী (সঃ) তারবিয়ার দিন যোহর ও আসরের নামায কোন স্থানে পড়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, 'মিনাতে'। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, মিনা থেকে ফেরার দিন কোথায় নামায পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে (মুহাসসাবে)। এ কথা বলার পর তিনি বললেন, তোমাদের (ন্যায়বান) নেতাগণ যেভাবে করেন, তোমরাও সেভাবে করে যাও।

١٥٤٢. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ خَرَجْتُ اِلٰى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ اَنَسًا ذَاهِبًا عَلٰى حِمَارٍ فَقُلْتُ اَيْنَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ هٰذَ الْيَوْمَ الظُّهْرَ قَالَ اُنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى اُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ –

---

২৮. 'তারবিয়ার' দিন বলতে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখকে বুঝানো হয়।

১৫৪২. আবদুল আযীয (ইবনে রুফাঈ') থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তারবিয়ার দিন আমি মিনার পথে যাত্রা করে (পথিমধ্যে) আনাস (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ দিনে নবী (সঃ) যোহরের নামায কোন জায়গায় পড়েছেন? তিনি (আনাস) বললেন, লক্ষ্য কর যেখানে তোমাদের নেতাগণ নামায পড়েন, সেখানেই নামায পড়ে নাও।

৮৩— অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে নামায আদায় করা।

١٥٤٣. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلاَفَتِهِ.

১৫৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মিনাতে দুই রাকআত নামায পড়েছেন। আবু বকর, উমর ও উসমান (রা) তাঁদের খেলাফতের প্রথম ভাগে মিনাতে দুই রাকাত নামায পড়েছেন।

١٥٤٤. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ اَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَاٰمَنَهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

১৫৪৪. হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব খোযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মিনাতে আমাদের দুই রাকআত নামায পড়ালেন। এ সময় আমরা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলাম, যা আগে কখনো ছিলাম না এবং সাথে সাথে নিরাপদ ও শংকাহীনও ছিলাম।

١٥٤٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَالَيْتَ حَظِّيْ مِنْ اَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

১৫৪৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে (মিনাতে) দু'রাকাত নামায পড়েছি, আবু বকরের সাথে দু'রাকাত পড়েছি এবং উমরের সাথেও দু'রাকাত পড়েছি। এরপর তোমাদের পথ বিভক্ত হয়ে গেছে (অর্থাৎ তোমরা মতানৈক্য করে কেউ কসর আদায় করছ, আবার কেউ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের চার রাকাতই পড়ছ)। কতই না ভাল হত যদি চার রাকাতের মধ্য থেকে আমার অংশের দুই রাকাত কবুল হত।

৮৪— অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের (ময়দানে অবস্থানের) দিন রোযা রাখা।

١٥٤٦. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৬. উম্মুল ফাদল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতে অবস্থানের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোযা রাখার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিলে আমি (ঐ দিন) নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু পানীয় পাঠিয়ে দিলাম এবং তিনি তা পান করলেন।[২৯]

৮৫– অনুচ্ছেদ ঃ সকালে মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা।

١٥٤٧. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ .

১৫৪৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর সাকাফী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে যখন তাঁরা দু'জন মিনা থেকে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন-জিজ্ঞেস করলেন, আজকের এ দিনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে থেকে কি কি করছিলেন? তিনি (আনাস) বললেন, আমাদের মধ্য থেকে তালবিয়া পাঠকারীরা তালবিয়া পাঠ করছিলেন।, তিনি (সঃ) তা নিষেধ করেননি। আবার কেউ তাকবীর উচ্চারণ করছিলেন, তিনি তাও নিষেধ করেননি।

৮৬– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের দিন দুপুরে অবস্থান স্থলে যাত্রা করা (অর্থাৎ আরাফাতের সন্নিকটস্থ নামিরাহ নামক জায়গা থেকে আরাফাতের অবস্থান স্থলে গমন করা)।

١٥٤٨. عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَالِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَّ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مُلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ

---

২৯. আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ তারিখে রোযা রাখাঃ-

(ক) ইমাম শাফিয়ী বলেন, এদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

(খ) হানাফীদের মতেঃ রোযা ভংগ করা মুস্তাহাব। তবে হজ্জ পালনকারী ছাড়া ব্যক্তির জন্য রোযা মুস্তাহাব।

(গ) ইমাম মুহাম্মদের মতে ঃ রাখা বা ভাংগার অনুমতি আছে। তবে রোযা রাখা অতিরিক্ত ইবাদত। হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনে অসুবিধা হলে ভাংগাই উত্তম।

فَقَالَ مَا لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ قَالَ هٰذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَانْظِرْنِى حَتّٰى اُفِيْضَ عَلٰى رَأْسِى ثُمَّ اَخْرُجَ فَنَزَلَ حَتّٰى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اَبِىْ فَقُلْتُ اِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَاَقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ صَدَقَ .

১৫৪৮. সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল মালেক (ইবনে মারওয়ান) হাজ্জাজ (ইবনে ইউসুফ) সাকাফী-র কাছে লিখেন (অর্থাৎ হাজ্জাককে মক্কার শাসক করে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যখন পাঠালেন) যে, হজ্জের ব্যাপারে (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরের বিরোধিতা না করে বরং তাঁকে অনুসরণ করবে। আরাফাতের (অবস্থানের) দিনে সূর্য ঢলে পড়ার পর ইবনে উমর (রা) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর সাথে ছিলাম। হাজ্জাজ (জাফরানী) কুসুম রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বের হয়ে এসে ইবনে উমরকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! কি ব্যাপার? ইবনে উমর (রা) বললেন, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে এখনই যেতে হবে যে। হাজ্জাজ বললেন, এখনই কি (অর্থাৎ এ দুপুরের প্রচন্ড সূর্যতাপের মধ্যেই কি যেতে হবে)? ইবনে উমর (রা) বললেন, হাঁ, এখনই যেতে হবে। তিনি (হাজ্জাজ) বললেন, অবকাশ দিন, গোসল করে বের হই। সুতরাং ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে অবতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। হাজ্জাজ আমার ও আমার আব্বার মাঝে থেকে চলতে থাকলেন। (সালেম বলেন), আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তবে খুতবা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং (আরাফাতে) ওকুফ (অবস্থান) জলদি করবেন। (একথা শুনে) হাজ্জাজ আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)-এর প্রতি বার বার (জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে) তাকাতে থাকলে তিনি (ইবনে উমর) বললেন, সে (সালেম ইবনে আবদুল্লাহ) ঠিকই বলেছে।

৮৭- অনুচ্ছেদ : আরাফাতের ময়দানে সওয়ারী জন্তুর ওপর অবস্থান করা।

١٥٤٩. عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ اُنَاسًا اخْتَلَفُوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِى صَوْمِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلٰى بَعِيْرٍ فَشَرِبَهُ .

১৫৪৯. উম্মুল ফাদল বিনতে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতে অবস্থানের দিন কিছু সংখ্যক লোক তাঁর সামনে ঐ দিন নবী (সঃ)-এর রোযা রাখা সম্পর্কে পরস্পর মতানৈক্য করল। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রেখেছেন। কেউ বলল, তিনি (আজ) রোযা রাখেননি। আমি তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলে তিনি তা পান করলেন। সেই সময় তিনি একটি উটের পিঠে আরোহিত ছিলেন।

৮৮– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে যোহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করা। জামাআতের সাথে নামায পড়তে না পারলে ইবনে উমর (রা) দুই নামায (যোহর ও আসর) একসাথে পড়ে নিতেন। লাইস . . . সালেম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে বছর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (আব্দুল্লাহ) ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, সে বছর সে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর)–কে জিজ্ঞেস করেছিল, আরাফার দিনে অবস্থানের সময় আমরা কি করব? জবাবে সালেম বললেন, এ ব্যাপারে আপনি যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে আরাফার দিন দুপুরেই যোহরের নামায পড়ে নিন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, সালেম ঠিকই বলেছে। সুন্নাত মোতাবেক সাহাবাগণ (আরাফার দিন) যোহর ও আসর এক সাথে পড়ে নিতেন। ইবনে শিহাব বলেন, (একথা শুনে) আমি সালেম (ইবনে আবদুল্লাহ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)–ও কি এমনই করেছেন। জবাবে সালেম বললেন, এরূপ করার দ্বারা তোমরা তাঁর সুন্নাতই অনুসরণ করে থাক।

৮৯– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে খুতবা সংক্ষিপ্ত করা।

١٥٥٠. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ اِلَى الْحَجَّاجِ اَنْ يَّأْتَمَّ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتِ الشَّمْسُ اَوْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ اَيْنَ هٰذَا فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الْاٰنَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اَنْظِرْنِى اُفِيْضُ عَلَىَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ اَبِىْ فَقُلْتُ لَوْ كُنْتَ تُرِيْدُ اَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوْفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ .

১৫৫০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান হাজ্জাজকে লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে যেন আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অনুসরণ করা হয়। আরাফার দিন সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়ার পর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তার (হাজ্জাজের) তাঁবুর কাছে আসলেন। তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি (ইবনে উমর) উচ্চস্বরে তাকে (হাজ্জাজকে) ডাকলেন। বললেন, এ কোথায়? সে তখন বেরিয়ে আসলে ইবনে উমর বললেন, যেতে হবে। সে বলল, এখনই কি? ইবনে উমর বললেন, হাঁ, এখনই। হাজ্জাজ বলল, আমাকে মাথায় পানি ঢেলে নেয়ার (অর্থাৎ গোসল করে নেয়ার) অবকাশ দিন। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উমর (রা) তাঁর সওয়ারী হতে অবতরণ করে হাজ্জাজের বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সে (বেরিয়ে এসে) আমার ও আমার আব্বার মাঝে থেকে চলতে থাকল। এ সময় আমি তাকে বললাম, আজকের এ দিনে (অর্থাৎ আরাফার দিনে) আপনি যদি সুন্নাতমোতাবেক কাজ করতে চান তবে খুতবা

সংক্ষিপ্ত করবেন এবং ওকুফে জলদি করবেন। এসব কথা শুনে ইবনে উমর বললেন, সে (সালেম) ঠিকই বলেছে।

৯০– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতে অবস্থানের জন্য জলদি করা। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (র) বলেন, এ অনুচ্ছেদে মালেক কর্তৃক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত হাদীসটি সন্নিবিষ্ট করা যায়, কিন্তু আমি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

৯১– অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান স্থলে জলদি যাওয়া।

١٥٥١. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ اَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِّى فَذَهَبْتُ اَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هٰذَا وَاللّٰهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَانُهُ هٰهُنَا .

১৫৫১. জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটা উট হারিয়ে ফেললাম এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের দিন তা খুঁজতে খুঁজতে আরাফাতের মাঠে উপস্থিত হয়ে নবী (সঃ)–কে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পেলাম। তখন আমি বলে উঠলাম, আল্লাহর শপথ! ইনি তো কুরাইশদের লোক। এখানে তাঁর কি প্রয়োজন?

١٥٥٢. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً اِلاَّ الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِى الرَّجُلَ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا وَتُعْطِى الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ الثِّيَابَ تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَّمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَاَخْبَرَنِى اَبِى عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى الْحُمْسِ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ قَالَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا (فَرُفِعُوْا) اِلٰى عَرَفَاتٍ .

১৫৫২. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। উরওয়া বলেছেন, হুম্‌স বা কুরাইশরা এবং তাদের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তান–সন্ততি ব্যতীত সব লোকেরাই জাহিলী যুগে উলঙ্গ হয়ে (খানায়ে কা'বার) তাওয়াফ করত। আর হুমুস বা কুরাইশগণ নেকী মনে করে লোকরেদকে কাপড় দান করত। তাদের পুরুষরা পুরুষদের কাপড় দিত আর মেয়েরা মেয়েদের কাপড় দিত। এ কাপড়ে তারা তাওয়াফ করত। কুরাইশগণ যাদেরকে কাপড় প্রদান করত না তারা উলঙ্গ হয়েই (খানায়ে কা'বার) তাওয়াফ করত। সকল মানুষই

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করত, কিন্তু কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন, আমার পিতা আয়েশা (রা)-র নিকট থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "অতঃপর যেখান থেকে অন্য সকল লোক প্রত্যাবর্তন করে সেখান থেকে তোমরাও প্রত্যাবর্তন কর" এ আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কেই নাযিল হয়। বর্ণনাকারী বলেন, কুরাইশরা মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত। তাই তাদেরকে আরাফাতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হল।

৯২- অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় চলার গতি যেরূপ হবে।

١٥٥٣. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ وَاَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسِيْرُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِيْنَ دَفَعَ قَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ وَفَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيْعُ فَجَوَاتٌ وَفَجَاءٌ وَكَذَالِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ.

১৫৫৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (র) তাঁর পিতা উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া) বলেছেন, একদা আমি উসামার কাছে বসেছিলাম। এমন সময় হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জে আরাফাত থেকে মুযদালিফাতে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চলার গতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হল। জবাবে তিনি বলেন, তিনি দ্রুত গতিতে চলতেন। আর যখন তিনি কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা ফাঁকা পথে উপনীত হতেন তখন আরো দ্রুত গতিতে চলতেন।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রয়োজনে (পায়খানা-পেশাব ইত্যাদির জন্য) আরাফাত ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী স্থানে অবতরণ করা।

١٥٥٤. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حَيْثُ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ اِلَى الشِّعْبِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتُصَلِّى قَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ.

১৫৫৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যে সময় নবী (সঃ) আরাফাত থেকে মুযদালিফার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি একটা গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন, অতপর উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি (এখন) নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায তো তোমার সম্মুখে (অর্থাৎ সামনে আরো কিছু পথ অগ্রসর হওয়ার পর মুযদালিফায় নামায পড়া হবে)।

١٥٥٥. عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ اَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِىْ اَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّى حَتّٰى يُصَلِّىَ بِجَمْعٍ .

১৫৫৫. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) মুযদালিফাতে এশা ও মাগরিবের নামায একই সাথে পড়তেন। যে গিরিপথে রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়েছিলেন সেই পথে তিনিও যেতেন। সেখানে প্রবেশ করে তিনি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন সেরে উযু করতেন, কিন্তু সেখানে নামায না পড়ে মুযদালিফায় গিয়ে নামায পড়তেন।

١٥٥٦. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشِّعْبَ الاَيْسَرَ الَّذِىْ دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ اَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوْأً خَفِيْفًا فَقُلْتُ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلّٰى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ قَالَ كُرَيْبٌ فَخَبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

১৫৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতের ময়দান থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযদালিফা যাবার আগেই বাম পাশের পাহাড়ী গুহায় পৌছলে তাঁর সওয়ারীর উট বসালেন। এরপর তিনি পেশাব করে আসলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা উযু করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায সামনে গিয়ে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে মুযদালিফায় আগমন করলেন এবং সেখানে নামায পড়লেন। এরপর কোরবানীর দিন সকাল বেলা ফযল (ইবনে আব্বাস) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করে যাত্রা করলেন। (ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম) কুরাইব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ফযল (ইবনে আব্বাস) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) জামরাতে না পৌছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ আরাফাত থেকে ফেরার সময় শান্তভাবে পথ চলার জন্য নবী (সঃ)-এর নির্দেশ প্রদান এবং চাবুকের সাহায্যে লোকদের প্রতি তাঁর ইশারা করা।

١٥٥٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيْدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلاِبِلِ فَاَشَارَ بِسَوْطِهِ اِلَيْهِمْ وَقَالَ اَيُّهَا

النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ فَاِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْاِيْضَاعِ اَوْضَعُوْا اَسْرَعُوْا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا بَيْنَهُمَا

১৫৫৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন তিনি নবী (সঃ)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। নবী (সঃ) পিছনের দিকে সোরগোল ও উট পিটানোর শব্দ শুনতে পেলেন। তাই তিনি (পিছনে ফিরে) চাবুকের দ্বারা তাদের প্রতি ইশারা করে বললেনঃ হে লোকসকল! ধীরেসুস্থে চল! (উটগুলোকে) দ্রুত হাঁকিয়ে চলাতে কোন কল্যাণ নেই।

৯৫—অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফাতে (মাগরিব ও এশার) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

١٥٥٨. عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ يَقُوْلُ دَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ الصَّلٰوةُ اَمَامَكَ فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّاءَ فَاَسْبَغَ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَنَاخَ كُلُّ اِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِى مَنْزِلِهِ ثُمَّ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا .

১৫৫৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে গিরি সংকটে অবতরণ করে পেশাব করলেন এবং তারপর (হালকা) উযু করলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন না। আমি (উসামা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নামায? তিনি বললেন, 'নামায সামনে গিয়ে'। অতঃপর তিনি মুযদালিফাতে পৌঁছে উযু করলেন এবং পূর্ণাঙ্গ উযু করলেন। এরপর নামাযের ইকামত হলে তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর সকল লোক নিজ নিজ জায়গায় নিজেদের উট বসিয়ে দিল এবং (এশার) নামাযের ইকামত হলে নবী (সঃ) নামায পড়লেন, কিন্তু এশা ও মাগরিবের মাঝে আর কোন নামায পড়লেন না।

৯৬—অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায আদায় করা ছাড়াই (মাগরিব ও এশা) দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা।

١٥٥٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِاِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا.

১৫৫৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়লেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদা ইকামত বলা হয়েছিল। তিনি দুই নামাযের মাঝে বা পরে কোন নফল নামায আদায় করেননি।

١٥٦٠. عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَمَعَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

১৫৬০. আবু আইয়ূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জের সময় মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছিলেন।

৯৭—অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফাতে মাগরিব ও এশা উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া।

١٥٦١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ حَجَّ عَبْدُ اللّٰهِ فَاَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الْاَذَانِ بِالْعَتَمَةِ اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ رَجُلاً فَاَذَّنَ وَاَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلّٰى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَمَرَ اُرٰى فَاَذَّنَ وَاَقَامَ قَالَ عَمْرٌو لاَ اَعْلَمُ الشَّكَّ اِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّى هٰذِهِ السَّاعَةَ اِلاَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فِى هٰذَا الْمَكَانِ مِنْ هٰذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهَا صَلٰوةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَاْتِى النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৫৬১. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক বছর) আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) হজ্জ আদায় করলেন। (সেই বছর) আমরা (আরাফাত থেকে) এশার নামাযের আযানের সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে মুযদালিফায় গেলাম। তিনি (ইবনে মাসউদ) এক ব্যক্তিকে আদেশ করলে সে আযান দিল এবং ইকামত বললো। তখন তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন এবং এরপর আরো দুই রাকাত নামায পড়লেন। এরপর তিনি রাতের খানা চেয়ে নিয়ে খেলেন। (আবদুর রহমান বললেনঃ) আমার মনে হয়, তারপর তিনি (ইবনে মাসউদ) একজনকে আযান ও ইকামতের নির্দেশ দিলেন। (বর্ণনাকারী 'আমর ইবনে খালিদ বলেন)ঃ যুহাইর ব্যতীত আর কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন বলে আমার জানা নেই। এরপর তিনি দুই রাকাত এশার নামায আদায় করলেন। ফজরের সময় হলে তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, নবী (সঃ) এ দিনে এ সময় এখানে এ নামায ছাড়া আর কোন নামায পড়তেন না। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, ঐ দুই ওয়াক্ত নামায (মাগরিব ও এশা) তার প্রকৃত ওয়াক্ত থেকে সরিয়ে আদায় করা হয়েছে। তাই লোকেরা মুযদালিফাতে পৌছার পর মাগরিবের নামায আদায় করে, আর ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায আদায় করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে এরূপই করতে দেখেছি।

৯৮—অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ ডুবে যাওয়ার পর যারা নিজ পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে মুযদালিফায় অবস্থান করে ও দোয়া করে।

١٥٦٢. عَنْ سَالِمٍ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ اَهْلِهِ فَيَقِفُوْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ اَنْ يَقِفَ الْاِمَامُ وَقَبْلَ اَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاِذَا قَدِمُوْا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَرْخَصَ فِى اُوْلٰئِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

১৫৬২. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিতেন। রাত্রিকালে তারা মুযদালিফাতে মাশআরে হারামের নিকট অবস্থান করে তাদের ইচ্ছা ও সাধ্য মত আল্লাহকে স্মরণ করতেন। অতঃপর ইমামের (স্বীয়) অবস্থানে ফিরে আসার আগেই (মুযদালিফা থেকে মিনাতে) তারা প্রত্যাবর্তন করতেন। তাদের কেউ কেউ মিনাতে ফজরের নামায পড়ার জন্য আগমন করতেন এবং কেউ কেউ এর পরে আসতেন। তারা এসে জামরায় (আকাবাতে) কংকর মারতেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, ঐসব (দুর্বল) লোকদের জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ক্ষেত্রে বিধান শিথিল করেছেন।

١٥٦٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ .

১৫৬৩. ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে রাতের বেলা মুযদালিফা থেকে পাঠিয়েছিলেন।

١٥٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِى ضَعَفَةِ اَهْلِهِ .

১৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) তাঁর পরিবারের যেসব দুর্বল লোকদের মুযদালিফার রাতে আগেভাগেই পাঠিয়েছিলেন আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম।

١٥٦٥. عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّى فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَبُنَىَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ فَارْتَحِلُوْا فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتّٰى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِىْ مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ

لَهَا يَاهَنْتَاهُ مَاأُرَانَا اِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَذِنَ لِلظُّعُنِ.

১৫৬৫. আসমা (রাঃ)-র আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আসমা) মুযদালিফার রাতে মুযদালিফার নিকটবর্তী স্থানে পৌছে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ঘন্টাখানেক নামায পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি (আবদুল্লাহ) বললাম, না চাঁদ ডুবেনি। সুতরাং তিনি আবার ঘন্টাখানেক নামায পড়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! চাঁদ কি ডুবেছে? আমি বললাম, হাঁ চাঁদ ডুবে গেছে। তখন তিনি (আসমা) বললেন, এখন তোমরা যাত্রা কর। সুতরাং আমরা যাত্রা করলাম এবং চলতে থাকলাম। অতঃপর জামরাতে (আকাবাতে) পৌছে তিনি (আসমা) কংকর মারলেন এবং ফিরে এসে নিজের অবস্থানের জায়গাতেই ফজরের নামায আদায় করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে রমণী! আমার মনে হয় আমরা (বেশ) অন্ধকার থাকতেই নামায আদায় করলাম। জবাবে তিনি বললেন, বৎস! রসূলুল্লাহ (সঃ) মেয়েদের জন্য এর অনুমতি প্রদান করেছেন।

١٥٦٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ وَكَانَتْ ثَقِيْلَةً ثَبْطَةً فَاَذِنَ لَهَا.

১৫৬৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সাওদা (রাঃ) মুযদালিফার রাতে যাত্রা করার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। সাওদা (রাঃ) ছিলেন মন্থর গতিসম্পন্ন স্থূলদেহী মহিলা। সুতরাং তিনি (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

١٥٦٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةُ اَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيْئَةً فَاَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَاَقَمْنَا حَتّٰى اَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَاَنْ اَكُوْنَ اِسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ.

১৫৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা সবাই মুযদালিফায় পৌছলে সাওদা (রাঃ) সব লোকের আগেই যাত্রার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে সবার একযোগে যাত্রাকালের ভিড় এড়াতে পারেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন মন্থর গতিসম্পন্ন মহিলা। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। লোকের ভিড়ের আগেই তিনি যাত্রা করলেন। আর আমরা সেখানেই অবস্থান করলাম এবং ভোর পর্যন্ত

থাকলাম। পরে তাঁর (সঃ) সাথেই আমরা যাত্রা করলাম। যদি আমিও সাওদার মত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুমতি চাইতাম তাহলে তা আমার জন্য অত্যন্ত খুশীর কারণ হত।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ সময় মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়তে হবে?

١٥٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا اِلاَّ صَلاَتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا .

১৫৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এশা ও মাগরিব নামাযকে (মুযদালিফাতে) একসাথে পড়া এবং ফজরের নামায ওয়াক্তের পূর্বেই পড়ে নেয়া, এই দুই নামায ব্যতীত আর কোন নামায সময়ের পূর্বে আদায় করতে আমি নবী (সঃ)-কে দেখিনি।

١٥٦٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ اِلٰى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلٰوةٍ وَحْدَهَا بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُوْلُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِى هٰذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتّٰى يُعْتِمُوْا وَصَلٰوةَ الْفَجْرِ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتّٰى اَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ اَنَّ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَاضَ الْاٰنَ اَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا اَدْرِى اَقَوْلُهُ كَانَ اَسْرَعَ اَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

১৫৬৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলাম। সেখান থেকে মুযদালিফায় আগমন করলে তিনি সেখানে আলাদা আলাদা আযান ও ইকামতে দুই (ওয়াক্তের) নামায একসাথে পড়লেন (অর্থাৎ মাগরিব ও এশার নামায) এবং এ দুই নামাযের মাঝে রাতের খাবারও খেলেন। পরে উষার উদয়কালে যখন ফজরের নামায আদায় করলেন তখন কেউ কেউ বলছিল, ফজর (উষা) হয়ে গিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলছিল, ফজর এখনও হয়নি। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'মাগরিব ও এশা এই দুই ওয়াক্তের নামায স্বাভাবিক সময় থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।' তাই এশার ওয়াক্তের আগেই যেন কেউ মুযদালিফায় আগমন না করে। আর এই দ্বিতীয় সময় হল

ফজরের নামাযের সময়। তাই ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং ফর্সা হয়ে গেলে বললেন, আমীরুল মুমিনীন যদি এ মুহূর্তে ফিরে আসেন তাহলে তিনি সুন্নাত মোতাবেক কাজ করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না যে, উসমানই দ্রুত প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, না তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের) কথাই প্রথমে শেষ হয়েছিল। তখন থেকে কোরবানীর দিন জামরায় আকাবাতে কংকর মারা পর্যন্ত তিনি (আবদুল্লাহ) অবিরত তালবিয়া পাঠ করছিলেন।

১০০—অনুচ্ছেদ ঃ মুযদালিফা হতে কোন্ সময় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

١٥٧٠. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُوْلُوْنَ اَشْرِقْ ثَبِيْرُ وَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ اَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

১৫৭০. আমর ইবনে মায়মূন (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় আমি উমর (রাঃ)-র সাথে ছিলাম। তিনি মুযদালিফাতে ফজরের নামায পড়লেন এবং সেখানেই (মাশআরে হারামে) অবস্থান করলেন। তিনি বললেন, মুশরিকরা (মুযদালিফা থেকে) সূর্য না ওঠা পর্যন্ত রওয়ানা হত না। সেখানে (অবস্থানকালে) তারা বলত, হে সাবির (পাহাড়)! আলোকিত হও। আর নবী (সঃ) তাদের বিপরীত করেছেন এবং সূর্য উদয়ের আগে মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হন।

১০১—অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর দিন সকালে জামরায় 'আকাবাতে কংকর মারার সময় তালবিয়া ও তাকবীর বলা এবং কোনো সওয়ারীর পিছনে সওয়ার হয়ে রাস্তা চলা।

١٥٧١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرْدَفَ الْفَضْلَ فَاَخْبَرَ الْفَضْلُ اَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

১৫৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (মুযদালিফা থেকে যাত্রার সময়) ফযলকে তাঁর সওয়ারীর পৃষ্ঠে পিছনে বসিয়ে নিলেন। পরে ফযল জানিয়েছেন যে, তিনি (সঃ) জামরায় আকাবাতে পৌঁছে কংকর না মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়ছিলেন।

١٥٧٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ اِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ اَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ اِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

১৫৭২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উসামা (ইবনে যায়েদ) আরাফাত থেকে মুযদালিফা পর্যন্ত নবী (সঃ)-এর সওয়ারীর পিছনে বসে ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারা (উসামা ও ফযল) দু'জনই বর্ণনা করেছেন, জামরায় আকাবাতে কংকর না মারা পর্যন্ত তিনি (সঃ) তালবিয়া পড়ছিলেন।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (البقرة . اية -١٩٦)

"(আর যদি তোমরা হজ্জের পূর্বেই মক্কায় পৌঁছে যাও) তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসা পর্যন্ত উমরার সুযোগ গ্রহণ করবে সে যেন তার সাধ্যমত কোরবানী করে। আর কারো জন্য যদি কোরবানী দেয়ার মত অবস্থা না থাকে তাহলে সে হজ্জ সমাপনকালে তিনটা এবং বাড়ী ফিরে সাতটা মোট এই দশটা রোযা রাখবে। এ সুবিধা একমাত্র তাদের জন্যই যাদের বসতি ও পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামের নিকটবর্তী নয়। আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রাখ, আল্লাহ কঠিন শাস্তি প্রদানকারী" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)।

ইসহাক ইবনে মানসূর, নাদর ইবনে শুমাইল, শো'বা ও আবু জামরার মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আবু জামরা বলেন, আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাসকে মুত'আহ (হজ্জে তামাত্তো) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মুত'আহ করতে আদেশ দিলেন। আমি তাঁকে কোরবানীর পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উট, গরু বা বকরী কোরবানী করতে হবে অথবা একটি পশুতে একভাগ শরীক হতে পারবে। তিনি বলেন, তামাত্তো হজ্জ কিছু সংখ্যক লোকের অপসন্দ হল। এমতাবস্থায় আমি রাত্রি বেলা স্বপ্নে দেখতে পেলাম, একটা লোক ঘোষণা করছে এবারের হজ্জ এবং এবারের মুত'আহ উভয়টি কবুল হয়েছে। আমি এরপর ইবনে আব্বাসের কাছে এসে তাঁকে সব কিছু বললে তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন এবং বললেন, এটাই তো আবুল কাসেম (সঃ)-এর সুন্নাত। আদাম, ওয়াহব ইবনে জারীর এবং শুনদার শো'বা থেকে এবারের হজ্জ ও এবারের মুত'আহ কবুল হয়েছে, শব্দের পরিবর্তে এবারের উমরা ও এবারের হজ্জ কবুল হয়েছে বর্ণনা করেছেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর জন্তুর পিঠে আরোহণ করা। আল্লাহর বাণীঃ

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ

عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (سُورَةُ الحَجِّ - اٰيَات- ٣٦-٣٧)

'আর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে শামিল করেছি। তোমাদের জন্য এতে কল্যাণ নিহিত আছে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় এগুলোর উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (কোরবানীর পরে) এগুলোর পিঠ মাটি স্পর্শ করলে নিজেরাও খাও এবং যারা অভাবের মুখে হাত পাতে না এবং যারা হাত পাতে উভয় শ্রেণীর লোককেই খেতে দাও। এভাবে এসব জন্তুকে আমি তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। এসব জন্তুর গোশত অথবা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তোমাদের তাকওয়াই মাত্র তাঁর কাছে পৌঁছে। তিনি ঐসব জন্তুকে তোমাদের জন্য এভাবে অনুগত করেছেন, যাতে তার দেখানো পথে তোমরা তার মহত্ব ঘোষণা করতে পার। আর হে নবী! তুমি নেককারদেরকে সুসংবাদ দান কর" (হজ্জ ঃ ৩৬—৩৭)।

١٥٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ.

১৫৭৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু (উট) টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি কোরবানীর পশু। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ কর। লোকটি এবারও বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি (এর পিঠে) আরোহণ কর। দ্বিতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তৃতীয় বার তিনি লোকটিকে বলেছিলেন, হে হতভাগা।

١٥٧٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلٰثًا.

১৫৭৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, (এর পিঠে) আরোহণ করে নিয়ে যাও। লোকটি বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। লোকটি আবার বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। নবী (সঃ) বললেন, এর পিঠে সওয়ার হয়ে নিয়ে যাও। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

১০৪–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে নিয়ে যায়।

١٥٧٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ وَاَهْدٰى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْىَ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ اَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ اَهْدٰى فَسَاقَ الْهَدْىَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَجَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْكُمْ اَهْدٰى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ اَوَّلَ شَيْئٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلٰثَةَ اَطْوَافٍ وَمَشٰى اَرْبَعًا فَرَكَعَ حِيْنَ قَضٰى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ اَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى قَضٰى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَاَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْدٰى وَسَاقَ الْهَدْىَ مِنَ النَّاسِ . وَعَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِىْ اَخْبَرَنِى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৭৫. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ ও উমরা একসাথে করে তামাত্তু হজ্জ আদায় করলেন। তিনি যুল–হুলাইফা নামক জায়গা থেকে কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে গেলেন। সুতরাং সবাইকে তামাত্তু করার নির্দেশ দানের পর রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন এবং এরপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করলেন। এ দেখে লোকেরাও হজ্জের সাথে উমরার নিয়াত করে তামাত্তু আদায় করলো। কতেকে তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল আবার কতেকে তা নেয়নি। নবী (সঃ) মক্কা পৌছে লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা যারা কোরবানীর পশু

সাথে এনেছ হজ্জ আদায় না করা পর্যন্ত কোন নিষিদ্ধ (হারাম) জিনিস তাদের জন্য হালাল নয়। আর তোমরা যারা কোরবানীর পশু সাথে আননি তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'ঈ করে চুল কেটে ইহরাম খুলে ফেলো এবং (নতুন করে) হজ্জের ইহরাম বাঁধো। কিন্তু যারা কোরবানী দিতে পারবে না তারা হজ্জের মওসুমে তিনটি রোযা এবং বাড়ী ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। সুতরাং হজ্জ সমাপনকালে নবী (সঃ) মক্কা পৌঁছে প্রথমেই হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করলেন (শরীর হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চললেন) এবং অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক গতিতে চললেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি সাফা পাহাড়ে গেলেন এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সা'ঈ করলেন, অতঃপর হজ্জ সমাপন করে ইয়াওমুন নাহরে কোরবানী না করা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় রইলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে ইহরাম খুললেন। তাই যেসব লোক তাদের সাথে কোরবানীর পশু নিয়ে গিয়েছিল তারাও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অনুসরণ করল।

১০৫—অনুচ্ছেদ ঃ (হজ্জে রওয়ানা হয়ে) পথিমধ্যে কোরবানীর পশু খরিদ করা।

١٥٧٦. عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لِاَبِيْهِ اَقِمْ فَاِنِّي لاَ اٰمَنُهَا اَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلَ كَمَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاِنَا اُشْهِدُكُمْ اَنِّي قَدْ اَوْجَبْتُ عَلٰى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ اَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتّٰى اَحَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا .

১৫৭৬. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি এ বছর হজ্জে না গিয়ে আমাদের সাথে বাড়ীতে অবস্থান করুন। কেননা বায়তুল্লাহ থেকে আপনাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না (এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও হাজ্জাজের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল) এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারছি না। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, এরূপ অবস্থা দেখা দিলে আমি তাই করব যা রসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন। তিনি আরো বললেনঃ (কুরআন মজীদে আছে) "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে" (সূরা আহযাব)। সুতরাং আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, এ বছর উমরা আদায় করাকে আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। তাই তিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি রওয়ানা হলেন এবং বায়দা নামক জায়গায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বেঁধে বললেন ঃ হজ্জ ও উমরার ব্যাপার তো

একই (অর্থাৎ একইভাবে তা আদায় করতে হয়)। এরপর কুদায়েদ নামক স্থান থেকে তিনি কোরবানীর পশু খরিদ করলেন এবং মক্কা আগমন করে হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ করলেন, আর (হজ্জ ও উমরা) দু'টিই সমাধা না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম খুললেন না।

১০৬—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি যুল—হুলাইফা থেকে উটের কুঁজ যখম করে ও মালা বাঁধার পর ইহরাম বাঁধে। নাফে (রঃ) বলেছেন, ইবনে উমর (রা) মদীনা থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিলে যুল—হুলাইফাতে পৌঁছে তা ইশ'আর ও তাকলীদ করতেন। উটকে কেবলামুখী করে বসিয়ে বড় ছুরি দিয়ে কুঁজের ডান পাশে আঘাত করতেন।

١٥٧٧. عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْعِ عَشَرَةَ مِائَةً مِنْ اَصْحَابِهِ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَاَشْعَرَهُ وَاَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ .

১৫৭৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, নবী (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে এক হাজারেরও অধিক সাহাবা নিয়ে (মদীনা থেকে) যাত্রা করলেন। যুল–হুলাইফাতে উপনীত হয়ে নবী (সঃ) কোরবানীর পশু ইশ'আর (যখম করলেন) ও তাকলীদ (মালা) করলেন এবং উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন।

١٥٧٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَاَشْعَرَهَا وَاَهْدَاهَا وَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ كَانَ اُحِلَّ لَهُ .

১৫৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুর কেলাদা আমি নিজ হাতে পাকিয়ে দিয়েছি। আর তিনি তা নিজ হাতে (কোরবানীর পশুর) গলায় বেঁধে ইশ'আর করে (মক্কায়) পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যা তাঁর জন্য হালাল ছিল তা তিনি হারাম মনে করেননি। অর্থাৎ কোরবানীর পশু বা হাদী মক্কায় প্রেরণের পর ইহরামের বিধিনিষেধ তাঁর প্রতি আরোপিত হয়নি।

১০৭—অনুচ্ছেদ ঃ উট ও গরুর গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকানো।

١٥٧٩. عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحِلَّ (تَحلل) اَنْتَ قَالَ اِنِّي لَبَّدْتُ رَاْسِيْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَا اَحِلُّ حَتّٰى اَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ .

১৫৭৯. হাফ্সা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি ব্যাপার, লোকেরা যে সবাই ইহরাম খুলে ফেলেছে, অথচ

আপনি এখনও ইহরাম খুলছেন না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা বেঁধেছি। সুতরাং হজ্জ সমাধা না করা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারি না।

١٥٨٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهْدِى مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

১৫৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বাণত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু প্রেরণ করতেন, আর আমি তার গলায় বাঁধার জন্য মালা পাকাতাম। কিন্তু এগুলো প্রেরণ করার পর ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির যা যা বর্জন করতে হয় তিনি তা বর্জন করতেন না।

১০৮—অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে ইশ'আর করা। উরওয়া (রঃ) মিসওয়ার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর পশুকে তাকলীদ ও ইশ'আর করেছেন এবং তারপর উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন।

١٥٨١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَ وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدَتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْئٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ .

১৫৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা আমি পাকিয়েছি। পরে নবী (সঃ) পশুকে ইশ'আর করে গলায় কিলাদা বেঁধেছেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি বেঁধেছি। অতঃপর ঐ পশুগুলোকে তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রেরণ করে মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং হালাল কোন জিনিসকে নিষিদ্ধ মনে করেননি।

১০৯—অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে কিলাদা পাকানো ও বাঁধা।

١٥٨٢. عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِى فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئٌ أَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْىُ .

১৫৮২. যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-র নিকট এই বলে পত্র লিখেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর জন্তু (মক্কায়) প্রেরণ করলো, তা কোরবানী না করা পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ সব কাজ করা হারাম যা হাজ্জীদের জন্য হারাম। বর্ণনাকারী আমরাহ (রঃ) বলেনঃ (পত্র পেয়ে) আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইবনে আব্বাস যা বলেছেন প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানীর পশুর কিলাদা পাকাতাম, আর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা পশুর গলায় লটকিয়ে আমার পিতার সাথে (মক্কায়) প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এর পরেও তা কোরবানী না করা পর্যন্ত আল্লাহর হালাল করা কোন জিনিস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি হারাম হয়নি (অর্থাৎ কোরবানীর পশু প্রেরণের পর তিনি ইহরামধারীদের মত আচরণ না করে স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করেছেন)।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর গলায় কিলাদা লটকানো।

١٥٨٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.

১৫৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক সময় একটি বকরী কোরবানীর জন্য (মক্কায়) প্রেরণ করেছিলেন।

١٥٨٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيْمُ فِىْ اَهْلِهِ حَلاَلاً .

১৫৮৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর কিলাদা পাকিয়ে প্রস্তুত করতাম। তিনি সেগুলো বকরীর গলায় লটকিয়ে (কোরবানীর জন্য হেরেমে পাঠিয়ে) দিতেন এবং নিজে পরিবার-পরিজনদের মধ্যে বাড়ীতে ইহরাম ছাড়াই অবস্থান করতেন। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধলে যেসব বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয় তা তিনি মানতেন না।

١٥٨٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.

১৫৮৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর বকরীর জন্য কিলাদা পাকাতাম। তিনি সেগুলোকে (কোরবানীর পশু) হেরেমে (মক্কায়) প্রেরণ করে নিজে ইহরাম ছাড়াই বাড়ীতে অবস্থান করতেন।

١٥٨٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ تَعْنِى الْقَلاَئِدَ قَبْلَ اَنْ يُّحْرِمَ .

১৫৮৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধার পূর্বে আমি তাঁর কোরবানীর জন্তুর জন্য কিলাদা পাকিয়ে দিয়েছি।

১১১–অনুচ্ছেদ ঃ পশম বা তুলার কিলাদা (মালা)।

١٥٨٧. عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِى .

১৫৮৭. উম্মুল মু'মিনান আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার কাছে রাখা তুলা দিয়ে কোরবানীর পশুর কিলাদা (মালা) পাকিয়ে দিয়েছি।

১১২–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর গলায় জুতার মালা লটকানো।

١٥٨٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ اِنَّهَا بُدْنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِىَّ ﷺ وَالنَّعْلُ فِىْ عُنُقِهَا –

১৫৮৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে একটি কোরবানীর পশু টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেনঃ এর পিঠে আরোহণ করে যাও। সে বললো, এটি তো কোরবানীর পশু। তিনি (সঃ) বললেন, তাতে কি, এর ওপর আরোহণ করো। বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা বলেন ঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে ঐ পশুটির পিঠে সওয়ার হয়ে এমনভাবে যেতে দেখেছি যে, নবী (সঃ) এর সাথে সাথে চলছিলেন। তখন জন্তুটির গলায় জুতার মালা লটকানো ছিল।

১১৩–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুকে আচ্ছাদন পরানো। ইবনে উমর (রাঃ) কুঁজের কাছে আচ্ছাদন ফেড়ে দুই ভাগ করে দিতেন। তবে কোরবানী করার সময় তিনি তা এ আশংকায় খুলে নিতেন যে, রক্ত রঞ্জিত হয়ে তা খারাপ হয়ে যাবে। পরে অবশ্য তিনি তা সদকা করে দিতেন।

١٥٨٩. عَنْ عَلِىٍّ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِى نَحَرْتُ وَبِجُلُوْدِهَا .

১৫৮৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোরবানী করার পর আমাকে কোরবানীর পশুর আচ্ছাদন ও চামড়া সদকা করে দেয়ার আদেশ করেছেন।

১১৪–অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে পশু খরিদ করা এবং তার গলায় কিলাদা (মালা) লটকানো।

١٥٩٠. عَنْ نَافِعٍ قَالَ اَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ فِى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ اَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اِذَنْ اَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتّٰى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَاَهْدٰى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حِيْنَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَمْ يَحِلِّ مِنْ شَيْئٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتّٰى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَاٰى اَنْ قَدْ قَضٰى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذٰلِكَ صَنَعَ النَّبِىُّ

১৫৯০. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আবদুল্লাহ) ইবনে যুবয়েরের খেলাফত কালে যে বছর খারেজীরা হজ্জ আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সে বছর (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরও হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করলে তাকে বলা হল–এ বছর (লোকদের মধ্যে) যুদ্ধ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। আর আমাদের আশংকা যে, তারা আপনাকে বাধা প্রদান করবে। এসব কথা শুনে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেন ঃ (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) "তোমাদের অনুসরণের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে" (সূরা আহযাব)। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এরূপ ক্ষেত্রে) যা করেছিলেন আমিও তাই করব। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি নিজের প্রতি উমরা আদায় করা ওয়াজিব করে নিয়েছি। অতঃপর হজ্জে যাত্রা করে তিনি বায়দা নামক প্রান্তরে উপনীত হয়ে বললেন, হজ্জ আর উমরার অবস্থা তো একই অর্থাৎ একই নিয়মে আদায় করতে হয়। আমি তোমাদের সাক্ষী করে বলছি, আমি হজ্জকে উমরার সাথে একত্র করলাম। এরপর তিনি খরিদ করা মালা পরিহিত কোরবানীর পশু সাথে নিয়ে চললেন আর মক্কায় পৌঁছে তিনি বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করলেন, এ ক্ষেত্রে কোন কিছু অতিরিক্ত করলেন না বা কোরবানীর দিন আসা পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ এমন কোন কাজকে হালাল হিসেবে গণ্য করলেন না। (কোরবানীর দিন) তিনি মাথা মুন্ডন করেন ও কোরবানী করলেন এবং মনে করলেন প্রথম তাওয়াফের দ্বারাই হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য তাওয়াফ সম্পূর্ণ করেছেন। এভাবে সবকিছু করার পর তিনি বললেন, নবী (সঃ) এরূপই করেছেন।

১১৫–অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীদের অনুমতি ছাড়াই তাদের পক্ষ থেকে গরু কোরবানী করা।

١٥٩١. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَّحِلَّ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ .

১৫৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-কা'দাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মদীনা থেকে যাত্রা করলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ আদায় করা। আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, যার সাথে কোরবানীর জানোয়ার নেই বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার পর সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত আনা হলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, একি? লোকেরা বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন (তারই গোশত)।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে নবী (সঃ)-এর কোরবানীর জায়গায় কোরবানী করা।

١٥٩٢. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْحَرُ فِى الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৫৯২. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) কোরবানী করার স্থানে কোরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানী করার জায়গায় কোরবানী করতেন।[১৭]

١٥٩١. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ حَتّٰى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيْهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوْكُ.

১৫৯৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) মুযদালিফা থেকে শেষ রাতের দিকে হাজ্জীদের দলের সাথে, যার মধ্যে স্বাধীন ও কৃতদাসও শামিল ছিল, নিজ কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিতেন। যাতে তা রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী করতেন সেখানে পৌঁছে যায়।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে কোরবানী করা।

١٥٩٤. عَنْ اَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا .

১৫৯৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীসটি সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নিজ হাতে সাতটি উট দাঁড় করিয়ে কোরবানী করেছেন এবং মদীনাতে দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত ও শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছেন।

---

১৭. মিনার সবটাই কোরবানীর জায়গা। এর যে কোন জায়গায় কেউ কোরবানী করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত পালনের পক্ষপাতী ছিলেন। আর এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেখানে কোরবানী (যবেহ) করেছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি কোরবানী করেছেন।

১১৮—অনুচ্ছেদ ঃ উটকে (রশি দ্বারা) বেঁধে কোরবানী করা।

١٥٩٥. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَتٰى عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَنَاخَ بُدْنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

১৫৯৫. যিয়াদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি ইবনে উমর (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছে গেলেন যে তার উটকে কোরবানী করার জন্য বসিয়েছিল। তিনি তাকে বললেন, দাঁড় করিয়ে (পা) বেঁধে কোরবানী কর। এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সুন্নাত।

১১৯—অনুচ্ছেদঃ উটকে দাঁড় করিয়ে কোরবানী করা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এটিই মুহাম্মাদ (সঃ)—এর সুন্নাত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (কুরআন মজীদে উল্লেখিত) সাওয়াফফা শব্দের অর্থ হলঃ দাঁড়ানো অবস্থায়।

١٥٩٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبّٰى بِهِمَا جَمِيْعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحّٰى بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ.

১৫৯৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত এবং যুল-হুলাইফাতে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করে সেখানেই রাত যাপন করেন। ভোর হলে তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করলেন এবং তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। পরে বায়দার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলে (হজ্জ ও উমরা) উভয়টির জন্য তালবিয়া ও তাসবীহ পাঠ করলেন এবং মক্কাতে প্রবেশ করে লোকদের (তাওয়াফ ও সাঈ করে) ইহরাম খুলতে আদেশ দিলেন। এই হজ্জে নবী (সঃ) সাতটি উট দাঁড় করিয়ে নিজ হাতে কোরবানী করলেন। আর মদীনাতে তিনি দু'টি সাদা কালো মিশ্রিত রংয়ের ও বড় বড় শিং বিশিষ্ট মেষ কোরবানী করেছিলেন।

١٥٩٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثُمَّ بَاتَ حَتّٰى اَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتّٰى اِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

১৫৯৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকাত আদায় করেছিলেন এবং যুল-হুলাইফাতে পৌঁছে 'আসরের নামায দুই রাকাত পড়েছিলেন। আর আইয়ূব (রঃ) এক ব্যক্তির মাধ্যমে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরপর তিনি (সঃ) সেখানে রাত যাপন করলেন। ভোর হলে তিনি ফজরের নামায আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। সওয়ারী বায়দা নামক জায়গায় পৌঁছলে তিনি উমরা ও হজ্জ উভয়টির নিয়াত করে তালবিয়া পাঠ করলেন।

১২০—অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর কোন কিছুই কশাইকে দেয়া যাবে না।

١٥٩٨. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَاَمَرَنِيْ فَقَسَمْتُ لُحُوْمَهَا ثُمَّ اَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُوْدَهَا وَقَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِي لَيْلِيْ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ اُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِيْ جِزَارَتِهَا .

১৫৯৮. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে পাঠালে আমি গিয়ে কোরবানীর পশুর কাছে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বন্টন করতে নির্দেশ দিলে আমি সমস্ত গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি আবার নির্দেশ দিলে জিন ও চামড়া বন্টন করে দিলাম। সুফিয়ান, আবদুল করীম, মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলার মাধ্যমে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে কোরবানীর পশুর পাশে দাঁড়াতে এবং তা থেকে কশাইকে পারিশ্রমিক বাবদ কিছু না দিতে আদেশ করলেন।

১২১—অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর চামড়া সদকা করে দিতে হবে।

١٥٩٩. عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ عَلٰى بُدْنِهِ وَاَنْ يَّقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُوْمَهَا وَجُلُوْدَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِي فِيْ جَزَارَتِهَا شَيْئًا .

১৫৯৯. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে নিজের কোরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত, চামড়া ও জিন বন্টন করে দিতে বলেছেন এবং (কশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে না দিতে আদেশ করেছেন।

১২২—অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর পশুর জিন ইত্যাদি সদকা করে দিতে হবে।

١٦٠٠. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بُدْنَةٍ فَاَمَرَنِي بِلُحُوْمِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ اَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُوْدِهَا فَقَسَمْتُهَا .

১৬০০. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার নবী (সঃ) একশত উট কোরবানী করে আমাকে তার গোশত বন্টন করতে বললে আমি গোশত বন্টন করে দিলাম। তিনি জিনসমূহও বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম। সর্বশেষে চামড়াগুলো বন্টন করে দিতে বললে সেগুলোও বন্টন করে দিলাম।

وَاِذْ بَوَّانَا لاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ * وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ * لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ * ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ

(سُورة الحج - ايات - ٢٦-٣٠)

১২৩—অনুচ্ছেদ ঃ "সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে এ ঘরের (খানায়ে কা'বা) জায়গা নির্দেশ করে দিলাম এবং সংগে সংগে এ হেদায়াতও দিলাম যে, আমার সাথে অন্য কিছু শরীক কর না। আর যারা তাওয়াফ করে, অবস্থান করে এবং নামায পড়ে তাদের জন্য আমার এ ঘরকে পবিত্র রাখ। আর হজ্জের জন্য লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রদান কর, যাতে তারা তোমাদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে এবং উটের পিঠে আরোহণ করে আসে এবং ঐ সব কল্যাণ স্বচক্ষে দেখতে পায় যা এখানে তাদের জন্য রয়েছে। আর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তাদেরকে দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তারপর তা থেকে নিজেরাও খাবে এবং দরিদ্র—অভাবীদেরকেও খেতে দেবে। তারপর নিজের ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করবে। তাদের নজর পূর্ণ করবে এবং এ প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করবে। এগুলোই হলো (কা'বা নির্মাণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য)। আর যারা আল্লাহর নিষেধের মর্যাদা দেবে তবে তা তাদের প্রভুর কাছে তাদের নিজেদের জন্যই কল্যাণকর" (হজ্জ ঃ ২৬—৩০)।

কোরবানীর গোশত কি পরিমাণ নিজে খাবে এবং কি পরিমাণ সদকা করবে তার বিধিনিষেধ। উবায়দুল্লাহ (রঃ) বলেছেন, নাফে (রঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইহরাম অবস্থায় কোন প্রাণী শিকার করলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে কোরবানী দিতে হয় এবং নজর বা মানতের জন্য যে কোরবানী দেয়া হয় তার গোশত নিজে খেতে পারবে না, এছাড়া অন্যান্য কোরবানীর গোশত খেতে পারবে। আর আতা (রঃ) বলেছেন, তামাত্তুর জন্য প্রদত্ত কোরবানীর গোশত নিজেও খেতে পারবে, অপরকেও খাওয়াতে পারবে।

١٦٠١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا لاَ نَاكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلٰثٍ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا فَاَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ اَقَالَ حَتّٰى جِئْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لاَ.

১৬০১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা আমাদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতাম না। নবী (সঃ) আমাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করে বললেন, খাও এবং সঞ্চিত করেও রাখ। তাই আমরা তা থেকে খেলাম এবং জমা করেও রাখলাম। বর্ণনাকারী ইবনে জুরায়েজ বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, জাবের (রাঃ) কি এ কথা বলেছিলেন যে, এমনকি আমরা মদীনায় পৌঁছে গেলাম (অর্থাৎ ঐ জমা করা গোশত ফুরিয়ে না যেতেই আমরা মদীনা পৌঁছলাম)? জবাবে আতা বললেন, না।[৩১]

١٦٠٢. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ اَنْ يَّحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقِيْلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ.

১৬০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুল-কাদাহ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। আর একমাত্র হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এভাবে আমরা মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পর ইহরাম খুলে ফেলে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর কোরবানীর দিন আমাদের কাছে গরুর গোশত পাঠিয়ে দেয়া হলে আমি বললাম, একি (গরুর গোশত কোথা থেকে আসলো)? বলা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (ইবনে সাঈদ) বর্ণনা করেছেন, আমি কাসেম (ইবনে মুহাম্মাদ)-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, বর্ণনাকারী (আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান) হাদীসটি যথার্থভাবেই তোমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

---

৩১. তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়া বা জমা করে রাখা সব ইমামদের মতে জায়েয হলেও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ কোরবানী করতে না পারলে তাদের পর্যন্ত গোশত পৌঁছানো ধনবানদের কর্তব্য এবং এই পরিস্থিতিতে তিন দিনের অধিককাল গোশত জমিয়ে রাখা উচিৎ নয়-(সম্পা.)।

১২৪–অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মুড়ানোর আগেই কোরবানী করা।

١٦٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ اَنْ يَّذْبَحَ وَنَحْوِهِ قَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বেই মাথা মুড়িয়ে নিল অথবা উল্টাপাল্টা অনুরূপ কোন কাজ করলো তার সম্পর্কে নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই, এতে কোন দোষ নেই।৩২

١٦٠٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ زُرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–কে এক ব্যক্তি বললো, আমি কংকর মারার আগেই (খানায়ে কা'বার) যিয়ারত করে ফেলেছি। নবী (সঃ) বললেন, তাতে দোষ নেই। সে লোকটি বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, দোষ নেই। লোকটি আবার বললো, কংকর মারার আগেই আমি কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

١٦٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সন্ধ্যা হওয়ার পর আমি কংকর মেরেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ কোন দোষ নেই। সে পুনরায় বললো, কোরবানী করার আগেই আমি মাথা মুড়িয়েছি। তিনি জবাবে বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

١٦٠٦. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَحْسَنْتَ اِنْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

৩২. হজ্জের কাজগুলো—কংকর নিক্ষেপ, কোরবানী করা, মাথা কামানো ও তাওয়াফে যিয়ারত করা। এগুলোর তরতীব ঠিক না থাকলেও গোনাহ হবে না। তবে হানাফী মাযহাব মতে নিয়মের ব্যতিক্রমের দরুন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি পশু কোরবানী দিতে হবে।

ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَاَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِى قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِى ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِى بِهِ النَّاسَ حَتّٰى خِلاَفَةِ عُمَرَ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ اِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى بَلَغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬০৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি বাত্হা নামক জায়গাতে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জ করার সংকল্প করেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, কিসের জন্য (হজ্জের না উমরার) ইহরাম বেঁধেছ? আমি বললাম, নবী (সঃ)-এর ন্যায় ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পড়েছি। (এসব কথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, উত্তম করেছ। এখন গিয়ে বায়তুল্লাহ ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ কর। সুতরাং আমি (তাওয়াফ সমাধা করে) এরপর বনী কায়েস গোত্রের একজন মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাধা করলাম। সেই সময় থেকে উমরের খেলাফতকাল পর্যন্ত আমি লোকদের এভাবে উমরা ও হজ্জ আদায় করতে ফতোয়া দিয়েছি। (উমরের সময়ে) একদিন তাঁকে আমি বিষয়টি বললে তিনি বলেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাবের হুকুম আঁকড়ে ধরতে চাই, তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করে, আর যদি রসূলুল্লাহর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে চাই তা হলে দেখি যে, কোরবানীর পশু হেরেমে না পৌছা পর্যন্ত তিনি ইহরাম খুলেননি।

১২৫—অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের সময় মাথার চুল জড়িয়ে নেয়া এবং ইহরাম খুলে মাথা মুড়িয়ে নেয়া।

١٦٠٧. عَنْ حَفْصَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى وَقَلَّدْتُ هَدْيِى فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ .

১৬০৭. হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! উমরা সমাধা করে লোকেরা সবাই ইহরাম খুলে ফেললো, কিন্তু আপনি উমরা শেষ করেও ইহরাম খুলছেন না? জবাবে তিনি বললেন, আমি তালবীদ করেছি অর্থাৎ আমার মাথার চুল জড়িয়ে নিয়েছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদা লটকিয়ে দিয়েছি। সুতরাং কোরবানী করার আগে এখন আর আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

১২৬—অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম খোলার সময় মাথা মুড়িয়ে ফেলা বা চুল ছেঁটে ফেলা।

١٦٠٨. عَنْ نَافِعٍ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ حَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى حَجَّتِهِ .

১৬০৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, হজ্জ আদায়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মাথা মুড়িয়েছিলেন।

١٦٠٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ وَقَالَ فِى الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

১৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ্! মাথা মুন্ডনকারীদের (যারা মাথার চুল মুড়িয়ে নেয়) প্রতি রহমত বর্ষণ কর। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল! মাথার চুল কর্তনকারীদের (যারা মাথার চুল কেটে ছোট করে নেয়) প্রতিও (আল্লাহর রহমত হওয়ার জন্য বলুন)। তিনি (সঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি তোমার রহমত বর্ষণ কর। সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! চুল কর্তনকারীদের প্রতিও। তখন তিনি বললেনঃ আর চুল কর্তনকারীদের প্রতিও (রহমত বর্ষণ করুন)। লাইস (রঃ) বলেন, আমাকে নাফে (রঃ) বলেছেন, "আল্লাহ মাথা মুন্ডনকারীদের প্রতি করুণা করুন" কথাটি তিনি (সঃ) এক বা দুই বার বলেছেন। রাবী বলেন, উবায়দুল্লাহ (রঃ) নাফে (রঃ)–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সঃ) চতুর্থ বারে বলেছেনঃ "যারা চুল ছোট করেছে তাদের প্রতিও"।

١٦١٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلٰثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ.

১৬১০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন এই বলে দোআ করলেনঃ হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। একথা শুনে লোকেরা বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুন্ডনকারীদের ক্ষমা করে দাও। লোকেরা আবারও বললো, মাথার চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও বলুন)। কিন্তু তিনি (সঃ) তিনবার বলার পর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দাও)।

١٦١١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

১৬১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের একদল (ইহরাম খুলে) মাথা মুড়িয়ে নিলেন, আর তাঁর সাহাবাদের কেউ কেউ চুল ছেঁটে ছোট করে নিলেন।

١٦١٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ -

১৬১২. মুআবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একটি কাঁচি দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চুল ছেঁটে ছোট করেছিলাম।

১২৭-অনুচ্ছেদঃ তামাত্তুকারীদের উমরা আদায়ের পর মাথার চুল ছেঁটে ফেলা।

١٦١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اَمَرَ اَصْحَابَهُ اَنْ يَّطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْا اَوْ يُقَصِّرُوْا -

১৬১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কায় পৌঁছে তাঁর সাহাবীগণকে বাইতুল্লাহ ও সাফা-মারওয়া তাওয়াফের পর ইহরাম খুলে মাথার চুল মুড়ে নিতে বা ছেঁটে নিতে নির্দেশ দিলেন।

১২৮-অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করা। আবুয-যুবায়র, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্ব করেছেন। নবী (সঃ) খানায়ে কা'বার যিয়ারত মিনার দিনগুলোতে করতেন। অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিনটির পর নবী (সঃ) তাওয়াফে যিয়ারত করতেন। ইবনে উমর (রা) একবার মাত্র তাওয়াফ করে নিদ্রা গেলেন। অতপর মিনা অর্থাৎ কোরবানীর দিন এসে উপস্থিত হলো। আবদুর রাজ্জাক উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এটা মারফু হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

١٦١٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَاَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ اَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اُخْرُجُوْا.

১৬১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ আদায় করলাম এবং কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করলাম। এই সময় সাফিয়ার মাসিক হলো আর নবী (সঃ) এই সময় তার থেকে এমন কিছু আশা করছিলেন, যা একজন স্বামী (স্বাভাবিকভাবে) তার স্ত্রীর নিকট থেকে আশা করে থাকে। তাই আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে (সাফিয়া) তো এখন হায়েয অবস্থায়। একথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, সে তো আমাকে (এ পর্যন্ত) আটকিয়ে ফেলবে। লোকেরা বললো, হে

আল্লাহর রসূল! তিনি (সাফিয়া) তো কোরবানীর দিন তাওয়াফে যিয়ারত করেছেন। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর অপেক্ষা কি? যাও, যাত্রা কর।

১২৯–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ ভুল করে বা অজ্ঞতা বশতঃ সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মারে এবং কোরবানীর পশু যবেহ করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলে তার হুকুম।

١٦١٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيْلَ لَهُ فِى الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْىِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّاخِيْرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ -

১৬১৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর পশু যবেহ করা, মাথা মুড়ানো, কংকর মারা এবং হজ্জের বিভিন্ন কাজ আগে পিছে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, কোন দোষ হবে না অর্থাৎ কোন গোনাহও হবে না বা ফিদ্‌য়াও দিতে হবে না।

١٦١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسْاَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُوْلُ لاَ حَرَجَ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ فَقَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا اَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ .

১৬১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মিনাতে অবস্থানকালে নবী (সঃ)–কে (বিভিন্ন বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হতো। তিনি বলতেন, কোন দোষ নাই। এক ব্যক্তি একদিন তাঁকে বলল, আমি কোরবানী যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ কর, এতে কোন দোষ নাই। সে বললো, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পর কংকর মেরেছি। তিনি (সঃ) বললেন, এতেও কোন দোষ নেই।

১৩০–অনুচ্ছেদঃ জামরার কাছে সওয়ারীতে আরোহণ করে লোকদের প্রশ্নের জবাব দান করা।

١٦١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوْا يَسَاَلُوْنَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ اَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَذْبَحَ قَالَ اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَهُ اٰخَرُ فَقَالَ لَمْ اَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِىَ قَالَ اِرْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ قُدِّمَ وَلاَ اُخِّرَ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১৬১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়ালে লোকেরা তাঁকে (বিভিন্ন বিষয়ে) প্রশ্ন করতে থাকলো। এক ব্যক্তি বললো, আমি জানতাম না তাই কোরবানীর পশু যবেহ করার আগেই মাথা মুড়িয়ে নিয়েছি। তিনি বললেন, এখন যবেহ করে নাও কোন ক্ষতি নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি জানতাম না তাই কংকর মারার আগেই কোরবানী করে ফেলেছি। তিনি (সঃ) জবাবে বললেন, এখন কংকর মারার কাজ সমাধা করে নাও। ঐ দিন তাঁকে যে বিষয় সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, অমুক কাজ আগে করা হয়েছে এবং অমুক কাজ পরে করা হয়েছে; তিনি শুধু জবাব দিয়েছেন, কোন ক্ষতি নেই।

١٦١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ اٰخَرُ فَقَالَ كُنْتُ اَحْسِبُ اَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِيَ وَاَشْبَاهَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ قَالَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئٍ اِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ .

১৬১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন নবী (সঃ) খুতবা দিতে উঠলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নবী (সঃ)-কে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের পূর্বে করণীয়। আর একজন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আমি জানতাম অমুক কাজ অমুক কাজের আগে করণীয়। কিন্তু আমি কোরবানী করার আগেই মাথা মুন্ডন করেছি, আবার কংকর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি এবং অনুরূপ আরো অনেক কাজ করেছি। নবী (সঃ) বললেন, এখন করে নাও, কোন দোষ হবে না। সবগুলির ক্ষেত্রেই তিনি এরূপ বললেন। এমনকি ঐ দিন এমন কোন প্রশ্নই তাঁকে করা হয়নি যার উত্তরে তিনি বলেননি, এখন করে নাও, এতে কোন দোষ হবে না।

١٦١٨(ا)عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

১৬১৮(ক). আবদুল্লাহ ইবনে আ'মর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর উটের ওপর বসা ছিলেন। অতঃপর ওপরে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন।

১৩১—অনুচ্ছেদ ঃ মিনাতে অবস্থানের দিনগুলিতে খুতবা প্রদান করা।

١٦١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا يَوْمٌ حَرَامٌ فَقَالَ فَاَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا بَلَدٌ

حَرَامٌ قَالَ فَاَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فَاَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ اِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ اِلٰى اُمَّتِهِ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৬১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোরবানীর দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা! আজকের এই দিনটি কোন দিন? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই শহরটি কোন শহর? সবাই বললো, মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন্ মাস? সবাই বললো, এটি মহা সম্মানিত মাস। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের মান-ইজ্জত তেমনি মহান যেমন এ মাস, এ শহর, এ দিনটি মহান। এ কথাটি তিনি কয়েক বার বললেন এবং পরে মাথা উঁচু করে বললেন, হে আল্লাহ! আমি পৌছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর অধীনে আমার প্রাণ! এটা তাঁর উম্মতের প্রতি অছিয়ত বা শেষ উপদেশ বাণী। নবী (সঃ) বললেন, এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌছিয়ে দেয় আর আমার পরে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করো না।

١٦٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ.

১৬২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ)-কে খুতবা দিতে শুনেছি।

١٦٢١. عَنْ اَبِى بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ اَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ

قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِى شَهْرِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا اِلٰى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعٰى مِنْ سَامِعٍ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

১৬২১. আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজ্জে কোরবানীর দিন নবী (সঃ) আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। নবী (সঃ) কিছু সময় চুপ থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মাসটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, এমনকি আমরা ধারণা করে নিলাম যে, তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের এই শহর, এই মাস ও এই দিনের মতই ততদিন পর্যন্ত মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন, যতদিন না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। তাহলে আমি কি (সব কিছু) তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি? উপস্থিত সবাই বলল, হাঁ। এ সময় তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। আর (সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন) তোমাদের উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেওয়া, কেননা যাদের কাছে পৌছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন থাকে যে শ্রবণকারীর চাইতে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা কিন্তু আমার পর কাফের হয়ে যেও না অর্থাৎ কুফরী আচরণে তৎপর হয়ো না।

١٦٢٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِمِنًى اَتَدْرُوْنَ اَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِى بَلَدِكُمْ هٰذَا وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِىْ حَجَّ بِهٰذَا وَقَالَ هٰذَا يَوْمُ الْحَجِّ الاَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوْا هٰذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ .

১৬২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মিনাতে (খুতবা দানের সময়) বললেন, তোমরা কি জান (আজকের) এ দিনটি কোন্ দিন? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ দিনটি মহাসম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন দিন। তোমরা কি জান, এটি কোন্ শহর? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এটি মহা সম্মানিত শহর। তিনি আবারও বললেন, তোমরা কি অবগত আছ, এটা কোন্ মাস? সাহাবারা সবাই বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, এ মাসটিও অত্যন্ত সম্মানিত মহান মাস। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের এ মহান সম্মানিত শহর এই মহা সম্মানিত মাস এ দিনটি যেমন পবিত্র ও মহা সম্মানিত তেমনি তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও মান-ইজ্জতকেও আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের জন্য মহা সম্মানিত ও পবিত্র করে দিয়েছেন। হিশাম ইবনুল গায নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে উমর) বলেছেন, কোরবানীর দিন নবী (সঃ) (মিনাতে) জামরাগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, এ দিন হলো হজ্জের মহান দিন। এসব বলার পর নবী (সঃ) 'হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক' এ কথাটি বলতে থাকলেন এবং লোকদেরকে বিদায় জানাতে থাকলেন। তাই সাহাবাগণ বললেন, এটি হল 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ্জ।

১৩২—অনুচ্ছেদ ঃ পানি সরবরাহকারী বা অনুরূপ অন্যান্য লোকেরা মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় কাটাতে পারে কি না।

١٦٢٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الْعَبَّاسَ اِسْتَاذَنَ النَّبِىَّ ﷺ لِيَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ اَجْلِ سِقَايَتِهِ فَاذِنَ لَهُ .

১৬২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাজীদের খাবার পানি সরবরাহের প্রয়োজনে মিনায় অবস্থানের রাতগুলো মক্কায় যাপনের জন্য আব্বাস (রা) নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে অনুমতি প্রাদন করেছিলেন।

১৩৩—অনুচ্ছেদ ঃ কংকর মারা। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোরবানীর দিন দুপুরের কিছু পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে সূর্য ঢলে পড়ার পর কংকর মেরেছেন।

١٦٢٤. عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتٰى اَرْمِى الْجِمَارَ قَالَ اِذَا

رَمٰى امَامُكَ فَارْمِهِ فَاَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

১৬২৪. ওয়াবরা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কখন কংকর মারব? তিনি বললেন, তোমার নেতা[৩৩] যখন মারবে, তখন মারো। ওয়াবরা বলেন, আমি পুনরায় (একই) প্রশ্ন করলাম। (তখন তিনি বললেন,) আমরা অপেক্ষা করতাম এবং সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে কংকর মারতাম।

১৩৪—অনুচ্ছেদ : বাতনুল ওয়াদী অর্থাৎ উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে কংকর মারা।

١٦٢٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ رَمٰى عَبْدُ اللّٰهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ النَّاسَ يَرْمُوْنَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ هٰذَا مَقَامُ الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬২৫. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) উপত্যকার মধ্যভাগ অর্থাৎ জামরাতুল আকাবা থেকে কংকর মারলে আমি তাঁকে বললাম, 'হে আবদুর রহমানের পিতা! সবাই তো উপরিভাগ থেকে কংকর মেরে থাকে। তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই! এটিই সেই জায়গা, যেখানে নবী (সঃ)-এর ওপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৫—অনুচ্ছেদ : জামরায় সাতটি কংকর মারতে হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٦. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ انْتَهٰى اِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرٰى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ . وَرَمٰى بِسَبْعٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

১৬২৬. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জামরাতুল কোবরা বা জামরাতুল আকাবা পর্যন্ত পৌঁছে বায়তুল্লাহ বামে ও মিনাকে ডানে করে সাতটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে বললেন, যে মহান ব্যক্তির প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছে তিনিও এভাবেই কংকর মেরেছেন।

১৩৬—অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারার সময় বায়তুল্লাহকে বাম দিকে রাখে।

---

৩৩. এই হাদীসে ইমাম অর্থে আমীরে হজ্জকে বুঝানো হয়েছে।

١٦٢٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَرَاٰهُ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْكُبْرٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهٖ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهٖ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَقَامُ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৭. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে হজ্জ করেছেন। তখন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ) তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে) জামরাতুল কোবরা বা আকাবা থেকে বায়তুল্লাহকে বামে ও মিনাকে ডানে রেখে সাতটি পাথর খন্ড মারতে দেখেছেন। অতপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন, এটি সেই জায়গা যেখানে নবী (সঃ)-এর প্রতি সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল।

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি পাথর মারার সময় তাকবীর বলতে হবে। এ কথা ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٨. عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّوْرَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيْهَا اٰلُ عِمْرَانَ وَالسُّوْرَةُ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حِيْنَ رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِىْ حَتّٰى اِذَا حَاذٰى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمٰى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هٰهُنَا وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِىْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ .

১৬২৮. আমাশ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি একদিন হাজ্জাজকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, যে সূরার মধ্যে গাভীর কথা উল্লেখ আছে, যে সূরার মধ্যে ইমরান পরিবারের কথা বলা হয়েছে এবং যে সূরার মধ্যে মহিলাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, এসব শুনে আমি তা ইবরাহীম (ইবনে ইয়াযীদ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জামরাতুল আকাবায় কংকর মারার সময় তিনি ইবনে মাসউদ (রা)-র সাথে ছিলেন। ইবনে মাসউদ (রা) উপত্যকার মধ্যভাগে উপস্থিত হলেন। গাছ বরাবর হলে তিনি তা সামনে করে দাঁড়ালেন এবং সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করলেন। প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলছিলেন। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই! এখানেই সেই মহান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (পাথর খন্ড মেরেছিলেন) যাঁর প্রতি সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে।

১৩৮—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারে কিন্তু সেখানে অবস্থান করে না। এ (অবস্থান না করার) বিষয়টি ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১৩৯—অনুচ্ছেদ ঃ কেউ উভয় জামরা (জামরাতুল উলা ও জামরাতুস সানিয়া) থেকেই কংকর মারলে সেখানে নরম ভূমিতে অবতরণ করবে এবং কিছু সময় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। [৩৪]

١٦٢٩. عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتّٰى يُسْهِلَ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُوْمُ طَوِيْلاً وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطٰى ثُمَّ يَاْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُوْمُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَرْمِيْ جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِيْ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

১৬২৯. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নিকটবর্তী জামরায়[৩৫] সাতটি পাথর খন্ড মারতেন, প্রতিটি পাথর টুকরা মারার পর তাকবীর পাঠ করতেন, তারপর অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর তিনি জামরাতুল উসতায় বা মধ্যম জামরাতে কংকর মারতেন এবং বাঁ দিকে কিছু দূর চলে নরম ভূমিতে অবতরণ করে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তারপর উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবাতে কংকর মারতেন, তবে সেখানে অবস্থান না করে বরং তখনি প্রত্যাবর্তন করতেন। এরপর বলতেন, এসব কাজ আমি নবী (সঃ)-কে (এভাবেই) করতে দেখেছি।

১৪০—অনুচ্ছেদ জামরাতাতুদ—দুন্য়া ও জামরাতুস— সানিয়ার নিকটে দুই হাত উত্তোলন করা (দোআ করা)।

---

৩৪. এই দুই জামরার কাছে কিছু বেশী সময় অবস্থান করবে। অবশ্য সময়ের পরিমাণ কত হবে সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে মাসউদের মতে সূরা বাকারা দুইবার পড়ার পরিমান সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। আর ইবনে উমরের মতে সূরা বাকারা বা সূরা ইউসুফ একবার পাঠ করার সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে। তবে এখানে সময়ের পরিমাণ আসল নয়, বরং যাতে কিছু সময় দো'আ ও ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা যায় সেটাই আসল লক্ষ্য। সংগে সংগে জানা থাকা দরকার যে, এটা ফরজ বা ওয়াজিবও নয় যে, অবশ্যই পালন করতে হবে। বরং কেউ যদি অবস্থান না করে তবে তাতে দোষের কিছু নাই।

৩৫. নিকটবর্তী জামরা বলতে জামরাতুল উলাকে বুঝানো হয়েছে যা মসজিদে খায়েফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে কোরবানীর দ্বিতীয় দিনে কংকর মারা হয়।

١٦٣٠. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْمِىْ الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلٰى اِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْوُسْطٰى كَذٰالِكَ فَيَاخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُوْمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيْلاً فَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِىِّ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُوْلُ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُ.

১৬৩০. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) জামরাতুদ্দুন্য়া বা নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর খন্ড নিক্ষেপ করতেন এবং প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর বলতেন। তারপর তিনি অগ্রসর হয়ে নরম ভূমিতে নামতেন এবং কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে দোআ করতেন, তারপর সর্বশেষে উপত্যকার মধ্যভাগ থেকে জামরাতুল আকাবায় কংকর মারতেন, কিন্তু সেখানে অবস্থান বা অপেক্ষা করতেন না। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এভাবেই এসব কাজ করতে দেখেছি।

১৪১–অনুচ্ছেদ ঃ উভয় জামরার নিকটে দোআ করা।

١٦٣١. عَنِ الزُّهْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِىْ تَلِىْ مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ اَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ وَكَانَ يُطِيْلُ الْوُقُوْفَ ثُمَّ يَاْتِى الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمٰى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ مِمَّا يَلِى الْوَادِىَّ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ ثُمَّ يَاتِى الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِىُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

১৬৩১. যুহরী (রঃ) থেকে বর্ণিত। মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামরায় রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কংকর মারতেন তখন সাতটি পাথরের টুকরা মারতেন। প্রতিটি পাথর খন্ড

নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলতেন, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতেন। তারপর জামরায়ে সানিয়া বা দ্বিতীয় জামরাতে গিয়ে সাতটি কংকর মারতেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলতেন। তারপর সেখান থেকে বাঁদিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হয়ে অবস্থান করতেন ও দু'হাত তুলে দোআ করতেন। তারপর সবশেষে তিনি আকাবার নিকটবর্তী জাম রায় যেতেন এবং সেখানেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতেন। প্রতিটি পাথর মারার মুহূর্তে তাকবীর বলতেন। তারপর সেখানে অপেক্ষা করতেন। যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে তাঁর পিতার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে উমর (রা) এ কাজগুলো করতেন।

১৪২—অনুচ্ছেদ : কংকর মারার পর খোশবু লাগানো এবং তাওয়াফে যিয়ারতের আগে মাথা মুড়ানো।

١٦٣٢. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ اَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ اَحَلَّ قَبْلَ اَنْ يَّطُوْفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

১৬৩২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের হাত দু'খানা প্রসারিত করে বললেন, আমি আমার এ দু'হাতেই মহানবী (স)-এর ইহরাম বাঁধার সময় এবং তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ইহরাম খোলার সময় তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি।

১৪৩—অনুচ্ছেদ : বিদায়ী তাওয়াফ।

١٦٣٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَّكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ اِلاَّ اَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

১৬৩৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছ যে, তাদের শেষ কাজ হবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ[৩৬] করা, তবে এ হুকুম ঋতুবতী মেয়েদের জন্য শিথিল করা হয়েছে।

١٦٣٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ اِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ -

৩৬. সবশেষে বায়তুল্লাহর তাওয়াফকে তাওয়াফে সুদূর বা বিদায়ী তাওয়াফ বলা হয়। মক্কায় আগত বহিরাগত হাজীদের এ তাওয়াফ করা ওয়াজিব। ইমাম নববীর মতে এটি ওয়াজিব এবং এ তাওয়াফ না করলে তাকে একটি দম বা কোরবানী দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

১৬৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করে অল্প কিছু সময় মুহাসসাব উপত্যকায় নিদ্রা গেলেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে যাত্রা করলেন এবং সেখানে পৌছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, অর্থাৎ সবশেষে তাওয়াফ যিয়ারত করলেন।

১৪৪—অনুচ্ছেদ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের[৩৭] পর কোন মহিলার হায়েয হলে।

١٦٣٥. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوْا اِنَّهَا قَدْ اَفَاضَتْ قَالَ فَلَا اِذَنْ.

১৬৩৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হুয়াই-এর কন্যা সাফিয়্যার হায়েয শুরু হলে সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বলা হলে তিনি বললেনঃ সে (সাফিয়্যা) কি আমাদের যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? সবাই বলল, তিনি তো তাওয়াফে যিয়ারতের কাজ সেরে নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে আর বাধা নেই।

١٦٣٦. عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ سَاَلُوْا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوْا لَا نَاْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ اِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِيْنَةَ فَاسْئَلُوْا فَقَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ فَسَاَلُوْا فَكَانَ فِيْمَنْ سَاَلُوْا اُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيْثَ صَفِيَّةَ.

১৬৩৬. ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যে মহিলার হায়েয এসেছে তার (করণীয়) সম্পর্কে মদীনাবাসীগণ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাদের বললেন, সে মহিলা রওয়ানা হয়ে যাবে। তারা বলল, আমরা আপনার কথা গ্রহণ করতে পারি না এবং যায়েদ (ইবনে ছাবেত)-এর কথাও পরিত্যাগ করতে পারি না। তখন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, তোমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার লোকদের জিজ্ঞেস করবে। সুতরাং তারা মদীনায় এসে জিজ্ঞেস করল। তারা যাদেরকে জিজ্ঞেস করল তাদের মধ্যে উম্মে সুলায়েম (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাদেরকে সাফিয়্যার ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। অর্থাৎ তাওয়াফে যিয়ারতের পর হযরত সাফিয়্যার হায়েয দেখা দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বিদায়ী তাওয়াফের সুযোগ না দিয়েই মদীনার দিকে যাত্রা করেছিলেন।

---

৩৭. তাওয়াফে যিয়ারত হল হজ্জের একটি রুকন। তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া হজ্জ পূর্ণ হতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা "সে কি আমাদের যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারিণী"? এর অর্থ হল, তার হায়েয এসে থাকলে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। কিন্তু তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। কারণ এটি হজ্জের রুকনের অন্তর্ভুক্ত।

١٦٣٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ اَنْ تَنْفِرَ اِذَا اَفَاضَتْ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعْدُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ-

১৬৩৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তাওয়াফে যিয়ারত করার পর কোন স্ত্রীলোকের যদি হায়েয দেখা দেয় তাহলে [নবী (সঃ) কর্তৃক] তাকে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণনাকারী (তাউস) বলেন, আমি (এ বিষয়ে) ইবনে উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, ঋতুবতী রওয়ানা হয়ে যাবে না। পরে আবার তাঁকে বলতে শুনেছি, হায়েযগ্রস্থদের রওয়ানা হয়ে যাওয়ার জন্য নবী (স) অনুমতি দিয়েছেন।

١٦٣٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ نَرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَاَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَحَاضَتْ هِىَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ اَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِى قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوْفِيْنَ بِالْبَيْتِ لَيَالِىَ قَدِمْنَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاخْرُجِىْ مَعَ اَخِيْكِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانُ كَاذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَىٍّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَلاَ بَأْسَ اِنْفِرِىْ فَلَقِيْتُهُ مُصْعِدًا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ وَاَنَا مُنْهَبِطَةٌ اَوْ اَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ .

১৬৩৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা একমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। নবী (সঃ) মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলেন। তাঁর সাথে কোরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম খুললেন না। তাঁর স্ত্রী ও সাহাবাদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাঁরাও তাওয়াফ করলেন এবং যাঁদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল না তারা সবাই ইহরাম খুলে ফেললেন। বর্ণনাকারী আসওয়াদ বলেন, তাঁর (আয়েশার) হায়েয দেখা দিল। আমরা হজ্জের সকল আরকান আদায় করলাম। পরে লাইলাতুল হাসাবা অর্থাৎ যাত্রা করার রাত এলে তিনি

(আয়েশা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একমাত্র আমি ছাড়া আপনারা সাবাই হজ্জ ও উমরা উভয়টিই আদায় করে প্রত্যাবর্তন করছেন। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে রাতে মক্কা এসেছি সে রাতে তুমি কি তাওয়াফ করোনি? তিনি বললেন, হাঁ করিনি।* তখন নবী (সঃ) বললেন, এখন তোমার ভাইয়ের সাথে তান'ঈম (নামক জায়গায়) চলে যাও এবং সেখান থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) নাও। উমরা শেষে অমুক জায়গায় ফিরে আসবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি (আমার ভাই) আবদুর রহমানের সাথে তান'ঈমে গেলাম এবং (সেখান থেকে) উমরার ইহরাম বাঁধলাম। এ সময় সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাব)-এর হায়েয দেখা দিল। নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধ্যা, মাথামুড়া মহিলা, তুমি দেখছি আমাদের আটকিয়ে ফেললে! কোরবানীর দিন কি তুমি (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করেছিলে? তিনি বললেন, হাঁ করেছিলাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে কোন অসুবিধা নাই, এখন যাত্রা কর। (আয়েশা বর্ণনা করেন, উমরা শেষে ফিরে) আমি তাঁর সাথে মিলিত হলাম। তিনি মক্কার উচ্চভূমিতে আরোহণ করেছেন আর আমি অবতরণ করছি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি আরোহণ করছি আর তিনি অবতরণ করছেন।

১৪৫—অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যাবর্তনের দিন আবতাহ নামক জায়গায় আসরের নামায আদায় করা।

١٦٣٩. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْنِيْ بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

১৬৩৯. আবদুল আযীয ইবনে রুফাঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বললাম, নবী (সঃ) থেকে স্মরণ করে রেখেছেন এমন কিছু আমাকে অবহিত করুন। তিনি তারবিয়ার দিন অর্থাৎ যিলহজ্জের আট তারিখে যোহরের নামায কোথায় আদায় করেছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, 'মিনাতে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাত্রা করার দিন আসরের নামায তিনি কোথায় পড়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আবতাহ নামক জায়গাতে। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের আমীরগণ (আমীরে হজ্জ) যেমন করেন তোমরাও তেমনটি কর।

١٦٤٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

---

* অধিকাংশ বর্ণনায় 'লা' (না) আছে, কিন্তু আল মুসতামিলী থেকে আবু যার যে বর্ণনা উধৃত করেছেন তাতে 'বালা' (হাঁ) শব্দ এসেছে। এখানে শব্দটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ ঃ 'হা' আমি তাওয়াফ করিনি" -(সম্পা.)।

১৬৪০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য মুহাস্‌সাবে (আবতাহে) নিদ্রা গিয়েছেন এবং পরে সওয়ারীতে আরোহণ করে বায়তুল্লায় গিয়ে তাওয়াফ করেছেন।

১৪৬–অনুচ্ছেদ ঃ মুহাসসাব।

١٦٤١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْزِلاً يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَكُوْنَ اَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ تَعْنِى الاَبْطَحَ .

১৬৪১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তা হল একটি মনযিল, যেখানে নবী (স) অবতরণ করতেন যাতে বেরিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। এর দ্বারা তিনি (আয়েশা) আবতাহকে বুঝিয়েছেন।

١٦٤٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَيْءٍ اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

১৬৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাস্‌সাবে অবতরণ ও অবস্থান কিছুই না (অর্থাৎ হজ্জের কোন আরকান নয় যা অবশ্য করণীয়), বরং এটি একটি জায়গা, রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে অবতরণ করেছিলেন।

১৪৭–অনুচ্ছেদ ঃ মক্কায় প্রবেশের পূর্বে যু–তুয়া উপত্যকায় অবতরণ করা এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যুল–হুলাইফার বাতহাতে অবতরণ করা।

١٦٤٣. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيْتُ بِذِىْ طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِى بِاَعْلٰى مَكَّةَ وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ اِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِى الرُّكْنَ الاَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوْفُ سَبْعًا ثَلٰثًا سَعْيًا وَاَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ اَنْ يَّرْجِعَ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَيَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ اِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِى بِذِى الْحُلَيْفَةِ الَّتِى كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيْخُ بِهَا –

১৬৪৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রা) দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত যু–তুয়া নামক জায়গাতে রাত যাপন করতেন, অতঃপর মক্কার উচ্চভূমিতে অবস্থিত পাহাড়টির

দিক থেকে প্রবেশ করতেন। যখনই তিনি হজ্জ বা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আসতেন তখন মসজিদে হারামের দরজার সামনে ছাড়া উট বসাতেন না। তারপর খানায়ে কা'বাতে যেতেন এবং হাজরে আসওয়াদের নিকট থেকে তাওয়াফ আরম্ভ করতেন, মোট সাতবার তাওয়াফ করতেন। তিনি প্রথম তিন তাওয়াফে দৌড়াতেন এবং (পরের) চার তাওয়াফে স্বাভাবিক গতিতে চলতেন। তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নিজের অবস্থানের জায়গায় ফিরে যাওয়ার আগে সাফা-মারওয়ার দিকে যেতেন ও তাওয়াফ করতেন। আর হজ্জ বা উমরা সমাপ্ত করে ফেরার সময় তিনি যুল-হুলাইফা উপত্যকার বাতহা নামক জায়গায় অবরতণ করতেন যেখানে নবী (সঃ) উট বসাতেন, (ঠিক) সেই জায়গায় উট বসিয়ে দিতেন।

١٦٤٤. عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّى بِهَا يَعْنِى الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ اَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لاَ اَشُكُّ فِى الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ

১৬৪৪. খালিদ ইবনুল হারিস (রঃ) থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহকে মুহাসসাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি নাফে (র)-এর সূত্রে আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ), উমর এবং ইবনে উমর (রা) সেখানে থেমেছেন। নাফে থেকে আরো বর্ণিত যে, ইবনে উমর (রা) সেখানে অর্থাৎ মুহাসসাবে যোহর ও আসরের নামায পড়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযও পড়েছেন। খালিদ (ইবনে হারিস) বলেছেন, এশা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। সেখানে তিনি অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। এ বিষয় ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকেই বর্ণনা করেছেন।

১৪৮-অনুচ্ছেদঃ মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যে ব্যক্তি যু-তুয়া উপত্যকায় থামে। মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা, হাম্মাদ, আইয়ুব ও নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি যখনই (মক্কায়) আগমন করতেন তখনই যু-তুয়া উপত্যকায় রাত যাপন করতেন এবং সকাল হলে (মক্কায়) প্রবেশ করতেন। আবার যখন (মক্কা থেকে) ফিরতেন তখনও যু-তুয়া উপত্যকায় যেতেন এবং সেখানে অবতরণ করে রাত যাপন করতেন ও ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর তিনি বলতেন, নবী (সঃ) এরূপই করতেন।

১৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জের মওসুমে ব্যবসা করা এবং জাহিলী যুগের বাজারসমূহে[৩৮] কেনা-বেচা করা।

---

৩৮. জাহিলিয়াতের সময় আরবে চারটি প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। ঐগুলো হল-উকায, যুল-মাজাজ, মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাররায যাহরানের নিকট অবস্থিত মাজান্না এবং মক্কা থেকে ইয়ামানের পথে কিছু দূরে

١٦٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ ذُوالْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الاِسْلاَمُ كَاَنَّهُمْ كَرِهُوْا ذٰلِكَ حَتّٰى نَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ .

১৬৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে যুল-মাজায ও উকাযে লোকদের ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আগমনের পর মুসলমানগণ সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা- বাণিজ্য ভাল মনে করল না। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ "এ ব্যাপারে কোন দোষ নাই, যদি হজ্জের মওসুমে তোমরা (ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে) তোমাদের রবের করুণা অনুসন্ধান কর।"

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ শেষ রাতে মুহাসসাব থেকে যাত্রা করা।

١٦٤٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَااُرَانِي اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَقْرٰى حَلْقٰى اَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِيْ

وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْكُرُ اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا اَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلْقَى عَقْرٰى مَااُرَاهَا اِلاَّ حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي لَمْ اَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيْمِ فَخَرَجَ مَعَهَا اَخُوْهَا فَلَقِيْنَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا .

১৬৪৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের রাতে সাফিয়্যার হায়েয হলে সে বলল, আমি মনে করতাম যে, আমি তোমাদের আটকিয়ে দেব। নবী (সঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'বন্ধ্যা, মাথা মুড়া, সে কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ (যিয়ারত) করেনি? জবাবে বলা হল, হাঁ করেছেন। তিনি (সঃ) বললেন,

---

হবাশা। এ চার বাজার ছিল আরবের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এখানে যেমন নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত, তেমনি আরব উপদ্বীপের সাংস্কৃতিক জীবন প্রবাহও এগুলোকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। এসব কেন্দ্রেই নারী ও শরাবের পসরা বসতো, কবিতার আসর জমতো, দাসদাসীদের ক্রয় বিক্রয় হত। অর্থাৎ বড় বড় অপরাধ ও পাপ কাজের সবগুলোই এসব জায়গায় অনুষ্ঠিত হত।

তাহলে রওয়ানা হয়ে যাও। আয়শা (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (মক্কার দিকে) যাত্রা করলাম। হজ্জ আদায় করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা (মক্কায়) উপনীত হলে তিনি (সঃ) আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে নির্দেশ দিলেন। (হজ্জ শেষে মক্কা থেকে) প্রত্যাবর্তনের রাত এলে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাব)-এর হায়েয হল। নবী (সঃ) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, মাথা মুড়া বন্ধ্যা! আমি দেখছি সে তোমাদের আটকিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছ? তিনি জবাব দিলেন, করেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রওয়ানা হও। (আয়েশা বলেন), আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো (এখনও) ইহরাম খুলিনি। তিনি বললেন, তান'ঈম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা আদায় করে নাও। সুতরাং তার সাথে তাঁর ভাই (আবদুর রহমান)-ও গেলেন। (আয়েশা বলেন,) মহানবী (স) ভোর রাতে বিদায়ী তাওয়াফের জন্য গেলে আমরা তখন তাঁর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক অমুক স্থানে আমার সাথে মিলিত হওয়ার জায়গা।

অধ্যায়—১০ (১)

ابواب العمرة

(উমরার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায় করা ওয়াজিব। উমরার মর্যাদা। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, এমন কেউ নেই যার ওপর হজ্জ ও উমরা আদায় করা ওয়াজিব নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবে হজ্জের সাথে সাথে উমরা আদায়ের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর বাণীঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ – البقرة ١٩٦

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ এবং উমরার নিয়ত করলে তা পুরা কর" (আল—বাকারাঃ ১৯৬)।

١٦٤٧. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ اِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلاَّ الْجَنَّةُ .

১৬৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, এক উমরা আদায়ের পর পরবর্তী উমরা আদায় করা (এ দুই উমরার) মধ্যবর্তী গোনাহসমূহের জন্য কাফফারা। আর মকবুল হজ্জের (যে হজ্জ আল্লাহর কাছে কবুল হয়) পুরস্কারই হচ্ছে জান্নাত ।

২—অনুচ্ছেদঃ কেউ হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করলে।

١٦٤٨. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ .

১৬৪৮ ইবনে জুরায়েজ (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) ইকরামা ইবনে খলিদ (র) ইবনে উমরকে হজ্জ আদায়ের পূর্বে উমরা আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই। ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে উমরা আদায় করেছিলেন।

৩— অনুচ্ছেদঃ মহানবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন?

١٦٤٩. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَاِذَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ اِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ صَلٰوةَ الضُّحٰى قَالَ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ

لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعُ اِحْدٰهُنَّ فِى رَجَبَ فَكَرِهْنَا اَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَااُمَّاهُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَلاَ تَسْمَعِيْنَ مَا يَقُوْلُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ مَايَقُوْلُ قَالَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اعْتَمَرَ اَرْبَعَ عُمَرَاتٍ اِحْدٰهُنَّ فِىْ رَجَبَ قَالَتْ يَرْحَمُ اللّٰهُ اَبَاعَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً اِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِىْ رَجَبَ قَطُّ .

১৬৪৯. মুজাহিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। আর লোকজন মসজিদের মধ্যে চাশতের নামায আদায় করছে। আমরা তাঁকে লোকদের এ নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বিদআত। উরওয়া ইবনে যুবায়ের তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সঃ) কতবার উমরা করেছেন? জবাবে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, চারবার। তন্মধ্যে একবার রজব মাসে। আমরা তাঁর এ কথার প্রতিবাদ করা পসন্দ করলাম না। তিনি (মুজাহিদ) বলেন, আমরা (এ সময়) কামরার মধ্যে উম্মল মুমিনীন আয়েশার দাঁতনের শব্দ শুনতে পেলাম। উরওয়া ডাকলেন, আম্মাজান, উম্মুল মুমিনীন! আবু আবদুর রহমান কি বলছেন তা কি আপনি শুনছেন না? তিনি বললেন, সে কি বলছে? উরওয়া বললেন, তিনি (আবু আবদুর রহমান) বলছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) চারবার উমরা আদায় করেছেন, তন্মধ্যে একবার করেছেন রজব মাসে। এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বলেন, আবু আবদুর রহমানকে আল্লাহ রহম করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন কোন উমরা আদায় করেননি যার সাথে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ছিলেন না। তবে তিনি (সঃ) রজব মাসে কখনো উমরা আদায় করেননি।

١٦٥٠. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ مَااعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَجَبَ .

১৬৫০. উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (রজব মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা করা সম্পর্কে) আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রজব মাসে কখনও উমরা করেননি।

١٦٥١. عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ اَنَسًا كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَرْبَعًا عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُوْنَ وَعُمْرَةً مِّنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحُهُمْ وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ اِذْ قَسَمَ غَنِيْمَةً اُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ قَالَ وَاحِدَةً .

১৬৫১. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, নবী (সঃ) কতবার উমরা আদায় করেছেন? তিনি বললেন, চারবার ১। হুদায়বিয়ার উমরা যা যুল-কা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে (মক্কায় প্রবেশ করতে) বাধা দিয়েছিল। এর পরবর্তী বছর যুলকা'দাহ মাসের উমরা যখন মুশরিকরা তাঁর সাথে সন্ধি করেছিল। আর (তৃতীয় হল) জি'রানার উমরা যা সম্ভবতঃ হুনাইন যুদ্ধের সময় ছিল যখন নবী (সঃ) গীনমতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ বন্টন করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কতবার হজ্জ করেছেন? তিনি (আনাস) জবাব দিলেন, একবার।

١٦٥٢. عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ .

১৬৫২. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন , নবী (সঃ) -এর উমরা আদায় করা সম্পর্কে আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, একবার নবী (সঃ) উমরা আদায় করেছিলেন, যে সময় মুশরিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে ফিরিয়ে দিয়েছিল, পরবর্তী বছর হুদায়বিয়ার উমরা আদায় করেছিলেন, যুল-কা'দাহ মাসে (জিরানার) উমরা আদায় করেছিলেন এবং শেষবার হজ্জের সাথে উমরা আদায় করেছিলেন।২

١٦٥٣. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ابْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

১৬৫৩. হুদবাহ ইবনে খালিদ (র) হাম্মাম (রঃ) থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাম্মাম) বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর হজ্জের সাথে যে উমরা আদায় করেছিলেন সেটা ছাড়া সব কয়টি উমরাই তিনি যুলকা'দাহ মাসে আদায় করেছিলেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের উমরা, জিরানার উমরা যেখানে তিনি হুনায়েনের গনীমতের সম্পদ বন্টন করেছিলেন এবং হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরা।

١٦٥٤. عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ

---

১. নবী (সঃ) চতুর্থ উমরা তাঁর হজ্জের সময় আদায় করেছিলেন।

২. হজ্জের সাথে আদায়কৃত উমরাসহ যারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর আদায়কৃত উমরার সংখ্যা চারটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার সন্ধির বছরের উমরাকেও গণনা করেন। আর যারা তিনটি বলেন, তারা হুদায়বিয়ার বছরের উমরাকে গণনা করেন না। তাদের মতে এ বছর তো নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করতেই পারেননি। তাই ঐ বছর উমরা করা হয়েছে বলে ধরা হবে না।

الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى ذِى الْقَعْدَةِ قَبْلَ اَنْ يَّحُجَّ مَرَّتَيْنِ.

১৬৫৪. আবু ইসহাক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা সম্পর্কে আমি মাসরূক, আ'তা ও মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জ আদায় করার আগে যুল-কা'দাহ মাসে উমরা করেছেন। আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছি, হজ্জ করার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) যুল-কা'দাহ মাসে দুবার উমরা করেছেন।

৪- অনুচ্ছেদঃ রমযান মাসে উমরা আদায় করা।

١٦٥٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيْتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ اَنْ تَحُجَّ مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ اَبُوْ فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَاِذَا كَانَ رَمَضَانُ اِعْتَمِرِى فِيْهِ فَاِنَّ عُمْرَةً فِىْ رَمَضَانَ حَجَّةٌ اَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ.

১৬৫৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আনসারদের এক স্ত্রীলোককে, যার নাম ইবনে আব্বাস (রা) বলেছিলেন, কিন্তু আমি (আতা) ভুলে গিয়েছি, বললেন, আমাদের সাথে তোমার হজ্জ করতে বাধা কি ছিল? সে বলল, আমাদের পানি বহনকারী একটি উট ছিল তাতে অমুকের পিতা ও তার পুত্র (স্ত্রীলোকটির স্বামী ও ছেলে) আরোহণ করে চলে গিয়েছে এবং অপর একটি পানি বহনকারী উট রেখে গিয়েছে, যার দ্বারা আমরা পানি বহন করে থাকি। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন, তাহলে রমযান মাস এলে তুমি উমরা আদায় করো।

৫-অনুচ্ছেদঃ মুহাসসাবের রাতে অথবা অন্য কোন সময়ে উমরা আদায় করা।

١٦٥٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلَا اَنِّى اَهْدَيْتُ لَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَاَظَلَّنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اُرْفُضِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَاْسَكِ

وَامْتَشْطِي وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصَبَةِ اَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِيْ.

১৬৫৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিল-হজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা) রওয়ানা হলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা যারা হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাও তারা হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। আর যারা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে চাও তারা উমরার ইহরাম বেঁধে নাও। যদি আমি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম তাহলে অবশ্যই উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) আমাদের কতেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধল আবার কতেকে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল। যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম। কিন্তু আরাফার দিন এলে আমি হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। এ বিষয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেণী খুলে ফেল এবং চুল আঁচড়ে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নাও। এরপর মুহাসসাবের রাত এলে তিনি (সঃ) (আমার ভাই) আবদুর রহমানকে আমার সাথে তান'ঈমে পাঠালেন। আমি পূর্বের উমরার বদলে নতুন করে উমরার ইহরাম বাঁধলাম (এবং উমরা আদায় করলাম)।[৩]

৬-অনুচ্ছেদঃ তান'ঈম [৩] থেকে উমরা করা।

١٦٥٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ اَنْ يُّرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ.

১৬৫৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে তাঁর সওয়ারীর পিছনে আয়েশাকে বসিয়ে তান'ঈম থেকে উমরা করানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

١٦٥٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَهَلَّ وَاَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ اَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِىِّ ﷺ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ اَهْلَلْتُ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَذِنَ لِاَصْحَابِهِ اَنْ يَّجْعَلُوْهَا عُمْرَةً يَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا وَيَحِلُّوْا اِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالُوْا نَنْطَلِقُ اِلٰى مِنًى وَذَكَرُ اَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لاَحْلَلْتُ وَاَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ اَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ

৩. তান'ঈম মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত

قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَاَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِىْ بَكْرٍ اَنْ يَّخْرُجَ مَعَهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِىْ ذِى الْحَجَّةِ وَاَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيْهَا فَقَالَ لَكُمْ خَاصَّةً هٰذِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِلْاَبَدِ .

১৬৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ও সাহাবাগণ হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু শুধুমাত্র নবী (সঃ) ও তালহা (রাঃ) ছাড়া তাদের আর কারো সাথেই কোরবানীর পশু ছিল না। আর আলী (রা) যিনি ইয়ামান থেকে (হজ্জে) আগমন করেছিলেন–তাঁর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। তিনি (আলী) বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যে উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ উমরায় রূপান্তরিত করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেন তারা তাওয়াফ করে চুল ছেঁটে ইহরাম খুলে ফেলেন। তবে যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা এরূপ করবে না। সাহাবারা বললেন, আমরা কামোদ্দিপ্ত অবস্থায় মিনায় যাব এ কেমন কথা। এ কথা নবী (সঃ)–এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি আমি এ ব্যাপারে প্রথমেই জানতে পারতাম যা পরে জানতে পারলাম, তাহলে আমি কোরবানীর পশু সংগে আনতাম না। আর কোরবানীর পশু যদি সংগে না থাকত তাহলে ইহরাম খুলে ফেলতাম। এ সময় আয়েশা (রাঃ) হায়েযগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। একমাত্র তাওয়াফে বায়তুল্লাহ ছাড়া তিনি হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (আয়েশা) পবিত্র হলে (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনারা হজ্জ ও উমরা উভয়টি আদায় করে ফিরবেন, আর আমি কি শুধুমাত্র হজ্জ করে ফিরব? তখন নবী (সঃ) আয়েশাকে তান'ঈমে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আদেশ করলেন। এভাবে তিনি যিলহজ্জ মাসে হজ্জ আদায়ের পর সেখান (তান'ঈম) থেকে উমরা আদায় করলেন। আর সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশাম (রাঃ) আকাবাতে এমন সময় নবী (সঃ)–এর সাথে সাক্ষাত করলেন যখন তিনি কংকর মারছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা (হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা) কি বিশেষ করে আপনার জন্য? তিনি বললেন, না; বরং চিরদিনের জন্য (এটা একটা নিয়ম)।

৭–অনুচ্ছেদঃ হজ্জের পরে কোরবানী ছাড়াই উমরা আদায় করা।

١٦٥٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُوَافِيْنَ لِهِلاَلِ ذِى الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ اَهْدَيْتُ لاَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمْ

مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُم مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ اَنْ اَدْخُلَ مَكَّةَ فَاَدْرَكَنِى يَوْمُ عَرَفَةَ وَاَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ دَعِى عُمْرَتَكِ وَانْقُضِى رَأْسَكِ وَامْتَشِطِى وَاَهِلِّى بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ اَرْسَلَ مَعِى عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَرْدَفَهَا فَاَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللّٰهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ هَدْىٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ .

১৬৫৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যিলহজ্জের চাঁদ উঠলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের বলেন, কেউ উমরার ইহ্‌রাম বাঁধতে চাইলে বেঁধে নাও। আর কেউ হজ্জের ইহরাম বাঁধতে চাইলে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তাহলে উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধতাম। সুতরাং তাদের কেউ উমরার ইহরাম বাঁধল আবার কেউ হজ্জের ইহরাম বেঁধে নিল। যারা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল আমি ছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। পরে মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই আমি ঋতুবতী হয়ে পড়লাম। আরাফার দিন এলে সেদিনও আমি নাপাক ছিলাম। তাই এ অবস্থার জন্য আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, উমরা ছেড়ে দাও। মাথা (বেণী) খুলে ফেল, চুল আচড়ে নাও এবং হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধ। আমি তাই করলাম। মুহাসসাবের রাতে তিনি (স) আমার সাথে আবদুর রহমানকে তান'ঈমে পাঠালেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) তিনি তাঁকে সওয়ারীতে নিজের পিছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি পূর্বের উমরা (যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন)–র স্থানে (পুনরায়) উমরার ইহরাম বাঁধলেন। এভাবে আল্লাহ তাঁর হজ্জ ও উমরা উভয়টিই পূরণ করলেন। কিন্তু এর কোন ক্ষেত্রেই কোরবানী ও সদকা দিতে বা রোযা রাখতে হয়নি।

৮–অনুচ্ছেদঃ উমরার জন্য কষ্ট অনুপাতে সওয়াব বা পুরস্কার দেয়া হবে।

١٦٦٠. عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَاَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيْلَ لَهَا انْتَظِرِى فَاِذَا طَهُرَتْ فَاخْرُجِى اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاَهِلِّى ثُمَّ اَتَيْنَا بِمَكَانٍ كَذَا وَلٰكِنَّهَا عَلٰى قَدْرِ نَفَقَتِكِ اَوْ نَصَبِكِ .

১৬৬০. আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! লোকেরা দু'টি অনুষ্ঠান (হজ্জ ও উমরা) পালন করে ফিরছে। আর আমি মাত্র একটি অনুষ্ঠান পালন করে ফিরছি। তখন তাঁকে বলা হল, অপেক্ষা কর। পরে যখন

তুমি (হায়েয থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন তান'ঈমে চলে যাবে এবং সেখান থেকে (উমরার) ইহরাম বেঁধে (উমরা আদায় করে) অমুক জায়গায় আমার সাথে মিলিত হবে। তবে সওয়াব বা পুরস্কার তোমার খরচ অথবা পরিশ্রম অনুপাতে হবে।

৯—অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী উমরার তাওয়াফ করেই যদি রওয়ানা হয়ে যায়, তবে ঐ তাওয়াফ বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট কি না?

١٦٦١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فِى اَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ فَقَالَ النَّبِىُّ لاَصْحَابِهِ مَنْ لَّمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ فَاَحَبَّ اَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلاَ وَكَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَرِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ ذَوِى قُوَّةٍ الْهَدْىُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبْكِىْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكِ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ لاَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَانُكِ قُلْتُ لاَ اُصَلِّى قَالَ لاَ يَضُرُّكِ اَنْتِ مِنْ بَنَاتِ اٰدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُوْنِى فِىْ حَجِّكِ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّرْزُقَكِهَا قَالَتْ فَكُنْتُ حَتّٰى نَفَرْنَا مِنْ مِّنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِاُخْتِكَ اِلَى الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا اَنْتَظِرْكُمَا هٰهُنَا فَاَتَيْنَا فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا قُلْتُ نَعَمْ فَنَادٰى بِالرَّحِيْلِ فِىْ اَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

১৬৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হজ্জের মাসে হজ্জের সম্মিলন স্থানের উদ্দেশ্যে (হজ্জের) ইহরাম বেঁধে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে (মক্কার দিকে) রওয়ানা হলাম। সারিফ নামক জায়গায় উপনীত হলে নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, যার সাথে কোরবানীর জন্তু নেই সে উমরা করতে ভাল মনে করলে (নিজের ইহরাম) উমরা করে নাও। আর যাদের সাথে কোরবানীর জন্তু আছে তারা এরূপ করবে না। শুধু নবী (সঃ) ও তাঁর কিছু সংখ্যক সচ্ছল সাহাবার সাথে কোরবানীর জন্তু ছিল। সুতরাং তাদের হজ্জ উমরায় পরিণত হল না। এরপর এক সময় নবী (সঃ) আমার কাছে এলেন আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? আমি বললাম, আপনি আপনার সাহাবাদের যা বলেছেন, আমি তা শুনেছি। আমার তো উমরা করা চলবে না (ঋতুবতী)। তিনি বললেন, তোমরার কি হয়েছে? আমি বললাম, নামায আদায় করতে

পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি তো আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে। সুতরাং তুমি হজ্জের অবস্থায়ই থাক। খুব সম্ভব আল্লাহ ওটিও (উমরাও) তোমাকে আদায়ের সুযোগ দিবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ অবস্থায় থাকলাম এবং পরে আমরা মিনা থেকে যাত্রা করলাম এবং মুহাসসাবে উপনীত হলাম। আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় নবী (সঃ) আমার ভাই আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, তোমার বোনকে হেরেমে নিয়ে যাও। সেখান থেকে সে উমরার ইহরাম বাঁধবে। তারপর তোমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ শেষ করে চলে আসবে। আমি এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব। আমরা মধ্য রাতে ফিরে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উমরা করেছ? আয়েশা বলেন, আমি বললাম, 'হাঁ'। তখন তিনি সাহাবাদের যাত্রা করার ঘোষণা দিলেন এবং লোকজন রওয়ানা হয়ে গেল। ফজরের নামাযের পূর্বেই যারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে নিয়েছিল, তারাও রওয়ানা হল এবং নবী (স)-ও মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১০-অনুচ্ছেদঃ হজ্জে যেসব কাজ করতে হয় উমরাতেও তাই করতে হয়।

١٦٦٢. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوْقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ فَقُلْتُ لِعُمَرَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْوَحِيَ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْوَحِيَ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيْطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيْطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوْقِ عَنْكَ وَانْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ .

১৬৬২. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রঃ) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর জিরানা অবস্থানকালে এক ব্যক্তি হলুদ রঙের অথবা খালুক অথবা সুফরা জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত একটা জুব্বা পরিহিত অবস্থায় এসে [নবী (সঃ)-কে] বলল, আপনি উমরাতে আমাকে কি কি কাজ করার নির্দেশ দেন? এ সময় আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি ওহী নাযিল করলেন। একখানা কাপড় দ্বারা তাঁকে ঢেকে দেওয়া হল। ইয়ালা (রাঃ) বললেন, আমি উমরকে বললাম, আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করছেন এমন অবস্থায় আমি তাঁকে দেখতে চাই। উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, তুমি কি এমন অবস্থায় নবী (সঃ) -কে দেখতে উৎসাহী যখন আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী নাযিল

করছেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি কাপড়ের এক দিক উঁচু করলেন। আমি দেখলাম, তিনি শব্দ করছেন। আমার মনে হয় তিনি (ইয়ালা) বলেছিলেন, জোয়ান উটের মত শব্দ। এ অবস্থা (তাঁর থেকে) দূরীভূত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? তুমি তোমার গায়ের জুব্বা খুলে ফেল, খালুকের সুগন্ধি ধুয়ে ফেল এবং সুফরা (হলুদ রং) পরিষ্কার কর। তারপর হজ্জে যেমন কর, উমরাতেও তেমনি কর।[৩]

١٦٦٣. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَأَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يَطَّوَّفَ بِهِمَا اِنَّمَا اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى الْاَنْصَارِ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوْا يَتَحَرَّجُوْنَ اَنْ يَّطَّوَّفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْاِسْلاَمُ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ زَادَ سُفْيَانُ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ مَا اَتَمَّ اللّٰهُ حَجَّ اِمْرِءٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৬৬৩. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) –এর স্ত্রী আয়েশা (রা) –কে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ আয়াত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি সে সময় অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি বললাম, আল্লাহর বাণীঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ –

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আগ্রহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন" (আল–বাকারাঃ ১৫৮)।

---

৩. উমরার আরকান ৪টিঃ (১) ইহরাম বাঁধা (২) বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা (৩) সাফা–মারওয়ার মাঝে সাঈ' করা ও (৪) মাথা কামানো বা চুল কাটা। হজ্জের ফরয ৩টিঃ ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফে যিয়ারত ও আরাফাতে অবস্থান করা। এ হাদীসে উমরাকে হজ্জের অনুকরণ বলা হয়েছে। এর অর্থ হলোঃ– হজ্জে যেসব বিধিনিষেধ আছে উমরাতেও তাই, যেমন সুগন্ধ ব্যবহার, রঙ্গিন পোশাক পরা ইত্যাদি।

আমার মনে হয়, এ আয়াতের অর্থ এই যে, যদি কেউ এ দুই পাহাড়ের মাঝে সাঈ না করে তাহলে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না। আয়েশা (রা) বললেন, 'তুমি যা বলেছ কখনো তা নয়। তুমি যা বলেছ তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো "ফালা জুনাহা আন লা ইয়াতাতাওয়াফা বিহিমা" অর্থাৎ "এ দু'টির মাঝে তাওয়াফ না করলে তার কোন গোনাহ হবে না।" আনসারদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। কেননা তারা (আনসাররা) মানাত মূর্তির জন্য ইহরাম বাঁধতো। আর মানাত (দেবতার মূর্তিটি) কাদীদ নামক জায়গার সামনে অবস্থিত ছিল। তাই আনসাররা (জাহেলী যুগে) সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। ইসলামের আগমন ঘটলে তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) -কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ নাযিল করলেনঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ .

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করে, এ পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করে তার জন্য কোন গোনাহ নেই। আর কেউ আগ্রহ সহকারে কোন কল্যাণকর কাজ করলে আল্লাহ তা জানেন এবং তার মূল্য দেন" (আল-বাকারাঃ ১৫৮)।

সুফিয়ান ও আবু মুআবিয়া..... হিশামের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আরও আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ না করলে আল্লাহ কোন ব্যক্তির হজ্জ বা উমরা পূর্ণাঙ্গ করেন না।

১১-অনুচ্ছেদঃ উমরাকারী কখন ইহরাম খুলবে? আতা (র) জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের হজ্জ ও উমরা করে নিতে এবং তাওয়াফ[৫] করতে ও চুল ছেঁটে তারপর ইহরাম খুলতে বলেছিলেন।

١٦٦٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ فَاَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَاَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ اَنْ يَّرْمِيَهُ اَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِىْ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ لاَ قَالَ فَحَدَّثَنَا مَا قَالَ لِخَدِيْجَةَ قَالَ بَشَّرُوْا لِخَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ .

---

৫. এ ক্ষেত্রে তাওয়াফের অর্থ হল বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ বা সাঈ করা। কেননা জাবের (রা) এ ব্যাপারে দৃঢ় মত পোষণ করতেন যে, সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফের আগে উমরা আদায়কারীর জন্য তার স্ত্রীর কাছে যাওয়া হালাল নয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাওয়াফ বলতে এখানে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ' বুঝানো হয়েছে।

১৬৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা করলে আমরাও তাঁর সাথে উমরা করলাম। তিনি মক্কায় প্রবেশ করে তাওয়াফ করলে আমারও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম। এরপর তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ে গেলে আমরাও তাঁর সাথে সেখান গেলাম। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে (সব সময়) আড়াল করে রাখছিলাম যাতে কেউ তাঁর প্রতি তীর বর্ষণ করতে না পারে। বর্ণনাকারী (ইসমাঈল) বলেন, আমার এক বন্ধু তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন? তিনি বললেন, না। আমার বন্ধু আবার তাঁকে বললেন, তিনি (সঃ) খাদীজা (রা) সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আমার কাছে বলুন। নবী (সঃ) বলেছিলেন, খাদীজাকে বেহেশতের মধ্যে মোতির দ্বারা নির্মিত এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দাও যেখানে কোন প্রকার হৈ চৈ বা সোরগোল থাকবে না এবং কোন প্রকার কষ্টও থাকবে না।

١٦٦٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَاتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

১৬৬৫. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি ইবনে উমর (রা) -কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম— যে উমরা আদায় ব্যাপদেশে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা ও মারওয়ার মাঝে তাওয়াফ করেনি, সে কি স্ত্রী সহবাস করতে পারবে? ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, নবী (সঃ) মক্কায় আসলেন এবং সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের পাশে দুই রাকাত নামায পড়লেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার তাওয়াফ করলেন। আর তোমাদের জন্য তো আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)- কেও একই কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সাফা ও মারওার তাওয়াফ না করা পর্যন্ত কেউ তার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

١٦٦٦. عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيْخٌ فَقَالَ اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا اَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِاِهْلاَلٍ كَاِهْلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ اَتَيْتُ امْرَأَةً مِّنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِيْ

ثُمَّ اَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ اُفْتِىْ بِهِ حَتّٰى كَانَ فِى خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ اِنْ اَخَذْنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَاِنْ اَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ .

১৬৬৬. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আল-বাতহা নামক জায়গায় নবী (সঃ) -এর কাছে উপস্থিত হলাম। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি হজ্জের সংকল্প করেছ? আমি বললাম, 'হাঁ'। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি বলে ইহরাম বেঁধেছিলে? আমি বললাম, 'লাব্বাইকা বি ইহলালিন কা ইহলালিন নাবিয়্যি (সাঃ)' (হে আল্লাহ) নবী (সঃ) যে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও অনুরূপ ইহরাম বেঁধে উপস্থিত হয়েছি বলে ইহরাম বেঁধেছিলাম। তিনি বললেন, অতি উত্তম করেছ এরপর বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করে নাও এবং ইহরাম খুলে ফেল। তাই আমি বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ করলাম এবং পরে কায়েস গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। সে আমার মাথার উকুন বেছে দিল। এরপর আমি হজ্জের ইহরাম বাঁধলাম। আমি এভাবেই (অর্থাৎ যেভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করলাম) উমরের খিলাফতকাল পর্যন্ত ফতোয়া দিতে থাকলাম। অতপর উমর (রাঃ) বললেন, যদি আমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করি তবে তা আমাদেরকে পূর্ণ করতে আদেশ দেয়। আর যদি নবী (সঃ)-এর সুন্নাত গ্রহণ করি তাহলে দেখতে পাই যে, যতক্ষণ না কোরবানীর পশু তার যথাস্থানে পৌঁছেছে ততক্ষণ তিনি ইহরাম খুলেননি।

١٦٦٧. عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ مَوْلٰى اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ اَسْمَاءَ تَقُوْلُ كُلَّمَا مَرَرْتُ (مَرَّتْ) بِالْحَجُوْنِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هٰهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيْلٌ ظَهْرُنَا قَلِيْلَةٌ اَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ اَنَا وَاُخْتِىْ عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ اَحْلَلْنَا ثُمَّ اَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِىِّ بِالْحَجِّ .

১৬৬৭. আবুল আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবু বকর (রাঃ)-র কন্যা আসমার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে কায়সান তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আসমাকে বলতে শুনতেন, "আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। " যখনই আমি এ হাজুন নামক জায়গার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি তখন তাঁর (সঃ) সাথে এখানে সওয়ারী থেকে নেমে থেমেছি। ঐ সময় আমাদের সামান ছিল স্বল্প। আমাদের সওয়ারী ছিল কম, সফরের সম্বলও (খাদ্যদ্রব্য) ছিল অতি অল্প। আমি ও আমার বোন আয়েশা, যুবায়ের ও অমুক অমুক উমরা আদায় করলাম। অতঃপর আমরা যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলাম তখন ইহরাম খুলে ফেললাম এবং সন্ধ্যাকালে আবার হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নিলাম।

১২—অনুচ্ছেদঃ হজ্জ, উমরা বা জিহাদ থেকে ফিরে এসে কি বলবে?

١٦٦٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ.

১৬৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন জিহাদ, হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন তখন প্রতিটি উচ্চভূমিতে তিনবার তাকবীর বলার পর বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লিরব্বিনা হামেদুনা সাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও সর্বময় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাহকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুদলকে পরাস্ত করেছেন।"

১৩—অনুচ্ছেদঃ প্রত্যাবর্তনকারী হাজীদের স্বাগত জানানো এবং সে সময় এক বাহনে তিনজন একত্রে আরোহণ করা।

١٦٦٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ اِسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ.

১৬৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কা আগমন করলে বনি আবদুল মুত্তালিবের কয়েকজন বালক তাঁকে স্বাগত জানাল। তিনি (সঃ) তাদের একজনকে নিজ সওয়ারীতে সামনে ও অপর একজনকে পিছনে উঠিয়ে নিলেন।

১৪—অনুচ্ছেদঃ সকাল বেলা বাড়ী পৌঁছা।

١٦٧٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ يُصَلِّيْ فِيْ مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَاِذَا رَجَعَ صَلّٰى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِيْ وَبَاتَ حَتّٰى يُصْبِحَ.

১৬৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মক্কার দিকে রওয়ানা হতেন তখন মসজিদে শাজারাতে নামায আদায় করতেন এবং যখন মক্কা থেকে ফিরতেন তখন উপত্যকার মধ্যখানে যুল-হুলাইফাতে নামায আদায় করতেন এবং সেখানেই সকাল পর্যন্ত রাত কাটাতেন।

১৫- অনুচ্ছেদঃ বিকালে বা সন্ধ্যাকালে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করা।

١٦٧١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَطْرُقُ اَهْلَهُ لَيْلاً كَانَ لاَ يَدْخُلُ اِلاَّ غُدْوَةً اَوْ عَشِيَّةً .

১৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কখনও সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন না। তিনি সকাল অথবা সন্ধ্যায়ই কেবল বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ নিজ শহরে পৌঁছে রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ করবে না।

١٦٧٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَطْرُقَ اَهْلَهُ لَيْلاً-

১৬৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সফর থেকে ফিরে রাতের বেলা নিজ বাড়ীতে নিজ পরিজনের কাছে প্রবেশ করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।[৬]

১৭-অনুচ্ছেদঃ মদীনার (নিজস্ব আবাস স্থলে) নিকটবর্তী হয়ে উটের (সওয়ারীর) গতি দ্রুত করা।

١٦٧٣. عَنْ اَنَسٍ كَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَاَبْصَرَ دَرَجَاتِ (دَوحَاتِ) الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَاِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا زَادَ الْحَارِثُ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

১৬৭৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন কোন সফর থেকে ফিরে মদীনার উচ্চভূমি দেখতে পেতেন তখন উট দ্রুত চালাতেন আর বাহন অন্য কোন জন্তু হলেও তাকে তাড়া দিতেন। হুমায়েদের বর্ণনায় আছেঃ তিনি তাকে তাড়া দিয়েছেন মদীনার ভালোবাসায়।

১৮- অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا **"দরজাসমূহ দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর"** (আল-বাকারাঃ ১৮৯) ।

---

৬. এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ফরজ, ওয়াজিব বা মাকরূহ তাহরীমী বলে পরিগণিত নয়। বরং শুধুমাত্র নিষেধাজ্ঞা যা দ্বারা এতটুকু বুঝানো হয়েছে যে, এ সময়ে প্রবেশ না করাই উত্তম।

١٦٧٤. عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا كَانَتِ الْاَنْصَارُ اِذَا حَجُّوْا فَجَاؤُا لَمْ يَدْخُلُوْا مِنْ قِبَلِ اَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ وَلٰكِنْ مِّنْ ظُهُوْرِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَاَنَّهُ عُيِّرَ بِذٰلِكَ فَنَزَلَتْ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

১৬৭৪. আবু ইসহাক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ এ আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরে আনসারগণ তাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে (বাড়ীতে) প্রবেশ না করে বরং পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এক আনসার ব্যক্তি (হজ্জ থেকে ফিরে) এসে তার বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে সবাই তাকে লজ্জা দিল ও ভর্ৎসনা করলো, তখন এ আয়াতটি নাযিল হলঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

"এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকী হল গোনাহর কাজ থেকে সাবধান থাকা ও আল্লাহর অসন্তুষ্টি পরিহার করা। সুতরাং নিজের বাড়ীতে তোমরা সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। অবশ্য আল্লাহকে ভয় করতে থাক, সম্ভবতঃ এভাবেই সফলতা লাভ করতে পারবে (আল-বাকারাঃ ১৮৯)।

১৯-অনুচ্ছেদঃ সফর কষ্ট-ক্লেশের অংশবিশেষ।

١٦٧٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ.

১৬৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সফর আযাবের অংশ বিশেষ। কেননা, সফর তোমাদের যে কোন লোকের যথাসময় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ এবং নিদ্রার ব্যাপারে ব্যঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই বাড়ীতে ফিরে আসা উচিত।[৭]

---

[৭]. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে সফর করা ঠিক নয়। কারণ প্রয়োজন শেষ হলেই নবী (সঃ) বাড়ী ফিরতে বলেছেন। এ ছাড়াও আহার নিদ্রা ঠিকমত না হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যহানি ছাড়াও নানা প্রকার অসুবিধা ও জটিলতা দেখা দিতে পারে।

২০—অনুচ্ছেদঃ সফর থেকে মুসাফিরকে যদি শীঘ্র বাড়ী ফেরার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে কি করবে?

١٦٧٦. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ اِنِّى رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

১৬৭৬. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-র সাথে মক্কার দিকে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে (তাঁর স্ত্রী) সাফিয়্যা বিনতে আবু উবায়েদ সম্পর্কে তাঁর কাছে খবর পৌছল যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ। তখন ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন এবং (সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিম দিগন্তের) লালিমা অদৃশ্য হওয়ার পর সওয়ারী থেকে নেমে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর বললেন, আমি নবী (সঃ) -কে দেখেছি সফরে দ্রুত চলার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি মাগরিবকে দেরী করে এশা ও মাগরিবের নামায এক সাথে আদায় করতেন।

২১—অনুচ্ছেদঃ পথে অবরুদ্ধ ব্যক্তি ও ইহরাম অবস্থায় শিকারকারী ব্যক্তি কি করবে তার হুকুম। আল্লাহর বাণীঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوْا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ (البقرة - ١٩٦)

"আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হজ্জ ও উমরা আদায়ের নিয়ত করলে তা পূরা কর। আর যদি তোমরা কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে পড় তাহলে কোরবানী যা যোগাড় করতে পারবে তা আল্লাহর সামনে পেশ কর (অর্থাৎ হেরেমে পাঠিয়ে দাও)। আর কোরবানী হেরেমে না পৌছা পর্যন্ত মাথা মুড়াবে না" (আল-বাকারাঃ ১৯৬)।

২২—অনুচ্ছেদঃ উমরা আদায়কারী অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে তার বিধান।

١٦٧٧. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حِيْنَ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ قَالَ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ.

১৬৭৭. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। দুর্যোগের সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার নিয়ত করে মক্কায় রওয়ানা হয়ে বললেন, যদি বায়তুল্লাহর পথে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সাথে থেকে যা করেছিলাম (এ সময়ও) তা করবো। সুতরাং তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নিলেন। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ার বছরে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন।

١٦٧٨. عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَيَالِىَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ اَلاَّ تَحُجَّ الْعَامَ اِنَّا نَخَافُ اَنْ يُّحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِىُّ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَاُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ عُمْرَةً اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَنْطَلِقُ فَاِنْ خُلِّىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَاِنْ حِيْلَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَاَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا شَانُهُمَا وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِى فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتّٰى حَلَّ (دَخَلَ) يَوْمَ النَّحْرِ وَاَهْدٰى وَكَانَ يَقُوْلُ لاَ نَحِلُّ حَتّٰى نَطُوْفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ نَدْخُلُ مَكَّةَ –

১৬৭৮. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ও সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, যে বছর (হাজ্জাজ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করে সে সময় কয়েক দিন ধরে তাঁরা (তাঁদের পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (হজ্জে না যাওয়ার জন্য) বুঝালেন। তাঁরা দু'জনে বললেন , এ বছর হজ্জ না করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, আপনার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা দাঁড় করানো হবে। এসব শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কাফের কুরাইশরা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু কোরবানী করলেন এবং মাথা মুড়ে নিলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করে বলছি, আমি নিজের ওপর উমরাকে ওয়াজিব করে নিয়েছি, আল্লাহর ইচ্ছা হলে রওয়ানা হয়ে যাব। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন বাধা না থাকে তাহলে আমি তাওয়াফ করবো। কিন্তু যদি আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে বাধা সৃষ্টি করা হয় তাহলে নবী (সঃ) যেমন করেছিলেন আমিও তেমন করব। সে সময় তো আমি তাঁর (সঃ) সাথে ছিলাম। তিনি যুল–হুলাইফা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে নিলেন এবং কিছু সময় পথ চললেন। তারপর বললেন, হজ্জ ও উমরা উভয়টির নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের

সাক্ষী করে বলছি, আমি আমার উমরার সাথে হজ্জও নিজের জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। সুতরাং তিনি হজ্জ ও উমরার ইহরাম তখন না খুলে কোরবানীর দিন খুললেন এবং কোরবানী দিলেন। তিনি বলতেন, আমরা ততক্ষণ ইহরাম খুলব না যতক্ষণ না একই সাথে মক্কায় প্রবেশের দিন হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য একটি তাওয়াফ করে নেই।

١٦٧٩. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ بَعْضَ بَنِى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَهُ لَوْ اَقَمْتَ بِهٰذَا.

১৬৭৯. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাই ইবনে উমর (রাঃ)-র কোন এক পুত্র তাঁকে বললেন, যদি আপনি এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করতেন (তাহলে তা আপনার জন্য কতই না ভালো হতো)।

١٦٨٠. عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ اُحْصِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَحَلَقَ رَاسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتّٰى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً.

১৬৮০. ইকরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মক্কা প্রবেশে বাধা প্রদান করা হলে তিনি মাথা মুড়িয়ে নিয়েছিলেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছিলেন, কোরবানীর পশু কোরবানী করেছিলেন এবং পরবর্তী বছর উমরা করেছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদঃ হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

١٦٨١. عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ اَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ حُبِسَ اَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِىْ اَوْ يَصُوْمُ اِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا.

১৬৮১. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে উমর (রাঃ) বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাতই তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি? তোমাদের কেউ হজ্জ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে সাফা-মারওয়ার সাঈ করলে এবং ইহরাম খুলে ফেললে পরবর্তী বছর হজ্জ করবে। তখন সে কোরবানী করবে অথবা রোযা রাখবে যদি সে কোরবানীর পশু না পায়।

২৪-অনুচ্ছেদঃ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাথা কামানোর আগেই কোরবানী করা।

١٦٨٢. عَنِ الْمِسْوَرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ اَنْ يَّحْلِقَ وَاَمَرَ اَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ

১৬৮২. মিসওয়ার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হুদায়বিয়ার বছর মক্কায় প্রবেশে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বাধাপ্রাপ্ত হলে মাথা মুড়িয়ে নেয়ার আগেই কোরবানী করলেন এবং সকল সাহাবাকেও অনুরূপ করতে নির্দেশ দিলেন।[৮]

١٦٨٣. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مُعْتَمِرِيْنَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ .

১৬৮৩. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-র বিরুদ্ধে হাজ্জাজের সৈন্য পরিচালনার বছরে আবদুল্লাহ ও সালেম উভয়েই তাদের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-কে হজ্জে যেতে বারণ করার জন্য তাঁর সাথে কথাবার্তা বললেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আমরা (হুদায়বিয়ার বছর) উমরার নিয়ত করে নবী (সঃ)-এর সাথে রওয়ানা হলে কুরাইশ কাফেররা বায়তুল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে নিলেন। এসব করার পর তিনি ইহরাম খুলে ফেললেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, অবরুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর বদলা হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব নয় তাদের দলীল। রাওহ..... ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, বদলা হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে হজ্জ ভঙ্গ করেছে। পক্ষান্তরে শরীয়তগ্রাহ্য কোন ওজর কিংবা অনুরূপ কোন কারণ প্রতিবন্ধক হলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং বদলা বা কাযা আদায় করতে হবে না। বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে কোরবানীর পশু থাকলে এবং তা পাঠিয়ে দিতে না পারলে কোরবানী করবে। আর যদি পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয় তাহলে কোরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত ইহরাম খুলতে পারবে না। ইমাম মালেক ও অন্যান্যরা বলেছেন, যেখানেই অবস্থান করুক না কেন কোরবানী যবেহ করবে এবং মাথা মুড়িয়ে নেবে, তাকে কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা হুদায়বিয়ার বছরে কোরবানীর পশু বায়তুল্লায় পৌঁছার পূর্বে ও খানায়ে কা'বার তাওয়াফের পূর্বে নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ কোরবানী করেছিলেন, মাথা মুড়িয়েছিলেন এবং ইহরামমুক্ত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও এ কথা বর্ণিত নাই যে, নবী (সঃ) কাউকে কাযা করার কিংবা পুনরায় হজ্জ করার আদেশ প্রদান করেছিলেন। অথচ হুদায়বিয়া হেরেমের বাইরে অবস্থিত।

---

৮. উপরোক্ত হাদীস বাহ্যত কুরআনের নির্দেশের সাথে সংঘর্ষশীল মনে হয়। কেননা বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ইহরামকারীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ "কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌঁছার পূর্বে তোমরা মাথা মুড়িয়ে নিও না।" এ আয়াতে কোরবানী করার কথা বলা হয়নি, বরং কোরবানীর পশু তার জায়গায় পৌঁছার কথা বলা হয়েছে। আর বাধাপ্রাপ্ত বা অবরুদ্ধ ব্যক্তির জন্য তার জায়গা হলো যেখানে সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই উপরোল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ কুরআনের পরিপন্থী নয়, বরং পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য রয়েছে।

١٦٨٤. عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حِيْنَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِى الْفِتْنَةِ اِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ اَجْلِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ ثُمَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِىْ اَمْرِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا اَمْرُهُمَا اِلاَّ وَاحِدٌ اُشْهِدُكُمْ اَنِّى قَدْ اَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَاٰى اَنْ ذٰلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَاَهْدٰى .

১৬৮৪. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ফেতনার বছর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মক্কা যাওয়ার কালে বলেছিলেন, যদি আমি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে বাঁধাপ্রাপ্ত হই তাহলে (হুদায়বিয়ার বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে থেকে যা করেছিলাম তাই করব। সুতরাং তিনি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলেন। কেননা হুদায়বিয়ার বছরে নবী (সঃ) উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নিজের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। তারপর তিনি তাঁর সংগীদের বললেন, উভয়টির (হজ্জ ও উমরা) নিয়ম তো একই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি উমরার সাথে হজ্জও আমার ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছি। তারপর উভয়টির জন্য তিনি একই তাওয়াফ করলেন এবং এটিকে যথেষ্ট মনে করলেন। তিনি কোরবানীর পশুও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২৬—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ .

"তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার কারণে অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা রাখা, ফিদইয়া দেয়া কিংবা কোরবানী করা উচিত" (বাকারা ঃ ১৯৬)। এ তিনটির যে কোন একটি ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিন্তু রোযা আদায় করলে তিনটি রোযা করতে হবে।

١٦٨٥. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ اٰذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْلِقْ رَاْسَكَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ اَوْ اُنْسُكْ بِشَاةٍ .

১৬৮৫. কা'ব ইবনে উ'জরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, উকুন বোধ হয় তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তিনি (কা'ব ইবনে উজরা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি মাথা মুড়িয়ে ফেল, তারপর তিন দিন রোযা রাখ, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান কর কিংবা একটি বকরী কোরবানী কর।

২৭—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী اوصدقة এর ব্যাখ্যা হল ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দান করা।

١٦٨٦. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَرَأْسِيْ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ اَوْ قَالَ اَحْلِقْ قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ اَوِ نْسُكْ مِمَّا تَيَسَّرَ.

১৬৮৬. কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশে দাঁড়ালেন। আমার মাথা থেকে উকুন পড়ছে দেখে তিনি বললেন, তোমার (মাথার) উকুন কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, মাথা মুড়ে নাও। তিনি "মাথা মুড়ে নাও" অথবা "মুড়ে নাও" বললেন। কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতটি আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ.

"তবে যে ব্যক্তি পীড়িত হওয়ার করণে অথবা মাথায় কোন প্রকার কষ্টদায়ক ব্যাপার থাকার কারণে মাথা মুড়িয়ে নেয়, ক্ষতিপূরণ হিসেবে তার রোযা অথবা ফিদইয়া দেয়া বা কোরবানী করা উচিত" (আল—বাকারা ঃ ১৯৬)

তাই (মাথা মুড়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়ার পর) নবী (সঃ) বললেন, তিন দিন রোযা রাখা অথবা ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক' পরিমাণ সদকা দাও অথবা সাধ্যমত কোরবানী করা।[৯]

২৮—অনুচ্ছেদ ঃ ফিদইয়া হিসাবে দেয় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ আধা ছা'।

١٦٨٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ

৯. ফারাক তৎকালীন মদীনার একটা মাপ। মোট ষোল রতল বা দুই ছা'তে এক ফারাক। এ ফারাক মোটামুটিভাবে ছয় ছটাক।

إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى تَجِدُ شَاةً فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَصُمْ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ.

১৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)-র পাশে বসে তাকে ফিদইয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতদসংক্রান্ত আয়াত বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সবার জন্য। আমি এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নীত হলাম যে, আমার মাথা থেকে বারে বারে আমার মুখমন্ডলে উকুন পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার পীড়া এতদূর পৌঁছেছে যা এখন দেখছি। অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার ধারণাও ছিল না যে, তোমার কষ্ট এতদূর পৌঁছেছে, যা এখন দেখছি। তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনটি রোযা রাখো অথবা মাথাপিছু আধা ছা' করে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য (গম) দান করো।

২৯—অনুচ্ছেদ ঃ নুসুক অর্থ বকরী কোরবানী করা।

١٦٨٨. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيْ شَاةً أَوْ يَصُوْمَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ.

১৬৮৮. আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রঃ) কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এ অবস্থায় দেখলেন যে, উকুন (মাথা থেকে) তাঁর চেহারার ওপর পড়ছে। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উকুন কি তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তখন নবী (সঃ) তাঁকে মাথা মুড়ে ফেলতে আদেশ করলেন। তিনি (সঃ) সে সময় হুদায়বিয়ায় অবস্থানরত ছিলেন। তাঁদের কাছেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট ছিল না যে, এখানেই তাঁদেরকে ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। বরং তাঁরা মক্কায় প্রবেশের জন্য আগ্রহী ছিলেন। এ সময় আল্লাহ ফিদইয়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে এক ফারাক খাদ্য (গম) ছয়জন মিসকীনের মধ্যে বন্টন করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন।

৩০—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী (فلا رفث)—এর (رفث) সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার আলোচনা।

١٦٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৬৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ আদায় করল, (এ সময়ে) স্ত্রী সহবাস করল না বা অশ্লীল কথাবার্তা বলল না সে এমন (নিষ্পাপ) হয়ে গেল যেমন মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশু (নিষ্পাপ হয়ে জন্মে)।

৩১—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِى الْحَجِّ "হজ্জে কোন প্রকার অশ্লীল আচরণ ও ঝগড়া বিবাদ নাই।"

١٦٩٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

১৬৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ করল এবং এ সময়ে স্ত্রীসহবাস করল না এবং কোন প্রকার গোনাহর কাজ করল না, সে একজন সদ্য প্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

৩২—অনুচ্ছেদঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার এবং অনুরূপ আরো কিছু। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! ইহরাম অবস্থায় তোমরা কেউ শিকার করো না। যদি তোমাদের কেউ স্বেচ্ছায় এমন কাজ করে তাহলে যে পশু সে শিকার করেছে অনুরূপ একটি পশু নযর দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায় বিচারক ব্যক্তি ফয়সালা করবে এবং এ নযরানা কা'বায় পৌঁছাতে হবে। অথবা এ গুনাহর

কাফফারা হিসেবে কয়েকজন মিসকীনকে খাবার দিতে হবে অথবা এর সমান অনুপাতে রোযা রাখতে হবে। এটা তার কৃত অপরাধের সাজা স্বরূপ। পূর্বে যা কিছু হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ পুনরায় তা করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা গ্রহণ করবেন। আল্লাহ সকলের ওপর বিজয়ী এবং বদলা গ্রহণের ক্ষমতার অধিকারী। তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে—তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের ভোগের জন্য। আর যত দিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাক, তত দিন তোমাদের জন্য স্থলচর শিকার ধরা হারাম করা হয়েছে, আর আল্লাহকে ভয় কর যার কাছে সমবেত করা হবে" (আল-মাইদা ঃ ৯৫-৯৬)।

৩৩—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম (ইহরামধারী) নয় এমন কোন ব্যক্তি যদি শিকার করে এবং মুহরিমকে উপহার হিসেবে পাঠায় তাহলে সে তা খেতে পারবে। ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) শিকার ছাড়া অন্য কোন জন্তু যবেহ করায় মুহরিমের জন্য কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেননি। যেমনঃ উট, বকরী, গরু, মুরগী ও ঘোড়া।

١٦٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ اَبِى عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِىُّ ﷺ اَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوْهُ فَانْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَمَا اَنَا مَعَ اَصْحَابِهِ يُضَحِّكُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِيْنَا اَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَرْفَعُ فَرَسِى شَأْوًا وَاَسِيْرُ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ اَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَهْلَكَ يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُّقْتَطَعُوْا دُوْنَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِى مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

১৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বছর [নবী (সাঃ)-এর সাথে] গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) ও সকল সাহাবা ইহরাম বেঁধেছিলেন কিন্তু তিনি ইহরাম বাঁধেননি। নবী (সঃ)-কে বলা হল যে, এক শত্রুদল তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে চায়। নবী (সঃ) রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি আর কাতাদা তাঁর সাহাবাদের সাথে ছিলাম। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে হাসছিলেন। আমি তাকিয়েই একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আমি সেটা আক্রমণ করে বর্শা মেরে মাটিতে ফেলে

দিলাম এবং তাদের সহযোগিতা চাইলে সকলেই অস্বীকৃত হল। যাই হোক, পরে আমরা তার গোশত খেলাম এবং [এজন্য বিলম্ব হওয়ার কারণে নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশংকা করলাম। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-কে তালাশ করতে থাকলাম। এজন্য আমি কখনো আমার ঘোড়াকে দ্রুত চালাচ্ছিলাম আবার কখনো ধীরে। ইতিমধ্যে রাতের মধ্যভাগে আমি গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাক্ষাত পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন জায়গায় নবী (সঃ)- কে ছেড়ে এসেছ? সে বলল, আমি তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায়[১০] সুকইয়াতে মধ্যাহ্নে নিদ্রারত অবস্থায় রেখে এসেছি। (সেখানে পৌঁছে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবীগণ আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে ও আপনার প্রতি আল্লাহর রহমতের জন্য দো'আ করছে। তারা সবাই আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আশংকিত। অতএব আপনি তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি একটি জংলী গাধা শিকার করেছি এবং তার অবশিষ্ট গোশত আমার কাছে আছে। নবী (সঃ) সবাইকে বললেন, তোমরা সবাই (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই মুহরিম (ইহরাম অবস্থায়) ছিলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি শিকার দেখে হাসাহাসি করার কারণে অ-মুহরিম ব্যক্তি তা বুঝতে পেরে যদি জন্তুটিকে শিকার করে তাহলে তার হুকুম কি ?

١٦٩٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَاَحْرَمَ اَصْحَابُهُ وَلَمْ اُحْرِمْ فَاُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصَرَ اَصْحَابِىْ بِحِمَارِ وَحْشٍ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ اِلٰى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَاَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُعِيْنُوْنِىْ فَاَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَشْيَنَا اَنْ تُقْتَطَعَ اُرْفَعُ فَرَسِىْ شَأْوًا وَاَسِيْرُ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيْتُ رَجُلاً مِّنْ بَنِىْ غِفَارٍ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ اَيْنَ تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَتَيْتُهُ فَقُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصْحَابَكَ اَرْسَلُوْا يَقْرَؤُنَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللّٰهِ وَاِنَّهُمْ قَدْ خَشُوْا اَنْ يُقْتَطَعَهُمُ الْعَدُوُّ دُوْنَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اَصَبْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَاِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ .

---

১০. মক্কা ও মদীনার মাঝখানে একটি জনপদের নাম সুকইয়া।

১১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদাহ (রঃ) তাঁর পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (পিতা) তাকে (পুত্রকে) বলেছেন, হুদায়বিয়ার বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যাত্রা করলাম। তাঁর সব সাহাবাই ইহরাম বাঁধা ছিলেন, কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধি নাই। গায়কা নামক জায়গাতে শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে আমরা খবর পেয়ে তাদের উদ্দেশ্যে (তাদের মুকাবিলার জন্য) অগ্রসর হলাম। আমার সংগী সাহাবাগণ পথিমধ্যে একটা জংলী গাধা দেখে একে অপরের দিকে চেয়ে হাসতে থাকলে আমি তাকিয়েই সেটিকে দেখতে পেলাম এবং ঘোড়া ছুটিয়ে সেটিকে আক্রমণ করে বর্শা বিধিয়ে ফেলে দিলাম এবং পরে আমি তাদের (আমার সাথীদের সাহায্য প্রার্থনা করলে তারা অসম্মতি প্রকাশ করলেন)। পরে আমরা তার গোশত খেলাম ও গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম। আমরা, [নবী (সঃ) থেকে] বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণে শংকিত ছিলাম। তাই আমি কোনো সময়ে ঘোড়া দ্রুত চালিয়ে এবং কোনো সময়ে স্বাভাবিক চালিয়ে যেতে থাকলাম। মধ্য রাতে গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোথায় রেখে এসেছ? সে বলল, তাঁকে তা'হেন নামক জায়গায় রেখে এসেছি। তিনি সেখান থেকে সুকইয়া নামক জায়গায় পৌঁছে মধ্যাহ্ন নিদ্রা যাচ্ছেন। পরে আমরা দ্রুত চলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলাম এবং আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাহাবারা আপনাকে সালাম ও আল্লাহর রহমত (দো'আ) বলে পাঠিয়েছে। তারা এ ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছে যে, আপনার থেকে শত্রুরা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতএব তিনি তাই করলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা একটি জংলী গাধা শিকার করেছি। আমাদের কাছে এর অবশিষ্ট গোশত আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমরা (এ গোশত) খাও। অথচ তারা সবাই সে সময় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৩৫—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি অ-মুহরিম ব্যক্তিকে শিকার জন্তু হত্যা করতে সাহায্য করবে না।

١٦٩٣. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى ثَلٰثٍ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ اَصْحَابِى يَتَرَاؤُنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَاِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِى وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوْا لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ اِنَّا مُحْرِمُوْنَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَاَخَذْتُهُ فَاَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَّرَاءِ اَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَاَتَيْتُ بِهِ اَصْحَابِى فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَاْكُلُوْا فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ اَمَامَنَا فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوْهُ حَلاَلٌ.

১৬৯৩. আবূ কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা মদীনা থেকে তিন মারহালা (১ মারহালা ১৬ মাইল) দূরে আল কাহাহ্ নামক জায়গায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের অনেকে তখন মুহরিম (ইহরাম বাঁধা) ছিল এবং অনেকে অ-মুহরিম ছিল। আমি আমার বন্ধুদেরকে দেখলাম তারা পরস্পরকে কোন কিছু দেখাচ্ছে। আমি একটি জংলী গাধা দেখতে পেলাম। (অধস্তন রাবী বলেন,) এ সময় তাঁর চাকুব পড়ে গেলে সবাই বলল, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তাই এ ব্যাপারে তোমাকে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। আমি নিজে সেটি উঠিয়ে নিয়ে একটি টিলার আড়ালে গাধাটির কাছে গেলাম এবং (সেটিকে) গায়েল করে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের কেউ কেউ বললো, খাও; আবার কেউ কেউ বলল, খেয়ো না। সুতরাং ওটি নিয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন আমাদের আগে। (আমি গিয়ে) এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, খাও, এ তো হালাল।[১১]

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম কোন অ-মুহরিমকে কোন শিকারের জন্তু দেখিয়ে দিবে না। কেননা তাহলে অ-মুহরিম সেটি শিকার করবে।

١٦٩٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوْا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فِيْهِمْ اَبُوْ قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتّٰى نَلْتَقِىَ فَاَخَذُوْا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا اَحْرَمُوا كُلُّهُمْ اِلاَّ اَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ اِذَا رَأَوْ حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهُمْ اَتَانًا فَنَزَلُوْا فَاَكَلُوْا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوْا اَنَاكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الْاَتَانِ فَلَمَّا اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا اَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ اَبُوْ قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَاَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَبُوْ قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا اَتَانًا فَنَزَلْنَا فَاَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا نَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ اَمِنْكُمْ اَحَدٌ اَمَرَهُ اَنْ يَّحْمِلَ عَلَيْهَا اَوْ اَشَارَ اِلَيْهَا قَالُوْا لاَ قَالَ فَكُلُوْا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا.

১১. (ক) ইহরাম অবস্থায় কোন বন্যজীব শিকার করা হারাম; ইশারা করাও হারাম; এমনকি শিকারীকে কোন প্রকার সাহায্য করাও হারাম। (খ) মুহরিমগণ কোনো শিকার দেখে হাসাহাসি করলো, আর তা দেখে অমুহরিম বুঝে ফেললো এবং শিকার করলো, এতে কোন দোষ নেই।

১৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জে রওয়ানা হলে তাঁরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। তাদের একদলকে অন্য পথে পাঠানো হল। আবু কাতাদা (রাঃ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা সমুদ্রতীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে আমাদের সাথে মিলিত হবে। তারা সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে যখন ফিরলেন, তখন একমাত্র আবু কাতাদা (রাঃ) ছাড়া সবাই ইহরাম বাঁধলেন। পথ চলতে চলতে তারা কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলেন। আবু কাতাদা (রাঃ) গাধাগুলোর ওপর আক্রমণ করেন এবং একটি গর্দভীকে আহত করেন। তখন সবাই সওয়ারী হতে অবতরণ করে (তার গোশত পাকিয়ে) খেলেন। এরপর তারা বললেন, আমরা তো মুহরিম, এমতাবস্থায় আমরা কি কোন শিকারের (মৃত জন্তুর) গোশত খেতে পারি? সুতরাং গর্দভীর অবশিষ্ট গোশত আমরা সাথে নিলাম। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সবাই ইহরাম অবস্থায় কিছু সংখ্যক জংলী গাধা দেখতে পেলাম। আবু কাতাদা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। তাই তিনি আক্রমণ করে একটি গর্দভীকে আহত করে ফেলেন। আমরা সওয়ারী থেকে নেমে তার গোশত পাকিয়ে খাওয়ার পর (মনে সন্দেহ জাগায়) বললাম, আমরা তো মুহরিম। তাই এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত কোন জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা তার অবশিষ্ট গোশত সাথে এনেছি। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের কেউ কি জন্তুটির ওপর হামলা করতে তাকে আদেশ করেছে বা ইংগিত করেছে? তারা সবাই বলল. না (এমন কেউ করেনি)। তিনি বললেন, 'তাহলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খাও।'

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা উপহার দিলে তা গ্রহণ করবে না।

١٦٩٥. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُمْ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَا فِىْ وَجْهِهِ قَالَ اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ (نَرُدُّهُ) عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ -

১৬৯৫. সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠালে তিনি তা ফেরত দিলেন। এ সময় তিনি আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। তার (সা'ব ইবনে জাসসামা লাইসী) মুখমন্ডলে তিনি (সঃ) মলিন ভাব দেখে বললেন, আমি ওটি ফেরত দিতাম না। শুধু এ কারণে ফেরত দিয়েছি যে, আমি এখন মুহরিম (ইহরাম বেঁধে আছি)।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামধারী ব্যক্তি যে যে প্রাণী হত্যা করতে পারে।

(١) ١٦٩٦ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِىْ قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ .

১৬৯৬ (১). ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ পাঁচ প্রকারের প্রাণী হত্যা করা ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়।

(٢) ١٦٩٦. عَنْ حَفْصَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاءُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ .

১৬৯৬ (২). হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও খ্যাপা কুকুর এ পাঁচ প্রকারের জন্তুকে কেউ হত্যা করলে কোন দোষ নেই। ১২

١٦٩٧. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.

১৬৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ পাঁচটি জন্তু এরূপ ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক যে, সেগুলো হেরেমের মধ্যেও হত্যা করা যেতে পারে। জন্তুগুলো হলঃ কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও খ্যাপা কুকুর।

١٦٩٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَارٍ بِمِنًى اِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ وَاِنَّهُ لَيَتْلُوْهَا وَاِنِّى لاَ تَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ وَاِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا اِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُقْتُلُوْهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرَدْنَا بِهٰذَا اَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَاِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا.

১৬৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময়ে আমরা মিনাতে পাহাড়ের একটা গুহাতে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় তাঁর ওপর সূরা 'ওয়াল-মুরসালাত' নাযিল হল। আমি তাঁর মুখ থেকে সূরাটি শিখছিলাম। তখনও তাঁর মুখের আর্দ্রতা ছিল অর্থাৎ তিনি এখনও বলে শেষ করেননি ঠিক এ সময় একটি সাপ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে নবী (সঃ) বললেন, ওটা হত্যা কর। আমরা দ্রুত ছুটে গেলে সাপটি পালিয়ে গেল। তখন নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের অনিষ্ট থেকে সে রক্ষা পেল যেমন তোমরা তার অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেলে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমার এ হাদীস বর্ণনার উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে, মিনা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত। আর সেখানে সাপ হত্যা করায় সাহাবাগণ কোন দোষ মনে করেননি। ১৩

---

১২. খ্যাপা কুকুরের সাথে আক্রমণকারী হিংস্র জন্তুকে অনেকে তুলনা করেছেন এবং এ হাদীসের আলোকে সেগুলোর হত্যার অনুমতি দিয়েছেন।

১৩. যে পাঁচটি জন্তুকে হেরেমের অভ্যন্তরে হত্যা করা বৈধ সাপ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও মারতে বলার কারণ হলঃ হত্যা করা ছাড়া যেসব হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়, হেরেমের অভ্যন্তরে সেগুলোকে হত্যা করলে গোনাহ হবে না। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন হিংস্র জন্তুকে হত্যা করা ছাড়াই যদি তার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সেগুলো হত্যা করা যাবে না এবং হত্যা করলে ফিদইয়া দিতে হবে।

١٦٩٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ .

১৬৯৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) গিরগিটি ক্ষতিকারক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁকে তার হত্যার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ কাটা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হেরেমের কাঁটা গাছও কাটা যাবে না?

١٧٠٠. عَنْ اَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِى اَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوْثَ اِلٰى مَكَّةَ ائْذَنْ لِىْ اَيُّهَا الْاَمِيْرُ اُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ وَاَبْصَرَتْهُ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ بِهِ اَنَّهُ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللّٰهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لاِمْرِءٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يُعْضِدُ بِهَا شَجَرَةً فَاِنْ اَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُوْلُوْا لَهُ اِنَّ اللّٰهَ اَذِنَ لِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلَمْ يَاْذَنْ لَكُمْ وَاِنَّمَا اَذِنَ لِىْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيْلَ لاَبِى شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنْكَ يَا اَبَا شُرَيْحٍ اِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيْذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخِرْبَةٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ خَرْبَةٌ بَلِيَّةٌ .

১৭০০. আবু শুরাইহ আদাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আমর ইবনে সা'ঈদ (রাঃ) (ইবনুল আসকে)-যে সময় সে মক্কায় (ইয়াযীদের নির্দেশে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে) সেনাবাহিনী প্রেরণ করছিলো[১৪] বললেন, 'হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন (অভয় দিন), তাহলে আমি আপনাকে এমন কিছু কথা শুনাব যা মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন। ঐ কথাগুলো আমার দু'টি কান শুনেছে, মন সেগুলোকে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, আর দু'চোখ তার বাস্তবায়ন দেখেছে। যখন তিনি (সঃ) কথাগুলো বললেন, তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এরপর বললেনঃ মক্কাকে আল্লাহ

১৪. এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-র বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী প্রেরণের কথা উল্লেখিত হয়েছে তা ৬১ হিজরী সনে ইয়াযীদের শাসনকালের ঘটনা। ইয়াযীদের অ-ইসলামী ও অন্যায় শাসনকে হযরত

নিজে হেরেম (মহা সম্মানিত) করেছেন, কোন মানুষ একে হেরেম করেনি। মক্কার মর্যাদা যখন এরূপ তখন আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে সেখানে (মক্কা) রক্তপাত করা কিংবা এর গাছ কেটে ফেলা হালাল নয়। যদি কেউ এখানে আল্লাহর রসূলের সাথে লড়াই করা বৈধ মনে করে তাহলে তাকে জানিয়ে দাও, এখানে লড়াই বা রক্তপাতের অনুমতি আল্লাহ একমাত্র তাঁর রসূলকে দিয়েছেন, তোমাদেরকে নয়। আমাকেও (সঃ) আল্লাহ অনুমতি দিয়েছিলেন (গত) দিনে স্বল্প সময়ের জন্য, আজ এর মর্যাদা আবার তেমনি পুনর্বহাল হয়েছে যেমন গতকাল ছিল। সুতরাং এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত লোকদের কাছে একথা পৌঁছে দেয়া। আবু শুরাইহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনার (এ বক্তব্যের) জবাবে আমর ইবনে সা'ঈদ ইবনুল আস (রাঃ) কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, আমর বলেছিল, হে আবু শুরাইহ! এ বিষয়টি আমি আপনার চাইতে অনেক বেশি জানি তবে হেরেম কোন অপরাধী বা গোনাহগারকে, হত্যা করে পলাতককে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দান করে না। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, খারবাতুন শব্দের অর্থ হলো ফিতনা ফাসাদ।

৪০-অনুচ্ছেদঃ হেরেমের অভ্যন্তরে কোন শিকার তাড়ানো যাবে না।

١٧٠١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِي وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِنْ نَّهَارٍ لاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا فَقَالَ

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মেনে নিতে পারেননি। তিনি ইয়াযীদের বাই'আতও করেননি। বরং মক্কাকে কেন্দ্র করে ইসলামের ভিত্তিতে তিনি একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং অনেক দূর অগ্রসর হয়ে এতে সফলও হয়েছিলেন। এ কারণে ৬১ হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে সেনাবাহিনীসহ আক্রমণ করতে পাঠানো হয় এবং সংগে সংগে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত মদীনার আমীরকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে হাজ্জাজকে সাহায্য করতে বলা হয়। এ সেনাবাহিনীর আমীর করা হয় আমরকে। হেরেমে মক্কাতে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও রক্তপাতের আশংকা করে আবু শুরাইহ (রাঃ) তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস শুনিয়ে পরোক্ষভাবে মক্কার মর্যাদা নষ্ট না করার এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ব্যাপারে সাবধান করে দেন। কিন্তু " হেরেমে মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না" আমর এ যুক্তি দেখান। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ইয়াযীদের বাই'আত গ্রহণ করেননি। তাই এই অপরাধীর বিরুদ্ধে হেরেমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা যেতে পারে বলে আমর যুক্তি দেখায়। এ বিষয়ই হাদীসটিতে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। তবে আমরের যুক্তিকে আবু শুরাইহ (রাঃ) স্বীকৃতি দেননি, বরং প্রতিবাদ করেছেন। আবু শুরাইহ (রাঃ)-র পরবর্তী কথাগুলো কি ছিল তা মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত হয়েছে। তখন আবু শুরাইহ বললেন, আমি সে সময় (যখন নবী (সঃ) উপরোক্ত কথাগুলো বলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেন) উপস্থিত ছিলাম, আর তুমি ছিলে অনুপস্থিত। নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিত লোকদের এ বিষয়ে জানিয়ে দিবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, আবু শুরাইহ আমরের যুক্তি গ্রহণ করেননি, বরং স্বাভাবিক ভাবেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকেই হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মনে করেছেন।'

الاَّ الاِذْخِرَ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ تَنْزِلُ مَكَانَهُ .

১৭০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে হারাম (মর্যাদা দান) করেছেন। আমার আগে কারো জন্যে তা হালাল ছিল না এবং আমার পরেও কারও জন্য হালাল হবে না। অবশ্য এক দিনের কিছু সময়ের জন্য মক্কাকে আমার জন্য হালাল করা হয়েছিল। সুতরাং এখানকার ঘাস উঠানো যাবে না, বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না, কোন শিকারকে তাড়া করা যাবে না এবং ঘোষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত এখানে পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না।[১৫] এই কথাগুলো শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের স্বর্ণকার ও কবরে ব্যবহারের জন্য ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। তিনি বললেন, হাঁ, ইযখির ঘাস বাদ দিয়ে। খালিদ একরামা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো শিকার না তাড়ানোর অর্থ কি? এর অর্থ হল তাকে ছায়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্থানে অবতরণ করানো (এমনটি করা যাবে না।)

৪১—অনুচ্ছেদঃ মক্কাতে লড়াই করা হালাল নয়। আবু শুরাইহ (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কায় রক্তপাত ঘটান যাবে না।

١٧٠٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ فَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَاِنَّ هٰذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَحَدٍ قَبْلِى وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ.

১৭০২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) বলেছিলেনঃ এখন আর হিজরত রইল না,[১৬] তবে থাকলো জিহাদের প্রয়োজন এবং নিয়াত। সুতরাং যখন

---

১৫. লুকতা বা কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর হুকুম হল, যে কুড়িয়ে নেবে তাকে এ জিনিসটি সম্পর্কে এক বছর যাবত প্রচার করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে জিনিসটি প্রদান করবে অন্যথায় নিজে ব্যবহার করবে বা বায়তুল মালে জমা দেবে। কুড়ানো বস্তুর এ হুকুম সমগ্র বিশ্বের সকল এলাকার জন্য প্রযোজ্য।

১৬. "এখন আর হিজরত রইলো না।" এ কথার অর্থ হল মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের বাধ্যবাধকতা (ফরজিয়াত) আর বর্তমান নেই। মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত কাফের ও খোদাদ্রোহী শক্তির এটা ছিল কেন্দ্রভূমি। এ কেন্দ্রীয়

জিহাদের প্রয়োজনে বের হতে ডাকা হবে তখন সে ডাকে সাড়া দিও। আর এই শহরকে আল্লাহর হারাম করে দেয়ার কারণেই এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম বা মহা সম্মানিত থাকবে। আমার আগেও এই শহরে কারো লড়াই করা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও এক দিনের (গতকাল) কিছু সময় ছাড়া হালাল করা হয়নি। কেননা আল্লাহর হারাম করার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। এ শহরের কাঁটা গাছ উপড়ে ফেলা বা গাছ কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না, প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিস কুড়ানো যাবে না এবং কাঁচা ঘাস কাটা বা উঠানো যাবে না। এসব শুনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ইযখির ঘাস বাদ রাখুন। কেননা তা তাদের স্বর্ণকারদের ও গৃহের ছাদের জন্য প্রয়োজন হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী (সঃ) বললেন, ইযখির ঘাস বাদে।

৪২—অনুচ্ছেদঃ ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি রক্তমোক্ষণ১৬ক. করাতে পারে। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর বেটা (ওয়াকিদ)—কে তাঁর ইহরাম অবস্থায় দাগ লাগিয়েছিলেন। মুহরিম সুগন্ধবিহীন ঔষধপত্র ব্যবহার করতে পারে।

١٧٠٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

১৭০৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

١٧٠٤. عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِيْ وَسَطِ رَأْسِهِ .

১৭০৪. ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইহরাম অবস্থায় নবী (সঃ) লাহিয়ে জামাল নামক জায়গাতে তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন।

৪৩—অনুচ্ছেদ ঃ ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা।

١٧٠٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

শক্তির সাহায্যে ও ইংগিতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালানো হত। তাই এর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের হিজরত ফরজ ছিল। তবে হাঁ, জিহাদের প্রয়োজন অবশ্যই থাকল যতদিন না ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর হিজরতের পরিস্থিতি না থাকলেও হিজরতের নিয়ত সব সময়ই থাকতে হবে। যাতে প্রয়োজন পড়লে আল্লাহর দীনের জন্য সর্বস্ব পিছনে ফেলে হিজরত করা যায়।

জিহাদের জন্য কোন সময় যদি ইমাম সাধারণভাবে আহবান জানান তাহলে মুসলমান সবাইকে তাঁর এ আহবানে সাড়া দিতে হবে।

১৬ক. রক্ত মোক্ষণ–চিকিৎসার্থে রক্ত বহিষ্করণ। এতদঞ্চলে বেদেনীরা মামবঙ্গেহের কোন অংশে শিংগা লাগিয়ে যেভাবে রক্ত বের করে তাই।

১৭০৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মায়মূনা (রাঃ)-কে বিয়ে করেছিলেন।[১৭]

৪৪—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম নারী—পুরুষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ। আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম নারী ওয়ারস্[১৮] কিংবা জাফরানে রাঙানো কাপড় ব্যবহার করতে পারবে না।

١٧٠٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا اَنْ تَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِى الْاِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مَّسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ-

১৭০৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ইহরাম অবস্থায় কি ধরনের কাপড় পরিধান করতে আপনি আমাদের আদেশ করেন? নবী (সঃ) বললেন, কামিজ, পাজামা, পাগড়ি এবং টুপি জাতীয় কিছু পরবে না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে তাহলে সে মোজা পরবে এবং গোড়ালির নীচে থেকে এর উপরের অংশ কেটে ফেলবে। আর যে কাপড়ে জাফরান বা ওয়ার্‌স্ লাগানো হয়েছে এমন কোন কাপড় পরিধান করবে না। আর ইহরাম বাঁধা মেয়েরা মুখে নেকাব ও হাতে দস্তানা পরবে না।

١٧٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَاُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوْهُ طِيْبًا فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ.

১৭০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক মুহরিম ব্যক্তির উট তার (মালিকের) ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হল। তিনি বললেনঃ ওকে গোসল দাও, কাফন পরাও তবে মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধি লাগাবে না। কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।

---

১৭. ইহরাম অবস্থায় বিয়ের ইজাব কবুল করা জায়েয।

১৮. ওয়ারস্ হল এক প্রকার হলুদ রঙের উদ্ভিদ যা দ্বারা কাপড় রং করা যায়। এতে রাঙানো কাপড় থেকে এক প্রকার সুগন্ধ ছড়াতে থাকে।

৪৫—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহরিম গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারে (গোসল করতে পারে)। ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ) মুহরিম ব্যক্তির শরীর চুলকানোতে কোন দোষ মনে করতেন না।

١٧٠٨- عَنْ اِبْرٰهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْاَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَاْسَهُ وَقَالَ الْمِسوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَاَرْسَلَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اِلٰى اَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتُرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حُنَيْنٍ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَغْسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ اَبُوْ اَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَأَ حَتّٰى بَدَأَ رَاْسُهُ ثُمَّ قَالَ لاِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اُصْبُبْ فَصَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَاْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ فَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ .

১৭০৮. ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে কিনা এ নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ)-র মধ্যে আবওয়া নামক স্থানে মতানৈক্য হল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে। কিন্তু মিসওয়ার (রাঃ) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধুতে পারে না। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-র কাছে পাঠালেন। আমি গিয়ে তাঁকে কূপ থেকে পানি উঠানো চরকির দুই খুঁটির মাঝে একটি কাপড়ের আড়ালে গোসল করতে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে আপনার কাছে এ কথা জানতে পাঠিয়েছেন যে, ইহরাম অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) কিভাবে মাথা ধুতেন? এ কথা শুনে আবু আইয়ূব (রাঃ) তাঁর হাত (মাথার) কাপড়ের ওপর রেখে কাপড় সরালেন, এমনকি আমি তাঁর মাথা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি একজন লোককে যে তাঁর মাথায় পানি ঢালছিল বললেন, পানি ঢাল, সে পানি ঢালতে থাকল। তিনি তখন দুই হাত দিয়ে মাথা নাড়া দিয়ে হাত দুখানা একবার সামনে আনলেন আবার পিছনে টেনে নিলেন। এরপর বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

৪৬—অনুচ্ছেদ ঃ জুতার অভাবে মুহরিম শুধু মোজা পরিধান করবে।

١٧٠٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ لِلْمُحْرِمِ.

১৭০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মুহরিমদের উদ্দেশ্যে আরাফাতে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেনঃ যার জুতা নেই সে শুধু মোজা পরিধার করবে আর যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে।

١٧١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَ اِنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتّٰى يَكُوْنَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

১৭১০. আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করবে? তিনি বললেনঃ কামিজ, পাগড়ি, পাজামা, টুপি এবং জাফরান ও ওয়ারসে রাঙানো কাপড় পরিধান করবে না। তবে জুতা না থাকলে মোজা পরবে এবং পায়ের গোড়ালির নীচে থেকে তা কেটে নেবে।

৪৭—অনুচ্ছেদ ঃ ইজার বা লুংগি না থাকলে (মুহরিম ব্যক্তি) পাজামা পরিধান করবে।

١٧١١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدِ الْاِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ .

১৭১১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে নবী (সঃ) আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন। তিনি বললেনঃ (মুহরিম ব্যক্তির মধ্যে) যার ইজার বা লুংগি নেই সে পাজামা পরিধান করবে। আর কারো জুতা না থাকলে সে শুধু মোজা পরিধান করবে।

৪৮—অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির অস্ত্রসজ্জিত হওয়া। ইকরামা (রঃ) বলেছেন, শত্রুর আশংকা থাকলে মুহরিম ব্যক্তি অস্ত্রসজ্জিত থাকবে এবং ফিদইয়া আদায় করবে। তবে ফিদইয়া আদায় সম্পর্কে আর কেউই তাঁর সমর্থন করেননি।

١٧١٢. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُوْهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحًا اِلاَّ فِي الْقِرَابِ.

১৭১২. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যিল-কা'দা মাসে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে মক্কাবাসীগণ তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি তাদের সাথে এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন যে, সশস্ত্র অবস্থায় নয়, বরং তলোয়ার কোষবদ্ধ করে তিনি মক্কায় প্রবেশ করবেন।

৪৯—অনুচ্ছেদ ঃ হেরেম ও মক্কাতে বিনা ইহরামে প্রবেশ করা। ইবনে উমর (রাঃ) বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। শুধুমাত্র হজ্জ ও উমরা আদায়ের সংকল্পকারীদের জন্য নবী (সঃ) ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। কাঠ বহনকারী ও অন্যান্যের ক্ষেত্রে মক্কায় প্রবেশের জন্য ইহরাম বাঁধার কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

١٧١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَالْحُلَيْفَةِ وَلِاَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلَ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ اٰتٍ اَتٰى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ اَنْشَاَ حَتّٰى اَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .

১৭১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হুলাইফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম নামক জায়গাকে ইহরামের জন্য মীকাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই স্থানগুলোর অধিবাসীদের জন্য (এগুলো মীকাত) এবং বাইরে থেকে আগত হজ্জযাত্রীদের যারা এর পাশ দিয়ে বা ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য এ স্থানগুলো মীকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর মীকাতের অভ্যন্তরের অধিবাসীদের জন্য তারা যেখান থেকে যাত্রা করবে সেটাই ইহরাম বাঁধার জায়গা। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে।

١٧١٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ-

১৭১৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর (বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাথায়) হেলমেট বা লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। যখন তিনি এটি মাথা থেকে নামালেন সেই সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জানালো যে, ইবনে খাতাল কা'বার গেলাফ ধরে আছে। তিনি (সঃ) বললেনঃ তাকে হত্যা কর।[১৯]

---

১৯. ইবনে খাতালকে হত্যা করার কয়েকটা কারণ দেখা যায়। প্রথম কারণ হল সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়। আর ইসলামী কানুনে মুরতাদের শাস্তি হল প্রাণদন্ড- যদি সে ভুল স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ না করে। দ্বিতীয় কারণ হল, একজন মুসলমান ছিলো তার খাদেম। মুরতাদ হওয়ার পর সে খাদেমটিকে একমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করে। তৃতীয় কারণ হল তার দুইটি

৫০—অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কামিজ পরে ইহরাম বাঁধলে তার হুকুম। আতা (রঃ) বলেছেন, অজ্ঞতা বা ভুলবশতঃ কেউ সুগন্ধি মাখলে বা সেলাই করা পোশাক পরিধান করলে তাকে কোন কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

١٧١٥. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا اَثَرُ صُفْرَةٍ اَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ لِيْ تُحِبُّ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَنْ تَرَاهُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِيْ حَجِّكَ وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ يَعْنِيْ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَبْطَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

১৭১৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। (এমন সময়) হলুদ অথবা অনুরূপ বর্ণের একটি জুব্বা পরিধান করে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল। আর উমর (রাঃ) আমাকে বললেন, যখন নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হয় সেই মুহূর্তে তুমি কি তাঁকে দেখতে চাও? এরপর এক সময় নবী (সঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হলো এবং ওহী নাযিলের অবস্থা বিদূরিত হলে তিনি বললেন, যেমন করে হজ্জ আদায় করো উমরাতেও তাই করো। এক ব্যক্তি অপর একজনের হাত কামড়িয়ে দিলে সে হাতটি টেনে নেয়ার সময় ঐ ব্যক্তির সামনের দুটি দাঁত উৎপাটিত হয়ে যায়, এর ক্ষতিপূরণের নালিশ নবী (সঃ) বাতিল করে দিলেন।

৫১—অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুহরিম ব্যক্তি আরাফাতে মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ থেকে হজ্জের অবশিষ্ট আরকানগুলো আদায় করতে নবী (সঃ) আদেশ প্রদান করেননি।

١٧١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ اَوْ قَالَ فِيْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَاْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّيْ-

১৭১৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী থেকে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে গেল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল। নবী (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, দু'টি কাপড়ে কাফন

গায়িকা দাসী ছিল যারা তার নির্দেশে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যঙ্গ করে গান গাইত এবং তাঁর সম্পর্কে কটূক্তি করত। হেরেম আমান বা শান্তির জায়গা। যে এখানে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তা লাভ করে। এতদসত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কি করে হত্যা করলেন এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় রসূলুল্লাহ (সঃ) হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীআত প্রণেতা। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর এ কাজ ঐ ব্যক্তিটির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল।

দাও অথবা (রাবীর সন্দেহ) তার দুটি কাপড়ে কাফন দাও, মাথা ঢেকে দিও না এবং সুগন্ধিও লাগিয়ো না। কেননা আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

١٧١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ اِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ اَوْ قَالَ فَاَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْنِ اَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمَسُّوْهُ طِيْبًا وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

১৭১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আরাফাতের ময়দানে এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থানরত ছিল। হঠাৎ সে তার সওয়ারী হতে পড়ে গেলে তার ঘাড় ভেঙে যায় অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারী তার ঘাড় ভেঙে দিল (এবং সে মৃত্যুবরণ করল)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে পানি ও কুল গাছের পাতা দিয়ে গোসল দাও, (তার নিজের) দু'টি কাপড় দ্বারা কাফন পরাও, তার শরীরে সুগন্ধি লাগিয়ো না, মাথা ঢেকে দিও না এবং হানুতও (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) দিও না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাবেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত মুহরিম ব্যক্তির কাফন-দাফনের নিয়ম।

١٧١٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِىْ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ فَاِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا .

১৭১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় (আরাফাতের ময়দানে) নবী (সঃ)-এর সাথে ছিল। তার উট তার ঘাড় ভেঙে দিলে সে মৃত্যুবরণ করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, একে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়ে তাকে কাফন দাও, তার শরীরে কোন সুগন্ধি লাগিয়ো না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তাকে উঠানো হবে।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ এবং মানত আদায় করা। পুরুষলোক নারীর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারে।

١٧١٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةً مِّنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّي نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتّٰى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَا قَالَ حُجِّي عَنْهَا اَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلٰى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَةً اُقْضُوْا اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

১৭১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের একটি স্ত্রীলোক এসে নবী (সঃ)-কে বলল, আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন, কিন্তু হজ্জ না করতেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর, যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সব চাইতে বেশী আদায়যোগ্য।

৫৪—অনুচ্ছেদ : যেসব লোক সওয়ারীতে বসে স্থির থাকতে পারে না তাদের পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

١٧٢٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىَ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

১৭২০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের বছরে খাস'আম গোত্রের এক স্ত্রীলোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! হজ্জ আদায় করা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার ওপর ফরয। আমার পিতার ওপর হজ্জ এমন সময় ফরয হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন এবং সওয়ারীতে বসে থাকতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করলে তার হজ্জ কি আদায় হবে? নবী (সঃ) বললেন, 'হাঁ।

৫৫—অনুচ্ছেদ : পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলার হজ্জ করা।

١٧٢١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَتَنْظُرُ اِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ اِلَى الشِّقِّ الاٰخَرِ فَقَالَتْ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ اَدْرَكَتْ اَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَفَاَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذٰلِكَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

১৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফযল নবী (সঃ)-এর সওয়ারীতে তাঁর পিছনে বসেছিলেন। খাসআম গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এই সময় নবী (সঃ)-এর নিকট আসলে ফযল তার দিকে তাকায় আর স্ত্রীলোকটিও তার দিকে তাকায়। নবী (সঃ) ফযলের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। স্ত্রীলোকটি [নবী (সঃ)-কে] বলল, আল্লাহর ফরয (হজ্জ) এমন অবস্থায় আমার পিতার উপর বাধ্যতামূলক হয়েছে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন এবং সওয়ারীর ওপর স্থির থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? নবী (সঃ) বললেন, হাঁ। এটা বিদায় হজ্জের সময়ের ঘটনা।

৫৬—অনুচ্ছেদ ঃ বালকদের হজ্জ[২০] করা।

١٧٢٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ اَوْ قَدَّمَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِى الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

১৭২২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাকে মালপত্রের সাথে মুযদালিফা থেকে রাত্রিকালে প্রেরণ করেছিলেন।

৫৭—অনুচ্ছেদঃ

١٧٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ اَسِيْرُ عَلٰى اَتَانٍ لِىْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّى بِمِنًى حَتّٰى سِرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

১৭২৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার একটি গর্দভীর পিঠে আরোহণ করে মিনায় আগমন করলাম। আমি তখন প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন মিনাতে দাঁড়িয়ে নামাযরত ছিলেন। আমি প্রথম কাতারের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম এবং তারপরে গর্দভীর পিঠ হতে নামলাম। সেটি বেড়াতে থাকল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে গিয়ে লোকদের সাথে কাতারে শামিল হলাম।

١٧٢٤. عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ حُجَّ بِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

১৭২৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে নবী (সঃ)-এর সাথে হজ্জ করানো হয়েছে। অথচ ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাত বছর মাত্র।

---

২০. নবী (সঃ) যে সময় হজ্জ আদায় করেন ইবনে আব্বাস তখন তাঁর সাথে ছিলেন। আর সেই সময় তিনি ছিলেন কিশোর। এই কারণে বালকদের হজ্জ আদায় করা অনুচ্ছেদ শিরোনামে এ হাদীসটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

١٧٢٥. عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ وَكَانَ لِلسَّائِبُ قَدْ حُجَّ بِهِ فِى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

১৭২৫. উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) সম্পর্কে বলেন, সায়েবকে নবী (সঃ)-এর সফর সামগ্রীর সাথে হজ্জ করানো হয়েছিল।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ মেয়েদের হজ্জ। আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবরাহীম ইবনে সা'দ থেকে, তিনি তাঁর পিতা ও তিনি তাঁর দাদা থেকে আমাকে বলেছেন, উমর (রা) যে বছর শেষবারের মত হজ্জ করেন সেই বছর তিনি নবী (সঃ)-এর সকল স্ত্রীকে হজ্জ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁদের সাথে উসমান ইবনে আফফান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে পাঠিয়েছিলেন।

١٧٢٦. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَغْزُوْا وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ لٰكِنَّ اَحْسَنَ الْجِهَادِ وَاَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ اَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ اِذْ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

১৭২৬. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমরা মেয়েরা কি আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করব না? নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের জন্য সবচাইতে সুন্দর ও উত্তম জিহাদ হল মকবুল (মাবরুর) হজ্জ।[২১] আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে একথা শুনার পর থেকে আমি কখনও হজ্জ করা বাদ দেইনি।

١٧٢٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اَخْرُجَ فِى جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِى تُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ اُخْرُجْ مَعَهَا.

১৭২৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মেয়েরা মাহরাম (যার সাথে বিবাহ হারাম এমন আত্মীয়) ব্যক্তি ভিন্ন কারো সাথে সফর করবে না এবং মাহরাম ব্যক্তি কাছে না থাকলে কোন পুরুষ তার সাথে সাক্ষাত করবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অমুক অমুক সেনাদলের সাথে জিহাদে

---

২১. (মাবরুর) মকবুল হজ্জ বলতে বুঝায় যে হজ্জ পালনের ব্যাপারে কোন গোনাহর কাজ করা হয়নি। অর্থাৎ হজ্জ আদায়কারী কোন গোনাহর কাজ করেনি। অথবা যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব, কোন যৌন আবেদনমূলক কাজ বা ঝগড়া বা অশ্লীল কথাবার্তা হয়নি এবং পরবর্তী সময়ে হজ্জ পালনকারী কোন গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি।

অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা রাখি কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করার সংকল্প করেছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করবো?) তিনি বললেন, তোমার স্ত্রীর সাথে যাও।[২২]

١٧٢٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ قَالَتْ أَبُوْ فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا وَكَانَ لَنَا نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي.

১৭২৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হজ্জ থেকে ফিরে এসে উম্মে সিনান আনসারীকে (একজন আনসারী মহিলা) বললেন, কি তোমাকে হজ্জে যেতে বাধা দিল? তিনি (উম্মে সিনান) জবাবে বললেন, অমুকের পিতা অর্থাৎ তাঁর স্বামী। পানি টানার জন্য আমাদের দু'টি উট মাত্র। এর একটিতে চড়ে তিনি হজ্জ আদায় করতে গিয়েছিলেন এবং অপরটি আমাদের ক্ষেতে পানি সরবরাহ করতো। নবী (সঃ) বললেন, রমযান মাসে একটি উমরা আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমান)।[২৩]

١٧٢٩. عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَعْجَبْنَنِي وَأَتْقَنْنَنِي أَنْ لَا تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيْرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُوْمَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَلَا ضُحًى وَلَا صَلٰوةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصٰى.

১৭২৯. যিয়াদের আজাদকৃত গোলাম কাযাআহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে, যিনি নবী (সঃ)-এর সাথে বারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন-বলতে শুনেছি, চারটি বিষয় আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে শুনেছি অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তিনি ঐগুলো নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ

২২. এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর প্রতি হজ্জ ফরয থাকলে স্বামী তাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না, বরং স্ত্রীর সাথে যাওয়ার মত অন্য কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে তার সাথে সফরে যাওয়া স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

২৩. "রমযান মাসে উমরা করা একটি ফরয হজ্জ করার সমান"-এর অর্থ এ নয় যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে নিজের জিম্মা থেকে ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। বরং এর অর্থ এই যে, রমযান মাসে একটি উমরা করলে একটি ফরয হজ্জ আদায়ের সমান সওয়াব লাভ করা যাবে। আর এটিই এ হাদীসের সঠিক অর্থ।

বিষয়গুলো আমাকে চমৎকৃত করে দিয়েছে এবং বিস্ময়াভিভূত করেছে। (তা এই যে,) স্বামী বা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক দুই দিনের রাস্তা সফর করবে না, কেউ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন রোযা রাখবে না। আসর ও ফজর এই দু'টি নামাযের পরে কেউ কোন নামায পড়বে না, আসরের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত। এবং মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ (মসজিদুল নববী) ও মসজিদে আকসা এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেবে না। (অর্থাৎ এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ বা সওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করবে না)।

৫৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে কাবা শরীফ যিয়ারতের মানত করলো।

١٧٣٠. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى شَيْخًا يُهَادٰى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هٰذَا قَالُوا نَذَرَ اَنْ يَّمْشِيَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَنْ تَعْذِيْبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ وَاَمَرَهُ اَنْ يَّرْكَبَ .

১৭৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন), নবী (সঃ) দেখলেন, এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের ওপর ভর করে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এর কি হয়েছে? লোকেরা জানালো, সে হেঁটে হেঁটে (কা'বা পর্যন্ত) যাওয়ার মানত করেছে। এ কথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেয়ার মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং তিনি তাকে সওয়ার হয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন।

١٧٣١. عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ اُخْتِي اَنْ تَمْشِيَ اِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ وَاَمَرَتْنِيْ اَنْ اَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ .

১৭৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বোন বায়তুল্লাহ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার মানত করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে জেনে নেয়ার নির্দেশ দিলে আমি নবী (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, হেঁটেও যাবে এবং সওয়ারীতেও যাবে।[২৪]

২৪. নবী (সঃ) উকবা ইবনে আমের (রা)-র বোনকে হেঁটে এবং সওয়ারী হয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন, যাতে তার হেঁটে যাওয়ার মানত ভঙ্গ না হয়, বরং কিছু হাঁটার নযরও পূরণ হয়ে যায়।

অধ্যায়—১০ (২)

فضائل المدينة

মদীনার হেরেম (নিষিদ্ধ এলাকা)

৬০—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার হারাম বা মহাসম্মানিত হওয়া সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে।

١٧٣٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا اِلٰى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

১৭৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার এখান থেকে ওখান পর্যন্ত (একটা নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করে) হারাম-মহাসম্মানিত। এখানকার বৃক্ষ কাটা যাবে না। (কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী) কোন অসংগত কাজ এখানে করা যাবে না। যে ব্যক্তি এখানে এরূপ বিদ্‌আত করবে তার প্রতি আল্লাহর, সকল ফেরেশতার এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হবে।

١٧٣٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ فَاَمَرَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ.

১৭৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনায় আসার পর মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনী নাজ্জার! আমার নিকট থেকে (ভূমির) মূল্য গ্রহণ করো। তারা বললো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে এর মূল্য চাই না। তখন নবী (সঃ)-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হল, ভগ্নাবশেষ সাফ করে ভূমি সমতল করা হল এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হল। মসজিদের কেবলার দিকে কেবল কিছু খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে রাখা হল।

١٧٣٤. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِيْنَةِ عَلٰى لِسَانِي قَالَ وَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِيْ حَارِثَةَ فَقَالَ اَرَاكُمْ يَا بَنِيْ حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ اَنْتُمْ فِيْهِ.

১৭৩৪. আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মদীনার দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানকে আমার কথা দ্বারা হারাম বা মর্যাদাবান করা হয়েছে। আর নবী (সঃ) বনী হারেসার এলাকায় গিয়ে বলেন, তোমরা তো হারামের বাইরে রয়ে গেছ। পরে তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখে বললেন, না, বরং তোমরা হারামের অভ্যন্তরেই আছ।

١٧٣٥. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْئٌ اِلاَّ كِتَابُ اللّٰهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا مَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ .

১৭৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে আল্লাহর কিতাব ও নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে এই সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আর কিছুই নাই। এতে বর্ণিত আছে, মদীনা আইর[২৫] নামক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত হারাম বা সম্মানিত। এখানে যদি কেউ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) অসংগত নতুন কিছু (বিদ'আত) করে কিংবা বিদ'আত সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দেয় তবে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা ও মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না। তিনি আরো বলেছেন, মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা দানের অধিকার সকলের ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং কেউ কোন মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটালে তার প্রতি আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং গোটা মানবকুলের অভিশাপ বর্ষিত হবে।[২৬] তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার মিত্র গোত্রের অনুমতি ছাড়াই অন্য কওমের সাথে বন্ধুত্ব করলো, তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও গোটা মানবজাতির অভিশাপ বর্ষিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার মর্যাদা। মদীনা খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে দেয়।

١٧٣٦. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاْكُلُ الْقُرٰى يَقُوْلُوْنَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

২৫. মদীনার একটি পাহাড়ের নাম আইর।

২৬. যে কোন মুসলমান কর্তৃক কাউকে নিরাপত্তা বা অভয় দান করা হয় আর তা শরীআতে অনুমোদিত হলে সে মুসলমান শরীফ ও কমিন যাই হোক না কেন তার এ অভয় ও নিরাপত্তা প্রদান সকল মুসলমান কর্তৃক স্বীকৃত হবে এবং তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

১৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি এমন একটি জনপদে (শহরে) হিজরত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যা সকল জনপদের ওপর বিজয়ী হবে। লোকেরা তাকে ইয়াসরিব বলে থাকে। অথচ তার (উপযুক্ত) নাম হল মদীনা। এ মদীনা খারাপ লোকদেরকে (এর অভ্যন্তর থেকে) এমনিভাবে দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।

৬২—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার (আরেক) নাম তাবাহ্।

١٧٣٧. عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوْكَ حَتّٰى اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هٰذِهٖ طَابَةٌ .

১৭৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে তাবুক থেকে ফিরে এসে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেনঃ এই তো তাবাহ্ (তাবাহ্ অর্থ তাইয়েবা বা পবিত্র)।

৬৩—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার দুটি কালো কংকরময় এলাকা।

١٧٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ .

১৭৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, আমি যদি মদীনাতে হরিণ চরে বেড়াতে দেখি তাহলে সেটাকে ভয় দেখাব না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার কংকরময় দুই এলাকার মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।[২৮]

৬৪—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার প্রতি বিমুখ হওয়ার নিন্দাবাদ।

١٧٣٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَتْرُكُوْنَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا اِلاَّ الْعَوَافِى يُرِيْدُ عَوَافِىَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ وَاٰخِرُ مَنْ يُّحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُّزَيْنَةَ يُرِيْدَانِ الْمَدِيْنَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وُحُوْشًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلٰى وُجُوْهِهِمَا

১৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উত্তম অবস্থায় মদীনাকে পরিত্যাগ করে চলে যাবে, আর তখন হিংস্র পশু-পাখী এখানে ছেয়ে যাবে। সবশেষে যারা মদীনাতে আসবে তারা হল মুযাইনা গোত্রের

২৮. আইর ও খাওর নামক দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা হারাম।

দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীর পাল হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদীনাতে আসবে। কিন্তু এসে দেখবে সেখানে জংলী পশুতে ছেয়ে গেছে। অবশেষে তারা সানিয়্যাতুল বিদা নামক জায়গাতে পৌছলে মুখ থুবড়ে পড়ে (মারা) যাবে।

١٧٤٠. عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَيُفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِى قَوْمٌ يَبُسُّوْنَ فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِاَهْلِيْهِمْ وَمَنْ اَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

১৭৪০. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ ইয়ামান বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারীর উট হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদের বহন করে নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম[২৯] ছিল যদি তারা তা জানতে পারত। (ঠিক তেমনিভাবে) শামদেশ (সিরিয়া) বিজিত হবে এবং একদল লোক সওয়ারী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের পরিবার-পরিজন ও অনুগতদেরকে সওয়ারীতে উঠিয়ে এখান থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝত। এর পরে ইরাক বিজিত হবে, তখন একদল লোক সওয়ারী জন্তু হাঁকিয়ে এসে তাদের স্বজন ও অনুগতদের সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে (মদীনা ত্যাগ করে) চলে যাবে। কিন্তু মদীনাই তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল যদি তারা তা বুঝতে পারত।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমান মদীনাতে ফিরে আসবে।[৩০]

١٧٤١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا .

১৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ঈমান (শেষ পর্যন্ত) এমনভাবে মদীনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীদের প্রতারণা করা ও তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা গোনাহ।

২৯. মদীনা কল্যাণকর ও উত্তম এই অর্থে যে, এটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শহর। এখানে উদ্দীপিত সাহাবাগণের আবাস ছিল এবং তাঁদের অধিকাংশের কবরও এখানেই অবস্থিত। এখানে নবী (সঃ)-এর প্রতি অসংখ্য বার আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে এবং খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনাকে তাঁর স্থায়ী আবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর এখানেই তিনি শায়িত আছেন। সুতরাং মদীনা কোন অবস্থাতেই বরকতশূন্য হতে পারে না।

৩০. এখানে ঈমানের ফিরে আসার অর্থ হলো ঈমানের অধিকারী মু'মিন ব্যক্তি মদীনাতে এসে জমা হবে।

١٧٤٢. عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَكِيْدُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَحَدٌ اِلاَّ اَنْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ .

১৭৪২. সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করলে সে এমনভাবে বিগলিত হয়ে যাবে লবণ যেমন বিগলিত হয়ে যায়।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার দুর্গসমূহ।

١٧٤٣. عَنْ اُسَامَةَ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اُطُمٍ مِّنْ اٰطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى اِنِّى لاَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ.

১৭৪৩. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মদীনার একটি সুউচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করে বললেনঃ আমি যা দেখছি তা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আমি বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার জায়গার মত তোমাদের ঘরসমূহে ফিতনার জায়গা দেখতে পাচ্ছি।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ দাজ্জাল মদীনাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না।

١٧٤٤. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ .

১৭৪৪. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মসীহে দাজ্জালের ভীতি ও ত্রাস মদীনাতে প্রবেশ করবে না। ঐ সময় মদীনার সাতটি প্রবেশপথ থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশপথে দুই জন করে ফেরেশতা (পাহারায়) থাকবে।

١٧٤٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلٰئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلاَ الدَّجَّالُ .

১৭৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মদীনার প্রবেশ পথসমূহে ফেরেশতারা পাহারায় থাকে। সেখানে মহামারী বা দাজ্জাল প্রবেশ করতে পারবে না।

١٧٤٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا طَوِيْلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثَنَا بِهِ اَنْ قَالَ يَاْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَّدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِى بِالْمَدِيْنَةِ فَيَخْرُجُ

الَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَأَيْتَ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ بَصِيْرَةً مِّنِّى الْيَوْمَ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ .

১৭৪৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। যেসব কথা তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন তার মধ্যে এ কথাও ছিল যে, দাজ্জালের ওপর মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ (তাই সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না)। সুতরাং সে মদীনার বাইরে একটি লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে উপস্থিত হবে। সেই সময় (মদীনা থেকে) তার কাছে এক ব্যক্তি যাবে যে (তৎকালীন) মানব গোষ্ঠীর উত্তম অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উত্তম লোকদের একজন। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের অবহিত করেছেন। দাজ্জাল বলবে, আচ্ছা যদি আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করে জীবিত করি তাহলেও কি আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকবে? সবাই জবাব দেবে, না। সে তাকে হত্যা করে জীবিত করবে। জীবিত হয়েই লোকটি বলে উঠবে, আল্লাহর শপথ! আজকের চাইতে বেশী অভিজ্ঞতা (এ ব্যাপারে) আমার কোন দিনই ছিল না (যে, তুমিই নিঃসন্দেহে দাজ্জাল)। দাজ্জাল বলবে, আমি একে হত্যা করব। কিন্তু আর সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।

١٧٤٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ اِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ اِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ اِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلٰئِكَةُ صَافِّيْنَ يَحْرُسُوْنَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِيْنَةُ بِاَهْلِهَا ثَلٰثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللّٰهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ .

১৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কা ও মদীনা ছাড়া এমন শহর (বা জনপদ) নেই যা দাজ্জাল পদদলিত করবে না। মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেকটি প্রবেশপথেই ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে পাহারারত থাকবে। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিন বার প্রকম্পিত (ভূমিকম্প) হবে।[৩১] আর এভাবে আল্লাহ সেখান থেকে সমস্ত কাফের ও মুনাফিকদের বের করে দিবেন।

---

৩১. কিয়ামতের পূর্বে মদীনাতে তিনবার সাংঘাতিক রকমের ভূমিকম্প হবে এবং তা হবে এক নাগাড়ে। প্রথম দু'বার ভূমিকম্প হওয়ার পরে তৃতীয়বার যখন কম্পন হবে তখন সমস্ত দুর্বল ও কপট ঈমানের লোকেরা সেখান থেকে বেরিয়ে চলে যাবে, থাকবে শুধু খাঁটি মু'মিন। সুতরাং দাজ্জাল তাদের উপর প্রভাব খাটাতে পারবে না এবং বিজয় লাভে ব্যর্থ হবে।

৬৯—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনা অপবিত্র ও পাপীদের বহিষ্কার করে দেয়।

١٧٤٨. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَايَعَهُ عَلَى الْاِسْلَامِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُوْمًا فَقَالَ اَقِلْنِىْ فَاَبٰى ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيْرِ تَنْفِى خَبَثَهَا وَتَنْصَعُ طَيِّبَهَا .

১৭৪৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে ইসলামের জন্য বায়আত তথা আনুগত্যের শপথ নিল। পরদিন সে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমার বোঝা নামিয়ে দিন অর্থাৎ বায়আত বাতিল করে দিন। কিন্তু নবী (সঃ) তিনবার অস্বীকার করলেন এবং বললেন, মদীনা লোহা দগ্ধ করা হাপরের মত যা ময়লা আবর্জনা দূরীভূত করে এবং খাঁটি বা নির্ভেজালকে ধরে রাখে।

١٧٤٩. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُوْلُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لَا نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهَا تَنْفِى الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِى النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ .

১৭৪৯. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় নবী (সঃ) উহুদ যুদ্ধে যাত্রা করেন সে সময় তাঁর কিছু সংখ্যক সাথী (যুদ্ধে না গিয়ে) ফিরে আসলে একদল বলল, আমরা তাদেরকে হত্যা করব এবং অপর একদল বলল, না আমরা তাদেরকে হত্যা করব না। এই সময় "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা মোনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেছ ....." (নিসাঃ ৮৮) এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আর নবী (সঃ) বলেছিলেন, আগুন যেমন লোহার মরিচা ও আবর্জনা দূর করে মদীনাও তেমন খারাপ লোকদের বহিষ্কার করে।

৭০ —অনুচ্ছেদ ঃ

١٧٥٠. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ .

১৭৫০. আনাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মক্কাতে যে বরকত দান করেছ মদীনায় তার বরকত দ্বিগুণ দান কর।

١٧٥١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ اِلٰى جُدُرَاتِ الْمَدِيْنَةِ اَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا .

১৭৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যখন সফর থেকে ফেরার পথে মদীনার প্রাচীরের দিকে তাকাতেন তখন মদীনার প্রতি ভালবাসার কারণে তাঁর উট দ্রুত চালনা করতেন। আর অন্য কোন জন্তুর ওপর থাকলে তাকে (দ্রুত চলার জন্য) আন্দোলিত করতেন।

৭১—অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার কোন এলাকা পরিত্যাগ করা বা জনশূন্য করাকে নবী (সঃ) অপসন্দ করতেন।

١٧٥٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلَمَةَ اَنْ يَّتَحَوَّلُوْا اِلٰى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُعْرٰى الْمَدِيْنَةُ وَقَالَ يَا بَنِى سَلَمَةَ اَلاَ تَحْتَسِبُوْنَ اٰثَارَكُمْ فَاَقَامُوْا.

১৭৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বনী সালামা গোত্র (মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে) মসজিদ (নববী)-এর নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার সংকল্প করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা জনশূন্য করা পসন্দ করলেন না। বরং তিনি বনী সালামার লোকদের বললেন, হে বনী সালামা। মসজিদে নববীর দিকে তোমাদের পদক্ষেপের সওয়াব কি তোমরা হিসেব কর না? সুতরাং বনী সালামা সেখানেই থেকে গেল।[৩২]

৭২—অনুচ্ছেদ ঃ

١٧٥٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَابَيْنَ بَيْتِىْ وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِىْ عَلٰى حَوْضِىْ.

১৭৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি।[৩৩] আর আমার মিম্বার আমার হাওযের ওপরে অবস্থিত।

---

৩২. বনী সালামা গোত্রের বাসস্থান ছিল মদীনার এক প্রান্তে। সেখান থেকে মসজিদে নববীতে এসে নামায আদায় করা এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মাহফিলে উপস্থিত থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হত। এই কারণে তারা মসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করতে চাইলে নবী (সঃ) তা পসন্দ করলেন না। কারণ মদীনাকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং মদীনার কোন এলাকা জনশূন্য হোক তা তিনি পসন্দ করতেন না। এছাড়া নামাযের জন্য মসজিদে হেঁটে যাওয়াতে প্রতিটি পদক্ষেপে সওয়াব হয়। আর মসজিদ একটু বেশি দূরে হলে সওয়াবও বেশি হয়। সুতরাং তিনি বনী সালামা গোত্রের লোকদের বললেন, নামাযের জন্য মসজিদে নববীতে যখন তোমরা হেঁটে হেঁটে যাও তখন কত সওয়াব অর্জন কর তা কি হিসেব করে দেখেছ?

৩৩. "আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশতের বাগানসমূহের একটি" এ কথাটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমতঃ এ স্থানটি হুবহু বেহেশতেরই একটি অংশ। দ্বিতীয়তঃ 'কিয়ামতের দিন এ স্থানটিকে বেহেশতের অংশ হিসেবে গণ্য করে বেহেশতে রূপান্তরিত করা হবে। তৃতীয়তঃ এখানে যারা ইবাদত করবে তারা নিশ্চিতভাবেই বেহেশত লাভ করবে।

١٧٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :- كُلُّ امْرَءٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمّٰى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ يَقُوْلُ :- اَلا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مُجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا اَخْرَجُوْنَا مِنْ اَرْضِنَا اِلٰى اَرْضِ الْوَبَاءِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَفِىْ مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّهَا اِلٰى الْجُحْفَةِ قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهِىَ اَوْبَاءُ اَرْضِ اللّٰهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِىْ نَجْلاً يَعْنِىْ مَاءً اٰجِنًا

১৭৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় আসলে আবু বকর ও বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আবু বকর (রা) যখনই জ্বরে আক্রান্ত হতেন তখনই একটি কবিতাংশ আবৃত্তি করে বলতেন, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী।" আর বিলালের যখন জ্বর ছেড়ে যেত তখন উচ্চস্বরে এ কবিতাংশ আবৃত্তি করতেন-"আহ! কতই না ভাল হত যদি আমি কবিতা বলতে পারতাম। আহ! যদি আমি মক্কার প্রান্তরে একটি রাত কাটাতে পারতাম যেখানে আমার চারদিকে এযখের ও জালিল ঘাস থাকত। আহ! একদিন যদি মুজেন্নার প্রান্তরে ঝর্ণার পানি পান করতে পারতাম এবং শামা ও তাফিল পাহাড়ের পাদদেশে যেতে পারতাম।" হে আল্লাহ! তুমি শায়বা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও উমাইয়া ইবনে খালাফের প্রতি লা'নত বর্ষণ কর যেমন তারা আমাদের আবাসভূমি থেকে বের করে আমাদেরকে মহামারীর দেশে ঠেলে দিয়েছে। তাই এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! মক্কার প্রতি আমাদের যেমন মহব্বত মদীনার প্রতিও তেমন অথবা তার চাইতেও বেশি মহব্বত আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের সা' ও মুদে বরকত দান কর এবং মদীনাকে আমাদের (বসবাসের) উপযোগী করে দাও। (অথবা অর্থ এই যে, এখানে এসে আমরা যেসব পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছি তা ভাল করে দাও এবং এর জ্বরকে জুহফাতে স্থানান্তরিত করে দাও। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যে সময় মদীনায় আগমন করলাম তখন এটি ছিল আল্লাহর যমীনে সর্বাপেক্ষা বেশি মহামারীর স্থান। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, সেই সময় মদীনার প্রান্তরে বুতহান নামক একটা ঝর্ণা ছিল যা দিয়ে স্বল্প পরিমাণ বিকৃতবর্ণ দুর্গন্ধময় পানি প্রবাহিত হত।

١٧٥٥. عَنْ عُمَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِىْ فِىْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ

১৭৫৫. যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (উমর) দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার পথে শাহাদত (শহীদ হওয়া) এবং তোমার রসূলের শহরে (মদীনায়) মৃত্যু দান কর।[৩৪]

৩৪. সম্ভবত উমর (রাঃ)-এর এই দো'আ আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছিল, যে কারণে তিনি মদীনাতেই শাহাদত বরণ করলেন।

অধ্যায়—১১

كتاب الصوم

(রোযার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . (سورة البقره اية ١٨٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের মত তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। আশা করা যায় তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে" (বাকারা : ১৮৩)।

١٧٥٦. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ اَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكٰوةِ قَالَ فَاَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِشَرَائِعَ الْاِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِىْ اَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ اَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ اَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ اِنْ صَدَقَ .

১৭৫৬. তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসল। তার মাথার চুল ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন? তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কিন্তু তুমি যদি নফল নামায পড় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কতটা রোযা ফরয করেছেন? তিনি বললেন, গোটা রমযান মাস রোযা রাখা ফরয। কিন্তু তুমি যদি নফল রোযা রাখ তবে তা স্বতন্ত্র কথা। লোকটি আবার বলল, আমাকে বলুন, আল্লাহ আমার ওপর কি পরিমাণ যাকাত ফরয করেছেন? এবার রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ইসলামের আইন-কানুন ও বিধি-

বিধান জানিয়ে দিলে সে বলল, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ্ আমার উপরে যা ফরয করেছেন আমি তার অধিকও কিছু করব না আর কমও কিছু করব না। লোকটির মন্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল।

١٧٥٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَصُوْمُهُ اِلاَّ اَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.

১৭৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আশুরার[১] রোযা রেখেছেন এবং অন্যদেরকেও রাখার আদেশ করেছিলেন। রমযানের রোযা ফরয করা হলে আশুরার রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হয়। আর অভ্যাস মত রোযা রাখার দিন না হলে আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) আশুরার রোযা রাখতেন না। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে রোযা রাখতেন। এসব তারিখে আশুরার দিন পড়লে তবেই তিনি আশুরার নিয়াত করে রোযা রাখতেন।

١٧٥٨. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصِيَامِهِ حَتّٰى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৭৫৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশুরার রোযা রাখার আদেশ দান করেন। ইতিমধ্যে রমযানের রোযা ফরয করা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, কেউ ইচ্ছা করলে এ রোযা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

২-অনুচ্ছেদঃ রোযার মর্যাদা।

١٧٥٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَاِنِ امْرُءٌ قَاتَلَهُ اَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِى الصِّيَامُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا.

---

১. আরবী মাস মুহাররমের দশ তারিখকে 'আশুরা' বলা হয়। এ দিনে রোযা রাখা সুন্নাত।

১৭৫৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (গোনাহ হতে আত্মরক্ষার জন্য) রোযা ঢাল স্বরূপ। সুতরাং রোযাদার অশ্লীল কথা বলবে না বা জাহিলী আচরণ করবে না। কোন লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ করলে সে তাকে বলবে, "আমি রোযা রেখেছি।" কথাটি দু'বার বলবে। যার মুষ্ঠিতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরীর সুগন্ধি থেকেও উৎকৃষ্ট। কেননা (রোযাদার) আমার উদ্দেশ্যেই খাবার, পানীয় ও কামস্পৃহা পরিত্যাগ করে থাকে। তাই রোযা আমার উদ্দেশ্যেই। সুতরাং আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার দান করব। আর নেক কাজের পুরস্কার দশগুণ পর্যন্ত দেয়া হয়ে থাকে।[২]

৩—অনুচ্ছেদঃ রোযা গোনাহর কাফফারা।

١٧٦٠. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ مَنْ يَّحْفَظُ حَدِيْثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ قَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِى اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلٰوةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ قَالَ لَيْسَ اَسْأَلُ عَنْ هٰذِهِ اِنَّمَا اَسْأَلُ عَنِ الَّتِى تَمُوْجُ كَمَا يَمُوْجُ الْبَحْرُ قَالَ وَاِنَّ دُوْنَ ذٰلِكَ بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُفْتَحُ اَوْ يُكْسَرُ قَالَ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَجْدَرُ اَنْ لاَّ يُغْلَقَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ اَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ اَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ .

১৭৬০. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন উমর (রাঃ) সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর হাদীস জানা আছে এমন কেউ আছে কি? হুযাইফা (রাঃ) বললেন, আমি আছি। আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সন্তান ও পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ এবং প্রতিবেশীই একজন লোকের জন্য ফিতনা। আর নামায, রোযা ও সদ্‌কা হল এ ফিতনার কাফফারা। এ কথা শুনে তিনি (উমর) বললেন, এ ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি না, বরং যা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় বিশাল হবে ও অবিরত ধারায় আসতে থাকবে সেই ফিতনা সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করছি। তিনি (হুযাইফা) বললেন, এরূপ ফিতনার সামনে একটি বন্ধ দরজা আছে। তিনি (ওমর) বললেন, সে দরজা খোলা হবে, না ভেঙ্গে দেয়া হবে? তিনি (হুযাইফা) বললেন, ভেংগে ফেলা হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত তা বন্ধ হওয়ার নয়। আমরা মাসরূককে বললাম, হুযাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন, এ বন্ধ দরজা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে তা কি ওমর (রাঃ) জানতেন? হুযাইফা (রাঃ) বললেন, হাঁ, আগামী প্রভাতের পূর্বে রাত আসা যতখানি নিশ্চিত ততখানি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন।

---

২. সাধারণত নেক কাজের পুরস্কার আল্লাহ কাজটির তুলনায় ন্যূনপক্ষে দশগুণ দেবেন বলে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। কিন্তু রোযার পুরস্কার শুধুমাত্র দশগুণ দেয়া হবে না। বরং রসূলের যবানীতে আল্লাহ বলেছেনঃ রোযার পুরস্কার আমি নিজে বিশেষভাবে দান করব। আর তা দশগুণ নয়, তার অনেক বেশী। কত তা আমিই জানি। কেননা রোযা আমার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়ে থাকে।

৪—অনুচ্ছেদঃ জান্নাতের রাইয়ান নামক দরজাটি রোযাদারদের জন্য নির্দিষ্ট।

١٧٦١. عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ

১৭৬১. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে রাইয়ান নামক একটি দরজা আছে। কিয়ামতের দিন এটি দিয়ে রোযাদাররা (বেহেশতে) প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। (কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ডেকে) বলা হবে, রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা উঠে দাঁড়াবে। তারা ছাড়া আর একজন লোকও সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। তাদের প্রবেশের পরই তা বন্ধ করে দেয়া হবে যাতে ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে না পারে।

١٧٦٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَاعَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلٰى مَنْ دُعِىَ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى اَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْاَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ .

১৭৬২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে এক জোড়া (দুটি জিনিস) খরচ করবে তাকে জান্নাতের সবগুলো দরজা থেকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি উত্তম। যে নামাযী, তাকে নামাযের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে মুজাহিদ, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে, যে রোযাদার, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে, আর যে সদকাকারী তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। কাউকে বেহেশতের ঐ সবগুলো দরজা থেকে ডাকার তো কোন প্রয়োজন নেই। তবে প্রকৃতই কি কাউকে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হাঁ। আর আমি আশা করি, তুমি হবে তাদেরই একজন।

৫—অনুচ্ছেদঃ রমযানকে কি শুধু রমযান বলতে হবে, না শাহরে রমযান বলতে হবে? অনেকে উভয়টিই জায়েয মনে করেন। নবী (সঃ)—এর হাদীসে শুধু রমযান উল্লেখ আছে। যেমন "যে রমযানের রোযা রাখে"। তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা রমযানের পূর্বে রোযা রেখো না।"

١٧٦٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ.

১৭৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস এলে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।

١٧٦٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

১৭৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয়।

৬—অনুচ্ছেদঃ রমযানের চাঁদ দেখা।

١٧٦٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَأَيْتُمُوْهُ فَافْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوْا لَهُ -

১৭৬৫. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা (রমযানের) চাঁদ দেখলে রোযা রাখ আর (শাওয়ালের) চাঁদ দেখলে ইফতার কর (রোযা বন্ধ কর)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে (ত্রিশ দিন) হিসেব কর।

৭—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঈমানসহ সওয়াবের আশায় ও উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখে। আয়েশা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে তাদের নিয়াতের অনুরূপ উঠানো হবে।

١٧٦٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

১৭৬৬. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় নামায পড়বে তার অতীতের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া

হবে। আর যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় ঈমানসহ রমযানের রোযা রাখবে তারও অতীতের সকল গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

৮—অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে নবী (সঃ) অত্যধিক দান করতেন।

١٧٦٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ .

১৭৬৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, গোটা মানব জাতির মধ্যে নবী (সঃ) সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে জিবরাঈল (আঃ) যে সময় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন সে সময় তিনি সবচাইতে বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন। জিবরাঈল রমযান মাসে প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। এভাবেই রমযান মাস অতিবাহিত হত। নবী (সঃ) (এ সময়) তার সামনে কুরআন শরীফ পড়ে শুনাতেন। যখন জিবরাঈল তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি গতিবান বায়ুর[৩] চাইতেও বেশী দানশীল হয়ে উঠতেন।

৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে রোযাদার মিথ্যা ও তদনুযায়ী কাজ পরিত্যাগ করতে পারে না।

١٧٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ .

১৭৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখার) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।[৪]

১০—অনুচ্ছেদ ঃ গালি ও কটুবাক্যের জবাবে রোযাদার কি শুধু বলবে, "আমি রোযাদার"?

١٧٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ

---

৩. গতিবান বায়ু বলতে রহমত বুঝানো হয়েছে। কারণ বৃষ্টির মেঘ বায়ুতাড়িত হয়েই বিভিন্ন স্থানে নীত হয়। আর ফলমূল ও ফসলাদির জন্য বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত।

৪. যে রোযাদার মিথ্যা বলা ও অনুরূপ কাজ করা পরিত্যাগ করতে পারে না, তার রোযা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আল্লাহ তার এই আমলের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করেন না। সে শুধু শুধুই উপবাস যাপন করে। অবশ্য তার ফরয দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّى اِمْرَؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ وَاِذَا لَقِىَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ .

১৭৬৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেছেন, রোযা ছাড়া বনী আদমের প্রতিটি কাজই তার নিজের জন্য, তবে রোযা আমার জন্য। আমি নিজে এর পুরস্কার প্রদান করব। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীলতা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না। কেউ তার সাথে গালমন্দ বা ঝগড়া করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার। আর সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর খোশবু থেকেও উত্তম। রোযাদারের খুশীর বিষয় দু'টি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশীর কারণ হয়।[৫] আরেকবার যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করে রোযার বিনিময় পেয়ে খুশী হবে।

১১—অনুচ্ছেদ ঃ অবিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে সে রোযা রাখবে।

١٧٧٠. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَاءَةُ النِّكَاحُ .

১৭৭০. আলকামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-র সাথে হাঁটছিলাম। তিনি [(আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বললেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সমর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত করে রাখে। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন, 'আল-বাআতা' শব্দের অর্থ 'হল' বিয়ে।

১২—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)-এর বাণীঃ তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার কর।[৬] সিলাহ (র) আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আম্মার বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্দেহজনক দিনে রোযা রাখে সে আবুল কাসেম (সঃ)-এর নাফরমানী করে।

---

৫. 'ইফতারের সময় খুশী হয়' কথা দ্বারা একমাস রোযার পরে ঈদের খুশীর কথা বুঝানো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ রোযা কবুল হওয়ার কারণে যখন সে তার প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছবে।

৬. চাঁদ দেখে রোযা রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো। অর্থ হলো, শাবান মাসের শেষ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখে রমযানের রোযা রাখ এবং শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখলে রোযা রাখা বন্ধ কর। সন্দেহের দিন বা

١٧٧١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوْا لَهُ.

১৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, তোমরা (রমযানের) চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না, আবার চাঁদ না দেখা পর্যন্ত ইফতারও করো না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে হিসেব করো অর্থাৎ ত্রিশ দিন পূর্ণ করো।

١٧٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً فَلاَ تَصُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْهُ فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ ثَلٰثِيْنَ.

১৭৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্টও হয়। তাই তোমরা চাঁদ না দেখে রোযা রেখ না। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।

١٧٧٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَخَنَسَ (حَبَسَ) لاِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ.

১৭৭৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এত এত দিনে মাস হয় (দু'হাতের দশটি আঙুল তিনবার দেখিয়ে)। তৃতীয়বার তিনি (একটি) বৃদ্ধাঙুলী বন্ধ করে রাখলেন (অর্থাৎ কোন কোন মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বুঝালেন)।

١٧٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ فَاِنْ اُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ.

১৭৭৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেন, চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো (রোযা শেষ করো)। তবে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করো।

١٧٧٥. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اٰلٰى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى

ইয়াওমুশ-শাক বলতে শাবানের ত্রিশ তারিখ বুঝানো হয়েছে। এ তারিখকে সন্দেহের দিন বলার কারণ হল, মেঘ বা অন্য কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে এ দিনটি যেমন শাওয়াল মাসের ত্রিশ তারিখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ঠিক তেমনি রমযান মাসের প্রথম তারিখ হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তাই রমযানের নিয়াতে এই তারিখে রোযা রাখা মাকরূহ।

تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ حَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَدْخُلَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا.

১৭৭৫. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে এক মাসের জন্য 'ঈলা' করলেন (অর্থাৎ এক মাস যাবত স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা না করার কসম করলেন)। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে সকালে অথবা সন্ধ্যায় তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাকে বলা হল, আপনি তো এক মাস পর্যন্ত না আসার শপথ করেছেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

١٧٧٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِىْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ.

১৭৭৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে 'ঈলা' করলেন, এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। উনত্রিশ রাত পর্যন্ত তিনি ঘরের মাচানে অবস্থান করেন এবং পরে সেখান থেকে বেরিয়ে স্ত্রীদের কাছে গেলে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো এক মাসের কসম করেছিলেন। জবাবে তিনি বললেন, মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

১৩—অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দু'টি মাসই পর পর উনত্রিশ দিনে হয় না। (অর্থাৎ রমযান মাস উনত্রিশ দিনে হলে যুল—হিজ্জাহ ত্রিশ দিনে হবে। আর যুল—হিজ্জাহ উনত্রিশ দিনে হলে রমযান ত্রিশ দিনে হবে)।

١٧٧٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيْدٍ رَمَضَانُ وَذُوالْحِجَّةِ.

১৭৭৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ্ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এমন দু'টি মাস আছে যার উভয়টিই (পরপর) ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) মাস হয় না।[৭] আর তা হল ঈদের দু'টি মাস—রমযান ও যুল—হিজ্জাহ।

১৪—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা লেখাপড়া বা হিসাব—নিকাশ জানি না।

---

৭. আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী (রঃ) ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি মাস ঘাটতি মাস হলেও পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য। ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) বলেছেন, এ দু'টি মাসের উভয়টিই ঘাটতি হতে পারে না। আবুল হাসান ইসহাক ইবনে রাহবিয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, মাস দু'টি উনত্রিশ বা ত্রিশ যে ক'দিনেই হোক না কেন মর্যাদার দিক থেকে এর কোন ঘাটতি হয় না।

١٧٧٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا اُمَّةٌ اُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ وَالشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ مَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ وَمَرَّةً ثَلٰثِيْنَ .

১৭৭৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমরা উম্মী জাতি,[৮] লিখতে জানি না, হিসাব-নিকাশ করতেও জানি না। তবে মাস এতো দিনে আর এতো দিনে হয়, অর্থাৎ কখনো উনত্রিশ দিনে আবার কখনো ত্রিশ দিনে।

১৫—অনুচ্ছেদ ঃ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে রোযা রাখা যাবে না।

١٧٧٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمَ.

১৭৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ রমযানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে (নফল) রোযা রাখবে না।[৯] তবে কেউ প্রতিমাসে ঐ সময় রোযা রাখতে অভ্যস্ত হলে রাখতে পারবে।

১৬—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (سورة البقرة اية - ١٨٧)

"রোযার সময় রাতের বেলা স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের আবরণ আর তোমরা তাদের আবরণ। আল্লাহ জানেন যে, চুপে চুপে তোমরা নিজেদের সাথে খেয়ানত করে যাচ্ছিলে। তিনি তোমাদের এই অপরাধ মাফ করে দিয়েছেন। এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) করতে পার। আর আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা চাইতে পার" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৭)।

---

৮. 'আমরা উম্মী বা নিরক্ষর জাতি' বলতে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশ বা আরবদেরকে বুঝিয়েছিলেন। কেননা কুরাইশ তথা আরবদের প্রায় সবাই সে সময় লেখাপড়া জানত না। আর নবী (সঃ) তাদেরই একজন ছিলেন। এখানে তাঁর কথায় নম্রতা ও বিনয়ীভাব ফুটে উঠেছে।

৯. রমযানের পূর্বে নফল রোযা রাখলে দুর্বল হওয়ার কারণে রমযানের ফরয রোযা রাখতে অক্ষমতা আসতে পারে। এজন্য এ সময় নফল রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

١٧٨٠. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا فَحَضَرَ الافْطَارَ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يُّفْطِرَ مَا يَاْكُلُ لَيْلَتَهُ وَلاَ يَوْمَهُ حَتّٰى يُمْسِيَ وَاِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا فَلَمَّا حَضَرَ الْاِفْطَارُ اَتٰى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا اَعِنْدَكِ طَعَامٌ قَالَتْ لاَ وَلٰكِنِ انْطَلِقْ وَاَطْلُبُ لَكَ وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ خَيْبَةً لَكَ فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَفَرِحُوْا بِهَا فَرَحًا شَدِيْدًا وَنَزَلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ -

১৭৮০. বারাআ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবাদের কেউ রোযা রাখতেন, ইফতারের সময় উপস্থিত হলে কিছু না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে তিনি আর কিছুই খেতেন না, পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এভাবেই রোযা রাখতেন। এক সময়ের ঘটনা, কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় হলে তিনি স্ত্রীর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে খাওয়ার মত কিছু আছে কি? স্ত্রী জওয়াব দিলেন, না। তবে আমি তালাশ করে দেখে আসি তোমার জন্য কিছু যোগাড় করতে পারি কিনা। কায়েস ইবনে সিরমা আনসারী (রা) দিনের বেলা (ক্ষেত-খামারে) কর্মব্যস্ত থাকতেন। (স্ত্রী খাবার তালাশে যাওয়ার পর) ঘুমে তাঁর চোখ মুদে আসলো।তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে এ অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, তোমার জন্য আফসোস! পরদিন দুপুর হলে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌছলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হলঃ রমযানের রাতের বেলা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা (যৌন মিলন) হালাল করা হয়েছে.....এ হুকুম অবহিত হয়ে সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এরপর নাযিল হলোঃ "তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো" (সূরা বাকারাঃ ১৮৭)।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوْا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ فِيْهِ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

"আর তোমরা খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো।" বারাআ (রা) এ সম্পর্কিত হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٧٨١. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ عَمَدْتُ اِلٰى عِقَالٍ اَسْوَدَ وَاِلٰى عِقَالٍ اَبْيَضَ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِى فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ فِى اللَّيْلِ فَلاَ يَسْتَبِيْنُ لِىْ فَغَدَوْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

১৭৮১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সময় "খাও ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠে" নাযিল হল তখন আমি একটি কালো ও একটি সাদা রংয়ের সূতা নিয়ে আমার বালিশের নীচে রেখে দিলাম। রাতের বেলা আমি (রশি দু'টি বার বার) দেখতে থাকলাম। কিন্তু তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম না। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে সব বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, এর অর্থ হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

١٧٨٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُنْزِلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوْا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِىْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَاْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّمَا يَعْنِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

১৭৮২. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন "খাও এবং পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা দূর হয়ে সাদা রেখা স্পষ্ট হয়" নাযিল হল তখনও "ফজরের" কথাটা নাযিল হয়নি, এমতাবস্থায় লোকে রোযা রাখতে চাইলে প্রত্যেকেই দু'পায়ে সাদা ও কালো সূতা বেঁধে নিতো এবং (সাহরীর সময়) সাদা ও কালো বর্ণ স্পষ্ট দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করতো। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তাআলা 'ফজরের' কথাটা নাযিল করলেন। তখন সবাই জানতে পারল যে, সাদা ও কালো রেখার অর্থ হল রাত (এর অন্ধকার) ও দিন (এর আলো)।

১৮—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর বাণী, বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে (অর্থাৎ বিলালের আযান শুনে তোমরা সাহরী খাওয়া বন্ধ করবে না)।

١٧٨٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بِلاَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ الْقَاسِمُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَذَانِهِمَا اِلاَّ اَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا.

১৭৮৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিলাল রাত থাকতে আযান দিতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) আদেশ করলেন, "ইবনে উম্মে মাকতুম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর।" কেননা ফজর (উদয়) না হওয়া পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তাদের উভয়ের (বিলাল ও ইবনে উম্মে মাকতুম) আযানের মধ্যে এতটুকু সময়ের ব্যবধান ছিল যে, একজন (আযান দিয়ে মিনার থেকে সিঁড়ি বেয়ে) নামতেন আর একজন উঠতেন।

১৯—অনুচ্ছেদঃ তাড়াতাড়ি সাহরী খাওয়া। ১০

١٧٨٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِىْ أَهْلِىْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِى أَنْ أُدْرِكَ السُّحُوْرَ (السُّجُوْدَ) مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

১৭৮৪. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বাড়ীতে পরিবার-পরিজনদের সাথে সাহরী খেতাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খাওয়ার জন্য/ফজরের নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করে যেতাম।

২০—অনুচ্ছেদঃ সাহরী ও ফজরের নামাযের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান।

١٧٨٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَ السُّحُوْرِ وَالْاَذَانِ قَالَ قَدْرَ خَمْسِيْنَ اٰيَةً .

১৭৮৫. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাহরী খেয়েছি। তারপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। (বর্ণনাকারী আনাস বলেন), আমি যায়েদ ইবনে সাবেতকে জিজ্ঞেস করলাম, সাহরী ও আযানের মাঝখানে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশটি আয়াত পড়ার মত সময়ের ব্যবধানছিল।

২১—অনুচ্ছেদঃ সাহরী খাওয়াতে বরকত ও কল্যাণ লাভ হয়। তবে সাহরী খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কেননা নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ক্রমাগতভাবে রোযা রেখেছেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাহরীর উল্লেখ নেই।

١٧٨٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ

১০. অনুচ্ছেদের বিকল্প পাঠে আছে, বিলম্বে সাহরী খাওয়া। হাদীসে "নামায পড়ার জন্য"-এর পরিবর্তে বিকল্প পাঠে আছে "সাহরী খাওয়ার জন্য।" মুগলাতাই বুখারীর কোন এক হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে "বিলম্বে সাহরী খাওয়া" শিরোনাম দেখেছেন। আল-কাশমীহানীর বর্ণনায় 'উদরিকাস-সুহুর' এসেছে কিন্তু নাসাফী ও জমহুরের বর্ণনায় 'উদরিকাস-সুজুদ' এসেছে-(সম্পাদক)

عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَظَلُّ اُطْعَمُ وَاُسْقٰى .

১৭৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন এক সময় নবী (সঃ) একাধারে রোযা (সাওমে বেসাল) রাখতে থাকলে লোকেরাও (সাহাবাগণ) একাধারে রোযা রাখতে শুরু করেন। কিন্তু তা তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালে নবী (সঃ) তাদেরকে নিষেধ করলেন। সবাই বলল, আপনি যে একাধারে রোযা রাখছেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) পানাহার করানো হয়ে থাকে। [১১]

١٧٨٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَسَحَّرُوْا فَاِنَّ فِى السُّحُوْرِ بَرَكَةً.

১৭৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও; কেননা সাহরীতে বরকত লাভ হয়।

২২—অনুচ্ছেদঃ দিনের বেলা রোযার নিয়াত করা। উম্মুদ—দারদা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু দারদা (কোন কোন সময়) এসে তাকে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার কাছে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি? যদি আমি বলতাম 'না' তখন তিনি এই বলে রোযা রাখতেন যে, তাহলে আমি আজকে রোযা রাখলাম। আবু তালহা, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা (রা)—ও এভাবে রোযা রেখেছেন।

١٧٨٨. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الاَكْوَاعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ نَاسًا يُنَادِىْ فِى النَّاسِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اَنَّ مَنْ اَكَلَ فَلْيُتِمَّ اَوْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ لَّمْ يَاْكُلْ فَلاَ يَاْكُلْ .

১৭৮৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আশুরার দিন নবী (সঃ) লোকদের মধ্যে এ কথা প্রচার করার জন্য একজন ঘোষক পাঠালেন যে, যে ব্যক্তি আজ খাবার খেয়ে নিয়েছে সে যেন (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আর না খায় অথবা রোযা রাখে। আর যে এখনো খাবার খায়নি সে যেন আর না খায় (এবং রোযা রাখে)।

২৩—অনুচ্ছেদঃ রোযাদার নাপাক অবস্থায় ভোরে উপনীত হলে।

---

১১. আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

١٧٨٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَ مَرْوَانَ اَنَّ عَائِشَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ اَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ فَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ لَتُقْرِعَنَّ (لَتُفْزِعَنَّ) بِهَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَمَرْوَانَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا اَنْ نَجْتَمِعَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَكَانَتْ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ اَرْضٌ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِاَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنِّى ذَاكِرٌ لَكَ اَمْرًا وَلَوْ لاَ اَنَّ مَرْوَانَ اَقْسَمَ عَلَيَّ فِيْهِ لَمْ اَذْكُرْهُ لَكَ فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ كَذَالِكَ حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اَعْلَمُ وَقَالَ هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالاَوَّلُ اَسْنَدُ.

১৭৮৯. আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ানকে অবহিত করেছেন যে, আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে সহবাস জনিত নাপাকী নিয়ে রাতে নিদ্রা যেতেন এবং এ অবস্থায়ই ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করে রোযা রাখতেন। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে বললেন, আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, এ হাদীস শুনিয়ে তুমি আবু হুরাইরাকে আতংকিত করে দাও (কেননা এরূপ রোযাদারের রোযা হয় না বলে তিনি ফতোয়া দিয়ে থাকেন)। সেই সময় মারওয়ান ছিলেন মদীনার গভর্নর। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বকর বলেন, আবদুর রহমানের কাছে মারওয়ানের এ কথা মনোপূত ছিল না। এরপর আমরা ঘটনাক্রমে যুল-হুলাইফাতে একত্র হই। সেখানে আবু হুরাইরার এক খন্ড জমি ছিল। (এ সুযোগে) আবদুর রহমান আবু হুরাইরাকে বললেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই। মারওয়ান বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে না বললে আমি আপনাকে তা বলতাম না। এরপর তিনি আয়েশা ও উম্মে সালামার বর্ণিত হাদীস বললেন এবং এ কথাও বললেন যে, ফযল ইবনে আব্বাস (রা) -ও আমাকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। আর তিনি সবচেয়ে বেশী অবহিত। হাম্মাম ও ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে নবী (সঃ) রোযা ভেঙ্গে ফেলার আদেশ দিতেন। তবে প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটির সনদই মজবুত।

২৪—অনুচ্ছেদঃ (সংগম ছাড়া) স্ত্রীর সাথে রোযাদারের সব রকমের মেলামেশা জায়েয। আয়েশা (রা) বলেছেন, রোযাদারের জন্য স্ত্রীর গোপন অংগ হারাম।

١٧٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِرْبٌ حَاجَةٌ وَقَالَ طَاوُسٌ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

১৭৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় নবী (সঃ) (স্ত্রীদের) চুম্বন ও স্পর্শ করতেন। তবে তিনি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী সক্ষম ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, "মা'রিব" অর্থ প্রয়োজন বা চাহিদা। আর তাউস বলেছেনঃ "গাইরু উলিল-ইরবাহ্" অর্থ 'নির্বোধ' যাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

২৫—অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া। জাবের ইবনে যায়েদ (র) বলেছেন, কামুক দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি বীর্যপাত ঘটে তবুও রোযা পূর্ণ করবে।

١٧٩١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ.

১৭৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রোযা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। (একথা বলে) তিনি (আয়েশা) হেসে দিলেন।

١٧٩٢. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْخَمِيْلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيْضَتِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيْلَةِ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

১৭৯২. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়েছিলাম। এই অবস্থায় আমার হায়েয শুরু হলে আমি হায়েযের কাপড় গুটিয়ে চুপে চুপে বের হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, তোমার হায়েয শুরু হয়েছে? আমি বললাম,'হাঁ'। এরপর তাঁর সাথে একই চাদরে শয়ন করলাম। আর তিনি (উম্মে সালামা) এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) (পবিত্রতা অর্জনের জন্য) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা অবস্থায় তাকে চুমু দিতেন।

২৬—অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের গোসল করা। রোযা অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একখানা কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়েছেন। রোযা অবস্থায় ইমাম শা'বী (রঃ)

হাম্মামখানায় গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ রোযা থেকে উনুনের খাদ্য বা অন্য কোন জিনিস চেখে দেখায় কোন দোষ নেই। হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, কুল্লি করা বা শরীর ঠান্ডা করাতে রোযাদারের জন্য কোন দোষ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রোযা রাখলে সকালে তেল মাখবে ও চিরুণী করবে (যাতে শরীর তরতরে থাকে)। আনাস (রাঃ) বলেছেন, আমার একটি চৌবাচ্চা আছে। আমি রোযা রেখে তাতে প্রবেশ করি (অর্থাৎ গোসল করি)। মহানবী (সঃ) রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতেন। রোযা রেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) সকাল–সন্ধ্যা মেসওয়াক করতেন। ইবনে সীরীন বলেছেন, রোযা অবস্থায় কাঁচা রসযুক্ত মেছওয়াক ব্যবহারেও কোন ক্ষতি নেই। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কাঁচা মেসওয়াকের তো স্বাদ আছে? তিনি বললেন, পানিরও তো স্বাদ আছে, কিন্তু পানি দিয়ে তুমি তো কুল্লি কর। আনাস (রাঃ), হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) রোযাদারের সুরমা ব্যবহারে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না।

١٧٩٣. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِيْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ .

১৭৯৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, রমযান মাসে এহতেলাম ছাড়াই নবী (সঃ)–এর ফরজ গোসলের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় ফজরের ওয়াক্ত হয়ে আসতো। তিনি গোসল করতেন এবং রোযার নিয়াত করতেন।

١٧٩٤. عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاَبِيْ فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ قَالَتْ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُوْمُهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ .

১৭৯৪. আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি এবং আমার পিতা আয়েশা (রাঃ)–র কাছে গিয়ে উপনীত হলাম। তিনি (আয়েশা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি এহতেলামের কারণে নয়, সহবাসের কারণে ফরজ গোসলের প্রয়োজন নিয়ে ফজর পর্যন্ত থেকেছেন তারপর রোযা রেখেছেন। পরে আমরা সেখান থেকে উম্মে সালামা (রা)–র কাছে গেলাম তিনিও অনুরূপ কথাই বললেন।

২৭–অনুচ্ছেদঃ রোযাদার ভুলবশতঃ কিছু খেলে বা পান করলে তার হুকুম। আতা (র) বলেছেন, নাকে পানি দিতে গিয়ে তা কণ্ঠনালীতে প্রবশ করলে ক্ষতি নেই, যদি বের করে আনতে নাও পারে। হাসান বসরী (র) বলেছেন, কণ্ঠনালীতে মাছি প্রবেশ

করলে কিছুই হবে না। হাসান বসরী ও মুজাহিদ (র) বলেছেন, ভুল করে সংগম করে ফেললেও কিছু ক্ষতিপূরণ করতে হবে না।

١٧٩٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَسِىَ فَاَكَلَ اَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَاِنَّمَا اَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ -

১৭৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, রোযাদার যদি ভুল করে খায় বা পান করে তাহলে সে (ইফতার না করে) রোযা পূর্ণ করবে। [১২] কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।

২৮—অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় কোন কাঁচা রসালো বা শুকনো জিনিস দিয়ে মেসওয়াক করা। আমের ইবনে রাবীয়া (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন,আমি এতো অধিক বার নবী (সঃ)—কে রোযা অবস্থায় মেসওয়াক করতে দেখেছি যে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার উযুর সময় (নামাযের ওয়াক্তে) সবাইকে মেসওয়াক করতে আদেশ করতাম। জাবের ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রা)—র মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। তবে এখানে রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়নি। আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মেসওয়াক মুখকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকারী এবং মহান প্রভু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকারী। আতা ও কাতাদা বলেছেন, রোযাদারের থুথু বা লালা গিলে ফেলা জায়েয।

١٧٩٦. عَنْ حُمْرَانَ قَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلٰثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلٰثًا الْيُسْرٰى ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَىْءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

১২. রোযা রেখে কেউ ভুলে কিছু খেলে তাতে কাযা কিংবা কাফফারা অথবা কাযা-কাফফারা দুটি ওয়াজিব হবে কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশ উলামার মত হলো, কিছুই হবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেছেন, তার রোযা বাতিল হয়ে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।

১৭৯৬. হুমরান ইবনে আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উসমান (রা)- কে উযু করতে দেখেছি। তিনবার তিনি হাতের উপর পানি ঢাললেন, পরে কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন এবং এরপর বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং ডান পা তিনবার ধুলেন। সবশেষে বাম পা তিনবার ধুয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার এ উযুর মত করেই উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, যে আমার এ উযুর মত উযু করে দুই রাকআত নামায পড়বে-অন্য কোন কিছু যদি এ দুয়ের মাঝে না এসে থাকে-তাহলে তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

২৯-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ যখন উযু করবে তখন নাকের ছিদ্র পথে তাকে পানি পৌছাতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি রোযাদার ও অরোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। হাসান বসরী বলেছেন, নাকের মধ্যে ওষুধ দিলে যদি তা কণ্ঠনালীতে না পৌছে তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। রোযাদার সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। আতা বলেছেন, রোযাদার কুল্লি করে মুখের পানি ফেলে দিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। থুথু নিক্ষেপ করার পর মুখগহ্বরে যে আর্দ্রতা থাকে তা গিলে ফেললে রোযার কোন ক্ষতি হয় না। দাঁত বা মুখে আটকে থাকা খাদ্যের কণা চিবাবে না। এরূপ খাদ্যের কণা চিবিয়ে তার রস যদি গিলে ফেলা হয় তাহলে আমি বলি না যে, তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে এরূপ করা নিষিদ্ধ।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসে রোযা রেখে সংগম করা। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে একটি মারফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি অসুখ বা ওযর ছাড়া রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করল, সারা জীবনের রোযা দ্বারা তার কাযা আদায় হবে না (সমান হবে না)।[১৩] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (আবু হুরাইরার) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম, কাতাদা ও হাম্মাদ বলেন, রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তদস্থলে একটি কাযা রোযা রাখবে।

١٧٩٧. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ احْتَرَقَ قَالَ مَا لَكَ قَالَ اَصَبْتُ اَهْلِي فِيْ (نَهَارِ) رَمَضَانَ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ فَقَالَ اَيْنَ الْمُحْتَرِقُ قَالَ اَنَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا .

---

১৩. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ইমাম শা'বী, ইবনে যুবায়ের, ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা ও হাম্মাদের মতে রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করলে তার পরিবর্তে কাযা স্বরূপ একটি রোযা রাখলেই চলবে। এজন্য কাফফারা দিতে হবে না। তবে আবু হুরাইরার বর্ণিত হাদীস অনুসারে অধিকাংশ উলামার মতে এমতাবস্থায় কাযা ও কাফফারা দুই-ই আদায় করতে হবে। ইমাম যুহরী বলেছেন, হুকুমটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। আবার কেউ কেউ বলেছেন, হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

১৭৯৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, সে দোযখের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তিনি বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রমযানের রোযা রেখে স্ত্রীর কাছে গিয়েছি। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে একটি ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আসল যা (ঝুড়ি) আরাক নামে পরিচিত। নবী (সঃ) বললেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? সে বলল, আমি হাজির আছি। নবী (সঃ) তাকে খেজুরগুলো দিয়ে বললেন, এগুলো সদকা করে দাও।

৩১-অনুচ্ছেদঃ রমযানের রোযা রেখে কেউ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে যদি তার কাছে কাফ্ফারা দেওয়ার মত কিছু না থাকে এবং পরে সদকার দ্রব্য তার হস্তগত হয় তবে তা-ই কাফ্ফারা হিসেবে দান করবে।

١٧٩٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى امْرَأَتِى وَاَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَجِدُ اِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَمَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ اَعَلٰى اَفْقَرَ مِنِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ اَهْلَ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ.

১৭৯৮-আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। নবী (সঃ) বললেন, কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি কোন ক্রীতদাস আছে যাকে আযাদ করে দিতে পার? সে বলল, 'না'। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে কি? সে এবারও বলল, না। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন,নবী (সঃ) অপেক্ষায় থাকলেন এবং আমরাও এ অবস্থায় বসে থাকতেই নবী (সঃ)-এর কাছে ঝুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হল। 'আরাক' হলো ঝুড়ি। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, হাঁ, আমি আছি। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে যাও এবং সদকা করে দাও। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও অভাবী লোককে সদকা করে দিব? আল্লাহর কসম!

(মদীনার) দুটি কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত এলাকায় আমার পরিবারের চাইতে বেশী অভাবী পরিবার আর একটিও নাই। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর সামনের দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খেতে দাও।[১৪]

৩২–অনুচ্ছেদঃ রোযা অবস্থায় স্ত্রী–সহবাসকারী ব্যক্তি অভাবী হলে তার কাফফারার অর্থ কি নিজ পরিবারের লোকদের খাওয়াতে পারবে?

١٧٩٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الاٰخَرَ وَقَعَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ اَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزَّبِيْلُ قَالَ اَطْعِمْ هٰذَا عَنْكَ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اَطْعِمْهُ اَهْلَكَ . ـ

১৭৯৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)–এর কাছে বলল, এই হতভাগা রমযানের রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করেছে। নবী (সঃ) বললেন, একজন কৃতদাস আযাদ করার সামর্থ্য কি তোমার আছে? সে বলল, না। নবী (সঃ) বললেন, তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়ানোর মত সামর্থ্য কি তোমার আছে? লোকটি এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)–এর কাছে এক আরাক অর্থাৎ জুড়ি ভর্তি খেজুর আনীত হলো। আরাক বলা হয় খেজুর বাকলের থলিকে। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো তোমার পক্ষ থেকে মিসকীনদেরকে খাওয়াও। সে বলল, আমার চাইতে অভাবী লোকদেরকে খাওয়াবো? অথচ কংকরময় দুই সমভূমির মধ্যস্থিত স্থানে (মদীনায়) আর কোন পরিবার আমাদের চাইতে অভাবী নয়। তখন নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তোমার পরিবারকেই খাওয়াও।

৩৩–অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের শিংগা লাগানো বা বমি করা। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ–আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, কেউ বমি করলে রোযা নষ্ট হয় না। কেননা এর দ্বারা সে কিছু বের করে দিচ্ছে, ভিতরে প্রবেশ করাচ্ছে না। আবু হুরাইরার আর একটি মতও বর্ণনা করা হয় যে, বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তবে প্রথম বর্ণনাটিই সর্বাধিক সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও

---

[১৪]. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোযা থেকে স্ত্রী সহবাস করলে তজ্জন্য কাযা–কাফফারা দু'টিই আদায় করতে হবে।

ইকরামা (রাঃ) বলেন, কোন জিনিস ভিতরে প্রবেশের কারণে রোযা নষ্ট হতে পারে, বের হওয়ার কারণে নয়। ইবনে উমর (রাঃ) রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় তিনি দিবাভাগে শিংগা না লাগিয়ে রাতের বেলা লাগাতেন। আর আবু মূসা (রাঃ)-ও রাত্রিকালে শিংগা লাগাতেন। সা'দ, যায়েদ ইবনে আরকাম ও উম্মে সালামা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা সবাই রোযা রেখে শিংগা লাগাতেন। বুকায়ের উম্মে আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা আয়েশার সামনে শিংগা লাগাতাম, কিন্তু আমাদেরকে নিষেধ করা হত না। হাসান বসরী থেকে একাধিক সনদে মরফু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শিংগা প্রয়োগকারী ও গ্রহণকারী উভয়েরই রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আইয়াশ-আবদুল আলা-ইউনুসের মাধ্যমে হাসান বসরী থেকে আমাকে অনুরূপ (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ হাদীস কি নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত? তিনি প্রথমে বললেন, হাঁ। তারপর বললেন, আল্লাহই ভাল জানেন।

١٨٠٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

১৮০০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন এবং রোযা অবস্থায়ও শিংগা লাগিয়েছেন।

١٨٠١. عَنْ ثَابِتِ نِ الْبُنَانِيِّ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ اَجْلِ الضُّعْفِ .

১৮০১. সাবেত আল-বুনানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আনাস ইবনে মালেককে জিজ্ঞেস করা হলো [রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সময়] আপনারা কি রোযাদারের জন্য শিংগা লাগানো অপসন্দ করতেন? তিনি বললেন, না, কিন্তু শিংগা লাগালে যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে অপসন্দ করতাম।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা উভয়টির অনুমতি আছে।

١٨٠٢. عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ رَمٰى بِيَدِهِ هٰهُنَا ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮০২. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। (সন্ধ্যায়) তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, সওয়ারী থেকে নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সূর্যের কিরণ তো এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে আবারও বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো সূর্য অবশিষ্ট আছে। তিনি আবারও বললেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। অতপর সে সওয়ারী থেকে নেমে ছাতু গুলিয়ে আনলে তিনি তা খেলেন এবং হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, এখানে অর্থাৎ যখন দেখবে যে, পূর্ব দিক থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়েছে।[১৫]

١٨٠٣. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الاَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَصُوْمُ فِى السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيْرًا الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَاَفْطِرْ.

১৮০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হামযা ইবনে আমর আসলামী (রাঃ) অধিক মাত্রায় রোযা রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বললেন, আমি সফরেও রোযা রেখে থাকি। নবী (সঃ) বললেন, সফর অবস্থায় তুমি ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পার আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পার।

৩৫—অনুচ্ছেদঃ রমযানের কয়েকটি রোযা রাখার পর সফরে বের হলে তার হুকুম।

١٨٠٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْكَدِيْدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ.

১৮০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রমযান মাসে রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। কাদীদ নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেললে সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেললো। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গা দু'টির মধ্যখানে কাদীদ অবস্থিত।

৩৬—অনুচ্ছেদঃ

١٨٠٥. عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ

---

১৫. শায়বানীর মাধ্যমে জারীর ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ ও ইবনে আবু আওফা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ حَتّٰى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِيْنَا صَائِمٌ اِلاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنِ رَوَاحَةَ .

১৮০৫. আবুদ-দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক প্রচন্ড গরমের দিনে আমরা নবী (সঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। গরম এতো প্রচন্ড ছিল যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত মাথার উপর তুলে ধরেছিল (সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য)। একমাত্র নবী (সঃ) ও ইবনে রাওয়াহা (রা) ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কেউ রোযাদার ছিল না।

৩৭-অনুচ্ছেদঃ প্রচন্ড গরমে অস্থির হয়ে পড়ার কারণে সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা হলে নবী (সঃ) বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

١٨٠٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَرَأٰى زِحَامًا وَرَجُلاً قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِى السَّفَرِ .

১৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সফরে থাকা অবস্থায় এক জায়গায় জটলা দেখতে পেলেন। তার মধ্যে একজন লোককে দেখলেন-যাকে ছায়া করে দেয়া হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? এবং লোকেরা বলল, লোকটি রোযা রেখেছে। এসব শুনে তিনি বললেন, সফরে রোযা রাখা নেকীর কাজ নয়।

৩৮-অনুচ্ছেদঃ সফরে রোযা রাখা বা না রাখা নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেন না।

١٨٠٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .

১৮০৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অনেক সময় (রমযান মাসে) নবী (সঃ) -এর সাথে সফরে থাকতাম। আমাদের মধ্যে যারা রোযা রাখতেন তারা কখনো অরোযাদারদের আর যারা রোযা রাখতেন না তারা কখনো রোযাদারদের দোষারোপ ও নিন্দা করতেন না।

৩৯-অনুচ্ছেদঃ রমযান মাসে সফর অবস্থায় সবাইকে দেখিয়ে রোযা ভঙ্গ করা।

١٨٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى يَدَيْهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذٰلِكَ فِيْ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدْ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

১৮০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। এ সময় তিনি রোযা রেখেছিলেন। তিনি উসফান নামক জায়গায় পৌঁছে পানি আনিয়ে লোকদেরকে দেখানোর জন্য তা হাতের উপর উঁচু করে ধরলেন এবং রোযা ভঙ্গ করে এই অবস্থায় মক্কা পৌঁছলেন। এ ছিল রমযান মাসের ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে কখনো রোযা রেখেছেন আবার কখনো ভঙ্গ করেছেন। সুতরাং কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতেও পারে আবার কেউ ইচ্ছা করলে রোযা ভঙ্গও করতে পারে।

৪০—অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ . (سورة البقرة : ١٨٤)

"আর যারা রোযা রাখতে সমর্থ নয় তারা ফিদইয়া হিসেবে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে" (সূরা বাকারাঃ ১৮৪)

এ আয়াত সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, তা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছেঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ . (البقرة اية ١٨٥)

"রমযান এমন একটি মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা স্পষ্ট হেদায়াত ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ , যা হেদায়াতের পথ প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে সে পূর্ণ মাসের রোযা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময়ে রোযাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান কঠিন করতে চান না, যেন তোমরা রোযার সংখ্যা পূর্ণ করতে পার, আর যে হেদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য তার মহত্ব প্রকাশ করতে ও শোকরগোজার হতে পার" (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)।

ইবনে নুমায়ের—আ'মাস—আমর ইবনে মুররার মাধ্যমে ইবনে আবু লায়লা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (স)—এর সাহাবাগণ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের হুকুম নাযিল হলে তা পালন করা তাদের জন্য

কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং যারা প্রতিদিন খাওয়াতে সমর্থ ছিল তারা সবাই রোযা না রেখে রোযা রাখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও একজন মিসকীনকে খেতে দিত। তাদেরকে এ ব্যাপারে অনুমতিও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু "আর রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম" এ আয়াতটি নাযিল হলে তা মানসুখ হয়ে গেল এবং এ দ্বারা সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হল।

١٨٠٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ

১৮০৯. নাফে (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরআন মজীদের "ফিদ্‌য়াতুন তআমু মিসকীন" আয়াত পড়ে বললেন, এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

৪১—অনুচ্ছেদঃ রমযানের কাযা রোযা কখন আদায় করতে হবে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তা একাধারে না রেখে বিরতি দিয়ে রাখলে কোন দোষ নেই। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "অন্য দিনগুলোতে এর সংখ্যা পূরণ করবে।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন, রমযানের রোযার কাযা আদায় না করা পর্যন্ত যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে নফল রোযা উত্তম নয়। ইবরাহীম নখয়ী বলেছেন, কাযা রোযা রাখতে অলসতা করার কারণে যদি পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দুই রোযা একসাথে করবে। তবে এমতাবস্থায় মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বলে তিনি মনে করেন না। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। অথচ আল্লাহ তাআলা খাদ্য খাওয়ানোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করবে"।

١٨١٠. عَنْ اَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقْضِيَ اِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ قَالَ يَحْيَى الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ بِالنَّبِيِّ

১৮১০. আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছিঃ আমার উপর রমযানের কাযা রোযা থাকত। কিন্তু শাবান মাস আসার পূর্বে আমি তা আদায় করতে পারতাম না। ইয়াহ্‌ইয়া বলেছেন, নবী (সঃ) -এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে (তিনি তাঁর কাযা রোযা আদায় করার অবকাশ পেতেন না)।

৪২—অনুচ্ছেদঃ হায়েয অবস্থায় মেয়েরা নামায ও রোযা করবে না। আবু যিনাদ বলেছেন, সুন্নাত ও শরীআতের নীতি অনেক সময় যুক্তি ও বুদ্ধির বিপরীত হয়ে থাকে। তবে মুসলমানদের জন্য সুন্নাত ও শরীআতের নীতি মেনে চলা ব্যতীত

কোন গত্যন্তর নেই। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো, হায়েয অবস্থায় রোযা কাযা হলে তা আদায় করতে হবে, তবে নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না।

١٨١١. عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَيْسَ اِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا.

১৮১১. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, এটা কি ঠিক নয় যে, হায়েয শুরু হলে মেয়েরা নামায পড়তে বা রোযা রাখতে পারে না? আর দীনের ব্যাপারে এটাই তাদের কমতি।

৪৩—অনুচ্ছেদ—কোন মৃত ব্যক্তির ফরয রোযা কাযা থাকলে সে ক্ষেত্রে হাসান বসরী বলেছেন যে, একদিন ত্রিশজন লোক একত্রে তার পক্ষ থেকে রোযা আদায় করে দিলে জায়েয হবে।

١٨١٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

১৮১২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন মৃত ব্যক্তির উপর কাযা রোযা থাকলে ঐ লোকের অভিভাবক তার পক্ষ থেকে তা আদায় করবে। [১৬]

হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্‌ব কর্তৃক আমর থেকে এবং ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আইয়ুব কর্তৃক ইবনে আবু জাফর থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

١٨١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ اَفَاَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللّٰهِ اَحَقُّ اَنْ يُّقْضٰى.

১৮১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এক মাসের রোযা কাযা আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? নবী (সঃ) বলেন, হাঁ আল্লাহ্‌র ঋণ পরিশোধিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

١٨١٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَاتَتْ اُمِّىْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

---

১৬. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে অভিভাবক কর্তৃক রোযা মৃত ব্যক্তিকে রোযার 'কাযা'- আদায় করার নিয়ম পদ্ধতি এই যে, ফিদইয়া অর্থাৎ প্রতি রোযার পরিবর্তে এক মিসকীনকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াবে।

১৮১৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে বলল, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর (ওপর) পনর দিনের রোযা কাযা আছে।

৪৪—অনুচ্ছেদঃ রোযাদারের জন্য কোন সময় ইফতার করা জায়েয, সূর্যগোলক অদৃশ্য হওয়ার সাথে সাথে আবু সাঈদ খুদরী (রা) ইফতার করতেন।

١٨١٥. عَنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৫. আসেম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে সময় এদিক (পূর্ব দিক) থেকে অন্ধকার হয়ে আসে আর দিন এদিক (পশ্চিম দিক) দিয়ে চলে যায় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে যায়।

١٨١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى اَوْفٰى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ يَا فُلَانُ قُمْ فَاجْدَحْ لَنَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

১৮১৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি কাফেলার একজন লোককে ডেকে বললেন, হে অমুক ! যাও আমাদের জন্য কিছু ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সন্ধা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ করে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি সন্ধা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবারও বললেন, সওয়ারী থেকে অবতরণ কর, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, দিন তো এখনও অবশিষ্ট আছে ? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। এরপর সে সওয়ারী হতে নামল এবং সবার জন্য ছাতু গুলিয়ে তৈরী করে দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা পান করে বললেন, যখন দেখবে যে, এদিক (পূর্বদিক) থেকে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

৪৫—অনুচ্ছেদ—পানি বা অন্য কিছু যা সহজে পাওয়া যাবে তা দিয়েই ইফতার করবে।

١٨١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ ثُمَّ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ .

১৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি রোযা অবস্থায় ছিলেন। সূর্য ডুবলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সওয়ারী থেকে নেমে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সন্ধ্যা হতে দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি গিয়ে আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখনো তো দিন অবশিষ্ট আছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, যাও না, আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে গিয়ে ছাতু গুলিয়ে নিয়ে এলো। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে সময় তোমরা দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন রোযাদার ইফতার করবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাথে সাথে তাঁর আঙুল দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করে দেখালেন।

৪৬—অনুচ্ছেদঃ অনতিবিলম্বে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।

١٨١٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوْا الْفِطْرَ.

১৮১৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যত দিন লোকেরা তাড়াতাড়ি (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে তত দিন পর্যন্ত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে না।[১৭]

١٨١٩. عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَصَامَ حَتّٰى اَمْسٰى ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ لَوْ انْتَظَرْتَ حَتّٰى تُمْسِىَ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ اِذَا رَاَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ

১৭. আহলে কিতাবদের ইফতারের সময় হল আসমানের তারকাসমূহ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠে তখন। আর কুরআন-হাদীসের বিধান হল ইফতারের ব্যাপারে জলদি করা ও সহরীর ব্যাপারে বিলম্ব করা।

১৮১৯. ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ) -এর সাথে ছিলাম। তিনি রোযা রেখেছিলেন। সন্ধ্যা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। সে বলল, আপনি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি (সওয়ারী থেকে নেমে) গিয়ে আমার জন্য ছাতু গুলিয়ে আন। যখন দেখবে রাতের অন্ধকার এদিক (পূর্বদিক) থেকে ঘনিয়ে আসছে তখন বুঝবে রোযাদারের ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে।

৪৭-অনুচ্ছেদঃ ইফতার করার পরে সূর্য দেখা গেলে।

١٨٢٠. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَفْطَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ يَوْمٍ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيْلَ لِهِشَامٍ فَاُمِرُوْا بِالْقَضَاءِ قَالَ بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ اَدْرِىْ اَقْضَوْا اَمْ لاَ -

১৮২০. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) জীবিত থাকতে আমরা এক বাদলা দিনে ইফতার করার পর সূর্য দেখা দিল। হাদীসের বর্ণনাকারী হিশামকে[১৮] জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাদেরকে কি কাযা আদায়ের আদেশ দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন, এ ছাড়া আর উপায় কি ছিল। মা'মার হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছিলেন, তারা কাযা করেছিলেন কি না তা আমার জানা নেই।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ শিশুদের রোযা রাখা। রমযান মাসে এক নেশাগ্রস্তকে উমর (রা) বলেছেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আমাদের শিশুরা পর্যন্ত রোযা রাখছে আর তুমি নেশায় বুদ হয়ে আছ। এরপর তিনি তার উপর হদ জারি করলেন।[১৯]

١٨٢١. عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ اَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ اِلٰى قُرَى الْاَنْصَارِ مَنْ اَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهٖ وَمَنْ اَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ قَالَتْ فَكُنَّا نَصُوْمُهٗ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَاِذَا بَكٰى اَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ اَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتّٰى يَكُوْنَ عِنْدَ الاِفْطَارِ.

১৮২১. রুবাই বিনতে মু'আওয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আশুরার[২০] দিন সকালে নবী (সঃ) আনসারদের এলাকায় নির্দেশ পাঠালেন যে, যারা সকালে খেয়েছে

---

১৮. হাদীসের সনদে যেসব বর্ণনাকারীর নাম আছে তার মধ্যে একজন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়া।

১৯. শিশুদের রোযা পালন সম্পর্কে অধিকাংশ উলামার মত হল, রোযা তাদের ওপরে ফরয নয়। তবে সালাফদের (পূর্ববর্তী) মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বলেছেন, অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য তাদেরকে রোযা- রাখতে বলা যাবে। তাহলে বড় হয়ে তারা সহজেই রোযা রাখতে পারবে।

২০. তখনো রমযানের রোযা ফরয হয়নি।

তারা দিনের বাকী অংশে আর কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীসের বর্ণনাকারিণী বলেন, এরপর আমরাও রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বোখারী, (র) বলেছেন "আল-ইহ্ন্" অর্থ 'পশম'।

৪৯—অনুচ্ছেদঃ সাওমে বেসাল বা বিরতীহীন রোযা। আল্লাহর বাণীঃ

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

"রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর"—এর উদ্ধৃতি দিয়ে যারা বলেন, রাতের বেলায় রোযা নেই। আর দয়া ও রহমত বশতঃ এবং শারীরিক সামর্থ্য বজায় রাখার জন্য নবী (সঃ) রাতের বেলায় রোযা রাখতে অন্য সবাইকে নিষেধ করেছেন। ইবাদতে কঠোরতা অবলম্বন মাকরূহ।

١٨٢٢. عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوَاصِلُوا قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ اِنِّى اُطْعَمُ وَاُسْقَى اَوْ اِنِّى اَبِيْتُ اُطْعَمُ وَاُسْقَى.

১৮২২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা সাওমে বেসাল বা বিরতীহীনভাবে (রাত দিন না খেয়ে) রোযা রাখবে না। সবাই বলল, আপনি যে সাওমে বেসাল রেখে থাকেন?২১ জবাবে তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। তারপর (আবার) বললেন, আমাকে খাওয়ানো এবং পান করানো হয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেন, আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।২২

١٨٢٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ قَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ اِنِّى اُطْعَمُ وَاُسْقَى .

১৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ সবাই বলেছিলেন, আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়, আমাকে খাওয়ানো ও পান করানো হয়।

١٨٢٤. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُ فَاَيُّكُمْ اِذَا

---

২১. রোযা রেখে দিবাভাগে ইচ্ছাকৃতভাবে যেসব কাজ করলে রোযা ভঙ্গ হয় রাতের বেলায়ও তা পরিত্যাগ করাকে সাওমে বেসাল বলে।

২২. আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমতের দ্বারা তাঁর পানাহারের প্রয়োজন পূরণ করতেন।

اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِىْ وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮২৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল করো না। তোমাদের কেউ সাওমে বেসাল করতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত যেন বেসাল করে। সাহাবাগণ বললেন , হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো বেসাল করে থাকেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি এমনভাবে রাত যাপন করি যে, আমার খাওয়ার ও পানীয় দেওয়ার একজন আছেন যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

١٨٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَّهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِيْنِى لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ .

১৮২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দয়াবশতঃ সবাইকে সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। এতে সাহাবাগণ বললেন, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

৫০-অনুচ্ছেদঃ বেশী বেশী সাওমে বেসালকারীর শাস্তি। আনাস (রা) এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨٢٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِى الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيُّكُمْ مِثْلِىْ اِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِىْ فَلَمَّا اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا مِنَ الْوِصَالِ وَاَصْلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ لَوْ تَاَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ كَالتَّنْكِيْلِ لَهُمْ حِيْنَ اَبَوْا اَنْ يَّنْتَهُوْا .

১৮২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাওমে বেসাল করতে নিষেধ করেছেন। একজন মুসলমান তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল করে থাকেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি (এমনভাব) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তারা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এক দিনের পর আরেক দিন সাওমে বেসাল রাখলেন এবং চাঁদ দেখা গেলে তিনি বললেন, চাঁদ আরো

দেরীতে দেখা দিলে আমিও (সাওমে বেসাল) দীর্ঘায়িত করতাম। তাঁরা (সাহাবাগণ) সাওমে বেসাল থেকে বিরত না থাকায় শাস্তিস্বরূপ তিনি এ ব্যবস্থা করলেন।

١٨٢٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ مَرَّتَيْنِ قِيْلَ اِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ اِنِّى اَبِيْتُ يُطْعِمُنِىْ رَبِّى وَيَسْقِيْنِى فَاكْلَفُوْا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ .

১৮২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল থেকে বিরত থাক, দুইবার বললেন। তাঁকে বলা হল, আপনি তো সাওমে বেসাল রাখেন? তিনি বললেন, আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন করি যে, আমার রব আমাকে পানাহার করান। তোমরা শক্তিসামর্থ অনুপাত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর।

৫১—অনুচ্ছেদঃ সাহরীর সময় পর্যন্ত বেসাল করা।

١٨٢٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تُوَاصِلُوْا فَاَيُّكُمْ اَرَادَ اَنْ يُّوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتّٰى السَّحَرِ قَالُوْا فَاِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّى اَبِيْتُ لِىْ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِى وَسَاقٍ يَسْقِيْنِىْ .

১৮২৮. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা সাওমে বেসাল রেখ না, তোমরা কেউ বেসাল রাখতে চাইলে সাহরীর সময় পর্যন্ত রাখ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সাওমে বেসাল রেখে থাকেন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তোমাদের মত নয়। আমি (এমন অবস্থায়) রাত যাপন করি যে, আমার খাদ্যদানকারী আছেন তিনি আমাকে খাওয়ান এবং পানীয় দানকারী আছেন, তিনি আমাকে পান করান।

৫২—অনুচ্ছেদঃ নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এক মুসলমানের আরেক মুসলমানকে আল্লাহর দোহাই দেয়া। যদি ঐ ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখাই উত্তম হয় তাহলে তার কাযা আদায় ওয়াজিব না হওয়ার অভিমত।

١٨٢٩. عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ قَالَ فَاِنِّى صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا

بِأَكْلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ قَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ .

১৮২৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সালমান (রা) ও আবু দারদা (রা)-র মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। (এক সময়ে) সালমান (রা)। আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য গেলে দারদার মাকে খুব বিশ্রী ময়লা কাপড় পরিহিতা দেখতে পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে উপস্থিত হলেন। সালমানের জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে বললেন, আমি তো রোযা রেখেছি, আপনি খেয়ে নিন। সালামান (রা) বললেন, আপনি না খেলে আমি খাব না। সুতরাং তিনি তাঁর সাথে খেলেন। রাত হলে আবু দারদা নামাযে (নফল ইবাদতে) দাঁড়ালে সালমান তাকে বললেন, শুয়ে পড়ুন। তিনি তখন শুয়ে পড়লেন। পরে আবার নামাযে দাঁড়ালে এবারেও সালমান (তাঁকে) বললেন, শুয়ে পড়ুন। পরে শেষ রাতের দিকে সালমান তাঁকে বললেন, এখন উঠে পড়ুন। অতপর উভয়েই নামায পড়লেন। তারপর সালমান তাঁকে বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের হক আছে, আপনার নিজের আত্মার হক আছে এবং আপনার পরিবার -পরিজনেরও হক আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য দান করুন। এরপর তিনি (আবু দারদা) নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এসব কথা বললে নবী (সঃ) বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার বর্ণনা।

١٨٣٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ .

১৮৩০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একাধারে) রোযা রাখা শুরু করতেন। এমনকি আমর বলতাম, তিনি (হয়ত আর) রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার তিনি রোযা রাখা ছেড়ে দিতেন। এমনকি আমরা বলতাম, তিনি (সহসা আর) রোযা রাখবেন না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রমযান ভিন্ন অন্য কোন মাসে পূর্ণমাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শা'বান মাস ছাড়া এত অধিক (নফল) রোযা আর কোন মাসে তাঁকে রাখতে দেখিনি।

١٨٣١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا اَكْثَرَ مِن شَعْبَانَ فَاِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُوْلُ خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَاِنْ قَلَّتْ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا -

১৮৩১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শা'বান মাসের ন্যায় এত অধিক (নফল) রোযা আর কোন মাসে রাখতেন না। তিনি শা'বান মাসের প্রায় পুরোটাই রোযা রাখতেন। তিনি সকলকে এই আদেশ দিতেন যে, তোমরা যতদূর আমলের শক্তি রাখ, ঠিক ততটুকুই কর। আল্লাহ (সওয়াব দানে) অপারগ নন যতক্ষণ না তোমরা অক্ষম হয়ে পড়। নবী (সঃ)-এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় হল এমন নামায-যা অব্যাহতভাবে আদায় করা হয়- পরিমাণে তা যত কমই হোক না কেন। নবী (সঃ) -এর অভ্যাস ছিল- যখন তিনি কোন (নফল) নামায পড়তেন পরবর্তীতে তা অব্যাহত রাখতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর রোযা না রাখার বর্ণনা।

١٨٣٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا صَامَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ وَيَصُوْمُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتّٰى يَقُوْلَ الْقَائِلُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ يَصُوْمُ .

১৮৩২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযান ভিন্ন আর কোন মাসে পুরো মাস রোযা রাখতেন না। তিনি রোযা রেখে যেতেন-এমনকি লোকজন বলতো, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযা ভাঙ্গবেনই না। আবার রোযার বিরতি দিতেন এমনকি মানুষ বলতো যে, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযাই রাখবেন না।

١٨٣٣. عن اَنَسٍ يَّقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتّٰى نَظُنَّ اَن لاَ يَصُوْمُ مِنْهُ وَيَصُوْمُ حَتّٰى نَظُنَّ اَنْ لاَ يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَلاَ نَائِمًا اِلاَّ رَاَيْتَهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَن حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَاَلَ اَنَسًا فِى الصَّوْمِ .

১৮৩৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মাসে এমনভাবে রোযার বিরতি দিতেন আমরা ধারণা করতাম যে, এ মাসে তিনি আর রোযাই রাখবেন না। আবার এমনভাবে রোযা শুরু করতেন, এমনকি আমরা ধারণা করতাম যে, তিনি রোযা

একেবারেই ভাংবেন না। রাতে তুমি যদি কাউকে নামাযরত দেখতে চাও তবে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যদি নিদ্রারত দেখার ইচ্ছা কর-তাও তাঁকে দেখতে পাবে।

١٨٣٤. عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مُفْطِرًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ نَائِمًا إِلاَّ رَأَيْتُهُ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّةً وَلاَ حَرِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلاَ شَمَمْتُ مِسْكَةً وَلاَ عَبِيرَةً (عَنْبَرَةً) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

১৮৩৪. হুমাইদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি যদি নবী (সঃ)-কে কোন মাসে রোযাদার হিসেবে দেখতে চাইতাম তবে তা দেখতে পেতাম। আর যদি রোযা না রাখা অবস্থায় দেখতে চাইতাম তাও দেখতে পেতাম। রাতে নামাযরত দেখতে চাইলে তাঁকে সে অবস্থায় দেখতাম এবং নিদ্রারত দেখতে ইচ্ছা করলে তাও দেখতে পেতাম। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত হতে অধিক কোমল কোন রেশমী কাপড় দেখিনি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুঘ্রাণের তুলনায় অধিক সুগন্ধ ও পবিত্রতা কোন মিশক (মৃগনাভি) ও আম্বরেও পাইনি।

৫৫-অনুচ্ছেদঃ রোযায় মেহমানের হক আদায় করার বর্ণনা।

١٨٣٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَقُلْتُ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

১৮৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসেছিলেন, অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার মেহমানের হক আছে। অবশ্যই তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদ (আঃ)-এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) অর্ধবছর অর্থাৎ একদিন রোযা রাখতেন আর একদিন রাখতেন না।

৫৬-অনুচ্ছেদ নফল রোযায় দেহের অধিকারের প্রতি নযর রাখা।

١٨٣٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلاَ

تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ فَشَدَّدْتُ عَلَيْهِ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ .

১৮৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ! আমি অবহিত হয়েছি যে, তুমি নাকি (সর্বদা) দিনে রোযা রাখ এবং রাতে নামাযে রত থাক (এ খবর কি সত্য)? আমি জবাব দিলাম, হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন, এমনটি আর করো না। তুমি রোযা রাখ এবং বিরতি দাও, নামায পড় আবার ঘুমও যাও। কেননা তোমার ওপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার ওপর তোমার চোখ দু'টির হক রয়েছে, তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর হক রয়েছে এবং তোমার ওপর তোমার সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) হক রয়েছে। সুতরাং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই তেমার জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রতিটি নেক কাজের বিনিময়ে তোমার জন্য রয়েছে এর দশগুণ সওয়াব। এভাবে তা সারা বছরের রোযার সমতুল্য হয়ে গেল। (আবদুল্লাহ বলেন,) অতঃপর আমি (আরো বেশী রোযা রেখে নিজের উপর) কঠোরতা অবলম্বন করতে চাইলাম। আমাকে সেই কঠোরতা অবলম্বনের অনুমতি দেয়া হল। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি (অনুরূপ রোযা রাখার) শক্তি পেয়ে থাকি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) –এর ন্যায় রোযা রাখ। এর ওপর আর বাড়াবাড়ি করো না। আরয করলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)–এর রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুলাহ (রাঃ) যখন বুড়ো হয়ে গেলেন, তখন (দুঃখ করে) বলতেন, হায়! আমি যদি নবী (সঃ) –এর দেয়া অব্যাহতিটা কবুল করে নিতাম।

৫৭–অনুচ্ছেদঃ সারা বছর রোযা রাখা।

١٨٣٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ

ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا ذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ اِنِّى اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

১৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অবহিত হয়েছেন যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! যতদিন আমি বেঁচে থাকব, দিনভর রোযা রাখব এবং রাতভর নামায পড়ব। (আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে) আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক, ঠিকই আমি এ কথা বলেছি। তিনি বললেন, কখনো এ শক্তি তুমি রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ আবার ভেঙ্গেও ফেল, (রাতে) নামাযে দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। আর মাসে তিনদিন রোযা রাখ। কেননা প্রত্যেক নেক কাজের দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। এতেই সারা বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। আমি আরয করলাম, আমি এর চাইতেও অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তবে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরত থাক। এটিই দাউদ (আঃ)-এর রোযা। আর এটিই সর্বোত্তম রোযা। আমি (আবারও) বললাম, আমি এর চাইতেও অধিক সামর্থ রাখি। তখন নবী (সঃ) বললেন, এর চাইতে উত্তম (পদ্ধতির) আর (কোন রোযা) নেই।

৫৮-অনুচ্ছেদঃ রোযায় পরিবার-পরিজনের হক সম্পর্কে। আর জুহায়ফা (রা) মহানবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٣٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو بَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ اَنِّى اَسْرُدُ الصَّوْمَ وَاُصَلِّى اللَّيْلَ فَاِمَّا اُرْسِلَ اِلَىَّ وَاِمَّا لَقِيْتُهُ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّى وَلاَ تَنَامُ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ وَاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ اِنِّى لاَقْوٰى لِذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَكَيْفَ قَالَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ لاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى قَالَ مَنْ لِى بِهٰذِهِ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ عَطَاءٌ لاَ اَدْرِى كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الاَبَدِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الاَبَدَ مَرَّتَيْنِ .

১৮৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, আমি একাধারে রোযা রেখে থাকি এবং রাতভর নামায পড়ে থাকি। অতপর তিনি (রাবীর সন্দেহ) হয়ত আমাকে ডেকে পাঠালেন অথবা আমি স্বয়ং তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি, তুমি শুধু রোযাই রাখ, বিরতি দাও না এবং (রাতভর) নামাযই পড় আর ঘুমাও না (এটা ঠিক নয়), বরং রোযাও রাখ, বিরতিও দাও, নামাযেও দাঁড়াও এবং ঘুমও যাও। কেননা তোমার চক্ষুদ্বয়ের হক রয়েছে, তোমার আত্মা এবং পরিবার-পরিজনেরও। আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি নিজেকে এজন্য এর চাইতেও অধিক শক্তিমান মনে করি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ) -এর মত রোযা রাখা আবদুল্লাহ বলেন, আমি আরয করলাম, তিনি কিভাবে রোযা রাখতেন? তিনি বললেন, দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। এজন্য (দুর্বল হতেন না) দুশমনের সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়েও) ভাগতেন না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী! এ ব্যাপারে আমার শক্তি কে যোগাবে?২৩

আতা বর্ণনা করেছেন, আমি জানি না, সদা-সর্বদা রোযা রাখার বিষয়টি কিভাবে আলোচনা করেছেন। নবী (সঃ) দু'বার বলেছেন, যে সর্বদা রোযা রাখল সে যেন কোন রোযাই রাখল না।

৫৯-অনুচ্ছেদঃ একদিন রোযা রাখা ও একদিন বিরতি দেওয়ার বর্ণনা।

١٨٣٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا وَقَالَ اِقْرَءِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ اِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ فَمَا زَالَ حَتّٰى قَالَ فِى ثَلٰثٍ.

১৮৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তুমি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ বললেন, আমি এর চাইতে বেশী ক্ষমতা রাখি। এভাবেই কথাবার্তা চলছিল। শেষ পর্যন্ত নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও। নবী (সঃ) (আরও) বললেন, তুমি প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম কর। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। এভাবেই কথা চলছিল, এমনকি নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তিন দিনে (একবার খতম করো)।

৬০-অনুচ্ছেদঃ দাউদ (আঃ)-এর রোযার বর্ণনা।

২৩. অর্থাৎ দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় কাফেরের মুকাবিলায় না ভাগার স্বভাব আমার মধ্যে সৃষ্টি করার দায়িত্ব কে নেবে।

١٨٤٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ لَتَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ (نَهِثَتْ/نَهَكَتْ) لَهُ النَّفْسُ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ قُلْتُ فَاِنِّى اُطِيْقُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى .

১৮৪০. আবুল আব্বাস মক্কী (রঃ) যিনি একজন কবি ছিলেন এবং যার হাদীস সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই, তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বুঝি সর্বদা রোযা রাখ এবং সারা রাত (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি এরূপ করলে তাতে চোখ কোটরে ঢুকে যাবে এবং দেহ দুর্বল হয়ে যাবে। যে সর্বদা রোযা রাখল, সে রোযাই রাখল না। (মাসে) তিন দিন রোযা রাখা সারা জীবন রোযা রাখার সমতুল্য। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে দাউদ (আঃ)-এর অনুরূপ রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। ফলে (দুর্বল না হওয়ার কারণে) তিনি শত্রুর সম্মুখীন হলে (ময়দান ছেড়ে) ভাগতেন না।

١٨٤١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَطْرُ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمًا.

১৮৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার রোযা রাখার ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর জন্য চামড়ার একটি তাকিয়া বিছিয়ে দিলাম। তা খেজুরের ছালে ভরাট ছিল। তিনি মাটিতে বসে গেলেন এবং তাকিয়াটি আমার ও তাঁর মাঝে আড় হয়ে গেল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখলে কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট হয় না।? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললে. পাঁচ-দিন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)।

তিনি বললেন, সাত দিন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (আরও অধিক)। তিনি বললেন, নয় দিন। আমি আরয করলাম। (আরও অধিক)। তিনি বললেন, এগার দিন। অতপর নবী (স) বলেন, দাউদ (আ)–এর রোযার চেয়ে উত্তম রোযা হয় না, অর্ধ বছর। তুমি একদিন রোযা রাখ এবং একদিন বিরতি দাও

৬১–অনুচ্ছেদঃ আইয়াম বীযের রোযা।[২৪]

١٨٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ ﷺ بِثَلٰثٍ صِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَى الضُّحٰى وَاَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ .

১৮৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার পরম বন্ধু (সঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়াত করে গেছেন। (এক) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা, (দুই) চাশতের দুই রাকআত নামায পড়া এবং (তিন) আমি যেন (রাতো নিদ্রা যাওয়ার আগেই বেতেরের নামায আদায় করে নেই।

৬২–অনুচ্ছেদঃ কারো সাক্ষাতে গেলে নফল রোযা ভাঙ্গা জরুরী নয়।

١٨٤٣..عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اُمِّ سُلَيْمٍ فَاَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَّسَمْنٍ فَقَالَ اَعِيْدُوْا سَمْنَكُمْ فِى سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِىْ وِعَائِهِ فَاِنِّى صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَصَلّٰى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِاُمِّ سُلَيْمٍ وَاَهْلِ بَيْتِهَا فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ خُوَيْصَةً قَالَ مَاهِىَ قَالَتْ خَادِمُكَ اَنَسٌ فَمَا تَرَكَ خَيْرَ اٰخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا اِلاَّ دَعَا لِىْ بِهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْهُ مَالاً وَهَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ فَاِنِّى لِمَنْ اَكْثَرِ الاَنْصَارِ مَالاً وَحَدَّثَتْنِىْ اِبْنَتِىْ اَمِيْنَةُ اَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِىْ مَقْدَمَ حَجَّاجٍ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَّعِشْرِيْنَ وَمِائَةٌ .

১৮৪৩. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (একদা) নবী (সঃ) উম্মে সুলাইম (রা)–র ঘরে তাশরীফ আনলেন। উম্মে সুলাইম তখন কিছু খেজুর ও ঘি নবী (সঃ) –এর খেদমতে পেশ করলেন। নবী (সঃ) বললেন, ঘি ও খেজুর স্ব স্ব পাত্রে রেখে দাও। কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি ঘরের এক কোনে গিয়ে নফল নামায পড়লেন এবং উম্মে সুলাইম ও ঘরের বাসিন্দাদের জন্য দোআ করলেন। তখন উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার একজন আদরের দুলাল রয়েছে (দোআয় তাকেও শরীফ করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার খাদেম আনাস। (আনাস (রাঃ) বলেন) তখন নবী (সঃ) আমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোআ

২৪. প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।

করলেন এবং এ দোআ করলেন , আয় আল্লাহ! তাকে ধনে-জনে বাড়িয়ে দাও এবং তার (সব কিছুতে) বরকত দান কর। (এই দোআর বরকতেই) আজ আমি আনসারগণের মধ্যে বেশী ধনশালী। আর আমার মেয়ে উমাইনা। বর্ণনা করেছে যে, হাজ্জাজের বসরায় (শাসক হয়ে) আগমনের সময় পর্যন্ত আমার ঔরসজাত মৃত সন্তানের সংখ্যা ছিল একশ' কুড়ি জনেরও অধিক।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মাসের শেষভাগে রোযা রাখা।

١٨٤٤. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ سَأَلَهُ اَوْ سَأَلَ رَجُلاً وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ فَقَالَ يَااَبَافُلاَنٍ اَمَا صُمْتَ سَرَرَ هٰذَا الشَّهْرِقَالَ اَظُنُّهُ قَالَ يَعْنِي رَمَضَانَ قَالَ الرَّجُلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِذَا اَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ اَظُنُّهُ يَعْنِيْ رَمَضَانَ وَعَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَشَعْبَانُ اَصَحُّ .

১৮৪৪. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কিংবা অন্য এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন এবং ইমরান (রাঃ) শুনছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুকের পিতা! তুমি কি এ মাসের শেষভাগে রোযা রাখনি? বর্ণনাকারী আবু নোমান বলেন, আমার ধারণা এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য 'রমযান' মাস ছিল। সে ব্যক্তি জবাব দিল, না, ইয়া রসূলাল্লাহ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি যখন ইফতার কর, তখন (এর পরিবর্তে) দু'দিন দু'টি রোযা রেখে নিও। সাল্‌ত এ কথা বলেননি যে, আমার ধারণায় এখানে নবী (সঃ)-এর উদ্দেশ্য রমযান ছিল। অন্য সনদে ইমরান (রা) নবী (সঃ) থেকে "শাবান মাসের শেষ ভাগে" বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ বুখারী (রঃ) বলেছেন, এখানে (রমযানের) স্থলে শাবানই অধিক শুদ্ধ ও সঠিক।২৫

৬৪-অনুচ্ছেদঃ- শুধু জুমুআর দিন রোযা রাখা। যদি কেউ জুমুআর দিন রোযা রাখে অর্থাৎ এর আগেও রাখে না এবং পরেও রাখার এরাদা নেই (শুধু শুক্রবারেই রোযা রাখে) তাহলে এই রোযা তার ভেঙ্গে ফেলা উচিৎ।

١٨٤٥. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ زَادَ غَيْرُ اَبِيْ عَاصِمٍ اَنْ يَتَفَرَّدَ بِصَوْمِهِ .

২৫. প্রতি মাসের শেষ দু'দিনে রোযা রাখা এই সাহাবীর অভ্যাস ছিল। সাধারণতঃ শা'বান মাসের শেষভাগে রোযা রাখা নিষেধ হলেও এই ব্যক্তির অভ্যাস যেন বজায় থাকে- তাই নবী (সঃ) তাকে অন্য মাসে রোযা আদায় করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮৪৫. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি জাবের (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী (সঃ) কি (শুধুমাত্র) জুমুআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ আবু আসেম ভিন্ন অন্যান্য রিওয়ায়াতকারীগণ বর্ণনা করেছেন যে, শুধুমাত্র একদিন রোযা রাখা নিষেধ।

١٨٤٦. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَصُوْمَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ اَوْ بَعْدَهُ .

১৮৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যেন কখনও শুধুমাত্র জুমুআর দিন রোযা না রাখে। (যদি রাখতে চায়) তবে জুমুআর আগের দিন কিংবা পরের দিন যেন একটি রোযা রেখে নেয়।

١٨٤٧. عَنْ اَبِىْ اَيُّوبَ عَنْ جُوَيْرَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ اَصُمْتِ اَمْسِ قَالَتْ لاَ قَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَصُوْمِى غَدًا قَالَتْ لاَ قَالَ فَاَفْطِرِىْ وَحَدَّثَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَاَمَرَهَا فَاَفْطَرَتْ .

১৮৪৭. আবু আইয়ুব (রঃ) থেকে বর্ণিত। নবী পত্নী জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) জুমুআর দিন তাঁর নিকট গেলেন। তিনি তখন রোযা রেখেছিলেন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, না। নবী (সঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আগামী কাল রোযা রাখার আশা পোষণ কর কি? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল। আবু আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, জুয়াইরিয়া তাঁর নিকট হাদীস বয়ান করেছেন, অতঃপর নবী (সঃ) তাঁকে (রোযা ভাংগার) নির্দেশ দিয়েছেন। তাই তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেছেন।

৬৫-অনুচ্ছেদঃ রোযার জন্য কোন বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করা।

١٨٤٨. عَنْ عَلْقَمَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْتَصُّ مِنَ الاَيَّامِ شَيْئًا قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يُطِيْقُ مَاكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطِيْقُ .

১৮৪৮- আলকামা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযার জন্য কোন দিন নির্দিষ্ট করতেন কি? তিনি জবাব দিলেন, না। তাঁর আমল ছিল স্থায়ী। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমান শক্তি-সামর্থ রাখে তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?

৬৬–অনুচ্ছেদঃ আরাফাতের দিন রোযা রাখা।

١٨٤٩. عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلَتْ أُمُّ الْفَضْلِ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ .

১৯৪৯. হারিস কন্যা উম্মুল ফযল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আরাফাতের দিন লোকজন তাঁর কাছে নবী (সঃ)–এর রোযা (রাখা না রাখা) সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ বলল, তিনি রোযা রেখেছেন। অন্যরা বলল, তিনি রোযা রাখেননি। তখন উম্মুল ফযল (রা) নবী (সঃ)–এর খেদমতে এক পিয়ালা দুধ পাঠালেন। তিনি উটের ওপর বসা ছিলেন। দুধটুকু তখনি তিনি পান করে ফেললেন।

١٨٥٠. عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ .

১৮৫০. মুসলিম জননী মাইমূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। লোকজন আরাফাতের দিন নবী (সঃ)–এর রোযা রাখার ব্যাপারে সন্দেহ করছিল। (তিনি বলেন), তখন আমি তাঁর খেদমতে কিছু দুধ পাঠালাম। এই সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানরত ছিলেন। তখনি দুধটুকু তিনি পান করে ফেললেন। আর লোকজন তা দেখছিল (অতএব তাদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল)।

৬৭–অনুচ্ছেদঃ ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা।

١٨٥١. عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى بْنِ أَزْهَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ هٰذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

১৮৫১. ইবনে আযহারের মুক্ত গোলাম আবু উবাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন উমর ইবনুল খাত্তাবের সংগে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এই দু'দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেনঃ ঈদুল ফিতরের দিন, দ্বিতীয় হল যেদিন তোমরা কোরবানীর গোশত খেয়ে থাক।

١٨٥٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ وَّعَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ-

১৮৫২. আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল ফিতর ও কোরবানীর ঈদের দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও যা নিষেধ করেছেন তা হল–চাদর ইত্যাদি এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে দেয়া–যাতে হাত বের করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় হাঁটুদ্বয় খাড়া করে বসতে, এতে তলদেশ উন্মুক্ত হয়ে যায়, আর ফজর ও আসর নামায পড়ার পর আর কোন নামায পড়তে।

৬৮–অনুচ্ছেদ ঃ কোরবানীর দিন রোযা রাখা।

١٨٥٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُنْهٰى عَنْ صِيَامَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৮৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, দুই ধরনের রোযা এবং দুই রকমের বেচা–কেনা নিষিদ্ধঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন রোযা রাখা এবং মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতিতে বেচা–কেনা। ২৬

١٨٥٤. عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ نَذَرَ اَنْ يَّصُوْمَ يَوْمًا قَالَ اَظُنُّهُ قَالَ الاِثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ عِيْدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ هٰذَا الْيَوْمِ.

১৮৫৪. যিয়াদ ইবনে জুবাইর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন লোক ইবনে উমর (রাঃ) –এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি মান্নত করেছে যে, সে একদিন রোযা রাখবে। বর্ণনাকারী বয়ান করেন, আমার ধারণা দিনটি সোমবার ছিল । ঘটনাক্রমে তা ঈদের দিন পড়ে গেল। ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা মান্নত পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং নবী (সঃ) এই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

١٨٥٥. عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثِنْتَى عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ اَرْبَعًا مِّنَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَعْجَبْنَنِى قَالَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ

২৬. 'মুলামাসা' বলা হয় এমন কেনা–বেচাকে–ক্রেতা যে জিনিস কিনবে তা হাতে স্পর্শ করা মাত্র ক্রয় করতে তাকে বাধ্য করা। আর 'মুনাবাযা' হল, বিক্রেতা তার জিনিস খরিদ্দারের ওপর ছুড়ে মারাই বেচা–কেনা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়া অর্থাৎ এতে খরিদ্দার ও বিক্রেতা–উভয়ের স্বাধীন মতামত খর্ব হয়। এমন ধরনের বেচা–কেনা সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ।

مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْمَحْرَمٍ وَّلاَ صَوْمَ فِى يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى وَمَسْجِدِىْ هٰذَا .

১৮৫৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে বারটি জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে চারটি কথা শুনেছি এবং আমার তা খুবই পসন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, মেয়েলোক একা যেন দু'দিনের সফর না করে। তবে স্বামী কিংবা মুহরিম (যার সাথে বিয়ে হারাম এমন) ব্যক্তি যদি সাথে থাকে (তবে করতে পারবে)। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিন কোন রোযা নেই, ফজরের পরে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আর তিনটি মসজিদ ভিন্ন অপর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি যেন নেয়া না হয়ঃ কাবা শরীফ, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববী (সঃ)।

৬৯—অনুচ্ছেদঃ আইয়ামে তাশরীকের রোযা।

١٨٥٦. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُوْمُ اَيَّامَ مِنًى وَكَانَ اَبُوْهَا يَصُوْمُهَا .

১৮৫৬. হিশাম ইবনে উরওয়া (রঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) মিনায় অবস্থানের দিনগুলোতে রোযা রাখতেন এবং উরওয়াও এই নিদগুলোয় রোযা রাখতেন।

١٨٥٧. عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالاَ لَمْ يُرَخَّصْ فِىْ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ اَنْ يُّصَمْنَ اِلاَّ لِمَنْ لَّمْ يَجِدِ الْهَدْىَ .

১৮৫৭. আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আইয়ামে তাশরীকে রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। তবে যার নিকট কোরবানীর জানোয়ার নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)।

١٨٥٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ اِلٰى يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ اَيَّامَ مِنًى .

১৮৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জকে উমরার সাথে মিলিয়ে তামাত্তু করে তার জন্য আরাফাতের দিন পর্যন্ত রোযা রাখার অনুমতি রয়েছে। আর যদি

তার কোরবানীর জানোয়ার না থাকে এবং সে রোযাও রাখেনি, তাহলে সে মিনার দিনগুলোয় রোযা রাখতে পারে।২৭

৭০—অনুচ্ছেদঃ আশুরার দিনের রোযা।

١٨٥٩. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ اِنْ شَاءَ صَامَ.

১৮৫৯. সালেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশুরার দিন কেউ ইচ্ছা করলে রোযা রাখতে পারে।

١٨٦٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ.

১৮৬০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (প্রথমত) আশুরার দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যখন রমযানের রোযা ফরয করা হল, তখন যার ইচ্ছা হতো রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।

١٨٦١. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصُوْمُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

১৮৬১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা জাহিলিয়াতের যুগে আশুরার দিন রোযা রাখতো। জাহিলিয়াতের যুগে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও এই দিন রোযা রাখতেন। (হিজরত করে) তিনি যখন মদীনায় আসেন, তখনও (প্রথমত) তিনি এ রোযা রেখেছেন এবং তা রাখার নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশুরার দিন রোযা রাখা ছেড়ে দেয়া হল। যার ইচ্ছা এর রোযা রাখত এবং যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিত।

١٨٦٢. عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِى سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ اَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَاَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.

---

২৭. আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ কোরবানীর ঈদের দিনের পর ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ এই তিন দিন রোযা রাখা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ আছে। হানাফী মাযহাবে এই তিন দিনও রোযা রাখা নিষেধ। এ দিনে রোযার মান্নত অন্য দিনে আদায় করতে হবে।

১৮৬২. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) যে বছর হজ্জ করেছিলেন, মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিন রোযা রাখা ফরয করেননি। আমি রোযা রেখেছি। তাই যার ইচ্ছা রোযা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা নাও রাখতে পারে।

١٨٦٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَرَأَى الْيَهُوْدَ تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هٰذَا يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فَاَنَا اَحَقُّ بِمُوْسٰى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ .

১৮৬৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদীনায় এসে দেখলেন, ইহূদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি ধরনের (রোযা)? তারা জবাব দিল, এটি একটি পবিত্র দিন। এ দিন আল্লাহ দুশমন থেকে বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই এ দিন মূসা (আঃ) রোযা রেখেছেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের তুলনায় মূসার বেশী হকদার হলাম আমি। অতঃপর তিনিও রোযা রাখলেন এবং এ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন।

١٨٦٤. عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ كَانَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُوْدُ عِيْدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُوْمُوْهُ اَنْتُمْ .

১৮৬৪. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইহূদীরা আশুরার দিনকে 'ঈদ' হিসেবে গণ্য করত। নবী (সঃ) (সাহাবাগণকে) বললেন, তোমরাও এ দিন রোযা রাখ।

١٨٦٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرّٰى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلٰى غَيْرِهِ اِلَّا هٰذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَهٰذَا الشَّهْرَ يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ .

১৮৬৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে এ দিন অর্থাৎ আশুরার দিন এবং এ মাস অর্থাৎ মাহে রমযান ভিন্ন আর কোন দিনকে অধিক ফযীলতের মনে করে রোযা রাখতে দেখিনি।

١٨٦٦. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِّنْ اَسْلَمَ اَنْ اَذِّنْ فِي النَّاسِ اَنَّ مَنْ كَانَ اَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ اَكَلَ فَلْيَصُمْ فَاِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ .

১৮৬৬. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে হুকুম করেছেন, সে যেন জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, যে ব্যক্তি কিছু খেয়ে ফেলেছে সে যেন বাকী দিন রোযা রাখে। আর যে (এখনও) কিছু খায়নি সে যেন রোযা রেখে দেয়। কেননা আজ হল আশুরার দিন।

৭১–অনুচ্ছেদঃ তারাবীহ নামাযের ফযীলত।

١٨٦٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

১৮৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি রমযানে (রাতে তারাবীহর নামাযে) ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় দাঁড়ায় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

١٨٦٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَّصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِىْ رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّىْ اَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلاَءِ عَلٰى قَارِئٍ وَّاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ وَالَّتِىْ تَنَامُوْنَ عَنْهَا اَفْضَلُ مِنَ الَّتِىْ تَقُوْمُوْنَ يُرِيْدُ اٰخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ اَوَّلَهُ.

১৮৬৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রাতে ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় (নামাযে) দাঁড়ায়, তার আগেকার সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

ইবনে শিহাব বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করলেন। আর হুকুমও এ অবস্থায়ই রয়ে গেল। তারপর আবু বকর (রাঃ)–এর গোটা খিলাফতকাল এবং উমর (রাঃ)–এর খিলাফতের প্রথম ভাগ এ অবস্থায়ই কেটে গেল (অর্থাৎ সকলেই একা একা তারাবীহ পড়তো)।

ইবনে শিহাব (র) উরওয়া ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেছেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মসজিদের দিকে বের হলাম। দেখলাম, বিভিন্ন অবস্থায় বহু লোক। কেউ একা একা নামায পড়ছে। কোথাও এক ব্যক্তি নামায পড়ছে আর কিছু লোক তার সাথে নামায আদায় করছে। তখন উমর (রাঃ) বললেন, আমার মনে হয়, এদের সবাইকে একজন কারীর সাথে জামাআতবন্দী করে দিলে সবচাইতে ভাল হবে। অতঃপর তিনি (তা করার) মনস্থ করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে জামাআতবন্দী করে দিলেন। এরপর আমি দ্বিতীয় রাতে আবার তাঁর সাথে বের হলাম। দেখলাম, লোকজন তাদের ইমামের সাথে নামায পড়ছে। উমর (রাঃ) বললেন, এটি উত্তম 'বিদআত' বা সুন্দর ব্যবস্থা। রাতের যে অংশে লোকেরা ঘুমায় তা যে অংশে তারা ইবাদত করে তার চেয়ে উত্তম। অর্থাৎ রাতের প্রথম ভাগের চাইতে শেষ ভাগের নামায অধিক উত্তম-এটাই তিনি বুঝাতে চেয়েছেন।

١٨٦٩. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى وَذٰلِكَ فِى رَمَضَانَ وَاِنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِّنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلّٰى فِى الْمَسْجِدِ وَصَلّٰى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَاَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوْا فَاجْتَمَعَ اَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلّٰى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَاَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَكَثُرَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ اَهْلِهِ حَتّٰى خَرَجَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ وَلٰكِنِّى خَشِيْتُ اَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ.

১৮৬৯. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েছেন এবং তা রমযানে হয়েছিল। অন্য এক সনদে আছে ..... আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রমযানের রাতের মধ্যভাগে বের হলেন, অতঃপর মসজিদে নামায পড়লেন এবং লোকজনও তাঁর পিছনে নামায পড়লো। পরে ভোর হলে মানুষ এর চর্চা করল। দ্বিতীয় দিন এর চাইতে অধিক মানুষ জামাআতে শামিল হল। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে নামায পড়ল। অতঃপর ভোর হলে মানুষ পরস্পর আলোচনা করল। অতঃপর মানুষ মসজিদে তৃতীয় রাতেও অধিক হল। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হলেন, (মসজিদে গিয়ে) নামায পড়লেন, মানুষও তাঁর সাথে নামায আদায় করল। তারপর যখন চতুর্থ রাত হল, মসজিদ এত মানুষ ধারণে অক্ষম হয়ে গেল। তিনি ফজরের নামায পড়তে বের হলেন। তিনি নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁর প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন,

তিনি তাশাহ্হুদ বা খুতবা পড়লেন, তারপর বললেন, অতঃপর তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে আমার কাছে কিছুই গোপন নেই। তবে আমি ভয় করছি, তোমাদের উপর (এ তারাবীহ) ফরয হয়ে যায় নাকি। আর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করলেন আর অবস্থা এমনটি রয়ে গেল।

١٨٧ . عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى اَرْبَعًا فَلاَ تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلٰثًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ.

১৮৭০. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মাহে রমযানে (রাতে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায কেমন ছিল। তিনি জবাব দিলেন, রমযানে এবং রমযান ব্যতীত অন্য সময় এগার রাকআতের বেশী তিনি পড়তেন না। (প্রথমত) তিনি চার রাকআত পড়েন। এ চার রাকআতের সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তুমি কোন প্রশ্ন করো না। তারপর আরও চার রাকআত পড়েন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে (আর কি বর্ণনা দিব, কাজেই কোন) জিজ্ঞাসাই করো না। এরপর পড়েন আর তিন রাকআত। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি বেতের নামায পড়ার আগেই শুয়ে যান? তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমার চোখ দু'টি ঘুমিয়ে যায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। [২৮]

৭২—অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদরের ফযীলত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণীঃ

---

২৮. তারাবীহ নামায কত রাকআত, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ প্রমুখ ইমামদের মতে তারাবীর নামায ২০ রাকআত। ইমাম মালেকের মতে ২০ এবং ৩৬ রাকআত। অধিকাংশ ওলামা ২০ রাকআতের মতকেই অগ্রগণ্য বলেছেন এবং এতে ইজমা হয়েছে। তাঁদের দলীলঃ হযরত ওমরের (রাঃ) খেলাফতকালে ২০ রাকআত নামায পড়ার নিয়ম চালু হয় (মুওয়াত্তা) আরো দালায়েল দ্বারা তাঁরা ২০ রাকআত প্রমাণ করেছেন।

কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন, তারাবীহ ৮ রাকআত। তাঁদের দলীল আয়শা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। ২০ রাকআতের মত পোষণকারীরা এ হাদীসের অর্থ বলেন যে, আয়েশার বর্ণনা তারাবীহ সম্পর্কে ছিলো না, বরং তাহাজ্জুদ সম্পর্কে। কেননা রমযান ও গায়রে রমযানে বেতেরসহ তাহাজ্জুদের রাকআত একই ছিল। তাছাড়া রমযানে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে আয়েশা বলেন, রমযান আসলেই আল্লাহর দরবারে দোআ ও কান্নাকাটিতে নবীজীর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যেত এবং তাঁর নামাযের পরিমাণ অনেক বেড়ে যেত (বায়হাকী) ২০ রাকআত নামাযের প্রমাণে ৭টি হাদীস বিদ্যমান। এসম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর রাসায়েল-মাসায়েল গ্রন্থের একটি আলোচনা এখানে যোগ করা হলো

তারাবীহ্ নামাযের রাকআত সংখ্যা

প্রশ্নঃ তারাবীহ্ নামাযের রাকআত সংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রশ্নের আপনার প্রদত্ত জবাব ৭-৩-১৯৮৪ ইং তারিখে সাপ্তাহিক এশিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জবাব পড়ে বুঝলাম, বিষয়টির আপনি বিজ্ঞজনোচিত বিশ্লেষণ করেননি, বরং প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। এতে বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে। একদিকে আপনি বলছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর তারাবীহ ছিলো আট রাকআত। অপর দিকে বলেন, উমর (রা) বিশ রাকআতের প্রচলন করেন এবং সকল সাহাবী এর উপর একমত হন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন।' এখন প্রশ্ন জাগে, সুন্নাতে রসূল যখন আট রাকআত তখন হযরত উমার (রা) বিশ রাকআত কোথেকে গ্রহণ করলেন? কেমন করে তা জারী করলেন? সকল সাহাবী এবং খলীফাগণ সুন্নাতে রসূলকে উপেক্ষা করে কিভাবে বিশ রাকআতের উপর ঐক্যতম (ইজমা) প্রতিষ্ঠা করেন? সাহাবীগণ এরূপ দুঃসাহস করবেন, তা কি সম্ভব?

আপনার বক্তব্য অনুযায়ী রসূল (সঃ) যেহেতু আট রাকআত পড়েছেন সেহেতু হযরত উমর (রাঃ) বিশ রাকআতের প্রচলন করেছেন না বলে আট রাকআত জারী করেছেন বললে অধিকতর কিয়াসসম্মত হয় না কি? কেননা প্রথমতঃ সুন্নাত তো আট রাকআত। দ্বিতীয়তঃ সুন্নাতের দাবী তো হচ্ছে হযরত উমার (রাঃ) আট রাকআতেরই প্রচলন করবেন। তৃতীয়তঃ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হযরত উমার (রাঃ) আট রাকআতই পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন, ইমাম মালিক তাঁর মুআত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের নিম্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেনঃ

উমার (রাঃ) রমযান মাসের নামাযের ব্যাপারে উবাই ইবনে কাব এবং তামীম আদ-দারীকে এগার রাকআত পড়ানোর নির্দেশ দেন। (কিতাবুস সালাত, আর-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল-বাজী বলেছেনঃ "হযরত উমার (রা) সম্ভবত রাসূলের তারাবীহ থেকেই আট রাকআত গ্রহণ করেছেন" (তানবীরুল হাওয়ালেক)।

ইমাম মালিক বলেছেনঃ হযরত উমার (রা) লোকদেরকে যত রাকআতের জন্যে একত্র করেছিলেন, সেটাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তা হচ্ছে এগার রাকআত । বস্তুতঃ রাসূলে খোদা (সঃ) এগার রাকআতই পড়েছিলেন।

ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলঃ "এগার রাকআত কি বিত্‌রসহ?" জবাবে তিনি বলেনঃ হাঁ। আর তের রাকআতও রাসূলের (স) নামাযের কাছাকাছি। আমার বুঝে আসে না লোকেরা এতো রাকআত তারাবীহ কোথেকে আবিষ্কার করলো।" (সুয়ূতী, আল-মাসাবীহ ফী সালাতিত তারাবীহ)।

আপনার বক্তব্য পড়ার পর আমার বুঝে আসছে না যে, সুন্নাতে রাসূল আট রাকআত হওয়া সত্ত্বেও হযরত উমার (রা) কেন বিশ রাকআতের প্রচলন করলেন? তাঁর নিকট কি সুন্নাতে রাসূলের কোনো বাস্তবতা ছিল না? নাকি সুন্নাতের অনুসরণে কমতির আশংকা ছিলো তাঁর? নাকি বিশ রাকআত পড়াটা উম্মাতের জন্যে আট রাকআতের মতোই সহজ ছিলো? কিংবা বিশ রাকআতে আট রাকআতের চাইতে অধিক খোদাভীতি জাগ্রত হতে পারতো? শেষ পর্যন্ত কোন্ যুক্তিতে হযরত উমার (রা) একটি সহজতর সুন্নাতে রাসূলের স্থলে একটি কঠিন কাজ করার হুকুম উম্মাতকে প্রদান করলেন?

উপরোদ্ধৃত উক্তি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে সহীহ, সুন্নাতে রাসূল অনুসরণের দর্পণ এই সঠিক হাদীসগুলোর পরিবর্তে আপনি গ্রহণ করেছেন জয়ীফ হাদীস, যেগুলো রিওয়ায়াত এবং দিরায়াত কোনো দিক থেকেই সহীহ্ নয়। তবে কেন? আপনার নিকট হাদীস গ্রহণ -বর্জনের এবং অগ্রাধিকার দানের মানদন্ড কি যদ্দারা আপনি হাদীস যাচাই-বাছাই করেন? মেহেরবানী করে বিস্তারিত ও স্পষ্ট আলোচনা করবেন, যাতে আমরাও একটি ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হই।

উত্তরঃ

তারাবীহর রাকআত সংখ্যার ব্যাপারটি সেসব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো নিয়ে দীর্ঘ দিনের মতবিরোধ ও তর্ক-বাহাস উভয় পক্ষকে বেপরোয়া বানিয়ে দিয়েছে। তাই আট বা বিশ শব্দটি কারো মুখ দিয়ে বেরুতেই অপর পক্ষ তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে উদ্যত হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি এরকমই নয় যে, তা নিয়ে ঝগড়া বা তর্ক-বাহাছের প্রয়োজন আছে। কেউ যদি আট রাকআতের প্রমাণ পেয়ে থাকেন তবে আট রাকআত পড়বেন

এবং অযথা বিশ রাকআতকে বিদআত ঘোষণা করতে গিয়ে নিজের শক্তি সামর্থ অপব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে কেউ যদি বিশ রাকআতেরই প্রমাণ পেয়ে থাকেন, তবে তিনি বিশ রাকআত পড়বেন। আট রাকআতের অনুবর্তনকারীদের বিরোধিতা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। পৃথিবীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মুখে এর চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে, যা তাদের মনোযোগ, শ্রম, সময় ও সম্পদের দাবী করছে। সেগুলো ত্যাগ করে এসব আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে নিজেদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ খুইয়ে দেয়া খোদার দীনের সংগে ইনসাফ হতে পারে না।

সম্মানিত প্রশ্নকর্তা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, তারাবীহর নামায আট রাকআতের অধিক পড়া সুন্নাতের খেলাফ। নবী করীম (সা) তারাবীহ আট রাকআত পড়েছেন, এটাই তার দাবীর ভিত্তি। অথচ এর ভিত্তিতে যদি তারাবীহ আট রাকআতের অধিক পড়াকে সুন্নাতের খেলাফ বলা বৈধ হয়, তবে একজন লোককে গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়তে হবে এবং এর চাইতে অধিক পড়াকে সুন্নাতের খেলাফ ঘোষণা করতে হবে। কেননা নবী করীম (সা) গোটা জীবনে তারাবীহর নামায শুধুমাত্র তিনবার জামাআতে পড়েছেন বলেই প্রমাণিত। প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত উমার (রা) যে সকল মুসলমানদের জন্যে গোটা রমযান মাসে নিয়মিত মসজিদে জামাআতের সাথে তারাবীহর নামায পড়ার বন্দোবস্ত করে গেছেন আপনি তাঁর এই ইজতিহাদকে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাকে সুন্নাতের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করেন না। তাহলে তাঁর তারাবীহর নামায বিশ রাকআত নির্ধারিণ করাটা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে সুন্নাতের খেলাফ হয়ে গেলো?

হযরত উমার (রাঃ) থেকে যে বিশ রাকআত প্রমাণিত-বিজ্ঞ প্রশ্নকর্তা এব্যাপারেই সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে দিতে চাইছেন। মূলতঃ এটা উন্যাসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত উমার (রা) যে তারাবীহ বিশ রাকআত নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তা প্রায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত। সাহাবীগণ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। তাঁর পরের খলীফা ও সাহাবীগণ তদনুযায়ী আমল করেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেনঃ

"অধিকাংশ আহ্লে ইল্ম' সেই নিয়মই মেনে চলেন যা হযরত উমার (রা), হযরত আলী (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত, অর্থাৎ বিশ রাকআত" (আবওয়াবুস সাওম, বাব মা জাআ ফী কিয়ামে শাহরে রামাদান)।

মুহাম্মাদ ইবনে নাস্রুল মারওয়াযী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে এই একই কথার উল্লেখ করেন। ইবনে আবি শাইবা বিশ রাকআতকে হযরত উমার, হযরত আলী, হযরত উবাই ইবনে কাব এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের আমল বলে উল্লেখ করেন। ইবনে আব্দুল বার বলেন, প্রসিদ্ধ আলেমগণ বিশ রাকআতেরই প্রবক্তা ছিলেন। তাছাড়া বিশ রাকআতের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিল না। ইবনে কুদামাহ্ তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে লিখেছেনঃ

"ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে তারাবীহ বিশ রাকআতই উত্তম। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা ও শাফিয়ীর বক্তব্যও তাই। কিন্তু ইমাম মালিক ছত্রিশ রাকআতের প্রবক্তা। তাঁর মতে, ইসলামের প্রাচীন যুগ থেকে ছত্রিশ রাকআতই চলে আসছে। এর প্রতিকূলে আমাদের দলীল হচ্ছে, হযরত উমার যখন সকল বিচ্ছিন্ন তারাবীহ পড়ুয়াদের উবাই ইবনে কাবের ইমামতিতে একত্র করলেন, তখন তিনি বিশ রাকআত তারাবীহ পড়াতেন। আর একথাও প্রমাণিত যে, হযরত আলী (রাঃ) এক ব্যক্তিকে রমযানে বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ানোর জন্যে নিয়োগ করেন। তাঁদের এ আমল প্রায় 'ইজমার' সমার্থক। যদি একথা প্রমাণও হয় যে, পরবর্তীতে মদীনাবাসীরা ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়েছেন, তবুও হযরত উমার (রা) যা কিছু করেছিলেন এবং যার উপর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের যুগে একমত হয়েছিলেন- তার অনুসরণ করাই উত্তম" (আল-মুগনী, প্রথম খন্ড)।

এসব দলীল-প্রমাণের প্রতিকূলে সম্মানিত প্রশ্নকর্তার সমস্ত আস্থা কেবল সেই বর্ণনাটির উপরই নিবদ্ধ যা ইমাম মালিক (র) তাঁর মুআত্তায় সায়িব ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে সংকলন করেছেন। তাতে তিনি বলেনঃ "হযরত উমার (রা) বিতরসহ তারাবীহ এগার রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" কিন্তু এ প্রসঙ্গে তিনটি কথা বিবেচ্য। প্রথমত, এই মুআত্তা গ্রন্থেই ইমাম মালিক ইয়াযীদ ইবনে রুমানের এই বর্ণনাও উদ্ধৃত করেছেনঃ

"হযরত উমার বিতরসহ তারবীহ তেইশ রাকআত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন" (কিতাবুস-সালাত, আত-তারগীব ফিস-সালাতি ফী রামাদান)। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্মানিত প্রশ্নকর্তা এ বর্ণনাটি উপেক্ষা করেছেন।

দ্বিতীয়ত, সেই সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রা) যাঁর সূত্রে ইমাম মালিক এগার রাকআতের বর্ণনা সংকলন

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ. تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

"নিশ্চয়ই আমি এই (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে। তুমি জান শবে কদর কি? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সেই রাতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ [জিবরাঈল] তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব রকমের কল্যাণ নিয়ে (দুনিয়ায়) অতবরণ করে থাকেন। সেই রাতটি ফজর পর্যন্ত কেবল শান্তিই শান্তি।"

١٨٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১৮৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখল, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাতে (ইবাদতে) দাঁড়াল, তার আগেকার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

৭৩—অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ সাত দিনে।

করেছেন, তাঁরই সূত্রে অত্যন্ত সহীহ্ সনদসহ ইমাম বায়হাকী তেইশ রাকআতের পক্ষে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, হযরত উমার (রা) প্রথম দিকে হয়ত এগার রাকআত নির্ধারণ করেছিলেন; কিন্তু পরবর্তীতে তা তেইশ রাকআতে পরিবর্ধন করেন।

তৃতীয়ত , স্বয়ং ইমাম মালিক এ দু'টি বর্ণনার একটিও গ্রহণ করেননি, বরং তিনি ছত্রিশ রাকআতের পক্ষে ফায়সালা দেন। তিনি বলেন, এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় থেকে মদীনায় তিন রাকআত বিতর এবং ছত্রিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার প্রথা চলে আসছে। সুয়ূতী তাঁর আল- মাসাবীহ গ্রন্থে যা-ই লিখে থাকুন না কেন, মালিকী ফকীহ্গণ কিন্তু তাঁদের ইমামের উপরোক্ত বক্তব্যকেই সঠিক মনে করেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করলে বুঝা যায়, যদিও নবী করীম (সা) আট রাকআত পড়েছিলেন, কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিয়ীগণ প্রায় সমষ্টিগতভাবে তাঁর এ কাজের অর্থ এটা মনে করেননি যে, আট রাকআত পড়াই সুন্নাত এবং তার চাইতে অধিক পড়া সুন্নাতের খেলাফ কিংবা বিদআত। আশ্চর্যের বিষয়, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণ সম্পর্কে কী করে এ ধারণা করা হলো যে, তাঁরা সুন্নাত-বিদআতের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থেকে এতোটা মাহরূম ছিলেন, কিংবা তাঁরা সুন্নাত ত্যাগ করে বিদআত গ্রহণ করেছেন?

সর্বোপরি কথা হচ্ছে, কেউ যদি নবী (সা)-এর আট রাকআত পড়ার অর্থ এটা মনে করেন যে, সুন্নাত হিসাবে আট রাকআতের প্রচলন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তবে তিনি ভালবাসার সাথে তার উপরই আমল করুন এবং তার মতের সমর্থকগণও এরই উপর আমল করুন। কিন্তু বিশ রাকআতকে সুন্নাতের খেলাফ ঘোষণা এতটা সহজ নয়, যতটা প্রশ্নকর্তা ধারণা করেছেন। কেননা বিশ রাকআতের পক্ষে প্রচুর দলীল- প্রমাণ মওজুদ রয়েছে — (রাসায়েল মাসায়েল, ৩য় খন্ড, ২৮২-৬)।

١٨٧٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرٰى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَت فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيْهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ.

১৮৭২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) –এর কয়েকজন সাহাবীকে স্বপ্নে (রমযানের) শেষ সাত রাতে লাইলাতুল কদর দেখান হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সামঞ্জস্যশীল হয়ে গেছে। তাই যে ব্যক্তি তা খোঁজ করতে চায় –সে যেন শেষ সাত রাতেই তা খোঁজ করে।

١٨٧٣. عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا سَعِيْدٍ وَّكَانَ لِى صَدِيْقًا فَقَالَ اِعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِن رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ اِنِّى اُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا اَوْ نُسِّيْتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى الْوِتْرِ فَاِنِّى رَأَيْتُ اَنِّى اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرٰى فِى السَّمَاءِ قَزَعَةً فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتّٰى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ حَتّٰى رَأَيْتُ اَثَرَ الطِّيْنِ فِىْ جَبْهَتِهِ

১৮৭৩. আবু সালামা (রঃ) বলেছেন, আমি আবু সাঈদকে –যিনি আমার বন্ধু ছিলেন– এক প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সঙ্গে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ই'তেকাফে বসলাম। অতঃপর বিশ তারিখের ভোরে নবী (সঃ) বেরিয়ে আসলেন, আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাকে শবে কদর দেখান হয়েছে। তারপর আমি তা ভুলে গিয়েছি। কিংবা তিনি বলেছেন, আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনের বেজোড় তারিখে (অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) লাইলাতুল কদর তালাশ কর। কেননা আমি দেখতে পেয়েছি যে, আমি স্বয়ং পানি ও কাদায় সিজদা করছি। তাই যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাথে ইতেকাফে বসেছে সে যেন ফিরে আসে। সুতরাং আমরা ফিরে এলাম। আমরা আকাশে এক টুকরা মেঘও দেখলাম না। হঠাৎ এক খন্ড মেঘ দেখা দিল এবং বর্ষণ শুরু হল। এমনকি মসজিদের ছাদ ভেসে গেল। এ ছাদ খেজুর পাতায় নির্মিত ছিল। অতঃপর নামায পড়া হল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে পানি ও কাদায় সিজদা করতে দেখলাম। এমনকি আমি তাঁর কপালে কাদার চিহ্ন দেখতে পেলাম।

৭৪—অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর খোঁজ করা।

١٨٧٤. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর।

١٨٧٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِىْ رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِىْ فِىْ وَسَطِ الشَّهْرِ فَاِذَا كَانَ حِيْنُ يُمْسِىْ مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً تَمْضِىْ وَيَسْتَقْبِلُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ رَجَعَ اِلٰى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ وَاِنَّهُ اَقَامَ فِى شَهْرٍ جَاوَرَ فِيْهِ اللَّيْلَةَ الَّتِىْ كَانَ يَرْجِعُ فِيْهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَاَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ كُنْتُ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ قَدْ بَدَا لِىْ اَنْ اُجَاوِرُ هٰذِهِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِىْ فَلْيَثْبُتْ (فَلْيَلْبَثْ) فِىْ مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا فَابْتَغُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَابْتَغُوْهَا فِىْ كُلِّ وَتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِىْ اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَاَمْطَرَتْ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِىْ مُصَلَّى النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ فَبَصُرَتْ عَيْنِىْ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِىٌّ طِيْنًا وَّمَاءً .

১৮৭৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মাহে রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। যখন বিশ তারিখ অতীত হত এবং ২১ তারিখ এসে যেত তখন তিনি স্বগৃহে ফিরে আসতেন। আর যারা তাঁর সাথে ইতেকাফে বসতো তারাও ফিরে যেতো। একবার রমযানে তিনি সেই রাতে ই'তেকাফে ছিলেন যে রাতে সাধারণতঃ তিনি ফিরে চলে যেতেন। তারপর তিনি মানুষের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং আল্লাহ যা চেয়েছেন সে মতে তিনি নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, আমি এ দশদিনে ই'তেকাফ করতাম। কিন্তু এখন আমার নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ করা উচিত। অতএব যারা আমার সাথে ইতেকাফে বসেছে, তারা যেন নিজেদের ই'তেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমাকে স্বপ্নে শবে কদর দেখানো হয়েছে। এরপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা (রমযানের) শেষ দশ দিনেই তা তালাশ কর। আর তার খোঁজ কর প্রত্যেক বেজোড় রাতে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। সে রাতেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, সব ভেসে গিয়েছে

এবং নবী (সঃ) –এর নামাযের স্থানটিতে পানি গড়িয়ে পড়েছে। এটি ছিল একুশ তারিখের রাত। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, নবী (সঃ) ফজরের নামায শেষ করেছেন আর তাঁর চেহারা কাদা ও পানিতে পূর্ণ ছিল।

١٨٧٦. عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْتَمِسُوْا.

১৮৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (শবে কদর) তালাশ কর।

١٨٧٧. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৭৭. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন এবং বলতেন, তোমরা লাইলাতুল কদরকে রমযানের শেষ দশ দিনে তালাশ কর।

١٨٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِى رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى .

১৮৭৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা লাইলাতুল কদর রমযানের শেষ দশ দিনে খোঁজ কর। লাইলাতুল কদর এসব রাতে আছে–যখন (রমযানের) ৯, ৭ কিংবা ৫ রাত বাকী থেকে যায় (অর্থাৎ ২১, ২৩ ও ২৫ তারিখে)।

١٨٧٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلْتَمِسُوْا فِى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ .

১৮৭৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তোমরা ২৪তম রাতে তালাশ কর।

١٨٨٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِىَ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ هِىَ فِى تِسْعٍ يَمْضِيْنَ اَوْ فِىْ سَبْعٍ يَّبْقِيْنَ يَعْنِىْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ .

১৮৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তা (শবে কদর) শেষ দশ দিনে আছে। যখন নয় রাত অতীত হয়ে যায় কিংবা সাত রাত বাকী থাকে (অর্থাৎ ২৯ কিংবা ২৭ তারিখে)।

৭৫–অনুচ্ছেদঃ মানুষের ঝগড়া–বিবাদের কারণে লাইলাতুল কদরের নির্দিষ্ট তারিখ বিস্মৃত হওয়া।

١٨٨١. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ

فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِى التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

১৮৮১. উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে লাইলাতুল কদর সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। এমন সময় দু'জন মুসলমান বিবাদে লিপ্ত ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি বের হয়েছিলাম তোমাদেরকে লাইলাতুল কদর (এর সঠিক তারিখ সম্বন্ধে) খবর দেয়ার জন্য, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়ায় লিপ্ত হল। তাই (এর এলেম আমার থেকে উঠিয়ে নেয়া হল)। সম্ভতঃ এর মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত ছিল। অতএব তোমরা লাইলাতুল কদর (শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে তালাশ কর।

৭৬—অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনের আমলের বর্ণনা।

١٨٨٢. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَاَحْيَى لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ .

১৮৮২. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন (রমযানের শেষ) দশ দিন এসে যেত, তখন নবী (সঃ) পরনের কাপড় মজবুত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে প্রস্তুতি নিতেন), রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও জাগাতেন।

৭৭—অনুচ্ছেদঃ রমযানের শেষ দশ দিনে সকল মসজিদে ই'তেকাফে বসা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .

'তোমরা যখন মসজিদগুলোয় ই'তেকাফের অবস্থায় থাকবে তখন আপন স্ত্রীদের সাথে সহবাস করো না। এগুলো হল আল্লাহর অলংঘনীয় বিধান। তাই এসবের নিকটেও যেও না। এভাবেই আল্লাহ মানুষের কল্যাণে তাঁর নির্দেশাবলী সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে।"

١٨٨٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .

১৮৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফ বসতেন।

١٨٨٤. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .

১৮৮৪. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীগণও (শেষ দশকে) ই'তেকাফ করতেন।

١٨٨٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ كان يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِىَ اللَّيْلَةُ الَّتِىْ يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنْ اعْتِكَافِهِ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِى فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ اُرِيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِى اَسْجُدُ فِىْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ مِّنْ صَبِيْحَتِهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِىْ كُلِّ وِتْرٍ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَبْهَتِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صُبْحِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ .

১৮৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। অতঃপর এক বছর তিনি (সেই নিয়মে) ইতেকাফে বসলেন। যখন একুশ তারিখের রাত আসল যে রাতের ভোর বেলায় সাধারণত তিনি ইতেকাফ থেকে বেরিয়ে আসতেন, তিনি বললেন, যে আমার সাথে ইতেকাফ করেছে সে যেন শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করে। কেননা এই (কদরের) রাত আমাকে দেখান হয়েছে। তারপর তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি ঐ রাতের ভোরে পানি ও কাদায় সিজদা দিচ্ছি। অতএব তোমরা শেষ দশটি তারিখে তা তালাশ কর এবং প্রত্যেক বেজোড় রাতে তা খোঁজ কর। তারপর সেই রাতেই আকাশ থেকে প্রবল বর্ষণ হল। মসজিদের ছাদে খেজুর পাতার ছাউনি ছিল। এজন্য মসজিদে পানির ফোটা পড়তে লাগল। আমার দু'টি চোখ একুশ তারিখের ভোরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখতে পেল যে, তাঁর কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন ছিল।

৭৮—অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতীর ইতেকাফরত পুরুষের মাথায় চিরুনি করা।

١٨٨٦. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِى اِلَىَّ رَاْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِى الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

১৮৮৬. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মসজিদে ইতেকাফরত অবস্থায় নিজের মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আচড়িয়ে দিতাম।

৭৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফরত ব্যক্তি বিনা দরকারে যেন ঘরে না যায়।

١٨٨٧. عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلاَّ لِحَاجَةٍ اِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا .

১৮৮৭. নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। অথচ তিনি মসজিদে (ইতেকাফরত) ছিলেন। আমি তা আচড়িয়ে দিতাম। তিনি ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় জরুরী দরকার ভিন্ন ঘরে যেতেন না।

৮০-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় গোসল করা।

١٨٨٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَاَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَاْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَاَغْسِلُهُ وَاَنَا حَائِضٌ

১৮৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমার হায়েয অবস্থায়ও একই বিছানায় আমার সাথে রাত যাপন করেছেন। তিনি ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন এবং আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তা ধুয়ে দিতাম।

৮১-অনুচ্ছেদঃ রাতে ইতেকাফ করা।

١٨٨٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ فَاَوْفِ بِنَذْرِكَ .

১৮৮৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নত করেছিলাম-মসজিদে হারামে এক রাত ইতেকাফ করব। নবী (সঃ) বলেন, তা হলে তোমার মান্নত পূরণ কর।[২৯]

৮২- অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইতেকাফ করা।

١٨٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَكُنْتُ اَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ فَاسْتَاْذَنَتْ

২৯. এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে জাহিলী যুগেও আরবদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ) -এর ধর্মের কিছু কিছু ঐতিহ্য অটুট ছিল।

حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَاَذِنَتْ لَهَا فَضَرَبَتْ خِبَاءً فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً اٰخَرَ فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الْاَخْبِيَةَ فَقَالَ مَا هٰذَا فَاُخْبِرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبِرَّ تُرَوْنَ (تُرِدْنَ) بِهِنَّ فَتَرَكَ الْاِعْتِكَافَ ذٰلِكَ الشَّهْرِ ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯০. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসতেন। আমি তাঁর জন্য তাঁবু খাটিয়ে দিতাম। তিনি ফজরের নামায আদায় করে তাতে প্রবেশ করতেন। একবার হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)–এর নিকট অনুরূপ তাঁবু খাটানোর অনুমতি চাইলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) একটি তাঁবু খাটালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা) তা দেখে আরেকটি তাঁবু খাটালেন। ভোর বেলায় নবী (সঃ) তাঁবুগুলো দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? তখন তাঁকে (সব) অবগত করান হল। (তা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তারা কি এ সব দ্বারা নেকী হাসিল করতে চায়? অতঃপর তিনি সে মাসের ইতেকাফ বর্জন করলেন এবং শাওয়াল মাসে পুনরায় দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৩– অনুচ্ছেদঃ মসজিদে তাঁবু খাটানো।

١٨٩١. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي اَرَادَ اَنْ يَّعْتَكِفَ اِذَا اَخْبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ وَخِبَاءُ حَفْصَةَ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ فَقَالَ اَلْبِرَّ تَقُوْلُوْنَ بِهِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ حَتّٰى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ .

১৮৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (একবার) ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি যে স্থানে ইতেকাফ করার ইচ্ছা করলেন সেখানে গিয়ে দেখলেন, কয়েকটি তাঁবু পড়েছে। একটি তাঁবু আয়েশার, একটি হাফসার, আর একটি যয়নাব (রাঃ)–এর। তিনি বললেন, তোমরা কি এগুলোর মধ্যে কল্যাণ আছে মনে কর ? অতঃপর তিনি ইতেকাফ না করেই ফিরে গেলেন এবং পরে শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।

৮৪–অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনে ইতেকাফ অবস্থায় মসজিদের দরজায় আসা যায়।

١٨٩٢. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْ اَنَّهَا جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ النَّبِيُّ مَعَهَا يَقْلِبُهَا حَتّٰى اِذَا

يَلغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيْتُ اَنْ يُّقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯২. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (একবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে দেখা করার জন্য মসজিদে গেলেন। নবী (সঃ) তখন রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তেকাফে ছিলেন। সাফিয়া (রাঃ) তাঁর নিকট (বসে) সামান্য সময় কথাবার্তা বললেন। এরপর (ঘরে) ফেরার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (সঃ)-ও সংগে সংগে উঠলেন এবং তাঁকে এগিয়ে দেবার জন্য উম্মে সালামা (রাঃ)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌছলেন। তখন দু'জন আনসারী সাহাবী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলেন। নবী (স) তাদের বললেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। এই মহিলা হল হুয়াইর কন্যা সাফিয়া। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানুষের শিরায় পৌছতে সক্ষম। তাই আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণার সৃষ্টি করে দেয় না কি।

৮৫-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর বিশ তারিখে ইতেকাফ সমাপ্ত করা।

١٨٩٣. عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيَّ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ اِعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ فَخَرَجْنَا صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ قَالَ فَخَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيْحَةَ عِشْرِيْنَ فَقَالَ اِنِّي اُرِيْتُ (رَأَيْتُ) لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَاِنِّي نُسِّيْتُهَا (نَسِيْتُهَا) فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ فِي الْوِتْرِ فَاِنِّي رَأَيْتُ اَنِّي اَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلْيَرْجِعْ فَرَجَعَ النَّاسُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَمَانَرٰى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ فَجَاءَ ت سَحَابَةٌ فَمَطَرَت وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الطِّيْنِ وَالْمَاءِ حَتّٰى رَأَيْتُ الطِّيْنَ فِي اَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ.

১৮৯৩. আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শবে কদর সম্বন্ধে কিছু

উল্লেখ করতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে রমযানের দ্বিতীয় দশকে ইতেকাফে বসেছিলাম। আমরা বিশ তারিখের ভোরে বেরিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বিশ তারিখের ভোরেই আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, আমাকে কদরের রাত দেখান হয়েছিল এবং আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তোমরা তা শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে তালাশ কর। কেননা আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। অতএব যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ইতেকাফরত ছিল তার ফিরে আসা উচিত। সুতরাং লোকজন মসজিদে ফিরে গেল। আমরা আসমানে এক খন্ড মেঘও দেখলাম না। কিন্তু (হঠাৎ) মেঘ আসল, বৃষ্টি হল এবং নামায পড়া হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) কাদা ও পানিতে সিজদা করলেন। এমনকি আমি তাঁর কপাল ও নাকে কাদা দেখতে পেয়েছি।

৮৬-অনুচ্ছেদঃ রক্তপ্রদর অবস্থায় নারীর ইতেকাফ।

١٨٩٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ امْرَأَةٌ مِّنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

১৮৯৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাঁর কোন এক স্ত্রী ইস্তেহাযা অবস্থায় ইতেকাফ করেছিলেন। সেই স্ত্রী (স্রাবের রক্তের রঙ) লাল ও হলুদ দেখতেন। প্রায়ই আমরা তাঁর নীচে একখানা তস্তরী রেখে দিতাম (রক্ত যেন তাতেই পড়ে)। আর এই অবস্থায় তিনি নামায পড়তেন।

৮৭-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের সময় স্বামীর সাথে স্ত্রীর দেখা করা।

١٨٩٥. عَنْ صَفِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَنَظَرَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَجَازَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمَا شَيْئًا.

১৮৯৫. নবী-পত্নী সাফিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মসজিদে ছিলেন। তাঁর নিকটে তাঁর বিবিগণও ছিলেন। তাঁরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন নবী (সঃ) হুয়াই তনয়া

সাফিয়াকে বললেন, তুমি তাড়াতাড়ি করো না (অপেক্ষা কর), আমিও তোমার সাথে যাব। সাফিয়ার কক্ষটি ছিল উসামা ইবনে যায়েদের ঘরের নিকটে। নবী (সঃ) তাঁর সাথে চললেন। দু'জন আনসারী পুরুষের সাথে তাঁর দেখা হল। তারা নবী (সঃ)-এর দিকে তাকাল। তারপর এগিয়ে চলল। নবী (সঃ) তাদের বললেন, তোমরা (এদিকে) এগিয়ে এস। এই মেয়েলোকটি সাফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তারা বলল, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রসূলাল্লাহ! নবী (সঃ) বললেন, শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। আমার আশংকা হল, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয়া কি না।

৮৮-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফকারী নিজেই কি কুধারণা দূর করতে পারে?

١٨٩٦. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشٰى مَعَهَا فَاَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَلَمَّا اَبْصَرَهُ دَعَاهُ فَقَالَ تَعَالَ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذِهِ صَفِيَّةُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ اٰدَمَ مَجْرَى الدَّمِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اَتَتْهُ لَيْلاً قَالَ وَهَلْ هُوَ اِلاَّ لَيْلٌ .

১৮৯৬. আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। সাফিয়া (রাঃ) নবী (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। নবী (সঃ) তখন ইতেকাফরত ছিলেন। যখন সাফিয়া ফিরে চললেন, নবী (সঃ)-ও তাঁর সাথে কতদূর হাঁটলেন। একজন আনসারী পুরুষ নবী (সঃ)-কে দেখল। নবী (সঃ)-ও তাঁকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন এবং বললেন, এ হল সাফিয়া বিনতে হুয়াই। শয়তান বনী আদমের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে।

আলীর বর্ণনা, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি নবী (সঃ)-এর নিকট রাতে এসেছিলেন? তিনি জবাব দিলেন, তা তো রাতই ছিল।

৮৯-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ থেকে ভোরে বেরিয়ে আসা।

١٨٩٧ - عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ فَلَمَّا كَانَتْ صَبِيْحَةُ عِشْرِيْنَ فَقُلْنَا مَتَا عَنَا فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ اِلٰى مُعْتَكَفِهٖ فَاِنِّي رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَاَيْتُنِي اَسْجُدُ فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى مُعْتَكَفِهٖ وَهَاجَتِ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَا فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَقَدْ هَاجَتِ السَّمَاءُ مِنْ اٰخِرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيْشًا فَلَقَدْ رَاَيْتُ عَلٰى اَنْفِهٖ وَاَرْنَبَتِهٖ اَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ -

১৮৯৭. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে মাঝের দশ দিনে ইতেকাফে বসেছিলাম। বিশ তারিখ ভোরে আমরা আমাদের আসবাবপত্র স্থানান্তর করলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে বললেন, যে ইতেকাফে ছিল সে যেন ইতেকাফের জায়গায় ফিরে যায়। আমি (স্বপ্ন) এই (কদরের) রাত দেখতে পেয়েছি। আমি দেখেছি, আমি পানি ও কাদায় সিজদা করছি। যখন তিনি নিজ ইতেকাফের জায়গায় ফিরে গেলেন, তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং বর্ষণ শুরু হল। কসম সেই সত্তার যিনি তাঁকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন! আকাশ সেই দিনের শেষভাগে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল। আর মসজিদে ছিল তখন খেজুর পাতায় ছাউনি। আমি তাঁর নাক ও কপালে পানি ও কাদার চিহ্ন দেখেছি।

৯০—অনুচ্ছেদঃ শাওয়াল মাসে ইতেকাফ করা।

١٨٩٨. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ فَاِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الَّذِى اعْتَكَفَ فِيْهِ قَالَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ اَنْ تَعْتَكِفَ فَاَذِنَ لَهَا فَضَرَبَتْ فِيْهِ قُبَّةً فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بِهَا فَضَرَبَتْ قُبَّةً اُخْرٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْغَدَاةِ اَبْصَرَ اَرْبَعَ قِبَابٍ فَقَالَ مَا هٰذَا فَاُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ فَقَالَ مَا حَمَلَهُنَّ عَلٰى هٰذَا الْبِرُّ انْزِعُوْهَا فَلاَ اَرَاهَا فَنُزِعَتْ فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِىْ رَمَضَانَ حَتّٰى اعْتَكَفَ فِى اٰخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ .

১৮৯৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে ইতেকাফ করতেন। তিনি ফজরের নামায আদয়ের পর ইতেকাফে চলে যেতেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট ইতেকাফ করার অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সেখানে একটি তাঁবু খাটালেন। হাফসা (রাঃ) যখন তা শুনলেন, তিনি একটি তাঁবু বানালেন। এরপর যয়নাব (রাঃ) তা শুনলেন। তিনিও একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায শেষে ফিরে এসে চারটি তাঁবু দেখে বললেন, এসব কি? তাঁকে সব খবর দেয়া হল। তিনি বললেন, তাদেরকে নেকী হাসিলের উদ্দেশ্য এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেনি। সব ভেঙ্গে ফেল। আমি এতে নেকীর কোনো কিছু দেখছি না। সুতরাং তাঁবুগুলো উপড়ে ফেলা হল। এরপর সেই রমযানে নবী (সঃ) আর ইতেকাফে বসেননি। শাওয়ালের শেষ দশ দিনে তিনি ইতেকাফ করেছেন।

৯১—অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়।

١٨٩٩. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى نَذَرْتُ فِى

الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ اَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً .

১৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জাহিলী যুগে মসজিদুল হারামে এক রাত ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলাম। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তোমার মান্নত পূরণ কর তখন উমর (রাঃ) এক রাত ইতেকাফ করলেন।

৯২—অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগে ইতেকাফের মান্নত করা অতঃপর মুসলমান হওয়া।

١٩٠٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَنْ يَّعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اُرَاهُ قَالَ لَيْلَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ

১৯০০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) জাহিলী যুগে (মুসলমান হওয়ার আগে) ইতেকাফ করার মান্নত করেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মনে করি, উমর (রাঃ) এক রাতের কথা বলেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তোমার মান্নত পূরণ কর।

৯৩—অনুচ্ছেদঃ রমযানের মধ্যের দশ দিনে ইতেকাফ করা।

١٩٠١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِى كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا.

১৯০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রতি রমযানে দশদিন ইতেকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তার ইন্তেকাল হল, সে বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছিলেন।

৯৪—অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফের ইচ্ছা করে কোন কারণে তা বর্জন করা।

١٩٠٢. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَ اَنْ يَّعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَاسْتَاذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَاَذِنَ لَهَا وَسَاَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ اَنْ تَسْتَاذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ فَلَمَّا رَاَتْ ذٰلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ اَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِىَ لَهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا صَلّٰى انْصَرَفَ اِلٰى بِنَائِهِ فَبَصُرَ بِالْاَبْنِيَةِ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا بِنَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ فَقَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ الْبِرُّ اَرَدْنَ بِهٰذَا مَا اَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ فَلَمَّا اَفْطَرَ اِعْتَكَفَ عَشْرًا مِّنْ شَوَّالٍ.

১৯০২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট (ইতেকাফের) অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। হাফসা (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন [নবী (সঃ)-এর নিকট] তার জন্যও যেন অনুমতি নিয়ে নেয়া আয়েশা (রাঃ) তা করে দিলেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) তা দেখে তিনিও একটি তাঁবু খাটানোর হুকুম করলেন। সুতরাং তার জন্যও একটি তাঁবু খাটানো হল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করে নিজ তাঁবুতে ফিরে যেতে এসব তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এসব কি? সাহাবাগণ বললেন, এগুলো হল আয়েশা, হাফসা ও যয়নাবের তাঁবু। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করলেন, এর দ্বারা তারা কি নেকী হাসিলের এরাদা করেছে? আমি ইতেকাফে থাকব না। সুতরাং তিনি ফিরে চলে গেলেন। রোযা শেষ হলে তিনি শাওয়ালের দশ দিন ইতেকাফ করলেন।[৩০]

৯৫-অনুচ্ছেদঃ ইতেকাফ অবস্থায় মাথা ধোয়ার উদ্দেশ্যে ঘরের দিকে তা এগিয়ে দেওয়া।

١٩٠٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ فِيْ حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ.

১৯০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি হায়েয অবস্থায় নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন অথচ এই সময় নবী (সঃ) ছিলেন মসজিদে ইতেকাফরত। আর আয়েশা (রাঃ) ছিলেন তাঁরই কক্ষে (ঘর থেকেই তিনি নবী (সঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন)। নবী (সঃ) তাঁর মাথা আয়েশা (রাঃ)- এর দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

---

৩০. ইতেকাফ তিন প্রকার-ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

(ক) ইতেকাফের মান্নত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব।

(খ) রমযানের শেষ দশ দিন ইতেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।

(গ) এ দুটি ছাড়া অন্য সময়ের জন্য যে ইতেকাফ করা হয় তা মুসতাহাব। ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুওয়াক্কাদা ইতেকাফের জন্য রোযা শর্ত। মুগতাহাব ইতেকাফ ঘন্টা খানেকের জন্যও করা যায়।

অধ্যায়—১২

كتاب البيوع

(ক্রয়—বিক্রয় ও ব্যবসা—বাণিজ্য)

মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوٰى (البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ ক্রয়—বিক্রয়কে হালাল ও সুদ হারাম করেছেন" (বাকারা ঃ ২৭৫)।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ (البقرة : ٢٨٢)

"হাঁ তবে যদি এমন ব্যবসায় (ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেন) হয় যা নগদ আদান-প্রদান করে তবে তা লিপিবদ্ধ না করায় তোমাদের কোন গুনাহ নেই।"—(সূরা আল বাকরা ২৮২)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণীতে যা বলা হয়েছে।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ .

سورة الجمعة : اية -١٠- ١١ -

"নামায সমাধা হলে তোমরা ভূ—পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে ব্যাপৃত হও। আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে অবশ্যই সফলতা লাভ করতে পারবে। যখন তারা কোন ব্যবসা সামগ্রী বা খেল—তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযে রত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে যা কিছু (মুমিনদের জন্য প্রস্তুত) আছে তা খেল—তামাশা ও ব্যবসায় উপকরণ হতে উত্তম। আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা" (সূরা জুমুআ ঃ ১০—১১)।

মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ"–(সূরা নিসা ঃ ২৯)।

١٩٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ مَابَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّ اِخْوَانِىْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ وَكُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلأِ بَطْنِىْ فَاَشْهَدُ اِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ اِذَا نَسُوْا وَكَانَ يَشْغَلُ اِخْوَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ اَعِىْ حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ اَنَّهُ لَنْ يَّبْسُطَ اَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِىْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ اِلاَّ وَعٰى مَا اَقُوْلُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِىْ فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ.

১৯০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, তোমরা বলে থাক আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বহু (অধিক সংখ্যক) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু আনসার ও মুহাজিরদের কি হল যে, তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার মত অত হাদীস বর্ণনা করতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের মুহাজির ভাইগণ অধিকাংশ সময় বাজারে ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকেন। আর আমার পেট ভরা থাকলে (ক্ষুধার্ত না হলে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সাহচর্য আবশ্যকীয় মনে করি। সুতরাং তারা যখন [রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে] অনুপস্থিত থাকে, আমি তখন উপস্থিত থাকি। তারা যখন ভুলে যায়, আমি মনে রাখি। আর আমাদের আনসার ভাইদের আর্থিক কারবারের ব্যস্ততায় খুব কম ফুরসত মিলে। আমি আহলে সুফফাদের মধ্যে একজন গরীব ব্যক্তি। তারা [আনসারগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট থেকে শোনা কথা] ভুলে যায় কিন্তু আমি সযত্নে মুখস্ত রাখি। কোন এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) (হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে) কথা প্রসংগে বলেছিলেন, আমার কোন কিছু বলার সময় যদি কেউ তার বস্ত্র বিছিয়ে দেয় আর আমার কথা শেষ হবার পর তা গুটিয়ে নেয়, তাহলে আমি যা বলবো তা সবই সে নির্ভুলভাবে মনে রাখতে পারবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (একথা শুনে) আমি আমার গায়ের চাদর বিছিয়ে রাখলাম এবং তিনি কথা শেষ করলে আমি তা গুটিয়ে নিয়ে আমার বক্ষে চেপে ধরলাম। সে সময় থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কোন কথাই ভুলিনি।

١٩٠٥. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اِنِّي اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِيْ وَانْظُرْ اَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْ ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعَ قَالَ فَغَدَا اِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتٰى بِاَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنَ الاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

১৯০৫. ইবরাহীম ইবনে সা'দ (রঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার এবং সা'দ ইবনে রাবীর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। এরপর সা'দ ইবনে রাবী বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার সম্পদের অর্ধেক অংশ তোমাকে প্রদান করব। আর আমার স্ত্রীদের মধ্যে যাকে তোমার পসন্দ হয় তাকে আমি তোমার জন্য তালাক প্রদান করব। (তালাকের) পর সে হালাল হলে (তার ইদ্দত পূর্ণ হলে) তাকে বিবাহ করে নেবে। এসব কথা শুনে আবদুর রহমান (রা) বলেন, এ সবে আমার প্রয়োজন নেই, বরং এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার বা ব্যবসাকেন্দ্র আছে কি না তা আমাকে জানান। সা'দ ইবনুর রাবী (রা) বললেন, হাঁ কায়নুকার বাজার আছে। সা'দ বলেন, পরদিন আবদুর রহমান বাজারে গিয়ে পনির ও ঘি খরিদ করে আনলেন। এরপর তিনি প্রতিদিন সকালে যেতে থাকলেন। অল্প কিছু দিন পর দেখা গেল আবদুর রহমান রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন, সে সময় তার শরীরে সদ্য বিয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিয়ে করেছ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কাকে বিয়ে করেছ? তিনি উত্তর দিলেন, এক আনসার মহিলাকে। পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, মোহর কত দিয়েছ? জবাব দিলেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, এখন তাহলে একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহভোজের ব্যবস্থা কর।

١٩٠٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الاَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اُقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَاُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ

عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيْرًا أَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ مَا سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

১৯০৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) মদীনায় আগমন করলে নবী (সঃ) তার সাথে সা'দ ইবনুর রবীর ভ্রাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে দিলেন। সা'দ ছিলেন সম্পদশালী ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আমার সম্পদ দু'ভাগ করে এক ভাগ তোমাকে দিচ্ছি আর তোমাকে বিবাহও করিয়ে দিচ্ছি। (একথা শুনে) আবদুর রমহান ইবনে আওফ (রা) বললেন, আল্লাহ আপনার পরিবার-পরিজন ও সম্পদে বরকত দান করুন। বাজার কোথায় আমাকে তাই বলে দিন। এরপর তিনি বাজারে গিয়ে ব্যবসা করে লভ্যাংশের পনির ও ঘি নিয়ে পরিবারের লোকদের কাছে ফিরে আসলেন। অল্প কিছু দিন যেতে না যেতেই একদিন তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে দেখা গেল তাঁর দেহ থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, মোহর কত দিয়েছ? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বললেন, খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী (সঃ) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালিমার ব্যবস্থা কর।

١٩٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجِنَّةُ وَذُوالْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ فَكَاَنَّهُمْ تَاَثَّمُوا فِيْهِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ فَقَرَاَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ .

১৯০৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উকায, মাজেন্না ও যুল-মাজায ছিল জাহিলী যুগের বাজার ও ব্যবসাকেন্দ্র। ইসলামী যুগে মুসলমানরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করা অপসন্দ করলে এ আয়াতটি নাযিল হয়, "হজ্জ মওসুমে এসব ব্যবসা কেন্দ্রে ব্যবসার মাধ্যমে[১] তোমরা যদি আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধান কর তবে তাতে কোন দোষ হবে না।" ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই তিলাওয়াত করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ : হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'টির মাঝখানে রয়েছে সন্দেহযুক্ত বিষয়।

---

১. হজ্জের মওসুমে আরবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের জোর তৎপরতা থাকত। অন্য সময়ে সাধারণতঃ এরূপ তৎপরতা থাকত না। এজন্য বিশেষ করে হজ্জ মওসুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এ ধারণা গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হজ্জ মওসুম ব্যতীত বুঝি এসব জায়গায় ক্রয়-বিক্রয় দূষণীয়।

١٩٠٨. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الاِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ اَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَاءَ عَلَى مَايَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُوَاقِعَ مَااسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِيْ حِمَى اللّٰهِ مَنْ يَّرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ اَنْ يُّوَاقِعَهُ.

১৯০৮. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হালাল (বিষয়সমূহ) সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দু'য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে। সুতরাং গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন কোন বিষয় যদি কেউ বর্জন করে তাহলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গোনাহর বিষয়েও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে গোনাহ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য গোনাহর কাজেও জড়িয়ে পড়বে। গোনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ ক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে তার সেখানে (নিষিদ্ধ চারণ ভূমিতে) অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই বেশী রয়েছে।

৩—অনুচ্ছেদ ঃ মুতাশাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা। হাসসান ইবনে আবু সিনান বলেছেন, তাকওয়ার মত সহজতম বিষয় আর কিছু আমি দেখিনি। যে বিষয় তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে তা বর্জন কর আর যা সন্দেহে নিক্ষেপ করে না তা গ্রহণ কর।

١٩٠٩. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا اَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ اِبْنَةُ اَبِي اِهَابٍ التَّمِيْمِي.

১৯০৯. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা এসে বলল যে, সে (মহিলাটি) তাদের উভয়কে (উকবা ও তার স্ত্রীকে) দুধ পান করিয়েছে। উকবা ইবনুল হারিস এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বর্ণনা করলেন। (একথা শুনে) নবী (সঃ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন, যে কথা বলা হয়েছে তার পরেও তুমি আর কিভাবে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারো? উকবার স্ত্রী ছিল আবু ইহাব তামিমীর কন্যা।[২]

---

২. তরজমাতুল বাব বা অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, অনুচ্ছেদ শিরোনামে সন্দেহজনক বস্তু বা বিষয়কে পরিত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে কৃষ্ণকায় মহিলাটি এসে উকবা ইবনুল হারেসকে যা বলল তাতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই উকবা ও তার স্ত্রী মহিলাটির দুধপান করেছিলেন। এটা শুধুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। আর এ সন্দেহের কারণেই নবী (সঃ) হাদীসে বর্ণিত কথাটি বলেছেন। অর্থাৎ সন্দেহজনক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পরিত্যাগের নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

١٩١٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاَقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ اَخِىْ قَدْ عَهِدَ اِلَىَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِى وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ قَدْ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لِمَّا رَاىَ مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَأَهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১৯১০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে এ মর্মে অসিয়ত করেছিলেন যে, যাম'আর দাসীর গর্ভজাত পুত্র আমার ঔরসজাত। (আমার মৃত্যুর পর) তাকে এনে গ্রহণ করবে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (মক্কা) বিজয়ের বছর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাকে গ্রহণ করে বললেন, এ হল আমার ভাইয়ের সন্তান। তিনি আমাকে তার সম্পর্কে অসিয়ত করেছিলেন (যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি তাকে গ্রহণ করে আনবে)। তখন আব্দ ইবনে যাম'আ বাধা দিয়ে বললেন, সে আমার ভাই, কারণ সে আমার পিতার দাসীর সন্তান। যেহেতু সে তার বিছানায় জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর দু'জনই বিষয়টি নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকটে গমন করলেন। সা'দ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আমার ভাইয়ের সন্তান। আমার ভাই তার সম্পর্কে আমাকে অসিয়ত করে গিয়েছেন। আব্দ ইবনে যাম'আ বললেন, সে তো আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর সন্তান, সে তারই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে আব্দ ইবনে যাম'আ! সে তোমারই। নবী (সঃ) এরপর বললেন, যার বিছানায় জন্ম নেবে সন্তান তারই হবে। আর ব্যভিচারীকে পাথর বর্ষণ করতে হবে। তারপর নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রী যাম'আর কন্যা সাওদাকে বললেন, তুমি এর সামনে পরদা করবে। কেননা নবী (সঃ) দেখলেন উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং সে (দাসীর সন্তানটি) মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্যে না পৌঁছা (মৃত্যুবরণ করা) পর্যন্ত আর সাওদা (রা)-র সাথে সাক্ষাত লাভ করেনি।

١٩١١. عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كَلْبِى وَ اُسَمِّى فَاَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا اٰخَرَ

لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ وَلاَ أَدْرِىْ أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى الاٰخَرِ.

১৯১১. আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে তীর বিদ্ধ শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যদি তা ধারাল দিক থেকে আঘাত করে থাকে তবে খাও, কিন্তু তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে শিকার হয়ে থাকলে খেয়ো না। কেননা তা মৃত। আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শিকারের জন্য বিস্‌মিল্লাহ বলে আমার কুকুর ছাড়ি। কিন্তু শিকার ধরার পর আরও একটি কুকুর শিকারের সাথে দেখতে পাই যার উপর আমি বিস্‌মিল্লাহ পড়িনি। আর আমি জানিও না যে, উভয়টির মধ্যে কোনটি শিকার ধরেছে। নবী (সঃ) বললেন, ঐ শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরটি পাঠাবার সময় বিসমিল্লাহ বলেছ, অপরটির জন্য তো বলনি।

৪—অনুচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে।

١٩١٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ لَوْ لاَ أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا.

১৯১২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) একটা পতিত খেজুর দেখে বললেন, এটা সাদকার খেজুর সন্দেহ না থাকলে আমি এটি খেয়ে নিতাম।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ যারা ওসওয়াসা সৃষ্টিকারী ও অনুরূপ বিষয়সমূহকে সন্দেহযুক্ত জিনিস মনে করেন না।

١٩١٣. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِى الصَّلٰوةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِىْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ لاَ وُضُوْءَ اِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ.

১৯১৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (রাঃ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করা হল, কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যেই তার উযু নষ্ট গিয়েছে কি না এ ধরনের ওসওয়াসার শিকার হলে তার নামায নষ্ট হবে কি? উত্তরে নবী (সঃ) বললেন, যতক্ষণ শব্দ বা গন্ধ না পাবে ততক্ষণ তার নামায নষ্ট হবে না। ইবনে আবু হাফসা যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যতক্ষণ তুমি গন্ধ না পাবে বা শব্দ না শুনবে ততক্ষণ পুনর্বার উযুর প্রয়োজন হবে না।

١٩١٤. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ

لاَ نَدْرِىْ اَذَكَرُوْا اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ-

১৯১৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এক দল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না তারা যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কি না। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা তা বিসমিল্লাহ বলে খাও।

৬—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذَا رَأَوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا. قُلْ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ .

"যখন তারা কোন ব্যবসার সামগ্রী বা খেল—তামাশার উপকরণ দেখতে পায়, তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহর কাছে মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে যা কিছু প্রস্তুত আছে তা খেল—তামাশা (সাময়িক আনন্দ—তৃপ্তি) ও ব্যবসার উপকরণ হতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা।" (আল—জুমু'আ ঃ ১১)।

١٩١٥. عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِذْ اَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَابَقِىَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ اِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا.

১৯১৫. জাবের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। এ সময় শাম (সিরিয়া) থেকে উটের একটি বহর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে পৌছলে সবাই সে দিকে ছুটে গেল। নবী (সঃ)-এর সাথে নামাযে মাত্র বারজন লোক অবশিষ্ট থাকল। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হলঃ "যখন তারা কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়।"

৭—অনুচ্ছেদ ঃ কোথা থেকে কিভাবে অর্থ উপার্জিত হল—এ ব্যাপারে যারা মোটেই পরওয়া করে না।

١٩١٦. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

১৯১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের জন্য এমন এক সময় আসবে, যখন সে তার উপার্জন হালাল না হারাম পন্থায় করল তা যাচাই করার কোন প্রয়োজন বোধ করবে না।

৮—অনুচ্ছেদ ঃ বস্তু ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা—বাণিজ্য করা। আল্লাহ বলেন ঃ

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

"তারা হচ্ছে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসায় ও কেনা—বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না" (নূর ঃ ৩৭)। কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ)—এর সময় ঈমানদার] লোকেরা ব্যবসায়—বাণিজ্য ও ক্রয়—বিক্রয়ে মশগুল হলেও যখনই আল্লাহর কোন হক তাদের সামনে আসত, তখনি তারা তা আদায় করত। ক্রয়—বিক্রয় বা ব্যবসায়—বাণিজ্য এ ব্যাপারে তাদেরকে গাফিল করতে পারত না।

١٩١٧. عَنْ اَبِىْ الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَاِنْ كَانَ نَسِيًّا فَلاَ يَصْلُحُ .

১৯১৭. আবুল মিনহাল (রঃ) বলেন, আমি বারাআ ইবনে আযেব (রা) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)—কে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সময় আমরা দু'জন ছিলাম বণিক। আমরা সোনা ও রূপার মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ ক্রয়—বিক্রয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ যদি হাতে হাতে অর্থাৎ নগদ নগদ আদান—প্রদান হয় তাহলে কোন দোষ নেই, কিন্তু যদি বাকি হয় তাহলে তা জায়েয নয়।

৯—অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহির্গত হওয়া। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ . سورة الجمعة : اية – ١٠

"নামায সমাধা হলে তোমরা পৃথিবী—পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (তথা রিযিক) অন্বেষণ করতে থাক। আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ কর তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে" (জুমুআ ঃ ১০)।

١٩١٨. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الاَشْعَرِىَّ اسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسَى فَفَرَغَ عُمَرُ

فَقَالَ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ قَيْسٍ اِئْذَنُوْا لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَالِكَ فَقَالَ تَأْتِيْنِيْ عَلٰى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِاَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ عُمَرُ اَخَفِيَ هٰذَا عَلَيَّ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِيْ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِيْ الْخُرُوْجَ اِلٰى تِجَارَةٍ.

১৯১৮. উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু মূসা আশআরী (রা) উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। হয়ত তিনি (উমর) কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং আবু মূসা (রা) ফিরে গেলেন। উমর (রা) কাজ সমাধা করে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের কথা শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বলো। বলা হলো, তিনি ফিরে গিয়েছেন। তিনি (উমর) তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে বললেন, আমাদেরকে এ আদেশই দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে)। তিনি (উমর) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কি কোন প্রমাণ দিতে পারবেন? তিনি আনসারদের মজলিসে উপনীত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, আমাদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়সী আবু সাঈদ খুদরীই এ ব্যাপারে বলতে পারবে। তারপর তিনি আবু সাঈদ খুদরীকে সাথে নিয়ে উমরের নিকট গেলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও কি আমার কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে ব্যস্ত থাকাটাই এ ব্যাপারে আমাকে গাফিল করে রেখেছিল।

১০—অনুচ্ছেদ ঃ নৌপথে ব্যবসা—বাণিজ্য। মাতার (রঃ) বলেছেন, এতে (সামুদ্রিক বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। আর এ বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে যা বর্ণনা করছেন তা সম্পূর্ণ যথাযথ। এরপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করেনঃ

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ – سورة النحل: اية –١٠

"তোমরা দেখে থাক জাহাজসমূহ সমুদ্র বক্ষ চিরে এগিয়ে চলে আর এভাবে তোমরা আল্লাহর মেহেরবানী (রিযিক) অন্বেষণ করে থাকো" (নাহল ঃ ১৪)।

এক বচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত 'আল—ফুল্ক' অর্থ নৌযান। মুজাহিদ বলেছেন, জাহাজ বাতাসের বুক চিরে চলে। আর একমাত্র বড় জাহাজসমূহ বাতাসের শক্তিতে চলে। লাইছ .... আবু হুরাইরার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি [রসূল (সঃ)] বনী ইসরাঈলের এক লোক সম্পর্কে বললেন, সে নৌ—বাণিজ্যে বের হয়ে নিজের সমস্ত (আর্থিক) প্রয়োজন মিটিয়েছিল। এরপর তিনি পুরা হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

১১—অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا . قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ .

"তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল—তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে একাকী নামাযরত রেখে সেদিকে ছুটে যায়। তুমি বলে দাও, মুমিনদের জন্য পুরস্কার হিসেবে আল্লাহর নিকট যা কিছু প্রস্তুত আছে তা ব্যবসায় এবং খেল—তামাশার উপকরণের চাইতে উত্তম। আর আল্লাহই উত্তম রিযিকদাতা" (জুমু'আ ঃ ১১)।

তিনি (আল্লাহ) আরও বলেন ঃ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .

"সেই সব লোক যাদেরকে ব্যবসায়—বাণিজ্য ও ক্রয়—বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দিতে পারে না।" কাতাদা বলেছেন, ঐ লোকেরা ব্যবসায় বাণিজ্যে ও ক্রয়—বিক্রয়ে ব্যস্ত থাকত। তবুও যখনই আল্লাহর কোন হক বা অধিকার পূরণের দাবী তাদের সামনে আসত তখন তাঁরা তা ঠিক ঠিক আদায় করতেন। এ ব্যাপারে ব্যবসায় বাণিজ্য বা ক্রয়—বিক্রয় তাদেরকে গাফিল করে দিতে পারত না।

١٩١٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْفَضَّ النَّاسُ اِلاَّ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا.

১৯১৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুমুআর দিনে (জুমুআর) নামায পড়ছিলাম। এমন সময় একটা (বাণিজ্য) কাফেলা আগমন করলে বারজন লোক ছাড়া সবাই নবী (সঃ)-কে ফেলে (নামাযরত রেখে) সেদিকে ছুটে গেলে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ "তারা যখন কোন ব্যবসায় সামগ্রী বা খেল-তামাশার উপকরণ দেখতে পায় তখন তোমাকে (একাকী নামাযে) দন্ডায়মান রেখে সেদিকে ছুটে যায়।"

১২—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ..... وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ (البقرة : ٢٦٧)

"হে ঈমানদারগণ! নিজেদের পবিত্র উপার্জন থেকে খরচ কর এবং ভূমি ও ক্ষেত থেকে আমি যা কিছু তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি তা থেকে খরচ কর (দান—সদকা কর)। এসব জিনিস থেকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের জিনিস খরচ করার সংকল্প

করো না। (কারণ এভাবে যদি তোমাদেরকে প্রদান করা হয় তবে) নম্রতা প্রকাশ ব্যতীত তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে চাইবে না। জেনে রেখ, আল্লাহ প্রয়োজন বোধের উর্ধে এবং সর্বাধিক প্রশংসিত" (বাকারা ঃ ২৬৭)।

١٩٢٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرُ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৯২০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার ঘরের খাদ্যদ্রব্য ক্ষতির মনোভাব না নিয়ে দান করলো, যেহেতু সে দান করেছে এজন্য সে পুরস্কার পাবে। তার স্বামী উপার্জন করার জন্য পুরস্কার পাবে আর রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুরস্কার লাভ করবে। তাদের এক জনের কারণে অন্যের পুরস্কারের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।

١٩٢١. عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ .

১৯২১. হাম্মাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরাকে নবী (সঃ) থেকে (হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন নারী তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার আদেশ বা অনুমতি ছাড়াই দান (সদকা) করলে সে (নারী) ঐ দানের সওয়াবের অর্ধাংশ লাভ করবে।

১৩—অনুচ্ছেদ ঃ প্রচুর পরিমাণে রিযিক কামনাকারী ব্যক্তি।

١٩٢٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

১৯২২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি চায় তার রিযিকের ক্ষেত্র প্রসারিত হোক এবং এরপরও তার সুনাম বাকী থাক, সে যেন (নিকট) আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

১৪—অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা।

١٩٢٣. عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِّنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَّرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ .

১৯২৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য খরিদ করেছিলেন।

١٩٢٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَشٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لاَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَاِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ .

১৯২৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি যবের রুটি ও কিছু দুর্গন্ধযুক্ত যাইতুন তৈল নিয়ে মদীনায় নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তিনি এক ইহূদীর কাছে তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের জন্য কিছু যব নিয়েছিলেন। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছিঃ মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনদের নিকট কোন সন্ধ্যায়ই এক সা[৩] গম বা এক সা' পরিমাণ কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য থাকেনি। অথচ সে সময় তাঁর নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

১৫—অনুচ্ছেদ ঃ ব্যক্তির নিজ উপার্জনে জীবিকা নির্বাহ করা।

١٩٢٥. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِيْ اَنَّ حِرْفَتِيْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤْنَةِ اَهْلِيْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاْكُلُ اٰلُ اَبِيْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ .

১৯২৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করা হলে তিনি বলেন, আমার লোকেরা জানে যে, আমার পেশা আমার পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণে অক্ষম ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলমানদের সার্বক্ষণিক কাজে নিযুক্ত হলাম (এখন নিজের জন্য কোন কাজ করতে পারছি না)। তাই আবু বকরের সন্তান সন্তুতি ও পরিবার পরিজন এখন থেকে এ মাল (বায়তুল মালের সম্পদ) থেকে খেতে থাকবে আর সে [আবু বকর (রাঃ)] মুসলমানদের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

١٩٢٦. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمْ وَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ اَرْوَاحٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ .

১৯২৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ রুজি উপার্জনের জন্য নিজেরাই দৈহিক পরিশ্রম করতেন। এ কারণে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসত। তাই তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা গোসল করলে ভাল হত।

---

৩. এক সা' বাংলাদেশী ওজনে প্রায় ১সের ১৩ ছটাকের সমান।

١٩٢٧. عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

১৯২৭. মিকদাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কোন দিন খায়নি। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতের কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে জীবন ধারণ করতেন।

١٩٢٨. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لاَ يَاْكُلُ اِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ .

১৯২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর নবী দাউদ (আ) নিজের হাতে কাজ করে উপার্জিত খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করতেন।

١٩٢٩. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْئَالَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ .

১৯২৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ কাঠ সংগ্রহ করে তার বোঝা পিঠে বহন করে রুজি উপার্জন করলে তা তার জন্য লোকের কাছে ভিক্ষা করার চাইতে উত্তম। আর যার কাছে ভিক্ষা চাওয়া হল সে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

١٩٣٠. عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَاَنْ يَّاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ .

১৯৩০. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের জন্য মানুষের নিকট হাত পাতার চাইতে রশি নিয়ে জংগলে গিয়ে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন করা অনেক ভাল।

১৬—অনুচ্ছেদঃ ক্রয়—বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নম্রতা ও শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে কেউ তার পাওনা ফেরত চাইলে নম্রতার সাথে চাওয়া উচিত।

١٩٣١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرٰى وَاِذَا اقْتَضٰى .

১৯৩১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ এমন সহনশীল ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন, যে ক্রয়—বিক্রয় ও নিজের অধিকার আদায়ের সময় নম্রতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সচ্ছল ও বিত্তশালী ব্যক্তিকে অবকাশ প্রদান করে।

١٩٣٢. عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلٰئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ اٰمُرُ فِتْيَانِيْ اَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ -

১৯৩২. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণ তার রূহের সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোন ভাল কাজ করেছ? লোকটি বলল, আমি আমার কর্মচারীদের (ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি) সচ্ছল হলেও তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য এমনকি অব্যাহিত চাইলে অব্যাহিত দেয়ার জন্যও নির্দেশ প্রদান করতাম। বর্ণনাকারী হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (সঃ) বললেন, এ কথা শুনে ফেরেশতাগণও তাকে অব্যাহতি প্রদান করলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্তদের অবকাশ প্রদান করা।

١٩٣٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا رَاٰى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১৯৩৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, একজন বণিক লোকদের কর্জ প্রদান করত। কিন্তু সে (তার ঋণ গ্রহীতাদের) কাউকে অসচ্ছল ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেখলে নিজের লোকদেরকে বলত, তাকে ক্ষমা করে দাও। হতে পারে এজন্য আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ সত্যই তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রিত বস্তুর দোষ-গুণ গোপন না করে বরং পরস্পরকে অবহিত করা ও একে অপরের কল্যাণ কামনা করা। আদ্দাআ ইবনে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে এ মর্মে লিখে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (সঃ) আদ্দাআ ইবনে খালিদের নিকট থেকে (অমুক জিনিস) খরিদ করলেন। এ ক্রয়-বিক্রয় একজন মুসলমানের সাথে অপর একজন মুসলমানের ক্রয়-বিক্রয়ের মত, এর মধ্যে কোন রোগ-ব্যাধি, অবাধ্যতা বা চুরির দোষ নাই। কাতাদা বলেন, 'গায়েলা' শব্দের অর্থ হল যিনা, চুরি ও পলায়ন। ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন কোন দালাল (গবাদী পশুর দালাল) খোরাসান ও সিজিস্তানের নাম করে বলে থাকে, গতকালই খোরাসান থেকে এসেছে অথবা আজই সিজিস্তান থেকে এসেছে (এ বিষয়ে আপনি কি বলেন)।

এটাকে তিনি সাংঘাতিকভাবে অপসন্দ করলেন। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জন্য দোষমুক্ত দ্রব্যসামগ্রীর দোষ প্রকাশ করে বলা ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয নয়।

١٩٣٤. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا .

১৯৩৪. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং বিক্রয়ের জিনিসের দোষ বর্ণনা করে তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসের) দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

২০—অনুচ্ছেদ ঃ বিভিন্ন রকমের (উৎকৃষ্ট—নিকৃষ্ট) খেজুর ক্রয়—বিক্রয় করা।

١٩٣٥. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كُنَّا نَرْزُقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَدِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

১৯৩৫. আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা বিভিন্ন রকমের খেজুর পেতাম অর্থাৎ ভাল-মন্দ মিশ্রিত খেজুর। আর সেগুলো আমরা (ভাল) এক সা' খেজুরের বিনিময়ে দুই সা' করে বিক্রি করতাম। কিন্তু নবী (সঃ) বললেন, এক সা' (খেজুরের) পরিবর্তে দুই সা' (খেজুর) এবং দু' দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম (বিক্রি করা) চলবে না।

২১—অনুচ্ছেদ ঃ গোশত বিক্রেতা এবং কসাইদের সম্পর্কে।

١٩٣٦. عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلاَمٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِىْ طَعَامًا يَكْفِىْ خَمْسَةً فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوَ النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَاِنِّىْ قَدْ عَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْجُوْعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لاَ بَلْ قَدْ اَذِنْتُ لَهُ .

১৯৩৬. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু শুআইব নামক আনসারদের এক ব্যক্তি এসে তার কসাই কৃতদাসকে আদেশ প্রদান করল, আমাদের পাঁচ জনের উপযোগী খাদ্য প্রস্তুত কর। পাঁচ জনের একজন হিসেবে আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করতে মনস্থ করেছি। কেননা আমি তাঁর (সঃ) চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ দেখতে পেয়েছি। পাঁচ জনের সাথে আরো এক ব্যক্তি আগমন করলে নবী (সঃ) বললেন, এ লোকটি আমাদের সাথে এসেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে অনুমতি দিতে পার। আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহলে ফিরে যাবে। আনসারী লোকটি বললো, না, সে ফিরে যাবে না, বরং আমি তাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

২২—অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলা ও বস্তুর দোষ গোপন করার কারণে বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

١٩٣٧. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৩৭. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার (উভয়েরই) থাকে। যদি তারা উভয়ে (এ ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (বিক্রেতা জিনিসের) দোষ বর্ণনা করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়কেই বরকত দান করা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও (জিনিসে) দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২৩—অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ গ্রহণ করো না, এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে সফলতা অর্জন করতে পারবে" (আলে ইমরান ঃ ১৩০)।

١٩٣٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِىْ الْمَرْءُ بِمَا اَخَذَ الْمَالَ اَمِنَ الْحَلاَلِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ .

১৯৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের সম্মুখে এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তা হালাল বা হারাম পন্থায় অর্জিত হচ্ছে কি না এ কথা মোটেই চিন্তা করবে না।

২৪–অনুচ্ছেদ ঃ সূদ গ্রহীতা, সূদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

"যারা সূদ গ্রহণ করে তারা সেই লোকের মত যাকে স্পর্শের মাধ্যমে শয়তান উদভ্রান্ত ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। কারণ তারা বলে, ব্যবসায়ের মুনাফাও তো সূদেরই অনুরূপ। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল ও সূদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে তার প্রভুর নিকট থেকে এ উপদেশ পৌঁছার কারণে সে সূদ থেকে বিরত হয়েছে তার অতীতের সূদ খাওয়া তো অতীতেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এর চূড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। কিন্তু তাদের প্রভুর তরফ থেকে নির্দেশ পৌঁছার পরও যারা সূদ খাবে তারা নিশ্চিতভাবে দোযখের বাসিন্দা, তারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করবে" (বাকারা ঃ ১৭৫)।

١٩٣٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰخِرَ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِىْ الْخَمْرِ.

১৯৩৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে সেগুলো নবী (সঃ) মসজীদে পড়ে শুনালেন এবং মদের ব্যবসায় হারাম ঘোষণা করলেন।

١٩٤٠. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهْرٍ مِّنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِىْ النَّهْرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمٰى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَأَيْتَهُ فِىْ النَّهْرِ اٰكِلُ الرِّبَا.

১৯৪০. সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ আজ রাতে আমি স্বপ্নে দু'জন লোককে দেখলাম, তারা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে

একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত-নদীর তীরে পৌঁছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল, আর নদীর তীরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর। এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তার মুখমন্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যেতে বাধ্য করল। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তার মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে, যার ফলে সে (পূর্বস্থানে) ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করছে। নবী (সঃ) বললেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে (কি কারণে তার এ শাস্তি হচ্ছে বা তার এ অবস্থা কেন)? তারা (আমার সাথের লোক দু'জন) বলল, নদীর মধ্যে দাঁড়ানো যে লোকটিকে দেখলেন, সে এক সূদখোর।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ সূদখোরের গুনাহ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ . فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَاتُظْلَمُوْنَ . وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের যেসব সূদের অর্থ লোকদের নিকট পাওনা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আর যদি এরূপ (এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ) না কর, তবে জেনে রাখ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা থাকল। আর যদি তওবা করে বিরত হও তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবার অধিকারী থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম হবে না। ঋণ গ্রহণকারী যদি অস্বচ্ছল হয়, তাহলে স্বচ্ছলতা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে অবকাশ প্রদান কর। তবে ঋণের অর্থ যদি তাদেরকে সদকা হিসেবে দিয়ে দাও, তাহলে সেটা হবে অধিক কল্যাণকর, যদি তা তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও। যেদিন আল্লাহর কাছে তোমাদের ফিরে যেতে হবে সেদিনের বিপজ্জনক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কর। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাল-মন্দ কৃতকর্মের যথাযথ ফল লাভ করবে এবং কোন অবস্থায়ই তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না" (বাকারাঃ ২৭৮-১৮১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটিই মহানবী (স)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

١٩٤١ . عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُوْمَةِ وَاكِلِ الرِّبَا . وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ.

১৯৪১. আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি তিনি একজন রক্তমোক্ষণকারী কৃতদাস খরিদ করেছিলেন। পিতার আদেশে কৃতদাসটির রক্তমোক্ষণের যন্ত্রপাতি নষ্ট করে ফেলা হল। আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কুকুর ও রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে এবং উলকি অংকন করতে ও করাতে, সূদ দিতে ও নিতে নিষেধ করেছেন এবং চিত্র অংকনকারীকে অভিসম্পাত করেছেন।

২৬–অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ .

"আল্লাহ সূদকে ধ্বংস করেন এবং যাকাতে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ ও অপরাধীকে মোটেই পছন্দ করেন না" (বাকারাঃ ২৭৬)।

١٩٤٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ .

১৯৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছিঃ মিথ্যা শপথের দ্বারা পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে যায় বটে কিন্তু এতে বরকত বা কল্যাণ ধ্বংস হয়ে যায়।

২৭– অনুচ্ছেদঃ ক্রয়–বিক্রয়ে শপথ অপছন্দনীয়।

١٩٤٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىْ بِهَا مَالَمْ يُعْطَ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً .

১৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে মুসলমানদের কাউকে ফাঁদে ফেলার জন্য আল্লাহর নামে শপথ করে–ঐ মাল সে যত দামে কিনেছে তা এখনও কেউ বলেনি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ "যারা আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তি ও নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে।"

২৮–অনুচ্ছেদঃ স্বর্ণকারদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে।

তাউস (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, হেরেমের অভ্যন্তরের গাছ যেন কাটা না হয়। এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,

এযখের ঘাস ব্যতীত। কেননা তা লোকের বাড়ীতে ও স্বর্ণকারদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ এযখের ব্যতীত।

١٩٤٤. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِّنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا اَرَدْتُّ اَنْ اَبْتَنِيْ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ اَعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَّرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيْ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُّ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنُ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ .

১৯৪৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, গনীমাতের মাল থেকে আমি নিজের অংশে একটি উট লাভ করেছিলাম। [আর আল্লাহও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট] গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে একটি উট দান করেছিলেন। আমি রসূল (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে (বিবাহের পর) বসবাসের জন্য তাঁকে উঠিয়ে আনতে ইচ্ছা করলে বনী কায়নুকা গোত্রের এক স্বর্ণকারকে আমার সাথে নিয়ে গিয়ে (এক জায়গা থেকে) এযখের ঘাস আনার জন্য ঠিক করলাম এবং স্বর্ণকারদের নিকট তা বিক্রি করে তদ্বারা বিবাহের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করব।

١٩٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِيْ وَاِنَّمَا اُحِلَّتْ لِيْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِيْ مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا .

১৯৪৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ মক্কাকে মহা সম্মানিত ঘোষণা করেছেন। আমার আগে বা পরে কোন সময় কারো জন্যই এখানে রক্তপাত হালাল করা হয়নি। আমার জন্য তা হালাল করা হয়েছিল এক দিবসের কিছু সময়ের জন্য। এখানকার ঘাস উৎপাটিত করা যাবে না, বৃক্ষ কাটা যাবে না, শিকারের কোন জন্তুকে তাড়া করা যাবে না এবং প্রচারের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন পড়ে থাকা বস্তুও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এসব কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বললেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য এবং বাড়ীর ছাদে ব্যবহারের জন্য এযখের ঘাস টাকার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ এযখের ঘাস কাটার অনুমতি থাকল। ইকরামা বলেছেন, তোমরা কি জানো, শিকারের জন্তু বিতাড়িত করার অর্থ কি? তাকে ছায়ার নীচে থেকে বিতাড়িত করে নিজে সেখানে আরাম করা। আবদুল ওয়াহহাব খালেদ

থেকে এ উক্তিটি বর্ণনা করেছেন, আমাদের স্বর্ণকার ও কবরের জন্য (এযখের ঘাস কাটার অনুমতি প্রদান করুন)।

২৯—অনুচ্ছেদঃ কর্মকার সম্পর্কে।

١٩٤٦. عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ قَالَ لاَ اُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ اَكْفُرُ حَتَّى يُمِيتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثُ قَالَ دَعْنِى حَتَّى اَمُوتَ وَاُبْعَثَ فَسَاُتِى مَالاً وَ وَلَدًا فَاَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ اَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا.

১৯৪৬. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমি কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে ঐগুলো পরিশোধ করতে বললে সে বললো, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অস্বীকার করবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করব না। একথা শুনে আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দান করে জীবিত না করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, তাহলে আগে আমাকে মরে জীবিত হতে দাও এবং তখন আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রদান করা হলে তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ উপলক্ষে নাযিল হলঃ "তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নির্দেশ ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে। সে কি অদৃশ্য বিষয়কে জেনে নিয়েছে অথবা আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে" (মরিয়মঃ ৭৭)।

৩০—অনুচ্ছেদঃ দর্জিদের সম্পর্কে।

١٩٤٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِىَ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

১৯৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈক দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে খাদ্য প্রস্তুত করল। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমিও তাঁর (সঃ) সাথে সেই খাবার দাওয়াতে গেলাম। সেই দর্জি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে ভাজা রুটি, কদুর ঝোল ও গোশত পেশ করল। আমি দেখলাম, নবী (সঃ) পেয়ালার চারদিক থেকে লাউ খুঁজে খুঁজে খাচ্ছেন। আনাস ইবনে মালেক বলেন, সেদিন থেকে আমি লাউ খাওয়া পছন্দ করে আসছি।

৩১-অনুচ্ছেদঃ তাঁতীদের কথা।

١٩٤٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَالْبُرْدَةُ فَقِيْلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهٖ بِيَدِيْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَلَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَاسَاَلْتُهُ اِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ.

১৯৪৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা চারদিকে নকসী করা একখানা বুরদাহ নিয়ে (নবী (সঃ)-এর কাছে) আসল। সাহল ইবনে সা'দ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান বুরদাহ কাকে বলে? বলা হলো, হাঁ আমি জানি-পাড় বিশিষ্ট চাদর। মহিলাটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ কাপড়খানা আমি আপনাকে পরিধান করানোর জন্য নিজ হাতে প্রস্তুত করেছি। নবী (সঃ) তা আগ্রহভরে গ্রহণ করলেন এবং পরে ইজার বা লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করে আমাদের কাছে আসলেন। এ সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রসূল! বস্ত্রখানা পরিধানের জন্য আমাকে প্রদান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমিই নেবে। অতঃপর নবী (সঃ) কিছুক্ষণ ঐ মজলিসে থাকার পর ফিরে গেলেন এবং বস্ত্রখানা ভাঁজ করে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি ওটি চেয়ে মোটেই ভাল কাজ করনি। কেননা তুমি তো জান যে, কেউ কিছু চাইলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরান না। লোকটি বলল, মৃত্যুর সময় আমার কাফন বানানোর উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্যেই আমি তা চাইনি।সাহল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, পরে তা তার কাফনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

৩২-অনুচ্ছেদঃ কাঠমিস্ত্রীদের সম্পর্কে।

١٩٤٩. عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ اَتٰى رِجَالٌ اِلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْاَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِيْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهَا.

১৯৪৯. আবু হাযেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক সাহল ইবনে সা'দের কাছে (মসজিদের) মিম্বার সম্পর্কে জানার জন্য এসে জিজ্ঞেস করলেন। সাহল (রা) একজন মহিলার নাম করে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অমুক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাঠমিস্ত্রী কৃতদাসকে আমার জন্য কাঠের একটা আসন তৈরী করতে বল। লোকদের সামনে বক্তব্য পেশ করার সময় আমি তার উপর উপবেশন করব। সুতরাং মহিলাটি তাকে বনের ঝাউ গাছের কাঠ দ্বারা সেটি তৈরী করতে নির্দেশ প্রদান করল। তা প্রস্তুত করে আনলে মহিলাটি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে প্রেরণ করল। নবী (সঃ)-এর নির্দেশে তা পাতা হল (মসজিদে স্থাপন করা হল)। তিনি তার উপর বসলেন।

١٩٥٠. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِىْ غُلاَمًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِىْ صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِىْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتَّى كَادَتْ اَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَاِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِىِّ الَّذِىْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ.

১৯৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একজন আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক গোলাম কাঠমিস্ত্রী। আমি কি তার দ্বারা আপনাকে একটা বসার আসন তৈরী করে দেবে না? তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে দিতে পার। তিনি (জাবের) বলেন, মহিলাটি তাঁর জন্য একটা মিম্বার প্রস্তুত করিয়ে দিল। অতঃপর জুমুআর দিন নবী (সঃ) ঐ মিম্বারে বসলেন (এবং বক্তব্য পেশ করলেন)। কিন্তু যে (মৃত) খেজুর গাছের কান্ডে ভর দিয়ে তিনি বক্তৃতা করতেন সেই খেজুর গাছ এমন চিৎকার করে উঠল, যেন তা (শোকে) টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নবী (সঃ) তখন মিম্বার হতে অবতরণ করে খেজুর গাছকে আকড়ে (বুকে) জড়িয়ে ধরলেন। খেজুর গাছটি তখন ফুঁপিয়ে ক্রন্দন শুরু করল, যেমন শিশুরা কান্না থামাবার সময় ফোঁপায়। পরে তা শান্ত হলে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহর গুণকীর্তণ ও প্রশংসা যা কিছু সে শুনত, তা শুনতে না পেয়ে সে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই খরিদ করা।

ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমর (রাঃ)-র নিকট থেকে একটা উট ক্রয় করেছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেছেন, জনৈক মুশরিক

বকরীর পাল নিয়ে আগমন করলে নবী (সঃ) তার নিকট থেকে এটা বকরী খরিদ করেছিলেন। এছাড়া তিনি জাবের (রাঃ)-র নিকট থেকেও একটা উট খরিদ করেছিলেন।

١٩٥١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

১৯৫১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ইহূদীর কাছে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখে বাকিতে কিছু খাদ্য ক্রয় করেন।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ চতুষ্পদ জন্তু ও গাধা ক্রয় করা। কোন জন্তু বা উট ক্রয়কালে বিক্রেতা যদি জন্তুটির পিঠের উপর আরোহণ করেই থাকে। এমতাবস্থায় জন্তুটির পৃষ্ঠ হতে অবতরণ না করা পর্যন্ত কি ক্রেতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে? ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ওমরকে বলেছিলেন, এ দুষ্ট ও অবাধ্য উটটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।

١٩٥٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزَاةً فَاَبْطَأَنِي جَمَلِي وَاَعْيَا فَاَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَانُكَ قُلْتُ اَبطَأَ عَلَيَّ جَمَلِيْ وَاَعْيَافَتَخَلَّفتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ اِرْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيتُهُ اَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَم ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ اَفَلاَ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اَخَوَاتٍ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشِطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اَمَا اِنَّكَ قَادِمٌ فَاِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ اَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّيْ بِاُوْقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِيْ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اَلْاٰنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَاَمَرَ بِلاَلاً اَنْ يَزِنَ لَهُ اُوْقِيَةً فَوَزَنَ لِيْ بِلاَلٌ فَاَرْجَحَ لِيْ فِي الْمِيْزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى وَلَّيْتُ فَقَالَ اُدْعُ لِيْ جَابِرًا قُلْتُ اَلْاٰنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ .

১৯৫২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমার উট ধীরে চলছিল এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। নবী (সঃ) (পিছন থেকে) এসে আমার কাছে পৌছলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, জাবের নাকি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে? বললাম, আমার উটটি খুব ধীর গতিতে হাঁটছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কাজেই আমি পিছনে পড়ে গেছি। এ কথা শুনে তিনি অবতরণ করলেন এবং উটটিকে চাবুক লাগালেন। এরপর বললেন, আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এবার আমি দেখলাম আমার উটকে টেনে ধরে রাখতে হচ্ছে যাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অতিক্রম করতে না পারে। নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হাঁ করেছি। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তাহলে সে তোমার সাথে হাসি-তামাশা করত আর তুমি তার সাথে হাসি-তামাশা করতে। আমি বললাম, আমার কয়েকটা ছোট বোন আছে। তাই এমন একজন মহিলাকে বিয়ে করা ভাল মনে করলাম যে তাদের একত্রিত রাখতে পারবে, চুলে বিনুনী করে দিতে পারবে এবং তাদের সবাইকে দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (সঃ) বললেন, এবার তুমি মদীনায় পৌছে যাবে। সেখানে পৌছার পর তুমি প্রজ্ঞার পরিচয় দেবে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হাঁ, বিক্রি করব। তিনি এক উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে উটটি খরিদ করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার আগেই (মদীনা) পৌছে গেলেন। আর আমি পরদিন সকালে পৌছলাম এবং মসজিদে উপস্থিত হলাম। মসজিদের দরজায়ই তাঁকে (সঃ) পেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখনই আসলে নাকি? বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, উটটি রেখে মসজিদে প্রবেশ কর এবং দুই রাকআত নামায পড়। আমি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লাম। তিনি বিলালকে আমার জন্য এক উকিয়া রৌপ্য ওজন করতে বললেন। সে আমার জন্য রৌপ্য ওজন করল একটু বেশী। এ সময় আমি পিছন ফিরে চলে যেতে থাকলাম। তিনি বললেন, জাবেরকে আমার কাছে ডেকে দাও। আমি (তখন মনে মনে) বললাম, এখন তিনি আমাকে উট ফেরত দেবেন। আর এর চাইতে (ফেরত নেয়ার চাইতে) অপছন্দনীয় ব্যাপার আমার নিকট তখন আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তুমি তোমার উট নিয়ে যাও এবং তার দামটাও নিয়ে যাও।

৩৫-অনুচ্ছেদঃ জাহিলী যুগের বাজার বা ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্রসমূহ যেখানে লোকেরা ইসলামী যুগেও কেনা-বেচা করেছে।

١٩٥٣. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَذُو الْمَجَازِ اَسْوَاقًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ تَاَثَّمُوْا مِنَ التِّجَارَةِ فِيْهَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

১৯৫৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে উকায, মাযেন্না ও যুল-মাজায ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইসলামের আর্বিভাব ও প্রতিষ্ঠার পর লোকেরা সেখানে ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করা গোনাহের কাজ মনে করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশ নাযিল করলেনঃ "হজ্জের সময় (সেখানে বেচা-কেনা করায়) তোমাদের জন্য কোন গুনাহ নেই।" ইবনে আব্বাস (রা) এভাবেই পড়তেন।

৩৬-অনুচ্ছেদঃ অতি পিপাসার্ত এবং চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ক্রয়-বিক্রয়। যে কোন ব্যাপারে মধ্যম পন্থা বর্জনকারীকে 'হাইম' বলা হয়।

١٩٥٤. عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ هٰهُنَا رَجُلٌ اِسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اِبِلٌ هِيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرٰى تِلْكَ الْاِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْاِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِعْتَهَا فَقَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنَّ شَرِيْكِيْ بَاعَكَ اِبِلاً هِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ دَعْهَا رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًوا.

১৯৫৪. আমর ইবনে দীনার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এখানে নাওয়াস নামে একজন লোক ছিল। তার একটা পিপাসা রোগে আক্রান্ত (পানি পান করে শান্ত বা তৃপ্তি না হওয়া) একটা উট ছিল। ইবনে উমর (রাঃ) গিয়ে তার (নাওয়াস) এক অংশীদারের নিকট থেকে সেই উটটি খরিদ করে আনলেন। অতঃপর অংশীদার নাওয়াসের কাছে গিয়ে বলল, এ উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। সে জিজ্ঞেস করল, কার নিকট বিক্রি করেছ? উত্তরে বলল, এরূপ আকার-আকৃতির একজন প্রবীণ লোকের নিকট। লোকটি বলল, সর্বনাশ! আল্লাহর শপথ! তিনি তো ইবনে উমর (রাঃ)। অতঃপর নাওয়াস তাঁর (ইবনে উমর রাঃ) কাছে এসে বলল, আমার অংশীদার আপনাকে চিনতে পারেনি, সে আপনার নিকট পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট বিক্রি করেছে। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, এটি হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। অতঃপর সে সেটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তিনি আবার বললেন, রেখে যাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সিদ্ধান্তেই আমি সন্তুষ্ট। (তিনি বলেছেন) ছোঁয়াচে বলে কোন কিছু নেই।

৩৭-অনুচ্ছেদঃ গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে এবং শান্ত পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা। গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করাকে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) অপছন্দ করেছেন।[৪]

---

৪. গোলযোগপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করলে তা দুষ্কৃতিকারীদের হাতে পড়তে পারে। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র ও সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। এজন্য

١٩٥٥. عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَاَعْطَاهُ يَعْنِى الدِّرْعَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلَامِ .

১৯৫৫. আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হুনায়েনের (যুদ্ধের) বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি আমাকে একটা লৌহবর্ম প্রদান করলে আমি সেটির বিনিময়ে বনী সালামা গোত্রের একটা বাগান ক্রয় করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর ওটাই ছিল আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ।

৩৮—অনুচ্ছেদঃ আতর ও মেশক বিক্রেতাদের সম্পর্কে।

١٩٥٦. عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ اِمَّا تَشْتَرِيْهِ وَاِمَّا تَجِدُ رِيْحَهُ وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ اَوْ ثَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً .

১৯৫৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সৎ এবং অসৎ বন্ধুর উপমা মেশক বিক্রেতা ও কামারের হাপর। মেশক বিক্রেতার নিকট থেকে তুমি শুন্য হাতে ফিরে আসবে না। তুমি তার নিকট থেকে (কিছু মেশক) খরিদ করবে কিংবা (অন্ততপক্ষে) তার থেকে সুগন্ধ পাবে। কিন্তু কামারের হাপর তোমার শরীর অথবা কাপড় জ্বালিয়ে দেবে অথবা তুমি তা থেকে একটা দুর্গন্ধ লাভ করবে।[৫]

৩৯—অনুচ্ছেদঃ রক্তমোক্ষণকারীদের সম্পর্কে।

١٩٥٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا مِنْ خَرَاجِهِ .

১৯৫৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্তমোক্ষণ করলে তিনি তাকে এক সা' খেজুর প্রদান করতে আদেশ করলেন

ফেতনার পরিবেশে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)-র মতের মধ্যে দিয়ে ইসলামের এ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের শক্তিধর অস্ত্র প্রস্তুতকারী উন্নত দেশগুলো এ নীতি মেনে চললে গোটা বিশ্বের কল্যাণ হত।

৫. সৎ সঙ্গী ও বন্ধু সর্বাবস্থায়ই লাভজনক। কিন্তু অসৎ বন্ধু সর্বাবস্থায়ই ক্ষতিকর। সুতরাং বন্ধুত্বের ব্যাপারে সকলের সতর্ক থাকা উচিত। যে বন্ধুর ঈমান ও আকীদা ত্রুটিপূর্ণ কিংবা যে নাস্তিকতার অনুসারী তার সাহচর্য ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে। সুতরাং এ ধরনের লোকের সাহচর্য থেকে দূরে অবস্থান করা উত্তম।

এবং তার মনিবকে তার প্রতিদিনের খারাজ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করার আদেশ দিলেন।[৬]

١٩٥٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

১৯৫৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) রক্তমোক্ষণ করিয়েছিলেন এবং রক্তমোক্ষণকারী ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক প্রদান করেছিলেন। যদি রক্তমোক্ষণ হারাম হত তাহলে তিনি তাকে (পারিশ্রমিক) প্রদান করতেন না।

৪০—অনুচ্ছেদঃ যা পরিধান করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ সেই জিনিসের ব্যবসা।

١٩٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ فَرَآهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعُهَا.

১৯৫৯. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উমরকে একখানা রেশমী চাদর অথবা রঙিন নকশা করা বস্ত্র পাঠালেন। পরে উমরকে সে কাপড় পরিধান করা অবস্থায় দেখে তিনি (সঃ) বললেন, আমি সেটা তোমার পরিধানের জন্য পাঠাইনি। ঐরূপ কাপড় যারা পরিধান করে (আখেরাতে) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। আমি সেটা এজন্য তোমার কাছে পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে উপকৃত হবে।

١٩٦٠. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ

---

৬. আওন ইবনে আবু জুহাইফা থেকে বর্ণিত যে হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে না হলেও বুঝা যায় যে, শিংগা লাগানো বা রক্তমোক্ষণ করা বৈধ বা হালাল নয়। কারণ আওন ইবনে আবু জুহাইফার পিতা রক্তমোক্ষণকারী ক্রীতদাসের রক্তমোক্ষণ কর্মের মজুরিপাতি আদেশ দিয়ে নষ্ট করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই হাদীসে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রক্তমোক্ষণকর্ম শুধু বৈধ নয়, বরং এ কাজ করে পারিশ্রমিক গ্রহণও বৈধ। কারণ নবী (সঃ) নিজের রক্তমোক্ষণ করানোর পর তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে এক সা' পরিমাণ খেজুর প্রদানের আদেশ করলেন এবং বাধ্যতামূলক দৈনিক উপার্জনও কম করে গ্রহণ করতে তার মনিবকে নির্দেশ দিলেন। আসল ব্যাপার হল, প্রথমোক্ত হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা পরবর্তী হাদীসটি মানসূখ করে দিয়েছে।

لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ هٰذِهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ .

১৯৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি ছবি সম্বলিত একটা বালিশ খরিদ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি রসূলের চেহারায় অসন্তোষ ভাব লক্ষ্য করে বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি (জানতে চাই)? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এসব বালিশ কেন? আমি বললাম, বালিশটি আমি আপনার জন্য খরিদ করেছি। আপনি এর ওপর বসবেন এবং ঠেস দিবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এই ছবি অংকনকারীদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেদিন বলা হবে, যা তোমরা তৈরী করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার কর। তিনি (সঃ) আরও বললেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে সেখানে ফেরেশতারা প্রবেশ করে না।

৪১—অনুচ্ছেদঃ পণ্যের (মালের) মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার।

١٩٦١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بَنِىْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَنَخْلٌ .

১৯৬১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) বলেছিলেন, হে বনী নাজ্জার! তোমরাই তোমাদের বাগানের দাম বল। সেই বাগানের অংশবিশেষ অনাবাদি ছিল এবং কিছু অংশে খেজুর গাছ ছিল।

৪২—অনুচ্ছেদঃ বিক্রয় বা ক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকে?

١٩٦٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِىْ بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنَ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اشْتَرٰى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ .

১৯৬২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে (তা বাতিল করার) ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় অথবা ক্রয়-বিক্রয় শর্তাধীন হয়। নাফে (রঃ) বলেছেন, ইবনে উমরের কোন (খরিদকৃত) জিনিস পছন্দ হলে তা ক্রয় করার পর তিনি বিক্রেতার নিকট থেকে (তাড়াতাড়ি) বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতেন।

١٩٦٣. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا.

১৯৬৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের তা (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার থাকে।

৪৩—অনুচ্ছেদঃ এখতিয়ারের সময় নির্ধারিত না থাকলে ক্রয়—বিক্রয় কি জায়েয হবে?

١٩٦٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اِخْتَرْ وَرُبَمَا قَالَ اَوْ يَكُوْنَ بَيْعَ خِيَارٍ.

১৯৬৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয় শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উভয়েরই (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) এখতিয়ার থাকে। অথবা যদি তাদের দু'জনের একজন অন্যজনকে বলে, গ্রহণ কর।

রবীর বর্ণনায় কখনো এরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলো।

৪৪—অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার বেচা—কেনা বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে, যতক্ষণ না তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। ইবনে উমর, শুরাইহ, শাবী, তাউস এবং ইবনে আবু মুলাইকা (র) এ মতই পোষণ করতেন।

١٩٦٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৫. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার ততক্ষণ পর্যন্ত থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। যদি তারা (বেচা-কেনার ব্যাপারে) সত্য কথা বলে এবং (জিনিসের) দোষ থাকলে তা প্রকাশ করে তাহলে বেচা-কেনায় বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়। কিন্তু যদি মিথ্যা বলে এবং (জিনিসের দোষ) গোপন করে তাহলে বেচা-কেনার বরকত বা কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

١٩٦٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.

১৯৬৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেরই অপরের ওপর (ক্রয়-বিক্রয়) বাতিল করার এখতিয়ার আছে যতক্ষণ তারা একে অপর থেকে আলাদা না হয়। তবে শর্তাধীনে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র কথা।[৭]

৪৫—অনুচ্ছেদঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের পর একে অপরকে (তা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় অবশ্যই বহাল হয়ে যাবে।

١٩٦٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

১৯৬৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দুই ব্যক্তি পরস্পর কেনা-বেচা করলে যতক্ষণ তারা পরস্পর আলাদা হয়নি বরং একত্রিত আছে ততক্ষণ কিংবা একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার প্রদান করেছে, এরূপ শর্তে বেচা-কেনা হয়ে থাকলে এ ক্রয়-বিক্রয় বহাল বা কার্যকরী হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ের পর তারা যদি একজন অন্যজন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে থাকে এবং উভয়ের কেউ ক্রয়-বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করে না থাকে তবে তা কার্যকরী ও বহাল থাকবে।

৪৬—অনুচ্ছেদঃ শুধু বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় কি বৈধ হবে?

١٩٦٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ .

১৯৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একমাত্র এখতিয়ারের শর্তাধীনে ব্যতীত (ক্রয়-বিক্রয় শেষে) পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কোন ক্রেতা-বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয়ই প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর হয় না।[৮]

---

৭. অর্থাৎ এ শর্তে যদি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে যে, উভয় পক্ষের যে কোন একজন ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তা বাতিল করতে পারবে, তাহলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও এই ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত করার এখতিয়ার বহাল থাকবে।

৮. ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় তখনই সমাধা হয়েছে বলে ধরা যাবে, যখন তারা কেনা-বেচা সংক্রান্ত কার্যকলাপ ও কথাবার্তা শেষ করবে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু একে অপরের সম্মুখে উপস্থিত থাকা অবস্থায় উভয়ের যে কেউ কথাবার্তা বা কেনা-বেচার যে কোন পর্যায়ে তা রহিত ও বাতিল করতে পারে। এতে প্রমাণিত হয় যে, (ক্রয়-বিক্রয়ের পর কেউ) স্থান ত্যাগ করলে বা যে কোনভাবে একজন অপরজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এই ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ই যদি 'যে কোন সময় তা বাতিল করার অধিকার ও এখতিয়ার উভয়ের থাকবে' বলে শর্তাধীনে কেনা-বেচা নিষ্পত্তি হয়ে থাকে তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও এই ক্রয়-বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং যে কেউ তার অধিকার ও এখতিয়ার প্রয়োগ করে তা বাতিল করলে বাতিল হয়ে যাবে।

١٩٦٩. عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُّ فِيْ كِتَابِيْ يَخْتَارُ ثَلٰثَ مِرَارٍ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسٰى اَنْ يَّرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا.

১৯৬৯. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ততক্ষণ পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে যতক্ষণ না তারা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। হাম্মাম বলেছেন, আমার কাছে লিপিবদ্ধ কিতাবে আছেঃ তিনবার পরস্পরকে এখতিয়ার দেবে (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বা বহাল রাখার জন্য)। যদি উভয়েই (ক্রেতা-বিক্রেতা) সত্য কথা বলে ও জিনিসের দোষ প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়; কিন্তু যদি মিথ্যা কথা বলে ও দোষ গোপন করে তাহলে (উপস্থিত) কিছু মুনাফা হতে পারে কিন্তু তা বরকত ও কল্যাণ নষ্ট করে দেয়।

৪৭-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন জিনিস ক্রয় করে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তৎক্ষণাৎই যদি দান করে এবং বিক্রেতা খরিদ্দারের এই কাজে আপত্তি না জানায় অথবা কেউ ক্রীতদাস খরিদ করে তৎক্ষণাৎ (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই) আযাদ করে দেয়। কোন ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিক্রমে কোন দ্রব্য খরিদ করে যদি আবার তখনই বিক্রি করে তাহলে সেই ক্রেতা সম্পর্কে তাউস (র) বলেন, তাদের ক্রয়-বিক্রয়ও সাব্যস্ত হবে এবং মুনাফা ক্রেতার প্রাপ্য হবে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ... ইবনে উমর (রা) বলেছেন, কোন এক সফরে আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি উমরের একটা নতুন বেয়াড়া উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটা অবাধ্য হয়ে সকলের আগে চলে যেতে থাকলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে পিছিয়ে আনছিলেন। পুনরায় সবার আগে চলে গেলে উমর সেটিকে জোরজবরদস্তি করে আবার পিছিয়ে আনছিলেন। (এ অবস্থা দেখে) নবী (সঃ) উমরকে বললেন, ওটা আমার নিকট বিক্রি কর। তিনি (উমর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল। এটি আপনারই হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমার নিকট ওটা বিক্রি কর। অতএব তিনি সেটিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বিক্রি করলেন। তখন নবী (স) বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর। এটি এখন তোমার। এখন তুমি এটি নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পার। লাইস ..... ইবনে উমর বলেছেন, আমি আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রা)-র কাছে আমার কিছু ভূমি তাঁর খায়বারের ভূমির বিনিময়ে বিক্রি করলাম। আমরা যখন পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় সমাধা করলাম তখন আমি পিছনে হেঁটে তাঁর বাড়ী থেকে সভয়ে বের হলাম যে, তিনি হয়ত ইতিমধ্যে ক্রয়-বিক্রয় রহিত করেও দিতে পারেন। নিয়ম ছিল ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত কেনা-বেচা বাতিল করতে পারতেন। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যেকার কেনা-বেচা প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর

হলে আমি দেখলাম, আমি তাকে (উসমান ইবনে আফফানকে) ঠকিয়েছি। তাঁর এই ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা আমি তাকে সামুদ জাতির আবাস ভূমির দিকে তিন রাতের পথে ঠেলে দিয়েছি। আর তিনি আমাকে মদীনার দিকে তিন রাতের পথ অগ্রসর করে দিয়েছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদঃ ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ।

١٩٧٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.

১৯৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর নিকট বলল যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সে প্রতারিত হয়। তিনি বললেন, যখন তুমি (কোন কিছু) খরিদ করবে তখন বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়।

৪৯-অনুচ্ছেদঃ বাজার বা ব্যবসা কেন্দ্র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা মদীনায় আগমন করলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে ব্যবসা করার মত কোন বাজার আছে কি? (লোকেরা) বলল, হাঁ, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান (রা) বলেছিলেন, আমাকে তোমরা বাজার দেখিয়ে দাও। উমর (রা) বলেছেন, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যস্ততাই আমাকে (হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ে) গাফিল রেখেছে।

١٩٧١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ.

১৯৭১. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদল সৈন্য কা'বার উপর আক্রমণ চালাবে বা কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে। তারা যখন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বাইদাআ নামকে স্থানে উপনীত হবে তখন তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে সহ মাটি ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাদের মধ্যবর্তী জায়গায় বাজার থাকবে এবং যারা তাদের কাজের অংশীদার নয় এমন লোকও থাকবে? তিনি বলেন, তাদের অগ্র-পশ্চাতের সকলকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে (কিয়ামতের দিন) পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে এবং নিয়াত অনুযায়ী পুনরুত্থান করা হবে।

١٩٧٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِىْ سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلٰوةَ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَالْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّى فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ قَالَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ .

১৯৭২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো জামাআতে নামায পড়া, বাজারে কিংবা বাড়ীতে নামায পড়ার চাইতে বিশের অধিক গুণ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। কেননা সে উযু করলে উত্তমরূপে উযু করে, তারপর নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আগমন করে, একমাত্র নামাযই তাকে মসজিদে আসতে উদ্বুদ্ধ করে। মসজিদে আসার পথে সে যত বার পা ফেলে প্রত্যেক বারের বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, একটা করে গোনাহ ঝরে যায় এবং যতক্ষণ তোমাদের কেউ নামাযের উদ্দেশ্যে জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ ফেরেশতারা এই বলে দোআ করতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ কর, তার প্রতি দয়া কর।" যতক্ষণ তার উযু ভেঙ্গে না যায় বা অন্যকে কষ্ট না দেয় ততক্ষণ ফেরেশতা এরূপ দোআ করতে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের কাউকে নামায যতক্ষণ আটকে রাখে ততক্ষণ সে যেন নামাযরতই থাকে।

١٩٧٣ (١) . عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَااَبَاالْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

১৯৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (এক সময়ে) নবী (সঃ) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি ডাকল, হে আবুল কাসেম! নবী (সঃ) সেদিকে ফিরে তাকালে সে বলল, (আপনাকে নয়) আমি এই ব্যক্তিকে ডেকেছি। নবী (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে কারো নাম রেখ না।

١٩٧٣ (٢) . عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَااَبَاالْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ .

১৮৭৩. (ক) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি 'বাকী' নামক বাজারে 'হে আবুল কাসেম' বলে ডাক দিলো। নবী (সঃ) তার দিকে ফিরে তাকালে

সে বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি বললেন, আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনাম রেখো না।

١٩٧٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِىْ وَلاَ اُكَلِّمُهُ حَتّٰى اَتٰى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا اَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتّٰى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْبِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ .

১৯৭৪. আবু হুরাইরা দাওসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) দিনের কোন এক সময় নবী (সঃ) বের হলেন। (আমি তাঁর সাথে ছিলাম কিন্তু) তিনি আমার সাথে কোন কথাবার্তা বললেন না, আমিও তাঁর সাথে কথাবার্তা বললাম না। এমতাবস্থায় তিনি বনী কায়নুকার বাজারে উপনীত হলেন (এবং সেখান থেকে ফিরে) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীর আঙিনায় বসে বললেন, খোকা (হাসান) এখানে আছে, খোকা এখানে আছে? তিনি (ফাতেমা) তাঁকে (হাসানকে) আসতে দিতে কিছুক্ষণ বিলম্ব করলেন। (আবু হুরাইরা বলেন), এই কারণে আমি মনে করলাম, তিনি তাকে মালা পরাচ্ছেন অথবা গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। অতঃপর অতি দ্রুত গতিতে সে (হাসন) আসল। নবী (সঃ) তাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং চুমু খেলেন, তারপর বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে (হাসানকে) মহব্বত করো এবং যারা তাকে মহব্বত করে তাদেরকেও মহব্বত করো। উবায়দুল্লাহ (র) নাফে ইবনে জুবায়েরকে বিতরের নামায এক রাকআত পড়তে দেখেছেন।

١٩٧٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلاَ تَكَنُّوْا بِكُنْيَتِىْ.

১৯৭৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'বাকী' নামক জায়গায় এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম' বলে ডাকলে নবী (সঃ) সে দিকে ফিরে তাকালেন। লোকটি বলল, আমি আপনাকে ডাকিনি। তিনি (সঃ) বললেন, আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

١٩٧٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَّمْنَعُهُمْ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ وَقَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ اِذَا اشْتَرَاهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৬. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (ইবনে উমর এবং অন্যরা) নবী (সঃ)-এর যুগে কাফেলার নিকট থেকে খাদ্যশস্য কিনতেন। নবী (সঃ) তাদের নিকট এই মর্মে

নিষেধ করতে লোক পাঠালেন যে, যে স্থান থেকে তারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় করেছে সেখান থেকে বিক্রয়ের জায়গায় স্থানান্তরিত না করে (সেখানেই) যেন তা বিক্রি না করে। নাফে বলেন, ইবনে উমর (রা) আমার কছে বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) পণ্য ক্রয় করে তার ওপর নিজের অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫০—অনুচ্ছেদঃ বাজারে চিৎকার ও হৈহুল্লোড় করা নিন্দনীয়।

١٩٧٧. عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قُلْتُ اَخْبِرْنِىْ عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى التَّوْرَاةِ قَالَ اَجَلْ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرْاٰنِ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِى وَرَسُوْلِىْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ سَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا .

১৯৭৭. আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ও পরিচয় (বর্ণিত) আছে সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, হাঁ, ঠিক কথা। কুরআনে বর্ণিত তাঁর গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কিছুটা তাওরাতে উল্লেখিত হয়েছেঃ "হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি এবং উম্মি অর্থাৎ অ-কিতাবধারীদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি। তুমি আমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াক্কিল বা ভরসাকারী। তুমি দুশ্চরিত্র বা রূঢ় ও কঠোর হৃদয় নও এবং বাজারে ঝগড়া ও হৈ হুল্লোড়কারীও নও।" তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহতকারী নন, বরং তিনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাঁকে (মৃত্যু দান করে) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না যতদিন না তাঁর দ্বারা বক্রপথে চালিত জাতিকে সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন, যতদিন না সকলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ ইলাহ নেই) একথা স্বীকার করার মাধ্যমে সৎপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার দ্বারা অন্ধ চোখ, বধির কান এবং (অসত্যের অন্ধকারে) আচ্ছাদিত হৃদয় ও মন-মানসিকতা উন্মুক্ত না হয়ে যায়।

৫১—অনুচ্ছেদঃ ওজন করার মজুরী প্রদানের দায়িত্ব বিক্রেতা বা দ্রব্য প্রদানকারীর ওপর বর্তাবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ * الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ * وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ *

"ওজনে কম দেয় যারা তাদের জন্য আফসোস বা মহাধ্বংস। তারা যখন অন্যদের নিকট থেকে (মেপে বা ওজন করে) নেয় তখন পুরোপুরিই গ্রহণ করে। কিন্তু যখন অন্যদের মেপে বা ওজন করে দেয় তখন কম করে দেয়" (মুতাফফিফীনঃ ১–৩)।

নবী (সঃ) বলেছেন, ভালভাবে মেপে নাও। উসমান (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন, কোন জিনিস বিক্রি করলে মেপে বিক্রি কর এবং (কোন জিনিস) খরিদ করলেও মেপে খরিদ কর।

١٩٧٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ .

১৯৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যবস্তু খরিদ করলে যতক্ষণ তা তার পুরো অধিকারে না আসবে ততক্ষণ যেন বিক্রি না করে।

١٩٧٩. عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَّضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ اَصْنَافًا الْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَىَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلٰى اَعْلاَهُ اَوْ فِىْ وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمْ حَتّٰى اَوْفَيْتُهُمُ الَّذِىْ لَهُمْ وَبَقِىَ تَمْرِىْ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئٌ.

১৯৭৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রাঃ) ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আমি নবী (সঃ)–এর সাহায্য নিয়ে তাঁর পাওনাদারের কাছে তাদের তাদের ঋণের দাবী হ্রাস করার চেষ্টা করলাম। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের কাছে এ ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা তা মঞ্জুর করল না। তখন নবী (সঃ) আমাকে বললেন, যাও তোমার প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুরগুলো (আজওয়া[৯] ও আযকাযাইদ খেজুর) আলাদা করে আমাকে ডাকবে। আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)–কে ডাকলাম। তিনি এসে খেজুরের (গাঁদার) ওপর অথবা তার মধ্যখানে বসলেন এবং তারপর আমাকে বললেন, এবার মেপে মেপে লোকদেরকে দিতে থাক। আমি তাদেরকে মেপে দিতে থাকলাম, এমনকি তাদের পাওনা ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করার পরও আমার খেজুর অবশিষ্ট থেকে গেল। মনে হচ্ছিল যেন কিছুই কমেনি।

---

৯. এক প্রকার উত্তম খেজুরকে আজওয়া বলা হতো।

৫২—অনুচ্ছেদঃ মেপে দেওয়া উত্তম।

١٩٨٠. عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ .

১৯৮০. মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য ওজন করবে, তাহলে তোমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণ দান করা হবে।

৫৩—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর সা' ও মুদে (দু'টি নির্দিষ্ট পরিমাপ) বরকত বা কল্যাণ কামনা সম্পর্কে। এ বিষয়ে আয়েশা (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٩٨١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ دَعَا لَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَكَّةَ -

১৯৮১. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন এবং এর জন্য দোআ করেছিলেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত ঘোষণা করেছিলেন আমিও অনুরূপ মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করলাম এবং এর মুদ ও সা'—এর জন্য দোআ করলাম যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কার জন্য করেছিলেন।

١٩٨٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِيْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ .

১৮৮২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, হে আল্লাহ! তাদের অর্থাৎ মদীনাবাসীদের মাপার পাত্রে এবং তাদের সা' ও মুদে বরকত ও কল্যাণ দানকর।

৫৪—অনুচ্ছেদঃ খাদ্যশস্য বিক্রি ও তা গুদামজাত করা সম্পর্কে।

١٩٨٣. عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ .

১৯৮৩. সালেম (রঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি যেসব লোক আন্দাজ-অনুমানে খাদ্যদ্রব্য কিনতো রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সামনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হত, যাতে তারা ঐগুলো নিজেদের স্থানে নিয়ে যাবার পরই বিক্রি করে।

١٩٨٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَارَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَاءٌ-

১৯৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি নিজের অধিকারে আসার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (তাউস বলেন,) আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ হবে কেন (পুরো অধিকারে আনার আগে বেচা যাবে না কেন)? উত্তরে তিনি বলেন, তা না হলে তো পণ্যের অনুপস্থিতিতে দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা হবে।

١٩٨٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ.

১৯৮৫. ইবনে উমর (রা) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য কিনলে তা পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন সে বিক্রি না করে।

١٩٨٦. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا حَتّٰى يَجِئَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَالَّذِىْ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ.

১৯৮৬. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে আশরাফী ও দিরহামের বিনিময় আছে? অর্থাৎ কে দিরহামের বিনিময়ে দীনার কিনবে? তালহা (রা) বলেন, আমার কাছে আছে। তবে আমার চাবি রক্ষক গাবা[১০] থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সুফিয়ান বলেন, এ বর্ণনা যুহরীর। আমি তার নিকট থেকে এটুকুই স্মরণ করে রেখেছি। অতঃপর তিনি (যুহরী) বললেন, মালেক ইবনে আওস আমাকে জানিয়েছেন। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাবকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (সঃ) বলেছেন, নগদ বিনিময় না হলে সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রি, গমের বিনিময়ে গম বিক্রি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি এবং যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা সূদ হিসেবে গণ্য হবে।

---

১০. মদীনার আওয়ালী বা উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম 'গাবা'।

৫৫—অনুচ্ছেদঃ হস্তগত হওয়ার আগে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা এবং যা হাতে নেই সেই বস্তু বিক্রি করা।

١٩٨٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اَمَّا الَّذِىْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُّبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وَلاَ اَحْسِبُ كُلَّ شَيْئٍ اِلاَّ مِثْلَهُ .

১৯৮৭. তাউস (রঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) যা করতে নিষেধ করেছেন তা হল—খাদ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার আগে তা বিক্রি করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এর সাদৃশ্য প্রত্যেক জিনিসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য মনে করি (অর্থাৎ হস্তগত হওয়ার আগে কোন জিনিসই বিক্রি করা ঠিক নয়)।

١٩٨٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اِسْمٰعِيْلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ .

১৯৮৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য পুরোপুরি হস্তগত করার আগে যেন বিক্রি না করে। আর ইসমাঈলের বর্ণনায় আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ খাদ্যদ্রব্য খরিদ করলে তা অধিকারে আসার পূর্বে যেন বিক্রি না করে।

৫৬—অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করলে কারো কারো মতে যতক্ষণ তা জায়গামত না পৌঁছাবে ততক্ষণ বিক্রি করা বৈধ নয়। কেউ এরূপ কিছু করে থাকলে তার শাস্তির বর্ণনা।

١٩٨٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ يَتَبَاعُوْنَ جُزَافًا يَعْنِىْ الطَّعَامَ يُضْرَبُوْنَ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِمْ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ.

১৯৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে লোকেরা অনুমান করে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করত এবং এজন্য তাদেরকে শাস্তিও প্রদান করা হত। কেননা তারা (খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে) তাদের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই বিক্রি করে দিত।[১২]

---

১২. উপরোক্ত হাদীসটির মত বিভিন্ন সনদে বর্ণিত বেশ কিছু সংখ্যক হাদীসে একই বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করলে তা ক্রেতা পুরোপুরি নিজের দখলে না আনা পর্যন্ত এবং কেনার স্থান থেকে ক্রেতার নিজের জায়গায় স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা যাবে না। এর কারণ অবশ্য মূসা ইবনে ইসমাঈল, ওহাব ইবনে তাউস ও তাউসের মাধ্যমে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার পর হস্তগত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৫৭–অনুচ্ছেদঃ কোন দ্রব্য বা জন্তু খরিদ করার পর বিক্রেতার কাছেই তা রেখে দিয়ে বিক্রি করা অথবা হস্তগত করার পূর্বেই এর মৃত্যু হওয়া। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, ক্রয়–বিক্রয়কালে পশু বা পণ্য জীবিত বা যথাযথ অবস্থায় থাকলে এবং পরে মারা গেলে বা নষ্ট হলে ক্রেতাকেই ক্ষতি বহন করতে হবে।

١٩٩٠. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَاتِىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ يَاتِىْ فِيْهِ بَيْتَ اَبِىْ بَكْرٍ اَحَدَ طَرَفَىِ النَّهَارِ فَلَمَّا اُذِنَ لَهُ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَرُعْنَا اِلاَّ وَقَدْ اَتَانَا ظُهْرًا فَخُبِّرَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِىُّ ﷺ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ لِاَمْرٍ حَدَثَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَاهُمَا ابْنَتَاىَ يَعْنِىْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ قَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِىْ الْخُرُوْجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصُّحْبَةَ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِىْ نَاقَتَيْنِ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَخُذْ اِحْدَاهُمَا فَقَالَ قَدْ اَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ.

১৯৯০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)–এর জীবনে এমন দিন কমই হত যখন দিনের দুই প্রান্তে–সকাল ও বিকালের কোন এক সময় তিনি আবু বকরের বাড়িতে গমন না করতেন। তাঁকে মদীনা যাওয়ার (হিজরত করার) অনুমতি প্রদান করা হলে যোহরের সময় তিনি আসলেন; আর এ কারণে আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হল। আবু বকরকে খবর দেয়া হলে তিনিও বলেন, নিশ্চয়ই কোন কিছু না ঘটলে নবী (সঃ) এ সময় আগমন করতেন না। তিনি আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন, তোমার এখানে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। তিনি (আবু বকর) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার দুই কন্যা অর্থাৎ আয়েশা ও আসমা ব্যতীত আর কেউ এখানে নেই। তখন তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কি জান আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার (হিজরত করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে? একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনার সংগী হতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ, সংগী হতে পারবে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার নিকট দু'টি উট আছে। সে দু'টিকে আমি এখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার (হিজরত করার) কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। দু'টির একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি (সঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করলাম।

৫৮–অনুচ্ছেদঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়–বিক্রয়ের উপর ক্রয়–বিক্রয় না করে এবং তার দামদস্তুর করার উপর দরদাম না করে, যতক্ষণ না সে অনুমতি প্রদান করে বা পরিত্যাগ করে।

١٩٩١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ.

১৯৯১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের ওপর ক্রয়-বিক্রয় না করে।

١٩٩٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِىْ اِنَائِهَا.

১৯৯২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরের অধিবাসীকে গ্রাম্য লোকদের হয়ে পণ্য বিক্রয় করতে, ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই বিনা কারণে কোন জিনিসের মূল্য বাড়াতে, অপর এক ভাইয়ের খরিদ করার (মূল্য বলার সময় সেই জিনিসের) বেশী মূল্য বলতে এবং কোন (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোন নারী যেন তার বোনের (সতীনের) প্রাপ্য অংশটুকু নিজে লাভ করার জন্য তার তালাক দাবি না করে।[১৩]

৫৯—অনুচ্ছেদঃ নিলাম ডাকে ক্রয়—বিক্রয়। আতা (র) বলেন, আমি দেখেছি লোকেরা (সাহাবীগণ) গনীমতের মাল অধিক মূল্য প্রস্তাবকের নিকট বিক্রি দূষণীয় মনে করতেন না।

١٩٩٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِيْهِ مِنِّىْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ.

১৯৯৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাস সম্পর্কে ঘোষণা করল যে, তার মৃত্যুর পরে সে আযাদ হয়ে যাবে। কিন্তু (ইতিমধ্যেই) সে দরিদ্র

---

১৩. 'শহরের অধিবাসী গ্রামের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে যেন কোন দ্রব্য বিক্রি না করে।' রসূলুল্লাহ (সঃ) এ নির্দেশ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে দিয়েছেন। তা হলঃ গ্রামের অধিবাসী যেন শহরের অধিবাসীদের নিকট না ঠকে এবং সমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেন বৃদ্ধি না পায়। তাই এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোন গ্রাম্য লোক কিছু পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করতে আনলে শহরের কোন অধিবাসী তাকে বলল, এখন তো এই পণ্যের ভাল দাম নেই, তুমি আমার নিকট রেখে যাও, বেশী দাম হলে আমি বিক্রি করে দেব। এই অবস্থায় একই সঙ্গে দু'টি ক্ষতিকর দিক থাকে। এক, গ্রাম্য সহজ-সরল লোকটির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয়তঃ জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনে দুর্বিসহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া। কারণ শহরের অধিবাসী ব্যক্তি দ্রব্যটা রাখছেই বেশী দামে বিক্রি করার জন্য। একই কারণে খামাখা দাম বলে কোন্ জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা ঠিক নয় যদি ক্রয় করার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন না থাকে।

হয়ে পড়ল। নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার নিকট থেকে নিলেন এবং লোকদের বললেন, আমার নিক থেকে একে কেউ খরিদ করবে কি? নুআইম ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এত (হাত দিয়ে দেখিয়ে, সম্ভবত আঙ্গুল গুণে দেখিয়ে বললেন) অর্থ দিয়ে তাঁর নিকট থেকে খরিদ করলে নবী (সঃ) ক্রীতদাসটিকে তার হাতে সোপর্দ করলেন।

৬০—অনুচ্ছেদঃ প্রতারণাপূর্ণ দালালী এবং এরূপ ক্রয়—বিক্রয় অবৈধ হওয়ার অভিমত। ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেন, সূদখোর ও খেয়ানতকারী এবং দালালী হলো প্রতারণা ও বাতিল বলে গণ্য এবং একেবারেই জায়েয নয়। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রতারণা দোযখের পথে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যা আমার কোন নির্দেশে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।

١٩٩٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجَشِ –

১৯৯৪. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) প্রতারণাপূর্ণ দালালী করতে নিষেধ করেছেন।

৬১—অনুচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক ক্রয়—বিক্রয় এবং পশুর গর্ভস্থ বাচ্চার ক্রয়—বিক্রয়।

١٩٩٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِىْ بَطْنِهَا .

১৯৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হাবালুল হাবালাহ (এখনো গর্ভে অবস্থানরত বাচ্চা) ক্রয়—বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ ধরনের কেনা—বেচা হত। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এই শর্তে উট খরিদ করত যে, তার উটটির পেটে বাচ্চা হওয়ার পর ঐ বাচ্চার পেটে বাচ্চা হলে সে এর মূল্য পরিশোধ করবে।

৬২—অনুচ্ছেদঃ স্পর্শ করার মাধ্যমে ক্রয়—বিক্রয়। (বাইয়ে' মোলামাসা হল, ক্রেতা ও বিক্রেতার একজনের অপরজনকে এই বলে সম্বোধন করা যে, আমি তোমার কিংবা তুমি আমার বস্ত্র স্পর্শ করলেই ক্রয়—বিক্রয় বহাল ও কার্যকরী হয়ে যাবে)। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) এ ধরনের ক্রয়—বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

١٩٩٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ اِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ اَنْ يُّقَلِّبَهُ اَوْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ وَنَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُلَامَسَةُ الثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ .

১৯৯৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়—বিক্রয়ে মোনাবাযা করতে নিষেধ করেছেন। মোনাবাযা হল, ক্রয়—বিক্রয়ের সময় উল্টে

পাল্টে ভাল করে দেখার পূর্বেই (ক্রেতার ও বিক্রেতার) একজনের অপরজনের দিকে কাপড় ছুড়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সঃ) ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে মোলামাসা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। মোলামাসা হল, না দেখেই কাপড় স্পর্শ করা (আর এ স্পর্শের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী হওয়া ধরে নেয়া)।

١٩٩٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَحْتَوِىَ الرَّجُلُ فِىْ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرفَعَهُ عَلٰى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ .

১৯৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, দু'রকমের কাপড় পরিধান নিষেধ করা হয়েছে। তার এক রকম হল, একই কাপড় দ্বারা কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করা (অর্থাৎ কাঁধ থেকে লটকিয়ে পা পর্যন্ত দেয়া এবং কোমর থেকে নিচে কোন পৃথক কাপড় না রাখা)। আর দুই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হল, বাইয়ে' মোলামাসা ও বাইয়ে মোনাবাযা।

৬৩-অনুচ্ছেদঃ মোনাবাযার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় (বাইয়ে মোনাবাযা)। আনাস (রা) বলেন, নবী (সঃ) এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

١٩٩٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোলামাসা ও মোনাবাযা করতে নিষেধকরেছেন।

١٩٩٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

১৯৯৯. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দু'রকমের কাপড় পরিধান এবং মোলামাসা ও মোনাবাযা এ দু'রকমের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ উষ্ট্রী, গাভী ও বকরীর দুধ বেশী দেখানোর জন্য পালানে দুধ জমা করা বিক্রেতার জন্য নিষিদ্ধ। (এ ধরনের জন্তু বুঝানোর জন্য আরবীতে মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে)। মুহাফফালাহ ও মুসাররাহ এমন দুধেল পশুকে বলা হয় (বিক্রয়ের পূর্বে খরিদ্দারকে দুধ বেশী দেখানোর জন্য) যার দুধ কয়েক দিন যাবৎ না দুইয়ে পালনে জমা রাখা হয়েছে। মুসাররাহ শব্দটা 'তাসরিয়াহ' থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হল- পানির গতিপথে বাধা প্রদান করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা। তাই যখন কোন ব্যক্তি পানির স্রোতের মুখে বাধা দিয়ে ঠেকায়, তখন সে বলে, "সাররাইতুল মাআ", আমি পানি থামিয়ে রেখেছি।

٢٠٠٠. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ تُصَرُّوا الابِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَّحلُبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.

২০০০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা (বিক্রয়ের পূর্বে) উষ্ট্রী ও বকরীর বাঁটে দুধ (না দোহান করে) জমিয়ে রেখো না। এ অবস্থায় কেউ (উক্ত উট ও বকরী) খরিদ করলে দোহনের পর সে ইচ্ছা করলে পশুটি রাখতে পারবে আবার ইচ্ছা করলে এক সা' খেজুরসহ ফেরতও দিতে পারবে।১৪

٢٠٠١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدُّ مَعَهَا صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ .

২০০১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী খরিদ করার পর তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা' খেজুর যেন প্রদান করে। আর নবী (সঃ) বাণিজ্য কাফেলার আগমন বার্তা শুনে সস্তায় পণ্যদ্রব্য কেনার জন্য জনপদ থেকে বেরিয়ে অগ্রগামী হয়ে তা কিনতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٠٢. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تُلَقُّوْا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُم عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوْا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحلُبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخَطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنَ التَّمْرِ.

২০০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (আগে ভাগে সস্তায় কেনার উদ্দেশ্যে) কাফেলার সাথে আগেই যেয়ে সাক্ষাত করো না। তোমাদের কেউ যেন অপরের কেনার বা দাম বলার সময় দাম না বলে। কেনার উদ্দেশ্য না থাকলে অযথা দর-দাম করে মূল্য বৃদ্ধি করো না। শহরবাসী যেন পল্লীর অধিবাসীর পণ্য বিক্রি না করে। আর বকরী না দোহন করে (দুধ জমিয়ে) বিক্রি করো না। কেউ এ ধরনের বকরী খরিদ করলে তার জন্য দু'টি উত্তম সুযোগ রয়েছে। দোহনের পর পছন্দ হলে রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে তা এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেবে।

---

১৪. এক সা' খেজুরসহ ফেরত দেয়ার কথা আবু সালেহ, মুজাহিদ, ওয়ালিদ ইবনে রাবাহ, মূসা ইবনে ইয়াসার ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ কেউ ইবনে সীরীন থেকে এক সা' খেজুরের পরিবর্তে এক সা' খাদ্যদ্রব্য প্রদানের কথা এবং তিন দিন পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় রদ করার এখতিয়ার থাকার কথা বলেছেন। ইবনে সীরীন থেকেই কেউ কেউ এক সা' খেজুর প্রদানের কথা বর্ণনা করেছেন বটে, তবে তিন দিন এখতিয়ার থাকার কথা বর্ণনা করেননি। অধিকাংশ বর্ণনায়ই খেজুরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৫—অনুচ্ছেদ ঃ কেউ পালানে দুধ জমা করা পশু খরিদ করার পর ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারবে। কিন্তু তা দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুর প্রদান করতে হবে।

٢٠٠٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اشْتَرٰى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِىْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ.

২০০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি অদোহন করা (পালানে দুধ জমা করা) বকরী খরিদ করে তাহলে দোহন করে পছন্দ হলে (দোহন করার পর যদি পছন্দ হয়) রেখে দেবে আর অপছন্দ হলে (ফেরত দেয়ার সময়) দোহন করার বিনিময়ে এক সা' খেজুরসহ ফেরত দিবে।

৬৬—অনুচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারী ক্রীতদাসের বিক্রয়ের বর্ণনা। শুরাইহ (রঃ) বলেছেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারী হওয়ার কারণে ক্রীতদাস ফেরত দিতে পারবে।

٢٠٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ.

২০০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে আর তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এর পরে তাকে ভর্ৎসনা করা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলেও তাকে আবার বেত্রাঘাত করবে এবং এরপরও তাকে ভর্ৎসনা বা লাঞ্ছনা দেয়া যাবে না। সে তৃতীয়বারও যদি ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।[১৫]

٢٠٠٥. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِى بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ.

---

১৫. ব্যভিচারের ব্যাপারে বিধান হল, তার ওপর হদ বা আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদানের পর তাকে কোন প্রকার কটু কথা, ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনামূলক কথা বলা যাবে না। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কর্তৃক এজন্য যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা তাকে প্রদান করা হয়েছে। তারপর কটু বাক্য হবে তার শাস্তির অতিরিক্ত। এজন্য উপরোক্ত হাদীসে বেত্রাঘাত করার পর ভর্ৎসনা করতে ও লাঞ্ছনা দিতে নিষেধ করা হয়েছে।

২০০৫. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। অবিবাহিতা ক্রীতদাসী যদি ব্যভিচার করে তবে কি করতে হবে, এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে তবে তাকে বেত্রাঘাত করো। পরে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর পুনরায় যদি সে ব্যভিচার করে তাহলে এক গাছা রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দাও। ইবনে শিহাব বলেন, (বিক্রি করার কথা তিনি) তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পরে বলেছিলেন তা আমার মনেনেই।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

٢٠٠٦. عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اشْتَرِى وَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْعَشِىِّ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ.

২০০৬. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আগমন করলে আমি তাঁর নিকট (বারীরা নাম্নী ক্রীতদাসীকে ক্রয় করার বিষয়) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালার অধিকার যে আযাদ করে তার। অতঃপর নবী (সঃ) মাগরিবের নামাযের জামাআতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য গুণ আরোপ করলেন (প্রশংসা করলেন) এবং বললেন, লোকদের কি হল? তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবে নেই- কেউ যদি এমন শর্ত করে, তাহলে এরূপ একশত শর্ত করলেও তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর শর্ত সত্য ও অধিকতর শক্তিশালী।

٢٠٠٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ اِنَّهُمْ اَبَوْا اَنْ يَّبِيْعُوْهَا اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِيْنِىْ.

২০০৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরাকে খরিদ করার জন্য দাম করলেন। নবী (সঃ) নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন। তিনি ফিরে আসলে আয়েশা (রা) বললেন, ওয়ালার স্বত্ব তাদের থাকবে, এ শর্ত ছাড়া তারা তাকে বিক্রয় করতে সম্মত নয়। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, ওয়ালা তো তার যে তাকে আযাদ করবে।

হাম্মাম বলেছেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, বারীরার (ক্রীতদাসী) স্বামী আযাদ ছিল, না ক্রীতদাস? উত্তরে তিনি (নাফে') বললেন, আমি তা জানি না।

৬৮—অনুচ্ছেদঃ শহরের অধিবাসী (স্থায়ী বাসিন্দা) কি পল্লী অঞ্চলের বাসিন্দার পক্ষ হয়ে বিক্রি করতে কিংবা তাকে সাহায্য ও সৎ পরামর্শ দান করতে পারে? নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের (মুসলমান) কাছে সৎ পরামর্শ কামনা করলে তাকে সৎ পরামর্শ দান করা উচিত। এ ব্যাপারে আতা (রঃ) অবাধ অনুমতি দিয়েছেন।

٢٠٠٨. عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

২০০৮. জারীর (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এ কথাটির সাক্ষ্য ঘোষণা, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান, (আমীরের) আদেশ শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা এবং প্রত্যেক মুসলমানকে সৎ পরামর্শ প্রদান করার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছি।[১৬]

٢٠٠٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا.

২০০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (সস্তায় খাদ্যদ্রব্য খরিদ করার জন্য) অগ্রগামী হয়ে (খাদ্য পরিবহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হয়ো না। আর শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি করবে না। বর্ণনাকারী তাউস বলেন,

---

১৬. হাদীসটিতে যে কয়টি কথা বলা হয়েছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহকে একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার ও মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করা হল ইসলামের প্রাথমিক ও বুনিয়াদী কথা। এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করেই ইসলামী জীবন বিধানের সবকিছু আবর্তিত। এই ঘোষণায় বিশ্বাস ব্যতীত ইসলাম সংক্রান্ত সকল দাবী ও কাজকর্ম মিথ্যা ও অসার। নামায এই দাবীকেই প্রমাণিত ও সত্যায়িত করে। ঈমানের দাবী ও ঘোষণা আছে কিন্তু নামাযের আহবানে (আযান শুনে) সাড়া না দিলে, মসজিদে হাযির কিংবা আদৌ নামায আদায় না করলে, বুঝতে হবে তার এই ঘোষণা ও বিশ্বাসে গলদ আছে। যাকাতের মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। আমীর, নেতা বা পরিচালক ব্যতীত কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে না। এ কারণে যারা ইসলামের মর্মবাণী কালেমায়ে তাইয়েবার ঘোষণা প্রদান করেছে তাদেরকে একটা নেতৃত্বের পরিচালনাধীন থেকে কাজ করতে হবে। যাতে আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকা পালন করে গোটা বিশ্ব জাহানে তাঁর বিধান সঠিকভাবে পালিত হতে পারে। এজন্য আমীরের আদেশ সবাইকে শুনতে হবে এবং মানতে হবে। আর যারা এভাবে একই বিশ্বাস ও ঘোষণার মাধ্যমে একই কমান্ডে থেকে আল্লাহর ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করেছে, তারা সবাই মুসলমান। মুসলমান পরস্পরকে উপদেশ ও সৎ পরামর্শ দান করবে। মুসলমান কোন মুসলমানের অকল্যাণ কামনা করতে পারে না।

আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, শহরবাসী পল্লীবাসীর পক্ষে না বেচার অর্থ কি? তিনি বললেন, তার হয়ে দালালী করবে না।

৬৯—অনুচ্ছেদঃ পারিশ্রমিক নিয়ে শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করাকে যারা অপছন্দ করেন।

٢٠١٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

২০১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাসও অনুরূপ কথাই বলেছেন।

৭০—অনুচ্ছেদঃ শহরবাসী গ্রামবাসীর জন্য দালালী করে কোন দ্রব্য খরিদ করবে না। ইবনে সীরীন ও ইবরাহীম দু'জনেই ক্রেতা ও বিক্রতা উভয়ের জন্য এই কাজকে অপছন্দ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, আরবগণ সাধারণতঃ বলে থাকে, "বে লী সাওবান" যার অর্থ হল, আমার জন্য কাপড় খরিদ কর।

٢٠١١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ তার ভাইয়ের কেনার সময় যেন (সেই জিনিসের) দাম না করে। আর কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই দাম-দর করে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করো না এবং কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

٢٠١٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১২. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৭১—অনুচ্ছেদ ঃ সস্তায় কিছু ক্রয় করার মানসে অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে কিছু খরিদ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং এ ধরনের ক্রয় এক প্রকার অবৈধ কাজ ও ধোঁকাবাজি। এ কথা জেনেও কেউ তা করলে সে অবাধ্য ও গোনাহগার।

٢٠١٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَاَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

২০১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (সস্তায় দ্রব্য খরিদ করার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার সাথে সাক্ষাত করতে এবং শহরবাসীর গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে (কোন দ্রব্য) বিক্রি করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٢٠١٤. عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا مَعْنٰى قَوْلِهِ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا -

২০১৪. ইবনে তাউস তাঁর পিতা (তাউস রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (তাউস) বলেছেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (সঃ) এই কথার অর্থ কি যে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে বিক্রি না করে? উত্তরে ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, সে তার দালাল হয়ে বিক্রি করবে না।

٢٠١٥. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اشْتَرٰى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهٰى النَّبِيِّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى الْبُيُوْعِ .

২০১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কেউ পালানে দুধ জমা করা বকরী ক্রয় করলে (এবং ফেরত দিতে মনস্থ করলে) এক সা' খেজুর সহ যেন ফেরত দেয়। তিনি (আরো) বলেছেন, (কম মূল্যে পাওয়ার আশায়) অগ্রগামী হয়ে কাফেলার কাছে গিয়ে কাউকে কিছু কিনতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٢٠١٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ .

২০১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একজনের ক্রয়ের সময় আরেক জন সেই জিনিস কিনতে যেও না এবং বাজারে না আসা পর্যন্ত অগ্রগামী হয়ে (বহিরাগত) কোন দ্রব্য কিনতে যেয়ো না।

৭২—অনুচ্ছেদ ঃ অগ্রগামী হয়ে (কাফেলার সাথে) সাক্ষাতের সীমা।

٢٠١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِىْ مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيِّ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَبْلُغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ وَيُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ .

২০১৭. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা অগ্রগামী হয়ে (পণ্য বহনকারী) কাফেলার সাথে মিলিত হতাম এবং তাদের নিকট হতে পণ্য ক্রয় করতাম। সুতরাং নবী (সঃ) আমাদেরকে পণ্যদ্রব্যের বাজারে পৌছার পূর্বে ওগুলো ক্রয় করতে

নিষেধ করলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, এই ক্রয়-বিক্রয় বাজারের উচ্চভূমী এলাকায় সম্পন্ন হত। উবায়দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এরূপ এসেছে।[১৭]

٢٠١٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِىْ مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّبِيْعُوْهُ فِىْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ.

২০১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা কাফেলার নিকট হতে বাজারের বাইরে উচ্চভূমিতে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করত এবং ওখানেই পুনরায় বিক্রি করে দিত। তা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত জায়গা (যেখানে ক্রয় করত) থেকে তা স্থানান্তরিত না করে বিক্রি করতে তাদেরকে নিষেধ করে দিলেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে অবৈধ শর্ত আরোপ করা।

٢٠١٩. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَائَتْنِىْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِىْ فَقُلْتُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلَائُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّى قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلَاءَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ.

২০১৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে প্রতি বছর এক উকিয়া (প্রায় চল্লিশ দিরহাম) করে (নয় বছরে) নয় উকিয়া প্রদান করার শর্তে মোকাতাবার (নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করা) ব্যবস্থা করেছি। অতএব অর্থ পরিশোধের

১৭. এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্যদ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী বাজারে পৌঁছার পূর্বেই বাজারের বাইরে কেনা-বেচা হত। ফলে ক্রেতারা মূল্যের দিক থেকে কিছুটা সুবিধা লাভ করতো। এরূপ কেনা-বেচা করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছিলেন। যাতে সব দ্রব্য বাজারে ঠিকমত আসতে পারে এবং সাধারণ মানুষ সকলে একই দামে কিনতে পারে।

ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (আয়েশা বলেন), আমি তাকে বললাম, তোমার মনিব যদি ভাল মনে করে আর ওয়ালাআ (উত্তরাকিার স্বত্ব) যদি আমার হয়, তাহলে আমি তা করব। সুতরাং বারীরা তার মনিবের নিকট গিয়ে তাদেরকে (এসব কথা) বললে তারা এ শর্তে তাকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানাল। পরে সে (বারীরা) তাদের নিকট থেকে আগমন করল। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট বসেছিলেন। সে বলল, আমি এসব (কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করলে ওয়ালাআ তাদের হবে একমাত্র এ শর্ত ব্যতীত আর কোন শর্তে তারা সম্মত হল না। কথাগুলো নবী (সঃ)-এর কর্ণগোচর হল, আয়েশা তাকে বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী (সঃ) বললেন, তুমি তাকে গ্রহণ কর এবং তাদেরকে ওয়ালাআর শর্ত করতে দাও। ওয়ালাআ আসলে তারই যে মুক্তি প্রদান করল। সুতরাং আয়েশা (রা) তাই করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মাঝে (বক্তব্য পেশের জন্য) দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেনঃ অতঃপর লোকদের হল কি যে, তারা (ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে) এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই? আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত একশ'টি আরোপ করলেও তা বাতিল বলে গণ্য। আল্লাহর ফয়সালাই সবচাইতে বেশী সত্য ও দৃঢ়তর। আর ওয়ালাআ বা দাসের অভিভাবক তো সে-ই যে তাকে মুক্ত করল।

٢٠٢٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَئَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ .

২০২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন ক্রীতদাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু তার (ক্রীতদাসীটির) মনিবপক্ষ বলল, তার উত্তরাধিকার স্বত্ব আমাদের (সাথে) থাকবে এই শর্তে আমরা তাকে বিক্রি করব। সুতরাং আয়েশা (রা) বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা (উক্ত শর্তটি) যেন তোমাকে তার (ক্রীতদাসীটির ক্রয়) থেকে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালাআ বা উত্তরাধিকার (সম্পর্ক) তো তারই যে মুক্ত করে।[১৮]

---

১৮. জাহিলিয়া বা ইসলাম-পূর্ব যুগে দাসপ্রথা আরব তথা গোটা বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায়ই প্রচলিত ছিল। তখন হাটে বাজারে দাসদের কেনাবেচা হত। তিনটি পথ ছাড়া তাদের মুক্ত হওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। প্রথমতঃ মনিব কর্তৃক মুক্ত করে দেয়া, দ্বিতীয়তঃ কোন সহৃদয় ও মানবতাবোধ সম্পন্ন মহত ব্যক্তি কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করে দেয়া এবং তৃতীয়তঃ খোদ দাস তার প্রভুকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে মুক্তি পাওয়া। এ তিনটি উপায়ের যে কোন উপায়েই সে মুক্ত হোক না কেন, মুক্তি লাভের পরই তার জীবনে দেখা দিত নানা সমস্যা। এসব সমস্যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, সমাজের বুকে তাদের না থাকত কোন আত্মীয়-স্বজন, না বন্ধু-বান্ধব। বিশেষ করে আরবের বিশৃংখল ও অশান্ত সমাজে যেখানে হানাহানি ও খুনাখুনি ছিল নিত্যকার স্বাভাবিক ব্যাপার তাদের জন্য এই জটিলতা ও সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিত। এজন্য মুক্ত হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হত। এই পৃষ্ঠপোষকতা ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্বীকৃত হত মুক্তিদাতা ব্যক্তিগণ। তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে (মুক্তিদানকারী) তার উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃত হত, যদি তার কোন ওয়ারিস না থাকে। এ ধরনের উত্তরাধিকার স্বত্বকে হাদীসের ভাষায় ওয়ালাআ বলা হয়েছে।

৭৪—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা।

٢٠٢١. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

২০২১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেছেনঃ গমের বিনিময়ে গম নগদ বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ বিক্রি না হলে সূদ এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ লেনদেন না হলে সূদে পরিণত হবে।

৭৫—অনুচ্ছেদঃ শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো আঙ্গুর এবং খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়—বিক্রয়।

٢٠٢٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً .

২০২২. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানা হল, কাঁচা বা রসযুক্ত খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে এবং শুকনো আঙুর রসযুক্ত আঙুরের বিনিময়ে মেপে বিক্রি করা।

٢٠٢٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ اِنْ زَادَ فَلِيْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا .

২০২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, মুযাবানা হল, কারো এই শর্তে মেপে ফল বিক্রি করা যে, যদি বেশী হয় তবে বেশী অংশটুকু আমার। আর যদি কম বা ঘাটতি হয় তাহলে তা পূরণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, (তবে) নবী (সঃ) আরিয়্যার অনুমতি প্রদান করেছেন।

৭৬—অনুচ্ছেদ ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রয় (বার্লির বিনিময়ে বার্লি)।

٢٠٢٤. عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَدَعَانِيْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَاَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ

لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

২০২৪. মালেক ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (এক সময়ে) তিনি একশ' দীনার বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে (তিনি বর্ণনা করেন) তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে ডাকলেন। আমরা (দীনার বিনিময়ের বিষয়ে) কথাবার্তা শেষ করলাম। এমনকি বিনিময়ের বিষয়টি তিনি স্থির করে আমার হাত থেকে স্বর্ণ দীনারগুলো নিয়ে স্বীয় হাতের ওপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন এবং বললেন, গাবা (নামক জায়গা) থেকে আমার কোষাধ্যক্ষ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। উমর (রা) এসব কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যতক্ষণ তার (তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ) নিকট থেকে দীনার-এর বিনিময় গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ো না। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, গমের বিনিময়ে গম নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে, যবের বিনিময়ে যব নগদ নগদ এবং হাতে হাতে বিক্রি না হলে সূদে পরিণত হবে এবং খেজুরের বিনিময়ে খেজুর নগদ নগদ ও হাতে হাতে বিক্রি না হলে তাও সূদে পরিণত হবে।

৭৭—অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি।

٢٠٢٥. عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ .

২০২৫. আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করো না। বরং স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য এবং রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর।

৭৮—অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করা।

٢٠٢٦. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ اَبَاسَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ مَا هٰذَا الَّذِىْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِى الصَّرْفِ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ -

২০২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁর নিকট রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ একটা হাদীস (আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের মত) বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বললেন, হে আবু সাঈদ! আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে কি কথা বর্ণনা করছেন? আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি সারফ অর্থাৎ মুদ্রা ভাংতি বা বিনিময় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, সম পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রি করতে পার।

٢٠٢٧. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

২০২৭. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ পরিমাণে সমান না হলে বিক্রি করো না, কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী করে বিক্রি কর না। অনুরূপভাবে তোমরা পরিমাণে সমান না হলে কিংবা একাংশ আরেক অংশ হতে কম বা বেশী হলে রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রি কর না, কিংবা নগদের বিনিময়ে বাকীতে বিক্রি কর না।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাকীতে বা ধারে দীনারের (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময়ে দীনার ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٢٨. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلُهُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ وَجَدْتَّهُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ اَقُوْلُ وَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّى وَلٰكِنَّنِىْ اَخْبَرَنِىْ اُسَامَةُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ رِبًا اِلاَّ فِى النَّسِيْئَةِ.

২০২৮. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবু সালেহ যাইয়াত তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, দীনারের বিনিময়ে দীনার এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি করা যেতে পারে। (বর্ণনাকারী আবু সালেহ যাইয়াত

বলেন), আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, ইবনে আব্বাস (রা) কিন্তু এ কথা বলেন না। তখন আবু সাঈদ (রা) বললেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আপনি এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছেন না কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? জবাবে তিনি বললেন, এর (এ দু'টির) কোনটিই আমি বলি না। আর আপনি তো আমার চাইতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বেশী করে জানেন। আমাকে বরং উসামা জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, বাকী বা ঋণ ব্যতীত এসব ক্ষেত্রে সূদ হয় না।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে হারবকে বলতে শুনেছিঃ 'বাকীতে ছাড়া রিবা (সূদ) হয় না' আমাদের মতে এ কথার অর্থ সোনা রূপার বিনিময়ে এবং গম যবের বিনিময়ে কম-বেশী প্রদানে কোন দোষ নেই-যদি নগদ লেন-দেন হয়, কিন্তু বাকিতে বিক্রয়ে কোন কল্যাণ নেই।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে বাকীতে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٢٩. عَنْ اَبِىْ الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هٰذَا خَيْرٌ مِّنِّى فَكِلاَهُمَا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا .

২০২৯. আবুল মিনহাল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি বারাআ ইবনে আযেব ও যায়েদ ইবনে আরকাম (রা)-কে (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বদলি বা ভাঙতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উভয়েই একে অপরের সম্পর্কে বলতে থাকলেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। অতঃপর উভয়েই বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বাকীতে বা ঋণে রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ বিক্রি করার বর্ণনা।

٢٠٣٠. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا .

২০৩০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, পরিমাণে সমান সমান না হলে নবী (সঃ) রূপার বিনিময়ে রূপা এবং সোনার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা যেরূপ ইচ্ছা ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

৮২–অনুচ্ছেদঃ মোযাবানা পদ্ধতিতে ক্রয়–বিক্রয়, অর্থাৎ গাছের খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর, রসালো আঙুর (যা এখনো গাছে আছে)–এর বিনিময়ে শুকনো আঙুর এবং ধারে বিক্রি করা। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) মোযাবানা ও মোহাকালা (ক্ষেতে বা মাঠে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

٢٠٣١. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِىْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِىْ غَيْرِهِ .

২০৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমরা ফল (ক্ষেতের ফসল ক্ষেতে থাকাবস্থায়) ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করো না, যতক্ষণ না তার উপযোগিতা (কাজে লাগিয়ে উপকৃত হওয়ার মত অবস্থা) সৃষ্টি হয়। আর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের তাজা খেজুর বিক্রি করো না। সালেম বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রা) যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)–র সূত্রে আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) পরবর্তী সময়ে রসযুক্ত কিংবা শুকনো খেজুর ধারে বা বাকীতে কেনা–বেচা করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তবে এছাড়া অন্য কিছুর ক্ষেত্রে এ ধরনের অনুমতি প্রদান করেননি।

٢٠٣٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَّبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً.

২০৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) খেজুর মেপে ক্রয় করা এবং শুকনো আঙ্গুরের বিনিময়ে রসযুক্ত (তাজা) আঙ্গুর মেপে বিক্রি করা।

٢٠٣٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِىْ رُؤُسِ النَّخْلِ .

২০৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা এবং মোহাকালা (ক্ষেতে থাকতেই ফসল বিক্রি করা) ধরনের ক্রয়–বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মোযাবানা হল শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর (যা এখনো গাছেই আছে) ক্রয় করা।

٢٠٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মোহাকালা[২০] ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٣٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَّبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

২০৩৫. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার মালিককে তা আন্দাজে পরিমাণ নির্ণয়পূর্বক বিক্রয় করার অনুমতি দান করেছেন।

৮৩—অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বৃক্ষোপরি খেজুর বেচাকেনা করা।

٢٠٣٦. عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ وَلاَ يُبَاعُ شَيْئٌ مِنْهُ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا.

২০৩৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ফল (খেজুর) পরিপক্ক ও ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন এবং আরায্যা ব্যতীত তা দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া বিক্রি করাও যাবে না।

٢٠٣٧. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ.

২০৩৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কি পাঁচ ওয়াসাক বা তার কম পরিমাণে আরায্যা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? হাঁ অনুমতি প্রদান করেছেন।

٢٠٣٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اُخْرٰى اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا اَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَاْكُلُوْنَهَا رُطَبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ وَقَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْىٰ وَاَنَا غُلاَمٌ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِى

২০. মোহাকালা হল ক্ষেতে ছড়া বা শীষের মধ্যেকার গম ক্ষেত হতে সংগৃহীত শুকনো গমের বিনিময়ে আন্দাজে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। আর মোযাবানা হল সংগৃহীত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত বা তাজা খেজুর অনুমানে পরিমান নির্ধারণ করে ক্রয়-বিক্রয় করা। কেননা আন্দাজ করে কোন জিনিস এভাবে বিক্রি করা বৈধ নয়।

أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانَ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيْهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ لاَ .

২০৩৮. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা খেজুর যা এখনো গাছেই আছে) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু আরিয়্যার অনুমতি দিয়েছেন। সুফিয়ান দ্বিতীয়বার যা বলেছেন তা হল, তবে তিনি খেজুর তার মালিককে আন্দাজে বিক্রি করতে অনুমতি প্রদান করেছেন যেন তারা রসযুক্ত খেজুর খেতে পারে। এবং তিনি বলেছেন যে, আসলে উভয়টি একই। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি তখন অল্প বয়স্ক ছিলাম। আমি ইয়াহ্ইয়াকে বললাম, মক্কাবাসীগণ বলে থাকেন, নবী (সঃ) আরিয়্যা পদ্ধতিতে বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, মক্কাবাসী তা কিভাবে জানল? আমি বললাম, তারা (মক্কাবাসীগণ) জাবের থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এ কথায় ইয়াহ্ইয়া চুপ হয়ে গেলেন। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, এ কথা বলার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, জাবের (রা) তো মদীনাবাসী। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করার নিষেধাজ্ঞা তো এতে নেই? তিনি বললেন, না।

৮৪—অনুচ্ছেদ ঃ আরিয়্যার ব্যাখ্যা। মালেক (র) বলেছেন, আরিয়্যা হল, এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে ফল খাওয়ার জন্য খেজুর গাছ দান করা। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির (যাকে দান করা হল) বার বার বাগানে প্রবেশের কারণে বিরক্তিবোধ হওয়ায় গাছের মালিক কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে গাছের উক্ত খেজুর খরিদ করে নেয়া। ইবনে ইদরীস বলেছেন, শুকনো খেজুরের বিনিময়ে রসযুক্ত খেজুর নগদ ও মেপে কিনাকে আরিয়্যা বলে। সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা)—র এই কথা থেকে এর জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়, "সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে"। ইবনে ইসহাক নাফে ও ইবনে উমরের মাধ্যমে বর্ণিত একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আরিয়্যা হল, কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার মালের মধ্য হতে একটা বা দু'টা খেজুরবৃক্ষ অপর ব্যক্তিকে দান করা। ইয়াযীদ সুফিয়ান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা হল, যে খেজুর বৃক্ষ দরিদ্র ব্যক্তিদের দান করা হয় সেগুলো। কিন্তু নিতান্ত দরিদ্র হওয়ার কারণে অভাব পূরণার্থে উক্ত ব্যক্তিরা ঐ বৃক্ষের খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না। সুতরাং শুকনো খেজুরের যে পরিমাণের বিনিময়েই হোক না কেন তাদের তা বিক্রি করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।

٢٠٣٩. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ تَأْتِيْهَا فَتَشْتَرِيْهَا .

২০৩৯. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরিয়্যার ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছেন- ওজন করা খেজুরের বিনিময়ে গাছের অনুমান করা খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন, আরিয়্যা বলা হয় নির্দিষ্ট খেজুর বৃক্ষ যার কাছে এসে লোকেরা তা কিনে নেয়।

৮৫—অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই ফল ক্রয়—বিক্রয়ের বর্ণনা। লাইস ... যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সময় লোকেরা ফল কেনা—বেচা করত। ফসল সংগ্রহের সময় হলে খরিদ্দার এসে বলত, ফসলের বিপর্যয় হয়েছে, রোগ হয়েছে, পোকায় ধরেছে, শুকিয়ে গেছে ইত্যাদি কথা বলে ঝগড়া করত। মীমাংসার মানসে এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ বহুল পরিমাণে পৌঁছতে থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ব্যাপারে বলেন, যদি তোমরা এ ধরনের কেনা—বেচা পরিত্যাগ করতে না পার তবে ব্যবহারোপযোগী না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয়—বিক্রয় কর না। আর যেহেতু বহুল পরিমাণে অভিযোগ মীমাংসার মানসে তাঁর কাছে আসছিল সে কারণে পরামর্শ স্বরূপ তিনি এ কথা বলেছিলেন। খারিজা ইবনে যায়েদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) ফলের রং লাল ও মেটে লাল স্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাঁর জমির ফল বিক্রি করতেন না। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বোখারী) বলেন, আলী ইবনে বাহর এ বিষয়ে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট হাকাম ....যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤٠. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ .

২০৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ব্যবহারোপযোগী না হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই তিনি নিষেধ করেছেন।

٢٠٤١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِىْ حَتّٰى تَحْمَرَّ .

২০৪১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাকার পূর্বেই খেজুর ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন, এর অর্থ হল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٤٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تُشَقِّحَ فَقِيْلَ مَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا .

২০৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রং-এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রং পরিবর্তন হওয়ার অর্থ লাল বা মেটে লাল হওয়া এবং খাওয়ার উপযোগী হওয়া।

৮৬– অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বেই খেজুর ক্রয় বিক্রয় করা।

٢٠٤٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ قِيْلَ وَمَا يَزْهُوَ قَالَ يَحْمَارُّ اَوْ يَصْفَارُّ .

২০৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উপযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ফল বিক্রি করতে এবং রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে মহানবী (সঃ) নিষেধ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রং পরিবর্তিত হওয়া বলতে কি বুঝায়? উত্তরে তিনি (সঃ) বললেন, লালবর্ণ ও মেটে লাল বর্ণ ধারণ করা।

৮৭–অনুচ্ছেদ ঃ ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে।

٢٠٤٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَأَيْتَ اِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا اَصَابَهُ عَلٰى رَبِّهِ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَتَبَايَعُوْا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيْعُوْا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

২০৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফলের রং না আসা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (ফলের) রং আসার অর্থ কি? তিনি বললেন, লোহিত বর্ণ ধারণ করা। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আচ্ছা বল তো আল্লাহ যদি ফলের উৎপাদন প্রতিরোধ করেন তবে তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন্ অধিকারে (কিসের বিনিময়ে) তার ভাইয়ের অর্থ গ্রহণ করবে। ইবনে শিহাব বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি উপযোগিতা সৃষ্টির পূর্বেই ফল ক্রয় করে এবং পরে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মালিককে অর্থাৎ বিক্রেতাকে ঐ ক্ষতির দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) ইবনে উমর (রা) থেকে আমার কাছে

বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ফলের উপযোগিতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করো না এবং শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের (রসযুক্ত) খেজুর বিক্রি কর না।

৮৮– অনুচ্ছেদ ঃ বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা।

٢٠٤٥. عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِّنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

২০৪৫. আ'মাশ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা বন্ধক রেখে বাকিতে ক্রয়ের কথা ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। অতঃপর তিনি আমাকে আসওয়াদের মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শুনালেন যে, নবী (সঃ) একটা নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকিতে এক ইহূদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেছিলেন এবং স্বীয় লৌহ বর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৮৯–অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম খেজুরের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করা।

٢٠٤٦. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا .

২০৪৬. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারে তহশীলদার নিযুক্ত করেছিলেন। সে তাঁর (সঃ) কাছে উত্তম জাতের খেজুর নিয়ে আসলে তিনি (তা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, খায়বারে সকল খেজুরই এরূপ উত্তম? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর শপথ! সকল খেজুর এরূপ নয়। আমরা এগুলো এক সা' অন্যগুলোর দু'সা'র বিনিময়ে এবং এগুলোর দু' সা' অন্যগুলো তিন সা'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এরূপ করবে না। বরং পাঁচ মিশালী খেজুরগুলো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে উত্তম খেজুর উক্ত দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করবে।

৯০–অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী খেজুরের কাঁদিতে নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ঠ (তাবীর) করানো হয়েছে এরূপ খেজুর গাছের বিক্রেতা কিংবা ফসলসহ জমি বিক্রেতা বা ঠিকা হিসেবে প্রদানকারীর বর্ণনা। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বর্ণনা করেন, ইবরাহীম আমার নিকট------ ইবনে উমরের আযাদকৃত দাস নাফে থেকে

বর্ণনা করেছেন যে, নর খেজুর গাছের রেণু প্রবিষ্ট করানো হয়েছে এমন খেজুর গাছ কেউ বিক্রি করলে ফলের কথা যদি উল্লেখ করা না হয় তবে রেণু প্রবিষ্টকারী ব্যক্তিই ফলের অধিকারী হবে। কৃতদাস ও ক্ষেতের ফসলের ব্যাপারেও একইরূপ সিদ্ধান্ত হবে। নাফে এ তিনটি জিনিসের নামই তাঁর কাছে উল্লেখ করেছিলেন।

٢٠٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَاعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২০৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কেউ যদি নর খেজুরের রেণু প্রবিষ্ট করানো খেজুর গাছ বিক্রি করে আর ক্রেতা ফল নেয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকে তবে ঐ গাছের খেজুর বিক্রেতার প্রাপ্য হবে।

৯১—অনুচ্ছেদ ঃ মাঠের ফসল (যা এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করার বর্ণনা।

٢٠٤٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ اَنْ يَّبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ اِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ كَرْمًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً وَاِنْ كَانَ زَرْعًا اَنْ يَّبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

২০৪৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ বাগানের ফল যদি খেজুর হয় তবে তা ওজনকৃত শুকনো খেজুরের বিনিময়ে, আঙুর হলে ওজনকৃত শুকনো আঙুরের (মোনাক্কা) বিনিময়ে এবং অন্য কোন ফসল হলে (যা ক্ষেত হতে এখনো কাটা হয়নি) ওজনকৃত খাদ্যশস্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে এবং এরূপ প্রকৃতির সকল রকম কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন।

৯২—অনুচ্ছেদ ঃ মূল শিকড় সমেত খেজুর গাছ বিক্রি করা (অর্থাৎ গাছসহ বিক্রি করা)।

٢٠٤٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا امْرِىءٍ اَبَرَّ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِىْ اَبَرَّ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

২০৪৯. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর (নর খেজুরের পুষ্প রেণু স্ত্রী গাছের কাঁদিতে প্রবিষ্ট) করার পর গাছটিই বিক্রি করে দিলো। (কেনার সময়) ক্রেতা ফল পাওয়ার শর্ত আরোপ না করে থাকলে ঐ গাছের খেজুর তাবীরকারী ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

৯৩—অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা ফল ও ফসল বিক্রি করা।

٢٠٥٠. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ .

২০৫০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মোহাকালাহ, মোখাদারাহ, মোলামাসাহ, মোনাবাযাহ ও মোযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।[২১]

٢٠٥١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتّٰى تَزْهُوَ فَقُلْنَا لاَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ اَوْ تَصْفَرُّ اَرَأَيْتَ اِنْ مَّنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ .

২০৫১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রং না আসা পর্যন্ত নবী (সঃ) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমরা আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, রং আসা বলতে কি বুঝায়? তিনি বলেন [নবী (সঃ) বলেছেন] লাল বা মেটে লালবর্ণ ধারণ করা। আচ্ছা বল তো, আল্লাহ যদি ফল থেকে (কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা) বঞ্চিত করেন, তাহলে কিসের বিনিময়ে তুমি তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করা বৈধ মনে করবে?

৯৪—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের মাথি বিক্রি করা এবং তা খাওয়ার বর্ণনা।

٢٠٥٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ فَاِذَا اَنَا اَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ .

২০৫২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় আমি নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। সেই সময় তিনি খেজুর গাছের মাথি খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

---

২১. মোহাকালাহ-ক্ষেতে শীষের মধ্যকার গম বা অনুরূপ অন্য কোন ফসল সংগ্রহ করে মাড়াই করার পূর্বে অর্থাৎ ক্ষেতে থাকতেই সংগৃহীত ও ওজনকৃত শুকনো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা। মোখাদারাহ হল, ফল বা খাদ্যশস্য কাঁচা বা অপোক্ত থাকতেই বা উপযোগিতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয় করা। মোলামাসাহ হল, ক্রেতা ও বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্য বলে যে কোন একজন বা উভয়ে অপর জনের বা পস্পরের পরিধেয় স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়কে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ জাহিলী যুগের নিয়ম ছিল, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে একজন আরেক জনের বস্ত্র স্পর্শ করলেই বিক্রয় নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় হয়ে যেত। মোনাবাযাহ হল, অনুরূপভাবে কেনা-বেচার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরের দিকে কাপড় নিক্ষেপ করে ক্রয়কে নিশ্চিত ও আবশ্যকীয় করা। আর মোযাবানা হল, সংগৃহীত শুকনো ও ওজনকৃত খেজুরের বিনিময়ে গাছের রসযুক্ত (তাজা) খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করা।

বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটা বৃক্ষ আছে ঈমানদার লোকের মত। ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি তখন মনে করলাম যে, বলি, উক্ত গাছ হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি বয়সে সবার ছোট (হওয়ার কারণে লজ্জায় তা বললাম না)। পরে তিনি (সঃ) বললেন, তা হল খেজুর গাছ।

৯৫—অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়—বিক্রয়, ইজারা, মাপ এবং ওজন ইত্যাদি প্রত্যেক শহর বা এলাকবাসীর নিজস্ব পরিচিত ও প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। তাদের আচার—আরচণ, নিয়ত এবং অধিক প্রচলিত নিয়ম—কানুন গ্রাহ্য হবে। শুরাইহ তাঁতীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝে তোমাদের রসম—রেওয়াজ অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। আবদুল ওয়াহহাব আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করা যাবে। খরচের জন্য মুনাফা গ্রহণ করা হয়। নবী (সঃ) হিন্দকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যথারীতি ততটা গ্রহণ কর, যতটা তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হয়। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ "যে দরিদ্র তাকে নিয়ম মাফিক উত্তম পন্থায় গ্রহণ করা উচিত।" হাসান (বসরী) আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট থেকে একটা গাধা ভাড়া করে জিজ্ঞেস করলেন, বিনিময়ে কত ভাড়া দিতে হবে? তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাস) বলেন, দুই দানিক (অর্থাৎ এক দিরহামের এক—তৃতীয়াংশ দিতে হবে)। এ কথা শুনে তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন অর্থাৎ সম্মত হয়ে গেলেন। পরে অন্য এক সময় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসের নিকট গিয়ে বললেন, গাধা দরকার, গাধা (অর্থাৎ ভাড়া করতে চাই)। এরপর কোন ভাড়া বা শর্ত নির্ধারণ ছাড়াই তিনি তাতে আরোহণ করলেন এবং তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে মিরদাসকে) আধা দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

٢٠٥٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِّنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُّخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

২০৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু তাইবাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে (রক্তমোক্ষণের জন্য) শিংগা লাগালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে এক সা' খেজুর প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তার মনিবকে তার নির্ধারিত প্রদেয় কমানোর নির্দেশ প্রদান করলেন।

٢٠٥٤. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدٌ اُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِىْ اَنْتِ وَبَنُوْكِ مَا يَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

২০৫৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুআবিয়ার মা হিন্দ এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলল, আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমার প্রয়োজন মিটানোর জন্য আমি যদি তার সম্পদ থেকে চুপে চুপে কিছু গ্রহণ করি তাতে কি আমার গোনাহ হবে? জবাবে তিনি (সঃ) বললেন, তুমি ও তোমার সন্তানদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে তার সম্পদ থেকে ততটুকু গ্রহণ কর যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়।

٢٠٥٥. عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ أُنْزِلَتْ فِيْ وَالِيَ الْيَتِيْمِ الَّذِيْ يَقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِيْ مَالِهِ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا اَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ .

২০৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিত্তশালী ও সচ্ছল তার জন্য বিরত থাকাই উচিত, আর যে বিত্তহীন দরিদ্র তার সৎভাবে গ্রহণ করা উচিত" মহান আল্লাহর এই বাণীটি ইয়াতীম বালক বালিকাদের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধানকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে-যারা তাদের দেখাশোনা করে ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। যদি তারা বিত্তহীন দরিদ্র হয় তবে তারা ইয়াতীমদের সম্পদ সৎভাবে গ্রহণ করতে পারে।

৯৬-অনুচ্ছেদঃ এক অংশীদার কর্তৃক (তার অংশ) আরেক অংশীদারের নিকট বিক্রি করা।

٢٠٥٦. عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২০৫৬. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) সর্ব প্রকারের এজমালী সম্পদ (নৈকট্যের ভিত্তিতে) ক্রয়ের (শুফআ বা ক্রয়ে অগ্রাধিকার) অধিকার প্রদান করেছেন। সীমা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং পথ করে দেয়া হলে (অগ্রাধিকারের দাবিতে) ক্রয়ের (Pre-emption) অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

৯৭-অনুচ্ছেদঃ এজমালী জমি, বাড়ী ও অন্যান্য আসবাবপত্র বিক্রয় করা।

٢٠٥٧. عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِى كُلِّ مَالٍ لَّم يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .

২০৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক এজমালী সম্পদে নবী (সঃ) ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার ফয়সালা প্রদান করেছেন। (বন্টনের পর প্রত্যেকের) যখন সীমা নির্ধারিত হয়ে গেল এবং রাস্তা হয়ে গেল, তখন আর অগ্র-ক্রয়াধিকার (Per-emption) থাকবে না।

৯৮—অনুচ্ছেদঃ কারো বিনা অনুমতিতে তার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করা হলো এবং সে তাতে সম্মতি প্রদান করলো।

٢٠٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَّمْشُونَ فَاَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيهِم صَخرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ اُدْعُوا اللّٰهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّي كَانَ لِي اَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَرْعٰى ثُمَّ اَجِيءُ فَاَحْلُبُ فَاَجِيءُ بِالْحَلاَبِ فَاٰتِي بِهِ اَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ ثُمَّ اَسْقِي الصِّبْيَةَ وَاَهْلِي وَامْرَاَتِي فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوقِظَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَاْبِي وَدَاْبَهُمَا حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ قَالَ فَفُرِجَ عَنْهُمْ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّي كُنْتُ اُحِبُّ امْرَاَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَاِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّي اسْتَاْجَرْتُ اَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ اِنْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اَتَسْتَهْزِئُ بِي قَالَ فَقُلْتُ مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّي فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ -

২০৫৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তি বাড়ী থেকে বের হয়ে পথ চলতে থাকাকালে বৃষ্টি শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। (এই সময়) ওপর থেকে একটা বড় পাথর সটকে পড়লে (তারা যে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল সেই) গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বলেন, তারা একে অপরকে বলল, তোমাদের

কৃত সর্বোত্তম আমলের কথা বলে (পাথর অপসারিত হওয়ার জন্য) আল্লাহর কাছে দোআ করো। সুতরাং তাদের একজন এই বলে দোআ করল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে মাঠে গিয়ে পশু পাল চরাতাম। অতঃপর বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করে দুধের পাত্র নিয়ে (সর্বপ্রথম) আমার (বৃদ্ধ) পিতা-মাতার কাছে যেতাম এবং তারা পান করত। এরপর আমার সন্তান, বাড়ীর পোষ্য ও আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একদিন আমার বাড়ী ফিরতে দেরী হলে রাত্রি হয়ে গেল। আমি (বাড়ী) এসে দেখলাম তারা (আমার মাতা পিতা) নিদ্রা যাচ্ছেনা। তাই আমি তাদেরকে জাগ্রত করা ভাল মনে করলাম না। আমার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে কাঁদতে থাকল। আমি তাদের (পিতা-মাতার) জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম এবং এভাবেই ভোর হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে গুহার মুখ থেকে পাথরখানা একটু সরিয়ে দাও যাতে আমরা আসমান দেখতে পাই। নবী (সঃ) বলেন, গুহার মুখ থেকে পাথর কিছুটা অপসারিত হল। অন্যজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এতো বেশী ভালবাসতাম, একজন পুরুষ একজন নারীকে যত বেশী ভালবাসতে পারে। কিন্তু সে বলল, তুমি আমাকে একশত দীনার না দেয়া পর্যন্ত তা (তোমার আকাংখিত বস্তু) লাভ করতে পারবে না। সুতরাং বহু কষ্টে ও চেষ্টা করে আমি তা সংগ্রহ করলাম। অতঃপর আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝে উপবেশন করলাম তখন সে বলল, আল্লাহকে ভয় করো এবং (বিয়ে না করে) অবৈধভাবে আমার কুমারীত্ব ও সতীত্ব হরণ করো না। তখন আমি তাকে ত্যাগ করে উঠে পড়লাম। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি তা করেছিলাম, তাহলে (গুহা-মুখের) পাথরখানা আরো একটু সরিয়ে দাও। নবী (সঃ) বলেন, পাথরখানাকে এবার দুই-তৃতীয়াংশ সরিয়ে দেয়া হল। অন্য ব্যক্তি (তৃতীয় জন) বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো, আমি এক ফারাক (তিন সা') খাদ্যশস্যের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। আমি যখন তাকে তা প্রদান করলাম তখন সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানাল। আমি ঐ এক ফারাক শস্যের কথা ভাবলাম এবং তা নিয়ে জমিতে বপন করলাম এবং এভাবে তা দিয়ে গরু কিনলাম ও রাখালের ব্যবস্থা করলাম। পরে (এক সময়ে) সে ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার পাওনাটা আমাকে পরিশোধ করুন। আমি বললাম, গরুর পাল ও রাখাল যেখানে আছে সেখানে যাও এবং সেগুলো তোমারই সম্পদ। (একথা শুনে) সে বলল, আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, বরং ওগুলো সত্যিই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি মনে করো যে, একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই আমি এরূপ করেছিলাম, তাহলে পাথর অপসারণ করে গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দাও। সুতরাং (পাথর অপসারণ করে) গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেয়া হল।

৯৯-অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের অধিবাসী এবং মুশরিকদের সাথে ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٠٥٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ

مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً -

২০৫৯. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। এই সময় দীর্ঘদেহী ও মাথার কেশ অবিন্যস্ত এক মুশরিক ব্যক্তি বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে আসলো। নবী (সঃ) তাকে বললেন, বিক্রি করতে চাও না উপহার দিতে, অথবা তিনি বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) দান করতে চাও? লোকটি বলল, না বরং বিক্রি করতে চাই। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী ক্রয় করে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদঃ শত্রু রাষ্ট্রের নাগরিকের নিকট থেকে কৃতদাস খরিদ করে তা দান করা ও আযাদ করে দেয়া সম্পর্কে। নবী (সঃ) সালমান (ফারসী)-কে বলেছিলেন, মোকাতাবা (আযাদ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে লিখিত চুক্তি) করে নাও। তিনি (সালমান ফারসী) আযাদ মানুষ ছিলেন। কিন্তু মানুষ তার প্রতি জুলুম করে তাঁকে (দাস হিসেবে) বিক্রি করেছিল। আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রা)-কে বন্দী করা হয়েছিল। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ -

"আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকে রিযিকের ব্যাপারে কতেককে কতেকের চাইতে মর্যাদাবান করেছেন। যাদেরকে মর্যাদাবান করা হয়েছে তারা পরস্পর সমতা আনয়নের জন্য স্বীয় কৃতদাসদেরকে উক্ত রিযিক থেকে প্রদান করে না। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (সূরা নাহলঃ ৭১)[২২]

٢٠٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِّنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ دَخَلَ اِبْرَاهِيْمُ

২২. অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) সালমান ফারসী (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, লোকেরা তাঁর প্রতি জুলুম করেছে ও দাস হিসেবে বিক্রি করেছে। প্রকৃত ঘটনা হল, সালমান ফারসী (রা) ছিলেন প্রথম জীবনে অগ্নি উপাসক। সত্যের অন্বেষণে তাঁর পিতাকে ছেড়ে বের হন এবং পরপর তিনজন পাদ্রীর শরণাপন্ন হন এবং তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সাহচর্যে থাকেন। শেষোক্তজন হেজায ভূমির কথা বলে সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে তাঁকে অবহিত করে। পথিমধ্যে ওয়াদিল কুরা নামক জায়গাতে তাঁকে কৃতদাস হিসেবে এক ইয়াহুদের নিকট বিক্রয় করে দেয়া হয়। অতঃপর বনী কুরাইযা গোত্রের অপর এক ইয়াহুদী তাঁকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে আসে। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে সালমান ফারসী তাঁর নবুওয়াতের আলামতসমূহ দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে মোকাতাবা করতে বলেন এবং এইভাবে তিনি পরে দাসত্বের অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন।

بِامْرَاَةٍ هِيَ مِنْ اَحْسَنِ النِّسَاءِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَنْ هٰذِهِ الَّتِي مَعَكَ قَالَ اُخْتِيْ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِي حَدِيْثِيْ فَاِنِّيْ اَخْبَرْتُهُمْ اَنَّكِ اُخْتِيْ وَاللّٰهِ اِنْ عَلَى الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّيْ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِي اِلاَّ عَلٰى زَوْجِيْ فَلاَتُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْاَعْرَجُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَاُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّيْ وَتَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِي اِلاَّ عَلٰى زَوْجِيْ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هٰذَا الْكَافِرَ فَغُطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ يَّمُتْ فَيُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَاُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ اَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرْسَلْتُمْ اِلَيَّ اِلاَّ شَيْطَانًا اِرْجِعُوْهَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَعْطُوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً ـ

২০৬০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করেছিলেন। তাঁকে সংগে নিয়ে যখন তিনি এমন একটি জনপদে উপস্থিত হলেন, যেখানে এক বাদশাহ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন এক অত্যাচারী থাকত। তাকে (বাদশাহকে বা অত্যাচারীকে) অবহিত করা হল যে, ইবরাহীম একজন নারীসহ আগমন করেছে, যে নারীদের মধ্যে সবচাইতে সুন্দরী ও সুশ্রী। তাই সে (বাদশাহ বা অত্যাচারী) তাঁর (ইবরাহীমের) কাছে এই মর্মে জানতে চেয়ে লোক পাঠালো যে, হে ইবরাহীম! তোমার সঙ্গিনী মহিলাটি কে? তিনি বললেন, আমার বোন। অতঃপর সারার কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আমার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করো না। আমি তাদেরকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর শপথ! গোটা এই এলাকায় (দেশে) আমি আর তুমি ব্যতীত কোন ঈমানদার নেই। এরপর তিনি তাঁকে (সারাকে) বাদশাহর কাছে পাঠালেন। বাদশাহ তাঁর কাছে গেলে তিনি (সারা) উঠলেন, উযূ করলেন, নামায পড়লেন এবং এই বলে দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি সত্যিকারভাবেই যদি তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি আর আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্ব হেফাজত ও রক্ষা করে থাকি, তাহলে কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। তৎক্ষণাৎ সে (বাদশাহ মাটিতে পড়ে) সংজ্ঞাহীন হয়ে গেল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! যদি সে এখন মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে যে, সেই মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং তার (বাদশাহর) উক্ত

অবস্থা বিদূরিত হয়ে গেলে সে আবার তাঁর (সারার) কাছে এগিয়ে গেল। তখন তিনি (সারা) উঠে উযূ করেন, নামায আদায়ের পর দোআ করলেন, হে আল্লাহ! আমি যদি সত্যিই তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান এনে থাকি এবং আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার সতীত্বকে রক্ষা করে থাকি তাহলে এ কাফেরকে আমার ওপর আধিপত্য প্রদান করো না। (এ কথা বলার সাথে সাথে) সে (বাদশাহ) মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল এবং পা রগড়াতে শুরু করল। তখন সারা বললেন, হে আল্লাহ! (এখন) যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে বলা হবে এ মহিলাটি তাকে (বাদশাহকে) হত্যা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের পর সে বলল, আল্লাহর শপথ! তোমরা আমার নিকট এক শয়তান বৈ প্রেরণ কর নাই। তাকে ইবরাহীমের নিকট নিয়ে যাও এবং আজারকে (হাজেরাকে) তাকে প্রদান কর। তখন তিনি (সারা) ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি কি উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ কাফেরকে নিরাশ, লাঞ্ছিত ও মনোক্ষুণ্ন করেছেন এবং একজন সেবিকা প্রদান করেছেন?

٢٠٦١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِىْ غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ عُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ اُنْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَلَكَ يَا عَبْدُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ ـ

২০৬১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একটা বালকের দাবী নিয়ে সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস (রাঃ) এবং আব্দ ইবনে যামআ ঝগড়ায় লিপ্ত হলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সন্তান। তিনি আমাকে ওছিয়ত করে গিয়েছেন যে, সে তার পুত্র। উতবা ইবনে আবু ওয়াককাসের সংগে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। আর আব্দ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই। আমার পিতার বাড়ীতে (তার বিছানায়) তার দাসী-গর্ভে জন্মলাভ করেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এসব শুনে) তার (বালকটির) চেহারার সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং দেখতে পেলেন, উতবার চেহারার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু তিনি (রায় দিয়ে) বললেন, এ বালক তোমার জন্য হে আবদ ইবনে যামআ। কেননা যার বিছানা, সন্তান তারই। আর যেনাকারীর জন্য পাথর। আর হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি তার (বালকটির) সামনে পর্দা করবে। সুতরাং তারপর সাওদা (রাঃ) আর কোনদিন তাকে দেখেননি (বা দেখা দেননি)।

٢٠٦٢- عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا

تَدَّعِ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ كَذَا وَكَذَا وَاِنِّىْ قُلْتُ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّىْ سُرِقْتُ وَاَنَا صَبِىٌّ ـ

২০৬২. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সোহাইবকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত পিতা ছাড়া আর কারো সাথে নিজের বংশ সম্পর্কের দাবী করো না। এ কথা শুনে সোহাইব (রাঃ) বললেন, এতো এতো সম্পদের বিনিময়েও আমার নিকট তা পসন্দনীয় নয় যে, আমি ঐরূপ (অর্থাৎ ভাষা রুম হওয়া সত্ত্বেও আরব বংশোদ্ভূত বলে দাবী করব)। আসল ব্যাপার হল আমাকে শিশু বয়সেই চুরি করা হয়েছিলো[২৩]

٢٠٦٣- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَ عَتَاقَةٍ وَ صَدَقَةٍ هَلْ لِىْ فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ ـ

২০৬৩. হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! জাহিলী যুগে আমি কিছু ভাল কাজ করতাম, যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কৃতদাসকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা এবং দান খয়রাত করা। এসব কাজের জন্য কি আমি কোন পুরস্কার লাভ করব? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতের সৎকর্ম সহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ (অর্থাৎ জীবনে তুমি যেসব সৎকাজ করেছ তার জন্য পুরস্কৃত হবে)।

১০১-অনুচ্ছেদঃ প্রক্রিয়াজাত করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়া ব্যবহার সম্পর্কে।

٢٠٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حَرُمَ اَكْلُهَا ـ

২০৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাচ্ছ না কেন? লোকেরা বলল, এ যে মৃত (বকরী)। তিনি (সঃ) বললেন, (তাতে কি হয়েছে) মৃত জীব খাওয়া শুধু হারাম করা হয়েছে।

২৩. সোহাইব (রাঃ) হলেন সোহাইব ইবনে সিনান। বংশগত দিক থেকে তিনি ছিলেন আরব। মাওসিলের নিকটবর্তী এলাকায় ছিল বাসস্থান। রোমানরা ঐ এলাকায় আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সোহাইব (রাঃ) ছিলেন সেই সময় একটি শিশু মাত্র। তাই তিনি রুমী ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি দাবী করতেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে আরব। কিন্তু অনেকেই তা জানত না বলে এবং তাঁর ভাষা রুমী ভাষা বলে থাকে আরব বলে স্বীকার করত না। সাহাবা আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) উল্লেখিত কথাটি এই কারণেই বলেছিলেন। আর তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে আমি আরব কিন্তু ছোট থাকতেই রোমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। এজন্য আমি রোমান ভাষায় কথা বলি।

১০২–অনুচ্ছেদঃ শূকর হত্যা করা। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল–আনসারী (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) শূকরের ক্রয়–বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

٢٠٦٥– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ ـ

২০৬৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] ন্যায়বান শাসক হয়ে তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন (আসবেন)। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করে ফেলবেন এবং জিযয়া উঠিয়ে দিবেন। আর সম্পদের প্রাচুর্য এত বেশী হবে যে, কেউই তা (দান) গ্রহণ করতে চাইবে না।

১০৩– অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয়। এরূপ চর্বিজাত তেল বিক্রি করা যাবে না। এ সংক্রান্ত হাদীস জাবের (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦٦– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ اَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا اَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا ـ

২০৬৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) জানতে পারলেন যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। সে কি জানে না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত।

٢٠٦٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ يَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَاَكَلُوْا اَثْمَانَهَا ـ

২০৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবু তারা তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করত।

১০৪–অনুচ্ছেদঃ প্রাণহীন জিনিসের ছবি ক্রয়–বিক্রয় করা এবং এসব ছবির মধ্যে যেগুলো অপসন্দনীয় ও নিষিদ্ধ তার বর্ণনা।

٢٠٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّيْ إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِيْ مِنْ صَنْعَةِ يَدِيْ وَإِنِّيْ أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ -

২০৬৮. সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-র কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বলল, হে আবুল আব্বাস! আমি এমন একজন মানুষ যে, আমি হস্তশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জন করি। আর আমার শিল্প হল, আমি এসব ছবি অংকন করি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে (এ ব্যাপারে) যা শুনেছি তাই তোমাকে বলব। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে, যতক্ষণ না সে উক্ত ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে আযাব দিতে থাকবেন। অথচ সে কখনো তাতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। এ কথা শুনামাত্র লোকটি ভয়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, তোমার অকল্যাণ হোক! এ কাজ করা ছাড়া তোমার যদি কোন গত্যন্তর না থাকে, তাহলে এসব বৃক্ষের এবং প্রাণহীণ বস্তুর ছবি তুমি তৈরী করতে পার।

১০৫—অনুচ্ছেদঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) শরাবের ক্রয়—বিক্রয় হারাম (নিষিদ্ধ) করে দিয়েছেন।

٢٠٦٩- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ -

২০৬৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা বাকারার শেষোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) (লোকদের উদ্দেশ্যে) বেরিয়ে পড়লেন এবং ঘোষণা করলেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করে দেয়া হয়েছে।

১০৬—অনুচ্ছেদঃ স্বাধীন মানুষ বিক্রি করা গোনাহ।

٢٠٧٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ -

২০৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করেছে, যে ব্যক্তি মুক্ত স্বাধীন মানুষ বিক্রি করেছে এবং যে ব্যক্তি কাউকে মজুর নিয়োগ করে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তাকে মজুরী প্রদান করেনি।[২৪]

১০৭—অনুচ্ছেদঃ মদীনা থেকে বহিষ্কার ও উচ্ছেদকালে নিজ মালিকানাধীন ভূমি বিক্রি করে দেয়ার জন্য ইহুদীদের প্রতি নবী (সঃ)—এর নির্দেশ। আল—মাকরূরী আবু হুরায়রা (রা) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৫]

১০৮—অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসের বিনিময়ে কৃতদাস এবং জন্তুর বিনিময়ে জন্তু বাকীতে বিক্রি করা। ইবনে উমর (রাঃ) চারটি উটের বিনিময়ে একটি আরোহণ উপযোগী উট বাকীতে ক্রয় করেছিলেন এবং রাবাযাহ নামক জায়গায় উটটির মালিককে উটগুলোর হস্তান্তর করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, অনেক সময় একটা উট দুইটা উটের চাইতেও উত্তম হয়। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করে একটি তৎক্ষণাৎ হস্তান্তর করেছিলেন এবং অপরটি হস্তান্তর সম্পর্কে বলেছিলেন, ইনশাআল্লাহ আগামী সকালে বিলম্ব না করেই হস্তান্তর করব। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেছেন, জন্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং দু'টি বকরীর বিনিময়ে একটা বকরী বাকীতে বিক্রি করলে সূদ হয় না। ইবনে সীরীন বলেছেন, ধারে বা বাকীতে দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করায় কোন দোষ নেই।

٢٠٧١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ -

২০৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খায়বারের) বন্দীদের মধ্যে সাফিয়াও ছিলেন। তিনি দাহিয়া আল—কালবীর অংশে পড়েন এবং পরে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর অংশে এসে যান।

১০৯—অনুচ্ছেদঃ কৃতদাসীদের বিক্রি করার বর্ণনা।

---

২৪. বর্তমান যুগে সংঘবদ্ধ অপহরণকারী দল স্বাধীন মুক্ত ছেলে—মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দালালদের মাধ্যমে পাচার করে বিদেশে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ কামাই করছে। এ হাদীসে দৃষ্টিতে এরা জঘন্য অপরাধী।

২৫. হাদীসটি হলঃ আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে গিয়ে বললেন, চল ইহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে তিনি ইহুদীদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অতএব তোমাদের কারো কোন সম্পদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও। এটা বনী নাযীর গোত্রের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অনুচ্ছেদ শিরোনামে ইমাম বুখারী (রঃ) এই হাদীসের দিকেই ইংগিত করেছেন।

٢٠٧٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الْاَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرٰى فِى الْعَزْلِ فَقَالَ : أَوَ اِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لاَعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا ذٰلِكُمْ فَاِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ أَنْ تَخْرُجَ اِلاَّ هِىَ خَارِجَةٌ -

২০৭২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলেন। সে সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যুদ্ধে বন্দী নারীদের গনীমতের অংশ হিসেবে পেয়ে থাকি। তাদের গর্ভ সঞ্চার হোক তা আমরা কামনা করি না, বরং আমরা তাদেরকে বিক্রি করে মূল্য পেতে আগ্রহী। সুতরাং আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যস্খলন) করার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর নাকি? তোমরা এরূপ না করলেও (আযল না করলেও) কোন ক্ষতি নেই। কারণ যে সন্তান সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে সে সৃষ্টি হবেই। ।

১১০-অনুচ্ছেদঃ মোদাব্বির কৃতদাসের (মনিবের মৃত্যুর পর যে কৃতদাস আযাদ হবে) বিক্রির বর্ণনা।[২৬]

٢٠٧٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৭৩. জাবের (রাঃ) থেকে বার্ণত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মেদাব্বার কৃতদাস বিক্রি করেছেন।

٢٠٧٤ - عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّهُمَا سَمِعَا ﷺ يُسْئَلُ عَنِ الاَمَةِ تَزْنِى وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ بِيْعُوْهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ -

২০৭৪. যায়েদ ইবনে খালেদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) উভয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন, ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা ক্রীতদাসী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে চাবুক মার। পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। পুনরায় ব্যভিচার করলে পুনরায় চাবুক মার। এভাবে তৃতীয় অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চতুর্থ বারের পর বললেন, তাকে বিক্রি করে দাও।

٢٠٧٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ

২৬. মোদাব্বির ঐ কৃতদাসকে বলা হয় যার মালিক এই ঘোষণা দিয়েছে যে, তার মৃত্যুর পর উক্ত দাস আজাদ হয়ে যাবে।

زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ -

২০৭৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কারো দাসী যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তার ওপর হদ্দ (শরীআত নির্দিষ্ট শাস্তি) জারি করে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। পুনরায় যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে হদ্দ জারি করে তাকে চাবুক মারতে হবে, কিন্তু এরপর তাকে ভর্ৎসনা করবে না বা গালি দিবে না। কিন্তু যদি সে পুনরায় তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে একগাছা চুলের রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১১১-অনুচ্ছেদঃ ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই দাসীকে নিয়ে সফরে গমন করা যায় কিনা। হাসান (বসরী) সংগম ব্যতীত মোলামেশা ও চুম্বনে কোন প্রকার দোষ মনে করেন না। ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, সংগমকৃত দাসীকে যদি দান করা হয় অথবা বিক্রি করা হয় অথবা আজাদ করে দেয়া হয়, তবে এক হায়েয পর্যন্ত সে ইদ্দাত পালন করবে। কিন্তু কোন কুমারী দাসীকে ইদ্দাত পালন করতে হবে না। আতা বলেছেন, গর্ভবতী ক্রীতদাসীর সংগে সংগম ব্যতীত অন্য কিছু করতে কোন দোষ নেই। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين -

"সেই সব ঈমানদারগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাজত করেছে, কিন্তু স্ত্রী ও ক্রীতদাসীদের থেকে নয়। এ ক্ষেত্রে তারা তিরস্কৃত হবে না" (মু'মিনূনঃ ৬)।

٢٠٧٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَفَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَلَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْفَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّىْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ -

২০৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) যখন খায়বার আগমন করলেন এবং আল্লাহ তাঁকে খায়বার দুর্গের ওপর বিজয় দান করলেন সেই সময় ইহুদী হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যার রূপ ও সৌন্দর্য তাঁকে বর্ণনা করা হল। তার স্বামী যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো এবং সে ছিল নব বিবাহিতা। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (সাফিয়্যাকে) নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাকে নিজের জন্য গ্রহণ করে সেখান থেকে যাত্রা করলেন। এভাবে আমরা সাদ্দা রাওহা[২৭] নামক জায়গায় উপনীত হলে তিনি পবিত্রা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বিয়ে করলেন। ছোট দস্তরখানে হাইস নামক খাদ্য পরিবেশন করার ব্যবস্থা করে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও (যেন তারা এসে খাবার গ্রহণ করে)। এটাই ছিল সাফিয়্যার বিবাহে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রদত্ত বিবাহভোজ। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম, স্বীয় আবা দ্বারা তিনি তাঁকে (সাফিয়্যাকে) আড়াল করে রেখেছেন। তিনি উটের কাছে বসে নিজের হাঁটু পেতে দিলেন। সাফিয়্যা তাঁর পা তাঁর (সঃ) হাঁটুর ওপর রেখে (উটে) আরোহণ করলেন।

১১২-অনুচ্ছেদঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রি করা।

٢٠٧٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلٰى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا جَمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ-

২০৭৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন। সেই সময় তিনি (সঃ) মক্কাতেই অবস্থানরত ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি ক্রয়-বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা নৌকায় লাগান হয়, চামড়ায় ঘষা হয় এবং জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করা হয়। তিনি বললেন, না, তাও চলবে না, বরং এসব কাজে ব্যবহার করাও হারাম। এই সময়ই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন, আল্লাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে।

১১৩-অনুচ্ছেদঃ কুকুরের মূল্য।

٢٠٧٨- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ-

২৭. 'সাদ্দা রাওহা' মদীনার নিকটবর্তী একটি স্থান।

২০৭৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গণকের গণনার দ্বারা উপর্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٧٩- عَنْ عَوْنَ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَتَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ اِشْتَرٰى حَجَّامًا فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْاَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاٰكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ -

২০৭৯. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক হাযযাম কৃতদাস খরিদ করে তার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দিলে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হল। এ ব্যাপারে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য এবং (ব্যভিচারের দ্বারা) কৃতদাসীর উপার্জিত অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। আর তিনি উলকি অংকনকারী, উলকি গ্রহণকারী, সূদ গ্রহণকারী এবং সূদ প্রদানকারীকে লানত করেছেন। তিনি ছবি তৈয়ারকারীকেও লানত করেছেন।

অধ্যায়—১৩

كتاب السلم

(অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ মাপ (বা পরিমাণ) নির্দিষ্ট করে আগাম বেচা—কেনা।

٢٠٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً شَكَّ إِسْمٰعِيْلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু'বছর মেয়াদে অথবা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম বেচা-কেনা করত (অর্থাৎ ক্রেতা খেজুরের মূল্য দু'তিন বছরের অগ্রিম দিত)। এটা দেখে তিনি (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি খেজুরের মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

٢٠٨١- عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ بِهٰذَا فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮১. ইবনে আবু নাজীহ (রঃ) থেকেও নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজন সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ আগাম বেচা-কেনা করতে হলে মাপ ও ওজন নির্দিষ্ট করতে হবে)।

২—অনুচ্ছেদ ঃ নির্দিষ্ট ওজনে আগাম বেচা—কেনা।

٢٠٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْرِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ-

২০৮২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তারা (মদীনার লোকেরা) দুই কিংবা তিন বছর মেয়াদে ফল আগাম বেচাকেনা করত। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর মূল্য আগাম প্রদান করে সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে।

٢٠٨٣- عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৮৩. ইবনে আবু নাজীহ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, (যে ব্যক্তি আগাম মূল্য প্রদান করে) সে যেন নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম দেয়।

٢٠٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ فِيْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَ وَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৮৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মদীনা আগমন করেন। অতঃপর (পুরো হাদীস বর্ণনা করে) তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আগাম মূল্য প্রদান করতে হলে নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওজন এবং নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করতে হবে।

٢٠٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ الْمُجَالِدِ قَالَ اِخْتَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُوْ بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُوْنِيْ إِلَى ابْنِ أَبِيْ أَوْفٰى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزٰى فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ -

২০৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন বস্তুর) আগাম বেচা-কেনার (বৈধতার) ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবন সাদ্দাদ ইবনুল হাদ ও আবু বুরদার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁরা আমাকে (আবদুল্লাহ) ইবনে আবু আওফা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর যামানায় গম, যব, মনাক্কা ও খেজুর আগাম বেচাকেনা করতাম। (রাবী বলেন) তারপর আমি ইবনে আবযাকে (এ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন।

৩—অনুচ্ছেদ ঃ এমন ব্যক্তিকে আগাম মূল্য প্রদান করা যার নিকট মূল পণ্য (ক্ষেত বা বাগান) নেই।

٢٠٨٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُوْ بُرْدَةَ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى فَقَالاَ سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ يُسْلِفُوْنَ فِي الْحِنْطَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ قُلْتُ إِلٰى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ بَعَثَانِيْ إِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى

فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُوْنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ ـ

২০৮৬. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বুরদা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট পাঠান। তাঁরা দু'জন আমাকে বললেন, তাকে (আবু আওফাকে) জিজ্ঞেস কর, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ কি তাঁর যমানায় গমের অগ্রিম বেচাকেনা করতেন? (আমি জিজ্ঞেস করলে) আবদুল্লাহ (ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা সিরিয়ার কৃষকদেরকে গম, যব ও মন্নাক্কার (আঙ্গুর) নির্দিষ্ট মাপ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগাম মূল্য প্রদান করতাম। আমি বললাম, এমন লোককে কি (প্রদান করতেন) যার মূল পণ্য (ক্ষেতবা বাগান) রয়েছে? তিনি বললেন, সে বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না। অতঃপর তাঁরা দু'জন আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রাঃ)-র নিকট পাঠান। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাঁর যমানায় (কৃষকদেরকে) আগাম মূল্য প্রদান করতেন এবং তাদের ক্ষেত রয়েছে কি নেই এ বিষয়ে তাঁরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন না।

٢٠٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ مُجَالِدٍ بِهٰذَا وَقَالَ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ

২০৮৭. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রঃ) থেকে অপর একটি সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। (তাতে রয়েছে) তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেন, আমরা তাদেরকে (কৃষকদেরকে) গম ও যবের আগাম মূল্য প্রদান করতাম।

٢٠٨٨ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزَّيْتِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ ـ

২০৮৮. শাইবানী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা) বলেছেন, গম, যব ও মনাক্কার বিষয় (আমরা আগাম বেচাকেনা করতাম)। শাইবানীর অপর একটি বর্ণনায় যয়তুনেরও (তৈলবীজ) উল্লেখ রয়েছে।

٢٠٨٩- عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتّٰى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتّٰى يُوْزَنَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَيُّ شَيْءٍ يُوْزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلٰى جَانِبِهِ حَتّٰى يُحْرَزَ ـ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ ـ

২০৮৯. আবুল বাখতারী আত-তাঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে (বৃক্ষে থাকা অবস্থায়) খেজুরের আগাম মূল্য প্রদান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বৃক্ষের খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, (বৃক্ষের ওপর খেজুরের ওজন করা যেহেতু অসম্ভব) তাহালে কিসের ওজন করা হবে? এ কথা শুনে তাঁর (ইবনে আব্বাসের) পাশে বসা এক ব্যক্তি উত্তর করল, (ওজন করার অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

আবুল বাখতারী বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, নবী (সঃ) নিষেধ করেছেন... (অতঃপর) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٠٩٠- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ -

২০৯০. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর (রাঃ)-কে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত খেজুর বিক্রি করতে এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে রূপা বিক্রি করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমি ইবনে আব্বাসকেও খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন (অনুমান) করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٩١- عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ -

২০৯১. আবুল বাখতারী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমরকে খেজুরের আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, উমর (রাঃ) ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত (গাছের) ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাকীতে সোনারূপা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (এ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাসকেও জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (সঃ) খাওয়ার উপযোগী ও ওজন করার উপযোগী না

হওয়া পর্যন্ত (বৃক্ষের) খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসের ওজন করা হবে? তখন তাঁর (ইবনে আব্বাসের) নিকটস্থ এক ব্যক্তি বলল, (ওজন করা অর্থ) অনুমান করার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ আগাম ক্রয়—বিক্রয়ের যামানত রাখা।

٢٠٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ -

২০৯২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদা) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ-বর্মটি (যামানত স্বরূপ) তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৬—অনুচ্ছেদঃ আগাম ক্রয়—বিক্রয়ে বন্ধক রাখা।

٢٠٩٣ - عَنِ الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ فَقَالَ : حَدَّثَنِى الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُشْتَرَى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ -

২০৯৩. আ'মাস (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা সম্পর্কে ইবরাহীম নাখয়ীর নিকট আলোচনা করলে তিনি বলেন, আসওয়াদ (রঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বরাতে আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকীতে) কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করেন এবং একটি লৌহ-বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৭—অনুচ্ছেদঃ সময় নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়—বিক্রয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু সাঈদ (রাঃ), আসওয়াদ (রঃ) ও হাসান (রঃ) এরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নির্ধারিত মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যদ্রব্য আগাম ক্রয়—বিক্রয়ে কোন দোষ নেই, যদি তা এমন ফসলের মধ্যে না হয় যা ব্যবহার উপযোগী হয়নি।

٢٠٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِى الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوْا فِى الثِّمَارِ فِىْ كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ اِلٰى اَجَلٍ مَّعْلُوْمٍ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ نَجِيْحٍ وَقَالَ فِى كَيْلٍ مَّعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُوْمٍ -

২০৯৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তারা (মদীনার লোকেরা) দুই বিংবা তিন বছর মেয়াদে ফলের আগাম ক্রয়-বিক্রয় করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে আগাম ক্রয়-বিক্রয় কর। ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট মাপ ও নির্দিষ্ট ওজনের উল্লেখ করে।

٢٠٩٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ مُجَالِدٍ قَالَ أَرْسَلَنِىْ أَبُوْ بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ أَوْفٰى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالاَ كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالاَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ -

২০৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে আবুল মুজালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা ও আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ আমাকে আবদুর রহমান ইবেন আবযা ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার নিকট পাঠান। আমি তাদের দু'জনকে (কোন বস্তুর) আগাম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (জিহাদে শরীক) থেকে গনীমতের মাল লাভ করতাম। সিরিয়ার কৃষকেরা আমাদের নিকট আসলে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে তাদের সাথে গম, যব ও যায়তুনের (তৈলবীজ) আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, (যাদেরকে আগাম মূল্য দিতেন) তাদের কাছে কি ফসল থাকত না? তারা বললেন, এ বিষয়ে আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম না।

৮-অনুচ্ছেদঃ উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

٢٠٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ الْجَزُوْرَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ فَسَّرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَافِىْ بَطْنِهَا -

২০৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (জাহিলী যুগে) লোকেরা গাভীন উষ্ট্রীর বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে আগ্রিম বেচা-কেনা করত। নবী (সঃ) এরূপ (ক্রয়-বিক্রয়) করতে নিষেধ করেছেন। (অপর বর্ণনাকারী) নাফে (র) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত মেয়াদে (বেচা-কেনা করা)।

৯-অনুচ্ছেদঃ প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর অধিকার থাকে, কিন্তু সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তাতে শুফআর অধিকার থাকে না।

٢٠٩٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২০৯৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্দিষ্ট হয় এবং পথও নির্দিষ্ট করা হয় তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০—অনুচ্ছেদ ঃ বিক্রির পূর্বে শুফআর অধিকারী ব্যক্তির নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা। হাকাম বলেন, বিক্রির পূর্বে শুফআর দাবীদার যদি (অন্যত্র বিক্রির) অনুমতি দেয় তবে তার শুফআ দাবী করার অধিকার আর থাকে না। শা'বী বলেন, যদি শুফআ বিক্রি করা হয় আর শুফআর হকদার উপস্থিত থেকেও আপত্তি না জানায়, তবে (পরবর্তী কালে) তার শুফআ দাবী করার অধিকার থাকে না।

٢٠٩٨- عَنْ عَمْرِبْنِ الشَّرِيْدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلٰى سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى إِحْدٰى مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُوْ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَاسَعْدُ ابْتَعْ مِنِّيْ بَيْتَيَّ فِيْ دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ مَا ابْتَاعُهُمَا فَقَالَ الْمِسْوَرُ وَاللّٰهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا فَقَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لاَ أَزِيْدُكَ عَلٰى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ قَالَ أَبُوْ رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ وَلَوْ لاَ أَنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنَا أُعْطٰى بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِيْنَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ـ

২০৯৮. আমর ইবনুশ শারীদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-র নিকট দাঁড়ানো ছিলাম। তখন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) সেখানে এসে তাঁর হাত আমার কাঁধের ওপর রাখেন। এমন সময় নবী (সঃ)-এর মুক্ত গোলাম আবু রাফে (রা) এসে বলেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে (মহল্লায়) আমার যে দুটো ঘর রয়েছে তা আমার কাছ থেকে খরিদ করুন। সা'দ বলেন, আল্লাহর কসম! আমি তো ওটা খরীদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আপনাকে ঐ (ঘর) দুটো অবশ্যই খরিদ করতে হবে। সা'দ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে চার হাজার দিরহামের বেশী দেব না, তাও কিস্তিতে কিস্তিতে। আবু রাফে (রা) বলেন, আমাকে তো ওটার জন্য পাঁচশ' দীনার (পাঁচ হাজার দিরহাম) প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, 'প্রতিবেশী তার সংলগ্ন সম্পত্তিতে সর্বাধিক হকদার' তবে আমি আপনাকে চার হাজার দিরহাম (চারশ' দীনার)

মূল্যে ওটা দিতাম না, যখন আমাকে পাঁচশ' দীনার দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি (আবু রাফে') তাকেই (সা'দকে) ওটা (ঘর দু'টো) দিয়ে দিলেন। ৩

১১–অনুচ্ছেদঃ কোন্ প্রতিবেশী অধিক নিকটবর্তী?

٢٠٩٩– عَنْ عَائِشَةَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَإِلٰى أَيِّهِمَا أُهْدِىْ قَالَ اِلٰى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ

২০৯৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে। উপঢৌকন তাদের দু'জনের মধ্যে কাকে দেব? নবী (সঃ) বলেন, যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী।

---

৩. হক্কে শুফআ' তিন প্রকারঃ

(ক) শরীক ফিদ–দার বা অংশীদার মালিক। বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় এ অংশীদারকে জানাতে হবে।

(খ) শরীক ফিল–জার– প্রতিবেশীর হক, অর্থাৎ বাড়ী বা জমি বিক্রয়ের সময় শরীক না থাকলে প্রতিবেশীকে জানাতে হবে।

(গ) শরীক ফিত–তরীক– একই রাস্তায় চলাচলকারী বা একই আইলে যাতায়াতকারী ব্যক্তির হক। বাড়ী বা জমি বিক্রির পূর্বেই এদের জানিয়ে দিতে হবে। নতুবা তারা বিচারকের শরণাপন্ন হলে সে বিক্রিত সম্পদ তাদের হাতে আসবে। অবশ্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

অধ্যায়—১৪

كتاب الاجارة

(ইজারার বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرُ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

"তোমাদের শ্রমিক হিসেবে সে—ই উত্তম যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত"[১] এবং বিশ্বস্ত খাযাঞ্চি। আর যে উক্ত পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে উক্ত পদে বহাল না করা।

٢١٠٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْخَازِنُ الْأَمِيْنُ الَّذِىْ يُؤَدِّىْ مَاأُمِرَبِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ -

২১০০. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, বিশ্বস্ত খাযাঞ্চি তাকে যা আদেশ করা হয় তা সন্তুষ্ট চিত্তে পালন করে (অর্থাৎ যাকে যা দিতে বলা হয় তাকে তা দেয়), সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং।)

٢١٠١- عَنْ أَبِى مُوْسٰى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَمَعِىْ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ -

২১০১. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলাম, আমার সাথে ছিল আশআরী গোত্রের দু'জন লোক। তিনি (আবু মূসা) বলেন, আমি [নবী (সঃ)-কে] বললাম, আমি জানতাম না যে, এরা চাকুরী চাইবে। তিনি (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন পদে নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাকে আমি উক্ত পদে কিছুতেই বহাল করব না (কিংবা বহাল করি না)।

২—অনুচ্ছেদঃ কয়েক কীরাতের বিনিময়ে ছাগল—ভেড়া চরানো।[২]

---

১. এ আয়াতে মূসা (আঃ) ও শুয়াইব (আঃ)-এর কন্যাদের ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

২. 'কীরাত' একটি ওযন বিশেষ। এক আউন্সের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ।

٢١٠٢- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ اَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيْطَ لاَهْلِ مَكَّةَ -

২১০২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ (দুনিয়াতে) এমন কোন নবীকে পাঠাননি, যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। তখন তাঁর সাহাবাগণ বলেন, আপনিও কি (চরিয়েছেন)? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।

৩-অনুচ্ছেদঃ প্রয়োজনবোধে অথবা কোন মুসলমান না পাওয়া গেলে মুশরিকদেরকে শ্রমিক নিয়োগ করা। নবী (সঃ) খায়বারের ইহুদীদেরকে কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।

٢١٠٣- عَنْ عَائِشَةَ وَاسْتَاجَرَ النَّبِىُّ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِى الدِّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِى عَبْدِ بْنِ عَدِىٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا الْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِيْنَ حِلْفٍ فِىْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيْحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلَ الدِّيْلِىُّ فَأَخَذَ بِهِمْ وَهُوَ طَرِيْقَ السَّاحِلِ -

২১০৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানু দীল ও বানু আব্দ ইবনে আদী গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে শ্রমিক নিয়োগ করেন। সে লোকটি আস ইবনে ওয়াইলের বংশধরদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের মতাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] তার ওপর আস্থা রেখে নিজ নিজ সওয়ারী তাকে সমর্পণ করলেন এবং তিন রাত পর (ঐ সওয়ারী) সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে যাবার জন্য বলে দিলেন। (কথানুযায়ী) সে তিন রাত পর সকাল বেলা তাদের সওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন (মদীনার পথে) রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে ছিল আমের ইবনে ফুহাইরা ও দীল গোত্রের একজন পথপ্রদর্শক। সে তাঁদেরকে (সমুদ্রের) তীরের পথ ধরে নিয়ে গেল।

৪-অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন কিংবা এক মাস পর অথবা এক বছর পর তার কাজ করে দেবে, তবে তা জায়েয।

নির্ধারিত সময় আসলে উভয়ে নিজেদের আরোপিত শর্তাবলীর উপর অটল থাকবে।

٢١٠٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِن بَنِيْ الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَهُوَ عَلٰى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ -

২১০৪. নবী (সঃ)-এর সহধর্মীনি আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর (রাঃ) (হিজরতের সময়) বানু দীল গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে (পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্য) শ্রমিক নিয়োগ করেন। ঐ লোকটি কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী (সঃ) ও আবু বকর] নিজ নিজ সওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা এদের সাওর পর্বতের গুহায় নিয়ে আসবে।

৫—অনুচ্ছেদঃ জিহাদের ময়দানে শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٥- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِيْ فِي نَفْسِي فَكَانَ لِيْ أَجِيْرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِيْ فِيْكَ تَقْضَمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هٰذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَهْدَرَهَا أَبُوْ بَكْرٍ -

২১০৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে জাইশুল উসরাহ অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণানুযায়ী এটাই ছিল আমার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। (ঐ যুদ্ধে আমার সঙ্গে) আমার একজন মযদুর ছিল। সে একটি লোকের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল এবং তাদের একজন আরেক জনের আঙ্গুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। সে আঙ্গুল (বের করার জন্য) টান দিলে তার (প্রতিপক্ষের) একটি দাঁত পড়ে গেল। লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী (সঃ)-এর নিকট গেল। (কিন্তু) তিনি তার দাঁতের ক্ষতিপূরণের দাবি বাতিল করে দিলেন। তিনি (স) বললেন, সে কি তোমার মুখে তার আঙ্গুল রেখে দেবে (বের করে নেবে না), আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবাতে থাকবে? রাবী ইয়ালা (রা) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (সঃ) বলেছেন, যেমন উট (খাবার) চিবিয়ে থকে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা তাঁর দাদার বরাত দিয়ে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি হাত ছড়িয়ে নেয়ার জন্য সজোরে টান দিলে) তার দাঁত পড়ে গেল। আবু বকর (রাঃ)-র নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি এর কোন প্রতিদানের ব্যবস্থা করেননি।

৬—অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি মযদুর নিয়োগ করে তার সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জায়েয)। কেননা আল্লাহ [শোয়াইব (আঃ)—এর ঘটনায়] উল্লেখ করেছেনঃ

اِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ط سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ * قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ *

"(শোয়াইব মূসাকে বললেন), আমি আমার এ দু'টি মেয়ের একটিকে তোমার নিকট বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মযদুরী করবে। যদি দশ বছর পুরা কর তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার ওপর কোনরূপ চাপ সৃষ্টি করতে চাই না। আল্লাহ চাহেত অচিরেই তুমি আমাকে একজন সৎলোক হিসেবে দেখতে পাবে। মূসা বললেনঃ আপনার ও আমার মধ্যে (স্থিরীকৃত) এ দু'টি সময়ের যেটাই আমি পুরা করি, অতঃপর আমার প্রতি কোন বাড়াবাড়ি চলবে না। আমরা যা কথাবার্তা বলছি একমাত্র আল্লাহই তা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী।"

ইমাম বুখারী (র) বলেন, "ইয়াজুরু ফুলানান" অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে "আজরাকাল্লাহু" (আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন।

৭—অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ এ উদ্দেশ্যে কোন মজুর নিয়োগ করে যে, সে পতিতপ্রায় দেয়ালটি খাড়া করে দেবে, তবে তা জায়েয।

٢١٠٦- عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهٖ هٰكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهٗ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْكُلُهٗ ـ

২১০৬. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অতঃপর তারা দু'জন (মূসা ও খিযির) পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। অবশেষে (এক গ্রামে পৌঁছে) তাঁরা দেখতে পেলেন, একটি দেয়াল ধ্বসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। (অপর এক বর্ণনাকারী) সাঈদ (ইবনে জুবাইর) নিজের হাত উত্তোলন করে বলেন যে, খিযির এভাবে হাত দ্বারা ইংগিত করলে (পতিতপ্রায়) দেয়ালটি খাড়া হয়ে গেল।

হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, আমার মনে পড়ে সাঈদ বলেছেন, তিনি (খিযির) দেয়ালটির ওপর হাত বুলিয়ে দিতে তা সোজা হয়ে গেল। (দেয়াল সোজা করার পর) মূসা (খিযিরকে) বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে তো এই কাজের জন্য মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন, (অর্থাৎ) ঐ মজুরী দ্বারা আপনি খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতেন।

৮—অনুচ্ছেদঃ অর্ধ দিনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٧- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَاْجَرَ اُجَرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ غُدْوَةِ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ مِنَ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ فَاَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا مَالَنَا اَكْثَرَ عَمَلاً وَاَقَلَّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لاَ قَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِيْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ ـ

২১০৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের ও আহলে কিতাবদ্বয়ের (ইহুদী ও খৃষ্টান) উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করে বলল, কে (তোমাদের মধ্যে) এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা কাজ করে দিল। অতঃপর সে বলল, কে আছ যে দুপুর থেকে আসর নামাযের সময় পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টানরা কাজ করল। তারপর সে বলল, কে আছ যে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই (উম্মতে মুহাম্মাদী) হলে তারা (যারা স্বল্প শ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে)।এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কম করেছি? তারা জবাব দিল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার অতিরিক্ত অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

৯—অনুচ্ছেদঃ আসর নামাযের সময় পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ করা।

٢١٠٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى قِيْرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارٰى عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلاً وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَقَالَ فَذٰلِكَ فَضْلِيْ اُوْتِيْهِ مَنْ اَشَاءُ ـ

২১০৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমাদের এবং ইহুদী ও খৃষ্টানের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজুর নিয়োগ করল এবং বলল, (সকাল থেকে) দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দেবে? তখন ইহুদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। অতঃপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর একমাত্র তোমরাই আসর নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভারী রাগ হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম করেছি? তারা বলল, না। সে বলল, (শেষোক্তদেরকে যা দিয়েছি) সেটা তো আমার বিশেষ অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা দেই (আর যাকে ইচ্ছা দেই না)।

১০—অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি মজুরকে পারিশ্রমিক দিল না তার পাপ।

٢١٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : ثَلاَثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْطٰى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَاْجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ اَجْرَهُ ـ

২১০৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিপক্ষ হব। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে (কারো সাথে) চুক্তিবদ্ধ হল, অতঃপর তা ভঙ্গ করল, (২) ঐ ব্যক্তি, যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, (৩) ঐ ব্যক্তি যে কোন লোককে মজুর খাটাল এবং তার থেকে কাজ পুরোপুরি আদায় করল কিন্তু তাকে তার মজুরী দিল না।

১১—অনুচ্ছেদঃ আসরের সময় থেকে রাত পর্যন্ত মজুর খাটানো।

٢١١٠- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصٰرٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَاْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا اِلَى اللَّيْلِ عَلٰى اَجْرٍ مَّعْلُوْمٍ فَعَمِلُوْا لَهُ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوْا لاَ حَاجَةَ لَنَا اِلٰى اَجْرِكَ الَّذِىْ شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَفْعَلُوْا اَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوْا اَجْرَكُمْ كَامِلاً فَاَبَوْا وَتَرَكُوْا وَاسْتَاْجَرَ اَجِيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا اَكْمِلاَ بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هٰذَا وَلَكُمَا الَّذِىْ شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْاَجْرِ فَعَمِلُوْا حَتّٰى اِذَا كَانَ حِيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالاَ لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْاَجْرُ الَّذِىْ جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ فَقَالَ لَهُمَا اَكْمِلاَ بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَابَقِىَ مِنَ النَّهَارِ شَىْءٌ يَسِيْرٌ فَاَبَيَا وَاسْتَاْجَرَ قَوْمًا اَنْ يَّعْمَلُوْا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوْا اَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذٰلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَاقَبِلُوْا مِنْ هٰذَا النُّوْرِ -

২১১০. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপমা এরূপ–যেমন কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মজুরীতে একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য একদল লোক নিযুক্ত করলেন। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, আপনি আমাদেরকে যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। আর আমরা যা করেছি তার জন্য কোন দাবীও নেই। তিনি (নিয়োগকর্তা) তাদেরকে বললেন, তোমরা এরূপ করো না। বাকী কাজ সমাধা করে পুরো মজুরী নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ ত্যাগ করল। তখন তিনি তাদের স্থলে অপর লোকদেরকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা দিনের অবশিষ্টাংশ পুরা কর। আমি পূর্ববর্তীদের যে মজুরী দিতে চেয়েছিলাম তা তোমরা পাবে। তারা কাজ আরম্ভ করল, কিন্তু যখন আসর নামাযের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা আপনার জন্য যে কাজ করেছি তা মাগনা, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী দিতে চেয়েছিলেন তা আপনারই থাকল। ঐ ব্যক্তি বললেন, তোমাদের অবশিষ্ট কাজ শেষ কর, দিনের তো আর সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তখন ঐ ব্যক্তি অপর এক (তৃতীয়) দলকে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করলেন। তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত বাকী দিন কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পুরা মজুরী নিয়ে নিল। এটাই হল তাদের এবং যে নূর (ইসলাম) তারা কবুল করেছে তার উপমা।

১২–অনুচ্ছেদঃ–এক ব্যক্তি কোন লোককে মজুর নিয়োগ করল। কাজ করার পর সে মজুরী না নিয়ে চলে গেলে নিয়োগকর্তা তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে বাড়িয়ে দিবে। যে ব্যক্তি অপরের সম্পদে শ্রম নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করল।

٢١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى اٰوَوُا الْمَبِيْتَ اِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا اِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ اِلاَّ اَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ : اَللّٰهُمَّ كَانَ لِيْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَّلاَ مَالاً فَنَاٰى بِيْ فِيْ طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ اَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ اَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمْ اَهْلاً اَوْ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَيَّ اَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَيَّ فَاَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِّنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِيْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لاَ اُحِلُّ لَكَ اَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَنِيْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَيَّ اَجْرِيْ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ-

২১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি (পথ) চলতে চলতে রাত কাটাবার জন্য একটি

গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা পরস্পর বলল, তোমাদের সৎ কার্যাবলীর দোহাই দিয়ে আল্লাহকে ডাকা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। তাদের একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের খোঁজে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কাজেই তাদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে আমি (পশুপাল নিয়ে) ফিরতে পারলাম না। আমি (তাড়াতাড়ি) তাদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে আসলাম। কিন্তু তাদেরকে নিদ্রিত পেলাম। আর তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করিনি। তাই আমি তাদের জেগে ওঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোর হল। তখন তারা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। 'হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা আমাদের থেকে দূর কর। তখন পাথরটি সামান্য সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। সে আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি তাকে সম্ভোগ করতে চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। অবেশেষে এক বছর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে (খাদ্যাভাবে সাহায্যের জন্য) আমার নিকট এল। আমি তাকে একশ বিশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে নির্জনবাস করবে। সে তা মনজুর করল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে তুমি আমার সতীত্ব হরণ করতে পার না)। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সহবাস করা পাপ মনে করে তার কাছ থেকে সরে পড়লাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তা ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এটা তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (আরো একটু) সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী (সঃ) বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম। কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটালাম, তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু, ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ তা সবই তোমার। এ কথা শুনে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই ঠাট্টা করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং হাঁকিয়ে নিয়ে গেল, তার থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা করে থাকি, তবে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা দূর কর। তখন ঐ পাথরটি (সম্পূর্ণ) সরে গেল এবং তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

১৩–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজেকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োগ করল, অতঃপর যা মজুরী পেল তা থেকে দান–খয়রাত করল। আর বোঝা বহনকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

٢١١٢– عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ اِنْطَلَقَ اَحَدُنَا اِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيْبُ الْمُدَّ وَ اِنَّ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةَ اَلْفٍ قَالَ مَاتَرَاهُ اِلَّانَفْسَهُ ـ

২১১২. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে দান করার আদেশ করলে আমাদের কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মুদ্দ (প্রায় এক সের) মজুরী লাভ করত (এবং তার থেকে দান করত)। আর (আজ) তাদের কেউ কেউ লাখপতি। বর্ণনাকারী (শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবু মাসউদ) নিজের দিকেই ইংগিত করেছেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ দালালীর প্রাপ্য প্রসঙ্গে। ইবনে সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসানের মতে দালালীর জন্য বিনিময় গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি কেউ বলে, তুমি এই কাপড়টা বিক্রি করে দাও, এত টাকার বেশী বিক্রি করতে পারলে অতিরিক্তটা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইবনে সীরীন বলেন, যদি কেউ বলে যে, এ মালটি এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে তা তোমার, অথবা (বলল), তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী (সঃ) বলেছেন, শর্তানুসারে মুসলমানদের কাজ সম্পূর্ণ হয়।

٢١١٣– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَاقَوْلُهُ لَا يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَايَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا ـ

২১১৩. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সাথে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য মিলিত হতে নিষেধ করেছেন। আর নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না। (রাবী তাউস বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ইবনে আব্বাস! নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি করবে না–এ কথার অর্থ কি? তিনি বলেন, নগরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল সাজবে না।[৩]

১৫–অনুচ্ছেদঃ অমুসলিমদের দেশে কোন (মুসলিম) ব্যক্তি কোন মুশরিকের মজুর খাটতে পারে কি?

---

৩ ইমাম মালেক (রঃ)–এর মতে দালালী করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে দালালী করে উপার্জন করা মাকরূহ।

٢١١٤- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَلِيْ عِنْدَهُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْضِيَكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ قَالَ وَاِنِّيْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِيْ ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَاَقْضِيْكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ـ

২১১৪. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আস ইবনে ওয়ায়েলের কাজ করলাম। এতে তার নিকট আমার কিছু পাওনা জমে গেল। আমি পাওনার তাগাদা দেয়ার জন্য তার নিকট গেলে সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! অসম্ভব, আমি এটা করব না যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ কর, অতঃপর পুনরুত্থিত হও। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হাঁ। সে বলল, তবে তো আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার দেনা শোধ করব। তখন আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ " তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমাকে (পরকালে) ধন ও সন্তান দেয়া হবে?"

১৬- অনুচ্ছেদঃ কোন আরব গোত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করার বিনিময়ে পারিতোষিক গ্রহণ করা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, পারিতোষিক গ্রহণের সবচাইতে উপযুক্ত হল আল্লাহর কিতাব। শা'বী বলেন, শিক্ষকের জন্য কোনরূপ (পারিতোষিকের) শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। হাঁ, এমনিতে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেয়া হয় তবে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনিনি যিনি শিক্ষকের পারিতোষিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ করেছেন। হাসান বসরী (শিক্ষকের পারিতোষিক বাবদ) দশ দিরহাম প্রদান করেছেন। ইবনে সীরীন বন্টনকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে দূষণীয় মনে করেননি। তিনি বলেন, বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকে 'সুহত' বলা হয়। আর লোকেরা অনুমান করার জন্যও পারিশ্রমিক প্রদান করত।

٢١١٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا عَلٰى حَيٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا

يَا اَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَرْقِىْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْالَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَاُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَكَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ وَمَابِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَاَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِى صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَتَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاْتِىَ النَّبِىَّ فَنَذْكُرَلَهُ الَّذِىْ كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَاْمُرُنَا فَقَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ اَصَبْتُمْ اقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْالِىْ مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بِشْرٍ سَمِعْتُ اَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهٰذَا ـ

২১১৫. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) –এর কতিপয় সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তাঁরা আরবদের কোন এক গোত্রে পৌঁছে তাদের আতিথ্য কামনা করলেন। কিন্তু তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। (ঘটনাক্রমে) ঐ গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সর্বপ্রকার তদবীর করল, কিন্তু ফল হল না। তাদের কেউ বলল, ঐ যে লোকগুলো এখানে এসেছে তাদের কাছে যদি তোমরা যেতে। হয়ত তাদের কারো কিছু (ব্যবস্থা) থাকতে পারে। তখন তারা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল! আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে। আমরা সব রকমের তদবীর করেছি কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারও নিকট কিছু ব্যবস্থা আছে কি? তাঁদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুঁক করি। তবে দেখ, আমরা তোমাদের আতিথ্য কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড় ফুঁক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিতোষিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাঁদের সাথে আপোষরফা করল। এরপর তিনি (ঝাড়ফুঁককারী) গিয়ে তার (দংশিত স্থানের) ওপর থু থু দিতে দিতে সূরা ফাতিহা (আলহামদু শরীফ) পড়তে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল। সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেন তার কোন অসুস্থতাই নেই। রাবী বলেন, এরপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিতোষিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বললেন , এটা বন্টন কর। কিন্তু ঝাড়ফুককারী বললেন, এটা কর না। আগে আমরা নবী (সঃ)–এর নিকট গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা জানাই এবং দেখি তিনি আমাদের কি নির্দেশ দেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট এসে ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি (সঃ) বললেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, ওটা (সূরা ফাতিহা) একটা মন্ত্র? তারপর বললেন, তোমরা ঠিকই করেছ।

(এবার) বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা ভাগ লাগাও। এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) হাসলেন।

১৭–অনুচ্ছেদঃ দাস–দাসীর নিকট থেকে নির্ধারিত হারে অর্থ (কর) আদায় করা।

٢١١٦– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ النَّبِيَّ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ اَوْ ضَرِيْبَتِهِ ـ

২১১৬. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তাইবা নবী (সঃ)-কে শিংগা লাগিয়েছিল। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দুই সা'(পরিমাণ) খাদ্যশস্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেন।

১৮–অনুচ্ছেদঃ রক্ত মোক্ষণকারীর মজুরী প্রসঙ্গে।

٢١١٧– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ ـ

২১১৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন।

٢١١٨– عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّابِيُّ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ –

২১১৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) দেহে শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগাদাতাকে তার মজুরী দিয়েছিলেন। যদি তিনি (মজুরী দেয়াটা) অপছন্দ (হারাম) করতেন তবে দিতেন না।

٢١١٩– عَنْ عَمْرِوبْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ اَحَدًا اَجْرَهُ ـ

২১১৯. আমর ইবনে আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী (সঃ) শিংগা নিতেন এবং তিনি কোন লোকের (শ্রমের) মজুরী কম দিতেননা।

১৯–অনুচ্ছেদঃ কোন গোলামের মালিকের সাথে এই মর্মে আলোচনা করা যেন সে তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়।

٢١٢٠– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ غُلاَمًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ اَوْ صَاعَيْنِ اَوْمُدٍّ اَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ ـ

২১২০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (সঃ) এক শিংগাওয়ালা গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা অথবা দুই সা' কিংবা এক মুদ অথবা দুই মুদ (খাদ্যশস্য) দিতে আদেশ করলেন এবং তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) আলোচনা করলেন। ফলে (মালিকের পক্ষ থেকে) তার ওপর ধার্যকৃত কর কমিয়ে দেয়া হল।

২০—অনুচ্ছেদঃ বেশ্যা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) গায়িকা ও (ভাড়ার বিনিময়ে) বিলাপকারিনীর পারিশ্রমিক ভোগ করা মাকরূহ বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

" পার্থিব জীবন—সামগ্রী লাভের জন্য তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না যদি তারা পুত পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়। আর যারা তাদেরকে (ব্যভিচারে) বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান" —(সূরা নূরঃ ৩৩)।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন, 'ফাতায়াতিকুম' শব্দের অর্থ দাসীসকল।

٢١٢١- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ -

২১২১. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন এবং গণকের ভেট নিষিদ্ধ করেছেন।

٢١٢٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ -

২১২২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাসীদের দিয়ে (অবৈধ) উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

২১—অনুচ্ছেদঃ পশুকে পাল দেয়ার মাশুল।

٢١٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ -

২১২৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পশুকে পাল দেয়ানো বাবদ মাশুল নিতে নিষেধ করেছেন।

২২–অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি ভূমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইবনে সীরীন বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার এখতিয়ার নেই। হাকাম, হাসান ও আয়াস ইবনে মুয়াবিয়া বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইহুদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং নবী (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) –এর খিলাফতকাল পর্যন্ত ঐ ইজারা কার্যকর ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী (সঃ)–এর ইন্তেকালের পর আবু বকর ও উমর (রাঃ) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছেন।[৪]

٢١٢٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرٰى عَلٰى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ اَحْفَظُهُ وَاَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتّٰى اَجْلاَهُمْ عُمَرُ -

২১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে (বন্দোবস্ত) দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং তাদেরকে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক দেয়া হবে। (রাবী জুয়াইরিয়া বলেন), ইবনে উমর নাফে'কে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যমানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে –যার পরিমাণটা নাফে বলেছিলেন, কিন্তু আমার স্মরণে নেই, জমি ভাগচাষে দেওয়া হত। রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেছেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগচাষে দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ রাফে'র বরাত দিয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে (একটু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রাঃ) কর্তৃক ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট বর্গা দেওয়া ছিল)।

২৩–অনুচ্ছেদঃ হাওয়ালা (দায় অপসারণ) ৫ হাওয়ালা হওয়ার পর (পুনরায়) হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান ও কাতাদা (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যদি (চুক্তির দিন) বিত্তশালী হয় তবেই হাওয়ালা জায়েয হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, দু'জন শরীক অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করল যে, একজন মূল সম্পদ নিল, অপরজন (অন্যদের নিকট প্রাপ্য) ঋণ নিল। এমতাবস্থায় যদি শরীকদ্বয়ের কারো মাল নষ্ট হয়ে যায় (যেমন ঋণ আদায় করতে পারল না) তবে অপরজনের নিকটে তার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

---

৪. বিস্তারিত বর্ণনা 'মুযারায়াত' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৫. যেমন কোন ঋণ গ্রহীতা তার ঋণ অন্য কারো হাওয়ালা করে ঋণদাতাকে বলল তার কাছে থেকে নেওয়ার জন্য এবং ঋণদাতাও তা মেনে নিল।

٢١٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ فَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ -

২১২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যখন তোমাদের কাউকেও (তাঁর জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

২৪– অনুচ্ছেদঃ (ঋণ) যখন কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন তার পক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার নেই।

٢١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ وَمَنْ اُتْبِعَ عَلٰى مَلِىٍّ فَلْيَتَّبِعْ -

২১২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ধনীর পক্ষে (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা অত্যাচার বিশেষ। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয়।

২৫–অনুচ্ছেদঃ কারো ওপর মৃত ব্যক্তির ঋণের ভার হাওয়ালা করা জায়েয।

٢١٢٧- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ اِذْ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ اُتِىَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوْا ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ فَصَلّٰى عَلَيْهِ -

২১২৭. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (সঃ)–এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি (সঃ) বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযা পড়লেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? বলা হল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে

গিয়েছে? তারা বলল, তিনটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তখন তিনি তার (জানাযার) নামায পড়লেন। তারপর তৃতীয় একটি লাশ আনা হল। লোকেরা বলল, এর নামায পড়ুন। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গিয়েছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? তারা বলল, তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির নামায তোমরাই পড়। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়লেন।

অধ্যায়—১৫

كتاب الكفالة

(জামিন হওয়ার বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ দেনা ও কর্জের ব্যাপারে দৈহিক বা আর্থিক দায় গ্রহণ প্রসঙ্গে। আবুল যিনাদ হামযা ইবনে আমরকে উমর (রাঃ) যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর বাঁদীর সাথে যেনা করে বসল। তখন হামযা কিছু লোককে তার যামিন হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং উমর (রাঃ)—এর নিকট ফিরে এলেন। উমর (রাঃ) উক্ত লোকটিকে একশ বেত্রাঘাত করেন এবং লোকদের দিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। অতঃপর লোকটিকে তার অজ্ঞতার জন্য (অর্থাৎ স্ত্রীর বাঁদীর সাথে সহবাস যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন (অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে তাকে হত্যা করলেন না)।

জারীর (ইবনে আব্দুল্লাহ) ও আশআস (ইবনে কায়স) ধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—কে বলেন, তাদেরকে তওবা করতে বলুন এবং কাউকে তাদের যামিন নিযুক্ত করুন। তখন ধর্মচ্যুতরা (মুরতাদ) তওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হল।

হাম্মাদ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি দায় গ্রহণের পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম বলেন, তার ওপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ উত্তরাধিকারীদের ওপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের এক লোক বনী ইসরাঈলের অপর এক লোকের নিকট এক হাজার দীনার কর্জ চাইল। তখন সে (কর্জদাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আনুন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে (কর্জগ্রহীতা) বলল, সাক্ষীর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তখন কর্জদাতা বলল, তবে একজন যামিন উপস্থিত করুন। সে বলল, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন। কর্জদাতা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর সে নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। অতঃপর সে (কর্জগ্রহীতা) সমুদ্রযাত্রা করল এবং তার (ব্যবসায়িক) প্রয়োজন সমাধা করল। তারপর সে যানবাহন খুঁজতে লাগল, যাতে নির্ধারিত সময়ে সে কর্জদাতার নিকট এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু কোনরূপ যানবাহন সে পেল না। তখন (অগত্যা) সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং কর্জদাতার নামে একখানা চিঠি ও এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তার মধ্যে পুরে ছিদ্রটি বন্ধ করে দিল। তারপর ঐ কাষ্ঠখন্ডটা নিয়ে সমুদ্র তীরে গিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান, আমি অমুকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর্জ চাইলে সে আমার কাছ থেকে যামিন চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যথেষ্ট যামিন, এতে সে রাযী হয়ে যায়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সাক্ষী হিসেবে

আল্লাহই যথেষ্ট। এতে সে রাজী হয়ে যায় (এবং আমাকে ধার দেয়)। আমি তার প্রাপ্য তার নিকট পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু পেলাম না। আমি ঐ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা তোমার নিকট আমানত রাখছি। এই বলে সে কাষ্ঠখন্ডটা সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করল। তৎক্ষণাৎ তা সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল এবং নিজের শহরে যাবার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল।

ওদিকে কর্জদাতা (নির্ধারিত দিনে) এ আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা দেনাদার তার পাওনা টাকা নিয়ে এসে পড়েছে। ঘটনাক্রমে ঐ কাষ্ঠখন্ডটা তার নজরে পড়ল, যার ভিতরে স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সে তা পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন কাঠের টুকরাটা চিরলো তখন ঐ স্বর্ণমুদ্রা ও চিঠিটা সে পেয়ে গেল। কিছুকাল পর দেনাদার লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে (পাওনাদারের নিকট) এসে হাজির হল (কারণ কাঠের টুকরোটা পৌঁছা তো সম্ভবপর ছিল না) এবং (সময় মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দুঃখ করে) বলল, আল্লাহর কসম! আমি আপনার মাল (প্রাপ্য) যথা সময়ে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে যানবাহনের খোঁজে সর্বদা চেষ্টিত ছিলাম। কিন্তু যে জাহাজটিতে করে আমি এখন এসেছি এটির আগে আর কোন জাহাজই পেলাম না (তাই সময় মত আসতে পারলাম না)। কর্জদাতা বলল, আপনি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলেন? দেনাদার বলল, আমি তো আপনাকে বললামই যে, এর আগে আর কোন জাহাজই আমি পাইনি। সে (কর্জদাতা) বলল, আপনি কাঠের টুকরোর ভিতরে করে যা পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহ আপনার হয়ে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে প্রশান্ত চিত্তে ফিরে চলে আসল।

২—অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বলেনঃ

قول الله والذين عاقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم –

"এবং যাদের সাথে তোমরা কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ, তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও" (সূরা নিসা ঃ ৩৩)।

٢١٢٨– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْاَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْاُخُوَّةِ الَّتِيْ اٰخَى النَّبِيُّ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ اِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصٰى لَهُ ـ

২১২৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া" আয়াতে "মাওয়ালিয়া" শব্দের অর্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী । আর "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম" আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি (ইবনে আব্বাস)

বলেন, মদীনায় মুহাজিরদের আগমনের পর নবী (সঃ) তাদের ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন তার ভিত্তিতে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হত। কিন্তু আনসারদের আত্মীয়-স্বজনরা (মুহাজিরদের সম্পদ থেকে) কিছুই পেত না। যখন "ওয়া লিকুল্লিন জাআলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত অবতীর্ণ হল তখন "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আইমানুকুম" আয়াতটির কার্যকারিতা মনসুখ বা রহিত হয়ে গেল। তিনি (ইবনে আব্বাস) আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে শুধু পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও আদেশ-উপদেশের হুকুম বাকি রয়েছে (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিরগণ যদি পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কসম করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে)। কিন্তু তাদের জন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার বাতিল হয়ে গেছে। অবশ্য ওসিয়ত করা যেতে পারে।

٢١٢٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ -

২১২৯. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আগমন করেন তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ও সা'দ ইবনে রবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

٢١٣٠- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ حِلْفَ فِى الْاِسْلاَمِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِىْ دَارِىْ -

২১৩০. আসেম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নিকট কি এ হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, ইসলামে হিলফ (জাহিলী যুগের সহযোগিতা চুক্তি) নেই। তিনি বললেন, নবী (সঃ) আমার বাড়ীতে কুরাইশ ও আনসারের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন।[১]

৩-অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ মৃত ব্যক্তির দেনার দায় গ্রহণ করে তবে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার এখতিয়ার নেই। হাসান বসরী এ মত পোষণ করেন।

٢١٣١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا فَقَالَ

---

১. সহীহ মুসলিম ও সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলামে 'হিলফ' নেই-এর ব্যাখ্যা দু'ভাবে করা যায়। একঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে যে ধরনের হিলফ হত ইসলাম তা স্বীকার করে না। যেমন ইসলাম-পূর্ব যুগে লোকেরা ন্যায়-অন্যায় সকল অবস্থায় পরস্পরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করত। কিন্তু ইসলামে অন্যায় ব্যাপারে সাহায্য নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ হিলফের ফলে তারা এক-ষষ্ঠাংশ মীরাস পেত। কিন্তু ইসলামে তা রহিত করা হয়েছে। দুইঃ ইসলামে হিলফ-এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইসলাম ওয়াজিব করেছে এবং মীরাস সম্পর্কেও পরিষ্কার বিধান দিয়েছে।

هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ قَالَ اَبُوْ قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَصَلّٰى عَلَيْهِ ـ

২১৩১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) –এর নিকট একটি লাশ আনা হয় তার নামায পড়াবার জন্য। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন। তারপর আরেকটি লাশ আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথীর নামায তোমরা পড়াও। আবু কাতাদা (রাঃ) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার দেনার দায় আমার ওপর। তখন তিনি তার নামায পড়ালেন।

٢١٣٢– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْبَكْرٍ فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ عِدَةٌ اَوْدَيْنٌ فَلْيَاْتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِى حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ وَ قَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا ـ

২১৩২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) (আমাকে) বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তবে আমি তোমাকে এত এত দেব। কিন্তু নবী (সঃ)–এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌছল না। পরে যখন বাহরাইনের মাল আসল, আবু বকর (রাঃ)–র আদেশে ঘোষণা করা হল, রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর নিকট যার অনুকূলে কোন ওয়াদা বা দেনা রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। (জাবের বলেন) আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) আমাকে এত এত (দেবেন) বলেছিলেন। এ বলে জাবের (রাঃ) তিন আঁজলা দেখালেন। তখন তিনি [আবু বকর (রাঃ)] আমাকে হাতের আঁজলা ভর্তি করে দিলেন, আমি তা গুণে দেখি পাঁচশ' (দিরহাম)। তারপর তিনি বললেন, "আরো দ্বিগুণ নাও।"

৪–অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)–এর যামানায় আবু বকর (রাঃ)–কে (মুশরিক কর্তৃক) নিরাপত্তা দান ও তার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

٢١٣٣– عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَقَالَ اَبُوْ صَالِحٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ

وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَ فِى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِىْ قَوْمِىْ فَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ فَاَعْبُدَ رَبِّىْ قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ اِنَّ مِثْلَكَ لاَ يُخْرَجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَاِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَ اَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ فَطَافَ فِىْ اَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَيَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَ اٰمَنُوْا اَبَا بَكْرٍ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرَاَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَاْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ اَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا قَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لاَ بِىْ بَكْرٍ فَطَفِقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِى دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِىْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِيْنَ يَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ وَاِنَّهُ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَاَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَّفْتِنَ اَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَاْتِهِ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَّعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُّعْلِنَ ذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لاَبِىْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اَبَابَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِىْ عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرُدَّ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ

فَانِّىْ لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّىْ اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ اِنِّىْ اُرِدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَاَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَمَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ ذَكَرَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَعَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ اِلٰى اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَتَهَجَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِىْ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ هَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِىْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ -

২১৩৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যে দিন থেকে আমার বোধশক্তি হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার মা-বাবাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি (ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে আমি তাদেরকে কখনো দেখিনি) এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যার দু'প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আসেননি (অর্থাৎ প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন)। মুসলমানরা যখন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তখন একদা আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি বারকুল গিমাদ[২] নামক স্থানে পৌছলে ইবনুদ দাগিনাহ তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি ছিলেন কারাহ্ গোত্রের সরদার। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু বকর! কোথায় যেতে চাচ্ছেন? আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। (একথা শুনে) ইবনুদ্ দাগিনাহ বললেন, আপনার মত লোক (স্বেচ্ছায় দেশ থেকে) বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না (অর্থাৎ আপনার মত একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করা যেমন ঠিক নয় তেমনি আপনাকে দেশ থেকে বের করে দেয়াও অন্যায়)। কেননা আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখেন, অক্ষমের বোঝা বহন করেন, অতিথির মেহমানদারী করেন এবং বিপদ-দুর্বিপাকে লোককে সাহায্য করেন।[৩] আমি আপনার আশ্রয়দাতা (অর্থাৎ আপনার আশ্রয় ও নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর)। সুতরাং আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। এ কথা বলে ইবনুদ দাগিনাহ রওনা করলেন এবং আবু বকরকে সাথে নিয়ে (মক্কায়) ফিরে এলেন। তিনি কুরাইশ কাফিরদের

২ 'বারকুল-গিমাদ' মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত একটি জনপদ।

৩. অথবা এর অর্থঃ সত্য অবলম্বনের কারণে সত্যাশ্রয়ীদের ওপর যে দুর্দশা নেমে আসে আপনি তখন সাহায্য করেন।

নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ঘোরাফেরা করলেন এবং বললেন, আবু বকরের মত লোক যেমন বেরিয়ে যেতে পারে না, তেমনি তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে (দেশ থেকে) বহিষ্কৃত করতে চাচ্ছেন যে নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধন সংযুক্ত রাখে, অপরের বোঝা বহন করে, অতিথির মেহমানদারী করে এবং দুর্বিপাকে সাহায্য করে। এ কথা শুনে (আবু বকরকে) ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরাইশরা মেনে নিল এবং তারা আবু বকরকে নিরাপত্তা প্রদান করে ইবনুদদাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলুন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায পড়েন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা (বাড়ীতেই যেন) পড়নে। এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে যেন কষ্ট না দেন এবং এসব তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা আমাদের ভয় হচ্ছে, তিনি (প্রকাশ্যে ঐসব করে) আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) আবার কোন্ গোলমাল বাধিয়ে দেন। ইবনুদ দাগিনাহ এসব কথা আবু বকর (রাঃ)–কে বললেন। তাই তিনি নিজ বাড়ীতে স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, প্রকাশ্যভাবে নামায এবং কুরআন পড়েন না। কিছুদিন পর আবু বকরের মনে কি যেন খেয়াল চাপল। তিনি নিজ বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন এবং (ঘর থেকে) বেরিয়ে সেখানে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী–পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাঁর অবস্থা দেখে তারা বিস্ময়বোধ করত এবং একদৃষ্টে তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকত।

আবু বকর (রাঃ) ছিলেন বেশী ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন তখন চোখের পানি ধরে রাখতে পারতেন না। এটা মুশরিক কুরাইশ নেতাদেরকে বিব্রত করে তুলল। তারা ইবনুদদাগিনাকে ডেকে পাঠাল। তিনি তাদের নিকট এলে তারা বলল, আমরা তো আবু বকরকে এ শর্তে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রভুর ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লংঘন করে নিজ বাড়ীর আঙ্গিনায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমরা আশংকা করছি যে, তিনি আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের ধর্মমতে গন্ডগোল বাধিয়ে দিবেন। সুতরাং আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, যদি তিনি নিজ বাড়ীতে (অপ্রকাশ্যে) নিজ প্রভুর ইবাদত করে ক্ষান্ত থাকতে চান তবে তাই করুন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ঐ সব করতে চান তবে আপনি তাকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করাটা অপছন্দ করি, অন্য দিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইবনুদদাগিনাহ আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনার বেশ জানা রয়েছে। সুতরাং হয়ত আপনি (বাড়াবাড়ি না করে) ঐ শর্তের ওপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কেননা কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এমন একটা কথা আরব জাতি শুনতে

পাক এটা মোটেই পছন্দ করি না। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করছি এবং মহান আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট।

ঐ সময় (যখন এসব ঘটনা ঘটছিল) রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় ছিলেন। তখন (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখান হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষেপূর্ণ একটি স্থান দেখলাম যা দু'টি কংকরময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ (স্বপ্নের) কথা বললেন তখন যারা হিজরত করার মনস্থ করেছিল তারা মদীনার দিকেই হিজরত করল। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিল তাদেরও কেউ কেউ মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করল। আবু বকরও হিজরতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) (আবু বকরকে) বললেন, অপেক্ষা করুন। কেননা আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বকর (রাঃ) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দুটো উট ছিল সেগুলো চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ ঋণ।

٢١٣٤ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ـ

২১৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর নিকট কোন দেনাদার ব্যক্তির মৃতদেহ আনা হলে প্রথমে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে তার দেনা পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত কিছু (মাল) রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে (মৃত ব্যক্তি) তার দেনা পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গেছে তবে তিনি তার নামায পড়তেন। নতুবা মুসলমানদের বলতেন, তোমাদের সাথীর নামায তোমরা পড়। পরবর্তী কালে আল্লাহ যখন তাঁর জন্য বিজয়ের দ্বার উন্মোচিত করে দিলেন তখন তিনি বললেন, আমি মুমিনদের জন্য তার নিজ সত্তার চাইতেও অধিক শুভাকাংখী। সুতরাং যে মুসলিম দেনা রেখে মৃত্যুবরণ করে তার সে দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার, আর যে সম্পদ সে রেখে যায় তা তাঁর ওয়ারিশদের।

অধ্যায়—১৬

كتاب الوكالة

(প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা)

১— অনুচ্ছেদঃ ভাগ—বাটোয়ারা ইত্যাদিতে এক শরীক অপর শরীকের প্রতিনিধি নিয়োজিত হওয়া। নবী (সঃ) তাঁর কোরবানীর পশুতো আলী (রা)—কে শরীক করেন, অতপর (তাঁর পক্ষ থেকে) তা বন্টন করার আদেশ দেন।

٢١٣٥- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَمَرَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِىْ نَحَرْتُ وَبِجُلُوْدِهَا ـ

২১৩৫. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে কোরবানীকৃত উটের ঝিল্লী ও তার চামড়া সদকা করতে হুকুম করেছেন।

٢١٣٦- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ فَبَقِىَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ ـ

২১৩৬. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল—ভেড়া সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করার জন্য দিয়েছিলেন। (বন্টনের পর) একটি ছাগ—শাবক অবশিষ্ট রয়ে গেল। তিনি এটা নবী (সঃ)—এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

২—অনুচ্ছেদঃ মুসলমানের পক্ষে কোন অমুসলিমকে মুসলিম দেশে কিংবা অমুসলিম দেশে প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয।

٢١٣٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ كَاتَبْتُ اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا بِاَنْ يَحْفَظَنِىْ فِىْ صَاغِيَتِىْ بِمَكَّةَ وَاَحْفَظَهُ فِىْ صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمٰنَ قَالَ لاَ اَعْرِفُ الرَّحْمٰنَ كَاتِبْنِىْ بِاسْمِكَ الَّذِىْ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ اِلٰى جَبَلٍ لاُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَاَبْصَرَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ

حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مَجْلِسٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ لاَ نَجَوْتُ اِنْ نَجَا اُمَيَّةُ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِىْ اٰثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيْتُ اَنْ يَّلْحَقُوْنَا خَلَّفْتُ لَهُمُ ابْنَهُ لاَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَبَوْا حَتّٰى يَتْبَعُوْنَا وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيْلاً فَلَمَّا اَدْرَكُوْنَا قُلْتُ لَهُ ابْرُكْ فَبَرَكَ فَاَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِىْ لاَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوْهُ بِالسُّيُوْفِ مِنْ تَحْتِىْ حَتّٰى قَتَلُوْهُ وَاَصَابَ اَحَدُهُمْ رِجْلِىْ بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِيْنَا ذٰلِكَ الْاَثَرَ فِىْ ظَهْرِ قَدَمِهِ ـ

২১৩৭. আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সংগে এই মর্মে একটি চুক্তিতে উপনীত হলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষন করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-আসবাবের রক্ষণাবেক্ষণ করব। যখন আমি (চুক্তিনামার মধ্যে আমার নামের শেষে) 'রহমান' শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল তাই লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আমর লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি তাকে (উমাইয়াকে) রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু বিলাল (রা) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি (তৎক্ষণাৎ) ছুটে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত হলেন এবং (তার দিকে ইংগিত করে) বললেন, ঐ যে উমাইয়া ইবনে খালাফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায় তবে আমার আর রক্ষা নেই। তখন আনসারদের একটি দল তার সাথে আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি তার (উমাইয়ার) পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে ছেড়ে এলাম, তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করল। এরপরও তারা ক্ষান্ত হল না। তারা আমাদের পিছু ছুটল। আর উমাইয়া ছিল অত্যন্ত স্থূলদেহী (তাই বেশী দূর দৌড়াতে পারল না)। যখন তারা আমাদের কাছে পৌছে গেল তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আমার দেহখানা তার ওপর স্থাপন করলাম (অর্থাৎ আমার শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে রাখলাম)। কিন্তু তারা আমার নীচে থেকে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারি আমার পায়েও লেগেছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) তাঁর পায়ের সে ক্ষত চিহ্নটি আমাদেরকে দেখাতেন।

৩-অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপা ও ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারে প্রতিনিধি নিয়োগ। উমর (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সোনা-রূপা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে (প্রতিনিধি) নিয়োগ করেছিলেন।

٢١٣٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ

رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِى الْمِيْزَانِ مِثْلَ ذٰلِكَ ـ

২১৩৮. আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে খাইবারে কর্মচারী নিয়োগ করে পাঠান। সে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট খেজুর তাঁর নিকট নিয়ে আসল। তিনি (সঃ) বললেন, খাইবারের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বলল, (না তা নয়) আমরা দু' সা'র পরিবর্তে এর এক সা' নিয়ে থাকি; কিংবা তিন সা'র পরিবর্তে এর দুই সা' নিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, এরূপ কর না। নিকৃষ্ট মানের খেজুর দিরহাম (মুদ্রা) নিয়ে বিক্রি কর। তারপর ঐ দিরহাম দিয়ে উৎকৃষ্টগুলো ক্রয় কর। ওজনে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

৪—অনুচ্ছেদ : যখন রাখাল অথবা প্রতিনিধি দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে কিংবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে ঐ বকরীটা জবাই করে দেবে এবং নষ্টপ্রায় জিনিসটাকে ঠিক রাখার ব্যবস্থা করবে।

٢١٣٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعٰى بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لاَ تَاْكُلُوْا حَتّٰى اَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ اُرْسِلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَنْ يَسْاَلُهُ وَاَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ اَرْسَلَ فَاَمَرَهُ بِاَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَيُعْجِبُنِىْ اَنَّهَا اَمَةٌ وَاَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

২১৩৯. ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর কতগুলো ছাগল-ভেড়া ছিল যা সালআ নামক পাহাড়ে চরে বেড়াত। আমাদের এক দাসী একদা দেখল যে, আমাদের ছাগল-ভেড়ার মধ্যে একটি বকরী মারা যাচ্ছে। তখন সে (তাড়াতাড়ি) একটি পাথর ভেংগে নিয়ে তা দিয়ে বকরীটাকে জবাই করে দিল। তিনি (কা'ব ইবনে মালিক) তাদেরকে (পরিবারবর্গকে) বললেন, তোমরা এটা খেও না যে পর্যন্ত না এ সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর নিকট আমি জিজ্ঞেসা করি অথবা জিজ্ঞেস করার জন্য কাউকে পাঠাই। অতঃপর তিনি স্বয়ং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অথবা লোক পাঠিয়েছিলেন। তিনি তা খাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। (বর্ণনাকারী) উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগল যে, দাসী হয়েও সে বকরীটাকে জবাই করতে পারল।

৫—অনুচ্ছেদঃ উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করা জায়েয। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তাঁর উকীলকে তাঁর অনুপস্থিতিতে লিখে পাঠান সে যেন তাঁর পরিবারের ছোট বড় সবার পক্ষ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়।

٢١٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِىْ اَوْفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ـ

২১৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে (পাওনার জন্য) তাঁকে তাগাদা দিতে এলে তিনি (সাহাবাদেরকে) বললেন, তাকে (তার পাওনা) দিয়ে দাও। তাঁরা (সাহাবারা) ঐ উটের সমবয়সী উট অনেক খুঁজলেন, কিন্তু এমন উট পেলেন না, পেলেন তার চাইতে বেশী বয়সের উট। তখন তিনি (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। লোকটি তখন বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন। আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি (প্রতিদান) দিন। নবী (সঃ) বললেন, যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৬—অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

٢١٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَالَ : اَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ـ

২১৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক (ইহুদী) ব্যক্তি নবী (সঃ) -এর নিকট (পাওনার জন্য) তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে তাঁর সাহাবীরা (ক্ষুব্ধ হয়ে) লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার (উটের) সমবয়সী একটি (উট) তাকে দিয়ে দাও। তারা (সাহাবীরা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! তার চাইতে শ্রেষ্ঠ উট পাচ্ছি না (অর্থাৎ তার উটের সমবয়সী উট পাওয়া যাচ্ছে না, বরং তার চাইতে শ্রেষ্ঠ পাওয়া যাচ্ছে)। নবী (সঃ) বললেন, ওটাই দিয়ে দাও। কারণ যে ঋণ পরিশোধ করার বেলায় উত্তম, সে-ই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৭—অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিনিধিকে কিংবা কোন কওমের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হেবা (দান) করা জায়েয। কেননা নবী (সঃ) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল দাবী করেছিল—বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি।

٢١٤٢- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَيَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ـ

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّي قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ بِذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَنَدْرِيْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعُوْا اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا ـ

২১৪২. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) –এর নিকট এসে তাদের ধন–সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলে তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর প্রিয়। তোমরা দু'টোর মধ্যে যে কোন একটা বেছে নাওঃ হয় বন্দী অথবা ধন–সম্পদ। আমি তো তাদের আগমনের অপেক্ষায়ই (জি'রানা নামক স্থানে প্রতীক্ষমাণ) ছিলাম। (রাবী বলেন) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রসূলুল্লাহ (সঃ) দশ দিনেরও বেশী সময় তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা (হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল) পরিস্কার বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টোর মধ্যে মাত্র একটা ফেরত দেবেন তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরই গ্রহণ করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের মাঝে উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন,

অতঃপর তোমাদের এ ভাইয়েরা তওবা করে আমার নিকট এসেছে এবং আমার মতামত এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশীতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে (বিনামূল্যে ফেতর) দিতে চায় সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় চায় তাকে আমরা ঐ গনীমাতের মাল থেকে তা দেব যা আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের হস্তগত করবেন, এ শর্তে সে তা করুক (অর্থাৎ ফেতর দিক)। লোকেরা বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমরা নিজ খুশীতেই তাদেরকে ফেরত দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে এ বিষয়ে কে কে অনুমতি দিল, আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। লোকেরা ফিরে গেল। তাদের প্রতিনিধিবর্গ তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে জানাল যে, লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিয়েছে।

৮-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন লোককে কিছু দান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করল কিন্তু কত দান করবে তা বলল না, তবে সে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দান করবে।

٢١٤٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلٰى جَمَلٍ ثَقَالٍ اِنَّمَا هُوَ فِيْ اٰخِرِ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَالَكَ قُلْتُ اِنِّي عَلٰى جَمَلٍ ثَقَالٍ قَالَ اَمَعَكَ قَضِيْبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَعْطِنِيْهِ فَاَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ مِنْ اَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بِعْنِيْهِ فَقُلْتُ بَلْ هُوَلَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِعْنِيْهِ قَدْ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اَخَذْتُ اَرْتَحِلُ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ اَبِيْ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاَرَدْتُ اَنْ اَنْكِحَ اِمْرَاَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا قَالَ فَذٰلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ يَا بِلاَلُ اَقْضِهِ وَزِدْهُ فَاَعْطَاهُ اَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيْرَاطًا قَالَ جَابِرٌ لاَ تُفَارِقُنِيْ زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ -

২১৪৩. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি একটি ধীরগামী উটে সওয়ার ছিলাম। তাই উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমতাবস্থায় নবী (সঃ) আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি বললেন, তোমার কি হল (পেছনে পড়লে কেন)? আমি বললাম, আমি একটা ধীরগতি সম্পন্ন উটে সওয়ার হয়েছি। তিনি

বললেন, তোমার নিকট কি কোন ছড়ি আছে? আমি বললাম, হাঁ (আছে)। তিনি বললেন, তা (ছড়িটা) আমাকে দাও। আমি ছড়িটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে আঘাত করলেন এবং ধমক দিলেন। তখন উটটা (এত দ্রুত চলল যে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগ পৌছে গেল। তিনি (সঃ) বললেন, এটা আমার নিকট বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে রসূলুল্লাহ! এটা আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূলেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, না বরং আমার কাছে বিক্রি কর। (অতঃপর) তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমিই এর পিঠে সওয়ার থাকবে। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে যেতে উদ্যত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একটা বিধবা নারীকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে রং-তামাশা করত এবং তুমি তার সাথে রং-তামাশা করতে! আমি বললাম, আমার বাবা মারা গেছেন। (মৃত্যুকালে) তিনি কয়েকটি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই এমন একটা নারীকে আমি বিয়ে করতে মনস্থ করলাম, যে হবে (ঘরকন্নায়) অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিধবা। তিনি (সঃ) বললেন, তবে ঠিকই করেছ। আমরা মদীনায় পৌছলে তিনি (বিলালকে) বললেন, হে বিলাল! একে (জাবিরকে) তার পাওনা দিয়ে দাও এবং কিছু অতিরিক্ত দিও। বিলাল (রা) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (স্বর্ণ) দিলেন। জাবির (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র থলে থেকে ঐ কীরাত কোনদিন আলাদা হত ন।

৯—অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোক কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

٢١٤٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَاَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّى قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ -

২১৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রমণী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার নিজেকে বিয়ের ব্যাপারে আপনার হাতে সোপর্দ করলাম। তখন এক ব্যক্তি বলল, হে রসূলুল্লাহ! আমার বিয়েটা এ স্ত্রী লোকটির সাথে করিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্ত রয়েছে তার বিনিময়ে আমি তোমার বিয়েটা এ স্ত্রীলোকটির সাথে করিয় দিলাম।

১০—অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ কোন লোককে প্রতিনিধি নিয়োগ করে এবং ঐ প্রতিনিধি কোন কিছু ছেড়ে দেয়, অতঃপর প্রতিনিধি নিয়োগকারী তা অনুমোদন করে, তবে এটা জায়েয। আর প্রতিনিধি যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে (কাউকে) কর্জ প্রদান করে তবে তাও জায়েয।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে রমযানের ফিতরা পাহারা দেওয়ার ভার অর্পণ করেছিলেন। এক আগন্তুক আমার নিকট এসে আজলা ভর্তি

করে খাদ্যদ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত, আমার ওপর পরিবারের (ভরণ—পোষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। রাবী বলেন, (এসব শুনে) আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে তার তীব্র অভাব ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি (সঃ) বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যে বলেছে এবং সে আবার আসবে। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কথায় আমার প্রত্যয় হল যে, সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আঁজলা ভরে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বলালাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। কেননা আমি ভীষণ অভাবগ্রস্ত এবং আমার উপর পরিজনের (ভরণ—পোষণের) দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, হে আবু হুরাইরা! তোমার বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে (পুনরায়) তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিজনের কথা বললে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, হুশিয়ার! সে তোমার কাছে মিথ্য বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার জন্য ওঁৎ পেতে থাকলাম। সে আবার আসল এবং আঁজলা ভর্তি করে খাদ্যদ্রব্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর নিকট অবশ্যই নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দেব যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন, তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আমি বললাম, হে রসূলুল্লাহ! সে বলল, সে আমাকে এমন কয়েকটা বাক্য শিক্ষা দেবে যদ্বারা আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেটা কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। এবং সে বলল, এমে আল্লাহর পক্ষা থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। (অধস্তন কোন রাবী বলেন) সাহাবীরা সৎ শিক্ষা ও সৎকাজের জন্য বিশেষভাবে লালায়িত ছিলেন (বলে ঐ কথায় আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন)। তখন নবী (সঃ) বললেন, হাঁ একথাটি তো তোমাকে সে সত্য বলেছে কিন্তু সাবধান, সে ভারী মিথ্যুক। হে আবু হুর—ইরা! তুমি কি জান তিন রাত যাবত তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলছিলে? আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, না। তিনি (সঃ) বলেন, সে ছিল একটা শয়তান।

১১—অনুচ্ছেদঃ যদি প্রতিনিধি কোন খারাপ জিনিস বিক্রি করে তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য হবে না।

٢١٤٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ بِلاَلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ اَيْنَ هٰذَا قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ اَوَّهْ اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَفْعَلْ وَلٰكِنْ اِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ اٰخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ -

২১৪৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) কিছু 'বরনী'[২] খেজুর নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট এল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এটা কোথায় পেলে? বিলাল (রা) বলেন, আমাদের নিকট কিছু নিকৃষ্ট খেজুর ছিল। নবী (সঃ)-কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তার দু' সা'র বিনিময়ে (এর) এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী (সঃ) বলেন, হায়! হায়! সরাসরি সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি (উৎকৃষ্ট) খেজুর কিনতে চাও তখন নিকৃষ্ট খেজুর অন্য কোন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। তারপর ঐ মূল্যের বিনিময়ে (উৎকৃষ্ট খেজুর) কিনে নাও।

১২—অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদে প্রতিনিধি নিয়োগ। প্রতিনিধির খরচপত্র এবং তার বন্ধু—বান্ধবকে খাওয়ানো ও বিধি অনুযায়ী নিজে ভক্ষণ প্রসঙ্গে।

٢١٤٦- عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِى صَدَقَةِ عُمَرَ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ اَنْ يَاكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَاَثِّلٍ مَالاً فَكَانَ ابْنُ عُمَرَهُوَ يَلِيْ صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِى لِلنَّاسِ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ -

২১৪৬. আমর ইবনে দীনার (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ)-র যাকাত সম্পর্কিত একখাটি (লিপিবদ্ধ) ছিল যে, মুতাওয়াল্লী (অভিভাবক) নিজে খেলে এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ালে কোন গুনাহ নেই-যদি মাল সঞ্চয় করার খাহেশ না থাকে। ইবনে উমর (রা) উমর (রাঃ)-র যাকাত খাতের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যেখানেই যেতেন মক্কাবাসী লোকদের নিকট উপঢৌকন পাঠিয়ে দিতেন।

১৩—অনুচ্ছেদঃ শরীআত নির্ধারিত শাস্তি (হদ) প্রয়োগের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা।

---

[২] এক প্রকার উত্তম ও রোগনাশক খেজুর। এর আকার গোল এবং রং হলুদ।

٢١٤٧- عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ وَابِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ وَاغْدُ يَا اُنَيْسُ اِلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا -

২১৪৭. যায়েদ ইবনে খালিদ ও আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, হে উনায়েস! ঐ মহিলাটির কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।[৩]

٢١٤٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيْءَ بِالنُّعَيْمَانِ اَوْ اِبْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِى الْبَيْتِ اَنْ يَضْرِبُوْا قَالَ فَكُنْتُ اَنَا فِيْمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ -

২১৪৮. উকবা ইবনুল হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নু'আইমানকে অথবা ইবনে নু'আইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে হুকুম দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

১৪—অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর উট ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ।

٢١٤٩- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ اَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْىِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِيَدَىَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ اَبِىْ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَىْءٌ اَحَلَّهُ اللّٰهُ لَهُ حَتّٰى نُحِرَ الْهَدْىُ -

২১৪৯. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরবানীর জন্তুর জন্য (গলার) মালা বানিয়েছি। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে তা জন্তুর গলায় পরিয়ে আমার পিতার (আবু বকরের) সাথে পাঠিয়েছেন (হিজরী নব বর্ষে)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর জন্তু কোরবানী না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন কিছু হারাম হয়নি যা আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছিলেন।

১৫—অনুচ্ছেদঃ যখন কোন লোক তার (নিয়োজিত) প্রতিনিধি বলে, এই মাল তুমি খরচ কর যেখানে আল্লাহ তোমায় পথ দেখান এবং উকিল বলল, আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি।

---

৩. এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি হুদূদ' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

٢١٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً وَكَانَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ : لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِى اِلَىَّ بِيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهَا وَاَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَفْعَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ تَابَعَهُ اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٍ-

২১৫০. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাতে আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) সর্বাধিক সম্পদশালী ছিলেন এবং তার সম্পদের মধ্যে 'বীরে হাআ' (বাগানটি) তাঁর প্রিয়তম ছিল। ঐ বাগানটি নবী (সঃ)-এর মসজিদের সম্মুখাভাগে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) (মাঝে মধ্যে) তাতে প্রবেশ করতেন এবং তথায় যে সুমিষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে দান না করা পর্যন্ত কিছুতেই তোমরা পূণ্য লাভ করবে না" এ আয়াত অবতীর্ণ হল তখন আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এসে বলেন, হে রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে সে পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই পূণ্যলাভ করবে না" এবং আমার নিকট বীরে হাআ' সর্বাধিক প্রিয়। আমি ওটা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে দান করে দিলাম। এর পূণ্য ও প্রতিদান আমি আল্লাহর নিকট পাওয়ার আশা রাখি। অতএব হে রসূলুল্লাহ! আপনি এটাকে যেখানে ইচ্ছা রাখুন (যে খাতে ইচ্ছা ব্যয় করুন)। তিনি (সঃ) বললেন, বাঃ! এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে আমি তা শুনলাম। আমি এটাই সংগত মনে করি যে, তুমি ওটা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দাও। তিনি (আবু তালহা) বললেন, হে রসূলুল্লাহ! আমি তাই করব। অতঃপর আবু তালহা (রা) তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা (ঐ বাগানটা) বন্টন করে দিলেন।

রাওহ ও মালিক (র) থেকে "রাইহুন" শব্দের স্থলে "রাবিহুন" (লাভজনক) শব্দ রিওয়ায়াত করেছেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ কোষাগার ইত্যাদির সচিবের প্রতিনিধিত্ব।

٢١٥١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِقُ وَرُبَّمَا

قَالَ الَّذِى يُعْطِى مَاأُمِرَبِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبٌ نَفْسَهُ اِلَى الَّذِى اُمِرَبِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ -

২১৫১. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে আমানতদার খাযাঞ্চি তাকে যা দান করতে আদেশ করা হয় এবং যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে দিয়ে দেয় সে দানকারীদ্বয়ের একজন (অপরজন দাতা স্বয়ং)।

অধ্যায়—১৭

كتاب الحرث والمزارعة

(কৃষিকার্য ও ভাগচাষ)

১—অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপণের ফযীলত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

افرايم ما تحرثون انتم تزرعونة ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلنة حطاما

"বলত, তোমরা যে কৃষিকাজ কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তা থেকে তোমরা কি ফসল উৎপাদন কর না আমি ফসল উৎপন্ন করি? আমি ইচ্ছা করলে ঐ ফসলকে অবশ্যই খড়কুটায় পরিণত করে দিতে পারি"—(সূরা ওয়াকিআঃ ৬৩—৬৫)।

٢١٥٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيْمَةٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ـ

২১৫২. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান গাছ লাগায় কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ অথবা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে দানস্বরূপ (অর্থাৎ সে দানের সওয়াব লাভ করবে)।

২—অনুচ্ছেদ ঃ শুধু কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকা অথবা নির্দেশিত সীমা লংঘন করার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারি।

٢١٥٣- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَ رَاٰى سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنْ اٰلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هٰذَا بَيْتَ قَوْمٍ اِلاَّ اَدْخَلَهُ الذُّلُّ ـ

২১৫৩. আবু উমামা আল-বাহিলী (রাঃ) লাঙ্গলের ফাল ও কৃষি কাজের কিছু যন্ত্রপাতি দেখে বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এটা যে জাতির ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহ সেখানেই হীনতা ও নীচতা ঢুকিয়ে দেন।[১]

---

১. উক্ত হাদীসে কৃষি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা তৎকালীন কৃষিকাজে লিপ্ত নিরক্ষর ও সভ্যতা বর্জিত অনুন্নত কৃষকদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাখা হয়েছে। কেননা তারা কৃষিকাজে এতই নিমজ্জিত থাকতো, যে কারণে দীনী জ্ঞান হাসিল বা সত্য সন্ধানের প্রয়োজনই মনে করতো না। তাছাড়া যে কোন সময় কৃষকরা

৩—অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষেত—খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা।

٢١٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا فَاِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ مَا شِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاَبُوْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ اَوْ حَرْثٍ اَوْ صَيْدٍ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ ـ

২১৫৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষেতের (পাহারা) কিংবা গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, বকরীর কিংবা ক্ষেতের (রক্ষণাবেক্ষণ) কিংবা শিকারের উদ্দেশ্য ভিন্ন। নবী (সঃ) থেকে আবু হুরাইরার অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, শিকারের উদ্দেশ্য কিংবা গবাদি পশুর (হেফাযতের) উদ্দেশ্য ভিন্ন।

٢١٥٥- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَبِىْ زُهَيْرٍ رَجُلاً مِنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ ـ

২১৫৫. সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যিনি ছিলেন আযদ-শানুয়া গোত্রের লোক এবং নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ক্ষেত ও গবাদি পশুর (রক্ষণাবেক্ষণের) কাজে লাগে না এমন কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমাল থেকে এক কীরাত করে হ্রাস পায়। (অধস্তন রাবী বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, এ মসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

৪—অনুচ্ছেদ ঃ চাষাবাদের কাজে গরুর ব্যবহার।

সভ্যতা ও উচ্চ মানসিকতা থেকে পিছপা থাকবে, তাদের জন্যও এ হাদীস প্রযোজ্য। তবে বর্তমান যুগে অবস্থার পরিবর্তন লক্ষণীয়। উন্নত মানের জীবন পদ্ধতি ও দীনী জ্ঞান আর শরীআতের অনুসরণ কৃষকদের মাঝেও ব্যাপকতা লাভ করছে। মূলকথা হলো, লাঙ্গল-জোয়ালের পেশায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখে কৃষকরা যেন জ্ঞান অন্বেষণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নত জীবন থেকে বঞ্চিত না থাকে। এটাই হাদীসের উদ্দেশ্য, লাঙ্গল জোয়াল বা কৃষি কাজকে কটাক্ষ করা নয়।

٢١٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلٰى بَقَرَةٍ اِلْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ اُخْلَقْ لِهٰذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِىْ فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِىَ غَيْرِىْ قَالَ اٰمَنْتُ بِهٖ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَمَاهُمَا يَوْمَئِذٍ فِى الْقَوْمِ -

২১৫৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি একটি গরুর পিঠে সওয়ার ছিল। এমতাবস্থায় গরুটি তার দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমি এ কাজের জন্য সৃষ্টি হইনি, আমাকে ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। (এ ঘটনা বর্ণনা করে) তিনি (সঃ) বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (তিনি আরো বলেছেন) একটি নেকড়ে বাঘ একটা বকরী ধরেছিল। রাখাল তাকে পেছন থেকে ধাওয়া করলে নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, যেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, সেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এটা বিশ্বাস করি। (আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনাকারী) আবু সালামা বলেন, তারা দু'জন (আবু বকর ও উমর) সেদিন লোকজনদের মাঝে (মজলিসে) উপস্থিত ছিলেন না।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি বলল, আমার খেজুর ইত্যাদির বাগানে তুমি মেহনত কর, তাহলে উৎপাদিত ফলে তুমি আমার অংশীদার হবে (অর্থাৎ ফলের ভাগ পাবে)।

٢١٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالُوْا تَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

২১৫৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সাহাবাগণ নবী (সঃ)-কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজির) মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরদের) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে মেহনত করুন, আপনাদের ফলের ভাগ দেব। তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

৬—অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছ ও (অন্যান্য ফলবান) গাছ কাটা প্রসঙ্গে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সঃ) খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

٢١٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِىَ الْبُوَيْرَةُ وَلَهَا يَقُوْلُ حَسَّانُ : وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِى لُؤَىٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ -

২১৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বনু নাদীর গোত্রের বুওয়াইরা নামক বাগানটির খেজুর বৃক্ষসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কাটিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাসসান ইবনে সাবিত (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেনঃ বুয়াইরার বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, 'লুয়াই' গোত্রের সরদারা তা সহাজ অবলোকন করল।

৭—অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٥٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْاَرْضِ قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذٰلِكَ وَتَسْلَمُ الْاَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْاَرْضُ وَيَسْلَمُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا وَاَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ -

২১৫৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদেরই অধিক কৃষিভূমি ছিল। আমরা ভাগে ক্ষেত (চাষ করতে) দিতাম এবং ঐ ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারণ করে দিতাম। তিনি (রাফে) বলেন, কখনো সেই অংশের উপর আপদ-বিপদ আসত এবং অবশিষ্ট ক্ষেত নিরাপদ থাকত। আবার কখনো বাকী ক্ষেতের উপর আপদ-বিপদ আসত আর সেই (নির্দিষ্ট) অংশ নিরাপদ থাকত। তাই আমাদেরকে (এরূপভাবে চাষাবাদ) নিষেধ করা হয়েছিল। আর ঐ সময়ে সোনা-রূপায় নগদ বিক্রয়ের নিয়মও ছিল না।

৮—অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধেক বা অনুরূপ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ। আবু জাফর (ইমাম বাকের) বলেছেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করত না। আলী, সা'দ ইবনে মালিক, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), উমর ইবনে আবদুল আযীয, কাসেম, উরওয়া ও আবু বকর (রাঃ)-এর পরিবার, উমর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর বংশের লোকেরা এবং ইবনে সীরীনও ভাগে চাষাবাদ করেছেন ও করিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ বলেন, আমি আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের ক্ষেতে শরীক ছিলাম। উমর (রাঃ) লোকদের সাথে এ শর্তে কারবার করেন যে, উমর (রাঃ) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন আর তারা বীজ দিলে ফসলের অর্ধেক তারা পাবে। হাসান বসরী বলেন, যদি জমি (শরীকদ্বয়ের) কোন একজনের হয়, আর দু'জনই তাতে খরচ দেয় তবে উৎপাদিত ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ায় কোন দোষ নেই। যুহরীও এ মত পোষণ করেন। হাসান বসরী আরো বলেন, আধাআধি শর্তে তুলা চাষ করাতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইবনে সীরীন, আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন, (কোন তাঁতীকে বুনন করা কাপড়ের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে তাঁত প্রদান করাতে দোষ নেই। মা'মার বলেন, এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে চতুষ্পদ জন্তু ভাড়া দেওয়াতে কোন দোষ নেই।

٢١٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِى اَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْيُمْضِىَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْاَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِخْتَرَتِ الْاَرْضَ -

২১৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খাইবারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফসল কিংবা ফলের অর্ধেক ভাগের শর্তে (খাইবারের জমি) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তিনি নিজের বিবিদেরকে একশ' ওয়াসক[২] দিতেন, যা ছিল আশি ওয়াসক খুরমা ও বিশ ওয়াসক যব। অতঃপর উমর (রাঃ) (তাঁর খিলাফতকালে) খাইবারের জমি বন্টন করেন। তিনি নবী-পত্নীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা ভূমি ও পানি দিবেন, নাকি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে [যা নবী (সঃ)-এর যামানায় ছিল, অর্থাৎ একশ' ওয়াসক]। তখন তাঁদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওয়াসক নিতে রাযী হলেন। আয়েশা (রাঃ) জমি নিয়েছিলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করা হয়।

٢١٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ -

২১৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে খাইবারের জমি (ইহুদীদেরকে) বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٦٢- قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْتَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْهُ قَالَ اَىْ عَمْرُو اِنِّىْ اُعْطِيْهِمْ وَاُغْنِيْهِمْ وَاِنَّ اَعْلَمَهُمْ اَخْبَرَنِى يَعْنِى ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَاْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا -

২. এ দেশীয় ওজনে এক ওয়াসক= ৫মণ ২১ সের।

২১৬২. আমর (র) তাউসকে বললেন, যদি আপনি ভাগচাষ ছেড়ে দিতেন তবে ভাল হত। কেননা লোকদের ধারণা যে, নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি (তাউস) বলেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে দেই এবং তাদের উপকার করি। আর তাদের মধ্যে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে] অধিকতর জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে (জমি) নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দিক এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদীর সাথে ভাগচাষ করা।

٢١٦٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلٰى اَنْ يَّعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا ـ

২১৬৩. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবারের জমি ইহুদীদেরকে এই শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে শ্রম বিনিয়োগ করে কৃষিকাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ তারা পাবে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে যেসব শর্ত আরোপ করা মাকরূহ।

٢١٦٤- عَنْ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا اَكْثَرَ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَقْلاً وَكَانَ اَحَدُنَا يُكْرِىْ اَرْضَهُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ الْقِطْعَةُ لِى وَهٰذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ

২১৬৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমাদের অধিক কৃষিজমি ছিল। আমাদের একজন (কেউ কেউ) তার জমি ভাগে চাষ করতে দিত এবং বলত, এ অংশ আমার আর ওটা তোমার। (তারপর দেখা যেত যে) কখনো এক অংশে ফসল জন্মাত আরেক অংশে জন্মাত না। তাই নবী (সঃ) তাদের এরূপ করতে নিষেধ করেছেন (অর্থাৎ জমির অংশবিশেষ মালিকের জন্য নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন)।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ (কেউ) কোন সম্প্রদায়ের অর্থে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষিকাজ করা এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকলে (তা জায়েয)।

٢١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَاَوَوْا اِلٰى غَارٍ فِى جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لِلّٰهِ فَادْعُوا

اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُم قَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِى صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَاْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِىْ وَاِنِّى اسْتَاْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ اٰتِ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْقِىَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّى فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهَا كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمٍّ اَحْبَبْتُهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّىْ فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّى اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعَتْ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِى فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ فَقُلْتُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ فَاَخَذَهُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِىَ فَفَرَجَ اللّٰهُ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ ـ

২১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, একদা তিনজন লোক পথ চলছিল। এমতাবস্থায় তাদেরকে বৃষ্টিতে পেয়ে বসল। তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খন্ড পাথর খসে পড়ে গুহাটির মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তারা একে অপরকে বলল, তোমরা নিজেদের এমন কিছু নেক আমলের কথা স্মরণ কর যা তোমরা আল্লাহর (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে করেছ এবং তার উসিলায় আল্লাহর নিকট দু'আ কর। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের ওপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দেবেন। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার বাবা-মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদের (ভরণ-পোষণের) জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় আমি (পশুপাল নিয়ে) বাড়ী ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার (বৃদ্ধ) বাবা-মাকে পান করাতাম। একদিন (ঘটনাক্রমে) আমার ফিরতে দেরী হল, রাত হবার আগে (বাড়ী) আসতে পারলাম না এবং এসে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি দুধ দোহন

করলাম যেমন (প্রতিদিন) দোহন করে থাকি। তারপর (দুধের পিয়ালা হাতে নিয়ে) আমি তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু তাঁদেরকে জাগানো আমি অসঙ্গত মনে করলাম এবং তাদের আগে বাচ্চাদের পান করাব–এটাও আমার অপসন্দ। অথচ বাচ্চাগুলো (দুধের জন্য) আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হল (এবং তারা জেগে দুধ পান করলেন)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটাকে সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পাই। আল্লাহ পাথরটা (খানিক) সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একটা চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসতাম, যেমন করে পুরুষরা মেয়েদের ভালবেসে থাকে। একদিন আমি তার সঙ্গ চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ তাকে সম্ভোগ করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করল যে পর্যন্ত না তার জন্য একশ' স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে আসি। সুতরাং চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দাহ! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) উন্মোচিত করো না (অর্থাৎ আমার সীতত্ব নষ্ট করো না)। তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম (এবং সেখান থেকে সরে পড়লাম)। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে কর যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করেছি তবে তুমি আমাদের জন্য (পাথরটা সরিয়ে) খানিকটা ফাঁক করে দাও। তখন পাথরটা (আরো খানিকটা) সরে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক[৩] চাউলের বিনিময়ে একজন মজুর নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করল তখন বলল, আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি তাকে (তার প্রাপ্য) দিতে গেলে সে তা নিল না (এবং চলে গেল)। আমি তা দিয়ে কৃষিকাজ করতে লাগলাম (তার মজুরীর অর্থ কৃষিকাজে খাটালাম) এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর (আমার মজুরী দাও)। আমি বললাম, ঐ সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। (যাও) ঐগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো যে, আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করেছি তবে (পাথরের) বাকীটুকুও সরিয়ে দাও। আল্লাহ (পাথরটাকে আরো) সরিয়ে দিলেন (এবং তারা বেরিয়ে আসল)।

১৪–অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)–এর সাহাবীদের ওয়াকফ ও খাজনার জমি এবং তাদের কৃষিকার্য ও লেনদেন প্রসঙ্গে। নবী (সঃ) উমর (রা)–কে বললেন, তুমি মূল সম্পত্তিটা এভাবে ওয়াক্‌ফ কর যে, তা বিক্রি করা যাবে না (অর্থাৎ হস্তান্তর করা যাবে না), কিন্তু তা থেকে প্রাপ্ত আয় খরচ করা যাবে। তখন তিনি (সেভাবেই) ওয়াক্‌ফ করেন।

٢١٦٦– عَنْ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ خَيْبَرَ ـ

৩. এক ফারাক–তিন সা', অর্থাৎ এদেশী ওজনের এগার সেরের কিছু বেশী।

২১৬৬. আসলাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, পরবর্তী মুসলমানদের কথা যদি আমি চিন্তা না করতাম তবে যেসব শহর (বা গ্রাম) আমি জয় করতাম তা হকদারদের (যোদ্ধাদের) মাঝে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী (সঃ) খাইবার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন।

১৫–অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি আবাদ করে। কুফার পরিত্যক্ত (মালিক বিহীন) জমি সম্পর্কে আলী (রাঃ)–এর মত ছিল তা অনাবাদী গণ্য হবে। উমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেটা তারই হবে। আমর ইবনে আওফ (রা) নবী (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (সঃ) বলেছেন, যদি (ঐ অনাবাদী জমিতে) কোন মুসলমানের হক জড়িত না থাকে তবে কোন জবরদখলকারীর তাতে কোন অধিকার নাই। জাবির (রা) কর্তৃক নবী (সঃ) থেকেও এ সম্পর্কিত রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে।

٢١٦٧– عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِاَحَدٍ فَهُوَ اَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضٰى بِهِ عُمَرُ فِى خِلاَفَتِهِ ـ

২১৬৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে যার মালিক নেই, তাহলে সেই ব্যক্তিই (ঐ জমির) সবচাইতে বেশী হকদার। উরওয়া (র) বলেন, উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে অনুরূপ ফয়সালা দিয়েছেন।

১৬–অনুচ্ছেদ ঃ

٢١٦٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُرِىَ وَهُوَ فِى مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ فِى بَطْنِ الْوَادِىْ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوْسٰى وَقَدْ اَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِى كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُنِيْخُ بِهِ يَتَحَرّٰى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بِبَطْنِ الْوَادِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِّنْ ذٰلِكَ ـ

২১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) যুল–হুলাইফার উপত্যকার মধ্যখানে শেষ রাতে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হচ্ছে– আপনি মুবারক কঙ্করময় স্থানে রয়েছেন। (অধঃস্তন রাবী) মূসা বলেন, সালিম (ইবনে আবদুল্লাহ) আমাদের সাথে ঐ জায়গাটাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানটাতে (তাঁর পিতা) আবদুল্লাহ (রা) উট বসাতেন এবং ঐ স্থানটা খোঁজ করতেন যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ রাতে অবতরণ করেছিলেন। ঐ স্থানটা ছিল উপত্যকার গর্তে অবস্থিত মসজিদের নিম্নভাগে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যভাগে।

٢١٦٩– عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةَ اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ رَبِّىْ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ اَنْ صَلِّ فِى هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِىْ حَجَّةٍ ـ

২১৬৯. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বললেন, আজ রাতে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক আগন্তুক আসল-তখন তিনি (সঃ) আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন-এবং বলল, এ মুবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা (অর্থাৎ হজ্জের সাথে উমরারও ইহরাম বাঁধলাম)।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ জমির মালিক বলল, আমি তোমাকে ততদিনের জন্য অবস্থান করতে দেব যতদিন আল্লাহ তোমাকে অবস্থান করতে দেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। এমতাবস্থায় তারা উভয়ে যতদিন রাযী থাকে ততদিন এ চুক্তি কার্যকর থাকবে।

٢١٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى خَيْبَرَ اَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَاَرَادَ اِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَاَلَتِ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا اَنْ يَكْفُوْا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوْا بِهَا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَاءَ ـ

২১৭০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজাযভূমি থেকে বহিষ্কার করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খাইবার জয় করেন তখন ইহুদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন এলাকা জয় করেছেন, সেখানকার ভূমি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের জন্য হয়ে যায়। তিনি ইহুদীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার সংকল্প করলে তারা তাঁর কাছে আবেদন জানাল, যেন তিনি তাদেরকে সেখানে থাকতে দেন এই শর্তে যে, তারা সেখানে তাদের শ্রম ব্যয় করবে আর ফসলের অর্ধেক ভাগ পাবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বললেন, আমরা এই শর্তে যতদিন চাইব ততদিন তোমাদেরকে থাকতে দেব। সুতরাং তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে উমর (রাঃ) তাদেরকে তাইমা[৪] ও আরীহার দিকে বহিষ্কার করে দেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)-এর সাহাবীগণ কৃষিকাজ ও ফসল উৎপাদনে একে অপরকে যে সহযোগিতা করতেন তার বর্ণনা।

٢١٧١- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَاتَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلٰى

৪. 'তাইমা' ও 'আরীহা' সিরিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দু'টি প্রসিদ্ধ স্থান।

الرُّبُعِ وَعَلَى الْاَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ قَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِزْرَعُوْهَا اَوْ اَزْرِعُوْهَا اَوْ اَمْسِكُوْهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمْعًا وَطَاعَةً ـ

২১৭১. যুহাইর ইবনে রাফে (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এমন একটা কাজ করতে নিষেধ করেছেন যা আমাদের পক্ষে লাভজনক ছিল। আমি (রাফে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, তা-ই ঠিক। তিনি (যুহাইর) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষাবাদ করাও? আমি বললাম, আমরা এক-চতুর্থাংশের শর্তে (অর্থাৎ চাষী ফসলের চতুর্থাংশ পাবে এ শর্তে অথবা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে) অথবা খেজুর ও যবের (নির্দিষ্ট) কয়েক ওয়াসক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা এরূপ কর না। তোমরা নিজেরা তা (ক্ষেত) চাষ কর কিংবা অন্যকে দিয়ে তা চাষ করাও অথবা তা ফেলে রাখ। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, আমি শুনলাম ও কবুল করলাম।

٢١٧٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ اَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا اَوْ لِيَمْنَحْهَا اَخَاهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُمْسِكْ اَرْضَهُ ـ

২১৭২. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে ভাগে ক্ষেত চাষ করত। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে অথবা (অন্যকে চাষ করার জন্য) তা দান করে। যদি এটাও না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে সে যেন তা নিজে চাষ করে কিংবা ভাইকে (চাষ করতে) দেয়। যদি এটাও না করতে চায় তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

٢١٧٣- عَنْ عَمْرٍو قَالَ ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلٰكِنْ قَالَ اَنْ يَمْنَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا-

২১৭৩. আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে তাউস (রঃ)-কে বললে তিনি বলেন, অন্যকে দিয়ে চাষ করানো যেতে পারে। কেননা ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) এটা (ভাগচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন,

তোমাদের কেউ নিজের ভাইকে (জমি) দান করুক, এটা তার জন্য তার (ভাইয়ের) কাছ থেকে নির্দিষ্ট আয় গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

٢١٧٤- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِىْ مَزَارِعَهُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ وَابِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِّنْ اِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ اَنَّ النَّبِيَّ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ اِلٰى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتَ اَنَا كُنَّا نُكْرِىْ مَزَارِعَنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ بِمَا عَلَى الْاَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ -

২১৭৪. নাফে (রঃ) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ)—নবী (সঃ), আবু বকর, উমর ও উসমানের যমানায় এবং মুয়াবিয়ার শাসন আমলের প্রথম দিকে নিজের ক্ষেত ভাগে চাষ করতে দিতেন। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণিত এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমর (রা) রাফে'র নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (ইবনে উমর) তাঁকে জিজ্ঞেস করলে রাফে (রা) বলেন, নবী (সঃ) ক্ষেত ভাগে কেরায়া দিতে নিষেধ করেছেন। ইবনে উমর (রা) বলেন, আপনি তো জানেনই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় আমরা ফসলের এক-চতুর্থাংশ এবং কিছু ঘাসের বিনিময় আমাদের ক্ষেত-খামার কেরায়া দিতাম।

٢١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّ الْاَرْضَ تُكْرٰى ثُمَّ خَشِىَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ قَدْ اَحْدَثَ فِى ذٰلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْاَرْضِ -

২১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় ক্ষেত ভাগচাষে বিলি করা হত। (তাঁর পুত্র সালিম বলেন) তারপর আবদুল্লাহর ভয় হল, হয়ত নবী (সঃ) এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি জমি বর্গা দেয়া ছেড়ে দিলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়া (নগদ বিক্রি করা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে সবচাইতে উত্তম এই যে, নিজের খালি জমিটা এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া।

٢١٧٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمَّاىَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الْاَرْضَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْاَرْبِعَاءِ اَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْاَرْضِ فَنَهٰى

النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِيْ نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ مَالَو نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ -

২১৭৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যমানায় লোকেরা নালার পাশে উৎপন্ন ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি কেরায়া দিত যা জমির মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। (যেমন ক্ষেতের কোন বিশেষ অংশ সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত কিংবা উৎপাদিত ফসলের একটা বিশেষ অংশ সে পাবে-এ শর্তে জমি দিত)। কিন্তু নবী (সঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (অধঃস্তন রাবী বলেন) আমি রাফে'কে জিজ্ঞেস করলাম, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি কেরায়া দেয়াটা কেমন? রাফে (রা) বলেন, তাতে কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে চিন্তা করলে তিনিও তা জায়েয মনে করবেন না। কেননা তাতে (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার) আশংকা রয়েছে।

২০-অনুচ্ছেদঃ

٢١٧٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِسْتَاْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ اَلَسْتَ فِيْمَا شِئْتَ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ فَكَانَ اَمْثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ دُوْنَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ فَاِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْاَعْرَابِيُّ : وَاللّٰهِ لَا تَجِدُهُ اِلَّا قُرَشِيًّا اَوْ اَنْصَارِيًّا فَاِنَّهُمْ اَصْحَابُ زَرْعٍ وَاَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِاَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ -

২১৭৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ)-এর নিকট এক বেদুইন বসা ছিল, এমতাবস্থায় তিনি এ হাদীসটা বর্ণনা করেন যে, বেতেশতাবাসী কোন এক লোক তার প্রভুর নিকট চাষাবাদ করার অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি যে আকাংখা করেছিলে তা কি পাওনি? সে বলবে, হাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি চাষবাস করতে চাই। নবী (সঃ) বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং চোখের পলকে তা অংকুরিত হবে, বড় হয়ে যাবে। অবশেষে তা (ফসল) পর্বতসম হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এই নাও। কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন সেই বেদুইন বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এ ধরনের লোক আপনি কুরাইশ কিংবা আনসারদের মাঝেই পাবেন।

খেননা তাঁরাই চাষী। আর আমরা তো চাষী নই (পশুপালন আমাদের পেশা)। একথা শুনে নবী (সঃ) হেসে ফেললেন।

২১—অনুচ্ছেদ ঃ বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে।

٢١٧٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّهُ قَالَ اِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي اَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ شَعِيْرٌ لاَ اَعْلَمُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدّٰى وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ـ

২১৭৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুম'আর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। কারণ এক বৃদ্ধা ছিল। নালার ধারে আমরা যে গাজর লাগাতাম সে তা তুলে এনে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাকাতো। (অধঃস্তন রাবী ইয়াকুব বলেন) আমার যতটা মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকত না। জুমআর নামায শেষে আমরা (ঐ বৃদ্ধার নিকট) যেতাম এবং সে তা (গাজর ও যবের দানা মিশ্রিত খাবার) আমাদের পরিবেশন করতো। এ কারণেই জুমআর দিন আসলে আমাদের ভারী আনন্দ হত। আর আমরা (সাধারণতঃ) জুমআর নামাযের পরই খাবার খেতাম এবং কাইলুলা (দুপুরের আহারান্তে বিশ্রাম) করতাম

٢١٧٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ وَاللّٰهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُوْلُوْنَ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ لاَيُحَدِّثُوْنَ مِثْلَ اَحَادِيْثِهِ وَاِنَّ اِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالاَسْوَاقِ وَاِنَّ اِخْوَتِي مِنَ الاَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ اِمْرَأً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِي فَاَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُوْنَ وَ اَعِيْ حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ اَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتّٰى اُقْضِيَ مَقَالَتِي هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ اِلٰى صَدْرِهِ فَيَنْسٰى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتّٰى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ اِلٰى يَوْمِي هٰذَا وَاللّٰهِ لَوْ لاَ اٰيَتَانِ فِي

كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثْتُكُم شَيْئًا اَبَدًا : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ اِلٰى قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ -

২১৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা খুব বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে। অথচ তাদেরকে (একদিন) আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। (সেদিন আমারও বিচার হবে যদি আমি মিথ্যা হাদীস বলে থাকি এবং তাদেরও বিচার হবে যদি তারা অযথা আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে থাকে)। তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হল যে, তাঁরা আবু হুরাইরার মত এত (বেশী) হাদীস বর্ণনা করেন না। প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমার মুহাজির ভাইয়েরা সর্বদা বাজারে বেচাকেনা (ব্যবসা) নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর আমার আনসার ভাইয়েরা তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগানের কাজকর্ম নিয়ে সদা মশগুল থাকে। [সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসে থেকে হাদীস শোনার অবসর তাদের কোথায়]। আমি ছিলাম একটা মিসকীন লোক। পেট পুরে চারটে খেতে পারলেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকতাম। কাজেই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেত আমি তা মনে রাখতাম। একদিন নবী (সঃ) বলেনঃ তোমাদের যে কেউ আমার কথা (বাণী) শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে, তারপর (আমর কথা শেষ হলে) চাদরখানা গুটিয়ে নিজের বুকের সাথে মিলাবে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। তখন আমি আমার পশমী চাদরটা (অর্থাৎ তার একাংশ) নবী (সঃ)-এর কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। ঐ চাদর ছাড়া আমার গায়ে অন্য কোন কাপড় ছিল না। তারপর তা গুটিয়ে আমার বুকের সাথে মিলালাম। ঐ সত্তার কসম যিনি তাঁকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন! আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটা কথাও ভুলিনি। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবে দু'টি আয়াত না থাকত তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। সে আয়াত দু'টির অর্থ হল এইঃ "যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ ও সুপথ প্রদর্শনকারী বিষয়সমূহকে এমতাবস্থায় গোপন করে যে, আমি ঐগুলোকে সব মানুষের (হেদায়াতের) জন্য আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। এ ধরনের লোকদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং সব লা'নতকারীও তাদের প্রতি লা'নত করেন। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয় এবং যা গোপন করেছিল তা ব্যক্ত করে দেয়, তবে তাদের তওবা আমি কবুল করব।আর আমি তো শ্রেষ্ঠ তওবা কবুলকারী ও পরম করুণাময়।"

অধ্যায়—১৮

كتاب المساقات

(পানি সেচের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান প্রসঙ্গে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وجعلنا من الماء كل شى حى افلا يومنون - (انبياء : ٣٠)

"এবং আমি প্রতিটি প্রাণধারী সত্তাকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তা সত্ত্বেও কি তারা ঈমান আনবে না?" (আম্বিয়াঃ ৩০)

اَفَرَاَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِى تَشْرَبُوْنَ اَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ -

তোমরা কি সেই পানি সম্পর্কে চিন্তা করেছ যা তোমরা পান কর, তা তোমরা মেঘ থেকে অবতীর্ণ করেছ না আমি তার প্রেরণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করতে পারতাম। তা সত্ত্বেও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?"

(ওয়াকিয়াঃ ৬৮—৭০)।

২—অনুচ্ছেদঃ কিছু লোকের মতে পানি বন্টন করা হোক বা না হোক তা সাদকা, দান—খয়রাত ও অসিয়ত করা জায়েয। 'আল—মুযন' শব্দের অর্থ মেঘ এবং 'আল—উজাজ' শব্দের অর্থ লবণাক্ত, তিক্ত। উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন, এমন কে আছে যে 'রূমা'[১] কূপটি খরিদ করবে এবং তাতে বালতি দ্বারা পানি উত্তোলনের অধিকার তার ততটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে। অর্থাৎ কূপটি খরিদ করে সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকফ করে দিবে। সুতরাং এ কথার পর উসমান (রাঃ) এ কূপটি খরিদ করেছিলেন।

٢١٨٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ غُلاَمٌ اَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالاَشْيَاخُ عَنْ يَّسَارِهِ فَقَالَ يَاغُلاَمُ اَتَاْذَنُ لِى اَنْ اُعْطِيَهُ الْاَشْيَاخَ قَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ -

---

১. ইবনে বাত্তাল বলেন, রূমা নামক কূপটি ইহুদীদের অধীনে ছিলো। তারা সে কূপের মুখে তালা লাগিয়ে রাখত। তাই মুসলমানরা তা থেকে পানি পান করতে পারতো না। তারা নবী (সঃ)—এর নিকট অভিযোগ করলে উসমান (রাঃ) উক্ত কূপটি খরিদ করেন।

২১৮০. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট একটি পাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। এ সময় তাঁর ডান দিকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একটি অল্প বয়স্ক বালক ছিল। আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাঁ দিকে। তিনি বললেনঃ ওহে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? সে বললঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার মুখ লাগানো পানীয় পান করার ব্যাপারে আমি নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেব না। তিনি তখন বালকটিকেই সেই পানীয় দিলেন।

٢١٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِيَ فِي دَارِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِيْ فِيْ دَارِ اَنَسٍ فَاَعْطٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتّٰى اِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيْهِ وَعَلٰى يَسَارِهِ اَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ اَنْ يُعْطِيَهُ الْاَعْرَابِيَّ اَعْطِ اَبَا بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدَكَ فَاَعْطَاهُ الْاَعْرَابِيَّ الَّذِيْ عَلٰى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ -

২১৮১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনে মালেকের বাড়ীর একটি কূপের পানি মেশান হল। তারপর পাত্রটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখেন তাঁর বাঁ দিকে আবু বাক্র ও ডান দিকে এক বেদুঈন। ডমর ভয় পেলেন পাছে তিনি পাত্রটি বেদুঈনকে দিয়ে না দেন। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আবু বাক্র আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটা দিন। তিনি তাঁর ডান পাশের বেদুইনকে পাত্রটা দিলেন এবং বললেনঃ ডান দিকের লোক বেশী হকদার।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কেউ বলেন, পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পানির মালিক পানির বেশী হকদার। কেননা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করবে না।

٢١٨٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَايُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ -

২১৮২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ করা যাবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হবে।

٢١٨٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوْا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ -

২১৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অতিরিক্ত পানি নিতে নিষেধ করবে না। কেননা এভাবে (জীব জন্তুকে) ঘাস খেতেও বাধা দেয়া হয়।

৪—অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং কেউ যদি তাতে পড়ে মারা যায়) তাহলে মালিক তার জন্য দায়ী হবে না।

٢١٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ

২১৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ খনি ও কূপে কর্মরত অবস্থায় কিংবা জন্তু-জানোয়ার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা গেলে জরিমানা দিতে হবে না এবং খনিজ দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

৫—অনুচ্ছেদ ঃ কূপ নিয়ে বিবাদ ও তার মীমাংসা।

٢١٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَجَاءَ الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىَّ اُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ كَانَتْ لِىْ بِئْرٌ فِى اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِىْ فَقَالَ لِىْ شُهُوْدُكَ قُلْتُ مَالِىْ شُهُوْدٌ قَالَ فَيَمِيْنُهُ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ فَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ ـ

২১৮৫. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য মিথ্যা কসম করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেনঃ "যারা আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে অল্প মূল্য সংগ্রহ করে" (আল ইমরানঃ ৭৭)। তারপর আশআছ এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করেছিলেন? এই আয়াতটি তো আমার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (আমাদের মধ্যে তা নিয়ে বিবাদ হওয়ায়) নবী (সঃ) আমাকে বলেনঃ তোমার সাক্ষী নিয়ে এস। আমি বললাম, আমার কোন সাক্ষী নেই। তিনি বললেনঃ তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তো অনায়াসেই কসম খেয়ে বসবে। এই সময় নবী (সঃ) এই হাদীসটি বর্ণনা করলেন এবং তাঁকে সত্যায়িত করে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

৬—অনুচ্ছেদঃ পথিককে পানি না দেয়ার গুনাহ।

٢١٨٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ فَمَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِدُنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ وَرَجُلٌ اَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ اَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً ـ

২১৮৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (১) যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি থাকা সত্ত্বেও পথিককে তা দেয় না। (২) যে ব্যক্তি ইমামের হাতে একমাত্র পার্থিব স্বার্থে বাইয়াত করে। যদি ইমাম তাকে কিছু পার্থিব সুযোগ দেয় তাহলে সে খুশী হয়, আর যদি না দেয় তাহলে অসন্তুষ্ট হয়। (৩) যে ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্যসামগ্রী নিয়ে (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে, আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, আমি এই সামগ্রীর মূল্য এত পেয়েছিলাম (কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তা দেইনি)। সুতরাং কেউ যদি তাকে সত্যবাদী মনে করে নেয়। তারপর তিনি এই আয়াতটি পড়েনঃ "যারা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর শপথ ও নিজেদের কসম বিক্রি করে।"

৭–অনুচ্ছেদঃ নদী–নালার পানি আটকানো।

٢١٨٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَاَبٰى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللّٰهِ اِنِّىْ لاَحْسَبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ـ

২১৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী (সঃ)–এর নিকট যুবায়েরের বিরুদ্ধে হার্‌রার নহরের পানি সম্বন্ধে নালিশ করল যেখান

থেকে খেজুর বাগানে পানি দেয়া হত। আনসারী বললোঃ নহরের পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) অস্বীকার করলেন। এ নিয়ে তারা নবী (সঃ)-এর সামনেই কথা কাটাকাটি করলে নবী (সঃ) যুবাইরকে বললেনঃ হে যুবায়ের! জমিতে পানি সেচন করার পর তা তোমার প্রতিবেশীকে ছেড়ে দাও। এতে আনসারী ক্রুদ্ধ হয়ে বললোঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিজ ভূমিতে দেয়ার পর তা দেয়াল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। যুবায়ের বলেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ "তোমার প্রভুর কসম, তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে" (সূরা নিসাঃ ৬৫)।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে পানি সেচ করা।

٢١٨٨- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلٌ مِنَ الاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِى ﷺ يَازُبَيْرُ اَسْقِ ثُمَّ اَرسِلْ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ اِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ الْمَاءُ الجَدْرَ ثُمَّ اَمْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَاَحْسِبُ هٰذِهِ الاٰيَةَ نَزَلَتْ فِى ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২১৮৮. উরওয়াহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়ের (রা) এক আনসারীর সঙ্গে বাদানুবাদ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ হে যুবায়ের! ভূমিতে পানি নেয়ার পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বললঃ সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন। একথা শুনে তিনি (রসূল) বললেনঃ যুবায়ের! আইল অবধি পৌছা পর্যন্ত পানি নিতে থাকবে, তারপর বন্ধ করে দিবে। যুবায়ের বলেনঃ আমার ধারণা এ আয়াতটি এই বিবাদ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়েছেঃ " তোমার প্রভুর কসম! তারা মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত না করে।"

৯-অনুচ্ছেদ ঃ উঁচু জমির মালিক পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নিয়ে নিবে।

٢١٨٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الاَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِى شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِىْ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُسْقِ يَازُبَيْرُ فَاَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الاَنْصَارِىُّ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَسْقِ ثُمَّ احْبِسْ يَرْجِعَ الْمَاءُ اِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعٰى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الاٰيَةَ اُنْزِلَتْ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى

يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ قَالَ لِى ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الْاَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اَسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذٰلِكَ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ

২১৮৯. উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী হাররার নালার পানি নিয়ে যুবায়েরের সঙ্গে ঝগড়া করল, ঐ পানি তিনি খেজুর বাগানে সেচন করতেন। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হে যুবায়ের! পানি নিতে থাক। তিনি ন্যায়নীতি অনুসারে তাকে নির্দেশ দেন। তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত ভাই, তাই এরূপ করলেন । এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ পানি নেয়ার পর তা আইল পর্যন্ত পৌছলে বন্ধ রাখ। তিনি যুবায়েরকে তার পূর্ণ হক দিলেন। যুবায়ের বলেনঃ আল্লাহর কসম! এ আয়াতটি এ সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হয়ঃ "তোমার প্রভুর কসম! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে মীমাংসাকারী নিযুক্ত করবে।" রাবী বলেন, ইবনে শিহাব আমাকে বলেছেনঃ আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা নবী (সঃ)-এর একথা "পানি নেয়ার পর আইল অবধি পৌছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখো" দ্বারা পায়ের গিরা পর্যন্ত পানি নেয়ার কথা বুঝেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত।

٢١٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِىْ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِىْ بَلَغَ بِىْ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ ثُمَّ رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا قَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ ـ

২১৯০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ একদা একজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় তার খুব পিপাসা লাগল। সে কূপের মধ্যে নেমে পানি পান করল। তারপর কূপ থেকে উঠে দেখল, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাঁদা চাটছে। সে (মনে মনে) বলল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে তা মুখ দিয়ে কামড়ে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীরা বলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলে তাতে কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেনঃ প্রত্যেক সজীব বস্তু ও প্রাণীর উপকার করাতেই সওয়াব রয়েছে।

٢١٩١- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ فَقَالَ دَنَتِ مِنِّىْ النَّارُ حَتّٰى قُلْتُ اَىْ رَبِّ وَاَنَا مَعَهُمْ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَاْنُ هٰذِهِ قَالُوْا حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا ـ

২১৯১. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামায পড়লেন, তারপর বললেনঃ দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব! আমিও কি ওদের মধ্যে শামিল থাকব? হঠাৎ এক স্ত্রীলোক আমার নজরে পড়লো। (বর্ণনাকারী) আসমা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (স্ত্রীলোকটিকে) খামচাচ্ছিল। তিনি (রসূল) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেধে রেখেছিল, যার কারণে শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

٢١٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتْ اِمْرَاَةٌ فِىْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ : لاَ اَنْتِ اَطْعَمْتِيْهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيْهَا وَلاَ اَنْتِ اَرْسَلْتِيْهَا فَاَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ـ

২১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একটি স্ত্রীলোককে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, ফলে সেটি ক্ষুধায় মারা যায়। এই কারণে স্ত্রীলোকটি দোযখে প্রবেশ করে। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ ভাল জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি সেটিকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না ছেড়ে দিয়েছিলে, অন্যথায় যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে সে বেঁচে থাকত।

১১—অনুচ্ছেদঃ যাদের মতে চৌবাচ্চা ও মশকের মালিক তার পানির অধিক হকদার।

٢١٩٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ هُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ وَالْاَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَاغُلاَمُ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ الْاَشْيَاخَ فَقَالَ مَاكُنْتُ لِاُوْثِرَ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهُ ـ

২১৯৩. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট একটি পানপাত্র আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একটি বালক যে ছিল সবচেয়ে অল্প বয়স্ক। আর বয়স্ক লোকেরা তাঁর বাম দিকে ছিল। তিনি বললেনঃ হে বালক! তুমি কি আমাকে বয়স্ক লোকদেরকে এটি দিতে অনুমতি দাও? সে

বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার প্রাপ্য আপনার এটো পানীয় পান করার ব্যাপারে নিজের ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দেব না। তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

٢١٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاَذُوْدَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِىْ كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الْاِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ -

২১৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই আমার হাওয থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উটকে তাড়ান হয়।

٢١٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِيْنًا وَاَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ -

২১৯৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ইসমাঈলের মায়ের (হাজেরার) ওপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতেন কিংবা তা হতে আঁজলা ভরে পানি না নিতেন, তাহলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্রের লোকেরা তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি [হাজেরা] বললেন, হাঁ, তবে পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

٢١٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى سِلْعَةٍ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطٰى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اَلْيَوْمَ اَمْنَعُكَ فَضْلِىْ كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ -

২১৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেন না। (১) যে ব্যক্তি তার পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, তা বেশি মূল্যে বিক্রি হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (২) যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাত করার জন্য আসরের নামাযের পর মিথ্যা কসম করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তার নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব না। কেননা তুমি নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপরকে দাওনি, অথচ তা তোমার সৃষ্টি ছিল না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া অন্য কারো সংরক্ষিত চারণভূমি থাকতে পারে না।

٢١٩٧- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ حِمٰى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَقَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيْعَ وَاَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ ـ

২১৯৭. সাব ইবনে জাস্‌সামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কেউ চারণভূমি সংরক্ষণ করতে পারে না। তিনি বলেনঃ আমরা জানতে পেরেছি, নবী (সঃ) নাকী নামক চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন, আর উমর (রাঃ) সারাফ ও রাবাযার চারণভূমি (জনসাধারণের জন্য) সংরক্ষণ করেছিলেন।

১৩-অনুচ্ছেদঃ নহর (নদী-নালা-খাল-বিল) থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা।

٢١٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ بِهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهُ اِنْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اٰثَارُهَا وَاَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِىَ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِىَ لِذٰلِكَ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَغَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَلاَ ظُهُوْرِهَا فَهِىَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا شَىْءٌ اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ـ

২১৯৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ঘোড়া এক ব্যক্তির জন্য সওয়াব, এক ব্যক্তির জন্য ঢাল এবং এক ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ। সেই ব্যক্তির জন্য সওয়াবের কারণ যে তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য বেঁধে তার রশি এত লম্বা করেছিল যে, সে চারণভূমি ও বাগানের যেখানে ইচ্ছা চরতে পারে। যদি তার রশি ছিঁড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি উঁচু জায়গায় লাফ দিয়ে তা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পায়ে ও তার প্রতিটি গোবরে তার জন্য সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে। আর সে যদি কোন নহর অতিক্রম করে এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে তা থেকে পানি খায়, তাহলে সেজন্য সে সওয়াব পাবে। আর সেই ব্যক্তির জন্য ঢাল যে তাকে অর্থের আধিক্যের জন্য ও

ভিক্ষা করা থেকে বাঁচার জন্য বাঁধল এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তার গর্দান ও পিঠের হক আদায় করতে ভুল করল না। আর সেই ব্যক্তির জন্য গুনাহর কারণ যে তাকে অহঙ্কার ও লোক দেখানো কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতার উদ্দেশ্যে বাঁধল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাধা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ এ সম্বন্ধে আমার উপর কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তবে এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ও নজীরবিহীন আয়াত রয়েছে। যেমনঃ "যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও ভাল কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি অতি সামান্য পরিমাণও খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে।"

٢١٩٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا ـ

২১৯৯. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন থলেটি ও তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখ। তারপর এক বছর পর্যন্ত সেটি প্রচার করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায়, ভাল। তা না হলে তোমার যা ইচ্ছা করতে পার। সে আবার জিজ্ঞেস করল, কুড়িয়ে পাওয়া বকরী (কি করব)? তিনি বললেনঃ সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ের। সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারানো উট (হলে কি করব)? তিনি জবাব দিলেনঃ তোমার তাতে প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশক ও জুতা রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে পানি পান করবে এবং গাছপালা খাবে, অবশেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

১৪—অনুচ্ছেদঃ জ্বালানী কাঠ ও গবাদি পশুর খাদ্য বিক্রি করা।

٢٢٠٠- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَاْخُذَ اَحَدُكُمْ اَحْبُلاً فَيَاْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيْعَ فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اُعْطِيَ اَوْ مُنِعَ ـ

২২০০. যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জ্বালানী কাঠের আঁটি বেঁধে তা বিক্রি করতে পারে। এতে আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করবেন, আর এটা লোকদের নিকট এমন সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, যে সওয়ালে তারা কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٢٢٠١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَحْتَطِبَ اَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلٰى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ اَحَدًا فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ ـ

২২০১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে তা বিক্রি করা কারো জন্য সেই সওয়াল থেকে উত্তম যে সওয়ালে তাকে কেউ দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে।

٢٢٠٢- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهُ قَالَ اَصْبَتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَاَعطَانِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَرِفًا اُخْرٰى فَاَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنصَارِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَحْمِلَ عَلَيْهِمَا اِذْخِرًا لِاَبِيْعَهُ وَمَعِىَ صَائِغٌ مِّنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَاَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلٰى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِىْ ذٰلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ اَلاَ يَاحَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ فَثَارَ اِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ اَخَذَ مِن اَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِىٌّ فَنَظَرْتُ اِلٰى مَنْظَرٍ اَفْظَعَنِى فَاَتَيْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ اَنْتُم اِلاَّ عَبِيْدٌ لِاٰبَائِىْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتّٰى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ -

২২০২. আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে শরীক হওয়ায় আমি মালে গনীমত হিসেবে একটি উষ্ট্রী পাই। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আর একটি উষ্ট্রী দেন। একদিন আমি উট দুটোকে এক আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিল, এদের ওপর ইযখির (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে বনু কায়নুকার এক স্বর্ণকার ছিল। আমি এভাবে ফাতিমার সাথে আমার বিয়ের ওলীমা করতে সক্ষম হব। তার ঘরে হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব শরাব পান করছিল। আর তার সঙ্গে একটি গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা, সাবধান! মোটা উষ্ট্রীগুলো নিয়ে নাও। অতঃপর হামযা উট দুটোর ওপর তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের কুঁজ কেটে ফেলেন ও পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করি, কুঁজটা কি করা হল? তিনি বললেন, সেটা কাটার পর তিনি নিয়ে যান। ইবনে শিহাব বলেন, আলী (রা) বলেছেন, এই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়েদ ইবনে হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবরটি দিলাম। তিনি যায়েদসহ বের হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি হামযার নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তাদেরকে দেখে হামযা মাথা তুলে বলল, তোমরা আমার বাপ-দাদার

গোলাম ছাড়া আর কিছুই নও। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) পিছু হটে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। এটি ছিল শরাব হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

১৫—অনুচ্ছেদঃ জায়গীর দেয়া।

٢٢٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الاَنْصَارُ حَتّٰى تُقْطِعَ لاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِى تُقْطِعُ لَنَا قَالَ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ -

২২০৩. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, যতক্ষণ আপনি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকে আমাদের মত জায়গীর না দিচ্ছেন, আমাদেরকে ততক্ষণ তা দিবেন না। তখন নবী (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) সবর করবে।

১৬—অনুচ্ছেদঃ জায়গীর লিপিবদ্ধ করা। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেয়ার জন্য ডাকলেন। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি এরূপ করতে চান তাহলে আমাদের কুরাইশ ভাইদেরকেও তদ্রূপ লিখে দিন। কিন্তু নবী (সঃ)—এর নিকট তখন এতটা জায়গীর ছিল না। অতঃপর তিনি (সঃ) বললেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

১৭—অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর স্থানে উট দোহন করা।

٢٢٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الاِبِلِ اَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ -

২২০৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, পানি পান করানোর স্থানে দুধ দোহন করা উটের হক।

১৮—অনুচ্ছেদ ঃ বাগানে বা খেজুর বনে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা। নবী (সঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি গাছের পরাগায়নের পর তা বিক্রি করে তাহলে তার ফল বিক্রেতা পাবে এবং চলার পথও পানির কূপ ও বিক্রেতার যতক্ষণ না তা নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। আরিয়ার মালিকদের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে এ নির্দেশ প্রযোজ্য।

٢٢٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اِبْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ اَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِى بَاعَهُ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْعَبْدِ -

২২০৫. আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পরাগায়নের পর গাছ কিনবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু যদি খরিদ্দার শর্ত করে (তাহলে সে পাবে)। আর যে ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করবে, সে মাল বিক্রেতা পাবে, কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে (তাহলে ক্রেতাই পাবে)। অন্য এক বর্ণনায় এ কথা কেবল ক্রীতদাস সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে।

٢٢٠٦- عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا -

২২০৬. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) অনুমান করে বৃক্ষোপরি কাঁচা খেজুর বেচার অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَاَنْ لاَتُبَاعَ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا -

২২০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) নিষিদ্ধ করেছেন-দালালী, ভাগচাষ, অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে ক্ষেতের ফসল ও গাছের ফল বিক্রি করা এবং ফল পুষ্ট হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে। তিনি আরও নিষেধ করেছেন, গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা নগদ মূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে, কিন্তু আরিয়ার (বৃক্ষোপরি দান করা খেজুর দাতা কর্তৃক শুকনো খেজুরের বিনিময়ে ক্রয় করা) অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ فِي خَمْسَةِ اَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِيْ ذٰلِكَ -

২২০৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাপের মধ্যে শুকনো খেজুর অনুমান করে আরায়া ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন।

٢٢٠٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ اِلاَّ اَصْحَابَ الْعَرَايَا فَاِنَّهُ اَذِنَ لَهُمْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ -

২২০৯. রাফে ইবনে খাদীজ ও সাহল ইবনে আবু হাসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) মুযাবানা (বৃক্ষোপরি ফল শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে) নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি আরায়ার অধিকারীদের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন।

অধ্যায়—১৯

كتاب الاستقراض

(ঋণের আদান-প্রদান)

১—অনুচ্ছেদঃ ঋণ নেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ও দেউলিয়া (ঘোষণা)।

২—অনুচ্ছেদঃ যার কাছে মূল্য পরিমাণ অর্থ নেই বা সাথে নেই এমন ক্রেতার কোন জিনিস খরিদ করা।

٢٢١٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ اَتَبِيْعُنِيْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِيْ ثَمَنَهُ ـ

২২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধে আমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি (স) বললেনঃ তুমি কি তোমার উটটি আমার নিকট বেচা সমীচীন মনে কর? আমি বললাম, হাঁ। অতঃপর তাঁর নিকট আমি সেটি বিক্রি করলাম। তিনি মদীনায় পৌছলেন, আমি উট নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে তার দাম দিয়ে দিলেন।

٢٢١١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَ رَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيْدٍ ـ

২২১১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট একটি লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

৩—অনুচ্ছেদঃ পরিশোধ করার বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কারো সম্পদ গ্রহণ করা।

٢٢١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ ـ

২২১২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের অর্থ সম্পদ আদায় করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট বা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য নেয়, আল্লাহ তা ধ্বংস করে দেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধ করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -

"আল্লাহ তাআলা মালিকদের নিকট আমানত প্রত্যর্পণ করার জন্য তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা কর তখন ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শুনেন ও দেখেন"- (নিসাঃ ৫৮)।

٢٢١٣ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا اَبْصَرَ يَعْنِىْ اُحُدًا قَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّهُ يُحَوَّلُ لِىْ ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِىْ مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ دِيْنَارًا اُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الاَكْثَرِيْنَ هُمُ الاَقَلُّوْنَ اِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَشَارَ اَبُوْ شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَاَرَدْتُ اَنْ اٰتِيَهُ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ سَمِعْتُ اَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِىْ سَمِعْتُ قَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَتَانِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لاَيُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ اِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ -

২২১৩. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি ওহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনা হয়ে যাক এবং একটি দীনারও (স্বর্ণমুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক। তবে সেই দীনার ব্যতীত যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই। তারপর তিনি বললেনঃ যারা বেশী সম্পদশালী তারাই সর্বাপেক্ষা কম সওয়াব পেয়ে থাকে। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেছে (তারা ব্যতীত)। (অধঃস্তন রাবী) আবু শিহাব তাঁর সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন (এবং বলেন), এইরূপ সৎলোক খুব কম আছে। তিনি (সঃ) আরো বললেনঃ তুমি এখানেই অবস্থান কর। এই বলে তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। ফলে আমি তাঁর নিকট যেতে চাইলাম, তারপর আমার প্রতি তাঁর নির্দেশ মনে হল যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিছু কথা শুনতে পেলাম যে! তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেনঃ আপনার কোন উম্মাত যদি

আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যায়, তাহলে সে বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ এরূপ কাজ করে? তিনি বললেনঃ হাঁ তবুও।

٢٢١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِىْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِىْ اَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ شَىْءٌ اِلاَّ شَىْءٌ اَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ -

২২১৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমার নিকট যদি ওহুদ পাহাড়ের সমান সোনাও থাকত তাহলে আমি পসন্দ করতাম না যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার নিকট থেকে যাক। তবে যা দিয়ে আমি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তা ছাড়া।

৫—অনুচ্ছেদঃ উট ধার নেয়া।

٢٢١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً تَقَاضٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوْا لَهُ بَعِيْرًا فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ وَقَالُوْا لاَ نَجِدُ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اِشْتَرُوْهُ فَاَعْطُوْهُ اِيَّاهُ فَاِنَّ خَيْرَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

২২১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তার পাওনার কড়া তাগাদা করল। সাহাবীরা তাকে মারতে উদ্যত হলে তিনি বলেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তোমরা বরং একটা উট কিনে তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বলেন, আমরা তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট ছাড়া পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

৬—অনুচ্ছেদঃ পাওনার জন্য ভদ্র ও উত্তম পন্থায় তাগাদা করা।

٢٢١٦- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ قَالَ كُنْتُ اُبَايِعُ النَّاسَ فَاَتَجَوَّزُ عَنِ الْمُوْسِرِ وَاُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ -

২২১৬. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এক লোক মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি করতে? সে বলল, আমি লোকদের কাছে বেচাকেনা করতাম। স্বচ্ছল ব্যক্তিদেরকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদের দেনা মাফ করে দিতাম। এ কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেয়া হল। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছি।

৭—অনুচ্ছেদঃ কম বয়সের উটের পরিবর্তে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি না।

٢٢١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَقَالُوْا مَا نَجِدُ اِلاَّ سِنَّهُ فَقَالَ الرَّجُلُ اَوْ فَيْتَنِىْ اَوْ فَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْطُوْهُ فَاِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ اَحْسَنَهُمْ قَضَاءً -

২২১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)-এর নিকট তার উট ফেরতদানের তাগাদা করতে আসে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, তাকে একটি উট দাও। তাঁরা বলেন, তার উটের চেয়ে উত্তম বয়সের উট পাওয়া যাচ্ছে। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ বদলা দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

৮. অনুচ্ছেদঃ উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা

٢٢١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الْاِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ ﷺ اَعْطُوْهُ فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُ اِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ اَعْطُوْهُ فَقَالَ اَوْفَيْتَنِىْ وَفَى اللّٰهُ بِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً -

২২১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট এক লোকের একটি নির্দিষ্ট বয়সের উট পাওনা ছিল। সে তাঁর নিকট এর তাগাদা করতে আসলে তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দাও। তাঁরা সেই বয়সের উট তালাশ করলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী বয়সের উট ছাড়া অন্য কিছু পেলো না। তিনি (সঃ) বললেন, সেটি তাকে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে পূর্ণ প্রতিদান দেন। নবী (সঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

٢٢١٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ اُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِىْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِىْ وَزَادَنِىْ -

২২১৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর বলেন, আমার মনে হয়, তিনি দুপুরের পূর্বের কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, দুই রাকআত নামায পড়। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ (পাওনা) ছিল। তিনি আমার ঋণ পরিশোধ করলেন এবং পাওনার চেয়েও বেশী দিলেন।

৯—অনুচ্ছেদঃ পাওনা অপেক্ষা কম আদায় করা কিংবা মাফ করে দেয়া জায়েয।

٢٢٢٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِىْ حُقُوْقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا تَمْرَ حَائِطِىْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِىْ فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِىُّ ﷺ حَائِطِىْ وَقَالَ سَنَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ اَصْبَحَ فَطَافَ فِى النَّخْلِ وَدَعَا فِىْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَبَقِىَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا ـ

২২২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর কাছে কিছু ঋণ পাওনা ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্বন্ধে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। তাই আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। তিনি (সঃ) বললেন, আমরা সকাল বেলা তোমার নিকট আসছি। তিনি সকাল বেলা আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দোয়া করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলাম এবং আমার নিকট কিছু ফল উদ্বৃত্তও রয়ে গেল।

১০—অনুচ্ছেদঃ ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং খেজুর কিংবা অন্য কিছুর বিনিময়ে ঋণ অনুমানে আদায় করা জায়েয।

٢٢٢١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبٰى اَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُوْدِىَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِىْ لَهُ فَأَبٰى فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشٰى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِىْ كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ اَخْبِرْ ذٰلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلٰى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشٰى فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا ـ

২২২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা এক ইহুদীর নিকট ত্রিশ ওয়াসক খেজুর ঋণ করে মারা যান। জাবের (রা) তার নিকট সময় চান। কিন্তু সে সময়

দিতে অস্বীকার করে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে কথা বললেন যেন তিনি তাঁর জন্য ইহুদীর নিকট সুপারিশ করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীর নিকট আসলেন এবং তার সঙ্গে কথা বললেন। ঋণের পরিবর্তে সে যেন তার গাছের ফল নেয়। কিন্তু সে তা মানল না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাগানে প্রবেশ করে গাছের চারদিকে ঘুরলেন। তারপর তিনি জাবেরকে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ ঋণ আদায় করে দাও। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ফিরে আসার পর তিনি গাছ থেকে ফল পাড়লেন এবং তাকে পুরো ত্রিশ ওয়াসক খেজুর দিয়ে দিলেন। তাঁর নিকট সতের ওয়াসক খেজুর অবশিষ্ট থাকল। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষয়টি জানাতে আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের নামায পড়া অবস্থায় পেলেন। নামায শেষ করার পর তিনি তাঁকে অবশিষ্ট খেজুরের কথা জানালেন। তিনি (সঃ) বললেন, ইবনে খাত্তাবকে (উমর) খবরটি দাও। জাবের উমরের নিকট গিয়ে খবরটি দিলেন। উমর তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন বাগানে প্রবেশ করে চারদিকে ঘুরলেন আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাতে বরকত হবে।

১১-অনুচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পরিত্রাণ চাওয়া।

٢٢٢٢- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِى الصَّلَاةِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ـ

২২২২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযে এই বলে দোয়া করতেনঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট গুনাহ ও ঋণ থেকে পানাহ চাচ্ছি।" একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল। আপনি ঋণ থেকে এত বেশী পানাহ চান কেন? তিনি জবাব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে মিথ্যা কথা বলে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে।

১২-অনুচ্ছেদঃ ঋণী ব্যক্তির জানাযা পড়া।

٢٢٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَاِلَيْنَا ـ

২২২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ধন-সম্পত্তি রেখে গেল তা তার উত্তরাধিকারীর এবং যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেল তা আদায় করা আমার দায়িত্ব।

٢٢٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلٰى بِهِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ : اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِىْ فَاَنَا مَوْلَاهُ ـ

২২২৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক ঘনিষ্ট। তোমরা ইচ্ছা করলে এই আয়াতটি পাঠ করতে পারঃ " নবী মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট।" কাজেই কোন মুমিন মারা গেলে তার আত্মীয়-স্বজন তার সম্পত্তির মালিক হবে। আর যদি সে কোন ঋণ অথবা নাবালেগ ছেলেমেয়ে রেখে যায় তবে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা আমিই তাদের অভিভাবক।

১৩—অনুচ্ছেদঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা জুলুমের শামিল।

٢٢٢٥- عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَخِيْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ -

২২২৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা অত্যাচারের শামিল।

১৪—অনুচ্ছেদঃ পাওনাদার ব্যক্তির কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করা তার সম্মানের ওপরে হস্তক্ষেপ ও শাস্তি বৈধ করে। সুফিয়ান বলেছেনঃ তার সম্মানের ওপর হস্তক্ষেপ বৈধ করার অর্থ হল একথা বলা যে, তুমি দেরী করেছ; আর শাস্তির অর্থ বন্দী করা।

٢٢٢٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَاَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً -

২২২৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর নিকট একটি লোক আসে এবং তাঁকে কড়া তাগাদা করে। সাহাবীরা লোকটিকে শায়েস্তা করতে উদ্ধত হলে নবী (সঃ) বলেনঃ ওকে ছেড়ে দাও। কেননা পাওনাদারের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে।

১৫—অনুচ্ছেদঃ ঋণ, বিক্রয় ও আমানত হিসেবে রক্ষিত নিজের মাল কেউ যদি দেউলিয়া ব্যক্তির নিকট পায় তবে সে—ই তার অধিক হকদার । হাসান বসরী বলেনঃ যদি সে দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে তার দাস ক্রয়—বিক্রয় ও মুক্তি জায়েয নয়। সাইদ ইবনে মুসাইয়াব বলেনঃ যে ব্যক্তি তার দেনাদার দেউলিয়া হওয়ার পূর্বে তার পাওনা নিয়ে নেয় উসমান তার সম্বন্ধে রায় দিয়েছেন যে, সেটি তার এবং যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তার মালপত্র চিনতে পারে, সেও তার অধিক হকদার।

٢٢٢٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ اَوْ اِنْسَانٍ قَدْ اَفْلَسَ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ -

২২২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন কোন মানুষ তার মাল অবিকল কোন নিঃস্ব-দেউলিয়া লোকের নিকট পাবে, তখন সে অন্যের চেয়ে এ মালের বেশী হকদার।

১৬—অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পাওনাদারকে দু—এক দিনের জন্য বিলম্বিত করল, কারো কারো মতে এটা টালবাহানা নয়। জাবের (রা) বলেন, আমার পিতার পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কড়া তাগাদা করায় নবী (সঃ) তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা তা নিতে অস্বীকার করে। কাজেই নবী (সঃ) তাদেরকে বাগানও দিলেন না, তাদের জন্য ফলও পাড়লেন না। তিনি আমাকে বললেন, আমি আগামী কাল সকালে তোমার এখানে আসছি। তিনি সকালে আমাদের নিকট আসলেন এবং বাগানের ফলের বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর আমি তাদের সবার ঋণ পরিশোধ করে দিলাম।

১৭—অনুচ্ছেদঃ গরীব কিংবা অভাবী ব্যক্তির মাল সম্পত্তি বিক্রি করে তা পাওনাদারের মধ্যে বন্টন করে দেয়া কিংবা তাকেই সেটি খরচ করার জন্য দেয়া।

٢٢٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ -

২২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের জনৈক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করে দিলো (অর্থাৎ সে মারা গেলে গোলামটি আযাদ হবে)। নবী (সঃ) বললেনঃ কে আমার কাছ থেকে এ গোলামটিকে কিনতে পারবে? অতঃপর নুআয়েম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে কিনে নিলেন। তিনি (সঃ) এর মূল্য নিয়ে আবার তাকে দিয়ে দিলেন।

১৮—অনুচ্ছেদঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়া কিংবা কেনা—বেচার সময়ে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা। ইবনে উমর (রা) বলেন, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নেয়ায় কোন দোষ নেই। আর শর্ত ব্যতীত তার পাওনা টাকার চেয়ে বেশী দেয়ায় কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আমর ইবনে দীনার বলেন, ঋণগ্রহীতা ওয়াদাকৃত সময়সূচী অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবে। নবী (সঃ) বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করেন। সে তার একজন স্বগোত্রীয় লোকের নিকট ঋণ চায়। সে তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয়। বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৯–অনুচ্ছেদঃ ঋণভার কমানোর সুপারিশ।

٢٢٢٩– عَنْ جَابِرٍ قَالَ أُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا فَطَلَبْتُ اِلٰى اَصْحَابِ الدَّيْنِ يَضَعُوْا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوا فَأَتَيتُ النَّبِىَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِم فَأَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلٰى حِدَتِه عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ وَاللِّيْنَ عَلٰى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَحْضِرْهُمْ حَتّٰى اٰتِيَكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ ﷺ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتّٰى اسْتَوْفٰى وَبَقِىَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَىَّ فَوَكَزَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِعْنِيْهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اِسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا اُصِيْبَ عَبْدُ اللّٰهِ وَتَرَكَ جَوَارِىَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ ثُمَّ قَالَ اَئْتِ اَهْلَكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِىَ بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِى فَأَخْبَرْتُهُ بِأَعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِىْ كَانَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَوَكْزِهِ اِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ غَدَوْتُ اِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِىْ ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِىْ مَعَ الْقَوْمِ-

২২২৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (ওহুদের যুদ্ধে) শহীদ হন এবং পোষ্য ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারদের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেয়ার অনুরোধ করি, কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী (সঃ)–এর নিকট যাই এবং তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করে। তখন তিনি (সঃ) বললেনঃ প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। যেমন ইয্ক ইবনে যায়েদ এক জায়গায়, লীন আর এক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে, তারপর তাদেরকে ডাকবে। এই সময় আমি তোমার এখানে আসব। আমি এরূপ করলাম। তারপর তিনি (সঃ) আসলেন এবং স্তূপের ওপর বসলেন। আর তাদের প্রত্যেককে মেপে মেপে পুরো পাওনা দিয়ে দিলেন। অথচ খেজুর পূর্ববৎ রয়ে গেল যেন কেউ তাতে হাত লাগায়নি। আমি একবার নবী (সঃ)–এর সঙ্গে একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে পিছনে ফেলে দেয়। নবী (সঃ) পিছন থেকে তাকে মারেন এবং বলেন, উটটি আমার নিকট বিক্রি কর। তুমি মদীনা পর্যন্ত তার ওপর সওয়ার হতে পারবে। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁর নিকট জলদী বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাই এবং বলি, হে আল্লাহর রসূল! আমি নতুন বিয়ে করেছি। তিনি বলেন,

কুমারী না বিধবা? আমি বললাম, বিধবা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হন। আমি এইজন্য বিধবা বিয়ে করেছি যাতে সে তাদেরকে ইলম ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বলেন, ঠিক আছে তোমার পরিজনের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং আমার মামাকে উটটি বেচার কথা বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার কাছে উটটির ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার, নবী (সঃ)-এর ওটাকে আঘাত করার ও তাঁর অলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম। নবী (সঃ) মদীনায় পৌছলে আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে উটটি ও তার দাম দিলেন এবং লোকদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হওয়ায় মালে গনীমতের অংশও দিলেন।

২০-অনুচ্ছেদঃ ধন-সম্পত্তির অপচয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين

" আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টি করা পসন্দ করেন না"

তিনি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজে সফলতা দেন না।"

তিনি আরো বলেছেনঃ

اَصَلَاتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلَ فِىْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ -

(হে শো'আয়েব) " তোমার নামায কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদার কৃত পুজা ছেড়ে দেই? কিংবা আমরা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেদের টাকা পয়সা খরচ করা হতে বিরত থাকি?"

তিনি আরও বলেছেনঃ ولا يوتوا السفهاء اموالكم -

"আর তোমরা নির্বোধ ব্যক্তিদের হাতে নিজেদের সম্পদ দিও না" এ প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা বন্ধ করা প্রসঙ্গে।

٢٢٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنِّى اُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَاخِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوْلُهُ -

২২৩০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (সঃ)-কে বলল, আমি ক্রয় বিক্রয়ে প্রতারিত হই। তিনি বললেনঃ কেনা বেচার সময় তুমি বলবে, যেন ধোঁকার আশ্রয় না নেওয়া হয়। কাজেই লোকটি বেচা কেনার সময় এই কথা বলত।

٢٢٣١- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ -

২২৩১. মুগীরা ইবনে শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া, কারো প্রাপ্য না দেয়া হারাম করেছেন। আর অর্থহীন কথা বলা, খুব বেশী যাঞ্চা করা এবং সম্পদ ধ্বংস করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।

২১–অনুচ্ছেদঃ গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। সে তার মনিবের অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না।

٢٢٣٢– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِى اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَحْسِبُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ

২২৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রাখাল। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্বামী তার পরিবারের রাখাল। তাকে পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রাখাল। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমর (রা) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এসব কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, তিনি এ কথাও বলেছেন যে, ছেলে তার বাপের সম্পত্তির রক্ষক এবং তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার রাখালী সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে।

অধ্যায়—২০

كتاب الخصوماه

(ঝগড়া–বিবাদ মীমাংসা)

১–অনুচ্ছেদঃ ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলমান ও ইহুদীর মধ্যেকার ঝগড়ার মীমাংসা।

٢٢٣٣– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَاَ اٰيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفَهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ فَاَ تَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كِلاَ كُمَامُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا ـ

২২৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত এমনভাবে পড়তে শুনলাম যা রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে ভিন্নরূপে পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে নিয়ে আসলাম। তিনি (আমাদের উভয়ের পাঠ শুনে) বললেনঃ তোমাদের দু'জনই ঠিক পড়েছ। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ কর না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা বাদানুবাদ করেই ধ্বংস হয়েছে।

٢٢٣٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُوْدِىِّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ اَمْرِهِ وَاَمْرِ الْمُسْلِمِ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ عَلٰى مُوْسٰى فَاِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَصْعَقُ مَعَهُمْ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ فَاِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلاَ اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَاَفَاقَ قَبْلِىْ اَوْ كَانَ مِمَّنْ اِسْتَثْنَى اللّٰهُ ـ

২২৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। এদের একজন ছিল মুসলমান, অপরজন ইহুদী। মুসলমান লোকটি বলেছিল,

আমার জীবন তাঁর নিয়ন্ত্রণে যিনি মুহাম্মদ (সঃ)- কে সমস্ত জগতের মধ্যে মনোনীত ও মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। তখন ইহুদী লোকটি বলেছিল, তাঁর শপথ যিনি মূসা (আঃ)-কে সারা বিশ্বের মাঝে উচ্চতম মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমান ব্যক্তি হাত তুলে ইহুদীর মুখে এক চড় মারল। এতে ইহুদী ব্যক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তার এবং ঐ মুসলমানের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তা জানাল। নবী (সঃ) মুসলামান ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে সব কথা বলল। নবী (সঃ) বললেনঃ তোমরা আমাকে মূসার ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। এরপর আমি সবার আগে চেতনা ফিরে পাব। তখন দেখতে পাব মূসা (আঃ) আরশের এক পাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল তিনিও তাদের মধ্যে ছিলেন কিনা এবং আমার আগেই চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন কিনা অথবা তিনি তাদের একজন কিনা, যাদেরকে আল্লাহ (বেহুঁশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছিলেন।

٢٢٣٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُوْدِىٌّ فَقَالَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِى رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنصَارِ قَالَ اُدْعُوْهُ فَقَالَ ضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحلِفُ وَالَّذِىْ اِصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ اَىْ خَبِيْثُ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَخَذَتْنِىْ غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاتُخَيِّرُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاِنَّ النَّاسَ يَصعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَكُوْنُ اَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الاَرْضُ فَاِذَا اَنَا بِمُوْسٰى اٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا اَدْرِىْ اَكَانَ فِيْمَن صَعِقَ اَمْ حُوْسِبَ بِصَعْقَةِ الْاُوْلٰى -

২২৩৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) বসে আছেন, এমন সময় এক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখের ওপর আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে মেরেছে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডেকে আন। তিনি (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওকে মেরেছ? সে (আনসারী) বলল, আমি তাকে বাজারের মধ্যে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর যিনি মূসাকে সকল মানুষের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি তখন বললাম, হে নরাধম! মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপরও? আমার রাগ এসে গিয়েছিল। এতে আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপর জনের ওপর প্রাধান্য দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। মাটি চিরে আমি সর্বপ্রথম বাইরে আসব। তখন দেখতে পাব, মূসা (আঃ) আরশের একটি খুঁটী ধরে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে একজন হবেন, না তাঁর পূর্বেকার (তূর পাহাড়ের) বেহুঁশ হওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।

٢٢٣٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيْلَ مَنْ فَعَلَ هٰذَابِكِ اَفُلاَنٌ اَفُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ فَاَوْمَتْ بِرَاْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاعْتَرَفَ فَاَمَرَبِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ -

২২৩৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি? অমুক ব্যক্তি? অবশেষে জনৈক ইহুদীর নাম বলা হলে মাথা নেড়ে ইশারা করল। ইহুদীকে গ্রেফতার করা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেঁতলে দেয়া হল।

২—অনুচ্ছেদ : কেউ কেউ অজ্ঞ ও নির্বোধ ব্যক্তির লেনদেনের ব্যাপার প্রত্যাখ্যান করেছেন যদিও কাযী (বিচারক) তাকে এ থেকে বিরত রাখেননি। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার আগে সদকা দাতার সদকা তাকে ফেরত দিয়েছেন, এরপর তিনি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। ইমাম মালেক বলেছেন, কারো ওপর যদি ধারকর্জ থাকে এবং তার কাছে একটি দাস ছাড়া আর কিছুই না থাকে আর সে যদি ঐ দাস মুক্ত করে দেয় তবে ঐ মুক্তকরণ জায়েয হবে না। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ লোকের সম্পত্তি বিক্রি করেছে এবং বিক্রিমূল্য তাকে দিয়ে তার অবস্থার উন্নতি করতে বলেছে, কিন্তু এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে ফেলে তাহলে কাযী তাকে সম্পদের ব্যবহার থেকে বিরত রাখবে। কেননা নবী (সঃ) সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোক ক্রয়—বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতারিত হতো তাকে তিনি বলেছেন, তুমি যখন ক্রয়—বিক্রয় কর তখন বলে দিবে, যেন প্রতারণা করা না হয়। আর নবী (সঃ) দরিদ্র ব্যক্তির মাল (দানকৃত গোলাম) গ্রহণ করেননি।

٢٢٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ فَكَانَ يَقُوْلُهُ -

২২৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হত। নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, যেন ধোঁকা না দেওয়া হয়। অতএব সে তাই বলতো।

٢٢٣٨- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ -

২২৩৮. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার একটি দাস মুক্ত করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কোন সম্পদ ছিল না। নবী (সঃ) তার এই দাস মুক্ত করে দেয়া প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঐ দাসকে নুআয়েম ইবনে নাহ্হাম খরিদ করে নেন।

৩—অনুচ্ছেদ ঃ বিবদমানদের পরস্পরের বাক্যালাপ প্রসঙ্গে।

٢٢٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْاَشْعَثُ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ ـ

২২৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি এক মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তাহলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন। আশআছ (রা) বলেছেন, আল্লাহর কসম। তিনি এ কথা আমার সম্পর্কেই বলেছেন। আমার ও এক ইহুদীর যৌথ মালিকানায় এক খণ্ড ভূমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহুদীকে বললেন, তুমি শপথ কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তো শপথ করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও নিজেদের শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোন প্রাপ্য থাকবে না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

٢٢٤٠- عَنْ كَعْبٍ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هٰذَا وَاَوْمَاءَ اِلَيْهِ اَيِ الشَّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ ـ

২২৪০. কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি মসজিদের মধ্যে বসে ইবনে আবি হাদরাদের কাছে তার দেয়া ঋণের টাকার তাগাদা করেন। এতে উভয়েই উচ্চৈস্বরে বাদানুবাদ করতে

থাকে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনতে পেলেন। তিনি ঐ সময় তাঁর ঘরে ছিলেন। তিনি এতো দ্রুত বেরিয়ে আসলেন যে, তাঁর কামরার পর্দা খুলে গেলো। তিনি ডাকলেন, হে কা'ব। কা'ব ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি হাজির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ করে দিতে বললেন। কা'ব বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন আবু হাদরাদকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যাও এবার কর্জ পরিশোধ করে দাও।

٢٢٤١-عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْرَاَنِيْهَا وَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَاْتَنِيْهَا فَقَالَ لِيْ اَرْسِلْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِقْرَاْ فَقَرَاَ قَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِى اِقْرَاْ فَقَرَاْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ اِنَّ الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ -

২২৪১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূরা ফোরকান আমি যেরূপ পড়ি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযামকে আমি তা অন্যরূপ পড়তে শুনলাম। আমি সংগে সংগে বাধা দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অপেক্ষা করলাম এবং তাকে পড়া শেষ করতে দিলাম। অতঃপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে টেনে নিয়ে এসে বললাম, আপনি আমাকে যেরূপ পড়তে শিখিয়েছেন আমি তাকে তা থেকে ভিন্নরূপ পড়তে শুনেছি। তিনি আমাকে বললেনঃ তাকে ছেড়ে দাও, (তার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও পড়লাম। তিনি (আমার পড়া শুনে) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত প্রকার পঠন পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যেভাবে পড়তে সহজ হয় সেভাবে তোমরা পড়বে।

৪-অনুচ্ছেদঃ পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া। আবু বাকর (রাঃ)-এর ভগ্নি (উম্মে ফারদা) বিলাপ করে কাঁদলে উমর (রাঃ) তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

٢٢٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ -

২২৪২. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামায পড়ার আদেশ করব। অতপর নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে যেসব লোক নামাযের জামাআতে আসেনি তাদের বাড়ী গিয়ে তাদের সহ ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

৫—অনুচ্ছেদঃ মৃত ব্যক্তির ওসিয়াতের দাবী।

٢٢٤٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ اِخْتَصَمَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فِىْ اِبْنِ اَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصَانِىْ اَخِى اِذَا قَدِمْتُ اَنْ اَنْظُرَ اِبْنَ اَمَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبِضَهُ فَاِنَّهُ اِبْنِىْ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِىْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِىْ فَرَاَى النَّبِىُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا فَقَالَ هُوَلَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ ـ

২২৪৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবদ ইবনে যামআ এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) যামআর ক্রীতদাসীর পুত্র সংক্রান্ত ঝগড়া নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। সা'দ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ভাই আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন যে, আমি যখন মক্কায় পৌঁছব এবং যামআর ক্রীতদাসীর পুত্রকে দেখতে পাব, তখন যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কারণ সে তার (আমার ভাইয়ের) সন্তান। আবদ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার ক্রীতদাসীর পুত্র। সে আমার পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে। নবী (সঃ) উতবার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন। তিনি (স) বললেন, ওহে আবদ ইবনে যামআ! তুমিই তার দাবীদার। যার ঔরসে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সন্তান তারই হয়। হে সাওদা [নবী (সঃ)-এর বিবি] ! তুমি তার থেকে পর্দা কর।

৬—অনুচ্ছেদ ঃ কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বেঁধে রাখা। কুরআন, সুন্নাহ ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাকে আটক রেখেছিলেন।

٢٢٤٤-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِىْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ سَيِّدُ اَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَاثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِىْ يَامُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَطْلِقُوْا ثُمَامَةَ ـ

২২৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) নজদে একদল সৈন্য পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের সুমামা ইবনে উসাল নামের এক লোককে- যিনি ছিলেন ইয়ামামাবাসীদের সরদার-গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুমামা! তোমার কাছে কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মদ! আমার কাছে মাল আছে। তিনি (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি (সঃ) বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

৭—অনুচ্ছেদঃ হেরেম শরীফে কাউকে বন্দী করে বেঁধে রাখা। নাফে ইবনে আবদুল হারেছ কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর খরিদ করেছিলেন যে, যদি হযরত উমর (রা) রাজী হন তবে খরিদ পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাজী না হন তাহলে সাফওয়ান চারশত দীনার পাবেন। ইবনে যুবাইর মক্কায় (লোক) বন্দী করেছেন।

٢٢٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ اُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ ـ

২২৪৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) নজদে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। তারা বনী হানীফার সুমামা ইবনে উসাল নামের এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসল এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

৮—অনুচ্ছেদঃ পাওনা আদায়ের জন্য ঋণীব্যক্তির পিছনে লেগে থাকা।

٢٢٤٦- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَسْوَاتُهُمَا فَمَرَّبِهِمَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفَ فَاَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا ـ

২২৪৬. কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর কাছে তাঁর ঋণের টাকা পাওনা ছিল। তিনি তার সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং ঋণ আদায়ের জন্য তার পিছনে লেগে থাকেন। একদিন দু'জনে কথা কাটাকাটি করেন। তাদের স্বর উঁচু হয়। নবী (সঃ) তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় কা'বকে ডেকে হাতের ইশারায় বলেন, অর্ধেক মাফ করে দাও। তখন তিনি অর্ধেক কর্জ মাফ করে দেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করেন।

৯—অনুচ্ছেদঃ ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা।

٢٢٤٧- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِىْ عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ اَقْضِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَاَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَدَعْنِىْ حَتّٰى اَمُوْتَ ثُمَّ اُبْعَثَ فَاُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا ثُمَّ اَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَلْاٰيَةَ ـ

২২৪৭. খাব্বাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহিলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আ'স ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ তোমার কর্জ পরিশোধ করব না। আমি বললাম, কখনো না। আল্লাহর কসম করে বলছি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটান এবং তোমার পুনরুত্থান হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে তাহলে যতক্ষণ না আমার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান হয়, আমাকে ছেড়ে দাও। তখন আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে এবং তোমার কর্জ পরিশোধ করে দিব। এই প্রসংগে এই আয়াত নাযিল হয়েছেঃ "তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, আমি অবশ্যই অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি প্রাপ্ত হব?"

অধ্যায়—২১

كتاب اللقطة

(কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুর বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এসে আলামত বর্ণনা করলে তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

٢٢٤٨- عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ اَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلَهَا فَلَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ اَجِدْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا ـ

২২৪৮. উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি একটি টাকার থলে পেয়েছিলাম। তার মধ্যে ছিল একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এমন কোন লোক পেলাম না যে এটি সনাক্ত করতে পারে। আবার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা কর। আমি তাই করলাম। কিন্তু এবারও কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মুদ্রার থলের আকার, সংখ্যা এবং তার বাঁধন মনে রাখ। যদি তার মালিক আসে (তবে তাকে দিয়ে দেবে) নয়তো তুমি তা ভোগ করবে। অতঃপর আমি তা ভোগ করলাম। শো'বা বলেছেন, আমি এরপর মক্কায় সালামার সাথে দেখা করলাম, সে বলল, আমার মনে নেই তিন বছর নাকি এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করতে বলেছেন।[১]

২—অনুচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া উট।

---

১. পড়ে থাকা বস্তু কুড়িয়ে পেলে তার ঘোষণা দেয়া প্রাপকের কর্তব্য। কতদিন ঘোষণা দেবে, তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক, শাফিঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। তাদের দলীলঃ উমর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। ২। ইমাম আবু হানীফার মতে, কুড়ানো সম্পদ যদি ১০ দিরহামের কম হয় তবে কয়েক দিন ঘোষণা দেবে, আর যদি ১০ দিরহাম কিংবা তার চাইতে বেশী হয় তবে এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে হবে। অবশেষে সম্পদের মালিক না পাওয়া গেলে তা সদকা করে দেবে (হেদায়া)।

٢٢٤٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ -

২২৪৯. যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পথে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বললেন, এক বছর নাগাদ এর ঘোষণা করতে থাক। এরপর থলি ও মুখবন্ধ স্মরণ রাখ। ইতিমধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাদের খবর দেয় তবে ভাল (তাকে ফিরিয়ে দাও) নতুবা তুমি তা ব্যয় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল, হারানো জিনিস ছাগল বকরী হলে? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমর ভাইয়ের অথবা বাঘের জন্য। সে আবার বলল, হারানো উট হলে? এ কথায় নবী (সঃ)-এর চেহারায় ক্রোধের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেনঃ এতে তোমার কি আসে যায়? তার সাথে তার জুতা ও পানির মশক রয়েছে। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেয়ে নিবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ হারিয়ে যাওয়া বকরী।

٢٢٥٠- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ يَقُوْلُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فزَعَمَ اَنَّهُ قَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً يَقُوْلُ يَزِيْدُ اِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيٰى فَهٰذَا الَّذِىْ لاَ اَدْرِىْ اَفِىْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هُوَ اَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزِيْدُ وَهِىَ تُعَرَّفُ اَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرٰى فِى ضَالَّةِ الْاِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَاِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا -

২২৫০. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, থলেটি এবং তার মুখবন্ধ চিনে রাখ। এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। ইয়াযীদ বলেছেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায় তবে যে সেটা পেয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানতস্বরূপ থাকবে। ইয়াহইয়া বলেছেন, আমার জানা নেই যে, এ কথাটা রসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর হাদীসের অন্তর্গত ছিল, না তিনি নিজে বাড়িয়ে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে কি করতে হবে? নবী (সঃ) বললেন, ওটা ধরে নাও। ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে ওটা বাঘের জন্য। ইয়াযীদ বলেছেন, বরং এটারও ঘোষণা করতে হবে। এরপর সে আবার জিজ্ঞেস করল, হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? তিনি বলেন, ওটা ছেড়ে দাও। কারণ তার সাথেই রয়েছে তার জুতা এবং মশক। সে পানির কাছে যাবে এবং গাছের পাতা খেতে থাকবে, অবশেষে তার মালিক তাকে ফিরে পাবে।

৪—অনুচ্ছেদঃ এক বছরের মধ্যে যদি পড়ে থাকা জিনিসের মালিকের খোঁজ পাওয়া না যায় তাহলে সেটা যে পাবে তারই হবে।

٢٢٥١- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَهُ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ فَشَاْنَكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الاِبِلِ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২২৫১. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, থলিটি এবং মুখবন্ধ চিনে রাখ, তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা করতে থাক। যদি মালিক এসে যায় (তবে তাকে দিয়ে দাও) অন্যথায় তা তোমার। হারানো বকরী সম্পর্কে কি বিধান? তিনি (সঃ) বলেন, তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অন্যথায় ওটা বাঘের ভাগ্যে। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সঃ) বলেন, তাতে তোমার কি? ওর সাথেই তার মশক ও জুতা (পায়ের খুর) রয়েছে। মালিক তার সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ থেকে পাতা খাবে।

৫—অনুচ্ছেদঃ নদীতে শুকনা কাষ্ঠখন্ড অথবা লাঠি জাতীয় কোন বস্তু পাওয়া গেলে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, বনী ইসরাঈলের একটি লোক বাইরে এসে দেখছিল কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে কিনা। তখন একখন্ড কাঠের ওপর তার চোখ পড়ল। সে তার ঘরের জ্বালানীর জন্য সেটা উঠিয়ে নিল। সেটা চিরে ফেললে সে তার মধ্যে তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

৬—অনুচ্ছেদঃ রাস্তাঘাটে খেজুর পাওয়া গেলে।

٢٢٥٢ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّي اَخَافُ اَنْ تَمُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لاَكَلْتُهَا -

২২৫২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সঃ) একদা সড়কের ওপর পড়ে থাকা একটি খেজুরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে, এটা সদকার জিনিস তাহলে আমি এটা খেয়ে ফেলতাম।

٢٢٥٣-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَأَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِى فَاَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِى فَاَرْفَعُهَا لِاٰكُلَهَا ثُمَّ اَخْشٰى اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَاُلْقِيْهَا -

২২৫৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমি যখন আমার পরিবারের মধ্যে ফিরে যাই তখন (কোন কোন সময়) আমার বিছানার ওপর খুরমা পড়ে থাকতে দেখি। খাবার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত সেটা সদকার জিনিস, তখন আমি তা ফেলে দেই।

৭—অনুচ্ছেদঃ মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা কিভাবে করা হবে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নিবে, যে তার ঘোষণা করবে। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাসের সূত্রে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি তুলে নেবে যে তার ঘোষণা করবে। অপর এক সূত্র থেকে ইকরিমা, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ওখানকার (মক্কার) গাছ কাটা যাবে না এবং ওখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস ঘোষণাকারী ছাড়া অপর কারো জন্য তুলে নেয়া জায়েয হবে না। সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এযখের (এক প্রকার ঘাস) কাটার অনুমতি দিন। তিনি বললেন, আচ্ছা, এযখের ঘাস কাটতে পারবে।

٢٢٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ كَانَ قَبْلِىْ وَاِنَّهَا اُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ وَاِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لاَحَدٍ بَعْدِى فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلٰى شَوْكُهَا وَلاَتَحِلُّ سَاقِطَتُهَا اِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُفْدٰى وَاِمَّا اَنْ يُقِيْدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَامَ اَبُوْ شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اُكْتُبُوْا لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُكْتُبُوْا لاَبِىْ شَاهٍ قُلْتُ لِلْاَوْزَاعِىِّ مَا قَوْلُهُ اُكْتُبُوْا لِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِىْ سَمِعَهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২২৫৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর রসূল (সঃ)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তাআলা মক্কাভূমি থেকে হাতীকে বিরত রেখেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিন বান্দাদের এর ওপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে কারোর জন্য মক্কা বৈধ ছিল না। আমার জন্য দিনের কিছু সময় বৈধ করা হয়েছে। আমার পরেও কারোর জন্য বৈধ হবে না। অতএব এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না। গাছের কাঁটাও কর্তন করা যাবে না। এখানকার পড়ে থাকা জিনিস তুলে নেয়া যাবে না। হাঁ, ঘোষণাকারী ব্যক্তির জন্য তা (তুলে নেয়া) বৈধ হবে। এখানে কোন ব্যক্তি নিহত হলে (তার শাস্তি স্বরূপ দুটার যে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে) হয় হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে হত্যা করতে হবে অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু এযখের ঘাস কাটার অনুমতি দিন। আমরা এগুলো আমাদের কবরের এবং ঘরের ছাদের ওপর বিছিয়ে দিয়ে থাকি। তিনি (সঃ) বললেন, আচ্ছা এযখের কাটবার অনুমতি দেয়া গেল। ইয়ামানবাসী আবু শাহ নামের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আবু শাহকে লিখে দাও। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেছেন, আমি আওযায়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু শাহ রসূলুল্লাহকে লিখে দিতে বলার অর্থ কি? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহর এই ভাষণ যা তাঁর কাছ থেকে এইমাত্র শুনেছেন।

৮—অনুচ্ছেদঃ অনুমতি ছাড়া কারো পশু দোহন করবে না।

٢٢٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتٰى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ فَلاَ يَحْلُبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ۔

২২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, অনুমতি ছাড়া কারো পশুর দুধ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ এটা কি পছন্দ করবে যে, তার শস্যাগারে কোন লোক এসে গোলা ভেংগে গোলার শস্য লুটে নিয়ে যাক? তাদের পশুগুলোর পালান তাদের খাবার ভান্ডার তৈরী করে থাকে। অতএব কারো পশুর দুধ তার অনুমতি ছাড়া দোহন করবে না।

৯—অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিসের মালিক যখন এক বছর পরে ফিরে আসে, তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবে কারণ সে জিনিস এতোদিন আমানত ছিল।

٢٢٥٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ

قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوْ اَحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا -

২২৫৬. যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ এক বছর নাগাদ জিনিসটির ঘোষণা করতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার মুখবন্ধ স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। লোকটি এরপর জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! হারানো মেষ সম্পর্কে কি বিধান? তিনি বলেন, তা ধরে রাখ, কারণ হয় তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য আর তা না হলে বাঘের জন্য। সে আবার বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া উট হলে কি করতে হবে? এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল, অতপর বলেন, এতে তোমার কি? তাঁর সাথে তার জুতা ও মশক রয়েছে- যতক্ষণ না তার মালিক তার সাক্ষাত পেয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদঃ পড়ে থাকা জিনিস যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সেজন্য তা তুলে নেয়া উচিত হবে কি?

٢٢٥٧- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِبْنِ صُوْحَانَ فِىْ غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِىْ اَلْقِهِ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَاِلاَّ اِسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ بِهَا النَّبِىَّ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اَعْرِفْ عِدَّتَهَا وَ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا -

২২৫৭. সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সুলাইমান ইবনে রবীআ এবং যাইদ ইবনে সুহানের সাথে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। একজন আমাকে এটা ফেলে দিতে বলেন। আমি বললাম, না (ফেলে দিব না), বরং এর মালিক এলে পরে তাকে এটা দেব, নয়তো আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম এবং যখন মদীনায় গেলাম তখন উবাই ইবনে কা'বকে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ আমি একবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়

একটি টাকার থলি পেয়েছিলাম। এর মধ্যে একশত দীনার ছিল। আমি এটা নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেনঃ এক বছর নাগাদ এটার ঘোষণা দিতে থাক। আমি এক বছর নাগাদ ঘোষণা দিতে থাকলাম। এরপর আবার আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আবার এক বছর ঘোষণা করতে বললেন। আমি তাই করলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, থলের ভিতরের (দীনারের) সংখ্যা, থলের আকৃতি ও তার বন্ধন এবং পাত্রটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও, তা না হলে তুমি নিজে ব্যবহার কর।

٢٢٥٨- عَنْ سَلَمَةَ بِهٰذَا قَالَ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لاَ اَدْرِىْ اَثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ اَوْ حَوْلاً وَاحِدًا ـ

২২৫৮. সালামা (রাঃ) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। সুয়াইদ ইবনে গাফালাহ বলেছেন, এরপর আমি উবাই ইবনে কা'ব-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাত করলাম। তিনি (এই হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার মনে নেই নবী (সঃ) তিন বছর না এক বছর যাবত ঘোষণা করতে বলেছেন।

১১-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা করেছে বটে, কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়নি।

٢٢٥٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ اَعْرَابِيًا سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ اَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَ وِكَائِهَا وَاِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتّٰى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَاَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ ـ

২২৫৯. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন নবী (সঃ)-এর কাছে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ এসে পাত্র এবং তার মুখবন্ধ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, তাহলে তাকে ফিরিয়ে দাও, অন্যথায় তুমি নিজে ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তাতে নবী (সঃ)-এর মুখমন্ডল (রাগে) লাল হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? ওর সাথে তো ওর মশক ও জুতা রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায় এবং গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। এরপর তাঁকে হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে বাঘের।

১২–অনুচ্ছেদঃ

٢٢٦٠- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ اِنْطَلَقْتُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ اَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِى غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ لِىْ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ اَمَرْتُهُ اَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ اِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْاُخْرٰى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ فَانْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ -

২২৬০. আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে) মদীনার দিকে যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা। সে বকরীগুলো তাড়া করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার রাখাল? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে একটি বকরী ধরে নিল। আমি তাকে বললাম, এটার পালান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নাও। তোমার হাতও পরিষ্কার করে নাও। সে তাই করল। এক হাত অপর হাতের ওপর ঝেড়ে ফেলল। সে এক পেয়ালা দুধ দোহন করল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর জন্য একটি মগে দুধ রাখলাম। সেটার মুখ কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঢাকা ছিল। তার ওপরে আমি পানি ঢাললাম। অতঃপর তা ঠান্ডা হলে আমি নবী (সঃ)–এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল? পান করুন। তিনি পান করলেন, এতে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম।

অধ্যায়—২২

كتاب المظالم والقصاص

(জুলুম প্রতিরোধ ও হত্যার প্রতিশোধ)

১—অনুচ্ছেদঃ জুলুম ও অপহরণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِىْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ –

"(জালিমদের জুলুমের প্রতিবিধান বিলম্বিত হতে দেখে) তোমরা আল্লাহকে যালিমদের কার্যকলাপ সর্ম্পকে অনবহিত মনে করো না। বস্তুত আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিনের জন্য অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন, যেদিন (ভয়ে) তাদের চোখগুলো স্থির হয়ে যাবে এবং তারা মাথা উঁচু করে (উর্ধশ্বাসে) ছুটতে থাকবে। "মুকনিই রুউসিহিম" শব্দের "উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে," "আলা—মুকমিহু" এর সমার্থক শব্দ। সেদিন তারা তাদের চোখের পাতা এক করতে পারবে না, (অর্থাৎ অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকবে আর কিয়ামতের ভয়াবহতা অবলোকন করবে) এবং তাদের অন্তর হয়ে যাবে (জ্ঞান) শূন্য। হাওয়া শব্দের অর্থ জ্ঞান শুন্য। অর্থাৎ তারা বিবেকশূন্য হয়ে পড়বে। "(হে মুহাম্মদ) আপনি লোকদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন (আল্লাহর) আযাব তাদের ওপর এসে পড়বে। সেদিন জালিমরা বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমাদেরকে আর খানিকটা অবকাশ দিন। আমরা আপনার আহবানে সাড়া দেব এবং রসূলদের আনুগত্য করব। (তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে) তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম করে বলোনি যে, তোমাদের কখনও পতন নেই? অথচ তোমরা সেসব জাতির বস্তীসমূহে বসবাস করতে যারা নিজেদের

ওপর জুলুম করেছিল এবং (পরিণামে) আমি তাদের সাথে কি ধরনের আচরণ করেছি তাও তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ছিল। আর তাদের উদাহরণ পেশ করে আমি তোমাদের বুঝিয়েও ছিলাম। তারা তাদের সব চক্রান্ত করে দেখেছে। কিন্তু তাদের প্রতিটি চক্রান্ত (নস্যাতের ব্যবস্থা) আল্লাহর নিকট ছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত এতটা শক্ত ছিল যেন পাহাড় তাতে টলে যাবে। তোমরা কখনো এমন ধারণা পোষণ করো না যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের নিকট কৃত ওয়াদা খেলাফ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" মুজাহিদ (র) বলেনঃ

"মুহতিঈনা" শব্দের অর্থ অপলক নেত্রে দর্শনকারী, কারো মতে, দ্রুত ধাবমানকারী।

২—অনুচ্ছেদঃ অপরাধের দন্ড।

٢٢٦١- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوْا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُّوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا نُقُّوْا وَهُذِّبُوْا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَاَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِى الْجَنَّةِ اَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِى الدُّنْيَا-

২২৬১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনরা যখন দোযখের আগুন থেকে নাজাত পাবে তখন বেহেশত ও দোযখের মাঝে এক পুলের ওপর তাদেরকে থামানো হবে। তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি যে জুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। অবশেষে যখন তারা (পাপ–পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্র হয়ে যাবে তখন বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ী যেমন চিনতো তার চাইতে বেশী তার বেহেশতের বাড়ীকে চিনতে পারবে।

৩—অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

"সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

٢٢٦٢- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِىِّ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَمْشِىْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ اٰخِذٌ بِيَدِهِ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّجْوٰى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِى الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى اِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهِ اَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ

الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيَقُوْلُ الْأَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ -

২২৬২. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয আল-মাযিনী (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ইবনে উমরের হাত ধরে চলছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের গোপন আলাপ সম্পর্কে আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কিছু শুনেছেন? তিনি (ইবনে উমর) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) নিজের নিকটবর্তী করবেন। তারপর নিজের হিফাযতে নিয়ে পর্দা দ্বারা তাকে আড়াল করবেন। তারপর বলবেন, অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? অমুক গোনাহ কি তোমার মনে পড়ে? সে বলবে, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ থেকে সমস্ত পাপের স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং সে (মুমিন) ব্যক্তি মনে মনে ভাববে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গোনাহ গোপন রেখেছিলাম এবং আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার পূণ্যের লিপি (আমলনামা) তাকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

৪-অনুচ্ছেদঃ মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করবে না এবং কাউকে তার ওপর জুলুম করতেও দেবে না।

٢٢٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبٰتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২২৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করবে না কিংবা (জুলুমের জন্য) তাকে জালিমের হাতে সোপর্দও করবে না (অথবা তাকে বিপদে ত্যাগ করবে না)। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন, আল্লাহ তার অভাব পূরণে (তৎপর) থাকবেন। যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) কোন মুসলমানের কোন বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের মধ্যে বড় কোন বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ তোমর ভাইকে সাহায্য কর, সে জালেম হাক বা মজলুম।

٢٢٦٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا -

২২৬৪. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক কিংবা মজলুম (অত্যাচারিত)।

٢٢٦٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ -

২২৬৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর। সে জালিম হোক কিংবা মজলুম। একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! মজলুমকে আমরা সাহায্য করবো এটা তো বুঝলাম, কিন্তু জালিমকে আমরা কেমন করে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তার (জালিমের) হাত শক্ত করে ধরে রাখবে।

৬—অনুচ্ছেদঃ মজলুমকে সাহায্য করা।

٢٢٦٦ -- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةَ الدَّاعِي وَاِبْرَارَ الْقَسَمِ -

২২৬৬. বারাআ ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ের আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি (আদেশকৃত সাতটি বিষয়ের) উল্লেখ করলেনঃ (১) পীড়িতকে দেখতে যাওয়া, (২) জানাযার অনুগমন করা, (৩) হাঁচিদাতার (আলহামদু লিল্লাহর) জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, (৪) সালামের জবাব দেয়া, (৫) মজলুমকে সাহায্য করা, (৬) দাওয়াত কবুল করা, (৭) (কসমকারীর) কসম পুরা করা।

٢٢٦٧- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ -

২২৬৭. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাসাদতুল্য যার এক অংশ আরেক অংশকে সুদৃঢ় করে। এ কথা বলে তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।

৭—অনুচ্ছেদঃ জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। মহামহিম আল্লাহ বলেনঃ

لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا * وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -

"আল্লাহ নিকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করা পছন্দ করেন না। কিন্তু যদি কেউ অত্যাচারিত হয় (তবে সে করতে পারে) এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী"।

"যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে"।

ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেন, সাহাবীরা অপমানিত হওয়া পছন্দ করতেন না। তবে ক্ষমতা লাভ করলে ক্ষমা করে দিতেন।

৮—অনুচ্ছেদঃ মজলুমের ক্ষমা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

لِقَوْلِهِ تَعَالٰى اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيْلٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِىٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيْلٍ -

"যদি তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে কর কিংবা গোপনে কর অথবা অন্যায়কে ক্ষমা কর (তবে এটা তোমার মহত্ব)। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সর্বশক্তিমান।"

মন্দের পরিবর্তে সমপরিমাণ মন্দই হল উচিত বিনিময়। কিন্তু যে ক্ষমা করে দেয় এবং (মন্দের পরিবর্তে) সদাচার করে তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট। তিনি জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। সুযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের ওপর জুলুম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য ধারণ করে এবং (অত্যাচারীকে) ক্ষমা করে দেয় তবে সেটা হবে বিরাট মহত্বের পরিচায়ক। আল্লাহ যাদেরকে গোমরাহ করেছেন তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। জালিমরা যখন (আল্লাহর) শাস্তি অবলোকন করবে তখন বলবে, (দুনিয়াতে) ফিরে যাবার কোন পথ রয়েছে কি?" (৪২ঃ ৪০—৪৪)

৯–অনুচ্ছেদঃ জুলুম কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করবে।

٢٢٦٨– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ জুলুম (অত্যাচারীর জন্য) কিয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার (রূপে প্রতিভাত) হবে।

১০–অনুচ্ছেদঃ মজলুমের বদদোয়াকে ভয় করা ও তা থেকে বেঁচে থাকা।

٢٢٦٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

২২৬৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) মুয়ায (রা)–কে ইয়ামানে পাঠান এবং (যাবার বেলায়) তাঁকে বলেন, মজলুমের বদদোয়াকে ভয় কর। কেননা তার বদদোয়া ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক নেই।

১১–অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কারো ওপর অত্যাচার করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়, এরপরও সে অত্যাচারের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

٢٢٧٠– عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِاَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ـ

২২৭০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভ্রম হানি কিংবা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন আজই (দুনিয়াতে থাকতেই) তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন তার কোন অর্থ–সম্পদ থাকবে না। সে দিন তার কোন নেক আমল থাকলে তা থেকে জুলুমের দায় পরিমাণ কেটে নেয়া হবে। আর তার কোন নেক আমল না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে কিছু নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

১২–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ কারো জুলুম বা অন্যায় ক্ষমা করে দেয় তবে ঐ জুলুমের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না।

٢٢٧١– عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتِ الرَّجُلُ

يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْاَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ اَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ اَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِيْ فِيْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ ذٰلِكَ ـ

২২৭১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি "যদি কোন স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর কোন মীমাংসায় উপনীত হলে তাদের কোন অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর" এ আয়াতের তাফসীর (বা শানে নুযূল) প্রসঙ্গে বলেন, কোন কোন লোক তার স্ত্রীর কাছে বেশি যাওয়া আসা করতে চাইত না, বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এমতাবস্থায় স্ত্রী বলত, আমি তোমাকে আমার পাওনা মাফ করে দিলাম (তবু আমাকে ত্যাগ করো না)। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

১৩—অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে (কোন বিষয়ে) অনুমতি প্রদান করে কিংবা তাকে ক্ষমা করে কিন্তু কি পরিমাণ ক্ষমা করল কিংবা কতটুকুর জন্য অনুমতি দিল তা উল্লেখ না করে।

٢٢٧٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ اَتَاْذَنُ لِيْ اَنْ اُعْطِيَ هٰؤُلاَءِ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اُوْثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ ـ

২২৭২. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদিন নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু পানীয় দ্রব্য (দুধ) আনা হলে তিনি তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ডানদিকে ছিল একটি যুবক আর বামদিকে ছিল বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি তাকে বললেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের দেয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দেবে কি? যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! না, আল্লাহর কসম, আমি (আপনার উচ্ছিষ্ট পানীয়ের ব্যাপারে) আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাজী নই। রাবী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) পেয়ালাটা তার হাতে দিয়ে দিলেন।

১৪—অনুচ্ছেদঃ কারো জমি কেড়ে নিলে তার গুনাহ।

٢٢٧٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ ـ

২২৭৩. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমি জোর করে কেড়ে নিবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমি তার গলায় পরানো হবে।

٢٢٧٤- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الاَرْضَ فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ -

২২৭৪. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ও কয়েকজন লোকের মধ্যে (জমি সংক্রান্ত) একটি বিবাদ ছিল। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ব্যাপারটা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হে আবু সালামা! জমি থেকে বেঁচে থাক। কেননা নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক আঙ্গুল পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেবে (কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমির শৃঙ্খল তার গলায় পরানো হবে।

٢٢٧٥- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ - لَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِى كِتَابِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَمْلاَهُ عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ -

২২৭৫. সালিম (রঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য কিছু জমিও কেড়ে নেবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক জমিনের নীচ পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক কর্তৃক খোরাসানে সংকলিত হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি তিনি (তাঁর স্মৃতি থেকে বসরায় তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছেন।

১৫—অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়েয।

٢٢٧٦- عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِى بَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَاَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ -

২২৭৬. জাবালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইরাকবাসী কিছু লোকের সাথে মদীনায় ছিলাম। এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আমাদের কাছে খেজুর পাঠাতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন। এবং বলতেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সংগীর অনুমতি ছাড়া অপর সংগীকে একত্রে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

٢٢٧٧- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ اِصْنَعْ لِىْ طَعَامَ خَمْسَةٍ لَعَلِّىْ اَدْعُو النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ وَاَبْصَرَ فِى وَجْهِ النَّبِىِّ ﷺ الْجُوْعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدِ اتَّبَعَنَا اَتَاْذَنُ لَهُ قَالَ نَعَمْ ـ

২২৭৭. আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবু শুয়াইব নামক একজন আনসারের একটা কসাই ক্রীতদাস ছিল। (একদিন) আবু শুয়াইব তাকে বলেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি নবী (সঃ)-কে দাওয়াত করব। তিনি পাঁচ জনের একজন। উক্ত আনসার নবী (সঃ)-এর মুখমন্ডলে ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সাথে আরেকজন লোক আসল যাকে দাওয়াত করা হয়নি। নবী (সঃ) (উক্ত আনসারকে) বললেন, এ লোকটা আমাদের পিছু পিছু চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হাঁ।

১৬-অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহ বলেন,"ওয়াহুয়া আলাদ্দুল খিসাম" (এবং সে ঘোর বিরোধী)।

٢٢٧٨- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَبْغَضَ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ ـ

২২৭৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

১৭-অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি জেনেশুনে অযথা ঝগড়া করে তার গুনাহ।

٢٢٧٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَ خُصُوْمَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِى الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّهُ صَدَقَ فَاَقْضِىْ لَهُ بِذٰلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا هِىَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ فَلْيَاْخُذْهَا اَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ـ

২২৭৯. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, (একদিন) তিনি (সঃ) তাঁর কামরার দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট চলে আসলেন। (তাঁর নিকট মামলা পেশ করা হলে) তিনি বলেন, আমি একজন মানুষ। আমার কাছে বিবাদকারীরা আসে। তাদের মধ্যে হয়ত কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলছে। তদনুযায়ী আমি তার পক্ষে রায় দেই।

সুতরাং বিচারে যদি আমি অপর কোন মুসলমানের হক তাকে দেই তবে তা দোযখের একটা টুকরো। এখন ইচ্ছা হলে সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

১৮—অনুচ্ছেদঃ ঝগড়া—বিবাদকালে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ।

٢٢٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا اَوْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْ اَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا : اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ -

২২৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে মুনাফিক। অথবা যার মধ্যে এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটা স্বভাব রয়েছে যে পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। (১) সে যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, (২) যখন ওয়াদা করবে ভঙ্গ করবে, (৩) যখন চুক্তি করবে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং (৪) যখন বিবাদ করবে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে।

১৯—অনুচ্ছেদঃ জালিমের মাল যদি মজলুমের হস্তগত হয় তবে সে নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করতে পারে। ইবনে সীরীন বলেন, তার প্রাপ্য যতটুকু ততটুকু গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به -

"যদি তোমরা জুলুমের প্রতিশোধ নিতে চাও তবে ততটা নাও যতটা তোমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে।"

٢٢٨١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا فَقَالَ لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ اَنْ تُطْعِمِيْهِمْ بِالْمَعْرُوْفِ -

২২৮১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) উতবা ইবনে রবীআর কন্যা হিন্দ এসে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান অত্যন্ত কৃপণ। সুতরাং তার সম্পদ থেকে যদি আমি আমার সন্তান-সন্ততিদের খেতে দেই তবে আমার কোন গুনাহ হবে কি? নবী (সঃ) বলেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করাও তবে তোমার কোন গুনাহ হবে না।

٢٢٨٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُوْنَا فَمَا تَرٰى فِيْهِ فَقَالَ لَنَا اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِيْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ -

২২৮২. উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-কে বললাম, যখন আপনি আমাদেরকে কোন কাজে (কোথাও) পাঠান তখন আমরা (কোন কোন সময়) এমন লোকদের মাঝে গিয়ে পড়ি যারা আমাদের আতিথ্য করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদের মাঝে গিয়ে পড়, তোমাদের জন্য আতিথ্যের উপযুক্ত আয়োজন করা হয় তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে অতিথির হক আদায় করে নাও।[১]

২০-অনুচ্ছেদঃ ছায়াযুক্ত জায়গা প্রসঙ্গে। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা সাকীফায়ে বনু সাইদা অর্থাৎ বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় বসেছিলেন।

٢٢٨٣- عَنْ عُمَرَ قَالَ حِيْنَ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اِنَّ الْاَنْصَارَ اِجْتَمَعُوْا فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ اِنْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ -

২২৮৩. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন আনসাররা তখন বনু সাইদা গোত্রের ছায়াযুক্ত আঙ্গিনায় গিয়ে সমবেত হলেন। তখন আমি আবু বাক্‌র (রা)-কে বললাম, আমাদের সাথে চলুন। তারপর আমরা তাদের (আনসারদের) নিকট সাকীফা বনু সাইদাতে গিয়ে পৌছলাম।

২১-অনুচ্ছেদঃ কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে।

٢٢٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَالِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ لاَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ اَكْتَافِكُمْ -

২২৮৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি লাগাতে নিষেধ না করে। তারপর আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে একাজ থেকে বিমুখ দেখতে পাচ্ছি! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই সব সময় এ হাদীস তোমাদেরকে বলতে থাকব।

২২-অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় মদ ঢেলে দেয়া।

٢٢٨٥- عَنْ اَنَسٍ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِى مَنْزِلِ اَبِىْ طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ

---

১. এ হাদীস সে অবস্থার জন্য যখন কারো সাথে চুক্তি থাকে অথবা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় যদি নিজেদের সাথে অর্থ বা খাদ্যবস্তু না থাকে।

الْفَضِيْخَ فَأَمَرَ رَسُوْلُ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِيْ أَلاَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي اَبُوْ طَلْحَةَ اُخْرُجْ فَاَهْرِقْهَا فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُوْنِهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اَلْاٰيَةَ ـ

২২৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলাম। তখনকার যুগে লোকেরা 'ফাদীখ'[২] শরাব ব্যবহার করত। রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করার আদেশ দিলেন যে, সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে। তখন আবু তালহা আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সব শরাব ঢেলে ফেল। আমি বাইরে গেলাম এবং সব শরাব ঢেলে ফেললাম। তিনি (আনাস) বলেন, সেদিন মদীনার অলি-গলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোককে হত্যা করা হয়েছে অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, "যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা ইতিপূর্বে যা কিছু পোনাহার করেছে, তার জন্য তাদের কোন পাপ হবে না।"

২৩—অনুচ্ছেদঃ বাড়ির আঙ্গিনা এবং সেখানে ও রাস্তায় বসা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবু বাকর (রাঃ) তাঁর বাড়ির আঙ্গিনায় মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি নামায পড়তে ও কুরআন পাঠ করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রীরা ও তাদের সন্তানরা তার নিকটে এসে ভিড় জমাতে লাগল। তারা আবু বাকরের অবস্থা দেখে বিস্ময় বোধ করত। ঐ সময় নবী (সঃ) মক্কায় ছিলেন।

٢٢٨٦- عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا مَالَنَا بُدٌّ اِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهَا قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ قَالَ : غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

২২৮৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা রাস্তাঘাটে বসা ছেড়ে দাও। লোকেরা বলল, আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। এটাই আমাদের বসার জায়গা। আমরা সেখানে পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে থাকি। তিনি বললেন, যখন তোমরা না বসে পার না, তখন রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায় কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।

---

২. খেজুর থেকে নিংড়ানো এক জাতীয় উত্তম পানীয়- যা আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তৈরী করা হয়।

২৪—অনুচ্ছেদঃ রাস্তায় কূপ খনন করা যদি তা (যাতায়াতকারীদের) কষ্টের কারণ না হয়।

٢٢٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ لاَجْرًا فَقَالَ فِى كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ -

২২৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ একদা এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হলো। সে পথিমধ্যে একটা কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। তারপর সে (কূপ থেকে) উঠে এলে হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা কুকুর (জিহ্বা বের করে) হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি ভাবলো, এ কুকুরটার আমার মতই তৃষ্ণা পেয়েছে। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটাকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন। এ ঘটনা শুনে লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি সজীব প্রাণের (সেবার) মধ্যেই পূণ্য রয়েছে।

২৫—অনুচ্ছেদঃ রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হাম্মাম বলেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকা স্বরূপ।

২৬—অনুচ্ছেদঃ দালানের ছাদে বা অন্যখানে উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা বা ব্যালকনি নির্মাণ।

٢٢٨٨- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ اُطُمٍ مِنْ اُطَامِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلاَلَ بُيُوْتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ -

২২৮৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (সঃ) কোন উঁচু স্থান থেকে মদীনার সৌধমালার কোন এক সৌধের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? (আমি দেখতে পাচ্ছি) তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের ন্যায় ফিৎনা (বিপদ) বর্ষিত হচ্ছে।

٢٢٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ لَهُمَا : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْاِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ حَتّٰى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَتَوَضَّاَ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْاَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا : اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاعَجَبِيْ لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اِسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ فَقَالَ : اِنِّيْ كُنْتُ وَجَارٌلِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِي بَنِيْ اُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَاَنْزِلُ يَوْمًا فَاِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْاَمْرِ وَغَيْرِهِ وَاِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْاَنْصَارِ اِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَاْخُذْنَ مِنْ اَدَبِ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ فَصِحْتُ عَلٰى اِمْرَاَتِيْ فَرَاجَعَتْنِيْ فَاَنْكَرْتُ اَنْ تُرَاجِعَنِيْ فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ اَنْ اُرَاجِعَكَ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَاِنَّ اِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلِ فَاَفْزَعَنِيْ فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيْمٍ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ اَيْ حَفْصَةَ اَتُغَاضِبُ اِحْدَاكُنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتّٰى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ اَفَتَاْمَنُ اَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ فَتَهْلِكِيْنَ لَا تَسْتَكْثِرِيْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَاسْاَلِيْنِيْ مَابَدَالَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ اَوْضَاَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا اَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِيْ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ اَنَائِمٌ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ وَقَالَ حَدَثَ اَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَاهُوَ اَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ اَعْظَمُ مِنْهُ وَاَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ هٰذَا يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ

اَلْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي قُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ لاَ أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ هُوَ فِيْهَا فَقُلْتُ لِغُلاَمٍ لَهُ أَسْوَدَ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلاَمُ يَدْعُوْنِي قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِيْ فِي بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَأَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ فَقُلْتُ أُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوْ فِيْ شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَغْفِرْ لِيْ فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ

لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّا اَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ وَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّخْيِيْرِ فَبَدَاَبِيْ اَوَّلَ امْرَاَةٍ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌلَكِ اَمْرًا وَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَ تَعْجَلِيْ حَتّٰى تَسْتَاْمِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ اَعْلَمُ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِكَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَظِيْمًا قُلْتُ اَفِيْ هٰذَا اَسْتَاْمِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ـ

২২৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় সম্পর্কে উমরের নিকট জিজ্ঞেস করতে সর্বদা আগ্রহী ছিলাম যাঁদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা দু'জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।" একবার আমি তাঁর সাথে হজ্জে যাত্রা করলাম। (কিছু পথ চলার পর) তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে গেলাম। তিনি (একটু দূরে গিয়ে) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম। তিনি উযূ করলেন। তখন আমি (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী (সঃ)-এর পত্নীদের মধ্যে ঐ পত্নীদ্বয় কারা ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "যদি তোমরা দু'জনে তওবা কর তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর"। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তোমার জন্য অবাক লাগে (তুমি বুঝি এটা জান না)। এই দু'জন হলো আয়েশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর উমর (রাঃ) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক প্রতিবেশী আনসার মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী (সঃ)-এর নিকট আসতাম। একদিন তিনি যেতেন আর একদিন আমি যেতাম। আমি যখন যেতাম সেদিনকার অবস্থা তথা ওহী ইত্যাদি বিষয়ক খবরাখবর তাকে এসে বলতাম। আর তিনি যখন যেতেন তখন তিনিও তাই করতেন। আর আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু যখন আমরা (মদীনায়) আনসারদের নিকট আসলাম তখন দেখলাম তাদের নারীরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব করছে। ধীরে ধীরে আমাদের নারীরাও আনসারী নারীদের রীতিনীতি রপ্ত করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে জোর করে একটা কথা বললে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করতে থাকলো। তারপর আমি জামা-কাপড় গায়ে জড়িয়ে হাফসার নিকট গেলাম এবং বললাম, হে হাফসা! তোমাদের কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অসন্তুষ্ট রাখে? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমাদের কি ভয় হয় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হবেন এবং (এর ফলে) তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। সাবধান! রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর

সাথে বেশি কথা বলো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর করো না এবং (কিছু সময়ের জন্যও) তাঁর থেকে আলাদা হয়ো না। তোমার কোন কথা বলার থাকলে আমাকে বল। তোমার নিকটপ্রতিবেশিনী তোমার চাইতে অধিক রুপসী এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অধিক প্রিয়। এ বিষয়টি যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে।

ঐ সময় আমাদের মধ্যে একটা জোর গুজব চলছিল যে, গাসসানের অধিবাসীরা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার সাথীটি তার পালার দিন নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং রাতের বেলা ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর) কি ঘুমিয়েছেন? আমি অস্থির চিত্তে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, বিরাট ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাস্সানের লোকেরা কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন' না, বরং তার চাইতেও জটিল ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পত্নীদের তালাক দিয়েছেন। তিনি (উমর) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি (আগে থেকেই) ধারণা করছিলাম যে, এ ধরনের একটা কিছু ঘটে যাবে। তারপর (রাত ঘনিয়ে এলে) আমি জামা-কাপড় পরিধান করে বেরিয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)- এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে নির্জনে বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসার কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি বললাম, (এখন) কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগে থেকে সতর্ক করিনি? রসূলুল্লাহ (সঃ) কি তোমাদের তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি এখন তাঁর কক্ষে রয়েছেন। আমি (হাফসার কাছ থেকে) বেরিয়ে মিম্বারের কাছে আসলাম। দেখি যে, তাঁর (মিম্বারের) চারপাশ জুড়ে লোকেরা বসে আছে এবং কেউ কাঁদছে। আমি তাদের সাথে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার কি যেন খেয়াল চাপল। আমি সে কক্ষের নিকটে আসলাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর একটা কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। সে ঢুকে নবী (সঃ)-এর সাথে আলাপ করল। তারপর বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁকে বলেছি। কিন্তু তিনি চুপ থাকলেন (কিছুই বললেন না)। আমি ফিরে আসলাম এবং মিম্বারের পার্শ্বস্থ লোকগুলোর কাছে গিয়ে (আবার) বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার (আবার) খেয়াল চাপল। আমি এসে গোলামটাকে বললাম। সে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে এসে) একই জবাব দিল। আমি (আবার) মিম্বারের নিকটস্থ লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর (পুনরায়) আমার খেয়াল আমাকে বাধ্য করল। আমি গোলামটাকে এসে বললাম, উমরের জন্য (প্রবেশের) অনুমতি নাও। এবারও সে একই জবাব দিল। তারপর আমি যখন (বাড়ির দিকে) ফিরে চললাম তখন হঠাৎ গোলামটি আমাকে ডেকে বলল, রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি খেজুরের ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা অর্থাৎ চাদর বা তোষক পাতা ছিল না। ফলে তাঁর পার্শ্বদেশে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর বললাম, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং বললেন, 'না'। তারপর

আমি পরিবেশটাকে অন্তরঙ্গ করার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন আমরা কুরাইশ গোত্রের লোকেরা (সব সময়) নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর আমরা এমন একটা কওমের নিকট এলাম যাদের ওপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। অতঃপর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (সঃ) মুচকি হাসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি। আমি তাকে বলেছি, "তুমি একথা ভুলে যেও না যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক রুপসী এবং নবী (সঃ)-এর অধিকতর প্রিয়।" একথা দ্বারা তিনি আয়েশার দিকে ইংগিত করেছেন। (আমার কথা শুনে) তিনি আবার মুচকি হাসলেন। তাঁকে মুচকি হাসতে দেখে অমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ঘরের ভিতরে (এদিক সেদিক) দৃষ্টিপাত করলাম। কিন্তু আল্লার কসম! তিনটা কাঁচা চামড়া ভিন্ন আর কিছুই আমার নজরে পড়ল না। আমি আরয করলাম, আল্লাহর নিকট দোআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে (আর্থিক) স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে এবং তাদেরকে অনেক প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না। তিনি (সঃ) তখন হেলান দিয়েছিলেন। তিনি বললেনঃ হে ইবনে খাত্তাব! তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা এমন এক জাতি যাদেরকে তাদের পুণ্যের প্রতিদান ইহকালেই দিয়ে দেয়া হয়েছে (পরকালে তাদের জন্যে আর কিছু নেই)। আমি বললাম, আল্লাহর রসূল! আমার জন্যে ক্ষমার দোআ করুন। হাফসা আয়েশার নিকট এ ধরনের কথাবার্তা বলার কারণেই নবী (সঃ) (পত্নীদের থেকে) আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি এক মাস তাদের নিকট যাব না। কেননা (দুনিয়াবী প্রাচুর্যের কথা বলার কারণে) তাদের উপর তাঁর ভারী রাগ হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে মৃদু ভর্ৎসনা করলেন। উনত্রিশ দিন কেটে গেলে তিনি সর্বপ্রথম আয়েশার নিকট গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন এক মাস আমাদের নিকট আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি যা আমি ঠিক ঠিক গুণে রেখেছি। নবী (সঃ) বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আর (মূলতঃ) ঐ মাসটা উনত্রিশ দিনেরই ছিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন ইখ্‌তিয়ার সূচক আয়াত (যাতে নবী পত্নীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অথবা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস এ দু'য়ের যে কোন একটাকে গ্রহণ করার ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছিল) অবতীর্ণ হল তখন সর্বপ্রথম তিনি আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাচ্ছি। তবে তোমার বাবা-মার সাথে পরামর্শ না করে তড়িঘড়ি তার জবাব দেয়া তোমার জন্য জরুরী নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি (সঃ) একথা জানতেন যে, আমার বাবা-মা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দেবেন না। তারপর তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহ বলেন, "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস কামনা কর তবে আমি তোমাদেরকে (পার্থিব) সামগ্রী দেব এবং তোমাদেরকে খুব ভালভাবে বিদায় করব। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং পারলৌকিক সুখ ভোগ করতে চাও তবে (জেনে নাও) তোমাদের মধ্যে পুণ্যবতীদের জন্য আল্লাহ বিরাট প্রতিদান প্রস্তুত

করে রেখেছেন।' (এ আয়াত শোনার পর) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার বাবা-মার কাছ থেকে কিসের পরামর্শ নেব। আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সুখের) ঘর জান্নাত পেতে চাই। তারপর তিনি তাঁর অপর পত্নীদেরকেও ইখ্তিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকেই সেই জবাব দিলেন যা আয়েশা (রাঃ) দিয়েছিলেন।

٢٢٩٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِى عُلِّيَّةٍ لَهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّىْ اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكُثَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ ـ

২২৯০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) একমাস তাঁর পত্নীদের নিকট যাবেন না বলে কসম করেন। ঐ সময়ে তাঁর পায়ের গ্রন্থি মচ্‌কে গিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর একটি কুঠরিতে বসে গেলেন। (একদিন) উমর (রাঃ) এলেন এবং (তাঁকে) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আপনার পত্নীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না, তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাব না বলে কসম করেছি। তারপর তিনি উনত্রিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর (ঐ কুঠরি থেকে) অবতরণ করেন এবং নিজ পত্নীদের কাছে যান।

২৭—অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি নিজের উট মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের সাথে কিংবা মসজিদের দরজার সাথে বেঁধে রাখে।

٢٢٩١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِى نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ ـ

২২৯১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের দরজায় বিছানো পাথরের এক কোণে বেঁধে রেখে তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, এই যে আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের কাছে এসে ঘুরেফিরে দেখলেন। তারপর বললেন, উট ও উটের মূল্য দু'টোই তোমার।[৪]

২৮—অনুচ্ছেদঃ লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ান ও পেশাব করা।

٢٢٩٢- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ قَالَ لَقَدْ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ـ

৪. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। বিস্তারিত বর্ণনা কিতাবুল বুয়ূতে (ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

২২৯২. হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি অথবা তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) (একদা) লোকদের আবর্জনা ফেলার স্থানে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। [৫]

২৯—অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ডালপালা এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে তুলে দূরে নিক্ষেপ করে।

٢٢٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ فَاَخَذَهُ فَشَكَرَاللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَلَهُ -

২২৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি পথ চলছিল। (এক জায়গায় গিয়ে) সে দেখতে পেল কাটাযুক্ত একটা ডাল রাস্তায় পড়ে আছে। সে ডালটা রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলল। আল্লাহ তার কাজের মর্যাদা দিলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।

৩০—অনুচ্ছেদ ঃ যদি এজমালি পতিত জমিতে রাস্তার ব্যাপারে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং কোন শরীক সেখানে বাড়ী নির্মাণ করতে চায় তবে রাস্তার জন্য তা থেকে সাত হাত (জমি) রেখে দিতে হবে।

٢٢٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ اِذَا تَشَاجَرُوْا فِى الطَّرِيْقِ بِسَبْعَةِ اَذْرُعٍ -

২২৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা (এজমালী জমিতে) রাস্তার ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ করলে নবী (সঃ) (রাস্তার জন্য) সাত হাত জায়গা ছেড়ে দেয়ার বিধান জারী করেন।

৩১—অনুচ্ছেদঃ মালিকের অনুমতি ছাড়া লুটপাট করা। উবাদা (রা) বলেন, আমরা নবী (সঃ)—এর নিকট এ মর্মে বাইআত করেছি যে, আমরা লুটতরাজ করব না।

٢٢٩٥-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِىِّ وَهُوَ جَدُّهُ اَبُوْاُمِّهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ النُّهْبٰى وَالْمُثْلَةِ -

২২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

৫. দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ। নবী (সঃ) কোন ওজর বশতঃ অর্থাৎ শারীরিক অসুস্থতা কিংবা আবর্জনার দরুন বসার অসুবিধা হেতু দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। সুতরাং ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়।

٢٢٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَزْنِى الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ فِيْهَا اَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ-.

২২৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন ব্যভিচারী হতে পারে না। কোন মদ্যপায়ী (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে মদ পান করতে পারে না। কোন চোর (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে চুরি করতে পারে না, কোন লুটেরা ডাকাত (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন থেকে লুটতরাজ করতে পারে না, যখন লোকজন তার প্রতি তাকিয়ে তার লুটের দৃশ্য অবলোকন করছে।

সাঈদ (ইবনে মুসাইয়াব) ও আবু সালামা, আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে সূত্র পরম্পরায় (এ সনদেও) নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরাবরী বলেন, আবু জাফরের এক চিঠিতে আমি দেখেছি, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) এ হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, (যে মুমিন এধরনের গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়) তার ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়।

৩২-অনুচ্ছেদঃ ক্রুশ ভেঙে ফেলা ও শূকর হত্যা করা।

٢٢٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ اَحَدٌ -

২২৯৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, ইবনে মরিয়ম [ঈসা (আঃ)] তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে যে পর্যন্ত না আসবেন সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি (এসে) ক্রুশ চূর্ণ করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া কর তুলে দেবেন। তখন ধন-সম্পদের এতটা প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ শরাবের মটকা (মৃৎপাত্র) ভেঙ্গে ফেলা কিংবা মশক ছিদ্র করা যায় কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দ্বারা মূর্তি কিংবা ক্রুশ কিংবা তানপুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে (তবে তার হুকুম কি)? কাজী শুরাইহ-এর কাছে একটা তানপুরা ভেঙ্গে ফেলার জন্যে মামলা দায়ের করা হলে তিনি তার জন্য কোন জরিমানার আদেশ দেননি।

٢٢٩٨- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى نِيْرَانًا تُوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلٰى مَاتُوْقَدُ هٰذِهِ النِّيْرَانُ قَالُوْا عَلَى الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ اَكْسِرُوْهَا وَاَهْرِقُوْهَا قَالُوْا اَلاَ نُهَرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَغْسِلُوْا -

২২৯৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধের দিবসে (এক জায়গায়) আগুন জ্বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ আগুন কিসের ওপর জ্বালানো হচ্ছে? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার ওপর (অর্থাৎ গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছে)। তিনি বললেন, হাঁড়িটা ভেঙ্গে ফেল এবং গোশত ফেলে দাও। লোকেরা বলল, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে হাঁড়িটা ধুয়ে নিলে চলে না? তিনি বললেন, ধুয়ে নাও।

٢٢٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ نُصُبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اَلاٰيَةَ -

২২৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কা'বা ঘরের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ঐ মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, "সত্য সমাগত, অসত্য বিতাড়িত, অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী"।

٢٣٠٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلٰى سَهْوَةٍ تَمَاثِيْلَ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا -

২৩০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর কক্ষের জানালায় একটা পর্দা ঝুলিয়েছিলেন–যাতে প্রাণীর ছবি ছিল। নবী (সঃ) পর্দাটা ছিঁড়ে (দ্বিখন্ডিত করে) ফেললেন। পরে আয়েশা (রাঃ) তা দিয়ে দু'খানা বসার গদ্দি তৈরী করেন। ঐ গদ্দি দু'খানা ঘরেই থাকত। নবী (সঃ) তার ওপর বসতেন।

৩৪–অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি তার মালের হিফাযতের জন্য নিহত হয়।

٢٣٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ -

২৩০১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।

৩৫–অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ অন্য কারো পিয়ালা বা কোন জিনিস ভেংগে ফেলে।

٢٣٠٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا

وَجَعَلَ فِيْهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوْا وَحَبَسَ الرَّسُوْلَ وَالْقَصْعَةَ حَتّٰى فَرَغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيْحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُوْرَةَ-

২৩০২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (সঃ) তাঁর কোন এক বিবির [আয়েশা (রাঃ)] নিকট ছিলেন। অন্য এক উম্মুল মুমিনীন (সাফিয়া বা উম্মে সালামা) নিজ দাসীর মারফত একটি কাচের পাত্রে খাবার পাঠালে ঐ বিবি [আয়েশা (রাঃ)] হাতের আঘাতে পাত্রটা ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী (সঃ) তা (ভাঙ্গা পাত্রের টুকরা) জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাহাবীদের) বললেন, তোমরা খাও। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (সঃ) পাত্রটা ও প্রেরিত লোকটাকে আটকে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটা রেখে (তার পরিবর্তে) একটা ভাল পাত্র ফেরত দিলেন।

৩৬—অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তি কারো দেয়াল ফেলে দেয় তবে অনুরূপ দেয়াল নির্মাণ করে দিতে হবে।

٢٣٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّىْ فَجَاءَتْهُ اُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَاَبٰى اَنْ يُجِيْبَهَا فَقَالَ اُجِيْبُهَا اَوْ اُصَلِّىْ ثُمَّ اَتَتْهُ فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِىْ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ لَاَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَاَبٰى فَاَتَتْ رَاعِيًا فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ وَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ فَاَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّاَ وَصَلّٰى ثُمَّ اَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ اَبُوْكَ يَا غُلاَمُ قَالَ الرَّاعِىُّ قَالُوْا نَبْنِىْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ طِيْنٍ -

২৩০৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামক একজন (সাধু) লোক ছিলেন। একদিন তিনি নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাঁকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, নামায পড়ব নাকি তাঁর জবাব দেব। তারপর (ছেলের সাড়া না পেয়ে) মা তার নিকট এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত না তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ দেখাও। (একদিনের ঘটনা) জুরাইজ তখন তাঁর ইবাদত-গৃহে ছিলেন। একটা স্ত্রীলোক (মনে মনে) বলল, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তাঁর নিকট গেল এবং তাঁর সাথে কথাবার্তা বলল (প্রেম নিবেদন করল), কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে (স্ত্রীলোকটি) এক রাখালের নিকট গেল এবং স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। কিছু দিন পর সে একটা ছেলে সন্তান প্রসব করল। সে বলে

বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের। একথা শুনে লোকেরা তাঁর (জুরাইজের) নিকট এলো এবং তাঁর ইবাদত-গৃহ ভেঙ্গে তাঁকে বের করে আনল এবং গালিগালাজ করল। তিনি (কিছু না বলে) উযূ করলেন এবং নামায পড়লেন। তারপর (শিশু) ছেলেটির কাছে গিয়ে বললেন, "হে ছেলে! তোমার পিতা কে?" সে উত্তর করল, রাখাল। তখন লোকেরা (আসল ঘটনা বুঝতে পারল এবং জুরাইজকে) বলল, আমরা তোমার ইবাদত-গৃহটি সোনা দিয়ে তৈরী করে দেব। জুরাইজ বললেন, না (তার দরকার নেই) মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

অধ্যায়—২৩

كتاب الشركة

(অংশীদারিত্ব)

১—অনুচ্ছেদঃ খাদ্য, পাথেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীতে অংশগ্রহণ। মাপ ও ওজনের বস্তু কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুট ভরে? যেহেতু মুসলমানরা সফরের সামগ্রীতে এটা কোন আপত্তিকর বা দোষের মনে করে না যে, কোন জিনিস এ খাবে, কোন জিনিস সে খাবে (অর্থাৎ যার যেটা ইচ্ছা সে তা খাবে, এতে দোষের কিছু নেই। তেমনিভাবে সোনা—রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন ও এক সংগে জোড়া জোড়া খেজুর খাওয়া।

٢٣٠٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ فَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلاَثُمِائَةٍ وَاَنَا فِيْهِمْ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اِذَاكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ فَاَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِاَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فَكَانَ مِزْوَدَىْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً حَتّٰى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيْبُنَا اِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ قَالَ ثُمَّ اِنْتَهَيْنَا اِلَى الْبَحْرِ فَاِذَا حُوْتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَاَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَمَرَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ اَضْلاَعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ اَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرَحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا ـ

২৩০৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (অষ্টম হিজরীতে) সমুদ্র –তীর অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা)–কে তাদের নেতা (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন। ঐ বাহিনীতে তিন'শ লোক ছিলেন। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা যাত্রা করলাম। কিন্তু মাঝপথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। (সেনাপতি) আবু উবাইদা (রাঃ) বাহিনীরি সব লোকের নিজ নিজ খাদ্যসামগ্রী এক জায়গায় জমা করতে আদেশ জারী করলেন। সুতরাং সব খাদ্যসামগ্রী জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর পাওয়া গেল। তিনি (আবু উবাইদা) প্রতিদিন আমাদেরকে (ঐ খেজুর থেকে) কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। ক্রমশঃ তাও নিঃশেষ হয়ে আসল এবং জনপ্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (অধস্তন রাবী

ওহাব ইবনে কাইসান বলেন,) আমি (জাবিরকে) বললাম, একটা করে খেজুরে কি হতো? তিনি বলবেনঃ তারও কদর বুঝলাম তখন যখন তা নিঃশেষ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর (সব খেজুর শেষ হয়ে গেলে) আমরা সমুদ্রের দিকে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা (বিরাট) মাছ আমাদের নজরে পড়ল এবং ঐ বাহিনী আঠার দিন পর্যন্ত মাছটা খেল। তারপর আবু উবাইদার আদেশে ঐ মাছের পাঁজরের দু'টো হাড় দাঁড় করানো হল। তারপর তিনি (উটের পিঠে) হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। অতঃপর উট তার নীচ দিয়ে চলে গেল কিন্তু (পাঁজরের হাড় দু'টো এতে উঁচু ছিল যে) উটের দেহ তা স্পর্শই করল না।

٢٣٠٥- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِأَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২৩০৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। তারা নবী (সঃ)-এর নিকট তাদের উট যবাই করার (অনুমতি নেয়ার) জন্য আসলেন। তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সাথে উমর (রাঃ)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট নিঃশেষ হওয়ার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর তিনি (উমর) নবী (সঃ)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহর রসূল! উট নিঃশেষ হওয়ার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে?" তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা কর যেন তারা অবশিষ্ট সম্বল (আমার কাছে) নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেয়া হল। তারা সেই চামড়ার ওপর তা রাখতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দোআ করলেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্র নিয়ে আসার জন্য আহবান করলেন। লোকেরা আঁজলা ভর্তি করে নিতে লাগল। সবার নেয়া শেষ হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল।

٢٣٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَنَنْحَرُ جَزُورًا فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ -

২৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে আসরের নামায পড়ে উট যবাই করতাম। তারপর ঐ গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না গোশত খেয়ে নিতাম।

٢٣٠٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ اِذَا اَرْمَلُوْا فِى الْغَزْوِ اَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِىْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُمْ ـ

২৩০৭. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আশআরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে কিংবা মদীনাতেই তাদের পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায় তখন তারা তাদের যাকিছু থাকে তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে তা নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেয়। অতএব তারা আমার এবং আমি তাদের।

২-অনুচ্ছেদঃ কোন মালের দুইজন অংশীদার থাকলে তারা যাকাত প্রদানের পর তা আনুপাতিক হারে ভাগ কর নেবে।

٢٣٠٨- عَنْ اَنَسٍ حَدَّثَهُ اَبَابَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيْضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِن خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ـ

২৩০৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফরয যাকাত সম্পর্কে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন আবু বাকর (রাঃ) তা তাকে (আনাসকে) লিখে দিয়েছিলেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, যে মালে দু'জন অংশীদার থাকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে আনুপাতিক হারে আদান-প্রদান করে নেবে।

৩-অনুচ্ছেদঃ ছাগল ভেড়ার বন্টন।

٢٣٠٩- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَابُوْا اِبِلاً وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوْا وَذَبَحُوْا وَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَاَهْوٰى رَجُلٌ مِنْهُم بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ : اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُم مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ

نَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ـ

২৩০৯. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে যুলহুলাইফাতে [৬] ছিলাম। লোকেরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল। তখন তারা কিছু ভেড়া-বকরী (গনীমাত) নিয়ে গেল। রাফে বলেন, নবী (সঃ) লোকদের পশ্চাদভাগে ছিলেন। তাঁরা তাড়াহুড়া করে সেগুলো যবাই করে হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর নবী (সঃ)-এর আদেশে হাঁড়ি উলটিয়ে ফেলা হল।[৭] অতঃপর তিনি বন্টন শুরু করলেন। তিনি দশটা ভেড়া-বকরীকে এক উটের সমান গণ্য করলেন। হঠাৎ তার মধ্য থেকে একটা উট পালিয়ে গেল। লোকেরা তার পিছু পিছু ছুটল, কিন্তু সেটা তাদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। অবশেষে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি (উটটার প্রতি) তীর ছুড়ল। তখন আল্লাহ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। নবী (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নকারী বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর কতকগুলো পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং যদি এসব জন্তুর কোনটি তোমাদেরকে হারিয়ে দেয় তবে তার সাথে এরূপ করবে। (অধস্তন রাবী) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা অবিলম্বে শত্রুদের (আক্রমণের) আশঙ্কায় পতিত হব। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। (এমতাবস্থায়) আমরা কি বাঁশের ধারালো দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, (হাঁ) যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যবাইর অস্ত্র) দাঁত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় মাত্র, আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ একত্রে খেতে বসলে সংগীর অনুমতি ভিন্ন একত্রে দুটো করে খেজুর খাওয়া (নিষিদ্ধ)।

٢٣١٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتّٰى يَسْتَاْذِنَ اَصْحَابَهُ ـ

২৩১০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) কাউকে তার সাথীদের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

---

৬. এটা মদীনার নিকটস্থ যুল-হুলাইফা নয়। কামুস অভিধানে বলা হয়েছেঃ এটা তিহামা অঞ্চলে যাতু ইরক ও জাদার মধ্যে অবস্থিত যুল-হুলাইফা।

৭. গনীমতের মাল দলপতির বন্টনের পর লোকদের জন্য হালাল হয়, তার আগে কেউ তা যথেচ্ছ ব্যবহারে আনতে পারে না। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, ঐ গোশ্ত ফেলে দেয়া হয়নি। নবী (সঃ)-এর বন্টন অনুযায়ী পরে তা লোকেরা নিয়েছিল।

٢٣١١- عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُوْلُ لاَ تَقْرُنُوْا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْاِقْرَانِ اِلاَّ اَنْ يَسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ اَخَاهُ ـ

২৩১১. জাবালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা মদীনায় ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলাম। তখন ইবনে যুবাইর আমাদেরকে প্রত্যহ খেজুর খেতে দিতেন। ইবনে উমর আমাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, তোমরা একসাথে দুটো করে খেজুর খেও না। কেননা নবী (সঃ) কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া একসঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ শরীকদের মধ্যে এজমালী বস্তুর উচিত মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

٢٣١٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ اَوْ شِرْكًا اَوْ قَالَ نَصِيْبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لاَ اَدْرِىْ قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ اَوْ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِيِّ ـ

২৩১২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলাম থেকে তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় এবং তার নিকট ঐ গোলামের সঙ্গত মূল্য আদায় করার মত সম্পদ থাকে তবে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) মুক্ত হয়ে যাবে (এবং তার সম্পদ থেকে অন্যান্য শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দিতে হবে)। নতুবা (অর্থাৎ যদি ঐ ব্যক্তির অত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তবে) যতটুকু সে মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে। অধস্তন রাবী আইউব বলেন, বাক্যটি নাফে'র নিজস্ব কথা নাকি নবী (সঃ)-এর হাদীস তা আমি জানি না।

٢٣١٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شَقِيْصًا مِنْ مَمْلُوْكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِى مَالِهِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوْكُ قِيْمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتُسْعِىَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ ـ

২৩১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাসের মধ্যে নিজের মালিকানা অংশ মুক্ত করে, তার সম্পদ দ্বারা ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দান করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য (যদি সে পরিমাণ সম্পদ তার থাকে)। আর যদি তার তত পরিমাণ সম্পদ না থাকে তাহলে ঐ ক্রীতদাসের সঙ্গত মূল্য নিরূপণ

করা হবে। তারপর তার প্রতি কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে তাকে ময়ূর খাটতে দিতে হবে (এভাবে ময়ূর খেটে সে অপর শরীকদের প্রাপ্য পরিশোধ করবে)।

৬—অনুচ্ছেদঃ লটারীর মাধ্যমে অংশ নিরূপণ ও বন্টন করা যাবে কিনা।

٢٣١٤- عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلٰى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَاَصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِيْنَ فِيْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِى نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ يَتْرُكُوْهُمْ وَمَا اَرَدُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا ـ

২৩১৪. নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারীর ও তা লংঘনকারীর, উপমা হলোঃ কিছু সংখ্যক লোক লটারীর মাধ্যমে একটা নৌযান ভাগ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কতেকে নীচের তলায়। তাদের মধ্যে যারা নৌকার নীচের অংশে ছিল তারা যখন পানির পিপাসা বোধ করত তখন যারা তাদের ওপরে ছিল তাদের কাছে যেত (এতে ওপরের লোকদের কষ্ট হত)। এমতাবস্থায় নীচের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, যদি আমরা নিজেদের অংশে ফুটো করে (পানি) নিতাম, আর ওপরের লোকদেরকেও কোন কষ্ট না দিতাম তাহলে ভাল হত। নবী (সঃ) বলেন, এখন যদি উপরের লোকেরা নীচের লোকদেরকে তাদের মর্জির ওপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদেরকে বাধা দেয় তবে তারা নিজেরাও বাচঁবে এবং অন্য সবাইও বেঁচেযাবে।

৭—অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীম ও ওয়ারিশদের অংশীদারিত্ব।

٢٣١٥- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِى مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُقْسِطَ فِى صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا بِهِنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَاطَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اِسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى قَوْلِهِ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ وَالَّذِىْ ذَكَرَ

اللّٰهُ اَنَّهُ يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ الْاٰيَةُ الْاُوْلٰى الَّتِىْ قَالَ فِيْهَا وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِى الْاٰيَةِ الْاُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ يَعْنِىْ هِىَ رَغْبَةُ اَحَدِكُمْ لِيَتِيْمَتِهِ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِى حَجْرِهِ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا مَارَغِبُوْا فِى مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ -

২৩১৫. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রাঃ)- কে আল্লাহর বাণী "যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে কর" -এর তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে ভাগ্নে। এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে তার অভিভাবকের আশ্রিতা হত এবং তার ধন-সম্পদে অংশীদার হত। এমতাবস্থায় ঐ বালিকার অভিভাবক তার ধন-সম্পদ ও রূপে আকৃষ্ট হয়ে (তার আশ্রিতা বলে) তাকে ন্যায়সঙ্গত মোহরানা না দিয়ে বিয়ে করতে চাইত। তাই উপরোক্ত আয়াতে তাদের অভিভাবকদেরকে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাঁ, যদি তারা তাদের প্রতি সুবিচার করে এবং তাদের মর্যাদানুযায়ী মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

উরওয়া বলেন, আয়েশা (রাঃ) বললেন, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "হে নবী। তারা আপনার নিকট নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। এবং পিতৃহীনা নারীদের সম্বন্ধে (ইতিপূর্বে) তোমাদের নিকট কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে যে, তাদের জন্যে যা বিধিবদ্ধ (মহরানা) রয়েছে তা তোমরা প্রদান করো না এবং (শুধু রূপ ও সম্পদের লোভে) তাদেরকে বিয়ে করতে চাও।" এ আয়াতে অর্থাৎ তোমাদেরকে কিতাব থেকে পাঠ করে শুনানো হয়েছে-এর দ্বারা পূর্ববর্তী ঐ আয়াতকে বুঝানো হয়েছে যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "এবং যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তবে অন্য নারীদের মধ্য হতে তোমাদের পসন্দমত দু'জন বা তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে কর।" আয়েশা (রাঃ) বলেন, দ্বিতীয় আয়াতে "ওয়া তারগাবূনা আন তানকিহূহুন্না"-এর অর্থ তোমাদের কারো ঐ পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, যে তার আশ্রিতা। কিন্তু যখন তার রূপ ও সম্পদ কম থাকে (তখন সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না)। সুতরাং পিতৃহীনা বালিকার প্রতি আকর্ষণ না থাকা সত্ত্বেও শুধু তার রূপ ও সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করতে অভিভাবকদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ন্যায়সঙ্গত মোহরানা আদায় করে (তবে বিয়ে করতে পারে)।

৮—অনুচ্ছেদঃ জমি (বাড়ী, বাগান) ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব।

١٢١٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২৩১৬. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বন্টিত হয়নি এমন প্রত্যেক ভূ-সম্পত্তিতে নবী (সঃ) শুফআর[৮] (Pre emption) অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তার শুফআর অধিকার থাকে না।।

৯—অনুচ্ছেদঃ যদি অংশীদাররা ঘর ইত্যাদি বন্টন করে নেয় তবে পুনরায় একত্রিত করার এবং শুফআ দাবী করার অধিকার তাদের থাকে না।

٢٣١٧- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ مَالَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ ـ

২৩১৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) প্রত্যেক অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তিতে শুফআর (অগ্রক্রয়াধিকারের) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যখন সীমানা নির্ধারিত হয় এবং রাস্তা পরিবর্তিত করা হয়, তখন তাতে শুফআ হয় না।

১০—অনুচ্ছেদঃ সোনা-রূপা ও নগদ লেনদেনের বস্তুতে অংশীদারিত্ব।

٢٣١٨- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ مُسْلِمٍ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًابِيَدٍ فَقَالَ اِشْتَرَيْتُ اَنَا وَشَرِيْكٌ لِىْ شَيْئًا يَدًابِيَدٍ وَنَسِيْئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَاَلْنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ اَنَا وَ شَرِيْكِىْ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَسَاَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوْهُ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَذَرُوْهُ ـ

২৩১৮. সুলাইমান ইবনে আবু মুসলিম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মিনহালকে সোনা-রূপার নগদ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার নগদ ও বাকীতে একবার কিছু জিনিস কিনলাম। এরপর বারা' ইবনে আযেব (রা) আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার শরীক যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) এরূপ করেছিলাম। তারপর আমরা নবী (সঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নগদ যা ক্রয় করেছো তা রাখ আর বাকীতে যা কিনেছো তা ফিরিয়ে দাও।

---

৮. শুফআর ব্যাখ্যা শুফআ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

১১—অনুচ্ছেদঃ যিম্মী ও মুশরিকদের ভাগচাষে অংশীদারিত্ব।

٢٣١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ خَيْبَرَالْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ـ

২৩১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীদেরকে খায়বারের জমি এ শর্তে প্রদান করেন যে, তারা তাতে শ্রম দিবে, চাষাবাদ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক লাভ করবে।

১২—অনুচ্ছেদ ঃ ছাগল—ভেড়ার ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন।

٢٣٢٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ اَنْتَ ـ

২৩২০. উক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কতকগুলো ছাগল—ভেড়া কোরবানীর জন্য সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করতে দিয়েছিলেন। (বন্টনের পর) একটা বাচ্চা ছাগল বাকী থেকে গেল। তিনি এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, ওটা তুমি কোরবানী কর।

১৩—অনুচ্ছেদঃ খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতিতে অংশীদারিত্ব। উল্লেখযোগ্য যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস দাম করছিলো, এ সময় আরেক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারী হওয়ার প্রস্তাব করলে) উমর (রাঃ) দ্বিতীয় ব্যক্তির অংশীদারিত্বের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।

٢٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ اَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ اُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بَايِعْهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَاْسَهُ وَدَعَالَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَالَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْمَنْزِلِ ـ

২৩২১. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)—এর সাক্ষাত লাভ করেছিলেন। তাঁর মা যয়নব বিনতে হুমাইদ তাঁকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এর বাইআত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) নিন। তিনি বললেন,

এ তো এখনো ছোট। তারপর তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন এবং তার জন্য দোআ করেন। (অধঃস্তন রাবী) যুহরা ইবনে মাবাদ বলেন, তাঁর দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম তাকে বাজারে নিয়ে যেতেন এবং খাদ্যবস্তু খরিদ করতেন। তাঁর সাথে ইবনে উমর ও ইবনে যুবাইরের দেখা হলেই দু'জনে তাঁকে বলতেন, (আপনার সাথে ব্যবসায়ে) আমাদেরকেও শরীক করে নিন। কেননা নবী (সঃ) আপনার জন্য বরকতের দোআ করেছেন। তিনি তাদেরকে শরীক করে নিতেন। অনেক সময় উট বোঝাই মাল পুরোপুরি (লাভে) পেতেন। তা তিনি বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, যদি এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে বলে, আমাকে শরীক কর তখন সে যদি চুপ থাকে তবে এ ব্যক্তি তার অর্ধেক শরীক বলে বিবেচিত হবে।

১৪—অনুচ্ছেদ ঃ দাস—দাসীতে অংশীদারিত্ব।

٢٣٢٢- عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوْكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ -

২৩২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানার ক্রীতদাসে নিজের অংশ মুক্ত করে দিলে ঐ ক্রীতদাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি ঐ ক্রীতদাসের মূল্য আদায় করার মত পরিমাণ সম্পদ তার থাকে তবে সঙ্গত মূল্য নিরূপণ করা হবে এবং অপর শরীকদেরকে তাদের অংশের মূল্য দিয়ে দেয়া হবে এবং মুক্ত ক্রীতদাসটিকে ছেড়ে দেয়া হবে (অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়া হবে)।

٢٣٢٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ اُعْتِقَ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

২৩২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন (শরিকী) গোলামের মধ্যে নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় তবে যদি তার (গোলামের পুরো দাম চুকিয়ে দেবার মত) সম্পদ থাকে তাহলে তার সম্পদ দ্বারা ঐ গোলামকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। নতুবা (অর্থাৎ যদি তার সম্পদ না থাকে) তার ওপর কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ না করে ক্রীতদাসটিকে মজুর খাটতে দিতে হবে (যাতে সে অপর শরীকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে পারে)।

১৫—অনুচ্ছেদঃ কোরবানীর জন্তুতে ও উটে অংশগ্রহণ। কোরবানীর জন্তু (জবাই করার স্থানে) রওনা করার পর কেউ কোন লোককে তার কোরবানীর জন্তুতে শরীক করলে তার বিধান।

٢٣٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا اَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً وَاَنْ نَحِلَّ اِلَى نِسَائِنَا فَفَشَتْ فِى ذٰلِكَ الْقَالَةُ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوْحُ اَحَدُنَا اِلَى مِنًى وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ خَطِيْبًا فَقَالَ بَلَغَنِىْ اَنَّ اَقْوَامًا يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهِ لاَنَا اَبَرُّ وَاَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِىْ مَا اَسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ وَلَوْ لاَ اَنَّ مَعِى الْهَدْىَ لاَ حْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هِىَ لَنَا اَوْ لِلاَبَدِ فَقَالَ لاَ بَلْ لِلاَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ اَحَدُهُمَا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِمَا اَهَلَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْاٰخَرُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّقِيْمَ عَلٰى اِحْرَامِهِ وَاَشْرَكَهُ فِى الْهَدْىِ -

২৩২৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীরা যিলহজ্জের চতুর্থ তারিখ ভোরবেলা হজ্জের ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে পৌঁছুলেন। হজ্জের সাথে অন্য কিছু অর্থাৎ উমরাহ্ ইত্যাদির ইহরাম তাঁরা বাঁধেননি। (রাবী বলেন), যখন আমরা মক্কায় এসে পৌঁছুলাম, তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরাতে পরিণত করার জন্য আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরাতে পরিণত করলাম। তিনি আরো আদেশ করলেন, ইহরাম ত্যাগ করে আমরা যেন আমাদের স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করি। এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে গুঞ্জরন শুরু হয়ে গেল। (কেননা তাঁদের ধারণানুযায়ী হজ্জের মাসসমূহে উমরাহ সিদ্ধ নয়)। (অধস্তন রাবী) আতা বলেন, জাবির (রা) বললেন, তাহলে কি আমাদের কেউ কেউ সদ্য স্ত্রী-সহবাস করেই মিনায় গমন করবে? একথা বলে জাবির (রাঃ) নিজের হাত দ্বারা ইংগিত করেন। এ সংবাদ নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, কিছু লোক এটা-সেটা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি অধিক নেককার ও তাদের চাইতে অধিক খোদাভীরু। এ ব্যাপারে আমি যা পরে জেনেছি (অর্থাৎ হজ্জের মাসে উমরাও জায়েয) তা যদি পূর্বেই জানতাম তবে আমি কোরবানীর জন্তু আনতাম না। আর যদি আমার সাথে কোরবানীর জন্তু না থাকত তবে আমিও ইহরাম ত্যাগ করতাম। তখন সুরাকা (রা) ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসূলুল্লাহ! এ হুকুম কি আমাদের জন্য খাস, না কি সব সময়ের জন্য? তিনি বললেন, না, বরং সব সময়ের জন্য। জাবির বলেন, তখন আলী ইবনে আবু তালিব (ইয়ামেন থেকে মক্কায়) এলেন। অধস্তন রাবী আতা ও তাউস দু'জনের একজন বলেন, আলী (রাঃ) এসে বললেন, নবী (সঃ) যেভাবে ইহরাম বেঁধেছেন, আমিও

সেভাবে ইহরাম বাঁধলাম। অপর জন বলেন, আলী (রাঃ) বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে হজ্জ করবেন, আমিও অনুরূপ হজ্জ করব। নবী (সঃ) তাঁকে ইহরাম অবস্থায় থাকার আদেশ দিলেন এবং তাঁকে কোরবানী জন্তুতে শরীক করলেন।

১৬ –অনুচ্ছেদঃ বন্টনকালে দশটি ভেড়া–বকরীকে একটা উটের সমান মনে করা।

٢٣٢٥- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَاَغْلَوْا بِهَا الْقُدُوْرَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُوْرٍ ثُمَّ اِنَّ بَعِيْرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِى الْقَوْمِ اِلاَّ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اَعْجِلْ اَوْ اَرْنِىْ مَااَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلُوْا لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ـ

২৩২৫. রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)–এর সাথে তিহামার অন্তর্গত যুল–হুলাইফাতে ছিলাম। আমরা (গনীমাত হিসেবে) কিছু ভেড়া–বকরী ও উট পেয়ে গেলাম। লোকেরা নবী (সঃ)–এর অনুমতি না নিয়েই তাড়াহুড়া করে (গনীমাত লব্ধ) সেই সব জন্তুর গোশ্‌ত হাঁড়িতে চড়িয়ে দিল। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আসলে তাঁর আদেশে হাঁড়িগুলো উল্‌টিয়ে ফেলা হল। অতঃপর তিনি (বন্টন শুরু করলেন এবং) দশটা ভেড়া–বকরীকে একটা উটের সমান গণ্য করলেন। তারপর একটা উট হঠাৎ পালিয়ে গেল। সে সময় লোকদের নিকট ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব নগণ্য। এক লোক তীর নিক্ষেপ করে উটটাকে থামাল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর জন্তুদের মত এসব চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর হয়ে থাকে। সুতরাং এসব জন্তুর কোনটি যদি তোমাদের পরাভূত করে ফেলে তবে তার সাথে এরূপ করবে (অর্থাৎ তীর মেরে তাকে কাবু করবে)। (অধস্তন রাবী আবায়া বলেন) তখন আমার দাদা (রাফে) বললেন, আমরা কাল শত্রুদের (আগমনের) আশংকা করি। কিন্তু আমাদের নিকট কোন ছোরা নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ধারাল দিক দিয়ে যবাই করতে পারব? তিনি (সঃ) বললেন, হাঁ, তাড়াতাড়ি যা দিয়ে পার রক্ত প্রবাহিত কর এবং যা খুন প্রবাহিক করে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তা তোমরা খাও। কিন্তু (যবেহর অস্ত্র) দাঁত বা নখ যেন না হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় মাত্র আর নখ হল হাবশীদের ছোরা।

অধ্যায়—২৪

كتاب الرهن

(বন্ধক সংক্রান্ত বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ স্থায়ী বাসস্থানে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ - (سورة البقرة اية ٢٨٣)

"যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে (লেন—দেনের সময়) কোন জিনিস বন্ধক রাখ।"

٢٣٢٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِىُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيْرٍ وَمَشَيْتُ اِلَى النَّبِىِّ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا اَصْبَحَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ اِلاَّ صَاعٌ وَلاَ اَمْسٰى وَاِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ اَبْيَاتٍ -

২৩২৬. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) যবের বিনিময়ে তাঁর লৌহবর্ম (জনৈক ইহুদীর নিকট) বন্ধক রেখেছিলেন। (আনাস বলেন,) আমি (একবার) যবের রুটি ও বিকৃত-গন্ধ চর্বি নিয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট গিয়েছিলাম। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, কোন দিন সকালবেলা বা সন্ধ্যাবেলা মুহাম্মদ (সঃ)-এর পরিবারবর্গের নিকট এক সা'র অতিরিক্ত (গম বা অন্য কোন খাদ্য) থাকে না। অথচ তাঁরা ছিলেন নয়টি পরিবার।

২—অনুচ্ছেদঃ নিজ বর্ম বন্ধক রাখা।

٢٣٢٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ -

২৩২৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ইহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজ বর্ম তার নিকট বন্ধক রাখেন।

৩—অনুচ্ছেদঃ অস্ত্রসস্ত্র বন্ধক রাখা।

٢٣٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَنَا فَاَتَاهُ فَقَالَ اَرَدْنَا اَنْ

تُسْلِفَ وَسِقًا اَوْ وَسِقَيْنِ فَقَالَ ارْهَنُوْنِىْ نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَاَنْتَ اَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُوْنِىْ اَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُ اَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ اَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رَهْنٌ بِوَسْقٍ اَوْ وَسِقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ اَنْ يَاْتِيَهُ فَقَتَلُوْهُ ثُمَّ اَتَوُا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ ـ

২৩২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (একদিন) বললেনঃ কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে তৈরী আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনেক যাতনা দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) বলেন, আমি তৈরী আছি। অতঃপর তিনি (মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাঁর কয়েকজন সঙ্গী সহ) তার নিকট গেলেন এবং বললেন, আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে দু'এক ওয়াসক (খাদ্য) ধার দিবেন। সে বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আপনি আরবদের মধ্যে সুন্দরতম পুরুষ। এমতাবস্থায় আমরা কেমন করে আপনার নিকট আমাদের স্ত্রীদের বন্ধক রাখি? সে বলল, তবে তোমাদের পুত্রদেরকে আমার নিকট বন্ধক রাখ। তারা বললেন, আমরা কেমন করে আমাদের পুত্রদেরকে আপনার নিকট বন্ধক রাখি? কারণ পরে তাদেরকে এই বলে গালি দেয়া হবে যে, দু'এক ওয়াসক খাদ্যদ্রব্যের জন্য এদেরকে বন্ধক রাখা হয়েছিল। আর এটা আমাদের জন্য হবে অত্যন্ত কলঙ্কজনক। বরং আমরা আপনার নিকট অস্ত্রশস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। একথা বলে তিনি পরে তার কাছে আসার ওয়াদা করলেন এবং পরে এসে তাঁরা তাকে হত্যা করলেন। তারপর তাঁরা নবীর (সঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে এ সংবাদ দিলেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ বন্ধক রাখা জন্তুর ওপর আরোহণ করা যেতে পারে এবং তার দুধ দোহন করা যেতে পারে। মুগীরা ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হারিয়ে যাওয়া জন্তুর ওপর তার ঘাসের খরচের পরিমাণ চড়া যেতে পারে এবং ঘাসের খরচের পরিমাণ দুধ দোহন করা যেতে পারে। আর বন্ধকও তারই অনুরূপ।

٢٣٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا ـ

২৩২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, বন্ধকী জন্তুর ওপর তার খরচ বহনের বিনিময়ে আরোহণ করা যায়। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে দুধ পান করা যায়।[১]

٢٣٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ

১. অধিকাংশ ইমামের মতে এ বিধি পরে বাতিল হয়ে গেছে।

مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا وَعَلَى الَّذِىْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ ـ

২৩৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি সওয়ারীর জন্তু কারো নিকট বন্ধক থাকে তবে তার খরচের বিনিময়ে সে তার ওপর চড়তে পারে। আর যদি কোন দুগ্ধবতী জন্তু বন্ধক থাকে তবে খরচের বিনিময়ে তার দুধ পান করা যেতে পারে। যে ব্যক্তি আরোহণ বা দুধ পান করবে খরচ বহনের দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাবে।

৫—অনুচ্ছেদঃ ইহুদী ও অন্যান্য অমুসলিমদের নিকট বন্ধক রাখা।

٢٣٣١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِىٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ ـ

২৩৩১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) জনৈক ইহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য (বাকীতে) খরিদ করে নিজের লৌহবর্মটি তার কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

৬—অনুচ্ছেদঃ বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কিংবা অনুরূপ কারো মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষীপ্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٣٢- عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ اِلَىَّ اَنَّ النَّبِىَّ قَضٰى اَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

২৩৩২. ইবনে আবু মুলাইকা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (একবার বাদী-বিবাদীর মতবিরোধ সম্পর্কে) ইবনে আব্বাস (রা) কে লিখে পাঠালাম। তার জবাবে তিনি আমাকে লিখলেন, নবী (সঃ) (এ ব্যাপারে) নির্দেশ দিয়েছেন যে, বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

٢٣٣٣- عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ · اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَقَرَاَ اِلٰى عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَايُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ فَحَدَّثْنَاهُ قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ وَاللّٰهِ اُنْزِلَتْ كَانَتْ بَيْنِى وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُوْمَةٌ فِى بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاهِدُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ قُلْتُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِىْ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اِلٰى وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

২৩৩৩. আবু ওয়াইল (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে)। তারপর এর সমর্থনে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে তাদের চুক্তি ও শপথের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক যাদের পরকালে কোন প্রাপ্য অংশ নেই (অর্থাৎ আখেরাতের নিয়ামত তাদের ভাগ্যে জুটবে না) এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদরকে পরিশুদ্ধ করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (রাবী বলেন) তারপর আশআস ইবনে কাইস আমাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদেরকে কি হাদীস বললেন? আমরা তাঁকে তা বললাম। তিনি (আশআস) বললেন, (হাঁ) তিনি (ইবনে মাসউদ) সত্য বলেছেন। এ আয়াত তো আমাকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। (ঘটনা হলো এই যে,) আমার ও একটা লোকের মধ্যে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ চলছিল। আমরা (এ বিষয়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মামলা দায়ের করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমার দু'জন সাক্ষী হাযির কর, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে হলফ করবেই। এতে সে মোটেই পরোয়া করবে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে কোন সম্পদের অধিকারী হয় (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর রোষানলে পতিত হবে। এর সমর্থনে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেনঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সাথে চুক্তি ও তাদের শপথের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে তারা এমন লোক, যাদের পরকালে কোন হিস্যা নেই এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কোনরূপ বাক্যালাপ করবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

অধ্যায়—২৫

كتاب العتق و فضله

(ক্রীতদাস মুক্ত করা ও তার মর্যাদার বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ দাসমুক্ত করা ও তার ফযীলাত। মহান আল্লাহর বাণীঃ

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ ـ اَوْ اِطْعَامٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ يَتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ ـ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ـ (سورة البلد ـ ايات ـ ١١-١٢)

"আর হাঁ, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথে চলতে চেষ্টা করেনি। আর তুমি কি জান, সে (পাহাড়ী কংকরময়) কঠিন পথ কি? তাহল কৃতদাস মুক্ত করা। ক্ষুধার দিনে নিকটআত্মীয় ইয়াতীমকে এবং ধুলায় লুণ্ঠিত হতভাগ্য দরিদ্রকে খাওয়ানো" (আল—বালাদঃ ১১—১৬)।

٢٣٣٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ اَعْتَقَ اِمْرَاً مُسْلِمًا اِسْتَنْقَذَ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ اِلٰى عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اِلٰى عَبْدٍ لَهُ قَد اَعطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ اَوْ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَعَتَقَهُ ـ

২৩৩৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে, তার (আযাদকৃত দাসের) প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আল্লাহ তার (মুক্তিদানকারী ব্যক্তির) প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। সা'ঈদ ইবনে মারজানা বলেছেন, আমি আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যয়নুল আবেদীন)—এর নিকটে গিয়ে হাদীসটি বর্ণনা করলে আলী ইবনে হুসাইন তাঁর এমন একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেয়ার সংকল্প করলেন, যাকে খরিদ করার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে জাফর দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হজার দীনার দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর তিনি তাকে (দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে) মুক্ত করে দিলেন।

২—অনুচ্ছেদঃ কোন্ ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম।

٢٣٣٥- عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ

وَجِهَادٌ فِى سَبِيلِهِ قُلْتُ فَاَىُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ قَالَ اَغْلاَهَا ثَمَنًا وَاَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لاَخْرَقَ قَالَ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلٰى نَفْسِكَ ـ

২৩৩৫. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ প্রকার কাজ সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কোন ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম? তিনি বললেন, যার মূল্য অধিক ও মনিবের কাছে বেশি প্রিয়। আমি বললাম, যদি আমি এরূপ করতে সমর্থ না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, কোন কারিগর বা শিল্পীকে (তার শিল্পকর্মে সাহায্য করবে) অথবা কোন অদক্ষ ও অনিপুণ লোককে সাহায্য করবে (অর্থাৎ তুমি দক্ষ হলে তাকে শিক্ষা দিবে)। আমি আবার বললাম, যদি আমি একাজও করতে সক্ষম না হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, মানব সমাজকে তোমার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখবে। কেননা এটাও সদকা যা তুমি তোমার নিজের জন্য করতে পারো।

৩-অনুচ্ছেদঃ সূর্যগ্রহণ বা অনুরূপ কোন নিদর্শন প্রকাশের সময় দাস মুক্ত করা মুস্তাহাব।

٢٣٣٦- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِى كُسُوْفِ الشَّمْسِ تَابَعَهُ عَلِىٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ عَنْ هِشَامٍ ـ

২৩৩৬. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সূর্যগ্রহণের সময় নবী (সঃ) ক্রীতদাস মুক্ত করার আদেশ করেছেন।

٢٣٣٧- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوْفِ بِالْعَتَاقَةِ ـ

২৩৩৭. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সূর্যগ্রহণের সময় আমরা ক্রীতদাস মুক্ত করার জন্য আদিষ্ট হতাম।

৪-অনুচ্ছেদঃ দুই বা ততোধিক জনের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসী মুক্ত করা এবং তা কিভাবে করতে হবে?

٢٣٣٨- عَنْ سَالِمٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَاِنْ كَانَ مُوْسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ ـ

২৩৩৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এমন একজন ক্রীতদাস মুক্ত করতে চায় যে দুই ব্যক্তির

মালিকানাধীন, সে যদি স্বচ্ছল হয় তাহলে প্রথমে তার মূল্য নিরূপণ করে তারপর মুক্ত করবে।

٢٣٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِىْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدلٍ فَاَعْطٰى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ -

২৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের (মালিকানার) অংশটুকু মুক্ত করলো, যদি তার কাছে ক্রীতদাসটির পুরো মূল্য থাকে তবে পুরো মূল্য দিয়ে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং অন্যান্য মালিকদেরকে সে তাদের অংশের মূল্য পরিশোধ করে ক্রীতদাসটিকে মুক্ত করে দেবে। আর যদি পুরো মূল্য (তার কাছে) না থাকে, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করেছে দাসটি ততটুকুই মুক্ত বলে গণ্য হবে।

٢٣٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوْكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدلٍ فَاُعْتِقَ مِنْهُ مَا اَعْتَقَ -

২৩৪০. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে পুরো ক্রীতাদাসের মূল্য থাকে তবে তাকে পুরাপুরি মুক্ত করে দেয়া তার জন্য ওয়াজিব। কিন্তু যদি একজন ন্যায়বিচারক ব্যক্তির নিরূপিত মূল্যের সমান অর্থ মুক্তিদানকারী ব্যক্তির কাছে না থাক, তাহলে সে যতটুকু মুক্ত করলো দাসটি ততটুকুই মুক্ত হবে।

٢٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِىْ مَمْلُوْكٍ اَوْ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَايَبْلُغُ قِيْمَتَهُ بِقِيْمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيْقٌ قَالَ نَافِعٌ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ اَيُّوبُ لاَ اَدْرِىْ اَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ اَوْ شَىْءٌ فِى الْحَدِيْثِ -

২৩৪১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কেউ যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজের মালিকানা অংশ যদি আযাদ করে দেয় আর তার যদি এতটা সম্পদ থাকে যা কোন ন্যায়বান ব্যক্তির নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী ক্রীতদাসটির মূল্যের সমান হয়, তাহলে নিজ অংশ মক্তকারী ব্যক্তির দায়িত্বে উক্ত ক্রীতদাস মুক্ত হয়ে যাবে।

বর্ণনাকারী নাফে বলেছেন, অন্যথায় সে (মুক্তিদাতা ব্যাক্ত) যতটুকু মুক্তি দিলো ততটুকুনই মুক্ত হবে। আইয়ুব সুখতিয়ানী বলেছেন, শেষের কথাটি নাফে'র কথা না হাদীসের অংশ তা আমার জানা নেই।

٢٣٤٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُفْتِىْ فِى الْعَبْدِ اَوِ الْاَمَةِ يَكُوْنُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ اَحَدُهُمْ نَصِيْبَهُ مِنْهُ يَقُوْلُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ اِذَا كَانَ لِلَّذِىْ اَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ اِلَى الشُّرَكَاءِ اَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৩৪২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যৌথ মালিকানাধীন দাস ও দাসীদের ব্যাপারে ফতোয়া দান করতেন যে, যদি কোন একজন মালিক তার নিজের অংশ মুক্ত করে দেয় আর তার কাছে ঐ দাসের বা দাসীর ন্যায্য মূল্যের সমান অর্থ থাকে তাহলে তাকে (দাস বা দাসীকে) পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়া উক্ত (আংশিক) মুক্তিদাতার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই অন্যান্য অংশীদারকে অংশমত মূল্য প্রদান করে দাসটির (মুক্তির) পথ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

৫—অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি যদি যৌথ মালিকানাধীন কোন দাসের নিজ অংশ মুক্ত করে দেয় এবং দাসকে মুক্ত করার মত পূরা অর্থ তার কাছে না থাকে তবে মুক্তির জন্য মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তিবদ্ধ দাসের মত তাকে স্বল্পশ্রমের কাজে নিয়োজিত করবে।

٢٣٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيْبًا اَوْ شَقِيْصًا فِىْ مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ اِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَاِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ -

২৩৪৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন দাসের তার নিজস্ব মালিকানার অংশ আযাদ করে দিলো, এবং সে স্বচ্ছল হলে নিজের অর্থ দিয়ে ঐ দাসকে মুক্ত করা তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু দাসের মূল্যের সমান অর্থ না থাকলে দাসটির মূল্য নির্ধারিত করা হবে এবং তাকে সাধ্যমত পরিশ্রম করানো হবে।

৬—অনুচ্ছেদঃ ভুলক্রমে দাস মুক্ত করা, তালাক দেয়া এবং অনুরূপ কাজে ত্রুটি হওয়া সম্পর্কে। দাসমুক্তি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হতে পারে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল পাবে। ভুলত্রুটিকারীদের কোন অভিপ্রায় থাকে না।

٢٣٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِىْ عَنْ اُمَّتِىْ مَاوَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ ـ

২৩৪৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ আমার উম্মতের হৃদয়ে সৃষ্ট গুনাহর ভাব ও চেতনাকে (ওয়াসওয়াসা) মাফ করে দিয়েছেন যতক্ষণ না তদনুযায়ী কাজ করবে বা কথার মাধ্যমে ব্যক্ত করবে।

٢٣٤٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِامْرِئٍ مَانَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَاَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ ـ

২৩৪৫. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সব রকমের কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিই নিয়াত মোতাবেক ফলাফল লাভ করবে। যদি কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকে তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে। আর দুনিয়ার জন্য কারো হিজরত হলে অথবা কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বিবাহের উদ্দেশ্যে হিজরত করলে, যে নিয়াতে সে হিজরত করেছে, তাই প্রাপ্ত হবে।

৭—অনুচ্ছেদঃ যদি কেউ তার গোলাম সম্পর্কে বলে যে, সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং এই কথা দ্বারা তাকে মুক্তিদানের নিয়াত করে আর মুক্তিদানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী রাখে তার হুকুম।

٢٣٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَمَّا اَقْبَلَ يُرِيْدُ الْاِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَاَقْبَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ قَدْ اَتَاكَ فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِيْنَ يَقُوْلُ : يَالَيْلَةً مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلٰى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ ـ

২৩৪৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন তখন তাঁর সাথে তাঁর ক্রীতদাসও ছিল। কিন্তু তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এর কিছু দিন পরে দাসটি যখন এসে উপস্থিত হল আবু হুরাইরা তখন নবী (সঃ)-এর সাথে বসেছিলেন। দাসটিকে দেখে নবী (সঃ) বললেন, হে আবু হুরাইরা! এই যে তোমার দাস তোমার কাছে এসেছে। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি, সে দাসত্ব থেকে মুক্ত। বর্ণনাকারী বলেন, (মদীনায় পৌঁছে) আবু হুরাইরা

বলতেন, হিজরতের রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক ছিল। তবে হাঁ, দারুল কুফর থেকে তা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে।

٢٣٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِى الطَّرِيْقِ . يَا لَيْلَةَ مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى اَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ.قَالَ وَاَبَقَ مِنِّىْ غُلَامٌ لِى فِى الطَّرِيْقِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ بَايَعْتُهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ فَاَعْتَقْتُهُ-

২৩৪৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম তখন রাস্তায় বললাম, রাত বড় দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক। তবে তা দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, রাস্তায় আমার একটি গোলাম পালিয়ে চলে গেল। অতঃপর আমি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে বায়আত করলাম এবং পরে এক সময় তাঁর কাছে উপস্থিত থাকা অবস্থায় গোলামটি আগমন করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে (ডেকে) বললেনঃ হে আবু হুরাইরা! এই দেখ তোমার গোলাম। আমি বললাম, সে আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত-স্বাধীন। আমি তাকে আযাদ করে দিলাম।[১]

٢٣٤٨- عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْاِسْلَامَ فَضَلَّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِهٰذَا وَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُ لِلّٰهِ -

২৩৪৮. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু হুরাইরা (রাঃ) যখন তাঁর গোলাম সহ ইসলাম গ্রহণের জন্য আগমন করলেন তখন তিনি ও তার গোলাম পরস্পরকে হারিয়ে ফেললেন (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল)। এরপর তিনি (আবু হুরাইরা) বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সে (আমার গোলাম) এখন আল্লাহর জন্য (অর্থাৎ সে এখন মুক্ত)।

৮-অনুচ্ছেদঃ উম্মুল ওয়ালাদ সম্পর্কে হাদীসে যা উল্লেখিত হয়েছে। আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের একটা আলামত হল, দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে (অর্থাৎ নিজের গর্ভজাত সন্তান তার প্রভু হবে)।[২]

---

২. "উম্মুল ওয়ালাদ" শব্দটির শাব্দিক অর্থ হল সন্তানের মা। সুতরাং উম্মুল ওয়ালাদ বলা হয় মনিবের ঔরসে যে দাসীর গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে। ইসলামী শরীআতে এই ধরনের দাসীদের স্থান (position) ছিল এই যে, মনিবের ঔরসে কোন দাসীর গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে তাকে আর বিক্রি বা হস্তান্তর করা যাবে না এবং মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সে আপনা থেকেই স্বাধীন হয়ে যাবে।

দাসী তার প্রভুকে প্রসব করবে। এর অর্থ হল প্রভুর ঔরসে তার গর্ভে যে সন্তান হবে তা হবে মনিবের সন্তান এবং পুরাপুরি স্বাধীন। মনিবের সন্তান হিসেবে সে-ও যেন তার মনিব।

٢٣٤٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ عُتْبَةَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنْ يَقْبِضَ اِلَيْهِ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ اِنَّهُ ابْنِىْ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْفَتْحِ اَخَذَ سَعْدُ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاَقْبَلَ بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا ابْنُ اَخِىْ عَهِدَ اِلَىَّ اَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا اَخِىْ اِبْنُ وَ لِيْدَةِ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى ابْنِ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ فَاِذَا هُوَ اَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ وُلِدَعَلٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجِبِىْ مِنْهُ يَاسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ مِمَّا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ -

২৩৪৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস যামআর দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে গ্রহণ করার জন্য তাঁর ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে অসিয়াত করেছিলেন। কারণ স্বরূপ উতবা বলেছিলেন যে, সে (যামআর দাসীর পুত্র) আমার পুত্র। মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা আগমন করলে সা'দ যামআর দাসীর পুত্রকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং আবদ ইবনে যামআকেও সাথে আনলেন। সা'দ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাইয়ের পুত্র। আমার ভাই আমাকে অসিয়াত করে গিয়েছেন যে, সে তার সন্তান (তাকে যেন আমি গ্রহণ করি)। তখন আবদ ইবনে যামআ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এ আমার ভাই যামআর সন্তান। তার বিছানাতেই সে জন্ম নিয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যামআর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন এবং তাকে তার (উতবা ইবনে আবু ওয়াককাসের) সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পেলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদ ইবনে যামআকে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে আবদ ইবনে যামআ! সে তোমারই। কেননা সে তার পিতার বিছানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে। তবে উতবার সাথে তার চেহারার সাদৃশ্য দেখে (সন্দেহ হওয়ার কারণে) তিনি সাওদাকে বললেন, হে সাওদা! তুমি তার সামনে পর্দা করে চলবে। সাওদা (রা) ছিলেন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী।

৯-অনুচ্ছেদঃ মুদাব্বার ক্রীতদাসের ক্রয়-বিক্রয়।[৩]

٢٣٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِهِ فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ اَوَّلَ -

৩. মুদাব্বার হল এমন ক্রীতদাস যার মনিব ঘোষণা করেছে যে, তার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসটি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েযাবে।

২৩৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তার নিজের মৃত্যুর পর তার একটি গোলামকে স্বাধীন হবে বলে ঘোষণা করল। নবী (সঃ) ঐ গোলামটিকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, গোলামটি প্রথম বছরেই মৃত্যুবরণ করেছিল।

১০—অনুচ্ছেদঃ দাসের অভিভাবকত্ব ক্রয়—বিক্রয় করা এবং হেবা বা দান করা।[৪]

٢٣٥١- عَنْ عُمَرَ يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ -

২৩৫১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) দাসের অভিভাবকত্ব বিক্রি কিংবা দান করতে নিষেধ করেছেন।

٢٣٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ فَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ اَعْطَى الْوَرِقَ فَاَعْتَقْتُهَا فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ اَعْطَانِيْ كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করতে চাইলে তার মালিক বললো যে, অভিভাবকত্ব তাদের থাকতে হবে। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এ কথা বললে তিনি বলেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব তারই হয় যে অর্থ প্রদান করে। সুতরাং আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। এরপর নবী (সঃ) তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দিলেন (অর্থাৎ এখন সে স্বাধীন, ইচ্ছা করলে দাসী থাকাকালে যে বিবাহ তার হয়েছিল তা সে বাতিল করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে বহালও রাখতে পারে)। সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) আমাকে এতো এতো পরিমাণ (অঢেল) সম্পদও দেয় তবুও আমি তার কাছে থাকব না। সুতরাং সে এখতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে স্বামী থেকে আলাদা হয়ে গেল।

১১—অনুচ্ছেদঃ যদি কোন ব্যক্তির মুশরিক ভাই বা চাচা যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসে তাহলে কি তাদের পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করে তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে?

---

৪. যে সময় নবী (সঃ) আরবের বুকে ইসলামী বিপ্লবের ডাক দেন এবং এর ভিত্তিতে গোটা মানব সমাজের পুনর্বিন্যাস করার সংগ্রাম চালান সেই সময় আরব উপদ্বীপে তথা তৎকালীন সভ্য সমাজের সবখানেই অসংখ্য অন্যায়ের পাশাপাশি দাস কেনা-বেচাও চলত অবাধে। নবী (সঃ) এই দাসবৃত্তি ও প্রথাকে উৎখাত করতে সংকল্প করলেন। স্থায়ীভাবে দাস প্রথাকে উৎখাত করতে হলে মানুষকে এদিকে স্বতঃস্ফূর্ততাসহ এগিয়ে আসা দরকার। যাতে তারা নিজ হতে এ প্রথা ঘৃণাভরে উচ্ছেদ করে। এজন্য প্রথমে মানবিক দিক থেকে ব্যাপারটিকে তুলে ধরা হল এবং পরে বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন তাদবীর, মোকাতাবা, আংশিকভাবে মুক্ত করলে সবটাই মুক্ত করা দায়িত্ব করে দেয়া এবং উম্মে ওয়ালাদ প্রভৃতি পদ্ধতি চালু করা হল। এর ফলে অসংখ্য দাস মুক্তিলাভ করতে শুরু করল। কিন্তু অরাজক পরিবেশে সহায় সম্বল ও আত্মীয়-বন্ধুহীন এই মানুষগুলোকে আশ্রয়দান ও পৃষ্ঠপোষকতার একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাই যারা তাদের মুক্তি দিত মুক্ত ক্রীতদাসগুলো তাদের ছত্রছায়ায় সমাজে বসবাস করত। এটাই হল অভিভাবকত্ব। ওয়ালী বা অভিভাবক তাদের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত। অবশ্য এর বিনিময়ে জগণ্য কিছু স্বার্থলাভের আইনগত স্বীকৃতিও তাদের অন্য ছিল।

আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস নবী (সঃ)-কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের (উভয়ের) পক্ষ থেকে ফিদইয়া আদায় করেছি। আলী (রা) তাঁর ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের সম্পদের অংশ গনীমাত হিসাবে লাভ করেছিলেন।

٢٣٥٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الاَنْصَارِ اِسْتَأْذَنُوا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا -

২৩৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারদের কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন আমরা আমাদের বোন-পুত্র (ভাগিনা) আব্বাসের ফিদইয়া গ্রহণ করেই তাকে মুক্তি দান করি।[৫] (একথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন, তার একটি দিরহামও ছাড়তে পারবে না। (দীন ইসলামে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহার করার জন্যই নবী (সঃ) এরূপ করেছেন।)

১২-অনুচ্ছেদঃ মুশরিক ক্রীতদাসকে আযাদ করা এবং এ সম্পর্কিত বিধান।

٢٣٥٤- عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَعْتَقَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ فَلَمَّا اَسْلَمَ حَمَلَ عَلٰى مِائَةِ بَعِيْرٍ وَاَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اَشْيَاءَ كُنْتُ اَصْنَعُهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا يَعْنِىْ اَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ -

২৩৫৪. হিশাম (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার পিতা (উরওয়া) হাকীম ইবনে হিযাম সম্পর্কে আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি জাহিলী যুগে একশ' জন ক্রীতদাস মুক্ত করেছিলেন এবং সওয়ারীর জন্য তাদেরকে একশ'টি উট দান করেছিলেন। তিনি (হাকীম ইবনে হিযাম) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখনও একশ'টি উট সওয়ারীর জন্য দিয়ে একশ'জন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিলেন। হাকীম ইবনে হিযাম বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ঐ সব কাজ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন যা আমি জাহিলী জীবনে নেকীর উদ্দেশ্যে করতাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, অতীতে যা কিছু ভাল কাজ করেছো তা সহকারেই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

১৩-অনুচ্ছেদঃ কোন আরব যদি কোন দাস-দাসীর মালিক হয় এবং তাকে দান করে, বিক্রি করে, সহবাস করে এবং ফিদইয়া হিসেবে দেয় অথবা শিশুদেরকে বন্দী করে তাহলে এর বিধান কি? মহান আল্লাহর বাণীঃ

---

৫. আনসারগণ আব্বাসকে তাদের বোন-পুত্র বা ভাগ্নে বলে পরিচয় দেয়ার কারণ হল, আব্বাসের পিতা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাদা আবদুল মোত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর মদীনার বনি নাজ্জার গোত্রের মেয়ে ছিলেন।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوٗنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ ـ

(سورة النحل ـ اية ـ ٧٥)

" শোন আল্লাহ একটি উপমা দিয়েছেন। একদিকে একজন ক্রীতদাস, নিজের ইচ্ছামত কোন কিছুই করার অধিকার তার নেই। অপরদিকে আর একজন এমন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে সম্পদের উত্তম সংস্থান দিয়েছি আর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে থাকে। বল দেখি, এই দুজন কি পরস্পর সমান? সমস্ত প্রসংসা আল্লাহর কিন্তু অধিকাংশ লোক (এই সহজ কাথাটি) বুঝতে পারে না" (আন–নাহলঃ ৭৫)।

٢٣٥٥– عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ اِنَّ مَعِى مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا الْمَالَ وَاِمَّا السَّبْىَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى رَأَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَايُفِىْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ قَالَ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ ـ

২৩৫৫. মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, (হাওয়াযেন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)–এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছো আমার সাথে আরো লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। দু'টি জিনিসের যে কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ–সম্পদ, নয় তো বন্দীদেরকে। আমি এজন্যই বন্দীদেরকে বন্টনের

ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফিরতে দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নবী (সঃ) দু'টির যে কোন একটির বেশি ফিরিয়ে দিচ্ছেন না, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেনঃ তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এটাকে উত্তম মনে করো তারা এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে এরপর প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর অর্থ আল্লাহ আমাকে দান করবেন তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেবো। এই শর্তে (এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ করো। সবাই বলে উঠলো, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশী হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) বললেন, আমি তো জানতে পারছি না যে, তোমাদের কে কে অনুমতি দিলে আর কে কে দিলে না। সুতরাং তোমরা চলে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের এ ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী (সঃ)-এর কাছে জানালো যে, সবাই খুশী মনে উত্তম মনে করে ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেছে এবং (আপনি যা করেছেন সে ব্যাপারে) অনুমতি প্রদান করেছে। আনাস (রা) বলেন, হাওয়াযিনের বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ আমি বদর যুদ্ধে আমার নিজের ও আকীলের পক্ষ থেকে (একাই দু'জনের) ফিদইয়া আদায় করেছি। (সুতরাং হাওয়াযিনের গনীমাতের সম্পদ থেকে আমাকে বেশী করে অংশ প্রদান করুন)।

٢٣٥٦- عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى نَافِعٍ فَكَتَبَ اِلَيَّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَغَارَ عَلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَاَنْعَامُهُمْ تُسْقٰى عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِى بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِىْ ذٰلِكَ الْجَيْشِ-

২৩৫৬. ইবনে আওন (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ইবনে ওমরের আযাদকৃত গোলাম নাফে'র কাছে পত্র পাঠালে জবাবে তিনি আমাকে লিখে জানালেন যে, নবী (সঃ) এমন অবস্থায় বনি মুস্তালিক গোত্রের ওপর আকস্মিক আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা সম্পূর্ণ অসতর্ক ছিল। সেই সময় তাদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করানো হচ্ছিল। নবী (সঃ) তাদের যুদ্ধোপযোগী সকলকে প্রাণদন্ড দিলেন। নাবালক সন্তানদেরকে বন্দী করলেন এবং ঐ দিনই জুয়াইরিয়া (বিনতে হারিস)-কে লাভ করলেন। না'ফে বলেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি ঐ যুদ্ধের সেনাদলের সঙ্গে ছিলেন।

٢٣٥٧- عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَاَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ اَنْ لاَتَفْعَلُوْا مَامِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلاَّ وَهِىَ كَائِنَةٌ ـ

২৩৫৭. ইবনে মুহাইরি (রঃ) থেকে বার্ণত। তিনি বলেছেন, আমি (এক সময়) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা বনি মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আমরা কিছু আরব বন্দী লাভ করলাম। আমরা গনীমাত হিসেবে নারী বন্দীদের জন্য কাংখিত ছিলাম। কেননা (স্ত্রীদের ছেড়ে) দূরাঞ্চলে অবস্থান আমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সুতরাং ঐসব স্ত্রীলাকদের সাথে সহবাসের সময় আমরা আযল করা পসন্দ করলাম। এরূপ করা সম্পর্কে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমরা যদি এরূপ নাও কর (অর্থাৎ আযল নাও কর) তবুও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ আসবে বলে ফয়সালা হয়ে গিয়েছে তারা আসবেই।[৬]

٢٣٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَازِلْتُ اُحِبُّ بَنِىْ تَمِيْمٍ مُنْذُ ثَلاَثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ هُمْ اَشَدُّ اُمَّتِىْ عَلَى الدَّجَّالِ قَالَ وَجَائَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ اَعْتِقِيْهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اِسْمٰعِيْلَ ـ

২৩৫৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বনি তামীম সম্পর্কে তিনটি কথা শোনার পর থেকে আমি সব সময় তাদেরকে ভালবেসে আসছি। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মোকাবিলায় তারা (বনি তামীম) হবে আমার কঠোরতম মনোভাবাপন্ন উম্মত। একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে তাদের কিছু যাকাত আসলে তিনি (সঃ) বলেন, এগুলো আমার কওমের যাকাত। তাদের (বনি তামীমের) একজন স্ত্রীলোক আয়েশার নিকট বন্দী হিসেবে ছিল। নবী (সঃ) আয়েশাকে বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাঈলের সন্তান।

১৪-অনুচ্ছেদঃ নিজের দাসীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেয়ার মর্যাদা।

٢٣٥٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ اِلَيْهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ اَجْرَانِ ـ

৬. অধিকাংশ আলেমের মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আযল করা জায়েয। সহবাসের সময় বীর্যস্খলনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যোনিদেশ থেকে পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে বাইরে বীর্যপাত করা

২৩৫৯. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার কাছে একজন দাসী আছে সে যদি তাকে উত্তমরূপে ভরণপোষণ ও প্রতিপালন করে, তার প্রতি ইহসান করে, তাকে মুক্ত করে দেয় এবং তারপর বিয়ে করে তাহলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে।[৭]

১৫—অনুচ্ছেদঃ নবী (সঃ)—এর বাণী, দাস—দাসীরা তোমাদের ভাই, তোমরা নিজেরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا

"আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না। আর পিতামাতা, আত্মীয়—স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, প্রতিবেশী আত্মীয়—স্বজন, নিকট প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পথচারী, সংগী, মুসাফির এবং দাসদাসীদের প্রতি ইহসান বা মানবিক আচরণ কর। আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিত লোকদেরকে পসন্দ করেন না" আন—নিসাঃ ৩৬)।

٢٣٦٠- عَنِ الْمَعْرُوْرِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلٰى غُلاَمِهٖ حُلَّةٌ فَسَاَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ سَابَبْتُ رَجُلاً فَشَكَانِى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَعَيَّرْتَهُ بِاُمِّهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ -

২৩৬০. মারূর ইবনে সুয়াইদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আবু যার গিফারী (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছেন এবং তাঁর দাসও অনুরূপ একজোড়া কাপড় পরিধান করে আছে। এ বিষয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এক ব্যক্তিকে (ক্রীতদাস) গালি দিয়েছিলাম। সে গিয়ে নবী (সঃ)—এর কাছে অভিযোগ করলে নবী (সঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি তার মায়ের কথা বলে তাকে লজ্জা দিয়েছো? তারপর বলেন, তোমাদের ভাইয়েরাই তোমাদের খাদেম। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কারো অধীনে তার ভাই

---

৭. একটি পুরস্কার হল, তাকে ইলম বা জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার কারণে। অপরটি হল তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করার কারণে। এ হাদীস থেকেও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, ইসলাম দাসপ্রথা ও এ ধরনের ঘৃণ্য কাজকে মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করে এবং একে উচ্ছেদ করার জন্য কত আগ্রহী।

থাকলে সে নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে তাই তাকে পরিধান করাবে। তাদের ওপর তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ চাপিয়ে দিও না। আর কোন কষ্টকর কাজ দিলে সে ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য কর।

১৬—অনুচ্ছেদঃ যে ক্রীতদাস উত্তমরূপে তার মহান প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজের মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

٢٣٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ اِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২৩৬১. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ গোলাম যদি তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে এবং তার মহান ও সর্বশক্তিমান প্রভুর ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে তাহলে সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

٢٣٦٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا عَبْدٍ اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ -

২৩৬২. আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির যদি একজন দাসী থাকে আর সে তাকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, উত্তমরূপে শিক্ষাদান করে এবং দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে বিয়ে করে নেয় তাহলে ঐ ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। আর যে দাস আল্লাহর হক আদায় করে এবং তার মালিকের হকও আদায় করে সেও দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

٢٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ اَجْرَانِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّىْ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ -

২৩৬৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) সৎকর্মশীল ক্রীতদাস সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। (আবু হুরায়রা বলেন,) যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ আদায় করা এবং আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাঁর খেদমত করার মত (উত্তম) কাজ না থাকতো, তাহলে আমি ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যুবরণ করাকেই উত্তম মনে করতাম।

٢٣٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ نِعْمَ مَا لِاَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ -

২৩৬৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ কতই না উত্তম অবস্থা ঐ ব্যক্তির যে উত্তমরূপে তার প্রভুর (আল্লাহর) ইবাদত করে এবং নিজ মালিকের কল্যাণ কামনা করে।

১৭–অনুচ্ছেদঃ দাসদের প্রতি হাত উঠানো (মারধর করা) এবং আমার দাস আমার দাসী ইত্যাদি বলা অপসন্দনীয়। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ - (سورة النور - ٣٢)

" তোমাদের বিধবাদের এবং সৎকর্মশীল দাস–দাসীদের বিয়ে দিয়ে দাও (সূরা নূরঃ ৩২)।

ضرب الله مصثلا عبدا مملوكا لايدر على شى - (سورة النحل :٧٥)

" আল্লাহ এমন এক ক্রীতদাসের উপমা পেশ করেছেন, যে স্বাধীনভাবে কোন কিছুই করতে সক্ষম নয়" (নাহলঃ ৭৫)।

والفيا سيدها لدى الباب - (سوة يوسف)

"উভয়ে তার গৃহকর্তাকে দরজার সামনে দেখতে পেল" (সূরা ইউসুফ)।

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ - (سورة النساء - اية ٢٥)

" আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার স্বাধীন মেয়েদের বিয়ে করতে সক্ষম নয়, তারা তোমাদের ঈমানদার দাসীদের বিয়ে করবে" (নিসাঃ ২৫)।

একটি হাদীসে নবী (সঃ) " তোমাদের সাইয়েদ বা নেতাকে স্বাগত জানাও" কথাটি বলেছেন। আর কুরআন মজীদে আছে, "তোমার রব (বাদশাহ)–এর কাছে আমার কথা উত্থাপন কর" (সূরা ইউসুফ)। অর্থাৎ কুরআন মজীদে ও হাদীস শরীফে আবদুন, আমাতুন, মামলূকুন, সাইয়েদুন, ফাতান এবং রববুন, এইসব শব্দ দাসদাসী ও তার মালিকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

٢٣٦٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَاَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ اَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ -

২৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ দাস যখন তার মালিকের কল্যাণ কামনা করে (উত্তমরূপে তার খেদমত করে ও নির্দেশ পালন করে) এবং তার রবের (আল্লাহ তাআলার) ইবাদতও অতি উত্তমরূপে আদায় করে তখন সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়।

১৮–অনুচ্ছেদঃ শিরোনামের সাথে সাদৃশ্যঃ যে দাস উত্তমরূপে মালিকের খেদমত ও নির্দেশ পালন করলো, সে মালিক তাকে মারধর করা অপসন্দ করবে।

٢٣٦٦– عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوْكُ الَّذِىْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَيُؤَدِّىْ اِلٰى سَيِّدِهِ الَّذِىْ لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيْحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ اَجْرَانِ -

২৩৬৬. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে দাস তার রব (আল্লাহ)-এর ইবাদত উত্তমরূপে সমাধা করে, তার মালিকের যে হক আদায় করা কর্তব্য তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে এবং আনুগত্য করে এমন ক্রীতদাস সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিগুণ সওয়াবের কথা বলেছেন।

٢٣٦٧– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَيَقُلْ اَحَدُكُمْ اَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اَسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِىْ مَوْلاَىَ وَلاَ يَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِى اَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَغُلاَمِىْ -

২৩৬৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা কেউ এরূপ বলবে না যে, তোমার প্রভুকে খাওয়াও, তোমার প্রভুকে উযু করাও বা তোমার প্রভুকে পানি পান করাও। দাস বা দাসীরা (তাদের প্রভুকে) বলবে আমার সাইয়েদ বা নেতা এবং আমার অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক। আর তোমাদের কেউ যেন দাসদাসীদেরকে এরূপও না বলে যে, আমার আবদ বা দাস এবং আমার দাসী, বরং বলবে, আমার ছেলেটা বা মেয়েটা কিংবা আমার কাজের ছেলে।

٢٣٦٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيْمَتَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ وَاُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ وَاِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ -

২৩৬৮. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে যৌথ মালিকানার কোন ক্রীতদাসের নিজের অংশ মুক্ত করে দিল সেই ক্রীতদাসের জন্য নিরূপিত ন্যায্য মূল্যের পুরো অর্থ যদি সেই (মুক্তিদানকারী) ব্যক্তির থাকে তাহলে তার অর্থেই উক্ত গোলামকে মুক্ত করা হবে। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ মুক্ত করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে।

٢٣٦٩– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهٖ فَالْاَمِيْرُ الَّذِىْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ

وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২৩৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্ত লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যিনি জনগণের নেতা বা আমীর তিনি তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং ঐসব লোক সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের লোকদের শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী, সুতরাং পরিবারের লোকদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানকারিনী। সুতরাং তাকেও তাদের (স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তান সন্ততি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর দাস তার মালিকের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। সুতরাং তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই জেনে রাখ! তোমরা প্রতেকেই শাসক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আর তাই প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

٢٣٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِبْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ -

২৩৭০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ ক্রীতদাসী যদি যেনা করে তাহলে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আবার যেনা করলে আবার কোড়া মারবে। এরপরও যদি যেনা করে তাহলে এবারও কোড়া মারবে। (বর্ণনাকারী বলেন,) তৃতীয় অথবা চতুর্থবার নবী (সঃ) বললেন, আবারও যদি যেনা করে তাহলে চুলের একগাছি নগণ্য রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দিবে।

১৯—অনুচ্ছেদঃ খাদেম বা সেবক খাদ্য পরিবেশন করলে তাকেও সাথে বসাবে।

٢٣٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَاِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ اَوْ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِىَ عِلاَجَهُ -

২৩৭১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো খাদেম তার কাছে খাবার নিয়ে আসলে সে যদি তাকে সাথে নাও বসায় তাহলে অন্ততঃ এক বা দুই লোকমা খাবার তার মুখে তুলে দেবে। কেননা সে এই খাবার (পরিবেশন)-এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

২০—অনুচ্ছেদঃ দাস তার মালিকের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী (সঃ) মালিকের সাথে সম্পদের সম্পর্ক দেখিয়েছেন।

٢٣٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِىْ اَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، قَالَ فَسَمِعْتُ هٰؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ وَاَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِى مَالِ اَبِيْهِ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ -

২৩৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা প্রত্যেকেই শাসক এবং নিজের শাসিতদের সম্পর্কে জিজ্ঞেসিত হবে। অতএব ইমাম বা নেতাও শাসক। তিনিও তার শাসিত বা অধীনস্তদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর বাড়ীর শাসক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। সেও তার শাসিত বা অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। খাদেম বা দাস-দাসী তার মালিকের অর্থ সম্পদের রক্ষক। সেও তার দায়িত্বে ন্যস্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, এসব কথা আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি এবং আমার মনে হয় নবী (সঃ) (আরো) বলেছিলেন, ছেলে তার পিতার সম্পদের রক্ষক এবং তাকেও এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। অতএব তোমরা সবাই রক্ষক এবং শাসক। আর তাই প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জাবাবদিহি করতে হবে।

২১-অনুচ্ছেদঃ কেউ তার দাসকে তার মুখমন্ডলে মারবে না।

٢٣٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَاتَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ -

২৩৭৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লড়াই করে (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের মোকাবিলা কর) তখন মুখমন্ডলে আঘাত কর থেকে বিরত থাকবে।

অধ্যায়—২৬

كتاب المكاتب

(চুক্তিবদ্ধ দাসের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস ও তার দেয়া অর্থের কিস্তি অর্থাৎ প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ - (سورة النور - اية ٣٣)

" আর তোমাদের দাস—দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চায় তাদের মধ্যে কল্যাণ লক্ষ্য করলে তা লিখে দাও এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন (মুক্তির জন্য) তাদেরকে ঐ সম্পদ থেকে দান কর।" রাওহ (র) ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার ক্রীতদাসের কাছে টাকা আছে এবং মুকাতাব হতে চায় একথা জানতে পারলে তার সাথে মুকাতাবাহ করা কি আমার জন্য ওয়াজিব হবে? জবাবে তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিবই মনে করি। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, আমি আতাকে বললাম, আপনি কি (এ মত) কারো নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি কারো নিকট থেকে বর্ণনা করি না। এরপর বললেন, মূসা ইবনে আনাস তাঁকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেকের আযাদকৃত গোলাম সীরীন (আইনুত্তামার যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বন্দী) আনাসের সাথে মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে আবেদন করলো। যেহেতু তিনি অঢেল সম্পদের মালিক ছিলেন, তাই অস্বীকৃতি জানালেন। দাসটি উমরের কাছে গিয়ে বললে উমর (রা) আনাসকে চুক্তিপত্র করতে বললেন। তখনও তিনি অস্বীকার করলেন। সুতরাং উমর (রা) তাঁকে কষাঘাত করেন এবং এই আয়াত 'দাসদের মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেলে তাদের সাথে মুকাতাবা কর' (সূরা নূর) পাঠ করেন। এরপর আনাস (রা) তার সাথে মুকাতাবাহ বা মুক্তিদানের চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, বারীরা (একজন দাসী) তার মুকাতাবার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার জন্য তার (আয়েশার) কাছে আসল। তাকে পাঁচ উকিয়া রৌপ্য প্রতি বছরে এক কিস্তি করে পাঁচ কিস্তিতে তার মনিবকে দিতে হবে। আয়েশার একান্ত আগ্রহ ছিল তাকে মুক্ত করা। তাই তিনি বললেঃ শোন, আমি যদি একবারেই সমুদয় অর্থ তাদেরকে পরিশোধ করে দেই তাহলে কি তোমার মনিব তোমাকে বিক্রি করতে রাজী হবে? এরপর আমি তোমাকে আযাদ করে দেব এবং তোমার

বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মনিবের কাছে গিয়ে সকল কথা তাদেরকে বললে তারা বলল, না, এই শর্তে হতে পারে না। তবে তোমার অবিভাবকত্ব যদি আমাদের হয় তাহলে হতে পারে। আয়েশা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে এসব কথা ব্যক্ত করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দাও। বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তো তারই, যে মুক্ত করে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এমন শর্ত কেউ স্থির করে থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে। আল্লাহর প্রদত্ত শর্ত অর্থাৎ বিধিবিধান বেশী অনুসরণীয়, অপরিবর্তনীয় ও মজবুত।

২—অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সাথে যে ধরনের শর্ত করা যেতে পারে। আর কেউ যদি এমন শর্ত করে যা মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাবে নেই, এ বিষয়ে ইবনে উমর (রা) নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧٤- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِن كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ اِرْجِعِىْ اِلٰى اَهْلِكِ فَاِنْ اَحَبُّوْا اَنْ اَقْضِىَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لاَهْلِهَا فَاَبَوْا وَقَالُوْا اِنْ شَاءَتْ اَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اِبْتَاعِىْ فَاَعْتِقِىْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنْ شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ -

২৩৭৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা তার মুকাতাবা (অর্থের বিনিময়ে দাসত্বমুক্তি)-এর ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে তাঁর (আয়েশার) কাছে আসল। সে কখনও তার দাসত্ব মোচনের অর্থের ব্যাপারে কিছুই করতে সক্ষম হয়নি বা কোন শর্তাদি স্থির হয়নি। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিকের কাছে গিয়ে বল, তারা চাইলে আমি তোমার মুকাতাবার সমুদয় অর্থ প্রদান করব। তবে বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমার। বারীরা তার মালিকের কাছে এসব কথা বললে তারা এতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল, তিনি (আয়েশা) যদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তোমার জন্য এটা করতে চান, করুন। কিন্তু বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব হবে আমাদের। সুতরাং আয়েশা (রা) ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে খরিদ

করে মুক্ত করে দাও। কেননা বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব তারই, যে (ক্রীতদাসকে) মুক্ত করে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হল যে, তারা এমন এমন শর্ত আরোপ করতে চায়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবে নেই এমন একশটি শর্ত কেউ স্থির করলেও তদ্বারা তার কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। একমাত্র আল্লাহর দেয়া শর্তই অতীব মজবুত ও অনুসরণযোগ্য বাস্তব শর্ত।

٢٣٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْ تَشْتَرِىَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا عَلٰى اَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لاَيَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

২৩৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একজন দাসী খরিদ করে মুক্ত করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু দাসীটির মালিক বলল, তিনি (আয়েশা) মুক্ত করলেও তার বেলায়েত বা অভিভাবকত্ব আমাদের হতে হবে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) (আয়েশাকে) বললেন, ঐ শর্ত যেন তোমাকে পিছিয়ে না দেয়। কেননা বেলায়েত তো তার-ই হয়, যে আযাদ করে।

৩-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব (অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মুক্ত) দাস বা দাসীর মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

٢٣٧٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ اِنِّىْ كَاتَبْتُ اَهْلِىْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِى كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاَعِيْنِىْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِىْ فَذَهَبَتْ اِلٰى اَهْلِهَا فَاَبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَسَاَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَاَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِّنْكُمْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَعْتِقْ يَافُلاَنُ وَلِىَ الْوَلاَءُ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

২৩৭৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা আমার কাছে এসে বলল, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া (রৌপ্য মুদ্রা) করে পরিশোধযোগ্য মোট নয় উকিয়ার বিনিময়ে (আমার মনিবের সাথে) মুকাতাবাহ করেছি। আমাকে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মনিব চাইলে আমি একযোগে সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দেব। তবে বেলায়েত (বা অভিভাবকত্ব)-এর অধিকার থাকবে আমার। বারীরা গিয়ে তার মনিবক একথা বললে তারা এই শর্তে তার সাথে মুকাতাবাহ করতে বা বিক্রি করতে অস্বীকার করলো। সে আয়েশার কাছে এসে বলল, আমি ঐ বিষয়টি তাদরে কাছে উত্থাপন করেছিলাম। কিন্তু বেলায়েত তাদের থাকবে এই শর্ত ছাড়া তারা অস্বীকার করেছে। আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ব্যাপারটি শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, তাকে কিনে আযাদ করে দাও এবং তাদের বেলায়েতের শর্তও মেনে নাও। কেননা বেলায়েত তো তারই হয় যে আযাদ করে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তারা (ক্রীতদাসদের মুক্তির ক্ষেত্রে) এমন সব শর্ত আরোপ করছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। শর্ত যাই হোক না কেন, আল্লাহর কিতাবে না থাকলে তা বাতিল গণ্য হবে, যদি একশ'টি শর্তও হয়। আল্লাহর নির্দেশই তো সবচাইতে বেশী অনুসরণযোগ্য এবং আল্লাহর আরোপিত শর্ত ও নিয়ম-বিধানই দৃঢ় এবং মজবুত। তোমাদের কিছু সংখ্যক লোকের কি হল যে, তাদের কেউ কেউ বলে, হে অমুক! তুমি (গোলামটিকে) মুক্ত কর, বেলায়েত কিন্তু আমার হবে। জেনে রাখ, বেলায়েত তারই হয়, যে মুক্ত করে।

৪-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলামের সম্মতি নিয়ে তাকে বিক্রি করা। আয়েশা (রা) বলেছেন, যতক্ষণ দেয় অর্থের কিছু অংশ অপরিশোধিত থাকবে ততক্ষণ সে গোলাম হিসেবেই গণ্য হবে। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বলেছেন, এক দিরহাম বাকি থাকলেও সে গোলাম বলে বিবেচিত হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে জীবন, মৃত্যু ও অপরাধ সর্বক্ষেত্রেই গোলাম গণ্য হবে।

٢٣٧٧- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقَالَتْ لَهَا اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَاُعْتِقَكِ فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ بَرِيْرَةُ ذٰلِكَ لِاَهْلِهَا فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ وَلاَؤُكِ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيٰى فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ اَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ -

২৩৭৭. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বারীরা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশার নিকট এসে তার মুকাতাবার ব্যাপারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করল। আয়েশা (রা) তাকে বললেন, তোমার মালিক চাইলে আমি একযোগে তোমার

মুকাতাবার সমুদয় অর্থ দিয়ে তোমাকে আযাদ করে দেব। বারীরা তার মালিকের কাছে গিয়ে একথা বললে তারা বলল, না, তোমার বেলায়েত আমাদের হবে এই শর্ত ছাড়া তা হতে পারে না। ইমাম মালেক (র) ইয়াহইয়া (ইবনে সাঈদ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার ধারণা যে, আয়েশা (রা) ঐ কথা (বারীরার মালিকের শর্ত আরোপের কথা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি তাঁকে বললেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) খরিদ করে আযাদ করে দাও। বেলায়েত তো তারই যে আযাদ করে।

৫-অনুচ্ছেদঃ মুকাতাব গোলাম যদি কাউকে বলে, আমাকে খরিদ করে আযাদ করুন, আর সে ব্যক্তি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে খরিদ করে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে।

٢٣٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبِىْ اَيْمَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ كُنْتُ لِعُتْبَةَ بْنِ اَبِىْ لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِىْ بَنُوْهُ وَاِنَّهُمْ بَاعُوْنِى مِنِ ابْنِ اَبِىْ عَمْرٍو فَاَعْتَقَنِى ابْنُ اَبِىْ عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُوْ عُتْبَةَ الْوَلاَءَ فَقَالَتْ دَخَلَتْ بَرِيْرَةُ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اِشْتَرِيْنِىْ وَاَعْتِقِيْنِىْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لاَيَبِيْعُنِىْ حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِىْ فَقَالَتْ لاَحَاجَةَ لِىْ بِذٰلِكَ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَلِعَائِشَةَ فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا وَدَعِيْهِمْ يَشْتَرِطُوْنَ مَاشَاؤُا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَاَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنْ اِشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ -

২৩৭৮. আবু আয়মান (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়শার কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইবনে আবু লাহাবের ক্রীতদাস ছিলাম। উতবা মারা গেলে তার ছেলেরা (আমার) উত্তরাধিকারী হয়ে ইবনে আবু আমর মাখযূমীর কাছে আমাকে বিক্রি করে দিলে তিনি (মাখযূমী) আমাকে আযাদ করে দেন। কিন্তু বিক্রির সময় উতবার ছেলেরা আমার অভিভাবক হওয়ার শর্ত করে রেখেছিল। (এই ঘটনা শুনে) আয়েশা (রা) বললেন, (এক সময়) বারীরা আমার কাছে এসেছিল তখন সে মুকাতাব দাসী ছিল। সে বলল, আমাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিন। তিনি (আয়েশা) বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বারীরা বলল, তারা বেলায়েত তাদের হবে এই শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রয়ই করবে না। আয়েশা (রা) বললেন, তাহলে এতে আমার প্রয়োজন নেই। নবী (সঃ) এই ঘটনা শুনতে পেয়ে আয়েশার কাছে তা জিজ্ঞেস করলেন। আয়েশা (রা) বারীরা তাঁর নিকট যা বলেছিল তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। এসব শুনে তিনি (সঃ) আয়েশাকে বললেন, বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও এবং তারা (বারীরার মালিক) যেভাবে শর্ত করতে চায় করতে দাও। সুতরাং আয়েশা (রা) তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন। তার মালিকেরা বেলায়েতের শর্ত করে রাখল। নবী (সঃ) বললেন, শত শর্ত আরোপ করলেও বেলায়েত তারই হয় যে আযাদ করে।

অধ্যায়—২৭

كتاب الهبة و فضلها و التحريض عليها

(দান করার মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা)

٢٣٧٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَانِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ لاَتَحقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ـ

২৩৭৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, হে মুসলমান নারীরা! তোমরা এক প্রতিবেশিনী আরেক প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা করো না বা নগণ্য মনে করো না, যদি সে বকরীর ক্ষুরও (স্বল্প গোশত) পাঠিয়ে দেয়।

٢٣٨٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِىْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلاَلِ ثُمَّ الْهِلاَلِ ثَلاَثَةَ اَهِلَّةٍ فِىْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِىْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَاخَالَةُ مَاكَانَ يُعِيْشُكُمْ قَالَتِ الاَسْوَادَانِ التَّمْرُوَالْمَاءُ اِلاَّ اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جِيْرَانٌ مِّنَ الاَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنَا ـ

২৩৮০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন, ভাগ্নে! আমরা (মাসের শুরুতে নতুন) চাঁদ দেখতাম। এভাবে পর পর তিনটি চাঁদ দেখতাম এবং দুই দুইটি মাস কেটে যেত, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরে আগুন (চুলা) জ্বলতো না। উরওয়া বর্ণনা করেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, খালাআম্মা! আপনারা তাহলে কিভাবে বেঁচে থাকতেন? জবাবে আয়েশা বললেন, দু'টি কালো বস্তুর ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকতাম। তার একটি হল খেজুর , আরেকটি হল পানি। তবে হাঁ, কয়েক ঘর আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিবেশী ছিল। তাদের কিছু দুধেল বকরী ছিল। ঐ বকরীর দুধের কিছুটা তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠাতেন। আর তা থেকে তিনি আবার আমাদেরকে পান করাতেন।

২—অনুচ্ছেদঃ অল্প পরিমাণ জিনিস দান করা।

٢٣٨١- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلَى ذِرَاعٍ اَوْ كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِىَ اِلَىَّ ذِرَاعٌ اَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ـ

২৩৮১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আমাকে যদি খুর ও হাতের সামান্য গোশতের দিকেও ডাকা হয়, তবুও আমি যাব এবং যদি খুর বা হাতের সামান্য গোশত আমাকে উপহার পাঠান হয় তাও গ্রহণ করব।

৩—অনুচ্ছেদঃ বন্ধু বা সংগীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কোন এক ব্যাপারে সাহাবাদের বলেছিলেনঃ তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ।

٢٣٨٢- عَنْ سَهْلٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرْسَلَ اِلٰى اِمْرَاَةٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ قَالَ لَهَا مُرِيْ عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنَا اَعْوَادَ الْمِنْبَرِ ، فَاَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا قَضَاهُ اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ اَرْسِلِيْ بِهِ اِلَيَّ فَجَاؤُا بِهِ فَاحْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ -

২৩৮২. সাহল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একজন মুহাজির মহিলার কাছে লোক পাঠালেন। তার একজন কাঠ মিস্ত্রী ক্রীতদাস ছিল। [নবী (সঃ)] তার উদ্দেশ্যে এই বলে লোকটিকে পাঠালেন যে, (তাকে গিয়ে বল) তোমার গোলামকে নির্দেশ দাও সে আমার জন্য কাঠের একটা মিম্বার তৈরী করুক। সুতরাং মহিলাটি তার ক্রীতদাসকে নির্দেশ দিলে সে জংগলে গিয়ে ঝাউ গাছের কিছুটা কেটে এনে নবী (সঃ)-এর জন্য মিম্বার তৈরী করল। সেটি প্রস্তুত হয়ে গেলে (মহিলা) নবী (সঃ)-এর কাছে বলে পাঠান যে, সে (গোলাম) ওটির নির্মাণ শেষ করেছে। তখন নবী (সঃ) সেটি উঠিয়ে ঐ জায়গায় স্থাপন করলেন যেখানে আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছ।

٢٣٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِى قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِى مَنْزِلٍ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِىْ فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِىْ بِهِ وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّىْ اَبْصَرْتُهُ وَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِى السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِى اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَاْتُ الْعَضُدَ مَعِىْ فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتّٰى نَفَّدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ

২৩৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবার সাথে মক্কার পথে একটি স্থানে বসে ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কিছুটা সম্মুখের দিকে অবস্থানরত ছিলেন। দলের সবাই ছিল ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায়। একমাত্র আমিই ছিলাম ইহ্‌রামবিহীন। আমি আমার জুতা সেলাই করছিলাম। এ সময় অন্য সবাই একটি জংলী গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে অবহিত করল না। অথচ তারাও মনে মনে আকাংখা করছিল যে, আমি সেটি দেখতে পেলে কতই না উত্তম হত। অতঃপর আমি এদিক ওদিক তাকালাম এবং ওটিকে দেখতে পেয়ে উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম। ঘোড়াতে জিন কষে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিয়ে উঠতে ভুলে গেলাম। সুতারং অন্যদের আমি বললাম, চাবুক ও বর্শাটি উঠিয়ে দাও। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যাপারে আমরা কোন জিনিস দিয়েই তোমাকে সাহায্য করব না। আমার বড় রাগ হল। আমি ঘোড়ার ওপর থেকে নেমে নিজেই ওই দু'টি উঠিয়ে আবার সওয়ার হলাম। এরপর গাধাটির ওপর আক্রমণ করে তাকে মেরে (যবেহ করে) নিয়ে আসলাম। এরপর (গোশ্‌ত পাকান হলে) সবাই খেতে শুরু করল। অতঃপর ইহ্‌রাম অবস্থায় এটি খাওয়া সম্পর্কে সবার সন্দেহ হল। তাই আমরা সবাই যাত্রা করলাম। আমি অবশ্য (গাধাটির) একটি রান সাথে লুকিয়ে রেখে নিয়ে চললাম (যাতে অন্য কেউ খেয়ে না ফেলে)। অতঃপর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌছে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ তোমাদের সাথে ওটির কোন অংশ আছে কি? অমি বললাম, হাঁ, আছে। এরপর রানখানা তাঁকে দিলে তিনি খেলেন এমনকি (খেয়ে) শেষ করে ফেললেন। অথচ তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন।

৪-অনুচ্ছেদঃ পান করার জন্য পানি চাওয়া। সাহল (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, আমাকে পানি দাও।

٢٣٨٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى دَارِنَا هٰذِهِ فَاسْتَسْقٰى فَجَعَلْنَا لَهُ شَاةً لَنَا ثُمَّ شِبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هٰذِهِ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبُوْبَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تُجَاهَهُ وَاَعْرَابِىٌّ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هٰذَا اَبُو بَكْرٍ فَاَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنُوْنَ الْاَيْمَنُوْنَ اَلَافَيَمِّنُوْا قَالَ اَنَسٌ فَهِىَ سُنَّةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ

২৩৮৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের এই বাড়ীতে এসে আমাদের কাছে পানি চাইলে আমরা আমাদের একটা বকরী দোহন করে আমাদের এই কূপের পানি ঐ দুধের সাথে মিশিয়ে তাঁকে দিলাম। এই সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর বামে, উমর সামনে ও এক বদুঈন তাঁর ডানে বসা ছিলো। তিনি (সঃ) যখন পান শেষ

করলেন তখন উমর বললেন, এই আবু বাক্‌র (তাঁকে দিন)। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) অবশিষ্ট দুধটুকু বেদুঈনকে দিয়ে বললেন, ডান দিক থেকে, ডান দিক থেকে অগ্রাধিকারী। ভাল করে জেনে নাও, ডান দিক থেকে শুরু করবে। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত, এটিই সুন্নাত।

৫—অনুচ্ছেদঃ শিকারের (গোশতের) উপহার গ্রহণ করা। আবু কাতাদার কাছ থেকে নবী (সঃ) শিকারকৃত প্রাণীর একটি বাহু গ্রহণ করেছিলেন।

٢٣٨٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوْا فَاَدْرَكْتُهَا فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُ بِهَا اَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لاَشَكَّ فِيْهِ فَقَبِلَهُ قُلْتُ وَاَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ -

২৩৮৫. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (মক্কার অদূরবর্তী) মাররুয্ যাহ্‌রান থেকে আমরা একটা খরগোশকে তাড়া করলাম। সমস্ত লোক এর পিছনে দৌড়াতে শুরু করল। অবশেষে খরগোশটি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি ওটির কাছে গিয়ে ধরে আবু তালহার কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি খরগোশটিকে যবেহ করলেন, এর পিছনের অংশটা অথবা রান দু'টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। শো'বা পরে বললেন, দুই রান পাঠিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর তিনি (সঃ) তা গ্রহণ করেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন? তিনি বললেন, হাঁ, খেয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার বললেন, গ্রহণ করেছিলেন।

٢٣٨٦- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَاٰى مَافِيْ وَجْهِهِ قَالَ اَمَا اِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنَّا حُرُمٌ -

২৩৮৬. সা'ব ইবনে জাসসামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গাতে অবস্থানরত ছিলেন, তখন তিনি (সা'ব ইবনে জাসসামা) তাঁকে একটি জংলী গাধা উপহার পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা ফেরত দিয়েছিলেন। তবে তিনি তার চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখে বললেন, আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় না থাকলে এটা তোমাকে ফেরত দিতাম না।

৬—অনুচ্ছেদঃ উপহার গ্রহণ করা।

٢٣٨٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِهَا اَوْ يَبْتَغُوْنَ بِذٰلِكَ مَرْضَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৩৮৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকেরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] তাদের উপহারসমূহ পাঠানোর জন্য আয়েশার দিনের (অর্থাৎ যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার ঘরে থাকবেন) অপেক্ষা করত। এর পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভ করা।

٢٣٨٨- عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ اُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَاَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْاَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ فَاُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا اُكِلَ عَلٰى مَائِدَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৩৮৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ ইবনে আব্বাসের খালা উম্মে হুফায়েদ (হুবাইলা) উপহার হিসেবে নবী (সঃ)-এর কাছে পনির, ঘি এবং গুইসাপ পাঠালে নবী (সঃ) পনির ও ঘি খেলেন এবং নোংরা বস্তু হওয়ার কারণে ঘৃণায় গুই-সাপ পরিত্যাগ করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, (তবুও) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তরখানে বসেই গুইসাপ খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হত তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দস্তরখানে বসে তা খাওয়া যেত না।

٢٣٨٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِطَعَامٍ سَاَلَ عَنْهُ اَهَدِيَّةٌ اَمْ صَدَقَةٌ فَاِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِاَصْحَابِهِ كُلُوْا وَلَمْ يَاْكُلْ وَاِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَاَكَلَ مَعَهُمْ -

২৩৮৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোন খাদ্য আনীত হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, উপহার (হাদিয়া) না সদকা। যদি বলা হত সদকা তাহলে তিনি তাঁর সাহাবাদের বলতেন, খাও, কিন্তু নিজে খেতেন না। আর যদি বলা হত হাদিয়া বা উপহার তাহলে দ্রুত হাত বাড়িয়ে তাদের (সাহাবাদের) সাথে খেতে শুরু করতেন।

٢٣٩٠- عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ اُتِىَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ قَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ -

২৩৯০. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু গোশত আনা হল। বলা হল, বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য উপহার।[১]

১. সদকা যাকে দেয়া হয়, সে যদি তা গ্রহণ করে তাহলে এর মালিকানা স্বত্ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন গ্রহণকারীই এর মালিক হয়ে যায় বলে তা আর সদকা থাকে না। তাই তাঁর নিকট থেকে নিয়ে তা ধনী-দরিদ্র সবাই খেতে পারে।

٢٣٩١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ وَاَنَّهُمْ اِشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرِيهَا فَاَعْتِقِيهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيرَةَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ زَوْجُهَا حُرٌّ اَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَاَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اَدْرِىْ اَحُرٌّ اَمْ عَبْدٌ -

২৩৯১. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাকে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তার মালিকরা অভিভাবকত্ব তাদের থাকবে বলে শর্ত আরোপ করল। নবী (সঃ)-এর কাছে একথা বলা হলে তিনি আয়েশাকে বলেন, তাকে খরিদ করে স্বাধীন করে দাও। অভিভাবকত্ব তো তারই যে স্বাধীন করে দেয়। তার (বারীরার) কাছে কিছু গোশ্‌ত পাঠান হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, এটা বারীরাকে সদকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন, তার জন্য সদকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া বা উপহার। স্বাধীন হওয়ায় তাকে (বারীরাকে) তার স্বামী সম্পর্কে এখতিয়ার দেয়া হল (সে তার এই স্বামীর সাথে থাকবে, না বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে অন্যত্র বিয়ে করবে)। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন, তার স্বামী গোলাম না স্বাধীন? শো'বা বললেন, আমি আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার স্বামী গোলাম ছিল, না স্বাধীন। জবাবে তিনি বললেন, সে গোলাম ছিল, না স্বাধীন তা আমি জানি না।

٢٣٩٢- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ اِلاَّ شَىْءٌ بَعَثَتْ بِهِ اُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ الشَّاةِ الَّتِىْ بَعَثَ اِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا -

২৩৯২. উম্মে আতিয়্যা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, সদকার যে বকরী আপনি উম্মে আতিয়্যাকে পঠিয়েছিলেন তিনি সেই বকরীর কিছু গোশত পাঠিয়েছেন এবং তাই আছে। এ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (সঃ) বললেন, সদকা তো যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে (তাই এখন উক্ত বকরীর গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে)।

৭-অনুচ্ছেদঃ (বন্ধুর) নির্দিষ্ট স্ত্রীর ঘরে পালা বা রাত্রি যাপনের দিন বন্ধুকে হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য অপেক্ষা করা)।

٢٣٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِىْ وَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ اِنَّ صَوَاحِبِىْ اِجْتَمَعْنَ فَذَاكَرْنَ لَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهَا -

২৩৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোক তাদের হাদিয়া বা উপহার পাঠানোর জন্য আমার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালার দিনের অপেক্ষা করত। উম্মে সালামা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমার সকল সতীনেরা একত্রিত হয়ে এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললে তিনি এর কোন জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

٢٣٩٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نِسَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُنَّ حِزْبَيْنِ فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِزْبُ الْاٰخَرُ اُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ قَدْ عَلِمُوْا حُبَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَائِشَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِنْدَ اَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيْدُ اَنْ يُّهْدِيَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخَّرَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْدِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهِ اِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوْتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ اُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِى شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا فَكَلِّمِيْهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِيْنَ دَارَ اِلَيْهَا اَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَاَلْنَهَا فَقَالَتْ مَاقَالَ لِىْ شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِّمِيْهِ حَتّٰى يُكَلِّمَكِ فَدَارَ اِلَيْهَافَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ لَهَا لَاتُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّ الْوَحْىَ لَمْ يَاْتِنِىْ وَاَنَا فِىْ ثَوْبِ اِمْرَاَةٍ اِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اَذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَقُوْلُ اِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِىْ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ : اَلَاتُحِبِّيْنَ مَا اُحِبُّ قَالَتْ بَلٰى فَرَجَعَتْ اِلَيْهِنَّ فَاَخْبَرَتْهُنَّ فَقُلْنَ اِرْجِعِىْ اِلَيْهِ فَاَبَتْ اَنْ تَرْجِعَ فَاَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَاَتَتْهُ فَاَغْلَظَتْ وَقَالَتْ اِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللّٰهَ الْعَدْلَ فِى بِنْتِ ابْنِ اَبِى قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتّٰى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ وَهِىَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتّٰى اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَيَنْظُرُ اِلٰى عَائِشَةَ هَل تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةَ تَرُدُّ عَلٰى زَيْنَبَ حَتّٰى اَسْكَتَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى عَائِشَةَ وَقَالَ اِنَّهَا بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ الْبُخَارِىُّ الْكَلَامُ الْاَخِيْرُ

قِصَّةُ فَاطِمَةَ يُذْكَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ اَبُوْ مَرْوَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ -

২৩৯৪. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন, আয়েশা, হাফসা, সাফিয়া ও সাওদা (রা) এবং অপর দলে ছিলেন উম্মে সালামা ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ (যয়নাব, মায়মূনা, উম্মে হাবীবা ও জুয়াইরিয়া)। আয়েশার প্রতি নবী (সঃ)-এর ভালবাসা সম্পর্কে মুসলমানগণ জানত। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়ার জন্য তাদের কারো কাছে কোন উপহার থাকলে পাঠাতে বিলম্ব করতেন আয়েশার ঘরে যেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) অবস্থান করতেন, সেই দিন হাদীয়া বা উপহার প্রেরণকারী আয়েশার ঘরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা পাঠিয়ে দিত। এ কারণে উম্মে সালামার দল উম্মে সালমার সাথে আলাপ আলোচনা করে তাঁকে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে তাঁকে বলুন, তিনি যেন সব লোককে বলে দেন যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহার দিতে চাইলে তিনি তাঁর যে স্ত্রীর কাছেই অবস্থান করুন না কেন, সেখানেই যেন পাঠিয়ে দেয়। উম্মে সালামা (রা) তাঁদের [নবী (সঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীদের] বক্তব্য নিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বললে তিনি তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। পরে অন্য সবাই তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়ে তাঁকে কিছুই বলেননি। তাঁরা তখন উম্মে সালামাকে বললেন, আপনি (আবার) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর (আয়েশার) পালার সময় কথাগুলো বললে তিনি তাঁকে (এবারও) কোন জবাব দিলেন না। অতপর আবার ঐসব স্ত্রী বিষয়টি উম্মে সালামাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলে তিনি জবাব দিলেন যে, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তাঁরা আবার বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন জবাব না দেয়া পর্যন্ত আপনি তাঁর কাছে কথাগুলো পেশ করতে থাকেন। এবার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালা তাঁর ঘরে হলে তিনি আবার ঐ কথা নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, আয়েশার ব্যাপারে তুমি আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা একমাত্র আয়েশা ছাড়া আর কোন স্ত্রীর সাথে এক বিছানায় থাকাকালে আমার কাছে ওহী আসেনি। আয়েশা বর্ণনা করেন, (একথা শুনে) উম্মে সালামা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়া থেকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তওবা করছি। এরপর তাঁরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীগণ] রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমাকে ডেকে এনে এই বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন যে, আপনি যেয়ে বলুন, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর শপথ দিয়ে আবু বাকরের কন্যার ব্যাপারে আপনাকে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার করতে বলেছেন। তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বিষয়টি নিয়ে কথা বললে তিনি বলেন, হে প্রিয় বেটি! আমি যা পসন্দ করি তুমি কি তা পসন্দ করো না? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, অবশ্যই। এরপর তিনি ফিরে এসে তাদেরকে সব কিছু বললেন। তাঁরা তাকে আবার যেতে বললে তিনি অস্বীকৃতি

জানালেন। এরপর তাঁরা সবাই মিলে যয়নাব বিনতে জাহশ-কে পাঠালেন। তিনি এসে কঠোর ও কর্কশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ইবনে আবু কুহাফার কন্যা সম্পর্কে ইনসাফ করার জন্য আপনার স্ত্রীগণ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছেন। এরপর তিনি চড়া সুরে কথা বলতে শুরু করলেন এবং আয়েশাকে জড়িয়ে তাঁকেও ভালমন্দ বললেন। আয়েশা (রা) সেখানেই বসা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) শেষ পর্যন্ত আয়েশার প্রতি তাকাতে থাকলেন যে, তিনি কিছু বলেন কিনা? বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, এরপর আয়েশা (রা) কথা বললেন এবং সকল কথার জবাব দিয়ে যয়নাবকে নিশ্চুপ করে দিলেন। তখন নবী (সঃ) আয়েশার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে আবু বাকরের মত ব্যক্তির কন্যা (অথবা সে আবু বাকরের কন্যা বটে)।

আবু মারওয়ান গাস্সানী হিশাম ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া ও উপহার-উপঢৌকন পাঠানোর ব্যাপারে আয়েশার পালার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

৮—অনুচ্ছেদঃ যে উপহার বা হাদিয়া ফিরিয়ে দেয়া যাবে না।

٢٣٩٥- عَنْ عَزْرَةَ ابْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِى طِيْبًا قَالَ كَانَ اَنَسٌ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ قَالَ وَزَعَمَ اَنَسٌ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ ـ

২৩৯৫. আযরা বিনতে সাবেত আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন ছুমামা ইবনে আবদুল্লাহ্র নিকট গেলাম তখন তিনি আমাকে উপঢৌকন হিসেবে কিছু সুগন্ধি দ্রব্য দিলেন এবং বললেন, আনাস (রা) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সঃ) সুগন্ধি দ্রব্যের উপহার প্রত্যাখ্যান করতেন না।

৯—অনুচ্ছেদঃ কাছে নেই এমন জিনিস দান করা যারা জায়েয মনে করেন।

٢٣٩٦- عَنِ الْمِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ قَامَ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ اَنَّ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُّطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِىْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا لَكَ ـ

২৩৯৬. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (উভয়ে) বলেছেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর দরবারে আসলে তিনি সবার

সামনে দাঁড়িয়ে যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, তোমাদের (এই) ভাইয়েরা তওবা করে অর্থাৎ মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের নিকট ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এ ব্যবস্থাকে উত্তম মনে কর তারা তদনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও তাদেরকে আমি বলছি, এরপর আল্লাহ প্রথমেই যে ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর অর্থ আমাদের দান করবেন তা থেকে আমি সর্বাগ্রে ঐ ব্যক্তির এই অংশ পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) কাজ কর। একথার পর সবাই বলে উঠল, আমরা উত্তম মনে করে ও খুশি হয়ে আপনার কথা গ্রহণ করলাম।

১০-অনুচ্ছেদঃ হেবা বা দানের প্রতিদান দেয়া।

٢٣٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا -

২৩৯৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীয়া বা উপহার গ্রহণ করতেন এবং কোন কোন সময় তার প্রতিদান দিতেন।

১১-অনুচ্ছেদঃ নিজের সন্তানকে কোন জিনিস হাদিয়া বা উপহার দেয়া। কোন এক সন্তানকে কিছু দিলে সমানভাবে অন্য সন্তানদেরকে সেই পরিমাণ না দেয়া পর্যন্ত জায়েয হবে না। এই ধরনের (যুলুমের) দানে কেউ সাক্ষী হবে না। নবী (সঃ) বলেছেন, সন্তানদেরকে কোন কিছু দেয়ার ব্যাপারে ইনসাফ কর। পিতা-মাতা সন্তানকে দান বা হেবা করার পর তা আবার ফেরত নিতে পারবে কি না? পিতা মাতা পুত্রের সম্পদ থেকে আইনসংগতভাবে প্রয়োজন পূরণের মত করে গ্রহণ করতে পারবে, তবে সীমালংঘন করা যাবে না। নবী (সঃ) উমরের নিকট থেকে একটি উট খরিদ করে তা ইবনে উমরকে দিয়ে বললেন, এটিকে যেভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাও।

٢٣٩٨- عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ اَبَاهُ اَتٰى بِهِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ نَحَلْتُ ابْنِىْ هٰذَا غُلاَمًا فَقَالَ اَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْهُ -

২৩৯৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তার পিতা তাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি আমার এই পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই তার মত দান করেছো? তিনি বললেন, না। নবী (সঃ) বললেনঃ তাহলে ওটি ফেরত নিয়ে নাও।

১২-অনুচ্ছেদঃ হেবা বা দানের ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী মানা।

٢٤٩٩- عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اَعْطَانِىْ اَبِىْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ اَعْطَيْتُ اِبْنِىْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَاَمَرَتْنِىْ اَنْ اُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هٰذَا قَالَ لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ ـ

২৩৯৯. আমের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নো'মান ইবনে বাশীরকে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি, আমার পিতা আমাকে একটা জিনিস দান করলে আমার মা আমরা বিনতে রাওয়াহা বললেন, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) -কে সাক্ষী করছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী আমরার গর্ভজাত (আমার) পুত্রকে আমি একটি জিনিস দান করেছি। হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু সে এ ব্যাপারে আপনাকে সাক্ষী করার জন্য আমাকে বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এভাবে তোমার সব সন্তানকেই দিয়েছ? সে বলল, না। একথা শুনে তিনি (সঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি দান ফিরিয়ে নিলেন এবং তার ছেলেও তা ফিরিয়ে দিল।

১৩—অনুচ্ছেদঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে কোন জিনিস দান করা। ইবরাহীম নাখয়ী এটাকে জায়েয বলেছেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে এভাবে দান করার পর তা আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। নবী (সঃ) পীড়িত অবস্থায় আয়েশার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী এমন কুকুরের মত, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে। যুহরী (র) বলেন, কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার মোহরের কিছু বা পুরা অংশ আমাকে দান করে দাও, আর স্ত্রী তাই করে এবং এর অল্প দিনের মধ্যে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় এবং স্ত্রী তার দান ফেরত চায় তবে সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার কারণে তা ফেরত দিতে বাধ্য। আর স্ত্রী যদি খুশী মনে তাকে দান করে থাকে এবং প্রতারণার কোন উপাদান না থাকে তবে জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا ـ

তোমরা খুশী মনে স্ত্রীদের মোহর আদায় করে দাও। তবে তারা যদি খুশী মনে মোহর থেকে কিছু দান করে (মাফ করে দেয়) তাহলে তৃপ্তি ও আগ্রহ সহকারে তা খাও।"

٢٤٠٠- عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اِسْتَاْذَنَ اَزْوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ الاَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَفَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاقَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ

لِيْ وَهَلْ تَدْرِيْ مَنِ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ـ

২৪০০. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) (পীড়ার কারণে) নবী (সঃ) চলাফেরা করতে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং তাঁর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি আমার (আয়েশার) ঘরে অবস্থানের জন্য তাঁর সকল স্ত্রীর কাছে অনুমতি চাইলেন। তাঁরা সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে এমনভাবে চলতে থাকলেন যে, তাঁর পা দু'টি মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছিল। যে দুইজন লোকের (কাঁধে ভর দিয়ে তাদের) মধ্যখানে তিনি চলছিলেন, তাদের একজন হলেন, আব্বাস (রা) অপরজন অন্য ব্যক্তি। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, আয়েশা যা বললেন, তা আমি ইবনে আব্বাসের কাছে বর্ণনা করলে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা যে লোকটির নাম উল্লেখ করেননি তিনি কে তা কি তুমি জান? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি হলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রা)।

٢٤٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيْ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ ـ

২৪০১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী ব্যক্তি এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলে।

১৪—অনুচ্ছেদঃ বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে অন্য কাউকে দান করা বা দাসত্ব থেকে মুক্ত করা জায়েয, যদি সে নির্বোধ না হয়। আর নির্বোধ হলে নাজায়েয।

ولا توتوا السفهاء اموا لكم التى جعل الله لكم فيها قياما –

"তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধের হাতে তুলে দিও না।"

٢٤٠٢- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ مَالٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَاَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقِيْ وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعٰى عَلَيْكِ ـ

২৪০২. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যা দিয়েছেন তা ছাড়া আমার কাছে আর কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আমি কি তা থেকে সদকা করব? তিনি বললেন, হাঁ, সদকা কর এবং কৃপণতা করে সম্পদকে থলি বা বাক্সে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও আটকিয়ে রাখা হবে।

٢٤٠٣- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَنْفِقِيْ وَلاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ـ

২৪০৩. আসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (হে আসমা) খরচ কর আর গুণে গুণে রেখ না। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুণে গুণে দান করবেন। আবার বাক্সে বা সিন্ধুকে আটকিয়ে রেখ না। তাহলে আল্লাহও (তোমাকে দেয়ার ব্যাপারে) আটকিয়ে রাখবেন।

٢٤٠٤- عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ قَالَ اَوَفَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ ـ

২৪০৪. ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত গোলাম কুরাইব [নবী (সঃ)-এর স্ত্রী] মায়মুনা বিনতে হারেস (হিলালীয়া) (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মায়মূনা তাকে বলেছেন, তিনি তাঁর একটি দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছেন কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে অনুমতি নেননি (বা তাঁকে অবহিত করেননি)। পালাক্রমে তাঁর ঘরে থাকার দিন আসলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি জানেন যে, আমি আমার দাসীটিকে মুক্ত করে দিয়েছি। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যিই কি তাই করেছো? মায়মূনা (রা) বললেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, যদি তুমি তোমার মামাকে ওটি দান করতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে।

٢٤٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৪০৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। এতে তাদের (স্ত্রীদের) যার নাম উঠিত তাঁকে তিনি সফরে সাথে নিয়ে যেতেন। সাওদা বিনতে যামআ ছাড়া তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একটি দিন এবং রাত বন্টন করতেন। সাওদা বিনতে যামআ তাঁর অংশের দিন ও রাত অন্য কাউকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর স্ত্রী আয়েশাকে দান করেছিলেন।

১৫-অনুচ্ছেদঃ হাদিয়া (উপহার) দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী ময়মুনা (রা) তাঁর একটি দাসীকে আযাদ করে দিলে নবী (সঃ) তাঁকে বললেন, তুমি যদি তোমার মামাদের কাউকে দিতে তাহলে সবচাইতে বেশী সওয়াব লাভ করতে পারতে।

٢٤٠٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اَهْدِيْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا ـ

২৪০৬. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি উপহার পাঠালে তাদের কাকে পাঠাব? তিনি বললেন, যার দরজা তোমার দরজার বেশী নিকটবর্তী।

১৬–অনুচ্ছেদঃ কোন কারণে উপহার গ্রহণ না করা। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেছেন, হাদিয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর যুগে হাদিয়াই ছিল। কিন্তু এখন তা ঘুষে পরিণত হয়েছে।

٢٤٠٧- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ اَنَّهُ اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ قَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِيْ وَجْهِيْ رَدَّهُ هَدِيَّتِيْ قَالَ لَيْسَ بِنَارَدٍّ عَلَيْكَ وَلٰكِنَّا حُرُمٌ ـ

২৪০৭. নবী (সঃ)–এর সাহাবা সা'ব ইবনে জাসসামা আল–লাইসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে একটি বন্য গাধা উপহার দিয়েছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। তিনি উপহার ফেরত দিলেন। সা'ব বর্ণনা করেছেন, আমার উপহার ফেরত দেয়ার কারণে আমার চেহারায় অসন্তুষ্টির অভিব্যক্তি দেখে তিনি বললেন, তোমার উপহার ফেরত দেয়ার কোন কারণ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমরা সবাই যে ইহরাম অবস্থায় আছি।

٢٤٠٨- عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِّنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْاُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِيَ لِيْ قَالَ فَهَلاَّ جَلَسَ فِيْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ بَيْتِ اُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدٰى لَهُ اَمْ لاَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَيَاْخُذُ اَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلٰى رَقَبَتِهِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتّٰى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا ـ

২৪০৮. আবু হুমাইদ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদ গোত্রের একটি লোককে নবী (সঃ) যাকাত আদায়কারীরূপে নিযুক্ত করলেন। সে তা আদায় করে ফিরে এসে বলল, এগুলো আপনার। আর এগুলো আমাকে উপহার দেয়া হয়েছে। তখন নবী (সঃ) বললেন, তবে সে কেন তার পিতার বা মায়ের ঘরে বসে থাকল না? তাহলে দেখা

যেত তাকে উপহার পাঠান হয় কি না? সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই যাকাতের অর্থ থেকে যে-ই কিছু গ্রহণ করবে কিয়ামতের দিন সেগুলো সে ঘাড়ে বহন করে আনবে। উট হলে তা উটের মত চীৎকার করে বলতে থাকবে (যে, আমি সদকার অর্থ)। এরপর তিনি তাঁর দুই হাত এতটা উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিতে পেরেছি, হে আল্লাহ আমি কি পৌছিয়েছি? তিনি তিনবার এরূপ বললেন।

১৭-অনুচ্ছেদঃ কেউ যদি কোন জিনিস দান করে কিংবা দান করার ওয়াদা করে তা হস্তান্তর করার আগেই মরে যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিধান কি হবে? উবাইদা (র) বলেছেন, দানকারী যাকে দান করা হয়েছে তার জীবদ্দশায় যদি দানকৃত সম্পদকে পৃথক করে দিয়ে মরে যায় তবে তা (যাকে দান করা হয়েছে) তার ওয়ারিশদের হক হবে। আর পৃথক না করে থাকলে দানকারীর ওয়ারিশদের হবে। হাসান বসরী বলেছেন, যাকে দান করা হল তার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি যদি উক্ত সম্পদ নিজ অধিকারে নিয়ে থাকে, তাহলে উভয়ের মধ্যে যে-ই মারা যাক না কেন, যাকে দান করা হয়েছে তার ওয়ারিশগণই উক্ত সম্পদের মালিক হবে।

٢٤٠٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتّٰى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ أَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِيْ فَحَثٰى لِيْ ثَلَاثًا -

২৪০৯. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে যদি মাল আসে তাহলে আমি তোমাকে এত (দু'হাত দিয়ে দেখিয়ে অর্থাৎ অনেক) পরিমাণ মাল দেব। এভাবে তিনি তিনবার বলেছিলেন। কিন্তু (বাহরাইন থেকে) মাল আসার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। আবু বাকর (খলীফা নির্বাচিত হয়ে) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করতে বললেন। সে ঘোষণা করল, নবী (সঃ) কাউকে ওয়াদা দিয়ে থাকলে অথবা কারো কাছে ঋণী থাকলে সে যেন আমার (আবু বাকর) কাছে আসে জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁর (আবু বাকর) কাছে গিয়ে বললাম, নবী (সঃ) বাহরাইন থেকে মাল আসলে আমাকে ওয়াদা করেছিলেন। একথা শুনে আবু বাকর (রা) আমাকে দু'হাত ভর্তি করে তিনবার দিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদঃ দানকৃত গোলাম বা অন্য জিনিস কিভাবে নিজের দখলে আনতে হবে। ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ আমি একটি অবাধ্য উটের পিঠে সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! ওটি এখন তোমার।

٢٤١٠- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ

مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَابُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ اُدْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَا هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ ـ

২৪১০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের মধ্যে কিছু রেশমী আলখাল্লা বন্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে কিছুই দিলেন না। পরে মাখরামা তাঁর পুত্র (মিসওয়ার)-কে বলেন, আমার সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে চল। আমি তার সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেন, ভিতরে গিয়ে তাঁকে (সঃ) আমার কথা বলে ডাক। সুতরাং আমি (ভেতরে) গিয়ে ডাকলে তিনি বেরিয়ে আসলেন। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিল উক্ত আলখাল্লাগুলোর একটি। তিনি বললেন, এটি আমি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, মাখরামা সেটি তাকিয়ে দেখলেন এবং খুশী হলেন।

১৯ —অনুচ্ছেদঃ কেউ কাউকে কোন জিনিস দান করলে গ্রহিতা যদি 'গ্রহণ করলাম' না বলেই তা কব্জা করে।

٢٤١١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِاَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لاَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ قَالَ فَتَسْتَطِيْعُ اَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيْهِ تَمْرٌ فَقَالَ اِذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلٰى اَحْوَجَ مِنَّا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا قَالَ اِذْهَبْ فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ ـ

২৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? সে বললঃ রমযান মাসে আমি স্ত্রী সহবাস করেছি। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কোন ক্রীতদাস যোগাড় করতে পারবে কিনা? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি বিরামহীনভাবে দুইমাস রোযা রাখতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি আবার বললেন, তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে এবারও বলল, না। ইতিমধ্যে এক আনসার এক আরাক খেজুর নিয়ে আসল। আরাক হল নির্দিষ্ট মাপের ঝুরি যার মধ্যে খেজুর ছিল। নবী (সঃ) তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের চাইতে অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে কি? সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন! দুই কংকরময় ভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (মদীনায়)

আমার চাইতে অভাবী আর কেউ নেই। নবী (সঃ) বললেনঃ যাও, এগুলো নিয়ে তোমার পরিবারের লোকদেরকে খাওয়াও।

২০ – অনুচ্ছেদঃ পাওনা মাফ করে দেয়া। হাকাম (র) বলেছেন, তা জায়েয। হাসান ইবনে আলী (রা) নিজের ঋণ আদায় করার দায়িত্ব এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী (সঃ) বলেছেন, যার ওপর কারো হক আছে সে হয় তা আদায় করবে নয় হকদারের নিকট থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেবে। জাবের (রা) বলেছেন, আমার পিতা এমন অবস্থায় শহীদ হলেন যে, তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর পাওনাদারদেরকে আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে আমার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে বললেন।

٢٤١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءِ فِىْ حُقُوقِهِم فَاَتَيتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَكَلَّمْتُهُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يَقْبَلُوْا ثَمَرَ حَائِطِىْ وَيُحَلِّلُوْا اَبِىْ فَاَبَوْا فَلَم يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَائِطِىْ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلٰكِنْ قَالَ سَاَغْدُوْ عَلَيْكَ فَغَدَا عَلَيْنَا حَتّٰى اَصْبَحَ فَطَافَ فِى النَّخْلِ وَدَعَا فِى ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ حُقُوقَهُمْ وَبَقِىَ لَنَا مِن ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللّٰهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ لِعُمَرَ اِسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَاعُمَرُ فَقَالَ اَلاَ يَكُوْنُ قَدْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

২৪১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জানিয়েছেন, ওহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শাহাদাত লাভ করলে ঋণদাতারা তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা শুরু করল। তাই আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে (সব কিছু) বললাম। তিনি কর্জদাতাদেরকে আমার বাগানের ফলের বিনিময়ে আমার পিতাকে কর্জ থেকে অব্যাহতি দেয়ার আহবান জানালে তারা অস্বীকৃতি জানাল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আমার বাগান দিলেন না এবং তারা এর ফলও আহরণ করতে পারল না। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আগামী কাল সকালেই আমি তোমার কাছে আসছি। জাবের (রা) বলেন, পরদিন সকালেই তিনি আমাদের কাছে আসলেন এবং খেজুরের গাছসমূহ ঘুরে ঘুরে দেখে ফলে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। এরপর আমি ফল উঠিয়ে তাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করলাম এবং তারপরও কিছু ফল থেকে গেল। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসব বিষয় জানালাম। তিনি তখন উপবিষ্ট ছিলেন। সে সময় উমরও বসে ছিলেন। তিনি উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে উমর শোন। উমর (রা) বললেন, আমরা পূর্ব হতে জানি যে আপনি আল্লাহর রসূল, হাঁ, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।

২১ – অনুচ্ছেদঃ এক ব্যক্তি কর্তৃক একদল লোককে দান করা। আসমা (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও ইবনে আবু আতীককে বলেছিলেন, আমি আমার বোন আয়েশার

উত্তরাধিকারী হিসেবে গাবা নামক স্থানে কিছু জায়গা (ভূমি) পেয়েছি এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) এর বিনিময়ে আমাকে একলক্ষ দিরহাম দিয়েছেন। এ সম্পদ তোমাদের দুইজনের জন্য।

٢٤١٣- عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ اِنْ اَذِنْتَ لِيْ اَعْطَيْتُ هٰؤُلاَءِ فَقَالَ مَاكُنْتُ لاُوْثِرَ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِيْ يَدِهِ -

২৪১৩. সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) -এর কাছে কিছু পানীয় বস্তু আনা হলে তিনি (তা থেকে) পান করলেন। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে (ইবনে আব্বাস), আর বাম দিকে ছিলেন বৃদ্ধেরা (আবু বাকরও তাদের মধ্যে ছিলেন)। নবী (সঃ) যুবকটিকে বললেন, তুমি অনুমতি দিলে এদেরকে (বামের বৃদ্ধদেরকে) দিতে পারি। ছেলেটি বলল, আপনার থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। নবী (সঃ) তখন সেটি তার হাতের ওপর রেখে দিলেন।

২২ – অনুচ্ছেদঃ দখলকৃত ও দখলকৃত নয় এবং বন্টনকৃত ও বন্টনকৃত নয় এমন সম্পদ হেবা (দান) করা। নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ যুদ্ধলব্ধ অবন্টিত অর্থ-সম্পদ হাওয়াযিন গোত্রকে দান করে দিয়েছেন।

٢٤١٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِيْ وَزَادَنِيْ -

২৪১৪. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মসজিদে নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে আরো অতিরিক্ত কিছু আমাকে দিলেন।

٢٤١٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيْرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ اُرَاهُ فَوَزَنَ لِيْ فَاَرْجَحَ فَمَازَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتّٰى اَصَابَهَا اَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ -

২৪১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটি উট বিক্রি করলাম। আমরা মদীনা পৌঁছলে তিনি বললেন, মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় কর। তারপর তিনি আমাকে ওজন করে (উটের মূল্য) দিলেন। শো'বা বলেছেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, ওজনে পাওনার বেশী করে দিলেন। হাররার ঘটনার সময় সিরিয়াবাসীরা আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে না নেয়া পর্যন্ত ঐ অর্থের কিছু না কিছু সব সময়ই আমার কাছে ছিল।

٢٤١٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ

وَعَنْ يَسَارِهِ اَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ لَا اُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا فَتَلَّهُ فِىْ يَدِهِ ـ

২৪১৬. সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু পানীয় আনা হল। তাঁর ডান দিকে ছিল একজন অল্প বয়স্ক ছেলে আর বাম দিকে ছিলেন কিছু সংখ্যক প্রবীণ লোক। নবী (সঃ) ছেলেটিকে বললেনঃ এদেরকে (প্রথম) দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, না, আল্লাহর শপথ! আপনার (ঝুটা) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন নবী (সঃ) সেটি তার হাতের ওপর সজোরে রেখে দিলেন।

٢٤١٧-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ اَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوْهُ فَاِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَقَالَ اِشْتَرُوْا لَهُ سِنًّا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَقَالُوْا اِنَّا لَا نَجِدُ سِنًّا اِلاَّ سِنًّا هِىَ اَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوْهَا فَاَعْطُوْهَا اِيَّاهُ فَاِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ اَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ـ

২৪১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ঋণ পাওনা ছিল। (সে তা আদায় করার জন্য অশিষ্ট আচরণ করলে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাকে শাস্তি দিতে সংকল্প করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ওকে ছাড়। কেননা পাওনাদার বা হকদার এরূপ কথাই বলে থাকে। তিনি বরং সাহাবাদেরকে বললেন, এক বছর বয়সের একটি উট খরিদ করে তাকে দিয়ে দাও। সাহাবারা বললেন, আমরা এ বয়সের কোন উট পাচ্ছি না, বরং এর চাইতে বেশী বয়সের পাচ্ছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ওটিই কিনে দাও। কেননা তোমাদের মধ্যে সে-ই সবচাইতে উত্তম যে সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে থাকে।

২৩ – অনুচ্ছেদঃ কয়েক ব্যক্তি মিলে একদল লোককে বা এক ব্যক্তি একদল লোককে দান করা জায়েয।

٢٤١٨- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِىْ مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَرُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَاهُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلَاءِ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّىْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يُطَيِّبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَايُفِىْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّا لَا نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ طَيَّبُوْا وَاَذِنُوْا وَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا مِنْ سَبْىِ هَوَازِنَ -

২৪১৮. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (হাওয়াযিন গোত্রের সাথে যুদ্ধের পর) হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের অর্থ সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার আবেদন জানালে নবী (সঃ) বললেন, (আমি তো একা নই) তোমরা দেখছ আমার সাথে আরো লোক আছে। সত্য ও স্পষ্ট কথাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। দু'টি জিনিসের যে কোন একটিকে তোমরা গ্রহণ কর। হয় অর্থ-সম্পদ গ্রহণ কর, নয় বন্দীদের গ্রহণ কর। আমি এজন্যই বন্দীদের বন্টনের ব্যাপারে বিলম্ব করেছিলাম (যে, তোমরা আসবে)। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সঃ) তায়েফ থেকে ফেরার সময় দশ রাতের (দিনের)-ও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। এভাবে তাদের কাছে যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী (সঃ) দু'টির যে কোন একটির অধিক ফিরিয়ে দিবেন না তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। সুতরাং তোমরা যারা এই সিদ্ধান্ত উত্তম মনে কর, তারা তদনুযায়ী কাজ কর। আর যারা নিজের অংশের অধিকার ছাড়তে রাজি নও, তাদের আমি এরপর আল্লাহ সর্বপ্রথমেই ফাই (বিনা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত সম্পদ)-এর যে অর্থ আমাকে দান করবেন, তা থেকে ঐ ব্যক্তির এই অংশ আমি পূরণ করে দেব এই শর্তে (এই সিদ্ধান্ত মোতাবেক) কাজ কর। লোকেরা সবাই বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা উত্তম মনে করে ও খুশী হয়ে তাদের স্বার্থে আপনার কথা গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) তাদের বললেনঃ আমি তো জানতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল এবং কে দিল না। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের এই ব্যাপারটা আমার সাথে আলোচনা করবে। সমস্ত লোক চলে গেল এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জানাল যে, সবাই খুশী মনে ও উত্তম মনে করে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিন বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, "হাওয়াযিন বন্দীদের সম্পর্কে আমরা এতটুকু ঘটনাই অবহিত আছি" শেষের এই কথাটুকু ইমাম যুহরীর।

২৪ – অনুচ্ছেদঃ কাউকে কিছু দান করার সময় যদি তার সংগীরাও তার সাথে উপস্থিত থাকে তবে তা (দানকৃত বস্তু) ঐ ব্যক্তিরই হবে। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, সংগীরাও এর অংশীদার হবে বলে তিনি মত পোষণ করতেন, কিন্তু তা ঠিক নয়।

٢٤١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ اَخَذَ سِنًّا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً ثُمَّ قَضَاهُ اَفْضَلَ مِن سِنِّهِ وَقَالَ اَفْضَلُكُمْ اَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ـ

২৪১৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক বছর বয়সের একটি উট ধারে নিয়েছিলেন। উটের মালিক উটের তাগাদা করতে এসে কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহার করলে তিনি তার উটের চাইতে উত্তম একটি উট দিয়ে ঋণ আদায় করলেন এবং সাহাবীদের বললেন, উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

٢٤٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ عَلٰى بَكْرٍ لِعُمَرَ صَعْبٍ فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ لاَيَتَقَدَّمُ النَّبِىَّ ﷺ اَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِعْنِيْهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَلَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَلَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَاشِئْتَ ـ

২৪২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে উমরের একটি অবাধ্য ও বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। উটটি (কোন সময়) নবী (সঃ)-এর (উটের) আগে চলে যাচ্ছিল। আর তখনি উমর (রা) ডেকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ! নবী (সঃ)-এর আগে আগে কেউ যেতে পারে না। নবী (সঃ) তাঁকে (উমরকে) বললেন, ওটিকে আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা) বললেন, ওটি তো আপনারই। সুতরাং নবী (সঃ) সেটি কিনে বললেন, হে আবদুল্লাহ! ওটি তোমার, অতএব ওটা দ্বারা যা ইচ্ছে করতে পার।

২৫ – অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তিকে সে যে উটের পিঠে আরোহণ করে আছে সেটি দান করা জায়েয। ইবনে উমর (রা) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে আমি একটি বেয়াড়া উটের ওপর সওয়ার ছিলাম। নবী (সঃ) উমর (রা)-কে বললেনঃ ওটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর সেটাকে বিক্রি করে দিলেন। নবী (সঃ) বললেনঃ হে আবদুল্লাহ! ওটা এখন তোমার।

২৬ – অনুচ্ছেদঃ এমন কিছু উপহার দেয়া যা পরিধান করা নিষিদ্ধ।

٢٤٢١–عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً قَالَ اَكَسَوْتَنِيْهَا وَقُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَاقُلْتَ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ اَخًالَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا ـ

২৪২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের সামনে একজোড়া রেশমী কাপড় বিক্রি হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই জোড়া খরিদ করলে আপনি জুমুআ ও প্রতিনিধি আসার দিন পরিধান করতে পারতেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ঐসব কাপড় তারাই পরিধান করে আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। এরপর কিছু রেশমী কাপড় আসলে তিনি (সঃ) তা থেকে উমর (রা)-কে একজোড়া কাপড় দান করলেন। উমর (রা) আরয করলেন, (হে আল্লাহর রসূল,) আমাকে পরিধান করার জন্য এই কাপড় দিয়েছেন? অথচ রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি এরূপ বলেছিলেন। তিনি (সঃ) বললেনঃ তোমাকে পরিধান করার জন্য আমি এই কাপড় দেইনি। সুতরাং উমর (রা) মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক মুশরিক ভাইকে উক্ত কাপড় পাঠিয়ে দিলেন।

٢٤٢٢– عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلِىٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ عَلٰى بَابِهَاسِتْرًا مَوْشِيًّا فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا فَاَتَاهَا عَلِىٌّ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَاْمُرْنِىْ فِيْهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسِلُ بِهِ اِلٰى فُلاَنٍ اَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ ـ

২৪২২. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) (একদিন) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীতে আসলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না (ভিতরে প্রবেশ না করেই ফিরে গেলেন)। আলী (রা) আসলে ফাতেমা (রা) তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। তিনি (আলী) আবার নবী (সঃ)-এর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করলে নবী (সঃ) বললেনঃ আমি তাঁর ঘরের দ্বারে ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো দেখেছি। এরপর বললেন, দুনিয়া ও তার সাজসজ্জায় আমার কি প্রয়োজন? আলী (রা) ফাতেমার কাছে এসে এসব জানালেন। ফাতেমা (রা) বললেন, ঐগুলোর ব্যাপারে কি করতে হবে তাঁর ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ

দান করুন। নবী (সঃ) বলে পাঠালেন, অমুক পরিবারের লোকদের কাছে পাঠিয়ে দাও, তাদের তীব্র প্রয়োজন রয়েছে। [৫]

٢٤٢٣- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَهْدٰى اِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ -

২৪২৩. আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় উপহার পাঠিয়েছিলেন। আমি তা পরিধান করলে নবী (সঃ)-এর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করলাম। তাই আমি ঐ কাপড় আমার আত্মীয়া মেয়েদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম।

২৭ – অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করে এমন একটি জনপদে উপনীত হলেন যেখানে একজন বাদশাহ বা অত্যাচারী লোক ছিল। সে (বাদশাহ বা যালেম লোকটি) বলল, তাঁকে (সারাকে) উপহার হিসেবে আজারা (হাজেরা)-কে দান করে দাও। নবী (সঃ)-কে একটি (রান্নাকৃত) বিষাক্ত বকরী উপহার দেয়া হয়েছিল। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন, আয়লার শাসক নবী (সঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসেবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন।

٢٤٢٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ اَحْسَنُ مِنْ هٰذَا -

২৪২৪. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-কে একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেয়া হয়েছিল। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। সেটা দেখে লোকেরা খুব খুশী হলে তিনি বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল এর চাইতে বহু গুণে উৎকৃষ্ট হবে।

---

৫. দুনিয়ার সাজসজ্জা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়। বরং অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ইসলাম সর্ব ক্ষেত্রেই অপসন্দ করেছে। সমাজে যদি কিছু মানুষ এমন থাকে যারা লজ্জা নিবারণের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র পাচ্ছে না, তাদের এই অভাব দূর করার পূর্বে বাড়ীর দরজা-জানালায় বিনা প্রয়োজনে পর্দা লটকানো ইসলামের দৃষ্টিতে সংগত নয়। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) ফাতেমা (রা)-র বাড়ীর দরজার পর্দার কাপড় এমন একটা পরিবারে পাঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন, যাদের বস্ত্রের অভাব ছিল অত্যন্ত তীব্র।

٢٤٢٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُوْمَةٍ فَاَكَلَ مِنْهَا فَجِيْءَ بِهَا فَقِيْلَ اَلاَ نَقْتُلُهَا قَالَ لاَ : فَمَا زِلْتُ اَعْرِفُهَا فِىْ لَهَوَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

২৪২৫. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ইহুদী নারী নবী (সঃ)-এর কাছে বকরীর বিষমাখা গোশত উপহার হিসেবে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে কিছু খেয়েছিলেন। পরে তাকে নবী (সঃ)-এর কাছে আনা হলে নবী (সঃ)-কে বলা হল, আপনি কি তাকে হত্যা করবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (মুখ গহবরের) তালুতে বিষক্রিয়ার লক্ষণ বরাবরই লক্ষ্য করতাম। ৬

٢٤٢٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ اَنْ يُشْوٰى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَافِى الثَّلاَثِيْنَ وَالْمِائَةِ اِلاَّ قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَلَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلُوْا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا فَفَضَلَتِ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ ـ

২৪২৬. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ কোন এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা এক'শ ত্রিশ জন লোক ছিলাম। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কারো কাছে কোন খাবার আছে কি? দেখা গেল এক ব্যক্তির সাথে এক সা' অথবা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। রুটি তৈরী করার জন্য আটা গোলানো হল। এ সময় দীর্ঘকায় অবিন্যস্ত চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি একপাল বকরী নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বেচবে না উপহার দেবে অথবা দান করবে? সে বলল, না আমি এগুলো বিক্রি করব। নবী (সঃ) তার নিকট থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন এবং সেটিকে জবেহ করা হল। নবী (সঃ) এর কলিজা ভাজতে নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ!

---

৬. বিষমাখা গোশতের ঘটনা নবী (সঃ)-এর খায়বার অভিযানকালে সংঘটিত হয়। নবী (সঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক ইহুদী নারী বকরীর গোশ্ত ভাজা করে তাতে বিষ মিশিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে উপহার পাঠায়। গোশত খেয়ে বিষের প্রতিক্রিয়া নবী (সঃ)-এর তালুতে দেখা দেয় তবে বড় রকমের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে তাঁর তিনজন সংগী এতে নিহত হন। অবশ্য শেষ জীবনে এর প্রতিক্রিয়া তিনি অনুভব করতেন এবং মৃত্যু শয্যায় তিনি এ বিষয়ে বলতেন।

একশ ত্রিশ জনের মধ্যে কেউই এমন থাকল না যাকে তিনি কলিজার এক টুকরা দিলেন না। উপস্থিত থাকলে তাকে তখনই দিলেন আর অনুপস্থিতদের জন্য সরিয়ে রাখলেন। আর গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। সবাই খেল। আমরা তো খেয়ে পরিতৃপ্ত হলাম। এরপরও দু'টি পাত্রে কিছু বাড়তি গোশত থেকে গেল। ঐগুলোকে আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যাত্রা করলাম অথবা অনুরূপ কিছু করলাম।

২৮–অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের হাদিয়া (উপহার) দেওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْنَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ -

"যেসব মুশরিক দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে নিজেদের দেশ (ঘরবাড়ী) থেকে উৎখাত করে না তাদের প্রতি ইহসান করতে এবং তাদের সাথে সুবিচারমূলক ব্যবহার প্রদর্শন করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ সুবিচারকারীগণকে ভালবাসেন।"

٢٤٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰى عُمَرُ حُلَّةً عَلٰى رَجُلٍ تُبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَاقُلْتَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا تَبِيْعُهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اَخٍ لَهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ -

২৪২৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) এক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী (সঃ)–কে বললেন, আপনি এই কাপড় জোড়া খরিদ করুন, জুমুআ ও প্রতিনিধি দল আসার দিন পরিধান করবেন। নবী (সঃ) বললেনঃ এ ধরনের কাপড় একমাত্র তারাই পরিধান করতে পারে, আখেরাতে যাদের কোন অংশ নেই। পরে এ ধরনের কয়েক জোড়া কাপড় রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাছে আনা হলে তিনি তার (মধ্য হতে) এক জোড়া উমরকে পাঠিয়ে দিলেন। উমর (রা) বললেন, কেমন করে আমি এ কাপড় পরিধান করতে পারি? কেননা আপনি এ সম্বন্ধে খুব কঠোর কথা বলেছেন। নবী (সঃ) বললেন, আমি তোমাকে এ কাপড় পরিধান করার জন্য পাঠাইনি, বরং এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা বিক্রি করে দেবে বা অন্য কোন অভাবী লোককে দান করবে। সুতরাং উমর (রা) তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি।[৭]

---

৭. এই লোকটি ছিল হযরত উমর (রাঃ)–এর দুধভাই উসমান ইবনে হাকীম। এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদেরকেও উপহার–উপঢৌকন দেওয়া যায়।

٢٤٢٨- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتُ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ اُمِّىْ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ اُمَّكِ -

২৪২৮. আসমা বিনতে আবু বাকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমার মা আমার ইসলাম গ্রহণের পরে এক সময় আমার কাছে আসলেন। তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন। (তাঁর সাথে কি ধরনের আচরণ করতে হবে) এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলাম। আমি বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। সুতরাং আমি কি আমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ করব? তিনি বললেন, হাঁ, তোমার মায়ের সাথে উত্তম আচরণ কর।

২৯—অনুচ্ছেদঃ সদকা বা দান ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্যেই বৈধ নয়।

٢٤٢٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪২৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, দান করে তা প্রত্যাহারকারী বমি করে ভক্ষণকারীর মত।

٢٤٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِىْ يَعُوْدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪৩০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। দান করে যে ব্যক্তি আবার তা প্রত্যাহার করে নেয় সে এমন কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খেয়ে ফেলে।

٢٤٣١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَاَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ اَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ -

২৪৩১. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি ঘোড়া আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রাহে আরোহণ করার জন্য দান করলাম। কিন্তু তার কাছে ঘোড়াটি থাকাকালে সে ওটিকে (ঘাস পানি ঠিকমত না দিয়ে) প্রায় ধ্বংস করে ফেলল। তাই আমি আবার ঘোড়াটিকে তার নিকট থেকে খরিদ করে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। আমি

মনে করলাম, সে সস্তায়ই হয়ত সেটা বিক্রি করবে। সুতরাং এ ব্যাপারে আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এক দিরহামেও যদি ওটা সে তোমাকে দেয় তবুও তুমি খরিদ করবে না। কেননা সদকা প্রত্যাহারকারী বমি করে তা ভক্ষণকারী কুকুরের ন্যায়।

৩০-অনুচ্ছেদঃ

٢٤٣٢- عَنْ بَنِىْ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ اِدَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْطٰى ذٰلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرْوَانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمَا عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَا عْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً فَقَضٰى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ -

২৪৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইবনে জুদআনের আযাদকৃত দাস সুহাইবের সন্তানরা দু'টি ঘর ও একটি কামরার অধিকার দাবী করে বলল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সেগুলো সুহাইবকে দান করেছিলেন। (একথা শুনে) মারওয়ান বলল, এ ব্যাপারে তোমাদের কোন সাক্ষী আছে কি? তারা বলল, ইবনে উমর (রা) সাক্ষী আছেন। মারওয়ান ইবনে উমরকে ডেকে পাঠালে তিনি এসে সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবকে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছেন। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মারওয়ান তাদের অনুকূলে রায় প্রদান করলেন।

৩১-অনুচ্ছেদঃ উমরা (মৃত্যু পর্যন্ত ভোগদখলের জন্য কাউকে কিছু দান করা) ও রুকবা (মৃত্যুকে শর্ত করে কাউকে ঘর বা বাড়ী দান) করা। (যেমন কেউ অন্য একজনকে বলল, আমি আমার এই বাড়ীটা এই শর্তে তোমাকে বসবাসের জন্য দান করলাম যে, তুমি আগে মৃত্যুবরণ করলে বাড়ীটা আমার হয়ে যাবে। আর যদি আমি আগে মৃত্যুবরণ করি তাহলে তোমার হয়ে যাবে।) এ সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে। কেউ যদি একথা বলে যে, সারা জীবন বসবাসের জন্য তোমাকে আমি বাড়ী দান করলাম, একে বলে উমরা। আর যদি কেউ বলে, তোমাকে এই ঘর বসবাস করতে দিলাম এটাকে বলে রুকবা।[৮]

٢٤٣٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالْعُمْرٰى اَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ -

২৪৩৩. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী (সঃ) উমরা সম্পর্কে এই মীমাংসা করেছেন যে, যাকে তা দেয়া হয়েছে তারই মালিকানা বহাল থাকবে।

٢٤٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْعُمْرٰى جَائِزَةٌ -

---

৮. কাউকে কোন জিনিস তার জীবদ্দশা পর্যন্ত ভোগদখল করতে দিলে তাকে বলে উমরা (জীবনস্বত্ব)। কেউ কোন জিনিস কাউকে দান করার সময় বলল, তুমি আমার আগে মারা গেলে আমিই এর মালিক হব আর আমি তোমার আগে মারা গেলে তুমি হবে এর মালিক, একে বলে রুকবা।

২৪৩৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, উমরা (জীবনস্বত্ব) জায়েয।

৩২-অনুচ্ছেদঃ ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কিছু ধার নেয়া।

٢٤٣٥- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا مِنْ اَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ الْمَنْدُوْبُ فَرَكِبَ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ مَارَاَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

২৪৩৫. কাতাদা (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, (এক সময়ে শত্রুর আক্রমণের ভয়ে) মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (সঃ) আবূ তালহার 'মানদূব' নামক ঘোড়াটি ধার নিলেন। অতঃপর তাতে আরোহণ করলেন [এবং (গোটা মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে বললেন, ভীত বা সন্ত্রস্ত হওয়ার মত কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (সচ্ছল গতি বিশিষ্ট) পেলাম।

৩৩-অনুচ্ছেদঃ নব দম্পতির বাসর রাতে ব্যবহারের জন্য কিছু ধার নেয়া।

٢٤٣٦- عَنْ اَيْمَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ اِلٰى جَارِيَتِيْ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهَا تُزْهٰى اَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَاكَانَتْ اِمْرَاَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ اِلاَّ اَرْسَلَتْ اِلَيَّ تَسْتَعِيْرُهُ -

২৪৩৬. আয়মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক সময় আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সুতার একটা কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এই দাসীটাকে একটু চোখ তুলে দেখ, বাড়ীতেও সে এটি ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমার ঐ রকমই একটা কামিজ ছিল। লোক পাঠিয়ে আমার নিকট থেকে ওটা না নিলে বিয়ের সময় মদীনার কোন মেয়েকেই সাজান হত না।

৩৪-অনুচ্ছেদঃ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দান করার মর্যাদা।

٢٤٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الْمَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِاِنَاءٍ -

২৪৩৭. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুগ্ধবতী উষ্ট্রী এবং দুগ্ধবতী বকরী যা সকালে এক পাত্র ভর্তি এবং বিকালে এক পাত্র ভর্তি দুধ দান করে উপহার হিসেবে কতই না উত্তম।

٢٢٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ يَعْنِىْ شَيْئًا وَكَانَ الاَنْصَارُ اَهْلَ الاَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الاَنْصَارُ عَلٰى اَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ اَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوْهُمُ الْعَمَلَ وَالْمُؤْنَةَ وَكَانَتْ اُمُّهُ اَنَسٍ اُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ اُمَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بِى طَلْحَةَ ، فَكَانَتْ اَعْطَتْ اُمُّ اَنَسٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِذَاقًا فَاَعْطَاهُنَّ النَّبِىُّ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ اُمَّ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ اَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُوْنَ اِلَى الْاَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِى كَانُوْا مَنَحُوْهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُمِّهِ عِذَاقَهَا وَاَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّ اَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ شَبِيْبٍ اَخْبَرَنَا اَبِىْ عَنْ يُوْنُسَ بِهٰذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ -

২৪৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজিরগণ যে সময় মক্কা থেকে মদীনায় আসলেন তখন তাদের কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসারগণ ভূমি ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন। আনসারগণ তাদের ভূমি ও সম্পদ এই শর্তে মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দিলেন যে, প্রতি বছর তারা এর উৎপন্ন ফল ও ফসল একটা পরিমাণ মত তাদেরকে (আনসার) প্রদান করবে এবং শ্রম ও মজুরীর কাজ মুহাজিরগণ করবেন। আনাসের মা উম্মে সুলাইম (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহারও মা ছিলেন। এই আনাস ইবনে মালেকের মা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়েছিলেন। নবী (সঃ) আবার সেগুলো তার আযাদকৃত দাসী উসমান ইবনে যায়েদের মা উম্মে আয়মানকে দিয়েছিলেন। ইবনে শিহাব (র) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রা) আমাকে জানিয়েছেন, খায়বরবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করে নবী (সঃ) যে সময় মদীনায় ফিরে আসলেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের দেয়া ফল ও সম্পদসমূহ ফিরিয়ে বা পরিশোধ করে দিলেন। সুতরাং নবী (সঃ)-ও আনাসের মাকে তার দেয়া খেজুর গাছগুলো ফেরত দিলেন এবং এর পরিবর্তে উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কয়েকটি গাছ দান করলেন।[৯]

٢٤٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَامِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا

৯. ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ ইসমাঈল ও মালেকের মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যাতে "আল-মানহাতু" শব্দের পরিবর্তে "নিমাস-সাদাকাহ" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কতই না উত্তম সাদকা।

إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَ مَادُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ـ

২৪৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ চল্লিশটি উন্নত স্বভাব আছে যার মধ্যে কাউকে বকরী দান করা সবচাইতে উচ্চ ও উন্নত মানের স্বভাব। সওয়াবের আশায় ও আল্লাহর ওয়াদাকে সত্য জেনে যে কোন ব্যক্তি এর যে কোন একটি স্বভাবের ওপর আমল করবে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাসসান (রা) বলেন, বকরী দান করা ছাড়া আমরা স্বভাবগুলোর মধ্য থেকে যেগুলোকে গণনা করলাম তা হল, সালামের জবাবদান, হাঁচির জবাবদান, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া এবং অনুরূপ আরো কয়েকটি। কিন্তু পনরটি স্বভাবের অধিক গণনা করতে আমরা সক্ষম হলাম না।

٢٤٤٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُوْلُ أَرَضِيْنَ فَقَالُوْا نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبٰى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ـ

২৪৪০. জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমি ছিল। তারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমরা কি ঐসব ভূমি উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ কিংবা অর্ধাংশের বিনিময়ে (চাষাবাদ করতে) দিব? নবী (সঃ) বললেন, যার ভূমি আছে, হয় সে নিজে তা চাষাবাদ করবে অথবা তার ভাইকে দান করবে। যদি এতে রাজি না থাকে, তবে আবাদ না করে ফেলে রাখবে।

٢٤٤١- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ـ

২৪৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (সঃ)-এর নিকট এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইলে নবী (সঃ) বললেনঃ তোমার জন্য দুঃখ হয়! হিজরতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠিন। তোমার কি উট আছে? লোকটি বলল, হাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর যাকাত আদায় করে থাক? সে বলল, হাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ)

আবার বললেন, তুমি কি তা থেকে দান করে বা উপহার পাঠিয়ে থাক? লোকটি বলল, হাঁ, করে থাকি। নবী (সঃ) আবারও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি পান করানোর সময় কি ঐগুলো দোহন করো? সে (এবারও) বললো, হাঁ। নবী (সঃ) বললেন, তাহলে সমুদ্র পারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে হলেও এগুলো অনুযায়ী আমল করে যাও অর্থাৎ এ কাজগুলো করতে থাক। কেননা আল্লাহ তোমার আমলের (ক্ষুদ্র বা বড়) কোনটাই বাদ দিবেন না।

٢٤٤٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلَى اَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا فَقَالَ لِمَنْ هٰذِهِ فَقَالُوْا اكْتَرَاهَا فُلاَنٌ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا اِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّاْخُذَ عَلَيْهَا اَجْرًا مَعْلُوْمًا ـ

২৪৪২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) একটি কৃষি ক্ষেতের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলেন মাঠ ভরা সুন্দর ফসল আন্দোলিত হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ফসলের ক্ষেত কার? লোকেরা বলল, অমুক ব্যক্তি এটাকে অর্থের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছেন। নবী (সঃ) বললেন, যদি সে (মালিক) তাকে এটা দান করতো তাহলে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণের চাইতে বেশী সওয়াব সে লাভ করতে পারতো।

৩৫—অনুচ্ছেদঃ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে বলে, 'আমি এই দাসীটি তোমার সেবা বা খেদমতের জন্য দান করছি' তবে এরূপ বলে দান করা জায়েয বা বৈধ। কেউ কেউ বলেছেন, এটা ধার বা কর্জের মত হবে। আর যদি বলে, এই কাপড়খানা আমি তোমাকে পরিধান করালাম তাহলে তা দান বলে গণ্য হবে।

٢٤٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ بِسَارَةَ فَاَعْطَوْهَا اٰجَرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْدَمَ هَاجَرَ ـ

২৪৪৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ইবরাহীম (আঃ) সারাকে সাথে করে হিজরত করলে তাকে আজরাকে (হাজেরাকে) দেয়া হল। তিনি (সারা) ফিরে এসে বললেন, তুমি কি জান আল্লাহ কাফেরকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়েছেন। ইবনে সীরীন আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তাঁর খেদমতের জন্য আজেরাকে প্রদান করল।

৩৬—অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দিলে তা উমরা (জীবনস্বত্ব) ও সদকা হিসাবে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেছেন, সে (দাতা) তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

٢٤٤٤- عَنْ عُمَرَ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَاَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ ـ

২৪৪৪. উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর পথে আরোহণের জন্য আমি একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। এক সময় দেখলাম সেটি বিক্রি করা হচ্ছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ সেটা খরিদ করো না এবং নিজের সদকা ফিরিয়ে নিও না।

অধ্যায়—২৮

كتاب الشهادات

(সাক্ষ্যদানের বর্ণনা)

১—অনুচ্ছেদঃ বাদীকেই (নিজ দাবীর পক্ষে) প্রমাণ পেশ করতে হবে, এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لاَيَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَاالْاُخْرٰى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَادُعُوْا وَلاَ تَسْأَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهِ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَنْ لاَّ تَرْتَابُوْا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ لاَّ تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهِدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلاَ شَهِيْدٌ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ - فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ - وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ - (سُوْرَةُ البقرة - ايات - ٢٨٢-٢٨٣)

"হে মুমিনগণ! কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যদি তোমরা ঋণ দেয়া নেয়া কর, তাহলে তোমরা তা লিখিতভাবে করবে। একজন তোমাদের (উভয়ের মধ্যেকার ঋণ দেয়া নেয়ার) এ বিষয়টি ইনসাফপূর্ণভাবে লিখে দেবে। লিখতে সক্ষম ব্যক্তি লিখতে অস্বীকৃতি জানাবে না, বরং লিখে দিবে। কারণ আল্লাহ তাকে লেখার যোগ্যতা

দিয়েছেন। যে ব্যক্তি এই বোঝা গ্রহণ করেছে সে (লিখককে) লিখনীয় বিষয় বলে দেবে। এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা উচিত, যেন ফয়সালাকৃত কথাবার্তার কমবেশি করা না হয়। তবে ঋণ গ্রহণকারী যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয় অথবা লিখনীয় বিষয় বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক সুবিচারপূর্ণভাবে লিখিয়ে দেবে। এরপর (এ ব্যাপারে) দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও যাতে একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমাদের গ্রহণযোগ্য লোকই সাক্ষী হবে। সাক্ষীদের (সাক্ষ্যদানের জন্য) ডাকা হলে তারা অস্বীকার করবে না। ব্যাপার ছোট বড় যাই হোক না কেন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তা লিখে নিতে উপেক্ষা করো না। এই ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে সুবিচারপূর্ণ এবং সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সহজ-সরল এবং (এতে) সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ অধিকতর কম থাকে। তবে যেসব ব্যবসায় সংক্রান্ত লেনদেন তোমরা নগদ নগদ করে থাক তা না লিখলেও কোন দোষ নাই। তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারের সময় অবশ্যই সাক্ষী ঠিক করে নেবে। লিখক ও সাক্ষীকে কষ্ট দেয়া বা ক্ষতি করা যাবে না, যদি তোমরা এরূপ কর তবে এটা তোমাদের অপরাধ। (এ ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদেরকে (সুষ্ঠু পন্থা) শিক্ষা দেন। তিনি সব কিছুই জানেন" (সূরা বাকারাঃ ২৮২-৩)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِيْدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ـ (سورة النساء اية ١٣٥)

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হয়ে ইনসাফের ধারক হয়ে যাও। যদিও তোমাদের এই ইনসাফ ও সুবিচারের আঘাত তোমার নিজের ওপর অথবা তোমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের ওপরও পড়ে। আর (ইনসাফপ্রার্থী বাদী-বিবাদী) উভয়েই ধনী হোক কিংবা গরীব হোক আল্লাহর এই অধিকারই সর্বাধিক মনোযোগের উপযোগী। অতএব এ ব্যাপারে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ইনসাফ থেকে দূরে সরে যেও না। যদি এ ক্ষেত্রে রেখেঢেকে কথা বল অথবা মুখ ফিরিয়ে রাখো, তবে জেনো তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার সবই অবহিত আছেন"-(সূরা নিসাঃ ১৩৫)।

২-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন লোকের সৎ স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি বলে, আমি তো তাকে সৎ বলেই জানি অথবা আমি তার সততা ছাড়া আর কিছু জানি না।

٢٤٤٥- عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا وَاُسَامَةَ حِيْنَ

اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِى فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا اُسَامَةُ فَقَالَ : اَهْلُكَ وَلاَ نَعْلَمُ اِلاَّ خَيْرًا وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ اِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ اَكْثَرَ مِنْ اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ اَهْلِهَا فَتَأْتِى الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنَا مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِى اَذَاهُ فِى اَهْلِ بَيْتِىْ فَوَاللّٰهِ مَاعَلِمْتُ مِنْ اَهْلِى اِلاَّ خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَاعَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا -

২৪৪৫. উরওয়া ইবনে যুবায়ের, ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে আয়েশা (রা)-র বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে। তাঁদের বর্ণিত কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা প্রতিপন্নকারী। (তাঁরা বর্ণনা করেছেন) তাঁর (আয়েশা) বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যে সময় অপবাদ রটনা করল এবং ওহী নাযিল হতে বিলম্ব হল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাকদানের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা) বললেন, আপনার স্ত্রী, তাঁর সম্পর্কে তো আমরা শুধু ভালই জানি। বারীরা বর্ণনা করেছেন, তাঁর (আয়েশা) সম্পর্কে আমি একটা খারাপ ছাড়া আর কিছুই জানি না। তা হলো অল্পবয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি প্রায়ই বাড়ীর লোকদের জন্য আটা খামীর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়তেন আর এই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাকে কে সাহায্য করবে যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে যার সম্পর্কেও আমি শুধু ভালই জানি।[১]

---

১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নাত বা নিয়ম ছিল যখন তিনি দীর্ঘ সময়ের জন্য সফরে বের হতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করে যার নাম উঠত সেই স্ত্রীকে সংগে করে সফরে নিয়ে যেতেন। বনু মুস্তালিক যুদ্ধের সময় এইভাবে লটারী করলে তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নাম উঠে এবং তিনি তাঁকে সংগে নিয়ে যান। হযরত আয়েশা ছিলেন তখন অল্পবয়স্কা ও হাল্কা-পাতলা গড়নের। সওয়ারীতে আরোহণের সময় তিনি হাওদাজের (উটের পিঠে বসানো ছই) মধ্যে উঠে বসতেন। লোকেরা তাঁকেসহ হাওদাজ উটের পিঠে উঠিয়ে দিত আর অবতরণের সময়ও ঐভাবে অবতরণ করাতো। যুদ্ধাভিযান শেষে মুসলিম সেনাদল মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সময় মদীনার বাইরে তাঁবু করে রাত্রি যাপন করল। ভোরে কিছু রাত থাকতেই সেনাদলকে আবার মদীনার দিকে রওয়ানা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হল। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেনাদল ছেড়ে কিছু দূরে পায়খানার হাজত পূরণ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন সেনাদলে যাত্রার প্রস্তুতি চলছে। এই সময় তিনি গলায় হাত দিয়ে দেখলেন তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। হার খুঁজতে তিনি আবার ফিরে গেলেন। হারও পেয়ে গেলেন। কিন্তু এসে দেখলেন সেনা-কাফেলা রওয়ানা হয়ে গিয়েছে। তিনি ভাবলেন, তারা যখন আমাকে দেখবে না তখন নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এখানে আসবে। একথা চিন্তা করে তিনি তাঁর রাত্রি যাপনের জায়গায় গিয়ে বসে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকেরা উটের পিঠে হাওদাজ উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, হযরত আয়েশা তার মধ্যে নেই। তাই তারা খালি হাওদাজই উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়েছিল।

নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিল কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর কেউ কিছু ফেলে গেল কিনা তা দেখার জন্য পেছনে কাউকে রেখে যাওয়া। এবারে তিনি সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তালকে রেখে গিয়েছিলেন। সকাল হলে তিনি দর

৩—অনুচ্ছেদঃ অন্তরালে অবস্থান করে সাক্ষ্যদান। আমর ইবনে হুরাইস সাফাই সাক্ষ্য দান করা বৈধ মনে করতেন। তিনি বলতেন, মিথ্যাবাদী পাপী লোকদের বিরুদ্ধে এরূপ আচরণই করা হবে। শাবী, ইবনে সীরীন, আতা এবং কাতাদা বলেছেন, শুনে থাকলেই সাক্ষ্যদান কর্তব্য হয়ে যায় (তাকে সাক্ষী মানা না হলেও)। (এরূপ ব্যক্তি যে ঘটনা শুনেছে বা জানে কিন্তু তাকে সাক্ষী মানা হয়নি তার সম্পর্কে) হাসান বসরী বলেছেন, সে এই বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তারা (বাদী বা বিবাদী) আমাকে সাক্ষী মানেনি। তবে আমি এরূপ ঘটনা শুনেছি।

٢٤٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِى فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ

হতে ঘুমন্ত মানুষের মত দেখতে পেয়ে কাছে আসলেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন এবং উচ্চস্বরে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন' পড়লে তা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভেঙে গেল। সাফওয়ান তার উট বসিয়ে দিলে তিনি তাতে সওয়ার হলেন। আর সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল উটের রশি ধরে হেঁটে চললেন। অবশেষে তারা কাফেলায় এসে মিলিত হলেন।

সেনাদলের মুসলমানদের সাথে মোনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও ছিল। সে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটাকে একটা মারাত্মক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করার সংকল্প করল। প্রকৃতপক্ষে এটা খুবই মারাত্মক ব্যাপার ছিল। এভাবে সে মুসলমানদের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে বিশৃখেলা ও হানাহানির সৃষ্টি করে মহানবী (সঃ)-এর আসল মিশনকেই ব্যর্থ করে দিতে চেয়েছিল এবং প্রায় সফলকাম হয়ে গিয়েছিল। এনিয়ে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রীয় আনসারদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিজ্ঞ ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মোনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের নেতৃত্বে অতঃপর কাফেলার মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায় এবং মদীনায় পৌঁছে তা আরো জোরদার হয়ে উঠে। এভাবে তারা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি সব কিছু অবলোকন করতে থাকলেন।

এদিকে মদীনায় পৌঁছার পর আয়েশা (রাঃ) এক মাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলেন। তাই তিনিও ঘটনার কিছুই জানতে পারলেন না। অসুস্থ অবস্থায় একদিন রাতে তিনি সাহাবা মিছতাহ ইবনে উসাসার মা উম্মে মিছতাহ্র সাথে প্রকৃতির ডাকে বাইরে বের হলেন। চলতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে উম্মে মিছতাহ হোঁচট খেলে সে তখন তার ছেলে মিছতাহকে অভিশাপ দিল। তখন আয়েশা এর প্রতিবাদ করলে উম্মে মিছতাহ তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর বিষয় বর্ণনা করলেন এবং বললেন, যেসব লোক এ অপবাদ রটনাতে শামিল আছে তার ছেলে মিছতাহ ইবনে উসাসাও তাদের একজন। এ ঘটনা শোনার পর হযরত আয়েশার অসুখ আরো বেড়ে গেল এবং তিনি রাতদিন কাঁদতে থাকলেন। একদিন তিনি নবী (সঃ) থেকে অনুমতি নিয়ে পিতামাতার কাছে চলে গেলেন। পরে আল্লাহ তাআলা আয়াত (নূরঃ ১১-২৬) নাযিল করে তাঁর পবিত্রতার কথা ঘোষণা করলে সকল গোলযোগ ও কানাঘুষার অবসান হয়।

فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ -

২৪৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ থাকত, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং উবাই ইবনে কা'ব (রা) সেই বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে পৌঁছে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় নিজেকে আড়াল করে চলতে থাকলেন যেন ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখার পূর্বেই তিনি তার থেকে কিছু শুনতে পান। সেই সময় ইবনে সাইয়াদ একখানা চাদর মুড়িয়ে বিছানায় শায়িত ছিল এবং গুনগুন শব্দ করে কিছু বলছিল। এই সময় ইবনে সাইয়াদের মা দেখল, নবী (সঃ) খেজুর শাখার আড়াল হয়ে চলছেন। সে ইবনে সাইয়াদকে ডেকে বলল, হে সাফ! (ইবনে সাইয়াদের নামের সংক্ষেপ। ইবনে সাইয়াদ ছিল এক ইহুদী গণক। সে যাদু বা গণনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছিল। এজন্যে কেউ কেউ তাকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন) এই যে দেখ না মুহাম্মাদ। তখন ইবনে সাইয়াদ নিশ্চুপ হয়ে গেল। নবী (সঃ) বললেন, সে (ইবনে সাইয়াদের মা) যদি তাকে (কিছু না বলে) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিত তাহলে সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

٢٤٤٧- عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتِ امْرَاَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَاَبَتْ طَلاَقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ اِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ اَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَسْمَعُ اِلٰى هٰذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৪৭. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রিফাআ আল-কুরাযীর স্ত্রী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, আমি রিফাআর কাছে ছিলাম (স্ত্রী ছিলাম)। কিন্তু রিফাআ আমাকে বায়েন তালাক দিয়ে পৃথক করে দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের পুটলির মত কিছু (অর্থাৎ সে নপুংসক ছিল)। নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরের স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় আবু বাকর সিদ্দীক তাঁর (সঃ) নিকট বসা ছিলেন, আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস বাইরে দরজায় প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। খালিদ (ইবনে সাঈদ ইবনে আস) বললেনঃ হে আবু বাকর! এই নারী নবী (সঃ)-এর নিকট উচ্চস্বরে যা বলছে তা কি তুমি শুনছ না?

৪—অনুচ্ছেদঃ এক বা একাধিক ব্যক্তি যদি কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করে এবং অন্যরা যদি বলে, এ বিষয়ে আমরা কিছু জানি না, তবে সাক্ষ্যদাতাদের সাক্ষ্যই গ্রহণ করা হবে। হুমাইদী বলেন, এটা ঠিক তেমন যেমন বিলাল (রা) বলেছেন, নবী (সঃ) কাবার অভ্যন্তরে নামায পড়েছেন। কিন্তু ফযল বলেছেন, তিনি (কাবার অভ্যন্তরে) নামায পড়েননি। অথচ লোকেরা বিলালের কথাই গ্রহণ করেছে। অনুরূপ দু'জন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, অমুক অমুকের কাছে দু'হাজার দিরহাম ঋণী আছে। অপরদিকে অন্য দু'জন যদি (এক্ষেত্রে) দেড় হাজার দিরহাম ঋণী হওয়ার সাক্ষ্য দেয় তাহলে (ঋণের) বেশি পরিমাণটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

٢٤٤٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لاَبِىْ اِهَابِ ابْنِ عَزِيْزٍ فَاَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اَنَّكِ اَرْضَعْتِنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَى اٰلِ اَبِىْ اِهَابٍ يَسْاَلُهُمْ فَقَالُوْا مَا عَلِمْنَا اَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَاَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ -

২৪৪৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাব ইবনে আযীযের এক কন্যাকে বিয়ে করলে একজন মহিলা এসে তাকে বলল যে, সে (মহিলাটি) উকবাকে এবং যে মেয়েকে সে বিয়ে করেছে তাকে দুধ পান করিয়েছে। (একথা শুনে) উকবা তাকে বলল, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছিলে বলে আমি জানি না। আর তুমি আমাকে অবহিতও করনি। সুতরাং বিষয়টি জানার জন্য আবু ইহাবের পরিবারে একজন লোক পাঠান হল। সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ঐ মহিলা তাকে দুধ পান করিয়েছে কিনা তা তারা জানে না। উকবা (ইবনে হারিস) সওয়ারীতে করে মদীনায় নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরূপ যখন বলা হয়েছে তখন এটা (ঐ মহিলাকে বিবাহ করা) কি করে সম্ভব? সুতরাং উকবা (রা) তাকে তালাক দান করলে সে অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল।

৫—অনুচ্ছেদঃ — সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষ্যদাতা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

واشهدوا ذوى عدل منكم وممن ترضون عن الشداء -

"যাদেরকে পছন্দ করো এমন দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানাও।"

٢٤٤٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اِنَّ اُنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْىِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِنَّ الْوَحْىَ قَدِ انْقَطَعَ وَاِنَّمَا نَاْخُذُكُمُ الْاٰنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَمَنْ اَظْهَرَلَنَا خَيْرًا اَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ اِلَيْنَا مِنْ سَرِيْرَتِهِ شَىْءٌ اَللّٰهُ

يُحَاسِبُهُ فِىْ سَرِيْرَتِهِ وَمَنْ اَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَاِنْ قَالَ اِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةٌ ـ

২৪৪৯. উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় লোকদেরকে ওহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। কিন্তু এখন তো ওহী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই এখন আমরা তোমাদেরকে পাকড়াও করব তোমাদের প্রকাশ্য আমল বা কাজকর্ম বিচার করে। সুতরাং এখন যে বাহ্যত ভাল আমলের প্রমাণ দিতে পারবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দিব ও কাছে টেনে নেব। তার গোপন ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে আমাদের কোন করণীয় নেই। তার গোপনীয় ব্যাপারের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের প্রমাণ দেবে আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব না কিংবা তাকে সত্যবাদী বলেও জানব না। যদিও সে বলে যে, তার গোপন ও প্রকাশ্য দিকগুলো খুবই ভাল।২

৬-অনুচ্ছেদঃ কারো সাফাই প্রমাণের ব্যাপারে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য?

٢٤٥٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا اَوْ قَالَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتَ لِهٰذَا وَجَبَتْ وَلِهٰذَا وَجَبَتْ قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ ـ

২৪৫০. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হল, সবাই (মৃত) লোকটি সম্বন্ধে ভাল কথা বললে নবী (সঃ) বলেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অপর একটা জানাযা (পাশ দিয়ে) অতিক্রম করলে সবাই তার সম্বন্ধে খারাপ (হওয়ার) কথা বলল, অথবা ভাল কথা না বলে অন্যরূপ বলল। নবী (সঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল। এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কেও বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল (ব্যাপারটা কি)? জওয়াবে নবী (সঃ) বললেন, একদল লোকের সাক্ষ্য তো বটে। এই পৃথিবীতে মুমিনগণ আল্লাহর সাক্ষী।

٢٤٥١- عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ

২. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে মানুষের ভালমন্দ ও দোষত্রুটির বিষয় অবহিত করা হত এবং সেইভাবেই ফয়সালা করা হত। হযরত উমর (রাঃ) সেই দিকেই ইংগিত করে বলেছেন যে, এখন যেহেতু ওহী নাযিল হয় না, তাই সব মানুষের আমল বা কাজকর্ম দেখে তা ভাল না মন্দ সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। যদি কারো বাহ্যিক কাজকর্ম ভাল হয় তাহলে তাকে ভাল মনে করা হবে। এর বিপরীত হলে খারাপ বলে মনে করা হবে। এমনকি সে নিজে নিজেকে ভাল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও।

مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ اِلٰى عُمَرَ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَاُثْنِىَ خَيْرٌ فَقَالَ عُمَرُ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِاُخْرٰى فَاُثْنِىَ خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَاُثْنِىَ شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقُلْتُ مَا وَجَبَتْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ اَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ قُلْنَا وَثَلاَثَةٌ قَالَ وَثَلاَثَةٌ قُلْتُ وَاِثْنَانِ قَالَ وَاِثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ ـ

২৪৫১. আবুল আসওয়াদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি মদীনা এসে দেখলাম এখানে একটা রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আক্রান্ত লোকেরা দ্রুত ও ব্যাপকভাবে মৃত্যুবরণ করছে। আমি উমরের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় একজনের জানাযা (লাশ) সেখান দিয়ে বহন করা হলে তার প্রসংসা করা হল। (তা শুনে) উমর (রা) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। পরে অন্য একটা লাশ বহন করা হলে তারও প্রশংসা করা হল। আবার তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। এরপর আরেকটা লাশ বহন করা হলে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হলে এবারও তিনি (উমর) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! কি ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, নবী (সঃ) যেমন বলেছিলেন আমিও ঠিক তেমনি বললাম। কোন মুসলমান সম্পর্কে যদি চারজন লোক ভাল সাক্ষ্যদান করে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা বললাম, যদি তিনজন লোক সাক্ষ্য দান করে তবে? তিনি বললেন, তিনজন হলেও। বললাম, যদি দু'জন লোক সাক্ষ্যদান করে তবুও কি? তিনি বললেন, দু'জন হলেও। এরপর একজন সম্পর্কে আর আমরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

৭—অনুচ্ছেদঃ বংশধারা, স্তন্যদান, বহু পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্যদান এবং এর প্রতি স্থির থাকা। নবী (সঃ) বলেছেনঃ সুয়াইবা আমাকে ও আবু সালামাকে স্তন্য দান করেছে।৩

٢٤٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ عَلَىَّ اَفْلَحُ فَلَمْ اٰذَنْ لَهُ فَقَالَ اَتَحْتَجِبِيْنَ مِنِّى وَاَنَا عَمُّكِ فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ اِمْرَاَةُ اَخِىْ بِلَبَنِ اَخِىْ فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ اَفْلَحُ ائْذَنِىْ لَهُ ـ

২৪৫২. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আফলাহ্ আমার সামনে আসার জন্য অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। এতে তিনি বললেন, আমার ব্যাপারে পর্দা

৩. সুয়াইবা আবু লাহাবের আযাদকৃত ক্রীতদাসী। তিনি সর্বপ্রথম হামযাকে স্তন্য পান করান এরপর পান করান রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এবং সর্বশেষে আবু বালাযাকে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

করেছ? আমি তো তোমার চাচা। আমি (আয়েশা) বললাম, কেমন করে আপনি আমার চাচা হন? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী তোমাকে দুধ পান করিয়েছে। তিনি (আয়েশা) বলেন, আমি ব্যাপারটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফলাহ সত্য বলেছে। তাকে তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি দাও।

٢٤٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لاَتَحِلُّ لِيْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ اَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ

২৪৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (তাঁর চাচা) হামযা (রা)-র কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কারণ বংশগত সম্পর্কের কারণে যারা হারাম রেযাআত বা স্তন্য পান দ্বারাও তাঁরা হারাম হয়ে যায়। সে (হামযার কন্যা) তো আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা অর্থাৎ রেযায়ী ভাতিজী।[৪]

٢٤٥٤- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَ اَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضْعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ـ

২৪৫৪. আমরাহ্ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন যে, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি (আয়েশা) হাফসার [নবী (সঃ)-এর স্ত্রী] বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতিপ্রার্থী এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। আয়েশা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! এই লোকটা (কেমন করে) আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে? রসূলুল্লাহ (সঃ) হাফসার দুধ চাচা সম্পর্কে বললেনঃ আমার মনে হয় লোকটা অমুক। একথা শুনে আয়েশা (রা) তাঁর এক দুধ চাচা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন, তাহলে অমুক

৪. ইমাম আবু হানীফার মতে আড়াই বছর এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে দু'বছর বয়সের মধ্যে কোন শিশু কোন নারীর স্তন্যপান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে। এ সময়ের পরে কোন শিশু কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে রেযাআত সাব্যস্ত হবে না। বংশগত কারণে যেসব নারী পুরুষের বিয়ে নিষিদ্ধ রেযাআতের কারণেও তাদের মধ্যে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। হযরত হামযা (রা) ও রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইবার দুধ পান করেছেন। সেজন্য হামযার কন্যা তার চাচাত বোন হওয়া সত্ত্বেও এদিক দিয়ে দুধ ভাতিজী হওয়ার কারণে তিনি তাকে বিয়ে করেন নি।

বেঁচে থাকলে কি আমার সামনে আসতে পারত? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, হাঁ পারত। কারণ রেযাআত বা দুধের সম্পর্ক ঐসব লোকদের (মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক) হারাম করে দেয়, যারা জন্মগতভাবে হারাম।

٢٤٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَت دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِىْ رَجُلٌ قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هٰذَا قُلْتُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ يَا عَائِشَةُ : اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ـ

২৪৫৫. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন। সেই সময় আমার কাছে একজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তিনি (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আয়েশা! এ লোক কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি (সঃ) বললেন, কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাচাই-বাছাই করে দেখ। কেননা রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল ক্ষুধার্ত অবস্থায় (শিশু কালে) দুধপান করাতেই স্থাপিত হয়। [৫]

৮—অনুচ্ছেদঃ অপবাদ আরোপকারী, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্যদান। আল্লাহর বাণীঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْ ج فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النور -٤-٥)

"আর যারা নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ চারজন সাক্ষী পেশ করতে পারে না, তাদেরকে আশিটা করে বেত্রাঘাত কর। আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। কেননা তারা ফাসেক। তবে এদের মধ্যে যারা এরপর তওবা করে সংশোধন করে নিয়েছে (তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে)। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান" (সূরা আন-নূর ঃ ৪-৫)।

উমর (রা) আবু বাকরাহ, শিবল ইবনে মা'বাদ এবং নাফে ইবনে হারিসকে মুগীরার প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে বেত্রাঘাত করেছিলেন এবং তাদেরকে তওবা করিয়ে বলেছিলেনঃ যে তওবা করেছে আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, উমর ইবনে আবদুল আযীয, সাঈদ ইবনে জুবাইর, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইবনে দিসার, শুরাহই ও মুআবিয়া

৫. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক কেবল শিশুকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুধ পান করলেই হয়। কেননা ঐ সময় শিশুর প্রধান খাদ্য থাকে দুধ। দুধের দ্বারাই তার শরীর গঠন ও পরিপুষ্ট হয়। এমনকি দুধ ছাড়া শিশুর পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে শিশু বড় হয়ে অন্য খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে থাকলে রেযাআত বা দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না।

ইবনে কুররাহ এ ব্যবস্থাকে জায়েয বলেছেন। আবুল যিনাদ বলেছেন, আমাদের মদীনার লোকদের এ ব্যাপারে রায় হল, অপবাদ আরোপকারী তার কথা প্রত্যাহার করে মহান রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যে হবে। শা'বী ও কাতাদা বলেছেনঃ নিজের মিথ্যাবাদিতা নিজে স্বীকার করলে তাকে বেত্রদন্ড দেয়া হবে। তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, অপবাদ আরোপের অভিযোগে কোন ক্রীতদাস বেত্রদন্ড পাওয়ার পর মুক্ত হলে তার সাক্ষ্য জায়েয বলে গণ্য হবে। হদ (শরীআতের নির্দিষ্ট শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কাজী হয় এবং বিচার করে তাহলে তা জায়েয। কেউ কেউ বলেছেন, তওবা করার পরও অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য জায়েয নয়। কিন্তু তারা আবার একথাও বলেছেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ জায়েয নয়। তবে এ ক্ষেত্রে দু'জন হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর দু'জন ক্রীতদাসকে সাক্ষী করে বিয়ে করলে সে বিয়ে বৈধ নয়। রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দাসদাসী ও হদপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এ ব্যাপারে একথাও উঠেছে যে, তার তওবা করা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী (সঃ) এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করেছেন। আর নবী (সঃ) কা'ব ইবনে মালেক ও তার সংগীদ্বয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন এবং এ অবস্থায় পঞ্চাশটি রাত অতিবাহিত হয়েছিল। ৬

٢٤٥٦- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ امْرَاَةً سَرَقَتْ فِىْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَاُتِىَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ وَكَانَتْ تَاْتِىْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَرْفَعُ حَاجَتَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪৫৬. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ফাত্হ যুদ্ধকালে (মক্কা বিজয়ের অভিযানকালে) এক মহিলা চুরি করলে তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আনা হল। তিনি হাত কাটার নির্দেশ দিলে তার হাত কেটে দেয়া হল। আয়েশা (রা) বলেছেন, তার

৬. তাবূক যুদ্ধে যারা বিনা ওজরে অংশগ্রহণ করেননি হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) ও তাঁর সাথীদ্বয় হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়া এবং হযরত মুরারা ইবনে রবীও তাদের মধ্যে ছিলেন। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল মোনাফিক ও দুর্বলচেতা মু'মিন। উক্ত তিনজন সাহাবাও কোনরূপ শারঈ ওজর ছাড়াই যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত ছিলেন। যুদ্ধাভিযান থেকে মদীনায় ফিরে এসে আল্লাহর নির্দেশে নবী (সঃ) এই সব লোককে ডেকে তাদের যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মোনাফিকরা মিথ্যা ওজর ও অজুহাত বর্ণনা করলে তিনি তাদের হৃদয়ের রোগ উপলব্ধি করে তাদেরকে আর কিছুই বললেন না। কিন্তু কা'ব ইবনে মালেক ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা মিথ্যা কোন অজুহাত পেশ না করে নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। তাদের এই অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার শাস্তি স্বরূপ নবী (সঃ) সব সাহাবাকে নির্দেশ দিলেন যাতে কেউ তাদের সাথে কথা না বলে এবং কোন প্রকার যোগাযোগ না রাখে। আল্লাহর তরফ থেকে কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এভাবে তাদেরকে বয়কট করে রাখা হল। অবশেষে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিলেন, তাদের তওবা কবুল করা হয়েছে এবং গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

তওবা উত্তম তওবা প্রমাণিত হল। সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল এবং পরবর্তী সময়ে সে (আমার বাড়ীতে) আসত। আমি তার প্রয়োজনগুলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পেশ করতাম।

٢٤٥٧- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ فِيْمَنْ زَنٰى وَلَمْ يُحْصِنَ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ -

২৪৫৭. যায়েদ ইবনে খালিদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ যেসব অবিবাহিত লোক যেনা করেছে তিনি তাদেরকে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৯—অনুচ্ছেদঃ অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী মানলে সাক্ষ্য দেয়া চলবে না।

٢٤٥٨- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ سَأَلَتْ اُمِّيْ اَبِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِيْ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَالِيْ فَقَالَتْ لاَ اَرْضٰى حَتّٰى تُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخَذَ بِيَدِيْ وَاَنَا غُلاَمٌ فَاَتٰى بِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِيْ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهٰذَا فَقَالَ اَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ نَارَاهُ قَالَ لاَتُشْهِدْنِيْ عَلٰى جَوْرٍ وَقَالَ اَبُوْ حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ لاَاَشْهَدُ عَلٰى جَوْرٍ -

২৪৫৮. নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার মা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ দান করতে বললে এক সময় আমার পিতা রাজি হয়ে যান এবং আমাকে তা দান করেন। কিন্তু আমার মা বলেন, যতক্ষণ না তুমি (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-কে সাক্ষী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট নই। তাই তিনি আমার হাত ধরে নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। সেই সময় আমি যুবক ছিলাম। তিনি বললেন, এর মা রাওয়াহার কন্যা (আমার স্ত্রী) এর জন্য কিছু দান করতে আমাকে বলছে। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ ছাড়াও কি তোমার আর সন্তান-সন্ততি আছে? তিনি বললেন, হাঁ আছে।। নোমান বলেন, আমার মনে আছে (একথা শুনে) তিনি (সঃ) বললেন, আমাকে অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করো না। আবু হারিয শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, [নবী (সঃ) বললেন] আমি অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হতে পারি না।

٢٤٥٩- عَنْ عَمْرَ اَنَّ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لاَ اَدْرِيْ اَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَنْذِرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ -

২৪৫৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক তোমাদের মধ্যে উত্তম, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর এই যুগের পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা) বর্ণনা করেছেন, জানি না নবী (সঃ) দুটি যুগ অথবা তিনটি যুগের কথা বলার পর পরবর্তী কথা উল্লেখ করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের পরে কওম (বা মানবগোষ্ঠী) হবে যারা খেয়ানত করবে। তাদের মধ্যে আমানতদারী থাকবে না। তারা সাক্ষ্য দান করবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। বা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। আর তাদের মধ্যে মেদবহুল লোক দেখা যাবে।[৭]

٢٤٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ اَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ اَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ شَهَادَتَهُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ -

২৪৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আমার যুগের লোক উত্তম লোক। অতঃপর এমন সব লোক হবে যারা কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসম করবে।[৮] ইবরাহীম (নাখয়ী) বলেছেন, সাক্ষ্য ও শপথ একসাথে করলে আমাদেরকে মারা হত।

১০—অনুচ্ছেদঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদান করা কিংবা সাক্ষ্য গোপন করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

والذين لايشهدون الزور

" আর (মহান করুনাময় আল্লাহর বান্দা তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।"—(ফুরকানঃ ৭২)।

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّه اثم قَلْبُهُ واللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (رسورة البقرة اية ٢٨٣)

'আর সাক্ষ্য কখনো গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার হৃদয়—মন গোনাহ দ্বারা কলুষিত। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা সব জানেন"(বাকারাঃ ২৮৩।

---

৭. তাদের মধ্যে মেদবহুল লোক দেখা যাবে, একথার অর্থ হল, তারা পার্থিব লালসা ও ভোগ বিলাসের মধ্যে ডুবে থাকবে। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ছাড়া আর কিছুই তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। তারা দুনিয়ার সুখ সম্ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে, আখেরাতের কোন চিন্তা করবে না।

৮. কসমের পূর্বে সাক্ষ্য এবং সাক্ষ্যের পূর্বে কসমের অর্থ হল, দীনের ব্যাপারে বেপরোয়া হওয়ার কারণে একই সাথে সাক্ষ্য ও কসম করার লোভ সংবরণ করতে পারবে না। তাই সাক্ষ্যের পূর্বে কসম ও কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করে নিশ্চিত হতে চাইবে।

মহান আল্লাহর বাণীঃ وتلوا لسنتكم

"আর তোমরা নিজেদের কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলবে (এমন কখনো করো না)।"

٢٤٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ -

২৪৬১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ)-কে কবীরা গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, (কবীরা গোনাহ হল) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

٢٤٦٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ : اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ -

২৪৬২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ (রাঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (একদিন) নবী (সঃ) তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না, কবীরা গোনাহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গোনাহ কোনটা? সবাই বলল, হাঁ হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেনঃ সর্বাপেক্ষা বড় কবীরা গোনাহ হল, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা ও পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়া।[৯] তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। এই কথাগুলো বলে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেনঃ সাবধান! জেনে রেখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এই কথাটি বারবার বলতে থাকলেন। আমরা তখন (মনে মনে) বললাম, আহ! তিনি যদি চুপ করতেন।

১১—অনুচ্ছেদঃ অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তদান, নিজে বিয়ে করা বা অন্যকে বিয়ে দেয়া এবং ক্রয়—বিক্রয় করা, আযান দেয়া বা অনুরূপ কিছু যা শব্দ দ্বারা বুঝতে পারা যায়। কাসেম, হাসান, ইবনে সীরীন, যুহরী, আতা ও শা'বী তার সাক্ষ্যদান জায়েয বলেছেন যদি সে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়। হাকাম বলেছেন, কতকগুলো বিষয় এমন আছে, যেসব ক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যুহরী বলেছেন, কোন ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রা) যদি সাক্ষ্যদান করেন তাহলে কি তুমি

৯. এখানে উল্লেখিত দুটি হাদীসে সব ক'টি কবীরা গোনাহ বর্ণনা করা লক্ষ্য নয় বা বর্ণনা করা হয়নি, বরং কবীরা গোনাহগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটির কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় যেনা, চুরি, সন্তান হত্যা ইত্যাদি আরো বহু গোনাহ কবীরা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত।

তা প্রত্যাখ্যান করবে? ইবনে আব্বাস (রা) একজন লোক পাঠাতেন। সে এসে সূর্য ডুবে গিয়েছে বললে তিনি ইফতার করতেন। তিনি ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হতো ফজরের সময় হয়ে গিয়েছে তখন তিনি দু'রাকআত পড়তেন। সুলাইমান ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রা)–র সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি কণ্ঠস্বরেই আমাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, সুলাইমান। এসো। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত (মুক্তির জন্য সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী দেয় অর্থের) কিছু বাকি আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি দাসই। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) নেকাব পরিহিত মহিলার সাক্ষ্যদান জায়েয রেখেছেন।

٢٤٦٣– عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّيْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَصَوْتُ عَبَّادٍ هٰذَا قُلْتُ نَعَمْ · قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا ـ

২৪৬৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন (মজীদ) পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার ওপরে রহমত নাযিল করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আয়েশা (রা) থেকে আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনায় আরও আছে যে, নবী (সঃ) এক রাতে আমার ঘরে তাহাজ্জুদ নামায পড়াকালে আব্বাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। সে মসজিদে নামায পড়ছিল। তিনি (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ আয়েশা, এ কি আব্বাদের কণ্ঠ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি (সঃ) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আব্বাদের প্রতি রহম কর।

٢٤٦٤– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اَوْ قَالَ تَسْمَعُوْا اَذَانَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ رَجُلاً اَعْمٰى لاَيُؤَذِّنُ حَتّٰى يَقُوْلَ لَهُ النَّاسُ اَصْبَحْتَ ـ

২৪৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত । নবী (সঃ) বলেছেনঃ বেলাল তো রাত থাকতেই আযান দিয়ে থাকে। সুতরাং (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূম আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে থাক, অথবা (হাদীস বর্ণনাকারীর সন্দেহ) বলেছেন, যতক্ষণ না (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে পাও। (আবদুল্লাহ) ইবনে উম্মে মাকতূম ছিলেন একজন অন্ধ লোক। লোকেরা যতক্ষণ তাকে না বলত যে, সকাল হয়েছে, ততক্ষণ তিনি আযান দিতেন না।[১০]

---

১০. হাদীসের সাথে অনুচ্ছেদ শিরোনামের সামঞ্জস্য হল, লোকেরা অন্ধ লোকের কণ্ঠস্বর বা আযানের উপর ভরসা করত। অন্ধ বলে তার আযান অগ্রহণযোগ্য মনে করত না।

٢٤٦٥- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِيْ اَبِيْ مَخْرَمَةُ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلَيْهِ عَسٰى اَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ اَبِيْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ ـ

২৪৬৫. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কিছু রেশমী কাবা' (এক ধরনের পোশাক) আসলে আমার পিতা মাখরামা আমাকে বললেন, আমার সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে চল। তিনি হয়ত সেগুলোর একটা আমাদের দিতে পারেন। (আমরা গেলাম) আমার পিতা নবী (সঃ)-এর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলে তিনি কণ্ঠস্বরে তাকে চিনতে পারলেন। তাই নবী (সঃ) একটা কাবা হাতে নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং তাকে (আমার পিতাকে) তাঁবুর উৎকৃষ্টতা দেখিয়ে বললেন, আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটি তোমার জন্য লুকিয়ে (আলাদা করে) রেখেছিলাম।[১১]

১২-অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ - مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى (سورة البقرة ٢٨٢)

" আর দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। কিন্তু দু'জন পুরুষ লোক না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও তোমাদের পসন্দ মত। তাহলে তাদের একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে" (বাকারা-২৮২)।

٢٤٦٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْاَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلٰى . قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا ـ

২৪৬৬. আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক সময় স্ত্রীলোকদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? (স্ত্রীলোকেরা) সবাই জবাব দিলেন, হাঁ। তখন তিনি বললেন, এটা তার (স্ত্রীলোকের) জ্ঞান-বুদ্ধির ঘাটতির কারণেই।

১৩-অনুচ্ছেদঃ ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সাক্ষ্য । আনাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস যদি ন্যায়বান হয় তবে তার সাক্ষ্যদানকে বৈধ। ইবনে সীরীন বলেছেন, ক্রীতদাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তবে সে তার মনিবের পক্ষে সাক্ষ্য দিলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

---

১১. নবী (সঃ) মাখরামার কণ্ঠস্বর শুনে তাকে চিনতে পারলেন অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির এটাই সম্পর্ক।

হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখয়ী মামুলী ও নগণ্য মূল্যের জিনিসের ব্যাপারে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য জায়েয বলেছেন। কাজী শুরাইহ বলেছেনঃ তোমরা তো সবাই দাস–দাসীর সন্তান–সন্ততি (অর্থাৎ সব মানুষই আল্লাহর দাস কিংবা দাসী)।

٢٤٦٧– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ تَزَوَّجَ اُمَّ يَحْيٰى بِنْتَ اَبِىْ اِهَابٍ قَالَ فَجَاءَتْ اَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ اَنْ قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا ـ

২৩৬৭. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু ইহাবের কন্যা উম্মে ইয়াহ্ইয়াকে বিয়ে করলে একজন কালো ক্রীতদাসী এসে বলল, আমি তোমাদের দুজনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা বলেছেন, আমি ঐ ঘটনা নবী (সঃ)–কে বললে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উকবা বলেন, আমি অন্য দিক দিয়ে তাঁর সামনে গিয়ে আবার ঐ ব্যাপারটি বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, কি করে তা হতে পারে অর্থাৎ এমতাবস্থায় কি করে তুমি তাকে বিয়ে করতে পার যখন সে (ক্রীতদাসী) বলছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। তাই নবী (সঃ) তাকে (উম্মে ইয়াহইয়াকে স্ত্রী হিসেবে) রাখতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪–অনুচ্ছেদঃ স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যদান।

٢٤٦٨– عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً فَجَاءَتِ اِمْرَاَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا عَنْكَ اَوْ نَحْوَهُ حَدِيْثُ الْاِفْكِ –

২৪৬৮. উকবা ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এক স্ত্রীলোককে বিয়ে করলে অপর এক স্ত্রীলোক এসে বলল, আমি তোমাদের দু'জনকেই (শিশুকালে) স্তন্য দান করেছি। সুতরাং আমি নবী (সঃ)–এর কাছে গিয়ে সব কিছু তাঁকে বললাম। তিনি (সঃ) বললেন, এ কথা যখন বলা হয়েছে তখন তুমি তাকে কেমন করে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পার? তুমি তাকে ছেড়ে দাও। অথবা তিনি এ ধরনের কথা বলেছিলেন।

১৫–অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের একে অপরের ন্যায়পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়া।

٢٤٦٩– عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِىِّ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللّٰهُ مِنْهُ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ اَوْعٰى مِنْ بَعْضٍ وَاَثْبَتُ لَهُ اِقْتِصَاصًا

وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِىْ حَدَّثَنِى عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا زَعَمُوْا اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ اَزْوَاجِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِى غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِىْ فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَاَنَا اُحْمَلُ فِى هَوْدَجٍ وَ اُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَ قَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ اٰذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ اٰذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَاْنِى اَقْبَلْتُ اِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِىْ فَاِذَا عِقْدٌ لِىْ مِنْ جَزْعِ اَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِىْ فَحَبَسَنِى ابْتِغَاؤُهُ فَاَقْبَلَ الَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ لِىْ فَاحْتَمَلُوْا هَوْدَجِىْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِى الَّذِىْ كُنْتُ اَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنِّىْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ اِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ وَاِنَّمَا يَاْ كُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِيْنَ رَفَعُوْهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوْهُ كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ وَسَارُوْا فَوَجَدْتُ عِقْدِىْ بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ اَحَدٌ فَاَمَمْتُ مَنْزِلِى الَّذِىْ كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِىْ فَيَرْجِعُوْنَ اِلَىَّ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِىْ عَيْنَاىَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِىُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَاَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِىْ فَرَاٰى سَوَادَ اِنْسَانٍ نَائِمٍ فَاَتَانِىْ وَكَانَ يَرَانِىْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُبِى الرَّاحِلَةَ حَتّٰى اَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِيْنَ فِى نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِى تَوَلّٰى الْاِفْكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَىٍّ ابْنُ سَلُوْلَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا يُفِيْضُوْنَ مِنْ قَوْلِ اَصْحَابِ الْاِفْكِ وَيَرِيْبُنِىْ فِىْ وَجَعِىْ اَنِّى لاَ اَرٰى مِنَ النَّبِىِّ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِىْ كُنْتُ اَرٰى مِنْهُ حِيْنَ اَمْرَضُ اِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ لاَ اَشْعُرُ بِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ حَتّٰى نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ اَنَا وَاُمُّ

مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرَّزُنَا لاَ نَخْرُجُ اِلاَّ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبلَ اَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَاَمْرُنَا اَمْرُ الْعَرَبِ الْاُوَلِ فِى الْبَرِيَّةِ اَو فِى التَّنَزُّهِ فَاَقْبَلَتْ اَنَا وَاُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ اَبِىْ رُهْمٍ نَمشِى فَعَثَرَتْ فِى مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ اَتَسُبِّيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَت يَا هَنْتَاهُ اَلَم تَسْمَعِىْ مَا قَالُوْا فَاَخْبَرَتْنِىْ بِقَوْلِ اَهْلِ الْاِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا اِلٰى مَرَضِىْ فَلَمَّا رَجَعْتُ اِلٰى بَيْتِىْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ ائْذَنْ لِىْ اِلٰى اَبَوَىَّ قَالَتْ وَ اَنَا حِيْنَئِذٍ اُرِيْدُ اَنْ اَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِن قِبَلِهِمَا فَاَذِنَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَيْتُ اَبَوَىَّ فَقُلْتُ لاُمِّىْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِىْ عَلٰى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَ اللّٰهِ لَقَلَّمَا كَانَت امْرَاَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ اِلاَّ اَكْثَرْنَ عَلَيْهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى اَصْبَحتُ لاَ يَرقَأُ لِىْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ اَصْبَحتُ فَدعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ وَاسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْىُ يَسْتَشِيْرُ هُمَا فِىْ فِرَاقِ اَهْلِهِ فَاَمَّا اُسَامَةَ فَاَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِى يَعْلَمُ فِى نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ فَقَالَ اُسَامَةُ اَهْلُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ نَعْلَمُ وَاللّٰهِ اِلاَّ خَيْرًا وَاَمَّا عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَم يُضَيِّقِ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيْرَةُ هَلْ رَاَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا يَرِيْبُكِ فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالحَقِّ اِنْ رَاَيْتُ مِنْهَا اَمْرًا اَغْمِصُهُ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِن اَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِيْنِ فَتَاْتِى الدَّاجِنُ فَتَاْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَىِّ ابْنِ سَلُوْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَعْذُرُنِى مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِىْ اَذَاهُ فِىْ اَهْلِى فَوَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلاَّ مَعِىْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْذُرُكَ مِنْهُ

اِنْ كَانَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ وَاِنْ كَانَ مِنْ اِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ اَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ اَمْرَكَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاً صَالِحًا وَلٰكِنِ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَوْمِيْ لاَ يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلاَ اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَاَصْبَحَ عِنْدِيْ اَبَوَايَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتّٰى اَظُنُّ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَاَنَا اَبْكِيْ اِذِ اسْتَأْذَنَتْ امْرَاَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مِنْ يَوْمِ قِيْلَ فِيَّ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لاَ يُوْحٰى اِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ شَيْءٌ قَالَتْ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَاِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ فَاِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَ قُلْتُ لِاَبِيْ اَجِبْ عَنِّيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاُمِّيْ اَجِيْبِيْ عَنِّيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ لاَ اَقْرَاُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقُلْتُ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِيْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ اِنِّيْ بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ لَبَرِيْئَةٌ لاَ تُصَدِّقُوْنِيْ بِذٰلِكَ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلاً اِلاَّ اَبَا يُوْسُفَ اِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلٰى فِرَاشِيْ وَاَنَا اَرْجُوْ اَنْ يُبَرِّئَنِيَ اللّٰهُ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا ظَنَنْتُ اَنْ يُنْزَلَ فِيْ شَأْنِيْ وَحْيًا وَلاَ نَا

اَحْقَرُ فِى نَفْسِى مِنْ اَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْاٰنِ فِى اَمْرِى وَلٰكِنِّىْ كُنْتُ اَرْجُو اَنْ يَّرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِى اللّٰهُ فَوَ اللّٰهِ مَا رَامَ مَجْلِسَهُ وَلاَ خَرَجَ اَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِى يَوْمٍ شَاتٍ فَلَمَّا سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَنْ قَالَ لِىْ يَا عَائِشَةُ اَحْمَدِى اللّٰهَ فَقَدْ بَرَّاكِ اللّٰهُ فَقَالَتْ لِىْ اُمِّىْ قُومِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلاَ اَحْمَدُ اِلاَّ اللّٰهَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْاٰيَاتِ فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِى بَرَاءَتِى قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللّٰهِ لاَ اُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلاَ يَأْتَلِ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ الَّذِى كَانَ يُجْرِىْ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِىْ فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتِ مَا رَاَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحْمِىْ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا قَالَتْ وَهِىَ الَّتِىْ كَانَتْ تُسَامِيْنِىْ فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرَعِ -

২৪৬৯. উরওয়া ইবনুয যুবাইর, সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসী এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা (রা) নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তারা অপবাদ আরোপ করেছিল আর আল্লাহ এ ব্যাপারে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, তাঁরা (হাদীস বর্ণনাকারীগণ) সবাই আয়েশা বর্ণিত হাদীসের কোন কোন অংশ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ অপরের চাইতে বেশী স্মৃতিশক্তির অধিকারী এবং ঘটনা বর্ণনাকারী হিসেবে নির্ভরযোগ্য। আয়েশার নিকট থেকে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীস আমি স্মরণ রেখেছি। তাদের (বর্ণিত) কোন কোন হাদীস কোন কোনটির সত্যতা প্রতিপাদনকারী। তাঁরা বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরের ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। তাদের মধ্যে যার নাম উঠতো সফরে তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে

যেতেন। (এইভাবে) কোন একটা যুদ্ধের সময় তিনি লটারী করলেন। তাতে আমার নাম উঠলে আমি তাঁর সাথে সফরে রওয়ানা হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমি হাওদাযে (ছইয়ের ভিতরে) বসলে তা সহ আমাকে সওয়ারীতে উঠিয়ে দেয়া হত এবং ঐভাবেই নামানো হত। এভাবেই আমাদের সফর চলল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার নিকটে পৌছে গেলাম। তিনি রাতের বেলায় কাফেলা রওয়ানা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। রওয়ানা হওয়ার ঘোষণা দেয়া হলে আমি উঠে সেনাদল অতিক্রম করে বাইরে গেলাম এবং আমার কাজ সেরে ফিরে আসলাম। এরপর আমার গলদেশে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম আমার জায্'ই আয্ফারের মালাটা ছিড়ে পড়ে গিয়েছে। আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম এবং তালাশে ব্যস্ত থেকে দেরী করে ফেললাম। যারা আমার হাওদায (উটের পিঠে) উঠিয়ে দিত ইতিমধ্যে তারা এসে আমি যে উটে আরোহণ করতাম সেই উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমি ভিতরেই আছি। কারণ সে সময় মেয়েরা হালকা পাতলা হত, ভারী বা মোটাসোটা ও মাংসল হত না। কেননা তখন খুব সামান্য খাদ্যই তারা খেতে পেত। সুতরাং হাওদায উঠিয়ে দেয়ার সময় লোকেরা বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার ভিতরে নেই। তাই উঠিয়ে দিয়েছে। উপরন্তু সেই সময় আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি মালা খুঁজে পেয়ে জায়গায় ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। তখন আমি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে যেতে মনস্থ করলাম। আমি মনে মনে ধারণা করলাম, তারা যখন আমাকে পাবে না তখন আমার সন্ধানে এখানে ফিরে আসবে এবং আমি বসে থাকলাম। ঘুমে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসলে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল যিনি প্রথমে সুলামী ও পরে যাকওয়ানী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি সেনাদলের পিছনে (পরিদর্শক হিসেবে) থেকে গিয়েছিলেন। ভোরে আমার জায়গার কাছাকাছি এসে নিদ্রামগ্ন মানুষের মত দেখতে পেয়ে আমার কাছে আসলেন। পর্দার বিধান জারী হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তিনি যে সময় উট বসাচ্ছিলেন সেই সময় তার " ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পড়ার শব্দে আমি জেগে উঠলাম। তিনি উটের দুই পা চেপে ধরে রাখলে আমি সওয়ার হলাম। আমাকে নিয়ে তিনি উটের লাগাম ধরে কাফেলার দিকে হেঁটে চললেন। লোকেরা ঠিক দুপুরে যে সময় সওয়ারী হতে অবতরণ করে আরাম করছিল সেই সময় আমরা গিয়ে সেনাদলের সাথে মিলিত হলাম। অতঃপর ধ্বংসযোগ্য লোকেরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। অপবাদ আরোপের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল নেতৃত্ব দিচ্ছিল। পরে আমরা মদীনায় উপনীত হলাম। আমি একমাস পর্যন্ত অসুস্থ থাকলাম। অপবাদ আরোপকরীদের অপবাদ লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। অসুস্থ অবস্থায় আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, এর পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি নবী (সঃ) থেকে স্নেহ মায়া ও মনোযোগ দেখেছি, (এখন) তা দেখতে পাচ্ছি না। তিনি আসতেন এবং সালাম দিয়ে বলতেন, কেমন আছ? আমি এর কিছুই বুঝলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একদিন রাতের বেলা) আমি ও মেছতাহর মা জংগলে পায়খানার জায়গার দিকে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য) বের হলাম। (এজন্য) আমরা শুধু রাতের বেলাতেই বের হতাম। এটা আমাদের ঘরের নিকটবর্তী স্থানে পায়খানা বানানোর পূর্বের

ঘটনা। আমরা পূর্বের যুগের আরবদের মত জংগলে কিংবা দূরে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আসতাম। আমি ও আবু রুহমের কন্যা উম্মে মিছতাহ বের হয়ে হাঁটতে থাকলে সে তার কাপড়ে জড়িয়ে পড়ে গেল এবং বলে উঠলো, মিসতাহ ধ্বংস হোক। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বললে। তুমি এমন এক ব্যক্তিকে গালি দিচ্ছ যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তখন সে (মিছতার মা) বললঃ আরে, তারা কি বলেছে তাকি আপনি শুনেননি? তখন তিনি অপবাদ আরোপকারীদের কথা আমাকে জানালেন। এরপর আমার অসুখ আরো বেড়ে গেল। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি সেই সময় তাদের (আমার পিতামাতা) নিকট থেকে অপবাদ রটনার খবরটা সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানতে ইচ্ছুক ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি আমার পিতা-মাতার কাছে চলে গেলাম। সেখানে আমার মাকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকেরা কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে? তিনি বললেন, বেটি ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! কোন মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, তার স্বামীও যদি তাকে ভালবাসে, আর যদি তার সতীন থাকে তাহলে এ ধরনের কথা বহু হয়ে থাকে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা একথা বলাবলি করছে। অতঃপর সে রাত আমি এমনভাবে কাটালাম যে, ভোর পর্যন্ত অশ্রুপাত বন্ধ হল না এবং চোখের দু'টি পাতা এক করতে পারলাম না। এভাবেই রাত কেটে ভোর হল। পরে ওহী নাযিল বন্ধ থাকলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীকে (আমাকে) বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে ডাকলেন। উসামা যেহেতু জানতেন যে, তিনি (সঃ) তার স্ত্রীদেরকে খুবই ভালবাসেন, তাই তিনি সেভাবেই কথা বললেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনার স্ত্রী সম্পর্কে? আল্লাহর শপথ! আমি তো তাঁদের ব্যাপারে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর আলী ইবনে আবু তালিব বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছুই আপনার জন্য সংকীর্ণ বা কঠোর করে দেয়া হয়নি। তাকে ছাড়াও স্ত্রীলোক আরো অনেক আছে। দাসীটিকে জিজ্ঞেস করুন সে (এ ব্যাপারে) অবশ্যই আপানকে সত্য কথা বলবে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) (দাসী) বারীরাকে ডেকে বললেনঃ বারীরা, তুমি কি তার (আয়েশা) মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছো? বারীরা বললো, না, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপানকে সত্য বিধান সহ পাঠিয়েছেন! আমি তাঁর মধ্যে এ ছাড়া আর কোন কিছুই দূষণীয় দেখিনি যে, অল্প বয়স্কা হওয়ার কারণে তিনি আটার খামির রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই দিনই খোতবাহ দিতে দাঁড়ালেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মোকাবিলায় সাহায্য চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ ঐ ব্যক্তির মোকাবেলায় আমাকে কে সাহায্য করবে যে আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার স্ত্রী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর লোকেরা এমন এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা বলছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার স্ত্রীদের সামনে যেত না। তখন (আওস গোত্রের) সাদ (ইবনে মুআয আনসারী) দাঁড়িয়ে বললেনঃ হে আল্লাহর

রসূল, আল্লাহর শপথ! তার মোকাবিলায় আমি আপনাকে সাহায্য করব। সে যদি আওস গোত্রের লোক হয়ে থাকে, আমরা তার গর্দান উড়িয়ে দেব। আর যদি আমাদের ভাই খাযরাজ গোত্রের লোক হয়ে থাকে তাহলে আপনি আদেশ করুন তার ব্যাপারে আমরা আপনার আদেশ কার্যকরী করব। তখন খাযরাজ গোত্রের নেতা সাদ ইবনে উবাদাহ উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে তিনি একজন সৎ ও নেক্কার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্রীয় মনোভাব তাকে উত্তেজিত করে তুলল। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং সে শক্তিও তোমার নেই। সংগে সংগে উসায়েদ ইবনে হুদায়ের উঠে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। তুমি একটা মোনাফিক। তাই মোনাফিকের পক্ষ নিয়ে বিবাদ করছ। এরপর আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই প্রস্তুত হয়ে লড়াই করতে উদ্যত হল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও মিম্বরের ওপর ছিলেন। তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে সবাইকে নিরস্ত করলেন। সবাই থেমে গেল। তিনিও থামলেন আর কিছু বললেন না। আয়েশা (রা) বলেন, আমি সারাদিন কাঁদতে থাকলাম। আমার অশ্রু বন্ধ হল না কিংবা সামান্যতম সময়ও ঘুমাতে পারলাম না। আমার পিতামাতা আমার পাশেই থাকতেন। ইতিমধ্যে ক্রন্দনরত অবস্থায় একটা রাত ও দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অমার মনে হল, ক্রমাগত কান্নায় আমার কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তাঁরা (আমার পিতামাতা) উভয়ে আমার পাশে বসা ছিলেন আর আমি কাঁদছিলাম। সেই সময় একজন আনসারী মহিলা (বাড়ীর ভিতরে) আসার অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রবেশ করে (আমার পাশে) বসলেন। অথচ যা রটানো হয়েছে তার পর থেকে তিনি আমার পাশে আর বসেননি। ইতিমধ্যে একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ওহী নাযিল করে আমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কিছু জানান হয়নি। তিনি তাশাহহুদ পড়ে আমাকে বললেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ এরূপ কথা নেছি। তুমি যদি নির্দোষ ও নিস্পাপ হও তাহলে অচিরেই আল্লাহ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। কেননা বান্দা যখন গোনাহ স্বীকার করে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি আমি এক বিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললামঃ আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি বুঝতে পারছি না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখন আমার মাকে বললাম, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষ থেকে তার জওয়াব দিন। তিনি (আমার মা) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমি বুঝতে পারছি না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জওয়াব দেব? তখনও আমি অল্প বয়স্কা কিশোরী ছিলাম। আমি বললাম, আমি কুরআন মজীদ বেশী পড়ি নাই। আল্লাহর শপথ! আমি জানি লোকেরা যা বলাবলি করছে তা আপনারা শুনেছেন এবং তা আপনাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আর তা সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। আমি যদি বলি, আমি নির্দোষ ও নিস্পাপ, আর আল্লাহ তো জানেন যে, আমি নির্দোষ ও নিস্পাপ তাহলেও আপনারা ঐ ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি আপনাদের কাছে ব্যাপারটা স্বীকার করি, আল্লাহর শপথ! তিনি জানেন এ ব্যাপারে

আমি নিষ্পাপ ও নির্দোষ, তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর শপথ! ইউসুফ (আঃ)-এর পিতাকে [হযরত ইয়াকূব (আঃ)] ছাড়া আমি আপনাদের ও আমার জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেনঃ "ধৈর্যই (এখন আমার জন্য) উত্তম। তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার সাহায্যকারী-" (সূরা ইউসুফঃ ১৮)। অতঃপর আমি বিছানায় পাশ ফিরলাম। আমি আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র ও নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ধারণা করিনি যে, আমার ব্যাপারে ওহী পাঠানো হবে। আমি নিজেকে এতটুকু যোগ্যও মনে করতাম না যে, আমার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য আসবে। তবে আমি এ মর্মে আশা পোষণ করতাম যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পবিত্রতা ও নির্দোষিতা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি (সঃ) তাঁর জায়গা ছেড়ে তখনও উঠে পড়েননি, আর বাড়ীরও কেউ বের হয়ে পড়েননি, ঠিক তখনই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হল। ওহী নাযিলের পূর্বক্ষণে তাঁর যে কষ্টকর অবস্থা হতো তাই শুরু হল। এমনকি এই অবস্থায় শীতের দিনেও তাঁর শরীর থেকে মুক্তার বিন্দুর মত ঘাম বের হত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই অবস্থা দূর হলে তিনি হাসলেন। তিনি সর্বপ্রথম যে কথাটা বললেন তা হল, হে আয়েশা! আল্লাহর প্রশংসা কর। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। তখন আমার মা আমাকে বললেনঃ উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মান দেখাও। আমি বললামঃ না, তা করব না। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ আয়াত নাযিল করেছিলেন, "যারা এই অপবাদ আরোপ করেছে তারা তোমাদের মধ্যেকারই একদল লোক। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি যে গোনাহ অর্জন করল তা তার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর যে এ ব্যাপারে বিরাট অংশ অর্জন করবে তার জন্য রয়েছে বড় আযাব। তোমরা যখন তা শুনলে তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? তারা কেন বললে না যে, এটা একটা অপবাদ। এ ব্যাপারে তারা কেন চারজন সাক্ষী আনলো না। সুতরাং যখন তারা সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়েছে তখন নিজেরাই আল্লাহ্র নিকট মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর ফযল ও রহমত যদি তোমাদের প্রতি না হত তাহলে যা তোমরা করেছ সেজন্য তোমাদের ওপর বড় শাস্তি নেমে আসত। যখন তোমরা জিহবায় এমন একটা বিষয় আওড়াচ্ছিলে আর মুখে মুখে উচ্চারণ করছিলে যে বিষয় সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। আর একে খুবই সহজ ব্যাপার মনে করছিলে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তা ছিল মারাত্মক। যখন তোমরা ঐ কথা শুনলে তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথাবার্তা বলা আমাদের উচিত নয়। হে আল্লাহ! তুমি মাহান ও পবিত্র, আর এটা হল মারাত্মক অপবাদ। তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকলে পুনরায় অনুরূপ কাজ না করার জন্য আল্লাহ তোমাদের আদেশ দান করছেন, আর তার হুকুম স্পষ্ট বর্ণনা করে শুনাচ্ছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুণী ও বিজ্ঞ। যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জান না। আল্লাহর ফযল ও রহমত তোমাদের প্রতি না হলে (তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে)। আল্লাহ দয়ালু ও মেহেরবান-" (সূরা নূরঃ ১১-২০)।

আবু বাকর সিদ্দীক (রা) আত্মীয়তার কারণে মিছতাহ ইবনে উসাসার জন্য খরচ করতেন আমার পবিত্রতা সম্পর্কে আল্লাহ এসব আয়াত নাযিল করলে তিনি বলেন, আমি মিছতাহর জন্য কিছুই খরচ করব না। কারণ সে আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছে। এ সময় আল্লাহ এই নির্দেশ নাযিল করেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্ত ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তারা আল্লাহর রাস্তায় আত্মীয়-মিসকীন ও মুহাজিরদেরকে না দেয়ার জন্য যেন কসম না করে। বরং তাদের উচিত ক্ষমা করে দেয়া ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান-" (সূরা নূরঃ ২১)।

তখন আবু বাকর (রা) বললেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন তাই আমি পসন্দ করি। তিনি মিছতাহকে ইতিপূর্বে যা দিতেন তা দিতে থাকলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহ্শকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ হে যয়নাব, আয়েশা সম্বন্ধে তুমি কি জান এবং কি দেখেছ? জওয়াবে তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার কান ও চক্ষুকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া (মন্দ) জানি না। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ তিনিই (যয়নাব) আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু পরহেজগারী ও খোদাভীরুতার কারণে আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন।

১৬-অনুচ্ছেদঃ একজন পুরুষ লোক অন্য একজন পুরুষ লোকের নির্দোষিতা বর্ণনা করলে তার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সেটাই যথেষ্ট। আবু জামীলা বলেছেন, আমি একটা পরিত্যাক্ত শিশু কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা) আমাকে দেখে বললেনঃ গর্তটি শেষ পর্যন্ত কষ্টদায়ক না হয়। আমার এক পরিচিত ব্যক্তি তাকে বলল, তিনি (আমি) একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি। একথা শুনে তিনি (উমর) বললেনঃ এক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে। তাকে নিয়ে যাও। ওর ভরণপোষণ আমার দায়িত্বে হবে। (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র ওর ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করবে)

٢٤٧٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا اَخَاهُ لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ ـ

২৪৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকরাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) - এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির তারিফ করলে তিনি (সঃ) প্রশংসাকারীকে বললেনঃ তোমার জন্য ধ্বংস । তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে, তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় কেটে ফেললে। (এ কথাটা তিনি) কয়েকবার বললেন। পরে বললেনঃ তোমাদের কাউকে যদি তাঁর (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয়, তাহলে বলা উচিত, আমি অমুককে এরূপ মনে করি। এর অধিক আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর

তুলনায় কাউকে নির্দোষ মনে করি না। তাঁর সম্পর্কে ভাল কিছু জানা থাকলে বলবে, তাকে আমি এরূপ মনে করি।

٢٤٧١- عَنْ اَبِى مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِىْ مَدْحِهِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ -

২৪৭১, আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ব্যক্তিকে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনলেন। সে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়িয়ে বলছিল। তাই তিনি বললেনঃ তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা বললেন, তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলে। ১২

১৭—অনুচ্ছেদঃ শিশুদের সাবলকত্ব প্রাপ্তি ও সাক্ষ্যদান। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - (سورة النور - ٥٩)

"আর তোমাদের শিশুরা যে সময় যৌবনপ্রাপ্ত হবে তখন তারাও তাদের পূর্বের লোকদের মত অনুমতি চাইবে (এবং তার পরে প্রবেশ করবে)। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ এভাবেই খোলাখুলি বর্ণনা করেন। আল্লাহ সব জানেন, তিনি জ্ঞানী—" (সূরা—নূরঃ ৫৯)।

মুগীরা ইবনে মুকসিম বলেছেন, বার বছর বয়সে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আর মেয়েদের যৌবন প্রাপ্তির লক্ষণ হল হায়েয বা ঋতুস্রাব। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেনঃ

وَاللّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّاللّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - (سورة الطلاق)

" আর তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা মাসিক ঋতুস্রাব বা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের মনে যদি কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয়,

---

১২. প্রশংসা বা তারিফ মানুষের প্রাপ্য নয়। আর মানুষ তা হজমও করতে পারে না। কোন মানুষের প্রশংসা করলে সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও যোগ্যতর মনে করতে থাকে। আর ধীর ধীরে তা সেই ব্যক্তিকে গর্বিত ও অহংকারী করে তোলে। সে নিজেকে নির্দোষ মনে করতে থাকে এবং পরিশেষে জুলুম, হটধর্মিতা ও অন্যান্য খারাপ দিকগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। এইভাবে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের অতল গহ্বরে নেমে যায়।

এ ছাড়াও মানুষের প্রশংসার ব্যাপারে আরেকটা কথা জানা থাকা দরকার। মানুষের মধ্যে যে যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে আল্লাহ তাআলাই তা মানুষকে দান করেছেন। সুতরাং সত্যিকার অর্থে কারো প্রশংসা করতে হলে আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা করতে হয়। এজন্য কুরআনে একমাত্র মহান আল্লাহর প্রশংসাই বৈধ রাখা হয়েছে এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

তবে তাদের ইদ্দাত হবে তিন মাস। আর যাদের এখনো হায়েয আসেনি তাদের জন্যও একই হুকুম। আর গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দাতের সীমা হল সন্তান (গর্ভ) প্রসব করা পর্যন্ত (সূরা নূরঃ ৪)

হাসান ইবনে সালেহ বলেছেন, আমি আমার এক প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোককে একুশ বছর বয়সেই দাদী বা নানী হতে দেখেছি।

٢٤٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ اُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَاَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَاَجَازَنِيْ قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَكَتَبَ اِلٰى عُمَّالِهِ اَنْ يَّفْرِضُوْا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ ـ

২৪৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে (যুদ্ধে যাওয়ার জন্য) উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তিনি বলেছেনঃ পরে খন্দক যুদ্ধের সময় আবার উপস্থিত হলাম তখন আমার বয়স ছিল পনর বছর। এবার তিনি অনুমতি দিলেন। নাফে বর্ণনা করেছেন, খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে আমি হাদীসটা বর্ণনা করলে তিনি তাঁর গভর্ণরদের কাছে লিখে পাঠালেন, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হয়েছে গনীমতের অর্থে তাদের জন্য অংশ নির্ধারিত কর।

٢٤٧٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ـ

২৪৭৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর জুমুআর দিনে গোসল করা ওয়াজিব।

১৮—অনুচ্ছেদঃ বিচারক কসম করানোর পূর্বে বাদীকে জিজ্ঞেস করবে, তার সপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি না?

٢٤٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللّٰهِ كَانَ ذٰلِكَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ اَرْضٌ فَجَحَدَنِيْ فَقَدَّمْتُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ

لِلْيَهُوْدِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِذًا يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِيْ قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً اُوْلٰئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

(سورة اٰل عمران - ٧٧)

২৪৭৪. অবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের অর্থ–সম্পদ আত্মসাত করবে (কিয়ামতের দিন) সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাযির হবে যে, তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। এ হাদীস শুনে আশআস ইবনে কায়েস বললেন, আল্লাহর শপথ! এ হাদীস তো আমার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমার ও অপর ব্যক্তির (এক (ইহুদী) মধ্যে এক খন্ড জমি নিয়ে ঝগড়া ছিল। আমি তাকে নবী (সঃ)–এর সামনে এনে উপস্থিত করলে নবী (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি তাকে (ইহুদীকে) বললেন, কসম কর। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে তো সে কসম করবে এবং আমার সমস্ত মাল আত্মসাত করে নেবে। ঐ সময় মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেনঃ "যারা আল্লাহ্‌র সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের কারণে) বিক্রি করে কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন অংশ নেই। সেদিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদেরকে সেদিন কঠিন শাস্তি দেয়া হবে" (সূরা আলে ইমনারঃ ৭৭)।

১৯–অনুচ্ছেদঃ অর্থ–সম্পদ ও হদের (শরীআত নির্ধারিত শাস্তির) ব্যাপারে বিবাদীকে কসম করতে হবে। নবী (সঃ) বাদীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হয় তুমি দু'জন সাক্ষী আনবে অথবা সে (বিবাদী) কসম খাবে। কুতাইবা, সুফিয়ান ও ইবনে শুবরুমার মাধ্যমে আবুল যিনাদ থেকে দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যদান ও বাদীর কসম খাওয়ার কথা বলেছেন। তখন আমি বললাম, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেনঃ

واشتشهدوا شهدين من رجالكم ... فئذ كراحد هماالاخرى (البقرة :٢٨٢)

"দুজন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। আর দু'জন পুরুষ না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোককে সাক্ষী বানাও, যাতে একজন ভুলে গেলে অপর জন তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তোমাদের গ্রহণযোগ্য ও পসন্দের লোককেই সাক্ষী বানাও।"

কুতাইবা বলেন, আমি বললাম, একজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিলে আর বাদী কসম করলে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আরেকজন স্ত্রীলোকের কি প্রয়োজন?

٢٤٧٥- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَضٰى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ ـ

২৪৭৫. ইবনে আবু মুলাইকা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমার কাছে এ মর্মে পত্র লিখেছিলেন, নবী (সঃ) বিবাদীকে কসম করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ বিবাদীর কসমের ওপর ভিত্তি করে বিচার সমাধা করেছিলেন)।

٢٤٧٦- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيقَ ذٰلِكَ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ اِلٰى عَذَابٌ اَلِيْمٌ ثُمَّ اِنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ اِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِىَّ اُنْزِلَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُمَةٌ فِىْ شَىْءٍ فَاخْتَصَمْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ اَوْ يَمِيْنُهُ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُ اِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ ثُمَّ اقْتَرَاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ ـ

২৪৭৬. আবু ওয়ায়েল (রঃ) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের মাল আত্মসাত করে (কিয়ামতের দিন) সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত থাকবেন। পরে একথার সমর্থন করে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে আয়াত নাযিল করেন তা হল, "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে সেদিন তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব" (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)।

পরে আশআস ইবনে কায়েস (কিন্দী) আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান (ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? তিনি (ইবনে মাসউদ) যা বলেছেন আমরা তা তাকে (আশআস ইবনে কায়েস কিন্দী) বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি বললেনঃ হাঁ, তিনি সত্য বলেছেন। ঐ আয়াত আমার বিষয়েই নাযিল হয়েছিল। (ব্যাপারটা এই যে,) আমার ও অপর এক ব্যক্তির (ইহুদী) মধ্যে কোন একটা জিনিস (একখন্ড জমি) নিয়ে বিবাদ চলছিল। আমরা মামলাটা নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন, (দাবীর সমর্থনে) তুমি দু'জন সাক্ষী নিয়ে এস অথবা তার (ইহুদী) কসমের ওপর

নির্ভর করে ফয়সালা করা হবে।[১৩] তখন আমি বললাম, তাহলে তো সে (মিথ্যা) কসম করে বসবে এবং কোন পরোয়া করবে না। নবী (সঃ) বললেন, যে ব্যক্তি কসম করে অন্যের অর্থ-সম্পদ হস্তগত করে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২০-অনুচ্ছেদঃ কেউ কোন দাবি উত্থাপন করলে বা কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে এবং এজন্য সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (অর্থাৎ প্রমাণ পেশ করার জন্য যা কিছু করার তাকেই করতে হবে)।

٢٤٧٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ اِمْرَاَتَهُ عند النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِذَا رَاٰى اَحَدُنَا عَلَى امْرَاَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ الْبَيِّنَةَ وَاِلاَّ حَدٌّ فِيْ ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ اللِّعَانِ -

২৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া নবী (সঃ) -এর কাছে শারীক ইবনে সাহমের সাথে তার স্ত্রীকে যেনার অপবাদ দিলে তিনি (সঃ) বলেনঃ সাক্ষী উপস্থিত কর। অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া মারা হবে। হেলাল ইবনে উমাইয়া বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ যদি নিজে তার স্ত্রীর বুকে অন্য পুরুষকে দেখে তাহলেও কি সাক্ষীর সন্ধান করে ফিরবে? এর পরও নবী (সঃ) বলতে থাকলেন, প্রমাণ পেশ কর অন্যথায় তোমার পিঠে কোড়া পড়বে। অতঃপর তিনি লিআনের হাদীস বর্ণান করলেন।[১৪]

---

১৩. কোন বিবদমান বিষয়ে সাক্ষী আদৌ না পাওয়া গেলে বা প্রয়োজনীয় সাক্ষী না পাওয়া গেলে বিবাদীকে কসম বা হলফ করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং এই কসমের উপর ভিত্তি করেই রায় দেয়া হয়। এমতাবস্থায় একটা মিথ্যা কসম করে অন্যের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বা আত্মসাত করা খুবই সহজ। কেউ যাতে এভাবে কারো হক না মারে সে সম্পর্কেই এসব হাদীসে বলা হয়েছে এবং এর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও সাবধান করে দেয়া হয়েছে, হস্তগত বা আত্মসাতকৃত অর্থ-সম্পদের পরিমান যাই হোক না কেন। মুসলিম শরীফের একটা হাদীসে আছে, কেউ মিথ্যা কসম দ্বারা মুসলমান ভাইয়ের হক হস্তগত করলে আল্লাহ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব ও জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আত্মসাত করা বস্তু যদি খুব নগণ্য হয় তাহলে কি হবে? তিনি বললেনঃ পিলুর বৃক্ষের একখন্ড শুষ্ক ডাল হলেও।

১৪. স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে আর তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে ইসলামী শরীআতে তার বিধান হল, স্বামী বিচারকের সামনে নিজের সত্য কথা বলার হলফ করবে। অর্থাৎ বলবে, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যে কথা বলছি সে ব্যাপারে আমি সত্যবাদী। এরূপ চারবার বলার পর পঞ্চম বারে বলবে, আমি যদি মিথ্যা কথা বলে থাকি তাহলে আমার প্রতি আল্লাহর গযব হোক। স্বামী এরূপ বলার পর স্ত্রী চার বার বলবে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, সে (তার স্বামী) যা বলছে তা মিথ্যা। আর পঞ্চম বার বলবে, সে (স্বামী) যদি সত্যবাদী হয় তাহলে আমার উপরে আল্লাহর গযব হোক। স্বামী স্ত্রী এরূপ বলার পর বিচারক তাদেরক বিচ্ছিন্ন করে দিবেন এবং এই বিচ্ছিন্নতা তালাকে বায়েন গণ্য হবে। একেই লে'আন বলা হয়।

২১—অনুচ্ছেদঃ আসরের পর মিথ্যা শপথ করা।

٢٤٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلٰى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيْلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ اِلاَّ لِلدُّنْيَا فَاِنْ اَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفٰى لَهُ وَاِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ اَعْطٰى بِهِ كَذَا وَكَذَا فَاَخَذَهَا ـ

২৪৭৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের দিকে তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। সেদিন তাদের জন্য থাকবে কঠিন শাস্তি। পথে যে ব্যক্তির কাছে অতিরিক্ত পানি আছে অথচ (প্রয়োজনে) অন্য পথিককে সে তা দেয় না। অপর ব্যক্তি হল যে এক ব্যক্তির (ইমামের) কাছে বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ করে। কিন্তু একমাত্র পার্থিব স্বার্থের জন্যই সে তার কাছে বাইয়াত করে। তার ইচ্ছামত ও আকাংখা পূরণ করে তাকে দিলে সে (বাইয়াত) পূরণ করে অন্যথায় পূরণ করে না অর্থাৎ বাইয়াত ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি হল, যে আসরের পরে কোন জিনিস খরিদ করতে গিয়ে আল্লাহর কসম করে বলে যে, সে এটা কিনতে এত কিংবা এত মূল্য দিয়েছে। আর তা শুনে খরিদ্দার ঐ জিনিস খরিদ করে নেয়।

২২—অনুচ্ছেদঃ যেখানে বিবাদীর কসম খাওয়া বাধ্যতামূলক হয়েছে সে স্থানেই সে কসম খাবে। শপথ করানোর জন্য তাকে জায়গা পরিবর্তন করানো হবে না। মারওয়ান যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)—কে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে শপথ করতে হবে বলে রায় দিলে তিনি বলেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই কসম করব। তারপর তিনি সেখানে থেকে কসম করতে শুরু করলেন এবং মিম্বরের ওপর যেতে অস্বীকার করলেন। তাঁর এ আচরণে মারওয়ান বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নবী (সঃ) বাদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, দু'জন সাক্ষী পেশ কর অন্যথায় বিবাদীর শপথ প্রয়োজন হবে। এখানে তিনি এক জায়গা বাদ দিয়ে আরেক জায়গা নির্দিষ্ট করেন নি।

٢٤٧٩- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ـ

২৪৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (অন্যের) অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য (মিথ্যা) কসম করে সে (কিয়ামতের দিন) যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে তখন তিনি তার উপরে অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২৩—অনুচ্ছেদঃ যারা শপথ করতে প্রতিযোগিতা করে বা উৎসাহ দেখায়।

٢٤٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَرَضَ عَلٰى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ فَاَسْرَعُوْا فَاَمَرَ اَنْ يُّسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِى الْيَمِيْنِ اَيُّهُمْ يَحْلِفُ ـ

২৪৮০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) কিছু সংখ্যক লোককে কসম করতে বললে তারা সবাই এসে একে অপরের আগে কসম করার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। তখন তিনি তাদের মধ্যে থেকে কে কসম করবে সে ব্যাপারে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

২৪—অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

"যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয় (কিয়ামতের দিন) তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। সেদিন আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং সেদিন তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি—" (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)।

٢٤٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ اَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطٰى بِهَا مَالَمْ يُعْطِهَا فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ اَوْفٰى : اَلنَّاجِشُ اٰكِلُ رِبًا خَائِنٌ ـ

২৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তার মালপত্র বিক্রির জন্য বাজারে উঠিয়ে আল্লাহর কসম করে বলল যে, সে এত পরিমাণ মূল্য দিয়ে তা খরিদ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ পরিমাণ মূল্যে সে তা খরিদ করেনি। এই ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছেঃ "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূলে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে দেয়, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নাই।" আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি নকল ক্রেতা সেজে (অতিরিক্ত মূল্য বলে আসল ক্রেতাকে) ধোঁকা দেয় সে সুদখোর ও খেয়ানতকারীর সমান।

٢٤٨٢- عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ اَوْ قَالَ اَخِيهِ لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانٌ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِى الْقُرْاٰنِ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً الْاٰيَةَ فَلَقِيَنِى الْاَشْعَثُ فَقَالَ مَاحَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فِىَّ اُنْزِلَتْ ـ

২৪৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, কেউ কোন লোকের অথবা বলেছেন, তার ভাইয়ের অর্থ-সম্পদ হস্তগত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে যখন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই কথার সমর্থনে আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন, "যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও তার নামে করা শপথ নগণ্য মূল্যে (পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বিক্রি করে তাদের জন্য কিয়ামতে কোন অংশ থাকবে না। কিয়ামতে আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি তাকাবেন আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি" (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭)। আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেছেন, আশআস (ইবনে কায়েস কিন্দী) পরে আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আজ তোমাদের কাছে কি বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, এরূপ এরূপ বলেছেন। তিনি বললেন, এটা (আয়াত) আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

২৫-অনুচ্ছেদঃ কিভাবে হলফ করানো হবে। মহান আল্লাহর বাণীঃ

ثم جاوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا -

"অতঃপর তারা তোমার কাছে এসে আল্লাহর নামে শপথ করে।"

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ - فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا -

"তারা আল্লাহর কসম করে বলে, তারা তোমাদেরই লোক। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহর কসম করে, অতঃপর তারা আল্লাহর কসম করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য তাদের দু'জনের সাক্ষ্যের চেয়ে সত্য হবে।" নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের পরে আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ ছাড়া তো আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

٢٤٨٣- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ -

২৪৮৩. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। লোকটি বলল, এ ছাড়া আর কোন নামায কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পার। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, রমযান মাসে রোযা রাখা। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোন রোযা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না তবে নফল রোযা রাখতে পার। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে যাকাতের কথা বললেন। লোকটি বলল, এ ছাড়া অন্য কোনভাবে অর্থ ব্যয় করা কি আমার জন্য ফরয? তিনি বললেনঃ না, তবে নফল দান-খয়রাত করতে পার। এরপর সে পিছন ফিরে যাওয়ার সময় বলেছিল, আমি এর চেয়ে কিছু বেশীও করব না কিংবা এর থেকে কিছু কমাবও না। তার কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে সে সফল হয়ে গেল। ১৫

٢٤٨٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

২৪৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ কেউ কসম করতে চাইলে আল্লাহর নামে কসম করবে অন্যথায় চুপ থাকবে (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারো নামে কসম করা যাবে না)।

২৬-অনুচ্ছেদঃ বিবাদীর শপথের পর সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করলে। নবী (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রমাণাদি উপস্থিত করার ব্যাপারে অন্যদের চেয়ে পারদর্শী। তাউস ইবনে কায়সান, ইবরাহীম নাখয়ী ও কাজী শুরাইহ বলেছেনঃ মিথ্যা কসমের তুলনায় সত্যবাদী সাক্ষী গ্রহণযোগ্য।

٢٤٨٥- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَىَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلاَ يَاْخُذْهَا ـ

২৪৮৫. উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা আমার কাছে বিবাদের বিষয় নিয়ে (ফয়সালার জন্য) এসে থাক। (অনেক সময় দেখা যায়) তোমাদের কেউ কেউ প্রমাণাদি পেশ করার ব্যাপারে অন্যদের চাইতে বাকপটু। এমতাবস্থায় অন্যের হক থেকে যার পক্ষে আমি ফয়সালা দিয়ে দেই তাকে দোযখের এক টুকরাই দিয়ে থাকি। তাই সে যেন এভাবে তা গ্রহণ না করে। ১৬

---

১৫. কালেমা তায়্যিবা গ্রহণ করার পর যে চারটা মৌলিক জিনিস কোন ব্যক্তিকে পালন করতে হয় হজ্জ তার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র নামায, রোযা, ও যাকাতের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হল, তখনও পর্যন্ত হজ্জের বিধান নাযিল হয়েছিল না। আর এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে হজ্জের বিষয়ে কোন নির্দেশ দেননি।

১৬. এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেও তা যদি কোন ব্যক্তির হক না হয় তাহলে এভাবে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়। বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হলেই তা বৈধ হয়ে যায় না, এতে আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না।

২৭—অনুচ্ছেদঃ ওয়াদা পূরণের নির্দেশ দান করা। হাসান বসরী এরূপ করেছেন। আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈলের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি ওয়াদা পূরণে সত্যবাদী ছিলেন। ইবনুল আশওয়া (কুফার কাজী সাইদ ইবনে আমর ইবনে আশওয়া) ওয়াদা পূরণ করার আদেশ দিয়ে রায় দিয়েছেন। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)—কে তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করে বলতে শুনেছি, সে আমার সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ করেছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেছেনঃ আমি ইবরাহীম (ইবনে রাহবিয়া)—কে ইবনে আশওয়ার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে দেখেছি।

٢٤٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ مَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ اَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ نَبِىٍّ ـ

২৪৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আবু সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, (রোমের সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাকে বললেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি (সঃ) তোমাদেরকে কি কি কাজের আদেশ করেন? তুমি জবাব দিলে, তিনি তোমাদেরকে নামায, সততা, পবিত্রতা, ওয়াদা পূরণ ও আমানত আদায় করতে আদেশ করেন। আর এগুলোই তো একজন নবীর গুণাবলী।

٢٤٨٧- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ ـ

২৪৮৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মোনাফিকের লক্ষণ তিনটিঃ কথা বললে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে খেয়ানত করে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

٢٤٨٨- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِىُّ ﷺ جَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْحَضْرَمِىِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعْطِيَنِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِىْ يَدِى خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسَ مِائَةٍ ـ

২৪৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আলা ইবনুল হাদরামীর নিকট থেকে আবু বাকরের কাছে কিছু মাল আসলে তিনি ঘোষণা করলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে কারো পাওনা থেকে থাকলে অথবা তিনি কাউকে কোন ওয়াদা করে থাকলে সে যেন আমার নিকট এসে তা নিয়ে যায়। জাবের (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি (গিয়ে) বললাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এত পরিমাণ, এত পরিমাণ এবং এত পরিমাণ (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ তিনবার দুই বাহু ছড়িয়ে) দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি (আবু বাকর) আমার দু'হাতে পাঁচশ' (মুদ্রা) গুণে দিলেন, তারপর পাঁচশ' এবং তারপর আরো পাঁচশ' দিলেন।

٢٤٨٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلَنِىْ يَهُوْدِىٌّ مِّنْ اَهْلِ الْحِيْرَةِ اَىَّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ حَتّٰى اَقْدَمَ عَلٰى حَبْرِ الْعَرَبِ فَاَسْاَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضٰى اَكْثَرَهُمَا وَاَطْيَبَهُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَاقَالَ فَعَلَ -

২৪৮৯. সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হীরার অধিবাসী এক ইহুদী আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, মূসা (আ) ওয়াদাকৃত দু'টি সময়সীমার কোনটি পূরণ করেছিলেন? বললাম, আমি জানি না। আরবের কোন আলেম ব্যক্তির নিকট গিয়ে জিজ্ঞস করে না জানা পর্যন্ত আমি বলতে পারব না। অতঃপর আমি এসে ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মূসা দীর্ঘতর ও উত্তম সময়সীমা পূরণ করেছিলেন। কেননা আল্লাহর রসূল যা বলেন তা পূরণ করেন।

২৮-অনুচ্ছেদঃ সাক্ষ্য বা অনুরূপ বিষয়ে মুশরিকদের জিজ্ঞাসা করা যাবে না। শা'বী (র) বলেছেনঃ এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য আরেক ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء

"আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।' আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের সত্য কিংবা মিথ্যা জানবে না, বরং

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ - (سورة البقرة - ١٣٦)

"তোমরা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর, আমাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের ওপর এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইয়াকূবের বংশধরদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ের ওপর, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে তাদের প্রভুর তরফ

থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার প্রতিও ঈমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা একমাত্র তাঁরই (আল্লাহর) অনুগত" (বাকারাঃ ১৩৬)

٢٤٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ اَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلٰى نَبِيِّهِ اَحْدَثُ الْاَخْبَارِ بِاللّٰهِ تَقْرَؤُنَهُ لَمْ يُشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللّٰهُ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَاكَتَبَ اللّٰهُ وَغَيَّرُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوْا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً اَفَلاَ يَنْهَاكُم مَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَايَلَتِهِمْ وَلاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْنَا مِنْهُم رَجُلاً قَطُّ يَسْاَلُكُمْ عَنِ الَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَيْكُمْ -

২৪৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হে মুসলমানেরা! কেমন করে তোমরা আহলে কিতাবদেরকে জিজ্ঞেস করতে পার? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন সেটাই তোমাদের কিতাব। এতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সর্বশেষ খবর জানানো হয়েছে। এই কিতাব তোমরা পড়ে থাক। এতে কোন প্রকার সংমিশ্রণ ঘটেনি। এ কিতাবে আল্লাহ তোমাদের বলে দিয়েছেন যে, তিনি আহলে কিতাবদেরকে যা কিছু (তাদের কিতাবে) লিখে দিয়েছিলেন, তা তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজেদের হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করার পর বলছে যে, সেটাই আল্লাহর বাণী। উদ্দেশ্য কিছু নগণ্য স্বার্থের (পার্থিব স্বার্থ) বিনিময়ে তা বিক্রি করা। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাতে কি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়নি? আল্লাহর শপথ! আমি তাদের একজন লোককেও কখনো তোমাদের প্রতি নাযিলকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে দেখিনি।

২৯—অনুচ্ছেদঃ জটিল বিষয়ে লটারী করা। মহান আল্লাহর বাণীঃ

وما كنت لديهم اذ يلقون اقلا ميم ابهم يكفل مريم -

"সেই সময় তুমি তাদের কাছে উপস্থিত ছিলে না যখন তারা এই প্রশ্নে কলম নিক্ষেপ করছিল যে, কে মরিয়মের তত্ত্বাবধান করবে।"

ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, (কলম নিক্ষেপ করলে) একমাত্র যাকারিয়া (আঃ)— এর কলম ছাড়া সবার কলমই পানির স্রোতে ভেসে গেল। তাই যাকারিয়া (আ) তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পেলেন। আল্লাহর বাণীঃ 'ফাসাহামা' লটারিকরণ " ফাকানা মিনাল মুহদাদীন" অর্থাৎ লটারিতে যাদের নাম উঠল তিনি (ইউনুস) তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কয়েক ব্যক্তিকে কসম করার সুযোগ দিলে আগে কসম করার জন্য তারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। অতএব কে আগে কসম করবে তা নির্ধারণ করার জন্য তিনি তাদের মধ্যে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

٢٤٩١- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِى حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُم فِى اَسفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِى فِى اَسْفَلِهَا يَمُرُّوْنَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِى اَعْلاَهَا فَتَاَذَّوْا بِهِ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلاَ بُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا اَنْفُسَهُمْ اِن تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ -

২৪৯১. নো'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার (আদেশ-নিষেধ) মধ্যে শিথিলতা প্রদর্শনকারীর উদাহরণ এমন একদল লোক যারা একখানা নৌযান নিয়ে লটারি করলে কারো অংশে পড়ল নৌযানের নীচের তলা আর কারো অংশে পড়ল উপরিতল। নীচের তলার লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের কাছে যাওয়া-আসা করতে থাকায় তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাই নীচের একজন একখানা কুঠার নিয়ে নৌকার তলদেশ বিদীর্ণ করতে শুরু করল। এতে ওপরের লোকেরা এসে তাকে বলল, কি হয়েছে? তুমি এরূপ করছ কেন? সে বলল, আমাদের জন্য তোমরা কষ্ট পেয়ে থাক, অথচ পানি আমাদের একান্ত প্রয়োজন, তাই এরূপ করছি। এখন সবাই যদি তাকে বাধা দেয় তবে ঐ লোকটাকে বাঁচাতে পারবে এবং নিজেরাও বাঁচবে। আর যদি তাকে যা ইচ্ছে তাই করার জন্য ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ লোকটাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে। ১৭

٢٤٩٢- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيدٍ الْاَنصَارِيِّ اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ اِمْرَاَةً مِّنْ نِسَائِهِم بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِى السُّكْنٰى حِيْنَ اَقْرَعَتِ الْاَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اُمُّ الْعَلاَءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بنُ مَظْعُونٍ فَاشْتَكٰى فَمَرَّضْنَاهُ حَتّٰى اِذَا تُوُفِّىَ وَجَعَلْنَاهُ فِى ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيكَ اَبَاالسَّائِبِ فَشَهَادَتِى عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ لِى النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لاَ اَدْرِىْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا عُثْمَانُ فَقَد جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ

১৭. সমাজে কেউ খারাপ কাজ করতে শুরু করলে সবারই তাকে বাধা দেয়া দরকার। অন্যথায় পরিণামে ঐ কাজের জন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সমাজে বিস্তারলাভকারী অন্যায়কে সংঘবদ্ধভাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাধা দিতে হবে। এটাই এ হাদীসের মূলকথা।

وَاللّٰهِ مَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَايُفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّىْ اَحَدًا بَعْدَهُ اَبَدًا وَاَحْزَنَنِىْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَنِمْتُ فَاُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِىْ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ ـ

২৪৯২. খারেজা ইবনে যায়েদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। উম্মুল আলা নাম্নী তাদের গোত্রের একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুহাজিরদেরকে বাসস্থান দেয়ার ব্যাপারে আনসারগণ লটারি করলে তাদের ভাগে উসমান ইবনে মাযউনের নাম উঠল। উম্মুল আলা বর্ণনা করেছেন, উসমান ইবনে মাযউন (রা) এরপর আমাদের কাছে থাকলেন। এক সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা খুব যত্নের সাথে তাঁর দেখাশুনা ও সেবাশুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি মারা গেলেন। আমরা তাঁকে কাফন দিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাশরীফ আনলে আমি (উসমান ইবনে মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললামঃ হে আবু সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য হল, আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি কিভাবে জানলে আল্লাহ তাকে মর্যাদা দিয়েছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কোরবান হোক। আমি (কিছুই) জানি না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও বললেনঃ আল্লাহর শপথ! তার মৃত্যু এসে গেছে আমি তার কল্যাণের আশা রাখি। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর রসূল হয়েও আমি জানি না তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে। (একথা শুনে) উম্মুল আলা বললেনঃ আল্লাহর শপথ! এরপর আমি আর কোন দিনও কারো নির্দোষিতা বর্ণনা করব না। তবে এ ঘটনা আমাকে মনোকষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। তিনি বর্ণনা করেছেন, পরে আমি ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে উসমানের জন্য একটা ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে দেখলাম। সুতরাং আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা জানালাম। তিনি বললেন, ওটা তার আমল।

٢٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ تَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ رِضَا رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

২৪৯৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যেতে মনস্থ করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। এতে যার নাম উঠত তাকে সাথে নিয়ে তিনি সফরে যেতেন। সাওদা (রা) ছাড়া তিনি তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য রাত দিন ভাগ করে দিয়ে পালাক্রমে প্রত্যেকের কাছে থাকতেন। কেবলমাত্র সাওদা (রা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁর অংশের দিন ও রাত নবী (সঃ)-এর (অপর) স্ত্রী আয়েশাকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

٢٤٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَافِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ـ

২৪৯৪. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ মানুষ যদি আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা জানত এবং লটারি করা ছাড়া তা পাওয়ার সুযোগ না থাকলে লটারি করেই তা (প্রথম কাতারে দাঁড়ানো ও আযান দেওযার পালা) স্থির করে নিত। ভোরের নামাযে যাওয়ার কত মর্যাদা তা যদি জানত তাহলে প্রতিযোগিতা করে সেদিকে দৌড়ে যেত। আর এশা ও ফজরের জামআতে শামিল হওয়ার মর্যাদা তারা যদি উপলব্ধি করত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাজির হত।[১৮]

১৮. এ হাদীস থেকে ফজর ও এশার নামায জামাআতে পড়ার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সাথে সাথে আযান দেয়া ও প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার মর্যাদাও স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের মর্যাদা সবচাইতে বেশী হবে। অনুরূপ এক হাদীসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতে পড়ল সে যেন অর্ধেক রাত জেগে নামায পড়ল, আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ল সে যেন সারা রাত জেগে নামায পড়ল।

সহীহ আল বুখারী

৩য় খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٣

সহীহ
আল বুখারী

৩য় খণ্ড

অনুবাদে

মাওলানা আফলাতুন কায়সার	ফাযেলে দেওবন্দ
মাওলানা আতিকুর রহমান	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা মোজাম্মেল হক	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন	এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক মাওলানা আবদুল খালেক	এম, এম ; এম, এ

সম্পাদনায়

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

صحيح البخارى

مجلد رقم ٣

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৪

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২
১১শ প্রকাশ

শাবান	১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪২১
জুন	২০১৪

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৮৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-3rd Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 485.00 Only.

কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিযামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

مَن كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের তৃতীয় খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব

২৭ যিলকদ ১৪১৭। ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭

সূচীপত্র

অধ্যায়-২৯
কিতাবুস সুলহে
(সন্ধির বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-লোকদের মধ্যে সন্ধি বিষয়ে যা বর্ণনা করা হয়েছে	১৯
২-যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে সে মিথ্যাবাদী নয়	২১
৩-নেতা কর্তৃক তার সঙ্গীদেরকে বলা চলো লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেই	২১
৪-আল্লাহর বাণী, "যদি তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে নেয়	২১
৫-যদি লোকেরা অন্যায়ভাবে সন্ধি করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত	২২
৬-কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে	২২
৭-মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করা	২৪
৮-দিয়াত সম্পর্কে সন্ধি	২৫
৯-হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে মহানবী (সা)-এর বাণী	২৬
১০-নেতা কি সন্ধির জন্য ইশারা বা প্রস্তাব করতে পারেন	২৭
১১-লোকদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া	২৮
১২-নেতা কারো প্রতি সন্ধির ইঙ্গিত করলে	২৮
১৩-ঋণদাতা ও মৃত ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ-রফা করা	২৯
১৪-ধার ও নগদের বিনিময়ে সন্ধি	৩০

অধ্যায়-৩০
কিতাবুশ শুরুত
(শর্তাবলীর বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ইসলাম গ্রহণে, চুক্তিসমূহে ও ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ	৩২
২-তাবির করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা	৩৩
৩-ক্রয়-বিক্রয়ের শর্ত আরোপ করা	৩৪
৪-পশু বিক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে	৩৪
৫-লেনদেনের ব্যাপারে শর্তাবলী	৩৬
৬ বিবাহের চুক্তির সময় দেনমোহর সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা	৩৬
৭-কৃষিকার্যে শর্ত আরোপ করা	৩৬
৮-বিবাহের চুক্তিতে যে সমস্ত শর্ত যোগ করা নিষিদ্ধ	৩৭
৯-হদ্দ-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ বৈধ নয়	৩৭
১০-মুকাতাব যদি আযাদ করার শর্তে বিক্রি হতে রাযী হয়	৩৮
১১-তালাকের সাথে শর্ত	৩৯
১২-লোকদের সঙ্গে মৌখিক শর্ত আরোপ করা	৩৯
১৩-অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত	৪০
১৪-ভাগচাষে শর্ত আরোপ করা	৪০
১৫-কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও সন্ধি	৪১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৬-ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত	৫৩
১৭-চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী শর্তাবলী	৫৪
১৮-যে ধরনের শর্ত আরোপ বৈধ	৫৪
১৯-ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা	৫৪

অধ্যায়-৩১
কিতাবুল ওয়াসায়া
(ওসিয়াতের বর্ণনা)

১-ওসিয়াত	৫৬
২-ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়া	৫৭
৩-এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত করা	৫৮
৪-ওসিয়াতকারীর ওসিয়াতকৃত ব্যক্তিকে বলা, তুমি আমার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে	৫৯
৫-রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার মাথা দ্বারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা বৈধ	৬০
৬-উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়াত	৬০
৭-মৃত্যুর সময় দান-খয়রাত করা	৬০
৮-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "ঋণ আদায় ও ওসিয়াত কার্যকরী করার পর	৬১
৯-আল্লাহর বাণী ঃ সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর	৬১
১০-নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ ও ওসিয়াত করা	৬৩
১১-স্ত্রীলোক ও সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত কি না	৬৪
১২-ওয়াক্‌ফকারী কি তাঁর ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকৃত হতে পারে ?	৬৫
১৩-কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের ঘোষণা দিলে তা জায়েয	৬৫
১৪-যখন কেউ বলে ঃ আমার ঘরটি আল্লাহর জন্য সাদকা করলাম	৬৫
১৫-যখন কেউ বলল ঃ আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ হতে সাদকা	৬৬
১৬-কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা গোলাম সাদকা করে	৬৬
১৭-কোন ব্যক্তি দান করার জন্য তাঁর প্রতিনিধির নিকট কিছু দিল	৬৬
১৮-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "মীরাসের মাল বন্টনের সময় ..."	৬৭
১৯-আকস্মিকভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা করা	৬৭
২০-ওয়াক্‌ফ, সাদকা এবং ওসিয়াতের অনুকূলে সাক্ষী রাখা	৬৮
২১-আল্লাহর বাণী ঃ "ইয়াতীমকে তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে দাও ..."	৬৮
২২-আল্লাহর বাণী, "-- ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ---"	৬৯
২৩-ইয়াতীমের সম্পত্তিতে ওসীর মেহনত করা	৭০
২৪-আল্লাহর বাণী ঃ "---- ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে ..."	৭১
২৫-আল্লাহর বাণী ঃ "---ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে ...."	৭১
২৬-ইয়াতীমদের থেকে সফরে ও আবাসে সেবা গ্রহণ করা	৭২
২৭-সীমা উল্লেখ না করে জমি ওয়াক্‌ফ করা জায়েয	৭২
২৮-সম্মিলিতভাবে অবিভক্ত সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করলে তা জায়েয	৭৩
২৯-কিভাবে ওয়াক্‌ফের দলীল লিখতে হবে	৭৪
৩০-গরীব, ধনী ও মেহমানের জন্য ওয়াক্‌ফ করা	৭৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩১-মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ	৭৪
৩২-জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনা-রূপা ওয়াক্‌ফ করা	৭৫
৩৩-ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ	৭৫
৩৪-জমি কিংবা কূপ ওয়াক্‌ফ করল ---- সেও তা হতে পানি নিতে পারবে	৭৬
৩৫-যদি ওয়াক্‌ফকারী বলে, এর মূল্য আল্লাহর নিকট কামনা করি	৭৬
৩৬-আল্লাহর বাণী ঃ "----- ওসিয়াত করার সময় .... সাক্ষী নিযুক্ত করবে।....."	৭৬
৩৭-ওয়ারিসের অনুপস্থিতিতে---- মৃতের ঋণ পরিশোধ	৭৮

অধ্যায়-৩২
কিতাবুল জিহাদ
(জিহাদের বর্ণনা)

১-জিহাদ ও যুদ্ধাভিযানের ফযীলাত	৭৯
২-যে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে	৮০
৩-জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের মর্যাদালাভের জন্য দোয়া করা	৮১
৪-আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা	৮২
৫-আল্লাহর পথে একটি সকাল ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা	৮৩
৬-আয়ত-লোচনা হুর ও তাদের গুণাবলী	৮৪
৭-শাহাদাতের আকাঙ্খা করা	৮৫
৮-আল্লাহর পথে সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলে	৮৬
৯-যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হলো	৮৭
১০-যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে আহত হয়	৮৮
১১-আল্লাহর বাণী ঃ " --- দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছ।"	৮৮
১২-আল্লাহর বাণী, "--- আল্লাহর সাথে তাদের ওয়াদা পূর্ণ করেছে ...."	৮৯
১৩-জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা	৯১
১৪-অদৃশ্য তীরের আঘাতে যে ব্যক্তি নিহত হল	৯১
১৫-আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে লড়াই করে	৯২
১৬-যার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হল	৯২
১৭-আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলা	৯৩
১৮-যুদ্ধের পর ধূলাবালি ধুয়ে ফেলা	৯৩
১৯-আল্লাহর বাণী ঃ "আল্লাহর পথে নিহত--- মৃত মনে করো না..... "	৯৩
২০-শহীদের ওপর ফেরেশতাদের ছায়াদান	৯৪
২১-মুজাহিদের দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্খা	৯৫
২২-তীক্ষ্ণধার তরবারির নীচে জান্নাত	৯৫
২৩-জিহাদের জন্য সন্তান কামনা	৯৬
২৪-যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা	৯৬
২৫-ভীরুতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৯৭
২৬-যুদ্ধের চাক্ষুষ ঘটনাবলী বর্ণনা	৯৭
২৭-জিহাদে যোগদান ওয়াজিব	৯৮
২৮-কাফের কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করা	৯৯
২৯-যে ব্যক্তি রোযার চাইতে জিহাদকে গুরুত্ব প্রদান করে	১০০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩০-নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরও সাত প্রকার লোক শহীদ	১০০
৩১-আল্লাহর বাণী ঃ "---আল্লাহর পথে সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে ...."	১০০
৩২-যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ	১০২
৩৩-লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করণ	১০২
৩৪-পরিখা (খন্দক) খননের বর্ণনা	১০৩
৩৫-প্রতিবন্ধকতার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম	১০৪
৩৬-রোযা অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা	১০৪
৩৭-আল্লাহর পথে খরচ করার মর্যাদা	১০৪
৩৮-সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য	১০৫
৩৯-যুদ্ধের সময় হানুত ব্যবহার	১০৬
৪০-গুপ্তচরের মর্যাদা	১০৬
৪১-গুপ্তচরকে কি একাকী পাঠাতে হবে	১০৭
৪২-দু'জনের এক সঙ্গে ভ্রমণ	১০৭
৪৩-ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ	১০৭
৪৪-শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক	১০৮
৪৫-জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন	১০৮
৪৬-ঘোড়া ও গাধার নামকরণ	১০৮
৪৭-ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে	১১০
৪৮-তিনটি কাজের জন্য ঘোড়া	১১০
৪৯-যে ব্যক্তি জিহাদে অপরের জন্তুকে পিটায়	১১১
৫০-অবাধ্য পশু ও মর্দা ঘোড়ায় আরোহণ করা	১১২
৫১-গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ঘোড়ার অংশ	১১৩
৫২-জিহাদের ময়দানে অন্যের সওয়ারী জন্তুকে পরিচালনা	১১৩
৫৩-জিহাদের সওয়ারী জন্তুর রেকাব এবং জ্বিনের বর্ণনা	১১৪
৫৪-জ্বিন বিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ	১১৪
৫৫-মন্থর গতিসম্পন্ন ঘোড়া	১১৪
৫৬-ঘোড় দৌড় অনুষ্ঠান	১১৪
৫৭-প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান	১১৫
৫৮-প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা	১১৫
৫৯-নবী (স)-এর উষ্ট্রী	১১৬
৬০-নবী (স)-এর শ্বেত খচ্চর	১১৬
৬১-নারীদের জিহাদ	১১৭
৬২-নৌযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ	১১৭
৬৩-স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদে গমন	১১৮
৬৪-নারীদের জিহাদ	১১৯
৬৫-পুরুষদের জন্য নারীদের মশক ভর্তি করে পানি বহন করা	১১৯
৬৬-যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা	১২০
৬৭-মহিলাদের দ্বারা আহত ও নিহতদের ফেরত পাঠানো	১২০
৬৮-শরীর হতে তীর বের করা	১২০
৬৯-জিহাদের ময়দানে পাহারাদান	১২০
৭০-জিহাদের ময়দানে খেদমত	১২১
৭১-সফরে স্বীয় সঙ্গীর সাজ-সরঞ্জাম বহন করে নেয়ার ফযীলাত	১২৩
৭২-আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন প্রহরাদানের মর্যাদা	১২৩
৭৩-জিহাদের ময়দানে খেদমতের জন্য বালকদের নিয়ে যাওয়া	১২৩
৭৪-সমুদ্র যাত্রা	১২৫
৭৫-দুর্বল ও সৎলোকদের উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা	১২৬
৭৬-নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ	১২৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭৭-(তীর) নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা	১২৮
৭৮-বল্লম ও অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা খেলাধূলা করা	১২৯
৭৯-ঢালের বর্ণনা এবং সঙ্গীর ঢালে আশ্রয় গ্রহণ	১২৯
৮০-চামড়ার ঢাল	১৩০
৮১-ঘাড়ে তরবারি লটকানো	১৩০
৮২-তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত করা	১৩১
৮৩-যে ব্যক্তি জিহাদের সফরে দুপুরের বিশ্রামে তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রাখে	১৩২
৮৪-শিরস্ত্রাণ পরিধান করা	১৩২
৮৫-মৃতের সমরাস্ত্র ধবংস করা	১৩৩
৮৬-বিশ্রামের সময় নেতার নিকট থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া	১৩৩
৮৭-বল্লম সম্পর্কে বর্ণনা	১৩৪
৮৮-যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবী (স)-এর ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা	১৩৪
৮৯-সফরে ও যুদ্ধে জুব্বা পরিধান	১৩৫
৯০-যুদ্ধ চলাকালে রেশমী কাপড় পরিধান করা	১৩৬
৯১-ছুরি বা চাকুর বর্ণনা	১৩৭
৯২-রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৩৭
৯৩-ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৩৮
৯৪-তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা	১৩৮
৯৫-পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	১৩৯
৯৬-পরাজয়ের মুখে সঙ্গীদের ব্যূহ বন্ধ করে সওয়ারী থেকে অবতরণ	১৩৯
৯৭-মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য দোয়া করা	১৪০
৯৮-মুসলমানগণ কি আহলে কিতাবদের নিকট ইসলাম প্রচার করবে	১৪১
৯৯-মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের ও আকৃষ্ট করার জন্য দোআ করা	১৪২
১০০-ইহূদী ও খৃষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া	১৪২
১০১-কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহানবী (স)-এর আহ্বান	১৪৩
১০২-এক স্থানে জিহাদের সংকল্প করে অন্য স্থানের সংকল্প দেখান	১৫০
১০৩-যোহরের নামাযের পর সফরে রওয়ানা হওয়া	১৫১
১০৪-মাসের শেষ দিকে সফরে যাত্রা	১৫১
১০৫-মাহে রমযানে সফরে যাত্রা	১৫২
১০৬-যাত্রাকালে বিদায় জ্ঞাপন করা	১৫২
১০৭-ইমামের আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করা	১৫৩
১০৮-ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা	১৫৩
১০৯- পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করা	১৫৩
১১০-ইমাম লোকদের সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দিবে	১৫৫
১১১-নবী (স) দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য না গড়ান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন	১৫৬
১১২-ইমামের অনুমতি নিয়ে কারো যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করা	১৫৭
১১৩-সদ্য বিবাহিতা ব্যক্তির জিহাদে অংশগ্রহণ	১৫৮
১১৪-বাসর রাত্রির পর জিহাদে গমন	১৫৮
১১৫-ভীতি ও শঙ্কার সময় ইমামের তৎপরতা	১৫৮
১১৬-ভীতিজনক অবস্থায় দ্রুত চলা	১৫৯
১১৭-ভীতিজনক পরিস্থিতিতে একাকী বের হওয়া	১৫৯
১১৮-আল্লাহর পথে পারিশ্রমিক	১৫৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১১৯-জিহাদের জন্য মজুর রাখা	১৬০
১২০-নবী (সা)-এর পতাকা	১৬১
১২১-নবী (সা)-এর বাণী ঃ ---এক মাসের দূরত্ব থেকে সাহায্য--	১৬২
১২২-জিহাদের সফরে পাথেয় বহন	১৬৩
১২৩-কাঁধে সফরের পাথেয় বহন	১৬৪
১২৪-কোন মেয়ে তার ভাইয়ের পেছনে একই সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহণ করা	১৬৫
১২৫-হজ্জ ও জিহাদে একই সওয়ারীতে দু'জনের আরোহণ	১৬৫
১২৬-গাধার পিঠে দু'জনের আরোহণ করা	১৬৬
১২৭-রেকাব বা অনুরূপ কোন কিছু বহন করা	১৬৭
১২৮-কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া	১৬৭
১২৯-যুদ্ধের সময় তাকবীর ধ্বনী	১৬৭
১৩০-তাকবীর ধ্বনীতে যে ধরনের উচ্চস্বর অপসন্দনীয়	১৬৮
১৩১-কোন উপত্যকায় নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তাসবীহ পাঠ	১৬৮
১৩২-উচ্চে আরোহণের সময় তাকবীর ধ্বনী বলা	১৬৮
১৩৩-মুসাফির বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে যে পরিমাণ আমল করে	১৬৯
১৩৪-একাকী সফরে গমন	১৭০
১৩৫-সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দ্রুত পথ চলা	১৭০
১৩৬-আল্লাহর পথে কাউকে ঘোড়া প্রদানের পর	১৭১
১৩৭-জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি	১৭২
১৩৮-উটের গলায় ঘন্টা বাঁধা	১৭২
১৩৯-সেনাবাহিনীতে কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তির পর	১৭৩
১৪০-জিহাদে গোয়েন্দাগীরী করা	১৭৩
১৪১-যুদ্ধবন্দীদেরকে বস্ত্র দান	১৭৫
১৪২-যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্যাদা	১৭৬
১৪৩-যুদ্ধবন্দীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা	১৭৬
১৪৪-আহলে কিতাবদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে	১৭৬
১৪৫-শত্রু এলাকার ওপর নৈশ হামলা চালালে	১৭৭
১৪৬-যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা	১৭৮
১৪৭-যুদ্ধে নারীদের হত্যা করা	১৭৮
১৪৮-কাউকে আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি প্রদান না করা	১৭৮
১৪৯----------	১৭৮
১৫০-আল্লাহর বাণী ঃ "-- কাফেরদের সাথে মুকাবিলার সময় ----"	১৭৯
১৫১-মুসলমান যাদের হাতে বন্দী সেই কাফের শত্রুদেরকে হত্যা	১৭৯
১৫২-মুশরিক যদি মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করে	১৭৯
১৫৩- ----------	১৮০
১৫৪-বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেয়া	১৮০
১৫৫-নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা	১৮১
১৫৬-শত্রুর মুকাবিলা কামনা	১৮৩
১৫৭-যুদ্ধ কৌশল বৈ কিছু নয়	১৮৪
১৫৮-যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ	১৮৪
১৫৯-মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের গোপনে হত্যা করা	১৮৫
১৬০-শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য	১৮৫
১৬১-সমর সঙ্গীত গাওয়া	১৮৬
১৬২-যে ব্যক্তি অশ্ব পৃষ্ঠে স্থির থাকতে অক্ষম	১৮৬
১৬৩-চাটাই পুড়িয়ে জখমে লাগান	১৮৭
১৬৪-যুদ্ধে অবাঞ্ছিত ঝগড়া	১৮৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৬৫-রাত্রিকালে ভীতসন্ত্রস্ত হলে	১৮৯
১৬৬-শত্রুকে দেখে লোকদের শুনিয়ে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা	১৯০
১৬৭-জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর	১৯১
১৬৮-কোন ব্যক্তি বিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে	১৯১
১৬৯-কোন বন্দীকে হত্যা করা	১৯২
১৭০-কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে	১৯২
১৭১-বন্দী মুক্তি	১৯৫
১৭২-মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা	১৯৬
১৭৩-দারুল হরবের অধিবাসী	১৯৭
১৭৪-যিম্মীদের রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা	১৯৭
১৭৫-বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া	১৯৭
১৭৬-যিম্মীদের সুপারিশ	১৯৭
১৭৭-প্রতিনিধিদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা	১৯৮
১৭৮-বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে	১৯৯
১৭৯-ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (সা)-এর আহ্বান	২০১
১৮০-দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী	২০১
১৮১-ইমামের পক্ষ থেকে আদম-শুমারী	২০২
১৮২-ফাজের ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন	২০৩
১৮৩-শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা	২০৪
১৮৪-জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা	২০৫
১৮৫-বিজয় লাভের পর শত্রুর এলাকায় তিন দিন অবস্থান	২০৫
১৮৬-জিহাদের সফরের অবস্থায়ই গনীমাতের অর্থ বন্টন করা	২০৬
১৮৭-মুশরিকরা কোন মুসলমানের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল	২০৬
১৮৮-ফারসী বা অ-আরবী ভাষায় কথা বলা	২০৭
১৮৯-যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ আত্মসাত	২০৮
১৯০-মামুলী চুরি	২০৯
১৯১-বন্টনের পূর্বে গনীমাতের উট বকরী যবেহ করে খাওয়া	২১০
১৯২-বিজয়ের সুসংবাদ দান করা	২১০
১৯৩-সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু দিয়ে পুরস্কৃত করার বর্ণনা	২১১
১৯৪-ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর হিজরতের প্রয়োজন নেই	২১১
১৯৫-মু'মিন নারী আল্লাহর নাফরমানি করলে	২১২
১৯৬-যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো	২১৩
১৯৭-জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে	২১৪
১৯৮-সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা	২১৬
১৯৯-সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন	২১৬
২০০-গনীমাতের অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ফরয	২১৭
২০১-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া	২২৪
২০২-নবী (স)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের ভরণ-পোষণ	২২৪
২০৩-নবীর স্ত্রীদের বসতবাটী	২২৫
২০৪-নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী	২২৮
২০৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ রসূলুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের	২৩১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
২০৬-আল্লাহর বাণী ঃ ..... এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথিকদের জন্য ...."	২৩২
২০৭-নবী বলেন ঃ তোমাদের জন্য গনীমাতকে হালাল করা হয়েছে	২৩৪
২০৮-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই গনীমাতের অর্থ লাভ করে	২৩৭
২০৯-গনীমাতের লোভে লড়াই করা	২৩৭
২১০-উপস্থিত লোকদেরকে গনীমাত বন্টন এবং অনুপস্থিতদের জন্য সংরক্ষণ	২৩৮
২১১-বনু কুরায়যা ও বনু নাযির গোত্রের সম্পদ	২৩৮
২১২-নবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি	২৩৮
২১৩-ইমাম কাউকে কোথাও দূত বানিয়ে প্রেরণ করলে	২৪২
২১৪- আপদ-বিপদকালে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা	২৪৩
২১৫-গনীমাতের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করে বন্দীদের ওপর অনুগ্রহ	২৪৮
২১৬-গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন রাষ্ট্র নেতার অধিকারভুক্ত	২৪৮
২১৭-নিহত শত্রু থেকে হস্তগত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা	২৪৯
২১৮-দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের হৃদয় জয়ের জন্য	২৫১
২১৯-যুদ্ধের ময়দানে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ও তার হুকুম	২৫৭
২২০-যিম্মী বা অমুসলিম সংখ্যা-লঘুদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ	২৫৮
২২১-কোন জনপদের অধিপতির সাথে ইমাম চুক্তিবদ্ধ হলে	২৬২
২২২- চুক্তিবদ্ধ যিম্মী	২৬২
২২৩-নবী (স) কর্তৃক বাহরাইনে ভূমি প্রদান	২৬৩
২২৪-চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করার গোনাহ	২৬৪
২২৫-আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদীদের বহিষ্কার	২৬৫
২২৬-মুশরিক মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ক্ষমা করা হবে কিনা ?	২৬৬
২২৭-চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ইমামের বদদোয়া করা	২৬৭
২২৮-নারীগণ যদি কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান করে তার বর্ণনা	২৬৮
২২৯-মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি	২৬৮
২৩০-কাফেররা "আসলামনা" না বলে কথাটি "সাবানা" বললে	২৬৯
২৩১- সন্ধি ও চুক্তি ভংগকারীর গোনাহের বর্ণনা	২৬৯
২৩২-চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর মর্যাদা	২৭০
২৩৩-যিম্মী কাউকে যাদু করলে	২৭০
২৩৪-বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে	২৭১
২৩৫-কিভাবে চুক্তি ভঙ্গ বা রহিত করতে হবে	২৭২
২৩৬-চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতা করা	২৭২
২৩৭-তিন দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা	২৭৬
২৩৮-অনির্দিষ্টকালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া	২৭৭
২৩৯-বিনা পারিশ্রমিকে মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা	২৭৭
২৪০-যার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হোক না কেন তা গোনাহ	২৭৮

অধ্যায়-৩৩
কিতাবু বাদউল খালক
(সৃষ্টির সূচনার বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-মহান আল্লাহর বাণী ঃ"---এটি তাঁর পক্ষে খুব সহজ কাজ	২৮০
২-সাত যমীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা	২৮২
৩-তারকারাজি	২৮৪
৪-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "সূর্য ও চন্দ্র কিভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করে।"	২৮৪
৫-রহমত ও আযাবের রায়ূ	২৮৭
৬-ফেরেশতাদের বিবরণ	২৮৭
৭-আমীন বলার উপকারিতা	২৯৭
৮-জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা	৩০৩
৯-জান্নাতের দরজাগুলোর বর্ণনা	৩০৮
১০-দোযখের বর্ণনা এবং একথা সত্য যে এটি তৈরী হয়ে গেছে	৩০৮
১১-ইবলিস ও তার দলবলের বর্ণনা	৩১১
১২-জ্বিন জাতি তাদের সওয়াব ও আযাবের বর্ণনা	৩২১
১৩-আল্লাহর বাণী ঃ "স্মরণ কর যখন আমি জ্বিনদের একটি দলকে--"	৩২২
১৪-আল্লাহর বাণী ঃ "এবং আল্লাহ জমিনে প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"	৩২৩
১৫-মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ	৩২৩
১৬-কোন পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে	৩২৭
১৭-তোমাদের কারোর পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে	৩২৯

অধ্যায়-৩৪
কিতাবুল আম্বিয়া
(নবীগণের ইতিহাস)

১-বনী আদম সৃষ্টির কাহিনী	৩৩১
২-রূহ (আত্মা) হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়	৩৩৬
৩-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "এবং আমরা নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম -----"	৩৩৬
৪-আল্লাহর বাণী ঃ "আর ইলিয়াসও নিসন্দেহে রসূলগণের একজন -"	৩৩৯
৫-ইদরিস (আ)-এর কাহিনী	৩৩৯
৬-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "এবং আদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই হুদকে -----"	৩৪২
৭-আল্লাহর তায়ালার বাণী ঃ "আর আদকে ধ্বংস করা হয়েছে ----"	৩৪৩
৮-ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনী	৩৪৪
৯-মহান আল্লাহ পাকের বাণী ঃ "আপনার নিকট জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে ---"	৩৪৪
১০-আল্লাহর বাণী ঃ "-- ইবরাহীমকে খলিল বানিয়েছেন।"	৩৪৭
১১-দ্রুত চলার বর্ণনা	৩৫২
১২-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "--- ইবরাহীমের মেহমানগণের ঘটনা ----"	৩৬৬
১৩-আল্লাহর বাণী ঃ "---ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ কর --"	৩৬৮
১৪-ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী	৩৬৮
১৫-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "যখন ইয়াকুবের অন্তিমকাল-----"	৩৬৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৬-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "লূত যখন তিনি স্বজাতীয় ----"	৩৬৯
১৭-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "--- প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের গৃহে---"	৩৭০
১৮-মহান আল্লাহর বাণী ঃ "আর সামুদ জাতির প্রতি ---"	৩৭০
১৯-মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় ---"	৩৭২
২০-মহান আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাইদের ---"	৩৭২
২১-আল্লাহর বাণী ঃ "আউয়ুবের কাহিনী স্মরণ কর--"	৩৭৬
২২-আল্লাহর বাণী ঃ "কিতাবে মূসার ঘটনাটি----"	৩৭৭
২৩-আল্লাহর বাণী ঃ "মূসার কাহিনী কি আপনার -----"	৩৭৮
২৪-ঈমানদারের আহ্বান	৩৭৮
২৫-আল্লাহর বাণী ঃ "-- আপনার কাছে কি মূসার খবরটি----"	৩৭৯
২৬-আল্লাহর বাণী ঃ "আমি মূসার সাথে তিরিশ রজনীর ---"	৩৮০
২৭-তুফানের বর্ণনা	৩৮১
২৮-মূসা ও খিযিরের কাহিনী সম্বলিত হাদীস	৩৮১
২৯-আল্লাহর বাণী ঃ "----বনী ইসরাঈলকে সাগর পার ---"	৩৮৯
৩০-আল্লাহর বাণী ঃ "যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলেন --"	৩৯০
৩১-মূসা (আ)-এর ওফাত	৩৯০
৩২-আল্লাহর বাণী ঃ "--- ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্তপেশ করেছেন ---"	৩৯২
৩৩-আল্লাহর বাণী ঃ "নিশ্চয়ই কারুন মূসার জাতির একজন ---"	৩৯৩
৩৪-আল্লাহর বাণী ঃ "এবং মাদইয়ান-বাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোআইবকে পাঠিয়েছি।---"	৩৯৪
৩৫-আল্লাহর বাণী ঃ "----ইউসুফও রসূলগণের অন্তর্গত ---"	৩৯৪
৩৬-আল্লাহর বাণী ঃ "ইয়াহুদীদেরকে সেই গ্রামবাসীদের ঘটনা জিজ্ঞেস কর ---"	৩৯৬
৩৭- আল্লাহর বাণী ঃ "আমি দাউদকে যাবুর দান করেছি।"	৩৯৭
৩৮-নবী দাউদের রীতিতে নামায পড়া	৩৯৯
৩৯-আল্লাহর বাণী ঃ"---শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা ---"	৩৯৯
৪০-আল্লাহর বাণী ঃ "এবং আমি দাউদের জন্য সুলাইমানকে--"	৪০১
৪১-আল্লাহর বাণী ঃ "----লোকমানকে হিকমাত দান করেছি"	৪০৫
৪২-"সেই গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন ---"	৪০৬
৪৩-"বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়ার প্রতি"	৪০৬
৪৪-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "--- মারয়ামের স্মরণ করুন---"	৪০৭
৪৫-আল্লাহর বাণী ঃ "---হে মারয়াম নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মান দান করেছেন ---"	৪০৯
৪৬-আল্লাহ বলেন ঃ "---ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বলল ---"	৪০৯
৪৭-আল্লাহ বলেন ঃ"----দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না--"	৪১০
৪৮-আল্লাহর বাণী ঃ "আর কিতাবের মারয়ামের বর্ণনা কর--"	৪১১
৪৯-হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা	৪১৭
৫০-বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলীর বিবরণ	৪১৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৫১-বনী ইসরাঈলের একজন শ্বেত রোগী টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ	৪২৩
৫২-আল্লাহর বাণী ঃ"---আসহাবে কাহ্ফ ও খোদিত লিপি"	৪২৫
৫৩-গুহাবাসীদের বিবরণ	৪২৫
৫৪----------	৪২৭

অধ্যায়-৩৫
কিতাবুল মানাকিব
(নবী ও তার সাহাবীদের মর্যাদার বিবরণ)

১-আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ "---- আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই সৃষ্টি করেছি।-----"	৪৩৭
২-আল্লাহর বাণী ঃ "---তোমাদেরকে পরস্পর নির্ভরশীল--"	৪৩৭
৩----------	৪৩৯
৪-কুরাইশদের মর্যাদা	৪৪০
৫-কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে	৪৪২
৬-ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের সম্পর্ক	৪৪৩
৭----------	৪৪৩
৮-আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও আশজা গোত্র	৪৪৫
৯-কাহতান গোত্রের বর্ণনা	৪৪৭
১০-হাঁক ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা	৪৪৭
১১-খুযাআ গোত্রের বর্ণনা	৪৪৮
১২-আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ ও যমযম কূপের বর্ণনা	৪৪৯
১৩-যমযমের কাহিনী ও আরবদের মূর্খতা	৪৫১
১৪-ইসলাম ও জাহেলী যুগের পূর্ব পুরুষদের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা	৪৫২
১৫-কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত	৪৫৩
১৬-আবিসিনীয়দের বর্ণনা	৪৫৩
১৭-নিজের বংশের নিন্দা অপসন্দ	৪৫৪
১৮-রসূলুল্লাহ (স)-এর নামসমূহ	৪৫৪
১৯-সকল নবীদের শেষ নবী	৪৫৫
২০-নবী (স)-এর ওফাত	৪৫৬
২১-নবী (স)-এর কুনিয়াত	৪৫৬
২২----------	৪৫৭
২৩-নবুওয়াতের মোহর	৪৫৭
২৪-নবী (স)-এর গুণাবলী	৪৫৮
২৫-নবী (স)-এর চোখ ঘুমাতো কিন্তু তার অন্তর ঘুমাতো না	৪৬৫
২৬-নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী	৪৬৭
২৭-আল্লাহ বলেন ঃ "----- তাদের একদল জেনে শুনে বাস্তব সত্যকে গোপন করছে।"	৫০২
২৮-মুশরিকদের দাবী, নবী (স) যেন তাদেরকে কোন মুজিযা প্রদর্শন করেন	৫০২
২৯-নবীর (সা) সাহাবাদের মর্যাদা	৫০৭
৩০-মুহাজিরদের মর্যাদা ও গুণাবলী	৫০৮
৩১-ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন	৫১১
৩২-নবী (স)-এর পরই আবু বকর (রা)-এর মর্যাদা	৫১১
৩৩-নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম	৫১১
৩৪----------	৫১২
৩৫-আবু হাফস উমর ইবনে খাত্তাবের গুণাবলী	৫২৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৬-উসমান ইবনে আফফানের (রা) গুণাবলী	৫৩২
৩৭-উসমান ইবনে আফফানের (রা) বাইআত	৫৩৬
৩৮-আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) মর্যাদা	৫৪৩
৩৯-জাফর ইবনে আবু তালেব হাশেমীর (রা) মর্যাদা	৫৪৭
৪০-আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) মর্যাদা	৫৪৮
৪১-রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা	৫৪৯
৪২-যুবাইর ইবনে আওয়ামের (রা) মর্যাদা	৫৫০
৪৩-তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা) মর্যাদা	৫৫২
৪৪-সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস যুহরী (রা)-এর মর্যাদা	৫৫৩
৪৫-নবী (স)-এর শশুর জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্যাদা	৫৫৪
৪৬-নবী (স)-এর আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা	৫৫৫
৪৭-উসামা ইবনে যায়েদ	৫৫৬
৪৮-আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের মর্যাদা	৫৫৮
৪৯-হুযাইফা (রা) ও আম্মার (রা)	৫৫৯
৫০-আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ	৫৬১
৫১-হাসান ও হুসাইন (রা)	৫৬১
৫২-আবু বকর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম বিলাল ইবনে রিবাহ	৫৬৩
৫৩-ইবনে আব্বাস (রা)	৫৬৪
৫৪-খালিদ ইবনে অলীদ (রা)	৫৬৪
৫৫-আবু হুযাইফা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেম (রা)	৫৬৫
৫৬-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)	৫৬৫
৫৭-মুআবিয়া (রা)-এর মর্যাদা	৫৬৭
৫৮-ফাতেমা (রা)-এর মর্যাদা	৫৬৮
৫৯-আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা	৫৬৮
৬০-আনসারদের মর্যাদা	৫৭১
৬১----আনসারদের সাথেই নিজেকে সম্পর্কিত করতাম	৫৭৩
৬২-নবী (স) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন	৫৭৩
৬৩-আনসারদের প্রতি ভালবাসা	৫৭৫
৬৪-নবী (স) আনসারদেরকে বলেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়	৫৭৫
৬৫-আনসারদের অনুসরণ প্রসঙ্গে	৫৭৬
৬৬-আনসার পরিবারের মর্যাদা	৫৭৭
৬৭-আনসারদের লক্ষ করে নবী (স) বলেন	৫৭৮
৬৮-নবী (স)-এর দোয়া (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর	৫৭৯
৬৯- "আনসাররা নিজেদের উপর (মুহাজিরদের প্রয়োজনকে)"	৫৮০
৭০-নবী (স) বলেন, তোমরা আনসারদের সৎ ও উত্তম ব্যক্তিদের গ্রহণ কর	৫৮১
৭১-সা'দ ইবনে মু'আয (রা)	৫৮২
৭২-উদাইদ ইবনে হুসাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)	৫৮৩
৭৩-মু'আয ইবনে জাবাল (রা)	৫৮৪
৭৪-সা'দ ইবনে উবাদা (রা)	৫৮৪
৭৫-উবাই ইবনে কা'ব (রা)	৫৮৪
৭৬-যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)	৫৮৫
৭৭-আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা	৫৮৫
৭৮-আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)	৫৮৬
৭৯-খাদীজা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে	৫৮৮
৮০-জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী	৫৯০
৮১-হুযাইফা ইবনে ইয়ামান আবাসী	৫৯১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৮২-উৎবা ইবনে রবী'আর কন্যা হিনদ (রা)-এর বর্ণনা	৫৯২
৮৩-যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুদাইল (রা)-এর ঘটনা	৫৯২
৮৪-কা'বা ঘর নির্মাণ	৫৯৪
৮৫-আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগ	৫৯৫
৮৬-জাহেলী যুগের শপথ গ্রহণ পদ্ধতি	৬০০
৮৭-নবী (স)-এর নবুওয়াত লাভ	৬০৪
৮৮-নবী (স) ও তার সাহাবীদের প্রতি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন চলেছিল তার বর্ণনা	৬০৪
৮৯-আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে	৬০৭
৯০-সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	৬০৮
৯১-জ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা	৬০৮
৯২-আবু যারের (রা) ইসলাম গ্রহণ	৬০৯
৯৩-সাঈদ ইবনে যায়েদের ইসলাম গ্রহণ	৬১১
৯৪-উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ	৬১২
৯৫-চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করণ প্রসঙ্গ	৬১৪
৯৬-আবিসিনিয়ায় হিজরত	৬১৫
৯৭-নাজ্জাসীর মৃত্যু প্রসঙ্গে	৬১৯
৯৮-নবী (স)-এর বিরোধিতায় মুশরিকদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে	৬২০
৯৯-আবু তালিবের বর্ণনা	৬২০
১০০-ভ্রমণের রাত সম্পর্কিত হাদীস	৬২১
১০১-মিরাজ প্রসঙ্গে	৬২২
১০২-মক্কা ও আকাবার বাইআতে নবী (স)-এর খিদমতে আনসার প্রতিনিধি দল	৬২৮
১০৩-আয়েশা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে	৬৩০
১০৪-নবী (স) ও তার সাহাবীদের মদীনায় হিজরত	৬৩১
১০৫-নবী (স) ও তার সাহাবীদের মদীনায় আগমন	৬৫৫
১০৬-মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর মক্কায় অবস্থান	৬৬১
১০৭----------	৬৬১
১০৮-নবী (স)-এর ভাষণ ঃ হে আল্লাহ আমার সাহাবীদের হিজরতকে কবুল করুন	৬৬১
১০৯-নবী (স) তার সাহাবীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন	৬৬৩
১১০----------	৬৬৩
১১১-নবী (স)-এর মদীনা আসার পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমন প্রসঙ্গে	৬৬৫
১১২-সালমান ফারাসীর ইসলাম গ্রহণ	৬৬৭

অধ্যায়—২৯

كتاب الصلح

(সন্ধির বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ-মীমাংসা) বিষয়ে যা বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি দান-খয়রাত, সৎকাজ ও লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের হুকুম দেয় (তার কাজে কল্যাণ আছে) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এরূপ করে, আমি অচিরেই তাকে বিরাট পুরস্কার দেব।"–(সূরা নিসা ঃ ১১৪) সংগীদের সঙ্গে নিয়ে লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে নেতার যুদ্ধক্ষেত্রে বের হওয়া।

٢٤٩٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اُنَاسًا مِنْ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَىْءٌ فَخَرَجَ اِلَيْهِمُ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ بِلاَلٌ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ وَلَمْ يَاْتِ النَّبِىُّ ﷺ فَجَاءَ اِلَى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ حُبِسَ وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ فَقَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ الصَّلاَةَ فَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَاَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيْحِ حَتّٰى اَكْثَرُوْا وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَ يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِى الصَّلاَةِ فَالْتَفَتَ فَاِذَا هُوَ بِالنَّبِىِّ ﷺ وَرَاءَهُ فَاَشَارَ اِلَيْهِ بِيَدِهِ فَاَمَرَهُ يُصَلِّىْ كَمَا هُوَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى دَخَلَ فِى الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ :يَاَيُّهَا النَّاسُ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِكُمْ اَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ اَحَدٌ اِلاَّ الْتَفَتَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ اَشَرْتُ اِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لِابْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ ﷺ -

২৪৯৫. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে আওফ গোত্রের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় মহানবী (স) তাদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ-মীমাংসা) করে দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু

সংখ্যক সাহাবীসহ সেখানে যান। এদিকে নামাযের ওয়াক্ত হওয়া সত্ত্বেও নবী (স) ফিরে আসলেন না। বিলাল (রা) এসে নামাযের আযান দিলেন। তখনও নবী (স) ফিরে আসেননি। তিনি আবু বাকরের (রা) নিকট গিয়ে বললেন, নবী (স) কাজে আটকে পড়েছেন। অথচ নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের নামাযে ইমামতি করবেন ? তিনি বললেন, হাঁ যদি তুমি চাও। নামাযের ইকামাত দেয়া হল এবং আবু বাকর (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর নবী (স) আসলেন এবং পেছনের কাতার অতিক্রম করে সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন লোকেরা খুব হাততালি দিতে লাগল। আবু বাকর (রা) নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন না। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখেন, নবী (স) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে। তিনি [নবী (স)] হাতের ইশারায় তাঁকে স্বঅবস্থায় নামায পড়াতে নির্দেশ দিলেন। আবু বাকর (রা) হাত তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তারপর পেছনে সরে এসে কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং নবী (স) সামনে গিয়ে লোকদের নামায পড়ালেন। নামাযশেষে তিনি সে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোকেরা ! নামাযে তোমাদের কিছু ঘটলে তোমরা হাততালি দিতে শুরু কর। অথচ হাততালি দেয়া নারীদের কাজ।[১] নামাযে কারো কিছু ঘটলে সে যেন সুবহানাল্লাহ বলে। কেননা এই কথা শুনে যে কেউ তার প্রতি মনোনিবেশ করবে। হে আবু বাকর ! আমি তোমাকে ইংগিত করা সত্ত্বেও তুমি কেন লোকদের নামায পড়ালে না ? তিনি বললেন, নবী (স)-এর সামনে ইবনে আবু কুহাফার নামায পড়ানো শোভা পায় না।

٢٤٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لَوْ اَتَيْتَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبَ حِمَارًا فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُوْنَ يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ اَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا اَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِلَيْكَ عَنِّي وَاللّٰهِ لَقَدْ اٰذَانِيْ نَتْنُ حِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللّٰهِ لَحِمَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللّٰهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتَمَا فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْاَيْدِيْ وَالنِّعَالِ فَبَلَغَنَا اَنَّهَا اُنْزِلَتْ : وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ـ

২৪৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে বলা হল, যদি আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট তশরীফ নিয়ে যেতেন তাহলে খুব ভাল হতো। নবী (স) একটি গাধায় চড়ে তার নিকট রওনা হলেন এবং মুসলমানরা পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে চলল। এলাকাটি ছিল লবণাক্ত। নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলে সে বলল, আপনি আমার থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহর শপথ ! আপনার গাধার গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এই কথা শুনে একজন আনসার বললেন, আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহর (স)-এর গাধার গন্ধ তোমার চেয়ে অধিক পবিত্র। আবদুল্লাহর গোত্রের এক লোক রাগান্বিত হয়ে তাদেরকে

১. ইমাম নামাযে কোথাও ভুল করলে পুরুষ মুক্তাদীরা সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' বলে এবং নারী মুক্তাদীরা ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করে তাকে সতর্ক করবে।-(সম্পাদক)

গালি দিল। ফলে উভয়ের সাথীরা উত্তেজিত হল এবং তাদের মধ্যে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও জুতা মারামারি শুরু হয়ে গেল। আমরা জানতে পেরেছি, এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, "যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পরে সংঘাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি (মীমাংসা) করে দাও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে (দেয়ার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলে) সে মিথ্যাবাদী নয়।

٢٤٩٧- عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ اَلَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا -

২৪৯৭. উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে লোকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ভাল দিক উদ্ভাবন করে অথবা কল্যাণকামী কথা বলে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কর্তৃক তার সঙ্গীদেরকে বলা, চলো লোকদের মধ্যে সন্ধি করে দেই।

٢٤٩٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ اِقْتَتَلُوْا حَتّٰى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَاُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِذْهَبُوْا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ -

২৪৯৮. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। কুবাবাসী পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরের প্রতি পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। রসূলুল্লাহ (স)-কে এই সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি লোকদের বললেন, আমাদের সাথে চলো তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেই।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী, "যদি তারা নিজেদের মধ্যে সন্ধি (আপোষ) করে নেয় এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম। -(সূরা নিসা ঃ ১২৮)

٢٤٩٩- عَنْ عَائِشَةَ وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرٰى مِنِ امْرَاَتِهِ مَالاَ يُعْجِبُهُ كِبْرًا اَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَتَقُوْلُ اَمْسِكْنِىْ وَاقْسِمْ لِىْ مَا شِئْتَ قَالَتْ فَلاَ بَاْسَ اِذَا تَرَاضَيَا -

২৪৯৯ আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কুরআনের এই আয়াত ঃ "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে"-(নিসা-১২৮) এ সম্পর্কে তিনি বলেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর অহঙ্কার বা এরূপ কোন দোষ যা তার নিকট অপছন্দনীয়, তার দরুন তাকে তালাক দিতে চায়, তাহলে স্ত্রী তাকে বলবে, তুমি আমাকে তোমার নিকট রাখ এবং তোমার ইচ্ছামত আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর। তিনি বলেন, যদি তারা এতে রাযী হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি লোকেরা অন্যায়ভাবে সন্ধি করে তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।

٢٥٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ قَالاَ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَعْرَابِىُّ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ فَقَالُوْا لِىْ عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمَ فَفَدَيْتُ ابْنِىْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا اِنَّمَا عَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلٰى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَمَّا اَنْتَ يَا اُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلٰى امْرَاَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا اُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا -

২৫০০. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুইন এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ (স) ! আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তৎক্ষণাৎ তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, সে ঠিক বলেছে। আপনি আমাদের কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। বেদুইন বলল, আমার ছেলে এই লোকের বাড়ীতে মজদুর ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। লোকেরা আমাকে বলল, তোমার ছেলেকে রজম (পাথরের আঘাতে হত্যা) করতে হবে। আমি তাকে একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী দিয়ে আমার ছেলেকে মুক্ত করেছি। তারপর আমি বিশেষজ্ঞ আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' ঘা কোড়া (চাবুক) মারতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদের বিষয়ে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করছি। ক্রীতদাসী ও বকরী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে ও সেই সঙ্গে এক বছরের নির্বাসনে থাকবে। তিনি একজন লোককে বললেন, হে উনাইস! তুমি সকাল বেলা এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে, (সে যদি পাপ স্বীকার করে তাহলে) তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। উনাইস (রা) সকালে গিয়ে তাকে পাথর মেরে হত্যা করল।

٢٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ -

২৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের শরীআতে নতুন কিছু প্রবর্তন করবে তা প্রত্যাখ্যাত তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে সন্ধিপত্র লিখতে হবে। নিয়ম হল, অমুকের ছেলে অমুক অমুকের ছেলে অমুকের সাথে আপোষ রফা করল। গোত্র বা পরিবারের নাম উল্লেখ জরুরী নয়।

٢٥٠٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا صَالَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ

كَتَبَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ تَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوْ كُنْتَ رَسُوْلاً لَمْ نُقَاتِلْكَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ امْحُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا اَنَا بِالَّذِىْ اَمْحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ وَصَالَحَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّدْخُلَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلاَ يَدْخُلُوْهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ فَسَاَلُوْهُ مَا جُلُبَّانُ السِّلاَحِ فَقَالَ الْقِرَابُ بِمَافِيْهِ ـ

২৫০২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ায় সন্ধি করলে আলী (রা) তার মুসাবিদা লেখেন। তিনি লেখেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। এই লেখায় মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ লেখো না। কেননা যদি তুমি রসূল হতে (অর্থাৎ আমরা যদি রসূল মেনে নিতাম), তাহলে আমরা তোমার সঙ্গে লড়াই করতাম না। তিনি আলী (রা)-কে বলেন, শব্দটি মুছে ফেলো। আলী (রা) বলেন, আমার পক্ষে এটা মোছা সম্ভব নয়। অতপর রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাতে তা মুছে ফেলেন এবং তাদের সঙ্গে এই শর্তে সন্ধি করেন ঃ তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা (আগামী বছর) তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন এবং তাদের সঙ্গের হাতিয়ার কোষবদ্ধ থাকবে। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, জুলুব্বানুস-সিলাহ কি ? তিনি বললেন, খাপ ও তার মধ্যকার অস্ত্র।

٢٥٠٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ ذِى الْقَعْدَةِ فَاَبٰى اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يَّدَعُهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتّٰى قَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوْا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا لاَ نُقِرُّبِهَا فَلَوْ نَعْلَمُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ لَكِنْ اَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْكَ اَبَدًا فَاَخَذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الْكِتَابَ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاَحٌ اِلاَّ فِى الْقِرَابِ وَاَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ اَهْلِهَا بِاَحَدٍ اِنْ اَرَادَ اَنْ يَّتْبَعَهُ وَاَنْ لاَ يَمْنَعَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِهِ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا قُلْ لِصَاحِبِكَ اُخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْاَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُمْ اِبْنَةُ حَمْزَةَ يَاعَمِّ يَاعَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَاَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ فَقَالَ عَلِيٌّ اَنَا اَحَقُّ بِهَا وَهِىَ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَقَالَ جَعْفَرٌ اِبْنَةُ عَمِّىْ وَخَالَتُهَا تَحْتِىْ وَقَالَ زَيْدٌ

اِبْنَةُ أَخِيْ فَقَضٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّيْ وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُوْنَا وَمَوْلَانَا -

২৫০৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যিলকাদ মাসে উমরা করার এরাদা করেন। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তিনি তাদের সাথে ফায়সালা করলেন যে, আগামী বছর তিনি তিন দিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্র যখন লেখা হয় তখন উল্লেখ করা হল ঃ এই শর্তাবলীর উপর আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স) রাযী আছেন, তখন মক্কাবাসীরা বলল, আমরা তা স্বীকার করি না। যদি আমরা তোমাকে আল্লাহর রসূল বলে জানতাম, তাহলে তোমাকে বাধা দিতাম না। বরং তুমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। তিনি জবাবে বললেন, আমি যুগপৎ আল্লাহর রসূল ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেল। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, আমি কখনও আপনার নাম মুছব না! রসূলুল্লাহ (স) চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন এবং লিখলেন, এই চুক্তিতে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্মত হয়েছেন। তিনি (আগামী বছর) মক্কায় কোষবদ্ধ হাতিয়ারসহ প্রবেশ করতে পারবেন এবং তাঁর সঙ্গে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মক্কা হতে মদীনায় যেতে চাইলে তা যেতে পারবে না এবং তাঁর কোন সঙ্গী মক্কায় থেকে যেতে চাইলে তাকে তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অতএব (পরবর্তী বছর) যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে গেল, তখন লোকেরা আলী(রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অতএব নবী (স) রওনা হলে হামযা (রা)-এর একটি মেয়ে চাচা চাচা বলে তাদের অনুসরণ করল। আলী (রা) তাকে নিয়ে আসলেন এবং তার হাত ধরে ফাতেমা (রা)-কে বললেন, এই নাও তোমার চাচার মেয়ে। তাকে নেয়ার বিষয়ে আলী, যায়েদ ও জাফর (রা)-এর মধ্যে বচসা হল। আলী (রা) বললেন, তাকে আমি পাওয়ার বেশী অধিকারী। কেননা সে আমার চাচার মেয়ে। জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। যায়েদ (রা) বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। নবী (স) তার সম্পর্কে তার খালার পক্ষে রায় দিলেন এবং বললেন, খালা মাতৃস্থানীয়। এরপর তিনি আলী (রা)-কে বললেন, আমি তোমা হতে ও তুমি আমা হতে। তিনি জাফর (রা)-কে বললেন, তুমি দৈহিক গঠন ও স্বভাব-চরিত্রে আমার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি যায়েদ (রা)-কে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও মাওলা (বন্ধু)।

৭-অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করা। এই বিষয়ে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণনা (হাদীস) আছে। আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারপর তোমাদের ও রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে এবং এই বিষয়ে সাহল ইবনে হুনাইফ, আসমা ও মিসআর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। মূসা ইবনে মাসউদ বলেছেন, আমাকে সুফিয়ান ইবনে সাঈদ, তাকে আবু ইসহাক এবং তাকে বারাআ ইবনে আযেব (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) হুদাইবিয়ার দিন

মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। (এক) তাঁর নিকট কোন মুশরিক আসলে তিনি তাকে তাদের নিকট ফেরত দিবেন। (দুই) তাদের নিকট কোন মুসলমান আসলে তারা তাকে ফেরত দিবে না। (তিন) তিনি আগামী বছর মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং তিন দিন এখানে অবস্থান করবেন তিনি (স) তরবারি, তীর, ধনুক ইত্যাদি হাতিয়ার কোষবদ্ধ অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করবেন। (মক্কায় অবস্থানকালে) আবু জানদাল (রা) পায়ে বেড়িবদ্ধ অবস্থায় তাঁর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুয়াম্মাল সুফিয়ান থেকে আবু জানদালের কথা বর্ণনা করেননি এবং কেবল الايجلب السلاح (কোষবদ্ধ হাতিয়ার) শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٢٥٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلٰى اَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ اِلاَّ سُيُوْفًا وَلاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ مَا اَحَبُّوْا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا صَالَحَهُمْ فَلَمَّا اَقَامَ بِهَا ثَلاَثًا اَمَرُوْهُ اَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ -

২৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে রওনা হলেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা তাঁর ও কা'বা ঘরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। ফলে তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানে তাঁর কুরবানীর পশু যবাই করলেন ও মাথা কামালেন। তিনি তাদের সঙ্গে এই মর্মে ফায়সালা করলেন ঃ আগামী বছর তিনি উমরা করবেন এবং তরবারি ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার সঙ্গে আনতে পারবেন না এবং তারা যে কয়দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি দেবে, কেবল সে কয়দিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন। তিনি পরবর্তী বছর উমরা করতে আসলেন এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করলে তারা তাঁকে চলে যেতে বলল। অতএব তিনি চলে আসলেন।

٢٥٠٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ ابْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ -

২৫০৫. সাহল ইবনে আবু হাছমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহায়্যাসা ইবনে মাসউদ (রা) ইহুদীদের সাথে সন্ধির প্রাক্কালে খায়বারের দিকে গেলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ দিয়াত সম্পর্কে সন্ধি।

٢٥٠٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِىَ اِبْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوْا الْاَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَاَبَوْا فَاَتَوْا النَّبِىَّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسُ بْنُ

النَّضْرِ اَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ يَا اَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ زَادَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ فَرَضِىَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْاَرْشَ ـ

২৫০৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রুবাই বিনতে নাদ্‌র একটি মেয়ের দাঁত ভেঙে দেয়। তারা আরশ দাবি করলে রুবাইর আত্মীয়রা ক্ষমা চায়। কিন্তু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করে। তারা নবী (স)-এর নিকট আসে। তিনি তাদেরকে কিসাস গ্রহণের হুকুম দেন। আনাস ইবনে নাদ্‌র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! রুবাইর দাঁত ভাঙা হবে কি ? না, সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন ! রুবাইর দাঁত ভাঙা যেতে পারে না। তিনি বলেন, হে আনাস! কিতাবুল্লাহ তো কিসাসের হুকুম দেয়। অতপর তারা (বাদীপক্ষ) রাযী হয়ে যায় এবং ক্ষমা করে দেয়। নবী (স) বলেন, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা তাঁর নামে শপথ করলে তিনি তাদের শপথের সম্মান রক্ষা করেন। ফাযারীর বর্ণনায় আছে ঃ তারা রাযী হয় আরশ গ্রহণ করে।[২]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ইবনে আলী (রা) সম্পর্কে মহানবী (স)-এর বাণী ঃ আমার এই পুত্র (নাতি) নেতা হবে। আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা দুটি বড় দলের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করে দেবেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও –(সূরা হুজুরাত ঃ ৯)।"

٢٥٠٧– عَنِ الْحَسَنِ قَالَ اِسْتَقْبَلَ وَاللّٰهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ اَمْثَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِنِّىْ لَاَرٰى كَتَائِبَ لاَ تُوَلِّىْ حَتّٰى تَقْتُلَ اَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ وَكَانَ وَاللّٰهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ اَىْ عَمْرُو اِنْ قَتَلَ هٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ هٰؤُلاَءِ مَنْ لِىْ بِاُمُوْرِ النَّاسِ مَنْ لِىْ بِنِسَائِهِمْ مَنْ لِىْ بِضَيْعَتِهِمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ فَقَالَ اذْهَبَا اِلَى هٰذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ وَقُوْلاَ لَهُ وَاطْلُبَا اِلَيْهِ فَاَتَيَاهُ فَدَخَلاَ عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا وَقَالاَ لَهُ فَطَلَبَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ اِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ اَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَاِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِىْ دِمَائِهَا قَالاَ فَاِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ اِلَيْكَ وَيَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ لِىْ بِهٰذَا قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا

২. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবন নাশ বা অঙ্গহানি করলে উক্ত অপরাধীকে তার অনুরূপ শাস্তি (মৃত্যুদন্ড অথবা অঙ্গহানি) ভোগ করতে হয়। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এইরূপ শাস্তিকে 'কিসাস' বলে। কোন কারণে কিসাস গ্রহণ সম্ভব না হলে অপরাধী আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। এই ক্ষতিপূরণ জীবন নাশের জন্য হলে তাকে বলে 'দিয়াত' এবং অঙ্গহানির জন্য হলে তাকে বলে 'আরশ।'–সম্পাদক

سَاَلْهُمَا شَيْئًا اِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ فَصَالَحَهُ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرَةَ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ اِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ اُخْرَى وَيَقُوْلُ اِنَّ اِبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

২৫০৭. হাসান বসরী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ হাসান ইবনে আলী (রা) পাহাড়ের মত সৈন্যসামান্ত নিয়ে মুয়াবিয়ার (রা) মুকাবিলায় উপস্থিত হন। আমর ইবনুল আস্ (রা) বলেন, আমি এমন সব সৈন্য দেখছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মুয়াবিয়া, যিনি আল্লাহর কসম ! উভয়ের (আমর ও মুয়াবিয়া) মধ্যে উত্তম ছিলেন, আমরকে বললেন, যদি এ পক্ষের লোকেরা অপর পক্ষের লোকদেরকে এবং অপর পক্ষের লোকেরা এ পক্ষের লোকদেরকে হত্যা করে, তাহলে কে তাদের বিষয়-আশয়, স্ত্রী-পুত্র ও টাকা-পয়সা রক্ষা করবে ? অতপর তিনি কুরাইশ বংশের আবদু শামস শাখার দু'জন লোক আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ও আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে কুরাইযাকে হাসান ইবনে আলীর নিকট পাঠান এবং বলেন, তোমরা দুইজনে তাঁর নিকট যাও এবং সন্ধির প্রস্তাব পেশ কর। তাঁর সাথে কথা বলে সন্ধির আহবান জানাও। তাঁরা তার নিকট আসেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করেন। হাসান ইবনে আলী তাদেরকে বলেন, আমরা আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। আমাদের অনেক টাকা-পয়সা খরচ হয়েছে এবং আমাদের এই লোকেরা রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। তারা বলেন, তিনি (মুয়াবিয়া) আপনার নিকট এই এই প্রস্তাব রেখেছেন এবং আপনার নিকট শান্তি স্থাপনের জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। তিনি (হাসান ইবনে আলী) বলেন, তাহলে এই প্রস্তাবের দায়িত্ব কে নিবে ? তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। তিনি যে ব্যাপারেই জিজ্ঞেস করেন, এর দায়িত্ব কে নেবে। তার জবাবে তারা বলেন, আমরা এর দায়িত্ব নেব। এরপর তিনি তাঁর (মুয়াবিয়া) সঙ্গে সন্ধি করলেন। হাসান বসরী (র) বলেন, আমি আবু বাকরাহ্ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বরের উপর দেখেছি এবং হাসান ইবনে আলী তাঁর পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে এবং আর একবার হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার এই পুত্র নেতা হবে এবং আশা করা যায় আল্লাহ তার দ্বারা মুসলমানদের দু'টি বড় দলের বিবাদ মিটিয়ে দেবেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাসান বসরী (র) এই হাদীস আবু বাকরাহ্ (রা)-এর নিকট শুনেছেন বলে আমাদের নিকট প্রমাণিত হয়েছে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কি সন্ধির জন্য ইশারা বা প্রস্তাব করতে পারেন ?

٢٥٠٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ اَصْوَاتُهُمَا وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِىْ شَىْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَاَلِّى عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ فَقَالَ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَهُ اَىُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ -

২৫০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দ্বারপ্রান্তে দু'জন বিবদমান ব্যক্তির উচ্চস্বরে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনের নিকট ঋণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়ার আবেদন নিবেদন করছিল। অন্যজন বলছিল, আল্লাহর কসম ! আমি তা করব না। রসূলুল্লাহ (স) তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, সেই লোকটি কোথায় যে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলছিল, আমি ভাল কাজ করব না। সে বলল, আমি ইয়া রসূলাল্লাহ ! সে যা চায় আমি তাই করব।

٢٥٠٩- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنُ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىْ مَالٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ حَتّٰى اِرْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَاَشَارَ بِيَدِهِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ النِّصْفُ فَاَخَذَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا ـ

২৫০৯. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীর নিকট তার কিছু অর্থ পাওনা ছিল। তিনি তার সঙ্গে দেখা করে পাওনার তাগাদা দিলেন। এমনকি তাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হল। নবী (স) তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হে কাব অর্ধেক ঋণ মাফ করে দাও। কাজেই তিনি অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিলেন এবং অর্ধেক গ্রহণ করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া ও তাদের মধ্যে সুবিচার করার ফযীলত।

٢٥١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ ـ

২৫১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যহ যেদিন সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রতি দিনই) মানুষের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য সাদাকা রয়েছে। মানুষের সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ নেতা কারো প্রতি সন্ধির ইঙ্গিত করলে এবং সে তা অস্বীকার করলে তার প্রতি আইনানুগ ফায়সালা করা।

٢٥١١- عَنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ نَاصَمَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدْشَهِدَ بَدْرًا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ شِرَاجٍ مِّنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِلزُّبَيْرِ اُسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اُسْقِ ثُمَّ اُحْبِسْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْجَدْرَ فَاسْتَوْعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَبْلَ ذٰلِكَ اَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَاْىٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْاَنْصَارِىِّ فَلَمَّا اَحْفَظَ

الْاَنْصَارِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُسْتَوْعٰى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِىْ صَرِيْحِ الْحُكْمِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ وَاللّٰهُ مَا اَحْسِبُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ اِلاَّ فِىْ ذٰلِكَ : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ الْاٰيَةَ -

২৫১১. যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক আনসার ব্যক্তির সঙ্গে একটি প্রস্তরময় যমীনের পানির নালা সম্পর্কে ঝগড়া করলেন। উক্ত আনসারী বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে শরীক ছিলেন। তারা উভয়ে উক্ত পানির নালা হতে পানি নিতেন। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে বললেন, হে যুবাইর ! তুমি প্রথমে পানি নাও, তারপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি নিতে দাও। আনসারী রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে রসূল ! সে আপনার ফুফাতো ভাই, তাই এরূপ করলেন ? এই কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি যুবাইরকে বললেন, তুমি তোমার ক্ষেতে পানি নেয়ার পর তা বন্ধ করে দাও যতক্ষণ না দেয়াল পর্যন্ত পানি পৌঁছায়। এবার রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি যুবাইর ও আনসারী উভয়ের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন আনসারী রসূলুল্লাহ (স)-কে রাগান্বিত করলেন, তখন তিনি যুবাইরকে আইনানুগভাবে তার পূর্ণ হক দিয়ে দিলেন। উরওয়াহ (রা) বলেন, যুবাইর (রা) বলেছেন, আল্লাহর শপথ ! আমার মনে হয়, কুরআনের (নিম্নবর্ণিত) আয়াতটি এই প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

"না, তোমার প্রভূর শপথ ! তারা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিতর্কিত বিষয়ে তোমাকে (রসূল) চূড়ান্ত ফায়সালাকারী হিসেবে মেনে নেয়।"
(সূরা আন নিসা ঃ ৬৫।"

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণদাতা ও মৃত ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ-রফা করা এবং তা নিয়মিতভাবে আদায় করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দুই অংশীদার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, একজন প্রাতব্য ঋণ ও অপরজন নগদ অর্থ নেবে, তাতে কোন দোষ নেই। এই অবস্থায় যদি তাদের কারো অংশ নষ্ট হয়, তাহলে সে তার অপর অংশীদারের নিকট তা দাবি করতে পারবে না।

٢٥١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ تُوُفِّىَ اَبِىْ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَرَضْتُ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَّاْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَاَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ فِيْهِ وَفَاءً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِذَا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ فِى الْمِرْبَدِ اٰذِنْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ اُدْعُ غُرَمَاءَكَ فَاَوْفِهِمْ فَمَاتَرَكْتُ اَحَدًا لَهُ عَلٰى اَبِىْ دَيْنٌ اِلاَّ قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةُ عَجْوَةٍ وَسِتَّةُ

لَوْنٌ اَوْ سِتَّةُ عَجْوَةٍ وَسَبْعَةُ لَوْنٍ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ اَئْتِ اَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ فَاَخْبِرْهُمَا فَقَالاَ لَقَدْ عَلِمْنَا اِذْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاصَنَعَ اَنْ سَيَكُوْنُ ذٰلِكَ وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الْعَصْرِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَابَكْرٍ وَلاَ ضَحِكَ وَقَالَ وَتَرَكَ اَبِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا دَيْنًا وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ صَلاَةَ الظُّهْرِ ـ

২৫১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যান। আমি তাঁর পাওনাদারদেরকে তাঁর ঋণের পরিবর্তে খেজুর নিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তারা তাতে ঋণ শোধ হবে না মনে করে তা নিতে অস্বীকার করে। আমি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন, ফল পেড়ে মিরবাদে (যেথায় খেজুর শুকানো হয়) রাখার পর আমাকে খবর দিও। [আমি সেই অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (স)-কে খবর দিলো।] তিনি আবু বাকর ও উমর (রা) সহ আসলেন। তিনি খেজুরের স্তুপের উপর বসে বরকতের জন্য দোআ করলেন ; তারপর বলেন তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক এবং তাদের পুরা ঋণ দিয়ে দাও। আমি আমার পিতার প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পুরো পাওনা মিটিয়ে দিলাম। এরপরও আমার নিকট তের অসাক[৩] খেজুর রয়ে গেল। সাত অসাক আজওয়াহ ও ছয় অসাক লাওন অথবা ছয় অসাক আজওয়াহ ও সাত অসাক লাওন। তারপর আমি মাগরিবের সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। তিনি হেসে দিলেন এবং বললেন, যাও আবু বাকর ও উমারকে খবরটি শুনাও। তারা বললেন, আমরা আগেই উপলব্ধি করছিলাম যে এরূপই ঘটবে যখন রসূলুল্লাহ (স) এরূপ করলেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) আসরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন এবং তাতে আবু বাকর ও উমার (রা)-এর কথা উল্লেখ নাই এবং তাতে আরও আছে ঃ আমার পিতা তিরিশ অসাক ঋণ রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) যোহরের নামাযের ওয়াক্তে এসেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ধার ও নগদের বিনিময়ে সন্ধি ।

٢٥١٣- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ تَقَاضٰى اِبْنَ اَبِىْ حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ بَيْتٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِمَا حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادٰى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ يَاكَعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ فَقَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ ـ

২৫১৩. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় মসজিদের মধ্যে ইবনে আবু হাদরাদের নিকট তার পাওনার তাগাদা করলেন। তাদের

---

৩. এক অসাক প্রায় ছয় মণ। আজওয়াহ ও লাওন খেজুরের প্রকার বিশেষ

কথাবার্তার শব্দ এত উচ্চ হলো যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ঘর থেকেই তা শুনতে পেলেন। রসূলুল্লাহ (স) জানালার পর্দা উঠিয়ে এবং কা'বকে ডাক দিলেন, হে কা'ব ! তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তিনি হাতের ইশারায় তাকে অর্ধেক ঋণ মাফ করে দিতে নির্দেশ দিলেন। কা'ব বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তাই করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (স) ইবনে আবু হাদরাদকে বললেন, যাও তার বাকী ঋণ শোধ করে দাও।

অধ্যায়—৩০

كتاب الشروط

(শর্তাবলীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণে, চুক্তিসমূহে ও ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা জায়েয।[১]

٢٥١٤– عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ عَنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ وَيَوْمَئِذٍ كَانَ فِيْهَا اُشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ لاَ يَاتِيْكَ اَحَدٌ وَاِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلاَّ رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُوْنَ ذٰلِكَ وَامْتَعَضُوْا مِنْهُ وَاَبِىْ سُهَيْلُ اِلاَّ ذٰلِكَ فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى ذٰلِكَ فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ اَبَا جَنْدَلٍ اِلٰى اَبِيْهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَاتِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ اِلاَّ رَدَّهُ فِىْ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَاِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ اُمُّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِىَ عَاتِقٌ فَجَاءَ اَهْلُهَا يَسْاَلُوْنَ النَّبِيَّ اَنْ يَرْجِعَهَا اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَرْجِعْهَا اِلَيْهِمْ لِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِهِنَّ : اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ اِلٰى قَوْلِهِ : وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اِلٰى غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَ اِمْرَاةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَةِ وَمَا بَايَعَهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِهِ ـ

২৫১৪. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হতে মারোয়ান ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা)-কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, সুহাইল ইবনে আমর (মক্কাবাসীদের তরফ হতে) হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। তিনি নবী (স)-এর সঙ্গে এই শর্তে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ঃ আমাদের কেউ

---

১. কিছু শর্ত বৈধ ও কিছু শর্ত অবৈধ : যেমন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণের জন্য এই শর্ত আরোপ করতে পারবে যে, তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা যাবে না, কিন্তু সে এই শর্ত আরোপ করতে পারবে না যে, তাকে নামায পড়তে বাধ্য করা যাবে না।—সম্পাদক

আপনার নিকট চলে গেলে তাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং আমাদের ও তার ব্যাপারে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মুসলমানদের এই শর্ত অপসন্দ হয় এবং তারা রেগে যায়। কিন্তু সুহাইল এছাড়া অন্য শর্ত মানতে অস্বীকার করে। অতএব নবী (স) এই শর্ত মেনে নেন। সেই সময় তিনি আবু জানদাল (রা)-কে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের নিকট ফেরত দেন এবং চুক্তিকালে যে লোকই তাঁর নিকট আসে তিনি তাকে ফেরত দেন, যদিও সে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। মুসলমান মেয়েরাও হিজরত করে আসতে লাগল। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুআইত সে সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমনকারী মেয়েদের অন্যতম ছিলেন। তিনি যুবতী নারী ছিলেন। তার আত্মীয়রা নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে ফেরত চাইল। কিন্তু তিনি তাঁকে তাদের নিকট ফেরত দিলেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যখন তোমাদের নিকট মুসলমান মেয়েরা হিজরত করে আসবে, তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে নেবে। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে খুব ভাল জানেন ..... এবং কাফেররা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। উরওয়া (রা) বলেন আয়েশা (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) এই আয়াত অনুযায়ী তাদেরকে পরীক্ষা করতেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ..... غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ– "হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিকট মুমিন নারীরা হিজরত করে আসলে তাদের পরীক্ষা কর। ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"–(সূরা মুমতাহানা ১০-১২) পর্যন্ত। উরওয়াহ (র) আরও বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তাদের মধ্যে যে নারী এসব শর্ত মেনে নিত, রসূলুল্লাহ (স) তাকে কেবল মুখে বলতেন, আমি তোমার বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম ! তাঁর হাত বায়আতের ব্যাপারে কখনও কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি এবং তিনি কেবলমাত্র কথা দ্বারা তাদেরকে বায়আত করতেন।"

٢٥١٥– جَرِيْرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاشْتَرَطَ عَلَىَّ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ

২৫১৫. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে কয়েকটি শর্তে বায়আত করি। তার একটি হলো, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ চাওয়া।

٢٥١٦– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ـ

২৫১৬. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে এই শর্তে বায়আত করি ঃ নামায পড়বো, যাকাত দিবো ও প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো।

২-অনুচ্ছেদ ঃ তাবির[২] করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করা।

٢٥١٧– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ اُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ـ

২. তাবির অর্থ হলো খেজুর গাছের পুং কেশর ও স্ত্রী কেশরের সংমিশ্রণ ঘটানো।

২৫১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাবির করার পর খেজুর গাছ বিক্রি করবে, তার ফল বিক্রেতা পাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি কোনরূপ শর্ত আরোপ করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে শর্ত আরোপ করা।

٢٥١٨- عَنْ عَائِشَةَ اَخبَرَتهُ اَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَت عَائِشَةَ تَستَعِينُهَا فِى كِتَابَتِهَا وَلَم تَكُن قَضَت مِن كِتَابَتِهَا شَيئًا قَالَت لَهَا عَائِشَةُ اُرجِعِى اِلَى اَهلِكِ فَاِن اَحَبُّوا اَن اَقضِىَ عَنكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِى فَعَلتُ فَذَكَرَت ذٰلِكَ بَرِيرَةُ فَاَبَوا وَقَالُوا اِن شَاءَت اَن تَحتَسِبَ عَلَيكِ فَلتَفعَل وَيَكُونَ لَنَا وَلاَؤُكِ فَذَكَرَت ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا اُبتَاعِى فَاِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَن اَعتَقَ ـ

২৫১৮. উরওয়াহ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে অবহিত করেছেন যে, বারীরা তার মুক্তিপণের টাকা পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্যলাভের উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসে এবং সে তার চুক্তিপত্রের কোন টাকা-পয়সা পরিশোধ করতে সক্ষম হয়নি। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলো। যদি তারা রাযী হয় তাহলে আমি টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবো, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমার থাকবে, তাহলে আমি রাজী আছি। বারীরা তার মালিকের নিকট এই কথা বললে তারা তা অগ্রাহ্য করে এবং বলে ঃ তিনি (আয়েশা) যদি তোমার সহায়তা করতে চান, তা করুন। কিন্তু তোমার অভিভাবকত্ব আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এই কথা উল্লেখ করলে তিনি তাঁকে বলেন, তুমি তাকে (বারীরাকে) কিনে নিয়ে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পশু বিক্রেতা যদি শর্ত আরোপ করে যে, সে একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত তার উপর সওয়ার হবে, তবে তা জায়েয।

٢٥١٩- جَابِرٌ اَنَّهُ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَد اَعيَا فَمَرَّ النَّبِىَّ ﷺ فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيرٍ لَيسَ يَسِيرُ مِثلَهُ ثُمَّ قَالَ بِعنِيهِ بِوَقِيَّةٍ قُلتُ لاَ ثُمَّ قَالَ بِعنِيهِ بِوَقِيَّةٍ فَبِعتُهُ فَاستَثنَيتُ حُملاَنَهُ اِلَى اَهلِى فَلَمَّا قَدِمنَا اَتَيتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِى ثَمَنَهُ ثُمَّ انصَرَفتُ فَاَرسَلَ عَلَى اِثرِى قَالَ مَا كُنتُ لِاَخُذَ جَمَلَكَ ذٰلِكَ فَهُوَ مَالُكَ قَالَ شُعبَةُ عَن مُغِيرَةَ عَن عَامِرٍ عَن جَابِرٍ اَفقَرَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ظَهرَهُ اِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ اِسحٰقُ عَن جَرِيرٍ عَن مُغِيرَةَ فَبِعتُهُ عَلَى اَنَّ لِى فَقَارَ ظَهرِهِ حَتّٰى اَبلُغَ المَدِينَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيرُهُ لَكَ ظَهرُهُ اِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بنُ المُنكَدِرِ عَن جَابِرٍ شَرَطَ ظَهرَهُ اِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ زَيدُ بنُ اَسلَمَ عَن جَابِرٍ وَلَكَ ظَهرُهُ

حَتّٰى تَرْجِعَ وَقَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَفْقَرَنَكَ ظَهْرَهُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ لاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ تَبَلَّغْ عَلَيْهِ اِلٰى اَهْلِكَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِوَقِيَّةٍ وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ اَخَذْتُهُ بِاَرْبَعَةِ دَنَانِيْرَ وَهٰذَا يَكُوْنُ وَقِيَّةً عَلٰى حِسَابِ الدِّيْنَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَاَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ وَقِيَّةٌ ذَهَبٍ وَقَالَ اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ بِمَائَتَىْ دِرْهَمٍ وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ اَحْسِبُهُ قَالَ بِاَرْبَعِ اَوَاقٍ وَقَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ اِشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَقَوْلُ الشَّعْبِىِّ بِوَقِيَّةٍ اَكْثَرُ الاِشْتِرَاطُ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ عِنْدِىْ -

২৫১৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি উটে চড়ে যাচ্ছিলেন। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। নবী (স) পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় উটটিকে আঘাত করলেন এবং তাঁর জন্য দোআ করলেন। ফলে উটটি এত জোরে চলতে লাগল, যেরূপ কোন সময় চলেনি। তারপর তিনি বললেন, উটটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি বললাম, না। তিনি আবার বললেন, এটি আমার নিকট এক উকিয়ায় বিক্রি করো। আমি তাঁর নিকট এটি বিক্রি করলাম, কিন্তু আমার বাড়ী পর্যন্ত সওয়ার হয়ে যাওয়ার শর্ত করলাম এবং বাড়ী পৌঁছে তাঁর নিকট উটটি নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে নগদ মূল্যে এটির দাম দিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে আসতে থাকলে তিনি একজন লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি তোমার উটটি নেবো না। তুমি তোমার উটটি নিয়ে যাও। এটা তোমার সম্পদ। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনা পর্যন্ত আমাকে তার পিঠে সওয়ার হওয়ার অনুমতি দেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি এই শর্তে তা বিক্রি করলাম যে, মদীনায় পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে সওয়ার হবো। অপর বর্ণনায় আছে, তার পিঠ মদীনা পর্যন্ত তোমার জন্যে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ জাবের (রা) মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত তার পিঠে সওয়ার হওয়ার শর্ত আরোপ করেন। অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তার পিঠ তোমার জন্য। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমরা মদীনা পর্যন্ত তোমাকে তার উপর সওয়ার হওয়ার অনুমতি দিলাম। অপর বর্ণনায় আছে, তুমি তার উপর সওয়ার হয়ে তোমার পরিজনদের নিকট উপস্থিত হও। অপর বর্ণনায় আছে ঃ নবী (স) উটটি এক উকিয়া দিয়ে ক্রয় করেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি চার দীনারের বিনিময়ে তা গ্রহণ করি এবং দীনারের হিসেবে তা এক উকিয়ার সমতুল্য। কেননা দশ দিরহামে এক দীনার হয় এবং মতান্তরে দামের উল্লেখ নেই এবং মতান্তরে এক উকিয়া সোনার উল্লেখ রয়েছে এবং মতান্তরে দু'শত দিরহামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

মতান্তরে তিনি তাবূকের রাস্তায় তা চার উকিয়ায় খরিদ করেন। মতান্তরে তিনি তা বিশ দীনারে ক্রয় করেন। শা'বী (র) বলেন, অধিকাংশ বর্ণনায় এক উকিয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমার নিকট এটাই বিশুদ্ধ।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ লেনদেনের ব্যাপারে শর্তাবলী।

٢٥٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِلنَّبِىِّ ﷺ اُقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ لاَ فَقَالَ تَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكْكُمْ فِى الثَّمَرَةِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

২৫২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারগণ নবী (স)-কে বললেন, আপনি আমাদের ও আমাদের ভাইদের মধ্যে খেজুর গাছ ভাগ করে দিন। তিনি বললেন, না। অতপর আনসাররা মুহাজিরদেরকে বললেন, আপনারা আমাদের কাজের (বাগানে) শ্রম বিনিয়োগ করুন এবং আমরা আপনাদেরকে ফলের ভাগ দেবো। তাঁরা বললেন, আমরা মেনে নিলাম।

٢٥٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ اَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا -

২৫২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহূদীদেরকে খায়বারের জমি চাষাবাদ করতে দিলেন এই শর্তে যে, তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তির সময় দেনমোহর সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা। উমার (রা) বলেন, শর্ত পূর্ণ করার সাথে অধিকারপ্রাপ্তি সংযুক্ত এবং তুমি যা শর্ত কর তাই পাবে। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর এক জামাতার উল্লেখ করে তার উত্তম প্রশংসা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, সে আমার সঙ্গে সত্য কথা বলে ও তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করে।

٢٥٢٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اُسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ -

২৫২২. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদেরকে যেসব শর্ত পুরা করতে হবে তার মধ্যে সেই শর্ত সর্বাগ্রগণ্য যার বদৌলতে তোমরা তোমাদের (স্ত্রীদের সাথে) যৌন সম্পর্ক স্থাপন বৈধ করেছ।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিকার্যে শর্ত আরোপ করা।

٢٥٢٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : كُنَّا اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ حَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِى الْاَرْضَ فَرُبَّمَا اَخْرَجَتْ هٰذِهٖ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهٖ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ -

২৫২৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনসার সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিক কৃষি জমীর মালিক ছিলাম। আমরা জমি কেরায়া (বর্গা) দিতাম। কখনও এই (একজনের) অংশে ফসল হতো এবং ঐ (অপরজনের) অংশে ফসল হতো না। অতএব আমাদেরকে এ পদ্ধতিতে জমি ভাগ চাষে দিতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু নগদ অর্থে (বিক্রয় করতে) নিষেধ করা হলো না।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের চুক্তিতে যে সমস্ত শর্ত যোগ করা নিষিদ্ধ।

٢٥٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَرِيْدَنَّ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَيَخْطُبَنَّ عَلٰى خِطْبَتِهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ اِنَائَهَا -

২৫২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে ; কেউ যেন দালালি না করে ; কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর বেশী দাম না বলে এবং কেউ যেন অপরের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয় ; কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের খাবারের পাত্র দখলের জন্য তার তালাক দাবি না করে।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ হদ্দ (আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি)-এর ক্ষেত্রে শর্তারোপ বৈধ নয়।

٢٥٢٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّهُمَا قَالاَ اِنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَعْرَابِ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ اِلاَّ قَضَيْتَ لِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ الْخَصْمُ الْاٰخَرُ وَهُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَائْذَنْ لِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْ قَالَ اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَاَتِهِ وَاِنِّى اُخْبِرْتُ اَنَّ عَلٰى ابْنِى الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِاَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ فَسَاَلْتُ اَهْلَ الْعِلْمِ فَاَخْبَرُوْنِىْ اَنَّمَا عَلٰى اِبْنِى جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَاَنَّ عَلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ قْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ اَلْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلٰى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ اُغْدُ يَااُنَيْسُ اِلٰى اِمْرَاَةِ هٰذَا فَاِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا -

---

৩. তানাজুশ (দালালি) অর্থাৎ বিক্রেতার পক্ষে নকল ক্রেতা সেজে প্রকৃত ক্রেতাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য দাম বাড়িয়ে বলা। খাবারের পাত্র দখল—অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে ঐ নারী যেন একথা না বলে যে, তোমার স্ত্রীকে তালাক দিলে আমি তোমার সাথে বিবাহ বসব। এরূপ শর্ত আরোপ নিষিদ্ধ।–সম্পাদক।

২৫২৫. আবু হুরাইরা ও যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, এক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি আমার বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করুন। তার প্রতিপক্ষ, যে তার তুলনায় অধিক জ্ঞানী ছিল, বলল, হাঁ আপনি আমাদের বিষয়টি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং আমাকে (কথা বলার) অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, বল। সে বলল, আমার ছেলে এই লোকটির বাড়ীতে মজুর (কামলা) ছিল এবং সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করে। আমি অবহিত করলাম, আমার ছেলেকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। আমি একশ' বকরী ও একটি ক্রীতদাসী মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে এনেছি। আমি আলেমদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তারা বললেন, তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারতে হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর এবং এই লোকটির স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমাদের বিষয়টি কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী মীমাংসা করবো। বকরী ও ক্রীতদাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে। কিন্তু তোমার ছেলেকে একশ' কোড়া মারা হবে এবং সেই সঙ্গে এক বছরের দেশান্তর থাকবে। হে উনাইস ! তুমি কাল সকালে এই লোকটির স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যদি পাপ স্বীকার করে, তাহলে তাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। তিনি সকালে তার নিকট গেলে সে পাপ স্বীকার করে। রসূলুল্লাহ (স) তাকে পাথর মেরে হত্যা করার আদেশ দেন। সেই অনুযায়ী তাকে হত্যা করা হয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ গোলাম) যদি (ক্রেতা কর্তৃক) আযাদ করার শর্তে বিক্রি হতে রাযী হয়, তাহলে যেরূপ শর্ত যুক্ত করা জায়েয।

٢٥٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ بَرِيْرَةُ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَت يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُشْتَرِيْنِىْ فَاِنَّ اَهْلِىْ يَبِيْعُوْنِى فَاَعْتِقِنِىْ قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ اِنَّ اَهْلِىْ لاَ يَبِيْعُوْنِى حَتّٰى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِىْ قَالَتْ لاَحَاجَةَ لِىْ فِيْكِ فَسَمِعَ ذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَاْنُ بَرِيْرَةَ فَقَالَ اُشْتَرِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوْا مَاشَاءُوْا قَالَتْ فَاشْتَرَيْتُهَا وَاشْتَرَطَ اَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاِنِ اشْتَرَطُوْا مِائَةَ شَرْطٍ -

২৫২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট আসল। সে একজন চুক্তিবদ্ধ দাসী ছিল। সে বলল, হে উম্মুল মু'মিনীন ! আপনি আমাকে খরিদ করে আযাদ করে দিন। কেননা আমার মালিক আমাকে বিক্রি করতে চাচ্ছেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। সে (বারীরা) বলে, কিন্তু আমার মালিক (তাদের অনুকূলে) অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত থাকার শর্ত ছাড়া আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বলেন, তাহলে তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। নবী (স) তা শুনলেন, কিংবা তাঁকে অবহিত করা হলো। তিনি বললেন, বারীরার ব্যাপারে কি সমস্যা হলো ? তাকে কিনে তুমি আযাদ করে

দাও এবং তারা যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করুক। তিনি বলেন, আমি তাকে কিনে আযাদ করে দিলাম, যদিও তার মালিক অভিভাবকত্বের শর্ত আরোপ করলেন। নবী (স) বললেন, অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। যদিও তার মালিক শত শর্ত আরোপ করে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ তালাকের সাথে শর্ত। ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী ও আতা (র) বলেন, তালাক শব্দটি প্রথমে বলুক বা শেষে বলুক তা শর্তানুযায়ী কার্যকরী হবে।

٢٥٢٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ التَّلَقِّىْ وَاَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْاَعْرَابِيِّ وَاَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْاَةُ طَلَاقَ اُخْتِهَا وَاَنْ يَّسْتَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَنَهٰى عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ -

২৫২৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ব্যবসায়ী কাফেলার সঙ্গে অগ্রবর্তী হয়ে সাক্ষাত করতে, শহরবাসীকে গ্রামবাসীর পক্ষে পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করতে, কোন নারী কর্তৃক তার বোনকে তালাক দেয়া শর্ত আরোপ করাতে এবং কোন পুরুষের তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া তিনি দালালি ও "তাসবিয়া"[৪] করতে নিষেধ করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, "নিষেধ করা হয়েছে" এবং অপর বর্ণনায় আছে, "আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের সঙ্গে মৌখিক শর্ত আরোপ করা।

٢٥٢٨- عَنْ اُبَيِّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوْسٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا كَانَتِ الْاُوْلٰى وَالْوُسْطٰى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ اَمْرِى عُسْرًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ فَانْتَطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَنْقَضَّ فَاَقَامَهُ -

২৫২৮. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর রসূল মূসা (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে তা আদ্যপান্ত বর্ণনা করলেন। [এ প্রসংগে তিনি খিযিরের এই উক্তিও উল্লেখ করেন যা তিনি মূসা (আ)-কে বলেছিলেন], খিযির বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না।"(-সূরা কাহাফ ঃ ৭২)। মূসা (আ) প্রথমবার শর্ত ভংগ করেছেন ভুলবশত। দ্বিতীয় আপত্তি ছিল শর্তসাপেক্ষ এবং তৃতীয় আপত্তি ছিল ইচ্ছাকৃত। মূসা (আ) বলেন, আপনি আমার ভুলের কৈফিয়ত চাওয়া ও আমার প্রতি কঠরোতা করা হতে বিরত থাকুন। তারপর তারা একটি বালকের সাক্ষাত পেলেন এবং খিযির তাকে হত্যা করলেন। এরপর দু'জনে চলতে থাকলেন, কিছুদূর গিয়ে একটি (ক্ষয়িষ্ণু) দেয়াল দেখতে পেলেন। খিযির দেয়ালটি মেরামত করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) "ওয়ারাআহুম মালিকুন"-এর স্থলে আমামাহুম মালিকুন" কিরাআত পাঠ করেছেন।

---

২. তাসবিয়ার অর্থ হলো দুগ্ধবতী পশুর স্তন, বেচার উদ্দেশ্যে কিছুদিন দোহন থেকে বিরত রাখা। এরূপ করলে তাকে বেশী দুগ্ধবতী বলে মনে হবে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ।

٢٥٢٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ اُوْقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقَالَتْ اِنْ اَحَبُّوا اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَ وُكِ لِيْ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلَى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَتْ اِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَابَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ـ

২৫২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমার মালিক আমার সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে আমাকে আযাদ করার চুক্তি করেছে। প্রতি বছর এক উকিয়া করে দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, যদি তারা রাযী হয়, তাহলে আমি তোমার পক্ষ হতে তাদের পাওনা দিয়ে দিবো, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের অধিকার আমার থাকবে। বারীরা তার মালিকের নিকট গিয়ে ব্যাপারটি বলল। কিন্তু তারা তাতে সম্মত হল না। সে সেখান হতে আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন, রসূলুল্লাহ (স) তখন সেখানে বসা ছিলেন। বারীরা বলল, আমি তাদের নিকট বিষয়টি পেশ করলাম। কিন্তু তারা অভিভাবকত্বের হক ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছে। নবী (স) ঘটনাটি শুনলেন এবং আয়েশা (রা) ও নবী (স)-কে ঘটনাটি বললেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য অভিভাবকত্বের হক শর্ত রাখ। অবশ্য অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর। আয়েশা (রা) তাই করলেন। তারপর রসূলাল্লাহ (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করার পর বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। আল্লাহর কিতাবের বহির্ভূত সকল শর্ত বাতিল যদিও তা সংখ্যায় একশ' হয়। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক। তাঁর শর্ত মজবুত এবং নিসন্দেহে অভিভাবকত্বের হক আযাদকারীর।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভাগচাষে এরূপ শর্ত আরোপ করা ঃ যখন আমি ইচ্ছা করবো তখন তোমাকে বাদ দেবো।

٢٥٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا فَدَعَ اَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا اِنَّ رَسُوْلَ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمْ

اللّٰهُ وَاِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ اِلٰى مَالِهٖ هُنَاكَ فَعُدِىَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهَمَتُنَا وَقَدْ رَاَيْتُ اِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا اَجْمَعَ عُمَرُ عَلٰى ذٰلِكَ اَتَاهُ اَحَدُ بَنِىْ اَبِى الْحُقَيْقِ فَقَالَ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُخْرِجُنَا وَقَدْ اَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَعَامَلَنَا عَلَى الْاَمْوَالِ وَشَرَطَ ذٰلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ اَظَنَنْتَ اَنِّىْ نَسِيْتُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكَ اِذَا اُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُوْبِكَ قَلُوْصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هٰذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ اَبِى الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ فَاَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَاَعْطَاهُمْ قِيْمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً وَاِبِلاً وَعُرُوْضًا مِنْ اَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اُخْتَصَرَهُ ـ

২৫৩০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বারবাসী আমার হাত-পা ভেঙে দেয়ার পর উমার (রা) বক্তৃতা দিতে উঠলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বারের ইহূদীদের সঙ্গে তাদের অর্থ-সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে রাখবেন, আমরাও ততদিন তোমাদেরকে রাখবো। আবদুল্লাহ ইবনে উমার সেখানে তার সম্পত্তি দেখাশুনা করতে গেলে তিনি আক্রান্ত হন এবং তাঁর হাত-পা ভেঙে ফেলা হয়। তিনি বলেন, সেখানে তারা ছাড়া আমাদের আর কোন শত্রু নেই। তারা আমাদের শত্রু এবং তাদের প্রতি আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। আমি এখন তাদেরকে খায়বার হতে বের করে দিতে মনস্থ করেছি। উমার (রা) তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিলে আবু হাকীক গোত্রের এক লোক এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনি আমাদেরকে উচ্ছেদ করবেন ? অথচ মুহাম্মাদ (স) আমাদেরকে এখানে অবস্থান করার শর্ত অনুমোদন করেছিলেন এবং তিনি আমাদের সাথে সম্পদ সম্বন্ধে একটি চুক্তি করেছিলেন। উমার (রা) জবাবে বলেন, তুমি কি মনে করছ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সে কথা ভুলে গেছি। তিনি বলেছিলেন, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে, যখন তোমাদেরকে খায়বার হতে বের করে দেয়া হবে। তোমাদের উট তোমাদের জন্য রাতের পর রাত ঘুরে বেড়াবে। সে বলে, এটা তো আবুল কাসেম (স)-এর আমাদের প্রতি ঠাট্টাস্বরূপ উক্তি ছিল। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা কথা বলছ। উমার (রা) তাদেরকে খায়বার হতে উচ্ছেদ করে দেন এবং তাদের ফল-ফসলাদি, উট ও আসবাবপত্র যেমন আলমীরা, রশি ইত্যাদির মূল্য পরিশোধ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদের সঙ্গে জিহাদ ও সন্ধির শর্তাবলী এবং সেইসব শর্ত লিপিবদ্ধ করা।

٢٥٣١- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيْثَ صَاحِبِهٖ قَالاَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتّٰى كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِىُّ

اِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِىْ خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً فَخُذُوْا ذَاتَ الْيَمِيْنِ فَوَاللّٰهِ مَاشَعَرَ بِهِمْ خَالِدُ حَتّٰى اِذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشٍ وَسَارَالنَّبِىُّ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِى يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَالَّحَتْ فَقَالُوْا خَلَاتِ الْقَصْوَاءِ خَلَاتِ الْقَصْوَاءِ فَقَالَ النَّبِىُّ مَاخَلَاتِ الْقَصْوَاءِ وَمَا ذَالِكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا اللّٰهُ الاَّ اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتّٰى نَزَلَ بِاَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ عَلٰى ثَمَدٍ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسِ تَبَرُّضًا فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتّٰى نَزَحُوْهُ وَشُكِىَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ اَمَرَهُمْ اَنْ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ مَازَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بِالرِّىِّ حَتّٰى صَدَرُوْا عَنْهُ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اِذَا جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرَقَاءَ الْخُزَاعِىُّ فِىْ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ وَكَانُوْا عَيْبَةَ نُصْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ مِنْ اَهْلِ تِهَامَةَ فَقَالَ اِنِّى تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَىٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَىٍّ نَزَلُوْا اَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَةِ وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُّوْكَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ لله اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ اَحَدٍ وَلٰكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِيْنَ وَاِنَّ قُرَيْشًا قَدْنَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ وَاَضَرَّتْ بِهِمْ فَاِنْ شَآءُوْا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوْا بَيْنِى وَبَيْنَ النَّاسِ فَاِنْ اَظْهَرَ فَاِنْ شَاءُوْا اَنْ يَدْخُلُوْافِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوْا وَاِلاَّ فَقَدْ جَمُّوْا وَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَاُقَاتِلَنَّهُمْ عَلٰى اَمْرِىْ هٰذَا حَتّٰى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِىْ وَلَيُنْفِذَنَّ اللّٰهُ اَمْرَهُ فَقَالَ بُدَيْلٌ سَاُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُوْلُ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى قُرَيْشًا قَالَ اِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلاً فَاِنْ شِئْتُمْ اَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لاَ حَاجَةَ لَنَا اَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَىْءٍ وَقَالَ ذَوُو الرَّاَىِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَىْ قَوْمِ اَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ اَوَ لَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوْا بَلٰى قَالَ فَهَلْ تَتَّهِمُوْنِىْ قَالُوْا لاَ قَالَ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ اِسْتَنْفَرْتُ اَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِاَهْلِىْ وَوَلَدِىْ وَمَنْ اَطَاعَنِىْ قَالُوْا

بَلٰى قَالَ فَاِنَّ هٰذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ اُقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ قَالُوْا ائْتِهِ فَاَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ اَىْ مُحَمَّدُ اَرَاَيْتَ اِنِ اسْتَاْصَلْتَ اَمْرَ قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِاَحَدٍ مِّنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ اَهْلَهُ قَبْلَكَ وَاِنْ تَكُنِ الْاُخْرٰى فَاِنِّى وَاللّٰهِ لَاَرٰى وُجُوْهًا وَاِنِّى لَاَرٰى اَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْقًا اَنْ يَّفِرُّوْا وَيَدَعُوْكَ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بَكْرٍ امْصَصْ بِبَظْرِ اللَّاتِ اَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوْا اَبُوْ بَكْرٍ اَمَا وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْ لَا يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِىْ لَمْ اَجْزِكَ بِهَا لَاَجَبْتُكَ قَالَ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ اَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلٰى رَاْسِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَكُلَّمَا اَهْوٰى عُرْوَةُ بِيَدِهِ اِلٰى لِحْيَةِ النَّبِىِّ ﷺ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ وَقَالَ لَهُ اَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فرفع عُرْوَةُ رَاْسَهُ فَقَالَ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ اَىْ غُدَرُ اَلَسْتُ اَسْعٰى فِىْ غَدْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَاَخَذَ اَمْوَالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَاَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا الْاِسْلَامَ فَاَقْبَلُ وَاَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِىْ شَىْءٍ ثُمَّ اِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ بِعَيْنَيْهِ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَاتَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِىْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا اَمْرَهُ وَاِذَا تَوَضَّاَ كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَايُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ فَرَجَعَ عُرْوَةُ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىْ قَوْمِ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوْكِ وَوَفَدْتُ عَلٰى قَيْصَرَ وَكِسْرٰى وَالنَّجَاشِىْ وَاللّٰهِ اِنْ رَاَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ اَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا وَاللّٰهِ اِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً اِلَّا وَقَعَتْ فِىْ كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَاِذَا اَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوْا اَمْرَهُ وَاِذَا تَوَضَّاَ كَادُوا يَقْتَتِلُوْنَ عَلٰى وَضُوْئِهِ وَاِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ وَاِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ كِنَانَةَ دَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ فَقَالُوا ائْتِهِ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فُلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُوْنَ الْبُدْنَ فَابْعَثُوْهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّوْنَ فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا يَنْبَغِىْ لِهٰؤُلَاءِ اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَلَمَّا رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ قَالَ رَاَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَاُشْعِرَتْ فَمَا اَرٰى اَنْ يُصَدُّوْا عَنِ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُوْنِىْ اٰتِيْهِ فَقَالُوْا اْتِهِ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هٰذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِىَّ ﷺ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ اِذَا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ فَاَخْبَرَنِىْ اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: هَاتِ اُكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْكَاتِبَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ سُهَيْلُ : اَمَّا الرَّحْمٰنُ فَوَاللّٰهِ مَا اَدْرِى مَا هُوَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ : وَاللّٰهِ لَا نَكْتُبُهَا اِلَّا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُكْتُبْ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ ثُمَّ قَالَ هٰذَا مَا قَضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُهَيْلُ : وَاللّٰهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلٰكِنِ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ اُكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَذٰلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْاَلُوْنِىْ خُطَّةً يُعَظِّمُوْنَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللّٰهِ اِلَّا اَعْطَيْتُهُمْ اِيَّاهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى اَنْ تُخَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوْفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلُ وَاللّٰهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ اَنَّا اُخِذْنَا ضُغْطَةً وَلٰكِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلُ وَعَلٰى اَنَّهُ لَا يَاْتِيْكَ مِنَّا رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ عَلٰى دِيْنِكَ اِلَّا رَدَدْتَهُ اِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ كَيْفَ يُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ دَخَلَ اَبُوْ جَنْدَلِ ابْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِىْ قُيُوْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ اَسْفَلِ مَكَّةَ حَتّٰى رَمٰى بِنَفْسِهِ بَيْنَ اَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ اَوَّلُ مَا اُقَاضِيْكَ عَلَيْهِ اَنْ تَرُدَّهُ اِلَىَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ

فَوَاللّٰهِ اِذًا لَمْ اُصَالِحْكَ عَلٰى شَيْءٍ اَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَجِزْهُ لِيْ قَالَ مَا اَنَا بِمُجِيْزِهِ لَكَ قَالَ بَلٰى فَافْعَلْ قَالَ مَا اَنَا بِفَاعِلٍ قَاضٍ مِكْرَزُ بَلْ قَدْ اَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ اَبُوْ جَنْدَلٍ اَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اُرَدُّ اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا اَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيْتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَاَتَيْتُ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَلَسْتَ نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ تُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَسْتُ اَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِيْ قُلْتُ اَوَ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاتِيْ الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى فَاَخْبَرْتُكَ اَنَّا نَاتِيْهِ الْعَامَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَااَبَا بَكْرٍ اَلَيْسَ هٰذَا نَبِيَّ اللّٰهِ حَقًّا قَالَ بَلٰى قُلْتُ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلٰى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِيَ الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اِذًا قَالَ اَيُّهَا الرَّجُلُ اِنَّهُ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ فَوَاللّٰهِ اِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قُلْتُ اَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا اَنَّا سَنَاتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ بَلٰى اَفَاَخْبَرَكَ اَنَّكَ تَاتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّكَ اٰتِيْهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذٰلِكَ اَعْمَالاً قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِاَصْحَابِهِ قُوْمُوْا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوْا قَالَ فَوَ اللّٰهِ مَاقَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتّٰى قَالَ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ اَحَدٌ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَالَقِيَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَتُحِبُّ ذٰلِكَ اُخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ اَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتّٰى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوْ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ اَحَدًا مِّنْهُمْ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَاَوْا ذٰلِكَ قَامُوْا فَنَحَرُوْا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتّٰى كَادَ بَعْضُهُم يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ حَتّٰى بَلَغَ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ اُمْرَاَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ اِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ

وَالْاُخْرٰى صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَهُ اَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَاَرْسَلُوْا فِى طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوْا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ اِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتّٰى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوْا يَاكُلُوْنَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ لِاَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاَرٰى سَيْفَكَ هٰذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْاٰخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ اَبُوْ بَصِيْرٍ اَرِنِىْ اَنْظُرْ اِلَيْهِ فَاَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتّٰى بَرَدَ وَفَرَّ الْاٰخَرُ حَتّٰى اَتَى الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُ لَقَدْ رَاٰى هٰذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُتِلَ وَاللّٰهِ صَاحِبِىْ وَاِنِّى لَمَقْتُوْلٌ فَجَاءَ اَبِىْ بَصِيْرٍ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اَوْفَى اللّٰهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِىْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ اَنْجَانِى اللّٰهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَيْلَ اُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذٰلِكَ عَرَفَ اَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتٰى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ اَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ اَسْلَمَ اِلَّا لَحِقَ بِاَبِىْ بَصِيْرٍ حَتّٰى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللّٰهِ مَا يَسْمَعُوْنَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ اِلَى الشَّامِ اِلَّا اعْتَرَضُوْا لَهَا فَقَتَلُوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ فَاَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ بِاللّٰهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا اَرْسَلَ فَمَنْ اَتَاهُ فَهُوَ اٰمِنٌ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَهُوَ الَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ حَتّٰى بَلَغَ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ اَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوْا اَنَّهُ نَبِيُّ اللّٰهِ وَلَمْ يُقِرُّوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَحَالُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَبَلَغَنَا اَنَّهُ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنْ يَرُدُّوْا اِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا اَنْفَقُوْا عَلٰى مَنْ هَاجَرَ مِنْ اَزْوَاجِهِمْ وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَا يُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ اَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَاَتَيْنِ قُرَيْبَةَ بِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الْاُخْرٰى اَبُوْ جَهْمٍ فَلَمَّا اَبَى الْكُفَّارُ اَنْ يُقِرُّوْا بِاَدَاءِ مَا اَنْفَقَ

الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ وَالْعَقَبُ مَايُوَدِّى الْمُسْلِمُوْنَ اِلٰى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَاَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَاَمَرَ اَنْ عُطِىَ مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَااَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللاَّئِهَاجَرْنَ وَمَا نَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اِرْتَدَّتْ بَعْدَ اِيْمَانِهَا وَبَلَغَنَا اَنَّ اَبَا بَصِيْرِ بْنَ اَسِيْدٍ الثَّقَفِىَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا فِى الْمُدَّةِ فَكَتَبَ الْاَخْنَسُ بْنُ شَرِيْقٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسَاَلُهُ اَبَا بَصِيْرٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

২৫৩১. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারোয়ান থেকে বর্ণিত। তাঁরা একে অপরের বর্ণনা যথার্থ বলেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে সফরে রওনা হন এবং পথিমধ্যে একস্থানে উপস্থিত হয়ে বলেন, খালেদ ইবনে ওলীদ গামীম নামক স্থানে কুরাইশদের অশ্বারোহী বাহিনীসহ অবস্থান করছে। কাজেই তোমরা ডান দিকের পথে চলো। আল্লাহর কসম ! খালিদ মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেল না যতক্ষণ না সে মুসলিম বাহিনীর পদধুলি উড়তে দেখল এবং তাদের নিকট একটি বিরাট সেনাবাহিনী এসে পৌছল। অতপর সে দ্রুত কুরাইশদেরকে সংবাদ দিতে চলে গেল এবং নবী (স) বরাবর অগ্রসর হতে থাকলেন। অবশেষে তাঁর উষ্ট্রী সানিয়্যায় পৌছে সেখানে বসে পড়ল, যেখান দিয়ে কেউ তাদের নিকট যেতে পারত। লোকেরা তাঁর উষ্ট্রীকে উঠাবার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু সবই বৃথা। তারা বলতে লাগল, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে (দুইবার)। নবী (স) বললেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। তাকে তিনিই বসিয়েছেন, যিনি হাতীকে বসিয়েছিলেন। তারপর তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! কুরাইশরা যদি আল্লাহর সম্মানার্হ্য বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের যে কোন দাবি মেনে নেবো।

তারপর তিনি কাসওয়াকে ভর্ৎসনা করলে, সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে চলতে লাগল। মহানবী (স) পথ পরিবর্তন করে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়ার শেষ প্রান্তে একটি কূপের নিকট অবতরণ করেন। সেই কূপে অল্প পানি ছিল। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে তার পানি নিঃশেষ করে ফেলল। তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। এই কথা শুনে তিনি তাঁর তীরের থলের মধ্য থেকে একটি তীর বের করে লোকদেরকে এটি পানিতে নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। আল্লাহর শপথ ! তীরটি পানিতে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে পানি উপছে উঠল। এমনকি তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে তা পান করল। এমন সময় বোদাইল ইবনে অরকা তার গোত্র খুযাআর কিছু লোকসহ উপস্থিত হলেন। তারা তিহামার অধিবাসী ও রসূলুল্লাহ (স)-এর শুভাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা কা'ব ইবনে লুআই ও আমের ইবনে লুআইকে হুদাইবিয়ার গভীর ঝরণার নিকট দেখে এসেছি। তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী ও সব রকমের আসবাবপত্র রয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং আপনাকে কা'বা ঘরে প্রবেশে বাধা দিতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি তো কারো

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা তো, উমরা করতে যাচ্ছি। অবশ্য যুদ্ধ কুরাইশদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে এবং তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি তারা চায় তাহলে আমি কিছুদিনের জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে পারি এবং এই সময়ে তারা আমাদের ও আরবের সাধারণ লোকদের মধ্যে (কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে) বিরত থাকবে। যদি আমি তাদের উপর বিজয়ী হই, তাহলে কুরাইশরা ইচ্ছা করলে অন্যদের মত আমার ধর্মে প্রবেশ করতে পারে। বিপরিত হলে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য অনন্ত শক্তিশালী পাবে। কিন্তু তারা যদি আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! আমি আল্লাহর রাহে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবো এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর মিশন সফল করবেন।

বোদাইল বলেন, আমি অবিলম্বে তাদেরকে আপনার কথা পৌঁছে দিচ্ছি। রাবী বলেন ঃ তিনি রওয়ানা হলেন এবং কুরাইশদের নিকট পৌঁছে বললেন, আমরা এই লোকটির (রসূল) নিকট হতে আপনাদের নিকট এসেছি এবং তাঁকে কিছু কথা বলতে শুনেছি। যদি আপনারা চান যে, আমরা তা আপনাদের সামনে প্রকাশ করি তাহলে আমরা তা বলতে পারি। এই কথা শুনে তাদের কতিপয় নির্বোধ লোক বলল, আমাদের তার কোন কথা শোনার দরকার নেই। কিন্তু তাদের মধ্যেকার বিজ্ঞ লোকেরা বলল, আপনি তাঁকে যা বলতে শুনেছেন তা বলুন। বোদাইল বললেন, তিনি এই এই কথা বলেছেন এবং নবী (স) যা যা বলেছেন, তার পুরো বর্ণনা দিলেন। এই কথা শুনে উরওয়াহ ইবনে মাসউদ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে লোকেরা, তোমরা কি সন্তান নও ? তারা বলল, হাঁ। সে আবার বলল, আমি কি বাপ নই ? তারা বলল, হাঁ। সে পুনরায় বলল, তোমরা কি আমাকে অবিশ্বাস করো ? তারা বলল, না। সে আবার বলল, তোমরা কি জান না, আমি উকাযবাসীদেরকে তোমাদের সাহায্যের জন্য ডেকেছিলাম। কিন্তু তারা আসতে অস্বীকার করলে, আমি আমার অনুগত ব্যক্তি, সন্তান ও আত্মীয়দেরকে (তোমাদের সাহায্যের জন্য) নিয়ে আসিনি? তারা বলল, হাঁ। সে পুনরায় বলল, এই লোকটি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব রেখেছেন। তোমরা তা মেনে নাও এবং আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দাও। তারা বলল, তাঁর নিকট যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। নবী (স) তার সঙ্গে সেই কথা বললেন, যেমনটি বোদাইলের সঙ্গে বলেছিলেন। উরওয়াহ তখন বলেন, হে মুহাম্মাদ ! আপনার সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনে কি আপনার কিছু লাভ হবে ? আপনি কি ইতিপূর্বে কোন আরব কর্তৃক তার সম্প্রদায়কে সমূলে ধ্বংস করার কথা শুনেছেন ? যদি এর বিপরীত ঘটে তাহলে কি হবে ? আল্লাহর কসম ! আমি আপনার সঙ্গে কোন সম্ভ্রান্ত লোক দেখছি না, বরং বিভিন্ন গোত্রের লোক জড়ো হয়েছে যারা আপনাকে নিসংগ ফেলে রেখে পালিয়ে যাবে। এই কথা শুনে আবু বাকর (রা) তাকে বললেন, "যা, লাত দেবীর নিতম্ব (গুহ্যদ্বার) চাঁটগে"। আমরা কি তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাব ? উরওয়াহ জিজ্ঞেস করল, ইনি কে ? লোকেরা বলল, আবু বাকর। উরওয়াহ বলল, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! যদি আপনি আমার কোন উপকার না করতেন এবং যে উপকারের প্রতিদান আমি এখনও দিতে পারিনি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই আপনার কথার উত্তর দিতাম। সে আবার নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল এবং কথা বলার সময় তাঁর (রসূল) দাড়ি স্পর্শ করত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) নবী (স)-এর মাথার নিকট দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল তরবারি এবং মাথায়

ছিল বর্ম। উরওয়াহ নবী (স)-এর দাড়ির দিকে হাত বাড়ালে, মুগীরা (রা) তরবারির বাট দ্বারা তার হাতে আঘাত করতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ (স)-এর দাড়ি হতে হাত সরিয়ে নাও. উরওয়া মাথা তুলে জিজ্ঞেস করল. লোকটি কে ? তারা বলল. মুগীরা ইবনে শোবা। সে বলল, ওহে বিশ্বাসঘাতক, আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবো না ? মুগীরা (রা) জাহেলিয়াত যুগে কিছু লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করতেন। একদিন তিনি সুযোগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেন তারপর এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (স) বললেন. তোমার ইসলাম আমার নিকট গ্রহণযোগ্য. কিন্তু তোমার মালের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তারপর উরওয়াহ (রা) নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখতে থাকে।

রাবী বলেন. আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) কখনও থুথু ফেললে তা কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তা তাঁরা নিজের চেহারা ও শরীরে মর্দন করতেন। যখন তিনি কোন আদেশ করতেন. তারা সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করতেন এবং যখন তিনি উযু করতেন. তখন তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেতো এবং যখন তিনি কথা বলতেন. তখন তারা তাঁর সামনে নিজেদের স্বর উচ্চ করতেন না এবং তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না।

উরওয়াহ (এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে) তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গেল এবং বলল. হে লোকেরা. আল্লাহর কসম ! আমি বাদশাহের দরবারে গিয়েছি। রোম সম্রাট. পারস্য সম্রাট ও আবিসিনিয়ার বাদশাহর দরবারে যাওয়ারও সুযোগ আমার হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ ! আমি কোন বাদশাহকে তার সভাসদ কর্তৃক এত সম্মান করতে দেখিনি. যেমনটি দেখেছি মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীদেরকে তাঁর প্রতি সম্মান করতে। তিনি থুথু ফেললে তা তাঁর কোন না কোন সাহাবীর হাতে পড়ত এবং তিনি তা দ্বারা নিজের চেহারা ও শরীর মর্দন করেন। তিনি কোন আদেশ করলে, তা তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন। তিনি উযু করলে তাঁর উযুর অবশিষ্ট পানি নেয়ার জন্য তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। তিনি কথা বললে তাঁরা নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে নেন। তাঁরা সম্মানার্থে তাঁর প্রতি তাকান না। নিসন্দেহে তিনি তোমাদের নিকট একটি যুক্তিসংগত প্রস্তাব পেশ করেছেন। তোমরা তা মেনে নাও। কেনানা গোত্রের এক লোক বলেন. তোমরা আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল. যান।

তিনি নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের নিকট উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ (স) বলেন. ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যার গোত্রের লোকেরা কোরবানীর পশুকে সম্মান করে থাকে। কাজেই তোমরা কোরবানীর পশু তার সামনে হাযির করো। তাঁরা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় তার সামনে কোরবানীর পশু পেশ করলেন এবং তাকে সম্বর্ধনা জানালে তিনি বললেন. সুবহানাল্লাহ ! এমন সব ভাল লোকদেরকে কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বঞ্চিত রাখা মোটেই শোভনীয় নয়। তিনি তার সঙ্গীদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন. আমি দেখে আসলাম. কোরবানীর পশুগুলোকে কোরবানীর জন্য পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। কাজেই আমার মতে তাদেরকে কা'বা ঘর যিয়ারত হতে বিরত রাখা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই কথা শুনে তাদের মধ্য হতে মিকরায ইবনে হাফস নামে এক লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল. আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দাও। তারা বলল. যাও। সে মুসলমানদের

নিকট আসলে নবী (স) বলেন, এটা মিকরায। সে অসৎলোক। সে নবী (স)-এর সঙ্গে কথা বলছিল, এমন সময় সেখানে সুহাইল ইবনে আমর আসলেন। ইকরামা থেকে বর্ণিত। সুহাইল আসলে নবী (স) বলেন, এখন তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেছে (সুহাইল অর্থ সহজ)। সুহাইল এসে নবী (স)-কে বলল, আপনি আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লেখার ব্যবস্থা করুন। নবী (স) লেখক ডাকলেন এবং বললেন, লেখ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ! এই কথা শুনে সুহাইল ইবনে আমর বলল, রহমান ! আল্লাহর কসম ! রহমান কে আমি জানি না। বরং আপনি 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' লেখার আদেশ দিন। যেমন আপনি পূর্বে লিখতেন। কিন্তু মুসলমানরা বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'-ই লিখব। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, বিসমিকা আল্লাহুম্মাই লেখ। তারপর তিনি বললেন, (লেখ) ইহা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ হতে কৃত সন্ধিপত্র। একথা শুনে সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে মানতাম, তাহলে কখনও আপনাকে কা'বা ঘর যিয়ারত করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতাম না। বরং আপনি লেখার আদেশ দিন ঃ আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হতে। এই কথা শুনে নবী (স) বলেন, আল্লাহর কসম ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে অস্বীকার করো, তাহলে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখ।

যুহরী বলেন, তিনি এ সকল শর্ত এজন্য মেনে নেন যে, তিনি বলেছিলেন, যদি তারা আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহলে আমি তাদের প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নেবো। তারপর নবী (স) লেখক (আলী)-কে বলেন, লেখ, হে মক্কার কাফেরবৃন্দ ! তোমরা আমাদের ও কা'বা ঘরের মধ্যে রাস্তা পরিষ্কার করে দাও, যাতে আমরা কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলল, তাহলে আল্লাহর কসম ! আরববাসী বলবে, আমরা বাধ্য হয়ে এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। বরং আগামী বছর আমরা এই প্রস্তাব মানতে পারি। তিনি প্রস্তাব লিখেন। সুহাইল বলল, এটাও লেখা হোক, হে মুহাম্মাদ ! যদি আমাদের নিকট হতে আপনার নিকট কোন লোক আসে, তাকে অবশ্যই আমাদের নিকট ফেরত দিতে হবে। যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। এই প্রস্তাব শুনে মুসলমানরা বলেন, সুবহানাল্লাহ, কিভাবে তাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে ? অথচ সে যে মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছে ?

এমন সময় আবু জানদাল (রা) ইবনে সুহাইল ইবনে আমর পায়ে বেড়ী পরা অবস্থায় মক্কার নিম্নভূমি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মুসলমানদের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। সুহাইল বলল, হে মুহাম্মাদ ! আমাদের চুক্তিপত্র কার্যকরী করার উত্তম সময় উপস্থিত হয়েছে। আপনি তাকে আমার নিকট ফেরত দিন। নবী (স) বললেন, আমরা এখনও চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিনি। সুহাইল বলেন, তাহলে আল্লাহর কসম ! আমি আপনার সঙ্গে কখনও সন্ধি করবো না। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে, তুমি কেবল এই লোকটিকে আমার নিকট থাকার অনুমতি দাও। সুহাইল বলল, আমি আপনাকে এরূপ অনুমতি দেবো না। তিনি বলেন, দাও। সুহাইল বলল, না। মিকরায বলে ঠিক আছে, আমরা তাকে আপনার নিকট ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। আবু জানদাল বলেন, হে মুসলিমগণ ! আমাকে কি মুশরিকদের নিকট ফেরত দেয়া হবে, অথচ আমি মুসলমান হিসেবে এখানে এসেছি !

তোমরা কি দেখছ না, আমার কি অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাস্তায় তাঁকে যথেষ্ট শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায়পথে ও আমাদের শত্রুরা অন্যায় পথে নয় ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে কেন এত অপমান সহ্য করবো ? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল। আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না এবং তিনিই আমার সাহায্যকারী। আমি বললাম, আপনি কি বলতেন না যে আমরা খুব শীঘ্রই কা'বা ঘর তাওয়াফ করবো ? তিনি বললেন, হাঁ। কিন্তু আমি কি তোমাকে এ বছরের কথা বলেছিলাম ? তিনি বললেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কা'বা ঘরে যাবে এবং তা প্রদক্ষিণ করবে।

উমার (রা) বলেন, আমি আবু বাকরের নিকট গিয়ে বললাম, ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, আমরা কি ন্যায় পথে ও আমাদের শত্রুরা অন্যায় পথে নয় ? তিনি বলেন, নিশ্চয়ই। আমি বললাম, তাহলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে এত অপমান সহ্য করবো ? তিনি বলেন, হে উমার ! তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। কাজেই তুমি তাঁর বিরোধিতা করো না। আল্লাহর কসম ! তিনি ন্যায় পথে আছেন। আমি বললাম, তিনি কি বলতেন না, আমরা শীঘ্রই কা'বা ঘরে যাবো এবং তা প্রদক্ষিণ করবো ? তিনি বলেন, হাঁ। কিন্তু তিনি কি তোমাকে এ বছরই যাবার কথা বলেছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তুমি অবশ্যই সেখানে যাবে ও কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করবে।

যুহরী বলেন, উমার (রা) বললেন, আমি তাদেরকে যে অসংগত প্রশ্নগুলো করলাম তার প্রতিকার স্বরূপ অনেক ভালো কাজ করেছি। চুক্তিপত্র লেখা শেষ করে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন, যাও, উঠ, পশু কোরবানী করো এবং মাথা কামাও। রাবী বলেন, আল্লাহর কসম ! তাঁর তিনবার এরূপ বলা সত্ত্বেও কেউ উঠল না। কাউকে উঠতে না দেখে তিনি উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁর নিকট ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, হে আল্লাহর নবী ! যদি আপনি চান, তাহলে কাউকে কিছু না বলে নিজে উঠে গিয়ে নিজের কোরবানীর পশু জবাই করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে নিজের মাথা কামিয়ে নিন। তদনুযায়ী তিনি বাইরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলে এরূপ করলেন। তিনি কোরবানীর পশু জবাই করলেন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা কামিয়ে ফেললেন। এই অবস্থা দেখে লোকেরা উঠে গিয়ে কোরাবানীর পশু জবাই করে এবং নিজেদের মাথা কামায় এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারপর তাঁর নিকট কিছু সংখ্যক মুসলমান মহিলা আসলেন। এই সময় আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

"হে মুমিনগণ ! তোমাদের নিকট কোন মুসলমান নারী হিজরত করে আসলে তাদেরকে পরীক্ষা করে নাও ---- তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বহাল রেখ না।"-(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০) পর্যন্ত। সে সময় উমার (রা) তাঁর দুই মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন। এদের একজনকে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এবং অন্যজনকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করেন।

তারপর নবী (স) মদীনায় ফিরে আসেন। অতপর আবু বাসীর নামে কুরাইশ বংশের একজন মুসলমান তাঁর নিকট আসেন। কুরাইশরা তার সন্ধানে দু'জন লোক পাঠায়। তারা বলে, আপনি আমাদের মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির কথা স্মরণ করুন। তিনি তাকে লোক দু'টির নিকট সোপর্দ করেন। তারা তাকে নিয়ে বের হলো এবং যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে তারা খেজুর খেতে লাগল। আবু বাসীর (রা) তাদের একজনকে বললেন, হে অমুক, আল্লাহর কসম ! তোমার তরবারিটি বড়ই সুন্দর। সেই লোকটি নিজের কোষ হতে তরবারিটি বের করে বলল, হাঁ, আল্লাহর কসম ! এটি একটি সুন্দর তরবারি এবং আমি তা কয়েকবার পরীক্ষা করেছি। আবু বাসীর বললেন, আমাকে একটু দেখাও, আমি তা দেখি। সে তাকে তরবারীটি দেয় এবং আবু বাসীর তার দ্বারা লোকটিকে আঘাত করে হত্যা করে এবং অপরজন পালিয়ে মদীনায় আসে এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মসজিদে ঢুকে পড়ে। রসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখে বললেন, একে ভীত মনে হচ্ছে। সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বলল, আল্লাহর কসম ! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাকেও হত্যা করা হতো (যদি সুযোগ পেতো)।

এমন সময় সেখানে আবু বাসীর উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী ! এ বিষয়ে আপনার কোন দায়িত্ব নেই। আপনি আমাকে কাফেরদের নিকট ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তাদের হাত হতে মুক্তি দিয়েছেন। এই কথা শুনে নবী (স) বললেন, তার মায়ের জন্য দুঃখ হয়। এখন তো যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে, যদি তার সমর্থক থাকত। এই কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে পুনরায় কাফেরদের নিকট ফেরত দিবেন। তাই তিনি রওয়ানা হয়ে সমুদ্র তীরে চলে গেলেন। রাবী বলেন, এদিকে আবু জানদাল ইবনে সুহাইল তাদের নিকট হতে পালিয়ে এসে আবু বাসীরের সঙ্গে মিলিত হন এবং কুরাইশদের নিকট হতে কোন মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে তিনিও আবু বাসীরের সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। অবশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়। আল্লাহর কসম ! যখন তারা শুনতো যে, সিরিয়ার দিকে কুরাইশদের কোন কাফেলা যাচ্ছে, তখন তারা তাদের উপর আক্রমণ করার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকতেন এবং সুযোগ মত তাদেরকে হত্যা করে তাদের পণ্যদ্রব্য কেড়ে নিতেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে কুরাইশরা নবী (স)-এর নিকট আল্লাহর শপথ ও আত্মীয়তার শপথ দিয়ে কিছু সংখ্যক লোক পাঠাল যে, তিনি যেন আবু বাসীর ও তার লোকজনকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং তাঁর নিকট কোন মুসলমান গেলে আর তাকে ফেরত দিতে হবে না।

অতএব নবী (স) তাদের ডেকে পাঠান এবং আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি মক্কা উপত্যকায় কাফেরদেরকে তোমাদের হাত হতে এবং তোমাদেরকে কাফেরদের হাত হতে বিরত রেখেছেন তাদের উপর তোমাদের বিজয়ী করার পর----এবং তিনি জাহিলী যুগের অহমিকা।"-(সূরা ফাতহ ঃ ২৪-২৬) পর্যন্ত আয়াত পাঠ করেন। তাদের "জাহেলী যুগের অহমিকা" হলো ঃ তারা 'মুহাম্মাদ (স)-কে আল্লাহর নবী' হিসেবে এবং 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শব্দটি গ্রহণ করেনি এবং তারা মুসলমান ও কা'বা ঘরের মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মুসলমান মেয়েদেরকে পরীক্ষা করে নিতেন এবং

আমরা অবগত হয়েছি, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "মুসলমানরা যেন মুশরিক স্বামীদের পাওনা যা তারা নিজেদের হিজরতকারী মুসলিম স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করেছে, তা ফেরত দেয়"; তিনি (রসূল) মুসলমানদেরকে কাফের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার আদেশ দেন। এ আদেশ অনুযায়ী উমার (রা) তার দু'জন কাফের স্ত্রী কুরাইবা বিনতে আবু উমাইয়া ও জারওয়াল খুযাঈর কন্যাকে তালাক দেন। কুরাইবাকে মুয়াবিয়া এবং অন্যজনকে আবু জাহম বিয়ে করেন। কিন্তু কাফেররা মুসলমানদের খরচকৃত অর্থ আদায় করতে অস্বীকার করায়, আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "যদি তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কাফেরদের নিকট চলে যায়, এবং তোমাদের সুযোগ আসে -----" (সূরা ফাতহ ঃ ১১)। প্রতিদানটি হলো, কাফেরদের স্ত্রী যদি হিজরত করে মুসলমানদের নিকট চলে আসে, তাহলে তাদের প্রাপ্ত দেনমোহর ও অন্যান্য টাকা পয়সা ঐ সকল মুসলমানরা পাবে, যাদের স্ত্রী তাদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদের নিকট চলে গেছে। আমরা এমন কোন হিজরতকারী মুসলিম রমণীকে জানি না যে ঈমান আনার পর তা বর্জন করেছে। আমরা আরও অবগত হয়েছি যে, আবু বাসীর ইবনে উসাইদ আস-সাকাফী (রা) মুসলমান হিসেবে নবী (স)-এর নিকট সন্ধিকালে হিজরত করে আসলে আখনাস ইবনে শরীক নবী (স)-এর নিকট তাকে ফেরত চেয়ে পত্র লিখে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত ইবনে উমার (রা) ও আতা (র) বলেন, কেউ কোন জিনিস নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দিলে তা বৈধ হবে।

٢٥٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً سَاَلَ بَعْضَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ اِذَا اَجَّلَهُ فِى الْقَرْضِ جَازَ -

২৫৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একজন লোকের কথা উল্লেখ করে বললেন, সে জনৈক বনী ইসরাঈলের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ধার চায়। সে তাকে তা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ধার দেয়। ইবনে উমার (রা) ও আতা (র) বলেন, ঋণের ব্যাপারে সময় নির্দিষ্ট করা জায়েয।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী শর্তাবলী সম্পর্কে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) চুক্তিবদ্ধ গোলাম সম্বন্ধে বলেছেন, তার ও মালিকের মধ্যে যে শর্তাবলী নির্ধারিত হয়েছে তা পালনীয়। ইবনে উমার অথবা উমার (রা) বলেছেন, আল্লাহর কিতাবের খেলাপ যে কোন শর্ত বাতিল, যদিও এরূপ একশ' শর্ত ধার্য করা হয়।

٢٥٣٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسَاَلُهَا فِىْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلاَءُ لِىْ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ذَكَرْتُهُ ذٰلِكَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى الْمِنْبَرِ

فَقَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ فَلَيْسَ لَهُ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ـ

২৫৩৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরা তার চুক্তির টাকা আদায়ের ব্যাপারে আমার নিকট সাহায্যের জন্য আসল। তিনি বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার মালিককে তার পাওনা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অভিভাবকত্বের হক আমার থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তাঁর নিকট ব্যাপারটি বললাম। নবী (স) বললেন, তুমি তাকে কিনে আযাদ করে দাও। কেননা অভিভাবকত্ব আযাদকারীর হক। তারপর নবী (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবের বিরোধী ? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের খেলাপ শর্ত আরোপ করবে সে তা পাবে না, যদিও সে একশ' শর্ত আরোপ করে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের শর্ত আরোপ করা বৈধ ঃ যে স্বীকারোক্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং লোকদের মধ্যে সুপরিচিত শর্তাবলী। যখন কেউ বলে, অমুক লোক আমার নিকট দু' বা এক একশ' দিরহাম পাবে। ইবনে আওন ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। একজন লোক তার ইজারাদারকে বলল, তুমি তোমার সওয়ারী প্রস্তুত রেখো। আমি যদি অমুক অমুক দিন তোমার সঙ্গে না যাই, তাহলে তোমাকে একশ' দিরহাম দেবো। কিন্তু সে সেদিন গেল না। সুরাইহ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের উপর কোন শর্ত আরোপ করে, তাহলে তাকে তা পূরণ করতে হবে। আইয়ূব ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক লোক কিছু শস্য বিক্রি করল এবং ক্রেতাকে বলল, আমি যদি বুধবার তোমার নিকট না আসি তাহলে আমাদের বেচাকেনা রদ হয়ে যাবে। তারপর সে সেদিন আসল না। সুরাইহ বিক্রতাকে বললেন, তুমি ওয়াদা ভংগ করেছ, এই বলে তিনি তার বিরুদ্ধে রায় দিলেন।

٢٥٣٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلاَّ وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

২৫৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম আছে। যে ব্যক্তি তা (ঈমানের সাথে) আয়ত্ব করবে (এবং তদনুযায়ী আমল করবে) সে বেহেশতে যাবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা।

٢٥٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَصَابَ اَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ يَسْتَمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنِّى اَصَبْتُ اَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ اُصِبْ مَالا قَطُّ اَنْفَسُ عِنْدِىْ مِنْهُ فَمَاتَاْمُرُبِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ

بِهَا فِىْ الفُقَرَاءِ وَفِى القُربَى وَفِى الرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللّهِ وَابنِ السَّبِيلِ وَالضَّيفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا اَن يَاكُلَ مِنهَا بِالمَعرُوفِ وَيُطعِمَ غَيرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثتُ بِهِ اَبنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيرَ مُتَاَثِّلٍ مَالا ـ

২৫৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি এই ব্যাপারে নবী (স)-এর নিকট পরামর্শের জন্য আসেন এবং বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি খায়বারে কিছু এমন সুন্দর জমি পেয়েছি, যেমন আমি ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এই ব্যাপারে আমাকে কি আদেশ দেন ? তিনি বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে তার মালিকানা সংরক্ষিত রেখে তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন সাদকা করতে পারো। তিনি (ইবনে উমার) বলেন, উমার (রা) এই শর্তে সাদকা করেন ঃ তা বিক্রি করা যাবে না তা দান করা যাবে না এবং তা উত্তরাধিকারসূত্রে বন্টিত হবে না। তা থেকে প্রাপ্ত উৎপাদন ফকীরদের, আত্মীয়দের, দাস মুক্তির ব্যাপারে, আল্লাহর রাহে, মুসাফিরদের ও মেহমানদের ব্যাপারে খরচ করা হবে। হাঁ, মুতাওয়াল্লীর জন্য নিয়ম অনুসারে নিজের খাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকবে না, তবে তা থেকে সঞ্চয় করতে পারবে না । তারপর আমি অধস্তন রাবী ইবনে সীরীনের নিকট এই হাদীসটি বর্ণনা করলে, তিনি বলেন, আরও শর্ত রয়েছে। তাহলো মুতাওয়াল্লী সম্পদ সঞ্চয়ের মনোভাব রাখবে না।

অধ্যায়-৩১

كتاب والوصايا

(ওসিয়াতের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াত। মহানবী (স)-এর বাণী ঃ "যে কোন ব্যক্তির ওসিয়াত তার নিকট লিখিত অবস্থায় প্রস্তুত থাকা উচিত।" মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ○ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ○

"তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য ওসিয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হল। মুত্তাকীদের জন্য তা আবশ্যক। কেউ যদি তা শোনার পর কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করে, তাহলে এর গুনাহ পরিবর্তনকারীর উপর বর্তাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। যে ব্যক্তি ওসিয়াতকারীর কাছ থেকে পক্ষপাতিত্বের বা অন্যায়ের আশংকা করে, অতপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান'।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮০-১৮২)। 'জানফান' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্ব। 'মুতাজানিফ' শব্দের অর্থ পক্ষপাতিত্বকারী।

٢٥٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِى فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ اِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -

২৫৩৬ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে মুসলমানের নিকট ওসিয়াতের উপযোগী অর্থ-সম্পদ রয়েছে, ওসিয়াতনামা তার নিকট লিখিত অবস্থায় থাকা ব্যতীত তার জন্য দু'রাত অতিবাহিত করা জায়েয নয়।

٢٥٣٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَخِى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَّلَا دِيْنَارًا وَّلَاعَبْدًا وَلَا اَمَةً وَلَا شَيْئًا اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَاَرْضًا جَعَلَهَاصَدَقَةً -

২৫৩৭. রসূলুল্লাহ (স)-এর শ্যালক অর্থাৎ জুওয়াইরা বিনতে হারিস (রা)-এর সহোদর ভাই আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মৃত্যুকালে

কোন রৌপ্য মুদ্রা, স্বর্ণ মুদ্রা, কোন দাস, কোন দাসী ও কোন দ্রব্যাদি রেখে যাননি, তাঁর একটি সাদা খচ্চর, অস্ত্র ও একখণ্ড জমি যা তিনি সাদকা করেছিলেন।

٢٥٣٨- عَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبدَ اللّٰهِ بنَ اَبِى اَوفٰى هَل كَانَ النَّبِىُّ اَوصٰى فَقَالَ كَيفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ اَو اُمِروا بِالوَصِيَّةِ قَالَ اَوصى بِكِتَابِ اللّٰهِ ـ

২৫৩৮. তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি (মৃত্যুকালে) ওসিয়াত করেছিলেন ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে কিভাবে লোকদের উপর ওসিয়াত ফরয হলো অথবা তাদেরকে ওসিয়াতের আদেশ দেয়া হলো। তিনি বলেন, নবী (স) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ওসিয়াত করার নির্দেশ করেছিলেন।

٢٥٣٩- عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِندَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتٰى اَوصى اِلَيهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِى اَوْ قَالَت حَجرِى فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِى حَجرِى فَمَا شَعَرتُ اَنَّهُ قَدْ مَاتَ فَمَتٰى اَوصى اِلَيهِ ـ

২৫৩৯. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। লোকেরা আয়েশা (রা)-এর নিকট আলোচনা করল যে, আলী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ওসী ছিলেন। তিনি বলেন, নবী (স) কখন তাঁকে ওসী নিয়োগ করলেন ? আমি তো তাঁকে (তাঁর ইন্তিকালের সময়) নিজের বুকে অথবা কোলে ঠেস দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি পানির পাত্র চাইলেন এবং আমার কোলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি বুঝতেই পারলাম না যে, তিনি মারা গেছেন। তিনি (রসূল) কখন তাঁকে (আলীকে) ওসি নিয়োগ করলেন ?

২-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়ারিসদেরকে পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম।

٢٥٤٠- عَنْ سَعدِ ابنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَعُودُنِى وَاَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكرَهُ اَن يَمُوتَ بِالاَرضِ الَّتِى هَاجر مِنهَا قَالَ يَرحَمُ اللّٰهُ ابنَ عَفرَاءَ قُلتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَالشَّطرُ قَالَ لاَ قُلتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ اِنَّكَ اَن تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغنِيَاءَ خَيرٌ مِّن اَن تَدَعَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى اَيدِيهِم وَاِنَّكَ مَهمَا اَنفَقتَ مِن نَفَقَةٍ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقمَةُ الَّتِى تَرفَعُهَا اِلٰى فِى امرَاَتِكَ وَعَسَى اللّٰهُ اَن يَّرفَعَكَ فَيَنتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُونَ وَلَم يَكُن لَهُ يَومَئِذٍ اِلاَّ ابنَةٌ ـ

২৫৪০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় অসুস্থ থাকাকালীন নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। সা'দ (রা) এমন জায়গায় মৃত্যুবরণ করতে অপছন্দ করতেন, যেখান হতে তিনি হিজরত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ ইবনে আফরার উপর রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সব অর্থ-সম্পদ ওসিয়াত করবো ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ করা যায় তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক। তোমা কর্তৃক তোমার ওয়ারিসগণকে সহায়-সম্পদহীন ও পরমুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম এবং তুমি সওয়াবের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে, তা সাদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে তুমি যে লোকমা তুলে দাও তাও সাদকার অন্তর্ভুক্ত। অতি শীঘ্র আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমার দ্বারা কিছু সংখ্যক লোক উপকৃত ও কিছু সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে সময় তার একটি মাত্র কন্যা সন্তান ছিল।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসিয়াত করা। হাসান বসরী (র) বলেন, যিম্মীর (অমুসলিম নাগরিক) জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশী ওসিয়াত জায়েয নয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স)-কে আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম মুতাবেক বিচার করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

"এবং তুমি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানানুযায়ী তাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।"
(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৯)

٢٥٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ اِلَى الرُّبُعِ لِاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ -

২৫৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি লোকেরা ওসিয়াতের ব্যাপারে এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত নেমে আসতো, তাহলে খুব ভাল হতো। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী বা বড়।

٢٥٤٢- عَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ يَرُدَّنِىْ عَلٰى عَقِبِىْ قَالَ لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ اُرِيْدُ اَنْ اُوْصِىَ وَاِنَّمَا لِىْ اِبْنَةٌ قُلْتُ اُوْصِىْ بِالنِّصْفِ قَالَ النِّصْفُ كَثِيْرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ قَالَ فَاَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذٰلِكَ لَهُمْ -

২৫৪২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে পশ্চাতমুখী না করেন অর্থাৎ যেন

মক্কায় না মরি। তিনি বলেন, খুব সম্ভব আল্লাহ তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন এবং তোমার দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হবে। আমি বললাম, আমি ওসিয়াত করতে চাই এবং আমার একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। আমি আরো বললাম, আমি কি অর্ধেক সম্পত্তি ওসিয়াত করতে পারি ? তিনি বলেন, অর্ধেক অনেক। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ? তিনি বললেন, এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বা বেশী। রাবী বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করতে লাগল এবং তা তাদের জন্য জায়েয হয়ে গেল।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ ওসিয়াতকারীর ওসিয়াতকৃত ব্যক্তিকে বলা, তুমি আমার সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং অসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) জন্য যে ধরনের দাবি জায়েয।

٢٥٤٣- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ اِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ اِبْنُ اَخِىْ قَدْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِىْ وَابْنُ اَمَةِ اَبِى وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِىْ كَانَ عَهِدَ اِلَىَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِىْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِىْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَلَكَ يَاعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِحْتَجِبِى مِنْهُ لِمَا رَاٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَارَاٰهَا حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ ـ

২৫৪৩. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে ওসিয়াত করেন যে, যামআর ক্রীতদাসীর গর্ভজাত ছেলেটি আমার ঔরষজাত। তাকে তুমি নিজের অধিকারে রাখবে। মক্কা বিজয়ের বছর সা'দ (রা) তাকে গ্রহণ করেন এবং বলেন, সে আমার ভাইয়ের ছেলে। তিনি আমাকে তাকে নেয়ার ওসিয়াত করে গেছেন। এই কথা শুনে আবদ ইবনে যামআ দাঁড়িয়ে বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। সে তার বিছানায় জন্মেছে। তারা দু'জন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। সা'দ (রা) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সে আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার ভাই তার সম্বন্ধে আমাকে ওসিয়াত করে গেছেন। আবদ ইবনে যামআ বলেন, সে আমার ভাই ও আমার বাপের ক্রীতদাসীর ছেলে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আবদ ইবনে যামআ সে তোমারই প্রাপ্য। কেননা যার বিছানায় সন্তান জন্মেছে সে-ই তার অধিকারী এবং যেনাকারীর জন্য পাথর (নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড)। তারপর তিনি (স) সাওদা বিনতে যামআকে বলেন, তুমি এই ছেলেটি হতে পর্দা কর। কেননা তিনি (স) তার মধ্যে উতবার সাদৃশ্য দেখতে পান। সেই ছেলেটি আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হওয়ার (মৃত্যুর) পূর্ব পর্যন্ত কখনও তাকে (সাওদা) দেখেনি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি তার মাথা দ্বারা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করলে তা বৈধ গণ্য হবে।

٢٥٤٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيْلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ اَفُلاَنٌ اَوْ فُلاَنٌ حَتّٰى سُمِّىَ الْيَهُوْدِىُّ فَاَوْمَاَتْ بِرَأْسِهَا فَجِىْءَ بِهٖ فَلَمْ يَزَلْ حَتّٰى اعْتَرَفَ فَاَمَرَالنَّبِىُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهٗ بِالْحِجَارَةِ -

২৫৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহূদী একটি মেয়ের মাথা দু'টি পাথরের মধ্যে রেখে থেতলে দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমার সঙ্গে কে এরূপ ব্যবহার করেছে ? অমুকে কি, অমুকে কি ? অবশেষে ইহূদীটির নাম নেয়া হলে সে মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে বলে, হাঁ। তাকে (ইহূদী) নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, সে দোষ স্বীকার করল। নবী (স) আদেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তার মাথা পাথর দিয়ে থেতলে দেয়া হলো।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তরাধিকারীর জন্য ওসিয়াত জায়েয নয়।

٢٥٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا اَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْاَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْاَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ -

২৫৪৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পূর্বকালে) ধন-সম্পদ, মৃতের সন্তান-সন্তুতির জন্য এবং ওসিয়াত পিতা-মাতার জন্য নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে যতটুকু ইচ্ছা মানসূখ (বাতিল) করেন। তিনি ছেলের অংশ মেয়ের তুলনায় দ্বিগুণ করেন ; পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ ; স্ত্রীর জন্য (যদি সন্তান থাকে) এক-অষ্টমাংশ (সন্তান না থাকলে) এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীর জন্য (যদি সন্তান না থাকে) অর্ধেক, (সন্তান থাকলে) এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণ করেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত্যুর সময় দানখায়রাত (সাদকা) করা।

٢٥٤٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ حَرِيْصٌ تَاْمُلُ الْغِنٰى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلاَ تُمْهِلُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ -

২৫৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন লোক নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! উত্তম সাদকা কি ? তিনি বলেন, সুস্থ অবস্থায় সাদকা (দানখয়রাত) করা, যখন তোমার ধনী হওয়ার বাসনা ও গরীব হওয়ার আশংকা থাকবে এবং এত দেরী করো না যে, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং তুমি বলতে শুরু করো, এটা অমুকের, ওটা অমুকের। কেননা তখন তো সেটা অমুকের হয়ে গেছে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ "ঋণ আদায় ও ওসিয়াত কার্যকরী করার পর মৃতের সম্পত্তি ভাগ হবে।"(সূরা আন নিসা ঃ ১১) বর্ণিত আছে, শূরায়হ, উমার ইবনে আবদুল আযীয, তাউস, আতা ও ইবনে উয়াইনাহ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের স্বীকারোক্তি জায়েয বলেছেন। হাসান বসরী বলেছেন, মানুষের দুনিয়ার শেষ দিনে ও আখেরাতের প্রথম দিনে (মৃত্যুর দিন) কৃত দান-খয়রাত সবচেয়ে বেশী যথার্থ হিসেবে পরিগণিত। ইবরাহীম ও হাকাম বলেছেন, যদি উত্তরাধিকারীকে (ঋণদাতা কর্তৃক) ঋণমুক্ত ঘোষণা করা হয়, তাহলে সে ঋণ মুক্ত হয়ে যাবে। রা'ফে ইবনে খাদীজ (রা) ওসিয়াত করেন যে, তার স্ত্রী ফাযারিয়ার সংসারের জিনিসপত্রে অপর কেউ তার অংশীদার হবে না। হাসান বসরী বলেন, কেউ যদি তার ক্রীতদাসকে মরার সময় বলে, আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম, তবে তা জায়েয। শা'বী বলেন, যদি কোন স্ত্রী তার মৃত্যুকালে বলে, আমার স্বামী আমার দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং আমি তা গ্রহণ করেছি, তবে তার স্বীকারোক্তি জায়েয। কোন কোন লোক বলে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির (ঋণের) স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এতে উত্তরাধিকারীর মনে তার সম্বন্ধে কুধারণা সৃষ্টি হবে। তারপর তারা ইসতেহসান করে বলেছেন, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির আমানত, বিদাআ ও মুদারাবা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি জায়েয। নবী (স) বলেছেন, কুধারণা হতে বাঁচো। কেননা কুধারণা ডাহা মিথ্যার শামিল। মুসলমানদের অর্থ আত্মসাত করা জায়েয নয়। কেননা নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন এই যে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে সে তার খেয়ানত করে এবং আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ـ

আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যপর্ণ করতে।"(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)। তিনি এ বিষয়ে উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারী নয় তা নির্দিষ্ট করেননি। এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ـ

২৫৪৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি ঃ (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; (২) তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে এবং (৩) সে প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنٍ "সে যা ওসিয়াত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।"-(নিসা ঃ ১১)-এর ব্যাখ্যা। কথিত আছে যে, নবী (স) ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহর বাণী ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, আমানত তার যথার্থ মালিকের নিকট ফেরত দিতে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮) এর দ্বারা বুঝা যায়, নফল ওসিয়াতের পূর্বে আমানত আদায় করা জরুরী। নবী (স) বলেছেন, আর্থিক সচ্ছলতা বজায় রেখে দানখয়রাত করা উচিত। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত যেন ওসিয়াত না করে। নবী (স) বলেছেন, ক্রীতদাস তার মালিকের সম্পদের হেফাযতকারী।

٢٥٤٨- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِى يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَيَأْبٰى اَنْ يَقْبَلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّى اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَيْءِ فَيَأْبٰى اَنْ يَاْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ -

২৫৪৮. হাকীম ইবনে হিযায (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর আমি তাঁর নিকট আবার কিছু চাইলে তিনি আমাকে তা দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন, হে হাকীম ! এই সম্পদ মিষ্টি ঘাসের মত (লোভনীয়)। যে ব্যক্তি তা বিনা লোভে নেবে, তাতে বরকত হবে এবং যে ব্যক্তি তা লোভ করে নেবে, তাতে বরকত হবে না এবং সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেয়েও পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের তুলনায় উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমি পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনি ব্যতীত আর কারো নিকট কিছু চাব না। আবু বাকর (রা) তাঁর খেলাফতকালে হাকীম (রা)-কে ডেকেছিলেন কিছু দেয়ার জন্য, কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করলেন। তারপর উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তাকে কিছু দেয়ার জন্য ডাকেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। উমার (রা) বলেন, হে মুসলমানের দল! আমি হাকীমের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত তার গনীমতের প্রাপ্য পেশ করছি। কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করছে। হাকীম তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নবী (স) ছাড়া আর কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করেননি।

٢٥٤٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاِمَامُ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَّمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَّعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَّمَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ مَالِ اَبِيْهِ -

২৫৪৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষক (বা রাখাল) এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। নেতা একজন রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকজনদের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক। তাকে তার অধীনস্তদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদেম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। তাকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন, ব্যক্তি তার বাপের সম্পদের রক্ষক।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওয়াক্‌ফ ও ওসিয়াত করা। আত্মীয় কে?

সাবেত (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তুমি এই বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বাগানটি হাস্‌সান (রা) ও উবাই ইবনে কা'বকে দিলেন। আনসারী বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি সুমামা থেকে তিনি আনাস (রা) থেকে সাবেতের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (রসূল) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, বাগানটি তোমার গরীব আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও।আনাস (রা) বলেন, তিনি হাস্‌সান ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বাগানটি দিলেন এবং তাঁরা উভয়ে আমার চেয়ে তাঁর অধিক নিকটাত্মীয় ছিলেন। আবু তালহা (রা)-এর সঙ্গে হাস্‌সান ও উবাইর সম্পর্কটি হলো এরূপ ঃ আবু তালহার নাম যায়েদ ইবনে সাহল ইবনুল আসওয়াদ ইবনে হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্‌সানের বংশ পরিচয় হলো ঃ হাস্‌সান ইবনুল সাবেত ইবনুল মুনযির ইবনে হারাম। তাঁরা তৃতীয় পুরুষ হারামে এসে মিলিত হন। যেমন হারাম ইবনে আমর ইবনে যায়েদ মানাত ইবনে আদী ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার এবং হাস্‌সান তাঁর ষষ্ঠ পুরুষ আমর ইবনে মালেকের নিকট এসে আবু তালহা ও উবাইর সঙ্গে মিলিত হন এবং উবাইর বংশ পরিচয় হলো ঃ উবাই ইবনে কা'ব ইবনে কাইস ইবনে উবাইদ ইবনে যায়েদ ইবনে মুয়াবিআ ইবনে আমর ইবনে মালেক ইবনুন নাজ্জার। আমর ইবনে মালেক এসে হাস্‌সান, আবু তালহা ও উবাই সবাই মিলিত হন। কেউ কেউ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসিয়াত করলে তা তাঁর মুসলমান বাপ-দাদার জন্যও প্রযোজ্য হবে।

٢٥٥٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ اَرَى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ عَمِّهِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِىُّ ﷺ يُنَادِىْ يَابَنِىْ

فِهْرٍ يَابَنِى عَدِىٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ وَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَت : وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -

২৫৫০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমি সুপারিশ করছি যে, তুমি তোমার বাগানটি আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। আবু তালহা বলেন, আমি তাই করছি, হে আল্লাহর রসূল ! আবু তালহা বাগানটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ) তোমার নিকটত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও।" (সূরা শুআরা ঃ ২১৪) অবতীর্ণ হলে নবী (স) কুরাইশ সম্প্রদায়ের বড় বড় উপ-গোত্রকে আহবান করে বলেন, ওহে বনু ফিহর, ওহে বনু আদী । আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ !) তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে নবী (স) বলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীলোক ও সন্তান আত্মীয়-স্বজনের অন্তর্ভুক্ত কি না (ওসিয়াতের ক্ষেত্রে) ?

٢٥٥١- عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ حِينَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْقَرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ اُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَاصَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِى لاَ اُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

২৫৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরআনের আয়াতঃ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الاَقْرَبِينَ "(হে মুহাম্মাদ !) তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের ভয় দেখাও" অবতীর্ণ হলে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায় ! কিংবা অনুরূপ কোন শব্দ, তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাও। আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। হে বনু আবদে মানাফ ! আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে রসূলের ফুফু সফিয়্যা ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কিছুই করতে পারব না। হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ ! তুমি আমার মাল থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফকারী কি তাঁর ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকৃত হতে পারে ? উমার (রা) তাঁর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে কিছু খেতে বাধা নেই। ওয়াক্‌ফকারী বা অপর কেউ মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তি নিজের কোরবানীর পশু কিংবা মানতের দ্বারা অপরের মত উপকৃত হতে পারে, কোনরূপ শর্ত আরোপ না করলেও।

٢٥٥٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بُدْنَةً فَقَالَ لَهُ اَرْكَبْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ اَوْ وَيْحَكَ ـ

২৫৫২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এতো কোরবানীর পশু। তিনি তৃতীয়বার কিংবা চতুর্থবার বললেন, হে নির্বোধ ! তাঁর উপর সওয়ার হও।

٢٥٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ اِرْكَبْهَا وَيْلَكَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ ـ

২৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কোরবানীর পশু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, তাঁর উপর সওয়ার হও। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহা কোরবানীর পশু। তিনি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন, ওহে নির্বোধ ! তাঁর উপর সওয়ার হও।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ওয়াক্‌ফের ঘোষণা দিলে তা জায়েয, এমনকি তাও (প্রাপকের নিকট) হস্তান্তরের পূর্বে হলেও। কেননা উমার (রা) ওয়াক্‌ফ করার পর বলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে বাধা নেই এবং তিনি স্বয়ং তাঁর মুতাওয়াল্লী হবেন না অন্যজন হবে তা ঠিক করেননি। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, আমার পরামর্শ এই যে, বাগানটি তোমার আত্মীয়দেরকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন, আমি তাই করব এবং তিনি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে তা বন্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে ; আমার ঘরটি আল্লাহর জন্য সাদকা করলাম এবং ফকীর কিংবা অন্য কারো কথা উল্লেখ করল না, তাহলে তা জায়েয এবং তা সে আত্মীয়কে কিংবা যেখানে ইচ্ছা দান করবে। আবু তালহা (রা) বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো, বিরে হাআর বাগানটি এবং আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম এবং নবী (স) তা জায়েয সাব্যস্ত করেন। কেউ কেউ বলেন, এরূপ ওয়াক্‌ফ জায়েয নয়, যতক্ষণ না কারো জন্য দান করা হলো তা নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু প্রথম উক্তিই সর্বাধিক সহীহ।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলল, আমার এই জমিটি কিংবা বাগানটি আমার মায়ের তরফ হতে সাদকা করলাম, তবে তা জায়েয। যদিও সে তা কারো জন্য নির্দিষ্ট না করে।

٢٥٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى تُوُفِّيَتْ وَ اَنَا غَائِبٌ عَنْهَا اَيَنْفَعُهَا شَىْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا -

২৫৫৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা (রা)-র মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে কিছু সাদকা করি তাহলে তাতে কি তাঁর উপকার হবে ? তিনি বলেন, হাঁ। সা'দ (রা) বলেন, তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা করলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি তার আংশিক সম্পদ কিংবা কতিপয় গোলাম অথবা কিছু জানোয়ার সাদকা বা ওয়াক্ফ করে তবে, তা জায়েয।

٢٥٥٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِى اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَ اِلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ قَالَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَاِنِّى اُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِىْ بِخَيْبَرَ -

২৫৫৫. কা'ব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার তওবা কবুলের শুকরিয়া হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নামে সাদকা করে দিতে চাই। তিনি বলেন, কিছু মাল নিজের জন্য রেখে দাও। এটা তোমার জন্য ভাল হবে। আমি বললাম, তাহলে আমার খায়বারের অংশটি নিজের জন্য রেখে দিলাম।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি দান করার জন্য তাঁর প্রতিনিধির নিকট কিছু দিল, তাঁরপর প্রতিনিধি সেটি তাকে ফেরত দিল। আনাস (রা) বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ **"তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করছ" অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! প্রাচুর্যময় মহিমাময় আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলছেন ঃ** لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْنَ مِمَّا تُحِبُّوْنَ **"তোমরা কল্যাণ পেতে পারো না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে খরচ করছ।" আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরে হাআ-র বাগানটি। আনাস (রা) বলেন, তা এমন একটি বাগান ছিল, যেখানে রসূলুল্লাহ (স) গিয়ে তাঁর ছায়ায় বসতেন ও তাঁর কূপের পানি পান করতেন। আবু তালহা (রা) বলেন, এটা**

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য উৎসর্গীকৃত এবং আমি এর সওয়াব একমাত্র আখেরাতে চাই। হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে মর্জি তা ব্যয় করুন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ধন্যবাদ। হে আবু তালহা, এটা তো লাভজনক মাল। আমি তোমার নিকট থেকে তা কবুল করলাম এবং তোমাকে তা ফেরত দিলাম। অতএব তুমি তা তোমার আত্মীয়দেরকে দান কর। আবু তালহা (রা) তা তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে সাদকা করলেন। আনাস (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উবাই ও হাস্সান (রা)-ও ছিলেন। তিনি বলেন, হাস্সান (রা) তাঁর অংশ মুআবিয়া (রা)-এর নিকট বিক্রি করেন। তাঁকে বলা হল তুমি আবু তালহার সাদকাকৃত সম্পত্তি বিক্রি করছ ? তিনি জবাবে বলেন, আমি এক সা' খেজুর এক সা' দিরহামের বিনিময়ে কেন বিক্রি করবো না ? আনাস (রা) বলেন, বাগানটি মুয়াবিআ (রা)-এর তৈরীকৃত বনু জাদীলার প্রসাদের আঙ্গিনায় অবস্থিত ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذَ حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ

"মীরাসের মাল বন্টনের সময়, আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত, থাকলে তাদেরকেও তা হতে কিছু দিও।" (সূরা আন নিসা ঃ ৮)।

٢٥٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ نَاسًا يُّزْعُمُوْنَ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نُسِخَتْ وَلَا وَاللّٰهِ مَانُسِخَتْ وَلٰكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالْيَانِ وَالٍ يُرِثُ وَذَاكَ الَّذِىْ يَرْزُقُ وَوَالٍ لَا يَرِثُ فَذَاكَ الَّذِىْ يَقُوْلُ بِالْمَعْرُوْفِ يَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ اَنْ اُعْطِيَكَ -

২৫৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোকদের ধারণা, এই আয়াতটি মানসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম ! তা মানসূখ হয়নি। বরং লোকেরা তাঁর ওপর আমল করতে অবহেলা করছে। আত্মীয় দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর হলো উত্তরাধিকারী এবং এদেরকে (রিযিক) দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হলো, যারা উত্তরাধিকারী নয় এবং এদেরকে নরমভাবে বলতে হবে, তোমাদের কিছু দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিকভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদকা করা এবং মৃত ব্যক্তির তরফ হতে মানত আদায় করা মুস্তাহাব।

٢٥٥٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّ اُفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَاُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ اَفَاَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا -

২৫৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বলল, আমার মা অকস্মাৎ মারা যান। আমার মনে হয় যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন, তাহলে সাদকা দিতেন। আমি কি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা দিতে পারি ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তাঁর পক্ষ হতে দান-খয়রাত কর।

٢٥٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اَقْضِهِ عَنْهَا ـ

২৫৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া প্রার্থনা করে বলেন, আমার মা মানত রেখে মারা গেছেন। রসূল (স) বলেন, তুমি তাঁর পক্ষ হতে তা আদায় করে দাও।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ, সাদকা এবং ওসিয়াতের অনুকূলে সাক্ষী রাখা।

٢٥٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اَخَا بَنِىْ سَاعِدَةَ تُوُفِّيَتْ اُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى تُوُفِّيَتْ وَاَنَا غَائِبٌ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَىْءٌ اِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنِّى اُشْهِدُكَ اَنَّ حَائِطِىَ الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا ـ

২৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বনু সাইদার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ সা'দ (রা) ইবনে উবাদাহ (রা)-র মা তাঁর অনুপস্থিতিতে মারা যান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছেন। আমি যদি তাঁর পক্ষ হতে সাদকা করি, তা কি তাঁর কোন উপকারে আসবে ? তিনি বলেন, হাঁ। সা'দ (রা) বলেন, তাহলে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমার মাখরাফ বাগানটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাদকা করলাম।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ص وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ط اِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ـ

"ইয়াতীমদেরকে তাদের অর্থসম্পদ দিয়ে দাও ; ভাল মালের সাথে খারাপ মাল বিনিময় করো না এবং তাদের সম্পদ নিজেদের সম্পদের সঙ্গে মিশিয়ে খেও না। নিশ্চয়ই তা গুনাহর কাজ। যদি তোমরা ইয়াতীমদের সম্বন্ধে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমরা নিজেদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করো।"(সূরা আন নিসা ঃ ২-৩)

٢٥٦٠- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ سَاَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ هِىَ الْيَتِيْمَةُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهُنَّ فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ

سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اِسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ قَالَتْ فَبَيَّنَ اللّٰهُ فِىْ هٰذِهِ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَلَمْ يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ فَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُقْسِطُوْا لَهَا الْاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا ـ

২৫৬০. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "তোমরা যদি ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ করতে ভয় পাও, তাহলে তোমাদের পছন্দমত মেয়ে বিয়ে করো।"(সূরা নিসা ঃ ৩) আয়াতটির অর্থ কি ? আয়েশা (রা) বলেন, মাঝে মধ্যে অভিভাবক তাঁর অধীনস্ত সুন্দরী ও অর্থশালী ইয়াতীম মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে উপযুক্ত মোহরের চাইতে অল্প দেনমোহরের বিনিময় বিয়ে করতে চায়। তাকে ইনসাফ ভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ব্যতীত বিয়ে করতে অভিভাবককে নিষেধ করা হয়েছে অন্যথায় তাদেরকে অন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, তাঁরপর লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন। وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ "লোকেরা তোমার নিকট মেয়েদের সম্বন্ধে ফতোয়া চাচ্ছে। তুমি বলে দাও, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন।"(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ ইয়াতীম মেয়ে সুন্দরী ও অর্থশালী হলে, তাঁরা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয় এবং তাঁর বংশ মর্যাদা অনুযায়ী পূর্ণ দেনমোহর প্রদান করে না। কিন্তু সে গরীব ও সুন্দরী না হলে, তাদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, তাঁরা অন্য মেয়ে তালাশ করে। আয়েশা (রা) বলেন, যেমন সে অনাকর্ষণীয় হওয়ার দরুন তাদেরকে ত্যাগ করে তেমনি আকর্ষণীয় হওয়ার দরুন তাদেরকে ইনসাফভিত্তিক পূর্ণ দেনমোহর ও অধিকার প্রদান করা ব্যতীত তাঁরা তাকে বিয়ে করতে পারবে না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا ـ

"তোমরা ইয়াতীমদেরকে বিবাহযোগ্য না হওয়া পর্যন্ত যাচাই কর এবং তাদের মধ্যে বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে বলে মনে করলে তাদের অর্থ-সম্পদ তাদেরকে ফেরত দাও। আর তাদের বড় হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তাদের অর্থ-সম্পদ তাড়াতাড়ি অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেল না। ধনী ব্যক্তি (অভিভাবক) যেন ইয়াতীমের মাল খাওয়া হতে বিরত থাকে এবং গরীব (অভিভাবক) সংগত পরিমাণ খেতে পারবে। তাদের অর্থ-সম্পদ ফেরত দেয়ার সময় তোমরা সাক্ষী রাখবে। আল্লাহ হিসেব নেয়ার জন্য যথেষ্ট। পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা কম হোক কিংবা বেশী এক নির্ধারিত অংশ।"(সূরা আন নিসা ঃ ৬-৭)। حسيب (হাসীবান) শব্দের অর্থ যথেষ্ট।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের সম্পত্তিতে ওসীর (তত্ত্বাবধায়কের) মেহনত করা ও মেহনত অনুযায়ী তা হতে গ্রহণ করা জায়েয।

٢٥٦١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَتَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْغٌ وَّكَانَ نَخْلاً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اسْتَفَدْتُ مَالاً وَّهُوَ عِنْدِىْ نَفِيْسٌ فَاَرَدْتُ اَنْ اَتَصَدَّقَ بِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِاَصْلِهٖ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلٰكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهٗ فَتَصَدَّقَ بِهٖ عُمَرُ فَصَدَقَتُهٗ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهٗ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُوْكِلَ صَدِيْقَهٗ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهٖ -

২৫৬১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে নিজের কিছু সম্পত্তি সাদকা করেছিলেন, যা ছিল একটি খেজুর বাগান এবং যার নাম ছিল সামাগ। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আমার মনপূত একটি সম্পত্তি পেয়েছি এবং আমি সেটি সাদকা করতে চাই। নবী (স) বললেন, তাঁর মূল অংশটি এমনভাবে সাদকা কর যেন তা বিক্রয় না করা যায়, দানও না করা যায় এবং উত্তরাধিকার সূত্রেও বন্টিত না হয়। বরং তাঁর ফল ব্যয় করা হবে। উমার (রা) সেটি সাদকা করেন। তিনি এভাবে সাদকা করেন ঃ তা আল্লাহর রাস্তায়, ক্রীতদাস মুক্তির ব্যাপারে, গরীব, মেহমান, মুসাফির ও আত্মীয়দের জন্য। আর মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়ানুগভাবে এবং সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত গ্রহণ করার ব্যাপারে বা বন্ধুকে আপ্যায়নে কোন বাধা থাকবে না।

٢٥٦٢- عَنْ عَائِشَةَ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَتْ اُنْزِلَتْ فِىْ وَالِى الْيَتِيْمِ اَنْ يُّصِيْبَ مِنْ مَّالِهٖ اِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهٖ بِالْمَعْرُوْفِ -

২৫৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "যে অভাবমুক্ত সে যেন বিরত থাকে এবং যে অভাবী সে যেন সংগত পরিমাণ ভোগ করে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৬) তিনি বলেন, এটা ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। যদি সে গরীব হয় তাহলে নিয়ম অনুযায়ী ইয়াতীমের সম্পত্তি হতে তাঁর অংশ মোতাবেক খেতে পারে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا - (نساء - ١٠)

"যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের ধন-সম্পদ গ্রাস করে, তাঁরা নিজেদের পেটে আগুনের খাদ্য ভরে। অতি শীঘ্র তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।"(সূরা আন নিসা ঃ ১০)

٢٥٦٣- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ -

২৫৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হতে বিরত থাক। লোকেরা বলল, সেগুলো কি, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) আল্লাহ যথার্থ কারণ ব্যতীত যাকে (মানুষকে) হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) ইয়াতীমের মাল খাওয়া, (৬) যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী-সাধ্বী মুসলিম রমণীর উপর ব্যভিচারের মিথ্যা দোষ আরোপ করা যে কখনও তা কল্পনাও করে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ -

"লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম এবং তোমরা যদি তাদের সাথে একত্র থাক, তাহলে তাঁরা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন, কে সংশোধনকারী (হিতকামী) ও কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২২০) لاعنتكم **শব্দের অর্থ তিনি**

তোমাদেরকে কষ্ট ও সংকীর্ণতায় ফেলতে পারতেন এবং عنت শব্দের অর্থ ঝুঁকে পড়ল, দুর্বল হলো। কেউ ইবনে উমার (রা)-কে ওসী নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি তা না মঞ্জুর করেননি। ইবনে সীরীন (র) ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে তাদের শুভাকাংখী ও অভিভাবকদেরকে সমবেত হয়ে কি ব্যবস্থা নিলে তাদের জন্য কল্যাণকর হবে সেই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা খুব পছন্দ করতেন। তাউসকে ইয়াতীমদের কোন ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করতেন ঃ والله يعلم المصلح من المفسد "আল্লাহ জানেন হিতকামী কে এবং কে অনিষ্টকারী।" আতা (র) বলেন, ইয়াতীম ছোট কিংবা বড় হোক, তাঁর প্রয়োজন মাফিক অভিভাবক (ইয়াতীমের) তাঁর অংশ হতে তাঁর জন্য ব্যয় করবে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমদের থেকে সফরে ও আবাসে সেবা গ্রহণ করা যায় যদি তা তাঁর জন্য উপকারী হয়। মা ও সৎ পিতার ইয়াতীমদেরকে দেখাশুনা করা উচিত (যদিও তারা তার অভিভাবক নয়)।

٢٥٦٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَأَخَذَ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِىْ لِشَىْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا هٰكَذَا وَلَا لِشَىْءٍ لَّمْ اَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هٰذَا هٰكَذَا ـ

২৫৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছলেন এবং তাঁর কোন খাদেম ছিল না। আবু তালহা (রা) (আনাসের সৎ পিতা) আমার হাত ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আনাস বুদ্ধিমান ছেলে। সে আপনার খেদমত করবে। অতএব আমি সফরে ও আবাসে তাঁর খেদমত করেছি। আমি কোন কাজ করলে তিনি (স) কখনও বলতেন না, কেন এটা এভাবে করেছ এবং কোন কাজ না করলে তিনি বলতেন না, এটা এভাবে কেন করনি ?

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ সীমা উল্লেখ না করে জমি ওয়াক্‌ফ করা জায়েয, তদ্রূপ দান-খয়রাতও।

٢٥٦٥- عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ اَحَبَّ مَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِىْ اِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّمَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا حَيْثُ اَرَاكَ

اللّٰهُ فَقَالَ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اَو رَابِحٌ شَكَّ ابنُ مَسلَمَةَ وَقَد سَمِعتُ مَا قُلتَ وَاِنِّى اَرٰى اَن تَجعَلَهَا فِى الاَقرَبِينَ قَالَ اَبُو طَلحَةَ اَفعَلُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُو طَلحَةَ فِى اَقَارِبِهِ وَفِى بَنِى عَمِّهِ ـ

২৫৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বাগানের মালিক ছিলেন। তাঁর সম্পদের মধ্যে মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত বিরেহাআ নামক বাগানটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রসূলুল্লাহ (স) (মাঝে মাঝে) সেখানে গিয়ে তাঁর সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, "তোমরা কখনও কল্যাণ পেতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহর রাহে) খরচ করছ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) আয়াতটি অবতীর্ণ হলে আবু তালহা (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ পাক বলছেন ঃ لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتّٰى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২) সুতরাং আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো বিরেহাআ নামক বাগানটি। আমি তা আল্লাহর রাহে সাদকা করলাম। আমি এর সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহর নিকট কামনা করি। আপনি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তা ব্যবহার করুন। তিনি বললেন, ধন্যবাদ। এটা লাভজনক বা অস্থায়ী সম্পদ এবং আমি (রসূল) তোমার কথা শুনেছি। আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তাই করছি। অতএব আবু তালহা (রা) সেটি তাঁর আত্মীয় ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

٢٥٦٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّهُ تُوُفِّيَتْ اَيَنْفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاِنَّ لِىْ مِخْرَافًا وَّاُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ـ

২৫৬৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমার মা মারা গেছেন। যদি আমি তাঁর তরফ হতে সাদকা করি, তাহলে এতে তাঁর কোন উপকার হবে কি ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। সে বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য দান করলাম।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ এক দল লোক সম্মিলিতভাবে তাদের অবিভক্ত (এজমালি) স (মুশা) ওয়াক্‌ফ করলে তা জায়েয।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَمِنُكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ ـ

২৫৬৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মসজিদ দিলেন এবং বললেন, হে বনু নাজ্জার ! আমাকে তোমাদের এই ব

দাও। তাঁরা বলল, না, আল্লাহর কসম! আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে ওয়াক্‌ফের দলীল লিখতে হবে ?

٢٥٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ اَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَصَبْتُ اَرْضًا لَّمْ اُصِبْ مَالاً قَطُّ اَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ بِهِ قَالَ اِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ اَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ اَنَّهُ لاَ يُبَاعُ اَصْلُهَا وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبٰى وَالرِّقَابِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلاَ جُنَاحَ عَلٰى مَنْ وَلِيَهَا اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ -

২৫৬৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার খায়বারে কিছু জমি পান। তিনি নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, আমি এমন কিছু সুন্দর জমি পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে কখনও পাইনি। আপনি এ বিষয়ে আমাকে কি আদেশ করেন ? তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি ঠিক রেখে তাঁর উৎপাদন সাদকা করতে পার। উমার (রা) এ শর্তে তা সাদকা করেন ঃ তাঁর মূল সম্পত্তি বেচা যাবে না, তা কাউকে দান করা যাবে না এবং তাতে উত্তরাধিকার বর্তাবে না। বরং তাঁর উৎপাদন গরীব, আত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাহে, মেহমান ও মুসাফিরের জন্য ব্যয় করা হবে। মুতাওয়াল্লী তা থেকে ন্যায়-সংগত পরিমাণ গ্রহণ করতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াতে পারবে সঞ্চয়ের মনোভাব ব্যতীত।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ গরীব, ধনী ও মেহমানের জন্য (সম্পত্তির আয়) ওয়াক্‌ফ করা।

٢٥٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مَالاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ قَالَ اِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَذِي الْقُرْبٰى وَالضَّيْفِ -

২৫৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) খায়বারে কিছু সম্পদ পান এবং নবী (স)-এর নিকট এসে সে বিষয়ে খবর দেন। তিনি (স) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে সেটি সাদকা করতে পার। তিনি সেটি ফকীর, মিসকীন, আত্মীয় ও মেহমানের জন্য সাদকা করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করা।

٢٥٧٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَ بِالْمَسْجِدِ

(وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ) وَقَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ -

২৫৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তিনি বললেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমরা আমাকে এ বাগানটির মূল্য বলে দাও। তাঁরা বলল, না। আল্লাহর কসম ! আমরা এর মূল্য একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ জানোয়ার, ঘোড়া, আসবাবপত্র ও সোনারূপা ওয়াক্‌ফ করা। যুহরী (র) সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন, যে এক হাজার দীনার (স্বর্ণ মুদ্রা) আল্লাহর রাহে ওয়াক্‌ফ করে, সেটি তাঁর এক ব্যবসায়ী গোলামের নিকট এই শর্তে অর্পণ করল যে, সে তা দ্বারা ব্যবসা করে তাঁর লভ্যাংশ মিসকীন ও আত্মীয়দের মধ্যে সাদকা করবে। ওয়াক্‌ফকারীর জন্য কি সেই হাজার মুদ্রার লভ্যাংশ খাওয়া জায়েয হবে ? যদি সে তাঁর লভ্যাংশটি মিসকীনদের মধ্যে সাদকা না করে। যুহরী (র) বলেন, সেটা তাঁর জন্য খাওয়া জায়েয নয় (যে কোন অবস্থায়)।

٢٥٧١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ لَّهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَعْطَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (فَحَمَلَعَلَيْهَا) رَجُلاً فَأَخْبَرَ عُمَرُ اَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهَا وَلاَ تَرْجِعَنَّ فِىْ صَدَقَتِكَ -

২৫৭১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) তাঁর একটি ঘোড়া এক লোককে সওয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহর রাহে সাদকা করলেন, যা রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সওয়ার হওয়ার জন্য দিয়েছিলেন। তাঁরপর তিনি (উমার) খবর পেলেন, লোকটি সেটাকে বিক্রি করছে। তিনি (উমার) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি সেটা কিনতে পারি ? তিনি বললেন, সেটি ক্রয় করো না এবং তোমার সাদকা ফেরত নিও না।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে তত্ত্বাবধায়কের বেতন-ভাতা গ্রহণ।

٢٥٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا (وَلاَ دِرْهَمًا) مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ -

২৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকার না স্বর্ণমুদ্রার আকারে আর না রৌপ্যমুদ্রার আকারে ভাগ হবে। আমি যা কিছু রেখে গেলাম তা আমার স্ত্রীদের খরচ ও কর্মচারীদের বেতনের পর সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٥٧٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِىْ وَقْفِهِ اَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً -

২৫৭৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) এই শর্তে ওয়াক্‌ফ করেন যে, মুতাওয়াল্লী তা হতে নিজে খেতে পারবে এবং বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াতে পারবে, তবে সঞ্চয় করা যাবে না।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ এই শর্তে জমি কিংবা কূপ ওয়াক্‌ফ করল যে, অন্যান্য মুসলমানদের মত সেও তা হতে পানি নিতে পারবে। আনাস (রা) একটি ঘর ওয়াক্‌ফ করেন। তিনি কখনও সেখানে (মদীনায়) এলে সেই ঘরটিতে অবস্থান করতেন। যুবাইর (রা)-ও ঘর সাদকা করে তাঁর তালাকপ্রাপ্তা কন্যাদেরকে বলেছিলেন, তাঁরা এখানে থাকতে পারবে, কিন্তু ঘরের কোন ক্ষতি করবে না এবং তাদেরও কোন ক্ষতি করা হবে না। তবে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেখানে থাকার অধিকার পাবে না। ইবনে উমার (রা) তাঁর পিতা উমার (রা)-এর নিকট হতে অংশ হিসেবে যে ঘরটি পেয়েছিলেন, সেটি তাঁর গরীব সন্তানদেরকে থাকার জন্য ওয়াক্‌ফ করেছিলেন। উসমান (রা) বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হলে তিনি ঘরের ছাদে উঠে বললেন, আমি একমাত্র নবী (স)-এর সাহাবীদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি জানেন না, রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি রুমা নামক কূপটি (ক্রয় করে) খনন করবে, সে বেহেশতে যাবে এবং আমি তা (ক্রয় করে) খনন করেছিলাম ? আপনারা কি জানেন না, তিনি (স) বলেছিলেন ঃ যে ব্যক্তি তাবুকের সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের যোগান দিবে সে বেহেশতে যাবে, আমি তাঁর যোগান দিয়েছিলাম। রাবী বলেন, সাহাবীরা তাঁর কথা সত্য বলে স্বীকার করেন। উমার (রা) তাঁর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বলেছিলেন, মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হতে খেতে কোন বাধা নেই। ওয়াক্‌ফকারী নিজে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হওয়া বা অপরকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা বৈধ। উভয়টিই বৈধ।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি ওয়াক্‌ফকারী বলে, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি, তবে তা জায়েয।

٢٥٧٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَابَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ قَالُوْا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلاَّ اِلَى اللّٰهِ ـ

২৫৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, হে বনু নাজ্জার ! তোমাদের বাগানটির মূল্য আমাকে নির্ধারণ করে দাও। তাঁরা বলল, আমরা এর মূল্য একমাত্র আল্লাহর নিকট কামনা করি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِىْ

بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ - فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ - ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمٰنٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

(مائده ١٠٦-١٠٧)

"হে মুমিনগণ ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী নিযুক্ত করবে। আর যদি প্রবাসে থাকাকালীন তোমাদের মরণ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে তোমাদের ভিন্ন অন্য (অমুসলিম) লোকদের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের সন্দেহ হলে তাদের দু'জনকে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখ, অতপর তাঁরা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে, আমরা এর বিনিময় কোন মূল্য নেব না যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করব না। যদি এরূপ করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হব। পরে যদি প্রমাণ হয় যে, তারা অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য হতে নিকটতর দু'জন তাদের স্থলবর্তী হবে। তাঁরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের তুলনায় বেশী সত্য এবং আমরা কোনরূপ বাড়াবাড়ি করিনি, করলে নিশ্চয়ই আমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব। এই পন্থায় আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিকভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অথবা কমপক্ষে তাঁরা ভয় করবে যে, তাদের কসম খাওয়ার পর অপর কোন কসম দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং শ্রবণ কর ; আল্লাহ নাফরমান লোকদেরকে সৎ পথ দেখান না।"

(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৬-১০৮)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তামীমুদদারী ও আদী ইবনে বাদ্দাআ (রা)-এর সঙ্গে সাহম গোত্রের একব্যক্তি বাইরে (সফরে) যায়। সাহমী গোত্রের সেই লোকটি এমন এক জায়গায় মারা যায় যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাঁরা দু'জন তাঁর রেখে যাওয়া বিষয় ও জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ফিরে আসলে মৃতের আত্মীয়রা তাঁর মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রূপার পেয়ালা দেখতে পেল না। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদের দু'জনকে শপথ করালেন। তাঁরপর (লোকের নিকট) পাত্রটি মক্কায় দেখা গেল। তাঁরা বলল আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে কিনে নিয়েছি। এরপর মৃতের আত্মীয়দের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং কসম খেয়ে বলে, আমাদের সাক্ষ এ দু'জনের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক গ্রহণীয় এবং পাত্রটি মৃতের আত্মীয়ের। রাবী বলেন, তাদের সম্বন্ধে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (مائده ١٠٦)

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে ওসিয়াত করার সময় তোমরা নিজেদের মধ্য হতে সাক্ষী নিযুক্ত করিও।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৬)

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ অপরাপর ওয়ারিসের অনুপস্থিতিতে কোন ওয়ারিস কর্তৃক মৃতের ঋণ পরিশোধ বৈধ।

٢٥٧٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ اَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَـــرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا فَلَمَّاحَضَرَ جِدَادُ (حَضَرَه جِذَاذُ) النَّخْلِ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ اَنَّ وَالِدِى اسْتُشْهِدَ يَوْمَ اُحُـدٍ وَتَـــرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْـرًا وَّاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَتِهِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُ فَلَمَّا نَظَرُوْا اِلَيْهِ اُغْرُوْا بِىْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَاٰى مَا يَصْنَعُوْنَ اَطَافَ حَوْلَ اَعْظَمِهَا بَيْدَارًا ثَلَاثَ مَـــرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ اَصْحَابَكَ فَمَازَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدّٰى اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِـــدِىْ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَاضٍ اَنْ يُؤَدِّىَ اللّٰهُ اَمَانَةَ وَالِـدِىْ وَلَا اَرْجِعَ اِلٰى اَخَـوَاتِىْ بِتَمْـرَةٍ فَسَلِمَ وَاللّٰهِ الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتّٰى اَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِىْ عَلَيْهِ رَسُـوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً ـ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَغْـزُوْا بِىْ يَعْنِـى هِيْجُوْا بِىْ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ـ

২৫৭৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তিনি ছ'টি কন্যা সন্তান রেখে যান, তাঁর উপর তাঁর ঋণও ছিল। খেজুর পাড়ার সময় আসলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি জানেন, আমার পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং তাঁর অনেক ঋণ রয়েছে। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে দেখে তাঁর পাওনাদার হয়ত কিছু ঋণ ছেড়ে দেবে। তিনি বলেন, তুমি গিয়ে সবরকমের খেজুর পেড়ে পৃথক পৃথক স্তূপ কর। আমি তা জড় করার পর তাঁকে ডাকালাম। লোকেরা তাঁকে দেখে আমাকে আরও কড়া তাগাদা দিতে শুরু করল। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে দেখে বড় স্তূপটির চারদিকে তিন বার চক্কর দিলেন, তাঁরপর সেটার উপর বসলেন এবং বললেন, তোমার পাওনাদারদেরকে ডাক। তিনি মেপে মেপে তাদের পাওনা আদায় করতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করে দেন। আল্লাহর শপথ ! আল্লাহ আমার পিতার সমস্ত ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করে দিলে এবং আমার বোনদের নিকট একটি খেজুরও নিয়ে ফিরতে না পারতাম, তবুও আমি আনন্দিত হতাম। কিন্তু আল্লাহর কসম ! সমস্ত স্তূপ অবশিষ্ট রয়ে গেল। আমি বিশেষভাবে সেই স্তূপটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম, যেটার উপর রসূলুল্লাহ (স) বসেছিলেন। মনে হচ্ছিল তা হতে একটিও খেজুর কম হয়নি। ইমাম বুখারী বলেন, اغروا بي ("আগরুবি") শব্দের অর্থ উদ্বেলিত করল। যেমন فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء "আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার মনোভাব উদ্বেলিত করলাম।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১৪) বাক্যে উদ্বেলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অধ্যায়—৩২

كتاب الجهاد

(জিহাদের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ ও যুদ্ধাভিযানের (সারিয়্যা) ফযীলাত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ـ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ اِلٰى قَوْلِهٖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (التوبة - ١١١)

"জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ মুমিনদের প্রাণ ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে হত্যা করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাদের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আল্লাহর চাইতে বড় ওয়াদা পালনকারী আর কে হতে পারে ? অতএব (হে ঈমানদারগণ) তোমরা যে সওদা করেছ তাঁর সুসংবাদ গ্রহণ কর। এটাই হলো বড় সফলতা ..... এবং ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ দাও।"(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১-১১২)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হুদূদ (আল্লাহর নির্ধারিত সীমা) হচ্ছে "আনুগত্য"।

٢٥٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلٰى مِيْقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِىْ ـ

২৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! কোন্ কাজটি সবচাইতে ভাল ? তিনি (স) বলেন, নামায তাঁর নির্ধারিত সময়ে আদায় করা। আমি বললাম, তাঁরপর কোন্ কাজটি ভাল ? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সেবা করা। আমি আবারও বললাম, এরপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-কে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ করে থাকলাম। যদি আমি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তবে তিনি তাঁরও জবাব দিতেন।

٢٥٧٧-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

২৫৭৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (মক্কা) বিজয়ের পর (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরত নেই। এরপরে যা অব্যাহত আছে, তাহলো জিহাদ ও নিয়াত। যদি জিহাদের জন্য তোমাদেরকে আহবান করা হয়, তবে সাড়া দিও।

٢٥٧٨- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُرَى الْجِهَادَ اَفْضَلَ الْعَمَلِ اَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ لٰكِنَّ (لَكُنَّ) اَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ -

২৫৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা লক্ষ্য করছি জিহাদই সর্বোৎকৃষ্ট আমল, অতএব আমরা কি জিহাদে অংশগ্রহণ করব না ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, না ; বরং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হজ্জই (তোমাদের জন্য) উত্তম জিহাদ।

٢٥٧٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ قَالَ لاَ اَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيْعُ اِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلاَ تَفْتُرَ وَتَصُوْمَ وَلاَ تُفْطِرَ قَالَ وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِىْ طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ -

২৫৭৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন যা জিহাদের সমকক্ষ। তিনি জবাব দিলেন, না, এমন কোন কাজ নেই, যা জিহাদের সমকক্ষ হতে পারে। তবে হাঁ, মুজাহিদ দল যখন রওয়ানা হয়ে যাবে, তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও ; অবিরাম নামায আদায় করতে থাকো, ক্লান্তি বোধ করো না এবং ক্রমাগত রোযা রাখো, বিরতি দিও না। (এ কথা শুনে) লোকটি বললো, কে তা করতে সক্ষম ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মুজাহিদের ঘোড়া যখন রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঘাস খেতে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে, তখনও তাঁর জন্য নেকী বা কল্যাণ লিপিবদ্ধ হয়।

২-অনুচ্ছেদ ঃ মানবজাতির মধ্যে সেই মুমিন সর্বোত্তম, যে তার প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (الصف - ١٠)

"হে ঈমানদারগণ ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসায়ের সন্ধান বলে দেব যা তোমাদেরকে দোযখের কষ্টকর শাস্তি থেকে মুক্তি দান করবে ? তোমরা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো, আর আল্লাহর পথে প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ কর ----- এটাই বড় রকমের সফলতা –(সূরা আস সফ ঃ ১০-১২)।"

٢٥٨٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوْا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِىْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِى اللّٰهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ -

২৫৮০. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! সবচেয়ে ভাল মানুষ কে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে মুমিন আল্লাহর পথে তাঁর জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করে। লোকেরা বলল, এরপর কে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্টকারিতা থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য পাহাড়ের কোন নির্জন গুহায় অবস্থান করে।

٢٥٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُّجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِهِ بِاَنْ يَّتَوَفَّاهُ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ -

২৫৮১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, অবশ্যি আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর পথে সত্যিকার জিহাদকারী কে, এমন এক রোযাদাদের ন্যায় যে অবিরাম রোযা রাখে ও নামায আদায় করে। আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীর ব্যাপারে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন, অথবা গাযী (বিজয়ী) বানিয়ে নিরাপদে পুরস্কার (সওয়াব) অথবা গনীমতসহ ঘরে ফিরিয়ে আনবেন।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও পুরুষের জিহাদে অংশগ্রহণ ও শাহাদাতের মর্যাদালাভের জন্য দোআ করা। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে তোমার রসূলের শহরে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দান কর।

٢٥٨٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ عَلَى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ اُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِىْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ

الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحٰقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَا قَالَ الْاَوَّلَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِىْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ ـ

২৫৮২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-র বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। আর তিনি তাঁকে (বাড়ীতে গেলে) কিছু খেতে দিতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর স্ত্রী।[১] একদিন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ীতে গমন করলে তিনি তাঁকে আহার করানোর পর তাঁর মাথার উকুন বাছতে শুরু করলেন আর রসূলুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসির কারণ কি ? তিনি বললেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হলো। তাঁরা বাদশাহী জাঁকজমকে এই সমুদ্রের মাঝে জাহাজের আরোহী হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল অথবা বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। উম্মে হারাম (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জন্য দোআ করলেন। অতপর তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছু সময় পরে আবার হাসিমুখে জেগে উঠলেন। (উম্মে হারাম বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি কারণে হাসছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এইমাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার সম্মুখে পেশ করা হয়।---- তিনি ঠিক তেমন বললেন, যেমন তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মে হারাম (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আল্লাহর কাছে দোআ করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি প্রথম দলের মধ্যে আছ। অতপর তিনি (উম্মে হারাম) মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে জাহাজে সমুদ্রে যাত্রা করেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি জাহাজ থেকে অবতরণের সময় সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে ইন্তেকাল করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের মর্যাদা। (কুরআন মজিদে) বলা হয়েছে ঃ واذا سبيلى وهذه سبيلى এই আমার পথ এই আমার পথ। (কুরআন মজিদে আরো আছে) ঃ لهم درجات وهم درجات "তাঁরা মর্যাদা লাভ করবে, তাদের জন্য মর্যাদা রয়েছে।"

---

১. উম্মে হারাম বিনতে মিলহান রসূলুল্লাহ (স)-এর মুহরিমা (যাকে বিবাহ করা হারাম) ছিলেন। ইবনে আবদুল বারের মতে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর দুধ সম্পর্কের খালা ছিলেন।

٢٥٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلاَةَ وَ صَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ جَلَسَ فِىْ اَرْضِهِ الَّتِىْ وُلِدَفِيْهَا فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ نُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَاِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْاَلُوْهُ الْفِرْدَوْسَ فَاِنَّهُ اَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَ اَعْلَى الْجَنَّةِ اُرَاهُ (دَارَاهُ) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ اَنْهَارُ الْجَنَّةِ ـ

২৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং রোযা রাখে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা তাঁর জন্মভূমিতে চুপচাপ বসে থাকুক, তাকে জান্নাত দান করা আল্লাহর জন্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি এ সুসংবাদ অন্য লোকদেরকে জানাব না ? তিনি বললেন, আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য জান্নাতে এক শ'টি মর্যাদার স্তর তৈরী করে রেখেছেন। যে কোন দু'টি স্তরের মাঝখানে আসমান ও যমীনের ব্যবধান। কাজেই তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে ফেরদাউসের জন্য প্রার্থনা করো। কেননা সেটিই জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অংশ। এরই উপরিভাগে মহান করুণাময় আর-রাহমানের আরশ, যেখান থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।

٢٥٨٤- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ النَّبِىُّ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَصَعِدَابِىْ الشَّجَرَةَ فَاَدْخَلاَنِىْ دَارًا هِىَ اَحْسَنُ وَاَفْضَلُ لَمْ اَرَ قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهَا قَالاَ (قَالَ) اَمَّا هٰذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ ـ

২৫৮৪. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আজ রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে গাছে উঠল। অতপর তাঁরা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল, যার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি কখনও দেখিনি। অতপর তাঁরা উভয় আমাকে বলল, এই ঘরটি হলো শহীদদের ঘর।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে একটা সকাল ও একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা এবং জান্নাতে তোমাদের কারও জন্য ধনুকের জ্যা (দুই প্রান্ত) পরিমাণ স্থান।[২]

---

২. আল্লাহর পথে এত অল্প সময় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। ধনুকের জ্যা বলতে বুঝায় দুই প্রান্তের মধ্যস্থিত অর্ধ বৃত্তাকার জায়গাটুকু অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণ জায়গা।

٢٥٨٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে একটা সকাল অথবাএকটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

٢٥٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ وَقَالَ لَغَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ -

২৫৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ (সামান্য) জায়গা যে বিশাল এলাকা জুড়ে সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায় সে পরিমাণ জায়গার চাইতেও উত্তম। রসূলুল্লাহ (স) আরো বলেছেন, আল্লাহর পথে একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা, যে বিশাল অঞ্চল জুড়ে সূর্যের উদয়াস্ত ঘটে তাঁর চেয়েও উত্তম।

٢٥٨٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَفْضَلُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৭. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, একটি সন্ধ্যা ও একটি সকাল আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সমস্ত সম্পদ থেকে উত্তম।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ আয়ত-লোচনা হুর ও তাদের গুণাবলী। তাদের দর্শনে চক্ষু হতভম্ব হয়ে যাবে; তাদের চক্ষু তারা অতীব কৃষ্ণ এবং চক্ষু গোলক অতীব শুভ্র। زوجنا هم بحورعين **তাদেরকে (ঈমানদারদেরকে) আমি আয়ত-লোচনা হুরদের সাথে বিবাহ দিব।"**

٢٥٨٨- عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوْتُ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا اِلاَّ الشَّهِيْدُ لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فَاِنَّهٗ يَسُرُّهٗ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ مَرَّةً اُخْرٰى وَسَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ مَوْضِعُ قِيْدٍ يَعْنِىْ سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ اَنَّ اِمْرَاَةً مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَطَّلَعَتْ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ لَاَضَاءَتْ مَابَيْنَهُمَا وَلَمَلاَتْهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلٰى رَاْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

২৫৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, মৃত্যুর পরে দুনিয়ায় ফিরে আসতে আনন্দ পাবে, যে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছে, এমনকি তাকে দুনিয়া ও তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করা হলেও। কিন্তু শহীদগণ তাঁর ব্যতিক্রম, কেননা সে (বাস্তব ক্ষেত্রে) শাহাদাতের মর্যাদা দেখতে পারবে। সুতরাং সে দুনিয়ায় ফিরে এসে আর একবার (আল্লাহর পথে) প্রাণ দিতে আনন্দ অনুভব করবে। হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে নবী (স) থেকে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, অবশ্যি একটি সকাল অথবা একটি সন্ধ্যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা দুনিয়া ও এর সকল সম্পদের চেয়ে কল্যাণকর। জান্নাতে ধনুকের জ্যা পরিমাণ অথবা চাবুক রাখার পরিমাণ তোমাদের কারো জায়গা দুনিয়া ও তাঁর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। জান্নাতে বসবাসরত কোন নারী (হুর) যদি পৃথিবীর পানে উঁকি দিতো তবে গোটা জগতটা (তাঁর রূপের ছটায়) আলোকোজ্জল হয়ে উঠতো এবং সুগন্ধিতে আমোদিত হতো। জান্নাতবাসিনীদের (হুরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া ও তাঁর সম্পদ রাশির চেয়ে উত্তম।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ শাহাদাতের আকাঙ্খা করা।

٢٥٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلاَ اَنَّ رِجَالاً مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ تَطِيْبُ اَنْفُسُهُمْ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوْا (تَغْدُوْا) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيَا ثُمَّ اُقْتَلُ ـ

২৫৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ সেই পবিত্র সত্তার শপথ যাঁর মুঠোর মধ্যে আমার প্রাণ ! যদি কিছু সংখ্যক মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে পেছনে থেকে যাওয়া আদৌ পসন্দ করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তুও সরবরাহ করতে পারবো না বলে আশংকা না হতো, তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পেছনে থাকতাম না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত পসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে নিহত হয়ে যাই অতপর জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, অতপর আবার জীবন লাভ করি, আবার নিহত হই, পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় নিহত হই।

٢٥٩٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِىُّ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهٗ وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا اَنَّهُمْ عِنْدَنَا قَالَ اَيُّوْبُ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ

২৫৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। (মুতার যুদ্ধে সেনাদল পাঠানোর পর একদিন) রসূলুল্লাহ (স) খুতবা দিতে গিয়ে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু নিহত হলো। তারপর জাফর পতাকা ধারণ করলো, সেও নিহত হলো। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলো, কিন্তু সেও নিহত হলো। এরপর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ নেতা মনোনীত হওয়া ছাড়াই পতাকা ধারণ করলো এবং বিজয় লাভ করলো। নবী (স) আরো বললেন, তাঁরা (শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে) এই সময় আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক হতো না। অপর বর্ণনায় আছে, নবী (স) বলেছিলেন, তাদের নিকট (যারা শহীদ হয়েছে) শাহাদাতের মর্যাদা লাভ না করে—এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে অবস্থান আনন্দদায়ক হতো না। এই কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে সওয়ারী জন্তুর পিঠ থেকে পড়ে মারা গেলে সে তাদেরই (জিহাদকারীদের) অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ـ وَقَعَ وَجَبَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল, তার পুরস্কারের ভার আল্লাহর উপর।"

(সূরা আন নিসা ঃ ১০০)।

٢٥٩١-عَنْ اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنِّيْ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ مَا اَضْحَكَكَ قَالَ اُنَاسٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ يَرْكَبُوْنَ هٰذَا الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ قَالَتْ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ غَزِيًا اَوَّلُ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُوْنَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا مِنْ غَزْوِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَقُرِّبَتْ اِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ ـ

২৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে তাঁর খালা উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত ঃ উম্মে হারাম (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার নিকটবর্তী একটি জায়গায় ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি হাসিমুখে জেগে উঠলে আমি তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, বাদশাহদের মত সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় এই নীল সমুদ্রে (ভাসমান জাহাজের) আরোহী হিসেবে আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোককে এইমাত্র স্বপ্নে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হলো। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ

করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি তাঁর জন্য দোআ করলেন। দ্বিতীয়বার তিনি নিদ্রা গেলেন এবং পূর্বের মত করলেন। উম্মে হারামও পূর্বের মত জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বের মতই জবাব দান করলেন। উম্মে হারাম (রা) বললেন, আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।" তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলে থাকবে। মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে মুসলমানরা যখন প্রথমবারের মত নৌযোদ্ধা হিসেবে সমুদ্রপথে যুদ্ধযাত্রা করলো, তখন তিনিও (উম্মে হারাম) তাঁর স্বামী উবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে যাত্রা করলেন। এই যুদ্ধ থেকে তাঁরা (মুসলিমগণ) প্রত্যাবর্তন করে সিরিয়ায় (সমুদ্রতীরে) অবতরণ করলে উম্মে হারামের আরোহণের জন্য একটি সওয়ারী জন্তু আনা হলো। জন্তুটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দিলে তিনি মারা গেলেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত এবং বর্শাবিদ্ধ হলো (তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে)।

٢٥٩٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْوَامًا مِّنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ اِلٰى بَنِى عَامِرٍ فِىْ سَبْعِيْنَ فَلَمَّا قَدِمُوْا قَالَ لَهُمْ خَالِىْ اَتَقَدَّمُكُمْ فَاِنْ اَمَّنُوْنِىْ حَتّٰى اُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاِلاَّ كُنْتُمْ مِنِّىْ قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَاَمَّنُوْهُ فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اَوْمَؤُا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَاَنْفَذَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَالُوْا عَلٰى بَقِيَّةِ اَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ اِلاَّ رَجُلاً اَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامٌ فَاَرَاهُ اٰخَرَ مَعَهُ فَاَخْبَرَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ لَقُوْا رَبَّهُمْ فَرَضِىَ عَنْهُمْ وَاَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَاُ اَنْ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِى لُحْيَانَ وَبَنِىْ عُصَيَّةَ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ

২৫৯২. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বনী সুলাইমের ৭০জন লোকের একটা দলকে ইসলাম প্রচারের জন্য বনী আমের গোত্রে প্রেরণ করলেন। তাঁরা (বিরে মাউনা নামক কূপের) নিকট পৌঁছলে আমার মামা[৩] সকলকে বললেন, আমি প্রথমে তাদের কাছে যাই। যদি তাঁরা আমাকে নিরাপত্তা দান করে এবং আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট পৌঁছাতে পারি, তবে তো ভাল। অন্যথায় তোমরা তো নিকটেই অবস্থান করবে। অতএব তিনি অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং তাঁরা তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করলো। যখন তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী তাদের নিকট বর্ণনা করছিলেন, ঠিক সেই সময় তাঁরা (বনী আমের গোত্রের লোকজন) একটি লোককে ইশারা করলে সে তাঁকে বর্শাবিদ্ধ করে এপিঠ ওপিঠ করে দিলো। সেই সময় তিনি উচ্চারণ করলেন, আল্লাহু আকবার, কাবার প্রভুর

৩. তাঁর নাম হারাম ইবনে মিলহান (রা)।

শপথ ! আমি সফল হয়েছি। অতপর তাঁরা তাঁর অবশিষ্ট সঙ্গীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং জনৈক খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাইকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ে আরোহণ করেছিলো। বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন, আমার মনে হয়, আরো একজন লোক তাঁর সাথে ছিলো। নবী (স)-কে জিবরীল এসে খবর দিলেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং (পুরস্কৃত করে) তাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন। আনাস (রা) বলেন, (এরপর) আমরা কুরআনের মধ্যে এই বাক্যটি পাঠ করতাম ঃ "আমাদের কওমকে খবর পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরও সন্তুষ্ট করেছেন।" পরে (এ বাক্যটি) মানসুখ হয়ে যায়। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা ও বিরোধিতার কারণে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লিহ্য়ান এবং বনী উসায়্যাহ গোত্রের উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বদদোআ করেন।

٢٥٩٣- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ ـ

২৫৯৩. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর একটি আঙুল আঘাতে রক্তাক্ত হলে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ هل انت الا اصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت "তুমি তো একটি আঙুল ছাড়া আর কিছুই নও ; তুমি তো আল্লাহর পথেই রক্তাক্ত হয়েছো।"

১০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে আহত হয়।

٢٥٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ يُكَلَّمُ اَحَدٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلَّمُ فِىْ سَبِيْلِهٖ اِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ ـ

২৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ ! কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হলে, আল্লাহই ভাল করে জানেন কে সত্যিকার অর্থে তাঁর পথে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন সে আহত অবস্থায় তাজা রক্তসহ উপস্থিত হবে, আর তা থেকে মেশকের সুগন্ধি আসতে থাকবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا اِلاَّ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ـ

"(হে নবী) তুমি বলে দাও, তোমরা আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের (শাহাদাতের অথবা বিজয়) যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছ।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৫২) যুদ্ধ পানিপাত্রের মত (যুদ্ধে উত্থান-পতন অবধারিত, একদল বিজয়ী হলে অপর দল পরাজিত হয়)।

٢٥٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ سَاَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ فَزَعَمْتَ اَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُوَلٌ فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ ـ

২৫৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে জানিয়েছেন; হিরাকল (রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস) তাকে বলেছিলেন ঃ আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে [রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে] তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি ? তোমার ধারণা (তুমি জবাব দিলে) ঃ যুদ্ধের ফলাফল কখনো আমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাদের অনুকূলে। হিরাকল বললেন ঃ রসূলগণ এভাবেই পরীক্ষিত হয়ে থাকেন। কিন্তু পরিণাম তাদেরই অনুকূলে হয়।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً ـ (الاحزاب)

"মুমিনদের মধ্যে কতেকে আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রতীক্ষারত আছে। তাঁরা (নিজেদের) অংগীকার মোটেই পরিবর্তন করেনি।" (সূরা আহযাব ঃ ২৩)

٢٥٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ غَابَ عَمِّيْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِيْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِيْ اَصْحَابَهُ وَاَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ اِنِّيْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلاَّ اُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِيْ اَشْبَاهِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ وَقَالَ اِنَّ اُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

بِالْقِصَاصِ فَقَالَ اَنَسٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوْا بِالْاَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ -

২৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! মুশরিকদের সাথে আপনি প্রথম যে যুদ্ধটি করলেন তাতে আমি শরীক হতে পারিনি। যদি কোন সময় আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ দান করেন তবে তিনি দেখবেন, আমি কি (ভাবে যুদ্ধ) করি। অতপর যেদিন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হলো এবং মুসলমানরা ছত্রভংগ হয়ে পড়লো, তখন আনাস ইবনে নযর বলছিলেন, হে আল্লাহ ! এদের (অর্থাৎ রসূলের সাহাবীদের) কৃতকর্মের জন্য আমি তোমার কাছে অক্ষমতা প্রকাশ করছি ; আর ওদের অর্থাৎ মুশরিকদের কার্যকলাপের সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। অতপর তিনি অগ্রসর হলে সা'দ ইবনে মুআযের সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। সা'দকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআয, নযরের (আনাস ইবনে নযরের পিতা) প্রভুর কসম করে বলছি, এই মুহূর্তে জান্নাতই আমার একমাত্র কাম্য। আমি উহুদের দিক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি। পরবর্তীকালে সা'দ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল আনাস ইবনে নযর যেমনটি করেছে, আমি তো তেমনটি করতে সক্ষম হইনি। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি এবং তাঁর দেহে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আশিটিরও অধিক জখম দেখতে পেয়েছি। মুশরিকরা নাক, কান কেটে ও চোখ উপড়িয়ে তাঁর লাশকে বিকৃত করে ফেলার কারণে তাঁর বোন ব্যতীত কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। সে আঙুলের ডগা দেখে তাঁকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলো। আনাস (রা) বলেন, আমাদের ধারণা কুরআনের এই বাণীটি তাঁর ও তাঁর অনুরূপ লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ঃ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه "মুমিনদের মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" আনাস আরো বলেন যে, রুবাই নামক তাঁর এক বোন কোন এক মহিলার সামনের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) এ ব্যাপারে কিসাসের নির্দেশ প্রদান করলে আনাস (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ ! ওর দাঁত ভাঙতে দেয়া যাবে না। পরে বাদীপক্ষ কিসাসের দাবি ত্যাগ করে ক্ষতিপূরণ (আরশ) নিতে স্বীকৃত হলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর কিছু বান্দাহ এমন আছে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আল্লাহর নামে শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

٢٥٩٧- عَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِى الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ اٰيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْاَحْزَابِ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَلَمْ اَجِدْهَا اِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ الَّذِىْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ -

২৫৯৭. যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) বর্ণনা করেন, যখন আমি কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন জায়গা থেকে একত্র করে একটি মাসহাফে লিপিবদ্ধ করলাম তখন রসূলুল্লাহ (স)-কে পাঠ করতে শুনতাম সূরা আহযাবের এমন একটি আয়াত খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রা) ব্যতীত আর কারো কাছে পেলাম না। খুযাইমার একার সাক্ষ্যকে রসূলুল্লাহ (স) দু'জনের সাক্ষের সমান ঘোষণা করেছিলেন। কুরআনের উক্ত আয়াত হলো ঃ

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه

"মুমিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।"

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে অংশগ্রহণের পূর্বে নেক আমল করা। আবুদ দারদা (রা) বলেছেন, তোমাদের নেক আমল অনুসারে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে।[৪] আল্লাহর বাণী ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَمَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ ..... بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ .

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা করো না ? তোমরা যা (নিজেরা) করো না তা (অন্যকে) বলা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপসন্দনীয়। যারা সীসা নির্মিত প্রাচীরের মত সারিবদ্ধভাবে (সুশৃঙ্খল হয়ে) আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসেন।–(সূরা সফ ঃ ২-৪)

٢٥٩٨- عَنْ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ اَتَى النَّبِيَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيْدِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُ اَوْاُسْلِمُ قَالَ اَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَاَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَمِلَ قَلِيْلاً وَاُجِرَ كَثِيْرًا -

২৫৯৮. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। মুখমন্ডল লৌহবর্মে আবৃত অবস্থায় এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (প্রথমে) আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করব, না ইসলাম গ্রহণ করব ? তিনি বললেন, (প্রথমে) ইসলাম গ্রহণ কর, তাঁরপরে জিহাদে লিপ্ত হও। সুতরাং লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদে শরীক হল এবং নিহত হল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে অল্প কাজ করে বেশী পুরস্কার লাভ করল।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ অদৃশ্য তীরের আঘাতে যে ব্যক্তি নিহত হল।

٢٥٩٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ وَهِيَ اُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَلاَ تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ اَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَاِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَاِنْ كَانَ غَيْرَذٰلِكَ

৪. অন্যান্য নেক আমলের অনুপাত হিসেবে জিহাদের পুরস্কার দেয়া হবে। অর্থাৎ শুধু কোন একটি নেক কাজে একজন কতখানি অগ্রসর তা দেখা হবে না, বরং সামগ্রিক দিক থেকে তা বিচার করা হবে।

اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ قَالَ يَا اُمَّ حَارِثَةَ اِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ وَاِنَّ ابْنَكِ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى ـ

২৫৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ (রা)-র কন্যা এবং হারেসা ইবনে সুরাকার মাতা উম্মে রুবাই নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনি কি আমাকে হারেসা সম্পর্কে কিছু বলবেন না ? হারেসা (রা) বদর যুদ্ধে অদৃশ্য তীরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে (হারেসা) যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ করব ; অন্যথায় তাঁর জন্য অঝোর নয়নে কাঁদব। তিনি বললেন, হে হারেসার মা ! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে, আর তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাত ফেরদাউস লাভ করেছে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য যে লড়াই (জিহাদ) করে।

٢٦٠٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ فَمَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

২৬০০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বলল, এক ব্যক্তি গনীমাতের অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালের জন্য, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভের জন্য এবং এক ব্যক্তি তাঁর বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই (জিহাদে অংশগ্রহণ) করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে, সে-ই আল্লাহর পথে (জিহাদ করছে)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যার পদযুগল আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হল। আল্লাহর বাণী ঃ

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ..... اِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (التوبة ـ ١٢)

"মদীনা ও তাঁর আশেপাশের অধিবাসীদের জন্য সংগত নয় যে, তাঁরা আল্লাহর রসূলের (যখন যুদ্ধযাত্রা করেন) পেছনে থেকে যাবে----অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"–(সূরা তাওবা ঃ ১২০)

٢٦٠١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَبْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ـ

২৬০১. আবু আব্স আবদুর রহমান ইবনে জাব্র (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহর পথে কোন বান্দার পদদ্বয় ধূলিমলিন হলে তাকে (দোযখের) আগুন স্পর্শ করবে না।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে মাথায় লাগা ধূলাবালি ঝেড়ে ফেলা।

٢٦٠٢- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ائْتِيَا اَبَا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَاَتَيْنَاهُ وَهُوَ اَخُوْهُ فِيْ حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَاٰنَا جَاءَ فَاُجْتَبٰى وَجَلَسَ فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً وَكَانَ عَمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَنْ رَاسِهِ الْغُبَارَ وَقَالَ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوْهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ -

২৬০২. ইকরামা (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) তাকে ও আলী ইবনে আবদুল্লাহকে বললেন, তোমরা দু'জন আবু সাঈদের কাছে গমন করে তাঁর নিকট থেকে কিছু কথা শুন। কাজেই আমরা তাঁর নিকট গেলাম। সে সময় তিনি ও তাঁর ভাই তাদের বাগানে পানি সেচের কাজে লিপ্ত ছিলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি এগিয়ে আসলেন এবং দুই হাঁটু বুকের সাথে লাগিয়ে কাপড়ে আবৃত হয়ে বসে বললেন, আমরা একখানা করে মসজিদের (মসজিদে নববী) ইট বহন করছিলাম, আর আম্মার দু'খানা করে ইট বহন করেছিলেন। নবী (স) তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁর মাথার ধূলাবালি ঝেড়ে দিলেন এবং বললেন, আম্মারের জন্য আফসোস ! বিদ্রোহী দলটি তাকে হত্যা করবে। আম্মার তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে, পক্ষান্তরে তাঁরা আম্মারকে দোযখের দিকে আহবান করবে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের পর ধূলাবালি ধুয়ে ফেলা।

٢٦٠٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ وَقَدْ عَصَبَ رَاسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَعْتَ السِّلَاحَ فَوَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَيْنَ قَالَ هَاهُنَا وَاَوْمَا اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

২৬০৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন খন্দক যুদ্ধশেষে ফিরে এসে অস্ত্রশস্ত্র রেখে গোসল করে ধূলাবালি দূর করলেন, ঠিক তখন জিবরাঈল ধূলিমলিন কেশে হাজির হয়ে বললেন, আপনি অস্ত্র ত্যাগ করেছেন ! কিন্তু আল্লাহর শপথ ! আমি অস্ত্র ত্যাগ করিনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কোথায় যেতে হবে ? তিনি বনী কুরাইযার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এদিকে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাদের (বনী কুরাইযার) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ٥

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ - (ال عمران - ١٦٩-١٧١)

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা জীবিত। তাঁরা আল্লাহর কাছে রিয্ক বা নিয়ামত লাভ করছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত ------- আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদারদের পুরস্কার নষ্ট করেন না।"(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১)

আল্লাহর এই বাণী যাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মর্যাদার বর্ণনা।

٢٦٠٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَصْحَابَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ ثَلَاثِيْنَ غَدَاةً عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ قَالَ اَنَسٌ اُنْزِلَ فِى الَّذِيْنَ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْاٰنٌ قَرَاْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوْا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ -

২৬০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রেল, যাকওয়ান ও উসায়্যা গোত্রত্রয়ের উপর ত্রিশ দিন পর্যন্ত সকালে বদদোআ করেছিলেন, তাঁরা বিরে মাউনার নিকট সাহাবাদেরকে হত্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আনাস (রা) বলেন, বিরে মাউনার নিকট নিহত সাহাবাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা আমরা পাঠ করেছি। অতপর তা মানসূখ হয়ে যায়।[৫] সেই আয়াতটি হলো ঃ

بَلِّغُوا قَوْمَنَا اَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ

"আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

٢٦٠٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَآءَ فَقِيْلَ لِسُفْيَانَ مِنْ اٰخِرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ هٰذَا فِيْهِ -

২৬০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন সকালে কিছু সংখ্যক লোক শরাব পান করেছিল[৬] এবং যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা শাহাদাত বরণ করেছিল। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী)-কে জিজ্ঞেস করা হল, তাঁরা কি দিনের শেষ ভাগে শরাব পান করেছিল ? তিনি বললেন, এর মধ্যে তা (কোন তথ্য) নেই।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ শহীদের ওপর ফেরেশতাদের ছায়াদান।

---

৫. কুরআনের অংশ হিসেবে তাঁর তিলাওয়াত মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী কোন আয়াত বা হুকুম পরবর্তী কোন আয়াত বা হুকুম দ্বারা রহিত হলে পরিভাষায় তাকে নাসেখ-মানসূখ বলা হয়।

৬. উহুদ যুদ্ধের পর শরাব পান নিষিদ্ধ হয়।

٢٦٠٦- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ جِيءَ بِاَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ اَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (نَائِحَةٍ) فَقِيْلَ ابْنَةُ عَمْرٍو اَوْ اُخْتُ عَمْرٍو فَقَالَ لِمَ تَبْكِي اَوْ لاَ تَبْكِيْ مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِاَجْنِحَتِهَا قُلْتُ لِصَدَقَةَ اَفِيْهِ حَتَّى رُفِعَ قَالَ رُبَّمَا قَالَهُ ـ

২৬০৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের দিন যুদ্ধশেষে আমার আব্বার লাশ নবী (স)-এর নিকট এনে তাঁর সামনে রাখা হল। তাঁর লাশ বিকৃত করা হয়েছিল। আমি তাঁর চেহারা উন্মুক্ত করে দেখতে গেলে আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে নিষেধ করল। ইতিমধ্যে ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসলো। বলা হলো, আমরের কন্যা অথবা বোন কাঁদছে। নবী (স) বললেন, কাঁদছ কেন ? অথবা তিনি বলেছিলেন, কেঁদ না। ফেরেশতারা তাঁকে ডানা দ্বারা ছায়া দান করছে। (ইমাম বুখারী বলেন) আমি আমার (ওস্তাদ) সাদাকাহ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হাদীসে কি একথাও আছে যে, তাঁকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে ? তিনি (সাদাকাহ) জবাব দিলেন, জাবের (রা) কোন কোন সময় একথাও বলেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মুজাহিদের দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্খা।

٢٦٠٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا (بِمَا) يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ ـ

২৬০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে প্রবেশের পরে একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না, অথচ তাঁর জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নিয়ামত হিসেবে থাকবে। সে দুনিয়ায় ফিরে এসে দশবার শহীদী মৃত্যুবরণের আকাঙ্খা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ তীক্ষ্ণধার তরবারির নীচে জান্নাত। মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের প্রভুর পয়গাম সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হলো সে জান্নাতে চলে গেলো। উমার (রা) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের নিহতগণ জান্নাতবাসী এবং ওদের (কাফেরদের) নিহতরা কি দোযখবাসী নয় ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তাই।

٢٦٠٨- عَنْ سَالِمٍ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ـ

২৬০৮. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আজাদকৃত গোলাম ও কাতেব (সেক্রেটারী) সালেম আবুন নাদর বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) তাঁকে লিখেছিলেন যে, রসূলাল্লাহ (স) বলেছেন, জেনে রাখ, তরবারির ছায়া তলেই জান্নাত।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য সন্তান কামনা করে।

٢٦٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمٰنُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامَ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى مِائَةِ امْرَاَةٍ اَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاْتِىْ (تَاْتِىْ) بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَحْمِلْ (تَحْمِلْ) مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ -

২৬০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) বলেছিলেন আজ রাতে আমি একশ' অথবা নিরানব্বই জন স্ত্রীর নিকট গমন করব এবং তাদের প্রত্যেকে আল্লাহর পথে জিহাদকারী এক একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করবে। তাঁর একজন সাথী বললেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) কথাটি বললেন না। সুতরাং তাঁর একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কেউই গর্ভবতী হল না এবং সেও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করল। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যার হাতের মুঠিতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! তিনি যদি ইনশাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছা হলে) বলতেন, তাহলে তাঁর সকল স্ত্রীই গর্ভবতী হয়ে এমন সন্তান প্রসব করতো, যারা সবাই বীর মুজাহিদ হতো এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করতো।"

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে বীরত্ব ও ভীরুতা।

٢٦١٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ سَبَقَهُمْ عَلٰى فَرَسٍ وَقَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا -

২৬১০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী ও দানশীল ছিলেন। একদা কোন কারণে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সবার আগে আগে অগ্রসর হয়েছিলেন। পরে তিনি (ঘোড়া সম্পর্কে) মন্তব্য করলেন যে, এটি গভীর সমুদ্রের মত (দ্রুত গতিসম্পন্ন)।

٢٦١١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهٗ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهٗ مِنْ حُنَيْنٍ فَعَلَقَهُ (فَطَفِقَتْ) النَّاسُ يَسْئَلُوْنَهٗ حَتّٰى اَضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهٗ فَوَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ لَوْ كَانَ لِىْ عَدَدُ

هٰـذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (عَلَيْكُمْ) ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِي بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا ـ

২৬১১. জুবাইর ইবনে মুতঈম (রা) বলেন, হুনাইন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলেন। তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। ইতিমধ্যে কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমনকি তিনি একটি (বাবলা) গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাঁর গায়ের চাদর ছিনতাই হয়ে গেল। নবী (স) সেখানে থেমে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে ফিরিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এই কাঁটা বৃক্ষগুলির সমান সংখ্যক উট থাকত তাহলে আমি তোমাদের মাঝে তা বন্টন করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী বা ভীরু কাপুরুষ হিসেবে দেখতে না।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভীরুতা থেকে (আল্লাহর নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা।

٢٦١٢- عَنْ سَعْدٍ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ ـ

২৬১২. আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) বলেন, "শিক্ষক যেমন তাঁর ছাত্রদেরকে লেখা শিক্ষা দেন, তেমনি সা'দ তাঁর সন্তানদেরকে এ কথাগুলো শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন রসূলুল্লাহ (স) নামাযের পর এগুলো থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট ভীরুতা, বার্ধক্য, দুনিয়ার ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমর ইবনে মায়মূন বলেন, আমি মুসআবের নিকট হাদীস বর্ণনা করলে তিনি এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٦١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ

২৬১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। জীবিতকালীন বিপর্যয়, মৃত্যুকালীন বিপর্যয় এবং কবরের আযাবের বিপর্যয় থেকেও তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের চাক্ষুষ ঘটনাবলী বর্ণনা করা।

٢٦١٤- عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَمَا سَمِعْتُ اَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلاَّ اَنِّى سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ ـ

২৬১৪. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেন, আমি তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, সা'দ, মেকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু একমাত্র তালহা (রা) ব্যতীত কাউকেই রসূলুল্লাহ (স)-এর (যুদ্ধ সংক্রান্ত) বিষয়ে কিছু বর্ণনা করতে শুনিনি। তালহা (রা) উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে যোগদান ওয়াজিব এবং যে জিহাদ ও নিয়াত বাধ্যতামূলক। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ..... اِلٰى اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ ـ (التوبة ـ ٤١-٤٢)

"অভিযানে বেরিয়ে পড় হালকা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং আল্লাহর পথে সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হও তবে, এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আশুলাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফর সহজ হলে তাঁরা (মুনাফিকরা) তোমার সহগামী হত ------ আল্লাহ অবশ্য জানেন যে, তাঁরা মিথ্যাবাদী।"-(সূরা তাওবা ঃ ৪১-৪২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ..... فِىْ الْاٰخِرَةِ قَلِيْلٌ ـ (التوبه ـ ٣٨)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হচ্ছ ? কিন্তু আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী তো অতি নগণ্য।" (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, "ইনফিরু ছুবাতিন"[৭] -এর অর্থ হলো, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জিহাদের জন্য বের হও।

٢٦١٥- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا ـ

---

৭. 'ছুবাতুন' শব্দটি 'ছুবাত' এর বহুবচন। 'ছুবাত' শব্দটির অর্থ হলো ছোট ছোট দল। আধুনিক সামরিক পরিভাষায় যাকে প্লাটুন (Platoon) বলা হয়ে থাকে।

২৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, বিজয়ের পর হিজরত নেই[৮] (প্রয়োজন নেই)। এখন শুধু থাকবে জিহাদ এবং নিয়াত।[৯] সুতরাং যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হওয়ার আহবান জানান হবে, তখনই বের হয়ে পড়বে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কাফের কর্তৃক মুসলমানকে হত্যা করার পর ইসলাম গ্রহণ করা এবং ইসলামের উপর অবিচল থেকে আল্লাহর পথে নিহত হওয়া।

٢٦١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلاَنِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ -

২৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ হেসে স্বাগত জানাবেন। তাদের একজন অপরজনকে হত্যা করে উভয়েই জান্নাতবাসী হবে। একজন এ কারণে জান্নাতবাসী হবে যে, সে আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। অতপর হত্যাকারীর তওবা আল্লাহ কবুল করবেন[১০] এবং পরে সেও (ইসলাম গ্রহণ করে যুদ্ধে) শাহাদাত লাভ করবে।

٢٦١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْهِمْ لِىْ فَقَالَ بَعْضُ بَنِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تَسْهِمْ لَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ وَاَعْجَبًا لِوَبْرٍ تَدَلّٰى عَلَيْنَا مِنْ قَدُوْمِ ضَانٍ يَنْعِىْ عَلٰى قَتْلَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْرَمَهُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيَّ وَلَمْ يُهِنِّى عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَسْهَمَ لَهُ اَمْ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ -

২৬১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (স)-এর খায়বার অবস্থানকালেই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও (খায়বারের গনীমাতের) অংশ প্রদান করুন। কিন্তু সাঈদ ইবনুল আসের জনৈক পুত্র বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে কোন অংশ প্রদান করবেন না। আবু হুরাইরা (রা) বললেন, এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনুল আসের

---

৮. এর অর্থ এ নয় যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই আর হিজরত করা যাবে না। বরং প্রকৃত অর্থ এই যে, মক্কা বিজিত হওয়ার পর সেখান থেকে হিজরত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা আর অবশিষ্ট থাকল না। কারণ সেখানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং কুফরী শক্তি নির্মূল হয়েছে। ফলে এরা এখন মুসলমানদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করতে পারবে না যে, তাদেরকে হিজরত করে ঈমান ও প্রাণ রক্ষা করতে হবে। তবে সেখানে মুসলিমদেরকে দুর্বল হওয়ার কারণে অকথ্য নির্যাতনের স্বীকার হতে হচ্ছে, এমন সব জায়গা থেকে হিজরত করার অনুমতি তথা নির্দেশ প্রত্যেক যুগের জন্যই বহাল রয়েছে।

৯. অর্থাৎ যতদিন একটিও আল্লাহদ্রোহী শক্তি পৃথিবীতে থাকবে, ততদিনই জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বাধ্যবাধকতা থাকবে। কিন্তু সময় ও অবস্থা বিশেষ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় জিহাদের সুযোগ অনুপস্থিত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলিমের মনে জিহাদের সংকল্প থাকতে হবে, যাতে সুযোগ আসলেই তাতে অংশগ্রহণ করা যায়। হাদীসে নিয়্যাত বা সংকল্প বলতে এটাই বুঝান হয়েছে।

১০. অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ তাঁর অতীতের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে অতীতের সকল অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন বলে হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ "আল ইসলামু ইয়াহ্‌দিমু মা কানা কাবলাহা"– ইসলাম গ্রহণ পূর্ববর্তী সকল গোনাহকে ধ্বংস করে দেয়।

পুত্র বললো আশ্চর্য ! দান পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আগত ওয়াবরের (ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট লেজবিহীন প্রাণী, বড় ইঁদুর সদৃশ) সে আমাকে একজন মুসলমানকে হত্যার দায়ে দোষী করছে, যাকে আল্লাহ আমার উসীলায় সম্মানিত করেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করেননি।[১১] রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে গনীমাতের অংশ দিয়েছিলেন কিনা তা আমি জানি না।[১২]

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রোযার চাইতে জিহাদকে গুরুত্ব প্রদান করে।

٢٦١٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ يَصُوْمُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَجْلِ الْغَـزْوِ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَمْ اَرَهُ مُفْطِرًا اِلاَّ يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى -

২৬১৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য (নফল) রোযা রাখতেন না।[১৩] কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর থেকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা ব্যতীত তাঁকে কোনদিন আমি রোযাহীন অবস্থায় দেখিনি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে নিহত ব্যক্তি ব্যতীত আরও সাত প্রকার লোক শহীদ।

٢٦١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ اَلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৬১৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পাঁচ প্রকারের মৃত ব্যক্তি শহীদ বলে গণ্য হয় ঃ মহামারীতে মৃত ব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃত ব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি, ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করল সে ব্যক্তি।

٢٦٢٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ -

২৬২০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মহামারী হল শাহাদাত।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

---

১১. অর্থাৎ আমার হাতে নিহত হওয়ার কারণে সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ঐ সময় যদি আমি তাঁর হাতে নিহত হতাম, তাহলে কুফরীর অবস্থায় মারা যেতাম; যেটা আমার জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ হতো।

১২. এ হাদীসটি যে ক'জন বর্ণনাকারীর (রাবী) মাধ্যমে ইমাম বুখারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাদের মধ্যে সাহাবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে যিনি হাদীসটি শ্রবণ করেছেন তিনি হলেন আনবাসা ইবনে সাঈদ। তিনি বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) আবু হুরাইরাকে খায়বারের 'মালে গনীমাতের' অংশ প্রদান করেছিলেন কিনা তা আমি জানি না।

১৩. আবু তালহা (রা) যুদ্ধের কারণে রোযা রাখতেন না। এ কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমতঃ তিনি নফল রোযা পরিত্যাগ করতেন, ফরয রোযা নয়। কারণ রোযার কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে জিহাদের ময়দানে বীরত্ব সহকারে ইসলামের দুশমন শক্তির মুকাবিলা যথাযথভাবে করা যাবে না। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ ব্যাপদেশে নিজের জন্মভূমি থেকে বা আবাসস্থল থেকে বহু দূরে অবস্থানের কারণে তিনি সফরের হুকুমের আওতায় এসে যেতেন এবং এ কারণে রোযা রাখতেন না। মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রোযা না রাখার অনুমতি আছে। পরে অবশ্য তাকে তা আদায় করতে হবে। সুতরাং আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সময় জিহাদের জন্য রোযা রাখতেন না এ কথার অর্থ হল, দুরূহ্রাত্তে জিহাদে লিপ্ত থাকতেন ফলে রোযা রাখতেন না।

لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدُونَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدُونَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ..... غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ٩٥-٩٦)

"মুমিনদের মধ্যে যারা আল্লাহর পথে সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে এবং যারা অক্ষম না হয়েও ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না। সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জিহাদকারীদের আল্লাহ নির্লিপ্ত বসে থাকা মুমিনদের উপর মর্যাদা দান করেছেন------আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৯৫)

٢٦٢١- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ : لاَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتْ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ -

২৬২১. বারাআ (রা) বলেন, لايستوى القاعدون من المؤمنين আয়াতটি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (স) (ওহী লিপিবদ্ধকারী) যায়েদ (রা)-কে ডাকলেন। তিনি (কোন জন্তুর) কাঁধের একটি চওড়া হাড় নিয়ে আসলেন এবং তার উপর আয়াতটি লিপিবদ্ধ করলেন। ইবনে উম্মে মাকতূম তাঁর অন্ধত্বের অক্ষমতা প্রকাশ করলে القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৯৫) আয়াতটি নাযিল হল।[১৪]

٢٦٢٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِى ثُمَّ سُرِّىَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ -

---

১৪. ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) ছিলেন একজন অন্ধ সাহাবী। প্রথম যে আয়াতটি নাযিল হয় তাতে এ ধরনের অক্ষম ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্পষ্ট করে কোন নির্দেশ ছিল না। কিন্তু ইবনে উম্মে মাকতূমের মত অন্ধ লোকদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা বোধগম্য কারণেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করলে "গাইরুউলিদ-দারার" আয়াতাংশ নাযিল হয়ে যাতে বলা হয়েছে। এর দ্বারা অক্ষম ব্যক্তিদের সামরিক অভিযানে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

২৬২২. সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম এবং তার পাশে বসে পড়লাম। তিনি (মারওয়ান) আমাকে জানালেন যে, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে দিয়ে لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله "মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদ -----।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৯৫) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে দিয়ে আয়াতটি লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলেন। তিনি লিখছিলেন ঠিক সেই সময় অন্ধ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি জিহাদে সক্ষম হতাম তবে অবশ্যই জিহাদ করতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ মানুষ। আল্লাহ সেই সময় তাঁর রসূলের উপর غير اولى الضرر আয়াত নাযিল করেন। এই সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর উরু আমার উরুর ওপর রাখা ছিল এবং তা আমার নিকট এমন অসহনীয় ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমর উরুর হাড় ভেঙে যাবে বলে আশংকা করছিলাম। এ সময় আল্লাহ "গাইরুউলিদ-দারার" আয়াতাংশ নাযিল করলেন এবং উক্ত কষ্টকর অবস্থা দূরীভূত হলো।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ।

٢٦٢٣- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اَوْفَى كَتَبَ فَقَرَاْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا -

২৬২৩. সালেম আবুন নাছর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা আমি পাঠ করেছি ..... রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা যখন তাদের (শত্রুদের) মুকাবিলা করবে (জিহাদে লিপ্ত হবে) তখন ধৈর্য ধারণ করবে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ লড়াইয়ের (জিহাদের) জন্য উদ্বুদ্ধ করণ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

"হে নবী, ঈমানদারদেরকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধকরুন।"-সূরা আনফাল ঃ ৬৫।

٢٦٢٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْخَنْدَقِ فَاِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِىْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَاٰى مَابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا -

২৬২৪. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পরিখা (খন্দক) পরিদর্শনে বের হয়ে দেখতে পেলেন, শীতের সকালে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন করছেন। এ কাজ করার জন্য তাদের কোন দাস ছিল না। তাদেরকে ক্লান্ত ও ক্ষুধাক্লিষ্ট দেখে তিনি বললেন ঃ হে

আল্লাহ ! আখেরাতের জীবনের সুখ-সমৃদ্ধিই সত্যিকার সুখ-সমৃদ্ধি। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাঁরা সবাই (আনসার ও মুহাজিরগণ) এ কথার জবাবে বললেন ঃ যতদিন আমরা বেঁচে থাকব ততদিনের জন্য মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের শপথ গ্রহণ করেছি।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ পরিখা (খন্দক) খননের বর্ণনা।

٢٦٢٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَيَقُوْلُوْنَ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْاِسْلَامِ (الجِهَادِ) مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

وَالنَّبِىُّ ﷺ يُجِيْبُهُمْ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ-

২৬২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মুহাজির ও আনসারগণ মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করার সময় পিঠে করে মাটি বহন করতেছিলেন এবং এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ نحن الذين بايعوا محمدا + على الاسلام مابقينا ابدا (অর্থাৎ) আমরা যতদিন টিকে আছি, ততদিন ইসলামের জন্য মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ করেছি। আর নবী (স) তাদেরকে জবাব দিলেন এই কথা বলে ঃ

اللّٰهُمَّ اَنَّه لا خير الا خير الا خرة ' فبارك فى الانصار والمهاجرة-

(অর্থাৎ) হে আল্লাহ ! আখেরাতের কল্যাণ ব্যতীত প্রকৃত কল্যাণ আর কিছু নাই, তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে অফুরন্ত কল্যাণ দান কর।

٢٦٢٦- عَنِ الْبَرَاءِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْقُلُ وَيَقُوْلُ لَوْلَا اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا -

২৬২৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) মাটি বহন করছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! তোমার করুণা না হলে আমরা সত্যপথ প্রাপ্ত হতাম না।

٢٦٢٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ يَنْقُلُ التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ لَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلِ السَّكِيْنَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا اِنَّ الْاُلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا -

২৬২৭. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরিখা খননের সময় আমি নবী (স)-কে মাটি বহন করতে দেখেছি। মাটি লেগে তাঁর পেটের শুভ্রতা ঢাকা পড়েছিল। এ সময় তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! যদি তোমার করুণা না হতো, তাহলে আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হতাম না, দান-খয়রাত করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। অতএব আমাদের উপর

শান্তি নাযিল কর এবং যখন আমরা শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হই তখন আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। প্রথম এই লোকগুলোই (মক্কাবাসী কাফের যাদেরকে প্রথমেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল) আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোন ফেতনা সৃষ্টি করলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকব।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবন্ধকতার কারণে যে ব্যক্তি জিহাদে যেতে অক্ষম।

٢٦٢٨- عَنْ حُمَيْدٌ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৬২৮. হুমায়েদ (র) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেছি।

٢٦٢٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ فِىْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ اَقْوَامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَاسَلَكْنَا شَعْبًا وَلاَ وَادِيًا اِلاَّوَهُمْ مَعَنَا فِيْهِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ -

২৬২৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন একটি যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালীন বলেছিলেন ঃ কিছু লোক আমাদের পেছনে মদীনায় আছে। আমরা কোন গিরি সংকটই অতিক্রম করি বা কোন উপত্যকা অতিক্রম করি, সর্বাবস্থায় তাতে তারা আমাদের সাথে আছে। একমাত্র অক্ষমতাই তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ রোযা অবস্থায় আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মর্যাদা।

٢٦٣٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَعَّدَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا -

২৬৩০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে দোযখের আগুন থেকে সত্তর বছরের (পরিমাণ পথ) দূরত্বে রাখবেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে খরচ করার মর্যাদা।

٢٦٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ اَىْ فُلُ هَلُمَّ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَاكَ الَّذِى لاَ تَوٰى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّىْ لاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

২৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দু'টি জিনিস খরচ করে জান্নাতের প্রত্যেক দ্বাররক্ষী এক একটি দরজা থেকে তাকে আহবান জানাবে অর্থাৎ তারা বলবে, হে অমুক, এদিকে আস। একথা শুনে আবু বাক্‌র (রা) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! তাহলে ঐ ব্যক্তি তো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। নবী (স) বললেন, আমি আশা করি তুমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

٢٦٣٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّمَا اَخْشٰى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَايَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْاَرْضِ ثُمَّ ذَكَرَزَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَابِاِحْدَاهُمَا وَثَنّٰى بِالْاُخْرٰى فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ يَاتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّفَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِىُّ ﷺ قُلْنَا يُوْحٰى اِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَاَنَّ عَلٰى رُؤُسِهِمْ الطَّيْرَ ثُمَّ اِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءُ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ اٰنِفًا اَوْ خَيْرٌ هُوَ ثَلَاثًا اِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَاتِىْ اِلاَّ بِالْخَيْرِ وَاِنَّهُ كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَايَقْتُلُ حَبَطًا اَوْ يُلِمُّ كُلَّمَا اَكَلَتْ حَتّٰى اِذَا امْتَلَاَتْ (اِمْتَدَّتْ) خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَاِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ (وَابْنِ السَّبِيْلِ) وَمَنْ لَمْ يَخُذْهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْاٰكِلِ الَّذِىْ لاَ يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

২৬৩২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, পৃথিবীর যে কল্যাণের দরজা আমার পরে তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে সেটাকে আমি তোমাদের জন্য ভয়ের কারণ মনে করি। অতপর তিনি দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করলেন এবং বরকত ও নেয়ামত সম্পর্কে এক এক করে বর্ণনা করলেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! কল্যাণও কি অকল্যাণ ডেকে আনে ? নবী (স) নীরব থাকলেন। আমরা মনে মনে বললাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে রইল যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। এরপর তিনি মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছে বললেন, এখানকার সেই প্রশ্নকারী কোথায় ? তা কি কল্যাণ ? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। কল্যাণ কল্যাণ সহই আসে। বসন্তকালীন উদ্ভিদ কোন কোন সময় (পশুকে) ধ্বংস বা ধ্বংসপ্রায় করে দেয়। কিন্তু যে পশু ঐ ঘাস পরিমিত পরিমাণ খায়, অতপর রোদে শুয়ে জাবর কাটে এবং পায়খানা-পেশাব করে, তারপর আবার ঘাস খায় (ঐ পশুটির ক্ষতি হয় না)। পার্থিব এই সম্পদ সবুজ-শ্যামল ও সুস্বাদু (আকর্ষণীয়)। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুসলমানের সম্পদই উত্তম যে ন্যায়ত তা উপার্জন করেছে এবং তা জিহাদের জন্য আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীনের জন্য খরচ করে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করে সে এমন ভক্ষণকারীর ন্যায়, খেয়ে দেয়ে যার মোটেই তৃপ্তি হয় না। এবং তা কিয়ামতে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কোন সৈনিককে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে অথবা তার অনুপস্থিতিতে তার পরিজনদের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করে তার ফযীলাত।

٢٦٣٣- عَنْ زَيْدُ ابْنِ خَالِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا ـ

২৬৩৩. যায়েদ ইবনে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদকে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই যেন জিহাদে অংশগ্রহণ করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন মুজাহিদের অনুপস্থিতিতে তার পরিবার পরিজনকে উত্তমরূপে দেখাশোনা করে সেও যেন জিহাদ করল।

٢٦٣٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ اُمِّ سُلَيْمٍ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ اِنِّىْ اَرْحَمُهَا قُتِلَ اَخُوْهَا مَعِىَ -

২৬৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর স্ত্রীগণ বাদে মদীনাতে উম্মে সুলাইম (রা) ব্যতিরেকে আর কোন স্ত্রীলোকের ঘরে যাতায়াত করতেন না। এ ব্যাপারে তাঁকে (স) জিজ্ঞেস করা হলে তিনি (স) বললেন ঃ উম্মে সুলাইমের ভাই আমার সাথে জিহাদ ব্যাপদেশে শাহাদাত লাভ করেছে, এ কারণে তার প্রতি আমি করুণা প্রদর্শন করে থাকি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় হানূত (সুগন্ধি তৈল) ব্যবহার করা।

٢٦٣٥- عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ قَالَ وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ اَتٰى اَنَسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ يَاعَمِّ مَايَحْبِسُكَ اَنْ لاَ تَجِيْءَ قَالَ الْاٰنَ يَاابْنَ اَخِىْ وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِىْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِى الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ هٰكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتّٰى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَاهٰكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ مَا عَوَّدْتُمْ اَقْرَانَكُمْ -

২৬৩৫. মূসা ইবনে আনাস (রা) ইয়ামামার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) সাবেত ইবনে কায়েস (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন তাঁর উভয় উরু উন্মুক্ত করে সুগন্ধি (তৈল) মর্দন করছিলেন। তিনি (আনাস) বললেন, হে চাচাজান ! আপনার যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ কি ? তিনি জবাব দিলেন ঃ ভাতিজা ! আমি এখনই আসছি। এরপরও তিনি সুগন্ধি মালিশ করতে থাকলেন। অতপর তিনি এসে (কাতারে) বসলেন এরপর আনাস (রা) যুদ্ধক্ষেত্র হতে লোকের পালানোর বিষয় বর্ণনা করলেন। সাবেত (রা) বললেন, আমার জন্য পথ পরিষ্কার কর—শত্রুর মোকাবিলা করব। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে কখনো এরূপ করব না (পালাব না)। কি খারাপ অভ্যাসই না তোমাদের শত্রুদের নিকট থেকে রপ্ত করেছ।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচরের মর্যাদা।

٢٦٣٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَاتِيْنِىْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ -

২৬৩৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেনঃ কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পারে ? যুবাইর (রা) বললেন, আমি পারব। নবী (স) আবারও বললেন, আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পারে ? যুবাইর (রা) আবারও বললেন, আমি পারব। নবী (স) বললেন ঃ প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আর আমার হাওয়ারী (বিশেষ সাহায্যকারী) হল যুবাইর।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ গুপ্তচরকে কি একাকী পাঠাতে হবে ?

٢٦٣٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ قَالَ صَدَقَةُ اَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَاِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ -

২৬৩৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) লোকদেরকে ডাকলেন। সাদাকাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, আমার মনে হয় এটা পরিখার যুদ্ধের সময়ে হবে। যুবাইর (রা) তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তিনি লোকদেরকে আবার ডাকলেন। এবারও যুবাইর (রা) সাড়া দিলেন। নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্য বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আমার বিশেষ সাহায্যকারী হল যুবাইর ইবনুল আওয়াম।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ দু'জনের এক সঙ্গে ভ্রমণ।

٢٦٣٨- عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ (مَعْقُوْد) فَقَالَ لَنَا اَنَا وَصَاحِبٌ لِيْ اَذِنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمُّكُمَا اَكْبَرُكُمَا -

২৬৩৮. মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট থেকে বিদায় কালে তিনি আমাকে ও আমার এক সাথীকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আযান দিবে, ইকামাত বলবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।

٢٦٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৬৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে (অর্থাৎ ঘোড়ার মধ্যে) কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।

٢٦٤٠- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

২৬৪০. উরওয়া ইবনুল জা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত আছে।

٢٦٤١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَرَكَةُ فِىْ نَوَاصِى الْخَيْلِ -

২৬৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কল্যাণ ও বরকত দান করা হয়েছে।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ শাসক সৎকর্মশীল হোক বা অসৎকর্মশীল হোক তার নেতৃত্বে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেননা নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রেখে দেয়া হয়েছে।

٢٦٤٢- عَنْ عُرْوَةِ الْبَارِقِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ -

২৬৪২. উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (আখরাতের) পুরস্কার ও গনীমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ অর্থ)-ও তার মধ্যে শামিল।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ - (انفال - ٦٠)

"(হে মু'মিনগণ,) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের) মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখ যাতে তোমরা আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুদের শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত রাখতে পারো।"-(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

٢٦٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِيْمَانًا بِاللّٰهِ وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَاِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ (وَرَوْثَهُ) وَبَوْلَهُ فِىْ مِيْزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৬৪৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া পালন করবে, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির (নেকীর) পাল্লায় (আমলনামায়) ঐ ঘোড়ার খাদ্য, পানীয়, গোবর ও পেসাবের সমপরিমাণ (স্থাপন করা হবে) কল্যাণ দান করা হবে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়া ও গাধার নামকরণ।

٢٦٤٤- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَتَخَلَّفَ اَبُوْ قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ اَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ اَنْ

يَّرَاهُ فَلَمَّا رَاَوْهُ تَرَكُوْهُ حَتّٰى رَاٰهُ اَبُوْ قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ فَسَاَلَهُمْ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ ثُمَّ اَكَلَ فَاَكَلُوْا فَقَدِمُوْا (فَنَدِمُوْا) فَلَمَّا اَدْرَكُوْهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مَعَنَا رِجْلُهُ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَاَكَلَهَا ـ

২৬৪৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (একদা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হয়ে তার কিছু বন্ধুবান্ধবসহ পিছনে পড়ে যান। আবু কাতাদা ব্যতীত তারা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আবু কাতাদা দেখার পূর্বেই তার সংগীগণ একটা বন্য গাধা দেখতে পান এবং সেটাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু আবু কাতাদা (রা) গাধাটি দেখে সেটাকে শিকারের জন্য তার জারাদাহ নামক ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সংগীদেরকে চাবুকটি উঠিয়ে দিতে বললে তারা সবাই তা উঠিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে শিকার করে নিজে এবং তাঁর সংগীগণ সেটির গোশত খান। তাঁর সংগীগণ ইহরাম অবস্থায় এ কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মিলিত হলে (ঘটনা ব্যক্ত করলে) তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ গাধার কোন অংশ তোমাদের কাছে অবশিষ্ট আছে কি ? তারা বললেন ঃ হাঁ, সেটির একটি পা আছে। নবী (স) তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করলেন অতপর তা খেলেন।

٢٦٤٥- عَنْ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ ـ (قَالَ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْخَيْفُ)

২৬৪৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাগানে নবী (স)-এর "লুহাইফ" নামক একটা ঘোড়া থাকতো। কোন কোন রাবী সেটির 'লুখীফ' নাম বলেছেন।

٢٦٤٦- عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِيْ حَقَّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَاحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلَايُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَايُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا اُبَشِّرُبِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا (فَيَنْكُلُوْا) -

২৬৪৬. মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি "উফাইর" নামক একটি গাধার পিঠে নবী (স)-এর পিছনে বসেছিলাম। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে মুআয ! তুমি কি জান, বান্দার নিকট আল্লাহর হক (অধিকার) কি এবং আল্লাহর নিকট বান্দার হক (অধিকার) কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সমধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ

বান্দার নিকট আল্লাহর অধিকার হলো—বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর নিকট বান্দার অধিকার হলো—তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদান করবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি লোকদেরকে এ সুসংবাদটি জানাবো না ? তিনি বললেন ঃ না, তাহলে লোকেরা এর উপরই নির্ভর করে বসবে।

٢٦٤٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِيْنَةِ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحرًا -

২৬৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস ছড়িয়ে পড়লে নবী (স) আমাদের মানদূব নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে (গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং) বললেন, ভীতি ও ত্রাসের কারণ তো আমি কিছু দেখছি না। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার অশুভ লক্ষণ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়ে থাকে।

٢٦٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ -

২৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ ঘোড়া, নারী ও বাড়ী এই তিনটি জিনিসেই অশুভ লক্ষণ আছে।[১৫]

٢٦٤٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِي الْمَرْاَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ -

২৬৪৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন জিনিসে অশুভ লক্ষণ থাকলে তা নারী, ঘোড়া ও বাড়ীতেই থাকতো।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি কাজের জন্য ঘোড়া। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ - (النحل - ٨)

"ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে আল্লাহ তোমাদের সৌন্দর্য বর্ধন ও আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের অজানা অনুরূপ আরো অনেক সৃষ্টি করেন।" (সূরা আন নাহল ঃ ৮)

٢٦٥٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ : لِرَجُلٍ اَجْرٌ

---

১৫. হাদীসের অর্থ এই যে, এই তিনটি জিনিস অকল্যাণের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। যেমন ঃ ঘোড়া অবাধ্য হতে পারে বা মালিকের গর্বের কারণ হতে পারে। নারী চরিত্রহীনা ও অবাধ্য দীন ও ঈমানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হতে পারে। আর বাড়ীর স্থান অস্বাস্থ্যকর ও প্রতিবেশী অসৎ ও কলহপ্রিয় হতে পারে। এসব কারণে এই তিনটি জিনিসই মানুষের জন্য অকল্যাণকর হয়ে থাকে।

لِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّاالَّذِىْ لَهٗ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ فَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهٗ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا وَاٰثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهٗ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَالِكَ حَسَنَاتٍ لَهٗ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلَامِ فَهِىَ وِزْرٌ عَلٰى ذٰلِكَ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهٗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهٗ -

২৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিনটি উদ্দেশ্যে ঘোড়ার প্রতিপালন হতে পারে। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা পুরস্কারের মাধ্যম। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা আশ্রয় স্বরূপ। এক শ্রেণীর অধিকারীর জন্য তা গুনাহের উৎস। যে ব্যক্তি আল্লাহর (পথে জিহাদের) উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, চারণক্ষেত্রে বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে তা বেঁধে দেয় এবং ঘোড়াটি বাঁধা অবস্থায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে ঘুরেফিরে ঘাস খায় তার জন্য তাকে কল্যাণ দান করা হয়। ঘোড়াটি যদি তার দীর্ঘ রশি ছিন্ন করে লাফ দিয়ে একটি বা দু'টি টিলা অতিক্রম করে তবে তার গোবর ও বিচরণের পদক্ষেপসমূহের বিনিময়েও পালনকারীর জন্য কল্যাণ রয়েছে। ঘোড়াটি যদি কোন নদী অতিক্রম করে তার পানি পান করে, অথচ তার মালিক তাকে পানি পান করানোর সংকল্প করে নাই, তবে তাতেও মালিকের জন্য ছওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে। যে ব্যক্তি অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা ও ইসলামের অনুসারীদের সাথে শত্রুতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, তার জন্য তা গুনাহের উৎস হয়। রসূলুল্লাহ (স)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন ঃ আমার প্রতি এ ব্যাপারে অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক নিম্নোক্ত আয়াতটি ব্যতীত আর কিছু অবতীর্ণ হয়নি ঃ "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ কল্যাণকর কাজ করবে তার সুফল সে অবশ্যই দেখতে পাবে এবং যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে তার কুফলও সে দেখতে পাবে।"(সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে অপরের জন্তুকে পিটায় (আরোহীর সাহায্যার্থে)।

٢٦٥١- عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ قَالَ اَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ فَقُلْتُ لَهٗ حَدِّثْنِى بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهٗ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ قَالَ اَبُوْ عَقِيْلٍ لاَ اَدْرِىْ غَزْوَةً اَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا اَنْ اَقْبَلْنَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَتَعَجَّلَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَلْيُعَجِّلْ قَالَ جَابِرٌ فَاَقْبَلْنَا وَاَنَا عَلٰى جَمَلٍ لِىْ

اَرْمَكَ لَيْسَ فِيْهِ شِيَةٌ وَالنَّاسُ خَلْفِيْ فَبَيْنَا اَنَا كَذٰلِكَ اِذْ قَامَ عَلَيَّ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ يَاجَابِرُ اسْتَمْسِكْ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ اَتَبِيْعُ الْجَمَلَ قُلْتُ نَعَمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فِيْ طَوَائِفِ اَصْحَابِهِ فَدَخَلْتُ اِلَيْهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِيْ نَاحِيَةِ الْبَلاَطِ فَقُلْتُ لَهُ هٰذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُوْلُ الْجَمَلُ جَمَلُنَا فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَعْطُوْهَا جَابِرًا ثُمَّ قَالَ اسْتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ ـ

২৬৫১. আবুল মুতাওয়াক্কিল আন-নাজী (রা) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা শুনেছেন তা থেকে আমাকে কিছু বলুন। জাবের (রা) বললেন, তাঁর (স) কোন এক সফরে আমি তাঁর সফরসংগী ছিলাম। আবু আকীল বলেন, সেটা জিহাদের না উমরার সফর ছিল তা আমার জানা নেই। আমরা যখন (এই সফর থেকে) প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা সত্বর পরিবার-পরিজনদের সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী, তারা যেন দ্রুত চলে। জাবের (রা) বলেন, আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম এবং আমি আমার লাল-কালো বর্ণ মিশ্রিত শরীরে দাগবিহীন উটের উপর সওয়ার হয়ে চলছিলাম। অন্য লোকেরা আমার পেছনে পেছনে চলছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমার উটটি (ক্লান্ত হয়ে) থেমে পড়লে নবী (স) আমাকে বললেন ঃ হে জাবের ! থাম। অতপর তিনি চাবুক দিয়ে আমার উটটিকে একবার মারলে তা দ্রুত চলতে শুরু করলো। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উটটি বিক্রি করবে ? আমি বললাম, হাঁ। অতপর মদীনায় পৌঁছলে নবী (স) তাঁর সাহাবীদেরসহ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমিও উটটিকে মসজিদের দরজায় পাথরের স্তুপের সাথে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম এবং বললাম, এই আপনার উট। তখন তিনি বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে উটটিকে পরখ করতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, উটটি আমাদেরই। অতপর তিনি কয়েক আওয়াক স্বর্ণসহ (লোকের মাধ্যমে) বলে পাঠালেন যে, এগুলো জাবেরকে প্রদান করবে। অতপর তিনি (এক সময়) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি (উটের) পূরো মূল্য পেয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, (এখন) মূল্য ও উট দু'টোই তোমার।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ অবাধ্য পশু ও মর্দা ঘোড়ায় আরোহণ করা। রাশেদ ইবনে সা'দ বলেন, আগেকার মুসলিমগণ (সালাফ) নর পশুর পিঠে আরোহণ করতে ভাল বাসতেন। কেননা এই শ্রেণীর পশু অত্যন্ত দ্রুতগামী ও সাহসী হয়ে থাকে।

٢٦٥٢- عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ مَنْدُوْبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ

২৬৫২. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, একদা মদীনায় ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি হলে নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর "মানদূব" নামক ঘোড়াটি চেয়ে নিয়ে তার পিঠে আরোহণ করেন। (গোটা মদীনা টহল দেয়ার) পরে বললেন, কই, কোন ভীতি বা ত্রাসের কারণ তো খুঁজে পেলাম না। অবশ্য ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় (দ্রুতগামী) পেলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে ঘোড়ার অংশ। (ইমাম) মালেক (র) বলেছেন, সাধারণভাবে সব রকমের ঘোড়া এবং অনারব ঘোড়ার জন্য অংশ প্রদান করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا - (النحل - ٨)

"ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাকে আল্লাহ তোমাদের আরোহণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" –(সূরা আন নাহল ঃ ৮) প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক ঘোড়ার অংশের অধিক দেয়া হবে না।

٢٦٥٣– عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا -

২৬৫৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মালে ঘোড়ার জন্য দু'ভাগ এবং ঘোড়ার আরোহীর জন্য এক ভাগ নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে অন্যের সওয়ারী জন্তুকে পরিচালনা করা।

٢٦٥٤– عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَزِبٍ اَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ اِنَّ هَوَازِنَ كَانُوْا قَوْمًا رُمَاةً وَّ اِنَّا لَمَّا لَقِيْنَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوْا فَاَقْبَلَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُوْنَا بِالسِّهَامِ فَاَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَفِرَّ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ وَ اِنَّهُ لَعَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

২৬৫৪. আবু ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা' ইবনে আজেব (রা)-কে বললো, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-কে (একাকী) ফেলে পলায়ন করেছিলেন ? বারা' ইবনে আজেব (রা) বললেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদেরকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করলে মুসলমানগণ গনীমতের সম্পদ আহরণে এগিয়ে আসল। ঠিক এই সময় তারা (হাওয়াযিন) তীর বর্ষণ করে আমাদেরকে আক্রমণ করে বসলো। (আমরা পলায়ন করলেও) কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি বরং আমি তাঁকে তাঁর সাদা খচ্চরটির

উপর (অনড় অবস্থায়) দেখেছি। আবু সুফিয়ান তাঁর (স) সওয়ারীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি অবশ্যই নবী এ ব্যাপারে কোন মিথ্যার অবকাশ নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত নেতার) বংশধর।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সওয়ারী জন্তুর রেকাব এবং জ্বিনের বর্ণনা।

٢٦٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَدْخَلَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً اَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِى الْحُلَيْفَةِ -

২৬৫৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সওয়ার হয়ে রেকাবে পা রাখার পরে উট তাঁকে নিয়ে দাঁড়ালে তিনি মসজিদে যুলহুলাইফার নিকট থেকে তালবিয়া পাঠ শুরু করতেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে আরোহণ।

٢٦٥٦- عَنْ اَنَسٍ اسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عَلٰى فَرَسٍ عُرْىٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِى عُنُقِهِ سَيْفٌ -

২৬৫৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাঁধে ঝুলন্ত তলোয়ার নিয়ে একটি জ্বিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের নিকট এলেন।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ মন্থর গতি সম্পন্ন ঘোড়া।

-٢٦٥٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ فَزِعُوْا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ اَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ لاَ يُجَارٰى -

২৬৫৬ (ক). আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। একবার মদীনার অধিবাসীগণ (কোন কারণে) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী (স) আবু তালহা (রা)-এর ধীরগতি সম্পন্ন ঘোড়ায় চড়লেন। তিনি (গোটা মদীনা পরিদর্শন করে) ফিরে এসে বললেন ঃ তোমাদের এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম। (আনাস বলেন) এরপরে ঐ ঘোড়াটিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় আর কোন ঘোড়াই পশ্চাতে ফেলে যেতে পারতো না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠান।

٢٦٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَجْرَى النَّبِيُّ ﷺ مَا ضُمِّرَ مِنَ الْخَيْلِ مِنَ الْحَفْيَاءِ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَاَجْرَى مَالَمْ يُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ اَجْرٰى قَالَ سُفْيَانُ بَيْنَ الْحَفْيَاءِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ اَمْيَالٍ اَوْ سِتَّةٌ وَبَيْنَ ثَنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ -

২৬৫৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের এবং সানিয়্যাহ থেকে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, আমিও এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সুফিয়ান বলেন, হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদার দূরত্ব পাঁচ কিংবা ছয় মাইল এবং সানিয়্যা থেকে বনী যুরাইকের মসজিদের দূরত্ব এক মাইল।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিযোগিতার জন্য ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান।

٢٦٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ لَمْ تُضَمَّرْ وَكَانَ اَمَدُهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلٰى مَسْجِدِ بَنِىْ زُرَيْقٍ وَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَمَدًا غَايَةً فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ ـ

২৬৫৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এজন্য সীমানা নির্ধারণ করেছিলেন সানিয়্যা থেকে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত "আমাদান" শব্দের অর্থ "গায়াতান"। যেমন কুরআনের আয়াত "ফাতালা আলাইহিমুল আমাদ"—তাদের উপর দিয়ে বহুকাল অতিবাহিত হল। (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬) এর মধ্যে যে "আমাদ" শব্দটি আছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য সীমা নির্ধারণ।

٢٦٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَابَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِىْ قَدْ اُضْمِرَتْ فَاَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ اَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ لِمُوْسٰى فَكَمْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ سِتَّةُ اَمْيَالٍ اَوْ سَبْعَةٌ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضَمَّرْ فَاَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَ كَانَ اَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِىْ زُرَيْقٍ قُلْتُ فَكَمْ بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِيْلٌ اَوْ نَحْوُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيْهَا ـ

২৬৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) হাফইয়া থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি মূসাকে এ দু'টি জায়গার মধ্যকার দূরত্ব কত জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছয় অথবা সাত মাইল। তিনি (স) প্রশিক্ষণবিহীন ঘোড়াসমূহেরও দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন এবং এগুলোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা থেকে প্রেরণ করে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত সীমা নির্ধারণ করেছেন। (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দু'টি জায়গার মাঝে দূরত্ব কত ? তিনি

(মূসা) বলেন, এক মাইল বা অনুরূপ দূরত্ব হবে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে উমার (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উষ্ট্রী। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উসামা (রা)-কে তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর পিঠে পেছনে বসান। মিসওয়ার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, তাঁর উষ্ট্রী কাসওয়া তাঁকে নিয়ে কোন দিন অবাধ্য হয় নাই।

٢٦٦٠- عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهَا الْعَضْبَاءُ ـ

২৬৬০. হুমাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স)-এর উষ্ট্রীকে "আদবাউ" বলে ডাকা হতো।

٢٦٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لاَ تُسْبَقُ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ لاَ تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلٰى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ وَضَعَهُ طَوَّلَهُ مُوْسٰى عَنْ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ـ

২৬৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর "আদবাউ" নামক একটি উষ্ট্রী ছিলো। দৌড় প্রতিযোগিতায় এটাকে পরাস্ত করা যেত না। এক সময়ে এক বেদুইন ছয় বছর বয়স্ক একটি উটের পিঠে চড়ে আগমন করলো এবং দৌড় প্রতিযোগিতায় "আদবাউ"কে পশ্চাতে ফেলে চলে গেলো। এটা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক মনে হলো। এমনকি তিনি (স) তা উপলব্ধি করতে পেরে বললেন, পৃথিবীতে যে জিনিসই বেড়ে যায় তাকে অবদমিত করার অধিকারও আল্লাহর আছে।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর শ্বেত খচ্চর। আনাস (রা) একথা বলেছেন। আবু হুমাইদ (রা) বলেন, আয়লা রাজ নবী (স)-কে একটি শ্বেত খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন।

٢٦٦٢- عَنْ اَبِيْ اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ اِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً ـ

২৬৬২. আবু ইসহাক (রা) বলেন, আমি আমর ইবনুল হারিস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স) তাঁর ইন্তেকালের সময় তাঁর সাদা খচ্চরটি, কিছু যুদ্ধসরঞ্জাম এবং সাদকার উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমি ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।

٢٦٦٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عُمَارَةَ وَ لَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ وَلٰكِنْ وَلّٰى سَرَعَانُ النَّاسِ فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيُّ

عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَاَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذٌ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

২৬৬৩. বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আবু উমারাহ আপনারা কি হুনাইনের (যুদ্ধের) দিন পলায়ন করেছিলেন ? তিনি বললেন ঃ না, আল্লাহর কসম ! নবী (স) কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি বরং তাড়াহুড়া প্রবণ (অস্থিরচিত্ত) কিছু লোক পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছিল। হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা তাদেরকে তীরের দ্বারা আক্রমণ করেছিল। তখন নবী (স) তাঁর সাদা খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস সেটির লাগাম ধরা ছিলেন। আর নবী (স) বলছিলেন ঃ আমি যে নবী এতে কোন অসত্য নেই। আমি আবদুল মুত্তালিবের (মত আরবের খ্যাতিমান নেতার) বংশধর।[১৬]

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ ।

٢٦٦٤- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتِ اسْتَاْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ -

২৬৬৪. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট জিহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য হজ্জ করাই হলো জিহাদ।

٢٦٦٥- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سَاَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجِهَادِ فَقَالَ نِعْمَ الْجِهَادُ الْحَجُّ -

২৬৬৫. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর নিকট জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন ঃ (তোমাদের) সর্বত্তোম জিহাদ হলো হজ্জ।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নৌযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ।

٢٦٦٦- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلٰى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَاَ عِنْدَهَا ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ الْاَخْضَرَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ اَوْ مِمَّ

১৬. বাহ্যত নবী (স)-এর কথায় এখানে অহংকার ও বংশমর্যাদার গর্ব প্রকাশ পাচ্ছে। অথচ বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, তিনি অহংকার ও বংশ মর্যাদার বড়াইকে অতীব ঘৃণার চোখে দেখতেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর ঐসব বাণী সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে এই জাতীয় বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা একটি সূক্ষ্ম কৌশল এবং তা সম্পূর্ণরূপে বৈধ।

ذٰلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَ لَسْتِ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ قَالَ قَالَ اَنَسٌ فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةُ بْنَ الصَّامِتِ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةَ فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَقَصَتْ بِهَا فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ ـ

২৬৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (স) (উম্মে হারাম) বিনতে মিলহানের নিকট গমন করলেন এবং সেখানে তিনি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তারপর (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি (স) জবাব দিলেন, (আমি দেখতে পেলাম) আমার উম্মাতের কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) সবুজ সমুদ্রে (ভূমধ্য সাগর) (জাহাজে) আরোহণ করবে। তাদের দৃশ্য যেন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহের মত। তিনি (বিনতে মিলহান) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার জন্য দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তিনি পুনরায় ঘুমালেন এবং (জাগ্রত হয়ে) হাসলেন। তিনি (বিনতে মিলহান) আবার তাঁকে (স)-কে পূর্ববৎ হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও (স) পূর্বের মতই জবাব দিলেন। তিনি বললেন, আপনি দোআ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি পরবর্তী দলে না হয়ে বরং সর্বপ্রথম দলেরই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেছেন, অতপর তিনি উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কারাযার কন্যার[১৭] সাথে (নৌযুদ্ধে) সমুদ্র যাত্রা করেন। অতপর প্রত্যাবর্তন করে যখন তিনি তাঁর (জন্য আনীত) সওয়ারীতে আরোহণ করেন, জন্তুটি তাঁকে ফেলে দিলে তাঁর ঘাড় মটকে যায় এবং ইন্তেকাল করেন।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মধ্যে কোন একজনকে সঙ্গে নিয়ে কোন ব্যক্তির জিহাদে গমন।

٢٦٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَاَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاَقْرَعَ بَيْنَنَا فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِى فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ ـ

২৬৬৭. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করলে তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (একজনকে সাথে নেয়ার জন্য তাকে) বাছাই করার উদ্দেশ্যে লটারী করতেন এবং এতে

---

১৭. কারাযার কন্যা হলেন মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী ফাখতাহ। মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের সময়ই সর্বপ্রথম মুসলমানরা নৌযুদ্ধের জন্য নৌবহর গঠন করেন এবং নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই নৌবহর ভূমধ্য সাগর এলাকায় অবস্থানরত ছিলো। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা) মুসলিম নৌবাহিনীর সর্বপ্রথম দলের সহগামী হয়ে নৌযুদ্ধে গমন করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর জন্য আরোহণের পশু আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং ঘাড় ভেঙ্গে গেলে ইন্তেকাল করেন।

যার নাম উঠতো তাকেই (নিয়ম মাফিক) সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কোন এক যুদ্ধে এভাবে লটারী করলে আমার নাম উঠলো এবং আমি তাঁর সাথে গেলাম। এটা পর্দার নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জিহাদ এবং পুরুষদের সাথে একত্রে তাদের যুদ্ধ করা।

٢٦٦٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَ لَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ اُمَّ سُلَيْمٍ وَ اِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقُلاَنِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ -

২৬৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদের (জিহাদের) দিন কিছু লোক যখন নবী (স)-কে ফেলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল তখন আমি দেখলাম, আবু বাকর (রা) তনয়া আয়েশা (রা) ও উম্মে সুলাইম (রা) তাদের পরিধেয় বস্ত্র গুটাচ্ছেন যে জন্য তাদের পায়ের পরিধেয় মল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো।[১৮] এই অবস্থায় তাঁরা উভয়ে পানি ভর্তি মশক পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে লোকদের মুখে তা ঢেলে দিচ্ছেন এবং মশক খালি হয়ে গেলে পুনরায় ভর্তি করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে পুরুষদের জন্য নারীদের মশক ভর্তি করে পানি বহন করা।

٢٦٦٩- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنُ اَبِىْ مَالِكٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوْطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيْنَةِ فَبَقِىَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلَّتِىْ عِنْدَكَ يُرِيْدُوْنَ اُمَّ كُلْثُوْمٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ اُمُّ سَلِيْطٍ اَحَقُّ وَ اُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ نِسَاءِ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عُمَرُ فَاِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ اُحُدٍ - قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ تَزْفِرُ تَخِيْطُ -

২৬৬৯. ছালাবা ইবনে আবু মালেক (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মদীনার মহিলাদের কতেকের মধ্যে কিছু রেশমী অথবা পশমী চাদর (কাপড়ের থান) বন্টন করলেন। সবশেষে একখানা মূল্যবান চাদর অবশিষ্ট থাকলে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, হে আমীরুল মুমিনীন ! রসূলুল্লাহ (স)-এর নাতনী এবং আপনার স্ত্রী অর্থাৎ আলীর (রা) কন্যা উম্মে কুলসূমকে আপনি এ চাদরখানা প্রদান করুন। উমার (রা) বললেন, উম্মে সালীত (রা)-ই এর বড় হকদার। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণকারিণী আনসার মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উমার (রা) বলেন, তিনি (উম্মে সালীত) উহুদের যুদ্ধের দিন মশক ভর্তি করে আমাদের জন্য পানি বহন করেছেন।

---

১৮. উম্মে সুলাইম (রা) আনাস (রা)-এর মা। আর এটা ছিল পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা -(ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৭১৯)। জরুরী অবস্থায় এরূপ করার অবকাশ আছে।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবায় নারীদের ভূমিকা।

٢٦٧٠- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحٰى وَ نَرُدُّ الْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৬৭০. মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) যুদ্ধের ময়দানে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা লোকদেরকে পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-যত্ন করতাম এবং নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের দ্বারা আহত ও নিহতদের (মদীনায়) ফেরত পাঠানো।

٢٦٧١- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَسْقِي الْقَوْمَ نَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْجَرْحٰى وَالْقَتْلٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

২৬৭১. মুআওবিযের কন্যা রুবাই (রা) বলেন, আমরা (নারীরা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে অংশগহণ করে লোকদেরকে পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-যত্ন করতাম এবং আহত ও নিহতদেরকে (মদীনায়) ফেরত পাঠাতাম।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ শরীর হতে তীর (টেনে) বের করা।

٢٦٧٢- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ رُمِيَ اَبُوْ عَامِرٍ فِيْ رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ قَالَ انْزِعْ هٰذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِيْ عَامِرٍ -

২৬৭২. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (কোন যুদ্ধে) আবু আমরের হাঁটুতে তীর বিদ্ধ হলে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এই তীরটি (আমার শরীর থেকে) টেনে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করলে (তীরবিদ্ধ জায়গা থেকে) পানির মত রস ক্ষরণ হতে থাকলো। (আবু মূসা বলেন,) এরপর আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এটা জানালে তিনি বললেন, হে আল্লাহ ! উবায়েদ আবু আমেরকে ক্ষমা করে দাও।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে পাহারাদান।

٢٦٧٣- عَنْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ سَهِرَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ اَصْحَابِيْ صَالِحًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ اِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاَحٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَنَا سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ جِئْتُ لِاَحْرُسَكَ وَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ

২৬৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবীআ (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক রাত রসূলুল্লাহ (স) পাহারায় কাটালেন। অতপর মদীনায় পৌঁছে

তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কোন সৎব্যক্তি যদি আমাকে পাহারা দান করতো, তাহলে কতই না ভাল হতো ! এমনি সময় আমরা অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পেলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? লোকটি বললেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস। আজ রাতে আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্য এসেছি। এরপর নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٦٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَ اِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعْهُ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ وَ زَادَنَا عَمْرٌو قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ وَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَ انْتَكَسَ .

وَاِذَاشِيْكَ فَلاَ انْتَقَشَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنِ اسْتَاذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ـ

২৬৭৪. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোশাক পরিচ্ছদের যারা দাস তাদের জন্য ধ্বংস। তাকে দেয়া হলে সে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। দীনার, দিরহাম ও উত্তম পোশাকের দাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয় এবং না দেয়া হলে ক্রুদ্ধ হয়। এর ধ্বংস হবে, অধঃপতিত হবে এবং তাদের পায়ে কন্টক বিদ্ধ হলে তা খুলে দেয়ার লোক পর্যন্ত হবে না। ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে দু'টি ধূলী ধুসরিত পদে, ধূলামলিন কেশে হলেও জিহাদের জন্য ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত থাকে। তাকে পাহারার কাজে সৈন্যদলের সম্মুখভাগে বা পশ্চাতভাগে যেখানেই নিয়োজিত করা হয় সে সেখানেই সন্তুষ্ট মনে নিয়োজিত থেকে পাহারার কাজ করে যায়। সে যদি কারো সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চায় তবে তাকে সাক্ষাতের অনুমতিও প্রদান করা হয় না এবং সে যদি কোন বিষয়ে সুপারিশ করে তাহলে, তার সুপারিশও কবুল কর হয় না ।[১৯]

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমত ও সেবার মর্যাদা।

٢٦٧٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَحِبْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ يَخْدُمُنِىْ

১৯. ঐ ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের নির্দেশের প্রতি এতই আনুগত্যশীল যে, সে পার্থিব কোন যশ বা গৌরবের কথা মোটেই চিন্তা করে না, বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে জিহাদের জন্য তাকে যেখানেই নিয়োজিত করা হয়, সেখানেই সে সন্তুষ্টচিত্তে কাজ করে, কোন মনোকষ্ট অনুভব করে না।

وَهُوَ اَكْبَرُ مِنْ اَنَسٍ قَالَ جَرِيْرٌ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْاَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لاَ اَجِدُ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلاَّ اَكْرَمْتُهُ ـ

২৬৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সঙ্গে ছিলাম। তিনি (জারীর) আমার সেবা করতেন, অথচ তিনি বয়সে আনাস থেকে বড় ছিলেন।[২০] জারীর (রা) বলেন, আমি আনসারগণকে এমন কিছু কাজ করতে দেখেছি যদ্দরুন তাদের কাউকে যখনই পাই তাকে আমি সম্মান প্রদর্শন করে থাকি।

٢٦٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ اَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ رَاجِعًا وَبَدَالَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَ نُحِبُّهُ ثُمَّ اَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَابَيْنَ لاَ بَتَيْهَا كَتَحْرِيْمِ اِبْرَاهِيْمَ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَمُدِّنَا ـ

২৬৭৬. মুত্তালিব ইবনে হানতাবের আযাদকৃত গোলাম আমর ইবনে আবু আমর (রা) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সেবা করার জন্য তাঁর সঙ্গে খায়বার গিয়েছিলাম। খায়বার থেকে ফেরার পথে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর তিনি হাত দ্বারা মদীনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত (হারাম) জায়গা বানিয়েছিলেন, আমিও তেমনি এই দুই কঙ্করময় স্থানের মধ্যবর্তী জায়গাকে (মদীনাকে) হারাম বা সম্মানিত বলে ঘোষণা করছি। অতএব হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের সা' ও মুদ-এ (খাদ্যশস্যে) বরকত দান করো।

٢٦٧٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَكْثَرُنَا ظِلاًّ الَّذِىْ يَسْتَظِلُّ بِكِسَائِهِ وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوْا فَلَمْ يَعْمَلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوْا فَبَعَثُوْا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوْا وَعَالَجُوْا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْاَجْرِ -

২৬৭৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক জিহাদের সফরে আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। (প্রচণ্ড রোদের কারণে আমরা ছায়া দিচ্ছিলাম) আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাপড় বা চাদরের ছায়াই ছিল একমাত্র ছায়া। সেদিন যারা রোযা রেখেছিলেন তারা কোন কাজই করতে সক্ষম হলেন না। কিন্তু যারা রোযাহীন ছিলেন তারা উটগুলোকে পানি পান করাতে নিয়ে গেলেন এবং মশক ভর্তি করে তার পিঠে পানি

২০. অথচ তিনি আনাস (রা) থেকে বড় ছিলেন। হাদীসের এই অংশটুকু ইমাম বুখারী (র)-এর কথা।

বহন করে আনলেন। তারা আহত ও অসুস্থদের সেবা ও খেদমত করলেন। অতএব নবী (স) বললেন, আজকে যারা রোযা রাখে নাই তারাই (সব) কল্যাণের (সওয়াবের) হকদার হয়ে গেলো।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে স্বীয় সঙ্গীর সাজ-সরঞ্জাম বহন করে নেয়ার ফযীলাত।

٢٦٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ سُلاَمٰى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِيْنُ الرَّجُلُ فِىْ دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ -

২৬৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (মানুষের) শরীরের প্রতি খণ্ড অস্থির উপর প্রতি দিন একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। কোন লোককে স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে সাহায্য করা বা তার মাল-সরঞ্জাম বহন করে দেয়া, উত্তম কথা বলা, নামাযের উদ্দেশ্যে যাতায়াতের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং (পথিককে) রাস্তা দেখিয়ে দেয়া এসবই সাদকা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন প্রহরা দানের মর্যাদা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা (আল্লাহর) দীনের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিরক্ষার জন্য ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্যধারণের প্রতিযোগিতা করো এবং (শত্রুর বিরুদ্ধে) সদা প্রস্তুত থাকো, আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

٢٦٧٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رِبَاطُ يَوْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا -

২৬৭৯. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত পাহারা দেয়া পৃথিবী ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে তোমাদের কারো চাবুক (রাখার) পরিমাণ জায়গা পৃথিবীর ও এর উপরস্থ সমস্ত সম্পদরাজি থেকে উত্তম। আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার উপরস্থ সকল সম্পদরাজি হতেও উত্তম।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে খেদমতের জন্য বালকদের নিয়ে যাওয়া।

٢٦٨٠- عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلَامًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ حَتّٰى اَخْرُجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَخَرَجَ بِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ مُرْدِفِيْ وَ اَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الْحُلُمَ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ اَخْطَبَ وَ قَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَ رَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ فَسِرْنَا حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ اِلٰى اُحُدٍ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ثُمَّ نَظَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مُدِّهِمْ وَ صَاعِهِمْ -

২৬৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের ছেলেদের মধ্য হতে খায়বার অভিযানকালে আমার খেদমতের জন্য একটা ছেলে খুঁজে এনে দাও। আবু তালহা (রা) আমাকে তার পেছনে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে নিয়ে চললেন। আমি সেই সময় বয়সন্ধির নিকটবর্তী ছিলাম। সেই সফরে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তিনি কোন নীচু জায়গায় অবতরণ করতেন তখন আমি তাঁকে বেশীর ভাগ এ কথা বলতে শুনতাম ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃশ্চিন্তা ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে এবং ঋণভার ও লোকের (শত্রুর) আধিপত্য থেকে। অতপর আমরা খায়বর পৌঁছলাম। আল্লাহ তাঁর [রসূলুল্লাহর (স)-এর কাঙ্খিত] দুর্গের পতন ঘটানোর পর হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার রূপসৌন্দর্য ও গুণাবলীর বিষয়ে তাঁর নিকট বর্ণনা করা হলো। সে ছিল সদ্য বিবাহিতা এবং তার স্বামী এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে নিজের জন্য পসন্দ করলেন।[২১] অতপর

২১. সাফিয়া ছিলেন খাইবারের বিশিষ্ট নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। তিনি ছিলেন সদ্য স্বামীহারা। সমবংশ বা কুফুর দিক থেকে বিচার করে শান্তিময় পারিবারিক জীবনের জন্য রসূলুল্লাহ (স)-ই ছিলেন তার জন্য উপযুক্ত। আর সদ্য বিবাহিতা অথচ স্বামীহারা লাবণ্যময়ী ও সৎগুণাবলীর অধিকারিণী নারীর দুঃখ ও মনোকষ্ট নবী (স)-এর মত মহান নেতা ও গুণবানের পক্ষেই দূর করা সম্ভব। এদিক খেয়াল করেই তিনি সাফিয়াকে পসন্দ করেছিলেন।

তাকে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা "সাদ্দুম সাহবা" নামক জায়গাতে উপনীত হলে তিনি (সাফিয়া) হায়েয থেকে পবিত্র হলেন এবং তিনি (স) তার সাথে নির্জন বাস করলেন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়স (একপ্রকার খাদ্য) রেখে, তিনি আমাকে আশপাশের সকল লোককে ডাকার আদেশ দিলেন। এটাই ছিলো সাফিয়ার সাথে রসূলুল্লাহর (স)-এর বিবাহের ওয়ালীমা (বিবাহভোজ)। এরপর আমরা মদীনার দিকে যাত্রা করলাম। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) আলখাল্লা দিয়ে উটের হাওদা বেষ্টন করে সাফিয়ার জন্য জায়গা করে দিলেন। (কখনো উঠানামার প্রয়োজন হলে) তিনি (স) তাঁর উটের নিকট বসে নিজের হাঁটু বাড়িয়ে দিতেন, আর সাফিয়া তাঁর হাটুর উপর পা রেখে (উটে) আরোহণ করতেন। আমরা চলতে চলতে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি (স) উহুদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন ঃ এই পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। তারপর মদীনার প্রতি তাকিয়ে তিনি (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ ! এই কঙ্করময় দু'টি জায়গার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে আমি সম্মানিত (হারাম) বলে ঘোষণা করছি, ইবরাহীম (আ) যেমন মক্কাকে সম্মানিত (হারাম) বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! তুমি তাদের সা' ও মুদ-এ (খাদ্যবস্তুতে) বরকত দান করো।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রযাত্রা।

٢٦٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ حَرَامٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا فِىْ بَيْتِهَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُضْحِكُكَ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ اُمَّتِىْ يَرْكَبُوْنَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتِ مَعَهُمْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَيَقُوْلُ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَخَرَجَ بِهَا اِلَى الْغَزْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ قَرَّبَتْ دَابَّةً لِتَرْكَبَهَا فَوَقَصَتْ فَاَنْدَقَّتْ عُنُقُهَا ـ

২৬৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একদিন দুপুরে রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাড়ীতে নিদ্রা গিয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি কারণে হাসছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমার উম্মাতের একদল লোকের জন্য আমি আনন্দিত হচ্ছি যারা সমুদ্রে ভ্রমণ করবে সিংহাসনে আরুঢ় বাদশাহের মত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কাছে দোআ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি (স) বললেন, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর তিনি আবার নিদ্রা গেলেন এবং হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। তারপর (পূর্বোক্ত ব্যাপার) দুই অথবা তিনবার ঘটল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! দোআ করুন, আল্লাহ যেন আমাকেও তাদের

অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরে উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদে যান। তিনি জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে আরোহণের জন্য তাঁর কাছে সওয়ারী আনা হল এবং তিনি তাতে আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং তাঁর ঘাড় মটকে যায় (এভাবে তিনি মারা যান)।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় দুর্বল ও সৎলোকদের উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান আমাকে জানিয়েছেন যে, কায়সার (রোম সম্রাট) আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম প্রতাপশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাঁর (স) অনুসরণ করছে না দুর্বল লোকেরা ? তোমার মত যে, দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর লোকই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে।

٢٦٨٢- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَ تُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَآئِكُمْ -

২৬৮২. মুসআব ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) মনে করতেন যে, অন্যদের তুলনায় তাঁর মর্যাদা অনেক বেশী। অতএব নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের দুর্বল ও অসহায়দের কারণেই তোমরা সাহায্য ও রিযিকপ্রাপ্ত হয়ে থাক।

٢٦٨٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَاتِىْ زَمَانٌ يَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ ثُمَّ عَلَيْهِ يَاتِىْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ - ثُمَّ يَاتِىْ زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ -

২৬৮৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি নবী (স)-এর সাহাবীদের কেউ আছেন ? বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন সময় আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, নবী (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এমন লোক তোমাদের সাথে আছেন কি ? বলা হবে, হাঁ আছেন। তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে। এরপর এমন যুগ আসবে এবং একদল লোক আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের সাথে কি এমন কোন লোক আছেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবীদের সহচরদের সাহচর্য লাভ করেছেন ? বলা হবে, হাঁ আছেন। সুতরাং তাদেরকেও বিজয় দান করা হবে।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, অমুক ব্যক্তি শহীদ। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহই সমধিক অবগত যে, কে তাঁর পথে জিহাদ করছে। আল্লাহই সমধিক অবগত যে, কে তাঁর পথে আহত হচ্ছে।

٢٦٨٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى عَسْكَرِهِ وَمَا الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى عَسْكَرِهِمْ وَ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً اِلاَّ اِتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا اَجْزَا مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدٌ كَمَا اَجْزَاَ فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِفَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَاِذَا اَسْرَعَ اَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجَرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ اَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِىْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ فَصْلَ سَيْفِهِ فِى الْاَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ : اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اَهْلَ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ

২৬৮৪. সাহল ইবনে সা'দ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ও মুশরিকদের মধ্যে মুকাবিলা হলে উভয় দল তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলো। অতপর রসূলুল্লাহ (স) নিজ সেনাদলে প্রত্যাবর্তন করলে মুশরিকরাও তাদের দলে ফিরে গেল। এই যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে মুশরিকদের বিচ্ছিন্ন ও পলায়নপর প্রত্যেকের পশ্চাদ্ধাবন করে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছিল। তিনি (সাহল) রসূলুল্লাহ (স)-কে লোকটি সম্পর্কে বললেন যে, আজ আমাদের কেউই অমুকের মত যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সে তো দোযখের বাসিন্দা হবে। দলের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলল, আমি (প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য অনুক্ষণ) তার সঙ্গ নিয়ে থাকব। অতপর সে তার সঙ্গে সঙ্গে চলল। যখন সে থামত, সেও থামত এবং যখন দ্রুত চলতো তখন সেও দ্রুত চলতো। (এক সময়ে) লোকটি মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কারণে সত্বর মৃত্যু কামনা

করতে থাকল। অতপর সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণ দিক বক্ষের সঙ্গে লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল। অনুসরণকারী লোকটি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে (ফিরে) এসে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল। তিনি (স) বললেন ঃ ব্যাপার কি ? সে বললেন, যে লোকটি সম্পর্কে আপনি কিছুক্ষণ পূর্বে বলছিলেন, সে দোযখবাসী হবে। একথা শুনে লোকেরা অবাক হল। আমি তাদেরকে বললাম, লোকটির পূর্ণ খবর আমি তোমাদেরকে জানাবো। আমি তার অনুসন্ধানে পেছনে পেছনে চললাম। এক সময় সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে থাকল। এ উদ্দেশ্যে সে তার তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তার তীক্ষ্ণপ্রান্ত স্বীয় বক্ষে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেছে। (কথাগুলো শোনার পর) তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় এক ব্যক্তি জান্নাতবাসীর মত আমল করতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দোযখবাসী এবং অনুরূপভাবে লোকদের বাহ্যিক বিচারে এক ব্যক্তি দোযখবাসী হওয়ার উপযোগী আমল করতে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ (তীর) নিক্ষেপে উদ্বুদ্ধ করা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ - (انفال - ٦٠)

"তোমাদের শক্তি যতদূর সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করো এবং অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো যাতে তোমরা আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখতে পার।"
-(সূরা আনফাল ঃ ৬০)

٢٦٨٥- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوا بَنِي إِسْمَعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

২৬৮৫. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, নবী (স) আসলাম গোত্রের একদল লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন এবং তারা তখন তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিল। নবী (স) বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা (তীর) নিক্ষেপ করতে থাকো। কেননা তোমাদের পিতামহ সুদক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। আমিও অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, এ কথা শুনে কোন একদল তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিল। নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তীর নিক্ষেপ বন্ধ করে দিলে ? তারা জবাব দিলো, আমরা কেমন করে তীর ছুঁড়তে পারি ? আপনি যে অমুকের সাথে আছেন ? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ করতে থাকো, আমি তোমাদের সবার সাথেই আছি।

٢٦٨٦- عَنْ حَمْزَةَ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفُّوْا لَنَا اِذَا اَكْثَبُوْكُمْ (اَكْثَبُوْكُمْ) فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ -

২৬৮৬. হামযাহ ইবনে আবু উসাইদ (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমরা যখন কুরাইশদের বিরুদ্ধে এবং কুরাইশগণ আমাদের বিরুদ্ধে (আক্রমণের জন্য) ব্যূহ রচনা করে মুখোমুখি অবস্থান নিলাম, তখন নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হবে, তখন তোমরা তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত কর।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ বল্লম ও অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা খেলাধূলা করা।

٢٦٨٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ بِحِرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَاَهْوٰى اِلَى الْحَصٰى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ يَا عُمَرُ -

২৬৮৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, কিছু সংখ্যক হাবশী লোক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে নবী (স)-এর সামনে খেলাধূলা করছিল। এই সময় উমার (রা) সেখানে উপস্থিত হলেন এবং কঙ্কর তুলে তাদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে উমার, তাদেরকে খেলতে দাও। (অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ তারা মসজিদের মধ্যে খেলছিল।)

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঢালের বর্ণনা এবং সঙ্গীর ঢালে আশ্রয়গ্রহণ।

٢٦٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَسَنَ الرَّمْىِ فَكَانَ اِذَا رَمٰى تَشَرَّفَ النَّبِىُّ ﷺ فَيَنْظُرُ اِلٰى مَوْضِعِ نَبْلِهِ -

২৬৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে একই ঢালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর আবু তালহা (রা) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন তখন নবী (স) ঘাড় উঁচু করে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন।

٢٦٨٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِىِّ ﷺ عَلٰى رَأْسِهِ وَاُدْمِىَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِىٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِى الْمِجَنِّ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ فَلَمَّا رَأَتِ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَالصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِهِ فَرَقَأَ الدَّمُ -

২৬৮৯. সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, যে সময় (যুদ্ধের ময়দানে) নবী (স)-এর শিরস্ত্রান ভেঙে মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেলো এবং সম্মুখের দাঁত ভেঙে গেলো, তখন হযরত আলী (রা) বার বার ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন এবং ফাতেমা (রা) রক্ত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, পানি দিলে আরো রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তখন একখানা (খেজুর পাতার) চাটাই নিয়ে তা পুড়িয়ে (ছাই) জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

٢٦٩٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِى النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفْقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِىَ فِى السِّلاَحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৬৯০. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ নযীর গোত্রের (পরিত্যক্ত) সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন এবং যা অর্জনের জন্য মুসলিম অশ্ব বা উট পরিচালনা করেনি। অতএব তা রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। এর থেকে তিনি (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে এক বছরের ভরনপোষণ প্রদান করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অস্ত্রশস্ত্র ও আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন।

٢٦٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِرْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ -

২৬৯১. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একমাত্র সা'দ (ইবনে ওয়াক্কাস) ব্যতীত নবী (স) "আমার পিতামাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক" এরূপ কথা কারো সম্পর্কে বলতে শুনিনি। আমি তাঁকে (স) বলতে শুনেছি ঃ তোমার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোক, তুমি তীর নিক্ষেপ কর।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার ঢাল।

٢٦٩٢- عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِىْ وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ (عَمِلَ) غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا قَالَتْ وَكَانَ يَوْمُ عِيْدٍ يَلْعَبُ السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَاِمَّا سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاِمَّا قَالَ تَشْتَهِيْنَ تَنْظُرِيْنَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَقَامَنِىْ وَرَاءَهُ خَدِّىْ عَلٰى خَدِّهِ وَيَقُوْلُ دُوْنَكُمْ بَنِىْ اَرْفِدَةَ حَتّٰى اِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِىْ قَالَ اَحْمَدُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ فَلَمَّا غَفَلَ -

২৬৯২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'টি বালিকা আমার নিকট বুআস যুদ্ধের ঘটনা সম্বলিত গান গাচ্ছিলো। তখন নবী (স) আমার নিকট প্রবেশ করলেন এবং বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবু বাক্‌র (রা) আগমন করলেন এবং আমাকে ধমকিয়ে বললেন, আল্লাহর রসূলের নিকট বসে শয়তানের বাদ্য ? রসূলুল্লাহ (স) তাঁর দিকে ফিরে বললেন ঃ ওদের ছেড়ে দাও। অতপর আবু বাক্‌র (রা) অন্য মনস্ক হলে আমি বালিকা দু'টিকে চোখ টিপে ইশারা করলে তারা চলে গেলো। আয়েশা (রা) বলেন, ঈদের দিন কৃষ্ণকায় লোকেরা (হাবশী) ঢাল ও বল্লম নিয়ে খেলাধুলা করতো। তিনি বলেন, হয়তো আমিই রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আবদার করেছিলাম অথবা তিনিই আমাকে বলেছিলেন ঃ তুমি কি এসব খেলা দেখতে আগ্রহী ? আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমাকে তাঁর পেছনে দাঁড় করালেন। সেই সময় আমার গণ্ডদেশ তাঁর গণ্ডদেশ স্পর্শ করেছিলো এবং তিনি বলছিলেন ঃ হে বনী আরফেদাহ (হাবশীগণ) চালিয়ে যাও। অতপর আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যথেষ্ট হয়েছে কি ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যাও।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ঘাড়ে তরবারি লটকানো।

٢٦٩٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ وَقَدْ اِسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ وَفِيْ عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَعُوْا لَمْ تُرَعُوْا ثُمَّ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا اَوْ قَالَ اِنَّهُ لَبَحْرٌ -

২৬৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সব লোকদের চাইতে সুদর্শন ও সবচাইতে সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং তারা শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো। নবী (স) সবার আগে অগ্রসর হয়ে সংবাদটি যাচাই করলেন। এই সময় তিনি আবু তালহা (রা)-এর জিনবিহীন ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন এবং তাঁর গলদেশে তরবারি লটকানো ছিলো। তিনি বলছিলেন ঃ ভীত হয়ো না ভয় পেও না। অতপর তিনি (ঘোড়াটি সম্পর্কে) বললেন, এটিকে সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান) পেলাম অথবা তিনি বললেন, ঘোড়াটি সমুদ্রের ন্যায় (বেগবান)।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত করা।

٢٦٩٤- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ يَقُوْلُ لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوْحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمُ الذَّهَبَ وَلاَ الْفِضَّةَ اِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلاَبِيُّ وَالْاُنُكَ وَالْحَدِيْدَ -

২৬৯৪. আবু উমামা (রা) বলেন, একদল লোক (সাহাবীগণ) অনেক দেশ জয় করেছেন এবং তাদের তরবারি স্বর্ণ বা রৌপ্যখচিত ছিল না, বরং তাদের তরবারি চামড়া, সীসা ও লোহার খচিত ছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদের সফরে দুপুরের বিশ্রামে তরবারি গাছে ঝুলিয়ে রাখে।

٢٦٩٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ (شَجَرَةٍ) وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اِخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي (مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي فَقُلْتُ اَللّٰهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ -

২৬৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নজদ অভিমুখে কোন এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘন কাটাযুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা এক প্রশস্ত উপকত্যকায় উপনীত হলে তাঁদের সবারই নিদ্রা পাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে অবতরণ করলেন। অন্যরাও ছায়া লাভের জন্য বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ (স) একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন এবং আমরা সবাই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন এবং তাঁর সামনে এক বেদুইন দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই লোকটি আমার উপরে আমারই তরবারি উঁচিয়ে ধরল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম, সে কোষমুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বলছিল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ? আমি বললাম, আল্লাহ ! আল্লাহ ! আল্লাহ। তিনি তার থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না এবং বসে থাকলেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ শিরস্ত্রাণ পরিধান করা।

٢٦٩٦- عَنْ سَهْلٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلٰى رَأْسِهِ فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ فَلَمَّا رَأَتْ اَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيْدُ (لاَ يَرْتَدُّ) اِلاَّ كَثْرَةً اَخَذَتْ حَصِيْرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتّٰى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ الْزَقَتْهُ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ -

২৬৯৬. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁকে নবী (স)-এর উহুদের দিনের যখম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাঁর মুখমণ্ডল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, সম্মুখের দাঁত ভেঙে গিয়েছিল এবং তার শিরস্ত্রাণও ভেঙে গিয়েছিল। আলী (রা) পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং

ফাতেমা (রা) রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়ে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে তিনি (ফাতেমা) একটি চাঁটাই জ্বালিয়ে ভস্মে পরিণত করলেন এবং তা জখমের উপর লাগিয়ে দিলেন। এরপর রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল।

৮৫- অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মৃতের সমরাস্ত্র ধ্বংস করা এবং তার পশু হত্যা করা যুক্তিসংগত মনে করেন না।

٢٦٩٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَاتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَاَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ـ

২৬৯৭. আমর ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইন্তেকালের সময় রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সমরাস্ত্র, একটি শ্বেত খচ্চর এবং একখণ্ড ভূমি সাদকা করার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন।[২২]

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুপুরের বিশ্রামের সময় নেতার নিকট থেকে লোকদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং বৃক্ষছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা।

٢٦٩٨- عَنْ سِنَانِ ابْنِ اَبِىْ سِنَانٍ الدُّؤَلِىُّ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِىْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِى الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا اِخْتَرَطَ سَيْفِىْ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ قُلْتُ اَللّٰهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ ـ

২৬৯৮. সিনান ইবনে আবু সিনান আদ-দুওয়ালী (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘন কাঁটাযুক্ত গাছে ভরা একটি উপত্যকায় তাদের দুপুরের নিদ্রা পাচ্ছিল। লোকেরা বৃক্ষের ছায়ালাভের জন্য কাঁটা গাছবনে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। নবী (স)-ও একটি গাছের নীচে গিয়ে স্বীয় তরবারিখানা বৃক্ষশাখায় লটকিয়ে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতপর (জাগ্রত হয়ে) তিনি দেখতে পেলেন, অজ্ঞাত পরিচয় একটি লোক তাঁর পাশে (দাঁড়িয়ে) আছে। নবী (স) বললেন, এই লোকটি আমার উপর আমার তরবারি উত্তোলন করে বলছে, কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে ? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ। অতপর সে তরবারিখানা কোষবদ্ধ করল এবং এই তো সে বসে আছে। অতপর নবী (স) তার উপর কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না।

---

২২. ইসলাম পূর্ব যুগে লোকেরা তাদের নেতার মৃত্যুর সাথে সাথে তার অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস করে ফেলত এবং তার পশু হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দিত। ইসলাম এই কুসংস্কারের অবসান ঘটিয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ ৪৩৭)

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ বল্লম সম্পর্কে বর্ণনা। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (স) বলেছেন ঃ আমার বল্লমের বর্শার ছায়াতলে আমার রিযিক রাখা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা।

٢٦٩٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَحْشِيًا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهِ فَسَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُنَاوِلُوْهُ سَوْطَهُ فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَاَبٰى بَعْضٌ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ ـ

২৬৯৯. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর এক হজ্জের সফরে তাঁর সাথে ছিলেন। যখন তারা মক্কার কোন একটা পথ ধরে চলছিলেন তখন তিনি (আবু কাতাদা) তাঁর কিছু সংখ্যক সাথীসহ পশ্চাতে পড়ে যান। সঙ্গীরা সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ইহরামবিহীন। তিনি (আবু কাতাদা) একটা বন্য গাধা দেখতে পেয়ে (তা শিকার করার জন্য) স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন এবং সঙ্গীদেরকে তাঁর চাবুকটি তুলে দিতে বলেন। তারা তা অস্বীকার করলে তিনি তাদেরকে তার বর্শাটি উঠিয়ে দিতে বলেন। তারা তাও অস্বীকার করলে তিনি নিজেই তা উঠিয়ে নেন এবং গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সঙ্গীদের কেউ কেউ এর গোশত খান এবং কেউ কেউ তা খেতে অস্বীকার করেন। অতপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ এটা একটা খাদ্যবস্তু যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ঐটার কিছু গোশত কি তোমাদের কাছে আছে ?

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নবী (স)-এর ব্যবহৃত বর্ম ও জামার বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন ঃ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহর পথে ওয়াক্ফ করে দিয়েছে।

٢٧٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَدْ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ فِى الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ـ (القمر ـ ٤٦)

২৭০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী (স) একটি তাঁবুর মধ্যে অবস্থানকালে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তোমাকে তোমার প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদার দোহাই দিচ্ছি। হে আল্লাহ ! তুমি যদি চাও তাহলে আজকের দিনের পর (এই পৃথিবীর উপর) আর কেউ তোমার ইবাদাত করার মত থাকবে না। এই সময় আবু বাক্‌র (রা) তাঁর হাত ধরে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! যথেষ্ট হয়েছে। কেননা আপনার প্রভুর নিকট একান্ত কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনা করেছেন। এই সময় নবী (স) বর্মপরিহিত ছিলেন। অতপর সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে তিনি আমাদের বললেন ঃ অচিরেই শত্রু সেনাদল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। বরং কিয়ামত তাদের জন্য প্রতিশ্রুতি; কিয়ামত অত্যন্ত তিক্ত ও ভয়াবহ।" (সূরা আল কামার ঃ ৪৫-৪৬)

٢٧٠١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ - رَهَنَهُ دِرْعًا مِّنْ حَدِيْدٍ -

২৭০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, এই সময় তাঁর বর্মখানি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক ছিল। আমাশের বর্ণনায় আছে ঃ নবী (স) তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। অন্য একটি সূত্রে আমাশ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর লৌহ নির্মিত বর্মখানি বন্ধক রেখেছিলেন।

٢٧٠٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتّٰى تُعَفِّيَ اَثَرَهُ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيْلُ بِالصَّدَقَةِ اِنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ اِلٰى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ اِلٰى تَرَاقِيْهِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فَيَجْتَهِدُ اَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ تَتَّسِعُ -

২৭০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দানশীল ও কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির মত যাদের উভয়ের পরিধানে লৌহ নির্মিত জুব্বা। জুব্বা দু'টি এত আঁটসাঁট যে, তা উভয়ের হাত ঘাড়ের দিকে টেনে ধরেছে। (কিন্তু) দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জুব্বাটি তার শরীরের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি শরীরের নীচে ঝুলতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন জামাটির প্রতিটি আংটা পরস্পর আটকে গিয়ে তার শরীরকে চেপে ধরে এবং তার হাত ঘাড়ের সাথে লেগে যায়। অতপর আবু হুরাইরা (রা) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ সে হাত দু'টিকে প্রসারিত করতে চেষ্টা করে কিন্তু তা প্রসারিত হয় না।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ও যুদ্ধে জুব্বা পরিধান করা।

٢٧٠٣- عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَلَقِيْتُهُ بِمَآءٍ (فَتَوَضَّأَ) وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ -

২৭০৩. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটু দূরে গমন করেন। তিনি ফিরে আসলে আমি পানি নিয়ে হাযির হলাম। তখন তিনি একটি শাম দেশের তৈরী জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি উযু করলেন, উযুতে কুল্লি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর তিনি জুব্বার হাতার মধ্য থেকে হাত বের করতে শুরু করলেন। হাতা দু'টি ছিলো খুব চাপা। তিনি এর ভেতর থেকে হাত দু'টি বের করে ধৌত করলেন এবং মাথা ও মোজার উপর মাসহ্ করলেন।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ চলাকালে রেশমী কাপড় পরিধান করা।

٢٧٠٤-عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ - فِيْ قَمِيْصٍ مِّنْ حَرِيْرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا -

২৭০৪. কাতাদা (রা) বলেন, আনাস (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং যুবাইর (রা)-কে তাদের দেহে চুলকানী থাকার কারণে রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧٠٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا اِلَي النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي الْقَمْلَ فَاَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيْرِ فَرَاَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِيْ غَزَاةٍ -

২৭০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ও যুবাইর (রা) নবী (স)-এর নিকট উকুনের অভিযোগ করলে তিনি তাদের দু'জনকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দান করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি এক যুদ্ধে তাদের শরীরে উক্ত রেশমী বস্ত্র দেখেছি।

٢٧٠٦- عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِيْ حَرِيْرٍ -

২৭০৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) তাদের কাছে বলেছেন যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-কে নবী (স) রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন।

٢٧٠٧- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَخَّصَ اَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا .

২৭০৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শরীরে চুলকানির কারণে তাদের দু'জনকে রেশমী বস্ত্র পরিধানের অনুমতি দিয়েছিলেন বা দেয়া হয়েছিল।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ ছুরি বা চাকুর বর্ণনা।

٢٧٠٨- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَاكُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُّ مِنْهَا ثُمَّ دُعِيَ اِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

২৭০৮. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি নবী (স)-কে বাহুর (বকরীর সামনের পা) গোশত কেটে কেটে খেতে দেখেছি। অতপর নামাযের জন্য ডাকা হলে তিনি নতুনভাবে উযু না করেই নামায আদায় করলেন।[২৩]

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে যা কথিত আছে।

٢٧٠٩- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتَى عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِيْ سَاحَةِ حِمْصَ وَهُوَ فِيْ بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ اُمُّ حَرَامٍ قَالَ عُمَيْرٌ فَحَدَّثَتْنَا اُمُّ حَرَامٍ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ اَوْجَبُوْا قَالَتْ اُمُّ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا فِيْهِمْ قَالَ اَنْتِ فِيْهِمْ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ اَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَّهُمْ فَقُلْتُ اَنَا فِيْهِمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَا .

২৭০৯. উবাদা ইবনুস সামেত (রা) যে সময় হিমসের উপকূলে একটি মহলে (তার স্ত্রী) উম্মে হারামসহ অবস্থান করছিলেন সেই সময় উমাইর ইবনুল আসওয়াদ আল-আনাসী তাদের কাছে এলেন। উমাইর বলেন, উম্মে হারাম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম সেনাদলের জন্য জান্নাত ওয়াজেব (অবধারিত) হয়ে গেছে। উম্মে হারাম (রা) বললেন ঃ আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকব ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমার উম্মাতের প্রথম (নৌসেনাদল) যারা কায়সারের (রোম সম্রাট) একটি শহর (কনস্টান্টিনোপল) আক্রমণ করবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। উম্মে হারাম (রা)

২৩. যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীসে আরও আছে ঃ অতপর তিনি (স) ছুরি রেখে দিলেন

বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

٢٧١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تُقَاتِلُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ اَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَرِ فَيَقُوْلُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِى فَاقْتُلْهُ -

২৭১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা ইহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং কোন ইহূদী পাথরের আড়ালে লুকাবে। পাথর বলবে, হে আল্লাহর বান্দা (মুসলমান)! এই দেখ, আমার আড়ালে ইহূদী লুকায়িত, তাকে হত্যা কর।

٢٧١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا الْيَهُوْدَ حَتّٰى يَقُوْلَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُوْدِىُّ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِىٌّ وَرَآئِىْ فَاقْتُلْهُ -

২৭১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা ইহূদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত এবং পাথরের আড়ালে লুকানো ইহূদী সম্পর্কে উক্ত পাথর একথা না বলা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না ঃ হে মুসলিম ! এই আমার আড়ালে ইহূদী লুকিয়ে আছে, একে হত্যা কর।[২৪]

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা।

٢٧١٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ نِعَالَ الشَّعَرِ وَاِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ تُقَاتِلُوْا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوْهِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (الْمُطَرَّقَةُ) -

২৭১২. আমর ইবনে তাগলিব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ এই যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যারা পশমের জুতা পরিধান করে। আর এটাও কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ যে, তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের মুখমণ্ডল চামড়ার ঢালের ন্যায় চওড়া হবে।

٢٧١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاُنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ -

২৪. হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পর দাজ্জালের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধকালে এরূপ ঘটবে।

২৭১৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা যতদিন না ক্ষুদ্র চক্ষু, লাল চেহারা, চেপ্টা নাক এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না এবং যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধান করে এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ পশমের জুতা পরিধানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

٢٧١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ ـ

২৭১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অপর বর্ণনায় ক্ষুদ্র চোখ, চেপ্টা নাক এবং চামড়ার ঢালের ন্যায় মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকের কথা আছে।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পরাজয়ের মুখে সঙ্গীদের ব্যূহ বদ্ধ করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে এবং (আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা করে।

٢٧١٥- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ اَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا اَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَاوَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلٰكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ اَصْحَابِهِ وَاَخِفَّاؤُهُمْ (خِفَافُهُمْ) حُسَّرًا لَيْسَ بِسِلاَحٍ فَاَتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِىْ نَصْرٍ مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ فَاَقْبَلُوْا هُنَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَابْنُ عَمِّهِ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ اَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ صَفَّ اَصْحَابَهُ ـ

২৭১৫. আবু ইসহাক (রা) বলেন, বারাআ (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারাহ, ! হুনাইনের দিন কি আপনারা পলায়ন করেছিলেন ? তিনি বললেন, না। আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ (স) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেননি। বরং তাঁর কিছু অস্ত্রশস্ত্রহীন নওজোয়ান সাহাবা চলে গিয়েছিলেন। কেননা তারা হাওয়াযেন ও বনী নাসর গোত্রের সুদক্ষ তীরন্দাজদের সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তাদের কোন তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল না। এ সময় তারা নবী (স)-এর কাছে উপনীত হলেন। তিনি (স) তখন তাঁর শ্বেত খচ্চরটির পিঠে আরোহিত ছিলেন, আর তাঁর চাচাত ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর খচ্চরটির লাগাম ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নবী (স) খচ্চর থেকে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে

সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সে সময় তিনি বলছিলেন, আমি যে নবী তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি আবদুল মুত্তালিবের মত নেতার বংশধর। তিনি তাঁর সাহাবীদের ব্যূহ রচনা করলেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদেরকে পরাজিত, ভীত সন্ত্রস্ত ও তছনছ করার জন্য দোয়া করা।

٢٧١٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطٰى حِيْنَ (حَتّٰى) غَابَتِ الشَّمْسُ -

২৭১৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ আল্লাহ তাদের বাড়ী-ঘর ও কবরসমূহ যেন আগুনে পরিপূর্ণ করে দেন। তারা আমাদেরকে (যুদ্ধের মাধ্যমে) ব্যতিব্যস্ত রেখেছে যে, আমরা মধ্যবর্তী নামায পড়তে পারিনি ; এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল।

٢٧١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْ فِى الْقُنُوْتِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطَاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ -

২৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুনুতের মধ্যে দোআ করতেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি সালামা ইবনে হিশামকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকে (কাফেরদের অত্যাচার থেকে) নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মুদার গোত্রের প্রতি কঠোর হও। হে আল্লাহ ! তাদেরকে ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ পাঠাও।

٢٧١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ -

২৭১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহযাব যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (স) মুশরিকদেরকে এই বলে বদদোআ করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! কিতাব নাযিলকারী, সত্বর হিসাব গ্রহণকারী, হে আল্লাহ ! এই সবগুলোকে তুমি পরাস্ত কর। হে আল্লাহ ! তুমি তাদেরকে পরাস্ত ও তছনছ করে দাও।

٢٧١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَنُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِنَاحِيَةِ مَكَّةَ فَاَرْسَلُوْا فَجَاؤُا مِنْ سَلاَهَا

وَطَرَحُوْهُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ لِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُبَىِّ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ فِىْ قَلِيْبِ بَدْرٍ قَتْلٰى -

২৭১৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (একদা) কাবার ছায়ায় নামায আদায় করছিলেন। আবু জাহল এবং কুরাইশদের কিছু লোক সলাপরামর্শ করল। মক্কার বাইরে কোথাও উট জবেহ করা হয়েছিল। তারা কিছু লোক পাঠিয়ে তার নাড়িভুড়ি আনাল এবং তাঁর (স) উপর তা নিক্ষেপ করল। ফাতেমা (রা) এসে তা তাঁর দেহের উপর থেকে অপসারণ করলেন। এই সময় তিনি বদদোআ করলেন, হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে (কঠোর হস্তে) পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। হে আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর। এই বদদোআ তিনি আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ, ওয়ালীদ ইবনে উতবা, উবাই ইবনে খালাফ ও উকবা ইবনে আবু মুঈতকে করেছিলেন। আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) বলেন, আমি (বদর যুদ্ধের দিন) বদরের একটি কূপে তাদের সকলকেই নিহত দেখেছিলাম।

আবু ইসহাক বলেন, আমি সপ্তমজনের নাম ভুলে গিয়েছি। অন্য একটি সূত্রে আবু ইসহাক থেকে উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। শোবা বলেন, সপ্তম ব্যক্তি উমাইয়া অথবা উবাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সপ্তম ব্যক্তি হল উমাইয়া এটাই সঠিক।

٢٧٢٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْيَهُوْدَ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَلَعَنْتُهُمْ فَقَالَ مَا لَكِ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ فَلَمْ تَسْمَعِىْ مَا قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ -

২৭২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইহুদীরা নবী (স)-এর নিকট আগমন করে বলল, তোমার উপর মৃত্যু আপতিত হোক। আমিও তাদেরকে অভিশাপ দিলাম। নবী (স) তাঁকে বললেন, তোমার কি হল ? তিনি জবাব দিলেন, তারা যা বলেছে, আপনি কি তা শুনেননি ? নবী (স) বললেন, আমি যে বললাম, "তোমাদের উপরই" এ কথা কি তুমি শোননি ?

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কি আহলে কিতাবদের নিকট ইসলাম প্রচার করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিবে ?

٢٧٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ وَقَالَ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْاَرِيْسِيِّيْنَ -

২৭২১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (রোম সম্রাট) কায়সারের নিকট পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি বলেন ঃ যদি আপনি (ইসলাম)

প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে সমস্ত কৃষককুলের (জনগণের) পাপের বোঝা আপনাকেই বহন করতে হবে।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ হৃদয় জয়ের উদ্দেশ্যে মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের ও আকৃষ্ট করার জন্য দোআ করা।

٢٧٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ وَاَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَقِيْلَ هَلَكَتْ دَوْسٌ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ -

২৭২২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, তোফায়েল ইবনে আমর আদ-দাওসী ও তার সঙ্গী-সাথীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! দাওস গোত্রের লোকেরা আপনার অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং অবাধ্য হয়েছে। অতএব তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বদদোআ করুন। বলা হলো, দাওস গোত্র এবার ধ্বংস হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ (স) তাদের জন্য দোআ করলেন ঃ হে আল্লাহ ! দাওসকে হেদায়াত দান কর, ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দাও।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে তাদেরকেও। নবী (স) কায়সার (রোম সম্রাট) ও কিসরা (পারস্য সম্রাট)-কে পত্র পাঠিয়েছিলেন এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করতে হবে।

٢٧٢٣- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْرَؤُنَ كِتَابًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

২৭২৩. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ নবী (স) রোম (সম্রাট)-কে পত্র পাঠানোর সংকল্প করলে তাঁকে অবহিত করা হলো যে, তারা (রোমবাসীগণ) মোহরাংকিত পত্র ব্যতীত কোন পত্র পাঠ করেন না। সুতরাং তিনি (স) রৌপ্যের একটি মোহর (সীল) নির্মাণ করালেন। আমি এখনও যেন ঐটির (মোহর) শুভ্রতা তাঁর হাতে দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাতে (মোহরে) "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল" কথাটি খোদাই করিয়েছিলেন।

٢٧٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلٰى كِسْرٰى فَاَمَرَهُ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَاَهُ كِسْرٰى حَرَّقَهُ فَحَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبِيُّ اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ -

২৭২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (পারস্যের বাদশাহ) কিসরার নামে পত্র লিখে দূতকে তা বাহরাইনের শাসনকর্তার নিকট অর্পণের নির্দেশ দিয়েছিলেনএবং বাহরাইনের শাসক তা কিসরার নিকট পৌঁছিয়ে থাকবে। কিসরা তা পড়ার পর ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (র) বলেন, নবী (স) তার জন্য বদ্‌দোআ করেছিলেন। যেন তার রাষ্ট্রও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেরদেরকে ইসলাম গ্রহণ ও নবুয়াতে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহানবী (স)-এর আহবান এবং তারা যেন আল্লাহ ছাড়া পরস্পরকে মাবুদ হিসেবে গ্রহণ না করে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ - (ال عمران - ٧٩)

"কোন মানুষকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুয়াত দান করার পর তার পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, সে লোকদেরকে বলবে, আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও ; বরং সে বলবে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরাই কিতাবের শিক্ষাদান করে থাক এবং তা পাঠ করে থাক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৯)

٢٧٢٥– عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَتَبَ اِلٰى قَيْصَرَ يَدْعُوْهُ اِلَى الْاِسْلَامِ وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ اِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ وَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَدْفَعَهُ اِلٰى عَظِيْمِ بُصْرٰى لِيَدْفَعَهُ اِلٰى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللّٰهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشٰى مِنْ حِمْصَ اِلَى اِيْلِيَاءَ شُكْرًا لِمَا اَبْلَاهُ اللّٰهُ فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ قَرَاَهُ الْتَمِسُوْا لِيْ هَاهُنَا اَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لَاَسْاَلَهُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ اَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِيْ رِجَالٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدِمُوْا تِجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَوَجَدَنَا رَسُوْلُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ فَانْطَلَقَ بِيْ وَبِاَصْحَابِيْ حَتّٰى قَدِمْنَا اِيْلِيَاءَ فَاُدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ فِيْ مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ وَاِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوْمِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ نَسَبًا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَقُلْتُ اَنَا اَقْرَبُهُمْ

اِلَيْهِ نَسَبًا قَالَ مَاقَرَابَةُ مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَقُلْتُ هُوَ ابْنُ عَمِّىْ وَلَيْسَ فِى الرَّكْبِ يَوْمَئِذٍ
اَحَدٌ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِىْ فَقَالَ قَيْصَرُ اَدْنُوْهُ وَاَمَرَ بِاَصْحَابِىْ فَجُعِلُوْا خَلْفَ
ظَهْرِى عِنْدَ كَتِفِىْ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لِاَصْحَابِهِ اِنِّى سَائِلٌ هٰذَا الرَّجُلَ
عَنِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَاِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوْهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاللّٰهِ لَوْ لاَ الْحَيَاءُ
يَوْمَئِذٍ مِنْ اَنْ يَأْثُرَ اَصْحَابِىْ عَنِّى الْكَذِبَ لَكَذَبْتُهُ حِيْنَ سَاَلَنِىْ عَنْهُ وَلٰكِنِّىْ
اِسْتَحْيَيْتُ اَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنِّىْ فَصَدَقْتُهُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ
نَسَبُ هٰذَا الرَّجُلِ فِيْكُمْ ؟ قُلْتُ هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبٍ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ
اَحَدٌ مِنْكُمْ قَبْلَهُ قُلْتُ لاَ فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ
اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ
فَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ؟ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ فَيَزِيْدُوْنَ اَوْ
يَنْقُصُوْنَ ؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ
فِيْهِ ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ لاَ وَنَحْنُ الْاٰنَ مِنْهُ فِىْ مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ
اَنْ يَغْدِرَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَلَمْ يُمْكِنِّىْ كَلِمَةٌ اُدْخِلُ فِيْهَا شَيْئًا اَنْتَقِصُهُ بِهِ لاَ
اَخَافُ اَنْ تُؤْثَرَ عَنِّىْ غَيْرُهَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ
كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ ؟ قُلْتُ كَانَتْ دُوَلاً وَسِجَالاً يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ
الْاُخْرٰى قَالَ فَمَا ذَا يَاْمُرُكُمْ ؟ قَالَ يَاْمُرُنَا اَنْ نَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ
بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ لِتَرْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذٰلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ اِنِّىْ سَاَلْتُكَ عَنْ
نَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ ذُوْنَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِىْ نَسَبِ قَوْمِهَا وَسَاَلْتُكَ
هَلْ قَالَ اَحَدٌ مِنْكُمْ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ قَالَ
هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ يَاْتَمُّ بِقَوْلٍ قَدْ قِيْلَ قَبْلَهُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ
بِالْكَذِبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَاقَالَ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَزَعَمْتَ اَنْ

لاَ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَاَلْتُكَ اَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ اَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اِتَّبَعُوْهُ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حَتّٰى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ سُخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ فَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لاَ يَسْخَطُهُ اَحَدٌ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنْ لاَّ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُوْنَ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ فَزَعَمْتَ اَنْ قَدْ فَعَلَ اَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنُ دُوَلاً وَيُدَالُ عَلَيْكُمْ الْمَرَّةَ وَتُدَالُوْنَ عَلَيْهِ الْاُخْرٰى وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلٰى وَتَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَاَلْتُكَ بِمَاذَا يَاْمُرُكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ قَالَ وَهٰذِهِ صِفَةُ النَّبِيِّ (نَبِيٍّ) قَدْكُنْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ خَارِجٌ وَلٰكِنْ لَمْ اَظُنَّ (اَعْلَمْ) اَنَّهُ مِنْكُمْ وَاِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا فَيُوْشِكُ اَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَلَوْ اَرْجُوْ اَنْ اَخْلُصَ اِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لُقِيَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَيْهِ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ سَلاَمٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّيْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلاَمِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ اِثْمُ الْاَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا اَنْ قَضٰى مَقَالَتَهُ عَلَتْ اَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوْمِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ فَلاَ اَدْرِيْ مَاذَا قَالُوْا وَاَمِرَ بِنَافَاُخْرِجْنَا فَلَمَّا اَنْ خَرَجْتُ مَعَ اَصْحَابِيْ وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِيْ كَبْشَةَ هٰذَا مَلِكُ بَنِي الْاَصْفَرِ يَخَافُهُ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ وَاللّٰهِ مَازِلْتُ ذَلِيْلاً مُسْتَيْقِنًا بِاَنَّ اَمْرَهُ سَيَظْهَرُ حَتّٰى اَدْخَلَ اللّٰهُ قَلْبِيَ الْاِسْلاَمَ وَاَنَا كَارِهٌ ـ

২৭২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) ইসলাম গ্রহণের আহবান জানান এবং দাহিয়া কালবীকে পত্র সহ তার নিকট প্রেরণ করেন এবং তাকে নির্দেশ দেন তিনি যেন তা বসরার শাসনকর্তার নিকট অর্পণ করেন এবং বসরার শাসনকর্তা এটা রোম সম্রাটের নিকট পৌছে দিবে। কায়সারকে যেহেতু আল্লাহ পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় দান করেছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি হিমস থেকে ইলিয়াতে (জেরুসালেমে) গমন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র কায়সারের নিকট পৌছলে তিনি তা পাঠ করে বললেন, তাঁর (পত্র প্রেরকের) স্বগোত্রীয় কিছু লোক খুঁজে আমার নিকট হাযির কর, আল্লাহর এই রসূল সম্পর্কে তার নিকট আমি কিছু প্রশ্ন করব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, আবু সুফিয়ান আমাকে জানিয়েছেন ঃ সেই সময় তিনি কুরাইশদের কিছু লোকের সাথে ব্যবসায় ব্যাপদেশে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন, যেই সময় রসূলুল্লাহ (স) ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতী চলছিল। আবু সুফিয়ান বলেন, কায়সারের দূত শামের কোন এক স্থানে আমাদের সাক্ষাত পেলে সে আমাকে আমার সঙ্গী-সাথীসহ ইলিয়াতে নিয়ে গেল। আমাদেরকে যখন কায়সারের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি মুকুট পরিহিত অবস্থায় রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর চার পাশে বসেছিলেন রোম সাম্রাজ্যের বড় বড় নেতা ও পদস্থ কর্মকর্তাগণ। তিনি (কায়সার) তাঁর দোভাষীকে বললেন, এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করছে, (এদের মধ্যে) তাঁর বংশীয় সম্পর্কের নিকটবর্তী কেউ আছে কি না ? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশগত দিক দিয়ে আমি তাঁর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ও তাঁর মধ্যে কি ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ? আমি বললাম, তিনি আমার চাচাত ভাই। সেই সময় কাফেলায় আমি ব্যতীত আব্দ মানাফ গোত্রের একটি লোকও ছিল না। অতপর কায়সার বললেন, তাকে নিকটে নিয়ে এসো এবং আমার সাথীদের সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদেরকে আমার পিঠের কাছে কাঁধ বরাবর দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। এরপর তাঁর দোভাষীকে তিনি বললেন, তার (আবু সুফিয়ান) সাথীদের বলে দাও—আমি এই লোকটিকে (আবু সুফিয়ান) নবী বলে দাবিদার লোকটি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করব। যদি সে (আবু সুফিয়ান) মিথ্যা বলে, তাহলে তোমরা তার প্রতিবাদ করবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম ! যদি এ ব্যাপারে লজ্জবোধ না করতাম যে, (মিথ্যা বললে) আমার সাথীরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে জানবে, তাহলে আমি তাঁর প্রশ্নের জবাবে নবী (স) সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কিছু মিথ্যা বলতাম। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করলাম যে, আমার সঙ্গীরা তাহলে আমাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করবে। সুতরাং আমি সত্য কথাই বললাম। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, জিজ্ঞেস কর, তোমাদের মধ্যকার লোকটির [নবী (স)] বংশ মর্যাদা কিরূপ ? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি ইতিপূর্বে কি এ ধরনের দাবি করেছে ? আমি বললাম, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যে দাবি করছেন তার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিল ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর অনুসারী হচ্ছে না দুর্বল ও বিত্তহীন লোকেরা ? আমি বললাম, বরং দুর্বল ও বিত্তহীনেরা। তিনি বললেন, এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে ? আমি বললাম, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হচ্ছে। তিনি বললেন, তাঁর দীনকে গ্রহণ করার পর কেউ কি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করছে ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন ? আমি বললাম, না। তবে আমরা বর্তমানে তাঁর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ আছি এবং আশংকা করছি যে, তিনি হয়ত তা ভঙ্গ করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, আমার পক্ষ থেকে কোন মিথ্যা কথা বলে তাঁকে খাট করতে চেষ্টা করলে লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করবে, এই কারণে এ কথাটি ব্যতীত আর কোন কথা আমি যোগ করতে পারিনি। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর বিরুদ্ধে অথবা তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন সময় যুদ্ধ করেছেন ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কি ? আমি বললাম, যুদ্ধের ফলাফল অস্থায়ী; কখনো আমরা বিজয়ী হয়েছি, কখনো তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন—আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কোনকিছু শরীক না করি এবং তিনি আমাদের নিষেধ করেন—আমাদের পিতৃপরুষেরা যে সবের ইবাদত করত, তার ইবাদত করতে। তিনি আমাদেরকে নামায আদায়, সাদকা প্রদান, পবিত্রতা রক্ষা, প্রতিশ্রুতি পালন ও আমানত আদায় করার আদেশ দান করেন।

এই সব কথা আমি বললে, তিনি দোভাষীকে আদেশ দিলেন, তাকে (আবু সুফিয়ান) বল, আমি তোমাদের মধ্যে তাঁর [নবী (স)] বংশমর্যাদা সম্পর্কে জানতে চাইলে তুমি বললে, তিনি উচ্চ বংশজাত। রসূলগণ তাঁর কাওমের উচ্চবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। আমি তোমার নিকট জানতে চাইলাম, তোমাদের কেউ কি ইতিপূর্বে এ ধরনের কথা বলেছে ? তুমি বললে, না। তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কথা বলে থাকত তাহলে আমি বলতাম, লোকটি পূর্ব কথিত একটি কথারই অনুসরণ করছে। আমি জানতে চেয়েছি যে, তার এ (নবুওয়াত) দাবির পূর্বে কি তোমরা তাঁকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছ ? তুমি বললে, না। এ কারণে আমি বুঝতে পেরেছি যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পিতৃপরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলেন কি না ? তুমি বললে, না। আমি বলছি, যদি তার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত তাহলে আমি বলতাম, সে পিতৃপুরুষদের রাজত্ব উদ্ধার করতে ইচ্ছুক। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি যে, প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে না দুর্বল ও বিত্তহীনেরা ? তুমি বলেছ, দুর্বল ও বিত্তহীনেরাই তাঁর অনুসরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের লোকেরাই রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমার কাছে জানতে চেয়েছি, তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে ? তুমি বলেছ, তাদের সংখ্যা বাড়ছে। ঈমানের অবস্থা তাই, তা এমনিভাবেই বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁর দীন গ্রহণ করার পর বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেউ কি তা ত্যাগ করেছে ? তুমি জবাব দিয়েছ, না। ঈমানের অবস্থা তাই, তার স্বাদ যখন হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে তখন কেউই তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি কি চুক্তি বা ওয়াদা ভঙ্গ করেন ? তুমি বলেছ, না। ঠিকই, রসূলগণ কখনো ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে লড়াই করেছ বা তিনি তোমাদের সাথে

লড়াই করেছেন ? তুমি বলেছ, হাঁ। তোমাদের ও তাঁর মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল কখনও তাঁর অনুকূলে গিয়েছে, আবার কখনও তোমাদের অনুকূলে এসেছে। এভাবেই রসূলগণ পরীক্ষিত হন এবং পরিণাম তাঁদেরই অনুকূলে হয়। আমি তোমাকে আরো জিজ্ঞেস করেছি যে, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ দান করে থাকেন ? তুমি বলেছ, তিনি তোমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর সঙ্গে কোন কিছু শরীক না করতে আদেশ করেন। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা যেসবের ইবাদত করত তাও পরিহার করতে বলেন। তিনি নামায আদায়, সাদকা দান, পবিত্রতা রক্ষা, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ এবং আমানত আদায়েরও আদেশ দান করেন। এসব নবীরই বৈশিষ্ট্য। আমি জানতাম, অবশ্যই তাঁর আগমন ঘটবে, কিন্তু তিনি তোমাদের মধ্যে আগমন করবেন সে ধারণা কোন দিন করিনি। তুমি যা যা বললে তা যদি সত্য হয় তবে অচিরেই আমার দু' পায়ের নীচের জায়গা তাঁর অধিকারে চলে যাবে। যদি আমি আশা করতে পারতাম যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারব তবে শত কষ্ট স্বীকার করেও তাঁর সাক্ষাতের জন্য গমন করতাম। যদি আমি তাঁর নিকট থাকতাম তবে তাঁর পবিত্র পদযুগল ধুইয়ে দিতাম।

আবু সুফিয়ান বলেন, অতপর তিনি তাঁর পত্রখানি চেয়ে নিলেন। তাঁকে (কায়সার) তা পাঠ করে শুনানো হলো। তাতে লেখা ছিল পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে। আল্লাহর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোমের শাসনকর্তা হেরাকল (হিরাক্লিয়াস)-এর প্রতি। যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করুন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (সওয়াব) দান করবেন। আর যদি ইসলামের এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে রোম সম্রাজ্যের গোটা কৃষককুলের (সাধারণ প্রজা) পাপের বোঝা আপনাকেই বইতে হবে। "হে কিতাবের বাহকগণ ! এমন একটি কথার দিকে এসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। তাহলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমাদের কেউ পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এ কথা যদি তারা না মানে তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান।"

–(সূরা অলে ইমরান ঃ ৬৪)

আবু সুফিয়ান বলেন, তাঁর (কায়সার) কথা শেষ হলে তাঁর পাশে উপবিষ্ট রোমের নেতাগণ চীৎকার করতে শুরু করল। অতপর চীৎকার ও হট্টগোল বৃদ্ধি পেল। তারা কি বলে চীৎকার করছিল তা আমি বুঝতে পারিনি। আমাদের সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা হলে সেখান থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে বের হলে পর নির্জনে তাদেরকে বললাম, আবু কাবশার পুত্রের [মুহাম্মাদ (স)][২৫] কাজ অনেক শক্তি সঞ্চয় করেছে। রোমের বাদশা পর্যন্ত এখন তাঁকে ভয় করছে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ ! এরপর হতে আমি অপমান বোধ করতে থাকলাম এবং এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তাঁর কাজ অচিরেই বিজয় লাভ করবে। এরপর আমি অপসন্দ করলেও আল্লাহ আমার হৃদয়ে ইসলামকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

---

২৫. তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (স)-কে ইবনে আবু কাবশা (ভেড়ার বাপের পুত্র) নামে উল্লেখ করেছেন। অন্যথায় তাঁর এরূপ কোন নাম নাই। (সম্পাদক)

٢٧٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذٰلِكَ اَيُّهُمْ يُعْطٰى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُعْطٰى فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَاَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ فَبَرَاَ مَكَانَهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُّهْدٰى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ -

২৭২৬. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে খায়বার যুদ্ধের সময় বলতে শুনেছেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট পতাকা দেব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সাহাবাদের মধ্য থেকে কাকে তা দেয়া হয় এজন্য সকলেই আশান্বিত হৃদয়ে অপেক্ষারত থাকলেন। পরদিন সকালে সবাই আশান্বিত ছিলেন যে, তাকেই হয়ত দেয়া হবে। কিন্তু তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি চক্ষু যন্ত্রণায় কাতর। তিনি তাঁকে ডেকে আনতে নির্দেশ দিলে তাঁকে ডেকে আনা হল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর চোখে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু এরূপ ভাল হয়ে গেল যেন, তাঁর চোখের কোন রোগই ছিল না। আলী (রা) বললেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (স) বললেন, ধীরস্থির হও। তুমি তাদের মুখোমুখি উপনীত হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাও এবং (আল্লাহর প্রতি) তাদের কি কর্তব্য আছে তা অবহিত কর। আল্লাহর শপথ ! যদি একটা লোকও তোমার দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, তবে তা তোমার জন্য লোহিতবর্ণের উটের চাইতেও মহামূল্যবান।[২৬]

٢٧٢٧- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَاِنْ سَمِعَ اَذَانًا اَمْسَكَ وَاِنْ لَمْ يَسْمَعْ اَذَانًا اَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلاً -

২৭২৭. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। ভোর হলে যদি আযান শুনতে পেতেন, তাহলে আক্রমণ বন্ধ রাখতেন। আর যদি আযান শুনতে না পেতেন তাহলে ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আক্রমণ পরিচালনা করতেন। খায়বারের যুদ্ধে (যাত্রা করে) আমরা রাত্রিকালে সেখানে উপনীত হয়েছিলাম।

---

২৬. লোহিতবর্ণের উটকে আরবরা সবচাইতে উত্তম সম্পদ বলে মনে করত। এখানে লোহিতবর্ণের উটের অর্থ হলো, দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ। অর্থাৎ দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করে যদি তা সাদকা করা যায়, তাহলে যে সওয়াব হবে, একটি মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব হবে।

٢٧٢٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ اِلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهَا لَيْلاً وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلٍ لاَ يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا اَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

২৭২৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করে রাত্রে তথায় উপনীত হলেন। তাঁর নিয়ম ছিল, জিহাদের উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে কোন জনপদে উপনীত হলে ভোর না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাদেরকে আক্রমণ করতেন না। ভোরে ইহূদীরা (ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে) কোদাল ও ডালি (ঝুড়ি) নিয়ে বের হলে নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে (চীৎকার করে) বলে উঠল, মুহাম্মাদ ! আল্লাহর শপথ, মুহাম্মাদ তাঁর সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। নবী (স) তখন জোরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করে বললেন, খায়বার নিশ্চিতভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন। কেননা আমরা যখন কোন জনপদের দোর গোড়ায় উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যুষ হয় কত মন্দ।

٢٧٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ رَوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

২৭২৯. আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, একথা স্বীকার করে নেবে। অতপর যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই বলে ঘোষণা করবে, ইসলামের হক[২৭] ব্যতীত সে তার প্রাণ ও সম্পদ আমার হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহর যিম্মায়।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ এক স্থানে জিহাদের সংকল্প করে বাহ্যিকভাবে অন্য স্থানের সংকল্প দেখান এবং যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবারে সফরে বের হতে পসন্দ করে।

٢٧٣٠- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا -

২৭৩০. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যুদ্ধযাত্রা থেকে পিছে থেকে গিয়েছিলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন কোথাও যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প করতেন, তখন বাহ্যিকভাবে আরেক জায়গায় (সঠিক জায়গা না দেখিয়ে) যাত্রার সংকল্প দেখাতেন।

---

২৭. ইসলামের হক বা অধিকার বলতে বুঝনো হয়েছে, যদি সে এমন কোন অপরাধে লিপ্ত হয় যাতে ইসলামী আইনে দণ্ড হতে পারে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রভু বলে মানার কারণে তাকে রেহাই দেয়া হবে না, বরং দণ্ড কার্যকর করা হবে। এগুলোই হলো ইসলামের হক।

٢٧٣١- عَنْ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْزُوْهَا اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثِيْرٍ فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوْا اُهْبَةَ عَدُوِّهِمْ وَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ -

২৭৩১. কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করে বের হয়ে বাহ্যত অন্য জায়গায় যাত্রার সংকল্প দেখাতেন। এভাবে তাবূক যুদ্ধ কালে রসূলুল্লাহ (স) প্রচণ্ড গরমের সময়ে এ যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধের যাত্রাপথ ছিল দীর্ঘ ও মরুময় এবং শত্রু ছিল সংখ্যায় অনেক। সুতরাং তিনি মুসলমানদের সামনে বাস্তব পরিস্থিতি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, যাতে তারা শত্রুর মুকাবিলার উপযোগী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ এলাকায় যুদ্ধযাত্রা করছেন তাও তিনি অবহিত করলেন।

(١) ٢٧٣١- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ يَقُوْلُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِذَا خَرَجَ فِىْ سَفَرٍ اِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

২৭৩১(১) কাব ইবনে মালেক (রা) বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) কোন সফরে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে বৃহস্পতিবার ব্যতীত তিনি কমই যাত্রা করতেন।

٢٧٣٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ -

২৭৩২. আবদুর রহমান ইবনে কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার যাত্রা করেছিলেন। বৃহস্পতিবার রওয়ানা হওয়াই তিনি পসন্দ করতেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যোহরের নামাযের পর সফরে রওয়ানা হওয়া।

٢٧٣٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا -

২৭৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনাতে যোহরের নামায চার রাকআত আদায় করে (রওয়ানা হয়েছেন এবং) যুল-হুলাইফাতে দু' রাকআত আসরের নামায আদায় করেছেন এবং তাদেরকে (সাহাবাদেরকে) আমি হজ্জ ও উমরায় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাসের শেষ দিকে সফরে যাত্রা। কুরাইব থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট থাকতে মদীনা থেকে যাত্রা করেন এবং যিলহজ্জের চার তারিখে মক্কায় পৌঁছেন।

٢٧٣٤- عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرٰى اِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْىٌ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَنْ يَحِلَّ فَقَالَتْ عَائِشَةَ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ قَالَ يَحْىٰ فَذَكَرْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ اَتَتْكَ وَاللّٰهِ بِالْحَدِيْثِ عَلٰى وَجْهِهِ -

২৭৩৪. আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা যিলকাদ মাসের পাঁচ রাত অবশিষ্ট থাকতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। মক্কার নিকটবর্তী হলে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন, যাদের নিকট কোরবানীর জন্তু নেই তারা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করার পর ইহরাম খুলে ফেলবে। আয়েশা (রা) বলেন, কোরবানীর দিন আমাদের [রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীদের] নিকট গরুর গোশত পৌঁছান হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি ? বলা হলো, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন। ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি হাদীসটি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ ! আমরাহ হাদীসটি আপনার নিকট ঠিক ঠিকই বর্ণনা করেছেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ মাহে রমযানে সফরে যাত্রা।

٢٧٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ اَفْطَرَ -

২৭৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রমযান মাসে সফরে রওয়ানা হন। কাদীদ নামক জায়গাতে পৌঁছে তিনি রোযা ভঙ্গ করেন।

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যাত্রাকালে বিদায় জ্ঞাপন করা।

٢٧٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْثٍ وَقَالَ لَنَا اِنْ لَقِيْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوْهُمَا بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحَرِّقُوْا فُلاَنًا فُلاَنًا بِالنَّارِ وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

২৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে একটি সামরিক অভিযানে প্রেরণ করলেন এবং কুরাইশদের দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে বললেনঃ

যদি তোমরা অমুক ও অমুককে বন্দী করতে পার তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পরে আমরা রওয়ানা হওয়ার সংকল্প করে তাঁর কাছে বিদায় নিতে আসলে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক এবং অমুককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু আগুন দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ শাস্তি দিতে পারে না। তাই তোমরা তাদের উভয়কে বন্দী করতে সক্ষম হলে হত্যা করে ফেলবে।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করা।

٢٧٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالْمَعْصِيَةِ فَاِذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَةَ ـ

২৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ গুনাহ বা অন্যায় কাজের নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ইমামের (নেতার) আদেশ শ্রবণ এবং পালন করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যদি গুনাহ বা অন্যায় কাজের আদেশ দান করা হয় তাহলে সেই অবস্থায় শ্রবণ ও আনুগত্য নাই।

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করা এবং তার ছত্রছায়ায় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

٢٧٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ وَبِهٰذَا الْاِسْنَادِ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ وَاِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَاِنْ اَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَعَدَلَ فَاِنَّ لَهُ بِذٰلِكَ اَجْرًا وَاِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ ـ

২৭৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা (আমি ও আমার উম্মাত) সকল (নবী ও তাদের উম্মাতের) পরে আগমন করলেও (আখেরাতে জান্নাতে প্রবেশে) সবার অগ্রগামী। এই সনদেই আরো বর্ণনা করা হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্য হল। আর যে ব্যক্তি আমীরের (নেতা) আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হল সে আমারই অবাধ্য হল। ইমাম ঢালস্বরূপ। তার ছত্রছায়ায় যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তিনি যদি আল্লাহভীতির আদেশ দান করেন, ন্যায়-ইনসাফ করেন তাহলে তার বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কার লাভ করবেন। কিন্তু যদি এর বিপরীত কিছু বলেন, তবে তদনুরূপ ফল লাভ করবেন।

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন না করার শপথ গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন, জিহাদের ময়দানে প্রয়োজনে মৃত্যুর জন্য শপথ গ্রহণ করা। কেননা মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - (فتح - ١٨)

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে তোমার হাতে বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছে। তিনি তাদের হৃদয়ের কথা অবগত ছিলেন, তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য আসন্ন বিজয় নিশ্চিত করলেন।"-(সূরা ফাত্হ ঃ ১৮)

٢٧٣٩- عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اِثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِيْ بَايَعْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللّٰهِ فَسَأَلْتُ نَافِعًا عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ بَايَعَهُمْ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لاَ (بَلْ) بَايَعَهُمْ عَلَى الصَّبْرِ -

২৭৩৯. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা) বলেছেন, যে গাছটির নীচে আমরা বাইয়াত (শপথ) গ্রহণ করেছিলাম পরবর্তী বছর সেখানে পুনরায় গমন করলে আমাদের যেকোন দু'জনও গাছটি সম্পর্কে একমত হতে পারেনি (সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারেনি যে, কোন্‌টি সেই গাছ)। তা (চিনতে না পারা) ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত। আমরা নাফেকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের জন্য তারা বাইয়াত করেছিল ; মৃত্যুর জন্য কি ? তিনি জবাব দিলেন, না, বরং যুদ্ধে ধৈর্য ও স্থিরতার জন্য বাইয়াত করেছিলেন।

٢٧٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ اَتَاهُ اٰتٍ فَقَالَ لَهُ اِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ فَقَالَ لاَ اُبَايِعُ عَلٰى هٰذَا اَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৭৪০. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হার্‌রাহ দুর্ঘটনার সময় কোন একজন আগন্তুক তাঁর নিকট এসে জানালো যে, ইবনে হানযালা লোকের নিকট থেকে মৃত্যুর শপথ নিচ্ছেন। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর পর আমরা কারো নিকট থেকে এরূপ বাইয়াত গ্রহণ করব না।

٢٧٤١- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ عَدَلْتُ اِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُبَايِعُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا مُسْلِمٍ عَلٰى اَيِّ شَيْئٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ -

২৭৪১. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর হাতে বাইয়াত (বাইয়াতে রেদওয়ান) গ্রহণের পর একটা বৃক্ষছায়ার নীচে গমন করলাম। লোকের ভিড় কমে গেলে তিনি (স) আমাকে বললেন, হে আকওয়ার বেটা ! তুমি কি বাইয়াত গ্রহণ করবে না ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি তো বাইয়াত গ্রহণ করেছি। তিনি বললেন, পুনরায় কর। অতএব আমি দ্বিতীয়বার বাইয়াত করলাম। অধস্তন বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু মুসলিম ! ঐদিন আপনারা কিসের জন্য বাইয়াত করেছিলেন ? তিনি জবাব দিলেন, মৃত্যুর জন্য।

٢٧٤٢- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ : نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا + عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدًا -

فَاَجَابَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ -

২৭৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আনসারগণ বলতেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর হাতে শপথ নিয়েছি যে, যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন জিহাদ করে যাব। তাদের কথার জবাবে নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ ! আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান কর।

٢٧٤٣- عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَاَخِيْ فَقُلْتُ بَايِعْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِاَهْلِهَا فَقُلْتُ عَلاَمَ تُبَايِعُنَا قَالَ عَلَى الْاِسْلاَمِ وَالْجِهَادِ -

২৭৪৩. মুজাশে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হিজরতের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, হিজরত তো মুসলিমদের জন্য শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, তাহলে কিসের জন্য আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করবেন ? তিনি বললেন, ইসলাম ও জিহাদের জন্য।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম লোকদের সামর্থ অনুযায়ী কাজের নির্দেশ দিবে।

٢٧٤٤- عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَقَدْ اَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِيْ عَنْ اَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا اَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ اَرَاَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا يَخْرُجُ مَعَ اُمَرَائِنَا فِي الْمَغَازِيْ فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِيْ اَشْيَاءَ لاَ نُحْصِيْهَا فَقُلْتُ لَهُ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ لَكَ اِلاَّ اَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَسٰى اَنْ لاَ يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِيْ اَمْرٍ اِلاَّ مَرَّةً حَتّٰى تَفْعَلَهُ وَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى اللّٰهَ وَاِذَا شَكَّ فِيْ نَفْسِهِ

شَيْءٍ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوْهُ وَالَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا اِلاَّ كَالثَّغَبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِىَ كَدَرُهُ -

২৭৪৪. আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আজ আমার নিকটে এক ব্যক্তি এসে আমাদের একটি প্রশ্ন করলে তাকে আমি কোন জবাব দিতে পারিনি। লোকটি বলল, আমাকে বলুন, এক সম্পদশালী, অস্ত্রসজ্জিত ও কর্মতৎপর লোক আমাদের নেতাদের সাথে জিহাদে গিয়ে আমাদের এমন কিছু আদেশ করে যা করার সামর্থ আমাদের নেই। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আপনাকে জবাব দেয়ার মত কোন কিছু আমার জানা নেই। তবে আমরা নবী (স)-এর সাথে থাকতাম, তিনি আমাদেরকে একবারে কোন কাজের নির্দেশ দিতেন আর আমরা কাজটি সমাধা করে ফেলতাম। তোমরা প্রত্যেকেই যতদিন আল্লাহকে ভয় করবে ততদিন কল্যাণ ও শান্তিতে থাকবে। যখনই কারো অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি হবে, তখন এমন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে যে জবাব দিয়ে পূর্ণ সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। কিন্তু অচিরেই এরূপ কোন লোক তোমরা পাবে না। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই ! এই পৃথিবীর যতটুকু অতীত হয়েছে সে সম্বন্ধে এছাড়া আর কি বলব যে, এটা একটা বৃহৎ জলাশয়ের মত যার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করলে সূর্য না গড়ান পর্যন্ত বিলম্ব করতেন।

٢٧٤٥- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى فَقَرَأْتُهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا اِنْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ خَطِيْبًا قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اَهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ -

২৭৪৫. উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম এবং সেক্রেটারী সালেম আবুন নাযার (রা) বর্ণনা করেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা পত্র প্রেরণ করেছিলেন যা আমিও পাঠ করেছি। (তাতে লেখা ছিল), একবার রসূলুল্লাহ (স) শত্রুর বিরুদ্ধে কোন এক যুদ্ধে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। অতপর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা ! শত্রুর বিরুদ্ধে (যুদ্ধক্ষেত্রে) লড়াইয়ের আকাঙ্খা কর না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর এবং মুকাবিলা হলে ধৈর্যধারণ কর। জেনে রাখ, তরবারির ছায়াতলেই জান্নাত। এরপর তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী, তাদের পরাস্ত কর এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের অনুমতি নিয়ে কারো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَأْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُوْنَكَ..... لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ - (النور - ٦٢)

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রসূলের সাথে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত সেখান থেকে চলে যায় না। যারা তোমার অনুমতি চায় তাঁরাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলে বিশ্বাসী। কাজেই যখন তারা কোন কাজের জন্য তোমার কাছে বাইরে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তুমি চাইলে তাদের যাকে ইচ্ছা অনুমতি প্রদান কর।"-(সূরা আন নূর ঃ ৬২)

٢٧٤٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَتَلاَحَقَ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا عَلٰى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ اَعْيَا فَلاَ يَكَادُ يَسِيْرُ فَقَالَ لِىْ مَا لِبَعِيْرِكَ قَالَ قُلْتُ عَيِىَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَالَهُ فَمَازَالَ بَيْنَ يَدَىِ الْاِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ فَقَالَ لِىْ كَيْفَ تَرٰى بَعِيْرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ اَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ اَفَتَبِيْعُنِيْهِ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِعْنِيْهِ فَبِعْتُهُ اِيَّاهُ عَلٰى اَنَّ لِى فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتّٰى اَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى عَرُوْسٌ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِىْ فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَنِىْ خَالِىْ فَسَاَلَنِىْ عَنِ الْبَعِيْرِ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ (بِهِ) فِيْهِ فَلاَمَنِىْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ حِيْنَ اسْتَاذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلْ لاَتَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُوُفِّىَ وَالِدِىْ اَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِىْ اَخَوَاتٌ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ تُؤَدِّبُهُنَّ وَلاَ تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ فَاَعْطَانِىْ ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَىَّ قَالَ الْمُغِيْرَةُ هٰذَا فِىْ فَضَائِنَا حَسَنٌ لاَ نَرٰى بِهِ بَأْسًا -

২৭৪৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে অনুসরণ করে কাছে আসলেন। সেই সময় আমি

আমার পানি বহনকারী উটের পিঠে পানি বহন করছিলাম। উটটি ক্লান্ত হয়ে চলতে অক্ষম প্রায় হয়ে পড়েছিল। তিনি তা দেখে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উটের কি হলো ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বর্ণনাকারী জাবের বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) উটটির পিছনে গিয়ে হাঁকালেন এবং দোআ করলেন। তারপর তিনি আমার উটের সামনে সামনে চলতে থাকলেন এবং বললেন, উটটিকে এখন কেমন মনে হচ্ছে ? জাবের বলেন, আমি বললাম, ভাল হয়ে গিয়েছে। উটটি আপনার বরকত লাভ করেছে। সেই সময় তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে ? জাবের বলেন, (একথা শুনে) আমি লজ্জাবোধ করলাম। কারণ এটি ব্যতীত পানি বহন করার জন্য আমার আর কোন উট ছিল না। তবুও আমি বললাম, হাঁ বিক্রি করব। তিনি [নবী (স)] বললেন, আমার নিকট বিক্রি কর। জাবের বলেন, আমি তাঁর নিকট সেটিকে এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আমি তার পিঠে আরোহণ করব। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। আমি (একটু আগে চলে যাবার জন্য) আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি আমাকে চলে যাবার অনুমতি দিলে আমি সকলের আগেই মদীনায় পৌঁছলাম। এই সময় আমার মামা আমার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং উটের কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি উটটি সম্পর্কে সব কিছু তাঁকে জানালে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। জাবের বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলাম তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করেছ না বিবাহিতা নারীকে ? আমি বললাম, বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি। (একথা শুনে) তিনি বললেন, কুমারী বিবাহ করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে খেলা করতে এবং সে তোমার সাথে খেলা করত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার আব্বা ইন্তিকাল করেছেন অথবা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার অনেকগুলো অল্পবয়স্কা বোন রেখে গিয়েছেন। তাদের আদর যত্ন দিতে ও আদব শিখাতে অক্ষম এমন কোন অল্প বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করা আমি পসন্দ করিনি। সুতরাং আমি বিবাহিতা নারীকে বিবাহ করেছি যেন সে তাদের আদর যত্ন করতে পারে এবং আদব শিক্ষা দিতে পারে। জাবের বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় পৌঁছলে পরদিন সকালে আমি উটটি সহ তাঁর নিকট গমন করলে তিনি আমাকে উটের মূল্য প্রদান করলেন এবং উটটিও আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। মুগীরা বলেন, এ ধরনের শর্ত করে বিক্রি করা আমাদের কাছে উত্তম। এতে কোন দোষ দেখি না।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সদ্য বিবাহিতা ব্যক্তির জিহাদে অংশ গ্রহণ। এ বিষয়ে জাবের নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ বাসর রাত্রির পর জিহাদে গমন। আবু হুযাইফা নবী (স) থেকে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতি ও শঙ্কার সময় ইমামের (নেতার) তৎপরতা।

٢٧٤٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَ اِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا ـ

২৭৪৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় মদীনাতে ভীতি ও ত্রাস দেখা দেয় রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহার একটি ঘোড়ায় চড়ে গোটা মদীনা টহল দিলেন এবং পরে তিনি বললেন, আমি তো ভীতিপ্রদ কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশ্য এই ঘোড়াটিকে নদীর স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজনক অবস্থায় দ্রুত চলা এবং দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করা।

٢٧٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِىْ طَلْحَةَ بَطِيْئًا ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُوْنَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا اِنَّهُ لَبَحْرٌ (قَالَ) فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ -

২৭৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় লোকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহার ধীরগতি সম্পন্ন একটি অশ্বে আরোহণ করলেন এবং পা মেরে (অশ্বটিকে দ্রুত চালিয়ে) বের হলেন। পরে অন্যান্য লোকেরাও পা মেরে অশ্বচালনা করে তাঁর পেছনে পেছনে বের হলো। অতপর নবী (স) বললেন, ভয় পেয়ো না ; ভয়ের কোন কারণ নেই। ঘোড়াটি তো নদীর স্রোতের মত সাবলীল গতিসম্পন্ন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, ঐদিনের পর আর কোন দিন ঘোড়াটি পেছনে পড়েনি।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ ভীতিজনক পরিস্থিতিতে একাকী বের হওয়া।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে পারিশ্রমিক[২৮] প্রদান ও সওয়ারী জন্তু সরবরাহ করা।

মুজাহিদ বর্ণনা করেন, আমি ইবনে উমারকে বললাম, যুদ্ধে চলুন। জবাবে তিনি বললেন, আমার অর্থের একাংশ দিয়ে এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করব। আমি বললাম, আল্লাহ আমাকে যথেষ্ট (সম্পদ) দান করেছেন। (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার প্রাচুর্য তোমারই থাক। আমি শুধু চাই আমার সম্পদের কিছু অংশ এ পথে ব্যয়িত হোক। উমার (রা) বলেছেন, কিছুসংখ্যক লোক জিহাদ করার জন্য (বাইতুল মাল থেকে) অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে ; কিন্তু পরে জিহাদে গমন করে না। যারা এরূপ করবে, আমরাই তাদের সম্পদের বেশী হকদার। তাদের নিকট থেকে আমরা ঐ পরিমাণ অর্থ ফিরিয়ে নেব। তাউস ও মুজাহিদ বলেন, যখন তোমাকে কোন বস্তু এ উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় যে, তার বিনিময়ে তুমি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হবে তখন সে অর্থ তুমি নিজ ইচ্ছামত ব্যয় কর এবং বাড়িতেই রেখে দাও।

٢٧٤٩- عَنْ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَشْتَرِيْهِ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ -

২৭৪৯. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরোহণের জন্য আল্লাহর পথে (জিহাদ করার উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। পরে দেখলাম, সেটাকে বিক্রি করা

২৮. এখানে যে পারিশ্রমিকের কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ এক ব্যক্তি যার উপর জিহাদ ওয়াজিব হয়নি তিনি জিহাদে অংশগ্রহণকারীকে সাহায্য করে সওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাকে যে অর্থ দেন। অথবা নিজের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির ব্যয়ভার বহন করে তাকে জিহাদে পাঠান।–সম্পাদক

হচ্ছে। আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমি সেটা খরিদ করব কি না ? তিনি বললেন, ওটা খরিদ করো না এবং তোমার সাদকাকে (খরিদ করে হলেও) ফেরত নেয়ার ব্যবস্থা করো না।

٢٧٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ ـ

২৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলেন। তারপর সেটাকে বিক্রি হতে দেখে খরিদ করার ইচ্ছা করলেন। তিনি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওটি খরিদ করো না এবং (এভাবে) তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না।

٢٧٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ وَلٰكِنْ لاَ اَجِدُ حَمُوْلَةً وَلاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَىَّ اَنْ يَتَخَلَّفُوْا عَنِّىْ وَلَوَدِدْتُ اَنِّىْ قَاتَلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ اُحْيِيْتُ ـ

২৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে (জিহাদে গমনকারী) কোন ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি পিছিয়ে থাকতাম না। কিন্তু আমি সকলের আরোহণ উপযোগী যথেষ্ট সংখ্যক সওয়ারী জন্তু সংগ্রহ করতে পারি না। অথচ তাদেরকে পেছনে ফেলে রেখে যাওয়াও আমার জন্য পীড়াদায়ক। আমার ইচ্ছা হয় আমি আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হই। তারপর জীবিত হয়ে আবার লড়াই করি এবং নিহত হয়ে আবার জীবিত হই।[২৯]

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য মজুর রাখা (অর্থের বিনিময়ে লোক সংগ্রহ করে জিহাদে প্রেরণ বা ব্যক্তিগত সেবায় লাগানো)। হাসান ও ইবনে সীরীনের মতে, মজুরকে গনীমতের অংশ প্রদান করতে হবে। আতিয়্যাহ ইবনে কায়েস একটি ঘোড়ার অংশ অর্ধেক করে গ্রহণ করেছিলেন। ঘোড়ার অংশ হয়েছিল চার শত দিনার। তিনি নিজে দু'শত এবং ঘোড়ার মালিককে দু'শত দিনার প্রদান করেছিলেন।

٢٧٥٢- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوْكَ فَحَمَلْتُ عَلٰى بَكْرٍ فَهُوَ اَوْثَقُ (اَجْمَالِىْ) اَعْمَالِىْ فِىْ نَفْسِىْ فَاسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا

২৯. আল্লাহর পথে লড়াই করা এত উত্তম ও মহান কাজ যে, এর জন্য একটা মানুষের তার জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দেয়া উচিত। শুধু তাই নয়, প্রাণ দানের সুযোগ যদি কোন সময় আসে, আর বার বার প্রাণ লাভ করা যায়, তাহলে প্রতিবার এ জন্য প্রাণ দান করা যেতে পারে। আল্লাহর পথে প্রাণ দানের এই গুরুত্ব ও মর্যাদাকে সামনে রেখেই নবী (স) উপরোক্ত কথাগুলো বলেছেন।

فَقَاتَلَ رَجُلاً فَعَضَّ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيْهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاَهْدَرَهَا فَقَالَ اَيَدْفَعُ يَدَهُ اِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ـ

২৭৫২.সাফওয়ান ইবনে ইয়া'লা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তখন আমি একটি জোয়ান উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম। আমার নিকট এটাই ছিল (যুদ্ধে অংশগ্রহণ) আমার সবচাইতে উত্তম সওয়াব। তখন আমি একজন লোককে মজুর রেখেছিলাম। সে অন্য একটা লোকের সাথে ঝগড়া করতে করতে তাদের একজন অন্য জনের হাত কামড়ে ধরে। দ্বিতীয় লোকটি দ্রুত তার হাত টেনে বের করতে গেলে অপর লোকটির সামনের দাঁত ভেঙে যায়। লোকটি (দাঁত ভাঙা লোকটি) নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ নিয়ে আসলে তিনি মামলাটি বাতিল করে দেন এবং বলেন, তুমি কি মনে কর সে তোমার মুখের মধ্যে হাত ধরে রাখত এবং তুমি উটের মত তা চিবাতে থাকতে ?

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পতাকা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে।

٢٧٥٣- عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الْاَنْصَارِيَّ وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ ـ

২৭৫৩. ছালাবা ইবনে আবু মালেক কুরাযী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর পতাকা বহনকারী কায়েস ইবনে সা'দ আনসারী হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করলে এহরামের পূর্বে আঁচড়ে ছিলেন।

٢٧٥٤- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا فِىْ صَبَاحِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ قَالَ لَيَاْخُذَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَفَتَّحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ

২৭৫৪. সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। (চক্ষু পীড়ার কারণে) আলী (রা) খায়বার যুদ্ধে (প্রথম দিকে) অংশগ্রহণ হতে বিরত ছিলেন। তিনি (আলী) বলেছিলেন, আমি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর (সাথে যুদ্ধে না গিয়ে) পেছনে থেকে যাব ? অতপর হযরত আলী (রা) (এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য) বের হয়ে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলেন। যে ভাবে তিনি [নবী (স)] খায়বার জয় করলেন তার পূর্ব সন্ধ্যায় বললেন, আগামী সকালে এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবে (অথবা এমন ব্যক্তিকে পতাকা দান করব) যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন (অথবা তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসেন) এবং

তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। ইতিমধ্যে আমরা অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত আলী (রা)-কে দেখতে পেলাম। সবাই বলে উঠল এই তো আলী আগমন করেছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁকেই পতাকা প্রদান করলেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

٢٧٥٥- عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ هَاهُنَا اَمَرَكَ النَّبِيُّ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ -

২৭৫৫. নাফে ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আমি শুনেছি, আব্বাস মক্কা বিজয়ের সময় যুবায়েরকে বলেছেন, এই খানেই তো নবী (স) আপনাকে পতাকা উত্তোলনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ ভীতিজনক অবস্থা সৃষ্টি করে আমাকে এক মাসের দূরত্ব থেকে সাহায্য করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী ঃ

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا - (ال عمران) -

"শীঘ্রই আমি কাফেরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কেননা তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যে বিষয়ে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১) জাবের (রা) নবী (স) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٧٥٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ فَبَيْنَا اَنَا نَائِمٌ اُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْاَرْضِ فَوُضِعَتْ فِيْ يَدِيْ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمْ تَنْتَثِلُوْنَهَا -

২৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলছেন, আমি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতাসহ প্রেরিত হয়েছি এবং ভীতি সঞ্চার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি। আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময় আমার হাতে পৃথিবীর সমস্ত ধনভান্ডারের চাবি প্রদান করা হলো। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তো প্রস্থান করেছেন, কিন্তু তোমরা উক্ত ধনভান্ডার বের করে নিচ্ছ।[৩০]

٢٧٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ وَهُمْ بِاِيْلِيَاءَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَأَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ

৩০. এ নিদ্রার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, আপনার উম্মাত ও অনুসারীরা দুনিয়ায় দু'টি বৃহত্তম সাম্রাজ্য জয় করবে এবং তাদের অর্থ ভাণ্ডার অধিকার করবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানরা ইরান ও রোম সাম্রাজ্য দখল করে এবং তাদের অর্থ সম্পদ মুসলমানদের হাতে এসে যায়।

عِنْدَهُ الصَّخَبُ فَارْتَفَعَتِ الْاَصْوَاتُ وَاُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِاَصْحَابِىْ حِيْنَ اُخْرِجْنَا لَقَدْ اَمِرَ اَمْرُ ابْنِ اَبِىْ كَبْشَةَ اَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِى الْاَصْفَرِ ـ

২৭৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, তিনি (আবু সুফিয়ান) যখন ইলিয়াতে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় হিরাক্লিয়াস তাঁর দূতের মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর (পবিত্র) চিঠি নিয়ে পাঠ করলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তার চারপাশে হৈচৈ ও চীৎকার শুরু হলো। এ সময় আমাদের সকলকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমি আমার সংগীদেরকে বললাম, ইবনে আবু কাবশার[৩১] [রসূলুল্লাহ (স)] কাজ তো এখন অনেক বিস্তৃতি লাভ করল। রোমের বাদশাহও এখন তাঁকে ভয় করতে শুরু করেছে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরে পাথেয় বহন করে নেয়া।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ ـ (البقرة)

"তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বাপেক্ষা উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। আর হে বোধ সচেতন ব্যক্তিগণ, আমাকে ভয় কর।" –(আল বাকারা ঃ ১৯৭)

২৭৫৮– عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَ اَنْ يُهَاجِرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَتْ فَلَمْ نَجِدُ لِسُفْرَتِهِ وَلاَ لِسِقَائِهِ مَا نَرْبُطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لاَبِىْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُ بِهِ اِلاَّ نِطَاقِىْ قَالَ فَشُقِّيْهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيْهِ بِوَاحِدٍ السِّقَاءَ وَبِالْاٰخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ ـ

২৭৫৮. আসমা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আমি আবু বাকরের গৃহে তাঁর পথের খাদ্য প্রস্তুত করে দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর সফরের খাদ্য ও পানীয় বাঁধার মত কোন রশি না পেয়ে আবু বাকরকে বললাম, আল্লাহর শপথ ! আমার কোমরবন্ধ ছাড়া ঐগুলো বাঁধার জন্য আমি আর কিছুই দেখছি না। তিনি বললেন, ওটাকে ছিঁড়ে দু'ভাগ করে একভাগ দ্বারা পানির পাত্র (মশক) এবং অপর ভাগ দ্বারা খাদ্যের পাত্র বাঁধ। আমি তাই করলাম। আর এ জন্যই আমাকে দু'টি বস্ত্রখণ্ডের অধিকারিণী বলা হতো।

২৭৫৯– عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ حُلُوْمَ الْاَضَاحِىِّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

৩১. আসলে আবু কাবশা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতার নাম ছিল না। বরং উপহাস করেই আবু সুফিয়ান এ শব্দ ব্যবহার করেন।

২৭৫৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সময় আমরা কোরবানীর গোশত মদীনায় বহন করে নিয়ে যেতাম।

٢٧٦٠- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ اَدْنٰى خَيْبَرَ فَصَلَّوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْاَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَا فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلَّيْنَا ـ

২৭৬০. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বার যুদ্ধের বছরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার গমন করেছিলেন। তারা খায়বার সন্নিকটবর্তী সাহ্বা নামক একটি জায়গাতে উপনীত হলে আসরের নামায পড়লেন। এরপর নবী (স) খাবার চাইলে তাঁকে ছাতু ভিন্ন আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে পানি পান করলাম। খাওয়ার পরে নবী (স) উঠে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম এবং সকলে মিলে নামায পড়লাম।

٢٧٦١- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ النَّاسِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَحْرِ اِبِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرَ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ـ

২৭৬১. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক সময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লোকদের খাদ্যসম্ভার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেলে তারা নবী (স)-এর কাছে এসে উট জবেহ করার অনুমতি চাইল তিনি তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলেন। পরে উমার তাদের কাছে আগমন করলে তারা তাঁকে সবকিছু অবহিত করল। তিনি বললেন, এই উটগুলোর পরে তোমাদের কাছে আর কি থাকবে ?[৩২] তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এ উটগুলোর পরে তাদের কাছে আর কি থাকছে ? (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, লোকদেরকে অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রীসহ আসতে বল। পরে (লোকেরা আসলে) তিনি দোআ করে খাদ্যে বরকত কামনা করলেন। এরপর সকলকে পাত্রসহ আসার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা দু'হাত ভরে তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নিলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, আর আমি তাঁর রসূল।

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের কাঁধে সফরের পাথেয় বহন করা।

৩২. কারণ এরপর তো তোমাদের এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে এবং পায়ে হেঁটে কি তা সম্ভব হবে ? –সম্পাদক

٢٧٦٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلٰى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتّٰى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ تَمرَةً قَالَ رَجُل يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَاَيْنَ كَانَتِ التَّمَرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا حَتّٰى اَتَيْنَا الْبَحْرَ فَاِذَا حُوْتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَاَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا اَحْبَبْنَا -

২৭৬২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় আমরা এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলাম। আমরা তিনশ' লোক প্রত্যেকের মালপত্র নিজেদের কাঁধে বহন করে যাত্রা করলাম। (কিছুদিন পর) পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেলে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেয়ে দিন কাটাতে লাগলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ, একটা খেজুর একটা মানুষের কি যথেষ্ট হতে পারে ? তিনি বললেন, একটি খেজুরও যখন পাইনি, তখন তার মূল্য অনুভব করেছি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রোপকূলে উপনীত হলে সমুদ্র তার তীরে একটি (খুব বড়) মাছ নিক্ষেপ করল, যা আমরা আঠার দিন পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছা ও পসন্দমত খেয়েছিলাম।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মেয়ে তার ভাইয়ের পেছনে একই সওয়ারী জন্তুর পিঠে আরোহণ করা।

٢٧٦٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِاَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ اَزِدْ عَلَى الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا اِذْهَبِيْ وَلْيَرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ فَانْتَظَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ حَتّٰى جَاءَتْ -

২৭৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার সাহাবারা হজ্জ এবং উমরাহ পালনের সওয়াবসহ ফিরে যাচ্ছে ; অথচ আমি শুধু হজ্জ সম্পাদন করে ফিরছি। (একথা শুনে) তিনি [নবী (স)] আয়েশা (রা)-কে বললেন, যাও আবদুর রহমান[৩৩] তোমাকে তার সওয়ারী জন্তুর পিঠে পেছনে বসিয়ে নেবে। তিনি আবদুর রহমানকে তানঈ'ম থেকে আয়েশা (রা)-কে উমরাহ করানোর নির্দেশ দিলেন এবং আয়েশা (রা) না ফেরা পর্যন্ত মক্কার উচ্চভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন।

٢٧٦٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ اَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اُرْدِفَ عَائِشَةَ وَاُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ -

২৭৬৪. হযরত আবু বাকর সিদ্দীকের পুত্র আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (আমার বোন) আয়েশা (রা)-কে আমার সওয়ারীর পিঠে পেছনে বসিয়ে তানঈ'ম থেকে উমরাহ আদায় করানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও জিহাদে একই সওয়ারীতে দু'জনের আরোহণ করা।

---

৩৩. আবদুর রহমান আয়েশা (রা)-এর সহোদর ভাই।

٢٧٦٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَ اِنَّهُمْ لَيَصرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ ـ

২৭৬৫. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু তালহার পেছনে সওয়ারীতে বসে ছিলাম আর লোকেরা একই সাথে উচ্চস্বরে হজ্জ ও উমরাহর তালবিয়া পাঠ করছিল।

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে দু'জনের আরোহণ করা।

٢٧٦٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَرَاءَهُ ـ

২৭৬৬. উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জিনের ওপর চাদর পাতা একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেন এবং উসামাকে তাঁর পেছনে বসান।

٢٧٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْتِىَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلًا ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا فَسَاَلَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسَاَلَهُ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ ـ

২৭৬৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাহনে উসামা ইবনে যায়েদকে পেছনে বসিয়ে মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন আর বেলাল ও কাবার রক্ষী উসমান (রা) তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। উটটিকে মসজিদে হারামের আঙিনায় বসিয়ে তিনি [নবী (স)] উসমানকে কাবা ঘরের চাবি আনার আদেশ দিলেন। উসমান চাবি এনে কাবার দরজা খুলে দিলে রসূলুল্লাহ (স) উসামা, বেলাল এবং উসমানকে সঙ্গে নিয়ে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করার পর সেখান থেকে বের হলেন। লোকেরা তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সর্বাগ্রে প্রবেশ করেছিলেন। এক সময় তিনি বেলালকে দরজার পাশেই দন্ডায়মান দেখতে পেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (স) কোন্ জায়গায় (দাঁড়িয়ে) নামায পড়লেন ? সুতরাং তিনি (স) যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন বেলাল সে জায়গা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) কয় রাকয়াত নামায পড়েছিলেন আমি তাকে এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেকাব বা অনুরূপ কোন কিছু বহন করা।

٢٧٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ـ

২৭৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতিটি অস্থি খন্ডের ওপর এক একটি করে সাদকা ওয়াজিব হয়। দু'জন লোকের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সাদকা, কোন লোককে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিজের সওয়ারী জন্তুর ওপর আরোহণ করান অথবা তার সরঞ্জাম বহন করে দেয়া সাদকা, উত্তম ও পবিত্র কথা—সাদকা, নামাযের জন্য যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ সাদকা এবং পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (যেমন কাঁটা বা ইট ও পাথরের কুচি) অপসারণ করাও সাদকা।

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ নিয়ে শত্রু এলাকায় যাওয়া। এ ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ ইবনে বিশর উবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে থেকে এবং তিনি ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাবৃন্দ কুরআন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শত্রু এলাকা সফর করেছেন।

٢٧٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ ـ

২৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) শত্রুভূমিতে (দারুল কুফর) কুরআন (নোসখা বা কপি) নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪]

১২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করা।

٢٧٧٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَبَّحَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِىْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَؤُا اِلَى الْحِصْنِ فَرَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ وَاَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادٰى مُنَادِى النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا ـ

৩৪. এর কারণ সম্ভবত এই হতে পারে যে, শত্রু এলাকায় প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কুরআনের অমর্যাদা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।—সম্পাদক

২৭৭০. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) ভোর বেলায় খায়বারে উপস্থিত হলেন। সেই সময় ইহূদীরা ঘাড়ে কোদাল নিয়ে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বের হচ্ছিল। তারা নবী (স)-কে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বলতে শুরু করল, এই যে, মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। মুহাম্মাদ সেনাদল নিয়ে এসে পড়েছে। অতপর তারা দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। তখন নবী (স) দু'হাত উঠিয়ে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, খায়বার নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি অথবা খায়বার ধ্বংস হোক। কেননা, আমরা যখন কোন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে তাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রত্যূষ খুবই মন্দ হয়ে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, সেখানে কিছুসংখ্যক গাধা আমাদের হস্তগত হল। আমরা সেগুলো (জবাই করে তার) গোশত পাকালাম। ইত্যবসরে নবী (স)-এর পক্ষ থেকে ঘোষক ঘোষণা করে দিল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদেরকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কাজেই গোশতসহ সমস্ত ডেকচিগুলো উল্টিয়ে দেয়া হল।

১৩০-অনুচ্ছেদ ঃ তাকবীর ধ্বনিতে যে ধরনের উচ্চস্বর অপসন্দনীয়।

٢٧٧١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا اِرْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتَعَالٰى جَدُّهُ -

২৭৭১. আবু মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা (হজ্জের সফরে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। যখন আমরা কোন উপত্যকার উচ্চভূমিতে আরোহণ করছিলাম তখন উচ্চস্বরে তাকবীর ও কালেমা তাইয়েবা উচ্চারণ করছিলাম। (তা দেখে) নবী (স) বললেন, হে লোকেরা ! তোমরা তো কোন বধির বা দূরে অবস্থানকারীকে সম্বোধন করছ না। যাকে ডাকছো তিনি আমাদের সাথেই আছেন। তিনি শ্রবণকারী ও অতি নিকটবর্তী।[৩৫]

১৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকার নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় তাসবীহ পাঠ করা।

٢٧٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا -

২৭৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, (সর্বদাই) আমরা কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তাকবীর বলতাম এবং নীচু জায়গায় অবতরণ করলে তাসবীহ পাঠ করতাম।[৩৬]

১৩২-অনুচ্ছেদ ঃ উচ্চে আরোহণের সময় তাকবীর ধ্বনি বলা।

---

৩৫. তাকবীরের অর্থ হলো, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করা যার অর্থ তিনি ছাড়া আর কেউ-ই বড় বা মহৎ বলে দাবী করার যোগ্য নেই। তিনি সকলের উর্ধে। তাঁকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না বা তাঁর নিকট কৈফিয়ত চাইতে পারে না। তাঁর কাছে সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। তাসবীহ-এর অর্থ হলো, তিনি সকল প্রকার কলুষ কালিমা, দুর্বলতা ও আবিলতা মুক্ত। কোন ত্রুটিই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না—এই ঘোষণা প্রদান করা।

৩৬. অর্থাৎ জোরেশোরে হৈচৈ করে চিৎকার করে আল্লাহু আকবার না বলে স্বাভাবিক কণ্ঠে আল্লাহর প্রতি মর্যাদা প্রকাশের গাম্ভীর্য বজায় রেখে উচ্চারণ করা।—সম্পাদক

٢٧٧٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا ـ

২৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা যখনই কোন উচ্চ জায়গায় আরোহণ করতাম তখন তাকবীর বলতাম এবং নিম্নভূমিতে অবতরণ করলে তাসবীহ উচ্চারণ করতাম।

٢٧٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ اَعْلَمُهُ الاَّ قَالَ الْغَزْوَ يَقُوْلُ كُلَّمَا اَوْ فِيْ عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ ـ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَـهُ اَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ لاَ ـ

২৭৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) হজ্জ অথবা উমরাহ থেকে (বর্ণনাকারী বলেন)—আমার মনে হয় তিনি (আবদুল্লাহ) যুদ্ধের কথা বলেছিলেন —ফেরার পথে যখনই কোন উপত্যকায় অথবা কঠিন, উচ্চ কঙ্করময় ভূমিতে অবতরণ করতেন তখনই তিনবার তাকবীর বলতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন, মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তাঁর, তিনিই সমস্ত প্রশংসার প্রকৃত অধিকারী এবং তিনি সবকিছু করতে সক্ষম—ক্ষমতাবান। আমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাগমনকারী, তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। (তিনি আমাদের প্রভু) আমরা আমাদের প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রশংসাবাণী উচ্চারণকারী। তিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সমস্ত (আল্লাহদ্রোহী) দলকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করেছেন। সালেহ বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, আবদুল্লাহ কি ইনশাআল্লাহ বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, না।

১৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির (পথচারী) বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে যে পরিমাণ আমল করে থাকে সফর অবস্থায় ততটুকু আমলের সওয়াবই তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়।[৩৭]

٢٧٧٥- عَنْ اَبِيْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى مِرَارًا يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ

৩৭. সফর অবস্থায় বিভিন্ন অসুবিধার কারণে সে যদি সৎকাজ কমও করে থাকে, তবু তাকে পুরো কাজেরই সওয়াব দান করা হয়।

২৭৭৫. আবু ইসমাইল সাকসাকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু বুরদা (রা) থেকে শুনেছি, তিনি এক সফরে ইয়াযীদ ইবনে আবু কাবশাহর সঙ্গী ছিলেন। ইয়াযীদ সাধারণত সফরে রোযা রাখতেন। আবু বুরদা তাকে বললেন, আমি আবু মূসাকে বহুবার বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বান্দা কোন সময় পীড়িত হয়ে পড়লে অথবা সফরে বের হলে তার জন্য ততটুকু আমলের সওয়াব নির্দিষ্ট করা হয় যতটুকু আমল সুস্থ এবং বাড়িতে অবস্থানকালীন সময়ে সে করে থাকে।

১৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ একাকী সফরে গমন বা দূরের পথে যাত্রা করা।

٢٧٧٦- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِىُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ الْحَوَارِىُّ النَّاصِرُ -

২৭৭৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, খন্দক যুদ্ধের সময় নবী (স) লোকদেরকে (একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য) আহবান জানালে যুবায়ের তাতে সাড়া দিলেন। তিনি পুনরায় আহবান জানালে পুনরায় যুবায়ের সাড়া দিলেন। তিনি আবারও আহবান জানালেন এবং আবারও একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিলেন—তিনবারই। তখন নবী (স) বললেন, প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে, আর যুবায়েরই আমার বিশেষ সাহায্যকারী। সুফিয়ান বলেন, হাওয়ারী শব্দের অর্থ হলো সাহায্যকারী।[৩৮]

٢٧٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ -

২৭৭৭. ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাতের বেলা একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত তাহলে কোন (পথিক বা) আরোহীই রাতে একাকী পথ চলত না।

১৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দ্রুত পথ চলা। আবু হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনার দিকে গমন করব। সুতরাং আমার সাথে কেউ যেতে ইচ্ছা করলে তাকে দ্রুত গমন করতে হবে। অতপর তিনি মদীনার উচ্চভূমিতে আরোহণ করলেন।

٢٧٧٨- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَحْيٰى يَقُوْلُ وَاَنَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّىْ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِىِّ

৩৮. খন্দকের যুদ্ধের সময় নবী (স) শত্রুশিবিরে গিয়ে তাদের গোপন খবর ও তথ্যাদি আনার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। এতে একমাত্র যুবায়েরই সাড়া দিয়েছিলেন। তাই নবী (স) তার সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত উক্তি করেছেন।

فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَكَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ ـ

২৭৭৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না ইয়াহইয়ার মাধ্যমে হিশাম (রা) থেকে আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, আমার পিতা আমাকে জানিয়েছেন, উসামা ইবনে যায়েদকে হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরূপ ছিল জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না বলেন, ইয়াহইয়া বর্ণনা করতেন আর আমি শ্রবণ করতাম। কিন্তু হাজ্জাতুল বিদার সময় নবী (স)-এর চলার গতি কিরূপ ছিল তা আমি ভুলে গিয়েছি। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, তিনি [নবী (স)] সব সময় মধ্যম গতিতে চলতেন। কিন্তু কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হলে দ্রুত গতিতে চলতে থাকতেন। আর এই দ্রুতগতি মধ্যম গতির চেয়ে বেশী হতো।

٢٧٧٩- عَنْ زَيْدِ ابْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُ النَّبِىَّ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ـ

২৭৭৯. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মক্কার কোন একটি পথ অতিক্রমকালে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারের সঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে আবু উবাইদের গুরুতর অসুস্থতার খবর তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি দ্রুত চলতে শুরু করলেন। এমনকি সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তা অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করে মাগরিব এবং এশা এক সাথে পড়লেন। এই সময় তিনি বললেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, সফরে কোন কারণে দ্রুত পথ চলার প্রয়োজন হলে তিনি মাগরিবকে বিলম্ব করে এশা ও মাগরিব একসাথে পড়তেন।

٢٧٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الصَّفَرُ قِطْعَةٌ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ ـ

২৭৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, সফর অতীব কষ্টদায়ক অবস্থা। নিদ্রা, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই এটি প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। অতএব, তোমাদের কারো সফরের প্রয়োজন শেষ হলেই সে যেন দ্রুত নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসে।

১৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর পথে (কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে) কাউকে ঘোড়া প্রদানের পর সেটিকে বিক্রি হতে দেখলে করণীয় সম্পর্কে হুকুম।

٢٧٨١- عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ اَنْ يَّبْتَاعَهُ فَسَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِىْ صَدَقَتِكَ -

২৭৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার উবনুল খাত্তাব একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে প্রদান করার পর দেখতে পেলেন যে, সেটিকে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি সেটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, না, ওটি খরিদ করো না এবং এভাবে তোমার সাদকা ফিরিয়ে নিয়ো না। (অর্থাৎ এভাবে তোমার সাদকার ক্ষতিসাধন করো না।)

٢٧٨٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَابْتَاعَهُ اَوْ فَأَضَاعَهُ الَّذِىْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ بِدِرْهَمٍ فَاِنَّ الْعَائِدَ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِىْ قَيْئِهِ -

২৭৮২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাবকে বলতে শুনেছি, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে একটি ঘোড়া প্রদান করলাম। ঐব্যক্তি সেটি বিক্রি করতে চাইলে অথবা (ঠিকমত খাদ্য প্রদান না করে) ধ্বংস প্রায় করে ফেললে আমি তা খরিদ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার ধারণা হলো যে, ঘোড়াটি সে সস্তায়ই বিক্রি করে ফেলবে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়েও যদি হয় তাও সেটি খরিদ করবে না। কেননা, হেবা বা উপহারের বস্তুকে যে ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ এমন কুকুরের ন্যায় যে বমি করে আবার তা ভক্ষণ করে।

১৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি।

٢٧٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ -

২৭৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি [নবী (স)] তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে কি ? লোকটি বলল, হাঁ, আছে। এ কথা শুনে নবী (স) বললেন, তাহলে তাদের খেদমতের ব্যাপারে সচেষ্ট হও।

১৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ঘন্টা বা অনুরূপ কিছু বাঁধা।

٢٧٨٤- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً اَنْ يَبْقَيَنَّ (لاَ تَبْقَيَنَّ) فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ ـ

২৭৮৪. আব্বাদ ইবনে সামীম (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বশীর আনসারী তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন একটি জিহাদের সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ বলেন, আমার মনে হয় তিনি (আবু বশীর আনসারী) বলেছিলেন, লোকেরা শয্যা ত্যাগ করেনি এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স) একজন সংবাদবাহক পাঠিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন কোন উটের গলায়ই কোন প্রকার রশি বাঁধা না থাকে, বরং থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।[৩৯]

১৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ সেনাবাহিনীতে কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তির পর তার স্ত্রী যদি হজ্জে গমনের সংকল্প করে অথবা অন্য কোন ওজর তার জন্য প্রতিবন্ধক হয়, তবুও কি তাকে জিহাদে যেতে হবে ?

٢٧٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاَةٍ وَلاَ تُسَافِرَنَّ اِمْرَاَةٌ اِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَاَتِيْ حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَاَتِكَ ـ

২৭৮৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, কোন পুরুষ কোন নারীর সঙ্গে নির্জনে যেন না বসে (আলাপ না করে) এবং মাহরাম (শরীয়তের বিধানে যার সাথে বিবাহ হতে পারে না) সঙ্গী ছাড়া কোন নারী যেন সফর না করে। এই সময় এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল ! অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম সেনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমার স্ত্রী হজ্জ পালনের জন্য যাচ্ছে। (এমতাবস্থায় আমি কি করব ?) তিনি জবাব দিলেন, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে গমন কর।

১৪০-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে গোয়েন্দগীরী করা।

---

৩৯. উটের গলায় বাঁধা রশি কেটে ফেলার জন্য নবী (স) যে নির্দেশ উল্লেখিত হাদীসে দিয়েছেন তার কারণ নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জাহেলী যুগের আরবেরা মনে করত এর মাধ্যমে বদনজর হতে রক্ষা পাওয়া যায়। এটি ছিল জাহেলী ধ্যানধারণা। নবী (স) এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষার প্রসার ঘটান। এই নির্দেশের মাধ্যমে তিনি একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, আল্লাহর সিদ্ধান্তকে কোন কিছুর দ্বারাই রহিত করা যায় না। দ্বিতীয়ত উটের গলায় রশি বাঁধা থাকলে দ্রুত চলতে গিয়ে অথবা বনে জঙ্গলে চরে বেড়ানোর সময় দড়ি আটকে ফাঁস লেগে উটটির মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে জীবজন্তুর প্রতি নবী (স)-এ দয়াদ্র হৃদয়ের একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতীয়ত উটের গলায় দড়ি বেঁধে আরবের লোকেরা তার সাথে ঘন্টা লটকিয়ে দিত। এটি নবী (স) অপসন্দ করতেন। আর এ কারণেই উক্ত নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। শেষের কারণটাই ইমাম বুখারীর অনুচ্ছেদ শিরোনামের উপলক্ষ।

আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ..... وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ - (سورة ممتحنة - ١)

"হে ঈমানদার লোকেরা ! আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানাবে না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রসূল এবং স্বয়ং তোমাদেরকে শুধু এই কারণে দেশ থেকে নির্বাসিত করে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো।"(সূরা মুমতাহেনা ঃ ১)

٢٧٨٦- عَنْ عَلِيٍّ يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ قَالَ اِنْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاجٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِىْ الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَىَّ اِنِّىْ كُنْتُ اَمْرًا مُلْصَقًا فِىْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِىْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِىْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ اِرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ قَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -

২৭৮৬. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) যুবায়ের, মেকদাদ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রওযায়ে খাখের (স্থানের নাম) দিকে রওয়ানা হয়ে যাও। সেখানে উপস্থিত হলে এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পাবে। সে একখানা পত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানা তার

নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়াগুলো দ্রুত ছুটে চলল। আমরা পূর্বোক্ত রওযায় পৌঁছলে একজন বৃদ্ধা রমণীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, পত্রখানা বের কর। সে বলল, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, হয় পত্রখানা দাও, নয়তো আমরা তোমার কাপড় খুলে অনুসন্ধান করব। এরপর সে চুলের খোঁপার মধ্য থেকে পত্রখানা বের করে দিলে আমরা তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল তা হাতেব ইবনে আবু বাল্‌তাআ-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসী মুশরিকদের (বিশিষ্ট) কিছু লোকের নামে পাঠান হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু তৎপরতার খবর তাদেরকে জানান হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) হাতেবকে (ডেকে) জিজ্ঞেস করলেন, হাতেব, এ কি করেছ ? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কুরাইশ বলে আমার পরিচয় থাকলেও বংশগতভাবে আমি কুরাইশ নই। আপনার সংগে যারা হিজরত করেছেন, মক্কায় তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের মাধ্যমে তারা নিজেদের পরিবার পরিজন এবং অর্থসম্পদ রক্ষা করে থাকে। আমার যখন তাদের সাথে অনুরূপ বংশগত কোন আত্মীয়তা নেই, তখন তাদের প্রতি কিছু এহসান করে আমার পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করতে মনস্থ করলাম। যা করেছি তা কুফরী, ইসলাম পরিত্যাগ বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে সত্যই বলছে। এই সময় উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি [নবী (স)] বললেন, সে তো বদর যুদ্ধে অংশগহণ করেছে। তুমি জান না, আল্লাহই তাদের সম্পর্কে ভাল জানেন। কেননা তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমরা যেমনটি ইচ্ছা কাজ করে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

১৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে বস্ত্র দান।

٢٧٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارٰى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيْصًا فَوَجَدُوْا قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ اِيَّاهُ فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ الَّذِيْ اَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ فَأَحَبَّ اَنْ يُّكَافِئَهُ -

২৭৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। বদর যুদ্ধে কিছু লোক বন্দী হয়ে এলো। তাদের মধ্যে [নবী (স)-এর চাচা] আব্বাসও ছিলেন। তার গায়ে কোন কাপড় ছিল না। সুতরাং নবী (স) তার জন্য জামা তালাশ করতে থাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামা তার (আব্বাসের) শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তাকে পরিয়ে দিলেন। আর এ কারণেই নবী (স) তাঁর নিজের জামা খুলে তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই) পরিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর ওপর তার কিছু এহসান ছিল, সেটাই নবী (স) এভাবে পূরণ করতে চেয়েছিলেন।[৪০]

---

৪০. আব্বাস নবী (স)-এর চাচা ছিলেন। আর চাচাকে খালি (উদোম) শরীরে দেখে তিনি শ্রদ্ধা ও আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তার জন্যে জামা তালাশ করতে থাকেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জামাটা

(অপর পৃঃ দ্রষ্টব্য)

১৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যার হাতে কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তার মর্যাদা।

٢٧٨٨- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطٰى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوْهُ فَقَالَ اَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَالَهُ فَبَرَاَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ فَقَالَ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

২৭৮৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বরের যুদ্ধের সময় নবী (স) একদিন বললেন, আগামী কাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দান করব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন। সুতরাং সকলে সারারাত এই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করল যে, আগামী কাল সকালে তাকে হয়তো পতাকা প্রদান করা হবে। কিন্তু (পরদিন সকালে) নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, আলী কোথায় ? তাঁকে জানান হলো যে, তিনি (আলী) চক্ষু পীড়ায় কাতর। নবী (স) তার চক্ষুতে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। তখন (সঙ্গে সঙ্গেই) তার চক্ষু ভাল হয়ে গেল, যেন কোন পীড়াই হয়নি। এরপর তিনি তাঁকে পতাকা প্রদান করলে তিনি (আলী) বললেন, যতক্ষণ না তারা আমাদের মত মুসলমান হয়, ততক্ষণ আমি লড়াই চালিয়ে যাব। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, ধৈর্য সহকারে কাজ কর। এমনকি যখন তুমি তাদের প্রান্তরে উপস্থিত হবে, তখন তাদের করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর শপথ ! তোমার দ্বারা আল্লাহ যদি একটি লোককেও সৎপথপ্রাপ্ত করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উট হতেও উত্তম।

১৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

٢٧٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ -

২৭৮৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ঐসব লোকদের অবস্থায় বিস্মিত হবেন যারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

১৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আহলি কিতাবদের কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার মর্যাদা।

٢٧٩٠- عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ الرَّجُلُ تَكُوْنُ لَهُ الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا يُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ اَدَبَهَا

তার শরীরে ঠিকমত লাগলে নবী (স) সেটিই তার নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে আব্বাসকে পরিয়ে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর নবী (স) তাঁর নিজের জামাটি খুলে তার কাফনের জন্য দিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের এহসানের কথা স্মরণ করে তার প্রতিদান দিয়েছিলেন।

ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِى كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اٰمَنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ وَالْعَبْدُ الَّذِى يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِىْ اَهْوَنَ مِنْهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ ـ

২৭৯০. আবু বুরদাহ (রা)-এর পিতা থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তি এমন যাদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব (পুরস্কার) প্রদান করা হবে। যার ক্রীতদাসী আছে। আর উক্ত দাসীকে সে উত্তম শিক্ষাদান করেছে। উত্তমরূপে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিখিয়েছে। অতপর দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বিবাহ করেছে। এই ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে। আহলে কিতাবদের মধ্য হতে কোন ঈমানদার ব্যক্তি যে পরে নবী (স)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে—এ ব্যক্তিও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। আর সেই ক্রীতদাসও দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে, যে আল্লাহর হক ঠিকমত আদায় করে থাকে এবং নিজের মালিকেরও কল্যাণ কামনা করে। শা'বী এ হাদীস বর্ণনা করার পরে বললেন, আমি তোমার নিকট থেকে কিছু না পেয়েও হাদীসটি তোমাকে শুনালাম। অথচ লোকেরা এর চাইতেও ছোট হাদীস শোনার জন্য মদীনা পর্যন্ত সফর করত।

১৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু এলাকার ওপর নৈশ হামলা চালালে ঘুমন্ত শিশু ও কিশোর নিহত হওয়ার বর্ণনা।

٢٧٩١- عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْاَبْوَاءِ اَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ اَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ حِمَى اِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ـ

২৭৯১. সা'ব ইবনে জাস্‌সামাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক জায়গায় নবী (স) আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। এই সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মুশরিকদের যে গোত্রের বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ পরিচালিত হবে সেখানে তাদের নারী ও শিশুদেরও কি হত্যা করা হবে ? তিনি জবাব দিলেন তারাও তো তাদেরই লোক। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া আর কারো জন্য কোন নিষিদ্ধ বা সংরক্ষিত এলাকা (যেখানে অবাধ যাতায়াত নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ নিষেধকে সব কিছুর মাপকাঠি বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশেই কোন কাজ বৈধ বা অবৈধ হতে পারে।) থাকতে পারে না।[৪১]

৪১. অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তারাও (নারী ও শিশুরা) তো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সময় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আসলে এখানে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, রাতের বেলা মুসলমানরা যদি কাফেরদের

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা।

٢٧٩٢- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ اِمْرَاَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِى النَّبِىِّ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَتْلَ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ -

২৭৯২. নাফে (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ তাকে জানিয়েছেন যে, নবী (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে শিশু ও নারী হত্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

১৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে নারীদের হত্যা করা।

٢٧٩٣- عَنِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وُجِدَتِ اِمْرَاَةٌ مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِى رَسُوْلِ اللّٰهِ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ -

২৭৯৩. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন একটি যুদ্ধে একজন নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে তিনি যুদ্ধে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে দিলেন।

১৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি প্রদান না করা।

٢٧٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فِىْ بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وفُلاَنًا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ اِنِّىْ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَاِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا اِلاَّ اللّٰهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا -

২৭৯৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাদেরকে কোন একটি সেনাদলের সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং (কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করে) বললেন, অমুক এবং অমুককে পেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করবে। পরে আমাদের রওয়ানার প্রাক্কালে তিনি আবার বললেন, আমি অমুক এবং অমুককে অগ্নিদগ্ধ করে মারতে তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দানের অধিকারী নয়। কাজেই, তাদেরকে যদি পাও এমনি হত্যা করবে। (অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করবে না।)

১৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ

٢٧٩٥- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ

ওপর আক্রমণ চালায় তাহলে সেখানে অন্ধকারে নারী-শিশুদের বিশেষ করে শত্রুরা যখন ঘুমে গাফিল থাকে তখন এই পার্থক্যটা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যদি তারা নিহত হয় তাহলে কোন গুনাহ নেই। এখানে শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জেনে বুঝে এবং পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা জায়েয নয়।—সম্পাদক

أَحْرَقَهُمْ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ -

২৭৯৫. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী একজন লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে; এই খবর ইবনে আব্বাসের নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন, (এক্ষেত্রে) আলীর স্থলে আমি থাকলে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করতাম না। কেননা নবী (স) বলেছেন, আল্লাহর দেয়া শাস্তির অনুরূপ শাস্তি কাউকে দিয়ো না। আমি শুধুমাত্র তাদেরকেই হত্যা করতাম যাদের সম্বন্ধে নবী (স) বলেছেন, যে দীনকে (ইসলামী জীবন বিধান) গ্রহণ করার পর তা পরিত্যাগ করে তাকে হত্যা কর।

১৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ..... تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا - (محمد - ٤)

"ঐসব কাফেরদের সাথে মুকাবিলার সময় তোমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো তাদের শিরচ্ছেদ করা। এভাবে তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পর (যুদ্ধ) বন্দীদেরকে মজবুত করে বাঁধো। এরপর তোমার ইচ্ছা হলে করুণা করে অথবা বিনিময় নিয়ে তাদেরকে মুক্তি দাও। আর যতদিন তাদের সমরশক্তি ধ্বংস না হয় ততদিন এ অবস্থা বলবৎ রাখ।"(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪)। এ বিষয়ে সুমামাহ সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখ্য।

আল্লাহর বাণী ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ..... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (الانفال - ٦٧)

"বিজয়ী শক্তি হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে পরাজিতদেরকে হত্যা না করে বন্দী করে আনা কোন নবীর জন্যই উচিত নয়। আল্লাহ মহাপরাক্রশালী ও জ্ঞানময়।" –(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৭)

১৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমান যাদের হাতে বন্দী সেই কাফের বা মুশরিক শত্রুদেরকে হত্যা, প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করে তার মুক্ত হওয়া বৈধ কি না ? মিসওয়ার নবী (স) হতে এতদ্‌সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক যদি মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করে থাকে তবে তাকে অগ্নিদগ্ধ করা যাবে কি না ?

٢٧٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَبْغِنَا رِسْلاً قَالَ مَا اَجِدُ لَكُمْ اِلاَّ اَنْ تَلْحَقُوْا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوْا فَشَرِبُوْا مِنْ اَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَا حَتّٰى صَحُّوا وَسَمِنُوْا وَقَتَلُوْا الرَّاعِيَ

وَاسْتَاقُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ فَاَتَى الصَّرِيْخُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتّٰى اُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَاُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُوْنَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتّٰى مَاتُوْا قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ قَتَلُوْا وَسَرَقُوْا وَحَارَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ـ

২৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উকল গোত্রের আটজন লোকের একটি দল নবী (স)-এর কাছে এসে মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার (তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে) কথা ব্যক্ত করে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জন্য (উটের) দুধের ব্যবস্থা করে দিন। তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের জন্য একপাল উটের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। অতপর তারা উটের পালে গমন করে সেখানে তার দুধ ও পেশাব (ঔষধ হিসাবে) পান করে অচিরেই সুস্থ ও মোটাসোটা হয়ে গেল। পরে রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে গেল এবং এভাবে ইসলাম গ্রহণের পর আবার কুফর এখতিয়ার করল। নবী (স)-এর নিকট এ ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থী হয়ে লোক আসলে তিনি তাদের অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। দুপুর হবার আগেই তাদেরকে হাজির করা হল। নবী (স) তাদের হাত-পা কেটে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতপর লৌহ শলাকা দগ্ধ করে তাদের চক্ষুতে প্রবিষ্ট করিয়ে বিজন প্রান্তরে রেখে আসার নির্দেশ দিলেন। সেখানে তারা পিপাসায় কাতর হয়ে পানির অভাবেই মৃত্যুবরণ করল। আবু কেলাবা বলেন, তারা হত্যাকান্ড চালিয়েছিল, চুরি করেছিল, আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল এবং দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল।

১৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ

٢٧٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَاَمَرَبِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَاُحْرِقَتْ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ اَحْرَقْتَ اُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ اللّٰهَ ـ

২৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। কোন একজন নবীকে পিপীলিকা দংশন করলে তাঁর আদেশে পিপীলিকার গোটা আবাসই আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এরপর আল্লাহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানালেন (সাবধান করে দিলেন) যে, একটি মাত্র পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে আর তুমি (সে কারণে) একদল পিপীলিকাকে আগুনে পুড়িয়ে জ্বালিয়ে মারলে—যারা সর্বক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) করত !

১৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বাড়ীঘর ও খেজুর বাগান (তথা ফলবান বৃক্ষ) জ্বালিয়ে দেয়া।

٢٧٩٨- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِىْ خَثْعَمَ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ

مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ وَكُنْتُ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّافَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْوَفُ اَوْ اَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِىْ خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ـ

২৭৯৮. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুলখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন ? এটা খাছ'আম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, অতপর আমি আহমাস গোত্রের একশ' পঞ্চাশজন (লোকের) সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। তিনি (জারীর) বর্ণনা করেন, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারতাম না। তাই নবী (স) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন। ফলে আমি আমার বুকে তাঁর আঙুলের চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে স্থির করে রাখো, তাকে সৎপথ প্রদর্শক ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও। জারীর যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সে গৃহটিকে ভেঙে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে সংবাদ পৌছালেন। সংবাদবাহক তাঁর নিকট পৌছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করলেন।

٢٧٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ ـ

২৭৯৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) নুযায়ের গোত্রের খেজুর বাগান আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

১৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রিত মুশরিককে হত্যা করা।

٢٨٠٠- عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ لِيَقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِىْ مَرْبِطِ دَوَابٍّ لَهُمْ قَالَ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ فَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا يَطْلُبُوْنَهُ فَخَرَجْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ اُرِيْهِمْ اَنَّنِىْ اَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوْا وَدَخَلْتُ، وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلاً فَوَضَعُوْا الْمَفَاتِيْحَ فِىْ كَوَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوْا

اَخَذْتُ الْمَفَاتِيحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ فَاَجَابَنِى فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ جِئْتُ ثُمَّ رَجَعَ كَاَنِّى مُغِيثٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِى فَقَالَ مَالَكَ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَاشَانُكَ قَالَ لاَ اَدْرِى مَنْ دَخَلَ عَلَىَّ فَضَرَبَنِى قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِى فِى بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَاَنَا دَهِشٌ فَاَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِاَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوَثِئَتْ رِجْلِى فَخَرَجْتُ اِلَى اَصْحَابِى فَقُلْتُ مَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى اَسْمَعَ النَّاعِيَةَ (الوَاعِيَةَ) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا اَبِى رَافِعٍ تَاجِرِ اَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِى قَلَبَةٌ حَتَّى اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ ـ

২৮০০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) আনসারদের কয়েক ব্যক্তিকে আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করলেন। তাদের একজন গিয়ে তার (আবু রাফে-এর) দুর্গে প্রবেশ করল। সে বর্ণনা করেছে, আমি তাদের পশুশালায় ঢুকে পড়লাম। তারা তখন দুর্গের ফটক বন্ধ করে দিল। অতপর তারা একটা গাধা নিরুদ্দেশ দেখে তার সন্ধানে বের হলে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। ভাব দেখালাম যেন আমিও সেটাকে তাদের সাথে তালাশ করছি। গাধাটি পাওয়ার পর তারা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে আমিও রাতের অন্ধকারে তাদের সাথে প্রবেশ করলাম। তারা এবার ফটক বন্ধ করে দেয়ালের একটি ছিদ্রের মধ্যে চাবি লুকিয়ে রাখলে আমি তা দেখতে পেলাম। অতপর সবাই নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লে আমি চাবি নিয়ে দুর্গের দরজা খুলে তার (আবু রাফে') কাছে গিয়ে ডাকলাম, আবু রাফে' ! সে জবাব দিল। আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাকে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠল আমি সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং (কিছুক্ষণ পর) ফিরে গেলাম যেন আমি তার আর্তচীৎকারে সাড়া প্রদানকারী। আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে আবার ডাকলাম, হে আবু রাফে' ! সে বলল, তোমার মায়ের অকল্যাণ হোক, তুমি কে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ? তোমার কি হয়েছে ? সে বলল, জানি না, কে যেন এসে তরবারী দ্বারা আমাকে আঘাত করেছে। (বর্ণনাকারী আনসারী বলেন,) এরপর আমি তরবারীখানা তার পেটের ওপর রেখে তাতে সজোরে চাপ দিলে তা তার হাড় কেটে ঢুকে পড়ল। এরপর আমি শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে বের হয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং আমার পা ভেঙে গেল। এ অবস্থায়ও আমি আমার জন্য অপেক্ষমান বন্ধুদের কাছে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। আমি তাদেরকে বললাম যে, ক্রন্দনের শব্দ না শোনা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না। অতপর কিছুক্ষণ না যেতেই আমি হেজাযের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আবু রাফে'-এর জন্য ক্রন্দনকারিণীদের ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলাম। (ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকলাম) বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমি উঠলাম, কিন্তু তখন আমার চলার শক্তি

ছিল না। এমতাবস্থায় আমরা নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম।

٢٨٠١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ رَهْطًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ -

২৮০১. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য তার নিকট আনসারদের একদল লোক পাঠালেন। তাদের মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক রাত্রিকালে তার বাড়িতে প্রবেশ করে নিদ্রিতাবস্থায় তাকে হত্যা করল।

১৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর মুকাবিলা (যুদ্ধ) কামনা করো না।

٢٨٠٢- عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَرَأْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهِمَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ لاَ تَمَنَّوْ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا -

২৮০২. উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম সালেম আবুন নযর (রা) বলেন, তিনি (উমার ইবনে উবাইদুল্লাহ) যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করেছিলেন তখন (সাহাবা) আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা তাঁকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। আমি উমরের কাতেব বা সচিব ছিলাম। আমি পত্রখানা পাঠ করেছিলাম। তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের কোন একদিনে রসূলুল্লাহ (স) শত্রুর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন, এমনকি সূর্য ঢলে পড়ল। অতপর তিনি লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা ! শত্রুর মুকাবিলার আকাংখা করো না, বরং আল্লাহর আছে নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। এরপরেও শত্রুর বিরুদ্ধে মুকাবিলার মত পরিস্থিতি দেখা দিলে ধৈর্য অবলম্বন কর। (অর্থাৎ ধৈর্য

সহকারে মুকাবিলা কর) জেনে রাখ, জান্নাতের অবস্থান তরবারির ছায়া তলে। তারপর তিনি (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! কিতাব (কুরআন) নাযিলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী, (তুমি) তাদের পরাস্ত করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। মূসা ইবনে উকবা সালেম আবুন নযর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন আমি উমার ইবনে উবাইদুল্লাহর কাতেব (সচিব) ছিলাম। তার নামে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার একখানা পত্র আসল। তাতে লিখিত ছিল, শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। (অন্য একটি সূত্রে) আবু আমের মুগীরাহ ইবনে আবদুর রহমান, আবুয যানাদ, খারাব ও আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুকাবিলা কামনা করো না। আর যদি কোন সময় মুকাবিলা হয়, তবে ধৈর্য সহকারে মুকাবিলা করবে।

১৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ কৌশল (ধোঁকা) বৈ কিছু নয়।

٢٨٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ خُدْعَةً ـ

২৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কিসরা হবে না এবং অচিরেই কায়সার (রোম সম্রাট) ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কায়সার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের ধনসম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বন্টিত হবে। (এ সময়ই তিনি) যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোঁকা ও কৌশল বলে অভিহিত করেন।

٢٨٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبَ خُدْعَةً ـ

২৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) যুদ্ধকে চক্রান্ত, ধোঁকা বা কৌশল বলে অভিহিত করেছেন।

٢٨٠٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ

২৮০৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যুদ্ধ ধোঁকা বা কৌশল মাত্র।

১৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা।

٢٨٠٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ عَنَّانَا وَسَاَلْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى تَنْظُرَ اِلٰى مَا يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى اِسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ ـ

২৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (একদিন) বললেন, কে আছো, যে (বনী কুরাইযা গোত্রের ইয়াহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারো ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে যথেষ্ট দুঃখকষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমি যদি তাকে হত্যা করি তবে কি আমার একাজ আপনি পসন্দ করবেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর তিনি তার (কা'ব ইবনে আশরাফ) কাছে গেলেন এবং (আলাপ প্রসঙ্গে) বলতে থাকলেন, এই লোকটি অর্থাৎ নবী (স) আমাদেরকে বিরক্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সে আমাদের নিকট শুধু সাদকা চায়। জবাবে সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) বলল, তোমরাও তাকে অতিষ্ঠ করে তোল। তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) বললেন, আমরা তো তার আনুগত্য গ্রহণ করেছি, এখন আর তাকে পরিত্যাগ করতে পারছি না। তবে এখন অপেক্ষায় আছি তার কাজের পরিণতি দেখার জন্য। তিনি (বর্ণনাকারী জাবের) বলেন, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ) এভাবে তার সাথে কথা বলতে বলতে এক সময় সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করলেন।

১৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত কাফেরদের গোপনে হত্যা করা।

٢٨٠٧- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأْذَنْ لِىْ فَاَقُوْلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ـ

২৮০৭. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে, এমন কেউ আছে কি ? মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ বললেন, আমি তাকে হত্যা করি, তা কি আপনি পসন্দ করবেন ? তিনি (স) বললেন, হাঁ। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ আরয করলেন, তাহলে (আমার ইচ্ছামতো) তাকে কিছু বলার অনুমতি প্রদান করুন। নবী (স) বললেন, হাঁ, তোমাকে অনুমতি প্রদান করলাম।

১৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ধরনের বাহানা বাজী জায়েয তার বর্ণনা। আবদুল্লাহ ইবনে উমার থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সাইয়াদের কাছে যাওয়ার জন্য যাত্রা করলেন। উবাই ইবনে কা'বও তার কাছে যাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গী হলেন। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে নবী (স)-কে বলা হল যে, সে খেজুর বাগানে অবস্থান করছে। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ইবনে সাইয়াদের কাছাকাছি পৌঁছলে তার মা রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখতে পেয়ে তাকে (ইবনে সাইয়াদকে) ডেকে বলল, হে সাফ (ইবনে সাইয়াদ) দেখো না, মুহাম্মাদ এসেছেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ তার চাদর

বিছিয়ে শুয়ে গুন গুন করছিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তার মা যদি তাকে না ডাকত সে যেমনটি ছিল তেমনটিই থাকতে দিত, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত।

১৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সমর সঙ্গীত গাওয়া এবং খন্দক খননকালে উচ্চস্বরে কবিতা বা সমর সঙ্গীত আবৃত্তি করা। সাহল ও আনাস নবী (স) থেকে এবং ইয়াযীদ সালামাহ থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠٨- عَنِ الْبَرَآءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتّٰى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللّٰهِ : اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا -

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ -

২৮০৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (খন্দক যুদ্ধের জন্য) খন্দক খননের সময় (একদিন) রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম, তিনি মাটি বহন করছেন আর মাটি লেগে তাঁর বুকের লোম ঢাকা পড়েছে। তিনি লোমশ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার যুদ্ধে অনুপ্রেরণাদায়ক এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। "হে আল্লাহ, তুমি করুণা না করলে আমরা সৎ পথপ্রাপ্ত হতাম না, নামাযও পড়তাম না এবং সাদকাও দিতাম না। সুতরাং আমাদের প্রতি শান্তি নাযিল কর এবং শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখ। শত্রুরা আমাদের উপর ক্রমাগতভাবে অত্যাচার করে চলেছে। তারা যখনই বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছে আমরা তখনই তা প্রত্যাখ্যান করেছি।" এই কথাগুলো তিনি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করছিলেন।

১৬২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির থাকতে অক্ষম।

٢٨٠٩- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّيْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا -

২৮০৯. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বাধাদান করেননি (অর্থাৎ আমার কোন আবদার অপূর্ণ রাখেননি বা বাড়িতে প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করেননি) এবং আমাকে দেখলেই মুচকি হাসি দিয়েছেন। (এক সময়ে) আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। (তাই) তিনি আমার বুকে সজোরে

চাপড় দিয়ে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ ! তাকে স্থির রাখ এবং সৎপথ প্রদর্শনকারী ও সৎপথ প্রাপ্ত করে দাও।

১৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই পুড়িয়ে জখমে লাগান, পিতার চেহারা থেকে কন্যার রক্ত ধোয়া এবং ঢালে পানি বয়ে আনার বর্ণনা।

٢٨١٠- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ بِاَىِّ شَىْءٍ دُوِىَ جُرْحُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَابَقِىَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى كَانَ عَلِىٌّ يَجِىْءُ بِالْمَاءِ فِىْ تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِىْ فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ ثُمَّ حُشِىَ بِهِ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৮১০. আবু হাযেম (রা) বর্ণনা করেছেন, লোকেরা সাহল ইবনে সা'দ আস সা'য়েদীকে (রা) জিজ্ঞেস করল, কি দিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর জখমের চিকিৎসা করা হয়েছিল ? তিনি জবাব দিলেন, এ ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী কেউ-ই জানে না। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে আনছিলেন আর ফাতেমা (রা) তাঁর চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছিলেন। অতপর একখানি চাটাই নিয়ে জ্বালিয়ে তা রসূলুল্লাহ (স)-এর জখমে লাগান হয়েছিল।

১৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অবাঞ্ছিত ঝগড়া ও মতানৈক্য এবং ইমামের অবাধ্য ব্যক্তিকে (ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারকারী) শাস্তি প্রদান করা।

মহিমান্বিত ও করুণাময় আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ -

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং (জিহাদের ব্যাপার নিয়ে) পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ো না। তাহলে ভীরু ও দুর্বল হয়ে পড়বে এবং যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের প্রতিকূলে চলে যাবে। বরং ধৈর্যধারণ কর, কেননা আল্লাহ ধৈর্যধারণকারী ও সহনশীলদের সঙ্গে থাকেন।"–(আনফাল ঃ ৪৬)।

٢٨١١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَاَبَا مُوْسٰى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا -

২৮১১. সাঈদ ইবনে আবু বুরদাহ তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) মুআয এবং আবু মূসাকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় উপদেশ দান করলেন ঃ তোমরা লোকদের জন্য সহজসাধ্য কাজ করবে, কষ্টদায়ক কাজ করবে না। আমার বাণী শুনাবে,

(নৈরাশ্যজনক কথা বলে) বীতশ্রদ্ধ করবে না এবং ঐকমত্য সহকারে কাজ করবে, মতানৈক্য সৃষ্টি করবে না।

٢٨١٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلاً فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوؤُكَ قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ أُعْلُ هُبَلُ أُعْلُ هُبَلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلاَ تُجِيبُوا لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ قَالَ إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُجِيبُوا لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ -

২৮১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্যের একটি দলের নেতা নিযুক্ত করে নির্দেশ দিলেন, যদি দেখ পাখী আমাদের গোশত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে তবুও

ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দেখ যে, আমরা শত্রুদলকে পরাস্ত ও পদদলিত করেছি, তবুও ডেকে না পাঠান পর্যন্ত এ জায়গা পরিত্যাগ করো না। যুদ্ধে তিনি কাফেরদের পরাস্ত করলেন। (বর্ণনাকারী বারাআ বলেন,) আল্লাহর শপথ, আমি দেখলাম, কাফেরদের মহিলারা পরিধেয় বস্ত্র টেনে ধরে দ্রুত দৌড়িয়ে পলায়ন করছে। ফলে তাদের উরু এবং পায়ের গোছা পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এ দৃশ্য দেখে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সঙ্গীগণ বলে উঠলো, হে লোকেরা ! গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। গনীমাতের মাল সংগ্রহ কর। কিসের অপেক্ষা করছো ? তোমাদের সঙ্গীরা বিজয়ী হয়েছে। একথা শুনে আবদুল্লাহ তাদেরকে বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ কি তোমরা বিস্মৃত হয়ে গেলে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহর শপথ, আমরা এখন লোকদের (কাফের) নিকট গিয়ে গনীমাতের মাল সংগ্রহে অংশ নেব। সুতরাং তারা সেখানে পৌঁছলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেল এবং তারা পরাজিত হয়ে পলায়নপর হলো। এ সময়ই রসূল তাদেরকে পিছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী (স)-এর পিছনে বারজন লোক ছাড়া আর কেউ ছিল না। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সত্তর জন লোককে শহীদ করল। নবী (স) ও সাহাবাগণ বদর যুদ্ধে তাদের (কাফেরদের) সত্তর জনকে নিহত ও সত্তর জনকে বন্দী করে মোট একশ' চল্লিশ জনকে কাবু করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ান চিৎকার করে "মুহাম্মাদ কি ওখানে লোকদের মধ্যে আছে ?" এরূপ তিনবার বলল। তার কথার জবাব দিতে নবী (স) নিষেধ করলেন। আবু সুফিয়ান তারপর চিৎকার করে ডাকল, আবু কোহাফার পুত্র কি আছে ? সে তিনবার এরূপ বলল। এরপর আবার ডেকে বলল, খাত্তাবের পুত্র কি আছে ? এবারও তিনবার বলল। কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে নিজের লোকজনের দিকে ঘুরে বলল, এসব লোক নিহত হয়েছে। এ সময় উমার আত্মসংবরণ করতে না পেরে বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন ! তোর ধারণা সব মিথ্যা। তুই যাদের নাম ধরে ধরে ডাকলি, তারা সবাই জীবিত আছে। আর তোকে যা কষ্ট দেবে তা-ই এখন বাকি (অর্থাৎ এখন তোর নিজের পালা-ই মাত্র অবশিষ্ট আছে)। আবু সুফিয়ান বলল, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ হয়ে গেল। আর যুদ্ধ তো পানপাত্রের মত। (পানপাত্র এক হাতে স্থির থাকে না)। তোমরা তোমাদের (নিহত) কিছু লোকের নাক কান কর্তিত পাবে। অবশ্য এরূপ করার জন্য আমি নির্দেশ দান করিনি, কিন্তু এতে আমার কোন দুঃখও নেই। এরপর সে (আবু সুফিয়ান) কবিতার ছন্দে উচ্চস্বরে বলতে লাগল, হোবলের জয় ! হোবলের জয় !! এ সময় নবী (স) সাহাবাদের বললেন, তোমরা কি তার কথার জবাব দেবে না ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, বলুন, আমরা কি বলে জবাব দেব ? তিনি বললেন, তোমরা বল, "আল্লাহ মহান ! তাঁর নেই ক্ষয় !!" একথার জবাবে আবু সুফিয়ান বলল, মোদের আছে উয্যা, তোমাদের উয্যা নেই। নবী (স) সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন ? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি বলে জবাব দেব ? তিনি বললেন, তোমরা বল ঃ মোদের মাওলা আল্লাহ তোমাদের মাওলা নেই।

১৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রিকালে ভীতসন্ত্রস্ত হলে।

٢٨١٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّاهُمْ

النَّبِيُّ ﷺ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْيٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ -

২৮১৩. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রী, সবচেয়ে দানশীল এবং সবচেয়ে সাহসী। একরাত্রে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আবু তালহার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে গলদেশে তরবারী ঝুলিয়ে বের হলেন এবং গোটা মদীনা নগরী ঘুরে এসে বললেন, ভয় পাচ্ছ কেন? ভয়ের কোন কারণ নেই। তিনি ঘোড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, আমি একে নদীর স্রোতের ন্যায় বেগবান পেয়েছি।

১৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুকে দেখে লোকদের শুনিয়ে বিপদ বিপদ বলে চিৎকার করা।

٢٨١٤- عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَابِكَ قَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ. قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا يَاصَبَاحَاه يَاصَبَاحَاه ثُمَّ اِنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سَقِيَهُمْ فَابْعَثْ فِي أَثَرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ -

২৮১৪. সালামাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় আমি মদীনা থেকে গাবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। আমি গাবার একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আওফের দাস আমার সাথে সাক্ষাত করল। আমি তাকে বললাম, তোমার সর্বনাশ হোক! কি ব্যাপার বলত? সে বলল নবী (স)-এর দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলো (আস্তাবল থেকে) ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কারা ছিনিয়ে নিয়েছে? সে বলল, গাৎফান ও ফাযারাহ গোত্রীয় লোকেরা। আমি তৎক্ষণাৎ বিপদ! বিপদ!! বলে তিনবার এত জোরে চিৎকার করলাম যে, মদীনার উভয় প্রান্তের লোকদেরকে তা শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুতগতিতে ছিনতাইকারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা উষ্ট্রীগুলো ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করলাম। আমি তাদের বলছিলাম, আমি হলাম আকওয়ার পুত্র, আর আজকের দিনটি হল হীন প্রকৃতির লোকদের ধ্বংসের দিন। এভাবে তারা পানি পান করার পূর্বেই আমি তাদের

কবল থেকে উষ্ট্রীগুলোকে উদ্ধার করে হাঁকিয়ে নিয়ে চললাম। পথিমধ্যে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ঐ লোকগুলো পিপাসার্ত। পানি পান করার পূর্বেই আমি এগুলোকে তাদের নিকট থেকে উদ্ধার করে এনেছি। এখন আপনি তাদের পিছু ধাওয়া করতে লোক প্রেরণ করুন। তিনি বললেন, হে আকওয়ার পুত্র, তুমি তো তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছ, এখন তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হও। তারা তো এখন নিজের লোকদের মাঝে পৌঁছে আতিথ্য ও সেবা গ্রহণ করছে।

১৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের ময়দানে যদি কেউ বলে, ওকে পাকড়াও কর ; আমি অমুকের পুত্র, সালামাহ বলেছিলেন, ওকে ধর, আমি আকওয়ার পুত্র বলছি।

٢٨١٥- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ الْبَرَاءُ وَاَنَا اَسْمَعُ اَمَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ اٰخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لاَ كَذِبَ اَنَا اِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَا رُئِىَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْهُ ـ

২৮১৫. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারাআ ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করল, হে আবু উমারাহ ! আপনারা কি হুনায়েন যুদ্ধের দিন জিহাদের ময়দান থেকে পালায়ন করেছিলেন ? আমি শুনলাম এ কথার পর বারাআ তার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, সেদিন তো রসূলুল্লাহ (স) পলায়ন করেননি। বরং আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তাঁর খচ্চরটির লাগাম টেনে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে মুশরিকরা চতুর্দিক হতে আক্রমণ করতে লাগলে তিনি সওয়ারীর পিঠ থেকে নেমে বলতে থাকলেন, আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। বারাআ বর্ণনা করেন, সেদিন তাঁর চেয়ে বড় বীর আর কাউকে দেখা যায়নি।

১৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজী হয়ে শত্রুদের দুর্গ দ্বার খুলে বেরিয়ে আসা।

٢٨١٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ اِبْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَجَاءَ فَجَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ اِنَّ هٰؤُلاَءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّىْ اَحْكُمُ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَاَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ـ

২৮১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে মু'আযের ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে (ইয়াহুদী) বনী কোরায়যা গোত্র দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে আসলে রসূলুল্লাহ (স) সা'দ ইবনে মু'আযকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তিনি (সা'দ) নিকটবর্তী একটা জায়গাতেই অবস্থান করছিলেন। তিনি (সা'দ) কাছাকাছি এসে পৌছলে রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে বললেন, তোমাদের নেতাকে স্বাগতম জানাতে দাঁড়িয়ে যাও। তিনি এসে রসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে বসলেন। তিনি (স) তাঁকে বললেন, এসব লোকেরা (বনী কোরায়যা গোত্রের ইয়াহুদী) তোমার ফায়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গদ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছে। সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমার ফায়সালা হল, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন সবাইকে হত্যা করতে হবে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক ও অন্যান্যদের বন্দী করা হবে। একথা শুনে নবী (স) বললেন, তাদের ব্যাপারে তুমি রাজার (আল্লাহ) ন্যায়ই ফায়সালা করলে।

১৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বন্দীকে হত্যা করা এবং কোন বন্দীকে হাত-পা বেঁধে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড় করিয়ে হত্যা করা।

٢٨١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ اِبْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلُوْهُ -

২৮১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স)-এর মক্কা প্রবেশের সময় তাঁর মাথায় শিরস্ত্রাণ পরা ছিল। যে সময় তিনি মাথা থেকে শিরস্ত্রাণ নামিয়ে রাখলেন, সেই সময় একজন লোক এসে তাঁকে জানাল যে, ইবনে খাতাল কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী (স) বললেন, তাকে হত্যা কর।

১৭০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কি নিজেকে বন্দী করাতে পারে ? যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করে না এবং নিহত হওয়ার পূর্বে যে দু'রাকাআত নামায পড়ে।

٢٨١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدَاةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَىٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَىْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ فَلَمَّا رَاٰهُمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَؤُا اِلٰى فَدْفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوْا لَهُمْ اِنْزِلُوْا وَاَعْطُوْنَا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ اَحَدًا قَالَ

صِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَمِيْرُ السَّرِيَّةِ اَمَّا اَنَا فَوَاللّٰهِ لَا اَنْزِلُ الْيَوْمَ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِىْ سَبْعَةٍ فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْاَنْصَارِىُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ فَلَمَّا اِسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَاَوْثَقُوْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللّٰهِ لَا اَصْحَبُكُمْ اِنَّ فِىْ هٰؤُلَاءِ لَاُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَاَبٰى فَقَتَلُوْهُ فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِبْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا فَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اِجْتَمَعُوْا اِسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ فَاَخَذَ ابْنًا لِىْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِىْ وَجْهِىْ فَقَالَ تَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ خُبَيْبٍ وَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَاْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِىْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّٰهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ ذَرُوْنِىْ اَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوْهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا اَنْ تَظُنُّوْا اَنَّ مَا بِىْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا -

مَا اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ -

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَاْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ اُصِيْبَ فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا اُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمٍ حِيْنَ حَدَّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ

بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلٰى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى اَنْ يَّقْطَعَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا ـ

২৮১৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আসেম ইবনে উমার ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজন লোকের একটি গোয়েন্দাদলকে গোয়েন্দাগিরীর জন্য প্রেরণ করলেন। তারা রওয়ানা হয়ে মক্কা এবং উসফানের মধ্যবর্তী হাদাত নামক জায়গায় পৌঁছলে বনু লেহইয়ান নামক হোযায়েল গোত্রের একটি শাখা গোত্র তা জানতে পারে এবং প্রায় দু'শত সুদক্ষ তীরন্দাজের একটি দল প্রস্তুত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে। তারা পদচিহ্ন ধরে তাদেরকে অনুসরণ করতে থাকে। তাদের পরিত্যক্ত খাওয়া খেজুর যা তারা পথের সম্বল হিসেবে মদীনা থেকে এনেছিল, দেখতে পেয়ে তারা বলে উঠল, এতো ইয়াসরিবেরই খেজুর দেখছি ! কাজেই তারা উক্ত পদচিহ্ন ধরেই অগ্রসর হতে থাকে। আসেম এবং তাঁর সঙ্গীগণ তাদের দেখে একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেন। এমতাবস্থায় বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলে। অতপর তারা আসেম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকে, তোমরা নেমে এসে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমরা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের একজনকেও আমরা হত্যা করব না। (তা শুনে) গোয়েন্দাদলের নেতা আসেম ইবনে সাবেত বললেন, আল্লাহর শপথ, কাফেরের প্রদত্ত নিরাপত্তায় কখনো আমি (পাহাড় থেকে) নামব না। এ সময় তিনি দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! আমাদের দুরবস্থার খবর তোমার নবীকে জানিয়ে দাও। কাফেররা তাদেরকে তীর বর্ষণ করে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকারী সাতজনসহ আসেমকে হত্যা করে ফেলল। অবশিষ্ট তিনজন তাদের (কাফেরদের) প্রদত্ত ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে পাহাড় শীর্ষ থেকে নেমে এলেন। এ তিনজন হলেন, খোবায়েব আনসারী, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। কাফেররা তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ধনুকের রশি খুলে তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। এ দেখে তৃতীয় ব্যক্তি বলল, এটা তো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদের সাথে থাকব না। তাদের নীতিই অনুসরণ যোগ্য ছিল যারা শহীদ হয়ে গেছে। কাফেররা তাঁকে সঙ্গে নেয়ার জন্য টানাটানি করতে থাকল। কিন্তু তাতে তিনি সম্মত না হওয়ায় তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল এবং খোবায়েব ও ইবনে দাসেনাকে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করল। এ ঘটনা বদর যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়। খোবায়েব যেহেতু বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন এ জন্য হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল ইবনে আবদে মানাফের গোত্র (প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য) খোবায়েবকে খরিদ করে নিল। সুতরাং তাদের গোত্রেই খোবায়েব বন্দী হিসেবে থেকে গেলেন।

বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনে আয়ায জানিয়েছেন যে, হারেসের কন্যা তাকে জানিয়েছেন, গোত্রের সকলেই তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তিনি (খোবায়েব) গোপন অঙ্গের চুল পরিষ্কার করার জন্য তার (হারেসের কন্যার) কাছে একখানা ক্ষুর চাইলে সে তা দিল। হারেসের কন্যা বলেন, আমার অসাবধানতার কারণে

আমার একটি ছেলে তার কাছে চলে গেলে তিনি তাকে কাছে টেনে নিলেন। আমি দেখলাম তিনি ক্ষুরখানা হাতে করে ছেলেটাকে তার উরুর ওপর বসিয়ে রেখেছেন। আমি সাংঘাতিকভাবে ভীত হয়ে পড়লাম, খোবায়েব আমার চেহারা দেখেই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন। তাই তিনি বললেন, তুমি কি আশঙ্কা করছ যে, আমি তাকে হত্যা করব ? আমি কখনই তা করব না। আল্লাহর শপথ, আমি (হারেসের কন্যা) খোবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দী আর কাউকে দেখিনি। আল্লাহর শপথ, আমি একদিন তাকে আঙুরের ছড়া হাতে নিয়ে খেতে দেখেছি, অথচ সে সময় তিনি বন্দী ছিলেন। মক্কায় সে সময় কোন ফল ছিল না। হারেসের কন্যা বলেন, ওগুলো ছিল আল্লাহর তরফ থেকে খোবায়েবের জন্য প্রেরিত রিয্ক। যখন সবাই তাকে হত্যা করার জন্য হেরেমের বাইরে নিয়ে চলল—তখন খোবায়েব তাদেরকে বললেন, আমাকে দু' রাকাআত নামায পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করে বললেন, যদি তোমরা এ ধারণা করবে বলে আমি আশংকা না করতাম যে, আমি ভীত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছি, তাহলে আমি নামায দীর্ঘায়িত করতাম। (তারপর তিনি আবেগ উদ্বেলিত হয়ে বললেন,) হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে (মুশরিক) এক এক করে গুণে গুণে হত্যা কর ! তারপর তিনি বললেন, আমি আল্লাহর পথে মুসলমান হিসেবে শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, তাই মৃত্যুর পর আমি যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন, তাতে আমার কোনই পরোয়া নেই। আর এসব কিছু একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বরণ করে নিচ্ছি। তাই তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে দেহের কর্তিত প্রতি অংশেই বরকত প্রদান করবেন। অতপর হারেসের পুত্র তাঁকে শহীদ করল। এভাবে প্রত্যেক বন্দী অবস্থায় নিহত মুসলমানদের জন্য খোবায়েবই দু'রাকাআত নামায আদায়ের সুন্নাত (নিয়ম) প্রচলন করলেন। আর আসেম ইবনে সাবেতের শহীদ হওয়ার সময়ের দোয়া আল্লাহ কবুল করে নিলেন এবং তাঁর খবর নবী (স)-কে জানিয়ে দিলেন। যেদিন তাদেরকে শহীদ করা হয় সেদিনই তিনি সাহাবাদের তা জানালেন। আসেমের শাহাদাতের সংবাদ কাফের কুরাইশদের নিকট পৌছলে তাদের কিছু লোক তাঁর শাহাদাত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তার দেহের কিছু অংশ কেটে আনার জন্য লোক প্রেরণ করল। কেননা তিনি বদর যুদ্ধের দিন কুরাইশদের একজন গণ্যমান্য লোককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আসেমের মৃতদেহের চারদিকে মৌমাছির ঝাঁক মেঘমালার মত ছেয়ে থেকে কুরাইশদের প্রেরিত লোকের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করল। সুতরাং তারা তাঁর শরীরের কোন অংশই কেটে নিতে সক্ষম হল না।

১৭১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্দীমুক্তি।

٢٨١٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِىَ يَعْنِى الْاَسِيْرَ وَاَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ -

২৮১৯. আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর এবং পীড়িতের সেবা কর।

٢٨٢٠- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِنَ الْوَحْىِ اِلاَّ مَافِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ (لاَ) وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَاَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ

رَجُلاً فِى الْقُرْاٰنِ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِى الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ وَاَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -

২৮২০. আবু হুজাইফা (রা) বর্ণনা করেন, আমি আলীকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর কিতাবে যা কিছু আছে তা ছাড়া অহীর কোন অংশ কি আপনার কাছে আছে ? তিনি বললেন, না। সেই মহান সত্তার শপথ ! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেন, কোন মানুষকে আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করেন এবং যা কিছু আমার পুস্তিকার মধ্যে আছে, তা ছাড়া আমার আর কোন কিছুই জানা নেই।[৪২] আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই পুস্তিকার মধ্যে কি আছে ? তিনি বললেন, রক্ত পণ, যুদ্ধবন্দী মুক্তকরণ এবং কোন কাফেরকে হত্যার শাস্তিস্বরূপ মুসলমানকে হত্যা না করার নির্দেশ।

১৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা।

٢٨٢١- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ اِسْتَاْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهَا دِرْهَمًا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ بِمَالٍ مِّنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِى فَاِنِّى فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَدَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ خُذْ فَاَعْطَاهُ فِىْ ثَوْبِهِ -

২৮২১. ইবনে শিহাব আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, কয়েকজন আনসার রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণের দাবী পরিত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করুন। তিনি জবাব দিলেন, তাঁর মুক্তিপণের অর্থের এক দিরহামও মাফ করো না। (অন্য একটি সূত্রে) ইবরাহীম আবদুল আযীয ইবনে সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকেই বর্ণনা করেছেন যে, বাহরাইন থেকে নবী (স)-এর নিকট কিছু মাল আসলে আব্বাস উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এই মাল থেকে কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদরে যুদ্ধের পর) আমার নিজের এবং আকীলের তরফ থেকে মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করেছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে নাও। এই বলে তার কাপড়ে কিছু মাল প্রদান করলেন।

٢٨٢٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ جَاءَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَاُ فِى الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ -

---

৪২. হযরত আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। সেগুলি তিনি নিজের তলোয়ারের খাপের মধ্যে রাখতেন। এখানে সেগুলির কথা বলা হয়েছে।—সম্পাদক

২৮২২. মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর (রা) তার পিতা—যিনি বদর যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলেন তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, মাগরিবের নামাযে আমি নবী (স)-কে সূরা আত তূর পাঠ করতে শুনেছি।

১৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হরবের অধিবাসী নিরাপত্তা গ্রহণ করা ছাড়াই যদি দারুল ইসলামে প্রবেশ করে তার বিধান।

٢٨٢٣- عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ اِنْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ -

২৮২৩. ইয়াস ইবনে সালামাহ ইবনে আকওয়া (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী (স) কোন এক সফরে ছিলেন।[৪৩] এ অবস্থায় তাঁর কাছে মুশরিকদের একজন গুপ্তচর এল এবং সাহাবাদের কাছে বসে কথাবার্তা বলতে থাকল। পরে সে চলে গেল। তখন নবী (স) বললেন, তাকে খুজে আন এবং হত্যা কর। (সুতরাং তাকে হত্যা করা হল) নবী (স) তার (গুপ্তচর লোকটির) জিনিসপত্র সালামাহ ইবনে আকওয়াকে প্রদান করলেন।[৪৪]

১৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের (অমুসলিম সংখ্যালঘু) রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা এবং চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত না করা।

٢٨٢٤- عَنْ عُمَرَ قَالَ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُّقَاتَلَ مِنْ وَّرَآئِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ -

২৮২৪. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (মৃত্যুর পূর্বে) তিনি বলেছিলেন, (আমার পরে যাঁরা খলিফা নির্বাচিত হবেন তাঁদেরকে) আমি যিম্মীদের (অমুসলিম সংখ্যালঘু) ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের যিম্মাদারী আদায়ের অসিয়ত করে যাচ্ছি, যেন তাদের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা হয়, তাদের রক্ষার জন্য (প্রয়োজন হলে) যুদ্ধ করা হয়, আর তাদের আর্থিক সামর্থের অতিরিক্ত কোন বোঝা যেন তাদের ওপর ধার্য করা না হয়।

১৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিদেশী প্রতিনিধি দলকে উপহার দেয়া।

১৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মিদের সুপারিশ এবং তাদের সাথে লেনদেন করা যায় কি ?

---

৪৩. তিনি হাওয়াযিনের যুদ্ধের জন্য সফর করছিলেন। —সম্পাদক

৪৪. গোয়েন্দা ব্যক্তি দারুল হরবের অধিবাসী ছিল এবং দারুল ইসলামের কোন প্রকার নিরাপত্তা না নিয়েই সেখানে প্রবেশ করেছিল। তাকে হত্যার কারণ হলো, প্রথমত সে দারুল ইসলামে প্রবেশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কোন নিরাপত্তা গ্রহণ করেনি বরং গোপনে বিনা নিরাপত্তায় প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়ত তার উদ্দেশ্য ছিল দারুল ইসলামে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করা। নবী (স) তার দূরভিসন্ধি অনুধাবন করতে পেরে তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।

٢٨٢٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ اِشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ اِئْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا هَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِىْ فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ وَاَوْصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلاَثٍ : اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوْا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ - وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ - وَقَالَ يَعْقُوْبُ وَالْعَرْجُ اَوَّلُ تِهَامَةَ -

২৮২৫. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন, আহ্ বৃহস্পতিবার দিন। আর কি বলব, সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা ! এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তর খন্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। অতপর তিনি বললেন, বৃহস্পতিবার দিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল। এ সময় তিনি (সমবেত সাহাবাদেরকে লক্ষ করে) বললেন, আমার কাছে লেখার মত কিছু নিয়ে এস, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেব যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন (সেখানে উপস্থিত) সাহাবারা মতানৈক্য করলেন, যদিও কোন নবীর নির্দেশের ব্যাপারে মতানৈক্য করা সমীচীন নয়। তারা বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর রোগের তীব্রতা অনেক বেশী। এ সময় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তাই উত্তম। তিনি (স) মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তা হল) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে।[৪৫] দূত বা প্রতিনিধিদলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস বলেন, আর তৃতীয় উপদেশটি আমি ভুলে গিয়েছি।

১৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধি বা দূতদের সাথে উত্তম পোশাকে সাক্ষাত দান করা।

٢٨٢٦- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ

৪৫. ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মুগীরা ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপদ্বীপ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর দ্বারা মক্কা, মদীনা, ইয়ামানকে বুঝানো হয়েছে। আর ইয়াকুবের মতে তেহামার কিছু এলাকা।

مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فَلَبِثَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِحُبَّةِ دِيبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَيَّ بِهٰذِهِ فَقَالَ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ ـ

২৮২৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, বাজারে একটা রেশমী চাদর বিক্রি হতে দেখে উমার তা খরিদ করে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এ চাদরখানা খরিদ করুন। এটি আপনি ঈদে এবং প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সময় পরিধান করতে পারবেন ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, এগুলো তাদেরই পোশাক। অতপর আল্লাহর ইচ্ছামত কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (স) একটা জামা উমারের জন্য প্রেরণ করলে তিনি (উমার) তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনিই তো (ক'দিন পূর্বে) বলেছেন, এসব পোশাক তাদেরই সাজে যাদের আখেরাতে কোন অংশ নেই, আর (আজ) আপনি আমার জন্য (নিজেই এগুলো) প্রেরণ করেছেন। একথা শুনে নবী (স) বললেন, আমি এ জন্য প্রেরণ করেছি যে, তুমি তা বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করবে।

১৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ (অমুসলিম) বালকের সামনে কিভাবে ইসলামকে তুলে ধরতে হবে।

٢٨٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنْ عُمَرَ اِنْطَلَقَ فِيْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ (بِشَيْءٍ) حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ اَتَشْهَدُ اَنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا ذَا تَرٰى قَالَ اِبْنُ صَيَّادٍ يَاتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لِيْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِيْ قَتْلِهِ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَاْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِيْ فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى

اِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ اَنْ يَّسْمَعَ مِنْ اِبْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِيْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لابْنِ صَيَّادٍ اَيْ صَافِ وَهُوَ اِسْمُهُ فَثَارَ اِبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْتَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ اِبْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّي اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ قَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

২৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর একদল সাহাবার সাথে উমারও নবী (স)-এর সঙ্গী হয়ে ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁরা বনী মাগালাহ গোত্রের একটি টিলার পাদদেশে ইবনে সাইয়াদকে তাদের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতেও দেখতে পেলেন। ইবনে সাইয়াদের বয়স সেসময় প্রায় বয়োসন্ধির কাছাকাছি ছিল। ইবনে সাইয়াদ কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই নবী (স) তার পিঠে (হাত দিয়ে) থাবা দিয়ে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল ! ইবনে সাইয়াদ তাঁর দিকে ফিরে দেখে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের (আরবদের) রসূল। অতপর ইবনে সাইয়াদ নবী (স)-কে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ? জবাবে নবী (স) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত সকল রসূলদের প্রতি বিশ্বাসী। অতপর নবী (স) ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, কিছু দেখতে পাও কি ? সে বলল, আমার কাছে সত্য খবরও আসে কিছু মিথ্যা খবরও আসে। নবী (স) বললেন, প্রকৃত ব্যাপার (সত্য) তোমার নিকট আড়াল হয়ে আছে। নবী (স) আরো বললেন, আমি তোমার জন্য একটি বিষয় অন্তরে গোপন রেখেছি (পারলে বলে দাও)। সে বলল, "আদ দুখ।"[৪৬] এ সময় নবী (স) ধমক দিয়ে বললেন—দূর হয়ে যাও। নিজের সীমা অতিক্রম করো না। উমার বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন আমি ওর শিরোচ্ছেদ করি। নবী (স) বললেন, এ যদি সেই (দাজ্জাল) হয়ে থাকে তাহলে তুমি এর সাথে এঁটে উঠতে পারবে না। আর এ যদি সে (দাজ্জাল) না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। ইবনে উমার বর্ণনা করেন, একদিন নবী (স) ও উবাই ইবনে কা'ব যে খেজুর বাগানে ইবনে সাইয়াদ অবস্থান করত সেদিকে রওয়ানা হলেন। খেজুর বাগানে প্রবেশ করার পর নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চললেন,

৪৬. যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে সাইয়াদকে বললেন : আমি তোমার জন্য একটি কথা মনের ভেতরে গোপন করেছি। তখন তিনি আসলে কুরআনের সূরা আদ দুখান চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু ইবনে সাইয়াদ পুরো কথা বলতে না পারায় নবী (স) প্রমাণ করলেন যে, সে নিছক সত্যের কাছাকাছি কিছু কথা বলে, যা শয়তান তাকে জানায় অসমাপ্ত অবস্থায়।—সম্পাদক

যেন সে তাঁকে দেখতে পাওয়ার পূর্বেই তিনি তার কিছু কথাবার্তা শুনতে সক্ষম হন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ একটি চাদর মুড়ি দিয়ে তার বিছানায় শুয়ে কি একটা গুনগুন করছিল। নবী (স) খেজুর শাখার আড়ালে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে ইবনে সাইয়াদের মা হে সাফা বলে ইবনে সাইয়াদকে সম্বোধন করলে সে তড়িত গতিতে উঠে পড়ল। এ অবস্থা দেখে নবী (স) বললেন, তার মা তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে দিলে প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে যেত। সালেম বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমার বলেছেন, এরপর নবী (স) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। এমন কোন নবীর আগমন ঘটেনি যিনি তার (দাজ্জাল) সম্পর্কে নিজের কওমকে সতর্ক করে যাননি। নূহ তাঁর কওমকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে যাচ্ছি, যা কোন নবীই তাঁর কওমকে বলেননি। জেনে রাখ ! (দাজ্জাল) হবে কানা। অথচ আল্লাহ কখনো কানা নন।

১৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ ইহুদীদের উদ্দেশে নবী (স)-এর আহবান ঃ তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে। মাকবুরী আবু হুরাইরা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৮০-অনুচ্ছেদ ঃ দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণকারী তার অর্থ ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী থাকবে।

٢٨٢٨- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِىْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتِ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِىْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِىُّ -

২৮২৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বিদায় হজ্জের সময়, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আগামীকল্য সকালে আপনি কোথায় গিয়ে অবস্থান করবেন ? তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ি রেখেছে ? তারপর বললেন, আগামীকাল আমরা খাইফে বনী কেনানা অর্থাৎ মুহাস্সাবে অবস্থান করব। সেখানে (কাফের) কুরাইশরা কুফরীর শপথ নিয়েছিল, আর ঘটনাটি হলো যে, বনী কেনানার লোকেরা কুরাইশদের সাথে এই মর্মে শপথ করেছিল যে, বনী হাশেমদের নিকট তারা কোন দ্রব্য বিক্রয় করবে না এবং তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী বলেন, খাইফ শব্দের অর্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

٢٨٢٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اِسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعٰى هُنَيًّا عَلَى الْحِمٰى فَقَالَ يَاهُنَىُّ اَضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَاَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَاِيَّاىَ وَنَعَمَ

اِبْـنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ اِبْنِ عَفَّانَ فَاِنَّهُمَا اِنْ تَهْلِكَ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا اِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَاِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ اِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِىْ بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَتَارِكُهُمْ اَنَا لاَ اَبَا لَكَ فَالْمَاءَ وَالْكَلاَءُ اَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ اَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ اِنَّمَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَاَسْلَمُـوْا عَلَيْهَا فِى الْاِسْلاَمِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِىْ اَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَاحَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا ـ

২৮২৯. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব হুনাই নামক তাঁর একজন আযাদকৃত দাসকে সরকারী চারণক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত করলেন। তাকে নির্দেশ দিলেন, হে হুনাই ! মুসলমানদের সাথে (চারণক্ষেত্রের ব্যাপারে) নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করবে এবং মযলুমের বদ্ দোয়াকে সবসময় ভয় করবে। কেননা মযলুমের দোয়া দ্রুত কবুল হয়। আর কম বকরী ও পশুর মালিক যারা তাদের পশু চারণের জন্য এখানে প্রবেশের অনুমতি দেবে। বিশেষ করে আওফের পুত্র (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) এবং আফফানের পুত্রের (উসমান ইবনে আফফান) পশু ও বকরী পাল এখানে প্রবেশ করতে দেবে না। কেননা, তাদের পশুপাল ধ্বংস হয়ে গেলেও কৃষি ফসল ও খেজুর বাগানের ওপর নির্ভর করে তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু কম বকরী ও পশুর মালিক যারা তাদের বকরী ও পশুপাল (ঘাস অভাবে) ধ্বংস হয়ে গেলে তারা সবাই (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পরিজন) আমার নিকট (সরকার) এসে হে আমীরুল মুমিনীন, হে আমীরুল মুমিনীন বলে খাদ্য সাহায্য চাইতে থাকবে। আমি সে সময় কি তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতে পারব ? তুমি নিতান্তই দুর্ভাগা না হলে বুঝতে পারতে যে, রাষ্ট্রের ভান্ডারে গচ্ছিত মূল্যবান স্বর্ণ ও রৌপ্য খরচ করে তাদেরকে সাহায্য করার চাইতে পানি এবং ঘাস প্রদান করা আমার জন্য সহজতর। আল্লাহর শপথ ! তারা ধারণা করবে যে, (চারণক্ষেত্র করে) আমি তাদের ওপর জুলুম করেছি। জেনে রাখো, এটা তাদের যমীন। এখানে তারা জাহেলিয়াতের যুগে লড়াই করেছে এবং বর্তমানে ইসলামী যুগে এই শহরে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। সেই সত্তার শপথ ! যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, যদি এসব সম্পদ (ঘোড়া ইত্যাদি) এমন না হত, যাতে আরোহণ করে আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি, তাহলে তাদের এই এলাকার কোন ক্ষুদ্রতম একটি জায়গাতেও আমি চারণক্ষেত্র তৈরী করতাম না।

১৮১-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পক্ষ থেকে আদম শুমারী ।

٢٨٣٠- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ اُكْتُبُوْا لِىْ مَنْ تَلَفَّظَ بِالْاِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ اَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُنَا اُبْتُلِيْنَا حَتَّى اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّىْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ ـ

২৮৩০. হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন, এক সময় নবী (স) নির্দেশ দিলেন, যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে (এবং জিহাদ করতে সক্ষম), আমার নিকট তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে পেশ কর। আমরা তাঁর নিকট এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষের নাম লিখে আনলাম।৪৭ (এ সংখ্যা দেখে) আমরা মনে করলাম, আমরা যখন এক হাজার পাঁচ শ' পুরুষ আছি, তখন ভয় করি কেন ? এরপর কোন এক সময় আমরা এমন পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হই যে, আমাদের এক একজনকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে একাকী নামায আদায় করতে হয়েছে।৪৮

٢٨٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى كُتِبْتُ فِىْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِىْ حَاجَّةٌ قَالَ اِرْجِعْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ -

২৮৩১. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জে গমন করছে আর অমুক অমুক যুদ্ধের সেনাদলে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (এখন আমি কি করি ?) তিনি (স) তাকে বললেন, ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ আদায় কর।

১৮২-অনুচ্ছেদ ঃ ফাজের (পাপ কর্মে আসক্ত) ব্যক্তির দ্বারাও আল্লাহ দীনের সাহায্য সহযোগিতা করিয়ে থাকেন।

٢٨٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الْاِسْلَامَ هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَاَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ قُلْتَ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالاً فَنَادَى بِالنَّاسِ اِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

৪৭. একটি সূত্রে আ'মাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমরা দেখলাম গণানাকৃত লোকের সংখ্যা পাঁচ শ'। আবু মু'আবিয়া বর্ণনা করেন, তাদের সংখ্যা দু' শ' থেকে সাত শ'র মধ্যে ছিল।

৪৮. বর্ণনাকারী সাহাবী সম্ভবত হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলের শেষের দিকের কোন গবর্ণরের শাসন এলাকার অবস্থার প্রতি ইংগিত করেছেন। এ সময়কার কূফার গবর্ণর ওলীদ ইবনে উকবা প্রায়ই নামাযে দেরী করতেন অথবা ঠিকমত পড়াতেন না। এর ফলে অনেক মুত্তাকী মুসলমান ফিতনা সৃষ্টির ভয়ে লুকিয়ে যথা সময় ঠিকমত নামায পড়ে নিতেন এবং তারপর আবার গবর্ণরের সাথেও পড়তেন। দেখুন কাস্তালানী, ৫ম খণ্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা।—সম্পাদক

২৮৩২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, কোন একটি যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। সেই যুদ্ধে (অংশগ্রহণকারী) ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন, এই ব্যক্তি দোযখবাসী হবে। লড়াই শুরু হলে সে ব্যক্তি প্রাণপণ যুদ্ধ করে আহত হল। রসূলুল্লাহ (স)-কে জানান হল, হে আল্লাহর রসূল ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছেন যে, সে দোযখবাসী, সে তো আজ প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে। নবী (স) বললেন, হাঁ, সে জাহান্নামের দিকে যাত্রা করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। এমতাবস্থায় জানা গেল, লোকটি নিহত হয়নি, বরং মারাত্মক আহত হয়েছে। রাত্রিবেলায় সে জখমের যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ না করে আত্মহত্যা করলে তা নবী (স)-কে জানান হল। (এ খবর প্রাপ্তিমাত্র) নবী (স) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান) বলে উঠলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল ! অতপর লোকদের মধ্যে বেলালকে এই ঘোষণা করতে বলে পাঠালেন যে, ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হওয়া ছাড়া কেউ-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর আল্লাহ অনেক সময় ফাজের (গোনাহর প্রতি আসক্ত) ব্যক্তির মাধ্যমেও দীন ইসলামকে সাহায্য করে থাকেন।

১৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণের মুখে নিজে নিজেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করা।[৪৯]

٢٨٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ اِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِى اَوْ قَالَ مَايَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَاِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ -

২৮৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) (একদিন) খুতবা দিতে দিতে বললেন, যায়েদ পতাকা ধারণ করে নিহত হল। অতপর জা'ফর পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা পতাকা ধারণ করলে সেও নিহত হল। সবশেষে খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে কেউ আমীর বা সেনাধ্যক্ষ মনোনীত করা ছাড়াই সে পতাকা ধারণ করল এবং তার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করলেন। তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার কাছে থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা তিনি বলেন আমার নিকট পসন্দনীয় হত না। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু' চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল।[৫০]

---

৪৯. সেনাপতি হিসেবে নিয়োজিত বা নির্বাচিত হওয়া ছাড়াই নিজে নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করা। শত্রুর আক্রমণে মুসলিম সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের মুখে মনোনীত বা নির্বাচিত নয় এমন ব্যক্তি যদি নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই বিপর্যয় রোধ করতে পারেন, তবে সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তার জন্য সম্পূর্ণ বৈধ।

৫০. ঘটনাটি ঘটেছিল সিরিয়ার মাওতা নামক জায়গায়, যদ্দরুন ঘটনাটি মাওতা অভিযান নামে খ্যাত। নবী (স) এই এলাকায় খৃস্টান শক্তির বিরুদ্ধে এক অভিযানে অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আওয়াল মাসে যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ নির্দেশও দেন যে, যায়েদ শহীদ হলে জাফর ইবনে আবু তালেব নেতৃত্ব দিবেন। যদি তিনিও শাহাদাত লাভ করেন তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা

(অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদে কেন্দ্র থেকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা।

٢٨٣٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْ لِحْيَانَ فَزَعَمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوْا وَاسْتَمَدُّوْهُ عَلٰى قَوْمِهِمْ فَاَمَدَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ يَحْطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوْا بِهِمْ حَتّٰى بَلَغُوْا بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْا بِهِمْ وَقَتَلُوْهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّهُمْ قَرَؤُا بِهِمْ قُرْاٰنًا اَلَا بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا بِاَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ -

২৮৩৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রি'ল, যাকওয়ান, উসাইয়াহ ও বনু লেহইয়ান গোত্রের কিছু লোক নবী (স)-এর কাছে এল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এ দাবী করে তাদের (গোত্রগুলোকে) সাহায্য প্রদানের প্রার্থনা জানালে নবী (স) আনসারদের সত্তরজন লোক পাঠিয়ে তাদেরকে সাহায্য করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, আমরা (আনসারদের প্রেরিত লোকদেরকে) কুর্‌রা (কুরআনের আলেম এবং শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠকারী) বলে ডাকতাম। দিবাভাগে তারা জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করত আর রাত্রিকালে নামায আদায় করে কাটাত। তারা তাদের সাথে নিয়ে 'বিরে মাউনা'র নিকট পৌঁছে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে হত্যা করল। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স) এক মাসব্যাপী রি'ল, যাকওয়ান ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য (নামাযে) কূনুত (নাযেলা) পাঠ করলেন। কাতাদাহ বলেন, আনাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসলিমগণ তাদের (নিহত আনসারগণ) সম্পর্কে কিছুকাল যাবত কুরআনের আয়াত (এ আয়াত) পাঠ করতেন, "আমাদের কওমকে আমাদের পক্ষ থেকে এ খবরটি জানিয়ে দাও যে, আমরা প্রভুর সাক্ষাত লাভ করেছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।" এরপর আয়াতটি উঠিয়ে নেয়া হয়।

১৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয় লাভের পর শত্রুর এলাকায় তিন দিন অবস্থান করা।

٢٨٣٥- عَنْ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ -

---

নেতৃত্ব প্রদান করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁরা সকলেই শহীদ হয়ে গেলে নেতাহীন অবস্থায় মুসলিমগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। ঠিক এই সময় খালেদ ইবনে ওয়ালিদ অগ্রসর হয়ে নিজ থেকেই সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

"তারা শহীদ না হয়ে এই মুহূর্তে আমার নিকট থাকলে তা তাদের জন্য আনন্দদায়ক হত না অথবা আমার নিকট আনন্দদায়ক হত না—এ কথার অর্থ হল, শহীদ হয়ে তারা যে উচ্চ মর্যাদা ও অনুপম জান্নাতী শান্তি লাভ করেছে তাই তাদের কাম্য ছিল। ঐটার তুলনায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তাদের নিকট আনন্দদায়ক হত না। হাদীসের আলোচ্য অংশটুকু বর্ণনার ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে যে, নবী (স) অথবা পূর্বের অংশটুকু বলেছিলেন না পরের অংশটুকু বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নন।

২৮৩৫. আবু তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) কোন কওমের বা জনগোষ্ঠীর ওপর জয়লাভ করলে তাদের অঙ্গনে (এলাকায়) বা যুদ্ধক্ষেত্রে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করতেন।[৫১]

১৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদের সফরের অবস্থায়ই গনীমাতের (যুদ্ধলব্ধ) অর্থ বন্টন করা। রাফে' বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুলহুলাইফাতে অবস্থান করেছিলাম। সেখানে গনীমাতের অর্থ থেকে আমরা উট এবং বকরী লাভ করেছিলাম। নবী (স) দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে বন্টন করেছিলেন।

٢٨٣٦- عَنْ اَنَسٍ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ -

২৮৩৬. আনাস (রা) বর্ণনা করেন, জি'রানা নামক জায়গা থেকে নবী (স) উমরাহ করেছিলেন—যেখানে তিনি হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ অর্থ (গনীমাত) বন্টন করেছিলেন।

১৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা কোন মুসলমানের সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল। তারপর তা আবার সেই মুসলমানের হস্তগত হল (তাদের ওপর বিজয় লাভ করার পর)। (এ অবস্থায় সেই মুসলমান কি তা হস্তগত করবে অথবা তা মালে গনীমাত হিসাবে বিবেচিত হবে ?) ইবনে নুমায়ের নাফে'র মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ও ইবনে উমার থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমারের একটি ঘোড়া পালিয়ে শত্রুদের নিকট চলে গেলে তারা তা হস্তগত করে। মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে তা ইবনে উমারকে ফেরত দেয়া হয়। ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর সময়। ইবনে উমারেরই একজন ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের সাথে মিলিত হয়। মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তা ইবনে উমারকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর।

٢٨٣٧- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوْهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَارَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَيْرِ وَهُوَ حِمَارُ وَحْشٍ اَىْ هَرَبَ -

২৮৩৭. নাফে' (রা) বর্ণনা করেন, ইবনে উমারের একটি ক্রীতদাস পালিয়ে রোমানদের এলাকায় চলে যায় বা তাদের সাথে মিলিত হয়। পরবর্তী সময়ে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে (ক্রীতদাসকে) আবদুল্লাহ (ইবনে উমার)-এর কাছে পাঠিয়ে দেন। ইবনে উমারের একটি ঘোড়াও পালিয়ে রোমানদের (এলাকায়) কাছে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ঘোড়াটিও তাকে ফেরত দিয়ে দেন।

---

৫১. আবু তালহা থেকে অন্য একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٢٨٣٨- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ عَلٰى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِىَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ ـ

২৮৩৮. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। মুসলমানরা যেদিন (রোমানদের বিরুদ্ধে) লড়াই করছিল সেদিন ইবনে উমার একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেছিলেন। ঘোড়াটি (এক সময়ে) শত্রুদের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে আবু বাকর খালেদ ইবনে ওয়ালিদকে মুসলমানদের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ করে প্রেরণ করেছিলেন। পরিশেষে শত্রুরা যুদ্ধে পরাস্ত হলে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ ইবনে উমারকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দেন।

১৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফারসী বা অ-আরবী ভাষায় কথা বলা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ **"তোমাদের বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র বিভিন্নতার মধ্যে আমার সৃষ্টির নিদর্শন বিদ্যমান।"**

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ **"আমি কোন রসূলকে প্রেরণ করলে তার স্বগোত্রীয় ভাষায়ই প্রেরণ করেছি।"**

٢٨٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَىَّ هَلاً بِكُمْ ـ

২৮৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি একটি বাচ্চা বকরী যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা' (পৌনে তিন সের) যব পিসে আটা প্রস্তুত করেছে। এখন আপনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে চলুন। একথা শুনে নবী (স) চীৎকার করে ডেকে উঠলেন, হে পরিখা খননকারী লোকেরা ! জাবের তোমাদের জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত করেছে। শীঘ্র সেখানে (যাই) চল।

٢٨٤٠- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ مَعَ اَبِىْ وَعَلَىَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَّهُ سَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِىَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِى وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِى وَاَخْلِقِىْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذَكَرَ (دَكِنَ) ـ

২৮৪০. খালেদ ইবনে সাঈদের কন্যা উম্মে খালেদ (রা) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে হলুদ রঙের একটা জামা পরিধান করে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম। (আমার জামা দেখে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সানাহ ! সানাহ ! বেশ ! বেশ ! কি সুন্দর ! আবদুল্লাহ বললেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ হল—সুন্দর। উম্মে খালেদ বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহরে নবুয়াত নিয়ে খেলতে শুরু করলে আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। (তা দেখে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে খেলতে দাও। এরপর আমাকে লক্ষ্য করে (দীর্ঘ জীবনের দোয়া করার উদ্দেশ্যে) বললেন, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল, পরিধান কর এবং ছিঁড়ে ফেল। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি (উম্মে খালেদ) এত দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন যে, তার দীর্ঘায়ু হওয়ার বিষয় প্রায়ই আলোচিত হতো।

٢٨٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِىٍّ اَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْفَارِسِيَّةِ كَخٍ كَخٍ اَمَا تَعْرِفُ اَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ـ

২৮৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন হাসান ইবনে আলী সাদকার খেজুরের স্তূপ থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দিলে নবী (স) তাকে বললেন, (থুথু কর) ফেলে দাও ; ফেলে দাও, তুমি কি জান না আমরা সাদকার দ্রব্যাদি খাই না। (পূর্বোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায়) ইকরামা বলেন, হাবশী সানাহ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, কোন রমণীই উম্মে খালেদের মত দীর্ঘায়ু হয়নি।

১৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমাত) আত্মসাত (খেয়ানত) করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ ○ (سورة ال عمران : ١٦١)

"কোন নবীই খেয়ানত করতে পারে না। আর যে খেয়ানত করবে কিয়ামতের দিন তাকে খেয়ানতকৃত বস্তুসহ হাজির হতে হবে এবং সেখানে প্রত্যেকেই পুরোপুরি তার কর্মফল লাভ করবে। তাদের কারো প্রতিই সামান্যতম জুলুমও করা হবে না।"

٢٨٤٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لاَ اَلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ (اَلْقَيَنَّ) يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ (مِنَ اللّٰهِ) شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ

شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ اَوْ عَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لاَ اَمْلِكُ لَكَ سَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ ـ

২৮৪২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমাতের অর্থসম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন এবং ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ও আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে চাই না যে, সে ঘাড়ে একটি চীৎকাররত বকরী, একটি হ্রেষারত অশ্ব বহন করছে এবং আমাকে ডেকে বলছে যে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে এ বিপদ থেকে (রক্ষা) উদ্ধার করুন। তখন আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আমি তো আল্লাহর বিধিবিধান তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিয়েছিলাম। (অথবা) আমি তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায়ও দেখতে চাই না যে, সে একটি চীৎকাররত উট ঘাড়ে বহন করে আমার কাছে এসে বলছে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না, আল্লাহর বাণী বা আদেশ নিষেধ তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কাউকে আমি এমনও দেখতে চাই না যে, সে সম্পদের বোঝা ঘাড়ে করে আমার কাছে আগমন করে বলবে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। আমি বলব, আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই। কেননা, আমি আল্লাহর বাণী তোমাদের নিকট পৌছিয়েছিলাম। (অথবা) তোমাদের কোন ব্যক্তি কাপড়ের গাঁটরি ঘাড়ে বহন করে আগমন করবে আর বাতাসে কাপড় তার ঘাড়ের ওপর উড়তে থাকবে। সে বলবে, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না। আল্লাহর বাণী তো আমি তোমাদের কাছে পৌছে দিয়েছিলাম।

১৯০-অনুচ্ছেদ ঃ মামুলী চুরি। নবী (স) এ ধরনের চুরি করা জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর নবী (স) থেকে এরূপ কোন হাদীস উল্লেখ করেননি। এটিই সঠিক মত।

٢٨٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَرْكَرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا ـ

২৮৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বর্ণনা করেন, কারকারাহ নামক এক ব্যক্তির ওপর নবী (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সে মারা গেলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে দোযখবাসী হবে। লোকেরা এ ব্যাপারে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারল যে, সে গনীমাতের মাল থেকে একটি আবা আত্মসাত করেছিল।

১৯১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্টনের পূর্বে গনীমাতের উট বকরী যবেহ করে খাওয়া।

٢٨٤٤- عَنْ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ وَاَصَبْنَا اِبِلاً وَغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَاَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَفِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَّسِيْرَ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا اَوَابِدُ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَانَدَّ عَلَيْكُمْ فَاَصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا فَقَالَ جَدِّىْ اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ (عَلَيْهِ) فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ـ

২৮৪৪. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুলহুলাইফাতে অবস্থানকালে সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। গনীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ হিসেবে কিছু উট এবং বকরীও আমাদের হস্তগত হয়েছিল। নবী (স) সর্ব পেছনের দলে ছিলেন। সবাই দ্রুত চুলায় ডেকচি চাপিয়ে দিলে নবী (স) এসে তা উল্টিয়ে ফেলে দেয়ার আদেশ দান করলেন। অতএব সেগুলো উল্টিয়ে ফেলে দেয়া হল। পরে নবী (স) গনীমাতের অর্থ দশটি বকরী একটি উটের সমান করে বন্টন করলেন। একটি উট ছুটে পালালে ঘোড়া কম থাকার কারণে সবাই সেটির পেছনে পেছনে তাড়া করে চলল। পরিশেষে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়লে এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে পাকড়াও করল। নবী (স) বললেন, এসব পশুর মধ্যেও (কিছু পশুর) জংলী খাসলাত আছে। অতএব এগুলোর মধ্য হতে কোনটি পলায়ন করলে এভাবে তাকে কাবু করবে। আমার দাদা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমরা আগামী প্রত্যুষে শত্রুর আক্রমণের আশংকা করছি ; কিন্তু আমাদের কাছে ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছুরি দ্বারাই পশু জবাই করে নেব। নবী (স) বললেন, দাঁত এবং নখ ছাড়া আল্লাহর নাম নিয়ে যে কোন জিনিস দ্বারাই রক্ত প্রবাহিত করা গেলে তা খাবে। এর কারণও আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় বৈ কিছু নয়, আর নখকে হাবশীরা ছুরি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

১৯২-অনুচ্ছেদ ঃ বিজয়ের সুসংবাদ দান করা।

٢٨٤٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِىْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَتُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنِّى لاَ اَثْبُتُ عَلَى

الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَاَرْسَلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَاجِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ فَبَارَكَ عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتُ فِىْ خَثْعَمَ -

২৮৪৫. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যুলখালাসাহ সম্পর্কে নিশ্চিত করছ না কেন ? এটা ছিল খাছআম গোত্রের দেবমন্দির যা কা'বাতুল ইয়ামানিয়াহ নামে পরিচিত ছিল। জারীর বলেন, এরপর আমি আহমাস গোত্রের এক শত পঞ্চাশজন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার নিয়ে যাত্রা করলাম। বর্ণনাকারী (জারীর) বলেন, আমি নবী (স)-কে জানালাম, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। এ কথা শুনে নবী (স) আমার বুকের ওপর সজোরে করাঘাত করলেন। যে কারণে আমি আমার বুকে তাঁর আঙুলের চিহ্নগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তাকে স্থির করে দাও। তাকে সৎপথ প্রদর্শক ও সৎপথপ্রাপ্ত করে দাও। অতপর তিনি (বর্ণনাকারী জারীর) যুলখালাসাহ অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং সেটিকে ভেঙ্গে জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর তিনি (জারীর) নবী (স)-এর নিকট একজন লোক পাঠিয়ে তাঁকে তা অবহিত করলেন। সংবাদবাহক (লোকটি) তাঁর [নবী (স)] নিকট পৌঁছে বলল, যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ঐ মন্দিরটিকে ধ্বংস করে চর্মরোগে আক্রান্ত উটের ন্যায় পরিত্যাগ করে এসেছি। বর্ণনাকারী জারীর বলেন, তিনি (স) আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈনিকদের বরকতের জন্য পাঁচবার দোয়া করেন।

১৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সুসংবাদদাতাকে কোন কিছু দিয়ে পুরস্কৃত করার বর্ণনা। তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে কা'ব ইবনে মালেক (সুসংবাদদাতাকে) দু'খানা কাপড় দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন।

১৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর হিজরতের প্রয়োজন নেই।[৫২]

٢٨٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا -

৫২. কোন এলাকা থেকে হিজরতের প্রয়োজন—দু'টি কারণে দেখা দেয়। প্রথমত যদি মুসলমানদের প্রাণ ও সম্পদ কোন এলাকায় বিপন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত দীন ও ঈমান রক্ষা যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে। নবী (স)-এর বাণী ঃ প্রাণ ও দীনের ওপর বিপর্যয় নেমে আসবে এ আশঙ্কায় কোন ব্যক্তি যদি কোন এলাকা থেকে হিজরত করে, তাহলে আল্লাহ তাকে সিদ্দীক বান্দা হিসেবে গ্রহণ করেন। আর মৃত্যুর সময় তাকে শহীদ হিসেবে গণ্য করেন। কাজেই কোন এলাকায় ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের দীন ও জানমালের ওপর কোন হুমকিই আর থাকে না। তাই স্বাভাবিক কারণেই সে এলাকা থেকে হিজরত করারও কোন প্রয়োজন থাকে না।

২৮৪৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, হিজরতের আর প্রয়োজন নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়তের (প্রয়োজন) অবশিষ্ট আছে। তোমাদেরকে জিহাদের জন্য (বের হওয়ার) আহবান জানানো হলে, তোমরা সে আহবানে দ্রুত সাড়া দিও।

٢٨٤٧- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعُ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلاَمِ -

২৮৪৭. আবু উসমান নাহদী থেকে বর্ণিত। মোজাশে ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর ভাই মোজালেদ ইবনে মাসউদকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এসে বললেন, এই যে, মোজালেদ সে আপনার হাতে হিজরতের জন্য বাইয়াত হতে চায়। তিনি (স) বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর প্রয়োজন নেই। তবে এখন আমি তার থেকে ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করছি।

٢٨٤٨- عَنْ عَمْرٍو وَابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ -

২৮৪৮. আমর ইবনে জুরায়েয (রা) বর্ণনা করেন, আমি আতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করলাম। তিনি তখন সাবীর পাহাড়ের পাদদেশে (সন্নিকটে) অবস্থান করতেছিলেন। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন, যখন থেকে আল্লাহর নবী (স)-কে মক্কার ওপর বিজয়ী করেছেন তখন থেকে হিজরত রহিত হয়ে গেছে।

আতা (র) বলেন, আমি উবাইদ ইবনে উমাইরের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি ছাবীর পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (স)-এর দ্বারা মক্কা জয় করানোর পর থেকে হিজরতের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

১৯৫–অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী অথবা মু'মিন নারী আল্লাহর নাফরমানি করলে তাকে উলঙ্গ করতে কোন ব্যক্তি বাধ্য হলে।

٢٨٤٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًا فَقَالَ لِابْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا اِنِّى لاَعْلَمُ مَاالَّذِىْ جَرَّ اَصْحَابَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ اِئْتُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَتَجِدُوْنَ بِهَا اِمْرَاَةً اَعْطَاهَا حَاطِبُ

كِتَابًا فَاَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِىْ فَقُلْنَا لَتَخْرِجِنَّ اَوْ لاَ جَرِّدَنَّكِ فَاَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى حَاطِبٍ فَقَالَ لاَ تَعْجَلْ وَاللّٰهِ مَاكَفَرْتُ وَلاَ اِرْتَدَدْتُ لِلْاِسْلاَمِ اِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِكَ اِلاَّ وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ اَحَدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ عُمَرُ دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَاِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اِطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَهٰذَا الَّذِىْ جَرَّاَهُ ـ

২৮৪৯. সাদ ইবনে উবায়দাহ (রা) থেকে, আবু আবদুর রহমান উসমানী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আতিয়াহ উলুব্বীকে বললেন, আমি জানি তোমাদের এ সঙ্গী (আলী)-কে কোন জিনিস রক্তপাতে দুঃসাহসী বানিয়েছে। তাঁকে (আলী) আমি বলতে শুনেছি, নবী (স) আমাকে ও যুবায়েরকে প্রেরণ করে বললেন, অমুক বাগানের দিকে (রাওদা খাক নামক স্থানে) দ্রুত চলে যাও। সেখানে এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার কাছে হাতেব একটি পত্র দিয়েছে। অতএব আমরা রাওদা নামক স্থানে পৌঁছে মহিলাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে তা বের করে দাও। মহিলাটি বলল, সে (হাতেব) তো আমাকে কোন পত্র দেয়নি। আমরা বললাম, পত্র বের কর, নইলে আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে অনুসন্ধান করব। এরপর মহিলাটি তার কোমর হতে পত্রটি বের করে দিল। তিনি (স) হাতেবকে ডেকে পাঠালেন, হাতেব এসে বলল, আপনি (আমার ব্যাপারে) তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর শপথ ! আমি কুফরী এখতিয়ার করিনি এবং ইসলামে নতুন কিছু যোগও করিনি। ইসলামের প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে,) আপনার, মোহাজের সাহাবাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, মক্কায় যার অর্থসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই। কিন্তু আমার সেখানে এমন কেউ নেই। তাই আমি মনে করলাম যে, তাদের (মক্কাবাসী কাফের) প্রতি কিছুটা এহসান করি (তাতে আমার অর্থসম্পদ ও পরিবার-পরিজন রক্ষা পাবে)। তিনি (স) তার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করলেন। উমার (রা) বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। কেননা সে মুনাফিকী করেছে। নবী (স) বললেন, তুমি অবগত নও যে, আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা ভালভাবে অবগত। আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তোমাদের যেমন ইচ্ছা আমল কর। এই কথাই তাঁকে সাহস যুগিয়েছে।

১৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ফেরত সৈনিকদেরকে অভ্যর্থনা জানানো।

٢٨٥٠- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَبْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ ـ

২৮৫০. ইবনে আবু মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনুয যুবায়ের (রা) ইবনে জাফর (রা)-কে বলেন, যখন আমি, আপনি ও ইবনে আব্বাস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গিয়েছিলাম, তখনকার কথা কি আপনার মনে পড়ে ? ইবনে জাফর জবাব দিলেন, হাঁ (সেই সময়) নবী (স) আপনাকে বাদ রেখে আমাদের দু'জনকে তাঁর সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।

٢٨٥١- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ذَهَبْنَا نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ -

২৮৫১. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) বলেন, অন্যান্য বালকদের সাথে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়াতুল বিদা নামক জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলাম।

১৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে কি বলতে হবে ?

٢٨٥٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلاَثًا قَالَ اٰيِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ -

২৮৫২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (জিহাদ হতে) প্রত্যাবর্তন করে তিনবার তাকবীর ধ্বনি দিতেন, অতপর বলতেন, আমরা ইনশাআল্লাহ (স্বএলাকায়) প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ থেকে তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদাতকারী ও প্রশংসাকারী এবং আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল বাতিল শক্তিগুলোকে পর্যুদস্ত করেছেন।

٢٨٥٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ اَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا فَاقْتَحَمَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ قَالَ عَلَيْكَ الْمَرْاَةَ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلٰى وَجْهِهِ وَاَتَاهَا فَاَلْقَاهَا عَلَيْهَا وَاَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَاكْتَنَفَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ -

২৮৫৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উসফান হতে প্রত্যাবর্তনের পথে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর পেছনে হুয়াই কন্যা সাফিয়্যাকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। (এক সময়) তাঁর উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই ছিটকে পড়ে গেলেন। আবু তালহা (রা) দ্রুত ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। তিনি (স) বললেন, মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি দাও। সুতরাং আবু তালহা (রা) একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা নিজ মুখমণ্ডল আড়াল করে সাফিয়্যার নিকট গেলেন এবং বস্ত্রখণ্ডটি তার জন্য আবরণ তৈরী করলেন অতপর তিনি তাদের সাওয়ারীটিও ঠিকঠাক করে দিলেন। নবী (স) ও সাফিয়্যা পুনঃ তাতে আরোহণ করলে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে বেষ্টন করে অগ্রসর হতে থাকলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে নবী (স) বললেন, আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গোনাহ হতে তাওবাকারী, (আল্লাহর) ইবাদাতকারী এবং প্রশংসাকারী। মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি এ কথাগুলো আওড়াতে থাকলেন।

٢٨٥٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمَرْاَةُ وَاِنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ اَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ جَعَلَنِيْ اللّٰهُ فِدَاءَكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْاَةِ فَاَلْقٰى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَاَلْقٰى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلٰى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ قَالَ اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ ـ

২৮৫৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে ফিরছিলেন এবং নবী (স)-এর সওয়ারীর পেছনে সাফিয়্যা (রা) বসা ছিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর উষ্ট্রীটি হোঁচট খেলে নবী (স) ও মহিলা ছিটকে পড়লেন। সাথে সাথে আবু তালহা (রা) তাঁর উট থেকে মহিলার উপর কাপড় নিক্ষেপ করলেন। তিনি নবী (স)-এর কাছে দৌড়ে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন। আপনি কি চোট পেয়েছেন ? তিনি বললেন, না, তবে তুমি মহিলার খোঁজ নাও। তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলের উপরে কাপড় দিয়ে মহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর শরীর কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তখন মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি তাদের সওয়ারীটি ঠিকঠাক করে দিলেন এবং উভয়ে তাতে আরোহণ করে পুনরায় রওয়ানা করলেন। যখন (কাফেলা) মদীনার উপকণ্ঠে পৌছল, অথবা মদীনার নিকটবর্তী হলো তখন নবী (স) বলতে থাকলেন ঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী,

পাপ হতে তাওবাকারী, ইবাদাতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী । মদীনা নগরীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত তা আওড়াতে থাকলেন।

১৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে নামায আদায় করা।

٢٨٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ -

২৮৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক সফরে আমি নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা মদীনায় ফিরে এলে তিনি (স) আমাকে বললেন, মসজিদে প্রবেশ কর, অতপর দু' রাকআত নামায আদায় কর।

٢٨٥٦- عَنْ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ -

২৮৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে কাব ও উবায়দুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সফর থেকে দুপুরের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং বসার পূর্বে দু'রাকআত নামায আদায় করতেন।

১৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে খাদ্য পরিবেশন। সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর সাক্ষাতপ্রার্থীদের ইবনে উমার (রা) খানা খাওয়াতেন।

٢٨٥٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِيْ اَنْ اٰتِيَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِيْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ -

২৮৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মদীনায় আগমন করে একটা উট অথবা গরু জবেহ করেছিলেন। মুআয, শোবা ও মুহারেবের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও আছে ঃ জাবের (রা) বলেছেন, নবী (স) দুই আওকিয়া এক দিরহাম বা দুই দিরহাম দিয়ে আমার নিকট থেকে একটা উট খরিদ করলেন এবং ছেরার[৫৩] নামক জায়গায় উপনীত হয়ে একটি গরু জবেহ করার আদেশ দিলেন একটি গরু জবেহ করা

৫৩. মদীনার পার্শ্ববর্তী একটা জায়গার নাম ছেরার।

হলো এবং সকলেই তা ভক্ষণ করল। মদীনায় পৌঁছে তিনি আমাকে মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায আদায় করার আদেশ দিলেন এবং উটের মূল্য আমাকে ওজন করে পরিশোধ করলেন।

٢٨٥٨- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ صِرَارُ مَوْضِعُ نَاحِيَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ -

২৮৫৮. জাবের (রা) বলেন, আমি সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলে নবী (স) আমাকে বললেন, দুই রাকআত নামায আদায় কর

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের[৫৪] অর্থের এক-পঞ্চমাংশ ফরয হওয়ার বিধান।

٢٨٥٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعٍ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاْتِيَ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ الصَّوَاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَاِذَا شَارِفَايَ قَدِ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوْا فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ

---

৫৪. ইসলামী বিধানে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর যেসব অর্থসম্পদ বা মূল্যবান বস্তু মুসলমানদের হস্তগত হয় তাকে গনীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) বলা হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের বিধান হল এর চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এক্ষেত্রেও ইসলামী শরীআতের বিস্তারিত বিধান রয়েছে। বন্টনের ক্ষেত্রে অশ্বারোহী সৈনিকদের পদাতিক সৈনিকদের তুলনায় দ্বিগুণ প্রদান করা হবে। আর অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল বা জাতীয় ধনভাণ্ডারের মাধ্যমে ইয়াতীম, মিসকীন, অসহায় পথিক এবং আল্লাহর রসূল ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টিত হবে। কুরআন মজীদে সূরা আনফালের প্রথমেই এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط (سورة انفال :٤١)

"তোমরা যেসব সম্পদ গনীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।" এ ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা শুধু এ জন্যে বলা হয়েছে যে, এই এক-পঞ্চমাংশের বন্টনের অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হাতে সংরক্ষিত; অন্য কারও এখানে কোন অধিকার নেই।

فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِي الَّذِيْ لَقِيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنُوْا لَهُمْ فَاِذَاهُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ فَاِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ اَنْتُمْ اِلاَّ عَبِيْدُ لاَبِيْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ ـ

২৮৫৯. আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন গনীমাতের সম্পদ থেকে অংশ হিসেবে আমি একটি উষ্ট্রী লাভ করেছিলাম। আর অবশিষ্ট পঞ্চমাংশ থেকে নবী (স) আমাকে আরো একটি উষ্ট্রী দান করেছিলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমার সাথে বাসর রচনার ইচ্ছা করে আমি বনী কায়নুকার এক স্বর্ণকারকে ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) আনার উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে (নিয়ে) যাওয়ার জন্য ঠিক করলাম। ইচ্ছা করেছিলাম ঐগুলো স্বর্ণকারদের কাছে বিক্রি করে তা দ্বারা আমার নবপরিণতা বধূর ওয়ালিমার ব্যবস্থা করব। আমার উষ্ট্রী দু'টি এক আনসারের কক্ষের পাশে শুয়েছিল আর আমি হাওদাহ, ঘাসের জাল ও দড়ি ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম। আমি সবকিছু সংগ্রহ করে ফিরে এসে দেখতে পেলাম আমার উষ্ট্রী দু'টির উঁচু কুঁজ কর্তন করা হয়েছে এবং পেট ফেড়ে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। আমার উষ্ট্রী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রুসংবরণ করতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে এ কাজ করেছে ? সবাই বলল, আবদুল মুত্তালিবের বেটা হামযাহ এ কাজ করেছে। সে আনসারদের কিছু সংখ্যক শরাবপায়ীদের সাথে এ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। আমি সেখান থেকে নবী (স)-এর নিকট গমন করলাম। এ সময় জায়েদ ইবনে হারেসাহ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। আমার চেহারা দেখেই নবী (স) উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্যাপার কিছু ঘটে গেছে। সুতরাং তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আজকের মত দুর্দিন আমার কোনদিনও আসেনি। হামযাহ আমার উষ্ট্রী দু'টির ওপর অত্যাচার করেছে। সে উষ্ট্রী দু'টির উঁচু কুঁজ কেটে নিয়েছে এবং পেটের দু'পাশ কেটে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখন সে এক ঘরের মধ্যে শরাবীদের সাথে অবস্থান করছে। এসব কথা শুনে নবী (স) তাঁর চাদরখানা চেয়ে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে

রওয়ানা হলেন। আমি এবং জায়েদ ইবনে হারেসা তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। হামযাহ যে ঘরে অবস্থান করছিল সে ঘরের কাছে পৌঁছে নবী (স) প্রবেশের অনুমতি চাইলে তারা তাদের সবাইকে [নবী (স), আলী, জায়েদ] অনুমতি প্রদান করল। তিনি প্রবেশ করে দেখলেন, ঘরের মধ্যে সবাই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। রসূলুল্লাহ (স) হামযাহর কৃতকর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। আর হামযাহ নেশাগ্রস্ত রক্তচক্ষু নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর হাঁটুর প্রতি দৃষ্টিপাত করল। কিছুক্ষণ পর আবার দৃষ্টি সরিয়ে নাভীর প্রতি দৃষ্টিপাত করল এবং এর কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি সরিয়ে তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা তো আমার পিতার দাস বৈ কিছু নও। রসূলুল্লাহ (স) বুঝতে পারলেন, এ এখন নেশায় বিভোর আছে। তারপর রসূলুল্লাহ (স) পেছন ফিরে হেঁটে ফিরে আসলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম।

٢٨٦٠- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ اِبْنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَتْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَتْ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْاَلُ اَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَبٰى اَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَاِنِّى اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَاَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِى تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِىَ الْاَمْرَ قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِعْتَرَاكَ اِفْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ فَاَصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِىْ -

২৮৬০. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর তাঁর কন্যা ফাতেমা আবু বকরের কাছে এসে ফাই বা বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ, যা আল্লাহ তাঁর রসূলের অধিকারে ও মালিকানায় অর্পণ করেছিলেন এবং তিনি ওফাতের সময় যা পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন—তা থেকে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে অংশ বন্টন করে দেয়ার দাবী করেন (প্রার্থনা জানান)। আবু বাকর (রা) তাঁকে বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

আমি (পরিত্যক্ত সম্পদের) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাচ্ছি না, যা কিছু (সম্পদ) রেখে যাচ্ছি তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা ফাতেমা রাগান্বিত হলেন এবং এজন্য আবু বাকরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখেননি। রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর তিনি (ফাতেমা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়েশা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বার, ফাদাক এবং সাদকা হিসেবে মদীনাতে যা কিছু পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, ফাতেমা আবু বাকরের কাছে সেগুলো থেকে তাঁর অংশ বরাবরই দাবী করতেন। কিন্তু আবু বাকর তা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। আবু বাকর বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) করতেন এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেননা আমি তাঁর কোন কাজ বা নির্দেশ যদি পরিত্যাগ করি, তাহলে পথভ্রষ্ট হব বলে আমার আশংকা হয়। মদীনাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাদকা বা ওয়াকফ্কৃত সম্পদ উমার, আলী ও আব্বাসকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু খায়বার ও ফাদাকের সম্পদ তিনি (উমর) নিজের (তথা কেন্দ্রীয় সরকারের) তহবিলে রেখেছিলেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ দু'টি ওয়াকফ্কৃত সম্পদ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত প্রয়োজনে ব্যয়িত হত। এ কারণেই এগুলোর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সমকালীন খলীফার এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। বুখারী (র) বলেন, ওগুলো এখনো পর্যন্ত ওয়াকফ্কৃত সম্পদ হিসেবে বিদ্যমান আছে।

٢٨٦١- عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِىْ اَهْلِىْ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ اِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَأْتِيْنِىْ فَقَالَ اَجِبْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى رِمَالِ سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِّنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مَالِ اِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ وَقَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَمَرْتَ بِهِ غَيْرِىْ قَالَ اقْبِضْهُ اَيُّهَا الْمَرْءُ فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيْرًا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِىْ عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ بَنِى النَّضِيْرِ فَقَالَ

الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ عُمَرُ تُبْدِكُمْ اَشَدُّكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا اللّٰهَ اَتَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّى اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِىْ هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ اِلٰى قَوْلِهِ قَدِيْرٌ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا احْتَزَهَا دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ اَعْطَاكُمُوْهُ وَ بَثَّهَا فِيْكُمْ حَتّٰى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ اَنَا وَلِىُّ اَبِىْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِىْ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّى فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ تُكَلِّمَانِىْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا وَاحِدٌ جِئْتَنِىْ يَا عَبَّاسُ تَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ وَجَاءَنِىْ هٰذَا يُرِيْدُ عَلِيًّا يُرِيْدُ نَصِيْبَ اِمْرَأَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لِىْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا

فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِىْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَىَّ فَاِنِّى اَكْفِيْكُمَاهَا ـ

২৮৬১. মালেক ইবনে আওস (রা) বর্ণনা করেন, একদিন পূর্বাহ্নে প্রচন্ড রৌদ্র তাপের সময় আমি নিজের পরিবার-পরিজনের মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এ সময় উমার উবনে খাত্তাব (রা)-এর দূত এসে আমাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সাথে উমারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরী একটা খাটের ওপর একটি চামড়ার বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বসে পড়লে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মালেক, তোমার গোত্রের কয়েক ঘর লোক (সাহায্যপ্রার্থী হয়ে) আমার কাছে এসেছে। আমি তাদেরকে অল্প কিছু (অর্থ) দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। ওগুলো তুমি নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! এ দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করলেই ভাল হত। তিনি বললেন, আরে, নিয়ে যাও না। এরপর আমি তাঁর কাছে বসে আছি। ইতিমধ্যে তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা প্রবেশ করে বলল, উসমান, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, যুবায়ের এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) (সাক্ষাতের) অনুমতি প্রার্থনা করছে। তাদেরকে কি আসতে দেয়া যায় ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকে অনুমতি প্রদান করলে তারা সবাই প্রবেশ করে সালাম্ দিয়ে বসে পড়লেন। অতপর ইয়ারফা অল্প কিছুক্ষণ বসার পর এসে বলল, আলী ও আব্বাসের জন্য কি আপনার অনুমতি আছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তাদেরকেও প্রবেশের অনুমতি দিলে তারা প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁরা দু'জন পরস্পর আল্লাহ তাঁর রসূলকে বনু নাযীর গোত্রের যে সম্পদ বিনা যুদ্ধে দান করেছিলেন—সে বিষয়ে ঝগড়া করছিলেন। সুতরাং আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর (আলীর) মধ্যে মীমাংসা করে দিন। (একথা শুনে) উসমান ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের ঝগড়া মীমাংসা করে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শান্তি কায়েম করে দিন। (সব শুনে) উমর বললেন, থামুন ! আমি সবাইকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর নির্দেশে পৃথিবী ও উর্ধজগত ঠিকমত চলছে, আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না, আমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি সাদকা হিসেবে গণ্য হয় ? এর দ্বারা কি রসূলুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝাননি ? সবাই বললেন, হাঁ, নবী (স) তাই বলেছিলেন। এরপর উমার আলী ও আব্বাসের দিকে ফিরে বললেন, আমি আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আপনারা কি জানেন, রসূলুল্লাহ (স) এ কথা বলেছেন ? উভয়ে জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি তা বলেছেন। উমার বললেন, আমি এ বিষয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আল্লাহ

এই ফাই (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ)-এর একটি জিনিসকে বিশেষভাবে তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অপর কাউকে প্রদান করেননি। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর আল্লাহ তাঁর রসূলকে ফাই হিসেবে (বিনা যুদ্ধে) যা কিছু প্রদান করেছেন, সে জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করো নাই, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা বিজয় দান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপরেই ক্ষমতাবান।(সূরায়ে হাশর, আয়াত ঃ ৭)। সুতরাং এ অর্থ ছিলো রসূলের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। আল্লাহর শপথ ! তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে এককভাবে এ মাল গ্রহণ করেননি বা এককভাবে শুধু তোমাদেরকেও প্রদান করেননি। বরং এর থেকে তোমাদের সবাইকে দিয়েছেন এবং সবার মধ্যেই বন্টন করেছেন। অবশেষে তা থেকে এই পরিমাণ অর্থ অবশিষ্ট আছে। এ সম্পদ থেকেই রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরিবার-পরিজনদের পুরো এক বছরের জন্য ব্যয় করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহর মাল অর্থাৎ সাদকার মত খরচ করতেন। আর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সমগ্র জীবনে এভাবেই আমল করেছেন। আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনারা কি এসব অবগত আছেন ? সবাই বললেন, হাঁ, আমরা অবগত আছি। তারপর তিনি আলী ও আব্বাসকে লক্ষ করে বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, (যা বললাম) আপনারা কি তা জানেন ? উমার (রা) আরো বললেন, এরপর আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে ওফাত দান করলেন। তখন আবু বাকর এই বলে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বহন করলেন, যে আমি আল্লাহর রসূলের স্থলাভিষিক্ত। তিনি ঠিক তেমনি করলেন যেরূপ রসূলুল্লাহ (স) করেছিলেন। আল্লাহ জানেন, তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎ, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বাকরকেও ওফাত দান করলেন। আমি আবু বাকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার খেলাফতের বিগত দু'বছর যাবত পালন করে আসছি। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর যেমন কাজ করেছেন আমিও তেমনটিই করে আসছি। আল্লাহ জানেন, আমি এ ব্যাপারে সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, সুপথপ্রাপ্ত এবং হকের অনুসারী। আর আজ আপনারা দু'জনেই একই দাবী নিয়ে আমার নিকট আগমন করে সে বিষয়ে কথা বলেছেন। আপনাদের উভয়ের উদ্দেশ্য একই। হে আব্বাস ! আপনি এসেছেন, আপনার ভাতিজার সম্পদে অংশের দাবী নিয়ে। আর এই আলী এসেছেন, তাঁর শ্বশুরের সম্পদ থেকে তাঁর স্ত্রীর অংশের দাবী নিয়ে। আমি আপনাদেরকে জানালাম, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমরা (নবীগণ) কোন উত্তরাধিকারী করে যাই না। আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ সাদকা হিসেবে গণ্য হয়। ঐগুলোর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করেছিলাম, তখন বলেছিলাম, একটি শর্তেই তা আমি আপনাদের ওপর অর্পণ করতে পারি। আর তা এই যে, আপনারা আল্লাহর নামে এই বলে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞা করবেন যে, রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাকর এ সম্পদ যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন এবং আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর যেভাবে আমি কাজে লাগিয়েছি, আপনারাও ঠিক তেমনিভাবে কাজে লাগাবেন। আপনারা বলেছিলেন, হাঁ, এভাবেই আমাদের হাতে অর্পণ করুন। ঐ শর্তেই আমি আপনাদের দায়িত্বে তা অর্পণ করেছিলাম (অতপর তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন,) আপনাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি তাদেরকে এই শর্তে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ?

সবাই জবাব দিলেন, হাঁ, এ শর্তে দেয়া হয়েছিল। অতপর তিনি (উমার) আলী ও আব্বাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাদেরকে বলছি, এই শর্তেই কি আমি আপনাদেরকে উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিনি ? তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। উমর বললেন, এই মীমাংসিত বিষয়ে পুনরায় কেন আপনারা আমার নিকট নতুন মীমাংসা প্রার্থনা করছেন ? যার আদেশ ও ব্যবস্থাপনায় পৃথিবী ও ঊর্ধজগত সঠিকভাবে চলছে, সেই আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ ব্যাপারে নতুন কোন মীমাংসা আমি করবা না। তবে যদি আপনারা এর তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করতে অপারগ ও অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। আপনাদের পরিবর্তে আমি একাই উক্ত সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট।

২০১- অনুচ্ছেদ ঃ গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা দেয়া দীনের অংশ।

٢٨٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرٍ فَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِىْ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَعَقَدَ بِيَدِهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

২৮৬২. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা রাবীয়া গোত্রেরই একটি শাখা। আমাদের ও আপনার মাঝখানে কাফের মুদার গোত্রের অবস্থান হওয়ার কারণে মাহে হারাম ছাড়া আর কোন সময় আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কাজেই, আমাদের এমন কিছু কাজের আদেশ করুন, যা আমাদের গোত্রের অন্যান্য লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে আমরা বলব এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী কাজ করব। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি ও চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আদেশ দিচ্ছি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এ কথার সাক্ষ্য দেবার এ বলে তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন। নামায কায়েম করার, যাকাত আদায় করার, রমযানের রোযা রাখার এবং গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর উদ্দেশ্যে আদায় করার আদেশ দিচ্ছি। আর নিষেধ করছি, কদুর পাত্র ব্যবহার করতে, কাষ্ঠপাত্র ব্যবহার করতে, সবুজ বর্ণের মৃৎপাত্র এবং তেলে পাকানো পাত্র ব্যবহার করতে।[৫৫]

২০২- অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণের ভরণপোষণ।

---

৫৫. যে কটি বিষয়ে নবী (স) আদেশ করলেন, তার মধ্যে হজ্জের কথা নেই। অথচ হজ্জ ঈমানের একটি মৌলিক স্তম্ভ। এর কারণ এই যে, হজ্জের (ফরয হওয়ার) নির্দেশ তখন পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি। যেসব পাত্র ব্যবহার করতে নবী (স) নিষেধ করলেন তা এ কারণে যে, জাহেলী যুগে ঐসব পাত্রে সাধারণত মদ্য প্রস্তুত ও পান করা হতো। মদ হারাম হওয়ার বিধানটি মুসলমানদের মনে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আবার এ পাত্রগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

٢٨٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِىْ دِيْنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِىْ وَ مُؤْنَةِ عَامِلِىْ فَهُوَ صَدَقَةٌ -

২৮৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উত্তরাধিকারীদের উচিত দিনার বা দিরহাম (প্রাপ্য) অংশ হিসেবে গ্রহণ না করা। আমি যে সম্পদ পরিত্যাগ করে যাব, আমার স্ত্রীদের ভরণপোষণের এবং আমার আমেল (ইসলামী হুকুমাতের পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী)-এর ব্যয় নির্বাহের পর তা হতে যা অবশিষ্ট থাকবে, সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

٢٨٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِىْ بَيْتِىْ مِنْ شَىْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ اِلاَّ شَطْرُ شَعِيْرٍ فِىْ رَفٍّ لِىْ فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتّٰى طَالَ عَلَىَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِىَ -

২৮৬৪. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, যে সময় রসূলুল্লাহ (স) ওফাতপ্রাপ্ত হলেন সে সময় আমার ঘরে এমন কিছুই ছিল না যা খেয়ে কোন প্রাণী জীবনধারণ করতে পারে। তবে তাকের ওপর কিছু যব (আধা সা'–দেড় সেরের মত) ছিলো, তা খেয়ে আমি দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলাম। একদিন আমি তা মেপে দেখলাম। তার পরে ওগুলো নিশেষ হয়ে গেলো।

٢٨٦٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَاَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً -

২৮৬৫. আমর ইবনে হারেস (রা) বর্ণনা করেন, ওফাতের সময় নবী (স) যুদ্ধের হাতিয়ার তাঁর খচ্চরটা ও কিছু ভূমি ছাড়া আর কিছু পরিত্যাগ করে যাননি। এগুলো তিনি সাদকা হিসেবে রেখে গিয়েছিলেন।

২০৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর স্ত্রীদের বসতবাটী। তাঁদের বাড়িগুলোর পরিচয় তাদের নামেই হবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - (احزاب)

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান কর, আর জাহেলী যুগের মতো সেজেগুজে বের হয়ো না।"

وَلاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِىِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ -

"অনুমতি ছাড়া তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।"–(সূরা নূর)।

٢٨٦٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ -

২৮৬৬. নবী (স)-এর সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর পীড়া কঠিন হয়ে পড়লে তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের কাছে তাঁর চিকিৎসা ও সেবার জন্য আমার ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন। সকল স্ত্রীই তাঁকে সেখানে অবস্থান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

٢٨٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي نَوْبَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ -

২৮৬৭. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমার ঘরে এবং পালাক্রমে আমার কাছে অবস্থানের দিনই আমার বুকে মাথা রেখেই নবী (স) ইন্তেকাল করেছেন। সেই সময় আমার ও তাঁর মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। আয়েশা বলেন, (এ ঘটনাটি ছিল) আবদুর রহমান একটি মিসওয়াক নিয়ে আগমন করলে, [নবী (স) মিসওয়াক করার জন্য সেটি তার নিকট থেকে চেয়ে নিলেন।] কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে তা চিবাতে সক্ষম হলেন না। আমি সেটি নিয়ে চিবিয়ে (নরম করে) ব্যবহারের উপযোগী করে দিলাম।[৫৬]

٢٨٦٨- عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى إِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا قَالَا سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا -

---

৫৬. নবী (স) ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) উরুর ওপর মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর একটি মিসওয়াক হাতে সেখানে এলে তিনি সেটির দিকে চেয়ে থাকলেন। আয়েশা (রা) বুঝতে পারলেন, তিনি দন্ত মোবারক পরিষ্কার করতে চান। তাই আবদুর রহমানের নিকট থেকে মিসওয়াক নিয়ে নবী (স)-কে দিলেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তিনি সেটি চিবিয়ে নরম করতে সক্ষম হলেন না। তখন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) মিসওয়াকটা নিয়ে চিবিয়ে নবী (স)-কে প্রদান করলে এবার তিনি তা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলেন। এভাবে হযরত আয়েশা ও নবী (স)-এর মুখের লালা একত্রিত হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটিতে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

২৮৬৮. আলী ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সহধর্মিনী সাফিয়্যা (রা) তাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনব্যাপী মসজিদে ইতিকাফরত ছিলেন। এ সময় তিনি (সাফিয়্যা) তাঁর (স) নিকট সাক্ষাত লাভের জন্য গেলেন। ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) তার সাথে সাথে অগ্রসর হয়ে মসজিদের দরজার সন্নিকটে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার গৃহদ্বারের কাছে উপস্থিত হলে দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সালাম বলে দ্রুত চলে যেতে উদ্যত হয়। নবী (স) তাদেরকে বললেন, থাম। (অর্থাৎ দেখে যাও আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলছি)। আনসারদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হল। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহর রসূল, (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা সন্দেহ পোষণ করতে পারি ?) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতই প্রবাহিত হয়। আর এ কারণেই আমার সন্দেহ হলো যে, তোমাদের মনেও কিছু জাগাতে পারে (কোন সন্দেহের বীজ উপ্ত হতে পারে)।

٢٨٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ -

২৮৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি হাফসার ঘরের ছাদে আরোহণ করে হঠাৎ (দৃষ্টি পড়লে) দেখতে পেলাম নবী (স) কেবলার দিকে পিছু ফিরে সিরিয়ার দিকে মুখ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

٢٨٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا -

২৮৭০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) এমন সময় আসরের নামায পড়তেন সূর্যরশ্মি তখনও তাঁর কক্ষে থাকতো (পতিত হতো)।

٢٨٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاَثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -

২৮৭১. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) একদিন আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করলেন এবং আয়েশা (রা)-এর গৃহের দিকে (অর্থাৎ পূর্ব দিকে) ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন ঃ ওদিক থেকেই ফিতনা সৃষ্টি হবে, যেদিক থেকে শয়তানের মাথার উদয় হয়।[৫৭]

---

৫৭. যেখানে দাঁড়িয়ে নবী (স) ভাষণ দিচ্ছিলেন সেখান থেকে আয়েশা (রা)-এর গৃহ পূর্বদিকে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্বদিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন, আয়েশা (রা)-এর বাড়ীর দিকে নয়। অর্থাৎ ফিতনার উৎপত্তি হবে পূর্বাঞ্চল হতে। আয়েশার গৃহে নবী (স) বহুদিন কাটিয়েছেন এবং ইন্তেকালের সময় সেখানেই অবস্থান করছিলেন এবং সেখানেই তিনি শায়িত আছেন। এমতাবস্থায় আয়েশার গৃহকে কোনক্রমেই ফিতনার উৎস বলা যেতে পারে না।

٢٨٧٢- عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ اِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِيْ بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرِّضَاعَةِ الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ -

২৮৭২. আবদুর রহমানের কন্যা আমরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন, নবী (স) একদিন তার (আয়েশার) কাছে অবস্থান করছিলেন, এমন সময় আয়েশা শুনতে পেলেন একজন লোক হাফসার গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, এ যে একজন পুরুষ মানুষ আপনার গৃহে প্রবেশ করতে চাচ্ছে ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে হাফসার দুধ (শরীক) চাচা। আর জন্মগত সম্পর্ক যাদের (সাথে বিবাহ) নিষিদ্ধ করে দেয় দুধের সম্পর্কও তাদের তদ্রূপ নিষিদ্ধ করে দেয়।

২০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বর্ম, ছড়ি, তরবারি, পানপাত্র, অঙ্গুরী এবং এসব বস্তুর যেগুলো খলীফাগণ তাঁর তিরোধানের পর ব্যবহার করেছেন এবং যা বন্টন করা হয়নি। তাঁর কেশ, জুতা এবং পাত্রসমূহের মধ্যে যেগুলো সাহাবা ও অন্য লোকেরা তাঁর ইন্তিকালের পর ব্যবহার করেছেন সেসব জিনিসের বর্ণনা ।

٢٨٧٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اُسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ اِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (بِخَاتَمِ النَّبِيِّ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللّٰهِ سَطْرٌ -

২৮৭৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাকর খলীফা নির্বাচিত হলে তাঁকে (গভর্নরের) দায়িত্ব দিয়ে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন এবং তাঁর করণীয় সম্পর্কে তাঁকে একটি পত্রে লিখিত নির্দেশ দিলেন (অর্থাৎ ফরয সাদকা সম্পর্কে)। এ পত্রে নবী (স)-এর মোহারাঙ্কিত করা হয়েছিল। তাঁর মোহরে তিনটি ছত্র খোদিত ছিল। একছত্রে মুহাম্মাদ, একছত্রে রসূল এবং একছত্রে আল্লাহ শব্দটি খোদিত ছিল।

٢٨٧٤- عَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ : اَخْرَجَ اِلَيْنَا اَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (يُرِيْدُ مِنَ الْاِخْلاَقِ) لَهُمَا قِبَالاَنِ فَحَدَّثَنِيْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ ﷺ -

২৮৭৪. ঈসা ইবনে তাহমান বর্ণনা করেন, আনাস (রা) আমাদেরকে পশমবিহীন চামড়ার ফিতা লাগানো একজোড়া জুতা বের করে দেখালেন। সাবেতুল বানানী পরে আমাদেরকে

বলেছিলেন যে, জুতা জোড়া ছিল নবী (স)-এর আর আনাসই তাকে এ কথা জানিয়েছিলেন।

٢٨٧٥- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ فِىْ هٰذَا نُزِعَ رُوْحُ النَّبِىِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ اِزَارًا غَلِيْظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِىْ يَدْعُوْنَهَا الْمُلَبَّدَةَ ـ

২৮৭৫. আবু বুরদাহ (রা) বর্ণনা করেন, আয়েশা (রা) আমাদের সামনে একখানা তালি দেয়া পশমী চাদর বের করে দেখালেন, এ চাদরেই নবী (স) ইন্তিকাল কারেছিলেন। সুলাইমান হুমায়েদের মাধ্যমে আবু বুরদাহ থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা আমাদের সামনে একখানা মোটা তহবন্দ যা ইয়ামনে প্রস্তুত করা হত এবং অনুরূপভাবে একটি জামার মত বস্ত্র যাকে মুলাব্বাদা বলা হতো বের করে দেখালেন।

٢٨٧٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ قَدَحَ النَّبِىِّ ﷺ اِنْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِّنْ فِضَّةٍ قَالَ عَاصِمٌ رَاَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيْهِ ـ

২৮৭৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তাঁর পানপাত্রটি ভেঙে গেলে ভাঙা জায়গায় রূপার তার দিয়ে জোড়া দিয়েছিলেন। আসেম বলেছেন, আমি পানপাত্রটি দেখেছি এবং তাতে পানিও পান করেছি।

٢٨٧٧- عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِىٍّ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَىَّ مِنْ حَاجَةٍ تَاْمُرُنِىْ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ اَنْتَ مُعْطِىَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَاَيْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلَصُ اِلَيْهِمْ اَبَدًا حَتّٰى تُبْلَغَ نَفْسِىْ اِنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ اَبِىْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِىْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا وَاَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّىْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِىْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِىْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِىْ فَصَدَّقَنِىْ وَوَعَدَنِىْ فَوَفّٰى لِىْ وَاِنِّىْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ اَبَدًا ـ

২৮৭৭. আলী ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, হুসাইনের শাহাদাতের পর তাঁরা ইয়াযিদ ইবনে মু'আবিয়ার নিকট থেকে মদীনায় ফিরে আসলে মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ তাঁর কাছে এসে বললেন, আমি আপনার কোন কাজে লাগলে আদেশ করুন। (আলী ইবনে হুসাইন বলেন,) আমি বললাম, না, আপনাকে দিয়ে আমার কোন কাজ নেই। মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর তরবারিখানা কি আপনি আমাকে দিতে পারেন ? কারণ আমার আশংকা হয় যে, লোকেরা আপনার নিকট থেকে তা ছিনিয়ে নিতে পারে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি যদি তরবারিখানা আমাকে দেন, তাহলে আমার জীবদ্দশায় কেউ তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আলী ইবনে আবু তালেব এক সময় ফাতেমার জীবদ্দশায় আবু জেহেলের কন্যাকে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলে আমি শুনেছিলাম, রসূলুল্লাহ (স) লোকদের মাঝে বক্তৃতা করতে গিয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে বলেছিলেন। সে সময় আমি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলাম। নবী (স) বললেন, ফাতেমা আমার অংশ এবং আমার আশংকা হয় (সতীনের সাথে আত্মমর্যাদার প্রশ্নে) সে দীনের ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে যায়। অতপর নবী (স) আবদ্ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করে তার প্রশংসা করলেন এবং বললেন, সে সত্য বলেছে, আমাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। আমি কোন হালালকে হারাম করতে পারি না বা কোন হারামকে হালাল করতে পারি না। কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর রসূলের কন্যা ও তাঁর শত্রুর কন্যা কখনো একত্রিত হতে পারে না।

٢٨٧٨- عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كَانَ عَلِيٌّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ عَلِيٌّ اِذْهَبْ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْنَ فِيْهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ اَخَذْتَهَا -

২৮৭৮. ইবনুল হানাফিয়াহ (রা) বর্ণনা করেন, যদি উসমান (রা)-কে বদনাম করার ইচ্ছা আলী (রা)-এর থাকতো, তাহলে উসমানের গভর্ণরগণের অন্যায়ভাবে যাকাত আদায়ের অভিযোগ নিয়ে যেদিন লোকেরা আলীর কাছে আগমন করেছিল সেদিনই করতেন। ইবনুল হানাফিয়াহ বর্ণনা করেন, আলী (রা) আমাকে (একখানা পুস্তিকা দিয়ে) বললেন, (এটি নিয়ে) উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বল যে, রসূলুল্লাহর (স) সাদকা আদায়ের নিয়মবিধি এ পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে, আপনার খেরাজ বা সাদকা আদায়কারী গভর্ণরদেরকে এটি মেনে চলার নির্দেশ দিন। আমি পুস্তিকাখানি নিয়ে তাঁর নিকট গমন করলে তিনি বললেন, ওটি আমার নিকট থেকে নিয়ে যাও, ওর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। অতএব সেটি নিয়ে আলীর নিকট ফিরে এসে আমি তাঁকে সবকিছু অবহিত করলাম। আলী বললেন, সেটি যেখান থেকে নিয়েছিলে, আবার সেখানে রেখে দাও।

অন্য একটি সূত্রে হুমায়দি, সুফিয়ান, মুহাম্মাদ ইবনে সুকা এবং মুন্‌যির আত্‌তুযীর মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা আমাকে

বললেন, এ পুস্তিকাখানা নিয়ে উসমানের কাছে গিয়ে তাকে বলো, এর মধ্যে সাদকা সংক্রান্ত ব্যাপারে নবী (স)-এর নির্দেশাবলী রয়েছে।[৫৮]

২০৫-অনুচ্ছেদ ঃ গণীমাতের পঞ্চমাংশ যে রসূলুল্লাহ (স) ও মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তার দলিল। ফাতেমা যাঁতা পিষে আটা তৈরী করতে অক্ষমতা জানিয়ে একজন যুদ্ধবন্দিনীকে খাদেমা হিসেবে প্রদান করার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রার্থনা জানালে তিনি তাঁকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করে আহলে সুফ্ফা ও বিধবা নারীদেরকে অগ্রাধিকার দান করেন।[৫৯]

---

৫৮. ইবনুল হানাফিয়াহ অর্থাৎ মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহ। ইনি হযরত আলী (রা)-এর পুত্র, ইমাম হাসান ও হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই। মুসাইলিমা নবুয়াত দাবী করলে বনু হানাফিয়াহ গোত্র সরল বিশ্বাসেই তাকে নবী বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু এটি ছিল ইসলামের মৌলিক আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত। তাই হযরত আবু বাকর সিদ্দিকের নির্দেশে মুসাইলিমার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে আক্রমণ করা হলে এই যুদ্ধে মুসাইলিমা মারা যায় এবং তার অনুসারীগণ পরাস্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হানাফিয়াহ গোত্রও পরাস্ত হয়। আবু বাকর সিদ্দিক তাদের সকল নারী ও পুরুষকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। আর বনু হানাফিয়াহ গোত্রের বিবি হনুফা নাম্নী এক মহিলা দাসী হিসেবে হযরত আলীর অংশে পড়েন। তিনি তাকে মুক্ত করে দিয়ে বিবাহ করেন এবং তারই গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়াহর জন্ম হয়।

৫৯. এখানে আহ্‌লুস সুফফা اهل الصفة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুফফাতুন صفة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ঘাস ও লতাপাতায় ছাওয়া গ্রীষ্মকালীন গৃহ। অর্থাৎ গ্রীষ্মের খরতাপে যে ঘরে আশ্রয় নিলে আরাম লাভ হয়। সুফফাতুল মাসজেদ বললে বুঝায় মসজিদের বাইরে ছায়া ঘেরা অংগন বিশেষ। ইসলামী পরিভাষায় আহলুস সুফফা বলতে বুঝায় নবী (স)-এর যুগের নিঃস্ব ও দরিদ্র সাহাবাদের ঐ দলকে যারা নবী (স)-এর মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করতেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। এঁদেরকে ইসলামের ইতিহাসে আসহাবে সুফফা বলেও উল্লেখিত হতে দেখা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, আহলুস সুফফা বা আসহাবে সুফফাদের প্রকৃত পরিচয় ও কাজ কি ছিল? কুরআন মাজিদে সূরা বাকারার ২৭৩ আয়াতে আসহাবে সুফফাদের কথা পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

(নিজস্ব উপার্জন ও ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের উত্তম অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ দানের পরই আল্লাহ তাআলা বলছেন ঃ) বিশেষভাবে সাহায্য পাওয়ার অধিকারী ঐসব দরিদ্র লোকেরা যারা আল্লাহর পথে "দীন ইসলামকে" বিশ্বে একটা বিজয়ী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করার কাজের সাথে এমনভাবে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছে যে, নিজের জীবিকার্জনের জন্য পৃথিবীতে কোন চেষ্টা করার অবকাশই তাদের নেই। তাদের আত্মসম্মান বোধ ও পরমুখাপেক্ষীহীনতা দেখে বুদ্ধিহীনেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, তারা কাকুতি-মিনতি করে লোকদের নিকট তাদের অভাব ব্যক্ত করে না। সুতরাং তাদেরকে সাহায্যের জন্য যা কিছু অর্থসম্পদ তোমরা খরচ করবে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি বহির্ভূত থেকে যাবে না। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেসব লোকদের সাহায্যার্থে অর্থসম্পদ খরচ করার কথা বলেছেন, তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবাদের অন্তর্গত প্রায় তিন চার শত লোক। তারা তাদের স্থায়ী ঘরবাড়ীর সাথে স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে মদীনায় আগমন করে নবী (স)-এর মসজিদে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। নবী (স) দীন ইসলামের যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাতে যে কোন কঠিন বা হাল্কা দায়িত্ব পালন করার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকতেন এবং প্রাণের বিনিময়েও তা পালন করতেন। মদীনার বাইরে যখন তাদের কোন দায়িত্ব থাকতো না তখন নবী (স)-এর সাহচর্যে থেকে তারা জ্ঞানার্জন করতেন। তাঁরা ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী বাহিনী। তাঁরা যেহেতু নবী (স) কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী তাহরীক বা আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কর্মী হওয়ার কারণে নিজেদের জন্য জীবিকার্জনের কোন অবকাশই পেতেন না তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল মুসলমানদেরকে তাদের জন্য খরচ করার নির্দেশ প্রদান করলেন। এ আয়াতের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসহাবে সুফফা ছিলেন আসলে ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ একটি বাহিনী। আর তাদের সম্পর্কে অনুরূপ গুণাবলীর ধারক ও বাহকদের ক্ষেত্রেই সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতটি প্রযোজ্য। কোন পীর, ফকির বা ফকিরের নযর -নেওয়াজ ও তোহফা হাদিয়া জায়েয করার জন্য আয়াতটি নয়, এ কথা আমাদের ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

٢٨٧٩- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اِشْتَكَتْ مَا تَلْقٰى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحِنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِسَبْىٍ فَاَتَتْهُ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَاَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ ـ

২৮৭৯. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দী আনীত হয়েছে এই মর্মে ফাতেমার নিকট খবর পৌঁছলে তিনি নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে (আটা তৈরীর জন্য) যাঁতা পিষাইজনিত শ্রম ও ক্লেশের কথা জানিয়ে খাদেম হিসেবে একজন যুদ্ধবন্দী প্রার্থনা করতে গেলে তাঁর (স) সাক্ষাত পেলেন না এবং সে বিষয়ে আয়েশাকে অবগত করে ফিরে আসলেন। পরে আয়েশা নবী (স)-কে বিষয়টি ব্যক্ত করলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ীতে এলেন। আমরা তখন শয্যাগ্রহণ করেছি। আমরা বিছানা হতে ওঠার প্রস্তুতি নিলে তিনি বললেন, তোমরা যেমনভাবে আছ তেমনি থাক। (তারপর তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন) আলী (রা) বলেন, আমি তাঁর ঠান্ডা পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার নিকট যে জিনিস প্রার্থনা করেছ তার চাইতে কল্যাণকর জিনিসের সন্ধান কি আমি তোমাদেরকে দেব না ? যখন তোমরা শয্যাগ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ এবং তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পড়বে। তোমরা যা প্রার্থনা করেছ তার চাইতে এ কাজটি বেশী কল্যাণকর।

২০৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ (سورة انفال : ٤١)

"তোমরা যেসব সম্পদ গণীমাত হিসেবে অর্জন করবে, জেনে রাখ তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, তাঁর নিকটাত্মীয়স্বজন, ইয়াতিম, মিসকীন এবং অসহায় পথিকদের জন্য নির্দিষ্ট।"অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ বন্টনের অধিকারী রসূলুল্লাহ (স)। নবী (স) বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও কোষাধ্যক্ষ আর আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন।

٢٨٨٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلَامٌ فَاَرَادَ اَنْ يُّسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اِنَّ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى

عُنُقِىْ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنِّى اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * قَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ اَرَادَ اَنْ يُّسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ ـ

২৮৮০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমাদের আনসারদের এক ব্যক্তির ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শু'বা মনসুর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনসারী লোকটি বলল, আমি তাকে (ছেলেটিকে) কাঁধে বহন করে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। সুলাইমানের বর্ণিত হাদীসে আছে, তার একটা পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখবে বলে ইচ্ছা করলো। নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার কুনিয়াত বা উপনামে ডেকো না। কেননা একমাত্র আমাকেই বন্টনকারী করা হয়েছে, আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। হুসাইনের বর্ণনায় আছে, আমি বন্টনকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তোমাদের মাঝে বন্টন করে থাকি। আমর বর্ণনা করেছেন, আমাকে শু'বা খবর দিয়েছেন, তাঁকে কাতাদাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি সালেমের কাছ থেকে শুনেছেন এবং তিনি জাবের (রা) থেকে শুনেছেন যে, আনসারী লোকটি তার (ছেলেটির) নাম "কাসেম" রাখতে মনস্থ করলে নবী (স) বললেন, আমার নামে নাম রাখো, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না।

٢٨٨١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لاَ نَكْنِيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ سَمُّوْا بِاِسْمِىْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ ـ

২৮৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের (আনসারদের) এক ব্যক্তির একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিলে সে তার নাম রাখল কাসেম। আনসারগণ লোকটিকে বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম বলে সম্বোধন করব না (বা ঐভাবে সম্বোধন করে) তোমাকে তৃপ্তি দান করব না। (এ কথা শুনে) লোকটি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমার একটি সন্তান জন্মেছে। আমি

তার নাম রেখেছি কাসেম। কিন্তু আনসারগণ বলছেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা) বলে ডাকবো না বা এভাবে সম্বোধন করে তৃপ্তিদান করবো না। নবী (স) বললেন, আনসারগণ উত্তম কথাই বলেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু আমার উপনামে (কুনিয়াতে) ডেকো না। একমাত্র আমিই কাসেম বা বন্টনকারী।৬০

٢٨٨٢- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

২৮৮২. মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ যাকে কল্যাণ দানের ইচ্ছা করেন, তাকে দীন সম্পর্কে (ইসলাম সম্পর্কে) গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি বন্টনকারী। আমার এ উম্মত তাদের বিরোধীদের ওপর চিরদিন বিজয়ী হবে—এ অবস্থায়ই আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা (অর্থাৎ কেয়ামত) এসে উপস্থিত হবে এবং তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

٢٨٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلاَ اَمْنَعُكُمْ اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ -

২৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি (স্বীয় ইচ্ছায়) তোমাদেরকে কিছু প্রদান করি না আবার বঞ্চিতও করি না। (এসবের প্রকৃতপক্ষে মালিক মহান আল্লাহ) আমি শুধুমাত্র বন্টনকারী। আমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছি সেভাবে দান করি বা বন্টন করি।

٢٨٨٤- عَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৮৮৪. খাওলা আনসারিয়া (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর সম্পদ বিনা অধিকারে খরচ করে থাকে, এ ধরনের লোকদের জন্য কেয়ামতে দোযখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।

২০৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) বলেন, তোমাদের জন্য গনীমাতকে হালাল করা হয়েছে। মহাপরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (سورة الفتح : ٢٠)

৬০. কুনিয়াত বলতে সাধারণত আরবীতে বুঝায় বাপ-মাকে ছেলে বা মেয়ের নামে ওমুকের বাপ বা ওমকের মা নামে ডাকা।–সম্পাদক

"আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা প্রচুর গণীমাত লাভ করবে। তোমাদের জন্য তা লাভ করার দ্রুত ব্যবস্থা করেছেন এবং লোকদের হাতকে (মক্কাবাসী কাফেরগণের হাতকে) তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন যেন তা ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে, এভাবেই তোমাদেরকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করেন।" [আল ফাত্হ ঃ ২০]

٢٨٨٥- عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

২৮৮৫. উরওয়াতুল বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালের লম্বা চুলে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর তা হলো, পুরস্কার ও গণীমাত।

٢٨٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

২৮৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সম্রাট) হবে না। (রোমান পূর্বাঞ্চলের সম্রাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গচ্ছিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

٢٨٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

২৮৮৭. জাবের ইবনে সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পারস্য সম্রাট) কিসরা ধ্বংস হবে তারপরে আর কিসরা (পারস্য সম্রাট) হবে না। (রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের সম্রাট) কায়সার ধ্বংস হবে তারপরে আর কেউ কায়সার হবে না এবং যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম করে বলছি, তাদের উভয়ের গচ্ছিত সম্পদরাজি তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

٢٨٨٨- عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ـ

২৮৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার (অর্থাৎ আমার উম্মত) জন্য গনীমাতকে (যুদ্ধলব্ধ অর্থকে) হালাল করে দেয়া হয়েছে।

٢٨٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ ـ

২৮৮৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ও তার বিধানের সত্যতার প্রতি স্বীয় বিশ্বাস প্রতিপন্ন করে দেখানো ছাড়া আর কিছুই যাকে বাড়ী থেকে বের করতে পারে না, আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ব্যাপারে এ লাভ জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন যে, তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন (যদি সে জিহাদে শাহাদাত লাভ করে থাকে) অথবা সে যা কিছু পুরস্কার এবং গনীমাত লাভ করেছে সেসবসহ, যেখান থেকে সে (জিহাদে) বের হয়েছে সেখানে তাঁকে (সহিসালামতে) ফিরিয়ে আনবেন।

٢٨٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَيَتْبَعَنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ اِمْرَاَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىَ بِهَا وَلاَ اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلاَ اَحَدٌ اِشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةَ صَلاَةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَامُوْرَةٌ وَاَنَا مَامُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلاً فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاؤُا بِرَاْسٍ مِثْلِ رَاْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَاٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا ـ

২৮৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন একজন নবী জিহাদ করতে মনস্থ করে নিজের কওমের লোকদের বললেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে কিন্তু বাসররাত্রি যাপন করেনি অথচ সে বাসররাত্রি যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সাথে (এ যুদ্ধে) গমন না করে। যে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে কিন্তু এখনো ছাদ উত্তোলন করেনি

অথবা যে ব্যক্তি গর্ভিণী বকরী কিংবা উট ক্রয় করে বাচ্চা পাবার জন্য অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এখনো বাচ্চা লাভ করেনি এসব ব্যক্তিও যেন আমার সাথে না যায়। অতপর তিনি জিহাদের জন্য বের হলেন এবং এক জনপদের নিকটবর্তী হলে আসরের নামাযের সময় হলে অথবা প্রায় আসরের সময় হয়ে গেলে তিনি সূর্যকে উদ্দেশ করে বললেন, তুমি আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছো আমিও আল্লাহর নির্দেশমত কাজ করছি। (অতপর তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন,) হে আল্লাহ ! তুমি তাকে আমাদের জন্য থামিয়ে দাও। তাই বিজয় লাভ করা পর্যন্ত তা থামিয়ে দেয়া হল। তিনি গনীমাত কুড়িয়ে স্তুপ করলেন, ঐগুলো জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আগুন আগমন করলো কিন্তু জালিয়ে দিল না। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে গনীমাত আত্মসাতকারী আছে। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজন করে লোককে আমার হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করার সময় একজন লোকের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের মধ্যে আত্মসাতকারী আছে। সুতরাং গোটা গোত্রের লোককেই আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে (বাইয়াত করার সময়) দু' অথবা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি বললেন, আত্মসাতকৃত মাল তোমাদের কাছেই আছে। এরপর তারা গরুর মাথার ন্যায় একখন্ড স্বর্ণ এনে স্তুপের মধ্যে রাখলে আগুন এসে তা জালিয়ে দিল। এ কথা বলার পর নবী (স) বললেন, পরে আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমাতের অর্থকে হালাল করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখেই আমাদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই গনীমাতের অর্থ লাভ করে।

٢٨٩١- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ -

২৮৯১. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, উমর (রা) বলেছেন, পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য সমস্যা দেখা না দিলে নবী (স) যেমন খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছিলেন আমিও সমস্ত বিজিত এলাকাকে তার অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম।

অনুচ্ছেদ ঃ যে গনীমাতের লোভে লড়াই করে তার কল্যাণের অংশ কি কমে যাবে ?

٢٨٩٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىْ قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ مَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

২৮৯২. আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। একজন গ্রাম্য আরব এসে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এক ব্যক্তি গনীমাতের লোভে লড়াই করে এক ব্যক্তি তার বীরত্ব গাথা লোকে আলোচনা করুক এই উদ্দেশ্যে লড়াই করে। আরেক ব্যক্তি তার মর্যাদা ও সম্মান

বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে। এদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করছে ? নবী (স) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা বা তাওহীদকে উচ্চে তুলে ধরা বা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করছে।

২১০-অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক উপস্থিত লোকদেরকে গনীমাত বন্টন এবং অনুপস্থিতদের জন্য সংরক্ষণ।

٢٨٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَاَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِاَزْرَارِهِ فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَاتُ هٰذَا لَكَ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهِ شِدَّةٌ -

২৮৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে সোনার বোতাম লাগানো কতগুলো কুব্বা উপহার পাঠানো হলে তিনি সেগুলো তাঁর কিছুসংখ্যক সাহাবার মধ্যে বন্টন করলেন এবং মাখরামা ইবনে নওফেলের জন্য একটি আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা ইবনে নওফেল তার পুত্র মিসওয়ার ইবনে মাখরামাকে সাথে নিয়ে আসলেন এবং নবী (স)-এর বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নাম নিয়ে নবী (স)-কে ডাকো। নবী (স) তার কণ্ঠস্বর শুনে কুব্বাটি হাতে নিয়ে তার সামনে আসলেন এবং সোনার বোতাম খচিত কুব্বাটি তার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, হে আবু মিসওয়ার ! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। হে আবু মিসওয়ার ! এটি আমি তোমার জন্যই আলাদা করে রেখেছিলাম। তার কঠোর কর্কশ স্বভাবের জন্যই নবী (স) (এরূপ) বার বার কথাটি বললেন।

২১১-অনুচ্ছেদ ঃ বনু কুরায়যা এবং বনু নাযির গোত্রের সম্পদ নবী (স) যেভাবে বন্টন করেছেন এবং উক্ত সম্পদ থেকে স্বীয় জরুরী প্রয়োজনে যা ব্যয় করেছেন।

٢٨٩٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى اِفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -

২৮৯৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা নবী (স)-কে খেজুর গাছ উপহার দিতো। পরে নবী (স) যখন বনু কোরায়যা ও বনু নাযির গোত্রের ওপর বিজয়ী হলেন তখন ঐ গাছগুলো তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

২১২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি জীবিত হোক বা মৃত্যুবরণ করে থাকুক, তার অর্থসম্পদে বরকত হবে।

٢٨٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهٖ فَقَالَ يَابُنَىَّ اِنَّهٗ لاَ يَقْتُلُ الْيَوْمَ اِلاَّ ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَاِنِّى لاَ اُرَانِىْ اِلاَّ سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لَدَيْنِىْ اَفَتَرٰى يُبْقِىْ دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِىْ وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهٖ لِبَنِيْهِ يَعْنِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ثُلُثُ الثُّلُثِ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَىْءٌ فَثُلُثُهٗ لِوَلَدِكَ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضَ بَنِى الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهٗ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِىْ بِدَيْنِهٖ وَيَقُوْلُ يَابُنَىَّ اِنْ عَجِزْتَ عَنْهُ فِىْ شَىْءٍ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَىَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا اَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَةِ مَنْ مَوْلاَكَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهٖ اِلاَّ قُلْتُ يَامَوْلَى الزُّبَيْرِ اَقْضِ عَنْهُ دَيْنَهٗ فَيَقْضِيْهِ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِلاَّ اَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِىْ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَاْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهٗ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنَّهٗ سَلَفٌ فَاِنِّىْ اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِىَ اِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِىْ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَاعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهٗ اَلْفَى اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ فَلَقِىَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ كَمْ عَلٰى اَخِىْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهٗ فَقَالَ مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهٖ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَى اَلْفٍ وَمِائَتَىْ اَلْفٍ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِىْ قَالَ وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسِتُّمِائَةِ اَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَاَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهٗ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا

لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُوَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلٰى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضٰى دَيْنَهُ فَاَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ اَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِيَ قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ قَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُوْ الزُّبَيْرِ اُقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى اُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَلاَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ فَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَاَصَابَ كُلَّ اِمْرَاةٍ اَلْفُ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ ـ

২৮৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, জামাল (উষ্ট্রের) যুদ্ধের দিন (আমার পিতা) যুবায়ের (রা) রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি বললেন, পুত্র, আজকে যারা নিহত হবে, তারা হয় জালেম নয়তো মজলুম হবে। আমার মনে হয়, আমি মজলুম হিসেবে নিহত হব। এ মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা আমার ঋণের জন্য। তুমি কি মনে কর আমার ঋণ পরিশোধের পর আমার সম্পদ কিছু অবশিষ্ট থাকবে ? তিনি আরো বললেন, হে বৎস ! (আমার মৃত্যুর পর) তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে তা দিয়ে ঋণ শোধ করবে। তিনি ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের তৃতীয়াংশের জন্য অসিয়ত করে বললেন, ঐ তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সন্তানদের জন্য (অসিয়ত করলেন)। তিনি বললেন, আমার ঋণ পরিশোধ করার পর যদি কিছু সম্পদ অতিরিক্ত থেকে যায় তাহলে তা তিন ভাগে ভাগ করে তৃতীয়াংশের একভাগ তোমার সন্তানদের দান করবে। হিশাম বলেন, সে সময় আবদুল্লাহর কোন কোন সন্তান যুবায়েরের সন্তানদের সমবয়স্ক ছিল। যেমন খোবায়েব ও উব্বাদ। সেই সময় যুবায়েরের নয়টি পুত্র ও নয়টি কন্যাসন্তান ছিল।

আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি (যুবায়ের) আমাকে বার বার তার ঋণ সম্পর্কে অসিয়ত করে বলছিলেন, হে বৎস ! যদি তুমি (কোন সময় ঋণ পরিশোধ) সাধ্যাতীত মনে কর, তাহলে আমার প্রভুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর শপথ ! আমার প্রভু বলতে তিনি কাকে বুঝাচ্ছিলেন, তা বুঝতে না পেরে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্বাজান, আপনার প্রভু কে ? তিনি বললেন, আল্লাহ ! আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর শপথ ! তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে যখনই আমি কোন বিপদ বা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই প্রার্থনা করেছি, হে যুবায়েরের প্রভু, তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও। আর আল্লাহ ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। (সেই যুদ্ধে) যুবায়ের নিহত হলেন, তিনি গাবা নামক কিছু ভূমি, মদীনাতে এগারোখানা বাড়ি, বসরায় দু'টি বাড়ি, কুফায় একটি বাড়ি এবং মিসরে একটি বাড়ি ছাড়া (নগদ) দিনার বা দিরহাম কিছুই রেখে গেলেন না। আবদুল্লাহ বলেন, তার ঋণ ছিল এরূপ যে, কোন ব্যক্তি এসে তার কাছে অর্থ আমানত রাখতে চাইলে যুবায়ের তাকে বলতেন, এভাবে নয়, বরং কর্জ হিসেবে রাখতে পারো। কেননা ঐভাবে তা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি বেশী আশংকা করি। তিনি কখনো শাসন ক্ষমতা, খেরাজ বা কর আদায় বা অনুরূপ দায়িত্বের কোন চাকুরী গ্রহণ করেননি। বরং শুধুমাত্র নবী (স), আবু বাকর, উমার ও উসমানের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি তাঁর সমুদয় ঋণ হিসেব করে দেখলাম তা বাইশ লক্ষ দিরহাম দাঁড়ায়। তিনি বলেন, অতপর হাকীম ইবনে হিযাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের (তার নিজের) সাথে সাক্ষাত করে বললেন, ভাতিজা, আমার ভাইয়ের (যুবায়েরের) ঋণের পরিমাণ কত ? আবদুল্লাহ সঠিক পরিমাণ গোপন রাখতে চেয়ে বললেন, এক লাখ দিরহাম। একথা শুনে হাকীম (ইবনে হিযাম) বলে উঠলেন, আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সকল সম্পদ দিয়েও এতো ঋণ পরিশোধ করা যাবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ তাকে বললেন, যদি উক্ত ঋণের পরিমাণ বাইশ লক্ষ দিরহাম হয় তবে আপনি কি মনে করেন ? তিনি (হাকীম) বললেন, তাহলে এ বোঝা বহন করা তোমাদের সাধ্যের অতীত বলে মনে করি। আর এ ব্যাপারে তোমরা যদি (সত্য সত্যই) অক্ষম হয়ে পড়, তাহলে আমাকে বলবে। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের "গাবার" ভূমি এক লক্ষ সত্তর হাজার দিরহামে খরিদ করেছিলেন, আর আবদুল্লাহ তা ষোল লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। অতপর আবদুল্লাহ তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে শুরু করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, যুবায়েরের নিকট যার যার পাওনা আছে সে যেন গাবা নামক জায়গায় এসে তা গ্রহণ করে। সুতারাং আবদুল্লাহ ইবনে জাফর আগমন করলেন। যুবায়েরের কাছে আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফরের পাওনা ছিল চার লক্ষ দিরহাম। তিনি আবদুল্লাহর কাছে এসে বললেন, আপনারা চাইলে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু আবদুল্লাহ বললেন, না, তার প্রয়োজন নেই। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর বললেন, আপনারা চাইলে আমার পাওনা সর্বশেষে পরিশোধ করতে পারেন। এবারও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, না, তাও হবে না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর বললেন, তাহলে আমাকে একখন্ড জমি দিয়ে দিন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, আপনাকে এখান থেকে ঐ পর্যন্ত ভূমি খন্ড দেয়া হল। বর্ণনাকারী বলেন, (গাবার) এক খন্ড জমি বিক্রি করে তিনি তার ঋণ পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন এবং এরপরও সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট

থাকলো। পরবর্তী সময়ে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) মু'আবিয়ার কাছে গমন করলেন। সেই সময় তাঁর কাছে আমর ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবায়ের এবং ইবনে যাম'আহ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে) জিজ্ঞেস করলেন, গাবার ভূমির মূল্য কত হয়েছিল ? আবদুল্লাহ বললেন, এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম। মুআবিয়া বললেন, এখন কতটা জমি অবশিষ্ট আছে ? আবদুল্লাহ জবাব দিলেন, সাড়ে চার অংশ। মুনযির ইবনে যুবায়ের বলেন, আমি এক অংশ এক লক্ষ দিরহাম দিয়ে খরিদ করলাম। আমর ইবনে উসমান বললেন, এক অংশ আমিও এক লক্ষের বিনিময় খরিদ করলাম। ইবনে যুমআহ বললেন, এক লক্ষের বিনিময়ে আমিও এক অংশ কিনে নিলাম। এবার মুআবিয়া বললেন, এখন কত অংশ অবশিষ্ট থাকল ? আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, দেড় অংশ। তিনি বললেন, দেড় লক্ষ দিয়ে আমি তা খরিদ করে নিচ্ছি। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর তার অংশ মু'আবিয়ার নিকট ছয় লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়ের পুত্র যুবায়েরের সকল ঋণ পরিশোধ করে দিলে তার (যুবায়েরের) অন্যান্য পুত্রগণ বললেন, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। আবদুল্লাহ (তাদেরকে) বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, যুবায়েরের নিকট যাদের পাওনা আছে, তারা আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যান, চার বছর ধরে হজ্জের দিনে একথা ঘোষণা না করা পর্যন্ত তা আমি তোমাদেরকে বন্টন করে দিবো না। বর্ণনাকারী বলেন, প্রতিবছর (হজ্জের) মওসুমে তিনি ঐ ঘোষণা দিতেন। এভাবে চার বছর অতিবাহিত হলে তিনি তা সকলের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, যুবায়েরের চারজন স্ত্রী ছিলেন। অসিয়ত আদায়ের পর প্রত্যেক স্ত্রী অংশমত বার লক্ষ দিরহাম করে পেলেন। আর তার সমুদয় সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বায়ান্ন লক্ষ দিরহাম।

২১৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রয়োজন বোধে ইমাম কাউকে কোথাও দূত বানিয়ে প্রেরণ করলে বা কোন জায়গায় কাজে নিয়োগ করার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারলে সে গনীমাতের অংশীদার হবে কি না ?

٢٨٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ -

২৮৯৬. ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, উসমান বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ [রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা] এ সময় পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। অতএব রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য রেখে গিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছে, তুমিও তাদের মতই পুরস্কৃত হবে। তিনি তাঁকে গনীমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন।

২১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের আপদ-বিপদকালে গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা যাবে, তার দলিল এ ঘটনা যে, নবী (স) হাওয়াযেন গোত্রের এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন, এ সম্পর্কের বরাত দিয়ে গোত্রের লোকেরা নবী (স)-এর নিকট তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ফেরত চেয়েছিলেন। অতপর তিনি শুধু বন্দীদের মুক্তি দিয়ে মুসলমানদের জন্য তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত গনীমাত বৈধ করে দিলেন। তিনি লোকদেরকে ফাই (বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাত) এবং গনীমাতের পঞ্চমাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তিনি আনসারদেরকে (এ সম্পদ থেকে) দান করেছিলেন এবং জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে খায়বারের (গনীমাতলব্ধ) খেজুর প্রদান করেছিলেন।

٢٨٩٧- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْيَ وَاِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اِسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْتَظَرَ اٰخِرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِيْنَ وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّطِيْبَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتّٰى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِى اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَنَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ فَارْجِعُوْا حَتّٰى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ وَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا فَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ -

২৮৯৭. মারওয়ান ইবনুল হাকাম এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। হাওয়াযেন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের প্রত্যপর্ণ করার আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে বললেন, সত্য কথাই আমার নিকট বেশী প্রিয় (আমি তাই সত্য কথাই বলে থাকি)। বন্দী অথবা সম্পদ এ দু'টির যেকোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পার। আমি তোমাদের দিকে চেয়েই

গনীমাত বন্টনে বিলম্ব করেছি। তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (স) তাদের (হাওয়াযেন) জন্য দশ রাতেরও বেশী অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, রসূলুল্লাহ (স) (সম্পদ বা বন্দী এ) দু'টির একটির বেশী ফিরিয়ে দেবেন না, তখন তারা জানাল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে পেতে চাই। সুতরাং রসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য দাঁড়ালেন এবং যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের এসব ভাইয়েরা কুফরী থেকে তাওবা করে (মুসলমান হওয়ার পর) আমাদের কাছে এসেছে। আমি তাদের কাছে তাদের বন্দীদেরকে প্রত্যপর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যারা পবিত্রতা ও সৌজন্য পসন্দ কর তাদেরও এটাই করা উচিত। আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা নিজের অংশ ঠিক রাখতে চাও তাদেরও উচিত তাদের অংশের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়া। এরপরে প্রথমেই আল্লাহ আমাকে যে ফাই দান করবেন তা থেকে আমি তাদের অংশ পূরণ করে দেব। একথা শুনে সবাই বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা তাদের জন্য এটাই (কোন বিনিময় ছাড়াই তাদের মুক্ত করে দেয়া) পসন্দ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কে সানন্দে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা যেহেতু আমি জানি না, অতএব তোমরা (নিজেদের তাঁবুতে) ফিরে যাও। এ ব্যাপারে নেতাগণ আমার সাথে কথা বলবেন। লোকেরা গিয়ে তাদের নেতাদের সাথে আলোচনা করলো। তারপর তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে জানাল, তারা এটি পসন্দ করে অনুমতি দান করেছে। মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী যুহরী বলেন হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে এ হাদীসটিই আমরা পেয়েছি।

٢٨٩٨- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ اِنِّى رَاَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لاَ اٰكُلُ فَقَالَ هَلُمَّ فَلاُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّى اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَاعِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الْاَشْعَرِيُّوْنَ فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى فَلَمَّا اِنْطَلَقْنَا قُلْنَا مَاصَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ فَقُلْنَا اِنَّا سَاَلْنَاكَ اَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ اَنْ لاَّ تَحْمِلَنَا اَفَنَسِيْتَ قَالَ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاِنِّى وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا -

২৮৯৮. যাহদাম বর্ণনা করেন, আমি আবু মূসা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে তার কাছে বড় এক প্লেট ভর্তি মুরগীর ভূনা গোশত আনা হল। বনী তায়েম গোত্রের লাল চেহারাবিশিষ্ট একটি লোকও সেখানে বসেছিল, যাকে দেখে মুক্ত ক্রীতদাস

বলে মনে হচ্ছিল। তিনি তাকেও খাবার জন্য ডাকলেন। সে বলল, আমি ঐ জন্তুকে পায়খানা খেতে দেখেছি এ জন্য তার গোশত খাওয়া পসন্দ করি না। আর আমি এর গোশত খাব না বলে শপথ করেছি। আবু মূসা বললেন, এসো, আমি তোমাকে এ বিষয়ে কিছু শুনাব। এক সময় আমি কিছুসংখ্যক আশআরীর সাথে নবী (স)-এর নিকট সওয়ারী জন্তু চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমার কাছে কোন সওয়ারী জন্তু নেই ; আমি তোমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্তু দিতে পারবো না। নবী (স)-এর নিকট গনীমাতের কিছু উট আনীত হলে তিনি আমাদেরকে তালাশ করলেন এবং বললেন, আশআরী গোত্রের লোকগুলো কোথায় ? পরে তিনি আমাদেরকে শ্বেত কুঁজ (ঝুঁটি) বিশিষ্ট কয়েকটি উট প্রদান করলেন। আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে পথিমধ্যে চিন্তা করলাম আমরা যা করেছি তজ্জন্য আমাদের কোন বরকত বা কল্যাণ হবে না। সুতরাং আমরা তাঁর নিকট [রসূলুল্লাহর (স)] ফিরে গিয়ে বললাম, আমরা আপনার কাছে সওয়ারী জন্তু প্রার্থনা করলে আপনি শপথ করে বললেন যে, আপনি আমাদেরকে কোন সওয়ারী জন্তু দিতে পারবেন না। একথা কি আপনি বিস্মৃত হয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমি তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করিনি ; বরং আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী জন্তু প্রদান করেছেন। আল্লাহর কসম, ইনশাআল্লাহ আমি যখন কোন শপথ করি, আর তার বিপরীত কোন বস্তুকে তার চাইতে কল্যাণকর মনে করি তখন শপথ ভঙ্গ করে কল্যাণকর বস্তুকেই গ্রহণ করে থাকি।

٢٨٩٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اِثْنَى عَشَرَ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا -

২৮৯৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একটি (খন্ডযুদ্ধের) অভিযানের উদ্দেশ্যে নজদের দিকে একটি ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাতে ছিলেন। তারা গনীমাত হিসেবে বহুসংখ্যক উট হস্তগত করে ফিরে আসলেন এবং প্রত্যেকে নিজ অংশে বার অথবা এগারটি উট এবং অতিরিক্ত একটি করে উট লাভ করেছিলেন।

٢٩٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَّبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ -

২৯০০. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) খন্ড অভিযানে প্রেরিত কিছু সংখ্যক সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু গনীমাত প্রদান করতেন।

٢٩٠١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ فِىْ بِضْعٍ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلاَثَةٍ وَخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِىْ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَّاشِىْ بِالْحَبَشَةِ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًافَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلاَّ اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ -

২৯০১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা ইয়ামানে থাকতেই নবী (স)-এর হিজরতের সংবাদ প্রাপ্ত হলাম। আমি ও আমার বড় দু'ভাই আবু বুরদাহ ও আবু রুহমও হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের দু'জনের ছোট। সর্বমোট আমার স্বগোত্রীয় পঞ্চাশের কিছু অধিক, অথবা তিপ্পান্ন অথবা বায়ান্ন জন লোক মুহাজির হিসেবে সেখান থেকে নবী (স)-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা একটি জাহাজে আরোহণ করলাম জাহাজটি আমাদেরকে নিয়ে নাজ্জাশীর রাজ্য হাবশার উপকূলে নোঙর করল। আমরা সেখানে জা'ফর ইবনে আবু তালিব ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। জা'ফর বললেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করেছেন এবং এখানেই অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারাও আমাদের সাথে অবস্থান করুন। সুতরাং আমরা তার সাথেই অবস্থান করলাম এবং পরবর্তী সময়ে সকলেই সেখান থেকে যাত্রা করে নবী (স)-এর সাথে মিলিত হলাম। তিনি তখন সবেমাত্র খায়বর জয় করে ফিরেছেন। তিনি আমাদেরকে (খায়বরের গনীমাতের সম্পদ হতে) অংশ প্রদান করলেন। যারা তাঁর সাথে খায়বরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বা উক্ত খায়বর বিজয়ের সময় অনুপস্থিত থেকেছে, তিনি তাদেরকে খায়বরের গনীমাতের কোন অংশ প্রদান করেননি। তবে জা'ফর এবং তার সঙ্গীদের সাথে আমাদের জাহাজের আরোহীদেরকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও তিনি এ যুদ্ধের গনীমাতের অংশ প্রদান করেছেন।

٢٩٠٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنِىْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمْ يَجِئْ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ اَوْ عِدَةٌ

فَلْيَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ كَذَا وَكَذَا فَحَثَا لِىْ ثَلاَثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُوْ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ لَنَا هٰكَذَا قَالَ لَنَا اِبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَأَتَيْتُ اَبَابَكْرٍ فَسَأَلْتُ فَلَمْ يُعْطِنِىْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِى ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِىْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِىْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِى فَاِمَّا اَنْ تُعْطِيَنِىْ وَاِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِّى قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَلَىَّ مَامَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ اِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُعْطِيَكَ * قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثَا لِىْ حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِىْ اِبْنَ الْمُنْكَدِرِ وَاَىُّ دَاءٍ اَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ ـ

২৯০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে বাহরাইনের সম্পদ আসলে আমি তোমাকে এতো এতো দিতাম। কিন্তু বাহরাইনের সম্পদ আসার পূর্বেই নবী (স) ইন্তিকাল করলেন। পরবর্তীকালে (আবু বাকরের খেলাফতকালে) বাহরাইনের সম্পদ আসলে আবু বাকর একজন ঘোষককে এ মর্মে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যার কোন পাওনা আছে অথবা তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে সে যেন আমার নিকট এসে (তা আদায় করে নেয়)। আমি (জাবের) তার কাছে গিয়ে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে এরূপ এরূপ বলেছিলেন। কাজেই তিনি (আবু বাকর) আমাকে তিনবার হাত ভরে দিলেন। সুফিয়ান এ হাদীস বর্ণনার সময় তার দু'হাতের তালুযুক্ত করে আমাদেরকে বলতেন, ইবনুল মুনকাদের এভাবে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। মুররাহ বর্ণনা করেছেন, জাবের বলেন, আমি আবু বাকরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার গেলাম, সেবারও কিছু দিলেন না। তৃতীয়বারে তাঁর কাছে গেলাম। এবারও তিনি কিছু দিলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে চাইলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। আবার চাইলাম, তখনও দিলেন না। তারপর চাইলাম, তবুও দিলেন না। এখন আবার বলছি, হয় দিন নয় অস্বীকার করুন। আবু বাকর (রা) বললেন, তুমি আমার অস্বীকার করার কথা বলছ। কিন্তু একবারও তো আমি অস্বীকার করিনি বরং আমি তোমাকে দিতেই ইচ্ছুক। সুফিয়ান আমর ও মুহাম্মাদ ইবনে আলীর মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেন, আবু বাকর আমাকে দু'হাত ভরে দিয়ে বললেন, গুণে দেখ কত আছে? আমি গুণে দেখলাম, পাঁচশত। সুতরাং আবু বাকর আমাকে বললেন, অনুরূপ আর দু'বার গ্রহণ কর। ইবনুল মুনকাদের বলেন, কৃপণতার চাইতে বড় রোগ আর কি হতে পারে?

٢٩٠٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعْرَانَةِ اِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اُعْدِلْ فَقَالَ لَهُ شَقِيْتُ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ ـ

২৯০৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আল জুরানাহ নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বন্টন করার সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, ইনসাফ করুন। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, যদি আমি ইনসাফ না করি তবে আমি বড়ই দুর্ভাগা।

২১৫- অনুচ্ছেদ ঃ মালে গনীমাতের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করে বন্দীদের ওপর নবী (স)-এর অনুগ্রহ।

٢٩٠٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ -

২৯০৪. মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুত'এম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, যদি (আজ) মুত'এম ইবনে আদী (যিনি কুফরী অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন) জীবিত থাকত আর এসব হীন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাকে বলত তাহলে তার কারণে আমি এদেরকে (মুক্তিপণ ছাড়াই) ছেড়ে দিতাম।[৬১]

২১৬-অনুচ্ছেদ ঃ খুমুস বা গনীমাতের এক-পঞ্চমাংশ বন্টন ইমাম বা রাষ্ট্রনেতার অধিকারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাউকে তা থেকে দিতে পারেন কিংবা নাও দিতে পারেন। কেননা নবী (স) খায়বরের গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুত্তালিব ও বনী হাশেমকে দিয়েছিলেন। উমার উবনে আবদুল আজিজ বলেন, নবী (স) সকল আত্মীয়কে সাধারণভাবে তা দেননি বা অভাবীকে বাদ দিয়ে নিজের নিকটাত্মীয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেননি। তিনি আত্মীয়দের দিয়েছিলেন, কারণ তারা অভাবের অভিযোগ করতো এবং কুরাইশ ও তাদের সহযোগীদের হাতে তাদের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল।

٢٩٠٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِيْ نَوْفَلٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ اِخْوَةٌ لِاُمٍّ وَاُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلُ اَخَاهُمْ لِاَبِيْهِمْ -

---

৬১. কুরাইশরা হাশেমী ও মুত্তালিবীদেরকে শে'বে আবু তালিবে অবরুদ্ধ করে তাদের কাছে কোন বস্তু বিক্রি করবে না বা তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না—এ মর্মে যে লিখিত চুক্তিপত্র সই করেছিল সেটিকে মুত'এম ইবনে আদী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ জন্য নবী (স) তার কাজের বিনিময় এভাবে দিতে চেয়েছিলেন।

২৯০৫. জুবায়ের ইবনে মুত'এম (রা) বর্ণনা করেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফফান রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি গনীমাতের খুমুস বা পঞ্চমাংশ থেকে বনী মুত্তালিবকে প্রদান করলেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন অথচ আমরা ও তারা আপনার কাছে একই পর্যায়ের। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, বনু মুত্তালিব ও বনু হাশেম-এর মধ্যে আমার কাছে কোন পার্থক্য নেই।[৬২]

২১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে নিহত শত্রুর নিকট থেকে হস্তগত সম্পদের পঞ্চমাংশ গ্রহণ না করা এবং কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করলে নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ পঞ্চমাংশ প্রদান ব্যতীত তারই হবে। এ বিষয়ে ইমামের সিদ্ধান্তের বর্ণনা।

٢٩٠٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَشِمَالِىْ فَاِذَا اَنَا بِغُلاَمَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ (اَصلَحَ) مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَاعَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَا ابْنَ اَخِىْ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَئِنْ رَاَيْتُهُ لاَيُفَارِقُ سَوَادِىْ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَهَا فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِى النَّاسِ قُلْتُ اَلاَ اِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ سَاَلْتُمَانِىْ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلاَهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالاَ لاَ فَنَظَرَ لاَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلاَكُمَا قَتَلَهُ سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ -

২৯০৬. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) তার পিতা এবং দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সৈন্যদের সারির মধ্যে দাঁড়িয়ে ডানে বামে দৃষ্টিপাত করলাম এবং আনসারদের দু'জন অল্পবয়স্ক তরুণকে দেখতে পেলাম। মনে মনে আকাঙ্খা পোষণ করলাম, যদি আমি তাদের উভয়ের পঞ্জরাস্থির

৬২. লাইছ বলেন, ইউনুস জুবাইর থেকে আমার কাছে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) বনী আবদে শামস এবং বনী নওফেলকে কোন অংশ দেননি। ইসহাক বর্ণনা করেন, আবদে শামস, হাশেম ও মুত্তালিব একই মায়ের সন্তান। তাদের মা ছিলেন আতেকাহ বিনতে মুররাহ। নওফেল ছিল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই।

মধ্যে থাকতাম (অর্থাৎ যদি তাদের মতো উদ্দীপনাময় যুবক হতাম কিংবা এ অর্থে যদি আমি তাদের দু'জনের মাঝখানে থাকতাম, তাহলে চরম বিপদের মুহূর্তে এই তরুণদ্বয়কে সাহায্য করতে পারতাম)। ইতিমধ্যে তাদের একজন আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, চাচাজান, আপনি কি আবু জেহেলকে চিনেন ? আমি বললাম, হাঁ। তবে, তাকে তোমার কি দরকার বাবা ? সে বলল, আমি জানতে পেরেছি যে, সে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেয়। যার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমাদের মধ্যে (আমার ও আবু জেহেল) যার মৃত্যু পূর্বে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যে অন্যজনও আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে এই একই কথা জিজ্ঞেস করল। পরক্ষণেই আমি আবু জেহেলকে লোকদের মধ্যে ঘুরতে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, দেখ, তোমরা দু'জন যার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাচ্ছিলে, সে ঐ ব্যক্তি। একথা শোনামাত্র তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুত গিয়ে তাকে আঘাত করল এবং হত্যা করে ফেলল এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফিরে এসে তাকে অবহিত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে ? উভয়েই বলল, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নিজ নিজ তরবারি মুছে ফেলেছ ? তারা বললো, না। সুতরাং নবী (স) তাদের তরবারী দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ। কিন্তু তার পরিত্যক্ত বস্তুগুলো মু'আয ইবনে আমর ইবনুল জামুহ পাবে। এ দু'তরুণ ছিলেন, মু'আয ইবনে 'আফরা এবং মু'আয ইবনে 'আমর ইবনে জামুহ।

٢٩٠٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَاَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَسْتَدَرْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَابَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَّشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ عَنِّى فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَهَا اللّٰهِ اِذًا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِّنْ اُسْدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِيْ بَنِيْ سَلَمَةَ فَاِنَّهُ لَاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِي الْاِسْلَامِ -

২৯০৭. আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন, হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করলাম। যখন আমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম তখন মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হল। এ সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানকে কাবু করে তার বুকের ওপর বসে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আমি ঘুরে গিয়ে পেছন দিক থেকে তার কাঁধের ওপর তরবারির আঘাত করলাম। সে তখন (তাকে ছেড়ে দিয়ে) আমার দিকে অগ্রসর হল এবং আমাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে, আমি মৃত্যুকে চাক্ষুষ দেখতে পেলাম। পরক্ষণেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিল। অতপর উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে দেখা হলে আমি তাকে বললাম, লোকদের কি হয়েছে যে, এমনটি করল ? তিনি বললেন, আল্লাহর ফায়সালা। অতপর সবাই ফিরে আসলে নবী (স) বসে তাদেরকে বললেন, (আজ) কেউ কোন ব্যক্তিকে (কাফের) যদি হত্যা করে থাক এবং তার প্রমাণ থাকে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। এ সময় আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে প্রমাণ দেবে কি ? অতপর বসে পড়লাম। তিনি (স) আবার বললেন, (আজ) কেউ কোন (কাফের) ব্যক্তিকে যদি হত্যা করে থাকে, আর তার প্রমাণ থাকে তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু হত্যাকারীর। আমি (এবারও) দাঁড়িয়ে বললাম, আমার পক্ষে প্রমাণ দেয়ার কেউ আছে কি ? একথা বলে আমি আবারও বসে পড়লাম। নবী (স) তৃতীয়বার একই কথা বললেন, আমি দাঁড়ালাম, নবী (স) বললেন, আবু কাতাদাহ ! তোমার কি ? সুতরাং আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো, হে আল্লাহর রসূল ! সে সত্য কথাই বলেছে। তবে সেই নিহতের পরিত্যক্ত বস্তু আমার কাছে আছে। আর তা আমার কাছেই থাকার ব্যাপারে আপনি তাকে রাজি করিয়ে দিন। একথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক বললেন, তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর সিংহ, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করেছেন তার (হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু) তিনি (স) তোমাকে দিতে পারেন না। নবী (স) বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। সুতরাং তিনি (নিহত কাফেরের পরিত্যক্ত) বস্তুগুলো তাকেই (আবু কাতাদাহকে) প্রদান করলেন। আবু কাতাদাহ বলেন, (তার মধ্য থেকে) আমি লৌহ বর্মটি বিক্রি করে বনু সালামার একটি বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটিই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ ছিল।

২১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের হৃদয় জয়ের জন্য বা অন্যান্য লোকদেরকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে খুমুস বা গনীমাতের পঞ্চমাংশ থেকে প্রদান করা। আবদুল্লাহ ইবনে জায়েদ নবী (স) থেকে এতদসংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠٨- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ سَاَلْتُهُ فَاَعْطَانِيْ ثُمَّ قَالَ لِيْ يَاحَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ

نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْـهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَابٰى اَنْ يَّقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّى اُعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ فَيَابٰى اَنْ يَاخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَاحَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ -

২৯০৮. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) বলেছেন, (এক সময়) আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (ফাই-এর অর্থ থেকে কিছু সম্পদ) চাইলে তিনি তা প্রদান করলেন। আমি আবার চাইলে তিনি আবারও প্রদান করলেন এবং আমাকে বললেন, হে হাকীম, এসব সম্পদ সুমিষ্ট ও তরতাজা (খুবই লোভনীয়)। কেউ তা আন্তরিক ঔদার্যের সাথে (অর্থ-সম্পদের প্রতি বিশেষ কোন মোহ বা আকর্ষণ না রেখে) গ্রহণ করলে তাতে বরকত বা কল্যাণ দান করা হয়। আর কেউ তা স্বীয় প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খা তৃপ্ত করার মানসে গ্রহণ করলে, তার সে সম্পদে বরকত বা কল্যাণ প্রদান করা হয় না। তার উদাহরণ হল, সেই ব্যক্তির ন্যায় যে খায় কিন্তু তৃপ্তি পায় না। (জেনে রাখো) ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম (দাতা গ্রহীতার চেয়ে উত্তম)। হাকীম বর্ণনা করেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যিনি আপনাকে ন্যায় বিধান দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আপনার কাছে এ চাওয়ার পর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া (মৃত্যুবরণ) পর্যন্ত আর কারো কাছেই কিছু প্রার্থনা করবো না। অতপর আবু বকর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাকে (অর্থ-সম্পদ) দেয়ার জন্য ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকে কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। পরবর্তী সময়ে উমর (রা) (তাঁর খেলাফতকালে) তাঁকে কিছু দেয়ার জন্য (একইভাবে) ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই তিনি (উমর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, হে মুসলমানেরা ! মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই ফাইয়ের অর্থ থেকে তাঁর জন্য যে হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা গ্রহণ করার জন্য আমি তার সামনে পেশ করছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স)-এর কাছে চাওয়ার পর ওফাত পর্যন্ত হাকীম আর কোন মানুষের কাছে কিছু চাননি।

٢٩٠٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَىَّ اِعْتِكَافُ يَوْمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفِىَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْىِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِىْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَبْىِ حُنَيْنٍ

فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّبْىِ قَالَ اِذْهَبْ فَاَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ـ

২৯০৯. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! জাহেলী যুগে আমি একদিনের এতেকাফ করার মানত করেছিলাম। নবী (স) তাকে তা আদায় করার নির্দেশ দিলেন। নাফে' বলেন, হুনায়েনের বন্দীদের মধ্য থেকে উমর অংশ হিসেবে দু'টি দাসী লাভ করলেন তাদেরকে মক্কার একটি বাড়িতে রেখে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) হুনায়েনের বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন তারা পথেঘাটে চলাফেরা করতে থাকল। তা দেখে উমর (তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে) বললেন, আবদুল্লাহ, দেখো তো ব্যাপার কি ? আবদুল্লাহ বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। (একথা শুনে) উমর (আবদুল্লাহকে) বললেন, তুমিও গিয়ে দাসী দু'জনকে মুক্ত করে দাও। নাফে' বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জি'রানা থেকে উমরাহ করেননি। যদি তিনি উমরাহ করতেন তবে তা আবদুল্লাহর অজানা থাকতো না।[৬২]

٢٩١٠- عَنْ عَمْرِو ابْنُ تَغْلِبَ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَكَاَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّى اُعْطِى قَوْمًا اَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ وَاَكِلُ اَقْوَامًا اِلٰى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنٰى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَااُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ الْغَنَمِ ـ

২৯১০. আমর ইবনে তাগলিব (রা) বর্ণনা করেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) গণীমাতের সম্পদ বন্টন করে কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন এবং কিছুসংখ্যক লোককে দিলেন না। (যাদেরকে দিলেন না) তারা যেন তাঁর ওপর মনঃক্ষুণ্ন হল। সুতরাং নবী (স) বললেন, আমি কিছুসংখ্যক লোককে তাদের সত্য পথচ্যুত ও অধৈর্য হওয়ার আশংকায় দিয়ে থাকি এবং কিছুসংখ্যক লোককে (না দিয়ে) তাদের হৃদয়ে আল্লাহ যে, কল্যাণ ও অভাববোধহীনতা দান করেছেন তৎপ্রতি তাদেরকে সমর্পণ করে থাকি। (অর্থাৎ তাদেরকে না দিলেও তাদের হৃদয়ে যে কল্যাণ বা ঈমান এবং অভাববোধহীনতা আছে, তাই তাদেরকে আল্লাহর দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখবে)। আমর ইবনে তাগলিবও এ ধরনেরই একজন লোক। (এ কারণে) আমর ইবনে তাগলিব বলতেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর এ কথাটির বিনিময়ে যদি আমি অতি উত্তম সম্পদও লাভ করতাম তবুও তা আমার নিকট প্রিয় হতো না।[৬৩]

---

৬২. গোটা হাদীসটির বিষয়বস্তুর সাথে সর্বশেষ কথাটির কোন সম্পর্ক আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষাংশটুকু আসলে উদ্দেশ্যহীনভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। ইমাম কিরমানীর মতে, নাফের এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো তিনি ইবনে উমরের নিকট থেকে হাদীসটি শুনেছেন এ কথা উল্লেখ করা।

৬৩. অন্য একটি সনদের মাধ্যমে আবু আছেম আমর ইবনে তাগলেব থেকে এতটুকু কথা অরিতিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কিছু অর্থ-সম্পদ ও বন্দী আনীত হলে তিনি তা উপরোক্তভাবে বন্টন করেছিলেন।

٢٩١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي اُعْطِي قُرَيْشًا اَتَالَّفُهُمْ لاَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ـ

২৯১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমি কুরাইশদের হৃদয়কে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য (অর্থ-সম্পদ) দিয়ে থাকি। কেননা তারা সবেমাত্র জাহেলিয়াত (কুফর) পরিত্যাগ করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে)।

٢٩١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ اَلْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ قَالَ اَنَسٌ فَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَائَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ اَمَّا ذَوُوْ اٰرَائِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّي اُعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْنَ اِلٰى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ اَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ ـ

২৯১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ বিনা যুদ্ধে তাঁর রসূল (স)-কে হাওয়াযেন গোত্রের সম্পদরাজি (গনীমাত আকারে) হস্তগত করে দিলে তিনি তা থেকে কুরাইশদের কিছু লোককে একশ' করে উট প্রদান করতে থাকলেন। আনসারদের কিছু লোক বললো, আল্লাহ তাঁর রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের না দিয়ে কুরাইশদেরকে প্রদান করছেন অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা)

বর্ণনা করেন, তাদের এ কথা রসূলুল্লাহ (স)-কে জানানো হলে, তিনি (আনসারদের কাছে) লোক পাঠিয়ে আনসারদেরকে ডেকে এক চর্মনির্মিত তাঁবুর মধ্যে সমবেত করলেন। তাদেরকে ছাড়া আর কাউকে সেখানে ডাকলেন না। সকলে সমবেত হলে রসূলুল্লাহ (স) সেখানে গিয়ে বললেন, তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কেমন কথা শুনতে পাচ্ছি ? আনসারদের নেতৃস্থানীয় (জ্ঞানী-গুণী) লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের জ্ঞানী-বুদ্ধিমান লোকেরা এমন কথা বলেনি। কিছু সংখ্যক অল্পবয়স্ক তরুণ বলেছে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে ক্ষমা করুন, তিনি আনসারদেরকে না দিয়ে কুরাইশদের প্রদান করছেন, অথচ আমাদের তরবারি থেকে তাদের শোণিত এখনও ঝরছে। (এ কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সবেমাত্র কুফর ত্যাগ করেছে এমন কিছু লোককে আমি প্রদান করেছি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, এসব লোকে অর্থ-সম্পদ নিয়ে চলে যাক আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আল্লাহর শপথ, তোমরা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ তা তারা যা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে তার চাইতে উত্তম। আনসাররা সবাই বললো, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল, আমরা এতেই সন্তুষ্ট। অতপর তিনি বললেন, আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক ধরনের স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। সেই সময় থেকে হাওযের ধারে আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষাতপ্রাপ্তি পর্যন্ত সবর করবে। আনাস বলেন, আমরা কিন্তু সবর করতে সক্ষম হইনি।

٢٩١٣- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلِقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْاَعْرَابُ يَسْاَلُوْنَهُ حَتّٰى اِضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَعْطُوْنِى رِدَائِىْ فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا ـ

২৯১৩. জুবায়ের ইবনে মুত'এম থেকে বর্ণিত। হুনায়েন থেকে ফিরবার সময় তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং আরো কিছু লোক তাঁর (স) সাথে ছিল। এক সময়ে পথে কিছু সংখ্যক গ্রাম্য আরব (বেদুঈন) রসূলুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরে তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। এমন কি তাঁকে একটি বাবলা বৃক্ষের নীচে যেতে বাধ্য করলো। তারা তাঁর চাদরখানাও নিয়ে নিলো। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, আমার চাদরখানা আমাকে দাও। আমার কাছে যদি এখন এই কাঁটা বৃক্ষগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুম্বা থাকতো, তাহলে সেগুলো আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ স্বভাব, মিথ্যাচারী ও ভীরু কাপুরুষ হিসেবে পাবে না।

٢٩١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ

عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ -

২৯১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক সময়ে নবী (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর গায়ে নাজরানে প্রস্তুত মোটা পাড় বিশিষ্ট চাদর ছিল। এই সময় একজন গ্রাম্য আরবের (বেদুঈন) সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে লোকটি তাঁর চাদর ধরে হঠাৎ জোরে টান দিল, আমি দেখতে পেলাম জোরে টান দেয়ায় তাঁর কাঁধের ওপর চাদরের পাড়ের দাগ বসে গিয়েছে। তারপর লোকটি বলল, আল্লাহর যে সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেবার আদেশ দিন। একথা শুনে নবী (স) তার দিকে চেয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেবার জন্য আদেশ করলেন।

٢٩١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ اُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِيَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

২৯১৫. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবী (স) হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমাতের মাল বন্টন কালে কিছু সংখ্যক লোককে অগ্রাধিকার দান করেন। তিনি আকরা ইবনে হাবেসকে একশ' উট প্রদান করেন এবং 'উয়াইনাকেও অনুরূপ দান করেন এবং আরবের গণ্যমান্য কিছু ব্যক্তিকে ঐদিন তিনি সম্পদ দান করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। এসব দেখে এক ব্যক্তি (মা'তাব ইবনে কাইশার নামক মুনাফিক) মন্তব্য করলো, আল্লাহর কসম, এ ধরনের বন্টনে কোন ইনসাফ করা হলো না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। আমি তাকে বললাম ঃ আল্লাহর শপথ, তুমি যা বললে সে সম্পর্কে নবী (স)-কে অবহিত করবো। সুতরাং আমি নবী (স)-কে জানালাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যদি ইনসাফ না করে থাকেন, তবে আর কে ইনসাফ করতে পারবে ? আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন। তাঁকে এর চাইতেও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল ; কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٢٩١٦- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ كُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلٰى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ وَقَالَ اَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَقْطَعَ الزُّبَيْرَ اَرْضًا مِنْ اَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ -

২৯১৬. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) যুবাইরকে যে ভূমি খন্ড দান করেছিলেন সেখান থেকে আমি খেজুরের আঁটি মাথায় করে বহন করে আনতাম। আমাদের বাড়ি থেকে জায়গাটা এক ফারসাখের দু'তৃতীয়াংশ দূরত্বে অবস্থিত ছিলো।[৬৪] আবু যামরাহ ! হিশাম এবং তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নুযায়েরের সম্পদ থেকে নবী (স) যুবাইরকে একখন্ড ভূমি প্রদান করেছিলেন।

٢٩١٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ اَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى اَهْلِ خَيْبَرَ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُوْدِ (لِلّٰهِ) وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَاَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّتْرِكَهُمْ عَلٰى اَنْ يَّكْفُوْا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ (نَتْرُكُكُمْ) عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَاَقَرُّوْا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِىْ اِمَارَتِهٖ اِلٰى تَيْمَاءَ وَاَرِيْحَا -

২৯১৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হেজায ভূমি হতে দেশান্তরিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) খায়বারবাসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে ইয়াহুদীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা, বিজয় লাভের পর সে এলাকা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিমদের কর্তৃত্ব ও মালিকানাভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সুতরাং ইয়াহুদীগণ নবী (স)-এর কাছে এই শর্তে সেখানে থাকার আবেদন জানালো যে, তারা ভূমিতে কাজ করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফল ও সফলের অর্ধেক গ্রহণ করবে। তাই রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এই শর্তে আমরা তোমাদেরকে যতদিন ইচ্ছা থাকতে দেব। উমর তার খেলাফত কালে তাদেরকে উচ্ছেদ করে তাইমা ও আরীহাতে প্রেরণ না করা পর্যন্ত তারা সেখানেই অবস্থান করেছিল।

২১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের ময়দানে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া ও তার হুকুম।

٢٩١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِاٰخُذَهٗ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ -

২৯১৮. মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করে থাকাকালে এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে নিক্ষেপ করলে আমি ছুটে তা ধরতে গেলাম। কিন্তু তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখতে পেয়েই লজ্জিত হলাম।

৬৪. এক ফারসাখ প্রায় তিন মাইল বা সাড়ে চার কিলোমিটারের সমান। অর্থাৎ হযরত যুবাইরের ক্ষেত্রটি ছিল তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।–সম্পাদক

٢٩١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَاكُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ -

২৯১৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা মধু বা আঙ্গুর পেতাম কিন্তু তা জমা করে না রেখে খেয়ে ফেলতাম।

٢٩٢٠- عَنْ اِبْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِىَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِى الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْفِؤُا الْقُدُوْرَ فَلاَ تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ لاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ وَسَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا الْبَتَّةَ -

২৯২০. ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খায়বরের যুদ্ধকালীন সময়ের রাতগুলোতে আমরা ভীষণভাবে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করেছি। শেষ পর্যন্ত খায়বর যুদ্ধের দিন আমরা গৃহপালিত গাধাগুলো যবেহ করতে বাধ্য হলাম। ডেকচিতে গোশত যখন টগবগ করে ফুটছে তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, (তোমরা ডেকচি উলটিয়ে) সমস্ত গোশত ফেলে দাও। পালিত গাধার সামান্য গোশতও ভক্ষণ করো না। আমরা তখন বলাবলি করতে লাগলাম যে, গৃহপালিত গাধার গোশত নবী (স) এ জন্য নিষিদ্ধ করেছেন যে, তা থেকে পঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। অন্যরা বললো, আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বললেন, আল্লাহ পালিত গাধার গোশত স্থায়ীভাবে হারাম করে দিয়েছেন।

২২০-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী বা অমুসলিম সংখ্যালঘুদের থেকে যিজিয়া গ্রহণ এবং হরবী বা যুদ্ধরত অমুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ - (التوبة - ٢٩)

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে জিনিস যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে গ্রহণ করে না এবং দীনে হক বা ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।" (তাওবা ঃ ২৯)

ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও অনারব (অমুসলিমদের) থেকে জিযিয়া গ্রহণের জন্য এ আয়াতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। 'উয়াইনা ইবনে আবু নাজীহ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলাম, সিরিয়ার আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু চার দিনার এবং ইয়ামানের আহলি কিতাবদের নিকট থেকে মাথাপিছু এক দিনার জিযিয়া আদায় করা হয়, এর কারণ কি ? তিনি বললেন, প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি এবং বিত্তের তারমম্যের দিকটি বিবেচনা করে এটা করা হয়েছে।

٢٩٢١- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ اَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بِجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِيْنَ عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِاَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الاَحْنَفِ فَاَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرَّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِىْ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوْسِ حَتّٰى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَخَذَهَا مِنْ مَجُوْسِ هَجَرَ -

২৯২১. উমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি জাবের ইবনে যায়েদ এবং আমর ইবনে আওসের সাথে বসেছিলাম। বাজালাহ তাঁদের দু' জনের কাছে হাদীস বর্ণনা করেন ঃ সত্তর হিজরী সনের যে বছর মুসআব ইবনে যুবায়ের বসরাবাসীদের সাথে হজ্জ সমাপন করেছিলেন, সেই বছর বাজালাহ যমযম কূপের সিঁড়ির পাশে (দাঁড়িয়ে) বলেন, আমি আহনাফের চাচা জায়য়ি ইবনে মু'আবিয়ার সেক্রেটারী ছিলাম। উমর ইবনে খাত্তাবের ইন্তিকালের একবছর পূর্বে আমরা তাঁর একটি পত্র পেলাম, তাতে নির্দেশ ছিল ঃ অগ্নিপূজকদের মধ্যে মাহরাম আত্মিয়ের সাথে বিবাহিত দম্পতি থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। উমর অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নিতেন না। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ যখন সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) হাজর নামক জায়গার অগ্নিপূজকদের থেকে জিযিয়া নিতেন তখন থেকে তিনি তাদের থেকে জিযিয়া নিতে থাকেন।

٢٩٢٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الاَنْصَارِيِّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَاْتِىْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىَّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِىْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا صَلّٰى بِهِمُ الْفَجْرَ

اِنْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ لاَ الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ ـ

২৯২২. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী আমর ইবনে লুয়াই গোত্রের মিত্র আমর ইবনে আওফ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) জিযিয়া আদায় করে আনার জন্য আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহকে বাহরাইনে প্রেরণ করলেন। নবী (স) বাহরাইনবাসীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আবু উবায়দাহ বাহরাইন থেকে আদায়কৃত জিযিয়ার অর্থ নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার আগমন সংবাদ শুনে নবী (স)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। তাদের সাথে নামায আদায়ের পর নবী (স) যখন ফিরে চললেন, সেই সময় আনসারগণ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। রসূলুল্লাহ (স) তাদের দেখে মুচকি হেসে ফেললেন এবং বললেন, আমার মনে হয়, তোমরা শুনেছো যে, আবু উবায়দাহ কিছু অর্থ নিয়ে ফিরে এসেছে ? সবাই বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল ! তিনি বললেন, খুশীর সংবাদ গ্রহণ কর এবং খুশী হওয়ার মত বিষয়ের আশা রাখ। আল্লাহর শপথ ! আমি তোমাদের ব্যাপারে দৈন্য ও দারিদ্রের ভয় করি না, বরং তোমাদের ব্যাপারে আমার আশংকা হয় যে, তোমাদের জন্য পৃথিবীকে তেমনি সচ্ছল করে দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি করা হয়েছিল এবং তারা যেমন পৃথিবীর মোহে আসক্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল তোমারাও তেমনিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

٢٩٢٣- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِيْ اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يُقَاتِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ اِنِّيْ مُسْتَشِيْرُكَ فِيْ مَغَازِيَّ هٰذِهِ قَالَ نَعَمْ مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَاْسٌ وَاٰ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَاِنْ كُسِرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ بِجَنَاحٍ وَالرَّاْسُ فَاِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْاٰخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلاَنِ وَالرَّاْسُ وَاِنْ شُدِخَ الرَّاْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّاْسُ فَالرَّاْسُ كِسْرٰى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْاٰخَرُ فَارِسُ فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا اِلٰى كِسْرٰى * وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِاَرْضِ

الْعَـدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِىْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا فَقَامَ تَرْجُمَانٌ فَقَالَ لِيُكَلِّمْنِىْ رَجُلٌ مِّنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا اَنْتُمْ قَالَ نَحْنُ اُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِىْ شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيْدٍ نَمُصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعْرَ وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ وَجَلَّتْ عَظَمَتُهُ اِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ اَنْفُسِنَا نَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ فَاَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا اَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ اَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ وَاَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ فِىْ نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ وَمَنْ بَقِىَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ فَقَالَ النُّعْمَـانُ رُبَّمَا اَشْهَدَكَ اللّٰهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْدِمْكَ وَلَمْ يُخْزِكَ (يُخْزِنْكَ) وَلٰكِنِّىْ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِىْ اَوَّلِ النَّهَارِ اِنْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْاَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلٰوتُ ـ

২৯২৩. জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (স্বীয় খেলাফতকালে) উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে শুরু করলেন। (এমনিভাবে এক সময়) হরমুযান ইসলাম গ্রহণ করলো। উমর (রা) তাকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার পরামর্শ চাই। হরমুযান বললেন, বেশ (ঠিক আছে) তবে শুনুন, ঐসব দেশ ও এলাকাগুলোতে মুসলমানদের যেসব শত্রু অবস্থান করে তাদের উদাহরণ এমন পাখী—যার একটি মাথা, দু'টি ডানা ও দু'টি পা আছে। যদি তার একটি ডানা চূর্ণ করে দেয়া হয় তাহলে একটি ডানা ও মাথা নিয়ে দু'টি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যদি অপর ডানাটিও চূর্ণ করে দেয়া হয় তবে মাথা নিয়ে পদযুগলের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু যদি মস্তক চূর্ণ করে দেয়া হয় তবে ডানা ও পদযুগল এবং মাথা অকেজো হয়ে যাবে (শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে)। পারস্য সম্রাট কিসরা হল মাথা, একটি ডানা রোমীয় সম্রাট কায়সার এবং অপর ডানাটি হল পারস্য সম্রাজ্য। অতএব আপনি পারস্য সম্রাট কিসরার বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি নিতে আদেশ দান করুন। বকর ও জিয়াদ উভয়েই জুবায়ের ইবনে হাইয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন। অতপর উমর (রা) আমাদেরকে ডেকে সেনাবাহিনী গঠন করলেন এবং নুমান ইবনে মুকাররেনকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। (পরে অভিযান ব্যাপদেশে) আমরা শত্রু এলাকায় পৌঁছে গেলে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধিও চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো। (যুদ্ধের প্রাক্কালে) তাদের একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের কেউ আমার সাথে কিছু কথা বলুন। মুগীরাহ ইবনে শোবা বললেন, যা খুশী

জিজ্ঞেস করুন। দোভাষী বললেন, আপনাদের পরিচয় কি ? মুগীরাহ জবাব দিলেন ঃ আমরা আরবের অধিবাসী কিছু লোক। আমরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতাম ও সাংঘাতিকভাবে বিপদগ্রস্ত ছিলাম। জঠর জ্বালায় আমরা শুকনো চামড়া ও খেজুরের আঁটি চুষে খেতাম, পশম ও লোমের মোটা কাপড় পরতাম এবং গাছ ও পাথরের পূজা করতাম। এ অবস্থায় পৃথিবী ও আকাশের মহান প্রভু আমাদের মধ্য হতেই আমাদের জন্য একজন নবী পাঠালেন যাঁর পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয় আমরা জানি। আমাদের সেই নবী ও আল্লাহর রসূল আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ততদিন পর্যন্ত লড়াই করার জন্য নির্দেশ দান করলেন যতদিন না তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব কবুল কর কিংবা জিযিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী আমাদের প্রভুর তরফ থেকে আমাদেরকে এও জানিয়েছেন যে, এ লড়াইয়ে আমাদের কেউ নিহত হলে সে অনুপম (অফুরন্ত) নিয়ামতে ভরা জান্নাতে চলে যাবে, যার মত আর কিছু দেখা যায়নি। আর আমাদের যারা জীবিত থাকবেন তারা তোমাদের দন্ডমুন্ডের অধিকারী হবেন। অতপর নোমান বললেন, নবী (স)-এর সঙ্গে থেকে আল্লাহ আপনাকে এরূপ বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। নবী (স) কখনো আপনাকে লজ্জিত বা লাঞ্ছিত করেননি। আমি বহু সময় রসূলুল্লাহ (স)-এর যুদ্ধে গিয়ে দেখেছি তিনি যদি দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ আরম্ভ করতে না পারতেন তাহলে (বিকালের) অনুকূল ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

২২১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জনপদের অধিপতির সাথে ইমাম (ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান) চুক্তিবদ্ধ হলে তা কি জনপদের সকল অধিবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে ?

٢٩٢٤- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَـزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ تَبُوْكَ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ -

২৯২৪. আবু হুমায়েদ সায়েদী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় আয়লার শাসনকর্তা নবী (স)-কে একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর ও একখানা চাদর উপহার দিয়েছিলেন এবং নবী (স) তার দেশের জন্য একটি নিরাপত্তা পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২২২-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ যিম্মী তথা অমুসলিমদের সাথে আচরণের অসিয়ত। যিম্মাহ শব্দের অর্থ চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি এবং আল ইয়ালু শব্দের অর্থ আত্মরীতা।

٢٩٢٥- عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ التَّمِيْمِىْ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْنَا اَوْصِنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ اُوْصِيْكُـمْ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُـمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ -

২৯২৫. জুওয়াইরীয়া ইবনে কুদামাহ তামিমী (রা) বর্ণনা করেন, আমরা উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন ! আমাদের কিছু উপদেশ দান করুন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের আল্লাহর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা তা তোমাদের নবীরই ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি এবং এতে তোমাদের পরিবার-পরিজনের রিয্ক রয়েছে।

২২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক বাহরাইনে ভূমি প্রদান এবং তথাকার সম্পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান এবং বিনাযুদ্ধে লব্ধ অর্থ-সম্পদ ও জিযিয়া যাদের মধ্যে বন্টন করতে হবে।

٢٩٢٦- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَكْتُبَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ ذٰلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ قَالَ فَاِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ -

২৯২৬. ইয়াহইয়া ইবনে সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) আনসারদেরকে বাহরাইনে ভূমি প্রদানের জন্য ডাকলেন। তারা বললো, আল্লাহর শপথ ! আমাদের ভাই কুরাইশদের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা না করলে আমরা তা গ্রহণ করতে পারি না। তিনি বললেন, আল্লাহ চাইলে তাদের জন্যও অনুরূপ সুযোগ আসবে। তবুও আনসারগণ পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলে তিনি বললেন, আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দেখতে পাবে অযৌক্তিকভাবে (স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব করে) অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। তখন থেকে হাওযের ধারে আমার সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।

٢٩٢٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنِىْ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لاَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَقَالَ لِىْ اُحْثُهْ فَحَثَوْتُ حَثْيَةً فَقَالَ لِىْ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ فَاَعْطَانِىْ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِى الْمَسْجِدِ فَكَانَ اَكْثَرَ مَالٍ اُتِىَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ

فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ اِنِّى فَادَيْتُ نَفْسِى وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً قَالَ خُذْ فَحَثَا فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَىَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَمِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَىَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ ثُمَّ اِحْتَمَلَهُ عَلٰى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتّٰى خَفِىَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَاقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ -

২৯২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন ঃ যদি বাহরাইনের সম্পদ আমার কাছে আসতো তবে আমি তোমাকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ পরিমাণ অর্থ প্রদান করতাম। অতপর তিনি ইন্তিকাল করার পর [আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে] বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আসলে আবু বকর (রা) ঘোষণা করলেন, কারো প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে সে যেন আমাকে তা অবহিত করে। (বর্ণনাকারী জাবের বলেন,) আমি তার কাছে গিয়ে বললাম, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছিলেন, যদি বাহরাইন থেকে অর্থ আসতো তাহলে আমি তোমাকে তা থেকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ পরিমাণ প্রদান করতাম। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) আমাকে বললেন, দু'হাত ভরে গ্রহণ কর। সুতরাং আমি দু'হাত ভরে গ্রহণ করলে তিনি তা গণনা করতে বললেন। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শ'। সুতরাং তিনি আমাকে পনর শত প্রদান করলেন। ইবরাহীম ইবনে তাহমান আবদুল আজিজ ও সুহাইবের মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ আনীত হলে তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে স্তূপ কর। এ পর্যন্ত নবী (স)-এর কাছে যত অর্থ আনা হয়েছিল তার মধ্যে এ অর্থের পরিমাণই ছিল সর্বাধিক। এই সময় আব্বাস এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকেও কিছু প্রদান করুন। কেননা আমি (বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ প্রদান করে (সর্বস্বান্ত হয়ে) গিয়েছি। তিনি বললেন, নিয়ে যাও। সুতরাং তিনি দু'হাত ভরে তুলে কাপড়ে বেঁধে উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে না পেরে নবী (স)-কে বললেন, কাউকে বলুন, এগুলো আমার কাঁধে উঠিয়ে দিক। তিনি বললেন, না তা হতে পারে না। আব্বাস বললেন, তাহলে আপনিই উঠিয়ে দিন। তিনি বললেন, তাও হতে পারে না। অতপর তিনি গাঁটরি থেকে কিছু নামিয়ে রেখে তা ঘাড়ে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তার অত্যধিক লোভ দেখে বিস্মিত হয়ে নবী (স) অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি অপলকনেত্রে চেয়ে থাকলেন এবং শেষ দিরহামটি বন্টিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখান থেকে উঠলেন না।

২২৪-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে হত্যা করার গোনাহ।

٢٩٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا -

২৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত লাভ করবে না, যদিও তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

২২৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরব উপদ্বীপ থেকে ইয়াহুদীদের বহিষ্কার। উমর (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এখানে রাখবেন ততদিন আমি এখানে তোমাদেরকে থাকতে দেব।

٢٩٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى (اِذَا) جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذَا الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

২৯২৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে নবী (স) আমাদের কাছে আগমন করে বললেন, চলো, ইয়াহুদীদের এলাকায় যেতে হবে। আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল মিদরাসে (ইয়াহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষালয়) পৌঁছলে নবী (স) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর শান্তিতে থাকতে পারবে। জেনে রাখো সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। আমি তোমাদেরকে এই ভূখন্ডে (আরব উপদ্বীপ) থেকে বহিষ্কার করতে চাই। কাজেই তোমরা কোন বস্তু বিক্রি করতে সক্ষম হলে বিক্রি করে দাও। অন্যথায় জেনে নাও এ পৃথিবী আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ইখতিয়ারভুক্ত।

٢٩٣٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى قُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ مَايَوْمُ الْخَمِيْسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِى بِكَتِفٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ فَقَالُوْا مَالَهُ اَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ فَقَالَ ذَرُوْنِى فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ فَاَمَرَهُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَاكُنْتُ اُجِيْزُهُمْ وَالثَّالِثَةُ (وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ) خَيْرٌ اِمَّا اَنْ سَكَتَ عَنْهَا وَاِمَّا اَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُمَا قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ -

২৯৩০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) বললেন ঃ আহ বৃহস্পতিবার দিন ! আর কি বলবো সেই বৃহস্পতিবার দিনের কথা। এ কথাগুলো বলেই তিনি এতো কাঁদলেন যে, প্রস্তরখন্ডসমূহ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো। আমি বললাম, হে ইবনে আব্বাস ! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল বলুন ? তিনি বললেন, এই দিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়লো। এই সময় তিনি বললেন, আমার কাছে একখণ্ড কাঁধের হাড় নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দিবো, যা অনুসরণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন সাহাবাগণ মতানৈক্য করে পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলেন, যদিও কথা কাটাকাটি কোন নবীর সামনে সমীচীন নয়। তারা বললেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে এ সময় বেশী কষ্ট দেয়া উচিত নয়। তবে তাঁকে জিজ্ঞেস করা যায়। এই সময় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি যেমন আছি তেমনই আমাকে থাকতে দাও। কারণ, তোমরা আমাকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, তা-ই উত্তম। তিনি তারপর তিনটি বিষয়ে সবাইকে উপদেশ দান করলেন। (আর তাহলো এই যে,) আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বহিষ্কার করবে। দূত বা প্রতিনিধি দলকে আমি যেভাবে আপ্যায়ন করতাম তোমরাও অনুরূপভাবে আপ্যায়ন করবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি তিনি (স) নিজেই বলেননি কিংবা বলেছিলেন, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি।[৬৫]

২২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাদেরকে ক্ষমা করা হবে কি না ?

٢٩٣١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُجْمَعُوْا اِلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُوْدَ فَجُمِعُوْا لَهُ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا فُلاَنٌ فَقَالَ كَذِبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ قَالُوْا صَدَقْتَ قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذِبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اُخْسَئُوْا فِيْهَا وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا قَالُوْا نَعَمْ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ -

৬৫. ইয়াকুব ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, আমি মুগীরাহ ইবনে আবদুর রহমানকে "আরব উপদ্বীপ" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এর দ্বারা মক্কা, ইয়ামামা ও ইয়ামানকে বুঝনো হয়েছে। আর ইয়াকুবের মতে তিহামার কিছু এলাকা।

২৯৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। খায়বর অধিকৃত হলে (এলাকার ইয়াহুদী অধিবাসীদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-কে বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত উপঢৌকন পাঠানো হলো। সুতরাং নবী (স) নির্দেশ দিলেন, এখানে যত ইয়াহুদী আছে তাদের একত্রিত করো। তাদেরকে একত্রিত করা হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করবো, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সঠিক জওয়াব দেবে ? তারা বললো, হাঁ, সঠিক জওয়াব দেব। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা বললো, অমুক। নবী (স) বললেন, তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, তোমাদের পিতা বরং অমুক ব্যক্তি। তখন তারা সবাই বললো, আপনি সত্য বলেছেন। অতপর তিনি বললেন, তোমরা কি সত্য কথা বলবে যদি আমি অপর এক বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি। তারা সবাই বললো, হে আবুল কাসেম, হাঁ আমরা সত্যই বলবো। আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমাদের পিতার ব্যাপারে যেমন তা আপনি ধরতে পারলেন, তেমনি ধরতে পারবেন। তখন নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কারা দোযখবাসী হবে ? তারা বললো, অল্প সময়ের জন্য আমরা দোযখবাসী হবো অতপর আপনারা আমাদের স্থলাভিষিক্ত হবেন (এবং আমরা জান্নাতে চলে যাবো)। নবী (স) বললেন, তোমরা সেখানে ধ্বংস হও। আল্লাহর শপথ ! আমরা কখনো তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। অতপর তিনি বললেন, আরো একটি বিষয়ে যদি তোমাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি, তাহলে তোমরা আমাকে সত্য জবাব দেবে কি ? সবাই বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম। নবী (স) বললেন, বকরীর এই গোশতে কি তোমরা বিষ মিশিয়েছিলে ? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, এরূপ করলে কেন ? তারা বললো, আমরা মনে করলাম যদি আপনি মিথ্যাবাদী হন তাহলে আমরা ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাবো আর যদি নবী হন তাহলে বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

২২৭-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ইমামের (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) বদদোয়া করা।

٢٩٣٢- عَنْ عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ اِنَّ فُلاَنًا يَزْعُمُ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلاَءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ فَمَا رَاَيْتُهُ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ -

২৯৩২. আসেম (রা) বর্ণনা করেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনুত (পড়া) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রুকূ'র পূর্বে পড়তে হবে। তখন আমি বললাম, অমুক ব্যক্তি বলে থাকে যে, আপনি রুকূ'র পরে পড়ার কথা বলেছেন। আনাস বললেন, সে মিথ্যা কথা বলেছে। এরপর তিনি নবী (স) সম্পর্কে বললেন যে, তিনি বনী সুলাইমের গোত্রগুলোর

জন্য বদদোয়া করে একমাস পর্যন্ত রুকূ'র পরে কুনুত (নাযেলী) পড়েছেন। আনাস (আরো) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) মুশরিকদের এই গোত্রের লোকদের কাছে চল্লিশ অথবা সত্তর (আনাসের সন্দেহ) জন ক্বারীকে প্রেরণ করলে ঐ সব লোকেরা তাদের সাথে শত্রুতা করে সবাইকে হত্যা করে অথচ নবী (স) ও তাদের মধ্যে চুক্তি বর্তমান ছিলো। তাঁকে তাদের ব্যাপারে যেমন শোকাহত ও মর্মাহত হতে দেখেছি তেমনটি আর কারো ব্যাপারে দেখিনি।

২২৮-অনুচ্ছেদ ঃ নারীগণ যদি কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয়দান করে, তার বর্ণনা।

٢٩٣٣- عَنْ أُمِّ هَانِىٍ ابْنَةِ أَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْسِلُ وَفَاطِمَةُ اِبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِىٍ بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِىٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ اِبْنُ اُمِّى عَلِىٌّ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ اَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِىٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِىٍ وَذٰلِكَ ضُحًى -

২৯৩৩. আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবু মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে হানীকে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর একদা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গমন করলাম। তিনি সেই সময় গোসল করছিলেন আর তাঁর কন্যা ফাতেমা তাঁকে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁকে সালাম বললে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে ? আমি বললাম, আমি আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, মারহাবা (স্বাগতম) ! উম্মে হানী, এসো। অতপর গোসল শেষ করে তিনি একখানি মাত্র কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন। পরে আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ভাই আলী বলছে যে, সে আমার আশ্রিত অমুক ইবনে হুবাই-রাকে হত্যা করবেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দান করেছো আমি নিজেই তাকে আশ্রয় দান করেছি। উম্মে হানী বলেন, নবী (স)-এর সাথে আমার এই কথোপকথন দিনের পূর্বাহ্নে (প্রথম প্রহরের সময়) হয়েছিল।

২২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানগণ কর্তৃক নিরাপত্তা ও আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি সাধারণ-ভাবে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিদাতা মুসলমান যত নগণ্য ব্যক্তিই হোক না কেন।

٢٩٣٤- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِىٌّ فَقَالَ مَاعِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَاَسْنَانُ الاِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَابَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى فِيْهَا مُحْدِثًا

فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَّلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ -

২৯৩৪. ইবরাহীম আততায়মী (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদিন আলী (রা) আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বললেন ঃ মহান আল্লাহর কিতাব, যা আমরা পাঠ করে থাকি এবং এ সহীফা (পুস্তিকা) ছাড়া আমাদের নিকট আর কিছুই লিপিবদ্ধ নেই। এতে আছে আহতের বিধিবিধান, রক্তপণস্বরূপ দেয় উটের বিধান এবং আইর হতে অমুক জায়গা (অর্থাৎ ওহোদ পাহাড়) পর্যন্ত মদীনার হেরেম (সম্মানীয় বা নিষিদ্ধ) হওয়ার আহকাম। এখানে কেউ ক্ষতিকর নতুন বিষয় (বিদাআত) চালু করলে অথবা প্রচলনকারীকে আশ্রয় দান করলে, তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমস্ত মানবকুলের অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। এই ব্যক্তির ফরয কিংবা নফল কোন ইবাদতই আল্লাহ কবুল করেন না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললে তার ওপরও অনুরূপ অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। যে কোন মুসলমানের অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয়দানের দায়িত্ব (হিসেবে গণ্য হবে)। এখানে কেউ কোন মুসলমানকে অসম্মান বা বেইজ্জতি করলে তার প্রতিও অনুরূপ লানত বর্ষিত হয়।

২৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কাফেররা "আসলামনা" (ইসলাম গ্রহণ করলাম) না বলে কথাটি "সাবানা"৬৬ বললে ইবনে উমরের বর্ণনা মতে খালেদ তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। এ ঘটনায় নবী (স) বললেন, হে আল্লাহ ! খালেদের ক্রিয়াকর্মের দায়দায়িত্ব হতে আমি তোমার কাছে মুক্ত। উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, কেউ যদি বলে مترس "মাতারস" (ফারসী শব্দ) অর্থাৎ ভয় পেও না তাহলে সে নিরাপত্তা প্রদান করল। কেননা, মহান আল্লাহ সকল ভাষা বুঝেন। উমর (রা) হরমুযানকে (ইরানী নেতা) বলেছিলেন ঃ تكلم বল, কি বলতে চাও, কোন ভয় নেই (তাঁর একথাকে নিরাপত্তা প্রদান হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।)

২৩১-অনুচ্ছেদ ঃ অর্থ-সম্পদ ইত্যাদির বিনিময়ে মুশরিকদের সাথে সন্ধি ও চুক্তি ভংগকারীর গোণাহের বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (سورة انفال :٦١)

"তারা সন্ধি ও শান্তি কামনা করলে তাতে সম্মতি প্রদান কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।–(আনফাল ঃ ৬১)

٢٩٣٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ قَالَ اِنْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ

৬৬. সাবানা এর অর্থ হচ্ছে, আমি বেদীন হয়ে গেলাম। অর্থাৎ আমি আমার প্রপিতামহের দীন ত্যাগ করলাম। কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করতে হলে এতটুকুই বলতো। কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে বেশী জানতো না। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম বলতে পারতো না।–সম্পাদক

اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَمَّطُ فِىْ دَمٍ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ اِبْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ تَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ اَوْ صَاحِبَكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ فَقَالُوْا كَيْفَ نَاخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ ـ

২৯৩৫. সাহল ইবনে হাছমাহ (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়েছাহ ইবনে মাসউদ ইবনে জায়েদ সন্ধিচুক্তির বর্তমানে খায়বারের দিকে যাত্রা করেন। (একটি ঘন খেজুর বনে) তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পরে মুহাইয়েছাহ আবদুল্লাহ ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করে মুহাইয়েছাহ মদীনায় আগমন করেন। পরে আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দু' পুত্র মুহাইয়েছা ও হুয়াইয়েছাহ নবী (স)-এর কাছে আগমন করেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে নবী (স) বললেন, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান ছিল দলের মধ্যে অল্প বয়স্ক। সুতরাং সে বিরত হলে বড় দু'জন কথা বললেন। নবী (স) বললেন, হত্যাকারী কে তা কি তোমরা শপথ করে বলতে পার ? যদি পার তাহলে রক্তপণের অধিকারী হবে। তারা বলল, কেমন করে আমরা শপথ করে বলব, আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না বা দেখিওনি কে তাকে হত্যা করেছে ? তখন নবী (স) বললেন, তাহলে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশবার শপথ করে তোমাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করে দেবে। তারা বললেন, আমরা কাফেরদের শপথ কি করে গ্রহণ করতে পারি ? সুতরাং নবী (স) নিজের পক্ষ থেকে তাদের রক্তপণ আদায় করে দিলেন।

২৩২-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٢٩٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِىْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا تِجَارًا بِالشَّامِ فِى الْمُدَّةِ الَّتِى مَادَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ فِىْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ـ

২৯৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান হারব ইবনে উমাইয়াহ তাঁকে জানিয়েছেন, যে সময় তিনি সিরিয়ায় ব্যবসায় ব্যাপদেশে উপস্থিত ছিলেন সে সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কয়েকজন কুরাইশসহ ডেকে পাঠালেন। এটা কুরাইশ কাফেরদের সাথে নবী (স)-এর চুক্তি বিদ্যমান থাকাকালীন ঘটনা।

২৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন যিম্মি (অমুসলিম সংখ্যালঘু) কাউকে যাদু করলে তাকে ক্ষমা করা হবে কি না ? ইবনে ওহাব ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা

করেছেন, তিনি (ইবনে শিহাব) বলেন, কোন যিম্মি কাউকে যাদু করলে তাকে হত্যা করা যাবে কি না, এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করা হলে আমি জবাব দিলাম ঃ আমরা জানি খোদ নবী (স)-কে এভাবে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু যাদুকারী আহলে কিতাবকে তিনি হত্যা করেননি।

٢٩٣٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ ـ

২৯৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল। তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব এভাবে পড়েছিল যে, তিনি মনে করতেন অমুক কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা তিনি করেননি।

২৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে হুশিয়ারী। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبُكَ اللّٰهُ ط هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ج وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (انفال : ٦٢-٦٣)

"হে নবী, তারা যদি আপনাকে বিভ্রান্ত করতে ও ধোঁকা দিতে চায় তাতে কিছুই যায় আসে না। আপনার জন্য মহান আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও ঈমানদারদের দ্বারা শক্তি যুগিয়েছেন এবং ঈমানদারদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করেছেন। (এসব আমি না করলে) আপনি সারা বিশ্বের সম্পদরাশির বিনিময়েও তাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করেত পারতেন না। কিন্তু আল্লাহই তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন গড়ে দিয়েছেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও জ্ঞানময়।" (আল আনফাল ঃ ৬২-৬৩)

٢٩٣٨- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَوْتِىْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَاْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اِسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقٰى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَاْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا ـ

২৯৩৮. আওফ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তিনি বললেন, স্মরণ রেখ, কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যু, বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়, অস্বাভাবিকভাবে বকরী যেমন মরে যায় তোমাদের মধ্যেও তেমনি মহামারী ছড়িয়ে পড়বে (অর্থাৎ অকস্মাৎ ব্যাপকভাবে মানুষ মরবে)। সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দেবে। এমনকি কোন ব্যক্তিকে একশত দিনার দিলেও সে সন্তুষ্ট হবে না। অতপর এমন ফিতনা উত্থিত হবে যা থেকে আরবের কোন বাড়িই মুক্ত থাকবে না। এরপর তোমাদের ও বনী আসফার অর্থাৎ রোমানদের মধ্যে সন্ধি হবে কিন্তু তারা সন্ধি ভঙ্গ করে আশিটি পতাকার নীচে সংঘবদ্ধ হয়ে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রতিটি পতাকার নীচে বারো হাজার করে সৈনিক থাকবে।

২৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে চুক্তি ভঙ্গ বা রহিত করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَومٍ خِيَانَةً فَانبِذ اِلَيهِم عَلى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الخَائِنِينَ

"হে মুসলমানগণ, চুক্তিবদ্ধ কোন জাতির পক্ষ থেকে যদি চুক্তিভঙ্গের আশংকা কর তবে চুক্তি বলবৎ না থাকার কথা সোজাসুজি তাদের জানিয়ে দাও এবং চুক্তি আর বিদ্যমান নেই এটা উভয় পক্ষই সমানভাবে জেনে নাও। আল্লাহ খেয়ানতকারীকে কখনও পসন্দ করেন না।"–(সূরা আনফাল ঃ ৫৮)।

٢٩٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَاِنَّمَا قِيْلَ الْاَكْبَرُ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْاَصْغَرُ فَنَبَذَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلَى النَّاسِ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِىْ حَجَّ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مُشْرِكٌ ـ

২৯৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর অন্য লোকদের সাথে আমাকেও কুরবানীর দিন মিনায় এ মর্মে ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ পালন করতে পারবে না, কেউ উলঙ্গ হয়ে কাবা (গৃহ) প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করতে পারবে না, কুরবানীর দিনকেই হজ্জে আকবর বলা হয়। একে হজ্জে আকবর বলার কারণ হচ্ছে এই যে, লোকেরা (উমরাহকে) হজ্জে আসগর বলতে শুরু করেছিল। আবু বকর এ বছরই কাফেরদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল ও রহিত করে দেন। হাজ্জাতুল বিদার (বিদায় হজ্জের) বছরে (যে বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ আদায় করেন, সে বছর) কোন মুশরিকই হজ্জ করেনি।

২৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর বিশ্বাসঘাতকতা করা মারাত্মক অপরাধ। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنهُم ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهدَهُم فِى كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُم لاَيَتَّقُونَ○(انفال ٥٦)

"যারা তোমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করে, তারা এ ব্যাপারে কোন শঙ্কা অনুভব করে না।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ৫৬)

٢٩٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَـــنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا -

২৯৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে নির্ভেজাল মোনাফেক। যে কোন কিছু বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে, চুক্তি করার পর বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ঝগড়া বা বিবাদ বাধলে অশ্লীল ও অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করে। কারো মধ্যে এ স্বভাবগুলোর কোন একটি থাকলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বলা যাবে যে, তার মধ্যে একটি মোনাফিকী স্বভাব আছে।

٢٩٤١- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَابَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا فَقِيْلَ لَهُ كَيْفَ تَرٰى ذٰلِكَ كَائِنًا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اِيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ قَالُوْا عَمَّ ذَاكَ قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوْبَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَافِيْ اَيْدِيْهِمْ -

২৯৪১. আলী (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট থেকে কুরআন ও এ ক্ষুদ্র সহিফাখানীতে (পুস্তিকা) যা আছে তা ছাড়া আমরা আর কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। নবী (স) বলেছেন, আয়ের নামক জায়গা হতে অমুক জায়গা পর্যন্ত মদীনা হারাম তথা

সম্মানিত বা নিষিদ্ধ এলাকা। কাজেই যে ব্যক্তি এর মধ্যে কোন নতুন জিনিস প্রবেশ করাবে বা গুনাহ করবে অথবা নতুন বিষয়ের প্রচলনকারীকে (বিদায়াতী) আশ্রয়দান করবে তার ওপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত কবুল হবে না। যে কোন মুসলমাননের পক্ষ থেকে (কোন মুসলিমকে) অভয় বা আশ্রয় দান সাধারণভাবে সকল মুসলমানেরই অভয় বা আশ্রয় দানের শামিল, সে নগণ্য ব্যক্তি হলেও। এখানে কেউ কোন মুসলমানের অসম্মান করলে তার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হবে)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হবে না। আর কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর অনুমতি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুললে তার প্রতিও আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানবকুলের লানত (বর্ষিত হয়)। তার কোন নফল বা ফরয ইবাদাত গৃহীত হয় না। অন্য একটি সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ তিনি বলেন, সেই সময় তোমাদের পরিস্থিতি কেমন হবে যখন দিনার বা দিরহাম (অর্থাৎ অর্থ কড়ি) কিছুই তোমরা পবে না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু হুরাইরা (রা), কিভাবে তা হবে বলে আপনার ধারণা (হলো)? তিনি বললেন, শোনো যে মহান সত্তার হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, সত্যবাদী বলে স্বীকৃত [নবী (স)]-এর বাণী থেকে বলছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, এর কারণ কি হবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংগীকার ও জিম্মাদারীর (ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দানের) অবমাননা করা হবে। সুতরাং যিম্মিদের হৃদয়কে আল্লাহ কঠিন করে দিবেন। তারা অর্থ (জিযিয়া) থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে। অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান করবে না।

٢٩٤٢- عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ اِتَّهِمُوْا رَايَكُمْ رَاَيْتُنِىْ يَوْمَ اَبِىْ جَنْدَلٍ وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ النَّبِىِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ اَمْرِنَا هٰذَا ـ

২৯৪২. আ'মাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তিনি বললেন, হাঁ। আর আমি সাহল ইবনে হানিফকে (যখন তাঁকে জিহাদ করার আগ্রহের অভাবের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছিল) বলতে শুনেছি, "ওহে লোকেরা, তোমরা বরং নিজেদের সিদ্ধান্তকেই দোষারোপ করো।" আবু জানদালের ঘটনার দিন আমি দেখেছি,[৬৭] যদি আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পালন না করে এড়িয়ে যেতে চাইতাম, তবে সেদিন এড়িয়ে যেতে পারতাম (এবং কাফেরদের

৬৭. আবু জানদাল এমন এক সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মুসলমানরা মক্কার মুশরিকদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করছিলো। আবু জানদাল তখনই মক্কা থেকে পালিয়ে আসেন। কিন্তু সন্ধির চুক্তি অনুসারে নবী (স) তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য হন। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তা চাইছিলেন না।–সম্পাদক

সাথে যুদ্ধ করতাম)। একমাত্র এ কাজটি ছাড়া (যার মধ্যে মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে) আমরা যখনই কোন ভয়াবহ কাজের জন্য তরবারী নিয়ে বেরিয়েছি তখনই সে কাজ আমাদের জন্য সহজতর হয়ে গিয়েছে।

٢٩٤٣- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلٰى فَقَالَ اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَعَلٰى مَا نُعْطِىْ الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا اَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ اِبْنَ الْخَطَّابِ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِى اللّٰهُ اَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَاَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُمَرَ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ فَتْحٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ -

২৯৪৩. আবু ওয়ায়েল (রা) বর্ণনা করেন, আমরা সিফফিনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। সাহল ইবনে হানিফ সেখানে বললেন, হে লোকেরা ! তোমরা নিজেদের (সিদ্ধান্তের) ত্রুটি উপলব্ধি করো। কেননা, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিতো, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। এই সময় উমর ইবনে খাত্তাব আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি হকের এবং তারা কি বাতিলের অনুসারী নয় ? তিনি বললেন, হাঁ। উমর বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা কি দোযখে যাবে না ? তিনি (স) বললেন, হাঁ ! উমর বললেন, তাহলে আমরা দীনের ব্যাপারে কঠিন শর্ত মেনে নেবো কেন ? আমাদের ও তাদের মাঝে আল্লাহর তরফ থেকে কোন ফায়সালা না হতেই বা আমরা কেন ফিরে যাবো ? নবী (স) বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র ! আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এরপর উমর আবু বকরের কাছে গিয়ে নবী (স)-কে যা বলেছিলেন, তাঁকেও তাই বললেন। সব শুনে আবু বকর বললেন, তিনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তাঁকে কখনো ধ্বংস করবেন না। এ সময় সূরা আল ফাত্হ নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (স) প্রথম থেকে শেষ অবধি তা উমরকে পাঠ করে শুনালেন। এবারও উমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, এটাই (হুদাইবিয়ার সন্ধি) কি বিজয় ? তিনি বললেন, হাঁ, এটাই বিজয়।

٢٩٤٤- عَنْ اَسْمَاءَ اِبْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلٰى اُمِّى وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمُدَّتِهِمْ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا -

২৯৪৪. আবু বকরের কন্যা আসমা (রা) বর্ণনা করেন। আমার আম্মা ছিলেন মুশরিক। তিনি কুরাইশ ও রসূলুল্লাহ (স)-এর মাঝে চুক্তি বলবৎ থাকা অবস্থায় তার পিতাকে সংগে নিয়ে আমার কাছে (মদীনায়) আগমন করলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আমার মা আমার কাছে আগমন করেছেন। তিনি আমার পক্ষ থেকে ভালো প্রতিদান চান। আমি কি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো ? তিনি বললেন, হাঁ, তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক ও সদ্ভাব বজায় রাখো।

২৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিন দিন অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা।

٢٩٤٥- عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّعْتَمِرَ اَرْسَلَ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَاذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَّ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَلاَ يَدْخُلَهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ وَلاَ يَدْعُوْ مِنْهُمْ اَحَدًا قَالَ فَاَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَكَتَبَ هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالُوْا : لَوْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلٰكِنْ اُكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا وَاللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَكَانَ لاَيَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِىٍّ اَمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِىٌّ وَاللّٰهِ لاَ اَمْحَاهُ اَبَدًا قَالَ فَاَرِنِيْهِ قَالَ فَاَرَاهُ اِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِىُّ ﷺ بِيَدِهِ فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضٰى الاَيَّامُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ ارْتَحَلَ -

২৯৪৫. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) উমরা করার সংকল্প নিয়ে মক্কাবাসীদের নিকট সেখানে প্রবেশের অনুমতির জন্য লোক প্রেরণ করলে মক্কাবাসীরা শর্ত আরোপ করলো যে, তিন দিনের বেশী তিনি মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন না, তরবারী কোষবদ্ধ করে প্রবেশ করতে হবে এবং কাউকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাতে পারবেন না। আলী ইবনে আবু তালেব সন্ধির শর্তগুলো লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন এবং এতটুকু লিখলেন ঃ এ সন্ধি চুক্তি যদ্বারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ .....। (এ পর্যন্ত লিখলে) কাফেরগণ বললো, আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করলে তো আপনাকে বাধা প্রদানই করতাম না। বরং আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতাম। অতএব,

লিখুন এই চুক্তি যদ্বারা মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সন্ধি স্থাপন করছেন। নবী (স) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর রসূলও। বর্ণনাকারী বারাআ বলেন, তিনি লিখতে জানতেন না, আলী লিখছিল। বারাআ বলেন, তাই তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহর রসূল শব্দটি মুছে ফেলো। আলী বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি কখনো তা মুছতে পারি না। তিনি (স) বললেন, তাহলে আমাকে দেখিয়ে দাও। অতপর আলী (রা) (জায়গাটি) দেখিয়ে দিলে নবী (স) স্বহস্তে তা মুছে ফেললেন। পরের বছর তিনি উমরার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় (তিন দিন) অতিবাহিত হলে মক্কাবাসীগণ আলীকে বললো, আপনাদের নেতাকে বলুন, তিনি এখন চলে যাক। আলী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি বললেন, হাঁ তাই-ই করছি। অতপর তিনি সেখান থেকে (মদীনার দিকে) যাত্রা করলেন।

২৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ অনির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া। নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে ইয়াহুদীগণ ! আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এ ভূখন্ডে থাকতে দেবেন আমি ততদিনই তোমাদেরকে অবস্থান করতে দেব।

২৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিনা পারিশ্রমিকে মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা।

٢٩٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَاْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَاَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ اَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَيٍّ فَاِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَلَمَّا جَرُّوْهُ تَقَطَّعَتْ اَوْ صَالَهُ قَبْلَ اَنْ يُّلْقٰى فِى الْبِئْرِ -

২৯৪৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) সিজদারত ছিলেন, এই সময় মুশরিক কুরাইশদের কিছু লোক তাঁর চারপাশে বসেছিল। উকবা ইবনে আবু মুয়ীত একটা উটের নাড়ীভুড়ি নবী (স)-এর পিঠের ওপর নিক্ষেপ করলো। তিনি মস্তক অবনত করে সিজদাতেই থাকেন। এমন সময় ফাতেমা (রা) এসে তাঁর পিঠের উপর হতে নাড়ীভুড়ি ফেলে দিলেন এবং যারা এরূপ দুর্ব্যবহার করেছে তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। নবী (স) বদদোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ, কুরাইশ প্রধানকে ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শায়বাহ ইবনে রাবীআ, উকবা ইবনে আবু মুয়ীত এবং উমাইয়া ইবনে খালফকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উবাই ইবনে খালফকে

ধ্বংস কর। আবদুল্লাহ বলেন, এদের অধিকাংশকে আমি বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া সবার লাশকে একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া অথবা উবাইয়ের দেহ ছিল মাংসল ও মেদ বহুল। কূপে নিক্ষেপের জন্য সাহাবাগণ যখন তার লাশ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সে সময় তার দেহের সমস্ত সংযোগ স্থল খুলে যায়।

২৪০-অনুচ্ছেদ ঃ নেককার অথবা বদকার যার সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হোক না কেন তা গোনাহ।

٢٩٤٧- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاٰخَرُ يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ -

২৯৪৭.আনাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে। বর্ণনাকারীদের একজন বলেছেন, তা উত্তোলিত হবে। অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন তা এমনভাবে রাখা হবে যদ্বারা তাকে চিহ্নিত করা যাবে।

٢٩٤٨- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ -

২৯৪৮. ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্যই একটি পতাকা উত্তোলিত হবে যা তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হবে।

٢٩٤٩- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لاَحَدٍ قَبْلِى وَلَمْ يَحِلَّ لِىَ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ قَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ -

২৯৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করেছেন, এখন আর হিজরাতের প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন শুধু জিহাদের এবং জিহাদের পরিস্থিতি না থাকলে (জিহাদের) নিয়াতের। তোমাদেরকে যখনই জিহাদের জন্য

আহবান জানানো হবে তখনই সাড়া দেবে। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরো বলেছিলেন, পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির দিন হতেই আল্লাহ এ শহরকে (মক্কা) মহাসম্মানিত করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ কর্তৃক সম্মানিত করে দেয়ার কারণেই এ শহর কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার পূর্বে কারো জন্য এখানে লড়াই বা রক্তপাত হালাল ছিল না এবং একদিনের কিছু সময় ছাড়া আমার জন্যও তা হালাল করা হয়নি। কাজেই আল্লাহর দেয়া সম্মান ও মর্যাদার কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা (গাছ) উৎপাটিত করা যাবে না, কোন জন্তুকে বিতাড়িত করা যাবে না, চেনার বা প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়া কোন পড়ে থাকা জিনিস উঠানো যাবে না, খালি জায়গায় অবস্থানকারী কোন লোককে সরিয়ে দেয়া যাবে না এবং ঘাসও কাটা যাবে না। এ কথা শুনে আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ইজখির ঘাসের কথা বাদ রাখুন। কেননা, তা বাড়িতে ও স্বর্ণকারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। নবী (স) বললেন, হাঁ, তবে ইজখির ঘাস কাটা যাবে।[৬৮]

---

৬৮. মক্কার হারাম বা সম্মানিত হওয়ার বড় প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষকোটি মানবসন্তান এ পবিত্র শহরটিকে সত্যিকার অর্থে সম্মান প্রদর্শন করে আসছে এবং সত্যিকার শান্তি এ মর্যাদার শহর হিসেবেই তা টিকে আছে। হাজার হাজার বছর কাল পরিক্রমায় বিশ্বের অসংখ্য জনপদ ও শহর লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আইয়ামে জাহেলিয়ার তমসাচ্ছন্ন যুগেও যখন গোটা আরব উপদ্বীপের কোথাও শান্তি ছিল না তখনও এই পবিত্র শহরে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ছিল। এমনকি উপনিবেশবাদী (শাসনের) দীর্ঘ যুগেও তার শান্তি, পবিত্রতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল—যদিও গোটা দুনিয়া তাতে আন্দোলিত হয়েছে।

অধ্যায়-৩৩

كتاب بدء الخلق

(সৃষ্টির সূচনার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

"আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, পুর্নবার (মৃত্যুর পর) তিনি তা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং এটি তাঁর পক্ষে খুব সহজ কাজ।"(আর রূম ঃ ২৭) (এবং এ প্রসংগে) রাবী ইবনে খুসাইম এবং হাসান (বসরী) (র) বলেন, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষে সহজ।

٢٩٥٠- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِّنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قَالُوا بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ يَحَدِّثُ بَدْءَ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ ـ

২৯৫০. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বানু তামীমের একদল লোক নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হল। তিনি তাদের বলেন, "হে বানু তামীম ! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর।" তারা বলল, আপনি সুখবর তো দিয়েছেন, এখন কিছু দান করুন। এতে নবীর চেহারার রং বদলে গেলো। এরই মধ্যে ইয়ামেনের লোকজন আসল। নবী (স) বললেন, হে ইয়ামানবাসী, বানু তামীম তো শুভ সংবাদ গ্রহণ করলো না, তোমরা তা গ্রহণ কর। তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম। অতপর নবী (স) সৃষ্টির সূচনা ও আরশ সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। এমনি সময় এক লোক এসে বলল, হে ইমরান, তোমার বাহন (উষ্ট্রী)-টি পালিয়ে গেছে। (ইমরান এ বলে আক্ষেপ করেছেন) হায় ! আমি যদি একথায় ওঠে না যেতাম।

٢٩٥١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ

عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ كَانَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِيْ الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَنَادٰى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا اِبْنَ الْحُصَيْنِ فَاطْلَقْتُ فَاِذَا هِيَ يَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ فَوَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ اَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا وَرَوٰى عِيْسٰى عَنْ رَقَبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مَقَامًا فَاَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتّٰى دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَاَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ -

২৯৫১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আমার উষ্ট্রীকে দরজার সাথে বেঁধে নবী (স)-এর মজলিশে হাজির হলাম। তখন তাঁর দরবারে বানু তামীমের কিছু লোক আসল। তিনি বললেন, হে বানু তামীম ! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। (জবাবে) তারা দু'বার বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার কিছু দানও করুন। পরক্ষণে নবী (স)-এর খেদমতে ইয়ামানের কিছু লোক আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, হে ইয়ামানবাসী, শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, বানু তামীম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল, আমরা তা কবুল করলাম। আমরা এই (অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা) সম্পর্কে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসেছিলাম। নবী (স) ইরশাদ করলেন, আদিতে একমাত্র আল্লাই-ই ছিলেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (তারপর তিনি তার আরশ অর্থাৎ সিংহাসন সৃষ্টি করলেন।) অতপর পানির ওপর তাঁর আরশ স্থাপিত হল। এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিস কিতাব তথা লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। (ইমরান বলেন, এ সময় জনৈক ব্যক্তি হাঁক ছাড়লো, হে ইবনে হুসাইন ! আপনার উষ্ট্রী পালিয়ে গেছে। তখন আমি (উষ্ট্রীর খোঁজে) চলে গেলাম। দেখলাম, উষ্ট্রীটি এতদূর ভেগে গেছে যে, তার এবং আমার মধ্যে মরীচিকাময় প্রান্তরের ব্যবধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর কসম, (তখন) আমার ইচ্ছা হল, যদি আমি উষ্ট্রীটিকে একেবারেই পরিত্যাগ করতাম !

ঈসা রাকাবা থেকে, তিনি কায়েস বিন মুসলিম থেকে, তিনি তারিক বিন শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন, (তারিক) বলেছেন, আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) আমাদের মাঝে একস্থানে দাঁড়ালেন এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন, এমনকি(এটুকুও বললেন যে,) বেহেশতবাসী ও দোযখবাসী তাদের স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল। এই কথাটি যে স্মরণ রাখতে পেরেছে, রেখেছে আর যে ভুলবার সে ভুলে গেছে।"

٢٩٥٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرَاهُ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَشْتَمُنِيْ شَتَمَنِيْ اِبْنُ اٰدَمَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَشْتَمَنِيْ وَتَكَذَّبَنِيْ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ اِنَّ لِيْ وَلَدًا وَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ فَقَوْلُهُ لَيْسَ يُعِيْدُنِيْ كَمَا بَدَاَنِيْ -

২৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,[১] আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়। অথচ আমাকে গালি দেয়া তার শোভা পায় না। আর আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ তা করা তার অনুচিত।" "নিশ্চয়ই আমার সন্তান আছে"—তার এ উক্তিই আমাকে তার গালি দেয়া এবং "আল্লাহ যেভাবে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না"—তার এ উক্তিই আমার প্রতি তার মিথ্যারোপ করা।"

٢٩٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَضَى اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ -

২৯৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ যখন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করেন, তখন তাঁর কিতাবে[২] লিখে নেন, —"নিশ্চয়ই আমার ক্রোধের চেয়ে আমার করুণা প্রবল"এবং তা আরশের ওপর আল্লাহর নিকট বিদ্যমান।

২-অনুচ্ছেদ ঃ সাত যমীনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا -

"আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ সাত যমীনও। এগুলোর মধ্যে (আল্লাহর) বিধান নাযিল হয়। (এসব বলার উদ্দেশ্য) যেন তোমরা অবগত হতে পার যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ অবশ্যই নিজ জ্ঞানের আওতায় সবকিছুকেই আবদ্ধ রেখেছেন।"(সূরা আত্ তালাক ঃ ১২)

السقف المرفوع অর্থ আসমান। سمكها এর ভিত্তি الحبك। তার সমান ও সুন্দর হওয়া।

اذنت শ্রবণ করল ও মান্য করল। القت পৃথিবীর সকল মৃতকে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে। طحها তাকে বিছিয়ে দিয়েছে। الساهرة ভূপৃষ্ঠ—যা সকল জীব জন্তুর শয়ন জাগরণের স্থান।

٢٩٥٤- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اُنَاسٍ خُصُوْمَةٌ فِىْ اَرْضٍ فَدَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا ذٰلِكَ فَقَالَتْ يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الْاَرْضَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ -

---

১. এটি হাদীসে কুদসী। এর ভাষা রসূলুল্লাহ (স)-এর কিন্তু ভাব আল্লাহর। তাই 'আল্লাহ বলেন', বলা হয়েছে।
২. এখানে 'কিতাব'-এর অর্থ 'লাওহে মাহফুজ' যার বাংলা প্রতিশব্দ 'সুরক্ষিত ফলক'।

২৯৫৪. আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান (রা) হতে বর্ণিত। কয়েকজন লোকের সঙ্গে জমি নিয়ে তাঁর বিবাদ ছিল। আবু সালমা আয়েশা (রা)-এর খেদমতে এসে তাঁর কাছে ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আবু সালমা ! জায়গা জমির (ঝামেলা) এড়িয়ে চল। কেননা, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে লোক এক বিঘত পরিমাণও (পরের) জমি যুলুম করে আত্মসাত করেছে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক যমীনের হার [গলবেড়ী (হাসুলির মত) বানিয়ে] তার গলায় পরানো হবে।

٢٩٥٥- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ اَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْاَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلٰى سَبْعِ اَرَضِيْنَ -

২৯৫৫. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করছেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নাহক (কারো) যমীনের সামান্যতম অংশও আত্মসাত করেছে, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের নীচে তাকে ধসিয়ে দেয়া হবে।

٢٩٥٦- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ -

২৯৫৬. আবু বাকারা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ যেদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেদিন কাল (এর আবর্তন) যে রূপ ছিল, (বছর) আবর্তিত হতে হতে আজও তা সে অবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস মহাসম্মানিত। ওই চার মাসের মধ্যে যুলকাদা, যুল হাজ্জাহ ও মুহাররম—মাস তিনটি পর পর রয়েছে। বাকী মাসটি একক রজব। তা জুমাদা ও শাবান মাসের মধ্যে (অবস্থিত)।[৩]

٢٩٥٧- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ اَنَّهُ خَاصَمَتْهُ اَرْوٰى فِيْ حَقٍّ زَعَمَتْ اَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا اِلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيْدُ اَنَا انْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْاَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ قَالَ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِيْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

৩. সৃষ্টির শুরুতে কালের যে গতি, দিন ও মাসের যে রূপ ছিল, আজও তা হুবহু অনুরূপ রয়েছে। এতে কোনই পরিবর্তন হয়নি। সম্মানিত চার মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম, 'জুমাদা' দ্বারা এখানে জুমাদাল আখিরাহ বুঝানো হয়েছে।

২৯৫৭. সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) হতে বর্ণিত। আরওয়া নামে জনৈকা মহিলা তার ধারণা মতে অভিযোগ আনে যে, সাঈদ (জমি সংক্রান্ত) তার হক নষ্ট করেছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে মহিলাটি মারওয়ানের কাছে মামলা দায়ের করে। (তা শুনে) সাঈদ বলেন, মহিলাটির সামান্যতম হকও কি আমি নষ্ট করতে পারি ? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি (অপরের) এক বিঘত যমীনও জোর জুলুম করে আত্মসাত করলো, কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীনের শৃংখল তার গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে আবুয যিনাদ হিশাম ও তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দগুলো উল্লেখ করেছেন যে, আমাকে সাঈদ ইবনে যায়েদ এভাবে বলেছেন ঃ আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হয়েছিলাম।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তারকারাজি। আল্লাহর বাণী ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

"এবং আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে (প্রথম আসমানকে) অসংখ্য আলোকমালায় (নক্ষত্র দ্বারা) সুসজ্জিত করেছি।" (আল মুলক ঃ ৫)

কাতাদা (রা) বলেন, এসব তারকারাজি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনটি। আসমান সুসজ্জিত করা, শয়তানদের বিতাড়িত করা এবং পথ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন বানানো যে এই তিন-এর অতিরিক্ত অন্য কোন ব্যাখ্যা দিল সে ভুল করলো, নিজের প্রাপ্য হারালো এবং এমন ব্যাপারে মাথা খাটালো যে ব্যাপারে তার কোন জ্ঞানই নেই। আর ইবনে আব্বাস বলেন, هشيما অর্থ পরিবর্তিত হওয়া, الاب। তৃণরাজি গরুছাগল যা খায়। الانام। সৃষ্টি, برزخ আড়, প্রতিবন্ধক। মুজাহিদ বলেন, الفافا। অর্থ মিলিত, الغلب। মিলিত, فراشا বিছানো, যেমন আল্লাহর তায়ালার বাণী ঃ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر এবং পৃথিবীতে তোমাদের জন্য রয়েছে অবস্থানের জায়গা (আবাসস্থল) نكدا। অর্থ স্বল্প।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "সূর্য ও চন্দ্র কিভাবে একটি বৃত্তের মধ্যে আবর্তন করে।"

মুজাহিদ বলেন, حسبان এর অর্থ তারা যেন একটি চাক্কির মতো ঘুরছে। অন্যেরা বলেছেন, এমন নির্দিষ্ট হিসাব ও নির্ধারিত স্থানের সঙ্গে (নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত) যে, চন্দ্র-সূর্য তা লংঘন করতে পারে না। হিসাবকারীদের দলকে 'হুসবান' বলা হয়। যেমন شهاب আর هاشهيان ضحاها অর্থ তার জ্যোতি ও উজ্জলতা। ان تدرك القمر।(চন্দ্র-সূর্য) একের উজ্জলতাকে অপরের জ্যোতি ঢাকতে পারে না এবং তা উভয়ের পক্ষে অসম্ভব। سابق النهار রজনী দ্রুত দিবসকে অতিক্রম করে। تسلخ অর্থাৎ একটি থেকে অপরটিকে বের করে আনি।

واهية وهيها অর্থ তার বিদীর্ণ হওয়া। ارجائها তার সেই অংশ যা বিদীর্ণ হয়নি। কাজেই ফেরেশতারা আকাশের উভয় পার্শ্বে থাকবে। যেমন প্রচলিত কথায় বলা হয় على ارجاء البئر অর্থাৎ কূপের তীরে। اغطش وجن (উভয় শব্দের) অর্থ অলঙ্কার হয়ে গেল। হাসান বলেছেন, كورت অর্থ সংকুচিত ও দলিত মথিত করে দেয়া হবে—যাতে তার জ্যোতি ও উজ্জলতা নিশেষ হয়ে যাবে। واليل وما وسق যে জন্তু জমায়েত করলো। اتسق। সমপরিমাণ হলো চন্দ্রসূর্যের কক্ষ ও নির্ধারিত স্থান। بروجا

দিবাভাগে সূর্যের সঙ্গে হয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস বলেছেন, الحرور। নিশীথে এবং দিবসে হয়ে থাকে। কথিত আছে, يولج অর্থ দলন করছে। وليجه অর্থ এমন প্রতিটি বস্তু যা তুমি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়েছ।

٢٩٥٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِى ذَرٍّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَاذِنَ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدَ فَلاَ يُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَاذِنَ فَلاَ يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا اِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّلَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

২৯৫৮. আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "একদিন সূর্য অস্ত গেলে নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান, সূর্য কোথায় যায় ? আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তা যেতে যেতে আরশের নীচে পৌঁছে (আল্লাহকে) সিজদা করে। অতপর (পুনরায় উদিত হওয়ার) অনুমতি চায় এবং তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এমন এক সময় আসবে যখন সে সিজদা করবে কিন্তু তা কবুল হবে না এবং (যথারীতি উদিত হওয়ার) অনুমতি চাইবে। কিন্তু সে অনুমতি আর মিলবে না। (বরং) তাকে নির্দেশ দেয়া হবে, যে পথে এসেছো সে পথেই ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক হতেই উদিত হবে। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার এ বাণীর মর্মার্থ "এবং সূর্য তার নির্ধারিত (কক্ষ) পথে চলে। ওটিই সর্বশক্তিমান মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।" (ইয়াসীন ঃ ৩৮)

٢٩٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

২৯৫৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে।[৪]

٢٩٦٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُخْبَرُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا -

২৯৬০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) থেকে তার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। বরং এ দু'টো আল্লাহর (অসংখ্য) নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। যখন তোমরা তা (হতে) দেখবে, তখন নামায পড়বে।

---

৪. গুটিয়ে নেয়া হবে অর্থ চন্দ্র ও সূর্যকে সেদিন জ্যোতিহীন ও নিষ্প্রভ করে দেয়া হবে।

٢٩٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ ـ

২৯৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা তা (সংগঠিত) হতে দেখবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে।

٢٩٦٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكَبَّرَ وَقَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَاَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهِيَ اَدْنٰى مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلاً ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلاَةِ ـ

২৯৬২. ইবনে হিশাম (রা) উরওয়াহ (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) সূর্যগ্রহণের দিন (নামাযে) দাঁড়ালেন, অতপর তাকবীর বললেন এবং লম্বা কিরাত করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ রুকূতে থাকলেন তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে মাথা উঠালেন এবং পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। এবার (দাঁড়িয়ে) লম্বা কিরাত করলেন। (তবে) এই কিরাত প্রথম কিরাতের তুলনায় ছোট ছিল। পুনরায় তিনি একটি দীর্ঘ রুকূ করলেন। তবে প্রথম রাকাতের (রুকূর) তুলনায় এটি ছোট ছিল। এরপর দীর্ঘ সিজদা দিলেন। তারপর দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপ করলেন। শেষে সালাম ফিরালেন। এ সময় সূর্যের উজ্জলতা তীব্র হল, (অর্থাৎ গ্রহণ ছেড়ে গেল) তখন নবী (স) জনতাকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিলেন। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে বললেন, নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টো নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে তা সংঘঠিত হয় না। যখন তোমরা তা হতে দেখবে, নামাযের দিকে দৌড়ে যাবে।

٢٩٦٣- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا ـ

২৯৬৩. আবু মাসউদ (রা) নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কারও মৃত্যু বা জন্মের কারণে সংঘঠিত হয় না। বরং এ দু'টো আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। যখন তোমরা তা ঘটতে দেখবে, (সাথে সাথে) নামায পড়বে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ রহমত ও আযাবের বায়ু। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ .

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি রহমতের বারি বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদবাহী বিভিন্ন প্রকারের বায়ু প্রবাহিত করে থাকেন।" (সূরা আল আরাফ ঃ ৫৭)

٢٩٦٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ -

২৯৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

٢٩٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَاٰى مَخِيْلَةً فِى السَّمَاءِ اَقْبَلَ وَاَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ فَاِذَا اَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّىَ عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَا اَدْرِىْ لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ-رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ - (الاحقاف)

২৯৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি আকাশে মেঘ দেখতেন, তখন একবার সামনে আসতেন, আবার পিছে হঠতেন। কখনো (ঘরে) ঢুকতেন, পুনরায় বেরিয়ে যেতেন (অর্থাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়তেন) এবং তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। পরে আকাশ বারি বর্ষণ করলে তাঁর এ অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটত। আয়েশা এ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করলে নবী (স) বললেন, জানি না, (আযাবের) মেঘ দেখে 'আদ জাতি' যে উক্তি করেছিল এ মেঘ অনুরূপ (আযাবের) মেঘও তো হতে পারে। (কুরআন বলছে ঃ) "তারপর তারা যখন মেঘমালা তাদের উপত্যকা অভিমুখে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তারা বলে উঠল, এতো সেই মেঘমালা, যা আমাদের ওপর বর্ষিত হবে। বরং তা সেই ভয়ঙ্কর হাওয়া—যা তোমরা ত্বরিত পেতে চেয়েছিলে ; যাতে যন্ত্রণাদায়ক আযাব রয়েছে।" (সূরা আল আহকাফ ঃ ২৪)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফেরেশতাদের বিবরণ।

٢٩٦٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُوٌّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ـ

২৯৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী (স)-এর নিকট বলেন ঃ নিশ্চয়ই ফেরেশতাকূলের মধ্যে জিবরাইল ইয়াহুদীদের দুশমন।[৫] আর ইবনে আব্বাস বলেছেন, لنحن الصافون এর অর্থ আমরা ফেরেশতাগণ।

٢٩٦٧- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَاُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ اِلٰى مَرَاقِ الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا وَاُتِيْتُ بِدَابَّةٍ اَبْيَضَ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتّٰى اَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اٰدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى عِيْسٰى وَيَحْيٰى فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ يُوْسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَّعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قِيْلَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَاَتَيْنَا عَلٰى هَارُوْنَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) পূর্বে ইয়াহুদী ছিলেন। এখানে ইয়াহুদীদের ধারণাটিই তিনি ব্যক্ত করেছেন মাত্র। কেননা, ইয়াহুদীদের ওপর আপতিত সকল আযাব হযরত জিবরাইল (আ)-ই নিয়ে এসেছেন। তাই তারা তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করত।

وَنَبِيٍّ فَاَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرَيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلَى مُوْسٰى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكٰى فَقِيْلَ مَا اَبْكَاكَ قَالَ يَارَبِّ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِىْ بُعِثَ بَعْدِىْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهِ اَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِىْ فَاَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قِيْلَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قِيْلَ مُحَمَّدٌ ﷺ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَاَتَيْتُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ اِبْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِىَ الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ هٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ يُصَلِّىْ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ اِذَا خَرَجُوْا لَمْ يَعُوْدُوْا اِلَيْهِ اٰخِرَ مَاعَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِىَ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا كَاَنَّهُ قَلَالُ هَجَرَ وَوَرَقُهَا كَاَنَّهُ اٰذَانُ الْفُيُوْلِ فِىْ اَصْلِهَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَاَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى جِئْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَىَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً قَالَ اَنَا اَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَاَلْتُهُ فَجَعَلَهَا اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَاَتَيْتُ مُوْسٰى فَقَالَ مَاصَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُوْدِىَ اِنِّى قَدْ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ وَاَجْزِىْ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ -

২৯৬৭. কাতাদা আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে, তিনি মালেক ইবনে সাসাআ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (মালেক) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি (কা'বা) ঘরের পাশে নিদ্রা ও জাগরণ—উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলাম। এরপর নবী (স) দু'ব্যক্তির[৬] মাঝে নিজেকে উল্লেখ করে (বলেন) আমার নিকট সোনার তশতরী নিয়ে আসা হল—যা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল। আমার বক্ষ থেকে পেটের নীচ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হল,

৬. এ দু' ব্যক্তি ছিলেন হযরত হামযা (রা) ও হযরত জা'ফর (রা) ইবনে আবু তালেব।

তারপর পেট যমযমের পানিতে ধৌত করা হল এবং তা হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ করে দেয়া হল। পরে আমার কাছে একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু আনা হল, যা খচ্চর থেকে ছোট এবং গাধা থেকে বড়। অর্থাৎ 'বুরাক'।[৭] অতপর (তাতে আরোহণ করে) আমি জিবরাইল সহ চলতে লাগলাম এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে গিয়ে পৌছলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে' ? জবাব দেয়া হল, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন হলো তোমার সাথে কে ? উত্তর দেয়া হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিলো ? জিবরাইল জানালেন, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতই না উত্তম। এরপর আমি আদমের কাছে গেলাম। তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে পুত্র এবং নবী।

অতপর আমরা দ্বিতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? জানালেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন করা হল, তোমার সাথে কে ? বললেন, 'মুহাম্মাদ"। প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? বললেন, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতই না উত্তম। তারপর ঈসা ও ইয়াহইয়ার কাছে পৌছলাম। তাঁরা বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এরপর আমরা তৃতীয় আসমানে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হল, কে ? উত্তর দেয়া হল, জিবরাইল। প্রশ্ন হল, সাথে কে ? জবাব হল, 'মুহাম্মাদ'। জানতে চাওয়া হল, তাঁকে কি আনতে পাঠান হয়েছিল ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা, আপনার আগমন কতই না আনন্দের ! অতপর আমি ইউসুফের কাছে গেলাম এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। এবার আমরা চতুর্থ আসমানে গেলাম। প্রশ্ন হল, কে ? বললেন, আমি জিবরাইল। প্রশ্ন হল, সাথে কে ? বলা হল, 'মুহাম্মাদ'। জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জানান হল, হাঁ। বলা হল, মারহাবা আপনার আগমন কতই না উত্তম ! এরপর ইদরীস-এর খেদমতে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে ভাই ও নবী। তারপর আমরা পঞ্চম আসমানে পৌছলাম। (অনুরূপ) প্রশ্নোত্তর হলো। (যেমন) প্রশ্ন–কে ? উত্তর–জিবরাইল। প্রশ্ন–সাথে কে ? উত্তর–মুহাম্মাদ। প্রশ্ন–তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? উত্তর–হাঁ। বলা হল–মারহাবা, আপনার শুভাগমন কতইনা আনন্দের ! পরে আমরা হারুনের খেদমতে হাযির হলাম, তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। অতপর আমরা ষষ্ঠ আসমানে গিয়ে পৌছলাম। (এখানেও অনুরূপ প্রশ্নোত্তর হল) প্রশ্ন—কে ? উত্তর–জিবারাইল। প্রশ্ন—সাথে কে ? উত্তর —'মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন–ডাকা হয়েছে কি ? উত্তর–হাঁ। বলা হল–মারহাবা, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম! তারপর আমি মূসা (আ)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা হে ভাই ও নবী। যখন আমরা এগিয়ে চললাম, তখন মূসা কেদে দিলেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কেন কাঁদছেন ? বললেন, হে আল্লাহ ! এই ছেলে আমার পরে নবী হয়েছে, তার উম্মত আমার উম্মতের চেয়ে অধিক পরিমাণে জান্নাতে যাবে।[৮] এরপর সপ্তম আসমানে উঠলাম। (এখানেও সেই প্রশ্নোত্তর) প্রশ্ন–কে ? উত্তর –জিবরাইল। প্রশ্ন–তোমার সাথে কে ? উত্তর—'মুহাম্মাদ'। প্রশ্ন তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? জবাব–হাঁ।

---

৭. বুরাক-অর্থ অতি দ্রুত সঞ্চরণশীল বিদ্যুৎ।

৮. এই কান্না ঈর্ষা বা বিদ্বেষবশত নয়। একজন নবীর পক্ষে তা সম্ভবও নয়। বরং মূসা (আ) এ কথা আপন উম্মতগণের প্রতি অধিক ভালবাসা বশতই বলেছেন।

বলা হল–মারহাবা, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম! অতপর আমি ইবরাহীম-এর খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা, হে সন্তান ও নবী। তারপর আমার সামনে বায়তুল মা'মুরকে উন্মুক্ত করে আনা হল। আমি এটি সম্পর্কে জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বায়তুল মা'মুর। প্রতিদিন এখানে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায আদায় করে। এই সত্তর হাজার একবার এখান থেকে বের হলে দ্বিতীয়বার (কিয়ামত পর্যন্ত) তারা এখানে আর ফিরে আসবে না। তারপর আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা[৯] দেখান হল। দেখলাম, এর ফল (কুল) হাজারা নামক স্থানের মটকির সমান বিরাট ও পুরু। তার পাতাগুলো যেমন এক একটি হাতীর কান। এর মূলদেশে চারটি ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এর দু'টি অভ্যন্তরে আর দু'টি বাইরে। আমি জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, অভ্যন্তরের দু'টি জান্নাতে অবস্থিত। আর বাইরের দু'টি হল (ইরাকের) ফুরাত ও (মিসরের) নীল নদ। অতপর আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এরপর আমি ফিরে চলি এবং মূসার কাছে এসে পৌঁছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি করে আসলেন। বললাম, আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। তিনি বললেন, আমি মানুষ সম্পর্কে আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আছি। আমি বনী ইসরাঈলের (মানসিক) চিকিৎসার ভীষণ চেষ্টা চালিয়েছি। আপনার উম্মত (এত নামায আদায়ে) কিছুতেই সমর্থ হবে না। আল্লাহর কাছে ফিরে যান এবং (তা কমানোর) প্রার্থনা করুন। আমি ফিরে গেলাম এবং প্রার্থনা করলাম। সুতরাং তিনি নামায চল্লিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। পুনরায় অনুরূপ ঘটলে ত্রিশে নেমে আসল। আবার সেরূপ হলে আল্লাহ বিশ ওয়াক্ত করে দিলেন। আবারও তদ্রূপই ঘটল। আল্লাহ দশে নামিয়ে দিলেন। তারপর মূসার কাছে আসলাম। তিনি পূর্বের মতোই বললেন, এবার আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয) করলেন। অতপর মূসার কাছে আসলাম। কি করে এসেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। বললাম, আল্লাহ নামায পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। এবারও তিনি তা-ই বললেন। বললাম, আমি তা (সানন্দে) মেনে নিয়েছি। তখন (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ডাক আসল, "আমি আমার ফরয জারি করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাহদের থেকে লাঘব করে দিয়েছি। আমি প্রতিটি নেকীর দশ গুণ সওয়াব দেব।"

হাম্মাম (রা) বলেছেন কাতাদা থেকে, তিনি হাসান থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে পরম্পরা সূত্রে বায়তুল মা'মুর সম্পর্কে বর্ণনা করছেন।[১০]

٢٩٦٨– عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اُكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَاَجَلَهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ

---

৯. সিদরাতুল মুনতাহা সর্বোচ্চ আসমানের একটি বৃক্ষ। ফেরেশতাদের জ্ঞান ও ঊর্ধ্বে গমন এ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

১০. অধিকাংশ উলামার মত হচ্ছে, মি'রাজ রসূলুল্লাহ (স)-এর জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে।

وَيَعْمَلُ حَتّٰى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ -

২৯৬৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যবাদী ও সত্যের বাহক রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলে তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন ধরে, অতপর সে জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হতে থাকে অনুরূপ (চল্লিশ দিন) সময়ে। তারপর মাংসপিন্ডের আকার ধারণ করে তদ্রূপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে পাঠান এবং (তাকে) চারটি বিষয়ের আদেশ দেন। তাকে নির্দেশ দেয়া হয়, এ ব্যক্তির আমল, রিযিক, মৃত্যুকাল এবং সে নেক্কার হবে পাপীষ্ঠ সব লিপিবদ্ধ কর। অতপর তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়। অতএব তোমাদের কোন ব্যক্তি আমল করতে থাকে, এমন কি তার ও বেহেশতের মধ্যে আর মাত্র এক হাতের ব্যবধান থেকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে যায় এবং সে জাহান্নামী ব্যক্তির মত আমল শুরু করে। আর এক ব্যক্তি আমল করতে থাকে ; এমন কি তার ও দোযখের মধ্যে শুধুমাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে। এমনি সময় তার (পূর্ব) লিখিত নিয়তি সামনে এসে পড়ে। তখন সে বেহেশতীদের (অনুরূপ) আমল শুরু করে।

٢٩٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ -

২৯৬৯. নাফে আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাহকে ভালবাসতে থাকেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরাইলও তাকে ভালবাসেন এবং আসমানবাসী সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অমুক (ব্যক্তি)-কে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী সকলেই তাকে ভালবাসতে থাকে। অতপর যমীনেও (সবাইকে) ঐ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী করে দেয়া হয়।

٢٩٧٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْاَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِيْنُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيْهِ اِلَى الْكُهَانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ -

২৯৭০. উরওয়া ইবনুয যোবায়ের নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, ফেরেশতাগণ মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আসমানে (আল্লাহর) ফয়সালাকৃত বিধান সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। শয়তানেরা গোপনে চোরাপথে তা শোনার চেষ্টা করে এবং তা (কিছুটা) শুনেও ফেলে। অতপর (সেই শোনা) কথাটি গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তারা (সেই সত্য) কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের নিকট অলীক কথা বলে।[১১]

٢٩٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْمَلاَئِكَةُ يَكْتُبُوْنَ الاَوَّلَ فَالاَوَّلَ فَاِذَا جَلَسَ الاِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاؤُا يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ -

২৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যখন জুমআর দিন হয়, তখন মসজিদগুলোর প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা এসে (দাঁড়িয়ে) যায় এবং মসজিদে ঢুকে প্রবেশকারী প্রথম ব্যক্তির নাম লিখে নেয়। তারপরে লেখে পরবর্তীদের নাম। আর যখন ইমাম (মিম্বরে উঠে) বসেন, তখন তারা এসব লিখিত পুস্তিকা বন্ধ করে নেয় এবং খুৎবা শুনতে থাকে।

٢٩٧٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مَرَّ عُمَرُ فِى الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنْشِدُ فَقَالَ كُنْتُ اُنْشِدُ فِيْهِ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ ثُمَّ اِلْتَفَتَ اِلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ اَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَجِبْ عَنِّى اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ -

২৯৭২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) মসজিদে (নববীতে) উমরের আগমন ঘটে। তখন হাসসান কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। (উমর মসজিদে কবিতা পাঠে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।) হাসসান বলেন, আমি মসজিদে এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতেও কবিতা আবৃত্তি করেছি যিনি আপনার চেয়েও উত্তম ছিলেন (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স)]। অতপর তিনি আবু হুরাইরার (রা) দিকে তাকান এবং বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছ যে, (হে হাসসান !) আমার পক্ষ থেকে (কবিতায়) জবাব দাও এবং হে আল্লাহ ! তুমি রুহুল কুদ্দুস (জিবরাইল) দ্বারা তাকে সাহায্য কর। তিনি উত্তর দেন, হাঁ।[১২]

---

১১. গণকদের অলীক ভবিষ্যত গণনার বহু উপায়ের একটি সূত্র মাত্র এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য সূত্রগুলোও এরূপই কাল্পনিক ও মিথ্যা। ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের গণনায় বিশ্বাস করা ও আস্থা রাখা নাজায়েয, গণনার জন্য তাদের কাছে যাওয়া হারাম এবং 'তারা গায়েব জানে',-এমন কথা বিশ্বাস করা শিরক।

১২. এক সময় রসূলুল্লাহ (স) কাফেরদের কুৎসার জবাব দানের জন্য হযরত হাসসানকে বলেছিলেন এবং জিবরাইল (আ) দ্বারা তাঁকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন—সেই কথার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) এর সত্যতা স্বীকার করেন।

٢٩٧٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اَهْجُهُمْ اَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ

২৯৭৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) হাসসানকে বলেছেন, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) কুৎসা কর। জিবরাইল তোমার সাথে আছে।

٢٩٧٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَاَنِّى اَنْظُرُ اِلٰى غُبَارٍ سَاطِعٍ فِىْ سِكَّةِ بَنِىْ غَنْمٍ زَادَ مُوْسٰى مَوْكِبَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

২৯৭৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী গানামের গলিতে ঊর্ধে উত্থিত ধূলা আমি স্বয়ং যেন দেখতে পাচ্ছি। আবু মূসা এতটুকু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ "জিবরাইল (আ)-এর লস্করের কারণে"। অর্থাৎ জিবরাইল (আ)-এর লস্করের পদচারণায় উত্থিত ধূলা আমি যেন বনী গানামের গলিতে দেখতে পাচ্ছি।

٢٩٧٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَاَلَ النَّبِيَّ ﷺ كَيْفَ يَاْتِيْكَ الْوَحْىُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَاْتِىْ الْمَلَكُ اَحْيَانًا فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنِّىْ وَقَدْ وَعَيْتُ مَاقَالَ وَهُوَ اَشَدُّهُ عَلَىَّ وَيَتَمَثَّلُ لِىَ الْمَلَكُ اَحْيَانًا رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِىْ فَاَعِىْ مَا يَقُوْلُ -

২৯৭৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হারেস ইবনে হিশাম নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে। তিনি বললেন, প্রতিটি অহীর সময় ফেরেশতা কখনও আমার কাছে আসে ঘন্টার অনুরূপ শব্দ করে। যখন অহী শেষ হয়, তখন ফেরেশতা যা বলল, আমি তা সবই হিফয (মুখস্ত) করে নেই। এ (ঘন্টার আওয়াযের অনুরূপ) অহীটাই আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। আর কখনও কখনও ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার কাছে আসে এবং আমার সাথে কথা বলে। সে যা বলে, আমি তা পুরোপুরি বুঝে ও মুখস্ত করে নেই।

٢٩٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ اَىْ فُلُ هَلُمَّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاكَ الَّذِىْ لاَ تَوٰى عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ -

২৯৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোনো এক জোড়া (জিনিস) দান করবে জান্নাতের দ্বারক্ষীরা (ফেরেশতা) (সবদিক থেকে) তাকে ডাকতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি ! এদিকে আসুন। তখন আবু বকর আরয করলেন, এমন ব্যক্তির ধ্বংস হওয়ার কোন আশংকাই নেই। নবী (স) বললেন ঃ আমি আশা পোষণ করি, তুমিও তাদের একজন হবে।

٢٩٧٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا يَاعَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَا لاَ اَرٰى تُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ -

২৯৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেন, আয়েশা, ওই (দেখ), জিবরাইল তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা বললেন ঃ তাঁর প্রতিও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত এবং নবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ আপনি তো এমন কিছুও দেখেন, আমরা যা দেখতে পাই না।

٢٩٧٨- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرِيْلَ اَلاَ تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا قَالَ فَنَزَلَتْ : وَمَانَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اَلْاٰيَةَ -

২৯৭৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) জিবরাইলকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি যতবার আমার নিকট এসে থাকেন, তার চেয়ে অধিক বার আসেন না কেন ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া আসতে পারি না। আমাদের আগে পিছের এবং এই উভয়ের মাঝখানের সবকিছু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আর আপনার রব কখনও ভুলেন না।"

٢٩٧٩- عن اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَقْرَاَنِى جِبْرِيْلُ عَلٰى حَرْفٍ فَلَمْ اَزَلْ اَسْتَزِيْدُهُ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ -

২৯৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জিবরাইল আমাকে একটি কিরাআত তথা আরবের একটি উপভাষা অনুযায়ী কুরআন পড়িয়েছেন। সদাসর্বদা আমি তাঁর কাছে আরও অধিক (কিরাআত) পেতে চাইতাম। পরে তা সাত কিরাআতে পড়িয়েছেন।[১৩]

٢٩٨٠- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ اَجْوَدُ مَايَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ * وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ وَرَوٰى

১৩. নবী (স)-এর বাসনা অনুযায়ী কুরআন আরবের প্রধান সাতটি আঞ্চলিক আরবী ভাষায় নাযিল হয়। পরে এতে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় একমাত্র কুরাইশি আরবী রেখে বাকি সব আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষিত

اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْاٰنَ -

২৯৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীল। আর (অন্য সময়ের তুলনায়) রমযান মাসে জিবরাইল যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন তিনি সর্বাধিক দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরাইল রমযান মাসে প্রতি রাত্রে তাঁর সাথে দেখা করতেন। তিনি জিবরাইলকে কুরআন তেলাওয়াত করে শুনাতেন। যখন জিবরাইল রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন রসূল (স) দ্রুত সঞ্চরণশীল বায়ুর চেয়েও অধিক উদার ও দানশীল হয়ে পড়তেন।

আবদুল্লাহ বলেন, মুআম্মার এ সনদেই অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আবু হুরাইরা ও ফাতিমা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জিবরাইল তাঁর সাথে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন।

٢٩٨١- عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلّٰى اِمَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ يَاعُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَمَّنِىْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ -

২৯৮১. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (একদিন) উমর বিন আবদুল আযীয আসরের নামায আদায়ে কিছুটা দেরী করে ফেললেন। তখন উরওয়া তাঁকে বললেন, (একদা) জিবরাইল আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন। উমর বললেন, হে উরওয়া কি বলছ, চিন্তা কর[১৪] তিনি জবাব দিলেন, বশীর ইবনে আবু মাসউদের বর্ণনা আমি শুনেছি, আবু মাসউদ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (একদিন) জিবরাইল আসলেন এবং আমার ইমামতী করলেন। অতপর তাঁর সাথে আমি নামায পড়লাম, এরপরও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম, আবারও তাঁর সাথে নামায পড়লাম, তারপরও পড়লাম, পুনরায়ও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। রসূল (স) (এই কথাগুলো বলার সময়) নিজের আঙ্গুলে গুণে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা বলেন।

٢٩٨٢- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِىْ جِبْرِيْلُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ

১৪. হযরত উমর বিন আবদুল আযীয আশ্চর্য হয়েছেন যে, জিবরাইল (আ) কি করে রসূল (স)-এর ইমাম হতে পারেন অথচ রসূল (স) জিবরাইল (আ) থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি এ কথা বলেছেন।

لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارِ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ -

২৯৮২. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাকে জিবরাইল অবহিত করলেন, আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা যাবে যে আল্লাহর সাথে কোন শির্ক করেনি, সে বেহেশতে যাবে। অথবা দোযখে প্রবেশ করবে না। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন—যদি সে যিনা করে এবং চুরি করে (তবুও ?)। জিবরাইল, জবাব দিলেন, যদিও (যেনা করে এবং চুরি করে তবুও)।[১৫]

٢٩٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمَلاَئِكَةُ يَتَعَاقَبُوْنَ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُوْنَ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ فَيَسْاَلُهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ فَيَقُوْلُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ فَيَقُوْلُوْنَ تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ وَاَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّوْنَ -

২৯৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ একদলের পিছনে আরেক দল যাতায়াত করে থাকে। একদল ফেরেশতা রাতে আসে, আরেক দল দিনে। আর তারা ফজর এবং আসরের নামাযের সময় একত্রিত হয়। অতপর যারা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছিল তারা আল্লাহর কাছে চলে যায়। তিনি তাদের (মানুষের অবস্থা) জিজ্ঞেস করেন অথচ তাদের চেয়ে তিনি (এ সম্পর্কে) অধিক জানেন। জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দাহদের কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ ? তারা জবাব দেয়—তাদের নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং নামাযরত অবস্থায়ই তাদের কাছে গিয়েছি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার উপকারিতা।

"তোমাদের কেউ যখন 'আমীন' বলে এবং আসমানে ফেরেশতারাও তা বলে, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা যদি এক হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তির অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।"

٢٩٨٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ كَاَنَّهَا نُمْرُقَةٌ فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ فَقُلْتُ مَا لَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَابَالُ هٰذِهِ الْوِسَادَةِ قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ

১৫. অর্থাৎ তাওহীদের ওপর ঈমান নিয়ে মরলে সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। তবে শাস্তির উপযোগী গুনাহ বা অপরাধ করলে তা মাফ করিয়ে নিতে না পারলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তারপর বেহেশতে যাবে।

الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَاَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّوْرَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ ـ

২৯৮৪. আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর জন্য (প্রাণীর) ছবিযুক্ত ছোট আকারের একটি বালিশ সেলাই করি। অতপর নবী (স) (আমার ঘরে) আসেন এবং দু'জরদার মাঝখানে দাঁড়ান। (বালিশটি দেখামাত্র) তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে ? তিনি বললেন, এ বালিশটি কেন ? বললাম, এটি আমি আপনার জন্য বানিয়েছি। আপনি এর গায়ে হেলান দিয়ে বসবেন। তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি জান না, যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা ঢোকে না এবং যে ব্যক্তি (প্রাণীর) ছবি আঁকবে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেয়া হবে ? আর আল্লাহ (তাকে) বলবেন, যে (প্রাণীর) ছবি তুমি বানিয়েছ, তাকে জীবন দান কর।

٢٩٨٥- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ ـ

২৯৮৫. উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এর বর্ণনা। তিনি ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, আমি আবু তালহাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর থাকে বা (প্রাণীর) ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٢٩٨٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ قَالَ بُسْرٌ فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا نَحْنُ فِىْ بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ اَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِى التَّصَاوِيْرِ فَقَالَ اِنَّهُ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ اَلاَ سَمِعْتَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرَهُ ـ

২৯৮৬. যায়েদ ইবনে খালিদ আল জুহানী থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) তার কাছে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি আছে (রহমতের) ফেরেশতাগণ সে ঘরে কখনও ঢুকে না। বুসর (একজন মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, অতপর যায়েদ ইবনে খালেদ রোগাক্রান্ত হন। আমরা তাঁর শুশ্রূষার জন্য যাই। হঠাৎ দেখতে পাই, তাঁর ঘরে একখানা পর্দা (ঝুলছে) আর তাতে ছবি আঁকা। তখন আমি উবায়দুল্লাহ আল খাওলানীকে জিজ্ঞেস করি, ইনি কি আমাদের কাছে ছবি (নিষিদ্ধ হওয়া) সংক্রান্ত হাদীস বলেননি ? তিনি জবাব দিলেন, তিনি যে বলেছেন, (ছবি নিষিদ্ধ) তবে কাপড়ে গাছ-গাছালির নকশা ছাড়া, এটি কি শুননি ? বললাম, না। তিনি বললেন, হাঁ, তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨٧- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ -

২৯৮৭. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একবার জিবরাইল নবী (স)-এর সাথে আসার ওয়াদা করেন, (কিন্তু তিনি আসেননি। তারপর যখন আসেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর না আসার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে) তিনি বলেন ঃ যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি এবং কুকুর থাকে সে ঘরে আমরা ঢুকি না।

٢٩٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -

২৯৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (নামাযে) ইমাম যখন বলে, সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন তোমরা বলবে ঃ রব্বানা লাকাল হামদ (হে আল্লাহ, আমাদের রব, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য)। কেননা, যার কথা ফেরেশতাগণের কথার সাথে মিলে যাবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[১৬]

٢٩٨٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ فِىْ صَلاَةٍ مَادَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ مَالَمْ يَقُمْ مِنْ صَلاَتِهِ اَوْ يُحْدِثْ -

২৯৮৯. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যতক্ষণ নামাযে আটক থাকবে, ফেরেশতাগণ ততক্ষণ (তার জন্য এই বলে) দোআ করতে থাকবে (হে আল্লাহ, লোকটিকে মাফ করে দাও, হে আল্লাহ, এর প্রতি রহম করো।) যতক্ষণ না সে নামায ছেড়ে দাঁড়াবে কিংবা হদস[১৭] করবে (এ দোআ চলবে)।

٢٩٩٠- عَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ وَنَادَوْا يَامَالِ -

২৯৯০. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে এ আয়াত পড়তে শুনেছি ونادوا يامالك অর্থাৎ তারা ডাকবে হে মালেক (দোযখের দারোগা)! সুফিয়ান বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কেরাআতে এভাবেই উল্লেখ আছে।

---

১৬. অর্থাৎ আল্লাহর হক নষ্টজনিত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। বান্দার হক নষ্ট করলে মাফ করবেন না।

১৭. হদস অর্থ পায়খানার রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া।

٢٩٩١- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ وَكَانَ اَشَدَّ مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى اِبْنِ عَبْدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ اِلٰى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِيْ فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلاَّ وَاَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَاْسِيْ فَاِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا جِبْرِيْلُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَاْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيْهِمْ فَنَادَانِيْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ فَقَالَ ذٰلِكَ فِيْمَا شِئْتَ اِنْ شِئْتَ اَنْ اُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْاَخْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ اَرْجُوْ اَنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ مِنْ اَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا -

২৯৯১. ইবনে শিহাব, উরওয়া ও নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে পরম্পরা সূত্রে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। (একদা) আয়েশা নবী (স)-এর কাছে আরয করলেন, ওহুদের দিনের চাইতেও কি কোন কঠিন দিন আপনার ওপর দিয়ে গিয়েছে ? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের পক্ষ থেকে যেসব সংকটের সম্মুখীন আমি হয়েছি, তা-তো হয়েছিই। আর যেদিন আমি সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হই, সে ছিল আকাবার দিন। সেদিন আমি স্বয়ং যখন ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের সামনে হাযির হই, তখন আমি যা চেয়েছিলাম, তার কোন সদুত্তর সে দেয়নি। অতএব আমি মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসলাম। এখনও আমার হুশ ফিরে আসেনি, এমনি অবস্থায় আমি কারনেস-সা'আলেবে এসে পৌছলাম। অতপর মাথা উঠালাম, হঠাৎ দেখলাম, এক খন্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। যখনি সেদিকে তাকালাম, অভ্যন্তরে জিবরাইলকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, আপনার সাথে আপনার জাতির যে কথাবার্তা এবং তাদের যে প্রতি উত্তর হয়েছে অবশ্যই আল্লাহ তা সব শুনেছেন। তিনি পাহাড়ের (দায়িত্বে নিয়োজিত) ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য, এসব লোকের ব্যাপারে আপনি তাকে যেমন ইচ্ছা হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকল, সালাম করল এবং বলল, হে মুহাম্মাদ ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আপনি যদি চান, 'আখশাবাইন' নামক পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন, (না, তা কখনও হতে পারে না) বরং আমি আশা করি, মহান আল্লাহ তাদের বংশে এমন সন্তান সৃষ্টি করবেন, যারা এক অদ্বিতীয় মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।

٢٩٩٢- عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَاَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهِ مَا اَوْحٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ رَاٰى جِبْرِيْلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ -

২৯৯২. আবু ইসহাক শায়বানী (রা) বলেন, আমি যির ইবনে হুবাইশের কাছে মহান আল্লাহর আয়াত "দুই ধনুকের পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিল। অতপর আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর অহী করলেন" এর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি। তখন তিনি বলেন, ইবনে মাসউদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) জিবারাইল (আ)-কে দেখেছেন, তাঁর ছয়শ'টি ডানা ছিল।

٢٩٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ سَدَّ اُفُقَ السَّمَاءِ -

২৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এ আয়াত "নিশ্চয়ই তিনি রবের বড় বড় নিদর্শনাবলী দেখেছেন" এর মর্মার্থ বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, নবী (স) সবুজ 'রাফরাফ'[১৮] দেখেছেন, যা দিগন্তব্যাপী আকাশকে ঢেকে রেখেছিল।

٢٩٩٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ زَعَمَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَاٰى رَبَّهُ فَقَدْ اَعْظَمَ وَلٰكِنْ قَدْ رَاٰى جِبْرِيْلَ فِىْ صُوْرَتِهِ وَخَلْقِهِ سَادًّا مَا بَيْنَ الْاُفُقِ -

২৯৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি মনে করবে মুহাম্মাদ (স) নিশ্চয়ই তাঁর রবকে দেখেছেন, সে বিরাট ভুল করবে। বরং তিনি জিবরাইলকে তাঁর আসল অবয়ব আকৃতিতে দেখেছেন। তিনি দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ ঢেকে রেখেছিলেন।

٢٩٩٥- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَاَيْنَ قَوْلُهُ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى قَالَتْ ذٰلِكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَاْتِيْهِ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ وَاِنَّهُ اَتَاهُ هٰذِهِ الْمَرَّةَ فِىْ صُوْرَتِهِ الَّتِىْ هِىَ صُوْرَتُهُ فَسَدَّ الْاُفُقَ -

২৯৯৫. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর এ কালাম "পুন নিকটবর্তী হলেন, তারপর আরও নিকটে চলে আসলেন, অতপর উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দু' ধনুক কিংবা তার চেয়েও কম হয়ে গিয়েছিল"-এর মর্ম কি? আয়েশা জবাব দেন, তিনি ছিলেন জিবরাইল। সাধারণত তিনি নবী (স)-এর কাছে আসতেন মানুষের আকৃতিতে। কিন্তু এবার এসেছিলেন স্বরূপ ধরে এবং সারা আকাশ রেখেছিলেন ঘিরে।

٢٩٩٦- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ قَالاَ الَّذِىْ يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَازِنُ النَّارِ وَاَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ -

২৯৯৬. সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেন ঃ আজ রাতে আমি দেখেছি, দু' ব্যক্তি আমার নিকট এসেছে। তারা বলছে, যে আগুন প্রজ্জলিত করছে, সে হল

১৮. 'রাফরাফ' অর্থ সবুজ কার্পেট যা প্রসারিত। সম্ভবত এর অর্থ জিবরাইল (আ)-এর ডানাগুলো।

দোযখের দারোগা (নাম তার) মালেক আর আমি হলাম জিবরাইল এবং ইনি হলেন মিকাঈল।

٢٩٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ -

২৯৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে এবং স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে ; অতপর সে ব্যক্তি ক্ষোভ নিয়ে রাত কাটায়, তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাকূল এমন স্ত্রীর প্রতি লানত ও অভিসম্পাত বর্ষণ করতে থাকে।

٢٩٩٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّى الْوَحْىُ فَتْرَةً فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِىْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِىْ قِبَلَ السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِىْ جَاءَنِىْ بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتّٰى هَوَيْتُ اِلَى الْاَرْضِ فَجِئْتُ اَهْلِىْ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اِلٰى فَاهْجُرْ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ وَالرُّجْزُ الْاَوْثَانُ -

২৯৯৮. ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালামার সূত্রে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (জাবের) নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন : (হেরা গুহার ঘটনার) পর আমার কাছে অহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। এরপর একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় এক আকাশবাণী শুনলাম। তখন আকাশের প্রতি তাকালাম। দেখলাম, হেরা গুহায় আমার কাছে যিনি এসেছিলেন, এ সেই ফেরেশতা। আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীর ওপর উপবিষ্ট। আমি তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। এমনকি মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর পরিবার-পরিজনের নিকট আসলাম। (তাদের) বললাম, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। আমাকে কম্বলে আবৃত কর। তখন মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। "হে কম্বল আবৃতজন ! ওঠো এবং ভয়প্রদর্শন কর। আর তোমার রবের মহিমা প্রচার কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা পরিহার কর।"

আবু সালামা বলেছেন, এ আয়াতে الرجز শব্দ দ্বারা প্রতিমার কথা বুঝানো হয়েছে।

٢٩٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَاَيْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ مُوْسٰى رَجُلاً اٰدَمَ طُوَالاً جَعْدًا كَاَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَاَيْتُ عِيْسٰى رَجُلاً مَرْبُوْعًا مَرْبُوْعَ الْخَلْقِ اِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّاْسِ وَرَاَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِىْ

اٰيَاتٍ اَرَاهُنَّ اللّٰهُ اِيَّاهُ فَلاَ تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ اَنَسٌ وَاَبُوْ بَكْرَةَ عَـــنِ النَّبِيِّ ﷺ تَحْرُسُ الْمَلاَئِكَةُ الْمَدِيْنَةَ مِنَ الدَّجَّالِ -

২৯৯৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মূসাকে দেখতে পাই। তিনি তামাটে বর্ণের, দীর্ঘ দেহী ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। ঠিক যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। আমি ঈসাকেও দেখেছি, মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন সাদা লালে মিশ্রিত মধ্যম অবয়ব বিশিষ্ট এবং মাথার চুল খাড়া। দোযখের দারোগা মালেক (ফেরেশতা) এবং দাজ্জালকেও দেখেছি। আল্লাহ (সে রাতে) বিশেষ করে যেসব নিদর্শনাবলী দেখিয়েছেন, এগুলো হলো তার মধ্যে কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। তারপর কুরআনের এ আয়াতটি পড়েন ঃ "কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহে পতিত হয়ো না।

আনাস ও আবু বাকারা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ফেরেশতারা দাজ্জালের উৎপাত থেকে মদীনা রক্ষা করবে। (সে মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না।)

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের বিশেষত্বের বর্ণনা। জান্নাতের অধিবাসীরা হায়েয, পেশাব ও থুথু ফেলা থেকে মুক্ত হবে। যখনই তাদেরকে কোনো জিনিস দেয়া হবে এবং তারপর অন্য একটা জিনিস দেয়া হবে তখনই তারা বলবে ঃ "আমাদের ইতিপূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো এতো তাই।" কারণ তাদের কাছে তাদের পরিচিত আকৃতির জিনিস আনা হবে কিন্তু তাদের স্বাদ হবে ভিন্ন। জান্নাতের ফলগুলো তাদের নিকটবর্তী হবে এবং তারা নিজেদের ইচ্ছামতো তা পেড়ে নিতে পারবে। (এরপর এই শিরোনামে অন্যান্য যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা মূলত কুরআনের কয়েকটি শব্দের অর্থ। এই শব্দগুলো জান্নাত ও জান্নাতের অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এখানে এগুলোর অনুবাদ করা হলো না।)

٣٠٠٠- عَـــنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَاِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ فَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ -

৩০০০. নাফে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন তাকে তার (পরকালের) ঠিকানা সকাল সন্ধ্যায় দেখান হবে। সে জান্নাতী হলে নিজেকে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে দেখতে পাবে।

٣٠٠١- عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ -

৩০০১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি জান্নাতের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। তাতে এর অধিকাংশ বাসিন্দা গরীবদেরই দেখতে পেয়েছি। আমি জাহান্নামেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছি। আর নারীদেরকেই তার অধিকাংশ বাসিন্দা দেখেছি।

٣٠٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ تَتَوَضَّا اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

৩০০২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মধ্যে নিজেকে বেহেশতে দেখতে পেলাম। এক মহিলাকে দেখতে পেলাম। একটি প্রাসাদের পাশে সে অযু করছে। জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার ? ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, উমরের। তখন উমরের আত্মমর্যাদাবোধের কথাটি আমার স্মরণ হল। আমি পেছনে ফিরে আসলাম। (এ কথা শুনে) উমর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার ওপর আমি কি আত্মমর্যাদাবোধ করতে পারি ?

٣٠٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُوْلُهَا فِى السَّمَاءِ ثَلاَثُوْنَ مِيْلاً فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ اَهْلٌ لاَ يَرَاهُمُ الْاٰخَرُوْنَ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ سِتُّوْنَ مِيْلاً ـ

৩০০৩. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (বেহেশতে ঈমানদারদের জন্য) মোতির গাঁথুনি দেয়া একটি তাঁবু আছে। এর উচ্চতা ত্রিশ মাইল এবং এর প্রতি কোণে কোণে মুমিনদের জন্য থাকবে এমন পরিবার (সুন্দরী স্ত্রী) যাদের কেউ (কখনও) দেখেনি।

আবু আবদুস সামাদ ও হারেছ ইবনে উবাইদ আবু ইমরান থেকে (ত্রিশ মাইলের স্থলে) 'ষাট মাইল' বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ : فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ـ

৩০০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন ঃ আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব নেয়ামত তৈরী

করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে (এ সম্পর্কে) কোন ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে (এর প্রমাণস্বরূপ) কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ কেউ জানে না, তাদের চোখ জুড়ানো (কত জিনিস) যা গোপন করে রাখা হয়েছে।

٣٠٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لاَ يَبْصُقُوْنَ فِيْهَا وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ اٰنِيَتُهُمْ فِيْهَا الذَّهَبُ اَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْحُسْنِ لاَ اِخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوْبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٍ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا -

৩০০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলের (লোকদের) চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও সুন্দর) হবে। জান্নাতে তাদের না আসবে থু থু, না ঝরবে নাকের পানি, না হবে পায়খানা। তাদের বাসন হবে সোনার তৈরী, চিরুনী হবে সোনা ও রূপার। তাদের আংটি আগর বাতির ন্যায় জ্বলতে থাকবে। তাদের ঘাম মেশকের ন্যায় (খোশবুদার) হবে। প্রত্যেকে দু'জন করে এমন বিবি পাবে—অত্যধিক সৌন্দর্যের কারণে যাদের গোশত ভেদ করে হাড্ডির ভেতরের মজ্জাও দেখা যাবে। বেহেশতবাসীদের মধ্যে (কখনো) না হবে মতভেদ, না দেখা দেবে পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ। সবাই এক মন, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। সকাল সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা রত থাকবে।

٣٠٠٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلٰى اَثَرِهِمْ كَاَشَدِّ كَوْكَبٍ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ اِخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ لِكُلِّ اَمْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرٰى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لاَ يَسْقَمُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ وَلاَ يَبْصُقُوْنَ اٰنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَاَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَقُوْدُ مَجَامِرِهِمُ الْاَلُوَّةُ قَالَ اَبُوْ الْيَمَانِ يَعْنِى الْعُوْدَ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَقَالَ مُجَاهِدُ الْاِبْكَارُ اَوَّلُ الْفَجْرِ وَالْعَشِىُّ مَيْلُ الشَّمْسِ اَنْ تُرَاهُ تَغْرُبَ -

৩০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রথমে যে দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমা রজনীর চাঁদের মতো (উজ্জ্বল ও সুন্দর) রূপ ধরেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পরবর্তী যে দল যাবে তাদের চেহারা হবে উজ্জ্বলতম তারকার

অনুরূপ। সবাই এক দেহ, এক প্রাণ হয়ে থাকবে। তাদের মধ্যে কোন কোন্দল থাকবে না, হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির দু'জন করে বিবি হবে। সৌন্দর্যের বিকারণের কারণে তাদের মাংসপিন্ডের ভেতর থেকে পায়ের নলাস্থিত মজ্জাও দেখা যাবে। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। কখনও তারা রোগাক্রান্ত হবে না। কখনও তাদের নাকের সিকনী ঝরবে না, থুথু আসবে না। তাদের বাসন হবে সোনা রূপার, চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত, তাদের আংটিগুলো মুক্তার ন্যায় চিক চিক করতে থাকবে। আবু ইয়ামান বলেন, তাদের গায়ের ঘাম মেশকের (মত খোশবুদার) হবে। মুজাহিদ বলেন, ابكار অর্থ ফজরের পহেলা উষাকাল। আর عشى অর্থ সূর্য ঢলে পড়া যেন তোমরা তাকে অস্তমিত হতে দেখছ।

٣٠٠٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لاَ يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ -

৩০০৭. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার উম্মতের সত্তর হাজার কিংবা (বলেছেন) সাত লাখ লোক একসঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কেউ আগে, কেউ পেছনে, এভাবে নয়। তাদের চেহারা পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ সমুজ্জল হবে।

٣٠٠٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةُ سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هٰذَا -

৩০০৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স)-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদীয়া (উপঢৌকন) দেয়া হয়। অথচ তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করতেন। মানুষ তা খুব পসন্দ করল। তিনি বললেন ঃ কসম সেই সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, বেহেশতে সা'দ ইবনে মু'আযের রুমাল এর চেয়েও অধিক সুন্দর হবে।

٣٠٠٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِثَوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا -

৩০০৯. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে রেশমের একখানা কাপড় আনা হয়। লোকেরা এর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে অত্যন্ত পসন্দ করে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ বেহেশতে সা'দ ইবনে মুআযের রুমাল এর চাইতেও অধিক উত্তম হবে।

٣٠١٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

৩০১০. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী (রা)-এর বর্ণনা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে সামান্যতম ও নগণ্যতম জায়গাও সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে উত্তম।

٣٠١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا -

৩০১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন সওয়ারী এর ছায়ায় শত বর্ষ ধরে চলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

٣٠١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَةٍ وَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ :وَظِلٍّ مَمْدُوْدٍ وَلَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌمِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ اَوْ تَغْرُبُ -

৩০১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি গাছ আছে যার ছায়াতলে কোন সওয়ারী শত বর্ষব্যাপী চলতে পারে। তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াত পড়তে পার "এবং দীর্ঘছায়া।" আর বেহেশতে তোমাদের একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও যেখানে সূর্যোদয় ও সূযাস্ত ঘটে (অর্থাৎ দুনিয়া) তার চেয়ে অনেক উত্তম।

٣٠١٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِيْنَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ كَاَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ اِضَاءَةً قُلُوْبُهُمْ عَلٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ لِكُلِّ اَمْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ يُرٰى مُخُّ سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ -

৩০১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে যে দল সে দলের লোকদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাতের চাঁদের অনুরূপ (সুন্দর ও উজ্জ্বল)। আর তাদের অনুগামী যারা (অর্থাৎ পরবর্তী দল) তাদের চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বলতম তারকার চেয়েও অধিক উজ্জ্বলতর ও সুন্দর। তারা সবাই হবে এক দেহ, এক মন, এক প্রাণ। তাদের মধ্যে না থাকবে হিংসা, না বিদ্বেষ। প্রত্যেকের জন্য দু'জন করে ডাগর ডাগর কাজল কালো আনত নয়না স্ত্রী থাকবে। এদের পায়ের হাড্ডির মজ্জাও হাড় মাংস ভেদ করে দেখা যাবে।

٣٠١٤- عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ قَالَ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ -

৩০১৪. বারাআ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন (নবী তনয়) ইবরাহীমের ইন্তেকাল হয়, তখন নবী (স) বলেন, জান্নাতে এর জন্য একজন ধাত্রী (দুধপান করানোর জন্য) বিদ্যমান আছে।

٣٠١٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّىَّ الْغَابِرَ فِى الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرِقِ اَوِ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِلْكَ مَنَازِلُ الْاَنْبِيَاءِ لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ قَالَ بَلٰى وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَصَدَّقُوْا الْمُرْسَلِيْنَ -

৩০১৫. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই বেহেশতীরা তাদের উর্ধের বালাখানার বাসিন্দাদেরকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন করে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিগন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান তারকা দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এটা হবে। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী ! সেটি নবীগণের স্থান। অন্যরা তো সেখানে পৌঁছুতে পারবে না ? তিনি বললেন, না, সেই সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ, সেটি তাদের স্থান যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রসূলগণের সত্যতা যথাযথভাবে স্বীকার করবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাতের দরজাগুলোর বর্ণনা।

"নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (প্রত্যেক জিনিসের) যুগল (জোড়া জোড়া) দান করবে, বেহেশতের প্রতি দরজা থেকে তাকে ডাকা হবে। এ কথাটি উবাদা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।"

٣٠١٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِى الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ اَبْوَابٍ فِيْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لاَ يَدْخُلُهُ اِلاَّ الصَّائِمُوْنَ -

৩০১৬. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, জান্নাতে আটটি দরজা। এর মধ্যে একটি দরযার নাম রাখা হয়েছে 'রাইয়্যান'। একমাত্র রোযাদাররাই এ দরজা দিয়ে (বেহেশতে) প্রবেশ করবে।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ দোযখের বর্ণনা এবং একথা সত্য যে, এটি তৈরী হয়ে গেছে।

٣٠١٧- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى فَاءُ الْفَىْءُ يَعْنِىْ لِلتُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৩০১৭. আবু যার (রা) রেওয়ায়েত করেন, নবী (স) (একদা) সফরে ছিলেন। (যখন হযরত বিলাল যোহরের নামাযের আযান দেয়ার জন্য উঠলেন তখন) তিনি বললেন ঃ একটু ঠান্ডা হতে দাও। পুনরায় বললেন, একটু ঠান্ডা হতে দাও। টিলাগুলোর ছায়া নীচে নামা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আবারও বললেন, (যোহরের) নামায একটু ঠান্ডা হলে পর আদায় করবে। কেননা, গরমের (রৌদ্রের) তীব্রতার উৎস জাহান্নামের তেজ থেকেই।

٣٠١٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৩০১৮. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, নামায ঠান্ডার সময় পড়। কেননা, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত।

٣٠١٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ فَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ فِى الْحَرِّ وَاَشَدُّ مَاتَجِدُوْنَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ -

৩০১৯. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, দোযখ তার রবের কাছে অভিযোগ করে এবং বলে, হে খোদা ! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দু'টি নিঃশ্বাস ছাড়ার অনুমতি দেন ; একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, অপরটি গ্রীষ্মকালে। সুতরাং তোমরা (যে) শীতের তীব্রতা ও গরমের প্রচন্ডতা পেয়ে থাক (তা ওই নিশ্বাসদ্বয়ের প্রভাব মাত্র)।

٣٠٢٠- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ كُنْتُ اُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِمَكَّةَ فَاَخَذَتْنِىْ الْحُمّٰى فَقَالَ اَبْرِدْ عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدْهَا بِالْمَاءِ اَوْ قَالَ بِمَاءِ زَمْزَمَ شَكَّ هَمَّامٌ -

৩০২০. আবু জামরা দুবা'ঈ (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি মক্কায় ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে বসতাম। (একদা) আমি জ্বরে আক্রান্ত হই। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার (গায়ের) জ্বর যমযমের পানি দ্বারা শীতল কর। কেননা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জ্বর জাহান্নামের শ্বাস থেকেই (এসে থাকে)। তাই তা পানি দ্বারা কিংবা বলেছেন, যমযমের পানি দ্বারা ঠান্ডা কর। [এর কোনটি রসূল (স) বলেছেন এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী] হাম্মাম সন্দেহে পড়েছেন।

٣٠٢١- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمّٰى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ -

৩০২১. রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের ফুটন্ত ও উত্তপ্ত আগুন থেকে। সুতরাং পানি দ্বারা তোমরা গায়ের জ্বর ঠান্ডা কর।

٣٠٢٢- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৩০২২. আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ জ্বর (এর উৎপত্তি) জাহান্নামের উত্তাপ থেকে। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তোমাদের জ্বর ঠান্ডা কর।

٣٠٢٣- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ -

৩০২৩. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন. জ্বর (এর উৎস) জাহান্নামের উত্তাপ। সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর।

٣٠٢٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِّنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً قَالَ فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا -

৩০২৪. আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হলো. হে আল্লাহর রসূল ! (জাহান্নামীদের শাস্তি দানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি জবাব দিলেন, দুনিয়ার আগুনের ওপর জাহান্নামের আগুন (এর তাপ) আরও উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক অংশে এর সমপরিমাণ তাপ রয়েছে।

٣٠٢٥- عَنْ صَفْوَانِ بْنِ يَعْلٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ -

৩০২৫. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-কে মিম্বারের ওপর বসে বলতে শুনেছেন, "এবং তারা ডাকতে থাকবে, হে মালেক !"[১৯]

٣٠٢٦- عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ قَالَ قِيْلَ لِاُسَامَةَ لَوْ اَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ اَنِّيْ لَا اُكَلِّمُهُ اِلَّا اُسْمِعُكُمْ اِنِّيْ اُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ اَنْ اَفْتَحَ بَابًا لَا اَكُوْنُ

১৯. এখানে মালেক অর্থ দোযখের দারোগা।

أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُوْلُ لِرَجُلٍ اَنْ كَانَ عَلٰى اَمِيْرًا اِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِى النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلاَنُ مَاشَ انْكَ اَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ -

৩০২৬. আবু ওয়ায়েল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, উসামাকে বলা হল, আপনি যদি ঐ ব্যক্তি [হযরত উসমান (রা)]-এর কাছে যেতেন এবং (বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে) তাঁর সাথে আলোচনা করতেন, তাহলে কত ভাল হতো ! জবাবে তিনি বললেন, তোমরা মনে করছো, আমি তাঁর সাথে কথা বলিনি। আসলে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করছি গোপনে, যাতে (ফিতনা ও বিদ্রোহের) একটি দ্বার আমি যেন খুলে না বসি। আমি এ ফেতনার দ্বার উন্মুক্তকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে এমন একটি হাদীস শুনেছি—যার পরে এমন ব্যক্তিকে আর কিছু বলতে পারি না যিনি আমাদের আমীর (প্রশাসক) এবং অবশ্যই আমাদের সবার মধ্যে সেরা। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তাঁকে কি বলতে শুনেছেন ? উসামা জবাব দিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে তার নাড়ীভুড়িগুলো বেরিয়ে পড়বে। ফলে সে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, গাধা যেমন তার পাথরের চারপাশে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা এ লোকের কাছে এসে জমায়েত হবে এবং তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি ! তোমার এ অবস্থা কেন ? তুমি না আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে ? সে বলবে, (হাঁ) আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম, অথচ আমি তা করতাম না। আর অন্যায় কাজ হতে তোমাদের নিষেধ করতাম, অথচ আমি তাতে লিপ্ত হতাম। গুনদার ও শোবা এবং আমাশ থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবলিস ও তার দলবলের বর্ণনা।

٣٠٢٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلٰى هِشَامٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتّٰى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا فِيْهِ شِفَائِىْ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِلْاٰخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ

لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِيْ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِيْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَقُلْتُ اِسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لاَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِيَ اللّٰهُ وَخَشِيْتُ اَنْ يُثِيْرَ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِئْرُ -

৩০২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক সময়) নবী (স)-কে যাদুটোনা করা হয়েছিল। লাইস বলেন, আমার কাছে হিশাম পত্র লেখেন, যাতে লেখা ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে আয়েশা থেকে হাদীসটি শুনেছেন এবং সংরক্ষণ করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়। এমন কি (যার প্রভাবে) তাঁর খেয়াল হতো যে তিনি কোন কাজ করে ফেলেছেন, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি একদিন (আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের আরোগ্যের জন্য) বার বার দোয়া করেন। তারপর তিনি (আমাকে) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ আমাকে সেই জিনিসের কথা বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগমুক্তি নিহিত। আমার কাছে দু'জন লোক আসে। তাদের একজন বসে আমার শিয়রে; অপর জন বসে পায়ের কাছে। অতপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির রোগটা কি ? দ্বিতীয়জন জবাব দেয় তাঁর ওপর যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, যাদু কে করেছে ? সে জানায়—লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথমজন প্রশ্ন করল, কিসের মধ্যে (যাদু করেছে) ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাবে বলল, চিরুনি ও সূতার তাগাতে (ডোর) এবং খেজুরের কলির ওপরের ছালে। প্রথমজন বলল, এসব জিনিস কোথায় আছে ? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, যারওয়ান কূপে। তখন নবী (স) সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন। ফিরে এসে আয়েশা (রা)-কে বললেন, কূপের নিকটস্থ খেজুর গাছগুলো এক একটি যেন শয়তানের মুন্ড। আয়েশা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, যাদু করা সেই জিনিসগুলো কি আপনি বের করতে পেরেছেন ? জবাব দিলেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য করেছেন। আমার আশংকা হয়েছিল (এসব জিনিস বের করলে) তাতে মানুষের মধ্যে ফাসাদের প্রসার ঘটতে পারে। তারপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

٣٠٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقْعِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اِسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ -

৩০২৮ আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ নিদ্রা যাওয়ার কালে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি করে গিরা দিয়ে দেয় এবং প্রত্যেক গিরায় (এ কথা বলে) ফুঁ মারে যে, রাত অধিক রয়ে গেছে, এখনো শুয়ে থাক। অতপর সে লোক যদি জেগে ওঠে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিরা

খুলে যায়। তারপর যদি ওযু করে, দ্বিতীয় গিরাও খুলে যায়। আর যদি নামায পড়ে তাহলে সব গিরাই খুলে যায়। অতপর এই ব্যক্তি পবিত্র মন ও ফূর্তির মধ্যে দিন শুরু করবে, অন্যথায় খবিস প্রকৃতি ও অলসতার মধ্যে দিন শুরু করবে।

٣٠٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِىْ اُذُنَيْهِ اَوْ قَالَ فِىْ اُذُنِهِ -

৩০২৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়, যে সারা রাত ভোর হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকতো। নবী (স) বলেন, এ লোকের উভয় কানে, কিংবা বলেছেন, তার কানে শয়তান পেশাব করেছে।

٣٠٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَمَا اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ -

৩০৩০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দেখ, তোমাদের কেউ যখন তার পরিবারের (স্ত্রীর) কাছে (মিলনের উদ্দেশ্যে) যায় আর এ দোয়া পড়ে —"আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ ! আমাদেরকে শয়তান (এর প্রভাব) থেকে রক্ষা কর এবং যে সন্তান আমাদেরকে দান করবে, তাকেও শয়তান থেকে হিফাজত কর।" অতপর যে সন্তান তাদেরকে দান করা হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَبْرُزَ وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتّٰى تَغِيْبَ وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوِ الشَّيْطَانِ لَا اَدْرِىْ اَىَّ ذٰلِكَ قَالَ هِشَامٌ -

৩০৩১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন সূর্যের এক অংশ উদিত হয়, তখন তা সম্পূর্ণ ও পরিষ্কারভাবে উদিত না হওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। আর সূর্যের একপাশ যখন অস্ত যাবে, তখন সম্পূর্ণ অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বন্ধ রেখো। তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে নামায পড়বে না। কেননা, শয়তানের দুই শিঙের মধ্যখান দিয়ে এর উদয় ঘটে।

বর্ণনাকারী বলেন, হিশাম এখানে شيطان বলেছেন, নাকি الشيطان তা আমি জানি না।

٣٠٣٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَىْ اَحَدِكُمْ شَىْءٌ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيَمْنَعْهُ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৩০৩২. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, নামায পড়াকালে তোমাদের কারো সামনে দিয়ে যদি কেউ চলাচল করে, তাকে অবশ্যই বাধা দেবে। যদি অমান্য করে, আবারও নিষেধ করবে। তারপরও অমান্য করলে তার সাথে (প্রয়োজনে) লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান।

٣٠٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَاَتَانِىْ اٰتٍ فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ فَاَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لاَرْفَعَنَّكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَاقْرَاْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ ـ

৩০৩৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে রমযানের (সাদকায়ে) ফিতরের হিফাজতের জন্য (কর্মচারী) নিযুক্ত করলেন। তখন একজন আগন্তুক আমার কাছে আসল এবং দু'হাতে ভরে খাদ্যশস্য নিতে শুরু করল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তোমরা বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে। আল্লাহ সর্বদা তোমাদের হিফাজত করে যাবেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তোমাদের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। তখন নবী (স) বললেন, (কথাটি) তোমাকে সে সত্য বলেছে। অথচ আসলে সে মিথ্যাবাদী এবং শয়তান ছিল।

٣٠٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاتِى الشَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتّٰى يَقُوْلَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ ـ

৩০৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং জিজ্ঞেস করতে পারে—এ জিনিস কে সৃষ্টি করেছে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে ; (এসব বলতে বলতে) শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে বসবে, তোমাদের রবকে কে সৃষ্টি করেছে ? ব্যাপার যখন এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন অবশ্যই আল্লাহর কাছে তোমরা আশ্রয় চাইবে এবং ব্যাপারটি পরিহার করবে ও চুপ হয়ে যাবে।

٣٠٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ ـ

৩০৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রমযান (মাস) যখন শুরু হয়ে যায়, তখন আসমানের (অন্য বর্ণনায় বেহেশতের) দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।[২০]

٣٠٣٦-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مُوْسٰى قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَ نَا قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهِ اِلاَّ الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِىْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ـ

৩০৩৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কাব আমাদের কাছে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, (নবী) মূসা তাঁর সঙ্গী খাদেমকে নির্দেশ দিলেন—আমাদের সকালের খানা নিয়ে এসো। সে বলল, আপনি কি লক্ষ করেননি, আমরা যখন প্রস্তরখন্ডটির নিকটে অবস্থান করি, তখন মাছের কথা আমি একেবারেই ভুলে যাই এবং তা উল্লেখ করা থেকে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে রাখে। অতপর আল্লাহ যে স্থানটি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি অতিক্রম করা পর্যন্ত মূসা কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করেননি।

٣٠٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৩০৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি, তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করে বলেছেন, ফিতনা এখানেই, ফিতনা এখানেই —যেখান থেকে শয়তানের শিং বেরোয়।[২১]

٣٠٣٨- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَجْنَحَ (اللَّيْلُ) اَوْ كَانَ (قَالَ) جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَحَلُّوْهُمْ (فَخَلُّوْهُمْ) وَاَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَاَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرْ اِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا ـ

---

২০. হাদীসটি রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, বাহ্যিক অর্থে নয়। আসমানের দরজা খুলে দেয়ার অর্থ ব্যাপক ও অধিক পরিমাণে রহমত নাযিল করা। বেহেশতের দ্বার খোলার অর্থ সওয়াব ও কল্যাণের কাজ করার তাওফিক দান করা—যা বেহেশতে প্রবেশ লাভের একমাত্র কারণ। অনুরূপভাবে দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়ার অর্থ রোযাদারগণ কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ দমনের মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করেন। ফলে দোযখে যাওয়ার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানদের শৃঙ্খলিত করার অর্থ নেকীর দিকে রোযাদারদের ঝোঁকপ্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় তাদেরকে শয়তানদের ধোঁকা প্রতারণা দেয়া ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া।

২১. অর্থাৎ পূর্ব দিক থেকে দাজ্জালের ফিতনার সূত্রপাত হবে।

৩০৩৮. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন সাঁঝের আঁধার নেমে আসে তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রেখো। কেননা, এই সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাত্রের কিছু সময় চলে যাবে, তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করে তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করবে, আল্লাহর নামে বাতি নিভাবে এবং আল্লাহর নাম নিয়েই পানির পাত্র ঢেকে রাখবে। আর আল্লাহর নাম যিকর করেই আপন (খাদ্য দ্রব্যের) পাত্র ঢেকে রাখবে। (ঢাকবার কিছু না পেলে) যৎসামান্য কিছু হলেও তার ওপর দিয়ে রাখবে।

٣٠٣٩- عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ حُيَيٍّ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُعْتَكِفًا فَاَتَيْتُهُ اَزُوْرُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِيْ دَارِ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الاَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ اَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا اِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الاِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيْتُ اَنْ يَّقْذِفَ فِيْ قُلُوْبِكُمَا سُوْأً اَوْ قَالَ شَيْئًا ـ

৩০৩৯. [নবী (স)-এর সহধর্মীনী] সুফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) (মসজিদে নববীতে) ইতিকাফ অবস্থায় ছিলেন। আমি রাত্রে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমতে আসলাম। কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর ফিরে আসার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন রসূল (স)-ও আমাকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আমার সাথে উঠলেন। সুফিয়ার বাসস্থান উসামা ইবনে যায়েদের বাসভবনেই ছিল। এমন সময় দু'জন আনসারী সে স্থান অতিক্রম করছিলেন। তাঁরা যখন নবী (স)-কে দেখলেন, দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। নবী (স) বললেন, একটু অপেক্ষা কর, এই মহিলা সুফিয়া বিনতে হুয়াই (আমার স্ত্রী)। তাঁরা জবাব দিলেন, হে আল্লাহর রসূল, সুবহানাল্লাহ ! (আপনার ব্যাপারে আমরা কি অন্যরূপ ধারণা করতে পারি !) তিনি বললেন, শয়তান মানুষের শরীরে শিরায় শিরায় রক্তধারার মতই প্রবহমান থাকে। আমার আশংকা হয়েছিল, সে তোমাদের অন্তরে কোন কুধারণা সৃষ্টি করে দেয় নাকি। কিংবা নবী (স) عسو এর স্থলে شيئا বলেছিলেন।

٣٠٤٠- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ فَاَحَدُهُمَا اَحْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّي لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ وَهَلْ بِيْ جُنُوْنٌ ـ

৩০৪০. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। দু'জন লোক পরস্পরকে গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা (রাগে) লাল হয়ে গেল এবং তার গর্দানের রগ ফুলে মোটা হয়ে উঠলো। তখন নবী (স) বললেন, আমি এমন একটি (দোয়ার) কথা জানি, এ ব্যক্তি যদি সেই দোয়া পড়ে, তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। সে যদি বলে ঃ 'আমি শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।' তাহলে তার রাগ পড়ে যাবে। লোকেরা সেই ব্যক্তিকে জানাল, নবী (স) বলছেন, শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তখন লোকটি বলল, আমি কি পাগল হয়েছি ?

٣٠٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَتٰى اَهْلَهُ قَالَ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِيْ فَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ -

৩০৪১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন আপন পত্নীর কাছে মিলনের উদ্দেশ্যে যায় আর (যৌন মিলনের সময়) এই দোয়া পড়ে اللّٰهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مارزقتني তাহলে তাদের কোন সন্তান জন্মালে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার ওপর কর্তৃত্বও করতে সক্ষম হয় না।

٣٠٤٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ صَلّٰى صَلَاةً فَقَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِيْ فَشَدَّ عَلَيَّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَاَمْكَنَنِي اللّٰهُ مِنْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৩০৪২. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, (একবার) নবী (স) নামায পড়লেন, তারপর বললেন, শয়তান আমার সামনে এসেছিল এবং আমার নামায ভাঙ্গাবার পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। (কিন্তু) আল্লাহ আমাকে তার ওপর কর্তৃত্ব দিয়ে দিয়েছেন। অতপর সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٣٠٤٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ فَاِذَا ثُوِّبَ بِهَا اَدْبَرَ فَاِذَا قُضِيَ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطِرَ بَيْنَ الْاِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتّٰى لَا يَدْرِيْ اَثَلَاثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا فَاِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلّٰى اَوْ اَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ -

৩০৪৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান পিছন দিয়ে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে ভাগতে থাকে। আযান যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সামনে এগিয়ে আসে এবং মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা (প্ররোচণা) সৃষ্টি করতে থাকে ; আর বলতে থাকে—অমুক কথা স্মরণ কর এবং অমুক কাজ মনে কর এমন কি সে ব্যক্তির এ কথা আর স্মরণ থাকে না যে, নামায তিন রাকাত পড়েছে না কি

চার রাকাত। (এমন যদি কারো ঘটে) যখন সে মনেই করতে পারে না যে, তিন রাকাত পড়েছে কি চার রাকাত, তাহলে দু'টি সহু সিজদা করবে।

٣٠٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُلُّ بَنِىْ اٰدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِىْ جَنْبَيْهِ بِاَصْبَعِهِ حِيْنَ يُوْلَدُ غَيْرَ عِيْسٰى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِى الْحِجَابِ ـ

৩০৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, প্রত্যেকটি আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান আপন আঙ্গুল দ্বারা টোকা মারে। তবে ঈসা ইবনে মরিয়ম এর ব্যতিক্রম। শয়তান তাঁকে (অনুরূপ) টোকা মারতে গিয়েছিল (কিন্তু ব্যর্থ হয়) তখন পর্দায় কিংবা কাপড়ের ওপরে টোকা মারে।

٣٠٤٥- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَقُلْتُ مَنْ هٰهُنَا قَالُوْا اَبُوْ الدَّرْدَاءِ قَالَ اَفِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ـ

৩০৪৫. আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শাম দেশে (সিরিয়ায়) যাই এবং লোকদের জিজ্ঞেস করি, এখানে কি কোন সাহাবী আছেন? তারা জবাব দিল, আবুদ দারদা (রা) আছেন। তিনি (আবার) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে এমন লোকও কি আছেন, যাকে আল্লাহ আপন নবী (স)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন?

٣٠٤٦- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْمَلاَئِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِى الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْاَمْرِ يَكُوْنُ فِى الْاَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِيْنُ الْكَلِمَةَ فَتَقِرُّهَا فِىْ اُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ فَيَزِيْدُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ ـ

৩০৪৬. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাঁর নবী (স)-এর মৌখিক দোয়ায় শয়তান থেকে সুরক্ষিত রেখেছেন, তিনি হলেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির।---------এবং আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ফেরেশতাগণ মেঘের মধ্যে এমন সব ব্যাপারে আলোচনা করেন, যা জমিনে ঘটবে, তখন শয়তানেরা দু' একটি বাক্য শুনে ফেলে এবং তা গণকদের কানে এমনভাবে ঢেলে দেয়, যেমনভাবে হাঁড়িতে পানি ইত্যাদি ঢালা হয়। তখন গণক এই (সত্য) কথাটির সাথে শত প্রকারের মিথ্যা মিশিয়ে বলে।

٣٠٤٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ ـ

৩০৪৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে (এসে থাকে)। সুতরাং যখন তোমাদের কারো হাই আসবে, যথাশক্তি দিয়ে তা দমন করবে। কেননা, যখন হাই তোলার সময় কেউ 'হা'-করে, তখন শয়তান হাসতে থাকে।

٣٠٤٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَاُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ فَوَاللّٰهِ مَااحْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَمَازَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৩০৪৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে ভাগতে লাগলো, তখন ইবলিস চীৎকার করে বলতে শুরু করল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা, অর্থাৎ হে মুসলমানেরা ! তোমাদের পশ্চাতের লোকদের হত্যা কর। (অর্থাৎ তারা কাফের, কিন্তু আসলে তারা ছিল মুসলমান) সুতরাং অগ্রভাগের লোকেরা পশ্চাতের (লোকদের ওপর) ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বেধে গেল। হুযাইফা অকস্মাৎ তাঁর পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন (মুসলমানরা তাঁর ওপর হামলা করছে —অথচ তিনি ছিলেন মুসলমান)। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহর বান্দারা ! আমার পিতা, আমার পিতা, (তিনি মুসলমান) কিন্তু আল্লাহর কসম ! তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ফেললো। তখন হুযাইফা বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন।

উরওয়া বলেন, এ ঘটনার দুঃখ হুযাইফার মনে মহান আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ আমৃত্যু) বিদ্যমান ছিল।

٣٠٤٩- عَنْ عَائِشَةَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلاَةِ فَقَالَ هُوَ اِخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ اَحَدِكُمْ -

৩০৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (স)-কে নামাযের মধ্যে মানুষের এদিক-সেদিক নজর করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি বললেন, এটা হলো (নামাযে শয়তানের) হস্তক্ষেপ ; যা সেই শয়তান তোমাদের নামাযে করে থাকে।

٣٠٥٠- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا حَلَمَ اَحَدُكُمْ حُلْمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لاَ يَضُرُّهُ -

৩০৫০. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় একটি সনদেও আবু কাতাদা থেকে একই রেওয়ায়েত করা হয়েছে। নবী (স) বলেছেন ঃ নেক ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর কুস্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতপর তোমাদের কেউ যখন এমন কোন কুস্বপ্ন দেখে যা ভীতিজনক, তখন সে যেন তার বাঁ দিকে থুথু মারে এবং আল্লাহর কাছে শয়তানের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চায়। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

٣٠٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِىَ وَلَمْ يَاتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ اَحَدٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৩০৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশ' বার এ দোয়া পড়ে (যার অর্থ) "আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও শুধুমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" তাহলে তার শটি গোলাম আযাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব হবে। একশ'টি সওয়াব তার নামে লেখা হবে এবং তার একশ'টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে। কোন ব্যক্তি তার থেকে উত্তম সওয়াবের কাজ উপস্থিত করতে সক্ষম হবে না। তবে হাঁ, ঐ ব্যক্তি পারবে, যে এর চেয়ে বেশী আমল করে (অধিকবার এ দোয়া পড়ে)।

٣٠٥٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اسْتَاْذَنَ عُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ فَلَمَّا اسْتَاْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلاَءِ اللاَّتِى كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ قَالَ عُمَرُ فَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْتَ اَحَقَّ اَنْ يَهَبْنَ ثُمَّ قَالَ اَىْ عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلاَ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَالَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًا اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ـ

৩০৫২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন কয়েকজন কুরাইশ মহিলা (নবী পত্নীগণ) তাঁর সাথে আলাপ করছিল। তারা খুব উচ্চস্বরে বেশী (অর্থ) দাবী করছিল। যখন উমর (রা) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা উঠলো এবং ত্বরিত পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতপর রসূলুল্লাহ (স) স্মিতহাস্যে অনুমতি দিলেন। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আপনাকে স্মিতহাস্য রাখুন। তিনি বললেন, আমার কাছে যেসব মহিলা ছিল, তাদের ব্যাপারে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। যখনই তারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনেছে তখনই পর্দার আড়ালে চলে গেছে। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার তুলনায় আপনাকে তাদের ভয় করাই অধিক কর্তব্য ছিল। তারপর উমর মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন, হে নিজেদের দুশমনেরা ! তোমরা আমাকে ভয় কর, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় কর না ? তারা জবাব দিল, হাঁ, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর তুলনায় অধিক কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয় ব্যক্তি (তাই তোমাকে অধিক ভয় করি)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, সেই সত্তার কসম ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিবদ্ধ ! শয়তান কখনও কোন পথে তোমাকে চলতে দেখলে সাথে সাথে সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে।

٣٠٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَرَاهُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلٰى خَيْشُوْمِهِ -

৩০৫৩. নবী (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠল এবং ওজু করল, তখন তার তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা উচিত। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্র পথে রাত্রিযাপন করেছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বিন জাতি, তাদের সওয়াব ও আযাবের বর্ণনা যেমন মহান আল্লাহর বানীতে বলা হয়েছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِىْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ - وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ - (اَلْاَنْعَامُ ٣٢-١٣٠)

"হে জ্বিন ও মানব জাতি ! তোমাদেরই মধ্য থেকে রসূলগণ কি তোমাদের কাছে আসেনি ? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আমার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেনি ? আর তোমাদের আজকের এ (কিয়ামতের) দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে কি ভয় দেখায়নি ? তারা জবাব দিবে, আমরা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ দিচ্ছি। বস্তুত দুনিয়ার জীবনই তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ দেবে যে, নিশ্চয়ই তারা কাফের ছিল। এটা এ কারণে যে, তোমার রব কোন বসতির অধিবাসীদের বে-খবর অবস্থায় ধ্বংস করেন না। আর প্রত্যেকের জন্যে

তাদের আমলের কারণে মর্যাদার আসন রয়েছে এবং তোমার রব এরা যা করছে তা থেকে বে-খবর নন।"

٣٠٥٤- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ صَعْصَعَةَ الْاَنْصَارِىْ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ قَالَ لَهُ اِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَاِذَا كُنْتَ فِىْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَاَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَاِنَّهُ لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ اِنْسٌ وَلاَ شَىْءٌ اِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৩০৫৪. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু সা'সা' আনসারী (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা তাঁকে জানিয়েছেন যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে লক্ষ করেছি, তুমি ছাগলের পাল ও জঙ্গলই পসন্দ কর। সুতরাং যখন তুমি তোমার ছাগলের পাল নিয়ে জঙ্গলে অবস্থান কর, আর (সময় হলে) আযান দাও, তখন আযানের আওয়াযকে বুলন্দ করবে (অর্থাৎ খুব জোরে আযান দেবে) কেননা, মুয়াযযীনের আযানের শব্দ যেসব জ্বিন, মানুষ ও অপর কিছু শোনে, কিয়ামতের দিনে তারা সবাই তার পক্ষে সাক্ষ দিবে। আবু সাঈদ বলেছেন, এ কথাটি আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - وَمَنْ لاَّ يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ اُولٰئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (احقاف ٢٩-٣٢)

"স্মরণ কর, যখন আমি জ্বিনদের একদলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম —যারা কুরআন শুনছিল। তারপর যখন তারা তার সামনে হাজির হয়েছিল তখন তারা বলেছিল, নীরব হও; অতপর যখন তা শেষ হলো, তখন তারা ভয়প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আপন জাতির দিকে ফিরে গেল। বলল, হে আমাদের জাতি ! নিশ্চয় আমরা এমন এক কিতাব শুনতে পেয়েছি, যা মূসার পরে নাযিল হয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী (কিতাব) সমূহের সত্যতা স্বীকার করে, বা হক-এর দিকে এবং সরল পথের দিকে পথ দেখায়। হে আমাদের জাতি ! তোমরা

আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন, তিনি তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবেন। আর যে আল্লাহর দিকে আহবানকারীর ডাকে সাড়া না দেবে, সে জমিনে পরাভবকারী হতে পারবে না এবং তিনি ভিন্ন তার আর কোন অভিভাবক নেই। এরাই প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।" (আহকাফ ঃ ২৯-৩২)

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ "এবং আল্লাহ জমিনে প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন"–এর বর্ণনা।

٣٠٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اُقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوْا ذَاالطُّفْيَتَيْنِ وَالْاَبْتَرَ فَاِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَيْنَا اَنَا اُطَارِدُ حَيَّةً لِاَقْتُلَهَا فَنَادَانِىْ اَبُوْ لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ قَالَ اِنَّهُ نَهٰى بَعْدَ ذٰلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ وَهِىَ الْعَوَامِرُ -

৩০৫৫. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মিম্বরের ওপর ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছেন, সাপ মেরে ফেল, (বিশেষত) পিঠে দু'টি সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে (এগুলো খুবই বিষাক্ত)। এ দু' প্রকারের সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য তার খোঁজে তেড়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় আবু লুবাবা আমাকে ডেকে বলল, একে মেরো না। আমি জবাব দিলাম, রসূলুল্লাহ (স) সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, তারপর তিনি আবার গৃহে বাস করে; এবং যাদের 'আওয়ামের' বলে—এমন সাপ মারতে নিষেধ করে দিয়েছেন।[২২]

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ ছাগলের পাল, যাদের নিয়ে তারা পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে।

٣٠٥٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَكُوْنَ

২২. হাদীসের শব্দ থেকে গৃহে বসবাসকারী সবধরনের সাপের কথাই বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু ইমাম মালেক (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এই নিষেধাজ্ঞা ছিল কেবলমাত্র মদীনার গৃহে বসবাসকারী সাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোন কোন ফকীহ শহরের বিভিন্ন গৃহে যেসব সাপ বসবাস করে তাদের পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞাকে সম্প্রসারিত করেছেন। মোটকথা নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে এই যে, গৃহে বসবাসকারী সাপ সাধারণত জ্বিন হয়ে থাকে। এরা কখনো কখনো সাপের রূপ ধারণ করে বাইরে বের হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এসব ঘরে বসবাসকারী সাপেরা হচ্ছে 'আওয়ামের' তাই তোমরা যখনই তাদেরকে দেখবে, তিনবার সতর্ক করে দেবে। তারপরও যদি তারা না যায় তাহলে তাদেরকে মেরে ফেলবে।–সম্পাদক

خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (الْمُسْلِمِ) غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৩০৫৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সে যুগ অতি নিকটে, যখন একজন মুসলমানের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগলের পাল যা নিয়ে সে চলে যাবে পাহাড়ের চূড়ায় আর গহীন জঙ্গলে। ফিতনা থেকে আপন দীন রক্ষার্থে সে (এভাবে) ভাগবে।

٣٠٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَاْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِىْ اَهْلِ الْخَيْلِ وَالْاِبِلِ وَالْفَدَّادِيْنَ اَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ اَهْلِ الْغَنَمِ -

৩০৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কুফরীর মূল পূর্ব দিকে এবং দম্ভ ও অহংকার উট ও ঘোড়ার পালের মালিকদের মধ্যে, এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং দীনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর প্রশান্তি ছাগলের মালিকের মধ্যে।[২৩]

٣٠٥٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْاِيْمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا اَلاَ اِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ اُصُوْلِ اَذْنَابِ الْاِبِلِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৩০৫৮. উকবা ইবনে উমর ও আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) নিজ হাত দ্বারা ইয়ামেনের দিকে ইশারা করে বলেন, 'ঈমান তো ওদিকে ইয়ামেনের মধ্যে। কঠোরতা ও মনের কাঠিন্য এমন সব বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উট নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয় না, যেখান থেকে শয়তানের শিং দু'টি বেরোয় রাবি'আ ও মুদার গোত্রদ্বয়ের মাঝে।

٣٠٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْاَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَاِنَّهَا رَاَتْ مَلَكًا وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ رَاَى شَيْطَانًا -

৩০৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত ও ফযল চেয়ে দোয়া করবে। কেননা, এ

২৩. 'কুফরীর মূল পূর্ব দিকে'–দ্বারা তৎকালীন ইরানের অগ্নি উপাসকদের কুফরীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা মদীনা থেকে ইরান পূর্ব দিকে অবস্থিত। ভারতের মূর্তিপূজাও এই ইঙ্গিতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

মোরগ ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন গাধার ডাক শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবে। কেননা, সে শয়তান দেখেছে।

٣٠٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوْهُمْ وَاَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا - قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ مَا اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ -

৩০৬০. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকে রাখো। কেননা, এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। আর রাত কিছুটা কেটে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পার এবং আল্লাহর নাম নিয়ে (ঘরের) দরজা বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।

হাদীস বর্ণনাকারী (ইবনে জুরাইহ) বলেছেন, আমাকে আমর ইবনে দীনার জানিয়েছেন যে, আতা যেমন রেওয়ায়েত করেছেন, ঠিক অনুরূপ বর্ণনা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে তিনিও শুনেছেন। তবে তিনি اذكروا اسم الله এর উল্লেখ করেননি।

٣٠٦١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فُقِدَتْ اُمَّةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَ يُدْرِىْ مَا فَعَلَتْ وَاِنِّى لاَ اُرَاهَا اِلاَّ الْفَارَ اِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الْاِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَاِذَا وُضِعَ لَهَا اَلْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتْ فَحَدَّثْتُ كَعْبًا فَقَالَ اَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِىْ مِرَارًا فَقُلْتُ اَفَاَقْرَاُ التَّوْرَاةَ -

৩০৬১. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইলের একদল লোক নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কেউ জানে না তারা কি করলো। আমি মনে করি, এ ইঁদুরই (বিবর্তিত আকৃতিতে) সেই নিখোঁজ সম্প্রদায়। (এর কারণ) যখন ইঁদুরের সামনে উটের দুধ রাখা হয়—তখন সে তা পান করে না। আর যখন ছাগলের দুধ রাখা হয় তখন সে পান করে। (আবু হুরাইরা বলেন,) আমি কা'বের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি স্বয়ং নবী (স)-কে এ হাদীস বলতে শুনেছ ? জবাব দিলাম, হাঁ। অতপর তিনি কয়েকবার এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তখন আমি বলি, আমি কি তাওরাত পড়েছি ?

٣٠٦٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ وَلَمْ اَسْمَعْهُ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِهِ -

৩০৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) গিরগিটী (কাঁকলাশ)-কে নিকৃষ্ট ক্ষতিকারক বলে অভিহিত করেছেন। নবী (স)-কে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতে আমি শুনিনি। আর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস দাবী করেন যে, নবী (স) নিশ্চয়ই তা হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اُمَّ شَرِيْكٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهَا بِقَتْلِ الْاَوْزَاغِ -

৩০৬৩. সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রা)-এর বর্ণনা, উম্মে শরীক তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (স) তাকে গিরগিটী মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٠٦٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُقْتُلُوْا ذَاالطُّفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ -

৩০৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বাণত। রসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিয়েছেন, পিঠে দু'টি দীর্ঘ সাদা রেখা বিশিষ্ট সাপ মেরে ফেল। কেননা, এ জাতীয় সাপ (ভয়ঙ্কর বিষাক্ত) চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْاَبْتَرِ وَقَالَ اِنَّهُ يُصِيْبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ -

৩০৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লেজ কাটা সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ জাতীয় সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে এবং গর্ভপাত ঘটায়।

٣٠٦٦- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهٰى قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ فَوَجَدَ فِيْهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ انْظُرُوْا اَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوْا فَقَالَ اقْتُلُوْهُ فَكُنْتُ اَقْتُلُهَا لِذٰلِكَ فَلَقِيْتُ اَبَا لُبَابَةَ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقْتُلُوْا الْجِنَّانَ اِلاَّ كُلَّ اَبْتَرَ ذِىْ طُفْيَتَيْنِ فَاِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوْهُ -

৩০৬৬. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর সাপ মেরে ফেলতেন। কিন্তু পরে আবার সাপ মারতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, (একবার) নবী (স) নিজস্ব একটি দেয়াল ভেঙে ফেলেন। তাতে সাপের খোলস দেখতে পান। তখন তিনি (লোকদের) বলেন, তোমরা দেখ, সাপ কোথায় আছে? লোকজন দেখলো (এবং তাকে জানালো)। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে মেরে ফেল। এ কারণে আমি সাপ মারতাম।

এরপর আবু লুবাবার সাথে আমার দেখা হল। তিনি আমাকে জানালেন যে, নবী (স) বলেছেন, তোমরা লেজ কাটা এবং পিঠে সাদা দু' রেখাবিশিষ্ট সাপ ছাড়া অন্য ছোট ছোট সাপ মেরো না। কেননা, এ দু' জাতীয় সাপ গর্ভপাত ঘটায় এবং দৃষ্টিশক্তি খতম করে দেয়। সুতরাং তা মেরে ফেল।

٣٠٦٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ فَحَدَّثَهُ اَبُوْ لُبَابَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوْتِ فَاَمْسَكَ عَنْهَا ـ

৩০৬৭. (নাফে (রা)-এর বর্ণনা,) ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি (প্রথমে) সাপ মেরে ফেলতেন। তারপর আবু লুবাবা তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, নবী (স) গৃহে বসবাসকারী সাপ মারতে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি সাপ মারা থেকে বিরত হয়ে যান।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়ে যায়, তাহলে তাকে ডুবিয়ে নেয়া উচিত। কারণ তার একটি ডানায় রোগের জীবানু থাকে এবং অন্য ডানায় থাকে (ঐ জীবানু থেকে সৃষ্ট রোগের) নিরাময়। আর পাঁচ প্রকার প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদেরকে হত্যা করা যেতে পারে।

٣٠٦٨- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ـ

৩০৬৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ রকম প্রাণী ক্ষতিকারক। হারাম শরীফেও তাদের মারা যেতে পারে। (এরা হলো) ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক এবং কামড়ায় এমন কুকুর।

٣٠٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَاَةُ ـ

৩০৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, পাঁচ প্রকারের (কষ্টদায়ক) প্রাণী আছে, যাদের কেউ এহরাম বাঁধা অবস্থায়ও যদি মেরে ফেলে, তাহলেও তার কোন গুনাহ নেই। (এগুলো হল) বিচ্ছু, ইঁদুর, কামড়ায় এমন কুকুর, কাক ও চিল।

٣٠٧٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَفَعَهُ قَالَ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاكْفِتُوْا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَاِنَّ لِلْجِنِّ اِنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ

عِنْدَ الرِّقَادِ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ اِبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيْبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ -

৩০৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে মারফু হাদীস হিসেবে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, পানির পাত্রগুলো ঢেকে রেখো, (ঘরের) দরজা বন্ধ রেখো, সন্ধ্যাকালে তোমাদের শিশুদের (ঘরে) আটকিয়ে রাখো। কেননা, এ সময় জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং কোন কিছু দ্রুত পাকড়াও করে। আর নিদ্রাকালে বাতি নিভিয়ে ফেল। কেননা, নিকৃষ্ট ইঁদুর কখনও কখনও (প্রজ্জ্বলিত তৈলের সলতেযুক্ত) বাতি টেনে নিয়ে যায়। আর গৃহবাসীদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে।

ইবনে জুরাইজ ও হাবীব আতা থেকে فان للشياطين শব্দ বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَارٍ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ اِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا فَابْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا * وَعَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ قَالَ وَاِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ رَطْبَةً * وَتَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُغِيْرَةَ وَقَالَ حَفْصٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَهُ -

৩০৭১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে এক গুহায় ছিলাম। তখন আল মুরসালাত সূরা নাযিল হয়। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখ থেকে সূরাটি শিখে নিচ্ছিলাম। এমনি সময় গর্ত থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসে। আমরা তাকে মারার জন্য দৌড়ে যাই। কিন্তু সে আমাদের আগেই ভেগে যায় এবং গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে তোমাদের অনিষ্টকারিতা থেকে ঠিক তেমনিভাবে রক্ষা পেয়েছে, যেমনি তার অনিষ্টকারিতা থেকে রক্ষা পেয়েছ তোমরা।

ইসমাঈল, আমাশ, ইবরাহীম, আলকামা ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। (এখানে) আবদুল্লাহ বলেছেন, আমরা তাঁর মুখ থেকে অনায়েসে শিখে নিচ্ছিলাম এবং আবু আওয়ানা অনুরূপই হাদীস বর্ণনা করেছেন মুগীরা থেকে। আর হাফসা, আবু মু'আবিয়া ও সুলাইমান ইবনে কারম, আমাশ, ইবরাহীম, আসওয়াদ ও আবদুল্লাহ থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دَخَلَتْ اِمْرَاَةٌ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ -

৩০৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক মহিলা একটি বিড়ালের কারণে দোযখে গিয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। না তাকে কোন আহার দিয়েছে, না ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে জমিনের পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٠٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَاَمَرَ بِجَهَازِهِ فَاُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ اَمَرَ بِبَيْتِهَا فَاُحْرِقَ بِالنَّارِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةً وَاحِدَةً -

৩০৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী এক গাছের নীচে বিশ্রাম নেন। একটি পিঁপড়া তাঁকে কামড়ায়। তিনি তার সামান পত্র বাইরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কাজেই তা গাছতলা থেকে তা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি পিঁপড়ার বাসা (জ্বালিয়ে দেয়ার) আদেশ দেন। সুতরাং তার বাসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি অহী নাযিল করেন ঃ তুমি কেবলমাত্র একটি পিঁপড়াকে কেন সাজা দিলে না?[২৪]

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ তোমাদের কারোর পানীয়দ্রব্যে মাছি পড়লে তাকে আরও ডুবিয়ে দিতে হবে। কেননা, তার এক ডানায় রোগ জীবানু থাকে আর অপরটিতে থাকে এর প্রতিশেধক।

٣٠٧٤- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ شَرَابِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَاِنَّ فِىْ اِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْاُخْرٰى شِفَاءً -

৩০৭৪. উবাইদ ইবনে হুনাইন (রা) বর্ণনা করেন। আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে সেটিকে তাতে (সম্পূর্ণ) ডুবিয়ে দাও। অতপর তাকে অবশ্যই বের করে ফেলে দাও। কেননা, তার এক ডানায় রোগ (জীবানু) থাকে। আর অপরটিতে থাকে তার প্রতিশেধক।

٣٠٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ غُفِرَ لِامْرَاَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلٰى رَاْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَاَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَلَهَا بِذٰلِكَ -

৩০৭৫. রসূলুল্লাহ (স) থেকে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, এক ব্যভিচারিনীকে কেবল এই কারণে ক্ষমা করে দেয়া হয় যে, সে যখন একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে কুকুরটি একটি কূপের পাশে বসে হাপাচ্ছিল। পানির পিপাসা

২৪. কারণ কামড়েছে একটি মাত্র পিঁপড়া। কিন্তু বাসা তো অনেকের।

তাকে আশু মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। সেই পতিতা নারী আপন মোজা খুলে উড়নার সাথে বাঁধল। তারপর (তা কূপে ছেড়ে দিয়ে) পানি তুলে আনল (এবং তাকে পান করাল)। এই কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হলো।

٣٠٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ صُوْرَةٌ -

৩০৭৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ঘরে কুকুর এবং (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সে ঘরে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করবে না।[২৫]

٣٠٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ -

৩০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।[২৬]

٣٠٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ اِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ اَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ -

৩০৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর রাখবে (পালন করবে) প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পেতে থাকবে। অবশ্য কৃষিকাজ এবং (গৃহপালিত) পশুপাল রক্ষার কাজে নিয়োজিত (শিকারী) কুকুর-এর ব্যতিক্রম।[২৭]

٣٠٧٩- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَنَ بْنَ اَبِىْ زُهَيْرٍ الشَّنُوِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لاَ يُغْنِىْ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطٌ - فَقَالَ السَّائِبُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ اِىْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ -

৩০৭৯. আসসায়েব ইবনে ইয়াযীদ, সুফইয়ান ইবনে আবু যুহাইর শানাভির (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালন করে, যদ্দারা না কৃষির উপকার হয়, না পশুপালনের, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কিরাত আমল হ্রাস পায়। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজেই কি তা রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এই কেবলার (কাবার) রবের কসম ; হাঁ।

---

২৫. তবে শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদির জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর রাখা জায়েয।

২৬. ক্ষতিকারক ও কামড়ায় এমন কুকুরই এখানে বুঝানো হয়েছে।

২৭. কিরাত-এর পরিমাণ আল্লাহ তাআলাই ভালো অবগত আছেন।

অধ্যায়-৩৪

كتاب الانبياء صلوات الله عليهم

(নবীগণের ইতিহাস)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আদম ও বনী আদম সৃষ্টির কাহিনী।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

كِتَابُ الاَنبِيَاء صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِمْ ١٥٩ قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّى اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ -

"এবং সেই সময়ের কথাও স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন ঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। তখন তারা বলল ঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করতে চান, যে সেখানে বিশৃংখলা সৃষ্টি এবং রক্তপাত করবে ? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও স্তুতিসহকারে তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা প্রকাশ করছি। উত্তরে আল্লাহ বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না। (আল বাকারা ঃ ৩০)

٣٠٨٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتّٰى الاٰنَ -

৩০৮০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তারপর আল্লাহ (আদমকে) বললেন, যাও এবং ফেরেশতাদলকে সালাম কর। ফেরেশতাগণ তোমার সালামের কিরূপ জবাব দেয়, মনোযোগ দিয়ে তা শোন। কেননা, এটিই হবে তোমার ও তোমার সন্তানদের সালামের রীতি।

অতপর আদম (ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে) আসসালামু আলাইকুম বললেন। ফেরেশতাগণ আসসালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে জবাব দিলেন। সালামের জবাবে তাঁরা ওয়ারাহমাতুল্লাহ শব্দ অতিরিক্ত যোগ করলেন।

যিনিই জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তিনিই আদমের আকার বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম আলাইহিস সালামের পরে (দৈর্ঘে-প্রস্থে) কমতে কমতে বনী আদম বর্তমান অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

٣٠٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ عَلٰى اَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ اِضَاءَةً لاَ يَبُوْلُوْنَ وَلاَ يَتَغَوَّطُوْنَ وَلاَ يَتْفِلُوْنَ وَلاَ يَمْتَخِطُوْنَ اَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الْاَلُوَّةُ الْاَنْجُوْجُ عُوْدُ الطِّيْبِ وَاَزْوَاجُهُمُ الْحُوْرُالْعِيْنُ عَلٰى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلٰى صُوْرَةِ اَبِيْهِمْ اٰدَمَ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِى السَّمَاءِ ـ

৩০৮১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে দল সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমা রাত্রের চাঁদের মত উজ্জ্বল। তারপর যে দল প্রবেশ করবে তাদের চেহারা হবে আকাশে দীপ্তিমান সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তারা না পেশাব করবে না পায়খানা। তাদের মুখে না আসবে থুথু, না বের হবে নাকের শ্লেষ্মা তাদের চিরুণী হবে স্বর্ণ নির্মিত, ঘাম হবে মেশকের (কস্তুরীর) মত সুগন্ধিযুক্ত। তাদের অংগারধানীতে থাকবে পাক পরিচ্ছন্ন চন্দন কাঠ। তাদের পত্নী হবেন ডাগর ডাগর কাজলকালো চক্ষুবিশিষ্টা হুরগণ। (জান্নাতবাসীরা) সবাই হবেন একমন একপ্রাণ। সবাই আদিপিতা আদমের দেহাকৃতি লাভ করবেন। আসমানের দিকে উচ্চতায় হবেন ষাট হাত দৈর্ঘ বিশিষ্ট।

٣٠٨١- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْاَةِ الْغُسْلُ اِذَا اِحْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ تَحْتَلِمُ الْمَرْاَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَبِمَا يُشْبِهُ الْوَلَدُ ـ

৩০৮২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম আরয করল, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ কখনো সত্য প্রকাশে লজ্জা করেন না। যদি মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে তাদের ওপর কি গোসল ফরয হয় ? তিনি বললেন, হাঁ, যখন নাপক পানি দেখতে পাবে। উম্মে সালামা (একথা শুনে) হাসতে লাগলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমন না হলে সন্তানের তার আকৃতি পাওয়ার কারণ কি ?

٣٠٨٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَلَغَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ مَقْدَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمِنْ اَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ اِلٰى اَبِيْهِ وَمِنْ اَىِّ شَىْءٍ يَنْزِعُ اِلٰى اَخْوَالِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبَّرَنِىْ بِهِنَّ اٰنِفًا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ

فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ وَاَمَّا الشَّبَهُ فِى الْوَلَدِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَشِىَ الْمَرْاَةَ فَسَبَقَهَا مَاؤُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَاِذَا سَبَقَ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهُتٌ اِنْ عَلِمُوْا بِاِسْلاَمِىْ قَبْلَ اَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُوْنِىْ عِنْدَكَ فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللّٰهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا اَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا اَخْبَرُنَا وَابْنُ اَخْبَرِنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالُوْا اَعَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَقَعُوْا وَفِيْهِ -

৩০৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে সালামের কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর মদীনা আগমনের খবর পৌঁছল, তখন তিনি রসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই, যা নবী ছাড়া আর কেউ অবগত নন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের প্রথম আলামত কি ? জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য—যা তাঁরা খাবেন—কি হবে ? কি কারণে সন্তান পিতার সাদৃশ্য ও আকৃতি লাভ করে আর কিসের প্রভাবে (কোন কোন সময়) মামাদের আকৃতি লাভ করে থাকে ? রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ জিবরাইল (আ) এইমাত্র আমাকে এ (তিনটি) ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তখন আবদুল্লাহ বললেন, সে তো ফেরেশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের দুশমন। রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন, আগুন হলো কিয়ামতের প্রথম আলামত—যা মানুষকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে (হাঁকিয়ে) নিয়ে যাবে। আর জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য যা তাঁরা খাবেন, তা হল মাছের কলিজার সর্বোত্তম অংশ। বাকি রইল সন্তানের সাদৃশ্যের কথা। তাহলো পুরুষ যখন আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তখন যদি তার বীর্য প্রথমে স্খলিত হয়ে যায়, তাহলে সন্তান তার আকৃতি পায়। আর যদি আগে স্ত্রীর বীর্যপাত হয়, তবে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ করে। (জবাব শুনে) আবদুল্লাহ বললেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! ইয়াহুদীরা হলো এক মিথ্যাচারী ও কুৎসা রটনাকারী জাতি। আমার ব্যাপারে আপনি তাদের জিজ্ঞেস করার আগে যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জেনে যায়, তাহলে তারা আপনার কাছে আমার কুৎসা গাইবে। অতপর ইয়াহুদীরা এসে গেল এবং আবদুল্লাহ ঘরে ঢুকে গেলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক। তারা জবাব দিল, তিনি আমাদের মধ্যে সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী পুত্র। আর আমাদের মাঝে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, (আচ্ছা) যদি আবদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তোমাদের অভিমত কি হবে ? তারা জবাব দিল, আল্লাহ এ থেকে তাঁকে রক্ষা করুন। আবদুল্লাহ হঠাৎ তাদের সামনে এসে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং (আরও) সাক্ষ

দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল। (এ ঘোষণা শুনে) তারা বলে উঠলো, সে আমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পুত্র। অতপর তারা তাঁর গীবত ও কুৎসা রটনায় লিপ্ত হলো।

٣٠٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ يَعْنِىْ لَوْ لاَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا ـ

৩০৮৪. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী (স) বলেছেন, যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে পচন ধরত না।[১] আর (মা) হাওয়া যদি না হতেন, তাহলে কোন নারীই তার স্বামীর খেয়ানত করত না

٣٠٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ ـ

৩০৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নারীদের সাথে উত্তম ও উপদেশপূর্ণ কথা বলো। কেননা, নারীজাতিকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে একেবারে ওপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। যদি তা সোজা করতে যাও, ভেঙে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তবে সবসময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাই বলবে।[২]

٣٠٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ (خَلْقُ) اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكًا بِاَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَاَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِىٌّ اَوْ سَعِيْدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ـ

৩০৮৬. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, সত্যবাদী ও সত্যের মূর্ত প্রতীক রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপাদান মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত জমাট বাঁধতে থাকে। তারপর তা অনুরূপভাবে (চল্লিশ দিনে) জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে রূপ নেয়। পুনরায়

১. বনী ইসরাইল আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে 'সালওয়া' নামক এক প্রকার পাখীর গোশত জমা করা শুরু করে। ফলে এ জমাকৃত গোশতে পচন ধরে। এই ঘটনা থেকেই গোশত পচনের সূত্রপাত হয়।

২. হাওয়াকে আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের একেবারে ওপরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা অধিক বাঁকা এবং কখনো সোজা করা যায় না। হাদীসে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তদ্রুপ (চল্লিশ দিন) গোশতের টুকরায় পরিণত হয়। অতপর আল্লাহ চারটি কথার নির্দেশসহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান। সে তার আমল, মৃত্যু, রিযিক এবং পাপিষ্ঠ হবে না-কি নেক্কার, এসব লিখে দেয়। এরপর তার মধ্যে 'রূহ' ফুঁকে দেয়া হয়। (জন্মের পর) এক ব্যক্তি একজন জাহান্নামীর ন্যায় ক্রিয়াকান্ড করতে থাকে। এমন কি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক হাতের ব্যবধান রয়ে যায়। এমনি মুহূর্তে তার (নিয়তির) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জান্নাতবাসীদের অনুরূপ আমল (কাজকর্ম) করে যায় এবং (পরিণতিতে) জান্নাতে প্রবেশ করে। আর এক ব্যক্তি (শুরুতে) জান্নাতবাসীরই অনুরূপ আমল করে। এমনিভাবে তার ও জান্নাতের মাঝেখানে মাত্র এক হাতের দূরত্ব থেকে যায়। এমনি সময় তার ওপর তার (ভাগ্যের) লিখন এগিয়ে আসে। তখন সে জাহান্নামীদের অনুরূপ কাজকর্ম শুরু করে দেয়। (ফলে) সে জাহান্নামী হয়।

٣٠٨٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ فِى الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ اَذَكَرٌ يَا رَبِّ اُنْثٰى يَا رَبِّ شَقِيٌّ اَمْ سَعِيْدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْاَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذٰلِكَ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ ـ

৩০৮৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা মোতায়েন করে রেখেছেন। ফেরেশতাটি বলেন, ইয়া রব, এখনো তো ভ্রূণ মাত্র। হে পরওয়ারদিগার, এখন জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডে পরিণত হয়েছে। হে প্রতিপালক এবার গোশতের টুকরায় পরিণত হয়েছে। তারপর আল্লাহ যখন তাকে পয়দা করতে চাইবেন, তখন ফেরেশতাটি বলবে, হে আমার রব, (সন্তানটি) ছেলে হবে না মেয়ে ? হে আমার রব, পাপী হবে না নেক্কার ? তার রিযিক কি পরিমাণ হবে ? তার আয়ু কত হবে ? অতএব এভাবে (সবকিছু) তার মাতৃগর্ভেই লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়।

٣٠٨٨- عَنْ اَنَسٍ يَرْفَعُهُ اَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ لِاَهْوَنِ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ اَنَّ لَكَ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَىْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِىْ بِهٖ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَاَلْتُكَ مَا هُوَ اَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَاَنْتَ فِىْ صُلْبِ اٰدَمَ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِىْ فَاَبَيْتَ اِلَّا الشِّرْكَ ـ

৩০৮৮. আনাস (রা) সরাসরি রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে লঘুদন্ড ও সহজ আযাব ভোগকারীকে জিজ্ঞেস করবেন, যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ (এখন) তোমার হাসিল হয়ে যায়, তাহলে এ আযাবের বিনিময়ে তুমি কি তা সব দিয়ে দেবে ? সে জবাব দেবে–হাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, যখন তুমি আদমের পৃষ্ঠদেশে ছিলে, আমি তোমার থেকে এর চেয়েও অতি সহজ একটি জিনিস চেয়েছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। কিন্তু তুমি (তা মানতে) অস্বীকার করলে এবং শিরকে লিপ্ত হলে।

٣٠٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا اِلَّا كَانَ عَلَى اِبْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهٗ اَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ـ

৩০৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখনি কোন ব্যক্তিকে নাহক হত্যা করা হয়, তখনি তার এ খুনের গোনাহর একটি অংশ আদমের বড় ছেলে (কাবীল)-এর ওপরও বর্তায়। কেননা, সে-ই প্রথম হত্যার রীতি চালু করে।[৩]

২-অনুচ্ছেদ ঃ রূহ (আত্মা) হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়।

আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সমস্ত রূহ হচ্ছে সমাবেশকৃত সৈন্য বাহিনীর ন্যায়। সেখানে যেসব রূহের মধ্যে (একমনা হওয়ার কারণে) পরস্পর পরিচয় হয়েছিল, এখানেও তাদের মাঝে পরস্পর বন্ধুত্ব জন্মে। আর সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর (একমনা না হওয়ার) পরিচয় হয়নি, এখানেও তাদের মধ্যে অনৈক্য ও অসদ্ভাব থাকবে।[৪]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ "এবং আমরা নূহ-কে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম----"

٣٠٩٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّى لَاُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ وَلٰكِنِّى اَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ -

৩০৯০. ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) (একদা) এক জনসমাবেশে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর উপযুক্ত পরিমাণ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আমি এর সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছি। প্রত্যেক নবীই এ দাজ্জাল সম্পর্কে নিজ নিজ জাতিকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। নূহও তাঁর জাতিকে (দাজ্জালের) ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন এক কথা বলছি, যা কোন নবী তাঁর জাতিকে জানাননি। (তাহলো) তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয়ই দাজ্জাল হবে কানা (এক চক্ষুহীন), আর আল্লাহ কানা নন।

٣٠٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهٖ نَبِىٌّ قَوْمَهُ اِنَّهُ اَعْوَرُ وَاِنَّهُ يَجِىْءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِىْ يَقُوْلُ اِنَّهَا الْجَنَّةُ هِىَ النَّارُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمْ كَمَا اَنْذَرَ بِهٖ نُوْحٌ قَوْمَهُ -

---

৩. জগতে যে ব্যক্তিই কোন অন্যায়, যুলুম, হারাম ইত্যাদির গোনাহর রীতি প্রথম চালু করবে, কিয়ামত পর্যন্ত যারা ঐ গোনাহে লিপ্ত হবে তাদের সবার সমপরিমাণ গোনাহ ঐ রীতি চালুকারীর আমলনামায় গিয়ে জমা হবে। এ হাদীসই তার প্রমাণ।

৪. হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মানুষের রূহ আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছিল, সুতরাং রূহসমূহ পরস্পরের সাথে পরিচিত ছিল। যে সকল লোকের রূহের মধ্যে সেখানে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এখানেও পার্থিব জগতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হবে। আর যাদের রূহের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ছিল না ইহজগতেও তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক হবে না।

৩০৯১. আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন কথা বলে দেব না যা কোন নবী তাঁর জাতিকে বলেননি ? (তাহলো) নিশ্চয়ই সে একচক্ষু বিশিষ্ট এবং সে নিজের সাথে করে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ (নকল দু'টি জান্নাত ও জাহান্নাম) নিয়ে আসবে। অথচ যাকে সে বলবে এটি জান্নাত, প্রকৃতপক্ষে সেটিই হবে জাহান্নাম। আমি তোমাদেরকে (দাজ্জাল সম্পর্কে) ঠিক তেমনিই ভয় প্রদর্শন করছি যেমনি ভয় দেখিয়েছিলেন নূহ তাঁর জাতিকে।

٣٠٩٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِىْ نُوْحٌ وَاُمَّتُهُ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ فَيَقُوْلُ لاُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِىٍّ فَيَقُوْلُ لِنُوْحٍ مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ ﷺ وَاُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ اَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ -

৩০৯২. আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (হাশরের দিন) নূহ এবং তার উম্মতেরা (আল্লাহর দরবারে) হাযির হবেন। আল্লাহ (নূহকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (যথাযথভাবে আমার পয়গাম) পৌঁছিয়েছ ? তিনি জবাব দিবেন, হাঁ, হে পরওয়ারদিগার ! তখন আল্লাহ তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞেস করবেন, নূহ কি তোমাদেরকে (আমার পয়গাম) পৌঁছিয়েছে। তারা বলবে, না, আমাদের কাছে কোন নবীই আসেননি। অতপর আল্লাহ নূহকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার পক্ষে কে সাক্ষ দেবে ? নূহ বলবেন, মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর উম্মত। [রসূলুল্লাহ (স) বলেন] তখন আমরা সাক্ষ দেব, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছিয়েছেন। আর এটিই আল্লাহর (এই) বাণীর তাৎপর্য যে, এবং এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানিয়েছি, যেন তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর সাক্ষ্যদাতা হতে পার।

٣٠٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ اِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ اَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُوْنَ بِمَنْ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَتَدْنُوْ مِنْهُمُ الشَّمْسُ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَلاَ تَرَوْنَ اِلٰى مَا اَنْتُمْ فِيْهِ اِلٰى مَا بَلَغَكُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ اِلٰى رَبِّكُمْ فَيَقُوْلُ بَعْضُ النَّاسِ اَبُوْكُمْ اٰدَمُ فَيَاْتُوْنَهُ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اٰدَمُ اَنْتَ اَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ وَاَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوْا لَكَ وَاَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلاَ تَرٰى مَا نَحْنُ

فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي اِذْهَبُوا اِلَى غَيْرِي اِذْهَبُوا اِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ اَنْتَ اَوَّلُ الرُّسُلِ اِلَى اَهْلِ الاَرْضِ وَسَمَّاكَ اللّٰهُ عَبْدًا شَكُورًا اَمَا تَرَى اِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ اَلاَ تَرَى اِلَى مَا بَلَغَنَا اَلاَ تَشْفَعُ لَنَا اِلَى رَبِّكَ فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي اِئْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَيَأْتُونِي فَاَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَسَلْ تُعْطَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لاَ اَحْفَظُ سَائِرَهُ ـ

৩০৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে এক দাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে রান্না করা (খাসীর সামনের) বাহু পেশ করা হল। এটা ছিল তাঁর অতীব প্রিয়। তিনি সেখান থেকে এক টুকরা খেলেন এবং বললেন, আমি হাশরের দিন সমগ্র মানবজাতির নেতা হব। তোমরা কি জান, কিভাবে আল্লাহ (হাশরের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে একটি বিশাল সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। (এমনভাবে সমবেত করবেন) যেন একজন দর্শক তাদের সবাইকে দেখতে পায় এবং আহবানকারীর ডাক সকলের কাছে পৌছায়। সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। তখন কোন কোন লোক বলবে, তোমরা কি লক্ষ করোনি যে, কি অবস্থায় আছ এবং কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছ ? তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে খুঁজে দেখবে না, যিনি তোমাদের রবের কাছে তোমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন ? অপর কিছু লোক বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম আছেন, (তাঁর নিকট চল)। অতপর সবাই তাঁর কাছে যাবে এবং বলবে, হে আদম, আপনি সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় রূহ আপনার মধ্যে ফুঁকেছেন, ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন, (সে অনুযায়ী) তারা সবাই আপনাকে সিজদাও করেছে এবং আপনাকে তিনি জান্নাতে বসবাস করতেও দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করবেন না ? আপনি কি দেখেন না, আমরা কি অবস্থায় আছি এবং কত কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? তখন আদম বলবেন, আজ আমার রব (গোনাহগারদের প্রতি) এত রাগান্বিত হয়েছেন যে, এর পূর্বে কখনও এমনটি হননি। আর পরেও হবেন না। (ইহা ছাড়া) তিনি আমাকে বৃক্ষটি থেকে (ফল খেতে) নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি (তাঁর) নাফরমানী করেছি। এখন আমার নিজেরই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী অবস্থা। তোমরা অন্য কারো কাছে যাও। (হাঁ) নূহের কাছে চলে যাও। তখন সবাই নূহের কাছে যাবে এবং বলবে, হে নূহ, পৃথিবীবাসীদের প্রতি আপনিই ছিলেন প্রথম রসূল। আল্লাহ আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দাহ' খেতাব দিয়েছেন। আপনি কি দেখেন না আমারা কি অবস্থায় আছি ? আপনি লক্ষ করছেন না, আমরা কত দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছি ? আপনি কি আপনার প্রভুর কাছে আমাদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন না ? তখন তিনি বলবেন, আজ আমার প্রভু এমন রাগান্বিত হয়েছেন যেমনটি এর আগে আর কখনও হননি আর পরেও কখনও হবেন না।

এখন আমার নিজেরই 'ইয়া নাফসী', 'ইয়া নাফসী' অবস্থা। তোমরা নবী (মুহাম্মাদ) (স)-এর কাছে যাও। তখন তারা আমার কাছে আসবে। আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মাদ, মাথা উঠাও, শাফায়াত করো, তোমার শাফায়াত কবুল করা হবে। তুমি চাও তোমাকে দেয়া হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে উবায়েদ বলেন, পুরো হাদীসটি (অর্থাৎ হাদীসের বাকী অংশ) আমি মুখস্ত রাখতে পারিনি।

٣٠٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ ـ

৩০৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (স) فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আয়াতটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কিরায়াতের অনুরূপই তিলাওয়াত করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلاَ تَتَّقُوْنَ اَتَدْعُوْنَ بَعْلاً وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ـ فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ـ اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ـ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ـ سَلاَمٌ عَلٰى اِلْ يَاسِيْنَ ـ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ـ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আর ইলিয়াসও নিসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিলেন। স্মরণ কর, সে যখন নিজের জাতির লোকদের বলেছিল, তোমরা কি (আল্লাহকে) ভয় কর না ?" ..... ইলিয়াসের প্রতি সালাম। নেক আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি। বাস্তবিকই সে মুমীন বান্দাহগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস থেকে উল্লেখ রয়েছে যে, ইলিয়াস ছিলেন ইদরীস (আ) নিজেই (অর্থাৎ তাঁর অপর নাম)।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ইদরীস (আ)-এর কাহিনী। তিনি হযরত নূহের (আ) পিতার দাদা ছিলেন এবং এও বলা হয় যে, হযরত নূহের (আ) দাদা ছিলেন।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا **"এবং আমি তাকে (ইদরীসকে) খুব উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করেছি।"**

٣٠٩٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جَاءَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ اِفْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ مَعِيَ مُحَمَّدٌ قَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَاَفْتَحْ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ فَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى

فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِىْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَقِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى ثُمَّ عَرَجَ بِىْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا اِفْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ وَلَمْ يُثْبِتْ لِىْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَاِبْرَاهِيْمَ فِى السَّادِسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ عِيْسٰى ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى اَسْمَعُ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَلَىَّ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى اَمُرَّ بِمُوْسٰى فَقَالَ مُوْسٰى مَاالَّذِىْ فُرِضَ عَلٰى اُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَرَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّىْ فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ ثُمَّ انْطَلَقَ حَتّٰى اَتَى السِّدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ ثُمَّ اُدْخِلْتُ (الْجَنَّةَ) فَاِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ ـ

৩০৯৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু যার (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ (মিরাজের রজনীতে) যখন আমি মক্কায় ছিলাম। আমার ঘরের ছাদ উন্মুক্ত হয়ে গেল। অতপর জিবরাইল এলেন এবং আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তা ধুইলেন। অতপর হিকমত ও ঈমান ভর্তি একখানা সোনার তশ্‌তরী আনলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিলেন। এরপর আমার বুক সেলাই করে পূর্বের মত করে দিলেন। অতপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে আসমানের দিকে উঠিয়ে নিলেন। যখন দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে পৌছলেন, তখন জিবরাইল আসমানের দ্বাররক্ষীদের বললেন, (দরজা) খুলুন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করলেন, কে ? জবাব দিলেন, (আমি) জিবরাইল। দ্বাররক্ষী জানতে চাইলেন, আপনার সাথে আর কেউ আছেন কি ? বললেন, মুহাম্মাদ (স) আমার সাথে আছেন। দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করলেন, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। অতপর দরজা খোলা হল। যখন আমরা আসমানের ওপর পৌছলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক ব্যক্তির ডানে একদল লোক এবং বামেও একদল লোক। তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসতে থাকেন, আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদতে থাকেন। (আমাকে দেখে) তিনি বললেন, মারহাবা ! নেক নবী এবং সুসন্তান ! আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল ! ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি আদম। আর তাঁর ডান ও বামের এসব লোকগুলো হল তাঁর সন্তান সন্ততিদেরই রূহসমূহ। এদের মধ্যে ডান দিকের গুলো হল জান্নাতবাসী আর বাম দিকের লোকগুলো হল জাহান্নামবাসী। (এ জন্য) যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরও উর্ধে আরোহণ করলেন। এমনকি দ্বিতীয় আসমানে পৌছে গেলেন। তখন তিনি এ আসমানের দ্বাররক্ষীকে বললেন, দরজা খুলুন। দ্বাররক্ষী তখন তাঁকে প্রথম (আসমানের) দ্বাররক্ষী যেমনটি প্রশ্ন করছিলেন, ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করলেন। অতপর তিনি দরজা খুলে দিলেন।

আনাস (রা) বলেন, আবু যার উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) আসমানগুলোতে ইদরীস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীমের সাক্ষাত পেয়েছেন । তাদের কার কি মর্যাদা ছিল, আবু যার তা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শুধু এতটুকুই উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে আদমের এবং ষষ্ঠ আসমানে ইবরাহীমের দেখা পেয়েছেন।

আনাস বলেন, যখন জিবরাইল (আ) [নবী (স) সহ] ইদরীসের পাশ দিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন ইদরীস বলেছিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা ! [নবী (স) বলেন] আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিবরাইল বললেন, ইনি ইদরীস। অতপর মূসার নিকট দিয়ে অগ্রসর হলাম, তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই ! মারহাবা। আমি জানতে চাইলাম ইনি কে ? জিবরাইল বললেন, ইনি মূসা। তারপর ঈসার পাশ দিয়ে অগ্রসর হলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী ও নেক ভাই ! মারহাবা। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? জিবরাইল জবাব দিলেন, ইনি ঈসা। তারপর ইবরাহীমের পাশ দিয়ে গমন

করলাম। তিনি বললেন, হে নেক নবী এবং সুসন্তান, মারহাবা। বললাম, ইনি কে ? জবাব দিলেন, ইনি ইবরাহীম।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, আমাকে ইবনে হাযম জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস ও আবু হাইয়্যা আনসারী বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন, অতপর জিবরাইল আমাকে উর্ধে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত এক সমতল স্থানে গিয়ে পৌছলাম, যেখান থেকে কলমসমূহের খশ্‌খশ্‌ আওয়াজ শুনছিলাম।

ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। এ নির্দেশ নিয়ে আমি ফিরে চললাম। যখন মূসার পাশ দিয়ে যেতে থাকলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনার উম্মতের ওপর কি ফরয করেছেন ? বললাম, তাদের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে। মূসা বললেন, আপনার প্রভুর কাছে গিয়ে (কমাবার জন্য) আরয করুন। কেননা, আপনার উম্মতের এত শক্তি নেই। তখন আমি ফিরে গেলাম আমার মাবুদের নিকট এবং (নামায কমিয়ে দেয়ার) আবেদন জানালাম। তিনি এর অর্ধেক কমিয়ে দিলেন। আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রভুর কাছে পুনরায় আবেদন করুন এবং তিনি পূর্বের অনুরূপ (কথা আবার) উল্লেখ করলেন। তখন তিনি এর অর্ধেক মাফ করে দিলেন। আবার আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম এবং তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি বললেন, আপনার রবের নিকট আবার গিয়ে আরয করুন। আমি (তা) করলাম। তখন আল্লাহ তাআলা এর এক অংশ মাফ করে দিলেন। আমি আবার মূসার নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে (তা) জানালাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রভুর কাছে আরয করুন। কেননা, আপনার উম্মত এত (এতটুকু আদায়েরও) শক্তি রাখে না। অনন্তর আমি আবার ফিরে গেলাম এবং আমার প্রভুর দরবারে আবার আরয করলাম। তখন তিনি বললেন, এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায (বাকি রইল) কিন্তু তা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমকক্ষ (হবে)। কেননা, আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতপর আমি মূসার কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, আবার গিয়ে আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করুন। আমি বললাম, (এবার তো) প্রতিপালকের সম্মুখীন হতে আমার লজ্জা করছে। কাজেই আমি চললাম। শেষ পর্যন্ত জিবরাইল আমাকে সাথে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় এসে পৌছলেন। এমন অপরূপ রঙ-এ তা পরিপূর্ণ (দেখলাম) যা ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখলাম এর ইট পাথর হচ্ছে মতি নির্মিত এবং এর মাটি হচ্ছে মেশ্‌ক। (কস্তুরীর মত সুগন্ধযুক্ত)

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ **"এবং আদ জাতির প্রতি তাদেরই ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম" (৭ ঃ ৬৫)**

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ..... كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ-

"স্মরণ কর, যখন তিনি (হুদ) আহকাফ অঞ্চলে বসবাসকারী অপর জাতিকে সতর্ক করলেন-----এমনিভাবেই আমি অপরাধী জাতিদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"

(৪৬ ঃ ২১-২৫)

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার মহাবাণী ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (الحاقه ٨-٦)

"আর আদকে (জাতিকে) ধ্বংস করা হয়েছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতে। আল্লাহ তাআলা তা ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাদের ওপর চাপিয়ে রেখেছিলেন। (তুমি সেখানে থাকলে) দেখতে পেতে যে, তারা সেখানে এমনভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কান্ডসমূহ পড়ে থাকে। এখানে তাদের মধ্য থেকে কেউ অবশিষ্ট আছে বলে দেখতে পাও কি ?"(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৬-৮)

٣٠٩٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَاَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ قَالَ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ نُعْمٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْاَرْبَعَةِ الْاَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمَجَاشِعِيِّ وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ اَحَدِ بَنِيْ كِلاَبٍ فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ قَالُوْا يُعْطِيْ صَنَادِيْدَ اَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ اِنَّمَا اَتَاَلَّفُهُمْ فَاَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتِيُ الْجَبِيْنِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوْقٌ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ اِذَا عَصَيْتُ اَيَاْمَنُنِيَ اللّٰهُ عَلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَلاَ تَاْمَنُوْنِيْ فَسَاَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ اَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ فَمَنَعَهُ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ اِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا اَوْ فِيْ عَقِبِ هٰذَا قَوْمٌ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ مُرُوْقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُوْنَ اَهْلَ الْاِسْلاَمِ وَيَدَعُوْنَ اَهْلَ الْاَوْثَانِ لَئِنْ اَنَا اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ ـ

৩০৯৬. ইবনে আব্বাস বর্ণন করেছেন, নবী (স) বলেছেন, (খন্দকের যুদ্ধের সময়) ভোরের হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং দাবুর (এক প্রকারের ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা মরু বায়ু) দ্বারা 'আদ জাতি'কে ধ্বংস করা হয়েছে।

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) নবী (স)-এর নিকট কিছু স্বর্ণের টুকরা পাঠালেন। তিনি তা চার ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (এই চার ব্যক্তি হলেন,)

আকরা ইবনে হাবিস আল হানযালী—যিনি মাজাশিয়ী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, উয়াইনা ইবনে বদর আল ফারাযী, যায়েদ আত তাঈ যিনি বনু নাবহান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আলকামা ইবনে উলাসা আল আমেরী—যিনি বনু কিলাবের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে কুরাইশ ও আনসারগণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলতে লাগলেন, তিনি (স) নজদবাসীদের নেতৃবৃন্দকে দিচ্ছেন আর আমাদেরকে উপেক্ষা করছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তো তাদের (ইসলামের দিকে আকর্ষণ করার জন্য) মনোরঞ্জন করছি। তখন এক ব্যক্তি সামনে (এগিয়ে) আসল, যার চক্ষুদ্বয় কোটরাগত, গন্ডদ্বয় ঝুলে পড়া, কপাল উঁচু, দাড়ী ঘন এবং মাথা মুড়ানো ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ ! আল্লাহকে ভয় কর। তিনি জবাব দিলেন, আমিই যদি নাফরমানী করি, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করবে কে ? আল্লাহ আমাকে দুনিয়াবাসীর ওপর আমানতদার বানিয়েছেন। আর তোমরা আমাকে আমানতদার মনে করো না ? তখন তাঁর কাছে জনৈক ব্যক্তি একে হত্যা করার অনুমতি চাইল। (আবু সাঈদ বলেন) আমার ধারণা, এ ব্যক্তি খালিদ ইবনে ওয়ালীদ ছিলেন। কিন্তু নবী (স) তাঁকে নিষেধ করেন। (অভিযোগকারী) লোকটি যখন ফিরে চলে গেল, তখন নবী (স) বললেন ঃ এ ব্যক্তির বংশে অথবা এ ব্যক্তির পরে এমন একদল লোকের উদ্ভব হবে—যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন থেকে তারা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তারা হত্যা করবে ইসলামের অনুসারীদেরকে, আর মুক্তি ও অব্যাহতি দেবে মূর্তিপুজারীদেরকে। যদি আমি ততদিন বাঁচি তাহলে আদ জাতির মতো অবশ্যই তাদের হত্যা করবো।

٣٠٩٧- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَا فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

৩০৯৭. আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (স) থেকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ কে (মশহুর কিরাআত অনুযায়ী) পড়তে শুনেছি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনী।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ **"নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ (জাতি) জগতে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী।"**

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ..... سَبَبًا **"(হে নবী) আপনার নিকট যুলকারনাঈন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। .... উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে** سَبَبًا **শব্দটির অর্থ হলো চলাচলের পথ ও রাস্তা।**

যুলকারনাঈন সম্পর্কে কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ .....

"(হে যুলকারনাঈন !) লোহার পাত আমার কাছে আন।" এখানে زُبَر **শব্দটি বহুবচন। এর এক বচন হচ্ছে** زُبْرَةٌ **আর এর অর্থ হচ্ছে টুকরা।**

এ বিষয়ে আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ـ

"শেষ পর্যন্ত যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণরূপে ভরে দিল, তখন লোকদেরকে বলল, এখন তাতে ফুঁক দিতে থাক। শেষ পর্যন্ত যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হল, তখন সে বলল, তোমরা গলিত সীসা আন, আমি তা-এর ওপর ঢেলে দেব।"

এ আয়াতে الصرفين শব্দের অর্থে ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, এর দ্বারা দু'টি পর্বতের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ সূরারই অন্যত্র বর্ণিত والسدين শব্দের অর্থও দু'টি পাহাড়। আর قطرا শব্দের ব্যাখ্যায় লৌহগলিত পদার্থের কথাও বলা হয়। আর তার রং হলুদ হবার কথাও বলা হয়। ইবনে আব্বাস এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে তাম্রগলিত পদার্থ।

আল্লাহ উক্ত সূরাতে আরো বলেন ঃ

فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهُ نَقْبًا قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ـ

"এরপর ইয়াজুজ ও মাজুজ এ প্রাচীর অতিক্রম করতে পারল না। আর তাতে সুড়ংগ কাটতেও পারল না। যুলকারনাঈন বলল, এ হচ্ছে আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ! আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি যখন এসে উপস্থিত হবে, তখন এসব ধূলিস্মাত করে দেবেন।"

আর دكاء মানে ধূলিস্মাত করে দেবেন। অর্থাৎ মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। মানে মাটির সমান হয়ে যাবে। এ থেকেই বলা হয় ناقة دكاء অর্থাৎ যে উটের পিঠে কুঁজ নেই। জমিনের সমতল উপরিভাগের মতই তা সমান হয়ে আছে এবং কোথাও তা উপরের দিকে উঁচু হয়ে নেই। "এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই সত্য।"

এ সূরায়ে আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ ـ

"আর সেদিন আমি তাদের অনেককে ছেড়ে দেবো, তারা অনেকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তরঙ্গের মতো।"

অপর এক সূরায় আল্লাহ বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ـ

"শেষ পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারা উচ্চস্থান (পাহাড়-পর্বত) হতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে আসবে।"

কাতাদাহ বলেছেন, حدب অর্থ টিলা। জনৈক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে আরজ করল, আমি নকশীদার চাদরের ন্যায় যুলকারনাঈনের প্রাচীর দেখেছি। নবী (স) বললেন, তাহলে তুমি তা দেখেছ।

٣٠٩٨- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ اِبْنَةِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِىَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعِهِ الاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ اِبْنَةُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ -

৩০৯৮. (উম্মুল মুমিনীন) উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (উম্মুল মুমিনীন) যয়নাব বিনতে জাহশ থেকে বর্ণনা করেন, নবী (স) ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর (যয়নাবের) ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ! আরবের লোকদের সেই বিপদ হতে অনিষ্ট অনিবার্য যা অত্যাসন্ন হয়ে এসেছে। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র হয়ে গেছে। (এ কথা বলবার সময়) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলী বুড়ো আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে গোলাকৃতি করে (ছিদ্রের পরিমাণ) দেখালেন। যয়নাব বিনতে জাহশ বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মাঝে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকেরা বেঁচে থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, যখন ঘৃণ্য ও গোনাহের কার্যকলাপ অধিকমাত্রায় বেড়ে যাবে।

٣٠٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ فَتَحَ اللّٰهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلَ هٰذَا وَعَقَدَ بِيَدِهِ تِسْعِيْنَ -

৩০৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজের প্রাচীরে এই পরিমাণ ছিদ্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (এই বলে) তিনি আপন শাহাদাত অঙ্গুলীর মাথা বুড়ো আঙ্গুলের গোড়ায় লাগিয়ে ছিদ্রের পরিমাণ দেখালেন।

٣١٠٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِىْ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَمِاءَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهُ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَاهُمْ بِسُكَارٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ اَلْفٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا

رُبُعَ اَهْـلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ اَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ مَاَانْتُمْ فِىْ النَّاسِ اِلاَّ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِى جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ -

৩১০০. আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, (হাশরের দিন) আল্লাহ তাআলা ডাকবেন, হে আদম ! তিনি আরজ করবেন, আমি হাজির আছি, সৌভাগ্যবান হয়েছি এবং সব রকমের কল্যাণ আপনার হাতেই নিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম জিজ্ঞেস করবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত ? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষদেরকে নেশাগ্রস্ত উন্মাদ ও মাতালের মতো দেখতে পাবে। অথচ আসলে তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাবই ভয়ঙ্কর। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (হাজার প্রতি মাত্র একজন জান্নাতী) সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন ? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। কেননা, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং এক হাজারের বাকি (নয় শত নিরানব্বই জন) ইয়াজুজ মাজুজ হবে। তারপর তিনি বললেন, যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম, আমি আশা করি, তোমরা (যারা আমার উম্মত তারা) সমস্ত জান্নাতবাসীর চার ভাগের এক ভাগ হবে। (আবু সাঈদ বলেন) আমরা (সাহাবীরা এই সুখবর শুনে) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। (এ কথা শুনে) আমরা পুনরায় তাকবীর ধ্বনি দিলাম। নবী (স) পুনরায় বলেন, আমি আশা করি, সমস্ত জান্নাতবাসীর তোমরাই অর্ধেক হবে। আমরা এবারও তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের মুকাবিলায় এমন—যেমন সাদা বলদের গায়ে কতিপয় কালো পশম কিংবা কালো বলদের গায়ে কতিপয় সাদা লোম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ وَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً **"এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে খলিল (দোস্ত) বানিয়েছেন।" মহান আল্লাহর কালাম ঃ** اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ **"নিশ্চয়ই ইবরাহীম আল্লাহর প্রতি পূর্ণ অনুগত উম্মত ছিলেন।"**

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ **"নিশ্চয়ই ইবরাহীম হৃদয়বান ও ধৈর্যশীল ছিলেন।" আবু মাইসারা বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় দয়ালু ও দয়াবানকে** اواه **বলা হয়।**

٣١٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَاْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَاَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِىْ يُـؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اَصْحَابِىْ اَصْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْحَكِيْمُ -

৩১০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদেরকে হাশরের ময়দানে নগ্ন পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনা বিহীন অবস্থায় হাযির করা হবে। অতপর তিনি (একথার প্রমাণ হিসেবে) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন ঃ "আমি প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই পুনরায় সৃষ্টি করব। এটি আমার অটল ওয়াদা (এর বাস্তবায়ন) আমার ওপর অপরিহার্য। আমি তা (পূরণ) করবই।" আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাঁকে কাপড় পরানো হবে তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)। আর (সেদিন) আমার আসহাবগণের কয়েকজন লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে (অর্থাৎ জাহান্নামের পথে) নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলব, (এরা তো) আমার আসহাব আমার আসহাব। এ সময় আল্লাহ তাআলা বলবেন, যখন আপনি তাদের থেকে চির বিদায় নেন, তখন এরা তাদের পূর্ব ধর্ম মতে ফিরে যায়।[৫] তখন আমি বলব, যেমন বলেছিলেন, আল্লাহর প্রিয় নেকবান্দা। [ঈসা আলাইহিস সালাম] হে আল্লাহ ! আমি যতদিন তাদের মাঝে বর্তমান ছিলাম, ততদিন আমি তাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণকারী ছিলাম। যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন, তখন আপনিই ছিলেন তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষকারী। আপনি তো সব কিছুর ওপর প্রত্যক্ষদর্শী। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন (তা দিতে পারেন) কেননা, এরা আপনারই গোলাম। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, (তাও করতে পারেন) কারণ, আপনি মহা ক্ষমতাবান এবং মহা প্রজ্ঞার অধিকারী।

٣١٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ غَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِىْ فَيَقُوْلُ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لاَ اَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِىْ اَنْ لاَ تُخْزِيَنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاَىُّ خِزْىٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ يَا اِبْرَاهِيْمُ مَاتَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقٰى فِىْ النَّارِ -

৩১০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম কিয়ামতের দিন তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা কালিমাযুক্ত ও ধূলা বালি মাখা থাকবে। ইবরাহীম তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়ায়) বলিনি যে, আমার নাফরমানী করবেন না ? তখন তাঁর পিতা বলবেন, আজ আর তোমার কথা অমান্য করব না। অতপর ইবরাহীম (আল্লাহর নিকট) ফরিয়াদ করবেন, হে প্রভু, আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। (আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত) আমার পিতার অপমানের চাইতে অধিক অপমান আমার জন্য আজ আর কি হতে পারে ? আল্লাহ তখন বলবেন, আমি চিরতরে কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম ! তোমার পদতলে কি ?

৫. এখানে রসূল (স)-এর কোন বিখ্যাত বা পরিচিত সাহাবী উদ্দেশ্য নয়। বরং সে যুগের গ্রামীণ আরবের কিছু লোক, যারা রসূলের ইন্তিকালের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, তাদের দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তখন তিনি নীচের দিকে তাকাবেন, হঠাৎ দেখতে পাবেন, সেখানে (তাঁর পিতার স্থানে) সর্বশরীরে ঘৃণ্য রক্তমাখা একটি মুর্দার খোর জানোয়ার পড়ে রয়েছে। তার চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারা হবে।[৬]

٣١٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ اَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوْا اَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةُ هٰذَا اِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرٌ لَهُ يَسْتَقْسِمُ -

৩১০৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাতে ইবরাহীম ও মরিয়মের ছবি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, কুরাইশদের কি হল ? অথচ তারা তো শুনতে পেয়েছে যে, যে ঘরে কোন (প্রাণীর) ছবি থাকবে, সেখানে ফেরেশতাগণ ঢুকেন না। এটি ইবরাহীমের ছবি বানান হয়েছে। তাও আবার তিনি ভাগ্যের বাণ নিক্ষেপরত অবস্থায় অথচ তিনি এর থেকে মুক্ত।

٣١٠٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَاَى الصُّوَرَ فِى الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتّٰى اَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ وَرَاٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِاَيْدِيْهِمَا الْاَزْلاَمُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْاَزْلاَمِ قَطُّ -

৩১০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (স) কাবা ঘরে ছবিসমূহ দেখতে পেলেন, তখন যে পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তা মিটিয়ে ফেলা না হল, সে পর্যন্ত তিনি তাতে ঢুকলেন না। তিনি দেখতে পেলেন, ইবরাহীম ও ইসমাঈলের হাতে ভাগ্য নির্ধারণের তীর। অতপর নবী (স) ইরশাদ করলেন, কুরাইশদের ওপর আল্লাহ লানত করুন ! আল্লাহর কসম ! তারা দু'জন কখনো ভাগ্য নির্ধারণের তীর নিক্ষেপ করেননি।[৭]

٣١٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَمَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنَ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন, [একদা রসূলুল্লাহ (স)-কে] জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল ! মানুষের মধ্যে সব চেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি জবাব দিলেন, যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকি। লোকেরা বলল, আমরা তো এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তাহলে (সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি) আল্লাহর নবী

---

৬. এভাবে আযরের আকৃতির বিবর্তন ঘটিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবরাহীম (আ)-কে অপমান হতে বাঁচান হবে।

৭. আরবের রীতি ছিল, কেউ কোন কাজে বা সফরে বের হলে সে তীর দ্বারা কাজের শুভাশুভ নির্ণয় করত। এসব তীরে শুভ বা অশুভ সূচক কথা লেখা থাকত। এটা ইসলামে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

ইউসুফ ইবনে আল্লাহর নবী (ইয়াকুব) ইবনে আল্লাহর নবী (ইসহাক) ইবনে আল্লাহর নবী (ইবরাহীম) খলীলুল্লাহ। তারা বলল, আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করিনি। তখন তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের গোত্র ও গোষ্ঠীসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছ? জাহেলিয়াতের (প্রাক ইসলামের) যুগে তাদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তিনিই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল যখন তিনি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করেন।

٣١٠٦- عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَانِى اللَّيْلَةَ اٰتِيَانِ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ طَوِيْلٍ لاَ اَكَادُ اَرٰى رَأْسَهُ طُوْلاً وَاِنَّهُ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ -

৩১০৬. সামুরাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আজ রাতে (স্বপ্নে) আমার কাছে দু'জন লোক আসলেন। তখন (এ দু'জনসহ) আমরা এক দীর্ঘদেহী ব্যক্তির নিকট গেলাম। খুব লম্বা হওয়ার কারণে আমি তাঁর মাথা দেখতে পারছিলাম না। আসলে তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ)।

٣١٠٧- عَنْ مُجَاهِدٍ اِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَذَكَرُوْا لَهُ الدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوْبٌ كَافِرٌ اَوْ ك ف ر قَالَ لَمْ اَسْمَعْهُ وَلٰكِنَّهُ قَالَ اَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَجَعْدٌ اٰدَمُ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّى انْظُرُ اِلَيْهِ اِنْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُكَبِّرُ -

৩১০৭. মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি আব্বাসের কাছে শুনেছেন, তাঁর সামনে লোকেরা দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করছিল যে, তার দু'চোখের মাঝখানে (কপালে) কাফের কিংবা কাফ্, ফা, রা লিখিত রয়েছে। ইবনে আব্বাস বললেন, আমি তা [নবী (স) থেকে] শুনিনি। বরং আমি এটি শুনেছি যে, নবী (স) বলেছেন, যদি তোমরা ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে চাও, তাহলে তোমাদের সাথী [আমি মুহাম্মাদ (স)-কে] দেখ। (বাকি) রইলেন মূসা (আ)। অতপর তিনি হলেন ঘন চুলের অধিকারী তামাটে রং বিশিষ্ট, একটি লাল উটের ওপর উপবিষ্ট, যার নাকের রজ্জু হল খেজুর গাছের ছালের তৈরী। আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি তিনি উপত্যকায় অবতরণ করছেন, তাকবীর ধ্বনি দিচ্ছেন।

٣١٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقُدُوْمِ -

৩১০৮. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, নবী ইবরাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে কুঠার জাতীয় অস্ত্র (যেমন বাইস) দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

٣١٠٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلاَثًا - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِلاَّ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ

فِىْ ذَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ اِنِّى سَقِيْمٌ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا وَقَالَ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ اِذْ اَتٰى عَلٰى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّ هَاهُنَا رَجُلاً مَعَهُ اِمْرَأَةٌ مِنْ اَحْسَنِ النَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ قَالَ اُخْتِىْ فَاَتٰى سَارَةَ قَالَ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ وَاِنَّ هٰذَا سَأَلَنِىْ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّكِ اُخْتِىْ فَلاَ تُكَذِّبِيْنِىْ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ فَقَالَ اُدْعِىْ اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتِ اللّٰهَ فَاُطْلِقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا اَوْ اَشَدَّ فَقَالَ اُدْعِى اللّٰهَ لِىْ وَلاَ اَضُرُّكِ فَدَعَتْ فَاُطْلِقَ فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ اِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِى بِاِنْسَانٍ اِنَّمَا اَتَيْتُمُوْنِىْ بِشَيْطَانٍ فَاَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَاَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَاَوْمَا بِيَدِهِ مَهْيَا قَالَتْ رَدَّ اللّٰهُ كَيْدَ الْكَافِرِ اَوِ الْفَاجِرِ فِىْ نَحْرِهِ وَاَخْدَمَ هَاجَرَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ تِلْكَ اُمُّكُمْ يَا بَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ ـ

৩১০৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) কখনও মিথ্যা বলেননি ; তবে তিনবার। (অন্য বর্ণনায় আছে) আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) তিনবার মাত্র মিথ্যা বলেছেন। এর মধ্যে দু'বার ছিল আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে। যেমন তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত' এবং তাঁর অপর কথাটি ছিল "বরং তাদের এই বড় মূর্তিটিই তো করেছে।" বর্ণনাকারী বলেন, একদা ইবরাহীম (আ) ও (তাঁর পত্নী) সারা এক জালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌঁছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হল যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে। তার সাথে আছে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। সে তাঁকে রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল ঃ এই রমণীটি কে ? ইবরাহীম (আ) জবাব দিলেন, আমার বোন। অতপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং বললেন, হে সারা, আমি এবং তুমি ছাড়া জমীনের ওপর আর কোন মুমিন নেই। এই লোকটি আমাকে (তোমার সম্বন্ধে) জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তাকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। সুতরাং আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। তারপর রাজা সারার নিকট (তাঁকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারা যখন রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়ালো তখনই সে (আল্লাহর গযবে) পাকড়াও হল। জালিম (অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর ; আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে (তার জন্য) দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেয়ে গেল। জালিম আবার তাঁর দিকে হাত বাড়াল। তখনই পূর্বের অনুরূপ কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পতিত হল। এবারও বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোআ করলেন এবং সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতপর রাজা তার কোন একজন দারওয়ানকে ডাকল এবং বলল, তোমরা

আমার কাছে কোন মানুষকে আননি। এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' (নামে এক রমণী)-কে দান করল। অতপর সারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে এসে গেল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (নামাযের অবস্থায়) হাতের ইশরায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল ? সারা বলল, আল্লাহ জালিম কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন অর্থাৎ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আর রাজা 'হাজেরা'কে আমার খেদমতের জন্য দান করেছে।

আবু হুরাইরা (রা) (হাদীস বর্ণনান্তে) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান—অর্থাৎ হে আরববাসীগণ ! এ 'হাজেরা'ই তোমাদের আদি মাতা।

٣١١٠- عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩১১০. উম্মে শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গিরগিটী (রক্তচোষা ও কাঁকলাশও বলা হয়) মারার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, যে অগ্নিকুন্ডে ইবরাহীম (আ) নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাতে (আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে) গিরগিটী ফুঁ দিয়েছিল।

٣١١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ لَيْسَ كَمَا تَقُوْلُوْنَ لَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ اَوَ لَمْ تَسْمَعُوْا اِلٰى قَوْلِ لُقْمَانَ لاِبْنِهِ يَا بُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১১১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি (যার অনুবাদ এই) "যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি অর্থাৎ কুফরী করেনি," নাযিল হল, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর জুলুম করেনি ? তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ বলছ, ব্যাপারটি তা নয়। বরং এ জুলুম-এর অর্থ–শিরক। তোমরা কি লোকমানের কথা শুননি ? তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র ! আল্লাহর সাথে কোনরূপ শির্ক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক এক বিরাট জুলুম।"

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দ্রুত চলার বর্ণনা।

٣١١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِىْ وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُوْ الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الشَّفَاعَةِ فَيَاْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ نَبِىُّ اللّٰهِ

وَخَلِيْلُهُ مِنَ الْاَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ فَيَقُوْلُ فَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِىْ نَفْسِىْ اِذْهَبُوْا اِلٰى مُوْسٰى * تَابَعَهُ اَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৩১১২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন নবী (স)-এর সামনে গোশত পেশ করা হল, তখন তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে এক সমতল ময়দানে জমায়েত করবেন। আহবানকারী তাদের সকলকে (তার ডাক) শোনাতে পারবে এবং দর্শকের দৃষ্টিও সকলের ওপর পড়বে এবং সূর্য তাদের অতি নিকটে এসে যাবে। অতপর তিনি শাফায়াতের হাদীসটি বর্ণনা করলেন যে, পরিশেষে সমস্ত মানুষ (হাশরের ময়দানে) ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসবে এবং বলবে, দুনিয়ায় আপনি আল্লাহর নবী ও তাঁর খলীফা (দোস্ত) ছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফায়াত করুন। তখন তিনি তাঁর মিথ্যা কথাগুলো উল্লেখ করে বলবেন, নাফসী ! নাফসী ! তোমরা মূসার কাছে যাও।[৮]

অনুরূপ হাদীস আনাসও নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ لَوْلاَ اَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا -

৩১১৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইসমাঈলের মা (হাজেরা)-এর ওপর আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি তাড়াতাড়ি না করতেন, তাহলে যমযম অবশ্যই (কূপ না হয়ে) প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত।

٣١١٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ اُمِّ اِسْمٰعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعَفِّىَ اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ وَبِابْنِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَهِىَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِىْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ

---

৮. হাশরের ময়দানের সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা এবং আল্লাহ তাআলার গযব ও ক্রোধ দেখে সব নবীই ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী করবেন। ইবরাহীম (আ) যে তিনটি দ্ব্যর্থবোধক কথা ব্যবহার করেছেন, যা প্রকাশ্যে মিথ্যা হলেও প্রকৃত অর্থে তা সত্য ছিল, কিন্তু তবুও এজন্য তিনি কোন অসুবিধায় পড়েন কি না, সেই চিন্তায় অস্থির থাকবেন। একটু বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। কারণ তিনি বলেছিলেন, আমি পীড়িত। অর্থাৎ তোমাদের শিরক ও কুফরী আমাকে মানসিকভাবে পীড়িত করেছে। কাজেই তোমাদের ঐ শিরকের মেলায় আমি যেতে পারছি না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছিলেন, ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করো, সেই এই কাজ করেছে। অর্থাৎ আশ্চর্যের ব্যাপার, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছো। অথচ এই মূর্তিগুলোকে আল্লাহ বলে পূজা করো। এদের অসীম ক্ষমতা আছে বলে মনে করো। কিন্তু এরা নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না এবং তাদেরকে কে ভেঙ্গেছে তা বলতে পারে না। কাফেরদেরকে এ সত্য উপলব্ধি করাবার জন্য যে এরা আল্লাহ নয় তিনি মিথ্যার আবরণে ঢেকে এ সত্য কথাটি বলেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি সারাকে নিজের বোন বলেছিলেন। আসলে সকল মু'মিন পরস্পর ভাইবোন। কুরআনেই একথা বলা হয়েছে। এদিক দিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য তিনি কথাটি এভাবে বলেছিলেন। তাছাড়া এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, হযরত সারা ছিলেন হযরত ইবরাহীমের চাচাত বোন। এভাবে এ তিনটি কথা মূলত সত্য।—সম্পাদক

بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفَّى اِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ اُمُّ اِسْمَعِيْلَ فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِي الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ اِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ اللّٰهُ الَّذِيْ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ اِذَنْ لاَ يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبِّ اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ حَتّٰى بَلَغَ يَشْكُرُوْنَ وَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمَعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَافِي السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْاَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْ الْوَادِيَ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتْ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَ اَحَدًا فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاثٌ فَاِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ -

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لاَ تَخَافُوْا الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هَاهُنَا بَيْتَ اللّٰهِ يَبْنِي هٰذَا الْغُلاَمُ وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ

السَّيُّوْلُ فَتَاخُذُ عَنْ يَمِيْنِه وَشِمَالِه فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوْا فِىْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِى وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَاَقْبَلُوْا قَالَ وَاُمُّ اِسْمٰعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ وَهِىَ تُحِبُّ الْاِنْسَ فَنَزَلُوْا وَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلاَمُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَاَنْفَسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمٰعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ اِسْمٰعِيْلَ فَسَاَلَ اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِى ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ اِلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاَقْرِئِى عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقُوْلِى لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلُ كَاَنَّهُ اٰنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَاَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ وَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَىْءٍ قَالَتْ نَعَمْ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُفَارِقَكِ الْحَقِى بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فَسَاَلَهَا عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِىْ لَنَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ مَاطَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ -

قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لاَ يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلاَّ لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاَقْرَئِىْ

عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَمُرِيْهِ يُثْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنَ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَىْءٍ قَالَتْ نَعَمْ هُوَ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَيَاْمُرُكَ اَنْ تُثْبِتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِى وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمٰعِيْلُ يَبْرِىْ نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَاٰهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدِ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِيْنُنِىْ ؟ قَالَ وَاُعِيْنُكَ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ هَاهُنَا بَيْتًا وَاَشَارَ اِلٰى اَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمٰعِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلاَ يَبْنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৩১১৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নারীজাতি সর্ব প্রথম ইসমাঈল (আ)-এর মাতা (হাজেরা) থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। অতপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পৌঁছলে আল্লাহর আদেশে) ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সাথে নিয়ে (নির্বাসন দানের জন্য) বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে খানা এ কাবা অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উচুঁ অংশে যমযমের উপরিস্থ এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) (নিজ গৃহ অভিমুখে) ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) তাঁর পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চীৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম ! কোথায় চলে যাচ্ছ ? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছ এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, না আছে (পানাহারের) কোন বস্তু। তিনি বার বার একথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, (এই নির্বাসন)-এর

আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। (জবাব শুনে) হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও (পেছনে না চেয়ে) সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্র ঘরের নিকটে এমন এক ময়দানে আমার সন্তান ও পরিজনের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি, যা কৃষির অনুপযোগী (এবং জনশূন্য মুরুভূমি)। হে প্রভু ! উদ্দেশ্য এই, তারা সালাত (নামায) কায়েম করবে। অতএব তুমি লোকদের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং (হে আল্লাহ) প্রচুর ফলফলাদি দিয়ে এদের রিযিক-এর ব্যবস্থা করে দাও। যাতে করে তারা (তোমার নিয়ামতের) শোকরিয়া আদায় করতে পারে।"

[অতপর ইবরাহীম (আ) চলে গেলেন] তখন ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে (নিজের বুকের) দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং (এ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশু পুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, (পিপাসায়) শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশু পুত্রের (এই করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত 'সাফা'-কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন অতপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়ালেন, তারপর ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নীচু ময়দানে পৌছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। অতপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। (মানুষের খোঁজে) তিনি (পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে) অনুরূপভাবে সাতবার (দৌড়াদৌড়ি) করলেন।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, এ জন্যেই (হজ্জের সময়) মানুষ এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে (সাতবার) সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করে। (এবং এটা হজ্জের একটি অঙ্গ।)

অতপর যখন তিনি (শেষবার) মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর (মনোযোগ দিয়ে শোন)। তিনি (একাগ্রতার সাথে ঐ আওয়াজের দিকে) কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে সাহায্যকারী কেউ থাকে তবে আমায় সাহায্য কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সেই ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত

করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন—আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপছে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চাব পাশে আপন বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন—যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন, কিংবা তিনি বলেছেন, যদি তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে পানি (মশকে) না ভরতেন, তাহলে যমযম (কূপ না হয়ে) হতো একটি প্রবহমান ঝরণা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি পুনঃ নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তাঁর পরিজনকে কখনও ধ্বংস করেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘরের পরিত্যক্ত স্থানটি) জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং তার ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত (ইয়ামন দেশীয়) 'জুরহুম' গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম' গোত্রের কিছু লোক 'কাদা'-র পথে (এদিকে) আসছিল। তারা মক্কার নীচুভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখী চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখীগুলো পানির ওপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। অতপর তারা একজন বা দু'জন লোক (সেখানে) পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। (খবর শুনে) সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। বর্ণনাকারী বলেছেন, ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই ; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তবে এ পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হাঁ বলে সম্মতি জানাল। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী (স) ইরশাদ করেছেন ঃ এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল এবং তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করেছেন। অতপর আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং পরিবার পরিজনের কাছেও খবর পাঠাল। তারাও এসে এদের সাথে বসবাস করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও (আস্তে আস্তে) বড় হলেন। তাদের থেকে (তাদের ভাষা) আরবী শিখলেন। যোয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পর ইসমাঈলের মাতা (হাজেরা) ইন্তিকাল করলেন।

ইসমাঈলের বিয়ের পর ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিজনকে দেখার জন্য এখানে আসলেন। কিন্তু (এসে) ইসমাঈলকে পেলেন না। পরে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাঁর

সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী বলল, তিনি আমাদের রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। পুনরায় তিনি পুত্রবধুকে তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। বধু বলল, আমরা অতিশয় দূরবস্থা, টানাটানি এবং ভীষণ কষ্টে আছি। সে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট (তাদের দুর্দশার) অভিযোগ করল। তিনি (বধুকে) বললেন, তোমার স্বামী (বাড়ি) আসলে তাকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, সে যেন তার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে নেয়। (এ বলে তিনি চলে গেলেন)।

ইসমাঈল যখন (বাড়ি) আসলেন, তখন তিনি [ইবরাহীম (আ)-এর আগমন সম্পর্কে] একটা কিছু আভাস পেলেন। (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কেউ কি এসেছিলেন ? স্ত্রী বলল, হাঁ, এমন এমন আকৃতির একজন বৃদ্ধ এসেছিলেন। আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি তাকে (আপনার) খবর জানালাম। তিনি পুনরায় আমাকে আমাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমরা অত্যন্ত কষ্ট ও অভাবে আছি। ইসমাইল জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন অসিয়ত করে গেছেন ? স্ত্রী জবাব দিল, হাঁ, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনাকে তাঁর সালাম পৌঁছাই এবং তিনি বলে গেছেন, আপনি যেন আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন তোমাকে আমি পৃথক করে দেই। সুতরাং তুমি তোমার (পিত্রালয়ে) আপন লোকদের কাছে চলে যাও। (এ বলে) ইসমাঈল (আ) তাকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জরহুম গোত্রের অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। অতপর আল্লাহ যদ্দিন চাইলেন, ইবরাহীম (আ) তদ্দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। পরে আবার দেখতে আসলেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ)-কে পেলেন না। তিনি পুত্রবধুর ঘরে ঢুকলেন এবং তাকে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেছেন। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেমন আছ ? তিনি তার কাছে তাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক অবস্থা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করলেন। পুত্রবধু জবাব দিলেন, আমরা ভাল অবস্থা ও সচ্ছলতার মধ্যেই আছি। (এ বলে) তিনি আল্লাহর প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের প্রধান খাদ্য কি ? বধু জবাবে বললেন, গোশত। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তোমাদের পানীয় কি ? তিনি জবাব দিলেন, পানি। ইবরাহীম (আ) দোয়া করলেন ঃ "আয় আল্লাহ ! তাদের গোশত ও পানিতে বরকত দান কর।"

নবী (স) বলেছেন, ওই সময় তাদের (সেখানে) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হতো না। যদি হতো, ইবরাহীম (আ) সে ব্যাপারেও তাঁদের জন্য দোয়া করতেন।

বর্ণনাকারী বলেছেন, কোন লোকই মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও শুধু গোশত এবং পানি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে পারে না। কারণ, শুধু গোশত ও পানি (সব সময়) তার প্রকৃতির অনুকূল হতে পারে না।

ইবরাহীম (আ) (আলাপ শেষে) পুত্রবধুকে বললেন, তোমার স্বামী যখন আসবে, তখন তাকে আমার সালাম বলবে এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) হুকুম করবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখে।

অতপর ইসমাঈল (আ) যখন (বাড়ি) আসলেন, (স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিলেন কি ? স্ত্রী বললেন, হাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধ এসেছিলেন।

স্ত্রী তাঁর প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে (আপনার) খবর দিয়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে আমাদের জীবন যাপন সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছেন, আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমরা ভাল অবস্থায় আছি। ইসমাঈল জানতে চাইলেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন ব্যাপারে আদেশ দিয়ে গেছেন ? স্ত্রী বললেন, হাঁ, আপনাকে সালাম বলেছেন আর নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেন আপনি আপনার দরজার চৌকাঠ বহাল রাখেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনিই আমার আব্বাজান। আর তুমি হলে চৌকাঠ। তোমাকে (স্ত্রী হিসেবে) বহাল রাখার নির্দেশ তিনি আমাকে দিয়েছেন।

পুনরায় ইবরাহীম (আ) আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুদিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। (এসে দেখলেন) ইসমাঈল (আ) যমযমের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসে নিজের তীর মেরামত করছেন। পিতাকে যখন (আসতে) দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতপর একজন পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং পুত্র পিতার সঙ্গে (সাক্ষাত হলে) যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল ! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম করেছেন। ইসমাঈল (আ) জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করে ফেলুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি ? ইসমাঈল (আ) বললেন, হাঁ, আমি আপনার সাহায্য নিশ্চয়ই করব। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানাবার নির্দেশ দিয়েছেন। (এ বলে) তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন (এবং স্থানটি দেখালেন)। তখনি তাঁরা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসামঈল (আ) পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম (আ)-এর জন্য তা (যথাস্থানে) রাখলেন।[৯] ইবরাহীম (আ) এর ওপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করতে থাকলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন ! নিশ্চয়ই আপনি (সবকিছু) শোনেন ও জানেন।"

আবার তাঁরা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তাঁরা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দোয়া করছিলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু ! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সব শোনেন ও জানেন।"

٣١١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِاِسْمٰعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمٰعِيْلَ وَمَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى اَهْلِهِ فَاتَّبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ

৯. এ পাথরটিই কাবাঘর নির্মাণে মাচাং-এর কাজ করেছে। কাবার এক পাশে এটি এখনো সুরক্ষিত আছে।

يَا اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ قَالَ فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا صَبِيُّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَاَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَعْنِي الصَّبِيَّ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهِ كَاَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرَّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّيْ اُحِسُّ اَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاِذَا جِبْرِيْلُ قَالَ فَقَالَ بِعَقِبِهِ هٰكَذَا وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الْاَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِزُ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِيْ فَاِذَا هُمْ بِطَيْرٍ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْا ذَاكَ وَقَالُوْا مَا يَكُوْنُ الطَّيْرُ اِلاَّ عَلٰى مَاءٍ فَبَعَثُوْا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَاَتَاهُمْ فَاَخْبَرَهُمْ فَاَتَوْا اِلَيْهَا فَقَالُوْا يَا اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَكُوْنَ مَعَكِ اَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ اِبْنُهَا فَنَكَحَ فِيْهِمْ اِمْرَاَةً قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ؟ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ قَالَ قُوْلِيْ لَهُ اِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِيْ اِلٰى اَهْلِكِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ فَقَالَتِ امْرَاَتُهُ ذَهَبَ يَصِيْدُ فَقَالَتْ اَلاَ تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ اِنَّهُ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمٰعِيْلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ فَقَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اِنَّ رَبَّكَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهُ قَدْ اَمَرَنِيْ

اَنْ تُعِيْنَنِىْ عَلَيْهِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلُ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ حَتّٰى اِرْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلٰى نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلٰى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلاَنِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

৩১১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বিবি (সারা)-এর মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল, অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তখন ইবরাহীম (আ) শিশুপুত্র ইসমাঈল ও ইসমাঈলের মাতাকে নিয়ে বের হলেন। তাদের সাথে ছিল একটি মশক, তাতে ছিল পানি। ইসমাঈলের মাতা মশক থেকে পানি পান করতেন। আর শিশুপুত্রকে নিজের দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম (আ) মক্কা এসে গেলেন এবং হাজেরাকে (শিশুপুত্রসহ) একটি বৃক্ষ তলে বসিয়ে দিলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) আপন পরিবার (সারা)-এর নিকট ফিরে চললেন। ইসমাঈলের মাতা (কিছুদূর পর্যন্ত) তাকে অনুসরণ করলেন। শেষে যখন কাদা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন পিছন থেকে তাকে ডেকে বললেন, হে ইবরাহীম ! আমাদেরকে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন। ইবরাহীম জবাব দিলেন, আল্লাহর কাছে। হাজেরা বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা ফিরে আসলেন। নিজের মশক থেকে পানি পান করতেন এবং শিশুকে নিজের দুধ পান করাতেন। অতপর যখন পানি শেষ হয়ে গেল, তখন ইসমাঈলের মাতা বললেন, হায়, আমি গিয়ে যদি (এদিক সেদিক) তাকাতাম ! সম্ভবত কোন মানুষ দেখতে পেতাম। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইসমাঈলের মাতা গেলেন এবং 'সাফা' (পাহাড়)-এর ওপর উঠলেন। তারপর (এদিক সেদিক) চেয়ে দেখলেন এবং কাউকে দেখেন কিনা এ জন্য খুব নিরীক্ষণ করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পরে তিনি নীচে ময়দানে নেমে গেলেন, খুব দৌড়ালেন এবং 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে গেলেন। এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশু (ইসমাঈল) কি করছে। অতপর তিনি গেলেন এবং দেখলেন যে, সে পূর্বাবস্থায়ই আছে, যেন সে মরণাপন্ন হয়ে গেছে। মায়ের মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। আবার (মনে মনে) বললেন, যদি (সেখানে) যেতাম এবং (এদিক সেদিক) দেখতাম ! হয়তো কাউকে দেখতে পেতাম। অতপর তিনি গেলেন, এবং সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং (এদিক সেদিক) দেখলেন, আরও দেখলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি তিনি (সায়ী) সাতবার পূর্ণ করলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি যেতাম এবং সে কি করছে, তা দেখতাম ! অকস্মাৎ একটি আওয়ায হল, তখন হাজেরা বললেন, সাহায্য কর, যদি তোমার কাছে কল্যাণ থেকে থাকে। সেখানে জিবরাইল ছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তখন জিবরাইল (আ) তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে জমিনে এমন আঘাত করলেন (ইশারা করে জানালেন) এবং গোড়ালি দিয়ে জমিনে আঘাত কররেন। ইবনে আব্বাস বলেন, সাথে সাথে পানি বেরিয়ে আসল। ইসমাঈলের মাতা (তা দেখে) হয়রান হয়ে গেলেন এবং গর্ত খনন করতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আবুল কাসিম

[রসূলুল্লাহ (স)] বলেছেন, যদি হাজেরা একে (তার অবস্থার ওপরই) ছেড়ে দিতেন, তাহলে পানি ছড়িয়ে পড়তো। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর হাজেরা পানি পান করতে লাগলেন এবং তাঁর শিশু সন্তানকেও নিজের দুধ পান করাতে লাগলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, জুরহুম গোত্রীয় একদল লোক ময়দানের মাঝখান দিয়ে (পথ) অতিক্রম করছিল, হঠাৎ তারা দেখল কিছু পাখী (উড়ছে)। তারা যেন তা বিশ্বাসই করতে পারছিল না। তারা বলল, পাখী তো পানি যেখানে আছে, সেখানেই থেকে থাকে। তখন তারা (সেখানে) তাদের একজন লোক পাঠাল। সে সেখানে গিয়ে দেখল, সেখানে পানি মওজুদ রয়েছে। তখন সে (দলীয়) লোকদের কাছে ফিরে আসল এবং তাদের (পানির) খবর দিল। অতপর তারা সবাই হাজেরার কাছে এল এবং তাকে বলল, হে ইসমাঈলের মা ! তুমি কি আমাদেরকে তোমার সাথী হওয়ার কিংবা তোমার সাথে বসবাস করার অনুমতি দিবে ? (হাজেরা তাদেরকে বসবাসের অনুমতি দিলেন, এভাবে দীর্ঘদিন চলল)। অতপর হাজেরার শিশুপুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হল। তখন তিনি জুরহুম গোত্রেরই এক রমণীকে বিয়ে করলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পুনরায় নির্বাসিত পরিজনের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি স্ত্রী (সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজনদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে চাই। ইবনে আব্বাস বলেন, অতপর ইবরাহীম (আ) (তাঁদের কাছে) আসলেন এবং সালাম দিলেন। শেষে জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল (আ) কোথায় ? ইসমাঈলের স্ত্রী বলল, তিনি শিকারে গিয়েছেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, সে যখন আসবে, তখন তাকে (আমার এ নির্দেশের কথা) বলবে, "তুমি তোমার ঘরের চৌকাঠখানা বদলিয়ে ফেলবে।" যখন ইসমাঈল ফিরে আসলেন, স্ত্রী তাঁকে খবরটি জানালেন। তখন তিনি (স্ত্রীকে) বললেন, তুমিই সেই চৌকাঠ। অতএব তুমি তোমার পিতামাতার কাছে চলে যাও। ইবনে আব্বাস বলেন, (কিছুদিন পর) পুনরায় তাঁদের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে জাগল। তিনি তাঁর স্ত্রী(সারা)-কে বললেন, আমি আমার নির্বাসিত জনদের খবর জানতে চাই। অতপর তিনি (সেখানে) এলেন এবং (পুত্রবধুকে) জিজ্ঞেস করলেন, ইসমাঈল কোথায় ? তাঁর স্ত্রী বললেন, তিনি শিকারে গেছেন। পুত্রবধু তাঁকে বললেন, আপনি কি অপেক্ষা করবেন না ? কিছু খানা পিনা করবেন না ? ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য এবং পানীয় কি ? বধু জবাব দিলেন, আমাদের খাদ্য হল গোশত এবং পানীয় হল পানি। তখন ইবরাহীম (আ) দোআ করলেন, হে আল্লাহ ! এদের খাদ্য এবং পানীয়ের মধ্যে বরকত দান করুন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবুল কাসিম (স) বলছেন, (মক্কার খাদ্য বস্তুতে) ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার কারণেই বরকত (পাওয়া যাচ্ছে)। ইবনে আব্বাস বলেন, (আবার কিছুদিন পর) ইবরাহীম (আ)-এর মনে (নির্বাসিত পরিজনের কথা) জাগল। তিনি পত্নী সারাকে বললেন, আমি আমার পরিত্যক্ত পরিজনদের খোঁজ নিতে চাই। অতপর তিনি এলেন এবং ইসাঈলের সাক্ষাত পেলেন। তিনি যমযম কূপের পিছনে বসে তীর ঠিক করছিলেন। ইবরাহীম (আ) ডাকলেন, হে ইসমাঈল ! পরওয়ারদিগার তাঁর জন্য একখানা ঘর বানাতে আমাকে হুকুম করেছেন। ইসমাঈল বললেন, আপনার প্রতিপালকের হুকুম বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন, এ ব্যাপারে তুমিও যেন আমার সাহায্য কর। ইসমাঈল বললেন, আমি প্রস্তুত। কিংবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। অতপর উভয়ে

উঠলেন। ইবরাহীম (আ) ইমারত নির্মাণে লেগে গেলেন এবং ইসমাঈল তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দোয়া করছিলেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এরি মধ্যে দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, ইবরাহীম (আ) বার্ধক্যের কারণে পাথর (অত উঁচুতে) উঠাতে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তখন তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাথরের ওপর দাঁড়ালেন। ইসমাঈল তাঁকে পাথর এনে দিতে লাগলেন। আর উভয়ে মিলে এ দোয়া করছিলেন— رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

٣١١٦- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ثُمَّ اَيْنَمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ فَاِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ -

৩১১৬. আবু যার (রা) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কোন মসজিদের বুনিয়াদ রাখা হয় ? তিনি জবাব দিলেন, মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কাবা ও তার চারপাশের চত্তর)। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি আরয করলাম, উভয় মসজিদের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। (তিনি আরও বললেন,) অতপর যে স্থানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে, সে স্থানেই নামায আদায় করবে। কেননা, তাতেই ফযীলত নিহিত।

٣١١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ اُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَاِنِّى اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩১১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ওহুদ পাহাড় ভেসে উঠল। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালোবাসে। আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ ! ইবরাহীম (আ) তো মক্কাকে হেরেম বানিয়েছেন। আর আমি হেরেম বানাচ্ছি এ দু'পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত (মদীনা)-কে।

٣١١٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلَمْ تَرٰى اَنَّ قَوْمَكِ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اِقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَرُدُّهَا عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَوْ لَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا اُرٰى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَرَكَ اِسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ اِلَّا اَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلٰى قَوَاعِدِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৩১১৮. ইবনে আবু বকর (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে জানিয়েছেন, তিনি নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) (হযরত আয়েশাকে) বলেছেন ঃ তুমি কি জান, যখন তোমার কাবা (ঘর) পুনর্নির্মাণ করেছে, তখন তারা ইবরাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে তাকে খাটো করে দিয়েছে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তাকে আবার ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদ অনুযায়ী করে দেন না কেন ? তিনি বললেন, যদি তোমার কওমের যমানাটা কুফরের নিকটবর্তী না হত (তাহলে তা করতাম)। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, যদি আয়েশা (রা) এ হাদীস রসূলুল্লাহ (স) থেকেই শুনে থাকেন, তাহলে আমি বুঝতে পেরেছি, রসূলুল্লাহ (স) হাতীমে কাবার সংলগ্ন দু'টি খুঁটিকে চুমু দেয়া পরিহার করেছেন একমাত্র এ কারণে যে, খানা এ কাবা ইবরাহীম (আ)-এর বুনিয়াদের ওপর সম্পূর্ণ করা হয়নি।

٣١١٩- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৩১১৯. আবু হুমাইদ সা'য়েদী (রা) জানিয়েছেন, সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কিভাবে আপনার ওপর দুরূদ পাঠ করব ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এভাবে পড়বে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

"হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর রহম করুন এবং তাঁর পত্নীগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর যেমন আপনি রহম করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের ওপরও তেমনি বরকত দান করুন মুহাম্মাদ (স)-এর ওপর এবং তাঁর পত্নীগণ ও বংশধরদের ওপর যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর ওপর। নিশ্চয় আপনি চরম প্রশংসিত ও অতি মর্যাদার অধিকারী।"

٣١٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلاَ اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৩১২০. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাব ইবনে উজরা আমার সাথে দেখা করেন। অতপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন এক হাদীয়া (উপঢৌকন) দেব না, যা আমি নবী (স) থেকে শুনেছি ? আমি বললাম, হাঁ, সেই হাদীয়া আমাকে দিন। তখন তিনি বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাতে বলেছিলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনাদের অর্থাৎ আহলে বাইতের ওপর আমরা কিভাবে দুরূদ পড়ব ? কেননা, আপনার ওপর সালাম পাঠ কিভাবে করব, তাতো আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (এখন আহলে বাইতের ওপর দুরূদ পাঠের পদ্ধতিও বাতলিয়ে দিন) তিনি বললেন, তোমরা পড় ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

٣١٢١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

৩১২১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (নীচের এ দোআটি পড়ে) হাসান ও হুসাইনের ওপর ফুঁ দিতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা [ইবরাহীম (আ)]-ও এটি পড়ে ইসমাঈল ও ইসহাকের ওপর দম করতেন। দোয়াটি হল—

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ـ

"আমি আল্লাহর (বরকত) পূর্ণ বাক্যাবলী দ্বারা প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত প্রাণনাশক প্রাণী এবং বদ নজরের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাচ্ছি।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ـ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ـ (الحجر ٥٣-٥١)

"হে মুহাম্মদ ! আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানগণের ঘটনা জানিয়ে দিন। যখন মেহমানগণ তাঁর নিকট আসল এবং সালাম করল, তখন (তাঁরা খাদ্য স্পর্শ না করায়) ইবরাহীম (আ) বললেন, আমরা তোমাদের দরুন ভীত হয়ে পড়েছি। তারা বলল, ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তানের সুখবর দান করছি।" (সূরা আল হিজর ঃ ৫১)

اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى . قَالَ اَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ (البقرة ٢٦٠)

"স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার প্রভু ! আমাকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনরায় জীবন দান করেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি বিশ্বাস হয় না ? ইবরাহীম (আ) বললেন, হাঁ, তবে আমার মন যেন স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে (এ জন্যে দেখার বাসনা)। আল্লাহ বললেন, তাহলে তুমি চারটি পাখী সংগ্রহ কর–এবং তোমার নিকট রেখে ভাল ভাবে তাদের (আকৃতি) চিনে রাখ। অতপর (পাখীগুলোকে টুকরো টুকরো করে) তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ের ওপর রেখে দাও। তারপর পাখীগুলোকে ডাক, দেখবে, তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমতাশীল ও সুকৌশলী।" (আল বাকারা ঃ ২৬০)

٣١٢٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ اَحَقُّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ ـ

৩১২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর এ আবেদন যে, "হে পরোয়ারদিগার : আপনি কিভাবে মৃতকে (পুনরায়) জীবিত করবেন, তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? তিনি বললেন, হাঁ, (বিশ্বাস অবশ্যই করি), তবে আমার মন যাতে স্বস্তি ও স্থিরতা লাভ করতে পারে, (এ জন্যই এ জিজ্ঞাসা)।"[এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পুনরুজ্জীবন দান সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন বলে কেউ মনে করলে] আমি বলব, ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত।

অতপর [তিনি লূত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বললেন,] আল্লাহ লূত (আ)-এর ওপর রহম করুন। (আল্লাহর দীন প্রচারের ক্ষেত্রে অসহায়তার দরুন) তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় কয়েদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘদিন আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, (আর বাদশার তরফ হতে মুক্তির আহবান পেতাম তবে) তখন তখনই আহবানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম। [কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেননি।][১০]

---

১০. ইউসুফ (আ) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত কারাগারে বন্দী থাকার পর বাদশা যখন মুক্তির পয়গাম পাঠালেন, সাথে সাথে তিনি তা কবুল করলেন না। বরং বললেন, আগে আমার ওপর আরোপিত কলঙ্ক ও অপবাদের তদন্ত করা হোক। এর ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমি কারাগার ত্যাগ করবো না। এখানে তাঁর দৃঢ় মনোবল ও অসীম ধৈর্যের প্রশংসাই করা হয়েছে। আর লূত (আ)-এর প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে সহানুভূতি।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান আল্লাহর বাণী ঃ "এবং কিতাবে ইসমাঈলের ঘটনা উল্লেখ কর। নিশ্চয়ই তিনি ওয়াদায় সত্যবাদী ছিলেন।"

٣١٢٣- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى نَفَرٍ مِنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمٰعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَاَنَا مَعَ بَنِىْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَالَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرْمِىْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ قَالَ اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ -

৩১২৩. সালামা ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রসূলুল্লাহ (স) বনু আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তারা তীরন্দাজী করছিল। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে বনী ইসমাঈল ! তোমরা তীরন্দাজী করে যাও। কেননা, তোমাদের আদি পিতা (ইসমাঈলও) তীরন্দাজ ছিলেন। অতএব তোমরাও তীরন্দাজী করে যাও। আমিও (তীরন্দাজীতে) অমুক গোত্রীয় দলের সাথে যোগ দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, (একথা শুনে) এক পক্ষ হাত চালনায় বিরতি টানল। তখন রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি হল, তোমরা যে তীরন্দাজী করছ না ? তারা জবাব দিল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কিভাবে তীর ছুঁড়তে পারি, অথচ আপনি রয়েছেন তাদের সাথে। তখন তিনি বললেন, (ঠিক আছে) তোমরা তীরন্দাজী কর, আমি তোমাদের সবার সাথে আছি।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী। এ কাহিনী সম্পর্কে ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) নবী করীম (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ - قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিমকাল এসে গিয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা সকলেই জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইলাহেরই ইবাদাত করব, যিনি ছিলেন, আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।"

٣١٢٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ

نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন, যিনি সবার চেয়ে অধিক মুত্তাকী, তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ (ইয়াকুব), ইবনে নবীউল্লাহ (ইসহাক), ইবনে খলিলুল্লাহ [ইবরাহীম (আ)]। লোকজন বলল, আমরা এই সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আরবের খান্দানসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ ? তারা জবাব দিল, হাঁ। তখন নবী (স) বললেন, জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরাই তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে শর্ত হল, যদি তাঁরা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَأَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ - (النمل ٥٤-٥٨)

"(আল্লাহ বলেছেন, আমি) লূতকে (নবীরূপে পাঠিয়েছিলাম) যখন তিনি স্বজাতীয় লোকদের বলেছিলেন, তোমরা কি এই কুৎসিৎ অশ্লীল কাজেই লিপ্ত থাকবে ? অথচ তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। তোমরা নারীদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) পরিহার করে পুরুষদের কাছে যৌন ক্ষুধা মিটাতে আসছ। বরং তোমরা একটি নাদান ও মূর্খ জাতিই বটে। তখন তাঁর জাতি (এ কথার) জবাবে একমাত্র এটাই বলল, যে দেশ থেকে লূত পরিবার (ও তাঁর দল)-কে বহিষ্কার করে দাও। এরা বেশী পবিত্রতা দেখাচ্ছে। অতপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিজনকে নাজাত দিলাম, তবে তাঁর স্ত্রী রক্ষা পায়নি। যারা (আযাবের জন্য) রয়ে গেছে, তাঁর স্ত্রীকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে রেখে দিয়েছিলাম। আর এদের সবার ওপর বিশেষ ধরনের (পাথর) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এই সতর্ককৃত লোকদের ওপর বর্ষিত বৃষ্টি ভীষণ ভয়ঙ্কর ছিল।"(আন নামল ঃ ১৯)

٣١٢٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ -

৩১২৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ লূতকে মাফ করুন ! তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوطِ نِ الْمُرسَلُونَ قَالَ اِنَّكُم قَومٌ مُّنكَرُونَ -

"যখন (আল্লাহর) প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত-এর গৃহে আগমন করল, তখন তিনি বললেন, তোমরা তো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক।"

٣١٢٦. عَن عَبدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ

৩১২৬. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পড়েছেন فَهَل مِن مُّدَّكِرٍ ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِلٰى ثَمُودَ اَخَاهُم صَالِحًا - قَالَ يٰقَومِ اعبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُم مِّن اِلٰهٍ غَيرُه -

"আর সামূদ জাতির প্রতি আমি তাদেরই (বংশীয়) ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, হে আমার জাতি ! এক আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই।" (হূদ ঃ ৬১)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ كَذَّبَ اَصحَابُ الحِجرِ المُرسَلِينَ **"হিজর নামক স্থানের বাসিন্দারা আল্লাহর রসূলগণকে মিথ্যা বলেছিল।" (আল হিজর ঃ ৮০)**

٣١٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ الَّذِى عَقَرَ النَّاقَةَ قَالَ اِنْتَدَبَ لَهَا رَجُلٌ نُوعِزٌ وَمَنَعَةٍ فِى قُوَّةٍ كَاَبِى زَمْعَةَ -

৩১২৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে যে লোক [সালেহ (আ)-এর] উটনীর পা' কেটেছে, তার উল্লেখ করতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ উটনীকে হত্যা করার জন্য এমন এক ব্যক্তি তৈরী হয়েছিল, যে ছিল সম্মানিত এবং শক্তিমান, যেমন ছিলেন (হযরত) আবু যাম'আহ।

٣١٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِى غَزْوَةِ تَبُوكَ اَمَرَهُمْ اَنْ لاَ يَشْرِبُوْا مِنْ بِئْرِهَا وَلاَ يَسْتَقُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَاَمَرَهُمْ اَنْ يَطْرَحُوْا ذٰلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهَرِيقُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ وَيُرْوٰى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَاَبِى الشَّمُوْسِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِاِلْقَاءِ الطَّعَامِ وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ -

৩১২৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন তাবুকের যুদ্ধে 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলেন, তখন সাহাবাগণকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন এখানকার কূপ থেকে পানি পান না করেন এবং (মশকেও যেন) পানি ভরে না রাখেন।

সাহাবাগণ বললেন, আমরা তো এই কূপের পানি দিয়ে (রুটির) আটা গুলে ফেলেছি এবং পানিও ভরে রেখেছি। তখন নবী (স) তাদেরকে সেই আটা ফেলে দেয়ার এবং পানি ঢেলে ফেলার হুকুম দিলেন।

সাবরা ইবনে মা'বাদ ও আবুশশামুস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) খাদ্য ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আবু যার নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, এই পানি দিয়ে যে আটা গুলেছে সে যেন তা ফেলে দেয়।

٣١٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَـــــرَ اَنَّ النَّاسَ نَزَلُوْا مَعَ رَسُـــوْلِ ﷺ اَرْضَ ثَمُوْدَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوْا بِهِ فَاَمَرَ هُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُهْرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاَنْ يَعْلِفُوْا الْاِبِلَ الْعَجِيْنَ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يَسْتَقُوْا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ -

৩১২৯. (নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত।) আবদুল্লহ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সামুদ জাতির 'হিজর' নামক স্থানে অবতরণ করলো। অতপর সেখানকার কূপের পানি (মশকে) ভরে রাখলো এবং সেই পানিতে আটা গুলে ফেললো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেসব পানি ভরে রেখেছে, তা যেন ঢেলে ফেলে এবং সেই পানিতে গোলা আটা যেন উটগুলোকে খাওয়ায়। এরপর তিনি তাদেরকে হুকুম করলেন, [হযরত সালেহ (আ)-এর] উটনী যে কূপ থেকে পানি পান করত, সেই কূপ থেকেই যেন তারা (মশকে) পানি ভরে রাখে।

٣١٣٠- عَـنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ -

৩১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নবী (স) (তাবুকের পথে) 'হিজর' নামক স্থান অতিক্রম কালে সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এমন লোকদের বস্তিতে প্রবেশ কর না, যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে। কেননা, তাদের ওপর যে মুসিবত এসেছিল, সেই মুসিবত তোমাদের ওপরও এসে পড়ার আশংকা আছে। অতপর নবী (স) সওয়ারীর ওপর বসা অবস্থায়ই আপন চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করে নিলেন (এবং দ্রুত ঐ এলাকা অতিক্রম করলেন)।

٣١٣١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ -

৩১৩১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুকের পথে সবাইকে) নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা (আল্লাহর ভয়ে) একমাত্র ক্রন্দনরত অবস্থায়ই এমন

লোকদের বস্তিতে ঢুকবে যারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছে (এবং ধ্বংস হয়েছে)। (নতুবা) তাদের ওপর যেমন মুসিবত (আযাব) এসেছিল, তোমাদের ওপরও অনুরূপ মুসিবত এসে পড়ার আশংকা রয়েছে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ - (البقرة ١٣٣)

"যখন ইয়াকুবের অন্তিম সময় এসে হাযির হয়েছিল, তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে ? যখন তিনি তাঁর সন্তানদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার (মৃত্যুর) পর তোমরা কার ইবাদাত করবে ? তারা সমস্বরে জবাব দিয়েছিল, আমরা সেই এক ইলাহরই ইবাদাত করবো, যিনি আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকেরও ইলাহ। আর আমরা একমাত্র তাঁরই অনুগত—মুসলিম হয়ে থাকব।"

٣١٣٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنَ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

৩১৩২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম, ইবনে করীম, ইবনে করীম। (পুন্যবানের পুত্র .....)

২০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهِ اٰيَاتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ -

"নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় প্রশ্নকারীদের জন্য (উপদেশ লাভের) বহু নিদর্শন রয়েছে।"

٣١٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَتْقَاهُمْ لِلّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا -

৩১৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে ? তিনি জবাব দিলেন, তাদের মধ্যে

যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনার কাছে এই ব্যাপারে আরজ করিনি। তিনি বললেন, তাহলে মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ ইবনে নবীউল্লাহ ইবনে খলীলুল্লাহ। সাহাবাগণ আরজ করলেন, আমাদের প্রশ্ন এ সম্পর্কেও ছিল না। তখন তিনি বললেন, তা হলে তোমরা আমার কাছে কি আরবের খনি অর্থাৎ খান্দানগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছ ? (শোনো) মানুষ খনি বিশেষ। জাহিলিয়াতের জমানায় তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি যারা, ইসলামেও তাঁরাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো, যদি তাঁরা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣١٣٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ اِنَّهُ رَجُلٌ اَسِيْفٌ مَتٰى يَقُمْ مَقَامَكَ رَقَّ فَعَادَ فَعَادَتْ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ فِىْ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ -

৩১৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে বলেছিলেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দেয়। আয়েশা বললেন, তিনি একজন অতি কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি (সামান্য ব্যথায় কেঁদে ফেলেন)। যখন আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন, তখনই কাতর হয়ে পড়বেন (এবং নামায পড়াতে পারবেন না)। নবী (স) পুনরায় তা-ই বললেন। আয়েশাও আবার সেই জবাবই দিলেন। শোবা বলেন, তৃতীয় কিংবা চতুর্থ দফায় নবী (স) বললেন, তোমরা ইউসুফ-এর সঙ্গী নারীদের অনুরূপ হয়েছ। আবু বকরকে বল (নামায পড়িয়ে দিক)।

٣١٣٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوْهُ فَاِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ فَاَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ فِىْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ رَجُلٌ رَقِيْقٌ -

৩১৩৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) নবী (স) রোগাক্রান্ত হলেন এবং বললেন, আবু বকরকে বল, যেন লোকদেরকে (ইমামতী করে) নামায পড়িয়ে দেয়। তখন আয়েশা আরজ করলেন, আবু বকর তো এই ধরনের একজন কোমল অনুভূতি পরায়ণ লোক। অতপর নবী (স) অনুরূপই জবাব দিলেন। আয়েশাও (আবার) তদ্রূপই বললেন। তখন নবী (স) বললেন, আবু বকরকে বল, (যেন নামায পড়িয়ে দেয়)। নিশ্চয় তোমরা ইউসুফের সঙ্গী নারীদের মতো হয়ে পড়েছ। অতপর আবু বকর নবী (স)-এর জীবিতকালে ইমামতী করলেন।

হুসাইন যায়েদা থেকে এখানে رجل এর স্থলে رجل رقيق বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ কোমল হৃদয় ও সংবেদনশীল ব্যক্তি।

٣١٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ

رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ ـ

৩১৩৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! 'আইয়াশ ইবনে আবি রাবী'আকে (কাফেরদের জুলুম থেকে) নাজাত দিন। হে আল্লাহ, ! সালামা ইবনে হিশামকে মুক্তি দিন ! হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকেও রেহাই দিন ! হে আল্লাহ ! দুর্বল মুমিনদেরকেও নাজাত দিন ! হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রের ওপর আপনার পাকড়াও কঠোরতর করুন। হে আল্লাহ ! এই (জালিম) গোত্রের ওপর ইউসুফ (আ)-এর যুগের অনুরূপ চরম আকাল ও দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন।

٣١٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِى اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ ثُمَّ اَتَانِى الدَّاعِىْ لَاَجَبْتُهُ ـ

৩১৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করেছেন, আল্লাহ লূত-এর ওপর রহম করুন। তিনি (দীনি কাজে অসহায় অবস্থায়) একটি মযবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘকাল কারাবাসে কাটিয়েছেন, এত দীর্ঘকাল আমি যদি কয়েদখানায় থাকতাম এবং পরে রাজদূত আমার নিকট আসতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে বসতাম।

٣١٣٨- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلْتُ اُمَّ رُوْمَانَ وَهِىَ اُمُّ عَائِشَةَ عَمَّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ بَيْنَمَا اَنَا مَعَ عَائِشَةَ جَالِسَتَانِ اِذْ وَلَجَتْ عَلَيْنَا اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِىَ تَقُوْلُ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ قَالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ اِنَّهُ نَمَا ذِكْرُ الْحَدِيْثِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَىُّ حَدِيْثٍ فَاَخْبَرَتْهَا قَالَتْ فَسَمِعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا اَفَاقَتْ اِلاَّ وَعَلَيْهَا حُمّٰى بِنَافِضٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا لِهٰذِهِ قُلْتُ حُمّٰى اَخَذَتْهَا مِنْ اَجْلِ حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُوْنِىْ وَلَئِنِ اعْتَذَرْتُ لاَ تَعْذِرُوْنِىْ فَمَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ فَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ مَا اَنْزَلَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لاَ بِحَمْدِ اَحَدٍ ـ

৩১৩৮. মাসরুক (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, আমি আয়েশার জননী উম্মে রুমানের কাছে আয়েশার ব্যাপারে যেসব (অপবাদের) কথা ছড়ানো হয়েছিল সেই (ইফকের ঘটনা) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আয়েশা ও আমি বসা ছিলাম। এমনি সময় একজন আনসারী মহিলা এই কথা বলতে বলতে আমার নিকট আসল যে, আল্লাহ করুন,

অমুকের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। আর লানতের আযাব তো তাকে পেয়েই বসেছে। (উম্মে রুমান বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কেন ? সেই মহিলা বলল, কেননা সে (মিথ্যার অপবাদের) কথার চর্চা করে বেড়াচ্ছে। তখন আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কথা ? (উম্মে রুমান) আয়েশাকে ব্যাপারটি খুলে বললেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটি কি আবু বকর এবং রসূলুল্লাহ (স) শুনেছেন ? বললেন, হাঁ। আয়েশা (রা) বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে তাঁর হুশ ফিরে এলে গা কাঁপিয়ে ভীষণ জ্বর উঠল। তারপর নবী (স) আগমন করলেন এবং (তাঁর অবস্থা দেখে) জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হল ? আমি (উম্মে রুমান) জবাব দিলাম, তার সম্পর্কে যা কিছু রটনা হয়েছে তাতে আঘাত পেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। তখন আয়েশা উঠে বসল এবং বলতে লাগল, আল্লাহর কসম ! (ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাতে) আমি যদি কসমও খাই, তবুও আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি ওজর পেশ করি, তা-ও আপনারা মানবেন না। অতএব এখন আমার এবং আপনাদের ব্যাপার হল ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের মতো। (অর্থাৎ ইয়াকুব যেমন ইউসুফকে হারিয়ে চরম ধৈর্য ধারণ করেছিলেন, আমিও তাই করলাম তিনি ছেলেদের মনগড়া কাহিনী শুনে বলেছিলেন ঃ)।-" তোমরা যা বর্ণনা করছ সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহরই কাছে মদদ চাওয়া হয়ে থাকে।" অতপর নবী (স) ফিরে চলে গেলেন এবং আল্লাহ (এ ব্যাপারে) যা নাযিল করার ছিল, নাযিল করলেন। নবী (স) এসে এ খবর আয়েশাকে জানালেন। আয়েশা বললেন, আমি একমাত্র আল্লাহরই প্রশংসা করব, আর করোর নয়।

٣١٣٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَرَاَيْتِ قَوْلَهُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا اَوْ كُذِبُوْا قَالَتْ بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا اَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ فَقَالَتْ يَا عُرَيَّةُ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذٰلِكَ قُلْتُ فَلَعَلَّهَا اَوْ كُذِبُوْا قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا وَاَمَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَتْ هُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ وَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَاخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى اِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوْا اَنَّ اَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَ هُمْ نَصْرُ اللّٰهِ * قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اسْتَيْأَسُوْا اِفْتَعَلُوْا مِنْ يَئِسْتُ مِنْهُ مِنْ يُوْسُفَ لَا تَيْأَسُوْا مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ-

৩১৩৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী পত্নী আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কি আল্লাহর এ ফরমানের প্রতি লক্ষ করেছেন ? (যার অর্থ হল) "যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের এ ধারণা জন্ম নিল যে, নিশ্চয়ই এখন জাতি তাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করার প্রয়াস পাবে।" এ আয়াতে শব্দটি كُذِبُوا না

كُذِبُو؟ তখন আয়েশা বললেন, اكُذِبُوا কেননা, তাদেরকে তাঁদের জাতি মিথ্যাবাদী বলেছে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! রসূলগণের তো দৃঢ় বিশ্বাস ও ইয়াকিন হয়ে গিয়েছিল যে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। তাহলে আয়াতে ظَنٌّ শব্দ কিভাবে বলা হল ? (যার অর্থ হয় ধারণা করা) আয়েশা বললেন, আরে উরাইয়্যা (শোন্) নিশ্চয় এ ব্যাপারে তাঁদের ইয়াকীন ছিল। আমি বললাম, তাহলে সম্ভবত এটি اَوْ كُذِبُوا হবে। আয়েশা বললেন, নাউযুবিল্লাহ, রসূলগণ আল্লাহর সাথে এমন ধারণা কখনো করতে পারে না। (কেননা, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, তাদের এ ধারণা হয়ে গেল যে, তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মিথ্যা বলা হয়েছে !) বরং আয়াতে "তাঁরা"-এর অর্থ হলো, রসূলগণের সেসব অনুসারী, যারা আপন রবের ওপর ঈমান এনেছিলেন, তাঁরা রসূলগণকে সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। তারপর তাঁদের ঈমানের পরীক্ষা একটু দীর্ঘায়িত হয়ে গেল, (আল্লাহর) সাহায্য আসতে কিছু দেরী হয়ে পড়ল, শেষ পর্যন্ত যখন নবীগণ স্বজাতীয় লোকদের মাঝে যারা তাঁদেরকে মিথ্যা মনে করেছে তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এ ধারণা হতে লাগল যে, তাঁদের অনুসারীগণও তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করে বসবেন, ঠিক তখনই আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখরী) বলেন ঃ استاسوا এসেছে يئست منه থেকে এবং তা افتعال এর ওজন অনুযায়ী হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ (কে পাওয়া) থেকে নিরাশ হয়ে গেলেন। আর لا تيأسوا من روح الله এর অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

٣١٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ -

৩১৪০. ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেছেন ঃ ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (আ) হলেন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ - (انبياء ٨٤-٨٣)

"আইউবের কাহিনী স্মরণ কর ; যখন তিনি তাঁর পরোয়ারদিগারকে ডাকলেন, হে পরোয়ারদিগার ! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আপনি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু। (আমার যাতনা দূর করে দিন) অতপর আমি তার আবেদন মঞ্জুর করে নিলাম এবং সকল কষ্ট-যাতনা দূর করে দিলাম। পুনঃ তার (হারানো) পরিজনবর্গ তাকে ফিরিয়ে দিলাম এবং এদের সাথে সমপরিমাণ আরও দান করলাম। এ ছিল আমার পক্ষ থেকে অসীম রহমত ও করুণা। আর আমার বান্দাদের জন্য এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।"

(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৮৩-৮৪)

٣١٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا اَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِىْ فِىْ ثَوْبِهِ فَنَادَى رَبُّهُ يَا اَيُّوبُ اَلَمْ اَكُنْ اَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرٰى قَالَ بَلٰى يَا رَبِّ وَلٰكِنْ لاَ غِنًى لِّىْ عَنْ بَرَكَتِكَ -

৩১৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদিন আইউব (আ) নগ্নদেহে গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর ওপর সোনার অসংখ্য পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি (সেগুলোকে) দ্রুত হাতে ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রভু তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইউব ! তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা থেকে আমি কি তোমায় মুখাপেক্ষীহীন করে দেইনি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, প্রভু। কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণময়তা থেকে তো আর মুখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسٰى اِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُوْلاً نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا -

"কিতাবে মূসার ঘটনাটি স্মরণ কর। নিশ্চয়ই তিনি একজন নিষ্ঠাবান ছিলেন। আর ছিলেন রসূল ও নবী। আমি তাকে তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে ডেকেছি এবং গোপনে কথা বলার জন্য নিকটে এনেছি।"

٣١٤٢- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ اِلٰى خَدِيْجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُهُ فَانْطَلَقَتْ بِهِ اِلٰى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْاِنْجِيْلَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرٰى فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى وَاِنْ اَدْرَكَنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا اَلنَّامُوْسُ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ -

৩১৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হেরা গিরিগুহা থেকে খাদীজার কাছে ফিরে আসলেন। তাঁর হৃদকম্পন হচ্ছিল। তখন খাদীজা তাঁকে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। ওয়ারাকা ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং আরবী ভাষায় ইনজিল পাঠ করতেন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি দেখেছেন ? নবী (স) তাকে সব জানালেন। তখন ওয়ারাকা বললেন, এতো সেই 'নামুস' (ফেরেশতা), যাকে মহান আল্লাহ মূসার ওপর নাযিল করেছিলেন। আমি যদি আপনার জমানা পাই, তবে সর্বশক্তি দিয়ে আপনার সাহায্য করব।

'নামুস' অর্থ গুপ্ত তত্ত্ব ও তথ্যবাহী। যাকে কেউ কোন বিষয়ে অবহিত করে, আর সে তা অপর থেকে গোপন রাখে, প্রকাশ হতে দেয় না। [এখানে এ শব্দ দ্বারা হযরত জিবরাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে]।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ رَاٰى نَارًا فَقَالَ لاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّى اٰنَسْتُ نَارًا لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى - فَلَمَّا اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ - اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى - وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى - (طه)

"মূসার কাহিনী কি আপনার কাছে পৌঁছেছে, (পথিমধ্যে) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন নিজ পরিজনকে বললেন, তোমরা (এখানে একটু) অপেক্ষা কর। আমি (একটু দূরে) আগুন দেখেছি। আশা করি, তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু (আগুন) নিয়ে আসব কিংবা (সেখানে) আগুনের সন্ধান পাবো। অতপর মূসা সেখানে আসলে পর ডাক শুনলেন, হে মূসা ! নিশ্চয় আমি তোমার রব। তুমি পায়ের জুতা খুলে ফেল। কেননা, তুমি 'তুয়া' নামক এক পবিত্র প্রান্তরে হাজির হয়েছ। আমি তোমাকে (রসূল) মনোনীত করেছি। অতএব যা অহী করা হয়, তা মনোযোগ দিয়ে শোন।"

٣١٤٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهِ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاِذَا هَارُوْنَ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ -

৩১৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মালেক ইবনে সাসাআ বর্ণনা করেন, নবী (স) মিরাজের রজনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদের কাছে এ ঘটনাও বলেছেন যে, তিনি যখন পঞ্চম আসমানে পৌঁছেন, তখন সেখানে হঠাৎ হারুন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটে। জিবরাইল (আ) (পরিচয় করিয়ে দিয়ে) বলেন, ইনি হলেন হারুন (আ), তাঁকে সালাম করুন। অতপর আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনিও এর জবাব দিলেন। তারপর হারুন (আ) বললেন, হে আমার নেক ভাই ও মহান নবী, মারহাবা !

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারের আহবান। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"[ফেরাউন মূসা (আ)-কে হত্যার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে] ফেরাউন বংশীয় এক ব্যক্তি যে নিজ ঈমানকে (এ পর্যন্ত) গোপন রেখেছিল—বলল, তোমরা কি একজন লোককে হত্যা করতে চাইছ শুধু এ অপরাধে (?) যে, সে বলছে, আমার রব আল্লাহ ? অথচ সে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে

যদি সত্যবাদী না হয়, তবে মিথ্যার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদের সাথে যেসব ওয়াদা করছে, তার কিছু অংশ (আযাব) তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে। যারা সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে হেদায়াত দান করেন না।"–(সূরা আল মু'মিন ঃ ২৮)

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

"[হে মুহাম্মাদ (স)!] আপনার কাছে কি মূসার খবরটি পৌঁছেছে ?" "এবং আল্লাহ মূসার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বলেছেন।"

٣١٤٤– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ رَأَيْتُ مُوْسٰى وَاِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجِلٌ كَاَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَرَأَيْتُ عِيْسٰى فَاِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ اَحْمَرُ كَاَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ وَاَنَا اَشْبَهُ وَلَدِ اِبْرَاهِيْمَ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءَيْنِ فِىْ اَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِى الْاٰخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ اِشْرَبْ اَيُّهُمَا شِئْتَ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهٗ فَقِيْلَ اَخَذْتَ الْفِطْرَةَ اَمَا اِنَّكَ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৩১৪৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যে রাতে আমার মিরাজ হয়, সে রাতে আমি মূসাকে দেখতে পেয়েছি। তাঁর গায়ের গোশত জমাট বাঁধা অর্থাৎ তিনি বলিষ্ঠদেহী ছিলেন, তাঁর চুল কোঁকড়ানো। (মনে হচ্ছিল) তিনি যেন শানুআ গোত্রেরই একজন লোক। আমি ঈসা (আ)-কেও দেখেছি। তিনি মধ্যমদেহী ছিলেন। রং ছিল তাঁর লাল। তিনি যেন (এইমাত্র) হাম্মাম থেকে বের হলেন। আর ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সাথে আমার চেহারার মিল রয়েছে সবচেয়ে বেশী। অতপর আমার সামনে দু'টি পিয়ালা আনা হল। এর একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল শরাব। জিবরাইল (আ) বললেন, দু'টির মধ্যে যেটি চান সেটি থেকে পান করুন। আমি দুধ নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন বলা হল, আপনি 'ফিতরাত'ই (স্বভাব ও প্রকৃতি) বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি শরাব নিয়ে নিতেন, তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٤٥– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ اَنْ يَّقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهٗ اِلٰى اَبِيْهِ وَذَكَرَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ فَقَالَ مُوْسٰى اٰدَمُ طُوَالٌ كَاَنَّهٗ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ وَقَالَ عِيْسٰى جَعْدٌ مَرْبُوْعٌ وَذَكَرَ مَالِكَ خَازِنَ النَّارِ وَذَكَرَ الدَّجَّالَ ـ

৩১৪৫. কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়ার কাছে শুনেছি, তাঁর কাছে তোমাদের নবী (স)-এর চাচাতো ভাই ইবনে আব্বাস রেওয়ায়েত করেছেন।

নবী (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাকে ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম বলা শোভা পায় না। নবী (স) ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। নবী (স) মিরাজের রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মূসা (আ) ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং বাদামী রং বিশিষ্ট, যেন 'শানুআ' গোত্রের একজন লোক। তিনি এ-ও বলেছেন, ঈসা (আ) ছিলেন কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, মধ্যমদেহী লোক। তিনি দোযখের দারোগা মালেক ও দাজ্জালের কথাও উল্লেখ করেছেন।

٣١٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوْا هٰذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَاَغْرَقَ اٰلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوْسٰى شُكْرًا لِلّٰهِ فَقَالَ اَنَا اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ ـ

৩১৪৬. জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স) যখন (হিজরত করে) মদীনায় আসেন, তিনি দেখতে পান যে, ইয়াহুদীরা একদিন রোযা রাখছে। দিনটি ছিল আশুরার দিন। (জিজ্ঞেস করার পর) তারা বলল, এটি এক মহান দিন। এ দিনেই আল্লাহ মূসা (আ)-কে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছেন। অতপর মূসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের জন্য রোযা রেখেছেন। তখন নবী (স) বললেন, তাদের তুলানায় আমিই হলাম মূসা (আ)-এর বেশী ঘনিষ্ঠ। সুতরাং তিনি নিজেও (এই দিন) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রোযা রাখার হুকুমও করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَاعَدْنَا مُوْسٰى ثَلاَثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ـ وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرٰنِيْ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ(الاعراف : ١٤٣)

"আমি মূসার সাথে (কিতাবদানের উদ্দেশ্যে) তিরিশ রজনীর জন্য ওয়াদা করেছিলাম এবং (পরে) আরও দশ রাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে চল্লিশ রজনীতে পূর্ণ করলাম। মূসা (তুর পবর্তে যাত্রাকালে) তাঁর ভাই হারুনকে বলল, (আমার অবর্তমানে) জাতির মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করবে। তাদের সংশোধন করে যাবে। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পন্থা অনুসরণ করবে না। মূসা যখন আমার নির্ধারিত দিনগুলোতে আসল এবং তার প্রভু তার সাথে কথা বলল, তখন সে আরজ করল, হে আমার পরোওয়ারদিগার ! আমাকে

দেখা দিন। আমি একটু আপনাকে দেখতে চাই। আল্লাহ বললেন, (এ জগতে) কখনও আমাকে দেখতে পারবে না। তবে (সামনের) ঐ পাহাড়টির দিকে নজর কর, যদি তা স্ব স্থানে স্থির থাকে, তখন হয়ত আমাকে দেখবে। যখন তার পরোয়ারদিগার সেই পাহাড়ে আপন তাজাল্লির (জ্যোতির) ঝলক মাত্র মারলেন, তাতেই পাহাড়টি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। যখন মূসার চৈতন্য ফিরে আসল, তখন আরজ করল, প্রভু ! আপনি পাকপবিত্র। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি। আর (এ জগতে আপনার দিদার যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে) আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।"–(সূরা আরাফ ঃ ১৪২–৪৩)

٣١٤٧– عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّاسُ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوْسٰى أٰخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِن قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِىْ أَفَاقَ قَبْلِى أَمْ جُوْزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ -

৩১৪৭. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম আমিই চেতনা ফিরে পাব। তখন হঠাৎ আমি মূসা (আ)-কে দেখব, তিনি আরশের খুঁটিগুলোর একটি খুঁটি ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, আমার আগেই কি তাঁর হুশ আসবে, নাকি তুর পাহাড়ে বেহুশ হওয়ার বিনিময় তাঁকে দেয়া হবে (যে, তিনি আর এখানে বেহুশই হবেন না)।

٣١٤٨– عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ لاَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ وَلَوْ لاَ حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ اُنْثٰى زَوْجَهَا الدَّهْرَ -

৩১৪৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যদি বনী ইসরাইল না হত, তাহলে গোশতে কখনও পচন ধরত না। আর যদি (আদি মাতা) 'হাওয়া' না হতেন, তাহলে কোন নারী কোনকালে স্বামীর সাথে খেয়ানত করত না।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ তুফানের বর্ণনা। 'তুফান' কখনও বন্যাপ্রবাহের কারণে হয়ে থাকে। আর অধিক হারে মানুষের মৃত্যুকেও তুফান বলা হয়। القمل এর অর্থ কীট যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উকুনের ন্যায় হয়ে থাকে, حقيق এর অর্থ উপযুক্ত এবং হক। سقط অর্থ লজ্জিত হওয়া। আর যে লোকই লজ্জিত হয় সেই নিজের হাতের ওপর পড়ে যায়। (অর্থাৎ গভীর মর্মবেদনায় কখনো দাঁত দিয়ে হাত কামড়ে ধরে আবার কখনো অন্য ধরনের কিছু করে বসে, যাতে তার গভীর দুঃখ ও শোকের প্রকাশ ঘটে।)

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মূসা ও খিযিরের কাহিনী সম্বলিত হাদীস।

٣١٤٩– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ تَمَارٰى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِىْ فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ خَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أُبَىُّ ابْنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّى تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِى هٰذَا فِىْ صَاحِبِ مُوْسٰى الَّذِىْ سَالَ السَّبِيْلَ إِلٰى لُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُ شَانَهُ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَمَا مُوْسٰى فِىْ مَلَإٍ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ اَحَدًا اَعْلَمَ مِنْكَ قَالَ لاَ - فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى مُوْسٰى بَلٰى عَبْدُنَا خَضِرٌ فَسَأَلَ مُوْسٰى السَّبِيْلَ إِلَيْهِ فَجُعِلَ لَهُ الْحُوْتُ اٰيَةً وَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ فَكَانَ يَتَّبِعُ الْحُوْتَ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوْسٰى فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ اَذْكُرَهُ - فَقَالَ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِىْ قَصَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهِ -

৩১৪৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ফাযারী মূসার সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন, তিনি হলেন 'খিযির'। এমনি সময় তাঁদের নিকট দিয়ে উবাই ইবনে কাব পথ অতিক্রম করছিলেন। ইবনে আব্বাস তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি ও আমার এ সাথী মূসা (আ)-এর সেই সাথীর ব্যাপারে বির্তক করছি—যার সাথে মুলাকাতের জন্য মূসা (আ) পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর কোন অবস্থা বর্ণনা করতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি যে, মূসা (আ) বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। তখন তার কাছে একজন লোক আসল এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এমন কোন ব্যক্তিকে জানেন, যিনি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ? তিনি বললেন, না। তখন আল্লাহ মূসার প্রতি অহী পাঠালেন যে, হাঁ (তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী) আমার এক বান্দা আছে—যার নাম 'খিযির'। মূসা তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য পথের সন্ধান জানতে চাইলেন। তাঁর জন্য একটি মাছকেই (পথের) নিশান ও চিহ্ন হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হল এবং তাঁকে বলে দেয়া হল, যখন তুমি মাছটিকে হারাবে, তখন (পেছনে) ফিরে আসবে। তাহলেই খিযিরের সাক্ষাত পাবে। অতপর মূসা (আ) নদীতে মাছের চিহ্ন খুঁজে চলছিলেন। এমনি সময় মূসা (আ)-কে তাঁর খাদেম বলে উঠল, আপনি লক্ষ করেছেন যে, আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বসেছিলাম তখন আমি মাছটির কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। বস্তুত তার স্মরণ থেকে একমাত্র শয়তানই আমাকে গাফিল করে দিয়েছে। মূসা (আ) বললেন, তাকেই তো আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। অতএব উভয়েই পেছনে ফিরে চললেন এবং 'খিযির'-এর সাক্ষাত পেয়ে গেলেন। তাঁদের (খিযির ও মূসা) উভয়ের অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ঠিক তা-ই যা মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

٣١٥٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِىَّ يَزْعَمُ أَنَّ مُوْسٰى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسٰى بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ إِنَّمَا هُوَ مُوْسٰى اٰخَرُ

১৩. 'খিযির' শব্দই প্রচলিত হয়ে গেছে, কিন্তু এর শুদ্ধ উচ্চারণ খাযের।

فَقَالَ كَذِبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ مُوْسٰى قَامَ خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ بَلٰى لِيْ عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِيْ بِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ أَيْ رَبِّ وَكَيْفَ لِيْ بِهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوْتًا فَتَجْعَلُهُ فِيْ مِكْتَلٍ حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّ وَرُبَّمَا قَالَ فَهُوَ ثَمَّهُ وَأَخَذَ حُوْتًا فَجَعَلَهُ فِيْ مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ ابْنُ نُوْنٍ حَتّٰى أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَرَقَدَ مُوْسٰى وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللّٰهُ عَنِ الْحُوْتِ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هٰكَذَا مِثْلُ الطَّاقِ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللّٰهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا قَالَ لَهُ مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا رَجَعَا يَقُصَّانِ اٰثَارَهُمَا حَتّٰى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى بِثَوْبٍ فَسَلَّمَ مُوْسٰى فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَأَنّٰى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ أَنَا مُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ يَامُوْسٰى إِنِّي عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ اللّٰهُ لاَ تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا إِلٰى قَوْلِهِ إِمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ كَلَّمُوْهُمْ أَنْ يَحْمِلُوْهُمْ فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوْسٰى مَانَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ

يَفْجَأُ مُوسَى إِلاَّ وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقُدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى مَا صَنَعْتَ قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلاَمٍ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا- قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ مَائِلاً أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلاً إِلاَّ مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَائِطِهِمْ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوْ كَانَ صَبَرَ يُقَصُّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرٍو أَوْ تَحَفَّظْتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ ـ

৩১৫০. সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বললাম ঃ নাওফ বেক্কালী মনে করছে যে, খিযিরের সঙ্গী মূসা বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা নন। নিশ্চয়ই তিনি অপর কোনও মূসা। তখন ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব নবী (স) থেকে আমাদের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, (একদা) মূসা বনী ইসরাইলের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোন্ লোকটি সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী ? মূসা জবাব

দিলেন, আমি। (তাঁর এ জবাবে) আল্লাহ তাকে তিরস্কার করলেন। কেননা, তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ্ তাঁকে বললেন, দেখ, দু'নদীর সংযোগ স্থলে আমার এক বান্দা আছে। সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা আরজ করলেন, হে আমার পরোয়ারদিগার ! তাঁর কাছে আমাকে কে পৌঁছাবে ? কখনও সুফিয়ান এভাবে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হে প্রভু ! আমি তাঁর নিকটে কিরূপে পৌঁছুব ? আল্লাহ বললেন, তুমি একটি মাছ ধর এবং তা (ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখ। যেখানে গিয়ে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, আমার সেই বান্দার সাক্ষাত তুমি সেখানেই পাবে। কখনও সুফিয়ান شبع এর স্থলে شمه বর্ণনা করেছেন। অতপর মূসা একটি মাছ ধরলেন এবং তা (ভাজা করে) থলের মধ্যে ভরে রাখলেন। তারপর তিনি ও তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুন (সফরের উদ্দেশ্যে) চললেন। চলতে চলতে তাঁরা (সাগর তীরে) একটি প্রকান্ড পাথরের কাছে এসে থামলেন। উভয়ে পাথরটির উপর মাথা রাখলেন (এবং বিশ্রাম করলেন) ইতিমধ্যে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি (জীবন্ত হয়ে উঠল এবং) ছটফট করতে করতে (থলে থেকে) বেরিয়ে এলো এবং সাগরে নেমে গেল। অতপর সে সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গ আকারে আপন পথ করে নিল। অর্থাৎ আল্লাহ মাছটির গমন পথে পানির গতি রোধ করে দিলেন। ফলে তার গমন পথটি মিহরাবের মতো হয়ে গেল। নবী (স) (হাতের ইশরায়) বললেন যে, এভাবে মিহরাবের মতো হয়েছে। অতপর উভয়ে অবশিষ্ট দিন ও সারা রাত পথ চললেন। যখন পরদিন সকাল হল, তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমার ভোরের খানা আন। আমি (পাথরটিতে বিশ্রাম নেয়ার পর থেকে) এ সফরে খুব ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করছি। বস্তুত মূসা যে পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশিত সেই স্থানটি অতিক্রম করে না গেছেন, সে পর্যন্ত সফরে তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি। তখন খাদেম তাঁকে জানাল ঃ আপনি কি খেয়াল করেছেন যে, আমরা যখন সেই পাথরটির কাছে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, তখন (মাছটি পানিতে চলে গেছে) মাছটির (অলৌকিকভাবে চলে যাওয়ার) কথা বলতে আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আসলে (আপনার নিকট) তা উল্লেখ করতে একমাত্র শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি সমুদ্রে আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নিয়েছে। (বর্ণনাকারীর মন্তব্য) পথটি মাছের জন্য ছিল একটি সুড়ঙ্গ। আর তাঁদের জন্য ছিল এক অভিনব ও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মূসা তাকে বললেন, এটিই তো (সেই স্থান যা) আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। পরে উভয়ে আপন পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে পেছনের দিকে ফিরে চললেন। শেষ পর্যন্ত সেই পাথরটির কাছে এসে পৌঁছলেন এবং (সেখানে)দেখলেন, একজন লোক কাপড়ে আবৃত হয়ে আছেন। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনিও সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, এদেশে তো সালামের কোন রেওয়াজ নেই। (তুমি কিভাবে তা করলে ?) তিনি বললেন, আমি মূসা। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, বনী ইসরাইলের মূসা ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। আমি এসেছি আপনার নিকট থেকে হেদায়াতের সেই কথাগুলো শেখার জন্যে যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। লোকটি বলল, হে মূসা ! আমার কিছু আল্লাহ প্রদত্ত ইল্ম আছে—যা তিনিই আমাকে দান করেছেন। এ সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। আর তোমার কিছু আল্লাহ প্রদত্ত ইল্ম আছে যা—একমাত্র তোমাকেই আল্লাহ দান করেছেন। সে ব্যাপারে আমার কোন ইল্ম নেই। মূসা বললেন, আমি কি

আপনার সাথে থাকতে পারি ? খিযির বললেন, তুমি আমার সাথে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। আর তুমি এমন এমন জিনিসের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করবেই বা কিভাবে —যার রহস্য ও হাকীকত অনুধাবন করা তোমার সাধ্যের বাইরে ? মূসা বললেন, ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই আমাকে একজন ধৈর্যধারণকারী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমি আপনার কোন হুকুমই অমান্য করব না। খিযির বললেন, যদি তুমি আমার সাথে থাকতে চাও, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট ব্যক্ত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে না।

অতপর উভয়ে রওয়ানা করলেন এবং সাগরের তীর দিয়ে চলতে লাগলেন। এমন সময় একটি নৌকা তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা তাঁদেরও নৌকায় উঠিয়ে নিতে মাঝিদেরকে অনুরোধ করলেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেললো এবং বিনা ভাড়ায় (সঙ্গীসহ) তাঁকে নৌকায় তুলে নিল। তাঁরা নৌকায় আরোহণ করার পর একটি চড়ুই পাখী নৌকার একপাশে এসে বসল এবং একবার বা দু'বার সাগরের পানিতে ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন, হে মূসা ! এ পাখীটি সাগর থেকে ঠোঁটের সাহায্যে যে সামান্য পরিমাণ পানি নিয়েছে, তাতে সাগরে পানি যতটুকু হ্রাস পেয়েছে, আমার ও তোমার ইলমের দ্বারা আল্লাহর ইলমে ততোটুকুও কমতি আসেনি। তারপর খিযির হঠাৎ করে একটি কুড়াল উঠালেন এবং (আঘাত হেনে) নৌকার একটি তক্তা (ভেঙ্গে) বের করে ফেললেন। মূসা দেখলেন, খিযির কুড়ালের আঘাতে নৌকার তক্তা ভেঙ্গে ফেলেছেন। তখন তাঁকে মূসা বললেন, আপনি এ কি করলেন ? এরা বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে (নৌকায় তুলে) নিল। এখন তাদের নৌকাই আপনার আঘাতের লক্ষবস্তু হল, আপনি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকায় ছিদ্র করে দিলেন। এ এক গুরুতর কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবে না। মূসা জবাব দিলেন, আমি ব্যাপারটি ভুলে গেছি, সেই ভুলের জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ আচরণে আমার প্রতি কঠোর হবেন না। মূসার পক্ষ থেকে এ প্রথম ভুল হয়ে গেল। অতপর তাঁরা উভয়েই সাগর পার হয়ে আসলেন। এরপর একটি বালকের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। সে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলছিল। খিযির ছেলেটির মাথা ধরলেন এবং নিজ হাতে তার গর্দান আলাদা করে ফেললেন। (এ কথাটি বোঝানোর জন্য) সুফিয়ান (হাদীস বর্ণনাকারী) তাঁর হাতের আঙুলগুলো দ্বারা এমনভাবে ইশারা করলেন যেন তিনি কোন জিনিস ভেঙে ফেলছিলেন। এ সময় মূসা বললেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি একটি জঘন্য কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি বলিনি যে, তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না ? মূসা বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওজরের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। অতপর তাঁরা হাঁটতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত লোকালয়ে এসে হাজির হলেন এবং গ্রামবাসীরদের কাছে খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেই লোকালয়েই তাঁরা একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন, যা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির তা সুদৃঢ় করে ও হাত দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। একথা বলে বর্ণনাকারী সুফিয়ান হাত দিয়ে এভাবে ইঙ্গিত করলেন যেন তিনি কোন জিনিস উপরের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। আমি সুফিয়ানকে–'ঝুঁকে পড়েছে'–এ কথা উল্লেখ করতে একবারই মাত্র শুনেছি।

মূসা বললেন, এরা এমন মানুষ, আমরা তাদের নিকট আসলাম, তারা না আমাদের জন্য খাবার সরবরাহ করলো, না আমাদের মেহমানদারী করল। আর আপনি গেলেন তাদের প্রাচীর ঠিক করে দিতে। আপনি যদি চাইতেন, তাদের নিকট থেকে এর মজুরী আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন, ব্যস এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে। তবে যেসব ব্যাপারে তুমি ধৈর্যধারণ করতে পারনি। সেগুলোর গূঢ় রহস্য আমি তোমাকে অবহিত করছি।

নবী (স) বলেছেন, হায় ! যদি মূসা সবর করতেন আল্লাহ আমাদের নিকট তাঁদের উভয়ের খবরা খরব (আরও অধিক) বর্ণনা করতেন !

সুফিয়ান বর্ণন করেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন ! যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে তাঁদের উভয়ের ব্যাপারে আমাদের কাছে (আরও অধিক ঘটনা) বর্ণিত হতো। ইবনে আব্বাস (এখানে) وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصبًا এর স্থলে পড়েছেন وَكَانَ اَمَامَهُم مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصبًا (অর্থাৎ তাদের সামনে একজন বাদশা ছিল যে, প্রতিটি নিখুঁত নৌকা জবরদস্তিমূলক ছিনিয়ে নেয়)।

(ইবনে আব্বাস এও পড়েছেন যে,) وَمَا الغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوهُ مُؤمِنَينِ (অর্থাৎ সে বালকটি ছিল কাফের এবং তার মা-বাপ ছিল ঈমানদার)। পুনরায় সুফিয়ান আমাকে বলেছেন, আমি এ হাদীসটি আমর ইবনে দীনারের থেকে দু'বার শুনেছি এবং তাঁর নিকট থেকেই তা মুখস্ত করেছি। সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি আমর থেকে শোনার আগেই তা মুখস্ত করে ফেলেছেন কিংবা অপর কোন লোকের কাছ থেকে তা মুখস্ত করেছেন ? সুফিয়ান জবাব দিলেন, আমি কার নিকট থেকে তা মুখস্ত করতে পারি ? আমি ছাড়া আর কেউ কি হাদীসটি আমরের নিকট থেকে বর্ণনা করেছে ? আমি তাঁর নিকট থেকে দু'বার কিংবা তিনবার তা শুনেছি এবং তাঁর কাছ থেকেই তা মুখস্ত করেছি।

٣١٥١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ اِنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ -

৩১৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খাযেরকে 'খাযের' নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো এই যে, (একদা) তিনি ঘাস পাতাবিহীন শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। (সে ঘটনা থেকে তাঁর নাম 'খাযের'–প্রচলিত বাংলা উচ্চারণে 'খিযির' হয়ে গেল)।

٣١٥٢- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ -

৩১৫২. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা (প্রস্তাবিত শহরে) প্রবেশদ্বার দিয়ে অবনতমস্তকে ঢুকবে।

আর (মুখে) বলবে, 'হিত্তাতুন' (অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমাদের গোনাহ মাফ করে দাও)। কিন্তু তারা (এ শব্দটি) পরিবর্তন করে ফেলল এবং (নীচু হয়ে যাতে শির নত করতে না হয়) নিজ নিজ কোমরের ওপর ভর করে (শহরে) প্রবেশ করল। আর মুখে বলল ঃ 'হাব্বাতুন ফি শা'রাতিন' (অর্থাৎ যবের দানা চাই, এক কথায়—খাদ্য চাই)।

٣١٥٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا لاَ يُرٰى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اِسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَاٰذَاهُ مَنْ اٰذَاهُ مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هٰذَا التَّسَتُّرَ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٍ وَإِمَّا أُدْرَةٍ وَإِمَّا اٰفَةٍ وَإِنَّ اللّٰهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوْا لِمُوْسٰى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلٰى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوْسٰى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ ثَوْبِىْ حَجَرُ ثَوْبِىْ حَجَرُ حَتّٰى اِنْتَهٰى إِلٰى مَلاَ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيْلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَأَبْرَاَهُ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلاَثًا أَو أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ـ

৩১৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ (হযরত) মূসা খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। (সব সময়) শরীর আবৃত রাখতেন। লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনও খোলা দেখা যেত না। বনী ইসরাইল গোত্রের একদল লোক (এ ব্যাপারটিকে ভিত্তি করে) তাঁকে ভীষণ কষ্ট দিল। তারা (তাঁর ওপর অপবাদ এনে) বলল ঃ তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশী তৎপর, তার একমাত্র কারণ হলো যে, তাঁর শরীরে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হয়তো শ্বেত রোগ রয়েছে কিংবা অন্ডকোষে একশিরা বা অপর কোন ঘৃণ্য ব্যাধি আছে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলেন, মূসা সম্পর্কে তারা যে অপবাদ রটিয়েছে, তা থেকে তাঁকে পাকসাফ করে দেবেন। সুতরাং একদিন মূসা (এক নির্জন স্থানে গিয়ে) একাকী হলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন। তারপর (পানিতে নেমে) গোসল করলেন। গোসল সেরে যখনই কাপড় নিতে সেদিকে এগিয়ে গেলেন, অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। তখন মূসা তাঁর লাঠিটি হাতে নিলেন এবং পাথরটিকে ধাওয়া করলেন। আর (চীৎকার দিয়ে) বলতে লাগলেন, হে পাথর ! আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ; হে পাথর আমার কাপড় (ফিরিয়ে দাও) ! এমনকি শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাইলের এক মজলিসে এসে পৌছল। ফলে তারা মূসাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল মূসার শরীর আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং তারা যা বলছে সেসব দোষ থেকে

তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। পাথরটি (সেখানে) থামল। মূসা তাঁর কাপড় নিয়ে পরিধান করলেন এবং লাঠি দ্বারা পাথরকে খুব জোরে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম ! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। এটিই হল এ আয়াতের মর্ম ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা কখনও তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে ব্যথা দিয়েছিল। অতপর আল্লাহ তাঁকে তাদের দেয়া অপবাদ থেকে অব্যাহতি দান করলেন। আর মূসা আল্লাহর কাছে অতি সম্মানিত লোক ছিলেন।"(আল আহযাব ঃ ৬৯)

٣١٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسَمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِن هٰذَا فَصَبَرَ -

৩১৫৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) কিছু জিনিস (লোকদের মধ্যে) বন্টন করলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ এতো এমন ধরনের বন্টন—যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কোন ইচ্ছা পোষণ করা হয়নি। আমি নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমি অসন্তোষের ভাব তাঁর চেহারায় দেখতে পেলাম। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ মূসার প্রতি রহম করুন। এর চেয়েও বেশী কষ্ট তাঁকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَوَزْنَا بِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّاهُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - (الاعراف :٣٩-١٣٨)

"আর আমি বনী ইসরাইলকে সাগর পার করে নিয়েছিলাম। তখন তারা এমন এক জাতির নিকট আসল—যারা তাদের প্রতিমাগুলোর সামনে পূজায় রত ছিল। তারা বলল, হে মূসা ! আমাদের জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দাও—যেমন তাদের দেবদেবী রয়েছে। মূসা বললেন, তোমরা একটি জাহেল জাতি। তারা যে কাজে রত আছে তা অবশ্যই ক্ষতিকর। আর তারা যা করছে তা সম্পূর্ণই বাতিল।"

–(সূরা আরাফ ঃ ১৩৮—১৩৯)

٣١٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَجْنِي الْكَبَاثَ وَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوْا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا -

৩১৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে "কেবাছ" নামীয় পাকা ফল বেছে বেছে নিচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এর মধ্যে কালোগুলো নেয়াই তোমাদের উচিত। কেননা, সেগুলোই অধিক সুস্বাদু। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ছাগল চরিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, এমন একজন নবীও নেই যিনি তা চরাননি।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ - قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَّلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ - قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا..... فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ -

"(স্মরণ কর সেই ঘটনা) যখন মূসা তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে গাভী জবাই করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছেন ? মূসা বললেন, আমি জাহেলদের ন্যায় (কর্মকান্ড) করা হতে আল্লাহর পানাহ চাই। তারা বলল, (তাহলে) আপনি আপনার প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন গাভীটি কেমন হবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেন। মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গাভী হবে, যা বুড়োও নয়, একেবারে বাছুরও নয়। বরং এ দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। অতএব, যা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, তা করে ফেল। তারা (আবার) বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট এ মর্মে আবেদন করুন যে, তিনি যেন আমাদের বলে দেন, এর রং কেমন হবে ? মূসা বললেন, তিনি বলেছেন, এটি নিশ্চয় হলুদ বর্ণের গাভী হবে, যার রং হবে উজ্জ্বল এবং দর্শকদের জন্য যা হবে আনন্দদায়ক। (এর পরও) তারা বলল, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন বর্ণনা করেন গাভীটি কিরূপ হবে ? কেননা গাভীটি (বাছাই করার ব্যাপারে) আমাদের সংশয় রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আমরা (তা) সন্ধান করে নিতে পারব। মূসা বললেন, আল্লাহ বলছেন, নিশ্চয় তা এমন গাভী হবে, যাকে কোন কাজে লাগিয়ে দুর্বল করা হয়নি। জমিও চাষ করা হয় না, সেচের কাজে পানিও টানে না। নিখুঁত হবে, তাতে কোন দাগ থাকতে পারবে না। তারা বলল, এবার আপনি সঠিক কথায় এসেছেন। অতপর তারা সেটি জবাই করল। অথচ তারা করবে বলে মনে হচ্ছিল না।[১২] (সূরা বাকারা ঃ ৬৭-৭১)

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ মূসা (আ)-এর ওফাত।

---

১২. বহুশতাব্দী পর্যন্ত বনী ইসরাইল গো পূজারী কিবতীদের সংস্পর্শে ছিল। তাদের প্রভাবে গো দেবতাদের মহিমা ও পবিত্রতায় তারাও বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই গাভী যবেহ করার নির্দেশের মাধ্যমে চলেছিল তাদের ঈমানের পরীক্ষা। অপর দিকে এসব টালবাহানা ও কূটতর্কের মাধ্যমে তারা তা উপেক্ষা করতে চেয়েছিল।

٣١٥٦- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوْسَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِىْ إِلَى عَبْدٍ لاَ يُرِيْدُ الْمَوْتَ قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ اَىْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْاٰنَ قَالَ فَسَأَلَ اللّٰهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ ثَمَّ لاَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ ـ

৩১৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মউতের ফেরেশতাকে মূসার নিকট (তাঁর জান কবযের জন্য) পাঠানো হয়েছিল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকট আসলেন, তিনি তাকে এক ঘুষি মারলেন। তখন ফেরেশতা তার পরওয়াদিগারের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দাহর নিকট পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। আল্লাহ বললেন, তুমি তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তার একখানা হাত একটি গরুর পিঠে রাখে, তার হাতের নীচে যতগুলো পশম পড়বে, প্রতিটি পশমের পরিবর্তে সে এক বছরের হায়াত পাবে। মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু ! এরপর কি হবে ? আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। মূসা বললেন, তাহলে এখনই হয়ে যাক। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী মূসা মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর নিকট আবেদন জানিয়েছেন, তাঁকে যেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে করব দেয়া হয়।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি আমি সেখানে হতাম, অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম।

٣١٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُحَمَّدًا ﷺ عَلَى الْعَالَمِيْنَ فِىْ قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْعَالَمِيْنَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذٰلِكَ يَدَهُ فَلَطَمَ الْيَهُوْدِىَّ فَذَهَبَ الْيَهُوْدِىُّ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لاَ تُخَيِّرُوْنِىْ عَلَى مُوْسٰى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُّفِيْقُ فَإِذَا مُوْسٰى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِىْ أَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِىْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩১৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহুদী পরস্পরকে গালি দিল। মুসলমান বললো, সেই আল্লাহর কসম, যিনি মুহাম্মাদ (স)-কে সমগ্র জগতের ওপর মনোনীত ও সম্মানিত করেছেন। ইয়াহুদীও বললো, কসম সেই সত্তার, যিনি মূসাকে

সারা জাহানের ওপর মর্যাদাবান করেছেন। তখনই মুসলমানটি হাত উঠালো এবং ইয়াহুদীকে একটি চড় মারলো। ইয়াহুদী নবী (স)-এর নিকট গেল এবং তার ও মুসলমানটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে অবহিত করলো। নবী (স) বললেন, আমাকে মূসার ওপর মর্যাদা দিতে যেও না। কেননা, (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ বেহুশ হয়ে যাবে। আমিই সর্বপ্রথম হুশ ফিরে পাব। হুশ আসতেই মূসাকে দেখবো, তিনি আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, যারা বেহুশ হয়েছে, তিনিও কি তাদের মধ্যে ছিলেন ? তারপর আমার আগেই তাঁর হুশ এসে গেছে ? কিংবা তাদেরই একজন ছিলেন, যাদেরকে মহান আল্লাহ (বেহুশ হওয়া থেকে) রেহাই দিয়েছেন ?

٣١٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى فَقَالَ لَهُ مُوْسٰى أَنْتَ اٰدَمُ الَّذِىْ أَخْرَجَتْكَ خَطِيْئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ أَنْتَ مُوْسٰى الَّذِىْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالاَتِهِ وَبِكَلاَمِهِ ثُمَّ تَلُوْمُنِىْ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى مَرَّتَيْنِ -

৩১৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আদম ও মূসা (আসমানে) পরস্পর বির্তক করছিলেন। মূসা তাঁকে বললেন, আপনি সেই আদম, আপনার ভুল আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল ? আদম তাঁকে বললেন, তুমি তো সেই মূসা, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দান ও বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। অথচ তারপরও তুমি এমন একটি বিষয়ে আমার প্রতি দোষারোপ করছ, যা আমার সৃষ্টিরও আগে আমার তকদীরে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) দু'বার বলেছেন যে, (এই বিতর্কে) আদম মূসার ওপর জয়ী হন।

٣١٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا قَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْأُمَمُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأُفُقَ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِىْ قَوْمِهِ -

৩১৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, (সমস্ত নবীর) উম্মতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আসমানের এক দিক ঢেকে ফেলেছিল। তখন বলা হল, ইনি হলেন, মূসা—আপন কওমের মধ্যে (অবস্থান করছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ - وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ - (التحريم ١١-١٢)

"আর যারা ঈমান এনেছে, তাদের (শিক্ষা গ্রহণের) জন্য আল্লাহ ফিরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। যখন সে দোয়া করেছিল ঃ হে আমার প্রভু ! আমার জন্য তোমার কাছেই জান্নাতে একখানি ঘর বানিয়ে দাও এবং আমাকে ফিরাউন ও তার অপকর্ম থেকে নাজাত দাও। আর জালিমের হাত থেকে আমাকে মুক্তিদান কর। এবং (আল্লাহ) ইমরান তনয়া মারয়ামের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যে আপন লজ্জাস্থানের হিফাজত করেছিল। পরে আমি তার ভিতরে আমার পক্ষ থেকে ফুঁকে দিলাম এবং সে তার প্রভুর বাক্যসমূহ ও কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করলো। আর আসলে সে ছিল অনুগত লোকদেরই একজন।"(সূরা তাহরীম ঃ ১১-১২)

٣١٦٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ اٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنْ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩১৬০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক কামালিয়াত (পূর্ণতা) হাসিল করেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং ইমরানের কন্যা মারয়াম ছাড়া আর কেউই পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়নি। তবে আয়েশার মর্যাদা সব নারীর ওপর এমন, যেমন সারীদের (শুরুয়া ও ঝোলে ভিজা রুটি) মর্যাদা সর্বপ্রকারের খাদ্যের ওপর।[১৩]

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُوْلِى الْقُوَّةِ - اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ - وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ.....لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ -

(القصص٧٦-٨٢)

"নিশ্চয়ই কারুন মূসার জাতিরই একজন। কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে এত অধিক ধনভান্ডার দান করেছিলাম, যার চাবিসমূহ মহাশক্তির অধিকারী একদল লোকের পক্ষে উঠানো কষ্টকর ছিল। যখন তার জাতি তাকে বললো, দম্ভ করো না। আল্লাহ কখনও দাম্ভিকদের ভালবাসেন না। আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা আখেরাতের নিবাস তালাশ কর এবং দুনিয়াতেও তোমার অংশের কথা ভুলে যেও না। আর আল্লাহ তোমার যেমন কল্যাণ করেছেন, তুমিও তদ্রূপ (মানুষের) কল্যাণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে মোটেই ভালবাসেন না। সে জবাব দিল, আমার নিজস্ব জ্ঞান গরিমা দ্বারাই তো এ ধনদৌলত অর্জিত হয়েছে। (আল্লাহ বলেন,) সে কি জানে না,

১৩. সেকালে আরবে অনুরূপ খাদ্যকে সব রকমের খাদ্যের মধ্যে উত্তম মনে করা হতো।

আল্লাহ তার পূর্বে অনেক মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছেন, যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ধনশালী ছিল ? অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। (কারণ, তাদের অপরাধ সম্বন্ধে আল্লাহ সম্পূর্ণ অবহিত আছেন)।

(একদিনের ঘটনা) কারুন পূর্ণ জাঁকজমক ও আড়ম্বরসহ তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবনই শুধু কামনা করতো, (তা দেখে) তারা বলতে লাগলো, হায়—কারুনকে যেরূপ দান করা হয়েছে, যদি আমাদেরও সেরূপ হতো ! নিশ্চয়ই সে অতীব ভাগ্যবান। আর যাদেরকে (প্রকৃত) জ্ঞান দান করা হয়েছিল, তারা বলল, তোমাদের সর্বনাশ হোক ! (জেনে রাখ) যে ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আল্লাহর সওয়াব ও পুরস্কারই তার জন্য সর্বোত্তম। তবে একমাত্র সবরকারীরাই তা লাভ করবে।

অতপর আমি তাকে তার দালান কোঠাসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তখন তার স্বপক্ষে এমন কোন দলই ছিল না যে আল্লাহর শাস্তি থেকে সাহায্য করতে পারতো এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। এবং যারা গতকাল কারুনের সমতুল্য হওয়ার বাসনা করেছিল, তারা আজ বলতে লাগলো, বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছে করেন পর্যাপ্ত রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন, আর (যাকে চান) সঙ্কুচিত করে দেন।"—(আল কাসাস ঃ ৭৬-৮২)

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ـ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ.....اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ـ (هود ٨٤-٨٧)

"এবং মাদ্য়ানবাসীদের প্রতি তাদেরই ভাই শোআইবকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছি। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা ওজনে কম করো না। আমি তো তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদের ওপর এক সর্বাগ্রাসী দিবসের আযাবের আশংকা করছি। হে আমার সম্প্রদায় ! মাপ ও ওজন ইনসাফ সহকারে পূর্ণ কর ; লোকদেরকে তাদের জিনিস কম দিও না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমারা যদি মু'মিন হও, তবে আল্লাহর দান (মুনাফা) টুকুই তোমাদের জন্য উত্তম। (আমার কথা যদি না শোন, তবে) আমি তোমাদের ওপর পাহারাদার নই।

জবাবে তারা বলল, হে শোআইব ! তোমার সালাত (নামায) কি তোমাকে আদেশ করছে যে, আমাদের বাপ দাদারা যার ইবাদাত করতো আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা আমাদের ধন-সম্পদ যা ইচ্ছা তা করা ছেড়ে দেবো ? তুমি তো বস্তুতই একজন সহনশীল ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোক।"-(হুদ ঃ ৮৪-৮৭)

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ - اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ - فَلَوْ لاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ.....فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ - (الصّٰفّٰت ١٣٩-١٤٨)

"এবং নিশ্চয়ই ইউনুসও রসূলগণের অন্তর্গত ছিল। স্মরণ করো যখন সে (বিনা অনুমতিতে তার এলাকা ত্যাগ কালে) একটি বোঝাই নৌকায় পৌঁছলো। তখন লটারী ব্যবস্থায় পড়ে গেল, এবং অপরাধী সাব্যস্ত হল। (পানিতে ফেলে দিলে) একটি মাছ তাকে গিলে ফেললো। তখন সে অনুতপ্ত হলো। এ অবস্থায় যদি সে (আল্লাহর) তাসবীহ্ না পড়তো, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাকে মাছের পেটেই থাকতে হতো। অতপর আমি তাকে বালুচরে ফেলে দিলাম এবং সে রুগ্ন ছিল। আমি তার নিকটে একটি লাউ গাছ উৎপাদন করলাম। এবং তাকে পুনরায় এক লাখ কিংবা তারও অধিক লোকের নিকট প্রেরণ করলাম। তখন তারা ঈমান আনলো, আমি তাদেরকে একটি বিশেষ সময়কাল পর্যন্ত (দুনিয়ায় সুখভোগের) সুযোগ দান করলাম।"—(আস সাফফাত ঃ ১৩৯-১৪৮)

আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ (القلم : ٤٧)

"মাছের সাথী ইউনুসের মতো হয়ো না। সে ভীষণ চিন্তামগ্ন ও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় (তার প্রভুকে) ডেকেছিল।" (আল কলম ঃ ৪৭)

٣١٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ زَادَ مُسَدَّدٌ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৬১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনও এরূপ না বলে যে, 'আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস থেকে উত্তম।' মুসাদ্দাদ বাড়িয়ে বলেছেন, 'ইউনুস ইবনে মাত্তা।'

٣١٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ إِنِّى خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَنَسَبَهُ إِلٰى أَبِيْهِ -

৩১৬২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন বান্দাহর জন্য এমন কথা বলা উচিত নয় যে, নিশ্চয়ই আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তার উত্তম। এবং নবী (স) তাঁকে (ইউনুসকে) তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত করেছেন।

٣١٦٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا يَهُوْدِىٌّ يَعْرِضُ سِلْعَتَهُ أُعْطِىَ بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ اصْطَفٰى مُوْسٰى عَلَى الْبَشَرِ فَسَمِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَامَ

فَلَطَمَ وَجْهَهُ وَقَالَ تَقُوْلُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ وَالنَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِىْ ذِمَّةً وَعَهْدًا فَمَابَالُ فُلاَنٍ لَطَمَ وَجْهِىْ فَقَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَرَهُ فَغَضِبَ النَّبِىُّ ﷺ حَتَّى رُؤِىَ فِىْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضِّلُوْا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَيَصْعَقُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرٰى فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسٰى اٰخِذٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِىْ أَحُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِىْ وَلاَ أَقُوْلُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُوْنُسَ ابْنُ مَتّٰى -

৩১৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বাণত। তিনি বলেন, এক ইয়াহুদী নিজস্ব কিছু মাল সামগ্রী বিক্রি করছিল। বিনিময়ে তাকে এমন দাম দেয়া হচ্ছিল, যা সে পছন্দ করল না। সে বললো, না, সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে সমগ্র মানবজাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। একথাটি একজন আনসার শুনলেন। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার মুখের ওপর এক চড় মারলেন। অতপর বললেন, তুমি বলছো, সেই সত্তার কসম, যিনি মূসাকে মানবজাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। অথচ নবী (স) আমাদের সামনে বিদ্যমান। সে ইয়াহুদী লোকটি নবী (স)-এর খেদমতে আসলো এবং বললো ঃ হে আবুল কাসেম ! নিশ্চয়ই আমার জন্য নিরাপত্তা ও ফরমান রয়েছে। (অর্থাৎ আমি একজন যিম্মি) সুতরাং অমুক ব্যক্তির কি হলো, কি কারণে সে আমার মুখে চড় মেরেছে ? তখন নবী (স) (তাকে) জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি তার মুখে চড় মেরেছ ? তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। (তা শুনে) নবী (স) খুব অসন্তুষ্ট হলেন। এমনকি তাঁর চেহারায় তা প্রকাশ পেল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর নবীগণের মাঝে কাউকে কারো ওপর মর্যাদা দান করো না। কেননা, (কিয়ামতের দিন) যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আল্লাহ যাকে চাইবেন সে ছাড়া আসমান জমিনের সবাই বেহুশ হয়ে যাবে। পুনরায় তাতে দ্বিতীয় বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন সর্বপ্রথম আমাকেই উঠানো হবে। আমি (উঠেই) দেখবো, মূসা (আ) আরশ ধরে রয়েছেন। আমি বলতে পারব না, কোহেতুরের (ঘটনার) দিন তিনি যে বেহুশ হয়েছিলেন, এটা কি তারই বিনিময়, না আমারই আগে তাঁকে উঠানো হয়েছে ? আর আমি এ কথাও বলি না যে, কোন ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান।

٣١٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَنْبَغِىْ لِعَبْدٍ أَنْ يَّقُوْلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى -

৩১৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কোন (ঈমানদার) বান্দাহর পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহাম্মাদ) ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ-إِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ يَتَعَدُّوْنَ يُجَاوِزُوْنَ فِى السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا.....كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ - (اعراف :٦٦-١٦٣)

"ইয়াহুদীদেরকে সেই গ্রামবাসীদের ঘটনা জিজ্ঞেস কর—যারা সমুদ্র উপকূলে বাস করতো। যখন তারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল, যখন শনিবার দিন মাছগুলো (পানির ওপর) ভেসে তাদের নিকট এসে যেতো, শনিবার দিন ছাড়া (এরূপ) তাদের নিকট আসত না। এভাবেই আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। কেননা, তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। আর তাদেরই একদল যখন (অনুরূপ কাজে বাধাদানকারীদের) বললো, আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন তাদেরকে তোমরা সদুপদেশ দাও কেন ? তারা বললো, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় সে জন্য। কিন্তু যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল যখন তারা তা সব ভুলে গেল তখন আমি এ অপকর্ম থেকে যারা বাধা দিয়েছিল, তাদেরকে উদ্ধার করলাম। আর যারা জুলুম করল, তাদের কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত করলাম। কেননা, তারা অন্যায় কাজে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর যে কাজ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল, যখন তারা সে কাজে চরমভাবে লিপ্ত হলো, তখন আমি তাদের বললাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।
—(আরাফ ঃ ১৬৩-১৬৬)

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ বলেন ঃ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا "আমি দাউদকে যাবুর (কিতাব) দান করেছি।" (আন নিসা ঃ ১৬৩)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ الدُّرُوْعَ وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَأَعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (سبا ١١-١٠)

"আমি আমার তরফ থেকে দাউদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আদেশ করেছিলাম, হে পবর্তমালা ! তোমরা দাউদের সাথে মিলে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং (এ নির্দেশ) পাখীকেও (দিয়েছিলাম)। আমি তার জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। লৌহবর্ম তৈরী করা এবং এর খুচরা অংশ তৈরী করতে সঠিক মাপের দিকে লক্ষ রেখো। আর সৎকাজ কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আমি তা দেখি।"
—(সূরা আস্ সাবা ঃ ১০-১১)

٣١٦٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلٰى دَاوُدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلاَ يَأْكُلُ إِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ -

৩১৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, দাউদের পক্ষে (যাবুরের) তিলাওয়াত সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর যানবাহনের পশুর ওপর (জিন বা গদি) বাঁধার আদেশ করতেন। তখন তার ওপর গদি বাঁধা হতো। কিন্তু তাঁর যানবাহনের পশুটির ওপর গদি বাঁধার আগেই তিনি (যাবুর) তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। তিনি নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

٣١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنِّى أَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَ صُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَاعِشْتُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ أَنْتَ الَّذِىْ تَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَ صُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ قَالَ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ الصِّيَامِ قُلْتُ إِنِّى أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ -

৩১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করা হলো যে, আমি বলছি আল্লাহর কসম, যতদিন বাঁচি ততদিন অবশ্যই আমি (বিরতিহীনভাবে) দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদাতে রত থাকবো। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলছো "আল্লাহর কসম, সারা জীবন দিনে রোযা রাখবো এবং রাতে ইবাদতে রত থাকবো ?" আমি আরজ করলাম, (হাঁ) আমি তা বলেছি। তিনি বললেন, সেই শক্তি তোমার নেই। সুতরাং রোযা রাখ এবং ভাঙ্গো (অর্থাৎ বিরতিও দাও), (রাতে) ইবাদতও কর এবং ঘুমাও। এবং প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কেননা, প্রত্যেক সৎকাজের (কম পক্ষে) দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এবং এটা সারা বছর রোযা রাখার সমান। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি এর চেয়েও অধিক (রোযা রাখার) শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ এবং দু'দিন বিরতি দাও। আমি আবার বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি এর থেকেও বেশী (রাখার) ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ, একদিন ভেঙ্গে ফেল। এটা দাউদের রোযা রাখার পদ্ধতি এবং এটিই রোযা রাখার সর্বোত্তম পদ্ধতি। এর পরও আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (স) ! আমি এর চেয়েও অধিক শক্তি রাখি। তিনি বললেন, এর চেয়ে অধিক কিছু নেই।

٣١٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ

وَنَفَهَتِ النَّفْسُ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّى أَجِدُ بِىْ قَالَ مِسْعَرٌ يَعْنِىْ قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى ـ

৩১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি (সঠিক) অবহিত হইনি যে, তুমি সারা রাত ইবাদত রত থাক এবং দিনভর রোযা রাখ ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ (খবর সত্য)। তিনি বললেন, এমন যদি কর, চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাবে এবং মন অবসন্ন হয়ে পড়বে। প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখ। এটা সারা বছরের রোযা (হয়ে যাবে)। কিংবা বলেছেন, সারা বছরের রোযার সমতুল্য (হয়ে যাবে)। আমি বললাম, আমি আমার মধ্যে আরও অধিক অনুভব করছি। মেসআর বলেন, তিনি এখানে শক্তি বুঝিয়েছেন। তখন রসূল (স) বললেন, তাহলে দাউদের পদ্ধতিতে রোযা রাখ। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ভাঙ্গতেন এবং (শত্রুর) সম্মুখীন হলে কখনও পলায়ন করতেন না।[১৪]

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী দাউদের রীতিতে নামায পড়া এবং দাউদের রীতেতে রোযা রাখা আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয়। তিনি রাতের অর্ধেক সময় ঘুমাতেন, এক-তৃতীয়াংশে সময় নামায পড়তেন এবং বাকী ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। তিনি একদিন (নফল) রোযা রাখতেন, আর একদিন বিরতি দিতেন।

আলী বলেন, এটি আয়েশার কথাও যে, যখনই রসূলুল্লাহ (সা) আমার এখানে থেকেছেন তখনই ভোরে অর্থাৎ রাত্রি শেষে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাকে আমার পাশে সর্বদা ঘুমন্তই পাওয়া গেছে।

٣١٦٨- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ ـ

৩১৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় (নফল) রোযা হল, নবী দাউদের (পদ্ধতিতে) রোযা রাখা। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আর আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয় (তাহাজ্জুদের) নামায হল, নবী দাউদের (রীতি অনুযায়ী তাহাজ্জুদের) নামায আদায় করা। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন রাতের তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন এবং অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ বাণী ঃ

---

১৪. অর্থাৎ অতিরিক্ত রোযা রেখে দুর্বল হতেন না। তাই জিহাদের ময়দানে শত্রুকে প্রতিহত করতে পারতেন, পলায়ন করতেন না।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهُ أَوَّابٌ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ - وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ - (ص ٣٠-١٧)

"এবং আমার শক্তিশালী বান্দাহ দাউদের কথা স্মরণ কর। নিশ্চয়ই সে (আমার) বিশেষ অনুরক্ত ছিল। আমি পবর্তমালাকে তার অধীন করে দিয়েছিলাম। তার সাথে এগুলোও সকাল বিকাল আমার তাসবীহ পাঠ করতো। এবং পাখীকেও (তার অনুগত করেছিলাম) এরাও তার নিকট জমায়েত হত। প্রত্যেকটি পাখীই তার অনুসরণ করতো। আমি তাঁর রাজ্যকে মজবুত ও শক্তিশালী করে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।—(সূরা সোয়াদ ঃ ১৭-২০)

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ - اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا.....فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ - (ص-٢٤-٢١)

"পরস্পর বিরোধী দু'টি দলের খবর কি তোমার নিকট এসেছে ? যখন তারা দেয়াল টপকিয়ে মিহরাবে প্রবেশ করলো ; যখন তারা ঢুকে দাউদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন (তাদের আকস্মিক আগমনে) দাউদ ভয় পেয়ে গেলো। তারা বলল ঃ ভয় পাবেন না। (আমরা) দু'টি বিবদমান দল। আমাদের একদল অপর দলের ওপর অন্যায় করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে হক ফায়সালা করে দিন ; অন্যায় করবেন না। এবং আমাদেরকে (মীমাংসার) সরল পথ দেখিয়ে দিন। এ হলো আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি দুম্বা আছে। আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। (তা সত্ত্বেও) সে (আমাকে) বলে, "তোমার দুম্বাটিও আমাকে দিয়ে দাও।"এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। (ফরিয়াদ শুনে) দাউদ রায় দিল যে, এই ব্যক্তির অনেকগুলো দুম্বা থাকা সত্ত্বেও তোমার দুম্বাটি চেয়ে অবশ্যই সে তোমার ওপর জুলুম করেছে। আর অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের ওপর জুলুম করে থাকে। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে (তারা তা কখনও করেন না)। এরূপ লোকের সংখ্যা অতি কম। (ব্যাপার দেখে) দাউদ বুঝে ফেলল, আমি (আল্লাহ) তাকে পরীক্ষা করছি। তৎক্ষণাৎ সে তার পরওয়ারদিগারের নিকট মাগফিরাত চাইলো, সিজদায় পড়ে গেল এবং তাঁর অভিমুখী হলো।"—(সোয়াদ ঃ ২১-২৪)

٣١٦٩- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ فِيْ ص فَقَرَأَ : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ حَتّٰى أَتٰى فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ ﷺ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ -

৩১৬৯. মুজাহিদ (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি সূরা সোয়াদ (ص) পাঠ করে সিজদা দিব ? তখন তিনি এই আয়াত পড়লেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ থেকে নিয়ে فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত)। অতপর ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, তোমাদের নবী (স) সেসব মহান ব্যক্তির একজন, যাদেরকে পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। (আর সূরা সোয়াদে দাউদের সিজদা দানের কথা উল্লেখিত আছে। সুতরাং তাঁর অনুকরণে সিজদা করা উচিত)।

٣١٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صٓ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ فِيْهَا -

৩১৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সোয়াদের সিজদা জরুরী নয় কিন্তু আমি নবী (স)-কে এই সূরায় সিজদা করতে দেখেছি।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ (ص : ٣٠)

"এবং আমি দাউদের জন্য (পুত্র হিসেবে) সুলাইমানকে দান করলাম। তিনি উত্তম বান্দা এবং আমার প্রতি নির্ভরশীল।"

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَّايَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (ص : ٣٥)

"(সুলাইমান দোয়া করলেন, হে মালিক ! দীন প্রতিষ্ঠার জন্য) আমাকে এমন একটি রাজত্ব দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। আর আপনিই একমাত্র দাতা।" (সোয়াদ ঃ ৩৫)

আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ - (البقرة-١٥٢)

"এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যে জিনিসের চর্চা করতো, ইয়াহুদীরা তারই অনুসরণ করলো। প্রকৃতপক্ষে সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানেরাই কফুরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।"-(সূরা বাকারা ঃ ১০২)

আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ - وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ - يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ -

"(আমি) বাতাসকে সুলাইমানের বশীভূত করে দিয়েছিলাম। যার গতি (ছিল) শুধু এক প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ। আর আমি তার জন্য (গলিত) তামার একটি ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম এবং (জ্বিন জাতিকে তার অনুগত করে দিয়েছিলাম তাদের) অনেক জ্বিন তাঁর রবের হুকুমে তাঁর সামনে কাজ করতো। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, তাকে আমার জাহান্নামের আযাবের স্বাদ ভোগ করতে হবে। জ্বিনেরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী বড় বড় ইমারত নির্মাণ করতো, বানাতো ভাস্কর্যশিল্প, তৈরী করতো হাওযের মত বৃহদাকার রন্ধন পাত্রবিশেষ। এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বিশাল বিশাল ডেকচি। হে দাউদের পরিজন ! কৃতজ্ঞতা সহকারে কাজ করতে থাকো। আমার বান্দাদের কম লোকই শোকর গুজার।"–(সূরা সাবা ঃ ১২-১৩)

আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ الْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ - (سبا)

"আমি যখন সুলাইমানের ওপর মৃত্যুর হুকুম জারী করলাম, তার মৃত্যু সম্পর্কে (কর্মরত) জ্বিনদেরকে কেউ-ই অবগত করাতে পারলো না একমাত্র মাটির পোকা ছাড়া। এসব পোকা তার লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন সুলাইমান পড়ে গেলো, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, যদি তারা গায়েব জানতো, তাহলে তারা (এতদিন) এ লাঞ্ছনাময় আযাবে নিয়োজিত থাকতো না। (সাবা ঃ ১৪)

আল্লাহ বলেন ঃ

اِذْ اُعْرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِىِّ الصَّفِنٰتُ الْجِيَادُ فَقَالَ اِنِّى اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّى حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ - (ص-٣١-٣٣)

"স্মরণ কর, যখন এক বিকেলে সুলাইমানের সামনে একদল সুদর্শন উত্তম ঘোড়া পেশ করা হলো, (তিনি তা দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তখনকার ইবাদতের কথা ভুলে গেলেন) তখন (সচেতন হয়ে অনুতাপ করে) বললেন, আমি আমার পরোওয়ারদিগারের যিক্‌র থেকে সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হলাম, এমনকি সূর্য আড়ালে চলে গেল (অস্ত গেল এবং ইবাদতের সময়টিও রইল না)! (নির্দেশ দিলেন) শিগ্‌গির ঘোড়াগুলো আমার সামনে ফিরিয়ে আন। (আনা হলে) সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়াগুলোর গলা ও রগ (তলোয়ার দ্বারা) কেটে দিলেন।" (সোয়াদ ঃ ৩১-৩৩)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"আমি বাতাসকে তাঁর অধীন করে দিয়েছিলাম, বাতাস তাঁর আদেশে (তাঁকে বহন করে) যেখানে সে যেতে চাইতো সে পর্যন্ত আরামে (তাকে নিয়ে) চলে যেতো। আর জ্বিনদেরকেও (তার নিয়ন্ত্রণে দিয়েছিলাম)। এরা সব রকম কঠিন নির্মাণের এবং (সমুদ্রে মণিমুক্তা আহরণে) ডুবুরীর কাজ করত। অপরাপর জ্বিনগুলোকে শিকল বন্দী করে রাখা হতো। (আমি বললাম, হে সুলাইমান,) এটি আমার দান। তুমিও অপরকে দান কর কিংবা একাই বেহিসেব ভোগের জন্য রেখে দাও।" (সোয়াদ ঃ ৩৬-৩৯)

٣١٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلاَتِىْ فَأَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِىْ الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا إِلَيْهِ كُلُّكُم فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسٍ أَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَّةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَةُ -

৩১৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, একটি অবাধ্য দুষ্ট জ্বিন আমার নামায ভেঙ্গে দেয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ এক রাতে আমার নিকট আসলো। আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দিলেন। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে তাকে বেঁধে রাখার মনস্থ করলাম, যেন তোমরা সবাই (ভোরে) তাকে (স্বচক্ষে) দেখতে পাও। তক্ষুণি আমার ভাই সুলাইমানের এ দোয়াটি আমার স্মরণ হলো "হে আমার প্রভু ! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন এক হুকুমত দান কর, আমার পর যেন এমনটি আর কেউ না পায়।" অতপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ ও বিমুখ করে ফিরিয়ে দিলাম।

٣١٧٢- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوا فِى سَبِيلِ اللّٰهِ * قَالَ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِى الزِّنَادِ تِسْعِينَ وَهُوَ أَصَحُّ -

৩১৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ (আ) (কসম খেয়ে) বলেছেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে (আমার) সত্তর জন স্ত্রীর নিকট যাব। প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভধারণ করবে। এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। সুলাইমানের এক সাথী বললেন, 'ইন্‌শাআল্লাহ' বলুন। সুলাইমান তা বললেন না। অতপর একজন স্ত্রী ছাড়া বাকী আর কেউ-ই গর্ভবতী হলো না। সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল এবং তারও একটি অঙ্গ ছিল না। নবী (স) বলেছেন, যদি

তিনি 'ইন্‌শাআল্লাহ বলতেন, তাহলে সবগুলো (সন্তানই জন্ম নিত এবং) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতো।

শোআইব ও ইবনে আবু জিনাদ এখানে 'সত্তর'-এর স্থলে 'নিরানব্বই স্ত্রী'-র কথা উল্লেখ করেছেন এবং এটিই সঠিক রেওয়ায়েত।

٣١٧٣- عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصٰى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُوْنَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ -

৩১৭৩. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি বানানো হয়। তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কোন্‌টি ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দু'টি (নির্মাণে)-র মাঝখানে কত (দিনের) ব্যবধান ছিল ? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতপর (তিনি বললেন) যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হবে সেখানেই নামায পড়ে নেবে। কেননা সারা পৃথিবীটাই তোমার জন্য মসজিদ।[১৫]

٣١٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلِىْ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِى النَّارِ وَقَالَ كَانَتْ اِمْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِاِبْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ اِبْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاللّٰهِ اِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُوْلُ اِلاَّ الْمُدْيَةُ -

৩১৭৪. আবু হুরাইরা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন। আমার ও অন্যান্য মানুষের দৃষ্টান্ত হলো এমন—যেমন কোন ব্যক্তি আগুন জ্বালালো, তাতে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ এবং কীটগুলো পড়তে লাগলো। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দু'জন মহিলা ছিল। তাদের সাথে তাদের দু'টি শিশু সন্তানও ছিল। হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের মহিলাটি বললো, (বাঘে) তোমার শিশুটিই নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলা বললো, বাঘে নিয়েছে তোমার শিশুটিকে। অতপর উভয় মহিলা হযরত দাউদের নিকট (এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য) বিচারপ্রার্থী হলো। তখন হযরত দাউদ শিশুর ব্যাপারে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। মহিলা দু'জন বের হয়ে হযরত সুলাইমানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তাঁকে মামলার বিবরণ শুনালো। তখন তিনি (লোকজনকে)

১৫. এই চল্লিশ বছরের ব্যবধান মূল বুনিয়াদ স্থাপনে। পুনর্নির্মাণে নয়। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলাইমান (আ) যথাক্রমে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার পুনর্নির্মাণ করেছেন মাত্র। আর মূল বুনিয়াদ স্থাপন করেন হযরত আদম (আ)।

বললেন, তোমরা আমার কাছে একখানা ছোরা নিয়ে এসো। আমি শিশুটি কেটে দ্বিখন্ডিত করে তাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দেব। (এ কথা শুনে) কম বয়স্কা মহিলাটি বলে উঠলো, এরূপ করবেন না। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন ! (আমি মেনে নিচ্ছি) শিশুটি তারই। তখন তিনি কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়ে দিলেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! ছুরি অর্থে سكين শব্দ আমি সেদিনই প্রথম শুনেছি। না হয় আমরা তো ছুরিকে مدية ই বলতাম।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - (لقمن - ١٢-١٣)

"নিশ্চয় আমি লোকমানকে হিকমাত দান করেছি (এবং বলেছি) আল্লাহর শোকর আদায় কর। আর যে শোকর করবে, সে একমাত্র নিজের কল্যাণের জন্যই তা করবে। পক্ষান্তরে যে কুফরী করলো (আসলে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করলো)। কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন, স্বপ্রশংসিত। আর স্মরণ কর, যখন লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দানকালে বলেছিল, বেটা ! আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক এক মহা জুলুম।" (সূরা লোকমান ঃ ১২-১৩)

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ - يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ - (لقمن ١٤-١٩)

"হে আমার পুত্র ! মানুষের কোন গোনাহ যদি (সরিষার) দানা পরিমাণও ক্ষুদ্র হয় এবং তা কোন পাথরের ভিতরও হয় কিংবা হয় আসমান বা জমিনের কোনও নিভৃত কোণে, তাহলে (কিয়ামতে) আল্লাহ তা হাযির করে ফেলবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। হে আমার পুত্র ! নামায কায়েম কর, সৎ ও ন্যায়ের আদেশ দাও, অন্যায় প্রতিহত কর এবং (এই পথে) তোমার ওপর যা (বিপদ) আসে, তার ওপর সবর কর। নিশ্চয় এ (সবর) হলো এক কঠিন সাহসিকতার কাজ। (গর্বে) মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখো না এবং (আল্লাহর) জমিনে দাপট দেখিয়ে চলো না। আল্লাহ কখনও কোন অহংকারী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। আর (পথ চলাকালে)

তোমার চলনে (অহংকার পরিহার করে) ভারসাম্যমূলক (ভদ্রজনোচিত) চলন অবলম্বন কর এবং (কথা বলার সময়) তোমার স্বরকে মোলায়েম কর। নিশ্চয় গাধার আওয়াজই সর্বাধিক কর্কশ ও ঘৃণিত আওয়াজ।—(সূরা লোকমান ঃ ১৬-১৯)

٣١٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ " اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ " لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশিয়ে ফেলেনি," সাহাবারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, জুলুমকে নিজের ঈমানের সাথে মিশায়নি ? তখন নাযিল হয় " আল্লাহর সাথে শরীক করো না। কেননা নিশ্চয় শিরক হচ্ছে এক মহা জুলুম।"

٣١٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : اَلَّذِينَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ -

৩১৭৬. আবুদল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (কুরআনের) এই আয়াতটি নাযিল হলো ঃ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে 'জুলুম'-এর সাথে মিশিয়ে ফেলেনি (দোযখ থেকে একমাত্র তারাই মুক্তি পাবে।) তখন তা মুসলমানদের বিচলিত করে ফেললো। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের ওপর 'জুলুম' করেনি ? তিনি বললেন, এখানে (জুলুম) এর এ অর্থ নয়। বরং এখানে এর একমাত্র অর্থ শির্ক। তোমরা কি (কুরআনে) শোননি লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দানকালে কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, "হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহর সাথে শির্ক করো না। কেননা, নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে এক মহা জুলুম।"

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً اَصْحَبَ الْقَرْيَةِ ..... بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ -

"এবং আপনি তাদের নিকট সেই গ্রামবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন .....বরং তোমরা একটি জালিম জাতি বই আর কিছু নও।" (ইয়াসীন ঃ ৩৬)

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَه زَكَرِيَّا ..... وَسَلَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (مريم : ٢ ـ ١٦)

"(এ বর্ণনা হলো) বিশিষ্ট বান্দা যাকারিয়ার প্রতি তোমার রবের রহমত দানের ..... মরবে এবং যেদিন আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"–(সূরা মারয়াম ঃ ২-১৫).

٣١٧٧– عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِىَ ثُمَّ صَعِدَ حَتّٰى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَد اُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْيَى وَعِيْسٰى وَهُمَا اَبْنَا خَالَةٍ قَالَ هٰذَا يَحْيَى وَعِيْسٰى فَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ -

৩১৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) মালেক ইবনে সাসাআ থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাহাবাগণের কাছে মিরাজ রজনী সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ তারপর জিবরাইল (আমাকে নিয়ে) ওপরে চললেন, এমনকি দ্বিতীয় আসমানে এসে পৌছলেন এবং (দরজা) খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? জবাব দিলেন, (আমি) জিবরাইল। প্রশ্ন করা হলো, সাথে কে ? বললেন, মুহাম্মাদ (স)। জানতে চাওয়া হলো, তাঁকে ডাকা হয়েছে ? জবাব দিলেন, হাঁ। অতপর যখন আমরা ছাড়া পেলাম এবং সেখানে পৌছলাম, তখন (হযরত) ইয়াহইয়া ও (হযরত) ঈসাকে দেখলাম। তারা উভয়ে খালাত ভাই (ছিলেন)। জিবরাইল বললেন, তারা হলেন, (হযরত) ইয়াহইয়া ও (হযরত) ঈসা। তাঁদের সালাম করুন। তখন আমি সালাম করলাম। তাঁরাও (সালামের) জবাব দিলেন। তারপর বললেন, হে নেক ভাই ও নেক নবী, মারহাবা !

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاذْكُرْفِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا - (مريم -١٦)

"পবিত্র কিতাব কুরআনে মারয়ামের (ঘটনা) স্মরণ করুন, যখন সে আপন পরিজন হতে (সরে) পূর্বদিকের ঘরে আসলো, তখন তাদের থেকে পর্দার আড়ালে চলে গেল।"–(মারয়াম ঃ ১৬)

إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ - (ال عمران – ٥٤)

"স্মরণ কর—যখন ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বললো, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর তরফ হতে (প্রদত্ত) কালেমার দ্বারা (সৃষ্ট সন্তানের) সুখবর দিচ্ছেন—যার নাম (হবে) 'মসীহ ঈসা ইবনে মারয়াম'। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়খানেই হবে অতি মর্যাদাশালী এবং সে (আল্লাহর) ঘনিষ্ঠদের একজন। –(সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ - ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ..... قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ - (ال عمران :٣٣-٣٧)

"আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরদেরকে সারা জগতের ওপর (মর্যাদা দিয়ে নবুয়াত ও রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের সন্তান ও বংশধর ছিল। আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন।

স্মরণ কর—যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, হে আমার রব ! আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার উদ্দেশ্যে মানত করছি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তোমার কাজে নিয়োজিত থাকবে। আমার এ মানত তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সব শোন এবং জান। যখন সে মহিলা সন্তান প্রসব করলো, তখন বললো, হে প্রতিপালক ! আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি। অথচ সে যা প্রসব করেছে, আল্লাহ তা ভালো করেই জানেন। আর পুত্র সন্তান কন্যাসন্তানের মতো হয় না। আমি ওর নাম রাখলাম মারয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করছি। অতপর তার রব এ কন্যা সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন এবং অতি সুন্দরভাবে তাকে বাড়িয়ে তুললেন। আর যাকারিয়াকে করে দিলেন তার পৃষ্ঠপোষক। যাকারিয়া যখনি ইবাদত খানায় তার নিকট যেতেন, তখনি তার কাছে রিযিক (স্বরূপ নানা খাদ্যদ্রব্য) দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন, মারয়াম, এ রিযিক তোমার জন্য কোথেকে আসে ? মারয়াম জবাব দিত, এ রিযিক আল্লাহর তরফ থেকে আসে। বস্তুত আল্লাহ যাকে চান, বেহিসেব রিযিক দিয়ে থাকেন।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৩-৩৭)

ইবনে আব্বাস বলেছেন, আলে ইমরান দ্বারা আলে ইবরাহীম, আলে ইয়াসীন ও আলে মুহাম্মাদ (স)-এর সব ঈমানদারকে বুঝানো হয়েছে। তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা) বলেছেন, "সমগ্র মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলো তারা—যারা তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করেছে।" আর তারা হলো মু'মিন সম্প্রদায়।

٣١٧٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّى اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

৩১৭৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই, জন্মকালে শয়তান যাকে খোঁচায় না। পয়দা হওয়ার সময় শয়তান তাকে খোঁচা দেয় বলেই সে চীৎকার দিয়ে কাঁদে। তবে মারয়াম ও তার পুত্র (ঈসা) এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এ কারণে

মারয়ামের মায়ের এ দোয়া)- وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ "হে আল্লাহ ! আমি মারয়ামকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করেছি।"

৪৫-মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ - (ال عمران : ٤٢-٤٤)

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, হে মারয়াম ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে উচ্চ সম্মান দান করেছেন, পবিত্রতা দান করেছেন এবং সারা জগতের সমস্ত নারীদের ওপর মর্যাদা দান করে (নিজ কাজের জন্য) মনোনীত করেছেন। হে মারয়াম ! তোমার রবের অনুগত হও, (তাকে) সিজদা কর এবং (তাঁর সামনে) মাথা অবনতকারীদের সাথে তুমিও মাথা নত কর। হে মুহাম্মাদ ! এসবই গায়েবের খবর, তোমার কাছে তা অহীর মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছি। তুমি তো তখন সেখানে হাজির ছিলে না, যখন মারয়ামের লালন পালন কে করবে তা (লটারীতে ঠিক করার জন্য) সেবায়েতগণ নিজ নিজ কলম ছুঁড়েছিল। আর যখন (এ ব্যাপারে) তারা ঝগড়া করছিল, তখনও তুমি হাজির ছিলে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২-৪৪)

٣١٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ اِبْنَةُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ -

৩১৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) আলী (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, আলী বলেছেনঃ আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ (সেকালের) সমগ্র নারীদের মধ্যে ইমরান তনয়া মারয়াম হলেন সর্বোত্তম। আর (একালে) নারীকূলের সেরা হল খাদীজা।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ - قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ - (ال عمران٤٧-٤٥)

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ মারয়ামকে বলল, হে মারয়াম ! আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে (দোয়া) কালেমা দ্বারা (সৃষ্ট এক সন্তানের) সুখবর দান করছেন, যার

নাম (হবে) মসীহ—ঈসা ইবনে মারয়াম। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়স্থলেই হবে অতি শরীফ, মর্যাদাবান এবং হবে (আল্লাহর) ঘনিষ্ঠদের একজন। সে দোলনায় (থেকেও) মানুষের সাথে কথা বলবে এবং বেশী বয়সেও। আর সে হবে নেক বান্দাদের একজন। মারয়াম বলল, হে আল্লাহ ! আমার গর্ভে সন্তান হবে কোথা হতে ? আমাকে তো (আজও) কোন পুরুষ স্পর্শই করেনি। জবাব আসলো, এরূপেই হবে। আল্লাহ যা চান, সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন, তখন সে সম্পর্কে শুধু বলেন, 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।"–(আলে ইমরান ঃ ৪৫-৪৬)

٣١٨٠- عَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ اَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى اَثَرِ ذٰلِكَ وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ ـ

৩১৮০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সকল নারীর ওপর আয়েশার ফযীলত ও মর্যাদা এমন, যেমন সব রকম খাদ্য সামগ্রীর ওপর সারীদ এর মর্যাদা। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছেন, সাধনায় পূর্ণতা লাভ করেছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারয়াম ও ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ভিন্ন আর কেউ কামেল হয়নি। আর আবু হুরাইরা (রা) আরও বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরাইশ বংশীয় নারীরা উটে আরোহণকারী (আরবের) সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের ওপর অধিক দরদী হয়ে থাকে এবং স্বামীর মালের হিফাযত খুব বেশী করে থাকে। এরপর আবু হুরাইরা বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারয়াম কখনও উটে আরোহণ করেননি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلاَثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً ـ (النساء ١٧١)

"হে আহলে কিতাব ! তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না। আল্লাহ সম্পর্কে হক কথাই বল। মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রসূল ও তাঁর কালেমা (বই আর

কিছুই নন)। আল্লাহ এ কালেমা মারয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁরই পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন। আর কখনও বলো না যে, (আল্লাহ) তিনজন। এ থেকে নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য কল্যাণ হবে। আল্লাহ তো একমাত্র একক মাবুদ। তিনি সন্তান হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর। উকীল ও অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা আন নিসা ঃ ১৭১)

٣١٨١- عَنْ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ وَأَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ أَيُّهَا شَاءَ -

৩১৮১. উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে সাক্ষ দিল, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, আর মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর নিশ্চয় ঈসা আল্লাহর বান্দা, তাঁর রসূল ও তাঁর সেই কালেমা—যা তিনি মারয়ামকে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' মাত্র, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, তার আমল যা-ই হোক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর (অন্য সনদে) জুনাদা এ কথাগুলো বাড়িয়ে বলেছেন, জান্নাতের আট দরজার যে কোন দরজা দিয়েই সে চাইবে (আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন)।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا - قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا قَالَ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا -(مريم ١٦-٢١)

"আর কিতাবে মারয়ামের (ঘটনা) বর্ণনা কর ; যখন সে আপন পরিজন হতে আলাদা হয়ে পূর্বদিকের ঘরে চলে গেল এবং তাদের থেকে পর্দা করে নিল। তখন আমি তার নিকট আমার 'রূহ' (জিবরাইল)-কে পাঠালাম। সে তার নিকট সম্পূর্ণ মানুষের আকার ধারণ করে গেল। মারয়াম বলল, আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, যদি মুত্তাকী—আল্লাহ ভীরু হও-(তাহলে চলে যাও)। সে বলল, আমি তো কেবল তোমার রবেরই পাঠানো (ফেরেশতা), আমার আসার উদ্দেশ্য তোমাকে একটি পুত্র সন্তান দান করা। মারয়াম বলল, কিরূপে আমার সন্তান হবে ? কোন পুরুষ তো আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।

ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে। তোমার প্রভু বলেছেন, ওটি আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি যেন তাকে মানব জাতির জন্য এক নিদর্শন এবং আমার রহমত স্বরূপ করে রাখতে পারি। আর এটি একটি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত।"-(সূরা মারয়াম ঃ ১৬-২১)

٣١٨٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِى الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسٰى وَكَانَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّى جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّى فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى تُرِيَهُ وُجُوْهَ الْمُوْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِى صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ اِمْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبٰى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوْا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوْهُ وَسَبُّوْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلّٰى ثُمَّ أَتَى الْغُلاَمَ فَقَالَ مَنْ أَبُوْكَ يَاغُلاَمُ قَالَ الرَّاعِىْ قَالُوْا نَبْنِىْ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ طِيْنٍ وَكَانَتِ اِمْرَأَةٌ تُرْضِعُ اِبْنًا لَهَا مِنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُوْ شَارَةٍ فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اِبْنِى مِثْلَهُ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمَصُّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ مُرَّ بِأَمَةٍ فَقَالَتِ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلِ اِبْنِىْ مِثْلَ هٰذِهِ فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا فَقَالَتْ لِمَ ذَالِكَ فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ وَهٰذِهِ الْأَمَةُ يَقُوْلُوْنَ سَرَقْتِ زَنَيْتِ وَلَمْ تَفْعَلْ -

৩১৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (নবজাত শিশু) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে। (একজন) হযরত ঈসা (আ)। আর বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি ছিল। তার নাম ছিল জুরাইজ। সে নামায পড়ছিল। এমনি সময় তার কাছে তার মা আসল এবং তাকে ডাকল। সে (মনে মনে) বলল, আমি জবাব দেব ; নাকি নামায পড়তে থাকব। (সাড়া না পেয়ে) তার মা বদদোয়া দিল যে, হে আল্লাহ ! যেনাকারিণীদের চেহারা না দেখা পর্যন্ত তার মরণ না হোক। জুরাইজ নিজের ইবাদাতখানায় থাকত। (একদিন) এক মহিলা তার নিকট আসল। তার সাথে কিছু কথাবার্তা বলল। কিন্তু সে (মহিলাটির সাথে মিলতে) অস্বীকার করল। অতপর মহিলাটি একজন রাখালের নিকট গেল এবং তাকে দিয়ে আপন মনোবাসনা পূরণ করে নিল। পরে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। সে অপবাদ দিয়ে বললো, এটি জুরাইজের সন্তান। লোকজন জুরাইজের নিকট আসল। তার ইবাদাতখানা ভেঙ্গে ফেলল। তাকে নীচে নামিয়ে আনল। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করল। তখন জুরাইজ গিয়ে অযু করল এবং নামায পড়ল। তারপর নবজাত শিশুটির নিকট আসল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, হে শিশু ! তোমার পিতা কে ? সে জবাব দিল, সেই রাখালটি। (জনগণ নিজেদের ভুল বুঝল, জুরাইজকে) বলল, আমরা

আপনার ইবাদাতখানাটি সোনা দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছি। সে বলল, না, মাটি দিয়েই বানিয়ে দেবে। (তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে ঃ) বনী ইসরাইলের এক মহিলা ছিল। সে তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছিল। তার কাছ দিয়ে আরোহী এক সুপুরুষ চলে গেল। সে দোয়া করল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেটিকে তার মত বানিয়ে দাও। শিশুটি (তখনি) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল, সেই আরোহীর দিকে ফিরল এবং বলল, হে আল্লাহ ! আমাকে এর মতোন বানিও না। তারপর আবার মায়ের দুধের দিকে ফিরল এবং তাতে চুষতে লাগল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আপন আঙ্গুল চুষে (শিশুটির দুধ চোষার যে অবস্থা) দেখাচ্ছিলেন, আমি যেন তা (এখনও) দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় সেই মহিলাটির পাশ দিয়ে একটি দাসীকে নিয়ে যাওয়া হলো। (তার মালিক তাকে মারছিল) মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেকে তার মতো করো না। ছেলেটি (সাথে সাথে) মায়ের স্তন ছেড়ে দিল এবং বলল, হে আল্লাহ ! আমাকে তার মতো কর। মা জিজ্ঞেস করল, তা কেন ? শিশুটি জবাব দিল, সেই আরোহীটি ছিল জালিমদের অন্যতম। আর এ দাসীটিকে লোকেরা বলছে, তুমি চুরি করেছ, যেনা করেছ। অথচ সে কিছুই করেনি।

٣١٨٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ لَقِيْتُ مُوْسٰى قَالَ فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ قَالَ وَلَقِيْتُ عِيْسٰى فَنَعَتَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ يَعْنِىْ الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَ أَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ قَالَ وَأُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا لَبَنٌ وَالْاٰخَرُ فِيْهِ خَمْرٌ فَقِيْلَ لِىْ خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيْلَ لِىْ هُدِيْتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ـ

৩১৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ আমার মিরাজের রাত্রিতে আমি মূসা (আ)-এর সাক্ষাত পেয়েছি। আবু হুরাইরা বলেন, নবী (স) মূসার আকৃতি বর্ণনা করেছেন যে, (আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমার ধারণায়) তিনি দীর্ঘদেহী, খাড়া চুল বিশিষ্ট, যেন শানুয়া গোত্রের একজন লোক। নবী (স) বলেছেন, আমি ঈসা (আ)-এর সাক্ষাতও পেয়েছি। অতপর নবী (স) তাঁর আকৃতি বর্ণনা করেছেন। তিনি হলেন মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট। যেন এইমাত্র হাম্মামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে এসেছেন। আমি ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী তাঁর আকৃতি বিশিষ্ট। নবী (স)বলেন, অতপর আমার সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ, অপরটিতে মদ। আমাকে বলা হল, আপনি যেটি চান, নিন। আমি দুধের পেয়ালাটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনি (মানবীয়) স্বভাবজাত পথটিই ধরেছেন। কিংবা (বলা হল) আপনি ফিতরাত (মানবীয়) প্রকৃতি সুলভ পথ পর্যন্তই পৌঁছেছেন। আপনি যদি মদ নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

٣١٨٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ ـ

৩১৮৪. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (মিরাজের রজনীতে) আমি ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। ঈসা (আ) লাল বর্ণ, কোঁকড়ানো চুল, প্রশস্ত বক্ষ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। মূসা (আ) ছিলেন বাদামী রং বিশিষ্ট মোটা তাজা বলিষ্ঠ; সোজা চুলওয়ালা, যেন যুত গোত্রের একজন লোক।

٣١٨٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ آدَمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجِلَ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوا هٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْدًا قِطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ ـ

৩১৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) একদিন লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, আল্লাহ অন্ধ নন। সাবধান মাসীহে দাজ্জালের ডান চোখ কানা। তার চোখ যেন ফুলে ওঠা আঙ্গুর। আমি এক রাতে স্বপ্নে নিজকে কাবার কাছে দেখতে পেলাম। তখন (সেখানে) বাদামী রঙের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তোমরা যেমন সুন্দর বর্ণের বাদামী রঙের মানুষ দেখে থাক, তার চেয়েও অধিক সুন্দর। তাঁর মাথার সোজা চুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছিল। মাথা থেকে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছিল। দু'জন লোকের কাঁধে হাত রেখে তিনি কাবা (শরীফ) তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? তাঁরা (ফেরেশতারা) জবাব দিলেন ইনি মাসীহ ইবনে মারয়াম। তারপর তাঁর পিছনে আরেক ব্যক্তিকে দেখলাম যার চুল খুব কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, আকৃতিতে আমার দেখা (কাফির) ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্য বিশিষ্ট। সে একজন লোকের দুই কাঁধে হাত রেখে কাবার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? তারা জবাব দিলেন, এ হল, মাসীহে দাজ্জাল।

٣١٨٦- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسَى أَحْمَرُ وَلٰكِنَّ

قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ يُهَادِىْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يُهْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ مَنْ هٰـذَا قَالُوْا اِبْنُ مَرْيَمَ فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا هٰذَا الدَّجَّالُ وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا اِبْنُ قَطَنٍ قَالَ الزُّهْرِىُّ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ هَلَكَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ -

৩১৮৬. সালেম (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম, নবী (স) এ কথা বলেননি যে, ঈসা (আ) লাল রঙ বিশিষ্ট। বরং তিনি বলেছেন, একদিন আমি স্বপ্নে কাবার তাওয়াফ করছিলাম, তখন দেখলাম এক ব্যক্তি বাদামী রঙ বিশিষ্ট খাড়া চুলওয়ালা। দু'জন লোকের মাঝে তিনি চলছেন। তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছে, কিংবা তাঁর মাথার পানি বয়ে পড়ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে ? তারা বলল, ইনি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)। আমি এদিক সেদিক দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম এক লোক রক্তবর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, তার চোখ যেন কালো ফোলা আঙ্গুরের মতো (ঠিকরে বেরিয়ে পড়বে এমন)। আমি জিজ্ঞেস করলাম এ কে ? তারা বলল, এ দাজ্জাল। চেহারার সাদৃশ্যে ইবনে কাতানের সাথে তার অধিক মিল রয়েছে।

যুহরী বলেন, (ইবনে কাতান) খুযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি। জাহেলী (কুফরী) অবস্থায়ই সে মরেছে।

٣١٨٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ نَبِىٌّ -

৩১৮৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমি মারয়ামের পুত্র (ঈসা)-এর সবচেয়ে বেশী নিকটতম। নবীগণ একে অন্যের বৈমাত্রেয় ভাই। আমার ও তাঁর (ঈসার) মাঝে কোন নবী নেই।

٣١٨٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْاَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتّٰى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ -

৩১৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ঈসা ইবনে মারয়ামের সবচেয়ে বেশী নিকটের। নবীগণ একে অপরের বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু দীন (যা বাপের মতো) এক।

٣١٨٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَأَى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ

فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِىْ -

৩১৮৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি চুরি করেছ ? সে জবাব দিল, কখনও নয়, সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। ঈসা (আ) বললেন, আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি এবং নিজের চোখকে অবিশ্বাস করেছি।

٣١٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَطْرُوْنِىْ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ -

৩১৯০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি উমর (রা)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে (এই হাদীস) বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন, (খবরদার) আমার প্রশংসা করতে অতিরঞ্জিত করো না, যেমন মারয়ামের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে করছিল নাসারারা। আমি একমাত্র আল্লাহর বান্দা। তবে তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলবে, আল্লাহর বান্দা তাঁর রসূল।

٣١٩١- عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى الْأَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اٰمَنَ بِعِيْسٰى ثُمَّ اٰمَنَ بِىْ فَلَهُ أَجْرَانِ وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقٰى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ -

৩১৯১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে আদব শিখায় এবং সুন্দর পন্থায় তা শিখায়, আর তাকে ইল্ম শিখায় এবং সুন্দর পন্থায় এই জ্ঞান দান করে, তারপর তাকে আজাদ করে দেয়, অতপর তাকে বিয়ে করে নেয়, তবে তার দ্বিগুণ সওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে অতপর আমার উপর ঈমান আনে, তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর গোলাম যদি তার রবকে ভয় করে এবং তার মালিকদের মেনে চলে, তাহলে তার জন্যও রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।

٣١٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحْشَرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسٰى إِبْرَاهِيْمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِىْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ أَصْحَابِىْ

فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيْسَى اِبْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ إِلٰى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ذُكِرَ عَنْ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ هُمُ الْمُرْتَدُّوْنَ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى عَهْدِ أَبِىْ بَكْرٍ - فَقَاتَلَهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ -

৩১৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা (হাশর ময়দানে) নগ্ন পা, উলঙ্গ শরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (যার অর্থ) "আমি যেভাবে শুরুতে প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, ঠিক তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারও করবো। এ ওয়াদা আমার দায়িত্বে রয়েছে। আমি অবশ্যই তা পূরণ করবো।" অতপর (সেখানে) সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরান হবে, তিনি হলেন ইবরাহীম (আ)। তারপর আমার সাহাবীদের কয়েকজনের ডান দিকে (জান্নাতে) এবং সমসাময়িক কিছু লোককে বাম দিকে (জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া হবে। আমি তখন বলব, (এরা) আমার সাহাবী। (আমাকে) বলা হবে, আপনি তাদের থেকে চিরবিদায় নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তারা মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগী) হয়ে গেছে। তখন আমি তা-ই বলব, যা বলেছিলেন (আল্লাহর) নেক বান্দাহ মারয়াম তনয় ঈসা (আ)। (তা হল এ আয়াত) "এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমি সব বিষয়ে সাক্ষী। যদি তুমি তাদের আযাব দিতে চাও, (কাকে দিবে) এরা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের মাফ করে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ১১৭-১১৮) অন্য এক সনদে কাবীসা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, এরা হল সেসব মুরতাদ যারা আবু বকর (রা)-এর খিলাফত কালে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তখন আবু বকর (রা) তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণের বর্ণনা।

٣١٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلاً فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا -

৩১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কসম সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, অনতিবিলম্বে মারয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে (আসমান থেকে) অবতরণ করবেন একজন (ইসলামী) শাসক ও ন্যায়বিচারক হিসেবে। তিনি (খৃষ্টানধর্মের প্রতীক) ক্রুশ ভাঙ্গার অভিযান চালিয়ে তা নিশ্চিহ্ন করবেন, শুকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর তুলে দেবেন, (কেননা, তখন সবাই মুসলমান হয়ে যাবে)। ধন-সম্পদ (স্রোতের মতো) বয়ে চলবে (প্রাচুর্য ও সম্পদের আধিক্য দেখা দেবে)। কেউ তা কবুল করতে চাইবে না। এমন কি (তখন এর চেয়ে আল্লাহকে) একটি সিজদা দেয়া সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব সম্পদ থেকে অধিক বলে গণ্য হবে। এরপর আবু হুরাইরা (রা) বলেন, (এর সমর্থনে) তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার। "এবং আহলে কিতাবের এমন কেউ আর থাকবে না, যে ঈসা (আ)-এর ওপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঈমান আনবে না এবং কিয়ামতের দিন তিনি তাদের ওপর সাক্ষী হবেন।"

١٣٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ اِبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ -

৩১৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন মারয়ামের পুত্র (ঈসা) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। আর তোমাদের ইমাম নেতা তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্য থেকেই হবেন।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের ঘটনাবলীর বিবরণ।

٣١٩٥- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءٌ وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وَأَمَّا الَّذِىْ يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِى الَّذِىْ يَرَى أَنَّهَا نَارٌ فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ قَالَ حُذَيْفَةُ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ قِيْلَ لَهُ اُنْظُرْ قَالَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّى كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا وَأُجَازِيْهِمْ فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَأَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا وَأَوْقِدُوْا فِيْهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِىْ وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِىْ فَامْتَحَشْتُ فَخُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا ثُمَّ انْظُرُوْا يَوْمًا رَاحًا فَاذْرُوْهُ فِى الْيَمِّ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا -

৩১৯৫. উকবা ইবনে আমর (রা) হুজাইফাকে বললেন, আপনি রসূলুল্লাহ (স) থেকে যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে কেন বর্ণনা করেন না ? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন দাজ্জাল বের হবে, তখন তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। অতপর মানুষ যাকে আগুনের ন্যায় দেখবে (আসলে) তা হবে ঠান্ডা পানি। আর মানুষ যাকে মনে করবে ঠান্ডা পানি (প্রকৃতপক্ষে) তা হবে দহনকারী আগুন। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দাজ্জালের দেখা পাবে সে অবশ্যই যা আগুনের ন্যায় দেখবে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেননা, তা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুস্বাদু পানি হবে। হুজাইফা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তী যামানার একজন লোক ছিল, তার জান কবয করার জন্য তার কাছে মালাকুল মউত (আযরাইল) এসেছিলেন। অতপর (সে মারা গেল, কবরে) তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তুমি কি কোন নেক আমল করেছ ? সে জবাব দিল, আমার জানা নেই। তাকে বলা হল, চিন্তা করে দেখ। সে বলল, এ জিনিসটি ছাড়া আর কোন কিছুই আমার জানা নেই যে, দুনিয়াতে আমি মানুষের সাথে লেনদেন করতাম (অর্থাৎ করয দিতাম) এবং তা আদায়ে তাদের তাগাদা করতাম। (দিতে না পারলে) আমি সচ্ছল ব্যক্তিকে সময় দিতাম এবং দুঃখী ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন। হুজাইফা (আরও) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় এসে হাযির হল। যখন সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিবার পরিজনকে অসীয়ত করল, আমি যখন মরে যাব, তখন অনেকগুলো লাকড়ি স্তুপ করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিও (এবং আমাকে সেখানে ফেলে দিও)। যখন আগুন আমার গোশত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত হাড্ডিও পুড়িয়ে ফেলবে। তখন পোড়া হাড্ডিগুলো নিয়ে পিসে গুড়ো করে ফেলবে। তারপর যেদিন দেখবে, খুব হাওয়া বইছে, তখন সেই ছাইগুলোকে নদীতে ফেলে দিবে। তার পরিজনরা তাই করল। অতপর আল্লাহ তাআলা তার দেহকে আবার একত্রিত ও সংগঠিত করলেন এবং (জীবিত করে) জিজ্ঞেস করলেন, এমনটি কেন করলে ? সে জবাব দিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। উকবা ইবনে আমর বলেছেন, আমি হুজাইফাকে বলতে শুনেছি ঐ ব্যক্তি কাফন চোর ছিল।

٣١٩٦- عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً عَلٰى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا -

৩১৯৬. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) উভয়জন থেকে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের সময় এসে হাজির হল (এবং মরণ কষ্ট দেখা দিল) তখন তিনি আপন মুখের ওপর একখানা চাদর দিয়ে রাখলেন। পরে যখন খারাপ লাগল, তখন তা চেহারা মুবরাক থেকে সরিয়ে দিলেন এবং এ অবস্থায়ই বললেন, ইয়াহুদ ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়ুক। তারা তাদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এই কঠিন মুহূর্তে নবী (সা) তাদের গোমরাহী থেকে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন।

٣١٩٧- عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوْا بِبَيْعَةِ الْاَوَّلِ فَالْاَوَّلِ أَعْطُوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ ـ

৩১৯৭. আবু হাযেম (রা) বলেন, আমি পাঁচ বছর আবু হুরাইরা (রা)-এর মজলিসে বসেছি। তাঁর থেকে আমি নবী (স)-এর এ হাদীসটি শুনেছি ঃ নবী (স) বলেছেন, বনী ইসরাইলের নবীগণ তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করতেন। যখন একজন নবী মারা যেতেন, অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই। অবশ্য খলীফা হবেন এবং তাঁরা অনেক হবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমাদের কি হুকুম দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, সবার আগে যার বাইয়াত গ্রহণ করবে তার প্রতি বিশ্বস্ততাকে অপরিহার্য জানবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক ও অধিকার রয়েছে তা আদায় করবে। কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে যাদের ওপর শাসক বানিয়েছেন, সে শাসন সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন।

٣١٩٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ ـ

৩১৯৮. আবু সাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের পদে পদে অনুসরণ করে চলবে। এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তোমারাও তাতে ঢুকবে। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! পূর্ববর্তী উম্মত বলতে কি ইয়াহুদ ও নাসারা বুঝাচ্ছেন ? তিনি বললেন, তবে আর কারা ?

٣١٩٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوْا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَذَكَرُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَأُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرَ الْإِقَامَةَ ـ

৩১৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। (নামাযের জামায়াতে সকলকে শামিল করার জন্য) সাহাবায়ে কেরাম আগুন জ্বালান ও ঘন্টা বাজানোর প্রস্তাব দিলেন। কোন কোন সাহাবা বললেন, এতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের পদ্ধতি। অতপর বিলালকে আযানের বাক্যগুলো দু' দু'বার এবং ইকামতে একবার করে বলার হুকুম করা হল।

٣٢٠٠- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَّجْعَلَ يَدَهُ فِيْ خَاصِرَتِهِ وَتَقُوْلُ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ ـ

৩২০০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কোমরে হাত রাখা অপসন্দ করতেন এবং বলতেন, ইয়াহুদীরাই এরূপ করে।

٣٢٠١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِىْ أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْاُمَمِ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَرَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ إِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلٰى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلٰى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِىْ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ أَلاَ فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلٰى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ اَلاَ لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى فَقَالُوْا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوْا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ فَضْلِىْ أُعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ -

৩২০১. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী) যেসব উম্মাত অতীত হয়ে গেছে, সেসব উম্মাতের যুগের তুলনায় তোমাদের যুগটি হল আসরের নামায থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত মধ্যবর্তী এ সময়টুকুর সমান। আর তোমাদের এবং ইয়াহুদ ও নাসারাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির মতো, যে কয়েকজন লোককে (তার) কাজে লাগাল এবং জিজ্ঞেস করল, এমন কে আছ যে এক এক কিরাতের[১৬] বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত আমার কাজ করে দেবে? তখন ইয়াহুদীরা এক এক কিরাতের বিনিময়ে দুপুর পর্যন্ত কাজ করল। পুনরায় সে ব্যক্তি বলল, এমন কে আছ, যে আমার কাজ দুপুর থেকে আসর নামায পর্যন্ত এক এক কিরাতের বদলায় করে দেবে? তখন নাসারারা এক এক কিরাতের বদলায় দুপুর থেকে আসরের নামায পর্যন্ত কাজ করল। অতপর সে ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করল, কে আছ, যে আমার কাজ দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে আসর নামায থেকে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত করে দেবে? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, দেখ, তোমরাই হলে সেসব লোক, যারা আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' দু' কিরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। লক্ষ্য কর, তোমাদের মজুরী দ্বিগুণ। তখন ইয়াহুদী ও নাসারারা নারাজ হয়ে গেল এবং বলল, আমরা কাজ তো করলাম বেশী আর মজুরী পেলাম কম। আল্লাহ বললেন, তোমাদের হক (পাওনা) থেকে কি কিছু কম দিয়েছি? তারা জবাব দিল, না। তখন আল্লাহ বললেন, এটি হল আমার মেহেরবানী—পুরস্কার। যাকে চাই, তাকে দান করি।

---

১৬. কীরাত তৎকালীন আরবীয় মুদ্রার পরিমাণ। এর মূল্যমান দুই রতি বা ৩.৫১ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

٣٢٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا -

৩২০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ধ্বংস করুন ! সে কি জানে না যে, নবী (স) বলেছেন আল্লাহ ইয়াহুদীদের ওপর লানত করুন, তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করত ?

٣٢٠٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ -

৩২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আমার বাণী লোকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও, তা একটি বাক্য হলেও। আর বনী ইসরাইলের ঘটনাগুলো তোমারা বর্ণনা করতে পারো। এতে কোন দোষ নেই। যে আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করল, জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত।

٣٢٠٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ -

৩২০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ইয়াহুদী ও নাসারারা (চুলে মেহেদী ইত্যাদি) রং ও খেযাব লাগায় না। অতএব তোমরা (খেযাব লাগিয়ে) তাদের খেলাফ ও বিপরীতে (কাজ) কর।

٣٢٠٥- عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِيْنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا وَمَا نَخْشٰى أَنْ يَكُوْنَ جُنْدُبُ كَذَبَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ -

৩২০৫. হাসান (রা) বলেন ঃ জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (বসরার) এ মসজিদেই আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই থেকে না আমরা হাদীসটি ভুলেছি, আর না এ আশংকা (ধারণা) করেছি যে, জুন্দুব রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মিথ্যা বলেছেন। জুন্দুব বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় একজন লোক ছিল। তার (হাতে) আঘাত লেগেছিল। এতে সে ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছিল। শেষে সে একখানা ছুরি (হাতে) নিল এবং তা দিয়ে তার একখানা হাত কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। এমনকি (এতেই) সে মরে গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি আমার কাছে আসার ব্যাপারে নিজেই অগ্রণী হলো, তাই আমি তার ওপর বেহেশত হারাম করে দিলাম।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বনী ইসরাইলের একজন শ্বেতরোগী, টাকওয়ালা ও অন্ধের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ ثَلاَثَةً فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى بَدَا لِلّٰهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِيْ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِبِلُ أَوْ قَالَ الْبَقَرَ هُوَ شَكٌّ فِيْ ذٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ الْاٰخَرُ الْبَقَرُ فَاعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّيْ هٰذَا قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا وَأَتَى الْأَعْمٰى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ يَرُدُّ اللّٰهُ إِلَى بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ فَاعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنْ إِبِلٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنْ بَقَرٍ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ الْحُقُوْقَ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ لَهُ كَأَنِّيْ أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلٰى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ إِلٰى مَا كُنْتَ وَأَتَى الْأَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ

بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ بَصَرِىْ وَفَقِيْرًا فَقَدْ أَغْنَانِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللّٰهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَىْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ ـ

৩২০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাইলে তিনজন লোক ছিল। একজন ছিল শ্বেতরোগী, দ্বিতীয়জন (মাথায়) টাকওয়ালা এবং তৃতীয়জন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করতে ইচ্ছা করলেন। অতপর তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা (প্রথমে) শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল, সুন্দর রঙ ও সুন্দর চামড়া (যাতে মানুষ আমাকে নিজের কাছে বসতে দেয়)। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। তখন ফেরেশতা তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ চলে গেল এবং তাকে সুন্দর রঙ ও কমনীয় চামড়া দান করা হল। অতপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়। সে জবাব দিল উট। কিংবা বলল গরু। এ ব্যাপারে বর্ণনা কারীর সন্দেহ রয়েছে যে, শ্বেতরোগী এবং টাকওয়ালা দু'জনের একজন বলেছিল উট আর অপরজন বলেছিল গরু। অতএব তাকে একটি গর্ভবতী উষ্ট্রী দেয়া হল। ফেরেশতা দোয়া করলেন (আল্লাহ তাআলা) তোমাকে এর মধ্যে বরকত দান করুন। এরপর তিনি টাকওয়ালার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয় ? সে জবাব দিল—সুন্দর চুল এবং আমার থেকে যেন এ টাক চলে যায়। কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে থাকে। অতপর সেই ফেরেশতা তার ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার টাক চলে গেল এবং মাথা চুলে ভরে গেল। তারপর ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন কোন্ সম্পদ তোমার কাছে বেশী প্রিয় ? সে বলল, গরু। অতএব একটি গর্ভবতী গাভী তাকে দিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন ! সবশেষে ফেরেশতা অন্ধের নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন্ জিনিস অধিক প্রিয় ? সে বলল, আল্লাহ যেন আমার চোখে জ্যোতি ফিরিয়ে দেন, যাতে তা দিয়ে আমি মানুষকে দেখতে পারি। ফেরেশতা তখন তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের সম্পদ তোমার অধিক প্রিয় ? সে বলল, ছাগল। তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন।

অতপর তিনজনের পশুগুলোই বাচ্চা দিল এবং অল্পদিনেই একজনের উটে ময়দান ভর্তি হয়ে গেল। অপরজনের গরুতে চারণভূমি ভরে উঠল এবং তৃতীয়জনের ছাগলে সারা উপত্যকা ছেয়ে গেল। পুনরায় সেই ফেরেশতা (একদিন আল্লাহর হুকুমে) পূর্ব সুরত ও আকৃতিতেই শ্বেতরোগীটির নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নিঃস্ব গরীব লোক। আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। আমি আল্লাহর নামে যিনি তোমাকে সুন্দর রঙ, সুন্দর চামড়া ও সম্পদ দান করেছেন, তোমার কাছে মাত্র একটি উট প্রার্থনা করছি। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে বাড়ি পৌঁছে যাব। তখন লোকটি তাকে বলল, (আরে বেটা আমার এখান থেকে ভাগ) আরও অনেকের হক রয়ে গেছে। ফেরেশতা বললেন, সম্ভবত আমি

তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি কি (এক সময়) শ্বেতরোগী ছিলে না ? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করত। তুমি কি ফকির ছিলে না ? অতপর আল্লাহ তাআলা তোমাকে (বিপুল সম্পদ) দান করেছেন। সে বলল, এসব তো আমি (কয়েক পুরুষ পূর্বে) বাপ-দাদা থেকেই ওয়ারিশ সূত্রেই পেয়েছি। তখন ফেরেশতা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, আল্লাহ তোমাকে আবার সেরূপ করে দিন যেমন তুমি (আগে) ছিলে। পরে তিনি টাকওয়ালার নিকট সেই আকার ও আকৃতিতেই আসলেন এবং তার কাছেও ঠিক তদ্রূপই প্রার্থনা করলেন, যেমন করেছিলেন শ্বেতরোগী লোকটির কাছে। এও ঠিক তেমনি জবাবই দিল যেমন দিয়েছিল সে। তখন ফেরেশতা বললেন যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে সেরূপই করে দিক যেমন তুমি পূর্বে ছিলে। পরিশেষে তিনি স্বীয় আকৃতিতে অন্ধের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি একজন গরীব মিসকীন মুসাফির। আমার পথের সম্বল সব শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌছার আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। আমি তোমার কাছে সেই আল্লাহর নামে একটি ছাগী প্রার্থনা করছি, যিনি তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ছাগীটি দিয়ে আমার সফরের কাজ শেষ করতে পারবো। তখন লোকটি বলল, সত্যিই আমি অন্ধ ছিলাম। অতপর আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি গরীব ছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধনী বানিয়েছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি যা কিছু নেবে তার বিনিময় আজ আমি তোমার কাছে কোন প্রশংসাই পাওয়ার দাবী করবো না। তখন ফেরেশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখো দাও। আমি তো তোমাদেরকে শুধু পরীক্ষা করেছিলাম (তা হয়ে গেছে)। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দু'জনের ওপর হয়েছেন নারাজ।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ۙ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

"তুমি কি মনে কর আসহাবে কাহ্ফ ও খোদিত লিপি ফলক আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ? স্মরণ কর যখন যুবকগণ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং আমাদের কার্যকলাপকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত কর।"

–(আল কাহ্ফ ঃ ৯-১০)

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ গুহাবাসীদের বিবরণ সম্বলিত হাদীস।

٣٢٠٧– عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ وَاللّٰهِ يَا هٰؤُلَاءِ لَا يُنْجِيكُمْ إِلَّا الصِّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي فَرَقٍ

مِنْ أَرُزٍّ فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَنِّىْ عَمَدْتُ إِلَى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّى اِشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَأَنَّهُ أَتَانِىْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ اِعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِىْ إِنَّمَا لِىْ عِنْدَكَ فَرَقٌ مِّنْ أَرُزٍّ فَقُلْتُ لَهُ اِعْمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ فَكُنْتُ اٰتِيْهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِىْ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِمَا لَيْلَةً فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلِىْ وَعِيَالِىْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوْعِ فَكُنْتُ لاَ أَسْقِيْهِمْ حَتّٰى يَشْرَبَ أَبَوَاىَ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُمَا وَكَرِهْتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرُ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ حَتّٰى نَظَرُوْا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ وَأَنِّىْ رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتّٰى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكَنَتْنِى مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضِّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ دِيْنَارٍ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّى فَعَلْتُ ذٰلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوْا ـ

৩২০৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের লোকদের মধ্যে তিনজন লোক ছিল। তারা পথ চলছিল। হঠাৎ তারা বৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেল। তখন তারা এক গুহায় আশ্রয় নিল। অমনি তাদের গুহার মুখ (একটি পাথর চাপা পড়ে) বন্ধ হয়ে গেল। তাদের একজন অন্যদেরকে বলল, বন্ধুগণ ! আল্লাহর কসম ! এখন সত্য ছাড়া আর কিছুই তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবে না। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের সেই জিনিসের অসিলায় দোয়া করা উচিত, যে ব্যাপারে জানা আছে যে, এ কাজটিতে সে সত্যতা বহাল রেখেছে। তখন তাদের একজন (এই বলে) দোয়া করল ঃ হে আল্লাহ ! তুমি ভালো করেই জান যে, আমার একজন মজদুর ছিল। সে এক ফারাক[১৭] চালের বিনিময়ে আমার কাজ করে দিয়েছিল। পরে সে চলে গিয়েছিল এবং মজুরিও নেয়নি। আমি তার মজুরী দিয়ে কিছু একটা করতে মনস্থ করলাম এবং কৃষি কাজে লাগালাম। এতে যা উৎপাদন হয়েছে তার বিনিময়ে আমি একটি গাভী কিনলাম। অনেক

১৭. তৎকালীন আরবের ওজনের একটি পরিমাপ।

দিন পর সেই মজদুরটি আমার নিকট এসে তার মজুরী দাবী করল। আমি তাকে বললাম, এ গাভীটির দিকে তাকাও এবং তা হাঁকিয়ে নিয়ে যাও। সে জবাব দিল, ঠাট্টা করবেন না, আমার তো আপনার কাছে মাত্র এক ফারাক চালই পাওনা। আমি তাকে বললাম গাভীটি নিয়ে যাও। কেননা (তোমার) সেই এক ফারাক দ্বারা যা উৎপাদিত হয়েছে, তারই বিনিময়ে এটি খরিদ করা হয়েছে। তখন সে গাভিটি হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। (হে আল্লাহ) যদি তুমি মনে করো তা আমি একমাত্র তোমার ভয়েই করেছি, তাহলে আমাদের (গুহার মুখ) থেকে (এ পাথরটি) সরিয়ে দাও। সুতরাং পাথরটি কিছুটা সরে গেল। দ্বিতীয় যুবক দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তোমার যদি জানা থাকে (অর্থাৎ তোমার জানাই আছে) যে, আমার মা-বাপ খুব বুড়ো ছিলেন। আমি প্রতিরাতে তাঁদের জন্য আমার ছাগলের দুধ নিয়ে তাঁদের কাছে যেতাম। ঘটনাক্রমে এক রাতে তাদের কাছে (দুধ নিয়ে) যেতে আমি দেরী করে ফেললাম। তারপর এমন সময় গেলাম, যখন তাঁরা উভয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর আমার সন্তানগুলো ছটফট করছে। কিন্তু আমি আমার মা-বাপকে দুধ পান না করান পর্যন্ত আমার ক্ষুধায় কাতর ছেলেপেলেকে দুধ পান করাইনি। কেননা, তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানটা আমি পছন্দ করিনি। অপরদিকে তাঁদেরকে বাদ দিতেও ভাল লাগেনি। কারণ, এ দুধটুকু পান না করালে তাঁরা উভয়েই খুব দুর্বল হয়ে যাবেন। তাই (দুধ হাতে) আমি (সারারাত) ভোর হয়ে যাওয়া পর্যন্ত (তাদের জাগার) অপেক্ষাই করেছিলাম। যদি তুমি জেনে থাক যে, এটা করেছি আমি একমাত্র তোমারই ভয়ে তাহলে আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। অতপর পাথরটি তাদের থেকে আরেকটু সরে গেল। এমনকি তারা আসমান দেখতে পেল। সর্বশেষ যুবকটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! তুমি জান যে, আমার একটি চাচাত বোন ছিল। সবার চেয়ে সে আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে (যৌনমিলনের) বাসনা করেছিলাম। কিন্তু আমি তাকে একশ দিনার না দেয়া পর্যন্ত সে রাজী হলো না। তখন আমি তা সংগ্রহে লেগে গেলাম। শেষ পর্যন্ত তা সংগ্রহে সক্ষম হলাম। তা নিয়ে তার নিকট আসলাম এবং এ একশ দিনার তাকে দিয়ে দিলাম। অতপর সে নিজেই নিজকে আমার নিকট সোপর্দ করল। আমি যখন তার দু'পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখনি সে বলে উঠল, আল্লাহকে ভয় কর এবং (শরীয়াতের বিধান মতে) অধিকার লাভ করা ছাড়া আমার কুমারীত্ব নষ্ট করো না। আমি তখন উঠে গিয়েছিলাম এবং একশ দিনারও ত্যাগ করেছিলাম। তুমি যদি জান যে, আমি একমাত্র তোমার ভয়েই তা করেছি, তাহলে তুমি আমাদের থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের (গুহার মুখ) থেকে (পাথরটি) সরিয়ে দিলেন। অতপর তারা (গুহা থেকে) বেরিয়ে আসল।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٠٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اِمْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِىَ تُرْضِعُهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْ اُبْنِىْ حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِى الثَّدْىِ وَمُرَّ بِاِمْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا

فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ اِبْنِىْ مِثْلَهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا فَقَالَ أَمَّا الرَّاكِبُ فَاِنَّهُ كَافِرٌ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَاِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهَا تَزْنِى وَتَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ تَسْرِقُ وَتَقُوْلُ حَسْبِىَ اللّٰهُ -

৩২০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, (একদা) এক মহিলা আপন শিশুপুত্রকে দুধ পান করাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার সামনে দিয়ে একজন (ঘোড়) সওয়ার গেল। তখন মহিলাটি দোয়া করল, হে আল্লাহ ! এ সওয়ারী লোকটির মতো না হওয়া পর্যন্ত আমার পুত্রটির মৃত্যু দিয়ো না। শিশুটি বলে উঠল, হে আল্লাহ ! আমাকে তার মতো করো না। অতপর সে আবার (মায়ের) দুধের দিকে ফিরল। কিছুক্ষণ পর অন্যদিক থেকে একটি মহিলাকে কিছু লোক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আর কিছু লোক তাকে উপহাস করছিল। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ ! আমার ছেলেকে এর মতো করো না। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! আমাকে তার মতোই বানাও। (এর কারণ স্বরূপ) ছেলেটি বলল, (ঘোড়ায়) আরোহী লোকটি একজন কাফের। আর এ মহিলাটির অবস্থা এই যে, এরা তাকে বলছে, তুমি যিনা করেছো এবং সে বলছে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারা বলছে, তুমি চুরি করেছো এবং সে বলছে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

٣٢٠٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِىٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ -

৩২০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (এক সময়) একটি কুকুর একটি কূয়ার চারদিকে ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল যে, পানির পিপাসায় এখনই সে মারা পড়বে। এমনি সময় বনী ইসরাইলের বেশ্যা রমণী কুকুরটি দেখল। সে তার জুতা খুলে নিল এবং (তা দিয়ে কূয়া থেকে পানি উঠিয়ে) কুকুরটিকে পানি পান করাল। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢١٠- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ وَكَانَتْ فِىْ يَدَىْ حَرَسِىٍّ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ -

৩২১০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান যে বছর হজ্জ করেন, সে বছর মিম্বারে দাঁড়িয়ে তাকে বলতে শুনেছেন। মুয়াবিয়া দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ (কৃত্রিম) চুল হাতে নিলেন এবং বললেন, হে মদীনাবাসীগণ ! তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি নবী (স)-কে এর মাধ্যমে কেশ

সাজাতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বনী ইসরাইল ঠিক তখনি ধ্বংস হয়েছে, যখন তাদের নারীরা তা ধারণ করেছে।

٣٢١١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْمَا مَضٰى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُوْنَ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ أُمَّتِىْ هٰذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ

৩২১১. আবু হুমাইদ (রা) থেকে বার্ণত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতগণের মধ্যে কিছু লোক 'মুহাদ্দাস' ছিলেন। আর আমার এ উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, তবে সে হলো উমর ইবেন খাত্তাব।[১৮]

٣٢١٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ فِىْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَ يَسْأَلُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِئْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَقَرَّبِى وَأَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى هٰذِهِ أَنْ تَبَاعَدِىْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلٰى هٰذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ ـ

৩২১২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন লোক ছিল, যে নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতপর (নাজাতের উপায় আছে কি না তা জানার জন্য) জিজ্ঞেস করতে বের হয়েছিল। প্রথমে সে একজন ঈসায়ী গীর্জাবাসী সাধুর কাছে গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, আমার তাওবা (কবুল) হবে কি। সাধু বলল, না। তখন সে তাকেও হত্যা করল। এরপরেও সে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেই থাকল। কোন এক ব্যক্তি তাকে বলল, অমুক লোকালয়ে যাও। (সেখানে একজন আলেম আছেন তাঁকে জিজ্ঞেস করে নাও। সুতরাং লোকটি রওয়ানা দিল) কিন্তু (পথেই) তার মৃত্যু হয়ে গেল। (মরণকালে) সে তার বুকটি সেই লোকালয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল। এখন তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা ঝগড়া ও বিতর্ক শুরু করে দিল। এমন সময় আল্লাহ—যে লোকলয়ের দিকে লোকটি (তাওবা করার জন্য) রওয়ানা দিয়েছিল—তাকে হুকুম করলেন। হে গ্রাম ! লোকটির নিকটবর্তী হয়ে যাও। আর যেখানে সে হত্যার কাজ করেছিল, সে গ্রামকে হুকুম করলেন হে গ্রাম ! তার থেকে দূরে সরে যাও। তারপর ফেরেশতাদ্বয়কে বললেন, তোমরা উভয় লোকালয়ের দূরত্ব মেপে দেখ (লোকটি কোন্ লোকালয়ের বেশী নিকটে)। সুতরাং (পরিমাপের পর) দেখা গেল, মৃত লোকটি—যে লোকালয়ে তাওবা করতে যাচ্ছিল অন্য লোকালয়টির তুলনায় তার এক বিঘত অধিক নিকটবর্তী। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

---

১৮. মুহাদ্দাস এমনসব লোকদের বলা হয় অহী ও নবুওয়াত ছাড়াই যাদের মুখ থেকে অকাট্য সত্য কথা উচ্চারিত হয়।

٣٢١٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهٰذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ فَإِنِّى أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِىْ غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ هٰذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّى فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِىَ لَهَا غَيْرِىْ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ فَإِنِّى أُوْمِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَاهُمَا ثَمَّ ـ

৩২১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামায পড়ার পর লোকদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন, এক ব্যক্তি একটি গরু হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার পিঠে উঠে বসল এবং তাকে মারতে লাগল। এ সময় গরুটি বলল, আমরা তো এ জন্য সৃষ্টি হইনি। আমরা তো একমাত্র কৃষি কাজের জন্য সৃষ্টি হয়েছি। লোকেরা বলল, সুবহানাল্লাহ ! গরু কথা বলছে ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমি, আবু বকর ও উমর এ ঘটনার ওপর ঈমান রাখি। অথচ আবু বকর ও উমর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এক ঘটনা। এক ব্যক্তি তার ছাগলের পালে (পাহারারত) ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে হানা দিল এবং তা থেকে একটি ছাগল নিয়ে গেল। রাখাল নেকড়ের পিছু নিল এবং তার থেকে ছাগলটি ছিনিয়ে নিল। তখন নেকড়েটি তাকে বলল, তুমি আমার থেকে আজ তো ছাগলটি ছাড়িয়ে নিলে কিন্তু কিয়ামতের দিন অর্থাৎ চরম হিংস্রতার দিন কে তার হেফাযতকারী হবে, যেদিন আমি ছাড়া তার কোন রাখাল থাকবে না ? লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ ! নেকড়েও কথা বলে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ ঘটনার ওপর আমি, আবু বকর ও উমর ঈমান রাখি, অথচ তাঁরা দু'জন তখন সেখানে ছিলেন না।

٣٢١٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِشْتَرَى رَجُلٌ مِّنْ رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اِشْتَرَى الْعَقَارَ فِىْ عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لَهُ الَّذِىْ اشْتَرَى الْعَقَارَ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّى إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِعْتُكَ الْاَرْضَ وَمَا فِيْهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الَّذِىْ تَحَاكَمَا إِلَيْهِ أَلَكُمَا وَلَدٌ قَالَ أَحَدُهُمَا لِىْ غُلاَمٌ وَقَالَ الْاٰخَرُ لِىْ جَارِيَةٌ قَالَ أَنْكِحُوْا الْغُلاَمَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا ـ

৩২১৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন। নবী (স) বলেছেন, (পূর্ববর্তী যুগে) একব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি থেকে কিছু জমি খরিদ করল। জমির খরিদ্দার সেই জমিতে স্বর্ণ ভর্তি

একটি ঘড়া পেল। তখন জমির ক্রেতা বিক্রেতাকে বলল, আমার থেকে তোমার স্বর্ণ নিয়ে নাও। আমি তো তোমার থেকে জমিন কিনেছি, স্বর্ণ খরিদ করিনি। জমির বিক্রেতা বলল, আমি তোমার কাছে জমি এবং তাতে যা রয়েছে সবই বিক্রি করেছি। অতপর তারা উভয়ে এক ব্যক্তির নিকট এর ফয়সালা চাইল। যার কাছে ফয়সালা চাইল, সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, তোমাদের কি সন্তান আছে ? একজন বলল, আমার একটি ছেলে আছে। অপর ব্যক্তি জানাল, তার একটি মেয়ে আছে। সালিসকারী বলল, তোমরা মেয়েটিকে ছেলেটির সাথে বিয়ে দিয়ে দাও এবং স্বর্ণ থেকে কিছু অংশ তাদের জন্য খরচ কর আর (বাকীটা তাদের) দিয়ে দাও।

٣٢١٥- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الطَّاعُوْنِ فَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ رِجْسٌ أُرْسِلَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِّنْ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُوْ النَّضْرِ لاَ يُخْرِجُكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ -

৩২১৫. আমের (রা) তাঁর পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর পিতাকে উসামা ইবনে যায়েদের কাছে এই কথা জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স) থেকে প্লেগ মহামারীর ব্যাপারে কিছু শুনেছেন ? তখন উসামা জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্লেগ মহামারী একটি আযাব। বনী ইসরাইলের একটি দলের ওপর তা আপতিত হয়। কিংবা তিনি বলেছেন, তা তোমাদের পূর্ববর্তী যমানার লোকদের ওপর পাঠান হয়েছিল। যখন তোমরা শুনবে যে, কোন এলাকায় প্লেগ দেখা দিয়েছে, তখন তোমরা সেখানে যেও না। আর যখন তোমরা যেখানে রয়েছ, সেখানে প্লেগ দেখা দেয় তখন সেখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেও না। আবুননযর বলেছেন, এর অর্থ হলো, ভেগে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই যেন তোমরা সে এলাকা ত্যাগ না কর। অন্য প্রয়োজনে যেতে কোন বাধা নেই।

٣٢١٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَأَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ -

৩২১৬. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে প্লেগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, এ হলো এক আযাব। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যার ওপর চান তা পাঠান। আর একেই আবার আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। যে এলাকায় প্লেগ দেখা দেয়, যদি কেউ

সেখানে ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশায় অবস্থান করে, আর এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ তার তাকদীরে যা লিখেছেন তা ছাড়া আর কোন মুসিবতই তার হবে না। তাহলে সে একজন শহীদের সওয়াব পাবে।

٣٢١٧- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالَ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

৩২১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। তার এই ব্যাপারটি কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলল। (কারণ একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ের হাত চুরির অপরাধে কিভাবে কাটা যেতে পারে !) তারা বলতে লাগলো, তার এই ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কে (সুপারিশের) কথা বলবে ? কয়েকজন বললো, যদি (এ ব্যাপারে) তাঁর কাছে কেউ বলার সাহস করে, তবে একমাত্র উসামা উবনে যায়েদই করতে পারে। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি। (তাঁকে পাঠানো হলো) অতপর উসামা (এ ব্যাপারে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কথা বললেন। নবী (সা) বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহর (জারী করা) দন্ডবিধানগুলোর মধ্যে একটি সাজার বিধান মুলতবী করার ব্যাপারে সুপারিশ করছো ? অতপর তিনি উঠে পড়লেন এবং (সবার সামনে) এক ভাষণ দান করলেন। বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো এ জন্যেই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে যখন কোন উচ্চ বংশের লোক চুরি করতো, তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যদি তাদের মধ্যে দুর্বল কেউ চুরি করতো তবে তাকে সাজা দিত। আল্লাহর কসম ! যদি মুহাম্মাদ (স)-এর মেয়ে (অর্থাৎ আমার মেয়ে) ফাতিমাও চুরি করে, তবে অবশ্যই তার হাতও আমি কেটে ফেলব।

٣٢١٨- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا ـ

৩২১৮. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। অথচ আমি নবী (স)-কে সেটি অন্যভাবে পড়তে শুনেছি। অতপর আমি তাকে সংগে করে নবী (স)-এর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে এই খবর দিলাম। কিন্তু আমি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখলাম। তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ের পাঠই নির্ভুল। মতবিরোধ করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা মতবিরোধ করেছিল। তাই তারা ধ্বংস হয়েছে।

٣٢١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِقَوْمِىْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ -

৩২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এখনও নবী (স)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি (অতীত যুগের) নবীগণের মধ্যে একজন নবীর কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেই নবীকে তাঁর জাতি ভীষণভাবে রক্তাক্ত করে দিল। তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং দোয়া করছিলেন—হে আল্লাহ ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা জানে না।

٣٢٢٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللّٰهُ مَالاً فَقَالَ لِبَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ أَىَّ أَبٍ كُنْتُ لَكُمْ قَالُوْا خَيْرَ أَبٍ قَالَ فَإِنِّى لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَإِذَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اسْحَقُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُّوْنِىْ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ فَفَعَلُوْا فَجَمَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ قَالَ مَخَافَتُكَ فَتَلَقَّاهُ بِرَحْمَتِهِ -

৩২২০. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন : তোমাদের পূর্ববর্তী যমানায় এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ অনেক ধন-সম্পদ দান করেন। যখন তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো, সে (তার সন্তানদের) জিজ্ঞেস করলো, আমি তোমাদের কেমন বাবা ছিলাম ? তারা জবাব দিল, তুমি আমাদের উত্তম বাবা ছিলে। সে বলল, জীবনে আমি কখনও কোন নেক আমলই করিনি। আমি যখন মরে যাব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে, তারপর পিষে গুঁড়ো করবে, অতপর ঝড়ো হাওয়ার দিন গুঁড়োগুলো (নদীতে) উড়িয়ে দিবে। তাই তারা করলো তখন মহা শক্তিমান আল্লাহ তাকে (তার ছাইগুলো) আবার একত্রিত করলেন এবং বললেন, তুমি এমনটি করলে কেন ? সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে নিজের রহমতের ছায়ায় স্থান দিলেন।

٣٢٢١- عَنْ رِبْعِىْ بْنِ خِرَاشٍ قَالَ قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ لَمَّا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مُتُّ فَاجْمَعُوْا لِىْ حَطَبًا كَثِيْرًا ثُمَّ أَوْرُوْا نَارًا حَتّٰى إِذَا أَكَلَتْ لَحْمِىْ وَخَلَصَتْ إِلٰى عَظْمِىْ فَخُذُوْهَا فَأَطْحَنُوْهَا فَذَرُّوْنِىْ فِى الْيَمِّ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ أَوْ رَاحٍ فَجَمَعَهُ اللّٰهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ -

৩২২১. উকবা (রা) হুযাইফা (রা)-কে বললেন, আপনি নবী (স) থেকে যা শুনেছেন আমাদের নিকট তা বর্ণনা করেন না কেন ? তখন তিনি বর্ণনা করলেন, আমি নবী (স)-

কে বলতে শুনেছি, (অতীত যুগে) এক ব্যক্তি ছিল। তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো। যখন সে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন সে তার পরিজনদেরকে অসীয়ত করলো, আমি মরে গেলে তোমরা অনেকগুলো লাকড়ি জমা করে আগুন জ্বালিয়ে দিও (এবং আমাকে তাতে ফেলে দিও)। এমনকি যখন আগুন আমার সব গোশত খেয়ে ফেলবে (পুড়িয়ে ফেলবে) এবং আমার হাডডি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, তখন তোমরা হাড্ডিগুলো পিষে ফেলবে। তারপর আমাকে (অর্থাৎ আমার হাড্ডির গুড়াকে) প্রচন্ড গরমের দিন কিংবা বলেছেন তীব্র বায়ু প্রবাহের দিন নদীতে ফেলে দিবে। (তারা তাই করলো) আল্লাহ আবার তাকে একত্রিত করলেন এবং জানতে চাইলেন, তুমি (এমন) কেন করলে ? সে জবাব দিল, তোমার ভয়ে। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٢- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ فَلَقِىَ اللّٰهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ -

৩২২২. আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনা। নবী (স) বলেছেন, (আগের যমানায়) একজন লোক ছিল। সে মানুষকে কর্জ দিত এবং আপন চাকরকে বলে দিত ঃ যখন তুমি (কর্জ আদায়ে তাগাদার জন্য) কোন বিপদগ্রস্তের কাছে যাবে, তাকে কর্জ ক্ষমা করে দিয়ো। সম্ভবত (এর ফলে) আল্লাহও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। নবী (স) বলেন, অতপর (লোকটি মৃত্যুর পরে) আল্লাহর সাক্ষাত পেল। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

٣٢٢٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيْهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُوْنِىْ ثُمَّ اطْحَنُوْنِىْ ثُمَّ ذَرُوْنِىْ فِى الرِّيْحِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىْ رَبِّىْ لَيُعَذِّبَنِّىْ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذٰلِكَ فَأَمَرَ اللّٰهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِىْ مَا فِيْكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ قَالَ يَارَبِّ خَشْيَتُكَ فَغَفَرَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشْيَتُكَ مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ -

৩২২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আগের যুগে) একজন লোক ছিল। সে নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল (অর্থাৎ অনেক গোনাহ করেছিল)। যখন তার মৃত্যুর সময় এসে হাজির হলো, সে তার ছেলেদেরকে বললো, আমি যখন মরে যাব, তোমরা আমাকে পুড়িয়ে ফেলবে, এরপর পিষে গুঁড়ো করবে। তারপরে বাতাসে উড়িয়ে দেবে। আল্লাহর কসম ! যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পান, তাহলে এমন আযাব দেবেন, যা আর কাউকে দেননি। অতপর যখন লোকটি মরে গেল, তার সাথে তাই করা হলো। তখন আল্লাহ যমীনকে হুকুম দিয়ে বললেন, তোমার মধ্যে লোকটির যা যা ছাই ভস্ম আছে সব জমা কর। যমীন তা করলো। লোকটি হঠাৎ (পূর্ণ

অবয়বে) দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যা করেছ, এর পিছনে কি কারণ ছিল? সে জবাব দিল, হে আল্লাহ তোমার ভয়। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনাকারী এখানে مخافتك এর স্থলে خشيتك বর্ণনা করেছেন।

٣٢٢٤- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا (رَبَطَتْهَا) حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِىَ أَطْعَمَتْهَا وَلاَ سَقَتْهَا اِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ هِىَ تَرَكَتْهَا تَاْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ -

৩২২৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেয়া হয়েছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, (খানা-দানা কিছুই দেয়নি)। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি মরে গেল। বিড়ালটির কারণেই সে জাহান্নামে গেল। বিড়ালটিকে বাঁধার পর থেকে মহিলাটি তাকে কিছু খেতেও দেয়নি, পানও করায়নি। আর তাকে ছেড়েও দেয়নি। (ছেড়ে দিলে) তাহলে সে পোকামাকড় খেতে পারত।

٣٢٢٥- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ -

৩২২৫. আবু মাসউদ উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, কালামে নবুয়াতের মধ্যে (অর্থাৎ যে কথায় নবীগণ একমত) মানুষ যা পেয়েছে, তা হলো এই ঃ যদি তোমার শরম না থাকে, তাহলে যা চাও তাই করো।

٣٢٢٦- عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ -

৩২২৬. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, নবুয়াতী কথার মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে তার মধ্যে এ বাক্যটিও রয়েছে ঃ "যদি তুমি লজ্জাহীন হয়ে থাক, তাহলে মন যা চায় তাই করতে পার।"

٣٢٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِى الْاَرْضِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩২২৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি দম্ভ ও অহংকারের সাথে তার পায়জামা জমিনের ওপর ঝুলিয়ে টেনে টেনে পথ চলছিল। এমন সময় সে জমিনে ধ্বসে গেল এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে জমিনে ধ্বসে (নীচের দিকে) যেতে থাকবে।

٣٢٢٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِيْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهٰذَا الْيَوْمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فَغَدًا لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارٰى عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ـ

৩২২৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, (আমরা দুনিয়ায় আগমনের দিক দিয়ে) সবার শেষে এসেছি। কিন্তু কিয়ামতের দিন (মর্যাদায়) সবার অগ্রগণ্য হবো। অবশ্য প্রত্যেক উম্মতকে আমাদের আগেই কিতাব দেয়া হয়েছিল। আর আমাদের তা দেয়া হয়েছে সবার পরে। অতপর এই (জুময়ার) দিন এমন একটি দিন, যাতে তারা মতবিরোধ করেছিল। অতএব পরের দিন (শনিবার) ইয়াহুদীদের জন্য এবং তার পরের দিন (রবিবার) নাসারাদের জন্য (নির্ধারিত হলো)। প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সপ্তায় এমন একটি দিন (জুময়ার দিন) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেদিন সে তার মাথা ও শরীর ধুইবে।

٣٢٢٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِىْ سُفْيَانُ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرٰى أَنَّ أَحَدًا يَّفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ وَإِنَّ النَّبِىَّ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِى الْوَصَالَ فِى الشَّعْرِ ـ

৩২২৯. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব বর্ণনা করেন, মুআবিয়া ইবনে আবু সফিয়ান (রা) যখন শেষবার মদীনা আসেন, তখন আমাদের সামনে ভাষণ দেন। এ সময় তিনি এক গোছা কৃত্রিম চুল বের করলেন এবং বললেন, আমি জানি না, ইয়াহুদীরা ছাড়া আর কেউ এটা ব্যবহার করতো কি না। (অর্থাৎ তাদের মেয়েরা) নবী (স) এ ধরনের চুল বাঁধার নাম রেখেছেন "মিথ্যা ও প্রতারণা (অর্থাৎ কৃত্রিম) কেশ বিন্যাস।

অধ্যায়—৩৫

كتاب المناكب

নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মর্যাদার বিবরণ

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ـ

"হে মানবজাতি ! আমি তোমাদেরকে মাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকেই সৃষ্টি করেছি। আমি তোমাদেরকে গোত্র ও গোষ্ঠীতে এ জন্য বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাবান—যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকী।"–(আল হুজুরাত ঃ ১৩)

২-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ الْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا٥

"আর তোমরা ভয় কর সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরকে পরস্পর নির্ভরশীল এবং আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ-ই তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।"

–(আন নিসা ঃ ১)

ইবনে আব্বাস (রা) وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا **আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,** شعوب **এর অর্থ বড় বড় গোত্র এবং** قبائل **অর্থ ছোট ছোট খান্দান।**

٣٢٣٠– عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قَالَ أَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ـ

৩২৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল (স)! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান কে ? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে আল্লাহকে যে সর্বাধিক ভয় করে। সাহাবাগণ বললেন, আমরা এ কথা জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ)।

٣٢٣١– عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ رَبِيْبَةُ النَّبِىِّ زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ النَّبِىَّ أَكَانَ مِنْ مُضَرَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَ مِنْ بَنِى النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ

৩২৩১. কুলাইব ইবনে ওয়ায়েল (রা) বলেন, আমার কাছে নবী (স)-এর এক পত্নীর অপর পক্ষের মেয়ে যয়নাব বিনতে আবু সালামা হাদীস বর্ণনা করেছেন। কুলাইব বলেন,

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি কি জানেন, নবী (স) কি মুদার গোত্রের ছিলেন, (না অপর কোন গোত্রের) ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তিনি মুদার গোত্রের লোক ছিলেন। নফর ইবনে কেনানার সন্তানদের থেকেই এ গোত্রের উৎপত্তি।

٣٢٣٢- عَنْ كُلَيْبٍ حَدَّثَتْنِيْ رَبِيْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيِّرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقُلْتُ لَهَا أَخْبِرِيْنِي النَّبِيُّ ﷺ مِمَّنْ كَانَ مِنْ مُضَرَ كَانَ قَالَتْ فَمِمَّنْ كَانَ اِلاَّ مِنْ مُضَرَ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ ـ

৩২৩২. কুলাইব (রা) বলেন, নবী (স)-এর জনৈকা স্ত্রীর অন্য পক্ষীয় কন্যা বর্ণনা করেছেন। আমার ধারণা তাঁর নাম ছিল যায়নাব। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুব্বা, হান্তাম, মুকাইয়ার এবং মুযাফফাত এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। (কুলাইব বলেন) আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে জানান যে, নবী (স) কি মুদার খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (নাকি অপর কোন খান্দানের) ? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স) মুদার খান্দানেরই লোক ছিলেন। এ খান্দানই নযর ইবনে কেনানার বংশধর ছিল।

٣٢٣٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا وَتَجِدُوْنَ خَيْرَ النَّاسِ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً وَتَجِدُوْنَ شَرَّالنَّاسِ ذَاالْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِيْ هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ـ

৩২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমরা মানবজাতিকে খনির মত পাবে। তাদের মধ্যে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) জাহিলী যমানায় যারা সর্বোত্তম ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হলো যদি তারা (ইসলামী) জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা তাদের মধ্যে (ইসলামের) এ নেতৃত্বের আসনে সর্বোত্তম ব্যক্তি হিসেবে তাকেই পাবে, যে (পূর্বে) ইসলামের ঘোর দুশমন ছিল। আর মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই দ্বিমুখী ব্যক্তিকেই পাবে, যে এক বেশে এদের কাছে আসে এবং আরেক বেশে অন্যদের কাছে যায়।

٣٢٣٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِيْ هٰذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوْا تَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّ النَّاسِ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الشَّأْنِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ ـ

৩২৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, এ (খিলাফতের) ব্যাপারে সমস্ত মানুষ কুরাইশদের অধীন। তাদের মুসলমানরা তাদের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং তাদের কাফেররা তাদের কাফেরদের অনুগত। আর সব মানুষ একটি খনি বিশেষ। তাদের জাহেলী জামানায় যারা সর্বোত্তম ছিলেন, ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হল, যদি তাঁরা (ইসলাম সম্পর্কে গভীর) জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকেই অধিক উত্তম দেখতে পাবে, নেতৃত্বের প্রতি যার কঠোর অনীহা দেখা গেছে। তারপর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলো এবং অত্যন্ত সফল ও উত্তম প্রমাণিত হলো।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى قَالَ فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلاَّ وَلَهُ فِيْهِ قَرَابَةٌ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوْا قَرَابَةً بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ -

৩২৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) الا لمودة فى القربى [১] এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাইদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, قربى শব্দ দ্বারা মুহাম্মাদ (স)-এর ঘনিষ্ঠতা বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, কুরাইশ বংশে এমন কোন শাখা ছিল না যার সাথে নবী (স)-এর ঘনিষ্ঠতা ছিল না। এ প্রসঙ্গেই কুরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ الا ان تصلوا قرابة بينى وبينكم "তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যকার ঘনিষ্ঠতার প্রতি নযর রেখ (এবং ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করো।)"

٣٢٣٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مِنْ هَاهُنَا جَاءَتِ الْفِتَنُ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِىْ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ -

৩২৩৬. আবু মাসউদ (রা) বলেন। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, এই দিক থেকে অর্থাৎ পূর্বদিক থেকে ফিৎনা-ফাসাদের উৎপত্তি হবে। জুলুম ও হৃদয়ের কাঠিন্য ঐসব চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের উট ও গরুর লেজের পেছনে, রবিয়া ও মুদার গোত্রের মধ্যে (অধিক)।

٣٢٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اَلْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِيْنَةُ فِىْ أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ سُمِّيَتِ الْيَمَنَ لِاَنَّهَا عَنْ يَمِيْنِ الْكَعْبَةِ وَالشَّامَ عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ وَالْمَشْأَمَةُ الْمَيْسَرَةُ وَالْيَدُ الْيُسْرٰى الشُّؤْمٰى وَالْجَانِبُ الْاَيْسَرُ الْأَشْأَمُ -

---

[১] الا المودة فى القربى অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা।

৩২৩৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, গর্ব ও অহমিকা রয়েছে চিৎকার ও শোরগোলকারী বেদুঈনদের মধ্যে, স্বস্তি ও শান্তি বকরী পালকদের মধ্যে, ঈমান ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও ইয়েমেনবাসীদের মধ্যে বেশী রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, ইয়েমেনকে ইয়েমেন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, ইয়েমেন[২] কাবা শরীফের ডানদিকে অবস্থিত এবং শামকে (সিরিয়া) শাম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, শাম কাবা শরীফের বাম দিকে অবস্থিত "আল মাশয়ামা আল মাইসারা" (সমার্থক শব্দ) অর্থাৎ বামদিক। তাই বাম হাতকে বলা হয় الشؤمى এবং বামদিককে বলা হয় الاشام।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কুরাইশদের মর্যাদা।

٣٢٣٨- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ فِيْ وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُحَدِّثُ سَيَكُوْنُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ فَأَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُوْنَ أَحَادِيْثَ لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُولٰئِكَ جُهَّالُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْاَمَانِيَّ الَّتِيْ تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ فِيْ قُرَيْشٍ لاَيُعَادِيْهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلٰى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوْا الدِّيْنَ -

৩২৩৮. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'য়িম (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি মু'আবিয়ার (রা) নিকট একথা পৌঁছিয়েছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর কুরাইশদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মু'আবিয়ার দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হাদীস বর্ণনা করেন যে, অচিরেই কাহতান গোত্র থেকে একজন বাদশাহ হবেন। এতে মু'আবিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করেন। অতপর বলেন, আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তোমাদের কোন কোন লোক এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করে বেড়াচ্ছে যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং রসূলুল্লাহ (স) থেকেও বর্ণিত হয়নি।[৩] এরা তোমাদের মধ্যে

২. ইয়ামীন يمين শব্দের অর্থ ডান দিক।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) তওরাত অধ্যয়ন করেছিলেন। একথা সম্ভবত আমীর মু'আবিয়া (রা) জানতেন। অন্য দিকে মুহাম্মাদ ইবনে জুবাইর আবদুল্লাহ থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন সেটি তিনি জানতেন না। তাই তাঁর সন্দেহ হয়েছে নিশ্চয়ই তওরাত থেকে সংগ্রহ করে বিনা সনদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর এটি বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই আমীর মু'আবিয়া তা শুনেই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তিনি যা জানতেন তা লোকদেরকে জানানো জরুরী মনে করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হাদীস বর্ণনা করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরাতও দেননি। কাজেই আমীর মু'আবিয়ার (রা) সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছিল। নয়তো আসল ব্যাপার হচ্ছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমরের (রা) হাদীসও সহীহ ছিল এবং তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিতও ছিল। ইমাম বুখারী অন্যত্র আবু হুরাইরার (রা) মাধ্যমে এ হাদীস উদ্ধৃতও করেছেন। বনী কাহতানের যে শাসনকর্তার নাম হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তাঁর সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁর শাসনকাল হবে হযরত ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুনরাবির্ভাবের পরে। আর সম্ভবত তিনিই হবেন শেষ ইসলামী শাসনকর্তা। ৩২৫৫ নম্বর হাদীসটি দেখুন। -সম্পাদক

সবচেয়ে বেশী জাহেল ব্যক্তি। সুতরাং তোমরা সাবধান থাকবে এবং ঐ সমস্ত অলীক কামনা থেকে বিরত থাকবে, যা তার পোষণকারীকে বিপথে পরিচালিত করে। (অর্থাৎ কোন বিভ্রান্তিমূলক প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে বিপথগামী হয়ো না।) কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, এই বিষয়টি (শাসন কর্তৃত্ব) কুরাইশদের হাতেই থাকবে। যতদিন তারা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকবে, ততদিন যে কেউ তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করবেন। (অর্থাৎ লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।)

٣٢٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُرَيْشٌ وَالْاَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَاَسْلَمُ وَاَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَالِىْ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلٰى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৩২৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, আশজা ও গিফার গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٢٤٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ هٰذَا الْاَمْرُ فِىْ قُرَيْشٍ مَا بَقِىَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ -

৩২৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, এ দায়িত্ব (শাসন কর্তৃত্ব) চিরকাল কুরাইশদের হাতেই থাকবে[৪] যতদিন (দুনিয়াতে) তাদের দু'জন লোকও অবশিষ্ট থাকবে।

٣٢٤١- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعْطَيْتَ بَنِىْ الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ إِنَّمَا بَنُوْا هَاشِمٍ وَبَنُوْ الْمُطَّلِبِ شَىْءٌ وَاحِدٌ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى أَبُوْ الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ إِلٰى عَائِشَةَ وَكَانَتْ أَرَقَّ شَىْءٍ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

৩২৪১. জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং উসমান ইবনে আফ্ফান রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির হলাম। উসমান (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি মুত্তালিবের বংশধরকে দান করলেন আর আমাদেরকে ত্যাগ করলেন। অথচ আপনার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে আমরা ও তারা একই পর্যায়ে অবস্থিত। নবী (স) বললেন, এটা নিশ্চিত যে, হাশিমের বংশধর ও মুত্তালিবের বংশধর (সম্পর্কগত ভাবে) এক ও অভিন্ন।

৪. এই হাদীসের ব্যাখ্যা যুহরী বর্ণিত হাদীসে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। উক্ত হাদীসে শাসন কর্তৃত্ব কুরাইশদের হাতে চিরস্থায়ী থাকার জন্যে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন তারা দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তখন তারা আর শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্য থাকবে না। বরং অন্য যারাই এ দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে তারাই শাসন কর্তৃত্ব পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অতএব এ ধরনের হাদীস দ্বারা রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করা বাতুলতা মাত্র।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বনী যোহরা গোত্রের কিছু লোকের সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন করেন। আয়েশা তাদের সাথে অত্যন্ত বিনম্রভাব দেখান। কেননা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।[৫]

٣٢٤٢- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عَائِشَةَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا وَكَانَتْ لاَ تُمْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جَاءَهَا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ تَصَدَّقَتْ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا فَقَالَتْ أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ فَاسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَبِأَخْوَالِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً فَامْتَنَعَتْ فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِيُّوْنَ أَخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَالْمِسْوَرُ ابْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا اسْتَأْذَنَّا فَاقْتَحِمِ الْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ فَأَعْتَقَهُمْ ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تُعْتِقُهُمْ حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي جَعَلْتُ حِيْنَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغَ مِنْهُ ـ

৩২৪২. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) বলেন, নবী (স) ও আবু বকরের পর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর[৬] ছিলেন আয়েশার সর্বাধিক প্রিয় পাত্র। তিনিও আয়েশার খেদমত করতেন। আয়েশার নিয়ম ছিল আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে বিন্দুমাত্র সঞ্চয় না করে সব দান করে দিতেন। তাই আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর বললেন, (এরূপ লাগামহীন দান খয়রাত থেকে) তাঁকে নিরস্ত করা উচিত। এতে আয়েশা যুবাইরের প্রতি (ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন এবং) বললেন, আমাকে নিরস্ত করা হবে। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি তার সাথে কথা বলি। অর্থাৎ তার সাথে কখনও কথা বলব না। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) কুরাইশদের কিছু লোক বিশেষ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল পক্ষের লোক দ্বারা সুপারিশ করালেন। কিন্তু আয়েশা (রা) (কথা বলা থেকে) বিরত থাকলেন। অতপর নবী (স)-এর মাতুল আত্মীয় যোহরা গোত্রের লোকজন—যাদের মধ্যে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা—তাঁকে বললেন, যখন আমরা আয়েশার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করব তখন তুমিও পর্দার ভিতরে ঢুকে পড়বে। তিনি তাই করলেন এবং আয়েশার নিকট দশটি গোলাম পাঠালেন। আয়েশা (রা) তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। তারপর এক এক করে তিনি (সর্বমোট) চল্লিশটি গোলাম আযাদ করলেন এবং বললেন, যেদিন আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম, সেদিন থেকে চাচ্ছিলাম এমন একটি কাজ আমি করি যদ্বারা আমি প্রতিজ্ঞামুক্ত হতে পারি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

---

৫. এ বর্ণনাটির নেপথ্যে ঘটনা পরবর্তী হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা)-এর বোনের ছেলে ; অর্থাৎ আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র।

٣٢٤٣- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا زَيْدَ ابْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوْهَا فِيْ الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّيْنَ الثَّلاَثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوْهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوْا ذٰلِكَ ـ

৩২৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান (রা) যায়েদ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রা)-কে ডেকে পাঠান। তাঁরা (সমবেতভাবে) কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেন। উসমান (রা) কুরাইশদের তিন ব্যক্তিকে[৭] লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ও যায়েদ ইবনে সাবিতের মধ্যে কুরআনের (ভাষাগত) কোন ব্যাপারে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে কুরাইশদের ভাষায়ই তা লিপিবদ্ধ করবে। কেননা, কুরআন তাদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইসমাঈল (আ)-এর সঙ্গে ইয়েমেনবাসীদের সম্পর্ক।

٣٢٤٤- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُوْنَ بِالسُّوْقِ فَقَالَ اِرْمُوْا بَنِيْ إِسْمٰعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ لِأَحَدِ الْفَرِيْقَيْنِ فَأَمْسَكُوْا بِأَيْدِيْهِمْ فَقَالَ مَا لَهُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَ بَنِيْ فُلاَنٍ قَالَ اِرْمُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ ـ

৩২৪৪. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আসলাম গোত্রের কিছু লোক একটি বাজারে তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন, হে ইসমাঈলের বংশধর ! তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। কেননা তোমাদের পিতা [ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ)] তীর নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলেন। আর আমি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলাম। একথা শুনে প্রতিযোগী দু'দলের একটি দল তাদের হাত গুটিয়ে নিল। অর্থাৎ তীর নিক্ষেপে বিরত থাকল। সালামা বলেন, তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের কী হলো ? (তীর নিক্ষেপ করছ না কেন ?) তারা বলল, আপনি অমুকের পুত্রদের পক্ষে থাকলে আমরা কিভাবে তীর নিক্ষেপ করতে পারি ? নবী (স) বললেন, তোমরা তীর নিক্ষেপ কর। আমি তোমাদের সবার সঙ্গে আছি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٤٥- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اِدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ (بِاللّٰهِ) وَمَنِ ادَّعٰى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيْهِمْ (نَسَبٌ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

৭. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, সাঈদ ইবনে আস ও আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম—এরা তিনজন ছিলেন কুরাইশী। আর যায়েদ ইবনে সাবিত ছিলেন আনসারী খাযরাজী।

৩২৪৫. আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে অবগত থেকেও অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করে সে যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি নিজকে এমন বংশের বলে দাবী করে যে বংশের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই সে যেন জাহান্নামেই নিজের বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

٣٢٤٦- عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَيِ أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلٰى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ يَقُوْلُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ـ

৩২৪৬. আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবদুল্লাহ নসরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলা ইবনে আসকা'কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নিজ পিতা ছাড়া অপর কাউকে পিতা বলে দাবী করা, কিংবা কেউ স্বচক্ষে যা দেখেনি তা সে দেখেছে বলে উক্তি করা অথবা রসূলুল্লাহ (স) যা বলেননি তা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়া জঘন্যতম মিথ্যাচার।

٣٢٤٧- عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا مِنْ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيْعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْتَنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيْمَانِ بِاللّٰهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوْا إِلَى اللّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ ـ

৩২৪৭. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, একদা আবদুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা রাবিয়া' গোত্রের লোক। আমাদের আর আপনার মধ্যে কাফের মুদার গোত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাই প্রতিটি মাহে হারাম[৮] ছাড়া (অন্য মাসে) আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। সুতরাং (খুব ভাল হতো) যদি আপনি আমাদেরকে এমন কিছু কাজের নির্দেশ দিতেন যা আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতাম এবং আমাদের অন্যান্য লোকের নিকট (যারা এখানে উপস্থিত নেই) পৌঁছে দিতাম। নবী (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ দিচ্ছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। (আমার চারটি আদেশ হল) আল্লাহর

৮. মাহে হারাম অর্থ সম্মানিত মাস। বছরের চারটি মাসকে তৎকালীন আরবরা অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখত। সে মাসগুলোতে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহকে তারা হারাম মনে করত, মাস চারটি হলো, রজব, জিলকদ, জিলহজ্জ ও মহররম।

প্রতি ঈমান আনা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং যে গনীমত (জিহাদ লব্ধ মাল) তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহকে দান করা।[৯] আর আমি তোমাদেরকে দুব্বা, হান্তম, নকীর ও মুযাফ্ফাত (এ চারটি পানপাত্রের ব্যবহার) থেকে নিষেধ করছি।

٣٢٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ ـ

৩২৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বদিকে ইংগিত করে বলতে শুনেছি, সাবধান ! ফিতনা ফাসাদের উৎপত্তি ওদিক থেকে হবে এবং ওদিক থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আসলাম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও আশজা গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٤٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِى لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُوْنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ـ

৩২৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কুরাইশ, আনসার, জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা গোত্র আমার সাহায্যকারী বন্ধু। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছাড়া তাদের আর কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।

٣٢٥٠- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ـ

৩২৫০. নাফে' (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ (ইবনে উমর) তাঁকে বলেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদে রেখেছেন। আর 'উসাইয়া গোত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী[১০] করেছে।

٣٢٥١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللّٰهُ وَغِفَارُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا ـ

৩২৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছেন এবং গিফার গোত্রকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন।

٣٢٥٢- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ خَيْرًا مِنْ بَنِى تَمِيْمٍ وَبَنِىْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِىْ

---

৯. হাদীসে রোযা ও হজ্জের উল্লেখ নেই। কেননা এগুলো তখনো ফরয হয়নি।

১০. উসাইয়া গোত্র বিরে মাউনাতে (কুরআনের জ্ঞানসম্পন্ন) মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল।

عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ خَابُوْا وَخَسِرُوْا فَقَالَ هُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَمِنْ بَنِىْ أَسَدٍ وَمِنْ بَنِى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ غَطْفَانَ وَمِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ

৩২৫২. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আচ্ছা বল তো ! জুহাইনা, মুযাইনা, আসলাম ও গিফার গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম (বিবেচিত) হয় (তবে কেমন হবে)? এক ব্যক্তি বলে উঠল, তবে তো তারা (বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি গোত্র) ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে। নবী (স) বললেন, তারা (জুহাইনা, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) বনী তামীম, বনী আসাদ, বনী গাতফান ও বনী আমের গোত্রের চাইতে উত্তম।

٣٢٥٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِنَّمَا بَايَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيْجِ مِنْ اَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةَ وَاَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةَ ابْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ شَكَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ اَسْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَاَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ وَبَنِىْ عَامِرٍ وَاَسَدٍ وَغَطْفَانَ خَابُوْا وَخَسِرُوْا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُمْ لَخَيْرٌ مِنْهُمْ -

৩২৫৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা আকরা ইবনে হাবেস নবী (স)-কে বলল, হাজীদের জিনিসপত্র অপহরণকারী আসলাম, গিফার, মুযাইনা গোত্রসমূহ এবং আমার ধারণা সে বলেছে জুহাইনা গোত্র (মধ্যবর্তী রাবী ইবনে আবু ইয়াকুবের সন্দেহ) আপনার অনুসারী হয়েছে। (কিন্তু বনী তামীম, বনী আসাদ প্রভৃতি শরীফ গোত্রগুলো তো আপনার অনুসারী হয়নি।) নবী (স) বললেন, আচ্ছা, বলতো, আসলাম গিফার, মুযাইনা আমার ধারণা সে বলেছেও জুহাইনা গোত্র যদি (আল্লাহর নিকট) বনী তামীম, বনী আমের, আসাদ ও গাতফান গোত্রের চাইতে উত্তম (বলে বিবেচিত) হয়, তবে তারা (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্র) কি ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়েছে ? সে বলল, হাঁ ! নবী (স) বললেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তারা (গিফার, মুযাইনা প্রভৃতি গোত্র) এদের (বনী তামীম, বনী আমের প্রভৃতি গোত্রের) চাইতে উত্তম।

٣٢٥٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغِفَارُ وَشَىْءٌ مِنْ مُّزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ قَالَ شَىْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ خَيْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَسَدٍ وَتَمِيْمٍ وَهَوَازِنَ وَغَطْفَانَ -

৩২৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আসলাম ও গিফার গোত্র এবং মুযাইনা ও জুহাইনা গোত্রের কিছু অংশ কিংবা বলেছেন, জুহাইনা অথবা মুযাইনা গোত্রের কিছু অংশ (রাবীর সন্দেহ) আল্লাহর নিকট অথবা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আসাদ, তামীম, হাওয়াযিন ও গাতফান গোত্র অপেক্ষা উত্তম বিবেচিত হবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কাহতান গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٥٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ ـ

৩২৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত কাহতান গোত্র থেকে এমন একটি লোকের আবির্ভাব না ঘটবে যে নিজের লাঠি দ্বারা সমগ্র মানব জাতিকে হাঁকাতে থাকবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।[১১]

১০-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁক-ডাক সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।[১২]

٣٢٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَتّٰى كَثُرُوْا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلٌ لَعَّابٌ فَكَسَعَ اَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأَنْصَارِىُّ غَضَبًا شَدِيْدًا حَتّٰى تَدَاعَوْا وَقَالَ الْأَنْصَارِىُّ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوٰى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ مَا شَانُهُمْ فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْمُهَاجِرِىِّ الْأَنْصَارِىَّ قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِيْثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَىِّ اِبْنُ سَلُوْلٍ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ أَلاَ تَقْتُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْخَبِيْثَ لِعَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ـ

৩২৫৬. আমর ইবনে দীনার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন। (জাবের বলেন) একদা আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে (মুরাইসি) যুদ্ধে গিয়েছিলাম। মুহাজিরদের মধ্যে থেকে বহু সংখ্যক লোক এ যুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। মুহাজিরদের মধ্যে একজন লোক ছিলো অত্যন্ত রসিক। তিনি (রসিকতাচ্ছলে) একজন আনসারকে (কোমরের ওপর) আঘাত করলো এতে ঐ আনসার ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। শেষ পর্যন্ত লোকেরা হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। আনসারও হাঁক-ডাক শুরু করলো, হে আনসারগণ ! সাহায্য কর। আর উক্ত মুহাজিরও আওয়াজ দিলো, হে মুহাজিরগণ ! সাহায্য কর। এমন সময় নবী (স) বেরিয়ে এলেন এবং বললেন, কি হলো, জাহেলী যুগের লোকদের ন্যায় হাঁক-ডাক কেন ? তারপর বললেন, তাদের (আসল) ব্যাপরটা কি ? তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারকে

---

১১. অর্থাৎ মানব জাতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। সম্ভবত ইমাম মেহদীর পর এ ব্যাপারটি সংঘটিত হবে।

১২. জাহেলী যুগে যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সমগোত্রীয় ও সমমনাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানিয়ে হাঁক-ডাক দেয়া হত। তখন সমগোত্রীয়রা আবেদনকারী জালিম হলেও তার পক্ষ অবলম্বন করত। ইসলাম এরূপ জঘন্য আচরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আদেশ দিয়েছে।

আঘাত করার কথা তাঁকে জানান হলো। (শুনে) নবী (স) বললেন, জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাত অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক ব্যাপার। (এ ঘটনা প্রসঙ্গে তখন মুনাফিক সরদার) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল (নিজ দলীয় লোকদের লক্ষ্য করে) বললো, এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক দিচ্ছে। আমরা মদীনা ফিরে গেলে মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই বের করে ছাড়বে। (অর্থাৎ আমরা মুহাজিরদের মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেব।) অতপর (এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লো) উমর (রা) নবী (স)-কে বললেন, আপনি কি এ পিশাচটিকে অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করবেন না ? নবী (স) বললেন, (তাই যদি করি তাহলে) লোকেরা বলবে, সে (মুহাম্মাদ) তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করে।

٣٢٥٧- عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ - وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩২৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মাতম করার সময়) গালে আঘাত করে ও বুক চাপড়ায় এবং যুদ্ধের সময় জাহেলী যুগের ন্যায় হাঁক-ডাক দেয় সে আমার দলভুক্ত (উম্মত) নয়।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ খুযাআ গোত্রের বর্ণনা।

٣٢٥٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ عَمْرُو ابْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمَعَةَ بْنِ خِنْدِفَ أَبُوْ خُزَاعَةَ -

৩২৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, খুযাআ গোত্রের আদি পিতা হলো—আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামাআ খিনদীফ আবু খুযাআ।

٣٢٥٩- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ وَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ -

৩২৫৯. যুহরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাইদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, বহীরা ঐ উষ্ট্রীকে বলে যার দুধ দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। কোন লোক ঐ উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতে পারতো না। অতপর তার পিঠে কোন বস্তু বহন করা হতো না। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে আমের খুযাইকে দেখেছি জাহান্নামের আগুনে সে তার (বেরিয়ে আসা) নাড়ি-ভুড়ি

টেনে টেনে ফিরছে। দেবতার উদ্দেশ্যে উষ্ট্রী ছেড়ে দেয়ার প্রথা সে-ই সর্বপ্রথম চালু করেছিল।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ ও যমযম কূপের বর্ণনা।

٣٢٦٠- عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا اِبْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاِسْلاَمِ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ فَبَلَغَنَا اَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَقُلْتُ لِاَخِىْ اِنْطَلِقْ اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ كَلِّمْهُ وَاْتِنِى بِخَبَرِهِ فَانْطَلَقَ فَلَقِيَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِالْخَيْرِ وَيَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ تَشْفِنِىْ مِنَ الْخَبَرِ فَاَخَذْتُ جِرَابًا وَعَصًا ثُمَّ اَقْبَلْتُ اِلٰى مَكَّةَ فَجَعَلْتُ لاَ اَعْرِفُهُ وَاَكْرَهُ اَنْ اَسْاَلَ عَنْهُ وَاَشْرَبُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ وَاَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَمَرَّ بِىْ عَلِىٌّ فَقَالَ كَاَنَّ الرَّجُلَ غَرِيْبٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ فَانْطَلِقْ اِلَى الْمَنْزِلِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ لاَ يَسْاَلُنِىْ عَنْ شَىْءٍ وَلاَ اُخْبِرُهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ غَدَوْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ لِاَسْاَلَ عَنْهُ وَلَيْسَ اَحَدٌ يُخْبِرُنِىْ عَنْهُ بِشَىْءٍ قَالَ فَمَرَّ بِىْ عَلِىٌّ فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرِفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَانْطَلِقْ مَعِىَ قَالَ فَقَالَ مَا اَمْرُكَ وَمَا اَقْدَمَكَ هٰذِهِ الْبَلَدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اِنْ كَتَمْتَ عَلَىَّ اَخْبَرْتُكَ قَالَ فَاِنِّى اَفْعَلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا اَنَّهُ قَدْ خَرَجَ هٰهُنَا رَجُلٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ فَاَرْسَلْتُ اَخِىْ لِيُكَلِّمَهُ فَرَجَعَ وَلَمْ يَشْفِنِى مِنَ الْخَبَرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَلْقَاهُ فَقَالَ لَهُ اَمَا اِنَّكَ قَدْ رَشَدْتَ هٰذَا وَجْهِىْ اِلَيْهِ فَاتَّبِعْنِى اُدْخُلْ حَيْثُ اَدْخُلُ فَاِنِّى اِنْ رَأَيْتُ اَحَدًا اَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتُ اِلَى الْحَائِطِ كَاَنِّىْ اُصْلِحُ نَعْلِىْ وَامْضِ اَنْتَ فَمَضٰى وَمَضَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اَعْرِضْ عَلَىَّ الْاِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَاَسْلَمْتُ مَكَانِىْ فَقَالَ لِىْ يَا اَبَا ذَرٍّ اُكْتُمْ هٰذَا الْاَمْرَ وَارْجِعْ اِلٰى بَلَدِكَ فَاِذَا بَلَغَكَ ظُهُوْرُنَا فَاَقْبِلْ فَقُلْتُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ فَجَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَقُرَيْشٌ فِيْهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَقَالُوْا قُوْمُوْا اِلٰى هٰذَا الصَّابِىِ

فَقَامُوْا فَضُرِبْتُ لِاَمُوْتَ فَاَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَىَّ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ وَيْلَكُمْ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ وَمَتْجَرُكُمْ مَمَرُّكُمْ عَلٰى غِفَارٍ فَاَقْلَعُوْا عَنِّى فَلَمَّا اَنْ اَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قُلْتُ بِالْاَمْسِ فَقَالُوْ قُوْمُوْا اِلٰى هٰذَا الصَّابِى فَصُنِعَ بِىْ مِثْلُ مَا صُنِعَ بِالْاَمْسِ فَاَدْرَكَنِى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَىَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْاَمْسِ قَالَ فَكَانَ هٰذَا اَوَّلُ اِسْلاَمِ اَبِىْ ذَرٍّ رَحِمَةُ اللّٰهِ –

৩২৬০. আবু জামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদিন) ইবনে আব্বাস আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করব ? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই (অবহিত করবেন)। তিনি বললেন, (তবে আবু যার-এর ভাষায় শোন ঃ) আবু যার বলেন, আমি ছিলাম গিফার গোত্রের অন্তর্ভুক্ত (এবং তাদের মাঝেই বসবাস করতাম)। আমাদের নিকট খবর পৌঁছলো, সম্প্রতি মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। তখন আমি আমার ভাইকে বললাম, তুমি ঐ লোকটির নিকট যাও। তার সাথে আলাপ কর এবং তার (বিস্তারিত) খবর জেনে নিয়ে আমার নিকট এস। সে রওনা হল এবং (সেখানে গিয়ে) তার সাথে সাক্ষাত করল। তারপর সে ফিরে এলে আমি তাকে বললাম, কি খবর নিয়ে এলে ? সে বলল, আল্লাহর কসম ! আমি এমন একজন লোককে দেখেছি, যিনি সৎ কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। আমি তাকে বললাম, তোমার এতটুকু খবরে আমি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না।

তারপর আমি এক থলে খাবার ও একটি লাঠি সাথে নিয়ে (স্বয়ং) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলাম। (মক্কা পৌঁছে আমার অবস্থা হল এই যে,) যেহেতু আমি তাকে চিনতাম না এবং (নির্যাতনের ভয়ে) কাউকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করাও সমীচীন মনে করলাম না। তাই আমি যমযমের পানি পান করতে এবং মসজিদুল হারামে অবস্থান করতে লাগলাম। একদিন (সন্ধ্যাবেলা) আলী আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় (আমার দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, মনে হচ্ছে লোকটি বিদেশী। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আমার বাড়ি চল। আমি তার সাথে চললাম। (পথিমধ্যে তিনিও আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না এবং আমিও তাকে কিছু জানালাম না।) রাতটা তার বাড়িতেই কাটালাম। ভোর হলে ঐ লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে আমি আবার মসজিদুল হারামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তার সম্পর্কে কেউ আমাকে কোন কথাই জানাল না।

তারপর আলী (রা) আবার আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় বললেন, লোকটির নিজের বাসস্থান ঠিক করার সময় কি এখনো হয়নি ? (অর্থাৎ লোকটি কি থাকার মত কোন জায়গা এখনো খুঁজে পায়নি ?) আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার সাথে চল। তারপর তিনি বললেন, তোমার ব্যাপারটা কি ? এ শহরে কেন এসেছ ? আমি তাকে বললাম, কথাটা যদি আপনি গোপন রাখেন তবে আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই গোপন রাখব। আমি তাকে বললাম, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, সম্প্রতি এখানে এমন একজন লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী

করেন। আমি তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য (এবং বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য) আমার ভাইকে পাঠালাম। সে (এখান থেকে) ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিল তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তাই আমি নিজে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে মনস্থ করলাম। (আর এ জন্যই এখানে আমার আগমন।) তখন আলী বললেন, তুমি সঠিক পথেই চালিত হয়েছ। আমার মুখ তাঁরই দিকে (অর্থাৎ তোমার উদ্দেশ্য সফল হবার পথে। কেননা তোমার গন্তব্য যেখানে আমার গন্তব্যও সেখানে।) কাজেই তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর (পথিমধ্যে) তোমার জন্য ক্ষতিকর এমন কোন ব্যক্তিকে যদি আমি দেখি তবে আমি আমার জুতা ঠিক করার ভান করে (রাস্তার পাশের) প্রাচীরের ধারে গিয়ে দাঁড়াব। তুমি কিন্তু চলতেই থাকবে। (যাতে লোকটি বুঝতে না পারে তুমি আমার সঙ্গী।)

তারপর তিনি পথ চলতে শুরু করলেন এবং আমিও তার সাথে চললাম। অবশেষে তিনি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে সেখানে পৌছলাম। আমি নবী (স)-কে বললাম, আমার সামনে ইসলাম পেশ করুন। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার তোমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা আপাতত গোপন রাখ এবং স্বদেশে ফিরে যাও। তারপর আমাদের বিজয় ও প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন পাবে, তখন এসো। আমি বললাম, সেই সত্তার কসম ! যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন, তাওহীদের এ মর্মবাণী নিশ্চয়ই আমি লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করবো। ইবনে আব্বাস বলেন, এই বলে আবু যার মসজিদুল হারামে এলেন। কুরাইশরাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, হে কুরাইশ দল ! আমি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

আবু যার (রা) বলেন, অতপর কুরাইশ বংশের লোকেরা বলে উঠল, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও (পাকড়াও কর)। তারা (আমার দিকে) এগিয়ে এলো এবং আমাকে এমনভাবে প্রহার করা হলো যাতে আমি মারা যাই। তখন আব্বাস আমার নিকট এসে পৌছুলেন এবং আমাকে ঘিরে রাখলেন। (প্রহার বন্ধ হল) তারপর তিনি কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য। যে গিফার গোত্রের নিকট দিয়ে তোমাদের ব্যবসায়ের কাফেলা চলে ও তোমাদের যাতায়াত, সেই গিফার গোত্রের একটি লোককে তোমরা হত্যা করতে যাচ্ছ। (এ কথা শুনে) তারা আমার কাছ থেকে সরে পড়লো।

পরদিন ভোরবেলা আমি (পুনরায়) কাবা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং পূর্বের দিন যা বলেছিলাম (আজও) তাই বললাম। তখন কুরাইশরা বললো, এই ধর্মত্যাগী লোকটির দিকে অগ্রসর হও। ফলে পূর্বদিন আমার সাথে যেরূপ আচরণ করা হয়েছিল (আজও) সেরূপ আচরণই করা হল। এই দিনও আব্বাস আমার নিকট এসে আমাকে ঘিরে রাখলেন। এবং (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) পূর্বদিনের অনুরূপ বক্তব্য রাখলেন।

ইবনে আব্বাস বলেন, এটাই ছিল আবু যার-এর ইসলাম গ্রহণের প্রথম অবস্থা।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যমযমের কাহিনী ও আরবদের মূর্খতা।

٣٢٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِيْنَ وَمِائَةٍ فِيْ سُوْرَةِ الأَنْعَامِ : قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ -

৩২৬১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি তুমি আরবদের মূর্খতা সম্পর্কে জানতে চাও তবে সূরা আনআমের একশ ত্রিশ আয়াতের ওপরের অংশটুকু পাঠ কর। (যেখানে বলা হয়েছে) "নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত নির্বোধের মত তাদের (কন্যা) সন্তানদেরকে (দারিদ্রের ভয়ে) হত্যা করেছে এবং যারা আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণা বশত আল্লাহ প্রদত্ত (বৈধ) বস্তুকে অবৈধ করেছে, নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।"

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইসলাম ও জাহেলী যুগের পূর্ব পুরুষদের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করা।

٣٢٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ الْكَرِيْمَ ابْنَ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ وَقَالَ الْبَرَاءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

৩২৬২. ইবনে উমর ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, ইউসুফ (আ) ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। (কেননা) তিনি হলেন ইয়াকুব (আ)-এর পুত্র আর ইয়াকুব (আ) ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং ইসহাক (আ) ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পুত্র।

বারা' (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।[১৩]

٣٢٦٣- عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِيْ يَا بَنِيْ فِهْرٍ يَا بَنِيْ عَدِيٍّ بِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْهُمْ قَبَائِلَ قَبَائِلَ -

৩২৬৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وانذر عشيرتك الا قربين (আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন) এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে এভাবে আহবান করেন, হে বনী ফিহর ! হে বনী আদী ! ইত্যাদি।

১৩. নিজের পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণ করে যদি গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করা হয়, তবে তা দোষণীয় কিন্তু আত্মপরিচয় প্রদানের জন্য পূর্বপুরুষদের নাম উচ্চারণে কোন দোষ নেই।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যখন وانذر عشيرتك الا قربين এ আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন নবী (স) কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে ভিন্নভাবে আহবান জানান।

٣٢٦٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللّٰهِ يَا أُمَّ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ اِشْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ اللّٰهِ لاَ أَمْلِكُ لَكُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا سَلاَنِىْ مِنْ مَالِىْ مَا شِئْتُمَا ـ

৩২৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। (উপরোক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে) নবী (স) বলেন, হে বনী আবদে মানাফ ! তোমরা (নেক আমল দ্বারা) নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে বনী আবদুল মুত্তালিব ! তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। হে উম্মে যুবাইর—রসূলুল্লাহর ফুফু ! হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ ! তোমরা উভয়ে নিজেদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা কর। তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র ইখতিয়ার আমার নেই। অবশ্য আমার ধন-সম্পদ থেকে তোমরা যে পরিমাণ ইচ্ছা নিয়ে নিতে পার। (অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণ ধন-সম্পদও আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিতে পারি। কেননা, এটা আমার ইখতিয়ারাধীন। কিন্তু মহা প্রভুর সামনে আমার কোন ইখতিয়ার নেই।)

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

٣٢٦٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ الاَنْصَارَ خَاصَّةً فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالُوْا لاَ اِلاَّ اِبْنُ اُخْتٍ لَّنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِبْنُ اُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ـ

৩২৬৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আনসারদের একটি বিশেষ মজলিস আহবান করেন। তিনি (প্রথমে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে (এই মজলিসে) তোমাদের গোষ্ঠীর লোক ছাড়া অন্য গোষ্ঠীর কোন লোক আছে কি ? তারা বললেন, আমাদের ভাগ্নে (নোমান ইবনে মাকরান) ছাড়া আর কেউ নেই। নবী (স) বললেন, কোন গোষ্ঠীর ভাগ্নে সে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনীয়দের বর্ণনা, 'হে বনী আরফাদা' বলে নবী (স)-এর সম্বোধন।

٣٢٦٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دخل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِىْ أَيَّامِ مِنًى (تُغَنِّيَانِ) تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ وَالنَّبِىُّ ﷺ مُتَغَشٍ بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدٍ وَتِلْكَ الأَيَّامُ اَيَّامُ مِنًى وَقَالَتْ عَائِشَةَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ

يَلْعَبُـــوْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (عُمَرُ) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمْ أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ -

৩২৬৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা মিনা দিবস (ঈদের দিন) দু'টি মেয়ে তাঁর নিকট দফ (তবলা জাতীয় হালকা বাদ্যযন্ত্র বিশেষ) বাজিয়ে নেচে নেচে (যুদ্ধের বিজয় গাথা) গাইছিল। এমন সময় আবু বকর সেখানে প্রবেশ করলেন। নবী (স) তখন চাদর মুড়ি দিয়ে (শুয়ে) ছিলেন। আবু বকর মেয়ে দু'টিকে ধমক দিলেন। নবী (স) তখন (চাদরের ভেতর থেকে মুখ) বের করলেন এবং বললেন, হে আবু বকর ! তাদেরকে গাইতে দাও। কেননা, এটা ঈদের (উৎসবের) দিন, এটা মিনা দিবস।

আয়েশা আরো বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি, তিনি আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন আর আমি (তাঁর পেছন থেকে) আবিসিনীয়দের দেখছিলাম—যখন তারা মসজিদের মধ্যে (অস্ত্র নিয়ে) খেলা[১৪] করছিল। (হঠাৎ) উমর এসে তাদেরকে ধমক দিলেন। নবী (স) বললেন, তাদেরকে (খেলা) করতে দাও। (তারপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন) হে বনী আরফাদা ! তোমরা নিশ্চিন্তে খেলতে থাক।

ইমাম বুখারী বলেন, এখানে امنا শব্দটি امن শব্দ থেকে উদগত امان শব্দ থেকে নয়, যার অর্থ জান মালের নিরাপত্তা।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের বংশের নিন্দা অপসন্দ করা।

٣٢٦٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِيَّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي فَقَالَ حَسَّانُ لاَ سَلَّنَّكَ مِنْهُم كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ - وَعَنْ أَبِيْهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (কবিতার মাধ্যমে) মুশরিকদের নিন্দা প্রচার করার জন্য নবী (স)-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি বলেন, আমার বংশকে কি করবে ? হাসসান বলল, আটার খামীর থেকে চুলকে যেভাবে টেনে বের করা হয় সেভাবে আমি আপনাকে তাদের থেকে আলাদা করে নেব।

আবু হিশাম (উরওয়া) বলেন, আমি আয়েশা-এর সামনে হাসসানকে ভর্ৎসনা করতে লাগলাম। তিনি বললেন, তাকে ভর্ৎসনা করো না। কেননা সে রসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে) দুশমনদেরকে প্রতিহত করছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নামসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

---

১৪. যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র চালনার অনুশীলন।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَقَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَقَوْلِهِ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ ـ

আল্লাহ বলেন ঃ "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি হলেন আল্লাহর রসূল ও শেষ নবী। তিনি (অন্যত্র) আরো বলেন, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীরা (মুমিনরা) কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর (আর) পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত সদয়। আল্লাহ আরো বলেন ঃ ঈসা (আ) বলেছেন, আমার পর একজন নবীর আগমন ঘটবে যার নাম হবে আহমদ।

٣٢٦٨- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِىْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِىَ الَّذِىْ يَمْحُوْ اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَأَنَا الْعَاقِبُ ـ

৩২৬৮. জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার পাঁচটি নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ ও আহমদ। আমি আল মাহী (নিশ্চিহ্নকারী), আমার দ্বারা আল্লাহ কুফরকে নিশ্চিহ্ন করেন। আমি আল হাশির (সমবেতকারী, কিয়ামতের দিন) আমার পশ্চাতে মানব জাতিকে সমবেত করা হবে। এবং আমি আল আকিব (শেষ আগমনকারী, আমার পর আর কোন নবী আসবে না।)

٣٢٦٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّى شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ ـ

৩২৬৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) (সাহাবীদেরকে) বললেন, দেখ, কি আজব ব্যাপার ! আল্লাহ কি (চমৎকার) ভাবে কুরাইশদের গাল-মন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারা "মুযাম্মামকে[১৫] (নিন্দিতকে) গাল-মন্দ করে, তারা মুযাম্মামকে অভিসম্পাত দেয়, কিন্তু আমি তো মুহাম্মাদ (প্রশংসিত)। (আমি মুযাম্মাম নই)। সুতরাং কুরাইশদের গাল-মন্দ আমার ওপর পতিত হয় না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ সকল নবীদের শেষ নবী।

٣٢٧٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُوْنَهَا وَيَتَعَجَّبُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ لَوْ لاَ مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ ـ

১৫. কাফের কুরাইশরা মুহাম্মাদ (স)-কে ঠাট্টা করে 'মুযাম্মাম' বলে গাল-মন্দ করতো। মুযাম্মাম শব্দের অর্থ নিন্দিত।

৩২৭০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমার ও (অন্যান্য) নবীদের উপমা হচ্ছে এরূপ যেমন একজন লোক একটি ঘর নির্মাণ করতে গিয়ে একটি ইঁটের স্থান খালি রেখে ঘরটিকে সম্পূর্ণ করে ফেললো এবং সুন্দর করে তুলল। অতপর লোকেরা ঐ ঘরে প্রবেশ করতে লাগল আর বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল, ঐ ইঁটটির স্থানটি যদি খালি না থাকতো (ঐ ইঁটটির জায়গাপূর্ণ করে ঘরটিকে সর্বাংগ সুন্দরকারী হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে)।

٣٢٧١- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلاَّ وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ -

৩২৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের উপমা এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর ও সুরম্য গৃহ নির্মাণ করলো কিন্তু এক কোণে একটি ইটের স্থান খালি রয়ে গেল। অতপর লোকেরা গৃহটিকে (চারপাশে) ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো আর বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলো, ঐ ইটটি কেন লাগানো হয়নি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমিই সেই ইট এবং আমি শেষ নবী।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ওফাত।

٣٢٧٢- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تُوُفِّىَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ -

৩২৭২.আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যখন ওফাত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল তেষট্টি বছর। ইবনে শিহাব বলেন, সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেবও আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর কুনিয়াত (উপনাম) প্রসঙ্গ।

٣٢٧٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ -

৩২৭৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাজারে ছিলেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আবুল কাসেম ! নবী (স) সেদিকে তাকালেন (এবং বুঝতে পারলেন লোকটি অন্য কাউকে ডাকছে)। অতপর তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না।[১৬]

---

১৬. কুনিয়াত অর্থ কাউকে কারো পুত্রের নামে ডাকা অর্থাৎ হে অমুকের বাপ, এটা আরবের একটি প্রথা।

٣٢٧٤- عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَسَمَّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ -

৩২৭৪. জাবের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করো না।

٣٢٧٥- عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلاَ تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ -

৩২৭৫. ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আবুল কাসেম (স) বলেছেন, তোমরা আমার নামে নাম রেখো কিন্তু আমার উপনাম অবলম্বন করো না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٢٧٦- عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ ابْنِ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ إِلاَّ بِدُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ خَالَتِيْ ذَهَبَتْ بِيْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِيْ شَاكٍ فَادْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ فَدَعَا لِيْ -

৩২৭৬. জু'য়াইদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সায়েব ইবনে ইয়াযিদকে চুরানব্বই বছর বয়সেও অত্যন্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী দেখেছি। সায়েব (আমাকে) বলেন, তুমি নিশ্চয়ই জান, একমাত্র রসূলুল্লাহ (স)-এর দোয়ার বরকতেই আমি এখনো আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছি। (বাল্য বয়সে) আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার বোনের এ ছেলেটি পীড়িত। আপনি তার জন্য দোয়া করুন। তখন নবী (স) আমার জন্য দোয়া করেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের মোহর।

٣٢٧٧- عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ قَالَ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ أُخْتِيْ وَقَعَ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلٰى خَاتَمٍ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ ابْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحُجْلَةُ مِنْ حُجْلِ الْفَرَسِ الَّذِيْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ حَمْزَةَ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ -

৩২৭৭. জু'য়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ বলেন, আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল !

আমার বোনের ছেলেটি রোগাক্রান্ত। (তার জন্য দোয়া করুন) তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার স্বাস্থ্যের জন্য দোয়া করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন। আমি তাঁর অজুর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। অতপর আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং তাঁর কাঁধের মাঝখানে দেখলাম মোহরে নবুওয়াত তাঁবুর (প্রবেশ দ্বারের) পর্দার বোতামের[১৭] ন্যায় (চকচক) করছে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর গুণাবলী।

٣٢٧٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّى أَبُوْ بَكْرٍ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِيْ فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَقَالَ بِأَبِيْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ لاَ شَبِيْهٌ بِعَلِيٍّ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ -

৩২৭৮. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবু বকর (রা) আসরের নামায পড়লেন। তারপর (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার পথে হাসানকে দেখলেন অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছে। আবু বকর (রা) তখন তাকে আপন ঘাড়ে তুলে নিলেন এবং বললেন, "আমার পিতা কুরবান হোক। এতো নবীর অনুরূপ—আলীর অনুরূপ নয়।" (অর্থাৎ হাসান দেখতে নবীর মত—আলীর মত নয়।) শুনে আলী হাসতে থাকেন।

٣٢٧٩- عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ يُشْبِهُهُ -

৩২৭৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান (ইবনে আলী) ছিলেন তাঁরই অনুরূপ।

٣٢٨٠- عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ أَبِيْ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأَبِيْ جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِيْ قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ قَلُوْصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا -

৩২৮০. ইসমাইল ইবনে আবু খালিদ, আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা বলেন, আমি নবী (স)-কে দেখেছি। হাসান ইবনে আলী ছিলেন তাঁরই অনুরূপ। (ইসমাইল বলেন,) আমি জুহাইফাকে বললাম, আমাকে নবী (স)-এর কিছু (আকৃতিগত) বিবরণ দিন। আবু জুহাইফা বললেন, (তিনি গৌরবর্ণ ছিলেন।) তাঁর কালো কেশদামে কিছুটা শুভ্রতার মিশ্রণ ছিল। নবী (স) আমাদেরকে তেরটি উষ্ট্রী দেয়ার জন্য আদেশ

---

১৭. আরব দেশে নিয়ম ছিল, নবদম্পতির বাসর রাত্রি যাপনের জন্য কোন নিভৃত স্থানে গোলাকার তাঁবুর ন্যায় কাপড় দ্বারা ঘর তৈরী করা হতো, সেই ঘরের প্রবেশ দ্বারে এক ধরনের বড় সাদা চকচকে বোতাম লাগানো হতো এবং প্রয়োজনে দু'দিক থেকে টেনে এনে বোতাম আটকে দিয়ে প্রবেশ পথ বন্ধ করা হতো। সায়েব উক্ত বোতামের সঙ্গে মোহরে নবুওতের তুলনা করেছেন।

করেছিলেন। জুহাইফা বলেন, আমরা তা হস্তগত করার পূর্বেই নবী (স) ওফাত প্রাপ্ত হন [পরে আবু বকর (রা) তাদেরকে সেই তেরটি উষ্ট্রী দিয়েছিলেন।]

٣٢٨١- عَنْ وَهْبِ أَبِىْ جُحَيْفَةَ السَّوَائِىْ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ تَحْتِ شَفَتِهِ السُّفْلَى الْعَنْفَقَةَ -

৩২৮১. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি এবং তাঁর নীচের ঠোঁটের নিম্নভাগের দাড়ির চুলে কিছুটা শুভ্রতার ছাপ দেখেছি।

٣٢٨٢- عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ بُسْرٍ صَاحِبَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ أَرَأَيْتَ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ شَيْخًا قَالَ كَانَ فِىْ عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيْضٌ -

৩২৮২.হারিয ইবনে উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর সহচর আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)-কে এই বলে জিজ্ঞেস করলেন—বলুন তো ! নবী (স) কি বৃদ্ধ ছিলেন ? তিনি বললেন, তাঁর উপরিভাগের কয়েকটি দাড়ি সাদা হয়েছিল।

٣٢٨٣- عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصِفُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ أَزْهَرَ اللَّوْنِ لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍ أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ اِبْنُ أَرْبَعِيْنَ فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ (وَقُبِضَ) وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ قَالَ رَبِيْعَةُ فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُ فَقِيْلَ اَحْمَرٌ مِنَ الطِّيْبِ -

৩২৮৩. রবি'য়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিককে নবী (স)-এর (আকৃতির) বর্ণনা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির ছিলেন। তিনি লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। তার শরীরের রং ছিল উজ্জ্বল (লাল সাদা মেশানো) না ধবধবে সাদা ছিল, না একেবারে কটা তামাটে বর্ণের। মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার সম্পূর্ণ সোজা ও নমনীয়ও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তার প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। অতপর (প্রথম) দশ বছর মক্কায় অবস্থান কালে তাঁর প্রতি অহী অবতীর্ণ হতে থাকে। তারপর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। যখন তিনি ওফাত প্রাপ্ত হন তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।[১৮]

---

১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিলের সিলসিলা শুরু হবার পর থেকে তিনি মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। কিন্তু এখানে হাদীসে ১০ বছর বলা হয়েছে। এর কারণ কি ? আসলে তাঁর নবুওয়াত পরবর্তী কাল হচ্ছে ২৩ বছর। ৪০ বছর বয়সে তাঁর ওপর অহী নাযিল শুরু হয় এবং ৬৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়। এ হিসেবে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এই ২৩ বছরের মধ্যে মক্কায় অবস্থানকালে ৩ বছর তাঁর ওপর অহী নাযিল বন্ধ ছিল—একে বলা হয় "ফাতরাতে অহী'। এদিক দিয়ে গণনা করলে ২০ বছর তাঁর ওপর অহী নাযিল হয়। রাবী আসলে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে গিয়ে ২৩ বছরের জায়গায় এই অহী নাযিলের ২০ বছরের কথা বলেন।

রবি'য়া বলেন, নবী (স)-এর একটি চুল দেখেছি। চুলটি ছিল লাল, আমি চুলটি লাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো, অধিক সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে লাল হয়েছে (বার্ধক্যের কারণে নয়।)

٣٢٨٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلاَ بِالأَبْيَضِ الأَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالآدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ فَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ -

৩২৮৪. রবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার কটা তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তিনি ঘোর কুঞ্চিত কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না, সোজা ও নমনীয় কেশ বিশিষ্টও ছিলেন না। (ছিলেন এসবের মাঝামাঝি) চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দান করেন। অতপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। তারপর আল্লাহ যখন তাঁকে ওফাত দেন তখন তাঁর মাথায় ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি।

٣٢٨٥- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ -

৩২৮৫. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ (রা)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমন্ডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর এবং তাঁর আচরণও ছিল উত্তম। তিনি অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না, একেবারে বেঁটেও ছিলেন না।

٣٢٨٦- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِيْ صُدْغَيْهِ -

৩২৮৬. কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খিযাব (চুলের কলপ) ব্যবহার করেছেন ? তিনি বললেন , না। তাঁর কানের পাশে সামান্য কয়েকটা চুল সাদা হয়েছিল মাত্র। (কাজেই খিযাব ব্যবহার করার প্রশ্ন ওঠে না।)

٣٢٨٧- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا بَعِيْدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَهُ شَعْرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ رَأَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْهِ إِلٰى مَنْكِبَيْهِ -

৩২৮৭. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মধ্যম আকৃতির লম্বা ছিলেন। তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছুত। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকে কখনও দেখিনি। ইউসুফ ইবনে আবু ইসহাক (হাদীসের অপর এক রাবী) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-এর কেশদাম তাঁর দুই কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল।

٣٢٨٨- عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لاَ بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ -

৩২৮৮. আবু ইসহাক (রা) বলেন। একদা বারা'আ ইবনে আযেব (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর চেহারা কি তরবারীর ন্যায় (চকচকে ও লম্বা) ছিল ? তিনি বললেন, না, বরঞ্চ চাঁদের ন্যায় (স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল) ছিল।

٣٢٨٩- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيْهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَقَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوْا يَأْخُذُوْنَ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُوْنَ بِهَا وُجُوْهَهُمْ قَالَ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَوَضَعْتُهَا عَلٰى وَجْهِىْ فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ -

৩২৮৯. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদিন দুপুরবেলা রসূলুল্লাহ (স) (মক্কার) বাতহা নামক স্থানে যান। তারপর অযু করে যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত নামায পড়েন। তাঁর সামনে একটি ছোট বর্শা পোঁতা ছিল। তাঁর (বর্শাটির) বাইরে দিয়ে স্ত্রীলোকরা চলাচল করছিল। (নামায শেষে) লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং নবী (স)-এর হাত দু'খানা টেনে এনে নিজেদের মুখমন্ডলে বুলাতে লাগল। আমিও তাঁর হাত টেনে আমার মুখের ওপর রাখলাম। (আমার মনে হল) তাঁর হাত যেন বরফের চাইতেও অধিকতর শীতল এবং মেশ্‌কের (মৃগনাভী) চাইতেও অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত।

٣٢٩٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ وَكَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ -

৩২৯০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদের মধ্যে নবী (স) ছিলেন সর্বাধিক দানশীল এবং (অন্যান্য মাসের তুলনায়) রমযান মাসে যখন জিবরাইল (আ) তাঁর সঙ্গে মিলিত হতেন তখন তিনি অধিকতর দানশীল হয়ে যেতেন। আর জিবরাইল (আ) রমযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁর সাথে মিলিত হতেন এবং তাঁকে কুরআন শিক্ষা

দিতেন। সে সময় রসূলুল্লাহ (স) ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর চাইতেও অধিকতর (দানশীল) কল্যাণময় হয়ে উঠতেন।

٣٢٩١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ مِنْ بَعْضٍ -

৩২৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। (খুশীর আমেজে) তাঁর কপালের রেখাগুলোও যেন চমকাচ্ছিল। অতপর তিনি আয়েশা (রা)-কে বললেন, তুমি কি শোননি একজন রেখাবিদ (যে মানুষের আকৃতি দেখে কার সন্তান তা বলতে পারে) যায়েদ ও উসামা[১৯] সম্পর্কে কি বলেছে? সে তাদের উভয়ের পদদ্বয় দেখে বলেছে, এর একটি পা অন্য একটি পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। (অর্থাৎ একটি পা পিতার ও আরেকটি পা পুত্রের)।

٣٢٩٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ -

৩২৯২. আবদুল্লাহ ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব ইবনে মালিককে বলতে শুনেছি। তাবুকের যুদ্ধে তিনি পেছনে পড়েছিলেন। তিনি বলেছেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে যখন সালাম করলাম তখন তার মুখমন্ডল খুশীর আমেজে চমকাচ্ছিল। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা ছিল এই যে, যখন তিনি (কোন কারণে) উৎফুল্ল হতেন তখন তার মুখমন্ডল ঔজ্জ্বল্যের কারণে চমকাতে থাকত। মনে হতো যেন চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা এটা তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখেই আঁচ করতে পারতাম।

٣٢٩٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِيْ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ مِنْهُ (فِيْهِ) -

৩২৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আদম সন্তানদের উত্তম যুগগুলোতে আমাকে বিভিন্ন যবানায় স্থানান্তরিত করা হয়। অবশেষে সে যুগে এসেই আমার আবির্ভাব ঘটলো, যে যুগে আমি বর্তমানে আছি।[২০]

---

১৯. উসামা ছিলেন যায়েদের পুত্র। কোন কোন লোক তার বংশ সূত্রকে অস্বীকার করতো। কেননা উসামা কালো ছিলেন আর যায়েদ ছিলেন সুন্দর।

২০. একমাত্র ইমাম বুখারীই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ থেকে শুরু করে ইসমাইল (আ) পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ যুগে সম্ভ্রান্ত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউই হীন বা অকুলীন ছিলেন না।

٣٢٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ -

৩২৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর চুল (প্রথম প্রথম) পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন। আর মুশরিকরা তাদের চুলগুলো দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি করতো। কিন্তু আহলে কিতাব (ইয়াহুদী খৃষ্টান) সিঁথি বের না করে তাদের চুলগুলো লটকিয়ে রাখত। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর রীতি ছিল এই যে, যে বিষয়ে তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতো সে বিষয়ে তিনি আহলে কিতাবদের অনুসরণ করতে ভালবাসতেন। (তাই প্রথম প্রথম তিনি সিঁথি না করে চুলগুলোকে পেছন দিকে লটকিয়ে রাখতেন।)পরে রসূলুল্লাহ (স) চুলগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করতেন।

٣٢٩٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا -

৩২৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীলভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তোমাদের মধ্যে শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।

٣٢٩٦- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ بِهَا -

৩২৯৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখনই দু'টো বিষয়ের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে তখনই তিনি সে দু'টোর মধ্যে সহজতরটিকে গ্রহণ করেছেন—যদি তাতে পাপের আশঙ্কা না থেকে থাকে। কিন্তু যদি তাতে পাপের আশঙ্কা থাকতো তবে তিনি তা থেকে অতিশয় দূরে অবস্থান করতেন। আর রসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিগত কারণে কারো ওপরে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহর মর্যাদা বিনষ্ট করতো তাহলে তিনি তার প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়তেন।

٣٢٩٧- عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا مَسِسْتُ حَرِيْرًا وَلاَ دِيْبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ شَمِمْتُ رِيْحًا قَطُّ أَوْ عَرْفًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيْحِ أَوْ عَرْفِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩২৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন রেশম কিংবা গরদকেও আমি নবী (স)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল পাইনি। আর নবী (স)-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কোন বস্তু আমি কখনও শুঁকিনি।

٣٢٩٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا -

৩২৯৮. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অন্তপুরবাসিনী কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন।

٣٢٩٩- عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ فِىْ وَجْهِهِ -

৩২৯৯. শোবা (রা) থেকে অনুরূপ রেওয়াতে (এ বাক্যটি অতিরিক্ত) রয়েছে, ঃ আর নবী (স) যখন কোন কিছু অপসন্দ করতেন তখন তা তাঁর চেহারা দেখেই আঁচ করা যেতো।

٣٣٠٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِىُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ تَرَكَهُ -

৩৩০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাদ্য বস্তুর নিন্দা করতেন না। যদি তা তাঁর রুচিসম্মত হতো তবে খেয়ে নিতেন। অন্যথায় পরিত্যাগ করতেন।

٣٣٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ -

৩৩০১. আবদুল্লাহ্ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন সিজদাতে যেতেন তখন উভয় হাতকে এতটা প্রশস্ত (শরীর থেকে দূরে) রাখতেন যে, আমরা তাঁর বগলদ্বয় দেখতে পেতাম।

٣٣٠٢- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِى الاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى دَعَا النَّبِىُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ -

৩৩০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইস্তেসকার (নামাযের) সময় ছাড়া অন্য কোন দোয়ার সময় হাত উপরে উঠাননি। ইস্তেসকার সময় তিনি উভয় হাত এতটা উপরে উঠিয়েছেন যার ফলে তার দুই বগলের শুভ্রতা দেখা গেছে।

আবু মূসা (রা) বলেন, একদা নবী (স) দোয়ার সময় হাত উত্তোলন করেন এবং আমি তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা লক্ষ্য করেছি।

٣٣٠٣- عَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ دُفِعْتُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادٰى بِالصَّلَاةِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلٰى وَبِيْصِ سَاقَيْهِ فَرَكَزَ الْعَنَزَةَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ -

৩৩০৩. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, একদা ঘটনাক্রমে আমি নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম, তখন ছিল দুপুর বেলা। নবী (স) আবতাহ নামক স্থানে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। বিলাল (রা) (তাঁবুর ভেতর থেকে) বেরিয়ে এলেন এবং নামাযের জন্য আযান দিলেন। অতপর পুনঃ (তাঁবুর মধ্যে) প্রবেশ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকেরা তা নেয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অতপর তিনি পুনঃ (তাঁবুতে) প্রবেশ করলেন এবং একটি ছোট বর্শা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (স)-ও বেরিয়ে এলেন। মনে হচ্ছে যেন আমি এখনো তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি। তারপর বিলাল (রা) বর্শাটি (সম্মুখ ভাগে) পুঁতে রাখলেন। নবী (স) যোহরের দু'রাকাত ও আসরের দু'রাকাত নামায পড়লেন। তাঁর সামনে দিয়ে (বর্শার বাইরে দিয়ে) গাধা ও স্ত্রীলোকরা চলাচল করছিল।

٣٣٠٤- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيْثًا لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لَأَحْصَاهُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلَا يُعْجِبُكَ أَبُوْ فُلَانٍ جَاءَ فَجَلَسَ إِلٰى جَانِبِ حُجْرَتِىْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُسْمِعُنِىْ ذٰلِكَ وَكُنْتُ أُسَبِّحُ فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِىَ سُبْحَتِىْ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْدِكُمْ -

৩৩০৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এমনভাবে (থেমে থেমে) কথা বলতেন যে, কোন গণনাকারী গুণতে ইচ্ছা করলে তার কথাগুলোকে শব্দে শব্দে গুণতে পারতেন।

আয়েশা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়াতে তিনি বলেন, অমুক লোকটির (আবু হুরাইরার) ব্যাপারটা তোমাকে কি অবাক করবে না ? লোকটি আসলো। তারপর আমার কক্ষের নিকট বসে রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। আমি তখন নফল নামাযে মশগুল ছিলাম। আমার নামায শেষ হতে না হতেই লোকটি (আবার) উঠে চলে গেল। যদি (নামায শেষে) তাকে আমি পেতাম তবে আমি তাকে জানিয়ে দিতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদের ন্যায় দ্রুত ও অনর্গল কথা বলতেন না। তিনি ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কথা বলতেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর চোখ ঘুমাতো, কিন্তু তাঁর অন্তর ঘুমাতো না।

٣٣٠٥- عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ قَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّى ثَلاَثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ قَالَ تَنَامُ عَيْنِىْ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ -

৩৩০৫. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, রসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে কত রাকাত নামায পড়তেন ? আয়েশা (রা) বললেন, নবী (স) (শেষ রাতে) এগার রাকাতের অতিরিক্ত কখনো পড়তেন না, না রমযান মাসে, না রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে। (প্রথমে) তিনি চার রাকাত নামায পড়তেন। ঐ চার রাকাত নামাযের সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস করো না ! (অর্থাৎ এতটা নিবিষ্ট মনে ও এত অধিক সময় ব্যয় করে তিনি ঐ নামায পড়তেন যে, দেখলে তুমি অবাক হয়ে যেতে)। তারপর (আরো) চার রাকাত নামায পড়তেন। তার সৌন্দর্য ও তাদের দীর্ঘায়িত করা সম্পর্কেও তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপরে তিন রাকাত নামায পড়তেন। আমি (আয়েশা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমান ? তিনি বললেন, আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

٣٣٠٦- عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ نَمِرٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ جَاءَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِىْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أَوَّلُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطُهُ هُوَ خَيْرُهُمْ وَقَالَ اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى جَاؤُا لَيْلَةً أُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ نَائِمَةٌ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ -

৩৩০৬. শারীক ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে মিরাজের রাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, যে রাতে নবী (স)-কে কাবার মসজিদ থেকে (বায়তুল মাকদাস) পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একদা তিনজন লোক (ফেরেশতা) তাঁর নিকট আসলো। তখন তিনি কাবার মসজিদে শায়িত ছিলেন। (তাঁর এক পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচা হামযা ও অপর পাশে শুয়েছিলেন তাঁর চাচাত ভাই জাফর ইবনে আবু তালিব) আগন্তুকদের একজন বললেন, এদের মধ্যে কোন্ লোকটি তিনি ? দ্বিতীয় জন বললেন মধ্যের লোকটি। আর তিনিই এদের মধ্যে সর্বোত্তম। তখন তৃতীয়জন বললেন এদের

মধ্যকার উত্তম লোকটিকেই নিয়ে চলো (আসমানে)। সে রাতে এতটুকু আলাপ আলোচনাই হয়েছিল। এরপর নবী (স) ঐ ফেরেশতাদেরকে (দীর্ঘকাল) দেখেননি।

অবশেষে অপর একরাতে (যে রাতে মিরাজ হয়েছিল) ঐ ফেরেশতারা নবী (স)-এর নিকট এমন অবস্থায় আসলো যখন তাঁর অন্তর দেখতে পাচ্ছিল (যদিও চোখ ঘুমাচ্ছিল)। আর নবী (স)-এর চোখ দু'টি যদিও ঘুমাত কিন্তু তার অন্তর ঘুমাত না। আর প্রত্যেক নবীরই এটি একটি বৈশিষ্ট যে, তাঁদের চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর ঘুমায় না। অতপর (আগন্তুকদের মধ্য থেকে) জিবরাইল (আ) তাঁর দায়িত্ব নিলেন এবং (সব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করে) তাঁকে নিয়ে আকাশে আরোহণ করলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী।

٣٣٠٧- عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ مَسِيْرٍ فَادْلَجُوْا لَيْلَتَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانَ وَجْهُ الصُّبْحِ عَرَّسُوْا فَغَلَبَتْهُمْ اَعْيُنُهُمْ حَتّٰى اِرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَكَانَ اَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَكَانَ لاَ يُوْقَظُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ اَبُوْ بَكْرٍ عِنْدَ رَاْسِهِ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتّٰى اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَزَلَ وَصَلّٰى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ اَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ فَاَمَرَهُ اَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيْدِ ثُمَّ صَلّٰى وَجَعَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَكُوْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيْدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِذَا نَحْنُ بِامْرَاَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ اِنَّهُ لاَ مَاءَ فَقُلْنَا كُمْ بَيْنَ اَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَقُلْنَا انْطَلِقِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَلَمْ نُمْلِكْهَا مِنْ اَمْرِهَا حَتّٰى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِيْ حَدَّثَتْنَا غَيْرَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا مُوْتِمَةٌ فَاَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَسَحَ فِي الْعَزْلاَوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا اَرْبَعِيْنَ رَجُلاً حَتّٰى رُوِيْنَا فَمَلاْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَاِدَاوَةٍ غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيْرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنِضُّ (تَنْصَبُّ) مِنَ الْمَلْءِ ثُمَّ قَالَ هَاتُوْا مَا عِنْدَكُمْ فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتّٰى اَتَتْ اَهْلَهَا قَالَتْ لَقِيْتُ اَسْحَرَ النَّاسِ اَوْ هُوَ نَبِيٌّ كَمَا زَعَمُوْا فَهَدَى اللّٰهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْاَةِ فَاَسْلَمَتْ وَاَسْلَمُوْا -

৩৩০৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক সফরে (খয়বর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে) তারা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। সারারাত তারা পথ চলতে থাকেন। ভোর নিকটবর্তী হলে একস্থানে এসে তারা (বিশ্রাম নেয়ার জন্য) থেমে পড়লেন। এ কারণে সবাই এতো গভীর নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন যে, সূর্য উঠে গেল। (কিন্তু কেউ টের পেল না)। অবশেষে সর্বপ্রথম যিনি জাগলেন তিনি হলেন আবু বকর (রা)। আর রসূলুল্লাহ (স)-কে ঘুম থেকে কখনো জাগানো হতো না যতক্ষণ না তিনি নিজ থেকে জাগতেন। অতপর উমর (রা) জাগলেন। আবু বকর (রা) নবী (স)-এর শিয়রে বসে পড়লেন এবং উচ্চঃস্বরে তাকবীর বলতে লাগলেন। এতে নবী (স) জেগে উঠলেন এবং (সেখান থেকে উঠে একটু দূরে) গিয়ে আমাদেরকে নিয়ে ভোরের নামায (ফজর) পড়লেন। একজন লোক আমাদের থেকে দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের সাথে নামায পড়লো না। নামায শেষে নবী (স) বললেন, হে অমুক ! আমাদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে ? লোকটি বললো, আমি অপবিত্রতার (স্বপ্নদোষ) শিকার হয়েছি। (আর আমাদের সাথে পানি নেই।) নবী (স) তাকে (পবিত্র) মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন। তারপরে সে (তায়াম্মুম করে) নামায পড়লো।

(ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন,) আমাকে নবী (স) কয়েকজন আরোহীর সাথে আগে পাঠিয়ে দিলেন। (পথিমধ্যে) আমরা ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়লাম। আমরা পথ চলছি। এমন সময় আমাদের নজরে পড়লো একটি স্ত্রীলোক (সওয়ারীর উপর) দু'টি বড় মশকের মাঝখানে নিজের পা দু'টি ঝুলিয়ে বসে আছে। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, পানি কোথায় ? সে বলল, পানি নেই। আমরা বললাম, তোমার অবস্থান আর পানির মধ্যে দূরত্ব কতুটুকু ? সে বলল, একদিন ও এক রাতের পথ। আমরা বললাম, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চল। সে বললো, কেমন রসূলুল্লাহ ? অতপর আমরা তাকে অনেকটা জবরদস্তি করে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসেও সে তাই বললো যা আমাদের নিকট বলেছিল। সাথে সাথে এও বললো যে, সে এতিম সন্তানের মা। তখন নবী (স) তার মশক দু'টি খুলতে বললেন, তারপর তিনি মশকের মুখে হাত বুলালেন। (তাঁর হাতের স্পর্শে পানির এত প্রাচুর্য দেখা দিল যে,) আমরা চল্লিশ জন পিপাসিত লোক অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পানি পান করালাম এবং আমাদের সাথে যতটি মশক ও ঘটি বাটি ছিল সবগুলো ভর্তি করলাম। শুধু উটগুলোকে পান করলাম না। তারপরেও স্ত্রীলোকটির মশক (পানি দ্বারা) এতটা ভর্তি ছিল যেন মনে হচ্ছিল পানি উপচে পড়বে। তারপর নবী (স) বললেন, তোমাদের নিকট (খাবার) যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তখন তার (মহিলার) জন্য কয়েক খন্ড রুটি ও কিছু খেজুর জমা করা হলো। অতপর (এগুলো নিয়ে) সে বাড়ি ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে সে বললো, আমি একজন শ্রেষ্ঠ যাদুকরের সাক্ষাত পেয়েছি। লোকেরা মনে করে যে, তিনি নবী। (এভাবে) এই স্ত্রীলোকটির মাধ্যমে আল্লাহ ঐ গ্রামবাসীকে হেদায়াত করেন। সে নিজেও মুসলমান হলো এবং সকল গ্রামবাসীও ইসলাম গ্রহণ করলো।

٣٣٠٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبَعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ قَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَلاَثَمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثَمِائَةٍ ـ

৩৩০৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর নিকট একটি (পানির) পাত্র আনা হলো। তখন তিনি (মদীনার নিকটবর্তী) 'যাওরা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন। তার আঙ্গুলগুলোর ফাঁক থেকে পানি উত্থিত হতে লাগলো এবং লোকেরা ঐ পানি দিয়ে অযু করলো। কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা সংখ্যায় কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন তিনশ' জন কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣١٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمِسَ الْوَضُوْءُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ فَأُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَدَهُ فِيْ ذٰلِكَ الْإِنَاءِ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوْا مِنْهُ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتّٰى تَوَضَّئُوْا مِنْ عِنْدِ اٰخِرِهِمْ -

৩৩০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি। তখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। লোকেরা অযুর পানি তালাশ করতে লাগলো, কিন্তু তারা পানি পেল না। অবশেষে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (একটি পাত্র করে) সামান্য কিছু পানি নিয়ে আসা হলো। রসূলুল্লাহ (স) ঐ পাত্রের মধ্যে হাত রাখলেন এবং লোকদেরকে সে পানি থেকে অযু করার জন্য আদেশ দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর আঙ্গুলগুলোর নীচ (ফাঁক) দিয়ে সজোরে পানি উছলে পড়ছে। লোকেরা অযু করতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রত্যেকটি লোকই অযু করলো।

٣٣١٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَعْضِ مُخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَانْطَلَقُوْا يَسِيْرُوْنَ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً يَتَوَضَّئُوْنَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيْرٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ عَلَى الْقَدَحِ ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوْا فَتَوَضَّئُوْا فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتّٰى بَلَغُوْا فِيْمَا يُرِيْدُوْنَ مِنَ الْوَضُوْءِ وَكَانُوْا سَبْعِيْنَ أَوْ نَحْوَهُ -

৩৩১০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) কোন এক সফর উপলক্ষে বাইরে গমন করেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবাদের একটি জামায়াত। তাঁরা চলতে চলতে (পথিমধ্যে) নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু অযু করার জন্য তাঁরা পানি পেলেন না। তখন তাদের মধ্য থেকে একজন চলে গেলেন এবং একটি পাত্রে করে সামান্য পানি নিয়ে হাজির হলেন। নবী (স) সে পানিটুকু নিয়ে নিলেন এবং অযু করলেন। তারপর নিজের চারটি আঙ্গুল ঐ পাত্রের ওপর সোজা করে রাখলেন। অতপর (লোকদেরকে) বললেন, তোমরা উঠে এসে অযু কর। তখন তারা অযু করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যতজনের ইচ্ছা হল তারা সকলেই অযু করলেন। আর তারা সংখ্যায় ছিলেন সত্তর কিংবা তার কাছাকাছি।

٣٣١١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ مِنَ الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ النَّبِيَّ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيْهِ مَاءٌ فَوَضَعَ كَفَّهُ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا قُلْتُ كَمْ كَانُوْا قَالَ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً -

৩৩১১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; একদা নামাযের সময় হলো। (অথচ মসজিদে পানি ছিল না) যাদের ঘর মসজিদের নিকটবর্তী ছিল তারা অযু করতে চলে গেল। আর বেশ কিছু লোক (অযু ছাড়া) রয়ে গেল। তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তর নির্মিত একটি পাত্র আনা হলো। তাতে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি তাতে হাত রাখলেন। কিন্তু পাত্রটি ছোট ছিল বলে তিনি তার মধ্যে হাত প্রসারিত করতে পারলেন না। অতপর তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে নিলেন এবং পাত্রটির মধ্যে হাত রাখলেন। তারপর সবলোক অযু করলো। (অপর এক রাবী হুমাইদ বলেন,) আমি (আনাসকে) জিজ্ঞেস করলাম, তারা (সংখ্যায়) কতজন ছিল ? তিনি বললেন, আশিজন।

٣٣١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهَشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوْا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُوْرُ (يَفُوْرُ) بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُوْنِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً -

৩৩১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়ার সময় লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। (শুধুমাত্র) নবী (স)-এর সামনে একটি ছোট পানির পাত্র ছিলো। (তা থেকে) তিনি অযু করলেন। লোকেরা তাঁর দিকে ছুটে এলো। তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে ? তারা বলল, আপনার সম্মুখস্থ (পাত্রের) পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট অযু কিংবা পান করার মত সামান্য পরিমাণ পানিও নেই। তখন নবী (স) নিজের হাতখানা ঐ পাত্রের মধ্যে রাখলেন। তারপর তাঁর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে ঝর্ণাধারার ন্যায় পানি প্রবাহিত হতে লাগল। আমরা সবাই পান করলাম এবং অযু করলাম। (রাবী সালেম বলেন) আমি জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (সংখ্যায়) কতজন ছিলেন ? তিনি বললেন, যদি আমরা এক লাখও হতাম তবুও (ঐ পানি) আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। আমরা ছিলাম (মাত্র) পনের শ'জন।

٣٣١٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا حَتَّى لَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيْرِ الْبِئْرِ فَدَعَا

بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي الْبِئْرِ فَمَكَثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ اِسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِيْنَا وَرَوَتْ أَوْ صَدَرَتْ رِكَابُنَا ـ

৩৩১৩. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদাইবিয়াতে নবী (স)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। হুদাইবিয়া হচ্ছে একটি কূপ। আমরা ঐ কূপের সমস্ত পানি তুলে নিলাম। এমন কি এক ফোটা পানিও তাতে অবশিষ্ট রাখিনি। অতপর নবী (স) এসে কূপটির কিনারায় বসলেন এবং কিছু পানি আনালেন। তারপর তিনি কুলি করে সে পানি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। আমরা কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করলাম। (এরি মধ্যে কূপটি পানিতে ভর্তি হয়ে গেলো।) অতপর আমরা খুব তৃপ্তি সহকারে পানি পান করলাম এবং আমাদের সওয়ারীগুলোও (উট পানি পান করে) তৃপ্তি লাভ করলো।

٣٣١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِيْ وَلَاثَتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَكَ أَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِطَعَامٍ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتَّى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلًا ـ

৩৩১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবু তালহা (রা) (আনাসের মায়ের দ্বিতীয় স্বামী) উম্মে সুলাইমকে (আনাসের মা) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কণ্ঠস্বরটা খুব ক্ষীণ শুনলাম। আমার মনে হলো তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি ? উম্মে সুলাইম বললেন ঃ হাঁ। এ বলে তিনি কিছু যবের রুটি বের করলেন তারপর নিজের ওড়নাটা বের করে তার এক অংশ দিয়ে রুটিগুলো বেঁধে গোপনে আমার হাতে গুঁজে দিলেন আর অপর অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর আমাকে রসূলুল্লাহর নিকট পাঠালেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তোমাকে কি আবু তালহা পাঠিয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন, খাবার দিয়ে (পাঠিয়েছে) ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাথীদেরকে বললেন ঃ ওঠ, চলো। এ বলে তাঁরা রওয়ানা হলেন। আমিও তাদের সামনে সামনে চলতে লাগলাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট এসে তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনী বার্তা জানালাম। তখন আবু তালহা (রা) (তার স্ত্রীকে) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম ! রসূলুল্লাহ (স) কিছু লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের নিকট এ পরিমাণ (খাদ্য সামগ্রী) নেই যা আমরা তাদের সকলকে খেতে দিতে পারি। উম্মে সুলাইম বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সব কিছু) ভাল জানেন। অতপর আবু তালহা (রা) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। রসূলুল্লাহ (স) (ঘরের দিকে) এগিয়ে গেলেন। আবু তালহা (রা)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে উম্মে সুলাইম ! তোমার নিকট যা কিছু আছে নিয়ে এসো। তিনি ঐ রুটিগুলো এনে হাজির করলেন। রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে আদেশ করলেন (রুটিগুলো ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করতে)। তখন রুটিগুলো টুকরা টুকরা করা হলো এবং উম্মে সুলাইম ঘি-এর পাত্র থেকে ঘি বের করে তরকারীর সাথে মিশালেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) কিছু পড়ে তাতে ফুঁক দিলেন। তারপর বললেন ঃ (প্রথমে) দশজনকে আসতে বল। তখন দশ জনকে আসতে বলা হলো। তারা এসে খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (এবার আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তারা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। তখন (আরো) দশজনকে অনুমতি দেয়া হলো। তাঁরা খেলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন ঃ (আরো) দশজনকে আসতে বলো। এভাবে আগত লোকদের সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলেন। আর আগত লোকদের সংখ্যা ছিল সত্তর কিংবা আশিজন।

٣٣١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْاٰيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّوْهَا تَخْوِيْفًا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ اُطْلُبُوْا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاؤُا بِإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَلِيْلٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الطَّهُوْرِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ -

৩৩১৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা অলৌকিক ঘটনাবলীকে এবং কুরআনের আয়াতসমূহকে বরকতের ব্যাপার বলে মনে করতাম। কিন্তু তোমরা (সাহাবাদের পরবর্তীরা) ঐগুলোকে কেবলমাত্র ভয়প্রদর্শনের ব্যাপার বলে মনে করে থাক। একবার আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। হঠাৎ পানির অভাব দেখা দিল। তিনি বললেন ঃ "কোথাও কিছু পানি থেকে থাকলে তার সন্ধান কর।" তখন তাঁরা (সাহাবারা) সামান্য পানি সমেত একটি পাত্র নিয়ে এলেন। তিনি নিজের হাতখানা পাত্রটির মধ্যে প্রবেশ করালেন। তারপর বললেন ঃ পবিত্র ও বরকতপূর্ণ পানি নিতে এগিয়ে এসো। এ বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর আঙ্গুলগুলোর ফাঁক দিয়ে পানি উপচে পড়তে দেখেছি। আরো আল্লাহর কসম ! (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে) খাদ্য গ্রহণ করার সময় আমরা (কখনো কখনো) খাদ্যের তসবীহ পাঠ শুনতে পেতাম।

٣٣١٦- عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَـرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَلَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ مَا يُـخْرِجُ نَخْلُهُ وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِيْنَ مَا عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ مَعِيْ لِكَيْ لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ فَمَشٰى حَوْلَ بَيْدَرٍ مِنْ بَيَادِرِ التَّمْرِ فَـدَعَا ثُمَّ اٰخَرَ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ اِنْزِعُوْهُ فَاَوْفَاهُمُ الَّذِيْ لَهُمْ وَبَقِيَ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُمْ -

৩৩১৬. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় ইন্তিকাল (শাহাদাত বরণ) করেন। (তিনি বলেন) আমি নবী (স)-এর নিকট এসে বললাম, আমার পিতা নিজের ওপর কিছু ঋণ রেখে (মারা) গেছেন। অথচ আমার নিকট তার খেজুর বাগানের উৎপাদিত খেজুর ছাড়া আর কিছু নেই। আর ঐ বাগানের কয়েক বছরের উৎপাদনও তাঁর ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং আপনি আমার সাথে চলুন—যাতে ঋণদাতা আমার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন না করে। নবী (স) তার সাথে গেলেন এবং খেজুরের একটি স্তূপের চারদিকে ঘুরে ঘুরে দোয়া করলেন। তারপর আরেকটি স্তূপের নিকট এলেন (এবং অনুরূপ করলেন)। তারপর তিনি একটি স্তূপে বসে পড়লেন এবং বললেন ঃ এবার খেজুর নিতে থাক। এভাবে ঋণদাতার সমস্ত পাওনা চুকিয়ে দেয়ার পরও তার সমপরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

٣٣١٧- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوْا أُنَاسًا فُقَرَاءَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاَثَةٍ وَانْطَلَـقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشَرَةٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَثَلاَثَةٍ قَالَ فَهُوَ أَنَا وَأَبِيْ وَأُمِّيْ وَلاَ أَدْرِيْ هَلْ قَالَ اِمْرَأَتِيْ وَخَادِمِيْ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِيْ بَكْرٍ وَاِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشّٰى

عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ أَوْ ضَيْفِكَ قَالَ أَوَ عَشَّيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عَرَضُوْا عَلَيْهِمْ فَغَلَبُوْهُمْ فَذَهَبْتُ فَاخْتَبَأْتُ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ وَقَالَ كُلُوْا وَقَالَ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا قَالَ وَايْمُ اللّٰهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ اللُّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا حَتَّى شَبِعُوْا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ فَنَظَرَ أَبُوْ بَكْرٍ فَإِذَا شَيْءٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتَ بَنِيْ فِرَاسٍ قَالَتْ لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ يَعْنِيْ يَمِيْنَهُ ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ فَتَفَرَّقْنَا (فَتَعَرَّفْنَا) اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ اللّٰهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ غَيْرَ أَنَّهُ بَعَثَ مَعَهُمْ قَالَ أَكَلُوْا مِنْهَا أَجْمَعُوْنَ أَوْ كَمَا قَالَ (وَغَيْرُهُ يَقُوْلُ فَعَرَّفْنَا مِنَ الْعِرَافَةِ) ـ

৩৩১৭. আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসহাবে সুফ্ফার[২১] লোকেরা ছিলেন নিতান্ত গরীব ও অসহায়। একদা নবী (স) (সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ (তোমাদের মধ্যে) যার নিকট দু'জন লোকের খাদ্য রয়েছে সে যেন তৃতীয় একজনকে (এদের মধ্য থেকে) নিয়ে যায়। আর যার নিকট চারজন লোকের খাদ্য রয়েছে সে পঞ্চম কিংবা (তার সাথে) ষষ্ঠ একজনকে নিয়ে যায়। অথবা যেমনটি নবী (স) বলেছেন (রাবীর সন্দেহ)। সুতরাং আবু বকর (রা) তিনজনকে নিয়ে এলেন এবং নবী (স) দশজনকে নিয়ে গেলেন। আর আবু বকর (রা)-এর পরিবারে ছিলাম আমরা তিনজন —আমার বাবা, আমার মা ও আমি। (রাবী আবু উসমান বলেন,) আমার মনে নেই তিনি (আবদুর রহমান) 'আমার স্ত্রী ও আমার এবং আবু বকর (রা)-এর শরিকী গৃহভৃত্য' এ কথাটাও বলেছেন কি না ? (সেদিন) আবু বকর (রা) রাতের খানাপিনা নবী (স)-এর ঘরেই করেন। তারপর সেখানে অবস্থান করতে থাকেন এবং এশার নামায সেখানেই পড়েন। তারপর আবার নবী (স)-এর নিকটে যান এবং রসূলুল্লাহ (স) রাতের খানাপিনা শেষ করা পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। অবশেষে অনেকটা রাত কেটে যাবার পর ঘরে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, কিসে আপনাকে আপনার অতিথিদের থেকে আটকে

২১. আসহাবে সুফ্ফা ছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে রসূলের সান্নিধ্য লাভের জন্য মদীনায় চলে আসেন। দীনী ইলম শিক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরা বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁরা রাত দিন মসজিদে নববীতেই পড়ে থাকতেন। দিনের বেলা তাঁরা উম্মাহাতুল মুমিনীনদের জন্য লাকড়ী সংগ্রহ করতেন এবং মুজাহিদ পরিবারের বাজার করে দিতেন। নবী (স)-এর নিকট কোন হাদীয়া তোহফা এলে তিনি তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

রেখেছে ? (অর্থাৎ অতিথি ঘরে রেখে আপনার এতটা বিলম্বে ফেরার হেতু কি ?) তিনি বলেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি ? স্ত্রী বলেন, আপনি না আসা পর্যন্ত তাঁরা (খাবার) খেতে অসম্মতি জানিয়েছেন। তাদের সামনে খাবার পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের অসম্মতির নিকট তারা হার মানতে হয়। (অর্থাৎ তাঁরা খেতে কিছুতেই রাযী হলেন না) আবদুর রহমান বলেন, আমি (পিতার ভয়ে) আত্মগোপন করলাম। তিনি (ধমকের স্বরে) বললেন, "আরে বেওকুফ"! এ বলে তিনি কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, তোমরা খাও। আমি কিছুতেই খাব না। আবদুর রহমান বলেন, আল্লাহর কসম ! আমরা যে গ্রাসটি তুলে নেই তার নীচ থেকে (খাদ্য) আরো অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। (অর্থাৎ একটি গ্রাস তুলে নেয়ার পর প্লেটের সে জায়গাটি খালি হবার পরিবর্তে আরো অধিক খাদ্য দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়)। শেষ পর্যন্ত সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও (দেখা গেল) খাদ্য পূর্বে যা ছিল তার চাইতে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আবু বকর (রা) ব্যাপারটা লক্ষ করলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফরাস গোত্রের বোন ! খাদ্যের পরিমাণ তো পূর্বের চাইতেও অধিক (দেখতে পাচ্ছি)। স্ত্রী বললেন, আল্লাহর কসম! হে আমার নয়ন মণি ! (আনন্দের অভিব্যক্তি) খাদ্যের পরিমাণ পূর্বের চাইতে এখনও তিন গুণ অধিক। অতপর আবু বকর (রা) তা থেকে খেলেন এবং বললেন, তার (আমার) কসমটি ছিল শয়তানের প্ররোচনার কারণে। তারপর আরেকটি গ্রাস নিলেন। অতপর (অবশিষ্ট) খাদ্য নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। ভোর পর্যন্ত সে খাদ্য তাঁর কাছেই ছিল। (রাবী বলেন, তখন) আমাদের ও অপর একটি গোত্রের মাঝে সন্ধিচুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে (তাদের মুকাবিলার জন্য) আমাদের বারজনকে নেতা নির্বাচিত করা হলো। এদের প্রত্যেকের সাথে আবার কয়েকজন করে লোক ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন, কতজন করে এদের প্রত্যেকের সাথে পাঠান হয়েছিল। আবদুর রহমান বলেন, এদের সকলেই এ খাদ্য থেকে খেলেন।[২২]

٣٣١٨- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْكُرَاعُ هَلَكَتِ الشَّاةُ فَادْعُ اللّٰهَ يَسْقِيْنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرٰى فَقَامَ إِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ يَحْبِسْهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيْلٌ -

৩৩১৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় (একবার অনাবৃষ্টির দরুন) মদীনাবাসী চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সে সময় এক শুক্রবার

২২. او كما قال। একথাটা দ্বারা রাবী আবু উসমান বুঝাতে চাচ্ছেন যে, হাদীসটির বর্ণনায় শব্দগত কিছুটা হেরফের থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অর্থগত দিক থেকে কোনই বেশ কম নেই।

দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! ঘোড়াগুলো মারা গেল, বকরীগুলো ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন—তিনি যেন আমাদের প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তখন তিনি দু'হাত উত্তোলন করে দোয়া করলেন। আনাস (রা) বলেন, আকাশ তখন কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। (এক কণা মেঘ কোথাও ছিল না)। হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল। মেঘের আবির্ভাব ঘটল তারপর মেঘগুলো একত্রিত হয়ে গেল। অতপর আকাশ তার মুখ খুলে দিল। অর্থাৎ বর্ষণ শুরু হলো। (এত প্রচুর বৃষ্টি হলো যে,) আমরা (মসজিদ থেকে) বেরিয়ে পানি সাঁতরিয়ে বাড়ি এসে পৌছলাম। পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হতে থাকলো। পরবর্তী শুক্রবার দিন ঐ লোকটি কিংবা অন্য কেউ (আবার) দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! (অতিবৃষ্টিতে) বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে গেল। অতএব আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমাদের ওপর নয়, আমাদের আশপাশে (বর্ষণ করুন।) (আনাস বলেন,) আমি লক্ষ্য করলাম, মেঘগুলো (তৎক্ষণাৎ) মদীনার আশপাশে সরে গেল। (চারদিকের মেঘপুঞ্জের মাঝখানে) মদীনাকে তখন মনে হচ্ছিল যেন একটি মুকুট।

٣٣١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتُّخِذَ الْمِنْبَرُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ بِهٰذَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩১৯. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মিম্বর তৈরীর পূর্বে) নবী (স) একটি খেজুরের খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। মিম্বর তৈরী হয়ে গেল যখন তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন খেজুরের খুঁটিটি (নবীর বিরহে) কান্না জুড়ে দিল। নবী (স) তখন তার নিকটে এলেন এবং তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

[উপরোক্ত হাদীসটি আরো দু'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে] আবদুল হামিদ, উসমান ইবনে উমর, মু'আয ইবনে 'আলা নাফে' থেকে এবং আবু আসেম, ইবনে আবু রাউয়াদ, নাফে' ইবনে উমর নবী (স) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٣٢٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَوْ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلاَ نَجْعَلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِئْتُمْ فَجَعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ دُفِعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّبِيِّ ثُمَّ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ تَئِنُّ أَنِينَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسَكَّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكِي عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَهَا -

৩৩২০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) জুময়ার দিন একটি বৃক্ষ অথবা খেজুরের খুঁটির (রাবীর সন্দেহ) সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। একজন আনসার মহিলা কিংবা কোন একটি লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা আপনার জন্য একটা মিম্বর তৈরী করব কি ? তিনি বললেন, তোমাদের ইচ্ছা হলে (তৈরী) করতে পার। তখন তারা তাঁর জন্য একটি মিম্বর তৈরী করলো। জুম'য়ার দিন যখন নবী (স) মিম্বরে আরোহণ করলেন তখন খেজুরের খুঁটিটা বাচ্চা ছেলের ন্যায় চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। [নবী (স) মিম্বর থেকে] নেমে এলেন এবং খুঁটিটাকে নিজের বুকের সাথে মিলালেন। বাচ্চা ছেলেকে যেমন আদর করে পিঠ চাপড়ে কান্না থামানো হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ঠিক তেমনি তার কান্না থামাবার জন্য তার গা চাপড়াতে লাগলেন। জাবের (রা) বলেন, এতদিন তার নিকট যেসব দীনের আলোচনা হতো তার কথা স্মরণ করেই খুঁটিটা কান্নাকাটি করছিল।

٣٣٢١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ الْمَسْجِدُ مَسْقُوْفًا عَلٰى جُذُوْعٍ مِنْ نَخْلٍ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُوْمُ إِلٰى جِذْعٍ مِنْهَا فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ وَكَانَ عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذٰلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتّٰى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ -

৩৩২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, (প্রথম দিকে) মসজিদে নববী কতকগুলো খেজুরের খুঁটির ওপর স্থাপিত ছাদ বিশিষ্ট ছিল। নবী (স) যখন খুৎবা দিতেন, তখন ঐ খুঁটিগুলোর একটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী হলো এবং তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন, তখন আমরা ঐ খুঁটির (ভেতর) থেকে উষ্ট্রীর স্বরের ন্যায় আওয়াজ শুনতে পেলাম অবশেষে নবী (স) (তার নিকট) এলেন এবং তার গায়ে হাত রাখলেন। তারপর খুঁটিটা শান্ত হলো।

٣٣٢٢- عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ إِنَّكَ لَجَرِئٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَتْ هٰذِهِ وَلٰكِنِ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسَرُ قَالَ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (عُمَرُ) أَحْرٰى أَنْ لَا يُغْلَقَ قُلْنَا عَلِمَ (عُمَرُ) الْبَابُ قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُوْنَ غَدِ اللَّيْلَةَ إِنِّى حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ وَأَمَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنِ الْبَابُ قَالَ عُمَرُ -

৩৩২২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন বললেন, ফিতনা সম্পর্কিত রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস তোমাদের মধ্যে কার অধিক স্মরণ আছে ? হুযাইফা (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে বলেছেন, আমি হুবহু সেভাবে মনে রেখেছি। উমর (রা) বললেন, তবে বলো, নিসন্দেহে তুমি একজন সাহসী ব্যক্তি। হুযাইফা (রা) বললেন, মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হলো তার পরিবার পরিজন, তার ধন-সম্পদ ও তার প্রতিবেশী ; নামায, দানখয়রাত, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার (দায়িত্ব পালনের) মাধ্যমে এগুলোর ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। উমর (রা) বললেন, এসব (সাধারণ) ফিতনা (সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা) আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং যা সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হবে (সে বিভীষিকাপূর্ণ ফিতনাই-ই আমার উদ্দেশ্য)। হুযাইফা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! সে ফিতনা সম্পর্কে আপনার শঙ্কিত হবার কারণ নেই। (কেননা) আপনার এবং সে ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সে দরজা খোলা হবে, নাকি ভেঙ্গে ফেলা হবে ? হুযাইফা (রা) বললেন, না। (স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হবে না) বরং (জোরপূর্বক) ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমর (রা) বললেন, তবে তো ঐ দরজা আর বন্ধ করার উপযোগী থাকবে না। আমরা (সাহাবারা) হুযাইফাকে বললাম, উমর (রা) কি সে দরজা সম্পর্কে অবগত ছিলেন ? হুযাইফা (রা) বললেন, হাঁ। তিনি এতটা নিশ্চিতভাবে অবগত ছিলেন যেমন আগামী দিনের শেষে রাতের আগমন অবশ্যম্ভাবী। (কেননা) আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বলেছি, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। (সাহাবারা বলেন,) আমরা হুযাইফাকে (সে দরজা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করতে ভয় পেলাম এবং মাসরুককে বললাম (জিজ্ঞেস করতে)। তিনি হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে সেই দরজা ? তিনি বললেন, উমর স্বয়ং।[২৩]

٣٣٢٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوْا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاَنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَتَجِدُوْنَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ اَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهٰذَا الْاَمْرِ حَتّٰى يَقَعَ فِيْهِ وَالنَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ وَلَيَاْتِيَنَّ عَلٰى اَحَدِكُمْ زَمَانٌ لَاَنْ يَرَانِىْ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ مِثْلُ اَهْلِهِ وَمَالِهِ ـ

৩৩২৩. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যেসব লোক চুলের জুতা পরিধান করবে যে পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, এবং যে পর্যন্ত তোমরা তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখগুলো হবে ক্ষুদ্র, মুখমন্ডল লাল, নাকগুলো চেপ্টা আর চেহারাটা হবে পেটা ঢালের ন্যায়, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তোমরা উত্তম বক্তিদেরকে নেতৃত্ব ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্বাধিক অনীহা

২৩. উপরোক্ত হাদীসে হুযাইফা (রা) শাহাদাতে উমর ও উসমান (রা)-এর যমানায় ফিতনার ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ উমর (রা) ছিলেন একজন লৌহমানব, সুমহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সমস্ত ফিতনা ফাসাদের মুখে একটি অর্গলবদ্ধ দরজা। কিন্তু উমর (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে যখন সে বন্ধ দরজা ভেঙ্গে গেলো তখনই সূচনা হলো ফিতনা ফাসাদের। একে একে সংঘটিত হলো উসমানের শাহাদাত, সিফফিনের যুদ্ধ, জামালের যুদ্ধ, আলীর শাহাদাত। শুরু হলো খারেজীদের উৎপাত, শেষ পর্যন্ত খিলাফত রূপ নিল রাজতন্ত্রের।

পোষণকারী দেখতে পাবে, যতক্ষণ না সে তাতে জড়িত হয়ে পড়ে। মানব জাতি খনিরাজির ন্যায়, জাহেলী যুগে যারা উত্তম ছিলেন ইসলামী যুগেও তারা উত্তম। আর তোমাদের কারো কারো কাছে এমনও সময় আসবে, যখন লোকজন ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা একটিবার আমার দর্শন লাভই তার নিকট অধিকতর প্রিয় হবে।

٣٣٢٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطْسَ الْأُنُوْفِ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

৩৩২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ খুয, কিরমান প্রভৃতি অনারব দেশের লাল মুখ, চেপ্টা নাক, ক্ষুদ্র চোখ ও পেটা ঢালের ন্যায় মুখাবয়ব বিশিষ্ট এবং চুলের জুতা পরিহিত লোকদের বিরুদ্ধে যে পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ না করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

রাবী ইয়াহ্ইয়া ছাড়া অন্যরাও আবদুর রাজ্জাক থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٢٥- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ أَكُنْ فِىْ سِنِىَّ أَحْرَصَ عَلٰى أَنْ أَعِىَ الْحَدِيْثَ مِنِّى فِيْهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ وَقَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَازِرِ -

৩৩২৫. কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা আবু হুরাইরার নিকট এলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে তিন বছর কাটিয়েছি। এ তিন বছর হাদীস মুখস্থ করার ব্যাপারে আমি যত বেশী আগ্রহী ছিলাম, বাকী সমস্ত জীবনে ততোটা আগ্রহী ছিলাম না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে যাদের জুতা হবে চুলের (পশমী)। আর তারা হলো আহলি বারিয (অনারব দেশের) লোক।[২৪]

রাবী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার وَهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ শব্দটির স্থলে وَهُوَ أَهْلُ الْبَازِرِ শব্দটি বলেছেন। (উভয় শব্দই সামর্থবোধক)।

٣٣٢٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا يَنْتَعِلُوْنَ الشَّعَرَ وَتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ -

২৪. আহলি বারিয ঃ কারো কারো মতে আহলি বারিয বলতে নবী (স) পারস্যবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আবার কারো মতে অনারব দেশের পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাসকারী বর্বর জাতিকে বুঝিয়েছেন।

৩৩২৬. আমর ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের পূর্বে তোমরা (তোমাদের পরবর্তীরা) এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা চুলের জুতা পরিধান করবে এবং এমন একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যাদের মুখাবয়ব হবে পেটা ঢালের ন্যায়।

٣٣٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُوْدُ فَتُسَلَّطُوْنَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ (حَتّٰى) يَقُوْلُ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيْ فَاقْتُلْهُ -

৩৩২৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ ইয়াহুদীরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে। (সে যুদ্ধে) তোমরা তাদের ওপর জয়লাভ করবে। এমনকি (কোন ইয়াহুদী পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করলে) পাথর বলবে, হে মুসলিম ! এই তো ইয়াহুদী আমার পেছনে (আত্মগোপন করে আছে)। তাকে হত্যা কর।[২৫]

٣٣٢٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ (لَهُمْ) فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَغْزُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ الرَّسُوْلَ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৩৩২৮. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ (ভবিষ্যতে) লোকদের কাছে এমন এক সময় আসবে যখন তারা জিহাদ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন লোক আছে, যে রসূলুল্লাহর সাহচর্য লাভ করেছে ? (অর্থাৎ সাহাবা)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর তারা (আরো) যুদ্ধ করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন লোক রয়েছে, যারা রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহাবাদের সাহচর্য লাভ করেছে (অর্থাৎ তাবেয়ী)। তারা বলবে, হাঁ। তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।[২৬]

٣٣٢٩- عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ثُمَّ أَتَاهُ اٰخَرُ فَشَكَا (إِلَيْهِ) قَطْعَ السَّبِيْلِ فَقَالَ يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيْرَةَ قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللّٰهَ قُلْتُ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِيْ فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِيْنَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلاَدَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوْزُ كِسْرٰى قُلْتُ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ

---

২৫. এ যুদ্ধ কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে ঈসা (আ)-এর দুনিয়ায় পুনরাবির্ভাবের পর সংঘটিত হবে।

২৬. হাদীসটিতে সাহাবা ও তাবেয়ীদের অশেষ মর্যাদা ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَّقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ وَلَيَلْقَيَنَّ اللّٰهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ فَيَقُوْلَنَّ أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً فَيُبَلِّغَكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَقُوْلُ أَلَمْ أُعْطِكَ مَالاً (وَوَلَدًا) وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرٰى إِلاَّ جَهَنَّمَ قَالَ عَدِيٌّ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ قَالَ عَدِيٌّ فَرَأَيْتُ الظَّعِيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتّٰى تَطُوْفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ وَكُنْتُ فِيْمَنْ افْتَتَحَ كُنُوْزَ كِسْرٰى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ -

৩৩২৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট ক্ষুধার অনুযোগ করল (অর্থাৎ সে ক্ষুধার্ত বলে জানাল)। তারপর অপর এক ব্যক্তি এল এবং তাঁর নিকট ডাকাতির অভিযোগ করল। নবী (স) বললেন, হে আদী ! তুমি কি হিরা (শহর) দেখেছ ? আমি বললাম, আমি শহরটি দেখিনি। তবে তার অবস্থান সম্পর্কে আমার জানা আছে। নবী (স) বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একবৃদ্ধা রমনী হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে। আল্লাহ ছাড়া কাউকে সে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বললাম, বনী তাই গোত্রের ডাকাতরা (তখন) কোথায় থাকবে যারা বিভিন্ন শহরে ফিতনা ফাসাদের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। নবী (স) আরো বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে তোমরা কিসরার (পারস্য সম্রাটের) ধনাগারসমূহ অবশ্যই উন্মুক্ত করবে। আমি বললাম, সে কি কিসরা ইবনে হুরমুয ? তিনি বললেন, হাঁ। কিসরা ইবনে হুরমুয। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবি হও তবে আরো দেখতে পাবে যে, একটি লোক অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে, আর এমন একটি লোক খুঁজে ফিরবে যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। কিন্তু একটি লোক এমন পাবে না যে তার থেকে তা গ্রহণ করবে। তোমাদের প্রত্যেকটি লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে অবশ্যই সাক্ষাত করবে। সেদিন তার ও আল্লাহর মাঝে এমন কোন দোভাষী মাধ্যম থাকবে না—যে তার কথাগুলো ভাষান্তরিত করে (বুঝিয়ে) দেবে। আল্লাহ সরাসরি তাকে বলবেন, আমি কি দুনিয়ায় তোমার নিকট আমার বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য কোন রসূল পাঠাইনি ? সে বলবে, হাঁ নিশ্চয়ই পাঠিয়েছেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, আমি কি দুনিয়াতে তোমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি দান করিনি ? সে বলবে, হাঁ অবশ্যই করেছেন। তারপর সে তার ডানদিকে তাকাবে। তখন জাহান্নাম ভিন্ন আর কিছুই সে দেখতে পাবে না। তারপর বামদিকে তাকাবে। কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়বে না। আদী বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, অর্ধেক খেজুর দান করে হলেও তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাক। যদি কেউ অর্ধেক খেজুর দানেও অসমর্থ হয়, তবে উত্তম কথা দিয়ে নিজেকে

আগুন থেকে রক্ষা কর। আদী বলেন, নবী (স)-এর প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (পরবর্তীকালে) আমি এক বৃদ্ধা রমণীকে দেখেছি, হিরা থেকে এসে কাবা ঘরের তওয়াফ করছে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় সে করছে না। (অর্থাৎ কোথাও চোর-ডাকাতের উপদ্রব নেই।) আর নবী (স)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম যারা কিসরা ইবনে হুরমুযের ধনাগার জয় করেছে। আর তোমরা যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকো তাহলে তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে নবী আবুল কাসেম (স) যা বলেছেন যে, এক ব্যক্তি অঞ্জলি ভর্তি প্রচুর সোনারূপা নিয়ে বের হবে (এবং তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না)—এটাও তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।

٣٣٣٠- عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيْفَةَ سَمِعْتُ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৩০. মুহিল্লি ইবনে খলীফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আদী ইবনে হাতিমকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। (বাকী হাদীস পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় মুহিল্লি ইবনে খলীফা হাদীসটি আদী ইবনে হাতেম থেকে সরাসরি শুনেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে।)

٣٣٣١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللّٰهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِيَ الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيْتُ خَزَائِنَ مَفَاتِيْحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللّٰهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৩৩৩১. উকবা ইবনে আমের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন নবী (স) বাইরে গমন করেন এবং (অন্যান্য) মৃতদের ন্যায় ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের জন্য জানাযা পড়েন। অতপর তিনি এসে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং বলেন, আমি তোমাদের অগ্রবর্তী ব্যক্তি এবং আমি তোমাদের সাক্ষী। আল্লাহর কসম ! আমি আমার হাউযে কাউসার এখন দেখতে পাচ্ছি। সারা বিশ্বের ধনাগারসমূহের কুঞ্জি আমাকে দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম ! আমি এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হচ্ছে তোমরা শুধু দুনিয়াবী ধন-সম্পদের জন্য পরস্পর কলহে ও শত্রুতায় লিপ্ত হবে।

٣٣٣٢- عَنْ أُسَامَةَ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطُمٍ مِنَ الْإِطَامِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى إِنِّي أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ مَوَاقِعَ الْقَطْرِ -

৩৩৩২. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) মদীনার একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করে সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ ? আমি দেখতে পাচ্ছি ফিতনা তোমাদের ঘরসমূহে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে।

٣٣٣٣- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هٰذَا وَحَلَقَ بِاِصْبَعِهِ وَبِالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ وَعَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَتْنِىْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا اُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ -

৩৩৩৩. যয়নব বিনতে জাহশ (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমাটি উচ্চারণ করতে করতে তাঁর কাছে এলেন। তারপর বললেন, অচিরেই একটি অনিষ্টকারিতা ও অকল্যাণে আরবদের ধ্বংস অনিবার্য। ইয়াজুজ মাজুজ আজ দেয়াল এতটুকু পরিমাণ ছিদ্র করেছে, এই বলে তিনি দু'টি আঙ্গুলকে বৃত্তাকার করে দেখালেন। যয়নব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব ? অথচ আমাদের মাঝে অনেক সৎলোক রয়েছে। তিনি বললেন, হাঁ, পাপাচার যখন ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে।

অপর একটি বর্ণনায় উম্মে সালামা বলেন, একদিন নবী (স) ঘুম থেকে উঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ ! কতই না ধনভান্ডার অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং কতই না ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। [অর্থাৎ নবী (স) স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর একদিকে পারস্য ও রোমের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে, অপরদিকে তাদের মধ্যে দেখা দেবে নানারূপ ফিতনা ও বিশৃংখলা।]

٣٣٣٤- عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ إِنِّى اَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا فَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْ رُعَامَهَا فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُوْنُ الْغَنَمُ فِيْهِ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ أَوْ سَعَفَ الْجِبَالِ فِىْ مَوَاقِعِ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ -

৩৩৩৪. আবু সা'সাহ' (রা) আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) একদিন আমাকে বললেন, আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি বকরী খুব পসন্দ কর এবং সবসময় তাদের লালনপালন কর। সুতরাং তোমাকে বলছি সর্বদা তাদের প্রতি যত্ন নেবে এবং তাদের রোগ ব্যধির শুশ্রুষার প্রতি খেয়াল রাখবে। কেননা আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের ওপর এমন এক যমানা আসবে, যখন বকরীই হবে মুসলমানদের উত্তম সম্পদ। একে নিয়ে মুসলমান পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় বৃষ্টির বর্ষণস্থলে (অর্থাৎ উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশে, যেখানে চারণভূমি ও ঘাস থাকবে) ছুটে যাবে এবং ফিতনা থেকে পালিয়ে নিজের দীন রক্ষা করবে।

٣٣٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَاً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ - وَعَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ هٰذَا اِلاَّ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ يَزِيْدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ -

৩৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, অচিরেই বহু ফিতনার উদ্ভব হবে। সে ফিতনার যুগে বসে থাকা ব্যক্তি দন্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে এবং দন্ডায়মান ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। আর চলন্ত ব্যক্তি দ্রুত ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে। যে ব্যক্তি সে ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে ফিতনা তাকে টেনে নিয়ে যাবে। তখন সেই ফিতনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি কেউ কোন আশ্রয় খুঁজে পায়, তবে সে যেন সেখানে আশ্রয় নেয়।

নওফিল ইবনে মুআবিয়া থেকেও আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উক্ত হাদীসে রাবী আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান এ কথাটি অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, নামাযসমূহের মধ্যে এক ওয়াক্ত নামায এমন রয়েছে, ঐ নামায যার কাছ থেকে ছুটে গেল (মনে করতে হবে) তার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

٣٣٣٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ اَثَرَةٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَاتَاْمُرُنَا قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْكُمْ وَتَسْاَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِىْ لَكُمْ -

৩৩৩৬. আবদুল্লাহ (রা) ইবনে মাউসদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, অচিরেই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে এবং এমন কিছু কাজ হয়ে যাবে যা তোমরা অপসন্দ করবে। সাহাবারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তখন আপনি আমাদের কি করতে বলেন। তিনি বললেন, (তাদের প্রতি) তোমাদের যা কর্তব্য (শোনা ও আনুগত্য করা) তা পালন করবে। আর তোমাদের যা প্রাপ্য গনীমত ইত্যাদি তা আল্লাহর নিকট চাইবে।

٣٣٣٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قال رسَولَ اللّٰهِ ﷺ يُهْلِكُ النَّاسَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوْا فَمَا تَاْمُرُنَا قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ اِعْتَزَلُوْهُمْ -حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاُمَوِىُّ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ يَقُوْلُ هَلاَكُ أُمَّتِىْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ بَنِىْ فُلاَنٍ وَبَنِىْ فُلاَنٍ -

৩৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কুরাইশদের এ লোকেরা (পার্থিব স্বার্থ ও রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মোহে) লোকদের ধ্বংস করবে। সাহাবারা বললেন, তখন আমাদের আপনি কি করতে আদেশ করেন ? তিনি বললেন ঃ হায় ! লোকেরা যদি তখন তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলতো।

সাইদ আল উমারী বলেন, আমি মারওয়ান ও আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে ছিলাম। এ সময় একদিন আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনলাম, আমি সত্যবাদীকে ও সত্যবাদী বলে প্রমাণিত রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস হবে কুরাইশের কতিপয় যুবকের হাতে। তখন মারওয়ান বিস্মিত হয়ে বলল, কতিপয় যুবকের হাতে ? আবু হুরাইরা (রা) বললেন, যদি তুমি শুনতে চাও তবে আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পুত্র এভাবে তাদের প্রত্যেকের নাম তোমাকে বলে দিতে পারি।

٣٣٣٨- عَنْ أَبُوْ إِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِىْ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُوْلُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِى تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا فَقَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ إِنْ أَدْرَكَنِى ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৩৩৮. আবু ইদ্রিস খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-কে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু আমি তাঁকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম, এই আশংকায় যে আমার জীবনেই তা শুরু হয়ে না যায়। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! নিশ্চয়ই আমরা ইতিপূর্বে অজ্ঞতা ও অকল্যাণের মধ্যে ছিলাম। তারপর আল্লাহ আমাদের এই কল্যাণ (ইসলাম) দান করলেন। এই কল্যাণের পর আবার কি কোন অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ। আমি বললাম, ঐ অকল্যাণের পর আবার কি কোন কল্যাণ আসেব ? তিনি বললেন, হাঁ। তবে তাতে কিছু আবিলতা থাকবে। আমি বললাম, সে আবিলতার স্বরূপ কি হবে ? তিনি বললেন, সে আবিলতার স্বরূপ হবে এই যে, একদল লোক আমার প্রদর্শিত পথ ছাড়া অন্য পথে লোকদেরকে চালিত করবে। তাদের কোন কোন কাজ শরীয়াত সম্মত হবে আবার কোন কোন কাজ শরীয়াত বিরুদ্ধ হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল !

এই কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে ? তিনি বললেন, হাঁ। জাহান্নামের দরজাসমূহের দিকে বহু আহবানকারী লোকদেরকে আহবান করবে। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাবে তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের পরিচয় কি ? তিনি বললেন, তারা হবে আমাদেরই সমগোত্রীয় এবং আমাদের ভাষায়ই তারা কথা বলবে। আমি বললাম, ঐ অবস্থা যদি আমাকে পেয়ে বসে অর্থাৎ যদি আমি ঐ সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে আপনি আমাকে তখন কি করতে বলেন ? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামায়াত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে থাকবে। আমি বললাম, যদি তখন মুসলমানদের দল ও ইমাম না থাকে ? তিনি জবাব দিলেন, তবে তোমাকে যদি গাছের মূল খেয়েও জীবন ধারণ করতে হয় তবুও তুমি তাদের সকল দল হতে দূরে থাকবে, এমন কি এ অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যুও ঘটে। অর্থাৎ মরণকে বরণ করে নেবে তবু পথ ভ্রষ্টদের দলে যোগ দেবে না।

٣٣٣٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ تَعَلَّمَ أَصْحَابِى الْخَيْرَ وَتَعَلَّمْتُ الشَّرَّ -

৩৩৩৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সবসময় কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আর আমি অকল্যাণ ও ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি।

٣٣٤٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ -

৩৩৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত (মুসলমানদের) এমন দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত না হবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিন্ন,[২৭] সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤١- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُوْنَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ -

৩৩৪১. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যে পর্যন্ত দু'টো দলের মধ্যে যুদ্ধ না বাঁধবে সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এমন দু'টো দলের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধবে যাদের দাবী হবে এক ও অভিন্ন এবং যে পর্যন্ত প্রায় তিরিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করবে, সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

٣٣٤٢- عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ

২৭. হাদীসে পরবর্তীকালে হযরত আলী ও মুআবিয়ার পারস্পরিক বিরোধ ও তার ফলশ্রুতি হিসেবে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِيْهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَؤُنَ الْقُرْاٰنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلٰى نَصْلِهِ فَلَا يَجِدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُوَ قِدْحُهُ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدٰى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ وَيَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ (خَيْرِ فِرْقَةٍ) مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِىَ بِهِ حَتّٰى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلٰى نَعْتِ النَّبِىِّ ﷺ الَّذِى نَعَتَهُ ـ

৩৩৪২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি কিছু পরিমাণ সম্পদ বন্টন করছিলেন। তখন বনী তামীম গোত্রের যুল খোয়াইসরা নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট এলো এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল ! ইনসাফ করুন। তিনি বললেন ঃ ও হে হতভাগা ![২৮] আমি যদি ইনসাফ না করি, তবে কে ইনসাফ করবে ? আমি যদি ইনসাফ না করতাম, তবে তুমি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (খিবতা ও খাসিরতা হলে এ অর্থ হবে। আর যদি খিবতু ও খাসিরতু হয় তবে অর্থ হবে যদি আমি ইনসাফ না করতাম তবে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হতাম)। উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। তিনি বললেন ঃ তাকে যেতে দাও। কেননা, তার কিছু সংখ্যক সাথী এমন রয়েছে, যাদের নামাযের (বাহ্যিক রূপের) তুলনায় তোমরা নিজেদের নামাযকে এবং যাদের রোযার তুলনায় তোমরা নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করে অথচ তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামে না। তারা দীন থেকে এমন দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়। সে তীরের অগ্রভাগের লোহাটি দেখলে তাতে শিকারের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। তার (অগ্রভাগের লোহার) নীচের প্যাঁচগুলো দেখলে তাতেও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তার মধ্যবর্তী অংশটুকু দেখলে তাতেও কোন

২৮. "হতভাগা" এর আরবী প্রতিশব্দ ويلك আরবের একটি পরিভাষা। এর শাব্দিক অর্থ ঃ তোমার অমঙ্গল হোক কিংবা তুমি ধ্বংস হও। কিন্তু মূলত এর দ্বারা বদদোয়া কামনা উদ্দেশ্যে নয়। যেমন বাংলা পরিভাষায় বলা হয় দূর পোড়া কপালে ! পোড়ামুখী হতভাগা ইত্যাদি। তাই হাদীসে শব্দের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ না করে সহজবোধ্য করার জন্য বাংলা পরিভাষায় তার অর্থ করা হয়েছে, "ওহে, হতভাগা!"—অনুবাদক

চিহ্ন পাওয়া যায় না এবং তার পালক দেখলে তাতেও কোন কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি (শিকারী জন্তুর নাড়ী-ভুড়ি ভেদ করে) মল ও রক্ত অতিক্রম করে বেরিয়েছে।[২৯] তাদের (চেনার জন্য) নিদর্শন হবে এই যে, তাদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় লোক হবে যার একটি বাহু হবে স্ত্রীলোকের স্তনের ন্যায় অথবা নড়বড়ে মাংসপিন্ডের ন্যায়। যখন মানুষের মধ্যে (পারস্পরিক) মতবিরোধ দেখা দেবে তখন তারা আত্মপ্রকাশ করবে। আবু সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এ হাদীসটি আমি নবী (স) থেকে শুনেছি এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আলী ইবনে আবু তালিব তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও সে যুদ্ধে তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি আলী (রা) ঐ কৃষ্ণকায় লোকটিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ জারী করেছিলেন। অতপর লোকটিকে হাজির করা হলো। তখন আমি তার মধ্যে ঐ সকল বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেছি, যা যা নবী (স) তার ব্যাপারে বর্ণনা দিয়েছিলেন।

٣٣٤٣- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَأْتِيْ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩৩৪৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করি, তখন তাঁর নামে মিথ্যা বলার চাইতে আকাশ থেকে পড়ে ধ্বংস হওয়াটাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বলে মনে হয়। (অর্থাৎ বিপাকে মৃত্যুবরণ করতে আমি রাযী, তবুও নবী (স)-এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতে রাযী নই।) আর আমি যখন তোমাদের নিকট আমার ও তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যাপারে কথা বলি, তখন যুদ্ধ ব্যাপারে আমি সত্য গোপন করতে পারি। কেননা যুদ্ধটাই একটা কূটকৌশল। তারপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শেষ যামানায় এমন একদল অল্প বয়স্ক অর্বাচীন যুবকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা সৃষ্টিকূলের বুলির উত্তম বুলি আওড়াবে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না)। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে।

---

২৯. এখানে মূল খুয়াইসিরার সাথীদের দীন গ্রহণ ও বর্জনকে শিকারী জন্তুর দেহ ভেদকারী তীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা দীন গ্রহণ করার পর এত দ্রুত তা বর্জন করবে যে, দীনের কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে না। যেমন একটি তীর এত দ্রুত শিকারী জন্তুর দেহ ভেদ করে যায় যে, নাড়ী ভুড়ি অতিক্রম করা সত্ত্বেও তীরের গায়ে মল ও রক্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথবা বাহ্যিক যাবতীয় ইসলামী কার্যকলাপ সম্পাদন করলেও তাদের অন্তরে ও চরিত্রে সামান্যতম ইসলামী প্রভাবও পরিদৃষ্ট হবে না।

٣٣٤٤- عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِيْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلاَّ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُوْ اللّٰهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَّ اللّٰهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

৩৩৪৪. খাব্‌বাব ইবনে আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর নিকট (আমাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে) অভিযোগ করলাম। তখন তিনি নিজের চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কাবা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করবেন না ? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এমন আর কি দুর্দশা হয়েছে ? তোমাদের পূর্বে যারা ঈমানদার ছিল, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হতো, তারপর তাকে সে গর্তের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো ; তারপর করাত আনা হতো এবং তা তার মাথার ওপর স্থাপন করে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হতো। তবুও এ অমানুষিক নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার লোহার চিরুণী দ্বারা কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু আঁচড়ে তুলে ফেলা হতো। তবুও এটা তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহর কসম ! এ দীন অবশ্য পূর্ণতা লাভ করবে। (এবং সর্বত্র এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে,) তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাযরামাওত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে অতিক্রম করবে। তখন সে নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো এবং নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুরই ভয় করবে না। তোমরা কিন্তু (এ সময়টার আগমনের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করছ।

٣٣٤٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِيْ بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوْسٰى ابْنُ أَنَسٍ فَرَجَعَ الْمَرَّةَ الْاٰخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيْمَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -

৩৩৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সাবেত ইবনে কাইসকে (কয়েক দিন যাবত) দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার জন্য তার খবর জেনে আসতে পারি। এ বলে তিনি সাবেত ইবনে কাইসের নিকট গেলেন এবং দেখলেন যে, তিনি নিজের বাসভবনে মস্তক অবনত করে বসে আছেন। তখন তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে ? তিনি বললেন, "অমঙ্গল। কেননা সাবেত নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরের চাইতে উচ্চস্বরে তার সামনে কথা বলেছে। সুতরাং (কুরআনের ঘোষণা মতে) তার যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং সে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। অতপর তিনি এসে রসূলুল্লাহ (স)-কে খবর দিলেন যে, সাবেত এই এই কথা বলেছে। রাবী মূসা ইবনে আনাস (রা) বলেন, লোকটি এক বিরাট সুসংবাদ নিয়ে পুনর্বার সাবেতের নিকট গেলেন (সুসংবাদটি এই) নবী (স) তাকে বলেছেন ঃ তুমি তার নিকট যাও এবং তাকে বল—নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত নও। বরং তুমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত।[৩০]

٣٣٤٦- عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَرَأَ رَجُلٌ الْكَهْفَ وَفِى الدَّارِ الدَّابَّةُ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيَتْهُ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِقْرَأْ فُلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْاٰنِ أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْاٰنِ -

৩৩৪৬. আবু ইসাহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযেব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা রাতের বেলা এক ব্যক্তি (উসাইদ ইবনে হুযাইর) সূরা আল কাহাফ (নামাযের মধ্যে) তেলাওয়াত করছিলেন। আর ঐ বাড়িতে তার একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ঘোড়াটি তখন লাফাতে লাগল। তারপর তিনি সালাম ফিরে দেখলেন যে, এক অভিনব কুহেলিকা কিংবা একখন্ড মেঘ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অতপর লোকটি নবী (স)-এর নিকট এ ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ হে অমুক ! তুমি যদি পড়তে থাকতে ! নিশ্চয়ই (তোমাকে আচ্ছন্নকৃত) ওটাই ছিল সেই 'সাকীনা' (শান্তি), যা কুরআন তেলাওয়াতের দরুন নাযিল হয়ে থাকে।

٣٣٤٧- عَنْ اَبِىْ إِسْحٰقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُوْلُ جَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى أَبِىْ فِىْ مَنْزِلِهِ فَاشْتَرٰى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِعَازِبٍ ابْعَثْ اِبْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِىَ قَالَ فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِىْ يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِىْ يَا أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْنِى كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِيْنَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْغَدِ حَتّٰى قَامَ قَائِمُ

৩০. যখন لا ترفعوا اصوتكم فوق صوت النبي الخ "হে মুমিনরা ! তোমরা নিজেদের কণ্ঠকে নবীর চাইতে উচ্চকণ্ঠ করো না ..... যদি কর তবে তোমাদের আমল ব্যর্থ ও পন্ড হয়ে যাবে।" এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাবেত ইবনে কাইস রসূলের দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করে দিলেন কেননা তার কণ্ঠস্বর ছিল স্বভাবত উচ্চ। তিনি আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে মনে মনে ভাবলেন আয়াত অনুসারে তার যাবতীয় আমল পন্ড হয়ে গেছে এবং তিনি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন। এ সংবাদ রসূলের নিকট পৌঁছুলে তিনি তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। মূলত আয়াতটির তাৎপর্য হলো ঃ "নবীর কথার ওপর কথা বলা" অর্থাৎ "নবীর সাথে বাদানুবাদ করা।"

الظَّهِيْرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيْقُ لاَ يَمُرُّ فِيْهِ أَحَدٌ فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيْلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَكَانًا بِيَدِيْ يَنَامُ عَلَيْهِ وَبَسَطْتُ فِيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِيْ أَرَدْنَا فَقُلْتُ (لَهُ) لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ مَكَّةَ قُلْتُ أَفِيْ غَنَمِكَ لَبَنٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَحْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذٰى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاءَ يَضْرِبُ اِحْدٰى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى يَنْفُضُ فَحَلَبَ فِيْ قَعْبٍ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِي اِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْتَوِيْ مِنْهَا يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَهُ فَوَافَقْتُهُ حِيْنَ اِسْتَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيْلِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَا مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلٰى بَطْنِهَا أُرٰى فِيْ جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّيْ أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوَا لِيْ فَاللّٰهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَنَجَا فَجَعَلَ لاَ يَلْقٰى أَحَدًا إِلاَّ قَالَ (قَدْ) كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا فَلاَ يَلْقٰى أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ قَالَ وَوَفٰى لَنَا ـ

৩৩৪৭. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি, একদা আবু বকর (রা) তাদের বাড়িতে তাঁর পিতার নিকট এলেন এবং তার কাছ থেকে একটা হাওদা (উটের পিঠের কাঠের নির্মিত আসন) ক্রয় করলেন। তারপর আযেবকে বললেন, আপনার ছেলেকে এটা বহন করে নেয়ার জন্য আমার সাথে দিন। (বারা'আ বলেন,) অতপর আমি হাওদাটা বহন করে তাঁর সাথে চললাম আর আমার পিতা (আযেব) তার মূল্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের সাথে চললেন। এক সময় আমার পিতা তাঁকে বললেন, হে আবু বকর ! আমাকে বলুন তো, যে রাতে আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন সে রাতে আপনাদের উভয়ের কি অবস্থা হয়েছিল ? আবু বকর (রা) বললেন, হাঁ (শুনুন)। আমরা গুহা থেকে বেরিয়ে সারা রাত এবং পরবর্তী দিনেরও অর্ধেক সময় পর্যন্ত পথ চলতে থাকলাম। যখন

দুপুর হলো এবং পথ ঘাট এতটা জনশূন্য হয়ে পড়লো যে, একটি প্রাণীরও যাতায়াত নেই, তখন আমাদের একটি বিশাল পাথর নজরে পড়ল। তার নীচে ছায়া ছিল, সূর্যের তাপ তা ভেদ করে আসতে পারত না। আমরা পাথরটির নিকটে উপস্থিত হলাম এবং আমি নিজ হাতে নবী (স)-এর জন্য কিছুটা জায়গা পরিষ্কার ও সমতল করে নিলাম, যাতে তিনি শুয়ে খানিকটা বিশ্রাম নিতে পারেন। তারপর আমি একখানা (চামড়ার) চাদর বিছিয়ে দিয়ে (তাঁকে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য এদিক ওদিক খেয়াল রাখব। তখন রসূলুল্লাহ (স) শুয়ে পড়লেন এবং আমি চারদিক থেকে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। হঠাৎ আমার নযরে পড়ল, একজন মেষচারক তার বকরীর পাল নিয়ে পাথরটির দিকে আসছে। তারও উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরই উদ্দেশ্যের ন্যায়। (অর্থাৎ পাথরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া) আমি বললাম, হে যুবক ! তুমি কার (অধীনস্থ রাখাল ?) সে মক্কা বা মদীনার রাবীর সন্দেহ কোন একজন লোকের নাম বলল। আমি বললাম, তোমার বকরীগুলো কি দুধ দেয় ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। তারপর সে একটি বকরী ধরে আনল । আমি বললাম, বকরীর স্তনটি মাটি, পশম ও ময়লা ইত্যাদি থেকে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার কর। আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা'আকে দেখেছি, তিনি নিজের এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে ঝেড়ে যে ভাবে লোকটি বকরীর স্তন ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করল তা দেখালেন। অতপর সে একটি দুধের পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকটও একটি পাত্র ছিল, যা আমি নবী (স)-এর জন্য সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম; যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তিসহকারে পানি পান করতে ও অযু করতে পারেন। আমি দুধের পেয়ালাটি হাতে করে নবী (স)-এর নিকট এলাম। কিন্তু তাঁকে ঘুম থেকে জাগানো ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পর আমি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। ইতিমধ্যে আমি দুধের সাথে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করার জন্য কিছু পানি মিশ্রিত করলাম। এতে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! পান করুন। আবু বকর (রা) বলেন, তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আমাদের যাত্রার সময় কি এখনো হয়নি ? আমি বললাম, হাঁ, সময় হয়ে গেছে। আবু বকর (রা) বলেন, সুতরাং আমরা (আবার) যাত্রা শুরু করলাম। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সুরাকা ইবনে মালেক আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল যাকে মক্কার কাফেররা একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করে নবী (স)-এর খোঁজে পাঠিয়েছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করা হচ্ছে। তিনি বললেন ঃ চিন্তা করো না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। এরপর নবী (স) সুরাকার জন্য বদদোয়া করলেন। তৎক্ষণাৎ তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে পেট পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে গেল —আমার ধারণা শক্ত মাটির মধ্যে। রাবী যুহাইর (রা) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ রাবী যুহাইর ঠিক মনে করতে পারছিলেন না যে, তার পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী فى جلد من الارض "শক্ত মাটির মধ্যে" এ কথাটিও বলেছেন কিনা ! সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার প্রতি বদদোয়া অভিশাপ করেছেন। কাজেই আমার আবেদন, আপনারা আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ আপনাদের সাহায্যকারী সুতরাং কেউ আপনাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ওয়াদা করছি আপনাদের অন্বেষণকারীদেরকে আমি ফিরিয়ে দেব। তখন নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন। সে মুক্তি পেল। তারপর ফেরার পথে যার সাথেই

তার দেখা হতো তাকে সে বলত, তোমাদের কাজ আমি সেরে এসেছি অর্থাৎ যথেষ্ট খোঁজ করেছি। ওদিকে নেই। এমনি করে যার সাথেই তার সাক্ষাত হলো তাকেই সে ফিরিয়ে দিল। আবু বকর (রা) বলেন, সে আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছে।

٣٣٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ طَهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمّٰى تَفُوْرُ أَوْ تَثُوْرُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ إِذًا -

৩৩৪৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) একজন অসুস্থ বেদুইনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল, যখন কোন পীড়িত ব্যক্তিকে তিনি দেখতে যেতেন, তখন বলতেন, কোন ক্ষতি বা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ এটা (অসুখ) পাপ থেকে পবিত্রকারী। অতএব তিনি ঐ বেদুইনকেও বললেন ঃ কোন ক্ষতি নেই। ইনশাআল্লাহ এটা পাপ থেকে পবিত্রকারী। বেদুইন লোকটি ভদ্রতা জ্ঞানের অভাবশত বলে ফেলল, আপনি বলছেন পবিত্রকারী। মোটেই না। বরং এটা এমন একটা জ্বর যা একজন অতিশয় বৃদ্ধের দেহে টগবগ করে ফুটছে এবং জ্বর তাকে কবর দেখিয়ে ছাড়বে। অর্থাৎ মৃত্যু ঘটাবে। নবী (স) বললেন ঃ তবে তা-ই হোক। বাস্তবেও তা-ই হলো। ঐ বেদুইন লোকটি পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল।

٣٣٤٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيًا فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ نَصْرَانِيًّا فَكَانَ يَقُوْلُ مَا يَدْرِيْ مُحَمَّدٌ إِلاَّ مَا كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللّٰهُ فَدَفَنُوْهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ فَأَعْمَقُوْا (لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا) فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوْا هٰذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَشُوْا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ فَحَفَرُوْا لَهُ وَاَعْمَقُوْا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا اسْتَطَاعُوْا فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوْا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ فَأَلْقَوْهُ -

৩৩৪৯. আনাস (রা) বলেন, একজন লোক প্রথমে খৃষ্টান ছিল। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে সূরা আল বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়ে শেষ করল এবং নবী (স)-এর নির্দেশ ক্রমে অহী লিখতে শুরু করল অর্থাৎ অহী লেখক নিযুক্ত হলো। তারপর সে নবী (স)-এর নিকট থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার খৃষ্টান হয়ে গেল এবং বলতে লাগল, আমি মুহাম্মাদকে যা লিখে দিতাম তাছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

তারপর আল্লাহ তাকে মৃত্যুমুখে পতিত করলে খৃষ্টানরা তাকে কবরস্থ করল। কিন্তু পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। তখন খৃষ্টানরা বলল,

এটা মুহাম্মাদ (স) ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল তাই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। অতপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়লো এবং যতটা সম্ভব তা গভীর করল (এবং তাকে দাফন করল।) পরদনি সকালে আবার দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। এবারেও খৃষ্টানরা বলল, এটা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদের কাজ। আমাদের এ লোকটি যেহেতু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, তা-ই তারা এর কবর খুঁড়ে একে বাইরে ফেলে গিয়েছে। এরপর তারা তার জন্য আবার কবর খুঁড়ল এবং যতদূর সম্ভব কবরটি গভীর করল (এবং তাকে তাতে দাফন করল।) কিন্তু পরদিন সকালে দেখা গেল যে, ভূগর্ভ তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তখন তারা বুঝতে পারল যে, এটা কোন মানুষের কাজ নয়। তাই তারা তাকে ওভাবেই ফেলে রাখল।

٣٣٥٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৩৩৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিসরা (পারস্য সম্রাটের উপাধি) যখন একবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার (রোম সম্রাটের উপাধি) যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের উদ্ভব ঘটবে না। ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে মুহাম্মাদের জান ! এটা নিশ্চিত যে, অচিরেই তোমরা কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ জয় করবে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।[৩১]

٣٣٥١- عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ (وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ) وَذَكَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

৩৩৫১. জাবের ইবনে সামুরা (রা) থেকে মরফু হাদীসে[৩২] বর্ণিত। তিনি বলেন, কিসরা যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন আর কোন কিসরার আবির্ভাব ঘটবে না এবং কাইসার যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তারপর আর কোন কাইসারের আবির্ভাব ঘটবে না। সামুরা আরো উল্লেখ করেন যে, নবী (স) এও বলেছেন, অচিরেই কিসরা ও কাইসারের ধনাগারসমূহ অবশ্যই আল্লাহর পথে ব্যয়িত হবে।

---

৩১. মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব যুগে ইরাক অগ্নি উপাসক পারস্য সম্রাটের অধীনে এবং সিরিয়া খৃষ্টান রোম সম্রাটের অধীনে ছিল। তৎকালে এ দু'টি দেশ অর্থাৎ ইরাক ও সিরিয়া কুরাইশদের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। তাই ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের মনে আশংকা জাগল যে, ইরাক ও সিরিয়ায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) কুরাইশ মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত ও আশংকামুক্ত করার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, অচিরেই পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে এবং তাদের ধনাগারসমূহ মুসলমানদের করতলগত হবে। রসূলুল্লাহর (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণীটি মাত্র কয়েক বছর পর আবু বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে ইরাক ও সিরিয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করে।

৩২. মরফু হাদীস—যে হাদীসের সনদ সরাসরি রসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে কিন্তু রাবী কোন কারণে রসূলের নাম উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ স্বয়ং রসূলের হাদীস বলে সাব্যস্ত ও স্থিরীকৃত হয়েছে তাকে মরফু হাদীস বলে।

٣٣٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَجَعَلَ يَقُوْلُ إِنْ جَعَلَ لِيْ مُحَمَّدٌ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِيْ بَشَرٍ كَثِيْرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَاقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِيْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ قِطْعَةُ جَرِيْدٍ حَتّٰى وَقَفَ عَلٰى مُسَيْلِمَةَ فِيْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِيْ هٰذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللّٰهِ فِيْكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللّٰهُ وَإِنِّيْ لَأَرَاكَ الَّذِيْ أُرِيْتُ فِيْكَ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيْ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِيْ شَأْنُهُمَا فَأُوْحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ ـ

৩৩৫২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় একবার মুসাইলামা কায্যাব এসে মুসলমানদেরকে বলতে লাগল, যদি মুহাম্মদ তাঁর পরে আমাকে খলীফা স্থলাভিষিক্ত করে যান, তবে আমি তার আনুগত্য করব। সে তার দলের বহু লোককে সাথে নিয়ে এসেছিল। খবর পেয়ে রসূলুল্লাহ (স) সাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার নিকট যাত্রা করলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে ছিল একটি কাষ্ঠ খন্ড। তিনি সাথীদের দ্বারা বেষ্টিত মুসাইলামার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বললেন, যদি এই নগণ্য কাষ্ঠ খন্ডটিও তুমি আমার নিকট দাবী কর তাও আমি তোমাকে দেব না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর যা ফয়সালা তা তুমি কখনো লংঘন করতে পারবে না। যদিও কিছুদিন তুমি জীবিত থাক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। নিসন্দেহে আমি তোমাকে সে ব্যক্তি বলেই মনে করি, যার সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নযোগে সবকিছু দেখানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু হুরাইরা (রা) আমাকে বলেছেন, একদিন রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি একদা ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ স্বপ্নের মধ্যে দেখি যে, আমার দু' হাতে দু'টো সোনার কঙ্কন। কঙ্কন দু'টো আমাকে সাংঘাতিক ভাবিয়ে তুলল। এমতাবস্থায় স্বপ্নের মাঝেই আমার নিকট অহী এল ঃ আপনি এতে ফুঁ দিন। আমি ফুঁ দিতেই কঙ্কন দু'টো উড়ে গেল। আমি এর ব্যাখ্যা এভাবে করলাম যে, আমার পর দু'জন মিথ্যাবাদী ভন্ডব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে। তাদের একজন হল আসওয়াদ আনসী ও অপরজন হল ইয়ামামার অধিবাসী মুসাইলামা।[৩৩]

٣٣٥٣- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أُهَاجِرُ

৩৩. নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর কিছু লোক নিজেদেরকে নবী বলে দাবী করে। এদের মধ্যে মুসাইলামা ও আসওয়াদ আনসী অন্যতম। আবু বকর (রা) খলীফা হওয়ার পর মুসলিম সেনাবাহিনী পাঠিয়ে এসব ভন্ড নবীদের নির্মূল করেন। হামযা (রা)-এর হত্যাকারী অহশী মুসাইলামাকে এবং কাইস ইবনে মাকশুহ ও ফিরোয দাইলামী আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করেন।

مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذَا هِيَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيْ رُؤْيَايَ هٰذِهِ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيْبَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ بِأُخْرٰى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَأَيْتُ فِيْهَا بَقَرًا وَاللّٰهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ أُحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللّٰهُ (بِهِ) مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدْقِ الَّذِيْ اٰتَانَا اللّٰهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ ـ

৩৩৫৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আমি একদা স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে হিজরত করে এমন একটি স্থানে এসেছি যেখানে বহু খেজুরের বৃক্ষ রয়েছে। আমার মনে হল, স্থানটা ইয়ামামা কিংবা হাজর (ইয়েমেনের একটি শহর) হবে। মূলত স্থানটি ছিল মদীনা যার পূর্ব নাম ইয়াসরিব। আমি আরও স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী নাড়াচাড়া করছি। হঠাৎ তার ধার নষ্ট হয়ে গেল। এটা ছিল সেই বিপর্যয়ের ইঙ্গিত যা ওহোদ দিবসে মুমিনদের ওপর নেমে এসেছিল। তারপর আমি তরবারীখানা দ্বিতীয়বার নাড়াচাড়া করলাম। এবার তা পূর্বের চাইতে উত্তম রূপ ধারণ করল। এটা হলো (পরবর্তী পর্যায়ে) আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিজয় ও মুমিনদের পুনরায় একত্রিত ও সমবেত হওয়ার ইঙ্গিত। আমি আরো স্বপ্নে দেখলাম একটি গাভী জবাই করা হচ্ছে এবং আমি স্বপ্নের মাঝে এ কথাটিও শুনতে পেলাম যে, আল্লাহ যা করেন তা-ই ভাল। অর্থাৎ তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকে। এই গাভীটি হল ওহোদ দিবসের (যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) মুসলমান। আর ভাল হলো আল্লাহর নিকট থেকে আগত ঐ সকল কল্যাণ ও সত্যবাদিতার পুরস্কার যা আল্লাহ বদর দিবসের পর আমাদেরকে দান করেছেন।

[অর্থাৎ আল্লাহ স্বপ্নযোগে নবী (স)-কে জানিয়ে দিলেন যে, ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও শাহাদাত বরণের পেছনে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত ছিল।]

٣٣٥٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَبْكِيْنَ ثُمَّ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيْثًا فَضَحِكَتْ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأَلْتُهَا فَقَالَتْ أَسَرَّ إِلَيَّ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْاٰنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حَضَرَ أَجَلِيْ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِيْ لَحَاقًا بِيْ فَبَكَيْتُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَضَحِكْتُ لِذٰلِكَ ـ

৩৩৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গৃহে এলেন। তার চলার ভঙ্গি অনেকটা নবী (স)-এর ন্যায় ছিল। তাকে দেখে নবী (স) বললেন, আমার কন্যার প্রতি মুবারকবাদ। তারপর তাকে নিজের ডান কিংবা বাম দিকে (রাবীর সন্দেহ) বসালেন এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বললেন। তখন সে কাঁদতে লাগলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কাঁদছ কেন ? তারপর নবী (স) আবার তাকে চুপি চুপি কি যেন বললেন। এবার সে হেসে দিল। আমি বললাম, আনন্দকে বেদনার এত কাছাকাছি আজকের মত আর কখনো আমি দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) তাকে কি বলেছেন ? ফাতিমা জবাব দিলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর গোপনীয়তা প্রকাশ করাটা পসন্দ করি না। তারপর নবী (স) যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তাকে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি বলেছিলেন ? ফাতিমা বললেন, তিনি প্রথমবার আমাকে চুপি চুপি বললেন, জিবরাইল (আ) কুরআন সম্পূর্ণটা প্রতি বছর একবার আমার নিকট পড়ে শুনাতেন। কিন্তু এ বছর তিনি দু'বার তা পাঠ করেছেন। এতে আমার ধারণা যে, আমার মৃত্যু নিকবর্তী। আর আমার পরিজনদের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলাম। তখন দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, এতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও যে, তুমি জান্নাতবাসিনী স্ত্রীলোকদের কিংবা মুমিন স্ত্রীলোকদের (রাবীর সন্দেহ) নেত্রী হবে। এ কথা শুনে আমি খুশীতে হেসে দিলাম।

٣٣٥٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجْعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي اَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৩৫৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন নিজ কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগলেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপি চুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, নবী (স) প্রথমবার চুপি চুপি আমাকে যে অসুখে তিনি ইনতিকাল করেছেন সে অসুখেই যে তার ইনতিকাল হবে এ কথা বলেছিলেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি চুপি চুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তার পশ্চাতগামী হবো, (অর্থাৎ আমিই সবার আগে দুনিয়া ত্যাগ করব) তখন আমি হেসে দিলাম।

٣٣٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُدْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ -

৩৩৫৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ইবনে আব্বাসকে (আমাকে) নিজের নিকটে বসাতেন। একদিন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে (উমরকে) বললেন, এর সমবয়সী আমাদেরও অনেক ছেলে রয়েছে। তিনি বললেন, এটা তো ঐ হিসেবে যা আপনিও জানেন। (অর্থাৎ তার জ্ঞান ও গুণের জন্যে।) তারপর উমর ইবনে আব্বাসকে اذا جاء نصر الله والفتح "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এল" এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। ইবনে আব্বাস বললেন, (এ আয়াতে) রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। উমর (রা) বললেন, আমিও এর ব্যাখ্যা তাই মনে করি যা তুমি জান।

٣٣٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِمِلْحَفَةٍ قَدْ عَصَّبَ بِعِصَابَةٍ دَسْمَاءَ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى يَكُوْنُوْا فِى النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيْهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيْهِ اٰخَرِيْنَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ فَكَانَ اٰخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ -

৩৩৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত তখন একদিন একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় কালো কাপড়ের পট্টি বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং সোজা মিম্বরের ওপর গিয়ে বসে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর সমবেত সাহাবাদের বললেন, মানুষ দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আনসার কমতে থাকবে। এক সময় এমন হবে যে, অন্যান্য মানুষের মধ্যে তাদের অবস্থা হবে খাদ্যের মাঝে লবণ তুল্য। তখন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এরূপ ক্ষমতার অধিকারী হয় যে, সে ইচ্ছা করলে কারো ক্ষতি করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কারো উপকার করতে পারে, তবে সে যেন আনসারদের উত্তম ব্যক্তিদের সৎকার্যাবলীকে গ্রহণ করে ও তাদের মন্দ ব্যক্তিদের অন্যায়কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। এটাই ছিল নবী (স)-এর সর্বশেষ মজলিস।

٣٣٥٨- عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ أَخْرَجَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَسَنَ فَصَعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৩৫৮. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) আলীর পুত্র হাসানকে ঘরের বাইরে নিয়ে এলেন এবং তাকে নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তারপর বললেন, আমার এ পুত্র (দৌহিত্র)[৩৪] নেতা হবে এবং সম্ভবত এর দ্বারাই আল্লাহ মুসলমানদের দু'টি বিবদমান দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।

٣٣٥٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى جَعْفَرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِىءَ خَبَرُهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

৩৪. আরবীতে পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র সবার ক্ষেত্রে ابن শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমনি اب শব্দটি পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ সবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩৩৫৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) (মূতার যুদ্ধে) জাফর ইবনে আবু তালিব ও যায়েদ ইবনে হারেসার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই তাদের মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন। তখন তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছিল।

٣٣٦٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُ وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا -

৩৩৬০. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) বললেন, তোমাদের কি মখমলের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি আছে ? আমি বললাম, আমাদের আবার কোথা থেকে গালিচা, কার্পেট থাকবে ? তিনি বললেন, দেখো, অচিরেই তোমাদের গালিচা কার্পেট ইত্যাদি হবে। জাবের (হাদীস বর্ণনা করার কালে) বললেন, এখন আমাদের গালিচা কার্পেট হয়েছে এবং (আমার স্ত্রী তা বিছালে) আমি আমার স্ত্রীকে যদি বলি, তোমার গালিচা, কার্পেট আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তখন সে বলে, কেন ? নবী (স) কি বলেননি যে, শীঘ্রই তোমাদের গালিচা, কার্পেট হবে ! কাজেই আমি তা বিছানো অবস্থায় থাকতে দেই।

٣٣٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ مُعْتَمِرًا قَالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ انْتَظِرْ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعْدٌ يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعْدٌ أَنَا سَعْدٌ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللّٰهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَأَقْطَعَنَّ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ قَالَ فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدٍ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَعَلَ يُمْسِكُهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ إِيَّايَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ فَرَجَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ قَالَتْ وَمَا قَالَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيخُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَمَا ذَكَرْتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ فَأَرَادَ

أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ جَهْلٍ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِىْ فَسِرْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللّٰهُ -

৩৩৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাদ ইবনে মুআয উমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলেন এবং মক্কা গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফ আবু সাফওয়ানের বাড়িতে উঠলেন। আর উমাইয়া যখন ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া যেত, তখন সে পথিমধ্যে মদীনায় সাদ-এর বাড়িতে উঠত। সাদ উমাইয়ার নিকট উমরা সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে উমাইয়া সা'দকে বলল, অপেক্ষা কর। যখন দুপুর হবে এবং লোকেরা নিজেদের কাজকামে মশগুল হয়ে পড়বে তখন যাবো এবং তাওয়াফ করব। তারপর দুপুর বেলায় সা'দ যখন কাবা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, তখন হঠাৎ আবু জাহল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল এবং বলল, যে লোকটি কাবা ঘরের তাওয়াফ করছে সে কে ? সা'দ বললেন, আমি সা'দ। আবু জাহল বলল, তুমি তো খুব নির্বিঘ্নে কাবা ঘরের তওয়াফ করছ। অথচ তোমরা মুহাম্মাদ ও তার সহচরদেরকে আশ্রয় দিয়েছ। সা'দ বললেন, হাঁ। দিয়েছি, তাতে কি হয়েছে ? এ বলে তাদের উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। তখন উমাইয়া সা'দকে বলল, আবুল হাকামের (আবু জাহল) সাথে বাদানুবাদ করো না। কারণ, তিনি মক্কাবাসীদের সরদার। অতপর সা'দ আবু জাহলকে বললেন, তুমি যদি কাবা ঘরের তওয়াফ করতে আমাকে বাধা দাও, তবে আল্লাহর কসম ! আমি তোমার সিরিয়ায় ব্যবসায়ের পথ রুদ্ধ করে দেব। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, উমাইয়া সা'দকে বারংবার বলছে, চড়া স্বরে কথা বলো না এবং তাঁকে বাধা দিতে লাগল। এতে সা'দ ক্রুদ্ধ হয়ে উমাইয়াকে বললেন, ছাড় তোমার কথা ! আমি মুহাম্মাদ (স) কে নিশ্চিতভাবে বলতে শুনেছি যে, তিনি তোমার হত্যাকারী হবেন। সে বলল, আমার ? সা'দ বললেন, হাঁ। সে বলল, আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদ যখন কোন কথা বলেন তখন তিনি মিথ্যা বলেন না। তারপর উমাইয়া বাড়ি ফিরে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, আরে শুনেছ, আমার মদীনার ভাইটি আমাকে কি বলে ? স্ত্রী বলল কেন ? কি বলেন তিনি ? উমাইয়া বলেন যে, সে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছে যে, তিনি (মুহাম্মাদ) আমার হত্যাকারী হবেন। স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম ! মুহাম্মাদ তো মিথ্যা বলেন না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, যখন মক্কার কাফেররা বদর যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং যুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেল, তখন উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বলল, তোমার মদীনার ভাইটি তোমাকে যে কথাটি বলেছিল তা কি তোমার মনে নেই ? ইবনে মাসউদ বলেন, তখন উমাইয়া স্থির করল যে, সে যুদ্ধে যাবে না। তাতে আবু জাহল তাকে বলল, আপনি মক্কার একজন সম্ভ্রান্ত নেতা। সুতরাং একদিন কিংবা দু'দিনের জন্য হলেও আমাদের সাথে চলুন, পরে না হয় ফিরে আসবেন। তারপর সে তাদের সাথে চলল। কিন্তু ফিরি ফিরি করে তার আর ফেরা হলো না। অবশেষে আল্লাহ তাকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করালেন।

٣٣٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ فِىْ صَعِيْدٍ فَقَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا أَوْ ذَنُوْبَيْنِ وَفِىْ بَعْضِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ

أَخَذَهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًا فِي النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسِ بِعَطَنٍ * وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَعَ أَبُوْ بَكْرٍ ذَنُوْبَيْنِ -

৩৩৬২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, একদা স্বপ্নের মধ্যে আমি লোকদেরকে একটি মাঠে সমবেত দেখলাম। তারপর আবু বকর (রা) উঠে দাঁড়ালেন এবং একটি কূপ থেকে এক বালতি কিংবা দু' বালতি (রাবীর সন্দেহ) পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর (এর জন্য) আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ঐ বালতিটা ধরলে তাঁর হাতে গিয়ে তা বৃহদাকার বালতিতে পরিণত হলো এবং তিনি এমন শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর লোককে আমি তাঁর মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। (তিনি এত পানি তুললেন যে,) লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

হাম্মাম বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ "অতপর আবু বকর (রা) দু' বালতি পানি টেনে তুললেন।"৩৫

٣٣٦٣- عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ قَالَتْ أُمِّ سَلَمَةَ اَيْمُ اللّٰهِ مَاحَسِبْتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ يُخْبِرُ جِبْرِيْلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৩৩৬৩. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, একদা জিবরাইল (আ) (সাহাবী দেহইয়া-এর আকৃতি ধারণ করে) নবী (স)-এর নিকট এসে কথা বলতে লাগলেন। তখন তাঁর নিকট উম্মে সালামা (রা)ও উপস্থিত ছিলেন। তারপর জিবরাইল (আ) উঠে চলে গেলেন। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-কে বললেন ঃ বলতো, এ লোকটি কে ছিল ? তিনি বললেন ঃ এ লোকটি দেহইয়া ছিল।

উম্মে সালামা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম ! নবী (স)-কে এরপরেই খুৎবা দানকালে জিবরাইলের উল্লেখ করতে শোনা পর্যন্ত ঐ আগন্তুককে আমি দেহইয়াই ভেবেছিলাম। তারপর খুৎবাতে জিবরাইলের উল্লেখ শুনে বুঝতে পারলাম যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে দেহইয়া ছিলেন না—তিনি ছিলেন জিবরাইল (আ)।

(সুলাইমান নামক) একজন রাবী বলেন, আমি আবু উসামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কার কাছ থেকে এ হাদীস শুনেছেন। তিনি বললেন, উসামা ইবনে যায়েদ থেকে।

---

৩৫. উপরোক্ত হাদীসে আবু বকর (রা) ও উমর (রা)-এর খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

"(আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি) তারা তাঁকে মুহাম্মাদ (স)-কে এরূপ চিনে, যেরূপ আপন সন্তানদেরকে চিনে থাকে। আর নিশ্চয় তাদের একদল জেনে শুনে বাস্তব সত্যকে গোপন করছে।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৬)

٣٣٦٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجِدُوْنَ فِى التَّوْرَاةِ شَأْنَ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلٰى اٰيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَا مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ اِرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا اٰيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ -

৩৩৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কতিপয় ইয়াহুদী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, তাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচার করেছে। (এখন তাদের কি শাস্তি দিতে হবে ?) রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা সম্পর্কে তোমরা তাওরাত কিতাবে কি আদেশ পাও ? তারা বলল, আমরা তো ব্যভিচারীদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে থাকি এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হয়। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয় তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার কথা রয়েছে। তারপর তারা তাওরাত এনে তা মেলে ধরল এবং তাদের একজন প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি হাত দিয়ে ঢেকে রেখে তার পূর্বের ও পরের আয়াতগুলো পাঠ করল। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে বললেন, তোমার হাত সরাও তো দেখি। সে তার হাত সরিয়ে নিলে দেখা গেল যে, সেখানে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াতটি রয়েছে। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ ! আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সত্য বলেছে, এতে তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার আয়াত রয়েছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশক্রমে ঐ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি পুরুষটিকে দেখলাম সে ঐ (ব্যভিচারিণী) স্ত্রীলোকটির ওপর ঝুঁকে পড়ে তাকে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের দাবী, নবী (স) যেন তাদেরকে কোন মুজিযা প্রদর্শন করেন। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شِقَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِشْهَدُوْا -

৩৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (আল্লাহর হুকুমে) চাঁদ দুই খণ্ডে পরিণত হলে নবী (স) বললেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।"

٣٣٦٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَأَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ -

৩৩৬৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দাবী উত্থাপন করল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মুজিযা (অলৌকিক নিদর্শন) দেখান। তখন তিনি তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন।

٣٣٦٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَمَرَ اِنْشَقَّ فِىْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৩৬৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় (তাঁর হাতের ইশারায়) চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে গিয়েছিল।

٣٣٦٨- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْاٰنِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى أَتٰى أَهْلَهُ -

৩৩৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সাহাবাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি (উববাদ ইবনে বশর ও উসাইদ ইবনে হুযাইর) একদা অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর নিকট থেকে বের হলেন। তাদের দু'জনের সাথে যেন দু'টি বাতি তাদের সম্মুখ ভাগ আলোকিত করে চলেছিল। (পথিমধ্যে) যখন তারা দু'জন আলাদা হয়ে গেল তখন তাদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে বাতি হয়ে গেল এবং (ঐ বাতির আলোতে) তারা বাড়িতে এসে পৌঁছুল।

٣٣٦٩- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ حَتّٰى يَاْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ -

৩৩৬৯. কায়েস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। নবী (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক সর্বদা বিজয়ী থাকবে। এমনকি কিয়ামত যখন তাদের নিকটবর্তী হবে তখনো তারা বিজয়ী থাকবে।

٣٣٧٠- عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىْ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى

يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ عُمَيْرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذٌ وَهُمْ بِالشَّامِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هٰذَا مَالِكٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُوْلُ وَهُمْ بِالشَّامِ -

৩৩৭০. উমাইর ইবনে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআবিয়া থেকে শুনেছেন মুআবিয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বসময় (সর্বযুগে) এমন একটি দল থাকবে যারা (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর দীনের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে এবং তাদের অপমান (করার চেষ্টা) করবে, তারা তাদের কোন রূপ ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত যখন এসে যাবে তখনো তারা ঐ একই অবস্থায়ই থাকবে। (অর্থাৎ আল্লাহর দীনের ওপর অবিচল থাকবে।)

উমাইর ইবনে হানী মালেক ইবনে ইউখামিরের বরাত দিয়ে বলেন, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে। মুআবিয়া বলেন, এই মালেক এখানে আছেন। তিনি ধারণা করছেন যে, মুআয বলেছেন, ঐ দলটি সিরিয়ায় অবস্থান করবে।

٣٣٧١- عَنْ عُرْوَةَ هُوَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا يَشْتَرِيْ لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرٰى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْهُ قَالَ سَمِعَهُ شَبِيْبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيْبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُوْنَهُ عَنْهُ وَلٰكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ الْخَيْرُ مَعْقُوْدٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا قَالَ سُفْيَانُ يَشْتَرِيْ لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ -

৩৩৭১. উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) তাকে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়ে তা দ্বারা তাঁর জন্য একটি ছাগল কিনে আনতে বললেন। তিনি ঐ দিনার দিয়ে দু'টি ছাগল কিনলেন। তারপর ছাগল দু'টির একটিকে এক দীনারে বিক্রি করে তিনি একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী (স)-এর নিকট এলেন। তখন নবী (স) তার ব্যবসায়ে বরকতের জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিনি মাটি খরিদ করলেও তাতে লাভবান হতেন।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, হাসান ইবনে আম্মারা শাবীব ও উরওয়ার বরাত দিয়ে এ হাদীসটি আমাদেরকে বলেছেন। তারপর আমি শাবীবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, আমি সরাসরি উরওয়া থেকে শুনিনি। একটি গোত্র উরওয়ার বরাত দিয়ে আমাকে হাদীসটি বলেছেন। তবে উরওয়া থেকে আমি (অপর) একটি হাদীস শুনেছি। আর তা হলো এই ঃ উরওয়া বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত হয়েছে। আর আমি উরওয়ার গৃহে সত্তরটি ঘোড়া দেখেছি।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন, নবী (স)-এর জন্য যে ছাগলটি ক্রয় করা হয়েছিল তা হয়তবা কুরবানীর জন্য ছিল।

٣٣٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

৩৩৭২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার ললাটদেশে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ নিহিত রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ ঘোড়া অত্যন্ত কল্যাণকর প্রাণী।)

٣٣٧٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ -

৩৩৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘোড়ার ললাটদেশে কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

٣٣٧٤- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلاَثَةٍ لِرَجُلٍ اَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَاَمَّا الَّذِىْ لَهُ اَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاَطَالَ لَهَا فِىْ مَرْجٍ اَوْ رَوْضَةٍ وَمَا اَصَابَتْ فِىْ طِيَلِهَا مِنَ الْمَرْجِ اَوِالرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ اَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا اَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ اَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ اَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ وَلَمْ يُرِدْ اَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَسِتْرًا وَتَعَفُّفًا لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِىْ رِقَابِهَا وَظُهُوْرِهَا فَهِىَ لَهُ كَذٰلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِاَهْلِ الْاِسْلاَمِ فَهِىَ وِزْرٌ وَسُئِلَ النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ مَا اُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا اِلاَّ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ -

৩৩৭৪. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, ঘোড়া তিন প্রকার ঃ কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ। কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া দারিদ্র্যের) আবরণ। আর কোন ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া) গুনার বাহন। ঐ ব্যক্তির জন্য (ঘোড়া পোষা) সওয়াবের কাজ, যে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) তাকে বেঁধে (প্রস্তুত) রাখে। অতপর লম্বা রশিতে বেঁধে কোন চারণভূমি কিংবা বাগানে তাকে চরতে দেয়। এমতাবস্থায় সে চারণভূমি কিংবা বাগানের যতখানি জায়গা ঐ রশির নাগালের ভেতরে পড়বে, তত পরিমাণ সওয়াব সে (ঘোড়ার মালিক) লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে দু' একটা টিলা অতিক্রম করে যায়, তবে যতদূর পর্যন্ত তার পদচিহ্ন পড়েছে, তত পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে। যদি ঘোড়াটি কোন নহরে (ঝর্ণা বা হ্রদে) গিয়ে পানি

পান করে, অথচ মালিক (ঐ নহর থেকে) পানি পান করাবার কোনরূপ ইচ্ছাও করেনি, তবুও এতে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য (দারিদ্র্যের গ্লানি থেকে নিজেকে) আড়াল করা এবং অপরের মুখাপেক্ষী হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে (অর্থাৎ পালন করে) এবং তার গর্দান ও পিঠে আল্লাহর যে হক রয়েছে তা ভুলে না যায়, তবে ঐ ঘোড়ার মালিকের জন্য তা (দারিদ্র ও পরমুখাপেক্ষিতার পথে) পর্দা বা আবরণ স্বরূপ। (অর্থাৎ দারিদ্র কখনো তার কাছ ঘেষতে পারে না এবং তাকে কখনো পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।) আর যে ব্যক্তি দাম্ভিকতা, লোক দেখানো ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা সাধনের জন্য ঘোড়া বেঁধে রাখে, তার জন্য ঐ ঘোড়া গুনার বাহন স্বরূপ।

(অতপর) নবী (স)-কে গাধা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে আমার প্রতি নির্দিষ্ট করে কিছু অবতীর্ণ হয়নি। তবে এই অনুপম ও ব্যাপক অর্থবোধক আয়াতটি নাযিল হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিদান পাবে)। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করবে সে পরকালে স্বচক্ষে তা দেখতে পাবে (অর্থাৎ প্রতিফল ভোগ করবে)। (সুতরাং সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে গাধা পালন করলে তাতেও সওয়াব পাওয়া যাবে আর অসদুদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করলেও সওয়াবের স্থলে শূন্য পেতে হবে। অর্থাৎ নিয়তের বিশুদ্ধতায় সামান্য আমল ও প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য হয়, আর নিয়ত সঠিক না হওয়ার কারণে অনেক ভাল কাজও পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।)

٣٣٧٥- عَنْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ اَنَسُ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خيبر بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ وَاحَالُوْا اِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

৩৩৭৫. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেককে (রা) বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) খুব প্রত্যুষে খায়বার নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকেরা তখন নিড়ানী হাতে (ক্ষেতে কাজ করার জন্য) বেরিয়েছিল। যখন তারা তাঁকে দেখল তখন বলল, মুহাম্মদ তার বাহিনী নিয়ে এসে পড়েছে। এ বলে তারা দৌড়ে গিয়ে কিল্লার মধ্যে ঢুকে পড়লো। তখন নবী (স) দু'হাত উত্তোলন করে বললেন, আল্লাহু আকবার। খায়বার ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা আমরা যখন কোন দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য তাদের কোন ময়দানে উপস্থিত হই, তখন সে ভীত সন্ত্রস্ত দলের প্রভাতটা অত্যন্ত শোচনীয় হয়।

٣٣٧٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا فَاَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُ فَغَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ حَدِيْثًا بَعْدُ -

৩৩৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আপনার নিকট থেকে অসংখ্য হাদীস শুনেছি। কিন্তু সব হাদীস আমি ভুলে গেছি। নবী (স) বললেন, তোমার চাদরখানা মেলে ধর। আমি তৎক্ষণাৎ তা মেলে ধরলাম। তখন নবী (স) নিজের একখানা হাত (কিংবা উভয় হাত) ঐ চাদরের মধ্যে রাখলেন। তারপর বললেন, এবার চাদরখানা তোমার বুকের সাথে চেপে ধর। আমি চেপে ধরলাম। তারপর থেকে হাদীস যা আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কখনো ভুলিনি।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর সাহাবাদের মর্যাদা ; যে মুসলমান নবী (স)-এর সাহচার্য লাভ করেছেন কিংবা তাঁকে (জীবদ্দশায়) দেখেছেন তিনি তাঁর আসহাবের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٧٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُوْلُوْنَ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَاتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُوْ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيْكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ -

৩৩৭৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তোমাদের মাঝে কি এমন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ রয়েছেন। তখন তাদেরকে জয়যুক্ত করা হবে। অতপর লোকদের ওপর এমন এক সময় আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ (রয়েছেন)। তখন তাদেরকে বিজয় দান করা হবে। তারপর লোকদের ওপর এক যমানা আসবে যে, তাদের বহু সংখ্যক ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করবে, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন লোক রয়েছেন যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীদের সাহচর্য লাভকারীদের (অর্থাৎ তাবেয়ীদের) সাহচর্য লাভ করেছেন ? তারা বলবে, হাঁ রয়েছেন। তখন তাদেরকেও জয়যুক্ত করা হবে।

٣٣٧٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِىْ أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ (مَرَّتَيْنِ) أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلاَ يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلاَ يَفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ -

৩৩৭৮. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবেয়ীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তী তাবয়ে তাবেয়ীদের যুগ। ইমরান বলেন, নবী (স) তাঁর যুগের পর উত্তম যুগ হিসেবে দু'যুগের উল্লেখ করেছেন, না তিন যুগের তা আমার ভালভাবে স্মরণ নেই। অতপর তোমাদের (যুগসমূহ অতিবাহিত হবার) পর এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের কাছে থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা প্রকাশ্যে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সুতরাং তাদেরকে কখনো বিশ্বাস করা যাবে না। তারা আল্লাহর নামে কোন কিছু মানত করবে। কিন্তু তা তারা পুরা করবে না। (দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশে) তারা হবে অত্যন্ত স্থূলদেহী ও মোটাসোটা।

٣٣٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَكَانُوْا يَضْرِبُوْنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ ـ

৩৩৭৯. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম (যুগ) হল আমার সাহাবীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। অতপর তৎপরবর্তীদের যুগ। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের কেউ কেউ কসম খাবার আগে সাক্ষ্য দেবে এবং সাক্ষ্য দেয়ার আগে কসম খাবে।[৩৬] (হাদীসের অপর এক বর্ণনাকারী) ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমাদের মুরব্বীরা আমাদেরকে (আল্লাহর নামে কসম খেয়ে) সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ও ওয়াদা করার জন্য মারধোর করতেন, তখন আমরা ছোট ছিলাম।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরদের মর্যাদা ও গুণাবলী ; যাদের মধ্যে আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবু কুহাফা তাইমী অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اِثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ـ

"(যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে) ঐসব দরিদ্র মুহাজিরদের বিশেষ অধিকার রয়েছে যাদেরকে .....।" (আল হাশর ঃ ৯) আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর (তবে কোন পরোয়া নেই)। কেননা কাফেররা যখন তাকে বহিষ্কার করেছিল তখন আল্লাহ-ই তাকে সাহায্য করেছিলেন .....।" (আত তাওবা ঃ ৪০)

---

৩৬. অর্থাৎ কথায় কথায় সাক্ষ্য দেবে এবং খামাখা আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খাবে। যেমন ঃ আমি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি, কিংবা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি ঃ আল্লাহর কসম ! সে এমন নয় ..... ইত্যাদি।

٣٣٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اِشْتَرٰى أَبُوْ بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً بِثَلاَثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِالْبَرَاءَ فَلْيَحْمِلْ إِلٰى رَحْلِى فَقَالَ عَازِبٌ لاَ حَتّٰى تُحَدِّثَنَا كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجْتُمَا مِنْ مَكَّةَ وَالْمُشْرِكُوْنَ يَطْلُبُوْنَكُمْ قَالَ اِرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فَأَحْيَيْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى أَظْهَرْنَا وَقَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِىْ هَلْ أَرٰى مِنْ ظِلٍّ فَاٰوِىَ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهَا فَنَظَرْتُ بَقِيَّةَ ظِلٍّ لَهَا فَسَوَّيْتُهُ ثُمَّ فَرَشْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِيْهِ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ اِضْطَجِعْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ فَاضْطَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ اِنْطَلَقْتُ أَنْظُرُ مَا حَوْلِىْ هَلْ أَرٰى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فَإِذَا أَنَا بِرَاعِىْ غَنَمٍ يَسُوْقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيْدُ مِنْهَا الَّذِىْ أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلْ فِىْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لَبَنًا قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هٰكَذَا ضَرَبَ إِحْدٰى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرٰى فَحَلَبَ لِىْ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلٰى فَمِهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَوَافَقْتُهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَقُلْتُ اِشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ قُلْتُ قَدْ اٰنَ الرَّحِيْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَلٰى فَارْتَحَلْنَا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُوْنَا فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ غَيْرُ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ لَهُ فَقُلْتُ هٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِقَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (تُرِيْحُوْنَ بِالْعَشِىِّ وَتَسْرَحُوْنَ بِالْغَدَاةِ)

৩৩৮০. বারাআ (রা) বলেন, একদা আবু বকর (রা) (বারাআর পিতা) আযেবের নিকট থেকে তের দিরহাম দিয়ে একটি হাওদা (উটের পিঠের কাষ্ঠ নির্মিত আসন) খরিদ করলেন। তারপর আবু বকর (রা) আযেবকে বললেন, (আপনার ছেলে) বারাআকে আদেশ করুন, আমার হাওদাটা আমার সেখানে বয়ে নিয়ে যেতে। তখন আযেব বললেন, এটা হবে না, যে পর্যন্ত আপনি ঐ সময়ের ঘটনাটি আমাদেরকে না বলবেন যখন আপনি ও রসূলুল্লাহ (স) (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে বেরিয়েছিলেন এবং মুশরিকরা আপনাদেরকে খোঁজ করছিল, তখন আপনারা কি করেছিলেন? তিনি বললেন, মক্কা থেকে আমরা রওনা করে (সুর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলাম। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে)

সারারাত ও পরবর্তী দিনের দুপুর বেলা পর্যন্ত চলতে থাকলাম। যখন ঠিক দুপুর হল, তখন আমি (এদিক ওদিক) দৃষ্টিপাত করলাম, কোথাও ছায়া গোচরীভূত হয় কি না, যাতে সেখানে আশ্রয় নিতে পারি। তখন হঠাৎ একখানা পাথর আমার নজরে পড়ল। আমি তার নিকটে এলাম এবং সেখানে কিছু ছায়া দেখতে পেলাম। তারপর আমি ছায়ার জায়গাটুকু সমতল করে সেখানে নবী (স)-এর জন্য চাদর বিছিয়ে দিলাম। অতপর তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আপনি শুয়ে পড়ুন। তিনি শুয়ে পড়লেন। আমি চারদিকে দৃষ্টি বুলাতে লাগলাম, কোথাও আমাদের অন্বেষণকারীদের কাউকে চোখে পড়ে কিনা। হঠাৎ আমার নজরে পড়ল একজন বকরীর রাখাল। সে তার বকরীগুলোকে পাথরটির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। আমাদের যে উদ্দেশ্য তারও সে একই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ পাথরটির ছায়ায় খানিকটা বিশ্রাম নেয়া।) আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে যুবক ! তুমি কার (অধীনস্থ) রাখাল ? সে কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। (নাম বলতেই আমি তাকে চিনে ফেললাম।) অতপর আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীগুলোতে দুধ আছে ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে আদেশ করলাম। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে এনে তার পেছনের পা দু'টো নিজের দুই উরুর মাঝখানে রাখল, যাতে বকরীটি নড়াচড়া না করতে পারে। আমি তাকে বকরীর স্তন থেকে ধূলোবালি ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করতে বললাম। অতপর তার দু'হাত ঝেড়ে ফেলতে বললাম। বার' (হাদীস বর্ণনাকালে তার এক হাতের ওপর আরেক হাত রেখে) ইংগিত করলেন যে, এভাবে লোকটি তার এক হাতের ওপর আরেক হাত মেরে ঝেড়ে মুছে নিল। তারপরে সে আমার জন্য একটি পাত্রে কিছু দুধ দোহন করল। আমিও রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি চামড়ার পাত্র সাথে রেখেছিলাম যার মুখটা কাপড় দ্বারা বাঁধা ছিল। তারপর আমি (উক্ত পাত্র থেকে কিছু পানি নিয়ে) দুধের সাথে মিশ্রিত করলাম। এতে তার নিম্নাংশ পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। অতপর আমি দুধের পেয়ালাটা নিয়ে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। (দুধের পেয়ালাটা এগিয়ে দিয়ে) আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! পান করুন। তিনি দুধ পান করলেন। এতে আমি ভারী সন্তুষ্ট হলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাদের যাত্রার সময় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, হাঁ। ঠিকই বলেছ। অতপর আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম এবং কাফেরের দল তখনো আমাদেরকে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু একমাত্র সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জু'শুম ছাড়া তাদের আর কেউ আমাদের সন্ধান পেল না। সুরাকাকে তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! অন্বেষণকারীরা তো ঐ যে আমাদের নিকটেই এসে পড়েছে। তিনি বললেন, বিষণ্ন হয়ো না। মহান আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

٣٣٨١- عَنْ أَبِى بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ وَأَنَا فِى الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৩৮১. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হিজরতের সময়) যখন আমরা গুহায় অবস্থান করছিলাম তখন আমি নবী (স)-কে বললাম, যদি কাফেরদের কেউ তাদের পায়ের নীচের দিকে তাকায় তবে অবশ্যই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। নবী (স) বললেন, হে আবু বকর (রা) ! ঐ দু'জন লোক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা যাদের সাথে তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ। (অর্থাৎ আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী তাদের ব্যাপারে তোমার উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই।)

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, আবু বকর-এর দরজা ছাড়া (মসজিদে) আর সকলের দরজা বন্ধ করে দাও।

٣٣٨٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ ذٰلِكَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ فَبَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُكَائِهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىْ لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابُ أَبِىْ بَكْرٍ -

৩৩৮২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে লক্ষ্য করে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর একজন বান্দাকে দুনিয়ার সম্পদ ও আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার দান করলেন। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর নিকট যা রক্ষিত আছে তা গ্রহণ করাই পসন্দ করল। রাবী বলেন, একথা শুনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। আমরা ভাবলাম রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর এক বান্দা সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাকে দু'টি বস্তুর একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। (এতে আবার কাঁদার কি আছে ? কিন্তু পরে জানতে পারলাম) সে ইখতিয়ারপ্রাপ্ত বান্দা ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। আবু বকর (রা) আমাদের সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ লোকদের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ ও সাহচর্য দিয়ে আমার প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন আবু বকর (রা)। যদি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও দীনি মহব্বতই যথেষ্ট। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ মসজিদে আবু বকরের (রা) গৃহের দিকের দরজা ছাড়া সকল দরজা বন্ধ করে দাও।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পরই আবু বকর (রা)-এর মর্যাদা।

٣٣٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -

৩৩৮৩. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় আমরা লোকদের পরস্পরকে প্রাধান্য দেবার সময় আবু বকরকে সবার ওপরে প্রাধান্য দিতাম। তারপর উমর ইবনে খাত্তাবকে। তারপর উসমান ইবনে আফ্ফানকে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম .....

٣٣٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبِي -

৩৩৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে একনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকর (রা)-কেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তিনি আমার দীনি ভাই ও সহচর।

٣٣٨٥- عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الاِسْلاَمِ أَفْضَلُ -

৩৩৮৫. আইয়ুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ যাদ আমি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই [আবু বকর (রা)] বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সর্বোত্তম।

٣٣٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هٰذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ أَنْزَلَهُ أَبَا يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ -

৩৩৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) বলেন, কুফাবাসী দাদার মীরাস বা হিস্যা সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইবনে যুবাইর-এর নিকট লিখলেন। তিনি বলে দিলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যদি আমি আমার এ উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই গ্রহণ করতাম"—তিনি অর্থাৎ আবু বকর (রা) মীরাসের ক্ষেত্রে দাদাকে পিতার সমমর্যাদা দিয়েছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٣٨٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ -

৩৩৮৭. জুবাইর (রা) ইবনে মুত'য়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা কোন এক মহিলা নবী (স)-এর নিকট আসলেন। নবী (স) তাকে তাঁর নিকটে আবার আসতে বললেন। মহিলা বললেন, আচ্ছা বলুন তো, আমি আবার এসে যদি আপনাকে না পাই (তবে কি করব ?) মহিলা যেন নবী (স)-এর ইন্তিকালের দিকে ইঙ্গিত করছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যদি আমাকে না পাও তবে আবু বকরের নিকট যাবে।

٣٣٨٨- عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ إِلاَّ خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَأَبُو بَكْرٍ -

৩৩৮৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আম্মারকে (রা) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সঙ্গে পাঁচজন ক্রীতদাস,[৩৭] দু'জন মহিলা[৩৮] ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিল না।

٣٣٨٩- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ اٰخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتّٰى أَبْدٰى عَنْ رُكْبَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فَسَلَّمَ وَقَالَ إِنِّي كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِيْ فَأَبٰى عَلَيَّ فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَقَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ فَأَتٰى مَنْزِلَ أَبِيْ بَكْرٍ فَسَأَلَ أَثَمَّ أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالُوْا لَا، فَأَتٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَمَعَّرُ حَتّٰى أَشْفَقَ أَبُوْبَكْرٍ فَجَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَنِيْ إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِيْ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوْ لِيْ صَاحِبِيْ مَرَّتَيْنِ فَمَا أُوْذِيَ بَعْدَهَا -

৩৩৮৯. আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী (স)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ আবু বকর (রা) তাঁর লুঙ্গির একপাশ এমনভাবে ধরে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর জানু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। তখন নবী (স) বললেন ঃ তোমাদের এ সাথীটি এইমাত্র ঝগড়া করে এসেছে। অতপর আবু বকর সালাম করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আমার ও খাত্তাব তনয়ের মধ্যে কিছু বচসা হয় এবং আমিই তাকে প্রথমে কিছু কটু কথা বলে ফেলি। পরে আমি অনুতপ্ত হয়ে তার নিকট ক্ষমা চাই। কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকৃতি জানান। তাই আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। তখন তিনি তিনবার একথাটি বললেন ঃ হে আবু বকর ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন।

ওদিকে উমর (স্বীয় কৃতকর্মের জন্য) অনুতপ্ত হয়ে আবু বকরের বাড়ী যান এবং জিজ্ঞেস করেন, এখানে কি আবু বকর (রা) আছেন ? লোকেরা বলল, 'না, নেই।' অতপর উমর নবী (স)-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। উমরকে দেখে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। এতে আবু বকর (রা) ভয় পেয়ে গেলেন এবং নতজানু হয়ে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর কসম ! আমিই অধিকতর অন্যায় আচরণকারী ছিলাম। একথাটি তিনি দু'বার বললেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ এটা তো নিশ্চিত যে, আল্লাহ যখন আমাকে নবী মনোনীত করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন তখন তোমরা সবাই বলেছিলে, আপনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু আবু বকর (রা) বলেছিল, তিনি মুহাম্মাদ সত্য বলছেন। তদুপরি সে নিজের জানমাল সর্বস্ব দিয়ে আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

৩৭. ক্রীতদাস পাঁচজন হলেন বিলাল, যায়েদ ইবনে হারেসা, আমের ইবনে ফুহাইরা, আবু ফকীহা ও আম্মারের পিতা ইয়াসির।

৩৮. মহিলা দু'জন হলেন ঃ খাদিজাতুল কুবরা ও সুমাইয়া।

এমতাবস্থায় তোমরা কি আমার এ সঙ্গীকে ত্যাগ করে আমাকেই ত্যাগ করতে চাও। শেষ বাক্যটি তিনি দু'বার বলেন। এ ঘটনার পর আবু বকরকে আর কখনো কষ্ট দেয়া হয়নি। অর্থাৎ কেউ তার প্রতি রূঢ় আচরণ করেননি।

٣٣٩٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَدَّ رِجَالاً .

৩৩৯০. আমর ইবনে আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে (সপ্তম হিজরীতে) যাতুল সালাসিল যুদ্ধে (অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে) পাঠান। (আমর বলেন, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে) আমি নবী (স)-এর নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, মানব জাতির মধ্যে কোন্ লোকটি আপনার সর্বাধিক প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ আয়েশা। আমি বললাম, পুরুষদের মধ্যে কোন্ লোকটি ? তিনি বললেন ঃ আয়েশার পিতা। আমি আবার বললাম ঃ তারপর কোন্ লোকটি ? তিনি বললেন ঃ তারপর খাত্তাবের পুত্র উমর। অতপর আমি জিজ্ঞেস করতে থাকলে তিনি আরো কয়েকজন লোকের নাম উল্লেখ করেন।

٣٣٩١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَمَا رَاعٍ فِي غَنَمِهِ عَدَا عَلَيْهِ الذِّئْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِي وَبَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهٰذَا وَلٰكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ قَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنِّي أُومِنُ بِذٰلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

৩৩৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, একদা এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত থাকাকালে হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে থাবা মেরে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে যেতে থাকলো। রাখাল নেকড়ে বাঘের কবল থেকে বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে চেয়ে বলল, আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন এ বকরীর রক্ষাকারী কে থাকবে, যেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না ?

অনুরূপভাবে একদা এক ব্যক্তি একটি গাভীর পিঠে চড়ে তাকে হাকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন গাভীটি তার দিকে চেয়ে তার সাথে কথা বলল। গাভীটি বলল, আমাকে তো এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে কৃষি কাজের জন্য। লোকেরা বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ ! নেকড়ে ও গাভী মানুষের মতো কথা বলতে পারে ? নবী (স) বললেন, আমি আবু বকর ও উমর ইবনে খাত্তাব এ ঘটনায় বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

٣٣٩٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ بِهَا

ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَاَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ -

৩৩৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি নিজেকে একটি কূপের ধারে দেখতে পেলাম। সেখানে একটি বালতিও ছিল। আমি ঐ বালতি দিয়ে যতটা আল্লাহর ইচ্ছা পানি টেনে তুললাম। তারপর ইবনে আবু কুহাফা [আবু বকর (রা)] ঐ বালতিটা হাতে নিলেন এবং এক বালতি বা দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ তাঁর এ দুর্বলতা মাফ করে দিন। তারপর ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল এবং ইবনে খাত্তাব (উমর) তা নিজের হাতে নিলেন। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকেও উমর-এর ন্যায় পানি টেনে তুলতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে উটশালায় নিয়ে গেল। (অথবা পানির প্রাচুর্যের কারণে লোকেরা ঐ স্থানকে উটশালা বানিয়ে নিল।)

٣٣٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذٰلِكَ خُيَلَاءَ قَالَ مُوْسٰى فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذَكَرَ عَبْدُ اللّٰهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلاَّ ثَوْبَهُ -

৩৩৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে নিজের কাপড় নীচে ঝুলিয়ে মাটিতে টেনে টেনে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন, আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য না রাখলে আমার কাপড়ের এক দিক যে নীচে ঝুলে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তো এটা অহংকারবশত করছো না। (কাজেই ঐ শাস্তি তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়।)

মূসা ইবনে উকবা (রা) এ হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর من جرازاره শব্দটি বলেছেন কি ? তিনি জবাব দিলেন আমি তো ثوبه শব্দটিই শুনেছি।

٣٣٩٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ

وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ (وَ) بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا عَلَى هٰذَا الَّذِي يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَابَكْرٍ -

৩৩৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বস্তুর জোড়া (অর্থাৎ একই ধরনের দু'টি বস্তু যেমন ঃ দু'টি দিরহাম কিংবা দু'টি দীনার অথবা দু'খানা কাপড়) আল্লাহর পথে দান করে তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে এ বলে আহবান করা হবে যে. হে আল্লাহর বান্দা ! এখানেই কল্যাণ, এটাই তোমার স্থান। যে ব্যক্তি নামাযী হবে তাকে নামাযের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ হবে, তাকে জিহাদের দরজা থেকে আহবান করা হবে। যে ব্যক্তি সাদকাকারী (দানশীল) হবে তাকে সাদকার দরজা থেকে আহবান করা হবে। আর যে ব্যক্তি রোযাদার হবে তাকে রোযার দরজা ও বাবুর রাইয়ান থেকে আহবান করা হবে। তখন আবু বকর (রা) বললেন, তাহলে তো যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহবান জানানো হবে তার কোন ভয়ের কারণই থাকবে না। তারপর আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এমন কোন লোকও কি হবে যাকে সবগুলো দরজা থেকে একত্রে আহবান করা হবে ? তিনি বললেন, হাঁ, এবং হে আবু বকর ! আমি আশা করি তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٣٩٥- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمٰعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللّٰهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللّٰهُ فَلَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِي رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللّٰهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللّٰهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قَالَ وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ

بْنُ الجَرَّاحِ فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُوبَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا أَرَدْتُ بِذٰلِكَ إِلاَّ أَنِّى قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِى أَنْ لاَ يَبْلَغَهُ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِىْ كَلاَمِهِ نَحْنُ الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَفْعَلُ مِنَّا أَمِيْرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيْرٌ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لاَ وَلٰكِنَّا الْأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوْا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللّٰهُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِى الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ شَخَصَ بَصَرُ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ فِى الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى ثَلاَثًا وَقَصَّ الْحَدِيْثَ قَالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِمَا مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللّٰهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ عُمَرُ النَّاسَ وَإِنَّ فِيْهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدَّهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ الْهُدٰى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِىْ عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوْا بِهِ يَتْلُوْنَ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيْنَ ـ

৩৩৯৫. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ওফাত পান, তখন আবু বকর (রা) নিজের বাসগৃহ সুনহাতে ছিলেন। রাবী ইসমাইল বলেন, সুনহা মদীনার উপরিভাগে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। (ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হবার সাথে সাথে) উমর দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স) ওফাত পাননি। আয়েশা বলেন, উমর বললেন, আল্লাহর কসম ! আমার মন এ ছাড়া অন্য কোন কথা মানতে প্রস্তুত ছিল না। আমি ভাবছিলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে আবার দুনিয়ায় পাঠাবেন এবং (যারা তাঁর মৃত্যুর খবর প্রচার করে বেড়াচ্ছে) তিনি তাদের হাত পা কেটে দেবেন। ইতিমধ্যে আবু বকর (রা) এসে পৌঁছুলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের আবরণ সরিয়ে তাঁর ললাটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। জীবনে মরণে আপনি পূত-পবিত্র। ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ আপনাকে দু' বার মৃত্যুর আস্বাদ কখনো গ্রহণ করাবেন না। তারপর তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উমরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে হলফকারী, থামুন ধৈর্য ধারণ করুন। আবু বকরের কথা শুনে উমর বসে পড়লেন। তারপর আবু বকর আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যারা মুহাম্মদ (স)-এর পূজারী তারা জেনে নাও যে, মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তিকাল হয়েছে। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছ (তারা নিশ্চিত থাক যে,) নিশ্চয়ই তাদের আল্লাহ চিরঞ্জীব তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। অতপর আবু বকর (রা) কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

"নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" তিনি আরো পাঠ করলেন, (আল্লাহ বলেন ঃ) "মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি মারা যান কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে? যারা অতীতের জাহেলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন তারা করতে পারবে না। আর আল্লাহ তার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন।" রাবী বলেন, আবু বকরের কথা শুনে লোকেরা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল।

বর্ণনাকারী বলেন, আনসাররা সাকীফা বনী সা'য়েদায় সা'দ ইবনে উবাদার সেখানে সমবেত হলো এবং বলতে লাগল, আমাদের আনসারদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন আর তোমাদের মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবেন। তখন আবু বকর (রা), উমর ও উবাইদা ইবনে জাররাহ আনসারদের সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। উমর কিছু বলতে চেষ্টা করলে আবু বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিলেন। উমর বলেছিলেন, আল্লাহর কসম ! আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম এজন্য যে, আমি মনে মনে একটি চমৎকার কথা চিন্তা করছিলাম। আমার আশংকা হচ্ছিল যে, আবু বকর (রা) হয়ত বা অতটুকু পর্যন্ত গভীরে যাবেন না। অতপর আবু বকর (রা) বক্তব্য রাখলেন। তিনি এমন (জোরালো) বক্তব্য পেশ করলেন যেন একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন, আমরা আমীর হব আর তোমরা উযীর থাকবে। তখন হুবাব ইবনে মুনযির আনসারী বললেন, না, আল্লাহর কসম ! আমরা এরূপ করব না। বরং একজন আমীর আমাদের মধ্য থেকে হবেন আর একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হবেন। আবু বকর (রা) বললেন, না, আমরা আমীর হব, আর তোমরা উযীর থাকবে। কেননা, কুরাইশরা অবস্থান ও বংশগত দিক থেকে যেমন গোটা আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তেমনি মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকেও সবার শীর্ষে। সুতরাং তোমরা উমর অথবা আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ-এর আনুগত্য (বাইআত) কবুল কর। তখন উমর বলে উঠলেন, এটা হতে পারে না, বরং আমরা আপনারই আনুগত্য করব। কেননা আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আমাদের সবার চাইতে অধিকতর প্রিয়। এ বলে উমর আবু বকর (রা)-এর হাত ধরলেন এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করলেন। অতপর অন্যান্য লোকেরাও তাঁর হাতে বাইআত করলেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, তোমরা সা'দ ইবনে উবাদাকে খলীফা নির্বাচিত না করে তাকে উপেক্ষা করেছ। (অর্থাৎ তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছ।) উমর বললেন, আল্লাহ তাকে উপেক্ষা করেছেন। (অর্থাৎ এটা আল্লাহর ফয়সালা যে, তিনি খলীফা হবেন না।)

অপর এক বর্ণনায় আয়েশা বলেন, (ওফাতের সময়) নবী (স)-এর চোখ দু'টো উপরে উঠে গিয়েছিল। তখন তিনি তিনবার বললেন, الرفيق الاعلى। অর্থাৎ সর্বোচ্চ বন্ধুর (আল্লাহর) সাথে মিলিত হতে চাই। তারপর রাবী পুরো হাদীসটা বর্ণনা করেন।

আয়েশা (রা) বলেন, আবু বকর (রা) ও উমর (রা) যে বক্তব্য পেশ করেন তা দ্বারা আল্লাহ (উম্মতকে অনেক) উপকৃত করেন। উমর (তার বক্তব্যের মাধ্যমে) লোকদেরকে আল্লাহর ভয় দেখান। তাদের মধ্যে যে নিফাক বা কপটতা ছিল উমরের দ্বারা আল্লাহ তা তাদের থেকে দূরীভূত করে দেন। আর আবু বকর (রা) লোকদেরকে সঠিক পথের দিক নির্দেশ করেন এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। অবশেষে

লোকেরা এ আয়াতটি পাঠ করতে করতে প্রস্থান করেন ঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রসূল চলে গেছেন। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দীন থেকে ফিরে যাবে। যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে (দীন থেকে) ফিরে যাবে, তারা আল্লাহর কিছু মাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তার কৃতজ্ঞ বান্দাহদেরকে অতিসত্তর প্রতিদান দেবেন।"

٣٣٩٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ أَىُّ (النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيْتُ أَنْ يَقُوْلَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৩৩৯৬. মুহাম্মাদ ইবনে হানফিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতা আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স)-এর পর কোন্ ব্যক্তি সকলের চেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, অতপর কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, উমর (রা)। আমার আশংকা হলো, এবার (জিজ্ঞেস করলে) তিনি উসমানের কথা বলবেন। তাই আমি বললাম, অতপর তো আপনিই (সবচাইতে উত্তম)। তিনি বললেন ঃ আমি তো অন্যান্য মুসলমানের মত একজন মুসলমান মাত্র।

٣٣٩٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٍ لِىْ فَأَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوْا أَلاَ تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلٰى فَخِذِىْ قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِىْ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِىْ بِيَدِهِ فِىْ خَاصِرَتِىْ فَلاَ يَمْنَعُنِىْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِىْ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى أَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِىَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا اٰلَ أَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِىْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ ـ

৩৩৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক (জিহাদের) সফরে গিয়েছিলাম। আমরা বাইদা অথবা যাতুল জাইশ নামক স্থানে

পৌঁছুলে আমার গলার হারটি ছিঁড়ে পড়ে গেল। হারটি খোঁজ করার জন্য রসূলুল্লাহ (স) সেখানে অবস্থান করলেন। সঙ্গের লোকেরাও তার সাথে অবস্থান করতে বাধ্য হলো। অথচ স্থানটি এমন ছিল যে, সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং লোকদের কারো সঙ্গে পানি ছিল না। তাই লোকেরা আমার পিতা আবু বকরের নিকট এসে বলল, আপনি দেখছেন না, আয়েশা কি কাণ্ডটা করল ? রসূলুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন এক মরুময় স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করল, যেখানে পানির কোন ব্যবস্থা নেই এবং লোকদের সঙ্গেও পানি নেই। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) আমার নিকট এলেন। রসূলুল্লাহ (স) তখন আমার জানুর ওপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ (স) ও সমস্ত লোকজনকে এমন একটি স্থানে থামতে বাধ্য করলে যেখানে কোন পানি নেই, আর তাদের কারো সঙ্গেও পানি নেই। আয়েশা বলেন, অতপর তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় যা মুখে আসল তাই তিনি বললেন। এমন কি রাগের মাথায় আমার কোমরে হাত দিয়ে আঘাত দিলেন। আমার জানুর ওপর রসূলুল্লাহ (স) শায়িত ছিলেন বলে আমি নড়াচড়াও করতে পারছিলাম না। রসূলুল্লাহ (স) তখনো নিদ্রিত। এমতাবস্থায় ভোর হয়ে গেল। ফজরের নামাযের সময় অথচ পানির কোন ব্যবস্থা নেই। তখন আল্লাহ তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তারপরই সবাই তায়াম্মুম করলো। তখন উসাইদ ইবনে হুজাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের পরিবার ! এটা আপনাদের প্রথম বরকত নয়। (ইতিপূর্বে আপনাদের দ্বারা আমরা আরো বরকত লাভ করেছি।)

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর যে উটটির ওপর সওয়ার হয়ে আমি এসেছিলাম ঐ উটটিকে আমরা উঠালাম এবং তার নীচে সেই হারটা পেয়ে গেলাম।

٣٣٩٨- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِىْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ تَابَعَهُ جَرِيْرٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَمُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ -

৩৩৯৮. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবু আমার সাহাবীর এক মুদ (প্রায় এক সের) কিংবা আধা মুদ যব অথবা গম ব্যয় করার সওয়াব পর্যন্তও পৌঁছুতে পারবে না। জারীর, আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ, আবু মুআবিয়া ও মুহাজির 'আমাশ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٣٩٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ أَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِى بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقُلْتُ لَاَلْزَمَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاَكُوْنَنَّ مَعَهُ يَوْمِىْ هٰذَا قَالَ فَجَاءَ الْمَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنِ النَّبِىِّ فَقَالُوْا خَرَجَ وَوَجَّهَ هَاهُنَا فَخَرَجْتُ عَلٰى إِثْرِهِ أَسْأَلُ عَنْهُ حَتّٰى دَخَلَ بِئْرَ اَرِيْسٍ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيْدٍ حَتّٰى قَضٰى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى بِئْـــرِ أَرِيْسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا فِى الْبِئْرِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ فَقُلْتُ لَاَكُوْنَنَّ بَوَّابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْيَوْمَ فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰـذَا فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰـــذَا اَبُوْ بَكْـرٍ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاَقْبَلْتُ حَتّٰى قُلْتُ لِاَبِىْ بَكْرٍ اُدْخُلْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبَشِّرُكَ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِيْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ فِى الْقُفِّ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ كَمَا صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ اَخِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِى فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيْدُ اَخَاهُ يَأْتِ بِهِ فَاِذَا اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَنْ هٰـــذَا فَقَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ ثُمَّ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اُدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّـــةِ فَدَخَـلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْقُفِّ عَنْ يَسَارِهِ وَدَلّٰى رِجْلَيْهِ فِى الْبِئْرِ ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ اِنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يَأْتِ بِهِ فَجَاءَ اِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ فَقُلْتُ مَـــنْ هٰذَا فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَقُلْتُ عَلٰى رِسْلِكَ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ اُدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُكَ فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْاٰخَرِ قَالَ شَرِيْكٌ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَاَوَّلْتُهَا قُبُوْرَهُمْ -

৩৩৯৯. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা আশআরী (রা) (একদা) স্বগৃহে অযু করে বের হলেন। (তিনি বলেন,) আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যাব এবং আমার আজকের দিনটা তাঁর সাথে থেকেই অতিবাহিত করব। তিনি বলেন, অতপর তিনি মসজিদে যান এবং নবী (স) সম্পর্কে লোকরেদকে জিজ্ঞেস করেন। লোকেরা বলল, তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে ওদিকে গিয়েছেন। তখন আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে করতে তাঁর গমন পথে রওনা হলাম। অবশেষে দেখলাম যে, তিনি (কুবার নিকটবর্তী একটি বাগানের মধ্যে) আরীস কূপের নিকট প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য গিয়ে পৌঁছেছেন। তখন আমি বাগানের

দরজায় বসে পড়লাম। দরজাটি ছিল খেজুর শাখার তৈরী। তারপর রসূলুল্লাহ (স) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার কাজ সেরে অযু করলেন। তখন আমি উঠে তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখি, তিনি আরীস কূপের একপাড়ে মাঝামাঝি একটি উঁচু স্থানে বসে দু' পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তারপর ফিরে এসে আবার দরজার নিকট বসে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম, আজ আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স)-এর দারোয়ান হিসেবে থাকব।

তারপর আবু বকর (রা) এসে দরজায় আঘাত করলেন। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, আবু বকর (রা)। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আবু বকর (রা) প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন, তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি এগিয়ে এসে আবু বকর (রা)-কে বললাম, প্রবেশ করুন, আর রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন। আবু বকর (রা) বাগানে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার ডান পাশে কূপের পাড়ে বসে পড়লেন এবং নবী (স)-এর মতই দু' পায়ের গোছা উন্মুক্ত করে তা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর আমি ফিরে এসে আবার দরযার নিকটে বসলাম। আমি (বাড়ি থেকে বের হবার সময়) আমার ভাই (আবু বুরদা)-কে অযুর অবস্থায় ছেড়ে এসেছিলাম। সেও আমার সাথে আসার কথা ছিল। তাই এখন মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের (অর্থাৎ তার ভাইয়ের) মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। আমি এরূপ ভাবছিলাম এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, খাত্তাবের পুত্র উমর। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করে বললাম, খাত্তাবের পুত্র উমর প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। তখন আমি এসে তাঁকে বললাম, প্রবেশ করুন। রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার বাম পাশে কূপের পাড়ে বসে পদদ্বয় কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন।

তারপর আমি ফিরে এসে (দরজার নিকটে) বসলাম এবং (আমার ভাইয়ের আগমন কামনা করে) মনে মনে বলতে লাগলাম, আল্লাহ যদি অমুকের মঙ্গল ইচ্ছা করে থাকেন তবে তিনি তাকে এখানে আনবেন। এমন সময় আরেকজন লোক এসে দরজা নাড়াল। আমি বললাম, কে ? তিনি বললেন, আফ্ফানের পুত্র উসমান। আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। তারপর আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে ঐ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ তাঁকে অনুমতি দাও এবং তাঁর ওপর (দুনিয়াতে) কঠিন বিপদ আসবে, এ কথা বলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম ঃ প্রবেশ করুন। রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন যে, (দুনিয়াতে) আপনার উপর কঠিন বিপদ আসবে। তারপর তিনি প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, কূপের ঐ পাড়টি পূর্ণ হয়ে গেছে। তখন তিনি কূপের অপর পাড়ে নবী (স)-এর মুখোমুখি হয়ে বসলেন। (এ হাদীসের এক রাবী) শারীক বলেন, সাঈদ ইবনে মাসাইয়াব বলতেন, আমি তাঁদের এভাবে বসার তাৎপর্য হিসেবে তাদের কবরসমূহকে মনে করি। [অর্থাৎ ইন্তিকালের পর আবু বকর (রা) ও উমর (রা) নবী (স)-এর সাথে একত্রে সমাধিস্থ হন ; আর উসমান (রা) তাদের সামনাসামনি কিছুদূরে বাকী কবরস্তানে সমাধিস্থ হন।]

٣٤٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ اُحُدًا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদিন আবু বকর (রা) উমর ও উসমানসহ ওহোদ পাহাড়ের ওপর আরোহণ করলে পাহাড় তাঁদেরকে নিয়ে দুলতে লাগল। তখন নবী (স) বললেন ঃ ওহোদ স্থির হও। কারণ তোমার ওপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤٠١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا عَلٰى بِئْرٍ اَنْزِعُ مِنْهَا جَاءَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوْبَيْنِ وَفِيْ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ اَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ مِنْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِيْ يَدِهِ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِيْ فَرِيَّهُ فَنَزَعَ حَتّٰى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ قَالَ وَهَبٌ الْعَطَنُ مَبْرَكُ الْاِبِلِ يَقُوْلُ حَتّٰى رَوِيَتِ الْاِبِلُ فَاَنَاخَتْ -

৩৪০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ একদা (আমি স্বপ্নে দেখি যে,) আমি একটি কূপের ধারে দাঁড়িয়ে তা থেকে পানি টেনে তুলছি। এমতাবস্থায় আবু বকর ও উমর আমার নিকট পৌঁছে গেল। অতপর আবু বকর (রা) বালতিটা হাতে নিল এবং এক বালতি কিংবা দু'বালতি পানি টেনে তুলল। তাঁর ঐ বালতি টানার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা ছিল। আর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব আবু বকরের হাত থেকে বালতিটা নিল। তার হাতে গিয়ে বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। আমি কোন শক্তিশালী বাহাদুর ব্যক্তিকে তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। সে এত পানি তুলল যে, লোকেরা তাদের উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

এ হাদীসের রাবী ওহাব বলেন ঃ العطن বলা হয় উটের বসার জায়গাকে। তিনি বলেন, উমর এত পানি তুললেন যে, উটগুলো তৃপ্তিসহকারে পানি পান করে সেখানে বসে পড়ল।

٣٤٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنِّيْ لَوَاقِفٌ فِيْ قَوْمٍ فَدَعَوُا اللّٰهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَقَدْ وُضِعَ عَلٰى سَرِيْرِهِ اِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلٰى مَنْكِبِيْ يَقُوْلُ رَحِمَكَ اللّٰهُ اِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ لِاَنِّيْ كَثِيْرًا مِمَّا كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُنْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَفَعَلْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَانْطَلَقْتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَاِنْ كُنْتُ لَاَرْجُوْ اَنْ يَجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَهُمَا فَالْتَفَتُّ فَاِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ -

৩৪০২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে (তাঁর মৃত্যুর পরে) খাটে রাখা অবস্থায় যারা তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করছিলেন আমি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে (দোয়ায় রত) ছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন লোক তার কনুই আমার কাঁধের ওপর রেখে [উমর (রা)-কে লক্ষ করে] বলতে লাগলেন, আল্লাহ আপনার প্রতি করুণা করুন। নিসন্দেহে আমি এ আশাই করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার সঙ্গীদ্বয়ের সাথেই রাখবেন। কেননা, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে প্রায়ই এরূপ বলতে শুনতাম, আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) ছিলাম, আমি আবু বকর ও উমর (অমুক কাজ) করেছি এবং আমি আবু বকর ও উমর (অমুক স্থানে) গিয়েছি। তাই আমি নিসন্দেহে আশা করছিলাম যে, আল্লাহ আপনাকে তাদের দু'জনের সঙ্গে রাখবেন। (ইবনে আব্বাস বলেন,) আমি পেছন ফিরে তাকিয়ে আলী ইবনে আবু তালেবকে দেখতে পেলাম।

٣٤٠٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ أَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِيْ مُعَيْطٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ بِهِ خَنْقًا شَدِيْدًا فَجَاءَ أَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً أَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ -

৩৪০৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সর্বাধিক কঠোর আচরণ কি করেছিল ? তিনি বললেন, (একদিন) আমি দেখলাম যে, উকবা ইবনে আবু মু'য়ীত রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসল। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। সে নিজের চাদরখানা নবী (স)-এর গলায় জড়িয়ে শক্তভাবে চেপে ধরল। এমন সময় আবু বকর (রা) এসে তাকে তাঁর কাছ থেকে হটিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন, আল্লাহই আমার প্রভু এবং তিনি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীও নিয়ে এসেছেন !

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবু হাফস উমর ইবনে খাত্তাবের গুণাবলী।

٣٤٠٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُنِيْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِيْ طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ خَشْفَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا بِلاَلٌ وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا فَقَالَ لِعُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ عُمَرُ بِأَمِّيْ وَأَبِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَعَلَيْكَ أَغَارُ -

৩৪০৪. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আবু তালহার স্ত্রী রুমাইসকে আমি দেখলাম এবং পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি বললাম ঃ এ ব্যক্তি কে ? বলা হলো ইনি বিলাল। আমি সেখানে একটি প্রাসাদও দেখতে পেলাম—যার আঙ্গিনায়

একজন কিশোরী বসেছিল। আমি বললাম, এ প্রাসাদটি কার ? একজন বলল, উমর ইবনে খাত্তাবের। আমার ইচ্ছা জেগেছিল যে, ভেতরে প্রবেশ করে প্রাসাদটি একবার দেখি। কিন্তু উমর, তোমার আত্মাভিমানের কথা আমার মনে পড়ে গেল তাই আমি আর প্রাসাদে প্রবেশ করলাম না। তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোন। আমি কি আপনার প্রতি আত্মাভিমান দেখাতে পারি ?

٣٤٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا اِمْرَاَةٌ تَتَوَضَّأُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا الْقَصْرُ قَالُوْا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى (عُمَرُ) وَقَالَ اَعَلَيْكَ اَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ -

৩৪০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একাদন আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন জান্নাতে প্রবেশ করেছি। হঠাৎ সেখানে আমার নজরে পড়ল একজন মেয়েলোক একটি প্রাসাদের পাশে বসে অযু করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার ? ফেরেশতারা বললেন ঃ উমরের। তখন প্রাসাদে প্রবেশের ইচ্ছা হলেও উমরের আত্মসম্মানবোধের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাই আমি ফিরে চলে এলাম। এ কথা শুনে উমর (রা) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি আপনার কাছেও আত্মসম্মান দেখাতে পারি ?

٣٤٠٦- عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ شَرِبْتُ يَعْنِىْ اللَّبَنَ حَتّٰى اَنْظُرُ اِلَى الرِّىِّ يَجْرِىْ فِىْ ظُفُرِىْ اَوْ فِىْ اَظْفَارِىْ ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ (يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ) قَالَ الْعِلْمَ -

৩৪০৬. আবু হামযা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দুধ পান করলাম। আমি এত পরিতৃপ্ত হয়ে দুধ পান করলাম যে, আমি লক্ষ্য করলাম তৃপ্তির চিহ্ন আমার নখগুলো থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অতপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধ উমরকে পান করতে দিলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এ স্বপ্নের তাবির আপনি কি করেছেন ? তিনি বললেন ঃ ইলম।

٣٤٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اُرِيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى اَنْزِعُ بِدَلْوِ بَكْرَةٍ عَلٰى قَلِيْبٍ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوْبًا اَوْ ذَنُوْبَيْنِ نَزْعًا ضَعِيْفًا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِىْ فَرِيَّهُ حَتّٰى رَوِىَ النَّاسُ وَضَرَبُوْا بِعَطَنٍ - قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ (اِبْنُ نُمَيْرٍ) الْعَبْقَرِىُّ عِتَاقُ الزَّرَابِىِّ وَقَالَ يَعْلٰى الزَّرَابِىُّ الطَّنَافِسُ لَهَا خَمَلٌ رَفِيْقٌ مَبْثُوْثَةٌ كَثِيْرَةٌ -

৩৪০৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ একদা আমি স্বপ্নে দেখি একটি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে উটকে পানি পান করাবার বালতি দিয়ে আমি ঐ কূপ থেকে পানি টেনে তুলছি। এমন সময় আবু বকর (রা) এলেন এবং কিছুটা দুর্বলতার সাথে এক কি দু' বালতি পানি টেনে তুললেন। আর এ দুর্বলতার জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। তারপর উমর ইবনে খাত্তাব এলেন। তখন ঐ বালতিটা বৃহদাকার ধারণ করল। তিনি এতটা শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগলেন যে, কোন বাহাদুর ব্যক্তিকে আমি তার মত শক্তি সহকারে কাজ করতে দেখিনি। তিনি এত পানি তুললেন যার ফলে লোকেরা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে পানি পান করল এবং উটকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

٣٤٠٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ اُسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ فَلَمَّا اِسْتَاذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ عُمَرُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ عُمَرُ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلَاءِ اللَّاتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ اِبْتَدَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ : فَاَنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَا تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ نَعَمْ اَنْتَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ اِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ ـ

৩৪০৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন উমর ইবনে খাত্তাব রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁর কক্ষে যাবার অনুমতি চাইলেন। তখন কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন মহিলা অর্থাৎ নবী পত্নীরা তাঁর নিকট বসে কথা বলছিলেন এবং তারা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে কথা বলছিলেন। [অর্থাৎ খোরপোষের বিষয়ে নবী (স)-এর সাথে বাদানুবাদ করছিলেন।] উমর ইবনে খাত্তাব যখন প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন মহিলারা উঠে দাঁড়ালেন এবং তাড়াতাড়ি পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাকে অনুমতি দিলেন। উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন। রসূলুল্লাহ (স) তখন হাসছিলেন। উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ আপনাকে সদা প্রফুল্লচিত্ত রাখুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যেসব স্ত্রীলোক এতক্ষণ আমার নিকট বসা ছিল তাদের অবস্থা দেখে আমি বিস্ময়বোধ করছি। তারা যখনি তোমার গলার আওয়াজ শুনতে পেল অমনি তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাদের তো উচিত আপনাকেই ভয় করা। তারপর উমর (রা) (ঐসব মহিলাকে লক্ষ করে) বললেন ঃ ওহে স্বীয় জানের দুশমনেরা ! তোমরা বুঝি আমাকে ভয়

কর আর রসূলুল্লাহকে ভয় কর না। তারা জবাব দিল, হাঁ। তোমাকে এ জন্য ভয় করি যে, তুমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চাইতে অধিকতর রুক্ষ ও কঠোর ভাষী। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ইবনে খাত্তাব ! ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ ! চলার পথে শয়তান যখন তোমাকে দেখতে পায় তখন সে তোমার রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় চলে যায়।

٣٤٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا زِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ ـ

৩৪০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যেদিন থেকে উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছে সেদিন থেকে আমরা সর্বদা সম্মান ও জয়লাভ করে এসেছি।

٣٤١٠- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ عَلٰى سَرِيْرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ قَبْلَ اَنْ يُرْفَعَ وَاَنَا فِيْهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى اِلاَّ رَجُلٌ اٰخِذٌ مَنْكِبِىْ فَاِذَا عَلِىٌّ فَتَرَحَّمَ عَلٰى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ اَحَدًا اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ اَلْقَى اللّٰهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لاَظُنُّ اَنْ يَّجْعَلَكَ اللّٰهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ اِنِّى كُنْتُ كَثِيْرًا اَسْمَعُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ ذَهَبْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ اَنَا وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

৩৪১০. আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন ঃ উমর (রা)-কে মৃত্যুর পর যখন খাটিয়ায় রাখা হয় তখন তার খাটিয়া কাঁধে তুলে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে রাখে, তাঁর জন্য দোয়া করতে ও নামায পড়তে থাকে। ইবনে আব্বাস বলেন আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার কাঁধের ওপর হাত রাখতেই আমি চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে দেখি তিনি আলী (রা)। তিনি উমর (রা)-এর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ! তোমার পর আমার নিকট তোমার চাইতে অধিক প্রিয় এমন কোন ব্যক্তিত্ব তুমি রেখে যাওনি যার আমলের অনুরূপ আমল করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। আল্লাহর কসম ! আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে তোমার সঙ্গীদ্বয়ের সাথে রাখবেন। আমার মনে পড়ে, আমি নবী (স)-কে প্রায়ই একথা বলতে শুনতাম ঃ আমি আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) গিয়েছি, আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক স্থানে) প্রবেশ করেছি এবং আমি, আবু বকর ও উমর (রা) (অমুক কাজে) বের হয়েছি।

٣٤١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى اُحُدٍ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ اُثْبُتْ اُحُدُ فَمَا عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِىٌّ اَوْ صِدِّيْقٌ اَوْ شَهِيْدَانِ ـ

৩৪১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান। তখন ওহোদ

পাহাড় তাদেরকে নিয়ে নেচে উঠল। নবী (স) পাহাড়ের ওপর পদাঘাত করে বললেন ঃ হে ওহোদ ! স্থির থাক। কেননা তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

٣٤١٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلَنِىْ اِبْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ شَانِهِ يَعْنِى عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا قَطُّ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حِيْنَ قُبِضَ كَانَ اَجَدَّ وَاَجْوَدَ حَتّٰى اِنْتَهٰى مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ

৩৪১২. যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করছেন। আসলাম বলেন ঃ ইবনে উমর আমাকে উমর (রা)-এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে বললাম ঃ নবী (স)-এর ওফাতের পর উমর (রা)-এর চাইতে অধিক ভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ দাতা আর কোন ব্যক্তিকে আমি দেখিনি। এমনকি এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য উমর ইবনে খাত্তাব পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে গেছে।

٣٤١٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَمَاذَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ لاَ شَىْءٌ اِلاَّ اَنِّى اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَىْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَاَنَا اُحِبُّ النَّبِىَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّى اِيَّاهُمْ وَاِنْ لَمْ اَعْمَلْ بِمِثْلِ اَعْمَالِهِمْ ـ

৩৪১৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। সে বলল ঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? নবী (স) বললেন ঃ তার জন্য তুমি কি পাথেয় তৈরী করেছ ? সে বলল ঃ কিছুই না, তবে শুধু এতটুকু যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তুমি কিয়ামতে তার সঙ্গেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা কোন কিছুতেই এতটা আনন্দিত হইনি যতটা আনন্দিত হয়েছি নবী (স)-এর এ কথায় ঃ তুমি তার সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি নবী (স), আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি। আর তাঁদের প্রতি আমার ভালবাসা থাকার কারণে আমি আশা করি (পরকালে) আমি তাদের সাথেই থাকব, যদিও তাদের আমলের মত আমল আমি করতে পারিনি।

٣٤١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ (نَاسٌ) مُحَدَّثُوْنَ فَاِنْ يَكُ فِىْ اُمَّتِىْ اَحَدٌ فَاِنَّهُ عُمَرُ زَادَ زَكَرِيَّاءُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَقَدْ كَانَ (فِيْمَنْ

كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُوْنَ مِنْ غَيْـرِ اَنْ يَكُوْنُوْا اَنْبِيَاءَ فَاِنْ يَكُنْ مِنْ اُمَّتِىْ مِنْهُمْ اَحَدٌ فَعُمَرُ ـ

৩৪১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কিছু লোক ইলহাম (ঐশী ইঙ্গিত) প্রাপ্ত ছিল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন কেউ যদি থাকে তবে সে উমরই বটে।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে অপর একটি রেওয়ায়েতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (স) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনু ইসরাইলদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন ছিলেন যারা নবী না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে (আল্লাহর তরফ থেকে) কিছু কথা বলা হতো। তাদের মত এমন কেউ যদি আমার উম্মতের মধ্যে থাকে তবে সে উমরই বটে !

٣٤١٥- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ سَمِعْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَاعٍ فِىْ غَنَمِهِ عَدَا الذِّئْبُ فَاَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبْهَا حَتّٰى اِسْتَنْقَذَهَا فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ الذِّئْبُ فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ لَهَا رَاعٍ غَيْرِى فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاِنِّى اُوْمِـنُ بِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا ثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ـ

৩৪১৫. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা আবু হুরাইরা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একদিন এক রাখাল তার বকরীর পালের নিকট উপস্থিত ছিল। হঠাৎ এক নেকড়ে বাঘ এসে আক্রমণ চালিয়ে পাল থেকে একটি বকরী নিয়ে গেল। রাখাল পেছনে ধাওয়া করে (নেকড়ের কবল থেকে) বকরীটাকে উদ্ধার করল। নেকড়েটি তখন রাখালের দিকে তাকিয়ে বলল ঃ (আজ তো আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। কিন্তু) হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন[৩৯] এ বকরীর রক্ষাকারী কে হবে ? সেদিন আমি ছাড়া এ বকরীর কোন রাখাল থাকবে না। লোকেরা (সাহাবীগণ) বলে উঠল ঃ সুবহানাল্লাহ ! (নেকড়েও কথা বলতে পারে ?) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি, আবু বকর ও উমর এ বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

---

৩৯. "হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন"-এ বাক্যটির দু' ধরনের অর্থ হতে পারে। এক ঃ এ বাক্যটি দ্বারা নেকড়েটি কিয়ামত দিবসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ কিয়ামত লগ্নে যখন ফিতনা ফাসাদের তান্ডব লীলা শুরু হবে এবং মানুষ নিজেদের ভেড়া বকরী ত্যাগ করে ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে, বনের সমস্ত জীব জন্তু যখন এক জায়গায় এসে জমা হবে, তখন তোমার বকরীর পাল কে পাহারা দেবে ? সেদিন তো আমি অর্থাৎ আমার মত নেকড়েরাই তোমার বকরীর নিকট উপস্থিত থাকবে।

দুই ঃ "হিংস্র জন্তুর আক্রমণের দিন" বলে নেকড়েটি ক্ষোভ প্রকাশ করে বুঝাতে চাচ্ছে যে, আমি ক্ষুদে নেকড়ে বলে আজতো বকরীটা আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে কিন্তু যেদিন হিংস্র জন্তু অর্থাৎ সিংহ কিংবা বড় বাঘ আক্রমণ চালাবে সেদিন তোমার বকরীকে কে রক্ষা করবে ? তুমি তো তখন ভয়ে বকরীর পাল ছেড়ে পালাবে। শুধু আমিই তখন তোমার বকরীর কাছে উপস্থিত থাকব।

٣٤١٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوْا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِىَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُوْنَ ذٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصٌ اِجْتَرَّهُ قَالُوْا فَمَا اَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الدِّيْنَ -

৩৪১৬. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নের মাঝে দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হচ্ছে। এসব লোক জামা পরিহিত ছিল। তাদের কারো জামা বুক পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আবার কারো জামা তার চেয়েও কম। তারপর আমার সামনে উমরকে আনা হল। তার গায়ে এরূপ একটা লম্বা জামা ছিল যে, তা মাটিতে ঘসে ঘসে চলছিল। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি এর তাবির কি করেছেন ? তিনি বললেন, "দীন ইসলাম।"[৪০]

٣٤١٧- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ يَاْلَمُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَاَنَّهُ يُجَزِّعُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ اَبَا بَكْرٍ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ثُمَّ فَارَقْتَهُ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ ثُمَّ صَحِبْتَ صَحَبَتَهُمْ فَاَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُمْ وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُوْنَ قَالَ اَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَىَّ وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صُحْبَةِ اَبِىْ بَكْرٍ وَرِضَاهُ فَاِنَّمَا ذَاكَ مَنٌّ مِنَ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ مَنَّ بِهِ عَلَىَّ وَاَمَّا مَا تَرٰى مِنْ جَزَعِىْ فَهُوَ مِنْ اَجْلِكَ وَاَجْلِ اَصْحَابِكَ وَاللّٰهِ لَوْ اَنَّ لِىْ طِلاَعَ الْاَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ اَنْ اَرَاهُ -

৩৪১৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) (আবু লুলু কর্তৃক) আহত হলে যখন ব্যথার কারণে তিনি কিছুটা অস্থিরতা ও কষ্ট প্রকাশ করতে থাকেন, তখন ইবনে আব্বাস তাঁর ব্যথা লাঘব করণার্থে অনেকটা সান্ত্বনার সুরে তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! যদি এটা হয় (অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটে) তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা আপনি রসূলুল্লাহর (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের হক উত্তম রূপে আদায় করেছেন। অতপর আপনারা পরস্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি নবী (স) আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর আপনি আবু বকর (রা)-

---

৪০. অর্থাৎ অন্যেরা দীন ইসলামের যে খিদমত করবে উমরের (রা) খিদমত তার তুলনায় অনেক বেশী এবং অনেক পূর্ণাংগ।

এর সাহচর্য লাভ করেন এবং তার সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেন। অতপর আপনারা পরস্পর এমতাবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলেন যে, তিনি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তারপর খলীফা থাকাকালীন আপনি তাঁদের অর্থাৎ নবী (স) ও আবু বকর (রা)-এর সাথীদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাদের সাহচর্যের হক উত্তমরূপে আদায় করেছেন। আর এ মুহূর্তে যদি আপনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান (অর্থাৎ ইন্তেকাল করেন) তবে নিশ্চিতভাবে আপনি তাদের কাছ থেকে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হবেন যে, তারা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। উমর (রা) বললেন, তুমি যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য ও তাঁর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করলে তা তো ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। আর আবু বকরের সাহচর্য ও সন্তুষ্টি সম্পর্কে যা তুমি উল্লেখ করলে তাও শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ একটা অনুগ্রহ—যা তিনি আমার ওপর করেছেন। কিন্তু আমার মাঝে যে অস্থিরতা তুমি লক্ষ করছ তা তোমার জন্য এবং তোমার সাথীদের জন্য। (অর্থাৎ এ ভয়ে আমি অস্থির, কি জানি আমার পরে তোমরা আবার কোন্ ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়।) আল্লাহর কসম ! যদি আমার নিকট দুনিয়া ভর্তি সোনা থাকতো তবে আল্লাহর আযাব স্বচক্ষে অবলোকন করার আগেই তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি ঐসব স্বর্ণ বিনিময় হিসেবে দান করে দিতাম।

٣٤١٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَفَتَحْتُ لَهُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ اِسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِىْ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ -

৩৪১৮. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে মদীনার কোন একটি বাগানে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, তার জন্য ফটক খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। অতপর আমি ফটক খুলে দিতেই দেখি আগন্তুক হলেন আবু বকর (রা)। তখন আমি তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কথানুযায়ী জান্নাতের সুসংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে ফটক খুলে দিতে বলল। নবী (স) বললেন, আগন্তুককে দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান কর। আমি গিয়ে দরজা খুলতেই দেখি আগন্তুক হলেন উমর (রা)। তখন আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনিও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলে দিতে বলল। নবী (স) আমাকে বললেন, আগন্তুককে দরজা খুলে দাও এবং তার ওপর দুনিয়াতে কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জান্নাতের

সুসংবাদ প্রদান কর। আমি দরজা খুলে দিতেই দেখি, আগন্তুক ব্যক্তি উসমান (রা)। আমি তাঁকে নবী (স)-এর দেয়া সুসংবাদটি জানিয়ে দিলাম। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।

٣٤١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ -

৩৪১৯. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন উমর ইবনে খাত্তাবের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে আফফানের (রা) গুণাবলী।

নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রূমা কূপ খনন করবে তার জন্য জান্নাতে অবধারিত। আর উসমান (রা)-ই ঐ কূপ খনন করেন। নবী (স) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি 'জাইশে উসরত' অর্থাৎ উসরতের যুদ্ধে গমনকারীদের সাজ-সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে দেবে সে জান্নাতের অধিকারী হবে। আর উসমান (রা)-ই ঐ যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিলেন।

٣٤٢٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَاَمَرَنِىْ بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاذِنُ فَقَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَ عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ يَسْتَاذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالَ اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلٰى بَلْوٰى تُصِيْبُهُ فَاِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ حَمَّادٌ وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ سَمِعَا اَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بِنَحْوِهِ وَزَادَ فِيْهِ عَاصِمٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَاعِدًا فِىْ مَكَانٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ اَوْ رُكْبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا -

৩৪২০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একদা কোন একটি বাগানে প্রবেশ করেন এবং আমাকে বাগানের পাহারা দেয়ার নির্দেশ দেন। আমি দরজায় পাহারা দিচ্ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি আগন্তুক হচ্ছেন আবু বকর (রা)। তারপর আরেক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইল। নবী (স) বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং সাথে সাথে তাকেজান্নাতের সুসংবাদ দাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হচ্ছেন উমর (রা)। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবী (স) এবারে কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও এবং তার ওপর অচিরেই কঠিন বিপদ আসবে—এ কথা বলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ জানাও। দরজা খুলতেই দেখি তিনি হলেন উসমান (রা)।

এ হাদীসের এক বর্ণনাকারী আসেম এ হাদীসের শেষের দিকে এ বাক্যটি অতিরিক্ত সংযোজন করেছেন ঃ নবী (স) ঐ বাগানে এমন একটি স্থানে বসেছিলেন যেখানে পানি ছিল। তিনি তার পদদ্বয় কিংবা তার একটি পা (রাবীর সন্দেহ) উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। উসমান (রা) প্রবেশ করতেই তিনি তা ঢেকে ফেললেন।

٣٤٢١- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ لاَخِيْهِ الْوَلِيْدِ فَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتّٰى خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ قُلْتُ اِنَّ لِيْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِيَ نَصِيْحَةٌ لَكَ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَرْءُ قَالَ مَعْمَرٌ اُرَاهُ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَرَجَعْتُ اِلَيْهِمْ اِذْ جَاءَ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ وَصَحِبْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَاَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِيْ شَانِ الْوَلِيْدِ قَالَ اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ خَلَصَ اِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُصُ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِيْ سِتْرِهَا قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنْتُ بِمَا بَعَثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِيْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِيْ لَهُمْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَبْلُغُنِيْ عَنْكُمْ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَانِ الْوَلِيْدِ فَسَنَاْخُذُ فِيْهِ بِالْحَقِّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمَانِيْنَ -

৩৪২১. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস (রা) আমাকে বলল ঃ উসমান (রা)-এর (বৈপিত্রেয়) ভাই ওয়ালীদ ৪১ সম্পর্কে উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে কঠোর

৪১. ওয়ালীদ ছিল উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে পদচ্যুত করে ওয়ালীদকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি ফজরের ফরয নামায দু' রাকাতের স্থলে চার রাকাত পড়েন এবং মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের জন্য নামায বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল যে, তিনি তখন নেশাগ্রস্ত ছিলেন। অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মখুর হয়ে উঠে। পরে উসমান (রা) এ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার ওপর 'হদ' জারী করেন। অর্থাৎ তাকে আশিটি চাবুক মারা হয়।

সমালোচনা মুখর। এ কথা শুনে আমি বিষয়টা উসমান (রা)-এর সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছা করলাম। যখন তিনি মসজিদে নামায পড়তে এলেন তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনার সাথে আমার কিছু কাজ আছে এবং তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। তিনি বললেন ঃ ওহে ! তোমার থেকে মা'মার বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি বলেন ঃ আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। (অর্থাৎ এ মুহূর্তে তোমার সাথে কথা বলার ফুরসৎ আমার নেই)। তখন আমি ফিরে চলে এলাম এবং সবেমাত্র তাদের কাছে যারা আমাকে আলাপ করতে বলেছিল এসে পৌঁছেছি এমন সময় উসমান (রা)-এর দূত এসে হাজির হলো। সুতরাং আমি আবার তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তখন কি বলতে চাচ্ছিলে ? আমি বললাম ঃ আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। আপনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন। তদুপরি আপনি দু'বার হিজরত করেছেন। আপনি রসূলের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চালচলন ও স্বভাব চরিত্র (স্বচক্ষে) অবলোকন করেছেন। (আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি) লোকজন ওয়ালীদের ব্যাপারে অনেক কিছু বলাবলি করছে। উসমান (রা) বললেন ঃ তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছ (দেখেছ) ? আমি বললাম ঃ না। কিন্তু তাঁর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছেছে, যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাক। উসমান (রা) বললেন ঃ আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছেন। আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-এর আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে রসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি দু'বার হিজরত করেছি—যা তুমি নিজেই বললে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। তারপর আমি অনুরূপভাবে আবু বকরের সাহচর্য লাভ করেছি। তারপর আমি অনুরূপভাবে উমর (রা)-এর সাহচর্য লাভ করেছি। অতপর আমি খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। সুতরাং আমার কি সে অধিকার নেই যা তাদের ছিল ? আমি বললাম ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এসব কেমন কথা যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে। যাক, ওয়ালীদের ব্যাপারে যা বললেন সে সম্পর্কে ইনশা আল্লাহ অনতিবিলম্বে আমি সত্যের পক্ষ অবলম্বন করব এবং সঠিক ফয়সালা দেব। তারপর তিনি আলী (রা)-কে ডেকে ওয়ালীদকে চাবুক মারার নির্দেশ দেন। তখন আলী (রা) তাকে আশিটি চাবুক মারেন।

٣٤٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نَعْدِلُ بِاَبِىْ بَكْرٍ اَحَدًا ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ ثُمَّ نَتْرُكُ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ تَابَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ -

৩৪২২. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা কাউকে আবু বকর (রা)-এর সমকক্ষ মনে করতাম না। তারপর উমর (রা)-কে এবং তারপর উসমান (রা)-কে মর্যাদা দিতাম। অতপর নবী (স)-এর অন্যান্য সাহাবাদের

মর্যাদা সম্পর্কিত আলোচনা পরিহার করতাম। তাদের মধ্যে একের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দিতাম না। আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ আবদুল আযিযের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢٣- عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَاٰى قَوْمًا جُلُوْسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ قَالَ هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيْهِمْ قَالُوْا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ شَىْءٍ فَحَدِّثْنِى هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُ اَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ اُبَيِّنْ لَكَ اَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ اُحُدٍ فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَلَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَاَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ اَحَدٌ اَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُثْمَانَ وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ اِلٰى مَكَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِذْهَبْ بِهَا الْاٰنَ مَعَكَ ـ

৩৪২৩. উসমান ইবনে মাওহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মিসরের একজন লোক মক্কায় এসে বাইতুল্লাহর হজ্জ সম্পাদন করল। অতপর সেখানে একদল লোককে উপবিষ্ট দেখে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা ? লোকেরা বলল ঃ এরা কুরাইশ। সে আবারও জিজ্ঞেস করল, এদের মধ্যে বয়োজেষ্ঠ্য শাইখ কে ? লোকেরা বলল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)। তখন সে বলল, হে ইবনে উমর ! আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি জবাব দিন। তারপর লোকটি বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান ওহোদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়েছেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল, আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। লোকটি আবার বলল ঃ আপনি কি এটা জানেন যে, উসমান বাইআতুর রিদওয়ান (হুদাইবিয়াতে অনুষ্ঠিত বাইআত) থেকে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাতে যোগদান করেননি। তিনি বললেন ঃ হাঁ। [ঐ লোকটি উসমান (রা)-এর শত্রুপক্ষের লোক ছিল। তাই ইবনে উমরের মুখে এ স্বীকৃতি শুনে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে] সে তখন বলে উঠল ঃ "আল্লাহু আকবার।" ইবনে উমর বললেন ঃ এবার কাছে এসো, প্রকৃত ব্যাপারটা তাহলে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ঃ

(প্রথমত) ওহোদের দিন তার পলায়নের ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তার ঐ ব্যাপারটা আল্লাহ মিটিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে ক্ষমা করেছেন। তারপর বদর যুদ্ধ থেকে তার অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা রুকাইয়া উসমানের স্ত্রী ছিলেন। তিনি রোগশয্যায় ছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে রোগিণীর সেবা শুশ্রূষার জন্য মদীনায় থাকার অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন ঃ এ যুদ্ধে যারা যোগদান করবে তাদের যেকোন একজন লোকের সমপরিমাণ সওয়াব তুমি পাবে এবং গনীমাতের অংশ থেকেও তাদের সমপরিমাণ অংশ তুমি লাভ করবে।

আর বাইআতুর রিদওয়ান থেকে তাঁর অনুপস্থিতির ব্যাপারটা ঃ সে সম্পর্কে আসল কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদের নিকট উসমানের চাইতে অধিকতর সম্মানিত যদি অপর কোন মুসলিম থাকতো তবে নবী (স) উসমানের স্থলে নিশ্চয়ই তাকেই পাঠাতেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) উসমানকে পাঠিয়েছিলেন। উসমানর মক্কাভিমুখে চলে যাবার পর বাইআতুর রিদওয়ান অনুষ্ঠিত হয়। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি ঐ হাতটি তাঁর অপর হাতের ওপর স্থাপন করে বলেন, এ বাইআতটি উসমানের বাইআত।

অতপর ইবনে উমর লোকটিকে বললেন ঃ এ বিবরণ সাথে নিয়ে এবার তুমি যেতে পার।

٣٤٢٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ اُحُدًا وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ وَقَالَ اُسْكُنْ اُحُدُ اَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ اِلاَّ نَبِيٌّ وَصِدِّيْقٌ وَشَهِيْدَانِ -

৩৪২৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) ওহোদ পাহাড়ে আরোহণ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)। ওহোদ তখন (খুশীতে) নেচে উঠল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে ওহুদ ! স্থির থাক। [আনাস (রা) বলেন ঃ] আমার ধারণা, নবী (স) ওহোদকে পদাঘাত করেন। তারপর বলেন ঃ তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু'জন শহীদ রয়েছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ উসমান ইবনে আফ্ফানের (রা) বাইআত ও খিলাফতের প্রতি সর্বসম্মত রায়।

٣٤٢٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ اَنْ يُصَابَ بِاَيَّامٍ بِالْمَدِيْنَةِ وَقَفَ عَلٰى حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا اَتَخَافَانِ اَنْ تَكُوْنَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تَطِيْقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا اَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيْقَةٌ مَا فِيْهَا كَبِيْرُ فَضْلٍ قَالَ انْظُرَا اَنْ تَكُوْنَا حَمَّلْتُمَا الْاَرْضَ مَا لاَ تُطِيْقُ قَالاَ لاَ فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللّٰهُ لاَدَعَنَّ اَرَامِلَ اَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ اِلٰى رَجُلٍ بَعْدِيْ اَبَدًا قَالَ فَمَا اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ رَابِعَةً حَتّٰى اُصِيْبَ قَالَ اِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِيْ

وَبَيْنَهُ اِلاَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ اُصِيْبَ وَكَانَ اِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اِسْتَوُوْا حَتّٰى اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِنَّ خَلَلاً فَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَاَ سُوْرَةَ يُوْسُفَ اَوِ النَّحْلَ اَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَتَلَنِىْ اَوْ اَكَلَنِى الْكَلْبُ حِيْنَ طَعَنَهُ فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّيْنٍ ذَاتَ طَرَفَيْنِ لاَ يَمُرُّ عَلٰى اَحَدٍ يَمِيْنًا وَلاَ شِمَالاً اِلاَّ طَعَنَهُ حَتّٰى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ (تِسْعَةٌ) فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ اَنَّهُ مَاخُوْذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يَلِىْ عُمَرَ فَقَدْ رَاٰى الَّذِىْ اَرٰى وَاَمَّا نَوَاحِى الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَدْرُوْنَ غَيْرَ اَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوْا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَصَلّٰى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ صَلاَةً خَفِيْفَةً فَلَمَّا اِنْصَرَفُوْا قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اُنْظُرْ مَنْ قَتَلَنِىْ فَجَالَ سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَاتَلَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوْفًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَجْعَلْ مِيْتَتِىْ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ قَدْ كُنْتَ اَنْتَ وَاَبُوْكَ تُحِبَّانِ اَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوْجُ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَ (الْعَبَّاسُ) اَكْثَرَهُمْ رَقِيْقًا فَقَالَ اِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ اَىْ اِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا قَالَ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوْا بِلِسَانِكُمْ وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوْا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ اِلٰى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ وَكَاَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ فَقَائِلٌ يَقُوْلُ لاَ بَاْسَ وَقَائِلٌ يَقُوْلُ اَخَافُ عَلَيْهِ فَاُتِىَ بِنَبِيْذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ثُمَّ اُتِىَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ مَيِّتٌ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ اَبْشِرْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِبُشْرٰى اللّٰهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدَمٍ فِى الْاِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ وَلِيْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِىْ فَلَمَّا اَدْبَرَ اِذَا اِزَارُهُ يَمَسُّ الْاَرْضَ قَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ الْغُلاَمَ قَالَ ابْنَ اَخِىْ اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَاِنَّهُ اَبْقٰى لِثَوْبِكَ وَاَتْقٰى لِرَبِّكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اُنْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ فَحَسَبُوْهُ فَوَجَدُوْهُ سِتَّةً وَثَمَانِيْنَ اَلْفًا اَوْ نَحْوَهُ قَالَ اِنْ وَفٰى لَهُ مَالُ اٰلِ عُمَرَ فَاَدِّهِ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَاِلاَّ فَسَلْ فِىْ بَنِىْ عَدِىِّ ابْنِ كَعْبٍ فَاِنْ

لَمْ تَفِ اَمْوَالُهُمْ فَسَلِّ فِيْ قُرَيْشٍ وَلاَ تَعْدُهُمْ اِلٰى غَيْرِهِمْ فَادِّ عَنِّى هٰذَا الْمَالَ اِنْطَلَقَ اِلٰى عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ وَلاَ تَقُلْ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنِّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَمِيْرًا وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِى فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ وَيَسْتَأْذِنُ اَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ كُنْتُ اُرِيْدُهُ لِنَفْسِى وَلاَوْثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلٰى نَفْسِى فَلَمَّا اَقْبَلَ قِيْلَ هٰذَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ قَالَ اِرْفَعُوْنِىْ فَاَسْنَدَهُ رَجُلٌ اِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِىْ تُحِبُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَذِنَتْ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ اَهَمَّ اِلَىَّ مِنْ ذٰلِكَ فَاِذَا اَنَا قَضَيْتُ (قَبِضْتُ) فَاحْمِلُوْنِىْ ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَاِنْ اَذِنَتْ لِىْ فَاَدْخِلُوْنِى وَاِنْ رَدَّتْنِىْ رَدُّوْنِىْ اِلٰى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَجَاءَتْ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيْرُ مَعَهَا فَلَمَّا رَاَيْنَاهَا قُمْنَا فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ (فَمَكَثَ) عِنْدَهُ سَاعَةً وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ فَقَالُوْا اَوْصِ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِسْتَخْلِفْ قَالَ مَا اَجِدُ اَحَقَّ بِهٰذَا الْاَمْرِ مِنْ هٰؤُلاَءِ النَّفَرِ اَوِ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمّٰى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ فَاِنْ اَصَابَتِ الْاِمْرَةُ (الْاِمَارَةُ) سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ وَاِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ اَيُّكُمْ مَا اُمِّرَ فَاِنِّى لَمْ اَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ اُوْصِى الْخَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَنْصَارِ خَيْرًا الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَاَنْ يُعْفٰى عَنْ مُسِيْئِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِاَهْلِ الْاَمْصَارِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ رِدْءُ الْاِسْلاَمِ وَجُبَاةُ الْمَالِ وَغَيْظُ الْعَدُوِّ وَاَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ اِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ وَاُوْصِيْهِ بِالْاَعْرَابِ خَيْرًا فَاِنَّهُمْ اَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْاِسْلاَمِ اَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِىْ اَمْوَالِهِمْ وَتُرَدَّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ فَلَمَّا قُبِضَ

خَرَجْنَابِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِىْ فَسَلَّمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَتْ اَدْخِلُوْهُ فَاُدْخِلَ فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هٰؤُلَاءِ الرَّهْطُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اِجْعَلُوْا اَمْرَكُمْ اِلٰى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَلِىٍّ فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ اَمْرِىْ اِلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ فَنَجْعَلُهُ اِلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْاِسْلَامُ لَيَنْظُرَنَّ اَفْضَلَهُمْ فِىْ نَفْسِهِ فَاُسْكِتَ الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اَفَتَجْعَلُوْنَهُ اِلَىَّ وَاللّٰهُ عَلَىَّ اَنْ لَا اٰلُوْ عَنْ اَفْضَلِكُمْ قَالَا نَعَمْ فَاَخَذَ بِيَدِ اَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقَدَمُ فِى الْاِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَاللّٰهُ عَلَيْكَ لَئِنْ اَمَرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ وَلَئِنْ اَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيْعَنَّ ثُمَّ خَلَا بِالْاٰخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَخَذَ الْمِيْثَاقَ قَالَ اِرْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ فَبَايَعَ لَهُ عَلِىٌّ وَوَلَجَ اَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوْهُ ـ

৩৪২৫. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে শাহাদাত বরণের কয়েক দিন পূর্বে দেখলাম যে, তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হুনাইফের নিকট দাঁড়িয়ে বলছেন ঃ তোমরা এটা কি করলে ? তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে, ইরাকের ওপর তোমরা এতটা করভার আরোপ করেছ যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে অক্ষম ? তারা জবাব দিলেন ঃ আমরা তো ঐ পরিমাণ করই (জিজিয়া ও ভূমি রাজস্ব) ধার্য করেছি, যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে সক্ষম। এতে বাড়াবাড়ি কিছুই করা হয়নি। উমর (রা) (আবার) বললেন ঃ তোমরা (পুনরায়) ভেবে দেখ, ইরাকের ওপর তোমরা এতটা করভার আরোপ করেছ যা ঐ ভূখন্ড বহন করতে অক্ষম। তারা উত্তর দিলেন ঃ না। (সামর্থের বাইরে কোন কর আমরা ধার্য করিনি।)[৪২] তখন উমর (রা) বললেন ঃ যদি আল্লাহ আমাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখেন তবে আমি ইরাকবাসী দুঃস্থ ও বিধবা নারীদের (আর্থিক) অবস্থা এতটা সচ্ছল করে দেব যে, আমার পর কখনো তারা অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না। আমর ইবনে মাইমুন বলেন ঃ এর চতুর্থ দিন (ভোরবেলা) তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি আরো বলেন ঃ যেদিন প্রত্যুষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন সেদিন আমি (মসজিদে) তাঁর এত কাছাকাছি দাঁড়ানো ছিলাম যে, আমার ও তাঁর মাঝে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কেউ ছিল না। উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি

৪২. উমর (রা)-এর খিলাফত যুগে একবার তিনি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ও উসমান ইবনে হুনাইফকে ইরাকের রাজস্ব নির্ধারণ করার জন্য পাঠান। সেখানে থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের সাথে উমর (রা)-এর উপরোক্ত কথাবার্তা হয়।

(মুসল্লীদের) দু' কাতারের মাঝ দিয়ে চলতেন তখন বলতেন ঃ 'কাতার সোজা করুন।' যখন কাতারের মধ্যে কোনরূপ এলোমেলো ভাব আর দেখতেন না, তখন সামনে অগ্রসর হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন (অর্থাৎ নামায শুরু করতেন)। অধিকাংশ সময় তিনি (ফজরের) প্রথম রাকাতে সূরা ইউসুফ কিংবা সূরা নহল অথবা অনুরূপ কোন (দীর্ঘ সূরা) পাঠ করতেন—যাতে লোকেরা অধিক সংখ্যায় জামায়াতে শরীক হতে পারে। (এদিন) তাকবীর বলার পরপরই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ একটি কুকুর[৪৩] আমাকে হত্যা করেছে কিংবা (বলেন) দংশন করেছে। (হত্যাকারী) গোলামটি ছুরি হাতে দ্রুত পালাবার পথে ডানে বামে যাকে পেল তাকেই আঘাত করল। এভাবে সে তেরজন লোককে ছুরিকাঘাত করল। এদের মধ্যে সাতজন মারা গেল। এটা দেখে একজন মুসলমান তার লম্বাকৃতির টুপিটা গোলামটির প্রতি নিক্ষেপ করল। যখন গোলামটি বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে আত্মহত্যা করল। উমর (রা) আবদুর রহমান ইবনে আউফের হাত ধরে তাকে ইমামতী করার জন্য সামনে ঠেলে দিলেন। উমর (রা)-এর নিকটবর্তী যারা ছিল তারাও ব্যাপারটা দেখতে পেল, যা আমি দেখলাম। কিন্তু মসজিদের প্রান্ত দেশে (পিছনের লাইনগুলোতে) যারা ছিল তারা ব্যাপারটা এর বেশী কিছুই আঁচ করতে পারল না যে, তারা উমর (রা)-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল না। তারা তখন বলতে লাগল ঃ সুবহানাল্লাহ ! সুবহানাল্লাহ ! আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে দিলেন। যখন লোকেরা নামায সম্পাদন করল তখন উমর (রা) বললেন ঃ হে ইবনে আব্বাস (রা) ঃ দেখ তো কে আমাকে ছুরিকাঘাত করল ? তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে দেখলেন। তারপরে বললেন, মুগীরার গোলাম (আপনাকে ছুরিকাঘাত করেছে)। উমর (রা) বললেন, সেই কারিগরটি ? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ হাঁ। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহ তাকে নিপাত করুক। আমি তো তাকে ভাল কথাই বলেছিলাম।[৪৪] আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে আমার মৃত্যু ঘটাননি। (হে ইবনে আব্বাস!) তুমি এবং তোমার পিতা (আব্বাস) মদীনায় গোলামের সংখ্যা অধিক হওয়াটা ভাল মনে করতে। আর এ কারণেই আব্বাসের নিকট গোলামের সংখ্যা সবচাইতে অধিক ছিল। তখন ইবনে আব্বাস বললেন ঃ "যদি আপনি চান তবে আমি করব—অর্থাৎ আপনি চাইলে আমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলব।" উমর (রা) বললেন ঃ এটা করলে তুমি ভুল করবে—যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এবং তোমাদের ন্যায় হজ্জ করে (তখন তাদেরকে তুমি হত্যা করতে পার না।) তারপর উমর (রা) বাড়িতে গেলেন। আমরাও তাঁর সাথে গেলাম। (শোকে দুঃখে) লোকদের অবস্থা এমন হলো—যেন ইতিপূর্বে এত বড় মুসিবত আর তাদের ওপর আসেনি। কেউ বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই (তিনি

---

৪৩. মুগীরা ইবনে শোবার গোলাম আবু লুলু ফিরোয। সে ছিল একজন অগ্নিপূজক। মতান্তরে সে একজন খৃষ্টান ছিল।

৪৪. এখানে একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একদিন উমর (রা) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুগীরার গোলাম আবু লুলুর সাথে তাঁর দেখা হলে সে বলল ঃ হে উমর ! আমার মনিবকে আমার ওপর ধার্যকৃত কর আরও হ্রাস করতে বলুন। উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার করের পরিমাণ কত ? সে বলল, এক দিনার। তিনি বললেন ঃ আমি এটা বলতে পারব না। কারণ তোমার মত একজন সুদক্ষ কারিগরের পক্ষে এই কর মোটেই বেশী নয়। তারপর উমর (রা) তাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে একটি চাক্কি তৈরী করে দেবে ? সে বলল ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই দেব। তারপর উমর (রা) চলে গেলে সে খেদোক্তি করে বলল ঃ "এমন এক চাক্কি আমি তোমাকে তৈরী করে দেব যে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত লোকেরা এর আলোচনা করবে।"

সেরে উঠবেন)। কেউ বলল, তাঁর (বেঁচে থাকার) ব্যাপারে আমি আশঙ্কিত। তারপর খেজুরের শরবত আনা হলো। তিনি ঐ শরবত পান করার পর তা তার পেট থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর দুধ আনা হলো। তিনি দুধ পান করলেন। কিন্তু ঐ দুধ তাঁর পেট থেকে বেরিয়ে গেল। (কেননা, ছুরিকাঘাতে তাঁর নাড়ী ভুড়ি কেটে গিয়েছিল।) লোকেরা তখন বুঝতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন। তখন আমরা সবাই তাঁর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অন্যান্য লোকেরাও আসতে শুরু করল। সকলে তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। এরি মধ্যে একজন যুবক এসে বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। কেননা আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণের গৌরব অর্জন করেছেন, যা আপনার নিজেরই জানা রয়েছে। তারপর আপনি খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে আপনি শাহাদাতের গৌরবও অর্জন করলেন। উমর (রা) বললেন ঃ আমি চাই, এগুলো যেন আমার জন্য (গুনাহ ও সওয়াবের যোগবিয়োগে) সমান সমান হয়—আমার আযাবও না হয় এবং সওয়াবও না হয়। যুবকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তার লুঙ্গিটা মাটি ঘসে যাচ্ছিল। উমর (রা) বললেন ঃ যুবকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন। (তাকে ফিরিয়ে আনা হলে) উমর (রা) বললেন ঃ হে ভাতিজা ! তোমার পরিধেয় কাপড় পায়ের গিরার ওপরে উঠাও। কেননা এতে যেমন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে আর তেমনি তোমার রবের কাছেও এটা অধিকতর পসন্দনীয়। (অতপর তিনি স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ) হে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ! আমার ওপর মানুষের কি পরিমাণ ঋণ রয়েছে ? লোকেরা হিসেব করে দেখল, ঋণের পরিমাণ ছিয়াশী হাজার অথবা তার কাছাকাছি। উমর (রা) বললেন ঃ উমর পরিবারের সম্পদ থেকে যদি এ ঋণ আদায় করা সম্ভব হয় তবে সে সম্পদ থেকেই এটা পরিশোধ করবে। নতুবা আদী ইবনে কাবের বংশধরদের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। যদি তাদের সম্পদও ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে কুরাইশদের নিকট থেকে চেয়ে নেবে। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এদের নিকট ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত বাড়াবে না। (তারপর তিনি বললেন ঃ) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট যাও এবং বল যে, উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছে। (সেখানে গিয়ে) আমিরুল মুমিনীন বলো না। কেননা আজ আর আমি মুমিনদের আমীর নই। তাঁকে বলো, খাত্তাবের পুত্র উমর তার বন্ধুদ্বয় [নবী (স) ও আবু বকর (রা)]-এর পাশে সমাধিস্থ হবার জন্য আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) (আয়েশার নিকট গিয়ে) সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর (অনুমতি পেয়ে) তিনি তাঁর কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তিনি বসে বসে কাঁদছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ খাত্তাবের পুত্র উমর আপনার নিকট সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার বন্ধুদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হবার অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন ঃ ঐ স্থানটা তো আমি আমার নিজের (সমাধির) জন্যই চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি উমর (রা)-কে আমার নিজের উপর অগ্রাধিকার দিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ফিরে এলে বলা হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর এসেছে। একথা শুনে উমর (রা) বললেন, আমাকে উঠাও। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে নিজের সাথে হেলান দিয়ে বসালেন। তারপর তিনি আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি উত্তর

নিয়ে এলে ? আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ হে আমিরুল মুমিনীন ! যা আপনার কাম্য তা-ই। আয়েশা (রা) অনুমতি দিয়েছেন। উমর (রা) বললেন ঃ আল্লাহর শুকরিয়া ! আমার নিকট এর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। (তারপর বললেনঃ) যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে উঠিয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। তারপর আয়েশা (রা)-কে সালাম জানিয়ে বলবে ঃ খাত্তাবের পুত্র উমর অনুমতি চাচ্ছে। যদি তিনি অনুমতি দেন তবে আমাকে সেখানে সমাধিস্থ করবে। আর যদি তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন তবে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্তানে আমাকে নিয়ে যাবে (এবং সেখানে সমাধিস্থ করবে)।

অতপর উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) ও তাঁর সাথে অন্যান্য মহিলারাও এলেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। তাঁরা উমর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং তাঁর কাছে বসে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। এ সময় কতিপয় পুরুষ লোক তাঁর নিকট যাবার অনুমতি চাইলে মহিলারা পর্দার অন্তরালে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকে তাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। লোকেরা বলল ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! কিছু অসিয়ত (অন্তিম উপদেশ) করুন। কাউকে খলীফা নির্বাচিত করুন। তিনি বললেন ঃ আমি খিলাফতের ব্যাপারে ঐ লোকগুলোর চাইতে অপর কাউকে অধিকতর যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স) ওফাতকাল পর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এ বলে তিনি আলী, উসমান, যুবাইর, তালহা, সা'দ ও আবদুর রহমান ইবনে আউফের নাম উল্লেখ করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর তোমাদের মাঝে মজলিশে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু খিলাফতে তার কোন অংশীদারিত্ব থাকবে না। এটা যেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সান্ত্বনার জন্য বলেন। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের ওপর ন্যস্ত হয় তবে সে এ কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হবে, সে যেন খিলাফতের কাজে তার কাছ থেকে সাহায্য নেয়। আমি তাকে অযোগ্যতা কিংবা অবিশ্বস্ততার কারণে (কুফার গবর্নর পদ থেকে) বরখাস্ত করিনি। তিনি আরো বললেন ঃ আমার পরবর্তী যে খলীফা হবে তার প্রতি আমার অসিয়ত, সে যেন প্রথম মুহাজিরদের (যারা বাইআতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন) অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখে এবং তাদের মান সম্ভ্রম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি তাকে অর্থাৎ পরবর্তী খলীফাকে ঐ সমস্ত আনসারদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকেই মদীনায় বসবাস করে আসছে এবং দীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (খলীফার উচিত হবে) তিনি যেন তাদের উত্তম ব্যক্তিদের উত্তম কাজকে গ্রহণ করেন এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের মন্দকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন। আমি আমার পরবর্তী খলীফাকে শহরবাসী মুসলমানদের সাথেও সদাচরণ করার অসিয়ত করছি। কেননা তারাই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, তারাই গনীমাতের মাল অর্জনকারী ও শত্রুদের নিধনকারী। তাদের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন শুধু ঐ পরিমাণ মাল আদায় করা হয় যা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাও তাদের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন সাপেক্ষে। আমি পরবর্তী খলীফাকে গ্রামবাসীদের সাথেও সদাচরণের অসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের আসল জনতা এবং ইসলামের মূল শিকড়। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল নিয়ে তা যেন তাদের গরীবজনের মাঝে বিতরণ করা হয়। আমি পরবর্তী খলীফাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আমানত (অর্থাৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) সম্পর্কেও অসিয়ত করছি।

তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরোপুরি পালন করা হয় এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করে যেন যুদ্ধ করা হয় (যদি তারা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। আর তাদের সামর্থের বাইরে কর ইত্যাদি চাপিয়ে) যেন তাদেরকে উৎপীড়ন না করা হয়।

অতপর তিনি যখন ওফাত পেলেন তখন আমরা তাকে নিয়ে রওনা হলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) গিয়ে আয়েশা (রা)-কে সালাম করে বললেন ঃ উমর ইবনে খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও। তখন তাঁকে ভেতরে নেয়া হলো এবং সেখানে তাঁর বন্ধুদ্বয়ের সাথে সমাধিস্থ করা হলো। তাঁর দাফন সম্পন্ন হলে উপরোক্ত সাহাবাগণ [যারা উমর (রা)-এর দৃষ্টিতে খলীফা হবার যোগ্য ছিলেন] এক জায়াগায় সমবেত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ খিলাফতের ব্যাপারটা তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে শুধু তিনজনের ওপর ছেড়ে দাও। তখন যোবাইর (রা) বললেন ঃ আমি আমার হক আলীকে সোপর্দ করলাম। তালহা (রা) বললেন, আমি আমার অধিকার উসমানকে সমর্পণ করলাম। সা'দ (রা) বললেন, আমি আমার হক আবদুর রহমান ইবনে আউফকে প্রদান করলাম। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ (উসমান ও আলীকে লক্ষ্য করে) বললেন ঃ তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে এ খিলাফতের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে তাকেই আমরা এ দায়িত্ব সোপর্দ করব। অতপর আল্লাহ ও ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। প্রত্যেকের মনে মনে চিন্তা করা উচিত যে, তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি খলীফা হবার অধিকতর যোগ্য। এ কথা শুনে উসমান ও আলী উভয়েই নীরব থাকলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ তোমরা কি (খলীফা নির্বাচনের) ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছো ? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তির খলীফা নির্বাচিত হবার ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবো না। তাঁরা উভয়েই বললেন, হাঁ। (ব্যাপারটা আপনাকেই সোপর্দ করা গেল)। তখন আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁদের একজনের (অর্থাৎ আলীর) হাত ধরে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের দিক থেকেও তুমি অগ্রণী—যা তোমার নিজেরই জানা রয়েছে। আল্লাহ তোমার হেফাযতকারী। যদি আমি তোমাকে খলীফা নির্বাচিত করি, তবে তুমি অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করবে। আর যদি আমি উসমানকে খলীফা নির্বাচিত করি তবে তুমি অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। তারপর তিনি অপরজন (অর্থাৎ উসমানের সাথে) একান্তে মিলিত হন এবং তাঁকেও অনুরূপ বলেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ যখন শেষ হলো তখন তিনি বললেন ঃ হে উসমান! হাত উত্তোলন কর। তিনি হাত উত্তোলন করলে সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁর বাইআত (আনুগত্য) কবুল করলেন। তারপর আলী (রা) বাইআত করলেন। অতপর সমস্ত মদীনাবাসী একে একে এসে উসমানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবুল হাসান আলী ইবনে আবু তালিবের (রা) মর্যাদা।

নবী (স) আলী (রা)-কে লক্ষ করে বলেন, তুমি আমার এবং আমি তোমার। উমর (রা) বলেন, নবী (স) ওফাত পর্যন্ত আলী (রা)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ

النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالُوْا يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَأْتُوْنِىْ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ -

৩৪২৬. সাহল ইবেন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) (খায়বার যুদ্ধের সময়) বললেন, আগামী কাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। রাবী বলেন, লোকেরা সারা রাত শুধু এ চিন্তায় কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কাকে (আগামী কাল) ঐ ঝান্ডা দেয়া হবে। যখন ভোর হল, লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে হাজির হল। তাদের প্রত্যেকেই এ আশা পোষণ করছিল যে, ঝান্ডা তাকেই প্রদান করা হবে। নবী (স) বললেন, আলী ইবনে আবু তালিব কোথায় ? লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তাঁর চোখে অসুখ। তিনি বললেন, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। তারপর আলী (রা) যখন এলেন, নবী (স) তাঁর চোখ দু'টোতে থু থু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। যেন কোনরূপ ব্যাথাই তাঁর ছিল না। তারপর নবী (স) তাকেই ঝান্ডা প্রদান করলেন। আলী (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) বিরুদ্ধে আমি ঐ পর্যন্ত লড়ে যাব যে পর্যন্ত তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হবে। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার নীতি অনুসরণ করে চলবে। যখন তুমি তাদের সীমান্তে পৌছুবে তখন সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাবে। তারপর ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত হক বা বিধি-বিধান তাদের ওপর ওয়াজিব সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর কসম ! তোমার (এ আহবান) দ্বারা যদি একটি লোককেও আল্লাহ হেদায়াত দেন তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চাইতেও অধিকতর উত্তম।[৪৫]

٣٤٢٧- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ اَنَا اَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِىْ فَتَحَهَا اللّٰهُ فِىْ صَبَاحِهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ اَوْ لَيَاْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً (رَجُلٌ) يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَوْ قَالَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَاِذَا نَحْنُ بِعَلِىٍّ وَمَا نَرْجُوْهُ فَقَالُوْا هٰذَا عَلِيٌّ فَاَعْطَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ -

৪৫. লাল উট আরবদের নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তাই উপমা হিসেবে এ কথাটি বলা হয়েছে।

৩৪২৭. সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খায়বার যুদ্ধের সময় আলী (রা) নবী (স)-এর পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। তাঁর চোখে অসুখ ছিল। তিনি (মনে মনে) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল থেকে পেছনে পড়ে থাকব, (এটা কিছুতেই হতে পারে না।) এ বলে আলী (রা) দ্রুত বেরিয়ে পড়েন এবং নবী (স)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন। যেদিন প্রত্যুষে আল্লাহ বিজয় দান করেন তার পূর্ববর্তী সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি আগামী কাল ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, অথবা বলেছেন, ঝান্ডা এমন এক ব্যক্তি হাতে নেবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন, অথবা বলেছেন, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। তার হাতে (খায়বার দুর্গ) জয় করাবেন। (ভোরবেলা) হঠাৎ আলীর সাথে আমাদের দেখা হয়ে গেল। অথচ আলীর আগমনের ব্যাপারে আমরা মোটেই আশান্বিত ছিলাম না (কেননা তার চোখে অসুখ ছিল)। লোকেরা বলল, এই তো আলী (রা) (এসে পড়েছেন)। তখন রসূলুল্লাহ (স) ঝান্ডা তাকেই প্রদান করেন এবং তাঁর হাতেই আল্লাহ খায়বারের বিজয় দান করেন।

٣٤٢٨- عَنْ أَبِىْ حَازِمٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلٰى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هٰذَا فُلاَنٌ لاَمِيْرِ الْمَدِيْنَةِ يَدْعُوْ عَلِيًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ يَقُوْلُ لَهُ اَبُوْ تُرَابٍ فَضَحِكَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا سَمَّاهُ اِلاَّ النَّبِىُّ ﷺ وَمَا كَانَ لَهُ اِسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْهُ فَاسْتَطْعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَهْلاً وَقُلْتُ يَا اَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ عَلٰى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ فِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ اِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التُّرَابُ اِلٰى ظَهْرِهِ فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُوْلُ اِجْلِسْ يَا اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ -

৩৪২৮. আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি সাহল ইবনে সা'দের নিকট এসে বলল, অমুক লোকটি অর্থাৎ মদীনার আমীর (মারওয়ান ইবনুল হাকাম) মিম্বরের নিকট দাঁড়িয়ে আলী (রা) সম্পর্কে অবাঞ্ছনীয় কথাবার্তা বলছে। সাহল জিজ্ঞেস করলেন, সে কি বলছে ? লোকটি বলল, সে আলী (রা)-কে আবু তোরাব (অর্থাৎ মাটির পিতা) বলছে। একথা শুনে সাহল ইবনে সা'দ হেসে দিলেন। এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তাঁর এ নাম তো নবী (স) রেখেছেন। আর আলী (রা)-এর অন্যান্য নামের চাইতে এ নামটিই রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। অতপর আমি সম্পূর্ণ হাদীসটা সাহল থেকে জানতে চাইলাম। এবং তাকে আমি বললাম, হে আবু আব্বাস ! আলীর এ নামকরণ কিভাবে হল ? তিনি বললেন, একদিন আলী (রা) ফাতিমার নিকট গিয়ে (কিছুক্ষণ থেকে) আবার বেরিয়ে গেলেন এবং মসজিদে এসে সটান শুয়ে পড়লেন। নবী (স) (ফাতিমাকে এসে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচার ছেলেটি (অর্থাৎ আলী) কোথায় ? ফাতিমা বললেন, মসজিদে। নবী (স) তখন তাঁর নিকট গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, তার পিঠের ওপর থেকে চাদরখানা পড়ে গেছে। আর সারা পিঠ মাটি লেগে ভর্তি হয়ে আছে। তখন তিনি তার পিঠ থেকে মাটি ঝেড়ে মুছে দিতে দিতে বললেন, হে আবু তোরাব ! উঠে বস। একথাটা তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন।

٣٤٢٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى اِبْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ ثُمَّ سَاَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ هُوَ ذَاكَ بَيْتُهُ اَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ يَسُوْؤُكَ قَالَ اَجَلْ قَالَ فَاَرْغَمَ اللّٰهُ بِاَنْفِكَ اِنْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جَهْدَكَ -

৩৪২৯. সা'দ ইবনে উবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উসমান (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজসমূহ উল্লেখ করলেন। তারপর ইবনে উমর বললেন, মনে হয় উসমানের এ আলোচনা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। তারপর লোকটি আলী (রা) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করল। তিনি আলী (রা)-এর সুকীর্তি ও নেক কাজগুলো উল্লেখ করে বললেন, তিনি এরূপ ছিলেন। তাঁর ঘরটি রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরসমূহের মাঝখানে ছিল। তারপর বললেন, মনে হয় এটা তোমার নিকট খুব খারাপ লেগেছে। (লোকটি ছিল উসমান ও আলীর বিরোধী তাই) সে উত্তর দিল ঃ হাঁ। ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করুক। যাও, আমার বিরুদ্ধে যা পার কর।

٣٤٣٠- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ شَكَتْ مَا تَلْقٰى مِنْ اَثَرِ الرَّحَا فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ سَبْيٌ فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ فَاَخْبَرَتْهَا فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ لِاَقُوْمَ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِيْ وَقَالَ اَلَا اُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَاَلْتُمَانِي اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتَحْمَدَا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ -

৩৪৩০. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাঁতা চালাবার কারণে ফাতিমা তার কষ্ট সম্পর্কে একদা অভিযোগ করল। সে সময় একদিন নবী (স)-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী এসে পৌঁছলে ফাতিমা তাঁর কাছে গেল। কিন্তু তাঁকে গৃহে উপস্থিত না পেয়ে আয়েশাকে পেয়ে তাঁকেই বলে এলো। পরে নবী (স) বাড়ী এলে আয়েশা তাঁকে ফাতিমার আগমনের সংবাদ দিলেন। আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের নিকট এসে হাজির হলেন। তখন আমরা নিজেদের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ স্থানে থাক। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর পদতলদ্বয়ের শীতলতা অনুভব করলাম। তিনি বললেন, তোমরা আমার নিকট যা চেয়েছ তার চাইতে উত্তম কিছু কি আমি তোমাদেরকে

শিক্ষা দেব না ? যখন তোমরা নিদ্রার জন্য বিছানায় যাবে তখন চৌত্রিশ বার আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার সুবহান আল্লাহ এবং তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ বলবে। এটা তোমাদের জন্য খাদিম অপেক্ষা উত্তম।

٣٤٣١- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى -

৩৪৩১. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) তবুক যুদ্ধের সময় আলীকে লক্ষ করে বলেছেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, মর্যাদার দিক থেকে মূসা (আ)-এর নিকট হারুন (আ) যে পর্যায়ে ছিল তুমিও আমার নিকট ঐ পর্যায়ে রয়েছ ?

٣٤٣٢- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اقْضُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُوْنَ فَاِنِّى اَكْرَهُ الْاِخْتِلَافَ حَتّٰى يَكُوْنَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ اَوْ اَمُوْتُ كَمَا مَاتَ اَصْحَابِى فَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ يَرٰى اَنَّ عَامَّةَ مَا يُرْوٰى عَلٰى عَلِيٍّ الْكَذِبُ -

৩৪৩২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (ইরাকবাসীদেরকে) বলেন, তোমরা পূর্ব থেকে যেমন ফায়সালা করতে তেমনি ফায়সালা কর। কেননা পারস্পরিক মতভেদকে আমি অপসন্দ করি।[৪৬] (আমি চাই) সবলোক একমত ও এক জামায়াত হয়ে যাক। অথবা আমি মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করি। যেমনভাবে আমার সাথী বন্ধুরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মনে করেন, আলী (রা)-এর বরাত দিয়ে (রফেযী সম্প্রদায় কর্তৃক) বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জাফর ইবনে আবু তালেব হাশেমীর (রা) মর্যাদা।

নবী (স) জাফর ইবনে আবু তালেবকে বলতেন, হে জাফর ! স্বভাব ও আকৃতিতে তুমি আমার অনুরূপ।

٣٤٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاِنِّى كُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِىْ حَتّٰى لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَبِيْرَ وَلاَ يَخْدُمُنِى فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ وَكُنْتُ اُلْصِقُ بَطْنِىْ بِالْحَصْبَاءِ مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ

---

৪৬. এ হাদীসটির পটভূমি হিসেবে জানা যায় যে, "উম্মে ওলাদ" বাঁদীর ব্যাপারে আলী (রা) ও উমর (রা)-এর অভিমত ছিল এই যে, এ ধরনের বাঁদীর ক্রয় বিক্রয় অবৈধ। কিন্তু পরবর্তীকালে আলী (রা) তাঁর মত পরিবর্তন করে এ বাঁদীর ক্রয় বিক্রয় বৈধ ঘোষণা করলে আবীদা সালমানী নামক এক ব্যক্তি এর বিরোধিতা করে বলেন, আপনার পৃথক মতামতের চাইতে আপনি ও উমর (রা) সম্মিলিতভাবে যে মত প্রদান করেছেন তাকেই আমি অধিক পসন্দ করি। তখন আলী (রা) নমনীয়ভাব প্রকাশ করে বলেন, আমাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হোক এটা আমি চাই না। সুতরাং যেভাবে তোমরা এতদিন ফায়সালা করতে এখনো সেভাবেই কর।

উল্লেখ্য যে, উম্মে ওলাদ ঐ বাঁদীকে বলে যে বাঁদী মনিবের অধীনে থেকে তার ঔরষে সন্তান প্রসব করে।

لَاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِيْ سَطْعِمَنِيْ وَكَانَ اَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمِسْكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِيْ بَيْتِهِ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ فَنَشُقُّهَا فَنَلْعَقُ مَافِيْهَا -

৩৪৩৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা বলে, আবু হুরাইরা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মূলত জঠর জ্বালা নিবারণ করার পর আমার বাকি সমস্ত সময়টাই রসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্যে কেটে যেতো কেননা উন্নত মানের রুটি এবং উত্তম কোন পোশাকের আমার প্রয়োজন ছিল না। (অর্থাৎ সাধারণ মানের খাদ্য ও পোশাকে আমার চলে যেতো।) আর আমার সেবার জন্য কোন দাসদাসীরও দরকার ছিল না। ক্ষুধার তাড়নায় আমি অনেক সময় পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। কুরআনের কোন একটি আয়াতের অর্থ আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন ব্যক্তিকে শুধু এ উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতাম যাতে সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায় এবং কিছু খেতে দেয়। জাফর ইবনে আবু তালেব ছিলেন গরীব মিসকীনদের প্রতি সর্বাধিক সহানুভূতিশীল। তাই তাঁকে বলা হত আবুল মাসাকীন বা মিসকীনদের পিতা। তিনি প্রায়ই আমাকে তার সাথে নিয়ে যেতেন এবং তার ঘরে যা কিছু খাবার থাকত তা আমাকে খাইয়ে দিতেন। এমনকি আমার নিকট শূন্য ঘিয়ের পাত্রটি নিয়ে এসে তাতে কিছু থাকতো না বলে তিনি তা ভেঙ্গে ফেলতেন। অতপর তার মধ্যে যা কিছু লেগে থাকতো আমি তা জিহ্বা দিয়ে চেটে চেটে খেতাম।

٣٤٣٤- عَنِ الشَّعْبِيْ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ عَلٰى ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ -

৩৪৩৪. শাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমর (রা) যখন আবদুল্লাহ ইবনে জাফরকে সালাম করতেন তখন এভাবে বলতেন, হে দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র[৪৭] আস্‌সালামু আলাইকুম। জাফর ইবনে আবু তালেবের উপাধি ছিল জানাহাইন বা দু' ডানাধারী।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের (রা) মর্যাদা।

٣٤٣٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ اِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقٰى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا ﷺ فَتَسْقِيْنَا وَاِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ -

৪৭. "দু'ডানা বিশিষ্ট ব্যক্তির পুত্র"-এ বাক্যটি দ্বারা তিরমিযীর একটি হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুতার যুদ্ধে কাফেরদের তীরের আঘাতে যখন জাফর ইবনে আবু তালেবের হাত দু'টো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন ঐ দু'হাতের বদলে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে দু'টো ডানা লাভ করেন। ঐ ডানাদ্বয়ের সাহায্যে তিনি আকাশে ফেরেশতাদের সাথে উড়তে থাকেন।

৩৪৩৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন (অনাবৃষ্টির কারণে) দুর্ভিক্ষ দেখা দিত তখন উমর ইবনে খাত্তাব আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের উসিলায় বৃষ্টির জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন, হে আল্লাহ ! আমরা ইতিপূর্বে আমাদের নবীর উসিলায় তোমার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম এবং তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করতে। এখনে আমরা আমাদের নবীর চাচা আব্বাসের উসিলায় দোয়া করছি। তুমি তার উসিলায় আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ কর। তখন প্রবল বর্ষণ হতো।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটাত্মীয়দের মর্যাদা।

٣٤٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ اَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ تَسَاَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِىْ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بَقِىَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ يَعْنِىْ مَالَ اللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَزِيْدُوْا عَلَى الْمَاْكَلِ وَاِنِّى وَاللّٰهِ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهَا فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَاَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ ثُمَّ قَالَ اِنَّا قَدْ عَرَفْنَا يَا اَبَا بَكْرٍ فَضِيْلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَحَقَّهُمْ فَتَكَلَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ -

৩৪৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে মীরাস সূত্রে প্রাপ্য অংশ দাবী করে আবু বকর (রা)-এর নিকট লোক পাঠান। অর্থাৎ ঐ সমস্ত সম্পদ থেকে তিনি মীরাস দাবী করেন যা আল্লাহ তাঁর রসূলকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করেছেন। এবং ঐ সাদাকার মাল থেকেও তিনি মীরাস দাবী করেন যা মদীনায় নবী (স)-এর নিকট মওজুদ ছিল। আর ফাদাক এলাকা ও খায়বারের পরিত্যক্ত আয়ের এক-পঞ্চমাংশ তিনি দাবী করেন। তখন আবু বকর (রা) বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমাদের নবীদের সম্পদ সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই তা সাদকা স্বরূপ। মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার পরিজন এ মাল অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত মাল থেকে খেতে পারে। কিন্তু খাওয়া খরচের অতিরিক্ত গ্রহণ করার অধিকার তাদের নেই। আল্লাহর কসম ! নবী (স)-এর সাদকার ব্যাপারে নবী (স)-এর যমানায় যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল আমি তাতে বিন্দুমাত্র রদবদল করব না। এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিরই বাস্তবায়ন করব। এ কথা শুনে আলী (রা) কালেমা শাহাদাত পড়লেন এবং বললেন, হে আবু বকর ! আমরা আপনার মর্যাদা সম্যক অবগত। অতপর তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা ও তাদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন, তখন তিনি আবু বকর (রা) বললেন, ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ !

আমার নিজের ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ লোকদের সাথে সদাচরণ করাটা আমার নিকট অধিকতর পসন্দ।

٣٤٣٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৩৭. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবার পরিজনের সাথে ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

٣٤٣٨- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ -

৩৪৩৮. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে আমাকে রাগান্বিত করল।

٣٤٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ اَبْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَاَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِىْ فَاَخْبَرَنِىْ اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৩৪৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতিমাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কি যেন বলেন। তখন ফাতিমা কাঁদতে লাগল। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি কি যেন বলেন। তখন সে হেসে দিল। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ (প্রথমবার) নবী (স) আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিয়েছিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে চুপিচুপি এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে দিলাম।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যুবাইর ইবনে আওয়ামের (রা) মর্যাদা।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যুবাইর ইবনে আওয়াম নবী (স)-এর হাওয়ারী (অর্থাৎ একনিষ্ঠ সাহায্যকারী) ছিলেন। সাদা পোশাকধারীকে হাওয়ারী বলা হয়।

٣٤٤٠- عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ اَصَابَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رُعَافٌ شَدِيْدٌ سَنَةَ الرُّعَافِ حَتّٰى حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَاَوْصٰى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ اُسْتَخْلِفْ قَالَ وَقَالُوْهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ اٰخَرُ اَحْسِبُهُ الْحَارِثَ فَقَالَ اِسْتَخْلِفْ فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوْا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ هُوَ فَسَكَتَ

قَالَ فَلَعَلَّهُمْ قَالُوْا الزُّبَيْرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَمَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَخَيْرُهُمْ مَا عَلِمْتُ وَاِنْ كَانَ لاَ حَبَّهُمْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ -

৩৪৪০. মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে বছর নাকের পীড়ার রোগ বিস্তার লাভ করে সে বছর (হিজরী একত্রিশ সালে) উসমান (রা)-এর কঠিন নাকের পীড়া দেখা দেয়। এমনকি ঐ বছর তাঁকে হজ্জ থেকে বিরত থাকতে হয় এবং তিনি (আর বাঁচবেন না ভেবে) অসিয়তও (অন্তিমকালীন উপদেশ) করেন। তখন জনৈক কুরাইশ তাঁর নিকট এসে আরজ করল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি একথা বলেছে ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কাকে নিযুক্তির কথা বলেছে ? লোকটি তখন চুপ হয়ে গেল। তারপর আরেক ব্যক্তি তাঁর নিকট এল। রাবী মারওয়ান বলেন ঃ আমার মনে পড়ে সে ব্যক্তি ছিল হারেস ইবনে হাকাম। সে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকেরা কি খলীফা নিযুক্তির কথা বলছে ? হারেস বলল ঃ হাঁ। লোকেরা তাই বলছে। উসমান (রা) বললেন ঃ কে সে যাকে আমি খলীফা নিযুক্ত করতে পারি ? রাবী বলেন ঃ হারেস তখন চুপ করে থাকল। উসমান (রা) বললেন ঃ লোকেরা মনে হয় যুবাইরের কথা বলছে। হারেস বলল ঃ হ্যাঁ। উসমান (রা) বললেন ঃ ঐ সত্তার কসম ! যার হাতে আমার প্রাণ ! আমার জানা মতে যুবাইর তাদের সবার চেয়ে উত্তম। অবশ্যই যুবাইর রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সবার চেয়ে অধিকতর প্রিয় ছিল।

٣٤٤١- عَنْ هِشَامٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ سَمِعْتُ مَرْوَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِسْتَخْلِفْ قَالَ وَقِيْلَ ذَاكَ قَالَ نَعَمْ الزُّبَيْرُ قَالَ اَمَا وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ خَيْرُكُمْ ثَلاَثًا -

৩৪৪১. আবু উসামা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন ঃ আমি মারওয়ানকে বলতে শুনেছি ঃ আমি একদিন উসমানের নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন লোক তাঁর নিকট এল এবং তাঁকে বলল ঃ কাউকে খলীফা নিযুক্ত করুন। উসমান (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যাপারে কি লোকদের মাঝে কিছু বলাবলি হচ্ছে ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তারা যুবাইরের কথা বলছে। তখন উসমান (রা) তিনবার বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! নিশ্চয়ই তোমরা জান যে, যুবাইর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে উত্তম।

٣٤٤٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِىٍّ حَوَارِىٌّ وَاِنَّ حَوَارِىَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ -

৩৪৪২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী (সাহায্যকারী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু) থাকে। নিশ্চয়ই আমার হাওয়ারী হল যুবাইর।

٣٤٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ يَوْمَ الْاَحْزَابِ جُعِلْتُ اَنَا وَعُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فِى النِّسَاءِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا اَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلٰى فَرَسِهِ يَخْتَلِفُ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ يَا اَبَتِ رَاَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قَالَ اَوَ هَلْ رَاَيْتَنِىْ يَا بُنَىَّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَاْتِ بَنِىْ قُرَيْظَةَ فَيَاْتِيْنِىْ بِخَبَرِهِمْ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ -

৩৪৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহযাবের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবু সালামার পুত্র উমরকে মহিলাদের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময় আমি যুবাইরকে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বনু কুরাইযা গোত্রের দিকে দু'তিনবার যাতায়াত করতে দেখলাম। পরে যখন আমি ফিরে আসলাম তখন বললাম ঃ হে পিতা ! আমি আপনাকে যাতায়াত করতে দেখেছিলাম। এর কারণ কি ছিল ? তিনি বললেন ঃ হে পুত্র ! তুমি কি আমাকে দেখেছিলে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, এমন কে আছে, যে বনু কুরাইযা গোত্রে গিয়ে আমাকে তাদের সংবাদ এনে দিতে পারে ? সে জন্যই আমি গিয়েছিলাম। অতপর যখন আমি ফিরে আসলাম তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পিতা মাতা উভয়কে একত্রে উল্লেখ করে আমার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ আমার পিতা ও আমার মাতা তোমার জন্য কোরবান হোক।

٣٤٤٤- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِىِّ ﷺ قَالُوْا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ اَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ اَصَابِعِىْ فِىْ تِلْكَ الضَّرَبَاتِ اَلْعَبُ وَاَنَا صَغِيْرٌ -

৩৪৪৪. আবু হিশাম [উরওয়া (রা)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধকালে নবী (স)-এর সাহাবারা (আমার পিতা) যুবাইরকে বললেন ঃ আপনি কাফেরদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন না কেন ? তাহলে আমারাও আপনার সাথে একযোগে হামলা চালাতাম। তখন যুবাইর (রা) কাফেরদের ওপর হামলা চালালে কাফেররা তার স্কন্ধদেশে দু'টি আঘাত করে। এ দু'টি আঘাতের মাঝে আরেকটি আঘাতের চিহ্ন ছিল, যে আঘাতটি তিনি বদরের যুদ্ধের সময় পেয়েছিলেন। উরওয়া বলেন ঃ ছোট বেলায় আমি তাঁর ঐ ক্ষত চিহ্নসমূহে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহর (রা) মর্যাদা।

উমর (রা) বলেন ঃ নবী (স) ওফাতকাল পর্যন্ত তালহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٣٤٤٥- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ بَعْضِ تِلْكَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ قَاتَلَ فِيْهِنَّ رَسُوْلُ ﷺ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا ـ

৩৪৪৫. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যে দিবসগুলোতে রসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তার কোন এক দিবসে রসূলুল্লাহর সাথে তালহা ও সা'দ ছাড়া আর কেউ ছিল না।[৪৮] আবু উসমান এ হাদীসটি তালহা ও সা'দ থেকে শুনেছেন।

٣٤٤٦- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ رَاَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِىْ وَقٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَدْ شَلَّتْ ـ

৩৪৪৬. কাইস ইবনে আবু হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি তালহা (রা)-এর ঐ হাতখানাকে অবশ দেখেছি, যে হাত দিয়ে তিনি (ওহোদ যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে) নবী (স)-কে রক্ষা করেছিলেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস যুহরী (রা)-এর মর্যাদা। বনী যুহরা গোত্র ছিল নবী (স)-এর মাতুল বংশ।

٣٤٤٧- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ جَمَعَ لِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَوَيْهِ يَوْمَ اُحُدٍ ـ

৩৪৪৭. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু ওয়াক্কাস-এর পুত্র সা'দ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন নবী (স) আমার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা ও মাতাকে একত্রে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তোমার জন্য আমার পিতা-মাতা কোরবান হোক।

٣٤٤٨- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاَنَا ثُلُثُ الْاِسْلَامِ ـ

৩৪৪৮. আবু আমের (রা) সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার নিজেকে খুব ভালভাবে জানি এবং আমি ইসলামের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি [অর্থাৎ খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা)-এর পর সর্বপ্রথম আমিই ইসলাম গ্রহণ করেছি।]

٣٤٤٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّىْ لَثُلُثُ الْاِسْلَامِ ـ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُوْلُ : اِنِّىْ لَاَوَّلُ الْعَرَبِ رَمٰى بِسَهْمٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتّٰى اِنَّ اَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ اَوِ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِىْ عَلَى الْاِسْلَامِ لَقَدْ خِبْتُ اِذًا وَضَلَّ عَمَلِىْ

৪৮. এটা ছিল ওহোদ যুদ্ধের ঘটনা।

وَكَانُوْا وَشَوَّابِهِ اِلٰى عُمَرَ قَالُوْا لاَيُحْسِنُ يُصَلِّى قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ثُلُثُ الْاِسْلاَمِ يَقُوْلُ وَاَنَا ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৪৯. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি যে সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন খাদীজা (রা) ও আবু বকর (রা) ছাড়া আমার জানামতে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং ইসলাম গ্রহণের পর সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলামে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে ছিলাম।

কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দকে বলতে শুনেছি যে, আবরদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেছে এবং আমরা নবী (স)-এর সাথে একযোগে যুদ্ধ করেছি।[৪৯] এমনকি আমাদের নিকট গাছের পাতা ছাড়া অন্য কোন খাদ্য ছিল না। যার ফলে আমাদের প্রতিটি ব্যক্তি উট বকরীর মলের ন্যায় শক্ত ও বড়ি বড়ি আকারে মলত্যাগ করতে থাকে। অতপর বনী আসাদ গোত্র আমাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে লাগল এমতাবস্থায় যদি তাদের কথা আমি মেনে নেই তবে তো আমাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাশ হতে হয় এবং আমার সমস্ত আমল বৃথা যায়। এমনকি তারা এ ব্যাপারে উমর (রা)-এর নিকটও নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং বলে যে, সা'দ নামায সঠিকভাবে আদায় করে না।[৫০]

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন ঃ انى ثلث الاسلام এর অর্থ হল ঃ সা'দ (রা) বলতে চান যে, আমি নবী (স)-এর সাথে তিনজনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সা)-এর শ্বশুর-জামাতা সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মর্যাদা, যাদের একজন হলেন আবুল আস ইবনে রবি'।

٣٤٥٠- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ فَسَمِعَتْ بِذٰلِكَ فَاطِمَةُ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَزْعُمُ قَوْمُكَ اَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهٰذَا عَلِىٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ اَبِىْ جَهْلٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِيْنَ تَشَهَّدَ يَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ اَنْكَحْتُ اَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيْعِ فَحَدَّثَنِىْ وَصَدَقَنِىْ وَاِنَّ فَاطِمَةَ

৪৯. হিজরী প্রথম সালে নবী (স) উবাইদা ইবনে হারেসের নেতৃত্বে ষাটজন মুহাজিরের একটি বাহিনী মুশরিক নেতা আবু সুফিয়ানের মুকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসও ছিলেন। তার হাতে রসূলুল্লাহ (স) একটি ঝান্ডা প্রদান করেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যিনি সর্বপ্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন তিনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস।

৫০. উপরোক্ত হাদীসটির উল্লেখ দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর মর্যাদা ও গুণাবলী প্রকাশ করা। অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাব যুগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তাদের অন্যতম। আর বনী আসাদ গোত্র সম্পর্কিত যে কথাটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তার অর্থ এই যে, পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান তথা নামায ইত্যাদিতে কিছুটা রদ বদল সূচীত হয়। কিন্তু সা'দ (রা)-এর সাবেক অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক যুগের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। তাই বনী আসাদ গোত্র উমর (রা)-এর নিকট সা'দ (রা)-এর নিন্দা করে এবং বলে যে, সা'দ (রা) নামায সঠিকভাবে আদায় করে না।

بَضْعَةٌ (مُضْغَةٌ) مِنِّي وَاِنِّي اَكْرَهُ اَنْ يَّسُوْءَهَا وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ (ابْنِ الْحُسَيْنِ) عَنْ مِسْوَرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ فَاَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ -

৩৪৫০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, একবার আলী (রা) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব পাঠান। এ কথা ফাতিমা (রা)-এর কাছে পৌছলে তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট যান এবং বলেন, আপনার কওমের লোকেরা আপনার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করে যে, আপনি আপনার মেয়েদের স্বার্থ হানির জন্য রাগ করেন না। তাই তো আলী আবু জাহল তনয়াকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (স) খুৎবা দিতে দাঁড়ালেন। আশ্‌হাদু (আমি সাক্ষ্য দিতেছি) ইত্যাদি পাঠ করার পর তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম, আম্মা বা'দ ! অতপর আমি আবুল আস ইবনে রবির সাথে আমার এক কন্যা (অর্থাৎ যয়নবের) বিয়ে দিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যে কথা বলেছে তাতে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, ফাতিমা আমার দেহেরই একটি টুকরা। তার কোন কষ্ট হোক এটা আমি অপসন্দ করি। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসূলের মেয়ে ও আল্লাহর দুশমনের মেয়ে একজন লোকের স্ত্রীরূপে একত্রে বাস করতে পারে না। একথা শুনে আলী (রা) ঐ বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

অপর একটি রেওয়ায়েতে মুহাম্মাদ ইবনে আমর মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, মিসওয়ার বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বনী আবদ শামস গোত্রের তাঁর এক জামাতার কথা উল্লেখ করতে শুনেছি এবং জামাতার দায়িত্ব আদায় সম্পর্কে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সে আমাকে যা বলেছে তাকে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। এবং সে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পালন করেছে।[৫১]

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর আযাদ করা গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসার মর্যাদা।

বারা'আ (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ [নবী (স) যায়েদকে লক্ষ করে বলেন,] তুমি আমাদের ভাই ও আমাদের বন্ধু।

٣٤٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهُ -

৫১. বদর যুদ্ধে আবুল আস যখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয় তখন তাকে এ শর্তে মুক্তি দেয়া হয় যে, সে যয়নবকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পাঠিয়ে দেবে, মুক্তিলাভের পর সে ঐ শর্ত ঠিক ঠিক পূরণ করেছিল। হাদীসে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩৪৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক যুদ্ধাভিযানে উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করলেন। তখন কিছু লোক উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে লাগল। এ কথা জানতে পেরে নবী (স) বললেন, তোমরা যদি উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা কর তবে তা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ ইতিপূর্বে তোমরা তার পিতার নেতৃত্ব সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর কসম ! সে (যায়েদ) নিশ্চয়ই নেতৃত্বের যোগ্য ছিল এবং সে আমার সর্বাধিক প্রিয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর তার পরে তার পুত্র (উসামা) আমার সর্বাধিক প্রিয়।

٣٤٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ قَائِفٌ وَالنَّبِىُّ ﷺ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْاَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ فَسُرَّ بِذٰلِكَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَعْجَبَهُ فَاَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ ـ

৩৪৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স)-এর উপস্থিতিতে একজন চেহারা বিশেষজ্ঞ আমার নিকট আসল। ঐ সময় উসামা ইবনে যায়েদ এবং যায়েদ ইবনে হারেসা (পা খোলা রেখে চাদর মুড়ি দিয়ে) শুয়েছিল। লোকটি মন্তব্য করল, এই পাগুলো একে অন্যের থেকে (অর্থাৎ এরা পিতাপুত্র)। এ কথা শুনে নবী (স) উৎফুল্ল হন এবং এ মন্তব্যটি তাঁর মনঃপুত হয়েছিল।[৫২] অতপর তিনি এ মন্তব্যটি সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে অবহিত করেন।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ উসামা ইবনে যায়েদের মর্যাদা।

٣٤٥٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قُرَيْشًا اَهَمَّهُمْ شَانُ الْمَخْزُوْمِيَّةِ فَقَالُوْا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ اِلاَّ اُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৪৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখযুমের একজন স্ত্রীলোকের চুরির ঘটনা কুরাইশদেরকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলল। তারা বলতে লাগল, রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যায়েদ ছাড়া কারো এমন সাহস নেই যে স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে। (বিস্তারিত ঘটনা পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।)

٣٤٥٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِمْرَاَةً مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ سَرَقَتْ فَقَالُوْا مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجْتَرِئْ اَحَدٌ اَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَ اِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَاِذَا سَرَقَ (فِيْهِمْ) الضَّعِيْفُ قَطَعُوْهُ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ـ

---

৫২. জাহেলী যুগে উসামার বংশ অর্থাৎ জন্মসূত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বিরূপ মন্তব্য করতো। কেননা উসামা কালো ছিল আর তার পিতা যায়েদ ছিল সুন্দর। তাই চেহারা বিশেষজ্ঞ (Physiognomist) লোকটির মন্তব্য শুনে নবী (স) এ জন্য উৎফুল্ল হন যে, এর দ্বারা সমালোচকদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে।

৩৪৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বনী মাখযূমের একজন স্ত্রীলোক চুরি করলে লোকেরা বলতে লাগল, এমন ব্যক্তি কে আছে যে ঐ স্ত্রীলোকটির পক্ষে নবী (স)-এর সাথে কথা বলবে ? কিন্তু নবী (স)-এর সাথে কথা বলতে কেউ সাহস পেল না। অবশেষে উসামা ইবনে যায়েদ নবী (স)-এর সাথে আলাপ করলে তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করতো তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর তাদের কোন দুর্বল লোক যদি চুরি করতো তবে তারা তার হাত কেটে দিত। জেনে রেখ, চুরির অপরাধে অপরাধিনী যদি (নবী কন্যা) ফাতিমাও হত তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম।

٣٤٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ نَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ اِلٰى رَجُلٍ يَسْحَبُ ثِيَابَهُ فِىْ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ هٰذَا لَيْتَ هٰذَا عِنْدِىْ قَالَ لَهُ اِنْسَانٌ اَمَا تَعْرِفُ هٰذَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ اُسَامَةَ قَالَ فَطَاطَأَ ابْنُ عُمَرَ رَاْسَهُ وَنَقَرَ بِيَدَيْهِ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَوْ رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ -

৩৪৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একদিন মসজিদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন যে, সে তার কাপড় মসজিদের এক কোণে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি বললেন, দেখ তো ! এ লোকটি কে ? যদি এ লোকটি আমার নিকট থাকত ! (তবে আমি তাকে কিছু উপদেশ দিতাম।) তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি কি একে চিনেন না ? এ হলো মুহাম্মাদ ইবনে উসামা। এ কথা শুনে ইবনে উমর (রা) লজ্জায় মাথা নত করলেন এবং দু'হাত দিয়ে মাটি খুঁটতে থাকলেন। তারপর বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (স) একে দেখতেন তবে অবশ্যই ভাল বাসতেন।

٣٤٥٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَاْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّى اُحِبُّهُمَا وَقَالَ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ مَوْلٰى لِاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ وَكَانَ اَيْمَنُ بْنُ اُمِّ اَيْمَنَ اَخَا اُسَامَةَ لِاُمِّهِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَرَاٰهُ ابْنُ عُمَرَ لَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اُعِدْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدَّثَنِىْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَمِرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ حَرْمَلَةُ مَوْلٰى اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ فَقَالَ اُعِدْ فَلَمَّا وَلّٰى قَالَ لِىْ اِبْنُ عُمَرَ مَنْ هٰذَا قُلْتُ الْحَجَّاجُ بْنُ اَيْمَنَ بْنِ اُمِّ اَيْمَنَ فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ لَوْ رَاٰى هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَحَبَّهُ فَذَكَرَ

حُبَّـهُ وَمَا وَلَدَتْهُ اُمِّ اَيْمَنَ قَالَ وَحَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ عَنْ سُلَيْمَانَ وَكَانَتْ حَاضِنَةَ النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৫৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বার্ণত। তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) তাকে ও হাসানকে এক সাথে কোলে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ ! তুমি এদেরকে ভালবাস। কারণ আমি এদেরকে ভালবাসি।

উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উম্মে আইমান ছিলেন উসামার বৈপিত্রেয় ভাই ও একজন আনসার। একদিন ইবনে উমর তাকে দেখলেন যে, তিনি নামাযের মধ্যে রুকূ' সিজদা পুরোপুরিভাবে আদায় করছেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামায পড়।

(অপর একটি বর্ণনায়) আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন ..... উসামা ইবনে যায়েদের মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম হারমালা থেকে বর্ণিত। একদা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় হাজ্জাজ ইবনে আইমান এসে মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামায পড়লেন। কিন্তু রুকূ' সিজদাহ পুরোপুরিভাবে আদায় করলেন না। তখন ইবনে উমর বললেন, তুমি পুনরায় নামাযা পড়। অতপর হাজ্জাজ চলে গেলে ইবনে উমর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কে ? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনে আইমান ইবনে উম্মে আইমান। তখন ইবনে উমর বললেন, যদি রসূলুল্লাহ (স) একে দেখেতেন তবে নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসতেন। অতপর তিনি উম্মে আইমানের সন্তানদের প্রতি রসূলুল্লাহ (স)-এর অগাধ ভালবাসার কথা উল্লেখ করেন।

আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, আমার কোন কোন বন্ধু এ হাদীসের মধ্যে একথাটিও সংযোজন করেছেন যে, "উম্মে আইমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোলে নিয়েছিলেন।"

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের মর্যাদা।

٣٤٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِىْ حَيَاةِ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا رَاٰى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَمَنَّيْتُ اَنْ اَرَى رُؤْيَا اَقُصُّهَا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَكُنْتُ غُلاَمًا (شَابًّا) اَعْزَبَ وَكُنْتُ اَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَرَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ مَلَكَيْنِ اَخَذَانِىْ فَذَهَبَا بِىْ اِلَى النَّارِ فَاِذَا هِىَ مَطْوِيَّةٌ كَطَىِّ الْبِئْرِ وَاِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَىِ الْبِئْرِ وَاِذَا فِيْهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ اَقُـوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ اٰخَرُ فَقَالَ لِىْ لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلٰى حَفْصَةَ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ اِلاَّ قَلِيْلاً -

৩৪৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর জীবদ্দশায় যখন কোন ব্যক্তি কিছু স্বপ্ন দেখতো তখন তা নবী (স)-এর নিকট এসে বর্ণনা করতো। আমার মনে সবসময় এ আকাংখা জাগতো যে, আমি যেন কিছু স্বপ্নে দেখি—যা আমি নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করতে পারি। আমি ছিলাম একজন যুবক। আমার কোন ঘরসংসার ছিল না। নবী (স)-এর যমানায় আমি মসজিদেই ঘুমাতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন দু'জন ফেরেশতা আমাকে ধরে দোযখের নিকট নিয়ে গেল। দোযখটি ছিল পেঁচানো ও ভাঁজ করা কূপের ন্যায় এবং কূপের ন্যায় তার দু'টো উচু পাড় রয়েছে। তারপর দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোককে দেখলাম যাদেরকে আমি চিনি। তখন আমি বলতে লাগলাম اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ আমি দোযখ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি দোযখ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন সময় অপর একজন ফেরেশতা পূর্বোক্ত ফেরেশতাদ্বয়ের সাথে এসে মিলিত হলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বিচলিত হয়ো না। অতপর এ স্বপ্নের কথা আমি আমার বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা)-এর নিকট ব্যক্ত করলাম। হাফসা (রা) তা নবী (স)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তখন নবী (স) বললেন, আবদুল্লাহ খুব ভাল লোক। যদি সে তাহাজ্জুদ নামায পড়তো তবে আরো ভাল হতো। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী সালেম বলেন, এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাতের বেলা খুব কম সময় ঘুমাতেন।

٣٤٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ اُخْتِهِ حَفْصَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ -

৩৪৫৮. ইবনে উমর (রা) তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) একদিন হাফসা (রা)-কে বলেন, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমর নিশ্চয়ই একজন সৎলোক।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ হুযাইফা (রা) ও আম্মার (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٥٩- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَاَتَيْتُ قَوْمًا فَجَلَسْتُ اِلَيْهِمْ فَاِذَ شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِيْ قُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا اَبُو الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ اِنِّي دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُيَسِّرَ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَيَسَّرَكَ لِيْ قَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَوَلَيْسَ عِنْدَكُمْ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ وَفِيْكُمُ الَّذِيْ اَجَارَهُ اللّٰهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ سِرِّ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِيْ لاَ يَعْلَمُ اَحَدٌ غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ يَقْرَاُ عَبْدُ اللّٰهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ اَقْرَاَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فِيْهِ اِلٰى فِيَّ -

৩৪৫৯. আলকামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি সিরিয়া গেলাম এবং সেখানকার মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দাও। তারপর আমি মসজিদে উপস্থিত একদল লোকের নিকট গিয়ে তাদের সাথে বসে পড়লাম। তখন হঠাৎ একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি এলেন এবং আমার পাশ ঘেঁসে বসে পড়লেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলামঃ ইনি কে ? লোকেরা বলল ঃ ইনি আবু দারদা (রা)। আমি তখন বললাম ঃ আল্লাহর নিকট আমি দোয়া করেছিলাম যে, তিনি যেন আমাকে একজন উত্তম সাথী জুটিয়ে দেন। তাই আল্লাহ আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আবু দারদা (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোথাকার লোক ? আমি বললাম ঃ আমি কুফার অধিবাসী। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী নিত্য সহচর ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের কাছে নেই ? যে ব্যক্তিকে আল্লাহ—তাঁর নবীর ভাষায় শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দিয়েছেন, সে ব্যক্তি (অর্থাৎ আম্মার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে ব্যক্তি (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) নবী (স)-এর গোপন যিনি ছাড়া ঐ গোপন তথ্যাদি সম্পর্কে আর কেউ-ই অবগত নন, সে ব্যক্তিটি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) ..... وَالَيل اذَا يَغشَى সূরাটি কিভাবে পড়তেন ? তখন আমি তাকে পড়ে শুনালাম وَالَيل اذَا يَغشَى وَالنَّهَار اذَا تَجَلَّى وَالذَّكَر وَالاُنثَى তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স) আমাকে সূরাটি মুখে মুখে (এভাবেই) শিক্ষা দিয়েছেন।

٣٤٦٠- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِيْ جَلِيْسًا صَالِحًا فَجَلَسَ اِلَى اَبِيْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ يَعْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَمَّارًا قُلْتُ بَلٰى قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ اَوْ السِّرَارِ قَالَ بَلٰى قَالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَ يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالاُنْثٰى قَالَ مَا زَالَ بِىْ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُوْا يَسْتَنْزِلُوْنِىْ عَنْ شَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৬০. ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা একদা সিরিয়া যান। তিনি যখন সেখানকার মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য একজন সৎ সঙ্গী জুটিয়ে দাও।" অতপর তিনি আবু দারদা (রা)-এর পাশে গিয়ে বসলেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ তোমার পরিচয় কি ? তিনি বললেন ঃ একজন কুফাবসী। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ আল্লাহ–তাঁর নবীর ভাষায় যে ব্যক্তিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে নিজ আশ্রয়ে নিয়েছেন সে ব্যক্তি অর্থাৎ আম্মার কি তোমাদের

মাঝে নেই ? আলকামা (রা) বলেন, আমি বললাম, হাঁ। নিশ্চয়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কে) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ হুযাইফা কি তোমাদের মাঝে নেই ? আলকামা বলেন, আমি বললাম ঃ হাঁ। নিশ্চয়ই আছেন। আবু দারদা (রা) বললেন ঃ নবী (স)-এর মিসওয়াক অথবা সামান বহনকারী অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি তোমাদের মাঝে নেই ? আলকামা বললেন ঃ হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন। তিনি বললেন ঃ বলতো আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ..... وَالَيلِ اذَا يَغشَى وَالنَّهَارِ اذَا تَجَلَّى আয়াতগুলো কিভাবে পাঠ করতেন ? (আলকামা বলেন,) আমি বললাম ঃ وَالذَّكَرُوَ الانثى অর্থাৎ وَالنَّهَارِ اذَا تَجَلَّى পড়ার পর তিনি পড়তেন وَالذَكَرَ وَالانثى আবু দারদা বললেন ঃ (এভাবে পড়ার কারণ) এরা (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীরা) আমার পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল যে, আমি নবী (স)-এর নিকট থেকে যেভাবে শুনেছিলাম তা থেকে তারা আমাকে হটিয়ে দেয়ার উপক্রম করেছিল।[৫৩]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٦١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَمِيْنًا وَاِنَّ اَمِيْنَنَا اَيَّتُهَا الْاُمَّةُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৩৪৬১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক উম্মতেরই একজন অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে। আর হে আমার উম্মত ! আমাদের সেই অতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি হচ্ছে আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ।

٣٤٦٢- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَهْلِ نَجْرَانَ لاَبْعَثَنَّ يَعْنِىْ عَلَيْكُمْ يَعْنِىْ اَمِيْنًا حَقَّ اَمِيْنٍ فَاَشْرَفَ اَصَابُهُ فَبَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ -

৩৪৬২. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নাজরানবাসীদের লক্ষ করে বলেন ঃ আমি তোমাদের সেখানে এমন এক ব্যক্তিকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠাব যে হবে অতি বিশ্বস্ত। একথা শুনে সাহাবারা আগ্রহভরে তাকান। তারপর দেখেন যে, নবী (স) আবু উবাইদাকে হাকিম নিযুক্ত করে পাঠালেন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ হাসান ও হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাসান (রা)-এর সাথে আলিঙ্গন করেন।

---

৫৩. প্রথমে والذكر والانثى নাযিল হয়। পরে و এবং والذكر এর মাঝে ما خلق শব্দটি নাযিল হয়। অর্থাৎ وما خلق الذكر والانثى পরবর্তী নাযিলের কথা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদা (রা) জানতে পারেননি বলে তাঁরা উভয়েই প্রথমে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাই পড়তে থাকেন।

অপরাপর সাহাবীরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবু দারদাকে তাদের পাঠ ত্যাগ করে وما خلق الذكر والانثى এভাবে পাঠ করার জন্য জোর পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আবু দারদা (রা) তাঁর কথা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٣٤٦٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ اِلٰى جَنْبِهِ يَنْظُرُ اِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَاِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُوْلُ اِبْنِى هٰذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৩৪৬৩. আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন আমি নবী (স)-কে এমন অবস্থায় মিম্বরের ওপর দেখলাম যে, তাঁর পাশে হাসান (রা) বসে আছেন। তিনি কখনো লোকদের দিকে তাকান, আবার কখনো হাসান (রা)-এর দিকে তাকান এবং বলতে থাকেন ঃ আমার এ পুত্র (দৌহিত্র) নেতা হবে এবং সম্ভবত আল্লাহ এর দ্বারা মুসলমানদের দু'টি (বিবদমান) দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।[৫৪]

٣٤٦٤- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُمَا اَوْ كَمَا قَالَ -

৩৪৬৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) তাকে ও হাসান (রা)-কে একসাথে কোলে নিয়ে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এদের দু'জনকে ভালবাসি। তুমিও তাদেরকে ভালবাস।" অথবা রসূলুল্লাহ (স) যেরূপ বলেছেন।

٣٤٦٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اُتِىَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجُعِلَ فِىْ طَسْتٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ وَقَالَ فِىْ حُسْنِهِ شَيْئًا فَقَالَ اَنَسٌ كَانَ اَشْبَهَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَخْضُوْبًا بِالْوَسْمَةِ -

৩৪৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন হুসাইন (রা)-এর পবিত্র শির কুফার আমীর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হলো এবং তা একটি বড় প্লেটের মধ্যে রাখা হলো তখন ইবনে যিয়াদ তাঁর চোখ ও নাকের মধ্যে আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল। তখন আনাস (রা) বললেন ঃ হুসাইন (রা)-এর আকৃতি রসূলুল্লাহ (স)-এর আকৃতির সাথে সব চাইতে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। ঐ সময় অর্থাৎ শাহাদাতের সময় হুসাইন (রা)-এর চুল ও দাড়িতে 'উস্‌মা' ঘাসের কালো খিযাব লাগানো ছিল।

٣٤٦٦- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلٰى عَاتِقِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُحِبُّهُ -

৫৪. এখানে আলী (রা) ও মুআবিয়ার পারস্পরিক বিরোধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাসান (রা) খলীফা হওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উম্মতকে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুআবিয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করেন।

৩৪৬৬. বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে দেখেছি তিনি হাসান ইবনে আলীকে কাঁধে নিয়ে বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি একে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস।

٣٤٦٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهُوَ يَقُوْلُ بِاَبِىْ شَبِيْهٌ بِالنَّبِىِّ لَيْسَ شَبِيْهٌ بِعَلِىٍّ وَعَلِىٌّ يَضْحَكُ -

৩৪৬৭. উকবা ইবনে হারেস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবু বকর (রা)-কে দেখেছি তিনি হাসান (রা)-কে কোলে তুলে নিয়ে বলছিলেন, আমার পিতা তোমার জন্য উৎসর্গ হোক। তোমার আকৃতি নবী (স)-এর অনুরূপ, আলীর অনুরূপ নয়। আলী (রা) তখন মুচকি হাসছিলেন।

٣٤٦٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِرْقُبُوْا مُحَمَّدًا ﷺ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ -

৩৪৬৮. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ (স)-এর সন্তুষ্টি তাঁর পরিবার পরিজনের সেবা ও ভালবাসার মধ্যেই মনে করবে।

٣٤٦٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ اَحَدٌ اَشْبَهُ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ -

৩৪৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আলী তনয় হাসানের আকৃতিতে নবী (স)-এর সাদৃশ্য যে পরিমাণ ছিল তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্য আর কারো আকৃতিতে ছিল না।[৫৫]

٣٤٧٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَاَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ اَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ اَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْاَلُوْنَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا -

৩৪৭০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল "যে ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রয়েছে সে মাছি মারলে তার বিধান কি হবে ? তিনি বললেন ঃ "নবী (স) তাঁর যে দৌহিত্রদ্বয় সম্বন্ধে বলতেন, এরা দু'জন দুনিয়াতে আমার দু'টি সুগন্ধযুক্ত পুষ্পবিশেষ তাদেরই একজনকে যে ইরাকবাসী হত্যা করতে পেরেছে, সে ইরাকবাসী মাছি মারা সম্পর্কে বিধান চায় ?

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম বিলাল ইবনে রিবাহ (রা)-এর মর্যাদা।

নবী (স) বলেছেন ঃ হে বিলাল ! আমি বেহেশতের মধ্যে আমার আগে আগে তোমার জুতার শব্দ শুনেছি।

---

৫৫. রসূলুল্লাহ (স)-এর বুক থেকে মাথার মধ্যবর্তী অংশের সাথে হাসানের আকৃতির মিল ছিল। আর বুক থেকে পা পর্যন্ত অংশে হুসাইনের আকৃতির সাদৃশ্য ছিল।-তিরমিযী

٣٤٧١- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ اَبُوْ بَكْرٍ سَيِّدُنَا وَاَعْتَقَ سَيِّدَنَا يَعْنِىْ بِلاَلاً ـ

৩৪৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর (রা) বলতেন ঃ আবু বকর (রা) আমাদের নেতা এবং তিনি আমাদের নেতাকে (অর্থাৎ বিলালকে) আযাদ করেছেন।

٣٤٧٢- عَنْ قَيْسٍ اَنَّ بِلاَلاً قَالَ لاَبِىْ بَكْرٍ اِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اِشْتَرَيْتَنِىْ لِنَفْسِكَ فَاَمْسِكْنِى وَاِنْ كُنْتَ اِنَّمَا اِشْتَرَيْتَنِىْ لِلّٰهِ فَدَعْنِىْ وَعَمَلَ اللّٰهِ (وَعَمَلِى لِلّٰهِ) ـ

৩৪৭২. কাইস ইবনে হাযেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর বিলাল (রা) মদীনা ত্যাগ করতে চাইলে আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমার কাছে থাক। এখানে থেকে তুমি মসজিদে নববীতে আযান দেবে। তখন বিলাল (রা) আবু বকর (রা)-কে বললেন ঃ যদি আপনি আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে আপনার কাছে রাখুন। আর যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরিদ করে থাকেন তবে আমাকে ছেড়ে দিন এবং আল্লাহর পথে কাজ করতে দিন।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٧٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِىْ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى صَدْرِهِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ ـ

৩৪৭৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আমাকে তাঁর বুকে চেপে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! একে হিকমত দান করুন।

٣٤٧٤- عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَعَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ قَالَ الْبُخَارِى وَالْحِكْمَةُ الْاِصَابَةُ فِىْ غَيْرِ النُّبُوَّةِ ـ

৩৪৭৪. আবদুল ওয়ারিস থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইবনে আব্বাসকে বুকে চেপে ধরে বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! একে কিতাবের জ্ঞান দান করুন। খালেদ নামক জনৈক রাবী থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হিকমত অর্থ অহীর মাধ্যম ব্যতীত নির্ভুল জ্ঞান লাভ।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ খালিদ ইবনে অলীদ (রা)-এর গুণাবলী।

٣٤٧٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَعٰى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَاْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ

رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتّٰى اَخَذَ (هَا) سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ -

৩৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের খবর আসার পূর্বেই লোকদেরকে তা অবহিত করেন। তিনি বলেন ঃ যায়েদ ঝান্ডা হাতে নিল। তাকে শহীদ করা হলো। তারপর জাফর ঝান্ডা হাতে নিল। তাকেও শহীদ করা হলো। অতপর ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল। সেও শাহাদাত বরণ করল। এ কথাগুলো বলার সময় নবী (স)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর আল্লাহর তরবারীসমূহের একটি তরবারী (অর্থাৎ খালিদ ইবনে অলীদ) ঝান্ডা হাতে নিল। অবশেষে আল্লাহ মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের ওপর জয়যুক্ত করলেন।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবু হুযাইফা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেমের (রা) মর্যাদা।

٣٤٧٦- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَاَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لاَ اَدْرِىْ بَدَاَ بِاُبَىٍّ اَوْ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৩৪৭৬. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ লোকটিকে আমি ঐদিন থেকে বরাবর বন্ধু হিসেবে জানি যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন অধ্যয়ন কর। তিনি প্রথম আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নাম উল্লেখ করেন। তারপর আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, উবাই ইবনে কাব ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর নাম উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন ঃ নবী (স) উবাই ও উবাই ইবনে কাবের নাম প্রথমে উল্লেখ করেছেন না মুআয ইবনে জাবালের নাম তা আমার স্মরণ নেই।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنَكُمْ اَخْلاَقًا وَقَالَ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى اَبِىْ حُذَيْفَةَ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৩৪৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) প্রকৃতিগতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না এবং ইচ্ছাকৃতভাবেও অশ্লীল ভাষী ছিলেন না। বরং তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম চরিত্র ও শিষ্টাচারের অধিকারী তারাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়। তিনি আরো বলতেন ঃ তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন

অধ্যয়ন কর ঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) উবাই ইবনে কাব ও (৪) মুআয ইবনে জাবাল।

٣٤٧٨- عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّامَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا فَرَاَيْتُ شَيْخًا مُقْبِلاً فَلَمَّا دَنَا قُلْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَّكُوْنَ اِسْتَجَابَ قَالَ مِنْ اَيْنَ اَنْتَ قُلْتُ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَفَلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ اَوْلَمْ يَكُنْ فِيْكُمُ الَّذِىْ اُجِيْرَ مِنَ الشَّيْطَانِ اَوْلَمْ يَكُنْ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ كَيْفَ قَرَأَ ابْنُ اُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ اَقْرَاَنِيْهَا النَّبِىُّ ﷺ فَاهُ اِلٰى فِىْ فَمَا زَالَ هٰؤُلاَءِ حَتّٰى كَادُوْا يَرُدُّوْنِىْ -

৩৪৭৮. আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদা সিরিয়ায় প্রবেশ করলাম এবং দু'রাকাত নামায পড়লাম। অতপর আমি এ বলে দোয়া করলাম ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে একজন নেককার সাথী জুটিয়ে দাও। আমি এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকে [আবু দারদা (রা)] আসতে দেখলাম। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন তখন আমি বললাম ঃ "মনে হয়, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন।" আগন্তুক লোকটি জিজ্ঞেস করল ঃ তোমার পরিচয় কি ? আমি বললাম ঃ "আমি কুফার অধিবাসী।" তিনি বললেন ঃ "রসূলুল্লাহ (স)-এর জুতা, বালিশ ও অযুর পাত্র বহনকারী (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি তোমাদের মাঝে নেই ? যে লোকটিকে শয়তানের আক্রমণ থেকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে সে লোকটি (অর্থাৎ আম্মার) কি তোমাদের মাঝে নেই ? (ইসলাম ও মুসলিম জাতি সম্পর্কিত) গোপন তথ্যাদি যে ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জানে না সে গোপন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি (অর্থাৎ হুযাইফা) কি তোমাদের মাঝে নেই ? তারপর তিনি বললেন ঃ বল তো ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) وَالَيلِ اذَا يَغشَى .... সূরাটি কিভাবে পড়তেন ? তখন আমি তাকে পড়ে শুনালাম وَالَيلِ اذَا يَغشَى وَالنَّهَارِ اذَا تَجَلَّى وَالذَكَرَ وَالاُنثَى তিনি বললেন ঃ নবী (স) আমাকে সূরাটি (এভাবেই) মুখে মুখে শিখিয়েছেন। অথচ এভাবে পড়ার কারণে এরা (অর্থাৎ অন্যান্য সাহাবীরা) আমার পেছনে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগে গেল যে, তারা আমাকে বিরত রাখার উপক্রম করল।

٣٤٧٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَاَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَرِيْبِ السَّمْتِ وَالْهَدْىِ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى نَاْخُذَ عَنْهُ فَقَالَ مَا اَعْرِفُ اَحَدًا اَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنَّبِىِّ ﷺ مِنِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ -

৩৪৭৯. আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা হুযাইফা (রা) -কে এমন একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি আকৃতি ও চালচলনে নবী (স)-

এর অধিকতর নিকটবর্তী—যাতে তাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু লাভ করতে পারি। হুযাইফা (রা) বললেন ঃ আকৃতি, স্বভাব ও চাল চলনে নবী (স)-এর অধিকতর নিকটবর্তী ইবনে উম্মে আবদ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না।

٣٤٨٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَاَخِىْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نُرٰى اِلاَّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ لِمَا نَرٰى مِنْ دُخُوْلِهِ وَدُخُوْلِ اُمِّهِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ -

৩৪৮০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি ও আমার ভাই ইয়ামেন থেকে (মদীনায়) আগমন করলাম এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করলাম। আমরা সবসময় মনে করতাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ নবী পরিবারেরই একজন সদস্য। কেননা আমরা তাকে ও তার মাকে প্রায়ই নবী (স)-এর নিকট যাতায়াত করতে দেখতাম।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুআবিয়া (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٨١- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ فَاِنَّهُ (قَدْ) صَحِبَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ -

৩৪৮১. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মুআবিয়া (রা) এশার নামাযের পর বিতর এক রাকায়াত পড়েন। তার নিকট ইবনে আব্বাসের মুক্ত গোলাম (ইবনে কুরাইবও) উপবিষ্ট ছিল। সে ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলল, দেখুন মুআবিয়া (রা) বিতর মাত্র এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাকে তাঁর অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। [এবং নিশ্চয়ই তাঁর কাছে রসূলের (স) কথা ও কর্মের কোন প্রমাণ আছে।]

٣٤٨٢- عَنْ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَاِنَّهُ مَا اَوْتَرَ اِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ اِنَّهُ (اَصَابَ اَنَّهُ) فَقِيْهٌ -

৩৪৮২. ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হলো, আমীরুল মুমিনীন মুআবিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি তো বিতর এক রাকায়াত পড়ে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ তিনি নিজেই একজন 'ফকীহ' (ফিকাহ শাস্ত্রবিশারদ)।

٣٤٨٣- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ اِنَّكُمْ لَتُصَلُّوْنَ صَلاَةً لَقَدْ صَحِبْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَمَا رَاَيْنَاهُ يُصَلِّيْهَا وَلَقَدْ نَهٰى عَنْهُمَا يَعْنِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ -

৩৪৮৩. মুআবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা এমন ধরনের নামায পড়ে থাক, যে নামায আমরা নবী (স)-এর সাহচর্য থাকাকালীন তাঁকে কখনো পড়তে দেখিনি। বরং তিনি তা পড়তে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ আসরের পর দু'রাকাত (নফল) নামায।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফাতেমা (রা)-এর মর্যাদা।

নবী (স) বলেছেন ঃ ফাতেমা (রা) জান্নাতবাসিনী স্ত্রীলোকদের নেত্রী হবে।

٣٤٨٤- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّى فَمَنْ اَغْضَبَهَا اَغْضَبَنِىْ ـ

৩৪৮৪. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ফাতেমা (রা) আমার একটি টুকরা। যে তাকে রাগান্বিত করল সে নিশ্চয়ই আমাকে রাগান্বিত করল।

٣٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِىْ شَكْوَاهُ الَّتِىْ قُبِضَ فِيْهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ قَالَتْ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِىْ وَجْعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِى فَاَخْبَرَنِىْ اِنِّى اَوَّلُ اَهْلِ بَيْتِهِ اَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ ـ

৩৪৮৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন একদিন তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা)-কে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন ফাতেমা (রা) কেঁদে ফেললেন। তারপর আবার তাকে ডেকে পাঠান এবং চুপিচুপি তাকে কিছু বলেন। তখন তিনি হেসে দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, (প্রথমবার) নবী (স) চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, ঐ অসুখেই তিনি ইন্তিকাল করবেন, যে অসুখে তিনি ওফাত পেয়েছেন। তখন আমি কেঁদে ফেললাম। তারপর (দ্বিতীয়বার) তিনি চুপিচুপি আমাকে এ খবরটি দিলেন যে, তাঁর পরিজনদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর পশ্চাৎগামী হব। তখন আমি হেসে ফেললাম।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٤٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا يَا عَائِشُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرٰى مَالَا اَرٰى تُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ـ

৩৪৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) একদিন আমাকে বললেন, হে আয়েশা ! জিবরাইল (আ) তোমাকে সালাম বলছে। আমি বললাম ঃ "ওআলাহিস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।"(অর্থাৎ তাঁর ওপরও সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।) আপনি তা দেখতে পান যা আমি দেখতে পাই না। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেন।

٣٤٨٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ

كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتِ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ -

৩৪৮৭. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামালিয়াত অর্জন করেছেন। কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে কামালিয়াত অর্জন করেছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসীয়া ও ইমরানের কন্যা মারয়াম। আর যাবতীয় খাদ্যের ওপর 'সারীদ'[৫৬]-এর মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদা তেমন।

٣٤٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى (سَائِرِ) الطَّعَامِ -

৩৪৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর আয়েশার মর্যাদাও তেমন।

٣٤٨٩- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ اِشْتَكَتْ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ تَقْدَمِيْنَ عَلٰى فَرَطِ صِدْقٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৪৮৯. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত হলে ইবনে আব্বাস (রা) এলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ হে উম্মুল মুমিনীন ! আপনি প্রথম সত্যবাদী রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা)-এর নিকট যাত্রা করছেন।

٣٤٩٠- عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ عَلِىٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ اِلَى الْكُوْفَةِ لِيَسْتَنْفِرَهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ اِنِّى لاَعْلَمُ اَنَّهَا زَوْجَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ابْتَلاَكُمْ لِتَتَّبِعُوْهُ اَوْ اِيَّاهَا -

৩৪৯০. আবু উয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলী (রা) যখন আম্মার ও হাসানকে কুফা পাঠালেন সেখানকার লোকদেরকে তাকে সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তখন আম্মার (রা) কুফার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি একথা ভালভাবেই জানি যে, আয়েশা (রা) দুনিয়াতে ও আখেরাতে নবী (স)-এর স্ত্রী। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের এই মর্মে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করবে, না আয়েশার।[৫৭]

---

৫৬. আমাদের দেশে চাল ও গোশত একত্রে যেমন বিরয়ানী পাক করা হয়, আরবে তেমনি রুটি টুকরা টুকরা করে গোশতের সাথে একত্রে পাক করা হয়। এ রুটি গোশতের সংমিশ্রণে প্রস্তুত খাদ্যকে সারীদ বলা হয়। সারীদ সুস্বাদু রুচিকর বলে আরবদের নিকট সর্বাধিক সমাদৃত।

৫৭. উপরোক্ত হাদীসে 'জঙ্গে জামাল' বা উটের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—যা হিজরী ৩৬ সালে উসমান হত্যার বিচারকে কেন্দ্র করে আলী (রা) ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

٣٤٩١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِهِ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً -

৩৪৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি তার বোন আসমার নিকট থেকে একটা হার ধার নেন। তারপর সেটি (যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে) পড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবীদের কয়েকজনকে ঐ হারের তালাশে পাঠান। পথিমধ্যে নামাযের সময় হলে সাহাবীরা (পানি না পেয়ে) বিনা অযুতেই নামায পড়েন। তারপর তারা যখন নবী (স)-এর নিকট ফিরে আসেন তখন ব্যাপারটা তাঁর নিকট পেশ করেন। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন ঃ হে আয়েশা ! আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম ! যখনই আপনি কোন সংকটে পড়েছেন তখনই আল্লাহ আপনার জন্য তার সমাধানের একটা পথ খুলে দিয়েছেন এবং সমস্ত মুসলমানদের জন্য তার মধ্যে বরকত দান করেছেন।

٣٤٩٢- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَانَ فِىْ مَرَضِهِ جَعَلَ يَدُوْرُ فِىْ نِسَائِهِ وَيَقُوْلُ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا حِرْصًا عَلٰى بَيْتِ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِىْ سَكَنَ -

৩৪৯২. আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত হন তখন তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের নিকট অবস্থানকালে তিনি আয়েশার গৃহে যাবার বাসনায় বারবার জিজ্ঞেস করতেন ঃ আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আগামীকাল আমি কোথায় থাকব ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার গৃহে থাকার দিন আসলে তিনি শান্ত হলেন।

٣٤٩٣- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاجْتَمَعَ صَوَاحِبِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ وَاللّٰهِ اِنَّ النَّاسَ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَاِنَّا نُرِيْدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيْدُهُ عَائِشَةُ فَبُرِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّاْمُرَ النَّاسَ اَنْ يُّهْدُوْا اِلَيْهِ حَيْثُ مَا كَانَ اَوْ حَيْثُ مَا دَارَ قَالَتْ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ اُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَلَمَّا عَادَ اِلَىَّ ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ فَلَمَّا كَانَ فِى الثَّالِثَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ يَا اُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِيْنِىْ فِىْ عَائِشَةَ فَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا نَزَلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَاَنَا فِىْ لِحَافِ امْرَاَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرِهَا -

৩৪৯৩. আবু হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা তাদের যাবতীয় হাদীয়া উপঢৌকন যেদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেন সেদিন প্রেরণ করত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদিন আমার সঙ্গিনীরা উম্মে সালামার নিকট একত্রিত হয়ে বলল ঃ হে উম্মে সালামা ! আল্লাহর কসম ! লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হাদীয়া আয়েশার জন্য নির্দিষ্ট দিন পাঠিয়ে থাকে। অথচ আয়েশার মতো আমাদেরও কল্যাণ লাভের আকাংখা আছে। কাজেই রসূলুল্লাহকে বলুন, তিনি যেন লোকদেরকে বলে দেন যে, তিনি যখন যেখানে থাকবেন কিংবা যে ঘরে থাকবেন তারা যেন সেখানেই হাদীয়া পাঠিয়ে দেয়। আয়েশা (রা) বলেন ঃ উম্মে সালামা এ ব্যাপারটা রসূলুল্লাহর (স) নিকট বললেন। উম্মে সালামা বলেন ঃ নবী (স) আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। তারপর পুনরায় যখন আমার নিকট এলেন তখন আমি ব্যাপারটা পুনরুল্লেখ করলাম। এবারও তিনি আমার নিকট থেকে চলে গেলেন। অতপর তৃতীয়বার যখন আমি তাঁকে বললাম, তখন তিনি বললেন ঃ হে উম্মে সালামা ! আয়েশার ব্যাপারে আমাকে কষ্ট দিও না। কেননা, আল্লাহর কসম ! আয়েশা ছাড়া তোমাদের মধ্যে অন্য কোন স্ত্রীর বিছানায় আমার নিকট অহী আসেনি।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের মর্যাদা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوْتُوْا ـ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকে মদীনায় বসবাস করছিল এবং ঈমান এনেছিল তারা তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছিল তাদেরকে ভালবাসতো। এবং তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) যা কিছু গনীমাতের মাল ইত্যাদি থেকে দেয়া হতো তাতে তারা (আনসাররা) নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ করতো না।"

–(আল হাশর ঃ ৯)

٣٤٩٤– عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَرَأَيْتَ اِسْمَ الْاَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ اَمْ سَمَاكُمُ اللّٰهُ قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ كُنَّا نَدْخُلُ عَلٰى اَنَسٍ فَيُحَدِّثُنَا مَنَاقِبَ الْاَنْصَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَىَّ اَوْ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَزْدِ فَيَقُوْلُ فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ـ

৩৪৯৪. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন আনাসকে (রা) বললাম, আনসার নামকরণ সম্পর্কে আমাকে বলুন তো ! এ নামকরণ কি আপনারা নিজেরাই করেছিলেন না আল্লাহ আপনাদেরকে এ নামে বিভূষিত করেছেন ? তিনি বললেন, আমরা নই বরং আল্লাহই আমাদের এ নামকরণ করেছেন। গাইলান বলেন, আমরা আনাসের নিকট বসরায় যেতাম। তখন তিনি আমাদের কাছে আনসারদের মর্যাদা ও কৃতিত্ব আলোচনা করতেন এবং আমাকে কিংবা আয্দ গোত্রের কোন লোককে লক্ষ

করে বলতেন, তোমার কওম আনসার অমুক অমুক দিন (ইসলামের জন্য) অমুক অমুক কাজ করেছে।

٣٤٩٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اِفْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوْا فَقَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فِىْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৪৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ[৫৮] এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য তাঁর মদীনায় আগমনের পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। ঐ যুদ্ধের ফল এ হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন এবং তখন মদীনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ যুদ্ধের কারণে নানা দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নেতারা আহত ও নিহত হয়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর জন্য পূর্ব থেকেই অনুকূল ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ ঐ দাম্ভিক নেতারা যদি বু'আস যুদ্ধের ফলে ধ্বংস না হতো তবে মক্কার দাম্ভিক নেতাদের মত তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত।

٣٤٩٦- عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ قَالَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَاَعْطٰى قُرَيْشًا وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْعَجَبُ اِنَّ سُيُوْفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاءِ قُرَيْشٍ وَغَنَائِمُنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَدَعَا الْاَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَاالَّذِىْ بَلَغَنِىْ عَنْكُمْ وَكَانُوْا لَا يَكْذِبُوْنَ فَقَالُوْا هُوَ الَّذِىْ بَلَغَكَ قَالَ اَوَ لَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْغَنَائِمِ اِلٰى بُيُوْتِهِمْ وَتَرْجِعُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْاَنْصَارُ وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِىَ الْاَنْصَارِ اَوْ شِعْبَهُمْ -

৩৪৯৬. আবু তাইয়াহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (স) কুরাইশদেরকে কয়েকটি উট দান করলেন। এতে আনসাররা বলল, আল্লাহর কসম, এটা তো অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের তরবারী থেকে কুরাইশদের রক্ত ঝরছে অথচ আমাদের গনীমাতের মাল আবার তাদের হাতেই তুলে দেয়া হচ্ছে! এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছুলে তিনি আনসারদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমাদের সম্পর্কে এসব কি শুনতে পাচ্ছি ? তারা তো মিথ্যা বলতেন না। তাই তারা জবাব দিলেন, হাঁ, যা শুনেছেন তাই। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা গনীমাতের মাল সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরবে অবশ্যই আনসাররা যে ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবে আমিও সেই ঘাঁটি বা উপত্যকায় প্রবেশ করবো।

৫৮. এ যুদ্ধটি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মদীনার ঐতিহাসিক দু'টি গোত্র–আউস ও খাযরাজের মধ্যে সংঘটিত হয়। একটানা ১২০ বছর পর্যন্ত এ যুদ্ধের জের চলতে থাকে। এতে তাদের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত কিংবা আহত হয়।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। যদি আমি হিজরতের মর্যাদা লাভ না করতাম তবে আমি আনসারদের সাথেই নিজেকে সম্পর্কিত করতাম।

٣٤٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ لَوْ اَنَّ الْاَنْصَارَ سَلَكُوْا وَادِيًا اَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ فِىْ وَادِىَ الْاَنْصَارِ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِّنَ الْاَنْصَارَ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا ظَلَمَ بِاَبِىْ وَاُمِّى اٰوَوْهُ وَنَصَرُوْهُ اَوْ كَلِمَةً اُخْرَى -

৩৪৯৭. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। অথবা তিনি বলেছেন ঃ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, যদি আনসাররা কোন ময়দান বা ঘাঁটিতে প্রবেশ করে তবে অবশ্যই আমি আনসারদের ময়দানে প্রবেশ করব। যদি হিজরতের আদেশ না হত তবে আমি আনসারদের একজন হতাম।[৫৯] আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমার পিতা মাতা রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উৎসর্গ হোক, তিনি এটা অতিশয়োক্তি করেননি। কেননা, আনসাররাই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং তারাই তাঁকে সাহায্য করেছেন। অথবা (অনুরূপ) অপর কোন বাক্য আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কর্তৃক মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন।

٣٤٩٨- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَمَّا قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ اٰخَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعْدِ ابْنِ الرَّبِيْعِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنِّى اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ مَالِىْ نِصْفَيْنِ وَلِىْ اِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَسَمِّهَا لِىْ اُطَلِّقْهَا فَاِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجْهَا قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ اَيْنَ سُوْقُكُمْ فَدَلُّوْهُ عَلٰى سُوْقِ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَمَا انْقَلَبَ اِلاَّ وَمَعَهُ فَضْلٌ مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ شَكَّ اِبْرَاهِيْمُ -

৩৪৯৮. আবু সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাজিররা যখন মদীনায় আসলেন তখন রসূলুল্লাহ (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তারপর সাদ আবদুর রহমানকে বললেন, আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী। আমি আমার সম্পদকে দু'ভাগে ভাগ করে দেব–(এক এক ভাগ তুমি নেবে)। আর আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তার মধ্যে কাকে তোমার পসন্দ হয় দেখ এবং

৫৯.এ মন্তব্য দ্বারা নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আমাকে তার নাম বল। আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। তারপর যখন তার ইদ্দত পুরা হয়ে যাবে তখন তাকে তুমি বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, "আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এতে প্রয়োজন নেই। তোমাদের বাজারটা কোন দিকে ? তাঁরা তাঁকে বনী কাইনুকা বাজারটা দেখিয়ে দিলেন। বাজার থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন তাঁর সাথে ছিল মুনাফালব্ধ কিছু পণীর ও ঘি। তারপর তিনি রোজ সকালে যেতে লাগলেন। অতপর একদিন তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন, তাঁর গায়ে ছিল হলুদ রংয়ের ছোপ। তখন নবী (স) বললেন, এটা কি ? তিনি বললেন, আমি বিয়ে করেছি। তিনি নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, এক নওয়াত (সোয়া ভরির কিছু বেশী) সোনা। কিংবা এক নওয়াত ওজন পরিমাণ সোনা। (অধস্তন রাবী) ইবরাহীমের এ ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে।

٣٤٩٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَاٰخِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ عَلِمَتِ الْاَنْصَارُ اَنِّى مِنْ اَكْثَرِهَا مَالاً سَاَقْسِمُ مَالِى بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِى اِمْرَأَتَانِ فَانْظُرْ اَعْجَبَهُمَا اِلَيْكَ فَاطَلِّقْهَا حَتّٰى اِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ فَلَمْ يَرْجِعْ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى اَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ سَمْنٍ وَاَقِطٍ فَلَمْ يَلْبَثْ اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ مَا سُقْتَ فِيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৪৯৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ হিজরত করে মদীনায় আমাদের নিকট আসেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর ও সা'দ ইবনে রবির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আর সা'দ ছিলেন বিপুল ধনশালী। সা'দ বললেন, আনসাররা সবাই জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী। খুব শীগগীর আমি আমার সমস্ত সম্পদ তোমার ও আমার মধ্যে দু'ভাগ করে দেব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের কাকে তোমার পছন্দ হয় দেখ, আমি তাকে তালাক দিয়ে দেব। যখন সে হালাল হবে তখন তুমি তাকে বিয়ে করবে। আবদুর রহমান বললেন, আল্লাহ তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে বরকত দান করুন। আমার এসবের প্রয়োজন নেই, বরং তোমাদের বাজারটা আমাকে দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি বাজারে গেলেন এবং সেদিন তিনি মুনাফালব্ধ কিছু ঘি ও পনির নিয়ে ফিরে আসলেন। এভাবে অল্প কিছুদিন কেটে গেলে তিনি একদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তাঁর গায়ে হলুদের ছোপ ছিল। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ? তিনি জবাব দিলেন, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ ? বললেন, এক নওয়াত পরিমাণ সোনা। তিনি নবী (স) বললেন, একটা বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা কর।

٣٥٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ النَّخْلَ قَالَ لاَ قَالَ يَكْفُوْنَ الْمَؤْنَةَ وَتُشْرِكُوْنَا فِى التَّمْرِ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

৩৫০০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, আমাদের এবং তাদের (মুহাজিরদের) মধ্যে খেজুরের বাগান বন্টন করে দিন। তিনি বললেন, "না"। তখন আনসাররা (মুহাজিরদেরকে) বলল, "আপনারা আমাদের সাথে (উৎপাদন কাজে) মেহনত করুন, এতে করে আপনারা আমাদের সাথে খেজুরে অংশীদার হবেন (অর্থাৎ শ্রমের বিনিময় আপনাদেরকে খেজুরের ভাগ দেয়া হবে)। তাঁরা (মুহাজিররা) বললেন, "আমরা শুনলাম এবং গ্রহণ করলাম।"

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের প্রতি ভালবাসা (ঈমানের অঙ্গ)।

٣٥٠١- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْاَنْصَارُ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ ـ

৩৫০১. বারা'আ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি। অথবা নবী (স) বলেছেন, আনসারদেরকে একমাত্র মুমিনরাই ভালবাসতে পারে। আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে তাকে আল্লাহ ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন।

٣٥٠٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ـ قَالَ اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ ـ

৩৫০২. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসারদের প্রতি ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন আর আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ মুনাফিকীর নিদর্শন।

৬৪-অনুচ্ছেদঃ নবী (স) আনসারদেরকে (লক্ষ করে) বলেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।

٣٥٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَى النَّبِىُّ ﷺ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ مُقْبِلِيْنَ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ مُمْثِلاً فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ ـ

৩৫০৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন নবী (স) কতিপয় (আনসারী) মহিলা ও বালককে আসতে দেখলেন। রাবী বলেন ঃ সম্ভবত আনাস

বলেছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে তারা ফিরছিলো। তখন নবী (স) তাদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ জানেন, লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। এ বাক্যটি তিনি [নবী (স)] তিনবার উচ্চারণ করেন।

٣٥٠٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَكَلَّمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّكُمْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ مَرَّتَيْنِ -

৩৫০৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক আনসারী মহিলা তার একটা শিশু ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) ঐ মহিলাটির সাথে কিছু কথাবার্তা বললেন এবং দু'বার তিনি একথাটা উচ্চারণ করলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! নিশ্চয় লোকদের মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের অনুসরণ প্রসঙ্গে।

٣٥٠٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَتِ الْاَنْصَارُ لِكُلِّ نَبِىٍّ اَتْبَاعٌ وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَعَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذٰلِكَ اِلَى اِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذٰلِكَ زَيْدٌ -

৩৫০৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসাররা একদিন [রসূলুল্লাহ (স)-কে] বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! প্রত্যেক নবীরই একদল মিত্র থাকে। আর আমরা আপনার মিত্র। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের মিত্রদেরকেও আমাদের মতো গণ্য করেন। (অর্থাৎ তাদেরকেও আনসার বলা হোক)। তখন তিনি ঐ দোআ করেন। (অধঃস্তন রাবী আমর বলেন ঃ) আমি এ হাদীসটি (আবদুর রহমান) ইবনে আবু লাইলার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু এ কথাই বলেছেন।

٣٥٠٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَمْزَةَ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ اَتْبَاعًا وَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَ اَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِاِبْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ اَظُنُّهُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ -

৩৫০৬. আমর ইবনে মুররাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হামযা নামক জনৈক আনসারীকে বলতে শুনেছি ঃ একদিন আনসাররা নবী (স)-কে বললেন, প্রতিটি জাতির একদল সহযোগী থাকে এবং আমরা আপনার সাথে সহযোগিতা করেছি। কাজেই

আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের সহযোগিদেরকে আমাদের দলভুক্ত করে দেন। নবী (স) তখন দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! তাদের সহযোগিদেরকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমর বলেন ঃ আমি এ হাদীসটি ইবনে আবু লাইলার নিকট থেকে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ যায়েদ হুবহু এ কথাই বলেছেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ আনসার পরিবারের মর্যাদা।

٣٥٠٧- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ ابْنِ خَزْرَجٍ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدٌ اَرَى النَّبِىَّ ﷺ اِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ -

৩৫০৭. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছে নবী (স) অন্যদেরকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হলো, তোমাদেরকেও তো তিনি অন্য অনেকের ওপরই প্রাধান্য দিয়েছেন।

٣٥٠٨- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ خَيْرُ الْاَنْصَارِ اَوْ قَالَ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ وَبَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ وَبَنُوْ الْحَارِثِ وَبَنُوْ سَاعِدَةَ -

৩৫০৮. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আনসারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথবা বলেছেন, আনসার পরিবারসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো ঃ (১) বনী নাজ্জার, (২) বনী আবদুল আশহাল, (৩) বনী হারেস (ইবনে খাযরাজ) ও (৪) বনী সাঈদা।

٣٥٠٩- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ خَيْرَ دُوْرِ الْاَنْصَارِ دَارُ بَنِىْ النَّجَّارِ ثُمَّ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ دَارُ بَنِى الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِىْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَلَحِقْنَا (فَلَحِقَنَا) سَعْدَ ابْنَ عُبَادَةَ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ اَلَمْ تَرَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ خَيَّرَ الْاَنْصَارَ فَجَعَلَنَا اٰخِرًا فَاَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُيِّرَ دُوْرُ الْاَنْصَارِ فَجُعِلْنَا اٰخِرًا فَقَالَ اَوَلَيْسَ بِحَسْبِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْخِيَارِ -

৩৫০৯. আবু হুমাইদ (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ আনসারদের ঘরানাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল (১) বনী নাজ্জারের ঘরানা, তারপর (২) বনী

আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেসার, তারপর (৪) বনী সাঈদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি ঘরানায় কল্যাণ রয়েছে। রাবী বলেন ঃ অতপর আমরা সা'দ ইবনে উবাদার সাথে মিলিত হলে আবু উসাইদ সা'দকে লক্ষ করে বললেন ঃ তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহর নবী (স) আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে সর্বশেষ স্থান দিয়েছেন ? একথা শুনে সা'দ নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আনসার পরিবারদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে বুঝি সবার শেষে রাখা হলো। তখন তিনি [নবী (স)] বললেন ঃ তোমরা যে শ্রেষ্ঠ পরিবারগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছ এই কি তোমাদের মর্যাদার জন্য যথেষ্ট নয় ?

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ আনসারদের লক্ষ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা হাউযে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে যাইদ নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٥١٠- عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِىْ كَمَا اِسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ عَلَى الْحَوْضِ -

৩৫১০. উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন আনসার রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি অমুককে যেভাবে সরকারী কাজে নিযুক্ত করেছেন অনুরূপভাবে আমাকেও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করুন না কেন ! তিনি বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা হাউজে কাউসার-এর নিকট আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ করো।

٣٥١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ لِلْاَنْصَارِ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ -

৩৫১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী (স) আনসারদেরকে বললেন ঃ আমার পরে খুব শীগগিরই তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত সবর করতে থাক। আর তোমাদের সাথে সাক্ষাতস্থল হলো হাউযে কাউসার।

٣٥١٢- عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِيْنَ خَرَجَ مَعَهُ اِلَى الْوَلِيْدِ قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ الْاَنْصَارَ اِلٰى اَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ اِلاَّ اَنْ تُقْطِعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَهَا قَالَ اِمَّا لاَ فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ فَاِنَّهُ سَيُصِيْبُكُمْ بَعْدِىْ اُثْرَةٌ -

৩৫১২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে ওয়ালিদের কাছে যাবার সময় তাঁকে বলতে শুনেছেন ঃ নবী (স) একদা আনসারদেরকে বাহরাইনের জায়গীর তাদের নামে লিখে দেয়ার জন্য ডেকে পাঠান। তখন তারা বললেন ঃ না আমরা নেব না। হাঁ, যদি আমাদের মুহাজির ভাইদেরকেও অনুরূপ জায়গীর প্রদান করা হয় তবে নিতে পারি। নবী (স) বললেন ঃ যদি তোমরা না নিতে চাও তবে আমার সাথে মুলাকাত করা পর্যন্ত (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) ধৈর্যধারণ করতে থাক। কেননা আমার পরে খুব শীগগীরই তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।[৬০]

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর।

٣٥١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ فَاَصْلِحِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَقَالَ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ -

৩৫১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। অতএব (হে আল্লাহ !) তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মঙ্গল কর। কাতাদা আনাস (রা)-এর বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তিনি বলেছেন ঃ (হে আল্লাহ !) আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।

٣٥١٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ :

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا * عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا اَبَدًا

فَاَجَابَهُمْ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشُ الْاٰخِرَةِ * فَاَكْرِمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ -

৩৫১৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিখা খনন করার সময় আনসাররা বলতেন ঃ "আমরা হলাম সেসব লোক যারা মুহাম্মদ (স)-এর সাথে এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি যে, যতোদিন বেঁচে থাকব ততদিন জিহাদ করে যাব।" তখন নবী (স) তাদের জবাবে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের মর্যাদা বৃদ্ধি কর।"

٣٥١٥- عَنْ سَهْلٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَحْفِرُ الْخَنْدَقَ وَنَنْقُلُ التُّرَابَ

---

৬০. বস্তুত নবী (স)-এর ইন্তিকালের পর বিশেষ করে উসমান (রা)-এর খেলাফতকালেই এ অবস্থার সূচনা হয় এবং পরবর্তী উমাইয়াদের শাসনামলেও এ অবস্থা চলতে থাকে। বর্ণিত আছে যে, একবার এক আনসারী মুআবিয়া (রা)-এর নিকট কোন অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি তাঁর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তখন উক্ত আনসারী বললেন ঃ নবী (স) ঠিকই বলেছিলেন انكم سترون بعدى اثرة অর্থাৎ "আমার পরে তোমরা অন্যায় পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাবে এবং তোমাদের ওপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।" তখন মুআবিয়া (রা) বললেন, এমতাবস্থায় তিনি তোমাদেরকে কি করতে বলেছেন ? আনসারী জবাব দিলেন ঃ সবর করতে বলেছেন। মুআবিয়া (রা) বললেন ঃ সুতরাং তা-ই কর। তোমরা সবর করতে থাক।

عَلَى اَكْتَادِنَا (اَكْبَادِنَا) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ لاَ عَيْشَ اِلاَّ عَيْشَ الاٰخِرَهْ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَارِ -

৩৫১৫. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন) আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং নিজেদের কাঁধে করে মাটি বহন করছিলাম তখন রসূলুল্লাহ (স) আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন, অতএব মুহাজির ও আনসারদেরকে তুমি ক্ষমা কর।"

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ قوله تعالى : وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"(আল্লাহ বলেন ঃ) তারা (আনসাররা) নিজেদের ওপর (মুহাজিরদের প্রয়োজনকে) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত।"-(আল হাশর ঃ ৯)

٣٥١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ فَبَعَثَ اِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا اِلاَّ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ يَضُمُّ اَوْ يُضِيْفُ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ اَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ اِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ اَكْرِمِىْ ضَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ مَا عِنْدَنَا اِلاَّ قُوْتُ صِبْيَانِىْ فَقَالَ هَيِّئِىْ طَعَامَكِ وَاَصْبِحِىْ سِرَاجَكِ وَنَوِّمِىْ صِبْيَانَكِ اِذَا اَرَادُوْا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَاَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَاَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَاَطْفَاَتْهُ فَجَعَلاَ يُرِيَانِهِ اَنَّهُمَا يَاْكُلاَنِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدَا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ضَحِكَ اللّٰهُ اللَّيْلَةَ اَوْ عَجِبَ مِنْ فَعْلِكُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

৩৫১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট একজন লোক আসল। লোকটার জন্য কিছু খাবার আনতে তিনি নিজ স্ত্রীদের নিকট লোক পাঠালেন। তাঁরা বললেন, আমাদের কাছে পানি ছাড়া কিছুই নেই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কে এ লোকটাকে সাথে নেবে ? অথবা কে এর মেহমানদারী করবে ? আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, আমি। কাজেই সে লোকটাকে সাথে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, রসূলুল্লাহ (স)-এর মেহমানটির সম্মান কর (অর্থাৎ তার আহারের ব্যবস্থা কর)। স্ত্রী বলল, বাচ্চাদের খাবার ছাড়া আমাদের ঘরে আর কিছুই নেই। আনসারী বলল, তুমি খাবার প্রস্তুত কর এবং বাতি জ্বাল। বাচ্চারা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রেখ। খাবার তৈরী করল, বাতি জ্বালাল এবং বাচ্চাদেরকে ঘুম পড়িয়ে রাখল। তারপর সে দাঁড়িয়ে বাতিটা ঠিক করার ভান করে তা নিবিয়ে দিল। অতপর তাঁরা উভয়ে আনসারী ও তাঁর স্ত্রী মেহমানকে বুঝাতে লাগল যে, তারাও খাচ্ছে। এভাবে তাঁরা দু'জনেই ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত কাটাল। যখন ভোর হল তখন ঐ আনসারী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলে

তিনি বললেন, আজ রাতে তোমাদের দু'জনের ক্রিয়াকলাপ দেখে আল্লাহ হেসেছেন অথবা পছন্দ করেছেন (রাবীর সন্দেহ)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "তারা নিজেদের ওপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও দারিদ্র তাদের সাথে লেগেই থাকে। আর মূলত যারা স্বীয় প্রবৃত্তির লোভ লালসা থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম।"

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) বলেন, তোমরা আনসারদের সৎ ও উত্তম ব্যক্তিদের গ্রহণ কর এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ।

٣٥١٧- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْاَنْصَارِ وَهُمْ يَبْكُوْنَ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكُمْ قَالُوْا ذَكَرْنَا مَجْلِسَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ عَصَبَ عَلٰى رَاْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَلَمْ يَصْعَدْهُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِالْاَنْصَارِ فَاِنَّهُمْ كَرِشِيْ وَعَيْبَتِيْ وَقَدْ قَضَوُا الَّذِيْ عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ الَّذِيْ لَهُمْ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫১৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, ["নবী (স) যখন অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত তখন] আবু বকর (রা) ও আব্বাস (রা) একদিন আনসারদের কোন এক মজলিসের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন ঐ মজলিসের লোকেরা কাঁদছে। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কাঁদছেন কেন ? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে নবী (স)-এর ওঠা-বসা ও মজলিসের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। অতপর আবু বকর (রা) অথবা আব্বাস (রা) নবী (স)-এর নিকট যান এবং এ ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করেন। রাবী বলেন, তখন নবী (স) একখানা চাদরের এক প্রান্ত মাথায় বাঁধা অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং মিম্বরে আরোহণ করলেন। ঐদিনের পর তিনি আর মিম্বরে আরোহণ করেননি। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর বললেন, আনসারদের প্রতি লক্ষ রাখার জন্য আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। কেননা তারা আমার শক্তির উৎস এবং আমার আমানতের ভান্ডার। তাদের দায়িত্ব তারা যথাযথ সম্পাদন করেছে, কিন্তু তাদের প্রাপ্য তা বাকী রয়েছে। অতএব তাদের উত্তম ব্যক্তিদের তোমরা কবুল করো এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখো।

٣٥١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلٰى مَنْكِبَيْهِ وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتّٰى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُوْنَ وَتَقِلُّ الْاَنْصَارُ حَتّٰى

يَكُوْنُوْا كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ فَمَنْ وَلِىَ مِنْكُمْ اَمْرًا يَضُرُّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعُهُ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫১৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাঁর অন্তিম পীড়া কালে) একদিন একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে চাদরের প্রান্তদ্বয় দুই ঘাড়ে পেঁচিয়ে এবং মাথায় একটা পাগড়ী বেঁধে বেরিয়ে এলেন এবং মিম্বরের ওপর গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন ঃ অতপর হে লোকেরা ! লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকবে আর আনসারদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে তারা খাদ্যের মধ্যকার লবণ তুল্য হয়ে দাঁড়াবে। অতএব তোমাদের কেউ যদি কোন ক্ষমতার অধিকারী হয় যার ফলে সে কোন লোকের ক্ষতিও করতে পারে কিংবা উপকারও করতে পারে তবে তার উচিত, যেন সে আনসারদের সৎ ব্যক্তিদের গ্রহণ করে এবং তাদের মন্দ ব্যক্তিদের ক্ষমা করে।

٣٥١٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ قَالَ الْاَنْصَارُ كَرِشِىْ وَعَيْبَتِىْ وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُوْنَ وَيَقِلُّوْنَ فَاقْبَلُوْا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوْا عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৩৫১৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন, আনসাররা আমার শক্তির উৎস ও আমার আমানতের ভান্ডার। লোকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। সুতরাং তোমরা তাদের পুণ্যবানদের গ্রহণ কর এবং তাদের অন্যায়কারীদের ক্ষমা কর।

৭১ অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে মু'আয (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٠- عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ حُلَّةُ حَرِيْرٍ فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَمَسُّوْنَهَا وَيَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِهَا فَقَالَ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ لِيْنِ هٰذِهِ لَمَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ خَيْرٌ مِنْهَا اَوْ اَلْيَنُ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَالزُّهْرِىُّ سَمِعَا اَنَسًا عَنِ النَّبِىِّ -

৩৫২০. আবু ইসহাক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআকে বলতে শুনেছি, একদা নবী (স)-এর জন্য হাদীয়া স্বরূপ একটা রেশমী জুব্বা আসল। তখন সাহাবারা জুব্বাটি স্পর্শ করে তার কোমলতা দেখে বিস্মিত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা এর কোমলতা দেখে বিস্ময়বোধ করছ ? অথচ সা'দ ইবনে মুআযের রুমাল (জান্নাতে)-এর চেয়ে অধিক উত্তম হবে। অথবা (তিনি বলেছেন,) এর চেয়ে অধিক নরম ও তুলতুলে হবে।

এ হাদীসটি কাতাদা ও যুহরী আনাসের বরাত দিয়ে নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٥٢١- عَنْ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِىَّ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَعَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ

فَاِنَّ الْبَـرَاءَ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ السَّرِيْرُ فَقَالَ اِنَّهُ كَانَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْحَيَّيْنِ ضَغَائِنُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ـ

৩৫২১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আরশ নড়ে উঠেছিল। তখন এক ব্যক্তি জাবেরকে বলল, বারাআ ইবনে আযেব তো বলেন, (আল্লাহর আরশ নয় বরং জানাযার) খাট নড়ে উঠেছিল। তদুত্তরে তিনি জাবের বললেন, এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে [অর্থাৎ সা'দ ও বারাআ (রা)-এর গোত্রের মধ্যে] কিছুটা বিদ্বেষ ভাব ছিল। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, সা'দ ইবনে মুআযের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছিল।

٣٥٢٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اُنَاسًا نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْـهِ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنَ الْمَسْجِـدِ قَالَ النَّبِيُّ قُوْمُوْا اِلٰى خَيْرِكُمْ اَوْ سَيِّدِكُمْ فَقَالَ يَا سَعْدُ اِنَّ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوْا عَلٰى حُكْمِكَ قَالَ فَاِنِّى اَحْكُمُ فِيْهِمْ اَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبٰى ذَرَارِيُّهُـمْ قَالَ حَكَمْتَ بِحُكْـمِ اللّٰهِ اَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ـ

৩৫২২. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক (অর্থাৎ বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা) সা'দ ইবনে মুআযের সালিসী মেনে নিয়ে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (স) সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটা গাধার পিঠে চড়ে আসলেন। যখন মসজিদের নিকটে এসে পৌঁছলেন, নবী (স) বললেন, তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অথবা (বলেছেন) তোমাদের নেতার সম্মানার্থে দাঁড়াও। তারপর তিনি বললেন, হে সা'দ ! এরা তোমার ফয়সালাকে মেনে নেবে বলে (কিল্লা থেকে) অবতরণ করেছে।[৬১] তিনি সা'দ বললেন, তাদের ব্যাপারে আমি এ ফয়সালা ঘোষণা করছি যে, যারা তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্য তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করা হোক। (সা'দের রায় শুনে) নবী (স) বললেন, আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী তুমি ফয়সালা করেছ।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٣- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَاِذَا نُوْرٌ بَيْنَ اَيْدِيْهِمَا حَتّٰى تَفَرَّقَ فَتَفَرَّقَ النُّوْرُ مَعَهُمَا وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْـرٍ وَرَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ حَمَّادٌ اَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ كَانَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ـ

৬১. এ ঘটনাটি সংঘটিত হয় পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে। যখন বনী কুরাইযা গোত্রের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে অংশ নেয় তখন তিনি তাদেরকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত কিল্লার মধ্যে অবরোধ করে রাখেন। অবশেষে তারা সা'দ ইবনে মুআযের ফয়সালা মেনে নেবে বলে আবেদন করলে নবী (স) অবরোধ তুলে নেন এবং তারা কিল্লা থেকে বেরিয়ে আসে।

৩৫২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা দু'জন লোক অন্ধকার রাতে নবী (স)-এর কাছ থেকে বের হলেন। তখন তাদের সামনে দিয়ে একটি আলো চলতে লাগল। যখন তারা দু'জন বিচ্ছিন্ন হলেন তখন আলোটাও বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়ের সাথে চলতে লাগল।

মা'মার সাবিত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেন, তারা (দু'জন) ছিলেন উসাইদ ইবনে হুযাইর ও (অপর) একজন আনসার।

হাম্মাদ সাবেত ও আনাসের বরাত দিয়ে বলেছেন, তখন উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর নবী (স)-এর নিকট ছিলেন। (সুতরাং এটা তাদের দু'জনেরই ঘটনা)।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয ইবনে জাবাল (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِسْتَقْرِؤُا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِىْ حُذَيْفَةَ وَاُبَيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ -

৩৫২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআনের পাঠ গ্রহণ কর ঃ (১) ইবনে মাসউদ (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) উবাই (ইবনে কা'ব) ও (৪) মু'আয ইবনে জাবাল।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে উবাদা (রা)-এর মর্যাদা। আয়েশা (রা) বলেন, এর পূর্বে[৬২] তিনি একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন।

٣٥٢٥- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ بَنُوْ سَاعِدَةَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَكَانَ ذَاقَدَمٍ فِى الْاِسْلَامِ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا فَقِيْلَ لَهُ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلٰى نَاسٍ كَثِيْرٍ -

৩৫২৫. আবু উসাইদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আনসার পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঃ (১) বনী নাজ্জার, তারপর (২) বনী আবদুল আশহাল, তারপর (৩) বনী হারেস ইবনে খাযরাজ, তারপর (৪) বনী সায়েদা। বস্তুত আনসারদের প্রতিটি পরিবারেই কল্যাণ রয়েছে। তখন সা'দ ইবনে উবাদা বললেন,—আর তিনি ছিলেন একজন প্রথম যুগের ও পয়লা কাতারের মুসলিম—আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) (অন্যদেরকে) আমাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তদুত্তরে তাঁকে বলা হল, তোমাদেরকেও তো তিনি অনেক লোকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর মর্যাদা।

---

৬২. অর্থাৎ তাঁকে জড়িত করে হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে।

٣٥٢٦- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلٌ لاَ اَزَالُ اُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ خُذُوا الْقُرْاٰنَ مِنْ اَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَبَدَاَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -

৩৫২৬. মাসরুক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) এমন একজন লোক যাঁকে আমি আজীবন ভালবেসে যাব। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে তোমরা কুরআনের পাঠ গ্রহণ কর ঃ (১) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এ নাম ধরেই তিনি আরম্ভ করেন, (২) আবু হুযাইফার মুক্ত গোলাম সালেম, (৩) মু'আয ইবনে জাবাল ও (৪) উবাই ইবনে কা'ব।

٣٥٢٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ لِاُبَيٍّ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৩৫২৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উবাইকে বললেন, আল্লাহ আমাকে এ মর্মে আদেশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাকে এ সূরাটি পাঠ করে শুনাই। উবাই বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম ধরে বলেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, তখন উবাই কেঁদে ফেললেন।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٨- عَنْ اَنَسٍ جَمَعَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ اَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْاَنْصَارِ اُبَيٌّ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاَبُوْ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قُلْتُ لاَنَسٍ مَنْ اَبُوْ زَيْدٍ قَالَ اَحَدُ عُمُوْمَتِيْ -

৩৫২৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় যে চারজন লোক কুরআন সংগ্রহ (ও সংকলন) করেছিলেন তাদের সবাই ছিলেন আনসারদের অন্তর্ভুক্ত। (ঐ চারজন ছিলেন) উবাই ইবনে কা'ব, মুয়ায ইবনে জাবাল, আবু যায়েদ ও যায়েদ ইবনে সাবেত। (অধস্তন রাবী কাতাদা বলেন,) আমি আনাসকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু যায়েদ কে ? তিনি বললেন, আমার চাচা সম্পর্কের এক ব্যক্তি।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালহা (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٢٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِجَحَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلاً

رَامِيًا شَدِيْدَ الْقَدِّ يَكْسِرُ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الْجَعْبَةُ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ اَنْشُرْهَا (اَنْثُرْهَا) لاَبِىْ طَلْحَةَ فَاَشْرَفَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ بِاَبِى اَنْتَ وَاُمِّىْ لاَ تُشْرِفْ يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِى دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِىْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرَى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلاَنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِىْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ اَبِىْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلاَثًا ـ

৩৫২৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ওহোদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন (এক পর্যায়ে) লোকেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে নবী (স)-এর কাছ থেকে সরে পড়লে আবু তালহা নিজ ঢালটি নবী (স)-এর সামনে ধরে তাঁকে (শত্রুর তীর থেকে) আড়াল করে রাখেন। আর আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ এবং তিনি নিপুণ হাতে সুদীর্ঘ টান দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতেন। ঐদিন তিনি দু'তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। আবু তালহার নিকট দিয়ে যখনই কোন ব্যক্তি তীরভর্তি শরাধার নিয়ে যেত, নবী (স) তাকে বলতেন ঃ আবু তালহাকে ঐ তীরগুলো দিয়ে যাও এক পর্যায়ে নবী (স) (ঢালের আড়াল থেকে) মুখ বের করে শত্রুদের দিকে তাকালে আবু তালহা বলে ওঠেন, হে আল্লাহর নবী ! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ! আপনি মুখ বাড়িয়ে দেখবেন না। কারণ এতে শত্রুদের কোন একটা তীর এসে আপনাকে বিদ্ধ করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে থাকুক

(বর্ণনাকারী আনাস বলেন ঃ ঐ যুদ্ধে) আমি আবু বকর (রা) তনয়া আয়েশাকে ও (আমার মা) উম্মে সুলাইমকে দেখি যে, তাঁরা দু'জন (তাঁদের পায়ের) কাপড় এতটা ওপরে তুলে গুটিয়ে নেন যে, তাদের পায়ে পরিহিত অলঙ্কার আমি দেখতে পেলাম। তাঁরা পানির মশক নিজেদের পিঠে বয়ে এনে (আহত) লোকদের মুখে ঢেলে দেন। তারপর তাঁরা আবার ফিরে যান এবং মশক ভর্তি করে পুনরায় এসে (আহত) লোকদের মুখে পানি ঢালতে থাকেন। ঐ যুদ্ধে আবু তালহার হাত থেকে তরবারী দু'তিনবার খসে পড়েছিল।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা)-এর মর্যাদা।

٣٥٣٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَحَدٍ يَمْشِىْ عَلَى الْاَرْضِ اِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ اِلاَّ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ وَفِيْهِ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِثْلُهُ ـ

৩৫৩০. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল (অর্থাৎ জীবিত) কোন লোকের উদ্দেশ্যে আমি নবী (স)-কে এ কথা বলতে শুনিনি ঃ নিশ্চয়ই সে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন ঃ তাঁরই

সম্পর্কে (সূরা আল আহকাফের) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে আগত—এ বিষয়ে বনী ইসরাইলদের মধ্য থেকেও একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছে।

٣٥٣١- عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِيْ مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى وَجْهِهِ اَثَرُ الْخُشُوْعِ فَقَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيْهِمَا ثُمَّ خَرَجَ وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّكَ حِيْنَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالُوْا هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ وَاللّٰهِ مَا بَيْنِيْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّقُوْلَ مَالاَ يَعْلَمُ وَسَاُحَدِّثُكَ لِمَ ذَاكَ رَاَيْتُ رُؤْيَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ وَرَاَيْتُ كَاَنِّيْ فِيْ رَوْضَةٍ ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا وَسَطَهَا عَمُوْدٌ مِنْ حَدِيْدٍ اَسْفَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَاَعْلاَهُ فِي السَّمَاءِ فِيْ اَعْلاَهُ عُرْوَةٌ فَقِيْلَ لَهُ ارْقَهُ قُلْتُ لاَ اَسْتَطِيْعُ فَاَتَانِيْ مُنَصِّفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِيْ مِنْ خَلْفِيْ فَرَقِيْتُ حَتّٰى كُنْتُ فِيْ اَعْلاَهَا فَاَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ فَقِيْلَ لَهُ اسْتَمْسِكْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَاِنَّهَا لَفِيْ يَدِيْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْاِسْلاَمُ وَذٰلِكَ الْعَمُوْدُ عَمُوْدُ الْاِسْلاَمِ وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقٰى فَاَنْتَ عَلَى الْاِسْلاَمِ حَتّٰى تَمُوْتَ وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ -

৩৫৩১. কাইস ইবনে উবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনার মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় একটা লোক প্রবেশ করলেন—যার মুখমন্ডলে ছিল বিনয়ের ছাপ। লোকেরা বলে উঠল ঃ এ লোকটা জান্নাতবাসীদের একজন। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাকাত নামায পড়লেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন। (বর্ণনাকারী কাইস বলেন ঃ) আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম এবং তাঁকে বললাম, আপনি যখন মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন তখন লোকেরা বলেছিল ঃ ইনি জান্নাতবাসীদের একজন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! কোন লোকের পক্ষে এমন কথা বলা উচিত নয়, যে সম্পর্কে সে অবগত নয়। আসল ব্যাপারটা আমি তোমাকে খুলে বলছি ঃ নবী (স)-এর যমানায় আমি একটা স্বপ্ন দেখি এবং তা তাঁর নিকট বর্ণনা করি। আমি স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একটা বাগানের মধ্যে অবস্থান করছি এ বলে তিনি ঐ বাগানের বিশালতা ও তার সবুজ শ্যামল শোভার কথা উল্লেখ করেন। তারপর বলেন ঃ বাগানের মধ্যভাগে ছিল লোহার একটা স্তম্ভ। স্তম্ভটার নিম্নভাগ অংশ মাটির মধ্যে ও তার ওপরের অংশ আকাশের মধ্যে। তার উত্তরের প্রান্তে একটা রজ্জু। আমাকে বলা হলো ঃ এ স্তম্ভে আরোহণ কর। আমি বললাম ঃ আমি তো পারছি না। এমন সময় একজন খাদেম আমার নিকট এসে পেছন দিক থেকে আমার কাপড় উঁচু করে ধরল। তখন আমি আরোহণ করতে লাগলাম। অবশেষে স্তম্ভটার ওপরের প্রান্তে পৌঁছে আমি রজ্জুটা ধরে ফেললাম। তখন আমাকে বলা হলো ঃ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে

ধর। তারপর ঐ রজ্জুটা আমার হাতে ধরা অবস্থায় আমি জেগে উঠি। অতপর আমি নবী (স)-এর নিকট এ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন ঃ ঐ বাগানটা হলো ইসলাম এবং ঐ স্তম্ভটা হলো ইসলামের স্তম্ভ। আর ঐ রজ্জুটা হলো তথা ইসলামের সদৃঢ় রজ্জু। কাজেই তুমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকবে। (রাবী বলেন) এ লোকটা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম।

٣٥٣٢- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ سَلاَمٍ فَقَالَ الاَتَجِىْءُ فَاُطْعِمَكَ سَوِيْقًا وَتَمْرًا وَتَدْخُلَ فِىْ بَيْتٍ ثُمَّ قَالَ اِنَّكَ بِاَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ اِذَا كَانَ لَكَ عَلٰى رَجُلٍ حَقٌّ فَاَهْدٰى اِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ اَوْ حِمْلَ شَعِيْرٍ اَوْ حِمْلَ قَتٍ فَلاَ تَأْخُذْهُ فَاِنَّهُ رِبًا وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ الْبَيْتَ ـ

৩৫৩২. আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাত ঘটে। তিনি বললেন ঃ তুমি আস না কেন, তাহলে আমি তোমাকে আটা ও খেজুর খেতে দিতাম এবং তুমি একটা সম্মানিত ঘরে প্রবেশ করতে পারতে।[৬৩] তারপর বললেন ঃ তুমি এমন একটা জায়গায় (ইরাক) বসবাস করছ যেখানে সুদপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসেবে পেশ করে তবে তুমি তা গ্রহণ করো না। কেননা এটাও সুদের নামান্তর। নযর, আবু দাউদ ও ওহাব শোবার বরাত দিয়ে যে রেওয়ায়েত করেছেন তাতে তারা البيت শব্দটির উল্লেখ করেননি।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ খাদীজা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে।

٣٥٣٣- عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةُ ـ

৩৫৩৩. আলী (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ মারয়াম ছিলেন (পূর্ববর্তী) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আর খাদীজা (বর্তমান উম্মতের মধ্যে) নারী সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

٣٥٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اِمْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَنِىْ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَاَمَرَهُ اللّٰهُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِىْ فِىْ خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ ـ

৩৫৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হতো না। নবী (স) আমাকে বিয়ে করার পূর্বেই তিনি ওফাত লাভ করেছিলেন। এ ঈর্ষার কারণ হলো ঃ আমি নবী (স)-কে

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাঁর ঘরকেই সম্মানিত ঘর বলেছেন। কেননা তাঁর ঘরে নবী (স) প্রবেশ করেছিলেন।

প্রায়ই তাঁর কথা আলোচনা করতে শুনতাম। এবং আল্লাহ নবী (স)-কে আদেশ করেছিলেন, তিনি যেন তাঁকে একটা মণি মুক্তাখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দেন। আর নবী (স)-এর নিয়ম ছিল যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তা থেকে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গোশত হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন।

٣٥٣٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِيَّاهَا قَالَتْ وَتَزَوَّجَنِىْ بَعْدَهَا بِثَلاَثِ سِنِيْنَ وَاَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّوَجَلَّ اَوْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ ـ

৩৫৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো, রসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক অধিকাংশ সময় তার কথা স্মরণ করার কারণে ততোটা ঈর্ষা তাঁর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ অথচ তাঁর ইন্তিকালের তিন বছর পর তিনি আমাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স)-কে তাঁর রব অথবা জিবরাইল এ আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন খাদীজাকে জান্নাতের মধ্যে একটা মণিমুক্তাখচিত বালাখানার সসংবাদ দেন।

٣٥٣٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلٰكِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِىْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِى الدُّنْيَا اِمْرَأَةٌ اِلاَّ خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِىْ مِنْهَا وَلَدٌ ـ

৩৫৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার প্রতি আমার যতোটা ঈর্ষা হতো ততোটা ঈর্ষা নবী (স)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি আমি পোষণ করতাম না। অথচ তাঁকে আমি দেখিনি। কিন্তু নবী (স) অধিকাংশ সময় তার কথা আলোচনা করতেন এবং যখনই তিনি বকরী জবাই করতেন তখনই তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে তা যথেষ্ট পরিমাণে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদীয়াস্বরূপ পাঠাতেন। আমি নবী (স)-কে মাঝে মধ্যে রসিকতাচ্ছলে বলতাম ঃ "মনে হয় যেন দুনিয়াতে খাদীজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোকই নেই।" তখন তিনি বলতেন ঃ হাঁ, সে এরূপই ছিল। আর তার থেকেই আমার সন্তান সন্ততি।

٣٥٣٧- عَنْ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى بَشَّرَ النَّبِيُّ ﷺ خَدِيْجَةَ قَالَ نَعَمْ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ ـ

৩৫৩৭. ইসমাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফাকে বললাম, নবী (স) খাদীজাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ। এমন একটা মণিমুক্তখচিত প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছিলেন যাতে না কোন হৈ হুল্লোড় হবে আর না থাকবে কোন ক্লান্তি।

٣٥٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ ـ

৩৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জিবরাইল নবী (স)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই যে খাদীজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন তাতে তরকারী কিংবা (বলেন) খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে, (বলেন) যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন তখন আপনি তাঁকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে জান্নাতের মধ্যে মণিমুক্তাখচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন—যেখানে না কোন শোরগোল হবে এবং না কোন কষ্ট-ক্লান্তি থাকবে।

٣٥٣٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ اُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَرَفَ اِسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاعَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَالَةَ قَالَتْ فَغِرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوْزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ هَلَكَتْ فِى الدَّهْرِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهَا ـ

৩৫৩৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ খাদীজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ (একদিন) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য অনুমতি চাইলেন। (দু'বোনের গলার স্বর ও অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গি একই রকম ছিল বলে) নবী (স) খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা মনে করে হতচকিত হয়ে পড়েন। তারপর (প্রকৃতিস্থ হয়ে) তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! এতো দেখছি হালা ! আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে আমার ভারী ঈর্ষা হলো। আমি বললাম, কুরাইশদের বুড়ীদের মধ্য থেকে এমন এক বুড়ীর কথা আপনি আলোচনা করেন যার দাঁতের মাড়ির লাল বর্ণটাই শুধু বাকি রয়ে গিয়েছিল, যে শেষ হয়ে গেছেও কত কাল আগে। তার পরিবর্তে আল্লাহ তো আপনাকে তার চাইতেও উত্তম উত্তম স্ত্রী দান করেছেন।[৬৪]

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٤٠- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا حَجَبَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِىْ اِلاَّ ضَحِكَ وَعَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ

৬৪. আয়েশার এ কথার জবাবে নবী (স) কি বলেছেন তার উল্লেখ বুখারীতে নেই। তবে হাদীস সংকলন আহমদ ও তাবরানী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে নবী (স) ক্রুদ্ধ হন। অবশেষে আমি বললাম ঃ যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন তাঁর কসম, ভবিষ্যতে আমি তাঁর (খাদীজার) সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য ছাড়া অন্য কোনরূপ মন্তব্য করবো না।

بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ ذُوالْخَلَصَةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ اَوِ الْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتَ مُرِيْحِى مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ قَالَ فَنَفَرْتُ اِلَيْهِ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ اَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَدَعَا لَنَا وَلاَحْمَسَ ـ

৩৫৪০. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে কোনদিন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে (তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে) বাধা প্রদান করেননি। আর যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন হেসে দিয়েছেন।

জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে (খাস'আম গোত্রের) একটা (প্রতিমা পূজার) ঘর ছিল যাকে বলা হতো যুল খালাসা এবং ঐ ঘরটাকে ইয়ামেনের কা'বা অথবা সিরীয়দের কা'বা নামেও অভিহিত করা হতো। একদিন রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে যুল খালাসার (অস্তিত্ব আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে তার হাত) থেকে আমাকে মুক্তি দেবে ? জারীর বলেন ঃ তখন আমি আহমাস গোত্রের দেড় শ' অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলাম। তিনি বলেন ঃ আমরা ঐ ঘরটাকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললাম এবং তার কাছে যাকেই পেলাম তাকেই হত্যা করলাম। তারপর ফিরে এসে নবী (স)-কে এ খবর দিলে তিনি আমাদের জন্য এবং আহমাস গোত্রের জন্য দোয়া করলেন।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান আবাসী (রা) সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٥٤١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُوْنَ هَزِيْمَةً بَيِّنَةً فَصَاحَ اِبْلِيْسُ اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ اُوْلاَهُمْ عَلٰى اُخْرَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ اُخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَاِذَا هُوَ بِاَبِيْهِ فَنَادٰى اَىْ عِبَادَ اللّٰهِ اَبِىْ اَبِىْ فَقَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا احْتَجَزُوْا حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكُمْ قَالَ اَبِىْ فَوَاللّٰهِ مَا زَالَتْ فِىْ حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتّٰى لَقِىَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৩৫৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ওহোদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে গেল তখন ইবলিস (মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্তক্ষয় করাবার জন্য) চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! তোমাদের পেছনের দলকে (আক্রমণ কর এবং তাদেরকে হত্যা কর)। তখন অগ্রবর্তী দল পেছনের দিকে ফিরে তাদের পশ্চাৎবর্তী দলের ওপর (শত্রুদল মনে করে) আক্রমণ চালাল এবং পশ্চাৎবর্তীদেরকে হত্যা করতে লাগল। এমন সময় হুযাইফা (রা) (পশ্চাৎবর্তীদের দলের মধ্যে) তাঁর পিতাকে দেখতে পেয়ে জোর আওয়াজে বললেন ঃ হে আল্লাহর বান্দারা ! এ যে আমার পিতা ! আমার পিতা ! আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! তারা নিরস্ত হলো না। শেষ পর্যন্ত তারা তাঁকে হত্যা করেই ছাড়ল। হুযাইফা তখন বলল ঃ আল্লাহ

তোমাদেরকে ক্ষমা করুক ; (অধস্তন রাবী) হিশামের পিতা (উরওয়া) বলেন ঃ আল্লাহর কসম ! আল্লাহর সাথে সাক্ষাত (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সবসময় হুযাইফা (পিতার এ নির্মম হত্যার জন্য) মনের মধ্যে ব্যথা অনুভব করতেন।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ উৎবা ইবনে রবী'আর কন্যা হিনদ (রা)-এর বর্ণনা।

٣٥٤٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ مِنْ اَهْلِ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَذِلُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ مَا اَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ اَهْلُ خِبَاءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ اَنْ يَعِزُّوْا مِنْ اَهْلِ خِبَائِكَ قَالَتْ وَاَيْضًا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اُرَاهُ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

৩৫৪২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন উৎবা তনয়া হিনদ এসে রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ (স) ! এক সময়ে আমার (মনের) অবস্থা এমন ছিল যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে লাঞ্ছিত হতে দেখা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল না। তারপর আজ আমার অবস্থা এরূপ হয়েছে যে, দুনিয়ার বুকে কোন পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা আমার নিকট আপনার পরিবারকে সম্মানিত হতে দেখা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় নয়। রাবী বলেন ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি (হিনদ) আরো বলেন, হে রসূলুল্লাহ (স) (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। যদি আমি তার সম্পদ থেকে (কিছু গোপন করে) আমার সন্তান সন্ততিদেরকে খেতে দেই তবে আমার কি কোন গুনাহ হবে ? নবী (স) বললেন ঃ আমি মনে করি, এটা প্রচলিত বিধি মুতাবিক হতে হবে।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা)-এর ঘটনা।

٣٥٤٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ لَقِىَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو ابْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلِ بَلْدَحَ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِىِّ الْوَحْىُ فَقَدَّمَتْ اِلَى النَّبِىِّ سُفْرَةٌ فَاَبٰى اَنْ يَاْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ اِنِّىْ لَسْتُ اٰكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ وَلاَ اٰكُلُ اِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيْبُ عَلٰى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُوْلُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللّٰهُ وَاَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ وَاَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْاَرْضِ ثُمَّ تَذْبَحُوْنَهَا عَلٰى غَيْرِ اسْمِ اللّٰهِ اِنْكَارًا لِذٰلِكَ وَاِعْظَامًا لَهُ قَالَ مُوْسٰى حَدَّثَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ تَحَدَّثَ بِهٖ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ يَسْاَلُ عَنِ الدِّيْنِ وَيَتَّبِعُهُ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ الْيَهُوْدِ فَسَاَلَهُ عَنْ

دِيْنِهِمْ فَقَالَ اِنِّى لَعَلِّى اَنْ اَدِيْنَ دِيْنَكُمْ فَأَخْبِرْنِىْ فَقَالَ لاَ تَكُوْنُ عَلَى دِيْنِنَا حَتّٰى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ قَالَ زَيْدٌ مَا اَفِرُّ اِلاَّ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ شَيْئًا اَبَدًا وَاَنِّى اَسْتَطِيْعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِى عَلٰى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا قَالَ زَيْدٌ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًا وَلاَ يَعْبُدُ اِلاَّ اللّٰهَ فَخَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِىَ عَالِمًا مِنَ النَّصَارٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ لَنْ تَكُوْنَ عَلٰى دِيْنِنَا حَتّٰى تَأْخُذَ بِنَصِيْبِكَ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ قَالَ مَا اَفِرُّ اِلاَّ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ اَحْمِلُ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا اَبَدًا وَاَنِّى اَسْتَطِيْعُ فَهَلْ تَدُلُّنِىْ عَلٰى غَيْرِهِ قَالَ مَا اَعْلَمُهُ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ حَنِيْفًا قَالَ وَمَا الْحَنِيْفُ قَالَ دِيْنُ اِبْرَاهِيْمَ لَمْ يَكُنْ يَهُوْدِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ يَعْبُدُ اِلاَّ اللّٰهُ فَلَمَّا رَاٰى زَيْدٌ قَوْلَهُمْ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ فَلَمَّا بَرَزَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَشْهَدُ اَنِّىْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ اِلَى هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللّٰهِ مَا مِنْكُمْ عَلٰى دِيْنِ اِبْرَاهِيْمَ غَيْرِىْ وَكَانَ يُحْيِى الْمَوْؤُدَةَ يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَقْتُلَ اِبْنَتَهُ لاَ تَقْتُلْهَا اَنَا اَكْفِيْكَهَا مَؤُنَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَاِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لاَبِيْهَا اِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكَ وَاِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُنَتَهَا ـ

৩৫৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে বালদাহ নামক স্থানের নিম্নভাগে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত হয়। তারপর (কুরাইশদের পক্ষ থেকে) নবী (স)-এর সামনে দস্তরখান বিছানো হলো। তিনি তা খেতে অস্বীকার করলেন (এবং যায়েদের সামনে ঠেলে দিলেন। কিন্তু তিনিও তা খেতে অস্বীকার করলেন।) অতপর যায়েদ (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বললেন, তোমাদের মূর্তির নামে তোমরা যা যবেহ কর তা আমি কিছুতেই খেতে পারি না। আমি তো কেবলমাত্র তাই খেয়ে থাকি যাতে যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের যবেহর নিন্দা করতেন এবং তাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদ ও তার ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলতেন, বকরীকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ এবং তিনিই তার জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তিনিই তার জন্য মাটি থেকে ঘাস ও লতা-পাতা উৎপন্ন করেন। এতো কিছুর পর তোমরা তাকে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ কর!

ইবনে উমর থেকে (অপর এক সনদে) বর্ণিত, যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল সত্য দীন সম্পর্কে জানার জন্য সিরিয়া থেকে রওনা করলেন। তখন এক ইহুদী আলেমের

সাথে তার সাক্ষাত ঘটে। তিনি তাকে তাদের দীন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, আমি হয়তোবা আপনাদের দীন গ্রহণ করতে পারি, সুতরাং আমাকে (আপনাদের দীন সম্পর্কে) কিছু বলুন। ইহুদী আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে আপনার অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। (যা মৃত্যুর পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভোগ করতে হবে।) যায়েদ বললেন, আমি তো আল্লাহর আযাব থেকে (বাঁচার জন্যই) পালিয়ে এসেছি। আল্লাহর আযাব বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারব না, আর তা বরদাশত করার ক্ষমতাও আমি রাখি না। তাহলে অন্য কোন ধর্মের দিকে আমাকে পথ দেখাতে পারবেন কি ? ইহুদী আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ-এর অনুসারী হতে পারেন। যায়েদ বললেন, (দীনে) হানীফ কি ? তিনি বললেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি (ইবরাহীম (আ) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন না এবং আল্লাহ ছাড়া (অন্য কিছুর) ইবাদত করতেন না।

অতপর যায়েদ (সেখানে থেকে) বেরিয়ে এক খৃষ্টান আলেমের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং অনুরূপ আলাপ আলোচনা করলেন। খৃষ্টান আলেম বললেন, আপনি আমাদের ধর্মের অনুসারী হতে পারবেন না যে পর্যন্ত আল্লাহর লানতের অংশ আপনি গ্রহণ না করেন। যায়েদ বললেন, আল্লাহর লানত থেকে (বাঁচার জন্যই তো) আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আল্লাহর লানত কিংবা আল্লাহর গযবের বিন্দুমাত্রও আমি বরদাশত করতে পারি না ; আর না আমার তা বরদাশত করার ক্ষমতা আছে। আচ্ছা, তাহলে অন্য কোন ধর্মের কথা আমাকে বলে দিতে পারবেন কি ? খৃষ্টান আলেম বললেন, অন্য কোন ধর্মের কথা আমি জানি না, তবে আপনি (দীনে) হানীফ গ্রহণ করতে পারেন। যায়েদ বললেন, হানীফ কি ? তিনি বললেন, ইবরাহীম (আ)-এর আনীত দীন। তিনি ইহুদীও ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতেন না। যায়েদ ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে তাদের উক্তি শুনে বেরিয়ে এলেন এবং বাইরে এসে দু'হাত তুলে (মুনাজাত করে) বললেন, হে আল্লাহ ! আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আমি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের ওপর রয়েছি।

লাইছ বলেন, হিশাম তার পিতা ও আসমা বিনতে আবু বকরের বরাত দিয়ে আমাকে লিখেছেন যে, আসমা বলেন, একদিন আমি যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে দেখলাম যে, তিনি কা'বা ঘরের সাথে নিজের পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে (কুরাইশদেরকে লক্ষ করে) বলছেন, হে কুরাইশ দল ! আল্লাহর কসম ! আমি ছাড়া তোমাদের কেউ ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী নয়। আর তিনি ইবরাহীম (আ) জীবন্ত প্রোথিত নবজাত শিশুকন্যাকে জীবিত করতেন। যখন কোন ব্যক্তি তার মেয়েকে হত্যা করতে চাইত তখন তিনি তাকে বলতেন, একে হত্যা করো না। তোমার পরিবর্তে আমি তার ভরণ পোষণের ভার নেব ; এ বলে তিনি তাকে নিয়ে যেতেন। মেয়েটা যখন বড় হতো, তিনি তার পিতাকে বলতেন, তুমি চাইলে আমি মেয়েটাকে তোমাকে দিয়ে দেব। আর তুমি যদি চাও তবে আমিই মেয়েটার ভরণ পোষণ করে যাব।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ কা'বা ঘর[৬৫] নির্মাণ।

---

৬৫. আল্লামা সুয়ূতী তাঁর 'মক্কার ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ কা'বা ঘর দশবার নির্মিত হয়। (১) প্রথমবার নির্মাণ করেন ফেরেশতাগণ, (২) তারপর আদম (আ), (৩) আদম সন্তানগণ, (৪) তারপর ইবরাহীম (আ), (৫) তারপর আমালিকা সম্প্রদায়, (৬) তারপর জুরহাম সম্প্রদায়, (৭) তারপর নবী (স)-এর পরদাদা কুসাই ইবনে কিলাব, (৮) তারপর নবী (স)-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কুরাইশগণ, (৯) তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) এবং (১০) সর্বশেষে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

٣٥٤٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ اِزَارَكَ عَلٰى رَقَبَتِكَ يَقِيْكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَخَرَّ اِلَى الْاَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اَفَاقَ فَقَالَ اِزَارِىْ اِزَارِىْ فَشَدَّ عَلَيْهِ اِزَارَهُ -

৩৫৪৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন কা'বা ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হয়, (কিশোর) নবী (স) ও আব্বাস (রা) পাথর বয়ে আনার জন্য যান। তখন আব্বাস (রা) নবী (স)-কে বললেন ঃ তোমার লুঙ্গিটা খুলে কাঁধের ওপর রাখ—এতে পাথরের ঘর্ষণ থেকে রক্ষা পাবে। তাই করতে গিয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দু'টো তখন আকাশের দিকে উঠানো ছিল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বলতে লাগলেন ঃ আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি। তখন তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দেয়া হল।

٣٥٤٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ قَالاَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتّٰى كَانَ عُمَرَ فَبَنٰى حَوْلَهُ حَائِطًا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ جِدْرُهُ قَصِيْرٌ فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ -

৩৫৪৫. আমর ইবনে দীনার ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন ঃ নবী (স)-এর যমানায় কা'বা ঘরের চারদিকে কোন দেয়াল ছিল না। লোকেরা কা'বা ঘরের চারদিকে নামায পড়ত। অবশেষে উমর (রা) কা'বার চারদিকে দেয়াল নির্মাণ করেন। উবায়দুল্লাহ (ইবনে আবু ইয়াযিদ) বলেন ঃ তখন তার দেয়াল ছোট ছিল। অতপর ইবনে যুবাইর তা দীর্ঘ করেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ।

٣٥٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لاَ يَصُوْمُهُ -

৩৫৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরাইশরা জাহেলী যুগে আশুরার (১০ই মহররমের) দিন রোযা রাখত এবং নবী (স)-ও ঐদিন রোযা রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আসলেন তিনি ঐদিন রোযা রাখলেন এবং লোকদেরকে ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন। যখন রমযানের রোযার হুকুম অবতীর্ণ হলো তখন যার ইচ্ছা হতো সে ঐদিন রোযা রাখত, আর যার ইচ্ছা হতো না সে রোযা রাখতো না।[৬৬]

আল্লামা হালবী বলেন ঃ মূলত কা'বা ঘর পূর্ণাঙ্গরূপে তিনবার নির্মিত হয়েছে। প্রথমবার ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। দ্বিতীয়বার জাহেলী যুগে কুরাইশগণ নির্মাণ করেন। তৃতীয়বার নির্মাণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা)। আর অন্যরা শুধু মেরামতের কাজ করেছে।

৬৬. রমযানের রোযা ফরয হবার পূর্ব পর্যন্ত আশুরার দিন রোযা রাখা ওয়াজিব ছিল।

٣٥٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ الْعُمْرَةَ فِىْ اَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُوْرِ فِى الْاَرْضِ وَكَانُوْا يُسَمُّوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُوْلُوْنَ : اِذَا بَرَا الدَّبَرُ وَعَفَا الْاَثَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اِعْتَمَرَ قَالَ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ رَابِعَةً مُحِلِّيْنَ بِالْحَجِّ وَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الْحِلِّ قَالَ الْحِلُّ كُلُّهُ

৩৫৪৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (জাহেলী যুগে) লোকদের ধারণা ছিল যে, হজ্জের মাসগুলোতে (শাওয়াল, যুলকাদা ও যুলহাজ্জায়) উমরাহ করা দুনিয়ার বুকে জঘন্যতম পাপ। তারা মহররম মাসকে সফর মাস বলে ঘোষণা করে বলত ঃ যখন উটের পিঠের ক্ষত শুকিয়ে যায়, পথের চিহ্ন বিলীন হয়, তখন যারা উমরাহ করতে চায় তাদের জন্য উমরাহ হালাল। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এবং তার সাহাবীরা হজ্জের ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ৪ঠা যুলহাজ্জ (মক্কায়) উপস্থিত হন এবং নবী (স) সাহাবীদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরায় পরিণত করার আদেশ দেন। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! (এই উমরাহ ও হজ্জের মাঝখানে) কোন্ কোন্ জিনিস হালাল হবে ? তিনি বললেন ঃ সবকিছু (যা ইহরাম না থাকা অবস্থায় হালাল ছিল।)

٣٥٤٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ سَيْلٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَكَسَا مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُوْلُ اِنْ هٰذَا لَحَدِيْثٌ لَهُ شَأْنٌ -

৩৫৪৮. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াবের পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগে এক প্লাবন হয়, যা (মক্কার) দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করে দেয়। (অধস্তন রাবী) সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ আমর ইবনে দীনার বলতেন ঃ ও হাদীসটির ঘটনা বড়ই ভয়াবহ।

٣٥٤٩- عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى اِمْرَأَةٍ مِنْ اَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَاٰهَا لاَ تَكَلَّمُ فَقَالَ مَا لَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوْا حَجَّتْ مُصْمِتَةً قَالَ لَهَا تَكَلَّمِىْ فَاِنَّ هٰذَا لاَ يَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَكَلَّمَتْ فَقَالَتْ مَنْ اَنْتَ قَالَ اِمْرُؤٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اَىُّ الْمُهَاجِرِيْنَ ؟ قَالَ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَتْ مِنْ اَىِّ قُرَيْشٍ اَنْتَ قَالَ اِنَّكِ لَسَؤُلٌ اَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ مَا بَقَاؤُنَا عَلٰى هٰذَا الْاَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِىْ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَامَتْ بِكُمْ اَئِمَّتُكُمْ قَالَتْ وَمَا الْاَئِمَّةُ قَالَ اَمَا كَانَ لِقَوْمِكَ رُؤُسٌ وَاَشْرَافٌ يَاْمُرُوْنَهُمْ فَيُطِيْعُوْنَهُمْ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَهُمْ اُوْلٰئِكَ عَلَى النَّاسِ -

৩৫৪৯. কাইস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা) আহমাস গোত্রের জনৈকা মহিলার নিকট যান। তার নাম ছিল যয়নব। তিনি দেখলেন, মহিলাটি কোন কথা বলছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এর কি হলো, কথা বলছে না কেন ? লোকেরা বলল ঃ তিনি নীরব হজ্জ পালনের নিয়ত করছেন। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ কথা বলুন। এ পদ্ধতি অবৈধ। এটা জাহেলী যুগের কাজ। মহিলা মুখ খুলল এবং বললেন ঃ আপনি কে ? তিনি বললেন ঃ একজন মুহাজির। আবার জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ মুহাজির ? জবাব দিলেন ঃ কুরাইশ গোত্রের। পুনরায় বলল ঃ কুরাইশদের কোন ঘটনার ? তিনি বললেন ঃ তুমি তো দেখছি অত্যধিক প্রশ্নকারিণী ! আমি আবু বকর। মহিলা জিজ্ঞেস করল ঃ জাহেলী যুগের অবসানের পর যে উত্তম দীন আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার ওপর কত দিন পর্যন্ত আমরা টিকে থাকতে পারব ? তিনি বললেন ঃ যতদিন পর্যন্ত আপনাদের নেতারা তার ওপর অবিচল থাকবেন ততোদিন টিকে থাকতে পারবেন। জিজ্ঞেস করল ঃ নেতা আবার কি ? তিনি বললেন ঃ আপনার কওমের মধ্যে কি এমন কোন নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নেই যারা লোকদেরকে কোন কিছু আদেশ করলে তারা তা মেনে নেয়। বলল ঃ হাঁ, নিশ্চয় রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাঁরাই জনগণের নেতা।

٣٥٥٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهَا حِفْشٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا فَاِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيْثِهَا قَالَتْ وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ + رَبِّنَا اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ -

فَلَمَّا اَكْثَرَتْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوِشَاحِ قَالَتْ خَرَجَتْ جُوَيْرِيَةٌ لِبَعْضِ اَهْلِيْ وَعَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ اَدَمٍ فَسَقَطَ مِنْهَا فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيَّا وَهِيَ تَحْسَبُهُ لَحْماً فَأَخَذَتْ فَاتَّهَمُوْنِيْ بِهِ فَعَذَّبُوْنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنْ اَمْرِيْ اَنَّهُمْ طَلَبُوْا فِيْ قُبُلِيْ فَبَيْنَاهُمْ حَوْلِيْ وَاَنَا فِيْ كَرْبِيْ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَدَيَّا حَتّٰى وَازَتْ بِرُؤُسِنَا ثُمَّ اَلْقَتْهُ فَأَخَذُوْهُ فَقُلْتُ لَهُمْ هٰذَا الَّذِيْ اِتَّهَمْتُمُوْنِيْ بِهِ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ -

৩৫৫০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কোন এক আরব গোত্রের একটি কৃষ্ণকায় মেয়ে (ক্রীতদাসী) ইসলাম কবুল করল। মসজিদের মধ্যে তার থাকার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দেয়া হয়েছিল। আয়েশা (রা) বলেন ঃ সে মেয়েটি আমাদের নিকট আসত এবং আমাদের কাছে বসে কথা বলত। যখন তার কথাবার্তা শেষ হতো, সে বলত ঃ "আর জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটি ছিল আমার প্রভুর অন্যতম বিস্ময়কর ঘটনা, শোন, তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন কুফরের দেশ থেকে।" যখন সে কয়েকবার এ কবিতাটি আবৃত্তি করল, তখন আয়েশা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ জড়োয়া হারের দিনের ঘটনাটা কি ? সে বলল ঃ একদিন আমার মনিবের একটি মেয়ে চামড়ার একটি জড়োয়া হার পরে বাইরে গেল। ঐ হারটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। একটা চিলের নজর পড়ল তার ওপর। সে ওটাকে গোশতের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(মনিবের) লোকেরা এ ব্যাপারে আমার ওপর মিথ্যা দোষ চাপাল এবং এজন্য আমাকে শাস্তি দিল। এমনকি আমার ব্যাপারটা এতোখানি গড়াল যে, তারা আমার লজ্জাস্থানে পর্যন্ত তল্লাশী চালাল। তখনো তারা আমার চারপাশে ছিল এবং আমি মুসিবতে আক্রান্ত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ সেই চিলটি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল এবং হারটা ফেলে দিল। তখন তারা তা কুড়িয়ে নিল। আমি তখন তাদেরকে বললাম ঃ এটাই সে বস্তু যে ব্যাপারে তোমরা আমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করেছিল, অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম।

٣٥٥١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِأَبَائِهَا فَقَالَ لاَ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ ـ

৩৫৫১. ইবনে উমর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ সাবধান ! কাউকেও যদি কসম খেতেই হয় তবে সে যেন আল্লাহ ছাড়া অপর কারুর নামে কসম না খায়। কুরাইশরা নিজ বাপদাদার নামে কসম খেতো। তাই তার প্রতিবাদ করে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের বাপদাদার নামে কসম খেয়ো না।

٣٥٥٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ اَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِىْ بَيْنَ يَدَى الْجَنَازَةِ وَلاَ يَقُوْمُ لَهَا وَيُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْمُوْنَ لَهَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا رَاَوْهَا كُنْتِ فِىْ اَهْلِكِ مَا اَنْتِ مَرَّتَيْنِ ـ

৩৫৫২. আবদুর রহমান ইবনে কাসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কাসেম (রা) জানাযা অর্থাৎ লাশের আগে আগে চলতেন এবং লাশ দেখলে দাঁড়াতেন না। তিনি আয়েশা (রা)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা লাশ দেখলে দাঁড়িয়ে যেত। যখন তারা কোন লাশ দেখতে পেত তখন তাকে লক্ষ করে দু'বার উচ্চারণ করত ঃ তুমি তোমার পরিজনদের মধ্যেই রয়েছো, ইতিপূর্বে জীবদ্দশায় যেমন ছিলে।[৬৭]

٣٥٥٣- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ حَتّٰى تَشْرُقَ الشَّمْسُ عَلٰى ثَبِيْرٍ فَخَالَفَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَفَاضَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

৩৫৫৩. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন ঃ মুশরিকরা সাবীর পাহাড়ের ওপর সূর্যকিরণ না আসা পর্যন্ত মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হতো না। এ অবস্থায় নবী (স) সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তাদের নীতির বিরোধিতা করেন।

---

৬৭. কেননা, তারা পরকালের জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। বরং তাদের বিশ্বাস ছিল যে, দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে যাবার পর তা একটা পাখীর রূপ পরিগ্রহ করে নিজের পরিজনদের মধ্যে উড়ে বেড়ায়।

٣٥٥٤- عَنْ عِكْرِمَةَ وَكَأْسًا دِهَاقًا قَالَ مَلاَى مُتَتَابِعَةً * قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اِسْقِنَا كَأْسًا دِهَاقًا ـ

৩৫৫৪. ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন وَكَاسًا دِهَاقًا এ আয়াতের অর্থ হলো ঃ একের পর এক ভরপুর পিয়ালা। তিনি আরো বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, জাহেলী যুগে আমরা এভাবে বলতাম ঃ আমাদেরকে পেয়ালা ভর্তি শরাব পান করতে দাও।

٣٥٥٥. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ اَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلُ ـ وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُسْلِمَ ـ

৩৫৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কবিরা যা কিছু বলেছে তার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের এ শ্লোকটি ঃ "জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া প্রতিটি বস্তুই অসার (বাতিল)।" আর কবি উমাইয়া ইবনে আবু সালত্ প্রায় মুসলমান হয়েই গিয়েছিলেন।

٣٥٥٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لاَبِىْ بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِى مَا هٰذَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لِاِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا اَحْسِنُ الْكِهَانَةَ اِلاَّ اَنِّى خَدَعْتُهُ فَلَقِيَنِىْ فَأَعْطَانِىْ بِذٰلِكَ فَهٰذَا الَّذِىْ اَكَلْتَ مِنْهُ فَاَدْخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِهِ ـ

৩৫৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবু বকর (রা)-এর একটা গোলাম ছিল—যে তাঁকে কিছু কর প্রদান করত। আর আবু বকর (রা) তার কর বাবত প্রদত্ত সামগ্রীকে আহার্য হিসেবে গ্রহণ করতেন। একদিন ঐ গোলাম কিছু জিনিস নিয়ে এল এবং আবু বকর (রা) তা থেকে কিছু আহার করলেন। তখন গোলামটি তাঁকে বলল ঃ আপনি কি জানেন, এটা কি (যা আপনি খেলেন)? আবু বকর (রা) বললেন ঃ সেটা কি ছিল? সে গোলাম বলল ঃ জাহেলী যুগে আমি এক ব্যক্তির ভবিষ্যত গণনা করেছিলাম। মূলত আমি ভাল গুণতে জানতাম না। বরং তাকে আমি প্রতারিত করেছিলাম মাত্র। আজ সে লোকটা আমার সাথে দেখা করে আমাকে ঐ কাজের বিনিময় প্রদান করল। এটাই সে বস্তু যার থেকে আপনি খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) নিজের হাতখানা মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে পেটের সব কিছু বের করে দিলেন।

٣٥٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُوْنَ لُحُوْمَ الْجَزُوْرِ اِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ قَالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِىْ بَطْنِهَا ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِى نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ـ

৩৫৫৭. ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগের লোকেরা হাবালুল হাবালা-এর শর্তে উটের গোশত বেচাকেনা করতো। রাবী বলেন ঃ হাবালুল হাবালা অর্থ এই যে, (এ শর্তে উট বেচাকেনা করা যে ক্রেতা বিক্রেতাকে তখন মূল্য আদায় করবে) যখন কোন নির্দিষ্ট গর্ভবতী উষ্ট্রী তার গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসব করবে তারপর ঐ বাচ্চা আবার গর্ভধারণ করবে। নবী (স) লোকদেরকে এ ধরনের বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٥٥٨- عَنْ غَيْلاَنِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ يَقُوْلُ لِىْ فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ـ

৩৫৫৮. গাইলান ইবনে জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা আনাস (রা)-এর নিকট বসরায় যাতায়াত করতাম। রাবী বলেন ঃ তিনি তখন আমাদের নিকট আনসারদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং আমাকে বলতেন ঃ তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে, তোমার কওম অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ জাহেলী যুগের শপথ গ্রহণ পদ্ধতি।

٣٥٥٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَّ اَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ لَفِيْنَا بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ اِسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخْذٍ اُخْرٰى فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِىْ اِبِلِهِ فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَقَالَ اَغِثْنِىْ بِعِقَالٍ اَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِى لاَ تَنْفِرُ الْاِبِلُ فَاَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ فَلَمَّا نَزَلُوْا عُقِلَتِ الْاِبِلُ اِلاَّ بَعِيْرًا وَاحِدًا فَقَالَ الَّذِىْ اِسْتَأْجَرَهُ مَا شَأْنُ هٰذَا الْبَعِيْرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْاِبِلِ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ قَالَ فَاَيْنَ عِقَالُهُ قَالَ فَحَذَفَهُ بِعَصًا كَانَ فِيْهَا اَجَلُهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ اَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ قَالَ مَا اَشْهَدُ وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ اَنْتَ مُبْلِغٌ عَنِّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُنْتَ اِذَا اَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ فَاِذَا اَجَابُوْكَ فَنَادِ يَا اٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَسَلْ عَنْ اَبِىْ طَالِبٍ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَنِىْ فِىْ عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِىْ اِسْتَأْجَرَهُ اَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا قَالَ مَرِضَ فَاَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ فَوَلِيْتُ دَفْنَهُ قَالَ قَدْ كَانَ اَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ فَمَكُثَ حِيْنًا ثُمَّ اِنَّ الرَّجُلَ الَّذِىْ اَوْصٰى اِلَيْهِ اَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافٰى الْمَوْسِمَ

فَقَالَ يَا اٰلَ قُرَيْشٍ قَالُوْا هٰذِهِ قُرَيْشٌ قَالَ يَا اٰلَ بَنِىْ هَاشِمٍ قَالُوْا هٰذِهِ بَنُوْ هَاشِمٍ قَالَ اَيْنَ اَبُوْ طَالِبٍ قَالُوْا هٰذَا اَبُوْ طَالِبٍ قَالَ اَمَرَنِىْ فُلاَنٌ اَنْ اُبْلِغَكَ رِسَالَةً اَنَّ فُلاَنًا قَتَلَهُ فِىْ عِقَالٍ فَأَتَاهُ اَبُوْ طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ اِخْتَرْمِنَّا اِحْدٰى ثَلاَثٍ اِنْ شِئْتَ اَنْ تُوَدِّىَ مِائَةً مِنَ الاِبِلِ فَاِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا وَاِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ فَاِنْ اَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ فَاَتٰى قَوْمَهُ فَقَالُوْا نَحْلِفُ فَأَتَتْهُ اِمْرَاَةٌ مِنْ بَنِىْ هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ يَا اَبَا طَالِبٍ اُحِبُّ اَنْ تُجِيْزَ ابْنِىْ هٰذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَلاَ تَصْبِرْ يَمِيْنَهُ حَيْثُ تُصْبِرُ الْاَيْمَانُ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَرَدْتَ خَمْسِيْنَ رَجُلاً اَنْ يَحْلِفُوْا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الاِبِلِ يُصِيْبُ كُلُّ رَجُلٍ بَعِيْرَانِ هٰذَانِ بَعِيْرَانِ فَاَقْبَلَهُمَا عَنِّىْ وَلاَ تَصْبِرْ يَمِيْنِىْ حَيْثُ تُصْبِرُ الاَيْمَانُ فَقَبِلَهُمَا وَجَاءَ ثَمَانِيَةٍ وَاَرْبَعُوْنَ فَحَلَفُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَاَرْبَعِيْنَ عَيْنٌ تَطْرِفُ ـ

৩৫৫৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে সর্বপ্রথম শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আমাদের বনী হাশেম গোত্রের মধ্যে। কুরাইশ গোত্রের কোন এক শাখার জনৈক ব্যক্তি বনী হাশেম গোত্রের একটা লোককে মজুর নিযুক্ত করেছিল। তারপর সে তার প্রভুর সাথে তার উটগুলোকে নিয়ে যাত্রা করল। বনী হাশেম গোত্রের অপর একজন লোক তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল, যার (খাদ্যশস্য ভর্তি) বস্তার বাঁধনটা ছিড়ে গিয়েছিল। লোকটি হাশেমী মজুরকে বলল, আমাকে একটা রশি দিয়ে সাহায্য করো, যা দিয়ে আমি আমার বস্তার মুখটা বাঁধতে পারি আর যাতে আমার উটটাও পালিয়ে যেতে না পারে। তখন সে তাকে একটা রশি দিল। লোকটা তার বস্তার মুখ ঐ রশি দ্বারা বেঁধে নিল।

এদিকে তারা যখন এক জায়গায় গিয়ে তাঁবু ফেলল, তখন একটা উট ছাড়া সবগুলো উট বাঁধা হলো। যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে বলল ঃ কি ব্যাপার ! অন্যান্য উটের ন্যায় এ উটটাকে যে বাঁধা হলো না ? মজুর জবাব দিল, এর রশি নেই। লোকটা জিজ্ঞেস করল, এর রশি কোথায় গেল ? বনী হাশেম গোত্রের মজুরটা সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল। এতে তার ভারী রাগ হলো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ বংশের লোকটা তখন হাশেমী মজুরটাকে লাঠি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করল যে ঐ আঘাতই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। সে সময় একজন ইয়েমেনবাসী সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আহত মজুর তাকে বলল, তুমি কি হজ্জের মওসুম উপলক্ষে (মক্কায়) যাবে ? সে বলল ঃ না, যাবো না, তবে অন্য যেকোন সময় সেখানে যেতে পারি। হাশেমী লোকটা বলল, যেকোন সময়

হোক, তুমি কি আমার একটা সংবাদ পৌঁছে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ, পারবো। হাশেমী লোকটা বলল, যদি তুমি হজ্জ মওসুমে মক্কায় যাও তবে এ বলে ডাক দেবে ঃ হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! যখন তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে তখন তুমি (পুনরায়) এ বলে ডাক দেবে ঃ হে বনী হাশেম গোত্রের লোকেরা ! যদি তারাও তোমার ডাকে সাড়া দেয় তবে আবু তালিবের খোঁজ নিয়ে তাকে এ খবরটা দেবে যে, অমুক কুরাইশী ব্যক্তি আমাকে মাত্র একটা রশির জন্য হত্যা করেছে। একথা বলে হাশেমী মজুরটা প্রাণত্যাগ করল। অতপর কুরাইশ গোত্রের যে লোকটা তাকে মজুর নিযুক্ত করেছিল সে যখন (মক্কায়) ফিরে এল তখন আবু তালিব তার নিকট এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের লোকটার কি হলো ? সে বলল, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমি অত্যন্ত যত্ন সহকারে তার সেবা শুশ্রূষা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারলাম না। অবশেষে সে মারা গেলে আমি তার দাফন কাফন সম্পন্ন করে এসেছি। আবু তালিব বললেন, তোমার কাছ থেকে এমনটাই আশা করেছিলাম। এরপর কিছু দিন কেটে গেল। ঐ লোকটা যাকে উক্ত হাশেমী সংবাদ পৌঁছাবার অসিয়ত করেছিল হজ্জের মওসুমে মক্কায় আসল এবং ডাক দিয়ে বলল, হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা ! লোকেরা বলল, কুরাইশ হল এরা। তারপর সে বলল, হে বনী হাশেম ! লোকেরা বলল, বনী হাশেম হল এরা। সে বলল, আবু তালেব কোথায় ? লোকেরা (আবু তালেবকে) দেখিয়ে বলল, ইনিই আবু তালেব। সে তখন বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তি বলেছে আপনার নিকট এ খবর পৌঁছে দেয়ার জন্যে যে, অমুক লোকটা মাত্র একটা রশির জন্যে আমাকে হত্যা করেছে। এ কথা শুনে আবু তালেব ঐ হত্যাকারীর নিকট গেল এবং বলল, আমাদের প্রস্তাবিত তিনটের যে কোন একটা পথ তোমাকে বেছে নিতে হবে। তুমি খুনের রক্তপণ হিসেবে একশ উট দেবে। কেননা তুমি আমাদের লোককে হত্যা করেছ। অথবা তোমার গোত্রের পঞ্চাশ জন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি তাকে হত্যা করোনি। যদি এটা করতেও তুমি অস্বীকার কর তবে তার বদলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। তখন লোকটা তার স্বগোত্রীয়দের নিকট গেল। তারা বলল, আমরা হলফ করব। এ সময় বনী হাশেম গোত্রের জনৈকা মহিলা আবু তালেবের নিকট আসল। উক্ত মহিলা ছিল কুরাইশ গোত্রের জনৈক ব্যক্তির পত্নী। ঐ মহিলার একটি সন্তান ছিল। সে বলল, হে আবু তালেব, আমি চাই যে, পঞ্চাশজনের মধ্য থেকে তুমি আমার এ সন্তানটাকে রেহাই দেবে এবং যেখানে হলফ নেয়া হয় (অর্থাৎ রুকন ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থল) সেখানে তার হলফ নেবে না।[৬৮] আবু তালেব তাই করলেন। (অর্থাৎ মহিলার আবেদন মঞ্জুর করলেন)। তারপর তাদের মধ্য থেকে আরেকজন লোক আবু তালেবের নিকট আসলো এবং বলল, হে আবু তালেব ! তুমি একশ উটের স্থলে পঞ্চাশ জন লোকের হলফ নিতে চাচ্ছ। এ হিসেবে প্রতিটি লোকের ভাগে দু'টি করে উট পড়েছে। সুতরাং এ উট দু'টো আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর এবং যে জায়গাটাতে হলফ নেয়া হয় সেখানে আমার কাছ থেকে হলফ নিও না। আবু তালেব তার কাছ থেকে) উট দু'টো গ্রহণ করলেন। অবশিষ্ট আটচল্লিশ ব্যক্তি এসে হলফ করল। রাবী ইবনে আব্বাস বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ ! একটা বছর যেতে না যেতেই ঐ আটচল্লিশ জন লোকের একটা লোকও আর বেঁচে রইল না।

---

৬৮. জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, যখন কোন মহল্লায় এমন কোন নিহত ব্যক্তির লাশ পাওয়া যেত যার হত্যা সম্পর্কে কেউ জ্ঞাত নয় তখন ঐ মহল্লার কিছু লোককে রুকন ইয়েমেনী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থলে দাঁড় করিয়ে তাদের কাছ থেকে এ মর্মে হলফ নেয়া হতো যে, একে আমরা হত্যা করিনি এবং এর হত্যা সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নই। আরবী পরিভাষায় এটাকে কাসামাত বলা হয়।

٣٥٦٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِّلَتْ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرِّحُوْا قَدَّمَهُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِهِ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِي الْاِسْلَامِ * وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ السَّعْيُ بِبَطْنِ الْوَادِيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سُنَّةً اِنَّمَا كَانَ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ لَا نُجِيْزُ الْبَطْحَاءَ اِلَّا شَدًّا ـ

৩৫৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ[৬৯] এমন একটা যুদ্ধ ছিল যা মহান আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-এর অনুকূলে তাঁর আগমনের পূর্বেই (মদীনায়) সংঘটিত করেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনাবাসীদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়ে পড়েছিল। এভাবে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর রসূলের পূর্ব থেকেই অনুকূল ব্যবস্থা করে রাখেন। (অর্থাৎ বু'আস যুদ্ধের মাধ্যমে ঐ দাম্ভিক নেতারা যদি পর্যুদস্ত না হত তবে মক্কার দাম্ভিক নেতাদের ন্যায় তারাও ইসলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠত)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী বাতনে ওয়াদী নামক স্থানে সা'ঈ (দৌড়ান) সুন্নত নয়। জাহেলী যুগের লোকেরাই শুধু সেখানে সা'ঈ করত এবং বলত, আমরা বাতহা নামক স্থানটা দ্রুত দৌড়েই অতিক্রম করব।

٣٥٦١- عَنْ اَبِيْ السَّفَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوْا مِنِّيْ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ وَاسْمَعُوْنِيْ مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا تَذْهَبُوْا فَتَقُوْلُوْا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَلَا تَقُوْلُوْا الْحَطِيْمُ فَاِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ فَيُلْقِيْ سَوْطَهُ اَوْ نَعْلَهُ اَوْ قَوْسَهُ ـ

৩৫৬১. আবু সফর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, হে লোকেরা ! আমি তোমাদেরকে যা বলছি তা মনোযোগ সহকারে শোন এবং তোমরা যা বলতে চাও তা আমাকে শুনাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা এখান থেকে (না বুঝেশুনে) উঠে যাবে এবং গিয়ে বলবে যে, ইবনে আব্বাস এমন বলেছে। তারপর ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মনে রেখ যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের তওয়াফ করবে সে যেন হাজর অর্থাৎ হাতিমের পেছন থেকে শুরু করে। আর হাতিমকে কা'বার সীমানা বহির্ভূত বলো না। হাতিমকে এ জন্য হাতিম বলা হয় যে, জাহেলী যুগে যখন কোন ব্যক্তি কসম খেতো তখন সে এ জায়গাটাতে নিজের চাবুক, জুতা অথবা ধনুক রেখে দিত।

---

৬৯. বু'আস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

٣٥٦٢- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ رَأَيْتُ فِـى الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اِجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوْهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ -

৩৫৬২. আমর ইবনে মাইমুন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাহেলী যুগে দেখেছি, একটা বানর ব্যভিচারে লিপ্ত হবার কারণে অনেকগুলো বানর তার নিকট এসে জড়ো হয় এবং প্রস্তর নিক্ষেপে তাকে হত্যা করে। তাদের সাথে আমিও তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করেছিলাম।

٣٥٦٣- عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خِلاَلٌ مِنْ خِلاَلِ الْجَاهِلِيَّةِ الطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ وَنَسِىَ الثَّالِثَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَيَقُـوْلُـوْنَ اِنَّهَا الْاِسْتِسْقَاءُ بِالْاَنْوَاءِ -

৩৫৬৩. উবাইদুল্লাহ (রা) (ইবনে আবু ইয়াযীদ আল মক্কী) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছেন, জাহেলী যুগের লোকদের অন্যতম স্বভাব ছিল কারো বংশকুল সম্পর্কে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য সুর করে কান্নাকাটি করা। আর রাবী উবাইদুল্লাহ তৃতীয় বিষয়টি ভুলে গিয়েছেন। অধস্তন রাবী সুফিয়ান বলেন, লোকেরা বলে যে, তৃতীয় কথাটা হলো, নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হওয়া।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর নবুওয়াত লাভ। তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদু মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফিহর ইবনে মালেক ইবনে আন নাদর ইবনে কিনানাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে মুদরিকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'আদ ইবনে 'আদনান।

٣٥٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُنْزِلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعِيْنَ فَمَكَثَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَكَثَ بِهَا عَشْـرَ سِنِيْنَ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৩৫৬৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর তখন তাঁর প্রতি অহী নাযিল করা হয়। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তারপর হিজরতের আদেশ পেয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে দশ বছর অবস্থান করেন। তারপর রসূলুল্লাহ (স) ওফাত পান।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের প্রতি মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে যেসব নির্যাতন চলেছিল তার বর্ণনা।

٣٥٦٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّـدٌ بُرْدَةً وَهُوَ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً فَقُلْتُ اَلاَ تَدْعُـوْ اللّٰهَ

فَقَعَدَ وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَيُمْشَطُ بِمَشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ وَلَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْأَمْرَ حَتّٰى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلٰى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللّٰهَ * زَادَ بَيَانٌ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ ـ

৩৫৬৫. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব ইবনে আরতকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি একদা নবী (স)-এর নিকট হাজির হলাম। তিনি তখন তাঁর চাদরটাকে বালিশ বানিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর তখন কঠোর নির্যাতন চলছিল। তাই আমি বললাম, আপনি কি (আমাদের) জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবেন না ? একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চেহারাটা তখন লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল তাদের কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশত ও শিরা লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে ফেলা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আবার কারো মাথার ওপর করাত স্থাপন করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দীন থেকে ফেরাতে পারতো না। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই এ দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করবেন। এমনকি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সান'আ থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত এমনভাবে অতিক্রম করবে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। অধস্তন রাবী এ বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ এবং (রাখাল) তার মেষপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছুরই ভয় করবে না।

٣٥٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا سَجَدَ إِلَّا رَجُلٌ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا يَكْفِينِي فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا بِاللّٰهِ ـ

৩৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (মক্কায়) সূরা আননাজম পাঠ করলেন এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করলেন। তাঁর সাথে প্রত্যেক লোকই সিজদা করলেন। কিন্তু একজন লোককে[৭০] আমি দেখতে পেলাম যে, সে এক মুঠো কঙ্কর নিল এবং তা কপালে তুলে তার ওপর সিজদা করল এবং বলল, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রাবী বলেন পরবর্তীকালে আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

٣٥٦٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلٰى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ

৭০. উক্ত লোকটি ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। কারো মতে ওলীদ ইবনে মুগীরা।

فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَيِّ بْنَ خَلَفٍ شُعْبَةُ الشَّاكُّ فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَيٍّ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ -

৩৫৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) একদা নামাযের সিজদায় ছিলেন এবং তাঁর আশপাশে ছিল কুরাইশ গোত্রের কয়েকজন লোক। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত একটা যবেহকৃত উটের নাড়ীভুড়ি নিয়ে এল এবং তা নবী (স)-এর পিঠের ওপর রেখে দিল। যার ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠাতে পারছিলেন না। এ সময় ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠের ওপর থেকে তা সরিয়ে নিলেন এবং যে এ কাজটা করল তার জন্য বদদোয়া করলেন। অতপর নবী (স) বললেন ঃ হে আল্লাহ ! কুরাইশ নেতাদেরকে পাকড়াও কর। অর্থাৎ আবু জাহল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রাবীআ, শাইবা ইবনে রাবীআ ও উমাইয়া ইবনে খালাফকে অথবা উবাই ইবনে খালাফকে। বর্ণনাকারী শোবার এতে সন্দেহ রয়েছে। [অর্থাৎ নবী (স) উমাইয়া ইবনে খালাফের নাম উল্লেখ করেছেন না উবাই ইবনে খালফের নাম উচ্চারণ করেছেন, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ রয়েছে।] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি এদের সবাইকে বদরের যুদ্ধে নিহত হতে দেখেছি। উমাইয়া কিংবা উবাই ছাড়া এদের সবাইকে সেদিন একটা কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। উমাইয়া কিংবা উবাইর গ্রন্থিগুলো (অর্থাৎ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই তাকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়নি।

٣٥٦٨- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَوْ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزَى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ مَا اَمْرُهُمَا وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا اُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو اَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ وَدَعَوْنَا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَقَدْ اَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الْاٰيَةَ فَهٰذِهِ لاَوْلٰئِكَ وَاَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ الرَّجُلُ اِذَا عَرَفَ الْاِسْلاَمَ وَشَرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَذَكَرْتُهُ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ اِلاَّ مَنْ نَدِمَ -

৩৫৬৮. সাইদ ইবনে জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আবযা একদা আমাকে আদেশ করলেন, ইবনে আব্বাসকে এ আয়াত দু'টো সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যে, এদের মর্মার্থ কি ? (আয়াত দু'টো হলোঃ) "আইনের অনুমোদন ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।" এবং " যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম।" আমি তখন ইবনে

আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ যখন সূরা ফোরকানের উপরোক্ত প্রথম আয়াতটি অবতীর্ণ হলো তখন মক্কার মুশরিকরা বলল ঃ আমরা এমন প্রাণ সংহার করেছি, যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য মাবুদকে ডেকেছি (পূজা করেছি) এবং আরো নানাবিধ অশ্লীল আচরণ করেছি। (তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের কী লাভ !) তখন আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "কিন্তু যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে ও নেক আমল করে তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কৃত হবে।" সুতরাং এ আয়াতটি ওদের (অর্থাৎ মুশরিকদের) জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু সূরা নিসার আয়াতটির وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا মর্মার্থ হলো এই যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলাম ও তার শরীয়াত সম্পর্কে জানা বুঝার পর কাউকে হত্যা করে তবে তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সর্বদা সে তাতে অবস্থান করবে। তারপর এ বিষয়ে আমি মুজাহিদকে বললাম। তিনি বললেন ঃ তবে যদি কেউ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খালেস দিলে তওবা করে (তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন)।

٣٥٦٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالنَّبِيِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ يُصَلِّي فِيْ حِجْرِ الْكَعْبَةِ اِذْ اَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِيْ مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ تَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ -

৩৫৬৯. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মুশরিকরা নবী (স)-এর সাথে যেসব অন্যায় আচরণ করেছিল তন্মধ্যে কোন্ আচরণটি সর্বাধিক কঠোর ছিল তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ একদিন নবী (স) কা'বার (পশ্চিম পার্শ্বস্থ) হিজর অংশটিতে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা ইবনে আবু মু'আইত তাঁর দিকে এগিয়ে আসল। তারপর সে তাঁর কাপড় তাঁর গলায় পেঁচিয়ে তাঁকে মারাত্মকভাবে শ্বাস রুদ্ধ করে ফেলল। এমন সময় আবু বকর (রা) এগিয়ে এলেন এবং তার (উকবার) ঘাড়টা ধরে তাকে নবী (স)-এর নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ আমার রব আল্লাহ, শুধু এ কথাটা বলার কারণেই কি তোমরা একটা লোককে হত্যা করবে ? ইবনে ইসহাকও এ হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

٣٥٧٠- عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ اِلاَّ خَمْسَةُ اَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ وَاَبُوْ بَكْرٍ -

৩৫৭০. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাঁর সাথে পাঁচজন ক্রীতদাস, দু'জন মহিলা ও আবু বকর ছাড়া আর কোন বয়োপ্রাপ্ত লোক ছিলেন না।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧١- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اِسْحٰقَ سَعْدَ بْنَ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ مَا اَسْلَمَ اَحَدٌ اِلاَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ اَسْلَمْتُ فِيْهِ وَلَقَدْ مَكُثْتُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ وَاِنِّى لَثُلُثُ الْاِسْلاَمِ -

৩৫৭১. সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি ঃ যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি (অন্য যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে) সেদিন তারাও ইসলাম গ্রহণ করে এবং সাত দিন পর্যন্ত আমি ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বীন সম্পর্কে বর্ণনা।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ

"(হে নবী) বলুন ঃ আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জ্বীনদের একটা দল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনেছে।" –(সূরা আল জ্বিন ঃ ১)

٣٥٧٢- عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ سَاَلْتُ مَسْرُوْقًا مَنْ اٰذَنَ النَّبِىَّ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوْا الْقُرْاٰنَ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْكَ يَعْنِى عَبْدَ اللّٰهِ اَنَّهُ اٰذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ -

৩৫৭২. মা'ন-এর পিতা আবদুর রহমান (রা) বলেন ঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞেস করলাম, জ্বীনেরা যে রাতে অভিনিবেশ সহকারে কুরআন শুনেছিল এ সংবাদটা নবী (স)-কে কে দিয়েছিল? তিনি বললেন ঃ "তোমার পিতা অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে বলেছেন যে, একটা বৃক্ষ নবী (স)-কে তাদের উপস্থিতির কথা জানিয়েছিল।"

٣٥٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِدَاوَةً لِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقَالَ اَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْغِنِىْ اَحْجَارًا اَسْتَنْفِضْ بِهَا وَلاَ تَاْتِنِىْ بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَاَتَيْتُهُ بِاَحْجَارٍ اَحْمِلُهَا فِىْ طَرَفِ ثَوْبِىْ حَتّٰى وَضَعْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ اِنَّهُ اَتَانِىْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيْبِيْنَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَاَلُوْنِى الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللّٰهَ لَهُمْ اَنْ لاَ يَمُرُّوْا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ اِلاَّ وَجَدُوْا عَلَيْهَا طَعَامًا -

৩৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি নবী (স)-এর অযু ও ইস্তিনজার কাজে ব্যবহারের জন্য (পানি ভরা) একটা পাত্র বহন করে তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কে? তিনি জবাব দিলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)। তিনি বললেন, আমার জন্য কয়েকটা পাথর খুঁজে আন, তা দিয়ে আমি ইস্তিনজা (শৌচকর্ম) করব। কিন্তু হাড় বা গোবর আনবে না। তখন আমি আমার কাপড়ের খুঁটে করে কয়েকটা পাথর আনলাম এবং তার পাশে রেখে চলে আসলাম। (প্রকৃতির প্রয়োজন সেরে) যখন তিনি অবসর হলেন তখন আমি আসলাম এবং বললাম হাড় ও গোবরের কি হল? তিনি বললেন, এ দু'টো বস্তু জ্বীনের খাদ্য। একদা নাসিবিন[৭১] এলাকার জ্বীনদের একটি প্রতিনিধি দল আমার কাছে এসেছিল তারা ছিল অতি উত্তম জ্বীন। তারা আমার নিকট খাদ্য সামগ্রীর প্রার্থনা জানাল। তখন আমি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট এ দোয়া করলাম যে, কোন হাড় বা গোবর[৭২] তাদের হস্তগত হলে তারা যেন তাতে তাদের খাদ্য পেতে পারে।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আবু যার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ اَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَخِيْهِ ارْكَبْ اِلٰى هٰذَا الْوَادِىْ فَاعْلَمْ لِىْ عِلْمَ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِىٌّ يَأْتِيْهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ ائْتِنِى فَانْطَلَقَ الاَخُ حَتّٰى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَبِىْ ذَرٍّ فَقَالَ لَهُ رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الاَخْلاَقِ وَكَلاَمًا مَا هُوَ وَبِالشِّعْرِ فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِىْ مِمَّا اَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيْهَا مَاءٌ حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ ﷺ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَكَرِهَ اَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتّٰى اَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ فَرَآهُ عَلِيٌّ فَعَرَفَ اَنَّهُ غَرِيْبٌ فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اَصْبَحَ ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ وَظَلَّ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى اَمْسٰى فَعَادَ اِلٰى مَضْجَعِهِ فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ اَمَا نَالَ لِلرَّجُلِ اَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ فَاَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَحِبَهُ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ يَوْمَ الثَّالِثِ فَعَادَ عَلِيٌّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَقَامَ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ

---

৭১. এটা সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী আল জাযিরার একটি শহর।

৭২. তিরমিযী, আবু দাউদ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ এবং মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়, যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহর নামে যবেহ করা হয় সেগুলোর হাড়গোড় মুমিন জ্বীনদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর যে সকল হালাল জানোয়ার আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয় এগুলোর হাড়গোড় অমুমিন জ্বীনদের খাদ্য হয়ে থাকে। গোবর জ্বীনদের স্পর্শে তাদের গৃহপালিত পশুর খোরাক রূপান্তরিত হয়। কয়লা জীনদের হস্তগত হলে তা তাদের জ্বালানীতে পরিণত হয়। হাড়, গোবর ও কয়লা জ্বীনদের কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে বলে এ তিনটি বস্তুকে পেশাব পায়খানা থেকে পবিত্র রাখার আদেশ করা হয়েছে। এ কারণেই এ জিনিসগুলো ইস্তিনজায় ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

اَلاَ تُحَدِّثُنِىْ مَاالَّذِىْ اَقْدَمَكَ قَالَ اِنْ اَعْطَيْتَنِىْ عَهْدًا وَمِيْثَاقًا لَتُرْشِدَنَّنِى فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبَرَهُ قَالَ فَاِنَّهُ حَقٌّ وَهُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا اَصْبَحْتَ فَأَتْبَعْنِى فَاِنِّى اِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا اَخَافُ عَلَيْهِ قُمْتُ كَاَنِّى اُرِيْقُ الْمَاءَ فَاِنْ مَضَيْتُ فَاتَّبَعْنِىْ حَتّٰى تَدْخُلُ مَدْخَلِىْ فَفَعَلَ فَانْطَلَقَ يَقْفُوْهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَاَسْلَمَ مَكَانَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتّٰى يَتِيَكَ اَمْرِىْ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لاَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ فَنَادٰى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوْهُ حَتّٰى اَضْجَعُوْهُ وَاَتَى الْعَبَّاسُ فَاَكَبَّ عَلَيْهِ قَالَ وَيْلَكُمْ اَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَاَنَّ طَرِيْقَ تِجَارِكُمْ اِلَى الشَّامِ فَاَنْقَذَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا فَضَرَبُوْهُ وَثَارُوْا اِلَيْهِ فَاَكَبَّ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ ـ

৩৫৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা)-এর নিকট যখন নবী (স)-এর আবির্ভাবের খবর পৌঁছল তিনি তার ভাই (উনাইস)-কে বললেন, তুমি মক্কায় যাও এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অবহিত কর, যিনি দাবী করছেন যে, তিনি নবী এবং তার নিকট আসমান থেকে খবর আসে। তুমি তার কথাবার্তা শুনে আবার আমার কাছে আসবে। কাজেই তার ভাই (মক্কার) উদ্দেশ্যে যাত্রা করল এবং নবী (স)-এর নিকট হাজির হয়ে তার কথাবার্তা শুনল। তারপর আবু যার (রা)-এর নিকট ফিরে গেল এবং তাকে বলল, আমি তাঁকে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বনের আদেশ দিতে দেখলাম এবং (তাঁর মুখ থেকে) এমন কথা শুনলাম যা কবিতা নয়। একথা শুনে আবু যার (রা) বললেন, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম সে বিষয়ে তোমার সংবাদে আমি পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হতে পারলাম না। অতপর তিনি কিছু পথের সামগ্রী ও পানি ভর্তি একটা মশক সাথে নিয়ে রওনা করলেন এবং মক্কায় এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মসজিদুল হারামে এসে নবী (স)-কে খুঁজতে লাগলেন। অথচ তিনি তাঁকে চিনতেন না এবং তাঁর সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞেস করাটাও ভালো মনে করলেন না। অবশেষে কিছুটা রাত হয়ে গেলে তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন সময় আলী (রা) তাকে দেখতে পেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, লোকটা নিশ্চয়ই মুসাফির। যখন তিনি আলী (রা)-কে দেখলেন তখন তার সাথী হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে তাদের কেউ একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে আলী (রা)-এর বাড়িতেই সে রাত কাটাল। যখন সকাল হলো, তিনি আবার স্বীয় মশক ও পথের সামগ্রী সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সে দিনটাও কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু নবী (স)-কে দেখতে পেলেন না। অবশেষে সন্ধ্যা হলে তিনি তার শোবার স্থানে ফিরে এলেন। এ সময় আলী (রা) তার কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, কি ব্যাপার ! লোকটা কি এখনও নিজের বাসস্থান ঠিক করতে পারেনি, যেখানে সে অবস্থান

করবে। একথা বলে তিনি তাকে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। তাদের কেউই একে অন্যকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন না। এভাবে তৃতীয় দিনও আলী (রা) অনুরূপ করলেন এবং তাকে নিজের সাথে রাখলেন। তারপর বললেন, তোমার আগমনের কারণটা আমাকে কি বলবে না ? আবু যার (রা) বললেন, যদি আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার করেন যে, আমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন তবে আমি এক্ষুণি বলে দেব। তখন আলী (রা) ওয়াদা করলে তিনি ব্যাপারটা খুলে বললেন। আলী (রা) বললেন, তিনি সত্য নবী (স) এবং আল্লাহর রসূল (স)। যখন সকাল হবে তখন তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। (পথিমধ্যে) যদি আমি তোমার ব্যাপারে আশঙ্কাজনক কিছু দেখি তবে থেমে পড়ব এবং এরূপ ভান করব যেন আমি পেশাব করতে বসেছি। তারপর যখন আমি চলতে শুরু করব, তুমিও আমার সাথে পিছু পিছু চলতে থাকবে এবং যেখানে আমি প্রবেশ করব তুমিও প্রবেশ করবে। আবু যার (রা) তাই করলেন এবং আলী (রা)-এর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। অবশেষে আলী (রা) নবী (স)-এর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং আবু যার (রা)-ও তার সাথে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি নবী (স)-এর কথাবার্তা শুনলেন এবং সেখানেই ইসলাম কবুল করলেন। নবী (সা) তাকে বললেন, তোমার কওমের নিকট যাও এবং তাদেরকে আমার কথা জানাও, এমনকি আমার প্রভাব প্রতিপত্তির খবর যখন তোমার নিকট পৌঁছুবে। (তখন তুমি আবার আমার কাছে আসবে, তার আগে নয়।) আবু যার (রা) বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে এ কালেমার ঘোষণা দেব। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে মসজিদুল হারামে আসলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রসূল ! লোকেরা দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে প্রহার করতে করতে শুইয়ে দিল। এমন সময় আব্বাস (রা) সেখানে এলেন এবং তাকে আগলে ধরে বললেন, তোমাদের বিপদ অনিবার্য, তোমরা কি জান না যে, এ গিফার গোত্রের লোক আর তোমাদের ব্যবসায়ীদের সিরিয়া গমনের পথ সেখান দিয়েই। এ বলে তিনি তাকে লোকদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। অতপর পরদিনও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। লোকেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে বেদম প্রহার করল। (এদিনও) আব্বাস (রা) এসে তাকে আগলে ধরলেন।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ সাঈদ ইবনে যায়েদের ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٥- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فِى مَسْجِدِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُنِىْ وَاِنَّ عُمَرَ لَمُوْثِقِىْ عَلَى الْاِسْلَامِ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عُمَرُ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا اِرْفَضَّ لِلَّذِىْ صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ (مَحْقُوْقًا اَنْ يَرْفَضَّ) -

৩৫৭৫. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলকে কুফার মসজিদে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, এমন এক সময় ছিল যখন আমি দেখেছি যে, উমর (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমাকে ইসলামের ওপর অবিচল থাকার কারণে বেঁধে রেখেছিলেন। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করলে (তাঁর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত) তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও প্রকম্পিত হয়ে ওঠে তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

٣٥٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَازِلْنَا اَعِزَّةً مُنْذُ اَسْلَمَ عُمَرُ ـ

৩৫৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর (রা) যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেন সেদিন থেকে সর্বদা আমরা বিজয়ীর আসনে সমাসীন হলাম।

٣٥٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ فِى الدَّارِ خَائِفًا اِذْ جَاءَهُ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّهْمِىُّ اَبُوْ عَمْرٍو عَلَيْهِ حُلَّةُ حِبَرَةٍ وَقَمِيْصٌ مَكْفُوْفٌ بِحَرِيْرٍ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ سَهْمٍ وَهُمْ حُلَفَاؤُنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُكَ قَالَ زَعَمَ قَوْمُكَ اَنَّهُمْ سَيَقْتُلُوْنِى اِنْ اَسْلَمْتُ قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْكَ بَعْدَ اَنْ قَالَهَا اَمِنْتُ فَخَرَجَ الْعَاصُ فَلَقِىَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِمُ الْوَادِىْ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُوْنَ فَقَالُوْا نُرِيْدُ هٰذَا ابْنَ الْخَطَّابِ الَّذِىْ صَبَا قَالَ لاَ سَبِيْلَ اِلَيْهِ فَكَرَّ النَّاسُ ـ

৩৫৭৭. যায়েদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর একদা উমর (রা) ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী আবু উমর তাঁর কাছে আসল। তার গায়ে ছিল রেশমী চাদর ও রেশমী জরির জামা। আস ছিল বনী সহম গোত্রের লোক। আর বনী সহম জাহেলী যুগে আমাদের সাথে বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ ছিল। আস উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, তোমার অবস্থা কি ? তিনি জবাব দিলেন, তোমার কওমের লোকেরা বলছে, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে তারা আমাকে হত্যা করবে। আস বলল, তোমাকে কিছু করার মত ক্ষমতা কারো নেই। আসের এই কথা বলার পর উমর (রা) বললেন, এবার আমি শংকামুক্ত হলাম। অতপর আস সেখান থেকে বেরিয়ে আসল এবং দেখল যে, মক্কাভূমি লোকে লোকারণ্য। সে তাদেরকে লক্ষ করে বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ? তারা জবাব দিল উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট যাচ্ছি, সে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। আস বলল, তোমরা তাকে কিছুই করতে পারবে না। একথা শুনে লোকেরা ফিরে গেল।

٣٥٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لَمَّا اَسْلَمَ عُمَرُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوْا صَبَا عُمَرُ وَاَنَا غُلاَمٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِى فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيْبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا عُمَرُ فَمَا ذَاكَ فَاَنَا لَهُ جَارٌ قَالَ فَرَاَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوْا عَنْهُ فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ ـ

৩৫৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন কাফেররা তাঁর গৃহ পাশে এসে জড়ো হলো এবং বলতে লাগল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে।

আমি তখন ছোট বালক, নিজেদের ঘরের ছাদের ওপর দাঁড়িয়েছিলাম। এ সময় একজন লোক আসল। তার গায়ে রেশমী জুব্বা। সে বলল, উমর স্বধর্ম ত্যাগ করেছে তাতে কি হয়েছে, আমি তার সাহায্যকারী। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, আমি লোকদেরকে দেখলাম যে, তারা এদিক সেদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটা কে ? লোকেরা বলল, ইনি আস ইবনে ওয়ায়েল।

٣٥٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَا سَمِعْتُ عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يَقُوْلُ اِنِّى لاَظُنُّهُ كَذَا اِلاَّ كَانَ كَمَا يَظُنُّ بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ اِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيْلٌ فَقَالَ لَقَدْ اَخْطَأَ ظَنِّى اَوْ اِنَّ هٰذَا عَلٰى دِيْنِهِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِنَهُمْ عَلَىَّ الرَّجُلَ فَدُعِىَ لَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ اِسْتَقْبَلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَالَ فَاِنِّى اَعْزِمُ عَلَيْكَ اِلاَّ مَا اَخْبَرْتَنِىْ قَالَ كُنْتُ كَاهِنَهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَمَا اَعْجَبُ مَا جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا يَوْمًا فِى السُّوْقِ جَاءَتْنِىْ اَعْرِفُ فِيْهَا الْفَزَعَ فَقَالَتْ اَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَاِبْلاَسَهَا وَيَاسَهَا مِنْ بَعْدِ اِنْكَاسِهَا وَلُحُوْقَهَا بِالْقِلاَصِ وَاَحْلاَسِهَا قَالَ عُمَرُ صَدَقَ بَيْنَمَا اَنَا عِنْدَ اٰلِهَتِهِمْ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لَمْ اَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ اَشَدَّ صَوْتًا مِنْهُ يَقُوْلُ يَا جَلِيْحٍ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ فَوَثَبَ الْقَوْمُ قُلْتُ لَمْ اَبْرَحْ حَتّٰى اَعْلَمَ مَا وَرَاءَ هٰذَا ثُمَّ نَادٰى يَا جَلِيْحُ اَمْرٌ نَجِيْحٌ رَجُلٌ فَصِيْحٌ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَقُمْتُ فَمَا نَشِبْنَا اَنْ قِيْلَ هٰذَا نَبِىٌّ -

৩৫৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমর (রা)-কে যখনই কোন বিষয়ে এ কথা বলতে শুনেছি, আমি ব্যাপারটা এরূপ মনে করি তখনই তাঁর ধারণানুযায়ী ব্যাপারটা সংঘটিত হয়েছে। একদা উমর (রা) বসেছিলেন। এমন সময় একজন সুদর্শন লোক সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। এ লোকটা হয়তো জাহেলী যুগের ধর্মাবলম্বী অথবা তাদের গণৎকার ছিল। লোকটাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তখন তাকে ডাকা হলো। তিনি তাকে লক্ষ করে পূর্বোক্ত কথাটাই বললেন। তখন লোকটা বলল, একজন মুসলিমকে যেভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে তা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখিনি। তিনি [উমর (রা)] বললেন, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি ব্যাপারটা আমাকে খুলে বল। সে বলল, আমি জাহেলী যুগে তাদের গণৎকার ছিলাম। তিনি বললেন, জ্বীন তোমাকে যে খবরগুলো দিয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর একটা খবর আমাকে শোনাও। সে বলল, একদিন আমি বাজারের মধ্যে ছিলাম। এমন সময় জ্বীনটা আমার নিকট আসল এবং আমি তার মধ্যে ভীতির ভাব লক্ষ্য করলাম। সে বলল, জ্বীনদের ব্যাপারে তুমি জানো না। যখন থেকে তাদেরকে

আসমানী খবর শুনতে বাধা দেয়া হয়েছে তখন থেকে তারা কতটা বিমূঢ় ও নিরাশ হয়ে পড়েছে এবং এখন থেকে জনবসতিতে আর তাদের আনাগোনা হবে না, বরং উটদের সাথে জংগলে তারা থাকবে। উমর (রা) বললেন, সে সত্য বলেছে। কেননা একদিন আমি তাদের দেবতাদের নিকট শুয়েছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি একটা গরুর বাচ্চা নিয়ে সেখানে আসল এবং তাকে যবেহ করল। তখন এক ব্যক্তি এমন জোরে চীৎকার দিয়ে উঠল যে, আমি কখনো এরূপ ভয়ংকর চীৎকার শুনিনি। চীৎকার দিয়ে সে বলছিল, হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা লাভকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলো এই যে, একজন বাগ্মী ব্যক্তি ঘোষণা করবে "তুমি (আল্লাহ) ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।" এ কথা শুনে লোকেরা সবাই দ্রুত পলায়ন করল। উমর (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এর অন্তর্নিহিত রহস্য না জেনে আমি স্থান ত্যাগ করব না। তারপর পুনরায় আওয়াজ হলো হে কর্মঠ ও চতুর ব্যক্তি ! একটা সফলতা অর্জনকারী ঘটনা শীগগীরই প্রকাশ পাবে, আর তাহলো এই যে, একজন বাগ্মী ব্যক্তি ঘোষণা করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তার কিছু দিন পরই লোকদের মধ্যে বলাবলি শুরু হলো যে, ইনিই নবী।

٣٥٨٠- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ ابْنَ زَيْدٍ يَقُوْلُ لِلْقَوْمِ لَوْ رَأَيْتُنِيْ مُوْثِقِيْ عُمَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ اَنَا وَاُخْتُهُ وَمَا اَسْلَمَ وَلَوْ اَنَّ اُحُدًا اِنْقَضَّ لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوْقًا اَنْ يَنْقَضَّ -

৩৫৮০. কাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ ইবনে যায়েদকে তার কওমের প্রতি লক্ষ করে একথা বলতে শুনেছি, আমি নিজেকে দেখেছি যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে উমর (রা) আমাকে এবং তার বোন (ফাতেমা)-কে বেঁধে রেখেছিলেন। তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। কিন্তু তোমরা উসমান (রা)-এর সাথে যে আচরণ করেছ তার জন্য যদি ওহোদ পাহাড়ও ফেটে পড়ার উপক্রম হয় তবে তা বিচিত্র নয়।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ প্রসঙ্গ।

٣٥٨١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا -

৩৫৮১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট (নবুয়তের নিদর্শন স্বরূপ) কোন মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী জানালে তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা হেরা পর্বতকে ঐ খন্ড দু'টোর মাঝখানে দেখতে পেল।

٣٥٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ اشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ وَقَالَ اَبُو الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ انْشَقَّ بِمَكَّةَ -

৩৫৮২. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয় তখন আমরা নবী (স)-এর সাথে মিনায় অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক। (আমরা দেখলাম) চাঁদের একটা খন্ড (হেরা) পর্বতের দিকে চলে গেল। রাবী আবুযযোহা মাসরুকের বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, চাঁদ দ্বিখন্ডিত করণ মক্কায় হয়েছিল।[৭৩]

٣٥٨٣- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلٰى زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ

৩৫৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়।

٣٥٨٤- عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرَ ـ

৩৫৮৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়েছিল।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত। আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী (স) বলেছেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। ঐ স্থানটা দু'টি পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত ও খেজুরের ঘনবনে আচ্ছাদিত। তখন যারা হিজরত করলেন তারা মদীনার দিকেই করলেন এবং যারা ইতিপূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

এ বিষয়ে আবু মূসা (রা) ও নবী (স) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

٣٥٨٥- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالاَ لَهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِىْ اَخِيْهِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ اَكْثَرَ (اَكْبَرَ) النَّاسُ فِيْمَا فَعَلَ بِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً وَهِىَ نَصِيْحَةٌ فَقَالَ اَيُّهَا الْمَرْءُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَانْصَرَفْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَةَ جَلَسْتُ اِلَى الْمِسْوَرِ وَاِلَى اِبْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ فَحَدَّثْتُهُمَا بِالَّذِىْ قُلْتُ لِعُثْمَانَ وَقَالَ لِىْ فَقَالاَ قَدْ قَضَيْتَ الَّذِىْ كَانَ عَلَيْكَ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا اِذْ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ عُثْمَانَ فَقَالاَ لِىْ قَدِ ابْتَلاَكَ اللّٰهُ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا نَصِيْحَتُكَ الَّتِىْ ذَكَرْتَ اٰنِفًا قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ قُلْتُ : اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتَ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ رَسُوْلِهِ ﷺ وَاٰمَنْتَ بِهِ وَهَاجَرْتَ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَصَحِبْتَ

৭৩. উভয় সূত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, কেননা মীনা মক্কাতেই অবস্থিত।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ وَقَدْ اَكْثَرَ النَّاسُ فِىْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَحَقٌّ عَلَيْكَ اَنْ تُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ لِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ (اُخْتِىْ) اَدْرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ لاَ وَلٰكِنَّ قَدْ خَلَصَ اِلَىَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلُصَ اِلَى الْعَذْرَاءِ فِىْ سِتْرِهَا قَالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاٰمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ وَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ ثُمَّ اسْتُخْلِفْتُ اَفَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ لَهُمْ عَلَى قَالَ بَلٰى قَالَ فَمَا هٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ الَّتِىْ تَبْلُغُنِىْ عَنْكُمْ (مِنَ الْحَقِّ) فَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ قَالَ فَجَلَدَ الْوَلِيْدَ اَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً وَاَمَرَ عَلِيًّا اَنْ يَجْلِدَهُ وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ وَقَالَ يُوْنُسُ وَابْنُ اَخِى الزُّهْرِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَفَلَيْسَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ لَهُمْ -

৩৫৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস তাকে বললেন, (হে উবাইদুল্লাহ !) তুমি তোমার মামা উসমান (রা)-এর সাথে তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে কেন আলোচনা করছ না। অথচ লোকেরা তার ব্যাপারে বড়ই সমালোচনা মুখর। উবাইদুল্লাহ বলেন, যখন উসমান (রা) নামায পড়তে মসজিদে এলেন তখন আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে বললাম, আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে এবং তা আপনার মঙ্গলের জন্যই। তিনি বললেন, ওহে বাপু ! আমি তোমার কাছ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। একথা শুনে আমি তাঁর সামনে থেকে সরে গেলাম। তারপর নামায শেষ করে আমি মিসওয়ার ও ইবনে আবদে ইয়াগুসের নিকট গিয়ে বসলাম এবং আমি উসমান (রা)-কে যা বললাম ও তিনি আমাকে যে জবাব দিলেন তা তাদের নিকট বর্ণনা করলাম। তারা উভয়ে বললেন, তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করেছ। আমি তাদের দু'জনের কাছে বসে আছি, এমন সময় উসমান (রা)-এর দূত আমার নিকট এসে হাজির হল। তখন তারা দু'জন আমাকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। আমি চললাম এবং তাঁর কাছে হাজির হলাম। তিনি বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যে বিষয়টা সম্পর্কে তুমি বলতে চাইছিলে সেটা কি ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি তখন কালেমা তাশাহুদ পড়লাম এবং তারপর বললাম আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং আপনি তাঁর

প্রতি ঈমান এনেছেন। আপনি প্রথম দু'টি হিজরত (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়) করেছেন। আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর চাল চলন ও স্বভাব চরিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। আপনার অবগতির জন্য বলছি, লোকেরা ওয়ালীদ ইবনে উকবার ব্যাপারে অনেক কথা বলাবলি করছে। সুতরাং আপনার উচিত তার ওপর হদ জারী করা। তিনি উসমান (রা) তখন আমাকে বললেন, হে ভাতিজা ! তুমি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছ ? উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, না। কিন্তু তাঁর সংবাদ আমার কাছে পৌঁছেছে যেমনিভাবে কুমারী মেয়েদের নিকট পর্দার অন্তরালে সংবাদ পৌঁছে থাকে। উবাইদুল্লাহ বলেন, উসমান (রা) তখন তাশাহুদ পড়লেন এবং বললেন, একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করেছন এবং তাঁর প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর একথাও সত্যি যে, আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহবানে সাড়া দিয়েছেন এবং যে কিতাব দিয়ে মুহাম্মদ (স) -কে পাঠানো হয়েছে তার প্রতিও আমি ঈমান এনেছি। আমি প্রথম দু'টি হিজরত করেছি, যেমন তুমি নিজেই বললে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছি এবং তাঁর আনুগত্য কবুল করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাকে ওফাত দেন। তারপর আল্লাহ আবু বকর (রা)-কে খলীফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অতপর উমর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দান করেন। তারপর আমি খলীফা নির্বাচিত হলাম। সুতরাং তোমাদের ওপর আমার কি সেই অধিকার নেই যেমনটা ছিল তাঁদের ওপর। উবাইদুল্লাহ বললেন, হাঁ। নিশ্চয়ই রয়েছে। তাহলে এসব কেমন কথা, যা তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কানে আসছে ?

আর ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে যা বললে সে ব্যাপারে অনতিবিলম্বে আমি সঠিক পথ অবলম্বন করব, ইনশাআল্লাহ। উবাবইদুল্লাহ বলেন, অতপর তিনি ওয়ালীদকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের পক্ষে রায় দেন এবং আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন তাকে বেত্রাঘাত প্রদানের জন্য। আর আলীই তখন অপরাধীদের বেত্রাঘাত প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ইউনুস ও যুহরীর ভাতিজা যুহরীর বরাত দিয়ে এক বর্ণানায় বলেছেন, তোমাদের ওপর কি আমার সেই অধিকার নেই যেমন অধিকার ছিল খলীফাদের আমার ওপর ?[৭৪]

٣٥٨٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ

৭৪. ওয়ালীদ ইবনে উকবা ছিলেন উসমান (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। অর্থাৎ তাঁর মায়ের পূর্বেকার স্বামীর ঔরসজাত সন্তান। উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হবার পর সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে পদচ্যুত করে ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। একদিন তিনি ফজরের নামাযে ফরয দু'রাকাতের স্থলে চার রাকাত পড়েন এবং সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য নামায বৃদ্ধি করে দিলাম। পরে জানা গেল যে, তিনি তখন নেশাগ্রস্ত ছিলেন অর্থাৎ শরাব পান করে মসজিদে এসেছিলেন। এতে লোকেরা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠে। পরে উসমান (রা) তাকে এ অপরাধের জন্য চল্লিশটি বেত্রাঘাত প্রদানের নির্দেশ দেন। অপর এক বর্ণনায় আশিটি বেত্রাঘাতের উল্লেখ রয়েছে। তবে চল্লিশ বেত্রাঘাতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসটিই অধিকতর সহীহ।

فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُوْلَئِكَ اِذَا كَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা খৃষ্টানদের একটা গির্জা সম্পর্কে তার কাছে বললেন যা তারা আবিসিনিয়ায় দেখে এসেছিলেন—যার মধ্যে অংকিত ছিল শুধু ছবি আর ছবি। তারপর নবী (স)-এর সাথেও ঐ গির্জা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তখন নবী (স) বললেন, ঐসব লোকের অবস্থা ছিল এই যে, যখন তাদের কোন সৎ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতো তখন তার কবরের ওপর তারা মসজিদ নির্মাণ করতো এবং তাতে ঐ সকল ছবি অঙ্কন করতো। এসব লোক কিয়ামতের দিন নিকৃষ্ট মাখলুক হিসেবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে।

٣٥٨٧- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَاَنَا جُوَيْرِيَةٌ فَكَسَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ خَمِيْصَةً لَهَا اَعْلَامٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَمْسَحُ الْاَعْلَامَ بِيَدِهِ وَيَقُوْلُ سَنَاهُ سَنَاهُ قَالَ الْحُمَيْدِيُّ يَعْنِيْ حَسَنٌ حَسَنٌ ـ

৩৫৮৭. খালেদ তনয়া উম্মে খালেদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আসলাম তখন আমি একটি ছোট বালিকা। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে একটা নকশা করা কাপড় পরতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঐ ছাপার নকশার ওপর নিজের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, বাহ্ ভারী সুন্দর ! ভারী সুন্দর ! হুমাইদী বলেন, (আবিসিনিয় ভাষায়) سناه শব্দের অর্থ সুন্দর।

٣٥٨٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيْ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ اِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا فَقُلْتُ لِاِبْرَاهِيْمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَنْتَ قَالَ اَرُدُّ فِيْ نَفْسِيْ ـ

৩৫৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-কে নামায পড়াকালীন সময়ে সালাম করতাম।[৭৫] তিনি নামাযে থেকেই আমাদের সালামের জবাব দিতেন। কিন্তু যখন আমরা আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তাঁকে [নবী (স)-কে] আমরা নামাযের অবস্থায় সালাম করলে তিনি আমাদের সালামের জবাব দিলেন না। নামায শেষে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করলে আপনি আমাদের জবাব

৭৫. ইসলামের প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে থেকে কথা বলা বা সালামের জবাব দেয়া বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদীসটাই তার দলীল।

দিতেন কিন্তু আজ তো আপনি জবাব দিলেন না। তিনি বললেন, নামাযের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে লিপ্ত হতে হয়। তাই বাইরের সালাম-কালামের জবাব বাঞ্ছনীয় নয়। অধস্তন রাবী সুলাইমান বলেন, আমি ইবরাহীম নখয়ীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করেন যদি কেউ আপনাকে নামাযের মধ্যে সালাম করে ? তিনি বললেন, আমি মনে মনে জবাব দিয়ে দেই (মুখে কিছু বলি না)।

٣٥٨٩- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ اِفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَكُمْ اَنْتُمْ يَا اَهْلَ السَّفِيْنَةِ هِجْرَتَانِ -

৩৫৮৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর আবির্ভাবের সংবাদ যখন আমাদের কাছে পৌছল তখন আমরা ইয়েমেনে অবস্থান করছিলাম। আমরা একখানা নৌকায় আরোহণ করলাম। কিন্তু আমাদের নৌকা আমাদেরকে নিয়ে পৌছাল আবিসিনিয়ার (বাদশাহ) নাজ্জাশীর নিকট। সেখানে আমরা জাফর ইবনে আবু তালিবকে পেলাম এবং তার সাথেই অবস্থান করতে লাগলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় আসলাম এবং নবী (স)-এর সাথে ঐ সময় মিলিত হলাম যখন তিনি খায়বার বিজয় করেন। তিনি বললেন, হে নৌকার আরোহীরা ! তোমরা দু'টি হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছ। এক–ইয়েমেন থেকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত, দুই–আবিসিনিয়া থেকে মদীনা পর্যন্ত।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যু প্রসঙ্গে।

٣٥٩٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىُّ مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلٰى اَخِيْكُمْ اَصْحَمَةَ -

৩৫৯০. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশীর যেদিন মৃত্যু ঘটল নবী (স) বললেন, আজ একজন সৎব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তোমরা ওঠ এবং তোমাদের ভাই আসহামার (নাজ্জাশীর নাম) জানাযার নামায পড়।

٣٥٩١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى عَلٰى (اَصْحَمَةَ) النَّجَاشِىِّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ اَوِ الثَّالِثِ -

৩৫৯১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী (স) নাজ্জাশীর জানাযার নামায পড়েন এবং তখন আমরা তাঁর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় সারিতে ছিলাম।

٣٥٩٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى عَلٰى اَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا -

৩৫৯২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) নাজ্জাশী আস্‌হামার (জানাযার) নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

٣٥٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَعٰى لَهُمُ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لاَخِيْكُمْ وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَفَّ بِهِمْ فِى الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ (عَلَيْهِ) اَرْبَعًا ـ

৩৫৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী যেদিন মারা যান সেদিনই রসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে তার মৃত্যু সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমরা তোমাদের ভাই-এর জন্য মাগফিরাত কামনা কর।

আবু হুরাইরা (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং তার জানাযার নামায পড়েন এবং চারবার তাকবীর উচ্চারণ করেন।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বিরোধিতায় মুশরিকদের শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে।

٣٥٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَادَ حُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ ـ

৩৫৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন হুনাইন যাবার সংকল্প করলেন তখন বললেন, আল্লাহ চাহে তো আগামীকাল আমরা বনী কিনানা গোত্রের সমতল ভূমিতে অবতরণ করব, যেখানে তারা পরস্পর কুফরীর শপথ গ্রহণ করেছিল।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ আবু তালিবের বর্ণনা।

٣٥٩٥- عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا اَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

৩৫৯৫. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিন নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আপনার চাচার কি উপকার করেছেন ? তিনি আপনাকে সাহায্য-সহযোগিতা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং আপনার জন্য লড়াই করতেন। নবী (স) বললেন, তিনি (আবু তালিব) বর্তমানে শুধু পায়ের গিঁট পর্যন্ত আগুনে ডুবে আছেন। যদি আমি না হতাম তবে তিনি দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

٣٥٩٦- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ وَعِنْدَهُ اَبُوْ جَهْلٍ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ

اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتّٰى قَالَ اٰخِرَ شَىْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِىُّ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اَنْهَ عَنْهُ فَنَزَلَتْ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِىْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَنَزَلَتْ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

৩৫৯৬. সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) তার পিতা মুসাইয়াব থেকে বর্ননা করেছেন। আবু তালিবের যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলো নবী (স) তার নিকট উপস্থিত হলেন। তখন আবু জেহেল তার কাছে বসা ছিল। নবী (স) বললেন, হে চাচাজান ! শুধু লাইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমাটি একবার বলুন। যাতে আমি আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারি। তখন আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলল, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে ? তারা দু'জনে বরাবর তাকে এ কথাটি বলতে থাকে। অবশেষে তাদের সাথে আবু তালিব সর্বশেষে যে কথাটি বলল, তা হলো ঃ আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের অনুসারী হিসেবে মৃত্যু বরণ করছি। তখন নবী (স) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আমাকে আপনার ব্যাপারে নিষেধ করা না হয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "নবী ও মুমিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নয়, যদি তারা সম্পর্কের দিক থেকে তাদের নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে এটা প্রকাশ হয়ে গেছে যে, তারা দোযখের অধিবাসী।" আরো অবতীর্ণ হলো ঃ "হে নবী (স) ! আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়াত করতে পারবেন না।"

٣٥٩٧- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِىْ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِىْ مِنْهُ دِمَاغُهُ ـ

৩৫৯৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, একদা নবী (স)-এর নিকট তার চাচা (আবু তালিব) সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, আশা করা যায়, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তার কিছু উপকারে আসবে। ফলত দোযখের আগুন শুধু তার (পায়ের) গিরাদ্বয় পর্যন্ত স্পর্শ করবে। কিন্তু এর ফলেই তার মস্তিষ্ক টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

٣٥٩٨- عَنْ يَزِيْدُ بِهٰذَا وَقَالَ تَغْلِىْ مِنْهُ اُمُّ دِمَاغِهِ ـ

৩৫৯৮. ইয়াযিদ ইবনে হাদী (রা) থেকেও অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আগুনের উত্তাপে তার মস্তিষ্কের গোড়া পর্যন্ত ফুটতে থাকবে।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রমণের রাত সম্পর্কিত হাদীস।

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى : سُبْحَانَ الَّذِى اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى -

"আল্লাহ বলেন ঃ সেই সত্তা অতি পবিত্র যিনি তার বান্দাহ (মুহাম্মদ)-কে রাতের বেলা মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (বাইতুল মাকদাস) পর্যন্ত নিয়ে গেছেন।"

- (বনি ইসরাঈল ঃ ১)

٣٥٩٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ فِى الْحِجْرِ فَجَلاَ اللّٰهُ لِىْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُهُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ -

৩৫৯৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন, মিরাজের ব্যাপারে কুরাইশরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল তখন আমি (কা'বার) হিজর অংশে দাঁড়ালাম। আর আল্লাহ বাইতুল মাকদাস মসজিদটিকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার চিহ্ন ও নিদর্শনগুলো তাদেরকে বলে দিতে থাকলাম।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ মিরাজ প্রসঙ্গে।

٣٦٠٠- عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ اُسْرِىَ بِهٖ بَيْنَمَا اَنَا فِى الْحَطِيْمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِى الْحِجْرِ مُضْطَجِعًا اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَقَدَّ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ فَشَقَّ مَا بَيْنَ هٰذِهٖ اِلٰى هٰذِهٖ فَقُلْتُ لِلْجَارُوْدِ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِىْ مَا يَعْنِىْ بِهٖ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مِنْ قَصِّهٖ اِلٰى شِعْرَتِهٖ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِىْ ثُمَّ اُتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوْءَةٍ اِيْمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِىْ ثُمَّ حُشِىَ (اُعِيْدَ) ثُـمَّ اُتِيْتُ بِدَابَّةٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ اَبْيَضَ فَقَالَ لَهُ الْجَارُوْدُ هُوَ الْبُرَاقُ يَا اَبَا حَمْزَةَ قَالَ اَنَسٌ نَعَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ اَقْصٰى طَرْفِهٖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ فَانْطَلَقَ بِىْ جِبْرِيْلُ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ مَنْ هٰـذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهٖ فَنِعْمَ الْمَجِىْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ فَقَالَ هٰذَا اَبُـوْكَ اٰدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِىِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِىْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰـذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ

مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى وَهُمَا اَبْنَا الْخَالَةِ قَالَ هٰذَا يَحْيٰى وَعِيْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالاَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِذَا يُوْسُفُ قَالَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ اِلٰى اِدْرِيْسَ قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيْلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا هَارُوْنُ قَالَ هٰذَا هَارُوْنُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ حَتّٰى اَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ اُرْسِلَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا مُوْسٰى قَالَ هٰذَا مُوْسٰى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكٰى قِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ اَبْكِيْ لِاَنَّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْدِيْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِهِ اَكْثَرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ اُمَّتِيْ ثُمَّ صَعِدَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ بُعِثَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَرْحَبًابِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَاِذَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ هٰذَا اَبُوْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلاَمَ قَالَ مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ

ثُمَّ رُفِعَتْ لِيْ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى فَاِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ وَاِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ اٰذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى وَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ اَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِى الْجَنَّةِ وَاَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيْلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِى الْبَيْتُ الْمَعْمُوْرُ ثُمَّ اُتِيْتُ بِاِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَاِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَاِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَاَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ اَنْتَ عَلَيْهَا وَاُمَّتُكَ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قَالَ اُمِرْتُ بِخَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسِيْنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّى وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ لاُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّىْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ كُلَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّى قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاسْاَلْهُ التَّخْفِيْفَ لاُمَّتِكَ قَالَ سَاَلْتُ رَبِّى حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ وَلٰكِنْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ ـ

৩৬০০. মালেক ইবনে সা'সাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে যে রাতে আকাশ ভ্রমণ করানো হয়েছিল সে রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি সাহাবাদের বলেছেন ঃ আমি কা'বার হাতিম অংশে শুয়েছিলাম। রাবী কাতাদা কখনো কখনো (হাতীমের স্থলে) হিজর বলতেন। হঠাৎ একজন আগন্তুক (জিবরাঈল) আমার নিকট আসলেন। তিনি আমার এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন। রাবী কাতাদা বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কখনো 'কাদ্দা' বা চিরলেন শব্দ আবার কখনো 'শাক্কা' বা ফাঁড়লেন শব্দ ব্যবহার করতে শুনেছি। আমি আমার পাশে বসা জারুদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ স্থান থেকে এ স্থান পর্যন্ত এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, হলকুমের নীচ থেকে নাভী পর্যন্ত। (কাতাদা বলেন,) আমি

আনাস (রা)-কে কখনো من ثغرة نحره (হলকুমের নিম্নভাগ) শব্দের স্থলে من قصه (সিনার উপরিভাগ) শব্দ বলতে শুনেছি।

নবী (স) বলেন, অতপর তিনি আমার হৃৎপিন্ডটি বের করলেন। তারপর ঈমানে পরিপূর্ণ একটা সোনার থালা আমার কাছে আনা হলো এবং আমার হৃৎপিন্ডটাকে তাতে ধৌত করা হলো। তারপর তাকে আবার পূর্বের মতো রাখা হলো। অতপর আকারে খচ্চরের চাইতে ছোট ও গাধার চাইতে বড় একটি শুভ্র জানোয়ার আমার সামনে হাজির করা হলো। জারুদ আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা ! (আনাসের ডাক নাম) ওটাই কি বুরাক ছিল ? আনাস (রা) বললেন, হাঁ। তার প্রতিটি পদক্ষেপ তর দৃষ্টির শেষ সীমানায় পড়তো। নবী (স) বলেন, অতপর আমাকে তার ওপর আরোহণ করানো হলো।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন এবং নিকটতম আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? জিবরাইল বললেন, জিবরাইল, আবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনার সঙ্গে আর কে ?" তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। যখন আমি ভেতরে পৌছলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম আদম (আ)-কে। জিবরাইল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

অতপর জিবরাইল (আ) আমাকে নিয়ে আরো উর্ধে আরোহণ করতে লাগলেন এবং দ্বিতীয় আসমানে পৌছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? তিনি বললেন, জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনার সঙ্গে আর কে ?' তিনি বললেন, মুহাম্মদ (স)। পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন, হাঁ। তখন বলা হলো, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে দেখতে পেলাম ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)-কে তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই।[৭৬] জিরবাইল আমাকে বললেন, এরা হলেন ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ)। আপনি তাঁদেরকে সালাম করুন। আমি যখন সালাম করলাম, তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানে উঠলেন এবং দরজা খুলে দিতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হলো, কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় বলা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজ খুলে দেয়া হলো। ভেতরে প্রবেশ করে আমি

৭৬. মূলত তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই নন। বরং ঈসা (আ)-এর মাতা এবং ইয়াহইয়া (আ) পরস্পর খালাতো ভাই বোন ছিলেন। পিতা বলতে যেমন পিতামহকে বুঝায় তেমনি মাতা বলতে মাতামহীকে বুঝিয়ে থাকে। এ প্রয়োগ মতে ঈসা (আ)-এর মাতামহীকে তার মাতা ধরে অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে।

সেখানে ইউসুফ (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হলেন ইউসুফ (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে যাত্রা করলেন এবং চতুর্থ আসমানে এসে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সাথে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর অভিনন্দন। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। অতপর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমি ভেতরে ইদরীস (আ)-এর নিকট গিয়ে পৌছলে জিবরাইল আমাকে বললেনঃ ইনি ইদরীস (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং পঞ্চম আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর আগমন বড়ই শুভ। তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে পৌছলাম তখন দেখতে পেলাম হারুন (আ)-কে। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হারুন (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ।

তারপর জিবরাইল আমাকে সঙ্গে নিয়ে আরো উর্ধলোকে উঠতে শুরু করলেন এবং ষষ্ঠ আসমানে এসে দরজা খুলে দিতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেনঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো ঃ আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। বলা হলো ঃ তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ ! তার আগমন কতইনা উত্তম ! তারপর দরজা খুলে দিলে আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে মূসা (আ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি হলেন মূসা (আ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি তার জবাব দিলেন। তারপর বললেন ঃ নেক্কার ভাই ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ !

অতপর আমি যখন তাঁকে অতিক্রম করে অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞসা করা হলো ঃ আপনি কাঁদছেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি এ জন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন যুবককে নবী বানিয়ে পাঠানো হলো যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তারপর জিবরাইল আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন। জিবরাইল দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে ? তিনি বললেন ঃ জিবরাইল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো আপনার সঙ্গে আর কে ? তিনি বললেন ঃ মুহাম্মদ (স)। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তখন দরজা

খুলে দিয়ে দ্বাররক্ষী বললেন ঃ তার প্রতি সাদর সম্ভাষণ ! তাঁর আগমন কতই না আনন্দদায়ক ! তারপর আমি যখন ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন সেখানে ইবরাহীম (আ) -কে দেখতে পেলাম। জিবরাইল (আ) বললেন ঃ ইনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) তাঁকে সালাম করুন। তখন আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ নেক্কার পুত্র ও নেক্কার নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ !

তারপর সিদরাতুল মুনতাহা[৭৭] আমার সামনে আনা হলো। আমি দেখলাম তার ফলগুলো হাজার অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড় এবং তার পাতা হাতীর কানের মত। জিবরাইল (আ) বললেন, এটাই সিদরাতুল মুনতাহা। আমি সেখানে দেখতে পেলাম চারটি নহর। দু'টো নহর অপ্রকাশ্য আর দু'টো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে জিবরাইল ! এ নহরের তাৎপর্য কি ? তিনি বললেন ঃ অপ্রকাশ্য নহর দু'টো হলো জান্নাতে প্রবাহিত দু'টি ঝর্ণাধারা। আর প্রকাশ্য দু'টো হলো নীল ও ফুরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। তারপর আল বাইতুল মামুর[৭৮] ঘরটি আমার সামনে পেশ করা হলো। অতপর আমার সামনে হাজির করা হলো এক পাত্র মদ, এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। এর মধ্যে থেকে আমি দুধ গ্রহণ করলাম এবং তা পান করলাম। তখন জিবরাইল বললেন ঃ এটাই স্বভাব (ধর্ম), আপনি এর উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার উম্মতও।

তারপর আমার ওপর দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামায ফরয করা হলো। আমি ফিরে চললাম। মূসা (আ)-এর সম্মুখ দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হয়েছে ? আমি বললাম ঃ দৈনিক পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। আল্লাহর কসম, আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইসরাইলদের ব্যাপারে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কাজেই আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের পক্ষে নামায আরো হ্রাস করার জন্য আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ আমার ওপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসার নিকট ফিরে এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ কথা বললেন। ফলে আমি পুনরায় আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তিনি আমার ওপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার আমি মূসার নিকট ফিরে এলে তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। তাই আমি আবার ফিরে গেলাম। তখন আল্লাহ আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসার কাছে ফিরে এলে আবারও তিনি ঐকথাই বললেন। আমি আবার ফিরে গেলে আল্লাহ আমার জন্য আরো দশ ওয়াক্ত নামায কম করে দিলেন। এবং আমাকে প্রত্যহ দশ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার নিকট ফিরে এলাম। এবারও তিনি অনুরূপ কথাই বললেন। ফলে আমি পুনরায় ফিরে গেলে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হলো। আমি মূসার কাছে ফিরে এলাম। তিনি

---

৭৭. সিদরাহ–শব্দের অর্থ কুলবৃক্ষ এবং মুনতাহা শব্দের অর্থ শেষসীমা। পৃথিবী থেকে যা কিছু উর্ধলোকে নীত হয় তা ওখানে গিয়েই থেমে পড়ে। অতপর তার অপর পারে যারা রয়েছেন তারা সেখান থেকে তা গ্রহণ করে ওপরে নিয়ে যান। শেষসীমার চিহ্ন স্বরূপ ঐ স্থানটাতে একটা কুলবৃক্ষ থাকায় ঐ সীমান্ত চিহ্নকে 'সিদরাতুল মুনতাহা' বলা হয়।

৭৮. এটা ভূপৃষ্ঠের কা'বা ঘরের বরাবর সপ্তম আকাশে অবস্থিত একটি পবিত্র গৃহ। দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যায়। যারা একবার বেরিয়ে যায় তারা দ্বিতীয়বার প্রবেশ করে না। এভাবে প্রত্যহ নতুন নতুন ফেরেশতা ঐ ঘরের যিয়ারত করে থাকে।

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনাকে কি করতে আদেশ করা হলো ? আমি বললাম ঃ আমাকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ করা হয়েছে। তিনি বললেন ঃ আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সমাপনে সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি ইসরাইলী লোকদেরকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের হেদায়াতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করেছি। তাই আমি বলছি আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য আরো হ্রাস করার প্রার্থনা জানান। নবী (স) বললেন ঃ আমি আমার রবের কাছে এত অধিক বার প্রার্থনা জানিয়েছি যে, পুনবার প্রার্থনা জানাতে আমি লজ্জাবোধ করছি। বরং আমি এতেই সন্তুষ্ট ও আনুগত্য প্রকাশ করছি। নবী (স) বলেন ঃ আমি যখন মূসাকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলাম তখন জনৈক আহবানকারী আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন ঃ আমার অবশ্য পালনীয় আদেশটি আমি জারী করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য আদেশটি লঘু করে দিলাম।

٣٦٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرٰى بِهِ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدَسِ قَالَ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ قَالَ هِىَ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -

৩৬০১.ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কুরআনের এ আয়াত "আর আমি আপনাকে (মিরাজের রাতে) যেসব দৃশ্য দেখিয়েছি সেগুলোকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়রূপে পরিণত করেছি"—প্রসঙ্গে বলেন ঃ ঐ দৃশ্যসমূহ ছিল চাক্ষুষ দৃশ্য। যে রাতে রসূলুল্লাহ (স)-কে বাইতুল মাকদাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল সেই রাতে তাঁকে ঐ দৃশ্যগুলো চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ কুরাআনে যে অভিশপ্ত বৃক্ষের কথা বর্ণিত হয়েছে তা হলো যাককুম বৃক্ষ।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ মক্কা ও আকাবার বাইআতে নবী (স)-এর খিদমতে আনসার প্রতিনিধি দল।

٣٦٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بِطَوْلِهِ قَالَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرُ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا -

৩৬০২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব (রা), যিনি কা'ব ইবনে মালেককে অন্ধ হয়ে যাবার পর হাত ধরে এদিক ওদিক নিয়ে যেতেন—বলেন ঃ আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাবুক যুদ্ধের সময় নবী (স) থেকে তাঁর পশ্চাতে থেকে যাবার বিস্তারিত ঘটনাটা বর্ণনা করতে শুনেছি। (অধস্তন রাবী) ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর তার বর্ণনায় বলেন ঃ কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণিত ঘটনায় এ কথাটাও ছিল যে, আমি আকাবার রাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, যেদিন আমরা ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলাম।

সেদিনের পরিবর্তে বদরের যুদ্ধে উপস্থিত আমার কাছে প্রিয় নয়, যদিও লোকদের মাঝে বদরের যুদ্ধের আলোচনা সর্বাধিক।

٣٦٠٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ شَهِدَ بِيْ خَالَايَ الْعَقَبَةَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ اَحَدُهُمَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُوْرٍ -

৩৬০৩. 'আমর (রা) বলতেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার দু' মামা আমাকে আকাবার বাইআতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী বলেন, ইবনে উয়াইনা বলেছেন ঃ তাদের দু'জনের একজন হলেন বারাআ ইবনে মা'রুর।

٣٦٠٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَنَا وَاَبِيْ وَخَالِيْ مِنْ اَصْحَابِ الْعَقَبَةِ -

৩৬০৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার পিতা ও আমার দু'জন মামা আকাবার বাইআতে উপস্থিতদের অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٦٠٥- عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ عَائِذِ اللّٰهِ اَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِيْنَ شَهِدُوْا بَدْرًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمِنْ اَصْحَابِهِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ تَعَالُوْا بَايِعُوْنِيْ عَلٰى اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوْنَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُوْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوْنِيْ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَمَنْ وَفٰى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ قَالَ فَبَايَعْتُهُ عَلٰى ذٰلِكَ -

৩৬০৫. আবু ইদরীস আয়েযুল্লাহ থেকে বর্ণিত। উবাদা ইবনে সামিত (রা), যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং বাইআতে আকাবার রাতে উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাকে বলেছেন যে, একদিন একদল সাহাবী রসূলুল্লাহ (স)-কে ঘিরে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে লক্ষ করে বললেন ঃ এসো, এ মর্মে তোমরা আমার হাতে বাইআত[৭৯] কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কারো ওপর মনগড়া অপবাদ আরোপ করবে না, কোন মারুফ (শরীয়ত সম্মত) বিষয়ে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূরণ করবে তার জন্য আল্লাহর

৭৯. বাইআত শব্দের সাধারণ অর্থ বিক্রি করা। শরীয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার করা, কারো কথা পালন করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

নিকট পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসবের কোন একটা অপরাধ করবে এবং তার জন্য দুনিয়াতে তার আইনানুযায়ী শাস্তি হয়ে যাবে তবে ঐ শাস্তি তার সে অপরাধের কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এসবের কোন অপরাধ করেছে, অথচ আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন, তার ব্যাপারটা আল্লাহর মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলে (আখেরাতে) তাকে শাস্তি দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করতে পারেন। উবাদা বলেন ঃ তখন আমিও তাঁর হাতে এসব বিষয়ে বাইআত করলাম।

٣٦٠٦- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّهُ قَالَ اِنِّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ بَايَعْنَاهُ عَلٰى اَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِىَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ وَلاَ نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِىَ بِالْجَنَّةِ اِنْ فَعَلْنَا ذٰلِكَ فَاِنْ غَشِيْنَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذٰلِكَ اِلَى اللّٰهِ -

৩৬০৬. উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি সেই প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বাইআত করেছিলেন। তিনি আরো বলেন ঃ আমরা তাঁর হাতে এ মর্মে বাইআত করেছিলাম যে, আমরা কোন কিছুকেই আল্লাহর সাথে শরীক করব না, ব্যভিচার করব না, চুরি করব না, এমন কাউকেও হত্যা করব না যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন, লুটতরাজ করব না এবং তাঁর অবাধ্য হব না। যদি আমরা এসব অঙ্গীকার পালন করি তবে জান্নাত লাভ করব। আর যদি আমরা এসবের কোনটা ভঙ্গ করি তবে তার ফায়সালার ভার আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত থাকবে।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ আয়েশা (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বিয়ে, আয়েশার মদীনায় আগমন এবং স্বামী গৃহে গমন।

٣٦٠٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْنَا فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِىْ فَوَفٰى جُمَيْمَةً فَاَتَتْنِىْ اُمِّى اُمُّ رُوْمَانَ وَاِنِّى لَفِىْ اُرْجُوْحَةٍ وَمَعِىْ صَوَاحِبُ لِىْ فَصَرَخَتْ بِىْ فَاَتَيْتُهَا لاَ اَدْرِىْ مَا تُرِيْدُ بِىْ فَاَخَذَتْ بِيَدِىْ حَتّٰى اَوْقَفَتْنِىْ عَلٰى بَابِ الدَّارِ وَاِنِّى لاَنْهِجُ حَتّٰى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِىْ ثُمَّ اَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِىْ وَرَأْسِىْ ثُمَّ اَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ فَاَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِنَّ فَاَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِىْ فَلَمْ يَرُعْنِىْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى فَاَسْلَمَتْنِىْ اِلَيْهِ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬০৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী (স) আমাকে বিয়ে করেন। তারপর আমরা মদীনায় আসলাম এবং বনী হারেস ইবনে

খাযরাজ গোত্রে অবতরণ করলাম। তারপর আমি এমন মারাত্মক জ্বরে আক্রান্ত হলাম যে, আমার মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল এবং সামান্যই মাত্র রয়ে গেলো। অতপর আমার চুল নতুনভাবে গজিয়ে যখন তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছল তখন একদিন আমি আমার সঙ্গিনীদের সাথে দোলনায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় আমার মা উম্মে রুমান আমার কাছে এসে আমাকে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকটে আসলাম। কিন্তু তিনি আমাকে নিয়ে কি করতে চাচ্ছিলেন তা আমি বুঝতে পারিনি।

তারপর তিনি আমার হাত ধরে চলতে চলতে একটা ঘরের দরজায় এনে আমাকে দাঁড় করালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। অতপর আমার শ্বাস প্রশ্বাস চলাচল কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি সামান্য পরিমাণ পানি নিয়ে আমার মুখ ও মাথা মুছে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ঢুকে দেখি ঘরের মধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা রয়েছেন। তাঁরা বললেন ঃ আগমন কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ হোক এবং ভবিষ্যত শুভ হোক। মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তাঁরা আমাকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করলেন। তারপর পূর্বাহ্ন রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনই আমাকে চকিত করে তুলল। যখন তাঁরা (আনসার মহিলারা) আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল নয় বছর।

٣٦٠٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِمْرَأَتُكَ فَاكْشِفْ عَنْهَا فَاِذَا هِيَ اَنْتِ فَأَقُوْلُ اِنْ يَكَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ -

৩৬০৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে বলেন ঃ বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখন্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো ঃ ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম ঃ এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই।

٣٦٠٩- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تُوُفِّيَتْ خَدِيْجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ فَلَبِثَ سَنَتَيْنِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ ثُمَّ بَنٰى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ -

৩৬০৯. হিশাম তার বাপ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর মদীনায় হিজরতের তিন বছর পূর্বে খাদীজা (রা) ইন্তিকাল করেন। তারপর তিনি নবী (স) দু'বছর কিংবা তার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বছর। অতপর নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে আসেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন ঃ যদি হিজরত পালনের আদেশ না হতো তাহলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

আবু মূসা নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেন ঃ আমি একবার স্বপ্নে দেখি যে, আমি মক্কা থেকে এমন একটা স্থানে হিজরত করছি যেখানে অনেক খেজুর গাছ রয়েছে। তখন আমার ধারণা হলো, স্থানটা ইয়ামামা অথবা হিজর হবে। কিন্তু মূলত তা ছিল মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরিব।

٣٦١٠- عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ يَقُوْلُ عُدْنَا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ فَوَقَعَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَاْخُذْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ وَتَرَكَ نَمِرَةً فَكُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ اِذْخِرٍ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

৩৬১০. আ'মাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা খাব্বাবের শুশ্রূষা করতে গেলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা নবী (স)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছিলাম। কাজেই আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য হয়েছে। আমাদের কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই গ্রহণ না করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মুস'আব ইবনে উমাইর তাদের অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন এবং মাত্র একখানা পশমী চাদর রেখে যান। তা দিয়ে যখন আমরা তার মাথা ঢেকে দিতাম তখন তার পা দু'টো বেরিয়ে পড়ত। আবার যখন পা দু'টো ঢাকার চেষ্টা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়ত। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা তার মাথাটা ঢেকে দেই এবং তার পা দু'টোর ওপর কিছু ইযখির ঘাস রাখি। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাচ্ছে।

٣٦١١- عَنْ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ -

৩৬১১. উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক আমলের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের[৮০] ওপর। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিলের

---

৮০. নিয়ত শব্দের অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। শরীয়াতের পরিভাষায় এর বিশেষ অর্থ হলো ঃ (১) কোন কাজকে কোন কাজ থেকে পৃথক করা বা নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমন যোহরের নিয়ত করা। মানে যোহরকে অন্য নামায থেকে পৃথক বা নির্দিষ্ট করা। ফরযের নিয়ত করা মানে সুন্নত ও নফল থেকে তাকে নির্দিষ্ট করা; (২) কোন কাজ সম্পাদনের সংকল্প করা; যেমন হজ্জের নিয়ত করা মানে হজ্জ সম্পাদনের সংকল্প করা; (৩) নিয়ত মানে কোন কাজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। উপরোক্ত হাদীসে নিয়ত শব্দটি এই শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ওপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উদ্দেশ্যে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার মানসে হিজরত[৮১] করে, তার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যেই হয় যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে।

٣٦١٢- عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -

৩৬১২. মুজাহিদ ইবনে জবর মক্কী থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা থেকে আর হিজরত নেই।

٣٦١٣- عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِى فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِيْنِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مَخَافَةَ اَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَاَمَّا الْيَوْمَ اَظْهَرَ اللّٰهُ الْاِسْلاَمَ وَالْيَوْمَ (وَالْمُؤْمِنُ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ -

৩৬১৩. আতা ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উবাইদ ইবনে উমাইর লাইসি সহ আয়েশা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে গেলাম। আমরা তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আজ আর হিজরতের আবশ্যকতা নেই। অতীতে হিজরতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মুসলমানরা তাদের দীনকে রক্ষা করার জন্য ফিতনায় নিপতিত হবার ভয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ধাবিত হতো। কিন্তু বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ীর আসনে সমাসীন করেছেন। আজ মুসলমান যেখানে ইচ্ছা তার রবের ইবাদত করতে পারে। অবশ্য জিহাদ ও (সৎকাজের) নিয়তের মধ্যে (তাদের হিজরতের ফযিলত লাভের সুযোগ রয়েছে)।

٣٦١٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَعْدًا قَالَ اللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَى اَنْ اُجَاهِدَهُمْ فِيْكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا رَسُوْلَكَ ﷺ وَاَخْرَجُوْهُ اللّٰهُمَّ فَاِنِّى اَظُنُّ اَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَقَالَ اَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ اَخْبَرَتْنِى عَائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوْا نَبِيَّكَ وَاَخْرَجُوْهُ مِنْ قُرَيْشٍ -

---

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, নিয়ত যেহেতু অন্তরের সংকল্পেরই নাম, সুতরাং কোন বিষয়ে নিয়ত করার সময় অন্তরে সংকল্প না করে শুধু মুখে উচ্চারণ করাটা যথেষ্ট নয়। বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলবে।

নামাযের নিয়তের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়। কেননা রসূলুল্লাহ (স) এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই মুখে উচ্চারণ না করাটাই হলো রসূলুল্লাহর পুরো ইত্তিবা বা অনুসরণ করা। অবশ্য স্মরণের উদ্দেশ্যে মুখে উচ্চারণ করাটাকে কোন কোন ফকীহ উত্তম বলেছেন।

৮১. হিজরত শব্দের অর্থ ত্যাগ করা, ছিন্ন করা। ইসলামী শরীয়াতে এর দু'ধরনের অর্থ রয়েছে। এক ঃ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে যাওয়া, ঈমান ও ধর্ম রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে গমন করা। তাই রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীদের মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গমনকে হিজরত বলে। দুই ঃ শরীয়াতের নিষিদ্ধ কাজগুলোকে পরিহার করা। নবী (স) বলেছেন ঃ প্রকৃত মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা ত্যাগ করেছে।

৩৬১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হবার পর) সা'দ (রা) এ বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ ! আপনি ভাল করে জানেন, আমার নিকট আপনার রাহে অন্য কারো বিরুদ্ধে জিহাদ করা অতোটা প্রিয় নয় যতোটা প্রিয় ঐ কওমের বিরুদ্ধে জিহাদ করা যারা আপনার রসূলকে মিথ্যা বলেছে এবং তাঁকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দিয়েছে। হে আল্লাহ ! আমার ধারণা, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যকার লড়াই খতম করে দিয়েছেন।

আবান ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হিশাম তার পিতা থেকে আয়েশার বরাত দিয়ে হাদীসটি এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ (অর্থাৎ যে কওম আপনার নবীকে মিথ্যা বলেছে এবং যে সমস্ত কুরাইশ তাঁকে বের করে দিয়েছে।)[৮২]

٣٦١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوْحٰى اِلَيْهِ ثُمَّ اُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّيْنَ -

৩৬১৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হন। অতপর তিনি মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন। তখন তার প্রতি অহী নাযিল হচ্ছিল। তারপর তাঁর প্রতি হিজরতের আদেশ হয়। তিনি হিজরত করেন এবং দশ বছর মদীনায় কাটান। আর তিনি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

٣٦١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَسِتِّيْنَ -

৩৬১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) মক্কায় তের বছর অবস্থান করেন এবং তেষট্টি বছর বয়সে তিনি ওফাত পান।

٣٦١٧- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكٰى اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللّٰهُ بَيْنَ اَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ فَدَيْنَاكَ بِاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا فَكَانَ

৮২ উপরোক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। পুরো হাদীসটি খন্দকের যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। খন্দকের যুদ্ধে হাব্বান ইবনে কায়েসের তীরের আঘাতে আহত হবার পর সা'দ ইবনে মুআযের বক্ষ থেকে যখন মারাত্মক রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তখন তিনি উপরোক্ত দোয়া করেন। তিনি আরো দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ ! ভবিষ্যতে যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকে, তবে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, যাতে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারি। নতুবা এ আহত অবস্থায়ই যেন আমার মৃত্যু হয় এবং আমি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করতে পারি। অবশেষে তা-ই হয়েছে। ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণের ফলে ঐ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْمُخَيَّرُ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ اَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ امَنِّ النَّاسِ عَلَى فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِى لاَ تَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ اِلاَّ خُلَّةَ الْاِسْلاَمِ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ اِلاَّ خَوْخَةُ اَبِىْ بَكْرٍ -

৩৬১৭. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে একদিন মিম্বরে বসে খুতবা দিতে গিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও আল্লাহর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে এ দু'য়ের মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন। সে বান্দা আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই বেছে নিয়েছে। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার বাপ-মাকে আপনার প্রতি উৎসর্গ করছি। (রাবী বলেন) আবু বকরের কথায় আমরা বিস্ময়েবোধ করলাম। লোকেরা বলল, এ বুড়ো লোকটার অবস্থা দেখ তো। রসূলুল্লাহ (স) কোন এক বান্দা সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে তার মধ্যে একটাকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর বুড়ো বলছেন ঃ আমার বাবা মাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম। মূলত সেই ইখতিয়ার প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন রসূলুল্লাহ (স)। আর আবু বকর (রা) ছিলেন এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সাহচর্য ও আর্থিক দিক থেকে আমার প্রতি সবচাইতে অধিক ইহসান করেছে আবু বকর (রা)। আমার উম্মতের মধ্যে কাউকেও যদি আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে নিশ্চয় আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামী সম্পর্কই যথেষ্ট। তারপর নবী (স) বললেন ঃ আবু বকরের গৃহের দিকের দরজা ছাড়া মসজিদের আর কোন দরজা খোলা থাকবে না।

٣٦١٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ قَطُّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً فَلَمَّا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ اَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتّٰى بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ يَا اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَخْرَجَنِىْ قَوْمِى فَاُرِيْدُ اَنْ اَسِيْحَ فِى الْاَرْضِ وَاَعْبُدَ رَبِّى قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَاِنَّ مِثْلَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَاَنَا لَكَ جَارٌ اِرْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً فِىْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ اَتُخْرِجُوْنَ

رَجُلاً يَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَيَصِلُ الرَّحِمَ وَيَحْمِلُ الْكَلَّ وَيَقْرِى الضَّيْفَ وَيُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَقَالُوْا لِابْنِ الدَّغِنَةِ مُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِيْنَا بِذٰلِكَ وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ فَاِنَّا نَخْشٰى اَنْ يُفْتِنَ نِسَاءَنَا فَقَالَ ذٰلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لاَبِىْ بَكْرٍ فَلَبِثَ اَبُوْ بَكْرٍ بِذٰلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلاَ يَقْرَأُ فِىْ غَيْرِ دَارِهِ ثُمَّ بَدَا لاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَكَانَ يُصَلِّى فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَنْقَذِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاؤُهُمْ وَهُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اِبْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا اِنَّا كُنَّا اَجَرْنَا اَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَقَدْ جَاوَزَ ذٰلِكَ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَاَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِ وَاِنَّا قَدْ خَشِيْنَا اَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَاَبْنَاءَنَا فَاَنْهَهُ فَاِنْ اَحَبَّ اَنْ يَقْتَصِرَ عَلٰى اَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِىْ دَارِهِ فَعَلَ وَاِنْ اَبٰى اِلاَّ اَنْ يُعْلِنَ بِذٰلِكَ فَسَلْهُ اَنْ يَرُدَّ اِلَيْكَ ذِمَّتَكَ فَاِنَّا قَدْ كَرِهْنَا اَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّيْنَ لاَبِىْ بَكْرٍ الْاِسْتِعْلاَنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِىْ عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَاِمَّا اَنْ تَقْتَصِرَ عَلٰى ذٰلِكَ وَاِمَّا اَنْ تَرْجِعَ اِلَىَّ ذِمَّتِىْ فَاِنِّىْ لاَ اُحِبُّ اَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ اَنِّىْ اُخْفِرْتُ فِىْ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنِّىْ اَرُدُّ اِلَيْكَ جِوَارَكَ وَاَرْضٰى بِجِوَارِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِلْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اُرِيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَ بَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّىْ اَرْجُوْ اَنْ يُؤْذَنَ لِىْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَهَلْ تَرْجُوْ ذٰلِكَ بِاَبِىْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ وَهُوَ الْخَبَطُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ

فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ لاَبِىْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مُتَقَنِّعًا فِىْ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِيْنَا فِيْهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدَاءٌ لَهُ اَبِىْ وَاُمِّىْ وَاللّٰهِ مَاجَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ اَمْرٌ قَالَتْ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاذَنَ فَاُذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصَّحَابَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَخُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ (اَحَبَّ) الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بِهٖ عَلٰى فَمِ الْجِرَابِ فَبِذٰلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقِ قَالَتْ ثُمَّ لَحِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلِ ثَوْرٍ فَكَمَنَا (فَمَكُثَا) فِيْهِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ ثَقِفٌ لَقِنٌ فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَرٍ فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكْتَادَانِ بِهٖ اِلاَّ وَعَاهُ حَتّٰى يَأْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهَا عَلَيْهِمَا حِيْنَ يَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلٍ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيْفِهِمَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِىْ الثَّلاَثِ وَاسْتَاْجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ الدِّيْلِ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ بْنِ عَدِىٍّ هَادِيًا خِرِّيْتًا وَالْخِرِّيْتُ الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِىْ اٰلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِىِّ وَهُوَ عَلٰى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَاَمِنَاهُ فَدَفَعَا اِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيْلُ فَاَخَذَا بِهِمْ طَرِيْقَ السَّوَاحِلِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَاَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ مَالِكٍ الْمُدْلِجِىُّ وَهُوَ ابْنُ اَخِىْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ اَنَّ

اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ يَقُوْلُ جَاءَ نَا رَسُوْلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُوْنَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ قَتَلَهُ اَوْ اَسَرَهُ فَبَيْنَمَا اَنَا جَالِسٌ فِىْ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِىْ بَنِىْ مُدْلِجٍ اِذْ اَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حَتّٰى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوْسٌ فَقَالَ يَا سُرَاقَةُ اِنِّى قَدْ رَأَيْتُ اٰنِفًا اَسْوِدَةً بِالسَّاحِلِ اُرَاهَا مُحَمَّدًا وَاَصْحَابَهُ قَالَ سُرَاقَةُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ هُمْ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّهُمْ لَيْسُوْا بِهِمْ وَلٰكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا اِنْطَلَقُوْا بِأَعْيُنِنَا ثُمَّ لَبِثْتُ فِى الْمَجْلِسِ سَاعَةً ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جَارِيَتِى اَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِىْ وَهِىَ مِنْ وَرَاءِ اَكَمَةٍ فَتَحْبِسَهَا عَلَىَّ وَأَخَذْتُ رُمْحِىْ فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ فَخَطَطْتُ (فَخَطَطْتُ) بِزُجِّهِ الْاَرْضَ وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتّٰى اَتَيْتُ فَرَسِىْ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِىْ حَتّٰى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَعَثَرَتْ بِىْ فَرَسِىْ فَخَرَرْتُ عَنْهَا فَقُمْتُ فَاَهْوَيْتُ يَدِىْ اِلٰى كِنَانَتِىْ فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْاَزْلَامَ فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا اَضُرُّهُمْ اَمْ لَا فَخَرَجَ الَّذِىْ اَكْرَهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِىْ وَعَصَيْتُ الْاَزْلَامَ تُقَرِّبُ بِىْ حَتّٰى اِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُكْثِرُ الْاِلْتِفَاتَ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِىْ فِى الْاَرْضِ حَتّٰى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ فَخَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً اِذَا لِاَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِى السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْاَزْلَامِ فَخَرَجَ الَّذِىْ اَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْاَمَانِ فَوَقَفُوْا فَرَكِبْتُ فَرَسِىْ حَتّٰى جِئْتُهُمْ وَوَقَعَ فِىْ نَفْسِىْ حِيْنَ لَقِيْتُ مَا لَقِيْتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ اَنْ سَيَظْهَرُ اَمْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوْا فِيْكَ الدِّيَةَ وَاَخْبَرْتُهُمْ اَخْبَارَ مَا يُرِيْدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَاْنِىْ وَلَمْ يَسْأَلَانِىْ اِلَّا اَنْ قَالَ اَخْفِ عَنَّا فَسَأَلْتُهُ اَنْ يَكْتُبَ لِىْ كِتَابَ اَمْنٍ فَاَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِىْ رُقْعَةٍ مِنْ اَدِيْمٍ ثُمَّ مَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقِىَ الزُّبَيْرَ فِىْ رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا تُجَّارًا قَافِلِيْنَ مِنَ الشَّامِ فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُوْلَ

اللّٰهِ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ ثِيَابَ بَيَاضٍ وَسَمِعَ الْمُسْلِمُوْنَ بِالْمَدِيْنَةِ مَخْرَجَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوْا يَغْدُوْنَ كُلَّ غَدَاةٍ اِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُوْنَهُ حَتّٰى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيْرَةِ فَانْقَلَبُوْا يَوْمًا بَعْدَ مَااَطَالُوْا اِنْتِظَارَهُمْ فَلَمَّا اَوَوْا اِلٰى بُيُوْتِهِمْ اَوْفٰى رَجُلٌ مِنْ يَهُوْدَ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اٰطَامِهِمْ لِاَمْرٍ يَنْظُرُ اِلَيْهِ فَبَصُرَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابِهِ مُبَيَّضِيْنَ يَزُوْلُ بِهِمُ السَّرَابُ فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُوْدِيُّ اَنْ قَالَ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ هٰذَا جَدُّكُمُ الَّذِيْ تَنْتَظِرُوْنَ فَثَارَ الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى السِّلَاحِ فَتَلَقَّوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ حَتّٰى نَزَلَ بِهِمْ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَذٰلِكَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعٍ الْاَوَّلِ فَقَامَ اَبُوْ بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَامِتًا فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُحَيِّيْ اَبَا بَكْرٍ حَتّٰى اَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ فَلَبِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَاُسِّسَ الْمَسْجِدُ الَّذِيْ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى وَصَلّٰى فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِيْ مَعَهُ النَّاسُ حَتّٰى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مِرْبَدًا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِيْ حَجْرِ اَسْعَدَ (سَعْدِ) بْنِ زُرَارَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا فَقَالَا لَا بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِدًا وَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْقُلُ مَعَهُمُ اللَّبِنَ فِيْ بُنْيَانِهِ وَيَقُوْلُ وَهُوَ يَنْقُلُ اللَّبِنَ هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرُ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةِ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يُسَمَّ لِيْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الْاَحَادِيْثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرِ هٰذَا الْبَيْتِ ـ

৩৬১৮. নবী (স)-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলেন ঃ জ্ঞান হবার পর থেকে আমি আমার বাপ-মাকে দীন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম পালন করতে কখনো দেখিনি। আর এমন কোনদিন যায়নি যেদিনের দু' প্রান্তে সকাল সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের এখানে আসেননি। মুসলমানদের ওপর যখন অত্যাচার শুরু হলো, তখন একদিন আবু বকর (রা) মুহাজির বেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি যখন বরকুল গিমাদ[৮৩] নামক স্থানে পৌছুলেন তখন কারাহ গোত্রের সরদার ইবনুদ দাগিনার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। ইবনুদ দাগিনা বললেন, হে আবু বকর ! আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? তিনি জবাব দিলেন, আমার কওম আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি ইরাদা করেছি যে, আমি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব এবং আমার রবের ইবাদত করতে থাকব। ইবনুদ দাগিনা বললেন, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিস্কার করাও চলে না। কেননা, আপনি নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখেন, অপরের দন্ড নিজে বহন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা করেন, বিপদ-মুসিবতে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং আপনার আশ্রয়দাতা হিসেবে আমি থাকলাম। আপনি ফিরে যান এবং নিজ দেশে থেকেই স্বীয় রবের ইবাদত করুন। তখন তিনি ফিরে চললেন এবং ইবনুদ দাগিনাও তাঁর সাথে গেলেন।

(মক্কায় পৌছে) ইবনুদ দাগিনা কোন এক সন্ধ্যায় সম্ভ্রান্ত কুরাইশদের সাথে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আবু বকরের মত লোকের পক্ষে বেরিয়ে যাওয়াটাও শোভনীয় নয় এবং তাঁর মত লোককে বহিস্কার করাটাও উচিত হয় না। যে লোকটা নিঃস্বকে উপার্জনক্ষম করে, আত্মীয়তার বন্ধনকে সংযুক্ত রাখে, অপরের দন্ড নিজে বহন করে, অতিথি মেহমানদের আপ্যায়ন করে এবং বিপদে সাহায্য করে থাকে, তাকেই কি আপনারা বের করে দিচ্ছেন ? এ কথা শুনে আশ্রয় প্রদানকে কুরাইশরা প্রত্যাখ্যান করল না। তারা ইবনুদ দাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ ঘরের মধ্যেই তাঁর রবের ইবাদত করেন, সেখানেই যেন নামায আদায় করেন এবং যা তার মনে চায় তা পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদের মনে কষ্ট না দেন। আর এসব কাজ তিনি যেন প্রকাশ্যে না করেন। কেননা, আমাদের ভয় হচ্ছে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে পারে। ইবনুদ দাগিনা এ কথা শুনে আবু বকরকে বললেন। কিছুদিন আবু বকর অনুরূপভাবে নিজ ঘরে বসে নিজ রবের ইবাদত করতে থাকেন। প্রকাশ্যে নামায পড়েন না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন পড়েন না। তারপর আবু বকর (রা)-এর মনে একটা খেয়াল চাপল। তিনি তাঁর বাড়ির চত্বরে একটা নামাযের ঘর তৈরী করলেন এবং তাতে নামায পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। এতে মুশরিকদের স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিরা তাঁর নিকট ভীড় জমাতে লাগল। তারা তাঁর অবস্থা দেখে বিস্ময়বোধ করত এবং তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। আর আবু বকর ছিলেন আল্লাহপ্রেমে বিগলিত প্রাণ হবার ফলে অতিশয় ক্রন্দনরত ব্যক্তি। তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন তাঁর চোখ দু'টোকে আয়ত্বে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি মুশরিক কুরাইশ প্রধানদেরকে শঙ্কিত করে তুলল।

---

৮৩. বরকুল গিমাদ জনপদটি মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। তখনকার দিনে তা মক্কা থেকে পাঁচ দিনের পথ ছিল।

অতপর তারা ইবনুদ দাগিনাকে ডেকে পাঠালে তিনি তাদের নিকট এলেন। তখন তারা বলল, আপনার আশ্রয় প্রার্থনার কারণে আমরা আবু বকরকে এ শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ বাড়িতে থেকে তাঁর রবের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ বাড়ির চত্বরে একটা মসজিদ তৈরী করেছেন এবং প্রকাশ্যে তাতে নামায পড়ছেন ও কুরআন পাঠ করছেন। এতে আমাদের আশংকা হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে গোল বাঁধিয়ে দেবেন। অতএব আপনি তাকে বারণ করুন। যদি তিনি নিজ বাড়িতে থেকে নিজ রবের ইবাদত করে ক্ষান্ত হতে পারেন, তবে তাই তিনি করবেন। আর যদি তিনি এসব কাজ প্রকাশ্যভাবে ছাড়া করতে অস্বীকার করেন অর্থাৎ প্রকাশ্যেই করতে চান তবে তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা একদিকে আমরা যেমন আপনার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করাটাকে অপসন্দ করি, অপরদিকে তেমনি আবু বকরের প্রকাশ্যভাবে ধর্মানুষ্ঠানকেও আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর ইবনুদ দাগিনা আবু বকরের নিকট এসে বললেন, যে শর্তে আমি আপনার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম তা আপনি বেশ ভাল করে জানেন। সুতরাং আপনি কাজকর্ম হয় নিজ ঘরের মধ্যে সীমিত রাখুন অথবা আমার যিম্মাদারী আমাকে প্রত্যর্পণ করুন। কারণ কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তা চুক্তি করার পর আমার ঐ চুক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, এ কথাটা আরব জাতি শুনতে পাক—তা আমি পসন্দ করি না। একথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ আপনার আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর আশ্রয় প্রদানের প্রতিশ্রুতিতেই আমি সন্তুষ্ট।

সে সময় নবী (স) মক্কায় ছিলেন। তিনি মুসলমানদেরকে বললেন ঃ তোমাদের হিজরতের দেশটি প্রস্তরময় দু' প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানে খেজুরের বনাঞ্চল আকারে আমাকে দেখান হয়েছে। এ কথা শুনে যারা হিজরত করার ছিল তারা মদীনায় হিজরত করল এবং যারা আবিসিনিয়া রাজ্যে হিজরত করেছিল তাদের অধিকাংশই মদীনায় ফিরে গেল। আবু বকরও মদীনায় হিজরতের জন্য সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেললেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বললেন ঃ অপেক্ষা করুন। কেননা আমি আশা করছি যে, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। এ কথা শুনে আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি কি এমনটা আশা করেন ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ফলে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হবার উদ্দেশ্যে আবু বকর (রা) নিজেকে বিরত রাখলেন এবং তাঁর কাছে যে দু'টো উট ছিল তাদেরকে চার মাস পর্যন্ত বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

ইবনে শিহাব উরওয়া আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (রা) বলেন, তারপর একদিন ঠিক দুপুর বেলা আমরা আবু বকর (রা)-এর ঘরে বসাছিলাম, এমন সময় কোন এক লোক আবু বকরকে বলল ঃ ঐ যে রসূলুল্লাহ (স) মাথা মুখমন্ডলে চাদর আবৃত অবস্থায় (আসছেন)। তাঁর এ আগমনটা এমন সময় ছিল যে সময় তিনি কখনো

আমাদের এখানে আসতেন না। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ আমার বাবা মা তাঁর জন্য কোরবান হোক! আল্লাহর কসম ! কোন বিশেষ ব্যাপারেই তাঁকে এমনি অসময়ে আসতে বাধ্য করেছে।

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করার পর নবী (স) আবু বকরকে বললেন ঃ আপনার কাছে যারা বসে আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বলুন। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক ! তারা তো আপনারই আপনজন। নবী (স) বললেন ঃ আমাকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তখন আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাবা আপনার প্রতি কোরবান হোক ! আমি আপানার সহগামী হতে চাই। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হাঁ ! আবু বকর (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার জন্য আমার বাবা মা কোরবান হোক ! তাহলে আমার এ উট দুটোর একটা আপনি গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ মূল্যের বিনিময়ে।[৮৪]

আয়েশা (রা) বলেন ঃ অতপর আমরা তাদের দু'জনের সফর প্রস্তুতি খুব দ্রুত সম্পন্ন করলাম এবং তাদের জন্য খাবার[৮৫] তৈরী করে তা চামড়ার একটা থলেতে রাখলাম। তারপর আবু বকর (রা)-এর তনয়া আসমা নিজের কোমরবন্দ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে তা দিয়ে থলেটার মুখ বেঁধে দিলেন। আর এ কারণে আসমাকে বলা হতো "যাতুন নিতাক" (বা কোমরবন্দ বিশিষ্ট)। আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) সাওর পর্বতের একটা গুহায় গিয়ে উপনিত হলেন। সেখানে তারা এ তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন। রাতের বেলা আবু বকর তনয় আবদুল্লাহ তাঁদের কাছে থাকতেন। তিনি একজন চতুর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন তরুণ যুবক ছিলেন। তিনি ভোর রাতে তাঁদের কাছ থেকে রওনা হয়ে মক্কার কুরাইশদের সাথে সকাল বেলা এমনভাবে মিলিত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। অতপর তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করা হতো তার যা কিছু তিনি শুনতেন তা-ই মনে রাখতেন এবং যখন আঁধার ঘনীভূত হতো তখন ঐ খবরটা তাদের কাছে পৌছে দিতেন।

আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ (দিনের বেলা) তাঁদের কাছেই দুধেল বকরীর পাল চরিয়ে বেড়াত এবং রাতের কিয়দংশ অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের কাছে যেত। তাঁরা দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে সেই বকরীর দুধ পান করে নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে দিতেন। তারা তাদের দুধেল বকরীগুলোর দুধ দোহন করার সাথে সাথে পান করতেন। আবার তার মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের টুকরা ডুবিয়ে গরম করেও পান করতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে আমের ইবনে ফুহাইরাহ বকরীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এভাবে ঐ তিন রাতের প্রতিটি রাতে সে এরূপ করতে থাকে।

রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) বনী আবদ ইবনে আদী গোত্রের বানুদ দীল বংশের পথপ্রদর্শনে অভিজ্ঞ জনৈক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে পথ চালকরূপে গ্রহণ করেন।

---

৮৪ নবী (স) আট শ' দিরহামের বিনিময়ে উটটা খরিদ করেছিলেন।

৮৫. ঐ খাবার ছিল রান্না করা বকরীর গোশত।

এ লোকটি আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী পরিবারের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং কাফের কুরাইশদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জনে [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] লোকটাকে বিশ্বস্ত ভেবে তাঁদের উট দু'টো তার হাতে সোপর্দ করেন এবং তার কাছ থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন রাত পর তৃতীয় সকালে উট দু'টোকে নিয়ে সে সাওর গুহায় পৌঁছে যাবে। (সুতারাং প্রতিশ্রুতি অনুসারে সে এসে গেল) তারপর নবী (স) ও আবু বকর (রা) তাঁর সাথে আবু বকরের গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরাহ ও পথচালকটি যাত্রা করল। পথচালক তাদেরকে উপকূলের পথ ধরে নিয়ে চলল।

সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম বলেন, কাফের কুরাইশদের দূতরা আমাদের কাছে আসল। রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা) উভয়ের প্রত্যেককে যে কেউ হত্যা করবে কিংবা বন্দী করবে তার জন্য তারা (একশ উট) পুরস্কার ঘোষণা করল। একদিন আমি আমাদের বনী মুদলিজ কওমের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় ঐ কওমেরই একজন লোক এসে আমাদের মাধ্যে দাঁড়াল। আমরা তখন বসেছিলাম। লোকটা বলল, হে সুরাকাহ ! আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন লোককে দেখলাম। আমার ধারণা তারা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীরাই হবেন। সুরাকাহ বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁরাই হবেন। কিন্তু আমি তাকে মিথ্যা বললাম ঃ ঐ লোকগুলো তারা নয়। বরং তুমি অমুককে ও অমুককে দেখেছ, তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়েই গিয়েছে।

অতপর কিছুক্ষণ আমি ঐ মজলিসে থাকলাম। তারপর উঠে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলাম এবং আমার কিশোরী দাসীকে আদেশ করলাম যেন সে আমার ঘোড়াটাকে বের করে নিয়ে টিবির আড়ালে গিয়ে ঘোড়াটাকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আমি আমার বর্শাটাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি বর্শা ফলকের গোড়ার দিকটা নীচু করে ধরে এবং সূচাল দিকটা মাটির উপর রেখা টানতে টানতে আমার ঘোড়ার কাছে এসে পৌঁছলাম। অতপর ঘোড়ায় চড়ে আমি তাকে দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। যখন আমি তাদের [নবী (স) ও আবু বকর (রা)] নিকটর্তী হলাম তখন আমাকে নিয়ে ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ফলে আমি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম এবং তূনীরে হাত ঢুকিয়ে (ভাগ্য নিরূপনের) তীরগুলো বের করলাম। তারপর ঐ তীর দিয়ে এ মর্মে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম যে, আমি তাদের ক্ষতি করতে পারব কিনা। কিন্তু আমার যা অপসন্দ তা-ই প্রকাশ পেল। তবু আমি তীরগুলোর ইঙ্গিত উপেক্ষা করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। ঘোড়া আমাকে নিয়ে কদম তালে চলতে লাগল। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কুরআন পাঠ শুনতে পেলাম। তিনি কোনদিকে তাকাচ্ছেন না। কিন্তু আবু বকর (রা) খুব বেশী এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টো হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার ওপর থেকে ছিটকে পড়লাম। আমি ঘোড়াটাকে ধমক দিলে সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে তার সামনের পা দু'টোকে বের করতে সক্ষম হচ্ছিল না। অবশেষে ঘোড়াটি যখন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন হঠাৎ তার সম্মুখস্থ পদদ্বয়ের চিহ্ন থেকে ধোঁয়ার ন্যায় ধূলি মেঘ উঠে আসমান পর্যন্ত ছেয়ে গেল। আমি আবার তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম কিন্তু এবারও আমার যা অপসন্দ তা-ই

প্রকাশ পেল। তখন আমি তাদেরকে নিরাপত্তার কথা বলে আহবান জানালাম। এবার তাঁরা থামলেন এবং আমি ঘোড়ায় চড়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের কাছে এসে পৌঁছলাম। (ইতিপূর্বে) তাঁদের কাছে পৌঁছাবারকালে যখন আমি বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলাম, তখনি আমার মনে এ কথাটা উদয় হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যাপারটা খুব শীগগীরই ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তাই আমি তাঁকে বললাম, আপনার কওম কুরাইশ আপনার ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে। (তাছাড়া কুরাইশদের) লোকেরা তাঁর ব্যাপারে যে ইচ্ছা পোষণ করত সে সংবাদও আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম এবং তাদের সামনে আমি পাথেয় ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। কিন্তু তাঁরা আমার কোন কিছুই গ্রহণ করলেন না এবং আমার কাছে কিছুই চাইলেন না। শুধু এতটুকু বললেন যে, আমাদের ব্যাপারটা গোপন রেখ। তারপর আমাকে একটা নিরাপত্তা লিপি লিখে দিতে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রার্থনা জানালাম। তিনি আমের ইবনে ফুহাইরাকে আদেশ করলে সে এক টুকরো চামড়ায় তা আমাকে লিখে দিল। অতপর রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। ইবনে শিহাব উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পথিমধ্যে একদল মুসলিম উষ্ট্রারোহীর দলে যুবাইরের সাথে নবী (স)-এর সাক্ষাত ঘটে। এরা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী দল ছিল। যুবাইর রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকরকে সাদা রঙের কাপড় পরতে দিলেন।

এদিকে মদীনার মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কা থেকে বেরিয়ে আসার খবর শুনতে পেল। তাই তারা প্রতিদিন সকাল বেলা কঙ্করময় ভূমিতে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করত এবং দুপুরের রোদের তাপে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। অবশেষে একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তারা ফিরে গেল এবং নিজ নিজ ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক ইহুদী কোন এক উঁচু দালান থেকে কি যেন নিরীক্ষণ করছিল। এমন সময় সে রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকা ভেদ করে আসতে স্পষ্ট দেখতে পেল। তখন ইহুদী লোকটা উচ্চস্বরে চীৎকার দিয়ে এ কথাটা না বলে থাকতে পারল না —হে আরব জাতি ! যে সৌভাগ্যের জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছিলে এই তো সেই সৌভাগ্য। এ কথা শুনে মুসলমানরা ব্যস্ত হয়ে সমস্ত হাতিয়ার তুলে নিল এবং মদীনার বাইরে কঙ্করময় স্থানটির অপর পারে রসূলুল্লাহ (স) এর সাথে সাক্ষাত করল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সাথে নিয়ে ডান দিকের পথ ধরে চলতে লাগলেন এবং বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেদিনটা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের কোন এক সোমবার।

তারপর আবু বকর লোকদের জন্য দাঁড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ (স) চুপচাপ বসে রইলেন। আনসারদের যারা রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেনি তারা এসে আবু বকরকে সালাম করতে লাগল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর যখন রোদের তাপ পড়ল এবং আবু বকর (রা) এগিয়ে এসে নিজ চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করলেন তখন লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-কে চিনতে পারল। রসূলুল্লাহ (স) বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে দশ দিনের কিছু বেশী সময় অবস্থান করেন এবং ঐ মসজিদটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন যার ভিত্তি কুরআনের ভাষায় তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রসূলুল্লাহ (স) তাতে নামায আদায় করেন।

তারপর তিনি নিজ উষ্ট্রীর পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন। লোকেরা তার সাথে হেঁটে চলল। অবশেষে উষ্ট্রীটি মদীনায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মসজিদের (অর্থাৎ বর্তমান মসজিদে নববীর) নিকটে বসে পড়ল। ঐ স্থানটাতে সে সময় কিছু মুসলিম নামায পড়ত এবং ঐ স্থানটা ছিল আস'আদ ইবনে যুরারার আশ্রয়ে প্রতিপালিত সুহাইল ও সহল নামক দু'জন এতীম বালকের খেজুর শুকাবার খামার। রসূলুল্লাহ (স)-এর উষ্ট্রীটা যখন তাঁকে নিয়ে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ এটাই আমার আবাসস্থল হবে।

তারপর রসূলুল্লাহ (স) বালক দু'টোকে ডেকে পাঠান এবং মসজিদ তৈরীর উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কাছে ঐ খামার জমিটার দাম জানতে চান। তখন তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! দাম নয়, আমরা বরং এ জমিটা আপনাকে দান করে দিচ্ছি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) তাদের কাছ থেকে দান হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি তাদের কাছ থেকে জমিটা খরিদ করে নিলেন। তারপর তিনি সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলেন। নির্মাণকালে লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স) ইঁট বহন করতে থাকেন। ইঁট বহনকালে তিনি বলতেন ঃ "হে আমাদের রব ! এ বোঝা বহন খায়বরের বোঝা বহন নয় ! এ বোঝা বহন অতীব পুণ্যময় ও অত্যন্ত পবিত্র কাজ।" তিনি আরো বলতেন ঃ "নিশ্চয়ই পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং হে আল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি রহম করুন।" অতপর তিনি জনৈক মুসলিম কবির কবিতা পড়েন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। রাবী ইবনে শিহাব বলেন, রসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত কবিতাগুলো ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পড়েছেন বলে আমার জানা নেই।

٣٦١٩- عَنْ اَسْمَاءَ صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِيِّ وَاَبِيْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لِاَبِيْ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُهُ اِلاَّ نِطَاقِيْ قَالَ فَشُقِّيْهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيْتُ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ -

৩৬১৯. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) ও আবু বকর (রা) যখন মদীনায় যেতে মনস্থ করলেন, তখন আমি তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করলাম এবং (তা চামড়ার একটা থলেতে পুরে) আমার বাবা আবু বকর (রা)-কে বললাম, এর মুখ বাঁধার জন্য আমার কোমরবন্দ ছাড়া আমি আর কিছুই পাচ্ছি না। তিনি [আবু বকর (রা)] বললেন ঃ তাহলে ওটা চিরে ফেল। আমি তাই করলাম। তখন থেকে আমার নাম হয়ে গেল–"যাতুন নিতাকাইন" (দু' কোমরবন্দ বিশিষ্ট।)

٣٦٢٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِيُّ اِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ اُدْعُ اللّٰهَ لِيْ وَلاَ اَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ -

৩৬২০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনার দিকে রওনা করলেন, তখন সুরাকাহ ইবনে মালেক ইবনে জুশুম পেছন থেকে তাঁকে

অনুসরণ করতে লাগলেন। নবী (স) তাকে বদদোয়া করলেন। ফলে, তার ঘোড়াটা তাকে নিয়ে মাটিতে গেড়ে গেল। সে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। আমি আপনার কোনরূপ ক্ষতি করব না। তিনি তখন তার জন্য দোয়া করেন। রাবী বলেন, (পথিমধ্যে) রসূলুল্লাহ (স) পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। তখন তিনি এক রাখালের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর (রা) বলেন ঃ আমি একটা পিয়ালা নিয়ে তাতে (ঐ রাখালের বকরী থেকে) কিছু দুধ দোহন করে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম।

٣٦٢١- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى النَّبِيِّ وَهِيَ حُبْلٰى -

৩৬২১. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকে গর্ভে নিয়ে হিজরত করেন। তিনি বলেন, আমি পূর্ণ গর্ভাবস্থায় (মক্কা থেকে) বের হলাম। অতপর মদীনা আসার পর কুবা নামক স্থানে অবতরণ করলাম এবং কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হলো। তারপর আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম এবং তাকে তার কোলে রাখলাম। তখন তিনি খুরমা আনলেন এবং তা চিবুতে লাগলেন। তারপর আবদুল্লাহর মুখের মধ্যে থুথু দিলেন। ফলে রসূলুল্লাহ (স)-এর থুথুই সর্বপ্রথম তার পেটে প্রবেশ করল। তারপর তিনি তার চিবান খুরমা শিশুর তালুতে ঘষে দিলেন। অতপর তার জন্য দোয়া করলেন এবং তার জন্য বরকত কামনা করলেন। আর এটাই ছিল মদীনাতে প্রথম শিশু। খালেদ ইবনে মাখলাদ আলী ইবনে মুসহির, হিশাম ও আবু হিশামের বরাত দিয়ে অনুরূপ একটা হাদীস আসমা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আসমা গর্ভাবস্থায় নবী (স)-এর নিকট হিজরত করেন।

٣٦٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَوَّلُ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ اَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ فَاَخَذَ النَّبِيُّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَاَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيْقُ النَّبِيِّ -

৩৬২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর। তাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। নবী (স) তখন একটা খুরমা নিয়ে চিবুলেন। তারপর এটা তার মুখের মধ্যে পুরে দিলেন। ফলে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তার পেটে প্রবেশ করল তা ছিল নবী (স)-এর থুথু।

٣٦٢٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اَبَا بَكْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ اَبَا بَكْرٍ فَيَقُوْلُ يَا اَبَا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَيَقُوْلُ هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِى الطَّرِيْقَ وَاِنَّمَا يَعْنِىْ سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَاهُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ مُرْنِىْ بِمَ شِئْتَ قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لاَ تَتْرُكَنَّ اَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلٰى نَبِىَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَاؤُا اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَقَالُوْا اَرْكَبَا اٰمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَجَفُّوْا دُوْنَهُمَا بِالسِّلاَحِ فَقِيْلَ فِى الْمَدِيْنَةِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَشْرَفُوْا يَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتّٰى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِىْ اَيُّوْبَ فَاِنَّهُ لَيُحَدِّثُ اَهْلَهُ اِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ فِىْ نَخْلٍ لاَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعَجِلَ اَنْ يَضَعَ (يَضُمَّ) الَّذِىْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيْهَا فَجَاءَ وَهِىَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ بُيُوْتِ اَهْلِنَا اَقْرَبُ فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هٰذِهِ دَارِىْ وَهٰذَا بَابِىْ قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيْلاً قَالَ قُوْمَا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُوْدُ اَنِّى سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَاَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اَعْلَمِهِمْ فَادْعُهُمْ فَاسْاَلْهُمْ عَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا اَنِّى قَدْ اَسْلَمْتُ قَالُوْا فِىَّ مَالَيْسَ فِىَّ فَاَرْسَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبِلُوْا فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَيْلَكُمْ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقًّا وَاِنِّى

جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَأَسْلَمُوْا قَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ فَقَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ فَأَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَأَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ اِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ اِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ اِنْ أَسْلَمَ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا ابْنَ سَلاَمٍ اُخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ اِتَّقُوْا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ فَقَالُوْا كَذَبْتَ فَأَخْرَجَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৬২৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মদীনা যাত্রা করেছেন। তাঁর পেছনে চলছেন আবু বকর (রা)। আবু বকর (রা)-কে একজন বয়োবৃদ্ধ[৮৬] ব্যক্তি মনে হতো এবং তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন। আর নবী (স)-কে যুবক মনে হতো এবং সাধারণভাবে তিনি অপরিচিত ছিলেন। তাই যে লোকটির সাথেই আবু বকরের দেখা হতো সেই জিজ্ঞেস করতো, হে আবু বকর (রা) ! তোমার সামনের লোকটা কে ? তিনি জবাব দিতেন, এলোকটা আমাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। রাবী বলেন, এতে প্রশ্নকর্তা পথ অর্থে সাধারণ পথকেই বুঝে নিত। অথচ আবু বকর (রা) পথ অর্থে সত্য ও ন্যায়ের পথকেই বোঝাতেন। একস্থানে এসে আবু বকর (রা) পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন যে, এক ঘোড় সওয়ার তাঁদের দিকেই আসছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! এই ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে আসতে চাচ্ছে। নবী (স) তখন পিছনে ফিরে তাকালেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে পর্যুদস্ত করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিল। তারপর ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে হ্রেস্বা ধ্বনি দিতে লাগল। তখন ঘোড়সওয়ার লোকটি বলল, হে আল্লাহর নবী ! আপনার যা ইচ্ছা আমাকে হুকুম করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাক এবং কাউকে আমাদের কাছে আসতে দেবে না। রাবী আনাস বলেন, আল্লাহর কী লীলা ঃ লোকটা সকালে ছিল নবী (স)-এর শত্রু আর বিকেলে হয়ে গেল তাঁর বন্ধু-রক্ষী। তারপর রসূলুল্লাহ (স) "হিররা"-এর নিকটে এসে অবতরণ করলেন এবং আনসারদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা নবী (স)-এর নিকট এলেন এবং তাঁদের দু'জনকে সালাম করলেন। তারপর আরজ করলেন ঃ আপনারা সওয়ার হয়ে চলুন। আপনাদের হেফাজত ও আনুগত্য করা হবে। তখন নবী (স) ও আবু বকর (রা) উটের পিঠে সওয়ার হলেন এবং আনসাররা তাঁদের দু'জনকে হাতিয়ার দিয়ে পরিবেষ্টন করে রাখলেন। যখন তারা মদীনায় এসে পৌঁছলেন তখন মদীনায় প্রচার হলো ঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! লোকেরা উঁচু জায়গায় উঠে দেখতে লাগল আর উচ্চস্বরে বলতে লাগল ঃ আল্লাহর নবী এসেছেন ! আল্লাহর নবী এসেছেন ! নবী (স) বরাবর সামনের দিকে

৮৬. মূলত নবী (স)-এর বয়স আবু বকরের চাইতে অধিক ছিল। কিন্তু আবু বকর (রা)-এর চুলদাড়ি অধিক সাদা হয়ে গিয়েছিল বলে বাহ্যত নবী (স)-এর চাইতে আবু বকর (রা)-কে অধিক বয়েসী মনে হতো।

এগুতে থাকলেন। অবশেষে আবু আউয়ুব আনসারীর বাড়ির নিকটে এসে অবতরণ করলেন। আবু আউয়ুব আনসারী তখন তার পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (ইয়াহুদী আলেম) নবী (স)-এর আগমনের খবর শুনতে পেলেন। তিনি তখন তার বাগানে খেজুর পাড়ছিলেন। খবরটা শুনেই তিনি পাড়া খেজুরগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে তা সাথে করেই নবী (স)-এর কাছে চলে আসলেন এবং নবী (স)-এর মুখ নিঃসৃত কিছু কথাবার্তা শুনে আবার ঘরে ফিরে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ি এখান থেকে অধিকতর নিকটে। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমিই অধিক নিকটে। এই যে আমার বাড়ি আর এটা আমার বাড়ির দরজা। তিনি বললেন ঃ যাও এবং আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। আবু আউয়ুব আনসারী বললেন ঃ আল্লাহ বরকত দান করুন —আপনারা চলুন। তারপর নবী (স) যখন আবু আউয়ুবের ঘরে এসে পৌছলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবেন সালাম আবার আসলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল ! আপনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভাল করেই জানে যে, আমি তাদের নেতা এবং তাদের নেতার ছেলে। আমি তাদের মধ্যে বড় আলেম এবং বড় আলেমের ছেলে। আপনি তাদেরকে ডাকুন এবং আমার ইসলাম গ্রহণের খবরটা তারা জানার পূর্বেই আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। কেননা যদি তারা জানতে পারে যে, আমি ইসলাম কবুল করেছি তাহলে তারা আমার ব্যাপারে এমন সব কথা বলবে যা আমার মধ্যে নেই। তখন নবী (স) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা এসে নবী (স)-এর খিদমতে হাজির হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বললেন ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায় ! তোমরা ধ্বংসের মুখোমুখি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি আল্লাহর সাচ্চা রসূল এবং সাচ্চা দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। তারা বলল, আমরা এটা জানি না। একথা নবী (স)-কে তারা তিনবার বলল। নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মাঝে কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি তো আমাদের নেতা ও নেতার ছেলে এবং আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আলেম ও শ্রেষ্ঠ আলেমের ছেলে। নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তারা বলল, আল্লাহ না করুন, তিনি কিছুতেই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি আবার বললেন ঃ আচ্ছা বলতো সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন। তিনি কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি পুনরায় বললেন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে ! তারা বলল ঃ আল্লাহ না করুন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে ইবনে সালাম ! একটু এদের সামনে এসো। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায় ! আল্লাহকে ভয় কর। সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তোমরা নিশ্চয়ই জান, ইনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি সত্য দীন নিয়ে এসেছেন। একথা শুনে তারা বলে উঠল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।

٣٦٢٤- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَةَ اٰلَافٍ فِيْ اَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ اٰلَافٍ وَخَمْسَمِائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ اَرْبَعَةِ اٰلَافٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ اَبَوَاهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ -

৩৬২৪. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য তিনি (বার্ষিক) চার হাজার দিরহাম (ভাতা) নির্ধারণ করেন আর (তাঁর ছেলে) আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ভাতা নির্ধারণ করেন তিন হাজার পাঁচশ দিরহাম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনিও তো মুহাজির। আপনি তার ভাতা চার হাজার থেকে কম করলেন কেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ সে তো তার বাবা মার সাথে হিজরত করেছে। তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, সে তাদের মত নয় যারা একাকী স্বেচ্ছায় হিজরত করেছে।

٣٦٢٥- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ

৩৬২৫. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হিজরত করেছি।

٣٦٢٦- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجْهَ اللّٰهِ وَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ اِلاَّ نَمِيْرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَاْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ فَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَاْسُهُ فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّيَ رَاْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ مِنَ الْاِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا -

৩৬২৬. খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করেছি এবং আমাদের পুরস্কার আল্লাহর কাছে প্রাপ্য। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের পুরস্কারের কিছুই ভোগ না করে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। মুস'আব ইবনে 'উমাইর তাদের অন্যতম। সে ওহোদ যুদ্ধে নিহত হয়। তাকে কাফন দেয়ার জন্য একখানা পশমী চাদর ছাড়া আর কিছুই আমরা পেলাম না। ঐ চাদরখানা দিয়ে যখন আমরা তার মাথা ঢেকে দিতাম, তখন তার পা দু'টো বেরিয়ে পড়তো। আবার যখন পা দু'টো ঢাকার চেষ্টা করতাম তখন মাথাটা বেরিয়ে পড়তো। এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা চাদরখানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দেই আর তার পা দু'টোর ওপর কিছু ইযখির ঘাস রেখে দেই। আবার আমাদের মধ্যে কেউ এমনও রয়েছে, যার ফল সুপক্ক হয়েছে এবং সে তা আহরণ করে যাচ্ছে।

٣٦٢٧- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنَ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِىْ مَا قَالَ اَبِىْ لاَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّ اَبِىْ قَالَ لاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ اِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ اَبِىْ لاَ وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّا لَنَرْجُوْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَبِىْ لٰكِنِّى اَنَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَىْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَبِىْ -

৩৬২৭. আবু মূসা আশআরী (রা)-এর ছেলে আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমার বাবা আপনার বাবাকে কি কথাটা বলেছেন ? তিনি বলেন, আমি বললাম, না তো ! আবদুল্লাহ বললেন, আমার বাবা আপনার বাবাকে বলেছিলেন ঃ হে আবু মূসা ! রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আমাদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর সাথে আমাদের হিজরত, তাঁর সাথে থেকে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর জীবদ্দশায় আমাদের প্রতিটি আমল আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর রসূলুল্লাহ (স)-এর পরে যেসব আমল আমরা করেছি তা আমাদের জন্য সৎকাজের সওয়াব ও অসৎকাজের শাস্তির মধ্যে বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। এতে কি আপনি সন্তুষ্ট ? তখন আপনার বাবা বললেন, না। আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর আমরা জিহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, এবং আরো অনেক সৎকাজ করেছি, অনেক লোক আমাদের হাতে মুসলমান হয়েছে। আর তার প্রতিদান আমরা অবশ্যই আশা করি। তখন আমার বাবা বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আমি কিন্তু এটাই চাই যে, ঐ আমলগুলো [যা আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় করেছি।] আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকুক আর [রসূলুল্লাহ (স)-এর] পরে আমরা যেসব আমল করেছি তা আমাদের জন্য বরাবর ও সমান সমান হয়ে যাক। রাবী আবু বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আপনার বাবা আমার বাবার চাইতে শ্রেষ্ঠ।

٣٦٢٨- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اِذَا قِيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ اَبِيْهِ يَغْضَبُ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَعُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَرْسَلَنِىْ عُمَرُ وَقَالَ اِذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَاَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلٰى عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ فَانْطَلَقْنَا اِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ -

৩৬২৮. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর থেকে শুনেছি। ইবনে উমরকে যখন বলা হতো যে, তিনি তার বাবার পূর্বে হিজরত করেছেন তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন। তিনি বলেন, আমি এবং উমর (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছি। এসে তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় পেলাম তখন আমরা ঘরে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, গিয়ে দেখ তিনি জেগেছেন কিনা। আমি তাঁর কাছে এলাম এবং ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর হাতে বাইআত করলাম। তারপর আমি উমর (রা)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে বললাম যে, তিনি জেগেছেন। তখন আমরা অনেকটা দৌড়ে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম। তারপর উমর (রা) ভেতরে চলে গেলেন এবং তাঁর নিকট বাইআত করলেন। তারপর আমি তাঁর কাছে (দ্বিতীয়বার) বাইআত করলাম।

٣٦٢٩- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ابْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ مِنْ عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَاَحْثَثْنَا لَيْلَتَنَا وَيُوْمَنَا حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَاَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِيْ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِيْ اَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ اَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ اَنَا لِفُلاَنٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِيْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نَعَمْ فَاَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ انْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلُهُ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِيْ اِثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ عَلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَتْهَا حُمّٰى فَرَأَيْتُ اَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ اَنْتِ يَا بُنَيَّةُ ـ

৩৬২৯.বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) আযেবের কাছ থেকে একটা হাওদা কিনলেন। আমি তার সাথে হাওদাটা বয়ে নিয়ে চললাম। বারাআ বলেন, আযেব তাঁকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমাদেরকে পেছন থেকে অনুসরণ করার জন্য লোক নিয়োজিত ছিল। আমরা (সাওর পর্বতের গুহা থেকে) রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লাম এবং এক রাত একদিন দ্রুত পথ চললাম। যখন দুপুর হলো তখন একটা বিশাল পাথর আমাদের নজরে পড়ল। আমরা পাথরটার কাছে আসলাম। তার নীচে কিছুটা ছায়া ছিল। আবু বকর (রা) বলেন, তারপর

আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে একখানা চামড়া বিছিয়ে দিলাম যা আমার সাথে ছিল। নবী (স) তার ওপর শুয়ে পড়লেন। আমি এদিক ওদিক দেখার জন্য গেলাম। হঠাৎ আমি একজন রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীর পাল নিয়ে এদিকে আসছে। সে-ও সেই একই উদ্দেশ্যে পাথরটার দিকে আসছিল যে উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কার গোলাম ? সে বলল, অমুকের। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরী দুধ দেয় কি ? সে বলল, হাঁ। আমি তাকে বললাম, তুমি কি দোহন করে দিতে পারবে ? সে বলল, হাঁ। তখন সে তার পাল থেকে একটা বকরী ধরে আনল। আমি তাকে বললাম, স্তনটাকে ঝেড়ে মুছে ফেল। তারপর সে কিছু দুধ দোহন করল। আমার নিকট কাপড় খন্ড দিয়ে ঢাকা একটা পানির পাত্র ছিল—যা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য মুখ বেঁধে রেখেছিলাম। আমি ঐ দুধের সাথে কিছু পানি মিশালাম। এতে দুধগুলো নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে গেল। তারপর আমি ঐ দুধ নবী (স)-এর নিকট নিয়ে এলাম এবং বললাম, হে রসূলুল্লাহ (স) ! পান করুন। রসূলুল্লাহ (স) পান করলেন। এতে আমি ভারী খুশী হলাম। তারপর আমরা যাত্রা করলাম। আর সন্ধানকারী (সুরাকা ইবনে মালেক) আমাদের পেছনে পেছনে আসছিল। বারাআ বলেন, এ সময় আমি আবু বকরের সাথে তার ঘরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম যে, তার মেয়ে আয়েশা (রা) শুয়ে আছে। তার জ্বর হয়েছে। তারপর আমি তার বাবা (আবু বকরকে) দেখলাম যে, তার (আয়েশার) মুখে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মা মণি, তুমি এখন কেমন ?

٣٦٣٠- عَنْ اَنَسٍ خَادِمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِيْ اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرَ اَبِيْ بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ -

৩৬৩০. নবী (স)-এর খাদেম আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তার সাহাবীদের মধ্যে সাদা কালো চুলওয়ালা আবু বকর ছাড়া আর কেউ ছিল না। তিনি মেহেদী ও ওস্‌মা (ঘাসের রঙ) দিয়ে দাড়ি রঞ্জিত করেন।

(١) ٣٦٣٠- وعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْحَابِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتّٰى قَنَأَ لَوْنُهَا -

৩৬৩০-ক. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে (অপর এক সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সব চাইতে অধিক বয়সী ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি তার দাড়িতে মেহেদী ও ওস্‌মা ঘাসের খিযাব লাগাতেন। যার ফলে দাড়ির রং টকটকে লাল হয়ে গিয়েছিল।

٣٦٣١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ تَزَوَّجَ اِمْرَاَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ بَكْرٍ فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُوْ بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِيْ قَالَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ رَثٰى كُفَّارَ قُرَيْشٍ :

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الشِّيْزٰى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ

تُحَيِّيْ بِالسَّلَامَةِ اُمُّ بَكْرٍ * وَهَلْ لِيْ بَعْدَ قَوْمِيْ مِنْ سَلَامِ

يُحَدِّثُنَا الرَّسُوْلُ بِاَنْ سَنَحْيَا * وَكَيْفَ حَيَاةُ اَصْدَاءٍ وَهَامِ -

৩৬৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর (রা) কাল্‌ব গোত্রের এক মহিলাকে বিয়ে করেন—যার নাম ছিল উম্মে বকর। যখন আবু বকর (রা) হিজরত করেন তখন তাকে তালাক দিয়ে দেন। অতপর ঐ মহিলার চাচাত ভাই তাকে বিয়ে করে এ লোকটা হলো সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কাফের কুরাইশদের শোক গাঁথা হিসেবে এই কবিতাগুলো রচনা করেছিল ঃ

"বদরের কালীব[৮৭] কূপে নিক্ষিপ্ত ঐসব লোক আজ কোথায়, যারা শীষী কাঠের তৈরী খাদ্য পাত্রের অধিকারী ছিল ? উটের কোহানের (কুঁজের) গোশত যাদের খাদ্য পাত্রের শোভা বর্ধন করতো ?

"বদরের কালীব কূপে ওরা আজ কোথায়, যারা গায়িকাদের আসরে ও মদ পানে আমার সঙ্গী ছিল ? আমার স্ত্রী উম্মে বকর আমার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করে। অথচ আমার কওমের ধ্বংস হবার পর আমার নিরাপত্তার আশা কোথায় ?

"রসূল আমাদেরকে বলছে যে, আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। কিন্তু হাড্ডি ও মাথার খুলি কি করে পুনরুজ্জীবন লাভ করতে পারে ? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ পঁচেগলে শুধু হাড্ডি আর মাথার খুলিটা বাকী থাকে। তার আবার জীবিত হওয়া কি করে সম্ভব ?)

٣٦٣٢- عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَاِذَا اَنَا بِاَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ بَعْضَهُمْ طَأْطَأَ بَصَرَهُ رَاٰنَا قَالَ اسْكُتْ يَا اَبَا بَكْرٍ اثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

৩৬৩২. আবু বকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে (সাওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম। এক সময় আমি আমার মাথাটা ওপরে তুলে তাকাতেই কিছু লোকের পদতল দেখতে পাই। তখন আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর নবী, তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টিটা একটু নীচের দিকে করে তাহলে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ আবু বকর চুপ থাক। আমরা এমন দু' ব্যক্তি যাদের সাথে তৃতীয় জন রয়েছেন আল্লাহ।

٣٦٣٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتُعْطِيْ

৮৭. কালীব ঐ কূপের নাম, যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (স) বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফেরদের মৃতদেহ নিক্ষেপ করেছিলেন।

صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُوْدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا ـ

৩৬৩৩. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী (স)-এর নিকট এসে তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আরে, হিজরতটা বড়ই কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার কি কোন উট আছে ? সে বলল ঃ হাঁ, আছে। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার যাকাত আদায় কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তার দুধ দান কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ (পানি পান করানোর জন্য) যেদিন উটগুলোকে ঘাটে আনা হয় সেদিন তুমি কি তার দুধ দোহন করে (গরীবদের মধ্যে) দান কর ? সে বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তবে তুমি সমুদ্রের অপর পারে থেকেই সৎকাজ করতে থাক। আল্লাহ তোমার সৎকাজ থেকে বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবেন না।[৮৮]

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীদের মদীনায় আগমন।

٣٦٣٤- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْهَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ ـ

৩৬৩৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কাবাসী মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের কাছে সর্বপ্রথম আসেন মুসআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারপর আসেন আম্মার ইবনে ইয়াসির ও বিলাল।

٣٦٣٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ عِشْرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَعَلَ الْاِمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَا قَدِمَ حَتّٰى قَرَأْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِىْ سُوَرٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ـ

৩৬৩৫. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (মক্কার মুসলমানদের মধ্যে মদীনায়) আমাদের নিকট সর্বপ্রথম আসেন মুসাআব ইবনে উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন। তারপর আসেন বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির। তারপর নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে যে বিশজন আগমন করেন, তাদের সাথে আসেন উমর। তারপর আসলেন নবী (স)। (রাবী বলেন,) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমনে মদীনাবাসীদের যেমনটা আনন্দ হয়েছিল অপর কোন কিছুতেই আমি

৮৮. অর্থাৎ দূরদেশে থেকে আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে পালন করাটাই যথেষ্ট। প্রয়োজন দেখা না দিলে সেখান থেকে হিজরত করে এখানে আসার চিন্তা করো না, কারণ হিজরতের বিধান পালন বড়ই কঠিন।

তাদেরকে তেমনটা আনন্দিত হতে দেখিনি। এমনকি ক্রীতদাসীরা পর্যন্ত বলতে লাগল ঃ রসূলুল্লাহ (স) এসেছেন।

(রাবী বলেন ঃ) মুফাস্সাল[৮৯] অংশের সূরাগুলো পড়তে পড়তে আমি যখন সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়ে শেষ করেছিলাম ঠিক সে সময়েই রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আগমন করেন।

٣٦٣٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ فِى اَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمّٰى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ :

اَلَا لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ -

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مَجَنَّةٍ + وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ -

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৩৬৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ (স) মদীনায় আসলেন তখন আবু বকর ও বিলাল একবার জ্বরাক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাদের দু' জনের কাছে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন ? হে বিলাল, তুমি কেমন আছ ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ আবু বকরের যখন জ্বর আসত তখন তিনি বলতেন ঃ "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ নিজ পরিবারে সুপ্রভাত বলা হয়, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিকতর নিকটবর্তী।" আর বিলালের অবস্থা ছিল এই, যখন তার জ্বর ছাড়ত তখন সে কণ্ঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাগুলো বলতো ঃ "হায় আমি যদি জানতাম ! আমি ঐ উপত্যকায় রাত যাপন করতে পারব কিনা, যেখানে ইযখির ও জালিল ঘাস আমার চারপাশে থাকত। আমি মাজান্না নামক স্থানে পুনরায় কোনদিন পৌঁছতে পারব কিনা এবং শামা ও তাফীল পাহাড় আমার দৃষ্টি গোচর হবে কিনা তা আমি বলতে পারি না!"

আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলাম এবং এ অবস্থা তাকে জানালাম। তখন তিনি এ বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! মদীনাকে আমাদের নিকট প্রিয় কর যেমন প্রিয় ছিল আমাদের নিকট মক্কা বরং তার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কর এবং

৮৯. কুরআন মজিদের ২৬তম পারার সূরা আল হুজুরাত (মতান্তরে সূরা কাফ) থেকে শেষ পর্যন্ত অংশকে মুফাস্সাল বলা হয়।

আমাদের জন্য একে (মদীনাকে) স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আর এর সা ও মুদ-এ[৯০] আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং এখানকার জ্বরকে স্থানান্তর করে জুহফাতে নিয়ে যাও।"

٣٦٣٧- عَنْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنِ عَدِيٍّ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنْ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَاٰمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ـ

৩৬৩৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার (রা) থেকে (দু'টি সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি উসমান (রা)-এর নিকট (তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ওলীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে আলোচনা করতে) গেলে তিনি প্রথমে তাশাহুদ পড়লেন তারপর বললেন ঃ অতপর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন এবং আমি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে যে কিতাব দিয়ে পাঠানো হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। তারপর আমি দু'টি স্থানে হিজরত করেছি (আবিসিনিয়ায় ও মদীনায়)। আর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা হবার সৌভাগ্যও লাভ করেছি এবং তাঁর কাছে বাইআত করেছি। আল্লাহর কসম ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হইনি এবং কখনো তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে ওফাত দেন। (ইসহাক কালবী যুহরী থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

٣٦٣٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى فِىْ اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِىْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَاِنِّى اَرٰى اَنْ تُمْهِلَ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ (وَالسَّلاَمَةِ) وَتَخْلُصَ لاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِىْ رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لاَ قُوْمَنَّ فِىْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ ـ

৩৬৩৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হজ্জ সম্পাদন করে) বাড়ি ফিরছিলেন। সেবারে উমর (রা) সর্বশেষ হজ্জ করেন এবং তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) তাঁর সাথে মিনায় অবস্থান করেছিলেন। (ফেরার পথে) আমার সাথে আবদুর রহমানের দেখা হলে তিনি বললেন ঃ হজ্জের মওসুমে উমর

৯০. সা ও মুদ—শস্যের পরিমাণ বিশেষ। সা প্রায় চার সের ও মুদ প্রায় এক সেরের সমান।

(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চাইলে আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! হজ্জের সময় নানা ধরনের মামুলি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক এসে জড়ো হয়। তাই আমার অভিমত, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। বরং আপনি মদীনায় চলুন। কেননা মদীনা হলো দারুল হিজরত ও দারুস সুন্নাহ[৯১] সেখানে আপনি অনেক বুদ্ধিমান, ভদ্র ও জ্ঞানী গুণী লোক পাবেন। উমর (রা) বললেন ঃ সর্বাগ্রে মদীনাতে গিয়েই আমি আমার ভাষণ পেশ করব।

٣٦٣٩- عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلاَءِ اِمْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُمْ فِى السُّكْنٰى حِيْنَ اِقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ قَالَتْ اُمُّ الْعَلاَءِ فَاشْتَكٰى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتّٰى تُوُفِّىَ وَجَعَلْنَاهُ فِىْ اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِىْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ قَالَتْ قُلْتُ لاَ اَدْرِىْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِىْ وَاللّٰهِ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لاَ اُزَكِّى اَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ فَاَحْزَنَنِى ذٰلِكَ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَيْنًا تَجْرِىْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ ـ

৩৬৩৯. খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মুল আলা নাম্নী এক আনসার মহিলা—যিনি নবী (স)-এর নিকট বাইআত করেছিলেন—তাকে বলেছেন যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা যখন লটারী করলেন তখন উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থানের ব্যাপারটা তাদের (উম্মুল আলার) ভাগে পড়ল। উম্মুল আলা বলেন ঃ আমাদের কাছে উসমান অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তার দেখাশুনা করতে থাকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে মারা যায় এবং আমরা তাকে কাফন পরিয়ে দেই। এমন সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে এসে হাজির হলেন। তখন আমি (উসমানকে লক্ষ করে) বললাম ঃ "হে আবু সায়েব ! (উসমানের ডাকনাম) তোমার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করেছেন।" এ কথা শুনে নবী (স) বললেন ঃ তুমি কি করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন ? উম্মুল আলা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার বাপ-মা আপনার জন্য কোরবান হোক, আমি জানি না। (কিন্তু যদি তাকে সম্মানিত না করা হয়) তবে আর কাকে (আল্লাহ সম্মানিত করবেন)? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! তার নিকট তো ধ্রুবসত্য (মৃত্যু) এসে গেছে। আল্লাহর কসম ! আমি

৯১. অর্থাৎ, মদীনা হলো হিজরতের স্থান এবং রসূল (স)-এর সুন্নার লালনভূমি।

তার কল্যাণেরই আশা রাখি। আল্লাহর কসম ! আল্লাহর রসূল হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না। (আল্লাহর সেখানে) আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে ? উম্মুল আলা বললেন ঃ আল্লাহর কসম ! এরপর আমি আর কাউকেও নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করব না। তিনি আরো বললেন ঃ এ ব্যাপারটা আমাকে যথেষ্ট ব্যথিত করেছিল। তারপর যখন আমি ঘুমালাম তখন উসমান ইবনে মাযউনের জন্য একটা প্রবাহিত ঝর্ণাধারা আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ এটা তার আমল।

٣٦٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلَؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِي الْاِسْلَامِ -

৩৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বুআস[৯২] যুদ্ধটি এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপকারার্থে মদীনাবাসীদের ইসলামে প্রবেশের জন্য (তাঁর মদীনায় আগমনের) পূর্বেই সংঘটিত করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসলেন তখন মদীনাবাসীদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের নেতারা নিহত ও আহত হয়েছিল।

٣٦٤١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ (تُغَنِّيَانِ) بِمَا تَقَاذَفَتْ (تَعَازَفَتْ) الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَاِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ -

৩৬৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একবার ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিন নবী (স) আয়েশার নিকট অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা)-ও তাঁর ঘরে ঢুকলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট দু'টি বালিকা ঐ কবিতাগুলো সুর করে আবৃত্তি করছিল, যা আনসাররা বু'আস যুদ্ধের সময় বলেছিল। এটা দেখে আবু বকর (রা) ধমক দিয়ে দু'বার করে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটে শয়তানের তান ! তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবু বকর (রা) ! ওদেরকে গাইতে দাও। কেননা, প্রতিটি জাতির একটা খুশীর দিন থাকে। আর আজকে হলো আমাদের খুশীর দিন।

٣٦٤٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ فِيْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلَاِ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْ سُيُوْفِهِمْ قَالَ

৯২. বু'আস যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে আনসারদের গুণাবলী অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفَهُ وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوْبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلأِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِي حَائِطَكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ -

৩৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনে বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় আসেন তখন তিনি মদীনার উঁচু প্রান্তে বনী আমর ইবনে আওফ গোত্রে অবতরণ করেন। রাবী বলেন ঃ তাদের মাঝে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি বনী নাজ্জার গোত্রের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন। রাবী বলেন ঃ তারা নিজেদের তরবারী লটকিয়ে এসে হাজির হলো। রাবী আনাস (রা) বলেন ঃ আমি যেন এখনো দেখতে পাচ্ছি সেই দৃশ্য ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সওয়ারীর ওপর এবং আবু বকর (রা) তাঁর পেছনে নিজ সওয়ারীর ওপর। আর বনী নাজ্জারের গোত্র প্রধানরা তাঁর চারদিকে। অবশেষে আবু আইউবের বাড়ির চত্বরে নবী (স) তাঁর মালপত্র নামালেন। রাবী বলেন ঃ যেখানেই নামাযের সময় হতো সেখানেই তিনি নামায পড়তেন। কোন কোন সময় ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড়েও তিনি নামায পড়তেন। রাবী বলেন ঃ তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদেশ দিলেন এবং বনী নাজ্জারের প্রধানদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা হাজির হলে তিনি বললেন ঃ হে বনী নাজ্জার ! তোমরা তোমাদের এ বাগানটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তখন তারা বলল ঃ না, আল্লাহর কসম ! আমরা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই এর মূল্য পেতে চাই। রাবী আনাস বলেন ঃ ঐ বাগানটাতে কি ছিল, আমি তোমাদেরকে বলছি। তাতে ছিল মুশরিকদের কবরসমূহ, পোড়া জমি আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলো খুঁড়ে ফেলা হলো, পোড়া জমি ঠিকঠাক ও সমতল করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। রাবী বলেন ঃ খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো তারা মসজিদের কিবলার দিকে সারি করে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তার মাঝখানে রাখলেন পাথর। রাবী বলেন ঃ তারা কবিতা পড়ছিল আর ঐ পাথর বহন করছিল। নবী (স) ও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। অতএব আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন।"

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর মক্কায় অবস্থান প্রসঙ্গে।

٣٦٤٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِيْ سُكْنٰى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ -

৩৬৪৩. উমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত। তিনি সায়েব ইবনে উখতুন নামরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পন্ন করার পর) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে কি শুনেছ ? তিনি বললেন ঃ আমি আলা ইবনে হাযরামীর কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুহাজিরদের জন্য তওয়াফুস সদর[৯৩] এরপর তিন দিন (মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে)।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٦٤٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَا عَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

৩৬৪৪. সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা (সাল) গণনা নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের দিন থেকেও করেনি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও নয়। বরং তাঁর মদীনায় আগমন থেকে তারা সাল গণনা করেছে।

٣٦٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْاُوْلٰى -

৩৬৪৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নামায প্রথমে দু' দু'রাকাত ফরয হয়েছিল। তারপর নবী (স) মদীনায় হিজরত করলে চার চার রাকাত ফরয হয় এবং সফরকালীন নামায পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দু' দুরাকাত) থেকে যায়। (আবদুর রাজ্জাক মা'মার থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ভাষণ ঃ হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে কবুল করুন এবং যারা মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের প্রতি তাঁর শোক জ্ঞাপন।

٣٦٤٦- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِيْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ اِبْنَةٌ لِيْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِيْ قَالَ لاَ قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ

৯৩.. মিনায় হজ্জ ক্রিয়া সমাপনান্তে কা'বা ঘরের তওয়াফ করতে হয়, তাকে 'তওয়াফুস সদর' বলে।

تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ اللّٰهُ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِيْ فِيْ اِمْرَاَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِيْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِيْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ -

৩৬৪৬. আমরের পিতা সা'দ ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। সা'দ বলেন ঃ বিদায় হজ্জের বছর যখন আমি এমন এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই যাতে আমার বেঁচে থাকার কোন আশা ছিল না, তখন নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমার রোগ যাতনা যে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তা তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। আমার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউই আমার ওয়ারিস হবে না। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ না। সা'দ বললেন ঃ তবে তার অর্ধেকটা দান করে দেব ? তিনি বললেন ঃ হে সা'দ এক-তৃতীয়াংশ দান কর এবং এক-তৃতীয়াংশই বেশী। তুমি তোমার সন্তান সন্ততিদেরকে বিত্তশালী রেখে যাও, এটাই উত্তম—তার চাইতে যে, তুমি তাদেরকে এমনভাবে নিঃস্ব করে রেখে যাও যে তারা লোকের কাছে হাত পাততে থাকে।

আহমদ ইবনে ইউনুস ইবরাহীম থেকে এ কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয়ই করবে তার জন্য আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন ; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে গ্রাসটা তুলে দাও (তার জন্যেও)। (সা'দ বলেন ঃ) আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল ! আমি কি আমার সাথীদের পর (মক্কায়) থেকে যাব ? তিনি বললেন ঃ (অসুস্থতার কারণে) যদি তোমাকে থেকে যেতে হয় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন সৎকাজ তুমি করতে থাক তবে তাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে এবং হয়তো বা তুমি পরেও বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা বহুলোক উপকৃত হবে এবং বহুলোক তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯৪] হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের জন্য তাদের হিজরতকে অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নেবেন না। কিন্তু বেচারা সা'দ ইবনে খাওলা !—তার মৃত্যু মক্কাতে হওয়ায় রসূলুল্লাহ (স) তার জন্য এভাবে শোক প্রকাশ করেন। আহমদ ইবনে ইউনুস ও মূসা ইবরাহীম থেকে نريتك শব্দের পরিবর্তে ان تذر ورثتك বর্ণনা করেছেন।

৯৪. বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। সা'দ আরো চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন। তাঁর হাতে ইরাক বিজয় হয়। এতে মুসলমানরা গণিমাত লাভ করে উপকৃত হয় এবং মুশরিকরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মাঝে কিরূপে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন ঃ যখন আমরা মদীনায় এলাম তখন নবী (স) আমার ও সা'দ ইবনে রাবীর' মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। আবু জুহাইফা বলেন ঃ নবী (স) সালমান ও আবু দারদার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন।

٣٦٤٧- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخٰى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِى عَلَى السُّوْقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ فَمَا سُقْتَ فِيْهَا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

৩৬৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবদুর রহমান ইবনে আওফ (হিজরত করে) মদীনায় এলে নবী (স) তার ও সা'দ ইবনে রাবী' আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। সা'দ তখন তার স্ত্রী ও সম্পদের অর্ধেকটা ভাগ করে নেয়ার জন্য আবদুর রহমানকে বললেন। আবদুর রহমান বললেন ঃ আল্লাহ আপনার পরিবার ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুক। আমার এতে প্রয়োজন নেই। আপনি আমাকে স্থানীয় বাজারটা দেখিয়ে দিন। তারপর আবদুর রহমান (ব্যবসা করে) কিছু পনির ও ঘি লাভ করলেন। কিছুদিন পর নবী (সা) তাকে দেখলেন যে, তার গায়ে (জামায়) হলুদ রং-এর ছোপ। তখন নবী (স) বললেন ঃ হে আবদুর রহমান, এ আবার কি ? (অর্থাৎ গায়ে চিহ্ন কিসের ?) তিনি জবাব দিলেন ঃ হে রসূলুল্লাহ ! আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বললেন ঃ মোহর কি পরিমাণ দিয়েছ ? তিনি বললেন ঃ এক নওয়াত পরিমাণ (সোয়া ভরির কিছু বেশী) সোনা। তখন নবী (স) বললেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমা[৯৫] কর।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ

٣٦٤٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِىِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَاَتَاهُ يَسْاَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَقَالَ اِنِّى سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِىٌّ مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَاْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ اِلٰى اَبِيْهِ اَوْ اِلٰى اُمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ بِهِ جِبْرِيْلُ اٰنِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ

৯৫ বিয়ের পর যে প্রীতিভোজ (বা বৌভাত) অনুষ্ঠিত হয় তাকে ওলীমা বলে।

وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوتِ وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ فَأَسْأَلْهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَأَفْضَلُنَا وَابْنُ أَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوهُ قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ

৩৬৪৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মদীনা আগমনের খবর আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট পৌঁছলে তিনি এসে নবী (স)-কে কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তিনি বললেন ঃ আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। (এক) কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত কি ? (দুই) জান্নাত- বাসীগণ সর্বপ্রথম কোন্ খাদ্য খাবে ? (তিন) কিসের কারণে সন্তান (আকৃতিতে কখনো) তার পিতার অনুরূপ হয় আবার (কখনো) তার মায়ের মত হয় ? নবী (স) বললেন ঃ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জিবরাইল এইমাত্র আমাকে বলে গেলেন। (আবদুল্লাহ্) ইবনে সালাম বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে তিনিই তো ইহুদীদের শত্রু। নবী (স) বললেন ঃ কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হলো আগুন, যা লোকদেরকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে নিয়ে সমবেত করবে। আর জান্নাতবাসীগণ সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজার অতিরিক্ত টুকরো, যা কলিজার সাথে লেগে থাকে। আর সন্তানের ব্যাপারটা হলো এই ঃ নারী -পুরুষের মিলনকালে যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান বাপের অনুরূপ হয়, আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের আকৃতি ধারণ করে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, হে রসূলুল্লাহ ! ইহূদীরা এমন একটি জাতি যারা অপবাদ রটনায় অত্যন্ত পটু। কাজেই আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তারা জ্ঞাত হবার আগেই আপনি আমার ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারপর ইহুদীরা এলে নবী (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক ? তারা বলল ঃ তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে। তিনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ছেলে। তখন নবী (স) বললেন ঃ আচ্ছা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তারা বলল ঃ আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি পুনরায় একথা বললেন। তারাও সেই একই জবাব দিল। এমন সময় আবদুল্লাহ ভেতর থেকে তাদের

সামনে বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তখন তারা বলতে লাগল ঃ এ লোকটা আমাদের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তি এবং সর্ব নিকৃষ্ট ব্যক্তির ছেলে। তারপর তারা তাকে খুব হেয় প্রতিপন্ন করল। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাদের ব্যাপারে আমি এটাই আশংকা করছিলাম।

٣٦٤٩- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِىْ دَرَاهِمَ فِى السُّوْقِ نَسِيْئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَيَصْلِحُ هٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِى السُّوْقِ فَمَا عَابَهُ اَحَدٌ فَسَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلِحُ وَاْتِ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَاَسْاَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ اَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْئَةً اِلَى الْمَوْسِمِ اَوِ الْحَجِّ -

৩৬৪৯. আবদুর রহমান ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একজন শরীক ব্যবসায়ে অংশীদার কিছু দিরহাম বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করলেন। আমি শুনে বললাম ঃ সুবহানাল্লাহ ! এটা কি বৈধ ? তখন তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর কসম ! আমি তো দিরহামগুলো খোলা বাজারে বিক্রি করেছি। কই কেউ তো এটাকে অন্যায় বলল না। রাবী বলেন ঃ তখন আমি বারাআ ইবনে আযিবকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ নবী (স) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন আমরা এ ধরনের (সোনা-রুপার) বেচা-কেনা করতাম। তিনি নবী (স) বললেন ঃ সোনা-রুপার কারবারে যদি হাতে হাতে নগদ লেন-দেন হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই আর যদি বাকী হয় তবে তা অবৈধ। তুমি বরং যায়েদ ইবনে আরকামের সাথে দেখা করে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস কর। কেননা তিনি আমাদের মাঝে একজন বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন। তখন আমি যায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও তাই বললেন।

অধস্তন রাবী সুফিয়ান কখনো হাদীসটি এরূপ রেওয়ায়াত করেন ঃ "নবী (স) যখন মদীনায় আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা হজ্জের মওসুম পর্যন্ত মেয়াদে বাকী বেচা-কেনা করতাম।"

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর মদীনা আসার পর তাঁর নিকট ইহুদীদের আগমন প্রসঙ্গে هادوا **শব্দের অর্থ ঃ ইহুদী হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআনে যে** هدنا **শব্দটি রয়েছে তার অর্থ ঃ** تبنا **অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। আর** هائد **শব্দের অর্থ ঃ তওবাকারী।**

٣٦٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِىْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لاٰمَنَ بِىَ الْيَهُوْدُ -

৩৬৫০. আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী (স) বলেছেন ঃ ইহূদীদের মধ্যে যদি দশজন আমার প্রতি ঈমান আনত তাহলে সমগ্র ইহূদী জাতি আমার প্রতি ঈমান আনত।[৯৬]

٣٦٥١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُعَظِّمُوْنَ عَشُوْرَاءَ وَيَصُوْمُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَاَمَرَ بِصَوْمِهِ ـ

৩৬৫১. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহূদী সম্প্রদায়কে আশুরার (১০ই মহররমের) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে ও সেদিন রোযা রাখতে দেখলেন। তখন নবী (স) বললেন ঃ ইহূদীর চেয়ে আমরা ঐদিন রোযা রাখার অধিক হকদার। তারপর তিনি আশুরার দিন রোযা রাখর আদেশ দিলেন।

٣٦٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِىْ اَظْفَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِصَوْمِهِ ـ

৩৬৫২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) যখন মদীনায় আসেন তখন ইহূদীদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলল ঃ এটা সেদিন যেদিন আল্লাহ মূসা (আ) ও বনী ইসরাইলকে ফিরাউনের ওপর বিজয় দান করেন। তাই তার সম্মানার্থে আমরা এদিনে রোযা রাখি। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা (আ)-এর অধিকতর ঘনিষ্ঠ।[৯৭] তারপর তিনি ঐদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন।

٣٦٥٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَىْءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِىُّ ﷺ رَأْسَهُ ـ

---

৯৬. নবী (স)-এর এ হাদীসটি সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে যে, বহু সংখ্যক ইহূদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, কিন্তু তবুও তা সমগ্র ইহূদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি। তাহলে হাদীসটির অর্থ কি?

প্রশ্নটির প্রেক্ষিতে হাদীসটির দু' ধরনের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এক ঃ নবী (স) যে সময় একথাটি বলেন, সে সময় পর্যন্ত যদি দশজন ইহূদী নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তবে সমগ্র ইহূদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত যেহেতু দশজন ইহূদী ঈমান আনেনি, কাজেই সমগ্র ইহূদীর পক্ষে রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনার প্রশ্নই ওঠে না।

দুই ঃ এ হাদীস নির্দিষ্ট দশজন ইহূদীর প্রতি নবী (স) ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ অমুক অমুক দশজন ইহূদী নেতা যদি নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনত তাহলে তাদের প্রভাবে ও তাদের অনুকরণে সমগ্র ইহূদী জাতি তাঁর প্রতি ঈমান আনত। কিন্তু বাস্তবে যেহেতু তা হয়নি, কাজেই সমগ্র ইহূদী জাতির ঈমান আনার কোন কথাই উঠতে পারে না।

৯৭. অর্থাৎ মূসা (আ) যেহেতু ঐ দিনটাতে শুকরানা রোযা রেখেছেন, তার জন্য আমরাও রোযা রাখব—তোমাদের অনুকরণ হিসেবে নয়।

৩৬৫৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন ঃ নবী (স) তাঁর চুল সিঁথি না করে লটকিয়ে রাখতেন। মুশরিকরা তাদের মাথার চুল দু'ভাগে বিভক্ত করে সিঁথি বের করত। আর আহলি কিতাব তাদের চুলগুলো সিঁথি বের না করে লটকিয়ে রাখত। নবী (স)-কে যে বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ কোন আদেশ না করা হতো সে বিষয়ে তিনি আহলি কিতাবের নীতি অনুসরণ করাটাকে পসন্দ করতেন। তাই প্রথম দিকে তিনি সিঁথি করতেন না। কিন্তু পরে নবী (স)-ও তাঁর চুলগুলোকে দু' ভাগ করে সিঁথি বের করতেন।

٣٦٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ -

৩৬৫৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরাই সে আহলি কিতাব যারা আল্লাহর কিতাবকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। অতপর তার কোন অংশের প্রতি ঈমান এনেছে আর কোন অংশকে অস্বীকার করেছে।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ সালমান ফারাসীর ইসলাম গ্রহণ।

٣٦٥٥- عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ اِلٰى رَبٍّ -

৩৬৫৫. সালমান ফারাসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি দশজনেরও অধিক মালিকের অধীনে হাত বদল হতে থাকেন।

٣٦٥٦- عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُوْلُ اَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ -

৩৬৫৬. আবু উসমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সালমান ফারাসীকে বলতে শুনেছি, আমি পারস্যের রামাহুরমুয শহরের অধিবাসী।

٣٦٥٧- عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُحَمَّدٍ ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ -

৩৬৫৭. সালমান ফারাসী (রা)[৯৮] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স)-এর মাঝে ছয় শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

(৩য় খণ্ড শেষ)

৯৮. সালমান ফারাসী প্রথম জীবনে ছিলেন একজন অগ্নিপূজক। সত্যের সন্ধানে তিনি পিতৃগৃহ থেকে পালিয়ে যান এবং বিভিন্ন পাদ্রীর কাছে বেশ কিছুকাল কাটান। অবশেষে জনৈক পাদ্রীর কাছে নবী (স)-এর আবির্ভাবের খবর জানতে পেরে তিনি এক আরব গোত্রের সাথে হিজাযের পথে রওয়ানা হন। কিন্তু ঐ গোত্র তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মক্কায় এনে তাকে বিক্রি করে দেয়। তারপর এক ইহুদী তাকে খরিদ করে মদীনায় নিয়ে আসে। কিছুদিন পর নবী (স) মদীনায় এলে তিনি তার খিদমতে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাহাবীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ও আল্লাহভীরু হিসেবে পরিগণিত হন। তিনি দীর্ঘজীবি হয়েছিলেন।

সহীহ আল বুখারী

৪র্থ খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٤

সহীহ আল বুখারী

৪র্থ খন্ড

অনুবাদে

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ
অধ্যাপক রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ
আব্দুল মান্নান তালিব
অধ্যাপক এ, এম, মোঃ মোসলেম এম, এম ; এম, এ,

صحيح البخارى

مجلد رقم ٤

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৫

প্রথম প্রকাশ ১৯৮২

১৪শ প্রকাশ

জিলকদ	১৪৩৬
ভাদ্র	১৪২২
সেপ্টেম্বর	২০১৫

বিনিময় ঃ ৫০০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخارى -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARY-4th Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 500.00 Only.

সূচীপত্র

কিতাবুল মাগাযী ১৭

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ : ১৯

উশায়রা বা উসায়রার যুদ্ধ ১৯ বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ১৯ বদর যুদ্ধের ঘটনা ২১ ".....যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে....." ২২ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২৪ কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের জন্য নবী (সঃ)-এর অভিশাপ ২৬ আবু জাহলের নিহত হওয়ার ঘটনা ২৬ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ৩০ শত্রু তোমাদের নিকটে পৌঁছে গেলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীর সংরক্ষিত রাখবে ৩৫ বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ ৪১ আবু যায়েদের ইন্তেকাল ৪২ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা ৫৬ বনী নুযাইর গোত্রের ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশান্তর ৫৬ কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা ৬২ আবু রা'ফের হত্যার ঘটনা ৬৫ ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা ৬৯ ".....যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো।....." ৭৫ "যেসব লোক দু'টি দলের মোকাবিলায় দিন তোমাদের মধ্য থেকে সরে গেলো।....." ৮০ "সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠছিলে....." ৮২ "এ শোক ও দুঃখের পরে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের কিছু লোকের জন্য পরম প্রশান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করলেন।....." ৮৩ "হে নবী, কোন কিছুর ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই।....." ৮৪ উম্মে সালীতের মর্যাদা ৮৪ হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদত লাভের ঘটনা ৮৫ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর আহত হওয়ার বর্ণনা ৮৭ "আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে ঘরিত সাড়া দিয়েছে।....." ৮৯ যেসব মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন ৮৯ ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে ৯২ রাজী, রে'ল, যাকওয়ান, বি'রে মায়ুনা, আদাল ও কারাহ যুদ্ধের বর্ণনা ৯২ খন্দক যুদ্ধের বর্ণনা ১০১ খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ১১১ যাতুর রিকার যুদ্ধ ১১৫ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ ১২০ বনী আনমার যুদ্ধ ১২১ অপবাদের ঘটনা ১২১ হুদাইবিয়ার যুদ্ধ ১৩৪ উকল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা ১৫২ যি-কারাদের যুদ্ধ ১৫৪ খায়বারের যুদ্ধ ১৫৫ খায়বারবাসীদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ ১৭৭ খায়বারের কৃষিভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার বর্ণনা ১৭৭ যে বকরীকে নবী (সঃ)-এর জন্য বিষাক্ত করা হয়েছিল ১৭৮ যায়েদ ইবনে হারিসার যুদ্ধ ১৭৮ উমরাতুল কাযা পালন ১৭৯ মুতার যুদ্ধ ১৮০ 'হুরুকাত' উপগোত্রের বিরুদ্ধে উসামা ইবনে যায়েদকে প্রেরণ ১৮৬ মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ১৮৭ মক্কা বিজয় রমযান মাসে সংঘটিত হয় ১৮৯ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে পতাকা স্থাপন করেছিলেন ১৯০ মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ ১৯৫ মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন ১৯৬ নামাযের রুকু'-সিজদায় সুবহানাকা.....বলা ১৯৬ মক্কা বিজয়কালে নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন ১৯৮ মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রা মুখমণ্ডল মসেহ করে দিয়েছিলেন ১৯৮ ".....আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন। আর হুনাইন যুদ্ধের দিনেও....." ২০৫ আওতাস যুদ্ধ ২১০ তায়েফ যুদ্ধ ২১১ নজদের দিকে সেনাবাহিনীর অভিযান ২২০ খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার দিকে পাঠান ২২০ আনসার সেনাদল ২২১ মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ ২২১ আলী ইবনে আবু তালেব ও খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-এর বিদায় হজ্জের পূর্বে ইয়ামন গমন ২২৫ যুল খালাসার যুদ্ধ ২২৯ সালাসিল যুদ্ধ ২৩১ জারীর (রাঃ)-এর ইয়ামনে গমন ২৩১ সাইফুল বাহরের যুদ্ধ ২৩২ আবু বকর (রাঃ)-এর লোকদের হজ্জে নেতৃত্ব দান ২৩৫ বনী তামীমের প্রতিনিধিদল ২৩৫ বনী তামীমের শাখা বনী আম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ২৩৫ আব্দুল কায়েস গোত্রের

প্রতিনিধিদল ২৩৬ বনু হানীফার প্রতিনিধিদল ২৪০ আসওয়াদুল আনসির কাহিনী ২৪৩ নাজরানবাসীদের কাহিনী ২৪৪ ওমান ও বাহরাইনের কাহিনী ২৪৫ আশ'আরী ও ইয়ামনীদের আগমন ২৪৬ দাওস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর কাহিনী ২৪৯ তায়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল ও আদী ইবনে হাতেমের কথা ২৫০ বিদায় হজ্জ ২৫১ তাবুকের যুদ্ধ ২৬০ কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর হাদীস ২৬২ হিজ্‌র নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর অবস্থান ২৭২ কিস্‌রা ও কাইসারের নামে লিখিত নবী (সঃ)-এর পত্র ২৭৪ নবী (সঃ)-এর রোগভোগ ও ওফাত ২৭৫ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ কথা ২৮১ নবী (সঃ)-এর ইন্তেকাল ২৮৯ উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি বানান ২৯০ রসূলুল্লাহ (সঃ) কতকগুলো জিহাদ পরিচালনা করেন ২৯২

কিতাবুত তাফসীর ২৯৩

ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা ২৯৫ গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বালীন-এর তাফসীর ২৯৬

সূরা আল-বাকারা ঃ ২৯৬

"আর আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন" ২৯৬ "জেনেশুনে তোমরা কাউকে তাঁর সমান বলে গণ্য করো না"-এর তাফসীর ২৯৮ ".....তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছিলাম" ২৯৮ "..... প্রবেশ করবে আর বলবে, 'হিত্তাতুন'....." ২৯৯ "জিবরাইলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে....." ২৯৯ ".....আয়াতকে রহিত করি" ৩০১ "তারা বলে, আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন....." ৩০১ "নামায পড়ার জন্য ইবরাহীম যেখানে দাঁড়াতো তোমরা সে জায়গাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও।" ৩০২ ".....ইবরাহীম ও ইসমাইল বায়তুল্লাহর ভিত্ গেঁথে তুলছিলেন....." ৩০৩ ".....আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে.... ...." ৩০৪ ".....প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো....." ৩০৪ ".....উম্মতে ওয়াসাত....." ৩০৫ "আগে তোমরা যে কিবলার দিকে মুখ করতে....." ৩০৬ ".....আমি অবশ্যই তোমাকে ঐ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ করো।....." ৩০৬ ".....তারা কখনো তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না।....." ৩০৭ "যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এ (স্থানটিকে) ততখানি চিনে, যতখানি তাদের সন্তানদেরকে চিনে।....." ৩০৭ "সবার জন্য একটি দিক আছে....." ৩০৮ ".....তোমরা পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখো।....." ৩০৮ ".....তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমরা তোমাদের মুখ সেই দিকে ফিরাবে।....." ৩০৯ "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।....." ৩১০ ".....যারা আল্লাহ ছাড়াও আরো অন্যদেরকে তার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করে....." ৩১১ ".....হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে....." ৩১২ ".....তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে,....."১০১৩ ".....একটা রোযার ফিদইয়া একজন মিসকীনকে খাওয়ানো।....." ৩১৪ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ মাসটিকে পায় তাহলে রোযা রাখবে।" ৩১৫ "রোযার দিনে রাতের বেলায় তোমাদের জন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়া হালাল করা হয়েছে।....." ৩১৬ "তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখার পরে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেখা যায়।....." ৩১৭ "এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘরে পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।....." ৩১৮ "যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নির্মূল না হয়....." ৩১৯ "আল্লাহর পথে খরচ করো....." ৩২১ "কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় যদি কোন প্রকার কষ্ট হয়" ৩২১ ".....যে-ব্যক্তি হজ্জের সময় আসার পূর্বে উমরা পালন করবে সে যেন সাধ্যমত কোরবানী করে।" ৩২১ "হজ্জ আদায়ের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর করুণা অন্বেষণ করো... ...." ৩২২ "অতঃপর অন্য সব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা শুরু করো।" ৩২২ ".....হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও।" ৩২৪ "প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সত্যের জঘন্য দুশমন।" ৩২৪ "তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে?....." ৩২৪ "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত।....." ৩২৫ "যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেবে....." ৩২৬ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে মারা যায়....."

৩২৭ "নামাযসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো" ৩২৯ "আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও" ৩২৯ "অবস্থা নিরাপদ না হলে.....যেভাবেই হোক না কেন (নামায পড়ে নাও)।....." ৩৩০ "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়....." ৩৩১ ".....আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।" ৩৩১ "একটি লোকের একটি সুন্দর ফলের বাগান আছে ....." ৩৩২ "তারা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চাবে।" ৩৩৩ "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" ৩৩৩ "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।" ৩৩৩ "তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জেনে রাখো।" ৩৩৪ "(ঋণী ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয়....." ৩৩৪ "তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও,.....৩৩৪ "তোমরা অন্তরের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো....." ৩৩৫ "রসূল সেই বিধানের প্রতি ঈমান এনেছেন....." ৩৩৫

সূরা আলে-ইমরান : ৩৩৫

এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহকাম'।৩৩৫ "আর আমি তাকে (মরিয়মকে) ও তার সন্তানকে....." ৩৩৬ "যারা প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে বেচে দেয়....." ৩৩৬ ".....হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায়ভিত্তিক কথা আমরা গ্রহণ করি,....." ৩৩৯ "কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না....." ৩৪৪ ".....তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়....." ৩৪৫ "তোমরাই উত্তম উম্মত।....." ৩৪৬ ".....তোমাদের দুটি দল ভীরুতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিল।" ৩৪৬ "হে নবী! ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।" ৩৪৬ "আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিলেন।" ৩৪৭ "প্রশান্তিদায়ক তন্দ্রা" ৩৪৮ "যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে....." ৩৪৮ "তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে,....." ৩৪৮ ".....তারা যেন মনে না করে যে, কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর।....." ৩৪৯ "আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।" ৩৫০ "তোমরা তাদেরকে (আযাব থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত) মনে করো না....." ৩৫২ "আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশলে.....জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" ৩৫৩ "যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে..... " ৩৫৪ "হে আমাদের পরোয়ারদিগার! তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছো....." ৩৫৫ ".....আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি,....." ৩৫৬

সূরা আন-নিসা : ৩৫৭

"যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না,....." ৩৫৭ "কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক তা থেকে খেতে পারবে,....." ৩৫৮ "মিরাস বণ্টনের সময় কোন.....কেউ এসে উপস্থিত হলে....." ৩৫৯ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।" ৩৫৯ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।" ৩৫৯ "জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক সেজে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।" ৩৬০ "..... সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।" ৩৬০ আল্লাহ তা'আলা অনু পরিমাণ যুলুমও করেন না।" ৩৬১ ".....যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো....." ৩৬৩ ".....যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" ৩৬৩ "আর তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দানের অধিকারী।" ৩৬৪ ".....আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে।" ৩৬৪ "যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক....." ৩৬৫ "কেন তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না,....." ৩৬৬ "..... মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়লে?....." ৩৬৬ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম।" ৩৬৭ "আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে,....." ৩৬৭ ".....যারা কোন রকম ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ী বসে থাকে ....." ৩৬৮ "যারা

নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে....." ৩৬৯ তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল....." ৩৭০ "হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।....." ৩৭০ ".....অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।" ,৩৭১ ".....লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়।....." ৩৭১ "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ....." ৩৭২ "মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" ৩৭৩ "হে নবী। আমি আপনার কাছে অহী পাঠিয়েছি। ....." ৩৭৩ ".....লোকজন তোমার কাছে 'কালালা' অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়।....." ৩৭৪ "আজ আমি তোমার দ্বীনকে তোমার জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।" ৩৭৫ "যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" ৩৭৫ "(হে মুসা,) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসে থাকবো।" ৩৭৭ "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে লড়াই করে....." ৩৭৮ "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে।" ৩৭৯ ".....আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন।" ৩৭৯ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।" ৩৮০ "..... যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন,....." ৩৮০ "মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং পাশার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাজ-কর্ম।" ৩৮১ ".....তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে তাতে কোন দোষ নাই,....." ৩৮২ তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।" ৩৮৩ "আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা', সায়েবা 'ওয়াসীলা' কিংবা হাম, নির্দিষ্ট করেননি।" ৩৮৪ ".....তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক।....." ৩৮৫ "যদি তুমি তাদের আযাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা।....." ৩৮৬

সূরা আল-আন'আম : ৩৮৬

"তাঁরই কাছে অদৃশ্য ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আছে....." ৩৮৬ ".....তিনি ওপর থেকে..... যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম ....." ৩৮৭ "যারা নিজের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।" ৩৮৭ ".....তাঁদের সবাইকে আমি সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দিয়েছি।" ৩৮৮ "ঐ সব লোকই আল্লাহর তরফ থেকে সুপথ প্রাপ্ত।....." ৩৮৮ "যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখরবিশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।....."৩৮৯ "অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না....." ৩৯০ "তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির করো....." ৩৯০ "সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে।" ৩৯০

সূরা আল-আরাফ : ৩৯১

".....আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।" ৩৯১ ".....মুসা তখন বললো : হে রব! আপনি আমাকে দিন।.....৩৯২ "আমি তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছি।" ৩৯৩ "আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসুল।....." ৩৯৩ "আর মুসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।" ৩৯৪ নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো,....." ৩৯৪

সূরা আল-আনফাল : ৩৯৬

"লোকেরা তোমাকে গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। ....." ৩৯৬ "নিশ্চিতভাবে বধির ও বোবা লোকগুলো আল্লাহর কাছে জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।" ৩৯৬ ".....আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আহ্বানে সাড়া দাও।....." ৩৯৭ ".....পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।" ৯৮ "আপনি যে সময় তাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি।....." ৩৯৮ "ফিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া

পর্যন্ত....." ৩৯৯ ".....যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।....." ৪০১ ".....তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।....."৪০২

সূরা বারায়াত : ৪০৩

"তোমরা যেসব মুশরিকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ....." ৪০৩ ".....জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও।....." ৪০৩ "এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে মহান হজ্জের দিনে ঘোষিত হচ্ছে যে,....." ৪০৪ "তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছ।".....৪০৫ "অতএব তোমরা কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো।....." ৪০৫ "যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখো....." ৪০৬ "যেদিন সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে,....."৪০৭ ".....মাসসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র।....." ৪০৮ "..... যখন তাঁরা উভয়ে গুহায় ছিলেন,....." ৪০৮ "এবং অনুরাগী মনবিশিষ্ট যারা....." ৪১১ ঈমানদারদের মধ্যে দান-সদকা প্রদানে যারা অতি অনুরাগী,....." ৪১১ "আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন....." ৪১২ ".....আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়বেন না....." ৪১৪ "তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে....." ৪১৫ "তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও....." ৪১৬ "মুশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী.....৪১৭ "অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজিরীন ও আনসারগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন....." ৪১৮ "এবং সেই তিনজনের প্রতিও, যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল।.....৪১৯ ".....তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" ৪২১ "নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন....." ৪২২

সূরা ইউনুস : ৪২৪

"তারা বলে, আল্লাহ সন্তান ধারণ করেছেন, তিনি পরম পবিত্র।....." ৪২৪ "এবং আমি বনী ইসরা-ঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলাম।....." ৪২৫

সূরা হূদ : ৪২৫

".....নিশ্চয় আল্লাহ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।" ৪২৬ "এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।" ৪২৭ ".....সাবধান যালিমদের ওপর আল্লাহর লা'নত।" ৪২৭ "নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।" ৪২৮ "এবং তোমরা দিনে দু'ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে নামায কায়েম করো। ....." ৪২৯

সূরা ইউসুফ : ৪২৯

"এবং আল্লাহ তোমার ওপর ও ইয়াকুবের বংশের ওপর তাঁর নেয়ামতরাজি সম্পূর্ণ করতে চান,....." ৪৩০ "নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।" ৪৩০ ".....বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে।....." ৪৩১ "এবং তিনি (ইউসুফ) যে নারীর গৃহে ছিলো,....." ৪৩২ "অতঃপর দূত ইউসুফের নিকট আসলে....." ৪৩৩ ".....আমার আযাব অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।" ৪৩৪

সূরা আর-রা'দ : ৪৩৫

"প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবই জানেন....." ৪৩৫

সূরা ইবরাহীম : ৪৩৬

"সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুরূপ—যার মূল সুদৃঢ়....." ৪৩৬ "আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।" ৪৩৭ ".....যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে ফেলেছে?" ৪৩৭

সূরা আল-হিজর : ৪৩৮

"তবে সেই শয়তান, সে কথা চুরি করে, তাকে আগুনের ফুলকি তাড়ায়।" ৪৩৮ যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসুলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।" ৪৩৯ "আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।' ৪৪০ "যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।" ৪৪১ "আর তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকীন পর্যন্ত।"৪৪১

সূরা আন-নাহ্‌ল : ৪৪২

"আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়ে।" ৪৪২

সূরা বনী-ইসরাইল : ৪৪২

"তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।" ৪৪২ "আর আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে।" ৪৪৩ "আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি,....." ৪৪৩ "নুহের সাথে নৌকায় আমি যাদেরকে সওয়ার করিয়েছিলাম এরা হচ্ছে তাদের বংশধর।....." ৪৪৪ "আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।" ৪৪৮ "বলে দাও, ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছ,....." ৪৪৮ "যাদেরকে মুশরিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে....." ৪৪৯ "আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম....." ৪৪৯ "অবশ্যি ফজরে কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।" ৪৫০ "তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।" ৪৫০ "বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল সরে গেছে।....." ৪৫১ "আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রূহ সম্পর্কে।' ৪৫১ "তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়ো না....." ৪৫২

সূরা আল-কাহাফ : ৪৫৩

"মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে কলহকারী" ৪৫৩ "আর যখন মুসা বললেন তার খাদেমকে আমি এভাবেই চলতে থাকবো....." ৪৫৪ "যখন তারা দুজন পৌঁছলো দুসাগরের সঙ্গমস্থলে....." ৪৫৯ "যখন তারা সে স্থান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন....." ৪৬৪ ".....এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।" ৪৬৮ "এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শন-গুলো....." ৪৬৮

সূরা মরিয়ম : ৪৬৯

"আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের" ৪৬৯ "আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না" ৪৭০ "তুমি কি তাকে দেখেছ, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো....." ৪৭০ "সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে?....." ৪৭১ কখনো নয়, সে যা বলছে আমি লিখে যাচ্ছি....."৪৭১ "আর সে যা কিছু কথা বলে আমি সেসব রেখে দিচ্ছি....." ৪৭২

সূরা ত্বা-হা : ৪৭৩

"আমি তোমাকে বানিয়েছি আমার নিজের জন্য।" ৪৭৩ "আমি মূসার ওপর অহী নাযিল করলাম....." ৪৭৪ "শয়তান যেন তোমাদের দু'জনকে বেহেশত থেকে বের করার....." ৪৭৪

সূরা আল-আম্বিয়া : ৪৭৫

"যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম" ৪৭৬

সূরা আল-হজ্জ : ৪৭৭

"আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে যেন তারা নেশাগ্রস্ত" ৪৭৭ "আর লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে, আল্লাহর বন্দেগী করে সন্দেহের মধ্যে—" ৪৭৮ "এ দু'টি দল তাদের রবের ব্যাপারে ঝগড়া করে" ৪৭৯

সূরা আল-মু'মিনূন : ৪৭৯

সূরা আন-নূর : ৪৮০

"আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে....." ৪৮০ "আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়" ৪৮১ "আর স্ত্রীটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে,....." ৪৮২ "আর পঞ্চমবার বলবে যে, সে সত্যবাদী হলে তার ওপর আল্লার গযব নেমে আসুক" ৪৮৪ "যেসব লোক এ মিথ্যে অভিযোগ রচনা করে দিয়েছে,....." ৪৮৪ "তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়-ই কেন বলে দিলে না....." ৪৮৫ "তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যদি না হতো....." ৪৯৪ "যখন তোমরা এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে....." ৪৯৫ "এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না....." ৪৯৫ "আল্লাহ তোমাদেরকে নছিহত করেন, ভবিষ্যতে যেন.....৪৯৬ "আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন,....." ৪৯৬ "যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক ....." ৪৯৭ "এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে" ৫০০

সূরা আল-ফোরকান : ৫০১

"যে সকল লোকদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে.....৫০১ "যারা আল্লাহর সাথে "আর কাউকে মা'বুদ ডাকে না....." ৫০১ "হাশরের দিন তার আযাব হবে দ্বিগুণ....." ৫০৩ "তবে যারা তওবা করবে....." ৫০৪ "অতঃপর ভয়াবহ যন্ত্রণা তোমাদের জন্য অবিরত চলতে থাকবে" ৫০৪

সূরা আশ-শুয়ারা : ৫০৫

"আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করো না....." ৫০৫ "নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও....."৫০৫।

সূরা আন-নামল : ৫০৭

সূরা আল-কাসাস : ৫০৭

"তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না....." ৫০৭ "নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কোরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন....." ৫০৮

সূরা আন-কাবূত : ৫০৮

সূরা আর-রূম : ৫০৮

"আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই" ৫১০ "আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না....." ৫১০ "নিশ্চয় সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে" ৫১১

সূরা আস-সাজদা : ৫১২

"তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক।" ৫১৩ "তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা তাদের....." ৫১৪ "(হে নবী)! তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও....." ৫১৪ "আর যদি তোমার আল্লাহ তাঁর রসূল এবং পরকাল চাও....." ৫১৫ "আল্লাহ যা প্রকাশ করতে চান....." ৫১৫ "তাদের মধ্য থেকে যাকে খুশী পৃথক করে রাখ....." ৫১৬ "তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না....." ৫১৭ "তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো....." ৫২০ "নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশ-তারা নবীর ওপর দরূদ পাঠ করেন....." ৫২১ "যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না" ৫২২

সূরা আস-সাবা : ৫২৩

"এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা..... ....." ৫২৩ "সে তো কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র" ৫২৪

সূরা ফাতির : ৫২৪

সূরা ইয়াসিন : ৫২৫

"সূর্য তার কক্ষে বিচরণ করে....." ৫২৫

সূরা সাফ্ফাত : ৫২৫

"আর নিশ্চয়ই ইউনূস প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল" ৫২৫

সূরা সাদ : ৫২৬

"আমাকে এমন এক বাদশাহী দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়" ৫২৬ "আর আমি বানাওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই" ৫২৭

সূরা যুমার : ৫২৮

"আমার বান্দা যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করছো....." ৫২৮ "তারা যথাযথ আল্লাহর হক আদায় করেনি" ৫২৯ এবং কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণটাই আল্লাহ তাআলার মুঠোর মধ্যে....." ৫২৯ "আর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে... ....." ৫৩০

সূরা আল-মু'মিন : ৫৩১

সূরা হা-মীম আস্‌সাজদা : ৫৩১

"তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে....." ৫৩১ তোমার রব-এর সম্পর্কে তোমাদের এহেন ধারণা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে..... ৫৩২

সূরা আল-শূরা : ৫৩৩

"কিন্তু কেবল নৈকট্যের ভালোবাসাই (কাম্য)" ৫৩৩

সূরা আয-যুখরুফ : ৫৩৩

"তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক! তোমাদের রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক....." ৫৩৩

সূরা আদ-দেখান : ৫৩৪

"তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের, যখন আকাশমণ্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে" ৫৩৪ "মানুষকে ঢেকে ফেলবে ইহা বেদনাদায়ক আযাব" ৫৩৪ "হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি" ৫৩৫ "উপদেশে তাদের কি হবে, অথচ তাদের নিকট প্রকাশ্য রসূল এসেছিল" ৫৩৬ "অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, শিক্ষাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্ক বিকৃত" ৫৩৬ "আমি কিছু সময়ের জন্য আযাবকে রহিত করে দেব....." ৫৩৭

সূরা আল-জাসিয়া : ৫৩৮

"আমাদেরকে মহাকাল ব্যতীত কিছুই ধ্বংস করতে পারবে না" ৫৩৮

সূরা আল-আহকাফ : ৫৩৯

"আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, উহ্‌ তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ....." ৫৩৮ "পরে যখন তারা সেই আযাব-কে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল....." ৫৩৯

সূরা মহাম্মদ : ৫৪০

"তোমরা (পরস্পর) সম্পর্ক ছিন্ন করবে....." ৫৪০

সূরা ফাত্‌হ্‌ : ৫৪১

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে বিজয় দান করেছি" ৫৪১ "যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাপর গুনাহ মাফ করেন .....৫৪২ "নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি" ৫৪০ "তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঈমানদারগণের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনা নাযিল করেছেন" ৫৪০ "যখন তারা বৃক্ষটির নীচে আপনার হাতে বাই'আত করছিল....." ৫৪৪

সূরা আল-হুজরাত : ৫৪৫

"তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের স্বর চড়া করো না....." ৫৪৫ "নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরার পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ" ৫৪৭ "এবং আপনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্যন্ত.....কল্যাণকর হতো" ৫৪৭

সূরা কাফ : ৫ ৮

"এবং জাহান্নাম বলবে আরো বেশী লোক আছে কি" ৫৪৮ "এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের হামদসহ মহিমা বর্ণনা করো।" ৫৪৯

সূরা আয্-যারিয়াত : ৫৫০

সূরা আত-তূর : ৫৫০

সূরা আন-নজম : ৫৫১

"এমনকি তিনি দু'ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন....." ৫৫২ "অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার তা অহী করেছেন" ৫৫২ নিশ্চয় তিনি তাঁর পরোয়ারদিগারের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিলেন" ৫৫২ "তোমরা কি লাত ও উযযাকে দেখেছ" ৫৫৩ "এবং অবশেষে (দেখেছ কি) তৃতীয় মানাতকে" ৫৫৩ "অতএব তোমরা আল্লার উদ্দেশ্যে সেজদা করো....." ৫৫৪

সূরা আল-কামার : ৫৫৪

"এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।....." ৫৫৪ "তরণী আমার নয়নের সামনে বয়ে যাচ্ছিল....." ৫৫৫ "এবং নিশ্চয় আমরা এ কোরআনকে উপদেশ....." ৫৫৬ "তারা খেজুরের উৎপাটিত কাণ্ড ছিল....." ৫৫৬ "তাতেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ কাঠের ন্যায়....." ৫৫৬ "এবং প্রত্যুষে তাদেরকে বিরামহীন আযাব আক্রমণ করেছিল....." ৫৫৬ "এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সমরূপী সাথীদেরকে....." ৫৫৭ "অচিরেই ওই দল পরাভূত হবে....." ৫৫৭ "বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে....."৫৫৭

সূরা আর-রহমান : ৫৫৮

"এবং এ দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে....." ৫৫৮ "সেই হুরেরা শিবিরগুলোয় সুরক্ষিত থাকবে" ৫৫৯

সূরা আল-ওয়াকীয়া : ৫৫৯

"এবং সুবিস্তৃত দয়া" ৫৫৯

সূরা আল-হাদীদ : ৫৬০

সূরা আল-মুযাদালা : ৫৬০

সূরা আল-হাশর : ৫৬০

"তোমরা যে খেজুর গাছ কেটেছ।" ৫৬১ "আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে যা 'ফাই' দান করেছেন।" ৫৬১ "এবং রসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো।" ৫৬২ "এবং

(ফাই-এর মাল) ওদের জন্যও....." ৫৬৩ "এবং নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজির-দেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।" ৫৬৩

সূরা আল-মুমতাহানা : ৫৬৪

"তোমরা আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।" ৫৬৪ "হে ঈমানদারগণ! যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—" ৫৬৬ "যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণের জন্য আসে.....।" ৫৬৬

সূরা আস-সাফ্ফ : ৫৬৮

"আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'।" ৫৬৮

সূরা আজ-জুমুয়া : ৫৬৯

"এবং তাদের অন্যদেরকেও—যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি" ৫৬৯ "এবং যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পায়" ৫৬৯

সূরা আল-মুনাফিকুন : ৫৭০

"যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে....." ৫৭০ "তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে" ৫৭১ "এর হেতু এই যে, তারা একবার ঈমান এনেছে। পুনরায়....." ৫৭২ "আর যখন আপনি তাদের দিকে নজর করবেন.....তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?" ৫৭৩ "কাষ্ঠাবৃত কাষ্ঠের ন্যায়।" ৫৭৩ "এবং যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো.....দম্ভভরে ফিরে যায়।" ৫৭৪ "আপনি তাদের জন্য মাগ-ফিরাত কামনা করেন বা না করেন....." ৫৭৫ ".....রসূলুল্লাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করো না....." ৫৭৬ ".....সেখানকার মর্যাদাবানরা লাঞ্ছিতদেরকে বহিষ্কার করবে।..... "৫৭৬

সূরা আত-তাগাবুন : ৫৭৭

সূরা আত-ত্বালাক : ৫৭৭

"আর গর্ভবতী মেয়েদের ইদ্দতকাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত।....." ৫৭৮

সূরা আত-তাহরীম : ৫৮০

"এভাবে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান।" ৫৮১ "আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের কাফ্ফারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন....." ৫৮১ "নবী যখন তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন....." ৫৮৪ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা করো....." ৫৮৪ "আর তোমরা দু'জন যদি তাঁর মুকাবিলায় জোটবদ্ধ হও....." ৫৮৫ "তিনি যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে....." ৫৮৫

সূরা আল-মুলক : ৫৮৬

সূরা আল-কালাম : ৫৮৬

"অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত" ৫৮৬ "যেদিন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে" ৫৮৬

সূরা আল-হাক্কা : ৫৮৭
সূরা আল-মা'আরিজ : ৫৮৭
সূরা নূহ : ৫৮৭
"তোমরা ওয়াদ ও সুওয়া-কে যেন আদৌ পরিত্যাগ না করো....." ৫৮৭

সূরা আল-জিন্ন : ৫৮৮
সূরা আল-মুয্যাম্মিল : ৫৮৯
সূরা আল-মুদ্দাস্সির : ৫৯০
"ওঠো, সাবধান করে দাও" ৫৯১ "আর তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো" ৫৯১ "আর তোমার পোশাক পবিত্র রাখো" ৫৯২ "আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাক" ৫৯২

সূরা আল-কিয়ামাহ : ৫৯৩
"হে নবী! এ অহীকে দ্রুত স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য নিজের জিহ্বা বেশী নাড়াবেন না" ৫৯৩ "এ অহীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব" ৫৯৩ "যখন আমি জিবরাইলের মাধ্যমে তা নাযিল করি তখন তার পড়া অনুসরণ করো" ৫৯৪

সূরা আদ-দাহর : ৫৯৫
সূরা আল-মুরসালাত : ৫৯৫
"যে আগুন বিরাট বিরাট অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে" ৫৯৬ "তা যেন তামাটে বর্ণের উটের পাল" ৫৯৬ "এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না" ৫৯৭

সূরা আন-নাবা : ৫৯৭
"শিঙ্গায় ফুৎকার মারা হবে আর তোমরা দলে দলে বেরিয়ে আসবে" ৫৯৭

সূরা আন-নাযিয়াত : ৫৯৮
সূরা আবাসা : ৫৯৮
সূরা আত-তাকভীর : ৫৯৯
সূরা আল-ইনফিতার : ৫৯৯
সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন : ৫৯৯
সূরা আল-ইনশিকাক : ৬০০
"অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হতে হবে" ৬০০
সূরা আল-বুরুজ : ৬০০
সূরা আত-তারিক : ৬০০

সূরা আল-আ'লা : ৬০১
সূরা আল-গাশিয়া : ৬০১
সূরা আল-ফাজর : ৬০২
সূরা আল-বালাদ : ৬০২
সূরা আশ-শামস : ৬০২
সূরা আল-লাইল : ৬০৩

"আর দিনের শপথ। যখন তার আলো উদ্ভাসিত হয়" ৬০৩ "আর সেই মহান সত্তার কসম। যিনি নারী পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন" ৬০৪ "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে" ৬০৪ "যে ব্যক্তি নেক কাজকে সত্য বলে মানলো" ৬০৫ "আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো" ৬০৫ "আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো ও বেপরোয়া জীবনযাপন করলো" ৬০৬ "সে কল্যাণের কাজকে মিথ্যা জেনেছে" ৬০৬ "আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব" ৬০৭

সূরা আদ-দোহা : ৬০৮

"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি" ৬০৮ "তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি ৬০৮

সূরা আলাম নাশরাহ্ : ৬০৯
সূরা আত্তীন : ৬০৯
সূরা আল-আলাক : ৬০৯

"তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন" ৬১২ "পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী" ৬১০ "যিনি লেখনি দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন" ৬১৩ "তা কখ্খনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের চুল ধরে সজোড়ে টানব....." ৬১৩

সূরা আল-কাদর : ৬১৪
সূরা আল-বাইয়্যেনা : ৬১৪
সূরা আয-যিলযাল : ৬১৫

"যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ নেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে" ৬১৫ "আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তাও দেখতে পাবে" ৬১৬

সূরা আল-আদিয়াত : ৬১৬
সূরা আল-কারিয়া : ৬১৭
সূরা আত-তাকাসুর : ৬১৭
সূরা আল-আছর : ৬১৭
সূরা আল-হুমাজা : ৬১৭

সূরা আল-ফিল : ৬১৭
সূরা আল-কুরাইশ : ৬১৮
সূরা আল-মাউন : ৬১৮
সূরা আল-কাউসার : ৬১৮
সূরা আল-কাফেরুন : ৬১৯
সূরা আন-নসর : ৬১৯

"আর তুমি দেখতে পাবে যে, লোক দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে" ৬২০ "তাই তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী" ৬২০

সূরা লাহাব : ৬২১

"সে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত সবকিছু তার কোন কাজে আসেনি" ৬২২ সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে" ৬২৩ "আর তার স্ত্রীও দোযখে প্রবেশ করবে। সে তো খড়ি বহনকারিণী" ৬২৩

সূরা আল-ইখলাস : ৬২৩

"আল্লাহ প্রয়োজন-শূন্য। অমুখাপেক্ষী" ৬২৪

সূরা আল-ফালাক : ৬২৪
সূরা আন-নাস : ৬২৫

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন : ৬২৭

অহী কিভাবে নাযিল হয় ৬২৯ কোরআন কুরাইশ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে ৬৩০ কোরআন সংকলন ৬৩১ নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক ৬৩৪ কোরআন সাত ধরনের কিরায়াতে নাযিল হয়েছে ৬৩৫ কোরআন সংকলন ৬৩৭ জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট অহী পেশ করতেন ৬৩৮ নবী (সঃ)-এর সময়ের কারীদের সম্পর্কে ৬৩৯ ফাতিহাতুল কিতাবের ফযীলত ৬৪১ সূরাতুল বাকারার ফযীলত ৬৪২ সূরা কাহফের ফযীলত ৬৪৩ সূরা আল-ফাত্হের ফযীলত ৬৪৩ কুলহুয়াল্লাহু আহাদ-এর ফযীলত ৬৪৪ মুয়াওভেজাত-এর ফযীলত ৬৪৫ কোরআন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি এবং ফেরেশতা নাযিলের বর্ণনা ৬৪৫ সব রকমের কালামের ওপর কোরআনের ফযীলত ৬৪৬ কিতাবুল্লাহর ওসিয়ত ৬৪৭ যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে না ৬৪৮ কোরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা ৬৪৮ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায় ৬৪৯ না দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫০ হৃদয় কন্দরে কোরআন গেঁথে রাখা ৬৫০ কোন জন্তুর পিঠে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫২ কোরআন ভুলে যাওয়া ৬৫৩ যারা মনে করে, সূরা বাকারা এবং অমুক অমুক সূরা—এ কথা বলায় কোন দোষ নেই ৬৫৪ তারতীলের সাথে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫৫ মাদ সহকারে কিরায়াত ৬৫৬ আত্-তারজী ৬৫৭ সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা ৬৫৭ যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসে ৬৫৭ তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পর শ্রোতার মন্তব্য, যথেষ্ট ৬৫৭ কতো (দিনে) কোরআন তিলাওয়াত করা যায় ৬৫৮ কোরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা ৬৬০ যে ব্যক্তি লোক দেখানো দুনিয়া কামানো এবং গর্বের জন্য কোরআন তিলাওয়াত করে ৬৬০ যে পরিমাণ ব্যাখ্যার সম্পর্কে তুমি একাত্মতা প্রকাশ করবে সে পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে সাথে তিলাওয়াত করবে ৬৬২।

কিতাবুল মাগাযী

নবী (সঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ

অনুচ্ছেদ : উশায়রা বা উসায়রার যুদ্ধ। ইবনে ইসহাক বলেছেন, নবী (সঃ) সর্বপ্রথম আবওয়ার যুদ্ধ করেন। তারপর যথাক্রমে বুয়াত ও উশায়রার যুদ্ধ করেন।

٣٦٥٨- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ قِيلَ كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ قَالَ الْعُشَيْرُ أَوِ الْعُسَيْرَةُ فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ

৩৬৫৮. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি যায়েদ ইবনে আরকামের পাশে বসেছিলাম। এ সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (সঃ) কয়টি যুদ্ধ করেছেন? তিনি বললেন : উনিশটি। আবারও জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি তাঁর সাথে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি (যায়েদ ইবনে আরকাম) বললেন, সতেরটিতে। আবু ইসহাক বলেছেন : আমি বললাম : এসব যুদ্ধের মধ্যে কোন্ যুদ্ধটি সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিল? তিনি (যায়েদ ইবনে আরকাম) বললেন : উশায়ের বা উসায়রাহ্। বিষয়টি আমি (সাহাবী) কাতাদার কাছে বর্ণনা করলে তিনিও বললেন : উশায়রার যুদ্ধ প্রথম সংঘটিত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

٣٦٥٩- عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ أَنَّهُ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَكَانَ أُمَيَّةُ إِذَا مَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرَّ بِمَكَّةَ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمَ انْطَلَقَ سَعْدٌ مُعْتَمِرًا فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لِأُمَيَّةَ انْظُرْ لِي سَاعَةً خَلْوَةً لَعَلِّي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَهُمَا أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَذَا مَعَكَ فَقَالَ هَذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَتُعِينُونَهُمْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مَا رَجَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ سَالِمًا فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ مَنَعْتَنِي هَذَا لَأَمْنَعَنَّكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ

মাগাযীর (مغازى) অর্থ হলো, নবী (সঃ)-এর নিজের ব্যক্তিগতভাবে অথবা তার পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন সেনাবাহিনীর সাথে কাফেরদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ কাফেরদের নিজস্ব এলাকায়ও সংঘটিত হতে পারে অথবা তারা জবরদস্তিমূলকভাবে প্রবেশ করেছে এমন এলাকায়ও হতে পারে।

فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَا سَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّدِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَعْدٌ دَعْنَا
عَنْكَ يَا أُمَيَّةُ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَاتِلُوكَ بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي
فَفَزِعَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعًا شَدِيدًا فَلَمَّا رَجَعَ أُمَيَّةُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَلَمْ تَرَيْ
مَا قَالَ لِي سَعْدٌ قَالَتْ وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ
بِمَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَالَ أُمَيَّةُ وَاللَّهِ لَا أَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ اسْتَنْفَرَ
أَبُو جَهْلٍ النَّاسَ قَالَ أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ فَكَرِهَ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ فَأَتَاهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ إِنَّكَ
مَتَى يَرَاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَعَكَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ أَبُو جَهْلٍ
حَتَّى قَالَ أَمَا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرٍ بِمَكَّةَ ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ يَا أُمَّ صَفْوَانَ
جَهِّزِينِي فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا صَفْوَانَ وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِيُّ قَالَ لَا وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَعَهُمْ إِلَّا قَرِيبًا فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ
بَعِيرَهُ فَلَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ بِبَدْرٍ.

৩৬৫৯. সা'দ ইবনে মু'আয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। উমাইয়া মদীনায় আসলে সা'দ ইবনে মু'আযের বাড়ীতে মেহমান হতো। আর সা'দ ইবনে মু'আয মক্কায় গেলে উমাইয়া ইবনে খালাফের বাড়ীতে মেহমান হতেন। হিজরত শুরু হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করলে এক সময়ে সা'দ ইবনে মু'আয উমরা করতে মক্কায় গেলেন এবং আগের মতই উমাইয়ার বাড়ীতে অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমাকে এমন একটি নিরিবিলি সময়ের কথা বল যখন আমি শান্তভাবে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারব। তাই দুপুর বেলা উমাইয়া তাঁকে (সা'দ ইবনে মু'আয) সাথে নিয়ে বের হলেন। পথে তাদের সাথে আবু জাহলের দেখা হলে সে (আবু জাহল উমাইয়াকে লক্ষ্য করে) বললো : আবু সাফওয়ান, তোমার সাথে এ কে? উমাইয়া বললো : ইনি সা'দ (ইবনে মু'আয)। তখন আবু জাহল তাকে (সা'দ ইবনে মু'আয) লক্ষ্য করে বললো : আমি তোমাকে নিঃশঙ্ক চিত্তে ও নিরাপদে মক্কায় (বায়তুল্লাহর) তাওয়াফ করতে দেখছি অথচ তোমরা ধর্মত্যাগী-বেদ্বীনদেরকে আশ্রয় দান করেছো এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতাও করে চলেছো। আল্লাহর কসম! তুমি এই মুহূর্তে আবু সাফওয়ানের (উমাইয়া) সঙ্গে না থাকলে তোমার পরিজনদের কাছে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ ইবনে মু'আয তার (আবু জাহল) চাইতেও উচ্চ স্বরে এই বলে এ কথার জবাব দিল : আল্লাহর কসম! তুমি এতে (বায়তুল্লাহর তাওয়াফে) যদি আমাকে বাধা দাও তাহলে আমিও এমন একটি ব্যাপারে তোমাকে বাধা দেবো যা তোমার জন্য এর চেয়েও কঠিন হবে। আর তা হলো মদীনার ওপর দিয়ে তোমার (সিরিয়ায়) যাতায়াতের পথ (বন্ধ করে দেবো)। এ সময় উমাইয়া সা'দ ইবনে মু'আযকে বললো : হে সা'দ, ইনি এই উপত্যকার অধিবাসীদের নেতা আবু হাকাম (আবু জাহল)। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলো। সা'দ বললেন : হে উমাইয়া, রাখো তোমার কথা। আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সে তোমার

হত্যাকারী। সে (উমাইয়া) জিজ্ঞেস করলো : মক্কার বুকে? সা'দ ইবনে মু'আয বললেন : আমি জানি না। এতে উমাইয়া ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লো। সে বাড়ী ফিরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললো : হে সাফওয়ানের মা, সা'দ আমার সম্পর্কে কি বলছে জানো? সে (উমাইয়ার স্ত্রী) বললো : সা'দ তোমাকে কি বলেছে? উমাইয়া বললো : সা'দ বলেছে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাদেরকে জানিয়েছেন যে, সে (আবু জাহল) আমার হত্যাকারী। তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : সে কি মক্কার বুকে আমাকে হত্যা করবে? সে (সা'দ) বললো : তা আমি জানি না। তখন উমাইয়া বললো : আল্লাহর কসম! আমি মক্কা ছেড়ে কোথাও যাব না। বদর যুদ্ধের দিন সমাগত হলে আবু জাহল সবাইকে সদলবলে বের হতে আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের কাফেলা রক্ষা করো। কিন্তু উমাইয়া (মক্কা ছেড়ে) বের হয়ে পড়া অপসন্দ ও বিপজ্জনক মনে করলে আবু জাহল এসে তাকে বললো : হে আবু সাফওয়ান! তুমি তো উপত্যকার (মক্কা) অধিবাসীদের (একজন) নেতা, তুমি যাত্রা না করলে কেউ-ই বের হবে না। আবু জাহল বার বার তাকে অনুরোধ করলে সে বললো : তুমি যখন মানছো না তখন আমি এমন একটি সুস্থ ও দ্রুতগতি সম্পন্ন উট খরিদ করব যা মক্কার মধ্যে সবচাইতে ভালো। অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীকে গিয়ে বললো, সাফওয়ানের মা, আমার সফরের জিনিস ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকঠাক করে দাও। তখন তার স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললো : হে সাফওয়ানের পিতা! তোমার ইয়াসরিববাসী বন্ধু যা বলেছিলো তা কি তুমি ভুলে বসেছো? সে বললো : ভুলি নাই। আমি তাদের সাথে কিছু সময় বা কিছু পথ যেতে চাই মাত্র। রওয়ানা হওয়ার পর রাস্তায় যে মনযিলেই সে কিছুক্ষণ অবস্থান করেছে সেখানেই সে তার উট বেঁধে রেখেছে, গোটা পথেই এরূপ করেছে। শেষ পর্যন্ত বদর প্রান্তরে আল্লাহ তাকে হত্যা করলেন।

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اِذْ تَقُوْلُ
لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ
بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا
خَآئِبِيْنَ ۝

"আর বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অথচ তখন তোমরা দুর্বল ছিলে। তাই আল্লাহকে ভয় করো যাতে তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার। যে সময় তুমি মু'মিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হাঁ, তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং আল্লাহকে ভয় কর আর তারা (কাফের) যদি তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমার রব তোমাকে পাঁচ হাজার আক্রমণকারী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এ হচ্ছে একটি শুভ সংবাদ, এর দ্বারা যাতে তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃপক্ষে সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে যিনি পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। (এভাবেই আল্লাহ) কাফেরদের দলবলকে ধ্বংস করে দেবেন আর তারা নিরাশ ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে।"—(সূরা—আলে-ইমরান, আয়াত—১২৩-১২৭)।

ওয়াহ্শী ইবনে হারব বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন হামযা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা] তুয়াইমা ইবনে 'আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ (سورة الانفال - ٧)

"স্মরণ করো, যে সময় আল্লাহ তোমাদেরকে (শত্রুদের) দুটি দলের একটি তোমাদের হবে বলে ওয়াদা করেছিলেন। আর তোমরা আশংকা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর ইচ্ছানুসারে হক প্রতিষ্ঠা করতে ও কাফেরদের মূলোৎপাটন করতে।"—(আল্-আনফাল—৭)।

٣٦٦٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ

৩৬৬০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি কা'ব ইবনে মালেককে (তার পিতা) বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে একমাত্র তাবুকের যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধেই আমি পশ্চাদপসরণ করি নাই তবে বদর যুদ্ধেও আমি অংশগ্রহণ করি নাই। বদর যুদ্ধে যারা ছিলো আল্লাহ তা'আলা তাদের ভর্ৎসনা করেননি। কেননা, প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের কাফেলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু যথাসময়ের পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের (মুসলমানদের) সাথে তাদের শত্রুদের মোকাবিলা করিয়ে দিলেন।[১]

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوحِي

১. এই হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত কা'ব ইবনে মালেকের বর্ণনা অনুযায়ী বদর যুদ্ধ আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিলো বলে মনে হয়. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য যাত্রা করেছিলেন এবং অনিবার্যভাবে এই যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ আনসার ও মুহাজিরদের জিহাদে উৎসাহিত করার জন্য যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাতে মনে হয়, যাত্রার সময়ই যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল এবং তাদের মন-মানসও সেজন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল।

تَبْكُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الأنفال ٩-١٣)

"আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। তিনি তোমাদের ফরিয়াদের জবাবে বললেন, আমি তোমাদের সাহায্যের জন্য পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠাবো। আল্লাহ তোমাদেরকে এ জন্যই এ সুসংবাদ দিচ্ছেন যাতে তোমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি আসে। বস্তুতঃপক্ষে সাহায্য তো সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ অবশ্য পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। আর ঐ সময়ের কথাও স্মরণ করো যখন প্রশান্তি দান এবং ভীতি দূর করার জন্য আল্লাহ তোমাদের তন্দ্রাবিষ্ট করেছিলেন। আর তোমাদেরকে পবিত্র করা, তোমাদের থেকে শয়তানের সৃষ্ট অপবিত্রতা দূর করা, সাহস বৃদ্ধি করা এবং তোমাদেরকে অটল দৃঢ় রাখার জন্য আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন। আর যে সময় তোমার রব ফেরেশতাদের নিকট এ কথা অবতীর্ণ করলেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। তোমরা বিশ্বাসীদেরকে দৃঢ় রাখো, আমি এখনই কাফেরদের মনে ভয় সৃষ্টি করে দিচ্ছি। অদের ঘাড়ের ওপর ও প্রতিটি সন্ধিস্থলে আঘাত করো। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

٣٦٦١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَا نَقُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ.

৩৬৬১. ইবনে মাসউদ বলেন, আমি মিকদাদ ইবনে আসওয়াদের এমন একটি বিষয় দেখেছি যা আমি করে থাকলে যে কোন সমপর্যায়ের জিনিস থেকে তা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় মনে করতাম। এক সময় তিনি নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদ্‌দো'আ করছেন। তখন মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ বললেন : মূসা (আঃ)-এর কওম যেমন বলেছিলো যে, আপনি এবং আপনার পালনকর্তা রব গিয়ে যুদ্ধ করুন, (আমরা এখানে বসে থাকলাম)। আমরা তেমন কথা বলব না। বরং আমরা আপনার ডান দিক, বাম দিক ও পশ্চাদদিক থেকে (তথা সর্বাত্মকভাবে) যুদ্ধ করবো। ইবনে মাসউদ বলেন : আমি দেখলাম : (এ কথা শুনে) নবী (সঃ)-এর মুখমণ্ডল খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি খুব খুশী হলেন।

٣٦٦٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ اللَّهُمَّ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

৩৬৬২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) দো'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও (কাফেররা) আমাদের

বিরুদ্ধে জয়লাভ করুক তাহলে তোমার ইবাদতের লোক আর থাকবে না। এতটুকু কথা বলার পর আবু বকর তাঁর হাত ধরে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ উঠলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন : "শত্রুদল অচিরেই পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।"২

٣٦٦٣- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ أَنَّهُ سَمِعَ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (الآية) عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ إِلَى بَدْرٍ.

৩৬৬৩. আবদুল করীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের আযাদকৃত গোলাম মিকসামকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন, তিনি (মিকসাম) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছেন : "যেসব ঈমানদার ওজর ও অক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ না করে বাড়ীতে বসে থাকে আর যেসব ঈমানদার জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা মর্যাদার দিক দিয়ে পরস্পর সমান নয়।"

(অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার এবং বদরের যুদ্ধ থেকে বিরত ঈমানদারদের মর্যাদা সমান হতে পারে না।)৩

অনুচ্ছেদ : বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা।

٣٦٦٤- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ.

৩৬৬৪. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আমাকে ও (আবদুল্লাহ) ইবনে উমরকে কম বয়সের মনে করা হয়েছিলো।৪

٣٦٦٥- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا وَثَلَاثِيْنَ وَالْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعُوْنَ وَمِائَتَانِ.

৩৬৬৫. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদরের যুদ্ধের সময় আমাকে ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে অল্প বয়স্ক মনে করা হয়েছিলো। সে সময় মুহাজিরদের সংখ্যা ছিলো ষাটের বেশী এবং আনসারদের সংখ্যা ছিলো দুই শ' চল্লিশেরও কিছু বেশী।৫

---

২. বদরের যুদ্ধের দিন সকাল বেলা যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত ফয়সালার প্রতীক্ষা করছিল, তখন নবী (সঃ) তাঁবুর অভ্যন্তরে আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে এ দো'আ ও ফরিয়াদ করছিলেন। সময়টি ছিল অত্যন্ত নাজুক। কারণ, প্রথমবারের মতো হক ও বাতিলের শক্তি পরীক্ষা হতে যাচ্ছিলো।

৩. এই হাদীসে কোরআন মজীদের সূরা আন-নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতের যে অর্থ করা হয়েছে এবং খোদ হাদীসের ভাষা থেকে যা স্পষ্ট বুঝা যায় তা হলো, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদে যারা সক্রিয় নয় বা অংশগ্রহণ করে না, মর্যাদার দিক থেকে তারা মোটেই জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঈমানদারদের সমকক্ষ নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদে অংশগ্রহণ যে প্রত্যেক ঈমানদারের কর্তব্য তা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৪. অল্প বয়স্ক কিশোর হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বদরের যুদ্ধে শরীক হতে দেননি।

৫. যারা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মক্কার কাফেরদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে আশ্রয়ের জন্য মদীনায় হিজরত করেছিলেন তাদের মুহাজির বলা হয়। আর মদীনার যেসব ঈমানদার পিতৃ-পুরুষের ভিটে-মাটি ও সহায়-সম্বলহারা এসব মুসলমানদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। বর্তমান যুগেও যেসব মর্দে মুজাহিদ ইসলাম প্রতিষ্ঠার তাকিদে আন্দোলন করতে গিয়ে সর্বস্বহারা ও দেশ থেকে বিতাড়িত হন তারা মুহাজির। আর যেসব ঈমানদার তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন, তারা আনসার। এটা নির্দিষ্ট কোন যুগ বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়।

٣٦٦٦ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ الْبَرَاءُ لَا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

৩৬৬৬. আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বারা' ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মদ (সঃ)-এর যেসব সাহাবা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের) সংখ্যা তালূতের যেসব সঙ্গী জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন তাদের সমান ছিলো। তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু বেশী। বারা' ইবনে আযেব বলেন ঃ আল্লাহর শপথ। ঈমানদার ছাড়া আর কেউ-ই তাঁর (তালূত) সাথে নদী অতিক্রম করেনি।৬

٣٦٦٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

৩৬৬৭. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ পরস্পর আলোচনা করতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো তালূতের সাথে নদী অতিক্রমকারীদের অনুরূপ। একমাত্র ঈমানদারগণই তাঁর সাথে নদী অতিক্রম করেছিলেন। আর সংখ্যায় তারা ছিলেন তিন শ' দশের কিছু অধিক।

٣٦٦٨ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةَ أَصْحَابِ بَدْرٍ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثِمِائَةٍ.

৩৬৬৮. বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা তালূতের (বনী ইসরাইলের বাদশা) সঙ্গে নদী অতিক্রমকারী লোকদের অনুরূপ তিন শ' দশজনের কিছু বেশী ছিলো। আর কেবলমাত্র ঈমানদারগণ তাঁর সাথে নদী পার হয়েছিলেন।

---

৬. হযরত সামুয়েল (রাঃ)-এর সময়ে বনী ইসরাইলগণ তাদের পিতৃভূমি ফিলিস্তিনকে আমালেকাদের হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অভিযানে নেতৃত্ব দানের জন্য নবীর কাছে একজন বাদশাহ মনোনীত করার আবেদন করলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি তালূতকে তাদের বাদশাহ তথা প্রধান সেনাপতি মনোনীত করেন। অতঃপর এ যুদ্ধাভিযানে তালূতই তাদের নেতৃত্ব দেন। প্রথমে বহুসংখ্যক বনী ইসরাইল তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেও জর্দান নদী অতিক্রম করার সময় তাদের অধিকাংশ দৃঢ়চিত্ততা ও ঈমানী চেতনার অভাবে নদীর অপর পারে গিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়। এরপর বাদশাহ তালূত যে স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন তাদের সংখ্যা ছিলো তিন শ' দশের কিছু অধিক। তারা সবাই ছিলেন মজবুত ঈমানের অধিকারী। এ হাদীসে তালূতের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী ঈমানদার লোকদের কথাই বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ কুরাইশ গোত্রের কাফের তথা শায়বা, ওতবা, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের ধ্বংসের জন্য নবী (সঃ)-এর অভিশাপ।

٣٦٦٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ ثُمَّ دَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.

৩৬৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) কা'বার দিকে মুখ করে কুরাইশ গোত্রের কয়েকজনের জন্য বদ্‌দো'আ করলেন। বিশেষ করে শায়বা ইবনে রাবি'আ, ওতবা ইবনে রাবী'আ, অলীদ ইবনে ওতবা এবং আবু জাহল ইবনে হিশামের জন্য। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, বদরের যুদ্ধের দিন এসব লোককে নিহত হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকতে দেখেছি। রোদের প্রচণ্ডতা তাদের দেহগুলো বিকৃত করে দিয়েছিলো। আর সেদিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ আবু জাহলের নিহত হওয়ার ঘটনা।

٣٦٧٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ.

৩৬৭০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন (আহত) আবু জাহল যখন মৃত্যুর মুখোমুখি সেই সময় তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তার কাছে গেলেন। তখন আবু জাহল তাকে লক্ষ্য করে বললো, আজ যে লোকটিকে তোমরা হত্যা করলে (অর্থাৎ আবু জাহল) তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরশীল (উত্তম) আর কোন লোক আছে কি?

٣٦٧١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ قَالَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ أَوْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ.

৩৬৭১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন ঃ কে আছ আবু জাহলের খোঁজ নিয়ে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ চলে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন 'আফরার দুই পুত্র তাকে (আবু জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে (মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায়) কাতরাচ্ছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি চেপে ধরে বললেন ঃ তুমিই কি আবু জাহল? বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার (আবু জাহলের) দাঁড়ি চেপে ধরলেন। তখন সে বললো ঃ সেই ব্যক্তির চাইতে বড় আর কেউ আছে কি যাকে তোমরা হত্যা করলে অথবা বললো (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)ঃযাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো?

٣٦٧٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ قَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ قَالَ هَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوْهُ -

৩৬৭২. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন, (যুদ্ধ শেষে) নবী (সঃ) বললেন ঃ কে আছ যে আবু জাহলের অবস্থা জেনে আসতে পার? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন আফরার দুই পুত্র তাকে (আবু জাহলকে) এমনিভাবে পিটিয়েছে যে, সে মাটিতে পড়ে মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার দাঁড়ি টেনে ধরে বললেন ঃ তুমিই কি আবু জাহল? সে (আবু জাহল) জবাব দিলো, সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে যাকে তার নিজের গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো অথবা বললো ঃ (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তোমরা যাকে হত্যা করলে?৭

٣٦٧٣ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ وَفِيْهِمْ أُنْزِلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ تَبَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৩৬৭৩. আলী ইবনে আবু তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি—যে কিয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের সামনে বিবাদের (মীমাংসার) জন্য হাঁটু গেড়ে বসবো। কায়েস ইবনে উবাদ বলেছেন, এ বিষয় সম্পর্কেই কুরআন মজীদের هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ "এ দু'জন বা দু'দল বিবাদকারী তাদের "রব" সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ এ দু'দলের অর্থ হলো হামযা, আলী ও উবাইদা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও অলীদ ইবনে উতবা যারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।৮

---

৭. বদরের যুদ্ধ ছিলো হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কুফরী শক্তি কুরাইশদের দলপতি ও নেতা ছিলো আবু জাহল। কাফেরদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো এক হাজার এবং হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো তিন শত তেরজন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কুফরী শক্তি কুরাইশরা এ যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করেন। আবু জাহল সহ কাফেরদের সত্তরজন সৈনিক এ যুদ্ধে নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়। এ হাদীসে আবু জাহলের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৮. বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের মাধ্যমে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত হামযা (রাঃ) শাইবা ইবনে রাবী'আর সাথে, হযরত আলী (রাঃ) অলীদ ইবনে উতবার সাথে এবং উবাইদা (রাঃ) উতবা ইবনে রাবী'আর সাথে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে লিপ্ত হন। হযরত হামযা ও আলী (রাঃ) তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত ও হত্যা করেন। কিন্তু হযরত উবাইদা (রাঃ) তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উতবা ইবনে রাবী'আকে আহত করেন। কিন্তু নিজেও মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে ইন্তেকাল করেন।

٣٦٧٤ - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فِي سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ عَلِيٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৩৬৭৪. আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কুরআন মজীদের (সূরা হজ্জের) هذان خصمان اختصموا فى ربهم "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের 'রব' সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের ছয়জন লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এই ছয়জন লোক হলেন—আলী, হামযা ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ ও অলীদ ইবনে উতবা।

٣٦٧٥ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ فِينَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ -

৩৬৭৫. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। আলী বলেছেন ঃ هذان خصمان اختصموا فى ربهم "এ দু'দল বিবাদকারী তাদের "রব" সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত হয়েছে" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٣٦٧٦ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَ هٰؤُلَاءِ الْآيَاتُ فِي هٰؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْوَهُ -

৩৬৭৬. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনেছি যে, ওপরে উল্লেখিত আয়াতগুলো ওপরে উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি সম্পর্কে বদর যুদ্ধের সময় নাযিল হয়।

٣٦٧٧ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ حَمْزَةُ وَعَلِيٌّ وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَعُتْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৩৬৭৭. কায়েস ইবনে উবাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবুযারকে কসম করে বলতে শুনেছি যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়—"এই যে দু'দল দাবিদার—এরা নিজেদের 'রব' সম্পর্কে ঝগড়া-বিবাদ করছে—সুতরাং যারা কুফরী করেছে, তাদের জন্য আগুনের পোশাক মাপ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার ওপরে ফুটন্ত পানি ঢালা হবে। তাতে তাদের পেটের মধ্যে যা কিছু আছে তা বেরিয়ে পড়বে আর চামড়াও খসে পড়বে। আর তাদেরকে পিটানোর জন্য আছে লোহার হাতুড়ি।"—(সূরা—হজ্জ—১৯-২০)।

—হামযা, আলী ও উবাইদা ইবনুল হারেস এবং রাবী'আর দুই পুত্র উতবা, শায়বা ও অলীদ ইবনে উতবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা বদরের যুদ্ধের দিন পরস্পর লড়াই করেছে।

٣٦٧٨- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَأَلَ رَجُلٌ بِالْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا قَالَ بَارَزَ وَظَاهَرَ حَقًّا.

৩৬৭৮. আবু ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আমি শুনলাম এক ব্যক্তি এসে বারা' ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করলো, আলী কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? তিনি বললেন : আলী তো ঐ যুদ্ধে দু'-দু'টো লোহার জামা পরিধান করেছিলেন এবং (বাতিলের মোকাবিলায়) হককে বিজয়ী করেছিলেন।

٣٦٧٩ - عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَذَكَرَ قَتْلَهُ وَقَتْلَ ابْنِهِ فَقَالَ بِلَالٌ لَا نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ

৩৬৭৯. সালেহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ তাঁর পিতা ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে তিনি তাঁর (সালেহ ইবনে ইবরাহীমের) দাদা আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি উমাইয়া ইবনে খালাফের সাথে একটি লিখিত চুক্তি করেছিলাম। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আওফ) উমাইয়া ইবনে খালাফ ও তার পুত্রের নিহত হওয়ার কথা বললে বেলাল (বেলাল হাবশী) বললেন : যদি উমাইয়া ইবনে খালাফ প্রাণে বেঁচে যেতো তাহলে আমি খুশী হতাম না।[৯]

٣٦٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ وَالنَّجْمِ. فَسَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.

৩৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) একদিন সূরা আন-নাজ্‌ম পাঠ করলেন এবং সিজদা (সিজদায়ে তেলাওয়াত) করলেন। এক বৃদ্ধ ছাড়া তাঁর [নবী (সঃ)] কাছে যারা উপস্থিত ছিলো তারা সবাই সিজদা করলো। কিন্তু বুড়ো এক-মুঠি মাটি উঠিয়ে কপালে ছুঁইয়ে বললো, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনে

---

৯. হযরত বেলাল (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। নবী (সঃ) ইসলামের তাবলীগ শুরু করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ ছিলো ইসলাম ও নবী (সঃ)-এর জঘন্যতম দুশমন। তাই হযরত বেলাল (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ মেনে নিতে পারলো না। সে হযরত বেলালের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করলো। অনেক সময় হযরত বেলাল (রাঃ)-কে দুপুরের তপ্ত মরু-বালুকার ওপর শুইয়ে বুকে পাথর চেপে দেয়া হতো এবং বলা হতো, ইসলাম পরিত্যাগ করলে তাঁকে এ নির্যাতন থেকে রেহাই দেয়া হবে। তিনি এসব অত্যাচার বরদাশত করেছেন। কিন্তু ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। বিনিময়ে তাঁকে আরো কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। অবশেষে হযরত আবু বকর (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালাফের নিকট থেকে তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। তাই উমাইয়ার কথা শুনে হযরত বেলাল (রাঃ)-এর এ প্রতিক্রিয়া ছিলো খুবই স্বাভাবিক।

মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, কিছুদিন পরে (বদর যুদ্ধে) আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।১০

٣٦٨١ - عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلٰثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ اِحْدٰهُنَّ فِيْ عَاتِقِهِ قَالَ اَنْ كُنْتُ لَاُدْخِلُ اَصَابِعِيْ فِيْهَا قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ قَالَ عُرْوَةُ وَقَالَ لِيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَمَا فِيْهِ قُلْتُ فِيْهِ فَلَّةٌ ثَلٰثًا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ صَدَقْتَ بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلٰى عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَاَقَمْنَاهُ بَيْنَنَا ثَلٰثَةَ اٰلَافٍ وَاَخَذَهُ بَعْضُنَا وَلَوَدِدْتُ اَنِّيْ كُنْتُ اَخَذْتُهُ

৩৬৮১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন (তাঁর পিতা) যুবায়েরের দেহে তরবারীর তিনটি মারাত্মক জখমের চিহ্ন ছিলো। এর একটি ছিলো তাঁর কাঁধে। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন, আমি আমার আঙুলগুলো ঐ যখমের স্থানে (গর্তে) ঢুকিয়ে দিতাম। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবায়ের) আরো বলেছেন : ওই আঘাত তিনটির দু'টি ছিলো বদর যুদ্ধে এবং একটি ছিলো ইয়ারমুক যুদ্ধের। উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (উরওয়ার ভাই) শহীদ হওয়ার পর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : হে উরওয়া! তুমি কি যুবায়েরের তরবারী চিন? আমি বললাম, হাঁ, চিনি। আবদুল মালেক বললো : তার কোন চিহ্ন উল্লেখ করতে পার? আমি বললাম : এর এক জায়গায় ভাঙা আছে যা বদর যুদ্ধের দিন ভেঙেছিলো। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান বললো : হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। তারপর তিনি (আবদুল মালেক) আবৃত্তি করলেন : بهن فلول من قراع الكتائب ভাঙা ছিলো ধার তার সেনাদের আঘাতে আঘাতে। তারপর তিনি তরবারীখানা উরওয়া (ইবনে যুবায়ের)-কে ফিরিয়ে দেন। বর্ণনাকারী হিশাম বলেন : আমরা নিজেরা তরবারীখানির মূল্য ধরেছিলাম তিন হাজার দিরহাম। আমাদের মধ্যে একজন তরবারীখানা খরিদ করে নিলো। তবে তা পাওয়ার জন্য আমি নিজে খুবই আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম।

٣٦٨٢ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ كَانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ۔

৩৬৮২. হিশাম তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তার (উরওয়ার) পিতার তরবারী রৌপ্যের কারুকার্যখচিত ছিলো। আর উরওয়ার তরবারীও রৌপ্যের কারুকার্যখচিত ছিলো। [সম্ভবতঃ হযরত উরওয়া (রাঃ)-এর তরবারীখানিই হযরত যুবায়ের (রাঃ)-এর তরবারী ছিলো]।

---

১০. আলোচ্য হাদীসে যে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে হলো উমাইয়া ইবনে খালাফ। সে বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়, ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য তার হয়নি।

٣٦٨٣- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلَا تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ فَقَالَ إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوا لَا نَفْعَلُ فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ فَجَازَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلًا فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضُرِبَ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضَرَبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَحَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلًا.

৩৬৮৩. উরওয়া (ইবনে যুবায়ের) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন যুবায়েরকে বললেন ঃ তুমি কাফেরদের ওপর আক্রমণ করো, আমরাও একযোগে তোমার সাথে হামলা করবো। তিনি বললেন, আমার সন্দেহ যে, আমি যদি আক্রমণ করি তাহলে তোমরা আমার সাথে থাকবে না। তারা বললেন, আমরা নিশ্চয়ই তোমার সাথে থেকে তাদের ওপর হামলা করবো। এরপর যুবায়ের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করলেন এবং তাদের ব্যূহভেদ করে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আশে-পাশে তখন কেউ-ই ছিলো না। তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলে শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো এবং তাঁর কাঁধের ওপর যেখানে বদর যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন ছিলো তার দু'-পাশে দু'টি আঘাত করলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওই আঘাতগুলো থেকে সৃষ্ট গর্তে আমার সবগুলো আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করতাম। উরওয়া আরো বর্ণনা করেছেনঃ ইয়ারমুকের এই যুদ্ধে তাঁর (যুবায়েরের) সাথে (তার পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরও ছিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের) ছিলেন তখন দশ বছর বয়সের বালক। যুবায়ের তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নিলেন এবং এক ব্যক্তির ওপর তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন।১১

٣٦٨٤- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا

১১. ইয়াযীদ [মু'আবিয়া (রঃ)-এর পুত্র] তার শাসন যুগে যে সময় মক্কার ওপর আক্রমণ ও বায়তুল্লাহর ওপর পাথর বর্ষণ করে সে সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তার মোকাবিলা করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।

أَقُوْلُ مِنْهُمْ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللّٰهُ حَتّٰى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً وَنَدَمًا۔

৩৬৮৪. আবূ তালহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর আদেশে চব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কঙ্করময় কূপে নিক্ষেপ করা হলো। নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো কোন গোত্র বা কওমের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সেখানে খোলা মাঠে তিন রাত অবস্থান করা। বদর প্রান্তরে এরূপ অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে যাত্রার (জন্য প্রস্তুতির) নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন কষে বাঁধা হলো। তখন তিনি পায়ে হেঁটে (কিছুদূর) এগিয়ে চললেন। সাহাবাগণও পেছনে পেছনে গেলেন। তারা মনে করেছিলেন, তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন : হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা পুরোপুরিই তা সঠিক পেয়েছি। (বলো!) তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছো? আবূ তালহা বর্ণনা করেছেন, এ সময় উমর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! যেসব দেহে প্রাণ নাই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন : সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছো না। কাতাদা বলেছেন : আল্লাহ তাঁর [নবী (সঃ)-এর] কথা শুনানোর জন্য তাঁদেরকে (কাফেরদেরকে) জীবিত করেছিলেন, তারা যেন ধমকি, লাঞ্ছনা, অপমান, কষ্ট-দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করছে।

٣٦٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ وَاللّٰهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَالَ عُمَرُو هُمْ قُرَيْشٌ وَمُحَمَّدٌ ﷺ وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرٍ۔

৩৬৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি الذين بدلوا نعمة الله كفرا (যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী বা অবাধ্যতায় বদলে দিয়েছে) এই আয়াতাংশের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহর কসম! এ দ্বারা কাফের কুরাইশদেরকে বুঝানো হয়েছে। আমর বলেছেন : এর অর্থ হলো কুরাইশগণ। আর মুহাম্মদ (সঃ) হলেন আল্লাহর নেয়ামত। আর "নিজেদের কওমকে তারা ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে" (ইবরাহীম : ২৮) আয়াতাংশের অর্থ হলো দোযখ। অর্থাৎ বদর যুদ্ধের দিন দোযখে পৌঁছে দিয়েছে।

٣٦٨٦- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهٖ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيْئَتِهٖ وَذَنْبِهٖ وَاَنَّ اَهْلَهٗ لَيَبْكُوْنَ عَلَيْهِ الْاٰنَ قَالَتْ وَذٰلِكَ مِثْلُ قَوْلِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اَنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ وَاِنَّمَا قَالَ اَنَّهُمْ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ اِنَّكَ لَا

تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ ،، يَقُوْلُ حِيْنَ تَبَوَّءُوْا مَقَاعِدَهُمْ.

৩৬৮৬. হিশাম তার পিতা (উরওয়া) থেকে বর্ণনা করেছেন। [আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসটি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন] উরওয়া বলেছেনঃ মৃত ব্যক্তিকে তার প্রিয়-জনদের কান্নাকাটি করার কারণে কবরে আযাব দেয়া হয়। নবী (সঃ)-এর এ কথাটি আয়েশার কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির অপরাধ ও গোনাহর কারণে তাকে আযাব দেয়া শুরু হয় অথচ তার প্রিয়জন তখনও তার জন্য কাঁদছে। আয়েশা বলেছেন এ কথাটিও ঐ কথাটির অনুরূপ যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বদরে নিহত মুশরিকদের লাশ যে কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেই কূপের ধারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে যা বলার বললেন এবং জানালেন যে, আমি যা বলছি তারা তা সবই শুনতে পাচ্ছে। তিনি বললেন ঃ তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদেরকে যা বলেছিলাম তা ছিলো হক ও ন্যায়সংগত। তারপর তিনি [আয়েশা (রাঃ)] এ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করলেন ঃ "তুমি মৃতদেরকে শুনাতে সক্ষম নও" (সূরা—রূম—৫২) "আর যারা কবরে পড়ে আছে তাদেরকে তো তুমি শুনাতে সক্ষম নও।" (সূরা—ফাতির ঃ ২২) উরওয়া বলেনঃ আয়েশার এ আয়াত তিলাওয়াতের অর্থ হলো দোযখে যখন তাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে তখন তাদেরকে আর কিছু শোনানো সম্ভব নয়।

٣٦٨٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَقَفَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى قَلِيْبٍ بَدْرٍ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ اِنَّهُمْ الْاٰنَ يَسْمَعُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَهُمْ ذُكِرَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُمْ الْاٰنَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ الَّذِىْ كُنْتُ اَقُوْلُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ ،، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى ،، حَتّٰى قَرَأَتِ الْاٰيَةَ

৩৬৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) বদরের কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ (হে মুশরিকগণ!) তোমাদের 'রব' তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা কি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছো? পরে তিনি [নবী (সঃ)] বললেনঃ এ মুহূর্তে আমি যা বলছি তা তারা শুনছে। এ বিষয়টি আয়েশার কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি (আয়েশা) বললেন ঃ নবী (সঃ) যা বলেছিলেন তার অর্থ হলো তারা এখন বুঝতে পারছে যে, আমি তাদের যা বলতাম তা যথাযথ সত্য ছিলো। তারপর তিনি পাঠ করলেনঃ "তুমি তো মৃতদেরকে শুনাতে সক্ষম নও। আর তুমি কোন আহ্বানই বধিরদের কর্ণগোচর করাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ ফিরে (উল্টো দিকে) চলে যায়।"

—(সূরা—আর-রূম—৫২)।১২

অনুচ্ছেদ ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা।

٣٦٨٨ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ اُصِيْبَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ غُلَامٌ فَجَاءَتْ اُمُّهُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّىْ فَاِنْ يَّكُنْ فِى الْجَنَّةِ اَصْبِرْ

১২. এখানে মৃত ও বধির বলতে কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, তারা দ্বীনের কথা শুনেও উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং তাদের অবস্থা যেন মৃত ও বধিরদের মতই। অন্যথা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর রসূলের কথা মৃতদেরকে শুনিয়ে দিতে পারেন।

وَاحْتَسِبْ وَإِنَّكِ الْأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوْ هَبِلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ۔

৩৬৮৮. আনাস বলেন : হারিসা (ইবনে সুরাকা) ছিলো একজন বালক। সে বদর যুদ্ধে শহীদ হয়। তার মা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! হারিসা আমার কত আদরের তা আপনি অবশ্যই জানেন। এখন বলুন, যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো এবং তার জন্য সওয়াবের আশা করবো। অন্যথা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিরূপ কান্নাকাটি করছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: ওহে! তুমি কি শোকে পাগলিনী হয়ে গেলে? আল্লাহ তা'আলা কি মাত্র একটি বেহেশত তৈরী করে রেখেছেন। বেহেশত বহুসংখ্যক আছে। আর সে (তোমার পুত্র হারিসা) জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে।১০

٣٦٨٩ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ حَاطِبٌ وَاللهِ مَا بِي أَنْ لَا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي لِأَضْرِبَ عُنُقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ۔

---

১০. হাদীসে বর্ণিত হারিসা হলেন সুরাকার পুত্র হারিসা, হযরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফাতো ভাই। হারিসার মায়ের নাম রুবাইয়ে'। তিনি ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ)-এর ফুফু। হারিসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। একটি হাউজ থেকে পানি পান করার সময় ইবনুল গারফা নামক এক কাফের তাকে তীর নিক্ষেপ করে শহীদ করে।

৩৬৮৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু মুরশেদ, যুবায়ের ও আমাকে 'রওযা খাখ' নামক জায়গায় যাওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন : সেখানে গিয়ে একজন মুশরিক স্ত্রীলোককে দেখতে পাবে। তার নিকট মক্কার মুশরিকদের কাছে লিখিত হাতেব ইবনে আবু বাল্‌তা'আর একখানা পত্র আছে। (সেই পত্রখানা ছিনিয়ে আনবে)। আলী বলেন, আমরা সবাই ঘোড়ার পিঠে রওয়ানা হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশিত স্থানে গিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে (স্ত্রীলোকটি) তখন একটি উটের পিঠে আরোহণ করে পথ চলছিলো। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা বের করো। সে বললো : আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তখন তার উটটিকে বসিয়ে তার তল্লাশী নিলাম। কিন্তু কোন পত্র বের করতে পারলাম না। আমরা বললাম : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথা মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং পত্রখানা বের করে দাও। নতুবা আমরা তোমাকে উলংগ করে তল্লাশী চালাবো। কঠোর মনোভাব লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি তার কোমরের পরিধেয় বস্ত্রের গিঁটে কাপড়ের পুঁটুলির মধ্য থেকে তা বের করে দিলো। তা নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলাম। (সব দেখেশুনে) ওমর বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। আমাকে অনুমতি দিন আমি তার (পত্র লেখকের) গর্দান উড়িয়ে দিই। নবী (সঃ) (পত্র লেখক হাতেবকে ডেকে) বললেন : তুমি এরূপ কাজ করলে কেন? তখন হাতেব বললেন : আল্লাহর শপথ। আমি এ কাজ এ জন্য করি নাই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করি না। এ কাজ করার পেছনে আমার উদ্দেশ্য হলো (মক্কার শত্রু) কওমের প্রতি কিছু ইহসান করা যাতে আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের অনিষ্ট থেকে আমার মাল ও পরিবার রক্ষা পায়। আর আপনাদের সাহাবাদের সবারই কোন-না-কোন গোত্রীয় বা বংশীয় আত্মীয় সেখানে (মক্কায়) রয়েছে যার মাধ্যমে আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সম্পদ ও পরিবারবর্গ রক্ষা পাবে। এসব শুনে নবী (সঃ) বললেন : সে (হাতেব) ঠিকই বলেছে। তোমরা তার বিষয়ে উত্তম কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না। তখন উমর বললেন, সে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরকে বললেন : সে কি বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়নি? নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দেখে বলেছেন : তোমরা যেমন ইচ্ছা আরাম করো। জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে আছে অথবা বলেছেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উমরের দু' চোখ তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।১৪

অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ জু'ফী, আবু আহ্‌মাদ যুবাইরী, আবদুর রহমান ইবনুল গাসীল, হামযা ইবনে আবু উমাইদ এবং যুবায়ের ইবনে মুনযির ইবনে আবু উসাইদের মাধ্যমে আবু উসাইদ থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু উসাইদ বলেছেন :

---

১৪. হযরত হাতেব ইবনে আবু বাল্‌তা'আ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় মক্কা অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন এবং মক্কাবাসীরা যাতে এ অভিযানের কথা পূর্বাহ্নে জানতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তা রক্ষা করছিলেন, হযরত হাতেব সে সময় এ পত্র দিয়েছিলেন। হযরত হাতেব মনে করেছিলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) অকস্মাৎ মক্কার ওপর চড়াও হলে মক্কাবাসী কাফেররা মদীনার মুসলিমদের মক্কাস্থ আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে হত্যা করে ফেলতে পারে। হযরত হাতেব (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ মক্কাতেই ছিলো। মক্কাতে তাঁর এমন কোন আত্মীয়-স্বজন ছিলো না যারা তার পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় দিতে সক্ষম। তাই তিনি কাফেরদের কাছে পত্র দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কা আক্রমণের কথা তাদেরকে জানাতে মনস্থ করলেন যাতে এ উপকারের কথা মনে করে তারা তাঁর পরিবার-পরিজনের কোন ক্ষতি না করে।

বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, শত্রু তোমাদের নিকটে পৌঁছে গেলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীর সংরক্ষিত রাখবে।

٣٦٩٠- عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ يَعْنِي كَثَّرُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ

৩৬৯০. আবু উসাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছিলেন যে, তারা (শত্রু) তোমাদের নিকটবর্তী হলে তীর নিক্ষেপ করবে অন্যথা তীরসমূহ সংরক্ষিত রাখবে।১৫

٣٦٩١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَابُونَا سَبْعِينَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أَسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

৩৬৯১. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ অহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তীর নিক্ষেপকারী বাহিনীর প্রধান হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। (এ যুদ্ধে) তারা (কাফেররা) আমাদের সত্তুরজনকে শহীদ করেছিলো। আর বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিকদের একশ' চল্লিশজনকে গ্রেফতার করে ফেলেছিল, তার মধ্য থেকে সত্তুরজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং সত্তুরজনকে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিল। (অহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের পর) আবু সুফিয়ান বললো ঃ আজকের দিন বদর যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ নেয়া হলো। আর যুদ্ধ তো কূপ থেকে পানি উঠানোর পাত্রের মত। (অর্থাৎ পানির পাত্র যেমন হাত বদল হতে থাকে, তেমনি যুদ্ধেও সব সময় বিজয় শুধু এক পক্ষের হয় না)।

٣٦٩٢- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَإِذَ لَخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ الصِّدْقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ

৩৬৯২. আবু বুরদা আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমার মনে হয় আবু মূসা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলাম সেটিই পরবর্তী সময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন। আর উত্তম সওয়াব বা পুরস্কার সম্বন্ধে যা দেখেছিলাম তা বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দান করেছেন।১৬

---

১৫. এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, অস্ত্রের পাল্লার মধ্যে না আসা পর্যন্ত শত্রুকে আঘাত করা বা অস্ত্র ব্যবহার করা বোকামি। কারণ, এতে শুধু অস্ত্রের অপচয় হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশ সমরবিদ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।

১৬. রসূলুল্লাহ (সঃ) এক সময়ে স্বপ্নে কতকগুলো গরু কোরবানী করতে দেখলেন এবং কিছু কল্যাণের ইঙ্গিত পেলেন। তিনি গরু কোরবানী অর্থ করলেন অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের শহীদ

٣٦٩٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنِّي لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ الْتَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي فَتَيَانِ حَدِيثَا السِّنِّ فَكَأَنِّي لَمْ آمَنْ مَكَانَهُمَا إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ يَا عَمِّ أَرِنِي أَبَا جَهْلٍ فَقُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قَالَ عَاهَدْتُ اللّٰهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ فَشَدَّ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

৩৬৯৩. আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন সৈনিকদের ব্যূহে দাঁড়িয়ে আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলাম আমার ডানে ও বামে দু'জন অল্প বয়স্ক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পাশে তাদের মতো অল্প বয়স্ক দু'জন যুবক থাকার কারণে আমি যেন নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলাম না। এ সময় তাদের একজন অন্য-জন থেকে গোপন করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো : চাচাজান! আমাকে দেখিয়ে দিন তো আবু জাহল কে? আমি বললাম, ভাতিজা, তাকে (আবু জাহল) দিয়ে তুমি কি করবে? সে বললো, আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি যে, তার দেখা পেলে আমি তাকে হত্যা করবো কিংবা এ জন্য নিজেই মৃত্যুবরণ করবো। অন্যজনও অনুরূপভাবে তার সংগীকে গোপন করে আমাকে একই কথা জিজ্ঞেস করলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেছেন : তখন তাদের দু'জনের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি হলো। মনে করলাম আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পাশেই আছি। আমি তাদের দু'জনকে ইশারায় আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা দু'টি শিকারী বাঘের মতো তৎক্ষণাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে হত্যা করলো। এরা দু'জন ছিল আফরার দু'পুত্র।১৭

٣٦٩٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْهَدَّةِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا لَهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأْكَلَهُمُ التَّمْرَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فَقَالُوا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ فَلَمَّا حَسَّ بِهِمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأَ إِلَى مَوْضِعٍ فَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمْ انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ لَا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا

হওয়ার ঘটনাকে। আর দ্বিতীয় বদরের পর মুসলমানগণ যে দৃঢ়চিত্ততা ও ঈমানী বল লাভ করলেন সেটিকে তিনি স্বপ্নে দেখা কল্যাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন। কেননা বদরের পূর্বে ভীতি সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। কিন্তু তাতে তাদের ঈমান আরো মজবুত এবং মনোবল আরো বৃদ্ধি পেলো।

১৭. আবু জাহলের হত্যাকারী দু'ভাই ছিলেন মু'আয ও মু'আওয়েস।

فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَيُّهَا الْقَوْمُ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ ﷺ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عَاصِمًا وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ عَلَى الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ وَزَيْدُ بْنُ الدَّثِنَةِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا قَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ وَاللَّهِ لَا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لِي بِهَؤُلَاءِ أُسْوَةً يُرِيدُ الْقَتْلَى فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَانْطَلَقَ بِخُبَيْبٍ وَزَيْدِ بْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوهُمَا بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ ابْنِ نَوْفَلٍ خُبَيْبًا وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ فَاسْتَعَارَ مِنْ بَنَاتِ الْحَارِثِ مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَأَعَارَتْهُ فَدَرَجَ بُنَيٌّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ حَتَّى أَتَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتْ فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ قَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَأْكُلُ قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ فِي يَدِهِ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ بِالْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ تَحْسَبُوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَزِدْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَدًا ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ ؛ فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ؛ عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي ؛ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ؛ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ ؛ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو سَرْوَعَةَ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ يُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلًا عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ فَبَعَثَ اللَّهُ لِعَاصِمٍ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا أَمْرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعُمْرِيَّ وَهِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيَّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا.

৩৬৯৪. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে দশজনের একটি

দলকে গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠালেন। তারা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদ্দা নামক স্থানে পেঁছলে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনী লেহ্ইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানানো হলো। তারা একশ' জন তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠালে তারা তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে এমন এক স্থানে গিয়ে পেঁছলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহইয়ান গোত্রের তীর নিক্ষেপকারীগণ) ইয়াসরিবের খেজুর (এর আঁটি) বলে চিনতে পারলো এবং পদচিহ্ন অনুসরণ করে খুঁজতে থাকলো। আসেম ও তাঁর সংগীগণ তাদের দেখতে পেয়ে একটি পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিলে তারা সে স্থান ঘিরে ফেললো। তখন তারা মুসলমানদেরকে অবতরণ করে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে বললো : তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম ইবনে সাবেত বললেন : হে আমার সংগী ভাইয়েরা! আমি কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে অবতরণ করবো না। তারপর তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের খবর তোমার নবীকে পেঁছিয়ে দাও। এরপর তারা তীর ছুঁড়ে আসেমকে শহীদ করলে অবশিষ্ট তিনজন খুবায়েব, যায়েদ ইবনে দাসেনা এবং আরেফ তাদের প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদায় বিশ্বাস করে পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারা আত্মসমর্পণ করলে কাফেররা নিজেদের ধনুকের রশি খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেললো। এ দেখে তৃতীয়জন বললো : এটা হলো প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না। আমি আমার সাথীদের সাথেই থাকবো অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবো। তারা (কাফেররা) তাকে বহু টানা-হেঁচড়া করলো। কিন্তু তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। (তারা তাঁকে হত্যা করলো)। অতঃপর খুবায়ের ও যায়েদ ইবনে দাসেনা উভয়কেই মক্কায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হলো। এটা ছিলো বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। তাই বনী হারেস ইবনে আমের ইবনে নওফেল খুবায়েবকে খরিদ করলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে তিনিই হারেস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব তাদের হাতে বন্দী অবস্থায় কাটাতে থাকলেন। পরে তারা সবাই তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করলে তিনি (খুবায়েব) হারেসের কোন এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্মের জন্য একখানা ক্ষুর চেয়ে নিলেন। তার (হারেসের কন্যার) অসতর্ক অবস্থায় তার একটি ছোট বাচ্চা খুবায়েবের কছে গিয়ে পেঁছলো। সে (হারেসের কন্যা) দেখতে পেলো সে (খুবায়েব) তার বাচ্চাকে কোলে নিয়ে রানের ওপর বসিয়ে ক্ষুরখানা হাতে ধরে আছে। সে (হারেসের কন্যা) বর্ণনা করেছে, আমি তখন খুব আতংকিত হয়ে পড়লে খুবায়েব তা বুঝতে পারলেন। তিনি মহিলাকে বললেন : আমি তাকে (শিশুকে) হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পেয়েছো! তা আমি কখনো করবো না। সে বর্ণনা করেছে : আল্লাহর শপথ! আমি খুবায়েবের মতো এত উত্তম কয়েদী কখনো দেখি নাই। আল্লাহর শপথ! একদিন আমি তাঁর হাতে আঙুরের ছড়া দেখেছি সে তা খাচ্ছিলো। অথচ সে লোহার শিকলে বাঁধা ছিলো। আর সে সময় মক্কায় কোন ফল ছিলো না। পরবর্তীকালে সে (হারেসের কন্যা) বলতো, ওই আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে খুবায়েবের জন্য রিযিক হিসেবে এসেছিলো। পরে তারা খুবায়েবকে হত্যা করার জন্য যখন হারামের বাইরে নিয়ে চললো তখন তিনি তাদের বললেন : তোমরা আমাকে দু'রাকআত নামায পড়তে দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাকআত নামায পড়ে তাদেরকে বললেন : আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তোমরা এ কথা মনে না করলে আমি নামায আরো দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি এই বলে দো'আ করলেন। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করো এবং একজনকেও জীবিত রেখো না। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

'অর্থাৎ আমি যখন মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য লাভ করছি, তখন মোটেই পরোয়া করি না যে, মৃত্যুর মুহূর্তে কোন্ পাশে ঢলে পড়বো।'

'আমার এই কোরবানী যেহেতু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাই তিনি চাইলে আমার প্রতিটি কর্তিত অংগের বিনিময়ে বরকত দান করবেন।'

এরপর হারেসের পুত্র আবু সারওয়া উকবা তাঁকে শহীদ করলো। আর এভাবেই হযরত খুবায়েব সেসব মুসলমানের জন্য দু'রাকআত নামাযের নিয়ম (সুন্নাত) চালু করে গেলেন যারা অসহায় অবস্থায় ধৈর্যের সাথে শত্রুর হাতে শাহাদাত বরণ করেন। নবী (সঃ) সেদিনই তাঁর সাহাবাদেরকে আসেম ও তাঁর বন্ধুদের শাহাদত বরণের কথা অবহিত করলেন। কুরাইশদের কাছে আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়ার খবর পেঁছিলে তারা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আসেমের শরীরের কোন অংগ কেটে আনার জন্য লোক প্রেরণ করলো। কেননা বদরের যুদ্ধে আসেম তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তারা তাঁর দেহের কোন অংগ কেটে নিতে সক্ষম হলো না। আল্লাহ তা'আলা একঝাঁক বিষাক্ত মৌমাছি বা ভীমরুল পাঠিয়ে কুরাইশ সেনাদলের হাত থেকে আসেমের দেহ রক্ষা করলেন। যাতে তারা তাঁর দেহের কোন অংগ কেটে নিতে না পারে। কা'ব ইবনে মালেক বর্ণনা করেন যে, মুরারা ইবনে রাবী' উমরী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকিফী সম্পর্কে লোকেরা আমাকে বলেছে যে, তারা উভয়ে আল্লাহর সালেহ বান্দা ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।১৮

٣٦٩٥ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا
مَرِضَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَرَكِبَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَاقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ وَتَرَكَ
الْجُمُعَةَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ
بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ
اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ
سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ
بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ
وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا
أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ
تُرَجِّينَ النِّكَاحَ وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ
سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ
إِنْ بَدَا لِي تَابَعَهُ أَشْهَبُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ

---

১৮. মুরারা ইবনে রাবী' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। কিন্তু তারা তাবুক যুদ্ধে বিনা ওজরে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন। তাই আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশে তাঁদেরকে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত বয়কট করা হয়। তাঁরা খালেছভাবে আল্লাহর কাছে তওবা করলে তা কবুল হয় এবং পুনরায় তারা মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা শুরু করেন।

شِهَابٍ وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ.

৩৬৯৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সা'ঈদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে জুম'আর দিন এ খবর দিলে তিনি সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে এবং জুম'আর নামাযের সময় খুবই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে দেখে তিনি জুম'আ পরিত্যাগ করলেন। (আর একটি সনদে) লাইস ইউনুস থেকে, ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে এবং ইবনে শিহাব উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : তাঁর পিতা উতবা উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম যুহরীকে পত্রের মাধ্যমে সুবাইয়া বিনতে হারেস আসলামিয়ার কাছে গিয়ে তার ঘটনা ও রসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে আদেশ করলেন। অতঃপর উমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম আবদুল্লাহ ইবনে উতবাকে লিখে জানালেন। সুবাইয়া ইবনে হারেস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। সা'দ ইবনে খাওলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। বিদায় হজ্জের বছর তাকে গর্ভবতী রেখে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের অল্পদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করলেন এবং নেফাস থেকে পবিত্র হয়েই বিয়ের পয়গামের আশায় খুব পরিপাটিভাবে সাজ-গোজ করতে শুরু করেন। সে সময় আবদুদ্দার গোত্রের আবুস সানাবেল ইবনে বা'কাক নামক এক ব্যক্তি গিয়ে তাকে বললো : তুমি নাকি বিয়ের প্রস্তাবের আশায় (প্রস্তাবকারীদের জন্য) সাজ-গোজ করতে শুরু করেছো? আল্লাহর শপথ! চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার আগে তুমি বিয়ে করতে পার না। সুবাইয়া বর্ণনা করেন, আবুস সানাবেল আমাকে এ কথা বললে আমি কাপড়-চোপড় পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটে গেলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকে বললেন : তুমি সন্তান প্রসব করেছো। তাই এখন বিয়ে করা তোমার জন্য হালাল। সুযোগ মতো তিনি আমাকে বিয়ে করার নির্দেশ দিলেন। [ইমাম বুখারী (রঃ)] বর্ণনা করেছেন যে, আসবাগ ইবনে ওয়াহাবের মাধ্যমে ইউনুস লাইসের অনুরূপভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লাইস বলেছেন : ইউনুস ইবনে শিহাব থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন : বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের আযাদকৃত ক্রীতদাস মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সাওবান জানিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাম্মদ ইবনে ইয়াস ইবনে বুকায়েরের পিতা তাকে জানিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের অংশগ্রহণ।

٣٦٩٦. عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيكُمْ قَالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالَ وَكَذٰلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ.

৩৬৯৬. মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' যুরকী থেকে বর্ণিত। তার পিতা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন। তিনি বলেছেন : জিবরাইল নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আপনি কি অভিমত পোষণ করেন?

তিনি বললেন : সব মুসলমানের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করি অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) এরূপ কোন বাক্যই তিনি বলেছিলেন। জিবরাইল (আঃ) বললেন : ফেরেশতাদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও এরূপ। অর্থাৎ তারাও ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফেরেশতা।

٣٦٩٧. عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ رِفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَكَانَ رَافِعٌ مِنَ الْعَقَبَةِ وَكَانَ يَقُولُ لِابْنِهِ مَا يَسُرُّنِي أَنِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِهٰذَا

৩৬৯৭. মু'আয ইবনে রিফা'আ ইবনে রাফে' থেকে বর্ণিত। রিফা'আ ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। আর রাফে' ছিলেন বাই'য়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তাই রাফে' তাঁর পুত্র রিফা'আকে বলতেন : আকাবার বাইয়াতে অংশগ্রহণের চেয়ে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার কাছে বেশী আনন্দের বিষয় মনে হয় না। কেননা জিবরাইল এ বিষয়ে নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

٣٦٩٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَكًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ وَعَنْ يَحْيَى أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذٌ هٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ يَزِيدُ قَالَ مُعَاذٌ أَنَّ السَّائِلَ هُوَ جِبْرِيلُ.

৩৬৯৮. মু'আয ইবনে রিফা'আ থেকে বর্ণিত যে, একজন ফেরেশতা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং ইয়াহ্ইয়া থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনে হাদ তাঁকে জানিয়েছেন যে, যেদিন মু'আয এ হাদীসটি আমার নিকট বর্ণনা করেছিলেন সেদিন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, মু'আয বলেছেন : জিজ্ঞেসকারী ফেরেশতা হলেন জিবরাইল।

٣٦٩٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

৩৬৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) বললেন : এই তো জিবরাইল! ঘোড়ার মাথা হাত দিয়ে চেপে ধরে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তিনি এসে গিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ :

খলীফা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী, সা'ঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন : বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু যায়েদ ইন্তেকাল করলেন। আর তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

٣٧٠٠. عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ ابْنِ مَالِكٍ الْخُدْرِيَّ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ

لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ نَسْخٌ لِمَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ·

৩৭০০. ইবনে খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু সা'ঈদ ইবনে মালেক খুদরী সফর থেকে বাড়ী ফেরার পর বাড়ীর লোকেরা তাঁকে কোরবানীর গোশত খেতে দিলো। তিনি বললেন ঃ আমি এ সম্পর্কে জানার আগে এ গোশত খেতে পারি না। (কেননা, তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত রেখে খেতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো)। তাই তিনি তার মায়ের গর্ভজাত সৎভাই কাতাদা ইবনে নু'মানের কাছে গিয়ে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেন। কাতাদা ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা। তিনি তাকে বললেন ঃ তিন দিনের পর কোরবানীর গোশত খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে গিয়েছে।১৯ (অর্থাৎ পরের নির্দেশে তা খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে)।

٣٧٠١-عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّبَيْرُ لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ مُدَجَّجٌ لَا يُرَى مِنْهُ إِلَّا عَيْنَاهُ وَهُوَ يُكْنَى أَبَا ذَاتِ الْكَرِشِ فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامٌ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَمَطَّأْتُ فَكَانَ الْجَهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا وَقَدْ انْثَنَى طَرَفَاهَا قَالَ عُرْوَةُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ وَقَعَتْ عِنْدَ آلِ عَلِيٍّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ

৩৭০১. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যুবায়ের ইবনে আওয়াম বলেছেন ঃ বদরের যুদ্ধের দিন আমি উবায়দা ইবনে সা'ঈদ ইবনে আসকে এমন মারাত্মকভাবে আহত দেখলাম যে, তার দু'চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাকে আবু যাতুল কারিশ বলে ডাকা হতো। সে বললো ঃ আমি আবু যাতুল কারিশ। এ কথা শুনে আমি বর্শা নিয়ে তার ওপর আক্রমণ চালালাম এবং তার চোখ ফুঁড়ে দিলাম। সে তখনই মারা গেলো। হিশাম বলেন ঃ আমাকে জানানো হয়েছিলো যে, যুবায়ের বলেছেন ঃ সা'ঈদ ইবনে 'আস মারা গেলে আমি তার মৃতদেহের ওপর পা রাখলাম এবং বেশ শক্তি-প্রয়োগ করে (তার চোখের মধ্যে থেকে) বর্শা টেনে বের করলাম। বর্শার দু'প্রান্তদেশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিলো। উরওয়া বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবায়েরের নিকট ঐ বর্শা চাইলে তিনি তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হলে

১৯. রসূলুল্লাহ (সঃ) আহযাবে তাশরীকের পরে কোরবানার গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু পরে আবার তিনি এ নির্দেশ প্রত্যাহার করেন এবং তিন দিনের পরেও খেতে বা জমা রাখতে অনুমতি দান করেন।

তিনি (যুবায়ের) তা নিয়ে নিলেন। কিন্তু পরে আবু বকর তা চাইলে তিনি তাকে বর্শা-খানা দিলেন। আবু বকরের ইন্তেকাল হলে উমর তা চাইলেন। কিন্তু উমরের ইন্তেকাল হলে তিনি (যুবায়ের) আবার তা নিয়ে নিলেন। এরপর উসমান তাঁর নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি এবার তাঁকে দিলেন। কিন্তু উসমানের শহীদ হওয়ার পর তা আলীর লোক-জনের হস্তগত হলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের আলীর নিকট থেকে তা চেয়ে নেন। এর-পর শহীদ না হওয়া পর্যন্ত তা তার কাছেই ছিলো।২০

٣٧٠٢ - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَائِذِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَايِعُونِي.

৩৭০২. আবু ইদরীস আয়েযুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা উবাদা ইবনে সামেত বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমার হাতে বাইয়াত করো।২১

٣٧٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

৩৭০৩. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু হুযাইফা এক আনসারী মহিলার আযাদকৃত গোলাম সালেমকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদকে যেমন পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আবু হুযাইফা তার পালক-পুত্র সালেমকে তার ভ্রাতুষ্পুত্রী হিন্দা বিনতে অলীদের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেলী যুগে কেউ কোন ব্যক্তিকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে লোকেরা তাকে পালনকারীর পরি-চয়েই ডাকতো এবং সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা তাদের পিতার নামেই তাদেরকে ডাকো। আল্লাহর কাছে এটাই তো সঠিক কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতার পরিচয় না জেনে থাকো, তবুও তারা হলো তোমাদের দ্বীনী ভাই ও বন্ধু।"—(আহযাব—৫)। এ আয়াত নাযিল হলে (আবু হুযাইফার স্ত্রী) সাহলা কুরাইশিয়া নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে হাদীসে বর্ণিত প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন।২২

---

২০. আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনকালে হিজরী ৭৩ সালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হাজ্জাজের হাতে মক্কায় শাহাদত বরণ করেন।

২১. ইমাম বুখারী এই হাদীস থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

২২. আবু হুযাইফার স্ত্রী সাহলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন ঃ সালেম এখন পূর্ণ বয়স্ক হয়েছে। সে আমাদের মেয়েদের মাঝে অবাধে যাতায়াত করে। আমার মনে হয় আবু হুযাইফা এটাকে খারাপ মনে করে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তুমি সালেমকে তোমার দুধ পান করিয়ে দাও।

ইসলামে পালকপুত্র গ্রহণ তিনটি কারণে নিষিদ্ধ করেছে। প্রথমতঃ পর্দা—এ ব্যবস্থা

٣٧٠٤- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولِي هٰكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ ـ

৩৭০৪. রুবাইয়ে' বিনতে মু'আওয়েয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমার বাসররাতের পরদিন সকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং তুমি (খালেদ ইবনে যাকওয়ান) যেভাবে বসে আছ, ঠিক সেভাবে আমার পাশে আমার বিছানায় বসলেন। সেই সময় কয়েক-জন ছোট বালিকা দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের গুনগাথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করছিলো। একটি বালিকা শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো ঃ আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন, যিনি জানেন, কি হবে আগামীকাল। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন ঃ এরূপ কথা বলো না, বরং আগে যা বলছিলে তাই বলো।২৩

٣٧٠٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمْثِيلٍ صُورَةُ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الْأَرْوَاحُ ـ

৩৭০৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু তালহা আমাকে জানিয়েছেন যে, রসূ-লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর২৪ কিংবা ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতে এর অর্থ হলো, যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

٣٧٠٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ

পর্দাকে ব্যাহত করে। দ্বিতীয়তঃ উত্তরাধিকার আইনকে লংঘন করে এবং তৃতীয়তঃ অবাঞ্ছিতভাবে স্নেহ-ভালবাসার ভাগ বসানো হয়।

২৩. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সৃষ্টি জগতের কেউ-ই গায়েবের খবর জানে না। কেননা, রসূ-লুল্লাহ (সঃ) আগামীকালের খবর জানেন—এ কথাটিও তিনি পসন্দ করেননি।

২৪. এ হাদীসটি এবং এরূপ আরো অনেক হাদীস থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইসলামী আইনবিশারদদের (ফকীহ্) রায় হলো একমাত্র শিকারী কুকুর ছাড়া আর কোনপ্রকার কুকুর পোষা জায়েয নয় এবং গাছ-পালা ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ছাড়া কোন প্রাণীর ছবি আঁকা বা ঝুলিয়ে রাখা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ ঘরে কোন প্রাণীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা কাফেরদের কাজ। কোন মুসলমান যখন এসব কাজ করে, তখন তা কাফেরদের অনুরূপ কাজ করা হয়। ফেরেশতারা এসব কাজ অপসন্দ করে বলে উক্ত বাড়ীতে বা ঘরে প্রবেশ করে না। এ কারণে ইসলাম ছবি বা মূর্তির ব্যবসাকে হারাম করেছে। শুধু অমুসলিমদের কাছে ছবি বা মূর্তি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তৈরী করলেও তা হারাম।

بِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَاعْتَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفَيَّ قَدْ أُجْبَتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا فَلَمْ أملك عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ الْمَنْظَرَ قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْدَهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا أَلَا يَا حَمْزُ لِلشَّرْفِ النِّوَاءِ. فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ وَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأُذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْزَةُ ثَمِلٌ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

৩৭০৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বদর যুদ্ধলব্ধ গণীমাতের মাল থেকে আমি একটি উট লাভ করেছিলাম এবং 'ফাই' থেকে প্রাপ্ত এক-পঞ্চমাংশ থেকে নবী (সঃ) আমাকে একটি উট দিয়েছিলেন। (এ দু'টি উট লাভ করার পর) আমি নবী (সঃ)-এর কন্যা ফাতিমার সাথে বাসররাত যাপনের ইচ্ছা করলাম। আমি ইয়াহুদ বনী কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারকে আমার সাথে গিয়ে 'এযখের' ঘাস সংগ্রহ করে আনার জন্য ঠিক করলাম। স্বর্ণকারদের কাছে ঐ ঘাস বিক্রি করে তা দ্বারা আমি আমার বিয়ের ওয়ালিমা করতে মনস্থ করেছিলাম। আমি (উট দু'টির জন্য) গদি, রশি ও বস্তা বা জালি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলাম আর উট দু'টি এক আনসারের ঘরের পাশে বসানো ছিলো। আমার যা কিছু সংগ্রহ করার ছিলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখলাম আমার দু'টি উটেরই চুঁট কাটা হয়েছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। এসব দৃশ্য দেখে আমি অশ্রুসংবরণ করতে

পারলাম না। আমি জিজ্ঞেস করলাম এসব কে করেছে? লোকজন বললো যে, হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এসব করেছে এবং এখন সে এ ঘরের মধ্যে আনসারদের কিছু মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছে। সেখানে তাদের সাথে একদল গায়িকাও আছে। ব্যাপার হলো, গায়িকারো। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চুট করো না। এ কথা শুনে হামযা ছুটে গিয়ে তলোয়ার হাতে নিলো এবং দু'টি উটেরই চুট কেটে ফেললো এবং পেট চিরে কলিজা বের করে আনলো। আলী বর্ণনা করেছেন ঃ (এসব শোনার পর) আমি সেখান থেকে নবী (সঃ)-এর কাছে চলে গেলাম। তখন তাঁর কাছে যায়েদ ইবনে হারেসা উপস্থিত ছিলেন। নবী (সঃ) আমাকে দেখেই (কিছু ঘটেছে বলে) বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বললেন ঃ কি হয়েছে তোমার? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আজকের মত দুঃখের দিন আমার আর কখনো আসেনি। আমার উট দু'টি নিয়ে হামযা খুব জুলুম করেছে। সে উট দু'টির চুট কেটে ফেলেছে এবং পেট চিরে কলিজা বের করে নিয়েছে। আর এখনও সে একটি ঘরের মধ্যে একদল মদ্যপায়ীর সাথে মদপান করছে। (এসব শোনার পর) নবী (সঃ) তাঁর চাদরখানা আনালেন এবং তা গায়ে জড়িয়ে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলেন। [আলী (রাঃ) বলেনঃ] আমি এবং যায়েদ ইবনে হারেসা তাঁকে অনুসরণ করলাম। যে ঘরের মধ্যে হামযা অবস্থান করছিলো তিনি সেই ঘরের কাছে পৌঁছে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি [নবী (সঃ)] ভিতরে প্রবেশ করে হামযাকে তার কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করতে শুরু করলেন। হামযা তখন নেশাগ্রস্ত। তার দু'চোখ তখন রক্তবর্ণ হয়ে আছে। সে নবী (সঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলো। তারপর দৃষ্টি ওপরে উঠিয়ে নবী (সঃ)-এর হাঁটুর দিকে তাকালো। এরপর দৃষ্টি আরো একটু ওপর দিকে উঠিয়ে নবী (সঃ) মুখমন্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো ঃ তোমরা তো আমার পিতার দাস। তখন নবী (সঃ) বুঝতে পারলেন যে, সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই নবী (সঃ) সেখান থেকে পেছনে হেঁটে সরে আসলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে চলে আসলাম।২৫

٣٧٠٧- عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ اَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَقَالَ اِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا.

৩৭০৭. ইবনে মা'কাল থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আলী সাহ্‌ল ইবনে হুনায়েফের জানাযার নামাযে তাকবীর পাঠ করলেন এবং বললেন ঃ সাহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।২৬

٣٧٠٨ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ عُثْمَانَ

২৫. এ ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো। অন্যথায় মদ হারাম ঘোষণা করে যেদিন আয়াত নাযিল হয়েছিলো সেদিন মুসলমানদের যার কাছে যে পরিমাণ মদ ছিলো তা সবই ফেলে দিয়েছিলো। এরপর মুসলমানরা পরিপূর্ণরূপে মদ বর্জন করে।

২৬. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, জানাযার নামাযে তাকবীর বলতে হয়। তবে ক'বার তাকবীর বলেছিলেন, তা ইমাম বুখারী (রঃ) উল্লেখ করেননি। ইমাম কাস্তালানী (রঃ)-এর মতে, ইজমার সিদ্ধান্ত হলো, চার তাকবীরে জানাযার নামায পড়তে হবে। সাহ্‌ল ইবনে হুনায়েফ (রাঃ) ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবা। তিনি ৩৮ হিজরীতে কুফায় ইন্তেকাল করেন এবং হযরত আলী (রাঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।

بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أُنْكِحْكَ حَفْصَةَ بِنْتَ
عُمَرَ قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا
قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أُنْكِحْكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ
أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ فَلَبِثْتُ
لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ
وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ
يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ
ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا۔

৩৭০৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছেন (যে, উমর তাঁকে বলেছেনঃ) উমরের কন্যা হাফসার স্বামী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী—যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন—মদীনায় ইন্তেকাল করলে হাফসা বিধবা হয়ে পড়লো। উমর ইবনে খাত্তাব বলেন ঃ তখন আমি উসমান ইবনে আফফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং হাফসার কথা উল্লেখ করলে তাকে বললাম ঃ আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। উসমান বললেন ঃ বিষয়টি আমি চিন্তা করে দেখি। তখন আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। পরে তিনি জানালেন যে, এ সময়ে আবার বিয়ে করা তিনি ঠিক মনে করছেন না। উমর বর্ণনা করেন, এরপর আমি আবু বকরের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকেও বললাম যে, আপনি চাইলে আমি হাফসাকে আপনার সাথে বিয়ে দিই। এ কথা শুনে আবু বকর চুপ করে থাকলেন এবং আমাকে কোন জবাবই দিলেন না। এতে আমি উসমানের (অস্বীকৃতি) থেকেও বেশী দুঃখ পেলাম। আমি কয়েকদিন চুপচাপ থাকলাম। ইতিমধ্যে হাফসার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই প্রস্তাব দিলে আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিলাম। এরপর আবু বকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন ঃ সম্ভবতঃ আপনি আমার কাছে হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে আমি কোন জবাব না দেয়ায় দুঃখ পেয়েছেন? (উমর বর্ণনা করেছেনঃ) আমি বললাম ঃ হাঁ। তখন আবু বকর বললেন, আপনার প্রস্তাবের জবাব দিতে একটি জিনিসই আমাকে বাধা দিয়েছে। আর তা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই হাফসা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলাম না। তাই (আপনাকে কোন জবাব দেই নাই)। তিনি পরিত্যাগ করলে আমি অবশ্যই গ্রহণ করতাম।

٣٧٠٩ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ۔

৩৭০৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আবু মাসউদ বাদরী (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির জন্য খরচ করাও সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।

٣٧١٠- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ آخَرَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ فَدَخَلَ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا أُمِرْتُ كَذٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ -

৩৭১০. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে উমর ইবনে আবদুল আযীযের খেলাফত যুগের অবস্থা বর্ণনা করতে শুনেছি কুফার আমীর থাকাকালে মুগীরা ইবনে শু'বা 'আছরের নামায পড়তে দেরী করলে যায়েদ ইবনে হাসানের দাদা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু মাসউদ আমর ইবনে উকবা আনসারী তার কাছে গিয়ে বললেন : আপনি তো জানেন যে, জিবরাইল এসে নামায পড়ালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পেছনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়লেন। এরপর জিবরাইল বললেন : আপনাকে এভাবে নামায শেখানোর জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি।২৭ বাশীর ইবনে আবু মাসউদ তার পিতার নিকট এভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

٣٧١١- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ -

৩৭১১. (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা) আবু মাসউদ বাদারী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি রাতের বেলা (নিদ্রা যাবার সময়) সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে এ দু'টি আয়াতই তার জন্য যথেষ্ট। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন : পরে আমি আবু মাসউদের সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসটি সম্পর্কে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি তা আমাকে (হুবহু) বর্ণনা করে শুনালেন।

٣٧١٢- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ

৩৭১২. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মাহমূদ ইবনে রুবাইয়ে' আমাকে জানিয়েছেন যে, ইতবান ইবনে মালেক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনসারী সাহাবা ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন। (অপর একটি সনদে আহমদ ইবনে সালেহ আমবাদ ও ইউনুসের মাধ্যমে ইবনে শিহাব থেকে বর্ণনা করেছেন)।

---

২৭. রাবীদের কেউ কেউ هكذا امرت বাক্যাংশকে هكذا امرت পড়ে থাকেন। এর অর্থ দাঁড়ায় : জিবরাইল (আঃ) বললেন, এভাবে নামায পড়ার জন্য আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। জিবরাইল (আঃ)-এর

٣٧١٣- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ فَصَدَّقَهُ.

৩৭১৩. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বনী সালেম গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হুসাইন ইবনে মুহাম্মদকে ইতবান ইবনে মালেক থেকে মাহ্মূদ ইবনে রুবাই'য়ে কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, মাহ্মূদ ঠিক বর্ণনা করেছেন।

٣٧١٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ بَنِي عَدِيٍّ وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ

৩৭১৪. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বনী 'আদী গোত্রের মাননীয় নেতা আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবী'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমর [ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)] আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হাফসা বিনতে উমরের মামা কুদামা ইবনে মায'উনকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। তিনিও (কুদামা ইবনে মায'উন) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

٣٧١٥- عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيهَا أَنْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

৩৭১৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাফে' ইবনে খাদীজ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলেছেন যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার দু'চাচা (যুহাইর ও মুযাহ্হার) তাকে জানিয়েছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আবাদযোগ্য ভূমি ভাড়া দিতে নিষেধ করেছেন। (বর্ণনাকারী যুহরী বলেন ঃ) আমি সালেমকে বললাম ঃ আপনি তো ভাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি দিয়ে থাকি। আর রাফে' ইবনে খাদীজ তো নিজেই নিজের প্রতি অন্যায় করেছেন।

٣٧١٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا.

৩৭১৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ লাইসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রিফা'আ ইবনে রাফে' আনসারীকে দেখেছি। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা ছিলেন।

পেছনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়াকে কেউ কেউ আবার মি'রাজের ঘটনা বলে উল্লেখ করে থাকেন। অর্থাৎ মি'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিবরাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে এভাবে নামায শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।

٣٧١٧- عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ تَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ قَالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا - وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

৩৭১৭. নবী (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বনী আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের বন্ধু আমর ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহরাইনবাসীর নিকট থেকে জিয্‌ইয়া আনার জন্য বাহরাইনে পাঠালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বাহরাইনবাসীদের সাথে সন্ধি করে (বিখ্যাত সাহাবা) আলা ইবনে হাযরামীকে ২৮ সেখানকার শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছিলেন। আবু উবায়দা (ইবনুল জাররাহ) বাহরাইন থেকে মাল নিয়ে ফিরে আসলে আনসারগণ তার ফিরে আসার খবর শুনলেন। তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষে তারা সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় আবু উবায়দার মাল নিয়ে ফিরে আসার কথা তোমরা শুনেছ। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হাঁ আমরা তা শুনেছি। তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং সুসংবাদের আশা রাখো। আল্লাহর শপথ ; আমি তোমাদের জন্য দারিদ্র্যের আশংকা করি না। বরং আমার ভয় হয় যে, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মত পৃথিবীর প্রাচুর্য লাভ করে তাদের মতই তাতে নিমগ্ন হয়ে যাবে। আর এভাবে ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছিলো তোমাদেরকেও তেমন ধ্বংস করে দেবে।

٣٧١٨- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَانِ الْبُيُوتِ فَأَمْسَكَ عَنْهَا -

৩৭১৮. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর সব ধরনের সাপকে হত্যা করতেন। অবশেষে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা আবু লুবাবা তাঁকে বললেন যে,

---

২৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) নবম হিজরী সনে বাহরাইনবাসীদের সাথে জিয্‌ইয়া দেয়ার শর্তে সন্ধি করেন এবং বিখ্যাত সাহাবা আলা ইবনুল হাযরামীকে সেখানকার আমীর করে পাঠান। এ সময় বাহ্‌রাইনের অধিকাংশ অধিবাসী অগ্নিপূজক-মজুসী ছিলো। তারা পরবর্তী সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ শুরু করে। হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ) আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত একজন সাহাবা ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকেই বাহরাইনের অধিবাসীদের নিকট থেকে জিযইয়া উসূল করে আনতে পাঠিয়েছিলেন।

নবী (সঃ) ঘরে বসবাসকারী সাদা ছোট্ট নীল পাতলা সাপকে মারতে নিষেধ করেছেন। তাই তিনি এসব সাপ মারা ছেড়ে দিলেন।

٣٧١٩ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللهِ لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا.

৩৭১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) কিছু সংখ্যক আনসার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে বললেন, আমাদেরকে আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের[২৯] ফিদইয়া মাফ করে দেয়ার অনুমতি দিন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা তার একটি দিরহামও মাফ করবে না।

٣٧٢٠ عَنْ مِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْكِنْدِيِّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ.

৩৭২০. বনী যুহরা গোত্রের মিত্র এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবা মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে

---

২৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, আবুল ইয়সর কা'ব ইবনে আমর আনসারী তাঁকে বন্দী করেন। অন্যান্য বন্দীদের সাথে লোকেরা তাঁকেও শক্ত করে সারারাত বেঁধে রাখলেন। আদর্শগত কারণে তাঁকে কোন অনুকম্পা দেখাতে না পারলেও চাচার প্রতি মমত্ববোধের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না। সবাই তা বুঝতে পেরে তাঁর বন্ধন শিথিল করে দিলো এবং তাঁর মুক্তিপণ মাফ করে দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাতে চাইলে তিনি তাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারলেন না। বরং বললেন, মুক্তিপণ এক দিরহামও মাফ করা যাবে না। অন্যান্যদের নিকট থেকে যেহারে মুক্তিপণ আদায় করা হবে তাঁর নিকট থেকেও ঠিক সেভাবেই আদায় করা হবে।

মদীনাবাসী আনসারগণের রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা আব্বাসকে ভাগ্নে বলে উল্লেখ করার কারণ হলো, আব্বাসের দাদা কুরাইশ নেতা হাশেম বনী নাজ্জার গোত্রের আমর ইবনে উহায়হার কন্যা সালমাকে বিয়ে করেছিলেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে মদীনাবাসী আনসারগণ হযরত আব্বাসকে ভাগ্নে বলে উল্লেখ করেন। হযরত আব্বাসের দাদা হাশেম কুরাইশী শামে (সিরিয়া) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে মদীনাতে খাযরাজ গোত্রের বনী নাজ্জার শাখার আমর ইবনে উহায়হার বাড়ীতে অবস্থান করতেন। আমরের কন্যা সালমাকে দেখে তাঁর পসন্দ হলে তিনি আমরের কাছে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। বিয়ের পরেও সালমা তার পিত্রালয়েই (আমরের বাড়ীতে) অবস্থান করবে এই শর্তে তার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং পরে সালমা বিনতে আমরের সাথে তার বিয়ে হয়। এই সালমার গর্ভেই হযরত আব্বাসের পিতা ও নবী (সঃ)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব জন্মগ্রহণ করেন।

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার যদি কোন কাফেরের সাথে মোকাবিলা ও লড়াই হয় আর যদি সে তরবারির আঘাতে আমার একখানা হাত কেটে ফেলে এবং তারপর আত্ম-রক্ষার জন্য কোন গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বলে, আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, তখন এ কথা বলার পরেও কি আমি তাকে হত্যা করবো? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, না, তাকে হত্যা করবে না। মিকদাদ ইবনে আমর কিনদী বললেন, সে তো আমার একখানা হাত কেটে ফেলার পর এ কথা বলছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন, না, তুমি তাকে হত্যা করবে না। কেননা, এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করলে হত্যা করার পূর্বে তোমার যে মর্যাদা ছিলো সে সেই মর্যাদা লাভ করবে। আর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার আগে তার যে মর্যাদা ছিলো তুমি সেই মর্যাদা লাভ করবে।

٣٧٢١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُوْ جَهْلٍ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتّٰى بَرَدَ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ سُلَيْمٰنُ هٰكَذَا قَالَهَا أَنَسٌ قَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ قَالَ سُلَيْمٰنُ أَوْ قَالَ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ مِجْلَزٍ قَالَ أَبُوْ جَهْلٍ لَوْ غَيْرُ أَكَّارٍ قَتَلَنِيْ-

৩৭২১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধ শেষে) বললেন, আবু জাহ্লের কি অবস্থা হলো তা কেউ দেখে আসতে পার কি? (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (তার খবর নিতে) গিয়ে দেখলেন আফতার দুই পুত্র তাকে মেরে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাকে বললেন, তুমিই কি সে আবু জাহল? ইবনে উলাইয়া সুলাইমান থেকে বর্ণনা করেছেন, আনাস তাকে একথাটিই বর্ণনা করেছিলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবু জাহ্লকে বলেছিলেন তুমিই কি সেই আবু জাহল? তখন (ইবনে মাসউদের এ কথার জবাবে) আবু জাহল বললোঃ একজন লোককে হত্যা ছাড়া আর কিছু কি তোমরা করেছো? সুলাইমান বলেছেন, অথবা (বর্ণনা-কারীর সন্দেহ) বলেছিলো ঃ যাকে তার কওমের লোকেরা হত্যা করেছে। (অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে তার কওমের লোকজন হত্যা করলো। এর অধিক কিছু কি তোমরা করেছো?) আবু মিজলাস বর্ণনা করেছেন, আবু জাহ্ল বলেছিলো, কৃষক ছাড়া অন্য কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে কতই না ভাল হতো।৩০

٣٧٢٢- عَنْ عُمَرَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِأَبِيْ بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلٰى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلَانِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا فَحَدَّثَتْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ-

৩৭২২. উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) ইন্তেকাল করলে আমি আবু বকরকে বললাম, আমাকে আমাদের আনসার ভাইদের কাছে নিয়ে চলুন। পথিমধ্যে আমরা

৩০. আবু মিজলাযের বর্ণনায় আবু জাহলের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তার অর্থ হলোঃ মদীনাবাসী আনসারগণ ছিলেন কৃষিজীবী। এই কৃষিজীবী আনসারদের হাতে নিহত হওয়ায় সে অপমান বোধ করছে। তাই মৃত্যুর সময় সে এই উক্তি করছে যে, কৃষিজীবী ছাড়া আর কেউ যদি তাকে হত্যা করতো তাহলে তার জন্য লাঞ্ছনার কারণ হতো না।

আনসারদের দু'জন সৎ ব্যক্তির সাক্ষাত পেলাম যারা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তাঁদের দু'জনের একজন ছিলেন উআয়েম ইবনে সায়েদা এবং অপরজন ছিলেন মা'ন ইবনে আদী।

٣٧٢٣- عَنْ قَيْسٍ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ خَمْسَةَ الَاٰفٍ خَمْسَةَ الَاٰفٍ وَقَالَ عُمَرُ لَاُفَضِّلَنَّهُمْ عَلَامَنْ بَعْدَهُمْ-

৩৭২৩. কায়েস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী (সাহাবা)-দের বাৎসরিক ভাতা পাঁচ হাজার ৩১ (দিরহাম) করে নির্দিষ্ট ছিলো। উমর (ইবনুল খাত্তাব) বলেছেন, আমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে পরবর্তী লোকদের চাইতে বেশী মর্যাদা ও অগ্রাধিকার প্রদান করবো।

٣٧٢٤- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَا وَقَرَ الْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِيْ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِيْ فِيْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْاُوْلٰى يَعْنِيْ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ اَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ اَحَدًا ثُمَّ وَقَعَتِ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَالنَّاسُ طَبَاخٌ-

৩৭২৪. মুহাম্মদ ইবনে জুবায়ের তার পিতা জুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুবায়ের) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা 'তুর' পড়তে শুনেছি এবং এ ঘটনা থেকেই সর্বপ্রথম আমার হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায়। (অন্য একটি সনদে) যুহরী মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতয়েমের মাধ্যমে তার পিতা জুবায়ের ইবনে মুতয়েম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বদর-যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বলেছেন, আজ যদি মুতয়েম ইবনে আদী ৩২ বেঁচে থাকতেন এবং এসব পুতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে (বদর-

---

৩১. হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কে হযরত আওস ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে দেখা যায় তিনি মুহাজিরদের পাঁচ হাজার, আনসারদেরকে চার হাজার এবং নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের প্রত্যেককে বার হাজার দিরহাম করে বাৎসরিক ভাতা প্রদান করতেন।

৩২. মুতয়েম ইবনে আদী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাদার চাচাতো ভাই। এক সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ইসলামী দাওয়াতের কাজে তায়েফে গিয়ে ফিরে আসেন, সেই সময় মুতয়েম ইবনে আদী মুশরিকদের আক্রমণ থেকে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) সেই উপকারের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন যে, মুতয়েম ইবনে আদী জীবিত থাকলে এবং তাঁর অনুরোধ পেলে তিনি মক্কার নিহতদের হত্যা করতেন না। বরং তাদেরকে ও বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতেন।

হযরত উসমান (রাঃ) উনপঞ্চাশ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর মিসরবাসী কিছু বিদ্রোহী লোকের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

যুদ্ধের বন্দী) সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম। লাইস ইয়াহইয়ার মাধ্যমে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব) বলেন, প্রথম ফিতনা অর্থাৎ উসমানের হত্যাকান্ড সংঘটিত হলে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের কেউ-ই অবশিষ্ট ছিলো না। দ্বিতীয় ফিতনা অর্থাৎ হাররার ঘটনা সংঘটিত হলে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালীন সময়ের কোন সাহাবাই অবশিষ্ট ছিলেন না। অতঃপর তৃতীয় ফিতনা সংঘটিত হলে যতক্ষণ মানুষের মধ্যে সদগুণাবলী ও কিছু বুদ্ধি-বিবেচনা ছিলো ততক্ষণ তা শেষ হয়নি।

٣٧٢٥- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ بِئْسَ مَا قُلْتِ تَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ

৩৭২৫. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আলকামা ইবনে ওয়াককাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশার (প্রতি আরোপিত) অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে শুনেছি। তারা সবাই আমার কাছে হাদীসটির একটি অংশ বর্ণনা করেছেন। তা হলো, আয়েশা বলেছেনঃ আমি ও মিসতাহর মা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে মিসতাহর মা পায়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বললোঃ মিসতাহর অকল্যাণ হোক। (হযরত আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ) তখন আমি বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলে ফেলেছো। তুমি বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন লোককে গালি দিচ্ছ। অতঃপর তিনি অপবাদ রটনার গোটা ঘটনা বর্ণনা করলেন।

٣٧٢٦- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُلَقِّبُهُمْ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ تُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ فَجَمَعَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ رَجُلًا وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَ الزُّبَيْرُ قُسِمَتْ سُهْمَانُهُمْ فَكَانُوا مِائَةً وَاللهُ أَعْلَمُ.

৩৭২৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভিযানসমূহের বর্ণনা দেয়ার পর বললেনঃ এগুলোই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামরিক অভিযান। এরপর তিনি বদর-যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কাফের কুরাইশদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করার সময় (সেগুলোকে সম্বোধন করে) বললেনঃ তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা ঠিকমত পেয়েছ তো? হাদীসের রাবী মূসা নাফে'র মাধ্যমে আব-দুল্লাহ (ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি (হযরত উমর) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি তো মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অর্থাৎ তারা তো আপনার কথা শুনতে পাচ্ছে না)। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমার কথাগুলো তুমি তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাচ্ছ না। যেসব কুরাইশী

(সাহাবা) বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং গণিমাতের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সর্বমোট সংখ্যা হলো একাশি। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। যুবায়ের বলেছেনঃ যেসব কুরাইশী সাহাবা বদর-যুদ্ধের গণিমাতের মালের অংশ লাভ করেছিলেন, তাদের সংখ্যা ছিলো একশ'। প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ-ই ভাল জানেন।

٣٧٢٧- عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ ضُرِبْتُ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِيْنَ بِمِائَةِ سَهْمٍ -

৩৭২৭. যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ বদর-যুদ্ধের দিন মুহাজিরদের একশ' ৩৩ জনকে গণিমাতের মালের অংশ দেয়া হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ ঃ আরবী বর্ণমালা অনুসারে বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা জামে-উস-সহীহ গ্রন্থে (বুখারী শরীফে) ইমাম বুখারী যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তা হলো ঃ নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমী (সঃ), আয়াস ইবনে বুকায়ের, আবু বকর কুরাইশীর আযাদকৃত ক্রীতদাস বেলাল ইবনে রাবাহ, হামযাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব হাশেমী, কুরাইশদের মিত্র হাতেব ইবনে আবি বালতা'আ, আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রাবী'আ কুরাইশী, হারিসা ইবনে রাবী আনসারী—হারিসা ইবনে সুরাকা নামেও পরিচিত। ইনি বদর-যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি বালক ছিলেন এবং দেখার জন্য গিয়েছিলেন। খুবায়েব ইবনে আদী আনসারী, খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমী, রিফা'আ ইবনে কাফে' আনসারী, রিফা'আ ইবনে আব্দুল মুনযির, আবু লুবাবা আনসারী, যুবায়ের ইবনে আওয়াম কুরাইশী, যায়েদ ইবনে সাহল, আবু তালহা আনসারী, আবু যায়েদ আনসারী, সা'দ ইবনে মালেক যুহরী, সা'দ ইবনে খাওলা কুরাইশী, সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল কুরাইশী, সাহল ইবনে হুনাইফ আনসারী, যুহাইর ইবনে রাফে আনসারী এবং তার ভাই, আবদুল্লাহ ইবনে উসমান, আবু বকর সিদ্দিক কুরাইশী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযালী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যুহরী, উবায়দা ইবনুল হারেস কুরাইশী, উবাদা ইবনে সামেত আনসারী, উমর ইবনে খাত্তাব আবদী, উসমান ইবনে আফ্ফান কুরাইশী—নবী (সঃ) তাকে তাঁর [নবী (সঃ)-এর] অসুস্থ কন্যার (হযরত উসমানের স্ত্রী) দেখাশোনার জন্য (মদীনায়) রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু বদর-যুদ্ধে লব্ধ গণিমাতের মালের অংশ দিয়েছিলেন, আলী ইবনে আবু তালিব হাশেমী, বনী আমের ইবনে লুয়াইর মিত্র আমর ইবনে আওফ, উকবা ইবনে আমর আনসারী, আমের ইবনে রাবী'আ আলযী, আসেম ইবনে সাবেত আনসারী, উওয়াইম ইবনে সায়েদা আনসারী, ইতবান ইবনে মালেক আনসারী, কুদামা ইবনে মাযউন, কাতাদা ইবনে নু'মান আনসারী, মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামূহ, মু'আওয়েয ইবনে আফরা ও তার ভাই, মালেক ইবনে রাবী'আ, আবু উসায়েদ আনসারী, মুরারা ইবনে রাবী আনসারী, মা'ন ইবনে আদী আনসারী, মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে আব্বাদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মান্নাফ, বনী যুহরা গোত্রের মিত্র মিকদাদ ইবনে আমর কিন্দী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

অনুচ্ছেদ ঃ দু'ব্যক্তির রক্তপণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য নবী (সঃ) ইয়াহুদ বনী নুযাইর গোত্রের কাছে যাওয়া এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইয়াহুদদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা করা। যুহরী উরওয়ার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, বনী নুযাইর গোত্রের সাথে এ ঘটনা বদর-যুদ্ধের পর ষষ্ঠ মাসে এবং ওহুদ-যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়। মহান আল্লাহর বাণীঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ (الحشر-٢)

৩৩. উপরের হাদীসটিতে অশ্বারোহীদের বাদ দিয়ে শুধু পদাতিক মুহাজিরদের হিসাব করা হয়েছে। কিন্তু নীচের হাদীসে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় শ্রেণীর সৈনিকদেরকেই হিসাব করা হয়েছে বলে সংখ্যার এই তারতম্য দেখা যাচ্ছে।

"তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি আহলে কিতাব কাফেরদেরকে প্রথমবারেই এক সাথে বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিলেন।

বনী নাযীরের দেশান্তরের এই ঘটনাকে ইবনে ইসহাক বি'রে মাঊনার ঘটনা ও ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন।

٣٧٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَارَبَتِ النَّضِيْرُ وَقُرَيْظَةُ فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيْرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَأَمَّنَهُمْ وَأَسْلَمُوْا وَأَجْلَى يَهُوْدَ الْمَدِيْنَةِ كُلَّهُمْ بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُوْدَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلَّ يَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ.

৩৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ বনী নাযীর ও বনী কুরাইযা গোত্র (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করলে নবী (সঃ) বনী নাযীরের গোত্রকে দেশান্তরিত করলেন এবং বনী কুরাইযা৩৪ গোত্রের প্রতি ইহসান করে (তাদের ঘর-বাড়ীতেই) তাদেরকে থাকতে দিলেন। কিন্তু বনী কুরাইযা গোত্র পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হলো এবং কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা ঈমান এনে মুসলমান হয়ে নবী (সঃ)-এর সহযোগী হয়ে গেলো তারা ছাড়া তাদের অন্যসব নারী, শিশু ও ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হলো। আর নবী (সঃ) মদীনার সব ইয়াহুদকে দেশান্তরিত করলেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের গোত্র বনী কায়নুকা ও বনী হারেসাসহ অন্যান্য ইয়াহুদ গোত্রকেও তিনি দেশান্তরিত করেছিলেন।

٣٧٢٩ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ تَابَعَهُ جُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ.

৩৭২৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কোন এক সময় আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে "সূরা হাশর"কে "সূরা হাশর" বলে উল্লেখ করলে তিনি আমাকে বললেন, এই সূরাকে সূরা নাযীর ৩৫ বলো। আবু উয়ানার মতো আবু বিশর থেকে হুশাইমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৩৪. বনী কুরাইযা গোত্রের সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন আক্রমণ হলে নিজ নিজ খরচে মুসলমানগণ ও তারা মদীনাকে রক্ষা করবে। কিন্তু আহযাব যুদ্ধের সময় তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের উপর চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে হাদীসে উল্লেখিত উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাদের এলাকা দখলের পর দেখা গেলো তারা মুসলমানদের হত্যা করার জন্য শত শত অস্ত্র-শস্ত্র জমা করে রেখেছে। তাদের জমাকৃত অস্ত্রের মধ্যে ছিলো পনরশ' তরবারি তিনশ' লৌহ-বর্ম, দু' হাজার বর্শা এবং দেড় হাজার ঢাল। এসব দেখার পর দ্বিধাহীনচিত্তে বলা যায় যে, হযরত সা'দ (রাঃ)-কে বিচারক মানার পর তিনি তাদের বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত ছিলো।

৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কর্তৃক এ সূরাটিকে সূরা নাযীর বলে উল্লেখ করতে বলার কারণ হলো ইয়াহুদ বনী নাযীর গোত্র সম্পর্কে সূরাটি নাযিল হয়েছে। আর তারা যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছে তাও এ সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে।

٣٧٣٠ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

৩৭৩০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আনসারগণ কিছু কিছু খেজুর গাছ তোহফা হিসাবে নবী (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাতে পারেন। অবশেষে (ইয়াহুদ) বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয় বিজিত হলে তিনি ঐ খেজুর বৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।৩৬

٣٧٣١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَنَزَلَتْ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ.

৩৭৩১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বুয়াইরা৩৭ নামক স্থানে ইয়াহুদ বনী নাযীর গোত্রের যে সব খেজুর বৃক্ষ ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ) তার কিছু জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এবং কিছু অবশিষ্ট রেখেছিলেন। এ বিষয়ই কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ۝

"যে সব খেজুরগাছ তোমরা গোড়া থেকে কেটে ফেলেছো কিংবা যে গুলো গোড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছো তাতো আল্লাহর হুকুম অনুসারেই করেছো। (আর এটা এ জন্য করা হয়েছে যে, নাফরমান ফাসিক দল যাতে চরমভাবে অপমানিত হয়।" (সূরা হাশর, আয়াত—৫)

٣٧٣٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ
وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ۝ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ ۝ قَالَ فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ
أَدَامَ اللّٰهُ ذٰلِكَ مِنْ صَنِيعٍ ۝ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ ۝ سَتَعْلَمُ أَيُّنَا مِنْهَا بِنُزْهٍ ۝ وَتَعْلَمُ
أَيُّ أَرْضِينَا تَضِيرُ.

৩৭৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াহুদ বনী নাযীর গোত্রের খেজুর গাছসমূহ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, এ বিষয়েই হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতা ৩৮ লিখেছিলেন, বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতাদের অর্থাৎ কুরাইশদের জন্য বনী লুয়াইর গোত্রকে সাহায্য করা সহজ হয়ে গিয়েছে।

---

৩৬. বনী কুরাইযা ও বনী নাযীর গোত্রদ্বয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে নবী (সঃ) যে অংশ লাভ করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন পূরণ করতেন। এ জন্য আনসারদের খেজুরবৃক্ষগুলো তাদেরকে ফেরত দিয়েছিলেন।

৩৭. বুয়াইরা মদীনা শরীফের নিকটবর্তী একটি জায়গা, যেখানে বনী নাযীর গোত্রের খেজুরের বাগান ছিলো।

৩৮. কুরাইশ ও বনী নাযীর গোত্রের মধ্যে মিত্রতার চুক্তি ছিলো। এ জন্য ইসলামের কবি হযরত হাসসান ইবনে সাবেত এই কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের মর্যাদাবোধে খোঁচা দিয়েছিলেন। কারণ, মৈত্রী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরাইশরা বনী নাযীর গোত্রের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে সক্ষম হচ্ছিলো না। এর জবাবে

কেননা বুয়াইরা নামক জায়গার সর্বত্রই আগুন জ্বলে উঠেছে। রাবী আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন যে, এর জবাবে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস কবিতা লিখেছিলো, আল্লাহ যেনো এ কাজকে স্থায়ী করেন অর্থাৎ মদীনার আশে পাশে যেনো সব সময়ই আগুন জ্বলতে থাকে। অচিরেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কারা নিরাপদে থাকবে এবং কাদের এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٣٣٣٤- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَدَثَانَ النَّضْرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ فَقَالَ نَعَمْ أَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هٰذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذٰلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ فَقَالَ أَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هٰذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَتْ هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَاللّٰهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ تَقُولَانِ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تُوُفِّيَ اللّٰهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে বদ-দোয়া করে বলা হয়েছে, মদীনার আশে-পাশে যেন সর্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। আর খুব শীঘ্রই তোমাদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। তখন জানতে পারবে কারা নিরাপদ ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ
تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلَاكُمَا وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ فَجِئْتَنِي
يَعْنِي عَبَّاسًا فَقُلْتُ لَكُمَا إِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ
فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا
عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا
عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ فَدَفَعْتُهُ
إِلَيْكُمَا أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي
فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ
قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مَدَّى مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ أَنَا سَمِعْتُ
عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا
أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ فَقُلْتُ لَهُنَّ أَلَا تَتَّقِينَ اللهَ أَلَمْ تَعْلَمْنَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا
يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرْتُهُنَّ قَالَ فَكَانَتْ
هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلِيًّا عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَانَتْ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ
حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا ثُمَّ بِيَدِ
زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا.

৩৭৩৩. মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদসান নাসিরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাকে উমর (ইবনে খাত্তাব) ডেকে পাঠালেন। এ সময় তাঁর দ্বাররক্ষী ইয়ারফা এসে বললো, উসমান ইবনে আফফান, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, যুবাইর ইবনুল আও'আম এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আপনার সাক্ষাত প্রার্থী। আপনার অনুমতি হলে তাঁদেরকে আসতে বলি। তিনি বললেন, হাঁ, তাঁদেরকে আসতে বলো। এর অল্প কিছুক্ষণ পরে সে আবার এসে বললো, আব্বাস ইবনে মুত্তালিব এবং আলী ইবনে আবু তালিব আপনার সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থী তাঁদেরও কি আসতে বলবো? তিনি বললেন, হাঁ, তাঁদেরকেও আসতে বলো। তখন তাঁরা উভয়েই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আব্বাস বললেন, হে, আমীরুল মুমিনীন! আমাদের একটি বিবাদের মীমাংসা করে দিন। বনী নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল (সঃ)-কে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসেবে যা কিছু দিয়েছিলেন তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিবাদ চলছিলো। এনিয়ে তাঁরা উভয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বাক বিতন্ডায় লিপ্ত হয়েছিলেন। উপস্থিত সবাই বললেন, হে, আমীরুল মুমিনীন! একটা মীমাংসা করে তাদের উভয়কেই এ ঝগড়া থেকে অব্যাহতি দিন। উমর বললেন, থামুন, তাড়াহুড়ো করবেন না।

আমি আপনাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যার আদেশে আসমান ও যমীন কায়েম আছে। বলুন, আপনাদের কি জানা আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমরা (নবীগণ) আমাদের পার্থিব সম্পদের জন্য কাউকে উত্তরাধিকারী রেখে যাই না—যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হয়।" তাঁরা সকলেই বললেন ঃ হাঁ, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন। তখন উমর আলী ইবনে আবু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আপনাদের দু'জনকে আল্লাহর নামে শপথ করে জিজ্ঞেস করছি। বলুন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা বলেছেন কি না? তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ, তিনি এ কথা বলেছেন। তখন উমর বললেন, এখন এ ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে প্রকৃত অবস্থা খুলে বলছি। মহান আল্লাহ "ফাই" এর এ সম্পদ থেকে তাঁর রসূল (সঃ)-এর জন্য কিছু অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেননি। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "আর আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন—সে জন্য তোমরা না ঘোড়া হাঁকিয়েছো না অন্য কোন সওয়ারী পরিচালনা করেছো। আল্লাহ তাঁর রসূলকে যার উপর খুশী আধিপত্য দান করেন। আসলে আল্লাহ তা'আলাই সব বিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।" (সূরা হাশর—৬)। অতএব, এই সম্পদ একান্তভাবেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিলো। এর উপর কারো কোন হক ছিলো না। কিন্তু এ অর্থকে তিনি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেননি। বরং তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। অবশেষে এগুলো উদ্বৃত্ত আছে। এ মাল থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর পরিবার-পরিজনদের এক বছরের খোরপোশ রেখে দিতেন। এর যা থেকে যেতো তা আল্লাহর পথে খরচ করতেন। তিনি তাঁর সারা জিন্দেগী এভাবে কাজ করেছেন। তাঁর ইনতেকালের পর (নির্বাচিত খলীফা) আবু বকর বললেন, এখন আমিই তাঁর অভিভাবক। অতঃপর আবু বকর তা স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে কাজ করেছেন তিনি তাই করলেন। এরপর তিনি আলী ইবনে আবু তালিব ও আব্বাস ইবনে মুত্তালিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকে আপনারা যা বলেছেন তখনও এই কথা বলেই আবু বকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ সাক্ষী যে, এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও ন্যায়ের অনুসারী। অতঃপর আবু বকর ইনতেকাল করলেন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এ সম্পদকে আমার খেলাফতের দুই বছর কাল আমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিয়েছি এবং এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর যে ভাবে কাজ করেছেন আমিও ঠিক সেভাবেই কাজ করছি। আর আল্লাহ সাক্ষী যে, এক্ষেত্রে আমি সততা ও ন্যায়ানুগ পন্থায় কাজ করেছি। এখন পুনরায় আপনারা দু'জন এসে আমাকেও একই কথা বলছেন—একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করছেন। আর আব্বাস এখন আপনিও এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমরা (নবী-রসূলগণ) সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমাদের যা কিছু সম্পদ থাকে তা সাদকা হিসেবে থেকে যায়। এরপর এক সময় আমি এ চিন্তা করেছি যে, এ সম্পদকে আমি আপনাদের উভয়ের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করি। হাঁ, এখন আপনারা রাজি থাকলে একটি শর্তে আমি তা আপনাদের হাতে অর্পণ করবো। শর্তটি হলো, আপনারা আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠিক এমনভাবে কাজ করবেন যেমনভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকর ও আমার তত্ত্বাবধানে আসার পর থেকে আমি করেছি। এতে আপনাদের সম্মতি না থাকলে কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই। তখন আপনারা দু'জনে বলেছিলেন যে, এ শর্তের বিনিময়েই আপনি আমাদের হাতে তা অর্পণ করুন। আমি তাই করেছি। এখন যদি আপনারা এর বাইরে কোন মীমাংসা আমার কাছে কামনা করেন তাহলে সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যার আদেশে আসমান ও পৃথিবী ঠিক আছে, কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ছাড়া অন্য কোন ফয়সালা দিতে পারবো না। আপনারা দু'জন এর তত্ত্বাবধানে যদি অপারগ হয়ে থাকেন তা হলে আমার কাছে ফিরিয়ে দিন। আমি এর দেখা শোনা করতে পারবো। হাদীসের বর্ণনাকারী যুহরী বলেন, আমি এ হাদীসটি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, মালেক ইবনে আওস ঠিকই বর্ণনা করেছেন। কেননা, আমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বলতে শুনেছি যে, (বনী নাযীরের গোত্রের সম্পদ থেকে) "ফাই" হিসেবে

আল্লাহ তাঁর রসূলের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার মূল্য আনার জন্য নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ উসমানকে আবু বকরের নিকট পাঠাতে চাইলে আমি তাঁদেরকে এই বলে নিষেধ করেছিলাম যে, আপনারা কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আপনারা কি জানেন না যে, নবী (সঃ) বলতেন, আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন ওয়ারিস বা উত্তরাধীকারী রেখে যাই না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে রেখে যাই। এ কথার দ্বারা তিনি নিজেকেই বুঝিয়েছেন। শুধু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ এর দ্বারা ভরণ-পোষণ চালাতে পারেন। আমার এ কথা শুনে নবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ বিরত হলেন। বর্ণনাকারী উরওয়া ইবনে যুবায়ের বলেন, অবশেষে সাদকার এ মাল আলীর তত্ত্বাবধানে ছিলো। তিনি আব্বাস ইবনে মুত্তালিবকে এর উপর দখল জমাতে দেননি। এরপর তা যথাক্রমে হাসান ইবনে আলী ও হুসাইন ইবনে আলী এর হাতে ছিলো। পুনরায় তা আলী ইবনে হুসাইন এবং হাসান ইবনে হাসান এর তত্ত্বাবধানে ছিলো। তারা উভয়ে এর দেখা-শোনা করতেন। এরপর তা যায়েদ ইবনে হাসানের তত্ত্বাবধানে যায় এবং সবাই এ সম্পদকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিত্যক্ত সাদকা হিসেবে এর তত্ত্বাবধানকারী হয়ে কাজ করেছেন মাত্র।

٣٧٣٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ اَتَيَا اَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيْرَاثَهُمَا اَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ اِنَّمَا يَاْكُلُ اٰلُ مُحَمَّدٍ فِيْ هٰذَا الْمَالِ وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ اَصِلَ مِنْ قَرَابَتِيْ۔

৩৭৩৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ)-এর (কন্যা) ফাতেমা ও আব্বাস (ইবনে আবদুল মুত্তালিব) আবু বকরের কাছে এসে মিরাস সূত্রে ফাদাকের [একটি জায়গার নাম যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু ভূমি ছিলো] ভূমি এবং খায়বারের ভূমি থেকে আয়ের অংশ চাইলেন। আবু বকর বললেন, আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি: আমরা (নবী ও রসূলগণ) আমাদের সম্পদের কোন উত্তরাধিকারী রেখে যাই না। আমরা যা কিছুই রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে পরিচালিত হয়। তবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধর-গণ এ সম্পদ থেকে তাদের ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করতে পারেন। তবে তাদের সাথে আচার-আচরণের প্রশ্ন আসলে বলতে চাই—আল্লাহর কসম আমার আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তাসুলভ আচরণ করার চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজনের সাথে আত্মীয়তা-সুলভ আচরণ ও বন্ধনকে বেশী প্রিয় মনে করি।

অনুচ্ছেদ : কা'ব ইবনে আশরাফের ৩৯ হত্যার ঘটনা।

٣٧٣٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاْذَنْ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ قُلْ فَاَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ

৩৯. কা'ব ইবনে আশরাফ ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের একজন কবি ছিলো। সে কবিতা রচনার দ্বারা রসূল (সঃ)-এর ওপর বিদ্রূপ করতো এবং তা প্রচার করে বেড়াতো। এমনকি সম্মানিত মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যাদের সম্পর্কেও কুৎসিত ও উদ্ভট কথাবার্তা লিখে ছড়াতো। তার এসব কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাকে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করেন।

قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضًا وَاللّٰهِ لَتَمَلُّنَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَوْ يَذْكُرُ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ أُرَى فِيهِ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ ارْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هٰذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلٰكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ وَهُوَ أَخُو كَعْبٍ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَائِلَةَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَةَ أَنَّ الْكَرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلَى طَعْنَةٍ لَيْلًا لَأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرٌو وَقَالَ سَمَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو وَأَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ أَوْسٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ عَمْرٌو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَشُمُّهُ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رِيحًا أَيْ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو وَقَالَ عِنْدِي سَيِّدُ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ عَمْرٌو فَقَالَ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَعَمْ فَشَمَّهُ ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ أَتَأْذَنُ لِي قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ دُونَكُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ۔

৩৭৩৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে প্রস্তুত আছ? সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা উঠে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি চান যে, আমি গিয়ে তাকে হত্যা করি। তিনি বললেন : হাঁ, তখন মুহাম্মদ

ইবনে মাসলামা বললেন, তাহলে এ ব্যাপারে আমি যা ভালো মনে করি আমাকে তা বলার অনুমতি দিন। নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ, বলো। এরপর মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে গিয়ে বললেন ঃ এ লোকটি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাদের কাছে শুধু সাদকা চায়। আর সে আমাদেরকে জ্বালাতন ও বিরক্ত করছে। আমি (আজ) তোমার কাছে কিছু ঋণের জন্য এসেছি। কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, আরে এখনই জ্বালাতনের কি দেখেছো? পরে সে তোমাদেরকে উৎপীড়নে অতিষ্ঠ করে তুলবে। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ সে যাই হোক, আমরা তো তাকে মেনে নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কি ফল দাঁড়ায় তা না দেখে এখনই তাকে পরিত্যাগ করা ভালো মনে করি না। এখন আমি তোমার কাছে "এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক" পরিমাণ খাদ্য ধার চাই। হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার আমার কাছে হাদীসটি কয়েকবার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সময় তিনি "এক ওয়াসক বা দু'ওয়াসক" শব্দ উল্লেখ করেননি। তাই আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, এ হাদীসে তো "এক বা দু'ওয়াসক" কথাটি আছে। তখন তিনি বললেন যে, আমার মনে হয়, কথাটি আছে। যাই হোক, কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, ঋণ তো পেয়ে যাবে, কিন্তু কিছু বন্ধক রাখো। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, কি জিনিস বন্ধক চান? সে বললো, তোমাদের স্ত্রীদেরকে বন্ধক রাখো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, আপনি আরবের সবচেয়ে সুশ্রী ব্যক্তি। আপনার কাছে আমাদের স্ত্রীদের কি করে বন্ধক রাখা যেতে পারে? তখন সে বললো, তোমাদের পুত্রসন্তানদের বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, আমাদের পুত্রসন্তানদেরকেই বা কি করে বন্ধক রাখা যায়? তাহলে পরবর্তী সময়ে লোকেরা সুযোগ পেয়ে তাদেরকে খোঁটা দিবে যে, মাত্র এক বা দু'ওয়াসক খাদ্যের জন্য বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লাঞ্ছনাকর ও অপমানজনক। বরং আমরা আমাদের তরবারী ('লামা') বন্ধক রাখতে পারি। সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন যে, 'লামা' শব্দের অর্থ তরবারী। সুতরাং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তাকে (কা'ব ইবনে আশরাফ) পুনরায় যাওয়ার ওয়াদা করে চলে আসলেন। পরে তিনি কা'ব ইবনে আশরাফের দুধ-ভাই আবু নায়েলাকে সঙ্গে করে রাতের বেলা তার কাছে গেলেন। কা'ব তাদেরকে দুর্গের মধ্যে ডেকে নিলো। তাদের কাছে আসার সময় তার স্ত্রী তাকে বললো, এ সময় কোথায় যাচ্ছ? সে বললো, কোন শংকার কারণ নাই। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়েলা এসেছে, তাদের কাছে যাচ্ছি। রাবী' সুফিয়ান বলেছেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনাকারীরা এতে এতটুকু কথা বেশী যোগ করে বর্ণনা করেছেন যে, কা'বের স্ত্রী বললো, এ ডাকে যেনো রক্তের গন্ধ আছে বলে মনে হচ্ছে। তখন কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, কিছু না, ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা এবং দুধ-ভাই আবু নায়েলা ডাকছে। আর খান্দানী ও অভিজাত ব্যক্তিকে রাতের বেলা বর্শাবিদ্ধ করার জন্য ডাকলেও তার যাওয়া উচিত। রাবী' আমর ইবনে দীনার বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা তার সাথে আরো দু'ব্যক্তিকে নিয়েছিলেন। রাবী' সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আমর ইবনে দীনার কি তাদের (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সঙ্গী) দু'জনের বর্ণনা করেছিলেন? জবাবে সুফিয়ান বললেন, একজনের নাম বলেছিলেন। আমর ইবনে দীনার বর্ণনা করেন, তিনি আরো দু'জন লোককে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে—অবশ্য আমর অন্যান্য রাবী'গণ (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামার সঙ্গী হিসেবে) আবু আবাছ ইবনে জাবর, হারেস ইবনে আওস এবং আব্বাদ ইবনে বিশরের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে আমর শুধু এতটুকুই বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা) তার সাথে আরো দু'জন নিয়েছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে, যখন সে (কা'ব ইবনে আশরাফ) আসবে আমি তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে থাকবো। যে সময় তোমরা দেখবে যে আমি খুব শক্ত করে তার মাথার চুল মুষ্টিবদ্ধ করেছি তখন তোমরা তরবারি দ্বারা তাকে আঘাত করবে। তিনি আরো বললেন যে, একবার আমি তোমাদেরকেও শুঁকাবো। সে চাদর গায়ে তাদের কাছে আসলে তার শরীর থেকে খোশবু বের হচ্ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ এতো উত্তম সুগন্ধি এর আগে আমি

কোনদিন দেখিনি। এখানে আমর ছাড়া বর্ণনাকারীগণ এতোটুকু কথা বেশী বর্ণনা করেছেন যে, তখন কা'ব বললো, বর্তমানে আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে উত্তম এবং অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী স্ত্রীলোক আছে। আমর বর্ণনা করেছেন যে, তখন মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন, আমাকে আপনার মাথা শুঁকতে অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ, অবশ্যই দেবো। তারপর তিনি তার মাথার ঘ্রাণ শুঁকলেন এবং সঙ্গীদেরও শুঁকালেন। তারপর আবার বললেন, আমাকে আরেকবার শুঁকবার অনুমতি দিবেন কি? সে বললো, হাঁ। এবার তিনি তার মাথার চুল দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে সঙ্গীদেরকে বললেন, এবার নাও। তখন তারা তাকে হত্যা করলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে তার হত্যার সুখবর জানালো।

অনুচ্ছেদ : ইয়াহুদ আবু রাফে' আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যার ঘটনা। কেউ কেউ তার নাম সুলাম ইবনে আবুল হুকাইক বলে উল্লেখ করেছেন। সে খায়বরের অধিবাসী ছিলো। কেউ কেউ বলেছেন, হিজাযে তার একটি দুর্গ ছিলো সেখানেই সে থাকতো। যুহরী বলেছেন, তার হত্যার ঘটনা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনার পরে সংঘটিত হয়।

٣٧٣٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ

৩৭৩৬. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) দশজনের কমসংখ্যক লোকের একটি দলকে আবু রাফে'র উদ্দেশ্যে পাঠালেন। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীও ছিলেন। তিনি রাতের বেলা তার ঘরে প্রবেশ করে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করেন।

٣٧٣٧ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَبِيْ رَافِعٍ الْيَهُوْدِيِّ رِجَالًا مِّنَ الْأَنْصَارِ فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَكَانَ أَبُوْ رَافِعٍ يُؤْذِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِيْ حِصْنٍ لَّهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لِأَصْحَابِهِ اجْلِسُوْا مَكَانَكُمْ فَإِنِّيْ مُنْطَلِقٌ وَّمُتَلَطِّفٌ لِّلْبَوَّابِ لَعَلِّيْ أَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَقَنَّعَ بِثَوْبِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِيْ حَاجَةً وَّقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبَوَّابُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ فَإِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُغْلِقَ الْبَابَ فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ الْبَابَ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَغَالِيْقَ عَلَى وَتِدٍ قَالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقَالِيْدِ فَأَخَذْتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُوْ رَافِعٍ يُسْمَرُ عِنْدَهُ وَكَانَ فِيْ عُلَالِيَّةٍ لَّهُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمَرِهِ وَصَعَدْتُ إِلَيْهِ فَجَعَلْتُ كُلَّمَا فَتَحْتُ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ قُلْتُ إِنَّ الْقَوْمَ لَوْ نَذِرُوْا بِيْ لَمْ يَخْلُصُوْا إِلَيَّ حَتّٰى أَقْتُلَهُ

فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ أَبَا رَافِعٍ
قَالَ مَنْ هٰذَا فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشٌ فَمَا أَغْنَيْتُ شَيْئًا
وَصَاحَ فَخَرَجْتُ مِنَ الْبَيْتِ فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا الصَّوْتُ
يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ إِنَّ رَجُلًا فِي الْبَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً
أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ثُمَّ وَضَعْتُ ضَبِيبَ السَّيْفِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ فَعَرَفْتُ
أَنِّي قَتَلْتُهُ فَجَعَلْتُ أَفْتَحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ فَوَضَعْتُ
رِجْلِي وَأَنَا أُرَى أَنِّي قَدِ انْتَهَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَوَقَعْتُ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ فَانْكَسَرَتْ
سَاقِي فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ لَا أَخْرُجُ اللَّيْلَةَ
حَتَّى أَعْلَمَ أَقَتَلْتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ فَقَالَ أَنْعِي أَبَا رَافِعٍ تَاجِرَ أَهْلِ
الْحِجَازِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ النَّجَاءَ فَقَدْ قَتَلَ اللّٰهُ أَبَا رَافِعٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا
قَطُّ۔

৩৭৩৭. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারীকে আমীর বানিয়ে তার নেতৃত্বে আনসারদের কিছুসংখ্যক লোককে ইয়াহুদ আবু রাফে'র (হত্যার) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আবু রাফে' রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুশমন ছিলো। সে তাঁকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর শত্রুদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। হিজায ভূমিতে তার একটি দুর্গ ছিলো। সে সেখানে বসবাস করতো। যে সময় তারা তার দুর্গের কাছে গিয়ে পেঁছলো তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে লোকজন নিজ নিজ পশুপাল নিয়ে তাদের বাড়ীর দিকে রওয়ানা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তার সাথীদের বললেন, তোমরা এখানে বসে অপেক্ষা করো। আমি গিয়ে দ্বাররক্ষীকে ধোঁকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করবো। তারপর তিনি দরজার কাছে গিয়ে পেঁছিলেন এবং কাপড় দিয়ে নিজেকে এমনভাবে ঢাকলেন যেনো প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করছেন। তখন দুর্গের সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী তাকে লক্ষ্য করে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে প্রবেশ করো। আমি এখনই দরযা বন্ধ করবো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি তখন ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং আত্মগোপন করে থাকলাম। তখন সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে দ্বাররক্ষী দরযা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো এবং (দেয়ালে প্রোথিত) একটি পেরেকের সাথে চাবি লটকিয়ে রাখলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি পরে (দারোয়ান ঘুমিয়ে পড়লে) উঠে চাবি নিয়ে দরযা খুললাম। এদিকে আবু রাফে'র কাছে রাতের বেলা গল্পের আসর জমতো। এ সময় সে তার ওপরের তলার কামরায় বসে কিচ্ছা-কাহিনী শুনছিলো। তার গল্পের আসরের লোকজন সবাই চলে গেলে আমি সিঁড়ি ভেঙে তার কাছে পেঁছলাম। এ সময় আমি একটি করে দরযা খুলছিলাম এবং ভেতর থেকে আবার তা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম যেনো লোকজন আমার আগমন বুঝতে পারলেও আমি আবু রাফে'কে হত্যা না করা পর্যন্ত আমার কাছে পেঁছতে না পারে। এভাবে আমি তার কাছে পেঁছলাম, সে একটি অন্ধকার ঘরে তার ছেলেমেয়েদের মাঝে শুয়ে আছে। কিন্তু সে ঘরের কোন জায়গায় শুয়ে

আছে তা বুঝতে পারলাম না। (তার অবস্থান জানার জন্য) আমি তাকে ডাকলামঃ "আবু রাফে"। সে জবাব দিলো, কে ডাকছো? তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে তরবারী দ্বারা প্রচন্ড জোরে আঘাত করলাম। আমি তখন কাঁপছিলাম। এ আঘাতে আমি তার কোনই ক্ষতি করতে পারলাম না। সে চীৎকার করে উঠলো। আমি তখন ঘরের বাইরে চলে আসলাম এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার প্রবেশ করে বললাম, আবু রাফে' চীৎকার করলে কেন? সে আমাকে নিজের লোক ভেবে বললো, তোমার মা'র সর্বনাশ হোক। একটু আগেই ঘরের মধ্যে কে যেনো আমাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, তখন আমি আবার তাকে প্রচন্ড আঘাত করলাম এবং ঘায়েল করে ফেললাম। কিন্তু তখনও হত্যা করতে পারি নাই। সুতরাং তরবারীর মাথা তার পেটের ওপর চেপে ধরলাম এবং পিঠ পার করে দিলাম। এরপর তাকে হত্যা করতে পেরেছি বলে আমি নিশ্চিত হলাম। তাই একটি একটি করে দরযা খুলে নীচে নামতে শুরু করলাম। অবশেষে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে পেঁছলাম। জ্যোৎস্নালোকিত রাত ছিলো। আমি মনে করলাম সিঁড়ির সকল ধাপ অতিক্রম করেছি। কিন্তু তখনও একটি ধাপ অবশিষ্ট ছিলো। তাই নীচে পা রাখতেই আমি পড়ে গেলাম এবং পায়ের গোছার হাড় ভেঙে গেলো। আমার মাথার কাপড় দিয়ে আমি তৎক্ষণাৎ পা বেঁধে ফেললাম এবং সেখান থেকে একটু দূরে গিয়ে দরযা সোজাই বসে থাকলাম। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজকের রাতে তার মৃত্যুর খবর না শুনে যাব না। ভোররাতে মোরগ ডাকার সময় মৃত্যু ঘোষণাকারী প্রাচীরের ওপর উঠে ঘোষণা করলো, হিজাযের ব্যবসায়ী আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ গ্রহণ করো। তখন আমি আমার সাথীদের কাছে গিয়ে বললাম। জলদি চলো। আল্লাহ আবু রাফে'কে হত্যা করেছেন। তারপর আমি নবী (সঃ)-এর কাছে পেঁছে তাঁকে তার মৃত্যুর খবর দিলাম এবং সব ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার পা দেখে তা ছড়িয়ে ধরতে বললেন। আমি আমার পা ছড়িয়ে ধরলে তিনি তা স্পর্শ করলেন। আমার পা এমন সুস্থ হয়ে গেলো যেনো তাতে কোন আঘাতই লাগেনি।

٣٧٣٨ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَبِي رَافِعٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَتِيْكٍ وَ
عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُتْبَةَ فِيْ نَاسٍ مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى دَنَوْا مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّٰهِ
بْنُ عَتِيْكٍ امْكُثُوْا أَنْتُمْ حَتّٰى إِنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرَ قَالَ تَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْحِصْنَ
فَفَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ قَالَ فَخَرَجُوْا بِقَبِيْسٍ يَطْلُبُوْنَهُ قَالَ خَشِيْتُ إِنْ أُعْرَفَ قَالَ
فَغَطَّيْتُ رَأْسِيْ وَرِجْلِيْ وَجَلَسْتُ كَأَنِّيْ أَقْضِيْ حَاجَةً ثُمَّ نَادٰى صَاحِبُ الْبَابِ مَنْ
أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أُغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ اخْتَبَأْتُ فِيْ مَرْبَطِ
حِمَارٍ عِنْدَ بَابِ الْحِصْنِ فَتَعَشَّوْا عِنْدَ أَبِيْ رَافِعٍ وَتَحَدَّثُوْا حَتّٰى ذَهَبَتْ سَاعَةٌ
مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعُوْا إِلٰى بُيُوْتِهِمْ فَلَمَّا هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَلَا أَسْمَعُ حَرَكَةً
خَرَجْتُ قَالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْبَابِ حِيْنَ وَضَعَ مِفْتَاحَ الْحِصْنِ فِيْ كُوَّةٍ فَأَخَذْتُهُ
فَفَتَحْتُ بِهِ بَابَ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ إِنْ نُذِرَ بِيَ الْقَوْمُ إِنْطَلَقْتُ عَلٰى مَهْلٍ ثُمَّ
عَمَدْتُ إِلٰى أَبْوَابِ بُيُوْتِهِمْ فَغَلَّقْتُهَا عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلٰى أَبِيْ

رَافِعٍ فِيْ سُلَّمٍ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طُفِئَ سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعٍ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ فَعَمَدْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا ثُمَّ جِئْتُ كَأَنِّيْ أُغِيْثُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا أَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ فَقَالَ أَلَا أُعْجِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ فَضَرَبَنِيْ بِالسَّيْفِ قَالَ فَعَمَدْتُ لَهُ أَيْضًا فَأَضْرِبُهُ أُخْرٰى فَلَمْ تُغْنِ شَيْئًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ كَهَيْأَةِ الْمُغِيْثِ فَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْفَ فِيْ بَطْنِهِ ثُمَّ انْكَفَأْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشًا حَتّٰى أَتَيْتُ السُّلَّمَ أُرِيْدُ أَنْزِلَ فَأَسْقُطُ مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِيْ فَعَصَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِيْ أَحْجُلُ فَقُلْتُ انْطَلِقُوْا فَبَشِّرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَإِنِّيْ لَا أَبْرَحُ حَتّٰى أَسْمَعَ النَّاعِيَةَ فَلَمَّا كَانَ فِيْ وَجْهِ الصُّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ أَنْعِيْ أَبَا رَافِعٍ قَالَ فَقُمْتُ أَمْشِيْ مَا بِيْ قَلَبَةٌ فَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِيْ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ .

৩৭৩৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইয়াহুদ আবু রাফে'র (হত্যার উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আতীক আনসারী ও আবদুল্লাহ ইবনে উকবাকে একদল লোকসহ তার কাছে পাঠালেন। তারা গিয়ে দুর্গের নিকটে পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো আমি গিয়ে সুযোগ খুঁজতে থাকি। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বর্ণনা করেছেন, আমি দুর্গের ভিতর প্রবেশ করার চেষ্টা করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে তাদের একটি গাধা হারিয়ে গেলে তারা একটি আলো নিয়ে তার সন্ধানে বের হলো। তিনি বলেন, আমি তখন ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাকে যদি তারা চিনে ফেলে। তাই আমি কাপড় দিয়ে আমার মাথা ও পা ঢেকে ফেললাম এবং এমনভাবে বসে থাকলাম যেন আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছি। এরপর দারোয়ান সবাইকে ডেকে বললো, কেউ ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে এখনই দরজা বন্ধ করার আগে চলে আসুন। তখন আমি প্রবেশ করলাম এবং দুর্গের দরজার পাশেই গাধার খোয়াড়ে আত্মগোপন করে থাকলাম। সবাই আবু রাফে'র সাথে বসে রাতের খাবার খেলো এবং গল্পগুজব করলো। এভাবে কিছু রাত কেটে গেলে সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেলো। (সবাই ঘুমিয়ে পড়ায়) কোলাহল থেমে গেলো। আমি যখন কোন নড়াচড়া বা সাড়া শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না তখন বের হলাম এবং দারোয়ান দুর্গের দেয়ালের একটি ছিদ্রপথে যেখানে চাবি রেখেছে সেখানে গিয়ে চাবিটা নিলাম। তারপর দুর্গের দরজা খুললাম এবং মনে মনে সংকল্প করলাম, যদি লোকজন আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সহজেই পালাতে পারবো। এরপর দুর্গের অভ্যন্তরে যত ঘর ছিলো বাইরে থেকে তার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং সিঁড়ি বেয়ে আবু রাফে'র কামরায় উঠলাম। দেখলাম আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে তাই কামরার মধ্যে ভীষণ অন্ধকার। তাই বুঝতে পারলাম না, লোকটি (অর্থাৎ আবু রাফে') কোনখানে শুয়ে আছে। সুতরাং আমি তাকে ডাকলাম, আবু রাফে'। সে জবাব দিলো, কে ডাকছো তখন আমি আওয়াজ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম এবং তাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলাম। সে চীৎকার করে উঠলো কিন্তু এ আঘাত কোন কাজে আসলো না। আমি কয়েক মুহূর্ত দেরী করে আবার তার কাছে গেলাম। যেনো আমি তার সাহায্যকারী (হিসেবে ছুটে গিয়েছি)। আমি এবার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললাম, কি

হয়েছে, আবু রাফে'? সে বললো: কি আশ্চর্য কথা তোমার মার সর্বনাশ হোক, কে যেন আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে ইবনে আতিক বলেন, আমি আবার তাকে আঘাত করলাম। কিন্তু এবারও তা ব্যর্থ হলো। সে চীৎকার করলে তার পরিবারের সবাই জেগে উঠলো। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, আমি সাহায্যকারীর ভান করে আবারও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সে চিত হয়ে শুয়ে আছে। তাই তরবারির অগ্রভাগ তার পেটের উপর রেখে সজোরে দাবিয়ে দিলাম এবং বুঝতে পারলাম তরবারি তার পিঠের হাড় স্পর্শ করেছে। এরপর আমি কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ির পাশে গেলাম এবং পড়ে গিয়ে আমার পা ভেঙে গেলো। আমি কাপড় দিয়ে পা বেঁধে ফেললাম এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সঙ্গীদের কাছে আসলাম। বললাম, তোমরা গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সুসংবাদ দান করো। আমি তার মৃত্যুর ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত এখান থেকে যাবো না। ভোর হলে মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণাকারী বললো, আমি আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। আবদুল্লাহ ইবনে আতীক বলেন, এরপর আমি ওঠে রওয়ানা হলাম। কিন্তু তখন (আমার পায়ে ব্যথা বা কষ্ট) অনুভব করলাম না। আমার সঙ্গীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছার আগেই আমি তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম এবং গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে (আবু রাফে'র মৃত্যুর) সুসংবাদ দিলাম।

অনুচ্ছেদ: ওহুদ-যুদ্ধের ঘটনা। মহান আল্লাহর বাণী:

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(آل عمران - آية ١٢١) -

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ - وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ - (آل عمران - آية ١٣٩)

وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. (آل عمران)

"হে নবী, আপনি সেই সময়ের কথা মু'মিনদেরকে জানিয়ে দিন যখন আপনি সকালবেলা পরিজনদের ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং (ওহুদের ময়দানে) বিভিন্ন স্থানে মু'মিনদেরকে মোতায়েন করছিলেন। আল্লাহ সবই শোনেন এবং জানেন। (সূরা—আলে-ইমরান : ১২১) তোমরা ভগ্নোৎসাহ হয়ো না, দুঃখ করো না—যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা আঘাত পেয়ে থাকলে (এর আগে) তারাও তো তেমনি আঘাত পেয়েছে। মানবজাতির মধ্যে যুগের এই উত্থানপতন আমিই ঘটিয়ে থাকি। তোমাদের সামনে এই কঠিন অবস্থা এ জন্যে আনা হয়েছে যে, আল্লাহ জানতে চান তোমাদের মধ্যে কে সত্যিকার ঈমানদার—আর তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান। জালিমদেরকে আল্লাহ মোটেই পসন্দ করেন না। আর তিনি এই পরীক্ষা দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফেরদের থেকে আলাদা করে কাফেরদের ধ্বংস করতে চান।...তোমরা কি ধরে নিয়েছো যে, তোমরা এমনি জান্নাতে ঢুকে পড়বে.? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করলো আর কারা ধৈর্যের পরিচয় দিলো এখনও আল্লাহ তা দেখেননি। তোমরা মৃত্যু আসার আগেই তা কামনা করেছিলে। এখন তো মৃত্যু তোমাদের সামনে হাজির দেখতে পাচ্ছ। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৩৯) আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে সাহায্য করার যে ওয়াদা ছিলো আল্লাহ তা সত্যে পরিণত করেছেন। প্রথমতঃ তোমরাই তাদেরকে তাঁরই হুকুমে হত্যা ও নির্মূল করছিলে। কিন্তু পরে যখন তোমরা দুর্বলতা দেখালে এবং কাজের ব্যাপারে ঝগড়া ও মতবিরোধ করলে, আর যেই মাত্র তোমাদের পসন্দনীয় জিনিস তোমাদেরকে দেখানো হলো তখন তোমরা (নেতার) নির্দেশ লংঘন করলে। কারণ তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়ার আশা করে আবার কেউ আখেরাত চায়। তাই তোমাদেরকে পরীক্ষার জন্য কাফেরদের হাতে পরাস্ত করলেন। এরপরও আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কেননা আল্লাহ মু'মিনদের ওপর বড়ই অনুগ্রহকারী। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৫২) যারা আল্লাহর পথে মারা গেলো তাদেরকে মৃত মনে করো না। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত আছে এবং তাদের রবের কাছ থেকে রিযক লাভ করছে। আল্লাহ মেহেরবানী করে তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন—তাই নিয়ে তারা আনন্দ করছে। আর যারা দুনিয়ায় পড়ে আছে এবং এখনও তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও তারা সন্তুষ্ট যে, তাদেরও কোন ভয় নেই এবং তারা শোকার্ত হবে না। (সূরা—আলে-ইমরান : ১৬৯)

٣٧٣٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ هٰذَا جِبْرِيْلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ

৩৭৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ওহুদ-যুদ্ধের দিন (যুদ্ধের ময়দানে) বলেছিলেন ৪০ এই তো জিবরাইল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে এসে পেঁছেছেন।

٣٧٤٠- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ إِنِّيْ بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِيْ هٰذَا وَإِنِّيْ لَسْتُ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا وَلٰكِنِّيْ أَخْشٰى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৪০. ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ)-এর মতে এ হাদীসে উল্লেখিত কথাটি রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন।

৩৭৪০. উকবা ইবনে আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আট বছর পর নবী (সঃ) ওহুদ-যুদ্ধের শহীদদের জন্য (তাদের কবরে গিয়ে) এমনভাবে দো'আ করলেন যেমন কোন বিদায় গ্রহণকারী জীবিত ও মৃতদের জন্য দো'আ করে। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি মিম্বরে ওঠে বললেনঃ আমি তোমাদের অগ্রগামী ব্যক্তি (আগেই বলে যাচ্ছি)। আমি তোমাদের সাক্ষীদাতা। এরপরে আমার সাথে তোমাদের সাক্ষাত হাওযে কাওসারের কিনারে হবে। আর আমার এই জায়গা থেকে আমি হাওযে কাওসার দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের ব্যাপারে এ আশংকা করি না যে, আমার পরে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। বরং আমার আশংকা হয় যে, তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। উকবা ইবনে আমের বলেন, আমার এই সময়ের দেখাই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে শেষবারের মতো দেখা।

٣٧٤١ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا
مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوْا إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ
فَلَا تَبْرَحُوْا وَإِنْ رَأَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلَا تُعِيْنُوْنَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوْا حَتَّى
رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوْقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ
فَأَخَذُوْا يَقُوْلُوْنَ الْغَنِيْمَةَ الْغَنِيْمَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا تَبْرَحُوْا
فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوْهُهُمْ فَأُصِيْبَ سَبْعُوْنَ قَتِيْلًا وَأَشْرَفَ أَبُوْ سُفْيَانَ
فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تُجِيْبُوْهُ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ قَالَ لَا تُجِيْبُوْهُ
فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنَّ هٰؤُلَاءِ قُتِلُوْا فَلَوْ كَانُوْا أَحْيَاءً لَأَجَابُوْا فَلَمْ
يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيْكَ قَالَ أَبُوْ
سُفْيَانَ أُعْلُ هُبَلْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللهُ أَعْلَى وَ
أَجَلُّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَجِيْبُوْهُ قَالُوْا مَا نَقُوْلُ
قَالَ قُوْلُوْا اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ يَوْمُ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ وَ
تَجِدُوْنَ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِيْ -

৩৭৪১. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওই দিন (ওহুদ-যুদ্ধের দিন) আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বের হলে নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে তীরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করে এক জায়গায় তাদেরকে মোতায়েন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা সর্বাবস্থায় এখানে থাকবে। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছি তবুও এখান থেকে সরবে না। কিংবা যদি দেখো যে, তারা (মুশরিকরা) আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তবুও আমাদের সাহায্যের জন্যে এখান থেকে সরবে না। অতঃপর আমরা তাদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলে তারা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করলো। এমনকি আমরা দেখতে পেলাম মুশরিকদের মেয়েরা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোছার ওপর টেনে তোলার কারণে পায়ের মলগুলো পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছে। এই সময় আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের তীরন্দাজ বাহিনীর লোকেরা বলতে শুরু করলো, আরে চলো গণিমাতের মাল সংগ্রহ করি। আবদুল্লাহ

ইবনে জুবাইর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, নবী (সঃ) আমাকে এ স্থান ছাড়তে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সবাই তার কথা অগ্রাহ্য করলে তাদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো এবং তাদের সত্তর জন লোক শহীদ হলেন। তখন আবু সুফিয়ান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে বললো, মুহাম্মদ কি জীবিত আছে? নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। তখন সে (আবু সুফিয়ান) আবার বললো, আবু কুহাফার পুত্র (আবু বকর) জীবিত আছে কি? নবী (সঃ) আবারও বললেনঃ তোমরা কেউ জওয়াব দিও না। এবার সে (আবু সুফিয়ান) বললোঃ খাত্তাবের পুত্র (উমর) বেঁচে আছে কি? তারপর সে (আবু সুফিয়ান) বললোঃ এরা সবাই নিহত হয়েছে। জীবিত থাকলে অবশ্যই জওয়াব দিতো। তখন উমর (ইবনুল খাত্তাব) নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তিনি জওয়াব দিলেনঃ হে, আল্লাহর দুশমন! তুমি মিথ্যা বললে। তোমাকে লাঞ্ছিত করার জন্য আল্লাহ সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তখন আবু সুফিয়ান বললোঃ হুবালই সমুন্নত ও মর্যাদাবান। তখন সাহাবাদের লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেন, তাকে জওয়াব দাও। সাহাবাগণ বললেনঃ আমরা কি বলে জওয়াব দেবো। নবী (সঃ) বললেনঃ বলো, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা সমুন্নত ও সর্বশক্তিমান। তখন আবু সুফিয়ান বললোঃ আমাদের দেবতা আছে—তোমাদের তো "উয্যা" নাই। এবারও নবী (সঃ) (সাহাবাদেরকে) বললেন, তোমরা তাকে জওয়াব দাও। তারা বললো, আমরা কি বলে জওয়াব দেবো? নবী (সঃ) বললেন, বলো, আল্লাহ আমাদের প্রভু ও অভিভাবক (মাওলা)—তোমাদের তো প্রভু ও অভিভাবক নেই। এবার আবু সুফিয়ান বললো, আজকের দিন বদর-যুদ্ধের দিনের প্রতিশোধ হলো। আর যুদ্ধ কূপ হতে পানি উঠানোর পাত্রের মতো। (অর্থাৎ একবার এ হাতে আরকবার অন্য হাতে) আর যুদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা এমন কিছু লাশ দেখতে পাবে যাদের নাক-কান কাটা হয়েছে। আমি এরূপ করতে আদেশ দেইনি। তবে এতে আমার কোন দুঃখ নেই।

٣٧٤٢ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ اِصْطَبَحَ الْخَمْرَ يَوْمَ اُحُدٍ نَاسٌ ثُمَّ قُتِلُوْا شُهَدَاءَ

৩৭৪২. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা শরাব[৪১] পান করেছিলো এবং তারপর যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছিলো।

٣٧٤٣ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اُتِيَ بِطَعَامٍ وَّكَانَ صَائِمًا فَقَالَ قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَّهُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ كُفِّنَ فِيْ بُرْدَةٍ اِنْ غُطِّيَ رَاْسُهٗ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَاِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَاْسُهٗ وَاُرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّيْ ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ اَوْ قَالَ اُعْطِيْنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا اُعْطِيْنَا وَقَدْ خَشِيْنَا اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتّٰى تَرَكَ الطَّعَامَ۔

৩৭৪৩. সা'ঈদ ইবনে ইবরাহীম তাঁর পিতা ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, (একদিন) আবদুর রহমান ইবনে আওফের কাছে খাবার আনা হলো। তিনি সেদিন রোযা রেখেছিলেন। (খাবার দেখে) তিনি বললেনঃ মুস'আব ইবনে উমাইর[৪২] ছিলেন আমার চাইতে সৎ ও

---

৪১. তখনও শরাব নিষিদ্ধ হয়নি।

৪২. মুস'আব ইবনে উমায়ের কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি অত্যন্ত বিত্তশালী

উত্তম লোক। তিনি শাহাদত লাভ করেছেন। তাঁকে একখানা মাত্র অপর্যাপ্ত কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। তাঁ দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে যাচ্ছিলো এবং পা ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিলো। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবরাহীম বলেছেন : আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে, হামযা শাহাদত লাভ করেছেন। তিনিও আমার চাইতে উত্তম লোক ছিলেন। তারপর এখন তো আমাদের জন্য পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উত্তমরূপে করা হয়েছে অথবা (বর্ণনাকারী ইবরাহীমের সন্দেহ) তিনি বলেছিলেন, দুনিয়ায় যা কিছু আমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, হয়তো আমাদের নেকীর বিনিময় এখানেই (পৃথিবীতে) দিয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন এমনকি এ জন্য খাবারও খেতে পারলেন না।

٣٧٤٤- عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

৩৭৪৪. আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী (সঃ)-কে বললো : বলুন তো, আমি যদি শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে অর্থাৎ কোথায় অবস্থান করবো? নবী (সঃ) বললেন : জান্নাতে থাকবে। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো—যা সে খেতেছিলো—ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করলো এবং শহীদ হলো।

٣٧٤٥- عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلِهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

৩৭৪৫. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হিযরত করেছিলাম। তাই আল্লাহর কাছে আমরা পুরস্কারের হকদার হয়ে গিয়েছি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দুনিয়ায় তার কোন পুরস্কার না নিয়েই অতীত হয়ে গিয়েছেন৪৩ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) চলে গিয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদতপ্রাপ্ত মুস'আব ইবনে উমায়ের তাদেরই একজন। একখানা পাড়-বিশিষ্ট পশমী বস্ত্র ভিন্ন তিনি আর কিছুই রেখে যাননি। তাকে কাফন পরানোর সময় তা দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা উদাম হয়ে যাচ্ছিলো। অবশেষে

ছিলেন ও বিলাসী জীবনযাপন করতেন। মুস'আব ইবনে উমায়ের আবদুর রহমান ইবনে আউফের চেয়ে উত্তম ছিলেন এ কথার মাধ্যমে তিনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন। অন্যথায় তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন।

৪৩. অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সবাই ইসলামের বিজয় যুগের ফল ভোগ করতে পারেননি। বরং ইসলামের জয় আসার পূর্বেই কেউ কেউ ইন্তেকাল করেছেন।

নবী (সঃ) বললেনঃ এ কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'খানা 'ইযখের' ঘাস দিয়ে জড়িয়ে দাও। অথবা বললেন, (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইযখের ঘাস দিয়ে তার পা আবৃত করো। আবার আমাদের অনেকেই (যারা হিজরত করেছিলেন) এমন আছেন, যার ফল বেশ ভালভাবে পেকেছে এবং সে এখন তা সংগ্রহ করছে।

٣٧٤٦ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيَرَيَنَّ اللهُ مَا أَجِدُّ فَلَقِيَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْفِهِ فَلَقِيَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَمَضَى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبَنَانِهِ بِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ -

৩৭৪৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তাঁর চাচা আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি (আনাস ইবনে নযর) বলেছেনঃ আমি নবী (সঃ)-এর সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁর সাথে শরীক হতে পারি নাই। তাই আল্লাহ যদি আমাকে নবী (সঃ)-এর সাথে কোন যুদ্ধে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন আমি কী বীরত্ব সহকারে লড়াই করি। ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকেরা পরাস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে (তা দেখে) তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ! এসব লোক অর্থাৎ মুসলমানগণ যা করলো, আমি সেজন্য তোমার কাছে ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকরা যা করলো তার সাথে আমার সম্পর্কহীনতা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। এরপর তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে সা'দ ইবনে মু'আযের সাথে তার দেখা হলে তিনি (আনাস ইবনে নযর) তাকে বললেনঃ হে সা'দ! তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আমি তো ওহুদের অপর প্রান্ত থেকে বেহেশতের খোশবু৪৪ পাচ্ছি। এরপর তিনি গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শাহাদত বরণ করলেন। তার দেহে এতো জখমের চিহ্ন ছিলো যে, তাকে চেনা যাচ্ছিলো না। অবশেষে তার বোন তার দেহের তিল-চিহ্ন ও আঙুল দেখে তাকে সনাক্ত করলো। তার দেহে আশিটিরও বেশী বর্শা, তীর ও তরবারির আঘাতের চিহ্ন ছিলো।

٣٧٤٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ -

৩৭৪৭. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ [হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে] আমরা যে সময় কোরআন মজীদকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন

---

৪৪. বেহেশতের খোশবু লাভ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ সত্যিকার অর্থেই হয়তো তিনি বেহেশতের খোশবু লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর কথার অর্থ হয়তো এই ছিলো যে, তিনি দৃঢ় ও পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, শহীদদের জন্য জান্নাত অবধারিত। আর শাহাদতের মাধ্যমেই জান্নাত লাভের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দেখলাম সূরা আহযাবের একটি আয়াত তাতে নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পাঠ করতে শুনতাম। আমরা উক্ত আয়াতটির অনুসন্ধান করতে থাকলাম। অবশেষে তা খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে পেলাম এবং কুরআন মজীদের ঐ সূরাতে (সূরা আহযাব) তা সংযুক্ত করে লিখে নিলাম। আয়াতটির তরজমা এই: "মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে—আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করেছিলো, তাতে তারা সত্যবাদী প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক নিজেদের মানত পূরা করেছে এবং কিছু লোক (তা পূরা করার জন্য) আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছে। ৪৫ তারা কিছুমাত্র রদবদল করেনি।"

৩৭৪৮ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةٌ تَقُولُ لَا نُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ

৩৭৪৮ যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) ওহুদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে যারা তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক ফিরে আসলো। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাদের সম্পর্কে দু'-ধরনের মতামত পোষণ করলেন। একদল বললেন: আমরা তাদেরকে হত্যা করবো। (কারণ তারা ইসলামকে পরিত্যাগ করেছে এবং কুফরকে গ্রহণ করেছে) অপর দল বললো: আমরা তাদেরকে হত্যা করবো না। তখন পবিত্র কোরআন মজীদের এ আয়াতটি নাযিল হয়: فما لكم في المنافقين "তোমাদের কি হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ তাদের কৃতকর্মের দরুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন"।—(সূরা—আন্-নিসা—আয়াত—৮৮)। নবী (সঃ) বললেন: মদীনার নাম 'তায়বাহ' বা পবিত্র জায়গা। আগুন যেমন রূপার ময়লা বিদূরিত করে দেয়, মদীনাও তেমনি গোনাহ্গারদের বের করে দেয়।

অনুচ্ছেদ:

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ :

"ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারাতে বসেছিলো। অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর মু'মিনদের তো আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত।—(সূরা—আলে-ইমরান, আয়াত—১২২)।

৩৭৪৯ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِينَا إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا بَنِي سَلِمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا

৪৫. বদর যুদ্ধ ছিলো কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলাফলের ওপর ইসলামী আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতা ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিলো। এদিক থেকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হযরত আনাস ইবনে নযর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারার কারণে খুবই অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি মানত করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কাফের ও মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি প্রাণপণে লড়াই করবেন। ওহুদের ময়দানে তিনি তাঁর এ প্রতিজ্ঞা সত্য করে দেখিয়েছিলেন এবং শাহাদত বরণ করেছিলেন।

৩৭৪৯. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দল সাহস হারিয়ে ভীরুতা দেখাতে বসেছিলো।" আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে অর্থাৎ বনী সালেমা ও বনী হারিসা গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আর এ আয়াতটি নাযিল হওয়া আমি খুবই পসন্দ করি। কেননা, এতে আল্লাহ বলেছেন : "আর আল্লাহ তাদের উভয় দলকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন।"

٣٧٥٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُكَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أَبِيْ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِيْ تِسْعَ أَخَوَاتٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ وَلٰكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ۔

৩৭৫০. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : জাবের! তুমি কি বিয়ে করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন: কেমন মেয়েকে—কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম : না, কুমারী নয় বরং বিবাহিতা। তিনি বললেন : কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? কুমারী বিয়ে করলে তার সাথে হাসি-তামাসা ও আমোদ-ফূর্তি করতে পারতে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছেন। তিনি নয়টি নাবালিকা কন্যা সন্তান রেখে গিয়েছেন। তাই এখন আমার নয়টি বোন। আমি তাদের সাথে তাদেরই মতো আর একটি অনভিজ্ঞা কুমারী মেয়েকে এনে শামিল করা পসন্দ করলাম না। বরং এমন একটি স্ত্রী-লোককে বিয়ে করা পসন্দ করলাম, যে তাদের চুল চিরুণী করে দিতে পারবে এবং দেখা-শোনা ও যত্ন নিতে পারবে। এসব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি ঠিক কাজ করেছো।

٣٧٥١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ النَّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِيْ قَدِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيْرًا وَإِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلٰى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوْا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أَغْرَوْا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأٰى مَا يَصْنَعُوْنَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى أَدَّى اللّٰهُ عَنْ وَالِدِيْ أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضٰى أَنْ يُؤَدِّيَ اللّٰهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ وَلَا أَرْجِعُ إِلٰى أَخَوَاتِيْ بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتّٰى أَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً

৩৭৫১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। ওহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা ছয়টি কন্যা রেখে শহীদ হয়েছিলেন। তার কিছু ঋণ ছিলো। ইতিমধ্যে খেজুর কাটার মওসুম এসে গেলো। তিনি বলেনঃ আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম ঃ আপনি তো জানেন, আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছেন। এখন আমি চাই যে, ঋণদাতারা আপনাকে দেখুক (এবং ঋণ আদায়ের জন্য চাপ দেয়া বন্ধ করুক)। নবী (সঃ) বললেনঃ তুমি গিয়ে এক এক প্রকার খেজুর কেটে আলাদা আলাদা গাদা করো। সুতরাং আমি তাই করলাম এবং পরে নবী (সঃ)-কে ডাকলাম। ঋণ দাতারা তাঁকে দেখে সেই মুহূর্তে যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের এ আচরণ দেখে সব চাইতে বড় গাদার চারদিকে তিনবার চক্কর দিয়ে তার উপর বসে বললেনঃ তোমার ঋণ-দাতাদের ডাকো। এরপর তিনি সেখান থেকে মেপে মেপে তাদেরকে দিতে থাকলেন। এমন কি আল্লাহ আমার পিতার আমানত অর্থাৎ ঋণের বোঝা এভাবে পরিশোধ করে দিলেন। আমিও চাচ্ছিলাম যে, একটি খেজুর দানা নিয়েও যদি আমি আমার বোনদের কাছে না যেতে পারি তবুও যেন আমার পিতার ঋণের আমানত আল্লাহ আদায় করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা খেজুরের সবগুলো গাদা অবশিষ্ট রাখলেন। এমনকি আমি দেখলাম নবী (সঃ) খেজুরের যে গাদার উপর বসেছিলেন তার একটি খেজুরও যেন কমেনি।৪৬

٣٧٥٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ـ

৩৭৫২. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি ওহুদের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম। তাঁর সাথে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে ৪৭ দেখলাম। তারা তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] প্রতিরক্ষার জন্য প্রচন্ডভাবে লড়াই করছে। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বেও কোনদিন দেখি নাই কিংবা পরেও কোন দিন দেখি নাই।

٣٧٥٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّبِيُّ ﷺ كِنَانَتَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ـ

৩৭৫৩. সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার সামনে তাঁর তীরদানি খুলে দিয়ে বললেন ঃ (হে সা'দ) তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক! তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।

٣٧٥٤- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ ـ

৩৭৫৪. সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসকে বলতে শুনেছি যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁর

---

৪৬. এ ঘটনাটা ছিলো রসূল হিসেবে হুজুর (সঃ)-এর মুজেযা। তিনি যে সত্যিই আল্লাহর রসূল ছিলেন, এ ঘটনা তারই একটা জ্বলন্ত প্রমাণ।

৪৭. ঐ দু'জন লোক ফেরেশতা ছিলেন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ছিলো হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল।

মাতা-পিতাকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।৪৮

٣٧٥٥- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَهُوَ يُقَاتِلُ ـ

৩৭৫৫. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস বলেছেন: ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আমার উদ্দেশে তাঁর মাতাপিতা উভয়কে একই সাথে (কোরবান হওয়ার কথা) উল্লেখ করেছেন। এ কথার দ্বারা তিনি (সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস বুঝাতে চান যে,) তিনি লড়াই করছিলেন। এমন সময় নবী (সঃ) তাকে বললেন: আমার পিতা-মাতা তোমার প্রতি কোরবান হোক।

٣٧٥٦- عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ ـ

৩৭৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আলীকে বলতে শুনেছি, (তিনি বলেছেন :) আমি সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া আর কারো উদ্দেশে নবী (সঃ)-কে তার পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনি নাই।

٣٧٥٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ـ

৩৭৫৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি সা'দ ইবনে মালেক ছাড়া আর কারো উদ্দেশে নবী (সঃ)-কে তাঁর পিতা-মাতাকে একসাথে কোরবান করার কথা উল্লেখ করতে শুনি নাই। কারণ, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : হে সা'দ, আমার পিতা-মাতা তোমার উদ্দেশে কোরবান হোক, তুমি তীর বর্ষণ করতে থাকো।

٣٧٥٨- عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فِيهِنَّ غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيثِهِمَا ـ

৩৭৫৮. আবূ উসমান বলেছেন : যেসব দিনগুলোতে নবী (সঃ) যুদ্ধ করেছেন তার কোন কোনটিতে (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তাল্হা বিন উবায়দুল্লাহ ও সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া আর কাউকে নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে লড়াই করতে দেখি নাই। আবূ উসমান এ হাদীস তাঁদের উভয়ের অর্থাৎ সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٥٩- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْمِقْدَادَ وَسَعْدًا فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ

৪৮. অর্থাৎ নবী (সঃ) সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে ওহুদ যুদ্ধের দিন বলেছিলেন যে, তোমার জন্য আমার মাতা-পিতা কোরবান হোক। এটা একটা আরবী বাকধারা। কারো প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য এ উক্তি করা হয়।

النَّبِيِّ ﷺ اَلَا اِنِّيْ سَمِعْتُ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ اُحُدٍ.

৩৭৫৯. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, আমি [নবী (সঃ)-এর সাহাবী] আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ এবং সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের সাহচর্য লাভ করেছি। তবে একমাত্র তালহা (ইবনে উবায়দুল্লাহ)-কে ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করতে শোনা ছাড়া আর কাউকেই নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি।[৪৯]

٣٧٦٠ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ

৩৭৬০. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি আঘাত-জনিত কারণে তালহার (বিন উবায়দুল্লা) হাত অবশ ও অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। ওহুদ যুদ্ধের দিন তিনি এই হাত দ্বারা নবী (সঃ)-কে রক্ষা করেছিলেন।

٣٧٦١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبُوْ طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ وَكَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيْدَ النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُوْلُ انْثُرْهَا لِاَبِيْ طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى الْقَوْمِ فَيَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ لَا تُشْرِفْ لَا يُصِيْبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ نَحْرِيْ دُوْنَ نَحْرِكَ وَلَقَدْ رَاَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ وَاُمَّ سُلَيْمٍ وَاِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ اَرٰى خَدَمَ سُوْقِهِمَا تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ عَلٰى مُتُوْنِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَاٰنِهَا ثُمَّ تَجِيْئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِيْ اَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ اَبِيْ طَلْحَةَ اِمَّا مَرَّتَيْنِ وَاِمَّا ثَلٰثًا

৩৭৬১. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকজন (মুসলমান-গণ) নবী (সঃ)-কে ছেড়ে পালালেও আবু তালহা ঢাল হাতে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখেন। আবু তালহা ছিলেন অত্যন্ত সুদক্ষ তীরন্দাজ। ধনুক খুব জোরে টেনে ধরে তীর ছুঁড়তেন। সেদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) তাঁর হাতে দুটি অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনটি ধনুক ভেঙেছিলো। ঐদিন যে ব্যক্তিই তাঁর [নবী (সঃ)] পাশ দিয়ে ভরা তীরদানি নিয়ে অতিক্রম করেছে তাকে তিনি বলেছেন, তীরগুলো বের করে আবু তালহার সামনে রেখে দাও। আনাস বলেন, যখনই নবী (সঃ) ঘাড় উঁচু করে লোকদেরকে (কাফেরদেরকে) দেখতেন,

---

৪৯. এসব সাহাবা নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস জানতেন না তা নয়। তারা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতে বড় ভয় পেতেন। কারণ, একটি হাদীসে নবী (সঃ) বলেছেনঃ যে ইচ্ছা করে আমার বিষয়ে কোন কথা বলে সে যেন তার স্থান দোযখেই তালাশ করে। এ হাদীস অনুসারে এসব সাহাবা মনে করতেন যে, নবী (সঃ)-এর কোন হাদীস বর্ণনা করতে গেলে যদি তা মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে তো তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাই তারা হাদীস বর্ণনা করাই অপসন্দ করতেন।

তখনই আবু তালহা তাঁকে লক্ষ্য করে বলতেন, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক আপনি মাথা উঁচু করবেন না। কারণ তাদের নিক্ষিপ্ত কোন তীর আপনাকে আঘাত করতে পারে। আপনার বক্ষ রক্ষার জন্য আমার বক্ষ পেতে দিয়েছি। সেদিন আমি আয়েশা বিনতে আবু বকর ও উম্মে সুলাইমাকে দেখেছি ৫০ তারা উভয়েই মশক ভরে ভরে পিঠে করে পানি বহন করে এনে লোকদেরকে পান করাচ্ছিলেন। তারপর আবার গিয়ে পুনরায় ভর্তি করে এনে আবার লোকদেরকে পান করাতে ছিলেন। ঐদিন আবু তালহার হাত থেকে দুই কিংবা তিনবার তরবারি পড়ে গিয়েছিলো।

٣٧٦٢ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللهِ أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُولَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي قَالَ فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ بَصُرَتْ عَلِمَتْ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ وَأَبْصَرَتْ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقَالُ بَصُرَتْ وَأَبْصَرَتْ وَاحِدٌ ۔

৩৭৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন (প্রথম দিকে) মুশরিকরা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে অভিশপ্ত ইবলিশ চিৎকার করে বললো : হে আল্লাহর বান্দারা, সাবধান হও, তোমাদের পেছন দিক থেকে আরেকটি দল আসছে। এ কথা শুনে তারা (অগ্রবর্তী দল) পেছন দিকে ফিরে গেলো এবং নিজেরাই পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এক পর্যায় হুযাইফা দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর পিতা ইয়ামানের সাথে লড়াই করছেন। তখন তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন : হে আল্লাহর বান্দাগণ, ইনি তো আমার পিতা, তাঁকে আঘাত করো না। হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : এতেও তারা বিরত হলো না বরং তাকে হত্যা করে ফেললো। তখন হুযাইফা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন : আল্লাহ তোমাদের এ অপরাধ ক্ষমা করুন। উরওয়া (হাদীসের একজন রাবী) বলেছেন : পরবর্তীকালে মৃত্যু বরণ না করা পর্যন্ত হুযাইফা তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করেছেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন : بصرت শব্দটি بصيرة শব্দ থেকে উৎপন্ন যার অর্থ হলো কোন কিছু জানা। যেমন বলা হয়ে থাকে بصيرة لى الامر আবার ابصرت। শব্দটির অর্থ হলো চোখ দিয়ে দেখা। কেউ কেউ আবার بصرت ও ابصرت শব্দদ্বয়কে সমার্থক বলে উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ـ (آل عمران - ١٥٥)

"যে সব লোক দুটি দলের মোকাবিলার দিন তোমাদের মধ্য থেকে সরে গেলো। তাদের কিছু বিচ্যুতির কারণেই শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটালো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমসহিষ্ণু"। (আলে-ইমরান—১৫৫)

---

৫০. ইসলামের জন্য চরম বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দিলে মেয়েরাও জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে এটা একমাত্র জরুরী অবস্থায়ই হতে পারে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জিহাদ বা এ ধরনের কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না।

٣٧٦٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ جَاءَ رَجُلٌ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هٰؤُلَاءِ الْقُعُودُ قَالُوا هٰؤُلَاءِ قُرَيْشٌ قَالَ مَنِ الشَّيْخُ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ أَفَتُحَدِّثُنِي قَالَ أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَعْلَمُهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَبَّرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تَعَالَ لِأُخْبِرَكَ وَلِأُبَيِّنَ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ عُثْمَانَ وَكَانَ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْيُمْنَى هٰذِهِ يَدُ عُثْمَانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هٰذِهِ لِعُثْمَانَ اذْهَبْ بِهٰذَا الْآنَ مَعَكَ

৩৭৬৩. উসমান ইবনে মাওহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি (যায়েদ ইবনে বাশীর) হজ্জ আদায়ের জন্য বায়তুল্লায় এসে সেখানে কিছু লোককে বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো : এসব লোক কারা? সবাই বললো : এরা কুরাইশ গোত্রের লোক। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো : তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোকটি কে? উপস্থিত সবাই বললো : উনি আবদুল্লাহ ইবনে উমর। তখন (আগন্তুক) লোকটি তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) কাছে গিয়ে বললো : আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন? (তারপর লোকটি বললো :) আমি আপনাকে এই ঘরের মর্যাদার কসম দিচ্ছি, ওহুদ যুদ্ধের দিন উসমান ইবনে আফফান ময়দান থেকে পালিয়েছিলেন, এ কথা কি সত্য। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন: হাঁ, সত্য। লোকটি বললো: তিনি বদর যুদ্ধেও শরীক হননি এ কথাও কি সত্য? তিনি বললেন : হাঁ, এ কথাও সত্য। লোকটি আবার বললো : তিনি বাই'আতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন এ কথাও কি সত্য বলেই আপনি জানেন? তিনি বললেন : হাঁ, এ কথাও সত্য। বর্ণনাকারী বলেন : তখন লোকটি বিস্ময়ে আল্লাহু আকবর বলে উঠলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তাহলে শোন, এখন আমি তোমার প্রশ্নের জওয়াব খুলে বলি। ওহুদের ময়দান হতে তাঁর পালানোর ব্যাপারটি সম্পর্কে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাঁকে মাফ করে দিয়েছেন। আর বদর যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো, তাঁর স্ত্রী ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা (রুকাইয়া)। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই নবী (সঃ) (তাঁর পরিচর্যার জন্য বাড়ীতে থাকার নির্দেশ দিয়ে) বলেছিলেন : তুমিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মতই সওয়াব লাভ করবে। তাই তাঁকে বদর যুদ্ধের গনিমাতের অংশ প্রদান করেছিলেন। আর "বাই'আতে রিদওয়ানের" সময় তাঁর অনুপস্থিতির কারণ হলো মক্কাবাসীদের কাছে উসমানের মর্যাদা ও প্রভাব থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে আলোচনার জন্য মক্কায় পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর যাওয়ার পর বাই'আতে রিদওয়ান, অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। যদি তাঁর মত আর কেউ মক্কার লোকদের কাছে মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী থাকতো তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকেই পাঠাতেন।

তাই ('বাই'আত' গ্রহণের সময়) নবী (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা অপর হাতে রেখে বলেছিলেনঃ এটিই উসমানের হাত। (এসব কথা বলার পর) আবদুল্লাহ ইবনে উমর লোকটিকে বললেন ঃ এগুলোই হলো উসমানের অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রকৃত কথা। এখন যাও এবং এ কথাগুলো মনে রেখো।৫১

অনুচ্ছেদ ঃ

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (آل عمران - ١٥٣)

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠছিলে এবং পেছনে ফিরেও কারো দিকে তাকিয়ে দেখছিলে না। অথচ রসূল পেছন থেকে তোমাদের ডাকছিলেন। তারপর এজন্য তোমাদেরকে পর পর শোক দিলেন যেন তোমরা যা কিছু করেছ বা যে বিপদ তোমাদের ওপর আপতিত হয়েছে, সেজন্য দুঃখ ভারাক্রান্ত না হও। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সব কিছুরই খবর রাখেন।" (সূরা—আলে-ইমরান : ১৫৩) يذعبون تصعدون অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তোমরা যাও বা যেতেছো। اصعد ও صعد অর্থাৎ ঘরের ছাদে আরোহণ করেছে।

٣٧٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ.

৩৭৬৪. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু

---

৫১. হিজরী ৬ সনে নবী (সঃ) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে নিয়ে মক্কায় গিয়েছেন এবং উমরা আদায় করেছেন। নবীদের স্বপ্ন নিরর্থক নয়, বরং এক ধরনের অহী। তাই এ স্বপ্নকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করে চৌদ্দশত সাহাবা সাথে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে হিজরী ৬ সনের যুল-কাদা মাসের প্রারম্ভে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন এবং মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। ধীরে ধীরে এই কাফেলা মক্কার দিকে এগিয়ে চললো। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যেকার সেই সময়কার সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত নাজুক। মাত্র এক বছর আগে হিজরী ৫ সনে মক্কার কুরাইশরা আরবের সমস্ত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর আক্রমণ করেছিলো এবং এ ভাবেই আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

নবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে মদীনার এসব মুসলমানদেরকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখে মক্কাবাসী কুরাইশরা তাঁদেরকে কোন অবস্থাতেই উমরা আদায় না করতে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এ খবর নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি শুধু উমরা আদায় করতে এসেছেন এ কথা বুঝাবার জন্য হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কার কুরাইশদের কাছে পাঠালেন এবং নিজে মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে সাহাবাদের কাফেলা সহ অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইতিমধ্যে এক পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মক্কায় হযরত উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে হযরত উসমানকে হত্যা করার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নবী (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে সকল সাহাবার নিকট থেকে এ মর্মে বাই'আত গ্রহণ করলেন। এই বাই'আতকে বাই'আতে রিদওয়ান বলা হয়। হযরত উসমানের নিহত হওয়া নিশ্চিত ছিলো না বলে নবী (সঃ) তাঁকে এ পবিত্র বাই'আতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা পসন্দ করলেন না। তাই উসমানের পক্ষ থেকে নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেনঃ এটিই উসমানের হাত। (আর এই বাই'আতই উসমানের বাই'আত।)

তারা পরাস্ত হয়ে মদীনার দিকে পালিয়েছিলো। এটাই হলো, রসূলের তাদেরকে পেছন থেকে ডাকা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (آل عمران - ١٥٤)

"এই শোক ও দুঃখের পরে আল্লাহ পুনরায় তোমাদের কিছু লোকের জন্য পরম প্রশান্তিময় অবস্থা সৃষ্টি করলেন। তারা তখন তন্দ্রাবিষ্ট হতে লাগলো। কি অপর দলটি—যাদের কাছে নিজেদের স্বার্থই ছিলো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহতাআলা সম্পর্কে তারা এমন সব জাহেলী ধারণা পোষণ করছিলো, যা সুস্পষ্টভাবে সত্যের পরিপন্থী ছিলো। তারা এখন বলে, আমাদের হাতে কি এ কাজের কোন এখতিয়ার নেই? আপনি বলুন, (কারও কোন এখতিয়ার নেই) এর যাবতীয় এখতিয়ারই আল্লাহর হাতে। আসলে তারা নিজের মনে যেসব কথা গোপন করে রেখেছে তা আপনার কাছে প্রকাশ করছে না। তাদের প্রকৃত মনোভাব হলো, যদি (কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে) আমাদের কোন অংশ থাকতো তাহলে আমরা এভাবে এখানে নিহত হতাম না। আপনি তাদেরকে বলুন! যদি তোমরা নিজেদের ঘরের মধ্যেও অবস্থান করতে তবুও মৃত্যু নির্ধারিত ছিলো। তারা নিজে নিজেই তাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজির হতো। যে ঘটনা ঘটেছে, তা এ জন্য যে, তোমাদের মনে যা-কিছু কুটিলতা আছে তা ছাঁটাই করে তোমাদেরকে পবিত্র করবেন। আল্লাহ মনের গোপন কথাও ভালো করেই জানেন"। (সূরা—আলে-ইমরান :১৫৪)—আর খলীফা বিন খাইয়াত আমাকে ইয়াযীদ ইবনে যুরায়ে, সাঈদ, কাতাদা ও আনাসের মাধ্যমে আবদুল্লাহ আবু তালহার নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালহা বলেছেন, ওহুদ-যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাবিষ্ট ৫২ হয়ে পড়েছিলেন, আমিও তাদেরই একজন। এমনকি কয়েকবার আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে গিয়েছিলো। এভাবে তরবারি পড়ে গেলে আমি উঠিয়ে নিতাম এবং তা আবার পড়ে যেতো এবং আমি তা আবার উঠিয়ে নিতাম।

অনুচ্ছেদ :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (آل عمران ١٢٨)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ -

---

৫২. এই তন্দ্রাবিষ্ট হওয়ার ঘটনাটা ছিলো ওহুদ-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলিম সৈনিকদের জন্য এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। হযরত আবু তালহাও এই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিলেন। হাদীসটিতে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে।

"হে নবী, কোন কিছুর ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদের আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় অত্যাচারী। (সূরা—আলে-ইমরান : ১২৮)

হুমাইদ ও সাবেত বানানী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহুদ-যুদ্ধের দিন আঘাত করে নবী (সঃ) এর মাথা জখম করে দেয়া হলে তিনি বললেন, যে কওমের লোক তাদের নবীকে আহত করে কি করে তাদের উন্নতি ও সফলতা আসবে? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো।

٣٧٦٥ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

৩৭৬৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা" ও "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলার পর বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুক ব্যক্তির উপর লানত বর্ষণ করো। এ কারণে আল্লাহ "হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার এখতিয়ারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন আবার ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ তারা বড় জালেম"। এই আয়াতটি নাযিল করেন। অপর একটি হাদীসে হেনযালা ইবনে আবু সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি: রসূলুল্লাহ (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, সুহাইল ইবনে আমর এবং হারিস ইবনে হিশামের জন্য বদ্দো'আ করতেন। এ বিষয়েই "হে নবী, কোন বিষয়ে ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। এ ব্যাপার একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দেবেন কিংবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ, তারা বড় জালেম।"—আয়াতটি নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : উম্মে সালীতের ৫০ মর্যাদা ও ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা।

٣٧٦٦ - عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هٰذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ فَقَالَ عُمَرُ

৫০. উম্মে সালীত ছিলেন আবু সালীতের স্ত্রী এবং নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবী। হিজরতের পূর্বেই তাঁর স্বামী আবু সালীত মারা যান এবং তিনি মালেক ইবনে সিনানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভেই বিখ্যাত সাহাবা হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

أُمَّ سَلِيطٍ حَقَّ بِهِ وَأُمَّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৩৭৬৬. সা'লাবা বিন আবু মালেক থেকে বর্ণিত। একবার উমর ইবনুল খাত্তাব মদীনাবাসী মহিলাদের মধ্যে কিছু কাপড় বিলি-বন্টন করলেন। অবশেষে একখানা মূল্যবান কাপড় বেঁচে গেলে তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদের একজন বললো : হে আমীরুল মু'মিনীন, এই কাপড়খানা আপনার স্ত্রী রসূলুল্লাহর নাত্নী অর্থাৎ আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমকে দিন। কিন্তু উমর বললেন : আনসারী মহিলা উম্মে সালীত যিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি এ কাপড়খানা পাওয়ার বেশী হকদার। কারণ হিসাবে উমর বললেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন উম্মে সালীত আমাদের জন্য মশক ভর্তি করে পানি বহন করে এনেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : হামযা ৫৪ ইবনে আবদুল মুত্তালিব শাহাদত লাভের ঘটনা।

٣٧٦٧ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْخِيَارِ فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ هَلْ لَكَ فِي وَحْشِيٍّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ قُلْتُ نَعَمْ وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقِيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِّ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَيْثُ قَالَ فَجِئْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ فَسَلَّمْنَا فَرَدَّ السَّلَامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بِعِمَامَتِهِ مَا يَرَى وَحْشِيٌّ إِلَّا عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَا وَحْشِيُّ أَتَعْرِفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاللهِ إِلَّا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ الْخِيَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْعِيصِ فَوُلِدَتْ لَهُ غُلَامًا بِمَكَّةَ فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ فَحَمَلْتُ ذَلِكَ الْغُلَامَ مَعَ أُمِّهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنِّي نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تُخْبِرُنَا بِقَتْلِ حَمْزَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَارِزٍ قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ

৫৪. হযরত হামযা ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ ছিলো। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি নানাভাবে নবী (সঃ)-কে ইসলামের তাবলীগের ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের দিন শাহাদত বরণ করেন। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর বুক চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে খেয়েছিলো।

قَالَ وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي رَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا فِي ثُنَّتِهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأَقَمْتُ بِمَكَّةَ حَتَّى فَشَا فِيهَا الْإِسْلَامُ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رُسُلًا فَقِيلَ لِي إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ أَنْتَ وَحْشِيٌّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ مَا بَلَغَكَ قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي قَالَ فَخَرَجْتُ فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ قُلْتُ لَأَخْرُجَنَّ إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأُكَافِئُ بِهِ حَمْزَةَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ قَالَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي ثُلْمَةِ جِدَارٍ كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ ثَائِرُ الرَّأْسِ قَالَ فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي فَأَضَعُهَا بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ قَالَ وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَى هَامَتِهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَتْ جَارِيَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ وَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلَهُ الْعَبْدُ الْأَسْوَدُ.

৩৭৬৭. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ারের সাথে সফরে ছিলাম। আমরা হিম্‌সে থাকাকালীন উবায়দুল্লাহ আমাকে বললেন : চলো, আমরা ওয়াহ্‌শীর কাছে গিয়ে তার নিকট থেকে হামযার নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। আমি বললাম : ঠিক আছে, চলো। ওয়াহ্‌শী সে সময় হিম্‌সেই বসবাস করতো। আমরা তার (বাসস্থান) সম্পর্কে (লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে বলা হলো, ঐ দেখো সে তার প্রাসাদের ছায়ায় মশকের মত স্ফীত হয়ে বসে আছে। জাফর বর্ণনা করেছেন, আমরা গিয়ে তার থেকে অল্প-কিছু দূরে থামলাম এবং সালাম দিলাম। সে সালামের জওয়াব দিলো। জাফর বর্ণনা করেছেন : সেই সময় উবায়দুল্লাহ এমনভাবে মাথায় পাগড়ী বেঁধেছিলেন যে, ওয়াহশী শুধু মাত্র তার দুই চোখ ও দুই পা দেখতে পাচ্ছিলো। উবায়দুল্লাহ ওয়াহ্‌শীকে লক্ষ্য করে বললেন : হে ওয়াহ্‌শী, তুমি কি আমাকে চিনেছো? জা'ফর বলেন : সে (ওয়াহ্‌শী) তখন তার দিকে তাকিয়ে বললো : খোদার কসম, চিনি নাই। তবে আমি জানি যে, আদী ইবনে খিয়ার উম্মে কিতাল বিনতে আবুল ঈছ নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মক্কায় তার এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তার জন্য দাই বা ধাত্রীমাতার খোঁজ করতেছিলাম। আমি ঐ বাচ্চাকে নিয়ে তার মায়ের সাথে গিয়ে ধাত্রীমাতার হাতে বাচ্চাকে সোপর্দ করলাম। তোমার দুটি পা যেনো আমি সেই বাচ্চার পায়ের মতই দেখতে পাচ্ছি। হাদীসটির বর্ণনাকারী জাফর বর্ণনা করেছেন যে, উবায়দুল্লাহ তখন মুখের পর্দা সরিয়ে ফেলে বললেন : হামযার শাহাদতের ঘটনা আমাদেরকে বলুন। ওয়াহশী বললেন, হাঁ, শোন। বদর-যুদ্ধে হামযা তুআইমা ইবনে আদী ইবনে খিয়ারকে হত্যা করেছিলেন। তাই আমার প্রভু জুবায়ের ইবনে মুতয়েম আমাকে বললেন : তুমি যদি আমার চাচার প্রতিশোধস্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার

তাহলে তুমি দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত। যে বছর ওহুদ পাহাড়ের সম্মুখবর্তী 'আইনাইন উপত্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়লে আমিও তাদের সাথে বের হলাম। সবাই লড়াইয়ের জন্য ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালে (বিপক্ষ দল থেকে) সিবা' ইবনে আবদুল উজ্জা ময়দানে এসে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে বললোঃ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের জন্য কেউ প্রস্তুত থাকলে এসে মোকাবিলা করো। ওয়াহ্শী বর্ণনা করেন, তখন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেনঃ ওহে মেয়েদের খাতনাকারিণী উম্মে আনসারের বেটা সিবা! তুমি তাহলে আল্লাহ ও রসূলের সাথে দুশমনী করো? তারপর তিনি তার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন এবং সে নিহত হয়ে অতীত দিনের স্মৃতিতে পরিণত হলো। ওয়াহ্শী বর্ণনা করলেনঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন, আমি একটি পাথরের নীচে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি (হামযা) আমার নিকটবর্তী হলে আমি তাঁকে আমার অস্ত্র (বর্শা) দ্বারা এমন জোরে আঘাত করলাম যে, তা তাঁর মূত্র থলি ভেদ করে দুই নিতম্বের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেলো। ওয়াহশী বর্ণনা করলেন যে, এটাই ছিলো তাঁর নিহত হওয়ার ঘটনা। সবাই ফিরে গেলে আমিও তাদের সাথে (মক্কায়) ফিরে গেলাম এবং মক্কায় অবস্থান করতে থাকলাম। অবশেষে মক্কায় ইসলাম প্রসারলাভ করলে আমি তায়েফে চলে গেলাম। এরপর তায়েফবাসীগণ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠানোর ব্যবস্থা করলে আমাকে বলা হলো যে, তিনি দূতদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন না। তাই আমি দূত হিসেবে তাদের সহগামী হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে হাযির হলাম। আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ তুমি কি ওয়াহ্শী? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেনঃ তুমিই কি হামযাকে হত্যা করেছিলে? আমি বললাম, যা আপনি জানতে পেরেছেন ঘটনাটা সেই রূপই ঘটেছিলো। (অর্থাৎ আপনি সবই জানেন)। তখন তিনি বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পার না? ওয়াহ্শী বলেন, তখন আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের পর (নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার হয়ে) মুসাইলিমা কাযযাব ৫৫ আবির্ভূত হলে আমি মনে মনে সংকল্প করলাম যে, আমি মুসাইলিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়ে তাকে হত্যা করে হামযাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ করবো ওয়াহ্শী বললেনঃ তাই আমি সবার সাথে যাত্রা করলাম। আমি যেরূপ চেয়েছিলাম ঘটনাও সেরূপই ঘটলো। এক সময়ে আমি দেখলাম শ্যামবর্ণ উটের ন্যায় উস্কুখুস্কু চুলে এক ব্যক্তি (মুসাইলিমা) একটি ভাঙা প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমি আমার যুদ্ধাস্ত্র বর্শা দ্বারা তাকে আঘাত করলাম। বর্শা বক্ষ ভেদ করে দু' কাঁধের মধ্যখান দিয়ে পেরিয়ে গেল। ওয়াহ্শী বলেন, তখন এক আনসারী সাহাবা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তরবারি দিয়ে মাথার খুলিতে আঘাত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ফযল বর্ণনা করেছেন, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছেন যে, মুসাইলিমা নিহত হলে একটি বাড়ীর ছাদ থেকে একটি ছোট্ট বালিকা বলছে, হায়! হায়! আমীরুল মু'মিনীনকে (মুসাইলিমা) এক কালো ক্রীতদাস (ওয়াহ্শী) হত্যা করলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর আহত ৫৬ হওয়ার বর্ণনা।

٣٧٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا

৫৫. নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর যে ক'জন লোক নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করে, মুসাইলিমা তাদেরই একজন। হযরত আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন এবং এই জিহাদেই ওয়াহ্শী মুসাইলিমাকে হত্যা করেন এবং এভাবে হামযাকে হত্যা করার কাফফারা আদায় করেন।

৫৬. 'আব্দুর রাজ্জাক মা'মার-এর মাধ্যমে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকগণ নবী (সঃ)-কে তরবারী দ্বারা সত্তরটি আঘাত করেছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন।

بِنَبِيِّهِ يُشِيْرُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُوْلُ اللهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

৩৭৬৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দাঁতের৫৭ দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন : যে কওম তার নবীর সাথে এরূপ আচরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর গযব বড় ভয়াবহ। আর যে ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল আল্লাহর পথে হত্যা করেন তার জন্য আল্লাহর গযব বড় ভয়াবহ।

٣٧٦٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ نَبِيِّ اللهِ.

৩৭৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর ভয়ানক গযব সেই ব্যক্তির জন্য যাকে নবী (সঃ) আল্লাহর পথে হত্যা করেছেন। আর সেই কওমের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গযব যারা আল্লাহর নবীর মুখমণ্ডল রক্তে-রঞ্জিত করেছে :

অনুচ্ছেদ :

٣٧٧٠ - عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُوْوِيَ قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدَّمَ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا فَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ وَجُرِحَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ.

৩৭৭০. আবু হাযেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। সাহল ইবনে সা'দকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। জবাবে তিনি (সাহ্ল ইবনে সা'দ) বললেন: আল্লাহর কসম! সেই সময় যিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং যিনি পানি ঢালছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি এবং যা দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিলো তাও আমি জানি। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, আর আলী (রাঃ) ঢালে করে পানি এনে ঢালতেছিলেন। ফাতিমা যখন বুঝলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত পড়া বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি একখণ্ড চাটাই নিলেন এবং তা পুড়িয়ে যখমের ওপর ছাই লাগিয়ে দিলেন। এবার রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেলো। ঐদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী (সঃ)-এর সম্মুখ ভাগের ডান দিকের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো, মুখমন্ডল যখম হয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়েছিল।

---

৫৭. ওহুদের যুদ্ধে যে ব্যক্তি আঘাত করে নবী (সঃ)-এর দান্দান মোবারক ভেঙে দিয়েছিলো তার নাম হলো উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস। সে নবী (সঃ)-এর নীচের ঠোঁটও জখম করে দিয়েছিলো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজ হাতে উবাই ইবনে খালাফ জামহীকে হত্যা করেছিলেন

٣٧٧١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَاشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

৩৭৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করেছেন তার জন্য আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের চেহারা রক্তে-রঞ্জিত করেছে তাদের জন্যও আল্লাহর ভয়ানক গযব রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ (اٰل عمران - ١٧٢)

আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে ত্বরিত সাড়া দিয়েছে। সেসব নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় রকমের পুরস্কার রয়েছে।"

٣٧٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ قَالَتْ لِعُرْوَةَ يَا ابْنَ اُخْتِيْ كَانَ اَبَوَاكَ مِنْهُمُ الزُّبَيْرُ وَاَبُوْ بَكْرٍ لِمَا اَصَابَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا اَصَابَ يَوْمَ اُحُدٍ فَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُوْنَ خَافَ اَنْ يَرْجِعُوْا فَقَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِيْ اَثَرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ رَجُلًا قَالَ كَانَ فِيْهِمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ.

৩৭৭২. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা উরওয়াকে সম্বোধন করে বললেন : হে ভাগ্নে জানো, "আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহ ও রসূলের ডাকে ত্বরিত সাড়া দিয়েছে, তাদের নেককার ও খোদাভীরুদের জন্য বড় পুরস্কার রয়েছে।" আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে তোমার পিতা যুবায়ের ও নানা আবু বকরও শামিল ছিলেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় মুশরিকরা চলে গেলে তিনি আশঙ্কা করলেন যে, তারা আবার ফিরে আসতে পারে। তাই আহ্বান জানালেন আস, কে আছ আমার সাথে তাদের পিছু ধাওয়া করতে যাবে? এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে সত্তুরজন লোক প্রস্তুত হলেন। রাবী' উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে আবু বকর ও যুবায়েরও ছিলেন।[৫৮]

অনুচ্ছেদ : যেসব মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, (হযরত হুযাইফার পিতা) ইয়ামান, নযর ইবনে আনাস এবং মুস'আব ইবনে উমায়ের।

---

৫৮. ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে কয়েক মনযিল দূরে গিয়ে মক্কার মুশরিকরা বুঝতে পারলো যে, মদীনার মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও তারা সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। বরং ফিরে এসে ভুল করেছে। তাই এক জায়গায় থেমে তারা নিজেরা এ ব্যাপারে পরামর্শ

٣٧٧٣- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مَا نَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَكْثَرَ شَهِيدًا أَعَزَّ يَوْمَ الْبِعَاثِ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْعُونَ قَالَ وَكَانَ بِئْرُ مَعُونَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ

৩৭৭৩. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনসারদের ছাড়া আরবের আর কোন গোত্র বা জনগোষ্ঠীকে কিয়ামতের দিন অধিকসংখ্যক শহীদ ও অধিক মর্যাদার হকদার আছে বলে জানি না। কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক আমাকে বলেছেন : ওহুদের যুদ্ধে আনসারদের সত্তুরজন শহীদ হয়েছেন, বিরে মা'য়ূনার ঘটনায় সত্তুরজন শহীদ হয়েছেন এবং ইয়ামামার যুদ্ধে সত্তুরজন শহীদ হয়েছেন। বিরে মা'য়ূনার ঘটনা তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিলো। আর ইয়ামামার যুদ্ধ (ভন্ড নবী) মুসাইলিমা কায্যাবের বিরুদ্ধে আবু বকরের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٧٧٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكِي وَأَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ فَجَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يَنْهَوْنِي وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَبْكِيهِ أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ.

৩৭৭৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের দু'-দু'জনকে একই কাফনের একই কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : কোরআনের জ্ঞান কার বেশী ছিলো? কোন একজনের কথা ইশারাতে বলা হলে তিনি প্রথমেই তাকে কবরে নামাতেন এবং বলতেন : কিয়ামতের দিন আমি নিজে এদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবো। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিতেন। তাদের জানাযা পড়তেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হতো না। আর আবুল ওয়ালীদ (হিশাম ও ইবনে আবদুল মালেক তায়ালিসী) শু'বা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদিরের মাধ্যমে জাবের থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের

করলো যে, ফিরে গিয়ে মদীনার ওপর পুনরায় আক্রমণ করবে। কিন্তু যে কারণেই হোক তারা আর সে সাহস করেনি। এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আশংকা করলেন যে, পথিমধ্যে তারা তাদের এ ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় আক্রমণের জন্য ফিরে আসতে পারে। তাই ওহুদের যুদ্ধের পরের দিনই সকাল বেলা তিনি মুসলমানদের ডেকে একত্রিত করে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা বললেন। অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। সত্যিকার মু'মিনগণ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। নবী (সঃ) তাদের নিয়ে মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গেলেন। হাদীসটিতে এ ঘটনারই উল্লেখ করা হয়েছে।

বলেছেন : (ওহুদ যুদ্ধে) আমার পিতা (আবদুল্লাহ) শহীদ হলে আমি কাঁদছিলাম ও তার মুখের কাপড় সরিয়ে দেখছিলাম। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ আমাকে কাঁদতে বারণ করলেন। কিন্তু নবী (সঃ) বারণ করলেন না। বরং নবী (সঃ) আবদুল্লাহর ফুফুকে বললেন : তার জন্য কেঁদো না। কারণ, জানাযা না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপরে ছায়া করেছিলো।

٣٧٧٥ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ أَنِّي هَزَزْتُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ.

৩৭৭৫. আবু মূসা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একখানা তরবারী শান দিলাম। এরপর তার ধারালো অংশটা ভেঙে গেলো। এর অর্থ হলো ওহুদের যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভ করা। আমি পুনরায় তরবারীখানি ধার দিলাম। এবার তা ঠিক হয়ে গেলো। এর অর্থ হলো মু'মিনদের একতা ও আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের বিজয় দান। আর আমি স্বপ্নে একটি গরুও দেখছিলাম। ওহুদ যুদ্ধে মু'মিনদের শাহাদত লাভই হলো এর তা'বীর। আর আল্লাহ কল্যাণময়। (অর্থাৎ তাঁর সব কাজই কল্যাণে ভরপুর)।

٣٧٧٦ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

৩৭৭৬. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলাম। এর বিনিময়ে আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করতাম। এ জন্য আল্লাহর কাছে আমাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এরপর আমাদের কেউ কেউ অতীত হয়ে গিয়েছেন অথবা বলেছেন (রাবী'র সন্দেহ) আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ চলে গিয়েছেন। সে তার পার্থিব পুরস্কারের কিছুই ভোগ করতে পারেনি। তাদের একজন ছিলেন মুস'আব ইবনে উমায়ের। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেছিলেন। তিনি একখণ্ড কাপড় ছাড়া আর কিছু রেখে যাননি। উক্ত কাপড় দ্বারা আমরা তার মাথা ঢাকলে পা দু'খানা বেরিয়ে যেতো। আর তা দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হলে মাথা বের হয়ে যেতো। তখন নবী (সঃ) আমাদেরকে বললেন : এ কাপড়খানা দিয়ে তার মাথা ঢেকে দাও। আর পা দু'খানা এযখের ঘাস দিয়ে আবৃত করো অথবা [নবী (সঃ)] বললেন, (রাবী'র সন্দেহ) তার পায়ের ওপর এযখের ঘাস দাও। আর আমাদের মধ্যে অনেকের ফল উত্তমরূপে পেকেছে এবং এখন সে তা সংগ্রহ করছে। অর্থাৎ পার্থিব পুরস্কার পুরোপুরি লাভ করেছে।

অনুচ্ছেদ : ওহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে। আব্বাস ইবনে সাহ্ল আবু হুমায়েদের মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٧٧٧ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৩৭৭৭. কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাসের নিকট থেকে শুনেছি যে, নবী (সঃ) বলেছেন : এ (ওহুদ পাহাড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে) পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে[৫৯] আমরাও সেটিকে ভালবাসি।

٣٧٧٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ فَقَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّيْ حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -

৩৭৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ওহুদ পাহাড় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বললেন : এটি একটি পাহাড়। এ আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম মক্কাকে হারাম বা পবিত্রস্থান বানিয়েছিলেন। আমিও দু'টি কংকরময় স্থানের মধ্যস্থিত জায়গাকে (অর্থাৎ মদীনাকে) হারাম বা পবিত্রস্থান হিসেবে গণ্য করলাম।

٣٧٧٩ - عَنْ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلّٰى عَلٰى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّيْ فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلٰى حَوْضِيَ الْآنَ وَإِنِّيْ أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ وَإِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِيْ وَلٰكِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوْا فِيْهَا -

৩৭৭৯. উকবা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) একদিন ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে ওহুদের শহীদদের জন্য জানাযার নামাযের মতো নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে মিম্বরে উঠে বললেন : আমি তোমাদের আগেই চলে যাচ্ছি। আমি তোমাদের কাজকর্মের সাক্ষ্যদান করবো। আমি এই মুহূর্তেই আমার হাওয দেখতে পাচ্ছি। আর আমাকে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে অথবা বললেন : (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পৃথিবীর চাবি দেয়া হয়েছে। খোদার কসম! আমার অবর্তমানে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে সে আশংকা আমি করি না বরং আমি আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : রাজী',[৬০] রে'ল, যাকওয়ান, বি'রে মা'উনা, আদাল ও কারাহ যুদ্ধের বর্ণনা এবং আসেম ইবনে সাবেত ও খুবাইব এবং তার সংগীদের শাহাদত বরণের করুণ কাহিনী। ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত। আসেম ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন যে, রাজী'র যুদ্ধ ওহুদের যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো।

---

৫৯. ওহুদ পাহাড় আমাদের ভালবাসে। এর অর্থ হলো, ওহুদ পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী মদীনার লোকেরা আমাদেরকে ভালবাসে।

৬০. রাজী' হুযাইল গোত্রের বসবাসের একটি জায়গার নাম। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে রাজী'র নিকটবর্তী স্থানে এ বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়।

٣٧٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو لِحْيَانَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَاقْتَصُّوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْرٍ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى لَحِقُوهُمْ فَلَمَّا انْتَهَى عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَؤُا إِلَى فَدْفَدٍ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَأَحَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ إِلَيْنَا أَلَّا نَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا رَسُولَكَ فَقَاتَلُوهُمْ فَرَمَوْهُمْ حَتَّى قَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ فَأَبَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ فَاشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرٍ فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَتْلَهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ لِيَسْتَحِدَّ بِهَا قَالَتْ فَغَفَلْتُ عَنْ صَبِيٍّ لِي فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزَعَةً عَرَفَ ذَلِكَ مِنِّي وَفِي يَدِهِ الْمُوسَى فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ وَمَا كَانَ إِلَّا رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ مِنَ الْمَوْتِ لَزِدْتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ هُوَ ثُمَّ

قَالَ اللّٰهُمَّ اخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ قَالَ فَمَا نَبَّأَ حِيْنَ أُقْتَلَ مُسْلِمًا يُصَلِّيْ عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَّشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَلَهُ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى عَاصِمٍ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ يُعْرَفُ فَوَقَعَتْ عَلَى عَاصِمٍ قَتَلَ عَظِيْمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبَعَثَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ ـ

৩৭৮০. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) (মুশরিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য) আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের নানা আসেম ইবনে সাবেত আনসারীর নেতৃত্বে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে একটি দল পাঠালেন। তারা রওয়ানা হয়ে উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে পেঁছিলে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমনের কথা জানিয়ে দেয়া হলো। বনী লেহইয়ান গোত্র প্রায় একশ' জন তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আক্রমণের জন্য তাদের পেছনে লাগিয়ে দিলো। দলটি তাদের (মুসলিম গোয়েন্দা দলের) পায়ের চিহ্ন ধরে এমন একস্থানে গিয়ে পেঁছিলো যেখানে বসে তারা খেজুর খেয়েছে। তারা (বনী লেহ্ইয়ান গোত্রের তীরান্দাজ বাহিনী) সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেলো যা গোয়েন্দা দল মদীনা থেকে সাথে এনেছিলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এগুলো ইয়াসরিবের খেজুরের আঁটি। তাই পদচিহ্ন ধরে তাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেয়ে গেলো। আসেম ও তাঁর সঙ্গীগণ বুঝতে পারলেন এবং উপায়ান্তর না দেখে একটি টিলার ওপরে উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাদেরকে ঘিরে ফেললো। তারা বললো : তোমরা যদি নেমে এসে আত্মসমর্পণ করো তাহলে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। এ কথা শুনে আসেম বললেন : আমি কোন কাফেরের নিরাপত্তায় আশ্বস্ত হয়ে এখান থেকে নামবো না। তারপর তিনি (আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে) বললেন : হে আল্লাহ! আমাদের এ খবর তোমার রসূলকে পেঁছিয়ে দাও। এরপর কাফেররা আক্রমণ করলো এবং তীর বর্ষণ করতে শুরু করলো। এভাবে তারা আসেম (ইবনে সাবেত) সহ সাতজনকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। এরপর যুবায়ের (ইবনে আদী), যায়েদ ইবনুদ্দাসেনা এবং অন্য আর একজন অবশিষ্ট থাকলেন। এবার তারা তাদেরকে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দিলো। ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে তারা (পাহাড় থেকে) নীচে নেমে আসলে কাফেররা তাদেরকে কাবু করে ধনুকের রশি খুলে বেঁধে ফেললো। তখন (তাদের দু'জনের সঙ্গী) তৃতীয় মুসলমান লোকটি বললেন : এটা করে প্রথমেই বিশ্বাসঘাতকতা করা হলো। তাই তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। তারা তাঁকে টানা-হেঁচড়া করে নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে চাইলো; কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তাই তারা তাঁকে হত্যা করলো এবং খুবায়েব ও যায়েদকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করলো। বনী হারেস ইবনে আমের নওফাল গোত্রের লোকেরা তাদের দু'জনকে কিনে নিলো। কেননা খুবায়েব বদর যুদ্ধে হারেস ইবনে নওফেলকে হত্যা করেছিলেন। তাই তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে থাকলেন। অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে যায়েদ হারেসের কোন একজন কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্ম তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য একখানা ক্ষুর চাইলে তা দেয়া হলো। (পরবর্তী সময়ে মুসলমান হওয়ার পর) হারেসের উক্ত কন্যা বর্ণনা করেছেন যে, (ক্ষুর দেয়ার পর) আমি আমার একটি শিশুবাচ্চা সম্পর্কে অসাবধান থাকায় সে তার কাছে চলে যায় এবং তিনি স্নেহভরে তাকে নিজের কোলের ওপরে বসান। তার হাতে ছিলো তখন সেই ক্ষুর। এ অবস্থা দেখে আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। খুবায়েব তা বুঝতে পেরে বললেন : আমি তাকে

হত্যা করবো বলে কি তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি এরূপ কাজ করার মতো লোক নই। সে (হারেসের কন্যা) বলতো : আমি খুবায়েবের চাইতে উত্তম বন্দী আর কখনও দেখি নাই। আমি তাঁকে আঙুরের ছড়া থেকে আঙুর খেতে দেখেছি। অথচ ঐ সময় মক্কায় কোন ফল ছিলো না। আর সেও লোহার শিকলে আবদ্ধ ছিলো। ঐ আঙুর আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত রিযিক ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এরপর তারা তাকে হত্যা করার জন্য হারামের সীমানার বাইরে নিয়ে গেলে খুবায়েব বললেন : আমাকে দু'রাকআত নামায পড়ার সুযোগ দাও। নামায পড়া শেষে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : যদি তোমরা এ কথা মনে না করতে যে, আমি মৃত্যুর কথা জেনে অতিমাত্রায় ভীত হয়ে পড়েছি, তাহলে (নামাযকে) আরো দীর্ঘায়িত করতমান। এ ভাবে (পরিকল্পিত) হত্যার পূর্বে দু' রাক'আত নামায পড়ার নিয়ম তিনি সর্ব প্রথম প্রবর্তন করলেন। নামায পড়ার পর তিনি দো'আ করলেন : হে, আল্লাহ! এক এক করে তাদেরকে পাকড়াও করো। তারপর তিনি এই দু'টি পংক্তি আবৃত্তি করলেন :

مَا إِنْ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ؛ عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي

"আমি যেহেতু মুসলমান হিসেবে নিহত হচ্ছি তাই মৃত্যুর কোন পরোয়া করি না। আর মৃত্যুর পর যে পাশেই ঢলে পড়ি না কেন তাতেও কোন পরোয়া করি না।"

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ ؛ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ.

"আমি যেহেতু আল্লাহর পথেই মৃত্যু বরণ করছি, তাই তিনি যদি চান আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহের প্রতিটি টুকরায় বরকত দান করবেন।" এই সময় উকবা ইবনে হারেস অগ্রসর হয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেললো। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আসেম ইবনে সাবেতের নিহত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাঁর মৃত দেহের কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলো। কারণ, বদরের যুদ্ধে আসেম ইবনে সাবেত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক ঝাক বোলতা বা ভীমরুল পাঠিয়ে দিলেন যা তাদের প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আসেমের লাশকে রক্ষা করলো। আর এভাবে তারা তাঁর মৃত দেহের কোন অংশ নিতে সক্ষম হলো না।

٣٧٨١ - عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو سَرْوَعَةَ.

৩৭৮১. আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত। তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন যে, খুবায়েবের হত্যাকারী হলো আবু সারওআহ উকবা ইবনুল হারিস।

٣٧٨٢ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَعَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ عِنْدَ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ مَعُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللهِ مَا إِيَّاكُمْ أَرَدْنَا إِنَّمَا نَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ شَهْرًا فِي صَلٰوةِ الْغَدَاةِ ذٰلِكَ بَدْءُ الْقُنُوتِ وَمَا كُنَّا نَقْنُتُ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَسَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ-

৩৭৮২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) কোন একটি কাজে সত্তরজন লোককে পাঠালেন যাদেরকে কারী বলা হতো। বনী সুলাইমের দু'টি শাখা গোত্র রে'ল ও যাকওয়ান বিরে মা'য়ূনা নামক একটি কূপের নিকট তাদেরকে আক্রমণ করলে তারা সবাই বললো : আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসি নাই। বরং নবী (সঃ)-এর একটি কাজের জন্য আমরা যাচ্ছি। তবুও তারা তাদেরকে হত্যা করলো। তাই নবী (সঃ) এক-মাস পর্যন্ত ফজরের নামাযে তাদের জন্য বদদো'আ করলেন। এ ভাবেই দো'আ কুনূত পড়া শুরু হয়। এর আগে আমরা দো'আ কুনূত পড়তাম না। আনাসের ছাত্র আবদুল আযীয বর্ণনা করেছেন যে, দো'আ কুনূত রুকূ'র পরে পড়তে হবে না। কেরায়াত শেষ করে পড়তে হবে এক ব্যক্তি এ বিষয়ে আনাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : কেরায়াত শেষ করে কুনূত পড়তে হবে।৬১

٣٧٨٣- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ.

৩৭৮৩. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) একমাস পর্যন্ত আরবের কয়েকটি গোত্রকে বদদো'আ করে নামাযে রুকূ'র পর দো'আ কুনূত পড়েছেন।

٣٧٨٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رِعْلًا وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ اسْتَمَدُّوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى عَدُوٍّ فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ فِيْ زَمَانِهِمْ كَانُوْا يَحْتَطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ حَتّٰى كَانُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قَتَلُوْهُمْ وَغَدَرُوْا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ فِي الصُّبْحِ عَلٰى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ قَالَ أَنَسٌ فَقَرَأْنَا فِيْهِمْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ ذٰلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلٰى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ عَلٰى رِعْلٍ وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ زَادَ خَلِيْفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أُولٰئِكَ السَّبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ قُتِلُوْا بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ قُرْآنًا كِتَابًا نَحْوَهُ

৩৭৮৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্র তাদের শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের সাহায্যের জন্য সত্তরজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। আমরা তাদের (সেই যুগের) কারী বলতাম। তারা দিনের বেলা কাষ্ঠ সংগ্রহ করতো এবং রাতের বেলা নামাযে কাটাতো। তারা বিরে মায়ূনার নিকট পৌঁছলে বিশ্বাসঘাতকতা করে

৬১. এ হাদীস থেকে প্রমানিত হয় যে, দো'আ কুনূত রুকূ'র পূর্বে পড়তে হবে।

তাদেরকে হত্যা করা হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দো'আ কুনূত পাঠ করলেন। অর্থাৎ রে'ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ানের জন্য বদ্‌দো'আ করলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন ঃ তাদের সম্পর্কে আমরা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতাম। অবশ্য পরে এর তিলাওয়াত মওকুফ হয়ে যায়। একটি আয়াত হলো, 'আমাদের কওমের লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি খুশী হয়েছেন এবং আমাদেরকেও খুশী করেছেন। "কাতাদা আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ) একমাস ধরে ফজরের নামাযে আরবের কিছু সংখ্যক গোত্রের জন্য বদদো'আ করে দোআ কুনূত পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তিনি রে'ল যাকওয়ান, উসাইয়া ও বনী লেহইয়ান গোত্রের জন্য বদ্‌দো'আ করেছেন। ইমাম বুখারীর শায়খ খলীফা ইবনে খাইয়াত এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে যুবায়ের সাঈদ ও কাতাদার মাধ্যমে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। আনাস বলেছেন ঃ শাহাদত লাভকারী এই সত্তরজনই ছিলেন আনসার। বিরে মায়ূনা নামক একটি কূপের কাছে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। এখানে (قرآن) কোরআন শব্দটি আল্লাহর কিতাব বা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

٣٧٨٥ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالَهُ أَخَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْعِينَ رَاكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ خَيَّرَ بَيْنَ ثَلٰثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الْمَدَرِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أُمِّ فُلَانٍ فَقَالَ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ ائْتُونِي بِفَرَسِي فَمَاتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ فَانْطَلَقَ حَرَامٌ أَخُو أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَالَ كُونَا قَرِيبًا حَتَّى آتِيَهُمْ فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَقَالَ أَتُؤْمِنُونَ أُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُمْ وَأَوْمَأُوا إِلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ قَالَ هَمَّامٌ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللّٰهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَلَحِقَ الرَّجُلُ فَقُتِلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الْمَنْسُوخِ أَنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ ثَلٰثِينَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ -

৩৭৮৫. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী (সঃ) তাঁর (আনাসের) মামা উম্মে সুলাইমের (আনাসের মা) ভাইকে (হারাম ইবনে হাম্মা) সত্তরজন অশ্বারোহীসহ (আমের ইবনে তুফায়েলের কাছে) পাঠালেন। ঘটনা হলো, মুশরিকদের নেতা আমের ইবনে তুফায়েল নবী (সঃ)-কে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি বেছে নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো।

সে বললো, গ্রাম ও পল্লী এলাকায় আপনার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে আর শহর এলাকায় আমার শাসন কর্তৃত্ব থাকবে। অথবা আমি আপনার খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত হবো। অথবা গাতফান গোত্রের দু'হাজার যোদ্ধা নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। এরপর আমের কোন এক গোত্রের এক মহিলার (উম্মে ফুলানের) ঘরে মহামারীতে আক্রান্ত হলো। সে বললো: অমুক বাড়ীর উটের যেমন (প্লেগ) গারে ফোঁড়া হয় আমারও সেরূপ ফোঁড়া বেরিয়েছে। তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। তারপর ঘোড়ায় চড়লে সে ঘোড়ার পিঠেই মারা গেলো। উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মেলহান, এক খোঁড়া ব্যক্তি ও কোন এক গোত্রের আরেকজন লোকসহ বনী আমের গোত্রের কাছে গেলেন। হারাম তার দু'সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা নিকটেই অপেক্ষা করো। আমি একাকী তাদের কাছে যাচ্ছি। যদি তারা আমাকে নিরাপত্তা দান করে তাহলে তোমরা এখানেই থাকবে। আর যদি হত্যা করে ফেলে তাহলে তোমরা নিজের লোকদের কাছে ফিরে যাবে। এরপর তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন: তোমরা আমাকে নিরাপত্তা দিলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটা বার্তা তোমাদের কাছে পেঁছাতাম। এভাবে তিনি তাদের কাছে কথা বলতে শুরু করলে তারা এক ব্যক্তিকে ইশারা করলো। সে চুপিসারে পেছন দিক থেকে এসে তাঁকে (হারাম ইবনে মেলহান) বর্শা দ্বারা আঘাত করলো। হাদীস বর্ণনাকারী হাম্মাম বলেন: আমার মনে হয় হাদীসের রাবী' ইসহাক (কথাটা এভাবে) বলেছিলেন: বর্শা দ্বারা আঘাত করে এপার-ওপার করে দিয়েছিলো। বর্শার আঘাত করা মাত্র তিনি (হারাম ইবনে মেলহান) বলে উঠলেন: আল্লাহু আকবর! কা'বার প্রভুর শপথ! আমি কামিয়াবী লাভ করলাম। এরপর তারা (মুশরিক বনী আমের গোত্রের লোকেরা) হারামের সঙ্গীদের ওপর আক্রমণ করলে খোঁড়া ব্যক্তি ছাড়া সবাই নিহত হলো। খোঁড়া লোকটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করেছিলো। এ ঘটনার পর নিহত মুসলমানদের উক্তি উদ্ধৃত করে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন যা পরে মনসূখ হয়েছিল। আয়াতের অর্থ হলো: "আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পেঁছে গিয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট করেছেন।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সঃ) ত্রিশ দিন পর্যন্ত ফজরে রে'ল, যাকওয়ান, বনী লেহ্ইয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য বদ্দো'আ করলেন। কেননা, তারা আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্য হয়েছিলো।

٣٧٨٦ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ قَالَ بِالدَّمِ هٰكَذَا فَنَضَحَهُ عَلٰى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -

৩৭৮৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: বিরে' মা'য়ূনার দুর্ঘটনার দিন হারাম ইবনে মিলহানকে বর্শাবিদ্ধ করা হলে তিনি (হারাম) এভাবে দু'হাতে রক্ত নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল ও মাথায় মেখে বললেন: কা'বার প্রভুর শপথ! আমি সফলতা লাভ করলাম।

٣٧٨٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْخُرُوْجِ حِيْنَ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْأَذٰى فَقَالَ لَهُ أَقِمْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَتَطْمَعُ أَنْ يُؤْذَنَ لَكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَقُوْلُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ ذٰلِكَ قَالَتْ فَانْتَظَرَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلصُّحْبَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلصُّحْبَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِيْ
نَاقَتَانِ قَدْ كُنْتُ اَعُدُّهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَاَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ اِحْدٰهُمَا وَهِيَ الْجَدْعَاءُ
فَرَكِبَا فَانْطَلَقَا حَتّٰى اَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ بِثَوْرٍ فَتَوَارَيَا فِيْهِ فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ
غُلَامًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الطُّفَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ اَخِيْ عَائِشَةَ لِاُمِّهَا وَكَانَتْ لِاَبِيْ
بَكْرٍ مِنْحَةٌ فَكَانَ يَرُوْحُ بِهَا وَيَغْدُوْ عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فِيْهِمْ كَبَائِتٍ يَسْمَعُ
ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْطُنُ بِهِ اَحَدٌ مِنَ الرِّعَاءِ فَلَمَّا خَرَجَا خَرَجَ مَعَهُمَا يَعْقُبَانِهِ
حَتّٰى قَدِمَا الْمَدِيْنَةَ فَقُتِلَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُوْنَةَ وَعَنْ
اَبِيْ اُسَامَةَ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَاَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِيْنَ
بِبِئْرِ مَعُوْنَةَ وَاُسِرَ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ
مَنْ هٰذَا وَاَشَارَ اِلٰى قَتِيْلٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ اُمَيَّةَ هٰذَا عَمْرُو بْنُ فُهَيْرَةَ
فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى اِنِّيْ لَاَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَرْضِ ثُمَّ وُضِعَ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ اِنَّ
اَصْحَابَكُمْ قَدْ اُصِيْبُوْا وَاِنَّهُمْ قَدْ سَاَلُوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوْا رَبَّنَا اَخْبِرْ عَنَّا
اِخْوَانَنَا بِمَا رَضِيْنَا عَنْكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا فَاَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ وَاُصِيْبَ يَوْمَئِذٍ
فِيْهِمْ عُرْوَةُ بْنُ اَسْمَاءَ بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرٍو
سُمِّيَ بِهِ مُنْذِرًا۔

৩৭৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (মক্কার কাফেরদের) অত্যাচার চরম রূপ ধারণ করলে আবূ বকর (মক্কা ছেড়ে) বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নবী (সঃ)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : (আরো কিছুদিন) অবস্থান করো। আবূ বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি চান যে, আপনার জন্যও অনুমতি এসে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি তো তাই আশা করি। (অর্থাৎ আমার জন্যও মক্কা ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি হবে এবং তুমি ততো দিন অপেক্ষা করো)। আয়েশা বর্ণনা করেছেন : আবূ বকর এ জন্য অপেক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একদিন যোহরের সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এসে তাঁকে (আবূ বকরকে) ডেকে বললেন : তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দাও। আবূ বকর বললেন : আমার দু'মেয়ে আয়েশা ও আসমা আমার কাছে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : জানো, আমার চলে যাওয়ার অনুমতি এসে গিয়েছে। আবূ বকর বললেন : আমি কি আপনার সাথে যেতে পারবো? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, সঙ্গে যেতে পারবে। তখন তিনি (আবূ বকর) বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার দু'টি উট আছে। এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এ দু'টিকে দীর্ঘদিন যাবত প্রস্তুত করে রেখেছি। তাই দু'টি উটের মধ্যে যেটির কান কাটা তিনি সেটি,

নবী (সঃ)-কে দিলেন। তাঁরা উভয়ে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন এবং সাওর গিরিগুহায় পেঁছে আত্মগোপন করলেন। আয়েশার বৈমাত্রের ভাই আমের ইবনে ফুহায়রা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে তুফায়েল ইবনে মাখবারার গোলাম। আবু বকরের একটি দুধেল উট ছিলো। তিনি (আমের ইবনে ফুহায়রা) সেটি সন্ধ্যাবেলা চরাতে নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে তাঁদের [রসূলুল্লাহ (সঃ) ও আবু বকর] কাছে নিয়ে যেতেন এবং ভোরবেলা মক্কায় (কাফেরদের কাছে) নিয়ে যেতেন। কোন রাখালই তা বুঝতে পারতো না। নবী (সঃ) ও আবু বকর সাওর গিরিগুহা থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হলে সে-ও তাদের সাথে রওয়ানা হলেন। তাঁরা তাকে পালাক্রমে সওয়ার করাতেন। অবশেষে এভাবে নবী (সঃ) ও আবু বকর মদীনায় পেঁছে গেলেন। আমের ইবনে ফুহায়রা পরবর্তীকালে বিরে'মা'য়ূনার দুর্ঘটনায় শাহাদত লাভ করেন। (অন্য সনদে) আবু উসামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরাওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ বিরে' মা'য়ূনার দুর্ঘটনায় শাহাদত বরণকারীগণ নিহত হলে আমর ইবনে উমাইয়া যামরী বন্দী হলেন। নিহত আমের ইবনে ফুহাররার লাশ দেখিয়ে আমের ইবনে তুফায়েল তাকে জিজ্ঞেস করলো ঃ এ ব্যক্তি কে? আমর ইবনে উমাইয়া বললেন ঃ ইনি আমের ইবনে ফুহায়রা। এ কথা শুনে সে (আমের ইবনে তুফায়েল) বললো ঃ আমি দেখলাম নিহত হওয়ার পর তার লাশ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হলো। এমনকি আমি দেখলাম তার লাশ আসমান-যমীনের মধ্যে লটকে থাকলো এবং পরে আবার যমীনের ওপর রেখে দেয়া হলো। নবী (সঃ)-এর কাছে তাঁদের এ মর্মান্তিক খবর পেঁছলে তিনি সাহাবাদেরকে তাদের শাহাদাতের খবর জানিয়ে বললেন ঃ তোমাদের ভাইদেরকে হত্যা করা হয়েছে। মৃত্যুর সময় তারা তাদের রবের কাছে প্রার্থনা করেছিলো যে, হে আমাদের রব! তুমি আমাদের ভাইদেরকে এ খবর পেঁছিয়ে দাও যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তুমিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছো। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের খবর মুসলমানদেরকে পেঁছিয়ে দিয়েছেন। ঐ দিনের নিহতদের মধ্যে উরওয়া ইবনে আসমা ইবনে সালতও ছিলেন। তাই ঐ নামেই উরওয়া ইবনে যুবায়েরের নামকরণ করা হয়েছে। আর মুনযির ইবনে আমরও সেদিনই শহীদ হয়েছিলেন। তাই সেই নামে মুনযির ইবনে যুবায়রের নামকরণ করা হয়েছে।

٣٧٨٨ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

৩৭৮৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) নামাযে রুকূ'র পর দো'আ কুনূত পাঠ করে এক মাস পর্যন্ত রে'ল, ও যাকওয়ান গোত্রের জন্য বদ্দো'আ করেছেন। তিনি বলতেন ঃ উসাইয়া গোত্র আল্লাহর ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে।

٣٧٨٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَعْنِي أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا حِينَ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا فَقَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا عَنْهُ

৩৭৮৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যারা বিরে' মা'য়ূনার নিকট নবী (সঃ)-এর সাহাবাদেরকে শহীদ করেছিলো সেই হত্যাকারী রে'ল, যাকওয়ান, লেহ

রিয়ান ও উসাইয়া গোত্রের জন্য নবী (সঃ) এক মাস যাবত ফজরের নামাযে বদ্‌দো'আ করেছেন। কারণ, এসব গোত্র আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করেছে। আনাস বলেছেনঃ বিরে'মা'য়ূনার নিকট নিহতদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে কোর আনের আয়াত নাযিল করেছেন। আমরা সেই আয়াত পাঠ করতাম। কিন্তু পরে তা মনসূখ হয়ে গিয়েছে। আয়াতটি হলো, "আমাদের কওমকে জানিয়ে দিন যে, আমরা আমাদের রবের সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছি। অতঃপর তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি।"

٣٧٩٠- عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلٰوةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ فَظَنَّ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

৩৭৯০. আসেমুল আহওয়াল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আনাস ইবনে মালেককে নামাযে কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা পড়তে হবে কিনা? তিনি বললেনঃ হাঁ, পড়তে হবে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ রুকুর আগে না পরে? তিনি বললেনঃ রুকুর আগে পড়তে হবে। আমি বললামঃ আপনার নাম করে এক ব্যক্তি (সম্ভবতঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন) আমাকে বলেছেন যে, আপনি রুকুর পরে কুনূত পাঠের কথা বলেছেন। একথা শুনে আনাস বললেনঃ সে মিথ্যা কথা বলেছে। কেননা নবী (সঃ) মাত্র একমাস রুকুর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়েছেন। এর কারণ হলো, তিনি সত্তরজন 'কারী'র একটি দলকে মুশরিকদের কাছে একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় রসূলুল্লাহর সাথে (ঐ সব) মুশরিকদের চুক্তি ছিলো। কিন্তু তারা রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে (তাদেরকে হত্যা করে)। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বদদো'আ করে এক মাস পর্যন্ত নামাযে রুকুর পর কুনূত পড়েছিলেন।৬২

অনুচ্ছেদ ঃ খন্দক৬৩ যুদ্ধের বর্ণনা। এ যুদ্ধ আহযাব যুদ্ধ নামেও পরিচিত। মূসা ইবনে উকবা বর্ণনা করেছেন যে, এই যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো।

---

৬২. যারা রুকুর পর দোআ কুনূত পড়েন, তারা এ হাদীসটিকেই দলীল হিসেবে গণ্য করেন। আর যারা রুকুর আগে কুনূত পাঠ করেন, তারা পূর্বোক্ত হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

৬৩. বদর ও ওহুদ যুদ্ধ ছাড়াও মুসলমানদের সাথে আরো অনেক ছোট বড় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর গোটা আরবের ইসলাম-দুশমন শক্তি বিশেষ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ও মদীনা থেকে বিতাড়িত বনী কাইনুকা ও বনী নাযীর ইয়াহুদ গোত্রদ্বয়ের নেতারা বুঝতে পারলো যে, মদীনার ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে এককভাবে আরবের কোন গোত্রের পক্ষে যুদ্ধ করে তাদেরকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তাই এসব শত্রু গোত্র সমূহের নেতৃবৃন্দ সমগ্র আরবের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে মদীনার ক্ষুদ্র মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলো। সুতরাং মক্কার কুরাইশ গোত্র ও মদীনা থেকে বিতাড়িত ইয়াহুদ গোত্রের নেতারা আরবের বিভিন্ন গোত্র সফর করে একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ

٣٧٩١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةَ عَشَرَةَ فَأَجَازَهُ.

৩৭৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দেননি। তখন তাঁর বয়স ছিলো চৌদ্দ বছর। কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় তিনি যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলে নবী (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন তার (ইবনে উমরের) বয়স ছিলো পনর বছর।৬৪

٣٧٩٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُونَ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.

৩৭৯২. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে খন্দক খননে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। অন্যেরা খন্দক খনন করছিলেন আর আমরা পিঠে করে মাটি বহন করছিলাম। সেই সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) বলছিলেন : হে, আল্লাহ! আখেরাতের আরাম আয়েশই প্রকৃত আরাম আয়েশ। তুমি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দাও। (অর্থাৎ আনসার ও মুহাজিররা দুনিয়ার আরাম আয়েশকে কোরবানী করেছে একমাত্র তোমার

করলো এবং পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে এক বিশাল সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হলো। বিজয় গোত্রে ইসলামী আন্দোলনের যে সব শুভাকাংখী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাদের মাধ্যমে নবী (সঃ) পূর্বাহ্নেই কাফেরদের এ আক্রমণ সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এ আক্রমণের মোকাবিলার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য তিনি সাহাবাদের সংগে পরামর্শ করলেন এবং মদীনার চার পাশের যেসব এলাকা দিয়ে আক্রমনের সম্ভাবনা ছিলো সেসব জায়গায় পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র ছয় দিনের মধ্যে তিনি সাহাবাদের নিয়ে এসব জায়গায় পরিখা খনন করে ফেললেন এবং মদীনার উত্তর-পশ্চিম কোণে মিলা পাহাড়কে পিছনে রেখে পরিখার পিছনে তিন হাজার সাহাবাকে সাথে করে কাফেরদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইয়াহুদ ও কাফেরদের সম্মিলিত দশ বার হাজার সৈনিকের এই বিশাল বাহিনী মদীনায় পৌঁছে এক অভিনব যুদ্ধ কৌশলের সম্মুখীন হলো। তারা দেখতে পেলো মুসলমানরা বড় বড় পরিখা খনন করে তার পেছনে দাঁড়িয়ে তাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা দীর্ঘ দিনের অভিযানের কথা চিন্তা না করে বরং তাদের এ অভিযানকে সংক্ষিপ্ত সময়ের অভিযান স্বরূপ মেয়াদী প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পরিখার কারণে তাদেরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যেখানে তাদের ধারণা ছিলো যে, কয়েক দিনের মধ্যেই এ অভিযান শেষ হয়ে যাবে সেখানে তাদেরকে আটাশ দিন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় মদীনা অবরোধ করে থাকতে হলো। যুদ্ধে সহজ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবনা না দেখে তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ মদীনার ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রকে চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে একযোগে মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কুমন্ত্রণা দান করলো। ইয়াহুদ মানসিকতা তাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী ও নবী (সঃ)-এর তীক্ষ্ণ সমর কৌশলের কারণে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়ে গেলো। এই সময় একদিন রাতের বেলা তুমুল ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত ও বৃষ্টির কারণে তারা তাবু তুলে যুদ্ধ না করেই ফিরে যেতে বাধ্য হলো। এটাই আহযাব বা খন্দক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

৬৪. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, পুরুষেরা পনর বছর বয়স হলেই সাবালক বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়।

দ্বীনের জন্য। তাই তুমি তাদের কাজ কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে আখেরাতের পরিপূর্ণ আরামের জন্য বেহেশত দান করো।)

٣٧٩٣- عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذٰلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأٰى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوْعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ فَقَالُوْا مُجِيْبِيْنَ لَهُ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا

৩৭৯৩. হুমায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনাস ইবনে মালেককে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আনসার ও মুহাজিরগণ একদিন ভোরে তীব্র শীতের মধ্যে পরিখা খনন করছিলেন। তাদের কোন গোলাম বা ক্রীতদাস ছিলো না যে, তারা তাদেরকে এ কাজে নিয়োগ করবেন। ঠিক এমনি সময় নবী (সঃ) তাদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাদের অনাহার ক্লিষ্টতা ও কষ্ট দেখে তিনি বললেন : হে, আল্লাহ! আখেরাতের সুখ শান্তিই প্রকৃত সুখ শান্তি। তুমি আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। এর প্রত্যুত্তরে আনসার ও মুহাজিরগণ বললেন : আমরা সেই সব লোক যারা মুহাম্মদের হাতে হাত দিয়ে বাই'য়াত করেছি যে, যতোদিন বেঁচে থাকি (আল্লাহর পথে) জিহাদ করে যাবো।

٣٧٩٤- عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ عَلٰى مُتُوْنِهِمْ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ - نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا ؛ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا ؛ قَالَ يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةِ ؛ فَبَارِكْ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ قَالَ وَيُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّيَّ مِنَ الشَّعِيْرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ تُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيْحٌ مُنْتِنٌ -

৩৭৯৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে) আনসার ও মুহাজিরগণ মদীনার চার পাশে পরিখা খনন কালে পিঠে করে মাটি বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন : "আমরা তো সেই সব লোক যারা মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাতে সারা জীবন ইসলামের ওপর কায়েম থাকার ও ইসলামের জন্য জিহাদ করার বাই'আত গ্রহণ করেছি।" তাদের এ কথার জওয়াবে নবী (সঃ) বলতেন : "হে আল্লাহ! আখেরাতের কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নাই। তাই আনসার ও মুহাজিরদেরকে কল্যাণ ও বরকত দান করো।" আনাস বর্ণনা করেছেন যে, পরিখা খননের সেই কঠোর পরিশ্রমের সময় এক মুঠো করে যব পাওয়া যেতো, তা স্বাদ বিকৃত দুর্গন্ধ চাউলে মিশিয়ে পাক করে ক্ষুধার্ত সবাইকে পরিবেশন করা হতো যা থেকে দুর্গন্ধ বের হতো।

٣٧٩٥- عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرًا فَقَالَ يَوْمَ خَنْدَقٍ
نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ
فِي الْخَنْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ
ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا مَا فِي ذَلِكَ صَبْرٌ
فَعِنْدَكِ شَيْءٌ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْعَنَاقَ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى
جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ وَالْبُرْمَةُ
بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ فَقَالَ طُعَيِّمٌ لِي فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ
أَوْ رَجُلَانِ قَالَ كَثِيرٌ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لَهَا لَا تَنْزِعِ
الْبُرْمَةَ وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ فَقَالَ قُومُوا فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ فَلَمَّا دَخَلَ
عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ
هَلْ سَأَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ
اللَّحْمَ وَيَخْمُرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ
فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُلِي هَذَا وَأَهْدِي
فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ

৩৭৯৫. আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান তার পিতা আয়মান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমি জাবের ইবনে 'আব্দুল্লাহর কাছে গেলে তিনি বলেন: খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে আমরা খন্দক খনন করছিলাম। এই সময় একখন্ড কঠিন পাথর বের হলে সবাই নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললো: খন্দকের মধ্যে একখানা শক্তপাথর বেরিয়েছে। তিনি [নবী (সঃ)] বলেন: আমি নিজে খন্দকে নেমে দেখবো। তখন তিনি উঠলেন। সেই সময় তাঁর পেটে একখানা পাথর বাঁধা ছিলো। আর আমরাও তিন দিন পর্যন্ত কোন খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ পাই নাই। এরপর নবী (সঃ) কোদাল হাতে নিয়ে কঠিন পাথর খন্ডের ওপর আঘাত করলে তা চূর্ণ হয়ে বালুকণার মতো হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে (কিছুক্ষণের জন্য) বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দিন। (তিনি অনুমতি দিলে বাড়ী পৌঁছে) আমি স্ত্রীকে বললাম: আজ আমি নবী (সঃ)-এর এমন একটি ব্যাপার দেখেছি যা দেখে ধৈর্য-ধারণ করা কঠিন। তোমার কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তিনি বললেন: আমার কাছে কিছু যব ও একটি বকরীর বাচ্চা আছে। আমি বকরীর বাচ্চা যবেহ করলাম এবং তিনি (জাবেরের স্ত্রী) যব পিষে আটা তৈরী করলেন। এরপর গোশ্‌ত ডেকচিতে উঠিয়ে আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম। এদিকে আটা খামির হচ্ছিলো আর গোশ্‌ত চুলার ওপর ওঠানো হয়েছিলো এবং তা প্রায় পাক হয়ে এসেছিলো। তখন আমি [নবী (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে বললাম: সামান্য পরিমাণ খাবার প্রস্তুত করেছি। হে আল্লাহর রসূল! আপনি

চলুন এবং সাথে আরো একজন বা দু'জনকে নিয়ে চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: কি পরিমাণ খাবার তৈরী করেছো? আমি তাঁকে সব খুলে বললে তিনি বললেন: বেশ তো! অনেক এবং উত্তম খাবার। তারপর তিনি আমাকে বললেন: গিয়ে তোমার স্ত্রীকে বলো আমি না আসা পর্যন্ত সে যেনো ডেক্‌চি চুলার ওপর থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরী না করে। তারপর তিনি সবাইকে ডেকে বললেন: চলো (জাবের তোমাদেরকে খাবার দাওয়াত দিয়েছে)। জাবের তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন: হায়! (এখন কি হবে?) নবী (সঃ) মুহাজির ও আনসার এবং অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে আসছেন। তাঁর স্ত্রী বললেন: তিনি কি তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন? (জাবের বলেন,) আমি বললাম: হাঁ। এরপর নবী (সঃ) গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি সবাইকে বললেন: ভেতরে যাও, বিশৃঙ্খলা ও ভীড় করো না। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] রুটি টুকরো করে গোশতসহ সাহাবাদের সবাইকে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ডেক্‌চি ও তন্দুর ঢেকে রাখলেন। সবাই পেটপুরে খাবার পরেও আরো অবশিষ্ট থাকলো। তখন তিনি (জাবেরের স্ত্রীকে) বললেন: তুমিও খাও এবং যাদের বাড়ীতে পাঠানো দরকার উপহার হিসেবে পাঠাও। কেননা, সবাইকে তীব্র ক্ষুধা পেয়েছে।

٣٧٩٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا حَفَرَ الْخَنْدَقَ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي. وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلًا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ فَلَا تُنْزِلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَأَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ.

৩৭৯৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: খন্দকের যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন খন্দক খনন করা হচ্ছিলো তখন আমি নবী (সঃ)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অব-

স্থায় দেখতে পেলাম। আমি বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললাম ঃ তোমার কাছে কি খাবার মতো কিছু আছে? কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে আসলাম। তখন সে (আমার স্ত্রী) আমার কাছে একটি চামড়ার পাত্র এনে তা থেকে এক সা' পরিমাণ যব বের করলো। আর মাত্র এক সা' পরিমাণ যবই তাতে ছিলো। আমাদের পোষা একটি বকরীর বাচ্চা ছিলো। আমি বকরীর বাচ্চাটি যবেহ করলাম এবং গোশত কেটে ডেক্‌চিতে উঠালাম। আর আমার স্ত্রীও যব পিষে আটা তৈরী করলো। আমরা একই সাথে কাজ দু'টি শেষ করলাম। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে চললাম। তখন আমার স্ত্রী বললো ঃ দেখো, আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কাছে লাঞ্ছিত করো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে চুপে চুপে তাঁকে বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা আমাদের বাড়ীতে ছোট্ট একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি। আর আমাদের ঘরে এক সা' যব ছিলো, আমার স্ত্রী তা পিষে আটা তৈরী করেছে। আপনি আরো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে চলুন। এ কথা শুনে নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে ডেকে বললেন ঃ হে পরিখা খননকারীগণ! এসো জলদি চলো, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করেছে। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি যাও, তবে আমি না আসা পর্যন্ত গোশতের ডেক্‌চি চুলা থেকে নামাবে না এবং খামীর থেকে রুটিও তৈরী করবে না। এরপর আমি বাড়ীতে আসলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও লোকজন (সাহাবায়ে কেরাম) সহ হাজির হলেন। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গেলে সে বললো ঃ আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তুমি এ কি করলে? আমি বললাম ঃ তুমি যা বলেছিলে আমি তা করেছি [অর্থাৎ তোমার আশংকা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছি]। তখন সে (আমার স্ত্রী) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আটার খামীর এগিয়ে দিলে তিনি তাতে মুখের লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করলেন। তারপর ডেক্‌চির কাছে এগিয়ে গিয়ে তাতে লালা মিশালেন এবং বরকতের জন্য দো'আ করে বললেন ঃ (হে জাবের!) রুটি প্রস্তুতকারিণীকে ডাকো। সে আমার পাশে থেকে রুটি প্রস্তুত করুক এবং চুলার ওপর থেকে ডেক্‌চি না নামিয়ে গোশত পরিবেশন করুক। জাবের বর্ণনা করেন, সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও ডেক্‌চি ভর্তি গোশত টগবগ করে ফুটছিলো এবং আটার খামীর থেকেও রুটি তৈরী হচ্ছিলো।[৬৫]

٣٧٩٧- عَنْ عَائِشَةَ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَتْ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ.

৩৭৯৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোরআন মজীদের "স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তারা ওপর ও নীচের দিক থেকে এসে তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলো আর ভয়ে তোমাদের চোখ বিস্ফারিত হয়েছিলো এবং কলিজা কণ্ঠনালীতে এসে উপনীত হয়েছিলো।" এ আয়াতটি খন্দক যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٣٧٩٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى اغْمَرَ بَطْنَهُ أَوْ اغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا ، إِنَّ الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ أَبَيْنَا أَبَيْنَا ،

৬৫. এ ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগের।

৩৭৯৮. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে খন্দক খননের সময় নবী (সঃ) মাটি বহন করছিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র পেট মাটি লেগে ঢেকে গিয়েছিলো। অথবা (বারা' বলেছিলেন, বর্ণনাকারী আবু ইসহাকের সন্দেহ) তাঁর পবিত্র পেট ধূলামলিন হয়ে গিয়েছিলো। তিনি সে সময় বলছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! তিনি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, আর দান-খয়রাতও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম না। তাই হে আল্লাহ! আমাদের ওপর শান্তি নাযিল করো। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। নিশ্চয় শত্রুরা বিনা কারণে আমাদের ওপরে চড়াও হয়েছে। যখন তারা ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির সংকল্প করেছে তখনই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করে ব্যর্থ করে দিয়েছি। শেষের কথাগুলো বলার সময় নবী (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে أبينا - أبينا। (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রত্যাখ্যান করেছি) বলে উঠতেন।

٣٧٩٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ.

৩৭৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আমাকে পশ্চিম দিকের হাওয়া দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর আদ কওমকে পূর্ব দিকের হাওয়া দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিলো।[৬৬]

٣٨٠٠ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ حَتَّى وَارَى عَنِّي الْغُبَارُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ وَكَانَ كَثِيرَ الشَّعْرِ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَهُوَ يَنْقُلُ مِنَ التُّرَابِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الْأُولَى رَغِبُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا يَمُدُّ صَوْتَهُ بِآخِرِهَا.

৩৮০০. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি বারা ইবনে আযেবকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক খনন করেছেন। এমনকি আমি তাকে খন্দকের মাটি বহন করতে দেখেছি। আমি দেখেছি ধূলাবালি পড়ার কারণে তাঁর পেটের চামড়া পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তাঁর বক্ষ ছিলো অধিক লোমশ। তিনি মাটি বহন করছিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত লাভ করতে পারতাম না। আর দান সাদকাও করতাম না, নামাযও পড়তাম না। তাই আমাদের পরম প্রশান্তি পাঠাও, শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবিলার সময় দৃঢ়পদ রাখো। তারা (শত্রুরা) আমাদের ওপর জুলুম করেছে। অবশ্য তারা ফিতনা ছড়াতে চাইলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো। বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন, শেষের ছত্রটি আবৃত্তির সময় তিনি প্রলম্বিত করে পড়তেন।

٣٨٠١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَوَّلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ الْخَنْدَقِ.

---

৬৬. ইসলামের শত্রুদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরুদ্ধ করলে একদিন রাতের বেলা ঝটিকা হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুর খুঁটি উৎপাটিত করে সব কিছু বিপর্যস্ত করে ফেলে এবং তারা অবরোধ উঠিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এ ঝটিকা হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছিলো

৩৮০১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি প্রথম যে যুদ্ধটিতে অংশ গ্রহণ করেছি, সেটি হলো খন্দক যুদ্ধ।

٣٨٠٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَنَوَاصِيهَا تَنْطُفُ قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَقَالَتِ الْحَقْ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي اعْتِزَالِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هَذَا الْأَمْرِ فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَحَلَلْتُ حُبْوَتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَخَشِيتُ أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً تُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَمْعِ وَتَسْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنِّي غَيْرُ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي الْجِنَانِ قَالَ حَبِيبٌ حُفِظْتَ وَعُصِمْتَ قَالَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوَاصِيهَا.

৩৮০২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি একদিন (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসার কাছে গেলাম। সে সময় তাঁর চুল থেকে টপটপ করে পানি ঝরছিলো। আমি তাঁকে বললাম : আপনি তো দেখছেন খিলাফতের ব্যাপারে লোকজন কি কান্ড করছে। [আমীর মু'আবিয়া ও আলী (রাঃ)-এর বিবাদের প্রতি ইংগিত] শাসন ক্ষমতা ও ইমারতের কিছুই আমাকে দেয়া হয়নি। (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা বললেন : তুমি গিয়ে তাঁদের সাথে শরীক হও। তারা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার না যাওয়ায় তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে বলে আমার আশংকা হয়। তাঁর (উম্মুল মু'মিনীন হাফসার) বার বার বলায় তিনি গেলেন। লোকজন চলে গেলে মু'আবিয়া বক্তৃতা করতে উঠে বললেন : খিলাফতের ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে চাইলে সে মাথা উঁচু করে সাড়া দিক। তবে এ ব্যাপারে আমারই তার ও তার পিতার চাইতে বেশী হকদার[৬৭] (এ কথার দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও তাঁর পিতা হযরত উমরের প্রতি ইংগিত করা হলো।) হাবীব ইবনে মাসলামা আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বললেন : আপনি এ কথার জওয়াব দিলেন না কেন? 'আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন : আমি তখন আমার গায়ের কাপড় ঠিক করলাম এবং বলতে চাইলাম যে, যারা ইসলামের জন্য তোমার ও তোমার পিতার সাথে লড়াই করেছে, এ ব্যাপারে তারাই সর্বাধিক হকদার। তবে আমি (মুসলমানদের মধ্যে) অনৈক্য ও রক্তপাতের আশংকায় এরূপ কথা বলা থেকে বিরত থাকলাম। আমি আরো আশংকা করলাম যে, আমার এ কথার অপ-ব্যাখ্যা করা হবে। তাই আল্লাহর জান্নাতের নেয়ামতের কথা স্মরণ করে সংযম অবলম্বন করলাম। হাবীব ইবনে মাসলামা বললেন : এ ভাবে আপনি (ফিতনা থেকে) রক্ষা পেয়েছেন।

٣٨٠٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا.

---

৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-কে যে জওয়াব দিতে মনস্থির করেছিলেন : অর্থাৎ খিলাফতের সর্বাধিক হকদার তারাই যারা তোমার ও তোমার পিতার সাথে ইসলামের জন্য লড়াই

৩৮০৩. সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধের সময় (কাফেররা অবরোধ উঠিয়ে চলে যাওয়ার পর) নবী (সঃ) বলেছিলেন ঃ এরপর আমরাই তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করবো। তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না। (অর্থাৎ এখন থেকে আক্রমণ ক্ষমতা আমাদের হাতে চলে আসলো।)

٣٨٠٤ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ حِيْنَ أُجْلِيَ الْأَحْزَابُ عَنْهُ الْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِلَيْهِمْ -

৩৮০৪. সুলাইমান ইবনে সুরাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আহযাব যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত কাফেরদের সম্মিলিতবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হলে নবী (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি ঃ এখন থেকে আমরাই তাদের এলাকায় গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো, তারা আর আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারবে না।

٣٨٠٥ - عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ -

৩৮০৫. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফেরদেরকে বদ্‌দো'আ করে বলেছিলেন ঃ হে, আল্লাহ! তুমি তাদের বাড়ীঘর ও কবর আগুন দিয়ে পূর্ণ করে দাও। কেননা, তারা আমাকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখার কারণে সূর্য অস্ত গেলেও আমি মধ্যবর্তী নামায[৬৮] আদায় করতে পারি নাই।

٣٨٠٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا كِدْتُّ أَنْ أُصَلِّيَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاللّٰهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৩৮০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় উমর ইবনে খাত্তাব একদিন সূর্যাস্তের পরে আসলেন এবং কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের গালি দিতে থাকলেন। তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহর রসূল! (আজ) সূর্য ডুবুডুবু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি নামায পড়তে পারি নাই। তখন নবী (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহর

করেছেন। এ কথা দ্বারা তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহলো তাঁর পিতা হযরত উমর (রাঃ) ও তিনি হযরত আমীর মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানের আগে ইসলাম কবুল করেছেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া ও তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৬৮. মধ্যবর্তী নামায কথাটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথমতঃ মধ্যবর্তী নামায অর্থ আছরের নামায। খন্দকের যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলা করতে নবী (সঃ) একদিন এতো ব্যস্ত ছিলেন যে, সেদিন তিনি ঠিকমতো আছরের নামায পড়তে পারেননি। এজন্য তিনি কাফেরদের জন্য এ বদ্‌দো'আ করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মধ্যবর্তী নামাযের অর্থ হলো উত্তম ওয়াক্তে নামায পড়া।

কসম, আমিও আজ আসরের নামায আদায় করতে পারি নাই। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন : এরপর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (মদীনার) বুতহান উপত্যকায় গেলাম। তিনি [নবী (সঃ)] নামাযের জন্য অযু করলেন। আমরাও অযু করলাম। তখন সূর্য ডুবে গিয়েছে। তিনি প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায পড়লেন।

٣٨٠٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِيْنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

৩৮০৭. জাবের ইবনে আদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। আহযাব যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পার এমন কেউ আছ কি? যুবায়ের ইবনুল আওয়াম বললেন : আমি পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবার বললেন : কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে আনতে পার এমন কেউ আছ কি? যুবায়ের আবার বললেন : আমি (তাদের খবর সংগ্রহ করে দিতে) পারবো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আবারও বললেন : কে আমাকে কাফেরদের খবর সংগ্রহ করে দিতে পারে? এবারও যুবায়ের বললেন : আমি পারবো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী বা সাহায্যকারী থাকে। আর আমার সাহায্যকারী হলো যুবায়ের।

٣٨٠٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ.

৩৮০৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রায়ই বলতেন যে, শুধুমাত্র এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাঁর বাহিনীকে (মুসলমান) বিজয় দান করে মর্যাদা দিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং এককভাবে সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তিনিই সর্বশেষ! তাঁর পরে কিছুই থাকবে না।

٣٨٠٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى يَقُوْلُ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى الْأَحْزَابِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ.

৩৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধে মদীনা আক্রমণের জন্য আগত সম্মিলিত কাফের বাহিনীর জন্য বদ-দো'আ করেছেন। তিনি তার দো'আয় বলেছেন, হে, আল্লাহ! কিতাব নাযিলকারী ও অচিরেই হিসাব গ্রহণকারী, তুমি সবগুলো দলকে (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করো। হে, আল্লাহ! তাদেরকে পরাজিত ও মূলোৎপাটিত করো।

٣٨١٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلٰثَ مِرَارٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ

৩৮১০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ, হজ্জ বা উমরা (হজ্জ) থেকে বাড়ী ফিরে আসলে তিনবার তাকবীর বলতেন এবং তারপর এই দো'আ পড়তেন। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি একক ও লাশরীক, সার্বভৌম ক্ষমতা ও বাদশাহী একমাত্র তাঁরই করায়ত্ব। সব প্রশংসা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট। তিনি সব কিছুর ব্যাপারে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনশীল, তাঁরই কাছে তওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে সিজদা নিবেদনকারী। আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসা বর্ণনাকারী। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরন করেছেন, তাঁর বান্দাকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] সাহায্য করেছেন এবং খন্দকের যুদ্ধে একাই সব দলকে (সম্মিলিত বাহিনীকে) পরাজিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ খন্দকের যুদ্ধ হতে নবী (সঃ)-এর প্রত্যাবর্তন ও ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের অবরোধ।

٣٨١١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ قَالَ فَاِلٰى اَيْنَ قَالَ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ ـ

৩৮১১. 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র রেখে গোসল করেছেন মাত্র। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেন ঃ আপনি তো অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর কসম আমি এখনও যুদ্ধের হাতিয়ার নামাই নাই। ওদের বিরুদ্ধে চলুন। নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় যেতে হবে? তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে হবে। তখন নবী (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে রওয়ানা হলেন।

٣٨١٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِيْ زُقَاقِ بَنِيْ غَنْمٍ مَوْكِبَ جِبْرَئِيْلَ حِيْنَ سَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى بَنِيْ قُرَيْظَةَ ـ

৩৮১২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে সময় জিবরাইল বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নবী (সঃ)-এর সাথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সে সময়ের কথা স্মরণ করলে তাঁর (জিবরাইলের) বাহিনীর পদাঘাতে বনী গুনাম গোত্রের এলাকায় উত্থিত গোধূলি এখনো যেন দেখতে পাই।

٣٨١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْاَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ

لَا نُصَلِّيْ حَتّٰى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذٰلِكَ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ -

৩৮১৩. 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় (যুদ্ধের পর কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে যাওয়ার পর) নির্দেশ দিলেন, তোমরা বনী কুরাইযা গোত্রের এলাকায় পেঁছার আগে 'আসরের নামায পড়বে না। বরং সেখানে পেঁছে 'আসরের নামায পড়বে। পথিমধ্যে 'আসরের নামাযের সময় হয়ে গেলে কেউ কেউ বললেনঃ আমরা সেখানে পেঁছার পর নামায পড়বো। আবার কেউ কেউ বললেনঃ আমরা এখানেই নামায পড়বো। কেননা, "বনী কুরাইযার এলাকায় পেঁছে আসরের নামায পড়বে" নবী (সঃ)-এর এ কথার অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় নামাযের সময় হয়ে গেলেও তা আদায় করা যাবে না। (সুতরাং তারা পথিমধ্যেই নামায পড়ে নিলো) বিষয়টি নবী (সঃ)-কে বলা হলে তিনি তাদের কোন দলকেই ভর্ৎসনা করলেন না।[৬৯]

٣٨١٤ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ النَّخْلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَإِنَّ أَهْلِيْ أَمَرُوْنِيْ أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ الَّذِيْنَ كَانُوْا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِيْ عُنُقِيْ تَقُوْلُ كَلَّا وَالَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَا يُعْطِيْكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيْهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ لَكِ كَذَا وَتَقُوْلُ كَلَّا وَاللّٰهِ حَتّٰى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ -

৩৮১৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর সাংসারিক ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য লোকেরা তাঁকে খেজুর গাছ হাদিয়া করতো। অবশেষে তিনি বনী কুরাইযা ও বনী নাযির গোত্রের ওপর বিজয় লাভ করলে আমার পরিবারের লোকজন নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তাদের দেয়া সবগুলো খেজুর গাছ অথবা কিছুসংখ্যক তাঁর [নবী (সঃ)] নিকট থেকে ফেরত চাইতে বললো। কিন্তু নবী (সঃ) ঐ খেজুর গাছগুলো উম্মে আয়মানকে দান করেছিলেন। এ সময় উম্মে আয়মান আসলেন এবং আমার গলায় কাপড় লাগিয়ে বলতে থাকলেন। এ কখনো হতে পারে না। যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই, সেই মহান সত্তার কসম! নবী (সঃ) ঐ গাছ গুলো তোমাকে আর দিবেন না। তিনি তো ওগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। অথবা (রাবী'র সন্দেহ) এরূপ কিছু কথা তিনি বলছিলেন। নবী (সঃ) তাকে বলছিলেনঃ হে, উম্মে আয়মান, ওই গাছ গুলোর পরিবর্তে তুমি আমার নিকট থেকে এতগুলো

---

৬৯. ইয়াহুদ গোত্র বনী কুরাইযার সাথে নবী (সঃ)-এর চুক্তি ছিলো যে, বাইরের কোন শত্রু কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হলে মদীনার অধিবাসী ইয়াহুদ ও মুসলমান সবাই মিলে নিজ নিজ ব্যয়ে যৌথভাবে মদীনাকে রক্ষা করবে এবং শত্রুকে প্রতিহত করবে। কিন্তু আহ্যাব বা খন্দক যুদ্ধের সময় ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্র সে চুক্তি তো পালন করেইনি, বরং চুক্তি ভঙ্গ করে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস ও নির্মূল করার এক সর্বনাশা ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছিলো। এ জন্য যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেদিনই যুহরের নামাযের সময় হযরত জিবরাইল এসে নবী (সঃ)-কে বনী কুরাইযা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ইঙ্গিত করলেন। নবী (সঃ) সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের ডেকে বনী কুরাইযার এলাকায় যাওয়ার এবং সেখানে পেঁছে 'আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। এর পরপরই তিনিও রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত জিবরাইল (আঃ)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। হাদীসটিতে এ ঘটনাই উল্লেখিত হয়েছে।

গাছই গ্রহণ করো। কিন্তু উম্মে আয়মান বলতে ছিলেন : আল্লাহর শপথ, তা কখনো হতে পারে না। অবশেষে নবী (সঃ) তাকে অনেক বেশী দিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন যে, আমার মনে হয়, নবী (সঃ) তাঁকে (উম্মে আয়মানকে) বললেন : এর দশগুন অথবা (রাবীর সন্দেহ) নবী (সঃ) যেমন বলছিলেন।

٣٨١٥- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى سَعْدٍ فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ فَقَالَ تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ.

৩৮১৫. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সা'দ ইবনে মু'আযের ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রের লোকজন দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলে নবী (সঃ) সা'দ ইবনে মু'আযকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। মসজিদে নববীর কাছে এসে পৌঁছলে নবী (সঃ) আনসারদেরকে বললেন : তোমাদের নেতাকে অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সর্বোত্তম ব্যক্তিকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে যাও। তারপর তিনি [নবী (সঃ)] সা'দকে লক্ষ্য করে বললেন : এরা (বনী কুরাইযা গোত্রের লোকেরা) তোমার ফয়সালা মেনে নিতে সম্মত হয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে। তখন সা'দ বললেন : (এদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো :) যুদ্ধ করতে সক্ষম সব পুরুষকে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতে হবে। তখন নবী (সঃ) বললেন : হে, সা'দ তুমি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করেছো। কোন কোন সময় তিনি বলেছেন : সার্বভৌম আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী ফয়সালা করেছো।

٣٨١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ فَأَتَاهُ جِبْرَئِيلُ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ فَقَالَ قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُهُ أُخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَيْنَ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ قَالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَنِي أَبِي. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَعْدًا قَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ

أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولَكَ وَأَخْرَجُوهُ
اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِيَ
مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُمْ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ
وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتِي فِيهَا فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ فَلَمْ يَرْعُهُمْ
وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ
مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ مِنْهَا

৩৮১৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ আহত হয়েছিলেন। হিব্বান ইবনে 'আরিফা নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে তীরবিদ্ধ করছিলো। তাঁকে নিকটেই রেখে সেবা শুশ্রূষা করার জন্য নবী (সঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছিলেন। (কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী চলে গেলে) নবী (সঃ) খন্দক থেকে ফিরে এসে অস্ত্র শস্ত্র রেখে গোসল করে মাথার ধুলো বালি সাফ করেছেন। এমন সময় জিবরাইল এসে বললেনঃ আপনি অস্ত্র শস্ত্র রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, আমি এখনও অস্ত্র রেখে দেই নাই। ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য চলুন। নবী (সঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কোথায়? তিনি [জিবরাইল (আঃ)] ইংগিতে ইয়াহুদ বনী কুরাইযা গোত্রকে দেখিয়ে দিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) গিয়ে তাদেরকে অবরোধ করলেন। অবশেষে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে কোন ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসলো। তখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ফয়সালার ভার সা'দ ইবনে মু'আযের ওপর অর্পণ করলেন। সা'দ ইবনে মু'আয বললেনঃ তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো, তাদের মধ্যে যুদ্ধোপযোগী সব পুরুষকে হত্যা করা হবে, নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে এবং সব সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। হাদীসের রাবী হিশাম ইবনে 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (আহত হওয়ার পর সা'দ ইবনে মু'আয) আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করছিলেনঃ হে, আল্লাহ! তুমি জানো, যে কওম তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে তোমার সন্তুষ্টির জন্য তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছুই আমার কাছে বেশী প্রিয় নয়। হে, আল্লাহ! আমি মনে করি যে, (আহ্যাব যুদ্ধের পর) তুমি আমাদের ও কাফেরদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়েছো। তবে এখনও যদি কুরাইশদের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আমাকে জীবিত রাখো। আর যদি তাদের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়ে থাকে তাহলে আমার আহত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত করে এতেই আমার মৃত্যু ঘটাও। সুতরাং তার বক্ষস্থল হতে রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে এবং প্রবাহিত হয়ে তা তাবুর বাইরে আসতে থাকে। মসজিদে বনী গিফার গোত্রের একটি তাঁবু ছিলো। তারা রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে ভীত হয়ে বললোঃ হে, তাঁবুবাসীগণ, তোমাদের দিক থেকে এসব কি আমাদের দিকে বয়ে বয়ে আসছে? পরে তারা জানতে পারলো যে, সা'দ ইবনে মু'আবের জখম থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। অতঃপর তিনি এ জখমেই মারা গেলেন।৭০

٣٨١٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ
مَعَكَ وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ

৭০. হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَإِنَّ جِبْرَئِيْلَ مَعَكَ.

৩৮১৭. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) হাস্সান ইবনে সাবেতকে বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে তুমি তাদের (কাফেরদের) দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করো অথবা বলেছিলেন যে, (রাবীর সন্দেহ) কবিতার মাধ্যমে তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার জওয়াব দাও। জিবরাইল এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। অন্য একটি সনদে ইবরাহীম ইবনে তুহ্মান শায়বানী ও আবু ইসহাক 'আলী ইবনে সাবেতের মাধ্যমে বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত হাদীসে এতটুক কথা বেশী উল্লেখ করেছেন যে, বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) হাস্সান ইবনে সাবেতকে ৭১ বলেছিলেনঃ কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা তুলে ধরো। এ ব্যাপারে জিবরাইল তোমাকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ যাতুর রিকার যুদ্ধ। মুহারিব গোত্রের সাথে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গাতফানের শাখা গোত্র বনী সা'লাবার অন্তর্গত খাসাফার বংশধরদের মুহারিব বলা হয়। এই যুদ্ধে নবী (সঃ) নাখল নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। আর এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো। কেননা, আবু মূসা খায়বার যুদ্ধের পরে (হাবশা থেকে) ফিরে এসেছিলেন। অপর একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে রাজা ইমরানুল কাত্তান, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আবু সালামার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) সপ্তম যুদ্ধে অর্থাৎ যাতুর রিকার যুদ্ধে সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে "সালাতুল খাওফ" ভীতিজনক পরিস্থিতিতে নামায আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ নবী (সঃ) যিকারাদের যুদ্ধে "সালাতুল খাওফ" পড়েছেন। বকর ইবনে সাওয়াদা মিয়াদ ইবনে নাফে'ও আবু মূসার মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুহারিব ও সা'লাবা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) সাহাবাদের সাথে "সালাতুল খাওফ" পড়েছেন। ইবনে ইসহাক ওহাব ইবনে কায়সানের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) নাখল স্থান থেকে যাতুর রিকার যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গাতফান গোত্রের একটি দলের মুখোমুখী হন। কিন্তু সেখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এখানেই লোকজন একে অপরকে ভয়ের কথা বলতে থাকেন। তাই নবী (সঃ) সবাইকে নিয়ে দু'রাকআত "সালাতুল খাওফ" আদায় করেন। ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ সালামা ইবনে আকওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সঃ)-এর সাথে যিকারাদের৭২ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম।

٣٨١٨- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيْرٌ نَعْتَقِبُهُ فَنَقِبَتْ اَقْدَامُنَا وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ اَظْفَارِيْ فَكُنَّا نَلُفُّ عَلٰى اَرْجُلِنَا الْخِرَقَ فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِمَا

---

৭১. হাসসান ইবনে সাবেত ছিলেন একজন বাগ্মী কবি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর কাব্য প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। কাফেরদের কবি ও সাহিত্যিকরা তাদের কবিতায় নবী (সঃ) ও মুসলমানদের যেমন কুৎসা ও বদনাম রটনা করতো। নবী (সঃ) হাসসান ইবনে সাবেতকে তার জবাব দিতে আদেশ করতেন। তিনি কবিতা ও সাহিত্যের মাধ্যমে সার্থকভাবে তার জওয়াব দিতেন। এজন্য তাঁকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ও ইসলামের কবি বলা হতো।

৭২. যিকারাদ মদীনা থেকে কিছুদূরে গাতফান এলাকার সন্নিকটস্থ একটা জায়গার নাম।

كُنَّا نُعَقِّبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهٰذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ
قَالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ
أَفْشَاهُ -

৩৮১৮. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা একটি যুদ্ধে রওয়ানা হলাম। আমরা ছিলাম মোট ছয়জন। আমাদের সাথে একটি মাত্র উট ছিলো। আমরা পালা করে এর পিঠে আরোহণ করতাম। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পা ফেটে গেলো। আমারও দু'পা ফেটে গেলো এবং নখগুলো খুলে পড়লো। আমরা তখন পায়ে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় জড়িয়ে বাঁধলাম। এ জন্য এ যুদ্ধকে "যাতুর রিকা"র (অর্থাৎ যে যুদ্ধে ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার করা হয়েছিলো) যুদ্ধ বলা হয়। কেননা, আমরা এ যুদ্ধে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় পায়ে জড়িয়েছিলাম। আবু মূসা এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই এভাবে ঘটনাটাকে বর্ণনা করাটা ভালো মনে করতে পারলেন না। তিনি বললেন ঃ আমি এভাবে বর্ণনা করাকে ভালো মনে করি না। হয়তো তিনি তাঁর কোন আমল প্রকাশ করা অপসন্দ করতেন।

٣٨١٩ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ
صَلٰوةَ الْخَوْفِ إِنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِي مَعَهُ
رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ
وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ
ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا
هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَذَكَرَ
صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلٰوةِ الْخَوْفِ تَابَعَهُ
اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى
النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ

৩৮১৯. সালেহ ইবনে হাওয়াত, যিনি "যাতুর রিকা"র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" ভয়ের নামায আদায় করেছেন, তার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদল নামায পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন এবং আরেকদল শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকলেন। তিনি [নবী (সঃ)] প্রথমোক্ত দলের সাথে এক রাক'আত নামায পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মোক্তাদীগণ (তাঁদের) দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ফিরে গেলেন এবং শত্রুর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। এবার অপর দলটি এসে (একেদা করে) দাঁড়ালে তিনি [নবী (সঃ)] তাদের সাথে নিয়ে অবশিষ্ট রাক'আত পড়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। মোক্তাদীগণ নিজে নিজে দ্বিতীয় রাক'আত শেষ করে বসলে তিনি তাদের সাথে সালাম ফিরে নামায শেষ করলেন। মু'আয ইবনে হিশাম তার পিতা

হিশাম আবুয্যুবায়েরের মাধ্যমে জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন। জাবের বলেছেন : আমরা 'যাতুর রিকার' যুদ্ধে নাখল নামক জায়গায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তারপর তিনি 'সালাতুল খাওফে'র কথা উল্লেখ করলেন (যা ওপরে উল্লেখিত হয়েছে)। (এ হাদীস সম্পর্কে) ইমাম মালেক বলেছেন : 'সালাতুল খাওফ' সম্পর্কে আমি যত হাদীস শুনেছি তার মধ্যে এ হাদীসটি সবচেয়ে উত্তম। মু'আয ইবনে হিশামের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে লাইস ইবনে সা'দ, হিশাম, যায়েদ ইবনে আসলাম ও কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ৭৩ বলেছেন : নবী (সঃ) বনী আনসারের যুদ্ধে 'সালাতুল খাওফ' পড়েছিলেন।

٣٨٢٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هَؤُلَاءِ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً لَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.

৩৮২০. সাহল ইবনে আবু হাসমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "সালাতুল খাওফে" ইমাম কিবলামুখী দাঁড়াবেন। মুসলমানদের একদল তাঁর পেছনে এক্তেদা করবে এবং আরেক দল শত্রুদের দিকে তাদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তাঁর পেছনে এক্তেদাকারীদের নিয়ে এক রাক'আত নামায পড়বেন। এরপর এক্তেদাকারীগণ ওখানেই দাঁড়িয়ে রুকু' ও দু'-সিজদাসহ আরো এক রাক'আত নামায পড়ে (মুসলমানদের) অপর দলের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে। এবার তারা এসে ইমামের এক্তেদা করবে। তিনি তাদের নিয়ে আরো এক রাক'আত পড়বেন। এভাবে ইমামের দু'রাক'আত পূর্ণ হলে এক্তেদাকারীগণ স্বতন্ত্রভাবে রুকু' ও সিজদাসহ আরো এক রাক'আত পড়বেন।

٣٨٢١ - عَنْ مُسَدَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

৩৮২১. মুসাদ্দাদ ইয়াহ্ইয়া, শু'বা, আবদুর রহমান ইবনে কাসেম ও তার পিতা কাসেম, সালেহ ইবনে খাওয়াত ও সাহল ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে (ওপরে বর্ণিত হাদীসের) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلٍ حَدَّثَهُ قَوْلَهُ.

---

৭৩. হাদীসে কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত তা "মুরসাল"। সুতরাং এ দ্বারা প্রথম হাদীসটির বক্তব্য দুর্বল।

৩৮২২. মুহাম্মাদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আবু হাযেম, ইয়াহ্ইয়া সালেহ ইবনে খাওয়াত ও সাহল ইবনে আবু হাসমার মাধ্যমে নবী (সঃ)-এর (ওপরে উল্লেখিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَا لَهُمْ.

৩৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্দ এলাকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এ যুদ্ধে আমরা শত্রুদের মুখোমুখী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। (অর্থাৎ দু'দলে বিভক্ত হয়ে) একদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একবার নামাযে ছিলাম আবার শত্রুর মুখোমুখীও দাঁড়িয়েছিলাম।

٣٨٢٤- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولٰئِكَ فَجَاءَ أُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ

৩৮২৪. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) (জিহাদের ময়দানে সেনাদলকে দু'দলে ভাগ করে প্রথমে) একদলকে সাথে করে নামায পড়েছেন এবং অপর দলকে শত্রুদের মোকাবিলায় নিয়োজিত রেখেছেন। তারপর যে দল তাঁর সাথে নামায পড়ছে তারা শত্রুর মোকাবিলায় নিজের সঙ্গীদের জায়গায় ফিরে গেলে তারা (যারা শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়েছিলো) এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে এক্তেদা করে দাঁড়ালে তিনি তাদের সাথে নিয়ে (আরো) এক রাক'আত নামায পড়লেন এবং সালাম ফিরালেন। এবার এক্তেদাকারীগণ দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট আরেক রাক'আত পড়লো (এবং শত্রুর মোকাবিলায় গিয়ে দাঁড়ালো)। এবার আগের দল তাদের অবশিষ্ট রাক'আত পূর্ণ করলো।

٣٨٢٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ جَابِرٌ فَنِمْنَا نَوْمَةً ثُمَّ إِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا فَجِئْنَاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِيْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللّٰهُ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ

يُعَافِنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ ﷺ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِيْ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللهُ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ وَأُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلّٰى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوْا وَصَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرٰى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ إِسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ وَقَالَ فِيْهَا مُحَارِبُ خَصَفَةَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِنَخْلٍ فَصَلَّى الْخَوْفَ. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَزْوَةَ نَجْدٍ صَلٰوةَ الْخَوْفِ وَإِنَّمَا جَاءَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ.

৩৮২৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্‌দ এলাকায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে এলাকা থেকে ফিরে আসলে তিনিও (জাবের ইবনে আবদুল্লাহ) ফিরে আসলেন। ফেরার পথে কাঁটাগাছ ভরা একটি উপত্যকায় দুপুর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানেই থামলেন। লোক-জন সবাই ছায়াবান বৃক্ষের খোঁজে প্রান্তরের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে গিয়ে নিজের তরবারীখানা তাতে লটকিয়ে দিলেন। জাবের বলেন ঃ আমরা সবেমাত্র নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকতে থাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং গিয়েই দেখলাম, এক বেদুঈন তাঁর কাছে বসে আছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ আমি ঘুমিয়েছিলাম। এমন সময় সে আমার তরবারীখানা নিয়ে ঘুমে থাকতেই আমার ওপর উঁচিয়ে ধরে বললো ঃ এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ রক্ষা করবেন। দেখো না, এখন সে বসে আছে। এসবের পরও রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন রকম শাস্তি দেননি। (আর অন্য সনদে) আবান ইবনে মোসলেম ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলে-ছেন ঃ আমরা "যাতুর রিকা"র যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। একসময়ে আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে এসে পৌঁছলাম এবং নবী (সঃ)-এর আরামের জন্য গাছটি ছেড়ে আমরা একটু দূরে অন্যত্র গেলাম। [নবী (সঃ)] তখন ঘুমুচ্ছিলেন আর তাঁর তরবারী-খানা গাছের সাথে ঝুলাছিলো। ইতিমধ্যে এক মুশরিক এসে তরবারীখানা নিয়ে তা তাঁর [নবী (সঃ)-এর] ওপর উঁচিয়ে ধরে বললো ঃ আমাকে ভয় পাও না? তিনি বললেন ঃ না। তখন সে বললো ঃ এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ তাকে হুমকি-ধমকি দিলেন। এরপর নামায শুরু হলে নবী (সঃ) সাহাবাদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তখন ওই দল দূরে সরে গেলে অপর দলকে নিয়ে তিনি আরো দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এভাবে নবী (সঃ)-এর নামায হলো চার রাক'আত এবং অন্যদের হলো দু'রাক'আত। (সবাই আরো

দু'রাক'আত করে পরে পড়ে নিলেন)। মুসাদ্দাদ আবু আওআনার মাধ্যমে আবু বিশ্র থেকে বর্ণনা করেছেন যে, লোকটির নাম ছিলো গাওরাস ইবনে হারিস। নবী (সঃ) খাসাফার বংশধর মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ করেছিলেন। আবুয-যুবায়ের জাবের থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জাবের বলেছেন : আমরা (জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ)-এর সাথে নাখ্ল নামক জায়গায় অবস্থান করতেছিলাম। এ সময় নবী (সঃ) "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলেন। আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, আমি নজ্দের যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে "সালাতুল খাওফ" পড়েছিলাম। আবু হুরাইরা খায়বর যুদ্ধের সময় নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ খুযা'আ গোত্রের সাথে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে মুরাইসীর যুদ্ধও বলা হয়।

মুহাম্মাদ ইসহাক বলেছেন : ষষ্ঠ হিজরী সনে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূসা ইবনে উকবা বলেছেন যে, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিলো। নু'মান ইবনে রাশেদ যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপের ঘটনা মুরাইসীর যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٨٢٦- عَنِ ابْنِ الْمُحَيْرِيزِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

৩৮২৬. ইবনুল মুহাইরীয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি (একদিন) মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে আবু সা'ঈদ খুদরীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম এবং "আযল"৭৪ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আবু সা'ঈদ বললেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আরবের বহুসংখ্যক বন্দী আমাদের হস্তগত হয়। আমাদের স্ত্রীলোকের প্রয়োজন দেখা দিলো এবং স্ত্রীলোক থেকে দূরে থাকা আমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ালো। তাই আমরা আযল করা ভাল মনে করলাম এবং তা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন আমাদের খেয়াল হলো যে, আল্লাহর রসূল আমাদের মধ্যে বর্তমান। আর আমরা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করেই আযল করতে যাচ্ছি! [তাই ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উত্থাপন করলে] তিনি বললেন : এরূপ না করলে তোমাদের ক্ষতি কি? তবে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের আগমন ঘটবার আছে, তা জন্ম নেবেই।

٣٨٢٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةً نَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهُوَ فِي وَادٍ كَثِيرِ الْعِضَاهِ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَ

৭৪. আযল হলো স্ত্রী-সঙ্গমকালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্ত্রীযোনি থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে স্বামী আযল করতে পারে।

وَاسْتَظَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّوْنَ وَبَيْنَنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجِئْنَا فَإِذَا أَعْرَابِيٌّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاخْتَرَطَ سَيْفِيْ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلٰى رَأْسِيْ مُخْتَرِطٌ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قُلْتُ اللهُ فَهَا هُوَ ذَا ثُمَّ قَعَدَ فَهُوَ هٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

৩৮২৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নজ্‌দের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। দুপুরের প্রচন্ড গরমে সবাইকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন একটি প্রান্তরে উপনীত হলেন, যা বড় বড় কাঁটা গাছে ভর্তি ছিলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] একটি গাছের নীচে গিয়ে তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং নিজের তরবারীখানি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। লোকজন সবাই বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়িয়ে পড়লো। আমরা এসব কাজেই ব্যস্ত আছি এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম এক গ্রাম্য আরব তাঁর সামনে বসে আছে। আমরা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি নিদ্রিত ছিলাম। এমন সময় সে আমার কাছে এসে আমার তরবারীখানা নিয়ে উঁচিয়ে ধরেছে। ঘুম ভেঙে গেলে আমি দেখলাম সে খোলা তলোয়ার হাতে আমার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে বলছে : এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? [রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন:] আমি বললাম, আল্লাহ। তখন সে তরবারীখানা খাপে ঢুকিয়ে বসে পড়লো। এই তো সে এখন বসে আছে। হাদীসের রাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন যে, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেননি বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

অনুচ্ছেদ : বনী আনমার[৭৫] যুদ্ধ।

٣٨٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ أَنْمَارٍ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا.

৩৮২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আনমার যুদ্ধে নবী (সঃ)-কে কেবলামুখী হয়ে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নফল নামায পড়তে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ : অপবাদের ঘটনা। [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার ঘটনা]।

٣٨٢٩- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوْا وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعٰى لِحَدِيْثِهَا مِنْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ لَهُ اقْتِصَاصًا وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ

৭৫. বনী আনমার-একটি গোত্রের নাম।

رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِيْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ
بَعْضًا وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ قَالُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ
ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُوْلُ
اللهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ
فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ فَكُنْتُ أُحْمَلُ فِيْ
هَوْدَجِيْ وَأُنْزَلُ فِيْهِ فَسِرْنَا حَتّٰى إِذَا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَ
قَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَافِلِيْنَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ فَقُمْتُ حِيْنَ آذَنُوْا بِالرَّحِيْلِ
فَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِيْ أَقْبَلْتُ إِلٰى رَحْلِيْ فَلَمَسْتُ
صَدْرِيْ فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِيْ
فَحَبَسَنِيْ ابْتِغَاؤُهُ قَالَتْ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَرْحَلُوْنَ بِيْ فَاحْتَمَلُوْا
هَوْدَجِيْ فَرَحَلُوْهُ عَلٰى بَعِيْرِيَ الَّذِيْ كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ
أَنِّيْ فِيْهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهْبُلْنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلْنَ
الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِيْنَ رَفَعُوْهُ وَحَمَلُوْهُ وَكُنْتُ
جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوْا الْجَمَلَ فَسَارُوْا وَوَجَدْتُ عِقْدِيْ بَعْدَ
مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيْبٌ فَتَيَمَّمْتُ
مَنْزِلِيَ الَّذِيْ كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُوْنِيْ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَيَّ فَبَيْنَا
أَنَا جَالِسَةٌ فِيْ مَنْزِلِيْ غَلَبَتْنِيْ عَيْنِيْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ
ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ. فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ
فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَآنِيْ وَكَانَ رَآنِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ
عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ
كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ وَهَوٰى حَتّٰى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى يَدِهَا فَقُمْتُ
إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِيَ الرَّاحِلَةَ حَتّٰى أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوْغِرِيْنَ فِيْ
نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ وَهُمْ نُزُوْلٌ قَالَتْ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَ

الْإِفْكِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ قَالَ عُرْوَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَ
يُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَيَسْتَوْشِيهِ وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا لَمْ
يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلَّا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ وَ
حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فِي نَاسٍ آخَرِيْنَ لَا عِلْمَ لِيْ بِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا
قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنَّ كَبِيْرَ ذٰلِكَ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُوْلٍ قَالَ عُرْوَةُ
كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَّانُ وَتَقُوْلُ إِنَّهُ الَّذِيْ قَالَ
فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدَهُ وَعِرْضِيْ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ
فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ
فِيْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ
لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ كُنْتُ أَرٰى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِيْ
إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ
يَنْصَرِفُ فَذٰلِكَ يَرِيْبُنِيْ وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ حِيْنَ نَقَهْتُ فَخَرَجَتْ
مَعِيْ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلٰى لَيْلٍ
وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ
فِي الْبَرِّيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَكُنَّا نَتَأَذّٰى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا
قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِيْ رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ
مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ
بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ حِيْنَ
فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ
لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ وَلَمْ تَسْمَعِيْ
مَا قَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَالَتْ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى
مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلٰى بَيْتِيْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ
تِيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ

مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّي يَا أُمَّتَاهُ مَاذَا يَتَحَدَّثُ
النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ
رَجُلٍ يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أَوَلَقَدْ
تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي
دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ
عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَ
يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ
ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ
أُسَامَةُ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ
اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ
اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ غَيْرَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ
حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ قَالَتْ فَقَامَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي
أَهْلِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ
إِلَّا خَيْرًا وَمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ أَخُو بَنِي عَبْدِ
الْأَشْهَلِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ
عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ وَقَامَ
رَجُلٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمُّ حَسَّانَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ قَالَتْ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنِ
احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ
عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ

وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ
فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ قَالَتْ فَثَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ
حَتّٰى هَمُّوْا أَنْ يَقْتَتِلُوْا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ
يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ
يَوْمِيْ ذٰلِكَ كُلَّهُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبَحَ أَبَوَايَ
عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ
حَتّٰى إِنِّيْ لَأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ. فَبَيْنَا أَبَوَايَ جَالِسَانِ عِنْدِيْ
وَأَنَا أَبْكِيْ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ
مَعِيْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَ
لَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحٰى إِلَيْهِ فِيْ شَأْنِيْ
بِشَيْءٍ قَالَ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ
عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ
أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِيْ اللهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ
تَابَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا
أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً فَقُلْتُ لِأَبِيْ أَجِبْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِّيْ فِيْمَا قَالَ فَقَالَ أَيْ
وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ أَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْمَا
قَالَ قَالَتْ أُمِّيْ وَاللهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ
السِّنِّ لَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيْرًا إِنِّيْ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ
حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ
وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّيْ فَوَاللهِ
لَا أَجِدُ لِيْ وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوْسُفَ حِيْنَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِيْ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّيْ حِيْنَئِذٍ بَرِيْئَةٌ
وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِيْ بِبَرَاءَتِيْ وَلٰكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ فِيْ شَأْنِيْ

وَحْيًا يُتْلَى لَشَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَّ بِأَمْرٍ وَلَكِنْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى أَنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُوَ فِي يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ الْعَشْرَ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي فَقَالَ لِزَيْنَبَ مَاذَا عَلِمْتِ أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَهَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى قَطُّ قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللهِ۔

৩৮২৯. উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে তাঁর (আয়েশার) বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর ঘটনা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি স্মরণ রাখা ও সঠিক-ভাবে বর্ণনা করার ব্যাপারে তাদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী ও নির্ভরযোগ্য। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন,

আমি তা মনোযোগ সহকারে স্মরণ রেখেছি। তাদের একজনের বর্ণিত হাদীসের অংশ-বিশেষ অপরের বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষের সত্যতা প্রতিপন্ন করে। অথচ তাঁদের কেউ কেউ অপরের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁরা সবাই আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) সফরে যাওয়ার সময় তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারী করে যার নাম উঠতো তাঁকে সাথে নিয়ে সফরে বের হতেন। আয়েশা বলেছেন ঃ এরূপ কোন একটি যুদ্ধে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করলে তাতে আমার নাম উঠলো এবং এ সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গেলাম। এটা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ সওয়ারীতে উঠানো এবং হাওদাসহ নামানো হতো। এভাবে আমাদের সফর চলতে থাকলো। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ যুদ্ধ শেষ করে ফিরলেন। ফেরার পথে মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি একদিন রাতের বেলা রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। যাত্রার ঘোষণা হওয়ার পর আমি উঠে (প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতে) পায়ে হেঁটে সেনা ছাউনি পার হয়ে গেলাম এবং প্রয়োজন সেরে আমার সওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি ফিরে গিয়ে তা তালাশ করতে শুরু করলাম এবং এতে দেরী হয়ে গেলো। যে লোকগুলো সওয়ারীর পিঠে আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা এসে আমার উটের পিঠে হাওদা উঠিয়ে দিলো। তারা মনে করেছিলো যে, আমি হাওদার মধ্যেই আছি। কারণ, খাদ্যাভাবে মেয়েরা তখন খুবই হালকা-পাতলা হয়ে গিয়েছিলো, তাদের দেহ বেশী মাংসল ছিলো না। তারা খুব স্বল্প পরিমাণ খাদ্য খেতে পেতো, অধিকন্তু আমি তখন অল্প বয়স্কা একজন কিশোরী ছিলাম। তাই তারা খালি হাওদা উটের পিঠে উঠানোর সময় বুঝতেই পারেনি যে, আমি তার মধ্যে নাই। এরপর তারা উট হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখলাম যে, সেখানে কেউ নাই। আমি মনে করলাম তারা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই ফিরে আসবে। অতএব, আমি যে স্থানটিতে ছিলাম, (রাত্রিযাপন করছিলাম) সেখানে গিয়ে বসে পড়লাম এবং বসে বসে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়লাম। (আমার ধারণা ছিলো তারা আমাকে না দেখলে তালাশ করতে ফিরে আসবে।) বনী সুলাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল [যাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)] সেনাদলের ফেলে যাওয়া দ্রব্যসামগ্রী কুড়িয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন] সেনাদল রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ছিলেন। সকাল বেলা তিনি আমার অবস্থান-স্থলের নিকটে পৌঁছে আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখে চিনে ফেললেন এবং ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজিউন পড়লেন। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তাই আমাকে চিনতে পেরে তিনি ইন্নালিল্লাহ.....পড়লে তা শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম আর চাদর টেনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি আর আমিও তাঁর থেকে ইন্নালিল্লাহ..... পাঠ ছাড়া আর কোন কথাই শুনতে পাইনি। তিনি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি গিয়ে সওয়ার হলাম। তিনি তখন সওয়ারীকে টেনে নিয়ে আগে আগে চলতে থাকলেন। অবশেষে আমরা ঠিক দুপুর বেলা প্রচন্ড গরমের সময় সেনাদলের সাথে গিয়ে মিলিত হলাম। সে সময় তারা একটি জায়গায় অবস্থান করছিলো। এরপর যাদের ধ্বংস হওয়ার ছিলো তারা (আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করে) ধ্বংস হয়ে গেলো। এ অপবাদ আরোপের পুরোভাগে যে ছিলো, সে হলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। রাবী উরওয়া বর্ণনা করেছেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, তার (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল) সামনে অপবাদের কথাগুলো প্রচার ও আলোচনা করা হতো আর সে তা বাস্তব বলে স্বীকার করতো এবং শোনা কথা দ্বারাই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করতো। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আরো বর্ণনা করেছেন যে, অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিদের মধ্যে হাসসান ইবনে সাবেত, মিসতাহ ইবনে উসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ ছাড়া আর কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। তারা গুটি কয়েক লোকের একটি দল ছিলো,

এতোটুকু ছাড়া তাদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না। তাই মহান আল্লাহ কোরআন মজীদে তার সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুলকে সবচেয়ে বড় অপবাদ রটনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যাপারে আয়েশা হাসসান ইবনে সাবেতকে গাল-মন্দ করা অপসন্দ করতেন। তিনি বলেনঃ হাসসান ইবনে সাবেত তার একটি কবিতায় বলেছেনঃ আমার ও আমার বাপ-দাদার মান-সম্ভ্রম মুহাম্মাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষায় নিবেদিত। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এর-পর আমরা (অর্থাৎ সব মুসলমান) মদীনায় পেঁছিলাম। মদীনায় পেঁছার পর আমি এক-মাস যাবত রোগাক্রান্ত রইলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা ও চর্চা হতে লাগলো। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এসবের কিছুই আমি জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিলো এবং তা আরো দৃঢ় হচ্ছিলো এ কারণে যে, আমার অসুখের সময় পূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে যেরূপ স্নেহ-মায়া লাভ করতাম, এবারে তা পাচ্ছিলাম না। তিনি শুধু আমার কাছে গিয়ে "তুমি কেমন আছ" জিজ্ঞেস করে চলে আস-তেন। এ ব্যাপারটাই [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই আচরণ] আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তবে আমি কিছুটা সুস্থ হলে—প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ জঘন্য অপবাদ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে আমরা রাতেরবেলা বের হতাম। এক রাতে বের হলে আবার পরের রাতে বের হতাম। এ ছিলো আমাদের ঘরের পাশে পায়খানা তৈরী করার আগের ঘটনা। আমরা সাধারণ আরববাসীদের প্রাচীন অভ্যাসমত পায়খানার জন্য বসত এলাকার বাইরে মাঠ বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। আর (অভ্যাস না থাকায়) বাড়ীর পাশে পায়খানা তৈরী করলে আমরা খুব কষ্ট পেতাম। তাই আবু রোহম ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের কন্যা উম্মে মিসতাহ আবু বকর সিদ্দী-কের খালা সাখার ইবনে আমেরের কন্যা ছিলো যার মা এবং মিসতাহ ইবনে উসামা ইবনে আব্বাদ ইবনুল মুত্তালিব ছিলো যার পুত্র, তিনিও আমার সাথে বের হলেন। আমি ও উম্মে মিসতাহ (মিসতাহর মা) এক সাথে গেলাম এবং কাজ সেরে ফেরার সময় উম্মে মিসতাহর কাপড় তার পায়ে জড়িয়ে পড়ে গেলে বলে উঠলেনঃ মিসতাহ ধ্বংস হোক। তখন আমি তাকে বললামঃ আপনি খুব খারাপ কথা বললেন। আপনি এমন এক ব্যক্তিকে গালমন্দ করছেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উম্মে মিসতাহ বললেনঃ সে তোমার সম্বন্ধে কি বলে বেড়াচ্ছে, তা তো তুমি শোননি। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে (মিসতাহ) আমার সম্পর্কে কি বলেছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের ক্রিয়াকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। আয়েশা বলেনঃ এরপর আমার অসুখ আরো বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কেমন আছ? আয়েশা বর্ণনা করেন ঃ আমি তখন আমার পিতা-মাতার কাছে গিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক খবর জানতে চাচ্ছিলাম। তাই আমি রসূ-লুল্লাহ (সঃ)-কে বললামঃ আপনি কি আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিবেন? আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আম্মাকে গিয়ে বললামঃ আম্মা, লোকজন কি ব্যাপারে এতো আলোচনা ও কানাঘুষা করছে, বলুন তো? তিনি (আয়েশার মা) বললেন ঃ বেটী, এ বিষয়টি নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করো না। কারণ সতীন আছে এমন স্বামী সোহাগিণী সুন্দরী যুবতী নারীকে তার সতীনরা বদনাম করবে না, এমন খুব কমই হয়ে থাকে। আয়েশা বলেন, আমি বললামঃ সুবহানাল্লাহ! লোকজন এমন (জঘন্য) বিষয় রটিয়েছে? আয়েশা বলেন ঃ আমার ক্রন্দনরত অবস্থায় সেই রাত কেটে সকাল হলো। এর মধ্যে আমার অশ্রু বন্ধ হলো না এবং ঘুমাতেও পারলাম না। সকালবেলা আমি কাঁদছিলাম। এ সময় অহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর (আমার) বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব ও উসামা ইবনে যায়েদকে ডেকে পাঠালেন। আয়েশা বলেন ঃ উসামা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী-দের পবিত্রতা ও তাঁদের প্রতি ভালবাসার কারণে বললেন, [হে আল্লাহর রসূল (সঃ)] আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্যকিছুই জানি না। তাই আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আর আলী বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার জন্য সংকীর্ণতা রাখেননি। তাঁকে ছাড়া তো আরও বহু মেয়ে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে

জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে। আয়েশা বলেনঃ তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বারীরাকে ডেকে বললেনঃ বারীরা, তুমি তার কোন সন্দেহজনক আচরণ দেখেছো। তখন বারীরা বললো ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর মধ্যে কোন দোষণীয় ব্যাপার দেখিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্কা কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতোটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরী করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। আয়েশা বলেনঃ তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠে গেলেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সাহায্য কামনা করলেন। তিনি বললেনঃ হে মুসলিমগণ, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে বদনাম ও অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার বিরুদ্ধে—আমাকে কে সাহায্য করতে পার? আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা (অপবাদ রটনাকারীরা) এমন এক ব্যক্তির (সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল) নাম উল্লেখ করছে যার সম্পর্কেও আমি ভাল ধারণা ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করি না। সেও তো আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীদের কাছে কখনও যায়নি। এ কথা শুনে বনী আবদুল আশহাল গোত্রের সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করবো। সে যদি আমার আওস গোত্রের লোক হয় তাহলে আমি তার শিরোচ্ছেদ করবো। আর যদি আমাদের বন্ধু গোত্র খাযরাজের লোক হয় তাহলে তার ব্যাপারে আপনি যা আদেশ করবেন তাই পালন করবো। আয়েশা বলেন, এ সময় হাসসান ইবনে সাবেতের মায়ের চাচাতো ভাই খাযরাজ গোত্রের নেতা সাঈদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। এ ঘটনার পূর্বে তিনি একজন সৎ ও নেককার লোক ছিলেন। কিন্তু গোত্র-প্রীতির কারণে উত্তেজিত হয়ে তিনি সা'দ ইবনে মু'আযকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছো—তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না এবং তাকে হত্যা করার ক্ষমতাও তোমার নাই। সে তোমার গোত্রের লোক হলে তার নিহত হওয়া তুমি অবশ্যই পসন্দ করতে না। তৎক্ষণাৎ সা'দ ইবনে মু'আযের চাচাতো ভাই উসায়েদ ইবনে হুযাইর উঠে সা'দের সমর্থনে বললেন ঃ তুমিই বরং মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহর কসম। আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করবো। তুমি মোনাফেক। তাই মোনাফেকদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো। আয়েশা বলেন ঃ এ সময় আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের লোকেরাই পরস্পর উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং যুদ্ধের সংকল্প করে বসলো। অথচ রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাদের সামনে মিম্বারে দাঁড়িয়েছিলেন। আয়েশা বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে থামিয়ে শান্ত করলেন এবং নিজেও আর কোন কথা বললেন না। আয়েশা বলেন ঃ আমি সেদিন সারাক্ষণ কেঁদে কাটালাম। অবিরত ধারায় আমার অশ্রুপাত হচ্ছিলো। এমনকি মনে হচ্ছিলো কান্নায় আমার হৃৎপিন্ড বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি ক্রন্দনরত ছিলাম আর আমার পিতা আমার পাশে বসেছিলেন। ঠিক এমন সময় একজন আনসারী মহিলা আমার কাছে আসতে অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সে এসে বসলো এবং আমার সাথে কাঁদতে শুরু করলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের অবস্থা যখন এই, ঠিক সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে পৌঁছলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। আয়েশা বলেন ঃ অপবাদ রটনার পর থেকে আর তিনি আমার কাছে বসেননি। এদিকে তিনি এক মাস অপেক্ষা করার পরও আমার বিষয়ে কোন অহী তাঁর কাছে আসেনি। আয়েশা বলেন ঃ বসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) কালেমা শাহাদত পড়লেন এবং তারপর বললেন ঃ যাই হোক আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমি এরূপ অনেক অনেক কথা শুনতে পেলাম। যদি তুমি এ ব্যাপারে নিষ্পাপ ও পবিত্র হও তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তোমার দ্বারা কোন গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েই থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা করো। কারণ, বান্দা গোনাহ স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কথা শেষ করলে সহসা আমার অশ্রুপাত বন্ধ হয়ে গেলো এমনকি আমি আর একবিন্দু অশ্রুও অনুভব করলাম না। তখন আমি আমার পিতাকে বললাম ঃ আমার পক্ষ থেকে রসূ-

রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনি যা বললেন তার জবাব দিন। আমার পিতা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এর কি জবাব দেবো তা আমি জানি না। তখন আমি আমার মাকে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বললেন আমার পক্ষে থেকে তাঁকে তার জবাব দিন। আমার মা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি জবাব দেবো, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি তখন ছিলাম অল্প বয়স্কা কিশোরী। কোরআন মজীদও বেশী জানতাম না। কিন্তু এ অবস্থা দেখে আমিই তখন বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি জানি আপনারা এ অপবাদের কাহিনী শুনেছেন এবং তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। সুতরাং এখন যদি আমি বলি যে, আমি নিষ্পাপ ও পবিত্র, তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি তা স্বীকার করি—যে সম্পর্কে আল্লাহ জানেন যে, আমি নিষ্পাপ—তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! আমি ও আপনারা আজ যে অবস্থার শিকার, তার জন্য (নবী) ইউসুফের পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] কথার উদাহরণ ছাড়া আর কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন ঃ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون—"এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা। আর তোমারা যা কিছু বলেছো সে ব্যাপারে আল্লাহ-ই একমাত্র সাহায্যকারী।—(সূরা—ইউসুফ—১৯)। এ কথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আল্লাহ তো জানেন যে, সেই মুহূর্তেও আমি পবিত্র। আর আমি এও জানতাম যে, আল্লাহ আমাকে পবিত্র প্রমাণ করবেন। তবে আল্লাহর কসম! আমি কখনও ধারণা করিনি যে, আল্লাহ আমার বিষয়ে অহী নাযিল করবেন, যা পঠিত হবে। আমার কোন ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করবেন, নিজেকে আমি এতোখানি যোগ্য মনে করি নাই। বরং আমি এতোটুকু আশা করতাম যে, স্বপ্নের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ীর কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি। এ সময় তাঁর ওপর অহী নাযিল শুরু হলো। অহী নাযিল হওয়ার সময় যে বিশেষ কষ্টকর অবস্থা দেখা দিতো নবী (সঃ)-এর ওপর ঠিক সেই অবস্থা দেখা দিলো। যে বাণী তাঁর প্রতি নাযিল হয়, তার গুরুভার হওয়ার কারণে এরূপ হতো। এমনকি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর দেহে মতির দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়তো। আয়েশা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কষ্টকর অবস্থা নিরসন হলে তিনি হাসিমুখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হলো ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ তো তোমাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। আয়েশা বলেন ঃ এ কথা শুনে আমার মা আমাকে বললেন ঃ তুমি উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্মান প্রদর্শন করো। আমি বললাম, আমি উঠবো না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রশংসা করবো না। আয়েশা বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার পবিত্রতা ঘোষণা করে যে দশটি আয়াত নাযিল করেছিলেন, তা হলো ঃ

"যারা এ অপবাদের ঝড় তুলেছে, তারা তোমাদের মধ্যকারই ক্ষুদ্র একটি দল। এ ঘটনাকে তোমরা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণবহ। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যতখানি তৎপরতা দেখিয়েছে, সে ততখানি গোনাহ অর্জন করেছে। আর যে এ ব্যাপারে বড় রকমের তৎপরতা চালিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বড় রকমের আযাব। যে সময় তোমরা এটি শুনলে তখন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষ নিজেদের পরস্পরের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করলে না কেন? এবং কেন বললে না যে, এটা সুস্পষ্ট অপবাদ! তারা তাদের আরোপিত অপবাদ প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী কেন হাজির করলো না? যেহেতু তারা সাক্ষী হাজির করতে পারেনি তাই আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে যদি আল্লাহর রহমত ও দয়া না হতো, তাহলে তোমাদের ওপর ভয়ানক সাজা এসে পড়তো। (একটু চিন্তা করে দেখো) যখন তোমরা মুখে মুখে এ মিথ্যা ছড়াচ্ছিলে এবং যে বিষয়ে আদৌ কোন জ্ঞান তোমাদের ছিলো না, মুখে মুখে তার চর্চা করছিলে এবং একে একটা সাধারণ ব্যাপার বলে ভাবছিলে; অথচ আল্লাহর নিকট তা ছিল খুবই মারাত্মক ব্যাপার (তখন তোমরা কত বড় ভুল করছিলে)। এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা মুখ থেকে বের করাও আমাদের জন্য শোভনীয় নয়।

সুবহানাল্লাহ এতো এক মারাত্মক অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো তাহলে ভবিষ্যতে এরূপ কাজ আর কখনো বেনো না করো। তোমাদের জন্যই আল্লাহ তার আদেশসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও কুশলী। যারা চায় যে, ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক তারা দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির যোগ্য। আল্লাহ সব কিছু জানেন কিন্তু তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া ও রহমত যদি না হতো (তাহলে যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিলো তার কারণে তোমরা একটা জঘন্য পরিণামের সম্মুখীন হতো।) কিন্তু আল্লাহ খুবই দয়ালু ও মেহেরবান (তাই সেই পরিণাম আসেনি)।" (সূরা নূর—আয়াত—১১—২০)।

অতঃপর পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। আত্মীয়তাবন্ধন ও দারিদ্রের কারণে আবু বকর সিদ্দীক মিসতাহ ইবনে উসামাকে আর্থিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু আয়েশা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন সে কারণে আবু বকর সিদ্দীক কসম করে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য দেবো না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত, মর্যাদা সম্পন্ন ও বিত্তশালী তাদের উচিত নয়—এমন শপথ করা যে, আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য করবে না। বরং মাফ করে দেয়া এবং মন থেকে গ্লানি দূর করে দেয়া তাদের কর্তব্য। শোন! তোমরা কি পসন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা বড় ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (সূরা—নূর, আয়াত—২২)

(এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর) আবু বকর বলে উঠলেনঃ হাঁ, আল্লাহর কসম—অবশ্যই আমি পসন্দ করি যে, আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। তাই মিসতাহ ইবনে উসামার জন্য তিনি যে অর্থ খরচ করতেন তা আবার দিতে শুরু করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহর শপথ, আমি তাকে এ অর্থ দেয়া কখনো বন্ধ করবো না। আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যয়নাব বিনতে জাহাশকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রী] আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি যয়নাবকে বলেছিলেনঃ তুমি আয়েশা সম্পর্কে কি জানো বা দেখছো? জবাবে তিনি [যয়নাব (রাঃ)] বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আমি আমার কান ও চোখকে রক্ষা করেছি। আল্লাহর কসম, আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ জানি না। আয়েশা বলেনঃ নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই [যয়নাব (রাঃ)] আমার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু খোদাভীতি দ্বারা আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করলেন। অথচ তাঁর বোন হামনা বিনতে জাহাশ তাঁর পক্ষ হয়ে এ কুৎসা ছড়াচ্ছিলো। আর এভাবে সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সাথে ধ্বংস হয়ে গেলো। (এ হাদীসের) রাবী ইবনে শিহাব যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, ওই লোকগুলির নিকট থেকে যা আমার কাছে পৌঁছেছে তাই হলো এ হাদীসটি। উরওয়া ইবনে যুবায়ের আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেনঃ আল্লাহর কসম—যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে অপবাদ দেয়া হয়েছিলো এসব কথা শুনে তিনি বলতেনঃ সুবহানাল্লাহ! যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তার শপথ করে বলছি, আমি কখনো কোন স্ত্রীলোকের মাথা খুলে কেশ পর্যন্ত দেখি নাই। আয়েশা বলেন, পরে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদত লাভ করেছিলেন।

٣٨٣٠ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ فِيهِنَّ قَذَفَ عَائِشَةَ قُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِكَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ عَلِيٌّ مُسَلِّمًا فِي شَأْنِهَا.

৩৮৩০. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (উমাইয়া রাজ বংশের শাসক) আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের দলে আলীও শামিল এ বিষয় কি তুমি কিছু জানো? আমি বললাম: না, এ বিষয় আমি কিছুই জানি না। তবে আবু সালামা আবদুর রহমান ও আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস মাখযুমী নামক তোমার কওমের দু'জন লোক আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা তাদেরকে বলেছিলেন যে, আলী তাঁর ব্যাপারে চুপচাপ ছিলেন।

٣٨٣١- عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَلَجَتْ
امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللّٰهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ فَقَالَتْ أُمُّ رُوْمَانَ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ ابْنِي فِي
مَنْ حَدَّثَ الْحَدِيْثَ قَالَتْ وَمَا ذَاكِ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ وَأَبُوْ بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ فَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَ
عَلَيْهَا حُمًّى بِنَافِضٍ فَطُرِحَتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَغُطِّيَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا شَأْنُ هٰذِهِ
هٰذِهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخَذَتْهَا الْحُمَّى بِنَافِضٍ قَالَ فَلَعَلَّهَا فِي حَدِيْثٍ تُحُدِّثَ بِهِ قَالَتْ
نَعَمْ فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللّٰهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُوْنِي وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَعْذِرُوْنِي
مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ قَالَتْ فَانْصَرَفَ
وَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عُذْرِي قَالَتْ بِحَمْدِ اللّٰهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلَا بِحَمْدِكَ -

৩৮৩১. আয়েশার মা উম্মে রুমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (অপবাদের প্রচার চলাকালীন সময়ে একদিন) আমি ও আয়েশা বসেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা প্রবেশ করে বলতে শুরু করলো: আল্লাহ অমুক অমুককে (অপবাদ রটনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম নিয়ে) ধ্বংস করুন। তার কথা শুনে [আয়েশা (রাঃ)-এর মা] উম্মে রুমান বললেন: তুমি একি বলছো! সে বললো: যারা কথা (অপবাদ) রটিয়েছে, তাদের মধ্যে আমার পুত্রও শামিল আছে। উম্মে রুমান (আবার) বললেন: কি কথা রটিয়েছে? তখন সে অপবাদ আরোপকারীদের রটানো সব কথা বর্ণনা করলো। তখন আয়েশা তাকে জিজ্ঞেস করলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) কি এসব কথা শুনেছেন? সে (আনসারী মহিলা) বললো, হাঁ। আয়েশা বললেন: আবু বকরও কি শুনেছেন? সে বললো: হাঁ, তিনিও শুনেছেন। এ কথা শুনে আয়েশা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলো। আমি (উম্মে রুমান) তখন চাদর দিয়ে তার সারা শরীর ঢেকে দিলাম। পরে নবী (সঃ) আসলেন এবং (এ অবস্থা দেখে) বললেন, এর অবস্থা কি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসেছে। নবী (সঃ) বললেন, হয়তো সে অপবাদের ঘটনা জেনে ফেলেছে। উম্মে রুমান বললেন, হাঁ। এই সময় আয়েশা উঠে বসে বললেন, খোদার শপথ, আমি যদি শপথ করেও আমার পবিত্রতার কথা বলি, তবুও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না এবং আমার যুক্তি মানবে না। আমার ও তোমাদের অবস্থা এখন নবী ইয়াকুব ও তাঁর ছেলে (ইউসুফ)-এর অবস্থারই অনুরূপ। তিনি [ইয়াকুব (আঃ)] বলেছিলেন, والله المستعان على ما تصفون - "তোমরা যা বলছো, সে ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যকারী।" উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকেও কিছু না বলে চুপচাপ চলে গেলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। তাই আয়েশা বললেন: আমি একমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করি। আর কারও প্রশংসা করি না।

٣٨٣٢- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ إِذْ تَلِقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا.

৩৮৩২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (কোরআন মজীদের সূরা নূরের) আয়াত اذ تلقونه با لسنتكم পাঠ করতেন, তখন বলতেন: تلقونه শব্দের মূল ধাতু الولق অর্থ হলো মিথ্যা কথা বা বিষয়। ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন: আয়াতের ব্যাখ্যা আয়েশা অন্যদের চাইতে বেশী জানতেন। কেননা, এ আয়াত তাঁরই ব্যাপারে নাযিল হয়েছে।

٣٨٣٣- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ سَمِعْتُ هِشَامًا عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَبَبْتُ حَسَّانَ وَكَانَ مِمَّنْ كَثَّرَ عَلَيْهَا.

৩৮৩৩. হিশাম ইবনে উরওয়া তার পিতা উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমি আয়েশার সামনে হাসসান ইবনে সাবেতকে গালি দিলে তিনি (আয়েশা) বললেন: তাকে গালি দিও না। কেননা, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আয়েশা বলেছেন যে, হাসসান ইবনে সাবেত কাব্যের মাধ্যমে মুশরিক কুরাইশদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করার অনুমতি চাইলে নবী (সঃ) বললেন: তুমি কিভাবে তাদের নিন্দাগাথা বর্ণনা করবে? কারণ, আমিও তো তাদেরই বংশধর। হাসসান ইবনে সাবেত বললেন: আমি আপনাকে এমনভাবে তাদের থেকে আলাদা করে রাখবো, যেমন আটার খামীর হতে চুল আলাদা করা হয়। মুহাম্মদ ইবনে উকবা বলেছেন যে, উসমান ইবনে ফারকাদ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন: আমি হিশাম ইবনে উরওয়াকে তার পিতা উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: আমি হাসসান ইবনে সাবেতকে গালি দিয়েছি। কারণ, সেও আয়েশার প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের একজন ছিলো।

٣٨٣٤- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ وَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ ، وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَهَا لِمَ تَأْذَنِينَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ" قَالَتْ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى فَقَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৩৮৩৪. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আয়েশার কাছে গিয়ে দেখলাম, হাসসান ইবনে সাবেত তাঁকে নিজের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনাচ্ছেন। তিনি (হাসসান ইবনে সাবেত) হযরত আয়েশার প্রশংসা করে আবৃত্তি করছেন :

"তিনি সতীত্ব ও দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারিণী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্না জ্ঞানবতী, তার প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ পোষণই শোভা পায় না। তিনি অভুক্ত থাকেন তবুও অনুপস্থিত লোকদের গোশত খান না অর্থাৎ কারো গীবত করেন না।" এ কথা শুনে আয়েশা তাকে বললেন : কিন্তু আপনি যা বলছেন নিজে তো তেমন নন। মাসরূক বর্ণনা করেছেন যে, আমি আয়েশাকে বলেছিলাম, আপনি হাস্সান ইবনে সাবেতকে আপনার কাছে আসতে অনুমতি দেন কেন? আল্লাহ তা'আলা তো তার সম্পর্কেই কোরআন মজীদে বলেছেন : তাদের মধ্যে যে অপবাদ রটনার ব্যাপারে বেশী তৎপর হয়েছে, তার জন্য বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে। আয়েশা বললেন : অন্ধত্ব থেকে বড় শাস্তি আর কি হতে পারে? তিনি [আয়েশা (রাঃ)] আরো বললেন : হাস্সান ইবনে সাবেত রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কাফেরদের মোকাবিলা করেছেন এবং তাঁর পক্ষ হয়ে কাফেরদের নিন্দাগাঁথা (কবিতার মাধ্যমে) প্রচার করেছেন।

অনুচ্ছেদ : হুদাইবিয়ার যুদ্ধ। মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا. (سورة الفتح - اية ١٨)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন—যখন তারা গাছেরতলায় বসে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করছিলো, তাদের অন্তরের সেই সময়ের কথা আল্লাহ জানতেন। তাই তিনি তাদেরকে প্রশান্তি দান করলেন এবং অতিশীঘ্র বিজয়ও দান করলেন।"

٣٨٣٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَقَالَ قَالَ اللّٰهُ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِيْ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبِرِزْقِ اللّٰهِ وَبِفَضْلِ اللّٰهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِيْ.

৩৮৩৫. যায়েদ ইবনে খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার যুদ্ধের বছর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। একদিন রাতের বেলা বৃষ্টি হতে থাকলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন এবং তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন : তোমরা কি জানো, তোমাদের রব (আল্লাহ তা'আলা) কি বলেছেন? আমরা বললাম : আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আমার বান্দাদের অনেকেই (এ বৃষ্টির দ্বারা) আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী হয়েছে আবার অনেকেই আমাকে অমান্য করে কাফের হয়ে গিয়েছে। যারা বলেছে আল্লাহর রহমত ও করুণায় রিযক হিসেবে এ বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকার প্রভাব অস্বীকারকারী।

আর যারা বলেছে যে, অমুক তারকার প্রভাবে৭৬ বৃষ্টি হয়েছে, তারা তারকার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং আমাকে অস্বীকারকারী।

٣٨٣٦- عَنْ أَنَسٍ قَالَ اِعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِيْ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ-

৩৮৩৬. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন এবং হজ্জের সাথে যেটি করেছেন সেটি ছাড়া সব ক'টি যুল-কা'দাহ মাসে পালন করেছেন। হুদাইবিয়া থেকে যে উমরাটি তিনি পালন করেছিলেন, তা ছিলো যুল-কা'দাহ মাসে, হুদাইবিয়ার পরের বছর যে উমরাটি পালন করেছিলেন সেটি ছিলো যুল-কাদাহ মাসে এবং জিরানা নামক স্থান থেকে যে উমরাটি পালন করেছিলেন তাও ছিলো যুল-কাদাহ মাসে। এখানে এসেই তিনি হুনায়েনের যুদ্ধে লব্ধ গণিমাতের মাল বণ্টন করেছিলেন। আর সর্বশেষ উমরাটি তিনি হজ্জের সাথে পালন করেছিলেন।

٣٨٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ اِنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ-

৩৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর নবী (সঃ)-এর সাথে আমরাও গিয়েছিলাম। তাঁর সমস্ত সাহাবা উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ইহরাম বাঁধিনি।

٣٨٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ تَعُدُّوْنَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً وَالْحُدَيْبِيَّةُ بِئْرٌ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيْهَا قَطْرَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلٰى شَفِيْرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ

---

৭৬. তারকা বা অন্য কোন বস্তুর প্রভাবে এ পৃথিবীতে কিছুই সংঘটিত হয় না। বরং যা কিছু সংঘটিত হয় একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরত, শক্তিমত্তা ও ইচ্ছাতেই হয়। কারণ, এ গোটা বিশ্বের নিয়ন্তা প্রশাসক ও সার্বভৌম ক্ষমতার নিরংকুশ মালিক তিনিই। কোন কিছু ঘটা না-ঘটা তাঁরই এখ্তিয়ারাধীন। তিনি যা ঘটান তাই ঘটে। সুতরাং তাঁর এখ্তিয়ারের বাইরে কোন তারকার প্রভাবে কিছু সংঘটিত হয় এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা প্রকারান্তরে আল্লাহর এখ্তিয়ার ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং বৃষ্টিপাত হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে যারা তারকার প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস করে, তারা তারকার শক্তির প্রতিই ঈমান পোষণ করে। আর এটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হওয়ায় তা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। তাই ইমাম নবভীর মতে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারকার প্রভাব ও শক্তিমত্তাই বৃষ্টিপাতের মূল উৎস, তারা কুফরীতে লিপ্ত হয় এবং তাদের এ আচরণ জাহেলী আচরণ। ইমাম শাফে'য়ী এবং অধিকাংশ উলামা এ মতই পোষণ করেন।

فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا۔

৩৮৩৮. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কুরআন মজীদের আয়াত «انا فتحنا لك فتحا مبينا» তে যে ফাত্হ বা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে মক্কা বিজয়কে তোমরা সেই বিজয় বলে মনে করো। অবশ্য মক্কা বিজয়ও একটি বিজয়। তবে এ আয়াতে উল্লেখিত বিজয়কে আমরা হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে অনুষ্ঠিত "বাই'আতুর রিদওয়ানকেই" মনে করি। সে সময় নবী (সঃ)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম। ঐখানে একটি কূপের নাম ছিলো হুদাইবিয়া। (সেখানে পৌঁছে) আমরা এর পানি উঠিয়ে ব্যবহার করতে করতে তা নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি এক বিন্দু পানিও আর ছিলো না। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি এসে কূপের পাড়ে বসলেন, পরে এক পাত্র পানি আনিয়ে অযু করলেন এবং গড়গড়া কুল্লি করলেন। তারপর দো'আ করে অবশিষ্ট পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দিলেন। আমরা অল্প কিছুক্ষণ কূপের পানি উঠানো বন্ধ রাখলাম। পরক্ষণেই আমরা আমাদের নিজেদের ও সওয়ারী পশুর জন্য প্রচুর পানি কূপ থেকে লাভ করলাম।[৭৭]

٣٨٣٩- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ أَوْ أَكْثَرَ نَزَلُوا عَلَى بِئْرٍ فَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِدَلْوٍ مِنْ مَائِهَا فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَدَعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا۔

৩৮৩৯. আবু ইসহাক (আমর ইবনে আবদুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমাকে বারা ইবনে আযেব জানিয়েছেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে তাঁরা চৌদ্দশ' কিংবা তারও বেশী সাহাবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। হুদাইবিয়াতে তাঁরা একটি কূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে থাকলেন। উঠাতে উঠাতে সব পানি নিঃশেষ হয়ে গেলো। সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালে, তিনি কূপটির কাছে এসে এর কিনারে বসে বললেন: আমাকে এই কূপের এক বালতি পানি দাও। তাঁকে এক বালতি পানি দেয়া হলে তিনি তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং পরে দো'আ করে বললেন: কিছু সময়ের জন্য এ থেকে পানি উঠানো বন্ধ রাখো। এরপর সবাই সে কূপ থেকে নিজেদের ও সওয়ারী জন্তুসমূহের জন্য প্রচুর পানি সংগ্রহ করেছেন এবং পরে স্থান ত্যাগ করেছেন।

٣٨٤٠- عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكْوَتِكَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ

৭৭. রসূল হিসেবে এটা হুজুর (সঃ)-এর একটি মু'জেযা।

مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا فَقُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً.

৩৮৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ হুদাইবিয়ার যুদ্ধের সময় একদিন লোকেরা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। সে সময় মাত্র একটি চর্ম-পাত্র ভর্তি পানি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ছিলো। তিনি তা দিয়ে অযু করলেন। পরে লোকেরা তাঁর কাছে আসলে, তিনি তাদেরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললোঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার চর্ম-পাত্রের পানি ছাড়া আমাদের কাছে পান করার বা অযু করার মতো কোন পানি নেই। জাবের বর্ণনা করেছেনঃ এ কথা শুনে নবী (সঃ) তাঁর হাত চর্ম-পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আঙ্গুলগুলোর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানি ফুটে বের হতে লাগলো। জাবের বর্ণনা করেছেন যে, আমরা সে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করলাম এবং তা দিয়ে অযুও করলাম। রাবী সালেম ইবনে আবুল জা'অদ বলেছেনঃ আমি তখন জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, সে সময় আপনাদের সংখ্যা কত ছিলো? জাবের বললেনঃ আমাদের সংখ্যা এক লাখ হলেও সেই পানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের সংখ্যা ছিলো তখন পনরশ' ৭৮ মাত্র।

٣٨٤١- عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

৩৮৪১. কাতাদা ইবনে দি'আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবকে বললামঃ আমি জানতে পারলাম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করতেন যে, হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। এ কথা শুনে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আমাকে বললেনঃ জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সংখ্যা (হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) ছিলো পনরশ'। অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে যারা নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে (গাছতলায়) বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। আবু দাউদ অর্থাৎ সাল্ত ইবনে মুহাম্মদ কুর্রা ইবনে খালেদ মাসদুদীর মাধ্যমে কাতাদা ইবনে দি'আমা থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে বাশশার আবু দাউদ অর্থাৎ সাল্ত ইবনে মুহাম্মাদের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٤٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ

৭৮. দেখা যাচ্ছে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কোন হাদীসে চৌদ্দশ', কোন হাদীসে পনেরশ' আবার কোন হাদীসে তেরশ' উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে প্রকৃত সংখ্যা কত? এর জবাবে বলা যেতে পারে, সাহাবাদের সংখ্যা চৌদ্দশ'-র কিছু বেশী ছিলো। কেউ ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে নিম্নতম সংখ্যা চৌদ্দশ' বর্ণনা করেছেন আবার কেউ ভগ্নাংশ উল্লেখ না করে অখণ্ড সংখ্যা (Round figure)উল্লেখ করেছেন। আর যারা তেরশ' বর্ণনা করেছেন, তাদের সঠিক সংখ্যা জানা না থাকায় অনুমানের ওপর নির্ভর করে তেরশ' উল্লেখ করেছেন।

আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান থেকে ঝর্ণাধারার মতো পানি ফুটে বের হওয়া তার একটা মু'জেযা।

لَوْ رَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ تَابَعَهُ الْأَعْمَشُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي أَوْفَى كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلٰثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمُنَ الْمُهَاجِرِيْنَ۔

৩৮৪২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে বলেছিলেন : পৃথিবীর সকল অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই উত্তম। তখন আমাদের [যারা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম] সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। আজ যদি আমার দৃষ্টিশক্তি থাকতো (তিনি তখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন) তাহলে যে গাছের নীচে বাই'আত হয়েছিলো তা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। আমাশও হাদীসটি সালেমের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে হুবহু রাবী সুফিয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশ'। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুআয তার পিতা, শু'বাও আমর ইবনে মুর্রার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিলো তেরশ'। আর মুহাজিরদের মধ্যে আসলাম গোত্রের লোকের সংখ্যা ছিলো মুহাজিরদের মোট সংখ্যার এক অষ্টমাংশ।

٣٨٤٣- عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُوْلُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِحُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ لَا يَعْبَأُ اللهُ بِهِمْ شَيْئًا۔

৩৮৪৩. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি হুদাইবিয়ার যুদ্ধে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারী সাহাবা মিরদাস ইবনে মালেক আসলামীকে বলতে শুনেছেন যে, পুণ্যবান ও সৎ লোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর যারা থাকবে তারা হবে খেজুর ও যবের ছালের মতো অপদার্থ।[৭৯] আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের কোন গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকবে না।

٣٨٤٤- عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لَا أُحْصِي كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيْدَ فَلَا أَدْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيْدِ أَوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ۔

---

৭৯. অর্থাৎ দুনিয়া থেকে মুমিনদের উঠিয়ে নেয়ার পর থাকবে শুধু দুষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক। এদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

৩৮৪৪. মারওয়ান ইবনুল হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখযামা থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তেরশ'র অধিক সাহাবা নিয়ে হুদাইবিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা৮০ নামক স্থানে উপনিত হলে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর প্রতীকস্বরূপ কাপড় বাঁধলেন, (কোরবানীর পশুর) কুঁজ কাটলেন এবং ইহরাম বাঁধলেন। হাদীসের রাবী আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল মাদীনী বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার নিকট থেকে হাদীসটি কতবার শুনেছি (অথবা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের সংখ্যা কত শুনেছি) তার সংখ্যা উল্লেখ করতে পারছি না। অবশেষে তাকে বলতে শুনলাম কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানীর চিহ্নস্বরূপ কাপড়খন্ড বাঁধা এবং কুঁজ কাটার কথা শুনেছি বলে মনে নেই। এ কথা বলে আলী ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদীনী কুঁজ কাটাও কোরবানী-পশুর চিহ্নস্বরূপ কাপড় খন্ড বাঁধার স্থান, না পুরা হাদীসটি স্মরণ না থাকার কথা বলেছিলেম তা আমার জানা নেই।

٣٨٤٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلٌ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُوْمَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ -

৩৮৪৫. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরাকে) দেখলেন উকুন তার মাথা থেকে মুখমন্ডলের ওপর ঝরে ঝরে পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ এই ক্ষুদ্র কীটগুলো কি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে? তিনি বললেনঃ হাঁ। তাই হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) তার মাথা মুন্ডন করতে আদেশ করলেন। তখন মক্কায় প্রবেশ করতে তারা খুবই ব্যগ্র-ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু হুদাইবিয়াতেই ইহরাম ভঙ্গ করতে হবে তা তিনি তাদেরকে জানাতে পারেননি। তাই আল্লাহ তা'আলা ফিদইয়া আদায়ের আদেশ করে আয়াত নাযিল করলেন। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে (কা'ব ইবনে উজরা) ছ'জন মিসকীনকে এক ফারাক (প্রায় বারো সের) খাদ্য খাওয়াতে; অথবা একটি বকরী কোরবানী করতে অথবা তিন দিন রোযা রাখতে আদেশ করলেন।

٣٨٤٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوْقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ فَقَالَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَكَ زَوْجِيْ وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللهِ مَا يُنْضِجُوْنَ كُرَاعًا وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ وَخَشِيْتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ أَيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ وَقَدْ شَهِدَ أَبِيْ الْحُدَيْبِيَّةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ ثُمَّ قَالَ

৮০. যুল-হুলাইফা মদীনাবাসী বা মদীনা অতিক্রম করে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের মীকাত বা ইহরাম বাঁধার স্থান। ইহরাম না বেঁধে এ জায়গা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।

مَرْحَبًا بِنَسَبٍ قَرِيبٍ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ غَرَارَتَيْنِ مَلْأَهُمَا طَعَامًا وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ثُمَّ نَاوَلَهَا بِخِطَامِهِ ثُمَّ قَالَ اقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكْثَرْتَ لَهَا قَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ وَأَخَاهَا قَدْ حَاصَرَا حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيءُ سُهْمَانَهُمَا فِيهِ ـ

৩৮৪৬. যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেনঃ আসলাম বলেছেন যে, আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে বাজারে গেলাম। সেখানে তাঁর কাছে একজন যুবতী এসে বললোঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার স্বামী ছোট ছোট বাচ্চা রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু বাচ্চাদের খাবার সংস্থান করতে পারি এমন কিছুই রেখে যাননি। কিংবা কোন কৃষিভূমি বা দুধেল উট বকরীও রেখে যাননি। কঠিন দুর্ভিক্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমি শংকিত। আমি খুফাফ ইবনে আয়মা গিফারীর কন্যা, আমার পিতা হুদাইবিয়ার যুদ্ধে নবী (সঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উমর তাকে অতিক্রম না করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। এরপর তিনি (উমর) বললেনঃ তোমার গোত্র-গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ, তারা তো আমার নিকটের লোক। তারপর তিনি গিয়ে আস্তাবলে রক্ষিত উটের মধ্য থেকে বোঝা বহনে শক্ত-সামর্থ্য একটি উট এনে দু'টি বস্তায় খাদ্য ভর্তি করে এবং তার মধ্যে কিছু নগদ অর্থ ও কাপড় দিয়ে মহিলার হাতে তার লাগাম দিয়ে বললেন ; এর লাগাম ধরে নিয়ে যাও। এগুলো নিঃশেষ হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা হয়তো এর চেয়ে উত্তম কিছু তোমাকে দান করবেন। এ দেখে এক ব্যক্তি বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তাকে অনেক বেশী দিলেন। উমর তাকে বললেনঃ তোমার জন্য তোমার মা কাঁদুক। আল্লাহর কসম, আমি জানি এ মহিলার পিতা ও ভাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত কাফেরদের একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলো এবং অবশেষে তা দখলও করেছিলো। পরে আমরা তাদের দু'জনকে (মহিলার পিতা ও ভাইকে) দুর্গ বিজয়ের পর গণিমাতের অংশ যথাযোগ্যভাবে প্রদান করেছিলাম। অর্থাৎ ঐ দুর্গ বিজিত হওয়ার পর তার গণিমাতের মাল আমরাও গ্রহণ করেছিলাম এবং এ মহিলার পিতা ও ভাইকেও দিয়েছিলাম।

٣٨٤٧- عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ مَحْمُودٌ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ ـ

৩৮৪৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তার পিতা মুসাইয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণ করা হয়েছিলো, আমি সেই গাছটি দেখেছিলাম। পরে এক সময় সেটি আবার দেখতে গেলাম। কিন্তু সেবার আর তা চিনতে পারলাম না। [ইমাম বুখারী (রঃ)-এর শায়েখ] মাহমুদ ইবনে গায়লান বর্ণনা করেছেন যে, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেছিলেন, পরে আমি সেটি ভুলে গিয়েছি।

٣٨٤٨- عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ انْطَلَقْتُ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَا هٰذَا الْمَسْجِدُ قَالُوا هٰذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ

بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِيْنَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَالَ سَعِيْدٌ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُمُوْهَا أَنْتُمْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ۔

৩৮৪৮. তারেক ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে রাস্তায় একদল লোককে এক জায়গায় নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এটা আবার নামাযের কেমন জায়গা? তারা বললো : এটি সেই গাছ, যার নীচে বসে রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাদের নিকট থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন—যে বাই'আতের নাম বাই'আতুর রিদওয়ান। পরবর্তী সময়ে আমি সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের কাছে গিয়ে তাকে সব জানালে তিনি বললেন : গাছটির নীচে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করেছিলেন, আমার পিতা মুসাইয়েব ইবনে হাসান ছিলেন তাদের একজন। তিনি বলেছেন : বাই'আতের পরের বছর আমরা গাছটির কাছে গেলে বুঝতে পারলাম যে, আমরা সেটি ভুলে গিয়েছি। তাই আমরা আর সে গাছটি চিনতে পারলাম না। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বললেন : নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ (সেখানে উপস্থিত থেকে বাই'আত গ্রহণ করা সত্ত্বেও) যে গাছটিকে চিনতে পারলেন না, আর তোমরা সেটি চিনে ফেললে। তাহলে কি তোমরা তাঁদের চেয়েও বেশী জানো?

٣٨٤٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا۔

৩৮৪৯. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, গাছের নীচে যারা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে] বাই'আত হয়েছিলেন, তাঁর পিতা মুসাইয়েব ছিলেন তাদের একজন। মুসাইয়েব বর্ণনা করেছেন, কিন্তু পরের বছর আমরা সেখানে গেলে বুঝতে পারলাম যে, গাছটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি (অর্থাৎ চিহ্নিত করতে পারছি না)।

٣٨٥٠- عَنْ طَارِقٍ ذُكِرَتْ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الشَّجَرَةُ فَضَحِكَ فَقَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ وَكَانَ شَهِدَهَا۔

৩৮৫০. তারেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (যে গাছের নীচে বাই'আতুর রিদওয়ানের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের কাছে (সে) গাছটির[৮১] বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি হেসে বললেন যে, আমার পিতা ছিলেন বাই'আতুর রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের একজন। তিনি আমাকে গাছটি সম্পর্কে বলেছিলেন (অর্থাৎ পরবর্তী বছর তাঁরা সেখানে গেলে গাছটিকে চিনতে পারেননি)।

---

৮১. পরের বছর সাহাবাগণ হুদাইবিয়ায় গিয়ে গাছটিকে চিনতে পারেননি। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব তাঁর পিতা হযরত মুসাইয়েবের বর্ণনার ওপর নির্ভর করে বলেছেন। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে গাছটি কেউ-ই চিনতে পারেননি, এমন নয়। বরং যাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা যায়, তিনি বলেছিলেন : আমি অন্ধ না হলে গাছটির স্থান তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এতে প্রমানিত হয়, গাছটির স্থান তিনি খুব ভালভাবে স্মরণ রেখেছিলেন। হযরত নাফে' থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে জানা যায়, লোকজন গাছটির নীচে এসে নামায পড়তে শুরু করেছে—হযরত উমর (রাঃ) এ কথা জানতে পেরে কেটে ফেলার নির্দেশ দিলে গাছটি কেটে ফেলা হয়েছিলো।

٣٨٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.

৩৮৫১. গাছের নীচে বাই'আতকারী সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কোন কওম বা গোত্র যাকাতের অর্থ নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি তাঁদের জন্য দো'আ করে বলতেন. হে আল্লাহ, তুমি এদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো। আমার পিতা আবূ আওফা (আলকামা ইবনে খালিদ আসলামী) তাঁর কাছে যাকাতের অর্থ নিয়ে গেলে তিনি তাঁর জন্যও দো'আ করে বললেন: হে আল্লাহ তুমি আবূ আওফা ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করো।

٣٨٥٢- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبَايِعُونَ لِعَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَامَ يُبَايَعُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسُ قِيلَ لَهُ عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَى ذٰلِكَ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ

৩৮৫২. আব্বাদ ইবনে তামীম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: 'হার্‌রার ঘটনার দিন (লোকেরা ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য) আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার হাতে বাই'আত হচ্ছিলো এ দেখে ইবনে যায়েদ জিজ্ঞেস করলেন, লোকজন আবদুল্লাহ ইবনে হান্‌যালার হাতে কিসের জন্য বাই'আত হচ্ছে। তাঁকে বলা হলো লড়াই করে শাহাদত বরণের জন্য। তখন তিনি (ইবনে যায়েদ) বললেন: এ জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ান) করার পর আর কারো হাতে বাই'আত করবো না। ইবনে যায়েদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হুদাইবিয়ার (বাই'আতে) শামীল হয়েছিলেন।

٣٨٥٣- عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ فِيهِ.

৩৮৫৩. ইয়াস ইবনে সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা—যিনি গাছের নীচে বাই'আত গ্রহণকারীদের একজন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে জুম'আর নামায পড়ে যখন ফিরে আসতাম, তখনও দেয়াল-প্রাচীরের নীচে ছায়া পড়তো না, যাতে বসে আরাম করা যায়।

٣٨٥٤- عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.

৩৮৫৪. ইয়াযীদ ইবনে আবূ উবায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি সালামা ইবনে আকওয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা (হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়) গাছের নীচে

নবী (সঃ)-এর হাতে যে বাই'আত করেছিলেন, তাতে কি অঙ্গীকার করেছিলেন? তিনি বললেন: উক্ত বাই'আতে আমরা মৃত্যু বরণের অঙ্গীকার করেছিলাম। [অর্থাৎ মক্কার কাফেররা সত্যিই যদি হযরত উসমান (রাঃ)-কে কতল করে থাকে, তাহলে তার প্রতিশোধের জন্য প্রয়োজন হলে আমরা মৃত্যু বরণ করবো।]

٣٨٥٥- عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقُلْتُ طُوبَى لَكَ صَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ .

৩৮৫৫. আলা ইবনুল মুসাইয়েব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা মুসাইয়েব বলেছেন: আমি বারা ইবনে আযেবের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বললাম, আপনার জন্য তো সুখবর। কারণ আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁর হাতে গাছের নীচে (অর্থাৎ বাই'আতে রিদওয়ানে) অংশ গ্রহণ করেছেন। এসব কথা শুনে তিনি বললেন: ভাতিজা, তুমি জানো না, নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পরে কি কি কান্ড করেছি।

٣٨٥٦- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ .

৩৮৫৬. আবু কিলাবাহ থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে দাহ্হাক তাঁকে বলেছেন, যে, তিনি (সাবেত ইবনে দাহ্হাক) গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আত (বাই'আতুর রিদওয়ানে) নবী (সঃ)-এর হাতে হাত দিয়ে বাই'আত করেছেন।

٣٨٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ قَالَ أَصْحَابُهُ هَنِيئًا مَرِيئًا فَمَا لَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ» قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَعَنْ أَنَسٍ وَأَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ .

৩৮৫৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: انا فتحنا لك فتحا مبينا "আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"—আয়াতটিতে বিজয় বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ বললেন: আপনার জন্য এটা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু আছে কি? তখন আল্লাহ তা'আলা (এ আয়াতটি) নাযিল করলেন: "ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات" তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে জান্নাতে জায়গা দিবেন। হাদীসের বর্ণনাকারী শু'বা বলেন: এরপর আমি কুফা গেলাম এবং আনাস থেকে শোনা হাদীসটির সবটুকু বিষয় বর্ণনা করলাম। তারপর ফিরে এসে কাতাদাকে সব কিছু জানালে তিনি বললেন: কোরআনের আয়াত انا فتحنا لك -এর অর্থ হুদাইবিয়ার গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ান। এ বিষয়টি আমি আনাস থেকে শুনে বর্ণনা করেছি। আর সাহাবাদের هنيا مريا বলা কথাটা ইকরামা থেকে শুনে বর্ণনা করেছি।

٣٨٥٨- عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ قَالَ إِنِّي لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ إِسْمُهُ أُهْبَانُ ابْنُ أَوْسٍ وَكَانَ إِنْتَكَى رُكْبَتَهُ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ وِسَادَةً.

৩৮৫৮. মাজ্‌যাইবনে যাহের আসলামী তার পিতা—যিনি হুদাইবিয়ায় গাছের নীচে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত হয়েছিলেন—থেকে বর্ণনা করেছেন। তার পিতা যাহের আসলামী বলেছেনঃ আমি খায়বরের যুদ্ধে ডেকচিতে করে গাধার গোশ্‌ত পাকাতে ছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর ঘোষক আবু তালহা ঘোষণা করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদেরকে গাধার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করছেন। মাজযা ইবনে যাহের আসলামী আসলাম গোত্রের উহ্‌বান ইবনে আওস নামক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তার নিকট থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাঁটুতে ঘা থাকার কারণে উহ্‌বান ইবনে আওস আসলামী নামাযে সিজদা দেয়ার সময় হাঁটুর নীচে বালিশ রাখতেন।

٣٨٥٩- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ أُتُوا بِسَوِيقٍ فَلَكُوهُ تَابَعَهُ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ.

৩৮৫৯. গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা সুওয়াইদ ইবনে নু'মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের জন্য ছাতু আনা হতো। তারা তা পানিতে গুলে খেয়ে নিতেন। মু'আয ইবনে মু'আয শু'বা থেকে ইবনে আবু আদ্‌রী বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٣٨٦٠- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ ابْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِتْرُ قَالَ إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلَا تُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ.

৩৮৬০. আবু জামরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গাছের নীচে অনুষ্ঠিত বাই'আতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবা 'আয়েয ইবনে 'আমরকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, বিতর নামায কি দ্বিতীয়বার পড়া যাবে৮২। তিনি বললেনঃ রাতের প্রথম ভাগে একবার বিতর নামায পড়ে থাকলে শেষ রাতে পুনরায় পড়বে না।

---

৮২. বিতর নামায দ্বিতীয়বার পড়া যাবে কি না—এ কথা জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ বিতরকে তোমাদের রাতের শেষ নামায হিসেবে পড়ো। সুতরাং রাতের প্রথম বিতর তিন রাক'আতই পড়া হয়ে থাকলেও এ হাদীসের নির্দেশ পালন করার জন্য শেষ রাতে আবার বিতর পড়তে হবে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবার বিতর নামায পড়া হয়ে থাকলে পুনরায় আর পড়তে হবে না। ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম মালেক (রঃ) ও অধিকাংশ হানাফী আলেমদের মতে এটিই সঠিক।

٣٨٦١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا عُمَرُ نَزَّرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ وَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأَ "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا".

৩৮৬১. যায়েদ ইবনে আসলাম তার পিতা আসলাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক সময় রাত্রিকালে সফর করছিলেন। এ সফরে উমর ইবনে খাত্তাবও তাঁর সাথে ছিলেন। এক সময় উমর ইবনুল খাত্তাব কোন একটি বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে নবী (সঃ)-এর ওপরে অহী নাযিল হচ্ছিলো বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলে এবারও তিনি তাকে কোন জবাব দিলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ এবারও তাঁকে জবাব দিলেন না। তাই উমর ইবনে খাত্তাব নিজেকে লক্ষ্য করে মনে মনে বললেন ঃ হে উমর! তোমার মা তোমাকে খুইয়ে বসুক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিন তিনবার পীড়াপীড়ি করলে। কিন্তু তিনি প্রতিবারই কোন জবাব দিলেন না। উমর বর্ণনা করেছেন ঃ আমি তখন আমার উটকে জোরে হাঁকিয়ে মুসলমানদের আগে চলে গেলাম। কারণ, আমি এ কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম যে, আমার সম্পর্কে হয়তো কোরআনের কোন আয়াত নাযিল হতে পারে। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি চীৎকার করে আমাকে ডাকতে শুরু করলো। উমর বর্ণনা করেছেন যে, আমি তাকে বললাম ঃ আমি তো ভয় পাচ্ছি। কারণ, আমার সম্পর্কে হয়তো অহী নাযিল হয়েছে। যাই হোক, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি বললেন ঃ আজ রাতে আমার প্রতি একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুর চেয়েও প্রিয়। তারপর তিনি إنا فتحنا لك فتحا مبينا —আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন।

٣٨٦٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ

مِنْهَا بِعُمْرَةٍ وَبَعَثَتْ عَيْنًا لَهَا مِنْ خُزَاعَةَ وَسَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِغَدِيرِ
الْأَشْطَاطِ أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحَابِيشَ
الْأَشْطَاطَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَانِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ
عَلَيَّ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِيِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا
عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللَّهُ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلَّا تَرَكْنَاهُمْ مَحْرُوبِينَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِدًا لِهَذَا الْبَيْتِ لَا تُرِيدُ قَتْلَ أَحَدٍ وَلَا
حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهْ لَهُ فَمَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَاتَلْنَاهُ قَالَ امْضُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ

৩৮৬২. উরওয়া ইবনে যুবায়ের মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম উভয়ের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েরই পরস্পরের চাইতে বেশী বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেছেন : হুদাইবিয়ার বৎসর নবী (সঃ) তের শ'র অধিক সাহাবা সংগে নিয়ে রওয়ানা হলেন। যুল-হুলাইফা নামক জায়গায় পৌঁছে তিনি কোরবানীর পশুর গলায় কোরবানী চিহ্নস্বরূপ বস্ত্রখন্ড বাঁধলেন, কোরবানীর পশুর কুঁজ কাটলেন, উমরার জন্য ইহ-রাম বাঁধলেন এবং খুযা'আ গোত্রের একজন লোককে গোয়েন্দাগিরীর জন্য পাঠালেন। পরে নবী (সঃ) নিজেও সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তিনি 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁর প্রেরিত গোয়েন্দা সেখানে এসে সাক্ষাত করে তাঁকে জানান : কুরাইশরা বিরাট একটি সৈন্যদল আপনার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে বসে আছে। বিভিন্ন গোত্র থেকে এ সৈন্য-দলের লোক সংগ্রহ করা হয়েছে। তারা আপনার সাথে লড়াই করতে এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আপনাকে বাধা দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা সবাই এসো আমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করি। তোমরা কি মনে করো যে, আমি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি! যারা তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, এসব লোক যারা আমা-দেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা দিতে চায় আমি কি তাদের পরিবার বর্গ ও সন্তান সন্ততিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বো? তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংকল্প করে থাকলে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন। তিনি মুশরিকদের কাছ থেকে (আমাদের) একজন গোয়েন্দাকে নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। তারা তার কথা না মানলে আমরা তাদেরকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করবো। তখন আবু বকর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আপনি শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। কারো সাথে যুদ্ধ করতে বা কাউকে হত্যা করতে এখানে আসেননি। সুতরাং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে চলুন। এমতাবস্থায় কেউ আমাদেরকে বাধা দিলে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করবো। তখন নবী (সঃ) বললেন : তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে এগিয়ে চলো।

٣٨٦٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ فَكَانَ فِيمَا
أَخْبَرَ فِي عُرْوَةَ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ
الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ

قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا فَتَكَلَّمُوا فِيهِ فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَرْسُفُ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ» وَعَنْ عَمِّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ فَذَكَرَهُ بِطُولِهِ.

৩৮৬৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকাম মিসওয়ার ইবনে মাখরামাকে হুদাইবিয়ার (যুদ্ধের) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উমরা আদায়ের ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। তাঁদের দু'জনের নিকট থেকে উরওয়া ইবনে যুবায়ের যা বর্ণনা করেছেন তা হলো ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) সুহাইল ইবনে আমরকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধিপত্রে যা লিখে দিয়েছিলেন তার মধ্যে সুহাইল ইবনে আমরের আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিলো ঃ আমাদের মধ্য থেকে (মক্কা থেকে) কেউ যদি আপনার কাছে চলে যায় তাহলে আপনার দ্বীনে বিশ্বাসী হলেও তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে হবে। তার ও আমাদের এ ব্যাপারে আপনি কোন বাধা সৃষ্টি করবেন না, বরং আমাদের হাতেই ছেড়ে দিবেন। এ শর্ত মেনে না নিলে সুহাইল ইবনে আমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সন্ধি করেতই অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে ঈমানদারগণ এ শর্তটি গ্রহণের ব্যাপারে আপত্তি এবং অসম্মতি জানালেন এবং এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা করলেন। কিন্তু সুহাইল ইবনে আমর এ শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্তে সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানালে রসূলুল্লাহ (সঃ) এটিকে সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং আবু জানদাল ইবনে সুহাইলকে সেই মুহূর্তেই তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরের হাতে ছেড়ে দিলেন। সন্ধির মেয়াদকালে পুরুষদের মধ্য থেকে যারাই পালিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসেছেন মুসলমান হলেও তিনি তাদেরকে (কাফেরদের হাতে) ফেরত দিয়েছেন। ইতিমধ্যে কিছুসংখ্যক ঈমানদার নারী হিজরত করে চলে আসলেন। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইবনে আবু মুয়ীত ছিলেন এভাবে হিজরতকারিণী একজন যুবতী মেয়ে। তিনি হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলে তাঁর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে তাদের হাতে ফেরত দিতে বললো। তখন মহান আল্লাহ ঈমানদার নারীদের সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়া ইবনে যুবায়ের আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা মুহাজির নারীদেরকে পরীক্ষা করতেন।

"হে ঈমানদারগণ, ঈমানদার মেয়েরা হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তারা সত্যই ঈমানদার কি না তা জিজ্ঞাসাবাদ করে যাঁচাই করে নাও। অবশ্য আল্লাহই তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালো জানেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার তাহলে তাদেরকে আর কাফেরদের হাতে ফেরত দিও না। কেননা তারা তাদের (কাফের পুরুষ) জন্য হালাল নয় এবং ওরাও (কাফের পুরুষ) তাদের (ঈমানদার মেয়েদের) জন্য হালাল নয়। তারা (কাফের স্বামী) যা (মোহরানা) খরচ করেছে, তা তাদের ফেরত দিয়ে দাও। তাদেরকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের জন্য কোন গোনাহ হবে না। আর তোমরা নিজেরাও তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আটকে রাখবে না। তোমরা তোমাদের কাফের স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলে তা ফেরত নাও। আর কাফের স্বামীরাও তাদের মুসলমান স্ত্রীদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিলো তা ফিরিয়ে নিক। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনিই তোমাদের মধ্যকার এ বিষয়টি ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও নিপুণ কুশলী।" (আল-মুমতাহিনা, আয়াত—১০) আর ইবনে শিহাব তার চাচা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনে শিহাবের চাচা) বলেছেন ঃ আমাদের কাছে এ হাদীসও পেঁাছেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তার রসূলকে মুশরিক স্বামী কর্তৃক তার হিজরত-কারিণী মুসলমান স্ত্রীকে দেয়া মোহরানা (মুশরিক স্বামীকে) ফিরিয়ে দিতে হুকুম করেছেন। আর আবু বাসীরের ঘটনার হাদীসও জানা আছে। এরপর তিনি আবু বাসীরের ঘটনা সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন।

٣٨٦٤- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.

৩৮৬৪. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ ফিতনার সময় (হাজ্জাজের মক্কা আক্রমণের সময়) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর 'উমরা' আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে বললেন ঃ যদি আমি বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধাপ্রাপ্ত হই তাহলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যা করেছিলাম এ ক্ষেত্রেও তাই করবো। তাই তিনি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। কারণ, হুদাইবিয়ার (সন্ধির) বছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও উমরার ইহরাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন।

٣٨٦٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِذْ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَذَلِكَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

৩৮৬৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। ফিতনার বছর তিনি উমরার ইহরাম বেঁধে বললেন ঃ বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে আমার সামনে যদি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয় তাহলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) যা করেছিলেন, আমিও ঠিক তাই করবো। এ কথা বলে তিনি "আল্লাহর রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে"—এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

٣٨٦٦- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِيْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَإِنِّيْ أَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُوْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيْلَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى شَأْنَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِيْ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَسَعْيًا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا.

৩৮৬৬. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কোন এক ছেলে তাকে লক্ষ্য করে বললেন : এ বছর আপনি উমরা আদায় করতে না গেলেই ভালো হতো। কারণ আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যেতে পারবেন না। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উমরা আদায়ের জন্য রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা বায়তুল্লাহর যিয়ারতে বাধা সৃষ্টি করলে নবী (সঃ) কোরবানীর পশুগুলো জবাই করলেন ও মাথা মুণ্ডন করলেন। তাঁর সাহাবাগণও চুল ছাঁটলেন। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, উমরা আদায় করা আমার জন্য ওয়াজিব করে নিয়েছি। আমার ও বায়তুল্লাহর মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা না হয় তাহলে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবো। আর যদি বায়তুল্লাহ ও আমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয় তাহলে (হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর) রসূলুল্লাহ (সঃ) যা করেছিলেন আমিও ঠিক তাই করবো। এরপর কিছুক্ষণ পথ চলার পর তিনি আবার বললেন : হজ্জ ও উমরাকে আমি একই মনে করি। তাই আমি উমরার সাথে হজ্জও আমার জন্য ওয়াজিব করে নিলাম। এরপর তিনি হজ্জ ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ ও একই সাঈ করলেন এবং হজ্জ ও উমরার ইহরাম খুলে ফেললেন।

٣٨٦٧- عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُوْنَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ وَلٰكِنَّ عُمَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَرْسَلَ عَبْدَ اللهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِيْ بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمَرُ لَا يَدْرِيْ بِذٰلِكَ فَبَايَعَهُ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ وَعُمَرُ يَسْتَلْئِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُبَايِعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَانْطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمِنَ الَّتِيْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمَرَ وَ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوْا فِيْ ظِلَالِ الشَّجَرِ فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ انْظُرْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدِ

اخذوا برسول الله ﷺ فوجد هم يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع

৩৮৬৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকেরা বলে থাকে যে, (হযরত উমরের পুত্র) আবদুল্লাহ ইবনে উমর উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ কথা ঠিক নয়। (বরং এ ধারণার ভিত্তি হলো) হুদাইবিয়ার বাই'আতে রিদওয়ানের দিন উমর (তাঁর পুত্র) আবদুল্লাহকে এক আনসারীর কাছে রাখা তাঁর একটি ঘোড়া আনতে পাঠিয়েছিলেন। কারণ ঐ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়েই তিনি যুদ্ধ করবেন। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে লোকদের বাই'আত গ্রহণ করছিলেন। উমরের তা জানা ছিলো না। আবদুল্লাহ তখন রসূলুল্লাহর হাতে বাই'আত করে তারপর ঘোড়ার জন্য গেলেন এবং ঘোড়া নিয়ে উমরকে দিলেন। তখন তিনি (উমর) যুদ্ধসাজে সজ্জিত হচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ তাঁকে জানালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) গাছের নীচে সবার থেকে বাই'আত গ্রহণ করছেন। নাফে' বলেন, তখন উমর তার (আবদুল্লাহ ইবনে উমরের) সাথে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বাই'আত করলেন। এ ব্যাপারটি বলতে গিয়েই লোকেরা বলে থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার পিতা উমরের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য একটি সনদে হিশাম ইবনে আম্মার ওয়ালীদ ইবনে মোসলেম, উমর ইবনে মুহাম্মাদ আল উমারী ও নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন লোকজন সবাই যার যার মত গাছের ছায়ায় অবস্থান করছিলো। এক সময়ে তারা নবী (সঃ)-এর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালে উমর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন : দেখতো লোকজনের কি হয়েছে? তারা এভাবে ভিড় করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কেন? তখন আবদুল্লাহ গিয়ে দেখলেন তারা বাই'আত করছে। তাই তিনিও বাই'আত করলেন এবং উমরের কাছে ফিরে গিয়ে বললে তিনিও এসে বাই'আত করলেন।৮৩

٣٨٦٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ.

৩৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন সে বছর আমরাও নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তাওয়াফ করলে আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করলাম, তিনি নামায পড়লে আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম এবং তিনি সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করলে আমরাও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করলাম। মক্কাবাসী কাফেরদের কেউ যাতে তাঁকে আঘাত করতে না পারে সে জন্য সদা সর্বদা আমরা তাঁকে ঘিরে আড়াল করে রাখতাম।৮৪

٣٨٦٩- عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ وَائِلٍ لَمَّا قَدِمَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ صِفِّيْنَ

---

৮৩. হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে গাছের নীচে যে বাই'আত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) প্রথম বাই'আত করেন এবং হযরত উমর (রাঃ) তার পরে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ ঘটনাই এভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, হযরত উমর (রাঃ)-এর আগে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আসলে ব্যাপারটি ঠিক নয়।

৮৪. অনুচ্ছেদ শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক হলো হাদীসটির বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা গাছের নীচে বাই'আতকারীদের একজন। নবী (সঃ) যে বছর উমরাতুল কাযা আদায় করেন, সে বছরও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন।

أَسْأَلُهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ لَرَدَدْتُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هَذَا الْأَمْرِ مَا نَسُدُّ مِنْهَا خَصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خَصْمٌ مَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ۔

৩৮৬৯. আবু হেছাইন থেকে বর্ণিত। আবু ওয়ায়েল বলেছেন : সাহল ইবনে হুনাইফ সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে আমরা যুদ্ধের পরিস্থিতি ও খবরা-খবর জানতে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এ যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মতামতকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করো না। আবু জান্দালের ৮৫ ঘটনার দিন (হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন) আমি নিজেকে আল্লাহর পথেই নিয়োজিত দেখতে পেয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ ফয়সালা অমান্য করার ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ দিনই তা করতাম। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তে কোন দুঃসাধ্য কাজের জন্যও আমরা যখন তরবারি হাতে নিয়েছি তখন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছে। এ যুদ্ধের আগে আমরা যত যুদ্ধ করেছি, তার সবগুলোকে আমরা নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছি। কিন্তু এ যুদ্ধের অবস্থা এই যে, আমরা একটি বিষয়কে সামাল দিতে না দিতেই আরেকটি নতুন বিষয় দেখা দেয়। কিন্তু তার সমাধানের কোন পথ আমাদের জানা নাই।

٣٨٧٠- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا بَدَأَ۔

৩৮৭০. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়াতে অবস্থানকালে নবী (সঃ) আমার কাছে আসার পর দেখতে পেলেন আমার মাথার চুল থেকে উকুন ঝরে ঝরে আমার মুখমন্ডলের ওপর পড়ছে। এ অবস্থা দেখে তিনি বলছেন : তোমার মাথার উকুনের কারণে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি বললাম : জি, হাঁ। তিনি তখন আমাকে বললেন :

---

৮৫. হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন সবেমাত্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো, ঠিক সেই সময় আবু জানদাল আস ইবনে সুহাইল শৃংখলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মক্কা থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছেন। তার সমস্ত শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিলো। আবু জানদালের পিতা বললো : হে মুহাম্মাদ, আবু জানদালের ব্যাপার দিয়েই তোমাকে জানা যাবে যে, তুমি সন্ধির শর্তাবলী পালন করবে কিনা। নবী (সঃ) আবু জানদালকে ফেরত দিলেন। কিন্তু তাকে ফেরত দেয়াটা মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হলো। সুহাইল ইবনে হুনাইফ এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আদেশ না মানলে সেই দিনই তা লংঘন করতাম। কিন্তু তা লংঘন করি নাই কারণ, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করাই আমাদের প্রকৃত কাজ।

সাধারণ মুসলমানেরা খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে বাই'আত করে তাঁকে খলীফা স্বীকার করলেও হযরত আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর খুনের দাবীতে হযরত আলী (রাঃ)-এর বাই'আত না করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি নিলে সিফ্‌ফীন নামক স্থানে উভয়ের সেনা দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একেই সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ বলা হয়।

তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেলো। আর এ জন্য তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও অথবা একটি পশু কোরবানী করো ৮৬। তবে আমি জানি না এ তিনটি কথার কোনটি আগে বলেছিলেন।

٣٨٧١ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُوْنَ. قَالَ وَكَانَتْ لِيْ وَفْرَةٌ فَجَعَلَتِ الْهَوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِيْ فَمَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

৩৮৭১. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে আমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। মুশরিকরা আমাদেরকে ঠেকিয়ে রেখেছিলো। কা'ব ইবনে উজরা বলেন : আমার কান পর্যন্ত বাবরি ছিলো। মাথার চুল থেকে উকুন আমার মুখমন্ডলের ওপর পড়ছিলো। নবী (সঃ) আমার কাছে এসে এ অবস্থা দেখে বললেন : তোমার মাথার উকুনের জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ না? (কা'ব ইবনে উজরা বর্ণনা করেন) আমি বললাম : হাঁ। তিনি বলেন, এরপর আয়াত নাযিল হলো : "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় অসুবিধা থাকে তাহলে রোযা অথবা সাদকা কিংবা কোরবানী দিয়ে 'ফিদইয়া' আদায় করবে।" (বাকারা—১৯৬)

অনুচ্ছেদ : উকল ও উরায়না গোত্রের ঘটনা।

٣٨٧٢ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالْإِسْلَامِ فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتَّى إِذَا كَانُوْا نَاحِيَةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ آثَارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسُمِرُوْا أَعْيُنَهُمْ وَقُطِعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوْا فِيْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوْا عَلَى حَالِهِمْ قَالَ قَتَادَةُ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ

৮৬. মাথায় উকুন বা অন্য কোন অসুবিধা থাকার কারণে ইহরাম খোলার আগেই যদি মাথা মুড়াতে হয় তাহলে কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক মিসকীনকে খাওয়ানো, রোযা রাখা বা একটি পশু কোরবানী করতে হয়।

وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ.

৩৮৭২. কাতাদা থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক তাকে বলেছেন যে, উকল ও উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনাতে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং নবী (সঃ)-কে বললো : হে, আল্লাহর নবী আমরা দুধেল পশু পালন করতাম। আমরা কৃষি কাজ করতাম না। তারা মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্য অনুকূল মনে করলো না রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে একজন রাখালসহ কয়েকটি উট দিয়ে মদীনার বাইরে মাঠে চলে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। তাই তারা মদীনার বাইরে চলে গেলো। হার্‌রা নামক জায়গায় পেঁছে তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় কাফের হয়ে গেলো এবং নবী (সঃ)-এর দেয়া রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে উটগুলোসহ পালিয়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে এ খবর পেঁছলে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করার জন্য লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলে তিনি লৌহ শলাকা দিয়ে চক্ষু উৎপাটিত করতে এবং হাত কাটতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর হাররা এলাকার একপ্রান্তে ফেলে রাখা হলো এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যু মুখে পতিত হলো।৮৭

٣٨٧٣ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّامِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقٌّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ قَالَ وَأَبُو قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيرِهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْعُرَنِيِّينَ قَالُوا أَبُو قِلَابَةَ إِيَّاهُ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

৩৮৭৩. আবু কিলাবার আজাদকৃত ক্রীতদাস আবু রাজা,—যিনি শাম (সিরিয়া) দেশে অবস্থানকালে তাঁর সাথে ছিলেন—বলেছেন: একদিন উমর ইবনে আবদুল আযীয কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চেয়ে বললেন, তোমরা কাসামত বা নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করো? সবাই বললেন : এটা করা যেতে পারে। আপনার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খলীফাগণ কাসামতের নির্দেশ দিয়েছেন। আবু রাজা বলেন : এ সময় আবু কিলাবা উমর ইবনে আবদুল আযীযের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন আম্বাসা ইবনে সাঈদ বললেন : উরায়না গোত্রের লোকদের ঘটনা সম্পর্কে হাদীসটি কে বলতে পারবে? তখন আবু কিলাবা বললেন, হাদীসটি আমার জানা আছে। আনাস ইবনে মালেক হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।৮৮

---

৮৭. কাতাদা বর্ণনা করেছেন যে, এ ঘটনার পর নবী (সঃ) প্রায়ই লোকজনকে সাদকা প্রদান করতে উৎসাহ দিতেন এবং মুসলা অর্থাৎ অংগ প্রত্যংগ কেটে বিকৃত করতে নিষেধ করতেন। শু'বা, আবান ও হাম্মাদ কাতাদা থেকে শুধু উরায়না গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন (উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি)। আর ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবু কাসীর ও আইয়ুব আবু কিলাবার মাধ্যমে হযরত আনাস ইবনে মালিক থেকে শুধু উকল গোত্রের কথা বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কিছু লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিলো।

৮৮. আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আনাস ইবনে মালেক উরায়না গোত্রের কিছু লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি। আর আবু কিলাবা আনাস ইবনে মালেক থেকে উকল গোত্রের কথা উল্লেখ করে গোটা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি উরায়না গোত্রের কথা উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : যি-কারাদের যুদ্ধ।৮৯ এ যুদ্ধ খায়বার যুদ্ধের তিন দিন আগে সংঘটিত হয়। মুশরিকরা নবী (সঃ)-এর উট লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো।

٣٨٧٤. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُوْلُ خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُوْلَى وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْعَى بِذِيْ قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أُخِذَتْ لِقَاحُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَخْتُ ثَلٰثَ صَرَخَاتٍ يَا صَبَاحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلٰى وَجْهِيْ حَتّٰى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوْا يَسْتَقُوْنَ مِنَ الْمَاءِ فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ بِنَبْلِيْ وَكُنْتُ رَامِيًا وَأَقُوْلُ أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ. وَأَرْتَجِزُ حَتّٰى اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلٰثِيْنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى نَاقَتِهِ حَتّٰى دَخَلْنَا الْمَدِيْنَةَ.

৩৮৭৪. সালামা ইবনে আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি (একদিন) ভোরে ফজরের নামাযের আযানের পূর্বেই (মদীনার বাইরে মাঠের দিকে) বের হলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুধেল উটগুলো যি-কারাদ নামক স্থানে চরানো হতো। এ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ক্রীতদাস এসে বললো : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুধেল উটগুলো লুণ্ঠিত হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে ওগুলো লুণ্ঠন করলো? সে বললো : গাতফান গোত্রের লোকেরা। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন : আমি তখন "ইয়া সাবাহাহ্" (يا صباحه) (এ শব্দটি শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে লোকজন জমা করার জন্য বলা হয়) বলে তিন তিনবার চীৎকার করে সারা মদীনার অধিবাসীদের কানে পেঁছিয়ে দিলাম এবং তারপর দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শত্রুর কাছে পেঁছে গেলাম। তারা তখন ঐ উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। আমি একজন দক্ষ তীরন্দাজ। আমি তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করতে করতে বলছিলাম : আমি আক'ওয়ার সুযোগ্য পুত্র। আর আজকের দিনটি হলো নিকৃষ্ট লোকগুলোর নিশ্চিত ধ্বংসের দিন। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের নিকট থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম এমনকি তাদের নিকট থেকে ত্রিশখানা চাদরও ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলাম। সালামা ইবনুল আকওয়া বর্ণনা করেছেন : তারপর নবী (সঃ) এবং আরো লোকজন এসে পেঁছলে আমি বললাম! হে আল্লাহর রসূল! তারা সবাই পিপাসার্ত ছিলো। আমি তাদেরকে পানি পান করার সুযোগও দিই নাই। এখনই—তাদের পিছু ধাওয়া

৮৯. যি-কারাদ বা যাতুল কারাদ মদীনা থেকে এক দিনের দূরত্বে গাতফানের এলাকার অদূরে একটি কূপ বা মরূদ্যানের নাম। কোন কোন বর্ণনায় এ যুদ্ধ হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। তবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির পরেই যি-কারাদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বর্ণনাকেই সঠিক বলে মত পোষণ করেছেন।

করার জন্য লোক পাঠান। নবী (সঃ) বললেনঃ হে, আকওয়ার পুত্র! তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছো। এখন কিছুটা বিনম্র হও। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেনঃ এরপর আমরা সবাই মদীনায় ফিরে আসলাম। নবী (সঃ) আমাকে তাঁর সওয়ারী উটনীর পিছনে বসিয়ে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ খায়বারের[১০] যুদ্ধ।

٣٨٧٥- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৩৮৭৫. সুওয়াইদ ইবনুন্-নু'মান থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধের অভিযানে তিনি নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলেন। তিনি বলেনঃ আমরা খায়বারের নিকটবর্তী সাহ্বা নামক জায়গায় পৌঁছলে নবী (সঃ) সেখানে আসরের নামায পড়লেন। তারপর সাথে করে আনা খাবার পরিবেশন করতে বললেন। কিন্তু ছাতু ছাড়া আর কিছুই দেয়া সম্ভব হলো না। তিনি পানিতে ছাতু গুলতে বললেন। ছাতু গুলানো হলে তিনি তা খেলেন। আমরাও তাঁর সাথে খেলাম। এরপর তিনি নতুন অযু না করে শুধু কুল্লি করে মাগরিবের নামায পড়লেন। আমরাও শুধু কুল্লি করে নামায পড়লাম।

٣٨٧٦- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ يَا عَامِرُ أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ - اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا - وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا

---

১০. খায়বার সিরিয়ার পথে মদীনা থেকে আটরোর্দ অর্থাৎ প্রায় একশ' মাইল দূরে অবস্থিত একটি দুর্গময় শহর। এর আশেপাশে ফসলের মাঠ ও চারণভূমি ছিলো। আমালিকা জাতির খায়বার নামক এক ব্যক্তির নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছিলো খায়বার। তার আরেক ভাই ইয়াসরিবের নামানুসারে মদীনার পূর্ব নাম ছিলো ইয়াসরিব। হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় ফিরে আসেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীর অবশিষ্ট দিনগুলো মদীনায় অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। এখানে ইয়াহুদীরা বাস করতো। একদিকে তারা ছিলো সুদক্ষ ও সুসজ্জিত সৈনিক অন্যদিকে বাইরের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য তারা সুরক্ষিত বড় বড় মজবুত দুর্গ নির্মাণ করেছিলো। তারা চরম ইসলাম বিরোধী ছিলো। মুসলমানদের ধ্বংস ও উৎখাত করার জন্য তারা সব সময় ফন্দি-ফিকির আঁটতো। পঞ্চম হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের সময় মদীনার মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য মক্কার মুশরিকদের সাথে তারাও বিরাট একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলো। তাদের এসব ইসলাম বিরোধিতার কারণে নবী (সঃ) তাদের শক্তিকে খর্ব করার জন্য খায়বার অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوا عَامِرُ بْنُ
أَكْوَعَ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلَا
مَتَّعْتَنَا بِهِ فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيدَةٌ
ثُمَّ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ
عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيرَانُ عَلَى
أَيِّ شَيْءٍ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا لَحْمِ حُمُرٍ إِنْسِيَّةٍ قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَوْ نُهْرِيقُهَا وَ
نَغْسِلُهَا قَالَ أَوَذَاكَ ثُمَّ تَعَادَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيرًا فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ
يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ فَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ
قَالَ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي قَالَ مَا لَكَ
قُلْتُ لَهُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَذَبَ
مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِيٌّ
مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

৩৮৭৬. সালামা ইবনুল আক'ওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের অভিযানে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলা পথ চলছিলাম। কোন এক ব্যক্তি আমেরকে (সালামা ইবনুল আক'ওয়ার চাচা) বললো : তুমি আমাদেরকে তোমার কবিতা ও সমর-সংগীত শোনাচ্ছ না কেন? আমের ছিলেন একজন কবি। তাই তিনি সওয়ারী হতে অবতরণ করে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গাইতে শুরু করলেন : হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা ও করুণা না হলে আমরা হেদায়াতের পথ পেতাম না, সাদকা দিতাম না, নামায পড়তাম না। আমরা যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন তোমার নবী ও দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ থাকবো। তাই তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর যুদ্ধে শত্রুদের মোকাবিলায় আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করো। আমাদেরকে যখনই অসত্যের দিকে আহ্বান করা হয়েছে তখনই আমরা তা অস্বীকার করেছি, আর তারা চীৎকার করে আমাদের ওপরে আক্রমণ করেছে। এসব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এ সমর-সংগীতের গায়ক কে? সবাই বললো : আমের ইবনুল আক'ওয়া। তিনি বললেন : আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। একজন লোক বললেন : হে আল্লাহর নবী! তার জন্য তো শাহাদত অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়লো। আপনি যদি তার থেকে আমাদেরকেও উপকৃত হতে দিতেন! এরপর আমরা খায়বারে পেঁছিলাম এবং শত্রুদেরকে অবরোধ করলাম। অবশেষে এক সময়ে খাদ্যের অভাবে আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। বিজয় লাভের দিন সন্ধ্যায় মুসলমানরা রান্নাবান্নার জন্য ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালে তা দেখে নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন : এ কিসের আগুন, আর কি জন্যই বা এ আগুন জ্বালানো হয়েছে? (অর্থাৎ কি জিনিস পাক করার জন্য এ আগুন জ্বালানো হয়েছে?) লোকজন বললো : গোশত পাকানো

হচ্ছে। নবী (সঃ) বললেন : কিসের গোশত পাকানো হচ্ছে? তারা বললো : গৃহপালিত গাধার গোশত। তখন নবী (সঃ) বললেন : এ গোশত সব ফেলে দাও। আর গোশতের ডেকচিগুলো ভেঙে ফেলো। এক ব্যক্তি বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা যদি গোশত ফেলে দিই এবং ডেকচিগুলো ধুয়ে নেই, তাহলে কি হবে না। নবী (সঃ) বললেন : তা করতে পারো। যুদ্ধের ময়দানে সবাই ব্যূহ রচনা করে দাঁড়ালো, আমের ইবনে আকওয়ার তরবারী ছিলো খাটো। তিনি তরবারী উঠিয়ে এক ইয়াহুদীর পায়ে আঘাত করলে তা ঘুরে এসে তার নিজের হাঁটুতে আঘাত করলো এবং হাঁটুর ঠিক ওপরে চোট পড়লো। এ আঘাতেই তিনি মারা গেলেন। সালামা ইবনুল আক'ওয়া বলেন : যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করলে এক সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত চেপে ধরে বললেন : তোমার কি খবর? আমি বললাম : আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। লোকজন বলাবলি করছে যে, আমেরের সব আমল নষ্ট হয়ে গেলো। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : কে বা কারা এ ধরনের কথা বলছে? নবী (সঃ) তার দু'টি আঙুল একত্রিত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে বললেন : আমের দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। সে অত্যন্ত কর্মতৎপর মুজাহীদ ছিলো। জীবিত আরবী ভাষীদের মধ্যে তার মত গুণসম্পন্ন লোক খুবই কম।

٣٨٧٧- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتٰى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتٰى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتّٰى يُصْبِحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُوْدُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ.

৩৮৭৭. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার অভিযানের সময় নবী (সঃ) রাতের বেলা খায়বারে গিয়ে পেঁছিলেন। আর নবী (সঃ)-এর নিয়ম ছিলো রাতের বেলা কোন কওমের এলাকায় পেঁছিলে রাতে তাদের আক্রমণ না করে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। ভোর হলে ইয়াহুদীরা কুড়াল ও কোদাল নিয়ে ক্ষেতে কাজ করার উদ্দেশ্যে বের হলো। কিন্তু নবী (সঃ)-কে দেখেই তারা বলে উঠলো : মুহাম্মাদ, খোদার কসম! মুহাম্মদ তার গোটা সেনাদল সহ এসে পেঁছেছে। তখন নবী (সঃ) বললেন : খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের নিকটে গিয়ে পেঁছি তখন সতর্ককৃতদের রাত পোহায় বড় করুণ বার্তা নিয়ে।

٣٨٧٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً فَخَرَجَ أَهْلُهَا بِالْمَسَاحِيْ فَلَمَّا بَصُرُوْا بِالنَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ " فَأَصَبْنَاهَا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَنَادٰى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.

৩৮৭৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (খায়বার অভিযানকালে) আমরা খুব ভোরে খায়বারে পেঁছিলাম। খায়বারের অধিবাসীগণ তখন কোদাল ও কুড়াল

ইত্যাদি নিয়ে ক্ষেতের কাজে বের হচ্ছিলো। নবী (সঃ)-কে দেখতে পেয়েই তারা বলে উঠলো ঃ মুহাম্মদ, খোদার শপথ! মুহাম্মদ তার গোটা সেনাদল সহ আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। নবী (সঃ) তখন আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে বললেন ঃ খায়বার ধ্বংস হয়েছে। কারণ, আমরা যখন কোন কওমের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই তখন ঐসব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় অত্যন্ত অশুভ বার্তা নিয়ে। এ যুদ্ধে আমরা গাধার গোশত লাভ করলাম। (আমরা তা পাকাতেছিলাম)। ঠিক এ সময় নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ, গৃহপালিত গাধার গোশত নাপাক।

٣٨٧٩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَإِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ.

৩৮৭৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো ঃ গোশত খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুগুলো নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনে নবী (সঃ) চুপ করে রইলেন, কিছুই বললেন না। (পরবর্তী সময়ে) লোকটি দ্বিতীয়বার নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো ঃ গোশত খাওয়ার কারণে গাধা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নবী (সঃ) এবারও নিশ্চুপ রইলেন। পরবর্তী সময়ে লোকটি তৃতীয়বার এসে বললো ঃ গাধা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। এবার নবী (সঃ) লোকজনের কাছে এ কথা ঘোষণা করার জন্য একজন ঘোষককে আদেশ করলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। (ঘোষণার সময়) যেসব ডেকচিতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিলো লোকজন সে ডেকচি উল্টিয়ে ফেলে দিলো।

٣٨٨٠- عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ قَرِيْبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ وَكَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ لِثَابِتٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَنْتَ قُلْتَ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا فَحَرَّكَ ثَابِتٌ رَأْسَهُ تَصْدِيْقًا لَهُ

৩৮৮০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (খায়বার অভিযানে রওয়ানা হয়ে) নবী (সঃ) খায়বারের নিকটবর্তী একটি জায়গায় পৌঁছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়লেন। তারপর আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে বললেন ঃ খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন শত্রু কওমের নিকট উপনীত হই তখন সেই সব সতর্ককৃত লোকদের রাত পোহায় বড় অশুভ বার্তা নিয়ে। এরপর খায়বারের বাসিন্দা ইয়াহুদীরা ভয়ে ছুটা-

ছুটি করে অলিতে গলিতে আশ্রয় নিতে শুরু করলো। (যুদ্ধের পর) নবী (সঃ) তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম লোকদের হত্যা করলেন। আর শিশু ও অন্যদের বন্দী করলেন। সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। বন্টিত গনীমাতের মাল হিসেবে তিনি (সাফিয়া) প্রথমে দেহ্ইয়া কালবীর অংশে এবং পরে নবী (সঃ)-এর অংশে বন্টিত হন। তিনি তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেন এবং বলেন যে, মুক্তি দেয়াই তাঁর জন্য মোহর। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব সাবেতকে বললেন : হে, আবু মুহাম্মাদ! রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মোহরানা কত ধার্য করেছিলেন তা কি আপনি আনাসকে জিজ্ঞেস করছিলেন? এ কথার হাঁ সূচক জওয়াব দিয়ে সাবেত মাথা নাড়লেন।

٣٨٨١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ سَبَى النَّبِيُّ ﷺ صَفِيَّةَ فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ ثَابِتٌ لِأَنَسٍ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا۔

৩৮৮১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) খায়বারের যুদ্ধে সাফিয়াকে[১১] বন্দী করেছিলেন এবং পরে তাঁকে আজাদ করে বিয়ে করেছিলেন। সাবেত আনাসকে জিজ্ঞেস করলেন : নবী (সঃ) [সাফিয়া (রাঃ)-এর] মোহর কত ধার্য করেছিলেন? আনাস বললেন : তিনি সাফিয়াকেই তাঁর মোহর ধার্য করেছিলেন ? অর্থাৎ তাঁকে আজাদ করে দিয়েছিলেন।

٣٨٨٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَلُوْا فَلَمَّا مَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِيْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِيْ ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فِيْ طَلَبِهِ ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ

---

১১. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপনকারী ইয়াহুদ নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। খায়বার যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে হযরত সাফিয়া (রাঃ) বন্দী হন। গণীমাত ও যুদ্ধ বন্দীদের বন্টন করা হলে তিনি সাহাবা হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)-এর অংশে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে হযরত দেহ্ইয়া কালবী (রাঃ)-এর নিকট থেকে কিনে নেন এবং দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত করে উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা দান করেন।

ذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ وَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

৩৮৮২. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) খায়বারের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিক ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ করলেন। (দিন শেষে) রসূলুল্লাহ নিজ সেনা ছাউনীতে ফিরে আসলেন। অন্যরাও নিজ নিজ সেনাদলে ফিরে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ঐদিন একা বা দলবদ্ধ কোন ইয়াহুদীকেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই সবাই তার সম্পর্কে বলাবলি শুরু করলো যে, আজ অমুক ব্যক্তি একাই যা করেছে তা আমাদের মধ্য থেকে আর কেউ করতে পারেনি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ সে তো দোযখবাসী। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো ঃ তার পরিণতি জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। সাহ্ল ইবনে সা'দ সাঈদী বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি তার সাথে সাথে রইলো। সে যখনই থামতো সেও থেমে পড়তো। আবার যখন সে দ্রুত গতিতে চলতো সেও তখন দ্রুত গতিতে চলতো। অবশেষে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে (যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে) দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই তরবারির গোড়া মাটিতে রেখে অগ্রভাগের উপর নিজের বুক সজোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করলো। এ দেখে তার অনুসরণকারী ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললো ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ কি ব্যাপার? লোকটি বললো ঃ যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন যে, সে দোযখবাসী, তার সম্পর্কে এরূপ কথা লোকজনের কাছে বড় কষ্টকর মনে হয়েছিলো। তাই আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, লোকটির পরিণাম জানার জন্য আমি নিজে তাকে অনুসরণ করবো। তখন থেকে আমি তার পেছনে লেগে থাকলাম। এক সময়ে সে মারাত্মকভাবে আহত হলো এবং দ্রুত মৃত্যু কামনা করলো। তাই নিজের তরবারির বাঁট মাটির উপর রেখে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বুকের সাথে ঠেকিয়ে সজোরে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো।[১২] সব কথা শোনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ অনেক সময় মানুষ বাহ্যত বেহেশতবাসী হওয়ার মতো আমল বা কাজ-কর্ম করে এবং লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী আবার অনেক সময় মানুষ বাহ্যতঃ দোযখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে এবং লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতবাসী।

٣٨٨٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْتَابُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى كِنَانَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْهُمًا فَنَحَرَ بِهَا

---

১২ ইসলামে আত্মহত্যা করা কবীরা গোনাহ্। কোন মানুষ যেমন অন্য কাউকে হত্যা করতে পারে না। ঠিক তেমনি নিজেও নিজেকে হত্যা করার অধিকারী নয়। আত্মহত্যাকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহর দেয়া পরীক্ষা এড়িয়ে যেতে চায়, তকদীরে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহর ওপর তার পূর্ণ ঈমান ও তাওয়াক্কুল থাকে না। তাই সে আত্মহত্যা করে। আর এ কারণেই সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

نَفْسَهُ فَاشْتَدَّ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ حَدِيْثَكَ
اِنْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ قُمْ يَا فُلَانُ فَاَذِّنْ اَنْ لَّا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ
اِلَّا مُؤْمِنٌ اِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ۔

৩৮৮৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা (মুসলমানগণ) খায়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ-কারীদের একজন সম্পর্কে বললেন যে, এ লোকটি জাহান্নামী। অথচ লোকটি মুসলমান হওয়ার দাবী করতো। লড়াই শুরু হলে সে প্রচন্ডভাবে যুদ্ধ করলো। এমনকি আঘাতে তার শরীরের বহু জায়গা জখম হলো। এসব দেখে কেউ কেউ লোকটি সম্পর্কে নবী (সঃ)-এর উক্তিতে সন্দিহান হওয়ার উপক্রম হলো। জখমের যন্ত্রণায় লোকটি কাতর হয়ে পড়লো এবং তীরাধার হতে কয়েকটি তীর বের করে তার নিজের গলদেশে ঢুকিয়ে আত্ম-হত্যা করলো। এ দেখে কিছুসংখ্যক মুসলমান দৌড়িয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললো : হে, আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আপনার কথা সত্য প্রতিপন্ন করেছেন। ঐ লোকটি নিজে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করেছে। তখন নবী (সঃ) একজনকে সম্বোধন করে বললো : হে, অমুক। তুমি গিয়ে সবার কাছে ঘোষণা করে দাও যে, মু'মিন ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না। (তবে অনেক সময়) গোনাহগার লোক দ্বারাও আল্লাহ দ্বীনকে সাহায্য করেন।

٣٨٨٤ - عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ اَوْ
قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ
بِالتَّكْبِيْرِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِرْبَعُوْا
عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا
قَرِيْبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَاَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَمِعَنِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ
اللهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى
يَا رَسُوْلَ اللهِ فِدَاكَ اَبِيْ وَاُمِّيْ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔

৩৮৮৪. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) যে সময় খায়বার অভিযানে বের হলেন অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) খায়বারের দিকে যাত্রা করলেন তখন একটি উপত্যকায় পৌঁছে মুসলমানরা আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই তাকবীর ধ্বনি বুলন্দ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে শুরু করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা নিজেদের প্রতি একটু সদয় হও। অর্থাৎ এতো জোরে চীৎকার করো না। কারণ, তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি অতি দ্রুত শ্রবণকারী ও অতি নিকটে অবস্থানকারী। আর তিনি অহরহ তোমাদের সাথে আছেন। আবু মূসা আশ'আরী বলেন : আমি তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-

এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়তে শুনে বললেন : হে আবদুল্লাহ! ইবনে কায়েস, (আবু মূসা), আমি (আবু মূসা আশ'আরী) বললাম : হে, আল্লাহর রসূল! আমি উপস্থিত আছি এবং শুনছি। তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাকে এমন একটি কথা শিখিয়ে দেবো যা বেহেশতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার। (আবু মূসা আশ'আরী বলেন,) আমি বললাম : হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক। আপনি বলুন। তিনি বললেন : সেই কথাটি হলো : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

٣٨٨٥- عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ فِيْ سَاقِ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ مَا هٰذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ هٰذِهِ ضَرْبَةٌ أَصَابَتْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيْبَ سَلَمَةُ فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَنَفَثَ فِيْهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَمَا اشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ۔

৩৮৮৫. ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি সালামা ইবনুল আকওয়ার পায়ের গোছায় আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি (ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ) জিজ্ঞেস করলেন : হে, আবু মুসলিম! (সালামা ইবনুল আকওয়া) এসব কিসের চিহ্ন? তিনি জবাব দিলেন : এসব খায়বার যুদ্ধের আঘাতের চিহ্ন। (আঘাত দেখে) লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, সালামা মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আমি নবী (সঃ)-এর কাছে আসলে তিনি এসব জখমের ওপর তিনবার ফুঁ দিলেন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আর আমার কোন কষ্ট হয়নি।

٣٨٨٦- عَنْ سَهْلٍ قَالَ الْتَقَى النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُشْرِكُوْنَ فِيْ بَعْضِ مَغَازِيْهِ فَاقْتَتَلُوْا فَمَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا فَضَرَبَهَا بِسَيْفِهِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أَجْزَأَ أَحَدٌ مِّنَّا مَا أَجْزَأَ فُلَانٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالُوْا أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هٰذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَأَتَّبِعَنَّهُ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كُنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

৩৮৮৬. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : [নবী (সঃ) যেসব যুদ্ধ করেছেন] তার কোন একটিতে তিনি ইয়াহুদী মুশরিকদের সাথে তুমুল লড়াই করলেন। ঐ দিনের যুদ্ধ শেষে ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় কওম নিজ নিজ সেনা ছাউনিতে ফিরে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলো যে ঐদিন একাকী বা দলবদ্ধ কোন মুশরিককেই রক্ষা পেতে দেয়নি। বরং পিছু ধাওয়া করে তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করেছে। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হলো যে, হে, আল্লাহর রসূল! আজকে (যুদ্ধের ময়দানে) অমুক লোকটি একা যা করেছে আর কেউ-ই তা করতে সক্ষম হয়নি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো দোযখবাসী। এ কথা শুনে সবাই বলাবলি করলো যে, সে যদি দোযখবাসী হয় তাহলে আমাদের মধ্যে জান্নাতবাসী হওয়ার যোগ্য আর কে আছে? তখন সবার মধ্য থেকে একটি লোক উঠে বললো : তার পরিণাম কি হয় তা জানার জন্য আমি তাকে অনুসরণ করবো। যুদ্ধের ময়দানে সে ক্ষিপ্রগতিতে চলুক আর ধীরগতিতে চলুক আমি তার সাথে থাকবো। অতঃপর লোকটি যুদ্ধের ময়দানে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সত্বর মৃত্যু কামনা করলো এবং এ জন্য সে তরবারির বাঁট মাটিতে রেখে তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বুকে ঠেকিয়ে তার ওপর সবেগে ঝুঁকে পড়ে আত্মহত্যা করলো। তাকে অনুসরণকারী লোকটি তখন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি সত্যিই আল্লাহর রসূল! এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : কি ব্যাপার? সে তখন নবী (সঃ)-কে সব ঘটনা অবহিত করলো। নবী (সঃ) বললেন : অনেক লোক বাহ্যতঃ বেহেশবাসী হওয়ার উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকজনও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী। আবার অনেক সময় কোন ব্যক্তি বাহ্যতঃ দোযখের উপযুক্ত কাজ-কর্ম করে আর লোকেও তাই মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে জান্নাতবাসী হয়।

٣٨٨٧- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسٌ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى طَيَالِسَةً فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ -

৩৮৮৭. আবু ইমরান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক জুম'আর দিনে আনাস লোকজনের গায় খায়বারের ইহুদীদের মতো চাদর দেখে বললেন : এই মুহূর্তে তাদেরকে খায়বারের ইহুদীদের মতো মনে হচ্ছে।

٣٨٨٨- عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَحِقَ بِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُوهَا فَقِيلَ هٰذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَاهُ فَفَتَحَ عَلَيْهِ -

৩৮৮৮. সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বারের যুদ্ধে আলী (রাঃ) চক্ষু রোগে আক্রান্ত থাকার কারণে নবী (সঃ)-এর সাথে যেতে পারেননি। তারপর তিনি মনে মনে ভাবলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে না গিয়ে (বাড়ীতে) বসে থাকবো (তা হতে পারে না)। সুতরাং তিনি গিয়ে নবী (সঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। যেদিন খায়বার বিজিত হলো সেদিন রাতে নবী (সঃ) বললেন : আমি আগামী কাল সকালে এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝান্ডা দেবো অথবা বলেছিলেন (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আগামী কাল সকাল

বেলা এমন এক ব্যক্তি ঝান্ডা গ্রহণ করবে যাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালবাসেন। তার হাতে খায়বার বিজিত হবে। সালামা বলেন : আমরা সবাই পতাকা পাওয়ার আশা করছিলাম। নবী (সঃ)-কে জানানো হলো এইতো আলী এসে পৌঁছেছেন। তাই তিনি তাঁকে ঝান্ডা দিলেন এবং তার হাতেই খায়বার বিজিত হলো।

٣٨٨٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالُوْا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللهِ يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ فَأَرْسِلُوْا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ حَتّٰى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ-

৩৮৮৯. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। খায়বারের যুদ্ধের সময় একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে এ পতাকা অর্পণ করবো যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও যাকে ভালোবাসেন। সাহল ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন, এ ঘোষণা শুনে আগামীকাল কাকে পতাকা দেয়া হবে সে সম্পর্কে সবাই সারা রাত জল্পনা-কল্পনা করে অতিবাহিত করলো। রাত শেষে লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। সবারই আশা যে, পতাকা হয়তো তার হাতেই অর্পণ করা হবে। কিন্তু নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন : আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়? সবাই বললো : হে আল্লাহর রসূল! তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাঁকে লোক পাঠিয়ে ডাকো। তাঁকে আনা হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দু'চোখে মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দো'আ করলেন। সংগে সংগে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যেনো তাঁর চোখে কোন অসুখই ছিলো না। পরে নবী (সঃ) তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। (পতাকা হাতে নিয়ে) আলী বললেন : হে আল্লাহর রসূল! যতক্ষণ তারা আমাদের মতো মুসলমান না হয় ততোক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি খায়বারের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করো। আর ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের ওপর আল্লাহর যে হক বর্তায় তাও অবহিত করো। খোদার শপথ! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত করেন তাহলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের উটের চাইতে মূল্যবান হবে। ৯০

---

৯০. লোহিত বর্ণের উট আরববাসী সর্বোত্তম সম্পদ বলে মনে করতো।

٣٨٩٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوْسًا فَاصْطَفَاهَا النَّبِيُّ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ وَضَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ صَغِيْرٍ ثُمَّ قَالَ لِيْ اٰذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةَ عَلٰى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُحَوِّيْ لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلٰى رُكْبَتِهِ حَتّٰى تَرْكَبَ -

৩৮৯০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা অভিযান চালিয়ে খায়বার গিয়ে পেঁছলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দুর্গগুলোর ওপর বিজয় দান করলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়ার সৌন্দর্যের কথা বলা হলো। তিনি (সাফিয়া) ছিলেন সদ্য পরিণীতা বধূ। তার স্বামী (কিনানা ইবনে রাবী খায়বার যুদ্ধে) নিহত হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে খায়বার থেকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন 'সাদ্দুস্ সাহ্বা' নামক জায়গায় উপনীত হলাম সাফিয়া তখন মাসিক ঋতু থেকে পবিত্রতা লাভ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে তাঁর সাথে নির্জনে দেখা করলেন। তারপর ঘিতে খেজুর ভিজিয়ে 'হাইস' নামক এক প্রকার খাবার প্রস্তুত করে ছোট দস্তরখানে সাজিয়ে আমাকে বললেনঃ তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে জানিয়ে দাও। এটিই ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাফিয়ার বিয়ের "ওয়ালিমা"। এরপর আমরা মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর পিছনে সাফিয়ার জন্য একখানা চাদর (আবা) বিছাতে দেখলাম। তারপর তিনি উটের ওপর নিজের হাঁটু দু'টি মেলে বসতেন আর সাফিয়া তার হাঁটুর ওপরে পা রেখে [নবী (সঃ)-এর সাথে তাঁর পিছনে] সওয়ারীতে আরোহণ করতেন।

٣٨٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ عَلٰى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بِطَرِيْقِ خَيْبَرَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ أَعْرُسُ بِهَا وَكَانَتْ فِيْمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ -

৩৮৯১. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খায়বার থেকে মদীনার পথে নবী (সঃ) সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইবনে আখতাবের) কাছে তিনদিন অবস্থান করে তাঁর সাথে মেলামেশা করেছেন। আর সাফিয়ার জন্য হিযাব বা পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।[১৪]

---

১৪. ইসলামী বিধান অনুযায়ী যুদ্ধে বন্দিনীদের গণীমাত হিসেবে বন্টন করার পর যার ভাগে যে পড়তো সে তার সাথে 'মিলকে ইয়ামীন' বা ক্রীতদাসী হিসেবে সহবাস করতে পারতো কিংবা তাকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করতে পারতো। এক্ষেত্রে ক্রীতদাসীর জন্য পর্দার ব্যবস্থা ছিলো না। কিন্তু তাকে শুধু 'ছতর' আবৃত করে চলাফেরা করতে হতো। কিন্তু স্বাধীন মহিলাকে পর্দা করতে হতো। নবী (সঃ) সাফিয়ার পর্দার ব্যবস্থা গ্রহণ করার বুঝা গেলো তাঁকে তিনি ক্রীতদাসী হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

٣٨٩٢- عَنْ أَنَسٍ يَقُوْلُ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثَةَ لَيَالٍ يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلٰى وَلِيْمَتِهِ وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ قَالُوْا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ .

৩৮৯২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) খায়বার থেকে মদীনায় যেতে পথিমধ্যে তিনদিন অবস্থান করলেন এবং এ সময়ই সাফিয়ার সাথে নির্জনবাসে থাকলেন। আর আমি মুসলমানদেরকে নবী (সঃ)-এর "ওয়ালিমা'র দাওয়াত দিলাম। কিন্তু "ওয়ালিমা"র এ দাওয়াতে রুটি বা গোশত কোন কিছুর ব্যবস্থা ছিলো না। ব্যবস্থা যা ছিলো তাহলো ; তিনি বেলালকে দস্তরখান বিছাতে বললে তা বিছানো হলো আর তিনি সবার জন্য খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করলেন। এ ব্যবস্থা দেখে মুসলমানরা পরস্পর বলাবলি শুরু করলো যে, তিনি (সাফিয়া) কি উম্মুল মু'মিনীন না (মিলকে ইয়ামীনের ভিত্তিতে) ক্রীতদাসী। তখন সবাই বললো : যদি নবী (সঃ) তাঁকে পর্দা করান, তবে তিনিও একজন উম্মুল মু'মিনীন আর যদি পর্দা না করান তাহলে বুঝতে হবে ক্রীতদাসী। রওয়ানা হওয়ার সময় নবী (সঃ) তাঁর (সাফিয়া) জন্য নিজের পিছনে বসার জায়গা করে পর্দা টানিয়ে আড়াল করে দিলেন।

٣٨٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْ خَيْبَرَ فَرَمٰى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ

৩৮৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধে আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। একদিন একটি লোক কিছু চর্বিসহ একটি ঝুড়ি বা থলে ছুঁড়ে মারলে তা কুড়িয়ে নেয়ার জন্য আমি দ্রুত ধাবিত হলাম। কিন্তু ফিরে পিছনে তাকাতেই নবী (সঃ)-কে দেখে খুব লজ্জিত হলাম (এবং ঝুড়ি কুড়ানোর ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম)।[৯৫]

٣٨٩٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَهٰى عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ -

৩৮৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) খায়বার যুদ্ধের সময় নবী (সঃ) রসুন[৯৬] ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। নবী (সঃ) রসুন

---

৯৫. নবী (সঃ)-কে সাহাবাগণ কত সমীহ করে চলতেন এবং সাহাবাদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব কিরূপ ছিলো তা এ হাদীস থেকে বুঝা যায়।

৯৬. রসুন খাওয়া জায়েজ এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও উলামায়ে কেরাম একমত। তবে জুমআর নামায ও জামআতে অংশ গ্রহণকারীর জন্য রসুন খেয়ে দুর্গন্ধ নিয়ে জুমআ ও জামাআতে অংশগ্রহণ করা মাকরূহ।

খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি একমাত্র নাফে' কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আর গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এ কথাটি শুধু মাত্র সালেম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

٣٨٩٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ-

৩৮৯৫. আলী ইবনে আবূ তালিব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খায়বার যুদ্ধকালে রসূলুল্লাহ মুত'আ বা মেয়াদী বিয়ে[৯৭] করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ-

৩৮৯৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) খাইবর যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৩৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٣٨٩٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ-

৩৮৯৮. যাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খাইবর যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন, তবে ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন।[৯৮]

কারণ, এতে মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা অন্যদের কষ্টের কারণ হয়ে দেখা দেয়। তাই নবী (সঃ) রসুন খাওয়া স্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করেছিলেন। কেননা, তাঁর কাছে অহী নিয়ে ফেরেশতা আগমনের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকতো।

৯৭. মুত্'আ বা মেয়াদী বিয়ে হলো সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু মাত্র ভোগের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন স্ত্রী-লোক বিয়ে করাকেই মুত্'আ বিয়ে বা মেয়াদী বিয়ে বলে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ের অনুমতি ছিলো। খায়বার যুদ্ধের সময় থেকে নবী (সঃ) তা নিষিদ্ধ করে দেন।

৯৮. কাজী শুরাইহ, হাসান বাসারী, আতা ইবনে আবূ রাবাহ, সাদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে জুবাইর এবং হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমান (রাঃ)-এর মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া 'মুবাহ'। ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ), ইসহাক (রঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) ঘোড়ার গোশত খাওয়া হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আবূ হানিফা (রঃ)-এর দলীল হলো ; কুরআন

٣٨٩٩- عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَى الْقُدُورَ لِتُغْلَى قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّثْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهَى عَنْهَا أَلْبَتَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.

৩৮৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) খায়বার যুদ্ধের দিন আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। ডেকচিগুলোতে গৃহপালিত গাধার গোশত টগবগ করে ফুটছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেছেনঃ কোন কোন ডেকচির গোশত রান্না হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে ঘোষণা করলোঃ তোমরা গৃহপালিত গাধার গোশত একটুকরা পরিমাণও খেয়ো না। বরং ডেকচি উল্টিয়ে তা ফেলে দাও। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বলেনঃ আমরা তখন পরস্পর বলাবলি করলাম, নবী (সঃ) শুধু এ কারণে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন যে, তা থেকে (আল্লাহ ও রসূলের হক) একপঞ্চমাংশ আলাদা করা হয়নি। আবার কেউ কেউ বললেনঃ তা চিরদিনের জন্য নিষেধ করেছেন। কারণ, তা নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে।

٣٩٠٠- عَنِ الْبَرَاءِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ.

৩৯০০. বারা' ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। খায়বার যুদ্ধে তারা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলেন। খাবার জন্য তারা শুধুমাত্র গৃহপালিত গাধার গোশত সংগ্রহ করে তা রান্না করলেন। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক এসে বললেনঃ ডেকচিগুলো উল্টিয়ে তার ভিতরকার সব গোশত ফেলে দাও।

٣٩٠١- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ.

৩৯০১. আদী ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) আমি বারা ইবনে আযেব ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, খায়বার যুদ্ধের সময় তারা ডেকচি ভর্তি করে গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করা হচ্ছিলো। তখন নবী (সঃ) আদেশ দিলেনঃ ডেকচি উল্টিয়ে সব গোশত ফেলে দাও।

٣٩٠٢- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِأَكْلِهِ بَعْدُ.

মহীদে আল্লাহ তা'আলা ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরকে সওয়ারী ও সৌন্দর্যের উপকরণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর গোশত খাওয়া মূল উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তাও উল্লেখ করতেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কথিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েজ বলে মত দিয়েছিলেন।

৩৯০২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খায়বার যুদ্ধকালে নবী (সঃ) আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা ও রান্না করা সব রকম গোশত ফেলে দিতে আদেশ করেছিলেন। পরে আর কোনদিনও তা খেতে আদেশ করেননি।

٣٩٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৩৯০৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ গৃহপালিত গাধা মানুষের মালপত্র পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। (এর গোশত খেলে) তা নিঃশেষ হয়ে যাবে (এবং মানুষ কষ্ট পাবে) এ জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) তা নিষেধ করেছেন, না খায়বার যুদ্ধের সময় তা স্থায়ীভাবে নিষেধ করেছেন, তা আমি জানি না।

٣٩٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا قَالَ فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ

৩৯০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বার যুদ্ধের গণীমাত বণ্টন করার সময় তা থেকে ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং পদাতিক সৈনিকের জন্য এক অংশ করেছিলেন। নাফে' এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কোন ব্যক্তির ঘোড়া থাকলে অর্থাৎ ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করে থাকলে তাকে তিন অংশ এবং ঘোড়া না থাকলে তাকে এক অংশ করে দিয়েছিলেন।

٣٩٠٥- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَبَنِي نَوْفَلٍ شَيْئًا.

৩৯০৫. জুবাইর ইবনে মুতইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি এবং উসমান-ইবনে আফফান নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম ঃ আপনি বনী মুত্তালিবদেরকে খায়বারের গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশের অংশ দিলেন আর আমাদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ আমরা এবং বনী মুত্তালিব আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে একই পর্যায়ের। নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ, বনী হাশেম ৯৯ ও বনী মুত্তালিব আমার সাথে আত্মীয়তার বিচারে সমমর্যাদার অধি-

৯৯. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরদাদা হাশেমের আরও তিন ভাই ছিলেন যাদের নাম হলো ঃ মুত্তালিব, নাওফাল ও আবদে শামস। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন আবদে শামসের বংশধর এবং জুবায়ের ইবনে মুতইম ছিলেন নাওফালের বংশধর। আর হাশেম, মুত্তালিব, আবদে শামস ও নাওফাল সবাই আবদে মানাফের পুত্র। এ কারণেই হযরত জুবায়ের ইবনে মুতইম (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আত্মীয়তার ব্যাপারে বনী মুত্তালিবের সমপর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন।

কারী। জুবায়ের বলেন : নবী (সঃ) বনী আবদে শামস ও বনী নাওফেলদেরকে খায়বারে প্রাপ্ত 'খুমুস' (এক-পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্দিষ্ট) থেকে কোন অংশই দেননি।

٣٩٠٦- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِيِّ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرَيْنِ إِلَيْهِ
أَنَا وَأَخَوَانِ لِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالْآخَرُ أَبُو رُهْمٍ إِمَّا قَالَ بِضْعٌ
وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوْ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا
سَفِينَةً فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَقَمْنَا
مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ
يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفِينَةِ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ
عُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا عَلَى حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ زَائِرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَ
إِلَى النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ عُمَرُ حِينَ
رَأَى أَسْمَاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَ عُمَرُ آلْحَبَشِيَّةُ هَذِهِ آلْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قَالَتْ
أَسْمَاءُ نَعَمْ قَالَ سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكُمْ فَغَضِبَتْ
وَقَالَتْ كَلَّا وَاللَّهِ كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُطْعِمُ جَائِعَكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا
فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ وَالْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ وَذَلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ وَأَيْمُ اللَّهِ
لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ
كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَسْأَلُهُ وَوَاللَّهِ لَا أَكْذِبُ وَلَا
أَزِيغُ وَلَا أَزِيدُ عَلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا
قَالَ فَمَا قُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ وَلَهُ
وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ
أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا
شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ
قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ
يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ كُنْتُ

لَوْ اَرْدَنَا زِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوْا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ اِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ اَوْ قَالَ الْعَدُوَّ قَالَ لَهُمْ اِنَّ اَصْحَابِيْ يَأْمُرُوْنَكُمْ اَنْ تَنْظُرُوْهُمْ

৩৯০৬. আবু মূসা আশআরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের কাছে নবী (সঃ)-এর হিজরতের খবর পৌঁছলো। আমি ও আমার আরো দু' ভাই আবু বুরদা ও আবু রুহুম আমাদের কওমের মোট তিপ্পান্ন অথবা চুয়ান্নজন লোকের সাথে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম তাদের সকলের চেয়ে ছোট। আমরা সমুদ্রোপকূলে গিয়ে একটি জাহাজে আরোহণ করলাম। জাহাজ যোগে আমরা হাবশায় পৌঁছলাম এবং (সেখানকার বাদশাহ) নাজ্জাশীর দরবারে গিয়ে উপনীত হলাম। আমরা সেখানে জাফর ইবনে আবু তালিবের সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাঁর সাথে সেখানেই অবস্থান করলাম। অবশেষে নবী (সঃ)-এর খায়বর বিজয়কালে সেখান থেকে ফিরে এসে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক লোক আমাদেরকে (অর্থাৎ জাহাজে আরোহীদেরকে) বলতো যে, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী। আসমা বিনতে উমাইসও আমাদের সাথে হাবশা থেকে জাহাজে করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি একদিন নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনিও সবার সাথে নাজ্জাশীর দেশে হিজরত করেছিলেন। আসমার উপস্থিতিতেই উমর হাফসার কাছে গেলেন এবং আসমাকে দেখে হাফসাকে জিজ্ঞেস করলেন: এ কে? হাফসা বললেন: এ আসমা বিনতে উমাইস। উমর বিস্ময় ভরে বললেন: এ সেই হাবশায় হিজরতকারিণী আসমা! জাহাজে সমুদ্র ভ্রমণকারিণী আসমা! আসমা বললেন: হাঁ। তখন উমর বললেন: আমরা তোমাদের আগে হিজরত করেছি। তাই তোমাদের তুলনায় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বেশী নিকটবর্তী ও হকদার। এ কথা শুনে আসমা রাগান্বিত হয়ে বললেন: কখনো না। আল্লাহর কসম! তোমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলে। তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে খেতে দিতেন, অজ্ঞ ও জ্ঞানহীনকে উপদেশ দিতেন। আর আমরা ছিলাম বহুদূরে অবস্থিত হাবশা দেশে—যা ছিলো শত্রুর দেশ। সেখানে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হতো এবং ভীতি প্রদর্শন করা হতো। তোমাদের মত সুযোগ আমাদের জন্য ছিলো না। আর আমরা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কারণেই এসব কষ্ট বরদাশত করেছি। খোদার কসম, তুমি যা বলছো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তা বর্ণনা না করা পর্যন্ত আমি খাবার গ্রহণ করবো না এবং পানিও পান করবো না। আমি এসব কথা শীঘ্রই রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলবো এবং জিজ্ঞেস করবো। আল্লাহর শপথ, আমি মিথ্যা বলবো না, অপব্যাখ্যা করবো না কিংবা বাড়িয়েও বলবো না। অতঃপর নবী (সঃ)-এর আগমনের পর আসমা তাঁকে বললেন: হে আল্লাহর নবী! উমর এসব কথা বলেছে। নবী (সঃ) তাকে (আসমাকে) জিজ্ঞেস করলেন: তুমি তাকে (উমরকে) কি বলেছো? আসমা বললেন: আমি তাকে এরূপ এরূপ কথা বলেছি। তখন নবী (সঃ) বললেন: তোমাদের তুলনায় উমর আমার বেশী ঘনিষ্ঠ ও হকদার নয়। কারণ, উমর ও তার সাথী অন্যরা মাত্র একবার হিজরত করেছে। আর তোমরা জাহাজে ভ্রমণকারীরা দু'বার হিজরত করেছো। আসমা বিনতে উমাইস বলেন: আমি আবু মূসা ও জাহাজে ভ্রমণকারীদেরকে এ হাদীসটি শোনার জন্য আমার কাছে দলে-দলে আসতে দেখছি। তাদের সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছিলেন তাদের নিকট তার চেয়ে দুনিয়ার আর কোন বস্তু বড় ও বেশী আনন্দদায়ক ছিলো না। আবু বুরদা বর্ণনা করেন যে, আসমা বলেছেন: আবু মূসাকে দেখেছি, তিনি আমার নিকট থেকে বারবার এ হাদীসটি শুনতে চাইতেন। আবু বুরদা আবু মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন: আশআরী গোত্রের লোকজন রাতের বেলা আসলে, কুরআন পড়ার আওয়াজ শুনেই আমি তাদের চিনতে পারি। আর যদিও দিনের বেলা আমি তাদের বাড়ী দেখিনি। তবুও কুরআন পাঠের আওয়াজ শুনেই রাতের বেলা আমি তাদের বাড়ী চিনে নিতে পারি। হাকীমও আশআরী গোত্রের লোক। যখনই তিনি কোন দল অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)

শত্রুর মোকাবিলা করতেন তখনই তিনি তাদেরকে বলতেন যে, আমার বন্ধুরা তোমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

٣٩٠٧- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ أَنْ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا.

৩৯০৭. আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পর আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তিনি খায়বার যুদ্ধের গণীমাতে আমাদেরকে অংশ দিলেন। তিনি আমাদেরকে ছাড়া খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন কাউকে খায়বারের গণীমাতের অংশ প্রদান করেননি।১০০

٣٩٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ بَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ أَصَبْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ.

৩৯০৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা খায়বার যুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর গণীমাত হিসেবে স্বর্ণ বা রৌপ্য লাভ করিনি। বরং গণীমাত হিসেবে আমরা যা পেলাম তা ছিলো গরু, উট, দ্রব্যসামগ্রী ও ফলের বাগান। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সেখান থেকে ওয়াদিউল কুরা পৌঁছলাম। মিদআম নামক একজন গোলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলো। বনী দুবাব গোত্রের একজন লোক এই গোলামটি তাঁকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলো। সে সওয়ারী থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'হাওদা' নামাচ্ছিলো এমন সময় অজানা স্থান থেকে একটি তীর এসে তার শরীরে বিদ্ধ হলো এবং সে মারা গেলো। এ দেখে লোকজন বলে উঠলো : কি খুশীর বিষয়, সে শাহাদাত লাভ করলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। বন্টন করা ছাড়াই খায়বার যুদ্ধের গণীমাত থেকে যে চাদর নিয়েছে তা আগুন হয়ে অবশ্যই তাকে দগ্ধ করবে। নবী (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দুটি ফিতা নিয়ে এসে বললো : আমি এটি পেয়েছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এই একটি বা দুটি জুতার ফিতা আগুনের ফিতায় রূপান্তরিত হতো।১০১

---

১০০. অর্থাৎ আশআরী গোত্রের লোক যারা খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা গণীমাতের অংশ পায়নি।

১০১. ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধলব্ধ সব সম্পদ অর্থাৎ গণীমাত বণ্টিত হওয়ার বিধান আছে। বণ্টন অনুযায়ী প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া নিজে নিজেই গণীমাতের কোন মাল হস্তগত করা বা চুরি করা মারাত্মক রকমের

٣٩٠٩- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَلٰكِنِّيْ أَتْرُكُهَا خِزَانَةً لَهُمْ يَقْتَسِمُوْنَهَا.

৩৯০৯. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের নিঃস্ব ও দরিদ্র হওয়ার আশংকা না থাকতো তাহলে আমি গণীমাতের সমুদয় বিজিত জনপদ অর্থাৎ ভূ-সম্পত্তি মুসলমান সৈনিকদের মধ্যে ঠিক তেমনভাবে বন্টন করে দিতাম। নবী (সঃ) যেমন খায়বারের ভূমি ও সম্পদরাজি বন্টন করেছিলেন। কিন্তু আমি তা বন্টন না করে গচ্ছিত সম্পদ হিসেবে রেখে যাচ্ছি যেনো পরবর্তী বংশধরগণ নিজেরা ঐগুলো একের পর এক বন্টন করে নিতে থাকে।

٣٩١٠- عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

৩৯১০. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ পরবর্তী মুসলমানদের কথা ভাবতে না হলে বিজিত সব জনপদ ও ভূমিকে আমি ঠিক তেমনভাবে বন্টন করে দিতাম যেমন ভাবে নবী (সঃ) খায়বারের ভূমি বন্টন করেছিলেন।১০২

٣٩١١- عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ قَالَ لَهُ بَعْضُ بَنِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ لَا تُعْطِهِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ وَاعَجَبَاهُ لَوْبُرٌ تَدَلَّى مِنْ ثَدْوَمِ الْقَنَانِ وَبَلَغَ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَنْبَسَةُ ابْنُ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَبَانًا عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِيْنَةِ قِبَلَ نَجْدٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانٌ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَلِيْفٌ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَقْسِمْ لَهُمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهٰذَا يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ ضَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَانُ اجْلِسْ فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ.

খেয়ানত। কুরআন মজীদের সূরা আলে-ইমরানে ১৬১ নং আয়াতে এ বিষয়ে কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নবী (সঃ) এ হাদীসটি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতেরই ব্যাখ্যা।

১০২. হযরত উমর (রাঃ)-এর আশংকা ছিলো যে, বিজিত সবগুলো জনপদ ও ভূমি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলে পরবর্তী মুসলমানদের জন্য কিছুই থাকবে না এবং তারা নিঃস্ব হয়ে পড়বে। তাই বিজিত ভূখণ্ডের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের যে মালিকানা স্থাপিত হয়েছিলো তা বিক্রি করতে তিনি তাদের সম্মত করেছিলেন এবং পরবর্তী মুসলমানদের জন্য সাধারণভাবে রেখে দিয়েছিলেন।

৩৯১১. আমবাসা ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বার যুদ্ধের পর) আবু হুরাইরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে খায়বারের গণীমাতের অংশ চাইলেন। কিন্তু সাঈদ ইবনে আসের এক ছেলে বললো : তাকে খায়বারের গণীমাতের অংশ দিবেন না। জবাবে আবু হুরাইরা বললেন : এতো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী।১০০ (তাকেই বরং দিবেন না।) সাঈদ ইবনে আসের পুত্র বললো : 'দান' পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসা বুনো বিড়ালের কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি। যুবাইদী যুহরী ও আমবাসা ইবনে সাঈদের মাধ্যমে সাঈদ ইবনুল আস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরাইরা) বলেছেন : নবী (সঃ) আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আসের নেতৃত্বে একদল লোককে নাজদের একটি এলাকায় যুদ্ধে পাঠালেন। খায়বার বিজয়ের পর আবান তার সহযাত্রী সৈনিকদের সাথে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে পৌঁছলো। তখন তাদের ঘোড়ার পিঠে খেজুর ছালের পেটি বাঁধা ছিলো। (অর্থাৎ তারা নিঃস্ব ও সহায়-সম্বল হীন ছিলো) আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন যে, আমি তখন বললাম : হে আল্লাহর রসূল! তাদেরকে কোন অংশ দিবেন না। এ কথা শুনে আবান বললো : হে, 'দান' পাহাড় শীর্ষের বুনো বিড়াল তুমিই বরং এ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। (অর্থাৎ খায়বারে গণীমাতের অংশ পাওয়ার অযোগ্য) নবী (সঃ) (আবানকে) বললেন : হে আবান, তুমি বসে পড়ো। নবী (সঃ) তাদেরকে (আবান ও তার সঙ্গীদেরকে) কিছুই দিলেন না।

٣٩١٢- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ جَدِّيْ أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيْدٍ أَقْبَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا قَاتِلُ ابْنِ قَوْقَلٍ فَقَالَ أَبَانُ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَا عَجَبَاهُ لَكَ وَبْرٌ تَدَلْدَلَ مِنْ قَدْوَمِ ضَأْنٍ يَنْعَى عَلَيَّ امْرَأً أَكْرَمَهُ اللهُ بِيَدِيْ وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِيْنَنِيْ بِيَدِيْ.

৩৯১২. আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার দাদা সাঈদ ইবনে আমর ইবনে সাঈদ আমাকে জানিয়েছেন যে, আমর ইবনে সাঈদ নবী (সঃ)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। তখন আবু হুরাইরা বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! এ লোকটি তো ইবনে কাওকালের হত্যাকারী। এ কথা শুনে আবান ইবনে সাঈদ আবু হুরাইরাকে লক্ষ্য করে বললেন : 'দান' পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অকস্মাৎ নেমে আসা বন্য বিড়াল, তোমার কথায় বিস্ময় লাগছে। সে এমন এক ব্যক্তির (হত্যার) ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করছে আমার হাতে (শাহাদত লাভের মাধ্যমে) আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন এবং তার হাতে আমাকে লাঞ্ছিত করা থেকে তাকে বিরত রেখেছেন। (অর্থাৎ তখন আমি কাফের ছিলাম। এ অবস্থায় তাঁর হাতে নিহত হলে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতাম। কিন্তু আল্লাহ তা হতে দেননি)।

٣٩١٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَفَدَكَ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ

১০০. ওহুদ যুদ্ধের সময় আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস কাফের ছিলেন। সাহাবা নুমান আনসারী ওহুদ যুদ্ধে তার হাতে শহীদ হয়েছিলেন। সাহাবা নুমান আনসারীকেই হাদীসে ইবনে কাওকাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হয়তো হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাকে (আবানকে) গণীমাতের অংশ দিতে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন।

آلُ مُحَمَّدٍ فِي هٰذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللّٰهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَأَعْمَلَنَّ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ فَأَبٰى أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلٰى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ
عَلٰى أَبِي بَكْرٍ فِي ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ
ﷺ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ
وَصَلّٰى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ
عَلِيٌّ وُجُوْهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ
الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلٰى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ
فَقَالَ عُمَرُ لَا وَاللّٰهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَمَا عَسَيْتُمْ أَنْ يَفْعَلُوْا
بِي وَاللّٰهِ لَآتِيَنَّهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا
فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللّٰهُ وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلٰكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ
عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَرٰى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَصِيْبًا حَتّٰى فَاضَتْ
عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَ
بَيْنَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأَمْوَالِ فَإِنِّي لَمْ آلُ فِيْهَا عَنِ الْخَيْرِ وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرًا رَأَيْتُ
رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيْهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ
لِلْبَيْعَةِ فَلَمَّا صَلّٰى أَبُوْ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَكَرَ شَأْنَ
عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ
عَلِيٌّ فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلٰى أَبِي
بَكْرٍ وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللّٰهُ بِهِ وَلٰكِنَّا كُنَّا نَرٰى لَنَا فِي هٰذَا الْأَمْرِ
نَصِيْبًا وَاسْتُبِدَّ عَلَيْنَا فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا فَسُرَّ بِذٰلِكَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَالُوْا
أَصَبْتَ وَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ إِلٰى عَلِيٍّ قَرِيْبًا حِيْنَ رَاجَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

৩৯১৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী (সঃ)-এর কন্যা ফাতেমা আবূ বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওয়ারিস হিসেবে মদীনা ও ফাদাকের

'ফাই' (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) এবং খাইবারের "খুমুছ" বা এক-পঞ্চমাংশের মিরাস চেয়ে পাঠালেন। জবাবে আবু বকর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমাদের (নবীদের) কোন ওয়ারিস নাই। আমরা যা রেখে যাই তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। মুহাম্মদ (সঃ)-এর বংশধরগণ অবশ্য প্রয়োজন মতো এ সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারেন। আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেখে যাওয়া এই সাদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিলো তাতে সামান্যতম পরিবর্তনও আমি করতে পারবো না। আর এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) যে নীতিতে কাজ করেছেন আমিও ঠিক তাই করবো। সুতরাং আবু বকর ঐ সম্পদ থেকে ফাতেমাকে দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাই এ ব্যাপারে ফাতেমা আবু বকরের ওপর রাগান্বিত হলেন এবং তাকে বর্জন করলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আর তাঁর সাথে কথা বলেননি। তিনি নবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর ছয়মাস জীবিত ছিলেন। তিনি ইনতিকাল করলে তাঁর স্বামী আলী একাই তাঁকে রাতের বেলা দাফন করলেন। এমনকি তাঁর ইনতিকালের খবর তিনি [আলী (রাঃ)] আবু বকরকেও জানালেন না। তিনি [আলী (রাঃ)] নিজেই তাঁর জানাযা পড়েছিলেন। ফাতেমা রোগশয্যায় জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের কাছে আলীর মর্যাদা ও প্রভাব ছিলো। কিন্তু ফাতেমা ইনতিকাল করলে মানুষের কাছে আলীর সেই মর্যাদা নষ্ট হয়ে গেলো। তাই তিনি আবু বকরের সাথে সমঝোতা ও তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অসুস্থ ফাতেমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি উল্লেখিত মাসগুলোতে বাই'আত হওয়ার সুযোগ পাননি। তাই আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি [আলী (রাঃ)] তাঁকে বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসুন। তবে আর কেউ যেন আপনার সাথে না আসে। কারণ, উমর এসে হাজির হোক তা তিনি [হযরত আলী (রাঃ)] পসন্দ করতেন না। (কিন্তু বিষয়টি জানার পর) উমর বললেন ঃ না, খোদার কসম, আপনি একাকী তার কাছে যাবেন না। আবু বকর বললেন ঃ আমি আশংকা করি না যে তারা আমার সাথে কোন খারাপ আচরণ করবে। আল্লাহর কসম, আমি তাদের কাছে যাবো। তারপর আবু বকর তাঁদের কাছে গেলেন। তাশাহ্হুদের পর আলী বললেন ঃ আমরা আপনার মর্যাদা এবং যা কিছু আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে সম্পর্কে জানি। আর যে কল্যাণ অর্থাৎ খিলাফত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন সে বিষয়ও আপনাকে হিংসা করি না। তবে খিলাফতের ব্যাপারে আপনি (আমাদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ না করে) স্বাধীনচেতা ও খোদ-মোখতার হয়ে বসেছেন। অথচ আমরা মনে করি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে খিলাফতের কাজে (পরামর্শদানের মাধ্যমে) আমাদেরও কিছু হক আছে। এ কথা শুনে আবু বকর কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর যখন কথা বললেন তখন বললেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ, আমার নিকটাত্মীয়ের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটাত্মীয়গণ আমার নিকট বেশী অগ্রগণ্য। আর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] এই মাল-সম্পদ নিয়ে আমার ও আপনাদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে আমি উত্তম ও কল্যাণকর পথ অনুসরণ করতে কসুর করি নাই। এক্ষেত্রে আমি এমন কোন কাজ পরিত্যাগ করি নাই যা আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে করতে দেখেছি। বরং তিনি যা করেছেন আমিও ঠিক তাই করেছি। এরপর আলী আবু বকরকে বললেন ঃ আমি আগামীকাল যোহরের পর আপনার হাতে বাই'আত হওয়ার ওয়াদা করছি। (পর দিন) আবু বকর যোহরের নামায পড়ে মিম্বরে উঠে তাশাহহুদ পড়লেন এবং আলীর অবস্থা ও সেই সাথে (এতদিন) তাঁর বাই'আত না করার যে কারণ তিনি (আলী) তাঁর (আবু বকর) কাছে পেশ করেছেন তাও বর্ণনা করলেন। এরপর আলী খোদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাশাহ্হুদ পাঠের পরে আবু বকরের অধিকারের অগ্রগণ্যতা উল্লেখ করে বললেন যে, তিনি যা করেছেন তা করতে আবু বকরের প্রতি হিংসা বা যা দ্বারা (খিলাফত) আল্লাহ তাঁকে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তা অস্বীকার করার মনোবৃত্তি তাঁকে উৎসাহিত করেনি। বরং আমরা মনে করি যে, এই খিলাফতের দায়িত্ব পালনে আমাদের পরামর্শ দানের হক আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি (আবু বকর) আমাদের পরিহার করে স্বাধীন ও খোদ-মোখতার হয়ে গিয়েছেন। এ কারণে আমাদের মনে কিছুটা ব্যথা লেগেছে। এ কথা শুনে সব মুসলমান আনন্দিত হলো এবং সবাই বললো ঃ আপনি ঠিকই করেছেন। যখন আলী আমর বিল

মায়ুফের (বাই'আত) দিকে ফিরে আসলে সব মুসলমান আবার তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

٣٩١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا الْآنَ نَشْبَعُ بِالتَّمْرِ.

৩৯১৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজিত হলে আমরা বললাম: এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারবো।১০৪

٣٩١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا شَبِعْنَا حَتَّى فَتَحْنَا خَيْبَرَ.

৩৯১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : খায়বার বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমরা পেট পুরে খেতে পেতাম না।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরবাসীদের জন্য প্রশাসক নিয়োগ।

٣٩١٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.

৩৯১৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : খায়বর বিজয়ের পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের অধিবাসীদের জন্য এক ব্যক্তিকে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (পরবর্তী সময়ে) তিনি উন্নতমানের কিছু খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে (খেজুর দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : খায়বরের সব খেজুরই কি এরূপ? সে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ—সাধারণ খেজুরের দুই সা' বা তিন সা'য়ের বিনিময়ে আমরা এ ধরনের খেজুরের এক সা' সংগ্রহ করে থাকি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এরূপ করবে না১০৫ (অর্থাৎ দুই বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর সংগ্রহ করবে না। বরং দিরহামের বিনিময়ে (প্রাপ্ত) সব খেজুর বিক্রি করে ফেলবে এবং পরে দিরহামের বিনিময়ে উত্তম খেজুর খরিদ করবে।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) কর্তৃক খায়বরের কৃষি ভূমি বন্দোবস্ত দেয়ার বর্ণনা।

٣٩١٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.

---

১০৪. হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ উক্তি থেকেই বুঝা যায়, ইসলাম কায়েমের জন্য নবী (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের কত কঠোর দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছে যে, খায়বর বিজয়ের পূর্বে ঠিক পেট পুরে খাওয়ার মতো খেজুর ও তাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ একই রকম দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন।

১০৫. নবী (সঃ) দুই সা' বা তিন সা' সাধারণ খেজুরের বিনিময়ে এক সা' উত্তম খেজুর কিনতে এজন্য নিষেধ করলেন যে, এভাবে কেনা-বেচা সুদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৩৯১৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) খায়বারের ভূমি এই শর্তে সেখানকার অধিবাসী ইয়াহুদীদেরকে (ফেরত) দিয়েছিলেন যে, তারা এতে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করবে। এর বিনিময়ে তারা উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক লাভ করবে।১০৬

অনুচ্ছেদ : যে বকরীকে নবী (সঃ)-এর জন্য বিষাক্ত করা হয়েছিলো। উরওয়া আয়েশার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٩١٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌّ.

৩৯১৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) খায়বার বিজিত হলে (এক ইয়াহুদী নারীর পক্ষ থেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিষ প্রয়োগকৃত একটি বকরী উপহার দেয়া হয়েছিলো। ১০৭

অনুচ্ছেদ : যায়েদ ইবনে হারিসার যুদ্ধ।

٣٩١٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هٰذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

৩৯১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) এক যুদ্ধে উসামা ইবনে যায়েদকে (মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের সমন্বয়ে গঠিত) একদল সৈনিকের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠালেন। লোকজন তার (উসামা ইবনে যায়েদের) সমালোচনা করতে শুরু করলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আজ তোমরা তার আমীর নিযুক্ত হওয়াতে সমালোচনা করছো ইতিপূর্বে তার পিতার সেনাপতি নিযুক্ত হওয়ারও তোমরা সমালোচনা করেছো। আল্লাহর শপথ, সে (উসামা ইবনে যায়েদের পিতা যায়েদ ইবনে হারিসা) আমীর হওয়ার যোগ্য ও অধিকারী ছিলো। সে আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলো। তার মৃত্যুর পর এ (উসামা ইবনে যায়েদ) সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি।১০৮

---

১০৬. এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। জিহাদে পরাজিত শত্রুর সব সম্পদই "গণীমাত" নয়। বরং যা কেবল যুদ্ধের ময়দান থেকে হস্তগত হবে তাই গণীমাত, এবং অন্যান্য সম্পদ যেমন ঘর-বাড়ী, ভূ-সম্পত্তি ইত্যাদি ফাইয়ের মাল হিসেবে গণ্য হবে।

১০৭. খায়বর বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে ইয়াহুদী হারিসের কন্যা ও সালাম ইবনে মুশকিমের স্ত্রী-যয়নাব রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি বিষ প্রয়োগকৃত বকরী উপহার পাঠায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) উক্ত বকরীর গোশত খেলেও আল্লাহর রহমতে তাঁর কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি উক্ত ইয়াহুদী মহিলাকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু সাহাবা হযরত বারা ইবনে মা'রুর বিষ ক্রিয়ার পরে মারা গেলে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

১০৮. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ ছিলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আজাদকৃত ক্রীতদাস ও পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসার পুত্র। তাঁকে যে সেনাদলের আমীর বা সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়েছিলো তাতে ছিলেন হযরত আবু বকর, উমর, সা'দ, সাঈদ, আবু উবাইদা এবং কাতাদা ইবনে নু'মান (রাঃ)-এর মতো প্রবীণ আনসার ও মুহাজির সাহাবা। হযরত উসামা (রাঃ) ছিলেন তাদের তুলনায় তরুণ। তাই তাঁকে আমীর

অনুচ্ছেদ ঃ উমরাতুল কাযা পালন। আনাস উমরাতুল কাযা বিষয়ক হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٢٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ قَالُوا لاَ نُقِرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ مَا مَنَعْنَاكَ شَيْئًا وَلٰكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللّٰهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ امْحُ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ عَلِيٌّ لاَ وَاللّٰهِ لاَ أَمْحُوكَ أَبَدًا فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاَ يَدْخُلُ مَكَّةَ السِّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الأَجَلُ أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا قُلْ لِصَاحِبِكَ أَخْرِجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ حَمَلَتْهَا فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتُ عَمِّي وَقَالَ جَعْفَرٌ ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي وَقَالَ زَيْدٌ ابْنَةُ أَخِي قَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ وَقَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ وَقَالَ لِجَعْفَرٍ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا قَالَ عَلِيٌّ أَلاَ تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

৩৯২০. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ) যুল-কা'দা মাসে উমরা পালনের নিয়তে মক্কা রওয়ানা হলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানালো এবং এ শর্তে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলো যে, (আগামী বছর উমরা পালন করতে আসলে) তিন দিন মাত্র অবস্থান করতে পারবেন। সন্ধিপত্রে মুসলমানরা লিখলেন ঃ "মুহাম্মাদুর

নিযুক্ত করা কেউ কেউ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারলেন না। আইয়াশ ইবনে আবূ রাবী'আ ছিলেন তাদের অগ্রভাগে। তিনি বললেন ঃ এ বাচ্চা কি মুহাজিরদের নেতা হতে পারে। হযরত উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জানালে তিনি এ হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলেন। পিতা-পুত্রের মর্যাদাই হাদীসে প্রমাণিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ" আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ আমাদেরকে এ চুক্তিনামা লিখে দিয়েছেন। এতে আপত্তি করে মুশরিকরা বললো : আমরা তো এ কথা (মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল) স্বীকার করি না। আমরা আপনাকে আল্লাহর রসূল স্বীকার করলে মোটেই বাধা দিতাম না। আমরা তো আপনাকে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ বলে জানি। শুনে নবী (সঃ) বললেন : আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও আল্লাহর রসূল। অতঃপর তিনি আলীকে বললেন : রসূলুল্লাহ কথাটা মুছে ফেল। আলী বললেন : আল্লাহর কসম! আমি কখনো আপনার নাম মুছে ফেলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন নিজে চুক্তিনামাখানা হাতে নিলেন। তিনি লিখতে বা পড়তে পারতেন না। তবুও তিনি লিখলেন : মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে এ সন্ধিপত্র লিখে দেয়া হলো যে, তিনি কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্র মক্কায় আনবেন না। তাঁর সাথে যেতে চাইলেও মক্কার কোন অধিবাসী সংগে নিয়ে যেতে পারবেন না। তাঁর সাথীদের কেউ মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। পরবর্তী বছর (উমরাতুল কাযা আদায়ের জন্য তিনি সাহাবাদের সাথে) মক্কায় প্রবেশ করলেন। নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে (মক্কাবাসী মুশরিকরা) আলীর কাছে এসে বললো : আপনার সংগীকে [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলুন : নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে গিয়েছে তাই তিনি যেন চলে যান। এরপর নবী (সঃ) মক্কা থেকে রওয়ানা হলে হামযার কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পেছনে পেছনে আসলো। আলী তার হাত ধরে উঠিয়ে নিলেন এবং ফাতিমাকে গিয়ে বললেন : তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা তাকে উঠিয়ে নিলেন। (মদীনায় পৌঁছে) আলী, যায়েদ ইবনে হারিসা এবং জাফর তাকে নিয়ে ঝগড়া শুরু করলেন। আলী বললেন : আমিই তাকে এনেছি এবং আমার চাচার কন্যা। জাফর বললেন : সে আমার চাচার কন্যা। তার খালা আমার স্ত্রী। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। আর যায়েদ ইবনে হারিসা বললেন : সে আমার ভাইয়ের কন্যা। অতএব সে আমার কাছেই থাকবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর খালার কারণে জাফরের পক্ষে ফয়সালা করলেন এবং বললেন : খালা মায়ের সমপর্যায়ের। তারপর তিনি আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি আমার সাথে সম্পর্কিত এবং আমি তোমার সাথে সম্পর্কিত। জাফরকে বললেন, তুমি শারীরিক ও চারিত্রিক দিক থেকে আমার মতো। আর যায়েদ ইবনে হারিসাকে বললেন : তুমি আমাদের (দ্বীনী) ভাই ও আজাদকৃত ক্রীতদাস। আলী [নবী (সঃ)-কে] বললেন : আপনি হামযার কন্যাকে বিয়ে করছেন না কেন? তিনি বললেন : সে আমার দুধ-ভাইয়ের কন্যা।১০৯ সুতরাং আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না।

٣٩٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفًا وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

৩৯২১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা পালনের জন্য (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হলে কুরাইশ গোত্রের কাফেররা তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই নবী (সঃ) হুদাইবিয়াতেই কোরবানীর পশু

১০৯. হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) একই সাথে এক মহিলার দুধ পান করেছিলেন। সেই বিচারে তাঁরা পরস্পরে দুধ-ভাই। ইসলামে বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা হারাম দুধের সম্পর্কের কারণেও তাদেরকে বিয়ে করা হারাম।

যবেহ এবং মাথা মুণ্ডন করলেন। আর এ শর্তে মক্কার কুরাইশ গোত্রের কাফেরদের সন্ধিপত্র লিখে দিলেন যে, তিনি পরবর্তী বছর উমরা পালন করবেন এবং শুধু তরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্রশস্ত্র সাথে আনবেন না এবং মক্কাবাসীগণ যে ক'দিন মনে করবে সেই ক'দিন তিনি মক্কায় অবস্থান করবেন। নবী (সঃ) পরবর্তী বছর উমরা পালন করলে সন্ধিচুক্তির শর্ত অনুযায়ী তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন। তিন দিন অবস্থানের পর কাফেররা তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে বললে তিনি মক্কা ছেড়ে চলে আসলেন।

٣٩٢٢- عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا ثُمَّ سَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدٌ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

৩৯২২. মুজাহিদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং উরওয়া ইবনে যুবাইর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলে দেখতে পেলাম আবদুল্লাহ ইবনে উমর আয়েশার কামরার পাশে বসে আছেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবী (সঃ) ক'টি উমরা পালন করেছেন? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : তিনি [নবী (সঃ)] চারটি উমরা পালন করেছেন। এরপর আমরা আয়েশার মিসওয়াক করার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন উরওয়া ইবনে যুবাইর তাঁকে বললেন : হে উম্মুল মু'মিনীন, আবু আবদুর রহমান (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলছেন যে, নবী (সঃ) চারটি উমরা পালন করেছেন। তাঁর এ কথা কি আপনি শুনেছেন। আয়েশা বললেন, নবী (সঃ) যতগুলো উমরা পালন করেছেন তার সবগুলোতেই তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) তাঁর সাথে ছিলেন। তবে নবী (সঃ) রজব মাসে কখনো কোন উমরা পালন করেননি।

٣٩٢٣- عَنْ إِسْمٰعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لَمَّا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

৩৯২৩. ইসমাইল ইবনে আবু খালেদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফাকে বলতে শুনেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হুদাইবিয়ার পরের বছর যখন উমরাতুল কাযা পালন করলেন তখন মুশরিক ও তাদের ছেলেপেলেরা যাতে কষ্ট দিতে বা আঘাত করতে না পারে সে জন্য আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আড়াল করে রেখেছিলাম।

٣٩٢٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا

ثَلَاثًا إِلَّا

إِلَّا الشَّوْطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ وَزَادَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ارْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ.

৩৯২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের বছর উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ (মক্কায়) আগমন করলে মুশরিকরা পরস্পর বলতে শুরু করলো যে, এমন একদল লোক তোমাদের কাছে আসছে ইয়াসরিবের জ্বর[১১০] যাদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে। তাই নবী (সঃ) সাহাবাদের সবাইকে তাওয়াফের প্রথম তিন "শওত" বা চক্করে (দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থান বাদে) "রমল" অর্থাৎ শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেন। আর দু'রুকনের মাঝে স্বাভাবিক গতিতে হাঁটতে বললেন। মুসলমানদের প্রতি স্নেহপরবশ হয়েই শুধু তিনি সব ক'টি 'শওত' বা চক্করে 'রমল' করতে নির্দেশ দেননি অপর একটি সনদে ইবনে সুলামা আইয়ুব ও সা'ঈদ ইবনে জুবায়েরের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে অতিরিক্ত এতটুকু বর্ণনা করেছেন যে, পরবর্তী বছরে (অর্থাৎ যে বছরের জন্য মুশরিকদের নিকট থেকে চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন) উমরা পালনের জন্য মক্কা আগমন করলে মুশরিকদেরকে দৈহিক শক্তি প্রদর্শনের জন্য সব সাহাবাকে (তাওয়াফে) 'রমল' করতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় মুশরিকরা মক্কার কুয়াইকিয়ান পাহাড়ের দিক থেকে মুসলমানদেরকে দেখতেছিলো।

٣٩٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ

৩৯২৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমরাতুল কাযা পালন-কালে বায়তুল্লাহর "তাওয়াফে"র সময় শুধু মুশরিকদেরকে শক্তিপ্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) "সাফা-মারওয়ার" মাঝে দৌড়িয়েছিলেন।

٣٩٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَاتَتْ بِسَرِفَ وَزَادَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.

৩৯২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ইহরাম খুলে (ইহরামের সময় শেষ হলে) তার

---

১১০. মুশরিকরা বলছিলো ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনার জ্বরে মুসলমানেরা দুর্বল হয়ে গিয়েছে। তাই মুসলমানরা দুর্বল বা হীনবল হয়ে পড়েনি তা প্রদর্শনের জন্য নবী (সঃ) তাদের শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে বীরত্ব সহকারে তাওয়াফ করতে নির্দেশ দেন। যাতে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য দেখে মুশরিকরা হতভম্ব হয়ে যায়। আর দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে 'রমল' না করে সাধারণ গতিতে হাঁটতে বলেছিলেন এ জন্য যে, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে 'কুয়াইকিয়ান' পাহাড়ের দিক থেকে দেখছিলো। সেদিক থেকে দু'রুকনের মধ্যবর্তী স্থানটুকু আড়াল হয়ে থাকে, দেখা যায় না।

সাথে নির্জন বাস করেছিলেন। মায়মূনা (মক্কা থেকে দূরে) 'সারিফ' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেছিলেন।

অপর একটি সনদে ইবনে ইসহাক ইবনে আবূ বুহাইহ্, আবান ইবনে সালেহ, আতা ও মুজাহিদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, উমরাতুল কাযা পালনের সময় নবী (সঃ) মায়মূনাকে বিয়ে করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ শামদেশে (সিরিয়া) সংঘটিত মুতার যুদ্ধ।

٣٩٢٧- عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ وَقَفَ عَلَى جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ وَهُوَ قَتِيْلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِيْنَ بَيْنَ طَعْنَةٍ وَّضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ فِيْ دُبُرِهِ.

৩৯২৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) মুতা'র যুদ্ধে শাহাদতপ্রাপ্ত জাফর ইবনে আবূ তালিবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন যে, জাফর ইবনে আবূ তালিবের দেহে বর্শা ও তরবারীর পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এসব আঘাতের সবগুলোই ছিলো সম্মুখ থেকে। পেছন দিক থেকে একটি আঘাতের চিহ্নও ছিলো না। (অর্থাৎ তিনি কোন অবস্থায়ই পেছন ফিরে পালাতে চেষ্টা করেননি)।

٣٩٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ مُوْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَارِثَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ وَاِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنْتُ فِيْهِمْ فِيْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلٰى وَوَجَدْنَا مَا فِيْ جَسَدِهِ بِضْعًا وَّتِسْعِيْنَ مِنْ طَعْنَةٍ وَّرَمْيَةٍ

৩৯২৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মুতা'র যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ ইবনে হারিসাকে আমীর নিযুক্ত করে বলেছিলেন ঃ যায়েদ নিহত হলে জাফর ইবনে আবূ তালিব আমীর হবেন। যদি জাফর ইবনে আবূ তালিবও নিহত হয় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন ঃ সে যুদ্ধে আমিও তাদের সাথে ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনে আবূ তালিবকে খোঁজ করলে তাঁকে শহীদদের মধ্যে দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর শরীরে নব্বইটির অধিক তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন দেখেছি।১১১

---

১১১. আগের হাদীসে শহীদ জাফর ইবনে আবূ তালিবের দেহে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। আর এ হাদীসটিতে নব্বইটির অধিক বলা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে দু'টি হাদীসে দু'রকম কিভাবে বর্ণিত হলো? এর জবাবে বলা যায়, আগের হাদীসে তরবারী ও বর্শার আঘাতের সংখ্যা বলা হয়েছে। এর মধ্যে তীরের আঘাতের কথা বলা হয়নি। আর পরের হাদীসটিতে বর্শা ও তীরের আঘাতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য হওয়াটাই স্বাভাবিক।

٣٩٢٩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.

৩৯২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) যুদ্ধের ময়দান থেকে খবর আসার আগেই নবী (সঃ) লোকদেরকে যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন : যায়েদ পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলে শাহাদত লাভ করলো। তখন জাফর পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু সেও শাহাদত লাভ করলো। তখন ইবনে রাওয়াহা পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো এবং সেও শাহাদত বরণ করলো। এ কথা বলার সময় নবী (সঃ)-এর দু'চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে থাকলো। (তিনি বললেন:) অবশেষে আল্লাহর এক তরবারী পতাকা নিয়ে অগ্রসর হলো আর তার নেতৃত্বে আল্লাহ তাদের খৃষ্টান শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন।

٣٩٣٠- عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ يَقُولُ لَمَّا جَاءَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ سَائِرِ الْبَابِ تَعْنِي مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَالَ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُطِعْنَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنِي فَزَعَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التُّرَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَكَ فَوَاللَّهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ.

৩৯৩০. আম্‌রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আয়েশাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যখন যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদতের খবর এসে পৌঁছলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গিয়ে বসলেন। সে সময় তাঁর চেহারায় শোক ও বেদনার ছাপ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিলো। আয়েশা বলেন : আমি তখন দরযার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো : হে আল্লাহর রসূল! জাফর ইবনে আবু তালিবের বাড়ীর মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করতে বললেন। আয়েশা বলেন : লোকটি চলে গেলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে বললো, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। কিন্তু তারা তা শুনেনি। আয়েশা বলেন : তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] লোকটিকে আবার যেতে বললে সে গেলো এবং ফিরে এসে বললো : আল্লাহর শপথ! তারা আমার কথায় আমল দিচ্ছে না। আয়েশা বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাদের মুখের ওপর মাটি ছুঁড়ে মারো। আয়েশা বলেন, আমি তখন লোকটিকে বললাম : আল্লাহ তোমার নাকে ক্ষত সৃষ্টি করুন। আল্লাহর শপথ!

রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে যা করতে বলছেন, তুমি তা করতেও সক্ষম নও আবার ক্লান্ত হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও ছেড়ে যাচ্ছ না।

٣٩٣١- عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَيَّى ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ

৩৯৩১. আমের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখনই জাফর ইবনে আবু তালিবের পুত্রকে সালাম দিতেন তখনই বলতেন : হে দু'পাখনাওয়ালার পুত্র!১১২

٣٩٣٢- عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدِ انْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِيَ فِي يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ

৩৯৩২. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : মুতা'র যুদ্ধে আমার হাতে ন'খানা তরবারী ভেঙেছিলো। আমার হাতে শুধুমাত্র একখানি প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অবশিষ্ট ও অক্ষত ছিলো।

٣٩٣٣- عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدْ دُقَّ فِي يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَمَانِيَةٌ

৩৯৩৩. কায়েস ইবনে আবু হাযেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে বলতে শুনেছি, মুতা'র যুদ্ধে ন'খানা তরবারী ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিলো। শুধুমাত্র আমার একখানা প্রশস্ত ইয়ামানী তরবারী অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছিলো।

٣٩٣٤- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وَاجَبَلَاهُ وَاكَذَا وَكَذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي آنْتَ كَذَاكَ.

৩৯৩৪. নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা একদিন বেহুঁশ হয়ে পড়লে তাঁর বোন আম্‌রা বিনতে রাওয়াহা—হায়! হায়! পাহাড়ের মতো ভাই আমার। হায়! অমুকের মতো, হায়! অমুকের মতো, এভাবে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী বলে ক্রন্দন শুরু করলো। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তাঁর বোনকে বললেন : তুমি যা যা বলে কান্নাকাটি করেছো আমাকে সেসব কথা জিজ্ঞেস করে বলা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই এরূপ? (অর্থাৎ পাহাড়ের মতো ভাই বলা হলে বেহুঁশ অবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, তুমি কি সত্যিই পাহাড়ের মতো?)

---

১১২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর জাফর ইবনে আবু তালিবকে দু'পাখাওয়ালা বলতেন এ জন্য যে, মুতার যুদ্ধে তার দু'হাত কাটা গেলে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর দু'হাতের বিনিময়ে দু'টি পাখা দান করেন যার সাহায্যে তিনি বেহেশতের মধ্যে উড়ে বেড়ান।

٣٩٣٥- عَنِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ بِهَذَا فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ .

৩৯৩৫. নু'মান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণিত। তিনি "কোন এক সময় 'আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বেহুঁশ হয়ে পড়লেন" বলে এ (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন। (তবে এ হাদীসে এতটুকু বেশী বর্ণিত আছে যে,) তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি।১১০

অনুচ্ছেদ : জুহাইনা গোত্রের অন্তর্গত 'হুরুকাত'১১৪ উপগোত্রের বিরুদ্ধে নবী (সঃ)-এর উসামা ইবনে যায়েদকে প্রেরণ।

٣٩٣٦- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَكَفَّ الْأَنْصَارِيُّ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قُلْتُ كَانَ مُتَعَوِّذًا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ .

৩৯৩৬. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে হুরুকা গোত্রের বিরুদ্ধে পাঠালে আমরা খুব ভোরে গোত্রটির ওপরে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলাম। এ সময়ে আমি এবং আনসারদের একজন লোক তাদের (হুরুকা উপ-গোত্রের) একজনের পিছু ধাওয়া করলাম। আমরা তাকে ঘিরে ফেললে সে তখন "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পড়ে ঈমান গ্রহণের ঘোষণা করলো। (আমার সাথের) আনসারী তখন অস্ত্র সংবরণ করলো। কিন্তু আমি তাকে বর্শার আঘাতে হত্যা করলাম। পরে আমরা মদীনায় ফিরে আসলে খবরটি নবী (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি আমাকে বললেন : উসামা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো? আমি বললাম : সেতো প্রাণ রক্ষার জন্য কালেমা পড়েছিলো। এরপরও তিনি কথাটি (অর্থাৎ উসামা, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলার পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো?) বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমার মনে হচ্ছিলো, আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কিতই ভালো হতো।১১৫

---

১১০. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর বেহুঁশ হওয়ার ঘটনা এ যুদ্ধের পূর্বের কোন এক সময়ের। বেহুঁশ হওয়ার ঐ ঘটনায় তাঁর বোন আমরা বিন্তে রাওয়াহা তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী উল্লেখ করে কান্নাকাটি করলে তিনি তাঁর বোনকে নিষেধ করেছিলেন। তাই মুতার যুদ্ধে তাঁর শাহাদতের খবর পেয়ে তাঁর বোন মোটেই কাঁদেননি। এ হাদীসে এ বিষয়টিই উল্লেখ করা হয়েছে।

১১৪. 'হারকুন' (حرق) শব্দ থেকে হুরুকাত শব্দের উৎপত্তি। 'হারকুন' শব্দের অর্থ আগুনে পোড়ানো। তারা একটি গোত্রকে আগুনে পুড়িয়ে নৃশংশভাবে হত্যা করেছিলো। তাই এ উপ-গোত্রটির নাম 'হুরুকাত' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১৫. উসামা ইবনে যায়েদের উক্তি "আজকের এ দিনটির পূর্বে যদি আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম, তাহলে কতই না ভালো হতো"-এর অর্থ এ নয় যে, পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি কোন খারাব কাজ করেছেন বলে মনে করেছিলেন। ইসলামের মতো নে'য়ামতকে গ্রহণ করতে পারা নিঃসন্দেহে সবার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে 'হুরুকা' উপগোত্রের "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্" উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে

٣٩٣٧- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ يَقُوْلُ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيْمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوْثِ تِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْ بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ

৩৯৩৭. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া অন্য যেসব সেনাদল তিনি (বিভিন্ন সময়) প্রেরণ করেছেন তার নয়টিতে অংশ গ্রহণ করেছি। তার মধ্যে একবার আবু বকর আমাদের আমীর ছিলেন এবং একবার উসামা ইবনে যায়েদ আমাদের আমীর ছিলেন।

٣٩٣٨- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَغَزَوْتُ مَعَ ابْنِ حَارِثَةَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَيْنَا.

৩৯৩৮. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আর যায়েদ ইবনে হারিসার সাথেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। নবী (সঃ) তাঁকে আমাদের সেনাদলের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

٣٩٣٩- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَذْكُرُ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ وَيَوْمَ الْقَرَدِ قَالَ يَزِيْدُ وَنَسِيْتُ بَقِيَّتَهُمْ

৩৯৩৯. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) আমি নবী (সঃ)-এর নেতৃত্বে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তার মধ্যে তিনি খায়বার, হুদাইবিয়া, হুনাইন ও যি-কারাদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনে আবু উবায়েদ বলেছেন যে, অবশিষ্ট যুদ্ধগুলির কথা আমি ভুলে গিয়েছি।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। নবী (সঃ)-এর অভিযান প্রস্তুতি সম্পর্কে মক্কাবাসী মুশরিকদের খবর দিয়ে হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর লোক পাঠানোর ঘটনা।

٣٩٤٠- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ قُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِيَ الْكِتَابُ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ قَالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ ابْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ إِلٰى نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ يَقُوْلُ كُنْتُ

নবী (সঃ)-এর কাছে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মোটেই চাননি। ঐ দিনটির পরে ইসলাম গ্রহণ করলে তাঁকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো না।

حَلِيْفًا وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مَنْ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ وَلَا رِضًى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ السُّوْرَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ إِلٰى قَوْلِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

৩৯৪০. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আলীকে বলতে শুনেছি। নবী (সঃ) (মক্কা বিজয়ের পূর্বে একদিন) আমাকে এবং যুবায়ের ও মিকদাদকে বললেন : তোমরা রওয়ানা হয়ে রওযায়ে খাখ্ নামক জায়গায় চলে যাও। সেখানে দেখবে উটের পিঠে হাওদায় বসে এক মহিলা (মক্কার দিকে) যাচ্ছে। তার কাছে একখানা পত্র আছে। ঐ পত্রখানা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে আনবে। আলী বলেন : আমরা রওয়ানা হলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলো। আমরা রওযায়ে খাখে পৌঁছে গেলাম এবং (উটের পিঠে) হাওদায় বসা এক স্ত্রীলোককে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম : পত্রখানা আমাদেরকে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নাই। আমরা বললাম : পত্র বের করো। অন্যথায় আমরা তোমার কাপড় খুলে তালাশ করবো। আলী বলেন : তখন সে তার চুলের ঝুঁটির মধ্য থেকে পত্র বের করে আমাদেরকে দিলো। আমরা পত্রখানা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেলো মক্কার কিছু মুশরিক ব্যক্তিবর্গের নামে লেখা হাতিব ইবনে আবু বালতা'আর পত্র। তাদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিছু তৎপরতার খবর দিয়ে পত্রখানা লেখা। হাতিবকে (ডেকে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হাতিব, এ কি কাণ্ড করেছো! তখন হাতিব বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আমি গোত্রগত দিক থেকে কুরাইশদের নিজের লোক ছিলাম না। বরং কুরাইশদের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন লোক অর্থাৎ তাদের বন্ধু ছিলাম। কিন্তু আপনার সাথে যারা হিজরত করেছেন, কুরাইশ গোত্রে তাদের সবারই আত্মীয়-স্বজন আছে। আর এসব আত্মীয়-স্বজনই তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। কিন্তু কুরাইশদের মধ্যে আমার কোন বংশগত আত্মীয়-স্বজন যখন নাই, তাই আমি মনে করলাম যে, এভাবে আমি কুরাইশদের কিছু উপকার করলে তারা আমার আত্মীয়-পরিজনদের রক্ষা করবে। ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও এ কাজটি আমি দ্বীনকে পরিত্যাগ বা কুফরের প্রতি রাজী হওয়ার কারণে করি নাই। সব কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তোমাদেরকে সত্য কথাই বলেছে। এ সময় উমর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে তো বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি তো জানো না, হয়তো আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজকর্ম দেখে বলে দিয়েছেন : তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করো এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য (বাসভূমি ও ঘরবাড়ী ছেড়ে) বেরিয়ে থাকো তাহলে আমার ও তোমাদের নিজেদের শত্রুকে

বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের আচরণ করবে অথচ, যে সত্য (সঠিক জীবনবিধান) তোমরা লাভ করেছো, তা মানতে তারা অস্বীকার করেছে। তাদের আচরণ এমনই যে, একমাত্র তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করার কারণেই তারা রসূল ও তোমাদের দেশান্তরিত করেছে। তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কাছে বন্ধুত্ব-মূলক পত্র পাঠাও। অথচ গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমরা যা করো, তার সবই আমি ভাল করে জানি। তোমাদের মধ্য থেকে যেই এরূপ করবে নিশ্চিতভাবেই সে সরল-সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে।"—(সূরা মুমতাহানা, আয়াত—১)।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়।

٣٩٤١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ وَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ صَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ الْكَدِيْدَ الْمَاءَ الَّذِيْ بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ اَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ يُفْطِرُ حَتّٰى انْسَلَخَ الشَّهْرُ -

৩৯৪১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ করেছেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইবনে মুসাই-য়েবকেও এরূপ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। (অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিলো) অপর একটি সনদে উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : (মক্কা বিজয়ের অভিযানে) রসূলুল্লাহ (সঃ) রোযা রেখেছিলেন। অবশেষে কাদীদ নামক এলাকার কুদাইদ ও উসফান নামক জায়গার মধ্যবর্তী একটি ঝর্ণার ধারে উপস্থিত হলে ইফতার করেন। এরপর মাসের শেষ পর্যন্ত আর রোযা রাখেননি।

٣٩٤٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِيْ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ اٰلَافٍ وَذٰلِكَ عَلٰى رَاْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى مَكَّةَ يَصُوْمُ وَيَصُوْمُوْنَ حَتّٰى بَلَغَ الْكَدِيْدَ وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ اَفْطَرَ وَاَفْطَرُوْا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَاِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاٰخِرُ فَالْاٰخِرُ -

৩৯৪২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে দশ হাজার মুসলমানসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তখন (মক্কা থেকে) হিজরত করে মদীনায় আসার সাড়ে আট বছর হয়ে গিয়েছে। নবী (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুসলমানগণ রোযা অবস্থায় মক্কার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান ও কুদাইদ নামক জায়গার মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার পাশে পৌঁছলে তিনি ইফতার করলেন এবং মুসলমানগণও সবাই ইফতার করলেন। যুহরী বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজকর্মের সর্বশেষটিকেই আমলের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[১১৬]

---

১১৬. এ হাদীসে উল্লেখিত ইমাম যুহরী (রঃ)-এর রায় থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)

٣٩٤٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَمَضَانَ إِلَى حُنَيْنٍ وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ أَوْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ أَفْطِرُوا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৯৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ) রমযান মাসে হুনায়েনের যুদ্ধে রওয়ানা হয়েছিলেন। তাঁর সংগী মুসলমানদের অবস্থা ছিলো তখন বিভিন্ন। তাদের কেউ কেউ ছিলো রোযাদার আবার কেউ কেউ ছিলো রোযাহীন অবস্থায়। নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে ঠিকমত বসে একপাত্র দুধ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) পানি আনতে বললেন। তারপর পাত্র নিজের হাতের ওপর অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) সওয়ারীর পিঠে রেখে লোকজনের দিকে তাকালেন। এ দেখে রোযাহীন লোকেরা রোযাদারদের ডেকে বললো : তোমরা রোযা ভেঙে ফেলো। অপর একটি সনদে আবদুর রাজ্জাক মা'মার, আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) রমযান মাসে এ অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। এ বিষয়টি হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুব, ইকরামাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٣٩٤٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -

৩৯৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রমযান মাসে রোযা রেখে মক্কা বিজয়ের অভিযানে রওয়ানা হয়েছিলেন। উসফান নামক জায়গায় পেঁছে তিনি একপাত্র পানি চাইলেন এবং সবাই যাতে দেখতে পারে সেজন্য তিনি তা দিনের বেলা পান করলেন এবং পরে মক্কা না পেঁছা পর্যন্ত রোযা রাখলেন না। পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলতেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন কোন সময় সফরে রোযা রেখেছেন আবার কোন কোন সময় সফরে রোযা ভেঙেছেন। তাই কেউ চাইলে সফরে রোযা রাখতে পারে আবার কেউ চাইলে সফরে রোযা ভাঙতেও পারে।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে পতাকা স্থাপন করেছিলেন।

٣٩٤٥- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَلْتَمِسُونَ

কোন সময় একটি কাজ করে থাকলেও পরে যদি তার বিপরীত বা তা থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকেন, তাহলে পরবর্তী কাজটি আমলের জন্য দলিল হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরবর্তী কথা বা কাজের দ্বারা পূর্বের কথা বা কাজ বিপরীত ধর্মী বা ভিন্নতর হলে তা 'মনসূখ' বা রহিত হয়ে যায়।

الْخَبَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَقْبَلُوْا يَسِيْرُوْنَ حَتّٰى اَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ فَاِذَا هُمْ بِنِيْرَانٍ
كَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ مَا هٰذِهٖ لَكَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ
بْنُ وَرْقَاءَ نِيْرَانُ بَنِيْ عَمْرٍو فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ عَمْرٌو اَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ فَرَاَهُمْ
نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَدْرَكُوْهُمْ فَاَخَذُوْهُمْ فَاَتَوْا بِهِمْ رَسُوْلَ
اللهِ ﷺ فَاَسْلَمَ اَبُوْ سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ احْبِسْ اَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ مَطْمَرِ الْخَيْلِ
حَتّٰى يَنْظُرَ اِلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ فَجَعَلَتِ الْقَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَمُرُّ
كَتِيْبَةٌ كَتِيْبَةٌ عَلٰى اَبِيْ سُفْيَانَ فَمَرَّتْ كَتِيْبَةٌ قَالَ يَا عَبَّاسُ مَنْ هٰذِهٖ
قَالَ غِفَارٌ قَالَ مَا لِيْ وَلِغِفَارٍ ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَعْدُ بْنُ
هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمٌ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اَقْبَلَتْ كَتِيْبَةٌ
لَمْ يُرَ مِثْلُهَا قَالَ مَنْ هٰذِهٖ فَقَالَ هٰؤُلَاءِ الْاَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ
مَعَهُ الرَّايَةُ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا اَبَا سُفْيَانَ اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ. اَلْيَوْمَ
تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ يَا عَبَّاسُ حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ ثُمَّ جَاءَتْ
كَتِيْبَةٌ وَهِيَ اَقَلُّ الْكَتَائِبِ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ وَرَايَةُ النَّبِيِّ
ﷺ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَلَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ بِاَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ
سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ مَا قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَذَبَ سَعْدٌ وَلٰكِنْ
هٰذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيْهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمٌ تُكْسٰى فِيْهِ الْكَعْبَةُ قَالَ وَاَمَرَ
رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُوْنِ قَالَ عُرْوَةُ فَاَخْبَرَنِيْ نَافِعُ بْنُ
جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُوْلُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا اَبَا عَبْدِ اللهِ
هٰهُنَا اَمَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ قَالَ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ
يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَنْ يَدْخُلَ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ
النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُدًا فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ يَوْمَئِذٍ رَجُلَانِ حُبَيْشُ بْنُ الْاَشْعَرِ
وَكُرْزُ بْنُ جَابِرٍ الْفِهْرِيُّ.

৩১৪৫. হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। (উরওয়া ইবনে যুবাইয়ের বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা বিজয়ের

অভিযানে রওয়ানা হলেন। এ খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম এবং বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা (একদিন রাতের বেলা) রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে বের হলো। সামনে অগ্রসর হয়ে তারা 'মার্‌রায্‌যাহ্‌রান' নামক স্থানে গিয়ে উপনীত হলে হজ্জের মওসুমে আরাফাত ময়দানে যেমন আগুন জ্বালিয়ে আলো করা হয়, সে রকম অনেক আলো দেখতে পেলো। আবু সুফিয়ান বললো : এসব আলো কিসের? এ যেন হুবহু আরাফাতের আলোর মত (সংখ্যায় অনেক) দেখা যাচ্ছে। বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা বললো, এসব বনী 'আমর' গোত্রের আলো। জবাবে আবু সুফিয়ান বললো, বনী 'আমর' গোত্রের লোকসংখ্যা এর চেয়ে অনেক কম। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্ষীরা তাদেরকে দেখে ফেললো এবং পাকড়াও করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলো। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) সেনবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন তখন আব্বাসকে বললেন : আবু সুফিয়ানকে সেনাদলের যাত্রাপথের সংকীর্ণ জায়গায় দাঁড় করাবে যেনো সে মুসলমানদের গোটা সেনাবাহিনীকে দেখতে পায়। তাই আব্বাস তাকে এরূপ একটি স্থানে থামিয়ে রাখলেন। এবার নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের (সশস্ত্র) লোকেরা আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলো। প্রথমে একটি দল অতিক্রম করলো। তা দেখে আবু সুফিয়ান বললেন : হে আব্বাস! এরা কোন্ গোত্রের লোক? আব্বাস বললেন : এরা গিফার গোত্রের লোক। আবু সুফিয়ান বললেন : আমার এবং গিফার গোত্রের মধ্যে তো কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা কলহ-বিবাদ ছিলো না। তারপর জুহাইনা গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। এবারও আবু সুফিয়ান অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর সা'দ ইবনে হুযাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সুফিয়ান আবারও পূর্বের মতো প্রশ্ন করলেন। তারপর সুলাইম গোত্রের সেনাদল অতিক্রম করলো। আবু সুফিয়ান এবারও অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। এরপর আবু সুফিয়ান দেখেননি এরূপ একটি বিশাল সেনাদল অতিক্রম করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এরা কোন্ গোত্রের? আব্বাস বললেন : এটি আনসারদের সেনাদল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন সা'দ ইবনে উবাদা। তিনি পতাকা বহন করে নিচ্ছিলেন। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন : হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন রক্তপাতের দিন। আজ কা'বার অভ্যন্তরেও রক্তপাত হালাল। এ কথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো : হে আব্বাস! ধ্বংসের দিন কত উত্তম! এরপর সবচাইতে ছোট একটি সেনাদল অতিক্রম করলো। এ দলের মধ্যে খোদ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ ছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়ামের হাতে ছিলো নবী (সঃ)-এর পতাকা। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে সময় আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি (আবু সুফিয়ান) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন : উ'বাদা যা বলেছে তা কি আপনি জানেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললেন : সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সা'দ ইবনে উ'বাদা মিথ্যা কথা বলেছে। আজকের এদিনে বরং আল্লাহ তা'আলার কা'বাকে মর্যাদায় ভূষিত করা হবে এবং আজকের এদিনে কা'বাকে গিলাফ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হবে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) 'হাজুন' নামক জায়গায় তাঁর পতাকা স্থাপনের আদেশ করলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : নাফে' ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'এম আমাকে বলেছেন : আমি আব্বাসকে বলতে শুনেছি। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে বলেছিলেন : হে আবু আবদুল্লাহ! (মক্কা বিজয়ের দিন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তো আপনাকে এখানেই পতাকা স্থাপন করতে আদেশ করেছিলেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেন : সেদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে মক্কার উচ্চভূমি কাদা'র দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করতে আদেশ করেছিলেন। আর নবী (সঃ) খোদ 'কুদা' নামক এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেদিন শুধু খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দু'জন অশ্বারোহী সৈনিক হুবাইশ ইবনুল আশ'আর এবং কুর্ষ ইবনে জাবের ফিহরী শহীদ হয়েছিলেন।

٣٩٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ يُرَجِّعُ وَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِيْ لَرَجَّعْتُ كَمَا رَجَّعَ.

৩৯৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর উটের ওপর বসে মিষ্ট স্বরে সূরা "ফাত্হ্" পাঠ করতে দেখেছি। মু'আবিয়া ইবনে কুররা বলেছেন : যদি আমার পাশে লোকজন জড়ো হওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো তাহলে আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল যেভাবে মিষ্ট কণ্ঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোরআন শরীফ পড়া শুনিয়েছেন, আমিও সেভাবে শুনাতাম।

٣٩٤٧- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ مَنْزِلٍ ثُمَّ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ

৩৯৪৭. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের অভিযানে (বিজয়ের একদিন আগে) তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আগামীকাল কোথায় অবস্থান করবেন বা রাত্রিযাপন করবেন? জবাবে নবী (সঃ) বললেন : আকীল কি কোন জায়গা রেখে গিয়েছে। তারপর (তিনি) বললেন : ঈমানদার ব্যক্তি কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফেরও ঈমানদারের উত্তরাধিকারী হয় না।১১৭

٣٩٤٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ إِذَا فَتَحَ اللّٰهُ لِخَيْفِ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ.

৩৯৪৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের পূর্বে বলেছিলেন : আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করলে ইনশা আল্লাহ 'খাইফ' হবে আমার অবস্থান স্থল যেখানে কুরাইশরা শপথ করে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের বিরুদ্ধে বিখ্যাত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলো।

٣٩٤٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَرَادَ حُنَيْنَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ.

---

১১৭. হাদীসের বর্ণনাকারী যুহরীকে জিজ্ঞেস করা হলো : আবু তালিবের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো কে? জবাবে তিনি বললেন : আকীল এবং তালিব তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলো। মা'মার যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইবনে যায়েদ হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আগামীকাল আপনি কোথায় অবস্থান করবেন? তবে ইউনুসের বর্ণনায় হুজ্জ বা বিজয় কোন কথারই উল্লেখ নাই।

৩৯৪৯. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) হুনাইনের যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বললেন : ইনশা আল্লাহ বনী কিনানা গোত্রের 'খাইফ' নামক জায়গা হবে আমাদের অবস্থানস্থল; যেখানে কুরাইশরা কুফরের ওপর শপথ করেছিলো।

٣٩٥٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِبْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلْهُ قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَاللّٰهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا

৩৯৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) লৌহ-শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তিনি সবেমাত্র শিরস্ত্রান খুলে রেখেছেন তখনই এক ব্যক্তি এসে বললো, ইবনে খাতাল খানায়ে কা'বার গিলাফ ধরে আছে।১১৮ নবী (সঃ) বললেন : তাকে হত্যা করো। মালেক বলেছেন : আমার মনে হয় সেদিন (মক্কায় প্রবেশের দিন) নবী (সঃ) ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন না। সঠিক ব্যাপার অবশ্য আল্লাহই ভালো জানেন।

٣٩٥١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلٰثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ

৩৯৫১. 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন বায়তুল্লাহর চারপাশে হারাম শরীফের মধ্যে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিলো। নবী (সঃ) তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত-করছিলেন এবং বলছিলেন : সত্য এসেছে, আর মিথ্যা পালিয়েছে। সত্য এসেছে, বাতিল পুন-রায় আর আসবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর বিধান ইসলাম বাতিলকে পরাভূত করে বিজয়ী হয়েছে। এখন শুধু ইসলামই থাকবে।)

٣٩٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ إِلٰى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجَ صُوْرَةُ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ فِيْ أَيْدِيْهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ لَقَدْ عَلِمُوْا مَا اسْتَقْسَمَا

---

১১৮. জাহেলী যুগে ইবনে খাতালের নাম ছিলো আবদুল উয্যা। ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আব্দুল্লাহ। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার "মুরতাদ" হয় এবং বিনা কারণে কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। তার দু'জন গায়িকা ক্রীতদাসী ছিলো। তারা তার নির্দেশে গান গেয়ে গেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কুৎসা প্রচার করতো। তাই মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সঃ)এর নির্দেশে তাকে যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যস্থলে হত্যা করা হয়।

بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৩৯৫২. আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) মক্কা বিজয়ের অভিযানে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আগমন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ থেকে বিরত থাকলেন। সেই সময় বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক মূর্তি ছিলো। তিনি ঐগুলোকে বের করে ফেলার নির্দেশ দিলে তা বের করে ফেলা হলো। ইবরাহীম ও ইসমাইলের মূর্তিও সেখান থেকে বের করা হলো। তাঁদের হাতে ভালো মন্দ ভাগ্য গণনার তীর ছিলো। তা দেখে নবী (সঃ) বললেনঃ আল্লাহ তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ধ্বংস করুন। তারা (মুশরিকরা) জানতো যে, ইবরাহীম ও ইসমাইল ভাগ্যের ভালো-মন্দ গণনার জন্য কখনো তীর নিক্ষেপ করেননি। এরপর (সব মূর্তি বের করা হলে) নবী (সঃ) বায়তুল্লাহর ভিতর প্রবেশ করলেন, একপাশে গিয়ে তাকবীর বললেন, এবং নামায আদায় না করেই বেরিয়ে আসলেন।

মা'মার আইয়ুবের নিকট থেকে এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। উহাইব ইবনে খালিদ আজলানী আইয়ুব ও ইকরামার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মক্কার উচ্চভূমির দিক থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কায় প্রবেশ। লাইস ইবনে আস'আদ বলেছেন, ইউনুস নাফে' ও আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মাধ্যমে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারীতে আরোহণ করে উসামা ইবনে যায়েদকে পিছনে বসিয়ে উচ্চভূমির দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর সাথে বেলাল এবং বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষী উসমান ইবনে তালহাও ছিলেন। নবী (সঃ) মসজিদে হারামের আঙিনায় নিজের সওয়ারীকে বসিয়ে উসমান ইবনে তালহাকে বায়তুল্লাহর চাবি আনতে বললেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন। উসামা ইবনে যায়েদ, বেলাল ও উসমান ইবনে তালহাও তাঁর সাথে প্রবেশ করলেন। নবী (সঃ) বায়তুল্লাহর মধ্যে দীর্ঘসময় অবস্থান করে বের হলে অন্য সবাই কা'বাতে প্রবেশ করার জন্য ছুটে গেলো। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইবনে উমর প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই তিনি বেলালকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) কোন্ জায়গায় নামায পড়েছেন তা জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে জায়গায় নামায পড়েছেন বেলাল ইশারা করে তাকে সে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে কত রাক'আত নামায পড়েছিলেন, আমি বেলালকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٩٥٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ الَّتِيْ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَابَعَهُ أَبُوْ أُسَامَةَ وَوُهَيْبٌ فِيْ كَدَاءٍ

৩৯৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমির "কাদা" নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

٣٩٥٤- عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ

৩৯৫৪. হিশাম ইবনে উরওয়া তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) মক্কার উচ্চভূমির 'কাদা' নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

٣٩٥٥- عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ قَالَتْ لَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ -

৩৯৫৫. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একমাত্র উম্মেহানী ছাড়া আর কেউ নবী (সঃ)-কে সালাতুদদুহা বা চাশ্‌তের নামায পড়তে দেখেছেন—এমন কথা বলেননি। উম্মে হানী বলেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সঃ) তার বাড়ীতে গোসল করে আট রাক'আত নামায পড়েছেন। উম্মে হানী বলেছেন : আমি আর কখনো তাঁকে [নবী (সঃ)-কে]-এর চাইতে সংক্ষিপ্ত নামায পড়তে দেখি নাই। তবে তিনি রুকু' ও সিজদা পূর্ণাঙ্গভাবেই আদায় করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মুহাম্মাদ ইবনে বাশ্‌শার গুনদার, শু'বা, মনসুর, আবুদ্দুহা ও মাসরুকের মাধ্যমে আয়েশা থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন : নবী (সঃ) নামাযের রুকু' ও সিজদায় বলতেন, "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বি হাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি।" "অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমি পাক ও পবিত্র। হে আমাদের প্রভু, আমি তোমারই প্রশংসা করছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

٣٩٥٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخِ بَدْرٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا الْفَتَى مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رَأَيْتُهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَدْرِي وَلَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا فَقَالَ لِي يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَقُولُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ اللهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَتْحُ مَكَّةَ فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا قَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ.

৩৯৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর তাঁর কাছে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী বড় বড় সাহাবাদের সাথে আমাকেও শামিল করতেন। তাই তাঁদের কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে বললেন : আপনি আমাদের সাথে এ যুবককেও শামিল করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন : তার (মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতা) সম্পর্কে আপনারা অবহিত আছেন। তাই তিনি (উমর) একদিন তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবা) সাথে আমাকেও তাঁর (উমর) কাছে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : আমার মনে হয়, তাদেরকে আমার জ্ঞানের গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর

জন্যই শুধু আমাকে ডাকা হয়েছিলো। উমর ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত্হু ওয়া রাআইতান্নাসা ইয়াদখুলূনা ফি দ্বীনিল্লাহি আফওয়াজা" সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে বললেন : এ সূরা সম্পর্কে আপনাদের রায় বা বক্তব্য কি? কেউ কেউ বললেন : সাহায্য ও বিজয়লাভ করলে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হুকুম দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ বললেন যে, আমরা এর অর্থ জানি না। অবশিষ্ট সবাই চুপ করে থাকলেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তোমার মতামতও কি এরূপ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন : তাহলে তোমার ব্যাখ্যা কি? আমি বললাম : এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতের খবর তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য আসলে এবং বিজয় অর্থাৎ মক্কা বিজয় হলে সেটি হবে তোমার ওফাতের আলামত। এমতাবস্থায়, তুমি প্রশংসাসহ তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অবশ্যই তওবা কবুলকারী। এ ব্যাখ্যা শুনে উমর বললেন : এর অর্থ তুমি যা জানো, আমিও তাই জানি।

٣٩٥٧- عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ قَالَ لِي أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

৩৯৫৭. আবু শুরাইহ্ আদাবী থেকে বর্ণিত। আমর ইবনে সাঈদ যে সময় মক্কায় সেনাদল পাঠাচ্ছিলেন সেই সময় তিনি (আবু শুরাইহ্ আদাবী) তাকে বলেছিলেন যে, হে আমীর আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এমন একটি বাণী শুনাতে পারি, যা তিনি মক্কা বিজয়ের ঠিক পরদিন বলেছিলেন। তাঁর সেই বাণীটি আমার দু'টি কান শুনেছে, হৃদয় সেটিকে হেফাযত করে ধরে রেখেছে এবং যে সময় তিনি কথাটা বলছিলেন তখন আমার এ দু'টি চোখ তাঁকে দেখেছে। প্রথমে তিনি [নবী (সঃ)] আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করলেন এবং পরে বললেন : আল্লাহ নিজে মক্কাকে মর্যাদা দিয়েছেন, মানুষ তাকে এ মর্যাদা দেয়নি। তাই যে ব্যক্তির আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আছে, তার পক্ষে অন্যায়ভাবে এখানে রক্তপাত করা বা এর গাছপালা কাটা হালাল নয়। মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লড়াইয়ের কথা বলে কেউ যদি সেখানে লড়াইয়ের অবকাশ আছে বলে মনে করে তাহলে তাকে বলো যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। আজকে আবার তার 'হুরমত' ও মর্যাদা গতকালের মতই বদল হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা আমার এ কথাগুলো অনুপস্থিতদের

কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। আবু শুরাইহকে জিজ্ঞেস করা হলো আপনার এ কথার জবাবে আমর ইবনে সাঈদ আপনাকে কি জবাব দিয়েছিলেন? আবু শুরাইহ্ বললেন : আমর আমাকে বললেন : হে আবু শুরাইহ্ এ বিষয়ে আমি তোমার চাইতে বেশী অবগত। কিন্তু হারাম (মক্কা) কোন গোনাহ্গার, খুনী (পলাতক) এবং কোন চোর ও বিপর্যয় সৃষ্টি-কারীকে আশ্রয় দেয় না। অর্থাৎ মক্কায় হুরমতের কারণে এরা রক্ষা পেতে পারে না)।

٣٩٥٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ-

৩৯৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মদের কেনা-বেচাকে হারাম করে দিয়েছেন।১১১

অনুচ্ছেদ : মক্কা বিজয়কালে নবী (সঃ) যেখানে অবস্থান করেছিলেন।

٣٩٥٩- عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرًا نَقْصُرُ الصَّلٰوةَ-

৩৯৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে দশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম। এ দশদিন নামায কসর করেছিলাম।

٣٩٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ-

৩৯৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) উনিশ দিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেছিলেন এবং এ সময় দু' রাক'আত করে নামায আদায় করে-ছিলেন (অর্থাৎ কসর পড়েছিলেন)।

٣٩٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ تِسْعَ عَشْرَةَ نَقْصُرُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا

৩৯৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের সফরে আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে উনিশ দিন মক্কায় অবস্থান করেছিলাম এবং এ সময়ে নামাযে কসর করেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত আমরা কসর পড়তাম। এর চাইতে অধিক দিন অবস্থান করলে পূর্ণ করে (চার রাক'আত) পড়তাম।

অনুচ্ছেদ : লাইস ইউনুস ও ইবনে শিহাবের মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা ইবনে সুআইব তাকে বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (সঃ) যার মুখমণ্ডল মসেহ করে দিয়েছিলেন।

---

১১১. কুরআন মজীদেও মদ, জুয়া, ইত্যাদিকে অপবিত্র, শয়তানের কাজ, এ থেকে বিরত থাকো বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

٣٩٦٢- عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ-

৩৯৬২. আবূ জামিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, তিনি নবী (সঃ)-কে দেখেছেন এবং মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর সাথে শরীক ছিলেন।১২০

٣٩٦٣- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَمَرِّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْحَى اللَّهُ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَاكَ الْكَلَامَ فَكَأَنَّمَا يَقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا إِسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ-

৩৯৬৩. আইয়ূব আবূ কিলাবার মাধ্যমে আমর ইবনে সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আইয়ূব বলেছেন যে, আবূ কিলাবা আমাকে বললেন : তুমি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাত করে তাকে (তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস কর না কেন? আবূ কিলাবা বলেন : এরপর আমি আমর ইবনে সালামার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে (তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : আমরা লোকজনের যাতায়াত পথের পাশে অবস্থিত একটি ঝরণা-ধারার তীরে বাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে বহু কাফেলা অতিক্রম করতো। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, লোকজনের অবস্থা কি এবং নবুয়াতের দাবীদার লোকটিরই [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বা অবস্থা কি? তারা (কাফেলার

১২০. যাবী যুহরী বলেছেন : সুনাইন আবূ জামিলা যে সময় তার কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন তখন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ের সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত।

লোকজন) আমাদেরকে জওয়াব দিতো যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তাঁকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে অহী পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তাঁর কাছে এইসব (কোরআন মজীদের আয়াত শুনিয়ে) অহী পাঠিয়েছেন। আমি ঐ কথাগুলো মুখস্ত করে রাখতাম যেন সেগুলো আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকতো। গোটা আরববাসী ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বিজয় লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলো। তারা (আরববাসীরা) বলতো : তাঁকে এবং তাঁর কওম কুরাইশদেরকে বুঝাপড়া করতে দাও। তিনি যদি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন তাহলে তিনি সত্যই নবী। সুতরাং মক্কা বিজয়ের ঘটনা সংঘটিত হলে প্রত্যেক গোত্র তাড়াহুড়া করে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো। আমার পিতাও আমাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে এসে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছি। তিনি বলেছেন : অমুক সময় অমুক নামায এবং অমুক সময় অমুক নামায পড়বে। নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দেবে আর যে কুরআন বেশী জানে, সে ইমাম হবে। সবাই এ রকম একজন লোক (যে কুরআন বেশী জানে) তালাশ করলো। কিন্তু কুরআন বেশী জানে এমন কোন লোক পাওয়া গেল না। যেহেতু আমি কাফেলার লোকদের নিকট থেকে কুরআন শিখে মনে রাখতাম তাই সবাই আমাকে ইমামতির জন্য সামনে এগিয়ে দিলো (ইমাম বানালো)। আমি তখন ছয় বা সাত বছরের বালক। আমার পরিধানে একখানা চাদর ছিলো। আমি সিজদায় গেলে তা গায়ের সাথে জড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে যেতো। এ অবস্থা দেখে গোত্রের একজন মহিলা বললো : তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনের অংশ আবৃত করো না কেন? সুতরাং সবাই মিলে কাপড় কিনে আমাকে জামা তৈরী করে দিলো। সেই জামা পেয়ে আমি এতো আনন্দিত হয়েছিলাম যে, আর কিছুতে ততো আনন্দিত হইনি।

٣٩٦٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَخِي هَذَا ابْنُ زَمْعَةَ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِعُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَلِكَ.

৩৯৬৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উতবা ইবনে আবূ ওয়াককাস তার ভাই সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাসকে যামআর ক্রীতদাসীর সন্তান নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছিলেন। উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস বলেছিলেন যে, সে আমার ঔরসজাত সন্তান। মক্কা বিজয়ের

বছরে রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আগমন করলে সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস যাম'আর ক্রীত-দাসীর সন্তান নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তার সাথে সাথে আবদ ইবনে যাম'আও আসলো। সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ এ তো আমার ভাতিজা। আমার ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, এ তার পুত্র। তখন আব্দ ইবনে যামআ বললোঃ হে আল্লাহর রসূল, এতো আমার ভাই। কারণ সে যাম'আর ঔরসজাত সন্তান। সে তার (যাম'আর) বিছানাতে জন্মলাভ করেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) যাম'আর ক্রীত-দাসীর পুত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখতে পেলেন যে, তার (সন্তানের) চেহারা উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের চেহারার সদৃশ। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ হে আব্দ ইবনে যাম'আ, একে নিয়ে যাও, এ তোমার ভাই। কেননা সে তোমার পিতার বিছানায় জন্মলাভ করেছে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ সন্তানের চেহারা উতবা ইবনে আবূ ওয়াক্কাসের চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল দেখে তাঁর স্ত্রী সাওদা বিনতে যামআকে বললেনঃ তুমি তার সামনে পর্দা করবে। ইবনে শিহাব আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আয়েশা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার বিছানায় সন্তান হলো সন্তান তার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরা উচ্চৈঃস্বরে এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন।

٣٩٦٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّٰهِ قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذٰلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ -

৩৯৬৫. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যামানায় মক্কা বিজয়ের যুদ্ধকালে একজন স্ত্রীলোক চুরি করেছিলো। তার কওমের লোক-জন আতংকিত হয়ে তার ব্যাপারে সুপারিশ করানোর জন্য উসামা ইবনে যায়েদের কাছে আসলো। উরওয়া বলেছেনঃ উসামা ইবনে যায়েদ উক্ত মহিলার ব্যাপারে (তাকে শাস্তি না দেয়ার জন্য) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো। তিনি (উসামা ইবনে যায়েদকে) বললেনঃ তুমি আল্লাহর (নির্ধারিত) 'হদ' জারি থেকে বিরত রাখার জন্য আমার কাছে সুপারিশ করছো? উসামা সঙ্গে সঙ্গে বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। সন্ধ্যা হলে রসূ-

রসূলুল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার যথাযোগ্য প্রশংসার পর বললেনঃ অতঃপর (আমি বলছি) তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার অভিজাত বংশের কোন লোক চুরি করলে তাকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি (হদ) না দিয়ে ছেড়ে দিতো। কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি করলে তাকে শাস্তি প্রদান করতো। যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ সেই সত্তার শপথ করে বলছি, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো তাহলে আমি তারও হাত কেটে দিতাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ স্ত্রীলোকটির হাত কাটতে হুকুম করলে তার হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো। এরপর সে উত্তম তওবা করেছিলো (এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করেছিলেন)। পরে সে (বনী সুলাইম গোত্রের) একজন লোককে বিয়ে করেছিলো। আয়েশা বর্ণনা করেছেনঃ এ ঘটনার পর সে আমার কাছে আসতো। আমি তার প্রয়োজনসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পেশ করতাম।

٣٩٦٦- عَنْ مُجَاشِعٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا فَقُلْتُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ.

৩৯৬৬. মুজাশে' ইবনে মাসউদ ইবনে সালাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের পর আমি আমার ভাই (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ভাইকে এ উদ্দেশ্যে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি যে, আপনি হিজরতের জন্য তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেনঃ (মক্কা থেকে মদীনায়) হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছে।[১২১] আমি বললামঃ তাহলে কোন্ বিষয়ে আপনি তার থেকে বাইআত গ্রহণ করবেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমি তার নিকট থেকে ইসলাম, ঈমান ও জিহাদের বাইআত গ্রহণ করবো। হাদীস বর্ণনাকারী আবু উসমান বলেছেনঃ এরপর আমি আবু মা'বাদ (অর্থাৎ মুজাশে'র ভাই মুজালিদ)-এর সাথে দেখা করে হাদীসটি সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ মুজাশে' ঠিকই বর্ণনা করেছে। দু' ভাইয়ের মধ্যে তিনিই (মুজালিদ) ছিলেন বড়।

٣٩٦٧- عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ انْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ قَالَ مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُجَاشِعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ.

৩৯৬৭. মুজাশে' ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি আমার ভাই আবু মা'বাদ (মুজালিদ)-কে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এই উদ্দেশ্যে গেলাম যে, তিনি তাকে

---

১২১. মদীনায় হিজরতকারীগণ হিজরতের সব মর্যাদা লাভ করেছেন হাদীসে বর্ণিত এ কথাটির অর্থ হলো; মক্কা বিজয়ের পর বর্তমানে আর হিজরত করার মতো পরিস্থিতি নাই। এখন ইসলামকে পুরোপুরি মেনে চলা, ঈমানকে মজবুত করা এবং জিহাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কথাটিই অন্য একটি হাদীসে এ ভাবে বলা হয়েছে যে, বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নাই বা থাকে না। বরং জিহাদ ও হিজরতের নিয়ত থাকতে পারে।

হিজরতের জন্য বাইআত করবেন। নবী (সঃ) বললেনঃ হিজরতকারীগণ (মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীগণ) হিজরতের মর্যাদা লাভ করেছে। এখন আমি ইসলাম এবং জিহাদের জন্য বাইআত গ্রহণ করি। রাবী আবু উসমান বর্ণনা করেছেনঃ পরে আমি আবু মা'বাদের সাথে সাক্ষাৎ করে হাদীসটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেনঃ মুজাশে' সত্য কথাই বলেছে। খালিদ আবু উসমানের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (মুজাশে') তার ভাই মুজালিদকে নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়েছিলেন।

٣٩٦٨- عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّامِ قَالَ لَا هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ فَانْطَلِقْ فَاعْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا وَإِلَّا رَجَعْتَ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ لَا بَعْدَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَهُ

৩৯৬৮. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে বললামঃ আমি শামদেশে (সিরিয়া) হিজরত করতে মনস্থ করেছি। একথা শুনে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বললেনঃ এখন আর হিজরতের প্রয়োজন নাই। বরং এখন জিহাদের প্রয়োজন আছে। অতএব এখন যাও এবং চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। যদি জিহাদের কোন শক্তি নিজের মধ্যে দেখতে পাও তাহলে জিহাদ করো। অন্যথায় হিজরত থেকে বিরত থাকো। নযর ইবনে শুমাইল শু'বা ও আবু বিশ্‌র এর মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (সিরিয়ায়) হিজরতের কথা বললে তিনি বললেন, বর্তমানে আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। অথবা (রাবীর সন্দেহ) বললেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে হিজরতের প্রয়োজন নেই। আবু বিশ্‌র মুজাহিদ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।১২২

٣٩٦٩- عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

৩৯৬৯. মুজাহিদ ইবনে জাব্‌র আল মক্কী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলতেন যে, বিজয়লাভের পর হিজরতের প্রয়োজন থাকে না।

٣٩٧٠- عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللّٰهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللّٰهُ الْإِسْلَامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

---

১২২. এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত হিজরতের প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু বিরুদ্ধে শক্তিকে পরাভূত করে বিজয় আসার পর ইসলাম শক্তিশালী হয়ে আবির্ভূত হয়। সুতরাং তখন হিজরতের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না।

৩৯৭০. আতা ইবনে আবু রাবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উবাইদ ইবনে উমাইয়ের সাথে আয়েশার সাক্ষাতের জন্য গেলাম। উবাইদ ইবনে উমাইর তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : বর্তমানে হিজরতের প্রয়োজন নেই। এর আগে একজন ঈমানদার তার দ্বীনকে ফিতনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে (মদীনায়) চলে যেতো। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পরে বর্তমানে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন। তাই বর্তমানে একজন ঈমানদার যেখানে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। বর্তমানে জিহাদ এবং হিজরতের নিয়ত করা যেতে পারে।

٣٩٧١- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ اِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِيْ وَلَا تَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدِيْ وَلَمْ تَحِلَّ لِيْ قَطُّ اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا اِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلَّا الْاِذْخِرَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَاِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوْتِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ اِلَّا الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ حَلَالٌ

৩৯৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সঃ) খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মক্কাকে মর্যাদা দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মর্যাদা দানের কারণেই মক্কা কিয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা মণ্ডিত। এখানে বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত ঘটানো আমার পূর্বেও কারো জন্য হালাল ছিলো না এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আর একদিনের কিয়দংশ সময়ে আমার জন্য মক্কাকে হালাল করা হয়েছিলো। এখানে শিকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটা চয়ন করা যাবে না, ঘাস কাটা যাবে না এবং প্রচারের মাধ্যমে মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য ছাড়া পড়ে থাকা কোন জিনিসও কুড়িয়ে নেয়া যাবে না। এ কথা শুনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব বললেন : হে আল্লাহর রসূল! তবে ইয্খের, ঘাস ছাড়া। কেননা, ইয্খের ঘাস লৌহ কর্মকার ও বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন এবং কিছুক্ষণ পরে বললেন : হ্যাঁ "ইয্খের" ঘাস ছাড়া (অন্য সব ঘাস কাটা নাজায়েজ)। ইয্খের ঘাস কাটা হালাল।

(অপর একটি সনদে আবদুল করীম ইকরামা ও ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে এ হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝ ثُمَّ يَتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (التوبة - ٢٥- ٢٧)

"আল্লাহ ইতিপূর্বে অনেকগুলো ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন। আর হুনাইন যুদ্ধের দিনেও। (এ দিন তোমরা তাঁর সাহায্য স্পষ্টভাবে অনুভব করেছো)। এ দিন তোমরা সংখ্যাধিক্যের গর্বে গর্বিত ছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। বিপুল বিস্তৃত পৃথিবীও সেদিন তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন। আর এমন একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। এ ভাবে তিনি কাফেরদের শাস্তি দিলেন। কাফেরদের জন্য এটাই উপযুক্ত প্রতিফল। এভাবে সাজা দেওয়ার পরেও আল্লাহ যাকে চান তাকে তওবার সুযোগ দান করেন। আল্লাহই তো ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" (আত্-তাওবা—আয়াত—২৫—২৭)

٣٩٧٢- عَنْ إِسْمٰعِيْلَ قَالَ رَأَيْتُ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْفٰى ضَرْبَةً قَالَ ضَرَبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ -

৩৯৭২. ইসমাইল (ইবনে আবু খালিদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফার হাতে আঘাতের চিহ্ন দেখেছি। তিনি বলেছেন : আমি হুনাইন যুদ্ধের দিন নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে এ আঘাত পেয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হুনাইন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন? তিনি বললেন : এর আগের যুদ্ধগুলিতেও আমি অংশ গ্রহণ করেছি।

٣٩٧٣- عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةَ أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَمْ يُوَلِّ وَلٰكِنَّ عَجَلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَازِنُ وَأَبُوْ سُفْيٰنَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرَأْسِ بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

৩৯৭৩. আবু ইসহাক সাবি'য়ী থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বারা ইবনে আযেবের কাছে এসে তাকে প্রশ্ন করলো : হে, আবু উমারা! হুনাইন যুদ্ধের দিন কি আপনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? আবু ইসহাক সাবি'য়ী বলেন : এর জবাবে আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি : আমি নিজে নবী (সঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তবে সেনাদলের অগ্রগামী বাহিনী তাড়াহুড়া করলে হাওয়াযিন গোত্র তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করলো। এ সময় আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাদা খচ্চরটির মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলছিলেন : আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়।[১২৩] আমি তো আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٧٤- عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ قِيْلَ لِلْبَرَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ أَوَلَّيْتُمْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُوَلِّ وَلٰكِنْ رَمَاةٌ فَقَالَ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -

---

১২৩. 'আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়।' এ কথার অর্থ হলো, আমি সত্যই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আমাকে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন। তাই আমি পরাজিত হবো না। উপরন্তু আমি কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

৩৯৭৪. আবূ ইসহাক সাবিয়ী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আমি শুনলাম, বারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করা হলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনি কি নবী (সঃ)-এর সংগে থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ নবী (সঃ)-এর কথা বলছো? না, তিনি কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। তারা (হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা) ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। (তারা তীর বর্ষণ শুরু করলে সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো) তখন নবী (সঃ) বলছিলেন, আমি যে নবী এ কথা মিথ্যা নয়। আর আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।

٣٩٧٥ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَكِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ انْكَشَفُوْا فَأَكْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا وَهُوَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ؛ قَالَ إِسْرَائِيْلُ وَزُهَيْرٌ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَغْلَتِهِ .

৩৯৭৫. আবূ ইসহাক সাবিয়ী থেকে বর্ণিত। কাইস গোত্রের একজন লোক এসে বারা ইবনে আযেবকে জিজ্ঞেস করলো; হুনাইন যুদ্ধের দিন আপনারা কি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ফেলে পালিয়েছিলেন? আবূ ইসহাক সাবিয়ী বলেন ঃ এর জবাবে আমি বারা ইবনে আযেবকে বলতে শুনেছি; রসূলুল্লাহ (সঃ) কিন্তু পালাননি। হাওয়াযিন গোত্রের লোকজন ছিলো সুদক্ষ তীরন্দাজ। আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করলে তারা বিপর্যস্ত হয়ে ভাগতে শুরু করলে আমরাও গণীমাত সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ করে আমরা তীরন্দাজ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলাম। এ সময় আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার সাদা খচ্চরের পিঠে দেখলাম। আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস তার লাগাম ধরে আছে। আর তিনি [নবী (সঃ)] বলছেন ঃ আমি যে নবী তা মিথ্যা নয়। ইসরাইল ইবনে ইউনুস এবং যুহাইর ইবনে মু'আবিয়া বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) ঐ সময় তাঁর খচ্চরের পিঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন।

٣٩٧٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ . أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيْثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ وَكَانَ انْتَظَرَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ

أَرُدُّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ ذٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا هٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبْيِ هَوَازِنَ.

৩৯৭৬. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) মারওয়ান ইবনে মনসূর ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিগণ মুসলমান হয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে তাদের সম্পদ ও বন্দীদের ফেরত চাইলে নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আমার কাছে যারা আছেন (সাহাবাগণ) তাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। সত্য কথা বলাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করো। আমি তোমাদের জন্য (তোমরা আসবে মনে করে) অপেক্ষা করেছি। তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আগমনের জন্য দশ রাতেরও অধিক অপেক্ষা করেছেন। হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের কাছে যখন এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পদ ও বন্দী এ দুটির যে কোন একটির বেশী তাদেরকে প্রত্যর্পণ করবেন না তখন তারা বললো, আমরা আমাদের বন্দীদেরকেই ফিরে চাই তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের সামনে 'খুতবা' দিতে দাঁড়ালেন। আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসার পর তিনি বললেন ঃ তোমাদের ভাইয়েরা (হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধিরা কুফর থেকে তওবা করে) আমাদের কাছে এসেছে। আর আমি তাদের বন্দীদেরকে তাদের কাছে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমরা যারা আমার এ সিদ্ধান্তকে খুশী মনে গ্রহণ করবে তারা (নিজের অংশের) বন্দীদেরকে প্রত্যর্পণ করো। আর যারা তাদের অংশের অধিকার অবশিষ্ট রেখে এ শর্তে বন্দীকে প্রত্যর্পণ করতে চাও যে, "ফাই'য়ের সম্পদ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত) থেকে সর্ব প্রথম আল্লাহ আমাকে যা দিবেন তা দিয়ে আমি তার এ বন্দীর মূল্য পরিশোধ করবো তাহলে তারা তাই করো। সবাই বললো ঃ হে, আল্লাহর রসূল! আমরা বরং খুশী মনে আপনার (প্রথম) প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ তোমরা কে খুশী মনে অনুমতি দিলে আর কে খুশী মনে দিলে না তা তো আমি জানতে পারলাম না। তাই তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সাথে আলোচনা করো। তারা আমার কাছে এসে বিষয়টি জানাবে। লোকজন ফিরে গেলো। তাদের বিজ্ঞ লোকেরা তাদের সাথে আলাপ করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে জানালো যে, সবাই খুশী মনে বিষয়টি (সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব) গ্রহণ করেছে এবং সম্মতি জানিয়েছে। উরওয়া ইবনে যুবাইর বর্ণনা করেছেন যে, হাওয়াযিন গোত্রের বন্দীদের সম্পর্কে আমি এ হাদীসটিই অবহিত আছি।

٣٩٧٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِوَفَائِهِ.

৩৯৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা হুনাইন অভিযান

থেকে ফেরার পথে উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার (উমরের) জাহেলী যুগে নযর মানা-- 'ই'তিকাফ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী (সঃ) তাকে তা পূরণ করতে আদেশ করলেন।

٣٩٧٨- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ
جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ
عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ
الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَهُ فَتِيلًا لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ
مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ فَقُمْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ
ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَهُ ثُمَّ قُمْتُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ
وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا هَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ
اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيهِ فَابْتَعْتُ بِهِ
مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

৩৯৭৮. আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হুনাইন যুদ্ধের বছর আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। আমরা শত্রুর মুখোমুখি হলে মুসলমানদের মধ্যে কিছু বিশৃংখলা দেখা দিলো। এ সময় আমি দেখলাম এক মুশরিক ব্যক্তি একজন মুসলমানকে পরাভূত করে ফেলেছে। আমি পেছন দিক থেকে গিয়ে তরবারি দ্বারা তার ঘাড় ও কাঁধের মধ্যকার বড় রগের ওপর আঘাত করলাম এবং তার পরিহিত বর্ম কেটে ফেললাম। সে ফিরে আমার ওপর আক্রমণ করলো এবং এমন জোরে আমাকে চেপে ধরলো যে, আমি যেনো মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এরপরই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে আমাকে ছেড়ে দিলো। তারপর আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গিয়ে বললাম, লোকজন পরাস্ত হলো কেন? তিনি বললেন : মহান ও শক্তিমান আল্লাহর মর্জি। এরপর মুসলমান-গণ ফিরে এসে আবার হামলা করলো (এবং মুশরিকদেরকে পরাজিত করলো)। যুদ্ধ শেষে নবী (সঃ) এক জায়গায় বসে বললেন : যে মুসলমান কোন মুশরিককে হত্যা করেছে এবং তার কাছে এ বিষয়ের প্রমাণ আছে তাকে নিহত ব্যক্তির সব দ্রব্য দেয়া হবে। আবূ কাতাদা বলেন : আমি বললাম, আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? এ কথা বলে আমি বসে পড়লাম। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আবারও অনুরূপ কথা বললেন। আমি তখন উঠে বললাম : আমার পক্ষে (ঐ ব্যক্তিকে হত্যার) সাক্ষ্য দেয়ার মতো কেউ আছে কি? তারপর আমি বসে পড়লাম। নবী (সঃ) পুনরায় আগের মতো বললেন। আমি আরাও দাঁড়ালাম। এ দেখে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : আবূ কাতাদা তোমার কি ব্যাপার? আমি তখন তাঁকে সব কিছু বললাম। এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠলো : সে সত্য কথা বলছে আর তার হাতে নিহত ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী আমার কাছে আছে। তাকে সম্মত করে ঐ গুলো আমাকে দিয়ে দিন। তখন আবূ বকর বললেন : আল্লাহর কসম, তা হতে পারে না। আল্লাহর এক সিংহ যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষে লড়াই করে (যুদ্ধের ময়দান থেকে) তার ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যাদি তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা রসূলুল্লাহ (সঃ)

করতে পারেন না। নবী (সঃ) বললেন ঃ আবু বকর ঠিক বলেছে। অতএব, এ সব দ্রব্যাদি তুমি তাকে (আবু কাতাদাকে) দিয়ে দাও। তিনি [নবী (সঃ)] তার নিকট থেকে ঐগুলো আমাকে নিয়ে দিলেন। ঐ দ্রব্যগুলোর বিনিময়ে আমি একটি (ফলের) বাগান কিনলাম। আর ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

٣٩٧٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَآخَرُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائِهِ لِيَقْتُلَهُ فَأَسْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِبَنِي وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمَّنِي ضَمًّا شَدِيدًا حَتَّى تَخَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكَ فَتَحَلَّلَ وَدَفَعْتُهُ ثُمَّ قَتَلْتُهُ وَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي فَجَلَسْتُ ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ سَلَبُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْكُرُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَلاَّ لاَ يُعْطِيهِ أُصَيْبِغٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الإِسْلاَمِ.

৩৯৭৯. আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি একজন মুসলমানকে একজন মুশরিকের সাথে লড়াই করতে দেখলাম। অন্য একজন মুশরিককে পেছন দিক থেকে তাকে (মুসলমান লোকটিকে) হত্যা করার জন্য আড়ি পাততে দেখলাম। পেছন দিক থেকে আড়ি পেতে হামলাকারী লোকটির প্রতি দ্রুত ধেয়ে চললাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য হাত উঠালে আমি তার হাতের ওপর আঘাত করে তা কেটে ফেললাম। সে এগিয়ে এসে এমন কঠোরভাবে আমাকে চেপে ধরলো যে, (মৃত্যুর ভয়ে) ভীত হয়ে পড়লাম। কিন্তু পরক্ষণেই সে আমাকে ছেড়ে দিলো এবং শিথিল হয়ে পড়লো। তাকে আমি একটু দূরে সরিয়ে হত্যা করলাম। এরপর মুসলমানগণ ভাগতে থাকলে তাদের সাথে আমিও ভাগলাম। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে আমার সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। লোকজনের হলো কি যে, তারা এভাবে পালালো। উমর বললেন ঃ আল্লাহর ফয়সালা তাই। অতঃপর (যুদ্ধ শেষে কাফেরদের পরাজিত করার পর) লোকজন সবাই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে একত্রিত হলে তিনি বললেন ঃ কেউ কাউকে (কোন মুশরিককে) হত্যা করেছে বলে প্রমাণ দিতে পারলে নিহত ব্যক্তির নিজ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সব জিনিসপত্র তাকে (হত্যাকারীকে) প্রদান করা হবে। আবু কাতাদা বলেন, এ কথা শুনে আমি আমার হাতে নিহত লোকটি সম্পর্কে সাক্ষী প্রমাণ তালাশ করতে বের হলাম। কিন্তু আমার পক্ষে (ঐ লোকটিকে হত্যা করার ব্যাপারে) সাক্ষী দেয়ার মতো একজনও পেলাম

না। তাই আমি (চুপচাপ) বসে রইলাম। তারপর এক সময়ে সুযোগ মতো আমি আমার সব ঘটনা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বললাম। তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলে উঠলো যে নিহত ব্যক্তির কথা সে বলছে তার অস্ত্রশস্ত্র আমার কাছে আছে। তাকে রাজি করে এগুলো আমাকেই দিন। এ কথা শুনে আবু বকর বললেন : আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াই করে এমন এক আল্লাহর সিংহকে না দিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) একজন কুরাইশকে তা দিবেন। আবু কাতাদা বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ দ্রব্যগুলো আমাকে দিয়ে দিলেন। আর তার বিনিময়ে আমি একটি ফলের বাগান খরিদ করলাম। ইসলাম গ্রহণের পর এটাই ছিলো আমার প্রথম সম্পদ।

অনুচ্ছেদ : আওতাস যুদ্ধ।

٣٩٨٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ
إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى
وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عَامِرٍ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي
رُكْبَتِهِ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ فَأَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ
قَاتِلِي الَّذِي رَمَانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فَاتَّبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ
أَلَا تَسْتَحْيِي أَلَا تَثْبُتُ فَكَفَّ فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِرٍ
قَتَلَ اللَّهُ صَاحِبَكَ قَالَ فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي
أَقْرِئِ النَّبِيَّ ﷺ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي وَاسْتَعْمَلَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَى النَّاسِ فَمَكَثَ يَسِيرًا
ثُمَّ مَاتَ فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ
قَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ قَالَ قُلْ لَهُ
اسْتَغْفِرْ لِي فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ وَ
رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ
فَقُلْتُ وَلِي فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مُدْخَلًا كَرِيمًا. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِرٍ وَالْأُخْرَى لِأَبِي مُوسَى.

৩৯৮০. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) হুনায়েন যুদ্ধ শেষে আবু আমেরকে একটি সেনাবাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে আওতাস গোত্রের[১২৪]

---

১২৪. আওতাস তায়েফের অদূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা এ এলাকার অধিবাসীদেরকে কওমে আওতাস বলা হতো। এদেরকে দমন করার জন্য আশ'আরী গোত্রের হযরত আবু আমের (রা)-কে পাঠানো হয়। রাবী হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) তাঁর ভাতিজা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় হুনায়েন যুদ্ধের পর পরই হিজরী অষ্টম সনে।

প্রতি পাঠান। তাঁর মোকাবেলা হয় দুরাইদ ইবনে সিম্মার সাথে। দুরাইদ নিহত হয় এবং আল্লাহ তার সাথীদেরকে পরাজয় দান করেন। আবু মূসা বলেন, [রসূলুল্লাহ (সঃ)] আমাকেও আবু আমেরের সাথে পাঠান। আবু আমেরের হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষিপ্ত হয়। জুশামী গোত্রের এক ব্যক্তি এ তীরটি নিক্ষেপ করে। তীরটি তাঁর হাঁটুর মধ্যে প্রবেশ করে। আমি তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললাম ঃ চাচাজান! কে আপনাকে তীর মেরেছে? তিনি আবু মূসাকে ইশারায় দেখিয়ে বলেন ঃ ঐ যে ঐ ব্যক্তি আমাকে তীর মেরে হত্যা করেছে। তার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়ে আমি তার কাছে গেলাম। সে আমাকে দেখেই পালালো। আমি এ কথা বলতে বলতে তার পেছনে ধাওয়া করলাম, ওরে বেহায়া, থামিসনা কেন? সে থেমে গেলো। আমরা দুজন তলোয়ার নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করলাম। আমি তাকে হত্যা করলাম। তারপর আমি (ফিরে এসে) আবু আমেরকে বললাম ঃ আল্লাহ আপনার হত্যাকারীকে মেরে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ আমার (হাঁটু থেকে) তীরটি তো আগে বের করে দাও। আমি তীরটি টেনে বের করে আনলাম। তা (আহত স্থান) থেকে পানি বের হলো। তিনি বললেন ঃ হে, আমার ভাতিজা! নবী (সঃ)-কে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে আমার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলবে।। আবু আমের আমাকে তাঁর স্থলে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করলেন। এরপর তিনি আর কিছুক্ষণ বেঁচে রইলেন তারপর মারা গেলেন। আমি ফিরে এলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। তিনি নিজের গৃহে একটি পাকানো দড়ির তৈরী চারপাইতে শায়িত ছিলেন। চারপাইতে (নামমাত্র একটা) বিছানা ছিল। তাঁর পিঠে ও পার্শ্বদেশে চারপাইয়ের দড়ির দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের ও আবু আমেরের সব খবর জানালাম এবং তাঁকে এ কথাও বললাম যে, আবু আমের আপনাকে তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করতে বলেছেন। তিনি পানি আনিয়ে অযু করলেন তারপর দু'হাত তুলে বললেন ঃ হে, আল্লাহ! উবাইদ আবু আমেরকে মাগফেরাত দান করো। (তিনি হাত এত ওপরে তুলেছিলেন যে,) তাঁর বগলের শুভ্রতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহ! কিয়ামতের দিন তাকে তোমার সৃষ্ট মানব জাতির অধিকাংশের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো। আমি বললাম ঃ আমার জন্যও মাগফেরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন ঃ হে, আল্লাহ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গুনাহ মাফ করে দাও এবং কিয়ামতের দিন তাকে মর্যাদা দান করো।

আবু বুরদা (আবু মূসার পরবর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, এর মধ্যে একটি দো'আ আবু আমেরের জন্য এবং অন্যটি আবু মূসার জন্য।

অনুচ্ছেদ ঃ তায়েফ যুদ্ধ।

মূসা ইবনে উকবার বর্ণনা মতে এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হয় অষ্টম হিজরীর শওয়াল মাসে।

٣٩٨١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ -

৩৯৮১. উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) আমার কাছে এক হিজড়া[১২৫] বসে ছিল এমন সময় নবী (সঃ) আসলেন। আমি শুনলাম সে আবদুল্লাহ

১২৫. ইমাম বুখারী ইবনে উয়াইনা ও ইবনে জুরাইজের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, এ হিজড়াটির নাম ছিল হীত।

ইবনে আবু উমাইয়াকে বলছে, হে, আবদুল্লাহ! দেখো যদি আল্লাহ আগামী কাল তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে গাইলানের মেয়েদেরকে নিয়ে নিয়ো। কারণ তারা (এতই কোমল দেহাবয়বের অধিকারিণী যে,) সামনে আসলে তাদের পেটে চারটে করে ভাঁজ পড়ে আর পিঠ ফিরলে আটটা ভাঁজ পড়ে। (এ কথা শুনে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এদেরকে তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না (অর্থাৎ এদের থেকে পর্দা করো)।

٣٩٨٢- عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا وَزَادَ وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ

৩৯৮২. আর হিশাম (রাঃ) থেকেও এ একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি এর ওপর এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, সেদিন তিনি তায়েফ অবরোধ করেছিলেন।

٣٩٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا حَاصَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّائِفَ فَلَمْ يَنَلْ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوْا نَذْهَبُ وَلَا نَفْتَحُهُ وَقَالَ مَرَّةً نَقْفُلُ فَقَالَ اغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدَوْا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمَ.

৩৯৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তায়েফ অবরোধ করলেন এবং তাদের থেকে তিনি কিছুই হাসিল করতে পারলেন না, তখন তিনি বললেন : ইনশা আল্লাহ আমরা (অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে) চলে যাবো। মুসলমানদের কাছে এ কথাটা বড় ভারী ঠেকলো। তারা বললো, আমরা কি এটাকে জয় না করে চলে যাবো? বর্ণনাকারী একবার 'চলে যাবো'-এর স্থলে ফিরে যাবো বলেন। এতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : ঠিক আছে, সকালে গিয়ে লড়াই করো। কাজেই তারা লড়াই করলো। এর ফলে তারা আহত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আগামী কাল ইনশা আল্লাহ আমরা ফিরে যাবো। এখন (রসূলের) এ ফরমানটি মুসলমানদেরকে খুশী করলো। তিনি হেসে দিলেন। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) একবার বলেন তিনি মুচকি হেসে দিলেন।

٣٩٨٤- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَبَا بَكْرَةَ كَانَ سَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أُنَاسٍ فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَاصِمٌ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلْ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الطَّائِفِ.

৩৯৮৪. আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু উসমানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি শুনেছি সা'দের কাছ থেকে, যিনি আল্লাহর পথে প্রথম তীর নিক্ষেপ

করেছিলেন আর আবু বাক্‌রার কাছ থেকে, যিনি (রসূলে করীমের কাছে আসার জন্য) কয়েকজন লোকের সাথে তায়েফের প্রাচীরের ওপর চড়ে ছিলেন তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে গিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনই বলেছেন, তাঁরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও এমন এক ব্যক্তিকে নিজের পিতা বলে দাবী করে যে তার পিতা নয়, তার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।

মা'মার ও আসেমের মাধ্যমে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, আবুল আলীয়া বা আবু উসমান আল্‌ নাহ্‌দী বলেছেন, তিনি সা'দ ও আবু বাক্‌রা (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রেওয়ায়েত শুনেছেন। আসেম বলেন : আমি বললাম, নিশ্চয়ই এমন দু'জন লোক এ রেওয়ায়েতটি আপনার কাছে করেছে নিজের নিশ্চয়তার জন্য আপনি যাদেরকে যথেষ্ট মনে করেন। জবাবে তিনি বললেন : অবশ্যই। (আর হবেই বা না কেন, যখন) তাদের একজন হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পথে সর্বপ্রথম তীর ছোঁড়েন আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন তায়েফ থেকে (নগর পাঁচিল টপকে) যে তেইশজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٩٨٥- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ أَلَا تُنْجِزُ لِي مَا وَعَدْتَنِي؟ فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ فَقَالَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلَا أَنْتُمَا قَالَا قَبِلْنَا ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ الْبُشْرَانِ أَفْضِلَا لِأُمِّكُمَا فَأَفْضَلَا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.

৩৯৮৫. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলাম, যখন তিনি মক্কা মদীনার মধ্যবর্তী জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল। এমন সময় নবী (সঃ)-এর কাছে একজন গ্রামবাসী এসে বললো : আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূরণ করবেন না? তিনি জবাবে তাকে বললেন : সুসংবাদ গ্রহণ করো। সে বললো : আপনি অনেকবার সুসংবাদের কথা শুনিয়েছেন। এতে তিনি সক্রোধে আবু মূসা ও বিলালের দিকে ফিরে বললেন : এ ব্যক্তি তো সুসংবাদ প্রত্যাখ্যান করলো, তোমরা দু'জন তা গ্রহণ করো। তাঁরা দু'জন বললেন : আমরা গ্রহণ করলাম। এরপর তিনি এক পেয়ালা পানি আনালেন। তার মধ্যে নিজের হাত ও মুখ ধুয়ে কুল্লি করলেন তারপর বললেন : তোমরা দু'জন এ থেকে পানি পান করো এবং নিজেদের চেহারায় ও বুকে ছিটিয়ে দাও আর সুসংবাদ গ্রহণ করো। কাজেই তাঁরা দু'জন পেয়ালাটি উঠিয়ে নিয়ে তাই করলেন। উম্মে সালামা পর্দার পেছন থেকে ডেকে বললেন : তোমাদের মায়ের (অর্থাৎ আমার) জন্যও কিছুটা রেখে দিয়ো। ফলে তাঁরা তাঁর জন্যও কিছুটা রেখে দিলেন।

٣٩٨٦- عَنْ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى
فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ
أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ
سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ
فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا
ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ.

৩১৮৬. ইয়ালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, হায়! যদি আমি অহী নাযিল হবার সময় নবী (সঃ)-কে দেখতাম। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রানায়[১২৬] ছিলেন। একটি কাপড় দিয়ে তাঁর মাথার ওপর ছায়া করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর একদল সাহাবাও তাঁর সাথে এই ছায়াতলে ছিল। এমন সময় একজন গ্রামবাসী আসলো তাঁর কাছে। সে পরেছিল একটি খুশবু মাখানো জুব্বা। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে এমন এক জুব্বায় উমরাহর এহরাম বাঁধলো যাতে খুশবু মাখানো ছিল? এ সময় উমর (রাঃ) হাতের ইশারায় ইয়া'লাকে ডাকলেন। ইয়া'লা এসে ছায়াতলে মাথা ঢুকিয়ে দেখলেন। (তিনি দেখলেন) নবী (সঃ)-এর চেহারা রক্তাভ হয়ে গেছে এবং তাঁর শ্বাস দ্রুত ওঠানামা করছে। এ অবস্থা কিছুক্ষণ বিরাজিত থাকলো তারপর তা পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তখন তিনি [নবী (সঃ)] জিজ্ঞেস করলেন : সে ব্যক্তি কোথায় গেলো যে এখনি আমাকে উমরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল? সে লোকটিকে খুঁজে আনা হলো। তিনি তাকে বললেন : তোমার গায়ে যে খুশবু লেগেছে তা তিনবার ধুয়ে ফেলো এবং জুব্বাটি খুলে ফেলো আর হজ্জে যা-কিছু করো উমরাহে তার সবগুলোই করো।

٣٩٨٧- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ
قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا
إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ أَوْ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ
فَخَطَبَهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ بِي وَكُنْتُمْ
مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ
وَرَسُولُهُ أَمَنُّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ
أَمَنُّ قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ
بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً

১২৬. জি'রানা একটি জায়গার নাম। এর অবস্থান নিয়ে মতবিরোধ আছে। কারো মতে মক্কা ও মদীনার মাঝখানে এ স্থানটি ছিল। আবার কারো মতে এটি ছিল মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে।

مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا
الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا
حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

৩৯৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: হুনায়েনের দিন আল্লাহ যখন তাঁর রসূলকে গণীমাতের মাল দান করলেন তখন যেসব লোকের হৃদয়কে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য ছিল তাদের মধ্যে তিনি তা বণ্টন করে দিলেন। আর আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা যখন তা পেলো না তখন তারা রাগান্বিত হলো অথবা অন্য লোকেরা যা পেয়েছে তারা তা না পেয়ে মর্মাহত হলো। তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: হে আনসারগণ! আমি কি তোমাদেরকে গোমরাহীতে লিপ্ত পাইনি? তারপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়াত দান করেন। আর তোমাদের মধ্যে কি বিভেদ ও অনৈক্য ছিল না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও প্রীতি সৃষ্টি করেন। আর তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না? তারপর আমার সাহায্যে আল্লাহ তোমাদেরকে বিত্তশালী করেন। যখনই তিনি কিছু বলতেন, তার জবাবে আনসাররা বলতেন: আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরাট এহ্সান আমাদের ওপর। তিনি বললেন: আল্লাহর রসূলের কথার জবাব দিতে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে? যখনই তিনি কিছু বলেন, তারা জবাবে বলে যায়, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরাট এহসান তাদের ওপর। তিনি বলেন: হাঁ, তবে তোমরা চাইলে এ কথা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন (সংকটময়) অবস্থায় এসেছিলেন (যখন আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম)। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে আসবে তোমাদের ঘরে। যদি আমি হিজরত না করতাম তাহলে আনসারদের একজন হতাম। যদি অন্য লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথে চলে, তাহলে আমি চলবো আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথে। আনসাররা হচ্ছে ভেতরের পোশাক আর অন্য লোকেরা হচ্ছে বাইরের পোশাক। আমার পর তোমরা শিগগির দেখবে অন্যদের অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবর করো যে পর্যন্ত না হাউযে কাওসারে তোমাদের সাথে আমার মোলাকাত হয়ে যায়।

٣٩٨٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ
فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ
دِمَائِهِمْ قَالَ أَنَسٌ فَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ
فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَامَ
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أَمَّا رُؤَسَاؤُنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا نَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ
لِرَسُولِ اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ

ﷺ فَإِنِّي أُعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ
تَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَّهِ لَمَا
تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ رَضِينَا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ
سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى
الْحَوْضِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمْ يَصْبِرُوا۔

৩৯৮৮. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন আল্লাহ তাঁর রসূলকে হাওয়াযেনের গণীমাতের মাল দান করলেন এবং উট দান করলেন তখন কয়েকজন আনসার বললেন, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে না দিয়ে কুরায়েশদেরকে দান করছেন। অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে কুরাইশদের রক্ত টপকাচ্ছে। আনাস বলেন : আনসারদের এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলো। তিনি আনসারদের কাছে খবর পাঠিয়ে তাদেরকে জমায়েত করলেন চামড়ার তাঁবুতে। তাদের সাথে আর কাউকে ডাকলেন না। যখন আনসাররা সবাই এসে গেলেন তখন নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : তোমাদের কাছ থেকে কি কথা আমার কানে পৌঁছলো? আনসারদের আলেম ও জ্ঞানী লোকেরা জবাব দিলেন, হে, আল্লাহর রসূল! আমাদের নেতৃস্থানীয়রা তো কোনো কথা বলেননি, তবে আমাদের সাধারণ পর্যায়ের কিছু লোকের মুখ থেকে এ কথা বের হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে মাফ করুন, তিনি আমাদেরকে বাদ দিয়ে কুরাইশদেরকে দেন অথচ আমাদের তলোয়ার থেকে তাদের রক্ত টপকে পড়ছে। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : অবশ্যি আমি নও মুসলিমদেরকে তালীফে কালবের (ইসলামের ওপর মনকে সুদৃঢ় করা) জন্য দান করি। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা ধন নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা নবীকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? আল্লাহর কসম, তোমরা যা নিয়ে ফিরে আসবে তা তার চাইতে অনেক ভালো হবে যা তারা নিয়ে ফিরে আসবে। তারা বললেন : হে, আল্লাহর রসূল! আমরা রাজী আছি। এ কথায় নবী (সঃ) তাদেরকে বলেন : আমার পরে তোমরা শিগগির দেখবে (তোমাদের ওপর অন্যদের) অগ্রাধিকার, তখন তোমরা সবর করো এমনকি অবশেষে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মোলাকাত করবে। আর আমি তোমাদের সাথে মিলবো হাউজে (কাওসারে)।

আনাস (ইবনে মালিক) বলছেন, তারা (আনসাররা) সবর করেননি।

৩৯৮৯- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَنَائِمَ
بَيْنَ قُرَيْشٍ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ
بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ
وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ۔

৩৯৮৯. আনাস থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিন যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মালে গণীমাত কুরাইশদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন তখন আনসাররা ক্ষুব্ধ হলো। নবী (সঃ) (আনসারদেরকে) বললেন : তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা দুনিয়া (পার্থিব ধন-সম্পদ) নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে যাবে? তারা বললো : আমরা অবশ্যিই

সন্তুষ্ট। এ কথায় তিনি বললেন: যদি লোকেরা কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩٠- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اِلْتَقَى هَوَازِنَ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ
آلَافٍ وَالطُّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ
لَبَّيْكَ وَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ
الْمُشْرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ
فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُونَ
بِرَسُولِ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا
لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

৩৯৯০. আনাস থেকে বর্ণিত।১২৭ তিনি বলেন: হুনায়েনের দিন ১২৮ হাওয়াযেন গোত্রের সাথে মোকাবিলা হলো। এ সময় নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলো দশ হাজার (মুহাজির ও আনসার) এবং মক্কার নও মুসলিমগণ। তারা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। তিনি বললেন: হে, আনসারগণ! তারা জবাব দিল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত এবং আমরা আপনার সামনেই আছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে পড়লেন। তিনি বললেন: আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মুশরিকরা পরাজিত হলো, তিনি মক্কার নওমুসলিম ও মুহাজিরদেরকে (মালে গণীমাত) ভাগ করে দিলেন এবং আনসারদেরকে কিছুই দিলেন না। আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো। এতে তিনি তাদেরকে ডেকে একটি খিমার মধ্যে বসালেন এবং বললেন: তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা বকরী ও উট নিয়ে যাবে আর তোমরা নিয়ে যাবে আল্লাহর রসূলকে? তারপর নবী (সঃ) বললেন: যদি সব লোক একটি উপত্যকায় চলে এবং আনসররা চলে একটি গিরিপথে তাহলে আনসার-দের সাথে গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ
قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجَبِّرَهُمْ
وَأَتَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ
إِلَى بُيُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ
وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنْصَارِ.

---

১২৭. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে একাধিকবার প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণিত হলেও হাদীসগুলোর রাবী ও বর্ণনা পদ্ধতির বিভিন্নতা এগুলোকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

১২৮. হুনায়েনের যুদ্ধ হয় মক্কা বিজয়ের পর পরই হিজরী অষ্টম সনে।

৩৯৯১. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সঃ) আনসারের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, কুরাইশরা নওমুসলিম এবং তারা তাজা মুসিবতও বরদাশত করেছে। আমি তাদের চিত্ত জয় করতে মনস্থ করেছি। তোমরা কি এতে রাজী নও যে, লোকেরা দুনিয়া হাসিল করে নিয়ে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? আনসাররা বললো ঃ অবশ্যি, আমরা রাজী আছি। তিনি বললেন ঃ যদি সব লোক একটি উপত্যকা দিয়ে চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে তাহলে আমি আনসারদের উপত্যকা অথবা আনসারদের গিরিপথ দিয়ে চলবো।

٣٩٩٢ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قِسْمَةَ حُنَيْنٍ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَى مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৩৯৯২. আবদুল্লাহ[১২৯] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন নবী (সঃ) হুনায়েনের মালে গণীমাত বণ্টন করে দিলেন তখন জনৈক আনসার বললেন, এ বণ্টনের ব্যাপারে তিনি (রসূল) আল্লাহর হুকুমকে সামনে রাখেননি। (আবদুল্লাহ বলেনঃ) আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এ কথাটি জানিয়ে দিলাম। তাঁর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। তারপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহ হযরত মূসার ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সবর করেছিলেন।

٣٩٩٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَأَعْطَى نَاسًا فَقَالَ رَجُلٌ مَا أُرِيدَ بِهٰذِهِ الْقِسْمَةِ وَجْهُ اللهِ فَقُلْتُ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ ـ

৩৯৯৩. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হুনায়েনের দিন নবী (সঃ) কোনো কোনো লোককে বেশী দেন। তিনি আকরা' ও উয়াইনাকে একশো করে উট দেন। আর অন্য লোকদেরকেও (কুরাইশী) এভাবে দেন। এতে এক ব্যক্তি বলে ঃ এ বণ্টন ব্যবস্থায় আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করা হয়নি। আমি বললাম ঃ এ কথাটি আমি অবশ্যি নবী (সঃ)-কে বলবো। (আমার কাছ থেকে এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ মূসার ওপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তবে তিনি সবর করেছিলেন।

٣٩٩٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ

১২৯. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوَ عَلٰى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ اَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُوْنَ وَاَصَابَ يَوْمَئِذٍ غَنَائِمَ كَثِيْرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِيْنَ وَالطُّلَقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ اِذَا كَانَتْ شَدِيْدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعٰى وَيُعْطَى الْغَنِيْمَةَ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَاحَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ فَسَكَتُوْا فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ اَلَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللهِ تَحُوْزُوْنَهُ اِلٰى بُيُوْتِكُمْ فَقَالُوْا بَلٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ قَالَ هِشَامٌ قُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ وَاَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ وَاَيْنَ اُغَيِّبُ عَنْهُ .

৩৯৯৪. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : হুনায়েনের দিন হাওয়াযেন ও গাতফান গোত্র এবং অন্যেরা নিজেদের শিশুসন্তানদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে। আর নবী (সঃ)-এর সংগে আসেন দশ হাজার (ও কিছুসংখ্যক) নওমুসলিম।১৩০ এরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি একাকী রয়ে গেলেন। সেদিন তিনি সুস্পষ্ট দু'বার ডাক দেন। তিনি ডান দিকে ফিরে বলেন : হে আনসারগণ! জবাবে তারা বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার সংগে আছি। তারপর বামদিকে ফিরে বলেন : হে আনসারগণ! জবাবে তারা বলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমরা হাযির আছি, আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা আপনার পাশে আছি। সেদিন তিনি একটি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তিনি (খচ্চরের পিঠ থেকে) নীচে নেমে পড়েন তারপর বলেন : আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। কাজেই মুশরিকরা পরাজিত হয়। সেদিন বিপুল পরিমাণ মালে গণীমাত পাওয়া যায়। তিনি সেগুলো মুহাজির ও নওমুসলিমদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করেন এবং আনসারদের কিছুই দেন না। আনসাররা বলেন, কঠিন সময়ে আমাদেরকে ডাকা হয় আর গণীমাতের মাল পায় অন্যেরা। এ কথা তাঁর [নবী (সঃ)] কানে পৌঁছে যায়। তিনি তাদেরকে ডাকেন একটি খিমার মধ্যে। তিনি বলেন : হে আনসারগণ! তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এ কি কথা শুনলাম! তারা সবাই চুপ করে থাকেন। তিনি (আবার) বলেন : হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা পসন্দ করবে না যে, লোকেরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ নিয়ে চলে যাবে আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরবে? তারা জবাবে বলেন : অবশ্যি আমরা এটা পসন্দ করবো। তারপর তিনি বলেন : যদি লোকেরা একটি উপত্যকায় চলে আর আনসাররা চলে একটি গিরিপথ দিয়ে, তাহলে আমি আনসারদের গিরিপথ দিয়েই চলবো।

(বর্ণনাকারী) হিশাম সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হামযাহ! আপনি কি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী? (হযরত আনাস) জবাব দেন : আমি তাঁর কাছ থেকে আলাদা হতামইবা কখন (যে আমি সেখানে থাকবো না)।

---

১৩০. হাদীসের মূল লিপিতে আছে 'দশ হাজার নওমুসলিম।' কিন্তু অন্য লিপিতে আছে 'দশ হাজার ও নওমুসলিম' (عشرة الاف و من الطلقاء)। অর্থাৎ দশ হাজার মুহাজির ও আনসার এবং কিছুসংখ্যক নওমুসলিম। এ বাক্যটিই যথার্থ বলে মনে হয়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর পরই মক্কার নওমুসলিমদের সংখ্যা দশ হাজার তো ছিল না বরং এর দশ ভাগের এক ভাগ ছিল বলে অনুমান করা

অনুচ্ছেদ : নজ্‌দের দিকে সেনাবাহিনীর অভিযান।

٣٩٩٥ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا

৩৯৯৫. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) নজ্‌দের দিকে যে সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন আমি তার অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (মালে গণীমাত বণ্টনের সময়) আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারটি করে উট পড়ে। আবার একটি করে উট আমরা বেশী করে পাই। কাজেই তেরটি করে উট নিয়ে আমরা ফিরে আসি।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ) হযরত খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার দিকে পাঠান।

٣٩٩٦ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ قُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ لَهُ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ مَرَّتَيْنِ -

৩৯৯৬. সালেম[১৩১] তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেমের পিতা) বলেন : নবী (সঃ) খালেদ ইবনে অলীদকে বনী জাযীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালেদ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। (তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে নিলো; কিন্তু নিজেদের মুখে) আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথা বলা তারা ভালো মনে করলো না বরং তারা বলতে থাকলো : 'আমরা নিজেদের ধর্মত্যাগ করেছি', 'আমরা নিজেদের ধর্ম-ত্যাগ করেছি।' কিন্তু খালেদ তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে থাকলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালেদ আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের বন্দীদেরকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি নিজের বন্দীকে হত্যা করবো না এবং আমার সাথীদের কেউও তার বন্দীকে হত্যা করবে না। অবশেষে আমরা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা

হয়। তাই হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও কিরমানী প্রভৃতি হাদীসবিদদের মতে এখানে ওয়াও (و) উহ্য রয়ে গেছে।

১৩১. সালেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে-উমর (রাঃ)-এর পুত্র।

বিবৃত করলাম। নবী (সঃ) তাঁর হাত উঠালেন এবং বললেন : হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে তার দায় থেকে আমি মুক্ত। এ কথা তিনি দু'বার বলেন।

অনুচ্ছেদ : আবদুল্লাহ ইবনে জুযাফাহ সাহামী ও আলকামা ইবনে মুজায্যিয আল মুদালাজির সেনাদল এবং একে আনসার সেনাদলও বলা হয়।

٣٩٩٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ قَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَاجْمَعُوا إِلَيَّ حَطَبًا فَجَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَهَمُّوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

৩৯৯৭. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একটি সেনাবাহিনী পাঠালেন। জনৈক আনসারকে তার আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করলেন এবং সেনাদলের সবাইকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। (কোনো কারণে) আমীর ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, নবী (সঃ) কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার হুকুম দেননি? জবাবে তারা বললো। অবশ্যি দিয়েছেন। আমীর বললেন, তাহলে তোমরা আমার জন্য কিছু কাঠ সংগ্রহ করো। তারা কাঠ সংগ্রহ করলো। তিনি বললেন, এবার কাঠে আগুন লাগাও। তারা কাঠে আগুন লাগালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ো। লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সংকল্প করলো। কিন্তু তারা আবার পরস্পরকে বাধা দিতে লাগলো এবং বলতে লাগলো : আমরা তো জাহান্নামের আগুন থেকে পালিয়ে নবী (সঃ)-এর আশ্রয় নিয়েছিলাম। এভাবে তারা ইতস্তত করতে করতে একসময় আগুন নিভে গেলো। আর (ওদিকে) আমীরের রাগও পড়ে গেলো। নবী (সঃ)-এর কাছে যখন এ খবর পেঁছলো, তিনি বললেন : যদি তারা ঐ আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আর তার মধ্য থেকে বের হতো না। আনুগত্য কেবলমাত্র মারুফের (সৎকাজের) ক্ষেত্রেই হতে হবে।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জের পূর্বে হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) ও হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ।

٣٩٩٨- عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ بَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِهِ قَالَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَخَذَتْ بِهِ عَمَلًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى فَجَاءَ يَسِيرُ عَلَى

بِغُلَّتِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ قَدْ جُمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ أَيُّمَ هٰذَا قَالَ هٰذَا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّمَا جِئْنَا بِهِ لِذٰلِكَ فَانْزِلْ قَالَ مَا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ قَالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي.

৩১৯৮. আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু মূসা ও মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেককে পাঠালেন পৃথক পৃথক প্রদেশে। ইয়ামনে ছিল দু'টি প্রদেশ। তারপর তিনি বললেন : তোমরা দু'জন কোমল ব্যবহার করো, কঠোর ব্যবহার করো না, মানুষকে সুখী করো, অসুখী করো না। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের শাসন এলাকায় চলে গেলেন। আবু বুরদাহ বলেন : তাঁদের প্রত্যেকে যখন নিজের হুকুমাতের সীমানায় সফর করতেন, আর তা হতো তাঁর অন্য সাথীর কাছাকাছি, তখন তাঁরা সাক্ষাত করে সালাম বিনিময় করতেন। মু'আয একবার আবু মূসার এলাকার সীমান্তের কাছাকাছি নিজের সীমান্তে খচ্চরের পিঠে চড়ে সফর করতে করতে আবু মূসার নিকট এসে গেলেন। আবু মূসা তখন বসেছিলেন। তাঁর চারপাশে ছিল লোকদের জমায়েত। আর তাঁর কাছে একজন লোককে গলার সাথে হাত বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল। মু'আয তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (অর্থাৎ আবু মূসা)! এ লোকটি কে? তিনি জবাবে বললেন : লোকটি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয বললেন : একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি সওয়ারী থেকে নামবো না। আবু মূসা বললেন : একে হত্যা করার জন্যই আনা হয়েছে। কাজেই আপনি নেমে আসেন। তিনি বললেন : না, একে হত্যা না করা পর্যন্ত আমি নামবো না। কাজেই আবু মূসার হুকুমে তাকে হত্যা করা হলো। এরপর তিনি নামলেন খচ্চরের পিঠ থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : হে আবদুল্লাহ (আবু মূসা)! আপনি কুরআন কিভাবে পড়েন? জবাবে আবু মূসা বললেন, আমি থেমে থেমে কুরআন পড়ি। আবু মূসা জিজ্ঞেস করলেন, হে মু'আয! তুমি কেমন করে পড়ো? মু'আয বললেন : আমি রাতের প্রথম দিকে শুয়ে পড়ি, তারপর এক ঘুম দিয়ে উঠে পড়ি এবং আল্লাহ আমার জন্য যতটা মনজুর করেন পড়ে ফেলি। আমি নিজের ঘুমকেও ইবাদতের সমান সওয়াব মনে করি।

৩৯৯৯ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ رَوَاهُ جَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ.

৩৯৯৯. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) তাঁকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। আবু মূসা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়ামনে তৈরী শরাবগুলো সম্পর্কে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কি কি? আবু মূসা বললেন, সেগুলো হচ্ছে 'বিতউ' ও 'মিযরু।'

বর্ণনাকারী সা'ঈদ বলেন : আমি আবু বুরদাহকে জিজ্ঞেস করলাম 'বিতউ' কি? জবাবে তিনি বললেন : মধুর গাঁজানো রস হচ্ছে বিতউ আর 'মিযরু' হচ্ছে জোয়ারের গাঁজানো পানি।

জবাবে তিনি বলেন : প্রত্যেক নেশা উৎপাদনকারী বস্তুই হারাম। এ হাদীসটি বর্ণনা করেন জারীর ও আবদুল ওয়াহেদ শাইবানী থেকে এবং তিনি বর্ণনা করেন আবু বুরদাহ থেকে।১০২

٤٠٠٠ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ جَدَّهُ أَبَا مُوْسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيْرِ الْمِزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ الْبِتْعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَانْطَلَقَا فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِيْ مُوْسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى رَاحِلَتِيْ وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُوْمُ فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِيْ كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِيْ وَضَرَبَ فُسْطَاطًا فَجَعَلَا يَتَزَاوَرَانِ فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوْسَى فَإِذَا رَجُلٌ مُوْثَقٌ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى يَهُوْدِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَقَالَ مُعَاذٌ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ تَابَعَهُ الْعَقَدِيُّ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ وَكِيْعٌ وَالثَّقَفِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهُ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ -

৪০০০. সা'ঈদ ইবনে আবু বুরদাহ থেকে বর্ণিত। আবু বুরদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) তার দাদা আবু মূসা ও মু'আযকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। তিনি তাদের দু'জনকে উপদেশ দিয়ে বললেন : তোমরা লোকদের প্রতি সদয় হয়ো, কঠোর হয়ো না। লোকদেরকে সুখী করো, অসুখী করো না। আর তোমরা দু'জন একমত থেকো। আবু মূসা বললেন : হে আল্লাহর নবী! আমাদের দেশে (অর্থাৎ আমরা যে দেশে যাচ্ছি) যবের শরাব মিযরু আর মধুর শরাব বিতউ-এর প্রচলন রয়েছে (এ ব্যাপারে আপনার বিধান কি?) তিনি বললেন : নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি জিনিসই হারাম। অতঃপর তাঁরা দু'জন চলে গেলেন। (এরপর একসময়) মু'আয আবু মূসাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেমন করে কুরআন পড়ো? তিনি জবাবে বললেন, দাঁড়িয়ে, বসে ও আমার সওয়ারীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় থেমে থেমে পড়ি। মু'আয বললেন, আর আমি! আমি তো শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর উঠি। আমি তো আমার ঘুমের মধ্যেও ঐ সওয়াব আছে বলে মনে করি, যা ইবাদতের মধ্যে আছে। তারপর আবু মূসা একটি তাঁবু খাটালেন। তাদের দু'জনের মুলাকাত হতে থাকলো। (একদিন) মু'আয আবু মূসার কাছে আসলেন। (তিনি

১০২. আবু বুরদাহ হচ্ছেন হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রঃ)-এর নাতি।

দেখলেন) এক ব্যক্তি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আবু মূসা জবাব দিলেন, লোকটি ইয়াহুদী ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে। মু'আয বললেন, আমি একে হত্যা করবো।

শু'বার কাছ থেকে আকদী ও অহাব এই একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর অকী', নাযার ও আবু দাউদ শু'বার মাধ্যমে সা'ঈদ থেকে, সা'ঈদ তার পিতা থেকে এবং সা'ঈদের পিতা তার পিতা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন। জারীর ইবনে আবদুল হামীদ শাইবানী থেকে এবং তিনি আবু বুরদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

٤٠٠١- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فَجِئْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُنِيخٌ بِالْأَبْطَحِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِكَ قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيًا قُلْتُ لَمْ أَسُقْ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ وَمَكَثْنَا بِذَلِكَ حَتَّى اسْتَخْلَفَ عُمَرُ

৪০০১. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে আমার জাতির দেশে (গবর্ণর পদে নিযুক্ত করে) পাঠালেন। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি আবতাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস, তুমি কি এহ্রাম বেঁধেছো? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে বলেছিলে? আমি বললাম, আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহ! আমি হাযির হয়ে গেছি এবং আপনার মতো এহ্রাম বেঁধেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের সাথে কোরবানীর জানোয়ার এনেছো? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, বায়তুল্লাহর তওয়াফ করো এবং সাফা ও মারওয়ার সা'ঈ (দৌড়) করে এহ্রাম খুলে ফেলো। আমি তেমনটি করলাম। এমনকি বনু কায়েসের জনৈকা মহিলা আমার চুল আঁচড়েও দিলো। আর আমরা হযরত উমরের খিলাফত আমল পর্যন্ত এমনটিই করতে থাকলাম।

٤٠٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ -

৪০০২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামনে (গবর্ণর নিযুক্ত করে) পাঠাবার সময় বলেন : তুমি শীগগির আহলে কিতাবদের মধ্যে যাবে। যখন তুমি তাদের কাছে যাবে, তাদেরকে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল'—এ কথার সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান জানাবে। যদি তারা তোমার ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করে দিয়েছেন। যদি তারা এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তোমাদের ওপর যাকাত ফরয করে দিয়েছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের গরীবদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। তারা যদি এটাও মেনে নেয় তাহলে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ (যাকাত হিসেবে) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর মজলুমের বদ্‌দো'আকে ভয় করো। কারণ তার বদ্‌দো'আ ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো অন্তরাল থাকে না।

٤٠٠٣ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ اَنَّ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَقَرَأَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرَاهِيْمَ زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَرَأَ مُعَاذٌ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ سُوْرَةَ النِّسَاءِ فَلَمَّا قَالَ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا قَالَ رَجُلٌ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ اُمِّ اِبْرَاهِيْمَ.

৪০০৩. আমর ইবনে মায়মূন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মু'আয যখন ইয়ামনে আসেন, লোকদেরকে সকালের নামায পড়াতে গিয়ে তিনি 'ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইবরাহীমা খালীলা' (আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু বানিয়ে নিলেন) আয়াতটি পড়লেন। স্থানীয় লোকদের একজন বললো, ইবরাহীমের মায়ের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মু'আয[১৩৩] শু'বা থেকে, তিনি হাবীব থেকে, তিনি সা'ঈদ থেকে এবং সা'ঈদ আমর থেকে এতটুকু বর্ধিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) মু'আযকে ইয়ামনের দিকে পাঠালেন। (সেখানে গিয়ে) মু'আয সকালের নামাযে পড়লেন সূরায়ে নিসা। যখন তিনি বললেন : ওয়াত্তাখাযাল্লাহু ইবরাহীমা খলীলা, তখন পেছন থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন : ইবরাহীমের মায়ের নিজের চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) ও খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-এর বিদায় হজ্জের পূর্বে ইয়ামন গমন।

٤٠٠٤ - عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذٰلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُرْ اَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اَنْ يُّعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْبِلْ فَكُنْتُ فِيْمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ قَالَ فَغَنِمْتُ اَوَاقِيَ ذَوَاتِ عَدَدٍ.

৪০০৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারা'আ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে খালেদ ইবনে অলীদের সাথে ইয়ামনে পাঠালেন।

১৩৩. এই বর্ণনাকারী মু'আয ইবনে জাবাল নন বরং তিনি হচ্ছেন পরবর্তীকালের আর একজন মু'আয। তাঁর পিতার নাম মু'আয আল বসরী।

তারপর তাঁর জায়গায় আলীকে পাঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন : খালেদের সাথীদেরকে বলে দেবে তোমার সাথে যারা (ইয়ামনের দিকে) যেতে চায় তারা যেতে পারে আর যারা (মদীনায়) চলে আসতে চায় তারা চলে আসতে পারে। (বারা'আ বলেন:) আমি তাঁর (আলী) সহগামীদের দলে থাকলাম। (ফলে) আমি বহু আওকীয়া১০৪ গণীমাতের মাল লাভ করলাম।

٤٠٠٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا إِلَى خَالِدٍ لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِخَالِدٍ أَلَا تَرَى إِلَى هٰذَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ أَتُبْغِضُ عَلِيًّا فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ.

৪০০৫. আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা বুরাইদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আলীকে খুমুস১০৫ নেবার১০৬ জন্য খালেদের কাছে পাঠান। আমি আলীর বিরোধী১০৭ হয়ে গেলাম। আর তিনি (রাতে) গোসলও করেছিলেন।১০৮ আমি খালেদকে বললাম, তুমি কি ওকে দেখছো না? (এরপর) যখন আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে ফিরে আসলাম, তাঁকে এ ব্যাপারে বললাম। তিনি বললেন: হে বুরাইদাহ! তুমি কি আলীর বিরোধিতা করছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন: তার বিরোধিতা করো না। কারণ খুমুস থেকে তার প্রাপ্য এর চাইতে আরো অনেক বেশী।

٤٠٠٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهٰذَا مِنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا

---

১০৪. এক আওকীয়া প্রায় ৪০ দিরহামের সমান।

১০৫. খুমুস হচ্ছে মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ। চার ভাগ সৈনাদের প্রাপ্য এবং এক ভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। এ এক ভাগকে বলা হয় খুমুস।

১০৬. ইসমাঈলী আবী রাওহ ইবনে ইবাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-কে খুমুস বন্টন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

১০৭. হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। কারণ হযরত আলী (রাঃ) খুমুস থেকে একটি বাঁদী নিজের জন্য নিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ) নিজের অংশ বেশী নিয়ে নিয়েছেন।

১০৮. রাতে গোসল করা থেকে বুঝা যায়, হযরত আলী (রাঃ) যে বাঁদীটিকে নিজের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তার সাথে রাত্রিবাসও করেছিলেন। কাসতালানী লিখেছেন, তিনি একটি বাঁদীকে নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন এবং রাত্রি শেষে দেখা গেলো তাঁর চুল থেকে পানি টপকে পড়ছে।

وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَةِ كَثُّ اللِّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشْمَرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ قَالَ وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفًّى فَقَالَ إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَظُنُّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ

৪০০৬. আবু আবদুর রহমান ইবনে আবু নু'আম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে আবু তালেব ইয়ামন থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য রঙীন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য সোনা পাঠিয়েছিলেন। তার মাটি (তখনো) তার থেকে আলাদা করা হয়নি।১৩৯ তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন করে দিলেন। এ চারজন হচ্ছেন : উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবেস, যায়েদুল খাইল আর চতুর্থজন হচ্ছেন আল কামাহ বা আমের ইবনে তোফায়েল। তাঁর সাহাবাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন : এ লোকগুলোর চাইতে আমরা এর বেশী হকদার। কথাটি নবী (সঃ)-এর কানে পেঁছিলো। তিনি বললেন : তোমাদের কি আমার ওপর আস্থা নেই? অথচ আমি আসমানের বাসিন্দার আমানতদার। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে। এ সময় এক ব্যক্তি যার চোখ দু'টি ছিল কোঠরাগত, চোয়ালের হাড় ঠেলে বের হয়ে পড়েছিল, কপাল ছিল উঁচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং তহবন্দ ছিল অনেক ওপরে ওঠানো— দাঁড়িয়ে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন : তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মধ্যে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার নই? তারপর লোকটি চলে গেলো। খালেদ ইবনে অলীদ আরজ করলেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করবো না? তিনি জবাবে বললেন : না, হয়তো সে নামায পড়ে।১৪০ খালেদ বললেন : এমন অনেক নামাযী আছে যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমাকে লোকদের দিল চিরে ফেলার ও তাদের পেট ফেড়ে ফেলার হুকুম দেয়া হয়নি। আবু সা'ঈদ খুদরী বলেন : তারপর তিনি সেই লোকটির দিকে চোখ তুলে দেখলেন। সে তখনো পিঠ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। তিনি (তার দিকে দৃষ্টি রেখে) বললেন : ঐ ব্যক্তির বংশে এমন এক জাতির উদ্ভব হবে, যারা সুমিষ্ট স্বরে আল্লাহর কিতাব পড়বে কিন্তু তা তাদের গলার নীচে নামবে না। দ্বীন তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ছাড়িয়ে দূরে চলে যায়। আবু সা'ঈদ বলেন, আমার মনে পড়ছে তিনি এ কথাও বলেন : আমি যদি সেই জাতিকে পাই তাহলে সামূদ জাতির মতো তাদেরকে হত্যা করবো।

---

১৩৯. অর্থাৎ খনি থেকে বের করে তার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন না করেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৪০. অর্থাৎ বাহ্যত ইসলামকে মেনে চলার কারণে তাকে হত্যা করা যাবে না।

٤٠٠٧ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِسِعَايَتِهِ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا۔

৪০০৭. ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা এবং জাবের বলেছেন : নবী (সঃ) আলীকে হুকুম দিলেন এহ্‌রামের ওপর কায়েম থাকতে। মুহাম্মদ ইবনে বিক্‌র ইবনে জুরাইজ, আতা ও জাবের থেকে এতটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, আলী তাঁর আদায়কৃত কর১৪১ নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : হে আলী! তুমি কোন্ এহ্‌রাম বেঁধেছো? জবাবে আলী বললেন : নবী (সঃ) যেমন এহ্‌রাম বেঁধেছেন তেমনি। তিনি বললেন : তুমি কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দাও এবং এহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় অবস্থান করো যেমন এখন আছো।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] জন্য কোরবানীর পশু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

٤٠٠٨ عَنْ بَكْرٍ أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَقَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَا أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ قَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا۔

৪০০৮. বাকার থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমর (রাঃ)-এর কাছে বলেন, আনাস (রাঃ) লোকদেরকে শুনিয়েছেন যে, নবী (সঃ) হজ্জ ও উমরাহের জন্য এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সঃ) হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলাম। তারপর যখন আমরা মক্কায় আসলাম, তিনি বললেন, যারা নিজের সাথে কোরবানীর পশু আনেনি তারা যেন এ এহ্‌রামকে উমরাহর এহ্‌রামে পরিণত করে (এবং এহ্‌রামের নিয়েত করে নেয়)। আর নবী (সঃ)-এর সাথে কোরবানীর পশু ছিল। (ওদিকে) আলীও ইয়ামন থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে এসে গিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তাঁকে বললেন : (হে আলী!) তুমি কোন্ এহ্‌রাম বেঁধেছো? কারণ আমাদের সাথে তোমার পরিবার আছে। তিনি জবাবে বললেন : আমি নবী (সঃ)-এর এহ্‌রাম বেঁধেছি। নবী (সঃ) বললেন : তাহলে তুমি এহরাম অবস্থায় থাকো। কারণ আমাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে।

---

১৪১. অর্থাৎ ইয়ামন থেকে হযরত আলী (রাঃ) যে কর আদায় করে এনেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : যুল খালাসার যুদ্ধ।

٤٠٠٩ - عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ كَانَ بَيْتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلَصَةِ وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَنَفَرْتُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ رَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ -

৪০০৯. জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলী যুগে একটি ঘর ছিল তাকে বলা হতো যুল খালাসা এবং ইয়ামনী কা'বা ও সিরীয় কা'বা।১৪২ নবী (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? (এ কথা শুনে) আমি দেড়শো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং সেটিকে (যুল খালাসা) ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার আশেপাশে যাদেরকে পেলাম হত্যা করলাম। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে এসে এ খবর দিলাম। তিনি আমাদের জন্য ও আহমাস (গোত্রের) জন্য দো'আ করলেন।

٤٠١٠ - عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيْرٌ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَلَا تُرِيْحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ -

৪০১০. কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জারীর আমাকে বলেছেন যে, নবী (সঃ) তাঁকে বলেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? খাস'আম গোত্রের একটি ঘর ছিল, তাকে বলা হতো ইয়ামনী কা'বা। আমি আহমাস গোত্রের দেড়শো সওয়ার নিয়ে রওয়ানা দিলাম। তারা সবাই (অর্থাৎ আমার সাথীরা) ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আর আমি ঘোড়ার পিঠে জমে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ) আমার বুকের ওপর হাত

---

১৪২. এটি ছিল একটি মসজিদের মতো। মনে হয় মক্কার বায়তুল্লার মুকাবিলায় একটি ঘর তৈরী করা হয়েছিল। সেখানে আল্লাহর মুকাবিলায় দেবদেবীর পূজা হতো ইয়ামনী কা'বা বলার অর্থ হচ্ছে এটির অবস্থান ছিল ইয়ামনে আর সিরীয় কা'বা বলার অর্থ ছিল এর দরজা খুলতো সিরিয়ার দিকে। কাযী ইয়ায বলেছেন, কোনো বর্ণনায় কা'বা ইয়ামনী ও কা'বা শামী এর মাঝখানে ও (و) নেই। এর অর্থ দাঁড়ায় কখনো একে ইয়ামনী কা'বা আবার কখনো সিরীয় কা'বা বলা হতো।

মারলেন। এমন কি তাঁর আঙুলের নিশানাগুলো আমি নিজের বুকের ওপর দেখলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) মজবুত করে বসিয়ে দাও এবং তাকে হেদায়াত দানকারী ও হেদায়াত লাভকারী বানিয়ে দাও। অতঃপর তিনি (জারীর) সেখানে গেলেন, তাকে ভেঙে ফেললেন এবং জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর নবী (সঃ)-এর কাছে দূত পাঠালেন। জারীরের সেই দূত তাঁকে বললেন : সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে হক সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে আপনার কাছে আসার জন্য রওয়ানা দিই তখন সেই ঘরটি পুড়ে চর্মরোগগ্রস্ত উটের মতো কালো হয়ে গিয়েছিল। (এ কথা শুনে) তিনি আহমাসদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দো'আ করলেন।

٤٠١١ - عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلَى فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَسٍ بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْتًا بِالْيَمَنِ لِخَثْعَمَ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبٌ تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَعْبَةُ قَالَ فَأَتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَكَسَّرَهَا قَالَ وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَ كَانَ بِهَا رَجُلٌ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هٰهُنَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ فَقَالَ لَتَكْسِرَنَّهَا وَلَتَشْهَدُنَّ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلًا مِنْ أَحْمَسَ يُكْنَى أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ بِذٰلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

৪০১১. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেন : তুমি কি আমাকে যুল খালাসা থেকে মুক্তি দেবে না? আমি বললাম, হাঁ, (অবশ্যি মুক্তি দেবো)। এরপর আমি রওয়ানা দিলাম আহমাস গোত্রের একশো পঞ্চাশজন সওয়ার নিয়ে। তারা সবাই ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আর আমি ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে বসতে পারছিলাম না। নবী (সঃ)-কে এ কথা বললাম। তিনি আমার বুকে তাঁর হাত মারলেন। এমনকি আমি নিজের বুকে তাঁর হাতের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি বললেন : হে আল্লাহ! একে ঘোড়ার পিঠে মজবুতভাবে কায়েম রাখো এবং একে হেদায়াতদানকারী ও হেদায়াত গ্রহণকারীতে পরিণত করো। জারীর বলেন : এরপর থেকে আমি কখনো ঘোড়া থেকে পড়ে যাইনি। জারীর বলেন : যুল খালাসা ছিল ইয়ামনে খাস'আম ও বুজীলা গোত্রের একটি ঘর। এ ঘরে মূর্তি পূজা করা হতো। একে কা'বাও বলা হতো।১৪৩ বর্ণনাকারী১৪৪ বলেন :

---

১৪৩. অর্থাৎ এ ঘরে যারা মূর্তি পূজা করতো তারাই একে কা'বা বলতো।

১৪৪. জারীরের পরবর্তী বর্ণনাকারী কায়েস।

তিনি (জারীর) সেখানে পেঁছিলেন। সেটাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন এবং ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : জারীর যখন ইয়ামনে আসলেন। তখন সেখানে এমন এক ব্যক্তি ছিল, যে তীরের ফলার সাহায্যে ভাগ্য গণনা করতো। লোকেরা তাকে বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দূত এখানে এসেছেন, তিনি তোমার কথা জানতে পারলে তোমাকে হত্যা করে ফেলবেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন সে ভাগ্য গণনা করছিল এমন সময় জারীর সেখানে পেঁছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, এ তীরগুলো ভেঙে ফেলো এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এ কথার সাক্ষ্য দাও, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করবো। বর্ণনাকারী বলেন, সে তার তীর-টির সব ভেঙে ফেললো এবং কালেমায়ে শাহাদত পড়লো। তারপর জারীর আহমাস গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী (সঃ)-এর কাছে পাঠালেন, যার ডাক নাম ছিল আবু আরতাত। সে তাঁকে এ সুসংবাদ দিলো। সে এসে নবী (সঃ)-কে বললো : হে আল্লাহর রসূল! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি যখন সেখান থেকে রওয়ানা দিই, তখন সেই ঘরটিকে দেখেছি চর্মরোগে আক্রান্ত উটের মতো (জ্বলে-পুড়ে কালো হয়ে গেছে)। নবী (সঃ) আহমাসের অশ্বারোহীও পদাতিকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দো'আ করলেন।

অনুচ্ছেদ : সালাসিল যুদ্ধ। ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ বলেছেন, এ যুদ্ধটি হয়েছিল লাখাম ও জুযাম গোত্রের সাথে। ইবনে ইসহাক ইয়াযীদ ও উরওয়ার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বালী, উযরাহ ও বানীল কায়েন শহরগুলোয় এ গোত্রদ্বয়ের বাস।

١٢-٤٠١٢ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ فَعَدَّ رِجَالًا فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ.

৪০১২. আবু উসমান থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমর ইবনুল আসকে সালাসিল যুদ্ধে[১৪৫] সেনাবাহিনী প্রধান করে পাঠালেন। আমর বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসেন? জবাব দিলেন, আয়েশাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুরুষদের মধ্যে কাকে? জবাব দিলেন, তার বাপকে। জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কাকে? জবাব দিলেন, উমরকে। তারপর তিনি একের পর এক আরো কয়েকজনের নাম নিলেন। কিন্তু আমি চুপ করে গেলাম এ ভয়ে যে, আমার নামটি তিনি সবার শেষে না উচ্চারণ করেন।

অনুচ্ছেদ : জারীর (রাঃ)-এর ইয়ামনে[১৪৬] গমন।

١٣-٤٠١٣ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ بِالْيَمَنِ فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَذَا عَمْرٍو فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرٍو لَئِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ

---

১৪৫. হাদীসের মূল শব্দ হচ্ছে 'যাতুস্ সালাসিল।' অর্থাৎ সালাসিলওয়ালা। সালাসিল হচ্ছে 'সিলসিলাতুন'-এর বহুবচন। আর সিলসিলা মানে হচ্ছে শিকল। অর্থাৎ শিকল যুদ্ধ। এ যুদ্ধের নাম শিকল যুদ্ধ হবার যে বিশেষ কারণটি জালালুদ্দীন সুয়ূতী বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে এই যে, এ যুদ্ধে বিপক্ষ কাফের দলের সৈনারা জীবনপণ যুদ্ধ করার জন্য এবং যাতে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্য শিকল দিয়ে পরস্পরকে সংযুক্ত করে রেখেছিল। এ যুদ্ধটি হয় অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আখের মাসে।

১৪৬. হযরত জারীর বাজালী (রঃ)-এর এবারকার ইয়ামন অভিযান মূল খালাসা ধ্বংস অভিযান থেকে ভিন্নতর আর একটি অভিযান। এ অভিযানটি ছিল তাঁর জিহাদ ও ইসলাম প্রচারের অভিযান।

صَاحِبِكَ لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ وَأَقْبَلَا مَعِي حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ رُفِعَ لَنَا
رَكْبٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ فَقَالُوا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ
أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ صَالِحُونَ فَقَالَا أَخْبِرْ صَاحِبَكَ أَنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ وَرَجَعَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ قَالَ أَفَلَا جِئْتَ بِهِمْ فَلَمَّا
كَانَ بَعْدُ قَالَ لِي ذُو عُمْرٍو يَا جَرِيرُ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَرَامَةً وَإِنِّي مُخْبِرُكَ خَبَرًا إِنَّكُمْ
مَعْشَرَ الْعَرَبِ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا كُنْتُمْ إِذَا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَّرْتُمْ فِي آخَرَ فَإِذَا كَانَتْ بِالسَّيْفِ
كَانُوا مُلُوكًا يَغْضَبُونَ غَضَبَ الْمُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رِضَى الْمُلُوكِ.

৪০১৩. জারীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইয়ামনে১৪৭ ছিলাম। সেখানে দু'জন ইয়ামনী বাসিন্দার সাথে দেখা হলো। তাদের একজনের নাম যুকালা' আর একজনের নাম যু'আমর।১৪৮ আমি তাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীস শুনাতে লাগলাম। (বর্ণনাকারী বলেন:) যু'আমর জারীরকে বললেন, এ কথা তুমি যা বর্ণনা করছো এ যদি তোমাদের নবীর কথা হয়ে থাকে, তাহলে (জেনে রাখো) তিনি তিন দিন আগে মারা গেছেন।১৪৯ এরপর তারা দু'জন আমার সাথে আসলেন। আমরা একটি পথে চলছিলাম এমন সময় মদীনার দিক থেকে কিছু সওয়ারী আসতে দেখলাম। আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল হয়ে গেছে এবং লোকদের পরামর্শক্রমে আবু বকর খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। তারা দু'জন আমাকে বললো, তোমার লোককে (অর্থাৎ খলীফাকে) বলে দিয়ো, আমরা এসেছিলাম আর সম্ভবতঃ আমরা ইন্শা আল্লাহ আবার আসবো। এরপর তারা দু'জন ইয়ামনে ফিরে গেলেন। আমি আবু বকরকে তাদের কথা শুনালাম। আবু বকর বললেন, তুমি তাদেরকে সাথে করে আনলে না কেন? এরপর (আবার যখন দেখা হলো তখন) যু'আমর আমাকে বললেন : হে জারীর! তুমি আমার চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন ও জ্ঞানী। আমি তোমাকে একটি খবর দিচ্ছি, তোমরা আরববাসীরা ততক্ষণ কল্যাণ ও সাফল্যের মধ্যে অবস্থান করবে যতক্ষণ তোমরা একজন আমীর (নেতা) মারা গেলে আর একজনকে আমীর বানিয়ে নেবে। যদি তলোয়ারের মাধ্যমে এর (ইমারত—তথা জাতীয় নেতৃত্বে) ফায়সালা হয় তাহলে তারা হয়ে যাবে বাদশাহদের মতো। তারা বাদশাহদের মতো নিজেদের সন্তোষ-অসন্তোষ, ক্রোধ ও করুণা প্রকাশ করবে।

অনুচ্ছেদ : সাইফুল বাহারের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তারা কুরাইশদের কাফেলার প্রতীক্ষায় ছিল এবং মুসলমানদের আমীর ছিলেন আবু উবাইদাহ (রাঃ)।

٤٠١٤ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ
عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُوَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَخَرَجْنَا فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ

---

১৪৭. অন্য একটি লিপিতে এখানে ইয়ামনের জায়গায় 'বাহার' অর্থাৎ সমুদ্র অভিযানের কথা বলা হয়েছে।

১৪৮. যুকালা ও যু'আমর ইয়ামনের দু'জন মর্যাদাশালী গোত্র-প্রধান ছিলেন।

১৪৯. সম্ভবতঃ যু'আমর কারোর মুখে পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে থাকবেন। অথবা এও হতে পারে জাহেলী যুগে তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে এ কথা বলে থাকবেন।

الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا.

৪০১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) সমুদ্র-সৈকতের দিকে তিনশো সৈন্য সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাদল পাঠান এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহকে তার আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমরা পথে ছিলাম এমন সময় খাদ্য শেষ হয়ে গেলো। আবু উবাইদাহ হুকুম জারী করে সমগ্র সেনা-দলের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে নিলেন। তা ছিল খেজুরের দু'টি থলে। তিনি সামান্য সামান্য করে আমাদেরকে দিতেন। এমনকি একদিন তাও শেষ হয়ে গেলো। এখন একটি করে খেজুর ছাড়া আর আমরা কিছুই পেতাম না। (বর্ণনাকারী বলেন:) আমি জাবেরকে বললাম, একটা খেজুর খেয়ে কতটুকুন পেট ভরবে! জাবের বললেন, আল্লাহর কসম। সেই একটি খেজুর পাওয়াও যখন বন্ধ হয়ে গেলো তখন আমরা তার কদর বুঝলাম। তারপর আমরা সমুদ্র-সৈকতে পৌঁছে গেলাম। সেখানে পেয়ে গেলাম একটি তিমি মাছ ঠিক পাহাড়ের মতো। সমগ্র সেনাবাহিনী সে মাছটি খেলো আঠারো দিন ধরে। তারপর আবু উবাইদাহ সেই মাছটির পাঁজরের দু'টি হাড় খাড়া করার হুকুম দিলেন এবং তার নীচে দিয়ে একটি সওয়ারী পার করালেন। সওয়ারী তার গা স্পর্শ না করে নীচে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেলো।

٤٠١٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ مِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لِأَبِيهِ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ فَجَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ انْحَرْ قَالَ نُهِيتُ.

৪০১৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহের নেতৃত্বে আমাদের তিনশো সওয়ারের একটি সেনাদলকে কুরাইশ-দের কাফেলার ওপর আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্যে পাঠালেন। আমরা অর্ধ-মাস সমুদ্র-সৈকতে অবস্থান করলাম। সেখানে আমরা মারাত্মক ক্ষুধার শিকার হলাম। এমন কি আমরা পাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে থাকলাম। এ কারণে এ সেনাদলকে পাতাওয়ালা (বা পাতাখোর) সেনাবাহিনী বলা হয়। সমুদ্র আমাদের জন্য আম্বর নামক একটি মাছ তীরে নিক্ষেপ করলো। আমরা সেটিকে খেলাম পনের দিন ধরে। আর তার চর্বি ব্যবহার করলাম। এর ফলে আমাদের শরীর আবার আগের ফর্মে এসে গেলো। আবু উবাইদাহ মাছটির শরীর কাঠামোর একটি পাঁজর ধরে দাঁড় করালেন। সুফিয়ান (বর্ণনাকারী) আর এক বর্ণনায় পাঁজরগুলোর মধ্য থেকে একটি পাঁজর ধরে দাঁড় করাতে বলেছেন। তারপর আবু উবাইদাহ নিজের সাথীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে উটের পিঠে চড়িয়ে তার নীচে দিয়ে সোজা গলিয়ে আনলেন। জাবের বলেন, সেনাদলের একজন তিনটি উট জবাই করলো। তারপর তিনটি উট জবাই করলো। তারপর আবার তিনটি উট জবাই করলো। এ সময় আবু উবাইদাহ তাকে মানা করলেন। (অপর একজন বর্ণনাকারী) আমর বলেন, আবু সালেহ তাকে কায়স ইবন সা'দ থেকে জানিয়েছেন যে, তিনি তার বাপ (সা'দ)-কে বললেন : আমিও ঐ সেনাদলে ছিলাম। সবাই ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। সা'দ বললেন, (তাহলে এ অবস্থায়) উট জবাই করতে। তিনি বলেন, আমি উট জবাই করেছিলাম। তারপর আবার ক্ষুধা লাগলো। তিনি বললেন, (এ অবস্থায়) উট জবাই করতে। তিনি বলেন, এবার আমাকে মানা করা হয়েছে।১৫০

٤٠١٦ - عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّرَ عَلَيْنَا أَبُو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُوتًا مَيِّتًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كُلُوا فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

৪০১৬. আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন, আমরা জাইশুল খাব্‌তের যুদ্ধে ছিলাম। আমাদের আমীর (সেনাপতি) ছিলেন আবু উবাইদাহ। আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। সমুদ্র একটি মরা তিমি জাতীয় মাছ (তীরে) নিক্ষেপ করলো। এ ধরনের মাছ আমরা (ইতিপূর্বে) দেখিনি। এ (জাতীয় তিমিকে) আম্বর বলা হয়। আমরা পনের দিন ধরে মাছটি খেলাম। আবু উবাইদাহ তার হাড়গুলোর মধ্য থেকে একটি হাড় তুলে ধরলেন। তার নীচে থেকে সওয়ার চলে গেলো। আবার আবু যুবাইর জাবের থেকে আমাকে এ কথা জানিয়েছেন যে, তিনি জাবেরকে বলতে শুনেছেন, আবু উবাইদাহ বললেন : খাও। এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে নবী (সঃ)-এর কাছে এ কথা বললাম। তিনি বললেন : খাও, এ রিযিক, এটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। (আর) তোমাদের সাথে যদি এর কিছু (অংশ) থাকে তাহলে আমাদেরকেও এর স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। তাদের কেউ তার কিছুটা এনে দিলে তিনি তা খেলেন।

---

১৫০. অর্থাৎ সেনাপতি আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) উট জবাই করতে মানা করে দেন। তাঁর মানা করার কারণ হচ্ছে এই যে, উটগুলো তো কায়েস (রাঃ)-এর নয় বরং তাঁর পিতা সা'দ (রাঃ)-এর। আর পিতার অনুমতি ছাড়া পুত্র কেমন করে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারে।

অনুচ্ছেদ : হিজরী নবম সনে আবু বকর (রাঃ)-এর লোকদের হজ্জে নেতৃত্ব দান।

٤٠١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ـ

৪০১৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী হজ্জটিতে নবী (সঃ) আবু বকর সিদ্দীককে আমীরে হজ্জ বানিয়ে ছিলেন। তাতে আবু বকর তাঁকে (আবু হুরাইরাহকে) একটি দল সহকারে দশ তারিখে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং উলংগ হয়ে কেউ বায়তুল্লাহ্‌র তওয়াফ করতে পারবে না।১৫১

٤٠١٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً سُورَةُ بَرَاءَةٍ وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ ـ

৪০১৮ বারা'আ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সর্বশেষ যে পূর্ণাংগ সূরাটি নাযিল হয়েছিল, সেটি ছিল সূরয়ে বারা'আত আর সর্বশেষ যে সূরার আয়াতটি নাযিল হয়েছিল সেটি ছিল সূরায়ে নিসার—ইয়াস্‌তাফ্‌তুনাকা কুলিল্লাহু ইউফতীকুম ফিল কালালাহ —আয়াতটি।১৫২

অনুচ্ছেদ : বনী তামীমের প্রতিনিধি দল।

٤٠١٩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أَتَى نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ـ

৪০১৯. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী তামীমের একটি প্রতিনিধিদল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন : হে বনী তামীম। সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো সুসংবাদ দিলেন এবার আমাদেরকে কিছু দিন (অর্থাৎ ধন-সম্পদ)। তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] চেহারায় এর প্রভাব পরিলক্ষিত হলো। তারপর ইয়ামনের একটি প্রতিনিধিদল আসলো। তিনি (তাদেরকে) বললেন : বনী তামীম তো সুসংবাদ গ্রহণ করেনি কিন্তু তোমরা তা গ্রহণ করো। তারা জবাবে বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা গ্রহণ করে নিলাম।

অনুচ্ছেদ : ইবনে ইসহাক বলেন, উয়াইনাহ ইবনে হিস্‌ন ইবনে হুযাইফাহ ইবনে বদরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী তামীমের শাখা বনী আম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান।

---

১৫১. আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকেরা সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে কা'বা শরীফের তওয়াফ করতো।

১৫২. শিরোনামার সাথে এ হাদীসটির সম্পর্ক এভাবে জোড়া যেতে পারে যে, এখানে সূরা বারাআতে মুশরিকদের নাজাসাত সম্পর্কে এবং এ বছরের পর তাদের আর কা'বা শরীফে না আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর হযরত আবু বকর (রাঃ) এটিরই ঘোষণা দেন।

তিনি নিশি আক্রমণ চালিয়ে পুরুষদেরকে হত্যা এবং তাদের নারীদেরকে বন্দী করেন।

٤٠٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُهَا فِيهِمْ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَّالِ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ أَوْ قَوْمِي ـ

৪০২০. আবু হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ থেকে বনী তামীমের পক্ষে তিনটি কথা শুনার পর থেকে আমি বনী তামীমকে ভালোবাসতে শুরু করেছি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের মোকাবিলায় বনী তামীম হবে সবচেয়ে কঠোর। আয়েশার কাছে এই গোত্রের একটি বাঁদী ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ একে আজাদ করে দাও। কারণ সে ইসমাঈলের বংশধর। তাদের সাদকার অর্থ-সম্পদ আসলে তিনি বললেনঃ এটা জাতির বা আমার জাতির সাদকাহ।

٤٠٢١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي قَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِي ذَلِكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى انْقَضَتْ ـ

৪০২১. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ বনী তামীমের অশ্বারোহীরা নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আবু বকর বললেন, কা'কা' ইবনে মা'বাদ ইবনে যরারাহকে এদের আমীর (সেনাপতি) বানান। উমর বললেন, বরং আকরা' ইবনে হাবেসকে আমীর বানিয়ে দিন। আবু বকর বললেন, তুমি কেবল আমার বিরোধিতাই করো। উমর বললেন, আমি আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা কখনো করি না। তাঁদের দু'জনের বিতর্ক চলতে থাকলো। তাদের আওয়াজ উচ্চমার্গে পৌঁছে গেলো। এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হলো ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও রসূলের সামনে তোমরা নিজেদেরকে অগ্রবর্তী করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্য তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন। হে ঈমানদারগণ! নবীর আওয়াজের ওপরে তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ করো না। আর তোমাদের নিজেদের মধ্যের কথাবার্তার মতো নবীর সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না। এতে এমনও হতে পারে যে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।"[১৫৩]

অনুচ্ছেদ ঃ আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল।[১৫৪]

٤٠٢٢ - عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ لِي جَرَّةً تُنْتَبَذُ لِي نَبِيذًا فَأَشْرَبُهُ

---

১৫৩. সূরা আল হুজুরাত ১—২ আয়াত।

১৫৪. আবদুল কায়েস আরবের বড় বড় গোত্রগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এদের বাস বাহরাইনে।

حُلْوًا فِي جَرِّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ حَدِّثْنَا بِجُمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৪০২২. আবু জামরাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমার কাছে একটি কলসি আছে, তাতে আমার জন্য নাবীয (খেজুরের পানি) তৈরী হয়। সেই পানিকে মিঠা বানিয়ে পেয়ালায় ঢেলে আমি পান করি। যদি সেই পানি বেশী পরিমাণ পান করে আমি লোকদের মজলিসে বসে পড়ি এবং দীর্ঘক্ষণ এ মজলিসে থাকি তাহলে আমার ভয় হয় (নেশা করার দোষে) আমি অপমানিত হবো। (এর জবাবে) ইবনে আব্বাস বলেন: আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন: খোশ আমদেদ, হে জাতি, যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এবং লজ্জিতও নয়। তারা (এ অভ্যর্থনার জবাবে) বললো: হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যে মুযারের ১৫৫ মুশরিকরা প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। কাজেই আমরা হারাম মাসগুলো ১৫৬ ছাড়া অন্য সময় আপনার কাছে আসতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু সংক্ষিপ্ত কথা শিখিয়ে দেন, যার ওপর আমল করলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো এবং আমাদের পেছনে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও এদিকে আহবান করতে পারবো। তিনি বললেন: আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (আমি তোমাদেরকে) আল্লাহর ওপর ঈমান আনার হুকুম দিচ্ছি। আর তোমরা কি জানো আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কাকে বলে? আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া। আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া, রমযান মাসে রোযা রাখা এবং মালে গণীমাতের এক-পঞ্চমাংশ দেয়া।১৫৭ আর চারটি কাজ: কদুর খোল, নাকীর নামক কাঠের পাত্র, হানতাম নামক সবুজ কলস ও মুযাফ্ফাত নামক তৈলাক্ত পাত্রে নাবীয (এক ধরনের শরাব) তৈরী করতে নিষেধ করছি। ১৫৮

---

১৫৫. মুযার মদীনা ও বাহরাইনের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। সেখানকার লোকেরা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক।

১৫৬. হারাম মাস হচ্ছে চারটি: রজব, যিলকাদ, যিল-হজ্জ ও মুহররম। এই চার মাসে যুদ্ধ করা ছিল হারাম। কাফেরদের মধ্যেও এটা স্বীকৃত ছিল।

১৫৭. এখানে নামায, যাকাত ও রোযার সাথে হজ্জের নির্দেশ না দেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে তখনো পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। আবদুল কায়েস গোত্র আসে মক্কা বিজয়ের বছরে এবং তার পরের বছর অর্থাৎ নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়।

১৫৮. হাদীসের প্রথমে উল্লেখিত হযরত আবু জামরাহ (রাঃ)-এর প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আবদুল কায়েস গোত্রের যে এই দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, নবীয নামক যে শরাবটি খেজুরের পানি থেকে তৈরী হয় তা যথার্থই নেশা সৃষ্টি করে এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে হারাম গণ্য করেছেন।

٤٠٢٣- عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً وَإِقَامُ الصَّلٰوةِ وَإِيتَاءُ الزَّكٰوةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ.

৪০২৩. আবূ জামরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি, আবদুল কায়েসের প্রতিনিধি দল নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তারা আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা হলাম রাবী'আর গোত্র। আর আমাদের ও আপনার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে মুদারের কাফেররা। কাজেই হারাম মাসগুলো ছাড়া অন্য কোনো সময় আমরা আপনার খেদমতে হাযির হতে পারছি না। তাই আমাদেরকে এমন কিছু বিষয়ের হুকুম দিন যেগুলোর ওপর আমরা আমল করতে পারি এবং আমাদের পিছনে যারা আছে তাদেরকেও এর দিকে দাওয়াত দিতে পারি। জবাবে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে চারটি কাজ করার হুকুম দিচ্ছি এবং চারটি কাজ করতে নিষেধ করছি। (তা হচ্ছেঃ) আল্লাহর ওপর ঈমান আনা তথা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই—এ কথার সাক্ষ্য দেয়া এবং তিনি (আঙুলের সাহায্যে) একের ইশারা করলেন আর নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া এবং গণীমাতের মাল থেকে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) আদায় করা। আর তোমাদেরকে কদ্দুর খোল, নাকীর কাঠের পাত্র, সবুজ কলস ও তৈলাক্ত পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।[১৫৯]

٤٠٢٤- عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّيهِمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهُمَا وَأَنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمَ فَقُلْتُ قُومِي إِلَى جَنْبِهِ فَقُولِي تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ

---

১৫৯. আসলে এ পাত্রগুলোতেই মদ তৈরী করা হতো এবং এগুলো দেখলেই মদের কথা মনে উঠতো। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমদিকে মদের সাথে সাথে এ পাত্রগুলোও হারাম করে দেন।

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَمْ اَسْمَعْكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَاْخِرِىْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَابِنْتَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِنَّهٗ اَتَانِىْ اُنَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِاِسْلَامٍ مِّنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ ـ

৪০২৪. বুকাইর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাসের মাওলা (আজাদকৃত গোলাম) কুরাইব তাঁকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস, আবদুর রহমান ইবনে আবহার ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (তাকে) আয়েশার কাছে পাঠালেন। তারা (তাকে) বলে দিলেন, আয়েশাকে আমাদের সবার সালাম বলবে এবং আসরের পরের দু'রাকাত (নফল) সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করবে আর তাঁকে বলবে, আমরা জানতে পেরেছি আপনি এ দু' রাকআত পড়েন অথচ নবী (সঃ) থেকে আমাদের কাছে (হাদীস) পৌঁছেছে যে, তিনি ঐ দু' রাকআত পড়তে মানা করেছেন। ইবনে আব্বাস বলেন, লোকেরা ঐ দু' রাকআত পড়তো বলে আমি উমরের সাথে মিলে লোকদেরকে মারতাম। কুরাইব বলেনঃ আমি তাঁর (আয়েশার) কাছে গেলাম এবং তাঁরা যা বলেছিলেন, তা তাঁর সমীপে পেশ করলাম। আয়েশা জবাব দিলেন, উম্মে সালমার কাছে গিয়ে এ কথাটা জিজ্ঞেস করে নাও। আমি তাঁদেরকে গিয়ে আয়েশার এ কথা জানালাম। তাঁরা আমাকে (এবার) উম্মে সালমার কাছে পাঠালেন এবং আয়েশাকে যা বলতে বলেছিলেন, সব তাঁর কাছেও গিয়ে বলতে বললেন। উম্মে সালমা আমার কথার জবাবে বললেনঃ নবী (সঃ) ঐ দু' রাকআত পড়তে মানা করতেন তা আমি শুনেছি। আর (একদিন) তিনি আসরের নামায পড়ে আমার কাছে আসলেন। তখন আনসারদের বনী হারাম গোত্রের কয়েকজন মহিলা আমার কাছে বসেছিল। তিনি ঐ দু'রাকআত পড়লেন। আমি খাদেমাকে তাঁর কাছে পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)] পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে এ কথা বলো যে, উম্মে সালমা বলছেঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে ঐ দু' রাকআত পড়তে নিষেধ করতে শুনিনি? কিন্তু এখন দেখছি আপনি ঐ দু' রাকআত পড়ছেন?" যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে তুমি পেছনে সরে যাবে। কাজেই খাদেমাটি গিয়ে (উম্মে সালমার কথামতো) বললো। তিনি হাতের ইশারা করলেন। তাতে সে সরে গেলো। তারপর যখন তিনি বলতে লাগলেন, বললেনঃ হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি ঐ আসরের পরের দু' রাকআত সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করছো? (আসলে আজ) আমার কাছে আবদুল কায়েসের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিল। তাই তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরের দু' রাকআত আজ পড়তে পারিনি। এ দু' রাকআত হচ্ছে সেই দু' রাকআত।

٤٠٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثٰى مِنَ الْبَحْرَيْنِ ـ

৪০২৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মসজিদে জুম'আর নামায পড়ার পর সর্বপ্রথম যে মসজিদে জুম'আর নামায পড়া হয় সেটি হচ্ছে বাহরাইনের জাওয়াসী এলাকায় আবদুল কায়েসের একটি মসজিদ।

অনুচ্ছেদ : বনু হানীফার প্রতিনিধি দল ও সুমামা ইবনে উসালের কথা।

٤٠٢٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ صَبَوْتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ.

৪০২৬. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) নাজ্‌দের দিকে কিছু অশ্বারোহী পাঠালেন। তারা বনু হানীফার সুমামাহ ইবনে উসাল নামক ব্যক্তিকে ধরে আনলো। তাকে মসজিদের (মসজিদে নববী) একটি থামের সাথে বেঁধে রাখলো। নবী (সঃ) তার কাছে আসলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন "ওহে সুমামা তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে বললো, "আমি তো ভালোই মনে করছি। যদি আপনি আমাকে কতল করে দেন তাহলে অবশ্যি আপনি একজন খুনীকে কতল করবেন (এতে কোনো সন্দেহ নেই)। আর যদি আপনি মেহেরবানী করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর মেহেরবানী করবেন। যদি আপনি ধন-সম্পদ চান তাহলে যতটা ইচ্ছা চান।" তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে (একটি দিন পার হয়ে গিয়ে) পরের দিন আসলো। (এবারেও) তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে সুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে জবাবে বললো, "আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে আগেই বলেছি। (অর্থাৎ) যদি আপনি মেহেরবানী করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীর ওপর মেহেরবানী করবেন।"

তিনি তাকে (তার অবস্থার ওপর) ছেড়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিন আসলো। তিনি বললেন, "ওহে সুমামা! তোমার কি মনে হচ্ছে?" সে জবাবে বললো, "আমার তাই মনে হচ্ছে, যা আমি আপনাকে বলেছি।" তিনি বললেন, "সুমামাকে মুক্তি দাও।" কাজেই (মুক্তি পেয়ে) সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেলো এবং সেখানে গোসল করলো। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে বললো : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। হে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, সারা দুনিয়ায় আপনার চাইতে বেশী কারোর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু এখন পৃথিবীতে আপনিই আমার কাছে সব চাইতে বেশী প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার দ্বীনের চাইতে বেশী অপ্রিয় দ্বীন আমার কাছে আর কোনোটিই ছিলো না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আল্লাহর কসম, (ইতিপূর্বে) আপনার শহরের চাইতে বেশী ঘৃণ্য শহর আর কোনোটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতে প্রিয়। আপনার অশ্বারোহীরা আমাকে পাকড়াও করেছে এমন এক সময়, যখন আমি উমরাহ করার জন্য বের হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং তাকে উমরাহ করার হুকুম দিলেন। যখন সে মক্কায় পৌঁছলো, কোনো এক ব্যক্তি তাকে বললো, তুমি নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছো? সে জবাব দিলো, না তা হবে কেন? বরং আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আল্লাহর কসম, নবী (সঃ)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা থেকে গমের একটি দানাও আসতে পারবে না।

٤٠٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ مِنْ بَعْدِهِ تَبِعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ الْقِطْعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ -

৪০২৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর জামানায় মুসাইলামা কায্যাব মদীনায়) আসলো। সে বলতে লাগলো, যদি মুহাম্মদ আমাকে তাঁর পরে খলীফা বানিয়ে দেন তাহলে আমি তাঁর অনুগত হয়ে যাবো। তার কওমের বহু লোককে সংগে নিয়ে সে (মদীনায়) এসেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে

শাম্মাসকে সংগে নিয়ে তার কাছে চললেন। (সে সময়) তাঁর [রসূলুল্লাহ (সঃ)]-এর হাতে ছিল খেজুরের একটি ডাল। অবশেষে তিনি নিজের সাহাবাগণকে সংগে নিয়ে মুসাইলামার কাছে থেমে গেলেন। তিনি বললেন : যদি তুমি আমার কাছে এ ডালটি চাও তাহলে আমি তাও তোমাকে দেবো না। তোমার ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম মিথ্যা হতে পারে না। যদি তুমি আমার আনুগত্য অস্বীকার করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনিই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিলো আর এই সাবেত রইলো, আমার পক্ষ থেকে সে তোমাকে জওয়াব দেবে। তারপর তিনি তার কাছ থেকে চলে আসলেন। ইবনে আব্বাস বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর "আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনিই দেখছি যেমনটি আমাকে দেখানো হয়েছিল"—কথাটির অর্থ জিজ্ঞেস করায় আবু হুরাইরা (রাঃ) আমাকে বললেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে দেখলাম, আমার হাতে দুটো সোনার কংকন। কংকন দুটোর (খারাপ) অবস্থা দেখে আমার দুঃখ হলো। তখন স্বপ্নের মধ্যে আমাকে অহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, কংকন দুটোতে ফুঁক দাও। আমি সে দুটোতে ফুঁক দিলাম। তাতে সে দুটো উড়ে গেলো। এই কায্যাব—মিথ্যুক ও ভন্ড দুটিই হচ্ছে আমার সেই স্বপ্নের তাবীর। আমার পর এরা দু'জন বের হবে। এদের একজন হচ্ছে আন্সী এবং অন্যজন হচ্ছে মুসাইলামা।

٤٠٢٨- عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيْتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِيْ كَفِّيْ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَلَيَّ فَأُوْحِيَ إِلَيَّ أَنِ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلْتُهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ.

৪০২৮. হাম্মাম থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরাকে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আমি ঘুমিয়েছিলাম। (ঘুমের মধ্যে) দুনিয়ার সম্পদ আমাকে দেয়া হলো। তারপর আমার হাতে দুটো সোনার কাঁকন রাখা হলো। তা আমার ওপর বেশ ভারী হয়ে গেলো। আমার ওপর অহী নাযিল হলো। ওই দুটোতে ফুঁক দাও। আমি দুটোতে ফুঁক দিলাম। দুটো উধাও হয়ে গেলো। এই দু' কায্যাবকে আমি এর তাবীর ধরে নিয়েছি—যাদের মাঝখানে এখন আমি অবস্থান করছি। এদের একজন হচ্ছে সানআ'ওয়ালা (অর্থাৎ আন্সী) এবং অন্যজন হচ্ছে ইয়ামামাওয়ালা (অর্থাৎ মুসাইলামা)।

٤٠٢٩- عَنْ أَبِيْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ يَقُوْلُ كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْآخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَرًا جَمَعْنَا جُثْوَةً مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَا عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بِهِ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا مُنْصُلُ الْأَسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمْحًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيْهِ حَدِيْدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ فَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُوْلُ كُنْتُ يَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ

ﷺ فَكُنَّا نَرْمِي الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِنَا فَلَمَّا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْنَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ.

৪০২৯. আবু রাজা' উতারিদী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা পাথর পূজা করতাম। একটার চাইতে আর একটা ভালো পাথর পেলে আমরা প্রথমটা ফেলে দিতাম এবং দ্বিতীয়টা কুড়িয়ে নিতাম। আর কোনো পাথর না পেলে মাটি স্তূপাকার করতাম। তারপর ছাগল নিয়ে আসতাম এবং সেই মাটির স্তূপের ওপর ছাগলের দুধ দোহন করতাম। তারপর তার চারদিকে তওয়াফ করতাম। আর রজব মাস আসলে আমরা বলতাম, এটা হচ্ছে তীর প্রভৃতির তীক্ষ্ণতা দূর করার মাস। কাজেই কোনো তীর ও বর্শার তীক্ষ্ণতা দূর না করে আমরা ছাড়তাম না এবং রজবের সারা মাস ধরে আমরা সেগুলো নিক্ষেপ করতে থাকতাম। (বর্ণনাকারী) মেহদী বলেন : আমি আবু রাজাকে বলতে শুনেছি, যেদিন নবী (সঃ) নবুয়াত লাভ করেন সেদিন আমি ছিলাম অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। তখন আমি আমাদের পরিবারের উট চরাতাম। যখন আমরা শুনলাম তাঁর [মুহাম্মদ (সঃ)-এর] আবির্ভাবের খবর, আমরা পালিয়ে গেলাম জাহান্নামের দিকে, (অর্থাৎ) মুসাইলামাতুল কায্যাবের দিকে।

অনুচ্ছেদ : আসওয়াদুল আনসির কাহিনী।

٤٠٣٠. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الْحَارِثِ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ الْحَارِثِ بْنِ كُرَيْزٍ وَهِيَ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَضِيبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِمَةُ إِنْ شِئْتَ خَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ سَأَلْتَنِي هَذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرِيتُ وَهَذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُجِيبُكَ عَنِّي. فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي ذُكِرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَظِعْتُهُمَا وَكَرِهْتُهُمَا فَأُذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ

৪০৩০. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমাদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, মুসাইলামাতুল কায্যাব মদীনায় আসলো। সে হারেস কন্যার গৃহে অবস্থান করলো। হারেস ইবনে কুরেযের কন্যা এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমেরের মা ছিল তার স্ত্রী। রসূলুল্লাহ (সঃ) সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসকে নিয়ে তার কাছে আসলেন। সাবেতকে বলা হতো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খতীব (মুখপাত্র)। সে সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ছিল একটি গাছের ডাল। তিনি তার কাছে থামলেন এবং তার সাথে কথা বললেন। মুসাইলামা তাঁকে বললো: আপনি চাইলে আমার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাঝখান থেকে প্রতিবন্ধক উঠিয়ে দিতে পারেন তারপর তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দেবেন। নবী (সঃ) তাকে বললেন: তুমি যদি আমার কাছে এ গাছের ডালটি চাও তাহলে তাও আমি তোমাকে দেব না। আর আমি তো তোমাকে ঠিক তেমনটিই দেখছি যেমনটি স্বপ্নের মধ্যে দেখানো হয়েছিল। আর এই সাবেত ইবনে কায়েস রইলো, সে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে জওয়াব দেবে। তারপর নবী (সঃ) ফিরে আসলেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উল্লেখিত স্বপ্নটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। ইবনে আব্বাস বললেন: আমাকে বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন: একদিন ঘুমের মধ্যে আমাকে দেখানো হলো আমার হাতের ওপর দুটি সোনার কংকন রাখা হয়েছে। আমি ঘাবড়ে গেলাম এবং ও দুটি আমার কাছে খারাপ ঠেকলো। আমাকে হুকুম করা হলো, আমি ওদুটিতে ফুঁক দিলাম। তারা উধাও হয়ে গেলো। আমি এর তাবীর করলাম, (আমার পরে) দুজন ভন্ড (নবী) বের হবে। উবাইদুল্লাহ বলেন: তাদের একজন হচ্ছে আনসী, যাকে ফাইরোয নামক এক ব্যক্তি ইয়ামনে হত্যা করে এবং অন্যজন ছিল মুসাইলামা।

অনুচ্ছেদ: নাজরানবাসীদের কাহিনী।১৬০

٤٠٣١ - عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ صَاحِبَا نَجْرَانَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدَانِ أَنْ يُلَاعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَّا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَقِبُنَا مِنْ بَعْدِنَا قَالَا إِنَّا نُعْطِيْكَ مَا سَأَلْتَنَا وَابْعَثْ مَعَنَا رَجُلًا أَمِيْنًا وَلَا تَبْعَثْ مَعَنَا إِلَّا أَمِيْنًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ حَقَّ أَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ -

৪০৩১. হুযাইফা থেকে বর্ণিত। আকেব ও সাইয়েদ নামক নাজরানের দুজন সরদার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তারা চাচ্ছিল তাঁর সাথে লা'আন' করতে।১৬১ তাদের একজন অন্যজনকে বললো: লা'আন করো না। কারণ আল্লাহর কসম, যদি ইনি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন এবং আমরা তাঁর সাথে লা'আন করি তাহলে আমরা এবং আমাদের পরে আমাদের সন্তানরা কখনো নাজাত লাভ করতে পারবে না। তারা দুজন বললো:

---

১৬০. নাজরান ইয়ামনের একটি প্রসিদ্ধ শহর।

১৬১. পরস্পর 'লা'আন' করাকে মুবাহালও বলা হয়। এর পদ্ধতি হচ্ছে, উভয় পক্ষ নিজেদের পরিবার-পরিজনসহ লোকালয় থেকে বের হয়ে বনে চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে এ বলে আল্লাহর কাছে দোআ করবে আমাদের মধ্যে যে মিথ্যুক তার ওপর গযব নাযিল করো।

আপনি আমাদের কাছে যা চাইবেন আমরা তাই আপনাকে দেবো। আর (এজন্য) একজন আমানতদার ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠান এবং আমানাতদার ছাড়া অন্য কোনো (খেয়ানতকারী) ব্যক্তিকে আমাদের সাথে পাঠাবেন না। তিনি বললেন : আমি তোমাদের সাথে এমন একজন আমানতদারকে পাঠাবো যে যথার্থই এবং পাক্কা আমানতদার। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন : দাঁড়াও, হে আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ! আবু উবাইদাহ দাঁড়াবার পরে তিনি বললেন : এ হচ্ছে এ উম্মতের আমানতদার।

٤٠٣٢- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا ابْعَثْ لَنَا رَجُلًا أَمِينًا فَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ -

৪০৩২. হুযাইফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নাজরানবাসীরা আসলো নবী (সঃ)-এর কাছে। তারা বললো : আমাদের জন্য একজন আমানতদার ব্যক্তিকে পাঠান। তিনি বললেন : অবশ্য আমি একজন যথার্থ ও পাক্কা আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠাবো। লোকেরা (এ সম্মানের অধিকারী কে হয় তা জানার জন্য গভীর উৎসুক্য নিয়ে) অপেক্ষা করছিল। এমন সময় তিনি আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ্‌কে পাঠালেন।

٤٠٣٣- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ -

৪০৩৩. আনাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : প্রত্যেক উম্মতের একজন আমানতদার আছে আর এ উম্মতের অমানতদার হচ্ছে আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ।

অনুচ্ছেদ : ওমান ও বাহরাইনের কাহিনী।

٤٠٣٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِي قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَانِي قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِي فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ

عَنِّيْ فَقَالَ أَتُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّيْ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ تَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ
تَمْرَةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعْطِيَكَ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ جِئْتُهُ ـ

৪০৩৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে আমি তোমাকে দেবো। এতোটা, এতোটা, তিনবার (তিনি ইশারা করেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় বাহরাইন থেকে কোনো ধন-সম্পদ আসলো না। তাঁর ইন্তেকালের পর আবু বকরের আমলে যখন সেই ধন-সম্পদ আসলো তিনি ঘোষক দিয়ে ঘোষণা করে দিলেন : যদি নবী (সঃ)-এর কাছে কারো ঋণ বাবদ প্রাপ্য থাকে বা তিনি কাউকে কিছু দেবার ওয়াদা করে গিয়ে থাকেন, তাহলে সে আমার কাছে আসতে পারে। জাবের বলেন, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম। আমি তাঁকে জানালাম যে, নবী (সঃ) আমাকে তিনবার ইশারা করে বলেছিলেন, বাহরাইন থেকে ধন-সম্পদ আসলে তোমাকে এতোটা, এতোটা, এতোটা দেবো। জাবের বলেন : আবু বকর আমাকে ধন-সম্পদ দিলেন। তারপর আমি আবার আবু বকরের কাছে গেলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। তারপর আমি দ্বিতীয়বার গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দিলেন না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে গেলাম। কিন্তু এবারও তিনি দিলেন না। আমি তাঁকে বললাম, আমি আপনার কাছে আসলাম কিন্তু আপনি আমাকে দিলেন না। তারপর আসলাম, তখনো দিলেন না। আবার আসলাম, তবুও দিলেন না। কাজেই এখন হয় আপনি আমাকে দিন, নয়তো আমি মনে করবো আপনি আমার ব্যাপারে কার্পণ্য করছেন। অবু বকর বললেন : "তুমি একি বলছো, আমি তোমার ব্যাপারে কৃপণতা করছি? কৃপণতার চাইতে খারাপ ব্যাধি (দুনিয়ায়) আর কি আছে? তিনবার তিনি এ কথা বললেন। আমি যখনই তোমাকে অর্থ দেয়া থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছি তখনই আমি মনে করেছি অন্য কোথাও থেকে তোমাকে দেবো।" আর আমর মুহাম্মাদ ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছেন : আমি আবু বকরের কাছে গেলাম। তিনি বললেন : এগুলো (অর্থ) গুণতি করো। আমি গুণলাম। এগুলো পাঁচশো ছিল। তিনি বললেন : (ওখান থেকে) এ পরিমাণ আরো দু'বার নিয়ে নাও।

অনুচ্ছেদ : আশ'আরী ও ইয়ামনীদের আগমন। আর হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) আশ'আরীদের ব্যাপারে নবী (সঃ)-এর এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন—তারা আমার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٤٠٣٥ - عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِيْ مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا حِيْنًا مَا نَرٰى
إِبْنَ مَسْعُوْدٍ وَأُمَّهُ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةِ دُخُوْلِهِمْ وَلُزُوْمِهِمْ لَهُ ـ

৪০৩৫. আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ও আমার ভাই ইয়ামন থেকে আসলাম। দীর্ঘকাল আমরা অবস্থান করলাম। [নবী (সঃ)-এর খেদমতে]। ইবনে মাসউদ ও তাঁর মায়ের অত্যধিক আসা-যাওয়ায় এবং অধিকাংশ সময় তাঁর [নবী (সঃ)]-এর সংগে থাকার কারণে আমরা তাদেরকে আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত মনে করেছিলাম।

٤٠٣٦ - عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُوْ مُوْسٰى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا لَجُلُوْسٌ

عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى دَجَاجًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ
يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ قَالَ هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْكُلُهُ قَالَ إِنِّي حَلَفْتُ
لَا آكُلُهُ قَالَ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ نَفَرٌ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ
فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَا فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ
النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ فَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّلَنَا النَّبِيُّ ﷺ
يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا
وَقَدْ حَمَلْتَنَا قَالَ أَجَلْ وَلَكِنِّي لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا
أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا۔

৪০৩৬. যাহদাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবূ মূসা আসলেন। তিনি জারম গোত্রকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন। আমি তখন সেখানে তাঁর কাছে বসেছিলাম, তিনি মুরগী খাচ্ছিলেন। (উপস্থিত) লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি বসে ছিলেন, আবূ মূসা তাকে খেতে ডাকলেন। লোকটি বললেন : আমি মুরগীকে কিছু খেতে দেখেছি, তাই তার গোশ্‌ত খেতে আমার অনিচ্ছা। আবূ মূসা বললেন : (সেজন্য কি হয়েছে?) এসে যাও কারণ আমি নবী (সঃ)-কে মুরগী খেতে দেখেছি। লোকটি বললেন : আমি কসম খেয়েছি কখনো মুরগী খাবো না। আবূ মূসা বললেন : এসে যাও, তোমার কসম সম্পর্কে আমি তোমাকে বলছি। আমরা আশ'আরী গোত্রের একদল লোক একদিন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলাম। আমরা তাঁর কাছে সওয়ারী চাইলাম। তিনি আমাদেরকে সওয়ারী দিতে অস্বীকার করলেন। আমরা আবার সওয়ারী চাইলাম। এবার তিনি সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নবী (সঃ)-এর কাছে মালে গণীমাতের উট এসে গেলো। তিনি আমাদেরকে পাঁচটি উট দেবার হুকুম দিলেন। উট নিজেদের হস্তগত করার পর বললাম, নবী (সঃ) তাঁর কসম ভুলে গেছেন, এ অবস্থায় আমরা কখনো সফলকাম হতে পারবো না। কাজেই আমি তাঁর কাছে এসে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদেরকে সওয়ারী না দেবার জন্য কসম খেয়েছিলেন, অথচ আপনি আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন। জবাবে তিনি বললেন : অবশ্যই কসম খেয়েছিলাম, তবে আমি যদি কখনো কোনো কসম খাই এবং তার বিপরীতটাকে ভালো পাই তাহলে যার মধ্যে ভালো আছে, সেটিই গ্রহণ করি।

٤٠٣٧ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ
أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ
فَجَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيمٍ
قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ۔

৪০৩৭. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনূ তামীম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো। তিনি বললেন : হে বনূ তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : আপনি সুসংবাদ তো দিয়ে দিলেন এখন আমাদেরকে কিছু (আর্থিক) দেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেলো। এমন সময় ইয়ামনের কি

লোক আসলো। নবী (সঃ) বললেন : বনু তামীম যখন সুসংবাদ গ্রহণ করলো না তখন তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তারা বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমরা অবশ্যই গ্রহণ করে নিলাম।

٤٠٣٨- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ هٰهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ وَالْجَفَاءُ وَقِلَّةُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ مِنْ حَيْثُ تَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةُ وَمُضَرُ.

৪০৩৮ আবু মাস'উদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) নিজের হাতের সাহায্যে ইয়ামনের দিকে ইশারা করে বললেন : ঈমান ওখানে আছে।১৬২ আর কঠোরতা ও হৃদয়হীনতা মুসার ও রাবীয়ার এক চেটিয়া, যারা উটের লেজের কাছে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দেয়, যেখান থেকে সূর্য ওঠে।১৬৩

٤٠٣٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ.

৪০৩৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ইয়ামনবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে। তাদের মন সংবেদনশীল ও হৃদয় কোমল। ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমাতও ইয়ামনী। আর গর্ব ও অহংকার উটওয়ালাদের একচেটিয়া। অন্য দিকে শান্তি ও স্থৈর্য-গাম্ভীর্য মেষপালকদের (সম্পত্তি)।

٤٠٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِتْنَةُ هٰهُنَا هٰهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

৪০৪০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : ঈমান হচ্ছে ইয়ামনী আর ফিত্না সেখানে আছে১৬৪ যেখান থেকে উদিত হয় সূর্য।

٤٠٤١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ.

---

১৬২. ইয়ামনের দিকে ইংগিত করার কোনো গভীর অর্থও থাকতে পারে। তবে আপাত দৃষ্টিতে যা মনে হয়, এখানে ইয়ামনবাসীদের দ্রুত ও সুন্দরভাবে ঈমান কবুল করার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে অইয়ামনবাসীদের ঈমানের প্রতি কোনো নেতিবাচক ইংগিত নেই, এ কথা ও সুস্পষ্ট।

১৬৩. মূল হাদীসে শয়তানের দু শিং-এর মাঝখান থেকে সূর্যোদয়ের কথা বলা হয়েছে। কারণ সূর্যোদয়ের সময় শয়তান গিয়ে সূর্যের সামনে দাঁড়ায়। যেখান থেকে সূর্য ওঠে বলে আসলে ইয়ামনের পূর্ব দিকে অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৬৪. বিভিন্ন হাদীসে ইয়ামন থেকে ফিতনার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে।

৪০৪১. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেন : তোমাদের কাছে এসেছে ইয়ামনবাসীরা। তারা নরম দিল ও সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী। ফিকাহ হচ্ছে ইয়ামনী এবং হিকমত ও ইয়ামনী।১৬৫

٤٠٤٢ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَيَسْتَطِيعُ هٰؤُلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَأُوا كَمَا تَقْرَأُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ شِئْتَ أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ قَالَ أَجَلْ قَالَ اقْرَأْ يَا عَلْقَمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْرٍ أَخُو زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ وَلَيْسَ بِأَقْرَئِنَا قَالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَأَتْ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كَيْفَ تَرٰى قَالَ قَدْ أَحْسَنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا أَقْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ يَقْرَأُهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلٰى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَلَمْ يَأْنِ لِهٰذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقٰى قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَيَّ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ۔

৪০৪২. আলকামাহ্ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে মাস'উদের সাথে বসেছিলাম এমন সময় খাব্বাব আসলেন। তিনি বললেন : হে আবু আবদুর রহমান (অর্থাৎ ইবনে মাস'উদ)! এ যুবকরা কি আপনার মতো কোরআন পড়তে পারে?১৬৬ তিনি জবাব দিলেন : যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের কাউকে আদেশ করি আপনাকে কোরআন পড়ে শুনাতে। খাব্বাব বললেন : অবশ্যি শুনবার ব্যবস্থা করুন। ইবনে মাস'উদ বললেন: হে আলকামাহ! পড়ো। যিয়াদ ইবনে জুদাইরের ভাই যায়েদ ইবনে জুদাইর বললেন: আপনি আলকামাকে পড়তে বলছেন? অথচ সে আমাদের চেয়ে ভালো পড়ে না। ইবনে মাসউদ জবাবে বললেন : যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমার কওম ও তার কওম সম্পর্কে নবী (সঃ) যা বলেছেন তা শুনিয়ে দিতে পারি। (আলকামা বলেন:) আমি সূরা মরিয়ম থেকে পঞ্চাশটি আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলাম। আবদুল্লাহ (অর্থাৎ ইবনে মাসউদ) বললেন: (হে খাব্বাব!) কেমন মনে হলো? খাব্বাব জবাব দিলেন : বেশ ভালোই পড়েছে। আবদুল্লাহ বললেন : আমি যেমন পড়ি আলকামাহ্ ঠিক তেমনিই পড়ে। তারপর তিনি খাব্বাবের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন, যার হাতে সোনার আংটি ছিল এবং বললেন : আচ্ছা, এ আংটিটা খুলে ফেলার সময় কি এখনো আসেনি? খাব্বাব জবাবে বললেন : আজকের পর থেকে এটা আর আমার হাতে দেখবেন না। তারপর তিনি সেটা ফেলে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : দাওস গোত্র এবং তুফাইল ইবনে আমর দাওসীর কাহিনী।১৬৭

---

১৬৫. ফিকাহ হচ্ছে দ্বীনের গভীর জ্ঞান আর হিকমত হচ্ছে এ জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রয়োগ পদ্ধতি।

১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বরে কোরআন পড়তেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) যে গুটিকয়েক সাহাবা থেকে কোরআন শিখতে বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তাদের অন্যতম।

১৬৭. দাওস ইয়ামনের একটি প্রভাবশালী গোত্র। এ গোত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তুফাইল দাওসী

٤٠٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ.

৪০৪৩. আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফাইল ইবনে আমর দাওসী নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন : দাওস গোত্র তো ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা নাফরমানী করেছে ও ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হেদায়াত করো এবং তাদেরকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসো।

٤٠٤٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

وَأَبَقَ غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هٰذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ لِوَجْهِ اللهِ فَأَعْتَقْتُهُ

৪০৪৪. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন নবী (সঃ)-এর খেদমতে এসেছিলাম তখন পথে বলেছিলাম :

"যত দীর্ঘ পরিশ্রমে কাটুক এ রাতটুকু
দারুল কুফর থেকে মুক্তি পেয়েছি
এতটুকু সান্ত্বনা আমার।

আর আমার একটি গোলাম ছিল। গোলামটি মাঝপথে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর আমি এসে পেঁছিলাম নবী (সঃ)-এর কাছে। তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করলাম। এক সময় আমি তাঁর কাছে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি আমার গোলামটি সেখানে এসে হাযির। নবী (সঃ) বললেন : হে আবূ হুরাইরা! এই যে তোমার গোলামটি এসে গেছে। আমি বললাম, তাকে আমি আযাদ করে দিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

অনুচ্ছেদ : তায়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল ও আদী ইবনে হাতেমের কথা।১৬৮

٤٠٤٥- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا

يُسَمِّيهِمْ فَقُلْتُ أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ بَلَى أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا وَ

أَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا فَقَالَ عَدِيٌّ فَلَا أُبَالِي إِذًا

মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর নিজের দেশে ফিরে যান এবং তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। সেখান থেকে খায়বার বিজয়ের বছরে নিজের গোত্রের লোকজনসহ মদীনায় হিজরত করেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি এখানে অবস্থান করেন।

১৬৮. হযরত আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) ইয়ামনের বিখ্যাত তায়ী গোত্রের শাসক দাতাপ্রধান হাতেম

৪০৪৫. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে উমরের কাছে আসলাম। তিনি এক একজনকে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। আমি বললাম : হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? তিনি বললেন : কেন চিনতে পারবো না? যখন লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। যখন লোকেরা পেছনে সরে গিয়েছিল, তুমি সামনে এগিয়ে এসেছিলে। যখন লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তুমি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছিলে। যখন লোকেরা (ইসলামের সত্যতা) অস্বীকার করেছিল, তুমি তা চিনেছিলে। এ জবাব শুনার পর আদী বললেন : এখন আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

অনুচ্ছেদ : বিদায় হজ্জ।

٤٠٤٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتّٰى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةَ وَاَنَا حَائِضٌ وَلَمْ اَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ انْقُضِيْ رَاْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَاَهِلِّيْ بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ اَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ وَالصِّدِّيْقِ اِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهٖ مَكَانُ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ اَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا اٰخَرَ بَعْدَ اَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى وَاَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا-

৪০৪৬ আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বিদায় হজ্জের জন্য আমরা রওয়ানা দিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংগে। আমরা উমরাহ্‌র এহরাম বাঁধলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সংগে করে এনেছে, তাকে একসাথে হজ্জ ও উমরাহ উভয়ের এহরাম বাঁধতে হবে। তারপর এ দু'টি কাজ পুরোপুরি সম্পাদন না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারবে না। তাঁর সাথে মক্কায় পৌঁছেই আমি ঋতুবতী হয়ে গেলাম। কাজেই আমি কা'বা শরীফ তাওয়াফ করলাম না এবং সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ও দিলাম না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন : মাথার চুলগুলো খুলে চিরুনী দিয়ে আঁচড়িয়ে নাও এবং হজ্জের নিয়েত করে এহরাম বাঁধো আর উমরাহ বাদ দাও। আমি তাই করলাম। তারপর যখন হজ্জ শেষ করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের সাথে আমাকে তান'ঈমে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেখান থেকে উমরাহ্‌র এহরাম বাঁধলাম। তিনি বললেন : এটা হচ্ছে তোমার সেই পরিত্যক্ত উমরাহ। আয়েশা বলেন : যারা উমরাহর এহরাম বেঁধেছিল, তারা বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ ও

তায়ীর পুত্র। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রাঃ) তাঁদের এলাকায় এক অভিযান চালালে তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে পলায়ন করেন। পরে তিনি নিজে মদীনায় এসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাফা-মারওয়ার সা'ঈর (দৌড়) পর এহরাম খুলে ফেলেছিল তারপর (হজ্জ শেষে) মিনা থেকে ফিরে আর একবার বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করেছিল। আর যারা হজ্জ ও উমরাহ্‌র এহরাম একসাথে বেঁধেছিল তারা মাত্র একবার তাওয়াফ করেছিল।

٤٠٤٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قُلْتُ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.

৪০৪৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (উমরাহ্‌কারী) বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করার পর হালাল হয়ে যায়। (বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ তাঁর উস্তাদ আতাকে)[১৬১] জিজ্ঞেস করেন, ইবনে আব্বাস এটা কোথায় পেলেন? (আতা) জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র এ বাণী থেকে, যেখানে বলা হয়েছে : "তারপর বায়তুল আতীকের (বায়তুল্লাহ) কাছে তারা হালাল হয়।" এবং নবী (সঃ)-এর এ বাণী থেকে, যাতে তিনি নিজের সাহাবাদেরকে বিদায় হজ্জে এহরাম খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (জুরাইজ) বললেন : সেটা নিশ্চয়ই ছিল আরাফাতে দাঁড়াবার পর। (আতা) জবাব দিলেন : ইবনে আব্বাসের মতে আরাফাতে পৌঁছার আগে ও পরে (যখনই তাওয়াফ শেষ করবে এহরাম খুলতে পারবে)।

٤٠٤٨ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَهْلَلْتَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي.

৪০৪৮. আবু মূসা আশ'আরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে বাত্‌হায় ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি হজ্জের এহরাম বেঁধেছো? আমি বললাম : জি হাঁ, বেঁধেছি। তিনি বললেন : কিভাবে বেঁধেছো? বললাম : (আমি বলেছি :) আমি সেই এহরাম বাঁধলাম, যে এহরাম বেঁধেছেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। তখন তিনি বললেন : কা'বার তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈর পর এহরাম খুলে ফেলো। কাজেই তাওয়াফ ও সা'ঈর পর এহরাম খুলে ফেললাম এবং কায়েস গোত্রের একটি মেয়ের সাহায্যে আমার মাথার উকুন বাছালাম।

٤٠٤٩ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَتَحَلَّلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ

---

১৬১. হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন আতা এবং তাঁর থেকে জুরাইজ বর্ণনা করেছেন।

فَمَا يَمْنَعُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَسْتُ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي

৪০৪৯. নাফে' থেকে বর্ণিত।১৭০ ইবনে উমর তাঁকে জানিয়েছেন যে, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসা তাঁকে বলেছেন : বিদায় হজ্জে নবী (সঃ) তাঁর স্ত্রীদেরকে এহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। হাফসা বললেন, আপনি কেন এহরাম খুলছেন না? তিনি জবাবে বললেন, আমি মাথার চুল জমিয়ে ফেলেছি এবং কোরবানীর পশুর গলায় কেলাদা১৭১ ঝুলিয়ে দিয়েছি, কাজেই আমি নিজের কোরবানীর পশু জবাই না করা পর্যন্ত এহরাম খুলতে পারছি না।

٤٠٥٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ -

৪০৫০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। বিদায় হজ্জে ফযল ইবনে আব্বাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে সওয়ারীর ওপর বসেছিলেন। এমন সময় খাস'আম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একটি প্রশ্ন করলেন। বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বার ওপর হজ্জ ফরয হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি বড় বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এমনকি সওয়ারীর ওপর বসার ক্ষমতাও তাঁর নেই। এ অবস্থায় আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বললেন : হাঁ (অবশ্যই পারো)।

٤٠٥١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ عَلَى الْقَصْوَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ لِعُثْمَانَ ائْتِنَا بِالْمِفْتَحِ فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ ثُمَّ أَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدَّرَجَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلَالًا قَائِمًا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُكَ حِينَ تَلِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ

---

১৭০. হযরত নাফে' হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর গোলাম। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাবেঈদের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে তিনি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১৭১. কেলাদা, পশুর গলার এক বিশেষ ধরনের মালা পরানো, যা থেকে বুঝা যায় যে, পশুটাকে হজ্জে কোরবানী করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪০৫১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মক্কা বিজয়ের বছর নবী (সঃ) কাসওয়ার[১৭২] পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর পেছনে বসেছিলেন উসামা।[১৭৩] তাঁর সংগে ছিলেন বেলাল ও উসমান ইবনে তাল্হা। অবশেষে তিনি কা'বার কাছে এসে উষ্ট্রী বসিয়ে দিলেন। তারপর উসমানকে বললেন : (কা'বা শরীফের) চাবিটা আমাকে এনে দাও। তিনি তাঁর কাছে চাবি নিয়ে আসলেন। তাঁর জন্য (কা'বার) দরজা খোলা হলো। নবী (সঃ), উসামা, বেলাল ও উসমান ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। দীর্ঘক্ষণ তার মধ্যে অবস্থান করলেন, তারপর তিনি বের হয়ে আসলে লোকেরা ভেতরে প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হলো। কিন্তু আমি সবার আগে ভেতরে প্রবেশ করলাম। আমি বেলালকে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় নামায পড়েছেন? (বেলাল) জবাব দিলেন, তিনি নামায পড়েছেন ওই সামনের দু'স্তম্ভের মাঝখানে। আর ঘরটি ছিল দু'সারিতে ছ'টি স্তম্ভের ওপর। তার মধ্যে প্রথম সারির দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে তিনি নামায পড়েন। ঘরের দরজা ছিল তাঁর পেছন দিকে এবং তাঁর মুখ ছিল সামনের দেয়ালের দিকে। ইবনে উমর বলেন, তিনি ক'রাক'আত নামায পড়েছিলেন এবং যেখানে তিনি নামায পড়েছিলেন সেখানে কোনো লাল মর্মর পাথর ছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করতে আমি ভুলে গেছি।

٤٠٥٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحَابِسَتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَنْفِرْ.

৪০৫২. উরওয়া ইবনে যুবাইর ও আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা তাঁদেরকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই বিদায় হজ্জে ঋতুবতী হয়ে পড়েছিলেন। নবী (সঃ) বললেন : তার জন্য কি আমাদেরকে থেমে যেতে হবে? আমি (আয়েশা) বললাম : হে আল্লাহর রসূল! সে তো (মক্কায় এসে) তাওয়াফে যিয়ারত করেছিল। নবী (সঃ) বললেন : (তাহলে তো কোনো চিন্তা নেই,) সে আমাদের সাথে চলতে পারে (মদীনার দিকে)।

٤٠٥٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَلَا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ أَنْذَرَ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ إِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ

---

১৭২. কাসওয়া হচ্ছে নবী (সঃ)-এর উষ্ট্রীর নাম।

১৭৩. উসামা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালিত পুত্র হযরত যায়েদ (রাঃ)এর- ছেলে।

يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلٰثًا وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ اُنْظُرُوْا لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪০৫৩. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। নবী (সঃ) আমাদের মধ্যে ছিলেন। আর বিদায় হজ্জ কি, তা তখন আমরা জানতাম না। নবী (সঃ) আল্লাহর প্রশংসা করার পর মসীহ দাজ্জালের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন এবং বললেন : আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি, যিনি তাঁর উম্মতকে (মসীহ দাজ্জালের) ভয় দেখাননি। (এমনকি) নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণও ভয় দেখিয়েছেন। আর সে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে বের হবে। তাকে চিহ্নিত করার নিশানা তোমাদের কাছে মোটেই অপ্রকাশ থাকবে না। তোমাদের কারোর কাছে এ কথা অবিদিত নেই যে, তোমাদের রব (আল্লাহ) কানা নন। কিন্তু তার (দাজ্জাল) ডান চোখটি কানা। তা ঠিক আঙ্গুরের দানার মতো ফুলে থাকবে। কাজেই ভালো করে শুনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের ওপর তোমাদের ভাইদের রক্ত ও সম্পদ হারাম করে দিয়েছেন (চিরকালের জন্য) যেমন হারাম আজকের দিনে, এ শহরে ও এ মাসে তোমাদের রক্ত ও সম্পদ। (তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন:) আচ্ছা আমি কি তোমাদের কাছে (আল্লাহর সমস্ত হুকুম) পেঁছিয়ে দিয়েছি? (উপস্থিত) সবাই বললো : হাঁ, (অবশ্য আপনি পেঁছিয়ে দিয়েছেন)। তিনি তিনবার বললেন : হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো। (তারপর তিনি বললেন:) দেখো, এ সর্বনাশা কাজ তোমরা করো না, আমার পরে তোমরা আবার কুফরীতে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না।

٤٠٥٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَاَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ وَعُمْرَةً اُخْرٰى.

৪০৫৪. যায়েদ ইবনে আরকামা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) ১৯টি জিহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর হিজরতের পর মাত্র একটিবার হজ্জ করেছিলেন। সেটি হচ্ছে বিদায় হজ্জ। আবু ইসহাক বলেন, আরেকটি হজ্জ তিনি করেছিলেন মক্কায় অবস্থানকালে।

٤٠٥٥- عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيْرٍ اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

৪০৫৫. জারীর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বিদায় হজ্জে তাঁকে বলেছিলেন, লোকদেরকে চুপ করিয়ে দাও। তারপর বললেন : আমার পরে তোমরা কুফরীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কেটো না।

٤٠٥٦- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادٰى

وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُوْلُ صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ ـ

৪০৫৬. আবু বাকরাহ্ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (বিদায় হজ্জের দিন তাঁর ভাষণে) বলেন : আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন যামানা সেদিন যেখানে অবস্থান করছিল আজ আবর্তন করতে করতে আবার সেখানে এসে গেছে। বারো মাসে এক বছর হয়। তার মধ্যে চারটি হচ্ছে হারাম মাস। তিনটি মাস পরস্পর : যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মহররম এবং চতুর্থ মাসটি রজব, এ মাসটি জমাদিউস্সানী ও শাবানের মাঝখানে আসে। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তো তিনি মাসটির নাম পালটে রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, অবশ্যি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমনকি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি শহরটির নাম বদলে অন্য নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম : অবশ্যি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি চুপ করে গেলেন, এমন কি আমরা মনে করলাম হয়তোবা তিনি দিনটির নাম বদলে দেবেন। তিনি বললেন : আজ কি 'ইয়াও মুন্নাহার' (কোরবানীর দিন) নয়? আমরা বললাম : অবশ্যি। তিনি বললেন : জেনে রাখো, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের ধন-সম্পদ—বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমার মনে হয় আবু বাকরাহ এও বলেছিলেন যে, তোমাদের ইজ্জত-আব্রু—তোমাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবে হারাম যেমন এ মাসটি, এ শহরটি ও এ দিনটি হারাম। তোমাদেরকে একদিন তোমাদের রবের সামনে যেতে হবে। তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। কাজেই আমার পর তোমরা গোমরাহীর দিকে ফিরে যেয়ো না এবং পরস্পরের গলা কাটতে শুরু করো না। শোনো, তোমরা যারা এখানে হাযির আছো, তারা এ কথাগুলো যারা হাযির নেই তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ো। কখনো এমনও হয়, যাদের কাছে পৌঁছানো হয় তারা সেগুলো তাদের চাইতে বেশী হেফাযত করতে পারে যারা সেগুলো স্বকর্ণে শুনেছিল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় বলছিলেন, মুহাম্মদ (সঃ) যথার্থই বলেছেন। শেষে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন : শুনো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ কথা তিনি দুবার বলেন।

٤٠٥٧- عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اُنَاسًا مِّنَ الْيَهُوْدِ قَالُوْا لَوْ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَا ذٰلِكَ الْيَوْمَ عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اَيَّةُ اٰيَةٍ فَقَالُوْا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اَعْلَمُ اَيَّ مَكَانٍ اُنْزِلَتْ اُنْزِلَتْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ

৪০৫৭. তারেক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। কয়েকজন ইয়াহূদী একবার বললো : যদি এ আয়াতটি আমাদের ওপর নাযিল হতো তাহলে আমরা আয়াতটি নাযিলের দিনটিতে ঈদ পালন করতাম। উমর জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ আয়াতটি। তারা বললো : "আজ আমি তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহকেও পরিপূর্ণ করে দিলাম।"১৭৪ উমর বললেন : আমি ভালোভাবেই জানি আয়াতটি কোথায় নাযিল হয়েছিল। আয়াতটি যখন নাযিল হয়েছিল তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আরাফাতে দাঁড়িয়েছিলেন।

٤٠٥٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَّمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِحَجٍّ وَّعُمْرَةٍ وَّاَهَلَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَاَمَّا مَنْ اَهَلَّ بِالْحَجِّ اَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوْا حَتّٰى يَوْمَ النَّحْرِ-

৪০৫৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে (বিদায় হজ্জ করার জন্য) বের হয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে যারা ছিলেন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক উমরাহ্‌র এহরাম বেঁধেছিলেন, কিছু লোক বেঁধেছিলেন হজ্জের এহরাম আবার কিছু লোক হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়টির এহরাম বেঁধেছিলেন একসাথে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন। কাজেই যারা কেবলমাত্র হজ্জের এহরাম বেঁধেছিলেন অথবা হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের এহরাম একসাথে বেঁধেছিলেন, তারা ইয়াওমুন্নাহার১৭৫ পর্যন্ত এহরাম বেঁধে থাকলো এবং ইয়াওমুন্নাহারের পর তারা হালাল হলো।

٤٠٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَّقَالَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

৪০৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ (ইমাম) মালিক থেকে বর্ণনা করছেন যে, তিনি উপরোক্ত হাদীসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন : আমরা বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম।

٤٠٦٠- عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ مِثْلَهُ.

৪০৬০. ইসমাঈল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, (ইমাম) মালিক আমাদের কাছেও ওপরে বর্ণিত হাদীসটির মতো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

১৭৪. এটি সূরা মায়েদার ৩য় আয়াত।

১৭৫. ইওয়ামুন্নাহার হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ অর্থাৎ কোরবানীর দিন।

٤٠٦١- عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ -

৪০৬১. আমের ইবনে সা'দ তাঁর পিতা[১৭৬] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : বিদায় হজ্জে আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছিলাম। নবী (সঃ) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি দেখছেন আমি কত রোগ-গ্রস্ত হয়ে পড়েছি। আমার বেশ কিছু ধন-সম্পদ আছে। একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোনো ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি আমি অর্ধেক সাদকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন : হাঁ, তা করতে পারো। তবে নিজের ওয়ারিসদেরকে দরিদ্র করে রেখে যাবে এবং তারা অন্যের কাছে হাত পাতবে তার চেয়ে তাদেরকে ধনী ও অমুখাপেক্ষী হিসেবে রেখে যাওয়াই ভালো। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যা কিছু খরচ করবে তার প্রতিদান পাবে। এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে আহার্যটি তুলে দাও তারও প্রতিদান পাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো (এবং তারা আপনার সাথে মদীনায় চলে যাবে)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা তোমাকে রেখে কখনোই চলে যাবে না। (আর তারা রেখে গেলেও) তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাজ করে যাবে। এতে তোমার মরতবা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আর হয়তো তুমি বেশী দিন জীবিত থাকবে এবং তোমার মাধ্যমে একদল (মুসলমানরা) উপকৃত হবে এবং আর একদল (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্থ হবে। হে আল্লাহ! আমার সাহাবীদের হিজরত পূর্ণ করো এবং তাদেরকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিয়ো না। তবে সা'দ ইবনে খাওলা মক্কায় মারা গিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এজন্য মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

٤٠٦٢- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ -

১৭৬. আমের ইবনে সা'দের পিতা হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী।

৪০৬২. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর তাঁদেরকে জানিয়েছেন যে, বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (সঃ) (হজ্জের সমস্ত আরকান আদায় করার পর) নিজের মাথা ন্যাড়া করেছিলেন।

٤٠٦٣- عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ۔

৪০৬৩. নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) এবং আরো অনেক সাহাবা বিদায় হজ্জে তাঁদের মাথা ন্যাড়া করে ছিলেন আবার কিছু সাহাবা শুধুমাত্র চুল ছেঁটে ফেলেছিলেন।

٤٠٦٤- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيْرُ عَلٰى حِمَارٍ وَّرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ بِمِنًى مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

৪০৬৪. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁকে জানিয়েছেন : আমি গাধার পিঠে চড়ে আসছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বিদায় হজ্জ উপলক্ষে মিনায় অবস্থান করে লোকদেরকে নামায পড়াচ্ছিলেন। সবেমাত্র কয়েকটা সারির সামনে দিয়ে আমার গাধা অগ্রসর হয়েছিল এমন সময় আমি নীচে নেমে নামাযে শামিল হয়ে গিয়েছিলাম।

٤٠٦٥- عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ وَقَالَ الْعَنَقُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ۔

৪০৬৫. হিশাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা তাঁকে বলেছেন : উসামাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং আমি তা স্বকর্ণে শুনেছিলাম। (তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল) বিদায় হজ্জে নবী (সঃ) কিভাবে সওয়ারী চালিয়েছিলেন? তিনি জবাবে বলেছিলেন : মাঝারী চালে, আর জায়গা প্রশস্ত হলে আবার জোরে চালাতেন।

٤٠٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ أَبَا أَيُّوْبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا۔

৪০৬৬. অবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবু আইয়ুব তাঁকে জানিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জে মাগরিব ও এশার নামায একসাথে পড়েছেন।১৭৭

---

১৭৭. মুযদালেফায় এসে এ দুটি নামায এক সাথে পড়তে হয়।

অনুচ্ছেদ : তাবুকের যুদ্ধ।১৭৮ একে 'উসরাতের বা কষ্টের যুদ্ধও বলা হয়।

٤٠٦٧- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ الْحُمْلَانَ لَهُمْ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ فَقَالَ وَاللهِ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ فَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي أَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً إِذْ سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي أَيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَدْعُوكَ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ هَذِهِ بِهَذِهِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذِهِ بِهَذِهِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حَدِيثًا مِنْ سَعْدٍ فَانْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ أَوْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِمْ بِهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَكِنِّي وَاللهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالُوا لِي وَاللهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثَهُمْ بِمِثْلِ مَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى.

৪০৬৭. আবূ মূসা থেকে বর্ণিত। 'উসরাতের১৭৯ সেনাবাহিনী অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমার সাথীরা তাদের সওয়ারী চাইবার জন্য আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পাঠালো। আমি বললাম : হে আল্লাহর নবী! আমার সাথীরা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে তাদের জন্য সওয়ারী চাওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে কোনো সওয়ারী দেবো না। তখন তিনি ক্রোধান্বিত অবস্থায়

---

১৭৮. তাবুক সিরিয়ায় অবস্থিত। বিদায় হজ্জের পূর্বে নবম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধটি হয়। যেসব যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন এটি তার মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ। রোম সম্রাট হিরাক্লেল সিরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করছে বিরাট আকারের অভিযান পরিচালনা করে মুসলমান-দেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, এ খবর শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) তিরিশ হাজার সাহাবী সুসজ্জিত করে তাবুকের দিকে অগ্রসর হন।

১৭৯. তাবুকের যুদ্ধকে কষ্টের যুদ্ধ বলার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে এ যুদ্ধের ডাক আসে। যখন ঘর থেকে বের হওয়াই ছিল মানুষের জন্য কষ্টকর তখন সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধে যাওয়া কত বেশী কষ্টকর তা সহজেই অনুমান করা যায়। তার ওপর ছিল সাহাবাগণের চরম দারিদ্রের মধ্যে এ বিরাট যুদ্ধের খরচ বহণ করার ব্যাপারটি।

ছিলেন। আমি ব্যাপারটি না বুঝে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে আসলাম। (দুঃখ এজন্য যে,) একদিকে তো নবী (সঃ) আমাদেরকে সওয়ারী দিলেন না আবার অন্যদিকে আমার ভয় হচ্ছিল নবী (সঃ) আমার ওপরই না অসন্তুষ্ট হন। কাজেই আমি সাথীদের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে নবী (সঃ)-এর জবাব জানিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বেলালের আওয়াজ শুনতে পেলাম : আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস কোথায়? আমি তার ডাকে জবাব দিলাম। তিনি বললেন, চলুন রসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে ডাকছেন। আমি তাঁর কাছে আসলে তিনি বললেন : এ দু'টি উট ও এ দু'টি উট১৮০ এ ছ'টি উট এখনই সা'দের১৮১ কাছ থেকে নিয়ে যাও। এগুলো তোমার সাথীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে বলো, এগুলো অবশ্যি আল্লাহ অথবা বলেন, এগুলো অবশ্যি রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য পাঠিয়েছেন, এগুলোর পিঠে সওয়ার হও। আমি উটগুলো তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তাদেরকে বললাম, এ উটগুলো নবী (সঃ) তোমাদের সওয়ারীর জন্য দিয়েছেন। তবে আল্লাহর কসম, তোমাদের কয়েকজন আমার সংগে এসো আমি তাদেরকে সেইসব লোকের কাছে নিয়ে যাই, যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রথমবারের কথা শুনেছিলেন, যাতে তোমরা এ কথা না মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে (ইতিপূর্বে) এমন কোনো কথা বলেছিলাম, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেননি। তারা বললো : না, আমরা তোমাকে সত্যবাদীই জানি। তবুও যদি তুমি বলো তাহলে আমরা যেতে প্রস্তুত আছি। কাজেই তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবু মূসার সাথে তাদের কাছে আসলো যারা প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা শুনেছিলেন। তারা আমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিয়ে বললো, যথার্থই রসূলুল্লাহ (সঃ) প্রথমে এ কথা বলেছিলেন।

٤٠٦٨ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا قَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي۔

৪০৬৮. মুস'আব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক অভিযানে বের হলেন। আলীকে করলেন নিজের স্থলাভিষিক্ত। আলী বললেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও নারীদের মধ্যে রেখে যাচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন : তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মূসার কাছে হারূনের মর্যাদা? তবে কথা হচ্ছে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।

٤٠٦٩ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ قَالَ عَطَاءٌ فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَيَّتُهُ قَالَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ

---

১৮০. সম্ভবত তিনিএভাবে তিনবার বলে থাকবেন, যার ফলে মোট ছ'টি হয়। কিন্তু বাক্য সংক্ষেপ করার জন্য রাবী' দু'বার উল্লেখ করেই থেমে গেছেন।

১৮১. ইনি হযরত ইবনে ইবাদাহ, তদানীন্তন বায়তুলমালের নাজেম।

قَالَ عَطَاءٌ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَ عَبْدَهُ فِي بَيْتِكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضِمُهَا۔

৪০৬৯. সাফওয়ান ইবনে ইয়ালা ইবনে উমাইয়া তার পিতা (ইয়া'লা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইয়া'লা বলেন : নবী (সঃ)-এর সাথে আমি তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ইয়া'লা বলেন : আমার সমস্ত আমলের মধ্যে এ আমলটির ওপর আমি সবচেয়ে বেশী ভরসা করি। আতা (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) বলেন, সাফওয়ান ইয়া'লা থেকে বলেছেন : ইয়া'লা এক ব্যক্তিকে নিজের কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। সে এক ব্যক্তির সাথে লড়াই করলো। তাদের একজন আর একজনের হাত কামড়ে ধরলো। আতা বলেন : সাফওয়ান আমাকে তাদের কে কার হাত কামড়ে ধরেছিল তা বলেছিলেন। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি। ইয়া'লা বলেন : যার হাত কামড়ে ধরেছিল, সে অন্যের মুখ থেকে হাতটা টেনে বের করে নিয়েছিল। এতে তার একটা দাঁত ভেঙে বের হয়ে এসেছিল। তারা দু'জন নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। কিন্তু তিনি দাঁতের কোনো দিয়াত দেবার ব্যবস্থা করলেন না। আতা বলেন : সম্ভবত সাফওয়ান এ কথাও বলেছিলেন যে, নবী (সঃ) (দাঁতওয়ালাকে) বলেছিলেন, সে কি তার হাতটা তোমার মুখের মধ্যে রেখে দিতো আর তুমি তা উটের মতো চিবাতে?

অনুচ্ছেদ : কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর হাদীস এবং মহান আল্লাহর বাণী :
وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا "আর পেছন থেকে যাওয়া তিনজন লোকের ওপর।"১৮২

٤٠٧٠. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرِيْ أَنِّيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوٰى وَلَا أَيْسَرَ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِيْ تِلْكَ الْغَزَاةِ وَاللّٰهِ مَا جَتَمَعَتْ عِنْدِيْ قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِيْ تِلْكَ الْغَزَاةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَمَفَازًا وَعَدُوًّا كَثِيْرًا

১৮২. তাবুক যুদ্ধে যে তিনজন সাহাবা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছতে পারেননি, তাদের ক্ষমার ব্যাপারে বলা হয়েছে।

تُجَلِّيْ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوْا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ
يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرٌ وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ
يُرِيْدُ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَمَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ اِلَّا ظَنَّ اَنْ سَيَخْفٰى
لَهُ مَا لَمْ يُنْزَلْ فِيْهِ وَحْيُ اللّٰهِ وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ
طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلَالُ وَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ اَغْدُوْ
لِكَيْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَاَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ اَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِيْ حَتّٰى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ اَقْضِ مِنْ جَهَازِيْ شَيْئًا فَقُلْتُ اَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ
اَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ اَلْحَقُهُمْ فَغَدَوْتُ بَعْدَ اَنْ فَصَلُوْا لِاَتَجَهَّزَ فَرَجَعْتُ
وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ بِيْ حَتّٰى
اَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ وَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِيْ فَعَلْتُ
فَلَمْ يُقَدَّرْ لِيْ ذٰلِكَ فَكُنْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيْهِمْ اَحْزَنَنِيْ اَنِّيْ لَا اَرٰى اِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ
النِّفَاقُ اَوْ رَجُلًا مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبٌ فَقَالَ رَجُلٌ
مِنْ بَنِيْ سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَنَظَرُهُ فِيْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ
بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلَّا خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ
كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَلَمَّا بَلَغَنِيْ اَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَنِيْ هَمِّيْ وَطَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ
الْكَذِبَ وَاَقُوْلُ بِمَاذَا اَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاسْتَعَنْتُ عَلٰى ذٰلِكَ
بِكُلِّ ذِيْ رَأْيٍ مِنْ اَهْلِيْ فَلَمَّا قِيْلَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا
زَاحَ عَنِّيْ الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ اَنِّيْ لَنْ اَخْرُجَ مِنْهُ اَبَدًا بِشَيْءٍ فِيْهِ كَذِبٌ
فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ
الْمُخَلَّفُوْنَ فَطَفِقُوْا يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعَةً وَ
ثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ

لَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ فَجِئْتُهُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ
الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَا خَلَّفَكَ
أَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَاللهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ
أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ
اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ
إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ لَا وَاللهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ وَاللهِ مَا قَطُّ أَقْوَى وَلَا
أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ
حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقَالُوا
لِي وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا
تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ
كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ فَوَاللهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي
حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ قَالُوا
نَعَمْ رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَ فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَارَةُ
بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ
قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا أُسْوَةٌ فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي وَنَهَى رَسُولُ
اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَنَا
النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبِثْنَا
عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ
وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ
مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ
فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ
شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَإِذَا أَقْبَلْتُ
عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ
مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ

عَمِّيْ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهٗ فَنَشَدْتُهٗ فَسَكَتَ فَعُدْتُ لَهٗ فَنَشَدْتُهٗ فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ بِسُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِيٌّ مِّنْ اَنْبَاطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهٗ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهٗ حَتّٰى اِذَا جَاءَنِيْ دَفَعَ اِلَيَّ كِتَابًا مِّنْ مَّلِكِ غَسَّانَ فَاِذَا فِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهٗ قَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَّلَا مُضِيْعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَاْتُهَا وَهٰذَا اَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهٗ بِهَا حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ لَيْلَةً مِّنَ الْخَمْسِيْنَ اِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِيْنِيْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ اُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ قَالَ لَا بَلِ اعْتَزِلْهَا وَلَا تَقْرَبْهَا وَاَرْسَلَ اِلٰى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَاَتِيْ الْحَقِيْ بِاَهْلِكِ فَتَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ قَالَ كَعْبٌ فَجَاءَتِ امْرَاَةُ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هِلَالَ بْنَ اُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهٗ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهٗ قَالَ لَا وَلٰكِنْ لَا يَقْرَبْكِ قَالَتْ اِنَّهٗ وَاللّٰهِ مَا بِهٖ حَرَكَةٌ اِلٰى شَيْءٍ وَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهٖ مَا كَانَ اِلٰى يَوْمِهٖ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ لَوِ اسْتَاْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ امْرَاَتِكَ كَمَا اَذِنَ لِامْرَاَةِ هِلَالِ بْنِ اُمَيَّةَ اَنْ تَخْدُمَهٗ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَسْتَاْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنْتُهٗ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ حَتّٰى كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِّنْ حِيْنَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً وَاَنَا عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى عَلٰى

جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ قَالَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ
أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ
الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ
إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ
مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ
فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ
ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا
يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ كَعْبٌ حَتَّى
دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَيَّ
طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي وَاللهِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
غَيْرُهُ وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ
يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ قَالَ قُلْتُ
أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكَانَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ
فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي
صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ
إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ فَوَاللهِ
مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلَاهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي وَمَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ
ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَوْمِي هَذَا كِذْبًا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي
اللهُ فِيمَا بَقِيتُ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ
إِلَى قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ» فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي

لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمُ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ كَعْبٌ وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللَّهُ فِيهِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ ـ

৪০৭০. আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর পিতা কা'ব অন্ধ হয়ে যাবার পর তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে চলতেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি কা'ব ইবনে মালেককে তাঁর তাবুক যুদ্ধে পেছনে থেকে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যতগুলো যুদ্ধ করেছেন তার মধ্যে তাবুক ও বদর ছাড়া আর কোনোটাতেই আমি গর-হাযির থাকিনি। তবে বদর যুদ্ধে যারা পেছনে থেকে গিয়েছিলেন তাদের কারোর ওপর আল্লাহর আক্রোশ পতিত হয়নি। বদর যুদ্ধে আসলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করা। হঠাৎ এক সময় আল্লাহ তাঁদেরকে শত্রুর মুখোমুখি করে দেন। (এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়)। আর আকাবার১৮২(ক). রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হাজির ছিলাম। তিনি ইসলামের ওপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকার জন্য আমাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও বদর যুদ্ধ লোকদের মধ্যে বেশী আলোচিত কিন্তু তার চাইতে লাইলাতুল আকাবা আমার কাছে বেশী প্রিয়। (আর তাবুক যুদ্ধে আমার পিছিয়ে থাকার কারণস্বরূপ বলা যায়) এ যুদ্ধের সময় আমি বেশী শক্তিশালী ও স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলাম। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমার কাছে কখনো একসাথে দু'টো সওয়ারী ছিল না। অথচ এ যুদ্ধের সময় (অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বে) আমি দু'টি সওয়ারীর মালিক হয়ে গিয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখনই যুদ্ধের এরাদা করতেন কখনো পরিষ্কারভাবে স্থান, এলাকা বা কোনো নিশানা জানাতেন না (বরং কিছু অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক শব্দ বলে দিতেন)। কিন্তু এ যুদ্ধটার সময় যখন আসলো তখন ছিল ভীষণ গরম। পথ ছিল দীর্ঘ এবং পানি, গাছ-পালা ও লতাপাতাশূন্য। শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। কাজেই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, যাতে তারা ভালোভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে পারে। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বিপুলসংখ্যক মুসলমান ছিলেন। তবে এমন কোনো কিতাব (অর্থাৎ রেজিষ্ট্রি খাতা) ছিল না যাতে তাদের সবার নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। কা'ব বলেন : এ যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা পোষণ করে, এমন একটি লোকও ছিল না। তবে সাথে সাথে তারা এও মনে করতো যে,

---

১৮২(ক). আকাবা মিনার কাছে অবস্থিত। হিজরতের আগে এখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইয়াসরেব (পরবর্তীকালে মদীনা) থেকে আগত আনসারদেরকে বাই'আত করেন। আকাবায় এ বাই'আত দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। এ বাই'আত অনুষ্ঠিত হয় ইসলাম ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাহায্য করার ওপর। এ অনুষ্ঠানে সত্তরজন আনসার শামিল ছিলেন।

কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে আল্লাহর অহী না আসা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তা জানতে পারবেন না। এ যুদ্ধের প্রস্তুতি রসূলুল্লাহ (সঃ)) এমন এক সময় শুরু করেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল এবং ছায়ায় বসা আরামদায়ক মনে হতো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাথে মুসলমানরা সবাই জোরেশোরে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে আমি প্রতিদিন সকালে তাদের সাথে প্রস্তুতি নেবার কথা চিন্তা করতাম। সারাদিন চলে যেতো অথচ আমি কিছুই করতাম না। আমি মনে মনে বলতাম, আমি তো যে কোনো সময় প্রস্তুত হবার ক্ষমতা রাখি, কাজেই এত তাড়াহুড়া কিসের? এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। একদিন সকালে তিনি মুসলমানদের নিয়ে রওয়ানা দিলেন। অথচ তখনো আমি কোনো প্রকার প্রস্তুতি করিনি। আমি বললাম, আমি এই তো এক-দু'দিনে প্রস্তুতি নিয়ে নেবো তারপর পথে তাদেরকে ধরে ফেলবো। তাদের চলে যাবার পরের দিন সকালে আমি প্রস্তুতি নিতে চাইলাম। কিন্তু দিন গুজরে গেলো অথচ আমি কিছুই প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। তারপরের দিন সকালে আবার চাইলাম। কিন্তু এবারও নিতে পারলাম না। তারপর দিনের পর দিন আমার এ অবস্থা চলতে থাকলো। এখন তো সবাই অনেক দূরে চলে গিয়েছে। আমি কয়েকবার এরাদা করলাম বের হয়ে তাদেরকে ধরে ফেলতে। আহা, যদি আমি এমনটি করে ফেলতাম! কিন্তু তা আমার তকদীরে ছিল না। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চলে যাবার পর আমি যখন শহরে লোকদের মধ্যে বের হতাম তখন পথে-ঘাটে দেখতাম মুনাফিকদেরকে অথবা দুর্বল হবার কারণে আল্লাহ যাদেরকে 'মাযুর' বা অক্ষম করে দিয়েছেন তাদেরকে--এদের ছাড়া আর কাউকে পথে দেখতাম না। আমার ভীষণ দুঃখ হতো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) পথে কোথাও আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন না, তবে তাবুকে পৌঁছে যখন তিনি সবাইকে নিয়ে বসলেন, তখন আমার কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কা'বের কি হলো? বনী সালামার এক ব্যক্তি[১৮৩] বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নিজের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ও অহংকার তাকে আটকে দিয়েছে। মু'আয ইবনে জাবাল বললেন, "তুমি তো ভালো কথা বললে না। আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না"। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুপ করে থাকলেন।

কা'ব ইবনে মালেক বলেন ঃ যখন আমি জানতে পারলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) ফিরে আসছেন, আমি চিন্তা করতে লাগলাম এমন কোনো মিথ্যা বাহানাবাজী করা যায় কি না যার ফলে আমি তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারি। এ উদ্দেশ্যে আমি ঘরের বুদ্ধিমান লোকদের কাছেও বুদ্ধি-পরামর্শ চাইলাম। কিন্তু যখন শুনলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছে গেছেন তখন আমার মন থেকে মিথ্যা বাহানাবাজী করার চিন্তা একেবারে উবে গেলো এবং আমি বিশ্বাস করলাম যে, মিথ্যা কথা আমাকে তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচাতে পারবে না। কাজেই আমি সত্য কথা বলতে মনস্থ করলাম। সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় পৌঁছে গেলেন।[১৮৪] আর তাঁর নিয়ম ছিল যখনই তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দু'রাক'আত নামায পড়তেন তারপর লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসে যেতেন। যখন তিনি নামায শেষ করে (মসজিদে নববীতে) বসে গেলেন তাবুক যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা লোকেরা আসতে লাগলো। তারা নিজেদের ওজর পেশ করতে লাগলো।[১৮৫] তারা কসম খেতে লাগলো। এদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু বেশী। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের ওজর কবুল করে নিলেন; তাদের কাছ থেকে পুনর্বার বাই'আত নিলেন। তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করলেন এবং তাদের মনের গোপন বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করলেন। (কা'ব বলেন ঃ) আমিও আসলাম তাঁর কাছে। আমি সালাম দিতে তিনি মুচকি হেসে তার জবাব দিলেন, এমন মুচকি হাসি যাতে ক্রোধ মিশ্রিত ছিল। অরপর বললেন ঃ এসো এসো। আমি গিয়ে সামনে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে

১৮৩. বনী সালামার এ লোকটি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ)।

১৮৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দের বর্ণনা মতে তখন ছিল রমযান মাস।

১৮৫. এ ওজর পেশকারীদের সংখ্যা বিরাশী বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন।

বললেন : তোমাকে কিসে পেছনে আটকে রেখেছিল? তুমি না সওয়ারী কিনে নিয়েছিলে? আমি বললাম : অবশ্যি আমি সওয়ারী কিনে নিয়েছিলাম। তবে আল্লাহর কসম! যদি আমি আপনার ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো লোকের সামনে বসতাম তাহলে তার ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য কোনো (মিথ্যা) ওজর পেশ করে চলে যেতাম। কারণ কথা বলার ব্যাপারে আমি কম পারদর্শী নই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি আজ যদি আপনার কাছে মিথ্যা বলে আমি আপনাকে খুশী করে যাই, তাহলে কাল আল্লাহ আপনাকে আমার ওপর নাখোশ করে দেবেন। আর আজ যদি আমি আপনার সামনে সত্য কথা বলে যাই, তাতে আপনি নাখোশ হলেও তাতে আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশা আছে। না, আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর ছিল না। আল্লাহর কসম! আমি যখন আপনাদের থেকে পেছনে থেকে যাই তখনকার মতো আর কোনো সময় আমি অতটা শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিলাম না।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : কা'ব সত্যি কথাই বলেছে। ঠিক আছে, চলে যাও, দেখো আল্লাহ তোমার ব্যাপারে কি ফায়সালা দেন।

আমি উঠে পড়লাম। বনী সালামার লোকেরাও আমার সাথে সাথে চলতে লাগলো। তারা আমাকে বললো, আল্লাহর কসম! আমরা তো এ পর্যন্ত তোমার কোনো গুনার কথা জানি না। অন্যান্য পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মতো তুমিও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটা বাহানা পেশ করতে পারলে না? তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইসতিগফার তোমার গুনাহের জন্য যথেষ্ট হতো। আল্লাহর কসম! তারা বরাবর আমাকে দোষারোপ করতে থাকলো। এমনকি এক পর্যায়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ফিরে আসতে এবং আমার প্রথম কথাটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে মনস্থ করলাম। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : আচ্ছা, আমার মতো নিজের ভুল স্বীকার করেছে এমন আর কাউকেও কি তোমরা সেখানে দেখেছো? তারা জবাব দিলো : হাঁ, দু'জন লোককে আমরা দেখেছি, তারা তোমার মতো একই কথা বলেছে। আর তাদেরকেও সেই একই কথা বলা হয়েছে, যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? লোকেরা জবাব দিলো, তারা দু'জন হচ্ছেন : মুরারাহ ইবনুর রাবী' আল আমরাবী এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আল ওয়াকিফী। তারা আমার কাছে এমন দু'জন লোকের কথা বললো, যারা ছিলেন সৎ, যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আদর্শস্থানীয় ছিলেন। তাদের দু'জনের কথা যখন তারা আমাকে শুনালো (আমি মনে স্বস্তি অনুভব করলাম এবং) আমি চলতে শুরু করলাম।

এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ) পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্য থেকে আমাদের এ তিনজনের সাথে কথা বলা সমস্ত মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।[১৮৬] কাজেই লোকেরা আমাদেরকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদেরকে যেন তারা একেবারে চেনেই না। অবশেষে আমার এমন মনে হতে লাগলো যেন দুনিয়ার চিরচেনা সবকিছু বদলে গেছে। এভাবে আমাদের ওপর দিয়ে পঞ্চাশটা রাত গড়িয়ে গেলো। আমার অন্য ভাই দু'টি তো ঘরের মধ্যে বসে গেলেন এবং কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তবে আমি ছিলাম যৌবন-দীপ্ত ও হিম্মতওয়ালা। তাই আমি বাইরে বের হতে থাকলাম। মুসলমানদের সাথে নামাযে যোগ দিতাম ও বাজারে ঘুরাফিরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলতো না। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতাম। তিনি তখন নামাযের পর মজলিসে বসতেন। আমি তাঁকে সালাম দিতাম। আমি মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়লো, কি নড়লো না? তারপর, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে নামায পড়তাম। আমি বাঁকা দৃষ্টিতে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁকে দেখতাম। কাজেই আমি দেখতাম আমি যখন নামাযে মশগুল থাকি তখন তিনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন আবার আমি যখন

১৮৬. অন্য যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল তাদের জন্য এ সামাজিক বয়কটের হুকুম ছিল না। কারণ আসলে তারা ছিল মুনাফিক। তাই তাদেরকে পরিশুদ্ধ করার কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেননি।

তাঁর দিকে চাইতাম তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলে গেলো। এভাবে লোকদের বিমুখতা আমাকে দিশেহারা করে তুললো। তাই একদিন আমার চাচাত ভাই আবু কাতাদাহর বাগানের পাঁচিল টপকে তার কাছে আসলাম। সে ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম। সে আমার সালামের জবাব দিলো না। আমি তাকে বললাম, হে আবু কাতাদাহ! আল্লাহর দোহাই দিয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি জানো না আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসি? সে চুপ করে থাকলো। আমি আবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে তাকে এ প্রশ্ন করলাম। এবারও সে চুপ করে থাকলো। আমি তৃতীয় বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। এবার সে জবাব দিল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। (আর আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না) আমার দু'চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে লাগলো। আমি পাঁচিল টপকে ফিরে এলাম। এ সময় একদিন আমি মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। সিরিয়ার একজন খৃষ্টান কৃষক মদীনার বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে এসেছিল। সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করছিল ঃ কে আমাকে কা'ব ইবনে মালেকের ঠিকানা বলে দিতে পারে? লোকেরা তাকে ইশারা করে দেখিয়ে দিলো[১৮৭] সে আমার কাছে এসে গাস্সানের রাজার[১৮৮] একটি চিঠি আমার হাতে দিলো। চিঠিতে রাজা লিখেছেন ঃ আমি জানতে পেরেছি আপনার নেতা আপনার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন। অথচ আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর অবস্থায় রাখেননি। আপনি আমাদের এখানে চলে আসেন। আমরা আপনাকে মর্যাদা ও আরামের সাথে রাখবো। চিঠিটা পড়ে আমি বললাম, এটাও আর একটা পরীক্ষা। কাজেই চিঠিটা আমি তন্দুরের আগুনে নিক্ষেপ করলাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের মধ্য থেকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। এমন সময় এলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন দূত[১৮৯] আমার কাছে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাবার হুকুম করেছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেবো, না কি আর কিছু করবো? বললেন ঃ না, তালাক দেবে না। তবে তার থেকে আলাদা থেকো এবং তার কাছে যেয়ো না। আর আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও এ মর্মে দূত পাঠানো হলো। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম ঃ তুমি নিজের আত্মীয়-দের কাছে চলে যাও। আল্লাহ আমার এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে অবস্থান করো। কা'ব বলেন ঃ হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া অতি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে। তার কোনো খাদেম নেই। যদি আমি তার খেদমত করি, তার কাজ-কামগুলো করে দিই, তাহলে কি কোনো ক্ষতি আছে? জবাব দিলেন ঃ না, কোনো ক্ষতি নেই। তবে সে যেন তোমার কাছে না আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী বললেন ঃ আল্লাহর কসম! তার মধ্যে এ ধরনের ব্যাপারের প্রতি কোনো আকর্ষণ বা আকাঙ্ক্ষাই নেই। আল্লাহর কসম! যেদিন থেকে এ ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকেই সে কেঁদে চলছে এবং আজো সে কাঁদছে। আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বললো, তুমিও যাও না রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে। তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা অনুমতি নিয়ে এসো, যাতে সে তোমার খিদমত করতে পারে, যেমন হিলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী তার স্বামীর খিদমতের অনুমতি নিয়ে এসেছে। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে কোনো অনুমতি

১৮৭. অর্থাৎ মুখে কেউ কা'বের নাম উচ্চারণ করে বললো না যে, "ঐ তো কা'ব ইবনে মালেক।" যেহেতু তাঁর সাথে কথা বলা মানা, তাই তাঁর নাম উচ্চারণ করে কেউ নিজের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলো না। তাই হাতের ইশারায় তাকে জানিয়ে দিলো। এ থেকে রসূলের হুকুম মেনে চলা এবং ইসলামী সমাজের শৃঙ্খলা ও আইনানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৮. গাস্সান সিরিয়ার একটি এলাকা। এর রাজা ছিলেন খৃষ্টান। এ সময় ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তার বিরোধ চলছিল। এই বিরোধে তিনি আসলে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর সহায়তা চাচ্ছিলেন।

১৮৯. ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ দূত ছিলেন হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ)।

আনতে যাবো না। জানি না আমি যখন এ ব্যাপারে অনুমতি চাইবো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কি বলবেন। কারণ আমি একজন যুবক।

এভাবে আরো দশটি রাত গড়িয়ে গেলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেবার পর পঞ্চাশতম রাতটিও অতিক্রম করে সকালে ফজরের নামায পড়লাম। নামাযের পর আমাদের ঘরের সামনে বসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। মনে হচ্ছিল জীবনধারণ আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পৃথিবী যেন তার সমস্ত বিস্তীর্ণতা সত্ত্বেও আমার জন্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন সময় আমি একটা আওয়াজ শুনলাম সাল্‌আ পাহাড়ের ওপর থেকে। কে একজন জোরে চীৎকার করে বললেন : হে কা'ব ইবনে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।১৯০ কা'ব বলেন : আমি আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এবার আমার সংকট কেটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামাযের পর ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে নিয়েছেন। কাজেই লোকেরা আমার কাছে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য আসতে লাগলো এবং আমার অন্য দু'জন সাথীর কাছেও তারা একইভাবে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দেবার জন্য যেতে লাগলো। একজন তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌড়ে আমার কাছে আসলেন।১৯১ আর আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি দৌড়িয়ে পাহাড়ে উঠলেন। তার কথা অশ্বারোহীর চাইতে দ্রুততর হলো।১৯২ তার সুসংবাদ শুনে আমি তখন এতই খুশী হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমার কাছে ঐ পোশাক জোড়া ছাড়া আর কোনো কাপড় ছিল না। তারপর আমি একজোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তা পরিধান করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে বের হলাম। পথে দলে দলে লোকেরা আমার সাথে মোলাকাত করছিল এবং তওবা কবুল হবার জন্য আমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছিল। তারা বলছিল : তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে যে পুরস্কৃত করেছেন, এ জন্য তোমাকে মোবারকবাদ।

কা'ব বলেন : এভাবে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) বসেছিলেন। তাঁর চারদিকে লোকেরা তাঁকে ঘিরে বসেছিল। তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহ আমাকে দেখে দৌড়ে আসলেন, মুসাফাহা করলেন এবং মোবারকবাদ দিলেন। মুহাজির-দের মধ্য থেকে কেউ এভাবে এসে আমাকে মোবারকবাদ দেননি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোনদিন তাঁর ইহ্‌সান ভুলবো না। কা'ব বলেন : তারপর আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করলাম। তখন খুশীতে তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : (হে কা'ব) আজকের দিনটি তোমার জন্য মোবারক হোক, যা তোমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। কা'ব বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! (এ ক্ষমা) আপনার পক্ষ থেকে, না আল্লাহর পক্ষ থেকে ; তিনি বললেন : না, এতো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খুশী হতেন, তাঁর চেহারা মোবারক চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশী বুঝতে পারতাম। তারপর আমি তাঁর সামনে বসে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও রসূলের পথে সাদকা করে দিতে চাই। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার ভালো হবে। আমি বললাম : তাহলে আমি শুধু খায়বারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম (বাকি সব আল্লাহ ও রসূলের পথে দান করে দিলাম)। তারপর আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার

১৯০. ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ চীৎকারকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি জোরে চীৎকার দিয়ে বলেন : قد تاب الله على كعب অর্থাৎ আল্লাহ কা'বের তওবা কবুল করে নিয়েছেন।

১৯১. এ অশ্বারোহী ছিলেন হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)।

১৯২. ইনি হচ্ছেন হযরত হামযা ইবনে আমর আল আসলামী (রাঃ)।

কারণে আমাকে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার এ তওবা কবুল হবার কারণে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি সত্য কথাই বলতে থাকবো। আল্লাহর কসম! আমি জানি না, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলার কারণে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহ আমার প্রতি যে মেহেরবানী করেছেন, তেমনটি আর কোনো মুসলমানের ওপর করেছেন কি না। আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বলার পর থেকে আজ আমি আর কখনো সজ্ঞানে মিথ্যা বলিনি। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলোয় আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে বাঁচাবেন বলে আমি আশা করি। আর আল্লাহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন : "আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন" —থেকে "তোমরা সত্যবাদীদের সহযোগী হয়ে যাও" পর্যন্ত। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর চাইতে বড় আর কোনো অনুগ্রহ আমার ওপর হতে দেখিনি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সত্য বলার তওফীক দান করে আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাচারীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ অহী যখন নাযিল হচ্ছিল [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায়] সে সময় যারা মিথ্যা বলেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে মারাত্মক কথা বলেছিলেন তা আর কারোর সম্পর্কে বলেননি। বরকতময় ও মহান আল্লাহ বলেছিলেন : "এরা মিথ্যা হলফ করবে, যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। কিন্তু তাদের স্থান হচ্ছে জাহান্নাম".....থেকে....."কারণ আল্লাহ ফাসেকদের দলের প্রতি কখনো খুশী হতে পারেন না" পর্যন্ত। কা'ব বলেন : আর আমরা তিনজন সেই সব লোকদের থেকে আলাদা যারা তাদের (যুদ্ধে) না যাবার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বাহানা পেশ করেছিল, মিথ্যা হলফ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কথা মেনে নিয়ে তাদেরকে বাই'আত করেছিলেন এবং তাদের জন্য মাগফেরাতের দো'আ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যাপারটি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন (আল্লাহর ওপর)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন: "সেই তিনজন, যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল।" (অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন)। যারা জেনে-বুঝে জিহাদ থেকে পেছনে থেকে গিয়েছিল, তাদের কথা এখানে বলা হয়নি। বরং এখানে কেবল আমাদের (তিনজনের) কথা বলা হয়েছিল। আর যারা হলফ করেছিল ও ওজর পেশ করেছিল এবং তাদের ওজর [রসূল (সঃ)] মেনে নিয়েছিলেন তাদের থেকে আমাদের ব্যাপারের ফায়সালাটি পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : হিজ্‌র[১৯৩] নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর অবস্থান।

٤٠٧١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَهُ وَ اَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيْ

৪০৭১. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) 'হিজ্‌র' অতিক্রম করার সময়[১৯৪] বললেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম-নির্যাতন করেছে তাদের আবাসস্থানে তোমরা প্রবেশ করো না, তাদের ওপর যা (আযাব) আপতিত হয়েছে, তা যেন তোমাদের ওপর আপতিত না হয়। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ স্থানটি অতিক্রম করো। তারপর তিনি চাদর দিয়ে নিজের মাথা ঢেকে নিলেন এবং অতি দ্রুত সেই উপত্যকাটি অতিক্রম করলেন।[১৯৫]

---

১৯৩. হিজ্‌র মদীনা ও সিরিয়ার মাঝখানে 'ওয়াদিউল কুরার' কাছাকাছি একটি স্থান। সামূদ জাতি ও হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির আবাস এখানে ছিল।

১৯৪. তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯৫. এ গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে কিতাবুল আম্বিয়ায় এ সম্পর্কিত আর একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে।

٤٠٧٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ.

৪০৭২. ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) হিজ্‌রবাসীদের সম্পর্কে বলেন, এখানকার অধিবাসীদের ওপর আযাব নাযিল হয়েছিল, তাদের আবাসে প্রবেশ করো না। তবে কান্নাকাটি করতে করতে এ জায়গাটি অতিক্রম করে যাও। তাদের ওপর যা (আযাব) নাযিল হয়েছে, তোমাদের ওপরও যেন তা নাযিল না হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ :

٤٠٧٣ - عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَكُنْتُ اَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا اَعْلَمُهُ قَالَ اِلَّا فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمُّ الْجُبَّةِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ -

৪০৭৩. মুগীরাহ ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) একবার প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করতে গেলেন। (ফিরে আসার পর অযুর জন্য) আমি তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। বর্ণনাকারী (মুগীরার পুত্র উরওয়া) বলেন, এটা তাবুক যুদ্ধের সময়কার ঘটনাই তিনি বর্ণনা করেছিলেন বলে আমি জানি। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] মুখ ধুয়ে ফেললেন। তারপর কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁর জামার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই হাত দু'টি আস্তিনের বাইরে বের করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারপর সে দু'টি ধুয়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর তিনি দু'পায়ের মোজার ওপর মসেহ করেছিলেন।

٤٠٧٤ - عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ حَتّٰى اِذَا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ هٰذِهِ طَابَةُ وَهٰذَا اُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ -

৪০৭৪. আবু হুমাইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা তাবুক যুদ্ধ থেকে নবী (সঃ)-এর সাথে ফিরে আসছিলাম। আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন, এই 'তাবাহ'[১৯৬] এসে গেছে আর এ হচ্ছে ওহুদ পাহাড়, সে আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরা তাকে ভালোবাসি।

٤٠٧٥ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا اِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ

তাতে যে বাড়তি অংশটুকু আছে তা হচ্ছে : তাবুক যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আল হিজ্‌রে পৌঁছে গেলেন, সাহাবাদেরকে হুকুম দিলেন এখানকার কুয়া থেকে কেউ পানি পান করো না এবং কেউ এখান থেকে পানি উঠাবেও না। এ দু'টি হাদীস থেকে আসলে যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় তা হচ্ছে এখানকার কিছু ব্যবহার করা এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করা নাজায়েয। প্রয়োজনে এখানে আসা ও এখান দিয়ে চলা নাজায়েয নয়।

১৯৬. মদীনার আর এক নাম। তাইয়্যেবা থেকেই এ তাবাহ এসেছে।

قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهُوَ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ ـ

৪০৭৫. আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। (তাঁর সাথে) আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন : মদীনার মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, তোমরা যেখানে যেখানে সফর করেছো এবং যতগুলো উপত্যকা অতিক্রম করছো তারা সর্বত্র তোমাদের সাথে ছিল। লোকেরা (বিস্ময়সহকারে) জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল! মদীনায় অবস্থান করেই কি তারা এ অবস্থায় ছিল? তিনি জবাব দিলেন : হাঁ, তারা মদীনায় থেকে গিয়েছিল নিজেদের যথার্থ ওজরের কারণে।

অনুচ্ছেদ : কিস্‌রা ও কাইসারের নামে লিখিত নবী (সঃ)-এর পত্র।

٤٠٧٦- عَنْ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهٖ اِلٰى كِسْرٰى مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ فَاَمَرَهٗ اَنْ يَّدْفَعَهٗ اِلٰى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهٗ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ اِلٰى كِسْرٰى فَلَمَّا قَرَأَ كِتَابَهٗ مَزَّقَهٗ فَحَسِبْتُ اَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ ـ

৪০৭৬. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে হুযায়ফা সাহমীকে পত্র দিয়ে কিসরার ১৯৭ কাছে পাঠালেন এবং তাঁকে বলে দিলেন পত্র বাহরাইনের গবর্ণরের১৯৮ হাতে দিতে। বাহরাইনের গবর্ণর সেটা কিসরার হাতে পৌঁছিয়ে দিলেন। কিস্‌রা পত্রখানি পড়েই তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল। ইবনে শিহাব বলেন, (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী) ইবনুল মুসাইয়েব এ কথাও বলেছিলেন যে, (এ খবর শুনে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বদ্‌দোয়া করে বলেছিলেন : (হে আল্লাহ!) তাদেরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করো (যেমন তারা আমার পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে)।

٤٠٧٧- عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِيَ اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُّ اَنْ اَلْحَقَ بِاَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ اَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى قَالَ لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَّلَّوْا اَمْرَهُمْ امْرَاَةً ـ

৪০৭৭ আবু বাকরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছ থেকে আমি যে কথা শুনেছি, তা থেকে আল্লাহ আমাকে অনেক ফায়দা দান করেছেন। অর্থাৎ জামাল যুদ্ধের সময়, আমি মনে করতাম যে হক জামাল ওয়ালাদের [অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রাঃ)]-এর পক্ষে রয়েছে। কাজেই আমি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে

---

১৯৭. কিস্‌রা ইরানের বাদশাহর উপাধি। এ কিসরার আসল নাম ছিল পারভেয ইবনে হরমুয ইবনে নওশেরওয়া।

১৯৮. বাহরাইন ছিল কিসরার শাসনাধীন একটি প্রদেশ। এর গবর্ণর ছিলেন মানযার ইবনে সাওয়া।

যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় আমার মনে পড়ে গেলো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সেই কথা, যা তিনি বলেছিলেন কিসরার কন্যার সিংহাসনে আরোহণের খবর শুনে। তিনি বলেছিলেন : সেই জাতি কখনো সফলকাম হতে পারে না যে তার (রাষ্ট্রীয়) কাজকারবার সোপর্দ করে দেয় একজন মহিলার হাতে।

٤٠٧٨- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ اَذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الْغِلْمَانِ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ نَتَلَقَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبْيَانِ۔

৪০৭৮. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার মনে আছে আমি কয়েকটি ছেলের সাথে 'সানিয়াতুল ওয়াদায়' এসেছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। আর (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান কখনো ছেলের জায়গায় বলেছেন বালক।

٤٠٧٩- عَنِ السَّائِبِ اَذْكُرُ اَنِّيْ خَرَجْتُ مَعَ الصِّبْيَانِ نَتَلَقَّى النَّبِيَّ ﷺ اِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مَقْدَمَهُ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ۔

৪০৭৯. সায়েব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন :) আমার মনে আছে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমি কতিপয় বালককে সংগে নিয়ে সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর রোগভোগ ও ওফাত আর আল্লাহর বাণী :

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

"(হে রসূল!) অবশ্যি তোমাকে একদিন মরতে হবে এবং তাদেরকেও মরতে হবে। তারপর কিয়ামতের দিন সবাই তোমাদের রবের সামনে বিরোধে লিপ্ত হবে।" আর ইউনুস যুহরী থেকে এবং তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যে রোগে ইনতেকাল করেছিলেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর বলেছিলেন, হে আয়েশা, খায়বরে খাদ্যের সাথে আমাকে যে বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো, আমি সব সময় পেটে তার ব্যথা অনুভব করি। আর (এখন) মনে হচ্ছে এ ব্যথা আমার শিরাগুলো কেটে ফেলছে।

٤٠٨٠- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ثُمَّ مَا صَلّٰى لَنَا بَعْدَهَا حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ۔

৪০৮০. উম্মে ফযল বিনতে হারেস১১১ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মাগরিবের নামাযে নবী (সঃ)-কে আলমুরসালাতে 'উরফান সূরাটি পড়তে শুনেছি। এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদেরকে আর কোনো নামায পড়াননি।

٤٠٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يُدْنِيْ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ

---

১১১. হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর স্ত্রী।

بْنَ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَعْلَمَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعْلَمُ۔

৪০৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : উমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে নিজের কাছে বসাতেন। আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে বললেন, আমাদেরও তো ওর মতো ছেলেপিলে আছে।২০০ তিনি (উমর) বললেন : এর জ্ঞানের কারণে আমি একে কাছে বসাই। এরপর উমর ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন "যখন এসে গেছে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়"—আয়াতটি সম্পর্কে। ইবনে আব্বাস বললেন, এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কিত আয়াত। এভাবে তাঁকে তাঁর ইন্তিকাল সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। উমর বললেন : এ আয়াতটি সম্পর্কে তুমি যা বললে তার বাইরে আমি এ সম্পর্কে আর অন্য কিছু জানি না।২০১

٤٠٨٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ فَقَالَ ائْتُوْنِيْ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلَا يَنْبَغِيْ عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ فَقَالَ مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ فَذَهَبُوْا يَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُوْنِيْ فَالَّذِيْ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ أَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيْزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيْتُهَا۔

৪০৮২. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস বলেছিলেন : বৃহস্পতিবার! হাঁ বৃহস্পতিবার! এ দিন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যথা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন : লেখার (উপকরণ) নিয়ে এসো। আমি তোমাদের জন্য এমন একটা লিখন লিখে দিয়ে যাবো, সেই অনুযায়ী চললে তোমরা কোনো দিন গোমরাহ হবে না। লোকেরা কলহে লিপ্ত হলো। আর নবীর সামনে কলহ করা উচিত নয়। তারা বললো, রোগের প্রাবল্যে তিনি বলছেন। কাজেই তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করো। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। তিনি বললেন : বাদ দাও, আমি যে স্থানে অবস্থান করছি তা ঐ স্থান থেকে অনেক ভালো, যেদিকে তোমরা আমাকে ডাকছো। তিনি তাদেরকে তিনটি (মৌখিক) অসিয়ত করলেন। মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ২০২ থেকে বহিষ্কার করো। আমি যেভাবে প্রতিনিধিদলকে দান করতাম (আমার পরে) সেভাবে তাদেরকে দান করো। আর ইবনে, আব্বাস তৃতীয়টি বলেননি অথবা তিনি বলেন, (তৃতীয়টি) আমি ভুলে গেছি।

---

২০০. অর্থাৎ তাদেরকে কাছে বসান না কেন? তারাও তো এর সমবয়স্ক।

২০১. অর্থাৎ হযরত উমর (রাঃ) অল্প বয়স্ক যুবক হওয়া সত্ত্বেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞানের গভীরতা এভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন।

২০২ আরব উপদ্বীপ একদিকে এডেন থেকে ইরাক পর্যন্ত অন্যদিকে জেদ্দা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

٤٠٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلُمُّوْا اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلَمَّا اَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلَافَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَّكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ -

৪০৮৩. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর ঘরে কিছু লোক বসেছিলেন। তিনি বললেন, এসো আমি তোমাদের জন্য একটি অসিয়ত লিখে দিয়ে যাই, যাতে তোমরা পরবর্তীকালে গোমরাহ না হয়ে যাও। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, "রসূলুল্লাহ (সঃ) এখন খুব বেশী কষ্ট পাচ্ছেন (কাজেই অসিয়ত লেখার প্রয়োজন নেই)। আর তোমাদের কাছে কুরআন আছে। আল্লাহর কিতাব আমাদের জন্য যথেষ্ট।" কাজেই আহলে বায়েতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। তারা বিরোধে লিপ্ত হলেন। তাদের মধ্য থেকে কেউ বলছিলেন, কাগজ কলম এনে লিখিয়ে নাও, তাহলে তাঁর পরে তোমরা গোমরাহ হবে না। আর কেউ বলছিলেন অন্য কথা। যখন আজে বাজে কথা ও মতবিরোধ বেশী হয়ে গেলো, রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা চলে যাও। উবাইদুল্লাহ (বর্ণনাকারী) বলেন, ইবনে আব্বাস (দুঃখের সাথে) বললেন : লোকেরা নিজেদের মতবিরোধ ও চেঁচামেচির কারণে এ কেমন বিপদ ডেকে আনলো, যা রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অসিয়ত লিখে দেবার মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করলো।

٤٠٨٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُ يُقْبَضُ فِيْ وَجَعِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنِّيْ اَوَّلُ اَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ -

৪০৮৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ফাতেমাকে ডেকে নেন। তিনি ফাতেমার কানে কানে কিছু বলেন। ফাতেমা কাঁদতে থাকেন। তখন তিনি তাকে ডেকে নিয়ে আবার কানে কানে কিছু বলেন। এবার ফাতেমা হাসতে থাকেন। আমরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করি (ইন্তেকালের পরে)। তিনি বলেন : নবী (সঃ) (প্রথমে) তাঁর কানে কানে বলেন, এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। কাজেই এ কথা শুনে আমি কাঁদতে থাকি। তারপর তিনি আবার আমার কানে কানে বলেন, তাঁর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্ব প্রথম আমিই তাঁর সাথে মিলবো। এ কথায় আমি (আনন্দে) হাসতে থাকি।

٤٠٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ نَبِيٌّ حَتَّى يُخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَأَخَذَتْهُ بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

৪০৮৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি শুনেছিলাম[২০৩] নবীকে মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের মধ্যে কোনো একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়।[২০৪] আমি শুনলাম নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে রোগগ্রস্ত অবস্থায় "সেইসব লোকের সংগে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছিলেন....." আয়াতটির শেষ পর্যন্ত পড়ছেন। আমি বুঝলাম, তিনি আখেরাতকে পসন্দ করেছেন।

٤٠٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى.

৪০৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) রোগগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে বলতে থাকেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুদের সাথে (আমাকে রেখো)।

٤٠٨٧- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُحْيَى أَوْ يُخَيَّرَ فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْسُهُ عَلَى فَخِذِ عَائِشَةَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَصَ بَصَرُهُ نَحْوَ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لَا يُجَاوِرُنَا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ.

৪০৮৭. যুহরী উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একবার সুস্থ অবস্থায় বলেছিলেন, কোনো নবী জান্নাতে নিজের জায়গা না দেখা পর্যন্ত কখনো ইন্তেকাল করেন না। তারপর তাঁকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার বা আখেরাতের জীবন গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগাক্রান্ত হলেন এবং তাঁর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি আয়েশার রাণের ওপর মাথা রেখে শায়িত ছিলেন। তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি চোখ খুলে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন : হে আল্লাহ! উচ্চ মর্যাদাশালী বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। আমি বলতে লাগলাম : আর আপনি আমাদের মধ্যে থাকতে পসন্দ করছেন না। আমি বুঝতে পারলাম তিনি (সুস্থ অবস্থায়) আমাদের যা বলেছিলেন, তা এবার সত্যে পরিণত হয়েছে।

---

২০৩. অর্থাৎ নবী (সঃ) থেকে শুনেছিলাম।

২০৪. অর্থাৎ তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় জীবন-যাপন করতে পারেন আবার চাইলে আখেরাতের জীবন গ্রহণ করে সেখানে অবস্থান করতে পারেন।

٤٠٨٨- عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ وَنَفَضْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى ثَلٰثًا ثُمَّ قَضٰى وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي

৪০৮৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) (রোগগ্রস্ত অবস্থায়) আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন, এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সেখানে আসলেন। আবদুর রহমানের হাতে ছিল একটা কাঁচা মিসওয়াক। সেটা দিয়ে সে মিসওয়াক করছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি মিসওয়াকটি নিলাম। দাঁত দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে সেটাকে নরম করলাম। তারপর সেটা দিলাম নবী (সঃ)-কে। তিনি সেটা দিয়ে মিসওয়াক করলেন। ইতিপূর্বে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কখনো এতো ভালোভাবে মিসওয়াক করতে দেখিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) মিসওয়াক শেষ করে হাত বা আঙুল উঠিয়ে (ইশারা করে) বললেন, 'ফীর রাফীকিল আ'লা'—অর্থাৎ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। তারপর তিনি ইন্তেকাল করেন। আর আয়েশা বলতেন, যখন তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] ইন্তেকাল করেন, তাঁর মাথা আমার থুতনী ও কণ্ঠনালীরমধ্যবর্তী স্থানে ছিল।

٤٠٨٩- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكٰى نَفَثَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكٰى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ طَفِقْتُ أَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ

৪০৮৯. ইবনে শিহাব উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রোগাক্রান্ত হতেন, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে নিজের গায়ে ফুঁক দিতেন এবং ঐ সূরা দুটি পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে সেই হাত সারা শরীরে বুলাতেন। তারপর যখন তিনি রোগাক্রান্ত হলেন, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করলেন, আমি ঐ সূরা দুটি পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁক দিতাম এবং তাঁর হাতে ফুঁক দিয়ে সেই হাত তাঁর সারা শরীরে বুলিয়ে দিতাম।

٤٠٩٠- عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلٰى ظَهْرِهِ يَقُولُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ.

৪০৯০. আব্বাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন, নবী (সঃ) ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিয়েছিলেন। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—"হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও, আমার প্রতি করুণা করো এবং আমাকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।"

٤٠٩١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْلَا ذَاكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا۔

৪০৯১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নবী (সঃ) তাঁর যে রোগ থেকে আর মুক্তি লাভ করেননি, সেই রোগ শয্যায় বলেন: "আল্লাহ ইহুদিদের ওপর লানত বর্ষন করুন। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে সিজদাগাহ বানিয়েছে।" আয়েশা বলেন: লোকেরা তাঁর কবরকে সিজদাগাহ বানাবে—এ আশংকা যদি না থাকতো, তাহলে তাঁর কবর খুলে দেয়া হতো।

٤٠٩٢- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بِالَّذِي قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ عَلِيٌّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَخَلَ بَيْتِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَا لَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ.

اللهِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِيْ ذٰلِكَ وَحَمَلَنِيْ عَلَى كَثْرَةِ كَثِيْرَةٍ
مُرَاجَعَتِهِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيْ قَلْبِيْ اَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلٌ قَامَ مَقَامَهُ
اَبَدًا وَاِلَّا كُنْتُ اَرٰى اَنَّهُ لَنْ يَقُوْمَ اَحَدٌ مَقَامَهُ اِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ
فَاَرَدْتُّ اَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ
رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ مُوْسٰى وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪০৯২. ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ থেকে। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী, আয়েশা বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ বেড়ে গেলে২০৫ তিনি আমার ঘরে অবস্থান করার জন্য অন্য সকল স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও অন্য এক ব্যক্তির সহায়তায় বের হয়ে আসলেন। তাঁর পা মাটিতে ঘসে ঘসে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে আয়েশা যে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির কথা বলেছেন, তাঁর সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন জানো, সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে, যার কথা আয়েশা বলেছেন? আমি বললাম ঃ না, আমি জানি না। ইবনে আব্বাস বললেন ঃ তিনি হলেন আলী। নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা বলেছেন ঃ আমার ঘরে আসার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রোগ আরো বেড়ে গেলো। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন, সাত মশক পানি ভরে এনে আমার ওপর ঢেলে দাও২০৬ হয়তো আমি লোকদের জন্য কিছু অসিয়ত করার ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হবো। আমরা তাঁকে নবী (সঃ)-এর স্ত্রী হাফসার একটি পাত্রের মধ্যে বসালাম। তারপর ঐ মশকগুলো থেকে তাঁর ওপর পানি ঢালা শুরু করলাম। তারপর তিনি পানি ঢালা বন্ধ করার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আয়েশা বলেছেন, তারপর তিনি (মসজিদে) লোকদের কাছে আসলেন। তাদের সাথে নামায পড়লেন এবং তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। (ইবনে শিহাব যুহরী বলেন ঃ) উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবাহ আমাকে জানিয়েছেন, আয়েশা ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগ শয্যায় চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন। অত্যধিক জ্বরে যখন খুব বেশী খারাপ লাগতো তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে নিতেন। তখন তিনি বলতেন ঃ ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে ইবাদতখানায় পরিণত করেছে। তারা যা করেছে, তা করতে তিনি লোকদেরকে নিষেধ করতেন। (ইবনে শিহাব বলেন ঃ) আমাকে উবায়দুল্লাহ জানিয়েছেন, আয়েশা বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আবু বকরকে ইমামতি করার হুকুম দিলেন, তখন আমি তাঁর সামনে কয়েকবার এ কথাটির পুনরাবৃত্তি করলাম। কারণ আমি ধারণা করেছিলাম যে ব্যক্তি তাঁর স্থলে ইমামতি করবে, লোকেরা কখনো তাকে ভালোবাসবে না বরং তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। তাই আমি কামনা করছিলাম রসূলুল্লাহ (সঃ) আবু বকরকে ইমামতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন। (ইমাম বুখারী বলেন ঃ) এ হাদীসটি ইবনে উমর, আবু মূসা ও ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ
فَلَا اَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِاَحَدٍ اَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ -

২০৫. প্রথমে তিনি হযরত মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে রোগাক্রান্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন।
২০৬. সম্ভবত বিষের জ্বালা প্রশমনের জন্য তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন।

৪০৯৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) আমার থুতনী ও কণ্ঠনালীর মাঝামাঝি জায়গায় মাথা রেখে ইন্তেকাল করেন। আর নবী (সঃ)-এর (মৃত্যু-কষ্ট দেখার) পর আর কারোর মৃত্যু-কষ্টকে আমি খারাপ মনে করি না।

٤٠٩٤- عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَحَدَ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلٰثٍ عَبْدُ الْعَصَا وَإِنِّي وَاللهِ لَأَرٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سَوْفَ يُتَوَفّٰى مِنْ وَجَعِهِ هٰذَا إِنِّي لَأَعْرِفُ وُجُوْهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ. اِذْهَبْ بِنَا إِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلْنَسْأَلْهُ فِيْمَنْ هٰذَا الْأَمْرُ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصٰى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَمَنَعَنَاهَا لَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ وَإِنِّي وَاللهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ.

৪০৯৪. যুহরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক আনসারী তাঁকে জানিয়েছেন : আর কা'ব হচ্ছেন যে তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হয়েছিল, তাদের অন্যতম। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে কা'বকে জানিয়েছেন : যে রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেন সেই রোগে আক্রান্ত হবার পর আলী ইবনে আবু তালেব তাঁর কাছ থেকে বের হয়ে আসেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো : হে আবুল হাসান! রসূলুল্লাহ (সঃ) কেমন আছেন? তিনি বললেন : আল হামদুলিল্লাহ, তিনি ভালো আছেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব তাঁর হাত ধরে বললেন : আল্লাহর কসম, তিন দিন পরে তুমি হবে লাঠির দাস। আমি মনে করি এ রোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করবেন। কারণ আমি ভালোভাবেই জানি আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকদের চেহারা মৃত্যুর পূর্বে কেমন হয়ে যায়। কাজেই এসো আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যাই। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি তাঁর পরে কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে? যদি তা আমাদের মধ্যে থাকে তা হলে তো আমরা তা জেনে গেলাম। (তাহলে আর কোনো সমস্যাই নেই) আর যদি সে দায়িত্ব আমাদের বাইরে আর কারোর ওপর আসে তাহলেও আমরা তা জেনে গেলাম এবং আমাদের জন্য তাকে অসিয়ত করে যাবেন। কিন্তু আলী বললেন : আল্লাহর কসম, যদি আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখি এবং তিনি না করে দেন তাহলে এর অর্থ হবে লোকেরা আর কোনো দিন আমাদেরকে এ দায়িত্ব (খিলাফত) প্রদান করবে না। কাজেই আল্লাহর কসম, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ প্রশ্ন রাখবো না।

٤٠٩٥- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَا هُمْ

فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَاَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ لَهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ اِلَّا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ وَهُمْ فِيْ صُفُوْفِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ فَنَكَصَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلٰى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُرِيْدُ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَنَسٌ وَهَمَّ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يَفْتَتِنُوْا فِيْ صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ بِيَدِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَاَرْخَى السِّتْرَ-

৪০৯৫. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিক তাঁকে জানিয়েছেন: আমরা মুসলমানরা সোমবার দিন ফজরের নামায জামায়াতের সাথে পড়ছিলাম। আবু বকর ছিলেন আমাদের ইমাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়েশার হুজরার পর্দা উঠিয়ে আমাদেরকে দেখলেন। দেখলেন আমরা নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে আছি। তখন তিনি মুচকি হাসলেন। আবু বকর মনে করলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) নামাযের জন্য বের হয়েছেন। তাই তিনি পেছনের লাইনের সাথে মিলে যাবার জন্য পেছন দিকে হটতে শুরু করলেন। আনাস বলেন: মুসলমানরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো এই মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে তাদেরকে নামায পড়াবেন। এই ভেবে তারা প্রায় নিয়েত ভাংতে প্রস্তুত হচ্ছিল। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ে যাবার জন্য তাদেরকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। তারপর তিনি হুজরার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং পর্দা ছেড়ে দিলেন।

٤٠٩٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ اَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَخْبَرَهٗ اَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّ مِنْ نِعَمِ اللّٰهِ عَلَيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تُوُفِّيَ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ يَوْمِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَاَنَّ اللّٰهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهٖ عِنْدَ مَوْتِهٖ دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ وَاَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَاَيْتُهٗ يَنْظُرُ اِلَيْهِ وَعَرَفْتُ اَنَّهٗ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ اٰخُذُهٗ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَتَنَاوَلْتُهٗ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ اَلَيِّنُهٗ لَكَ فَاَشَارَ بِرَاْسِهٖ اَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهٗ فَاَمَرَّهٗ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ اَوْ عُلَبَةٌ يَشُكُّ عُمَرُ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهٗ

يَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُوْلُ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى حَتّٰى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ۔

৪০৯৬. উমর ইবনে সাঈদ ইবনে আবূ মুলাইকা থেকে বর্ণনা করেছেন: আয়েশার আযাদ-কৃত গোলাম আবূ আমর যাকওয়ান তাঁকে জানিয়েছেন, আয়েশা বলতেন: আমার ওপর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিন এবং আমার বুকের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আর ইন্তিকালের পূর্বে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি হয়েছিল এই:) আবদুর রহমান২০৭ হাতে মিসওয়াক নিয়ে আমার কাছে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি ঐ মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জানতাম তিনি মিসওয়াক ভালোবাসেন। আমি বললাম, আমি কি মিসওয়াকটি আপনার জন্য চেয়ে নেবো? তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি তার কাছ থেকে মিসওয়াকটি নিলাম। তা তাঁর জন্য শক্ত প্রমাণিত হলো। আমি বললাম, আমি কি এটা আপনার জন্য নরম করে দেবো! তিনি মাথা হেলিয়ে হাঁ বোধক ইংগিত করলেন। কাজেই আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করলাম। তারপর তাঁকে দিলে তিনি তা দিয়ে ভালো করে মিসওয়াক করলেন। আর তাঁর সামনে ছিল একটি মাটির পাত্র বা পেয়ালা২০৮—উমর এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন। তাতে পানি ছিল। তিনি দু'হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তারপর সেই হাত দু'টি দিয়ে চেহারা মুছতেন। এ সময় তিনি বলতেন: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইন্না লিল মাউতে সাকারাত—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই, অবশ্য মৃত্যুর কষ্ট ভীষণ। তারপর তিনি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে ইশারা করে বলতে থাকলেন: ফির রফীকিল আ'লা—উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে (আমাকে অবস্থান করাও)।২০৯ এ কথা বলতে বলতে তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর হাত নীচে নেমে আসলো।

৪০৯৭- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ يَقُوْلُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَّ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِيْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِيْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَيَّ فِيْهِ فِيْ بَيْتِيْ فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِيْ وَسَحْرِيْ وَخَالَطَ رِيْقُهُ رِيْقِيْ ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِيْ هٰذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْطَانِيْهِ فَقَضِمْتُهُ ثُمَّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطَيْتُهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلٰى صَدْرِيْ۔

---

২০৭. হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাই।

২০৮. মাটির পাত্র ছিল না পেয়ালা ছিল এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাবার কারণে বর্ণনাকারী দুটোই বলে দিয়েছেন।

২০৯. খাত্তাবীর মতে রফীক (উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধু) বলতে এখানে ফিরিশতাদের কথা বলা

৪০৯৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? আগামী কাল আমি কোথায় থাকবো? তিনি জানতে চাচ্ছিলেন আগামী কাল আয়েশার পালা কিনা। এ অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে যেখানে ইচ্ছা থাকার জন্য অনুমতি দেন। কাজেই তিনি আয়েশার ঘরে ছিলেন এবং তাঁর কাছে ইন্তেকাল করেন। আয়েশা বলেন : তিনি যেদিন ইন্তেকাল করেন সেদিন আমার ঘরে তাঁর পালা ছিল। আল্লাহ যখন তাঁকে (এ মর জগত থেকে) উঠিয়ে নেন তখন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকে এবং তাঁর মুখের লালা আমার মুখের লালার সাথে মিশে যায়। ঘটনাটা ছিল এই : আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আসে। তার কাছে ছিল মিসওয়াক। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাকে বললাম, হে আবদুর রহমান, তোমার এ মিসওয়াকটি আমাকে দাও। সে মিসওয়াকটি আমাকে দিলো। আমি সেটি দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করলাম তারপর সেটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দিলাম। তিনি আমার বুকে হেলান দিয়ে সেটি দিয়ে মিসওয়াক করলেন।

٤٠٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يَعُوذُهُ بِدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَاسْتَنَّ بِهَا كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتَنًّا ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ فَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ.

৪০৯৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেন আমার ঘরে, আমার পালার দিনে এবং আমার বুকের ওপর। আর আমাদের নিয়ম ছিল যখন তাঁর কোনো অসুখ করতো, আমাদের একজন দোয়া পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতো। কাজেই আমি দোয়া পড়ে তাঁকে ফুঁক দিতে থাকি। তিনি মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন : উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে রাখো)। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর সেখানে আসলো। তার হাতে ছিল একটি কাঁচা দাঁতন: নবী (সঃ) সেদিকে তাকালেন। আমি বুঝলাম, তিনি দাঁতন চান। কাজেই আমি দাঁতনটি তার কাছ থেকে নিলাম। দাঁতনের মাথাটি চিবিয়ে নরম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি তা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিসওয়াক করলেন। তারপর দাঁতনটি তিনি আমাকে দিতে চাইলেন। তাঁর হাত পড়ে গেলো বা দাঁতনটি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলো। এভাবে তাঁর দুনিয়ার শেষ দিনে বা আখেরাতের প্রথম দিনে তাঁর মুখের লালা ও আমার মুখের লালা একসাথে মিশে গেলো।

٤٠٩٩- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ

হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এ সম্পর্কিত যতগুলো হাদীস এ পর্যন্ত উদ্ধৃত হয়েছে সবগুলোতে রফীক শব্দটি একবচনে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে একবচন বলে এখানে বহুবচনের অর্থ নেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। আবার এর অর্থ এও হতে পারে যে জান্নাতে নবী, সিদ্দীক ও সালেহীনদের সাথে আমাকে স্থান দাও। কুরআনে বলা হয়েছে وحسن اولئك رفيقا —আর তারা ভালো রফীক—বন্ধু।

أَبَا بَكْرٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُغَشًّى بِثَوْبِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَى ثُمَّ قَالَ بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ اجْلِسْ يَا عُمَرُ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ تَلَاهَا فَعَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلُّنِي رِجْلَايَ وَحَتَّى أَهْوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَاتَ۔

৪০৯৯. ইবনে শিহাব আবু সালামা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা তাঁকে জানিয়েছেন : [রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকালের পর] আবু বকর ঘোড়ায় চড়ে তাঁর বাড়ী সুনাহ থেকে মদীনায় আসলেন। মদীনায় এসে তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন। তিনি কারোর সাথে কোনো কথা না বলে আয়েশার গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে ইয়ামনী চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। আবু বকর তাঁর চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর মুখে চুমো খেলেন এবং কাঁদলেন। তারপর বললেন : আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক, আল্লাহর কসম অবশ্যি আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যু দান করেন না।২০১ একবার মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল এবং তা সংঘটিত হয়ে গেছে। যুহরী বলেন, আর সালামা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আমাকে জানিয়েছেন : আবু বকর বাইরে বের হয়ে দেখলেন উমর লোকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছেন।২১১ তিনি বললেন : হে উমর! বসে পড়ো। কিন্তু উমর বসতে

২১০. দুবার মৃত্যু বলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্ভবত এ কথা বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর দৈহিক মৃত্যু এবং সেই সাথে তার দ্বীন ও শরিয়তের মৃত্যু। তার দৈহিক মৃত্যু হলেও তার দ্বীন ও শরীয়তের মৃত্যু হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত ও কায়েম থাকবে।

২১১. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাতে হযরত উমর (রাঃ) মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেননি। মুনাফিকদেরকে খতম না করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারেন না।

অস্বীকার করলেন। ফলে লোকেরা উমরকে ত্যাগ করে আবু বকরের চারদিকে জমায়েত হয়ে গেলো। আবু বকর বক্তৃতা শুরু করলেন : হে লোকেরা শুনো! তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করতো, তার জেনে রাখা উচিত মুহাম্মদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতো। তার জানা দরকার যে আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি মরেণ না। মহান আল্লাহ বলছেন : মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে আরো বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পেছনে ফিরে যাবে? মনে রেখো যে পেছনে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে যারা আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে অবস্থান করবে তাদেরকে তিনি তার প্রতিদান দেবেন।২১২ ইবনে আব্বাস বলেন : আল্লাহর কসম, আবু বকর এ আয়াতটি পাঠ করার পর লোকেরা মনে করতে লাগলো যেন আল্লাহ এ আয়াতটি আগে নাযিল করেছিলেন তা তারা কেউ জানতো না। তারপর লোকেরা এ আয়াতটি পড়তে লাগলো। ইবনে আব্বাস বলেন, আমি এমন কাউকে দেখিনি যে তখন এ আয়াত পাঠ করছিল না। ইবনে শিহাব বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব জানিয়েছেন, উমর বলেন : আল্লাহর কসম, আবু বকরের মুখে এ আয়াতটি শুনার পর আমার মনে হলো ইতিপূর্বে যেন আমি আয়াতটি কখনো শুনিনি। (এ আয়াতটি শুনার পর) আমি ভয় পেয়ে গেলাম। যখন আমি বুঝতে পারলাম যে, নবী (সঃ) সত্যিই ইন্তিকাল করেছেন, তখন আমার পা দুটো থর থর করে কাঁপতে লাগলো। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

٤١٠٠- عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ -

৪১০০. আয়েশা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকর তাঁকে চুম্বন করেন।

٤١٠١- عَنْ عَائِشَةَ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لَا تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لَا يَبْقَى اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ اِلَّا لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَّا الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ رَوَاهُ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

৪১০১. আয়েশা বলেন : [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর] অসুখের সময় আমরা তাঁকে ওষুধ খাওয়ালাম। তিনি ইশারায় মানা করতে লাগলেন। আমরা মনে করলাম, রুগীরা তো এমনি মানাই করতে থাকে। সুস্থ হবার পর তিনি বললেন : আমি না তোমাদেরকে ওষুধ খাওয়াতে মানা করছিলাম। আমরা বললাম, আমরা মনে করেছিলাম, আপনি অন্যান্য রুগীদের মতো ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন। তিনি বললেন : এখন ঘরে যারা আছে তাদের সবার মুখে ওষুধ ঢেলে দাও, শুধু আব্বাসকে বাদ দাও, কারণ সে এখানে নেই। এ হাদীসটি ইবনে আবীয যানাদ হিশাম থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

২১২. সূরা আলে ইমরান ১৪৪ আয়াত।

٤١٠٢ - عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِنِّي لَمُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَعَا بِالطَّشْتِ فَانْخَنَثَ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ -

৪১০২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশার সামনে এ কথা উত্থাপন করা হলো যে, নবী (সঃ) আলীকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেছেন। এ কথা শুনে আয়েশা বললেন, কে বলেছে এ কথা? আমিতো নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নবী (সঃ) আমার বুকে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি কুল্লি করার জন্য গামলা চাইলেন এবং কুল্লি করলেন। তারপর তিনি ইন্তিকাল করলেন। আর আলীকে তিনি নিজের অছি বানিয়ে এবং স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন, তা আমি জানতেই পারলাম না, এ কেমন কথা?

٤١٠٣ - عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ -

৪১০৩. তাল্‌হা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবূ আওফকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি কাউকে অসিয়ত করে গেছেন? তিনি জবাব দিলেন : না, কাউকে কোনো অসিয়ত করে যাননি। তাহলে লোকদেরকে কিভাবে অসিয়ত করা বা অসিয়তের হুকুম দেয়া উচিত। জবাব দিলেন, যা কিছু কুরআনে লেখা আছে সেই মোতাবিক আমল করার অসিয়ত করা উচিত।

٤١٠٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً -

৪১০৪. আমর ইবনে হারেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) দিরহাম-দীনার, গোলাম-বাঁদি কিছুই রেখে যাননি। রেখে গেছেন শুধুমাত্র একটি সাদা খচ্চর। এই খচ্চরটিতে তিনি চড়তেন। আর রেখে গেছেন তাঁর যুদ্ধাস্ত্র। আর এক ফালি জমীন। এ জমীনটি তিনি (নিজের জীবদ্দশায়) মুসাফিরদের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

٤١٠٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ وَاكَرْبَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ -

৪১০৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ)-এর রোগ যখন খুব বেড়ে গেলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, ফাতিমা বললেন : আহা, আমার আব্বাজান কত কষ্ট পাচ্ছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বললেন : তোমার আব্বাজানের ওপর আজকের পরে আর কোনো কষ্ট হবে না। তারপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন, ফাতিমা এ বলে কাঁদতে লাগলেন : "ওগো আমার আব্বাজান, আপনার দো'য়া আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। ওগো আমার আব্বাজান, জান্নাতুল ফিরদাউস আপনার স্থান! হায়! আমার আব্বাজান, জিবরাঈলকে আমি শুনাই আপনার মৃত্যু সংবাদ!" তাঁকে দাফন করার পর ফাতিমা আনাসকে বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মাটি চাপা দিয়ে রেখে আসাকে তোমরা কেমন করে বরদাশত করতে পারলে?

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ কথা।

٤١٠٦- عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِيْ رِجَالٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ أَنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلٰى سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلٰى فَقُلْتُ إِذًا لَا يَخْتَارُنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ وَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلٰى -

৪১০৬. যুহরী বলেন : অন্যতম আলেম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব আমাকে জানিয়েছেন যে, আয়েশা বলেন : নবী (সঃ) সুস্থ অবস্থায় বলতেন, প্রত্যেক নবীকে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তাঁর নিবাস দেখিয়ে দেয়া হয় তারপর তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয় (তিনি চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকতে পারেন আবার চাইলে জান্নাতে গিয়ে অবস্থান করতে পারেন)। রসূলুল্লাহ (সঃ) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে তাঁর মাথাটি আমার রানের ওপর রেখে তিনি শুয়েছিলেন। তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন। তারপর চৈতন্য ফিরে পেয়ে ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি রাখলেন এবং বললেন হে আল্লাহ! শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে। আমি বুঝতে পারলাম, (তাঁকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল কিন্তু) তিনি আমাদের কাছে থাকা পসন্দ করলেন না। আর আমি এটাও বুঝতে পারলাম, সুস্থ অবস্থায় তিনি যে কথাটি বলতেন, এটা সেই কথারই প্রতিধ্বনি। আর আয়েশা বলেন: তাঁর শেষ কথা ছিল, "আল্লাহুম্মার রফীকাল 'আলা"—হে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর মধ্যে (আমাকে স্থান দাও)।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর ইন্তেকাল।

٤١٠٧- عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا -

৪১০৭. আয়েশা ও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তাঁরা বলেন :) নবী (সঃ) মক্কায় অবস্থান করেন দশ বছর। এ সময় তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হতে থাকে। আর তিনি দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেন।[২১০]

২১০. এখানে হযরত আয়েশা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আসলে নুযূলে অহীর সময়কাল বর্ণনা করতে চেয়েছেন। এ জন্য তাঁরা মক্কায় যে তিন বছরকে 'ফাতরাতুল অহী' বা অহী বন্ধের সময়

٤١٠٨- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَّسِتِّيْنَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّأَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ مِثْلَهُ ـ

৪১০৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইবনে শিহাব বলেন ঃ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবও২১৪ আমাকে এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ

٤١٠٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلٰثِيْنَ صَاعًا ـ

৪১০৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (সঃ)-এর চাদরটি একজন ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল তিরিশ সা'য়ের বিনিময়ে। কিন্তু তিনি (তা ছাড়িয়ে নেবার আগেই) ইন্তেকাল করেন।২১৫

অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-কে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন।

٤١١٠- عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ فَقَالُوْا فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ فِيْ أُسَامَةَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ ـ

৪১১০. সালেম তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) উসামাকে সেনাপতি বানিয়ে জিহাদে পাঠালেন।২১৬ লোকেরা তার ব্যাপারে নানান কথা বলাবলি করতে লাগলো।২১৭ নবী (সঃ) বললেন ঃ তোমরা উসামার ব্যাপারে যা কিছু বলাবলি করছো, তা সব আমি শুনেছি। অথচ উসামা লোকদের মধ্যে আমার কাছে সব চাইতে প্রিয়।

বলা হয়, তা এর থেকে কেটে বাদ দিয়েছেন। তাই নবুওয়াতের পর তাঁর মক্কায় অবস্থান কাল হয় দশ বছর। অন্যথায় পরবর্তী হাদীসটিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজস্ব বর্ণনায় বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ৬৩ বছর বেঁচেছিলেন। এখানে তাঁর মক্কার ১৩ বছরের স্বীকৃতি রয়েছে।

২১৪. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব একজন শ্রেষ্ঠ তাবেঈ আলেম ও ফকীহ। তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২১৫. অন্য লিপিতে صاعا من شعير ও উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তিরিশ সা' যবের বিনিময়ে। বায়হাকীর বর্ণনা মতে ঐ ইয়াহুদীর নাম ছিল আবুশ শাহাম। আবার নাসায়ী ও বায়হাকী বর্ণনা করেছেন বিশ সা'।

২১৬. রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পালিত পুত্র যায়েদের পুত্র উসামাকে তিনি সিরিয়ার দিকে এক জিহাদে পাঠান। এ জিহাদে হযরত উসামা (রাঃ)-এর সেনাদলে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ)-এর মত বড় বড় ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগণও ছিলেন।

২১৭. হযরত উসামা (রাঃ)-এর যোগ্যতার সাথে সাথে বংশ মর্যাদার প্রশ্নও উঠছিল বলে মনে হয়। পরবর্তী হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে উসামার পিতা হযরত যায়েদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। লোকদের এ উভয় বিরূপ মনোভাবের নিন্দা করাই ছিল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য।

٤١١١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا وَّ اَمَّرَ عَلَيْهِمْ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ النَّاسُ فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنْ تَطْعَنُوْا فِيْ اِمَارَتِهٖ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُوْنَ فِيْ اِمَارَةِ اَبِيْهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللهِ اِنْ كَانَ لَخَلِيْقًا لِلْاِمَارَةِ وَاِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ وَاِنَّ هٰذَا لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَيَّ بَعْدَهٗ -

৪১১১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) উসামা ইবনে যায়েদের সেনাপতিত্বে একটি সেনাদল পাঠান। উসামার নেতৃত্ব সম্পর্কে লোকেরা নানান কথা বলাবলি করতে থাকে। (এসব কথা কানে পৌঁছার পর) রসূলুল্লাহ (সঃ) দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে বলেন : তোমরা এখন উসামার নেতৃত্ব নিয়ে নানান কথা বলছো, তোমরা এর আগে তার বাপের নেতৃত্ব নিয়েও নানান কথা বলেছ। আল্লাহর কসম, সে নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিল। আর সে ছিল লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। তেমনি এও (অর্থাৎ উসামা) তার পরে লোকদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।[২১৮]

٤١١٢ - عَنْ اَبِي الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ اَنَّهٗ قَالَ لَهٗ مَتٰى هَاجَرْتَ قَالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِيْنَ فَقَدِمْنَا الْجُحْفَةَ فَاَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهٗ الْخَبَرَ فَقَالَ دَفَنَّا النَّبِيَّ ﷺ مُنْذُ خَمْسٍ قُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيْئًا قَالَ تَعْرِ اَخْبَرَنِيْ بِلَالٌ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ

৪১১২. আবুল খায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কবে (নিজের দেশ থেকে) হিজরত করে (মদীনায়) আসেন? জবাবে সানাবিহী বলেন : আমরা ইয়ামন থেকে হিজরত করে পথে যখন জুহ্ফার কাছে পৌঁছে গেলাম, তখন দেখলাম একজন অশ্বারোহীকে (মদীনার দিক থেকে আসতে)। আমি তার কাছে (মদীনার) খবর জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, [নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং] আজ পাঁচ দিন হলো তাঁকে আমরা কবরস্থ করেছি। আবুল খায়ের এও বলেন : আমি সানাবিহীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে কি কিছু শুনেছেন? জবাব দিলেন : হাঁ, শুনেছি। আমি নবী (সঃ)-এর মুয়ায্যিন বিলালকে বলতে শুনেছি যে, লাইলাতুল কদর হচ্ছে রমযানের শেষ দশ রাতের সপ্তম রাতে।

---

২১৮. রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে নববীর মিম্বারে উঠে সমবেত সাহাবাগণের সামনে হযরত যায়েদ (রাঃ) ও হযরত উসামা (রাঃ) সম্পর্কে এ বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে নিজ গৃহে চলে যান। সেদিনটি ছিল শনিবার, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। পরের দিন রবিবার তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উসামা (রাঃ) যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে তাঁর সাথে দেখা করতে আসলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আকাশের দিকে হাত তুলে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তারপর হাত দুটি তাঁর মাথায় রাখলেন। উসামা বলেন : আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার জন্য দোয়া করছেন। পরের দিন সোমবার উসামা (রাঃ) সেনাবাহিনী নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। একটু এগিয়ে যেতে না যেতেই শুনলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের খবর। তাঁরা মদীনায় ফিরে আসলেন। ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে এ সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজারের মতো এতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল সাতশো।

অনুচ্ছেদ : রসূলুল্লাহ (সঃ) কতগুলো জিহাদ পরিচালনা করেন।

٤١١٣- عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلْتُ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ تِسْعَ عَشْرَةَ

৪১১৩. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি যায়েদ ইবনে আরকামাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ক'টা যুদ্ধে শরীক ছিলেন? বললেন: সতেরটি যুদ্ধে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম নবী (সঃ) মোট ক'টি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন? তিনি বললেন, মোট উনিশটি।

٤١١٤- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا بَرَاءٌ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ -

৪১১৪. আবু ইসহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বারা' আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, তিনি (বারা') নবী (সঃ)-এর সাথে পনেরটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

٤١١٥- عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَزْوَةً -

৪১১৫. ইবনে বুরাইদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: তিনি (আবু বুরাইদাহ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ষোলটি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কিতাবুত তাফসীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'রহমান' (رحمن) এবং 'রহীম' (رحيم) শব্দ দুটির উৎপত্তি হয়েছে মূল শব্দ 'রাহমাতুন' رحمة) থেকে এবং 'আলীম' ও 'আলেম' (জ্ঞানের অধিকারী) এর মত 'রাহীম' ও 'রাহেম' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দ দুটির অর্থ হলো, দয়াময় বা দয়াশীল।

অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে বর্ণনা। এর নাম 'উম্মুল কিতাব'ও বলা হয়। কেননা, মুসহাফের সব সূরার আগে এ সূরাটি লিখিত হয় এবং নামাযের শুরুতেও এটি পড়া হয়। 'দ্বীন' (د ين) শব্দের অর্থ ভাল-মন্দ কাজের বিনিময় দান করা। যেমন বলা হয়ে থাকে كما تدين تدان অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমন ফল। মুজাহিদ বলেছেন: 'দ্বীন' (د ين) শব্দের অর্থ হলো হিসেব-নিকেশ। এ জন্য 'মাদীনীন' (مد ينين) শব্দের অর্থ যার হিসেব করা হয়েছে।

٤١١٦ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ فِى الْمَسْجِدِ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ اُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ اُصَلِّىْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اِسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لِىْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِىَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِىْ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ اَلَمْ تَقُلْ لَاُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً هِىَ اَعْظَمُ سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ -

৪১১৬. আবু সাঈদ ইবনুল মু'আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) আমি মসজিদে নববীতে নামায পড়ছিলাম। ঠিক এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডাকলেন। কিন্তু আমি তাঁকে কোন জবাব দিলাম না। পরে গিয়ে আমি তাঁকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! (আপনি যে সময় আমাকে ডেকেছিলেন) আমি তখন নামায পড়ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কথা শুনে তাকে বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি "আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও।" তারপর আমাকে বললেন: তুমি এ মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে আমি তোমাকে কোরআনের এমন একটি সূরা শিখিয়ে দেবো যা গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচাইতে বড়। তারপর তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। যখন তিনি মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন তখন আমি তাঁকে বললাম : আপনি কি বলেননি যে, কোরআনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা আমাকে শিখিয়ে দেবেন? তিনি বললেন : সেই সূরাটি হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমাকে 'সাব'উল মাসানী'[১] বা বার বার পঠিত এ সাতটি আয়াত ও মহান কোরআন দান করা হয়েছে।

---

১. সূরা ফাতিহাকে "সাব'উল মাসানী" বলা হয় এ জন্য যে সূরাটিতে মোট সাতটি আয়াত আছে এবং নামাযে বা অন্য সময়ে তা বার বার পঠিত হয়।

অনুচ্ছেদ : গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন। অর্থাৎ তাদের পথে পরিচালিত করো যাদের ওপর তোমার গযব আসেনি বা যারা গোমরাহ হয়নি—এর তাফসীর।

৪১১৭- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ۔

৪১১৭. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : নামাযে ইমাম যখন 'গাইরিল মাগদূবী আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বাল্লীন' বলবে তখন তোমরা আমীন বলো। (কেননা যার কথা ফেরেশতার কথার সাথে মিলে উচ্চারিত হবে তার আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আল-বাকারা

অনুচ্ছেদ : وعلم ادم الا سماء كلها (আর আদমকে সব জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন)-এর তাফসীর।

৪১১৮- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُوْنَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا اِلٰى رَبِّنَا فَيَاْتُوْنَ اٰدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ اَنْتَ اَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللّٰهُ بِيَدِهٖ وَاَسْجَدَ لَكَ مَلٰئِكَتَهٗ وَعَلَّمَكَ اَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتّٰى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هٰذَا فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهٗ فَيَسْتَحْيِىْ اِئْتُوْا نُوْحًا فَاِنَّهٗ اَوَّلُ رَسُوْلٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَيَاْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهٗ رَبَّهٗ مَا لَيْسَ لَهٗ بِهٖ عِلْمٌ فَيَسْتَحْيِىْ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا خَلِيْلَ الرَّحْمٰنِ فَيَاْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُوْسٰى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللّٰهُ وَاَعْطَاهُ التَّوْرٰةَ فَيَاْتُوْنَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحْيِىْ مِنْ رَبِّهٖ فَيَقُوْلُ اِئْتُوْا عِيْسٰى عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ وَكَلِمَةَ اللّٰهِ وَرُوْحَهٗ فَيَقُوْلُ لَسْتُ هُنَاكُمْ اِئْتُوْا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَا تَاَخَّرَ فَيَاْتُوْنِىْ فَانْطَلِقُ حَتّٰى اَسْتَاْذِنَ عَلٰى رَبِّىْ فَيُؤْذَنُ فَاِذَا رَاَيْتُ رَبِّىْ وَقَعْتُ

سَاجِدًا فَيَدَعُنِيْ مَا شَاءَ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ تُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِيْ فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيْدٍ يُعَلِّمُنِيْهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّيْ مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِيْ حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُوْدُ الرَّابِعَةَ فَأَقُوْلُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُوْدُ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِيْ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِدِيْنَ فِيْهَا-

৪১১৮. আনাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন একত্রিত হয়ে বলবে : আমরা আমাদের রবের কাছে কাউকে সুপারিশকারী নিয়োগ করছি না কেন? তাই তারা আদমের কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সমগ্র মানব জাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, ফেরেশতা দিয়ে সিজদা করিয়েছেন আর সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছেন। এ মসিবত থেকে রক্ষা পেয়ে যাতে আমরা আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারি সেজন্য আপনি আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত (সুপারিশ) করুন। তিনি [আদম (আঃ)] বলবেন : আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি তাঁর গোনাহর কথা স্মরণ করে লজ্জিত হবেন এবং বলবেন : তোমরা নূহের কাছে যাও। আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বপ্রথম রসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তাই সব ঈমানদার তখন তাঁর [নূহ (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এখন আল্লাহর কাছে তাঁর সেই প্রার্থনা করার কথা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করবেন, যে প্রার্থনা করার ব্যাপারে তাঁর কোন "ইল্‌ম" বা জ্ঞান ছিলো না। তাই তিনি বলবেন, তোমরা বরং 'খলীলুর রহমান' [ইবরাহীম (আঃ)-এর] কাছে যাও। সবাই তখন তাঁর [খলীলুর রহমান হযরত ইবরাহীম (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক সম্মানিত বান্দা, যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং 'তাওরাত' কিতাব দান করেছেন। এবার সবাই তাঁর [হযরত মূসা (আঃ)] কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তিনি এক ব্যক্তিকে না-হক হত্যা করার কারণে (শাফা'আতের জন্য) তার রবের সামনে যেতে লজ্জাবোধ করবেন। তিনি [হযরত মূসা (আঃ)] বলবেন, তোমরা বরং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল এবং আল্লাহর "কালিমাহ" ও রূহ ঈসার কাছে যাও। (সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে) তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন বান্দা, আল্লাহ যার আগের ও পরের সব গোনাহ (অগ্রিম) মাফ করে দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তখন সবাই আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সবাইকে নিয়ে আমার রবের কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবো। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমার রবকে দেখামাত্র আমি সিজদায় পড়ে যাবো। যতক্ষণ তিনি চাইবেন ততক্ষণ আমি সিজদায় থাকবো। তারপর আমাকে বলা হবে, আপনি মাথা উঠান। আপনি প্রার্থনা করুন। যা প্রার্থনা করবেন তা দেয়া হবে। আর যা বলতে চান বলুন, শোনা হবে। আর শাফা'আত করুন। আপনার শাফা'আত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং এমনভাবে আল্লাহর প্রশংসা করবো, যা আমাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন। তারপর শাফা'আত করবো। শফা'আতের ব্যাপারে আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (যারা সীমার মধ্যে পড়ে) তাদের সবাইকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে আমি ফিরে আসবো। আমি

আমার রবকে দেখামাত্র পূর্বের মত সিজদায় পড়ে যাবো। এবার পুনরায় আমাকে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। ঐ সীমার মধ্যে পড়ে এমন সবার জন্য আমি শাফা'আত করবো এবং তাদেরকে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবো। (এভাবে তৃতীয়বারও করবো)। তারপর চতুর্থবার ফিরে এসে বলবো : "কোরআন যাদের আটকিয়ে রেখেছে এবং যাদের জন্য স্থায়ী-ভাবে দোযখবাস নির্ধারিত, এখন শুধু তারা ছাড়া আর কেউ দোযখে নাই।"২

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন : 'কোরআন যাদের আটকিয়ে রেখেছে' (তারা ছাড়া আর কেউ দোযখে নাই)—এ কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী : "তারা স্থায়ীভাবে দোযখে শাস্তি ভোগ করবে।"

অনুচ্ছেদ : فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون "জেনে-শুনে তোমরা কাউকে তাঁর সমান বলে গণ্য করো না।"—(আল-বাকারাহ—২২)-এর তাফসীর।

٤١١٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذٰلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ۔

৪১১৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আল্লাহর কাছে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন : তুমি যদি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করো, অথচ তিনিই তো তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো অত্যন্ত মারাত্মক কথা। তারপর বললাম, এরপর কোন্ গোনাহটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : তোমার সাথে খাবার খাবে এ আশংকায় তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর বড় গোনাহ কোন্টি? তিনি বললেন : তোমার নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

"আমি তোমাদের ওপরে মেঘমালা দ্বারা ছায়া করে দিয়েছিলাম, খাদ্য হিসেবে তোমাদের জন্য 'মান' ও 'সালওয়া' পাঠিয়েছিলাম আর আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে আমি যেসব পাক-পবিত্র জিনিস দিয়েছি তাই তোমরা খাও। তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং

২. এ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, ঈমানদারগণ কিয়ামতের দিন বিভিন্ন আম্বিয়া কেরামের কাছে শাফা'আতের জন্য যাবেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ) এবং হযরত মূসা (আঃ) নিজ নিজ গোনাহের কথা স্মরণ করে শাফা'আতে অক্ষমতা প্রকাশ করবেন। এসব আম্বিয়া কেরাম কর্তৃক যেসব গোনাহের কাজ হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করবেন তা হলো : হযরত আদম (আঃ) বেহেশতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়া, প্লাবনের সময় সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য নূহ (আঃ)-এর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এবং মূসা (আঃ)-এর কিবতীকে হত্যা করা। এসব আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের এসব গোনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে নিজেদের শাফা'আতকারী হিসেবে অনুপযুক্ত মনে করবেন এবং লজ্জাবোধ করবেন। অন্য হাদীস থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরও এরূপ ছোটখাটো গোনাহের কথা জানা যায়।

নিজেই নিজের ওপর জুলুম করেছে। (আল-বাকারা—৫৭) মুজাহিদ বলেছেন : মান এক প্রকার আঠা জাতীয় খাদ্য আর সালওয়া হলো এক প্রকার পাখী।

٤١٢٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

৪১২০. সাঈদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : ব্যাঙের ছাতা মান জাতীয় বস্তু। এর পানি চক্ষু রোগের জন্য শেফা (স্বরূপ)।

অনুচ্ছেদ :

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ- (البقرة' ايت)

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো যখন আমি তোমাদেরকে বললাম : তোমাদের সামনে যে জনপদ দেখছো তাতে প্রবেশ করো। এর উৎপন্ন দ্রব্য যেভাবে ইচ্ছা মজা করে খাও। আর দরজা দিয়ে সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করবে আর বলবে, 'হিত্তাতুন'—মাফ করুন। তাহলে আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবো। আর নেককারদেরকে বেশী পরিমাণ দেবো। (আল-বাকারা—৫৮) رغدا অর্থ ব্যাপক ও প্রচুর পরিমাণ।

٤١٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيْلَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوْا وَقَالُوْا حِطَّةٌ حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ-

৪১২১. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হয়েছিলো, দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সময় সিজদাবনত হয়ে প্রবেশ করো এবং বলো 'হিত্তাতুন'—মাফ করে দাও। কিন্তু তারা নিতম্বে ভর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং 'হিত্তাতুন'—মাফ করো—না বলে "হাব্বাতুন ফি শা'রাতিন"—যবের শীষে দানা দাও—বলে প্রবেশ করলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ

"জিবরাইলের প্রতি যে শত্রুতা পোষণ করবে তার জেনে রাখা দরকার যে, জিবরাইল আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এ কোরআন মজীদ তোমার অন্তরে নাযিল করেছে।"

ইকরামা বলেছেন : (جبر) জাব্‌রুন, (ميك) মীকুন এবং (سرا) সারাফুন এ তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো, দাস বা বান্দা। আর (ايل) 'ঈলুন' শব্দের অর্থ হলো : আল্লাহ। (অর্থাৎ জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফীল তিনটি শব্দেরই অর্থ হলো আল্লাহর বান্দা)।

٤١٢٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَلَامٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ
إِلَّا نَبِيٌّ فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْزِعُ
الْوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرَائِيلُ آنِفًا قَالَ
جِبْرَائِيلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَرَأَ هَذِهِ
الْآيَةَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ
السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ
يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ
الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهْتٌ وَإِنَّهُمْ
إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي فَجَاءَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ
ﷺ أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا
قَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَلَامٍ فَقَالُوا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ
فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا
فَانْتَقَصُوهُ قَالَ فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ.

৪১২২. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ (ইয়াহুদ আলেম ও নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তার ফলের বাগানে ফল চয়ন করছিলেন এ সময় তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের খবর পেলেন এবং তখনই নবী (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি আপনাকে এমন তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করবো—যা নবী ছাড়া আর কেউ জানে না। প্রশ্নগুলো হলো ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত বা শর্ত কি? বেহেশতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি দিয়ে হবে ? এবং সন্তান পিতা বা মাতার মত হয় কি কারণে। জবাবে নবী (সঃ) বললেন ঃ জিবরাইল এইমাত্র আমাকে এগুলো জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ জিবরাইল জানিয়ে গেলেন? নবী (সঃ) বললেন ঃ হাঁ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাইলই ইয়াহুদীদের দুশমন। এ কথা শুনে নবী (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ "কেউ যদি জিবরাইলের সাথে শত্রুতা করে তবে তার কারণ এই যে, সে তো আল্লাহর হুকুমে আপনার কলবে কোরআন নাযিল করেছে।" (আল-বাকারা—৯৭) কিয়ামতের প্রথম শর্ত বা আলামত হলো পূর্ব দিক থেকে একটি আগুন উত্থিত হয়ে সব মানুষকে হাঁকিয়ে পশ্চিমে নিয়ে একত্রিত করবে। বেহেশতবাসীরা সর্বপ্রথম যে খাদ্য খাবে তা হলো মাছের কলিজা। আর পুরুষের বীর্য প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান পিতার আকৃতি লাভ করে। পক্ষান্তরে নারীর বীর্য প্রভাব বিস্তার করলে সন্তান মায়ের আকৃতি লাভ

করে। এসব কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলে উঠলেন : আমি ঘোষণা করছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরও ঘোষণা করছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহুদরা মিথ্যাবাদী ও চরম অপবাদ রটনাকারী কওম। তাদেরকে আপনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার আগেই যদি তারা আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারে তাহলে তারা আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করবে। তাই এরপর ইয়াহুদরা আসলে নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের মধ্যকার আবদুল্লাহ নামক লোকটি কেমন? তারা বললো : তিনি আমাদের মধ্যে উত্তম, উত্তম ব্যক্তির সন্তান এবং আমাদের নেতা। নবী (সঃ) পুনরায় তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণ করে থাকে, তাহলে তোমরা কি মনে করবে? তারা বললো : আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন। এ সময় আবদুল্লাহ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন: আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল। তখন তখনই ইয়াহুদরা আবার বলে উঠলো: সে (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম) আমাদের মধ্যকার মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। এভাবে তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন ও বদনাম করলো। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তাদের থেকে এ আশংকাই করছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا ـ

"আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সমানের আরেকটি হুকুম নাযিল করি)।"

٤١٢٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اَقْرَأُنَا اُبَيٌّ وَاَقْضَانَا عَلِيٌّ وَاِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ اُبَيٍّ وَذَاكَ اَنَّ اُبَيًّا يَقُوْلُ لَا اَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا ـ

৪১২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর বলেছেন : আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কোরআন পাঠকারী হলেন উবাই (ইবনে কা'ব)। আর দ্বীনি আহকামের ব্যাপারে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হলেন আলী। (অর্থাৎ দ্বীনি আহকামের ব্যাপারে তিনি সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী)। তবে আমি উবাই-এর এ কথাটি অবশ্যই পরিত্যাগ করে চলবো। অর্থাৎ উবাই বলে থাকেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট শুনেছি এমন কোন কিছুই বাদ দেবো না। অথচ আল্লাহ তা'আলা (কোরআন মজীদে) বলেছেন: আমি যখন কোন আয়াতকে রহিত করি বা ভুলিয়ে দেই (তখন আবার তার চাইতে উত্তম বা সমমানের আরেকটি আয়াত নাযিল করি)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহ বলেছেন: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ "তারা বলে যে, আল্লাহ একটি পুত্র গ্রহণ করেছেন। অথচ এসব বিষয় থেকে আল্লাহ পবিত্র।"

٤١٢٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِي ابْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهُ اِيَّايَ فَقَوْلُهُ

أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا۔

৪১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন, আল্লাহ বলেন : মানুষ আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, অথচ তাদের জন্য এটা উচিত নয়। আর মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ এটা তার জন্য উচিত নয়। তাদের আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার অর্থ হলো, তারা বলে আমি তাদেরকে (মৃত্যুর পরে) জীবিত করে আগের মত করতে সক্ষম নই। আর তাদের আমাকে গালি দেয়া হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান রাখার মত বিষয় থেকে আমি পবিত্র।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"নামায পড়ার জন্য ইবরাহীম যেখানে দাঁড়াতো তোমরা সে জায়গাকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও।" مثابة শব্দের অর্থ হলো ফিরে আসা বা ফিরে আসার জায়গা।

٤١٢٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ قَالَ وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ ﷺ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبْدِلَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَا عُمَرُ أَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔

৪১২৫. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, উমর বলেছেন : তিনটি বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার অহীর সিদ্ধান্তের অনুরূপ হয়েছে অথবা তিনি বলেছেন, (রাবীর সন্দেহ) আমার রব আমার তিনটি সিদ্ধান্তের (সাথে একমত পোষণ করে) অনুরূপ (হুকুমসহ) অহী নাযিল করেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি 'মাকামে ইবরাহীমে' [ইবরাহীম (আঃ) যেখানে নামায পড়েছিলেন] নামায পড়তেন (তাহলে তা কতই না ভালো হতো)। আর এ কথার পর আল্লাহ তা'আলা "মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থায়ী জায়গা করে নাও" এ আয়াতটি নাযিল করেন। আমি বলেছিলাম : হে আল্লাহর রসূল! আপনার কাছে (উম্মুল মু'মিনীনদের ঘরে) নেক্কার ও পাপী সব রকমের লোক আসা-যাওয়া করে। তাই আপনি যদি উম্মুল মু'মিনীনদের পর্দা করার আদেশ করতেন (তাহলে কতই না উত্তম হতো)। এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করে অহী প্রেরণ করলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি জানতে পারলাম নবী (সঃ) তাঁর কোন স্ত্রীকে তিরস্কার করেছেন এবং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই আমি তাঁদের (উম্মুল মু'মিনীনদের) কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসব [নবী (সঃ)-কে

নারাজ করা] থেকে বিরত থাকুন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের চাইতেও উত্তম স্ত্রী প্রদান করতে পারেন। এর পরপরই আল্লাহ তা'আলা অহী নাযিল করে জানালেন, এটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে উত্তম মুসলমান, মুমিন, অনুগত, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, রোযাদার, বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

"আর ঐ সময়ের কথা স্মরণযোগ্য, যে সময় ইবরাহীম ও ইসমাইল বায়তুল্লাহর ভিত্ গেঁথে তুলছিলেন (এবং ফরিয়াদ করছিলেন), হে আমাদের রব! আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আপনি তো সব কিছু শুনেন এবং ভালো করে জানেন।

قواعد বহুবচন। এর একবচন হলো, قاعدة অর্থাৎ ভিত্তি।

٤١٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوُا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ-

৪১২৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে (সম্বোধন করে) বলেছিলেন : তুমি কি জানো যে, তোমার কওম (কুরাইশরা) কা'বা নির্মাণের সময় ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের চাইতে ছোট করে নির্মাণ করেছে? (আয়েশা বলেন,) আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রসূল। আপনি কি তা ইবরাহীমের গাঁথা ভিতের অনুরূপ করে নির্মাণ করবেন না? (অর্থাৎ পুনরায় অনুরূপ করে নির্মাণ করুন)। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, তোমার কওমের কুফরীর যুগ যদি নিকট অতীত না হতো, (অর্থাৎ অল্পকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করতো) তাহলে আমি তাই করতাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেছেন, আয়েশা যদি এ কথা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছেই শুনে থাকে তাহলে আমার মনে হয় এ কারণেই তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' সংলগ্ন দু'রুকনকে চুমু খেতেন না। কারণ বায়তুল্লাহ ইবরাহীমের গাঁথা ভিত অনুযায়ী তৈরী হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।"

٤١٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

৪১২৭. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আহলে কিতাবরা (ইয়াহূদ) ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় লিখিত তাওরাত গ্রন্থ আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বুঝাতো। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদের কথাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলবে না। বরং বলবে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর ঐসব হেদায়াতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। আর যা কিছু মূসা, ঈসা ও অন্য নবীদেরকে তাঁদের রবের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা এসবের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বরং আমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা—মুসলমান।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

"নির্বোধ লোকগুলো অবশ্যই বলবে ঃ কি ব্যাপার যে, এরা প্রথমে যে কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো এখন তারা সেদিক থেকে কেন ঘুরে গেলো? তাদেরকে বলুন। পূর্ব-পশ্চিম সবই আল্লাহর। আল্লাহ যাকে চান সরল-সঠিক পথের সন্ধান দান করেন।"

٤١٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

৪১২৮. বারা' (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, মদীনায় হিজরত করার পর) নবী (সঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতের মাস যাবত নামায পড়লেন। কিন্তু তিনি চাইতেন যে, বায়তুল্লাহ তাঁর কিবলা নির্দিষ্ট হোক। তিনি (একদিন) কোন এক ওয়াক্তের নামায অথবা (রাবীর সন্দেহ) আসরের নামায (কা'বার দিকে মুখ করে) পড়লেন। একদল লোকও তাঁর সাথে এ নামায পড়লো। যারা তাঁর সাথে এ নামায পড়লো তাদেরই এক ব্যক্তি মদীনার একটি মসজিদে (মসজিদে কুবা নয়) উপনীত হয়ে দেখতে পেলেন মসজিদের মুসল্লীগণ (পূর্বের কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে) নামাযের রুকু'তে আছে। তিনি তখন বললেন, আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি (এইমাত্র) নবী (সঃ)-এর সাথে মক্কার দিকে মুখ করে নামায পড়ে আসলাম। এ কথা শুনে তারা ঐ অবস্থায়ই বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে গেলো। বায়তুল্লাহর দিকে ঘোরার পূর্বে আগের কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়াকালে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন অনেকেই ছিলেন এবং অনেক লোক ঐ সময় শহীদও হয়েছিলেন। (তাদের সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অনেকেই ভাবতে থাকলেন যে,) আমরা তো বুঝতে পারছি না তাদের ব্যাপারে আমরা কি বলবো? (অর্থাৎ তাদের কি হবে?) তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমানকে বরবাদ করবেন। বরং নিশ্চয়ই তিনি মানুষের জন্য করুণাময় ও দয়ালু।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত'—(মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষী হতে পার আর রসূল থাকেন তোমাদের সাক্ষী।"

٤١٢٩ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُدْعٰى نُوْحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبِّ فَيَقُوْلُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَالُ لِاُمَّتِهٖ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا اَتَانَا مِنْ نَّذِيْرٍ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَّاُمَّتُهٗ فَيَشْهَدُوْنَ اَنَّهٗ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ جَلَّ ذِكْرُهٗ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا -

৪১২৯. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন (নবী) নূহকে ডাকা হবে তিনি বলবেন হে রব তোমার পবিত্র দরবারে আমি হাজির আছি। (আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁকে) জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি (আমার হুকুম আহকাম মানুষের কাছে) পৌঁছিয়ে ছিলে? তিনি বলবেন, হাঁ, পৌঁছিয়েছিলাম। তখন তাঁর উম্মতকে ডেকে বলা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে (আমার হুকুম আহকাম) পৌঁছিয়ে দিয়েছিল? তারা বলবে, আমাদের কাছে কোন সাবধানকারী আসেনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আপনার সাক্ষী কে আছে? নূহ বলবেন, মুহাম্মদ ও তাঁর উম্মত

আমার সাক্ষী। তাই তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) সাক্ষী দেবে যে, তিনি আল্লাহর সব আদেশ নিষেধ তাদের কাছে পৌঁছিয়েছিলেন। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তাদের কথা সত্য বলে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর এ ভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি 'উম্মতে ওয়াসাত' (মধ্যপন্থী উম্মত বা দল) করেছি যেন তোমরা মানবজাতির সাক্ষী হতে পার। আর রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সঃ)] তোমাদের সাক্ষী হন।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

"আগে তোমরা যে কিবলার দিকে মুখ করতে সেটিকে তো আমি এজন্য কিবলা মনোনীত করেছিলাম যে, দেখবো কে রসূলের আনুগত্য করে আর কে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। প্রকৃত কথা হলো—আল্লাহ যাদেরকে সোজা পথ দেখিয়েছেন তাদেরকে ছাড়া আর সবার জন্য এটি খুবই কঠিন কাজ। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বরবাদ করার নন। বরং আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু।"

٤١٣٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّوْنَ الصُّبْحَ فِيْ مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ أُنْزِلَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا فَتَوَجَّهُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ -

৪১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: কিছু লোক কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। ইতিমধ্যে একজন আগমনকারী এসে বললো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর কাছে কোরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁকে কাবার দিকে মুখ ফিরে নামায পড়তে আদেশ করেছেন। সুতরাং তোমরাও সেদিকে মুখ করো। এ কথা শুনে নামাযরত সবাই কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

"আসমানের দিকে বার বার তোমার চেয়ে দেখা আমি লক্ষ্য করেছি। তাই আমি অবশ্যই তোমাকে ঐ কিবলার দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পসন্দ করো। তাই আপনি আপনার মুখ মহান মসজিদে ঘুরিয়ে নিন। আর হে ঈমানদারগণ, তোমরা যে যেখানেই থাকো না কেন

তোমরাও তোমাদের মুখ ঐ মসজিদের দিকে ঘুরিয়ে নেও। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তারা অবশ্যই জানে যে, এ নির্দেশ সত্যই তাদের রবের তরফ থেকে এবং ন্যায়তঃ এতদসত্ত্বেও তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।

৪১৩১ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

৪১৩১. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যারা উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই বর্তমানে বেঁচে আছি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

"আর তুমি এ আহলে কিতাবদের কাছে যে কোন নিদর্শনই হাজির করো না কেন তারা কখনো তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না। আর তোমার জন্যও সম্ভব নয় যে, তাদের কিবলার অনুসরণ করবে। খোদ তাদের একদল আরেক দলের কিবলার অনুসরণ করবে না। তোমার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পরেও তুমি যদি তাদের খেয়াল খুশী মেনে নেও তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।"

৪১৩২ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ

৪১৩২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন ফজর নামাযের সময় কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরাও কা'বার দিকে মুখ করো। এ সময় লোকজনের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। তাই তারা তাদের মুখ ঘুরিয়ে কা'বার দিকে করে নিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.

"যাদের আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এ (স্থানটিকে) (যে স্থানকে কিবলা বানানো হয়েছে) যতখানি চিনে, যতখানি তাদের সন্তানদেরকে চিনে। তাদের একদল অবশ্যই জেনেশুনে

সত্যকে গোপন করছে। হক তো তোমার রবের তরফ থেকে। সুতরাং সন্দেহ পোষণকারী-দের অন্তর্ভুক্ত হবেন।"

٤١٣٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ۔

৪১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লোকজন (ফজরের নামাযের সময়) কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়েছিলো। এ সময় সেখানে এক ব্যক্তি এসে বললো, আজ রাতে নবী (সঃ)-এর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে, তাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই তোমরা কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ো। তাদের মুখ ছিলো শামের (সিরিয়া) দিকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবাই কা'বার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

"সবার জন্য একটি দিক আছে—যেদিকে মুখ ফিরায়। সুতরাং তোমরা নেকী ও কল্যাণের কাজে অগ্রসর হও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকেই নাগাল পাবেন। আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।"

٤١٣٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صُرِفَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ۔

৪১৩৪. বারা ইবনে 'আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ষোল অথবা সতর মাস নামায পড়েছি। এরপর তিনি তাঁর মুখ কা'বার দিকে ঘুরিয়েছেন (অর্থাৎ এরপর থেকে কা'বাকে কিবলা করে নামায পড়েছেন)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔

"যেখান থেকেই তুমি বের হবে (যেখানেই তুমি অবস্থান করো না কেন) তোমরা পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখো। কারণ এটি তোমার রবের তরফ থেকে একটি ন্যায়তঃ ও যথাযথ ফয়সালা। আর তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।"

شطر শব্দের অর্থ হলো দিক।

٤١٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَاسْتَدَارُوْا كَهَيْئَتِهِمْ فَتَوَجَّهُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ -

৪১৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : লোকজন কুবা মসজিদে ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি এসে (তাদেরকে) বললো : আজ রাতে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাতে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কা'বার দিকে মুখ করো। (এ কথা শুনে) তারা সবাই ঐ অবস্থায়ই ঘুরে কা'বার দিকে মুখ ফিরালো। অথচ সবাই শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ - إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

"আর যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন (নামাযে) তোমার মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরাবে। আর হে ঈমানদারগণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন (নামাযে) তোমরা তোমাদের মুখ সেই দিকে ফিরাবে। যাতে তোমাদের বিরুদ্ধে লোকদের তর্কের সুযোগ না থাকে। তবে যারা জালেম তারা সব সময়ই বলবে। তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না বরং আমাকে ভয় করবে। যেন তোমাদের জন্য আমার নে'য়ামাতকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারি। আর তোমরা যেন সোজা পথে চলে সফল হতে পার।"

٤١٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلٰوةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْقِبْلَةِ

৪১৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কুবা মসজিদে লোকজন ফজরের নামায পড়ছিলো। এ সময় তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বললো : আজ রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কোরআন নাযিল হয় এবং তাতে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা সবাই কা'বার দিক মুখ ঘুরাও। সবাই তখন শাম (সিরিয়া) অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে (নামায পড়তেছিলো)। এ কথা শুনে তারা ঘুরে কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ালো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা পালন করছে, তার জন্য এ দু'টির তাওয়াফ করায় কোন গোনাহ হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নেকীর কাজ করবে—নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার কাজের কদরকারী এবং তিনি সব কিছুই জানেন।"

شعائر শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো— شعيرة অর্থাৎ আলামত বা নিদর্শন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : পাথরকে "সাফওয়ান" (صفوان) বলা হয়। যেমন (الحجارة الملس) হিজারাতুল মুলস্ অর্থ এমন পাথর যেখানে কিছু উৎপন্ন হয় না। (صفا) 'সাফা' শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হলো (صفوانة) "সাফওয়ানাহ"।

٤١٣٧- عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلَّا لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔

৪১৩৭. উরওয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি (উরওয়া ইবনে যুবাইর) বলেছেন : আমি সে সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম। সেই সময় একদিন আমি নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশাকে বললাম, আল্লাহ যে বলেছেন : সাফা ও মারওয়া আমার নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হজ্জের সময় কেউ যদি এ দু'টির "তাওয়াফ" করে তবে এ জন্য তার কোন গোনাহ হবে না। তাহলে আমার মনে হয় এ (আয়াত) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেউ এ দু'য়ের 'তাওয়াফ' না করলেও তার কোন গোনাহ হবে না। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? আয়েশা বললেন : তুমি যা বললে এর অর্থ তা কখনো নয়। তাই যদি এর অর্থ হতো, তাহলে আয়াতটি এরূপ হতো—"কেউ এ দু'টির 'তাওয়াফ' যদি নাও করে তবুও তার গোনাহ হবে না।" এ আয়াতটি তো আনসারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। কেননা, জাহেলী যুগে ইহরাম বাঁধার পর তারা উচ্চস্বরে 'মানাত' দেবতার নাম উচ্চারণ করতো। আর কাদীদ নামক স্থানে মানাত দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিলো। এ কারণেই আনসাররা সাফা ও মারওয়ার মধ্যে তাওয়াফ করতে দ্বিধা করতো। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর তারা এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে

আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে অথবা উমরা করবে এ দু'টির তাওয়াফ করায় তার কোন গোনাহ হবে না।

٤١٣٨ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

৪১৩৮. আসেম ইবনে সুলাইমান থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি আনাস ইবনে মালেককে 'সাফা' ও 'মারওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, (ইসলামের প্রারম্ভে) আমরা মনে করতাম এ দু'টির মধ্যে 'তাওয়াফ' করা জাহেলী রেওয়াজ মাত্র। এ কারণে ইসলামের প্রথম দিকে আমরা এর "তাওয়াফ" করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন : 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর "হজ্জ" অথবা উমরা করবে সে যদি এ দু'টির 'তাওয়াফ' করে তাহলে তাতে তার গোনাহ হবে না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ.

"কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়াও আরো অন্যদেরকে তার সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করে এবং তাদেরকে আল্লাহর মতই ভালবাসে।"

انداد এর একবচন ند - এর অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী, সমকক্ষ বা শরীক।

٤١٣٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪১৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) একটি কথা বললেন। আমি (তার বিপরীত) আরেকটি কথা বললাম। নবী (সঃ) বললেন: কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করে বা সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার দাবী করে তবে সে দোজখে যাবে। আমি বললাম, আর কেউ যদি এমন অবস্থায় মরে যায় যে, সে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলো না তাহলে? (তিনি বললেন:) সে জান্নাতে যাবে।

অনুচ্ছেদ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ

بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"হে ঈমানদারগণ! হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে—স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকেরই কিসাস নেয়া হবে। হাঁ, যদি কোন হত্যাকারীর সাথে তার (মুসলমান) ভাই নম্রতা দেখাতে চায় তাহলে উত্তম পন্থায় রক্তপণ পরিশোধ করতে হবে। এটা তোমাদের রবের তরফ থেকে রহমত ও বিনম্রতা। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"

عُفِيَ শব্দটির অর্থ হলো تُرِكَ অর্থাৎ মাফ করা হয়েছে বা পরিত্যাগ করা হয়েছে।

٤١٤٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كَانَ فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيْهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللّٰهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَالْعَفْوُ اَنْ يَّقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمَدِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَيُؤَدِّيْ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَتَلَ بَعْدَ قَبُوْلِ الدِّيَةِ -

৪১৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনী ইসরাইলদের মধ্যে শুধু কিসাসের বিধান চালু ছিলো। রক্তপণ দেয়ার কোন নিয়ম-কানুন বা বিধান ছিলো না। তাই এ উম্মতের জন্য আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে এ আয়াত নাযিল করে বললেন ঃ হত্যার ক্ষেত্রে কিসাস বা খুনের বদলে খুন তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে স্বাধীন মানুষের বদলে স্বাধীন মানুষ ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং স্ত্রীলোকের বদলে স্ত্রীলোকের কিসাস নেয়া হবে। হাঁ কোন হত্যাকারীর সাথে তার কোন (মুসলমান) ভাই নম্রতা দেখাতে চায় অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে রক্তপণ গ্রহণ করতে সম্মত হয় তাহলে উত্তম পন্থায় তা (রক্তপণের অর্থ) যথাযথভাবে পরিশোধ করতে হবে। তোমাদের পূর্ব-বর্তীদের জন্য যা ফরয করা হয়েছিল, তার চাইতে এটা কিছু লঘু ও হালকা ব্যবস্থা। আর তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে রহমত। এরপরও অর্থাৎ রক্তপণ গ্রহণ করার পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে হত্যা করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٤١٤١ - عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّ اَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ -

৪১৪১. হুমাইদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) আনাস নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে তাদের

কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো প্রকৃত-পক্ষে কিসাস বা খুনের বদলে খুন।

٤١٤٢ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ نَضْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ.

৪১৪২. আনাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) তাঁর ফুফু রুবাইয়ে বিনতে নযর কোন এক বালিকার সম্মুখের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলো। রুবাইয়ের কওমের লোকজন তাদের কাছে ক্ষমা চাইলে তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করলো। তারা পুনরায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে চাইলে তারা তাও নিতে অস্বীকার করলো। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলো এবং কিসাস ছাড়া আর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কিসাসের নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় আনাস ইবনে নযর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি রুবাইয়ের দাঁতই ভেঙে দেয়া হবে? যিনি আপনাকে সত্য বিধানসহ পাঠিয়েছেন সেই মহান সত্তার শপথ, রুবাইয়ের দাত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ হে আনাস, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ হলো কিসাস গ্রহণ করা। এরপর বালিকার কওম রাজি হয়ে রুবায়েকে ক্ষমা করে দিলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দা এমন আছেন, যারা আল্লাহর নামে শপথ করে কিছু বললে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

"হে ঈমানদারগণ তোমাদের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য ফরয করা হয়েছিলো। যাতে করে তোমরা গোনাহ থেকে রক্ষা পাও বা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।"

٤١٤٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ -

৪১৪৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জাহেলী যুগে লোকেরা আশুরার রোযা রাখতো। (এ সময় আশুরার রোযা ফরয ছিলো) রমযানের রোযা ফরয হলে নবী (সঃ) বললেন ঃ এখন তোমরা ইচ্ছা করলে আশুরার রোযা রাখতে পার আবার নাও রাখতে পার।

٨١٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

৪১৪৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে আশূরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর নবী (সঃ) বললেন : এখন কেউ ইচ্ছা করলে আশূরার রোযা রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নাও রাখতে পারে।

٨١٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ أَلْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ

৪১৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : তাঁর কাছে আশ'আস ইবনে কায়েস কিনদী আসলেন। তখন আবদুল্লাহ খাবার খাচ্ছিলেন। আশ'আস বললেন : আজকে তো আশূরা, আর আপনি খাবার খাচ্ছেন? আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বললেন, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশূরার রোযা রাখা হতো। কিন্তু রমযানের রোযা ফরয হওয়ায় তা পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই তুমিও এসে কিছু খাও।

٨١٤٦ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيْضَةَ وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ .

৪১৪৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, জাহেলিয়াতের যুগে কুরাইশরা আশূরার দিনে রোযা রাখতো। নবী (সঃ)-ও আশূরার রোযা রাখতেন। তিনি মদীনায় হিজরত করে আসার পর (আশূরার) রোযা রেখেছেন এবং সবাইকে রাখতে আদেশ করেছেন। কিন্তু রমযানের ফরয রোযা রাখার আদেশ হলে আশূরার রোযা পরিত্যাগ করা হয়। এ সময় থেকে কেউ ইচ্ছা করলে আশূরার রোযা রাখতো আবার কেউ ইচ্ছা করলে তা পরিত্যাগ করতো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"(যে রোযা তোমাদের জন্য ফরয করা হয়েছে, তা) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মাত্র। কিন্তু তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ থাকে অথবা সফরে থাকে তবে অন্য দিনগুলোতে সেই সংখ্যা

পূরণ করবে। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম (কিন্তু যদি না রাখে) তাহলে ফিদ্‌ইয়া দিবে। একটা রোযার ফিদইয়া একজন "মিসকীন"কে খাওয়ানো। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশী করে নেকীর কাজ করে, তাহলে তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি বিষয়টা বুঝতে সক্ষম হও তাহলে রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"

আতা বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে সব রকম রোগেই রোযা পরিত্যাগ করা যেতে পারে। স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোক ও গর্ভবতীদের সম্পর্কে হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখ'য়ী বলেছেন যদি তারা নিজেদের কিংবা সন্তানদের ব্যাপারে আশংকা বোধ করে তাহলে রোযা রাখবে না এবং পরে কোন এক সময় কাযা করবে। আর অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার কারণে কেউ যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে মিসকীনকে খাওয়াবে। আনাস অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গোশ্‌ত এবং রুটি খাওয়াতেন। অধিকাংশ লোকই এ আয়াতের শব্দটিকে يطوقونه পড়ে থাকে। এটাই সাধারণভাবে প্রচলিত কিরায়াত।

٤٨٤٧ - عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ هُوَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيْرَةِ لَا يَسْتَطِيْعَانِ أَنْ يَصُوْمَا فَلْيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا.

৪১৪৭. আতা (ইবনে আবু রাবাহ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আয়াতটি এভাবে পড়তে শুনেছেন "ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইউতাউওয়াকুনাহু"—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তাদেরকে ফিদ্‌ইয়া হিসাবে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এ আয়াত "মনসূখ" বা রহিত হয়নি। বরং অত্যন্ত বৃদ্ধ নারী-ও পুরুষের জন্য প্রযোজ্য—যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। সুতরাং (এ আয়াতের নির্দেশ মোতাবেক) তারা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এ মাসটিকে (রমযান মাস) পায় তা হলে (সে পুরা মাস ধরে) রোযা রাখবে।"

٤٨٤٨ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ هِيَ مَنْسُوْخَةٌ.

৪১৪৮. নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর এ আয়াতটি অর্থাৎ فدية طعام مسكين পাঠ করে বললেন যে, এটি মনসূখ হয়ে গিয়েছে।

٤٨٤٩ - عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِيْ بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

৪১৪৯. সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়া আলাল্লাযীনা ইয়ুতিকুনাহু ফিদইয়াতুন ত্বায়ামু মিসকীন" আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কেউ চাইলে রোযা না রেখে ফিদ্ইয়া দিয়ে দিতো। তাই পরবর্তী আয়াত নাযিল হয় এবং এটি মনসূখ হয়ে যায়।

٤١٥٠- عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطَوَّقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ يَقُوْلُ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُحَمَّلُوْنَهُ قَالَ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ الَّذِيْ لَا يُطِيْقُ الصَّوْمَ أَمِرَ أَنْ يُّطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا قَالَ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا يَقُوْلُ وَمَنْ زَادَ وَأَطْعَمَ أَكْثَرَ مِنْ مِسْكِيْنٍ فَهُوَ خَيْرٌ.

৪১৫০. মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) আয়াতটির يطوقونه শব্দটিকে يطيقونه "যারা সক্ষম নয়" পড়তেন। তিনি বলতেন, যাদের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য, তারা হলেন রোযা রাখতে অক্ষম অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক। এ আয়াতে তাদেরকে প্রতিদিন একজন করে মিসকীন খাওয়াতে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে, "আর যে এর অধিক নেক কাজ করলো তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর" এ আয়াতের অর্থ হলো যে ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একের অধিক মিসকীনকে খেতে দিলো তা আরো উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.

"রোজার দিনে রাতের বেলায় তোমাদের জন্য স্ত্রীদের কাছে যাওয়া হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরাও তাদের জন্য পোশাক। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে। তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন, এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পার। আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু জায়েয করে দিয়েছেন, তা লাভ করতে পার।"

٤١٥١- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوْا لَا يَقْرَبُوْنَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُوْنُوْنَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.

৪১৫১. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার অহী নাযেল হওয়ার পর কেউই পুরা রমযান মাসে স্ত্রীদের কাছেও যেতো না। তবে কিছু সংখ্যক লোক নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলো। তাই আল্লাহ তা'আল আয়াত নাযিল করে জানালেন : আল্লাহ জানেন যে, তোমরা চুপে চুপে নিজেরাই নিজেদের সাথে খেয়ানত করছিলে তবে তিনি তোমাদের তওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন করতে পার। আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা অর্জন করতে পার।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ۔

"তোমরা পানাহার করো যতক্ষণ না (রাতের) কালো রেখার পরে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেখা যায়। তারপর (পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা বাদ দিয়ে) রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করো। আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে যৌণ সম্ভোগে লিপ্ত হয়ো না যখন তোমরা ই'তেকাফ করে মসজিদে অবস্থান করবে। এগুলো আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমারেখা। তোমরা এর ধারে কাছেও যাবে না। এভাবেই আল্লাহ তার হুকুমগুলোকে মানুষের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেন—যাতে তারা ভ্রান্ত পথ থেকে রক্ষা পায়। (عاكف) শব্দের অর্থ অবস্থানকারী)।"

٤١٥٢ - عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَدِىٍّ قَالَ اَخَذَ عَدِىٌّ عِقَالًا اَبْيَضَ وَعِقَالًا اَسْوَدَ
حَتّٰى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِيْنَا فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلْتُ
تَحْتَ وِسَادَتِىْ قَالَ اِنَّ وِسَادَتَكَ اِذًا لَعَرِيْضٌ اَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ
تَحْتَ وِسَادَتِكَ

৪১৫২. আমের শা'বী আদী ইবনে হাতেম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আদী ইবনে হাতেম (এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রমযান মাসে রাতের বেলা) একটি কাল সূতা ও একটি সাদা সূতা নিয়ে (বালিশের নীচে) রাখলেন। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিনি সে দুটোকে বার বার দেখতে লাগলেন। কিন্তু কাল ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়লো না। সকাল হলে তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে] বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কাল ও সাদা দুটি সূতা আমার বালিশের নীচে রেখেছিলাম। (এরপর সব ঘটনা বর্ণনা করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) সব শুনে বললেন। তাহলে তো তোমার বালিশ খুবই বড় দেখছি। কারণ রাতের কালপ্রান্ত রেখা ও ভোরের সাদা প্রান্তরেখার জন্য তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান হয়েছে।

٤١٥٣ - عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ عَنِ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ اَهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ اِنَّكَ لَعَرِيْضُ الْقَفَا اَنْ اَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ
ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ۔

৪১৫৩. আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সাদা সূতা এবং কাল সূতা কি? এ দুটির অর্থ কি সত্যিই সূতা? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তুমি এক আজব বোকা দেখছি যে, সূতা দুটি দেখে ফেলেছো! তারপর তিনি বললেন : না, এ দুটি সূতা নয়, বরং রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো।

٤١٥٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أُنْزِلَتْ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ تَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

৪১৫৪. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "রাতের কাল রেখার পরে সাদা রেখা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো" প্রথমে এ আয়াত নাযিল হলো। কিন্তু من الفجر 'ভোরের' কথাটা তখনো নাযিল হয়নি। তাই লোকেরা রোযা রাখতে চাইলে তাদের দু' পায়ে সাদা ও কাল সূতা বেঁধে নিতো এবং যতক্ষণ না সাদা ও কাল সূতা স্পষ্ট দেখা যেতো ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা পরে من الفجر ভোরের কথাটা নাযিল করলে সবাই বুঝতে পারলেন যে, এর দ্বারা রাত ও দিনের সীমারেখা বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

"এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা নিজেদের ঘরে পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। সুতরাং তোমরা নিজেদের ঘরে দরজা দিয়েই প্রবেশ করো। আর আল্লাহকে ভয় করো তাহলে সফলতা লাভ করতে পারবে।"

٤١٥٥- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانُوْا إِذَا أَحْرَمُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔

৪১৫৫. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আরবরা) জাহেলী যুগে (হজ্জ বা উমরার জন্য) ইহরাম বাঁধার পর বাড়ী আসলে দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে পেছন দিক থেকে প্রবেশ করতো। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : এটা কোন নেকীর কাজ নয় যে, তোমরা বাড়ীতে (দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে) পেছন দিক দিয়ে

প্রবেশ করবে। বরং নেকীর কাজ হলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচানো। তাই তোমরা দরজা দিয়েই বাড়ীতে প্রবেশ করো।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

যতক্ষণ পর্যন্ত ফিতনা নির্মূল না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে মনে রেখো, জালেম ছাড়া আর কারো প্রতি হাত বাড়ানো মোটেই ঠিক নয়।"

٤١٥٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَتَاهُ رَجُلَانِ فِىْ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَا اِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوْا وَاَنْتَ ابْنُ عُمَرَ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ فَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِىْ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ دَمَ اَخِىْ قَالَا اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتّٰى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تُقَاتِلُوْا حَتّٰى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللّٰهِ

৪১৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের যুগে সৃষ্ট ফিতনার[৩] সময় দু' ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, লোকজনের দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আর আপনি উমর (ইবনে খাত্তাব)-এর পুত্র ও নবী (সঃ)-এর সাহাবা হওয়া সত্ত্বেও সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করছেন না। কি কারণে আপনি এ ফিতনা থামাতে এগিয়ে আসছেন না? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান ভাইয়ের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন। এ বিষয়টিই আমাকে বাধা দিচ্ছে। তখন লোক দু'টি বললো, আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি যে, ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো? এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, [নবী (সঃ)-এর যামানায়] আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ফিতনাকে নির্মূল করেছি এবং তখন একমাত্র আল্লাহর দ্বীনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর আজ তোমরা লড়াই করতে চাও যাতে ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং (গায়েরুল্লাহ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

٤١٥٧ - عَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا اَتٰى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا حَمَلَكَ عَلٰى اَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللّٰهُ فِيْهِ قَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ بُنِىَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ اِيْمَانٍ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالصَّلٰوةِ الْخَمْسِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَاَدَاءِ الزَّكٰوةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ

---

৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সময়ের ফিতনা বলতে বুঝানো হয়েছে ৭৩ হিজরী সনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কর্তৃক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মক্কায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কর্তৃক মক্কার অবরোধকালীন যুদ্ধ ও হাংগামা।

قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ عَفَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هٰذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪১৫৭. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আবদুর রহমানের পিতা, আপনি তো জানেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কত উৎসাহিত করেছেন। আর আপনি আল্লাহর পথে জিহাদ করা পরিহার করে চলছেন এবং শুধু এক বছর হজ্জ ও এক বছর উমরা পালন করেছেন। আপনার এরূপ করার কারণ কি? সবশুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, হে ভাতিজা পাঁচটি জিনিসের ওপর ইসলামের বুনিয়াদ : আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযান মাসের রোযা, যাকাত আদায় করা এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করা। এ কথা শুনে লোকটি বললো, হে আবু আবদুর রহমান, আপনি জানেন না আল্লাহ তাঁর কিতাবে কি বলেছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যদি মুসলমানদের দুটি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা ও সংশোধন করে দাও। এর পরেও যদি তাদের মধ্যকার কোন দল অন্যটির ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে যারা বিদ্রোহ বা বাড়াবাড়ি করছে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। (আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :) তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, নবী (সঃ)-এর যুগে আমরা এ কাজ করেছি। সেই সময় মুসলমানরা ছিলো সংখ্যায় খুবই কম। তাই মুসলমান ব্যক্তিকে তার দ্বীনের জন্য কঠোর পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হতো। হয় তাকে তারা (কাফেররা) হত্যা করতো না হয় শাস্তি দিতো। অবশেষে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং ফিতনা অবশিষ্ট থাকলো না। তখন লোকটি বললো, উসমান আলী সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, উসমানকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এখনো তাকে মাফ করা খারাব মনে করে থাকো। আর আলী? তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং জামাতা। তারপর তিনি ইশারা করে তার বাড়ী দেখিয়ে বললেন এই তো তোমরা [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘরের পাশে] তার ঘর দেখতে পাচ্ছ।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

"আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান করার নীতি গ্রহণ করো। আল্লাহ মুহসেনদেরকে (ইহসানকারী) ভালবাসেন।"
تهلكة এবং هلاك শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ধ্বংস।

٤١٥٨ - عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ قَالَ نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ ـ

৪১৫৮. হুযায়ফা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহর পথে খরচ করো এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না—এই আয়াতটি (আল্লাহর পথে) খরচ করার বিষয়ে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ

"কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা মাথায় যদি কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা হয়।"

٤١٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ اِلٰى كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ فِيْ هٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَاَلْتُهٗ عَنْ فِدْيَةٍ مِّنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلٰى وَجْهِيْ فَقَالَ مَا كُنْتُ اُرٰى اَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هٰذَا مَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَاْسَكَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ـ

৪১৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মা'কেল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আমি কুফার এই মসজিদে কা'ব ইবনে উজরার সাথে বসেছিলাম। এই সময় তাকে ফিদ্‌ইয়া হিসেবে রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আমাকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমার মাথার চুল থেকে উকুন আমার চেহারার ওপর ঝরে ঝরে পড়ছিলো। এ অবস্থা দেখে নবী (সঃ) বললেন : আমি যা দেখেছি তাতে মনে হয় তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা তুমি কি একটা বকরী যোগাড় করতে পার? কা'ব ইবনে উজরা বলেন, আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন : তিন দিন রোযা রাখো অথবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' পরিমাণ খাদ্য দান করো। আর তোমার মাথার চুল মুড়ে ফেলো। তারপর তিনি (কা'ব ইবনে উজরা) বললেন : এ আয়াতটি বিশেষ ভাবে আমার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর হুকুম তোমাদের সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ ـ

"তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি হজ্জের সময় আসার পূর্বে উমরা পালন করবে সে যেন সাধ্যমত কোরবানী করে।"

٤١٦٠- عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ-

৪১৬০. ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : হজ্জে তামাত্তু সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের হুকুম নাযিল হলে আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তামাত্তু আদায় করলাম। কিন্তু পরে হজ্জে তামাত্তুকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং এ অবস্থায়ই তিনি [নবী (সঃ)] ইন্তেকাল করেছেন। তবে একজন মাত্র লোক৪ এ ব্যাপারে নিজের মত পেশ করে যা বলার বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ-

"হজ্জ আদায়ের সাথে সাথে তোমরা যদি তোমাদের প্রভুর করুণা (হালাল রিয্ক) অন্বেষণ কর তা হলে এতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।" অর্থাৎ হজ্জের মওসুমে।

٤١٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُوْ الْمَجَازِ أَسْوَاقَ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوْا أَنْ يَتَجَرُّوْا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ-

৪১৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'উকায, মাজান্না ও যুল-মাজায এ তিনটি ছিলো জাহেলী যুগে আরবদের বাজার। কিন্তু ইসলামের আগমনের পর হজ্জের মওসুমে এসব জায়গাতে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কেনা-বেচা করাকে লোকেরা গোনাহর কাজ মনে করতে থাকলে এ আয়াত নাযিল হলো : "হজ্জ পালনের সাথে তোমরা যদি তোমাদের রবের করুণা (রিয্ক) অনুসন্ধান কর তাহলে এতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ-

"(হে কুরাইশগণ,) অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা শুরু করো। (আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান)।"

٤١٦٢- عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهَا يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

৪. কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তামাত্তু' সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন তিনি হযরত উসমান (রাঃ)। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, তিনি হযরত উমর (রাঃ)।

وَكَانُوا يُسَمُّوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُوْنَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ
اَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ اَنْ يَّاْتِيَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيْضَ مِنْهَا فَذَالِكَ
قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ۔

৪১৬২ আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) কুরাইশ এবং তাদের দ্বীন অনুসরণ-কারীরা হজ্জের মওসুমে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। এদেরকে "হুমুস" বলা হতো। পক্ষান্তরে আরবের অন্যান্য লোকজন আরাফাতে অবস্থান করতো। ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সঃ)-কে লোকদের সাথে আরাফাতে গিয়ে অবস্থান করতে এবং লোকদের সাথেই আবার সেখান থেকে যাত্রা করতে আদেশ করলেন। এ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীতে সে কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

٤١٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطُوْفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتّٰى يُهِلَّ
بِالْحَجِّ فَاِذَا رَكِبَ اِلٰى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدْيَةٌ مِنَ الْاِبِلِ اَوِ الْبَقَرِ اَوِ
الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ اَيَّ ذٰلِكَ شَاءَ غَيْرَ اَنْ لَّمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ
ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُ يَوْمٍ مِّنَ الْاَيَّامِ
الثَّلٰثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتّٰى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ
صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى اَنْ يَّكُوْنَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ اِذَا
اَفَاضُوْا مِنْهَا حَتّٰى يَبْلُغُوْا جَمْعًا الَّذِيْ يُتَبَرَّرُ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا
اَوْ اَكْثَرَ وَالتَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ قَبْلَ اَنْ تُصْبِحُوْا ثُمَّ اَفِيْضُوْا فَاِنَّ النَّاسَ كَانُوْا
يُفِيْضُوْنَ وَقَالَ اللّٰهُ ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ حَتّٰى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ

৪১৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'তামাত্তু' করবে, সে উমরা আদায় করার পর ইহরাম খুলবে এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত বায়তুল্লাহর 'তাওয়াফ' করতে থাকবে এবং পরে হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে আরাফাতে যাবে এবং হজ্জের পরে উট, গরু বা বকরী যেটি ইচ্ছা কোরবানী করবে। আর যদি কেউ কোরবানী করতে সমর্থ না হয় তাহলে হজ্জের ইহরাম অবস্থায় আরাফাতে অবস্থানের আগেই তিনদিন রোযা রাখবে। এ তিন দিনের শেষ দিন যদি আরাফাতে অবস্থানের দিনও হয় তাহলেও এতে কোন গোনাহ হবে না। আরাফাতে পৌঁছে আসরের সময় থেকে অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবে। এরপর সব লোক যখন সেখান থেকে রওয়ানা হবে তখন তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে সবাই মুযদালিফায় উপনীত হবে এবং আল্লাহর কাছে নেক কাজ ও সওয়াব প্রার্থনা করবে। আর সেখানে আল্লাহকে বেশী অথবা (রাবীর

সন্দেহ) সবচেয়ে বেশী করে স্মরণ করবে এবং সকাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকবীর তাহলীল করতে থাকবে। তারপর ভোরে সব লোকের সাথে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসবে। আর এ কথাটিই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : অতঃপর অন্যসব লোক যেখান থেকে যাত্রা করে তোমরাও সেখান থেকে যাত্রা করো। আর আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনিই নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। অবশেষে কংকর নিক্ষেপ করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমন আছে যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণদান করো। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।"

٤١٦٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

৪১৬৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) এই বলে দো'আ করতেন : হে আল্লাহ আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো। আর দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ. **"প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সত্যের জঘণ্য দুশমন।"**

আতা বলেছেন : اَلْنَسْلُ **শব্দের অর্থ জীবজন্তু।**

٤١٦٥- عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ اَبْغَضُ الرِّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْاَلَدُّ الْخَصِمُ

৪১৬৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (মারফু' হাদীস) তিনি বলেছেন : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘণ্য হলো ঝগড়াটে লোকগুলো—যারা ন্যায় ও হকের দুশমন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, এমনি জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ, তোমাদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের ওপর যেসব কঠিন অবস্থা আপতিত হয়েছিলো তোমাদের জন্য তা এখনো আসেনি। তাদের সামনে কঠিন অবস্থা এসেছে, বিপদাপদ তাদেরকে ঘিরে ধরেছে।"

٤١٦٦ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا خَفِيفَةً ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلَا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللهِ وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ وَلٰكِنْ لَمْ تَزَلِ الْبَلَايَا بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُوهُمْ فَكَانَتْ تَقْرَأُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا مُثَقَّلَةً -

৪১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : "এমনকি যখন রসূলগণ হতাশ হয়ে পড়লেন এবং ভেবে বসলেন যে, তাঁরা (যে সাহায্যের ওয়াদা করেছেন সে ব্যাপারে) হয়তো মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবেন" একমাত্র তখনই আল্লাহর সাহায্য এসেছে। এটিই এ আয়াতের তাফসীর। এর সমর্থনে তিনি (কোর'আন মজীদের) এ আয়াত পাঠ করলেন : এমনকি রসূল ও তাঁর সংগী ঈমানদারগণ অস্থির হয়ে বলে উঠেছেন, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে? (তখনই আল্লাহর তরফ থেকে জওয়াব এসেছে) হাঁ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা বলেন, এরপর আমি উরওয়া ইবনে যুবায়েরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : আয়েশা বলেছেন : আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তা'আলা যখনই তাঁর (কোন) রসূলকে কোন ওয়াদা করেছেন তখন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সংঘটিত হবে। তবে রসূলদের ওপর সব সময় বালা-মুসিবত অবশ্যই এসেছে। এমনকি এমন বিপদাপদও এসেছে যার কারণে তাঁরা আশংকা করেছেন যে, তাদের সংগী মু'মিনগণ তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলবেন। আয়েশা এ আয়াতের كذبوا যা হরফটি মুশাদ্দাদ বা তাশদীদযুক্ত পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ -

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে চাও সেভাবে তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে যাওয়ার এখতিয়ার আছে। তবে নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো। আল্লাহকে ভয় করো। জেনে রাখো, তাঁর দরবারে একদিন তোমাদেরকে হাজির হতেই হবে। আর হে নবী, যারা তোমার দেয়া হিদায়াত গ্রহণ করবে (তাদেরকে সফলতা ও সৌভাগ্যের) সুখবর পৌঁছিয়ে দিন।"

٤١٦٧ - عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ

قَالَ تَدْرِيْ فِيْمَا أُنْزِلَتْ قُلْتُ لَا قَالَ نَزَلَتْ فِيْ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضٰى۔

৪১৬৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্রীতদাস নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে উমর যখন কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শুরু করতেন তখন শেষ না করা পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। আমি একদিন তাঁর কাছে গেলাম। তিনি তখন সূরা বাকারা পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি এ আয়াতটি পর্যন্ত (নিসায়ুকুম হারসুল লাকুম) পেঁছে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, জানো কি বিষয়ে আয়াতটি নাযিল হয়েছে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, (বিষয়গুলো উল্লেখ করে) অমুক অমুক বিষয় নাযিল হয়েছে। তারপর তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন।

(অন্য একটি সনদে আবদুস সামাদ তার পিতা আবদুল ওয়ারেসের মাধ্যমে, তিনি আইয়ুব ও নাফে'র মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, فأتوا حرثكم আয়াতটি স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করার বিষয় নাযিল হয়েছে। কারণ কেউ কেউ এ কাজ করতো)।

٤١٦٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتِ الْيَهُوْدُ تَقُوْلُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَّرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَائُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنّٰى شِئْتُمْ۔

৪১৬৮. জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইয়াহুদীরা বলতো যে, স্ত্রীর সাথে পেছনের দিক থেকে সংগম করলে সন্তান বক্রদৃষ্টি বা বিকলাংগ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে এ আয়াত নাযিল করেন—তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্য-ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের কৃষি ভূমিতে যাও।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং তারাও 'ইদ্দত' পূরণ করে নেবে তাহলে বিয়ে করে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে তাদেরকে বাধা দেবে না।"

٤١٦٩ - عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَرَكَهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبٰى مَعْقِلٌ فَنَزَلَتْ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

৪১৬৯. হাসান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : মা'কেল ইয়াসারের বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়েছিলো। এরপর তার "ইদ্দত" পূরা হলে সে (মা'কেল ইবনে ইয়াসারের বোনের স্বামী) আবার তাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিলে মা'কেল এ বিয়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালে এ আয়াত নাযিল হয় : তাদের স্বামীদের সাথে তাদের বিবাহে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ

أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী রেখে মারা যায় তাহলে সেই স্ত্রী চার মাস দশদিন নিজেকে সামলে রাখবে। এরপর ইদ্দত পূর্ণ হলে সে নিজের বেলায় সঠিক ও উত্তম পন্থায় যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। তাতে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না। তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ ওয়াকিফহাল।" يعفون অর্থ يهبن মাফ করা বা দান করা।"

٨١٧٠ - عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ -

৪১৭০. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানকে বললাম, ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফ্ফাউনা.....আয়াতটি তো অন্য একটি আয়াত দ্বারা 'মনসূখ' (রহিত) হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও আপনি 'মুসহাফে' (কোরআন মজীদে) এ আয়াতটি লিপিবদ্ধ করাচ্ছেন কেন অথবা (রাবীর সন্দেহ) বাদ দিচ্ছেন না কেন? (এসব শুনে) উসমান বললেন, হে ভাতিজা, আমি এর কোন কিছুই পরিবর্তন করবো না। বরং যেখানে যা আছে তা হুবহু সেখানেই থাকবে।

٨١٧١ - عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ -

৪১৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওয়াল্লাযীনা ইউতাওয়াফ্ফাউনা মিনকুম .....আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহেলী যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে স্বামীর পরিবারের লোকজনের কাছে থেকে এক বছর 'ইদ্দত' পালন করতে হতো। এটা ছিলো জরুরী। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন "আর তোমাদের কেউ স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করলে তাদের উচিত স্ত্রীদেরকে এক বছরের খোরপোশ দেয়ার এবং বাড়ী হতে বের না করে দেয়ার অছিয়ত করে যাবে। কিন্তু তারা নিজেই যদি বেরিয়ে যায় তাহলে নিজেদের জন্য উত্তম পন্থায় তারা যাই করবে তার কোন দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপর বর্তাবে না।" মুজাহিদ বলেছেন : এ আয়াতে এক বছর পূর্ণ করার জন্য (চার মাস দশ দিনের বাইরের) অতিরিক্ত সাত মাস বিশ দিন স্বামীর ঘরে অবস্থান করা অছিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তবে অবস্থান করা না করার ব্যাপারে স্ত্রীর অধিকার আছে।

সে ইচ্ছা করলে স্বামীর অছিয়ত মোতাবেক তার বাড়ীতে অবস্থান করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে 'ইদ্দত' পূরণ করে অন্যত্র চলেও যেতে পারে।

(মহান আল্লাহর বাণী, "তাকে বের করে দেবে না। তবে সে নিজেই চলে গেলে তোমাদের কোন দায়দায়িত্ব নাই" দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। স্বামীর ঘরে স্ত্রীর 'ইদ্দত' পালন করা ওয়াজিব, ইবনে আব্বাসের মতে এ আয়াত দ্বারা "মনসূখ" হয়ে গিয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে থেকেই 'ইদ্দত' পালন করতে পারে। মহান আল্লাহর বাণী غير اخراج দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। 'আতা বলেছেন, স্ত্রী চাইলে স্বামীর পরিবার-পরিজনের ঘরে 'ইদ্দত' পালন করতে পারে এবং অছিয়ত অনুযায়ী সেখানে অবস্থান করতে পারে। আবার চাইলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইদ্দত' পালনের জন্য অবস্থান করতে পারে। কারণ মহান আল্লাহর বাণী হলো, তারা নিজে যা করবে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই। আতা বলেছেন, এরপর "মীরাস" বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলে ইদ্দতের স্থান ও খোরপোশদানের হুকুম মনসূখ হয়ে যায় এবং স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছা 'ইদ্দত' পালনের এখতিয়ার দেয়া হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ওয়াকা ও ইবনে আবু নাজীহ্‌র মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এ কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবু নাজীহ্ আতার মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) বলেছেন, এ আয়াত স্ত্রীর স্বামীর পরিবার পরিজনের কাছে থেকে 'ইদ্দত' পালন করার হুকুম মনসূখ করে দিয়েছে। সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী : غير اخراج এর মর্ম অনুসারে স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে 'ইদ্দত' পালন করতে পারবে।

٤١٧٢- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظَمَاءُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ لَيْلٰى فَذَكَرُوْا حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فِيْ شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَلٰكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ إِنِّيْ لَجَرِيْءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلٰى رَجُلٍ فِيْ جَانِبِ الْكُوْفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيْتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فِي الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ وَلَا تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى-

৪১৭২. মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এমন একটি মজলিশে অংশ গ্রহণ করেছি যেখানে আনসারদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা উপস্থিত ছিলেন। আমি সেখানে সুবাই'আ বিনতে হারেস সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বর্ণিত হাদীস আলোচনা করলে তা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা বললেন : তার (আবদুল্লাহ ইবনে উতবা) চাচা তো এরূপ কথা বলেন না। আমি তখন বললাম, তাহলে তো আমি খুবই দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। কারণ, কুফার এক প্রান্তে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা বলছি। এ কথা তিনি (মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন) খুব উচ্চস্বরে বলে উঠলেন। পরে বললেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মালেক ইবনে আমের অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) মালেক ইবনে আওফের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, গর্ভবতী স্ত্রী রেখে স্বামী মৃত্যু বরণ করলে তার স্ত্রীর 'ইদ্দত'

সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কি মতামত পোষণ করতেন? তিনি জবাব দিলেন, যে, ইবনে মাসউদ বলেছেন, তোমরা তো সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দশদিনের বেশী হলে সেটিকেই বিধবা স্ত্রীর 'ইদ্দত' গণ্য করে থাকো কিন্তু সন্তান প্রসবের সময়কাল চার মাস দশদিনের কম হলে সেটিকে তার জন্য ইদ্দত হিসেবে গণ্য করো না। বরং চার মাস দশ দিনই পালন করতে বলো (এটা ঠিক নয়)। কারণ সূরা তালাক (সূরাতুন নিসায়ে কুসরা) সূরা বাকারার (তুউলা) পরে নাযিল হয়েছে।

সূরা বাকারার যে আয়াতটিতে (والذين يتوفون) বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত কাল চার মাস দশদিন পালন করার নির্দেশ আছে সূরা তালাকের গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ট হলেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আয়াতটি (واولات الاحمال) তার পরে নাযিল হয়েছে। তাই ইবনে মাসউদের মতে শেষোক্ত আয়াতটি দ্বারা প্রথমোক্ত আয়াতটি 'মনসূখ' হয়ে গিয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

"নামাযসমূহ বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখো ও যত্নবান হও।"

৪১৭৩- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللّٰهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ اَوْ اَجْوَافَهُمْ شَكَّ يَحْيٰى نَارًا.

৪১৭৩. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ খন্দক যুদ্ধকালে (একদিন) নবী (সঃ) বলেছিলেন ঃ তারা (মুশরিকরা) আমাদেরকে যুদ্ধে ব্যস্ত করে রাখায় আমরা সালাতে উস্তা অর্থাৎ আসরের নামায সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বে পড়তে পারি নাই। আল্লাহ তাদের কবর ও ঘর বাড়ী অথবা (বর্ণনাকারী ইয়াহইয়ার সন্দেহ) পেট আগুন দিয়ে ভর্তি করে দিন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ - **"আল্লাহর সামনে একান্ত অনুগত হয়ে দাঁড়াও।**

৪১৭৪ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ اَحَدُنَا اَخَاهُ فِيْ حَاجَتِهِ حَتّٰى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ

৪১৭৪. যায়েদ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নামায পড়ার সময় কথা বলতাম। এমনকি আমরা একজন অন্যজনের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যাপারে কথাবার্তা বলতাম। তাই এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো ঃ নামায সমূহ বিশেষ করে উত্তমরূপে নামায পড়ার প্রতি যত্নবান হও এবং আল্লাহর সামনে (তাঁর) একান্ত অনুগত (বান্দা) হয়ে দাঁড়াও। এভাবে আমাদেরকে নামায পড়ার সময় চুপ থাকতে আদেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর বাণী ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ -

"অবস্থা নিরাপদ না হলে পায়ে হেঁটে বা আরোহণ করে যেভাবেই হোক না কেন (নামায পড়ে নাও)। আর যখন আশংকামুক্ত হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ করো (নামায পড়ো) যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। অথচ আগে তোমরা তা জানতে না।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : كرسيه - وسع كرسيه র মধ্যে যে كرسيه শব্দ আছে তার অর্থ আল্লাহর ইল্‌ম বা জ্ঞান। بسطة অর্থ অধিক, মর্যাদা, افرغ অর্থ নাযিল করো, يؤده অর্থ তার জন্য কঠিন হয় না। যেমন বলা হয়ে থাকে اودني অর্থাৎ সে আমার ওপর গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছে। اد এবং امد শব্দ দুটির অর্থ হলো শক্তি। فبهت অর্থ সে হতভম্ব হয়ে গেলো, তার যুক্তি প্রমাণ শেষ হয়ে গেলো, خاوية অর্থ বিরান, জনশূন্য, عروشها অর্থ বুনিয়াদ ও ভিত্তি سنة অর্থ তন্দ্রা, ঝিমুনি, ننشزها অর্থ আমি খাড়া করছি বা উঠাচ্ছি। اعصار বড়ো বাতাস বা ঘূর্ণি বায়ু যা ভূমি থেকে আকাশের দিকে প্রলম্বিত হয় এবং এর মধ্যে আগুন বা লু থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : صلدا অর্থ মসৃণ ও পরিচ্ছন্ন পাথর যার ওপরে কিছুই থাকে না। ইকরামা বলেছেন : وابل অর্থ মুষলধারে বৃষ্টি। আর الطل অর্থ শিশির। এ দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তির আমলের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। لم يتسنه বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়নি।

٤١٧٥ - عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلٰوةِ الْخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ النَّاسِ فَيُصَلِّيْ بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُصَلُّوْا فَإِذَا صَلَّى الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً اِسْتَأْخَرُوْا مَكَانَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا وَلَا يُسَلِّمُوْنَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُصَلُّوْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَيَقُوْمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ فَيَكُوْنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ صَلُّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلٰى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيْهَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ لَا أُرٰى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذٰلِكَ إِلَّا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ -

৪১৭৫. নাফে' থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে 'সালাতুল খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইমাম সামনে দাঁড়াবে। লোকেরাও (যুদ্ধরত সৈনিকরা) একদল তাঁর সাথে দাঁড়াবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক'আত নামায আদায় করবেন। এ সময় অন্য দলটি শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা ঐ সময় নামায পড়বে না। ইমামের সাথে যারা নামায পড়বে তাদের এক রাক'আত হয়ে গেলে পেছনে সরে যারা নামায পড়েনি, তাদের জায়গায় গিয়ে (শত্রুর মুকাবিলায়)

দাঁড়াবে। তবে তারা সালাম ফিরাবে না। এবার যারা নামায পড়েনি তারা এগিয়ে আসবে এবং ইমামের সাথে এক রাক'আত নামায পড়বে। এখন ইমাম সালাম ফিরাবে। কারণ তার দু'রাক'আত পূর্ণ হয়েছে। এখন ইমামের সালাম ফিরানোর পর সবাই যার যার মতো এক রাক'আত করে পড়ে নেবে। এভাবে উভয় দলের প্রত্যেকের দু'রাক'আত করে পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে এর চাইতেও ভীতিজনক অবস্থা হলে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় অথবা পায়ে হেঁটে চলতে চলতে কিবলামুখী হয়ে কিংবা (অবস্থাভেদে) ভিন্ন দিকে মুখ করে নামায পড়বে।

হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মালেক নাফে' থেকে বর্ণনা করেছেন, নাফে' বলেছেন : আমি মনে করি, আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাদীসটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। (অর্থাৎ 'সালাতুল খওফ' বা ভয়ের নামায সম্পর্কে এ হাদীসে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর নিজের কথা নয় বরং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে শোনা কথা)।

অনুচ্ছেদ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا.

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়....."

٨١٧٦ - عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ الَّتِىْ فِى الْبَقَرَةِ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا قَالَ وَصِيَّةٌ لِاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَدْ نَسَخَتْهَا الْاُخْرٰى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ تَدَعُهَا يَا ابْنَ اَخِىْ لَا اُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ قَالَ حُمَيْدٌ اَوْ نَحْوَ هٰذَا.

৪১৭৬. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেছেন : আমি উসমানকে বললাম যে, সূরা বাকারার আয়াত والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا 'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়" পরবর্তী আয়াত দ্বারা 'মনসূখ' হয়ে গেছে। এ সত্ত্বেও এটিকে আপনি মুসহাফে (কোরআন মজীদে) লিপিবদ্ধ করছেন কেন? উসমান বললেন, ভাতিজা, তাহলে কি আমি এ আয়াতটি পরিত্যাগ করবো? আমি কোন আয়াতকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করতে পারি না। হাদীসের বর্ণনাকারী হুমাইদ বলেন অথবা (সন্দেহ) উসমান (রাঃ) এ ধরনের কথাই বলেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى.

"তখনকার কথা স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম বলেছিলো, হে আমার রব! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত করো।"

٨١٧٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ فَصُرْهُنَّ قَطِّعْهُنَّ.

৪১৭৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : (আল্লাহর কুদরতে সন্দেহ করতে হলে) আমরাই (আমি অর্থে) সন্দেহ করার ব্যাপারে ইবরাহীমের চাইতে বেশী হকদার। তিনি বলেছিলেন : হে রব। আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবন দান করো। আল্লাহ বললেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না (যে আমি মৃতকে জীবিত করতে পারি?) ইবরাহীম বললেন : হাঁ, বিশ্বাস করি। কিন্তু (চাক্ষুষ) দেখে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে চাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"একটি লোকের একটি সুন্দর ফলের বাগান আছে, যার নীচ দিয়ে পানি প্রবাহিত বাগানটি আঙুর, খেজুর এবং সব রকমের ফলে ঠাসা। লোকটি খুব বুড়ো হয়ে পড়লো কিন্তু তার সন্তানগুলোর সবই এখনও দুর্বল অর্থাৎ ছোট ছোট। এমন সময় ঘূর্ণিবায়ু ও গরম হাওয়ায় যদি তার বাগানটি পুড়ে যায়, তাহলে তোমাদের কেউ কি এ অবস্থা পসন্দ করবে? আল্লাহ এভাবে তাঁর কথাগুলো তোমাদের সামনে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা কিছু চিন্তা-ভাবনা করো।"

٤١٧٨ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَ تَرَوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ . قَالُوا اللَّهُ أَعْلَمُ فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلٍ قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ .

৪১৭৮. উবাইদ ইবনে উমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমর একদিন নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন : "আইয়াওয়াদ্দু আহাদুকুম আন তাকুনা লাহু জান্নাতুন" আয়াতটি কোন্ বিষয়ে নাযিল হয়েছে? সবাই বললেন : আল্লাহই সবচাইতে ভালো জানেন। এ কথা শুনে উমর রাগান্বিত হয়ে বললেন, (পরিষ্কার করে) জানি অথবা জানি না—বলুন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, এ ব্যাপারে আমি একটি ধারণা পোষণ করি। উমর বললেন, ভাতিজা, তুমি নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করো না। তোমার ধারণা ব্যক্ত করো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, এটিকে (আয়াতটি) আমলের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। উমর বললেন, কি ধরনের বা প্রকৃতির আমলের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : শুধুমাত্র আমলের

উদাহরণ (হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে)। এ কথা শুনে উমর বললেন : এমন একজন সম্পদশালী লোকের উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে আমল করে। এরপর আল্লাহ তার কাছে শয়তানকে পাঠিয়ে দেন (শয়তান আসে) আর সে গোনাহর কাজ করে তার সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: لا يسئلون الناس الحافا

"তারা এমন লোক নয় যে, মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চাবে।" الحاف و الحاح و الحاف এ তিনটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ জড়িয়ে ধরা, চেষ্টা করা।

٨١٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ لَا يَسْأَلُوْنَ النَّاسَ إِلْحَافًا.

৪১৭৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : সেই লোকটি মিসকীন নয়, যাকে একটি বা দুটি খেজুর অথবা দু-এক গ্রাস খাদ্যের লোভ দ্বারে দ্বারে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। বরং মিসকীন তো সেই লোকটি, যে কারো কাছে চায় না। (মিসকীন সম্পর্কে জানতে হলে) তোমরা কোরআনের আয়াত অর্থাৎ "লা ইয়াস্ আলুনান্নাসা ইল্হাফা"—"তারা মানুষকে আগলে ধরে সাহায্য চায় না"—পাঠ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: واحل الله البيع و حرم الربوا

"আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়ের হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।" ربوا অর্থ পাগলামি।

٨١٨٠ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبٰوا قَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

৪১৮০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সুদ সম্পর্কে সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে তা পড়ে শুনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা সবাইকে জানিয়ে দিলেন) এরপর তিনি মদের ব্যবসাও হারাম করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: يمحق الله الربوا "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন।" يمحق অর্থ ধ্বংস করে দেন।

٨١٨١ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ الْأَوَاخِرُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

৪১৮১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে গেলেন এবং সেখানে সবাইকে আয়াতগুলো পড়ে শোনালেন। (অর্থাৎ সুদ হারাম হওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন) আর মদের ক্রয়-বিক্রয়ও নিষিদ্ধ (হারাম) করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

"(হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং লোকদের কাছে তোমাদের সুদের যে অবশিষ্ট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও) তা যদি না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লড়াইয়ের ঘোষণা জেনে রাখো।"

٤١٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৪১৮২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতগুলো নাযিল হলে নবী (সঃ) মসজিদে গিয়ে সেগুলো সবাইকে পড়ে শোনালেন এবং মদের ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) হারাম ঘোষণা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلٰى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"(ঋণী ব্যক্তি) যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে তাকে সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে। আর মাফ করে দেয়াই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"

٤١٨٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ -

৪১৮৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতসমূহ নাযিল করা হলে নবী (সঃ) সেগুলো আমাদেরকে পড়ে শোনালেন। পরে তিনি মদের ব্যবসাও হারাম ঘোষণা করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله

"তোমরা সেই দিনটি সম্পর্কে সাবধান হও, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।"

٤١٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبٰوا

৪১৮৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশেষে নবী (সঃ)-এর প্রতি যে আয়াত নাযিল হয়েছিলো, তা হলো সুদ সম্পর্কিত আয়াত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"তোমার অন্তরের কথা তুমি প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেব আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন। এরপর তিনি যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন এবং যাকে চাইবেন শাস্তি দিবেন। তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবান।"

٤١٨٥- عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ.

৪১৮৫. মারওয়ানুল আসফার নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেছেন : "ইন তুবদু মা ফী আন্‌ফুসিকুম আও তুখ্‌ফুহু ইউহাসিবকুম বিহিল্লাহ"—"তোমাদের অন্তরের কথা প্রকাশ করো আর গোপন করো, তার হিসেবে আল্লাহ তোমার নিকট থেকে নিয়ে নেবেন"—আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

"রসূল সেই বিধানের প্রতি ঈমান এনেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে তার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন اصر। শব্দের অর্থ হলো প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা। غفرانك অর্থ তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও।

٤١٨٦- عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

৪১৮৬. মারওয়ানুল আসফার রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন একজন সাহাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবা] বলেছেন, "ইন্ তুবদু মা ফী আন্‌ফুসিকুম আও তুখ্‌ফুহু"—"তোমাদের মনের কথা তোমরা প্রকাশ করো আর গোপন করো'—এ আয়াতটি পরবর্তী আয়াত দ্বারা 'মনসূখ' (রহিত) হয়ে গিয়েছে।

[বর্ণনাকারী মারওয়ানুল আসফার বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্ত সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেই আমার মনে হয়]।

সূরা আলে ইমরান

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ : سندابات محكمات এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহকাম'। মুজাহিদ বলেছেন,

"মুহকাম" অর্থ হালাল ও হারাম। আর কিছু আয়াত 'মুতাশাবিহ্' অর্থাৎ যার একটি অন্যটির সত্যতা প্রতিপাদন করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: 'وما يضل به الا الفاسقين و الذين اهتدوا এবং ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون زادهم هدى এসবগুলো আয়াতই 'মুতাশাবিহ্' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। زيغ অর্থ সন্দেহ। ابتغاء الفتنة এর "ফিত্না" শব্দের অর্থ "মুতাশাবিহ"। অর্থাৎ যারা 'মুতাশাবিহ' আয়াত থেকে বাঁকা অর্থ তালাশ করে। الراسخون فى العلم গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ বলেন, আমরা এর (কিতাবের) সবকিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

৪১৮৭- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هُوَ الَّذِىْ
اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ
يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ
قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوْهُمْ۔

৪১৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি পাঠ করলেন: "সেই মহান আল্লাহ যিনি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন। এ কিতাবের কিছু আয়াত 'মুহ্কাম' এ গুলোই কিতাবের মূল। আর অপর কিছু আয়াত হচ্ছে 'মুতাশাবিহ' বা রূপক ও বিভিন্ন অর্থবোধক। সুতরাং যাদের মনে কুটিলতা ও বক্রতা আছে তারাই সব সময় ফিতনার অনুসন্ধানে বিভিন্ন অর্থবোধক 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলো ঘেঁটে বেড়ায়। অথচ ওগুলোর প্রকৃত মর্ম আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে জ্ঞানের দিক দিয়ে যারা অত্যন্ত পরিপক্ক তারা বলে এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান পোষণ করি। এর সবই আমাদের রবের তরফ থেকে আসা। সত্য কথা হলো, কোন কিছু থেকে শিক্ষা শুধু জ্ঞানীরাই লাভ করে থাকে।" আয়েশা বর্ণনা করেছেন, এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: যাদেরকে তুমি দেখবে কিতাবের ওই 'মুতাশাবিহ্' আয়াতগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে (ফিতনার উদ্দেশ্যে) তখন বুঝবে যে, আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা ওদের কথাই বলেছেন। সুতরাং তাদের থেকে সাবধান থাকো।

অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী: وانى اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم "আর আমি তাকে (মরিয়মকে) ও তার সন্তানকে বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম"।

৪১৮৮- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ اِلَّا

وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِّنْ مَّسِّ الشَّيْطَانِ اِيَّاهُ اِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

৪১৮৮. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করে না এমন কোন নবজাতক শিশুই জন্মগ্রহণ করে না। শয়তানের স্পর্শ করার কারণে নবজাতক শিশু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মরিয়ম ও তাঁর সন্তান [হযরত ঈসা (আঃ)-কে] শয়তান স্পর্শ করতে পারেনি। এ হাদীস বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে হাদীসের সমর্থনে কোরআনের আয়াত "ওয়া ইন্নী উঈযুহা বিকা ও যুররিআতাহা মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"—আর আমি তাকে (মরিয়ম) ও তার সন্তানকে [ঈসা (আঃ)] বিতাড়িত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম"—পাঠ করো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ۔

"যারা (আল্লাহর দেয়া) প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে (সামান্য কিছু পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে) বেচে দেয় আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই থাকলো না لا خلاق অর্থ কোন কল্যাণ নয়। الیم অর্থ কঠিন শাস্তিদায়ক।"

৪১৮৯- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ يَمِيْنِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ فَدَخَلَ الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ اُنْزِلَتْ كَانَتْ لِيْ بِئْرٌ فِيْ اَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيِّنَتُكَ اَوْ يَمِيْنُهُ قُلْتُ اِذًا يَحْلِفُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ۔

৪১৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ঠান্ডা মাথায় মিথ্যা

শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর কাছে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ভীষণ রাগান্বিত থাকবেন। এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন—"যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে আখিরাতে তাদের ভাগে কিছুই রইলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য প্রস্তুত আছে কষ্টদায়ক আযাব।" হাদীসের বর্ণনাকারী আবু ওয়ায়েল বলেন, আশ'আম ইবনে কায়েস আমাদের কাছে এসে বললেন, আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) তোমাদের কাছে কি (কোন হাদীস) বর্ণনা করেছেন? আমরা বললাম, এই সব কথা বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি (আশ'আম ইবনে কায়েস) বললেন, আয়াতটি তো আমার বিষয়ে নাযিল হয়েছিলো। আমার চাচাতো ভাইয়ের (মা'দান) জমিতে আমার একটা কূপ ছিলো। (আমি সেটির যত্ন নিতে পয়সা খরচ করতাম। এক সময় সে অস্বীকার করে বসলে নবী (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি সাক্ষী হাজির করো, তা না হলে তাকে কসম করাতে হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে সে কসম করে ফেলবে? এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করার জন্য ঠান্ডা মাথায় জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির হবে যে, আল্লাহ তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।

٨١٩٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفٰى أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوْقِ فَحَلَفَ فِيْهَا لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَهُ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُوْلٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

৪১৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) এক ব্যক্তি বিক্রি করার জন্য বাজারে কিছু জিনিস আনলো এবং কসম করে বলতে শুরু করলো যে, লোকে এ জিনিসের এতো এতো মূল্য দিচ্ছে। অথচ কেউ তা দেয়নি। এ মিথ্যা বলার উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যাতে তার এ কথা বিশ্বাস করে তার নিকট থেকে জিনিসটা ক্রয় করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো : যারা আল্লাহর প্রতিকৃত প্রতিশ্রুতি ও কসম নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের অংশে কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তি।

٨١٩١- عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ إِحْدٰهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفًى فِي كَفِّهَا فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرٰى فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ ذَكِّرُوْهَا بِاللّٰهِ وَاقْرَءُوْا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ فَذَكَّرُوْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ-

৪১৯১. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) দু'জন স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে অথবা (রাবীর সন্দেহ) কক্ষের মধ্যে বসে একসাথে মোজা সেলাই করছিলো। ইতিমধ্যে তাদের একজন বেরিয়ে আসলো। তার হাতের তালুতে তখন একটা সূঁচ ফুটেছিলো। সে অপর মহিলার বিরুদ্ধে বাদী হলো (যে, সে তার হাতে সূঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে)। বিষয়টি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে (অভিযোগ আকারে) উত্থাপিত হলে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ যদি দাবী করলেই তা পূরণ করা হতো তাহলে অনেকেরই অর্থ-সম্পদ অযথা হাতছাড়া হতো এবং রক্ত অযথা প্রবাহিত হতো। তাই এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন। অপর স্ত্রীলোকটিকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে ভয় দেখাও এবং "ইন্নাল্লাযীনা ইয়াশ্‌তারূনা বি আহ্‌দিল্লাহি....."—"যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও শপথ নগণ্য মূল্যে বিক্রি করে....."—আয়াতটি পাঠ করে শুনাও। তাই সবাই তাকে আল্লাহর কথা শুনিয়ে ভয় দেখালে স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করলো। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ বিবাদীকেই শপথ করাতে হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

"আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! এসো, এমন একটা ন্যায়ভিত্তিক কথা আমরা গ্রহণ করি, যা আমাদের ও তোমাদের সবার জন্য সমান। আর তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত বা দাসত্ব করবো না....." سواء অর্থ ন্যায়সংগত।

٤١٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِمَّنْ فِيهِ إِلَيَّ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ قَالَ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ قَالَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثَرَ عَلَيَّ الْكَذِبُ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ

بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ اَيَتَّبِعُهُ اَشْرَافُ النَّاسِ اَمْ
ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ قَالَ قُلْتُ
لَا بَلْ يَزِيْدُوْنَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ
فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ
كَانَ قِتَالُكُمْ اِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ يَكُوْنُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا يُصِيْبُ مِنَّا
وَنُصِيْبُ مِنْهُ قَالَ فَهَلْ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ الْمُدَّةِ
لَا نَدْرِيْ مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَمْكَنَنِيْ مِنْ كَلِمَةٍ اُدْخِلَ فِيْهَا
شَيْئًا غَيْرُ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ لَا ثُمَّ قَالَ
لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُ اِنِّيْ سَاَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيْكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فِيْكُمْ
ذُوْ حَسَبٍ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِيْ اَحْسَابِ قَوْمِهَا وَسَاَلْتُكَ هَلْ
كَانَ فِيْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ فَزَعَمْتَ اَنْ لَّا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ اٰبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ
رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ اٰبَائِهِ وَسَاَلْتُكَ عَنْ اَتْبَاعِهِ اَضُعَفَاؤُهُمْ اَمْ اَشْرَافُهُمْ
فَقُلْتَ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ اَتْبَاعُ الرُّسُلِ وَسَاَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ
بِالْكِذْبِ قَبْلَ اَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ فَزَعَمْتَ اَنْ لَّا فَعَرَفْتُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللّٰهِ وَسَاَلْتُكَ
هَلْ يَرْتَدُّ اَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنْ دِيْنِهِ بَعْدَ اَنْ يَّدْخُلَ فِيْهِ سَخْطَةً لَهُ
فَزَعَمْتَ اَنْ لَّا وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوْبِ وَسَاَلْتُكَ
هَلْ يَزِيْدُوْنَ اَوْ يَنْقُصُوْنَ فَزَعَمْتَ اَنَّهُمْ يَزِيْدُوْنَ وَكَذٰلِكَ الْاِيْمَانُ
حَتّٰى يَتِمَّ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَزَعَمْتَ اَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوْهُ فَتَكُوْنُ الْحَرْبُ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُوْنَ مِنْهُ وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ
تُبْتَلٰى ثُمَّ تَكُوْنُ لَهَا الْعَاقِبَةُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ لَا يَغْدِرُ
وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَاَلْتُكَ هَلْ قَالَ اَحَدٌ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ
اَنْ لَّا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ اَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ رَجُلٌ اِئْتَمَّ بِقَوْلٍ
قِيْلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَا يَاْمُرُكُمْ قَالَ قُلْتُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

وَالْقِلَّةِ وَالْعِفَافِ قَالَ إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَقَدْ كُنْتُ
أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ
لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ
مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ
فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى
هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ
بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ
تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ
وَكَثُرَ اللَّغَطُ وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ
أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا
بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ قَالَ الزُّهْرِيُّ
فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ
فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ قَالَ
فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ عَلَيَّ
بِهِمْ فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ
فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

৪১৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবু সুফিয়ান আমার সামনে (উপস্থিত থেকে) বর্ণনা করেছেন যে, যে সময় আমার ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে (হুদাইবিয়ার) চুক্তি ছিলো সেই সময় আমি শামে (সিরিয়া) গেলাম। সেখানে থাকা অবস্থায়ই নবী (সঃ)-এর একখানা পত্র হিরাকলের নামে তার কাছে পেঁছানো হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, দিহ্ইয়া কালবী পত্রখানা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি পত্রখানা বুসরার শাসনকর্তার কাছে পেঁছিয়ে দিলে বুসরার শাসনকর্তা আবার তা হিরাকলের কাছে পেঁছিয়ে দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, তখন (পত্র পাওয়ার পর) হিরাকল (তার সভাসদদের) বললেন : যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তার কওমের কেউ

এখানে আছে কি? তারা বললো, হাঁ, আছে। আবু সুফিয়ান বলেন, আমাকে ও আমার কুরাইশ গোত্রীয় কয়েকজন সঙ্গীকে হিরাকলের দরবারে ডাকা হলো। আমরা হিরাকলের দরবারে পেঁছিলে আমাদেরকে তাঁর সামনে বসতে দেয়া হলো। তখন তিনি বললেন ঃ যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবী করছে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে তাঁর ঘনিষ্ঠ কেউ আছে কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বংশগত দিক থেকে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ লোক। তখন দরবারের লোকজন আমাকে তাঁর (হিরাকল) সামনে বসিয়ে দিলো এবং আমার সঙ্গীদেরকে আমার পেছনে বসালো। এরপর তাঁর দোভাষীকে ডাকা হলো। তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাদেরকে (পেছনের লোকদেরকে) বলো, আমি একে (আবু সুফিয়ান) নবুয়াত দাবীকারী লোকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করবো। যদি সে মিথ্যা বলে তাহলে তোমরা তার মিথ্যা ধরিয়ে দেবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম, আমি মিথ্যা বললে আমার সাথীরা প্রতিবাদ করে ধরিয়ে দেবে—এই ভয় না থাকলে আমি অবশ্যই কিছু মিথ্যা কথা বলতাম। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন ঃ তাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের মধ্যে তাঁর (নবুয়াতের দাবীদার লোকটির) বংশমর্যাদা কিরূপ? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। তিনি (হিরাকল) বললেন ঃ তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কি? আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমি বললাম—না। তিনি বললেন ঃ তিনি এখন যা বলছেন তার পূর্বে কি তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা অপবাদ দিতে? আমি বললাম—না। তিনি বললেন, নেতৃস্থানীয় ও উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে, না দুর্বল লোকেরা। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, দুর্বল লোকেরাই বরং তার অনুসরণ করছে। তিনি (হিরাকল) বললেন, তাঁর অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না হ্রাস পাচ্ছে? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, উক্ত দ্বীনে প্রবেশ করার পর তাদের মধ্যে কেউ কি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমরা কি কোন সময় তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, তাঁর সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মাঝে যুদ্ধের ফলাফল হলো পালাক্রমে বালতি ভরে পানি উঠানোর মতো। কখনো তিনি আমাদের থেকে পান আবার কখনো আমরা তার নিকট থেকে পাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, না। তবে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। জানি না এ সময় তিনি কি করেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এ একটা কথা ছাড়া তার বিরুদ্ধে আর কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি বললেন, তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ কি বলেছে? আমি বললাম, না। এরপর তিনি তাঁর দোভাষীকে বললেন, তাকে বলো, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশমর্যাদা কিরূপ? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চবংশীয়। এভাবে রসূলদেরকে তাঁদের কওমের উচ্চ বংশেই পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলো? তুমি বললে, না। (তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কেউ যদি বাদশাহ থাকতো) তাহলে আমি বলতাম, সে এমন এক ব্যক্তি যে, তাঁর পিতৃপুরুষের রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চায়। আমি তোমাকে তাঁর অনুসরণকারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তারা সমাজের দুর্বল লোক না সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় লোক? তুমি বললে যে, সমাজের দুর্বল লোক। এসব লোকই তো রসূলদের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে এখন যা কিছু বলছে তা বলার আগে তোমরা কি কখনো তার প্রতি মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে পেরেছো? তুমি বললে, না। তাতে আমি বুঝলাম যে, তিনি মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিত্যাগ করেন আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলবেন—এরূপ কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কেউ কি তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করার পর অসন্তুষ্ট হয়ে তা পরিত্যাগ করে? তুমি বললে, না। ঈমানের ব্যাপারটা এরূপই হয়ে থাকে যখন তার সজীবতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তাঁর দ্বীন গ্রহণকারীদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বললে, বাড়ছে।

পূর্ণতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি তাঁর সাথে যুদ্ধ করেছো? তুমি বললে যে, তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছো। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল হয়েছে বালতিতে করে পালাক্রমে পানি উঠানোর মতো। তিনি কখনো তোমাদের নিকট থেকে পান। আবার তোমরা কখনো তাঁর নিকট থেকে পেয়ে থাকো। অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল কখনো তোমাদের অনুকূলে আবার কখনো তাঁর অনুকূলে। এভাবেই রসূলদের পরীক্ষা করা হয়। তবে পরিণামে তারাই বিজয়ী হন। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কখনো ওয়াদা খেলাফ বা চুক্তি ভঙ্গ করেন? তুমি বললে, না, তিনি কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। রসূলগণ কখনো চুক্তি ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এরূপ কথা এর আগে আর কেউ কি কখনো বলেছে? তুমি বললে, না, বলে নাই। তাঁর আগে এরূপ কথা আর কেউ বলে থাকলে আমি বলতাম, সে পূর্বের বলা কথারই অনুসরণ করছে। আবু সুফিয়ান বলেন, তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাদেরকে কি কি আদেশ করেন? আমি বললাম, তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, যাকাত দিতে, আত্মীয়তা ও ভ্রাতৃভাব বজায় রাখতে এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে চলতে আদেশ করেন। তিনি বললেন, তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই তিনি নবী। আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু আমি এ ধারণা করিনি যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। যদি আমি বুঝতাম যে, আমি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো তাহলে তাঁর সাথে সাক্ষাত করতাম আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম তাহলে তাঁর পা দু'খানি ধুয়ে দিতাম। আর তাঁর রাজত্ব আমার পায়ের নীচের জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। আবু সুফিয়ান বলেন ঃ এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লিখিত পত্রখানা আনালেন এবং পাঠ করলেন। তাতে লেখা ছিলো ঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের অধিপতি হিরাকলের নামে। যারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে চলছে তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াতের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন—শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুন পুরস্কার দান করবেন। আর যদি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কৃষক অর্থাৎ সকল প্রজার গোনাহ্র দায়দায়িত্ব আপনার ওপরই বর্তাবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন একটি কথার দিকে এগিয়ে আস যা আমাদের, তোমাদের সবার জন্য সমান। তা হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো 'ইবাদত' বা দাসত্ব করবো না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবো না, আমাদের একজন অন্যজনকে প্রভু বলে গ্রহণ করবে না। এর পরেও তারা যদি ফিরে যায় তাহলে তাদেরকে বলো যে, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি।" পত্র পাঠ শেষ হলে তার দরবারে হৈ চৈ শুরু হলো এবং নানা রকম কথা হতে থাকলো এবং আমাদেরকে বের করে দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন আমার সংগীদেরকে বললাম ঃ আবু কাবশার পুত্রের ব্যাপারটা তো বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাকে এখন বনী আসফারদের (রোম-বাসী) বাদশাহও ভয় করছে। এরপর থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে এ দৃঢ় মত পোষণ করতাম যে, তিনি খুব শীঘ্রই বিজয় লাভ করবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ আমাকেই ইসলামে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যুহরী বর্ণনা করেছেন, এরপর হিরাকল তার একটি কক্ষে রোমের প্রধান ব্যক্তিবর্গকে ডেকে একত্রিত করে বললেন ঃ হে রোমবাসীগণ! তোমরা কি স্থায়ী সফলতা ও হিদায়াত চাও? তোমরা কি তোমাদের রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব কামনা করো? (তাহলে সেদিকে এগিয়ে আস) এ কথা শোনামাত্র সবাই পলায়নপর বন্য গাধার মতো প্রাণপণে দরবার দিকে ছুটে চললো। কিন্তু দরবার গোড়ায় পৌঁছে দেখলো তা আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন হিরাকল তাঁর দরবারের লোকদের বললেন ঃ তাদেরকে ফিরিয়ে আন। তাদেরকে ডেকে নেয়া হলে তিনি বললেন ঃ আমি আমার কথা দ্বারা তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাস কতখানি মজবুত তা পরীক্ষা করলাম। তোমাদের নিকট আমি যা আশা করেছিলাম তা এইমাত্র দেখলাম। এ কথা শুনে সবাই তাকে সিজদা (কুর্ণিশ) করলো এবং সন্তুষ্ট হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ.

"কখনো তোমরা নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের পসন্দনীয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভাল করে জানেন।"

٤١١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ نَخْلًا وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهٖ اِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا اُنْزِلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ اَمْوَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهٖ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهٖ.

৪১১৩. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মদীনায় আনসারদের মধ্যে আবু তালহাই সবচেয়ে বেশী খেজুর বাগানের অধিকারী ছিলেন। আর তার সম্পদের মধ্যে তার কাছে সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিলো 'বিরেহা' কূপটি। এটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে যেতেন এবং এর মিষ্টি ও উত্তম পানি পান করতেন। যখন "লান তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন"—"তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রকৃত) নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে"—আয়াতটি নাযিল হলো আবু তাল্‌হা গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা বলছেন : তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত নেকী ও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না প্রিয় বস্তুকে আল্লাহর পথে খরচ করবে। 'বিরেহা' আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। তা আমি আল্লাহর রাস্তায় সাদকা করে দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহর কাছেই এর কল্যাণ ও সঞ্চয় লাভের আশা করি। সুতরাং হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর নির্দেশ মুতাবেক যেভাবে ইচ্ছা আপনি এটিকে ব্যবহার করুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : বেশ! বেশ! এ তো অস্থায়ী সম্পদ৫, এতো অস্থায়ী সম্পদ। (সুতরাং এ সম্পদকে ভাল কাজে ব্যয় করাই উত্তম)। তোমার কথা আমি শুনেছি। অর্থাৎ তোমার

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ এবং রাওয়াহা ইবনে উবাদা হাদীসটিতে উল্লেখিত مال رائح শব্দের স্থানে مال رابح শব্দ বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ হলো লাভজনক সম্পদ যা তার মালিককে আখেরাতে সফল ও কামিয়াব করবে। ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণনা করেছেন যে, আমি ইমাম মালেকের কাছে শব্দটি مال رائح পড়েছি।

উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। সুতরাং আমি চাই এটিকে তোমার গরীব আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দাও। তখন আবু তালহা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাই করবো। অতঃপর আবু তালহা সেটিকে তার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

٤١٩٤ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانِ وَأُبَيٍّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا

৪১৯৪. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ সেই কূপটিকে তিনি (আবু তালহা) হাস্সান ইবনে সাবেত ও উবাই ইবনে কা'বকে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আমি তার নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কিছুই দেননি।৬

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين
"আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা যা বলছো, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমরা তাওরাত আনো এবং তার কোন ছত্র পাঠ করে শোনাও।"

٤١٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا فَقَالَ لَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَارِسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ وَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

৪১৯৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) কিছুসংখ্যক ইয়াহুদ একজন ইয়াহুদ ব্যাভিচারী পুরুষ ও একজন ব্যাভিচারিণী নারীকে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে এলো। নবী (সঃ) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ ব্যাভিচার করলে তোমরা তাকে কি শাস্তি প্রদান করো? তারা বললো ঃ আমরা তার মুখে কালি লেপন করে দেই এবং মারি। এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন ঃ তাওরাতে যে 'রজমের' (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া) হুকুম আছে তা জানো না? তারা বললো ঃ আমরা এরূপ কোন কিছু তাওরাতে দেখি না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তাদেরকে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। তোমরা সত্যবাদী হলে তাওরাত এনে পড়ে শোনাও। (তখন তাওরাত আনা

৬. এ হাদীসটি দীর্ঘ একটি হাদীসের অংশবিশেষ। দীর্ঘ হাদীসটিতে পূর্বোক্ত হাদীসটির মতো সব ঘটনা বর্ণিত হওয়ার পর এ কথাগুলো বর্ণিত হয়েছে।

হলো)। যে তাদেরকে তাওরাতের শিক্ষা দিতো সেই পণ্ডিত রজমের হুকুম যে আয়াতে রয়েছে সেই আয়াতের ওপর হাতের তালু রেখে তার নীচে-ওপরে (আশেপাশে) পড়তে শুরু করলো। কিন্তু রজমের আয়াত পড়ছিলো না। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 'রজমে'র আয়াতের ওপর থেকে তার হাত টেনে সরিয়ে দিয়ে বললেন : এটি কি? তখন সে তা দেখে বললো, এটি 'রজমে'র আয়াত। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) 'রজমে'র আদেশ দিলে তাদের উভয়কে (ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষ) মসজিদে নববীর পাশেই 'রজম' করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : (রজম করার সময়) আমি দেখলাম পুরুষটা পাথরের আঘাত থেকে মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্য তার দিকে বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كنتم خير امة اخرجت للناس

"তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির (হেদায়াত ও সংস্কারের) জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে।"

٤١٩٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ يَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلَاسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ -

৪১৯৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাস"—তোমরাই উত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে—এ আয়াতের অর্থ হলো, মানুষের কল্যাণ ও উপকারের জন্য সবচেয়ে উত্তম মানব গোষ্ঠি তারাই, যারা মানুষের গলায় আল্লাহর আনুগত্যের শিকল পরিয়ে দেয় এবং অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا

"সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের দুটি দল ভীরুতা দেখাতে অগ্রসর হয়েছিলো।"

٤١٩٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا قَالَ نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمَةَ وَمَا نُحِبُّ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ لِقَوْلِ اللهِ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا -

৪১৯৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : যখন তোমাদের দুটি দল ভীরুতা প্রদর্শনে অগ্রসর হচ্ছিলো—আয়াতটি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো। আমরা দুটি গোত্র অর্থাৎ বনু হারিসা এবং বনু সালামা ভীরুতার ভাব নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। আয়াতটির নাযিল না হওয়া আমাদের জন্য মোটেই পসন্দনীয় বা খুশীর বিষয় হতো না। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ভর্ৎসনা করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, বন্ধু ও রক্ষক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ليس لك من الامر شيء

"হে নবী, ফয়সালার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই।"

٤١٩٨ - عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا

وَفُلَانٍ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

৪১৯৮. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" ও "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ" বলার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন—হে আল্লাহ তুমি অমুক অমুক ও অমুকের ওপর লা'নত বর্ষণ করো। এ সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : (হে নবী), ফয়সালার ব্যাপারে তোমার হাত নেই। তাদেরকে মাফ করা বা শাস্তি দেয়া আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।

٤١٩٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ عَلٰى اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِاَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ اِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِيْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَلٰوتِهٖ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا لِاَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ.

৪১৯৯. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কারো জন্য বদ দো'আ করতে চাইতেন অথবা কারো জন্য দো'আ করতে চাইতেন তখন নামাযে রুকু'র পরে দো'আ কুনূত পাঠ করে তা করতেন। কখনো তিনি "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ" বলার পর বলতেন : হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম ও 'আইয়াশ ইবনে আবু রাবীআকে নাযাত দান করো। হে আল্লাহ, মুযার গোত্রকে তোমার কঠোর আযাব দ্বারা পাকড়াও করো এবং তাদেরকে ইউসুফের সময়ের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দাও। এসব কথা তিনি জোরে জোরে বলতেন। আর ফজরের কোন কোন নামাযে তিনি কিছু সংখ্যক আরব গোত্রের জন্য এ বলে বদ দো'আ করতেন যে, হে আল্লাহ, অমুক গোত্র এবং অমুক গোত্রের ওপর লানত বর্ষণ করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন "ফয়সালা করার ব্যাপারে তোমার কোন হাত নেই। তাদেরকে ক্ষমা করা বা শাস্তি দেয়া একমাত্র আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। কেননা তারা জালেম।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و الرسول يدعوكم في اخراكم "আর রসূল পেছনে থেকে তোমাদেরকে ডাকছিলেন"। এখানে اخراكم শব্দ ব্যবহার না করে তার (স্ত্রী লিঙ্গ) اخركم ব্যবহার করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : الحسنين احدى দু'টি কল্যাণের যে কোন একটি অর্থ বিজয় অথবা শাহাদত লাভ।"

٤٢٠٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ

أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا۔

৪২০০. বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে কিছু সংখ্যক পদাতিক সৈনিকের নেতৃত্বে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তারা পরাস্ত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। "রসূল তাদেরকে পেছনে থেকে ডাকছিলেন" এ কথার অর্থ এটাই। সেই সময় মাত্র বার ব্যক্তি ছাড়া নবী (সঃ)-এর সাথে আর কেউ-ই ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : امنة نعاسا "প্রশান্তিদায়ক তন্দ্রা।"

٤٢٠١- عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ

৪২০১. আবু তালহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ওহুদ যুদ্ধের দিন যুদ্ধের ময়দানে ব্যূহে অবস্থানকালেই আমাদেরকে তন্দ্রায় পেয়ে বসলো। আবু তালহা বলেন : এমতাবস্থায় আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি তা আবার সামলে নিচ্ছিলাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ.

"যারা আহত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করেছে ও আল্লাহকে ভয় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বড় রকমের পুরস্কার"। قرح শব্দের অর্থ যখম; আঘাত এবং استجابوا শব্দের অর্থ হলো সাড়া দিয়েছে।"

অনুচ্ছেদ : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا۔
"(লোকজন তাদেরকে বললো.:) তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত হয়েছে, তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো।"

٤٢٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔

৪২০২. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল"—আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাদের জন্য উত্তম জিম্মাদার"—ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। আর মুহাম্মদ (সঃ) এ কথাই বলেছিলেন, যখন লোকজন তাঁকে এসে খবর দিলো

যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনাদল প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদেরকে ভয় করো। এ কথা শুনে তাদের ঈমান আরো মজবুত হলো। তারা বললো, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের পক্ষ থেকে কাজের জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার।

৪২০৩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

৪২০৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : ইবরাহীমকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তখন তাঁর শেষ কথাটি ছিলো—"হাসবি আল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল" অর্থাৎ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য তিনিই উত্তম জিম্মাদার।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণা ও মেহেরবাণী করেছেন, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কৃপণতা করে তারা যা জমা করছে তাই কিয়ামতের দিন তাদের গলার শৃংখল হয়ে যাবে। سيطوقون অর্থ খুব শীঘ্রই তাদের গলায় শৃংখল পরানো হবে।"

৪২০৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

৪২০৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, তার সেই ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন একটি সাপের রূপ দেয়া হবে, যা'র মাথায় চুল থাকবে এবং (দুই) চোখের ওপর কালো দুটি দাগ থাকবে। আর এটিকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে সেটি তার মুখের দুই পাশে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে—আমিই তোমার ধন-সম্পদ, আমিই তোমার গচ্ছিত অর্থ-সম্পদ। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত পাঠ করলেন : "যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা করুণা ও মেহেরবানী করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কৃপণতা করে, তারা যেন মনে না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। কৃপণতা করে তারা যা জমা করে, তা কিয়ামতের দিন তার গলার শৃংখল হয়ে যাবে। পৃথিবী ও আসমানের মালিকানা আল্লাহর। তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا-

"আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।"

٤٥٦٢- عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى قَطِيْفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَآءَهُ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِيْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَالَ حَتّٰى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ فَاِذَا فِي الْمَجْلِسِ اَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَاَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ ابْنُ سَلُوْلَ اَيُّهَا الْمَرْءُ اِنَّهُ لَا اَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ اِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَّا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا ارْجِعْ اِلٰى رَحْلِكَ فَمَنْ جَآءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِيْ مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَنُوْا ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ فَوَالَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِيْ نَزَلَ عَلَيْكَ لَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلٰى اَنْ يُتَوِّجُوْهُ فَيُعَصِّبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا اَبٰى اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِيْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

وَأَهْلَ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْأَذٰى قَالَ اللّٰهُ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ
الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذًى كَثِيْرًا
وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ وَقَالَ اللّٰهُ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ
أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَهُمُ
اللّٰهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَأَوَّلُ فِي الْعَفْوِ
مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ حَتّٰى أَذِنَ اللّٰهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ
اللّٰهُ بِهِ صَنَادِيْدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ سَلُوْلٍ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هٰذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوا الرَّسُوْلَ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوْا

৪২০৫. উসামা ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি গাধার পিঠে 'ফাদাকে' তৈরী চাদরের ওপর বসেছিলেন এবং উসামা ইবনে যায়েদকে পেছনে বসিয়ে খাজরায গোত্রের বনী হারেস শাখার সা'দ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য যাচ্ছিলেন। ঘটনাটি ছিলো বদর যুদ্ধের পূর্বের। উসামা ইবনে যায়েদ বলেন, পথিমধ্যে তিনি এমন একদল লোকের নিকট পেঁছিলেন, যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল উপস্থিত ছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালূল) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। এইসব লোকের মধ্যে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইয়াহুদরা ছিলো। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। সওয়ারীর পায়ের ধূলা মজলিসকে আচ্ছন্ন করে ফেললে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কাপড় দ্বারা তার নাক ঢেকে বলে উঠলো, আরে ধূলা-বালি উড়িয়ো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সালাম দিয়ে সওয়ারী থেকে নামলেন তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল বলে উঠলো ওহে লোক, আপনি যা বলছেন, তার চেয়ে উত্তম কথা আর নেই। তবে এগুলো হক কথা হয়ে থাকলে এ মজলিসে আর আপনি আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। বাড়ীতে যান। সেখানে কেউ আপনার কাছে গেলে তাকে এসব কথা শোনান। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! ঠিক আছে। আপনি আমাদের মজলিসে (বাড়ীতে) আসবেন। কেননা, আমরা এসব কথা পসন্দ করি। তখন মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহুদদের মধ্যে কিছু কথা ও তীব্র বাদানুবাদ শুরু হলো। এমনকি তারা পরস্পরের প্রতি আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠলো। নবী (সঃ) তাদের সবাইকে নিরস্ত করতে থাকলেন। অবশেষে সবাই নিরস্ত হলো। এরপর নবী (সঃ) তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে সেখান থেকে চললেন এবং সা'দ ইবনে উবাদার কাছে গেলেন। তাকে লক্ষ্য করে নবী (সঃ) বললেন ঃ হে সা'দ, তুমি কি শোননি আবু হাবাব কি বলেছে? তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (ইবনে সালূল)-এর কথা বলছিলেন। তিনি বললেন ঃ সে এরূপ এরূপ কথা বলেছে। সা'দ ইবনে উবাদা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাকে ক্ষমা করুন আর তার কথাই বাদ দিন। যে মহান সত্তা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, তার শপথ করে বলছি, আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন তা অবশ্যই হক। এ স্থানের (মদীনার) অধিবাসীরা তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলকে) রাজমুকুট ও পাগড়ী পরিয়ে নেতা ও শাসক হিসেবে অভিষিক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলো। আপনাকে প্রদত্ত হকের মাধ্যমে আল্লাহ এটিকে (বানচাল করে) অস্বীকার

করলে সে আপনার প্রতি খুবই রুষ্ট হয়ে আছে। আর যা আপনি দেখলেন তার এ আচরণ উক্ত কারণেই। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ক্ষমা করে দিলেন। নবী (সঃ) এবং তাঁর সহাবাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক সব সময়ই মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের কষ্টদায়ক কাজের জন্য ধৈর্য-ধারণ করতেন। এ কারণেই মহান আল্লাহ বলেছেন : আর তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনবে। এসব পরিস্থিতিতে যদি তোমরা ধৈর্য-ধারণ এবং খোদাভীরুতার পথ অনুসরণ করো তাহলে এটা হবে বড় হিম্মত ও সাহসিকতা পূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন : অধিকাংশ আহলে কিতাব চায় কোন প্রকার তোমাদেরকে ঈমানচ্যুত করে কুফরীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও হক কোনটি তা তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে তবুও নিজেদের মনের হিংসার কারণে তারা এরূপ চায়। তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো ও এড়িয়ে চলো, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন। আল্লাহ অবশ্যই সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহর নির্দেশ তোমাবেক নবী (সঃ) সব সময় তাদেরকে ক্ষমা করতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলেন। (অর্থাৎ যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে ক্ষমার নীতি পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করলেন) রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদরে যুদ্ধ করলেন এবং তাঁর দ্বারা আল্লাহ কাফের কুরাইশ গোত্রের বড় বড় নেতাকে হত্যা করলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং তার মুশরিক ও মূর্তিপূজক সংগী-সাথীরা বললো : এখন বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেছে। (অর্থাৎ কোন্‌টি হক আর কোন্‌টি না হক তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে) তাই তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ইসলামের জন্য বাই'আত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا

"তোমরা তাদেরকে (আযাব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত) মনে করো না—যারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত।"

٤٢٠٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَنَزَلَتْ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

৪২০৬. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিক ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন যুদ্ধে রওয়ানা হতেন তখন তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে না গিয়ে পেছনে থেকে যেতো। এভাবে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে থেকে যেতে পারার কারণে আনন্দিত হতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) (সহি সালামতে) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসলে তারা তাঁর কাছে গিয়ে নানা রকম ওজর আপত্তি পেশ করতো এবং (যুদ্ধে না যাওয়ার সমর্থনে) কসম করতো। উপরন্তু তারা চাইতো যেকাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা করা হোক। এ কারণে নাযিল হয়েছিলো— "যারা নিজেদের কৃতকর্মে আনন্দিত এবং যা করেনি তার জন্য প্রশংসা পেতে চায়, তাদেরকে তোমরা আযাব থেকে রক্ষা প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

٤٢٠٧ - عَنْ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ

كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوْتِيَ وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذِّبًا لَيُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُوْنَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ ﷺ يَهُوْدًا فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَكَتَمُوْهُ إِيَّاهُ وَأَخْبَرُوْهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوْا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوْهُ عَنْهُ فِيْمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوْا بِمَا أُوْتُوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ كَذٰلِكَ حَتّٰى قَوْلِهِ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُوْتُوْا وَيُحِبُّوْنَ أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا۔

৪২০৭. মারওয়ান তার দ্বাররক্ষী রাফে'কে বললেন, হে রাফে' তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গিয়ে তাকে বলো, যারা আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত এবং করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসা পেতে আগ্রহী এমন সব লোকই যদি আযাবের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহলে সবাইকে আযাব ভোগ করতে হবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : এসব কথায় তোমার কি প্রয়োজন? যে আয়াত থেকে তোমার এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে সেটি নাযিলের প্রকৃত ঘটনা হলো নবী (সঃ) কিছু ইয়াহুদীকে ডেকে কোন একটি বিষয়ে তাদের নিকট থেকে জানতে চাইলেন। কিন্তু তারা সে কথাটি গোপন করে তার বদলে অন্য একটি কথা তাকে বললো। তারা মনে করলো, নবী (সঃ) তাদেরকে যা জিজ্ঞেস করেছেন এবং তার যে জবাব তারা দিয়েছে, সেজন্য তারা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। সত্য গোপন করে তার বিনিময়ে যা বলেছে সেজন্য তারা আনন্দিত হলো। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস কোরআনের আয়াত পাঠ করেন : "(সে সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন আল্লাহ আহলি কিতাবদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তোমরা (কিতাবের শিক্ষা) লোকদের মধ্যে প্রচার করবে, তা গোপন করবে না, কিন্তু তারা তা পেছনে ছুঁড়ে মারলো এবং সামান্য মূল্যে তা বিক্রয় করলো। তারা যা বিক্রয় করছে তা কতইনা খারাব কাজ। তোমরা সেসব লোককে (আযাব থেকে সুরক্ষিত) মনে করো না, যারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য আনন্দিত এবং যা তারা করেনি, তার জন্য প্রশংসিত হতে তারা ভালোবাসে।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ.

"আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

٤٢٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلّٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

৪২০৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। রাতের বেলা রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীর (মায়মুনা) সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ঘুমিয়ে পড়লেন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে তিনি (ঘুম থেকে জেগে) উঠে বসলেন এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়লেন: "আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" এরপর তিনি উঠে অযু ও মিসওয়াক করলেন এবং এগার রাক'আত নামায পড়লেন। পরে বেলাল আযান দিলে দু'রাক'আত নামায পড়ে (মসজিদে) চলে গেলেন এবং ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔

("আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশলে এবং রাত ও দিনের আবর্তের মধ্যে এমন সব জ্ঞানী-দের জন্য নিদর্শন রয়েছে) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় (সর্বাবস্থায়) আল্লাহকে স্মরণ করে আর আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কিত ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে।"

٤٢٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَحُضِرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وِسَادَةٌ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ حَتّٰى خَتَمَ ثُمَّ اَتٰى شَنًّا مُعَلَّقًا فَاَخَذَهُ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِيْ ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِيْ فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ۔

৪২০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক রাতে আমি আমার খালা মায়মুনার কাছে ছিলাম। আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ (রাতে) আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নামায পড়া দেখবো। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য বিছানা পাতা হলে তিনি তার লম্বা দিকে নিদ্রা গেলেন (আর আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আড়াআড়ি শুয়ে নিদ্রা গেলেন)। রাতে উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'হাতে মুখমন্ডল ঘসে ঘুমের আমেজ দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত (প্রথম দিক থেকে) পড়তে থাকলেন এবং পড়ে শেষ করলেন। তারপর ঘরে লটকানো একটি পুরানো মশকের কাছে গেলেন এবং সেটি নিয়ে তার পানি দিয়ে অযু করলেন এবং নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, এরপর আমিও উঠলাম এবং তিনি যা যা করেছিলেন তা করে (নামায পড়ার জন্য) তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথার ওপর তাঁর হাত রাখলেন এবং তারপর আমার কান ধরে মোড়ান দিতে থাকলেন। তারপর তিনি

দু'রাকআত নামায পড়ে আবার দু'রাক'আত পড়লেন। তারপর আবার দু'রাক'আত পড়ে আরো দু'রাক'আত পড়লেন। এরপরও আরো দু'রাক'আত নামায পড়ার পর পুনরায় দু'রাক'আত পড়লেন এবং সবশেষে "বিতর" নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . .

"হে আমাদের পরোয়ারদেগার! তুমি যাকে দোযখে নিক্ষেপ করেছো প্রকৃতপক্ষে তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছো। এ ধরনের জালেমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।"

٤٢١٠ - عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى إِنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ .

৪২১০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর খালা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মুনার ঘরে একদিন রাত্রিযাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বিছনার এক প্রান্তে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুয়েছিলেন। মধ্যরাতের কিছু পূর্ব বা পর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমালেন এবং এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মুখমণ্ডলে হাত দু'খানি রগড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করে ঘরে লটকানো একটি পানিভর্তি মশকের কাছে উঠে গেলেন এবং তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে অযু করলেন। তারপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন সেসব কাজ করে তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোড়াতে থাকলেন (যাতে আমার ঘুম ভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়) এবং দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত এবং তারপর আরো দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর 'বিতর' পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর মুয়ায্যিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠলেন এবং

সংক্ষিপ্ত কিরায়াত করে (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নত) নামায পড়লেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়লেন।

অনুচ্ছেদঃ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا -

"হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যিনি আমাদেরকে (এই বলে) ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন,—তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। আমরা এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি।"

٤٢١١ - عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَامِهِ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِيمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

৪২১১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস কুরাইব থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর খালা নবী (সঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনার ঘরে একদিন রাত্রিযাপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার একপ্রান্তে আড়াআড়ি শুয়ে পড়লাম। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুয়ে পড়লেন। মধ্যরাতের কিছু পূর্ব বা পর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘুমালেন এবং এরপর ঘুম থেকে জেগে উঠে মুখমণ্ডলে হাত রগড়িয়ে ঘুমের ভাব দূর করলেন। অতঃপর সূরা আলে-ইমরানের শেষ দশটি আয়াত পাঠ করে ঘরে লটকানো একটি পানিভর্তি মশকের কাছে গেলেন এবং তার পানি দিয়ে উত্তমরূপে অযূ করলেন। অতঃপর নামাযে দাঁড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমিও উঠে তিনি যেসব কাজ করেছিলেন, সেসব কাজ করে তাঁর পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়ালাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ডান হাতখানা আমার মাথার ওপর রেখে আমার ডান কান ধরে মোড়াতে থাকলেন (যাতে আমার ঘুমভাব পুরোপুরি দূর হয়ে যায়) এবং দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাকআত এবং তারপর আরো দু'রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর 'বিতর' পড়ে শুয়ে পড়লেন। অতঃপর মুয়াযযিন ফজরের আযান দিলে তিনি উঠলেন এবং সংক্ষিপ্ত কিরায়াত করে (ফজরের) দু'রাক'আত (সুন্নত) নামায পড়লেন। এরপর মসজিদে গিয়ে ফজরের (ফরয) নামায পড়লেন।

সূরা আন-নিসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

"যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মেয়েদের মধ্যে যাদেরকে পসন্দ হয় এমন দুজন, তিনজন বা চারজন পর্যন্ত বিয়ে করো।"

٤٢١٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهٗ يَتِيْمَةٌ فَنَكَحَهَا وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهٖ شَىْءٌ فَنَزَلَتْ فِيْهِ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى اَحْسِبُهٗ قَالَ كَانَتْ شَرِيْكَتَهٗ فِىْ ذٰلِكَ الْعَذْقِ وَفِىْ مَالِهٖ

৪২১২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি ইয়াতীম মেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছিলো। মেয়েটির একটি খেজুর বাগান ছিলো। সে তাকে বিয়ে করেছিলো। তার অন্তরে মেয়েটির জন্য কোন ভালবাসা বা আকর্ষণ ছিলো না। সে ওই খেজুর বাগানের জন্যই তাকে কাছে রেখেছিলো। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই এ আয়াতটি নাযিল হয় : "যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইয়াতীমদের সাথে ইনসাফ করতে পারবে না তাহলে একটিমাত্র স্ত্রীলোককে বিয়ে করো।" বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আমার মনে হয় হিশাম ওই ইয়াতীম স্ত্রীলোকটির পুরুষটির সাথে খেজুর বাগান ধন-সম্পদে অংশীদার হওয়ার কথা বলেছিলেন।

٤٢١٣- عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهٗ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَقَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهٗ فِىْ مَالِهٖ وَيُعْجِبُهٗ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيْدُ وَلِيُّهَا اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ اَنْ يُّقْسِطَ فِىْ صَدَاقِهَا فَيُعْطِيْهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيْهَا غَيْرُهٗ فَنُهُوْا عَنْ اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوْا لَهُنَّ اَعْلٰى سُنَّتِهِنَّ فِى الصَّدَاقِ فَاُمِرُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْا مَا طَابَ لَهُمْ مِّنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاِنَّ النَّاسَ اِسْتَفْتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ هٰذِهِ الْاٰيَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللّٰهِ فِىْ

اٰيَةٍ اُخْرٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ رَغْبَةَ اَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيْمَتِهٖ حِيْنَ تَكُوْنُ قَلِيْلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوْا اَنْ يَنْكِحُوْا عَنْ مَنْ رَغِبُوْا فِيْ مَالِهٖ وَجَمَالِهٖ فِيْ يَتَامَى النِّسَاءِ اِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ اَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ اِذَا كُنَّ قَلِيْلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ۔

৪২১৩. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশাকে মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী : "ওয়া ইন খিফ্‌তুম আল্লা-তুকসিতু ফিল্‌ ইয়াতামা"—"যদি তোমরা ভয় করো যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইনসাফ ঠিক রাখতে পারবে না"—এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : হে ভাগ্নে, যেসব 'ইয়াতীম, মেয়েরা তাদের তত্ত্বাবধানকারী গার্জিয়ানদের (ওয়ালী) সম্পদের অংশীদার হতো, তার সম্পদের লোভ ও রূপ-যৌবনের আকর্ষণ হেতু উক্ত গার্জিয়ান তাকে অন্যরা যে পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে প্রস্তুত ইনসাফের দাবী অনুযায়ী উক্ত পরিমাণ মোহরানা দিয়ে বিয়ে করতে চাইতো না। এ আয়াত তাদেরকে (উক্ত গার্জিয়ানদেরকে) ঐসব "ইয়াতীম"দের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে তাদের মোহরানা প্রদানের ব্যাপারে সর্বোত্তম রীতিনীতি অনুসরণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় তাদের পসন্দমত অন্য মেয়েদের বিয়ে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উরওয়া বলেন, আয়েশা বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু লোক বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জানতে চাইলে আল্লাহ "ওয়া ইয়াস্‌তাফ্‌তুনাকা ফিন্‌-নিসায়ে—"লোকেরা তোমাকে মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে"—আয়াতটি নাযিল করেন। আয়েশা বলেছেন, পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহর বাণী : وترغبون ان تنكحوهن (যাদেরকে বিয়ে করা তোমরা অপসন্দ করো)-এর অর্থ হলো, অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন কম থাকার কারণে তোমাদের কেউ "ইয়াতীম" মেয়েদেরকে বিয়ে করতে অপসন্দ করলে তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবনবতী ইয়াতীম স্ত্রীলোকদেরকে পসন্দ হলেও বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে অর্থ-সম্পদ ও রূপ-যৌবন না থাকার কারণে অপসন্দনীয় হলেও যদি ইনসাফের ভিত্তিতে মোহরানা দেয়া হয় তাহলে বিয়ে করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا۔

"(ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারীদের মধ্যে) কেউ গরীব হলে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক তা থেকে খেতে পারবে। আর যখন তাদের সম্পদ তাদেরকে ফেরত দেবে—তখন যেন সাক্ষী রেখে ফেরত দেবে। হিসেবের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" بدارا অর্থাৎ তাড়াহুড়ো করা। اعتدنا মূল শব্দ عتاد থেকে উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রস্তুত করে রেখেছি।'

৪২১৪- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ اِذَا كَانَ فَقِيْرًا اَنَّهٗ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهٖ عَلَيْهِ بِمَعْرُوْفٍ۔

৪২১৪. হিশাম তাঁর পিতা উরওয়া ইবনে যুবাইরের মাধ্যমে আয়েশা থেকে মহান আল্লাহর বাণী : "ওয়ামান কানা গানিয়ান ফাল্ ইয়াসতা'ফিফ্ ওয়ামান কানা ফাকীরান ফাল্-ইয়া'কুল বিল-মা'রূফ"—ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী যদি সম্পদশালী হয় তাহলে ঐ অর্থ গ্রহণ করা থেকে নিজেকে দূরে রাখা উচিত। তবে কেউ গরীব হলে তা থেকে উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক খেতে পারবে"—সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতটি "ইয়াতীম"দের সম্পদ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। "ইয়াতীমের" ও তার অর্থ-সম্পদের তত্ত্বাবধানকারী যদি গরীব হয় তাহলে "ইয়াতীম"কে প্রতিপালন করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তা প্রতিপালনকারী গ্রহণ করবে। তবে তা উত্তম পন্থায় নিয়ম মাফিক গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔

"মিরাস (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ) বণ্টনের সময় কোন নিকটাত্মীয় কিংবা ইয়াতীম ও মিসকীন কেউ এসে উপস্থিত হলে উক্ত সম্পদ থেকে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদেরকে উত্তম ও মহতভাবে সম্বোধন করো।"

٤٢١٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ

৪২১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) "ওয়া ইযা হাদারাল কিস্‌মাতা উলুল্ কুরবা ওয়াল্ ইয়াতামা ওয়াল্ মাসাকীনু —"মিরাস বণ্টনের সময় নিকটাত্মীয়, কোন ইয়াতীম বা মিসকীন এসে উপস্থিত হলে—" আয়াতটি মুহকাম বা স্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক। এটি মনসূখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يوصيكم الله في اولادكم

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন।"

٤٢١٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ۔

৪২১৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) ও আবু বকর বনী সালেমা গোত্রের একটি স্থানে পায়ে হেঁটে আমাকে রোগশয্যায় দেখতে আসলেন। নবী (সঃ) আমাকে বেহুঁশ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন আমার কোন বোধ ছিলো না। তিনি পানি চেয়ে নিয়ে অযু করলেন এবং অবশিষ্ট পানি আমার শরীরে ছিটিয়ে দিলেন। তখন আমি হুঁশ ফিরে পেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আদেশ করছেন? এরপরই "ইউসীকুমুল্লাহু ফী আওলাদেকুম" আয়াতটি নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و لكم نصف ما ترك ازواجكم

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে অর্ধেক লাভ করবে।"

٤٢١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

৪২১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (ইসলামের প্রাথমিক যুগে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত) সমস্ত অর্থ-সম্পদ সন্তানরা লাভ করতো। আর পিতা-মাতা সম্পদ লাভ করতো অছিয়ত অনুসারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এ ব্যবস্থার যতটুকু ইচ্ছা মনসুখ করে পুরুষদের জন্য মেয়েদের পরিমাণের দ্বিগুণ ব্যবস্থা করলেন। পিতা-মাতার জন্য অবস্থাভেদে (ছেলের সম্পদে) এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। স্ত্রীর জন্য অবস্থাভেদে নির্দিষ্ট করে দিলেন এক-অষ্টমাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ। আর স্বামীর জন্য অবস্থাভেদে অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

"জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী সেজে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, لا تعضلوهن 'অর্থ' তাদের প্রতি কঠোরতা করো না। حوبا অর্থ গোনাহ। تعولوا অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া, আর نحلة অর্থ মোহরানা।"

٤٢١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ قَالَ كَانُوْا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوْهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَوِّجُوْهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

৪২১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি "ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু....."—"হে ঈমানদারগণ! জবরদস্তিমূলকভাবে মেয়েদের অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর (মোহরানা হিসেবে) তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছো তার কিছু হস্তগত করা বা মেরে দেয়ার জন্য তাদেরকে জ্বালাতন ও অতিষ্ঠ করো না।"—আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিশরা সে ব্যক্তির স্ত্রীরও মালিক মোখতার হয়ে বসতো। তাদের কেউ চাইলে তাকে বিয়ে করতো। ইচ্ছা করলে তারা তাকে অন্যত্র বিয়ে দিত আবার ইচ্ছা করলে বিয়ে দিত না। তার বংশের লোকদের চাইতে এরাই তখন তার বড় হকদার হয়ে বসতো। এ আয়াত এ বিষয়টি সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ.

আর আমি পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।"

مـو الـى শব্দের অর্থ হকদার বা উত্তরাধিকারী। যাদেরকে কসম বা শপথের মাধ্যমে উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে, অর্থাৎ বন্ধু مـو لـى অর্থ চাচাতো ভাই। আযাদ-কারী প্রভু যে ইহসান করে আযাদ করে দেয়। مـو لـى অর্থ আযাদকৃত ক্রীতদাস, ক্রীতদাসের মালিক এবং স্বীনিবন্ধু।"

٤٢١٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَثَةً وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الْأَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِيْ رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِيْ آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّبَادَةِ وَالنَّصِيْحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ وَيُوْصِيْ لَهُ.

৪২১৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ওয়া লিকুল্লিন্ জা'আলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত খণ্ডে উল্লেখিত موالى শব্দের অর্থ ওয়ারিশ বা উত্তরাধি-কারী। আর "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত আয়মানুকুম" আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, মদীনায় হিজরত করে আসার পর পরস্পর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া সত্ত্বেও নবী (সঃ)-এর পাতানো ভ্রাতৃ-সম্পর্কের মুহাজিররা আনসারদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতো। কিন্তু "ওয়া লিকুল্লিন জা'আলনা মাওয়ালিয়া" আয়াত নাযিল হওয়ার পর তা মনসুখ বা বাতিল হয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরো বলেছেন, "ওয়াল্লাযীনা আকাদাত্ আয়মানুকুম" অর্থাৎ যারা শপথ বা কসমের মাধ্যমে পরস্পর সাহায্য, সহযোগিতা ও ভাল কাজের সহযোগিতা দানের ওয়াদা ও চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে পরিত্যক্ত সম্পদে তাদেরও আর কোন হক থাকলো না। বরং তারা পরস্পরের জন্য অছিয়ত করতে পারে (সে সুযোগ অবশিষ্ট রাখা হলো)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: ان الله لا يظلم مثقال ذرة

"আল্লাহ তা'আলা অণুপরিমাণ যুলুমও করেন না। অর্থাৎ একটি অণুর যে পরিমাণ ওজন হয় ততখানি যুলুমও আল্লাহ তা'আলা করেন না।"

٤٢٢٠- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُنَاسًا فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَعَمْ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيْهَا سَحَابٌ قَالُوْا لَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُوْنَ فِيْ النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ فَتُدْعَى الْيَهُوْدُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ

ابْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَمَاذَا تَبْغُوْنَ
قَالُوْا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ أَلَا تَرِدُوْنَ فَيُحْشَرُوْنَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا
سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُوْنَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى
فَيُقَالُ لَهُمْ مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ قَالُوْا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيْحَ ابْنَ اللهِ
فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا تَبْغُوْنَ
فَكَذَلِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ
أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ فِيْ أَدْنَى صُوْرَةٍ مِنَ الَّتِيْ رَأَوْهُ فِيْهَا فَيُقَالُ مَاذَا تَنْتَظِرُوْنَ
وَيَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوْا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا
إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِيْ كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُوْلُ أَنَا
رَبُّكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

৪২২০. আবু সা'ঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) নবী (সঃ)-এর সময়ে কিছু লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো। নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, দেখতে পাবে। মেঘমুক্ত আকাশে দিনের আলোতে সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো, না। তিনি বললেন : পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? সবাই জবাব দিলো, না। তখন নবী (সঃ) বললেন : এভাবে চাঁদ ও সূর্যের কোন একটিকে দেখতে তোমরা যতখানি অসুবিধা মনে করো কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে ততটুকু অসুবিধা মাত্র হবে। কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক ব্যক্তি যে যার ইবাদত করতে, সে তার সাথে দলভুক্ত হয়ে যাও। সুতরাং যারা আল্লাহ ছাড়া মূর্তি বা পাথরের পূজা করতো তারা সবাই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে—একজনও অবশিষ্ট থাকবে না। অবশেষে যখন আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার, গোনাহগার ও দু'-চারজন আহলে কিতাব ছাড়া আর কেউ-ই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ইয়াহুদদের ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহর বেটা উযায়েরের ইবাদত করতাম। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা কথা বললে। আল্লাহ কাউকে স্ত্রী বা সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেননি। তোমরা কি চাও? তারা বলবে : হে আমাদের রব! আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের পানি পান করতে দিন। তখন তাদেরকে মরীচিকার মতো একটি প্রান্তর দেখিয়ে বলা হবে সেখানে যাও। এভাবে তাদের সবাইকে এমন আগুনের মধ্যে একত্রিত করা হবে, যার এক অংশ আর এক অংশকে আক্রমন করেছে এভাবে তারা সবাই দোযখে পতিত হবে। তারপর নাসারা (খৃষ্টান)-দেরকে ডাকা হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত ও দাসত্ব করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর বেটা ঈসা মসীহর ইবাদত করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কাউকে স্ত্রী বা সন্তান-রূপে গ্রহণ করেননি। তাদেরকে বলা হবে তোমরা কি চাও? জবাবে তারাও পূর্বের লোক-দের অনুরূপ বলবে। (অর্থাৎ ইয়াহুদদের মতো তারাও বলবে, আমরা পিপাসার্ত হয়ে পড়েছি, আমাদেরকে পানি পান করান।) অবশেষে আল্লাহর ইবাদতকারী নেককার ও

গোনাগার লোক ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তখন গোটা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এমন সাধারণ আকৃতিতে আগমন করবেন, যে আকৃতিতে তারা ইতিপূর্বে তাকে দেখেছে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তোমরা কিসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো? প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ উপাস্যের দলভুক্ত হয়ে যাবে। তখন তারা (আল্লাহর ইবাদতকারী) বলবে, দুনিয়ায় যখন আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন ছিলো তখন আমরা লোকদেরকে বর্জন করেছিলাম। এমনকি তাদের সাহচর্যই আমরা পরিত্যাগ করেছিলাম। আমরা যে রবের ইবাদত ও দাসত্ব করতাম, এখন তার জন্য অপেক্ষা করছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন : আমিই তোমাদের রব বা প্রভু। তখন তারা বলবে, আমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না। এ কথা তারা দু' অথবা তিনবার বলবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

"তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?"

المختال -ও الختال শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অহংকারী। اطمس অর্থ আমি তাদেরকে বিলীন করে দেবো। سعرا অর্থ ইন্ধন।

৪২২১- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا قَالَ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔

৪২২১. আমর ইবনে মুররা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী (সঃ) আমাকে বললেন : আমাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাও। আমি বললাম, আমি আপনাকে কোরআন তিলাওয়াত করে শোনাব? কোরআন তো আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। নবী (সঃ) বললেন : আমি অন্যের নিকট থেকে কোরআন শুনতে পসন্দ করি। আমি তখন তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। "ফাকাইফা ইযাজিনা মিন কুল্লি উম্মাতিম বি শাহীদিন ওয়া জি'না বিকা আলা হাউলায়ে শাহীদা"—"তখন কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করবো। আর তাদের ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী হিসেবে পেশ করবো?" পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বললেন, থামো। আমি দেখলাম, তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔

"তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে পড় অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে অথবা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করো আর তখন যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করো।" صعيد অর্থ মাটি। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেছেন :

طاغوت "তাগূত" বা খোদাদ্রোহী তারা যাদের কাছে লোকজন বিচার-ফয়সালার জন্য যেতো। জুহাইনা গোত্রে একজন, আসলাম গোত্রে একজন—এরূপ প্রত্যেক গোত্রেই একজন করে গণক থাকতো। আর তাদের প্রত্যেকের কাছে শয়তান আসতো। উমর বলেছেন, جبت অর্থ যাদু এবং طاغوت অর্থ শয়তান। ইকরামা বলেছেন : হাবশীদের ভাষায় جبت অর্থ শয়তান এবং طاغوت অর্থ গণক।

٤٢٢٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكَتْ قِلَادَةٌ لِأَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَلَبِهَا رِجَالًا فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوا عَلٰى وُضُوْءٍ وَلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ التَّيَمُّمَ-

৪২২২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (আমার নিকট থেকে) আসমার একটি হার হারিয়ে গেলে তা তালাশ করতে নবী (সঃ) কয়েকজন লোককে পাঠালেন। এমতাবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলো। কিন্তু তাদের কারোরই অযূ ছিলো না। কোথাও পানি না পেয়ে তারা অযূ ছাড়াই নামায পড়লে মহান আল্লাহ তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : واولى الامر منكم

"আর তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম দানের অধিকারী (তাদেরও আনুগত্য করো)।"

اولى الامر অর্থ হুকুম করার অধিকারী।

٤٢٢٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ-

৪২২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আতীয়ুল্লাহা ওয়া আতীয়ুর রাসূলা ওয়া উলীল্ আমরি মিনকুম"—"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দানের অধিকারী তাদের আনুগত্য করো।" এ আয়াতটি আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা ইবনে কাইস ইবনে আদীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) একটি যুদ্ধাভিযানে পাঠালে তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ-

"আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে"।

٤٢٢٤- عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شُرَيْجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ اِسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلٰى جَارِكَ وَاسْتَوْعٰى

النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحَكَمِ حِيْنَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَارِيُّ كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيْهِ سَعَةٌ قَالَ الزُّبَيْرُ فَمَا أَحْسِبُ هٰذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا نَزَلَتْ فِيْ ذٰلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

৪২২৪. উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যুবাইর ইবনুল আওয়াম মদীনার কংকরময় ভূমিতে (হাররা) পানি সেচ নিয়ে এক আনসারীর সাথে বিবাদ করলেন। [বিষয়টি নবী (সঃ)-এর কাছে উত্থাপিত হলে] নবী (সঃ) বললেন ঃ হে যুবাইর, প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর তোমার প্রতিবেশীকে দাও। এ কথা শুনে আনসারী লোকটি বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার ফুফাতো ভাই বলেই হয়তো আপনি এভাবে ফয়সালা করলেন। তখন নবী (সঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি পুনরায় বললেন ঃ হে যুবাইর! প্রথমে তুমি তোমার জমিতে পানি দাও। তারপর সেচ নালা ভর্তি করে পানি রাখো এবং এরপর তোমার প্রতিবেশীকে পানি দাও। আনসারী লোকটি নবী (সঃ)-কে রাগান্বিত করার কারণে তিনি যবুাইরের হক পুরোপুরি আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। অন্যথায় উভয়কে প্রথমে যে হুকুম প্রদান করেছিলেন তাতে উভয়ের প্রতি খেয়াল রাখা হয়েছিলো। যুবাইর বলেন ঃ এ আয়াতটি অর্থাৎ "তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা তাদের পরস্পর মতভেদের বিষয়ে আপনাকে ফয়সালাকারী হিসেবে গ্রহণ করবে" ঐ ঘটনা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে নাযিল হয়েছে বলে মনে করি না।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا

"যে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত লোক, অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেক্কারদের সাথে থাকবে। আর এরূপ বন্ধু লাভ করা কতই না উত্তম।"

٤٢٢٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يُمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ فِيْ شَكْوَاهُ الَّذِيْ قُبِضَ فِيْهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيْدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ -

৪২২৫. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন নবী রোগাক্রান্ত হয় নাই, অথচ তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্য হতে একটিকে বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয় নাই (যেটি ইচ্ছা তা গ্রহণ করতে পারেন)। যে রোগে তিনি ইন্তিকাল করেন সে রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর কথা কড়া হয়ে গিয়েছিল।

সে সময় আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, "মায়াল্লাযিনা আন্‌আমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবী-য়ীনা ওয়াস্‌সিদ্দিকীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ে ওয়াস্‌সালেহীন"—"যাঁদের ওপর আল্লাহ নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তাদের সাথে অর্থাৎ নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহ্‌দের সাথে।" আমি মনে করলাম তাঁকে ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ـ

"কেন তোমরা আল্লাহর পথে সেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশুদের জন্য লড়াই করবে না, দুর্বল পেয়ে যাদেরকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে তারা ফরিয়াদ করছে—হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জালেম জনপদ থেকে উদ্ধার করো

٤٢٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ـ

৪২২৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি এবং আমার মা "মুসতাদ্‌'আফীনা" (অসহায় ও দুর্বল)-দের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

٤٢٢٧ - عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَاُمِّيْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ ـ

৪২২৭. ইবনে আবু মুলাইকা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস "ইল্লাল মুসতাদ'আফীনা মিনার্‌রিজালি ওয়ান্‌ নিসায়ে ওয়াল বিলদান" এ আয়াত খণ্ড তিলাওয়াত করে বললেন : আল্লাহ যাদের ওজর গ্রহণ করেছেন আমি এবং আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ـ

"তোমাদের এ কি হলো? মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে। অথচ তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছেন।

٤٢٢٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيْهِمْ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ يَقُوْلُ اُقْتُلْهُمْ وَفِرْقَةٌ يَقُوْلُ لَا فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَقَالَ اِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِيْ الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِيْ النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ ـ

৪২২৮. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। "ফামা লাকুম ফিল্‌ মুনাফিকীনা ফিয়াতাইনে" আয়াতখণ্ডের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন : নবী (সঃ)-এর সঙ্গীদের কিছু লোক ওহুদ থেকে

ফিরে আসলে অন্য সবাই দু'রকমের মতামত পোষণ করে দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। একদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা হোক। অন্যদল বলছিলো, তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো : তোমাদের এ কি হলো যে, মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লে? নবী (সঃ) বলেছেন : মদীনার নাম হলো "তায়বা" বা পবিত্রস্থান। এ নোংরা ও অপবিত্রতা এমনভাবে বিদূরিত করে, যেমনভাবে আগুনে গলিয়ে রৌপ্যের খাদ দূর করা হয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و اذا جاء هم امر من الا من اوالخوف اذاعوا به **"তাদের কাছে যখন শান্তি বা অশান্তিজনক কোন খবর পৌঁছায়, তখন তারা সে খবর প্রচার করে দেয়।"** يستنبطونه তারা সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে حسيبا অর্থ যথেষ্ট। انانا বলা হয় প্রাণহীন ও অচেতন পদার্থকে যেমন : পাথর বা অনুরূপ পদার্থ। مريد অর্থবিদ্রোহী। فليستكن মূল يستكد থেকে উৎপন্ন। অর্থ কাটা। قولا ও قيلا একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। طبع অর্থ সীলমোহরকৃত।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم **"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, তার প্রতিফল জাহান্নাম।"**

٤٢٢٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِخْتَلَفَ فِيْهَا اَهْلُ الْكُوْفَةِ فَرَحَلْتُ فِيْهَا اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هِيَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ

৪২২৯. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এ আয়াতের হুকুম সম্পর্কে কুফাবাসীদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দিলে আমি এ বিষয়ে জানার জন্য আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে গেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : "ওয়ামাই ইয়াকতুল্ মু'মিনান্ মুতাআম্মিদান ফাজাযাউহু জাহান্নাম"—"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঈমানদারদের হত্যা করবে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম।"—এ আয়াতটি হত্যার হুকুম সংক্রান্ত বিষয়ে নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। এটি অন্য কোন কিছু দিয়ে মনসুখ হয়নি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا **"আর যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে, তাকে বলো না ;তুমি মু'মিন নও।"**
السلام ও السلم একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

٤٢٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ رَجُلٌ فِيْ غُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَتَلُوْهُ وَاَخَذُوْا غُنَيْمَتَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ اِلٰى قَوْلِهِ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

৪২৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি—"ওয়ালা তাকুলু লিমান আল্কা ইলাকুমুস্ সালামা লাসতা মু'মিনান্"— "যে ব্যক্তি তোমাদেরকে সালাম দেবে তাকে বলো না : তুমি মু'মিন নও"—আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন : এক ব্যক্তি ক্ষুদ্র একটি বকরীর পাল চরাচ্ছিলো। (যুদ্ধ ব্যপদেশে) কিছুসংখ্যক মুসলমান তার কাছে পৌঁছলে সে

তাদেরকে আস্-সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিলে তারা সন্দেহবশতঃ লোকটিকে হত্যা করে তার বকরীর পাল গণীমাত হিসেবে নিয়ে নিলে আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা সম্পর্কেই উপরোল্লিখিত আয়াতটি "আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া" পর্যন্ত নাযিল করলেন। এখানে "আরাদাল হায়াতিদ্দুনিয়া" বলতে উক্ত বকরীর পাল বুঝানো হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"মু'মিনদের মধ্যে যারা কোন রকম ওজর ও অসুবিধা না থাকা সত্ত্বেও বাড়ীতে বসে থাকে আর যারা আল্লাহর পথে (জান ও মাল দ্বারা) জিহাদ করে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।"

٤٢٣١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمْلَى عَلَيْهِ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ۔

৪২৩১. সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী থেকে বর্ণিত। তিনি মারওয়ান ইবনুল হাকামকে মসজিদের মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, আমি এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসলাম। তিনি আমাকে যায়েদ ইবনে সাবেতের বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করে শুনালেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দিয়ে কোর'আনের আয়াত "লা ইয়াসতাবিল্ কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সায়ীলিল্লাহ" লিখালেন। তিনি তখনও আমাকে দিয়ে আয়াতটি লিখাচ্ছেন এমন সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম আসলেন। তিনি ছিলেন একজন অন্ধ মানুষ। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি জিহাদ করতে সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই জিহাদ করতাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাবে বসে ছিলেন যে, তাঁর উরু আমার উরুর ওপর ভর দেয়া ছিলো। (হঠাৎ) আমার কাছে তা ভারী বলে বোধ হলো। এমনকি আমি আমার উরু ভেঙে যাওয়ার আশংকা করলাম। এরপর তাঁর এ অবস্থা কেটে গেলো। আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "ওজর ও অসুবিধা ছাড়াই যারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে বসে থাকে।"

٤٢٣٢- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ۔

৪২৩২. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "লা ইয়াস তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) যায়েদ ইবনে সাবেতকে ডেকে তা লিখালেন। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম এসে তার অসুবিধা ও অক্ষমতার কথা বললে আল্লাহ তা'আলা আয়াতখন্ড নাযিল করলেন।

٤٢٣٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُدْعُوْا فُلَانًا فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَالْكَتِفُ فَقَالَ اُكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ وَخَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَا ضَرِيْرٌ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ-

৪২৩৩. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : লা ইয়াসতাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াতাংশ নাযিল হলে নবী (সঃ) বললেন : অমুক (যায়েদ ইবনে সাবেত)-কে ডেকে আন। তিনি দোয়াত, কাষ্ঠফলক ও হাড় নিয়ে আসলে নবী (সঃ) তাকে বললেন, "লা ইয়াস্তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুজাহিদুনা ফি সাবীলিল্লাহ" —"যারা বাড়ীতে বসে থাকে তারাএবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না" লিখ। নবী (সঃ)-এর পেছনেই আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম বসেছিলেন। তিনি বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অক্ষম ব্যক্তি। তখনই আবার নাযিল হলো : "যারা কোন প্রকার অক্ষমতা ও ওজর ছাড়া বাড়ীতে বসে থাকে তারা এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারীগণ সমান হতে পারে না।"

٤٢٣٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ مِنْ بَدْرٍ

৪২৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) "লা ইয়াস্তাবিল কাইদুনা মিনাল মু'মিনীনা" আয়াত খন্ড যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا-

"যারা নিজেদের প্রতি নিজেরা জুলুম করেছে তাদের জান কবজ করার সময় ফেরেশতারা বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলো?তারা বলে : এই পৃথিবীতে আমরা অসহায় ও দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে : আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না? তোমরা তো হিজরত করতে পারতে। ঐসব লোকের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর তা খুবই খারাব জায়গা।"

٤٢٣٥- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَبُو الْأَسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلٰى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ فَلَقِيْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِيْ عَنْ ذٰلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَانُوْا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِي السَّهْمُ يُرْمٰى بِهِ فَيُصِيْبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِيْ أَنْفُسِهِمْ-

৪২৩৫. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আবুল আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (শামবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য) মদীনাবাসীদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন করার ব্যবস্থা করা হলে তাতে আমার নামও তালিকাভুক্ত করা হলো। আমি তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত দাস ইকরামার কাছে গিয়ে তাকে সব কিছু বললাম। তিনি আমাকে এ সেনাদলে যোগদান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তারপর বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছিলেন : মুসলমানদের কিছু লোক মুশরিকদের সাথে থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের দল ভারী করেছিলো। নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাদের কারো শরীরে বিদ্ধ হলে সে নিহত হতো কিংবা আহত হয়ে পরে মারা যেতো। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "যারা নিজেরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তাদের জান কবয করার সময় ফেরেশতারা বলে (তোমরা কি অবস্থায় ছিলে)?"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا

"তবে যে সব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় ছিল এবং বেরিয়ে যাওয়ার কোন উপায় যাদের নাই, তাদের কথা স্বতন্ত্র।"

٤٢٣٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ قَالَ كَانَتْ أُمِّيْ مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ

৪২৩৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। "ইল্লাল্ মুস্তাদ্'আফীনা"র ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাদের অক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, আমার মা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فَعَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا

"হয়তো বা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

٤٢٣٧- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَّسْجُدَ اللّٰهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ

اَللّٰهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ۔

৪২৩৭. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন নবী (সঃ) এশার নামাযে "সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর এবং সিজদায় যাওয়ার পূর্বে এইভাবে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ, আইয়াশ ইবনে আবু রাবী'আকে (কাফেরদের যুলুম থেকে) নাজাত দাও, হে আল্লাহ, সালামা ইবনে হিশামকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও, হে আল্লাহ, দুর্বল ও অসহনীয় মুসলমানদেরকে নাজাত দাও। হে আল্লাহ, মুযার গোত্রকে তোমার পক্ষ থেকে কঠোর শাস্তি দাও। হে আল্লাহ, ইউসুফের দুর্ভিক্ষের মত তাদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ

"অবশ্য বৃষ্টির কারণে কোন কষ্ট অনুভব করলে অথবা রোগাক্রান্ত হলে এমতাবস্থায় অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন গোনাহ হবে না।"

٤٢٣٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيْحًا۔

৪২৩৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুর রহমান ইবনে আওফ আহত হয়ে পড়লে "যদি তোমরা বৃষ্টির কারণে কষ্ট অনুভব করো অথবা রোগাক্রান্ত হও" আয়াতটি তাঁর সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ۔

"হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তোমাদের শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।"

وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَاَشْرَكَتْهُ فِىْ مَالِهِ حَتّٰى فِى الْعِذْقِ فَيَرْغَبُ اَنْ يَّنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يُّزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْتَرِكَهُ فِىْ مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ۔

٤٢٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ فِيْ يَتٰمَى النِّسَاءِ الَّتِيْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ هُوَ

৪২৩৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হে নবী, লোকেরা আপনার কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলুন : তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে যেসব নির্দেশ তোমাদেরকে শুনিয়ে আসা হচ্ছে, তাও আল্লাহ তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। (অর্থাৎ তোমরা যেসব ইয়াতীম মেয়েদের তাদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যায্য পাওনা দিচ্ছ না। আর তাদেরকে বিয়ে করতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করেছো কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে) বিয়ে করতে চাচ্ছ"- এ আয়াতটি এমন লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা কোন ইয়াতীম মেয়ের অভিভাবক এবং তার সম্পদের এমনকি খেজুরের বাগানেও উক্ত নারী একজন অংশীদার। সে (অভিভাবক ব্যক্তি) তাকে বিয়ে করতেও আগ্রহী নয়, আবার অন্য কারো সাথে বিয়ে দিতেও ইচ্ছুক নয়। কারণ, তাহলে সে (উক্ত পুরুষ) তার সম্পদে অংশীদার বা আগ্রহী হবে এবং সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা তার প্রতি অমনোযোগিতার আশংকা করে, এমতাবস্থায় তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই।"

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : شقاق অর্থ পরস্পর ঝগড়া ফাসাদ করা। احضرت الانفس الشح আয়াতাংশের মধ্যে যে شح শব্দ আছে, তার অর্থ কোন জিনিসের জন্য অত্যধিক আকাংখা বা লোভ করা। كالمعلقة অর্থ যে (স্ত্রীলোক) বিধবাও নয়, আবার স্বামীধারিণীও নয়। لشوزا অর্থ অসন্তুষ্টি, অমনোযোগিতা।"

٤٢٤٠ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ الرَّجُلُ تَكُوْنُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيْدُ أَنْ يُّفَارِقَهَا فَتَقُوْلُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِيْ فِيْ حِلٍّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ فِيْ ذٰلِكَ.

৪২৪০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। "যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা অমনোযোগিতার আশংকা করে। তাহলে তারা পরস্পর এ বিষয়ে একটি চুক্তি বা বুঝাপড়া করে নিলে কোন দোষ নাই"—এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আয়েশা বলেছেন : লোকটির স্ত্রী আছে কিন্তু সে তার প্রতি বড় একটা ভালবাসা বা সাহচর্যের আকর্ষণ অনুভব করে না বরং তাকে তালাক দিতে চায়। তখন উক্ত মহিলা তাকে বলে আমি আমার কিছু হক পরিত্যাগ করছি। তখন ঐ বিষয়ে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ.

"মুনাফিকরা অবশ্যই জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, (درك الاسفل) দোজখের সর্বনিম্নের আগুন। نفقا অর্থ মাটির নীচের সুড়ংগ পথ।

٤٢٤١- عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٌ مِنْكُمْ قَالَ الْأَسْوَدُ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوْا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَابُوْا فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

৪২৪১. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমরা কিছু সংখ্যক লোক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (একজন সাহাবা) আমাদের কাছে পেঁছিলেন এবং সালাম দিয়ে বললেন : তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি হয়েছিলো। আসওয়াদ কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : সুবহানাল্লাহ! একি কথা!! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "মুনাফিকরা অবশ্যই দোজখের সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।" এ কথা শুনে "আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুচ্‌কি হাসলেন। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান মসজিদের এক কোণে গিয়ে বসলেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ উঠে পড়লেন এবং তাঁর সংগী-সাথীরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। এ সময় হুযাইফা (ইবনুল ইয়ামান) একটি কংকর উঠিয়ে আমাকে ছুঁড়ে মারলেন। (অর্থাৎ আমাকে উঠে তাঁর কাছে যেতে ইংগিত করলেন)। আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে হাসতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। অথচ, তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যেও নেফাক সৃষ্টি হয়েছিলো। আমার এ কথা তিনি ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। অতঃপর তারা (যাদের মধ্যে নিফাক ঢুকছিলো) তওবা করলো এবং আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَأَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا.

"হে নবী, আমি আপনার কাছে অহী পাঠিয়েছি। যেমন নূহ ও তারপরে আরো অনেক নবীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি আরো অহী নাযিল করেছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানগণ ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলাইমানের প্রতি। আর আমি দাউদকে যাবুর কিতাব দিয়েছিলাম।"

٤٢٤٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى.

৪২৪২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : কারো এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম।৭

٤٢٤٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

৪২৪৩. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বলে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম সে মিথ্যাবাদী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

"হে নবী, লোকজন তোমার কাছে 'কালালা' অর্থাৎ নিঃসন্তান পিতা-মাতাহীন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চায়। তুমি বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালা' সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। (তা হলো) যদি কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান মারা যায় (এবং তার পিতা-মাতাও বেঁচে না থাকে), শুধু বোন থাকে। তাহলে বোন তার পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেকের অধিকারী হবে। আর যদি বোন মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তি বোনের উত্তরাধিকারী হবে।" 'কালালা' অর্থ পিতা বা পুত্র কেউ যার ওয়ারিস হিসেবে নেই। আরবীতে বলা হয় الْعَصَبُ تَكَلَّلَهُ অর্থাৎ বংশ যার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন দুই দিকের উত্তরাধিকারীর কোনটিই রাখে নাই।

٤٢٤٤- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.

৪২৪৪. বারা' ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সর্বশেষ নাযিল হওয়া সূরা হলো 'বারা'য়াত' এবং সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত হলো : ইয়াস্তাফ্তুনাকা, কুলিল্লাহু ইয়ুফতিকুম ফিল্-কালালা।

---

৭. কোন নবীকে অন্য কোন নবীর চেয়ে উত্তম বলা ঠিক নয়। কারণ নবীগণ সকলেই আল্লাহর বাণী বাহক। কোরআন মজীদেও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (তাঁর কোন রসূলের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

"আজ আমি তোমার দ্বীনকে তোমার জন্য পূর্ণাংগ করে দিলাম।"

৪২৪৫- عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ اِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ اٰيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لَاتَّخَذْنَاهَا عِيْدًا فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ حَيْثُ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ اُنْزِلَتْ وَاَيْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ وَاِنَّا وَاللّٰهِ بِعَرَفَةَ قَالَ سُفْيَانُ وَاَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمْ لَا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -

৪২৪৫. তারিক ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন :) ইয়াহুদরা উমরকে বললো : তোমরা এমন একটি আয়াত পাঠ করে থাকো তা যদি আমাদের সম্পর্কে নাযিল হতো, তাহলে ঐদিনটিকে আমরা উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতাম। উমর বললেন : আমি জানি ঐ আয়াতটি কখন কিভাবে নাযিল হয়েছিলো, এবং কোথায় নাযিল হয়েছিলো। আর যখন তা নাযিল হয়েছিলো তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় অবস্থান করছিলেন। আয়াতটি আরাফাতের দিন নাযিল হয়েছিলো। খোদার শপথ, আমরা তখন 'আরাফাতে অবস্থান করছিলাম। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন : "আল্ ইয়াওমা আক্মালতু লাকুমদবী-নাকুম" (আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম) আয়াতটি যেদিন নাযিল হয়েছিলো সে দিনটি জুমআর দিন ছিলো কিনা আমার তা ভালো করে মনে নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

"যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" تيمموا অর্থ সংকল্প করো। امموا অর্থ সংকল্পকারী হয়ে امموا এবং تيممت শব্দদ্বয়ের একই অর্থ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : لمستم ، تمسوهن والا تى دخلتم بهن ، افضاء এবং دخلتم بهن -র এ শব্দগুলি সহবাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।"

৪২৪৬- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ اِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِيْ فَاَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهٖ وَاَقَامَ النَّاسُ مَعَهٗ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَاَتَى النَّاسُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ فَقَالُوْا اَلَا تَرٰى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ اَقَامَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاضِعٌ رَاْسَهٗ عَلٰى فَخِذِيْ قَدْ نَامَ وَقَالَ حَبَسْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوْا عَلٰى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ

عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقُوْلَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ وَلَا يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى فَخِذِيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَصْبَحَ عَلٰى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوْا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِيْ كُنْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ۔

৪২৪৬. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন এক সফরে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা বায়দা অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) যাতুল জাইশ নামক জায়গায় উপনীত হলে আমার (গলার) হার ছিঁড়ে পড়লো। তা তালাশ করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে থামলেন। তাঁর সংগের অন্যান্য সব লোক-জনও থেমে পড়লো। সেখানে কোন পানি ছিল না এবং লোকজনের সাথেও কোন পানি ছিল না। কিছু লোক আবু বকর সিদ্দীকের কাছে এসে বললো : আপনি কি জানেন, আয়েশা কি কান্ড করেছেন? তিনিই (তার কারণেই) রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে থামিয়ে রেখেছেন। অথচ লোকজনের সাথে কিংবা সেখানে কোন পানি নাই। এ কথা শুনে আবু বকর আমার কাছে আসলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আবু বকর বললেন : তুমিই তো রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্যসব লোকজনকে এখানে আটকিয়ে ফেলেছো। অথচ এ স্থানে কোন পানির ব্যবস্থা নাই এবং লোকজনের সাথেও পানি নাই। আয়েশা বলেন : আবু বকর আমাকে তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছামত যা বলার বললেন। তারপর হাত দ্বারা আমার পাঁজরে ধাক্কা দিতে থাকলেন। এতে আমার উরুর ওপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথা রাখার জায়গা ছাড়া সারা শরীর আন্দোলিত হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ভোর হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) উঠলেন। কিন্তু পানি ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি নাযিল করলেন। তখন সবাই তায়াম্মুম করলো। (এবং ফজরের নামায পড়লো)। এ অবস্থা দেখে উমাইদ ইবনে হুযাইর বললেন : হে আবু বকরের বংশধরগণ, এটা আপনাদের কারণে পাওয়া প্রথম বরকত নয়। (অর্থাৎ আপনাদের কারণে আমরা এরূপ আরো বরকত লাভ করেছি)। আয়েশা বলেন, আমি যে উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম, তার নীচেই হারটি পাওয়া গেল।

٤٢٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِيْ بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَزَلَ فَثَنٰى رَأْسَهُ فِيْ حِجْرِيْ رَاقِدًا أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَلَكَزَنِيْ لَكْزَةً شَدِيْدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِيْ قِلَادَةٍ فَبِيَ الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ أَوْجَعَنِيْ ثُمَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَ

أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَرَكَةٌ لَهُمْ.

৪২৪৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (এক সফর থেকে ফিরে) মদীনাতে প্রবেশের প্রাক্কালে 'বাইদা' নামক জায়গায় আমার হার পড়ে (হারিয়ে) গেল। নবী (সঃ) তখন তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আবু বকর আসলেন এবং আমাকে সজোরে খোঁচা মেরে বললেন : একটি হারের জন্য তুমি সব লোককে আটকিয়ে রেখেছো আমি খুব কষ্ট পেলাম যেন মৃত্যুর স্বাদ অনুভব করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কারণে তা সহ্য করলাম। এরপর নবী (সঃ) জেগে উঠলেন। ভোর হলো। পানি তালাশ করা হলো কিন্তু পাওয়া গেল না। তখন এ আয়াতটি নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নামায পড়তে চাইলে নিজের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধোও। মাথা মসেহ করো এবং দুই পা পায়ের গিরা পর্যন্ত। আর নাপাক থাকলে পবিত্র হও। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, কিংবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসলে, কিংবা যদি নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো আর পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো।" উসাইদ ইবনে হুযাইর বললেন : হে আবু বকরের বংশধরগণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে লোকদের জন্য কল্যাণ দান করেছেন। তোমরা তাদের জন্য কল্যাণ ছাড়া কিছুই নও।

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী : فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُونَ.

"(হে মূসা,) তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানে বসে থাকবো।"

৪২৪৮- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُونَ وَلٰكِنْ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. متفق عليه

৪২৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : বদর যুদ্ধের দিন মিকদাদ বললেন : হে আল্লাহর রসূল, বনী ইসরাইল যেমন মূসাকে বলেছিলো, আমরা আপনাকে তেমন কথা বলবো না। তারা (মূসাকে) বলেছিলো, তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকবো। বরং আপনি চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। এ কথায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুঃশ্চিন্তার ভাব দূরীভূত হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর দুনিয়ার বুকে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে, তাদের শাস্তি হলো হত্যা করা, শূলে চড়ানো, বিপরীতভাবে হাত-পা কেটে ফেলা অথবা নির্বাসিত করা।" আল্লাহর সাথে লড়াই করার অর্থ কুফরী করা।

٤٢٤٩- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَتَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلَاءِ تَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَّهِمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ قَالَ قَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أَبْقَى هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا.

৪২৪৯. আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত। একদিন তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে তাঁর পেছনে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে 'কাসামত' সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো এবং চলতে থাকলো। কিছু সংখ্যক লোক বললো 'কাসামতের' ব্যাপারে কিসাস জরুরী। কেননা পূর্ববর্তী খলীফাগণ কিসাস গ্রহণ করেছেন। তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয তাঁর পেছনে বসা আবু কিলাবার দিকে ঘুরে দেখে বললেন : হে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ অথবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আবু কিলাবা, এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আমি বললাম : বিবাহিতের ব্যভিচার করা, কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া কাউকে হত্যা করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া ইসলামে অন্য কারণে কাউকে হত্যা করা হালাল বলে আমার জানা নাই। এ কথা শুনে আব্বাস ইবনে সা'ঈদ আমুবী বললেন : অনাসও আমার কাছে এরূপ হাদীসই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তাদের কিসাস হওয়া দরকার। আনাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, (উক্‌ল্ কিংবা) উরাইনা গোত্রের একদল লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে (ইসলাম গ্রহণ করে) বললো : এ স্থানটির আবহাওয়া আমাদের অনুপযোগী। নবী (সঃ) তাদেরকে বললেন : এই দেখ, আমাদের উট বকরীর পাল (মদীনার বাইরে চারণ ক্ষেত্রে) রওয়ানা হয়ে যাচ্ছে। তোমরা এর সাথে গিয়ে থাকো এবং এর দুধ ও পেশাব পান করো। তারা উট বকরীর পালের সাথে গিয়ে থাকলো এবং দুধ ও পেশাব পান করে সুস্থ হয়ে উঠলো। তারপর একদিন রাখালকে আক্রমণ করে

হত্যা করলো এবং উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেলো। এখন তাদেরকে হত্যা না করার পক্ষে আর কোন যুক্তিই থাকলো না। তারা একজন লোককে হত্যা করলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করলো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আতংকিত করলো। এ কথা শুনে আম্বাসা ইবনে সাঈদ বিস্মিত হয়ে বললো : সুবাহানাল্লাহ! আবু কিলাবা বলেন, আমি তাকে বললাম : আপনি কি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান? আম্বাসা বললেন : আনাস তো এ হাদীসই আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। আবু কিলাবা বলেন, আম্বাসা বললেন : হে শাম বাসীগণ, এরকম বা তার মত (জ্ঞানী) লোক তোমাদের মধ্যে থাকা অবধি তোমাদের কল্যাণই হতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : والجروح قصاص "সব রকমের জখমের জন্য কিসাস হবে।"

٤٢٥٠- عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ
النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَا وَاللّٰهِ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا
يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللّٰهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَ
قَبِلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ

৪২৫০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আনাস ইবনে মালেকের ফুফু রুবাইয়্যে বিনতে নযর এক আনসারী যুবতীর দাঁত ভেঙে দিলে যুবতীর কওম তার কিসাসের দাবী নিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। নবী (সঃ) রুবায়্যে' বিনতে নযর থেকে কিসাস গ্রহণের আদেশ দিলেন। আনাস ইবনে মালেকের চাচা আনাস ইবনে নযর বললেন : হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর শপথ তার (রুবাইয়্যে বিনতে নযর) দাঁত ভাঙতে দেয়া যেতে পারে না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : হে আনাস (ইবনে নযর) কিসাস তো আল্লাহর হুকুম। ইতিমধ্যে আনসারী যুবতীর কওম 'দিয়াত' গ্রহণে সম্মত হলো। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর এমন কিছু সংখ্যক বান্দা আছে, যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك "হে আল্লাহর রসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দিন।"

٤٢٥١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ كَتَمَ
شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللّٰهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ.

৪২৫১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কেউ যদি বলে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তার কিছু তিনি গোপন করেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "হে রসূল! তোমার রবের তরফ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছিয়ে দাও। তা যদি না কর তবে তুমি রিসালতের দায়িত্ব পালন করলে না।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না।"

٤٢٥٢- عَنْ عَائِشَةَ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ لَا وَاللّٰهِ وَبَلٰى وَاللّٰهِ۔

৪২৫২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না"—যেসব লোক কথা প্রসংগে অনর্থক আল্লাহর কসম, আল্লাহর শপথ ইত্যাদি বলে থাকে, এ আয়াতটি তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٤٢٥٣- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا هَا كَانَ لَا يَحْنَثُ فِيْ يَمِيْنٍ حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لَا أَرٰى يَمِيْنًا أَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللّٰهِ وَفَعَلْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ۔

৪২৫৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ তাঁর পিতা (আবু বকর) কখনও কোন কসম ভংগ করতেন না। পরবর্তী সময়ে কসম ভংগের কাফ্ফারার বিধান নাযিল হলে আবু বকর বলেছেন ঃ আমি যেসব কসম ভংগ করা কল্যাণকর মনে করতাম, সেসব ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া সুযোগ গ্রহণ করতাম এবং যেটি কল্যাণকর সেটিই করতাম।৮

অনুচ্ছেদ ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔

"হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তা হারাম বানিয়ে নিও না।"

٤٢٥٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِيْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ۔

৪২৫৪. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে (দূর দূরান্তে) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের সাথে স্ত্রীলোক থাকতো না। (তাই অসুবিধা হতো)। এরূপ একটি যুদ্ধে (বাধ্য হয়ে) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমরা বললাম ঃ আমরা কি খাসি হতে পারি না? তিনি আমাদেরকে খাসি হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পরে তিনি আমাদেরকে মেয়াদী বিয়ে৯ করতে অনুমতি দিলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কোরআন মজীদের আয়াত "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ যেসব পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করেছেন তা তোমরা হারাম বানিয়ে নিও না" পাঠ করলেন।

---

৮. কোন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বললে তা পূরণ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে সে যদি উক্ত কসম ভংগ করে তাহলে সেজন্য তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়। কসমের কাফ্ফারা হলো, দশজন মিসকীনকে একবেলা স্বাভাবিক খাবার খেতে দেয়া অথবা পরিধেয় বস্ত্র দান করা অথবা একজন ক্রীত দাসকে মুক্ত করে দেয়া।

৯. নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করাকে ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় মুতআ' বিবাহ বলে। এই বিবাহে নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে গেলে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ইসলামের প্রথম

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

"মদ, জুয়া, দেবদেবীর আস্তানা এবং (ভাল-মন্দ নির্ণয়ের) পাশার তীর এসবই অপবিত্র শয়তানী কাজ-কর্ম।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ازلام। অর্থ ভাল-মন্দ নির্ণয়ের জন্য নিক্ষিপ্ত তীর, যা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ্যের ভাল-মন্দ নির্ণয় করা হয়। انصاب অর্থ দেব-দেবীর আস্তানা, যেখানে কাফেররা দেব-দেবীর সামনে পশু জবাই। করতো। অন্যরা বলেছেন : الزلم অর্থ এমন তীর, যার সাথে পর থাকে না। ازلام - زلام। এর বহু বচন। ভাগ্য পরীক্ষা করার নিয়ম ছিলো, তীর ঘুরানো হতো, যদি তা বেরিয়ে যেতো তাহলে তা দ্বারা নিষেধ বুঝাতো। অন্যথায় আদেশ বুঝাতো। মুশরিক ও কাফেররা ভাগ্য পরীক্ষার এসব তীরের ওপর বিভিন্ন প্রকার ছবি ও চিহ্ন অংকিত করতো। উত্তম পুরুষ এক বচনে ব্যবহার করলে শব্দটির রূপ হয় قسمت অর্থাৎ আমি ভাগ্য পরীক্ষা করলাম।

٤٢٥٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لِخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ

৪২৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় মদ হারাম করে এ আয়াতটি (ইন্নামাল্ খাম্‌রু) নাযিল হয়েছিল, সে সময় মদীনাতে পাঁচ প্রকারের মদ পাওয়া যেতো। কিন্তু কোনটিই আঙুরের তৈরী ছিল না।

٤٢٥٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالُوا أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنَسُ قَالَ فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

৪২৫৬. আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন : একদিন আমার বাড়ীতে 'ফাদীখ' অর্থাৎ খেজুরের মদ ছাড়া আর কোন মদ ছিলো না। আমি আবু তাল্‌হা ও আরো১০ অনেককে এই 'ফাদীখ' বা খেজুরজাত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি এসে বললো, আপনারা খবর জানেন না? সবাই প্রশ্ন করলো : কি খবর? লোকটি বললো : মদ হারাম করা হয়েছে। তখন সবাই বলে উঠলো : হে আনাস, মদের এই বড় বড় মটকাগুলো থেকে মদ ঢেলে ফেলে দাও। আনাস বলেছেন : লোকটির মুখে খবর জানার পর কেউ পুনরায় কিছু জানতে চায়নি বা বিরোধিতাও করেনি।

যুগে বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়ার মত মুতআ বিবাহের অনুমতি ছিল। পরে খায়বার যুদ্ধে তা হারাম করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আব্বাসকে বলেন : নবী (সঃ) খায়বার যুদ্ধকালে মুতআ' বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। ওলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মত রায় এই যে, মুতআ' বিবাহ একেবারেই হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিতাবুন নিকাহ এবং কিতাবুল মাগাযীর অন্যান্য হাদীস দ্রষ্টব্য।

১০. সেই সময় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর ঘরে যারা মদ পান করছিলেন তারা হলেন : আবু তাল্‌হা, আবু দাজানা, সাহ্‌ল ইবনে বাইদা, আবু উবাইদা, উবাই ইবনে কা'ব, মু'আয ইবনে জাবাল এবং আবু আইয়ুব।

٤٢٥٧ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا

৪২৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক ওহুদ যুদ্ধের দিন সকাল বেলা মদ পান করেছিলো। তারা সবাই সেদিন শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এটা ছিলো মদ হারাম ঘোষিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

٤٢٥٨ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

৪২৫৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি উমরকে (আবদুল্লাহর পিতা) তার খিলাফতকালে নবী (সঃ)-এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি : হে লোকেরা, মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। তা (বর্তমানে) পাঁচটি জিনিস থেকে বানানো হয়—আঙুর, খেজুর, মধু, গম, ও যব থেকে। আর যা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে লুপ্ত করে দেয়, তাই মদ।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা পূর্বে কিছু খেয়ে বা পান করে থাকলে তাতে কোন দোষ নাই, যদি তারা ভবিষ্যতেও ঐসব হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকে, ঈমানের ওপরে স্থির থাকে, সৎকাজ করে, যেসব জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলা হবে তা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং খোদাভীরুতার সাথে নেক পন্থা অনুসরণ করে চলে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদেরকে ভালো বাসেন।"

٤٢٥٩ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتْ الْفَضِيخُ وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هٰذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هٰذَا مُنَادٍ يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا.

৪২৫৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন : মদ হারাম ঘোষিত

হওয়ার পর) যেসব মদ ঢেলে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তা সবই ছিল 'ফাদীখ' অর্থাৎ খেজুরজাত মদ। ইমাম বুখারী বলেন : অন্য সনদে মুহাম্মাদ আবুন নু'মান থেকে এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন যে, আনাস বর্ণনা করেছেন : আমি আবু তাল্হার বাড়ীতে কিছু লোককে মদ পরিবেশন করছিলাম। সেই মুহূর্তে মদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হলে নবী (সঃ) একজনকে তা ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন। তাই সে ঘোষণা করছিলো। তখন আবু তাল্হা বললেন : বাইরে গিয়ে দেখে আস এ কিসের আওয়াজ শোনা যায়। আনাস বলেন : আমি গেলাম এবং শুনে এসে আবু তাল্হাকে বললাম, ঘোষণা করা হচ্ছে মদ হারাম করা হয়েছে। তখন তিনি (আবু তাল্হা) আমাকে বললেন : তুমি গিয়ে সব মদ ফেলে দাও। আনাস বলেন, সেদিন মদীনার অলিতে গলিতে মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো তিনি আরো বলেছেন : সেই সময়ের মদ খেজুর থেকে তৈরী করা হতো। এ ঘটনার পর একদল লোক বলা শুরু করলো, পেটে মদ নিয়েই তো পূর্বে অনেক লোক শহীদ হয়েছে। (তাদের কি হবে?) আনাস বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা পূর্বে কিছু খেয়ে থাকলে তাতে কোন গোনাহ নাই.....।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

"তোমরা এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না, যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।"

٤٢٦٠- عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وُجُوْهَهُمْ لَهُمْ حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ أَبِيْ قَالَ فُلَانٌ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

৪২৬০. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন রসূলুল্লাহ (সঃ) এমন ভাষণ দিলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে আর কোন দিন আমি শুনিনি। (এই ভাষণে) তিনি বললেন : আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে পারতে তাহলে হাসতে খুব কম এবং কাঁদতে খুব বেশী। আনাস বলেন, এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাগণ কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তখন শুধু তাদের সজোরে কাঁদার শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এ সময় এক ব্যক্তি [নবী (সঃ)-কে] জিজ্ঞেস করলো আমার পিতা কে? তিনি বললেন : অমুক তোমার পিতা। তখন এ আয়াত নাযিল হলো—"এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের খারাব লাগবে।"

٤٢٦١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتِهْزَاءً فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِيْ وَيَقُوْلُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَتِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَسْأَلُوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا.

৪২৬১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কিছু লোক ঠাট্টা তামাসা করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতো। কেউ বলতো আমার পিতা কে বলুন। কেউ বলতো, তার উট হারিয়ে গিয়েছে। সেটি এখন কোথায় আছে বলুন। তাই

"আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' কিংবা 'হাম', নির্দিষ্ট করেননি।" তোমরা এমন বিষয়ে জানতে চেয়ো না, যা প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাব লাগবে।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ـ

"আল্লাহ তা'আলা কোন 'বাহীরা' 'সায়েবা, ওয়াসীলা' কিংবা হাম, নির্দিষ্ট করেননি।" অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ متوفيك অর্থ আমি তোমাকে মৃত্যু দান করবো।

٤٢٦٢- عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيْرَةُ الَّتِيْ يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ فَلَا يَحْلُبُهَا اَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِاٰلِهَتِهِمْ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَالْوَصِيْلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِيْ اَوَّلِ نِتَاجِ الْاِبِلِ ثُمَّ تُثَنِّيْ بَعْدُ بِاُنْثٰى وَكَانُوْا يُسَيِّبُوْنَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ اِنْ وَصَلَتْ اِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ وَالْحَامُ فَحْلُ الْاِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمُعْدُوْدَ فَاِذَا قَضٰى ضِرَابَهُ وَدَعُوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَاَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامَ وَقَالَ لِيْ اَبُوْ الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدًا قَالَ يُخْبِرُهُ بِهٰذَا قَالَ وَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَحْوَهُ ـ

৪২৬২. সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ "বাহীরা" বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা কোন দেবতার নামে মানত করে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। সেটিকে আর কেউ দোহনও করে না। 'সায়েবা বলা হয় এমন উটকে যা কাফেররা তাদের দেবতাদের নামে ছেড়ে দিত। এভাবে ছেড়ে দেয়ার পর এর পিঠে কোন বোঝা বহন করা হতো না। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আমি দোযখের মধ্যে আমর ইবনে 'আমের খুযায়ীকে দেখেছি। পেট থেকে তার সব নাড়ী-ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে সেগুলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। দেব-দেবীর নামে সর্ব প্রথম সে-ই উট ছেড়েছিলো। 'ওয়াসীলা' এমন উষ্ট্রীকে বলা হয়, যা প্রথম দু'বার পর পর মাদা বাচ্চা প্রসব করে। এ ধরনের উষ্ট্রীকে কাফেররা দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো। আর 'হাম' বলা হয় এমন উষ্ট্রীকে, যা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাচ্চা দেয়ার পর দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়ার মানত করা হতো। এরূপ উটের পিঠে কেউ আরোহণ করতো না কিংবা কোন কিছু বহনও করতো না। শু'আইব ও যুহরীর মাধ্যমে আবদুল ইয়ামান সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব থেকে এবং তিনি আবু হুরাইরার মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٢٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَرَاَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ـ

৪২৬৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি দেখেছি দোযখের এক অংশ অন্য অংশকে আক্রমণ করছে। আর দোযখের মধ্যে আমি আমরকে (ইবনে আমের খুযায়ী) দেখলাম। তার সব নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে ঐগুলো টেনে নিয়ে হাঁটছে। সেই প্রথম ব্যক্তি যে দেব-দেবীদের নামে উট ছেড়েছিলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

"আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোজ-খবর নিয়েছি ও তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক।"

٤٢٦٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِبْرَاهِيْمُ أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِيْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُوْلُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِيْ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَأَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ فَيُقَالُ إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

৪২৬৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদিন খুতবা দিলেন। তিনি বললেন : হে লোকজন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠিয়ে আল্লাহর সামনে একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন : "আমি তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবো যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি। এটা আমি অবশ্যই পূরণ করবো।" (এ আয়াত পাঠ করার পর) তিনি বললেন : গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে প্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হলেন (হযরত) ইবরাহীম (আঃ)। জেনে রাখো, আমার উম্মতের কিছু লোককে আনা হবে। তাদেরকে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নিতে শুরু করলে আমি বলবো, হে রব, এ দেখছি আমার উম্মতের কিছু লোক! তখন (আমাকে) বলা হবে, তুমি জানো না তোমার (পৃথিবী থেকে) বিদায় হয়ে আসার পর তারা কি কি (অন্যায়) কাজ করেছে। তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা [ঈসা (আঃ)]-এর অনুরূপ কথা বলবো : "আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিনই তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি ও তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন থেকে আপনিই তাদের রক্ষক। আপনি তো সব কিছুরই রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক"। এরপর আমাকে বলা হবে, যখন থেকে আপনি তাদের রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন তখন থেকেই তারা দ্বীনকে পরিত্যাগ করেছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

"যদি তুমি তাদের আযাব দাও তাহলে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করো তাহলে তো তুমি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।"

٤٢٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

৪২৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠিয়ে একত্রিত করা হবে। কিছু সংখ্যক লোককে পাকড়াও করে দোযখের দিকে নেয়া হবে। আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দা [ঈসা (আঃ)] যা বলেছিলেন আমিও তখন তাই বলবো। আমি বলবো : "আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছি এবং তত্ত্বাবধান করেছি। তারপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নিয়েছেন তখন থেকে আপনিই তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক। আপনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ।

সূরা আল-আন'আম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

"তাঁরই কাছে অদৃশ্য ভান্ডারের চাবিসমূহ আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না।"

٤٢٦٦- عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ -

৪২৬৬. সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : অদৃশ্য বা গায়েবী ভান্ডার পাঁচটি আল্লাহই জানেন কিয়ামত কখন হবে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন মায়ের জরায়ুতে কি সন্তান আছে কোন্ ব্যক্তি আগামী কাল কি করবে,

কোন ব্যক্তি তা জানে না। কোন্ ব্যক্তির মৃত্যু কোন্ স্থানে বা কোন্ দেশে হবে তা সে জানে না। আল্লাহ সব চেয়ে বেশী জানেন এবং খবর রাখেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ـ

"আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে অথবা পায়ের নীচে থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম কিংবা তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্য দলের শক্তির দাপট দেখিয়ে দিতেও সক্ষম। লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে তাদের কাছে বার বার আমার নিদর্শনগুলি পেশ করছি। যেন তারা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

٤٢٦٧- عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ قَالَ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ قَالَ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا اَهْوَنُ اَوْ قَالَ هٰذَا اَيْسَرُ ـ

৪২৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যে সময় আয়াতাংশ (হে নবী,) "আপনি বলুন, তিনি ওপর থেকে তোমাদের জন্য যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম" নাযিল হলো নবী (সঃ) বললেন : হে আল্লাহ, আমি তোমার মহান সত্তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি (যেন এরূপ আযাব না আসে)। তারপর আয়াতাংশ "আও মিন্ তাহ্তি আরজুলিকুম"—"অথবা তিনি তোমাদের পায়ের নীচে থেকে যে কোন আযাব পাঠাতে সক্ষম"—নাযিল হলেও তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আমি (এ আযাব থেকেও) তোমার মহান সত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর আয়াতাংশ "আউ ইয়াল্বিসাকুম শিয়াআঁও ও ইউজীকা বা'দাকুম বা'সা বা'দ"—"অথবা তিনি তোমাদেরকে দলে উপদলে বিভক্ত করে একদলকে অন্যদলের শক্তির দাপট দিয়ে শাস্তি দিতেও সক্ষম"—নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এটা বরং (আগের দুটির চেয়ে) সহজতর।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
"যারা নিজের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শির্কের সংমিশ্রণ ঘটায়নি।"

٤٢٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ قَالَ اَصْحَابُهُ وَاَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ فَنَزَلَتْ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৪২৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আয়াতাংশ "ওয়া লাম্ ইয়াল্বিসু ঈমানাহুম্ বিযুল্মিন" অর্থাৎ যারা (ঈমান এনেছে এবং) নিজেদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শির্কের সংমিশ্রণ ঘটায়নি"--নাযিল হলে নবী (সঃ)-এর সাহাবাগণ বলতে শুরু করলেন, যুলুম করেনি, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে? তখন আয়াত "ইন্নাশ্ শির্কা লা-যুল্মুন্ আযীম" অর্থাৎ "শিরক সব চেয়ে বড় যুলুম"—নাযিল হলো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ويونس و لوطا و كلا فضلنا على العلمين
"আর ইউনুস ও লূতকেও (আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি)। তাদের (নবীদের) সবাইকে আমি সারা বিশ্বের ওপর মর্যাদা দিয়েছি।"

٤٢٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى -

৪২৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আঃ)] থেকে উত্তম।

٤٢٧٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْبَغِيْ لِعَبْدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ يُوْنُسَ ابْنِ مَتّٰى -

৪২৭০. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আল্লাহর কোন বান্দার এ কথা বলা সমীচীন নয় যে, আমি [নবী (সঃ)] ইউনুস ইবনে মাত্তা [নবী ইউনুস (আঃ)]-এর চেয়ে উত্তম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : اولئك الذين هدى الله فبهدا هم اقتده
"(হে নবী,) ঐ সব লোকই আল্লাহর তরফ থেকে সুপথ প্রাপ্ত। তাই তাদের পথই অনুসরণ কর।"

٤٢٧١- عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهُ سَاَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَفِيْ صَادٍ سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ

نَبِيُّكُمْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

৪২৭১. মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, সূরা 'সাদ'-এ কি কোন সিজদা আছে? জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন, হাঁ। তারপর তিনি ওয়া ওয়াহাব্না লাহু থেকে ফাবি হুদাহুমুকতাদিহ্ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। অর্থাৎ তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুবের মত সন্তান দান করেছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি। এ সত্যপথ ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশের দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে হিদায়াত দান করেছি। আমি নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের পুরস্কার এ ভাবেই দিয়ে থাকি। তার বংশের যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে আমি সুপথ প্রাপ্ত করেছি। তারা সবাই সৎ ও নেককার। তারই বংশের ইসমাঈল, ইল্ইয়াসা, ইউনুস ও লূত—তাঁদেরকে সারা জাহানের মধ্যে মর্যাদার অধিকারী করেছি। উপরন্তু তাদের কারো বাপ-দাদা, কারো সন্তান এবং কারো ভাই-বেরাদারকে খেদমতের জন্য বাছাই করেছি এবং সহজ সরল পথের হেদায়াত দান করেছি। এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর দ্বারা সুপথ দেখান। তবে যদি কখনো তারা শিরকে লিপ্ত হতো। তাহলে তাদের সমস্ত সৎকর্ম নিষ্ফল হয়ে যেতো। ঐসব লোকদেরকেই আমি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত দান করেছিলাম। এখন যদি এসব লোকেরা তা মানতে অস্বীকার করে তাহলে (কোন ক্ষতি নাই) অন্য কিছু লোককে আমি এ নিয়ামত অর্পণ করেছি, যারা এটিকে অস্বীকার করে না। হে নবী, ঐসব লোকেরাই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতপ্রাপ্ত। তুমি তাদের পথ অনুসরণ করে চলো।" এরপর তিনি বললেন : যাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে, দাউদও তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইয়াযীদ ইবনে হারুন, মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ও সাহল্ ইবনে ইউসুফ আউয়াম ইবনে হাউশাবের মাধ্যমে মুজাহিদ থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (মুজাহিদ বলেছেন :) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : যাদেরকে তাঁদের (এসব নবীর) অনুসরণ করতে হয়েছে তাদের (অনুসরণ-কারীর) মধ্যে তোমাদের নবীও অন্তর্ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا.

"যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে, আমি নখর বিশিষ্ট প্রাণী তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি। আর গরু ও বকরীর চর্বি তাদের জন্য হারাম করে দিয়েছি।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : নখর বিশিষ্ট বলতে উষ্ট্র ও উটপাখীকে বুঝানো হয়েছে। আর حوايا বলতে যে নাড়ীর মধ্যে বকরী ও গরুর গোবর থাকে, সেই নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। অন্যরা বলেছেন : هادوا অর্থ যারা ইয়াহুদ হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাকের বাণী هدنا - র অর্থ হলো تبنا অর্থাৎ আমরা তওবা করেছি। যেমন هائد অর্থ تائب অর্থাৎ তওবাকারী।"

٤٢٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

৪২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদদের ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদের জন্য (মৃত্যু জন্তুর) চর্বি হারাম করলে তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য গ্রহণ করেছে।[১১]

---

১১. হাদীসটি অপর একটি সনদে আবু আসেম আবদুল হামিদ, ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবিব, আতা

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن
"অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার নিকটবর্তী হয়ো না—তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক।

٤٢٧٣- عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ وَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ.

৪২৭৩. আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বলেছেন : মহান আল্লাহর চাইতে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব রকম বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় অন্য কিছুই নাই। এজন্য তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন। বর্ণনাকারী আমর ইবনে মুররা বলেন, আমি আবু ওয়ায়েলকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) কি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ? আবু ওয়ায়েল বললেন, হাঁ। তিনি নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম) বুখারী বলেছেন : وكيل অর্থ রক্ষক বা পরিবেষ্টনকারী। قبيل - قبائل এর বহুবচন। অর্থ সব রকমের আযাব। زخرف অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে সৌন্দর্যমন্ডিত করাকেই যুখরুফ বলে। حرث حجر এর حجر অর্থ হারাম ও নিষিদ্ধ। حجر ভিত রচনা করা বা ইমারত গড়া। মাদা ঘোড়াকেও حجر বলা হয়। আকল ও জ্ঞানবুদ্ধিকেও حجر বলা হয় আবার সামুদ জাতির এলাকার নাম ও حجر (হিজর্)। নিষিদ্ধ এলাকাকেও হিজর্ বলা হয়। এ কারণে বায়তুল্লাহর হাতীমকেও حجر বলা হয়। এক্ষেত্রে হাতীম শব্দটি মাহতুম محطوم থেকে নির্গত। যেমন قتيل শব্দটি مقتول শব্দ থেকে নির্গত। আর حجر اليمامة 'হিজ্রুল ইয়ামামাহ' একটি স্থানের অথবা বাড়ীর নাম।)

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : هلم شهداءكم
"তোমরা তোমাদের সাক্ষীদেরকে হাজির কর هلم **হিজাববাসীদের পরিভাষা। এ শব্দটি এক বচন, দ্বি-বচন এবং বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।"**

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل
"(যেদিন তোমার প্রভুর বিশেষ কিছু নিদর্শন আত্মপ্রকাশ করবে) সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান কাজে আসবে না যদি সে পূর্বেই ঈমান গ্রহণ না করে থাকে।"

٤٢٧٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا فَذٰلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

ইবনে আবু রাবাহ ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহর মাধ্যমে নবী (সঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪২৭৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। মানুষ যে সময় পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হতে দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সেটি হবে এমন এক সময় যে, ইতিপূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে ঐ সময়ের ঈমান কারো কোন উপকারে আসবে না।

٤٢٧٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاٰهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ وَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَةَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا۔

৪২৭৫. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। সূর্য যখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখবে তখন সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু কেউ পূর্বে ঈমান গ্রহণ না করে থাকলে তখনকার ঈমান গ্রহণ তার কোন কাজে আসবে না। তারপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন : "পূর্বে যদি কেউ ঈমান গ্রহণ না করে থাকে অথবা ঈমানদার হয়ে নেকী অর্জন না করে থাকে তাহলে সেদিন কারোর ঈমান কোন উপকার দেবে না।"

সূরা আল আরাফ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن "হে নবী, আপনি বলুন, আমার রব প্রকাশ্য ও গোপন সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করে দিয়েছেন।"

٤٢٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قُلْتُ اَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لَا اَحَدَ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ فَلِذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدَ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ فَلِذٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ۔

৪২৭৬. আমর ইবনে মুররা আবু ওয়ায়েল থেকে এবং আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (বর্ণনাকারী আমার ইবনে মুররা) বলেছেন : আমি (আবু ওয়ায়েলকে) জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তিনি এ কথাও বললেন যে, তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) নবী (সঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহর চেয়ে অধিক লজ্জাশীল ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ সম্পন্ন আর কেউ নাই। তাই তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সব রকমের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কাছে তাঁর নিজের প্রশংসার মত এত বেশী প্রিয় আর কিছুই নাই। তাই তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔

"আর মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে আসলো এবং তার পালনকর্তা তার সাথে কথা বললেন। মূসা তখন বললো : হে রব, আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখবো। রব বললেন : তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, তুমি বরং পাহাড়টির দিকে তাকাও। তা যদি স্ব-স্থানে টিকে থাকে তা হলে তুমি আমার দেখা পাবে। অতঃপর তার রব যখন পাহাড়টির ওপর নিজের জ্যোতি উদ্ভাসিত করলেন তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। পরে যখন তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন বললেন, আপনি অতিব পবিত্র। আমি আপনার কাছে তওবা করছি। আর আমি ঈমানদারদের মধ্যে প্রথম।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : ارنى অর্থ আমাকে (তোমার সাক্ষাত) দান করো।'

٤٢٧٧- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي قَالَ ادْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ۔

৪২৭৭. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ইয়াহুদ নবী (সঃ)-এর কাছে আসলো। তার মুখে চপেটাঘাত করা হয়েছিলো। সে বললো : হে মুহাম্মাদ, আপনার এক আনসারী সাহাবা আমার মুখে চপেটাঘাত করেছে। এ কথা শুনে তিনি [নবী (সঃ)] সাহাবাদেরকে বললেন : তাকে ডেকে আনো। তারা তাকে ডেকে আনলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি তার মুখে চপেটাঘাত করেছো কেন? সে (আনসারী সাহাবা) বললো : হে আল্লাহর রসূল! আমি ঐ ইয়াহুদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনলাম, সে বলছে : সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি মূসাকে সমগ্র মানব জাতির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এ কথা শুনে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তাহলে তো মুহাম্মাদের চেয়েও তাঁর মর্যাদার কথা বলা হচ্ছে। আমাকে রাগে পেয়ে বসলো। তাই আমি তাকে চপেটাঘাত করেছি। (সব শুনে) নবী (সঃ) বললেন : নবীদের মধ্যে তোমরা আমাকে বেশী মর্যাদাবান মনে করো না। কারণ, কিয়ামতের দিন সব মানুষই বেহুঁশ হয়ে পড়বে।

এরপর সর্ব প্রথম আমিই জ্ঞান ফিরে পাব। নবী (সঃ) বলেন : তখন আমি দেখবো, মূসা আরশের একটি খুঁটি ধরে আছে। আমি জানি না তিনি আমার পূর্বে জ্ঞান ফিরে পাবেন, না তূর পাহাড়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ার কারণে এ যাত্রা বেঁচে যাবেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : المن و السلوى

"আমি তোমাদের (বনী ইসরাইল) জন্য 'মান্' ও 'সাল্ওয়া।' পাঠিয়েছি।"

٤٢٧٨- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ -

৪২৭৮. সাঈদ ইবনে যায়েদ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : ব্যাঙের ছাতা 'মান' শ্রেণীর সব্জি।১২ আর এর রস চক্ষু রোগনাশক।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَانِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

"(হে নবী,) আপনি বলে দিন, হে মানবজাতি আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল (হিসেবে এসেছি)। আসমান ও যমীনের মালিকানা বা সার্বভৌমত্ব যার, তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নাই। তিনিই জীবিত রাখেন ও মৃত্যুদান করেন। তোমরা সবাই আল্লাহ ও তাঁর উম্মি নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করো; যিনি আল্লাহ ও তাঁর কালিমা সমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করেন। তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যেন সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করো।"

٤٢٧٩- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ كَانَتْ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَاَغْضَبَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُ مُغْضَبًا فَاتَّبَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ يَسْئَلُهُ اَنْ يَّسْتَغْفِرَ لَهٗ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتّٰى اَغْلَقَ بَابَهٗ فِىْ وَجْهِهٖ فَاَقْبَلَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا صَاحِبُكُمْ هٰذَا فَقَدْ غَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ عُمَرُ عَلٰى مَا كَانَ مِنْهُ فَاَقْبَلَ حَتّٰى سَلَّمَ وَجَلَسَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَقَصَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْخَبَرَ قَالَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَعَلَ اَبُوْ بَكْرٍ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنَا كُنْتُ اَظْلَمُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِىْ صَاحِبِىْ هَلْ اَنْتُمْ تَارِكُوْا لِىْ

১২. অর্থাৎ 'মান' যেমন বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যেতো। ব্যাঙের ছাতাও বিনা পরিশ্রমেই পাওয়া যায়।

صَاحِبِيْ اِنِّيْ قُلْتُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ صَدَقْتَ ـ

৪২৭৯. আবু দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একসময়ে আবু বকর ও উমরের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হলে আবু বকর উমরকে রাগ করলেন। তাই উমরও রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় আবু বকর তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তাঁর পেছনে পেছনে গেলেন। কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার পূর্বেই উমর তাঁর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। তখন আবু বকর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন। আবু দারদা বর্ণনা করেন: আমরা তখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। (আবু বকরকে আসতে দেখে) রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের এ ভাই কারো সাথে ঝগড়া করে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আবু দারদা বর্ণনা করেছেন, নিজের কৃতকর্ম ও আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে উমরও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসলেন এবং সালাম দিয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বসে সব ঘটনা খুলে বললেন। আবু দারদা বলেন : সব শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও রাগান্বিত হলেন। তখন আবু বকর বার বার বলতে থাকলেন : আল্লাহর শপথ! হে আল্লাহর রসূল! আমিই বেশী অপরাধী। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? তোমরা কি আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে চাও? এমন একসময় ছিলো, যখন আমি ঘোষণা করেছিলাম : হে মানব জাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল (হিসেবে এসেছি)। তখন তোমরা বলেছিলে : আপনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু আবু বকর বলেছিলো : আপনি সত্য কথা বলেছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وخر موسى صعقا "আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।"
আবু সা'ঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা এ বিষয়ে নবী (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : حطة মাফ করে দাও। وقولوا حطة তোমরা বলো, মাফ করে দাও।

٤٢٨٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِيْلَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلٰى اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا حَبَّةٌ فِيْ شَعْرَةٍ ـ

৪২৮০. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : বনী ইসরাইলদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা সিজদাবনত হয়ে দরজা দিয়ে প্রবেশ করো আর বলতে থাকো, ক্ষমা করে দাও। তাহলে আমি তোমাদের সব গোনাহ মাফ করে দেব। কিন্তু পরিবর্তে তারা নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে প্রবেশ করলো এবং বললো : যবের দানা চাই। অর্থাৎ খাদ্য চাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين "(হে নবী,) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ করো এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।" عرف অর্থ ভাল কাজ।

٤٢٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ

فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِي لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ۔

৪২৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উয়াইনা ইবনে হিসন ইবনে হুযাইফা তার ভাতিজা হুর ইবনে কাইসের কাছে আগমন করলেন। যাদেরকে উমর তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিতেন হুর ইবনে কাইস ছিলেন তাদেরই একজন। কারী এবং আলেমগণই উমরের মজলিসে বসতেন এবং তাঁকে পরামর্শ দিতেন। এ ব্যাপারে যুবক ও বৃদ্ধের কোন ভেদাভেদ ছিল না। উয়াইনা তার ভাতিজা হুর ইবনে কাইসকে বললেন ঃ ভাতিজা, আমীরুল মু'মিনীন (উমর)-এর কাছে তোমার তো বেশ কদর আছে। তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের জন্য অনুমতি নাও। হুর ইবনে কাইস বললেন ঃ ঠিক আছে, আমি অনুমতি চাইবো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, অতঃপর হুর ইবনে কাইস উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমর তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। উয়াইনা উমরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো ঃ আরে! ব্যাপার কি? আল্লাহর শপথ! আপনি না আমাদেরকে যথেষ্ট উপহার উপঢৌকন দিচ্ছেন, না ন্যায় ইনসাফ মত ব্যবস্থাপনা চালাচ্ছেন। এ কথা শুনে উমর রাগান্বিত হয়ে উঠলেন, এমনকি তাকে এ জন্য মারতে উদ্যত হলেন। এ দেখে হুর ইবনে কাইস বললেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন, "খুযিল আফ্ওয়া ওয়া'মুর বিল মা'রুফে ওয়া'রিদ আনিল জাহেলীন"—"(হে নবী,) নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ দাও এবং জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলো।" আর এ লোকটিও একজন জাহেল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহর শপথ! হুর ইবনে কাইস এ আয়াতটি উল্লেখ করলে উমর তা মোটেই লংঘন করলেন না। তিনি তো আল্লাহর কিতাবের সর্বাধিক অনুগত ছিলেন।

٤٢٨٢- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ۔

৪২৮২. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ অল্লাহ এ আয়াত "খুযিল আফওয়া ওয়া'মুর বিল মা'রুফে"—"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার পথ অনুসরণ করো, ভাল কাজের আদেশ দাও"—মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন সম্পর্কে নাযিল করেছেন। আরেকটি

সনদে আবদুল্লাহ ইবনে বারা' আবু উসামা, হিশাম ও হিশামের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের মাধ্যমে হাদীসটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন:

٤٢٨٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ.

৪২৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনের নিমিত্ত তার নবী (সঃ)-কে নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অনুসরণের আদেশ করেছেন। অথবা বর্ণনাকারী হাদীসটি যেভাবে বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-আনফাল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ.

"লোকেরা তোমাকে গণীমাত বা যুদ্ধলব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলো, যুদ্ধ-লব্ধ অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। তাই এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : الأنفال (আনফাল) অর্থ গণীমাত বা যুদ্ধ-লব্ধ অর্থ। কাতাদা বলেছেন : ريحكم (রীহুকুম) অর্থ যুদ্ধ আর نافل (নাফিল) অর্থ উপহার।"

٤٢٨٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ

৪২৮৪. সা'ঈদ ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে সূরা আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : সূরা আনফাল বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

"নিশ্চিতভাবে বধির ও বোবা লোকগুলো—যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না—আল্লাহর কাছে জঘন্যতম প্রাণী হিসেবে পরিগণিত।"

٤٢٨٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ

الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمْ نَفَرٌ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ

৪২৮৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "যারা বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী চলে না, নিশ্চিতভাবে এরূপ বধির ও বোবা লোকগুলোই আল্লাহর কাছে জঘন্যতম জীব"—এ আয়াতটি বনী আবদুদ্দার গোত্রের কিছু লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ! রসূল যখন তোমাদেরকে জীবনদানকারী বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। জেনে রাখো, আল্লাহ মানুষের মনের কথা জানেন। তোমাদেরকে তাঁরই সামনে একত্রিত করা হবে।" استجيبوا। অর্থ তোমরা সাড়া দাও। لما يحييكم অর্থ যা তোমাদেরকে সংশোধন করবে।

٤٢٨٦- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلّٰى قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ فَمَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَانِيْ فَلَمْ اٰتِهٖ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهٗ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِيَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِي الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ فَذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيَخْرُجَ فَذَكَرْتُ لَهٗ وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا وَقَالَ هِيَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ السَّبْعُ الْمَثَانِيْ۔

৪২৮৬. আবু সাঈদ ইবনে মু'আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যেতে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ না গিয়ে নামায শেষ করলাম এবং পরে গেলাম। তিনি বললেন : তোমার আসতে কি বাধা ছিল? আল্লাহ কি বলেননি—"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর রসূল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও?" তিনি তারপর বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হওয়ার আগে তোমাকে অবশ্যই কোরআনের মহত্তম সূরাটি শিখিয়ে দেব। এরপর একসময় রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদ থেকে চলে যেতে উদ্যত হলে আমি তাঁকে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলাম। (অন্য একটি সনদে) মু'আয ইবনে আবু মু'আয শু'বা ইবনে হাজ্জাজ, খুবাইব খাযরাযী, হাফস ইবনে আসেম ও আবু সাঈদ নামে নবী (সঃ)-এর একজন সাহাবার মাধ্যমে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) এরপর বললেন : ঐ সূরাটি হলো বার বার পাঠ্য সাতটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ـ

"আর ঐ কথাও স্মরণযোগ্য, যা তারা বলেছিল অর্থাৎ হে আল্লাহ! এ যদি সত্য এবং তোমাদের পক্ষ থেকে হয় তাহলে আমাদের ওপর আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো।" ইবনে উয়াইনা বলেছেন : কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা مطر বা বৃষ্টি কথা উল্লেখ করে তা আযাব অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবরা বৃষ্টিকে غيث (গাইস) বলে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : ينزل الغيث من بعد ما قنطوا "তারা নিরাশ হওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন।"

٤٢٨٧ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ـ

৪২৮৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তিদান করো"—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : "আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন, আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে, আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। তারা তো তার বৈধ ব্যবস্থাপকও নয়। মুত্তাকী ছাড়া আর কেউ এর বৈধ ব্যবস্থাপক হতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ـ

"আপনি যে সময় তাদের মাঝে অবস্থান করছিলেন আল্লাহ তখন তাদেরকে আযাব দিতে চাননি। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন।"

٤٢٨٨ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

৪২৮৮. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "হে আল্লাহ! এ যদি সত্য হয় এবং তোমার পক্ষ থেকে হয় তাহলে আসমান থেকে আমাদের ওপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করো অথবা কঠিন শাস্তি দান করো"—আবু জাহল এ কথা বললে নাযিল হলো : "আপনি যতক্ষণ তাদের মাঝে আছেন আল্লাহ ততক্ষণ তাদেরকে আযাব দিতে চান না। আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে আর তিনি তাদেরকে আযাব দিবেন। কিন্তু এখন কি কারণে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিবেন না? এখন তো তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে। অথচ তারা এর বৈধ ব্যবস্থাপক নয়। একমাত্র মুত্তাকীরাই এর বৈধ ব্যবস্থাপক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ.

ফিতনা নির্মূল এবং আল্লাহর দ্বীন পূর্ণরূপে কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।"

٤٢٨٩- عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِيءَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَمَا يَمْنَعُكَ أَلَّا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أُغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُغْتَرَّ بِهٰذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِلٰى آخِرِهَا قَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَعَلْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتّٰى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فَلَمَّا رَأٰى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ

فَمَا قَوْلُكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِيْ فِيْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللّٰهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوْا عَنْهُ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهٰذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

৪২৮৯. নাফে' তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের কাছে এসে বললো, হে আবু আবদুর রহমান! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে কি বলেছেন, তা কি আপনি জানেন না? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "যদি মু'মিনদের দু'টি দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। এরপরেও যদি তাদের মধ্যে একদল অন্যদলের ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে তাহলে যারা বাড়াবাড়ি করছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো—যতক্ষণ না তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়। যদি তারা আল্লাহর হুকুম মেনে নেয়, তাহলে ন্যায় ও ইনসাফ মোতাবেক তাদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।" সুতরাং আল্লাহর কিতাবের হুকুম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে আপনার বাধা কোথায়? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : ভাতিজা, যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার পরিণাম হলো স্থায়ী জাহান্নাম....." সেই আয়াতের ব্যাখ্যা করার চেয়ে এ আয়াতের (যা তুমি উল্লেখ করলে) ব্যাখ্যা করে যুদ্ধ না করা আমার কাছে বেশী পসন্দনীয়। তখন লোকটি বললো, আল্লাহ বলেছেন : "ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।" জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় ইসলামের অনুসারী সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে ইসলাম দুর্বল ছিল, তখনই তো আমরা এ কাজ করেছি। তখন দ্বীন ইসলামের জন্য মানুষ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হতো। হয় তাকে হত্যা করা হতো অথবা বন্দী করা হতো। অবশেষে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং ফিতনা নির্মূল হয়ে গেলো। লোকটি যখন দেখলো, আবদুল্লাহ ইবনে উমর তার সাথে একমত হচ্ছেন না তখন সে প্রশ্ন করে বসলো, আলী ও উসমান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন : আলী ও উসমান সম্পর্কে আমার নতুন কোন কথা নাই। উসমানের কথা বলছো, তাঁকে তো আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা তাঁকে মাফ করা পসন্দ করো না। আর আলী সম্পর্কে বলছো, তিনি তো রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উমর হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, আর দেখতেই পাচ্ছ তাঁর বাড়ী ছিলো এখানে।

٤٢٩٠. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ كَيْفَ تَرٰى فِيْ قِتَالِ الْفِتْنَةِ قَالَ وَهَلْ تَدْرِيْ مَا الْفِتْنَةُ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَ الدُّخُوْلُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

৪২৯০. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : একদিন আবদুল্লাহ ইবনে উমর আমাদের কাছে আসলে এক ব্যক্তি বললো, (লড়াই-ঝগড়া হচ্ছে) আপনি এ ফিতনা-মূলক লড়াই-ঝগড়া সম্পর্কে কি মতামত পোষণ করেন? তিনি বললেন : ফিতনা কি, তা

কি তুমি জানো? মুহাম্মদ (সঃ) মুশরিকদের সাথে লড়াই করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুশরিকদের লড়াই করাটাই ছিল ফিতনা। তাঁর লড়াই তোমাদের লড়াইয়ের মতো রাজত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্য ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ.

"হে নবী! মু'মিনদেরকে লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিতে থাকুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশ-জন ধৈর্যশীল ও দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনুরূপ একশ' জন লোক থাকে তাহলে তারা এক হাজার লোককে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। কেননা তারা এমন জনগোষ্ঠী যারা সত্যিকার উপলব্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি রাখে না।"

৪২৯১- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ اَنْ لَّا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِّنْ عَشَرَةٍ فَقَالَ سُفْيٰنُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَنْ لَّا يَفِرَّ عِشْرُوْنَ مِنْ مِّائَتَيْنِ ثُمَّ نَزَلَتْ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ فَكُتِبَ اَنْ لَّا يَفِرَّ مِائَةٌ مِّنْ مِّائَتَيْنِ وَزَادَ سُفْيٰنُ مَرَّةً نَزَلَتْ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ قَالَ سُفْيٰنُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَاَرٰى الْاَمْرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هٰذَا.

৪২৯১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : যখন এ আয়াতটি নাযিল হলো—"যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে" তখন এটা আবশ্যকীয় করে দেয়া হলো যে, দশজনের মুকাবিলা থেকে একজন পালিয়ে যাবে না। সুফিয়ান (ইবনে উয়াইনা) একাধিকবার বলেছেন : দু'শ' জনের মুকাবিলায় বিশজন পিছপা হবে না। এরপর আবার এ আয়াতটি নাযিল হলো—"এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন কারণ তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা আছে। এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে অনুরূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু'

হাজার লোককে পরাজিত করতে সক্ষম হবে। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।" এ আয়াত নাযিল হলে ঠিক করে দেয়া হলো যে, দু'শ' জনের মুকাবিলায় একশ' জন ঈমানদার পিছপা হবে না। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা একবার মাত্র বেশী সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। পরে নাযিল হলো "হে নবী! মু'মিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে (তাহলে তারা দু'শ' জনের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে)।" সুফিয়ান ও ইবনে শুব্রুমা বলেছেন : "আমর বিল মা'রুফ ও নাহী আনিল মুনকার"—"ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের প্রতিরোধের"—বিষয়টিও আমি অনুরূপ মনে করি।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন তোমাদের মধ্যে যদি একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে। আর তোমাদের মধ্যে যদি অনুরূপ এক হাজার লোক থাকে, তাহলে আল্লাহর হুকুমে তারা দু' হাজার লোককে পরাস্ত করতে পারবে। আর আল্লাহ তো ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন।"

٤٢٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ اَلَّا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِّنْ عَشَرَةٍ فَجَاءَ التَّخْفِيْفُ فَقَالَ اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ-

৪২৯২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দু'শ' জন (কাফের)-কে পরাস্ত করতে পারবে"—এ আয়াত যখন নাযিল হলো এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দশজনের (কাফের) মুকাবিলায় একজন ঈমানদারের পলায়ন না করা ফরজ করা হলো, তখন তা মুসলমানদের জন্য কষ্টকর মনে হলো। তাই এ হুকুমে শিথিলতার নির্দেশ আসলো। আল্লাহ আদেশ করলেন : "এখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানেন, এখনো তোমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে। তাই এখন যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দু'শ' জনকে পরাস্ত করতে পারবে।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, আল্লাহ যেখানে সংখ্যা শিথিল করেছেন সেখানে সেই অনুপাতে মুসলমানদের ধৈর্যেও শিথিলতা এসেছে।

সূরা বারাআত

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"তোমরা যেসব মুশরিকের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছ, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে তার অবসান ঘোষণা করা হলো।১৩

৪২৯৩ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُوْلُ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ. يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ وَاٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ

৪২৯৩. আবু ইসহাক বর্ণনা করেছেন, আমি বারা' ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, (কোরআনের) সর্বশেষ যে আয়াত নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো, يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة আর সর্বশেষ যে সূরা নাযিল হয়েছিল, সেটি হলো সূরা 'বারাআত'।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ

"অতএব (হে মুশরিকদল!) তোমরা পৃথিবীতে চার মাস বেড়িয়ে যাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমান করেই ছাড়বেন।"

৪২৯৪- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْبَكْرٍ فِىْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِىْ مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُوْنَ بِمِنًى اَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَمَرَهُ اَنْ يُّؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِىْ اَهْلِ مِنًى بِبَرَاءَةٍ وَاَنْ لَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

---

১৩. 'বারাআত' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিচ্ছেদ, প্রত্যাখ্যান, স্পষ্ট জবাব প্রভৃতি। তবে এ স্থলে সন্ধি-বিচ্ছেদ; দায়-মুক্ত বা সম্বন্ধ-ছেদন বুঝানো হয়েছে।

৪২৯৪. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নবম হিজরীর) হজ্জে আবূ বকর (রাঃ) আমাকে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, আমি যেন মিনায় কোরবানীর দিন এটা ঘোষণা করে দেই যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কা'বা শরীফে নগ্নদেহে কাউকে তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় আলী (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তুমি গিয়ে সূরা 'বারাআতের' (বিধিবিধানগুলো) ঘোষণা করে দাও। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, সুতরাং আলী (রাঃ)-ও কোরবানীর দিন মিনায় আমাদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সূরা বারাআতের (হুকুমগুলো) মিনায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন —কোন মুশরিকই এ বছরের পর আর হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ـ

"এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরফ থেকে মহান হজ্জের দিনে (জনমণ্ডলীর প্রতি) ঘোষিত হচ্ছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। কিন্তু যদি তোমরা তওবা করো, তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি ঘাড় ফিরে চলে যাও, তবে জেনে রাখ, তোমরা কখনো আল্লাহকে অক্ষম করতে সক্ষম নও। এবং (হে নবী,) আপনি কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর দান করুন! তবে সেই মুশরিকরা ভিন্ন—যাদের সাথে তোমরা সন্ধি স্থাপন করেছিলে, অতঃপর তারা তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি করেনি, তোমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি, নির্ধারিত মুদ্দত পর্যন্ত তাদের সাথে তাদের সন্ধি পরিপূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।

٤٢٩٥ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةٍ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ـ

৪২৯৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) সেই (নবম হিজরীর) হজ্জে আমাকে কোরবানীর দিন ঘোষণাকারীদের সাথে পাঠালেন এবং বললেন, মিনায় ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক, হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেও দেয়া হবে না। হুমাইদ বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) পরে আবার আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ)-কে পাঠালেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, গিয়ে (কাফেরদের সামনে) সূরা বারাআতের নির্দেশগুলো ঘোষণা করে দাও। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-ও আমাদের সাথে কোরবানীর দিন মিনায় এটা ঘোষণা করলেন যে, এ বছরের পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকে নগ্নদেহে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতেও দেয়া হবে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إِلَّا الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি-চুক্তি করে রেখেছে।"

٤٢٩٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِيْ رَهْطٍ يُؤْذِنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَّا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَّلَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُوْلُ يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ـ

৪২৯৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায়-হজ্জের আগের বছর অনুষ্ঠিত হজ্জে আবু বকর (রাঃ)-কে হজ্জ প্রতিনিধিদলের নেতা করে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমাকে এবং আরও কতিপয় লোককে (হজ্জে আগত) লোকদের মধ্যে এ কথা ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক কিছুতেই হজ্জ করতে পারবে না এবং কাউকেই নগ্নদেহে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে দেয়া হবে না। হুমাইদ বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যিল-হজ্জ মাসের দশম দিবস হলো কোরবানীর দিন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَقَاتِلُوْا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ـ

"অতএব, তোমরা (চুক্তিভঙ্গকারী ও ইসলামকে উপহাসকারী) কাফের নেতাদের সাথে যুদ্ধ করো। কেননা, তাদের জন্য এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই বা তাদের চুক্তির এমন কোন আস্থা ও ভরসা নেই—যাতে তারা বিরত হতে পারে।"

٤٢٩٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هٰذِهِ الْآيَةِ إِلَّا ثَلٰثَةٌ وَّلَا مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ تُخْبِرُوْنَا فَلَا نَدْرِيْ فَمَا

بَالُ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَنْقُرُوْنَ بُيُوْتَنَا وَيَسْرِقُوْنَ أَعْلَاقَنَا قَالَ أُولٰئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ .

৪২৯৭. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা হুযাইফা (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেছেন, এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেরেফ তিনজন মুসলমান এবং চারজন মুনাফিক জীবিত আছে। এমনি সময় একজন বেদুঈন বললো, আপনারা সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবী। আমাদেরকে এমন লোকদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করুন, যারা আমাদের ঘরে সিঁদকেটে ঘরের অতি দামী দামী জিনিসগুলো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। কেননা, তাদের হাল-অবস্থা আমরা জানি না। হুযাইফা (রাঃ) বললেন, তারা ফাসেক ও বদ্‌কার (কাফের ও মুনাফিক নয়) এবং তাদের চার ব্যক্তি এখনও জীবিত আছে। আমি তাদেরকে জানি। তাদের একজন তো এত বুড়ো হয়ে গেছে যে, শীতল পানি পান করলেও এর শীতলতাটুকুও সে অনুভব করতে পারে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ -

"যারা সোনা-রূপা কেবল জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুখবর জানিয়ে দিন।"

٤٢٩٨- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ -

৪২৯৮. আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তোমাদের যে কোন লোকের ধন-ভাণ্ডার (যাকাত আদায় না করলে) বিষাক্ত কালসাপে পরিণত হবে।[১৪]

٤٢٩٩- عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ مَرَرْتُ عَلٰى أَبِيْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهٰذِهِ الْأَرْضِ قَالَ كُنَّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هٰذِهِ فِيْنَا مَا هٰذِهِ

---

১৪. অন্য হাদীসে আছে—এরপর সাপটি এই ধনের মালিককে জাপটে ধরবে এবং দংশন করতে থাকবে আর বলবে—আমি তোমার সেই জমা করা সোনা-রূপা ও ধন-সম্পদ।

إِلَّا فِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّمَا لَقِيْنَا وَفِيْهِمْ -

৪২৯৯. যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন, আমি একদা রাবা'যা' নামক স্থানে আবূ যার (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। তাঁকে (সেখানে দেখে) জিজ্ঞেস করলাম, এ জায়গায় আপনার অবতরণ ও অবস্থানের কারণ কি? তিনি বললেন, আমরা সিরিয়ায় ছিলাম। অতঃপর আমি এ আয়াত পড়ে শুনালাম : "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও।" তখন (সিরিয়ার গবর্ণর) মুয়াবিয়া (রাঃ) মন্তব্য করলেন, এ আয়াতটি আমাদের ব্যাপারে নাযিল হয়নি। এটি একমাত্র আহ্‌লি কিতাবদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আবূ যার (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি বললাম, এটা অবশ্যই আমাদের এবং তাদের সবার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে (এ ব্যাপারটিই আমাকে এখানে অবস্থানে বাধ্য করেছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যেদিন (ওই সব) সোনা-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা ওই পুঁজিপতিদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে (এবং তাদেরকে বলা হবে) এ হলো তা-ই; যা তোমরা নিজেদের জন্য পুঞ্জিভূত করে রেখেছিলে। সুতরাং যা নিজেদের জন্য জমা করেছিলে এখন তার মজা ভোগ করো।"

..৪৩- عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا نَزَلَتْ جَعَلَهَا اللّٰهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ

৪৩০০. খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর সংগে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন, এটি হলো যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের কথা। পরে যখন (আল্লাহ তা'আলা) যাকাত ফরয ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন, তখন তিনি ওই যাকাতকে ধনমালের পরিশুদ্ধকারী করে দিয়েছেন।[১৫]

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

---

১৫. অর্থাৎ নির্ধারিত বিধি ও হার মতে যাকাত আদায় করার পর অবশিষ্ট ধন-মাল পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং তখন অবশিষ্ট ধন-মাল জমা রাখা জায়েয। আর যাকাত আদায় না করে ধন-সম্পদ জমা করে রাখলে উক্ত কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

"নিশ্চয় আল্লাহর কিতাবে আসমান-যমীনের সৃষ্টির দিন হতে আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হলো, বার। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য-সরল দ্বীন।"

٤٣٠١- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْأَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ.

৪৩০১. আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন যমানা ও কাল যেরূপ ছিল, এখন চক্রাকারে ঘুরে তার সেই আসলরূপে আবার ফিরে এসেছে। বছরে বার মাস। এর মধ্যে চার মাস পবিত্র। তিন মাস পর পর যুল-কাদা, যুল-হাজ্জা, মুহাররাম ও মুদার গোত্রের রজব মাস—যা জুমাদাল আখের ও শা'বানের মধ্যে অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"যদি তোমরা তাঁর [অর্থাৎ নবী (সঃ)-এর] সাহায্য না করো (তবে কোন ক্ষতি নেই। কেননা,) মূলতঃ আল্লাহ্-ই তাঁকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফেররা তাঁকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করেছিল, যখন তাঁরা উভয়ে (পাহাড়ের) গুহায় ছিলেন, যখন তিনি দু'জনের একজন ছিলেন, যখন তিনি তাঁর সাথীকে বলেছিলেন, চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সংগেই আছেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর ওপর সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁকে এমন সেনাবাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফেরদের কথাকে নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই তো ওপরে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত ও মহাবিজ্ঞানী।"

٤٣٠٢- عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَارِ فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِيْنَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا قَالَ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا.

৪৩০২. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-এর সাথে (সওর) গুহায় ছিলাম। এমনি সময় মুশরিকদের (আসার) চিহ্ন দেখতে পেলাম।

আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! তাদের কেউ একটু পা উঠালেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তখন তিনি বললেন, (হে আবু বকর!) তুমি এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করো, যাদের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ?

٤٣٠٣ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قُلْتُ أَبُوْهُ الزُّبَيْرُ وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُوْ بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ.

৪৩০৩. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মাঝে (বয়'আতের ব্যাপারে) মতভেদ ঘটলে আমি বললাম, তাঁর আব্বা (বেহেশতের সুখবরপ্রাপ্ত দশজনের একজন,) যুবাইর (রাঃ), তাঁর আম্মা আসমা (রাঃ), তাঁর খালা আয়েশা (রাঃ), তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ), তাঁর দাদী [রসূল (সঃ)-এর ফুফু] সাফিয়া (রাঃ)।[১৬]

٤٣٠٤ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَغَدَاوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أُرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَيُحِلَّ حَرَمَ اللهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِيْ أُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أُحِلُّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقُلْتُ وَابْنُ مَنْ الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا أَبُوْهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ الزُّبَيْرَ وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ يُرِيْدُ أَبَا بَكْرٍ وَأُمُّهُ ذَاتُ

---

১৬. তাঁর নানা আবু বকর (রাঃ), যিনি রসূল (সঃ)-এর সাথে সওর গুহায় অবস্থান করেছিলেন। তরজমাতুল বাবের সাথে এ কথাটুকুই সম্পর্কিত। এখানে কারো কারো মতে قلت (আমি বললাম) ক্রিয়াপদের কর্তা হলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

হযরত মু'য়াবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর ছেলে ইয়াযীদ অবৈধ উপায়ে খিলাফতের গদী দখল করে এবং জনগণ থেকে বয়'আত আদায়ের চেষ্টা চালায়। হযরত ইবনে যবুইর (রাঃ) তাঁর বয়'আত করতে অস্বীকার করেন এবং ইয়াযীদের মৃত্যু পর্যন্ত নিজ মতে অটল থাকেন। পরে জনগণের দাবীতে তিনি খিলাফতের পদে আসীন হন এবং হিজায, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে বয়'আত করেন। অতঃপর মারোয়ান ইবনে হাকাম সিরিয়ায় নিজ আধিপত্য কায়েম করে এবং ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর নিযুক্ত গবর্ণর যাহ্হাক্ ইবনে কয়েসকে হত্যা করে। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দীর্ঘদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় কারবালায় হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদ হন। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁদের দু'জনকে তাঁর বয়'আত করার অনুরোধ জানান। তাঁরা তা করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, গোটা মুসলিম মিল্লাত একজন খলীফার অধীনে ঐক্যবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমরা বয়'আত করবো না। একদল লোকও তাঁদের অনুসরণ করলো। তখন ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাদেরকে বন্দী করেন। ইয়াযীদের সেনাপতি মুখ্তার এ খবর পেয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তাঁদের দু'জনকে উদ্ধার করে। পরে ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাঁদের দু'জনের মত চাইলো। কিন্তু তাঁরা মত দিলেন না এবং দু'জনেই তায়েফের দিকে চলে গেলেন। ইবনে আবু মুলাইকা ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর পক্ষে বয়'আত আদায়ের জন্য ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট উক্ত কথাগুলো উল্লেখ করেন। কিংবা ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনে আবু মুলাইকাকে এ সকল কথা বলেন।

النِّطَاقِ يُرِيْدُ اَسْمَاءَ وَاَمَّا خَالَتُهُ فَاُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ يُرِيْدُ عَائِشَةَ وَاَمَّا
عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ خَدِيْجَةَ وَاَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فَجَدَّتُهُ
يُرِيْدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَفِيْفٌ فِي الْاِسْلَامِ قَارِئٌ لِلْقُرْاٰنِ وَاللّٰهِ اِنْ وَصَلُوْنِيْ وَصَلُوْنِيْ مِنْ
قَرِيْبٍ وَاِنْ رَبُّوْنِيْ رَبَّنِيْ اَكْفَاءٌ كِرَامٌ فَاَثَرُ التَّوْيَاتِ وَالْاَسَامَاتِ وَالْحَمِيْلَاتِ
يُرِيْدُ اَبْطُنًا مِنْ بَنِيْ اَسَدٍ بَنِيْ تُوَيْتٍ وَبَنِيْ اُسَامَةَ وَبَنِيْ اَسَدٍ
اِنَّ ابْنَ اَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِيْ الْقُدَمِيَّةَ يَعْنِيْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاِنَّهُ
لَوَلِيُّ زَنَبَةَ يَعْنِيْ ابْنَ الزُّبَيْرِ.

৪৩০৪. ইবনে আবূ মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর মধ্যে (খিলাফত ও বয়'আত সম্পর্কে) মতভেদ হলো, তখন আমি একদিন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সংগে দেখা করে বললাম, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর সংগে যুদ্ধ করা এবং এভাবে আল্লাহর হারামের অবমাননা করা কি ভাল মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, না'উযুবিল্লাহ, এ কাজ তো ইবনে যুবাইর ও বনী উমাইয়ার ভাগেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন। আল্লাহর কসম! আমি তা কখনও হালাল মনে করবো না। ইবনে আবূ মুলাইকা বলেন, লোকজন যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললো, আপনি ইবনে যুবাইর (রাঃ)-এর বয়'আত করুন! তখন তিনি বললেন, তাতে কি অসুবিধা আছে। তিনি এটার উপযুক্ত। কেননা, তাঁর আব্বা অর্থাৎ যুবাইর ইবনে 'আওয়াম (রাঃ) নবী (সঃ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁর নানা আবূ বকর (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর সওর গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর আম্মা আসমা (রাঃ) যাতুন নিতাক ছিলেন। তাঁর খালা আয়েশা (রাঃ) উম্মুল মুমিনীন ছিলেন। তাঁর ফুফু খাদীজা (রাঃ) নবী (সঃ)-এর বিবি ছিলেন। নবী (সঃ)-এর ফুফু সাফিয়া (রাঃ) ছিলেন তাঁর দাদী। এছাড়া ইসলামের মধ্যে তিনি নিজে সদাসর্বদা নিষ্কলুষ ও পাক-পবিত্র ছিলেন, কোরআনের কারী ছিলেন। আল্লাহর কসম! যদি বনী উমাইয়া আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে,—তাদের তা করাই উচিত, কেননা, তারা আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—এবং যদি তারা আমাদের শাসক হয়ে দাঁড়ায়, তবে তারা বংশের দিক দিয়ে আমাদের সমান। কিন্তু ইবনে যুবাইর (রাঃ) বনী আসাদ, বনী তুবাইত, বনী উসামা এসব গোত্রকে আমাদের তুলনায় অধিক আপন করে নিয়েছে। দেখ, আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান আপন চালে নিজ গৌরব সৃষ্টি করে নিয়েছেন। ইবনে যুবাইর তারপরও ওসব লোককেই তাঁর বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছেন। কাজটি কিন্তু তিনি ভাল করেননি।

٤٣٠٥ - عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اَلَا تَعْجَبُوْنَ لِابْنِ الزُّبَيْرِ
قَامَ فِيْ اَمْرِهٖ هٰذَا فَقُلْتُ لَا حَاسِبَنَّ نَفْسِيْ لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِاَبِيْ بَكْرٍ وَّلَا لِعُمَرَ وَلَهُمَا
كَانَا اَوْلٰى بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ اَبِيْ
بَكْرٍ وَّابْنُ اَخِيْ خَدِيْجَةَ وَابْنُ اُخْتِ عَائِشَةَ فَاِذَا هُوَ يَتَعَلّٰى عَنِّيْ وَلَا يُرِيْدُ
ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنِّيْ اُعْرِضُ هٰذَا مِنْ نَفْسِيْ فَيَدَعُهُ وَمَا اَرَاهُ يُرِيْدُ

خَيْرًا وَّإِنْ كَانَ لَابُدَّ لَأَنْ يَّتَرَبَّنِيْ بَنُوْ عَمِّيْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَّتَرَبَّنِيْ غَيْرُهُمْ -

৪৩০৫. ইবনে আবূ মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গেলাম অতঃপর বললাম, আপনি কি দেখেননি যে, ইবনে যুবাইর (রাঃ) খিলাফতের জন্য দাঁড়িয়েছেন? তখন [ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,] আমি মনে মনে বললাম, আমি ভেবে দেখব, তিনি এ পদের উপযুক্ত কি না। হাঁ, আমি আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কখনও কিছু চিন্তা করিনি। কারণ, তাঁরা সবদিক দিয়ে এর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। পুনরায় আমি মনে মনে ভাবলাম, ইবনে যুবাইর তো নবী (সঃ)-এর ফুফুর সন্তান, যুবাইর (রাঃ)-এর পুত্র, আবূ বকর (রাঃ)-এর নাতী, খাদীজা (রাঃ)-এর ভাই-পো, আয়েশা (রাঃ)-এর বোন আসমা (রাঃ)-এর ছেলে। আমার চেয়ে তিনি নিজকে মর্যাদাবান মনে করার এটাই কারণ। এ কারণেই তিনি আমাকে তাঁর আপনজন মানানোর কোনই চেষ্টা করছেন না। তবে আমি নিজের তরফ থেকে আমার মনের এ বিনয় ভাব প্রকাশ করবো না। আমার ধারণা, তিনি আমার প্রতি তত আগ্রহী নন। তবে আমি আপাততঃ তাঁর 'বয়আত' করে ফেলব। কেননা, অন্য কোন ব্যক্তি দেশের শাসক হওয়ার চেয়ে আমার চাচার ছেলে অর্থাৎ আমার আপনজন শাসক হওয়া আমার নিকট উত্তম।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: والمؤلفة قلوبهم- **"এবং অনুরাগী মনবিশিষ্ট যারা, (তাদের জন্যও খরচ করা উচিত)।"**

٤٣٠٦- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَّقَالَ أَتَأَلَّفُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مَّا عَدَلْتَ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ -

৪৩০৬. আবূ সা'য়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ)-এর নিকট কিছু জিনিস আনা হলো। তিনি তা চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে বললেন, আমি এদের মনে অনুরাগ সৃষ্টির জন্য এমনটি করেছি। তখন এক ব্যক্তি মন্তব্য করলো আপনি সুবিচার করেননি। নবী (সঃ) বললেন, এ ব্যক্তির বংশে এমন সব লোক পয়দা হবে, যারা দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে ভেগে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

"ঈমানদারদের মধ্যে দান-সদকা প্রদানে যারা অতি অনুরাগী, তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করে এবং যারা আপন চেষ্টা-শ্রমলব্ধ ভিন্ন আর কিছু পায় না, তাদেরকেও উপহাস করে থাকে, আল্লাহ শিগ্‌গীরই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

٤٣٠٧ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هٰذَا وَمَا فَعَلَ هٰذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتْ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

৪৩০৭. আবু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমাদেরকে সদকা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আমরা মজুরীর বিনিময়ে বোঝা টানতাম। একদিন আবু আকীল (রাঃ) (দানের জন্য) আধাসের খেজুর নিয়ে আসলেন এবং অপর এক ব্যক্তি [আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)] তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ নিয়ে হাযির হলেন। তখন মুনাফিকরা মন্তব্য করতে লাগলো, আল্লাহ এই (তুচ্ছ) সদকার মুখাপেক্ষী নন। আর এই দ্বিতীয় জন একমাত্র লোক-দেখানোর জন্যেই এত ধনমাল দান করেছে। এ সময় আয়াতটি নাযিল হয়।

٤٣٠٨ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ -

৪৩০৮. আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) দান-সদকা করার নির্দেশ দিতেন, তখন আমাদের কেউ কেউ অতি কঠোর পরিশ্রম করে মাত্র এক মুদ্দ[১৭] পরিমাণ গম অথবা খেজুর আনতে সক্ষম হতো (অর্থাৎ অতি সামান্য মাত্র দান করতে পারতাম)। কিন্তু এখন (আল্লাহর মেহেরবানীতে) মুসলমানদের কেউ কেউ এক লাখ পরিমাণ দেয়ার ক্ষমতাও রাখে। (এ কথা বলে) আবু মাসউদ (রাঃ) নিজের প্রতি ইশারা করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ -

"(হে নবী,) আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন (সমান কথা,) —আপনি তাদের জন্য সত্তর বারও যদি মাগফিরাত কামনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না। এর কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস শিগগীরই তাদেরকে উপহাস করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে অতি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"

---

১৭. খেজুর বা গমের পরিমাপ বিশেষ।

٤٣٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفِّنُ فِيْهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا خَيَّرَنِيَ اللهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً وَسَأَزِيْدُهُ عَلَى السَّبْعِيْنَ قَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ.

৪৩০৯. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন এবং তাঁর পিতার কাফন হিসেবে ব্যবহারের জন্য হুযুর (সঃ)-এর নিকট তাঁর জামাটি দেয়ার আবেদন জানালেন। নবী (সঃ) তাঁর জামাটি দিয়ে দিলেন। পুনরায় তিনি তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য হুযুর (সঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানাযা পড়ানোর জন্য উঠতে চাইলেন। এমনি সময় উমর (রাঃ) উঠে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি তার জানাযার নামায পড়তে এবং তার জন্য দো'আ করতে চাচ্ছেন, অথচ আপনার রব তো তা করতে নিষেধ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো বলেছেন : "তুমি তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করো বা না করো, যদি সত্তর বারও তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো, তবুও আমি তাদেরকে মাফ করবো না।" সুতরাং আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করবো। উমর (রাঃ) বললেন, "সে তো মুনাফিক।" (যা হোক,) শেষ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়িয়ে দিলেন। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : "এবং তাদের (মুনাফিকদের) কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তাদের (জানাযার) নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসেক হিসেবেই তারা মরেছে।"

٤٣١٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلَ دُعِيَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّيْ عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ أَخِّرْ عَنِّيْ يَا عُمَرُ

فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرُ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةٍ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

৪৩১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল মারা গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য ডাকা হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ জন্য) উঠতে চাইলে আমি তাঁর জামার পাশ টেনে ধরে আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কি ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়াবেন, যে লোক একদিন এমন এমন কথা বলেছে? যা হোক, আমি তার (কথা ও পদক্ষেপগুলো) রসূল (সঃ)-কে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, অপেক্ষা করো উমর, আমাকে যেতে দাও। কেননা, আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, আমি যদি বুঝতে পারি যে, সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করলে তাকে মাফ করে দেয়া হবে, তবে আমি সত্তর বারের চেয়েও বেশী মাগফিরাত কামনা করবো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন এবং (ওখান থেকে) ফিরে আসা মাত্র সূরা বারা'আতের এ আয়াত দু'টি নাযিল হলো : "তাদের কেউ মারা গেলে কখনো তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং কখনো তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না। এরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি অবিশ্বাস করেছে এবং তারা ফাসেক হিসেবেই মরেছে।"

পরবর্তীকালে উমর (রাঃ) বলে থাকতেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওপর নিজের এ দুঃসাহসের জন্য পরে আমি ভেবে অবাক হতাম! বস্তুতঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।১৮

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ -

"যদি তাদের কেউ মারা যায়, আপনি কখনো তাদের জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তাদের কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না।"

৪৩১১ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ

১৮. আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদীনার মুনাফিকদের নেতৃত্ব দান করতো। এরা প্রকাশ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করেও চিন্তা ও কর্মে ইসলামের বিপরীত চলতো এবং সুযোগ পেলেই ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী রাষ্ট্রে দারুণ ক্ষতি করে ছাড়তো। কিন্তু তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ খাঁটি মুসলমান ও নবী (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে কিংবা দ্বীনের সাথে কিছুটা হলেও তার সম্পর্ক থাকার স্নেহবশতঃ নবী (সঃ) তার নামাযে জানাযা পড়িয়েছিলেন। কিন্তু তারা এত দুরাচারী ছিল যে, আল্লাহ তাতেও নিষেধ বাণী নাযিল করেছেন।

يُكَفِّنَهُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ فَقَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَ إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَنِي اللَّهُ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَقَالَ سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.

৪৩১১. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (মুনাফিক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এলেন। নবী (সঃ) আপন জামাটি তাঁকে দিয়ে দিলেন এবং এটিতে তাঁর পিতার কাফনের ব্যবস্থা করতে বললেন। তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়াতে যেতে লাগলেন। তখন উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর কাপড় টেনে ধরে আরয করলেন, ওতো মুনাফিক, আপনি মুনাফিকের জানাযার নামায পড়াতে কিভাবে যাচ্ছেন? অথচ আল্লাহ মুনাফিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, (হে উমর!) আল্লাহ আমাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন (কিংবা বলেছেন, আল্লাহ আমাকে অবহিত করেছেন) এবং বলেছেন : "আপনি তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন বা না করেন, আপনি সত্তর বারও যদি তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করেন, তবুও আল্লাহ কখনো তাদের মাফ করবেন না।" (এখানে সত্তর বারের উল্লেখ আছে) কিন্তু আমি সত্তর বারের চেয়েও অধিক-বার মাগফিরাত কামনা করবো। রেওয়ায়েতকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তার নামাযে-জানাযা পড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে পড়লাম। তারপর আল্লাহ এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করলেন : "তাদের কেউ মারা গেলে আপনি কখনো তার জানাযার নামায পড়াবেন না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না। (কারণ) তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসেক অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

"তোমরা তাদের কাছে ফিরে গেলে তারা তোমাদের নিকট আল্লাহর নামে কসম করবে (এবং ওজর দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (এবং তাদেরকে ক্ষমার নযরে দেখ)। অতএব, তোমরা তাদের দিকটা উপেক্ষা করে যাও। (তাদেরকে তাদের অবস্থাতেই থাকতে দাও)। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মেরই সাজা।"

٤٣١٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ

هَدَانِيَ اللّٰهُ اَعْظَمَ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَّا اَكُوْنَ كَذَبْتُهٗ فَاَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اُنْزِلَ الْوَحْيُ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

৪৩১২. আবদুল্লাহ ইবনে কা'আব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, (আমার আব্বা) কা'আব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেন, যখন আমি (গড়িমসি করে) তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে পশ্চাতে রয়ে গেলাম [এবং নবী (সঃ) সদলবলে ফিরে আসলেন,] আল্লাহর কসম! তখন আল্লাহ আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করেছেন, আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দানের পর থেকে এ পর্যন্ত এত বড় নেয়ামত আমি আর পাইনি। তা হলো, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার সত্য-কথন। আমি তাঁর সাথে মিথ্যা কথা বলিনি। যদি বলতাম, তবে ধ্বংস হয়ে যেতাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছে মিথ্যাবাদী মুনাফিকরা। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন: "যখন তোমরা (মদীনায়) তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখনই তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর (নামে) কসম করবে (এবং নানা ওযর দেখাবে,) যেন তোমরা তাদের দিক থেকে উপেক্ষা করে যাও। অতএব, তোমরা তাদের ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। নিশ্চয় তারা অপবিত্র এবং তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো জাহান্নাম। এ হলো তাদের কৃতকর্মের সমুচিত সাজা। তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনো এ ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ.

"তারা তোমাদের নিকট কসম করবে, যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযি হয়ে যাও। তোমরা তাদের প্রতি রাযি হলেও আল্লাহ কখনও এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি রাযি হবেন না।"
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"এবং অন্যান্যরা নিজেদের অপরাধ ও গুনাহসমূহ স্বীকার করেছে, তারা নেক আমল ও অন্যান্য বদ আমল মিশিয়ে ফেলেছে। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়াবান।"

৪৩১৩- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنَا اَتَانِيَ اللَّيْلَةَ

اِتْيَانِ فَابْتَعَثَانِيْ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى مَدِيْنَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَّلَبِنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاٍ وَشَطْرٌ كَاَقْبَحِ مَا اَنْتَ رَاٍ قَالَا لَهُمْ اِذْهَبُوْا فَقَعُوْا فِيْ ذٰلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوْا فِيْهِ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوْا فِيْ اَحْسَنِ صُوْرَةٍ قَالَا لِيْ هٰذِهٖ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَا اَمَّا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَانُوْا شَطْرٌ مِّنْهُمْ حَسَنٌ وَّشَطْرٌ مِّنْهُمْ قَبِيْحٌ فَاِنَّهُمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

৪৩১৩. সামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, রাত্রে দু'জন ফেরেশতা এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে এমন এক প্রাসাদে নিয়ে গেল, যা সোনা ও রূপার ইট দ্বারা নির্মিত। সেখানে আমি এমন কিছু লোকের দেখা পেয়েছি, যাদের দেহের একাংশ খুবই সুশ্রী এবং অপরাংশ অত্যন্ত বিশ্রী। এমনটি তোমরা আর কখনো দেখনি। ফেরেশতা দু'জন তাদেরকে বললো, এই ঝর্ণায় গিয়ে তোমরা ডুব দাও। তারা ওতে গিয়ে লাফিয়ে পড়লো এবং তারপর ফিরে আসলো। তখন তাদের কুৎসিৎ আকৃতি সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। এখন তারা সুন্দর আকৃতি লাভ করলো। ফেরেশতারা আমাকে বললো, এটি 'আদন' বেহেশ্‌ত। এটাই হলো আপনার স্থায়ী ঠিকানা। তারপর ফেরেশতারা বুঝিয়ে বললো, আপনি যেসব লোকের শরীরের অর্ধেক সুশ্রী এবং অর্ধেক কুশ্রী দেখেছেন, তারা হলো এমন সব লোক, যারা দুনিয়াতে ভালো-মন্দ দু'ধরনের কাজই করেছে এবং নেক ও বদ্‌আমলকে মিশিয়ে ফেলেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

"মুশরিকরা সুনিশ্চিতভাবে জাহান্নামের অধিবাসী—এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর নবী এবং ঈমানদারদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা সাজে না। তারা এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হলেও না।"

৪৩১৪ - عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَهٗ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْ عَمِّ قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَّعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ اُمَيَّةَ يَا اَبَا طَالِبٍ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اُنْهَ عَنْكَ فَنَزَلَتْ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ۔

৪৩১৪. মুসাইয়্যাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আবু তালিবের ওফাত আসন্ন হয়ে দেখা দিলে, নবী (সঃ) তাঁর নিকট এলেন। এ সময় সেখানে আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াও বসা ছিল। নবী (সঃ) বললেন, হে চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলুন, আমি এটাকে আল্লাহর নিকট আপনার নাজাতের জন্য দলীল হিসেবে পেশ করব। এ কথা শুনে আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া বলে উঠলো, হে আবু তালিব, মৃত্যুকালে বুঝি তুমি তোমার পিতা আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? (ফলে আবু তালিব আর ঈমান আনল না) তখন নবী (সঃ) বললেন, (হে চাচা,) আমি আপনার জন্য নিষেধ বাণী না আসা পর্যন্ত মাগফিরাত কামনা করতে থাকবো। তখন (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল হয়।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

"অবশ্যই আল্লাহ নবী, মুহাজিরীন ও আনসারগণের ওপর মেহেরবানী করেছেন—যারা নিদারুণ সংকটকালেও নবীর অনুসরণ করেছিল, তাদের এক ভাগের অন্তর বাঁকা হয়ে যাওয়ার উপক্রম হওয়া সত্ত্বেও (তারা ঠিক ছিল)। তারপর আল্লাহ তাদের ওপরও মেহেরবানী করলেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি কোমল ও দয়াবান।"

৪৩১৫. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا قَالَ فِيْ اٰخِرِ حَدِيْثِهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ

৪৩১৫. কা'ব (রাঃ) যখন দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন, তখন তাঁর ছেলেদের মধ্যে যার সহায়তায় তিনি চলতেন, সেই ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব বর্ণনা করেছেন, আমি (আমার আব্বা) কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর নিকট ওয়ালাস সালাসাতিল্লাযীনা খুল্লিফু এই আয়াত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তাঁর বর্ণনার সর্বশেষে এ কথা বলতেন, আমি আমার তওবা কবুল হওয়ার আনন্দে আমার সমস্ত ধনসম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পথে দান করে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নবী (সঃ) (আমাকে বললেন, (সমস্ত ধন-মাল দান করো না) এর এক ভাগ দান করো এবং এক ভাগ নিজের জন্য রেখে দাও। সেটাই তোমার জন্য উত্তম হবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"এবং সেই তিনজনের প্রতিও (আল্লাহ্ মেহেরবানী করেছেন), যারা (গড়িমসি করে) পেছনে রয়ে গিয়েছিল। এমনকি পৃথিবী বিশাল ও প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ওপর অতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের ওপর তাদের নিজেদের জীবনও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিলো যে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোথাও আশ্রয় নেই। তারপর আল্লাহ্ তাদের ওপর মেহেরবানী করলেন—যেন তারা তাদের তওবার ওপর কায়েম থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্-ই হলো তওবা কবুলকারী, মেহেরবান।"

٤٣١٦ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِيْ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ تِيْبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ قَالَ فَاجْتَمَعْتُ صِدْقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى وَكَانَ قَلَّ مَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلَّا ضُحًى وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِيْ وَكَلَامِ صَاحِبَيَّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ غَيْرَنَا فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلَامَنَا فَلَبِثْتُ كَذٰلِكَ حَتّٰى طَالَ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ فَلَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ يَمُوْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَكُوْنَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِيْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَلِّيْ عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَوْبَتَنَا عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ حِيْنَ بَقِيَ الثُّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِيْ شَأْنِيْ مُعْنِيَةً فِيْ أَمْرِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلٰى كَعْبٍ قَالَتْ أَفَلَا أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِّرُهُ قَالَ إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُوْنَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتّٰى إِذَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ

حَتّٰى كَانَتْ قِطْعَةٌ مِّنَ الْقَمَرِ وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلٰثَةُ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا خُلِّفْنَا عَنِ
الْأَمْرِ الَّذِيْ قُبِلَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اعْتَذَرُوْا حِيْنَ أَنْزَلَ اللّٰهُ لَنَا التَّوْبَةَ
فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُتَخَلِّفِيْنَ وَاعْتَذَرُوْا
بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوْا بِشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ قَالَ اللّٰهُ يَعْتَذِرُوْنَ إِلَيْكُمْ
إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّٰهُ مِنْ
أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ـ

৪৩১৬. আবদুল্লাহ ইবনে কা'য়াব ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন, আমি আমার আব্বা কা'য়াব ইবনে মালেক থেকে শুনেছি। যে তিনজনের তওবা কবুল করা হয়েছিল, তিনি তাদের একজন। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে দু'টি ভিন্ন আর কোন যুদ্ধেই অংশগ্রহণ হতে পশ্চাতে থাকিনি। সে দু'টি হলো বদরযুদ্ধ ও তাবুক অভিযান। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রাতঃকালে মদীনায় ফিরে এলে আমি মিথ্যা বাহানার পরিবর্তে সত্য কথা বলার পাকা সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি কোনও সফর হতে সাধারণতঃ প্রাতঃকালেই ফিরে আসতেন এবং সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়তেন। (তাবুক থেকে এসে) নবী (সঃ) আমার সাথে এবং আমার দু'জন সাথীর সঙ্গে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানে অন্য যারা বিরত ছিল, তাদের কারো সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ করলেন না। সুতরাং লোকেরা আমাদের তিনজনকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। আমাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। এভাবেই আমার দীর্ঘ-দিন কেটে গেল। আমার নিকট সবচেয়ে দুঃখজনক ও গুরুতর ব্যাপার এই ছিল যে, কোথাও এ হালেই আমার মরণ এসে না যায়, আর নবী (সঃ) আমার জানাযার নামায পড়াতে রাযি না হয়ে বসেন! অথবা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে না যান, আর মানুষের মাঝে আমার অবস্থা তদ্রূপই থেকে না যায়! কেউ আমার সাথে কথাও বলবে না, (মরলে) কেউ আমার জানাযার নামাযও পড়াবে না! (অবশেষে পঞ্চাশ দিন পর) আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে তাঁর নবী (সঃ)-এর ওপর আয়াত নাযিল করলেন। তখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল। সে রাত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-এর ওখানে ছিলেন। উম্মে সালামা (রাঃ) আমার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতেন এবং আমার ব্যাপারে অনেক সুপারিশ করতেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেন, হে উম্মে সালামা, কা'য়াব-এর তওবা কবুল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তাঁকে সুখবর দানের জন্য আমি কি কাউকে তাঁর নিকট পাঠাবো? নবী (সঃ) বললেন, (খবর পেলে) এ সময় সব লোক (এখানে) জমা হয়ে যাবে। ফলে তারা তোমার গোটা রাতের ঘুম মাটি করে ছাড়বে। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের নামায আদায়ের পর (লোকদের মধ্যে) আমাদের তওবা কবুলের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এ সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা মুবারক আনন্দে চাঁদের মত চমকাচ্ছিল। বস্তুতঃ খুশীর সময় হুজুর (সঃ)-এর চেহারা অনুরূপভাবেই চমকাতো। যেসব মুনাফিক মিথ্যা ওযর-আপত্তি দর্শিয়ে রেহাই পেয়েছিল, তাদের চেয়ে তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আমরা তিনজন পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। পরে আল্লাহ আমাদের তওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেন। (তাবুক-অভিযানে) পশ্চাদবর্তীদের যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা কথা বলেছে এবং

যারা মিথ্যা ওযর-আপত্তি পেশ করেছে, আল্লাহ তাদের এত নিন্দাবাদ করেছেন যে, এতটা নিন্দা সহকারে আর কারও উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন : "(হে নবী,) আপনি (মদীনায়) তাদের নিকট ফিরে আসলে তারা আপনাদের সামনে এসে নানা ওযর-আপত্তি দর্শাতে থাকবে। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমরা অযথা ওযর পেশ করো না, তোমাদের ওযর কখনও আমরা বিশ্বাস করবো না। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের সব খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রসূল অচিরেই তোমাদের ক্রিয়াকান্ড দেখে নেবেন। অতঃপর গায়েব ও হাযির অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু যিনি জানেন, তাঁর নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তখন আমি তোমাদেরকে সে সবই জানিয়ে দেব, যা তোমরা করেছিলে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"

٤٣١٧ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوْكَ فَوَاللّٰهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلَاهُ اللّٰهُ فِيْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِيْ مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا كَذِبًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنْ لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

৪৩১৭. আবদুল্লাহ ইবনে কা'য়াব ইবনে মালেক (যিনি কা'য়াব ইবনে মালেককে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর ধরে চালাতেন) বর্ণনা করেছেন, কা'য়াব ইবনে মালেক (রাঃ) তাবুক অভিযানে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন,—তাঁদের ঘটনা বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন, আল্লাহর কসম! সম্ভবতঃ আল্লাহ সত্য কথা বলার কারণে আর কাউকে এত বড় নেয়ামত দান করেননি, যতটা অনুগ্রহ তিনি আমার ওপর করেছেন? যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাবুক অভিযানে পশ্চাতে থেকে যাওয়ার ঠিক ঠিক কারণ বর্ণনা করে দিয়েছি, তখন থেকে আজি পর্যন্ত কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূল (সঃ)-এর ওপর 'লাকাদ তাবাল্লাহু থেকে কুনু মা'য়াস সাদিকীন" পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

"নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য হতেই তোমাদের নিকট রসূল আগমন করেছেন, তোমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য ও কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণকামনায় আকুল, ঈমানদারদের প্রতি অতি স্নেহশীল ও দয়াপ্রবণ।"

٤٣١٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ اَرْسَلَ اِلَيَّ اَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ اَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّ عُمَرَ اَتَانِيْ فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ وَاِنِّيْ اَخْشٰى اَنْ يَّسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّآءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اِلَّا اَنْ تَجْمَعُوْهُ وَاِنِّيْ لَاَرٰى اَنْ تَجْمَعَ الْقُرْاٰنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ اَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِيْ فِيْهِ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ لِذٰلِكَ صَدْرِيْ وَرَاَيْتُ الَّذِيْ رَاٰى عُمَرُ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهِمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْاٰنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللّٰهِ لَوْ كَلَّفَنِيْ نَقْلَ جَبَلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ اَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا اَمَرَنِيْ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْاٰنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ اَزَلْ اُرَاجِعُهُ حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِيْ لِلَّذِيْ شَرَحَ اللّٰهُ لَهُ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْاٰنَ اَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالْاَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُوْرِ الرِّجَالِ حَتّٰى وَجَدْتُّ مِنْ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ اٰيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ لَمْ اَجِدْهُمَا مَعَ اَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ

رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهِ الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

৪৩১৮. যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)—যিনি অহী লেখকদের একজন ছিলেন—বর্ণনা করেছেন, আবু বকর (রাঃ) (তাঁর খিলাফতকালে) আমার নিকট একজন লোক পাঠালেন। এ সময় ইয়ামামার যুদ্ধ চলছিল। আমি আসলাম, উমর (রাঃ)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। তিনি বললেন, উমর আমার নিকট এসে বলেছেন : "ইয়ামামার যুদ্ধ তীব্রতর হচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছে, হাফেজগণ সবাই যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হয়ে যান নাকি এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের বেশীর ভাগ এভাবে চলে যায় নাকি। এ জন্যে কোরআনকে একত্রে সন্নিবেশ ও সংকলন করাটা আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।" আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি উমর (রাঃ)-কে এ জবাব দিয়েছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে কাজ করেননি, আমি সেটা কিভাবে করতে পারি। তখন উমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! তা করাই কল্যাণকর হবে। উমর (রাঃ) বার বার এ কথায় আমার ওপর জোর দিয়ে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ জন্য আমার বক্ষকে প্রসারিত করে দেন (অর্থাৎ সমস্যাটি অনুধাবন করতে আমি সক্ষম হই) এবং এ ব্যাপারে আমার রায়ও উমরের রায়ের মতই হয়ে যায়। উমর (রাঃ) তখন তাঁর নিকট নিশ্চুপ হয়ে বসেই রইলেন, কোন কথাই বলছেন না। যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, তখন আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন : "দেখ, তুমি যুবক এবং বুদ্ধিমান। আমরা তোমার ওপর ভুল ও মিথ্যারোপ করি না (অর্থাৎ সত্য বলে বিশ্বাস করি)। কেননা, তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ওহী লিখে থাকতে। সুতরাং এ মহৎ কাজের আঞ্জাম তুমিই দিয়ে দাও। কোরআন তালাশ করে নাও এবং তা সংগ্রথিত ও সন্নিবেশিত করো।" আল্লাহর কসম! একটি পাহাড় স্থানান্তর করতে যদি আমাকে বাধ্য করা হতো, সেটা আমার নিকট এ কোরআন সংগ্রথনের নির্দেশের তুলনায় সহজতর ও হাল্কা বলে মনে হতো। আমি বললাম, নবী (সঃ) যে কাজ করেননি, সে কাজ আপনারা কিভাবে করবেন? তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন : "আল্লাহর কসম! এটা করাটাই কল্যাণকর হবে।" অতঃপর আমিও বার বার আমার কথার ওপর জোর দিতে লাগলাম। পরিশেষে আল্লাহ যেটা অনুধাবনের জন্য আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-এর বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছেন, সেটা বুঝার জন্য তিনি আমার বক্ষকেও প্রশস্ত করে দিলেন (অর্থাৎ ব্যাপারটি অনুধাবনে তাঁদের ন্যায় আমিও সক্ষম হলাম)। অতঃপর আমি উঠে গিয়ে কোরআন তালাশে লেগে গেলাম এবং হাড়, চামড়া, খেজুরের ডালের বাকলে এবং মানুষের বক্ষ (অর্থাৎ স্মরণ) থেকে তা সংগ্রহ করলাম। শেষে খুযাইমা আনসারীর নিকট সূরা তওবার দু'টি আয়াত (লিখিত) পেলাম। তিনি ছাড়া আর কারো কাছে এ দু'টি আয়াত আমি পাইনি। (সে দু'টি আয়াতের একটি হলো)— "লাকাদ জা'আকুম থেকে রউফুর রাহীম" পর্যন্ত। (আর দ্বিতীয় আয়াতটি হলো)— তাওয়াল্লাও থেকে আরশিল আযীম" পর্যন্ত (এ আয়াতের মানে) "অতঃপর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আপনি বলে দিন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই হলেন আরশে আযীমের মালিক।"

অতঃপর এ সংগ্রথিত ও জমা করা কোরআন আবু বকর (রাঃ)-এর ওফাত পর্যন্ত তাঁর নিকট ছিল, তারপর উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো। তাঁর ওফাত হওয়া পর্যন্ত এটি তাঁর কাছেই ছিল। তারপর এটি হাফসা বিনতে উমর (রাঃ)-এর নিকট এলো।

অন্য এক সনদে ইবনে শিহাব থেকেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে খুযাইমার স্থলে আবু খুযাইমা আনসারী বলা রয়েছে।

আরেক সনদে ইবরাহীম হতেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ হাদীসে কেবল 'খুযাইমা' অথবা 'আবু খুযাইমা' নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সূরা ইউনুস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ هُوَ الْغَنِيُّ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান ধারণ করেছেন তিনি (এ থেকে) পরম পবিত্র। তিনি মহা ধনবান। আসমান-যমীনে যা-কিছু আছে সবকিছু তাঁরই। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনই দলিল-প্রমাণ নেই। তোমরা যা জান না, তা-ই কি আল্লাহ্র ওপর আরোপ করে বর্ণনা করছ?"

যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন : قدم صدق এর মর্ম হলো মুহাম্মদ (সঃ)-এর জাত বা সত্তা। মুজাহিদ বলেছেন, এর মর্ম কল্যাণ ও সফলতা। تلك ايات এর মানে হলো, এ হচ্ছে কুরআনের নিদর্শনাবলী। যেমন— و جرين بهم মানে এই নৌযানগুলো তোমাদেরকে নিয়ে বয়ে চলে। دعواهم এর অর্থ তাদের দোয়া। احيط بهم - এর মানে হলো, তাদেরকে ঘিরে ফেলল অর্থাৎ তারা ধ্বংসের নিকটবর্তী হলো যেমন و حطت به خطيئته এর মানে হলো, গুনাহগুলো তাদেরকে চারদিক দিয়ে বেষ্টন করে ফেলেছে।

فاتبعهم - এর অর্থ সে তাদের অনুসরণ করলো। عدوا এর মানে, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। মুজাহিদ বলেছেন : يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير এর মানে, মানুষ ক্রুদ্ধাবস্থায় নিজের সন্তান-সন্ততি ও ধনমাল সম্পর্কে রাগ ঝাড়া ও বদদোয়া করা যে, আয় আল্লাহ্, বরকত দিও না এবং এর ওপর লা'নত কর। لقضى اليهم اجلهم। অর্থাৎ তাদের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। সে যাকে বদদোয়া করে সে ধ্বংস হয়ে যায়। للذين احسنوا الحسنى অর্থাৎ যারা ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য অধিক মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি রয়েছে। অন্যেরা বলেন, অধিক দ্বারা আল্লাহর দীদার ও দর্শন বুঝানো হয়েছে। الكبرياء মানে বুজুর্গী ও বাদশাহী।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا

وَعَدْوًا حَتّٰى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

"এবং আমি বনী ইসরাইলদেরকে সমুদ্র পার করে দিয়েছিলাম। অতঃপর ফিরাউন ও তার সেনাদল শত্রুতা ও বিদ্রোহিতা বশতঃ তাদেরকে অনুসরণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সে (সমুদ্রে) ডুবে যেতে লাগলো, তখন বলে উঠলো, বনী ইসরাইল যার প্রতি ঈমান এনেছে আমিও তার প্রতি ঈমান আনলাম যে, নিশ্চয় তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত।"

ننجيك ببدنك-এর মানে, আমি তোমার লাশকে সুউচ্চ স্থানে সুরক্ষিত রাখব। যেন লোকেরা তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।১১

৪৩১৯ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هٰذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسٰى مِنْهُمْ فَصُومُوا۔

৪৩১৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) (হিজরত করে) মদিনা আগমন করলেন। তখন ইহুদী সম্প্রদায় আশুরার রোযা রাখতো এবং এর কারণ এই বর্ণনা করতো যে, এটা সেই দিন, যেদিন মূসা (আঃ) ফিরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিলেন এবং ফিরাউন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সমুদ্রে ডুবে মরেছিলো। সুতরাং নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বললেন, মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে ইহুদীদের তুলনায় তোমরাই অধিক হকদার। অতএব, তোমরাও (আশুরার) রোযা রাখ।

সূরা হূদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

১১. ফিরাউনের মৃতদেহ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন : "আমি তোমার লাশকে সুউচ্চ স্থানে সুরক্ষিত করে রাখব যেন তোমার পরবর্তীকালের লোকদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকে।" প্রাচীনকালের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম মিসরের সুউচ্চ পিরামিডের অভ্যন্তরে ফিরাউনদের মৃত দেহগুলো আবিষ্কৃত হয়। এগুলো এমনভাবে 'মমি' করে রাখা হয় যে, হাজার হাজার বছর পরও এগুলো কোনরূপ নষ্ট হয়নি।

"সাবধান, তারা নিজনিজ বক্ষ সংকুচিত করেছে, যেন আল্লাহ থেকে (গোপন কথাগুলো) লুকিয়ে রাখতে পারে। হুঁশিয়ার যখন তারা নিজদেরকে বস্ত্রে আবৃত করে, তখনও আল্লাহ সবই জানেন, যা তারা গোপনে করে আর যা প্রকাশ্যে করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের অন্তর্নিহিত বিষয়ও অবগত আছেন।"

٤٣٢٠- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنَوْنِي صُدُورَهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذٰلِكَ فِيهِمْ-

৪৩২০. মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এভাবে পড়তে শুনেছেন : الا انهم يثنو لى صدو رهم। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কতিপয় লোক উন্মুক্ত আকাশের নীচে খোলা জায়গায় পেশাব, পায়খানা বা স্ত্রী-সহবাস করার সময় ঘাবড়ে যেত এবং লজ্জাবোধ করতো। যদ্দরুন তারা ঝুঁকে ঝুঁকে এসব কাজ সারতো। তখন তাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়।

٤٣٢١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قُلْتُ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحْيِي أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحْيِي فَنَزَلَتْ أَلَا إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ-

৪৩২১. মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাদ ইবনে জা'ফর বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) الا انهم تثنو لى صدو رهم পড়লেন, তখন আমি আরয করলাম, হে আবুল আব্বাস : تثنو نى صدو رهم এর মর্মার্থটা কি? তিনি বললেন, কতিপয় ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করতে কিংবা পেশাব-পায়খানায় বসতে উলঙ্গ হতে লজ্জাবোধ করতো। (তারা মনে করতো, আল্লাহ্ আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন)। তখন الا انهم تثنو لى صدو رهم এই আয়াত নাযিল হলো।

٤٣٢٢- عَنْ عَمْرٍو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشُونَ يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ شَيْءٌ يَهُمُّ سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ذِرْعًا بِأَضْيَافِهِ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ لِسَوَادٍ وَقَالَ أُنِيبُ أَرْجِعُ

এ মমিগুলোর মধ্যেই ফিরাউন দ্বিতীয় রামিসিসের মমিই মূসা (আঃ)-এর সমকালীন সমুদ্রে ডুবে মরা ফিরাউনের মৃতদেহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৪৩২২. আমরা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াত الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه - الا حين يستغشون ثيابهم এভাবে পড়লেন। অন্যেরা বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) يستغشون এর মানে বলেছেন, তারা নিজ নিজ মাথা ঢাকত। سيء بهم মানে স্বজাতি সম্পর্কে কুধারণা হলো। ضاق بهم মানে, নিজের মেহমানকে দেখে দুঃখিত হলো। بقطع من الليل মানে রাতের অন্ধকারে। মুজাহিদ বলেছেন: اوب। মানে আমি ফিরে আসছি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : وكان عرشه على الماء "এবং তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল।"

٤٣٢٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُ اللّٰهِ مَلْاٰى لَا تَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ اَرَاَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ فَاِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِىْ يَدِهٖ وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ -

৪৩২৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলেছেন : (হে আমার বান্দাহ,) তুমি (আমাকে) দাও। তাহলে আমি তোমাকে দেব। কেননা আল্লাহর ভান্ডার পরিপূর্ণ ও অফুরন্ত। দিন-রাত একাধারে খরচ করলেও খালি হবার নয়। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না, আল্লাহ যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কি পরিমাণ ব্যয় করেছেন? কিন্তু এত করেও তাঁর ভান্ডারে কোন নেয়ামতেই সামান্যতম কমতিও আসেনি এবং আল্লাহর আরশ পানির ওপর। তাঁর হাতে (রিযিকের) পাল্লা। তিনি যেদিকেই চান, ঝুঁকিয়ে দিয়ে থাকেন এবং যার জন্য ভাল মনে করেন, ওপরে তুলে দেন।২০

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ -

"এবং সাক্ষ্যদাতারা বলবে, এরাই হলো সেসব লোক, যারা তাদের পরোয়ারদিগারের ওপর মিথ্যারোপ করেছিলো। সাবধান! যালিমদের ওপর আল্লাহর লানত।"

٤٣٢٤ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوْفُ اِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ﷺ فِى النَّجْوٰى فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ يُدْنٰى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَّبِّهٖ وَقَالَ هِشَامٌ يُدْنُوا الْمُؤْمِنُ حَتّٰى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهٗ

২০. অর্থাৎ যাকে চান বেহিসাব রিযিক দান করেন, আর যার জন্য চান, সংকুচিত করে দেন। আরশ রূপক শব্দ। তা হলো, মহিম, সম্রাজ্য, সার্বভৌমত্ব আধিপত্য ও মালিকানার প্রতীক।

فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ مَرَّتَيْنِ فَيَقُولُ سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْآخَرُونَ أَوِ الْكُفَّارُ فَيُنَادَى عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ -

৪৩২৪. সাফওয়ান ইবনে মুহ্‌রিয বর্ণনা করেছেন। একদিন আমি ইবনে উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে (কাবা শরীফ) তওয়াফ করছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি এসে হাযির হলো এবং ইবনে উমর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললো, হে আবু আবদুর রহমান, কিংবা বলেছে, হে ইবনে উমর (রাঃ), আপনি কি নবী (সঃ) থেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা এবং ঈমানদারদের মধ্যকার গোপন আলোচনা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, আমি শুনেছি, নবী (সঃ) বলেন, (কিয়ামতের দিন) ঈমানদারকে রব্বুল আলামীনের এত নিকটে আনা হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারের কাঁধে কুদরতী হাত রেখে তার গুনাহ সমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, অমুক গুনাহ জানা আছে কি? মনে আছে কি? ঈমানদার বলবে, হে আমার পরোয়ারদিগার, আমি আমার গুনাহর কথা স্বীকার করছি, এমন এমন গুনাহ অবশ্যই আমার থেকে সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এভাবে দু'বার ঈমানদার স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ্ ও অপরাধ গোপন রেখেছি। কিন্তু আজ তোমাকে মা'ফ করে দিচ্ছি। তারপর তাহার নেক কাজসমূহের আমলনামা ভাঁজ করে (তার হাতে) দেয়া হবে।

পক্ষান্তরে অপর দল তথা কাফেরদেরকে সাক্ষী-সমক্ষে ডেকে বলা হবে, এরাই ছিল সেসব লোক, যারা তাদের রবের ওপর মিথ্যারোপ করেছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"এবং এরূপই তোমার রবের পাকড়াও, যখন তিনি যালিমদের কোন বসতিকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও অতি কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।'

٤٣٢٥ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.

৪৩২৫. আবু মূসা [আশ'য়ারী (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যালিমদেরকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।২১ এ কথা বলে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন।
"এবং এরূপই তোমার.....কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ।"

২১. যালিম যদি কাফের ও মুশরিক হয় এবং যুলুমে বাড়াবাড়ি করে কখনো তাকে ছেড়ে দেয়া

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ـ

"এবং তোমরা দিনের দু'ভাগে ও রাত্রের প্রথমাংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় নেক কাজসমূহ বদ আমলসমূহকে দূর করে। স্মরণকারীদের জন্য এটা উপদেশবাণী।২২

٤٣٢٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ـ قَالَ الرَّجُلُ إِلٰى هٰذِهِ قَالَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِيْ ـ

৪৩২৬. ইবনে মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। কোন এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে চুমু দিয়ে ফেলল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে এই (অসংযত আচরণের) কথা উল্লেখ করলো (এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন জানালো)। তখন তার এ ঘটনা উপলক্ষে উক্ত আয়াত নাযিল করা হলো, "এবং তোমরা দিনের দু'ভাগে.....উপদেশ বাণী।" তখন লোকটি জিজ্ঞেস করলো (হে রসূল!) এ হুকুম কি কেবল আমার জন্য, না সকলের জন্য? তিনি বললেন, আমার উম্মতের যে কেউ নেক আমল করবে, এ হুকুম তারই জন্য।২৩

সূরা ইউসুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلٰى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

হয় না। আর যদি মুমিন হয় তবে তাকে যুলুম থেকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেয়া হবে। তওবা না করলে তাকেও যথাসময় পাকড়াও করা হয়, আল্লাহ যখন পাকড়াও করেন, তখন আর রেহাই কেউ পায় না। তা যেকোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জনপদই হোক না কেন।

২২. আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্দেশ করা হয়েছে। দিনের দু'ভাগের প্রথম ভাগে হলো ফজরের নামায, দ্বিতীয়ভাগে যোহর ও আসরের নামায এবং রাত্রের প্রথমাংশে হলে মাগরিব ও এশার নামায। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে বেতের নামায যে ওয়াজিব; এ আয়াত হলো তার প্রমাণ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আয়াতে 'হাসানাত' এর মর্মার্থ হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কারণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা যাবতীয় সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

২৩. এ হাদীস অনুযায়ী উম্মতের যারা নেককার, তাঁদের নেক আমলগুলো হলো তাঁদের গুনাহ-

"এবং আল্লাহ তোমার ওপর ও (তোমার পিতা) ইয়া'কুবের বংশের ওপর তাঁর নেয়ামত-রাজি সম্পূর্ণ করতে চান, যেমনি তিনি এর আগে তা পরিপূর্ণ করেছেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের ওপর।২৪ নিশ্চয় তোমার রব মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী।"

٤٣٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ

৪৩২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, সম্মানিত ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র, সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন ইউসুফ (আঃ), তাঁর পিতা ইয়াকুব (আঃ), দাদা ইসহাক (আঃ), পরদাদা ইবরাহীম (আঃ) সবাই নবী ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মধ্যে প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

٤٣٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ النَّاسِ اَكْرَمُ قَالَ اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ بْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِيِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا

৪৩২৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো. (আল্লাহ তা'আলার কাছে) সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, লোকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী, সে-ই হলো সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। লোকজন বললো, আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তবে (খান্দানের দিক দিয়ে) সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হলেন ইউসুফ (আঃ), তিনি নবীর পুত্র, নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীলের প্রপৌত্র। লোকজন আরয করলো, আমরা এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করিনি। তিনি বললেন, তা হলে সম্ভবত তোমরা আরবের খান্দান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছো। তারা জবাব দিল, জি-হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে জাহেলিয়াতে যে সর্বাধিক উত্তম, ইসলামেও সে-ই সর্বাধিক উত্তম। তবে শর্ত হলো, যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ

সমূহের কাফ্ফারা। তাই যে কোনো ঈমানদার নেক আমল করলে তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তবে কবীরা গুনাহ মাফ পেতে হলে তওবা করতে হবে।

২৪. আয়াতে নেয়ামত বলে নবুওয়াত বুঝানো হয়েছে।

"(ইয়াকুব) বললেন, বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য এক বাহানা রচনা করেছে। অনন্তর সবর'ই উত্তম। এবং তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।"

٤٣٢٩ - عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ قَالَ لَهَا اَهْلُ الْاِفْكِ مَا قَالُوْا فَبَرَّاَهَا اللهُ كُلُّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْحَدِيْثِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ قُلْتُ اِنِّيْ وَاللهِ لَا اَجِدُ مَثَلًا اِلَّا اَبَا يُوْسُفَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ وَاَنْزَلَ اللهُ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ

৪৩২৯. যুহরী উরওয়া ইবনে যুবায়ের, সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আল্‌কামা ইবনে ওক্কাস ও উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী (সঃ)-এর বিবি আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীরা যা রটিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ যে তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন, এ সম্পর্কিত পুরো হাদীসটি আমি শুনিনি। বরং এ'দের প্রত্যেকের নিকট আলাদা আলাদাভাবে কিছু কিছু অংশ শুনেছি। এটাও হলো তার এক অংশ যে, যখন মিথ্যা কুৎসা সৃষ্টিকারীরা অপবাদ রটালো, তখন নবী (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! যদি তুমি নির্দোষ হয়ে থাক, তবে অবিলম্বে আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি এ গুনাহ্‌টি তোমার থেকে ঘটে গিয়ে থাকে, তবে আল্লাহর নিকট তুমি মাফ চাও এবং তওবা করো। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম! এ সময় আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর উদাহরণটি ছাড়া বলার মতো আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে (তিনি যা বলেছিলেন, আমিও তা-ই বলছি) : "ফাসাবরুন জামীল থেকে আলা মা-তাসিফুন" পর্যন্ত। —অনন্তর ধৈর্যধারণই উত্তম এবং তোমরা যা বর্ণনা করেছ, সে সম্পর্কে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

পরিশেষে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা ঘোষণা করে "ইন্নাল্লাযীনা জায়ু বিল ইফকে" থেকে একাধারে দশটি আয়াত নাযিল করেছেন।

٤٣٣٠ - عَنْ اُمِّ رُوْمَانَ وَهِيَ اُمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَا اَنَا وَعَائِشَةُ اَخَذَتْهَا الْحُمّٰى فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ فِيْ حَدِيْثِ تُحُدِّثَ قَالَتْ نَعَمْ وَقَعَدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوْبَ وَبَنِيْهِ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ

৪৩৩০. আয়েশা (রাঃ)-এর মাতা উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন, (অপবাদ রটনার ঘটনার সময়) আয়েশা (রাঃ) আমাদের ঘরে ছিল। সে জ্বরে আক্রান্ত হলো। তখন নবী (সঃ)

বললেন, সম্ভবতঃ এ অপবাদ রটনার দুঃখে জ্বর এসেছে। আয়েশা (রাঃ) বললো, হাঁ। এ কথা বলে আয়েশা উঠে বসলো এবং বললো, আমার এবং আপনাদের দৃষ্টান্ত হলো বিলকুল ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর মতো। ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা বাহানা বানালো—যা শুনে ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেন : "বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদের জন্য বাহানা বানিয়ে নিয়েছে। অনন্তর ধৈর্যধারণই উত্তম। তোমরা যা করছো, তার বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্যই কাম্য।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْ اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ.

"এবং তিনি [ইউসুফ (আঃ)] যে নারীর গৃহে ছিলো, সে নারী তাঁকে নিজের অন্তর থেকে কামনা করেছিল এবং দরযাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলেছিল, আমাতে এসো! ইউসুফ বলেছিলেন, না'উযুবিল্লাহ, নিশ্চয় তিনিই আমার পরোয়ারদিগার। তিনিই আমাকে অতি উত্তম স্থানে অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না।"

٤٣٣١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَاِنَّمَا تَقْرَؤُهَا كَمَا عَلَّمْنَاهَا مَثْوَاهُ مُقَامُهٗ وَاَلْفَيْنَا وَجَدْنَا اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ اَلْفَيْنَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ.

৪৩৩১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা هيت لك ঠিক সেভাবে পড়তাম, যেভাবে আমাদেরকে শিখানো হয়েছিল। مثوى মানে স্থান, الفينا মানে আমরা গেলাম। এখান থেকেই হয়েছে الفوا । اباءهم ঠিক তেমনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে بل عجبت و يسخرون -এর মধ্যে ت পেশযুক্ত হয়ে বর্ণিত হয়েছে। এবং তিনি এরূপ পড়তেন।

٤٣٣٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اَبْطَؤُا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْاِسْلَامِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَاَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى السَّمَاءِ فَيَرٰى بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانِ قَالَ اللّٰهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ اللّٰهُ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ - اَفَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَمَضَتِ الْبَطْشَةُ -

৪৩৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। যখন কুরাইশরা নবী (সঃ)-এর ইসলাম কবুল সম্পর্কিত কথা মানল না, তখন তিনি দো'আ করলেন : "আয় আল্লাহ! যেভাবে তুমি ইউসুফ (আঃ)-এর সময় সাত বছর ধরে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়েছিলে, তদ্রূপ এদের ওপরও দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।" সুতরাং (এ দো'আর ফলে) কুরাইশরা বছরকাল ধরে এমন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়লো যে, সব জিনিস ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষ মৃত প্রাণীর হাড্ডি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হলো। ক্ষুধার জ্বালা মানুষকে এতটুকু দুর্বল করে ছাড়লো যে, তারা আকাশের দিকে তাকালে চোখে কেবল ধোঁয়াটে দেখতো। আল্লাহ বলেছেন : "সুতরাং তোমরা সেদিনের জন্য অপেক্ষা করো, যেদিন আসমান স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

আল্লাহ আরও ইরশাদ করেছেন : "আমরা আযাব কিছুটা সরিয়ে নেবো, নিশ্চয় তোমরা (পূর্বাবস্থায়) ফিরে আসবে।"

অতএব এখানে 'আযাব' দ্বারা দুর্ভিক্ষকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, কাফেরদের থেকে আখেরাতের আযাব কিছুতেই দূর করা হবে না। আর دخان ও بطشة -এর বর্ণনা পেছনে দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ.

"অতঃপর (বাদশাহর) দূত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, তোমার মনিবের নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে সকল মহিলা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল, তাদের হাল-অবস্থা কি? নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তাদের চক্রান্ত সম্যক অবগত আছেন। সে (বাদশাহ) জিজ্ঞেস করলো, তোমরা যখন ইউসুফকে কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল। মহিলারা জবাব দিল, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমরা তার সম্বন্ধে কোন অসৎ-বিষয় অবগত নই। আযীয-পত্নী বললো, এখন সত্য প্রকাশিত হলো। আমিই তাকে কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয় সে সত্যবাদীগণের অন্তর্গত।"

৪৩৩৩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِيْ إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ.

৪৩৩৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ লূত (আঃ)-এর ওপর রহম করুন! তিনি জাতির চরম শত্রুতায় বাধ্য হয়ে কঠিন খুঁটি অর্থাৎ

আল্লাহর নিকট আশ্রয় লাভের দো'আ করেছিলেন। যতকাল যাবত ইউসুফ (আঃ) কয়েদ-খানায় ছিলেন, আমি যদি তদ্রূপ থাকতাম, তবে মুক্তির ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। আর সন্দেহের ব্যাপারে ইব্রাহীম (আঃ) থেকে আমরা বেশী উপযোগী হতাম, যখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, (আমার মৃতকে জীবিত করার ব্যাপারে) তুমি কি বিশ্বাস করো না? তখন তিনি বললেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি। তবে মনের ইত্মিনান ও প্রশান্তির জন্য (আবেদন করেছি)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ .

"এমনকি যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাঁদের এই বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, তাঁরা তো মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়ে যাবেন, ঠিক তখনি তাঁদের নিকট আমার সাহায্য (অর্থাৎ আযাব) এসে গেল। অতঃপর (সেই আযাব থেকে) আমি যাকে ইচ্ছা, নাজাত দিয়েছি। আমার আযাব অপরাধী ও পাপাচারী জাতি হতে টলে না।"

٤٣٣٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهُ وَهُوَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ قَالَتْ قُلْتُ أَكُذِبُوْا أَمْ كُذِّبُوْا قَالَتْ عَائِشَةُ كُذِّبُوْا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوْهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ قَالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِيْ لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا بِذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذٰلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ فَمَا هٰذِهِ الْآيَةُ قَالَتْ هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوْهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتّٰى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوْهُمْ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللّٰهِ عِنْدَ ذٰلِكَ .

৪৩৩৪. উরওয়া ইবনে যুবায়ের বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তা'আলার কালাম—"হাত্তা ইযাস তাইয়াসার রসূল ওয়াযান্ন আন্নাহুম কাদকুযিবু" এ আয়াতে শব্দটা কি كذبوا না كذبوا? তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, শব্দটি হলো كذبوا (তাশদীদসহ)। আমি বললাম, যখন নবীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন যে, এখন জাতি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করবে, তখন ظنوا (অর্থাৎ তাঁরা ধারণা করলেন,) এটা ব্যবহারের অর্থ কি? আয়েশা (রাঃ) বললেন, হাঁ, শপথ করে বলছি, তাঁরা একিনই করে নিয়েছিলেন (সন্দেহ করেননি কেননা, ظن একিনের অর্থও প্রকাশ করে)। আমি বললাম, كذبو হলে অর্থ কি দাঁড়ায়? আয়েশা (রাঃ) বললেন, না'উযুবিল্লাহ। রসূলগণ

কখনো আল্লাহর পক্ষে মিথ্যার ধারণা করতে পারেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আকারে আয়াতের অর্থ কি হবে? তিনি বললেন, যারা রসূলগণের অনুসারী, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং রসূলগণের কথা সত্য বলে মেনেছে, তারপর দীর্ঘকাল তাদের ওপর (কাফেরদের) যুলুম-পীড়ন চলেছে, আল্লাহর সাহায্য আসতেও অনেক দেরী হয়েছে এবং রসূলগণ তাদের প্রতি মিথ্যারোপকারীদের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং রসূলগণের এ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো যে, এখন তো তাঁদের অনুসারীরাও তাঁদের কথা সত্য নয় বলে ধারণা করতে শুরু করবে। ঠিক এমনি সময় তাঁদের নিকট আল্লাহর সাহায্য এসে গেল।

٤٣٣٥- عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لَعَلَّهَا كُذِبُوا مُخَفَّفَةً قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ نَحْوَهُ-

৪৩৩৫. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে বললাম, সম্ভবতঃ ক্রিয়া পদটি হবে كذبوا (তাখ্‌ফীফ সহ)। তিনি বললেন, মা'য়াযাল্লাহ, অনুরূপ নয়। বরং হবে كذبوا (তাশদীদ সহ)।২৫

সূরা আর-রা'দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ-

"প্রত্যেক নারী গর্ভে কি ধারণ করে আল্লাহ তা সবই জানেন এবং জানেন গর্ভে যা কম-বেশী হয় ও হ্রাস-বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর নিকট প্রত্যেক জিনিসেরই একটা নির্ধারিত পরিমাণ আছে।"

٤٣٣٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى يَاْتِي الْمَطَرُ اَحَدٌ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتٰى تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا اللّٰهُ-

---

২৫. এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ) كذبوا এ কিরাত অস্বীকার করেননি। বরং এ কিরাতের মর্মার্থ অস্বীকার করে كذبوا কিরাতের অর্থ গ্রহণ করেছেন। অনেকের মতে তিনি এই كذبوا কিরাতেরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে এখানে পড়তে হবে كذبوا এবং অর্থ হবে হাদীসে তিনি যে অর্থ করেছেন—তা।

৪৩৩৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, গায়েবের চাবি-কাঠি পাঁচটি (অর্থাৎ পাঁচটি এমন গোপন বিষয় আছে,) যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানে না। (তা হলো,) আগামীকাল কি হবে—না হবে, তা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানে না; নারীর গর্ভে কি আছে, (ছেলে না মেয়ে, না অন্য কিছু) তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না; বৃষ্টি কখন আসবে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়; কেউ বলতে পারে না, কোথায় তার মৃত্যু হবে এবং কিয়ামত কবে ঘটবে, তা কেবল আল্লাহই জানেন।

সূরা ইবরাহীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ـ

"সেই পবিত্র বৃক্ষটির অনুরূপ—যার মূল সুদৃঢ় এবং তার শাখা-প্রশাখা আকাশে প্রসারিত এবং তা তার রবের নির্দেশ অনুযায়ী হর-হামেশা ফল দিয়ে যাচ্ছে।"

٤٣٣٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرُوْنِيْ بِشَجَرَةٍ تُشْبِهُ اَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لَا يَتَحَاتُّ وَرَقُهَا وَلَا وَلَا وَلَا تُؤْتِيْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَاَيْتُ اَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ فَلَمَّا لَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا اَبَتَاهُ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِيْ نَفْسِيْ اَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَتَكَلَّمَ قَالَ لَمْ اَرَكُمْ تَتَكَلَّمُوْنَ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَاَقُوْلَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ لَاَنْ تَكُوْنَ قُلْتَهَا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ـ

৪৩৩৭. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে বসা-ছিলাম। তিনি বললেন, 'বলো তো, সেটি কোন্ বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না ফলও হর-হামেশা ধরে থাকে। কিংবা বলেছেন, মুসলমানের উদাহরণ হলো সেই বৃক্ষের অনুরূপ যা এটাও নয়, ওটাও নয়, সেটাও নয়। অর্থাৎ সদাসর্বদা ও নিয়মিত তার ফল উৎপাদন হয়ে থাকে।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে জাগলো, সেটি খেজুর গাছ এ কথা বলে দেই। কিন্তু আমি দেখলাম, আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কথা বলছেন না। তখন কিছু বলা আমি ভালো মনে করিনি। অতঃপর যখন তাঁরা কিছুই বললেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই বলে দিলেন, সেটি খেজুর গাছ। পরে (বৈঠক শেষে) আমরা সবাই যখন উঠে গেলাম, তখন আমি (আমার আব্বা) উমর (রাঃ)-কে বললাম, 'আব্বা, আল্লাহর কসম! আমার মনে জেগেছিল সেটি যে খেজুর গাছ, এ কথা বলে দেই। তিনি বললেন, তা বলতে তোমার কিসে বাধ সাধলো? আমি বললাম, আমি আপনাদের কাউকে কথা বলতে দেখলাম না, তখন কিছু বলাটা আমি ভাল মনে করলাম না (তাই চুপ করেই রইলাম)। উমর (রাঃ) বললেন, যদি তুমি তা বলতে, তবে সেটা আমার নিকট এত এত (ধন-সম্পদ) হওয়ার চেয়েও বেশী আনন্দদায়ক হতো।২৬

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت-
"আল্লাহ সেসব ঈমানদারকে অটল ও দৃঢ় রাখেন, যারা পাকা কথা বলে।"

٤٣٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

৪৩৩৮. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কবরে যখন একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"—অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল।

সুতরাং এ আয়াতে يثبت الذين امنوا بالقول الثابت এর মর্ম হলো, আল্লাহ ঈমানদারদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দৃঢ় ও অটল রাখবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তাআলার বাণী: الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা বদলে ফেলেছে?"

٤٣٣٩- عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا قَالَ هُمْ كُفَّارُ اَهْلِ مَكَّةَ.

৪৩৩৯. আতা হতে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, "আলাম-তারা ইলাল্লাযীনা বাদ্দালু নিয়ামাতাল্লাহি কুফরান"। এ আয়াত দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

---

২৬. এটি বাংলাদেশের সাধারণ খেজুর গাছের উদাহরণ নয়। বরং আরবের উৎকৃষ্ট জাতের এক ধরনের খেজুর গাছ, যা প্রতি মাসে নতুন নতুন ফল দেয়।

সূরা আল-হিজর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين
"তবে সেই শয়তান, যে কথা চুরি করে, তাকে আগুনের ফুলকি তাড়ায়।"

٤٣٤٠ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلٰى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هٰكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيٰنُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنٰى نَصَبَهَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلٰى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتّٰى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِيْ يَلِيْهِ إِلَى الَّذِيْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حَتّٰى يُلْقُوْهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيٰنُ حَتّٰى يَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقٰى عَلٰى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا

৪৩৪০. আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন ঊর্ধ্বাকাশে কোন ব্যাপারে আদেশ দেন, তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত বিনয় সহকারে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে এবং গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে। তখন শিকলের ঝংকারের অনুরূপ আওয়ায বেরোয়। (বর্ণনাকারী আলীর মতে এখানে শব্দ হলো صفوان আর অন্যদের মতে صفوان)। "যখন (আল্লাহর নির্দেশ সম্বন্ধে) ফেরেশতাকুলের মন ভয়মুক্ত হয়, তখন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, তোমার রব কি হুকুম করেছেন? যাকে জিজ্ঞেস করলো, সে জবাব দেয়, আল্লাহ যা বলেছেন, হক ও সত্য বলেছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ও মহান।"

আলী বলেন, সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, অতঃপর ফেরেশতাদের এ কথাগুলোর কথা চোর শয়তানের দল শুনে নেয় এবং তা রটিয়ে দেয়। এ শয়তানের দল এভাবে একের ওপর এক থাকে। সুফিয়ান তাঁর হাতের ইশারায় বললেন এবং ডান হাতের এক আঙ্গুলের ওপর অন্য আঙ্গুল স্থাপন করে ব্যাপারটি বর্ণনা করলেন। তারপর কখনও খবর হওয়া মাত্র ফেরেশতারা আগুনের গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, আর সেই আগুনের গোলা পরবর্তী শয়তানকে বলে দেয়ার আগেই যারা প্রথমে শুনেছে, সেই শয়তানদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়। কখনও সেই আগুনের গোলা শ্রবণকারী শয়তানের গায়ে লাগার আগেই সে তার নীচের শয়তানের নিকট কথাটি বলে ফেলে। এভাবে এক থেকে এক হতে হতে কথাটি পৃথিবী পর্যন্ত এসে পৌঁছে যায়। এরপর তা গণকের মুখে তুলে দেয়া হয় এবং সে তার সাথে শতাধিক মিথ্যা জুড়িয়ে মানুষের নিকট বর্ণনা করে। ফলে সেই যাদুকর বা গণকের কোন কোন কথা সত্য হয়ে যায়। তখন লোকেরা বলতে থাকে, দেখ, এই গণক একদিন আমাদের নিকট এমন এমন হবে বলে অমুক অমুক কথা বলেছিল। সুতরাং আমরা তার কথা একেবারে সত্য পেয়েছি। অথচ এটা সেই কথা—যা ঊর্ধ্বলোকে শুনে চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।

٤٣٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ وَزَادَ وَالْكَاهِنِ وَحَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مَعْمَرًا قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا رَوَى عَنْكَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأَ فُزِّعَ قَالَ سُفْيَانُ هٰكَذَا أَقْرَأَ مَعْمَرٌ وَلَا أَدْرِي سَمِعَهُ هٰكَذَا أَمْ لَا قَالَ سُفْيَانُ دَعْهُ قِرَاءَتُنَا

৪৩৪১. আবু হুরাইরা (রাঃ) (পূর্ববর্তী হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন এবং এ বর্ণনায় তিনি ساحر শব্দের পরে كاهن অর্থাৎ গণক শব্দ যোগ করেছেন। অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ কোন ব্যাপারে ফয়সালা ঘোষণা করেছেন এবং এ বর্ণনায় على فم الساحر শব্দ উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আমরকে "আমি ইকরামা থেকে শুনেছি"—"তিনি বলেছেন, আমি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে শুনেছি"—এ কথা বলতে শুনেছেন? সুফিয়ান বলেছেন, হাঁ। আলী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, এক ব্যক্তি আপনার থেকে এভাবে বর্ণনা করলো: عن عمر و عن عكرمة عن ابى هريرة অর্থাৎ আমর ইকরামা হতে, তিনি আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে, তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) فزع পড়েছেন। সুফিয়ান বলেছেন, আমি আমরকে এভাবেই পড়তে শুনেছি। আমার জানা নেই যে, তিনি ইকরামা থেকে শুনেছেন কি না, তবে আমরা এভাবেই পড়ে থাকি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ولقد كذب اصحب الحجر المرسلين
"যাদের ওপর পাথর বর্ষিত হয়েছে, তারা রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল।"

٤٣٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِ الْحِجْرِ

لَا تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَهُمْ ـ

৪৩৪২. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) পাথর বর্ষিত জাতির (এলাকা দিয়ে পথ অতিক্রমকালে তাদের) সম্পর্কে সাহাবাগণকে বলেছেন, এ (অভিশপ্ত) জাতির এলাকার ওপর দিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তোমাদের পথ অতিক্রম করা উচিত। যদি তোমাদের কান্না না আসে, তবে তাদের এলাকায় কিছুতেই প্রবেশ করবে না। কোথাও এমন না ঘটে যায় যে, তাদের ওপর যে আযাব নাযিল হয়েছিল, অনুরূপ আযাব তোমাদের ওপরও নাযিল না হয়ে বসে।২৭

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و لقد اتينا ك سبعا من المثانى والقران العظيم
"আর নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাতটি বার বার পঠিত আয়াত ও মহান কোরআন দিয়েছি।"

٤٣٤٣ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ مُعَلّٰى قَالَ مَرَّ بِىْ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَدَعَانِىْ فَلَمْ اٰتِهٖ حَتّٰى صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِىَ فَقُلْتُ كُنْتُ اُصَلِّىْ فَقَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ ثُمَّ قَالَ اَلَا اُعَلِّمُكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ لِيَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهٗ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهٗ

৪৩৪৩. আবু সাঈদ ইবনে মু'আল্লা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদিন) নবী (সঃ) আমার সামনে দিয়ে চলে গেলেন। তখন আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি নামায পড়ে তাঁর কাছে গেলাম। এতে তিনি বললেন : যখন ডেকেছিলাম তখন আসনি কেন? বললাম : আমি তখন নামায পড়ছিলাম। এ কথা শুনে তিনি বললেন : আল্লাহ কি এ কথা বলেননি, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও।" তারপর তিনি বললেন : আমি মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবার আগে তোমাকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ সূরাটি শিখিয়ে দেবো। তারপর যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে লাগলেন, আমি তাঁকে (আগের কথাটি) স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি বললেন : সেটি হচ্ছে সূরা "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। এতে সাতটি আয়াত রয়েছে, যা বার বার পাঠ করা হয় (সাবউল মাসানী) ও মহান কোরআন।২৮ এটি আমাকে দান করা হয়েছে।

---

২৭. এটা সামূদ জাতির এলাকা, মদীনা ও সিরিয়ার মাঝে অবস্থিত। এদের নবী ছিলেন হযরত সালেহ্ (আঃ)।

২৮. আলহামদুলিল্লাহকে সূরা ফাতিহা ও উম্মুল কোরআনও বলা হয়। এ সূরার মাধ্যমে কোরআন শুরু হয় বলে একে ফাতিহা বা উম্মুতকারী বলা হয়। আবার সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এর মধ্যে আছে বলে একে উম্মুল কোরআন বা কোরআনের মা বলা হয়। আর এখানে আবার একে 'আল-কোরআনুল আযীম' বা মহান কোরআনও বলা হয়েছে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহাই যেন সমগ্র কোরআন।

٤٣٤٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ سَبْعُ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ-

৪৩৪৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, উম্মুল কোরআনই (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) হচ্ছে সাবউল মাসানী (সাতটি বার বার পঠিত আয়াত) ও কোরআনুল আযীম (মহান কোরআন)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : الذين جعلوا القران عضين

"যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।" 'মুকতাসিমীন' অর্থ হচ্ছে যারা হলফ করেছিল।২৯ আর এর অন্তর্গত হচ্ছে لا قسم **'লা' শব্দটি এখানে বাড়তি। অর্থাৎ** اقسم **(অর্থাৎ আমি কসম খাচ্ছি) আর** لا قسم **-ও পড়া হয়েছে (অর্থাৎ অবশ্য আমি কসম খাচ্ছি)।** قاسمهما **অর্থাৎ কসম খেয়েছিল তাদের দু'জনের জন্য আর এর অর্থ 'তারা দু'জন তার জন্য কসম খেয়েছিল' নয়। আর মুজাহিদ বলেন :** مقسمين **অর্থ হচ্ছে তারা সবাই হলফ করেছিল বা কসম খেয়েছিল।**

٤٣٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ-

৪৩৪৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। "যারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে"— এ আয়াতটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে আহলে কিতাবদের (অর্থাৎ ইয়াহুদীদের) কথা বলা হয়েছে। তারা কোরআনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তার কিছু তারা মেনে নেয় আর কিছু অংশ মানতে অস্বীকার করে।৩০

٤٣٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ قَالَ آمَنُوْا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوْا بِبَعْضٍ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

৪৩৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'কামা আনযালনা আলাল মুকতাসিমীন' (যেমন নাযিল করেছিলাম আমি হলফকারীদের ওপর) ইয়াহুদী ও নাসারাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। তারাই কোরআনের কিছু অংশ গ্রহণ করেছিল আর কিছু অংশ গ্রহণ করেনি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : واعبد ربك حتى يأتيك اليقين

"আর তোমার রবের ইবাদত করো ইয়াকীন পর্যন্ত।" সালেম (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর) বলেন, 'ইয়াকীন' বলতে এখানে মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে।

---

২৯. 'মুকতাসিমীন' শব্দটি সেই কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।

৩০. অর্থাৎ কোরআনের যে অংশটুকুকে তাওরাতের অনুরূপ পেয়েছে সেই অংশটুকু মেনে নিয়েছে। আর যে অংশটুকুকে তাওরাতের বিরোধী পেয়েছে তা মানতে অস্বীকার করেছে।

সূরা আন-নাহ্‌ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ و منكم من يرد الى ارذل العمر
"আর তোমাদের কাউকে তিনি নিয়ে যান বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়ে।"

٤٣٤٧ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ـ

৪৩৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) দো'আ করতেন ঃ (হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা, আলস্য, বয়সের নিকৃষ্ট পর্যায়, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

সূরা বনী-ইসরাইল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
"তিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিবেলা মসজিদে হারাম থেকে সফর করিয়েছিলেন।"

٤٣٤٨ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِيَ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا فَاَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرَئِيْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ ـ

৪৩৪৮. ইবনে শিহাব ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ আবূ হুরাইরা বলেন, যে রাতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল মাকদাস সফর করেছিলেন, সে রাতে তাঁর সামনে দু'টি পেয়ালা আনা হয়েছিল। তার একটিতে ছিল শরাব এবং অন্যটিতে দুধ। তিনি পেয়ালা দু'টির দিকে দেখলেন। তারপর দুধের পেয়ালাটা তুলে নিলেন। (তা দেখে) জিবরাইল বলে উঠলেন ঃ আলহামদুলিল্লাহ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ আপনাকে স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ ইসলামের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা তুলে নিতেন তাহলে আপনার উম্মত গোমরাহীর শিকার হতো।

٤٣٤٩ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِيْ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ زَادَ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ لَمَّا كَذَّبَنِيْ قُرَيْشٌ حِيْنَ أُسْرِيَ بِيْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ نَحْوَهُ قَاصِفًا رِيْحٌ تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ ـ

৪৩৪৯. ইবনে শিহাব আবু সালমা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি শুনেছেন জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে। তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কুরাইশরা (মি'রাজের ব্যাপারে) আমাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো, আমি (কা'বা শরীফের) হিজর নামক স্থানে গেলাম। আল্লাহ বায়তুল মাকদাসকে আমার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে সব নিশানী জানিয়ে দিতে থাকলাম। ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম এর ওপর কিছুটা বৃদ্ধি করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আমার ভাতিজা ইবনে শিহাব তাঁর চাচার কাছ থেকে ঃ "[রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,] যখন আমাকে বায়তুল মাকদাসে সফর করিয়ে আনার ব্যাপারটি কুরাইশরা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতে লাগলো।"

قاصفا (কাসেফান) হচ্ছে এমন একটি ঘূর্ণিঝড়, যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী و لقد كرمنا بنى ادم "আর আমি মর্যাদা দান করেছি বনী আদমকে।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا ـ

"আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তার সচ্ছল ও বিত্তশালী লোকদেরকে আদেশ করি, তারা তার মধ্যে নাফরমানীর কাজ করতে থাকে, তখন আযাবের ফয়সালা সেই জনপদের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় এবং আমি তাকে ধ্বংস করে ছাড়ি।"[৩১]

٤٣٥٠ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوْا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَمِرَ بَنُوْ فُلَانٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَمِرَ ـ

৩১. বনী ইসরাঈল ১৬ আয়াত।

৪৩৫০. আবূ ওয়ায়েল আবদুল্লাহ[৩২] থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আইয়ামে জাহেলিয়াতে কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে আমরা বলতাম অমুক গোত্র আমীর হয়ে গেছে। আর অন্যদিকে হুমাইদি সুফিয়ান থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন, আমীর করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا.

"নূহের সাথে নৌকায় আমি যাদেরকে সওয়ার করিয়েছিলাম, এরা হচ্ছে তাদের বংশধর। নিঃসন্দেহে তারা ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা।"[৩৩]

٤٣٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذٰلِكَ يَجْمَعُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ

---

৩২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। ৩৩. বনী ইসরাঈল ৩ আয়াত।

وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِيْ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ
اِذْهَبُوْا اِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُوْنَ
يَا اِبْرَاهِيْمُ اَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيْلُهُ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ اِشْفَعْ لَنَا اِلَى
رَبِّكَ اَلَا تَرَى اِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ لَهُمْ اِنَّ رَبِّيْ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ
غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَاِنِّيْ قَدْ
كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلٰثَ كَذَبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ اَبُوْ حَيَّانَ فِي الْحَدِيْثِ
نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلَى مُوْسٰى فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى
فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُوْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ
عَلَى النَّاسِ اِشْفَعْ لَنَا اِلَى رَبِّكَ اَمَا تَرٰى اِلَى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ اِنَّ رَبِّيْ
قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَاِنِّيْ قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ اُوْمَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ
اِذْهَبُوْا اِلَى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا اِلَى عِيْسٰى فَيَأْتُوْنَ عِيْسٰى فَيَقُوْلُوْنَ يَا
عِيْسٰى اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ
النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اِشْفَعْ لَنَا اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَيَقُوْلُ عِيْسٰى
قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ
مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِيْ نَفْسِيْ نَفْسِيْ اِذْهَبُوْا اِلٰى غَيْرِيْ اِذْهَبُوْا
اِلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُوْلُوْنَ يَا مُحَمَّدُ اَنْتَ
رَسُوْلُ اللهِ وَخَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ اِشْفَعْ لَنَا اِلٰى رَبِّكَ اَلَا تَرٰى اِلٰى مَا نَحْنُ فِيْهِ فَأَنْطَلِقُ فَآتِيْ تَحْتَ
الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ
عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلٰى اَحَدٍ قَبْلِيْ ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ
سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَاْسِيْ فَأَقُوْلُ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ اُمَّتِيْ يَا
رَبِّ اُمَّتِيْ يَا رَبِّ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ اَدْخِلْ مِنْ اُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ

عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَحِمْيَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى -

৪৩৫১. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে গোশ্‌ত আনা হলো। তাঁকে সামনের দিকের একটা পা দেয়া হলো। কারণ তিনি সামনের পায়ের গোশ্‌ত খেতে ভালোবাসতেন। তিনি তা থেকে খেলেন। তারপর বললেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই হবো মানব জাতির নেতা। তোমরা কি জানো, কিয়ামতের দিন আগের ও পরের সমগ্র মানব জাতি একই ময়দানে জমায়েত হয়ে যাবে? (সে ময়দানটি এমনই সমতল ও বিস্তৃত হবে যে,) সেখানে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান সবাই শুনতে পারবে এবং একজন সবাইকে দেখতে পারবে। সূর্য অনেক কাছে এসে যাবে। লোকেরা এমন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, যা বরদাশত করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে ঃ দেখো, সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ করো, যে রবের কাছে সুপারিশ করতে পারে। অনেকে বলাবলি করতে থাকবে, চলো আদমের কাছে যাই। কাজেই তারা আদমের কাছে আসবে। তাঁকে বলবে ঃ আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে তৈরী করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর রূহ আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছিল। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন আমরা কি কষ্টের মধ্যে আছি! আপনি দেখেন, আমরা কি যন্ত্রণায় ভুগছি! আদম বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি এবং পরেও হবেন না। আর ব্যাপার হচ্ছে, তিনি আমাকে একটি গাছের কাছে যেতে মানা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁর হুকুম অমান্য করেছিলাম। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।

তারা সবাই নূহের কাছে আসবে। তারা বলবে ঃ হে নূহ! আপনি দুনিয়াবাসীর প্রতি, আল্লাহ প্রেরিত প্রথম রসূল।[৩৪] আর আল্লাহ আপনাকে শুকরগুজার বান্দা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কি কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে আছি। তিনি বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কোনোদিন হননি এবং এর পরেও আর কোনোদিন হবেন না। আর অবশ্যি তিনি আমাকে একটি দো'আ করার অধিকার দিয়েছিলেন। আমার কওমের জন্য সে দো'আটি আমি আগেই চেয়ে নিয়েছি। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও।

---

৩৪. হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল বলা হয়েছে। অথচ তাঁর আগে আরো তিনজন রসূল ছিলেন ঃ হযরত আদম, হযরত শীস ও হযরত ইদরীস (আঃ)। তাহলে তাঁকে প্রথম রসূল বলা হলো কিভাবে? এর জবাবে বলা যায় আসলে 'ইলা আহলিল আরদ'—'দুনিয়াবাসীর প্রতি' শব্দ থেকে বুঝা যায় মানব বংশ তখন যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল এবং ঐসব বিক্ষিপ্ত মানব গোষ্ঠীর প্রতি তাঁকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছিল, যা পূর্বের তিনজন নবীর আমলে সম্ভব ছিল না। তবে এই অর্থে ইতিপূর্বে বুখারীর কিতাবুত তায়াম্মুমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি এর বিপরীত প্রমাণিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে ঃ নবীকে বিশেষ করে তাঁর গোত্রের ও কওমের কাছে পাঠানো হয়। এর জবাবে বলা যায়, নূহ (আঃ)-এর সময় সমগ্র মানবগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাবার পর আবার যখন নতুন করে মানব বংশের সূচনা হয়, তখন আসলে

তারা সবাই ইবরাহীমের কাছে আসবে। তারা বলবে ঃ হে ইবরাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি দেখছেন, আমরা কী ভীষণ কষ্টের মধ্যে আছি। তিনি তাদেরকে বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছেন। ইতিপূর্বে আর কখনো তিনি এমন ক্রুদ্ধ হননি। ভবিষ্যতেও কোনোদিন হবেন না। আর ইতিপূর্বে আসলে আমি তিনটি মিথ্যা বলেছিলাম। (বর্ণনাকারী) আবু হাইয়ান ঐ তিনটি মিথ্যা কথার বর্ণনাও দিয়েছেন। (তারপর তিনি বলবেনঃ) হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।

তারা মূসার কাছে আসবে। বলবে ঃ হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে রিসালতের দায়িত্ব দান করে এবং আপনার সাথে কথা বলে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আপনাকে বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছেন। কাজেই আপনার রবের কাছে আমাদের জন্য আপনি সুপারিশ করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। তিনি বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো হননি। এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। আর আসলে আমি তো (পৃথিবীতে) এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম। অথচ তাকে হত্যা করার জন্য আমাকে কোনো হুকুম দেয়া হয়নি। হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।

তারা সবাই ঈসার কাছে আসবে। তারা বলবে ঃ হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি হচ্ছেন আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মরিয়মের ওপর নিক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ। আপনি (ভূমিষ্ঠ হবার পর) ছোটবেলায় মায়ের কোলে শুয়েই লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন। কাজেই আপনি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) শাফা'আত করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি। ঈসা বলবেন ঃ আমার রব আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন। এমন ক্রুদ্ধ তিনি ইতিপূর্বে আর কখনো হননি এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। তিনি দুনিয়ায় নিজের কোনো গুনাহর কথা বর্ণনা করবেন না। (তিনি বলতে থাকবেনঃ) হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! হায়, আমার কি দশা হবে! তোমরা বরং আমাকে বাদ দাও, আর কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে যাও।

তারা সবাই মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে আসবে। বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি শেষ নবী। আল্লাহ আপনার আগের পিছের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি দেখুন, আমরা কী যন্ত্রণা ও দুর্ভোগ পোহাচ্ছি। তখন আমি চলে যাবো এবং আমার রবের আরশের নীচে সিজদায় নত হয়ে যাবো। তারপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুনগানের এমন সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি আমার সামনে উন্মুক্ত করে দেবেন, যা ইতিপূর্বে আর কারোর জন্য উন্মুক্ত করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন ঃ হে মুহাম্মদ! মাথা তোলো।

তিনিই ছিলেন সবার জন্য রসূল। তবে আগের তিনজন রসূলের সাথে নূহ (আঃ)-এর পার্থক্য ছিল এখানে যে, তাঁদেরকে পাঠানো হয়েছিল মুমিনদের কাছে বা মুমিন ও কাফেরদের কাছে। কিন্তু নূহ (আঃ)-কে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা সবাই ছিল কাফের। কেউ কেউ বলে থাকেন, নূহ (আঃ) রসূল ছিলেন আর আগের তিনজন ছিলেন নবী। আর নবী ও রসূলের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রসূলকে কিতাব ও সহীফা দেয়া হয়, নবীকে তা দেয়া হয় না। কিন্তু শীষ (আঃ)-কে সহীফা দেয়া হয়েছিল। কাজেই তিনিও রসূল ছিলেন। এদিক দিয়ে এ ব্যাখ্যাটি যথার্থ মনে হয় না। এখানে আর একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও করা যায়। হাদীসটিতে পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আঃ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ রসূলদের কথা বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ তাঁদের তুলনায় হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রথম রসূল বলা হয়েছে।

চাও, কি চাইবে! যা চাইবে, তাই দেবো। সুপারিশ করো। যার জন্য সুপারিশ করবে, কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলবো : আমার উম্মতকে (বাঁচাও) হে আমার রব! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (বাঁচাও,) হে আমার রব! জবাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে : হে মুহাম্মদ! তোমার উম্মতের মধ্য থেকে যাদের কোনো হিসেব-নিকেশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দাও। তাদেরকেও এখতিয়ার দেয়া হবে, যে কোনো দরযা দিয়ে ইচ্ছা তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে। তারপর তিনি বলেন : যাঁর হাতে আমার প্রাণ নিহিত, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরযার বিস্তৃতি হচ্ছে মক্কা ও হামীরের৩৫ মাঝখানের দূরত্ব বা মক্কা ও বসরার মাঝখানের দূরত্বের সমান।৩৬

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : و اتينا داود زبورا "আর দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।"

٤٣٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابَّتِهِ لِتُسْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ

৪৩৫২. আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: দাউদের ওপর আল্লাহ (তাওরাত) পড়া অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছিলেন। তিনি খাদেমকে ঘোড়া বাঁধার হুকুম দিতেন। খাদেম তার কাজ শেষ করতে না করতে তিনি পড়া শেষ করে ফেলতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.

"বলে দাও (হে মুহাম্মদ!) ডাকো তাদেরকে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছো, তারা তোমাদের ওপর থেকে আযাব (যেমন : রোগ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি) দূর করতে পারবে না এবং তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হবে না।"

٤٣٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هٰؤُلَاءِ بِدِينِهِمْ زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ.

---

৩৫. হামীর হচ্ছে সানআর অপর নাম।

৩৬. শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীর দায়িত্ব বহন করেন, তাই তিনি কেবল উম্মতে মুহাম্মদীর শাফা'আত করেন। তাঁর শাফা'আতের পর অন্য নবীদের শাফা'আতের পথও খুলে যায়। তারপর নিজেদের উম্মতের শাফা'আত করেন।

৪৩৫৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ কিছু লোক জিনের পূজা করতো। 'ইলা রাব্বিহিমুল অসিলাতা' আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছিল। জিনেরা ইসলাম গ্রহণ করলো। কিন্তু এ লোকগুলো তাদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকলো। আর আশ'জায়ী সুফিয়ান থেকে এবং সুফিয়ান আমাশ থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে এতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, এটিই হচ্ছে এ আয়াতটির 'শানে নুযুল' বা নাযিল হবার প্রেক্ষাপট।

অনুচ্ছেদ ঃ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ـ

"যাদেরকে মুশরিকরা ডাকে, তারা নিজেরাই আল্লাহর কাছে অছিলা সহায় ও মাধ্যম খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

٤٣٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي هٰذِهِ الْآيَةِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْجِنِّ كَانُوا يُعْبَدُونَ فَأَسْلَمُوا

৪৩৫৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) 'আল্লাযীনা ইয়াদউনা ইয়াবতাগুনা ইলা রব্বিহিমুল অসিলাতা' আয়াতটি সম্পর্কে বলেন ঃ লোকেরা একদল জিনের পূজা করতো। জিনগুলো ইসলাম গ্রহণ করে। (কিন্তু লোকেরা পূর্বের ন্যায় জিনদের পূজা করতে থাকে)। তাদের সম্পর্কে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ـ

"(হে রসূল!) আমি তোমাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলাম, তাকে আমি লোকদের জন্য পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করেছি।"

٤٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ـ

৪৩৫৫. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "ওয়া মা জা'আলনার রু'ইয়াল্লাতী আরাইনাকা ইল্লা ফিত্নাতাল্লিন্নাস"-এর মধ্যে রু'ইয়া—স্বপ্ন বলতে এখানে, স্বপ্নে দেখা নয় বরং চোখে দেখার কথা বলা হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মি'রাজের রাতে সজাগ অবস্থায় দেখানো হয়েছিল। আর এখানে 'শাজারাতুল মাল্ল'উনাতা' বা অভিশপ্ত গাছ বলতে যাক্কুম৩৭ গাছ বুঝানো হয়েছে।

---

৩৭. এই যাক্কুম সম্পর্কে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে, তা জাহান্নামের নিম্ন এলাকায় জন্মাবে। জাহান্নামীরা তা খেতে বাধ্য হবে। এ গাছটি অভিশপ্ত হব অর্থ হচ্ছে, এটি আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। এটা আল্লাহর রহমতের কোনো নিদর্শন নয় এবং আল্লাহ নিজের রহমতের নিদর্শনস্বরূপ মানুষের খাদ্যরূপে এটাকে সৃষ্টি করেননি। আসলে আল্লাহর অভিশাপের নিদর্শন এ গাছটির প্রতিটি পত্র-পল্লব, শাখা-প্রশাখা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে। অভিশপ্ত লোকদের জন্যই আল্লাহ তা সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুধার তাড়নায় তারা তা খেতে থাকবে। ফলে তাদের কষ্ট আরো বেড়ে যাবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা আরো মারাত্মক বিভীষিকার রূপ নেবে। সূরা আদ্দুখানে গাছটি সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان قران الفجر كان مشهودا

"অবশ্যি ফজরে কোরআন পড়াকে হাযির করা হয়েছে।" মুজাহিদ বলেন : ফজরে কোরআন পড়া মানে ফজরের নামায।

٤٣٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ صَلٰوةِ الْجَمِيعِ عَلٰى صَلٰوةِ الْوَاحِدِ خَمْسَةٌ وَّعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِيْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

৪৩৫৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী (সঃ) বলেছেন, একাকী নামায পড়ার চাইতে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশী। আর ফজরের নামাযে রাত্রের ফেরেশতা ও দিনের ফেরেশতারা একত্রিত হয়। আবু হুরাইরা বলেন, তোমরা চাইলে কোরআনের এ আয়াতটি পড়ে নিতে পারো : "ওয়া কোরআনাল ফাজরি ইন্না কোরআনাল ফাজরি কানা মাশহুদা।"৩৭ক

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

"তোমার রব তোমাকে শীঘ্রই মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।"

٤٣٥٧ - عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ يَصِيْرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جُثًى كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُوْلُوْنَ يَا فُلَانُ اِشْفَعْ يَا فُلَانُ اِشْفَعْ حَتّٰى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذٰلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ -

৪৩৫৭. আদম ইবনে আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক উম্মত তার নিজের নবীর কাছে যাবে। তারা বলবে : হে অমুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। হে অমুক (নবী)! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আত করুন। (কিন্তু তারা কেউ শাফা'আত করতে রাযী হবেন না।)। শেষ পর্যন্ত শাফা'আতের দায়িত্ব এসে পড়বে নবী (সঃ)-এর ওপর। আর এই দিনেই আল্লাহ তাঁকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন।৩৮

জাহান্নামীরা যখন তা খেতে থাকবে, তাদের পেটের আগুনের জ্বালা তাতে শতগুণে বেড়ে যাবে এবং তাদের পেটে উত্তপ্ত পানি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। বায়যাবী বলেন: গাছটির পাতা হবে ছোট ছোট এবং ফল হবে তিতা।

৩৭ক. আর ফজরে কুরআন পড়া মাশহুদ হয়'—এর অর্থ হলো ফজরের নামাযের সময় আল্লাহর ফেরেশতারা বেশী সংখ্যায় হাযির থাকে এবং তারা হয় এর শাহেদ বা সাক্ষী।

৩৮. মাকামে মাহমুদ' মানে প্রশংসার স্থান। অর্থাৎ এমন স্থান, যে স্থানে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে। এ দিন তিনি শ্রেষ্ঠ শাফা'আতকারীর মর্যাদা লাভ করবেন, যা অন্য কোনো নবী লাভ করতে সক্ষম হবেন না। আল্লাহর কাছে আর্জি পেশ করে তিনি মানব জাতিকে কষ্ট ও শাস্তি থেকে বাঁচাবেন। তাঁর এ কার্যকলাপে সবাই তাঁর প্রশংসা করবে আল্লাহও তাঁর প্রশংসা করবেন। কিয়ামতের দিবস তাঁর প্রশংসার এই উচ্চতম স্থানে আরোহণকেই মাকামে মাহমুদ বলা হয়েছে।

٤٣٥٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ -

৪৩৫৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনার পর বলবে—'আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দাআওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস সলাতিল কাইমা, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব'আস্হু মাকামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়াআততাহ্" "হে আল্লাহ, এই পরিপূর্ণ আহ্বানের মালিক এবং প্রতিষ্ঠিত নামাযের রব! মুহাম্মদকে অছিলার (মাধ্যমে)ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে মাকামে মাহমূদে দাঁড় করাও যার ওয়াদা তুমি তাঁর কাছে করেছো।" তার জন্য আমার শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে। এ হাদীসটি হামযা ইবনে আবদুল্লাহ তার বাপের কাছ থেকে এবং তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
"(হে মুহাম্মদ!) বলে দাও, হক এসে গেছে এবং বাতিল সরে গেছে। বাতিল নিঃসন্দেহে সরে যাবারই বস্তু।"
'যাহাকা' মানে ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

٤٣٥٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّوْنَ وَثَلٰثُ مِائَةِ نُصُبٍ فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ وَيَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ -

৪৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (মক্কা বিজয়ের সময়) নবী (সঃ) মক্কায় প্রবেশ করলেন। তখন কা'বা ঘরের চারদিকে তিনশো ষাটটি মূর্তি ছিল। তাঁর হাতে ছিল একটি কাঠ। তা দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি মূর্তিকে আঘাত করতেন এবং বলতেন : জাআল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহূকা (হক এসে গেছে এবং বাতিল হটে গেছে, অবশ্য বাতিল হটেই যায়)। আর এই সংগে এ আয়াতটিও পড়তেন : জায়াল হাক্কু, ওয়ামা ইউদিউল বাতিলু ওয়ামা ইউ'ঈদ (হক এসে গেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বাতিল আর ফিরে আসবে না)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و يسألونك عن الروح "আর তারা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে রূহ সম্পর্কে)।"

٤٣٦٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

৪৩৬০. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-এর সাথে একটি ক্ষেতের মধ্যে ছিলাম। তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদী সেখান দিয়ে যেতে ছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, রূহ সম্পর্কে তাকে [মুহাম্মদ (সঃ)] জিজ্ঞেস করো। তাদের কেউ কেউ বললো, কেন জিজ্ঞেস করছো? তিনি কি তোমাদের অনুকূল জবাব দেবেন? আবার কেউ কেউ বললো, তা না হোক, কিন্তু তিনি এমন জবাবও দেবেন না, যা তোমরা অপসন্দ করো। (অবশেষে) তারা বললো, ঠিক আছে, তাঁকে জিজ্ঞেসই করো। কাজেই তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো রূহ সম্পর্কে। নবী (সঃ) চুপ করে বসে থাকলেন। তাদের প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ওপর অহী নাযিল হবে। আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন অহী নাযিল হওয়া শেষ হলো, তিনি বলতে থাকলেন : "ওয়া ইয়াস আলুনাকা আনির রূহ, কলির রূহ মিন আমরি রব্বি।" অর্থাৎ—"তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তাদেরকে বলে দাও, রূহ হচ্ছে আমার রবের হুকুম। আর তোমাদেরকে 'ইল্‌মে'র সামান্য থেকে সামান্যতম অংশ দেয়া হয়েছে মাত্র।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

"তোমার নামায খুব উঁচু স্বরে পড়ো না আবার খুব নীচু স্বরেও পড়ো না (বরং মধ্যম স্বরে পড়ো)।"

٤٣٦١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُخْتَفٍ بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ أَيْ بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا مِنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعْهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا -

৪৩৬১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'ওয়া লাতাজ্‌হার বি সালাতিকা ওয়া লা তুখাফিত বিহা'—আয়াতটি মক্কায় এমন সময় নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামাযের মধ্যে খুব উঁচু স্বরে কোরআন পড়তেন। মুশরিকরা তা

শুনে কোরআনকে এবং তা যিনি নাযিল করেছেন ও যার ওপর নাযিল করেছেন, তাদের সবাইকে গালি দিতো। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বললেন, "তোমার নামায খুব উঁচুস্বরে পড়ো না।" অর্থাৎ নামাযে খুব উঁচু স্বরে কোরআন পড়ো না। তাহলে মুশরিকরা কোরআনকে গালি দেয়া শুরু করবে। (মহান আল্লাহ এই সংগে এও বললেন ঃ) "আর খুব নীচু স্বরেও পড়ো না।" কারণ খুব নীচু স্বরে পড়লে তোমার সাথীরা তা শুনতে পারে না। বরং "মধ্যম স্বরে পড়ো।"

٤٣٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ أُنْزِلَ ذٰلِكَ فِي الدُّعَاءِ

৪৩৬২. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "নামায খুব জোরে পড়ো না এবং খুব আস্তেও পড়ো না—এ আয়াতটি দোয়ার ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-কাহাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ وكان الانسان اكثر شيئ جدلا "মানুষ অধিকাংশ বিষয়ে কলহকারী।"

٤٣٦٣ - عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ وَقَالَ اَلَا تُصَلِّيَانِ رَجْمًا بِالْغَيْبِ لَمْ يَبْتَنِيْ ثَرْمًا نَدَمًا سَرَادِقُهَا مِثْلُ السُّرَادِقِ وَالْحُجْرَةِ الَّتِيْ تُطِيْفُ بِالْفَسَاطِيْطِ يُحَاوِرُهُ مِنَ الْمُحَاوَرَةِ لٰكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ اَيْ لٰكِنْ اَنَا هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ ثُمَّ حَذَفَ الْاَلِفَ وَاَدْغَمَ اِحْدَى النُّوْنَيْنِ فِي الْاُخْرٰى زَلَقًا لَا يَثْبُتُ فِيْهِ قَدَمٌ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ عُقْبًا عَاقِبَةً وَعُقْبٰى وَعَقِبٌ وَاحِدٌ وَهِيَ الْاٰخِرَةُ قِبَلًا وَقُبُلًا وَقَبْلًا اِسْتِبْقَاءً لَيُحْضِرُوْا لَيُبْرِزُوْا الدَّحْضُ الزَّلَقُ -

৪৩৬৩. আলী থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) রাত্রিকালে তাঁর ও ফাতিমার কাছে আসলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি নামায পড়নি[৩৯] রাজ্‌মাম্‌ বিল গাইব, মানে না দেখে শুনা কথা বলা। ফুরুতান মানে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। 'নাদমান' মানে আফসোস।

---

৩৯. এরপর যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে ঃ হযরত আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আমাদেরকে উঠাননি। অর্থাৎ এটা ছিল তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যাপার। এ কথা শুনে তিনি "ওয়া কানাল ইনসানু আকসারা শাইয়িন জাদালা।" আয়াতটি পড়তে পড়তে ফিরে গেলেন।

'সুরাদিকুহা' মানে তার পর্দা ও তাঁবু। অর্থাৎ আগুন যেন পর্দা ও তাঁবুর মতো জড়ানো থাকবে। ইউহাবিরুহু শব্দটি গঠিত হয়েছে মুহাবিরা থেকে। (আর মুহাবিরা মানে হচ্ছে কথাবার্তা বলা, আলোচনা করা)। 'লাকিন্না হুয়াল্লাহু রব্বি'—(কিন্তু আমার রব হচ্ছেন তিনিই সেই আল্লাহ)। এখানে আসলে হচ্ছে 'আনা হুয়াল্লাহু রব্বী'। এক্ষেত্রে 'আলিফ'কে বিলুপ্ত করে একটা 'নূন'কে আরেকটা 'নূনে'র সাথে সন্ধি করে হয়ে গেছে লাকিন্না (لـكنا) 'যালাকান' মানে হচ্ছে পিছলানো অর্থাৎ যার ওপর পা অবিচল থাকে না বরং পিছলিয়ে যায়। 'হুনালিকাল ওয়ালাইয়াতু' ওলী শব্দটি ওয়ালইয়াতু ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (এর অর্থ হচ্ছে ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী)। 'উকবান'—আকিবাতুন, উকবা ও উকবাতুন সবগুলির মানে হচ্ছে আখেরাত। কিবালান, কুবুলান ও কাবলান মানে হচ্ছে সামনে ও প্রথমে। 'লিইয়ুদহিদু' মানে যেন পিছলিয়ে দেয়। এর উৎপত্তি হয়েছে দাহাদা (دحض) শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে হক থেকে সরিয়ে দেয়া।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔

"আর যখন মূসা বললেন তার খাদেমকে, আমি এভাবেই চলতে থাকবো যতক্ষণ না দুই দরিয়ার সংগমে পৌঁছে যাই অথবা দীর্ঘকাল ধরে এভাবেই চলতে থাকবো।" হুকবান' মানে জামানা বা কাল আর এর বহুবচন হচ্ছে আহকাব।

৪৩৬৪- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَىٰ صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَىٰ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مُوسَىٰ قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَىٰ يَا رَبِّ فَكَيْفَ لِي بِهِ قَالَ تَأْخُذُ مَعَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَ ابْنِ نُونٍ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُسَهُمَا فَنَامَا وَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ

صَاحِبُهُ اَنْ يُّخْبِرَهُ بِالْحُوْتِ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتَهُمَا حَتّٰى اِذَا
كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا
هٰذَا نَصَبًا قَالَ وَلَمْ يَجِدْ مُوْسٰى النَّصَبَ حَتّٰى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِيْ
اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهٖ فَقَالَ لَهٗ فَتَاهُ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ
الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهٗ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ
فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَّلِمُوْسٰى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَقَالَ
مُوْسٰى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا قَالَ رَجَعَا يَقُصَّانِ
اٰثَارَهُمَا حَتّٰى انْتَهَيَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى ثَوْبًا فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ مُوْسٰى فَقَالَ الْخَضِرُ وَاَنّٰى بِاَرْضِكَ السَّلٰمُ قَالَ اَنَا مُوْسٰى بَنِيْ
اِسْرَائِيْلَ قَالَ نَعَمْ اَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ اِنَّكَ
لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوْسٰى اِنِّيْ عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيْهِ
لَا تَعْلَمُهٗ اَنْتَ وَاَنْتَ عَلٰى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَ اللّٰهُ لَا اَعْلَمُهٗ
فَقَالَ مُوْسٰى سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا فَقَالَ
لَهُ الْخَضِرُ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْاَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا
فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلٰى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمَرَّتْ سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوْهُمْ اَنْ يَّحْمِلُوْهُمْ
فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ لَمْ يَفْجَاْ اِلَّا وَ
الْخَضِرُ قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِّنْ اَلْوَاحِ السَّفِيْنَةِ بِالْقَدُوْمِ فَقَالَ لَهٗ مُوْسٰى قَوْمٌ قَدْ
حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ
شَيْئًا اِمْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا
نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَتِ
الْاُوْلٰى مِنْ مُوْسٰى نِسْيَانًا قَالَ وَجَاءَ عُصْفُوْرٌ فَوَقَعَ عَلٰى حَرْفِ السَّفِيْنَةِ
فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقْرَةً فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا مِثْلَ
مَا نَقَصَ هٰذَا الْعُصْفُوْرُ مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ ثُمَّ خَرَجْنَا مِنَ السَّفِيْنَةِ فَبَيْنَمَا هُمَا
يَمْشِيَانِ عَلَى السَّاحِلِ اِذَا بِالْخَضِرِ غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ

رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْتَلَعَهُ بِيَدِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ وَهٰذَا أَشَدُّ مِنَ الْأُولَى قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ مَائِلٌ فَأَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ تَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ.

৪৩৬৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফল বিক্কালী বলে থাকে খিযিরের সাথে সাক্ষাতকারী মূসা বনী ইসরাইলের মূসা ছিলেন না। এ কথায় ইবনে আব্বাস বললেন ঃ আল্লাহর শত্রু মিথ্যে কথা বলছে।৪০ উবাই ইবনে কা'ব আমাকে (ইবনে আব্বাস) বলেছেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ মূসা বনী ইসরাইলদের মধ্যে বক্তৃতা করছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বেশী জানে কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বেশী জানি। আল্লাহ তাঁর ওপর রুষ্ট হলেন। যেহেতু তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয়নি।৪১ আল্লাহ তাঁকে অহীর মাধ্যমে বললেন ঃ দুই সমুদ্রের সংগম স্থলে৪২ আমার এক বান্দা অবস্থান করছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জানে। মূসা বললেন ঃ হে আমার রব! আমি তাঁর কাছে কেমন করে পেঁছিতে পারি? আল্লাহ বললেন ঃ একটা মাছ সংগে নাও এবং সেটা থলির মধ্যে রাখো (তারপর রওয়ানা হয়ে যাও)।

---

৪০. নওফল বিক্কালীকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহর শত্রু বলেছেন রাগের মাথায়। নয়তো তিনি কোনো কাফের ছিলেন না। বরং মুসলমান ছিলেন এবং ভালো মুসলমান ছিলেন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।

৪১. ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত জ্ঞানের পরোয়া না করে হযরত মূসা (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে যে বলে দিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী জানেন, এটাই আল্লাহর ক্রোধের কারণ। কে সবচেয়ে বেশী জানে এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাঁকে জানাননি। তাঁর বলা উচিত ছিল, কে সবচেয়ে বেশী জানে বা কে সবচেয়ে জ্ঞানী তা আল্লাহই ভালো জানেন।

৪২. 'দুই সমুদ্রের সংগম স্থল' স্থানটি কোথায় সে সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কোনো কথা বলা যায় না। তাফসীর গ্রন্থগুলি এ ব্যাপারে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। তবে এ সম্পর্কে সম্ভবত মওলানা মওদূদীই যথার্থ লিখেছেন যে, স্থানটি সুদানের রাজধানী খার্তুম শহরের কাছে হতে পারে। এখানে নীল নদের দুটি বড় শাখা শ্বেতসাগর ও হরিৎ সাগর মিলিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য ঃ তাফহীমুল কুরআন)

যেখানে সেটাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। কাজেই তিনি একটা মাছ নিলেন। সেটা থলিতে রাখলেন তারপর চলতে লাগলেন। তাঁর সংগে ইউশা' ইবনে নূন নামক এক যুবকও ছিলেন।৪৩ তারা সমুদ্র কিনারে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার ওপর মাথা রেখে দুজনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলির মধ্যে লাফিয়ে উঠলো। থলি থেকে বের হয়ে সেটা সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলো। 'ফাত্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহরে সারাবা'—মাছটি সমুদ্রের মধ্যে নিজের পথে চলে গেলো। আর যেখান দিয়ে মাছটি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ সেখানে সমুদ্রের পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি নালা বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেলেন। সেই দিনের অবশিষ্ট সময় ও সেই রাত তাঁরা চললেন। পরের দিন মূসা বললেন ঃ "আ—তিনা গাদাআনা, লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-যা নাসাবা"—এ সফরে বেশ ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, এখন আমাদের খাবার আনো।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ আসলে আল্লাহ যে স্থানে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন (অর্থাৎ যেখানে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিলো) সে স্থান ছেড়ে যাবার সময় থেকেই মূসা ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তাঁর খাদেম তাঁকে বললেন ঃ 'আরাআইতা ইয আওয়াইনা ইলাস্ সাখ্রাতি ফাইন্নী নাসীতুল হূতা ওয়ামা আনসানীহু ইল্লাশ্ শাইতানু আন আযকুরাহু ওয়াত্তাখাযা সাবীলাহু ফিল বাহ্রি আজাবা'—আপনার মনে আছে যে পাথর-টার পাশে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, সেখানেই মাছটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি মাছটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে শয়তান আমাকে এ কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনাকে তা জানাতে পারিনি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মাছটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিলো তার পথ বানিয়ে। মূসা ও তাঁর খাদেমকে (ইউশা' ইবনে নূন) তা অবাক করে দিয়েছিলো। মূসা বললেন ঃ 'যালিকা মা কুন্না নাবগি ফারতাদ্দা আলা আসারিহিমা কাসাসা"—এটিই তো আমরা খুঁজছিলাম। কাজেই তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সেই জায়গায় এসে পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ তাঁরা দু'জন নিজেদের পদ রেখা অনুসরণ করতে করতে আগের পাথরটার কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখলেন। মূসা তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে খিযির৪৪ তাঁকে বললেন, তোমাদের এ দেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে? মূসা বললেন, আমি মূসা।৪৫ (খিজির জিজ্ঞেস করলেন ঃ) বনী ইসরাইলের (নবী) মূসা? বললেন ঃ হাঁ, আমি বনী ইসরাইলের নবী মূসা। আমি এসেছি "লিতু-আল্লিমানী মিম্মা উল্লিমতা রুশ্দান কালা ইন্নাকা লান তাসতাতীআ মা'ঈআ সাব্রা"—এজন্যে যে আপনি আমাকে সেই জ্ঞানের শিক্ষা দিবেন যা আপনাকে শিখান হয়েছে। তিনি

---

৪৩. হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর খাদেম ছিলেন। পরে তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর খলীফা হন।

৪৪. এখানে খিযির (আঃ)-এর নাম সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইসরাইলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে কেউ কেউ এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে 'ইলিয়া' [হযরত ইলিয়াস (আঃ)] মনে করেছেন। কিন্তু হাদীসের এ সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর এ কথা মনে করার আর কোনো সংগত কারণ নেই। তাছাড়া হযরত ইলিয়াস (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর কয়েক শো বছর পরে জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই উভয়ের সাক্ষাতের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

৪৫. খিযির আলাইহিস সালামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, এই এলাকার লোকেরা তো ইসলাম গ্রহণ করেনি। এরা মুসলমান নয়। কাজেই এদের মধ্যে সালামের প্রচলন নেই। তাহলে তুমি নিশ্চয়ই অন্য এলাকার লোক এখানে এসে পড়েছো এবং একজন মুসলমানও। কাজেই তুমি নিশ্চয়ই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তুমি কে? এর জবাবে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন ঃ আমি মূসা। তাই মূসা আলাইহিস সালামের 'এদেশে সালামের প্রচলন হলো কেমন করে' এর জবাবে 'আমি মূসা' বলাটা মোটেই খাপছাড়া ও অসংগতিপূর্ণ নয়।

(খিযির) জবাব দিলন, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না। হে মূসা! আল্লাহ আমাকে জ্ঞান দান করেছেন ঃ এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান তুমি পাওনি। আল্লাহ তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেন ঃ এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান আমিও পাইনি। মূসা বললেন ঃ "সাতাজিদুনী ইনশা আল্লাহু সাবেরাঁও ওয়ালা আ'সী লাকা আম্‌রা"—ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন এবং আমি আপনার কোনো হুকুমের বরখেলাফ করবো না। খিযির তাঁকে বললেন ঃ "ফাইনিত্তাবা' অতানী ফালা তাস্‌আলনী আন শাইইন হাত্তা উহদিসা লাকা মিনহু যিকরান, ফানতালাকা"—যদি তুমি আমার সাথে চলতে চাও তাহলে আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করো না যতক্ষণ না আমি নিজেই তা তোমাকে জানাই। কাজেই তারা দুজন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা সমুদ্র কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। তাদেরকে নৌকায় করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নৌকার মাঝিদের সাথে আলাপ করলেন। তারা খিযিরকে চিনতে পারলো। তাই তাদেরকে বসিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে গেলো কিন্তু এর বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিল না। "ফালাম্মা রাকিবা ফিস্‌ সাফীনাতে"—যখন তারা দুজন নৌকায় চড়লেন, খিযির কুড়াল দিয়ে নৌকার একটা তক্তা উপড়িয়ে ফেললেন। মূসা তাঁকে বললেন ঃ এরা তো বিনা ভাড়ায় আমাদেরকে বহন করলেন। অথচ আপনি এদের নৌকাটির ক্ষতি করলেন। "ফাখারাকতাহা লিতুগরিকা আহলাহা লাকাদ জি'তা শাইআন ইম্‌রান কালা আলাম আকুল ইন্নাকা লান তাস্‌তাতী'আ মাঈয়া সাবরা, কালা লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালা তুরহিকনী মিন আমরী 'উসরা"—আপনি নৌকাটা ফাটিয়ে দিলেন আরোহীদের ডুবিয়ে দেবার জন্য। আপনি তো একটা খারাপ কাজ করলেন। খিযির বললেন ঃ আমি কি আগেই তোমাকে বলিনি আমার সাথে চলার ব্যাপারে তুমি কোনো ক্ষেত্রে সবর করতে পারবে না? মূসা বললেন ঃ আমি যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে খুব বেশী কড়াকড়ি করবেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মূসা প্রথমবার ভুলে গিয়ে এটাই করেছিলেন। এরপর আসলো একটা চড়ুই পাখি। পাখিটা বসলো নৌকার এক কিনারে। ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে এক বিন্দু পানি পান করলো। এ দৃশ্য দেখে খিযির মূসাকে বললেন ঃ এই চড়ুইটা সমুদ্র থেকে যতটুকু পানি খসালো, আমার ও তোমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই। তারপর তাঁরা নৌকা ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীর ধরে তাঁরা হাটতে লাগলেন। পথে খিযির দেখলেন একটি ছোট ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তিনি হাত দিয়ে ছেলেটিকে ধরলেন। দেহ থেকে তার মাথাটা আলাদা করে দিলেন। তাকে হত্যা করলেন। মূসা তাঁকে বললেন ঃ "আকাতাল্‌তা নাফসান যাকীয়্যাতান বিগাইরি নাফ্‌সিন? লাকাদ জি'তা শাইয়ান নুকরা। কালা আলাম আকুল লাকা ইন্নাকা লান তাসতাতী'আ মা'ঈআ সাব্‌রা।" আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, অথচঃ সে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে তুমি ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না। (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিলো। 'কালা ইন সাআল্‌তুকা আন শাইইন বা'দাহা ফালা তুসাহিবনী কাদ বালাগতা মিল্‌লাদুন্নী উয্‌রা। ফান্‌তালাকা হাত্তা ইযা আতায়া আহ্‌লা কার্‌ইয়াতিনিস্‌ তাত্‌'আমা আহ্‌লাহা, ফাআবাও আঁই ইউদাই্‌ইফু হুমা ফাওয়াজাদা ফীহা জিদারাঁই ইউরীদু আঁই ইয়ানকায্‌যা"—(মূসা) বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আর সংগে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওজর পেলেন। পরে তারা সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (বর্ণনাকারী) বলেন ঃ দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খিযির দাঁড়ালেন। নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। মূসা বললেন ঃ এই বসতির লোকদের কাছে আমরা আসলাম, খাবার চাইলাম, তারা আমাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। "লাউ শি'তা লাত্তাখাযতা

আলইহি আজরা। কালা হাযা ফিরাকু বাইনী ওয়া বাইনিক"—আপনি চাইলে এ কাজের মজুরী নিতে পারতেন। (অথচ আপনি তা করলেন না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিলেন)। খিযির বললেন ঃ বাস, এখান থেকে তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। এখন আমি তোমাকে সেই বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবো যেগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি। সেই নৌকাটির ব্যাপার এই ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকটা গরীব লোক। সাগরে গতর খেটে তারা জীবন ধারণ করতো। আমি নৌকাটাকে দাগী করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটা নৌকা জোর পূর্বক কেড়ে নেয়। তারপর সেই ছেলেটির কথা। তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আমরা আশংকা করলাম ছেলেটি (পরবর্তীকালে) তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের সাহায্যে তাদেরকে কষ্ট দেবে। তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক স্নেহ ও দয়ার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উন্নত হবে। আর এ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, এটা হচ্ছে দুটো এতিম ছেলের তারা এই শহরে বাস করে। এই দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো রয়েছে। তাদের পিতা ছিলেন নেককার ব্যক্তি। তাই তোমার রব চাইলেন, ছেলে দুটি বড হয়ে তাদের জন্য রাখা সম্পদ লাভ করবে। তোমার রব মেহের-বানীর কারণে এটা করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করিনি। এই হচ্ছে সেই সব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি ধৈর্য-ধারণ করতে পারোনি।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ ভালো হতো যদি মূসা আরো একটু সবর করতেন। তাহলে আল্লাহ তাঁদের আরো কিছু কথা আমাদের জানাতেন।

সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন ঃ ইবনে আব্বাস পড়তেন—"ওয়া কানা আমামাহুম মালিকুন ইয়াখুযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবা"—আর তাদের সামনে ছিল এমন এক রাজার এলাকা, যে সব নিখুঁত ও ভালো নৌকা কেড়ে নিতো। অর্থাৎ তিনি 'ওয়ারা-'আহুম (وراءهم)- এর জায়গায় পড়তেন আমামাহুম (امامهم) আর সাফীনাতিন এর সাথে পড়তেন সাফীনাতিন সালিহাতিন (سفينة صالحة) আর ওয়া আম্মাল গুলামু-এর পরে পড়তেন 'ফাকানা কাফেরান'।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

"যখন তারা দু'জন পৌঁছলো দুই সাগরের সংগম স্থলে, তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলো। আর মাছ সাগরে তার চলে যাবার পথ এমনভাবে তৈরী করে গেলো, যেন সেখানে সুড়ংগ লেগে গেছে।" 'সারাবা' মানে চলার নিশানী। 'ইয়াসরুবু' মানে সে পথ চলে। এ থেকেই এসেছে 'সারিবুম বিন্ নাহার' দিনের বেলা পথ অতিক্রমকারী।

৪৩৬৫. عَنْ سَعِيدٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَيْ أَبَا عَبَّاسٍ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلٌ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ وَأَمَّا يَعْلَى فَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا فَاضَتِ الْعُيُونُ وَرَقَّتِ الْقُلُوبُ وَلَّى فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ

هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ لَا فَعَتَبَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ
إِلَى اللهِ قِيلَ بَلَى قَالَ أَيْ رَبِّ وَأَيْنَ قَالَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَيْ رَبِّ اجْعَلْ
لِي عِلْمًا أَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ لِي عَمْرٌو قَالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ
لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَهُ
فِي مِكْتَلٍ فَقَالَ لِفَتَاهُ لَا أُكَلِّفُكَ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ
قَالَ مَا كُلِّفْتَ كَثِيرًا فَذٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ يُوشَعَ
بْنِ نُونٍ لَيْسَتْ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فَبَيْنَمَا هُوَ فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ فِي مَكَانٍ ثَرْيَانَ إِذْ
تَضَرَّبَ الْحُوتُ وَمُوسَى نَائِمٌ فَقَالَ فَتَاهُ لَا أُوقِظُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَظَ نَسِيَ أَنْ
يُخْبِرَهُ وَتَضَرَّبَ الْحُوتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَحْرَ فَأَمْسَكَ اللهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَحْرِ
حَتَّى كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ قَالَ لِي عَمْرٌو هٰكَذَا كَأَنَّ أَثَرَهُ فِي حَجَرٍ وَحَلَّقَ
بَيْنَ إِبْهَامَيْهِ وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا. لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا قَالَ قَدْ
قَطَعَ اللهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هٰذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ فَرَجَعَا فَوَجَدَا
خَضِرًا قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفِسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِ
الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ قَدْ جَعَلَ طَرَفَهُ تَحْتَ
رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ
وَقَالَ هَلْ بِأَرْضِي مِنْ سَلَامٍ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا شَأْنُكَ قَالَ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ
أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ وَأَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ
تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ فَأَخَذَ طَائِرٌ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ
وَقَالَ وَاللهِ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللهِ إِلَّا كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائِرُ
بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ وَجَدَ مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ
هٰذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْلِ هٰذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ قَالَ
قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِرٌ قَالَ نَعَمْ لَا نَحْمِلُهُ بِأَجْرٍ فَخَرَقَهَا وَوَتَدَ فِيهَا وَتِدًا. قَالَ

مُوْسٰى اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا قَالَ مُجَاهِدٌ مُنْكَرًا
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا. كَانَتِ الْاُوْلٰى نِسْيَانًا وَالْوُسْطٰى
شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمَدًا. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ
عُسْرًا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلٰى قَالَ سَعِيْدٌ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُوْنَ فَاَخَذَ
غُلَامًا كَافِرًا ظَرِيْفًا فَاَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ بِالسِّكِّيْنِ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً
بِغَيْرِ نَفْسٍ لَمْ تَعْمَلْ بِالْحِنْثِ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا زَكِيَّةً زَاكِيَةٌ
مُسْلِمَةٌ كَقَوْلِكَ غُلَامًا زَكِيًّا فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ
فَاَقَامَهُ قَالَ سَعِيْدٌ بِيَدِهٖ هٰكَذَا. وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلٰى
حَسِبْتُ اَنَّ سَعِيْدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ سَعِيْدٌ اَجْرًا نَاْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ وَكَانَ اَمَامَهُمْ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ
اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّزْعُمُوْنَ عَنْ غَيْرِ سَعِيْدٍ اَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُدَدٍ الْغُلَامُ
الْمَقْتُوْلُ اِسْمُهُ يَزْعُمُوْنَ جَيْسُوْرُ مَلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا
فَاَرَدْتُّ اِذَا هِىَ مَرَّتْ بِهٖ اَنْ يَّدَعَهَا لِعَيْبِهَا فَاِذَا جَاوَزُوْا اَصْلَحُوْهَا
وَانْتَفَعُوْا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ سَدُّوْهَا بِقَدُوْرَةٍ وَّمِنْهُمْ مَنْ
يَّقُوْلُ بِالْقَارِ كَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِرًا فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
وَّكُفْرًا اَنْ يَّحْمِلَهُمَا حُبُّهُ عَلٰى اَنْ يُّتَابِعَاهُ عَلٰى دِيْنِهٖ. فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا
رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهٖ اَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْاَوَّلِ الَّذِىْ
قَتَلَ خِضْرٌ وَزَعَمَ غَيْرُ سَعِيْدٍ اَنَّهُمَا اُبْدِلَا جَارِيَةً وَّاَمَّا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ عَاصِمٍ
فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّهَا جَارِيَةٌ.

৪৩৬৫. সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা ইবনে আব্বাসের সাথে তাঁর ঘরে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, আমাকে প্রশ্ন করে কিছু জানতে চাইলে জেনে নাও। আমি বললাম, হে আবু আব্বাস! ৪৬ আল্লাহ আমাকে আপনার ওপর উৎসর্গ করুন, কূফায় নওফ নামক একজন বক্তা আছেন, তিনি বলেন, বনী ইসরাইলের নবী মূসা ও খিযিরের সাথে দেখা হয়েছিল যে মূসার, তাঁরা দু'জন এক ছিলেন না। তবে আমর (পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী)

৪৬. আবু আব্বাস ছিল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ডাকনাম।

আমাকে (সাঈদ) বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : "আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে।" কিন্তু ইয়া'লা (অপর একজন বর্ণকারী) আমাকে বলেছেন যে, ইবনে আব্বাস এ কথা শুনে বললেন : উবাই ইবনে কা'ব আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : একদিন আল্লাহর রসূল মূসা (আঃ) লোকদের মধ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর বক্তৃতার প্রভাবে লোকদের চোখে অশ্রুর ঢল নামলো। তারা ভীষণ কান্নাকাটি করলো। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! দুনিয়ায় কি আপনার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ আছে? তিনি জবাব দিলেন : না, আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুষ্ট হলেন। কারণ তিনি এ তথ্যটি (জ্ঞানটি) আল্লাহর কাছ থেকে নেননি (অর্থাৎ বলেননি যে, আল্লাহই এ ব্যাপারে ভালো জানেন)। কাজেই আল্লাহ বললেন : হে মূসা! আমার কোন কোন বান্দাহ তোমার চেয়ে বেশী জ্ঞান রাখে। মূসা বললেন : হে আমার রব! তিনি কোথায় আছেন আমাকে জানান। আমি তার সাথে সাক্ষাত করবো এবং তার কাছে থেকে জ্ঞান অর্জন করবো। আল্লাহ বললেন : তাকে পাবে দুই সাগরের সংগম স্থলে। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, আমর (ইবনে দীনার) আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, তাকে পাবে সেখানে যেখানে তোমার মাছটি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। অন্য-দিকে ইয়া'লা আমাকে এভাবে বলেছেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো, একটি মরা মাছ সাথে নাও। যেখানে মাছটি জীবিত হয়ে যাবে, সেখানেই তাকে পাবে। মূসা একটি মাছ নিয়ে থলির মধ্যে রাখলেন। তিনি সংগের যুবকটিকে (তাঁর খাদেম ইউশা, ইবনে নূন) বললেন, তোমাকে শুধু এতটুকু কষ্ট দেবো যে, মাছটা যেখানে তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে, সে জায়গাটার কথা আমাকে জানাবে। খাদেম বললেন, এটা আর কি এমন কষ্টের ব্যাপার। "ওয়া ইয কালা মূসা লিফাতাহু"—আর যখন মূসা বললেন তাঁর যুবক খাদেম কে। মূসার খাদেম ইউশা' ইবনে নূনের নাম সাঈদ (বর্ণনাকারী) তাঁর বর্ণনায় বলেননি।

[রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, মূসা তাঁর সাথীকে নিয়ে সাগরের কিনারে পেঁছে একটি পাথরের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন। এমন সময় মাছটি লাফিয়ে উঠলো। মূসা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যুবক সংগী মনে করলো, মূসার ঘুম ভাংগানো ঠিক হবে না, তিনি ঘুম থেকে উঠলে জানিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু ঘুম ভাংগার পর তিনি মাছের কথা জানাতে ভুলে গেলেন। আর মাছটি তো লাফিয়ে সমুদ্রে পালিয়ে গিয়েছিল। যেখানে সে পানিতে লাফিয়ে পড়ছিলো সেখানে পানির প্রবাহ থেমে গিয়েছিল এবং তার চলে যাবার চিহ্ন স্বরূপ সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ংগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমর (ইবনে দীনার) আমাকে বলেছিলেন যে, মাছটি পানির মধ্যে তার চলে যাবার নিদর্শন স্বরূপ একটি গর্ত বানিয়ে রেখে গিয়েছিল। তারপর আমর তাঁর দুটি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের আঙুল গুলি এক সাথে মিলিয়ে গোল বৃত্ত বানিয়ে দেখালেন।

"লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হা-যা নাসাবা"—(কিছু দূর যাবার পর মূসা বললেন:) আমাদের এ সফরে আমি বেশ ক্লান্তি অনুভব করছি। (তাঁর সংগী ইউশা,) বললেন, আল্লাহ আপনার ক্লান্তি দূর করে দিয়েছেন। সাঈদ (ইবনে জুবাইর) কিন্তু এ ধরনের বর্ণনা দেননি। তারপর ইউশা' তাকে মাছের পালিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। (অর্থাৎ সেই পাথরের কাছে মাছটি পালিয়ে গিয়েছিল)। কাজেই তাঁরা ফিরে আসলেন (পাথরটির কাছে,) সেখানে খিযিরের দেখা পেলেন। বর্ণনাকারী ইবনে জুরাইজ বলেন, উসমান ইবনে আবু সুলাইমান বর্ণনা করেছেন যে, মূসা খিযিরকে দেখলেন সাগরের বুকে একটি সবুজ বিছানায়। সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, তিনি আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত ছিলেন। কাপড়ের একটি প্রান্ত ছিল তাঁর দু' পায়ের নীচে এবং অন্য প্রান্তটি ছিল মাথার ওপর। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনি কাপড়ের মধ্য থেকে মুখ বের করে বললেন : আমার দেশে তো সালামের রেওয়াজ নেই। কে তুমি? জবাব দিলেন : আমি মূসা। খিযির জিজ্ঞেস করলেন : বনী ইসরাইলের মূসা? জবাব দিলেন, হাঁ। খিযির বললেন : কি ব্যাপার? মূসা বললেন : আমি এসেছি "লি তু'আল্লিমানী মিম্মা' উল্লিমতা রুশ্দা"—এজন্য যে, আপনি আমাকে

আপনার জ্ঞান থেকে কিছু শিখাবেন। খিযির বললেন : তোমাকে যে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? তোমার কাছে অহী আসে। (তাও কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়?) হে মূসা! আমার কাছে যে জ্ঞান আছে তা তোমার শেখার প্রয়োজন নেই। আর তোমার কাছে যে জ্ঞান আছে, তা আমার শেখার প্রয়োজন নেই। এমন সময় একটি পাখি এসে তার চঞ্চু দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি পান করলো। তা দেখে খিযির বললেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় আমার ও তোমার জ্ঞান এই পাখিটি সাগর থেকে তার চঞ্চুতে যে পরিমাণ উঠালো, তার চেয়ে বেশী নয়।

তারপর তারা একটা ছোট নৌকায় আরোহণ করলেন। নৌকাটি এপারের লোকদেরকে ওপারে এবং ওপারের লোকদেরকে এপারে আনা-নেয়ার কাজ করতো। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বললো, আল্লাহর নেক বান্দা। আমরা তার কাছ থেকে কোনো ভাড়া নেবো না। ইয়া'লা বলেন, আমরা সাঈদকে জিজ্ঞেস করলাম, এ কথা কি তারা খিযির সম্পর্কে বললো? সাঈদ জবাব দিলেন, হাঁ। খিযির তাদের নৌকার একটি তখতা ভেঙে দিলেন এবং তাতে ছিদ্র করেদিলেন। "কালা মূসা, আখারাকতাহা লিতুগরিকা আহলাহা? লাকাদ জি'তা শাইয়ান ইম্‌রা"—মূসা বললেন, আপনি কি এটা ভেঙে ফেলছেন? এর ফলে নৌকার আরোহীরা তো ডুবে যাবে। এটা আপনি বড় অন্যায় কাজ করলেন। মুজাহিদ বলেন, 'ইমরা' শব্দের অর্থ হচ্ছে, খারাপ ও অন্যায় কাজ। "কালা আলাম আকুল লাকা ইন্নাকা লান তাসতাতী'আ মা'ঈয়া সাব্‌রা"—খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, আমার সাথে চলতে গিয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না? আসলে এটি ছিল মূসার প্রথম আপত্তি। ভুলবশতঃ তিনি এ আপত্তিটি করেছিলেন। দ্বিতীয় আপত্তিটি তিনি করেছিলেন শর্ত হিসেবে। আর তৃতীয়টি করছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে।" "কালা লা তুআখিযনী বিমা নাসীতু ওয়ালাতুর হিকনী মিন আমরী উসরা"—মূসা জবাব দিলেন, আমি ভুলবশতঃ যে কাজটি করেছি, সেটার ব্যাপারে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি করবেন না। "লাকিয়া গুলামান ফাকাতালাহু"—তাঁরা একটা বাচ্চা দেখলেন এবং খিযির বাচ্চাটাকে হত্যা করলেন। ইয়া'লা সা'ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা অনেকগুলো ছেলেকে একসংগে খেলা করতে দেখলেন। তার মধ্য থেকে তিনি একটি কাফের বাচ্চাকে ধরলেন, তাকে ছুরি দিয়ে জবাই করলেন। মূসা বললেন : "আকাতাল্‌তা নাফসান যাকিয়্যাতান বিগাইরি নাফসিন?"—আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন, তাও কোনো হত্যার বদলে নয়? সে কোনো অপরাধ করেনি। ইবনে আব্বাস 'যাকিয়্যাতান' পড়তেন আবার 'যা-কিয়্যাতান'ও পড়তেন। 'যা-কিয়্যাতান' মানে ভালো ও নেকবখ্‌ত মুসলমান। যেমন বলা হয় "গুলামান যা-কিয়্যান' অর্থাৎ ভালো ও নেকবখ্‌ত ছেলে। তারপর তারা দু'জন চলতে লাগলেন। তারা একটি দেয়াল দেখলেন। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। খিযির সেটাকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সাঈদ তাঁর হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে। অথবা হাত উঠিয়ে বলেন, এভাবে দেয়াল খাড়া করে দিলেন। ইয়া'লা বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ বলেছিলেন, খিযির দেয়ালের গায় দু'হাত ছুঁইলেন এবং এভাবে দেয়ালটাকে খাড়া করে দিলেন। "লাওশি'য়তা লাত্তাখাযতা আলাইহি আজরা"—(মূসা বললেন:) আপনি চাইলে এর বিনিময়ে মজুরী নিতে পারতেন। সাঈদ বলেন : মজুরী মানে যা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। আর "ওয়া কানা ওয়ারাআহুম" এর মানে "ওয়া কানা আমামাহুম"—অর্থাৎ তাঁদের সামনে ছিল। ইবনে আব্বাস এখানে "আমামাহুম মালিকুন" পড়েছেন। অর্থাৎ তাদের সামনে ছিল এক রাজা (রাজ্য)। (বর্ণনাকারী জুরাইজ বলেন:) সাঈদ ছাড়া অন্য সব বর্ণনা-কারীরা ঐ রাজার নাম বলেছেন, হুদাদ ইবনে বুদাদ। আর খিযির যে ছেলেটিকে হত্যা করে-ছিলেন তার নাম ছিল জাইসুর। আর প্রত্যেকটি নৌকা সে কেড়ে নিতো। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, (সেই জালেম রাজা) দাগী নৌকা দেখলে তাকে ছেড়ে দেবে। (কারণ অক্ষত নৌকাই সে কেড়ে নেয়)। তারপর সেই রাজার রাজ্য পার হয়ে গেলে নৌকা আবার তারা মেরামত করে নিয়েছিলো এবং তাকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করেছিলো। কেউ বলে,

নৌকার ছিদ্রটা তারা সীসা গালিয়ে তা দিয়ে মেরামত করেছিলো আবার কেউ বলে লাক্ষা ও তেল মিশিয়ে তাই দিয়ে মেরামত করেছিল। "কানা আবাওয়াহু মুমিনাইনে"—তার বাপ-মা ছিল মুমিন। আর সে ছেলেটি ছিল কাফের। 'ফাখাশীনা আঁই ইউরহিকাহুমা তুগইয়ানাও ওয়া-কুফরা"—আমাদের ভয় হলো সে তার বাপ-মাকে কুফরী ও গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ তার প্রতি মহব্বত তার বাপ-মাকে তার ধর্মের অনুগত করে ফেলবে। 'ফাআরাদনা আই ইউব্‌দিলাহুমা রব্বুহুমা খাইরাম মিনহু যাকাতাও ওয়া আকরাবা রুহমা" —আমরা চাইলাম, আল্লাহ তার পরিবর্তে যেন এমন একটি সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক দয়া ও স্নেহের দিক থেকে হবে তার চেয়ে উন্নত। বাপ-মা আগেরটির চাইতে—যাকে খিযির হত্যা করেছিলেন—এই পরেরটির প্রতি বেশী স্নেহশীল হবে। আর (ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ) সাঈদ ছাড়া বাকি সকল বর্ণনাকারীই বলেছেন যে, সেই ছেলেটির বদলে আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন। দাউদ ইবনে আসেম বলেন ঃ আল্লাহ তাদেরকে একটি মেয়ে দেন, সে কথাই এখানে বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا اِلٰى قَوْلِهٖ عَجَبًا۔

'যখন তারা সেন্থান অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন, মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন ঃ আমাদের নাশতা আনো। আজকের সফরে তো আমরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। খাদেম বললো ঃ আমরা যখন সেই পাথরটার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করছিলেন? মাছের কথা আমি ভুলে গিয়ছিলাম। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তার কথা আপনাকে বলতেই ভুলে গেছি। মাছ তো বিস্ময়করভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গিয়েছে।" 'সুনা'আ' মানে হচ্ছে কাজ।৪৭ 'হিওয়ালা' মানে ফিরে যাওয়া, বদলে যাওয়া, হটে যাওয়া।৪৮ 'কালা যালিকা মা কুন্না নাব্‌গি ফারতাদ্দা আলা আ-সারিহিমা কাসাসা'—মূসা বললেন ঃ আমরা তো এটাই চেয়েছিলাম। অতঃপর তাঁরা দু'জনই নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পুনরায় ফিরে আসলো। 'ইমরান' ও 'নুকরান' দুটো শব্দের একই অর্থ অর্থাৎ খারাপ কাজ।...'ইয়ানকান্দু' শব্দের অর্থ হচ্ছে পড়ে যাবে। 'লাত্তাখাযত্‌' ও 'ইত্তাখাযত্‌' শব্দ দু'টির অর্থ একই আমি গ্রহণ করছি। 'রুহুমা' শব্দ গঠিত হয়েছে 'রহীম' থেকে। এর অর্থ হচ্ছে খুব বেশী করুণা ও সহানুভূতি। কেউ কেউ একে 'রহীম' থেকে গঠিত মনে করে। মক্কাকে বলা হয় 'উম্মুর রহম' অর্থাৎ উম্মুর রহমান'। কারণ সেখানে রহমত নাযিল হয়।

٤٣٦٦ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ نَوْفَ الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ اَنَّ مُوْسٰى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَيْسَ بِمُوْسَى الْخَضِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَامَ مُوْسٰى خَطِيْبًا فِيْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ

---

৪৭. আল্লাহ বলেন ঃ وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا—"আর তারা মনে করে তারা ভালো কাজ করেছে।

৪৮. আল্লাহ বলেন ঃ لا يبغون عنها حولا 'তারা তার থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় খুঁজে পায় না।

فَقِيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ
وَأَوْحَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ
أَيْ رَبِّ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ فَحَيْثُ مَا فَقَدْتَ
الْحُوتَ فَاتَّبِعْهُ قَالَ فَخَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ وَمَعَهُمَا
الْحُوتُ حَتَّى انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلَا عِنْدَهَا قَالَ فَوَضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ
فَنَامَ قَالَ سُفْيَانُ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِ عَمْرٍو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ
يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَةُ لَا يُصِيبُ مِنْ مَائِهَا شَيْءٌ إِلَّا حَيِيَ فَأَصَابَ الْحُوتَ مِنْ
مَاءِ تِلْكَ الْعَيْنِ قَالَ فَتَحَرَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْمِكْتَلِ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا
اسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا الْآيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى
جَاوَزَهُمَا مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا
إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعَا يَقُصَّانِ فِي آثَارِهِمَا
فَوَجَدَا فِي الْبَحْرِ كَالطَّاقِ مَمَرَّ الْحُوتِ فَكَانَ لِلْفَتَى عَجَبًا وَلِلْحُوتِ
سَرَبًا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا هُمَا بِرَجُلٍ مُسَجًّى بِثَوْبٍ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى قَالَ
مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ
رُشْدًا قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَكَهُ اللّٰهُ لَا أَعْلَمُهُ
وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَّمَنِيهِ اللّٰهُ لَا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلَى أَتَّبِعُكَ قَالَ فَإِنِ
اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ
عَلَى السَّاحِلِ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَعَرَفَ الْخَضِرَ فَحَمَلُوهُمْ فِي سَفِينَتِهِمْ بِغَيْرِ
نَوْلٍ يَقُولُ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَرَكِبَا السَّفِينَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ
فَغَمَسَ مِنْقَارَهُ الْبَحْرَ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى مَا عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ
فِي عِلْمِ اللّٰهِ إِلَّا مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هٰذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ
مُوسَى إِذْ عَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى قَدُومٍ فَخَرَقَ السَّفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ

حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ اِلٰى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ اٰيَةً فَانْطَلَقَا اِذَا هُمَا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَاَخَذَ الْخَضِرُ بِرَاْسِهٖ فَقَطَعَهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا اِلٰى قَوْلِهٖ فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَقَالَ بِيَدِهٖ هٰكَذَا فَاَقَامَهٗ فَقَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّا دَخَلْنَا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُوْنَا وَلَمْ يُطْعِمُوْنَا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدِدْنَا اَنَّ مُوْسٰى صَبَرَ حَتّٰى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ اَمْرِهِمَا قَالَ وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَاُ وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا۔

৪৩৬৬. সাঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, নওফুল বাক্কালী বলে থাকে বনী ইসরাইলের মূসা ও খিযিরের সাথে সাক্ষাতকারী মূসা এক নয়। এ কথা শুনে ইবনে আব্বাস বললেন : আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবাই ইবনে কা'ব আমাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা বনী ইসরাইলদের মধ্যে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী লোক কে? তিনি বললেনঃ আমি। আল্লাহ তাঁর এ জবাবে রুষ্ট হলেন। যেহেতু তিনি এ কথা বলেননি যে, আল্লাহ এ কথা জানেন। আল্লাহ তাঁর ওপর অহী নাযিল করলেন। আল্লাহ তাঁকে বললেন : দুই সাগরের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা আছে, সে তোমার চাইতে বেশী জ্ঞানী। মূসা বললেন : হে আমার রব! তাঁর কাছে আমি কেমন করে যেতে পারি? আল্লাহ বললেন : তোমার থলির মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হও। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তাকে পাবে। মূসা রওয়ানা দিলেন। তাঁর সহযোগী হলো তাঁর যুবক খাদেম ইউশা' ইবনে নূন। তাঁরা মাছ সংগে নিলেন। হাঁটতে হাঁটতে সাগর কিনারে একটি বড় পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন। সেখানে তাঁরা থামলেন। পাথরের ওপর মাথা রেখে মূসা ঘুমিয়ে পড়লেন। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, আমর ইবনে দীনার ছাড়া অন্য সকল বর্ণনাকারী বলেছেন : পাথরটির মূলে একটি ঝরণা ছিল, তাকে বলা হতো হায়াত (আবে হায়াত)। কোনো মৃতের গায় তার পানি পড়লে সে জীবিত হয়ে উঠতো। সেই মাছটির গায়েও ঐ ঝরণার পানি পড়লে সাথে সাথেই সে লাফিয়ে উঠলো এবং থলি থেকে বের হয়ে সাগরে পালিয়ে গেলো। তারপর মূসা যখন জেগে উঠলেন, (কিছু দূর চলার পর) "কালা লিফাতাহু আতিনাগাদাআনা লাকাদ লাকীনা মিন সাফারিনা হাযা নাবাসা"—মূসা বললেন তাঁর খাদেমকে, আমাদের নাশতা আনো, (আজকের) এ সফরে আমরা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, যে স্থানে খিযিরের দেখা পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পর থেকেই মূসা ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তখন তাঁর খাদেম ইউশা'

ইবনে নূন তাকে বললেন ঃ "আমরা যখন সেই পাথরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম ঃ তখন কি ঘটেছিল, তা কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? মাছের প্রতি আমার কোনো লক্ষ্য ছিল না। আর শয়তান আমাকে এমন বেখেয়াল করে দিয়েছিল যে, তা আপনাকে জানাতে আমি একেবারে ভুলেই গেছি। মাছটা তো বিস্ময়করভাবে বের হয়ে নদীতে চলে গেছে।" কাজেই তারা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে আসলো। তারা নদীতে মাছটির চলে যাবার জায়গায় গর্তের মতো নিশানী দেখলো, যা মূসার খাদেমের জন্য ছিল বিস্ময়কর। যাহোক পাথরের কাছে পেঁছে তারা এক ব্যক্তির দেখা পেলেন। তিনি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে ছিলেন। মূসা তাঁকে সালাম করলেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের এদেশে আবার সালাম এলো কোথা থেকে? (অর্থাৎ এদেশের লোকেরা তো সব কাফের ও মুশরিক)। মূসা বললেন ঃ আমি মূসা। জিজ্ঞেস করলেন, বনী ইসরাইলের মূসা? জবাব দিলেন হাঁ। তারপর মূসা বললেন ঃ "আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? তাহলে আপনি আমাকে নিজের যথার্থ ইল্ম শিখিয়ে দেবেন।" খিযির তাঁকে বললেন ঃ হে মূসা, তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইল্ম লাভ করেছো, তা আমি জানতে পারি না আর আমাকে আল্লাহ যে ইল্ম দান করেছেন, তা তুমি জানতে পারো না। মূসা বললেন ঃ ঠিক আছে, তবুও আমি অবশ্যি আপনার সাথে থাকবো। খিযির বললেন ঃ থাকতে পারো, তবে আমার সাথে থাকতে হলে আমি কোনো বিষয়ে না জানানো পর্যন্ত আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। এ কথার পর তারা চলতে লাগলেন। তারা নদীর কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তারা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। নৌকার মাঝিরা খিযিরকে চিনতে পারলো। তারা বিনা ভাড়ায় তাদেরকে নিজেদের নৌকায় বহন করলেন। অর্থাৎ বিনা পারিশ্রমিকে। তারা নৌকায় চড়লেন। এমন সময় নৌকার প্রান্তভাগে একটি চড়ুই এসে বসলো। পাখিটি নদীতে ঠোঁট ডুবালো। খিযির বললেন, মূসাকে ঃ আল্লাহর ইল্মের তুলনায় আমার তোমার ও সমগ্র সৃষ্টির ইল্ম এই চড়ুইটি একবার ঠোঁট ডুবিয়ে নদী থেকে বিন্দু পরিমাণ পানি উঠিয়েছে, তার সমান। তারপর খিযির যখন তার কুড়ালটি দিয়ে নৌকার একটি কাঠ ভেঙে ফেললেন তখন মূসা একটু অবাক হলেন। মূসা তাঁকে বললেন, এই লোকগুলো আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় নৌকায় উঠিয়ে আনলো "আর আপনি তাদের নৌকা ছেঁদা করে দিলেন। ফলে নৌকায় আরোহীরা ডুবে যাবে। আপনি একটা খারাপ কাজ করলেন।" তারপর আবার তারা চলতে লগলেন। তারা অনেকগুলো ছেলের সাথে একটি ছেলেকে খেলতে দেখলেন। খিযির ছেলেটির মাথা কেটে ফেললেন, মূসা তাঁকে বললেন ঃ "আপনি একটা নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করলেন? অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি। আপনি একটা অন্যায় কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি তোমাকে আগেই বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে চলতে পারবে না? মূসা বললেন ঃ এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোনো প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে সংগে রাখবেন না। আমার দিক থেকে তো এখন আপনার কাছে ওজর পেঁছে গেছে। পরে তারা আরো সামনের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনপদে উপস্থিত হলেন। সেখানকার লোকদের কাছে তারা খাবার চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখতে পেলো। দেয়ালটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।" বর্ণনাকারী তার হাতের ইশারা করে বলেন, এভাবে খিযির দেয়ালটি খাড়া করে দিলেন। মূসা তাঁকে বললেন ঃ আমরা যখন এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলাম, তখন গ্রামের লোকেরা আমাদের মেহমানদারী করতে এবং আমাদেরকে আহার করাতে চায়নি। এক্ষেত্রে আপনি চাইলে এদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, "খিযির বললেন, এখান থেকেই তোমার ও আমার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। তবে যেসব বিষয়ের ওপর তুমি সবর করতে পারোনি, সেগুলোর তাৎপর্য আমি এবার তোমার কাছে বিশ্লেষণ করবো।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ ভালো হতো মূসা যদি আরো একটু সবর করতেন, তাহলে তাদের দু'জনের আরো কিছু ঘটনাবলী আমাদের সামনে আসতো। সাঈদ বলেন ঃ ইবনে আব্বাস 'ওয়ারাআহুম মালিক-এর জায়গায় পড়তেন 'আমামাহুম মালিক।' আরো পড়তেন 'ইয়া'খযু কুল্লা সাফীনাতিন সালিহাতিন গাসাবান ওয়া আম্মাল গুলামু ফাকানা কাফিরা।'

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا

"(তাদেরকে) বলে দাও, আমি কি তোমাদেরকে এমন সব লোকের কথা বলবো, যারা আমলের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত?"

٤٣٦٧. عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا أَهُمُ الْحَرُورِيَّةُ قَالَ لَا هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَمَّا الْيَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا وَأَمَّا النَّصَارَى فَكَفَرُوا بِالْجَنَّةِ وَقَالُوا لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الْفَاسِقِينَ.

৪৩৬৭. মুস'আব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম : "কুল হাল নুনাব্বিউকুম বিল আখসারীনা আ'আমালা"—আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে, তারা কি হারূরী (গ্রামের লোক)? তিনি জবাব দিলেন : না, তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও খৃষ্টান। কারণ ইয়াহূদীরা মুহাম্মদ (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আর খৃষ্টানরা জান্নাতে বিশ্বাস করতো না এবং তারা বলতো, সেখানে কোন পানাহার দ্রব্য নেই। আর হারূরীরা হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহর সাথে পাকাপোক্ত অঙ্গিকার করার পর ভংগ করে সা'দ তাদেরকে বলতেন ফাসেক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ الْآيَةَ.

"এরা হচ্ছে সেই সব লোক, যারা তাদের রবের নিদর্শনগুলো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিল। কাজেই তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গিয়েছিল.....।"

٤٣٦٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ مِثْلَهُ.

৪৩৬৮. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন একজন বেশ মোটা তাজা লোক আসবে। কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ডানার চেয়েও বেশী নগণ্য হবে। এরপর তিনি বলেছেন : "ফালা নুকীমু লাহুম ইয়াওমাল কিয়ামাতে ওয়াযনা"

আমি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মীযান কায়েম করবো না। আয়াতটির অর্থ এটিই।৪৯ আর ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর থেকে বর্ণিত। তিনি মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান থেকে এবং তিনি আবুয যানাদ থেকে একই ধরনের বর্ণনা করেছেন।

সূরা মরিয়ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وانذرهم يوم الحسرة "আর তাদেরকে ভয় দেখাও আক্ষেপের দিনের।"

٤٣٦٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْتٰى بِالْمَوْتِ كَهَيْاَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُنَادِىْ مُنَادِيًا اَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ ثُمَّ يُنَادِىْ يَا اَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّوْنَ وَيَنْظُرُوْنَ فَيَقُوْلُ هَلْ تَعْرِفُوْنَ هٰذَا فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَاٰهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ فَلَا مَوْتَ ثُمَّ قَرَاَ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَهٰؤُلَاءِ فِىْ غَفْلَةِ اَهْلِ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ -

৪৩৬৯. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে আনা হবে একটি মোটাসোটা মেষের আকারে। একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : হে জান্নাতীরা! (এ আওয়াজ শুনে) তারা মাথা তুলে দেখবে। ঘোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে : হাঁ, এতো মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকে (মৃত্যুর সময়) তাকে দেখেছিল। তারপর সে ডাক দেবে : হে জাহান্নামীরা! (এ ডাক শুনে) তারা মাথা

---

৪৯. মীযান এক ধরনের পরিমাপ যন্ত্র যার সাহায্যে কিয়ামতের দিন মানুষের নেকী ও বদী তথা সৎ ও অসৎ কাজে ওজন করা হবে। আসলে মীযান তাদের জন্য কায়েম করা হবে, যাদের সৎও অসৎ সংমিশ্রিত হয়ে আছে। তাদের এই ভালো ও মন্দ কাজের প্রত্যেকটির পরিমাপ জানার জন্যই মীযান ব্যবহার করা হবে। তারপর মন্দ কাজের পরিমাপ বেশী হলে জাহান্নামে এবং ভালো কাজের পরিমাপ বেশী হলে জান্নাতে স্থান পাবে। কিন্তু যাদের কোনো ভালো কাজই থাকবে না, জীবনটাই শুধু মন্দ ও অসৎ কাজে পরিপূর্ণ তাদের জন্য মীযানের কি প্রয়োজন?

তুলে দেখবে। ঘোষক বলবে : তোমরা কি একে চেনো? তারা জবাব দেবে : হাঁ, এতো মৃত্যু। আসলে তাদের প্রত্যেকে মৃত্যুর সময় তাকে দেখেছিল। তখন তাকে জবাই করা হবে। তারপর সেই ঘোষক বলবে : হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে বসবাস করো। আর কখনো তোমাদের মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামবাসীরা! তোমরা জাহান্নামে বসবাস করতে থাকো। তোমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) পড়েন। "ওয়া আনযিরহুম ইয়াউমাল হাস্‌রাতি ইয্‌ কুদিয়াল আমরু ওয়া হুম ফী গাফলাহ"—"(হে রসূল!) তাদেরকে ভয় দেখাও সেই আক্ষেপের দিনের, যেদিনে ফয়সালা হয়ে যাবে। অথচ এরা তবুও গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে।" দুনিয়া-বাসীরা এখনো গাফলতির সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারা এখনো ঈমান আনছে না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : و ما نتنزل الا بامر ربك "আর আমরা আপনার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না।"

٤٣٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرَئِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا فَنَزَلَتْ - وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا -

৪৩৭০. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) জিবরাইলকে বলেন, তুমি আমার কাছে যতবার আসো তার চেয়ে বেশী আসতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? এতে এ আয়াতটি নাযিল হলো : "ওয়া মা নাতানায্‌যালু ইল্লা বিআম্‌রি রব্বিকা, লাহু মা বাইনা আইদীনা ওয়ামা খালফানা।"—"আমি তোমার রবের হুকুম ছাড়া আসতে পারি না, আমাদের সামনে-পিছনে যা কিছু আছে, সব তাঁর।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : افرأيت الذى كفر بايتنا و قال لاوتين مالا و ولدا "তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো আমি (সেখানে) ধন-দৌলত ও সন্তান পাবো?"

٤٣٧١- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبَّابًا قَالَ جِئْتُ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ اَتَقَاضَاهُ حَقًّا لِيْ عِنْدَهٗ قَالَ لَا اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا حَتّٰى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَاِنِّيْ لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّ لِيْ هُنَاكَ مَالًا وَّوَلَدًا فَاَقْضِيَكَهٗ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ اَفَرَاَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا -

৪৩৭১. মাসরূক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাবকে বলতে শুনেছি। খাব্বাব বলেছেন : আমি আস ইবনে ওয়ায়েল আসসাহমীর কাছে গেলাম। তার কাছে আমার পাওনা চাইলাম। সে জবাব দিলো, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করবে, ততক্ষণ তোমার পাওনা দেবো না। আমি বললাম : তা কখনোই হতে পারে না, তুমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হলেও (অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত) আমি কুফরী করতে পারবো না। এ কথা শুনে

সে বললো : কি বললে, আমি মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়ে উঠবো? আমি বললাম, হাঁ। সে বললো : তাহলে ঠিক আছে, সেখানে তো আমার কাছে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি সব কিছুই থাকবে, সেখানেই আমি তোমার পাওনা আদায় করে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি নাযিল হয়: 'আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতাইয়ান্না মালাউ ওয়া ওয়ালাদা।"—"তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াত অস্বীকার করলো এবং বললো, (সেখানেও) আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান মিলবে?"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
'সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে? অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে?"
'আহ্দান' মানে কঠোর অঙ্গীকার।

٤٣٧٢ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَيْفًا
فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى
يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ قَالَ إِذَا أَمَاتَنِي اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَنِي وَلِي مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ
عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا قَالَ مُرْتَجِزًا وَيَقُولُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفًا وَلَا مُرْتَجِزًا

৪৩৭২. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতাম। আমি আস্ ইবনে ওয়ায়েলকে একটি তলোয়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর একদিন তার কাছে গিয়ে আমার মজুরী চাইলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমি তোমার মজুরী দেবো না। আমি জবাব দিলাম, আল্লাহ তোমাকে মেরে আবার জীবিত করলেও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। সে বললো, আল্লাহ যখন আমাকে মেরে আবার জীবিত করবেন, তখন সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও থাকবে। (তাহলে সেখানেই তোমার পাওনা চুকিয়ে দেবো) এর ওপর আল্লাহ নাযিল করলেন: "আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা?"—"তুমি কি তাকে দেখছো না, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করলো?"—"ওয়া কালা লাউতাইযান্না মালাউ' ওয়া ওয়ালাদা"—"আর বললো : (সেখানে) আমাকে ধন ও সন্তান-সন্ততি দান করা হবে।" "আত্তালা'আল গাইবা আমিত্তাখাযা ইনদার রহমানে আহ্দা?"—"সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে?" বর্ণনাকারী বলেন : আশজা'ঈ সুফিয়ান থেকে যে রেওয়াত করেছেন, তাতে 'অঙ্গীকার' ও 'তলোয়ারের' কথা নেই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: كلا سنكتب ما يقول و نمد له من العذاب مدا
"কখ্খনো নয়, সে যা বলছে আমি লিখে যাচ্ছি, আর তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মেয়াদ আরো বাড়িয়ে দেবো।"

٤٣٧٣ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِ
بْنِ وَائِلٍ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقَالَ وَاللَّهِ

أَكْفُرَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ فَذَرْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِيَكَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا -

৪৩৭৩. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাহেলিয়াতের যুগে আমি কর্মকারের কাজ করতাম। সে সময় 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার একটা পাওনা ছিল। আমি তার কাছে এসে আমার পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করলাম। সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমাকে একটা কানাকড়িও দেবো না। আমি বললাম : আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে মেরে ফেলে আবার জীবিত করে তোলার পরও আমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবো না। জবাবে সে বললো : তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরে যাই, তারপর আবার জীবিত হয়ে উঠি, সেখানে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও দেয়া হবে, সে সময় আমি তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দেবো। এ কথায় এ আয়াতটি নাযিল হয়: "আফারাআইতাল্লাযী কাফারা বিআয়াতিনা ওয়া কালা লাউতায়ান্না মালাও' ওয়া ওয়ালাদা।" —"তুমি কি তাকে দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে এবং বলেছে তাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে?

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: ونرثه ما يقول و ما يأتينا فردا

"আর সে যা কিছুর কথা বলে আমি সেসব রেখে দিচ্ছি এবং আমার কাছে আসবে সে একাকী।" ইবনে আব্বাস বলেন : 'আল জিবালু হাম্মান' মানে হচ্ছে পাহাড় বিস্ফোরণে ধ্বসে পড়বে।

٤٣٧٤ - عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ وَوَلَدٍ قَالَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا -

৪৩৭৪. খাব্বাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কামারের কাজ করতাম। আর 'আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। আমার পাওনাটা আদায় করার জন্য আমি তার কাছে গেলাম। কিন্তু সে বললো, তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার না করলে আমি তোমার পাওনা দেবো না। জবাবে আমি বললাম, আমি কখ্খনো তাঁকে অস্বীকার করবো না, এমনকি তুমি মরে গেলে এবং তারপর পুনরুজ্জীবিত হলেও। এ কথা শুনে সে বললো: আচ্ছা, তাহলে মরার পরে আমাকে আবার জীবিত করা হবে। সে সময় তাহলে আমি ধন-

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও লাভ করবো। তোমার পাওনা তখনই চুকিয়ে দেবো। খাব্বাব বলেন : এ ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো : "তাকে কি দেখেছো, যে আমার আয়াতগুলো অস্বীকার করেছে আর বলেছে, তাকে নাকি অবশ্যি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে? সে কি গায়েবের কথা জেনে গেছে অথবা সে আল্লাহর সাথে কোনো অঙ্গীকার করেছে? কখ্খনো না, সে যা কিছু বলছে, সব আমরা লিখে রাখছি এবং তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবো। (আর যে ধন-সম্পদ ও জনবলের কথা সে বলে, তা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে থেকে যাবে এবং) সে একাকীই আমার কাছে হাযির হবে।"

সূরা তা-হা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : واصطنعتك لنفسي "(হে মূসা!) আমি তোমাকে বানিয়েছি আমার নিজের জন্য।"

٤٣٧٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِلْتَقٰى اٰدَمُ وَمُوْسٰى قَالَ مُوْسٰى لِاٰدَمَ أَنْتَ الَّذِيْ أَشْقَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَهُ اٰدَمُ أَنْتَ الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهِ وَاصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَوَجَدْتَهَا كُتِبَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَنِيْ قَالَ نَعَمْ فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى ثَلٰثًا ثَلٰثًا.

৪৩৭৫. আবু হুরাইরা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আদম ও মূসার মোলাকাত হলো। মূসা আদমকে বললেন : ওহো, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি সমস্ত মানুষকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন আর তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন। আদম তাঁকে বললেন : তুমি না সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাঁর রিসালাত দেবার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং যাকে তিনি তাঁর নিজের জন্য খাস করে নিয়েছিলেন? তারপর আবার তোমার ওপর তাওরাতও নাযিল করেছিলেন? মূসা জবাবে বললেন : জী-হাঁ, এ কথা ঠিক। আদম বললেন : তাহলে আমার কথা তুমি নিশ্চয়ই তাওরাতে পড়ে থাকবে। জবাবে মূসা বললেন : হাঁ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَأَوْحَيْنَا إِلٰى مُوْسٰى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ

يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ
مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ـ

"আমি মূসার ওপর অহী নাযিল করলাম : তুমি আমার বান্দাদেরকে রাতারাতি বের করে নিয়ে যাও। তারপর তাদের জন্য সাগরের বুকে শুকনো পথ তৈরী করো। কোনো ভয় ও আশংকা করো না। ফেরাউন তার সৈন্যসামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। তারপর সাগরের ঢেউ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিলো। আর ফেরাউন তার জাতিকে গোমরাহ করে তাদেরকে হেদায়াত থেকে সরিয়ে দিলো।"

٤٣٧٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُوْدُ
تَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ ظَهَرَ فِيْهِ مُوْسٰى عَلٰى فِرْعَوْنَ
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْهُمْ فَصُوْمُوْهُ ـ

৪৩৭৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আসার পর ইয়াহুদীদেরকে আশুরার[৫১] দিন রোযা রাখতে দেখলেন। তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা এর জবাবে বললো : এদিন মূসা ফেরাউনের ওপর বিজয় লাভ করেছিল। এ কথা শুনে নবী (সঃ) সাহাবাদেরকে বললেন, মূসার বিজয়ের জন্য তাদের চেয়ে আমাদের বেশী খুশী হওয়া উচিত। কাজেই মুসলমানদের এদিন রোযা রাখা উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى "শয়তান যেন তোমাদের দু'জনকে বেহেশত থেকে বের করার ব্যবস্থা না করে। তাহলে তোমরা হবে দুর্ভাগা।"

٤٣٧٧ - عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حَاجَّ مُوْسٰى اٰدَمَ فَقَالَ لَهٗ اَنْتَ الَّذِيْ
اَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَاَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ اٰدَمُ يَا مُوْسٰى اَنْتَ
الَّذِيْ اصْطَفَاكَ اللّٰهُ بِرِسَالَتِهٖ وَبِكَلَامِهٖ اَتَلُوْمُنِيْ عَلٰى اَمْرٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيَّ
قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِيْ اَوْ قَدَّرَهٗ عَلَيَّ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَنِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَجَّ
اٰدَمُ مُوْسٰى ـ

৪৩৭৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : মূসা আদমের সাথে ঝগড়া করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনিই তো মানুষকে জান্নাত থেকে বের করে এনেছেন আপনার ত্রুটির জন্য এবং তাদেরকে পেরেশানীর মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। আদম বললেন : হে মূসা! তোমাকে না আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছিলেন রিসালত দান করার এবং তাঁর সাথে কথা বলার জন্য? তুমি কি এমন একটি বিষয়ের জন্য আমার প্রতি দোষা-

---

৫১ মহররম মাসের দশ তারিখকে আশুরা বলা হয়।

রোপ করছো, যা আল্লাহ আমার তকদীরে লিখে দিয়েছিলেন আমার সৃষ্টির আগেই? রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এভাবে আদম মূসার ওপর জয়ী হলেন।

সূরা আল-আম্বিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٣٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفُ وَمَرْيَمُ وَطٰهٰ وَالْأَنْبِيَاءُ هُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِيْ وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا تَحَطَّمَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ فِيْ فَلَكٍ مِثْلَ فَلْكَةِ الْمِغْزَلِ يَسْبَحُوْنَ يَدُوْرُوْنَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَفَشَتْ دَعَتْ يُصْحَبُوْنَ يُمْنَعُوْنَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً قَالَ دِيْنُكُمْ دِيْنٌ وَّاحِدٌ وَّقَالَ عِكْرِمَةُ حَصَبُ حَطَبٌ بِالْحَبَشِيَّةِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَسُّوْا تَوَقَّعُوْهُ مِنْ أَحْسَسْتُ خَامِدِيْنَ هَامِدِيْنَ حَصِيْدٌ مُسْتَأْصَلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ لَا يَسْتَحْسِرُوْنَ لَا يَعْيَوْنَ وَمِنْهُ حَسِيْرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيْرِيْ عَمِيْقٌ بَعِيْدٌ نُكِّسُوْا رُدُّوْا صَنْعَةَ لَبُوْسٍ الدُّرُوْعُ تَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ اِخْتَلَفُوْا الْحَسِيْسُ وَالْحِسُّ وَالْجَرْسُ وَالْهَمْسُ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ آذَنْتُكُمْ إِذَا أَعْلَمْتَهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلٰى سَوَاءٍ لَمْ تَغْدِرْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ تَفَهَّمُوْنَ ارْتَضٰى رَضِيَ التَّمَاثِيْلُ الْأَصْنَامُ السِّجِلُّ الصَّحِيْفَةُ -

৪৩৭৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বনী ইসরাইল, কাহাফ, মরিয়ম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া—এগুলো হচ্ছে প্রথম দিকের সূরা। (অর্থাৎ এগুলো মক্কায় নাযিল হয়েছিল)। এগুলো আমার ভালোভাবে কণ্ঠস্থ আছে। কাতাদাহ বলেন: 'যুযাযান' মানে হচ্ছে টুকরো করা। হাসান৫১ বলেন : 'ফী ফালাকিন'—প্রত্যেকটি তারা এক একটি আকাশে 'ইয়াসবাহুনা'—ঘুরছে ঠিক যেন চরকার মতো। ইবনে আব্বাস বলেন : 'নাফাশাত' মানে চড়েছিল। 'ইউসহাবুনা' মানে হটিয়ে দেয়া হবে বা নিষেধ করা হবে। 'উম্মাতুকুম উম্মাতাও' ওয়াহিদাতান' অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন হচ্ছে এক। আর

৫১. অর্থাৎ হাসান বসরী (রাঃ)।

ইকরামা বলেন : 'হাসাবু' মানে জ্বালানী কাঠ। অন্যেরা বলেন : 'আহাস্সু' মানে হচ্ছে আশান্বিত হয়েছিলো। আসলে এ শব্দটি গঠিত হয়েছে আহসাসতু থেকে (আর আহসাসতু মানে হচ্ছে আমি সাড়া পেয়েছি)। 'খামেদীন' মানে বসে গিয়েছিল (যেমন আওয়ায) বা নীচু হয়ে গিয়েছিল। 'হাসীদ' মানে যা একেবারে শিকড় শুদ্ধ কেটে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটা একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন সব অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'লা ইয়াস্তাহ্সিরুনা' মানে বিরক্ত হয় না, পরিশ্রান্ত হয় না বা অরুচি ও অনভিলাষ সৃষ্টি হয় না। এ থেকে হাসীর শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন 'হাসারতু বা'ঈরী' অর্থাৎ আমি আমার উটকে পরিশ্রান্ত করে দিয়েছি। 'আমীক' মানে দূর। 'নুকেসু' মানে উল্টো করে দেয়া হয়েছে। 'সান'আতা লাবুসিন' মানে লেবাস-পোশাক শিল্প। 'তাকাত্তা'উ আমরাহুম' মানে তাদের কাজ কেটে দিয়েছিল অর্থাৎ তারা মতবিরোধ করেছিল। আর 'হাসীস', 'হিস্স', 'জারস' ও 'হাম্স' শব্দ চারটির অর্থ একই। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ হচ্ছে নীচু আওয়ায। 'আযান্নাকা' মানে হচ্ছে, তোমাকে জানিয়েছি। 'আবানতুকুম'—আমি তোমাদেরকে খবর দিয়েছি। 'ওয়া হুয়া আলা সাওয়াইন'—আর সে সমপর্যায়ে আছে। মুজাহিদ বলেন : 'লা'অল্লাকুম তুস্আলুন' —হয়তো তোমরা বুঝতে পারবে। 'ইরতাদা' মানে রাযি হয়েছিল। 'তামাসীল' মানে —মূর্তিসমূহ। 'আসসিজিল্লু' মানে কাগজের বান্ডিল, সহীফা—ছোট আকারের বই।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : كما بدأنا اول خلق "যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।"

٤٣٧٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ إِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ إِلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

৪৩৭৯. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) এক ভাষণে বলেন : কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহর সামনে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রিত হবে,—'যেমন প্রথম দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলাম তেমনি তার পুনরাবৃত্তি করবো, এটা আমার একটা ওয়াদা, তা পূরণ করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।" অতঃপর সর্বপ্রথম ইবরাহীমকে পোশাক পরানো হবে। সাবধান হয়ে যাও, আমার উম্মতের কিছু লোককে ধরে আনা হবে। তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হবে, তুমি জানো না তোমার পরে এরা কত নতুন কথা তৈরী করেছিল। আমি তখন আল্লাহর সৎ বান্দা ঈসার মতো বলবো : "ওয়া কুন্তু আলাইহিম শাহীদাম্ মাদুমতু" যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের রক্ষণাবেক্ষণ-কারী। কিন্তু আমার পর তুমিই তাদের সাক্ষী। তখন বলা হবে, তুমি এদের কাছ থেকে চলে আসার পর এরা (তোমার দ্বীন থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে উল্টো পথে চলেছিল।

সূরা আল-হজ্জ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন : و ترى الناس سكارى "আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে (হাশরের ময়দানে) যেন তারা নেশাগ্রস্ত।"

٤٣٨٠ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىْ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَا اٰدَمُ يَقُوْلُ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَ سَعْدَيْكَ فَيُنَادِىْ بِصَوْتٍ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا اِلَى النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ اُرَاهُ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَحِيْنَئِذٍ تَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا وَيَشِيْبُ الْوَلِيْدُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتّٰى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ ثُمَّ اَنْتُمْ فِى النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَبْيَضِ اَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِىْ جَنْبِ الثَّوْرِ الْاَسْوَدِ وَ اِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ تَرَى النَّاسَ سُكَارٰى وَمَا هُمْ بِسُكَارٰى قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ وَقَالَ جَرِيْرٌ وَ عِيْسٰى بْنُ يُوْنُسَ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى -

৪৩৮০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন : "হে আদম!" আদম জবাব দেবেন : "আমি হাযির আছি, হে আমার রব! আমি হাযির আছি।" (আল্লাহর হুকুমে) ফেরেশতা চীৎকার করে বলবে : আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন তোমার আওলাদের মধ্য থেকে জাহান্নামের জন্য একদলকে

আনো। আদম বলবেন : হে আমার রব! কতজনকে আনবো। ফেরেশতা বলবে : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জনকে আনো। এটা এমন এক সময় হবে, যখন গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। এবং যুবকরা বুড়ো হয়ে যাবে। এর পর রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটি পাঠ করেন "ওয়া তারান্ নাসা সুকারা ওয়া মাহুম বিসুকারা ওয়া লাকিন্না আযাবাল্লাহি শাদীদ"—'আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না বরং আল্লাহর কঠিন আযাবে তাদের এ দশা হবে।" এ কথা শুনে ভয়ে ও আতংকে সাহাবাগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেলো। নবী (সঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন : (তোমরা এত ভয় পাচ্ছো কেন?) হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জন তো ইয়াজুজ-মাজুজদের থেকে নেয়া হবে আর তোমাদের থেকে নেয়া হবে মাত্র প্রতি হাজারে একজন। মানুষদের মধ্যে তোমরা হবে যেমন সাদা গরুর পালের মধ্যে একটা কালো গরু অথবা কালো গরুর পালের মধ্যে একটা সাদা গরু। আমি অবশ্যি আশা করি তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, এ কথা শুনে আমরা সবাই "আল্লাহু আকবর" বলে উঠলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবর) করলাম। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : না, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা তকবীর ধ্বনি করলাম। আর আবু উসামা আ'মাশ থেকে "তারান নাসা সুকারা ওয়া মাহুম বিসুকারা" সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন যে, প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বুই জন। জারীর, ঈসা ইবনে ইউনুস ও আবু মু'আবিয়ার বর্ণনায় 'সুকারা'কে সাক্রা এবং 'বিসুকারা'কে বিসাক্রা বলা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন: و من الناس من يعبد الله على حرف

"আর লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর বন্দেগী করে সন্দেহের মধ্যে—"

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ن اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ن انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ -

"যদি সে লাভবান হয় তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায় আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে দ্বীন থেকে সরে আসে। সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকে, যারা না তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে আর না পারে তাদের কোনো উপকার করতে। এটা তো চরম গোমরাহী।"

٤٣٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْمَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ قَالَ هٰذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ قَالَ هٰذَا دِينُ سُوءٍ -

৪৩৮১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি "ওয়া মিনান্ নাসে মাঁই ইয়া'বুদুল্লাহা 'আলা হারফিন" আয়াতটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : এক ব্যক্তি মদীনায় বাস করতো। যদি তার স্ত্রীর গর্ভে কোনো পুত্রসন্তান জন্মলাভ করতো এবং তার পশুটি কোনো বাচ্চা প্রসব করতো তাহলে সে বলতো, দ্বীন ইসলাম বড় চমৎকার। আর যদি তার

স্ত্রীর গর্ভে পুত্রসন্তান না জন্মাতো এবং তার পশুটিরও বাচ্চা না হতো তাহলে সে বলতো দ্বীন ইসলাম খারাপ ও অপয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ বলেন ঃ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا "এ দু'টি দল তাদের রবের ব্যাপারে ঝগড়া করে।"

٤٣٨٢ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ قَسَمًا اِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِىْ حَمْزَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَعُتْبَةَ وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوْا فِىْ يَوْمِ بَدْرٍ -

৪৩৮২. আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি কসম খেয়ে বলেন, "হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রব্বিহিম" আয়াতটি নাযিল হয়েছিল হামযা ও তাঁর দু'সাথী এবং উতবা ও তার দু'সাথীর ব্যাপারে, যেদিন তারা বদর যুদ্ধের জন্য নেমেছিল।

٤٣٨٣ - عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُوْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ قَيْسٌ وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الَّذِيْنَ بَارَزُوْا يَوْمَ بَدْرٍ عَلِىٌّ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ -

৪৩৮৩. আলী ইবনে আবু তালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমিই প্রথম আল্লাহর সামনে বিতর্ক করবো (অর্থাৎ আমার মামলা পেশ করবো)। বর্ণনাকারী কায়েস বলেন, "হাযানে খাসামানিখ তাসামু ফী রব্বিহিম" আয়াতটি এদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। এরা বদরের দিন লড়াই করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নেমেছিল। এদের একদিকে ছিলেন আলী, হামযা ও উবাইদা আর অন্যদিকে (অর্থাৎ কাফেরদের দিকে) ছিল শাইবা ইবনে রাবী'আ, উতবা ইবনে রাবী'আ এবং ওলীদ ইবনে উতবা।

সূরা আল মু'মিনূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইবনে উ'আইনাহ বলেন, 'সাবআ তারাইক' মানে সাত আসমান। 'লাহা-সাবেকূন' অর্থ হচ্ছে সৌভাগ্য তাদের সামনে থাকে। ওয়াজিলাত' তাদের দিল ভীত সন্ত্রস্ত। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ 'হাইহাতা' 'হাইহাতা' মানে হচ্ছে দূরে আছে, দূরে আছে। ফাসআলিল আদ্দীন' মানে গণনাকারী ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করো। লানাকেবূন—সোজা পথ থেকে যারা ফিরে যায়। 'কালেহূনা' মানে বিরক্তি প্রকাশকারীরা। 'মিন সুলালাতিন' মানে বাচ্চা ও বীর্য। 'জিন্নাতুন' ও 'জুনুন' শব্দ দু'টির অর্থ একই অর্থাৎ পাগলামি। 'গুসাউ' মানে ফেনা বা ফেনারাশি, যা পানির ওপর ভেসে বেড়ায়, যার জীবন ক্ষণিকের এবং মানুষ তা থেকে কোনোপ্রকারে উপকৃত হতে পারে না।

সূরা আন-নূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর কলঙ্ক আরোপ করে কিন্তু তারা নিজেরা ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তাদের সেই একজনের সাক্ষ্য এভাবে হতে হবে যে, তাকে আল্লাহর নামে কসম করে চারবার বলতে হবে—আমি সত্য বলছি।"

৪৭৩৮ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ عُوَيْمِرًا اَتٰى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَكَانَ سَيِّدَ بَنِيْ عَجْلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلًا اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَتٰى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهٗ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَرِهَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لَا اَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلًا اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاَمَرَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمّٰى اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهٖ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا فَطَلَّقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرُوْا فَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَسْحَمَ اَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْاَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَلَا اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اُحَيْمِرَ كَاَنَّهٗ وَحَرَةٌ فَلَا اَحْسِبُ عُوَيْمِرًا اِلَّا قَدْ كَذَبَ

عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيْقِ هُوَيْمِرٍ فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.

৪৩৮৪. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। উয়াইমির বনী আজলান গোত্রের আসেম ইবনে আদীর নিকট আসল। সে ছিল আজলান গোত্রের সরদার। বলল, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল, যে ব্যক্তি তার নিজ স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষ পাবে, সে কি তাকে হত্যা করবে। এরপরে তোমরা তাকে হত্যা করবে (অর্থাৎ হত্যাকারী স্বামীকে) অথবা সে কি করবে? দয়া করে আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করুন। অতঃপর আসেম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন : হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! (এবং সেই ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন) কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করলেন। যখন উয়াইমির আসেমকে (রসূলুল্লাহর উত্তর সম্পর্কে) প্রশ্ন করল, আসেম উত্তর দিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) এ ধরনের প্রশ্ন অপসন্দ করেছেন এবং এটাকে লজ্জার ব্যাপার বলে বিবেচনা করেছেন। তখন উয়াইমির বলল : আল্লাহর কসম! এটা জিজ্ঞেস করা থেকে আমি ততক্ষণ বিরত থাকব না, যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয় জিজ্ঞেস করব। উয়াইমির [নবী (সঃ)-এর নিকট] আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে পেল, সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (হত্যার কিসাসের কারণে ঐ স্বামীকে) আপনারা হত্যা করবেন? অথবা সে (এ অবস্থায়) কি করবে?" রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : "আল্লাহ তা'আলা তুমি এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কোরআনের মধ্যে নির্দেশ নাযিল করেছেন।" অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উভয়কে 'মুলায়ানা' বা 'লেয়ান' করার নির্দেশ দিলেন। যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং উয়াইমির তার (স্ত্রীর) সাথে 'লেয়ান' করল এবং বলল : "হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাকে রাখি তবে তার ওপর যুলুম হবে। তাই উয়াইমির তাকে তালাক দিল এবং এভাবে তাদের পরে এটা ঐ সকল লোকদের যারা 'লেয়ানে'র ঘটনায় জড়িত তাদের জন্য নিয়মে পরিণত হলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : লক্ষ্য করো! সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি একটি কালো সন্তানের জন্ম দেয়, যার চোখ হবে ডাগর এবং কালো, যার পাছা এবং পা হবে বড় বড়। তাহলে আমার মত হলো উয়াইমির সত্য কথা বলেছে। কিন্তু সে (উয়াইমিরের স্ত্রী) যদি এমন একটি লাল বর্ণের সন্তান প্রসব করে, যাকে ওয়াহারার মত (এক ধরনের ছোট লাল জন্তু) দেখায়, তখন আমি বিবেচনা করব যে, উয়াইমির তার (স্ত্রীর) বিরুদ্ধে মিথ্যে বলেছে। পরবর্তীতে সে এমন একটি সন্তান প্রসব করল, যার গুণাবলী রসূল (সঃ) উয়াইমিরের সত্যবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং শিশুটিকে তার মা'র পরিচয়ে পরিচিত হতে হলো। (কেননা সন্তানটি উয়াইমিরের ঔরষজাত ছিল না, বরং ছিল মহিলার অন্য পুরুষের সাথে অবৈধ মিলনের ফসল)।

অনুচ্ছেদ :

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. (النور - ٧)

"আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক, যদি সে (উত্থাপিত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়।"

٤٣٨٥ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللهُ

فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قُضِيَ فِيكَ
وَفِي امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً
أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى
إِلَيْهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا.

৪৫৮৫. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে আগল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! ধরে নিন যে, এক ব্যক্তি ভিন্ন এক ব্যক্তিকে তার নিজ স্ত্রীর সাথে দেখতে পেল। সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে (কিসাসের মাধ্যমে, হত্যাকারীকে) আপনারা হত্যা করতে পারেন অথবা তার (এ ক্ষেত্রে) কি করা উচিত? অতএব, আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে 'লেয়ান' সম্পর্কীয় উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকটিকে বললেন : "তুমি ও তোমার স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।" সুতরাং তারা (উভয়) 'লেয়ান' করল এবং আমি তখন উপস্থিত ছিলাম এবং লোকটি তখন তার (সেই) স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। সতুরাং এরপরে যারাই এ ধরনের পারস্পরিক 'লেয়ানের' ঘটনায় জড়িত হলো তাদের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়া রেওয়াজে পরিণত হলো। স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলো এবং লোকটি এ গর্ভের ব্যাপারে তার দায়িত্ব অস্বীকার করল। সুতরাং ভূমিষ্ট সন্তানটি (পরবর্তীকালে) মহিলার সন্তান হিসেবে নির্ধারিত ও পরিচিত হলো। এরপরে এটা রেওয়াজে পরিণত হলো যে, এ ধরনের সন্তানের দায়িত্ব তার মা'র ওপরেই বর্তাবে এবং সে তার মা'র উত্তরাধিকার হবে এবং তার সম্পত্তিতেই আল্লাহর নির্ধারিত অংশ পাবে, যা তার (মহিলার) জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

অনুচ্ছেদ :

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

"আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী।"

٧٣٨٦ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ

مِنَ الصَّادِقِيْنَ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوْهَا وَقَالُوْا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ خَدْلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا مَا مَضٰى مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ .

৪৩৮৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। হিলাল ইবনে উমাইয়া তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শুরাইক ইবনে সাহমার সাথে অবৈধ যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ আনেন এবং নবী (সঃ)-এর দরবারে অভিযোগ দায়ের করেন। নবী (সঃ) (হিলালকে) বললেন : "হয়ত তুমি প্রমাণ (চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী) উপস্থিত করো অন্যথায় আইনগত শাস্তি তোমার পিঠে পড়বে।" হিলাল বললেন : "হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীর ওপরে অন্য একজন পুরুষকে দেখে, তাহলে কি সে প্রমাণ তালাশ করবে?" নবী (সঃ) বলতে থাকলেন : "হয়ত তুমি সাক্ষী হাযির করো অন্যথায় তুমি তোমার পিঠে আইনগত শাস্তি গ্রহণ করো।" তখন হিলাল বললেন : "ঐ সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমি সত্য কথা বলছি এবং আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আপনার কাছে (অহী) নাযিল করবেন যা আমার পিঠকে আইনগত শাস্তি থেকে বাঁচাবে।" অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁর (নবীর) কাছে নাযিল করলেন : "আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ তুলবে, আর তাদের নিকট তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কোন সাক্ষী থাকবে না, তবে তাদের মধ্যে এক ব্যক্তির সাক্ষ্য (এই যে, সে) চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী, আর পঞ্চমবার বলবে : তার ওপর আল্লাহর লা'নত হোক, যদি সে (আনীত অভিযোগে) মিথ্যা-বাদী হয়। আর স্ত্রীলোকটির শাস্তি এভাবে বাতিল হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, এ ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগে) মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলবে যে, এ দাসীর ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসুক, যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।"

নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতে থাকলেন এবং যখন তিনি 'যদি (মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী) সে সত্যবাদী হয়।' পর্যন্ত পৌঁছলেন, নবী (সঃ) স্থানত্যাগ করলেন এবং মহিলাকে আনার জন্য পাঠালেন; হিলাল গেলেন এবং মহিলাকে নিয়ে আসলেন এবং (তার আনীত অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে) শপথ করলেন। নবী (সঃ) বলতে থাকলেন : "নিশ্চয় আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ কি তওবা করবে?" অতঃপর স্ত্রীলোকটি উঠল এবং কসম খেতে শুরু করল। পঞ্চমবারের কসমের পূর্বে লোকেরা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল : এটা (পঞ্চমবারের শপথ) তোমার ওপর আযাব নাযিল হওয়া ওয়াযিব করে দেবে (যদি তুমি দোষী হও)। ইবনে আব্বাস বলেন, এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি কিছু সময় (শপথ নিতে) বিলম্ব করল ও ইতস্ততঃ

করতে থাকল। এমনকি আমরা মনে করলাম যে, সে বুঝি তার অপরাধের অস্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে চায় (অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করতে চায়)। কিন্তু পরে সে বলল : 'আমি চিরকালের জন্য আমার গোত্রকে লাঞ্ছিত করব না।' এ কথা বলেই পঞ্চমবার কসম করে বসল। নবী (সঃ) অতঃপর বললেন : তার দিকে লক্ষ্য রাখ, যদি সে (নবজাতক) কালো চোখবিশিষ্ট এবং বড় পাছাওয়ালা এবং মোটা ঠ্যাং (পায়ের সম্মুখভাগ) বিশিষ্ট হয়, তবে সে শুরাইক ইবনে শাহামার সন্তান।" পরবর্তীকালে সে (মহিলা) ঐ বর্ণনা মোতাবেক একটি সন্তান প্রসব করল। তখন নবী (সঃ) বললেন : "যদি তার মোকদ্দমাটি আল্লাহর আইন দ্বারা নিষ্পত্তি না হতো, তাহলে আমি তাকে মারাত্মক শাস্তি দিতাম।"

অনুচ্ছেদ :

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

"আর পঞ্চমবারে বলবে যে, সে (অভিযোগ উত্থাপনকারী) সত্যবাদী হলে তার (মহিলার) ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসুক।"

৪৩৮৭. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا كَمَا قَالَ اللّٰهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

৪৩৮৭. ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ যৌন ব্যভিচারের অভিযোগ আনে এবং মহিলার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার করে। রসূল (সঃ) তাদের উভয়কে 'লেয়ান' করার নির্দেশ দেন যেরূপ আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তারা উভয়ে লেয়ান করে। অতঃপর তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, সন্তান হবে তার মায়ের এবং তিনি 'লেয়ান'-কারীদ্বয়ের মধ্যে তালাক বা বিচ্ছেদের ফয়সালা জারী করেন।

অনুচ্ছেদ :

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"যেসব লোক এ মিথ্যে অভিযোগ রচনা করে দিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এটাও তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (এ ব্যাপারে) যে লোক যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বে বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে।" আফ্কাকুন মানে মিথ্যাবাদী।

৪৩৮৮. عَنْ عَائِشَةَ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ

৪৩৮৮. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : "আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে" সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল।

অনুচ্ছেদ ঃ

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

'তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ অতি মহান ও পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।'

'সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না, তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যুক।'

৪৩৮৯ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَثْقُلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْكُلُنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي

عَيْنِيْ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ مِنْ
وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِيْ
فَعَرَفَنِيْ حِيْنَ رَآنِيْ وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ
حِيْنَ عَرَفَنِيْ فَخَمَّرْتُ وَجْهِيْ بِجِلْبَابِيْ وَاللّٰهِ مَا يُكَلِّمُنِيْ كَلِمَةً
وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ حَتّٰى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوَطِئَ عَلٰى
يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُوْدُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتّٰى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا
مُوْغِرِيْنَ فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِيْ تَوَلَّى الْإِفْكَ
عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنِ السَّلُوْلِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِيْنَ قَدِمْتُ
شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيْضُوْنَ فِيْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَ
هُوَ يَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّيْ لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِيْ
كُنْتُ أَرٰى مِنْهُ حِيْنَ أَشْتَكِيْ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ
ثُمَّ يَقُوْلُ كَيْفَ تِيْكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِيْ يَرِيْبُنِيْ وَلَا أَشْعُرُ
بِالشَّرِّ حَتّٰى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهْتُ فَخَرَجْتُ مَعِيْ أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ
وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلٰى لَيْلٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُتَّخَذَ
الْكُنُفُ قَرِيْبًا مِنْ بُيُوْتِنَا وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي التَّبَرُّزِ قِبَلَ
الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذّٰى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوْتِنَا فَانْطَلَقْتُ
أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِيَ ابْنَةُ أَبِيْ رُهْمِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ
عَامِرٍ خَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا
وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ بَيْتِيْ قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِرْطِهَا
فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتِ أَتَسُبِّيْنَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا
قَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ قُلْتُ وَمَا قَالَ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا
فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلٰى مَرَضِيْ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلٰى بَيْتِيْ
وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيْكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ آتِيَ

أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَنَا حِيْنَئِذٍ أُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لِأُمِّيْ يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِيْ عَلَيْكِ فَوَاللهِ لَقَلَّ مَا كَانَتْ اِمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيْئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ أَوَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتّٰى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ حَتّٰى أَصْبَحْتُ أَبْكِيْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِيْ فِرَاقِ أَهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالَّذِيْ يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِيْ يَعْلَمُ لَهُمْ فِيْ نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَهْلُكَ وَمَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَرِيْرَةَ فَقَالَ أَيْ بَرِيْرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيْبُكِ قَالَتْ بَرِيْرَةُ لَا وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا فَتَأْتِيْ الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاسْتَعْذَرَ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ ابْنِ السَّلُوْلِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذِرُنِيْ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلٰى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيَ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ وَكَانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلٰكِنْ

اِحْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدٍ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا
تَقْدِرُ عَلٰى قَتْلِهِ فَقَامَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدٍ فَقَالَ
لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللّٰهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَاِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ
عَنِ الْمُنَافِقِيْنَ فَتَشَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَقْتَتِلُوْا
وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ
حَتّٰى سَكَتُوْا وَسَكَتَ قَالَتْ فَمَكَثْتُ يَوْمِيْ ذٰلِكَ لَا يَرْقَاُ لِيْ دَمْعٌ
وَلَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ فَاَصْبَحَ اَبَوَايَ عِنْدِيْ وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ
وَيَوْمًا لَا اَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ وَلَا يَرْقَاُ لِيْ دَمْعٌ يَظُنَّانِ اَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِيْ
قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِيْ وَاَنَا اَبْكِيْ فَاسْتَاْذَنَتْ عَلَيَّ اِمْرَاَةٌ
مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَذِنْتُ لَهَا فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ
دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِيْ
مُنْذُ قِيْلَ مَا قِيْلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوْحٰى اِلَيْهِ فِيْ شَاْنِيْ
قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ
فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَاِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ
اللّٰهُ وَاِنْ كُنْتِ اَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللّٰهَ وَتُوْبِيْ اِلَيْهِ فَاِنَّ
الْعَبْدَ اِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ اِلَى اللّٰهِ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَالَتْ
فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ حَتّٰى مَا اُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً
فَقُلْتُ لِاَبِيْ اَجِبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ مَا اَقُوْلُ
لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لِاُمِّيْ اَجِيْبِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ مَا اَدْرِيْ
مَا اَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاَنَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ
لَا اَقْرَاُ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرْاٰنِ اِنِّيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هٰذَا
الْحَدِيْثَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ فِيْ اَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلَئِنْ قُلْتُ
لَكُمْ اِنِّيْ بَرِيْئَةٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّيْ بَرِيْئَةٌ لَا تُصَدِّقُوْنِيْ بِذٰلِكَ وَلَئِنْ

اِعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِاَمْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنِّىْ مِنْهُ بَرِيْئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّىْ وَاللّٰهِ مَا اَجِدُ
لَكُمْ مَثَلًا اِلَّا قَوْلَ اَبِىْ يُوْسُفَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ قَالَتْ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلٰى فِرَاشِىْ قَالَتْ وَاَنَا
حِيْنَئِذٍ اَعْلَمُ اَنِّىْ بَرِيْئَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ مُبَرِّئِىْ بِبَرَاءَتِىْ وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ
اَظُنُّ اَنَّ اللّٰهَ يُنْزِلُ فِىْ شَأْنِىْ وَحْيًا يُتْلٰى وَلَشَأْنِىْ فِىْ نَفْسِىْ كَانَ اَحْقَرَ
مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمَ اللّٰهُ فِىَّ بِاَمْرٍ يُتْلٰى وَلٰكِنْ كُنْتُ اَرْجُوْ اَنْ يَرٰى رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ فِى النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِىْ بِهَا قَالَتْ فَوَاللّٰهِ مَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
ﷺ وَلَا خَرَجَ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتّٰى اُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاَخَذَهُ مَا كَانَ
يَاْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتّٰى اِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ
وَهُوَ فِىْ يَوْمٍ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِىْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَلَمَّا
سُرِّىَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُرِّىَ عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ اَوَّلُ
كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا يَا عَائِشَةُ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ بَرَّاَكِ فَقَالَتْ اُمِّىْ قُوْمِىْ
اِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَا اَقُوْمُ اِلَيْهِ وَلَا اَحْمَدُ اِلَّا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ اَلْعَشْرَ الْاٰيَاتِ
كُلَّهَا فَلَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذَا فِىْ بَرَاءَتِىْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ وَكَانَ
يُنْفِقُ عَلٰى مِسْطَحِ بْنِ اُثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللّٰهِ لَا اُنْفِقُ عَلٰى
مِسْطَحٍ شَيْئًا اَبَدًا بَعْدَ الَّذِىْ قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا
يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَ
الْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا
تُحِبُّوْنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ
بَلٰى وَاللّٰهِ اِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ فَرَجَعَ اِلٰى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِىْ
كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ لَا اَنْزِعُهَا مِنْهُ اَبَدًا قَالَتْ عَائِشَةُ
وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْاَلُ زَيْنَبَ ابْنَةَ جَحْشٍ عَنْ اَمْرِىْ

فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَاذَا عَلِمْتِ وَرَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الَّتِيْ كَانَتْ تُسَامِيْنِيْ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيْمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ.

৪৩৮৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : 'রসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরে বের হতেন, তখন 'কোরয়ার' সাহায্যে ফয়সালা করতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কে তাঁর সঙ্গী হবে। (বনী মুস্তালিক) যুদ্ধের সময় এ 'কোরয়া' ব্যবহারে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে গমন করি, এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিলের পরবর্তীকালের ঘটনা। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের 'হাওদাজে' (পাল্কীর মতো) বসে যেতাম। (এবং তা উটের পিঠে বসিয়ে দেয়া হতো)। যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে যখন আমরা মদীনার নিকট পেঁছি এবং কিছু সময় সেখানে অবস্থান করার পরে রাতেই সেখান থেকে রওয়ানা করার জন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) নির্দেশ দিলেন। যখন বাহিনীকে বাড়ী ফেরার সফরের নির্দেশ দেয়া হলো, আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণার্থে সৈন্যদের (ছাউনি) ছেড়ে বাইরে গেলাম। আমি প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করে আমার 'হাওদাজে' ফিরে এলাম। কিন্তু এ কি আমার জাজ' আজফার নির্মিত গলার হার ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গিয়েছে। আমি তা খুঁজতে গেলাম এবং আমি পেছনে রয়ে গেলাম। নিয়ম ছিল এ রকম যে, রওয়ানা হবার সময় আমি আমার নিজের হাওদাজে বসে যেতাম এবং লোকেরা তা উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। তারা এসে আমার 'হাওদাজ' উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিল, যাতে আমি বসা থাকতাম, তারা মনে করল যে, আমি তাতে বসা আছি। এ সময় খাদ্যের অভাবহেতু আমরা মেয়েরা ছিলাম বড়ই হাল্কা এবং কম ওজনবিশিষ্ট। তখন এমনিতেই আমি ছিলাম অল্পবয়স্কা এক বালিকা এবং হাল্কা সুতরাং লোকেরা 'হাওদাজ' উঠাবার সময় আমি আছি কি না তা অনুভবই করতে পারেনি। তারা অজ্ঞাত স্থানে উট হাঁকিয়ে রওয়ানা করে গেল। পরে আমি হার নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সেখানে কাউকে পেলাম না। আমি চিন্তা করলাম, যখন কিছুদূর গিয়ে আমাকে পাবে না, তখন তারা আমাকে তালাশ করতে ফিরে আসবে। আমি নিজ জায়গায় বসে পড়লাম, আমাকে নিদ্রায় পেয়ে বসল এবং আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ছাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল আস্ সুলাইমী আয্ যাকওয়ানী সৈন্যবাহিনীর পেছনে রয়ে গিয়েছিল। সে রাতের শেষভাগে রওয়ানা করে সকালবেলা আমার অবস্থানে এসে পেঁছিল এবং একজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে দেখতে পেল। সে আমার নিকটে আসল এবং দেখে আমাকে চিনতে পারল, কেননা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিল। তার 'ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্না-ইলাইহে রাজেউন', উচ্চারণ শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, যা সে আমাকে চিনতে পেরে (বিস্ময়ের) সাথে বলেছিল। আমি আমার চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম, সে 'ইন্নালিল্লাহে অ-ইন্নাইলাইহে রাজেউন' ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করল না এমনকি তার উষ্ট্রী এনে আমার কাছে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল ও সামনের দু'পা নুইয়ে দিল এবং আমি তাতে আরোহণ করলাম। তখন ছাফওয়ান রওয়ানা করল এবং উটের লাগাম ধরে হেঁটে চলল। যে উট আমাকে বহন করে নিয়ে চলেছিল, যতক্ষণ না আমরা সৈন্যদের নিকট গিয়ে পেঁছিলাম, যে সময় তারা মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড গরমের কারণে বিশ্রাম নিচ্ছিল। (এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা দোষারোপের এক পাহাড় রচনা করা হলো)। আর যারা এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে প্রস্তুত তারা লিপ্ত হলো। যারা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিল, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিন সালুলই ছিল সকলের অপেক্ষা অগ্রসর। সে 'ইফ্ক,

ইফ্কের (মিথ্যা দোষারোপের) নেতা। এরপরে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম এবং আমি (দীর্ঘ এক মাসের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলাম, এ সময় ইফ্কে অংশগ্রহণকারীরা মিথ্যা দোষারোপের খবর জনগণের কাছে রটিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি এ সবের কিছুই জানতে পারিনি। একটা জিনিস অবশ্য আমার মনে লাগছিল, তা হচ্ছে এই যে, আমার অসুস্থ অবস্থায় সাধারণতঃ রসূলে করীম (সঃ) যে রকম মমতা দেখাতেন, এবারে তিনি আমার প্রতি তেমন মমতা দেখাচ্ছেন না। রসূল (সঃ) আমার কাছে আসেতন, সালাম করতেন অতঃপর জিজ্ঞেস করতেন, "সে এখন কেমন আছে?" এরপরে চলে যেতেন। এতে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কোন কিছু ঘটেছে হয়ত, কিন্তু আমি রোগ থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এ সমস্ত মিথ্যা দুর্নাম রটনার কিছুই জানতে পারিনি। একদা উম্মে মিসতাহর সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য 'আল-মানাসি' নামক স্থানে গেলাম। যেখানে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াসম্পন্ন করতাম। তখনকার সময় পর্যন্ত আমাদের সব ঘরে পায়খানা নির্মিত হয়নি এবং এক রাতের বেলা থেকে পুনরায় রাত পর্যন্ত আমরা বাইরে বের হতাম না। এবং অভ্যাসটা ছিল অনেকটা প্রাচীন আরবদের ন্যায় (মরুভূমি বা তাঁবুর ভেতরে) পাত্রের মধ্যে মল ত্যাগ করা, কেননা আমরা এটাকে অর্থাৎ ঘরের মধ্যে পাত্রে মলত্যাগ করাকে ঝামেলার এবং ক্ষতির ব্যাপার বলে মনে করতাম। সুতরাং আমি উম্মে মিসতাহর সাথে বাইরে গেলাম। সে ছিল আবি রুহম বিন আব্দে মানাফের কন্যা আর তার মা ছিল সাখর বিন আমিরের কন্যা এবং এ ব্যক্তি ছিল আবু বকরের খালু আর তার পুত্র ছিল মিসতাহ ইবনে উসাসাহ্। যখন আমরা আমাদের কাজ সমাধা করলাম, উম্মে মিসতাহ এবং আমি আমাদের ঘরের কাছে ফিরে এলাম। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ আঘাত পেলো এবং সহসা তার মুখ থেকে বেরুল : মিসতাহ ধ্বংস হোক! আমি তাকে বললাম, তুমি কি ধরনের খারাপ কথা উচ্চারণ করলে! তুমি এমন একটি লোককে গালি দিচ্ছ যে, বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে! সে বলল, "হাঁ হতোস্মি তুমি কোথায়? তুমি শোননি সে কি বলছে?" আমি বললাম : "সে কি বলেছে?" তখন সে ইফ্কের (মিথ্যা দুর্নাম রটনার) ঘটনা যা এর রটনা-কারীরা বলে বেড়াচ্ছে খুলে বলল, যা আমার অসুখ আরো বাড়িয়ে দিল। যখন আমি ঘরে ফিরে এলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসলেন। এবং সালাম করার পরে জিজ্ঞেস করলেন : "সে কেমন আছে?" আমি বললাম : "আপনি কি আমাকে আমার পিতামাতার কাছে যেতে অনুমতি দিবেন?" তখন আমি তাদের কাছ থেকে এ খবর সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলেন। এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে গেলাম এবং মাকে জিজ্ঞেস করলাম : "আম্মা! লোকেরা এসব কি বলাবলি করছে?" আমার আম্মা বললেন : "কন্যা, এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যাকে তার স্বামী ভালবাসে এবং যার অন্য স্ত্রীরা তার খুঁত বের করার চেষ্টা করে না এমন ঘটনা খুবই কম।" আমি বললাম : "সুবহানাল্লাহ! সত্যই কি লোকেরা এ ব্যাপারে বলাবলি করছে?" সে রাত আমি ভোর পর্যন্ত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। না কখনও আমি কান্না থামাতে পেরেছি, না ঘুমাতে পেরেছি। এমনকি ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে এবং তখনও আমি কাঁদছি। যখন অহী বিলম্বিত হলো, রসূল (সঃ) আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদকে তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডাকলেন। উসামা ইবনে যায়েদ রসূল (সঃ)-কে তাঁর স্ত্রীর নির্দোষ হওয়া সম্পর্কে যা জানে তাই বলল এবং তার প্রতি তাঁর যে ভালবাসা রয়েছে, তাও উল্লেখ করল। সে বলল, "হে আল্লাহর রসূল! সে আপনার স্ত্রী এবং তার মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দ কখনও কিছু দেখতে পাইনি।" কিন্তু আলী ইবনে আবু তালিব বললেন : "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ আপনার প্রতি কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেননি, এবং আমাদের সমাজে সে ছাড়া অসংখ্য মেয়েলোক রয়েছে। আর প্রকৃত অবস্থা জানতে চাইলে (তার) দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলবে।" আয়েশা (রাঃ) আরো বলেছেন : অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বারীরাকে ডাকলেন, এবং বললেন : "হে বারীরা, তুমি কি কখনও এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে?" বারীরা

বলল : আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ (নবী হিসেবে) পাঠিয়েছেন, আমি তার মধ্যে খারাপ কিছু দেখিনি, যে সম্পর্কে আপত্তি করা যেতে পারে। তবে দোষ শুধু এতটুকুই দেখেছি যে, সে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা মাত্র, সে কখনও পরিমারের আটা অরক্ষিত রেখে ঘুমিয়ে পড়ত আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলত। অতঃপর নবী (সঃ) উঠলেন এবং লোকদের সামনে (ভাষণ দিলেন) এবং কোন একজনকে বললেন যে, কে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলের বিরুদ্ধে (এই মিথ্যা দুর্নাম রটানোর জন্য) প্রতিশোধ নিতে পারে? রসূল (সঃ) মিম্বারে বসা থাকাকালীন বললেন : "হে মুসলমানেরা! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অভিযোগ তুলে, আমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে; তার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে? আল্লাহর শপথ! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে ভাল ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি, এবং লোকেরা এমন একটি লোককে দোষী করেছে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। এবং সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমার ঘরে আসেনি।" এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে মুয়ায আল আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন : "ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! অভিযোগকারী যদি আওস গোত্রের লোক হয় তা থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব, তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করব। আর সে যদি আমাদের ভাই খাযরাজ কবীলার লোক হয়, তবে আপনি যা বলবেন তাই করব।" এ কথা শুনে সায়াদ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে গেলেন, যিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের প্রধান, তিনি এ ঘটনার পূর্বে একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এ সময় তিনি স্বীয় গোত্রের সার্থে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি সায়াদ (ইবনে মুয়ায)-কে বললেন, "অবিনশ্বর আল্লাহর কসম! তুমি মিথ্যা কথা বলেছ, তুমি তাকে হত্যা করবে না এবং তুমি কখনও তাকে হত্যা করতে পারবে না।" এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে উসাইদ ইবনে হুদাইর, সায়াদের চাচাতো ভাই দাঁড়াল এবং সায়াদ ইবনে উবাদাকে বলল : "তুমি একজন মিথ্যাবাদী! চিরন্তন আল্লাহর কসম! আমরা নিশ্চয়ই তাকে হত্যা করব। তুমি মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষ সমর্থন করছ।" সুতরাং আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল এমনকি তারা লড়াইতে পরস্পর লিপ্ত হওয়ার উপক্রম করল। অথচ আল্লাহর নবী তখনও মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা চালাতে থাকলেন এবং তারা শান্ত হলো ও চুপ করল। তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বলেন যে, সেদিন আমি দিনভর কাঁদতেই থাকলাম, না আমার চোখের কান্না থামল না আমি নিদ্রা যেতে পারলাম। প্রত্যুষে আমার পিতামাতা আমার কাছে ছিলেন এবং আমি দু'রাত ও দু'দিন একনাগাড়ে কোন ঘুম-নিদ্রা ছাড়া কাঁদতেই ছিলাম, তারা ভাবলেন যে, অতিরিক্ত কান্নার ফলে আমার কলজে ফেটে যাবে। যখন তারা আমার সাথে ছিলেন এবং আমি কাঁদছিলাম, জনৈকা আনসারী মহিলা আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাকে আসার অনুমতি দিলাম, এবং সে বসেই আমার সাথে কান্না জুড়ে দিল। যখন আমি এ অবস্থায় ছিলাম, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে আসলেন এবং ছালাম করে আসনগ্রহণ করলেন। এ সমস্ত অপবাদ যখন রটাচ্ছিলো তখন থেকে তিনি কখনও আমার নিকট বসেন নাই। এ দীর্ঘ এক মাস তিনি অপেক্ষা করেছেন অথচ আমার ব্যাপারে কোন অহী নাযিল হয়নি। রসূল (সঃ) আমার নিকট বসার পরে তাশাহুদ পাঠ করলেন (কলেমায়ে শাহাদৎ) তারপর বললেন : "আয়েশা! তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা আমার নিকট পৌঁছেছে, তুমি যদি নিষ্পাপ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দিবেন। আর তুমি যদি বাস্তবিকই কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, তওবা করো। কেননা বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন।" যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ভাষণ শেষ করলেন, তখন আমার চোখের পানি এমনভাবে শুকিয়ে গেল যেন একফোঁটা পানিও সেখানে নেই। তখন আমি আমার আব্বাকে বললাম, আপনি আমার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন, যা কিছু তিনি বলেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি না, রসূল (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখন আমি আমার

মাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিন। তিনিও বললেন : আমি বুঝি না রসূল (সঃ)-কে কি জবাব দেব। তখনও আমি বয়সে বালিকা মাত্র এবং আমার কোরআনের জ্ঞানও ছিল অল্প, তবুও আমি বললাম : "আল্লাহর কসম! আমি জানি আপনারা এ কাহিনী (ইফ্‌ক বা মিথ্যা দুর্নাম) শুনেছেন, অমনি তা মনের মধ্যে গে'থে গিয়েছে এবং বিশ্বাস করে বসেছেন। সুতরাং এখন আমি যদি বলি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি শুধু শুধুই এমন একটা কথা স্বীকার করে নেই, যা আমি আদৌ করিনি—এবং আল্লাহ জানেন যে, আমি দোষের কোন কাজ করিনি এবং আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতার [ইয়াকুব (আঃ)] উদাহরণ ছাড়া আর কোন উপায় দেখি না। তিনি বলেছিলেন : "আমার জন্য একমাত্র সবর-এখতিয়ার করাই উপযুক্ত, যা তোমরা আমাকে বলছ এ ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা উচিত।" এ কথা বলে আমি অপরদিকে পাশ ফিরে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম এবং সে সময় আমি জানতাম যে, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রকাশ করে দেবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম! তখন এ ধারণা আমার মনে কখনও আসেনি যে, আল্লাহ আমার সপক্ষে 'অহী' নাযিল করবেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে। কেননা আমি নিজেকে কখনও এতো সৌভাগ্যবতী মনে করিনি যে, আল্লাহ আমার সম্পর্কে কিছু বলবেন এবং তা তিলাওয়াত হতে থাকবে। বরং আমি মনে করেছিলাম যে, হয়ত রসূল (সঃ) কোন স্বপ্ন দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবেন। আল্লাহর কসম! নবী (সঃ) তাঁর স্থান ত্যাগ করেননি এবং আর কেউ তখনও ঘর ছেড়ে বের হন নাই; এমন সময় রসূল (সঃ)-এর কাছে 'অহী' নাযিল হলো। এবং রসূল (সঃ) অহী নাযিলকালীন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন, যা সর্বদা অহী নাযিলের সময় হতো। এমনকি যদিও এ সময়টা ছিল কঠিন শীতকাল, তবুও তাঁর দেহ থেকে মুক্তার মতো ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছিল। এবং এটা ছিল আল্লাহর বাণীর কঠিন বোঝা, যা তাঁর ওপরে নাযিল হচ্ছিল তার ফল। যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে অহীকালীন অবস্থা শেষ হলো তাঁকে উৎফুল্লচিত্ত দেখা গেল। হাসি সহকারে সর্ব-প্রথম যে বাক্যটি তিনি বললেন, তা ছিল এই : "হে আয়েশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিয়েছেন।" আমার মা আমাকে বললেন : ওঠ এবং দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করো। আমি বললাম : "না, আমি দাঁড়িয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করব না, আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করলেন : "যে সকল লোক এ মিথ্যা অপবাদ রচনা করে নিয়েছে, তারা তোমাদের মধ্যেরই কতিপয় লোক। এ ঘটনাকে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না, বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণময় হবে! যে লোক ঐ ব্যাপারে যতটা অংশগ্রহণ করেছে, সে ততটাই গুনাহ কামাই করেছে। আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় টেনে নিয়েছে, তার জন্য তো অতি বড় আযাব রয়েছে। তোমরা যে সময় এ কথা শুনতে পেয়েছিলে, সে সময়ই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করল না কেন? আর কেনই বা বলে দিল না যে, এ হচ্ছে সুস্পষ্ট রূপে মিথ্যা অপবাদ? সেই লোকেরা (নিজেদের অভিযোগ প্রমাণে) চারজন সাক্ষী আনল না কেন? এখন যখন তারা সাক্ষী পেশ করল না তখন আল্লাহর নিকট তারাই মিথ্যাবাদী। তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত। (একটু ভেবে দেখ, তখন তোমরা কতো বড় ভুলই না করেছিলে,) যখন তোমাদের এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেই সব কথাই বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা। এটা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, "এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না।

আল্লাহ্ মহান ও পাক-পবিত্র। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।" আল্লাহ তোমাদেরকে নছিহত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা এরূপ কাজ আর কখনো না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। আল্লাহ্ তোমাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় হেদায়াত দিচ্ছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকৌশলী। যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। আল্লাহ-ই জানেন, তোমরা জানো না। আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমাদের প্রতি না থাকত, তাহলে (এই যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা খুবই নিকৃষ্ট দেখাতো) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও করুণাময়।"

যখন আল্লাহ তা'আলা আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য এ (আয়াতসমূহ) নাযিল করলেন। আবু বকর সিদ্দীক, যিনি মিসতাহ্ ইবনে উসামাকে ভরণপোষণ সরবরাহ করতেন। উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তার আত্মীয়তার খাতিরে এবং তার দারিদ্র্যের কারণে, বললেনঃ আল্লাহর কসম! মিসতাহ্ আয়েশা সম্পর্কে যা বলেছে, তার কারণে তাকে ভবিষ্যতে কিছুই দেব না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদেরকে সাহায্য করবে না। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

আবু বকর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বললেন : "আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।"

এ অনুযায়ী তিনি আবার মিসতাহ্র সাহায্য চালু করে দিলেন, যা পূর্বে তিনি দিচ্ছিলেন এবং বললেন : "আল্লাহর কসম! আমি কখনও তার এ সাহায্য বন্ধ করব না।"

রসূল (সঃ) যয়নব বিনতে জাহাসকেও আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ "হে জয়নব! তুমি কি জেনেছ এবং কি দেখেছ?" সে উত্তর দিল : "হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার চোখ-কানকে রক্ষা করি (মিথ্যা বলা থেকে) আমি তাঁর সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। (আয়েশা) বলেন : রসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে জয়নব আমার সমকক্ষ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরহেজগারীর কারণে রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর বোন হামনা, তাঁর পক্ষ থেকে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং সেও বরবাদ হয়ে যায়, যেরূপ অন্যান্য দুর্নাম রটনাকারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণীঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا
اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

"তোমাদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত যদি না হতো, তাহলে যেসব কথাবার্তায় তোমরা জড়িত হয়ে পড়েছিলে, তার প্রতিশোধ হিসেবে বড় আযাব এসে তোমাদেরকে গ্রাস করত।"

৪৭৩০. تَمَّتْ اُمُّ رُوْمَانَ اُمُّ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ
مُغْشِيًّا عَلَيْهَا.

৪৩৯০. আয়েশা (রাঃ)-এর মা উম্মে রুমান বর্ণনা করেছেন : "যখন আয়েশাকে (মিথ্যা অভিযোগে) অভিযুক্ত করা হলো তখন সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

"যখন তোমরা এক মুখ থেকে অন্য মুখে এ মিথ্যাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলে, আর তোমরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলে বেড়াচ্ছিলে, যে সম্পর্কে তোমাদের কিছুই জানা ছিল না; তোমরা ওটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে, অথচ আল্লাহর নিকট এটা ছিল অনেক বড় কথা।"

٤٣٩١ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ

৪৩৯১. ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে পাঠ করতে শুনেছি : "যখন তোমরা একটি মিথ্যা আবিষ্কার করলে (এবং এটাকে) এক মুখ থেকে অন্য মুখে বহন করলে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

"এ কথা শোনা মাত্রই তোমরা কেন বলে দিলে না, এ ধরনের কথা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের শোভা পায় না। আল্লাহ পাক-পবিত্র ও মহান। এটা তো একটা বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।"

٤٣٩٢ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ فَقِيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِمِينَ قَالَتْ ائْذَنُوا لَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ قَالَتْ بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زَوْجَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ نَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.

৪৩৯২. ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন, এ সময় তিনি মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। তখন তিনি বললেন: "আমি আশংকা করছি যে, তিনি অতিমাত্রায় আমার প্রশংসা করবেন।" তখন তাঁর (আয়েশার) কাছে বলা হলো : "তিনি হচ্ছেন রসূ-

রসূলাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং একজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান।" অতঃপর তিনি বললেন : "তাঁকে আসার অনুমতি দাও।" তিনি প্রবেশ করে বললেন : "আপনি কেমন আছেন?" তিনি উত্তর দিলেন : "আমি ভাল আছি, যদি আমি (আল্লাহকে) ভয় করি।" (ইবনে আব্বাস) বললেন : "ইনশাল্লাহ আপনি ভাল আছেন, যেহেতু আপনি রসূল (সঃ)-এর সহধর্মিনী এবং তিনি আপনাকে ব্যতীত আর কোন কুমারীকে বিয়ে করেননি এবং আপনার নির্দোষিতা আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল।" অতঃপর ইবনে যুবাইর প্রবেশ করলেন এবং আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন : "ইবনে আব্বাস আমার কাছে এসেছিল এবং আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে; কিন্তু আমি চাই যে, আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই।"

٤٣٩٣ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نَسِيًّا مَنْسِيًّا.

৪৩৯৩. কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন; এরপরে কাসেম পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে "আমি যেন বিস্মৃত হয়ে যাই" কথাটি উল্লেখ করেননি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يَعِظُكُمُ اللّٰهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে নসিহত করেন, ভবিষ্যতে যেন তোমরা কখনো এরূপ কাজ আর না করো—যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"

٤٣٩٤ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا قُلْتُ أَتَأْذَنِيْنَ لِهٰذَا قَالَتْ أَوَلَيْسَ قَدْ أَصَابَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ قَالَ سُفْيٰنُ تَعْنِيْ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ حَسَّانُ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ. قَالَتْ لٰكِنْ أَنْتَ.

৪৩৯৪. মাসরূক (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : হাসসান ইবনে সাবেত এসে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। আমি বললাম : "এ ধরনের একটি লোককে আপনি কি করে আসার অনুমতি দিতে পারেন?" তিনি (আয়েশা) বললেন : "সে কঠিন শাস্তি ভোগ করেনি? (অধঃস্তন রাবী) সুফিয়ান বলেন যে, এর দ্বারা তার (হাসসানের) দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন। হাসান এ প্রেক্ষিতে কবিতার নিম্ন পংক্তি দু'টি বলল : এক সতীসাধ্বী, খোদাভীরু মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতেই পারে না। তিনি কখনও সতীত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী মহিলাদের ব্যাপারে তাদের অগোচরে আলোচনা করেন না।

এ কথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন : "তবে তুমি (সে রকম নও)।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و يبين الله لكم الايات و الله عليم حكيم

"আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন। আর তিনি বড় বিজ্ঞ এবং সুকুশলী।'

٤٣٩٥- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلٰى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ وَقَالَ حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ - وَتُصْبِحُ غَرْثٰى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ قَالَتْ لَسْتُ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِيْنَ مِثْلَ هٰذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ فَقَالَتْ وَاَىُّ عَذَابٍ اَشَدُّ مِنَ الْعَمٰى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪৩৯৫. মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাস্সান ইবনে সাবেত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসল এবং নিম্নলিখিত কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করল:

"এক সতীসাধ্বী খোদাভীরু মহিলা, যার সম্পর্কে কোন সন্দেহ জাগতে পারে না। তিনি কখনও সতীত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী মহিলাদের অগোচরে তাদের বিষয় আলোচনা করেন না।" আয়েশা (রাঃ) বললেন : "কিন্তু তুমি নও।" আমি (তাঁকে) বললাম : আপনি এমন একজন লোককে কেন আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, যার সম্পর্কে আল্লাহ নাযিল করেছেন : "আর যে লোক এ দায়িত্বের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে, তার জন্য তো বড় আযাব রয়েছে।"

তিনি [আয়েশা (রাঃ)] বললেন : "অন্ধত্বের চেয়ে বড় আযাব আর কি আছে?" তিনি আরো বললেন : "সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পক্ষ থেকে (কাফেরদের) প্রতিবাদ করেছে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যেসব লোক চায় যে, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করুক, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে। আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহম না থাকত (তাহলে এ যে বিষয়টি তোমাদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছিল, তা নিকৃষ্ট পরিণাম দেখাত) প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ বড়ই দয়াবান, করুণাময়। তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথের মুহাজির লোকদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত। মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে,

আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিবেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : "যখন আমার সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছিল (ইফকের ঘটনা) এবং যে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ বেখবর ছিলাম, রসূল (সঃ) (মিম্বরের ওপরে) দাঁড়ালেন এবং লোকদের সামনে খুৎবা (ভাষণ) দিলেন। তিনি (সর্বপ্রথম) কলেমা শাহাদত পাঠ করলেন অতঃপর আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা ও গুণগান) বর্ণনা করলেন, যে পরিমাণ হাম্‌দ ও সানার তিনি যোগ্য। এরপরে লোকদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : "হে জনমণ্ডলী! যারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম রটনা করেছে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের মতামত দাও। আল্লাহর কসম! আমি তার সম্পর্কে কোন কিছু খারাপ জানি না। আল্লাহর কসম! তারা তার সাথে এমন এক ব্যক্তিকে জড়িত করেছে, যার সম্পর্কে আমি কখনও মন্দ কিছু জানি না এবং সে আমার উপস্থিতি ব্যতীত কখনও (একা) আমার ঘরে প্রবেশ করেনি। এবং আমি যখনই কোন সফরে বেরিয়েছি, সেও আমার সাথে সফরে বেরিয়েছে।" (ভাষণ শেষে) সায়াদ ইবনে মুয়াম দাঁড়িয়ে বলল : "ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)! আমাকে তাদের শিরচ্ছেদ করার অনুমতি দিন।" এ সময় বনী খাযরাজ গোত্রের (সায়াদ ইবনে উবাদার পাশের) জনৈক ব্যক্তি যার সাথে (কবি) হাস্‌সান ইবনে সাবেতের মাতার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল—সে দাঁড়াল এবং (সায়াদ ইবনে মুয়াযকে লক্ষ্য করে) বলল : "তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। আল্লাহর কসম! যদি ঐ (দোষী) ব্যক্তিরা আওস গোত্রের লোক হতো, তাহলে তুমি তাদের ঘাড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করতে চাইতে না।" (বাদানুবাদের ফলে পরিস্থিতি এমন পর্যায় উপনীত হলো) যে, উভয় গোত্রের মধ্যে মসজিদের মধ্যেই একটা খারাপ কিছু ঘটবার আশংকা দেখা দিল, এবং আমি এসব সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। সেদিন বিকেলে আমি আমার কিছু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য বাইরে গেলাম এবং উম্মে মিসতাহ আমার সংগে ছিল। ফেরার পথে উম্মে মিসতাহ হোঁচট খেয়ে পড়ল এবং বলল : "মিসতাহ ধ্বংস হোক!" আমি বললাম : "হে (সন্তানের) মা! তুমি কেন নিজ পুত্রকে গালি দিচ্ছ? এ কথা শুনে উম্মে মিসতাহ কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয়বার হোঁচট খেয়ে সে বলল : "মিসতাহ ধ্বংস হোক।" আমি তাকে বললাম : "তুমি তোমার পুত্রকে গালি দিচ্ছ কেন?" সে পুনরায় তৃতীয়বারের মত হোঁচট খেয়ে বলল : "মিসতা ধ্বংস হোক!" এ জন্য আমি তাকে ভর্ৎসনা করলাম। সে বলল: "আল্লাহর কসম! আমি তাকে তোমার ব্যাপার ব্যতীত অন্য কোন কারণে ভর্ৎসনা করিনি।" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম : "আমার কোন ব্যাপার?" তখন সে আমার কাছে সব ঘটনা খুলে বলল। আমি বললাম : "সত্যই কি এরূপ ঘটেছে?" সে বলল : "আল্লাহর কসম! হাঁ।" এরপরে আমি তাজ্জব হয়ে নিজ ঘরে ফিরলাম এবং আমি এ কথা ভুলেই গেলাম যে, কি প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলাম। এরপরে আমি জ্বরে আক্রান্ত হলাম এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললাম : "আমাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিন।" সুতরাং তিনি একজন ভৃত্যকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমি যখন ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন (আমার মা) উম্মে রুমানকে নীচতলায় পেলাম, (আমার পিতা) আবু বকর ওপরের তলায় কিছু আবৃত্তি করছিলেন। আমার মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : "হে (আমার) কন্যা! কি ব্যাপার তোমাকে (আমাদের বাড়ীতে) এনেছে?" আমি তাকে খবর দিলাম এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম, কিন্তু তিনি এটা সেভাবে উপলব্ধি করলেন না, যেভাবে আমি উপলব্ধি করেছিলাম। তিনি বললেন : 'এটাকে সহজভাবে গ্রহণ করো, কেননা এমন কোন সুন্দরী মহিলা নেই, যার স্বামী তাকে ভালবাসে এবং তার আরো স্ত্রী রয়েছে কিন্তু তারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয় না এবং তার বদনাম করে বেড়ায় না এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। কিন্তু সংবাদটির (ভয়াবহতা) তিনি উপলব্ধি করলেন না যেভাবে আমি করলাম। আমি (তাকে) জিজ্ঞেস করলাম : "আমার পিতা কি এ সম্পর্কে জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন : হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম : "রসূল (সঃ)-ও কি এ বিষয় জানেন?" তিনি উত্তর দিলেন : "হাঁ, আল্লাহর রসূল (সঃ)-ও এ কথা জানেন।" সুতরাং পানিতে আমার চোখ ভরে গেল এবং

কাঁদলাম। আবু বকর (রাঃ) যিনি ওপরে বসে পড়ছিলেন, আমার শব্দ শুনে নীচে নেমে আসলেন এবং আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন : "তার (আয়েশার) কি হয়েছে?" তিনি বললেন : তার সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে, তা সে শুনেছে।" এ কথা শুনে আবু বকরও কাঁদলেন এবং বললেন : "হে কন্যা! আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য মিনতি করছি।" আমি আবার নিজ ঘরে ফিরে গেলাম আর রসূল (সঃ) আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমার মহিলা পরিচারিকাকে আমার (চরিত্র) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। মহিলা পরিচারিকা বললো : "আল্লাহর কসম! আমি তার চরিত্রের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখিনি, শুধুমাত্র তাকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছি এবং বকরী এসে ঘরে ঢুকে আটা খেয়ে ফেলত।" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কতিপয় সাহাবী তাকে ধমক দিয়ে বলল : "রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্য কথা বলো।" অবশেষে তারা তাঁর কাছে (ইফ্কের) সব ঘটনা খুলে বলল। এ কথা শুনে সে বলল : "সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানি না তবে স্বর্ণকার তার একটুকরা খাঁটি স্বর্ণের (খাঁটি হওয়ার) বিষয় যা জানে, আমিও শুধু তাই জানি।" অতঃপর এ খবর ঐ ব্যক্তির কাছেও পৌঁছল, যে ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, এবং সে বলল : "সুবহানাল্লাহ! আমি কখনও কোন মহিলার গোপনাঙ্গ উন্মুক্ত করিনি।" আয়েশা বলেন : পরবর্তীকালে এ লোকটি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদত বরণ করেন। তিনি বলেন : পরদিন সকালে আমার পিতামাতা আমাকে দেখতে আসলেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার কাছে আসা পর্যন্ত তাঁরা আমার নিকট অবস্থান করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আছরের নামায শেষে আমার কাছে আসলেন। রসূল (সঃ) যখন আমার কাছে আসলেন, সে সময় আমার ডানে ও বাঁয়ে আমার পিতামাতা বসাছিলেন। তিনি [রসূল (সঃ)] সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন : "হে আয়েশা! অতঃপর যদি তুমি কোন অন্যায় করে থাক অথবা ভুল করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা করো, কেননা আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।" জনৈকা আনসারী মহিলা এসেছিল এবং দরওয়াযার নিকট বসাছিল। আমি তাঁকে [রসূল (সঃ)-কে] বললাম : "অন্য একজন মহিলার উপস্থিতিতে এরূপ কথা বলা কি অশোভন নয়?" অতঃপর রসূল (সঃ) আমাকে নছিহত করলেন। আমি আমার পিতার দিকে ফিরলাম এবং তাকে (আমার পক্ষ থেকে) তাঁর কথার প্রতিউত্তর দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমার পিতা বললেন : "আমি কি বলব?" অতঃপর আমি আমার মা'র দিকে ফিরলাম এবং তাকে তাঁর কথার উত্তর দিতে বললাম। তিনিও বললেন : "আমি কি বলব?" যখন আমার মাতাপিতা রসূল (সঃ)-এর (কথার) জবাব দিলেন না, তখন আমি বললাম : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং রসূল (সঃ) তাঁর রসূল। আল্লাহ যেরূপ হামদ, সানা পাওয়ার যোগ্য, তদ্রূপ হামদ-সানার পর আমি বললাম : অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে, আমি এ ধরনের (জঘন্য নিকৃষ্ট) কাজ করিনি এবং আল্লাহ-ই ভাল জানেন যে, আমি সত্য কথা বলছি, তাহলে আপনাদের কাছে আমার কথা কোন কাজে আসবে না। কেননা আপনারা এ কথা বলাবলি করেছেন এবং আপনাদের হৃদয়ে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। আর আমি যদি আপনাদের বলি যে, আমি এ অপরাধ করেছি এবং আল্লাহ ভাল জানেন যে, আমি এসব করিনি। তাহলে আপনারা বলবেন যে, সে অপরাধ স্বীকার করেছে। আল্লাহর কসম! আমি আমার জন্য ইউসুফের পিতার [তখন আমি ইয়াকুব (আঃ)-এর নাম স্মরণ করতে পারছিলাম না] উদাহরণ ব্যতীত সুন্দর উপমা খুঁজে পাচ্ছি না, যখন তিনি বললেন : "তোমরা যা বলছ, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জন্য ছবর-এখতিয়ার করাই সর্বোত্তম এবং একমাত্র আল্লাহর সাহায্যই কামনা করা যায়।" ঠিক সে মুহূর্তে রসূলুল্লাহর কাছে অহী নাযিল হতে থাকল এবং আমরা সবাই চুপচাপ থাকলাম। যখন অহী নাযিল শেষ হলো, আমি রসূলের মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পেলাম, তিনি নিজ চেহারা থেকে (ঘাম) মুছে বলছিলেন : "হে আয়েশা,

তোমার জন্য সুসংবাদ! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন।" এ সময় আমি ভয়ানক ক্রোধান্বিত ছিলাম। আমার পিতামাতা বললেন : "ওঠ এবং তাঁর কাছে যাও।" আমি বললাম : "আল্লাহর কসম! এ কাজ আমি করব না এবং তাকেও ধন্যবাদ দিব না এবং আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দিব না, কিন্তু আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। যিনি আমার নির্দোষিতা নাযিল করেছেন। আপনারা (এ কাহিনী) শুনেছেন, কিন্তু আপনারা তা অস্বীকার করেননি এবং (আমার সমর্থনে) বদলাতেও চেষ্টা করেননি।" আয়েশা (রাঃ) আরো বললেন : জয়নব বিনতে জাহাশকে আল্লাহ হেফাযত করেছেন, এটা তার তাকওয়ার কারণেই। সুতরাং সে (আমার সম্পর্কে) ভাল ব্যতীত কোন (খারাপ) মন্তব্য করেনি, কিন্তু তার বোন হামনা বরবাদ হয়েছিল, অন্যান্য যারা বরবাদ হয়েছিল তাদের সাথে। যারা আমার সম্পর্কে (কুকথা) বলত, তারা ছিল মিসতাহ্, হাস্সান ইবনে সাবিত এবং মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যে এই (মিথ্যা) খবর ছড়িয়ে বেড়াতো এবং অন্যদেরকেও ছড়াবার জন্য উস্কানি দিত এতে হামনার খুব বড় অংশ ছিল।" তিনি (আয়েশা) বলেন : আবু বকর (রাঃ) কসম খেলেন যে, তিনি কখনও মিসতাহ্কে কোনরূপ সাহায্য করবেন না, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন : "তোমাদের মধ্যে যারা অনুগ্রহশীল ও সামর্থ্যবান, তারা যেন কসম খেয়ে না বসে যে, তারা আপন আত্মীয়, গরীব ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের সাহায্য করবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত, মার্জনা করা উচিত। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, করুণাময়।"

(এ পরিপ্রেক্ষিতে) আবু বকর বললেন : হাঁ, আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! আমরা চাই যে, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর আবু বকর পুনরায় মিসতাহ্কে পূর্বের ন্যায় ভরণপোষণ সরবরাহ করা শুরু করলেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و ليضربن بخمرهن على جيوبهن
"এবং তারা যেন নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আবরণ ফেলে রাখে।"

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : "আল্লাহ তা'আলা প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করলে তারা তাদের সম্মুখস্থ বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়ে তা দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলল।"

٤٠٩٦ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُوْلُ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَالْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ أَخَذْنَ أُزُرَهُنَّ فَشَقَقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِيْ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا.

৪০৯৬. সাফিয়া বিনতে শাইবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রাঃ) বলতেন : "এ আয়াত নাযিল হলে, মহিলারা তাদের কোমরবন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরা দিয়ে (ওড়না বানিয়ে) মুখমণ্ডল ঢেকে রাখে।"

সূরা আল-ফোরকান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا۔

"যে সকল লোকদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে, তাদের অবস্থা হবে খুবই শোচনীয় আর তাদের পথ হবে মারাত্মক ধরনের ভ্রান্ত।"

৪৩৯৭ - عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرًا عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلٰى وَعِزَّةِ رَبِّنَا

৪৩৯৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল : "হে আল্লাহর রসূল! কাফেরদেরকে কি হাশরের দিন নিম্নমুখী করে একত্রিত করা হবে?" তিনি বললেন : "যিনি এ দুনিয়ায় তাকে দু'পায়ের ওপর হাঁটাতে পারলেন তিনি কি হাশরের দিন তাকে নিম্নমুখী করে চালাতে সক্ষম নন?" কাতাদা (একজন অধঃস্তন রাবী) বলেছেন : হাঁ, আমাদের রবের ক্ষমতার শপথ! (তিনি এটা করতে সক্ষম)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا۔

"যারা আল্লাহর সাথে আর কাউকে মা'বুদ বা ইলাহ (হিসেবে) ডাকে না, আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে কোন বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। আর যে কেউ এ কাজ করবে, সে তার (কৃত পাপের) প্রতিফল পাবে।" 'আসাম' অর্থ শাস্তি বা পরিণাম ও প্রতিফল।

৪৩৯৮ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَاَلْتُ اَوْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللّٰهِ اَكْبَرُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ ثُمَّ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ

ثُمَّ اَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ قَالَ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ۔

৪০৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি (রাবীর সন্দেহ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম : "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন : যদিও এক আল্লাহ-ই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী করা।" আমি জিজ্ঞেস করলাম : "এরপর কোনটি?" তিনি উত্তর দিলেন : "এ ভয়ে তোমাদের সন্তান হত্যা করা যে, তারা তোমাদের খাদ্যে ভাগ বসাবে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম : "এরপর কোনটি?" তিনি উত্তর দিলেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অবৈধ যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়া।" অতঃপর রসূল (সঃ)-এর বাণীর সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হলো : "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে মা'বুদ (বা ইলাহ) হিসেবে ডাকে না এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন জীবনকে (শরীয়তের) বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করে না এবং যারা জেনা, ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।"

৪০৯৯- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِيْ بَزَّةَ اَنَّهُ سَاَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ۔ وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ فَقَالَ سَعِيْدٌ قَرَاْتُهَا عَلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَاْتَهَا عَلَيَّ فَقَالَ هٰذِهٖ مَكِّيَّةٌ اَرَادَ نَسَخَتْهَا اٰيَةٌ مَدَنِيَّةٌ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ النِّسَاءِ۔

৪০৯৯. কাসেম ইবনে আবু বায্যা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সাঈদ ইবনে যুবাইরকে জিজ্ঞেস করলেন : "যদি কেউ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে তার কি তওবার সুযোগ থাকে?" এর সাথে আমি তিলাওয়াত করলাম : "বৈধ কারণ ছাড়া কোন প্রাণকে হত্যা করো না।" সাঈদ বললেন : এ আয়াত যা তুমি আমার সামনে তিলাওয়াত করলে, আমিও ইবনে আব্বাসের সামনে তিলাওয়াত করেছিলাম। ইবনে আব্বাস বললেন : এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল এবং সূরা নিসার আয়াত যা পরে মদীনায় নাযিল হয়েছে—দ্বারা এ আয়াতটি মনসূখ বা রহিত হয়ে গিয়েছে।[৫২]

৪১০০. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ اِخْتَلَفَ اَهْلُ الْكُوْفَةِ فِيْ مَثْلِ الْمُؤْمِنِ فَدَخَلْتُ فِيْهِ اِلٰى اِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيْ اٰخِرِ مَا نَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ۔

---

৫২. সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের হত্যাকারীকে তওবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ৭০ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। কিন্তু সূরা নিসায় আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, যার মধ্যে সে চিরদিন থাকবে। ৯৩ আয়াত দ্রষ্টব্য। হযরত ইবনে আব্বাসের মতে সূরা নিসার আয়াত সূরা ফুরকানের আয়াতকে মনসূখ করেছে।

৪৪০০. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, কুফার লোকেরা মু'মিনের হত্যার ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হলে আমি ইবনে আব্বাসের নিকট গেলাম এবং তাকে এ ব্যাপারে (জিজ্ঞেস) করলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন : "(সূরা নিসার) আয়াত ছিল সর্ব-শেষ—(নির্দেশ), যা এ প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল এবং কোন কিছুই তা মনসূখ বা বাতিল করেনি।"

٤٤٠١ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ لَا تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَلَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

৪৪০১. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমি ইবনে আব্বাসকে আল্লাহর (নিম্নোক্ত) বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম।" তিনি (উত্তরে) বললেন : "তাঁর (মু'মিনকে হত্যাকারীর) কোন তওবা কবুল করা হবে না।" আমি তাকে (নিম্নোক্ত) আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম : "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকে না।" তিনি বললেন : "এ আয়াত জাহেলী যুগের মুশরিকদের সম্পর্কে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا .

"হাশরের দিন তার আযাব হবে দ্বিগুণ, এবং সেখানে সে চিরস্থায়ী অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবে।"

٤٤٠٢ - عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبْزٰى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَقَوْلِهِ وَالَّذِيْنَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ حَتّٰى بَلَغَ إِلَّا مَنْ تَابَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللّٰهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا إِلٰى قَوْلِهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

৪৪০২. সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবযা (রাঃ) বললেন : ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে (নিম্নোক্ত) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো : "এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম।" এছাড়াও আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী (সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) : "এবং তারা কাউকে হত্যা করে না, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, শুধুমাত্র সত্য (শরীয়তসম্মত) কারণ ব্যতীত.....তবে তাদের ব্যতীত, যারা তওবা করে এবং সৎ কাজ করে।"

অতঃপর আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : (এ আয়াত) নাযিল হলে মক্কার লোকেরা বলল : "আমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে সমকক্ষ করেছি, যে প্রাণ হত্যা আল্লাহ হারাম করেছেন, আমরা তা হত্যা করেছি, এবং আমরা অবৈধ যৌন ব্যভিচার করেছি।" অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : "তবে তাদের ব্যতীত যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে.....এবং আল্লাহ হচ্ছেন বড় ক্ষমাশীল এবং খুবই দয়াবান।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"তবে যারা তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ বা সৎ কাজ করবে। এ ধরনের লোকদের জন্য আল্লাহ তাদের পাপকে পুণ্যে পরিবর্তন করে দেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন খুব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

٤٤٠٣- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ وَعَنْ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهًا آخَرَ قَالَتْ نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ.

৪৪০৩. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রহমান ইবনে আবযা আমাকে নিম্নবর্ণিত আয়াত দু'টি সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করার জন্য নির্দেশ দিলেন, (তন্মধ্যে প্রথমটি হলো) : "এবং যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যা করে।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এ আয়াতটি কোন কিছু মনসুখ করেনি। দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে : "এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য মা'বুদকে ডাকে না।" তিনি বললেন : এ আয়াত মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فسوف يكون لزاما هلكت

"অতঃপর ভয়াবহ যন্ত্রণা তোমাদের জন্য অবিরত চলতে থাকবে।" লিয়ামো অর্থ ধ্বংস।

٤٤٠٤- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ الدُّخَانُ وَالْقَمَرُ وَالرُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا هَلَاكًا.

৪৪০৪. আবদুল্লাহ (ইবনে মাসউদ) (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : পাঁচটি (বিরাট ঘটনা) ঘটে গেছে, ধূম্র (দুর্ভিক্ষ), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), রোম (এর বিজয়), (শক্তিশালী) পাকড়াও এবং ধ্বংস যা ভবিষ্যতে ঘটবে।

সূরা আশ-শু'আরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و لا تخزنى يوم يبعثون

"আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সব মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠানো হবে।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে কাতারা এবং গাবারা দ্বারা আচ্ছাদিত দেখতে পাবেন (অর্থাৎ কালো অন্ধকারময় চেহারাবিশিষ্ট)।

٤٤٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَنِىْ اَنْ لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

৪৪০৫. আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাক্ষাত পাবেন এবং বলবেন, হে রাব্বুল আলামীন! আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, হাশরের দিনে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আল্লাহ বলবেন : "আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছি।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و انذر عشيرتك الاقربين - و اخفض جناحك

"নিজের নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও এবং (ঈমানদার লোকদের মধ্যে) যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করো।"

٤٤٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اِلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ.

৪৪০৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (নিম্ন বর্ণিত) আয়াত : "তুমি তোমার

নিকটাত্মীয়দেরকে হুশিয়ার করে দাও!" নাযিল হলে নবী (সঃ) ছাফা (পাহাড়ে) আরোহণ করলেন এবং বলতে আরম্ভ করলেন : "হে বনী ফিহির! হে বনী আদি!" কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের আহ্বান জানাতে থাকলেন, যতক্ষণ না তারা সকলে সমবেত হলো। যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারল না, তারা নিজেদের বার্তাবহ পাঠাল যাতে করে দেখতে পারে, সেখানে কি ঘটছে। আবু লাহাব এবং কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা আসল। নবী (সঃ) বললেন : "মনে করো, আমি তোমাদের বললাম যে, সেখানে (শত্রুদের) একটি অশ্বারোহী বাহিনী উপত্যকায় তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে তোমরা কি বিশ্বাস করবে?" তারা বলল : "হাঁ! কেননা আমরা তোমাকে কখনও সত্য ছাড়া মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তখন তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : "আমি তোমাদের জন্য আগত ভয়াবহ শাস্তির জন্য সতর্ককারী।" আবু লাহাব [নবী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে] বলল : "আজ গোটা দিনের জন্য তোমার ধ্বংস হোক, এ উদ্দেশ্যেই কি তুমি আমাদের ডেকেছিলে?" অতঃপর নাযিল হয় : "আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার (ধন-সম্পদ-সন্ততি) আর যা কিছু সে উপার্জন করেছে, তা তার কোন কাজেই আসল না।"

٤٤٠٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.

৪৪০৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও।" আয়াতটি নাযিল হলে নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : "হে কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! অথবা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ (রাবীর সন্দেহ) নিজেদের বিক্রি করো; আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর নাফরমানী করো)। হে বনী আবদে মানাফ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য না করো)। হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস! আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারব না (যদি তাঁর) বিরোধিতা করো)। হে সাফিয়া, নবী (সঃ)-এর ফুফু, আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)। হে ফাতিমা, মুহাম্মদ (সঃ)-এর কন্যা! তুমি যা খুশি আমার সম্পদ থেকে চাও, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (পাকড়াও) থেকে বাঁচাতে পারি না (যদি তুমি তাঁর আনুগত্য না করো)।"

সূরা আন-নামল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'আল-খাবা' গোপন জিনিস। 'লা কিবালা-লাহুম' মানে তাদের কোন ক্ষমতা নেই। 'সারহুন' একবচন। এর মানে প্রাসাদ এবং স্ফটিকের গাড়া। বহুবচনে সুরুহুন। ইবনে আব্বাস বলেন, "ওয়ালাহা আরশুন আজীম" এর অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসন মহামূল্যবান এবং সুবর্ণ কারুকার্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'মুসলেমীনা' মানে অনুগত হয়ে। 'রদিফা' মানে নিকটবর্তী হলো। 'জামিদাতুন' মানে আপন অবস্থানে দৃঢ়। 'আউযি'নী' মানে আমাকে করো। 'নাক্কিরু' মানে পরিবর্তন করে দাও। মুজাহিদ বলেন : ওয়াউতীনাল ইলমা' আমাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে—এটা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উক্তি। (কারো কারো মতে এটা বিলকীসের উক্তি)। 'আস্-সারহুন' ছিল পানির একটি হাউস। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে কাঁচ দ্বারা আচ্ছাদিত করে দিয়েছিলেন। (তাই দেখে মনে হতো যেন পানিতে ভর্তি করা হয়েছে)।

সূরা আল-কাসাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .

"তুমি যাকে চাইবে, তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"

٤٧٠٨ . عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ أُمَيَّةَ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيْدُ إِلَيْهِ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتّٰى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبٰى أَنْ يَقُوْلَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ . مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْ أَبِيْ طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .

৪৪০৮. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ার তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : যখন আবু তালিব মৃত্যু-শয্যায় ছিল, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কাছে এলেন, সেখানে তিনি আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে আল্ মুগীরাকে তাঁর কাছে পেলেন। রসূল (সঃ) বললেন : "হে চাচা! বলুন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এটা এমন এক বাক্য, যার সাহায্যে আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে পক্ষ সমর্থন করব।" এতে আবু জাহল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়া (আবু তালিবকে) বলল : এখন কি তুমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে? রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ঐ কলেমা গ্রহণের দাওয়াত দিয়েই চললেন অপরদিকে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ও তার সামনে তাদের কথা বার বার বলেই চলল। এমন কি আবু তালিবের শেষ বাক্য ছিল এই : "আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপরে আছি।" এবং কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকৃতি জানালো। (বর্ণনাকারী) বলেন, এ পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : "আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "এটা রসূল এবং মু'মিনদের জন্য সমীচীন নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাইবে।" এবং এরপরে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে আবু তালিবের প্রসঙ্গে নাযিল করলেন : "তুমি যাকে চাইবে তাকেই হেদায়াত করতে পারবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: ... ... ان الذى فرض عليك القرآن
"(হে নবী!) নিশ্চিত জেনো, যিনি এ কোরআন তোমার ওপর ফরয করেছেন, (নাযিল করেছেন) তিনি তোমাকে এক পরম কল্যাণময় পরিণতিতে অবশ্যই পৌঁছাবেন।"

٤٤٠٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قَالَ إِلَى مَكَّةَ -

৪৪০৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : তোমাকে মা'আদে পৌঁছাবেন অর্থ মক্কাতে পৌঁছাবেন।

সূরা আল আন-কাবূত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন : তারা গোমরাহী দেখছিলো। "ফালা-ইয়া লামান্নাল্লাহু" মানে আলেমাল্লাহু—আল্লাহ জেনে নিয়েছেন। যেমন 'ফালা ইউমাইয়্যেযুল্লাহুল খাবীসা' মানে আলেমাল্লাহুল খাবীসা'—আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করেছেন মানে জেনে নিয়েছেন। 'আস-কালাম মা'আ আসকালিহিম' এ আয়াতে আসকাল মানে আওয়ার—বোঝার ওপর বোঝা।

সূরা আর-রূম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٤١٠ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُحَدِّثُ فِيْ كِنْدَةَ فَقَالَ

يَجِيْءُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْمَاعِ الْمُنَافِقِيْنَ وَأَبْصَارِهِمْ وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكَامِ فَفَزِعْنَا فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَغَضِبَ فَجَلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَّمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَّقُوْلَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ فَإِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَؤُا عَنِ الْإِسْلَامِ فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتّٰى هَلَكُوْا فِيْهَا وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَجَاءَهُ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللّٰهَ فَقَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ إِلٰى قَوْلِهِ عَائِدُوْنَ أَفَيُكْشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمَّ عَادُوْا إِلٰى كُفْرِهِمْ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ أَلَمْ غُلِبَتِ الرُّوْمُ إِلٰى سَيَغْلِبُوْنَ وَالرُّوْمُ قَدْ مَضٰى.

৪৪১০. মাসরূক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কিন্দা গোত্রের সম্মুখে বক্তৃতা দিচ্ছিল, সে (বক্তৃতায়) বলছিল : "হাশরের দিন ধোঁয়া আসবে এবং মুনাফিকদের শ্রবণশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে ফেলবে। মু'মিনগণ শুধু সর্দিজনিত ক্লেশের মতো কষ্ট অনুভব করবে।" এ সংবাদ আমাদেরকে আতংকিত করল। সুতরাং আমি (আবদুল্লাহ) ইবনে মাসউদের নিকট গেলাম। তখন তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন (এবং তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম) যার কারণে তিনি রাগান্বিত হলেন (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয় জানে সে বলতে পারে, কিন্তু সে যদি না জানে তবে তার বলা উচিত, আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। কোন বিষয় না জানলে তবে জ্ঞানের পরিচয় এটাই বলা যে, আমি জানি না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন : "(হে নবী এদেরকে) বলো যে, দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি বানোয়াটকারী লোকদের মধ্যেও কেউ নই।"

কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণ করতে বিলম্ব করে, সুতরাং নবী (সঃ) তাদের জন্য বদ্দো'আ করেন : "হে আল্লাহ! তুমি তাদের প্রতি ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় সাত বছরের (দুর্ভিক্ষ) দিয়ে আমাকে সাহায্য করো।" অতঃপর তারা এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হলো যে, তারা এমনভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হলো, যার ফলে মৃত জন্তু এবং তার হাড় খেতে বাধ্য হলো। তারা (ভয়ানক ক্ষুধার তাড়নায়) আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানে ধোঁয়ার মতো দেখতে লাগল। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাঁর নিকট এসে বললো : "হে মুহাম্মদ! তুমি নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভাল ও সদয় ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়ার জন্য এসেছ অথচ তোমার

নিকটজনেরা এখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাদের (মুক্তির) জন্য দো'আ করো। অতঃপর তিনি তিলাওত করলেন : "অতঃপর তোমরা লক্ষ্য করো, যেদিন আকাশ এক রকমের ধোঁয়া উদ্গীরণ করবে, যা স্পষ্টভাবে দেখা যাবে.....কিন্তু সত্যই তোমরা তোমাদের পথে ফিরে যাবে।"

ইবনে মাসউদ আরো বলেছেন, অতঃপর শাস্তি বন্ধ হলো, কিন্তু তারা শিরকের দিকে ফিরে গেল (তাদের পুরাতন পথে) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করলেন)। "একদিন তোমাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে।" এবং সেটা ছিল বদরের যুদ্ধের দিন। আল্লাহর বাণী: "এবং শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী (শাস্তি) আসবে।" বদরের যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী : "আলিফ-লাম-মীম, রোমানরা পরাজিত হয়েছে.....এবং তারা তাদের পরাজয়ের পরে পুনরায় জয়লাভ করবে।" এটা দ্বারা বুঝা যায় যে, রোমানদের পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে।

অনুচ্ছেদ : لا تبديل لخلق الله "আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।" এখানে খালকুল্লাহ বা আল্লাহর সৃষ্টির অর্থ আল্লাহর দ্বীন, যেমন খুলুকুল আউয়ালীন মানে দ্বীনুল আউয়ালীন—পূর্ববর্তীদের দ্বীন আর ফিতরাত বা প্রকৃতি মানে ইসলাম।

٤٤١١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ-

৪৪১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন : "কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন একটি জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়, তোমরা কি এর দেহের কোন অংগ অপূর্ণ পাও। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সত্য-সার্থক দ্বীন।"

সূরা লোকমান

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। প্রকৃত কথা এই যে, শিরক অতিবড় যুলুমের কাজ।"

٤٤١٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

وَقَالُوْا اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ اَلَا تَسْمَعُ اِلٰى قَوْلِ لُقْمٰنَ لِاِبْنِهٖ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

৪৪১২. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি।" আয়াতটি নাযিল হলে এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবাদের জন্য খুবই কঠিন মনে হলো। সুতরাং তারা বললেন : "আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি?" রসূল (সঃ) বললেন : "এ আয়াত দ্বারা এ অর্থ বুঝানো হয়নি। তোমরা কি লোকমানের পুত্রের প্রতি তার বাণী শোননি : "শিরক বড় যুলুমের কাজ।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الله عنده علم الساعة "নিশ্চয় সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহর-ই নিকট রয়েছে।"

٤٤١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ اِذْ اَتَاهُ رَجُلٌ يَمْشِىْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِيْمَانُ قَالَ اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَلِقَائِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْاٰخِرِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِسْلَامُ قَالَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتٰى (تَقُوْمُ) السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلٰكِنْ سَاُحَدِّثُكَ عَنْ اَشْرَاطِهَا اِذَا وَلَدَتِ الْمَرْاَةُ رَبَّتَهَا فَذٰلِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا وَاِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رُءُوْسَ النَّاسِ فَذٰلِكَ مِنْ اَشْرَاطِهَا فِىْ خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ثُمَّ انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوْا عَلَىَّ فَاَخَذُوْا لِيَرُدُّوْا فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ

৪৪১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের সাথে বসেছিলেন, (এমন সময়) জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো : "হে আল্লাহর রসূল! ঈমান কি?" নবী (সঃ) বললেন : আল্লাহ-তে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর এবং তাঁর নবী-রসূলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং

আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এবং পরকালের ওপরে বিশ্বাস স্থাপন করা।" লোকটি প্রশ্ন করল: "হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! ইসলাম কি?" রসূল (সঃ) উত্তর দিলেন : "ইসলাম (অর্থ) হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীক করবে না এবং সালাত (নামায) কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং রমযানের রোজা রাখবে।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল : "হে আল্লাহর রসূল! ইহ্সান কি?" তিনি উত্তরে ইরশাদ করলেন : "আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করা, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।" লোকটি আরো জিজ্ঞেস করল : "হে আল্লাহর রসূল! সেই সময় (কিয়ামত) কখন হবে?" নবী (সঃ) উত্তরে বললেন : "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না, কিন্তু আমি তোমাকে এর কতিপয় নিদর্শন বর্ণনা করব। যখন দাসী আপন মনিবকে প্রসব করবে, এটা ওর একটি নিদর্শন, আর যখন নগ্নপদ এবং নগ্নদেহধারীরা লোকদের নেতা হবে, এটাও তার একটি নিদর্শন। এবং (কিয়ামতের) সময় সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নন। সেই সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষাণ, তিনিই জানেন মায়েদের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে।" অতঃপর লোকটি চলে গেলো। নবী (সঃ) বললেন : "তাঁকে আমার কাছে পুনরায় ডেকে আন।" তারা তাকে ফিরিয়ে আনতে গেল, কিন্তু তাকে দেখতে পেল না। নবী (সঃ) বললেন : 'তিনি ছিলেন জিবরাইল, লোকদেরকে দ্বীন শিখাবার জন্য এসেছিলেন।'

٤٤١٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

৪৪১৪. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : "অদৃশ্যের চাবি হচ্ছে পাঁচটি।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন: "নিশ্চয়ই সেই সময়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই নিকট রয়েছে.....।"

সূরা আস-সাজদা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: فلا تعلم نفس ما اخفى لهم
"তাছাড়া তাদের জন্য যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

٤٤١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَأُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ .

৪৪১৫. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা

ইরশাদ করেছেন। "আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনও কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান কখনও শোনেনি এবং কোন অন্তকরণ যা কখনও কল্পনাও করেনি।" আবু হুরাইরা (রাঃ) আরো বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে তিলাওয়াত করতে পার : "তাছাড়া তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

٤٤١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ذُخْرًا مِنْ بَلْهِ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ

৪৪১৬. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করেছি, যা কখন কোন চক্ষু দেখেনি এবং কোন কান কখনো তা শোনেনি এবং কোন ব্যক্তির অন্তরের কল্পনা কখনও উদয় হয়নি। এসব ছাড়া যা কিছুই তোমরা দেখেছ, তার কোন মূল্যই নেই। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী যে (আনন্দ) সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই তার খবর নাই।"

٤٤١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانُوْا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ وَأَنَا مَوْلَاهُ -

৪৪১৭. আবু হুরায়রা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন: দুনিয়া ও আখেরাতে সকল মু'মিনের জন্য আমিই সবচেয়ে বেশী কল্যাণকামী। ইচ্ছা করলে পড়তে পার : "নবী মু'মিনদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী হকদার।" সুতরাং কোন মু'মিন কোন সম্পদ রেখে গেলে, তার আত্মীয়-স্বজনরাই হবে তার উত্তরাধিকারী। আর যদি কোন ঋণ অথবা (নির্ভরশীল) সন্তানাদী রেখে যায়, সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তার অভিভাবক।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ادعوهم لآبائهم—"তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক।"

٤٤١٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كُنَّا نَدْعُوْهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ -

৪৪১৮ আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা-কে আমরা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' ডাকতাম : "তাদেরকে তাদের বাপ-দাদার নামে ডাক, এটাই আল্লাহর নিকট বেশী ইনসাফপূর্ণ।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

"তাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এমনও আছে, যারা তাদের অঙ্গীকার পূরা করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। এবং তারা (এতে) কোন পরিবর্তন করেনি।"

٤٤١٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُرَى هٰذِهِ الْآيَةَ فِيْ أَنَسِ ابْنِ النَّضْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

২৪১৯. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিম্নোক্ত আয়াত 'আনাস ইবনে নাযার' প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে : "এমন মু'মিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছে।"

٤٤٢٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ لَمَّا نَسَخْنَا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ كَثِيْرًا أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُهَا لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِيْ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

৪৪২০. যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কোরআন মজীদ নকল করছিলাম, তখন সূরা আহযাবের একটি আয়াত—যা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পড়তে শুনেছি—খুযায়মা আনসারী ব্যতীত আর কারো নিকট পেলাম না; যার সাক্ষীকে রসূলুল্লাহ (সঃ) দু'জন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা দিয়েছেন। (আয়াতটি এই:) "এমন মুমিনও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্য প্রতিপন্ন করেছে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

"(হে নবী,) তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও! তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদেরকে তা দান করি এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেই।"

٤٤٢١ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهَا حِيْنَ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّيْ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِيْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ

أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا فَقُلْتُ لَهُ مِنْ أَيِّ هٰذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيْدُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.

৪৪২১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ যখন তাঁকে স্ত্রীদের ব্যাপারে ইখতিয়ার দেন, তিনি সর্বপ্রথম আমার কাছে এসে বলেন : "আমি তোমাকে একটি কথা বলছি, তাড়াহুড়ো না করে পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করে জবাব দেবে।" তিনি ভাল করেই জানতেন আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁর থেকে বিচ্ছেদের অনুমতি দেবেন না। তিনি (আয়েশা) বলেন, অতঃপর তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] বলেন, আল্লাহ বলেছেন : "তোমার স্ত্রীদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চাও তবে আস, আমি তোমাদের তা দান করি, এবং সুন্দরভাবে বিদায় দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।" আমি তাঁকে বললাম, এ এমন কোন্ বিষয় যাতে আমি পিতা-মাতার অনুমতি নেবো! কারণ, আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকালই আমার কাম্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما

"আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং পরকাল চাও, তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য বিপুল প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"৫৩

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ تَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

"আল্লাহ যা প্রকাশ করতে চান তুমি আপন অন্তরে তা গোপন করছিলে; অথচ আল্লাহ-ই তোমার ভয় পাওয়ার বেশী হকদার।"

৪৪২২ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ هٰذِهِ الْآيَةَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ.

৪৪২২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি জয়নাব বিনতে জাহাশ এবং যায়েদ ইবনে হারেসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

---

৫৩. অপর একটি বর্ণনায় এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। উক্ত বর্ণনায় হাদীসের শেষে আয়েশা (রাঃ) বলেন : "অতঃপর রসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণ আমার অনুসরণ করেন।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ـ

"তাদের (স্ত্রীদের) মধ্য থেকে যাকে খুশী পৃথক করে রাখ, আর যাকে খুশী নিজের কাছে রাখ। আর যাকে পৃথক করে রেখেছ, পসন্দ হলে তাকেও নিজের কাছে রাখলে কোন গোনাহ নেই।"

٤٤٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِيْ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَقُوْلُ أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ ـ

৪৪২৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেসব নারী নিজেদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য সোপর্দ করেছিল, তাদের জন্য আমি ঈর্ষাবোধ করতাম এবং বলতাম, নারী কি নিজেকে এভাবে পেশ করে? তারপর আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলে আমি বললাম, "মনে হয় আপনার রব আপনার মর্জির অনুরূপ করেন।"

٤٤٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْتَأْذِنُ فِيْ يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ فَإِنِّيْ لَا أُرِيْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْ أُوْثِرَ عَلَيْكَ أَحَدًا

৪৪২৪. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তুরজী মান তাশাউ' আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) স্ত্রীদের পালার (পরিবর্তনের জন্য) অনুমতি নিতেন। (মু'আয বলেন,) "আমি তাকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তখন আপনি কি বলতেন? তিনি বললেন, পালার দিনটি যদি আমার হয়ে থাকে তাহলে আমি ইয়া রসূলুল্লাহ—আপনার ওপর কাউকে অগ্রাধিকার দিতে চাই না।"

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ

لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِ
مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ
اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ
عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

"তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না, আর খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকো না; কিন্তু ডাকা হলে প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে সরে পড়ো, গল্প-গুজবে মশগুল থেকো না। কেননা এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। সে (নবী) তোমাদেরকে লজ্জা করে (কিছু বলেন না,) আর আল্লাহ সত্য (কথা) বলতে লজ্জা করেন না। তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) নিকট কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। তাদের এবং তোমাদের অন্তরের জন্য এটাই পবিত্রতম (পন্থা)। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের কাজ নয়। তাঁর অবর্তমানে কখনো তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা তোমাদের সাজে না। বস্তুতঃ এটা আল্লাহর নিকট বিরাট (গুনাহ)।"

٤٤٢٥- عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَ
الْفَاجِرُ فَلَوْ اَمَرْتَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالْحِجَابِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ

৪৪২৫. উমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি [নবী (সঃ)-এর খেদমতে] আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার নিকট নেক-বদ লোক আসে। আপনি যদি উম্মুল মু'মেনীনদের পর্দার নির্দেশ দিতেন! অতঃপর আল্লাহ পর্দার আয়াত নাযিল করলেন।

٤٤٢٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ ابْنَةَ
جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ وَاِذَا هُوَ كَاَنَّهٗ يَتَهَيَّأُ
لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ
فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقْتُ ـ
فَجِئْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ
فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الْاٰيَةَ ـ

৪৪২৬. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নব বিনতে জাহাশের

সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিবাহ উপলক্ষে তিনি লোকদেরকে দাওয়াত করেন। লোকেরা খাওয়া শেষে বসে গল্প-গুজব করতে থাকে, (এ সময়) তিনি যেন উঠতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু লোকেরা উঠছিল না। অবস্থা দেখে তিনি (রসূলুল্লাহ) উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে যার ওঠার সে উঠল, কিন্তু তিন ব্যক্তি বসেই রইল। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন (বাহির থেকে) পুনরায় প্রবেশ করলেন, তখনও তারা বসেই আছে। অতঃপর তারা উঠল। (রাবী বলেন,) আমি গিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের চলে যাওয়ার খবর দিলে তিনি এসে (ভিতরে) প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার এবং তাঁর মধ্যখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না....." আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٤٤٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِهٰذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِجَابِ لَمَّا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَعَ طَعَامًا وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَهُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَضُرِبَ الْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ -

৪৪২৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াত—হেজাবের আয়াত—সম্পর্কে আমি লোকদের চেয়ে বেশী জানি। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে জয়নাবের যখন বিয়ে হলো এবং তিনি নবীর ঘরে এলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) খাবার তৈরী করে লোকদের দাওয়াত দিলেন। (খাওয়া শেষে) লোকেরা বসে বসে গল্প করছিল। নবী (সঃ) উঠে বাইরে গিয়ে ফিরে আসলেন, তখনও তারা বসে বসে গল্প করছিল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না .....পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে।" অতঃপর পর্দা টেনে দেয়া হলো এবং লোকেরা উঠে পড়ল।

٤٤٢٨ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَنَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِيَ ثَلٰثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فَتَقَرَّ حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ يَقُوْلُ لَهُنَّ كَمَا يَقُوْلُ لِعَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا ثَلٰثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُوْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ شَدِيْدَ الْحَيَاءِ فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِيْ أَخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوْا فَرَجَعَ حَتّٰى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِيْ أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرٰى خَارِجَةً أَرْخٰى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ۔

৪৪২৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) এবং জয়নাব বিনতে জাহাশ-এর (বিয়ের পর) বাসর রচিত হলে কিছু রুটি-গোশতের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর আমাকে লোকদের খাওয়ার জন্য ডেকে আনতে পাঠানো হলো। একদল এসে খেয়ে চলে গেল, এরপর আর একদল এসে খেয়ে চলে গেল। পুনরায় ডেকে কাউকে পেলাম না। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি তো আর কাউকে পেলাম না। তিনি বললেন, তোমাদের খাবার উঠিয়ে রেখ। তখন তিন ব্যক্তি ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। নবী (সঃ) বের হয়ে আয়েশার কক্ষে গেলেন এবং বললেন, "আস্‌সালামোআলাইকুম আহলাল বায়ত ওয়া রাহ-মাতুল্লাহ"। উত্তরে আয়েশা বললেন, 'ওয়া আলাইকাস্‌ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন, আপনার (নতুন) স্ত্রীকে কেমন পেলেন? এভাবে পরপর সব স্ত্রীর কক্ষে গেলেন এবং আয়েশাকে যা বলছিলেন তাদেরকেও তা-ই বললেন এবং তারাও তাঁকে উহাই বলল, যা আয়েশা বলেছিলেন। পুনরায় নবী (সঃ) এসে সেই তিন ব্যক্তিকে ঘরে কথাবার্তায় রত দেখতে পেলেন। নবী (সঃ) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন বিধায় পুনরায় আয়েশার কক্ষে চলে গেলেন। অতঃপর আমি অথবা অন্য কেউ লোকদের চলে যাওয়ার খবর তাঁকে দিলে তিনি ফিরে আসলেন এবং দরযার চৌকাঠে এক পা ও বাইরে এক পা রাখা অবস্থায় আমার এবং তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আর এ সময়ই পর্দার আয়াতটি নাযিল হলো।

٤٤٢٩ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ بَنٰى بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ خَرَجَ إِلٰى حُجَرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيْحَةَ بِنَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُوْ لَهُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوْنَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلٰى بَيْتِهِ رَأٰى رَجُلَيْنِ جَرٰى بِهِمَا الْحَدِيْثُ فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلَانِ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِيْ أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوْجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخٰى السِّتْرَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ۔

৪৪২৯. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জয়নাব বিনতে জাহাশের সাথে (বিয়ের পর) ওয়ালীমা উপলক্ষে রসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে গোশত-রুটি খাইয়ে তৃপ্ত করলেন।

অতঃপর উম্মুল মু'মেনীনদের কক্ষে যাওয়ার জন্য বের হলেন। যেমনভাবে (পূর্ববর্তী) ওয়াল্লীমাগুলোর সময়ও করতেন, তাদেরকে সালাম জানাতেন, তাদের জন্য দো'আ করতেন; তারাও তাঁকে সালাম জানাত ও তাঁর জন্য দো'আ করত। তারপর পুনরায় গৃহে ফিরে দু'টি লোককে গল্প করতে দেখে আবার চলে গেলেন। আর লোক দু'টি তাঁকে ফিরে যেতে দেখে তারাও দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে পড়ে না, তাদের যাওয়ার কথা তাঁকে আমিই বলেছি না অন্য কেউ। অতঃপর তিনি ফিরে ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আমার ও তার মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো।

٤٤٣٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللّٰهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي بَيْتِي وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْحَى اللّٰهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ـ

৪৪৩০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দা বিধিবদ্ধ হওয়ার পর সাওদা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যান। সাওদা এমন স্থূল দেহের অধিকারিণী ছিলেন যে, পরিচিত জনদের নিকট থেকে তিনি নিজেকে লুকোতে পারতেন না। উমর ইবনে খাত্তাব তাকে দেখে বললেন, হে সাওদা, তুমি আমাদের থেকে লুকোতে পারবে না, এখন ভেবে দেখ কিভাবে বের হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন, তিনি (সাওদা) ফিরে আসলেন। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার গৃহে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, তাঁর হাতে ছিল একটুকরা হাড়। এ সময় তিনি (সাওদা) প্রবেশ করে আরজ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গেলে ওমর আমাকে একথা-ওকথা বলেছে। তিনি (আয়েশা) বলেন, এ সময় আল্লাহ তাঁর নিকট অহী নাযিল করলেন, (অহী নাযিল) শেষ হলো, হাড়খানা তখনও তাঁর হাতেই ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদেরকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্‌র বাণী:

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ـ

"তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত আছেন। পিতা, পুত্র, ভাই, ভাতীজা, ভাগিনা, সাধারণ মেলামেশার স্ত্রীলোক এবং ক্রীত-

দাসীদের ব্যাপারে তাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর ওপর দৃষ্টিবান।"

٤٤٣١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ اَفْلَحُ اَخُوْ اَبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَ مَا اُنْزِلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لَا اٰذَنُ لَهُ حَتّٰى اَسْتَأْذِنَ فِيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاِنَّ اَخَاهُ اَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ اَرْضَعَتْنِيْ اِمْرَاَةُ اَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِي الْقُعَيْسِ اِسْتَأْذَنَ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ حَتّٰى اَسْتَأْذِنَكَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَأْذَنِيْنَ عَمَّكِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ اَرْضَعَنِيْ وَلٰكِنْ اَرْضَعَتْنِيْ اِمْرَاَةُ اَبِي الْقُعَيْسِ فَقَالَ ائْذَنِيْ لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذٰلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُوْنَ مِنَ النَّسَبِ -

৪৪৩১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার (বিধান) নাযিল হওয়ার পর আবুল কোয়াইস এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানালাম : (এ ব্যাপারে) নবী (সঃ)-এর অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দেবো না। কারণ, তার ভাই আবুল কোয়াইস তো নিজেই আমাকে দুধ পান করাননি, অবশ্য আবুল কোয়াইসের স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আবুল কোয়াইস-এর ভাই আফলাহ আমার নিকট (আসার) অনুমতি চাইলে আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করি। নবী (সঃ) বললেন, তোমার চাচাকে অনুমতি দিতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? আমি বললাম, সে ব্যক্তি তো আমাকে দুধপান করায়নি, অবশ্য আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কোয়াইস-এর স্ত্রী। অতঃপর তিনি [রসূল (সঃ)] বলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত ধুলো-মলিন হোক তাকে অনুমতি দাও, কারণ সে তোমার চাচা। উরওয়া বলেন, এ জন্য আয়েশা (রাঃ) বলতেন, বংশতঃ যা হারাম, দুধপানের কারণেও তোমরা তাকে হারাম জেনো।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

"নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর দরূদ পাঠ করেন। (সুতরাং তোমরা) হে ঈমানদাররা! তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করো।"

٤٤٣٢ - عَنْ كَعْبِ ابْنِ عُجْرَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ

فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৪৪৩২. কা'ব ইবনে উজরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনার ওপর সালাম, তাতো আমরা জানতে পারলাম, কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে (পড়বো?) তিনি বললেন : তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

٤٤٣٣ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِىْ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا التَّسْلِيْمُ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

৪৪৩৩. আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ তাসলিম (আমরা তা জানি,) কিন্তু আপনার ওপর সালাত কিভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন : তোমরা বলবে—"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা।" (আবু সালেহ লাইস থেকে বর্ণনা করে বলেন : "আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা।")

٤٤٣٤ - عَنْ يَزِيْدَ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ

৪৪৩৪. ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لا تكونوا كالذين اذوا موسى "যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না।"

٤٤٣٥ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مُوْسٰى كَانَ رَجُلًا حَيِيًّا وَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ

اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهًا۔

৪৪৩৫. আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : "নিশ্চয়ই মূসা ছিলেন অতিমাত্রায় লজ্জাশীল ব্যক্তি। আর এটাই আল্লাহ বলেছেন, হে ঈমানদারগণ! যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে তোমরা তাদের মতো হয়ো না। অনন্তর আল্লাহ তাকে ওদের উক্তি থেকে পবিত্র করেছেন। আর সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ছিল।"

সূরা আস-সাবা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۔

"এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা দূরীভূত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব কি বলেছেন? তারা বলবে, সত্যই। আর তিনি অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ।"

٤٤٣٦ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلٰئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِيْ قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيْهَا إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْآخَرُ إِلٰى مَنْ تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِيْ مِنَ السَّمَاءِ

৪৪৩৬. ইকরামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাকে বলতে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ যখন আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন ফিরিশতারা আল্লাহর আদেশের প্রতি বিনয়াবনত হয়ে পাখা নাড়াতে থাকে, তা যেন পাথরের ওপর শিকলের আঘাত আর কি! যখন তাদের চিত্তের বিভীষিকা বিদূরীত হয় তারা

জিজ্ঞেস করে : তোমাদের রব কি বলেছেন? জবাবে তারা বলে—তিনি যা যা বলেছেন তা সত্য বলেছেন। আর তিনিই তো অতি মহান এবং শ্রেষ্ঠ। (শয়তান) গোপনে কানপেতে তা শুনে। আর তারাও রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং পর্যায়ে। সুফিয়ান (এ উপলক্ষে) তাঁর হাত ওপরে তুলে আঙ্গুলগুলি ফাঁক করে বলেন যে, অতঃপর (শয়তান) কথাগুলো শুনে থাকে এবং উপরওয়ালা নীচওয়ালাকে এবং সে তার অধঃস্তনকে ছুঁড়ে দেয়, এমনিভাবে এ খবর দুনিয়ার যাদুকর গণৎকারের নিকট পেঁছে। আর কোন কোন সময় ফিরিশতা শয়তানকে আগুনের কোড়া নিক্ষেপ করে। এবং তা কখনো কথা পেঁছে দেয়ার আগে এবং কখনো পরে আঘাত করে। অতঃপর যাদুকর-গণৎকাররা এক কথায় শত মিথ্যা কথা মিলিয়ে তা লোক-দের নিকট বর্ণনা করে, আর লোকেরা বলাবলি করতে থাকে, সে (যাদুকর) অমুক অমুক দিন আমাদেরকে এই এই কথা বলে নাই? আসমান থেকে শোনা একটি সত্য কথার জন্য অতঃপর সকল কথাই সত্য বলে গৃহীত হতে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ -

"সে তো কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ককারী মাত্র।"

٤٤٣٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ قَالُوا مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا بَلَى قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ.

৪৪৩৭. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : নবী (সঃ) একদিন সাফা (পর্বতে) আরোহণ করে ডাক দিলেন, 'ইয়া সাবাহাহ্।'[৫৪] কুরাইশের লোকজন জড়ো হয়ে জানতে চায়, কি ব্যাপার! তিনি বললেন, হে কুরাইশের লোকেরা! আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল (কাল) সকাল বা সন্ধ্যায় তোমাদের ওপর হামলা করার জন্য প্রস্তুত, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে। তারা বললো, অবশ্যই। তিনি বললেন, আমি তোমাদের জন্য এক কঠোর দিন সম্পর্কে ভয়প্রদর্শনকারী। তখন আবু লাহাব বললো, তোমার ধ্বংস হোক! এ জন্যই কি আমাদেরকে ডেকেছিলে? তখন আল্লাহ নাযিল করেন আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক!

সূরা ফাতির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, 'কিতমীর' অর্থ খেজুর বিচির খোসা, 'মুসাক্কালা' অর্থ 'মুসকালা'

---

৫৪. তৎকালীন আরবে কোন জরুরী পরিস্থিতিতে লোকদের জড়ো করার জন্য 'ইয়া সাবাহাহ্' শব্দটি ব্যবহার হতো।

অন্যরা বলেন, 'হারূর' মানে দিবাভাগে সূর্যের উত্তাপ। ইবনে আব্বাস বলেন, রাতের উত্তাপ হারূর, দিনের উত্তাপ সামূম। গারাবীব, এর অর্থ অধিক কালো।

সূরা ইয়াসিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

"সূর্য তার কক্ষে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার নির্ধারিত।"

৪৪৩৮- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

৪৪৩৮. আবূযার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) সূর্যাস্তের সময় আমি নবী (সঃ)-এর সাথে মসজিদে ছিলাম। তিনি বললেন : আবূ যার, তুমি কি জানো, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন : সূর্য গিয়ে আরশের নীচে সিজদায় পড়ে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : "সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। এটা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার নির্ধারিত (নিয়ম)।"

৪৪৩৯- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ.

৪৪৩৯. আবূ যার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী (সঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি—ওয়াশশামসু তাজরী লিমুসতাকাররিললাহা। তিনি বলেন, আরশের নীচে সূর্যের বিশ্রামস্থল।

সূরা আস-সাফ্ফাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وان يونس لمن المرسلين "আর নিশ্চয়ই ইউনুস প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

৪৪৪০- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ

أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ ابْنِ مَتَّى

৪৪৪০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আমি (ইউনুস) ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম—এমন কথা কারো বলা সাজে না।

٤٤٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ .

৪৪৪১. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে বলে, আমি ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে ভাল, সে মিথ্যা বলে।

সূরা সা'দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

٤٤٤٢ - عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ السَّجْدَةِ فِي ص قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْجُدُ فِيهَا .

৪৪৪২. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সূরা সাদ-এ সাজদা সম্পর্কে মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, (এ ব্যাপারে) ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : "উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহু ফাবিহুদাহুমুকতাদিহ।" ইবনে আব্বাস এ সূরায় সাজদা করতেন।

٤٤٤٣ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ ص فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ فَقَالَ أَوَمَا تَقْرَأُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৪৪৪৩. আওয়াম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সা'দ-এর সাজদা সম্পর্কে আমি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কেন সাজদা করেন? তিনি বললেন : তুমি কি (আয়াতটি) পড়নি ওয়ামিন যুররিয়্যাতিহী দাউদা ওয়া সুলাইমানা উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহু ফাবিহুদাহুমুকতাদিহ। তোমাদের নবী (সঃ)-কে যাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দাউদ তাঁদের অন্যতম। তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) (এ স্থানে) সাজদা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هب لي ملكا ... ... الوهاب

"(হে আল্লাহ!) আমাকে এমন এক বাদশাহী দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়।"

٤٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلٰوةَ فَأَمْكَنَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلٰى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتّٰى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.

৪৪৪৪. আবূ হুরায়রা রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : "গতরাতে জিনের এক সর্দার এসেছিলো" (অথবা এ ধরনের কিছু কথা তিনি বলেন)। আমার নামায নষ্ট করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার ওপর ক্ষমতা দান করেন। আমার ইচ্ছা হলো, তাকে মসজিদের একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি, সকালে তোমরা সকলে (ঘুম থেকে উঠে যাতে) দেখতে পাও। আমি আমার ভাই সোলাইমানের কথা স্মরণ করলাম। "পরওয়ারদিগার, আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করো, যা আমার পর কারো জন্য সমীচীন না হয়।" রাওহ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন।

অনুচ্ছেদ : وما انا من المتكلفين 'আর আমি বানাওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই।'

٤٤٤٥ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ أَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَعَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَأَبْطَئُوا عَلَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ فَحَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى أَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتّٰى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ دُخَانًا مِنَ الْجُوعِ. قَالَ اللّٰهُ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ فَيُكْشَفُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا فِي كُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

৪৪৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে জানে, সে তা বর্ণনা করবে। আর যে জানে না তার বলা উচিত, আল্লাহ-ই ভালো জানেন। কারণ, অজানা বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন—এ কথা বলা জ্ঞানের লক্ষণ। আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-কে বলেন : "বল, আমি সে জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না আর আমি বানাওয়াটকারীদের পর্যায়ভুক্ত নই।" আর অবিলম্বে আমি তোমাকে ধূম্র সম্পর্কে বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তারা (এতে সাড়া দিতে) বিলম্ব করে। তখন তিনি বললেন : হে খোদা! ইউসুফ-এর দুর্ভিক্ষের সাত বছরের মতো দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে আমায় সাহায্য করো। তাই হলো, দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করলো। সবকিছুই নিঃশেষ হয়ে গেলো। এমনকি তারা মৃতজন্তু এবং চামড়া খেতে লাগলো। তখন তাদের কেউ আসমানের দিকে তাকালে ক্ষুধার কারণে চোখে ধোঁয়া দেখতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তোমরা সেদিনের অপেক্ষা করো, যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া উদ্গীরণ করবে আর তা লোকদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটা তো কঠোর শাস্তি।" তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, তারা দো'আ করলো : হে আমাদের রব! আমাদের ওপর থেকে আযাব দূর করো। আমরা ঈমান এনেছি। উপদেশ তাদের জন্য কখন কাজে এসেছিল? অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট রসূল এসেছে। অতঃপর তারা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং বলেছে শিক্ষাপ্রাপ্ত মজনূন! আমরা আযাব খানিকটা সরিয়ে দিলে তোমরা ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।" (ইবনে মাসউদ বলেন,) কিয়ামতের দিন কি আযাব দূর করা হবে? তিনি (ইবনে মাসউদ) বলেন, আযাব দূর করা হলে তারা (পুনরায়) কুফরের দিকে ফিরে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বদর-এর দিন পাকড়াও করেন। আল্লাহ বলেন : "যেদিন আমরা কঠোরভাবে পাকড়াও করবো, সেদিন আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।"

সূরা আয-যুমার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

"আমার বান্দা, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

৪৪৪৬- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوْا قَدْ قَتَلُوْا وَاَكْثَرُوْا وَزَنَوْا وَاَكْثَرُوْا فَاَتَوْا مُحَمَّدًا ﷺ فَقَالُوْا اِنَّ الَّذِيْ تَقُوْلُ وَتَدْعُوْا اِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا اَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ

اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَنَزَلَ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ۔

৪৪৪৬. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মুশরিকদের কিছু লোক ব্যাপক হত্যা চালায়, ব্যাপক ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলো : আপনি যা কিছু বলেন এবং যেদিকে আহ্বান করেন, তা তো খুবই উত্তম। আপনি যদি বলেন যে, আমরা যা করেছি, তা মাফ করে দেয়া হবে, তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় : "আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ ডাকে না, আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, এমন জীবনকে খুন করে না, তবে ন্যায়ত যা করে এবং ব্যাভিচার করে না।" আরও নাযিল হয় : "বলো, হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: وما قدروا الله حق قدره "তারা যথাযথ আল্লাহর হক আদায় করেনি।"

٤٤٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ حِبْرٌ مِّنَ الْاَحْبَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ السَّمٰوٰتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلٰى اِصْبَعٍ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحِبْرِ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ۔

৪৪৪৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী পাদ্রী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলে : হে মুহাম্মদ! আমরা (তাওরাতে দেখতে) পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মণ্ডলিকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। যমীনকে এক আঙ্গুলের ওপর, বৃক্ষসমূহকে এক আঙ্গুলের ওপর, পানি এবং কাদা-মাটি এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন এবং অন্য সব সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের ওপর স্থাপন করবেন। অতঃপর তিনি বলবেন : "আমি রাজা।" (এ কথা শুনে) রসূলে খোদা (সঃ) হেসে পড়েন, যাতে তাঁর চোয়ালের দাঁত প্রকাশ হয়ে পড়ে, যেন তিনি ইহুদী পাদ্রীর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন : "আল্লাহর যতখানি কদর করা দরকার ছিল, তারা ততটা কদর করেনি।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

"এবং কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণটাই আল্লাহ তা'আলার মুঠোর মধ্যে থাকবে আর আকাশ-মণ্ডলী তাঁর ডান হাতের মধ্যে লেপটানো থাকবে। পবিত্র তিনি, মহা উচ্চ তাঁর মর্যাদা।"

٤٤٤٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمٰوٰتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ.

৪৪৪৮. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা যমীনকে মুঠির মধ্যে নিয়ে নেবেন আর আসমানকে পেঁচিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন আমিই রাজা, দুনিয়ার রাজারা কোথায়?

অনুচ্ছেদ ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.

"আর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে আসমান-যমীনে যারা আছে, তারা (সকলে) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে—কিন্তু আল্লাহ যাকে চাইবেন, সে ব্যতীত। অতঃপর পুনরায় সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হলে তারা সকলে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।"

٤٤٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَذٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ.

৪৪৪৯. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ দ্বিতীয়-বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর আমিই সর্বপ্রথম মাথা তুলবো। তখন আমি দেখবো, মূসা আরশের নিকট দাঁড়িয়ে। তিনি আগে থেকে এভাবে ছিলেন, না সিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার পর, তা আমি জানি না।

٤٤٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتُ وَيَبْلٰى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ.

৪৪৫০. আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ দু'টি ফুঁৎকারের মধ্যখানে হবে চল্লিশ। লোকেরা বললো ঃ আবূ হুরায়রা, চল্লিশ দিন? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে, চল্লিশ বছর? তিনি বলেন, আমি (উত্তর দিতে) অস্বীকার করি। তারা বলে ঃ চল্লিশ মাস? তিনি বলেন, আমি (জবাব দিতে) অস্বীকার করে যোগ করলাম ঃ "মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া মানুষের সব কিছুই পচে-গলে যাবে, এ হাড় দ্বারা তার গোটা দেহের পত্তন হবে।"

সূরা আল-মুমিন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৪৪৫১. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِيْ بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُوْنَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِيْ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِيْ عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيْدًا فَأَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَبِّكُمْ

৪৪৫১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'সকে জিজ্ঞেস করি, মুশরিকরা নবী (সঃ)-এর সাথে সবচেয়ে কঠোর যে আচরণ করেছে, সে সম্পর্কে আপনি আমাকে বলুন। তিনি বললেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার আঙ্গিনায় নামায পড়ছিলেন, এ সময় উকবা ইবনে আবু মুঈত এসে রসূলুল্লাহ'র ঘাড় ধরে তার কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ সময় (হঠাৎ) আবু বকর এসে উপস্থিত হন। তিনি তার ঘাড় ধরে রসূল (সঃ) থেকে দূরে সরিয়ে দেন এবং বলেন ঃ আল্লাহ আমার রব—এ কথা বলার জন্যই কি তোমরা একজন লোককে হত্যা করবে? অথচ, তিনি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছেন?"

সূরা হা-মীম আস-সাজদা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

"তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, কোনও এক সময় তোমাদের নিজেদের কান, নিজেদের চক্ষু এবং নিজেদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অনন্তর তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের অনেক আমল সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।"

٤٤٥٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ. قَالَ كَانَ رَجُلَانِ مِنْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ ثَقِيْفٍ اَوْ رَجُلَانِ مِنْ ثَقِيْفٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشٍ فِيْ بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ حَدِيْثَنَا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئِنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ فَاَنْزَلَتْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ الْاٰيَةَ

৪৪৫২. ইবনে মাসউদ বলেন : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, কোনও এক সময় তোমাদের নিজেদের চামড়া তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অনন্তর তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের অনেক আমল সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।" কুরাইশের দু'ব্যক্তি ছিল আর তাদের এক জামাতা ছিল বনু সাকীফ গোত্রের অথবা দু'ব্যক্তি ছিল বনু সাকীফ গোত্রের আর তাদের জামাতা ছিল কুরাইশ গোত্রের। এরা একই গৃহে ছিল। তারা একজন অপরজনকে বললো : তুমি কি মনে করো, আল্লাহ আমাদের কথাবার্তা শুনছেন? একজন বললো, তিনি কিছু কথা শুনছেন, অপর একজন বললো, কিছু যদি শুনতে পান তবে সবটাও শুনতে পাবেন। অতঃপর নাযিল হয় : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময়....."

অনুচ্ছেদ :

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ.

"তোমাদের রব-এর সম্পর্কে তোমাদের এহেন ধারণা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে আর পরিণামে তোমরা হয়ে পড়লে ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যায়ভুক্ত।"

٤٤٥٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيٌّ اَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيٌّ كَثِيْرَةٌ شَحْمُ بُطُوْنِهِمْ قَلِيْلَةٌ فِقْهُ قُلُوْبِهِمْ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَتَرَوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَا نَقُوْلُ قَالَ الْاٰخَرُ يَسْمَعُ اِنْ جَهَرْنَا وَلَا يَسْمَعُ اِنْ اَخْفَيْنَا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنْ كَانَ يَسْمَعُ اِذَا جَهَرْنَا فَاِنَّهُ يَسْمَعُ اِذَا اَخْفَيْنَا. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ.

৪৪৫৩. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : বায়তুল্লাহর নিকট দু'জন কুরাইশী এবং একজন সাকাফী অথবা দু'জন সাকাফী ও একজন কুরাইশী বসেছিলো। তাদের পেটের চর্বি ছিল বেশী, কিন্তু অন্তরের বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল কম। তাদের একজন বললো, তুমি কি মনে করো, আমরা যা বলছি, আল্লাহ শুনছেন? অপরজন বললো, আমরা জোরে বললে তিনি শুনতে পান, আর চুপে চুপে বললে শুনতে পান না। অপরজন বললো : জোরে বললে যদি শুনতে পান তবে চুপে চুপে বললেও শুনতে পাবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : "তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকোতে তখন তোমাদের এ চিন্তা ছিল না যে, তোমাদের চোখ-কান-চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, তোমরা যা জানো তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না।"

সূরা আশ-শূরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ আল্লাহর বাণী: الا المودة فى القربى "কিন্তু কেবল নৈকট্যের ভালোবাসাই (কাম্য)।"

٤٤٥٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قُرْبٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلَّا كَانَ لَهُ فِيْهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ اِلَّا اَنْ تَصِلُوْا مَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ ؛

৪৪৫৪. ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে "ইল্লাল-মাওয়াদ্দাতা ফিল কোরবা" আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে (সেখানে উপস্থিত) ইবনে জুবাইর বলেন : এর মানে, নবী (সঃ)-এর বংশধর। (এ কথা শুনে) ইবনে আব্বাস বলেন, (উত্তর দানে) তুমি তাড়াহুড়া করেছো। কুরাইশের কোন শাখা ছিল না, যেখানে নবী (সঃ)-এর আত্মীয়তা ছিল না। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমার এবং তোমাদের মধ্যে যে নৈকট্য রয়েছে, তোমরা তা মিলিয়ে নেবে (এটাই আমার কাম্য)।

সূরা আয-যুখরুফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: و نادوا يا مالك ليقض علينا ربك الاية "তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক! (দোযখের দারোগা) তোমাদের রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক....."।

٤٤٥٥- عَنْ يَعْلٰى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ .

৪৪৫৫. ইবনুল আলা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-কে মিম্বরের ওপরে পড়তে শুনেছি "তারা ডাক দিয়ে বলবে, হে মালিক (দোযখের দারোগা) তোমাদের রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক।"

সূরা আদ-দোখান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
"তোমরা অপেক্ষা করো সেদিনের, যখন আকাশমণ্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে।"

٤٤٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَضٰى خَمْسٌ اَلدُّخَانُ وَالرُّوْمُ وَ
الْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ.

৪৪৫৬. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতীত হয়েছে পাঁচটি (আযাব)। ধূম্র (দুর্ভিক্ষ), রোম (পরাজয়), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), পাকড়াও (বদর যুদ্ধে) ধ্বংস।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: يغشى الناس هذا عذاب اليم
"মানুষকে ঢেকে ফেলবে, ইহা বেদনাদায়ক আযাব।"

٤٤٥٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِاَنَّ قُرَيْشًا
لَمَّا اسْتَعْصَوْا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ
فَاَصَابَهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ حَتّٰى اَكَلُوا الْعِظَامَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ اِلَى
السَّمَاءِ فَيَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ فَاَنْزَلَ
اللّٰهُ تَعَالٰى فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا
عَذَابٌ اَلِيْمٌ. قَالَ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اسْتَسْقِ اللّٰهَ
لِمُضَرَ فَاِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرَ اِنَّكَ لَجَرِيْءٌ فَاسْتَسْقٰى فَسُقُوْا فَنَزَلَتْ
اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ فَلَمَّا اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوْا اِلٰى حَالِهِمْ حِيْنَ
اَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا
مُنْتَقِمُوْنَ قَالَ يَعْنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ.

৪৪৫৭. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নাফরমানী করেছে, তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ্‌দো'আ করেছেন যাতে ইউসুফ (আঃ)-এর সময়ের সাত বছরের মত দুর্ভিক্ষ তাদের ওপর আপতিত হয়। অতঃপর তাদের ওপর

দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার কষ্ট এমনভাবে আপতিত হলো যে, তারা হাড্ডি খাওয়া শুরু করলো। আর মানুষ আকাশের দিকে তাকাতে শুরু করে কিন্তু ক্ষুধার কষ্টের জন্য আকাশ ও তাদের মাঝে শুধু ধোঁয়াই দেখতে পেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন : "অপেক্ষা করো ঐ সময়ের যখন আকাশে ধোঁয়া ছেয়ে যাবে এবং মানুষকে তা আচ্ছন্ন করে ফেলবে। ইহা বেদনাদায়ক আযাব।" রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আনা হলো (আবু সুফিয়ান অথবা কা'ব বিন মুররাকে) বলা হলো, ইয়া রসূলুল্লাহ 'মুদার (গোত্র)-এর জন্য পানি চেয়ে দো'আ করুন, তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "মুদার গোত্রের জন্য? তুমি তো খুব সাহসী লোক!" অতঃপর বৃষ্টি চেয়ে দো'আ করলেন এবং বৃষ্টি হলো। আর আল্লাহ নাযিল করলেন, "তোমরা তো আবার (নাফরমানীতে) ফিরে যাবে।" তারপর যখন তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসল, তারা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করলেন, "যেদিন আমি ভীষণভাবে পাকড়াও করব, সেই দিনই আমি বদলা নিয়ে ছাড়ব।" রাবী বলেন, এর অর্থ 'বদরের দিন'।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون
"হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি।"

٤٤٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللّٰهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللّٰهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا غَلَبُوْا النَّبِيَّ ﷺ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ قَالَ اللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ أَكَلُوْا فِيْهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْتَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتّٰى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرٰى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ مِنَ الْجُوْعِ قَالُوْا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُوْنَ فَقِيْلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَادُوْا فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوْا فَانْتَقَمَ اللّٰهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ إِلٰى قَوْلِهِ إِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ -

৪৪৫৮. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রকৃত জ্ঞানের কথা হচ্ছে এই যে, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে বলবে 'আল্লাহ-ই ভাল জানেন।' নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন : "আপনি বলে দিন যে, না আমি তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান চাই, আর না আমি স্বরচিত কোন কথা বলি।" কুরাইশরা যখন নবী (সঃ)-এর ওপর বাড়াবাড়ি করলো এবং নাফরমানী করলো, তখন তিনি বললেন, "হে আল্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর সাতটি বছরের মত বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। অতঃপর তাদের ওপর (সাতটি কঠিন) বছর নেমে আসল যাতে তারা ক্ষুধার জ্বালায় হাড্ডি এবং মৃতদেহ খাওয়া শুরু করল। এমনকি তাদের কোন ব্যক্তি আকাশের দিকে তাকালে তার এবং আকাশের মাঝে ক্ষুধার জ্বালায় শুধু ধোঁয়াই দেখত। আর তখন তারা বলে উঠল, হে রব! আমাদের থেকে আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান এনেছি।" (জওয়াবে) বলা হলো, যদি এদের আযাব দূর করে দেয়া হয় তাহলে তারা নাফরমানী করবে। অতঃপর রসূল দো'আ করলে, তাদের আযাব দূর করে দেয়া হলো, কিন্তু তারা নাফরমানী করল। এরপর আল্লাহ বদর

যুদ্ধের দিনে এর প্রতিশোধ নিলেন, এটাই আল্লাহর কথা : "যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে.....প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : انى لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين
"উপদেশে তাদের কি হবে, অথচ তাদের নিকট প্রকাশ্য রসূল এসেছিল।"

٤٤٥٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ. قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا دَعَا قُرَيْشًا كَذَّبُوْهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى كَانُوْا يَأْكُلُوْنَ الْمَيْتَةَ فَكَانَ يَقُوْمُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخَانِ مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوْعِ ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ حَتّٰى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ أَيُكْشَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى يَوْمَ بَدْرٍ.

৪৪৫৯. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) কুরাইশদের জন্য বদ্‌দোআ করলেন—যখন তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল—তখন তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ এদের ওপর ইউসুফ (আঃ)-এর মতো সাতটি বছর দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' অতঃপর তাদের ওপর এমন বিপদের বছর আপতিত হলো, যা থেকে কিছুই রক্ষিত ছিল না। এমনকি তারা মৃতদেহ খেতে শুরু করলো। তাদের কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার জ্বালায় তার এবং আকাশের মাঝে শুধু ধোঁয়াই দেখত। এরপর তিনি (ইবনে মাসউদ) পড়লেন, "সেদিনের প্রতীক্ষা করো, যেদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে; এ বেদনাদায়ক আযাব যা মানুষকে ছেয়ে ফেলবে.....আমি কিছু সময়ের জন্য আযাবকে দূরে সরিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে।" আবদুল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিনও কি তাদের আযাবকে দূরে রাখা হবে? আর "বাতশাতুল কুবরা" অর্থ বদরের দিন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ثم تولوا عنه قالوا معلم مجنون
"অতঃপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, শিক্ষাপ্রাপ্ত, মস্তিষ্ক বিকৃত।"

٤٤٦٠. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا رَأٰى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتّٰى حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتّٰى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالْجُلُوْدَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ حَتّٰى أَكَلُوا الْجُلُوْدَ وَالْمَيْتَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ

كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ فَأَتَاهُ أَبُوْ سُفْيَانَ فَقَالَ أَيْ مُحَمَّدُ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوْا فَادْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا هُمْ ثُمَّ قَالَ يَعُوْدُوْا بَعْدَ هٰذَا فِيْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ ثُمَّ قَرَأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ إِلٰى عَائِدُوْنَ أَيُكْشَفُ عَذَابُ الْآخِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ اللِّزَامُ وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخَرُ الرُّوْمُ -

৪৪৬০. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ মুহাম্মদ (সঃ)-কে পাঠিয়ে বলেন, 'আপনি বলুন, না আমি তোমাদের কাছে প্রতিদান চাই, আর না আমি স্বরচিত কোন কথা বলি।' অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন দেখলেন কুরাইশরা নাফরমানী করেছে, বললেন, 'হে আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-এর সাতটি (দুর্ভিক্ষের) বছরের মতো বছর এদের ওপর চেপে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।' আর তাদের ওপর (দুর্ভিক্ষের) বছর চেপে বসল এবং সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল, এমনকি (ক্ষুধার তাড়নায়) তারা হাড্ডি এবং চামড়া, —তাদের কারো মতে—চামড়া এবং মৃতদেহ খেতে আরম্ভ করল, এবং যমীন থেকে ধোঁয়ার মতো বের হতে লাগল। এ সময় আবু সুফিয়ান এসে নবী (সঃ)-কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! তোমার জাতি তো ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে দো'আ করো যেন তিনি এ বিপদ দূর করেন।' তিনি (রসূলুল্লাহ) দো'আ করলেন এবং বললেন যে, এরা তো নিজেদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।—মনসূর বর্ণিত হাদীসে আছে—তিনি (আবদুল্লাহ) পড়লেন, "অপেক্ষা করো সেদিনের জন্য, যেদিন আকাশে স্পষ্ট ধোঁয়া দেখা যাবে.....(তোমরা) ফিরে যাবে।" এরপর বললেন, 'আখেরাতের আযাবও কি দূর হয়ে যাবে?' 'ধোঁয়া, গ্রেফতার' ও ধ্বংস তো অতীত হয়েছে', কারো মতে 'চন্দ্র' আর কারো মতে 'রূম' (-ও অতীত হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا إِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ إِلٰى قَوْلِهِ مُنْتَقِمُوْنَ -

"আমি কিছু সময়ের জন্য আযাবকে রহিত করে দেব, কিন্তু তোমরা তো আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে.....প্রতিশোধ নেব।"

৪৪৬১- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ اللِّزَامُ وَالرُّوْمُ وَالْبَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ -

৪৪৬১. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হয়েছে। ধ্বংস, রোম (-এর বিপর্যয়), গ্রেফতার (বদর যুদ্ধের পর), চন্দ্র (দ্বিখণ্ডিত হওয়া), ধোঁয়া।

সূরা আল-জাসিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وما يهلكنا الا الدهر "আমাদেরকে মহাকাল ব্যতীত কিছুই ধ্বংস করতে পারবে না।"

٤٤٦٢ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَ الْاَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

৪৪৬২. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ বলেন, 'আমাকে আদম সন্তানরা কষ্ট দেয়, তারা মহাকাল-কে গালি দেয়, অথচ আমিই মহাকাল। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।

সূরা আল-আহকাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ـ

"আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, উহ্ তোমরা কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ যে, পুনরায় আমি (কবর থেকে) বহিষ্কৃত হবো? অথচ আমার পূর্বে বহু বংশ অতীত হয়ে গেছে। পিতা-মাতা আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলে, 'ওরে হতভাগা ঈমান আন, আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য।' কিন্তু সে বলে, এসব তো পুরনো যুগের গল্প-কাহিনী।"

٤٤٦٣ - عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْحِجَازِ اِسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ لِكَىْ يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ اَبِيْهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ شَيْئًا فَقَالَ خُذُوْهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوْا فَقَالَ مَرْوَانُ اِنَّ هٰذَا الَّذِىْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ فَقَالَتْ

عَائِشَةَ مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْنَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْاٰنِ إِلَّا أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ عُذْرِيْ -

৪৪৬৩. ইউসুফ ইবনে মাহাক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারওয়ান ছিলেন মুয়াবিয়ার নিযুক্ত হেজাযের শাসনকর্তা। তিনি একদা 'খুতবা' দেয়াকালীন ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার উল্লেখ করলেন, যাতে মুয়াবিয়ার পরে তার 'বাই'আত' করা যায়। আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (এ সময়) কিছু বললে তিনি (মারওয়ান) বললেন, 'একে ধর' তৎক্ষণাৎ তিনি (আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর) আয়েশার ঘরে প্রবেশ করলেন। ওরা তাকে ধরতে পারল না। অতঃপর মারওয়ান বললেন, এ সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহ নাযিল করেছেন, "আর যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতাকে বলল, 'উহ তোমরা দু'জন কি আমাকে ভয় দেখাও.....।" এরপর আয়েশা পর্দার আড়াল থেকে উত্তর দিল, 'আল্লাহ আমাদের ব্যাপারে কোরআনে কিছুই নাযিল করেননি, শুধুমাত্র আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করা ছাড়া।'

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ أَلِيْمٌ -

"পরে যখন তারা সেই আযাব-কে নিজেদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, তখন বলতে লাগল, এটা তো মেঘপুঞ্জ, ইহা আমাদেরকে পরিসিক্ত করে দেবে। না, বরং ইহা সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়ো করছিলে। উহা বাতাসের ঝঞ্ঝা-তুফান। উহার মধ্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।"

٤٤٦٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأٰى غَيْمًا أَوْ رِيْحًا عُرِفَ فِيْ وَجْهِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوْا رَجَاءَ أَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِيْ وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤَمِّنُنِيْ أَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرِّيْحِ وَقَدْ رَأٰى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا

৪৪৬৪. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এমনভাবে হাসতে কখনো দেখিনি যাতে তাঁর কণ্ঠনালী দেখা যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু দেখতেন, তখন তাঁর চেহারায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠত। তিনি (আয়েশা) বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! মানুষ যখন মেঘ দেখে তখন বৃষ্টির আশায় খুশী হয়, আর আপনাকে তখন দেখলে আপনার চেহারায় অসন্তুষ্টি ফুটে উঠে। উত্তরে তিনি বললেন, হে আয়েশা! এতে যে আযাব নেই, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। এমন এক বাতাস দিয়েই তো এক জাতির ওপর আযাব দেয়া হয়েছিল। সে জাতি তো এ আযাব দেখে বলেছিল, এ তো মেঘ, যা আমাদেরকে পরিসিক্ত করবে।

সূরা মুহাম্মদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : وتقطعوا ارحامكم "তোমরা (পরস্পর) সম্পর্ক ছিন্ন করবে.....।"

٤٤٦٥- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ لَهُ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ اقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ-

৪৪৬৫. আবূ হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেন। তা শেষ করলে 'রাহেম' বা 'রক্ত সম্পর্ক' দাঁড়ালো (আল্লাহর দরবারে কিছু আরয করলো) আল্লাহ বললেন : থামো। সে (রক্ত-সম্পদ) বলে : যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি তার থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই। আল্লাহ বলেন : যে তোমাকে একত্রিত করবে আমি তার সাথে মিলিত হবো, আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে আমি তার থেকে ছিন্ন হবো—এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট নও? জবাবে সে বলে : হে পরোয়ারদিগার! অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) বলেন, তোমার জন্য তাই। আবূ হুরায়রা বলেন, তোমরা চাইলে পড়তে পার : "তোমাদেরকে ক্ষমতা দেয়া হলে সম্ভবতঃ দুনিয়ায় বিপর্যয় ঘটাবে এবং রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করবে।"

٤٤٦٦ عَنْ مُعَوِيَةَ بْنِ أَبِي الْمُزَرِّدِ جَدِّهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاقْرَءُوْا إِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ-

৪৪৬৬. মু'আবিয়া ইবনে আবিল মুযাররাদ থেকেও এটা বর্ণিত হয়েছে। নবী (সঃ) বলেছেন, তোমরা ইচ্ছা করলে পড়তে পার, "ফাহাল আসাইতুম।"

সূরা ফাত্হ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : انا فتحنا لک فتحا مبینا । "নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

٤٤٦٧- عَنْ اَسْلَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسِيْرُ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيْرُ مَعَهٗ لَيْلًا فَسَاَلَهٗ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ سَاَلَهٗ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْ اُمُّ عُمَرَ نَزَرْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذٰلِكَ لَا يُجِيْبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ بَعِيْرِيْ ثُمَّ تَقَدَّمْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَّنْزِلَ فِيَّ الْقُرْاٰنُ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِيْ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ نَزَلَ فِيَّ قُرْاٰنٌ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ لَهِيَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৪৪৬৭. আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) একদা রাতের বেলা সফরে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাবও তাঁর সাথে ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে কোন জবাব দেননি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন কিন্তু জবাব নেই। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন উমর ইবনুল খাত্তাব (নিজেকে) বললেন, উমরের মা তার সন্তান হারাক। তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনবার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিনি একবারও তোমার প্রশ্নের জবাব দেননি। উমর বলেন : আমি দ্রুত উট চালিয়ে লোকদের আগে চলে গেলাম এবং আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিলের আশংকা করলাম। একটু পরই আমি এক আহ্বানকারীকে শুনলাম, সে আমাকে ডাকছে। আমি ভয় পেলাম, আমার ব্যাপারে কোরআন নাযিল হয়নি তো! আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁকে সালাম জানালাম। তিনি বললেন, আজ রাত্রে আমার ওপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার নিকট সেসব জিনিস থেকে অতিপ্রিয়, যেসব জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয় (মানে দুনিয়ার সবকিছু থেকে প্রিয়)। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : "আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি।"

٤٤٦٨- عَنْ اَنَسٍ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا قَالَ الْحُدَيْبِيَةُ ـ

৪৪৬৮. আনাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইন্নাফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবীনা' দ্বারা হোদায়বিয়া বুঝানো হয়েছে।

٤٤٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُوْرَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيْهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ لَفَعَلْتُ.

৪৪৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন সূরা ফাত্হ্ পাঠ করেন এবং সুমধুর কণ্ঠে তা পাঠ করেন। মুয়াবিয়া বলেন, আমি ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুরূপ কিরা'আত তোমাদেরকে আবৃত্তি করে শুনাতে পারি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا.

"যেন আল্লাহ তোমার পূর্বাপর গুনাহ মাফ করেন, তোমার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং তোমাকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেবেন।"

٤٤٧٠- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

৪৪৭০. মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে (নামাযে) এতটা দাঁড়াতেন, যাতে তাঁর কদমদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর (সকল) গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন (এরপরও কেন এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়ছেন?) তিনি বললেন : আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হবো না?

٤٤٧١- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلّٰى جَالِسًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ

৪৪৭১. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আল্লাহর নবী রাতে (তাহাজ্জুদের নামাযে

এতো দীর্ঘ সময়) দাঁড়াতেন, যাতে তাঁর কদমদ্বয় ফেটে যেতো। তখন আয়েশা বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আল্লাহ তো আগে-পরের (সব) গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন, (তা সত্ত্বেও) কেন আপনি এতো তকলীফ স্বীকার করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর শোকরগুজার বান্দা হতে ভালোবাসবো না? তাঁর দেহে গোস্ত বৃদ্ধি পেলে তিনি বসে নামায পড়েন। যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন, তখন দাঁড়িয়ে কেরাআত পড়তেন অতঃপর রুকূ' করতেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا
"(হে নবী) নিশ্চয় আমরা তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী, সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি।"

٤٤٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ الَّتِيْ فِي الْقُرْاٰنِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا قَالَ فِي التَّوْرٰىةِ - يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِّلْاُمِّيِّيْنَ اَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَّلَا غَلِيْظٍ وَّلَا سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُوْا وَيَصْفَحُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يَّقُوْلُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَيَفْتَحُ بِهَا اَعْيُنًا عُمْيًا وَّاٰذَانًا صُمًّا وَّقُلُوْبًا غُلْفًا -

৪৪৭২ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি তৌরীত কিতাবে এভাবে বলা আছে : হে নবী, আমরা আপনাকে সাক্ষ্যদাতা ও সুসংবাদদানকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি এবং পাঠিয়েছি উম্মীলোকদের আশ্রয়স্থল করে। আপনি আমার বান্দাহ এবং রসূল! আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ তাওয়াক্কুলকারী) রেখেছি, যার স্বভাব রূঢ় নয়, যার মন কঠোর নয়। যিনি বাজারে বাজারে শোরগোলকারী হবেন না এবং মন্দকে মন্দ দ্বারা দমন করবেন না। বরং তিনি মাফ করবেন এবং ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। তিনি বক্র (কাফের) জাতিকে সোজা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁর জান কবয করবেন না। সোজা এভাবে (করবেন) যে, লোকেরা বলবে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। অতঃপর তিনি এই তাওহীদী কলেমা দ্বারা অন্ধ চোখগুলো খুলে দেবেন বধির কানগুলোর বধিরতা ঘুচাবেন এবং পর্দায় ঢেকে পড়া মন আবরণমুক্ত করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين
"তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঈমানদারগণের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনা নাযিল করেছেন—।"

٤٤٧٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ وَفَرَسٌ لَهُ مَرْبُوْطٌ فِي الدَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا اَصْبَحَ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْاٰنِ

৪৪৭৩. বারা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ)-এর জনৈক সাহাবী কেরাত পড়ছিলেন। তাঁর একটি ঘোড়া ঘরে বাঁধা ছিল। হঠাৎ সেটি ভাগতে লাগলো। সেই সাহাবী বেরিয়ে এসে (এদিক-সেদিক) নযর দৌড়ালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। ঘোড়াটি ভেগেই যাচ্ছিল। যখন ভোর হলো, তিনিই ব্যাপারটি নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে হুযুর (সঃ) বললেন, এটাই হলো সেই স্বস্তি ও প্রশান্তি, যা কুরআন পড়ার সময় নাযিল হয়ে থাকে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী :

إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

"(নিশ্চয় আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন), যখন তারা বৃক্ষটির নীচে আপনার হাতে বায়'আত করছিল। মূলতঃ তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি জেনেছেন। অতঃপর তিনি তাদের ওপর স্বস্তি ও প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় দান দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন।"

٤٤٧٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ.

৪৪৭৪. জাবের [ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। হুদাইবিয়া-সন্ধির দিন আমরা চৌদ্দশ' লোক ছিলাম।

٤٤٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ إِنِّيْ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الْمُغَفَّلِ الْمُزَنِيَّ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ.

৪৪৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন,) যেসব লোক বৃক্ষটির নীচে (বাই'য়াতে রেদওয়ানে) হাযির ছিল আমিও তাদের একজন ছিলাম। নবী (সঃ) ঢিল কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। উক্বা ইবনে সুহ্বান বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল মুযনী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, গোসল করার জায়গায় পেশাব করতে হুযুর (সঃ) নিষেধ করেছেন।

٤٤٧٦- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ.

৪৪৭৬. সাবিত ইবনে যাহ্হাক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনিও সেই বৃক্ষতলে বাইআত-কারীদের অন্তর্গত ছিলেন।

٤٤٧٧- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ عَلِيٌّ نَعَمْ فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ اتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ يَعْنِيْ

الصُّلْحِ الَّذِىْ كَانَ بَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ نَرٰى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ اَلَيْسَ قَتْلَانَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِى النَّارِ قَالَ بَلٰى قَالَ فَفِيْمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِىْ دِيْنِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُّضَيِّعَنِىْ اللّٰهُ اَبَدًا فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى جَاءَ اَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُّضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ ـ

৪৪৭৭. হাবীব ইবনে আবূ সাবিত বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ ওয়ায়েল (রাঃ)-এর নিকট (কিছু) জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। তিনি বললেন, আমরা সিফ্ফীনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, এ সময় এক ব্যক্তি বললো ঃ তোমরা কি সে লোকদেরকে দেখতে পাচ্ছ না, যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে (ফয়সালার জন্য) আহ্বান করা হচ্ছে? তখন আলী (রাঃ) বললেন, হাঁ, সাহল ইবনে হুনাইফ বললেন, তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই অভিযুক্ত কর (অর্থাৎ যুদ্ধ সম্পর্কিত এই রায় সঠিক নয়)। হুদাইবিয়ার দিন অর্থাৎ নবী (সঃ) এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে সন্ধির দিন আমরা সেটা দেখেছি। যদি আমরা সেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেখতাম, তবে অবশ্যই যুদ্ধ করতাম। অতঃপর উমর (রাঃ) এগিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, (হে রসূল!) আমরা কি হকের ওপর নই আর তারা কি বাতিলের ওপর নয়? আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা কি জাহান্নামে যাবে না? হুযূর (সঃ) বললেন, হাঁ। তখন উমর (রাঃ) বললেন, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের মধ্যে এই যিল্লতি ও অপমানকর শর্ত আসতে দেব? কেন আমরা ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ আমাদের মাঝে অনুরূপ (সন্ধির) নির্দেশ দেননি। তখন নবী (সঃ) বললেন, হে খাত্তাবের বেটা, আমি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো আমার অনিষ্ট করবেন না। উমর (রাঃ) গোস্বায় ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেলেন। তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং বললেন, হে আবূ বকর, আমরা কি হকের ওপর এবং মুশরিকরা কি বাতিলের ওপর নয়? আবূ বকর (রাঃ) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কখনো তাঁর অনিষ্ট করবেন না, সুতরাং এ উপলক্ষে সূরা 'ফাত্হ' নাযিল হয়েছে।

সূরা আল-হুজুরাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون -

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর নিজেদের স্বর চড়া করো না এবং তোমরা

তাঁর সামনে জোর আওয়াযে কথা বলো না, যেমন বলে থাক তোমরা একে অন্যের সাথে। এরূপ করলে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা তা টেরও পাবেন না।"

٤٤٧٨ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ وَأَشَارَ الْآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ قَالَ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي قَالَ مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الْآيَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ.

৪৪৭৮. ইবনে আবূ মুলাইকা বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের দু'জন সর্বোত্তম ব্যক্তির বিপন্ন হওয়া প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে দু'জন হলেন আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)। তাঁরা নবী (সঃ)-এর সামনে তাঁদের কণ্ঠস্বর চড়া করে ফেলেছিলেন। বনী তামীম গোত্রের একদল লোক যখন হুযরতের নিকট এসেছিল, তখন এ ঘটনাটি ঘটেছিল। [নবী (সঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলেন]। তাঁদের একজন [অর্থাৎ উমর (রাঃ)] বনী মাজামে গোত্রের আক্‌রা ইবনে হাবিসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং অন্যজন [অর্থাৎ আবূ বকর (রাঃ)] অপর এক ব্যক্তির নামের প্রতি ইশারা করলেন। (নাফে' বলেন, এ ব্যক্তির নামটি আমার মনে নেই)। আবূ বকর (রাঃ) উমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। এ ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের মধ্যে উচ্চবাচ্য হতে লাগলো। তখন আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করলেন : "ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়ায-এর ওপর তোমাদের আওয়ায বুলন্দ করো না।"

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এত আস্তে কথা বলতেন যে, হুযূর (সঃ) দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করে না নেয়া পর্যন্ত তাঁর কথা শোনাই যেত না। তিনি এ কথাটি আবূ বকর (রাঃ) সম্পর্কে ব্যক্ত করেননি।

٤٤٧٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ مَا شَأْنُكَ فَقَالَ شَرٌّ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى فَرَجَعَ إِلَيْهِ الْمَرَّةَ

الْآخِرَةِ بِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ فَقَالَ اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

৪৪৭৯. আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) একদিন সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ)-কে খুঁজে পেলেন না। (জিজ্ঞেস করার পর) এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি আপনার জন্য তার খবর জেনে নিয়ে আসছি। সুতরাং লোকটি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁকে দেখলো যে, তিনি তাঁর ঘরে অবনত মস্তকে বসে আছেন। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আপনার হলো কি? তিনি বললেন, অত্যন্ত খারাপ। এই অধম কথার আওয়ায নবী (সঃ)-এর আওয়াযের চেয়ে চড়া করে বলতো। ফলে তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে। এখন সে জাহান্নামী বনে গেছে। অতঃপর লোকটি নবী (সঃ)-এর নিকট ফিরে এসে খবর দিল যে, তিনি এমন এমন কথা বলেছেন। আনাস তনয় মূসা বলেন, লোকটি [নবী (সঃ)-এর তরফ থেকে] এক মহা সুখবর নিয়ে আবার তাঁর কাছে গেল (এবং তাঁকে বললো), নবী (সঃ) আমাকে বলেছেন, তাকে গিয়ে বল যে, তুমি জাহান্নামী নও, বরং তুমি জান্নাতীদের পর্যায়ভুক্ত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ان الذين ينادونك من ورا الحجرات اكثرهم لا يعقلون -

"নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরার পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

٤٤٨٠- عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ بَلْ اَمِّرِ الْاَقْرَعَ ابْنَ حَابِسٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَا اَرَدْتَ اِلَّا خِلَافِىْ فَقَالَ عُمَرُ مَا اَرَدْتُ خِلَافَكَ فَتَمَارَيَا حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَ فِىْ ذٰلِكَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ حَتّٰى انْقَضَتِ الْاٰيَةُ -

৪৪৮০. ইবনে আবু মুলাইকা বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) তাঁদেরকে জানিয়েছেন, একবার বনী তামীম গোত্রের একদল লোক সওয়ার হয়ে নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো (এবং একজন প্রতিনিধি আবেদন করল)। আবু বকর (রাঃ) বললেন, কা'-কা' ইবনে মা'বাদকে আমীর বা নেতা বানানো হোক। উমর (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, আক্‌রা ইবনে হাবিসকে আমীর বানানো হোক। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, আপনার ইচ্ছাই হলো কেবল আমার বিরোধিতা করা। উমর (রাঃ) বললেন, আপনার বিরোধিতা করার আদৌ আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। এ নিয়ে দু'জন তর্ক-বিতর্ক শুরু করলেন, এমনকি দু'জনেরই কণ্ঠস্বর উচ্চে উঠে গেল। এ ঘটনা উপলক্ষেই আয়াতটি নাযিল হলো : "হে ঈমানদারগণ, তোমরা (কোন ব্যাপারেই) আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে আগ-বেড়ে যেও না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم

"এবং আপনি তাদের নিকট বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা সবর ও প্রতীক্ষা করত, তবে এটা তাদের জন্য অবশ্যই কল্যাণকর হত।"

সূরা ক্বাফ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : و تقول هل من مزيد

"(সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি লোকে পরিপূর্ণ হয়েছ?) এবং জাহান্নাম বলবে, আরও বেশী লোক আছে কি?"

٤٤٨١- عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُلْقَى فِي النَّارِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ.

৪৪৮১. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, (জাহান্নামীদেরকে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, এবং জাহান্নাম বলবে, আরও অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে) আপন পদ স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে, ব্যস্, ব্যস্।

٤٤٨٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يُوَقِّفُهُ أَبُوْ سُفْيَانَ يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ. فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ.

৪৪৮২. আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে 'মারফূ' হাদীস হিসেবে বর্ণিত। আর আবূ সুফিয়ান এটিকে প্রায়ই মওকুফ হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন, সেদিন জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার পেটটি পূর্ণ হয়েছে? সে বলবে, আরও অধিক আছে কি? তখন আল্লাহ তায়ালা আপন চরণ তাতে স্থাপন করবেন। এবার সে বলবে, ব্যস ব্যস, যথেষ্ট যথেষ্ট হয়েছে।

٤٤٨٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوْثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِيْنَ وَالْمُتَجَبِّرِيْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مَا لِيْ لَا يَدْخُلُنِيْ إِلَّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِيْ أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابٌ أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مِلْؤُهَا فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتّٰى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ قَطْ فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوٰى بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ وَلَا يَظْلِمُ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللّٰهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا.

৪৪৮৩. আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম

পরস্পর ঝগড়া করেছে। জাহান্নাম বললো, প্রতিপত্তিশালী দম্ভকারী ও যালিমদের জন্য আমাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। জান্নাত (আক্ষেপ করে) বললো, আমার কি হলো, আমাতে কেবল দুর্বল ও নগণ্য লোকেরাই প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বললেন, তুমি হলে আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমার বান্দাহদের যাকে চাই তার প্রতি আমি রহমত করব। এবং তিনি জাহান্নামকে বললেন, তুমি হলে আযাব। তোমার দ্বারা আমি বান্দাদের যাকে চাই আযাব দেব। বস্তুতঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু (যত মানুষই ঢুকানো হোক) জাহান্নাম কিছুতেই পূর্ণ হবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি (আল্লাহ তায়ালা) স্বীয় চরণ তাতে স্থাপন করবেন। তখন সে বলবে ব্যস, ব্যস, ব্যস। তখনি কেবল জাহান্নাম পূর্ণ হবে এবং এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে গিয়ে সংকুচিত হয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টির কারো ওপর যুলুম করবেন না (অর্থাৎ জাহান্নাম ভর্তি করার জন্য অন্যায়ভাবে কাউকে তাতে ফেলবেন না)। আর জান্নাত পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা (নতুনভাবে) অন্য মখলুক পয়দা করবেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

"এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের হাম্দ সহ মহিমা বর্ণনা কর।"

٤٤٨٤ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا لَا تُضَامُّوْنَ فِيْ رُؤْيَتِهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا فَافْعَلُوْا ثُمَّ قَرَأَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ـ

৪৪৮৪. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা একরাত্রে নবী (সঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। তিনি চাঁদের দিকে তাকালেন। এটি চৌদ্দ তারিখের (পূর্ণিমার) চাঁদ ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ এ চাঁদটি দেখতে পাচ্ছ, ঠিক সেরূপ অবিলম্বে তোমাদের রবকেও দেখতে পাবে এবং আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে তোমাদের একটুও সন্দেহ হবে না। এজন্যে তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো নামায ছাড়বে না। যথাসাধ্য তা আদায় করবে। এরপর তিনি আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "অতএব সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব-এর হামদসহ মহিমা বর্ণনা কর।

٤٤٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِيْ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَعْنِيْ قَوْلَهُ وَأَدْبَارَ السُّجُوْدِ ـ

৪৪৮৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা নবী (সঃ)-কে প্রত্যেক নামাযের পরে তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী 'আদবারাস্ সুজুদ' দ্বারা তিনি এ অর্থ করেছেন। এর মানে, 'এবং সিজাদাসমূহের সমাপ্তির পর অর্থাৎ নামায শেষে তাসবীহ পড়।'

সূরা আয্-যারিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"আলী (রাঃ) বলেছেন, "যারিয়াত মানে বায়ুরাশি। অন্যেরা বলেছেন,' তাযরূহো মানে তাকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। 'ওয়াফি আনফুসিকুম এর মানে, তোমরা কি স্বয়ং নিজেদের মধ্যে দেখনা যে, খানা-পিনা কর কেবল এক পথে অর্থাৎ মুখ দিয়ে আর তা বের হয় দু'পথে অর্থাৎ পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল হুবুক শব্দের অর্থ হলো, তার সমকক্ষ হওয়া এবং তার সৌন্দর্য। 'ফি গামরাতিন' মানে নিজ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

সূরা আত-তূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٤٨٦ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنِّيْ أَشْتَكِيْ فَقَالَ طُوْفِيْ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ

৪৪৮৬. উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তখন তিনি বললেন, তুমি সওয়ার হয়ে লোকদের পেছনে থেকে তওয়াফ করে নাও। সুতরাং আমি (সেভাবে) তওয়াফ করে নিলাম। এ সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) কা'বার এক পাশে সূরা 'আত্তুর ওয়া কিতাবিম্মাস্তুর' পড়ছিলেন।

٤٤٨٧ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ فَلَمَّا بَلَغَ هٰذِهِ الْآيَةَ أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ - كَادَ قَلْبِيْ أَنْ يَّطِيْرَ قَالَ سُفْيَانُ فَأَمَّا أَنَا فَإِنَّمَا سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ لَمْ أَسْمَعْهُ زَادَ الَّذِيْ قَالُوْا إِلَيْ -

৪৪৮৭. জুবাইর ইবনে মুত'এম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে (সালাতিল) মাগরিবে সূরা 'তূর' পড়তে শুনেছি। যখন তিনি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন: "তারা কি কোন সৃষ্টিকারী ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে? না তারা নিজেরাই নিজেদের

সৃষ্টিকর্তা? আসমান-যমীন কি তারাই সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা কোন কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তোমার পরওয়ারদিগারের ধনভান্ডার কি তাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে? কিংবা তার ওপর তাদেরই কতৃত্ব চলে?" তখন আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল।

সুফিয়ান বলেছেন, আমি যুহরীকে মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত'এমের সূত্রে এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, তাঁর পিতা জুবাইর বলেছেন, "আমি নবী (সঃ)-কে (সালাতিল) মাগরিবে সূরা 'তূর' পড়তে শুনেছি।' কিন্তু যুহরীকে তাতে "আমার অন্তর প্রায় উড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল"—এ কথাটি বাড়িয়ে বলতে আমি (সুফিয়ান) শুনিনি।

সূরা আন-নাজম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٤٨٨ - عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ يَا أُمَّتَاهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعْرِيْ مِمَّا قُلْتَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلٰثٍ مَنْ حَدَّثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَتَمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْآيَةَ وَلٰكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ فِيْ صُوْرَتِهِ

৪৪৮৮. মাসরূক বর্ণনা করেছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "হে আম্মা-জান, মুহাম্মদ (সঃ) কি তাঁর রবকে (মি'রাজের সময়) দেখেছিলেন?" জবাবে তিনি বললেন ঃ "তোমার কথায় আমার গায়ের পশম কাঁটা দিয়ে খাড়া হয়ে গেছে। তিনটি কথা সম্পর্কে তুমি কি অবগত নও? সেই তিনটি কথার কোন একটি কেউ তোমাকে বললে সে মিথ্যাবাদী হবে। (সেই তিনটি কথা হলো:) যদি কোন লোক তোমার নিকট বলে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর পরোয়ারদিগারকে দেখেছেন, তবে সে মিথ্যা বলেছে।" অতঃপর (এ কথার সমর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেছেন ঃ 'দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। বরং তিনিই সব দৃষ্টিকে আয়ত্তে রাখেন। এবং তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সব অবহিত।' (আরেকটি আয়াত হলো) 'কোন মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, ওহী অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া আল্লাহর সাথে কথা বলে।'

আর যে লোক তোমাকে বলে যে, আগামীকাল কি হবে, না হবে, সে তা জানে, তবে সে

মিথ্যাবাদী। অতঃপর (এ দাবীর সমর্থনে) তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "কোন লোকই জানে না, আগামীকাল সে কি করবে।"

আর যে লোক তোমার নিকট বলে যে, তিনি [হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কোন কথা] গোপন রেখেছেন, (উম্মতের নিকট প্রকাশ করেননি) তবে সে-ও মিথ্যাবাদী। (এ কথার সমর্থনে) তিনি (এ আয়াত) তিলাওয়াত করলেন : "হে রসূল, আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার সবটাই আপনি (মানুষের নিকট) পৌঁছিয়ে দিন।"

[আয়েশা (রাঃ) বলেন,] কিন্তু রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে কেবল দু'বার দেখেছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فكان قاب قوسين او ادنى - فاوحى الى عبده ما اوحى
"এমনকি তিনি দু'ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন কিংবা আরও নিকটবর্তী হয়েছিলেন। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তা ওহী করেছিলেন।"

٤٤٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ -

৪৪৮৯. আবদুল্লাহ হতে বর্ণিত। "ফাকানা কাবা কাওসাইনে আওআদনা ফাআওহা ইলা আবদিহী মা আহা" এ আয়াত দু'টির তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। তাঁর ছ'শ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فاوحى الى عبده ما اوحى -
"অতঃপর আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করার, তা ওহী করেছেন।"

٤٤٩٠- عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَاَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ رَاٰى جِبْرَئِيْلَ لَهٗ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ -

৪৪৯০. শায়বানী বর্ণনা করেছেন, আমি যিররাকে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী—"ফাকানা কাবা কাওসাইনে আওআদনা। ফাআওহা ইলা আবদিহী মা আওহা"-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, আমাকে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে দেখেছেন। এ সময় তাঁর ছ'শ' ডানা ছিল।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : لقد راى من ايت ربه الكبرى
"নিশ্চয় তিনি তাঁর পরোয়ারদেগারের বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছিলেন।"

٤٤٩١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى قَالَ رَاٰى رَفْرَفًا اَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ -

৪৪৯১. আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "লাকাদরাআ মিন আয়াতে

রাব্বিহিল কুরবা' এ আয়াতের মর্ম এই যে, রসূল (সঃ) সবুজ রফরফ দেখেছিলেন, যা গোটা আকাশ জুড়েছিল।৫৫

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : افرايتم اللت والعزى - "তোমরা কি লাত ও উযযাকে দেখেছ?"

٤٤٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ اَللَّاتَ وَالْعُزّٰى كَانَ اللَّتُّ رَجُلًا يَلُتُّ سَوِيْقَ الْحَاجِّ-

৪৪৯২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহর বাণী আল্লাতা ওয়াল উযযা। এখানে লাত অর্থ সেই ব্যক্তি যে হাজীদের জন্য ছাতু গুলতো।

٤٤٩٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِيْ حَلِفِهِ وَاللَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

৪৪৯৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে লোক কসম করে এবং কসম করে লাত ও উযযার তবে সাথে সাথে তার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা উচিত। আর যেলোক তার সাথীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি; তবে তার সদকা দেয়া উচিত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ومنوة الثالثة الاخرى - "এবং অবশেষে (দেখেছ কি) তৃতীয় মানাতকে?"

٤٤٩٤- عَنْ عُرْوَةَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ اِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِيْ بِالْمُشَلَّلِ لَا يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَطَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُوْنَ قَالَ سُفْيٰنُ مَنَاةُ بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي الْاَنْصَارِ كَانُوْا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ اَنْ يُسْلِمُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ وَعَنْ عَائِشَةَ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِمَنَاةَ وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كُنَّا لَا نَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ نَحْوَهُ-

৪৪৯৪. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, যে, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেন, যে সমস্ত লোক মুশাল্লাল নামক স্থানে অবস্থিত মানাত দেবীর নামে বা নিকটে

৫৫. এখানে 'রফরফ' শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে। কারো কারো মতে, একটি মখমলের বড় গালিচা ছিল—যার উপর জিবরাইল (আঃ) বসা ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তা জিবরাইল (আঃ)-এর গায়ের চাদর ছিল। কিংবা তাঁর ডানাগুলোর সৌন্দর্যও সবুজ মখমলের মতো ছিল।

এহরাম বাঁধতো তারা সাফা-মারোয়ার মাঝে তওয়াফ করতো না। তখন আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন : 'ইন্নাস্‌সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআইরিল্লাহ" "সাফা এবং মারওয়া নিশ্চই আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন"। তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলমানগণ তওয়াফ করলেন।

সুফিয়ান বলেছেন, মানাত কুদাইদ নামক স্থানের নিকটস্থ মুশাল্লাল নামক জায়গায় অবস্থিত।

অপর এক সনদে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মদীনার আনসারগণের কিছু লোক (ইসলাম কবুলের আগে) মানাতের জন্য এহরাম বাঁধতো। মানাত মক্কা ও মদীনার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি দেব-মূর্তি ছিল। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর নবী আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে মানাতের সম্মানার্থে তওয়াফ করতাম না।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : فاسجدوا لله واعبدوا - "অতএব তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করো এবং তাঁরই ইবাদত করো।"

٤٤٩٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ.

৪৪৯৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) সূরা নজমের মধ্যে সিজদা করেছেন এবং তাঁর সাথে (উপস্থিত) মুসলমান, মুশরিক জিন ও মানব সবাই সিজদা করেছে।

٤٤٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اَوَّلُ سُوْرَةٍ اُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةٌ النَّجْمُ قَالَ فَسَجَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ اِلَّا رَجُلًا رَاَيْتُهُ اَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ فَرَاَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ اُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ

৪৪৯৬. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্ব প্রথম নাযিল হওয়া সূরা হলো সূরা 'নজম'। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) (এই আয়াত পড়ে) সিজদা করেছেন এবং রসূল (সঃ)-এর পেছনের সব লোকও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তি সিজদা করেনি। আমি তাকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে তাতে সিজদা করতে দেখেছি। এ ঘটনার পর আমি তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। তার নাম উমাইয়্যা ইবনে খলফ।

সূরা আল-কামার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লার বাণী : وانشق القمر وان يروا ايةً يعرضوا "এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আর যদি তারা কোন নিদর্শন দেখেও, তবু তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে।"

٤٤٩٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْهَدُوْا۔

৪৪৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। এর এক খণ্ড পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নীচে ছিল। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

٤٤٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا

৪৪৯৮. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, চাঁদ দুভাগ হয়ে গেল। এসময় আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, সাক্ষী থাক।

٤٤٩٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৪৯৯. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী (সঃ)-এর যমানায় চাঁদ দুটুকরো হয়েছে।

٤٥٠٠ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلَ اَهْلُ مَكَّةَ اَنْ يُّرِيَهُمْ اٰيَةً فَاَرَاهُمُ انْشِقَاقَ الْقَمَرِ۔

৪৫০০. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, মক্কাবাসী নবী (সঃ)-এর নিকট তাদেরকে একটি নিদর্শন দেখানোর দাবী করলো, তখন তিনি তাদেরকে চাঁদ, দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নিদর্শন দেখালেন।

٤٥٠١ - عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ۔

৪৫০১. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর বাণীঃ

تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

"তরণী আমার নয়নের সামনে বয়ে যাচ্ছিল, যে লোক কুফরী করেছিল, তার প্রতিদান স্বরূপ, এবং আমি তাকে নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছিলাম। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

কাতাদা বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ)-এর সেই নৌকাটিকে বাকি রেখে দিয়েছেন।...এমনকি এ উম্মতের পূর্ববর্তী লোকগণ তা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছেন।

٤٥٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০২. আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: و لقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
"এবং নিশ্চয় আমরা এই কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০৩. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: اعجاز نخل منقعر - فكيف كان عذابي و نذر
"তারা খেজুরের উৎপাটিত কান্ড ছিল, অতএব আমার আযাব ও সতর্ক করা কেমন ছিল?"

٤٥٠٤- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ أَوْ مُدَّكِرٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ دَالًا قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُهَا فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ دَالًا-

৪৫০৪. আবু ইসহাক হতে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে আসওয়াদের নিকট একথা জিজ্ঞেস করতে শুনেছেন যে, (এখানে) ফাহাল মিম মুদ্দাকির হবে, না মুযযাকির? তখন তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ [ইবনে মাস'উদ (রাঃ)]-কে ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তে শুনেছি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী (সঃ)-কে দাল দিয়ে ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তে শুনেছি।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: فكانوا كهشيم المحتظر - فهل من مدكر
"তাতেই তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ কাঠের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল। এবং আমরা সদুপদেশ গ্রহণের জন্যই এ কোরআনকে সহজ করেছি; অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٥- عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

৪৫০৫. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ-

"এবং প্রত্যুষে তাদেরকে বিরামহীন আযাব আক্রমণ করেছিল। অতএব তোমরা আমার আযাব এবং সতর্কতার স্বাদ ভোগ কর। এবং আমি কুরআনকে নসীহত গ্রহণের জন্য সহজ করেছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার?"

٤٥٠٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

৪৫০৬ আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। নবী (সঃ) ফাহাল মিম মুদ্দাকির পড়তেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر -
"এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সমরূপী সাথীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতঃপর আছে কি কেউ উপদেশ গ্রহণ করার ?"

٤٥٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ -

৪৫০৭. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন। আমি নবী (সঃ)-এর সামনে ফাহাল মিম্ পড়লাম। তখন নবী (সঃ) বললেন, ফাহাল মিম্ মুদ্দাকির।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : سيهزم الجمع ويولون الدبر
"অচিরেই ওই দল পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

٤٥٠٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اَللّٰهُمَّ اِنْ تَشَأْ لَا تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ فَاَخَذَ اَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْحَحْتَ عَلٰى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُوْلُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ -

৪৫০৮. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বদর যুদ্ধের দিন একটি শিবিরে অবস্থান করে এই দোআ করেছেন : "আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আল্লাহ, যদি তুমি চাও আজকের দিনের পর তোমার আর কোন ইবাদত না হোক,.....।" ঠিক এতটুকু বলার পরই আবু বকর (রাঃ) তাঁর হাত ধারণ পূর্বক বললেন : "হে আল্লাহর রসূল! যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। আপনি আপনার পরোয়ারদিগারের নিকট অনেক দোআ করেছেন।" এ সময় নবী (সঃ) বর্ম (যুদ্ধের পোশাক) পরিহিত অবস্থায় আবেগাপ্লুত ছিলেন, সুতরাং তিনি এ আয়াত দুটি পড়তে পড়তে শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন : "অচিরেই ওরা পরাভূত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাগবে।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

"বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। সেই সময়টি অতি কঠোর ও তিক্তকর। 'মারারাহ' শব্দ থেকে আমার্রু শব্দটির উৎপত্তি। যার মানে তিক্ততা।

٤٥٠٩- عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَقَدْ اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ بِمَكَّةَ وَاِنِّيْ لَجَارِيَةٌ اَلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

৪৫০৯. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এ আয়াত : "বালিস সা'আতু মাওয়েদুহুম ওয়াস সা'আতু আদহা ওয়া আমার্রু" মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর (হিজরতের আগে) মক্কায় নাযিল হয়েছে। সে সময় আমি কিশোরী ছিলাম এবং খেলাধুলা করতাম।

٤٥١٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَهِيَ فِي قُبَّةٍ لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ وَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

৪৫১০. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। বদর যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) একটি শিবিরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি এই দোআ করলেন : "আয় আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের মিনতি জানাচ্ছি। আয় আল্লাহ, যদি তুমি চাও যে, আজকের পর আর কখনো তোমার ইবাদত না হোক্.....।" ঠিক এ সময় আবু বকর (রাঃ) হযরতের হস্ত ধারণপূর্বক বললেন, বেশ্ হয়েছে, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ সময় নবী (সঃ) যুদ্ধের বর্ম পরিহিত ছিলেন। তখন শিবির থেকে এ আয়াত পড়তে পড়তে তিনি বেরিয়ে এলেন : "অতি শীঘ্র ঐদল পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে। বরং তাদের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে এবং সে সময়টি অতি কঠোর এবং তিক্তকর।"

সূরা আর-রাহমান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ.: আল্লাহ তায়ালার বাণী.: وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ "এবং এ দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে।"

٤٥١١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ

৪৫১১. আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, (এক শ্রেণীর ঈমানদারদের জন্য বেহেশত অতি মনোরম) দু'-দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র এবং অভ্যন্তরের সকল জিনিস রৌপ্য নির্মিত হবে। আর (এক শ্রেণীর মু'মিনদের জন্য) দু'টি উদ্যান থাকবে। এ দু'টির সকল পাত্র ও সমুদয় জিনিস সোনার তৈরী হবে। জান্নাতী লোকেরা আদ্ন বেহেশতে তাদের পরোয়ারদিগারের দর্শন লাভ করবে। এ বেহেশতবাসী এবং আল্লাহর এ দীদাদের মাঝখানে পরোয়ারদিগারের প্রবল প্রতাপ ও গৌরবের চাদর (অর্থাৎ প্রভাময় আভা) ভিন্ন কোন আড় থাকবে না।

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ حور مقصورات فى الخيام "সেই হুরেরা শিবির-গুলোয় সুরক্ষিত থাকবে।"

٤٥١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّوْنَ مِيْلًا فِىْ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا اَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْاٰخَرِيْنَ يَطُوْفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا اٰنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ اَنْ يَنْظُرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ اِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ وَعَلٰى وَجْهِهِ فِىْ جَنَّةِ عَدْنٍ.

৪৫২. আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, বেহেশতে মণিমুক্তা ও মতির একটি শিবির থাকবে, এটির দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। এর প্রতি কোণে থাকবে হুর-বালা। এক কোণের জন অপর কোণের জনকে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ এদের উপর চক্কর দিবে। এবং থাকবে দু'টি উদ্যান। এর পাত্র এবং ভেতরের সব জিনিসপত্র হবে রূপার তৈরী। অপর দুটি উদ্যান থাকবে, যার পাত্র ও ভেতরের সব জিনিস হবে সোনার তৈরী। এবং 'আদন' বেহেশ্তে, বেহেশ্তবাসী এবং তাদের পরোয়ার-দিগারের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবল প্রতাপের প্রভাময় আভা ভিন্ন আর কোন আড়্ থাকবে না।

সূরা আল-ওয়াকিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ وظل ممدود "এবং সুবিস্তৃত ছায়া।"

٤٥١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ.

৪৫১৩. আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। [বর্ণনাকারী এ হাদীসের সূত্র নবী (সঃ) পর্যন্ত পৌঁছান] নবী (সঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে একটি বৃক্ষ হবে, এর ছায়ায় একজন সওয়ারী একশ' বছরব্যাপী চলতে থাকবে, তবু এ ছায়া সে অতিক্রম করতে পারবে না। এখন তোমরা যদি চাও, তবে এ আয়াত 'ওয়াযিল্লিম মাম্দূদীন পড়।"

সূরা আল-হাদীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

মুজাহিদ বলেছেন, জা'আলাকুম মুসতাখলাফীনা'-এর মানে আমি তোমাদেরকে তাতে আবাদকারী করে বানিয়েছি। 'মিনায যুলুমাতে ইলান নূরে' মানে ভ্রান্তি ও গোমরাহী থেকে হেদায়েতের দিকে। 'ওয়ামানাফেউ লিন্নাসি' এর মর্ম হলো, ঢাল ও অস্ত্র-শস্ত্র। 'মাওলাকুম' মানে আওলাবিকুম অর্থাৎ তিনিই তোমাদের যোগ্য। 'লিয়াল্লা ই'আ লামা আহ-লুল কিতাবে' মানে লি'আলামা আহলুল কিতাবে—যাতে আহলি কিতাবরা জানতে পারে। বলা হয়ে থাকে, জ্ঞানের বিবেচনায় তিনি সব কিছুর উপর প্রকাশমান আর জ্ঞানের বিবে-চনায়ই তিনি সব কিছু থেকে উহ্য। 'উনযুরুনা' মানে 'ইন্তাযিরুনা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।

সূরা আল-মুজাদালা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

মুজাহিদ বলেছেন, ইউহাদ্দুনা ইউশাক্কুনা, তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধিতা করছে। কুবিতু মানে উখযিয়ু' তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। ইসতাওয়ামা মানে গালাবা—বিজয়ী হয়েছে।

সূরা আল-হাশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

٤٥١٤- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَا زَالَتْ تَنْزِلُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّهَا لَمْ تُبْقِ اَحَدًا مِنْهُمْ اِلَّا ذُكِرَ فِيْهَا قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَدْرٍ قَالَ قُلْتُ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِيْ بَنِي النَّضِيْرِ-

৪৫১৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা তওবা (সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরা কাফেরদের দোষ বর্ণনাকারী এবং স্বরূপ উদ্‌ঘাটনকারী। তাদের একদল এই করেছে, আরেকদল ওই করেছে, এ ভাবে একাধারে সবার দোষ উদ্‌ঘাটন করে নাযিল হতে থাকলো। এমনকি সবাই ধারণা করতে লাগলো, সূরায় উল্লেখ হবে না, সেরূপ আর কেউ বাকি থাকবে না।

সাঈদ বললেন, সূরা আন্‌ফাল (সম্পর্কে) আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটি বদর যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি আবার সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, (ইহুদী) বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে।

٤٥١٥ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ سُوْرَةُ الْحَشْرِ قَالَ قُلْ سُوْرَةُ النَّضِيْرِ -

৪৫১৫. সাঈদ ইবনে জুবাইর বর্ণনা করেছেন। আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে সূরা হাশর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সূরাকে সূরা নযীর বলো। (অর্থাৎ বনী নযীর সম্পর্কে এ সূরা নাযিল হয়েছে)।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : ما قطعتم من لينة

"তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ।"

٤٥١٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ -

৪৫১৬. ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) (অবরোধকালে) বনী নযীর গোত্রের কিছু খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং কেটে ফেলেছেন, একে আরবীতে বুয়াইরা বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেছেন : "তোমরা যে খেজুর (বা যে কোন) গাছ কেটেছ কিংবা ওকে তার শিকড়-মূলের ওপর দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ তা আল্লাহরই আদেশে সম্পন্ন হয়েছে—যেন তিনি কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ما افاء الله على رسوله من اهل القرى

"আল্লাহ জনপদসমূহের অধিবাসীদের থেকে তাঁর রসূলকে যা 'ফাই' দান করেছেন।"

٤٥١٧ - عَنْ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ اَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِمَّا لَمْ يُوْجِفِ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاصَّةً يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৪৫১৭. উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। বনী নযীরের ধন-মাল ওসব সম্পদের অন্তর্গত ছিল, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সঃ)-কে 'ফাই' হিসেবে দান করেছেন। মুসলমানরা এর উপর কোন ঘোড়া ও সওয়ারী দ্বারা হামলা চালায়নি। সুতরাং এটা খাস্ করে কেবল রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে ছিল। এর থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর এক বছরের খরচ চালানোর মত জিনিস নিয়ে নিতেন। তারপর বাকিটা তিনি অস্ত্র-শস্ত্র এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধে যান-বাহন সংগ্রহ ও প্রস্তুতির জন্য সিপাহীদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।[৫৬]

৫৬. 'ফাই' শত্রুর পরিত্যক্ত বা বিনাযুদ্ধে দুশমন থেকে প্রাপ্ত ধনমাল ও বিষয়-সম্পত্তিকে বলা হয়। এটা 'গণীমাত' থেকে ভিন্ন জিনিস। গণীমাত হলো, শত্রু থেকে যুদ্ধ করে যা পাওয়া যায় তা। এখানে বনী

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ما اتاكم الرسول فخذوه
"এবং রসূল তোমাদেরকে যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ কর।"

٨٥١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَشِمَاتِ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ. فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِّنْ بَنِيْ أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِيْ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ أَمَا قَرَأْتِ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهٰى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّيْ أُرٰى أَهْلَكَ يَفْعَلُوْنَهُ قَالَ فَاذْهَبِيْ فَانْظُرِيْ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذٰلِكَ مَا جَامَعْتُنَا.

৪৫১৮. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসউদ (রাঃ)] বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেছেন ওসব নারীর ওপর, যারা (অন্যের) শরীরে (নাম বা চিত্র) অংকন করে এবং যারা নিজ শরীরে (অন্যের দ্বারা) অংকন করায়; যারা ললাট বা কপালের উপরস্থ চুল উপরিয়ে কপাল প্রশস্ত করে এবং সৌন্দর্যের জন্য (রেত ইত্যাদির সাহায্যে) দাঁত সরু ও (দু'দাতের মাঝে) ফাঁক সৃষ্টি করে। এসব নারী (এরূপে) আল্লাহর সৃষ্টির (আকৃতি) বিকৃত করে ফেলে।

অতঃপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামীয় এক মহিলা এই বর্ণনা শুনে [আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে] আসলো এবং বললো, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি এ ব্যাপারে লা'নত করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহর রসূল (সঃ) যার ওপর লা'নত করেছেন আল্লাহর কিতাবে যার প্রতি লা'নত করা হয়েছে, তার ওপর আমি লা'নত করব না কেন? তখন মহিলাটি বললো, আমি তো কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, তাতে তো আপনি যা বলছেন, তা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, যদি তুমি (মনোযোগ দিয়ে) তা পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি (কুরআনে) পড়নি: রসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন তা গ্রহণ করো আর যা থেকে বারণ করেন তা থেকে বিরত থাকো। এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। মহিলাটি বললো, হাঁ, নিশ্চয়ই। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, অতঃপর অবশ্যই [রসূল (সঃ)] ও থেকে নিষেধ করেছেন। তখন মহিলাটি বললো, আমার মনে হয়, আপনার বিবি ও তো ঐ কাজ করে। [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, তুমি (আমার ঘরে) যাও এবং ভালরূপে দেখেশুনে এসো। অতঃপর মহিলাটি (তাঁর ঘরে) গেল এবং দেখে শুনে নিল। কিন্তু সে যে প্রয়োজনে গিয়েছিল,

---

নযীর গোত্রের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি ও ধনমাল সবই হলো মালে 'ফাই'। কারণ, এগুলো বিনা যুদ্ধে কেবল অবরোধের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে।

তার কিছুই দেখলো না। তখন [আবদুল্লাহ (রাঃ)] বললেন, যদি আমার স্ত্রী ওরূপ কাজ করতো, তবে আমার সঙ্গে তার মিলন হতো না।

٤٥١٩- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اِمْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ يَعْقُوْبَ -

৪৫১৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে নারী পর চুলা লাগায়, রসূলুল্লাহ (সঃ) তার ওপর লা'নত করেছেন। আতঃপর তিনি বললেন, আমি হাদীসটি এমন এক নারীর নিকট থেকে শুনেছি যাকে উম্মে ইয়াকুব বলা হয়।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : والذين تبوؤا الدار والايمان
"এবং ('ফাই'-এর মাল) ওদের জন্যও যারা তাদের পূর্বে এখানে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে—"

٤٥٢٠- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اُوْصِي الْخَلِيْفَةَ بِالْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاُوْصِي الْخَلِيْفَةَ بِالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

৪৫২০. আমর ইবনে মাইমূন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) ওমর (রাঃ) বললেন, আমি খলিফাকে অসিয়ত করছি প্রাথমিক যুগের মুহাজিরদের হক অনুধাবন করার এবং আনসারদের ব্যাপারে খলীফাকে ওসিয়ত করছি,—যারা নবী (সঃ)-এর হিজরতের পূর্বে (মদীনায়) বাস করতেন এবং ঈমান এনেছিলেন—এদের ব্যাপারে নেককারদের সৎকর্ম গ্রহণ এবং অসৎকর্ম ক্ষমা করে দেয়ার জন্য।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
"এবং নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন সত্ত্বেও তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।"

٤٥٢١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَصَابَنِيَ الْجَهْدُ فَاَرْسَلَ اِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ هُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا رَجُلٌ يُضِيْفُهُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ ضَيْفُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَا تَدَّخِرِيْهِ شَيْئًا قَالَتْ وَاللهِ مَا عِنْدِيْ اِلَّا قُوْتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيْهِمْ وَتَعَالَيْ فَاَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِيْ بُطُوْنَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

ﷺ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَّفُلَانَةٍ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ـ

৪৫২১. আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করলো, ইয়া রসূলুল্লাহ আমি অতি ক্ষুধায় কাতর। তখন তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট (খবর) পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের নিকট কিছুই পেলেন না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আছে কি কেউ, আজ রাত্রে এই লোকটিকে মেহমান রূপে গ্রহণ করতে পারে? আল্লাহ তার ওপর রহমত করবেন। তখন আনসারগণের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! অতঃপর তিনি (মেহমানসহ ঘরে) নিজ স্ত্রীর নিকট গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন, (ইনি) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মেহমান। (তাঁকে না দিয়ে ঘরে) কোন খাবার বস্তু জমা করে রেখো না। স্ত্রী বললো, আল্লাহর কসম! আমার নিকট ছেলেমেয়েদের আহার ভিন্ন আর কিছু নেই। (তখন আনসারী) বললেন, ছেলে-মেয়েরা রাতের খাবার চাইলে তাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিও এবং আমাকে ডাকিও। অতঃপর (আমরা খেতে বসলে) তুমি বাতিটি নিভিয়ে দিও। রাতে আমরা আমাদের পেটকে অভুক্ত রাখবো। (আঁধারে মেহমানকে বুঝানোর জন্য কেবল খাওয়ার ভান করবো। কিছুই খাব না)। সুতরাং স্ত্রী-তা-ই করলেন। তারপর ভোরবেলা আনসারী রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে আসলেন। তখন [রসূল (সঃ)] বললেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তি এবং অমুক স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক সন্তুষ্ট হয়েছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক অমুকের কাজে হেসে পড়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন "তারা নিজেদের ওপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরা ক্ষুধাতুর ছিলো।"

সূরা আল-মুমতাহানা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء
"তোমরা আমার ও তোমাদের দুশমনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"

৪৫২২. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِيٍّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ اِنْطَلِقُوْا حَتّٰى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَّعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِىْ الْكِتَابَ قَالَتْ مَا مَعِىْ مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلٰى نَاسٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِمَّنْ

بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا هٰذَا يَا حَاطِبُ قَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مِّنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُوْنَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَكَّةَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ كُفْرًا وَّلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَأَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَّمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَّنَزَلَتْ فِيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ قَالَ لَا أَدْرِيْ الْآيَةَ فِي الْحَدِيْثِ أَوْ قَوْلُ عَمْرٍو .

৪৫২২. হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী বর্ণনা করেছেন, আলী (রাঃ)-এর সেক্রেটারী উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফে' বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) যুবাইর (রাঃ), মিকদাদ (রাঃ) ও আমাকে পাঠালেন এবং বললেন, তোমরা জলদি রওয়া খাখ নামক স্থানে যাও। কেননা, সেখানে হাওদায় এক মহিলা পাবে। তার সংগে এক-খানা পত্র রয়েছে। তার থেকে সেই পত্রটি তোমরা নিয়ে নেবে। অতঃপর [নবী (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবিক] আমরা রওয়ায় রওয়ানা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে ছুটে চললো। শেষ পর্যন্ত আমরা রওয়ায় এসে পেঁছিলাম। ওখানে পেঁছেই আমরা হাওদায় সেই মহিলাকে পেয়ে গেলাম। অতঃপর (তাকে) আমরা বললাম, (তাড়াতাড়ি) পত্রখানা বের কর। সে বললো, আমার সংগে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম, অবশ্যই হয় তোমাকে পত্রখানা বের করতে হবে, নতুবা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। তখন সে তার চুলের বেনী থেকে পত্রখানা বের করে দিল। সে পত্রখানা নিয়ে আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট আসলাম। দেখা গেল, পত্রখানা হাতিব ইবনে আবু বালতা'য়া (রাঃ)-এর তরফ থেকে মক্কার মুশরিকদের নিকট লেখা। তাতে তিনি নবী (সঃ)-এর একটি (গোপন) বিষয় (অর্থাৎ মক্কা আক্রমণের কথা) তাদের নিকট ব্যক্ত করে দিয়েছেন। তখন নবী (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে হাতিব, এটা কি করলে? হাতিব বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে ত্বড়িৎ কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না (আগে আমার বক্তব্যটি শুনুন) আমি কুরাইশ বংশের এমন এক লোক, তাদের মধ্যে যার আত্মীয়স্বজন (সন্তান বা ভাই-বেরাদর) বলতে কেউ নেই। আপনার সাথে আর যত মুহাজির রয়েছেন, তাঁদের সবারই সেখানে আত্মীয়-স্বজন বিদ্যমান আছে। এসব আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা মক্কায় তাদের পরিজন ও ধনমাল রক্ষা পাবে। তাই আমি মনস্থ করলাম, মক্কায় তাদের মাঝে আমার যে পরিজন ও সন্তানাদি রেখে এসেছি, মুশরিকদের প্রতি যদি একটু সহযোগিতার হাত প্রসারিত করি, তারাও হয়তো আমার পরিজনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে। আমি, কাফের হয়ে যাইনি এবং আপন দ্বীন থেকে মুর্তাদ হয়েও এ কাজ করিনি। তখন নবী (সঃ) বললেন, সে তোমাদের নিকট সত্য কথাই বলেছে। এমনি সময় উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ আপনি আমায় অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। [নবী (সঃ)] বললেন,

হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। তুমি কি জান না, আল্লাহ তায়ালা বদরী যোদ্ধাদের সম্পর্কে কি ঘোষণা দিয়েছেন? তাদেরকে তিনি বলেছেন, তোমরা যা চাও কর, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিয়েছি। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আমর ইবনে দীনার বলেছেন, এ ঘটনা উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে : "ঈমানদারগণ, আমার এবং তোমাদের দুশমনকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তায়ালার বাণী : يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنت مهاجرات "হে ঈমানদারগণ, যখন ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট আসে—"

৪৫২৩- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ بِقَوْلِ اللّٰهِ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلٰى ذٰلِكَ۔

৪৫২৩. উরওয়া বর্ণনা করেছেন, নবী-পত্নী আয়েশা (রাঃ) তাকে বলেছেন, কোন ঈমানদার মহিলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হিযরত করে এলে তিনি তাকে আল্লাহর কালামের এই আয়াতের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতেন : "হে নবী, যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট এসে এই শর্তে বাই'আত করতে চায় যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা করবে না, আপন শিশু-সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না এবং মা'রূফ কাজে আপনার নাফরমানী করবে না ; তখন আপনি তাদের বাই'আত গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল করুনাময়।" 'উরওয়া বর্ণনা করেছেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যে ঈমানদার মহিলা এসব শর্ত মানতে রাযি হয়, তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন; "আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে বাই'আত করিয়ে নিলাম।" আল্লাহর কসম! বাই'আত গ্রহণ কালে কোন নারীর হাত নবী (সঃ)-এর হাত স্পর্শ করেনি। নারীদেরকে তিনি একমাত্র এ কথা দ্বারাই বাই'আত করিয়েছেন, "আমি তোমাকে এই কথার ওপর বাই'আত করালাম।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : اذا جاءك المؤمنت يبايعنك "(হে নবী,) যখন ঈমানদার মহিলারা আপনার নিকট বাই'আত গ্রহণের জন্য আসে.....।"

৪৫২৪- عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَاَ عَلَيْنَا اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَاَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ

أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا ـ

৪৫২৪. উম্মে আতিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বাই'আত করলাম। অতঃপর তিনি আমাদের সামনে পাঠ করলেন : "বাই'আতকারিণীরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না" এবং তিনি আমাদেরকে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করলেন। তখন এক মহিলা তার হাত টেনে নিয়ে আসলো। অতঃপর বললো অমুক মহিলা আমার সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপে অংশ নিয়েছে। আমি তাকে এর বিনিময় দিতে মনস্থ করেছি। নবী (সঃ) তাকে কিছু বলেননি। অতঃপর মহিলাটি [নবী (সঃ)-এর কাছ থেকে] উঠে চলে গেল এবং পুনরায় ফিরে আসলো। তখন নবী (সঃ) তাকে বাই'আত করালেন।

٤٥٢٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ شَرَطَهُ اللّٰهُ لِلنِّسَاءِ ـ

৪৫২৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলার কালাম 'ওয়ালা ইয়া'সীনাকা ফি মারূফীন' সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটা আল্লাহ নারীদের জন্য একটি শর্ত আরোপ করেছেন।

٤٥٢٦ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرُ لَفْظِ سُفْيَانَ قَرَأَ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللّٰهُ فَهُوَ إِلَى اللّٰهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

৪৫২৬. উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, তোমরা কি এসব শর্তে আমার হাতে বাই'আত করতে রাযি আছ যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, যেনা করবে না এবং চুরি করবে না। অতঃপর তিনি নারীদের শর্ত সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। (অধঃস্তন বর্ণনাকারী সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন যে, রসূল (সঃ) আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন।) তারপর রসূলুল্লাহ (সঃ) যোগ করলেন : তোমাদের যে ব্যক্তি এসব শর্ত পূরণ করলো, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এর মধ্যে কোনটা করে ফেলল এবং তাকে (সেজন্য দুনিয়ায়) শাস্তিও দেয়া হলো; তবে সেই শাস্তি তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এর কোনটা করে ফেলল এবং আল্লাহ তা গোপন রাখলেন, তবে তা আল্লাহর নিকট থাকলো। তিনি চাইলে তাকে আযাব দিবেন। আর তিনি যদি চান তাকে মাফও করে দিতে পারেন।"

٧٥٢٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلٰوةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ لَا يَدْرِي الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ

৪৫২৭. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাযে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হাযির ছিলাম। আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-ও ছিলেন। খুতবার আগে সবাই ঈদের নামায পড়েছেন। নামাযের পর নবী (সঃ) ভাষণ দান করেছেন। ভাষণ শেষে নবী (সঃ) মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। এ সময় তিনি যে লোকজনকে হাতের ইশারায় বসাচ্ছিলেন, সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে এখনো যেন ভাসছে। এরপর তিনি জনতাকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং (জামায়াতে উপস্থিত) মহিলাদের নিকট গিয়ে থামলেন। তাঁর সাথে বিলাল (রাঃ)-ও ছিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন : "হে নবী! মু'মিন স্ত্রীলোকেরা যদি এ কথার ওপর 'বাইয়াত' গ্রহণ করার জন্য আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানাদীকে হত্যা করবে না এবং নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না।" এমনকি তিনি পূর্ণ আয়াত তিলাওয়াত করে শেষ করলেন। তারপর আয়াত শেষ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আয়াতে উল্লিখিত শর্তাবলীর ওপর বাইয়াত করতে রাযি আছ? তখন কেবল একজন মহিলা ছাড়া আর কেউ এ কথা বলে সম্মতিসূচক জবাব দেয়নি যে, হাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! এ মহিলাটি কে ছিল, হাসান তা জানতো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা দান করো। বিলাল (রাঃ) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিলেন। তখন মহিলারা তাদের ছোট-বড় আংটি বিলাল (রাঃ)-এর কাপড়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগলেন।

সূরা আস-সাফ

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: يا تى من بعدى اسمه احمد

[ঈসা (আঃ) বলেছেন,] "আমার পরে যে রসূল আসবেন তাঁর নাম হবে 'আহ্মদ'।"

٤٥٢٨ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءً أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ.

৪৫২৮. জুবাইর ইবনে মুত্'এম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : "আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মদ এবং আমি মাহী (বিলোপকারী) আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জগতের সমস্ত কুফরীর বিলোপ সাধন করবেন। আমি হাশের (সমবেত ও জমায়েতকারী)। আমার পদাংকতলে সমস্ত মানুষ জমায়েত হবে।৫৭ এবং আমি হবো পেছনে অবস্থানকারী।"

সূরা আল-জুমুয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: اخرين منهم لما يلحقوا بهم "এবং তাদের অন্যান্যদেরকেও—যারা এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি।"

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ফাস'আউ ইলা যিকরিল্লাহ-এর স্থলে ফামযু ইলা যিকরিল্লা (তোমরা আল্লাহর যিকর্ পানে ধাবিত হও) পড়তেন।

٤٥٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتّٰى سَاَلَ ثَلٰثًا وَفِيْنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِىُّ وَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِّنْ هٰؤُلَاءِ .

৪৫২৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর ওপর সূরা জুম'আ নাযিল করা হলো—যাতে এটাও আছে : তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি [আবু হুরাইরা (রাঃ)] বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, অরা কারা ইয়া রসূলুল্লাহ? তিনবার এ কথা জিজ্ঞেস করার পরও তিনি এর কোন জবাবই দিলেন না। আমাদের মাঝে সলমান ফারসী (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর ওপর হাত রেখে বললেন, ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকট থাকলেও অনেক ব্যক্তিই কিংবা (তিনি বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিদের) কোন একজন তা পেয়ে যাবে।

٤٥٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

৪৫৩০. আবু হুরাইরা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, এদের কিছু লোক তা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী: واذا راوا تجارة "এবং যখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য দেখতে পায়।"

---

৫৭. এর মানে আমারপরে আর কোন নবী নেই। কাজেই সকলকেই আমার পদাংক অনুসরণ করতে হবে। আমার নবুয়াতের যমানার অধীনেই সব মানুষ থাকবে।

٤٥٣١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيْرٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا.

৪৫৩১. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার জুম'আর দিন একটি বাণিজ্য-কাফেলা মদীনা আসলো। এ সময় আমরা নবী (সঃ)-এর সংগে ছিলাম [নবী (সঃ) জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন]। বারজন লোক ব্যতীত আর সবাই সেদিকে দৌড়ে গেল।৫৮ তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন : "আর যখন তারা পণ্যদ্রব্য অথবা খেলনা দেখতে পায়, তার দিকে ছুটে যায় আর তোমাকে দাঁড়ানো (অবস্থায়) ছেড়ে যায়।"

সূরা আল-মুনাফিকুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

"যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। এবং আল্লাহও জানেন, অবশ্যই আপনি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় মুনাফিকরা জঘন্য মিথ্যাবাদী।"

٤٥٣٢- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِيْ غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ أُبَيٍّ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِهِ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّيْ أَوْ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِيْ فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَكَذَّبَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِيْ عَمِّيْ مَا أَرَدْتَ إِلٰى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ. فَبَعَثَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ.

৫৮. এ ঘটনা জুমআ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধান পুরোপুরি নাযিল হওয়ার আগে ঘটেছিল।

৪৫৩২. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি কোন এক যুদ্ধে (সবার সাথে) ছিলাম। তখন (মুনাফিক-নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলতে শুনলাম, (সে মদীনা-বাসীদেরকে বলছে:) "রসূলুল্লাহর নিকট যেসব (মুহাজির) লোক রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে (অন্যত্র) চলে যেতে বাধ্য হয়। আর আমরা তার নিকট থেকে (মদীনায়) ফিরে গেলে অবশ্যই প্রবল ব্যক্তি (অর্থাৎ সে নিজে) দুর্বল ব্যক্তিকে [অর্থাৎ রসূল (সঃ)-কে] মদীনা থেকে তাড়িয়ে বের করে দেবে।" তার এ কটূক্তি শুনে আমি আমার চাচা [কিংবা উমর (রাঃ)-এর নিকট] এ কথা বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট ব্যক্ত করলেন। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর নিকট সব বিস্তারিত বললাম। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর নিকট খবর পাঠালেন। সে এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এসে হলফ করে বললো যে, তারা অনুরূপ কোন উক্তি করেনি। ফলে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম। আর সে হয়ে গেল সত্যবাদী। এতে আমি এমন মনঃকষ্ট পেলাম, জীবনে কখনও অনুরূপ কষ্ট পাইনি। এমনকি, আমি (বাইরে চলাফেরা বাদ দিয়ে) ঘরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, তুমি এমন ব্যাপারে কেন জড়িত হতে গেলে। যদ্দরুন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ ঘটলে!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন: 'ইযাজাআকাল মুনাফেকুনা। নবী (সঃ) আমার নিকট লোক পাঠালেন এবং এ সূরা (আমার সামনে) তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, 'হে যায়েদ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা করেছেন।'

অনুচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলার বাণী: اتخذوا ايمانهم جنة
"তারা তাদের কসমসমূহকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে।"

٤٥٣٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّيْ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا أَوْ قَالَ أَيْضًا لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّيْ فَذَكَرَ عَمِّيْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا فَصَدَّقَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَكَذَّبَنِيْ فَأَصَابَنِيْ هَمٌّ لَمْ يُصِبْنِيْ مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِيْ بَيْتِيْ فَأَنْزَلَ اللهُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ إِلَى قَوْلِهِ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا إِلَى قَوْلِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ.

৪৫৩৩. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আমার চাচার সঙ্গে ছিলাম। এ সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলকে বলতে শুনেছি, সে (মদীনাবাসী আনসারগণকে) বলছে, রসূলুল্লাহর নিকট যারা রয়েছে, তোমরা তাদের ওপর কোন খরচ করো না, যাতে তারা (তাকে ত্যাগ করে) ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এও

বলেছে, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে নিশ্চয় প্রবল ও শক্তিমান ব্যক্তি লাঞ্ছিত দুর্বল ব্যক্তিকে মদীনা থেকে অবশ্যই বের করে দেবে। তখন আমি এ কথা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। আমার চাচা তা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হলফ করে বললো, এমন উক্তি তারা করেনি। ফলে তারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্যবাদী হয়ে গেল। আর আমি সাব্যস্ত হলাম মিথ্যাবাদীরূপে। এতে আমার এমন মনঃকষ্ট হলো, জীবনে অনুরূপ কষ্ট আমি কখনো পাইনি। (মনের দুঃখে) আমি ঘরেই বসে গেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা ইযাজাআকাল মুনাফিকুনা কালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ থেকে হাত্তা ইয়ানফাদ্দু এবং লাইউখরিজান্নাল আয়াযু মিনহাল আযাল্লা।" পর্যন্ত নাযিল করলেন। এটা নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার সামনে তিনি তা তিলাওয়াত করলেন। তারপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমার সত্যতা ঘোষণা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ .

"এর হেতু এই যে, তারা একবার ঈমান এনেছে। পুনরায় তারা কুফরী করেছে। তাই তাদের দিলের ওপর মোহর মারা হয়েছে। অতএব, তারা বুঝতে পারছে না।"

٤٥٣٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ لَمَّا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَقَالَ اَيْضًا لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ اَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَامَنِيْ الْاَنْصَارُ وَحَلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ مَا قَالَ ذٰلِكَ فَرَجَعْتُ اِلَى الْمَنْزِلِ فَنِمْتُ فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ رَسُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

৪৫৩৪. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের (মুহাজির) লোকদের ওপর তোমরা কোনরূপ খরচ করো না, এবং মদীনায় ফিরে গেলে" তারা কি করবে, সে উক্তিও করলো, তখন আমি তা নবী (সঃ)-এর নিকট বলে দিলাম। এতে আনসারগণ আমাকে তিরস্কার করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই হলফ করে বললো যে, সে তা বলেনি। ব্যথিতচিত্তে আমি গৃহে ফিরে আসলাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর নবী (সঃ)-এর একজন প্রেরিত লোক আমাকে ডেকে নিল। আমি নবী (সঃ)-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ঘোষণা করেছেন এবং এ আয়াত' হুমুল্লাযীনা ইয়াকুলুনা লাতুফিকু' থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

"আর যখন আপনি তাদের দিকে নযর করবেন, তাদের দেহসৌষ্ঠব আপনাকে খুব বিমোহিত করবে। এবং তারা কোন কথা বললে আপনার তা শুনতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু তারা যেন বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায় (প্রাণহীন)। তারা ধারণা করে, প্রতিটি বজ্র-নির্ঘোষ ও উচ্চ শব্দ তাদেরই বিরুদ্ধে উত্থিত। তারাই আসল দুশমন। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। আল্লাহর মার তাদের ওপর পড়বে। তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?"

٤٥٣٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لِأَصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَسَأَلَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ فَقَالُوا كَذَبَ زَيْدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقِي فِي إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. فَدَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ-

৪৫৩৫. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা নবী (সঃ)-এর সাথে এক সফরে বের হলাম। এ সফরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ায় লোকজন দারুন অসুবিধার সম্মুখীন হলো। এ সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের বললো, রসূলুল্লাহর আশপাশের লোকদের ওপর তোমরা কোনরূপ খরচ করো না, যেন তারা ছত্র-ভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়। এবং সে এ-ও বললো, এবার আমরা মদীনা ফিরে গেলে অবশ্যই সেখান থেকে সবল ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। এ কথা শুনে আমি এসে নবী (সঃ)-এর নিকট তা বলে দিলাম। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে এসে চরমভাবে কসম খেয়ে সব অস্বীকার করলো। তখন মদীনাবাসীগণ বললেন, যায়েদ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট মিথ্যা বলেছে। তাঁদের এ কথায় আমি মনে দারুণ আঘাত পেলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা ইযাজাআকাল মুনাফিকুনা এ আয়াতে আমার সত্যতা ঘোষণা করে তা নাযিল করলেন।

অতঃপর নবী (সঃ) তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন। এটা শুনে তারা মাথা নাড়ালো (অর্থাৎ এরপরও সুপথে আসতে অস্বীকার করলো)।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ خشب مسندة "বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠের ন্যায়।" অর্থাৎ মুনাফিকরা সুন্দরতম ও সুসজ্জিত মনোরম আকৃতিবিশিষ্ট হলেও মূলতঃ তারা প্রাণহারা শুষ্ক কাষ্ঠসদৃশ।

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ-

"এবং যখন তাদেরকে বলা হলো, তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন তখন তারা মাথা নাড়ায়। এবং আপনি তাদেরকে দেখবেন, তারা অহংকার করে ও দম্ভভরে ফিরে যায়।"

٤٥٣٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمِّي فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ يَقُوْلُ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّي فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوْا مَا قَالُوْا وَكَذَّبَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَصَدَّقَهُمْ فَأَصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ عَمِّي مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَقَتَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللهِ وَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا وَقَالَ إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ.

৪৫৩৬. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, (এক যুদ্ধে) আমি চাচার সাথে ছিলাম। এমনি সময় শুনলাম, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলছে, রসূলুল্লাহর সঙ্গী লোকদের ওপর তোমরা কোন কিছু খরচ করো না, যাতে তারা (তাঁকে ছেড়ে) ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এবং এটাও বললো, এবার আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাব, তখন সেখান থেকে সবল ব্যক্তি অবশ্যই দুর্বল ব্যক্তিকে বের করে ছাড়বে। তখন আমি তা আমার চাচার নিকট বলে দিলাম। তিনি তা নবী (সঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলেন। অতঃপর নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি এসে তাঁর নিকট বিস্তারিত বললাম। তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হলফ করে বললো যে, তারা এমন কথা বলেনি। ফলে আমি নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলাম। আর তারা হলো সত্যবাদী। এতে আমার এমন দুঃখ হলো যে, জীবনে অনুরূপ দুঃখ আর পাইনি। আমি একেবারে ঘরেই বসে গেলাম। আমার চাচা আমাকে বললেন, এমন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে কেন গেলে, যাতে নবী (সঃ)-এর নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি উৎপাদনের কারণ ঘটালে। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন, ইযাজাআকাল মুনাফিকুনা কালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ। নবী (সঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গেলে পর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমার সত্যতার ঘোষণা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ.

"আপনি তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন বা না করেন, (দু'টোই) তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনই মাফ করবেন না। আল্লাহ কখনো ফাসেক গোষ্ঠীকে হেদায়েত করেন না।"

٤٥٣٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا فِيْ غَزَاةٍ قَالَ سُفْيٰنُ مَرَّةً فِيْ جَيْشٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيٍّ فَقَالَ قَدْ فَعَلُوْهَا اَمَا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ اَكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ ثُمَّ اِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ كَثُرُوْا بَعْدُ -

৪৫৩৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা এক যুদ্ধে হাযির ছিলাম। সুফিয়ান একবার فى غزاة -এর স্থলে فى جيش বর্ণনা করেছেন। এরি মধ্যে (কোন এক ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে) জনৈক মুহাজির একজন আনসারীর পাছায় আঘাত করলেন। তখন আনসারী 'হে আনসার ভাইগণ' বলে সাহায্যের জন্য ডাকলো এবং মুহাজির ব্যক্তিও 'হে মুহাজির ভাইগণ' বলে ডাক দিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা শুনতে পেয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, জাহেলী যুগের রীতিতে এরূপ ডাকা-ডাকি করার মানে কি?' লোকজন বললো, ইয়া রসূলুল্লাহ, একজন মুহাজির ব্যক্তি একজন আনসারীকে নিতম্বে আঘাত করেছে। তিনি (রসূলুল্লাহ) বললেন এরূপ ডাকাডাকি বর্জন করো। কেননা, এটা ঘৃণিত ও নোংরা বস্তু। অতঃপর ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কানে পৌঁছলো। সে বললো, এতবড় (দুঃসাহসের) কাজ মুহাজিররা করেছে? আল্লাহর কসম! আমরা এবার মদীনায় ফিরে গেলে সেখান থেকে অবশ্যই শক্তিমান ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে বের করেই ছাড়বে। এ কথা নবী (সঃ)-এর নিকট পৌঁছলো। উমর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (সঃ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেউ যেন এ কথা না ছড়াতে পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর সাথীদেরকে হত্যা করেন।

জাবির (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ প্রথম যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন মুহাজিরগণের তুলনায় আনসারগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। পরে মুহাজিরগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যান।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا

"এরাই তারা, যারা বলে, রসূলুল্লাহর চারপাশের লোকদের ওপর কোন খরচ করো না, যাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

٤٥٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ حُزِنْتُ عَلٰى مَنْ اُصِيْبَ بِالْحَرَّةِ فَكَتَبَ اِلَىَّ زَيْدُ بْنُ اَرْقَمَ وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِىْ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَلِاَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِىْ اَبْنَاءِ اَبْنَاءِ الْاَنْصَارِ فَسَاَلَ اَنَسٌ بَعْضَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِىْ يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الَّذِىْ اَوْفٰى اللّٰهُ لَهُ بِاُذُنِهِ

৪৫৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাররায় যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের খবর শুনে আমি শোকাহত হয়েছিলাম। যায়েদ ইবনে আরকামের কাছে আমার গভীর শোকের কথা পৌঁছে গিয়েছিল। এতে তিনি আমার কাছে পত্র লেখেন। পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছেন : "হে আল্লাহ আনসারদেরকে ক্ষমা করো এবং আনসারদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করো।" রসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদের সন্তানদের জন্য দো'আ করেছেন কি না, এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ফযল সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আনাস তাঁর নিকটে যারা ছিলেন তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করেন। ঐ ব্যক্তি বলেন, তিনি (অর্থাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বক্তব্য হিসেবে যা পেশ করেছেন, তা সত্য।[৫৯]

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"তারা (মুনাফিকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার মর্যাদাবানরা লাঞ্ছিত-দেরকে বহিষ্কার করবে। অথচ প্রকৃত মর্যাদার অধিকারী হলেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারগণ। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

٤٥٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كُنَّا فِىْ غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِىُّ يَا اٰلَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِىُّ

৫৯. হাররার এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় হিজরী ৬৩ সনে। মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবনে মু'আবীয়ার আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করলে তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য ইয়াযীদ মুসলিম ইবনে উকবার নেতৃত্বে একটি সেনাদল পাঠান। তারা হাররার নিকট যুদ্ধে মদীনাবাসীদেরকে পরাজিত করে এবং বহু আনসারকে হত্যা করে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) তখন বসরায় অবস্থান করছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের খবর তাঁকে ভীষণভাবে মর্মাহত করে।

يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَسَمِعَهَا اللّٰهُ رَسُوْلَهُ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا فَقَالُوْا كَسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ الْاَنْصَارِيُّ يَا لَلْاَنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ قَالَ جَابِرٌ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اَكْثَرَ ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُوْنَ بَعْدُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ اَوَقَدْ فَعَلُوْا وَاللّٰهِ لَئِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ اَصْحَابَهُ ـ

৪৫৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক সময় আমরা একটি যুদ্ধে (অংশগ্রহণ করে) ছিলাম। এক মুহাজির আনসারদের একজনকে আঘাত করলে আনসারী লোকটি বলে উঠলো, হে আনসারগণ! সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। তদ্রূপ মুহাজির লোকটিও বলে উঠলো, হে মুহাজিরগণ, সাহায্যের জন্য এগিয়ে আস। আল্লাহ তাঁর নবীর কানেও এ কথা পৌঁছিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ এ কি ধরনের আহ্বান। লোকজন বললো, এক মুহাজির এক আনসারীকে আঘাত করেছে। তাই আনসারী লোকটি সাহায্যের জন্য আনসারদেরকে ডাকছে এবং মুহাজির ব্যক্তিটি মুহাজিরদেরকে ডাকছে। নবী (সঃ) বললেন : "তোমরা এ ধরনের কথা পরিত্যাগ করো। এ ধরনের কথা—পূতিগন্ধময়।" জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আনসারদের সংখ্যা ছিল বেশী, কিন্তু পরে মুহাজিরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এসব কথা শোনার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো : "তাহলে এসব ঘটনা ঘটেছে? ঠিক আছে! আল্লাহর শপথ! আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখানকার সম্মানী ও মর্যাদাবান লোকেরা লাঞ্ছিত-দেরকে বের করে দেবে।" এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন : "হে আল্লাহর রসূল! অনুমতি দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই।" নবী (সঃ) বললেনঃ উমর থামো। তাহলে তো লোকে বলবে—মুহাম্মদ তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকেই হত্যা করে।

সূরা আত-তাগাবুন

بسم الله الرحمن الرحيم

আলকামা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ তার দিলকে সুপথ প্রাপ্ত করেন"—এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে, যে মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে মনে করে এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

সূরা আত-ত্বালাক

بسم الله الرحمن الرحيم

٤٥٤٠ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ

عُمَرُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ ـ

৪৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে উমর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করলেন। শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) খুব রাগান্বিত হলেন। তিনি বললেন : তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) রুজু করতে বলো। তারপর 'তুহর' বা পবিত্রাবস্থা না আসা পর্যন্ত রাখতে বলো। এরপর ঋতু এসে আবার পবিত্র হলে তখন যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন মনে করে তাহলে যেন পবিত্রাবস্থায় স্পর্শ না করে তালাক প্রদান করে। আল্লাহ যে 'ইদ্দত' পালনের জন্য আদেশ করেছেন, এটি সেই ইদ্দত।

অনুচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ـ

"আর গর্ভবতী মেয়েদের 'ইদ্দত' কাল হলো সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার সব কাজই সহজ করে দেন।"

٤٥٤١ - عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهٗ فَقَالَ اَفْتِنِيْ فِيْ امْرَاَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ قُلْتُ اَنَا وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا مَعَ ابْنِ اَخِيْ يَعْنِيْ اَبَا سَلَمَةَ فَاَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهٗ كُرَيْبًا اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ يَسْاَلُهَا فَقَالَتْ قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلٰى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهٖ بِاَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَاَنْكَحَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اَبُوْ السَّنَابِلِ فِيْمَنْ خَطَبَهَا وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ فِيْ حَلْقَةٍ فِيْهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ لَيْلٰى وَكَانَ اَصْحَابُهٗ يُعَظِّمُوْنَهٗ فَذَكَرَ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيْثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّنَ لِيْ بَعْضُ اَصْحَابِهٖ قَالَ

مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَجَرِيٌّ أَنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَى وَقَالَ لَكِنَّ عَمَّهُ لَمْ يَقُلْ ذٰلِكَ فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيهَا شَيْئًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔

৪৫৪১. আবু সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে এক ব্যক্তি আসলো। তখন আবু হুরাইরা তাঁর কাছে বসা ছিলেন। লোকটি বললো, একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে সন্তান প্রসব করেছে। সে এখন কিভাবে 'ইদ্দত' পালন করবে সে বিষয়ে আমাকে 'ফতওয়া' দিন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বললেন : 'ইদ্দতে'র যে হুকুমটি সর্বশেষ নাযিল হয়েছে, সেটি পালন করতে হবে (অর্থাৎ চার মাস দশ দিন)। আবু সালামা বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলার হুকুম তো হলো : 'গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করবে।" আবু হুরাইরা বললেন, আমি ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ আবু সালামার সাথে আছি। তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর ক্রীতদাস কুরাইবকে বিষয়টি জানার জন্য উম্মে সালামার কাছে পাঠালেন। উম্মে সালামা বললেন : সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামীকে গর্ভবতী রেখে তার স্বামী নিহত হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশতম রাতে সুবাইয়া সন্তান প্রসব করলো এবং এরপরই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই তাকে বিয়ে করিয়ে দিলেন। যারা তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিল আবুস-সানাবিল ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। (অন্য একটি সনদে) সুলাইমান ইবনে হারব ও আবুন্ নু'মান হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আইয়ুবের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আমি এক মজলিসে ছিলাম। সেখানে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলাও ছিলেন। তাঁর অনুসারী ও সঙ্গী-সাথীরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি গর্ভবতী মেয়েদের 'ইদ্দত' সম্পর্কে শেষে নাযিল হওয়া হুকুমটি (অর্থাৎ চার মাস দশ দিনের কথা) উল্লেখ করলে আমি আবদুল্লাহ ইবনে উতবার বরাত দিয়ে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করলাম। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন বলেন, এতে তাঁর (আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা) কিছু সঙ্গী-সাথী আমাকে থামিয়ে দিল। তখন আমি বুঝলাম তারা (আমার বর্ণিত) হাদীসটি অস্বীকার করছে। তাই আমি বললাম: আবদুল্লাহ ইবনে উতবার নাম নিয়ে মিথ্যা কথা বললে তো আমার দুঃসাহসিকতা দেখানো হবে। তিনি তো এখন কুফারই কোন একটি স্থানে আছেন। এ কথা শুনে আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা লজ্জিত হলেন এবং বললেন কিন্তু তার চাচা (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উতবার চাচা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ) কোন সময় এ হাদীস বর্ণনা করেননি। তখন আমি (মুহাম্মদ ইবনে সিরীন) আবু আতিয়া মালেক ইবনে আমেরের সাথে সাক্ষাত করে তাকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে সুবাইয়া বিনতে হারিস আসলামী সংক্রান্ত হাদীসটি বর্ণনা করে শুনাতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এ বিষয়ে আপনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন : এক সময় আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি এ বিষয়ে বলেছিলেন : ঐসব মেয়েদের ব্যাপারে

তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন না করে কঠোরতা করো কেন? সূরা তালাক তো সূরা বাকারার পরে নাযিল হয়েছে: "গর্ভবতী মেয়েরা সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত 'ইদ্দত' পালন করবে"—এ আয়াতটি সূরা বাকারার আয়াত "ওয়াল্লাযীনা ইয়াতাওয়াফ্ফাউনা মিনকুম ওয়া ইয়াযারূনা আস্ওয়াযান"-এর পরে নাযিল হয়েছে।

সূরা আত-তাহরীম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك "হে নবী! আল্লাহ যা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছেন, আপনি তা নিজের জন্য হারাম করে নিচ্ছেন কেন?"

অনুচ্ছেদ ঃ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি লাভ করতে চান। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

٤٥٤٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

৪৫৪২. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ এরূপ হারাম করে নেয়ার ক্ষেত্রে (অর্থাৎ কেউ যদি কোন হালাল বস্তু নিজের জন্য হারাম করে নেয়) কাফ্ফারা দিতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনে তোমাদের (অনুসরণের) জন্য উত্তম নমুনা রয়েছে।"

٤٥٤٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَئْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ اَيَّتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ اِنِّيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ كُنْتُ اَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِيْ بِذٰلِكَ اَحَدًا ـ

৪৫৪৩. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রী যয়নাবের ঘরে মধুপান করতেন এবং সেখানে থাকতেন। তাই আমি এবং হাফসা গোপনে একমত হলাম যে, আমাদের যার কাছেই রসূলুল্লাহ (সঃ) আসবেন সে তাঁকে বলবে, আপনি কি 'মাগাফীর' খেয়েছেন? আমি আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীর'৬০-এর গন্ধ পাচ্ছি। (এরূপ করা হলে) তিনি আমাকে বললেন ঃ না, আমি তো 'মাগাফীর' খাই নাই। বরং আমি জাহশের কন্যা যয়নাবের ঘরে মধুপান করেছি। তবে আমি কসম করলাম—কোনদিন আর মধুপান করবো না। তুমি এ বিষয়টি (মধুপান না করার শপথ) অন্য কাউকে জানাবে না।

---

৬০. 'মাগাফীর' অত্যন্ত কটুগন্ধযুক্ত ফল। এর ফুলও কটুগন্ধময়। মৌমাছি এ ফুলের মধু সংগ্রহ করলে সেই মধুতেও কিছু গন্ধ থাকে। নবী (সঃ) স্বভাবতঃই কোন দুর্গন্ধ জিনিসকে খুব

অনুচ্ছেদ : تبتغى بذ الك مرضات ازواجك—"এভাবে আপনি স্ত্রীদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী:

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۔

"আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের কাফ্ফারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং মহাজ্ঞানী ও কুশলী।"

৪৮৮৮- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً اُرِيْدُ اَنْ اَسْئَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ اٰيَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَسْئَلَهُ هَيْبَةً لَّهُ حَتّٰى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَدَلَ اِلَى الْاَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَّهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ لَاُرِيْدُ اَنْ اَسْئَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا اَسْتَطِيْعُ هَيْبَةً لَّكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ اَنَّ عِنْدِيْ مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِيْ فَاِنْ كَانَ لِيْ عِلْمٌ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ اَمْرًا حَتّٰى اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِنَّ مَا اَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَا اَنَا فِيْ اَمْرٍ اَتَاَمَّرُهُ اِذْ قَالَتِ امْرَاَتِيْ لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهَا مَا لَكِ وَلِمَا هٰهُنَا فِيْمَا تَكَلُّفُكِ فِيْ اَمْرٍ اُرِيْدُهُ فَقَالَتْ لِيْ عَجَبًا لَّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيْدُ اَنْ تُرَاجَعَ اَنْتَ وَاِنَّ اِبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانًا فَقَامَ عُمَرُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ اِنَّكِ لَتُرَاجِعِيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ

অপসন্দ করতেন। যখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে তাঁর মুখ থেকে মাগাফীরের গন্ধ পাওয়ার কথা বললেন, তখন তিনি মনে করলেন, 'মাগাফীর' ফুলের মধু পান করার কারণেই হয়তো তাঁর মুখে এ দুর্গন্ধ হয়েছে। তাই তিনি কসম করলেন যে, আর কোনদিন মধুপান করবেন না। কিন্তু এ ছিল একটা হালাল জিনিসকে হারাম করে নেয়ার শামিল। তাই আল্লাহ তাঁর রসূলের এ কাজ পসন্দ করেননি বরং এ জন্য তাঁকে সাবধান করে দিয়েছেন।

غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللّٰهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِيْنَ أَنِّيْ أُحَذِّرُكِ
عُقُوْبَةَ اللّٰهِ وَغَضَبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَا بُنَيَّةُ لَا تَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِيْ أَعْجَبَهَا
حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ إِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى
دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِيْ مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ
عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَأَخَذَتْنِيْ وَاللّٰهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِيْ عَنْ بَعْضِ
مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِيْ صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ
إِذَا غِبْتُ أَتَانِيْ بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا أَتِيْهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ
مَلِكًا مِنْ مُلُوْكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَسِيْرَ إِلَيْنَا فَقَدْ
امْتَلَأَتْ صُدُوْرُنَا مِنْهُ فَإِذَا صَاحِبِيْ الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ
افْتَحْ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ فَأَخَذْتُ
ثَوْبِيْ فَأَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقٰى عَلَيْهَا
بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلٰى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هٰذَا
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِيْ قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا
الْحَدِيْثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيْثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَإِنَّهُ
لَعَلٰى حَصِيْرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ
حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبُوْبًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ
مُعَلَّقَةٌ فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيْرِ فِيْ جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ
فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ كِسْرٰى وَقَيْصَرَ فِيْمَا هُمَا فِيْهِ وَأَنْتَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ فَقَالَ أَمَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ -

৪৫৪৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাবকে এ আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমি এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তাঁর গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্বের কারণে তা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। অবশেষে তিনি

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে আমিও তাঁর সাথে গেলাম। ফেরার সময় আমরা যখন কোন একটি রাস্তা অতিক্রম করছিলাম, তখন এক সময় তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি পিলু গাছের আড়ালে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ তিনি প্রয়োজন সেরে না আসা পর্যন্ত আমি সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। তারপর তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ ঐ দু'জন হলো হাফসা ও আয়েশা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বললাম ঃ আল্লাহর শপথ! আমি এক বছর থেকে এ বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা করছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে তা পারি নাই। তখন তিনি [উমর (রাঃ)] বললেন ঃ এরূপ করবে না। যে বিষয়ে তোমার মনে হবে যে আমি তা জানি, তা আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। সে বিষয়ে আমার জানা থাকলে তা তোমাকে অবহিত করবো। উমর তারপর বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! জাহেলী যুগে আমরা মেয়েদের কোন অধিকার আছে বলে স্বীকার করতাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে যেসব আহকাম নাযিল করার ছিল, নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য অধিকার হিসেবে যা নির্দিষ্ট করার ছিল, তা নির্দিষ্ট করে দিলেন। একদিন আমি একটি বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলাম, তখন আমার স্ত্রী বললেন, এভাবে আর এভাবে যদি করতে তাই তো হয়ে যেতো। উমর বলেন, আমি তখন তাকে বললাম ঃ তোমার কি প্রয়োজন? আর তুমি আমার এ কাজে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তখন আমার স্ত্রী আমাকে বললেন ঃ হে খাত্তাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি! তুমি চাও না যে, আমি তোমার কথার জবাব দান করি। অথচ তোমার কন্যা (হাফসা) রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার পিঠে কথা বলে থাকে। এমনকি এতে তাঁর [নবী (সঃ)] সারাদিন মন খারাপ করে থাকার ঘটনাও ঘটে। এ কথা শুনে উমর উঠলেন এবং চাদরখানা নিয়ে হাফসার কাছে চলে গেলেন। তাঁকে (হাফসাকে) বললেন ঃ বেটি, তুমি নাকি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথার জবাব দিয়ে থাক— এবং এমনভাবে দিয়ে থাক যে, তিনি দিনমান মনঃক্ষুন্ন হয়ে থাকেন? হাফসা বললেন ঃ আল্লাহর কসম! আমরা তো অবশ্যই তাঁর কথার জবাব দিয়ে থাকি। উমর বলেন, আমি তখন বললাম ঃ জেনে রাখ, আমি তোমাকে আল্লাহর শাস্তি ও রসূলের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। রূপ-সৌন্দর্যের কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভালবাসা যাঁকে গর্বিতা করে রেখেছে, তুমি তাঁকে দেখে প্রবঞ্চিত হয়ো না। এ কথার দ্বারা উমর আয়েশাকে বুঝাচ্ছিলেন। উমর বলেন, এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং উম্মে সালামার কাছে গেলাম এবং তাঁর সাথে এ বিষয়ে কথা বললাম। কেননা, উম্মে সালামার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। উম্মে সালামা বললেন, খাত্তাবের বেটা, কি আশ্চর্য তুমি? তুমি সবকিছুতেই হস্তক্ষেপ করেছো, এমনকি রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর স্ত্রীদের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ। আল্লাহর কসম! তিনি এমন কঠোরভাবে আমাকে ধরলেন (সমালোচনা করলেন) যে, এ ব্যাপারে আমার উৎসাহের অনেকখানিই তিরোহিত হলো। অতঃপর আমি তাঁর নিকট থেকে চলে আসলাম। আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিল। যখন আমি [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসে] অনুপস্থিত থাকতাম তখন সে এসে মজলিসের খবর আমাকে জানাতো। আর সে যখন অনুপস্থিত থাকতো তখন আমি তাকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মজলিসের খবর (অহী ও অন্যান্য বিষয়) জানাতাম। এটা ছিল এমন এক সময়ের ঘটনা, যখন আমরা এক গাস্সানী বাদশার হামলার আশংকা করছিলাম। আমরা জানতে পারলাম যে, সে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করছে। তাই আমাদের হৃদয়-মন এ ভয়ে শঙ্কিত ছিল। ইতিমধ্যে আমার আনসারী বন্ধু এসে দরযায় করাঘাত করে বলছিল দরযা খুলুন! দরযা খুলুন! আমি বললাম ঃ কি খবর, গাস্সানীরা এসে পড়েছে নাকি! সে বললো, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর স্ত্রীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। উমর বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম ঃ হাফসা ও আয়েশার নাকে খত্ হোক। তারপর আমি কাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং [রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে] গিয়ে দেখলাম, রসূলুল্লাহ

(সঃ) একটি কক্ষে অবস্থান করছেন। সিঁড়ি বেয়ে এ কক্ষে পৌঁছতে হয়। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি কৃষ্ণকায় গোলাম সিঁড়ির মুখে বসে আছে। আমি তাকে বললাম : গিয়ে বলো, উমর ইবনুল খাত্তাব এসেছে। পরে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে অনুমতি দিলে আমি গিয়ে তাঁকে এ ঘটনা সব বললাম। এক পর্যায়ে আমি উম্মে সালামার আচরণের কথা উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন। তখন তিনি একখানি চাটাইয়ের ওপর শুয়েছিলেন। চাটাইয়ের ওপর বা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শরীরে আর কোন কিছু ছিল না। মাথার নীচে ছিল ভেতরে খেজুরের ছালভর্তি একটি চামড়ার বালিশ, পায়ের কাছে পাতার বান্ডিল এবং মাথার ওপরে কাঁচা চামড়ার পানির মশক লটকানো আছে। আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে ফেললে তিনি আমার কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! কায়সার ও কিসরা দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে ডুবে আছে। আর আপনি আল্লাহর রসূল। (তারপরও আপনার এ দৈন্য-দশা!) তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি কি পসন্দ করো না যে, তারা এ অস্থায়ী পৃথিবীর (সব কিছু) লাভ করুক আর আমরা আখিরাতে (-এর সব কল্যাণ) লাভ করি?

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

'নবী যখন চুপিসারে তাঁর স্ত্রীদের একজনকে একটি কথা বললেন, কিন্তু সে কথাটি উক্ত স্ত্রী অন্যের কাছে প্রকাশ করে দিলে আল্লাহ তা' নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন তিনি ঐ কথার কিছু অংশ বললেন আর কিছু এড়িয়ে গেলেন।...তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে কথাটি (তাঁর কাছে চুপিসারে বলা কথাটি প্রকাশ করে দেওয়া সম্পর্কে) বললে সে বললো, একথা আপনাকে কে জানালো? তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, "মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ সত্তাই আমাকে এ কথা জানিয়েছেন।" এ বিষয়ে আয়েশা নবী (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৪৫৪৫ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِي حَتَّىٰ قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

৪৫৪৫. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমরকে জিজ্ঞেস করতে মনস্থ করলাম, আমি তাঁকে বললাম ; হে আমীরুল মু'মিনীন, নবী (সঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন্ দু'জন তাঁর সম্পর্কে একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিলেন? আমি আমার প্রশ্ন শেষ করতে না-করতেই তিনি বললেন : 'আয়েশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما

"তোমরা দু'জন যদি আল্লাহর কাছে তওবা কর (তা'হলে তা' তোমাদের জন্য কল্যাণকর)। কেন না তোমাদের দু'জনের মন সরল সঠিক পথ থেকে সরে গিয়েছে।"

অনুচ্ছেদ :

وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ.

"আর তোমরা দু'জন যদি তাঁর মোকাবিলায় জোটবদ্ধ হও, তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ নিজে তাঁর বন্ধু। এছাড়া জিবরাইল, সমস্ত সৎকর্মশীল ঈমানদার এবং সমস্ত ফেরেশতারা তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী।"

٤٥٤٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ كُنْتُ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَكَثْتُ سَنَةً لَمْ أَجِدْ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجًّا فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عُمَرُ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ أَدْرِكْنِيْ بِالْوَضُوْءِ فَأَرَكْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَجَعَلْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا أَتْمَمْتُ كَلَامِيْ حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

৪৫৪৬. (আবদুল্লাহ) ইবনে 'আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমার ইচ্ছা ছিল নবী (সঃ)-এর যে দুজন স্ত্রী তাঁর মুকাবিলায় একমত হয়ে পরস্পর সহযোগিতা করেছিল তাঁদের সম্পর্কে উমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আমি এক বছর পর্যন্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগ না পেয়ে অপেক্ষা করলাম। অবশেষে তাঁর সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা (মাররুয) যাহ্‌রান (বর্তমান ওয়াদীয়ে ফাতেমা) পৌঁছলে 'উমর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। (যাওয়ার সময় আমাকে) বললেনঃ অযুর পানির ব্যবস্থা কর। আমি পাত্র ভর্তি পানি আনলাম এবং ঢেলে দিতে থাকলাম। এটাকে একটা সুযোগ মনে করে আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন, নবী (সঃ)-এর কোন্ দু'জন স্ত্রী নবীর মুকাবিলায় পরস্পর সহযোগিতা করতে একমত হয়েছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস বলেনঃ আমি আমার কথা শেষ করতে না করতেই তিনি বললেনঃ তারা দুইজন—আয়েশা ও হাফসা।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا

"তিনি [নবী (সঃ)] যদি তোমাদেরকে তালাক দেন তাহলে অসম্ভব নয় যে, তাঁর রব তোমাদের পরিবর্তে তাঁকে এমন বিধবা ও কুমারী স্ত্রী দান করবেন, যারা হবেন তোমাদের চেয়েও উত্তম। তারা হবে খাঁটি মুসলমান, ঈমানদার, অনুগত, তওবায় অভ্যস্ত, 'ইবাদত গোজার এবং রোজাদার।"

٤٥٤٧- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ.

৪১৪৭. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। উমর (রাঃ) বলেছেনঃ নবী (সঃ)-কে (খোরপোষের ব্যাপারে) লজ্জা দেয়ার জন্য তাঁর স্ত্রীগণ জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, তিনি [নবী (সঃ)] যদি আপনাদেরকে তালাক দিয়ে দেন তাহলে এটা অসম্ভব নয় যে, তাঁর প্রভু তাঁকে আপনাদের চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

সূরা আল-মুলক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আত্-তাফাউত্ অর্থ বিভিন্নতা। 'তাফাউত্' এবং 'তাফাওউত্' একই অর্থজ্ঞাপক। 'তামাইইয়াস্' অর্থ টুকরো হয়ে যাবে। 'মানাকিবিহা' অর্থ প্রান্তভাগ বা কিনারা। 'তান্দাউনা' ও 'তাদউনা' 'তাযাক্কারুনা' ও 'তাযকুরুনার' মত। 'ইয়াক্রিদনা' অর্থ পাখা ঝাপটায় বা পাড়া নেড়ে উড়ে বেড়ায়। 'কুফুর' অর্থ কুফরীর পথ অনুসরণকারী।

সূরা আল-কালাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ عتل بعد ذلك زنيم "অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত (হারাম সন্তান)।"

٤٥٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ قَالَ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ.

৪৫৪৮. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'উতুলিন বা'দা যালিকা যানীম'--অত্যাচারী এবং সর্বোপরি সে অজ্ঞাত বংশজাত। (অবৈধ-সন্তান)-ও বটে এ আয়াতে কুরাইশদের এক ব্যক্তির এমন একটি বিশেষ চিহ্ন (পরিচয়) তুলে ধরা হয়েছে যেমন বকরীর নির্দিষ্ট চিহ্ন থাকে।৬১

٤٥٤٩ - عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ.

৪৫৪৯. হারিস ইবনে ওয়াহাব খুযা'য়ী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি কি তোমাদেরকে কিছু সংখ্যক জান্নাতবাসীর পরিচয় জানাবো না? তারা দুর্বল ও নম্রস্বভাব লোক। যারা আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে কিছুসংখ্যক দোযখবাসীর পরিচয় জানাবো না? যারা অত্যাচারী, গর্বিত ও অহংকারী তারাই দোযখবাসী।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ يوم يكشف عن ساق —**"যেদিন কঠিন সময় এসে উপস্থিত হবে।"**

---

৬১. আয়াতটিতে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার কথা বলা হয়েছে।

٤٥٥٠- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا

৪৫৫০. আবু সা'ঈদ (খুদরী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমাদের রব যখন কঠোর হয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন তখন ঈমানদার নারী ও পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। কিন্তু যারা দুনিয়াতে প্রদর্শনী ও প্রচারের জন্য সিজদা করতো, তারা অবশিষ্ট থাকবে। তারা সিজদা করতে চাইলে তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একখন্ড কাষ্ঠফলকের মতো শক্ত হয়ে যাবে। (আর এ কারণে তারা সিজদা করতে পারবে না)।

সূরা আল-হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'ঈশাতির রাদিয়াহ' অর্থাৎ মনের মতো আরাম-আয়েশ। 'আল-কাদিয়াহ' অর্থাৎ প্রথম মৃত্যুটাই যদি এমন হতো যে, তারপরে আর জীবিত হতে হতো না। 'মিন আহাদিন আনহু হাজিযীন'—তোমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নাই যে, এ কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হতো।' 'আহাদুন' একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'আল-ওয়াতীন' অর্থ হৃদয়তন্ত্রী বা হৃদপিন্ডের সাথে সংযুক্ত রগ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন ঃ 'ত্বাগা' অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত বা অধিক হওয়া। এ জন্য 'বিত্-ত্বাগিয়াতি' অর্থ হলো তাদের বিদ্রোহ করার অপরাধে। এ কারণে বলা হয় 'ত্বাগাল মাউ 'আলা কাওমি নূহিন'—নূহের কওমের ওপর পানির আধিক্য অর্থাৎ প্লাবন হয়েছিল।

সূরা আল-মা'আরিজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আল-ফাসীলাতু' নিকটাত্মীয়। 'লিশ্-শাওয়া' দু'হাত, দু'পা, শরীরের বিভিন্ন প্রান্তভাগ ও মাথার চামড়াকে 'শাওয়া' বলা হয়। 'ইজুন' অর্থাৎ সঙ্গী-সাথী বা দলসমূহ, একবচন 'ইযাতুন'।

সূরা নূহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ودا ولا سوا عا ولا يغوث و يعوق و نسرا

"(তারা বললো,) তোমরা 'ওয়াদ' ও 'সুওয়া'-কে যেন আদৌ পরিত্যাগ না করো। আর ইয়াউক, ইয়াগূস ও নাস্রকেও না।"

٤٥٥١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَارَتِ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ

وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا
يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِأَهْلِ ذِي الْكَلَاعِ وَتَسَمَّوْا
أَسْمَاءَ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى
قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا
بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

৪৫৫১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নূহের কওমে যেসব মূর্তির প্রচলন ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আরবদের মধ্যেও চালু হয়েছিল। 'ওয়াদ্দ' ছিল কাল্ব গোত্রের দেব-মূর্তি। দাওমাতুল জান্দাল নামক স্থানে ছিল এর মন্দির। 'সুয়া' ছিল মক্কার নিকটবর্তী হুযাইল গোত্রের দেব-মূর্তি। 'ইয়াগুস' ছিল প্রথমে মুরাদ গোত্রের এবং পরে (মুরাদের শাখা গোত্র) বানী গাতিফের দেবতা। এর আস্তানা ছিল 'সাবা'র নিকটবর্তী 'জাওফ' নামক স্থানে। 'ইয়াউক' ছিল হামদান গোত্রের দেব-মূর্তি আর নাস ছিল 'যুল-কালা' গোত্রের 'হিম্-ইয়ার' শাখার দেব-মূর্তি। 'নাসর' নূহের কওমের কিছু সৎ লোকের নামও ছিল। এ লোক-গুলো মারা গেলে তারা যেখানে বসে মজলিস করতো, শয়তান সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করতে তাদের কওমের লোকের মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। তাই তারা সেখানে কিছু মূর্তি তৈরী করে স্থাপন করে। কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হতো না। পরে ঐ লোকগুলো মৃত্যুবরণ করলে এবং মূর্তিগুলো সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা করতে শুরু করে।

সূরা আল-জ্বিন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

٤٥٥٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ
عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ
وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالَ مَا حَالَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
فَانْظُرُوا مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
يَنْظُرُونَ مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ قَالَ فَانْطَلَقَ
الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَخْلَةَ وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ

عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ تَسَمَّعُوْا لَهُ فَقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِيْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا وَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى نَبِيِّهٖ ﷺ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَاِنَّمَا اُوْحِيَ اِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

৪৫৫২. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর একদল সাহাবাকে সাথে নিয়ে উকায নামক বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এর আগেই জিনদের জন্য আসমানের খবরাদী শোনার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আগুনের শিখা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তাই জিন-শয়তানরা ফিরে আসলে অন্য জিনরা তাদেরকে বললো : কি ব্যাপার? তারা বললো : আসমানের খবরাদী সংগ্রহ করতে আমাদের জন্য বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আমাদেরকে আগুনের অঙ্গার ছুঁড়ে মারা হয়েছে। তখন শয়তান বললো : আসমানের খবরাদী সংগ্রহে তোমাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই কোন নতুন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে ঘটেছে। তাই তোমরা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সব জায়গা ঘুরে দেখো, ব্যাপারটা কি ঘটেছে সুতরাং আসমানের খবরাদী সংগ্রহের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ খুঁজে দেখতে সবাই পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান সফরে বেরিয়ে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : যারা তিহামার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল, তারা 'লাখলা' নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ (সঃ) এখান থেকে 'উকাযের বাজারের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন। এ সময় তিনি সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জিনদের ঐ দলটি কোরআন শরীফ শুনতে পেয়ে আরও মনোযোগ সহকারে তা শুনলো এবং বলে উঠলো : আসমানের খবরদারী ও তোমাদের মাঝে এটিই বাধার সৃষ্টি করেছে। তাই সেখান থেকে তারা তাদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে বললো : হে আমাদের কওম! আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখায়। আমরা এ বাণীর প্রতি ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করবো না। এরপর মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে আয়াত নাযিল করলেন : 'কুল উহিয়া ইলাইয়া আন্নাহুম-তামা'আ নাফারুম মিনাল জিন্নে'—"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়েছে যে, জিনদের একদল মনোযোগ দিয়ে (কোরআন) শুনেছে।" এভাবে অহীর মাধ্যমে নবী (সঃ)-কে জিনদের কথোপকথন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।

সূরা আল-মুয্যাম্মিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'মুজাহিদ বলেছেন, 'তাবাত্তাল' অর্থ একাগ্রচিত্ত হও। হাসান বাসরী বলেছেন, 'আনকালান' মানে বেড়ী। 'মুনফাতিরুম বিহী' মানে ভারাবনত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'কাসীবাম মাহীলা' বহমান মসৃণ বালির গাদা। 'ওয়াবিলান' অর্থ কঠোর বা কঠোরভাবে।

সূরা আল মুদ্দাস্‌সির

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'আসীরুন' অর্থ কঠিন, কঠোর। 'কাসওয়ারাতুন' অর্থ মানুষের শোরগোল ও চেঁচামেচি। আবু হুরাইরা বলেছেন, এর অর্থ বাঘ বা সিংহ। আর প্রতিটি কঠিন জিনিসকে 'কাসওয়ারাহ' বলা হয়ে থাকে। 'মুসতানফিরাতুন' অর্থ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর।"

٨٥٥٣- عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ سَأَلْتُ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُلْتُ يَقُوْلُوْنَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِىْ قُلْتَ فَقَالَ جَابِرٌ لَا اُحَدِّثُكَ اِلَّا مَا حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِىْ هَبَطْتُ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ اَمَامِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا وَنَظَرْتُ خَلْفِىْ فَلَمْ اَرَ شَيْئًا فَرَفَعْتُ رَأْسِىْ فَرَأَيْتُ شَيْئًا فَاَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِىْ وَصُبُّوْا عَلَىَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَدَثَّرُوْنِىْ وَصَبُّوْا عَلَىَّ مَاءً بَارِدًا قَالَ فَنَزَلَتْ يٰاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

৪৫৫৩. ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কোরআনের প্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির' প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি বললাম : লোকেরা তো বলে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক' আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছে। এ কথা শুনে আবু সালামা বললেন : এ বিষয়ে আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি যা বললে আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে যা বলেছিলেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলবো। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : আমি হেরা গুহায় (রাত-দিন) একনাগাড়ে থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলাম। আমার ই'তিকাফ বা একনাগাড়ে থাকা শেষ হলে সেখান থেকে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে ডাকা হলো। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। বাঁয়ে তাকালাম। এদিকেও কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর সামনে তাকিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। এবার আমি পেছনে তাকালাম। কিন্তু এদিকেও কিছুই দেখতে পেলাম না। অবশেষে আমি মাথা তুলে ওপর দিকে তাকালাম। এবার কিছু একটা দেখতে পেলাম। আমি তখন খাদিজার কাছে গিয়ে বললাম : আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত করো এবং শরীরে ঠান্ডা পানি ঢালো। তারা আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে ঠান্ডা পানি ঢাললো। নবী (সঃ) বলেন : এরপর নাযিল হলো—"ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্‌সির কুম ফা

আনযির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির' অর্থাৎ "হে কম্বল আচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠো! সবাইকে সাবধান করে দাও এবং তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : قم فانذر "ওঠো, সাবধান করে দাও।"

٨٥٥٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ مِثْلَ حَدِيْثِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ.

৪৫৫৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেন : আমি হেরা গুহায় একনাগাড়ে (রাত-দিন) ইবাদতে কাটালাম। এভাবে তিনি উসমান ইবনে উমর বাসারী আলী ইবনে মোবারক থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وربك فكبر—"আর তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা করো।"

٨٥٥٥- عَنْ يَحْيٰى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْاٰنِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ إِنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ أَيُّ الْقُرْاٰنِ أُنْزِلَ أَوَّلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَالَ لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاوَرْتُ فِيْ حِرَاءٍ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِيْ هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِيَ فَنُوْدِيْتُ فَنَظَرْتُ أَمَامِيْ وَخَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَتَيْتُ خَدِيْجَةَ فَقُلْتُ دَثِّرُوْنِيْ وَصُبُّوْا عَلَيَّ مَاءً بَارِدًا فَأُنْزِلَ عَلَيَّ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ.

৪৫৫৫. ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবু সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোরআনের কোন অংশ বা আয়াত প্রথম নাযিল হয়েছিল? তিনি বললেন : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সির' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। (ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাসীর বলেন :) আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে যে, 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাকা' অংশটি প্রথম নাযিল হয়েছিল। তখন আবু সালামা বললেন : আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোরআনের কোন্ অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল? জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সির' অংশটুকু প্রথম নাযিল হয়েছিল। আমি তখন বললাম : আমার জানা আছে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকা' অংশ প্রথম নাযিল হয়েছিল। এ কথা শুনে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বললেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছিলেন তার বাইরে অন্য কিছুই আমি তোমাকে বলবো না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন : আমি হেরা গুহায় একনাগাড়ে (কয়েকদিন) ইবাদতে কাটালাম। সেখানে আমার ইতেকাফ শেষ হলে আমি অবতরণ করে উপত্যকার মাঝখানে এসে পৌঁছলে আমাকে ডাকা হলো। আমি তখন সামনে, পেছনে, ডানে ও বাঁয়ে তাকালাম। (কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না)। তারপর দেখলাম সে (ফেরেশতা) আসমান ও যমীনের মাঝামাঝি পাতা একটি সিংহাসনে বসে আছে।

তখন আমি খাদীজার কাছে এসে বললাম : আমাকে কম্বল দিয়ে জড়াও এবং (আমার শরীরে) ঠান্ডা পানি ঢালো। এ সময় আমার প্রতি এ আয়াত নাযিল করা হলো : 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সিরু কুম ফা আনযির ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির'—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কওমকে সাবধান করো আর তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وثيابك فطهر —"আর তোমার পোশাক পবিত্র রাখো।"

٤٥٥٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَبْلَ أَنْ تُفْتَرَضَ الصَّلٰوةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ.

৪৫৫৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আমি নবী (সঃ) থেকে শুনেছি। তিনি অহী বন্ধ থাকার দীর্ঘ সময়কালটি সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন : একসময়ে আমি পথ চলছিলাম। এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলেই দেখতে পেলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে আসমান ও যমীনের মাঝখানে পাতা একখানি কুরসিতে বসে আছে। তাকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তখন খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললাম : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে চাদর দিয়ে জড়িয়ে দিল। আল্লাহ তা'আলা তখন নাযিল করলেন : "ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সিরু কুম ফা আনযির, ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহ্হির, ওয়ার্রুজযা ফাহজুর'—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! (তোমার কওমকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখো। আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" এটা নামায ফরজ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। 'রুজযুন' এর অর্থ হলো মূর্তিসমূহ।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : والرجز فاهجر —"আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো।" কেউ কেউ বলেন, আর-রুজযু এবং আর-রিজসু অর্থ আযাব।

٤٥٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجُئِثْتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ فَجِئْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُونِي فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَالَ

أَبُوْ سَلَمَةَ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ الْأَوْثَانَ ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ -

৪৫৫৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে অহী বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বলতে শুনেছেন। তিনি [নবী (সঃ) বলেছেনঃ] একদিন (অহী বন্ধ থাকাকালীন সময়ে) আমি পথ চলতে চলতে আসমান থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখলাম, যে ফেরেশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন, তিনি আসমান ও যমীনের মাঝে পাতা একখানা কুরসিতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম, এমনকি মাটিতে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমি আমার স্ত্রী (খাদীজার) কাছে গেলাম এবং বললাম ঃ আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। তারা আমাকে চাদর জড়িয়ে দিল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ 'ইয়া আইইউহাল মুদ্দাস্সিরু কুম ফা আনযির, ওয়া রাব্বাকা ফা কাব্বির, ওয়া সিয়াবাকা ফা তাহ্হির, ওয়ার রুজযা ফাহজুর।"—"হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি; ওঠো! (তোমার কওমকে) সাবধান করে দাও। তোমার রব-এর মহত্ব ঘোষণা করো। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র রাখো আর অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে থাকো। আবু সালামা বলেছেন ঃ 'রুজযুন' অর্থ মূর্তি। অতঃপর অহী নাযিলের মাত্রা বেড়ে গেল এবং একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

সূরা আল-কিয়ামা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ لا تحرك به لسانك لتعجل به "হে নবী, এ অহীকে দ্রুত স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য নিজের জিহ্বা বেশী নাড়বেন না।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ 'সুদান' অর্থ উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক। ليفجر امامه 'লি ইয়াফজুরা আমামাহু' অর্থ শীঘ্রই তওবা করবো, শীঘ্রই আমল করবো। 'লাওয়াযার' অর্থ রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।

৪৫৫৮ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ وَوَصَفَ سُفْيَانُ يُرِيْدُ أَنْ يَحْفَظَهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ -

৪৫৫৮. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর কাছে যখন অহী আসতো, তখন তিনি (দ্রুত) জিহ্বা নাড়তেন। সুফিয়ান এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন যে, এভাবে তিনি তা মুখস্ত করতে চেষ্টা করতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ "(হে নবী!) তুমি (অহী নাযিলের সময়) তা দ্রুত স্মরণ করার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়বে না।"

অনুচ্ছেদ ঃ ان علينا جمعه وقرانه—"এ অহীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়ানো আমার দায়িত্ব।"

৪৫৫৯ - عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ إِذَا

أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ أَنْ نَقْرَأَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

৪৫৫৯. মূসা ইবনে আবূ আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি মহান আল্লাহর বাণী, 'লা তুহার্-রিক বিহী লিসানাকা' সম্পর্কে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, নবী (সঃ)-এর প্রতি যখনই কোন আয়াত নাযিল হতো, তখনই তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি দ্রুত নাড়তেন। তাই তাঁকে বলা হলো আপনি আপনার জিহ্বা নাড়বেন না। নবী (সঃ) অহীর কোন অংশ ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করতেন। "তোমার হৃদয়ে আমিই অহীকে জমা করে দেব" অর্থাৎ স্মৃতিবদ্ধ করে দেব। আর তা পড়ানোর দায়িত্বও আমার। তাই যখন আমি তা পড়ি অর্থাৎ জিবরাইলের মাধ্যমে নাযিল করি তখন জিবরাইলের পাঠ করাকে অনুসরণ করো। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। অর্থাৎ আপনার মুখ দিয়ে তা বর্ণনা করিয়ে দেব।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فاذا قرأناه فاتبع قرآنه—"যখন আমি জিবরাইলের মাধ্যমে তা পড়ি অর্থাৎ নাযিল করি তখন তার পড়া অনুসরণ করো।" আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন : 'কারা'নাহু' অর্থ আমি যখন তা বর্ণনা করি তখন তা অনুসরণ করো। অর্থাৎ তদনুযায়ী আমল করো।

٤٥٦٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى تَوَعُّدٌ.

৪৫৬০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি "লাতুহার্রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী"—তুমি অহী নাযিলের সাথে সাথে তা দ্রুত স্মৃতিবদ্ধ করে নেয়ার জন্য তোমার জিহ্বা নাড়বে না—সম্পর্কে বলেছেন : জিবরাইল যখন অহী নিয়ে আসতেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট দ্রুত নাড়তেন (অহী মুখস্ত করার জন্য)। এটা যে তাঁর জন্য কষ্টকর হতো তা তাঁর ঠোঁট নাড়া-দেখেই বুঝা যেতো। তাই মহান আল্লাহ সূরা 'লা উক্সিমু বি ইয়াউমিল কিয়ামাহ'র আয়াত 'লা তুহার্রিক বিহী লিসানাকা লি তা'জালা বিহী, ইন্নাআলাইনা জাম'আহু ওয়া কোরআনাহ'—"তুমি অহী নাযিলের সাথে

সাথে (তা তাড়াতাড়ি মুখস্ত করার জন্য) তোমার জিহ্বা নাড়বে না। তা স্মৃতিবদ্ধ করে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব"—নাযিল করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ এ কোরআনকে আপনার বক্ষে (স্মৃতিতে) সংরক্ষণ করা ও পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। তাই যখন আমি তা পড়ি (জিবরাইলের মাধ্যমে) তখন আপনি তার অনুসরণ করুন। মানে যখন আমি কোরআন নাযিল করি তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। এরপর তা বর্ণনা করার দায়িত্বও আমার। মানে আপনার জবানীতেই তা বর্ণনা করা আমার কাজ। তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেছেন ঃ এরপর জিবরাইল যখনই অহী নিয়ে আসতেন নবী (সঃ) মাথা নুইয়ে চুপ করে শুনতেন। জিবরাইল চলে গেলে আল্লাহর ওয়াদা 'সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানাহ' মোতাবেক তা পড়তে সক্ষম হতেন। 'আউলা লাকা ফা আউলা'—এ আচরণ তোমারই যোগ্য এবং তোমাকেই সাজে—আয়াতে (আযাবের) ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

সূরা আদ-দাহর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"মানুষের ইতিহাসে কি এমন এক সময়ও এসেছে," এর অর্থ হলো মানুষের ইতিহাসে এমন সময়ও এসেছে।—'হাল্'—শব্দটি কখনও নেতিবাচক বা অস্বীকৃতি বুঝাতে আবার কখনও ইতিবাচক বা কোন কিছু অবহিতকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে অবহিতকরণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন ঃ এক সময়ে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। আর ঐ সময়টা হলো মাটি থেকে সৃষ্টি করা থেকে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা পর্যন্ত।—'আমশাযুন'—অর্থ সংমিশ্রিত। অর্থাৎ নারীর আর্তব ও পুরুষের বীর্যের সংমিশ্রণে রক্ত তথা জমাট বাধা রক্ত সৃষ্টি হওয়াকে 'আমশায' বলা হয়। একটি জিনিস আরেকটি জিনিসের সাথে সংমিশ্রিত হলে তাকে 'মাশীয' বলা হয়। 'খালীত' শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'মামশুয' ও 'মাখলুত' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কেউ কেউ—'সালাসিলান' ও 'আগলালান'—পড়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ এভাবে (তানবীন দিয়ে) পড়া জায়েয মনে করেন না।—মুসতাতীরা'—দীর্ঘস্থায়ী বিপদ। (قمطرير)—'কামতারীর' অর্থ কঠোর ও কঠিন। সুতরাং 'ইয়াওমুন কামতারীর', 'ইয়াওমুনকুমাতির-ও ব্যবহৃত হয়। 'আবুস', 'কামতারীর' 'কুমাতির' ও 'আসীব' বিপদের সবচেয়ে কঠিন দিনকে বলা হয়। 'আসরাহুম' অর্থ মজবুত ও দৃঢ় সৃষ্টি। উটের গদির সাথে মজবুত করে বাঁধা জিনিসকে মা'সুর বলা হয়।

সূরা আল-মুরসালাত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٧٥٦١ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا۔

৪৫৬১. আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক সময় আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখেই তা শুনেছিলাম। ইতিমধ্যে একটি সাপ বেরিয়ে আসলে আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমরা পেঁছার পূর্বে সেটি গিয়ে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : ওটা যেমন তোমাদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেল তোমরাও ঠিক তেমনি ওটার ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেলে।

٤٥٦٢ - عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيْهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوْهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيْتُمْ شَرَّهَا.

৪৫৬২. আসওয়াদ থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছেন : আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে একটি গুহার মধ্যে অবস্থানরত ছিলাম। এমন সময় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। আমরা তাঁর মুখে শুনে সেটি শিখতে-ছিলাম। তখনও তিনি সেটি পড়া বন্ধ করেননি এমন সময় একটি সাপ বের হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তোমাদের কর্তব্য ওটিকে মেরে ফেলা। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, আমরা সেদিকে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পেঁছার আগেই সাপটি গর্তে ঢুকে পড়লো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন : তোমরা যেমন ওটার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে ওটাও তেমনি তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : إنها ترمي بشرر كالقصر । —"সে আগুন বিরাট বিরাট অট্টালিকার মতো স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে।"

٤٥٦٣ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَامِرٍ إِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصْرِ ثَلٰثَةِ أَذْرُعٍ أَوْ أَقَلَّ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصْرَ.

৪৫৬৩. আবদুর রহমান ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : "ইন্নাহা তারমী বিশারারিন কালকাসর' আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইবনে আমের বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তার চাইতেও ছোট জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালের জন্য জমা করতাম এবং খাড়া করে রাখতাম। আর একেই আমরা 'কাসর' বলতাম।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : كأنه جمالات صفر "তা (সেই আগুন) যেন তামাটে বর্ণের উটের পাল।"

٤٥٦٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلٰثَةِ أَذْرُعٍ وَفَوْقَ ذٰلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيْهِ الْقَصْرَ كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ جِمَالُ الصُّفْرِ تُجْمَعُ حَتّٰى تَكُوْنَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ

৪৫৬৪. আবদুর রহমান ইবনে আবেস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে আয়াতাংশ 'তারমী বিশারারিন' সম্পর্কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমরা তিন গজ বা তারও অধিক লম্বা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে শীতকালীন জ্বালানী হিসেবে গাদা করে রাখতাম। এটাকেই আমরা 'কাসার' বলতাম। 'জিমালাতুন সুফর' জাহাজের দড়ি বা সংগ্রহ করে স্তূপ করা হতো। এমনকি তা মধ্যম দেহী একটা মানুষের সমান উঁচু হয়ে যেতো।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : هذا يوم لا ينطقون —"এ সেই দিন যেদিন তারা কিছুই বলবে না।"

٤٥٦٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارٍ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ فَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا قَالَ عُمَرُ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فِي غَارِ مِنًى.

৪৫৬৫. আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক সময় আমরা পাহাড়ের একটি গুহায় নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় তাঁর প্রতি সূরা 'ওয়াল মুরসালাত' নাযিল হলো। তিনি তা তিলাওয়াত করছিলেন আর আমরা তাঁর মুখ থেকে শুনে তা শিখছিলাম। ঠিক এ সময়ে হঠাৎ আমাদের সামনে একটা সাপ বেরিয়ে আসলো। নবী (সঃ) বললেন : ওটাকে মেরে ফেলো। আমরা সবাই তখন ওটার দিকে ছুটলাম। কিন্তু সাপটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তখন নবী (সঃ) বললেন : তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেলে, তেমনি সেটিও তোমাদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে গেল। উমর ইবনে হাফস বলেছেন : আমি আমার পিতার নিকট থেকে শুনে হাদীসটি স্মরণ রেখেছি। এতে মিনার একটি গুহার কথা উল্লেখ আছে।

সূরা আন-নাবা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا "শিংগায় ফুৎকার মারা হবে আর তোমরা দলে দলে বেরিয়ে আসবে।"

٤٥٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتَ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَبَيْتَ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَبَيْتَ قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৪৫৬৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিংগা ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। আবু হুরাইরার সঙ্গীদের মধ্য থেকে জিজ্ঞেস করলো, চল্লিশ বলতে কি চল্লিশ দিনের ব্যবধান হবে? আবু হুরাইরা বলেন,-আমি কোন কিছু বলতে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ মাসের ব্যবধান হবে? তিনি বলেন, আমি কিছু বলা থেকে বিরত থাকলাম। সংগীদের মধ্য থেকে আবার বললো, চল্লিশের ব্যবধান বলতে কি তাহলে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে? আবু হুরাইরা বলেন, আমি কিছু বলা থেকে এবারও বিরত রইলাম। এরপর তিনি বললেন ঃ পরে আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করবেন। তাতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে যেমন বৃষ্টির পানিতে শাক-সব্জি ও উদ্ভিদ রাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। মানব দেহের নিতম্বের উপরিস্থিত এক খন্ড হাড় ছাড়া আর সবকিছু পচে গলে শেষ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন ঐ হাড়খন্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।

সূরা আন-নাযিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

٤٥٦٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بِإِصْبَعَيْهِ فَكَذَا بِالْوُسْطٰى وَالَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ۔

৪৫৬৭. সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলিদ্বয় এ-ভাবে একত্রিত করে বলেছেনঃ আমাকে ও কিয়ামতকে এভাবে এক সাথে (পাশাপাশি) পাঠানো হয়েছে।

সূরা আবাসা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

٤٥٦٨- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ۔

৪৫৬৮. 'আয়েশা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি [নবী (সঃ)] বলেছেনঃ কোরআন পাঠকারী হাফেজের দৃষ্টান্ত হলো সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে আর তা হিফ্য করা তার জন্য অতিব কষ্টকর হলেও তা হিফ্য করতে চেষ্টা করে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে।

সূরা আত-তাকভীর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

'ইনকাদারাত' মানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। হাসান বাসারী বলেছেন, 'সুয্‌যিরাত' অর্থ পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে, এক বিন্দু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। মুজাহিদ বলেছেন, 'মাসজুর' অর্থ কানায় কানায় পূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেনঃ "সুয্‌যিরাত' অর্থ একটি সমুদ্র আরেকটির সাথে মিলিত হয়ে একটি সমুদ্রে রূপান্তরিত হবে। 'আল্‌ খুন্নাস নিজের গতিপথে প্রত্যাবর্তনকারী। 'তাক্‌নিসু' সূর্যের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, যেমন হরিণ গা-ঢাকা দেয়। 'তানাফ্‌ফাস' অর্থ দিনের আলো উদ্ভাসিত হয়। 'যান্‌নীন' অপবাদ-দাতা। 'দানীন' বখিল, কৃপণ। উমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেনঃ আন্‌নুফুসু যুউইজাত' অর্থ প্রত্যেকে তার অনুরূপ চরিত্রের লোকের সাথে বেহেশত ও দোযখে মিলিত করা হবে। পরে এ কথার সমর্থনে তিনি "উহ্‌শুরুল্লাযীনা যালামু ওয়া আয্‌ওয়াজাহুম" আয়াতাংশটি পাঠ করে শোনালেন। 'আস্‌আস' বিদায় হওয়া, পিঠ ফিরে চলে যাওয়া।"

সূরা আল-ইনফিতার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাবী ইবনে খুসাইম বলেছেন ঃ 'ফুয্‌যিরাত' অর্থ তলদেশ ফেটে গিয়ে প্রবাহিত হবে। আমাশ ও আসেম ফা'আদালাক পড়তেন এবং হিজাযের অধিবাসীরা 'ফাআদালাকা পড়তেন। এর অর্থ সুসামঞ্জস ও সুসংগঠিত দেহবিশিষ্ট বানিয়েছেন। আর যারা 'আদালাক' পাঠ করেন তারা বলেন, এর অর্থ হলো, সুন্দর বা কুৎসিৎ, লম্বা বা বেঁটে যে আকৃতিতে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

٤٥٦٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَتّٰى يَغِيْبَ اَحَدُهُمْ فِيْ رَشْحِهٖ اِلٰى اَنْصَافِ اُذُنَيْهِ .

৪৫৬৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ যে দিন (কিয়ামতের দিন) সব মানুষ সারা বিশ্ব-জাহানের রবের সামনে (হিসাবের জন্য) দাঁড়াবে সেদিন প্রত্যেকের কর্ণ লতিকা পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে।

সূরা আল-ইনশিকাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٧٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلَّا هَلَكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِيَ اللّٰهُ فِدَاءَكَ أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا قَالَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُوْنَ وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ

৪৫৭০. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন। কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আয়েশা বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বলেননি "ফা আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বি ইয়ামিনিহি ফা সাউফা ইউহাসাবু হিসবাই ইয়াসীরা"—"যাকে ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে তার হিসেব খুব সহজ করে নেয়া হবে" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এ তো আমলনামা পেশ করার কথা—যা এ ভাবে পেশ করা হবে। কিন্তু পরখ করে যার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উপনীত হতে হবে।"

٤٥٧١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ حَالًا بَعْدَ حَالٍ قَالَ هٰذَا نَبِيُّكُمْ

৪৫৭১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'লা তার্কাবুন্না অবাকান্ আন্ তাবাকিন' অর্থ এক অবস্থার পর আরেক অবস্থা হওয়া। তোমাদের নবীই এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

সূরা আল-বুরুজ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'আল্-উখদুদ' অর্থ মাটির ফাটল 'ফাতান্' অর্থ তারা শাস্তি দিয়েছে।'

সূরা আত-তারিক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'যাতুর্ রাজ্ই' অর্থ যে মেঘপুঞ্জ বৃষ্টি নিয়ে আসে। 'যাতিস্সাদ'ই' অর্থ মাটি কেননা সবজি ও অন্যান্য গাছপালার চারা মাটি ফুঁড়ে বের হয়।

সূরা আল-আ'লা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَجَعَلَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِهٖ حَتّٰى رَاَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبْيَانَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَ فَمَا جَاءَ حَتّٰى قَرَاْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِيْ سُوَرٍ مِّثْلِهَا.

৪৫৭২. বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে প্রথম যারা হিজরত করে মদীনায় আমাদের কাছে এসেছিলেন তারা হলেন মুস'আব ইবনে উমাইর ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম। তারা দু'জন এসেই আমাদেরকে কোরআন মজীদ শেখাতে শুরু করলেন। এরপর আসলেন আম্মার ইবনে ইয়াসার, বেলাল ও সা'দ ইবনে আবু ওয়াককাস। তারপর আসলেন নবী (সঃ)-এর বিশজন সাহাবাসহ উমর ইবনুল খাত্তাব। তারপর (সবশেষে) আসলেন নবী (সঃ)। বারা ইবনে আযেব বলেন, নবী (সঃ)-এর আগমনে আমি মদীনাবাসীকে এত বেশী আনন্দিত হতে দেখেছি যে, অন্য কোন জিনিসে ততোটা আনন্দিত হতে আর কখনও দেখি নাই। এমনকি আমি দেখেছি ছোট ছোট মেয়ে ও ছেলেরা পর্যন্ত খুশীতে বলতো, ইনিই তো সেই আল্লাহর রসূল; যিনি আমাদের মাঝে আগমন করেছেন। বারা ইবনে আযেব বলেন, তিনি আসার আগেই আমি 'সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা' ও অনুরূপ আরও কিছু ছোট ছোট সূরা শিখে নিয়েছিলাম।

সূরা আল-গাশিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'আমিলাতুন নাসিবাতুন' কঠোর পরিশ্রমে রত ও ক্লান্তি-অবসাদে অসাড়—বলতে খৃষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেছেন, 'আইনুন আনিয়াহ' অর্থ টগবগে গরম পানিতে কানায় কানায় ভর্তি ঝর্ণাধারা। 'হামীমুন আনিন' অর্থ ভরা পাত্র। 'লা ইয়াসমানু ফীহা লাগিয়াহ' অর্থ গালি-গালাজ। (সেখানে কেউ গালি-গালাজ বা অশ্লীল কথাবার্তা শুনতে পাবে না) 'দারী' একপ্রকার কাঁটা গাছ, যাকে 'শিবরিক' বলা হয়। শুকিয়ে গেলে হেজাযবাসীরা একেই বলে 'দারী'। একপ্রকার বিষাক্ত আগাছা। 'বিমুসাইতিরিন' সোয়াদ ও সীন উভয় বর্ণ দিয়েই লিখিত হয়। অর্থ শক্তি-

প্রয়োগের মাধ্যমে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারকারী। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'ইয়াবাহুম' অর্থ তাদের মৃত্যুর পরে ফিরে যাওয়ার জায়গা।

সূরা আল-ফাজ্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, 'আলবিত্‌র' মানে আল্লাহ তা'আলা। 'ইরামা যাতিল ইমাদ' বলতে প্রাচীন কওমকে বুঝানো হয়েছে। 'ইমাদ' অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভের মালিক, যারা স্থায়ীভাবে কোথাও থাকে না। অর্থাৎ তাঁবু পেতে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। 'সাউতা আযাব' যে আযাব দেয়া হয়েছে। 'আকলাল লাম্মা' হালাল ও হারাম একত্রে। 'জাম্মা' অর্থ অধিক, অনেক বেশী। মুজাহিদ বলেছেন, আল্লাহর সব সৃষ্টিই শাকউন বা জোড়ায় জোড়ায়। সুতরাং আসমানও জোড়া বাঁধা। একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই বেজোড়। মুজাহিদ ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, আরবরা সব রকমের আযাবকেই 'সাউতা' শব্দ যুক্ত করে 'সাউতা আযাব' বলে থাকে। 'লাবিল-মিরসাদ' অর্থ তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। 'তাহাদ্দুনা' তোমরা সংরক্ষণ ও হিফাজত করে থাক। 'তাহুদ্দুনা' তোমরা খাদ্যদান করতে আদেশ করে থাক। 'মুতমাইন্নাহ' পুরস্কারকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী। হাসান বাসরী বলেছেন, 'ইয়া আইয়াতুহান্নাফস' স্থলে এমন আত্মাকে বুঝানো হয়েছে, যে আত্মাকে মৃত্যুদানের ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহও তার প্রতি পূর্ণরূপে প্রশান্ত থাকেন। আবার সেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে আল্লাহ তার রূহ কব্‌জ করতে আদেশ দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। হাসান বাসরী ছাড়া অন্য সবাই বলেছেন, 'জাবু' অর্থাৎ ছিদ্র করা। এ শব্দটি 'জীবালকামীসু' থেকে গৃহীত। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়ে থাকে 'কুতেয়া লাহু জিবুন'। 'ইয়াজুবুল ফালাতা'—মাঠ অতিক্রম করে। 'লাম্মান' 'লামাততুহু আজমা'আ' বলা হলে তার অর্থ হয় আমি এর শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছি।

সূরা আল-বালাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেছেন, বিহাযাল বালাদ' অর্থ মক্কা। অর্থাৎ এখানে যুদ্ধ করলে অন্যের যে গোনাহ হবে, তোমার তা হবে না। 'ওয়া ওয়ালিদিন ওয়ামা ওয়ালাদা' অর্থ আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তান-সন্ততি। 'লুবাদা' অনেক, প্রচুর। 'আন্‌-নাজদাইন' অর্থ ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ। 'মাসগাবাতিন' ক্ষুধা। 'মাতরাবাতিন' ধুলায় লুণ্ঠিত, ধুলামলিন 'ফালাকতাহামাল আকাবা'—দুনিয়ায় সে দুর্গম পাহাড়ী পথ চলেনি। পরক্ষণেই আবার 'আকাবা'র ব্যাখ্যা করে বলেছেন : "তুমি কি জান, কী সেই দুর্গম পাহাড়ী পথ? তা হলো, ক্রীতদাসকে মুক্ত করা অথবা ক্ষুধার সময় ক্ষুধাতুরকে খাদ্যদান করা।"

সূরা আশ-শামস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

৭৫৮৩ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ وَذَكَرَ

النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِيْ زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ. لَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضُّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ.

৪৫৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু যাম'আহ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সঃ)-কে খুৎবা দিতে শুনেছেন। খুতবার মধ্যে [নবী (সঃ)] (সামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত) উষ্ট্রী সম্পর্কে এবং যে ব্যক্তি ওটার পা কেটেছিল, তার কথা উল্লেখ করলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যখন ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য তাদের কওমের সবচেয়ে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা ব্যক্তি উঠেছিলো সে ছিল আবু যা'মআর মতো প্রভাবশালী ও শক্তিধর। এ খুৎবায় নবী (সঃ) মেয়েদের সম্পর্কেও বললেন। তিনি বললেন : এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো মারপিট করে, কিন্তু আবার ঐদিন শেষে রাতের বেলা তার সাথে মিলিত হয়। (এটা খুবই খারাপ)। তারপর তিনি বায়ু নিঃসরণ করে হাসি দেয়া সম্পর্কে বললেন : কেউ এরূপ কাজ করে হাসবে কেন?

সূরা আল-লাইল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : والنهار اذا تجلى "আর দিনের শপথ, যখন তার আলো উদ্ভাসিত হয়।"

٤٥٧٤ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللّٰهِ الشَّامَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُوْ الدَّرْدَاءِ فَأَتَانَا فَقَالَ أَفِيْكُمْ مَنْ يَقْرَأُ فَقُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَأَيُّكُمْ أَقْرَأُ فَأَشَارُوْا إِلَيَّ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلّٰى وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثٰى فَقَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهَا مِنْ فِيْ صَاحِبِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِيْ النَّبِيِّ ﷺ وَهٰؤُلَاءِ يَأْبَوْنَ عَلَيْنَا.

৪৫৭৪. আলকামা ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের একদল সঙ্গীর সাথে সিরিয়ায় গেলাম। আমাদের আগমনের কথা শুনে আবু দারদা আমাদের কাছে এসে বললেন, আপনাদের মধ্যে কোরআন পাঠ করতে পারে— এমন কেউ কি আছেন? আমরা বললাম, হাঁ আছেন। তিনি বললেন, তাহলে আপনাদের মধ্যে কে ভাল হাফেজ ও উত্তম কোরআন পাঠকারী? সবাই তখন ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিলে তিনি আমাকে বললেন, পড়ুন। আমি পড়লাম : 'ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা,

ওয়ান্নাহারে ইযা তাজাল্লা।' 'ওয়াল উনসা' রাতের কসম! যখন তা আচ্ছন্ন করে ফেলে আর দিনের কসম! যখন তা উদ্ভাসিত হয় আর পুরুষ ও নারীর কসম! তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ সূরা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের মুখে শুনেছেন? আমি বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি এটি নবী (সঃ)-এর মুখে শুনেছি। কিন্তু এসব লোক (শামের অধিবাসী) তা অস্বীকার করছে।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وما خلق الذكر والانثى—"আর সেই মহান সত্তার কসম! যিনি নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন।"

৪৫৭৫ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُلُّنَا قَالَ فَأَيُّكُمْ أَحْفَظُ فَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ اشْهَدُوا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَنِي عَلَى أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَاللهِ لَا أُتَابِعُهُمْ۔

৪৫৭৫. ইবরাহীম (নাখয়ী) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কিছুসংখ্যক সঙ্গী-সাথী আবু দারদার সাথে সাক্ষাতের জন্য (শামে) এসে পৌঁছলেন। আবু দারদাও তাদেরকে তালাশ করে পেয়ে গেলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের সঙ্গীদের বললেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ (ইবনে মাস'উদ)-এর কেরায়াত অনুযায়ী কে কোরআন তিলাওয়াত করে? আলকামা ইবনে কায়েস বললেন, আমরা সবাই তাঁর কেরায়াত অনুযায়ী পাঠ করি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে ভাল হাফেজ (ও উত্তম কোরআন পাঠকারী?) এবার সবাই আলকামা ইবনে কায়েসকে দেখিয়ে দিলে আবু দারদা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে সূরা 'ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা' কিভাবে পড়তে শুনেছেন? আলকামা ইবনে কায়েস বললেন, (তৃতীয় আয়াতটি) 'ওয়ায্যাকারি ওয়াল-উনসা' পড়তে শুনেছি। এ কথা শুনে আবু দারদা বললেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও নবী (সঃ)-কে এভাবেই পড়তে শুনেছি। কিন্তু এসব (শামবাসী) লোকেরা চায় যে, আমি যেন আয়াতটি 'ওয়ামা খালাকায্যাকারা ওয়াল-উনসা' পড়ি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কথা শুনবো না।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ فاما من اعطى واتقى—"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ দিয়েছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।"

৪৫৭৬- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ

لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى -

৪৫৭৬. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকী'উল গারকাদ' নামক স্থানে নবী (সঃ)-এর সাথে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। সেই সময় নবী (সঃ) বললেন, জান্নাতে বা জাহান্নামে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও তোমাদের মধ্যে নাই। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল বাদ দিয়ে এ কথার ওপর) নির্ভর করবো না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ বরং আমল করতে থাক। কারণ, যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর তিনি [রসূলুল্লাহ (সঃ)] পাঠ করলেন ঃ "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ) খরচ করলো (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো আর যে কৃপণতা করলো, আল্লাহকে তোয়াক্কা করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমি তাকে কঠোর পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ وصدق بالحسنى 'যে ব্যক্তি (সব রকমের) নেক কাজকে সত্য বলে মানলো।"

٤٥٧٧ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৪৫৭৭ আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম— তারপর তিনি (উপরোক্ত) হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ فسنيسره للعسرى 'আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো।"

٤٥٧٨ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ فِيْ جَنَازَةٍ فَاَخَذَ عُوْدًا يَنْكُتُ فِي الْاَرْضِ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ اَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلَا نَتَّكِلُ فَقَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى الْاٰيَةَ -

৪৫৭৮. আলী নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) কোন একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি একখানা ছড়ি নিয়ে তা মাটিতে পুঁততে পুঁততে বললেন ঃ জাহান্নামে বা জান্নাতে জায়গা নির্দিষ্ট করা হয় নাই, তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোকও নাই। এ কথা শুনে লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল না করে এ কথার ওপর) নির্ভর করবো না? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন ঃ না, বরং আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ করলেন ঃ "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে কৃপণতা করলো, আল্লাহকে পরোয়া করলো না এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠোর পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وا ما من بخل وا ستغنى "আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো ও বেপরোয়া জীবন-যাপন করলো।"

٤٥٧٩- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى الْآيَةَ -

৪৫৭৯. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি তখন বললেন : জান্নাত বা জাহান্নামে জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই, এমন একজন লোকও নাই। (আলী বলেন:) আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা (আমল না করে) এ কথার ওপর নির্ভর করে থাকবো না? তিনি বললেন: না, বরং আমল করতে থাক। কেননা যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটা সহজ করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেন : 'যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব) কল্যাণকে সত্য বলে মানলো, আমি তাকে সহজ পন্থার সুযোগ দান করবো। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো, বেপরোয়া-ভাবে চললো এবং সব রকমের কল্যাণকর কাজকে মিথ্যা বলে জানালো, আমি তাকে কঠোর-কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وكذب بالحسنى "সে (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা জেনেছে।"

٤٥٨٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى أَهْلِ السَّعَادَةِ وَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى -

৪৫৮০. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। সেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কাছে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর চার দিকে বসলাম। তাঁর সাথে একখানা ছড়ি ছিলো। তিনি ছড়িখানা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। তারপর বললেন : তোমাদের কেউ-ই এমন নাই অথবা বললেন: (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) কোন সৃষ্টিই এমন নাই জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হয় নাই। অথবা তাকে ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা বলে লেখা হয় নাই। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তাহলে আমল পরিত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের ওপর কি নির্ভর করবো না? কারণ আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অধিকারী সে সৌভাগ্যের অধিকারীদের সাথে শামিল হবে। আর যে দুর্ভাগ্যের অধিকারী, সে দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের মত আমল করে তাদের সাথে শামিল হবে। তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন: সৌভাগ্যের অধিকারীদের সৌভাগ্য লাভ করার মত আমল সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى "আমরা তাকে কঠিন পথের সুযোগ করে দেব।"

٤٥٨١ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقْوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ

৪৫৮১. আলী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। নবী (সঃ) কোন এক ব্যক্তির জানাযায় শরীক হয়েছিলেন। তিনি কিছু একটা হাতে নিয়ে তা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন : তোমাদের একজন লোকও এমন নাই, যার স্থান হয় জান্নাতে নয় জাহান্নামে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়নি। এ কথা শুনে সবাই বললো, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা আমল করা ছেড়ে দিয়ে আমাদের (জন্য যা লেখা হয়েছে সেই) লেখার ওপর ভরসা করবো না? তিনি বললেন : বরং আমল করতে থাক। কেননা প্রতিটি ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটাই তার জন্য সহজ। যে ব্যক্তি সৎ ও সৌভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য সৎ ও সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত, তার জন্য অসৎ ও দুর্ভাগ্যের অনুরূপ কাজ করা সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি পাঠ করলেন : "যে ব্যক্তি (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ খরচ করলো, (আল্লাহর নাফরমানীকে) ভয় করলো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে সত্য বলে মানলো, আমরা তাকে সহজ পন্থার সুযোগ করে দেব। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করলো

বেপরোয়া জীবন কাটালো এবং (সব রকমের) কল্যাণের কাজকে মিথ্যা বলে জানলো, আমরা তাকে কঠিন ও কষ্টকর পন্থার সুযোগ দান করবো।"

সূরা আদ-দোহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেনি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

٤٥٨٢ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ اشْتَكٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلٰثًا فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلٰثٍ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى.

৪৫৮২. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। এক সময় অসুস্থ হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই বা তিন রাত (তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য) উঠতে পারেননি। এ সময় একজন স্ত্রীলোক এসে তাঁকে বললো, হে মুহাম্মাদ, আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছে। দুই বা তিন রাত যাবত আমি তাকে তোমার কাছে আসতে দেখছি না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন : "দিনের আলোর শপথ, আর রাতের শপথ, যখন তা নিস্তব্ধতা নিয়ে ছেয়ে যায়। তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

"তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হননি।" 'ওয়াদ্ দা'আকা' 'তাশদীদ' ও 'তাখফীফ' অর্থাৎ 'ওয়াদ্দা'আকা ও 'ওয়াদা'আকা' দু'ভাবেই পড়া হয়। উভয় ক্ষেত্রে অর্থ হয় তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি। আবদুল্লা ইবনে আব্বাস বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমাকে হিংসাও করেননি।

٤٥٨٣ - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْبَجَلِيَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا أُرٰى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَأَكَ فَنَزَلَتْ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

৪৫৮৩. আসওয়াদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি জুনদুব বাজালীর নিকট থেকে শুনেছি, একজন স্ত্রীলোক এসে বললো—হে আল্লাহর রসূল! আমি দেখছি আপনার সঙ্গী (জিবরাইল ফেরেশতা) আপনার কাছে অহী নিয়ে আসতে দেরী করে ফেলেছে তখন এ আয়াত নাযিল হয় : "তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি বা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।"

সূরা আলাম নাশরাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

মুজাহিদ বলেছেন, বিয্‌রাকা অর্থ জাহেলী যুগের বোঝা। 'আনাকাদা' অর্থ গুরুভার। 'মা'আল উসরি ইউসরান' ইবনে উয়াইনা বলেছেন, এর অর্থ এ কঠিন অবস্থার পরেই আরেকটি সহজ অবস্থা আছে যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين তারা আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের যে কোন একটির জন্য অপেক্ষা করছে। আর হাদীসে উল্লেখিত আছে, একটি কঠিন অবস্থা দুটি সহজ অবস্থাকে কখনো পরাভূত করতে পারে না। এ হাদীসটিও উল্লেখিত আয়াতের সমার্থক। মুজাহিদ বলেছেন, 'ফানসাব্' অর্থ প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমার রব এর নিকট কাকুতি মিনতি করে প্রার্থনা করো। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। হয়েছে : الم نشرح لك صدرك '-এর অর্থ হলো আল্লাহ নবী (সঃ)-এর বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

সূরা আত্‌তীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

মুজাহিদ বলেছেন, আত্‌তীত ও আয্‌যায়তুন (আন্‌জির ও যায়তুন) মানুষ যা খায়, সেই আন্‌জির ও যায়তুন বোঝানো হয়েছে। 'ফামা ইউকায্‌যিবুকা'-এর অর্থ হলো মানুষকে তাদের কাজের বিনিময় দেয়া হবে আপনার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কোন লোক কি আছে? অর্থাৎ শাস্তি বা পুরস্কার দানের ব্যাপারে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষমতা রাখে—এমন কেউই নেই।'

٤٥٨٤ - عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ـ

৪৫৮৪. বারা (ইবনে আযেব) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) কোন এক সফরে থাকাকালীন এশার নামাযের প্রথম দু' রাক'আতের এক রাক'আতে সূরা 'ওয়াত্‌তীনে ওয়াযযায়তুন' পাঠ করেছিলেন।

সূরা আল-আলাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুতাইবা ইবনে সাঈদ হাম্মাদ ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আতীকের মাধ্যমে হাসান বাসরী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (হাসান বাসরী) বলেছেন : কোরআন মজীদের সূরা ফাতিহার শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" লিখ এবং এভাবে দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য করো। মুজাহিদ বলেছেন, 'নাদিয়াহ' তার গোত্র। 'যাবানিয়াতু' অর্থ ফেরেশতা। মা'মার বলেছেন, 'রুজআ' অর্থ প্রত্যাবর্তন করা বা প্রত্যাবর্তনস্থল। 'লা নাস্‌ফা'আন'

শেষ হরফ নূন সাকিন। অর্থ আমি অবশ্যই পাকড়াও করবো। সাফায়াত বিইয়াদিহী অর্থ আমি তাকে ধরলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ

৪৫৮৫- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَلْحَقُ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي فَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أَخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ قَالَتْ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ

قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ النَّبِيُّ
ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى
لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعٌ لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ بِمَا جِئْتَ بِهِ
إِلَّا أُوذِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ
لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ
هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ
صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ
عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ
زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ
وَهِيَ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ

৪৫৮৫. নবী (সঃ)-এর স্ত্রী 'আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম (অহী) শুরু করা হয়েছিল। এই সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, তা ভোরের আলোর মতই স্পষ্ট হতো। তারপর তিনি একাকী ও নির্জন থাকতে পসন্দ করতে লাগলেন। তাই তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে এক-নাগাড়ে কয়েক রাত পর্যন্ত 'তাহান্নুস' করতেন। 'তাহান্নুস' বিশেষ একটি নিয়মে 'ইবাদাত বন্দেগী করা। এজন্য তিনি কিছু খাবার-দাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজার কাছে ফিরে আসলে তিনি আবার অনুরূপ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রস্তুত করে দিতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় তাঁর কাছে হক এসে পেঁছলো ফেরেশতা তাঁর কাছে এসে বললেন, আপনি পড়ুন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি (ফেরেশতা জিবরাঈল) আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। আমি এতে প্রানান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ুন। আমি বললাম : আমি তো পড়তে জানি না। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তখন তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বারও খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তাতে প্রাণান্তকর কষ্ট অনুভব করলাম। তার পর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন আপনি পড়ুন। আমি বললাম : আমি পড়তে জানি না। তখন তিনি আমাকে ধরে তৃতীয়বারের মত খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট পেলাম। তারপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'ইকরা

।বসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম, আল্লা ী আল্লামা বিল কালাম, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়া'লাম'—"
"তোমার রবের নামে পড়, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা। যিনি কলম দ্বারা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই অবস্থায় ভয়ে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে ফিরলেন এবং খাদীজার কাছে পৌঁছেই বললেন : আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। তখন সবাই তাঁকে কম্বল জড়িয়ে দিল। অবশেষে তাঁর ভীতিভাব দূর হলে তিনি খাদীজাকে বললেন, খাদীজা, আমার কি হলো? আমি আমার নিজের সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েছি। তারপর তিনি তাঁকে সব কথা জানালেন। খাদীজা বললেনঃ কখনও নয়, (ভয়ের কোন কারণই থাকতে পারে না)। আপনি বরং সুসংবাদ নিন। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়তার মূল্য দেন, সত্য কথা বলেন, অসহায়দের কষ্টের বোঝা লাঘব করেন, অভাবীদের অর্থ উপার্জন করে দেন, মেহমানদারী করেন এবং হক ও ন্যায়ের কাজে সাহায্য করে থাকেন। তারপর খাদীজা তাঁকে [নবী (সঃ)-কে] নিয়ে তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফালের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা জাহেলী যুগে সৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় ধর্মীয় বিষয়ে লিখতেন। আর আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক তিনি আরবী ভাষায় ইনযীল অনুবাদ করে লিখতেন। তিনি খুব বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা তাকে বললেন, ভাই, (চাচাত ভাই) আপনার ভাতিজা কি বলেন একটু শুনুন। তখন ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, কি ব্যাপার? নবী (সঃ) যা কিছু দেখেছিলেন, তার সবকিছু তাকে অবহিত করলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন! ইনিই সেই ফেরেশতা, যাকে মূসার কাছে পাঠানো হয়েছিল। আহ! যদি আমি সেই সময় যুবক হতাম। হায়! আমি যদি জীবিত থাকতাম। তারপর তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তারা কি আমাকে (এখান থেকে) বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হাঁ তারা তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। তুমি যা পেয়েছ তা যে ব্যক্তিই লাভ করেছে তাকেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমার সময়ে আমি যদি জীবিত থাকতাম তাহলে আমি তোমাকে বলিষ্ঠ ও সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতাম। এর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা মারা গেলেন এবং অহী দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এজন্য রসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। (অন্য একটি সনদে) মুহাম্মদ ইবনে শিহাব আবু সালামা ইবনে 'আবদুর রহমানের মাধ্যমে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) অহী বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে বলেছেন, এক সময়ে আমি পথ চলছিলাম। ইতিমধ্যে আসমান থেকে একটা শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা তুলে দেখলাম, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি আসমান ও জমীনের মাঝে পাতা একটি সিংহাসনে বসে আছেন। এ দৃশ্য দেখে আমি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। তাই বাড়ীতে ফিরে (খাদীজাকে) বললামঃ আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও, আমাকে কম্বল জড়িয়ে দাও। সবাই আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। তখন আল্লাহ তা'য়ালা আয়াত নাযিল করলেনঃ "হে কম্বল আবৃত ব্যক্তি, ওঠো! তোমার কওমকে সাবধান করে দাও, তোমার রবের মহত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাক।" আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বলেছেনঃ আরবরা জাহেলী যুগে যে সব মূর্তির পূজা করতো, "রুজযুন" অর্থে ঐ সব মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। এ ঘটনার পর একটানা একের পর এক অহী আসতে থাকলো।

অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লার বাণীঃ خلق الانسان من علق **"তিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।"**

৭৫৮৬- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرُّؤْيَا

الصَّالِحَةُ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

৪৫৮৬. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম উত্তম স্বপ্নের আকারে (অহী) শুরু হয়েছিল। তারপর তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললো: "তোমার রবের নামে পড়—যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্তপিন্ড থেকে। পড়ো, আর তোমার রব মহাসম্মানী ও দাতা।"

অনুচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী: اقرأ و ربك الاكرم "পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।"

٤٥٨٧ـ عَنْ عَائِشَةَ اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ

৪৫৮৭. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট সত্য স্বপ্নের আকারে (অহীর) সূচনা হয়। তাঁর নিকট ফিরিশতা এসে বলেন, পড়ো, তোমার রবের নামে! যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তবিন্দু থেকে। পড়ো, এবং তোমার রব মহাসম্মানী।"

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : الذى علم بالقلم—"যিনি লেখনী দ্বারা (মানুষকে) শিক্ষা দিয়েছেন।"

٤٥٨٨ـ عَنْ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَقَالَ زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৫৮৮. উরওয়া থেকে বর্ণিত। আয়েশা বলেছেন : (হেরা গুহায় জিবরাইলের মাধ্যমে প্রথম অহী লাভের পর) নবী (সঃ) খাদীজার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন : আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করলেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة "তা কখ্খনো নয়। যদি সে বিরত না হয়, তাহলে আমি তার কপালের (ওপরের) চুল ধরে সজোরে টানবো—টানবো মিথ্যাবাদী ও পাপীর কপালের চুল ধরে।"

٤٥٨٩ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ جَهْلٍ لَئِنْ رَاَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّىْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَأَنَّ عَلٰى عُنُقِهِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهُ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ ـ

৪৫৮৯. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন:) আবু জাহল বলেছিল, আমি যদি মুহাম্মদকে কা'বার পাশে নামায পড়তে দেখি তবে আমি তার ঘাড় পদদলিত করবো। এ কথা জানতে পেরে নবী (সঃ) বললেন : সে যদি এরূপ করে তাহলে ফিরিশতারা অবশ্যই তাকে পাকড়াও করবে।

সূরা আল-কাদর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বলা হয়ে থাকে, 'মাতলা' অর্থ উদয় হওয়া। আবার 'মাতলা' অর্থ উদয়স্থলও। 'ইন্না আনযালনাহু'র (হু)সর্বনামটি দ্বারা কোরআনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এখানে বহুবচনের শব্দরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও অর্থ একবচনের গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, কোরআনের নাযিলকারী হলেন আল্লাহ তা'আলা। কোন বক্তব্যের গুরুত্ব প্রকাশ বা জোরালো ভাব প্রকাশের জন্য আরবরা একবচনের ক্রিয়াপদকে বহুবচনে ব্যবহার করে থাকে।

সূরা আল-বাইয়্যেনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٠- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قَالَ وَسَمَّانِيْ قَالَ نَعَمْ فَبَكٰى -

৪৫৯০. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছিলেন : তোমাকে সূরা 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কেঁদে ফেললেন।

٤٥٩١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ لِأُبَيٍّ إِنَّ اللّٰهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ قَالَ أُبَيٌّ اللّٰهُ سَمَّانِيْ لَكَ قَالَ اللّٰهُ سَمَّاكَ فَجَعَلَ أُبَيٌّ يَبْكِيْ قَالَ قَتَادَةُ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ -

৪৫৯১. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) উবাই (ইবনে কা'ব)-কে বলেছিলেন : তোমাকে কোরআন পড়ে শোনানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ কথা শুনে উবাই (ইবনে কা'ব) বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম উল্লেখ করেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমার নাম উল্লেখ করেছেন। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব কাঁদতে শুরু করলেন। কাতাদা বর্ণনা করেছেন, পরে আমি জানতে পেরেছি যে, নবী (সঃ) তাঁকে (উবাই ইবনে কা'ব) সূরা 'লাম ইয়াকুনিল্লাযীনা কাফারু মিন আহ্‌লিল্‌ কিতাবি' পাঠ করে শুনিয়েছিলেন।

٤٥٩٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُقْرِئَكَ الْقُرْآنَ قَالَ آللهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَقَدْ ذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ.

৪৫৯২. আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) নবী (সঃ) উবাই ইবনে কা'বকে বলেছেন : তোমাকে কোরআন পড়ানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আল্লাহ তা'আলা কি আপনার কাছে আমার নাম বলেছেন? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। তখন উবাই ইবনে কা'ব আশ্চর্যান্বিত হয়ে আবার বললেন, রাব্বুল আলামীনের দরবারে কি আমাদের নাম আলোচিত হয়েছে? নবী (সঃ) বললেন : হাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'বের দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

সূরা আয-যিলযাল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : من يعمل مثقال ذرة خيرا يره — "যে ব্যক্তি অনু-পরিমাণ নেকী করবে সে তাও দেখতে পাবে।"

٤٥٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلٰثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَطَالَ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ فِي الْمَرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهِيَ لِذٰلِكَ الرَّجُلِ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا فَهُوَ لَهُ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيْهَا إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৩. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের ঘোড়া থাকে। একশ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, একশ্রেণীর

লোকের জন্য তা দোযখের আযাব থেকে বাঁচার পর্দা বা প্রতিবন্ধকতা হয় এবং একশ্রেণীর জন্য তা গোনাহর কারণ হয়। যে শ্রেণীর লোকের জন্য তা সওয়াব ও পুরস্কারের কারণ হয়, তারা সেই সব ব্যক্তি : যারা আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রাখে এবং কোন চারণক্ষেত্র বা বাগানে লম্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। রশির আওতায় চারণক্ষেত্রে বা বাগানে সেটি যা কিছু খায়, তা ঐ ব্যক্তির জন্য নেকী হিসেবে গণ্য হয়। যদি ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং বাইরে গিয়ে দু'-একটি উঁচু স্থানে লাফ-ঝাঁপ বা দৌড়াদৌড়ি করে, তাহলে তার পদচিহ্ন ও গোবরের বিনিময়েও ঐ ব্যক্তি (মালিক) সওয়ার ও পুরস্কার লাভ করবে। আর ঘোড়াটি যদি নিজেই কোন নহরের কিনারায় গিয়ে পানি পান করে, মালিকের সেখান থেকে পানি পান করানোর ইচ্ছা না থাকলেও সে ব্যক্তি এর বিনিময়ে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হবে। ঘোড়ার মালিক আরেক শ্রেণীর লোক, যারা সচ্ছল থাকার জন্য এবং মানুষের কাছে হাতপাতা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা পালন করে থাকে কিন্তু তাতে আল্লাহর যে হক রয়েছে (যাকাত) তা দিতে ভুলে যায় না, এ শ্রেণীর লোকের জন্য তা হবে (আযাবের ক্ষেত্রে) আড়াল ও প্রতিবন্ধক। অপর আরেক শ্রেণীর ঘোড়ার মালিক, যারা গর্ব, প্রদর্শনীর মনোভাব ও (আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে) বৈরী তৎপরতার উদ্দেশ্যে ঘোড়া রাখে, তা হবে তাদের জন্য গোনাহর কারণ। (আবু হুরাইরা বলেছেন,) রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : একক ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এই একটি মাত্র আয়াত ছাড়া এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে আর কোন আয়াত নাযিল করেননি। আয়াতটি এই : "যারা অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে, তাও দেখতে পাবে, আর যারা অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, তারাও তা দেখতে পাবে।"

অনুচ্ছেদ : و من يعمل مثقال ذرة شرا يره —"আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।"

٤٥٩٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ قَالَ لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

৪৫৯৪. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন, ঘোড়া ও) গাধা সম্পর্কে (একই হুকুম কি না এ বিষয়ে) নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এ বিষয়ে একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক এ আয়াতটি ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই নাযিল করা হয়নি। আয়াতটি এই : যারা অনু পরিমাণ নেক কাজ করবে তাও দেখতে পাবে। আবার যারা অনু পরিমাণ গোনাহর কাজ করবে তাও দেখতে পাবে।"

সূরা আল-আদিয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'কানূদ' অর্থ, অকৃতজ্ঞ। 'ফা আসারনা বিহি নাক'আন' অর্থ সেই সময় গোধূলি উড়িয়ে (ক্ষিপ্র গতিতে) চলে।

'লি-হুব্বিল খাইরে' অর্থ ধন-সম্পদের প্রতি মহব্বতের কারণে 'লা-শাদীদ' অর্থ অবশ্যই কৃপণ। কৃপণকে আরবীতে শাদীদ বলা হয়। হুসসিলা, অর্থ অন্তরের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করে তার ভিত্তিতে ভাল ও মন্দ পৃথক করা হবে।

সূরা আল-কারিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'কাল্ ফারাশিল মাব্সূস' অর্থ পংগপালের ঝাঁকে। পংগপাল যেমন একটি আরেকটির ওপর পতিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে মানুষও একজন আরেকজনের ওপর পতিত হবে। 'কাল্-ইহনি' অর্থ বিভিন্ন রকমের তুলার মতো। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ 'কাল-ইহনি' না পড়ে কাস্-সূফি পড়তেন।

সূরা আত-তাকাস্থুর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'তাকাসুর' অর্থ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আধিক্য।

সূরা আল-আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আসর' অর্থ কাল বা সময়। আল্লাহ তা'আলা এখানে কালের শপথ করেছেন।

সূরা আল-হুমাযা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'আলহুতামা', 'লাযা' ও 'সাকার' যেমন দোযখের নাম, তেমনি হুতামাও একটি দোযখের নাম।

সূরা আল-ফিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'আলাম তারা' মানে তুমি কি জাননা? তিনি আরও বলেন, 'আবাবীলা' অর্থ দলবদ্ধভাবে একের পর এক 'আসা'। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, 'সিজ্জীল' ও 'গেল্' থেকে আরবীকৃত অ-আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, পাথর ও পোড়া মাটির ঢিল।

সূরা আল-কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'লি-ইলাফি' অর্থ তারা (কুরাইশরা) এক্ষেত্রে (শীতের মওসুমে ইয়ামনের দিকে এবং গ্রীষ্মের মওসুমে শামের দিকে ভ্রমণে) অভ্যস্ত হওয়ার কারণে শীত ও গ্রীষ্মে তা তাদের জন্য কষ্টকর হয় না। 'ওয়া আমানা হুম, মানে আল্লাহ তা'আলা হারাম শরীফের অভ্যন্তরে তাদেরকে সব রকমের শত্রু থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ইবনে উয়াইনা বলেছেন, 'লি ইলাফি কুরাইশিন' মানে কুরাইশদের প্রতি আমার নিয়ামতের কারণে।

সূরা আল-মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজাহিদ বলেন, 'ইয়াদ্‌উ অর্থ সে তাকে হক থেকে বঞ্চিত করে। এ শব্দটি دعت 'দাআ'তা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'ইউদা'য়ুনা' তাদেরকে বাধা দেয়া হয়। সাহুন, খেলার মতো আচরণকারী যে ভুলে থাকে। 'মাউন' অর্থ সর্বজনস্বীকৃত সব রকমের ভাল কাজ। কোন কোন আরবী ভাষা বলেন, 'মাউন' অর্থ পানি। ইকরামা বলেন, মাউনের অন্তর্ভুক্ত... সর্বোচ্চ স্তরের বিষয় হলো যাকাত আদায় করা এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হলো বিভিন্ন কাজের জিনিসপত্র ধার দেয়া বা কাজ করার জন্য দেয়া।

সূরা আল-কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٥- عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفٌ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰذَا الْكَوْثَرُ

৪৫৯৫. আনাস (ইবনে মালেক) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন। মিরাজ হলে নবী (সঃ)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। নবী (সঃ) বলেছেন ঃ আমি এমন একটি নদীর ধারে পৌঁছলাম, যার উভয় তীরে ফাঁপা মোতির তৈরী তাঁবু পাতা আছে। আমি বললাম, হে জিবরাঈল একি? উত্তরে জিবরাঈল বললেন, এটিই হলো হাওযে কাওসার।

٤٥٩٦- عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَالَتْ نَهْرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوْمِ -

৪৫৯৬. আবু উবাইদা থেকে বর্ণিত। তিন বলেছেন, আমি আয়েশাকে মহান আল্লাহর বাণী 'ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার', "আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি" এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাউসার একটি নহর, যা তোমাদের নবীকে দান করা হয়েছে। এর উভয় তীরে ভেতরে ফাঁপা মোতি ছড়ানো রয়েছে। এর পাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সংখ্যার অনুরূপ।

٤٥٩٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو بِشْرٍ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهَرُ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللّٰهُ إِيَّاهُ.

৪৫৯৭. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি কাউসার সম্পর্কে বলেছেন যে, তা এমন একটি কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে দান করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু বিশর বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বললাম, মানুষ মনে করে যে, কাওসার হলো জান্নাতের একটি নহর। (এ সম্পর্কে আপনার মত কি?) সাঈদ বললেন, জান্নাতের নহরটি নবী (সঃ)-কে আল্লাহর দেয়া অনেকগুলো কল্যাণের একটি।

সূরা আল-কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'লাকুম দ্বীনুকুম'—তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন অর্থাৎ কুফর আর 'ওয়ালিয়া দ্বীন' আমার জন্য আমার দ্বীন মানে ইসলাম। এখানে 'দ্বীনি' বা আমার দ্বীন বলা হয়নি। কারণ আয়াতের শেষে 'নূন' থাকায় 'ইয়াকে' বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়াহ্দীন' ও 'ইয়াশফীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন : 'লা আ'বুদু মা তা'বুদুন' অর্থ তোমরা বর্তমানে যে জিনিসের ইবাদত করো আমি তাদের ইবাদত করবো না এবং আমার অবশিষ্ট জীবনেও তোমাদের এ আহ্বানে সাড়া দেব না। আর আমি যার ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করবে না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন : 'তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকেরই বিদ্রোহ ও কুফরকে বাড়িয়ে দিবে।

সূরা আন-নসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٥٩٨ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلٰوةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ إِلَّا يَقُولُ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي.

৪৫৯৮. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ 'ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু' এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সঃ) যখনই নামায পড়েছেন তখনই নামাযের পর 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি" —"হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো" দোয়াটি পড়েছেন।

٤٥٩٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ .

৪৫৯৯. আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোরআনের 'ফাসাব্বিহ্ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু"—'তাই তোমার রবের হামদ বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও' আয়াতের নির্দেশ অনুসারে রসূলুল্লাহ (সঃ) রুকূ' সিজদায় বেশী করে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়াবি হামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলি"—"হে আল্লাহ তুমি পবিত্র। তুমিই আমার রব। সব প্রশংসা তোমার জন্যই নির্দিষ্ট। তুমি আমাকে ক্ষমা করো" পড়তেন।

অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ ورايت الناس يدخلون في دين الله
'আর তুমি দেখতে পাবে যে, লোক দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।"

٤٦٠٠- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ سَاَلَهُمْ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ قَالُوْا فَتْحُ الْمَدَائِنِ وَالْقُصُوْرِ قَالَ مَا تَقُوْلُ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَجَلٌ اَوْ مَثَلٌ ضُرِبَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ .

৪৬০০. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন,) উমর লোকদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের)-কে মহান আল্লাহর বাণী ঃ "ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু"—"যখন আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং বিজয় লাভ হবে"-এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, এ আয়াতে শহর ও প্রাসাদসমূহ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তুমি কি মনে কর? তিনি বললেন, এর দ্বারা মুহাম্মদ (সঃ)-কে নির্দিষ্ট সময় বলে দেয়া হয়েছে অথবা তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا "তাই তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।"

٤٦٠١- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءٌ مِثْلُهُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ مَنْ عَلِمْتُمْ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَهُ مَعَهُمْ فَمَا رُئِيْتُ اَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ اِلَّا لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ

اللهِ تَعَالٰى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ أَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَمَا تَقُوْلُ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَذٰلِكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا فَقَالَ عُمَرُ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَقُوْلُ -

৪৬০১. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবাদের সাথে তাঁর দরবারে শামীল করলেন। এ কারণে সম্ভবতঃ তাদের কারো কারো মনে প্রশ্ন জেগে থাকবে। তাই একজন বললেন, আপনি একে আমাদের সাথে শামিল করেন কেন? আমাদেরও তো তার মত ছেলে আছে। উমর বললেন, তার সম্পর্কে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। সুতরাং তিনি একদিন তাকে (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) তাঁদের (বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবা) সাথে ডাকলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, আমি বুঝতে পারলাম আজকে তিনি তাঁদেরকে কিছু দেখানোর জন্য আমাকে ডেকেছেন। তিনি (উমর) সবাইকে বললেন মহান আল্লাহর বাণী : 'ইযা জা'আ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু"—"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে"—সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? জবাবে তাঁদের কেউ বললেন, আমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হলে ও বিজয় লাভ করলে এ আয়াতে আমাদেরকে আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তুমিও কি এ মতামত পোষণ কর? (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন,) তখন আমি বললাম, না, আমি এরূপ মনে করি না। উমর বললেন, তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমি বললাম, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর ইনতিকালের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসলে সেটিই হবে তোমার মৃত্যুর আলামত। তখন তুমি তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনিই তওবা কবুলকারী। এ কথা শুনে উমর বললেন, তুমি যা বলছো এ আয়াতের অর্থ আমিও তাই বুঝি।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٦٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوْا مَنْ هٰذَا فَاجْتَمَعُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ

قَالُوْا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا فَقَالَ إِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ
شَدِيْدٍ قَالَ أَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ مَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهٰذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتْ
تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ هُكَذَا قَرَأَهَا الْأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ

৪৬০২. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'ওয়া আন্‌যির্ আশীরাতাকাল আকরাবীন'—'তোমার নিকটাত্মীয় এবং তাদের মধ্যেও বিশেষ করে নিজের গোত্রকে সাবধান করে দাও।" আয়াতটি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গিয়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ' (সকাল বেলার বিপদ, সাবধান) বলে চিৎকার করে ডাকলেন। সবাই সচকিত হয়ে বলে উঠলো, এভাবে কে ডাকছে? তারপর সবাই তাঁর পাশে গিয়ে সমবেত হলো তিনি বললেন : আচ্ছা, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের অপর দিক থেকে একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সবাই বললো, আপনার ব্যাপারে আমাদের মিথ্যার অভিজ্ঞতা নাই। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বললো, তোমার অকল্যাণ হোক। তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে সমবেত করেছো? এরপর সে সেখান থেকে চলে গেল। তখন নাযিল হলো : "তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব"—'আবু লাহাবের হাত ভেঙে গিয়েছে।" ঐ সময় আ'মাশ আয়াতটিতে 'তাব্বা' শব্দের পূর্বে 'কাদ' শব্দ যোগ করে 'ওয়াকাদ তাব্বা' পড়েছেন।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী: وتب ما اغنى عنه ماله و ما كسب **—"সে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তার ধন-সম্পদ ও অর্জিত সব কিছু তার কোন কাজে আসেনি।"**

٤٦٠٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى
الْجَبَلِ فَنَادَى يَا صَبَاحَاهُ فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ
أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيْكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُوْنِيْ قَالُوْا نَعَمْ
قَالَ فَإِنِّيْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ أَبُوْ
لَهَبٍ أَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا تَبًّا لَكَ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّ
تَبَّ مَا أَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّ
امْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ

৪৬০৩. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) মক্কার বুতাহার দিকে গিয়ে পাহাড়ে উঠলেন এবং 'ইয়া সাবাহাহ্' বলে চীৎকার করে ডাকলেন। কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলে তিনি তাদেরকে বললেন : আচ্ছা, বলতো, যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, শত্রুদল সকালে বা সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য তৈরী হয়ে আছে, তাহলে কি তোমরা আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। সবাই বললো, হাঁ। তখন তিনি বললেন : আমি তোমাদেরকে এক কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি। তখন আবু লাহাব বলে উঠলো, তুমি কি এ জন্যই আমাদেরকে ডেকেছো। তোমার সর্বনাশ হোক।

তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা লাহাব নাযিল করলেন : 'ভেঙে গিয়েছে আবু লাহাবের দু'টি হাত। আর সে নিরাশ ও ব্যর্থ হয়েছে। তার ধন-সম্পদ এবং অন্য যা কিছু সে অর্জন করেছে, তা তার কাজে আসেনি। সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে। তার সাথে তার স্ত্রীও প্রবেশ করবে—যে খড়ির বোঝা বয়ে বেড়ায় (চোগলখোরী করে বেড়ায়)। তার গলায় থাকবে শনের শক্ত রশি।'

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : سيصلى نارا ذات لهب —"সে অবশ্যই শিখাবিশিষ্ট আগুনে প্রবেশ করবে।"

٤٦٠٤- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ اِلٰهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ

৪৬০৪. (আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবু লাহাব নবী (সঃ)-কে বলেছিল, তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি শুধু এ জন্য আমাদেরকে একত্রিত করেছো? তখন 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব' সূরাটি নাযিল হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : وامرأته حمالة الحطب—"আর তার স্ত্রীও দোযখে প্রবেশ করবে। সে তো খড়ি বহনকারিণী।" মুজাহিদ বলেছেন 'হাম্মালাতাল হাতাব' অর্থ এমন স্ত্রীলোক, যে চোগলখোরী করে বেড়ায়। 'ফী জীদিহা হাবলুম মিম্ মাসাদ'—"তার (আবু লাহাবের স্ত্রী) গলায় থাকবে শনের শক্ত দড়ি।" 'মাসাদ' অর্থ কেউ কেউ বলেন শনের পাকানো শক্ত রশি। এখানে এর অর্থ হলো দোযখের শৃংখল।

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

٤٦٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ اللّٰهُ كَذَّبَنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِىْ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ ذٰلِكَ فَاَمَّا تَكْذِيْبُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ لَنْ يُّعِيْدَنِىْ كَمَا بَدَاَنِىْ وَلَيْسَ اَوَّلُ الْخَلْقِ بِاَهْوَنَ عَلَىَّ مِنْ اِعَادَتِهٖ وَاَمَّا شَتْمُهٗ اِيَّاىَ فَقَوْلُهٗ اِتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا وَاَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ اَلِدْ وَلَمْ اُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّىْ كُفُوًا اَحَدٌ-

৪৬০৫. আবু হুরাইরা নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (সঃ) বলেন : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : কিছুসংখ্যক বনী আদম আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত নয়। কিছুসংখ্যক বনী আদম আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত হয়নি। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো এই যে, সে বলে : আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু পুনরায় আর জীবিত করবেন না। অথচ তাকে পুনরায় জীবিত করার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি করা আমার জন্য সহজ নয়। আমাকে তার গালি দেয়া হলো এই যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন। অথচ আমি একক

ও প্রয়োজন শূন্য। আমি কাউকে জন্ম দিই নাই। কেউ আমাকে জন্ম দেয়নি কিংবা আমার কোন সমকক্ষ শক্তিও নাই।

অনুচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : الله الصمد —"আল্লাহ প্রয়োজন শূন্য। অমুখাপেক্ষী।" আরবরা তাদের নেতাদেরকে 'সামাদ' বলে থাকে। আবু ওয়ায়েল বলেছেন, 'সামাদ' এমন নেতাকে বলা হয়, যার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বই চূড়ান্ত।

٤٦٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ أَنْ يَقُولَ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ -

৪৬০৬. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন : আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। অথচ এরূপ করা তার উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দিয়েছে। অথচ তার জন্য এরূপ করা উচিত ছিল না। আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা এই যে : সে বলে, আমি তাকে প্রথম সৃষ্টি করেছি কিন্তু মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার কখনও জীবিত করবো না। আমাকে তার গালি দেয়া এই যে, সে বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি প্রয়োজন শূন্য ও অমুখাপেক্ষী এমন এক সত্তা যে, আমি কাউকে জন্ম দিই নাই, আমি কারও জাত নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নাই।

সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মুজাহিদ বলেন, 'গাসিকুন' অর্থ রাত। 'ইযা ওয়াকাব' অর্থ সূর্য অস্তমিত হওয়া। 'ফালাক' ও 'ফারাক' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য আরবীতে বলা হয় 'হুয়া আবইয়ানু মিন ফারাকিস্-সুব্হে ওয়া ফালাকিস্সুব্হে' অর্থাৎ ভোরের আলোর আবির্ভাবের চেয়েও তা স্পষ্ট। 'ওয়াকাব' অর্থ অন্ধকার সব জায়গায় প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে ফেলা।

٤٦٠٧ - عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -

৪৬০৭. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে 'মু'আউবিযাতাইন' অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি

বললেন, এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ আমাকে বলা হয়েছে যে, এ দু'টি কোরআনের সূরা) তাই আমিও বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেন, তাই রসূলুল্লাহ (সঃ) যেমন বলেছেন, আমরাও ঠিক তেমনি বলে থাকি।

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(আবদুল্লাহ) ইবনে আব্বাস থেকে বলা হয়ে থাকে ঃ 'আল ওয়াসওয়াস' শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে শয়তান এসে তাকে স্পর্শ করে। তার কাছে আল্লাহর নাম নিলেই শয়তান চলে যায়। কিন্তু আল্লাহর নাম না নিলে সে তার হৃদয়ে স্থান করে নেয়।

٨٦٠٨. عَنْ زِرٍّ قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أُبَيٌّ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِيْ قِيْلَ لِيْ قُلْ فَقُلْتُ فَنَحْنُ نَقُوْلُ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৪৬০৮. যির (ইবনে হুবাইশ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি উবাই ইবনে কা'বকে বললাম, আবুল মুনযির, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ তো এ ধরনের কথা (মু'আউবিযাতাইন—সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয়) বলে থাকেন। (এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন?) উবাই ইবনে কা'ব বললেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে বলা হয়েছিল। বলো, আমি বলেছি। উবাই ইবনে কা'ব বলেছেন, সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) যা বলেছেন, আমরাও তাই বলে থাকি।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস কোরআনের অংশ নয় বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের বর্ণনা আসলে ঠিক নয়। এটা ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত মত। অন্য কোন সাহাবাই তাঁর এ মতকে গ্রহণ করেননি।

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন

কিতাবু ফাযায়েলে কোরআন

অনুচ্ছেদ ঃ অহী কিভাবে নাযিল হয় এবং সর্বপ্রথম [নবী (সঃ)-এর কাছে] যা নাযিল হয়েছিল।

٤٦٠٩ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَا لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.

৪৬০৯. আবূ সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ নবী (সঃ) মক্কায় দশ বছর অবস্থান করেন। (এ সময়) তাঁর প্রতি কোরআন নাযিল হয়েছে এবং মদীনাতেও দশ বছরকাল কোরআন নাযিল হয়েছে।

٤٦١٠ - عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هٰذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هٰذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ وَاللّٰهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ بِخَبَرِ جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَبِي قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ مِمَّنْ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -

৪৬১০. আবূ উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি অবগত হয়েছি যে, একদা জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। (তখন) উম্মে সালামা (রাঃ) তাঁর কাছে ছিলেন। জিবরাইল (আঃ) (তাঁর সাথে) কথা বলা শুরু করলেন। নবী (সঃ) উম্মে সালামা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "(বলো তো) ইনি কে ?" তিনি জবাবে বললেন ঃ দাহিয়া (আলকলবী)। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) ওঠে দাঁড়ালে তিনি (উম্মে সালামা) বললেন, আল্লাহর কসম যতক্ষণ না নবী (সঃ)-এর ভাষণে জিবরাইল (আঃ) সম্পর্কে শুনেছি আমি তাঁকে (জিবরাইলকে) সে (দাহিয়া) ব্যতীত অন্য কেউ মনে করিনি। আমার পিতা সুলাইমান বলেন, অতঃপর আমি আবূ উসমানকে বললাম, আপনি কার নিকট থেকে এ ঘটনা শুনেছেন? উত্তরে বললেন, উসামা ইবনে যায়েদের নিকট থেকে।

٤٦١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللّٰهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

৪৬১১. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেনঃ এমন কোন নবী ছিলেন না যাকে মু'জিজা দেয়া হয়নি, যা থেকে লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী যা আল্লাহ আমার কাছে নাযিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের অনুসারীদের তুলনায় আমার উম্মতদের সংখ্যা সর্বাধিক হবে।

٤٦١٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ اللهَ تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ

৪৬১২. ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের প্রতি ধারাবাহিকভাবে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত অহী নাযিল করেছেন। এ সময়টা ছিল সর্বাধিক পরিমাণ অহী নাযিলের সময়। এরপরে রসূল (সঃ) ওফাতপ্রাপ্ত হন।

٤٦١٣- عَنْ جُنْدَبٍ يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى -

৪৬১৩. জুনদুব (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা নবী (সঃ) পীড়িত হয়ে পড়লেন এবং এক কি দু'রাতের জন্য নৈশকালীন (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করতে পারলেন না। জনৈকা মহিলা (আবু লাহাবের স্ত্রী) তাঁর নিকট আসলো এবং বললো ঃ 'হে মুহাম্মদ! আমি তোমার সেই শয়তানকে দেখতে পাচ্ছি না, সে নিশ্চয় তোমাকে ত্যাগ করেছে।' তখন আল্লাহ নাযিল করলেন والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك و ما قلى 'শপথ উজ্জ্বল দিনের এবং রাতের—যখন ইহা প্রশান্তির সাথে আচ্ছন্ন হয়ে যায়! (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে ত্যাগ করেননি, না তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

অনুচ্ছেদ ঃ কোরআন কুরাইশ এবং আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছেঃ قرآنا عربيا بلسان عربي مبين 'কোরআন সহজ স্বাভাবিক আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।'

٤٦١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَأَمَرَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا -

৪৬১৪. আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ (তৃতীয় খলিফা) উসমান (রাঃ) যায়েদ বিন সাবেত, সাইদ ইবনুল আ'স, আবদুল্লাহ বিন জুবাইর এবং আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনে হিসাম (রাঃ)-কে পবিত্র কোরআন গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করার

নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে বললেন : যায়েদ ইবনে সাবেতের সাথে কোরআনের আরবী ও তার আরবীর ক্ষেত্রে মতপার্থক্য দেখা দিলে তোমরা তা কুরাইশদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে। কেননা কোরআন তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। অতএব তাঁরা তাই করলেন।

٤٦١٥- عَنْ يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُوْلُ لَيْتَنِيْ أَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرَى فِيْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِيْ جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيْبٍ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعَالَ فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِيْنَ يَسْأَلُنِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيْءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَّا الطِّيْبُ الَّذِيْ بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ۔

৪৬১৫. ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, "হায়! যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অহী নাযিল হয় তখন তাঁকে (সেই অবস্থায়) যদি দেখতে পারতাম।" যখন নবী (সঃ) জিয়'রানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর ওপরে কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবী ছিলেন, এমন সময় সুগন্ধি মেখে জনৈক ব্যক্তি আসল এবং বলল : হে আল্লাহর রসূল! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মতামত কি, যে ব্যক্তি সারাদেহে সুগন্ধি মেখে আলখাল্লা পরে ইহরাম বাঁধল? নবী (সঃ) তখন কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করলেন এমনি সময় অহী নাযিল হলো। উমর (রাঃ) ইয়ালার দিকে ইশারা করলেন অর্থাৎ তাঁকে আসার জন্য ডাকলেন। ইয়ালা আসল এবং তার মাথা ঐ চাদরের মধ্যে ঢুকাল [যে চাদর দ্বারা নবী (সঃ)-কে ঘিরে রাখা হয়েছিল] তখন রসূল (সঃ)-এর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিম বর্ণ এবং তিনি কিছু সময়ের জন্য জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে বললেন : সেই প্রশ্নকর্তা কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আমাকে ওমরা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? লোকটিকে খুঁজে বের করা হলো এবং নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসা হলো। তখন নবী (সঃ) তার প্রশ্নের উত্তরে বললেন : যে সুগন্ধি তুমি তোমার সারাদেহে মেখেছ, তা অবশ্যই তিনবার ধুয়ে ফেলতে হবে এবং তোমার আলখাল্লা অবশ্যই খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর তুমি তোমার ওমরার মধ্যে ঐ সকল অনুষ্ঠান পালন করবে, যা হজ্জের মধ্যে পালন করে থাক।

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন।

٤٦١٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوْ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ عُمَرَ أَتَانِيْ فَقَالَ إِنَّ

الْقَتْلُ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَتَّى خَاتِمَةِ بَرَاءَةَ فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ -

৪৬১৬. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ যখন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হলেন সেই সময় আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন। তখন উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, উমর আমার কাছে এসে বলেছে ঃ শাহাদত প্রাপ্তদের মধ্যে ক্বারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি (ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহে) আরো হাফেজে কোরআন শাহাদত লাভ করবেন এবং এভাবে কোরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব, আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, 'আপনি কোরআন সংকলনের নির্দেশ দিন।' তদুত্তরে আমি উমরকে বললাম ঃ যে কাজ আল্লাহর রসূল (সঃ) করেননি সেই কাজ কিভাবে করবে? উমর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর কসম! এটা হচ্ছে একটা উত্তম কাজ। উমর এ ব্যাপারে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ এ কাজের জন্য আমার অন্তর খুলে দিলেন এবং আমি এর কার্যকারিতার কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর আবু বকর (রাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি একজন বিজ্ঞ যুবক, তোমার সম্পর্কে আমার কোন সংশয় নেই। এছাড়া তুমি নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কোরআনের বিভিন্ন খণ্ডাংশ অনুসন্ধান করো এবং এর সবগুলো একত্রে গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করো। আল্লাহর কসম! যদি তারা আমাকে একটি পাহাড় একস্থানে থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত তাও আমার কাছে কোরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন হতো না। অতঃপর আমি আবু বকর (রাঃ)-কে বললাম ঃ 'আপনি কিভাবে সেই কাজ করবেন, যা আল্লাহর রসূল (সঃ)

করেননি ?' আবু বকর (রাঃ) উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম (কাজ)। আবু বকর (রাঃ) এ ব্যাপারে আমাকে এতক্ষণ অনুপ্রেরণা দিতে থাকলেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তকরণ খুলে দিলেন যে, কাজের জন্য আল্লাহ আবু বকর ও উমরের অন্তকরণ খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কোরআনের (লিখিত অংশসমূহ) সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম, যা খেজুর পাতা, প্রস্তরখন্ড এবং লোকদের অন্তকরণ থেকে সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তাওবার শেষাংশ আবি খুযাইমা আল আনসারীর নিকট থেকে সংগ্রহ করলাম এবং আমি এ অংশ তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে পাইনি ঃ আয়াতের অর্থ নিম্নরূপ ঃ 'লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণই তাঁর কাম্য। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।' অতঃপর (সংগ্রহীত) সম্পূর্ণ কোরআন মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে গচ্ছিত থাকল; এরপরে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উমর (রাঃ)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল তারপরে উমর-তনয়া (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসার (রাঃ)-এর কাছে ছিল।

٤٧١٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكْ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ رَدَّ عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَأَلْحَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُصْحَفِ.

৪৬১৭. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান উসমান (রাঃ)-এর কাছে এমন সময় আসলেন, যখন শাম (সিরিয়া) ও ইরাকের লোকেরা আরমেনিয়া ও আযারবাইজান বিজয়ের সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। হুযাইফা (রাঃ) তাদের (সিরিয়া ও ইরাকের লোকদের) সম্পর্কে কোরআনের বিভিন্ন রকমের পাঠের ব্যাপারে শঙ্কিত হলেন। সুতরাং তিনি উসমান (রাঃ)-কে বললেন ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! এ জাতি কিতাব (কোরআন) সম্পর্কে মতপার্থক্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এদেরকে রক্ষা করুন। যেমন এর পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারার লিপ্ত হয়েছিল।" সুতরাং উসমান (রাঃ) হাফসা (রাঃ)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন, আপনার কাছে সংরক্ষিত কোরআনের লিপিসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন, যাতে করে আমরা কোরআনকে একখানি পরিপূর্ণ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করতে পারি অতঃপর মূল লিপি আপনার কাছে ফিরিয়ে দেব।" হাফসা (রাঃ) তখন এ সকল (মূল কপি) উসমান (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন উসমান (রাঃ) যায়েদ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে আ'স এবং আবদুর রহমান ইবনে হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ)-কে কোরআন পুনঃ লিপিবদ্ধ করার (মূল গ্রন্থ থেকে) নির্দেশ দিলেন। উসমান (রাঃ) তিনজন কুরাইশী ব্যক্তিকে বললেন, যে ক্ষেত্রে তোমরা যায়েদের সাথে কোরআনের কোন ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে, সেক্ষেত্রে তোমরা কুরাইশদের ভাষায় (উচ্চারণ ও ধ্বনি অনুসারে) লিপিবদ্ধ করবে, কেননা কোরআন তাদের ভাষায় (তৎকালীন কুরাইশদের ব্যবহৃত উচ্চারণ ও ব্যবহৃত রীতি) নাযিল হয়েছে। (যেহেতু তৎকালীন আরবের মধ্যে কুরাইশদের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল)। সুতরাং তারা তাই করলেন এবং যখন অনেক কপি লেখা হয়ে গেল, উসমান (রাঃ) মূল কপি হাফসা (রাঃ)-এর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর উসমান (রাঃ) প্রত্যেক প্রদেশে কোরআনের (লিখিত) কপিসমূহের এক একখানা গ্রন্থ (কপি) (এক এক প্রদেশে) পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন অন্যান্য লিখিত (কোরআনের) যে কপিসমূহ রয়েছে, আলাদা আলাদা অথবা একত্রে সন্নিবেশিত সব যেন জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ যখন আমরা কোরআন লিপিবদ্ধ করছিলাম, তখন সূরায়ে আহযাবের একটি আয়াত আমার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল অথচ আমি সেই আয়াতটি আল্লাহর রসূলকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। সুতরাং আমরা এটি (উদ্ধারের) জন্য অনুসন্ধান চালালাম। অতঃপর আমরা এটা খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-এর কাছে পেলাম। সে আয়াতটি ছিল ঃ

"মু'মিনদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদার ব্যাপারে সত্যবাদীতার প্রমাণ দিয়েছে।" অতঃপর আমরা এ আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সূরায় সন্নিবেশিত করলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ নবী (সঃ)-এর অহীর লেখক।

٤٦١٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ
الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَاتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَتَبَّعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ
التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ إِلَى آخِرِهِ

৪৬১৮. যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আবু বকর (রাঃ) আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ "তুমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অহী লিখতে। সুতরাং তোমার উচিত কোরআন (বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত) অনুসন্ধান করা (এবং একত্রে সংকলিত করা)। আমি কোরআনের অনুসন্ধানের (ও সংগ্রহের) কাজে লিপ্ত

হলাম এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি আবু খুযাইমা আনসারীর কাছে সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াতের সন্ধান পেলাম। তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে এর সন্ধান পাইনি। সে আয়াত দু'টির অর্থ হচ্ছে: "লক্ষ্য করো, তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন। যিনি তোমাদের মধ্যেরই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের সার্বিক কল্যাণকামী। ঈমানদার লোকদের জন্য তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন ও করুণাসিক্ত।..... এতদ্সত্ত্বেও এ লোকেরা যদি তোমার দিক থেকে মুখ ফিরায়, তবে হে নবী তাদেরকে বলো: আল্লাহ-ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেউ মা'বুদ নেই। তাঁর ওপরেই আমি ভরসা করেছি এবং মহান আরশের তিনিই মালিক।"

৪৬১৯- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ادْعُ لِي زَيْدًا وَلْيَجِئْ بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالْكَتِفِ أَوِ الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ثُمَّ قَالَ اكْتُبْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ - وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

৪৬১৯. বারা' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যখন সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াত: "যে মুসলমান (মু'মিন) কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর রাস্তায় (জান-মাল দ্বারা) জিহাদ করে.....।" নাযিল হলে নবী (সঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকতে নির্দেশ দিলেন এবং তাঁকে লিখার জন্য বোর্ড, দোয়াত এবং কাঁধের (চওড়া) হাড় অথবা কাঁধের হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসতে বললেন। অতঃপর তাকে নবী (সঃ) লিখতে বললেন: যে সমস্ত মু'মিন লোক কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে থাকে.....এ সময় অন্ধ (সাহাবী) আমর ইবনে উম্মে মাক্তুম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রসূল (সঃ) আমার জন্য একজন অন্ধ লোক হিসেবে (এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে) আপনার নির্দেশ কি? সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো: "যে সমস্ত মু'মিন কোন অক্ষমতা ছাড়াই ঘরে বসে.....তবে যারা কোন যখম ও পঙ্গুত্বের জন্য অক্ষম.....(তাদের কথা স্বতন্ত্র) আর যারা আল্লাহর পথে .....জিহাদ করে.....মর্যাদা এক নয়।"

অনুচ্ছেদ: কোরআন বিভিন্ন সাত ধরনের ক্বিরাআতে (পড়ার জন্য) নাযিল হয়েছে।[১]

৪৬২০- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

---

১. এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের সবকিছুই সাত ধরনের কিরাআতে সাত রকমে পড়া যাবে বরং অর্থ হচ্ছে এর কোন কোন শব্দ সাত রকমের ভঙ্গীতে পড়া যাবে এবং এটাই হচ্ছে বিভিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

৪৬২০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন: জিবরাইল (আঃ) আমার কাছে এক ধরনেই কোরআন পাঠ করেছেন। অতঃপর আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন অন্য (এক পদ্ধতিতে) পাঠ করেন এবং আমি তাকে আরো পদ্ধতিতে পড়ার জন্য অনুরোধ অব্যাহত রাখি অতঃপর শেষ পর্যন্ত তিনি সাতটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে (কিরাআত) পাঠ করেন।

٤٦٢١- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ؟ قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْسِلْهُ اقْرَأْ يَا هِشَامُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

৪৬২১. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি হিসাম ইবনে হাকিমকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরা আল ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি। তাঁকে আমি বিভিন্ন রকমের কিরাআত পাঠ করতে শুনেছি, আল্লাহর রসূল যেভাবে আমাকে শিখাননি। নামাযের সময় আমি তাঁর ওপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি কোন রকম নিজেকে সামলে নিলাম এবং যখন সে তার নামায শেষ করল আমি তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম : তোমাকে এ সূরা যেভাবে পাঠ করতে শুনলাম এভাবে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর দিল : আল্লাহর রসূল (সঃ) যেভাবে আপনাদের শিখিয়েছেন আমাকে ভিন্নভাবে শিখিয়েছেন। আমি বললাম : তুমি মিথ্যা বলছো। সুতরাং তাকে আমি জোর করে টেনে নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং [আল্লাহর রসূল (সঃ)-কে] বললাম, আমি এ ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান, আমাদের যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন তার থেকে আলাদা পদ্ধতিতে পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন : তাকে ছেড়ে দাও (হে উমর!) হিশাম তুমি পাঠ করে শোনাও। অতঃপর সে ঐভাবে তিলাওয়াত করল যেভাবে আমি শুনেছি। তখন আল্লাহর রসূল (সঃ) বললেন : "এভাবেই নাযিল করা হয়েছে।" আরো বললেন, উমর তুমিও পড়ো। সুতরাং আমাকে যেভাবে তিনি [রসূল (সঃ)] শিখিয়েছেন সেভাবে তিলাওয়াত করলাম। আল্লাহর রসূল (সঃ) তখন বললেন : এভাবে নাযিল করা হয়েছে। এ কোরআন সাত ধরনের কিরাআত বা পাঠ-পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে সুতরাং যে কিরাআত তোমাদের জন্য সহজতর সেই কিরাআত অনুসরণ করে পাঠ করো।"

অনুচ্ছেদ : কোরআন সংকলন ও সুবিন্যস্ত করণ।

٤٦٢٢- عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرِينِي مُصْحَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّةَ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا وَلَوْ نَزَلَ لَا تَزْنُوا لَقَالُوا لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّوَرِ.

৪৬২২. ইউসুফ ইবনে মাহ্‌ক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাঃ)-এর দরবারে ছিলাম এমন সময় ইরাকী এক ব্যক্তি আসল এবং জিজ্ঞেস করল : কোন্ ধরনের কাফন শ্রেষ্ঠ? আয়েশা (রাঃ) বললেন : তোমার জন্য আফসোস! এতে তোমার কি? তদুত্তরে সে বলল : হে উম্মুল মু'মিনীন! 'আপনি আমাকে, আপনার কাছে (সংরক্ষিত) কোরআনের কপি দেখান।' তিনি বললেন : 'কেন?' সে বলল : এ কপি থেকে সংকলন করার (লিখে নেয়ার) জন্য। যেহেতু লোকেরা ইহার সূরাসমূহ সঠিক-ভাবে পাঠ করে না। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার! তোমরা এর কোন্ অংশ আগে পাঠ করো? (জেনে রাখ) প্রথমতঃ মুফাস্‌সাল সূরাসমূহ, যার মধ্যে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়েছে তা নাযিল হয়েছে। অতঃপর যখন (দলে দলে) লোক ইসলাম গ্রহণ করল তখন যে সমস্ত সূরার মধ্যে হালাল ও হারামের বিধান রয়েছে তা নাযিল হলো। যদি একেবারে প্রথমেই এ আয়াত নাযিল হতো, 'তোমরা সুরাপান করো না' তাহলে লোকেরা বলতো, 'আমরা কখনও মদপান ত্যাগ করব না।' যদি (শুরুতেই) নাযিল হতো 'তোমরা ব্যভিচার করো না' তাহলে তারা বলতো, আমরা কখনও অবৈধ যৌন ব্যভিচার ত্যাগ করবো না। যখন আমি খেলাধুলার বয়েসী একটি বালিকা ছিলাম তখন মক্কায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল হয়ঃ

'বরং সেই সময় (হাশর) নির্ধারিত (তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফলাফল পাওয়ার জন্য) এবং সেই সময় হবে ভয়াবহ এবং খুবই তিক্ত।'

সূরা আল-বাকারা এবং সূরা নিসা আমি রসূলুল্লাহর সাথে থাকাকালীন অবস্থায় নাযিল হয়। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) তাঁর কাছে সংরক্ষিত কোরআনের কপি বের করলেন। এবং লোকটিকে সঠিকভাবে সূরাসমূহ লিখার জন্য তিলাওয়াত করলেন, যাতে সে যথাযথ-ভাবে লিখে নেয়।

٤٦٢٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطٰهٰ وَالْأَنْبِيَاءِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ وَهُنَّ مِنْ تِلَادِيْ -

৪৬২৩. (আব্দুল্লাহ) ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেছেন: সূরা বনী ইসরাইল, আল-কাহাফ, মরিয়ম, ত্বা-হা, আল-আম্বিয়া প্রভৃতি হচ্ছে, আমার সর্বপ্রথম সম্পদ। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আমার পুরাতন সম্পত্তি।

٤٦٢٤ - عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُّ ﷺ

৪৬২৪. বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন: রসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় আগমনের পূর্বে আমি সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা সূরাটি (আল-'আলা) শিখেছি।

٤٦٢٥ - عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُهُنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلٰى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ آخِرُهُنَّ مِنَ الْحَوَامِيْمِ - حٰمٓ الدُّخَانَ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ -

৪৬২৫. শাকিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন: আমি আন্‌নাযায়ের[২] শিখেছিলাম। যা রসূল (সঃ) প্রতি রাক'আতে জোড়া জোড়া পাঠ করতেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং আলকামা তাকে অনুসরণ করলেন, যখন আলকামা (আবদুল্লাহর বাড়ী থেকে) বের হয়ে আসলেন, আমরা তাকে (সেই সূরা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে মোট বিশটি সূরা যা মুফাস্‌সাল থেকে শুরু ইবনে মাসূদের সংকলন মোতাবেক এবং যার শেষ হচ্ছে হাওয়ামীম অর্থাৎ হা'মীম আদ্‌দোখান এবং আম্মা ইয়াতাসা আলূন।

অনুচ্ছেদ: জিবরাইল (আঃ) নবী (সঃ)-এর নিকট অহী পেশ করতেন। ফাতিমা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে গোপনে বলেছেন: জিবরাইল বছরে একবার আমার কাছে কোরআন পেশ করতেন। আমিও তাকে একবার তিলাওয়াত করে শুনাতাম, কিন্তু এ বছর তিনি আমাকে দু'বার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, আমি মনে করি আমার মৃত্যু আসন্ন।

٤٦٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدَ مَا يَكُوْنُ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرَائِيْلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَئِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ .

৪৬২৬. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) কল্যাণের কাজে ছিলেন সবচেয়ে বেশী দানশীল, বিশেষ করে রমযান মাসে যখন প্রত্যেক রাত্রে জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন যতক্ষণ না মাস শেষ হতো। এ সময় রসূল (সঃ) জিবরাইল (আঃ)-কে

---

২. আন্‌নাযায়ের হচ্ছে ঐ সমস্ত সূরা, যা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে অথবা দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে যা প্রায় সমান।

কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন, যখন জিবরাইল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি তীব্র বায়ু প্রবাহের চাইতেও কল্যাণের ব্যাপারে বেশী উদার হতেন।

٤٦٢٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ.

৪৬২৭. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাধারণতঃ জিবরাইল প্রতিবছর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে একবার কোরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন ও শুনতেন, কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর জিবরাইল (আঃ) এ কাজ দু'-দু'বার করেন। এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) সাধারণতঃ প্রতিবছর রমযানে দশ দিন ই'তেকাফে বসতেন কিন্তু যে বছর তিনি ওফাত লাভ করেন সে বছর বিশ দিন ই'তেকাফে বসেন।

অনুচ্ছেদ : নবী (সঃ)-এর সময়ের ক্বারীদের সম্পর্কে।

٤٦٢٨ - عَنْ مَسْرُوقٍ ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِمٍ وَمُعَاذٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ.

৪৬২৮. মাসরূক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ; 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদের কথা উল্লেখ করে বললেন; 'আমি এ ব্যক্তিকে চিরদিন ভাল বাসব। কেননা আমি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছি ; তোমরা চার ব্যক্তির নিকট থেকে কোরআন শেখ, আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ), সালেম (রাঃ) মুয়ায এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।

٤٦٢٩ - عَنْ شَقِيقِ ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَنِّي مِنْ أَعْلَمِهِمْ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ.

৪৬২৯. শাকীক ইবনে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) আমাদের সামনে একটি ভাষণ দিলেন এবং বললেন : খোদার শপথ! আমি সত্তুরের চেয়ে কিছু বেশী সূরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যবান মুবারক থেকে হাসিল করেছি। আল্লাহর কসম ! নবী (সঃ)-এর সাহাবীরা জানে যে, আমি তাদের মধ্যে একজন, যারা আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে ভালভাবে জানেন, (কিন্তু তা সত্ত্বেও) আমি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। শাকীক আরো বলেছেন : আমি (তার দ্বীনি আলোচনা) বৈঠকে বসেছি, কিন্তু আমি কাউকে কখনও তার বক্তব্যের মধ্যে কোন আপত্তি করতে শুনিনি।

٤٦٣٠ - عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْصَ فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ

رَجُلٌ مَا هٰكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنْتَ وَ وَجَدَ مِنْهُ رِيْحَ الْخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذِّبَ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَ تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ـ

৪৬৩০. আলকামা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন আমরা হেম্‌স শহরে (সিরিয়ার একটি শহর) ছিলাম, ইবনে মাস'উদ (রাঃ) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করলেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল : "এ সূরা এভাবে নাযিল হয়নি।" তখন ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বললেন : 'আমি আল্লাহর রসূল (সঃ)-এর সামনে এভাবেই তিলাওয়াত করেছি এবং তিনি এ কথা বলে আমার তিলাওয়াতকে সমর্থন করেছেন : 'তুমি সুন্দরভাবে পাঠ করেছ।' ইবনে মাস'উদ (রাঃ) ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেন। তিনি এ লোকটিকে বললেন, তুমি মদপান করেছ এবং আল্লাহর রসূল (সঃ) সম্পর্কে মিথ্যা বলতে লাজ্জাবোধ করো না? অতঃপর তিনি শরীয়ত অনুসারে তার ওপর হদ্দ জারী করলেন অর্থাৎ বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করলেন।

٤٦٣١ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاللّٰهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ وَلَا أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيْمَنْ أُنْزِلَتْ وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّيْ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَبْلُغُهُ الْإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ـ

৪৬৩১. আবদুল্লাহ [ইবনে মাসূদ (রাঃ)] বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর কসম! যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর কিতাবের এমন কোন সূরা নেই যার সম্পর্কে আমি জানি না কখন কোথায় নাযিল হয়েছে। এবং আল্লাহর কিতাবে এমন কোন আয়াত নেই, যে সম্পর্কে আমি জানি না যে, কার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতাম এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যে আমার চেয়ে কোরআন ভাল জানে এবং সেখানে উট গিয়ে পৌঁছতে পারে, তবে আমি তার কাছে গিয়ে পৌঁছতাম।

٤٦٣٢ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَيُّ ابْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوْ زَيْدٍ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنٍ ابْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ ـ

৪৬৩২. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ)-এর সময় কে কোরআন সংগ্রহ করেছে? তিনি উত্তর দিলেন : চারজন এবং এরা চারজনই ছিলেন আনসার। উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেদ এবং আবু যায়েদ (রাঃ)।

٤٦٣٣ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ

أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ -

৪৬৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন নবী (সঃ) ইন্তেকাল করেন তখন চার ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ কোরআন সংগ্রহ (লিখিতভাবে সংরক্ষণ) করেননি এ'রা হলেন—আবু দারদা, মুয়ায ইবনে জাবাল, যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আবু যায়েদ (রাঃ) আমরা হচ্ছি তাঁর (আবু যায়েদের) উত্তরসূরী।

٤٦٣٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلِيٌّ أَقْضَانَا وَأُبَيٌّ أَقْرَؤُنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ وَأُبَيٌّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا أَتْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا -

৪৬৩৪. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, (কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে) আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন উবাই, তা সত্ত্বেও সে যা তিলাওয়াত করেছে, আমরা তার কতিপয় অংশ বর্জন করি। উবাই বলেন, আমি ইহা আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে শুনেছি এবং আমি ইহা কোন কিছুর বিনিময় বর্জন করব না তা যা-ই হোক না কেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন : 'আমরা যে আয়াত 'মনসূখ' (বাতিল) করি, কিংবা ভুলিয়ে দেই, উহার স্থানে তা অপেক্ষা উত্তম জিনিস পেশ করি, কিংবা অন্ততঃ অনুরূপ জিনিসই এনে দেই।"

অনুচ্ছেদ : ফাতিহাতুল কিতাবের ফযীলত।

٤٦٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ أُجِبْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ

৪৬৩৫. আবু সা'ঈদ ইবনুল মুয়াল্লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন আমি নামায পড়ছিলাম, সেই সময় নবী (সঃ) আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম না। পরে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি নামায পড়ছিলাম। (তদুত্তরে) রসূল (সঃ) বললেন : আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি? 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও (তাঁর আনুগত্য করে,) এবং তাঁর রসূল যখন ডাকে তখনও তাঁর ডাকে সাড়া দাও।" অতঃপর তিনি নবী (সঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে কোরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা শিক্ষা দেব না (অতঃপর) তিনি বললেন, তা হচ্ছে, 'আল-

হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"—'সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই যিনি নিখিল জাহানের রব।' যা বার বার পঠিত সাতটি আয়াত সমন্বয় গঠিত এবং মহান কিতাব আল-কোরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।

٤٦٣٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنَا غُيَّبٌ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمَرَ لَهُ بِثَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا فَلَمَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ تَرْقِي قَالَ لَا مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَاهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ.

৪৬৩৬. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা যখন সফরে ছিলাম, আমরা একস্থানে অবতরণ করলে একটি দাসী এসে বলল, এ গোত্রের সর্দারকে বৃশ্চিক দংশন করেছে। আমাদের পুরুষগণ অনুপস্থিত, আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে মন্ত্রতন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুঁক দ্বারা (চিকিৎসা) করতে পারে? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ দাসীটির সাথে গেল, যদিও আমরা ভাবিনি যে, সে ঝাড়-ফুঁক করতে জানে। কিন্তু সে কিছু পড়ে গোত্রের সর্দারের চিকিৎসা করল এবং সে ভাল হয়ে গেল। এতে সর্দার (খুশী হয়ে) তাকে তিরিশটি বকরী দেয়ার নির্দেশ দিলো এবং আমাদেরকে দুধপান করাল। যখন সে ফিরে আসল আমরা আমাদের সাথীটিকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি কি কিছু মন্ত্রতন্ত্র পড়ে চিকিৎসা করতে জান? সে উত্তরে বলল, না, কিন্তু আমি উম্মুল কিতাব (সূরা ফাতিহা) পড়ে তাঁর চিকিৎসা করেছি। আমরা তখন বললাম, এ বিষয় কেউ কিছু বলো না যতক্ষণ না আমরা নবী (সঃ)-এর সকাশে এসে পৌঁছি অথবা তাঁকে জিজ্ঞেস করি। সুতরাং আমরা মদীনায় পৌঁছে এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। (প্রাপ্ত বকরী খাওয়া হালাল হবে কি না? এটা জানার জন্য) তখন নবী (সঃ) বললেন : 'সে কি করে জানল যে, ইহা (আল-ফাতিহা) চিকিৎসার জন্য (মন্ত্র হিসেবে) ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা এটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যও এক অংশ রাখ।'

অনুচ্ছেদ : সূরাতুল বাকারার ফযীলত।

٤٦٣٧- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

৪৬৩৭. আবু মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন : 'যদি রাতে কেউ সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে এটাই তার জন্য যথেষ্ট।'

٤٦٣٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ

فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصَّ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَمْ يَزَلْ مَعَكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانٌ

৪৬৩৮. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আল্লাহর নবী (সঃ) আমাকে রমযানের প্রাপ্ত যাকাত সংরক্ষণ ও হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এ সময় জনৈক ব্যক্তি এসে খাদ্যদ্রব্য চুরি করতে উদ্যত হয়। আমি তাকে ধরে ফেলি এবং বলি, আমি তোমাকে আল্লাহর নবী (সঃ)-এর কাছে নিয়ে যাব। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করে লোকটি বলে : যখন আপনি শুতে যাবেন, আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। এর কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হবে, সে আপনাকে সারারাত পাহারা দেবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।" [যখন রসূল (সঃ) ঘটনা শুনলেন] তিনি (আমাকে) বললেন, (যে রাতে তোমার কাছে এসেছিল) সে তোমাকে সত্য কথা বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী, সে ছিল শয়তান।

অনুচ্ছেদ : সূরা কাহাফের ফযীলত।

٤٦٣٩- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ.

৪৬৩৯. বারা' (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করছিলেন আর তার ঘোড়াটি দু'টি রশি দিয়ে তার পেছনে বাঁধা ছিল। একখানা মেঘখণ্ড এসে তার ওপরে ছেয়া দিল এবং মেঘখণ্ড ক্রমশঃ নীচের দিকে আসতে থাকল এমনকি তার ঘোড়াটি (ভয়ে) লাফালাফি শুরু করে দিল। যখন লোকটি ভোরবেলায় নবী (সঃ)-এর কাছে আসল, সে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করল। তখন রসূল (সঃ) বললেন : 'উহা ছিল আস্-সাকিনা (প্রশান্তি) যা কোরআন (তিলাওয়াতের) কারণে নাযিল হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : সূরা আল-ফাত্হের ফযীলত।

٤٦٤٠- عَنْ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ عُمَرُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ نَزَّرْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ فَحَرَّكْتُ

بَعِيْرِىْ حَتّٰى كُنْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيْتُ اَنْ يَّنْزِلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ فَمَا نَشِبْتُ اَنْ
سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ يَّكُوْنَ نَزَلَ فِىَّ قُرْاٰنٌ قَالَ
فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اللَّيْلَةَ سُوْرَةٌ
لَهِىَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَاَ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

৪৬৪০. আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নবী (সঃ) (রাতের বেলা) কোন এক সফরে যখন ভ্রমণরত ছিলেন তখন উমর (রাঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এমন অবস্থায় উমর (রাঃ) তাঁর কাছে কতিপয় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু নবী (সঃ) তার কোন উত্তর দিলেন না, তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তিনি [নবী (সঃ)] কোন উত্তর দিলেন না, অতঃপর তিনি তৃতীয়বারের মতো প্রশ্ন করলেন, কিন্তু এবারেও তিনি উত্তর থেকে বিরত থাকলেন। এ অবস্থায় উমর (রাঃ) নিজকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাক। তুমি রসূল (সঃ)-এর কাছে তিনবার প্রশ্ন করেছ অথচ কোন উত্তরই পাওনি। উমর বলেন, অতঃপর আমি আমার উটকে দ্রুত চালনা করে সকলের আগে চলে গেলাম, এবং আমি শঙ্কিত হলাম যে, না জানি আমার সম্পর্কে কোন কোরআন নাযিল হয় নাকি! কিছুক্ষণ পরে আমি আমাকে ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, আমি আশংকা করছি যে, আমার সম্পর্কে হয়তো বা কোরআন নাযিল হয়েছে। সুতরাং আমি নবী (সঃ)-এর নিকটে গেলাম, এবং তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন : আজ রাতে আমার কাছে এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে, যা আমার কাছে গোটা পৃথিবীর চেয়েও প্রিয়। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন : "নিশ্চয় আমরা আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

অনুচ্ছেদ : 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ'-এর ফযীলত।

٤٦٤١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَاُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ
اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَ
كَاَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهَا
لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ وَزَادَ اَبُوْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ابْنَ النُّعْمَانِ اَنَّ رَجُلًا
قَامَ فِىْ زَمَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَقْرَاُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا
فَلَمَّا اَصْبَحْنَا اَتٰى رَجُلُ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهٗ ـ

৪৬৪১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' তিলাওয়াত করতে শুনলেন, সে বার বার ইহা আবৃত্তি করছিল। পরদিন সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে এ বিষয় বললে, তিনি মনে করলেন, এভাবে পড়া যথেষ্ট নয়। এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এ সূরা হচ্ছে সমগ্র কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

[আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : আমার ভাই] কাতাদা বিন আন্-নুমান বলেছেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শেষ রাতের নামাযে শুধুমাত্র 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' ছাড়া আর কিছুই তিলাওয়াত করেনি। এক ব্যক্তি পরদিন

সকালে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলেন (এবং তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বললে) তিনি পূর্বের মতোই উত্তর দিয়েছিলেন।

٤٦٤٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

৪৬৪২. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) তাঁর সাহাবাগণকে বলেছেন ঃ তোমাদের কারো জন্য এক রাতে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করা কঠিন কি? এ প্রস্তাব তাদের জন্য কঠিন ছিল, তাই তারা বললেন ঃ 'হে রসূল (সঃ)! আমাদের মধ্যে এমন শক্তি কার আছে যে, এরূপ করবে? তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেন ঃ 'আল্লাহ এক ও একক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন' অর্থাৎ সূরা ইখ্লাস সম্পূর্ণ কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমকক্ষ।'

অনুচ্ছেদ ঃ 'মুয়াওভেজাত-এর ফযীলত।

٤٦٤٣. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

৪৬৪৩. আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, যখনই নবী (সঃ) অসুস্থ হতেন, তখনই তিনি (সূরায়ে) মুয়াওভেজাত পাঠ করে শরীরে ফুঁক দিতেন। যখন তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হলেন, আমি এর দ্বারা বরকত লাভের আশায় (এ সূরাদ্বয়) পাঠ করে তাঁর হাত দ্বারা শরীরের ওপরে বুলাতাম।

٤٦٤٤. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৪৬৪৪. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'যখনই নবী (সঃ) শয্যায় যেতেন, প্রত্যেক রাত্রে, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরের যতদূর পর্যন্ত হাত দ্বারা রগরানো যায় মাথা থেকে শুরু করে তাঁর দেহের মুখমণ্ডল এবং সম্মুখভাগের ওপর হাত বুলাতেন এবং তিন তিনবার এরূপ করতেন।'

অনুচ্ছেদ ঃ কোরআন তিলাওয়াতের সময় প্রশান্তি এবং ফেরেশতা নাযিলের বর্ণনা।

উসাইদ ইবনে হুদাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাতে তিনি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়াটি তাঁর পাশেই শক্ত করে বাঁধা ছিল, হঠাৎ করে ঘোড়াটি

ভয়ে চমকে উঠল এবং গোলমাল শুরু করল। যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, তখন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটি ভয়ে পূর্বের মতো আচরণ শুরু করল, যখন তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন ঘোড়াটি শান্ত হলো। পুনরায় তিনি তিলাওয়াত আরম্ভ করলে, ঘোড়াটি পূর্বের ন্যায় চমকে উঠে গোলমাল শুরু করল, এ সময় তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন, এ সময় তাঁর পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, তিনি ভয় পেলেন হয়তবা ঘোড়াটি তার পুত্রকে পদদলিত করবে। যখন তিনি পুত্রটিকে বের করে আনলেন তখন আকাশের দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তা দেখতে পেলেন না। পরদিন প্রত্যুষে তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সব ঘটনা খুলে বললেন, [ঘটনা শুনে নবী (সঃ)] তিনি বললেন, হে ইবনে হুদাইর তিলাওয়াত করো। হে ইবনে হুদাইর তিলাওয়াত করো! ইবনে হুদাইর উত্তরে বললেন, আমার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল, আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম হয়তবা ঘোড়াটি তাকে পদদলিত করবে, সুতরাং আমি আকাশের দিকে তাকালাম এবং তার নিকট গেলাম, যখন আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আমি মেঘের মতো কিছু দেখতে পেলাম, যা আলোকমালায় পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল, যখন আমি বাইরে বের হলাম কিন্তু তা আর দেখতে পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, 'তুমি কি জান ওটা কি ছিল?' ইবনে হুদাইর জবাব দিলেন, 'না।' তখন নবী (সঃ) বললেন, তারা ছিল ফিরিশতামণ্ডলী, তোমার তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে তোমার নিকটে এসেছিল, তুমি যদি ভোর পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে থাকতে, তাহলে তারাও ভোর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতো, এবং লোকেরাও তাদেরকে দেখতে পেত যেন তারা অদৃশ্য হয়ে যায়নি।

অনুচ্ছেদ : যারা বলে যে, নবী (সঃ) আল-কোরআন ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।

٤٦٤٥- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ أَتَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ شَيْءٍ قَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ قَالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ.

৪৬৪৫. আবদুল আজিজ ইবনে রুফাই (রাঃ) হতে বর্ণিত। শাদ্দাদ ইবনে মায়াকিল এবং আমি ইবনে আব্বাস-এর নিকট উপস্থিত হলাম। শাদ্দাদ ইবনে মায়াকিল তাঁকে জিজ্ঞেস করল: 'নবী (সঃ) (এ কোরআন ব্যতীত) কি কিছু রেখে যাননি? তিনি (ইবনে আব্বাস) উত্তর দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দু'মলাটের মাঝে যা কিছু রয়েছে (কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।' অতঃপর আমরা মুহাম্মদ ইবনে আল হানফিয়ার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকেও উক্ত প্রশ্ন করলাম। তিনি তদুত্তরে বললেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] দু'মলাটের মাঝে যা রয়েছে (অর্থাৎ আল-কোরআন) ব্যতীত আর কিছুই রেখে যাননি।'

অনুচ্ছেদ : সব রকমের কালামের ওপর কোরআনের ফযীলত।

٤٦٤٦- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ

رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا۔

৪৬৪৬. আবু মূসা আল-আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায়, যা খেতেও সুস্বাদু এবং ঘ্রাণও সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায় যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু যার কোন সুগন্ধ নেই। আর ফাসেক ফাজের (ইন্দ্রিয়পরায়ণ) ব্যক্তি যে কোরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হানা জাতীয় গুল্মের ন্যায়, যার খুবই সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে একেবারে বিস্বাদযুক্ত। আর ঐ ফাজের (ইন্দ্রিয়-পরায়ণ) ব্যক্তি যে একদম কোরআন অধ্যয়ন করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হাঞ্জালা (মাকাল ফল) জাতীয় ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই।

٤٦٤٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّمَا اَجَلُكُمْ فِيْ اَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْاُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ اِلٰى نِصْفِ النَّهَارِ عَلٰى قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ فَقَالَ مَنْ يَّعْمَلُ لِيْ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ اِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارٰى ثُمَّ اَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِنَ الْعَصْرِ اِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ عَمَلًا وَاَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوْا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضْلِيْ اُوْتِيْهِ مَنْ شِئْتُ۔

৪৬৪৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ 'অতীতের জাতিসমূহের সাথে তোমাদের জীবনের তুলনা হচ্ছে, আছরের নামাযের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও নাসারাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করেছে এবং তাদেরকে বলল, 'তোমাদের মধ্যে কে এক কীরাতের (এক বিশেষ পরিমাপ) বিনিময় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাজ করবে? ইহুদীরা (এই শর্তে) কাজ করল। অতঃপর সে আবার বলল, তোমাদের কে এক কিরাতের বিনিময় দুপুর থেকে আছর পর্যন্ত কাজ করবে?' খৃষ্টানরা (এ শর্ত মোতাবেক) কাজ করল। অতঃপর তোমরা (মুসলিম জাতি) আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত প্রত্যেক দু'কিরাতের বিনিময় কাজ করছ। তারা (ইহুদী ও নাছারা) বলল, আমরা কম মজুরী নিয়েছি এবং বেশী কাজ করেছি। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বললেন ঃ 'আমি কি তোমাদের অধিকারের ব্যাপারে যুলুম করেছি?' তারা উত্তর দিল, 'না।' অতঃপর তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'ইহা আমার আশীর্বাদ, যাকে ইচ্ছা আমি দিয়ে থাকি।'

অনুচ্ছেদ ঃ কিতাবুল্লাহর ওসিয়ত।

٤٦٤٨- عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفٰى اَوْصٰى النَّبِيُّ ﷺ

فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوْا بِهَا وَلَمْ يُوْصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّٰهِ

৪৬৪৮. অলহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সঃ) কি (তার উত্তরাধিকার নিযুক্ত ও সম্পদ বন্টনের) কোন অসিয়ত করে গেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'না।' তখন আমি বললাম : "যখন নবী (সঃ) কোন অসিয়ত করে যাননি, তখন তিনি মানুষের জন্য কি করে অসিয়ত করা বাধ্যতামূলক করে গেছেন এবং তাদেরকে এ জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।" তখন তিনি জবাব দিলেন, 'তিনি [নবী (সঃ)] অসিয়ত করে গেছেন, যেহেতু তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সুপারিশ করে গেছেন।' [যেহেতু নবীগণ কোন ধন-সম্পদ রেখে যান না এবং সেজন্য কোন অসিয়তও করে যান না, তাঁরা শুধুমাত্র হেদায়াত রেখে যান ও সে ব্যাপারে অসিয়ত করে যান, সে হিসেবে শেষ নবী (সঃ) ও আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন এবং এর অনুসরণের জন্য অসিয়ত করে গেছেন]।

অনুচ্ছেদ : যারা সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করে না এবং আল্লাহর বাণী : "ইহা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার নিকট আল-কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়।"

٤٦٤٩ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَأْذَنِ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ ﷺ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيْدُ يَجْهَرُ بِهِ -

৪৬৪৯. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর সুমধুর তিলাওয়াত শুনেন, (অর্থাৎ যিনি সুস্পষ্ট করে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করেন তা যেরূপ শুনেন তদ্রূপ অন্যের তিলাওয়াত শুনেন না)। অধঃস্তন রাবীর সংগী (আবু সালামা) বলেছেন, এর অর্থ উচ্চস্বরে সুস্পষ্ট করে তিলাওয়াত করা।

٤٦٥٠ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيْرُهُ يَسْتَغْنِيْ بِهِ -

৪৬৫০. আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন নবীর তিলাওয়াত শুনেন না, যেরূপ তিনি কোন নবীর উচ্চস্বরে সমধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত শুনে থাকেন, সুফিয়ান বলেছেন, এ কথার অর্থ হচ্ছে : একজন নবী যিনি কোরআনকে এ ধরনের কিছু মনে করেন যা তাকে অনেক পার্থিব আনন্দ বিতরণ করে।

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতকারীর মতো হওয়ার বাসনা।

٤٦٥١ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ -

৪৬৫১. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূল (সঃ) বলেছেন : দু'টি বিষয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ঈর্ষা৩ (অন্যের সমকক্ষ হওয়ার মনোভাব রাখা) করা যাবে না, এক ব্যক্তি হচ্ছে ঐ যাকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবের জ্ঞান দিয়েছেন এবং তিনি এথেকে গভীর রাতে তেলাওয়াত করেন এবং ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি এ সম্পদ থেকে দিবা-রাত্রি সর্বদা সাদকা (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) করে থাকেন।

٤٦٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِيْ أُوْتِيْتُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ.

৪৬৫২. আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন : দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, এক ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কোরআন শিখিয়েছেন, এবং তিনি গভীর রাতে এবং দিবাভাগে তা থেকে তিলাওয়াত করেন। এমতাবস্থায় যে, তার প্রতিবেশীরা তার এ তিলাওয়াত শুনে বলে : 'হায়! আমাকে যদি এরূপ কোরআনের জ্ঞান দেয়া হতো, যেরূপ জ্ঞান অমুক অমুককে দেয়া হয়েছে, যাতে করে আমি তার মতো আমল করতে পারি যেরূপ সে করছে, এবং অন্য এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দিয়েছেন এবং সে এ সম্পদ হক ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে থাকে, এ অবস্থা দেখে অন্য ব্যক্তি বলে : 'হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় সম্পদ দেয়া হতো, এবং সে যেরূপ তা ব্যয় করছে, আমিও তদ্রূপ ব্যয় করতাম।'

অনুচ্ছেদ : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।

٤٦٥٣. عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৩. উসমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিখায়।

٤٦٥٤. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

৪৬৫৪. উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ তারা যারা নিজেরা কোরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়।

---

৩. কোন পার্থিব ব্যাপারে একে অপরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা বৈধ নয়, তবে দ্বীনের কাজের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার মনোভাব পোষণ করা এবং ঈর্ষা পোষণ করায় কোন দোষ নেই। এ হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে।

٤٦٥٥- عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ فَقَالَ مَا لِيْ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ أَعْطِهَا ثَوْبًا قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ۔

৪৬৫৫. সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা জনৈকা মহিলা নবী (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল যে, সে নিজকে আল্লাহ এবং রসূলের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। (এ কথা শুনে) নবী (সঃ) বললেন : কোন মহিলার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এক ব্যক্তি তাঁকে [নবী (সঃ)-কে] বলল, দয়া করে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। নবী (সঃ) তাকে বললেন : তাকে (মহিলাকে) একখানা কাপড় দাও। ব্যক্তি তার অক্ষমতা ব্যক্ত করল। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন : (তাকে অন্ততঃ কিছু একটা দাও,) এমনকি একটি লোহার আংটিও যদি হয়। এবারেও লোকটি পূর্বের ন্যায় অক্ষমতা প্রকাশ করল। অতঃপর নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন : তোমার কি কিছু কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল, কোরআনের অমুক অমুক অংশ আমার মুখস্ত আছে। তখন নবী (সঃ) বললেন : যে পরিমাণ কোরআন তোমার মুখস্ত আছে তার বিনিময় তোমার নিকট এ মহিলাটিকে বিবাহ দিলাম।

অনুচ্ছেদ : না দেখে কোরআন তিলাওয়াত করা।

٤٦٥٦ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِيْ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِيْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ

ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؟ قَالَ مَعِيْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَعَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ـ

৪৬৫৬. সাহাল ইবনে সা'য়াদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, জনৈকা মহিলা নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করার জন্য এসেছি। তিনি [নবী (সঃ)] চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন এবং পুনরায় মাথা নীচু করলেন, মহিলা যখন দেখল, নবী (সঃ) কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন না, তখন সে বসে পড়ল। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহর সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ মহিলাকে দিয়ে আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার কাছে বিবাহ দিন। তদুত্তরে নবী (সঃ) বললেন : '(তাকে দেয়ার মতো) কোন কিছু তোমার কাছে আছে কি?' সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ! হে নবী (সঃ) কিছুই নেই। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেন : 'তুমি তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও এবং দেখ কোন কিছু পাও কি না? লোকটি গেল, এবং ফিরে এসে বলল, আল্লাহর শপথ! হে রসূল! না কিছুই পেলাম না। নবী (সঃ) বললেন, চেষ্টা করো, এমনকি যদি একটি লোহার আংটি হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল, না হে আল্লাহর রসূল! এমনকি একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ পাজামাটি আছে। এ জবাব শুনে রসূল (সঃ) বললেন : এ পাজামা দিয়ে মহিলাটি কি করবে? যদি তুমি এটা পরিধান করো তাহলে তার শরীরে এর কিছুই থাকবে না এবং মহিলাটি যদি পরিধান করে তবে তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। সুতরাং লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে থাকল এবং দাঁড়িয়ে গমনোদ্যত হলো। এমনকি রসূলুল্লাহ তাকে যেতে দেখলেন, তখন তিনি কাউকে ঐ ব্যক্তিটিকে ডাকতে বললেন। যখন সে ফিরে আসল নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার (কি পরিমাণ) কোরআন মুখস্ত আছে? সে উত্তরে বলল : অমুক সূরা, অমুক সূরা এবং অমুক সূরা আমার মুখস্ত আছে এবং এভাবে সে হিসেব করতে থাকল। তখন নবী (সঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি এ সূরাসমূহ অন্তর থেকে (মুখস্ত) তিলাওয়াত করতে পার? সে উত্তর দিল, 'হাঁ।' তখন নবী (সঃ) বললেন, যাও তুমি যে পরিমাণ কোরআন স্মরণ রেখেছ সে কারণে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

অনুচ্ছেদ : হৃদয় কন্দরে কোরআন গেঁথে রাখা এবং বার বার ইহা তিলাওয়াত করা।

٤٦٥٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْاٰنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْاِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ اِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَاِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ـ

৪৬৫৭. ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তরে কোরআন গেঁথে রাখে (মুখস্ত রাখে) তার উদাহরণ হচ্ছে উটের ঐ মালিকের ন্যায়, যে উট বেঁধে রাখে। যদি সে উট বেঁধে রাখে তবে তার নিয়ন্ত্রণে থাকে; কিন্তু যদি সে বন্ধন খুলে দেয় তবে তা আয়ত্তের বাইর চলে যায়।'

٤٦٥٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ فَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ.

৪৬৫৮ আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন, এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ বলবে, আমি কোরআনের অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি, এটা এ কারণে যে, তাকে এমন অবস্থার সম্মুখীন করা হয়েছে (আল্লাহ কর্তৃক) যাতে সে ইহা ভুলে গেছে।৪ সুতরাং তুমি কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, কেননা ইহা অন্তকরণ থেকে উটের চেয়েও দ্রুতবেগে সরে পড়ে।

٤٦٥٩- عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا.

৪৬৫৯. আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ তোমরা কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক, (নিয়মিত) আল্লাহর শপথ! যার কব্জায় আমার প্রাণ। কোরআন ঐ উটের চেয়েও দ্রুতবেগে দৌড়ে যায় (অর্থাৎ ভুলে যায়) যে উটকে তার বাঁধন-মুক্ত করে দেয়া হয়।

অনুচ্ছেদ ঃ কোন জন্তুর পিঠে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা।

٤٦٦٠- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ.

৪৬৬০. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল বর্ণনা করেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি আল্লাহর রসূলকে উটের পিঠে বসে সূরা 'আল-ফাত্হ' তিলাওয়াত করতে দেখেছি।

অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষাদান।

٤٦٦١- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ

৪৬৬১ সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যে সকল সূরাকে তোমরা মুফাস্-সাল৪খ বলো, তা হচ্ছে মুহকাম৫। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহর রসূল ওফাতপ্রাপ্ত হন, তখন আমি ছিলাম দশ বছর বয়সের একটি বালক এবং (এ বয়সেই) আমি মুহকাম আয়াতসমূহ শিখে ফেলেছিলাম।

---

৪. কোরআনকে অবহেলা করার কারণে এবং নিয়মিত তিলাওয়াত না করার কারণে এটা হয়ে থাকে।

৪খ. মুফাস্সাল বলা হয় ঐ সকল সূরাকে, যা সূরা হুজরাত থেকে আরম্ভ করে কোরআনের শেষ সূরা পর্যন্ত সন্নিবেশিত রয়েছে।

৫. 'মুহকাম' পাকা-পোখত জিনিসকে বলা হয়। আয়াতে মুহকামাত বলতে সেই সব আয়াত বুঝায়,

٤٦٦٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْمُحْكَمُ؟ قَالَ الْمُفَصَّلُ-

৪৬৬২. সা'ঈদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : 'আমি মুহকাম সূরাসমূহ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় শিখেছিলান। আমি (রাবী) তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম মুহকাম অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন, 'মুফাস্সাল।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন ভুলে যাওয়া, এবং কেউ কি বলতে পারে, আমি অমুক অমুক সূরা ভুলে গেছি? এবং আল্লাহর বাণী: 'আমরা তোমাকে পড়িয়ে দেব। তারপর তুমি ভুলে যাবে না, উহা ছাড়া যা আল্লাহ চাইবেন।"

٤٦٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً مِّنْ سُوْرَةِ كَذَا-

৪৬৬৩. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) জনৈক ব্যক্তিকে মসজিদে (নববীতে) কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : তার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

٤٦٦٤ عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ اَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُوْرَةِ كَذَا اَتَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ-

৪৬৬৪. হিশাম (রাঃ) পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন : যা ভুলে গেছি, (সূরা-সমূহের বিন্যাস) অমুক অমুক সূরা থেকে।

٤٦٦٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِيْ سُوْرَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِيْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً كُنْتُ اُنْسِيْتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا-

৪৬৬৫. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনে বললেন : আল্লাহ তাকে রহম করুন, কেননা সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলতে বসে-ছিলাম।

٤٦٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا لِاَحَدِهِمْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اٰيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ

যে সবের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। যে সবের অর্থ নির্ধারণ ও গ্রহণে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ আয়াত 'কিতাবের মূল বুনিয়াদ।'

৪৬৬৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন, লোকদের কেউ কেউ এ কথা কেন বলে, আমি (কোরআনের) অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ যারা মনে করে, 'সূরা বাকারা এবং অমুক অমুক সূরা—এ কথা বলায় কোন দোষ নেই।'

٤٦٦٧- عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ نِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْاٰيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِيْ لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -

৪৬৬৭. আবু মাস'উদ আল-আনসারী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। নবী (সঃ) বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করে তবে ইহাই তার জন্য (ঐ রাতে) যথেষ্ট।

٤٦٦٨- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلٰى حُرُوْفٍ كَثِيْرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلٰوةِ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى سَلَّمَ فَلَبَّبْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ قَالَ أَقْرَأَنِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ كَذَبْتَ فَوَاللّٰهِ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَقْرَأَنِيْ هٰذِهِ السُّوْرَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَقُوْدُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى حُرُوْفٍ لَمْ تُقْرِئْنِيْهَا وَإِنَّكَ أَقْرَأْتَنِيْ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ فَقَالَ يَا هِشَامُ اقْرَأْهَا فَقَرَأَهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِيْ سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ يَا عُمَرُ فَقَرَأْتُهَا الَّتِيْ أَقْرَأَنِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الْقُرْاٰنَ أُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَأُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ -

৪৬৬৮. উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ 'আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিযামকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় সূরাতুল ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনলাম, এবং আমি এও লক্ষ্য করলাম যে, সে বিভিন্ন কিরায়াতে তা পাঠ করেছে, যা আল্লাহর রসূল আমাকে শিখাননি। যার ফলে আমি তাকে নামাযের মধ্যে মারতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি তার নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম এবং নামায শেষ হতেই তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে ধরলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'এইমাত্র তোমাকে আমি যা তিলাওয়াত করতে শুনলাম তা তোমাকে কে শিখিয়েছে? সে উত্তর দিল, 'রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এরূপ শিখিয়েছেন।' আমি বললাম, 'তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম। রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে এ সূরা এক ভিন্ন পদ্ধতিতে তিলাওয়াত শিখিয়েছেন, যা তোমাকে তিলাওয়াত

করতে শুনেছি।' সুতরাং আমি তাকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমি এ ব্যক্তিকে অন্য এক পদ্ধতিতে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি, যে পদ্ধতি আপনি আমাকে তিলাওয়াত করতে শিখাননি, অথচ আমাকে আপনি সূরা ফুরকান শিখিয়েছেন।' তখন রসূল (সঃ) বললেন : হে হিশাম! তিলাওয়াত করো, সুতরাং আমি যে পদ্ধতিতে তাকে তিলাওয়াত করতে শুনেছিলাম সেই পদ্ধতিতে সে তিলাওয়াত করল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'এভাবে তিলাওয়াত করার জন্যই নাযিল হয়েছে।' এরপরে রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : 'হে উমর! তিলাওয়াত করো,' সুতরাং রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে যেভাবে শিখিয়েছিলেন, সেভাবে তিলাওয়াত করে শুনালাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'ইহা এভাবে তিলাওয়াত করার জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহর রসূল (সঃ) আরো বললেন, সাত কিরায়াত বা পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করার জন্য কোরআন নাযিল হয়েছে, সুতরাং এর মধ্যে যে পদ্ধতি তোমার জন্য সহজ সেই পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করো।

٤٦٦٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا.

৪৬৬৯. আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক ব্যক্তিকে রাতে মসজিদে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি হারাতে বসেছিলাম।

অনুচ্ছেদ : তারতীলের (স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে) সাথে কোরআন তিলাওয়াত করা এবং আল্লাহর বাণী : 'আর কোরআন থেমে থেমে পড়ো।' এবং আল্লাহর বাণী : 'এবং (ইহা হচ্ছে) কোরআন যা আমরা ভাগ করে দিয়েছি (সময় সময় এবং বিভিন্ন অংশে) যাতে করে তুমি মানুষের সম্মুখে কিছু বিরতির পরে পরে তিলাওয়াত করতে পার। এবং কবিতা পাঠের ন্যায় দ্রুতগতিতে কোরআন পাঠ অপসন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে।

٤٦٧٠- عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقِرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمٓ

৪৬৭০. আবু ওয়ায়েল আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন : 'আমরা সকাল বেলা আবদুল্লাহর কাছে গেলাম। একজন লোক বলল, 'গতকল্য' আমি সকল মুফাস্সাল সূরা পাঠ করেছি। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বললেন, "এতো খুব তাড়াতাড়ি পড়া যেন কবিতা পাঠ অথচ আমরা নবী (সঃ)-এর কিরায়াত পাঠ শুনেছি, এবং আমার ভালভাবে স্মরণ আছে ঐ সমস্ত সূরার তিলাওয়াত যা নবী (সঃ) তিলাওয়াত করতেন, যার সংখ্যা হচ্ছে আঠারটি মুফাস্সাল সূরা যা আলিফ-লাম-হা-মিম থেকে শুরু হয়েছে।

٤٦٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ

يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ الْآيَةَ الَّتِيْ فِيْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِيْ صَدْرِكَ وَتُقْرِئَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيْلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّٰهُ.

৪৬৭১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন : "হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না।" যখনই জিবরাইল (আঃ) অহী নিয়ে নবীর নিকট আগমন করতেন, তিনি [নবী (সঃ)] খুব তাড়াতাড়ি নিজ জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়াতেন, এবং এটা তাঁর জন্য খুব কঠিন হতো, আর সহজেই অন্য একজন এ অবস্থা উপলব্ধি করতে পারত যে, (এখন তাঁর কাছে অহী নাযিল হচ্ছে) সুতরাং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন : "না আমি কসম খাচ্ছি কিয়ামতের দিনের।" "হে নবী! এ অহীকে খুব তাড়াতাড়ি মুখস্ত করে নেয়ার জন্য নিজের জিহ্বা নাড়িও না। উহা মুখস্ত করিয়ে দেয়া ও পড়িয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমরা যখন উহা পড়তে থাকি তখন তুমি উহার পাঠকে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাক।" পরে এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়াও আমাদেরই দায়িত্বে রয়েছে। রাবী (ইবনে আব্বাস) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : এটা আপনার মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া এবং আপনার হৃদয় কন্দরে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখস্ত করিয়ে দেয়া আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং যখন জিবরাইল পাঠ করে তাকে অনুসরণ করুন, সুতরাং যখন জিবরাইল (আঃ) চলে যেতেন তখন নবী (সঃ) নাযিলকৃত অহী তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর কৃত ওয়াদা মুতাবেক তা মুখস্ত থাকত।

অনুচ্ছেদ : মাদ (শব্দকে দীর্ঘায়িত করা) সহকারে কিরায়াত।

٤٦٧٢ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

৪৬৭২. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন : তিনি [নবী (সঃ)] কোন কোন ক্ষেত্রে (কোন শব্দ) দীর্ঘায়িত করে আদের সাথে পাঠ করতেন।

٤٦٧٣ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَمُدُّ بِسْمِ اللّٰهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمٰنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

৪৬৭৩. কাতাদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আনাস (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর কিরায়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তাঁর কিরায়াত কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, ইহার বৈশিষ্ট্য

ছিল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দ দীর্ঘায়িত করা। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং তিনি বললেন, [নবী (সঃ)] 'বিস্‌মিল্লাহ আর-রাহমান' এবং 'আররাহীম' পাঠ করার সময় প্রত্যেকটি শব্দ মাদের সাথে পাঠ করতেন।

অনুচ্ছেদ : আত্‌-তারজী।

٤٦٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ أَوْ جَمَلِهِ وَهِيَ تَسِيْرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفَتْحِ أَوْ مِنْ سُوْرَةِ الْفَتْحِ قِرَاءَةً لَيِّنَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرَجِّعُ-

৪৬৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : 'আমি নবী (সঃ)-কে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় অথবা উষ্ট্রীটি চলন্ত অবস্থায় যখন নবী (সঃ)-এর পৃষ্ঠে বসাছিলেন (কোরআন) তিলাওয়াত করতে দেখেছি। তিনি সূরা ফাত্‌হ অথবা সূরা ফাত্‌হের অংশবিশেষ খুব নরম এবং আকর্ষণীয় ছন্দোময় স্বরে পাঠ করেছিলেন।

অনুচ্ছেদ : সুললিত কণ্ঠে কোরআন তিলাওয়াত করা।

٤٦٧٥- عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوْسٰى لَقَدْ أُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ-

৪৬৭৫. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে আবু মূসা, তোমাকে দাউদ (আঃ)-এর পরিবারের সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্য থেকে একটি যন্ত্র (অর্থাৎ সুললিত কণ্ঠ) দান করা হয়েছে।'

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে কোরআন তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসে।

٤٦٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قُلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّيْ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ.

৪৬৭৬. আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) তাকে বললেন, 'আমার সম্মুখে কোরআন তিলাওয়াত করো।' তদুত্তরে আবদুল্লাহ বলল, আমি আপনার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করব? অথচ আপনার ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে শুনতে ভালবাসি।"

অনুচ্ছেদ : (কোরআন) তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শোনার পরে শ্রোতার মন্তব্য, তোমার জন্য (ইহাই) যথেষ্ট।

٤٦٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ نَعَمْ فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتّٰى أَتَيْتُ إِلٰى هٰذِهِ الْآيَةِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ

شَهِيْدًا قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ۔

৪৬৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা নবী (সঃ) আমাকে বললেন : 'তুমি আমার সম্মুখে (কোরআন) তিলাওয়াত করো।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সামনে (কোরআন) তিলাওয়াত করব? অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন : হাঁ। সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' পাঠ করলাম, যখন আমি নিম্নোক্ত আয়াত পর্যন্ত পেঁছলাম :—'তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাজির করব, এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব—তখন তারা কি করবে। তিনি [নবী (সঃ)] বললেন, 'আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট।' আমি তাঁর মুখমন্ডলের দিকে তাকালাম এবং দেখতে পেলাম তাঁর চক্ষু দিয়ে অঝোর ধারায় পানি বেরুচ্ছে।

অনুচ্ছেদ : কতো (দিনে) কোরআন তিলাওয়াত করা যায় এবং আল্লাহর বাণী : "যতটা কোরআন তুমি সহজে পাঠ করতে পার ততোটাই পড়তে থাক।"

٤٦٧٨- عَنْ سُفْيَانَ قَالَ لِي ابْنُ شُبْرُمَةَ نَظَرْتُ كَمْ يَكْفِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدْ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ۔ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ لَقِيتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَذَكَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ۔

৪৬৭৮. সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ইবনে সুবরুমা (রাঃ) বলেছেন : 'আমি দেখতে চাইলাম (নামাযের মধ্যে) কি পরিমাণ কোরআন তিলাওয়াত যথেষ্ট এবং আমি তিন আয়াত-বিশিষ্ট সূরার চেয়ে কোন সূরা পাইনি, সুতরাং আমি বললাম, কারো জন্য (কোরআনের) তিন আয়াতের কম (নামাযের) মধ্যে তিলাওয়াত করা উচিত নয়। আবু মাস'উদ বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'যদি কোন ব্যক্তি সূরা 'বাকারার' শেষ দু'আয়াত রাতে তিলাওয়াত করে, তাহলে ইহাই তার জন্য যথেষ্ট।

٤٦٧٩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْقَنِي بِهِ فَلَقِيتُهُ بَعْدُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً وَاقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْجُمُعَةِ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ وَاقْرَأْ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَرَّةً

فَلَيْتَنِيْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَذَاكَ أَنِّيْ كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ فَكَانَ يَقْرَأُ عَلٰى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْاٰنِ بِالنَّهَارِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوّٰى أَفْطَرَ أَيَّامًا وَأَحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِ -

৪৬৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আলআস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমার পিতা আমাকে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন এবং প্রায়শই আমার স্ত্রীর কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে উত্তর দিতো; সে কতোই না সুন্দর ব্যক্তি, সে কখনও আমার শয্যায় আসেনি এবং বিবাহের পর থেকে কখনও আমাকে প্রস্তাবও করেনি। এ অবস্থা যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকল আমার পিতা এ ঘটনা নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন : তিনি [নবী (সঃ)] আমার পিতাকে বললেন : 'তাকে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করো।" অতঃপর আমি তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন : "তুমি কি ধরনের রোযা রাখ?' আমি জবাব দিলাম : "প্রত্যেক দিন রোযা রাখি।" তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন : "এ অবস্থায় পূর্ণ কোরআন খতম করতে তোমার কত সময় লাগে?" আমি উত্তর দিলাম : "প্রত্যেক রাতেই একবার খতম করি।" (এ কথা শুনে) তিনি বললেন : "প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং কোরআন তিলাওয়াত করে এক মাসে খতম করবে।" আমি আরজ করলাম, আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশী করার শক্তি রাখি। এর উত্তরে তিনি বললেন : 'তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন করে রোযা রাখবে।' আমি বললাম : 'আমি এর চেয়েও বেশী করার ক্ষমতা রাখি।' তিনি তখন বললেন : "তাহলে সর্বোত্তম পদ্ধতির রোযা রাখ। তা হচ্ছে দাউদ (নবীর) রোযার পদ্ধতি, তিনি একদিন অন্তর একদিন রোযা রাখতেন এবং প্রতি সাত দিনে একবার (আল্লাহর) কিতাব তিলাওয়াত শেষ করতেন। আহা! আমি যদি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দেয়া সুবিধে গ্রহণ করতাম, যেহেতু আমি একজন দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছি। (জানা গেছে যে,) আবদুল্লাহ প্রতিদিন পরিবারের একজন সদস্যের সামনে কোরআনের এক-সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করে শুনাতেন, দিবাভাগে তিলাওয়াত করে দেখতেন যে, তার স্মরণশক্তি ঠিক আছে কি না? যা তিনি রাতে পাঠ করবেন তা যেন সহজ হয়। এবং যখনই তিনি কিছু শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করতেন কয়েক দিনের জন্য রোযা রাখা বন্ধ রাখতেন এবং পরবর্তীকালে ঐ ক'দিনের বদলে রোযা রাখার জন্য তার হিসেব রাখতেন, কেননা তিনি রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় যে অভ্যাস পালন করতেন, তা বর্জন করাটা অপসন্দ করতেন।

٤٦٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لِيْ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ؟

৪৬৮০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : নবী (সঃ) আমাকে প্রশ্ন করলেন : "সমগ্র কোরআন খতম করতে তোমার কতো সময় লাগে?"

٤٦٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قُلْتُ إِنِّيْ أَجِدُ قُوَّةً حَتّٰى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ

৪৬৮১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন, 'পূর্ণ একমাস সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো।' আমি বললাম, 'কিন্তু আমি এর চেয়েও বেশী (করার) ক্ষমতা রাখি।' তখন নবী (সঃ) বললেন : 'তাহলে প্রতি সাত

দিনে একবার কোরআন খতম করো এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে কোরআন খতম করো না।'

অনুচ্ছেদ : কোরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা।

٤٦٨٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِقْرَاءْ عَلَيَّ قَالَ قُلْتُ اَقْرَاءُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟ قَالَ اِنِّيْ اُشْتَهِيْ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ قَالَ فَقَرَاْتُ النِّسَاءَ حَتّٰى اِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا قَالَ لِيْ كُفَّ اَوْ اَمْسِكْ فَرَاَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ-

৪৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেন : তুমি আমার সামনে কোরআন পাঠ করো। আমি উত্তরে আরজ করলাম : 'আমি আপনার সম্মুখে ইহা পাঠ করব, অথচ ইহা আপনার নিকট নাযিল হয়েছে?' তিনি [নবী (সঃ)] বললেন : আমি অন্যের কাছ থেকে ইহা শুনতে ভালবাসি।' সুতরাং আমি সূরা 'নিসা' তিলাওয়াত করলাম, এমনকি যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম : 'তারপরে চিন্তা করো যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য থেকে একজন করে সাক্ষী হাযির করব এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাকে (হে মুহাম্মদ)! সাক্ষী হিসেবে পেশ করব, তখন তারা কি করবে?' তখন তিনি আমাকে বললেন : 'থাম।' আমি তাকিয়ে দেখলাম তাঁর (নবীর) দু'-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে।

٤٦٨٣- عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَاْ عَلَيَّ قُلْتُ اَقْرَاءُ عَلَيْكَ وَ عَلَيْكَ اُنْزِلَ قَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ-

৪৬৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'নবী (সঃ) আমাকে বললেন : "আমার সামনে কোরআন তিলাওয়াত করো।" আমি বললাম, "আমি আপনার কাছে কোরআন তিলাওয়াত করব, অথচ ইহা আপনার ওপর নাযিল হয়েছে?" তিনি বললেন : "আমি অন্যের তিলাওয়াত শুনতে ভালবাসি।"

অনুচ্ছেদ : যে ব্যক্তি লোক দেখানো, দুনিয়া কামানো এবং গর্বের জন্য কোরআন তিলাওয়াত করে।

٤٦٨٤ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَاْتِيْ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْاَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ اِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ- فَاَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَاِنَّ قَتْلَهُمْ اَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

৪৬৮৪. আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যাদের চিন্তাধারা হবে বোকামিপূর্ণ। তারা ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের

হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের গলদেশের নীচে (অন্তকরণে) প্রবেশ করবে না। সুতরাং তোমরা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, কেননা এদের হত্যাকারীদের জন্য কিয়ামতের দিনে পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।

٤٦٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ يَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الْقُذَذِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا وَيَتَمَارَى فِي الْفُوقِ.

৪৬৮৫. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন : 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি : (ভবিষ্যতে) এমন ধরনের একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে, তাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযাকে উপহাস করবে, আর তারা কোরআন তিলাওয়াত করবে, কিন্তু তা এদের গলার নীচে যাবে না (অর্থাৎ তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না এবং কোরআন অনুসারে আমল করবে না)। এবং এ লোকেরা ইসলাম থেকে এরূপ বেরিয়ে যাবে যেমন তীর নিক্ষেপকারী পরীক্ষা করার জন্য কিছু তাক্ করে তীর নিক্ষেপ করবে, তীর বের হয়ে যাবে, অথচ সে কোন লক্ষ্যবস্তু দেখতে পাবে না, সে তীরের পালকের দিকে তাকাবে অথচ কিছু দেখতে পাবে না এবং শেষ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কোন কিছু পাওয়ার জন্য তীরের নিম্নভাগে সন্দেহ পোষণ করবে।

٤٦٨٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ أَوْ خَبِيثٌ وَرِيحُهَا مُرٌّ.

৪৬৮৬. আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) বলেছেন : 'ঐ মু'মিন যে, কোরআন অধ্যয়ন করে এবং সে অনুসারে আমল করে তাঁর উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর মতো যা খেতেও সুস্বাদু এবং যার ঘ্রাণও মনমাতানো সুগন্ধিযুক্ত। আর ঐ মু'মিন যে, কোরআন অধ্যয়ন করে না কিন্তু এর অনুসারে আমল করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ খেজুরের ন্যায়, যা খেতে সুস্বাদু, কিন্তু কোন সুগন্ধ নেই, আর ঐসব মুনাফিক যারা কোরআন পাঠ করে (অথচ আমল করে না) তাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ রায়হানার (এক ধরনের সুগন্ধিযুক্ত গুল্ম) ন্যায় যার মনমাতানো সুগন্ধি আছে, অথচ খেতে একেবারে বিস্বাদ। আর ঐ মুনাফিক যে কোরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ হান্জালা (মাকাল ফল জাতীয় একপ্রকার ফল) ফলের ন্যায় যা খেতেও বিস্বাদ এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

অনুচ্ছেদ ঃ যে পরিমাণ ব্যাখ্যা সম্পর্কে তুমি একাত্মতা প্রকাশ করবে সে পরিমাণ অধ্যয়নের সাথে সাথে তিলাওয়াত করবে।

٤٦٨٧ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ

৪৬৮৭. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ 'কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো, যতোক্ষণ তুমি এর ব্যাখ্যার সাথে একমত হও, কিন্তু যখনি তুমি (এর ব্যাখ্যা এবং অর্থ সম্পর্কে) দ্বিমত প্রকাশ করবে তখনি (সাময়িকভাবে) এর তিলাওয়াত বন্ধ রাখো।

٤٦٨٨ - عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ -

৪৬৮৮. জুনদুব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ যতোক্ষণ তোমরা কোরআনের ব্যাখ্যার সাথে একমত পোষণ করো ততোক্ষণ কোরআন তিলাওয়াত (এবং অধ্যয়ন) করো। কিন্তু যখনই (এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে) দ্বিমত হবে তখন (সাময়িক-ভাবে) এর তিলাওয়াত স্থগিত রাখা উচিত।

٤٦٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي قَالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأَهْلَكَهُمْ -

৪৬৮৯. আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে কোরআন তিলাওয়াত করতে শুনলেন, নবী (সঃ)-কে যেভাবে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন তা থেকে আলাদা পদ্ধতিতে। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিটিকে নবী (সঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন (এবং ঘটনা খুলে বললেন)। নবী (সঃ) (সব ঘটনা শুনে) বললেন, তোমরা উভয়েই সঠিকভাবে কোরআন তিলাওয়াত করেছ, সুতরাং তিলাওয়াত করতে থাক। নবী (সঃ) আরো বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যেসব জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা পরস্পর বিভেদে লিপ্ত হয়েছিল।

সহীহ আল বুখারী

৫ম খণ্ড

صحيح البخاري

مجلد رقم ٥

সহীহ আল বুখারী

৫ম খণ্ড

অনুবাদে

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এম, এম ; এম, এ,
অধ্যাপক মাওলানা এ. এম. মোঃ মোসলেম এম, এম ; এম, এ,
মাওলানা সাঈদ আহমদ এম, এম ; এম, এ,

সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

صحيح البخارى
مجلد رقم ٥

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮২
১১শ প্রকাশ

রমজান	১৪৩৫
আষাঢ়	১৪২১
জুলাই	২০১৪

বিনিময় মূল্য ঃ ৪৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

صحيح البخاري -এর বাংলা অনুবাদ

SAHIH AL-BOKHARI-5th Volume. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 450.00 Only.

কিছু কথা

আমাদের এই হিমালয়ান উপমহাদেশে কুরআন চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে এবং ইসলামী বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাই এখানে অনেক আন্তরজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কুরআনের ভাষ্যকারের নাম শোনা যায়। কিন্তু হাদীস চর্চা সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আঠারো শতকের দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূর্বে হাদীসের নাম বড় একটা শোনা যেতো না। মুসলিম জনগণের মধ্যে তো হাদীসের চর্চাই ছিল না। উলামায়ে কেরামের মধ্যেও বড় বড় মাদরাসার গুটিকয় মুহাদ্দিসের মধ্যে এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। এখনো আমাদের দেশের মাদরাসার দরসে নিযামীর সিলেবাসে মূলত শেষ বর্ষে হাদীস অধ্যয়নকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। অথচ কুরআন বুঝার জন্য হাদীসের প্রয়োজন। জীবন গঠনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাদীসে রসূল একটি অপরিহার্য বিষয়। শুধু মাদরাসার অংগনে নয়, জনগণের মধ্যেও হাদীসের চর্চা ইসলামী সমাজের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে আমরা এটাই দেখেছি। পরবর্তীকালেও মুসলিম জনতার মধ্যে এ ধারা অব্যাহত ছিল দীর্ঘকাল।

আমাদের দেশে হাদীসের চর্চা সাম্প্রতিক মাত্র কয়েক শ' বছরের। এটাও গুটিকয় উলামায়ে কেরামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চা অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। ইসলামের মর্মবাণী জনগণের মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্ব এগিয়ে এসেছেন। উলামায়ে কেরামও বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদীসের চর্চা উলামায়ে কেরামের মজলিসে আবদ্ধ না থেকে জনগণের মধ্যেও স্থানান্তরিত হচ্ছে। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে হাদীস গ্রন্থগুলো অনূদিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুখারীর গুরুত্ব আমাদের দেশে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ভাতের মতো। এটিই কেন্দ্রীয় ও প্রধান হাদীস গ্রন্থ। তাই এদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীর নজর পড়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে বুখারীর অনুবাদ হচ্ছে। একদিক দিয়ে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজন অস্বীকার করা যাবে না। বিভিন্ন রুচির পাঠক বিভিন্ন অনুবাদে মনোসংযোগ করতে পারবেন। তাছাড়া এর ফলে হাদীসের চর্চা ব্যাপকতর হবে। তবে অনুবাদ ও উপস্থাপনা যাতে ত্রুটিপূর্ণ না হয় এদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও পাঠক সমাজকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে ত্রুটি একটি অমার্জনীয় অপরাধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন ঃ

مَن كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ -

"যে ব্যক্তি জেনেবুঝে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বললো সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।"

কাজেই হাদীসের শব্দের মধ্যে হেরফের হওয়া বা হেরফের করা একটি অতি বড় গুনাহর কাজ। এ ব্যাপারে অতি যত্নবান, সতর্ক ও আন্তরিক হতে হবে।

হাদীসের ব্যাপারে এ সতর্কতাকে সামনে রেখেই বুখারী শরীফের পঞ্চম খণ্ডের এ নতুন সংস্করণটি প্রকাশিত হচ্ছে। আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এ খণ্ডটিকে নতুন করে সম্পাদনা করে সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এরপরও এর মধ্যে কোথাও ভুল থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠক সমাজের কোন বিকল্প নেই। কোনো ভুল তাঁদের নজরে পড়লে সংগে সংগেই কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অবহিত করবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

পাঠকের ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে না দিয়ে হাদীসকে হাদীসের মাধ্যমে জানার ওপর নির্ভর করে আমরা অনুবাদটিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটনোটে ভারাক্রান্ত করতে চাইনি। মনে হয় সচেতন পাঠক সমাজ এ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং হাদীসকে অন্যের মাধ্যমে বুঝার পরিবর্তে নিজের জীবনকে হাদীসের মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন। আমাদের জীবনকে যদি হাদীসের সাথে খাপ খাওয়াতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে ও সামাজিক কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সূচিত হবে এবং তাহলেই হাদীস চর্চা আমাদের জীবনে সার্থকতার বার্তা বহন করে আনবে। হাদীস চর্চা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করুক। আমীন।

আবদুল মান্নান তালিব

২৭ যিলকদ ১৪১৭। ৬ই এপ্রিল ১৯৯৭

সূচীপত্র

অধ্যায়-৩৯

কিতাবুন নিকাহ ২৫

(বিবাহের বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান	২৫
২-নবী (স)-এর বাণী ঃ যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে	২৬
৩-যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে	২৭
৪-একাধিক স্ত্রী গ্রহণ	২৭
৫-যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে	২৮
৬-দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ, যার সাথে কুরআন ও ইসলাম আছে	২৮
৭-যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীগণকে দেখে যাকে পসন্দ করো	২৯
৮-বিবাহ না করা এবং খাসী হওয়া নিন্দনীয়	২৯
৯-কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ	৩১
১০-পরিণত বয়স্কা রমণীকে বিবাহ করা	৩১
১১-বয়স্ক পুরুষের সাথে নাবালেগ মেয়ের বিবাহ	৩২
১২-কোন্ ধরনের নারী বিবাহ করা উচিত	৩৩
১৩-ক্রীতদাসীদের গ্রহণ এবং যে ব্যক্তি দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করে	৩৩
১৪- যে ব্যক্তি দাসীর দাসত্ব মুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করে	৩৫
১৫-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ	৩৫
১৬-পাত্র-পাত্রীর একই ধর্মাবলম্বী	৩৬
১৭-সম্পদের সমতা এবং ধনী মহিলার সাথে দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ	৩৮
১৮-কুলক্ষণা মেয়েলোক থেকে সতর্ক থাকা	৩৯
১৯-ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রী	৪০
২০-চার-এর অধিক স্ত্রী বিবাহ করা যাবে না	৪১
২১-"তোমাদের দুধমাতাকে বিবাহ করা হারাম"	৪১
২২-যিনি বলেন, দুই বছরের পর দুধ পান করানোর	৪৩
২৩-শিশু যে মহিলার দুধ পান করবে তার স্বামীও এ শিশুর দুধপিতা	৪৩
২৪-দুধমাতার সাক্ষ্য	৪৪
২৫-যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল	৪৪
২৬-"এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ .... "	৪৫
২৭-"দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করো না ..... "	৪৬
২৮- ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ	৪৭
২৯-শিগার বা বদলী বিবাহ	৪৭
৩০-কোন নারী বিবাহের জন্য নিজেকে কোন পুরুষের কাছে হেবা করতে পারে কি	৪৮
৩১-ইহরামধারী ব্যক্তির বিবাহ	৪৮
৩২-শেষ দিকে নবী (স) মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন	৪৮
৩৩-সৎ কর্মপরায়ণ পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের জন্য নারীর প্রস্তাব পেশ	৪৯

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৪-কারো নিজের কন্যা অথবা বোনের কোন দীনদার লোকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা	৫১
৩৫-"যদি তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করো ....."	৫২
৩৬-বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়া	৫৩
৩৭-যারা বলেন অলী ছাড়া বিবাহ হয় না	৫৪
৩৮-অভিভাবক নিজেই যদি বিবাহ করতে চায়	৫৭
৩৯-নিজের নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয়া	৫৮
৪০-পিতা কর্তৃক স্বীয় কন্যাকে ইমামের সাথে বিবাহ দেয়া	৫৮
৪১-যার অভিভাবক নেই শাসক তার অভিভাক	৫৮
৪২-পিতা বা অপর কেউ কোন বাকীরা (কুমারী) বা সায়্যিবা মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিবে না	৫৯
৪৩-কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দিলে সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যাত	৬০
৪৪-ইয়াতীম বালিকার বিবাহ	৬০
৪৫-যদি কোন ব্যক্তি বলে অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন	৬১
৪৬-কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়	৬২
৪৭-প্রস্তাব ত্যাগ করার তাৎপর্য	৬২
৪৮-বিবাহের খোতবা	৬৩
৪৯-বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহভোজে দফ বাজানো	৬৩
৫০-"এবং স্ত্রীদেরকে মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর	৬৩
৫১-কুরআন শিখানোর বিনিময়ে এবং মোহরানা ছাড়া বিবাহ	৬৪
৫২-মোহরানা হিসেবে স্থাবর মাল ও লোহার আংটি	৬৫
৫৩-বিবাহে শর্ত আরোপ	৬৫
৫৪-বিবাহে যেসব শর্ত আরোপ করা হালাল নয়	৬৫
৫৫-বিবাহিতের জন্য হলুদ রং ব্যবহার	৬৬
৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ	৬৬
৫৭-বিবাহিতের জন্য কিভাবে দোয়া করবে	৬৬
৫৮-উপঢৌকন প্রদানকারী মহিলাদের নব দম্পতির জন্য দোআ	৬৭
৫৯-যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করতে চায়	৬৭
৬০-যে ব্যক্তি নয় বছরের স্ত্রীর সাথে বাসর রাত যাপন করে	৬৭
৬১-সফরে বাসর যাপন	৬৭
৬২-শোভাযাত্রা ও মশাল ছাড়া দিবাকালে বিবাহোত্তর নিভৃত বাস	৬৮
৬৩-আনমাত এবং অনুরূপ জিনিস মহিলাদের জন্য	৬৮
৬৪-যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে	৬৮
৬৫-নবদম্পতির জন্য উপহার	৬৯
৬৬-কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা	৬৯
৬৭-স্ত্রীসহবাসের সময় যে দোয়া পড়তে হয়	৭০
৬৮-ওলীমা একটি অধিকার	৭০
৬৯-ওলীমার ব্যবস্থা করা উচিত	৭১
৭০-যে ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে বিবাহের সময় অন্যদের বিবাহের চেয়ে বড় ধরনের ওলীমার ব্যবস্থা করে	৭২
৭১-যে ব্যক্তি একটি ছাগীর চেয়ে কম দিয়ে ওলীমা করে	৭৩
৭২-ওলীমা ও অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য	৭৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৭৩-কেউ দাওয়াতে যাওয়া ত্যাগ করলে	৭৪
৭৪-পায়া খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ	৭৪
৭৫-বিবাহ-শাদী ইত্যাদির দাওয়াত কবুল করা	৭৪
৭৬-বিবাহের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ	৭৫
৭৭-কেউ যদি (দাওয়াতের অনুষ্ঠানে) কোন অপসন্দনীয় ব্যাপার দেখে	৭৫
৭৮-নিজ বিবাহেভোজে নববধুর অংশগ্রহণ	৭৬
৭৯-আন্-নাকী নামক পানীয় এবং অন্যান্য শরবত	৭৬
৮০-নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহার	৭৬
৮১-নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসীয়াত করা	৭৭
৮২-"তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও	৭৭
৮৩-পরিবার-পরিজনদের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার	৭৮
৮৪-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া	৮১
৮৫-স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা	৮৬
৮৬-কোন মহিলা স্বামীর বিছানা ছাড়া আলাদা বিছানায় রাত কাটালে	৮৭
৮৭-স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যেন অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়	৮৭
৮৮-(জান্নাত ও জাহান্নামের সাধারণ অধিবাসী)	৮৭
৮৯-স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া	৮৮
৯০-তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে	৮৯
৯১-স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক	৯০
৯২-"পুরুষরা মহিলাদের কর্তা"	৯০
৯৩-স্ত্রীদের শয্যা থেকে নবী (স)-এর আলাদা থাকার বর্ণনা	৯০
৯৪-স্ত্রীদেরকে প্রহার করা মাকরূহ	৯১
৯৫-স্ত্রী স্বামীর গর্হিত নির্দেশ মান্য করবে না	৯১
৯৬-কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে...."	৯২
৯৭-আযল (স্ত্রী অঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)	৯২
৯৮-সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা	৯৩
৯৯-যে নারী তার কাছে স্বামীর রাত কাটাবার পালা	৯৩
১০০-নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে ইনসাফ করা	৯৪
১০১-পরিণত বয়স্কা স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়ে বিয়ে করা	৯৪
১০২-কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করলে	৯৪
১০৩-যে ব্যক্তি পরপর সকল স্ত্রীর সাথে সংগমের পর একবার গোসল করে	৯৪
১০৪-দিনের বেলা স্ত্রীদের সাথে সংগম করা	৯৫
১০৫-কোন ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের কোন একজনের কাছে অবস্থান করলে	৯৫
১০৬-এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী মহব্বত করা	৯৫
১০৭-কোন নারীর কৃত্রিম সাজসজ্জা করা	৯৬
১০৮-আত্মসম্মানবোধ	৯৬
১০৯-মহিলাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের অসন্তুষ্টি	৯৯
১১০-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত রাখা	১০০
১১১-নারীর সংখ্যাধিক্য	১০০
১১২-মাহরাম ছাড়া কোন পুরুষের	

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

সাথে কোন নারী নির্জনে মিলিত হবে না ১০১
১১৩-লোকদের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোকের একান্তে কথা বলা ১০১
১১৪-নারীর বেশধারী পুরুষের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ ১০২
১১৫-আবিসিনীয় বা অনুরূপ পুরুষদের প্রতি মহিলাদের তাকানো ১০২
১১৬-নিজেদের প্রয়োজনে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাতায়াত ১০২
১১৭-মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ ১০৩
১১৮-দুধ পানজনিত সম্পর্কের মহিলাদের সাথে সাক্ষাত ১০৩

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

১১৯-কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দিবে না ১০৪
১২০-সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস ১০৪
১২১-দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোন ব্যক্তির রাতের বেলা বাড়ীতে প্রবেশ ১০৪
১২২-সন্তান কামনা করা ১০৫
১২৩-স্বামী-অনুপস্থিত মহিলার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা এবং এলোমেলো চুল চিরুনী করা ১০৬
১২৪-স্বামীগণ ছাড়া ..... সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে ১০৭
১২৫-"এবং যারা বালেগ হয় নাই ১০৭
১২৬-কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ধমকানো ১০৮

অধ্যায়-৪০

কিতাবুত তালাক ১০৯

(তালাকের বর্ণনা)

১-"হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেবে ..... " ১০৯
২-ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া ১০৯
৩-যে ব্যক্তি (স্ত্রীকে) তালাক দেয় ১১০
৪-যারা তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন ১১২
৫-যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের এখতিয়ার প্রদান করেছে ১১৪
৬-কেউ যদি বলে, আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম ১১৫
৭-যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম ১১৫
৮-"আল্লাহ যা তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তা কেন তুমি হারাম করলে " ১১৬
৯-বিয়ের পূর্বে তালাক নেই ১১৯
১০-বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বোন বললে ১১৯
১১-রাগান্বিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে, মাতাল বা পাগল অবস্থায় তালাক দিলে ১১৯
১২-খোলা তালাক ১২২
১৩-আশ্-শিকাক—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ১২৩
১৪-দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয় না ১২৪
১৫-গোলামের অধীন দাসীর এখতিয়ার প্রসঙ্গে ১২৫
১৬-বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (স)-এর সুপারিশ ১২৫
১৭- অনুচ্ছেদ ১২৬
১৮-"তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
করবে না ....."	১২৬
১৯-মুশরিক নারী ইসলাম কবুল করলে তাদের বিয়ে করা এবং ইদ্দাত প্রসঙ্গে	১২৭
২০-যিম্মী ও হরবী লোকের বিবাহাধীন মুশরিক বা খৃষ্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ	১২৮
২১-যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে ঈলা করে	১২৯
২২-নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীর ও ধন-সম্পদের বিধান	১৩০
২৩-যিহার	১৩২
২৪-ইশারায় তালাক ও অন্যান্য কাজ	১৩৩
২৫-লিআন	১৩৫
২৬-ইংগিতে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার	১৩৭
২৭-লিআনকারীকে শপথ করানো	১৩৮
২৮-স্বামী প্রথমে লিআন করবে	১৩৮
২৯-লিআন এবং যে ব্যক্তি লিআন করার পর তালাক দেয়	১৩৮
৩০-মসজিদে লিআন করা	১৩৯
৩১-নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি বিনা প্রমাণে রজম করতাম	১৪১
৩২-লিআনকারিণীর মোহর	১৪১
৩৩-লিআনকারীদের প্রতি শাসকের উক্তি	১৪২
৩৪-লিআনকারীদের সম্পর্ক ছিন্নকরণ	১৪৩
৩৫-সন্তান লিআনকারিণীকে দেয়া হবে	১৪৩
৩৬-ইমামের উক্তি ঃ আল্লাহ ! সত্য প্রকাশ করে দাও	১৪৩
৩৭-তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও সঙ্গমের পূর্বেই বিচ্ছেদ	১৪৪
৩৮-"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে ....."	১৪৫
৩৯-গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত	১৪৫
৪০-"তালাকপ্রাপ্তা নারীরা যেন তিন কুরূ নিজেদেরকে বিরত রাখবে"	১৪৬
৪১-ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা	১৪৬
৪২-তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বামীর ঘরে বাস করলে চোর প্রবেশের এবং তার হামলার আশংকা করে	১৪৮
৪৩-"আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়"	১৪৯
৪৪-তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয়	১৪৯
৪৫-ঋতুবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা	১৫১
৪৬-স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে	১৫১
৪৭-শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার	১৫৩
৪৮-শোক পালনকারিণীর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা	১৫৩
৪৯-শোক পালনকারিণী আসব কাপড় পরিধান করবে	১৫৪
৫০-"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন বিরত থাকবে ....."	১৫৪
৫১-বেশ্যার উপার্জন ও ফাসিদ বিবাহ	১৫৫
৫২-নির্জনবাসের পরে ও পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তার মোহরের পরিমাণ	১৫৬
৫৩-যে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারিত করা হয়নি	১৫৭

অধ্যায়-৪১

কিতাবুন নাফাকাত ১৫৯

(ভরণ-পোষণ)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-ভরণ-পোষণ করার ফযীলত	১৫৯
২-পরিবার ও সন্তানদের ভরণ-পোষণ করা বাধ্যতামূলক	১৬০
৩-পরিবারের এক বছরের খরচা সঞ্চয় করে রাখা	১৬১
৪-"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে ....."	১৬৪
৫-স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণ	১৬৫
৬-স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজ-কর্ম	১৬৬
৭-স্ত্রীর জন্য পরিচারিকা নিয়োগ	১৬৬
৮-গৃহকর্তার পারিবারিক কাজ	১৬৭
৯-স্বামী সংসার খরচ না দিলে স্ত্রী .... খরচা নিতে পারে	১৬৭
১০-স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ	১৬৭
১১-নিয়মানুযায়ী স্ত্রীরকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান	১৬৮
১২-সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা	১৬৮
১৩-দরিদ্র ব্যক্তির পরিবারের জন্য ব্যয় করা	১৬৮
১৪-"ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে"	১৬৯
১৫-"যে ব্যক্তি ঋণ অথবা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে"	১৭০
১৬-মুক্তদাসী বা অপর কোন নারী দুধ পান করাতে পারে	১৭০

অধ্যায়-৪২

কিতাবুল আত'য়েমা ১৭২

(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-"আমি যেসব পবিত্র রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছি ...."	১৭২
২-বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে আহার গ্রহণ	১৭৩
৩-খাবার পাত্র থেকে কাছের খাবার গ্রহণ	১৭৩
৪-খাওয়ার সঙ্গী অপসন্দ না করলে পাত্রের সবখান থেকে খাওয়া	১৭৪
৫-আহার ও অন্যান্য কাজ ডান হাতে বা ডান দিক থেকে শুরু করা	১৭৪
৬-পেট ভরে খাওয়া	১৭৫
৭-"কোন আপত্তি নেই যদি কোন অন্ধ কিংবা খোঁড়া ...."	১৭৭
৮-পাতলা রুটি খাওয়া এবং দরস্তখানে খাদ্য গ্রহণ করা	১৭৭
৯-ছাতু	১৭৯
১০-খাদ্যের নাম না জানানো ..... নবী (স) তা খেতেন না	১৭৯
১১-একজনের খাদ্য দুই জনের জন্য যথেষ্ট	১৮০
১২-ঈমানদার ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়	১৮০
১৩-মু'মিন এক উদরে খায়	১৮১
১৪-হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা	১৮২
১৫-ভুনা খাদ্য	১৮২
১৬-খাযীরা খাওয়া	১৮২

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৭-পনির খাওয়া	১৮৪
১৮-বীট ও বার্লি প্রসংগে	১৮৪
১৯-দাঁত দিয়ে কামড়ে গোশত ছিড়ে খাওয়া	১৮৪
২০-সামনের পায়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া	১৮৫
২১-ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া	১৮৬
২২-নবী (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেননি	১৮৬
২৩-ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ পরিষ্কার করা	১৮৬
২৪-নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন	১৮৬
২৫-তালবীনা	১৮৮
২৬-সারীদ	১৮৮
২৭-বকরীর ভুনা গোশত বাহু ও পাঁজরের গোশত	১৮৯
২৮-আমাদের পূর্বসুরীরা বাড়ীতে যা সঞ্চয় করে রাখতেন	১৯০
২৯-'হাইস' সম্পর্কে	১৯০
৩০-রৌপ্যখচিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ	১৯১
৩১-খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা	১৯২
৩২-তরকারী	১৯৩
৩৩-মিষ্টি ও মধু	১৯৩
৩৪-কদু	১৯৪
৩৫-(দীনী) ভাইদের জন্য খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা	১৯৪
৩৬-কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া	১৯৫
৩৭-তরকারীর শুরুয়া	১৯৫
৩৮-শুকনা গোশত	১৯৬
৩৯-যে ব্যক্তি দস্তরখানে স্বীয় সংগীদের সামনে কোন কিছু উপস্থিত করে	১৯৬
৪০-তাজা খেজুর ও শসা মিশিয়ে খাওয়া	১৯৭
৪১-নিম্নমানের খেজুর	১৯৭
৪২-তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর	১৯৭
৪৩-ছড়া থেকে খেজুর খাওয়া	১৯৯
৪৪-আজওয়া (উন্নতমানের খেজুর)	১৯৯
৪৫-এক সাথে দু'টি খেজুর খাওয়া	১৯৯
৪৬-খেজুর গাছের বরকত	২০০
৪৭-শসার বর্ণনা	২০০
৪৮-একই সাথে দুই ধরনের ফল কিংবা দুই রকম খাদ্য খাওয়া	২০০
৪৯-দশজন করে ভেতরে ডাকা	২০০
৫০-রসুন ও (দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী খাওয়া মাকরূহ	২০১
৫১-কাবাস অর্থাৎ পিলু ফল	২০১
৫২-আহারের পর কুল্লি করা	২০২
৫৩-রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে খাওয়া	২০২
৫৪-রুমাল	২০৩
৫৫-খাওয়ার পর কি দোয়া পড়বে	২০৩
৫৬-খাদেমের সাথে খাওয়া	২০৪
৫৭-কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য	২০৪
৫৮-কোন ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দিলে	২০৪
৫৯-রাতের খাবার সামনে এসে গেলে	২০৫
৬০-"তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যেও"	২০৬

অধ্যায়-৪৩

কিতাবুল আকীকা ২০৭

(আকীকার বর্ণনা)

১-আকীকা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নবজাতকের নাম রাখবে	২০৭
২-আকীকার সময় শিশুর কষ্ট দূর করা	২০৯
৩-ফারা	২০৯
৪-আতীরা	২১০

অধ্যায়-৪৪

কিতাবুয যাবায়েহ ওয়াছছয়দে ২১১

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা) ২১১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-যবেহ ও শিকার করা	২১১
২-তীরের পার্শ্বদেশের শিকার	২১৩
৩-তীরের পার্শ্বদেশের আঘাত লেগে শিকার মরে গেলে	২১৩
৪-ধনুক দ্বারা শিকার করার বর্ণনা	২১৪
৫-পাথরখণ্ড নিক্ষেপ ও গুলতি মারার বর্ণনা	২১৪
৬-যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে	২১৫
৭-কুকুর শিকার থেকে খেলে	২১৬
৮-দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে	২১৭
৯-শিকারের সংগে অন্য কুকুর দেখতে পেলে	২১৭
১০-শিকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	২১৮
১১-পাহাড়ে শিকার করা	২২১
১২-"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে ...."	২২৩
১৩-টিড্ডি খাওয়া	২২৩
১৪-অগ্নি-পূজকদের পাত্র ও মৃত জীবের বর্ণনা	২২৩
১৫-বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করা	২২৪
১৬-পূজার বেদিতে ও মূর্তির নামে যবেহ করা হলে	২২৫
১৭-আল্লাহর নাম নিয়ে যেন যবেহ করা হয়	২২৬
১৮-রক্ত প্রবাহিতকারী বাঁশ, পাথর ও লোহা দিয়ে যবেহ করা	২৩১
১৯-নারী ও ক্রীতদাসীর যবেহ করা	২২৭
২০-দাঁত, হাড্ডি ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না	২২৭
২১-বেদুঈন প্রমুখদের যবেহ করা	২২৮
২২-মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত আহলি কিতাব ইত্যাদির যবেহকৃত পশু.....	২২৮
২৩-গৃহপালিত যে পশু পালিয়ে যায় তা বন্য পশুর সমতুল্য	২২৯
২৪-নহর ও যবেহ করার বর্ণনা	২২৯
২৫-পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর ছুঁড়ে মারা এবং চাঁদমারী করা মাকরূহ	২৩১
২৬-মোরগের গোশত সম্পর্কে	২৩২
২৭-ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে	২৩৩
২৮-গৃহপালিত গাধার গোশত	২৩৩
২৯-সর্বপ্রকার শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খাওয়া (হারাম)	২৩৫
৩০-মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে	২৩৫
৩১-কস্তুরী সম্পর্কে	২৩৫
৩২-খরগোশ সম্পর্কে	২৩৬
৩৩-গুইসাপ সম্পর্কে	২৩৬
৩৪-জমাট কিংবা তরল ঘিয়ে ইঁদুর পতিত হলে	২৩৭
৩৫-মুখে দাগ ও চিহ্ন দেয়া	২৩৮
৩৬-কোন দল গণীমাতের মাল পেলে ..... খাওয়া যাবে না	২৩৮
৩৭-যদি কারো উট পালিয়ে যায় ...	২৩৯
৩৮-নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস খাওয়া	২৩৯

অধ্যায়-৪৫

কিতাবুল আযাহী ২৪১

(কুরবানীর বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-কুরবানীর প্রথা	২৪১
২-জনগণের মধ্যে কুরবানীর গোশত বন্টন	২৪২
৩-মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী	২৪২
৪-কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার আকাঙ্খা	২৪২
৫-যারা বলেন, ঈদের দিনই কুরবানী করতে হবে	২৪৩
৬-কুরবানী এবং ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৪
৭-নবী (স)-এর দুই শিংওয়ালা দুম্বা যবেহ করার বর্ণনা	২৪৫
৮-আবু বুরদা (রা)-কে নবী (স)-এর উক্তি ঃ ..... যথেষ্ট হবে না	২৪৫
৯-নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৬
১০-অন্যের কুরবানীর পশু যবেহ করা	২৪৬
১১-নামাযের পর কুরবানী করা	২৪৭
১২-কেউ নামাযের আগে কুরবানী করলে	২৪৭
১৩-যবেহ করার সময় পশুর পাঁজরে পা দিয়ে চেপে ধরা	২৪৮
১৪-যবেহ করার সময় আল্লাহু আকবার বলা	২৪৮
১৫-কেউ কুরবানীর জন্য হাদিয়া পাঠিয়ে দিলে তার ওপর কিছু হারাম হয় না	২৪৯
১৬-কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে	২৪৯

অধ্যায়-৪৬

কিতাবুল আশরিবাহ ২৫২

(পানীয়ের বর্ণনা)

১-"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ....."	২৫২
২-আঙ্গুর ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ	২৫৩
৩-যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়	২৫৪
৪-মধু থেকে মদ	২৫৫
৫-মদ এমন পানীয় যা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়	২৫৫
৬-যে ব্যক্তি ভিন্ন নামের আড়ালে মদ হালাল করে	২৫৬
৭-শক্ত ধাতু বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরি করা	২৫৬
৮-শক্ত ধাতুর তৈরি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর	২৫৭
৯-খেজুরের যে সিরাপ নেশা সৃষ্টি করে না	২৫৮
১০-'বাযিক' এবং যিনি প্রত্যেক নেশাদার পানীয় নিষিদ্ধ করেন	২৫৮
১১-কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলালে তাতে নেশার সৃষ্টি হলে	২৫৯
১২-দুধ পান	২৬০
১৩-টাটকা পানি প্রার্থনা	২৬২
১৪-দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা	২৬৩

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৫-মিষ্টি ও মধু পান করা	২৬৩
১৬-দাঁড়িয়ে পানি পান করা	২৬৪
১৭-যে ব্যক্তি উটের পিঠে বসে পানি পান করে	২৬৪
১৮-পানীয় দ্রব্য ডান দিক থেকে বন্টন	২৬৫
১৯-বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে পান করতে দেয়ার জন্য ডানের ব্যক্তির কাছে অনুমতি চাইতে হবে কি ?	২৬৫
২০-পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা	২৬৫
২১-ছোটরা বড়দের খেদমত করবে	২৬৬
২২-খাবার পাত্র ঢেকে রাখা	২৬৭
২৩-মশকের মুখে পানি পান করা	২৬৭
২৪-মশকের মুখ ভেঙ্গে পানি পান করা	২৬৮
২৫-পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা	২৬৮
২৬-দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা	২৬৮
২৭-স্বর্ণের পাত্রে পান করা	২৬৯
২৮-রূপার পাত্র	২৬৯
২৯-পেয়ালায় পান করা	২৭০
৩০-নবী (স)-এর পেয়ালায় পান করা	২৭০
৩১-বরকতের পানি পান করা	২৭১

অধ্যায়-৪৭

কিতাবুল মারযা ২৭৩

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

১-রোগের কাফ্ফারা	২৭৩
২-রোগের তীব্রতা	২৭৪
৩-সকলের চেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষা নবীগণের ওপর	২৭৪
৪-রোগীকে দেখতে যাওয়া অপরিহার্য	২৭৫
৫-সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	২৭৫
৬-মৃগী রোগীর ফযীলত	২৭৬
৭-দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফযীলাত	২৭৬
৮-নারীদের পুরুষ রোগীকে দেখতে যাওয়া	২৭৭
৯-রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া	২৭৮
১০-রুগ্ন বেদুঈনকে দেখতে যাওয়া	২৭৮
১১-রুগ্ন মুশরিকদের দেখতে যাওয়া	২৭৯
১২-কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে নামাযের সময় হলে	২৭৯
১৩-রোগীর গায়ে হাত রাখা	২৮০
১৪-রোগীকে কি বলবে	২৮১
১৫-যানবাহনে চড়ে, পদব্রজে এবং অন্যের সাথে গাধার পিঠে বসে রোগীকে দেখতে যাওয়া	২৮১
১৬-আমি রোগাক্রান্ত, আহ ! আমার মাথা ..... বলা রোগীর জন্য বৈধ	২৮৩
১৭-রোগীর একথা বলা ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও	২৮৫
১৮-রুগ্ন শিশুকে দোয়ার জন্য (বুজর্গদের কাছে) নিয়ে যাওয়া	২৮৬
১৯-রোগীর মৃত্যু কামনা করা	২৮৬
২০-রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দোয়া	২৮৭
২১-রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর উযু করা	২৮৮
২২-জ্বর ও মহামারী দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা	২৮৮

অধ্যায়-৪৮
কিতাবুত তিব্ ২৯০
(চিকিৎসার বর্ণনা)

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১-আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেননি	২৯০
২-নারী-পুরুষ কি একে অপরের চিকিৎসা করতে পারে	২৯০
৩-তিনটি জিনিসে নিরাময় আছে	২৯০
৪-মধু দ্বারা চিকিৎসা করা	২৯১
৫-উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা	২৯২
৬-উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা	২৯২
৭-কালজিরা	২৯৩
৮-রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য	২৯৪
৯-নাক দ্বারা ঔষধ সেবন	২৯৪
১০-চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার	২৯৪
১১-রক্তমোক্ষণের সময়	২৯৫
১২-সফরে ও এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৫
১৩-অসুখের দরুন রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৫
১৪-মাথায় রক্তমোক্ষণ করানো	২৯৬
১৫-অর্ধ কিংবা পুরো মাথা ব্যাথায় রক্তমোক্ষণ	২৯৬
১৬-অসুস্থতার কারণে মাথা মুণ্ডন করা	২৯৭
১৭-উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে দহন করা	২৯৭
১৮-চোখের ব্যথায় সুরমা ব্যবহার	২৯৮
১৯-কুষ্ঠ রোগ	২৯৯
২০-মান্না চোখের জন্য ঔষধবিশেষ	২৯৯
২১-রোগীর মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ	৩০০
২২-অনুচ্ছেদ	৩০০
২৩-আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হওয়া	৩০১
২৪-দাস্ত বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা	৩০২
২৫-'সাফার' তলপেটের পীড়া ছাড়া আর কিছুই নয়	৩০২
২৬-ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ	৩০৩
২৭-রক্ত বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়ে ছাই দেয়া	৩০৪
২৮-জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে	৩০৪
২৯-কেউ অস্বাস্থ্যকর এলাকা ত্যাগ করলে	৩০৫
৩০-প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে	৩০৫
৩১-প্লেগরোগে ধৈর্যধারণকারীর সওয়াব	৩০৮
৩২-কুরআন এবং সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে ফুঁ দেয়া	৩০৯
৩৩-সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া	৩০৯
৩৪-সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে শর্ত নির্ধারণ করা	৩১০
৩৫-বদ্‌নযর লাগলে ঝাড়-ফুঁক করা	৩১০
৩৬-নযর লাগা একটি বাস্তব ব্যাপার	৩১১
৩৭-সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা	৩১১
৩৮-নবী (স)-এর ঝাড়ফুঁক	৩১১
৩৯-ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু নিক্ষেপ	৩১২
৪০-ব্যথার জায়গায় ঝাড়ফুঁককারীর ডান হাত বুলানো	৩১৪
৪১-পুরুষকে নারীর ঝাড়ফুঁক করা	৩১৫
৪২-যে লোক ঝাড়ফুঁক করে না বা করায় না	৩১৫
৪৩-কোন কিছুকে অশুভ মনে করা	৩১৬
৪৪-ফাল (শুভ লক্ষণ)	৩১৬
৪৫-হামাহ বলতে কিছু নেই	৩১৭

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪৬-গণৎকারের ভবিষ্যদ্বানী	৩১৭
৪৭-যাদু সম্পর্কে	৩১৯
৪৮-শিরক ও যাদু ধ্বংসাত্মক পাপ	৩২১
৪৯-যাদু মুক্ত হওয়ার চিকিৎসা করা	৩২১
৫০-যাদুটোনা	৩২২
৫১-ভাষণে যাদুকরি প্রভাব	৩২৩
৫২-মদীনার আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুটোনার চিকিৎসা করা	৩২৩
৫৩-হামাহ বলতে কিছু নেই	৩২৪
৫৪-রোগ সংক্রমণ নেই	৩২৪
৫৫-নবী (স)-কে বিষ প্রয়োগের বর্ণনা	৩২৫
৫৬-বিষপান, তার দ্বারা চিকিৎসা এবং বিপদজ্জনক জিনিস বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা	৩২৬
৫৭-গর্দভীর দুধ	৩২৭
৫৮-পাত্রে মাছি পড়লে	৩২৮

অধ্যায়-৪৯

কিতাবুল লিবাস ৩২৯

(পোশাক)

১-"আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে ...."	৩২৯
২-যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক টেনে টেনে চলে	৩২৯
৩-পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা	৩৩০
৪-পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোযখে যাবে	৩৩০
৫-অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা	৩৩০
৬-ঝালর বা পাড়যুক্ত ইযার	৩৩১
৭-চাদর সম্পর্কে	৩৩২
৮-জামা পরিধান করা	৩৩৩
৯-বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা	৩৩৪
১০-সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা	৩৩৫
১১-যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা	৩৩৫
১২-রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা	৩৩৫
১৩-টুপি প্রসঙ্গে	৩৩৬
১৪-পায়জামা প্রসঙ্গে	৩৩৬
১৫-পাগড়ীর বর্ণনা	৩৩৭
১৬-চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা	৩৩৭
১৭-লৌহ শিরস্ত্রাণ	৩৩৯
১৮-ডোরাদার কালো চাদর	৩৩৯
১৯-উলের চাদর ও কারুকার্যময় উলের চাদর	৩৪১
২০-ইশতিমালুস-সাম্মা	৩৪২
২১-এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা	৩৪৩
২২-নকশীদার কালো পশমী চাদর	৩৪৪
২৩-সবুজ পোশাক	৩৪৪
২৪-সাদা পোশাক	৩৪৬
২৫-পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে	৩৪৬
২৬-যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে	৩৪৮
২৭-রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার	৩৪৯
২৮-ক্বাস্‌সী পরিধান করা	৩৪৯
২৯-চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি	৩৪৯
৩০-নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র	৩৫০

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩১-নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন	৩৫০
৩২-কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা	৩৫০
৩৩-পুরুষদের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ	৩৫৩
৩৪-যাফরানী রংয়ের কাপড়	৩৫৩
৩৫-লাল কাপড়	৩৫৪
৩৬-লাল 'মীসারা'	৩৫৪
৩৭-পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা	৩৫৪
৩৮-প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে	৩৫৫
৩৯-বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে	৩৫৬
৪০-এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না	৩৫৬
৪১-এক জুতায় দু'টি ফিতা	৩৫৬
৪২-লাল চামড়ার তাঁবু	৩৫৬
৪৩-চাটাই ইত্যাদিতে বসা	৩৫৭
৪৪-সোনার বোতামযুক্ত পোশাক	৩৫৭
৪৫-সোনার আংটি	৩৫৮
৪৬-রূপার আংটি	৩৫৮
৪৭-অনুচ্ছেদ	৩৫৮
৪৮-আংটির পাথর	৩৫৯
৪৯-লোহার আংটি	৩৬০
৫০-আংটির ওপর নকশা খোদিত করা	৩৬১
৫১-কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা	৩৬১
৫২-কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়া	৩৬১
৫৩-আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা	৩৬২
৫৪-"কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না"	৩৬২
৫৫-আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে	৩৬৩
৫৬-মহিলাদের আংটি পরা	৩৬৩
৫৭-মহিলাদের যাব ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা	৩৬৩
৫৮-কণ্ঠ হার ধার নেয়া	৩৬৪
৫৯-মহিলার জন্য কানবালা	৩৬৪
৬০-শিশুদের গলার মালা	৩৬৪
৬১-যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে	৩৬৫
৬২-নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা	৩৬৫
৬৩-গোঁফ কেটে ফেলা	৩৬৬
৬৪-নখ কাটা	৩৬৬
৬৫-দাড়ি বাড়ানো	৩৬৭
৬৬-বার্ধক্য সম্পর্কিত বর্ণনা	৩৬৭
৬৭-খেযাব সম্পর্কে	৩৬৮
৬৮-কোঁকড়ানো চুল	৩৬৯
৬৯-আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা	৩৭১
৭০-মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা	৩৭২
৭১-কেশগুচ্ছ বা বেণী	৩৭৩
৭২-মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা	৩৭৩
৭৩-স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো	৩৭৪
৭৪-চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া	৩৭৪
৭৫-চুল আচড়ানো	৩৭৪
৭৬-হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা	৩৭৫
৭৭-ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা	৩৭৫
৭৮-কস্তুরী সম্পর্কে	৩৭৫
৭৯-খোশবু লাগানো মুস্তাহাব	৩৭৫
৮০-খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত	৩৭৫
৮১-'যারীরা' নামীয় খোশবু	৩৭৬
৮২-সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করা	৩৭৬
৮৩-পরচুলা লাগানো	৩৭৬
৮৪-ভ্রূ উপড়ে ফেলা	৩৭৮
৮৫-যে নারী পরচুলা লাগায়	৩৭৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৮৬-যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে	৩৭৯
৮৭-যে নারী নিজ দেহে উলকি উৎকীর্ণ করায়	৩৮০
৮৮-ছবি	৩৮১
৮৯-কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতার শাস্তিভোগ	৩৮১
৯০-ছবি ভেঙ্গে ফেলা	৩৮১
৯১-যেসব জিনিস পদদলিত করা হয় তা ছবিযুক্ত হলে	৩৮২
৯২-যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত বিছানায় বসতে পসন্দ করে না	৩৮৩
৯৩-ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ	৩৮৩
৯৪-যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না	৩৮৩
৯৫-প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে না	৩৮৩
৯৬-যে ব্যক্তি চিত্রকরকে অভিসম্পাত দেয়	৩৮৪
৯৭-যে ব্যক্তি ছবি অংকন করে	৩৮৫
৯৮-জন্তুযানে কারো পেছনে আরোহন করা	৩৮৫
৯৯-জন্তুযানের পিঠে তিনজন বসা	৩৮৫
১০০-মালিক কর্তৃক জন্তুযানে নিজের সামনে অন্যকে বসানো	৩৮৫
১০১-জন্তুযানে পুরুষের পেছনে পুরুষের বসা	৩৮৬
১০২-জন্তুযানে মাহরাম পুরুষের পেছনে নারীর বসা	৩৮৭
১০৩-চিত হয়ে শোয়া	৩৮৭

অধ্যায়-৫০

কিতাবুল আদাব ৩৮৮

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

১-দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক	৩৮৮
২-উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে	৩৮৮
৩-পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না	৩৮৯
৪-কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়	৩৮৯
৫-যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়	৩৮৯
৬-পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ	৩৯১
৭-মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক	৩৯২
৮-স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা	৩৯৩
৯-মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা	৩৯৩
১০-আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের মর্যাদা	৩৯৪
১১-আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ	৩৯৪
১২-আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের দরুন রিযিক বৃদ্ধি পায়	৩৯৪
১৩-যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে	৩৯৫
১৪-আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে	৩৯৬
১৫-প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না	৩৯৬
১৬-মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ	৩৯৬

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১৭-অন্যের শিশু কন্যার সাথে খেলা	৩৯৭
১৮-সন্তান-সন্ততিকে আদর-স্নেহ করা	৩৯৭
১৯-আল্লাহ তা'আলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন	৩৯৯
২০-খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা	৪০০
২১-শিশুদেরকে কোলে নেয়া	৪০০
২২-শিশুকে রানের উপর রাখা	৪০১
২৩-উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ	৪০১
২৪-ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা	৪০১
২৫-বিধবা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা	৪০২
২৬-দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা	৪০২
২৭-মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া	৪০২
২৮-প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত	৪০৪
২৯-যে ব্যক্তির অনিষ্টকারীতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার গুনাহ	৪০৫
৩০-কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে	৪০৫
৩১-যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়	৪০৫
৩২-দরযার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক	৪০৬
৩৩-প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা	৪০৬
৩৪-উত্তম কথা	৪০৭
৩৫-সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন	৪০৭
৩৬-ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা	৪০৮
৩৭-"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে, ..."	৪০৮
৩৮-নবী (স) অশালীন ছিলেন না	৪০৯
৩৯-উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা	৪১০
৪০-আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে	৪১২
৪১-ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়	৪১২
৪২-কেবল আল্লাহর জন্য ভালবাসা	৪১৩
৪৩-"হে মু'মিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ....."	৪১৩
৪৪-গালা-গালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ	৪১৪
৪৫-যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ	৪১৭
৪৬-গীবত বা পরচর্চা	৪১৮
৪৭-আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার	৪১৮
৪৮-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয	৪১৯
৪৯-চোগলখোরী কবীরা গুনাহ	৪১৯
৫০-চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া	৪২০
৫১-তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর	৪২০
৫২-দু' মুখো নীতি	৪২০
৫৩-যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে	৪২১
৫৪-অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দীয়	৪২১
৫৫-বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত	৪২২
৫৬-"অবশ্যই আল্লাহ 'আদল' ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন"	৪২২
৫৭-পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ	৪২৩
৫৮-"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা	

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
অধিক কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক ....."	৪২৪
৫৯-যে ধরনের ধারণা পোষণ বৈধ	৪২৪
৬০-ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে	৪২৫
৬১-গর্ব ও অহমিকা	৪২৬
৬২-কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা	৪২৬
৬৩-আল্লাহর নাফরমানের সাথে সম্পর্কোচ্ছেদ জায়েয	৪২৯
৬৪-বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে	৪২৯
৬৫-দেখা-সাক্ষাত করা	৪৩০
৬৬-প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজ-সজ্জা করা	৪৩০
৬৭-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃচুক্তি সম্পাদন	৪৩১
৬৮-মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি	৪৩১
৬৯-"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও"	৪৩৬
৭০-সত্য সঠিক পথ	৪৩৭
৭১-দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা	৪৩৭
৭২-সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার	৪৩৮
৭৩-যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে	৪৩৯
৭৪-অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাফের উক্তি করলে	৪৩৯
৭৫-আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ	৪৪১
৭৬-ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা	৪৪৩
৭৭-লজ্জাশীলতা	৪৪৪
৭৮-তোমার লজ্জা-সম্ভ্রমবোধ না থাকলে	৪৪৫
৭৯-দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা	৪৪৫
৮০-"তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না ....."	৪৪৬
৮১-মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া	৪৪৮
৮২-মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা	৪৪৯
৮৩-মু'মিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুই-বার দংশিত হয় না	৪৪৯
৮৪-মেহমানদের হক	৪৫০
৮৫-মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৪৫১
৮৬-মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা	৪৫২
৮৭-অতিথির সামনে ক্রুদ্ধ হওয়া	৪৫৩
৮৮-মেযবানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না	৪৫৪
৮৯-প্রবীণদের সম্মান করা	৪৫৫
৯০-যে ধরনের কবিতা, রাজায এবং হুদী বৈধ	৪৫৬
৯১-মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা	৪৬০
৯২-কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয়	৪৬১
৯৩-'তোমার ডান হাত ধুলামলিন হোক'	৪৬২
৯৪-'যা'আমূ' অর্থাৎ তারা মনে করে	৪৬৩
৯৫-একজন আরেকজনকে 'ওয়াইলাকা' বলা	৪৬৩
৯৬-মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার আলামত	৪৬৭
৯৭-কেউ কাউকে 'দূর হ' বলা উচিত নয়	৪৬৮
৯৮-কোন ব্যক্তির 'মারহাবা' বলা	৪৭০
৯৯-(কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে	৪৭১
১০০-'আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে'–এমন কথা না বলা	৪৭১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
১০১-তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না	৪৭২
১০২-'করম' হলো ঈমানদারের কলব বা মন	৪৭২
১০৩-'আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক'	৪৭৩
১০৪-আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা	৪৭৩
১০৫-আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ	৪৭৪
১০৬-"আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না	৪৭৪
১০৭-'হাযন' জাতীয় নাম রাখা	৪৭৫
১০৮-সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা	৪৭৫
১০৯-নবীদের নামে নাম রাখা	৪৭৬
১১০-আল-ওয়ালীদ নাম রাখা	৪৭৮
১১১-বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা	৪৭৮
১১২-জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা	৪৭৯
১১৩-অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও 'আবু তুরাব' ডাকনাম রাখা	৪৭৯
১১৪-আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম	৪৮০
১১৫-মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা	৪৮০
১১৬-পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়	৪৮৩
১১৭-কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, 'ও কিছু না'	৪৮৪
১১৮-আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা	৪৮৫
১১৯-লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা	৪৮৫
১২০-হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো	৪৮৬
১২১-বিস্ময়কালে তাকবীর ও তাসবীহ পড়া	৪৮৬
১২২-অযথা পাথর বা ঢিল ছোঁড়া নিষেধ	৪৮৮
১২৩-হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে	৪৮৮
১২৪-হাঁচিদাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জববা	৪৮৮
১২৫-হাঁচি দেয়া পসন্দনীয়, এবং হাই তোলা নিন্দনীয়	৪৮৮
১২৬-কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে	৪৮৯
১২৭-হাঁচিদাতা 'আলহামুদ লিল্লাহ' না বললে	৪৮৯
১২৮-কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে	৪৯০

অধ্যায়-৫১

কিতাবুল ইসতিযান ৪৯১

(প্রবেশানুমতি প্রার্থনা)

১-সালামের সূচনা	৪৯১
২-"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের বসত ঘর ছাড়া অপরের বসত ঘরসমূহে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না"	৪৯২
৩-সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম	৪৯৩
৪-কমসংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম দিবে	৪৯৪
৫-যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে	৪৯৪

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৬-পদচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে	৪৯৫
৭-ছোটরা বড়দের সালাম দিবে	৪৯৫
৮-সালামের ব্যাপক প্রচলন করা	৪৯৫
৯-পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া	৪৯৫
১০-হিজাবের আয়াত	৪৯৬
১১-দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা	৪৯৮
১২-যৌনাঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ব্যভিচার	৪৯৮
১৩-সালাম দেয়া ও অনুমতি প্রার্থনা তিনবার	৪৯৯
১৪-যাকে ডাকা হয়েছে সেও কি অনুমতি প্রার্থনা করবে	৫০০
১৫-শিশুদেরকে সালাম দেয়া	৫০০
১৬-পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া	৫০০
১৭-কে ? এ প্রশ্নের জবাবে 'আমি' বলা	৫০১
১৮-সালামের জবাবে 'আলাইকাস সালাম' বলা	৫০১
১৯-যখন কেউ বলে, অমুক তোমাকে সালাম বলেছে	৫০২
২০-মুসলমান ও মুশরিকদের যৌথ সমাবেশে সালাম দেয়া	৫০৩
২১-গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তওবা করার নিদর্শন	৫০৪
২২-যিম্মীদের সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম	৫০৫
২৩-মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা পত্রের বিষয়বস্তু জানার জন্যে তা পড়া	৫০৫
২৪-আহলি কিতাবদের নিকট পত্র কিভাবে লিখতে হয়	৫০৭
২৫-পত্রে কার নাম প্রথমে লিখতে হবে	৫০৭
২৬-"তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও"	৫০৮
২৭-মুসাফাহা করা	৫০৮
২৮-দুই হাতে মুসাফাহা করা	৫০৯
২৯-মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করা	৫০৯
৩০-কেউ ডাকলে জবাবে 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা' বলা	৫১০
৩১-বসার জন্য একজন আরেকজনকে উঠিয়ে দিবে না	৫১২
৩২-"যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দাও ....."	৫১২
৩৩-সবাই যেন উঠে যায়	৫১৩
৩৪-দুই হাঁটু খাড়া করে পাছার ওপর বসা	৫১৩
৩৫-সাথীদের সামনে বালিশে হেলান দিয়ে বসা	৫১৩
৩৬-কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত হাঁটা	৫১৪
৩৭-সারীর বা বিছানা	৫১৪
৩৮-কাউকে বালিশ এগিয়ে দেয়া	৫১৫
৩৯-জুমুআর নামাযের পর কায়লুলা	৫১৬
৪০-মসজিদে কায়লুলা করা	৫১৬
৪১-কোন কওমের সাথে দেখা করতে গিয়ে সেখানে কায়লুলা করা	৫১৭
৪২-যে কোন সুবিধাজনক পন্থায় বসা	৫১৮
৪৩-যিনি মানুষের সামনে গোপন আলাপ করেন	৫১৯
৪৪-চিত হয়ে শোয়া	৫২০
৪৫-তৃতীয় সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দু'জনে গোপন আলাপ করবে না	৫২০
৪৬-গোপনীয়তা রক্ষা করা	৫২১
৪৭-তিনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে কথা বলা	৫২১

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৪৮-দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলাপ করা	৫২১
৪৯-ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না	৫২২
৫০-রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা	৫২২
৫১-বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা	৫২৩
৫২-যেসব খেলাধুলা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ করে	৫২৩
৫৩-ইমারত সম্পর্কিত বর্ণনা	৫২৪

অধ্যায়-৫২

কিতাবুদ দাওয়াত ৫২৫

(দোয়ার বর্ণনা)

১-"তোমরা আমার কাছে দোয়া কর ....."	৫২৫
২-প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোয়া আছে	৫২৫
৩-সর্বোত্তম ইসতিগফার	৫২৫
৪-দিনে ও রাতে নবী (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা	৫২৬
৫-তওবা করা	৫২৭
৬-ডান কাত হয়ে শোয়া	৫২৮
৭-পবিত্রাবস্থায় রাত্রি যাপন	৫২৮
৮-শোয়ার সময় কি দোয়া পড়বে	৫২৯
৯-ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে শোয়া	৫২৯
১০-ডান কাতে শোয়া	৫৩০
১১-রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দোয়া পড়বে	৫৩০
১২-শয়নকালের তাক্‌বীর ও তাস্‌বীহ	৫৩২
১৩-শয়নকালে আউযু বিল্লাহ পড়া	৫৩৩
১৪-(শয়নের পূর্বে বিছানা ঝাড়বে)	৫৩৩
১৫-মধ্য রাতে দোয়া করা	৫৩৪
১৬-পায়খানায় যাওয়ার দোয়া	৫৩৪
১৭-সকাল বেলা যে দোয়া পড়বে	৫৩৪
১৮-নামাযের মধ্যে দোয়া পড়া	৫৩৫
১৯-নামায শেষে দোয়া পড়া	৫৩৬
২০-"আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন ....."	৫৩৭
২১-কবিতার ন্যায় ছন্দবদ্ধ ভাষায় দোয়া করা অপসন্দনীয়	৫৪০
২২-দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে	৫৪০
২৩-তাড়াহুড়া না করলে বান্দাহর দোয়া কবুল হয়	৫৪১
২৪-হাত তুলে দোয়া করা	৫৪১
২৫-কিবলামুখী না হয়ে দোয়া করা	৫৪১
২৬-কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা	৫৪২
২৭-নিজের খাদেমের দীর্ঘজীবন ও তার সম্পদের প্রাচুর্য কামনা করে নবী (স)-এর দোয়া	৫৪২
২৮-চরম বিপদ ও দুর্দশার সময় দোয়া করা	৫৪২
২৯-চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৩
৩০-নবী (স)-এর দোয়া ঃ হে আল্লাহ ! সুমহান বন্ধু	৫৪৩
৩১-হায়াত ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করা	৫৪৪
৩২-শিশুদের জন্য বরকতের দোয়া করা	৫৪৫
৩৩-নবী (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা	৫৪৬
৩৪-নবী (স) ছাড়া অন্যদের উপর দুরূদ পড়া যায় কি না	৫৪৭
৩৫-নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ ! যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি	৫৪৮

অনুচ্ছেদ	পৃষ্ঠা
৩৬-ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৮
৩৭-মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৪৯
৩৮-কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫০
৩৯-জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫১
৪০-সবরকম গুনাহ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫১
৪১-ভীরুতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫২
৪২-কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫২
৪৩-অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে	৫৫৩
৪৪-মহামারী ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণের জন্য দোয়া	৫৫৩
৪৫-অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং জাহান্নামের ফিতনা বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৫
৪৬-প্রাচুর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৬
৪৭-দারিদ্রের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৫৬
৪৮-বরকতপূর্ণ অধিক সম্পদ সন্তান-সন্ততির জন্য প্রার্থনা	৫৫৭
৪৯-বরকতপূর্ণ অধিক সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা	৫৫৭
৫০-ইস্তেখারা করার দোয়া	৫৫৭
৫১-উযুর সময়ের দোয়া	৫৫৮
৫২-উপত্যকায় বা উঁচু জায়গায় উঠার সময়কার দোয়া	৫৫৯
৫৩-উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে দোয়া করা	৫৫৯
৫৪-সফরে গমন কিংবা সফর থেকে ফিরে আসাকালীন দোয়া	৫৫৯
৫৫-বর-এর জন্য দোয়া করা	৫৬০
৫৬-স্ত্রী সহবাসের দোয়া	৫৬১
৫৭-নবী (স)-এর দোয়া রব্বানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া হাসানাতান	৫৬১
৫৮-দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	৫৬১
৫৯-বারবার দোয়া করা	৫৬২
৬০-মুশরিকদের জন্য বদ্‌দোয়া করা	৫৬৩
৬১-মুশরিকদের জন্য দোয়া করা	৫৬৫
৬২-নবী (স)-এর দোয়া ঃ ইয়া আল্লাহ! "আমার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করুন	৫৬৫
৬৩-জুমুআর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দোয়া করা	৫৬৬
৬৪-নবী (স)-এর উক্তি ঃ ইহূদীদের ব্যাপারে আমাদের বদ্‌দোয়া কবুল হয়	৫৬৬
৬৫-আমীন বলা	৫৬৭
৬৬-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মর্যাদা	৫৬৭
৬৭-সুবহানাল্লাহ পড়ার মর্যাদা	৫৬৮
৬৮-মহিমান্বিত আল্লাহর নাম যিক্‌র করার মর্যাদা	৫৬৯
৬৯-লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা	৫৭০
৭০-আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই নাম	৫৭১
৭১-বিরতি দিয়ে ওয়াজ করা	৫৭১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায়—৩৯

كِتَابُ النِّكَاحِ

(বিবাহের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ করার জন্য উৎসাহ প্রদান। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ۔

"নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয় তাদেরকে তোমরা বিবাহ কর।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

٤٦٩٠ ـ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْئَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا فَقَالُوْا وَاَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَاِنِّيْ اُصَلِّي اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ اَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُوْا اَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّيْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّيْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

৪৬৯০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন ব্যক্তির একটি দল নবী (স)-এর স্ত্রীগণের কাছে তাঁর এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করে। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের কাছে এ এবাদতের পরিমাণ কম মনে হল এবং তারা বলল ঃ আমরা নবীর সমকক্ষ হই কি করে, যাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে ! তাদের মধ্যকার একজন বলল ঃ আমি হামেশা রাতভর নামায পড়ব। অপরজন বলল ঃ আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনও রোযাহীন থাকব না (বিরতি দেব না)। তৃতীয়জন বলল, আমি সর্বদা নারীদের ত্যাগ করব এবং কখনও বিবাহ করব না। অতপর নবী (স) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমরাই কি এই এই কথা বলেছ ? আল্লাহর কসম ! আমি আল্লাহর প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগত এবং তাঁকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি রোযা রাখি আবার বিরতিও দেই, রাতে নামাযও পড়ি, ঘুমও যাই এবং মহিলাদের বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ হবে, তারা আমার অনুসারী নয়।

٤٦٩١ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاِنْ

خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِى الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيْدُ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا بِاَدْنٰى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ فَيُكَمِّلُوا الصِّدَاقَ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .

৪৬৯১. যুহরীয়্যী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া (র) অবহিত করেছেন যে, তিনি আয়েশা (রা)-কে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "যদি তোমরা আশংকা কর যে, তোমরা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে যেসব স্ত্রীলোক তোমাদের পসন্দ হয়, তাদের দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চারজনকে বিবাহ করো। কিন্তু তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করো কিংবা তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাসীকে। অবিচার থেকে বাঁচার ইহাই অধিকতর সঠিক পন্থা" (সূরা আন নিসা ঃ ৩)। আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! (এ আয়াত নাযিলের প্রসঙ্গ হচ্ছে) কোন ইয়াতীম বালিকা তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে। সে তার সম্পদ ও রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্যের তুলনায় কম মোহরে বিবাহ করতে চায়। সুতরাং তাদেরকে (অভিভাবকদেরকে) এ ইয়াতীম বালিকাদের তাদের পূর্ণ মোহর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি ইনসাফ করে বিবাহ করতে বলা হয়েছে। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ "যার বিবাহ করার সামর্থ আছে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং যৌন অনাচার থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করবে।" আর যে ব্যক্তির বিবাহের দরকার নেই, সে বিবাহ করবে কিনা ?

٤٦٩٢ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ لِىْ اِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَيَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ اَنْ تُزَوِّجَكَ بِكْرًا تُذَكِّرُكَ مَاكُنْتَ تَعْهَدُ فَلَمَّا رَاٰى عَبْدُ اللّٰهِ اَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ اِلٰى هٰذَا اَشَارَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

৪৬৯২. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। উসমান (রা) তাঁর সাথে মিনাতে সাক্ষাত করে বলেন ঃ ও আবু

আবদুর রহমান ! আপনার কাছে আমার কিছু প্রয়োজন আছে। তাঁরা উভয়ে এক পাশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। অতপর উসমান (রা) বললেন ঃ ও আবু আবদুর রহমান ! আমি কি আপনার সাথে একটি কুমারী মেয়ের বিবাহ দিব, যে আপনাকে আপনার অতীত স্মরণ করিয়ে দিবে ? যখন আবদুল্লাহ (রা) দেখল যে, তাঁর এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজন নেই, তখন তিনি আমাকে ইশারায় ডেকে বললেন, হে আলকামা ! আমি তাঁর নিকট পৌঁছলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ তখন আমি তাকে (উসমানের প্রস্তাবের ব্যাপারে) বলতে শুনলাম, যেহেতু তুমি আমাকে সে কথা বলেছ, সুতরাং শুনে রাখ, নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ হে যুব সম্প্রদায় ! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে এবং যে বিবাহের সামর্থ রাখে না সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার যৌন ক্ষমতাকে হ্রাস করে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে বিবাহ করার সামর্থ রাখে না, সে যেন রোযা রাখে।

٤٦٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ شَبَابًا لاَنَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

৪৬৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, যুবক বয়সে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম, আমাদের কোন সম্পদ ছিল না। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের বললেন ঃ হে যুবসমাজ! যে বিবাহের সামর্থ রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ (পর স্ত্রী দর্শন থেকে) দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং যৌন জীবনকে সংযমী করে। আর যার সামর্থ নেই সে যেন রোযা রাখে, কেননা রোযা তার যৌন কামনা কমিয়ে দেয়।"

৪-অনুচ্ছেদ ঃ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ।

٤٦٩٤ - عَنْ عَطَاءٍ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُوْنَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوْهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوْهَا وَارْفُقُوْا فَاِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ .

৪৬৯৪. আতা (র) বলেছেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে 'সারিফ' নামক স্থানে মায়মূনা (রা)-এর জানাযায় উপস্থিত হলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন ঃ 'ইনি হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী। সুতরাং তোমরা যখন তাঁর লাশ উঠাবে তখন যেন জোরে ধাক্কা না দাও এবং নাড়াচাড়া না করো, বরং আস্তে আস্তে নিয়ে চলবে। নবী (স)-এর নয়জন (স্ত্রী) ছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে আটজনের সাথে পালাক্রমে রাত যাপন করতেন। (তাদের মধ্যে মায়মূনাও ছিলেন) কিন্তু একজনের ওখানে রাত্রি যাপনের পালা ছিল না।[১]

---

১. হযরত সাওদা (রা) বার্ধক্যের কারণে নিজের ভাগের পালা স্বেচ্ছায় হযরত আয়েশা (রা)-কে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর প্রাপ্য পালার দিন নবী (স) আয়েশার সঙ্গে কাটাতেন।

٤٦٩٥ ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى لَيْلَةٍ وَّاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৬৯৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর নিকট গমন করতেন। তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল।

٤٦٩٦ ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِىْ اِبْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَتَزَوَّجْ فَاِنَّ خَيْرَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَكْثَرُهَا نِسَاءً .

৪৬৯৬. সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি বিবাহ করেছ কি ? আমি জবাব দিলাম, না। তিনি বললেন, তুমি বিবাহ করো। কেননা যিনি এ উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি [মুহাম্মদ (স)] ছিলেন তাঁর অধিক সংখ্যক স্ত্রী ছিল।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে অথবা কোন সৎকাজ করে, তবে সে তার নিয়াত অনুসারে সওয়াব পাবে।

٤٦٩٧ ـ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ وَاِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَاهَاجَرَ اِلَيْهِ .

৪৬৯৭. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কাজের ফলাফল নিয়াতের ওপরে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়াত অনুসারে প্রতিফল পাবে। সুতরাং যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য হিজরত করবে, তার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য। আর যে পার্থিব স্বার্থের জন্য হিজরত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, সে ঐ প্রতিফলই পাবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।[২]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তিকে বিবাহ, যার সাথে কুরআন ও ইসলাম আছে। (এ প্রসংগে) সাহল ইবনে সাদ (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٩٨ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نَسْتَخْصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ .

৪৬৯৮. ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকত না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমরা কি খাসী (ছিন্নমুষ্ক) হয়ে যাব ? নবী (স) আমাদেরকে ছিন্নমুষ্ক হতে নিষেধ করেন।

---

২. ফলাফল কাজ দেখে সে অনুসারে হবে না, বরং কাজ করার পেছনে যে নিয়াত ছিল তদনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে। কেননা একই কাজ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নিয়াতে করে থাকে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে বলে, তুমি আমার স্ত্রীগণকে দেখে যাকে পসন্দ করো, আমি তাকে তোমার জন্য তালাক দিয়ে দেব (তবে এ ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে ?) আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٩٩ - عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ ابْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ وَعِنْدَ الْاَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُّنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَاَتَى السُّوْقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِّنْ اَقِطٍ وَشَيْئًا مِّنْ سَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِّنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ اَنْصَارِيَةً قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৬৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) (হিজরত করে মদীনা) আসলে নবী (স) তাঁর এবং সাদ ইবনে রাবী আল-আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। এই আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন, আমার স্ত্রী এবং সম্পদ এতদুভয়ের অর্ধেক তুমি নিয়ে নাও। তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আপনার স্ত্রী ও সম্পদে বরকত দান করুন। আপনি দয়া করে আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন। অতপর আবদুর রহমান (রা) বাজারে গেলেন এবং পনির ও মাখনের ব্যবসা করে মুনাফা করলেন। কিছু দিন পরে নবী (স) তাঁর শরীরে (পোশাকে) হলুদের রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার হে আবদুর রহমান ! তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি এক আনসারী রমণীকে বিবাহ করেছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, কত মোহর দিয়েছ ? তিনি বললেন, এক উকিয়া (আনুমানিক তিন তোলা) স্বর্ণ দিয়েছি। নবী (স) বললেন ঃ বিবাহভোজের ব্যবস্থা করো, একটা বকরী দিয়ে হলেও।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ না করা এবং খাসী হওয়া নিন্দনীয়।

٤٧٠٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ اَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا .

৪৭০০. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেছেন ঃ নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। যদি নবী (স) তাকে অনুমতি দিতেন তবে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।[৩]

---

৩. সাদের মন্তব্য 'আমরা খোজা বা খাসী হয়ে যেতাম' দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, সত্যিই তিনি খাসী হয়ে যেতেন। কেননা তা ইসলামে হারাম। এর দ্বারা তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় আনন্দস্ফূর্তি থেকে বিরত থাকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

٤٧٠١- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ يَقُوْلُ لَقَدْ رَدَّ ذٰلِكَ يَعْنِى النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى عُثْمَانَ وَلَوْ اَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا.

৪৭০১. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উসমান ইবনে মাযউন (রা)-কে তা (বিবাহ না করা) থেকে বারণ করেছেন। তিনি তাকে বিবাহ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দিলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।

٤٧٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ فَقُلْنَا اَلاَ نَسْتَخْصِىْ فَنَهَانَا عَنْ ذٰلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا اَنْ تَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

৪৭০২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ আমরা নবী (স)-এর সাথে জিহাদ করতাম এবং আমাদের সাথে কিছুই (স্ত্রী) থাকত না। আমরা আরয করলাম ঃ আমরা কি খাসী হয়ে যাব ? তিনি আমাদের তা থেকে নিষেধ করলেন এবং আমাদেরকে কোন মহিলার সাথে একখানা কাপড়ের বিনিময় মুতআ[৪] বিবাহ করার অনুমতি দিলেন এবং আমাদের নিম্নোক্ত আয়াত শুনালেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! যে পবিত্র জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা সেগুলোকে হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭)

٤٧٠٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ شَابٌّ وَاَنَا اَخَافُ عَلٰى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلاَ اَجِدُ مَااَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِّىْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَااَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا اَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ ذَرْ.

৪৭০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি একজন যুবামানুষ এবং আমি অবৈধ যৌন সংযোগের আশংকা করি। আমার বিবাহ করার সামর্থও নেই। নবী (স) আমার কথায় নিরুত্তর থাকলেন। তাই আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। অতপর (তৃতীয়বারও) আমি আবারও আমার কথার অবতারণা করলাম ; এবারও তিনি নিরুত্তর থাকলেন। অতপর (চতুর্থবারে) এ কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি মুখ খুললেন এবং বললেন ঃ হে আবু হুরাইরা ! তোমার

৪. মুতা বিবাহ জাহেলী যুগের একটি প্রথা, যা প্রথম দিকে জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধকালে এটা চিরদিনের জন্য হারাম করা হয়েছে।

ভাগ্যলিপি বদ্ধ হয়ে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। সুতরাং চাই তুমি খাসী হও বা না হও[৫] (তাতে কিছু যায় আসে না)।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ। ইবনে আবু মুলাইকা বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন ঃ আপনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীকে নবী (সা) বিবাহ করেননি।

٤٧٠٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيْهِ شَجَرَةٌ قَدْ اُكِلَ مِنْهَا وَوَجَدْتَ شَجَرَةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِىْ اَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيْرَكَ قَالَ فِى الَّتِىْ لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَعْنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا .

৪৭০৪. আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! মনে করুন, আপনি এমন একটি উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলেন, যেখানে এমন একটি গাছ আছে যার অংশবিশেষ পূর্বেই খাওয়া হয়ে গেছে। অতপর আপনি এমন বৃক্ষ পেলেন যার কিছুই খাওয়া হয়নি, এর মধ্যে কোন্ বৃক্ষের তলে আপনার উট চরাবেন ? নবী (স) বললেন, যে বৃক্ষের কিছুই খাওয়া হয়নি সেখানেই আমার উট চরাবো। আয়েশা (রা) বুঝাতে চাইলেন যে, নবী (স) তিনি ছাড়া আর কোন কুমারী রমণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।

٤٧٠٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ امْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ .

৪৭০৫. আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দু'বার আমাকে স্বপ্নযোগে তোমাকে দেখানো হয়েছে। এক ব্যক্তি তোমাকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাকে লক্ষ্য করে বলছিল ঃ এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তখন কাপড়ের পর্দা খুললাম এবং দেখলাম যে, তুমি (রয়েছ)। তখন আমি বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে তিনি তা অবশ্যই সত্যে পরিণত করবেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ পরিণত বয়স্কা (তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা) রমণীকে বিবাহ করা। উম্মে হাবীবা (রা) বলেন ঃ নবী (স) আমাকে বললেন, আমার সাথে তোমাদের কন্যা অথবা বোন বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব করো না।

٤٧٠٦- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَتَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِىْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِىْ رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِىْ فَنَخَسَ

৫. অর্থাৎ তাকদীরে যা লেখা আছে, তা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ছিন্নমুষ্ক হওয়া বা না হওয়ায় কিছুই যায় আসে না বলে এটা করা অর্থহীন।

بَعِيْرِىْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيْرِىْ كَاَجْوَدِ مَا اَنْتَ رَاٰءٍ مِنَ الْاِبِلِ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَا يُعَجِّلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيْثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ بِكْرٌ اَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَىْ عِشَاءً لِكَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ ـ

৪৭০৬. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে এক জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আমার ধীরগতি উটটিকে দ্রুত চালাতে চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় আমার পেছন থেকে একজন আরোহী এসে আমার উটটির পেছনে তার বর্শা দ্বারা খোঁচা দিলে এটা এত দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করল, যেমন সকল ভাল ভাল উটকে তুমি চলতে দেখেছ। (তাকিয়ে দেখি) তিনি নবী (স)। তিনি বললেন ঃ তোমার এত তাড়া কিসের ? আমি উত্তর দিলাম ঃ আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা বিধবা ? আমি উত্তর দিলাম ঃ বয়স্কা বিধবা। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তুমি কোন কুমারী মেয়েকে কেন বিবাহ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে ? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা (মদীনায়) প্রবেশোদ্যত হলে নবী (স) বললেন ঃ তোমরা অপেক্ষা কর এবং রাতে (মদীনা) প্রবেশ কর। যাতে স্বামীর অনুপস্থিতির কারণে কেশ বিন্যাসহীনা মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশবিন্যাস করে নিতে পারে এবং (নাভীর নীচের) লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

٤٧٠٧ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ تَزَوَّجْتُ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا فَقَالَ مَالَكَ وَلِلْعَذَارٰى وَلِعَابِهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ فَقَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ .

৪৭০৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আমি বিবাহ করলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, তুমি কি ধরনের মেয়ে বিয়ে করেছ ? আমি নিবেদন করলাম, বয়স্কা (সায়্যিবা) নারী বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী মেয়ে এবং তাদের ক্রীড়ার প্রতি কি তোমার আকর্ষণ নেই ? আমি (অধঃস্তন রাবী) এ ঘটনা আমর ইবনে দীনারকে জানালে তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (সা) আমাকে বলেছেন ঃ তুমি কেন কোন কুমারী মেয়ের পাণি গ্রহণ করলে না, যাতে তুমি তার সাথে খেলা রং-তামাশা করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে খেলা করতে পারত ?

১১-অনুচ্ছেদ ঃ বয়স্ক পুরুষের সাথে নাবালেগ মেয়ের বিবাহ।

٤٧٠٨ـ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اِنَّمَا اَنَا اَخُوْكَ فَقَالَ اَنْتَ اَخِىْ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَكِتَابِهِ وَهِىَ لِىْ حَلاَلٌ .

৪৭০৮. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবু বাক্‌র (রা)-এর কাছে [আয়েশা (রা)-এর বিবাহের] প্রস্তাব করলেন। আবু বাকর (রা) বললেন, কিন্তু আমি তো আপনার ভাই। নবী (স) বললেন, আপনি আমার আল্লাহ্‌র দীনের ও কিতাবের ভাই, তাই সে (আয়েশা) আমার জন্য হালাল।[৬]

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন্ ধরনের নারী বিবাহ করা উচিত এবং কোন্ ধরনের নারী উত্তম। নিজের সন্তান ধারণের জন্য কোন্ ধরনের নারী বেছে নেয়া মুস্তাহাব, তবে তা বাধ্যকর নয়।

٤٧٠٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِى صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ .

৪৭০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম মহিলা হচ্ছে উষ্ট্রারোহিণী এবং সতী-সাধ্বী হচ্ছে কুরাইশ মহিলারা। তারা সন্তানের প্রতি তাদের বাল্যকালে খুবই স্নেহবৎসল এবং তাদের স্বামীদের সম্পত্তির যত্নবান রক্ষক।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসীদের গ্রহণ (তাদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন) এবং যে ব্যক্তি দাসীকে আযাদ করে বিবাহ করে।

٤٧١٠ـ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَادِيْبَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهِ وَاٰمَنَ بِىْ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاَيُّمَا مَمْلُوْكٍ اَدّٰى حَقَّ مَوَالِيْهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ اَجْرَانِ .

৪৭১০. আবু বুরদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি [আবু মূসা আশয়ারী (রা)] বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার কাছে ক্রীতদাসী আছে এবং সে তাকে প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ভাল আচার-ব্যবহার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, অতপর তাকে আযাদ করে বিবাহ করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আহলে কিতাব-এর যে ব্যক্তি নিজের নবী এবং আমার ওপর ঈমান আনে তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর যে গোলাম স্বীয় মনিব এবং তার মহান প্রতিপালকের হক যথাযথভাবে আদায় করে, তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে।

---

৬. হযরত আবু বাকর (রা) মনে করেছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রীর সাথে কি করে বিবাহ হতে পারে? দীনি ভাইর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। সুতরাং হযরত আবু বাকর (রা) এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এ সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ছ' বছর। এ হাদীসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাল্য বিবাহ বৈধ প্রমাণ করা।

٤٧١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ اِلاَّ ثَلٰثَ كَذِبَاتٍ بَيْنَمَا اِبْرَاهِيْمُ مَرَّ بِجَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَاَعْطَاهَا هَاجَرَ قَالَتْ كَفَّ اللّٰهُ يَدَ الْكَافِرِ وَاَخْدَ مَنِىْ اٰجَرَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَتِلْكَ اُمُّكُمْ يَابَنِىْ مَاءِ السَّمَاءِ .

৪৭১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি।[৭] একদা তিনি তাঁর স্ত্রী সারা (রা)-সহ এক অত্যাচারী শাসকের দেশ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অতপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। সে (বাদশাহ) সারাকে তার সেবার জন্য হাজারকে দান করে। তিনি বললেন, আল্লাহ কাফের থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন, বরং সে আমার খেদমতের জন্য আজার (হাজেরা)-কে দিয়েছে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, হে আকাশের পানির সন্তানেরা (আরবের লোক) ! এ হাজারই তোমাদের মা।

٤٧١٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلاَ لَحْمٍ اُمِرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاُلْقِىَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِىَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِىَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭১২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বার ও মদীনড়র মাঝখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং সেখানে হুয়াইয়ের কন্যা সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত্রি যাপন করেন। (আনাস বলেন) আমি মুসলমানদের তাঁর বিবাহ ভোজের দাওয়াত দেই। সেই ভোজে না রুটি ছিল, না গোশত। নবী (স) দস্তরখান বিছাবার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাতে খেজুর, পনির ও ঘি ঢেলে দেয়া হল। এটাই ছিল তাঁর বিবাহভোজ। মুসলিমরা বলাবলি করল, তিনি (সাফিয়্যা) কি উম্মুহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্যে গণ্য হবেন, না তাঁর দাসী হিসেবে ? অতপর তারা বললেন, যদি তিনি সাফিয়্যার পর্দার ব্যবস্থা করেন তাহলে তিনি মু'মিন জননীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, আর পর্দার ব্যবস্থা না করা হলে তাঁর ক্রীতদাসী হিসেবে গণ্য হবেন। যখন নবী (স) সেখান থেকে রওয়ানা করলেন, সাফিয়্যার জন্য উটের পেছনে জায়গা করলেন এবং তার ও লোকদের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৭. এই হাদীস সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ৬০নং টীকা এবং রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড।–সম্পাদক

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দাসীর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করে।

٤٧١٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

৪৭১৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়্যাকে আযাদ করলেন এবং তাঁর দাসত্বমুক্তিকে তার মোহর হিসেবে গণ্য করলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "যদি তারা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে ধনী করে দেবেন।"-(সূরা আন নূর ঃ ৩২)

٤٧١٤- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ اَهَبُ لَكَ نَفْسِىْ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتِمًا مِّنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَبِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

৪৭১৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার কাছে হেবা (দান) করার

জন্য এসেছি (অর্থাৎ মোহর ছাড়াই আপনার সাথে বিবাহ বসতে চাই)। নবী (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তিনি মহিলার দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, অতপর দৃষ্টি নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) কিছু বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে সুধালেন ঃ তোমার কাছে (তাকে দেয়ার মত) কিছু আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহর কসম ! হে আল্লাহর রসূল ! না (কিছুই নেই)। নবী (স) তাকে বললেন ঃ তুমি তোমার পরিবারে ফিরে যাও এবং দেখ, কোন কিছু পাও কি না। তিনি গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ ! না আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ অন্তত একটি লোহার আংটি পাওয়া যায় কি না। তিনি পুনরায় গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহর শপথ একটি লোহার আংটিও পেলাম না, কিন্তু আমার এ তহবন্দটি আছে। সাহল (রা) বলেন, তার কাছে কোন চাদর ছিল না। লোকটি বললেন, অর্ধেক কাপড় তার। আল্লাহর নবী (স) বললেন, সে তোমার তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? যদি তুমি তা পরিধান করো তবে সে উলঙ্গ থাকবে। আর সে তা পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলেন, তারপর উঠে যেতে লাগলেন। নবী (স) তাকে ফিরে যেতে দেখে ডাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে ডাকা হল। তিনি ফিরে এলে রসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি পরিমাণ কুরআন মুখস্থ আছে ? তিনি বললেন, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে এবং তা গণনা করলেন। নবী (স) বললেন, এগুলো কি তোমার ভালো করে মুখস্থ আছে ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যে পরিমাণ কুরআন তোমার মুখস্থ আছে, তা শিখিয়ে দেয়ার বিনিময়ে এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্র-পাত্রীর একই ধর্মাবলম্বী হওয়া এবং আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; অতপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তোমাদের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।"–(সূরা আল ফোরকান ঃ ৫৪)

٤٧١٥ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا فَاَنْكَحَهُ بِنْتَ اَخِيْهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيْدً وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ اِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيْرَاثِهِ حَتَّى اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ وَمَوَالِيْكُمْ فَرُدُّوْا اِلٰى اٰبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ اَبٌ كَانَ مَوْلًى وَّاَخًا فِى الدِّيْنِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَهِىَ امْرَأَةُ اَبِىْ

حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا نَرٰى سَالِمًا وَلَدًا وَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

৪৭১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুযাইফা ইবনে উতবা ইবনে রবীয়া ইবনে আবদে শামস—যিনি নবী (স)-এর সঙ্গে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন—সালেমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তার সাথে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ওলীদ ইবনে উতবা ইবনে রবীয়ার কন্যা হিন্দকে বিবাহ দেন। সে (সালেম) ছিল জনৈকা আনসারী মহিলার মুক্তদাস। যেমন নবী (স) যায়েদ (রা)-কে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জাহিলী যুগের প্রথা ছিল যে, কেউ যদি কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করত, তবে লোকেরা তাকে ঐ ব্যক্তির পুত্র হিসেবে ডাকত এবং সে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হতো। অবশেষে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তাদেরকে (পালক-পুত্রদেরকে) তাদের (জন্মদাতা) পিতার নামে ডাকো ..... তোমাদের আযাদ করা গোলাম"-(৩৩ ঃ ৫)। এরপর থেকে তাদেরকে (জন্মদাতা) পিতার নামেই ডাকা হয়। যদি তার পিতার সন্ধান না পাওয়া যেত তবে তাকে মাওলা এবং দীনি ভাই বলে ডাকা হতো। পরবর্তীতে আবু হুযাইফা (রা) ইবনে উতবার স্ত্রী সাহলা বিনতে সুহাইল ইবনে আমর আল কুরাশী আল আমেরী নবী (স)-এর নিকট এসে আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমরা সালেমকে আমাদের পুত্র মনে করতাম। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতো আপনিই জানে। অতপর (অধঃস্তন রাবী) হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করেন।

٤٧١٦ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا لَعَلَّكِ اَرَدْتِ الْحَجَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ لاَ اَجِدُنِيْ اِلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ .

৪৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুবায়া বিনতে যুবায়ের-এর বাড়িতে গিয়ে তাকে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা করেছ। তিনি বলেন, (হাঁ), তবে আল্লাহর কসম ! আমি খুবই অসুস্থবোধ করছি। তিনি (স) বললেন ঃ তুমি হজ্জ কর এবং এই শর্ত করে বল, হে আল্লাহ ! আমি ইহরাম ঐখানে খুলব, যেখানে তুমি আমাকে আটক করবে। তিনি (দুবায়া) ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা)-এর স্ত্রী।[৮]

٤٧١٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا

৮. অনুচ্ছেদের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক এই যে, মিকদাদ (রা) দুবায়া (রা) থেকে বংশ মর্যাদায় সমকক্ষ ছিলেন না। যদি বিবাহে বংশ মর্যাদা সমান হওয়া শর্ত হতো তবে এ বিবাহ জায়েয হতো না। অতএব 'কুফু' দ্বারা পাত্র-পাত্রীর একই দীনভুক্ত হওয়া বুঝানো হয়েছে।

وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .

৪৭১৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মহিলাকে বিবাহ করার সময় চারটি বিষয় বিবেচ্য ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। সুতরাং তোমার দীনদার মহিলাই বিবাহ করা উচিত (অন্যথায়) তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৯]

٤٧١٨ـ عَنْ سَهْلٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُّشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ يُّسْتَمَعَ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذَا قَالُوْا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لاَّ يُسْتَمَعَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا .

৪৭১৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, তোমরা এ লোকটি সম্পর্কে কি বল ? তারা বলেন ঃ যদি সে বিবাহের প্রস্তাব করে তবে তা গ্রহণ করা হয়, যদি সে (কারো জন্য) সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় এবং সে যদি কথা বলে তবে তা শোনা হয়। রাবী বলেন, অতপর নবী (স) চুপ করে থাকলেন, ইত্যবসরে একজন গরীব মুসলমান সেখান দিয়ে অতিক্রম করল। নবী (স) বললেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? তারা বললেন ঃ সে যদি কোথাও বিবাহের প্রস্তাব করে, তবে তার সাথে বিবাহ দেয়া হয় না যদি সে কোন সুপারিশ করে তবে তা মঞ্জুর করা হয় না এবং সে যদি কোন কথা বলে তবে তা শোনা হয় না। নবী (স) বললেন ঃ পৃথিবী ভর্তি ঐসব ধনীর চেয়ে এ গরীব মুসলমান অধিক শ্রেয়।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ (বিবাহের ক্ষেত্রে) সম্পদের সমতা (জরুরী নয়) এবং ধনী মহিলার সাথে দরিদ্র ব্যক্তির বিবাহ (জায়েয)।

٤٧١٩ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِىْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِىْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَّنْتَقِصَ صَدَاقَهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ

৯. হাদীসের শেষাংশের বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা আছে। তারিবাত ইয়াদাকা—তোমার হাত ধূলিমলিন হোক অর্থাৎ বরকতে পূর্ণ হোক। অথবা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে হলেও দীনদার স্ত্রী গ্রহণ কর।—সম্পাদক

مَنْ سِوَاهُنَّ قَالَتْ وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ اِلٰى وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوْا فِىْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِىْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبَةً عَنْهَا فِىْ قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا الْاَوْفٰى فِى الصَّدَاقِ .

৪৭১৯. ইবনে শিহাব (র) বলেন, উরওয়া (র) আমাকে অবহিত করেছেন। তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন ঃ "তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফ করতে পারবে না ....।" আয়েশা (রা) বলেন, হে ভাগ্নে ! এ আয়াত ঐ ইয়াতীম বালিকা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে আছে এবং সে তার রূপ-সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি আগ্রহী। সে তাকে কম মোহর প্রদানে (বিবাহ করতে) ইচ্ছুক। ঐ ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, যতক্ষণ না তারা ন্যায়ানুগভাবে তাদের পূর্ণ মোহর দেয়। অন্যথায় তাদেরকে এদের ছাড়া অন্য মেয়েদের বিবাহ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে লোকেরা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ফতোয়া চাইলে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "লোকে তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে ব্যবস্থা জানতে চায়। বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ব্যবস্থা দিচ্ছেন ..... অথচ তোমরা তাদের বিবাহ করার আগ্রহ পোষণ করো"–৪ ঃ ১২৭)। (যার অর্থ হচ্ছে) ইয়াতীম বালিকা বংশীয়, সুন্দরী ও ধনবতী হলে অভিভাবকগণ তাকে বিবাহ করতে উদগ্রীব হতো। তারা এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করতো। আর তারা এদের ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের কমতির কারণে বিবাহ করতে আগ্রহী হতো না। তখন তারা তাদের বাদ দিয়ে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যখন এদের মধ্যে স্বার্থ পেত না, তখন এদের ত্যাগ করত। এ কারণে তাদেরকে স্বার্থের বেলায় পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা এবং পুরাপুরি মোহর আদায় করা ছাড়া তাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়। আয়েশা (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা বলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ কুলক্ষণা মেয়েলোক থেকে সতর্ক থাকা এবং আল্লাহ্র বাণী ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৪)।

٤٧٢٠ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الشُّؤْمُ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالْفَرَسِ .

৪৭২০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ স্ত্রীলোক, ঘর এবং ঘোড়ার মধ্যে কুলক্ষণ আছে।"[১০]

٤٧٢١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ .

৪৭২১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি কোন কিছুর মধ্যে কুলক্ষণ থাকত তবে তা ঘরের মধ্যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং ঘোড়ার মধ্যে থাকত।

٤٧٢٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ فَفِيْ الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ .

৪৭২২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যদি কোন কিছুর মধ্যে (খারাপ লক্ষণ) কিছু থাকত তবে তা ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও বাসস্থানে থাকত।

٤٧٢٣- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ .

৪৭২৩. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু ফিতনা রেখে যাইনি।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের আযাদ স্ত্রী।

٤٧٢٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِيْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِّنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ لَمْ اَرَ الْبُرْمَةَ فَقِيْلَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لاَ تَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৭২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বারীরার ঘটনা থেকে তিনটি নীতি বা শরীয়াতের মাসয়ালা নির্গত হয়েছে। (এক) যখন তাকে আযাদ করা হয় তখন তাকে (এই) এখতিয়ার দেয়া হয় (সে তার ক্রীতদাস স্বামীর সাথে থাকবে কি না) ; (দুই) রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ক্রীতদাসের ওলায়ার[১১] (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অধিকার তার আযাদকারী ব্যক্তির ; (তিন) রসূলুল্লাহ (স) (বারীরার ঘরে) প্রবেশ করে উনুনের ওপরে

---

১০. মহিলাদের কুলক্ষণ হচ্ছে তার দুশ্চরিত্রা হওয়া, বন্ধ্যা হওয়া, অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি। ঘরের কুলক্ষণ—খারাপ প্রতিবেশী হওয়া, সংকীর্ণ হওয়া এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ—আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে ব্যবহৃত না হওয়া।

১১. ওয়ালা ঐ মালকে বলা হয়, যা কোন ক্রীতদাস মৃত্যুর সময় রেখে যায়। যদি সে আযাদ হয়ে যায় এবং তার উত্তরাধিকারী না থাকে তবে যে আযাদ করবে, সে তা পাবে।

হাঁড়ি দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁকে রুটি এবং ঘরে রক্ষিত তরকারী দেয়া হলো। নবী (স) বললেন ঃ হাঁড়ির তরকারী দেখতে পাচ্ছি না যে ? বলা হলো, এতে সদাকার গোশত যা বারীরাকে দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন ঃ এটা বারীরার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য হাদিয়া (উপহার)।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ চার-এর অধিক স্ত্রী বিবাহ করা যাবে না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "দুই দুই, তিন তিন, চার চার।" আলী ইবনে হুসাইন (রা) বলেন ঃ "এর অর্থ হচ্ছে "দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন।" এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "(ফেরেশতারা) দুই দুই অথবা তিন তিন অথবা চার চারখানা পাখা বিশিষ্ট।"–(সূরা আল ফাতির ঃ ১) এর অর্থ দুই, তিন অথবা চারখানা পাখা।

٤٧٢٥ـ عَنْ عَائِشَةَ وَاِنْ خِفْتُم اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى قَالَتْ اَلْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلٰى مَالِهَا وَيُسِيْءُ صُحْبَتَهَا وَلاَ يَعْدِلُ فِىْ مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَنْ طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبَاعَ .

৪৭২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। "ওয়াইন খিফতুম আল্লা তুকসিতু ফিল ইয়াতামা" —এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ কোন ইয়াতীম বালিকা তার কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। সে তার সম্পদের লোভে তাকে বিয়ে করে, কিন্তু তার সংসর্গ অপছন্দ করে এবং তার সম্পত্তি ইনসাফের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। (অবস্থা এরূপ হলে) সে যেন তার পসন্দসই অন্য মহিলাদের মধ্য থেকে দুই অথবা তিন অথবা চারজনকে বিবাহ করে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "তোমাদের দুধমাতা (বিবাহ করা হারাম)" –(সূরা আন নিসা ঃ ২৩)। রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের বিবাহ করা হারাম, দুধ পানের কারণেও তাদের বিবাহ করা হারাম।

٤٧٢٦ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِىْ بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُرَاهُ فُلاَنًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ نَعَمْ اَلرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ .

৪৭২৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তার ঘরে অবস্থানকালে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার শব্দ শুনলেন। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল ! লোকটি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। নবী (স) বললেন ঃ আমি জানি সে অমুক ব্যক্তি, যে হাফসার

দুধচাচা। আয়েশা (রা) বলেন ঃ যদি অমুক ব্যক্তি জীবিত থাকতো যিনি আমার দুধচাচা ছিলেন তিনি কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন ? নবী (স) বলেন ঃ হাঁ, রক্ত সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিবাহ হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

٤٧٢٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَلاَ تَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ قَالَ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَقَالَ بِشْرُ ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ مِثْلَهُ .

৪৭২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী (স)-কে বলা হলো, আপনি হামযা (রা)-এর মেয়েকে বিবাহ করেন না কেন ? তিনি বললেন ঃ সে আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। জাবের ইবনে যায়েদ (রা) থেকেও আরেক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٤٧٢٨ـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِيْ بِنْتَ اَبِيْ سُفْيَانَ فَقَالَ اَوَ تُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِيْ فِيْ خَيْرٍ اُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِيْ قُلْتُ فَاِنَّا نُحَدِّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حَجْرِيْ مَا حَلَّتْ لِيْ اِنَّهَا لاَبْنَةُ اَخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِي وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ قَالَ عُرْوَةُ وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لاَبِيْ لَهَبٍ كَانَ اَبُوْ لَهَبٍ اَعْتَقَهَا فَاَرْضَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا مَاتَ اَبُوْ لَهَبٍ اُرِيَهُ بَعْضُ اَهْلِهِ بِشَرِّ حِيْبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيْتَ قَالَ اَبُوْ لَهَبٍ لَمْ اَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا غَيْرَ اَنِّيْ سُقِيْتُ فِيْ هٰذِهِ بِعَتَاقَتِيْ ثُوَيْبَةَ

৪৭২৮. আবু সুফিয়ান কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। নবী (স) বললেন ঃ এটা কি তুমি পসন্দ করো ?' আমি বললাম ঃ এখনও তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি চাই যে, আমার বোনও আমার সাথে কল্যাণে অংশীদার হোক। নবী (স) বললেন ঃ তা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম, আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে চান ? তিনি বললেন ঃ উম্মু সালামার মেয়ে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কারণ সে আমার দুধ সম্পর্কের

ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নীর বিবাহের প্রস্তাব করো না।

উরওয়া (র) বললেন ঃ সুয়াইবা ছিল আবু লাহাবের দাসী এবং সে তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। অতপর সে নবী (স)-কে দুধ পান করিয়েছিল। আবু লাহাব মারা গেলে তার জনৈক আত্মীয় তাকে স্বপ্নে ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে দেখতে পায় এবং জিজ্ঞেস করে ঃ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হচ্ছে ? আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে ভীষণ আযাবে লিপ্ত আছি, কিন্তু সুয়াইবাকে আযাদ করার কারণে পানীয় পান করানো হয়।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, দুই বছরের পর দুধ পান করানোর (কারণে দুধ পান জনিত বৈবাহিক নিষিদ্ধতা স্থাপিত হবে না) তাদের দলীল আল্লাহর বাণী ঃ "যে দুধপান কাল পূর্ণ করাতে চায় তার জন্য পূর্ণ দুই বছর"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩) এবং কম-বেশী যে পরিমাণ দুধ পান করলে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হয়।

٤٧٢٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ فَكَاَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَاَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ فَقَالَتْ اِنَّهُ اَخِيْ فَقَالَ اُنْظُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

৪৭২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাছে আসলেন। তখন একটি লোক সেখানে (বসা) ছিল। নবী (স)-এর মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ভাব পরিস্ফুটিত হলো, যেন এটা তিনি অপছন্দ করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এ হচ্ছে আমার (দুধ) ভাই। নবী (স) বললেন ঃ দেখ, কে কে তোমার দুধ ভাই। কেননা দুধ সম্পর্ক শুধু তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন দুধই শিশুর প্রধান আহার্য।[১২]

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ শিশু যে মহিলার দুধপান করবে তার স্বামীও এ শিশুর দুধপিতা।

٤٧٣٠ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَفْلَحَ اَخَا اَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَاذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ اَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ صَنَعْتُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اٰذَنَ لَهُ .

৪৭৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কুয়াইসের ভাই আফলাহ তাঁর নিকট পর্দার আয়াত নাযিল হবার পরে এসে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইল। সে ছিল তার দুধ চাচা। আমি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানালাম। রসূলুল্লাহ (স) আসলে আমি তার সাথে যে আচরণ করেছি, তা তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতে আমাকে নির্দেশ দিলেন।

---

১২. শিশুকে তার দুই বছর বয়সের মধ্যেই দুধ পান করানো হলে তাতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম হবে এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে। এরপরে হলে তার কারণে বিবাহ হারাম হবে না এবং দেখা-সাক্ষাত বৈধ হবে না। আবু হানীফা (র)-এর মতে এই সময়সীমা আড়াই বছর।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ মাতার সাক্ষ্য।

٤٧٣١- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ لٰكِنِّيْ لِحَدِيْثِ عُبَيْدٍ اَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَجَاءَ تْنَا اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اَرْضَعْتُكُمَا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَ تْنَا اِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ اِنِّيْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَاَعْرَضَ عَنِّيْ فَاَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ وَاَشَارَ اِسْمٰعِيْلُ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى يَحْكِي اَيُّوْبَ .

৪৭৩১. উকবা ইবনুল হারিস (রা) বলেন, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করলাম। এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে বলল ঃ আমি তোমাদের উভয়কে দুধ পান করিয়েছি। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে এসে বললাম ঃ আমি অমুকের কন্যা অমুককে বিবাহ করেছি। জনৈকা কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা আমাদের কাছে এসে আমাকে বলল ঃ আমি তোমাদের উভয়কে স্তন্য দান করেছি। অথচ সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আমি তাঁর সামনে গিয়ে বললাম, সে মিথ্যাবাদিনী। নবী (স) বললেন, তা কেমন করে (তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে ?) অথচ সে মহিলা দাবি করছে যে, সে তোমাদের উভয়কে দুধপান করিয়েছে ? সুতরাং তাকে (তোমার স্ত্রীকে) ত্যাগ করো। (রাবী) ইসমাঈল তর্জনী ও মধ্যমা আংগুল উত্তোলন করে ইংগিত করেন যে, তার ঊর্ধতন রাবী আইউবও এভাবে দেখিয়েছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হালাল এবং যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহর বাণী ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নী, দুধ-মা, দুধবোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে ..... নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৩-২৪)। আনাস (রা) বলেন, "ওয়াল মুহসানাতু মিনান নিসা"–দ্বারা স্বাধীন-সধবা মহিলাদের বুঝানো হয়েছে, এদেরকে বিবাহ করাও হারাম। "তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া।" আনাস (রা)-এর মতে যদি কোন ব্যক্তি তার দাসীকে তার দাস স্বামী থেকে তালাক নিয়ে নেয় তাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহর বাণী ঃ "তোমরা মুশরিক মহিলাদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ হারাম, যেরূপ তার মা, মেয়ে অথবা বোনকে বিবাহ করা হারাম। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ রক্ত সম্পর্কের কারণে সাত ধরনের নারীকে বিবাহ হারাম এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে অনুরূপ সাতজনকে বিবাহ করা হারাম। অতপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "হুররিমাত আলাইকুম

উম্মাহাতুকুম .....।" আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) এক সাথে আলী (রা)-র স্ত্রী ও কন্যাকে বিবাহ করেন (তারা উভয়ে ছিল সৎ মা ও সৎ কন্যা)। ইবনে সীরীন বলেন ঃ এতে দোষের কিছু নেই। হাসান বসরী প্রথমত তা অবৈধ মনে করেন কিন্তু পরে বলেন, এতে কোন দোষ নেই। হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী (ইবনে আবু তালিব) একই রাতে দুই চাচাতো বোনকে বিবাহ করেন। জাবের ইবনে যায়েদ (র) (উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকায়) এটাকে মাকরূহ মনে করেছেন ; কিন্তু এটা হারাম নয়। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ "উল্লেখিত নারীরা ছাড়া অন্য মেয়েলোক তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে"।

ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, কেউ তার শালীর সাথে যেনা করলে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয় না। ইয়াহ্ইয়া আল কিনদী, শাবী ও আবু জাফর থেকে বর্ণিত আছে যে, যে কোন ব্যক্তি কোন বালকের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হলে ঐ বালকের মা তার জন্য (বিবাহ করা) হারাম হয়ে যায়। ইয়াহ্ইয়া অখ্যাত ব্যক্তি, অন্য কেউ তার এই রিওয়ায়াত অনুসরণ করেননি। ইকরিমা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কেউ যদি নিজ শাশুড়ীর সাথে যেনা করে তাতে তার স্ত্রী হারাম হয় না। কিন্তু আবু নাসর (র) থেকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মত বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রে স্ত্রী হারাম হওয়ার মত পোষণ করেন। কিন্তু আবু নাসর (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শুনছেন বলে জানা যায়নি। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা), জাবের ইবনে যায়েদ (রা), আল হাসান ও কতিপয় ইরাকী আলেমের মতে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। উপরোক্ত ব্যাপারে আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ততক্ষণ হারাম হয় না, যতক্ষণ কেউ তার স্ত্রীর মাতার সাথে যেনায় লিপ্ত না হয়। ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ও যুহরীর মতে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখা বৈধ (বৈবাহিক সম্পর্ক নাজায়েয হয় না)। যুহরী বলেন, আলী (রা) বলেছেন ঃ দাম্পত্য বন্ধন এমতাবস্থায় হারাম হয় না। যুহরীর এই বর্ণনা মুরসাল।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সহবাস করেছ তার পূর্ব-স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা (রাবীবা) যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে।" ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুখুল, মাসীস এবং লিমাস শব্দত্রয়ের অর্থ 'সঙ্গম'। যে ব্যক্তি বলে, স্ত্রীর পৌত্রী (নাতনী)-কে বিবাহ করা স্বীয় কন্যাকে বিবাহ করার মতই হারাম। এ প্রসঙ্গে নবী (স) উম্মু হাবীবা (রা)-কে বলেছেন ঃ "আমার সাথে তোমাদের কন্যাদের এবং বোনদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।" তদ্রূপ নাত-বৌ পুত্র-বধুর অনুরূপ (হারাম)। যদি কোন সৎ কন্যা কারো অভিভাবকত্বে না থাকে, তবে তাকে কি সৎ কন্যা বলা যাবে ? নবী (স) তাঁর এক সৎ কন্যাকে কারো অভিভাবকত্বে দিয়েছিলেন। নবী (স) স্বীয় দৌহিত্রকে (হাসানকে) পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন।

٤٧٣٢- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لَكَ فِيْ بِنْتِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ فَاَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُ قَالَ اَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ

شَرَكَنِىْ فِيْكَ اُخْتِىْ قَالَ اِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِىْ قُلْتُ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ ابْنَةَ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامُ دُرَّةُ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ .

৪৭৩২. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি (আমার বোন) আবু সুফিয়ানের কন্যার ব্যাপারে আগ্রহী ?-নবী (স) বললেন, আমি (তাকে দিয়ে) কি করব ? আমি বললাম, তাকে বিবাহ করবেন। তিনি বললেন, তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম, এখনো তো আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই। সুতরাং আমি চাই আমার বোনও আমার সাথে আপনার অংশীদার হোক। তিনি বললেন ঃ সে আমার জন্য হালাল নয়।[১৩] আমি বললাম, আমি শুনেছি যে, আপনি উম্মু সালামার কন্যা দুররার নিকট বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, উম্মু সালামার কন্যা ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন, সে আমার সৎ কন্যা না হলেও তাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা (আবু সালামা)-কে দুধ পান করিয়েছে। সুতরাং তোমরা বিবাহের জন্য আমার নিকট তোমাদের কন্যা ও ভগ্নি কারও প্রস্তাব পেশ করো না।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "দুই বোনকে একই সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর না, তবে অতীতে যা ঘটে গেছে।"

٤٧٣٣ـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْكِحْ اُخْتِىْ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِىْ فِىْ خَيْرٍ اُخْتِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِىْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا لاِبْنَةُ اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِىْ وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ .

৪৭৩৩. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি আমার বোন আবু সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি তা পসন্দ করবে ? আমি বললাম ঃ হাঁ। এখনও আমি আপনার একমাত্র স্ত্রী নই এবং আমি কল্যাণে আমার বোনকেও অংশীদার বানাতে চাই। নবী (স) বললেন ঃ এটা আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম ! আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি আবু সালামার কন্যা দুররাকে বিবাহ করতে চান। তিনি বললেন ঃ উম্মু সালামার কন্যাকে ? আমি বললাম, হাঁ।

১৩. স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার বোনকে বিবাহ করা হারাম (দ্রষ্টব্য আল কুরআন, ৪ ঃ ২৩)।

তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! যদি সে আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত নাও হত তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। সে আমার (দুধ) ভাইর কন্যা। সুয়াইবা আমাকে ও তার পিতা আবু সালামাকে স্তন্যদান করেছে। সুতরাং তোমাদের কন্যা ও বোনদেরকে আমার সাথে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দিও না।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফুফু ও ভাইঝিকে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ।

٤٧٣٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا اَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

৪৭৩৪. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) যে কোন ব্যক্তিকে নিজ স্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ভাগ্নীকে (তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে) বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।[১৪] এ হাদীস অন্য সূত্রে আবু হুরাইরা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

٤٧٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

৪৭৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী ও তার ফুফুকে এক সাথে এবং বোনঝিও তার খালাকে এক সাথে বিবাহাধীনে জমা রাখা যাবে না।

٤٧٣٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا فَنُرِىَ خَالَةُ اَبِيْهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لاَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرِّمُوْا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

৪৭৩৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) এক সাথে ফুফু ও তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে এবং খালা ও তার বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন। অধঃস্তন রাবী যুহরী বলেন, আমরা স্ত্রীর পিতার খালার ব্যাপারেও এ নির্দেশ জানি। কেননা উরওয়া আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বংশগত কারণে হারাম, দুধ পানজনিত কারণেও তোমরা তাকে হারাম মান।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ শিগার বা বদলী বিবাহ।

٤٧٣٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ اَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلٰى اَنْ يُزَوِّجَهُ الْاٰخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

---

১৪. অর্থাৎ ফুফু-ভাইঝি বা খালা-বোনঝিকে একই সাথে কোন ব্যক্তির জন্য বিবাহ করা জায়েয নয়। ইসলামী আইনের মূলনীতি হল ঃ "আত্মীয় সম্পর্কিয়া দুই মহিলার একজনকে পুরুষ কল্পনা করলে তাদের উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কস্থাপন নিষিদ্ধ হলে তাদের দু'জনকে কোন পুরুষের বিবাহাধীনে একত্র করা নিষিদ্ধ।"–সম্পাদক

৪৭৩৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শিগার নিষিদ্ধ করেছেন। শিগার বিবাহ হল ঃ কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে অন্য ব্যক্তির কাছে বিবাহ দিবে এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তার কন্যাকে প্রথোমক্ত ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে এবং এ ক্ষেত্রে কারো কোন মোহর প্রাপ্য হবে না।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন নারী বিবাহের জন্য নিজেকে কোন পুরুষের কাছে হেবা করতে পারে কি ?

٤٧٣٨- عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيْمٍ مِنَ اللاَّئِى وَهَبْنَ اَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَمَا تَسْتَحْيِ الْمَرْأَةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَااَرٰى رَبَّكَ اِلاَّ يُسَارِعُ فِيْ هَوَاكَ .

৪৭৩৮. হিশাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাওলা বিনতে হাকীম (রা) ঐ মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে নবী (স)-এর সামনে বিবাহের জন্য হেবা করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, পুরুষের কাছে নিজেকে হেবা করতে কোন মহিলার কি লজ্জা হয় না ? যখন কুরআনের আয়াত "তুরজী মান তাশাউ মিনহুন্না" নাযিল হলো, তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আপনার রব আপনাকে খুশী করার জন্য আপনার মর্জি মাফিক (হুকুম নাযিল করার ক্ষেত্রে) জল্‌দি করেছেন।

এ হাদীসটি আবু সাঈদ আল মুয়াদ্দিব, মুহাম্মদ ইবনে বিশর ও আবদা (র) হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে কিছু বেশীকমসহ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ ইহ্‌রামধারী ব্যক্তির বিবাহ।

٤٧٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৪৭৩৯. জাবের ইবনে যায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, নবী (স) ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ শেষ দিকে নবী (স) মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন।

٤٧٤٠- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ .

৪৭৪০. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধকালে মুতআ (বিবাহ) এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।[১৫]

٤٧٤١ـ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ اِنَّمَا ذٰلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيْدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ اَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

৪৭৪১. আবু জামরা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট মহিলাদের সাথে মুতআ বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর জনৈক মুক্তদাস তাঁকে বলল, এটা তো মহিলাদের স্বল্পতা এবং কঠোর পরিস্থিতিতে বা অনুরূপ অবস্থায় ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, হাঁ।

٤٧٤٢ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فِىْ جَيْشٍ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَسْتَمْتِعُوْا فَاسْتَمْتِعُوْا وَقَالَ ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنِىْ اِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلٰثُ لَيَالٍ فَاِنْ اَحَبَّا اَنْ يَّتَزَايَدَ اَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا اَدْرِى اَشَىْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ .

৪৭৪২. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আমরা এক সৈন্যবাহিনীতে ছিলাম (হুনাইন যুদ্ধের সময়)। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন ঃ তোমাদেরকে মুতআ বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা করতে পার। অপর সনদে বর্ণিত যে, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন পুরুষ ও নারী উভয়ে অস্থায়ী বিবাহের জন্য একমত হলে এ বিবাহ তিন রাতের জন্য স্থায়ী হবে। অতপর তারা যদি এর চেয়ে বেশী দিন স্থায়ী করতে চায়, তবে তাও করতে পারে এবং এর চেয়ে কমাতে চাইলে তাও করতে পারে। (রাবী বলেন) জানি না এ ব্যবস্থা কি শুধু আমাদের জন্য ছিল না সর্বসাধারণের জন্যও ছিল ? আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ আলী (রা) এটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নবী (স) মুতআ বিবাহ চিরদিনের জন্য মনসুখ (বাতিল) করে দিয়েছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সৎ কর্মপরায়ণ পুরুষের কাছে নিজের বিবাহের জন্য নারীর প্রস্তাব পেশ।

---

১৫. কোন নারীকে কিছু মাল(প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বিবাহ করাকে মুতআ বলে। এ ধরনের বিবাহের প্রচলন জাহিলী যুগে ছিল। ইসলামের পরেও খায়বার যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এটা জায়েয ছিল। কিন্তু খায়বার যুদ্ধের সময় তা চিরতরে হারাম ঘোষণা করা হয়।

٤٧٤٣ـ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ اَنَسٌ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَكَ بِىْ حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ اَنَسٍ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسَوْءَ تَاهُ وَاسَوْأَتَاهُ قَالَ هِىَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبَتْ فِى النَّبِيِّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا.

৪৭৪৩. সাবেত আল বুনানী (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার কন্যাও তাঁর নিকট ছিল। আনাস (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজকে পেশ করে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার কি আমার প্রয়োজন আছে ? আনাসের কন্যা বললো, সেই মহিলা কতই না নির্লজ্জ ছিল, ছিঃ লজ্জা ! আনাস (রা) বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। নবী (স)-এর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, তাই সে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করেছে।

٤٧٤٤ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَا عِنْدِىْ شَىْءٌ قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا تَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَىْءٌ وَاِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى اِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَاهُ اَوْ دُعِىَ لَهُ فَقَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ فَقَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ يُعَدِّدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৪৪. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈকা মহিলা নিজেকে নবী (স)-এর কাছে (বিয়ের জন্য) পেশ করলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার কাছে (সহায়-সম্পদ) কি আছে ? লোকটি জবাব দিল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন ঃ যাও এবং তালাশ করে দেখ, একটি লোহার আংটিও যদি পাওয়া যায়। লোকটি গেল এবং ফিরে এসে বলল, না আল্লাহর শপথ ! আমি কিছুই পেলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও না। তবে আমার এ তহবন্দখানা আছে এবং এর অর্ধেক তার জন্য। সাহল (রা) বলেন, কিন্তু তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন ঃ তোমার তহবন্দ দিয়ে সে কি করবে ? যদি এটা তুমি পরিধান কর, তবে তার শরীরে কিছুই থাকবে না, আর সে যদি এটা পরে তবে

তোমার শরীরে কিছুই থাকবে না। লোকটি দীর্ঘক্ষণ ধরে বসে রইলো, এরপর সে (যাওয়ার জন্য) উঠলো। নবী (স) তা দেখে তাকে ডেকে (ফিরিয়ে) আনলেন, অথবা তাকে ডেকে আনা হলো। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি পরিমাণ 'কুরআন' (মুখস্থ) জান ? সে বলল, আমি অমুক সূরা, অমুক সূরা মুখস্থ জানি এবং গণনা করে সূরাগুলোর নাম বলল। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময় তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কারো নিজের কন্যা অথবা বোনের (বিবাহের জন্য) কোন দীনদার লোকের নিকট প্রস্তাব পেশ করা।

٤٧٤٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ اَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ قَدْ بَدَاَلِيْ اَنْ لاَّ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا فَقَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرِنِ الصِّدِّيْقَ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ اِلَيَّ شَيْئًا وَكُنْتُ اَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّيْ عَلٰى عُثْمَانَ فَلَبِثْ لَيَالِيْ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَنْكَحْتُهَا اِيَّاهُ فَلَقِيَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ اَرْجِعْ اِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبِلْتُهَا .

৪৭৪৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ যখন উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) খুনাইস ইবনে হুযাফা সাহমীর (তার স্বামী) মৃত্যুতে বিধবা হলো, যিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী ছিলেন এবং যিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন—উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর কাছে গেলাম এবং হাফসার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করে দেখব। আমি কয়েক দিন অপেক্ষা করলাম, অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি ভেবে দেখলাম, আমার জন্য এ সময় বিবাহ করা উচিত নয়। উমার (রা) বলেন ঃ অতপর আমি আবু বাকর সিদ্দীকের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি চাইলে আমার কন্যা হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আবু বাকর (রা) নীরব থাকলেন এবং আমাকে

কিছু বললেন না। এতে আমি উসমানের চেয়ে তার ওপর বেশী রাগান্বিত হলাম। আমি কিছু দিনের জন্য অপেক্ষা করলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (স) হাফসাকে বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠালেন এবং আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিবাহ দিলাম। এরপর আমি আবু বাকরের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন, সম্ভবত আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন, যখন আপনি হাফসাকে আমার জন্য পেশ করেছেন, আমি আপনাকে কোন উত্তর দেইনি ? আমি বললাম, হাঁ। আবু বাকর বললেন ঃ কোন কিছুই আমাকে আপনার প্রস্তাবে সাড়া দিতে বিরত করেনি, বরং আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তার (হাফসার) বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং আমি কখনও তার গোপনীয়তা ফাঁস করতে চাইনি। যদি রসূলুল্লাহ (স) এ ইচ্ছা ত্যাগ করতেন তবে আমি তাঁকে গ্রহণ করতাম।

٤٧٤٦ـ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ زَيْنَبَ اِبْنَةَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا اَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ لَوْ لَمْ اَنْكِحْ اُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِى اِنَّ اَبَاهَا اَخِىْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .

৪৭৪৬. ইরাক ইবনে মালেক (র) থেকে বর্ণিত। তাকে যয়নব বিনতে আবু সালামা অবহিত করেছেন ঃ উম্মু হাবীবা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন ঃ আমরা বলাবলি করছি যে, আপনি দুররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে চান। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ উম্মু সালামা আমার বিবাহাধীনে থাকতে ? যদি আমি উম্মু সালামাকে বিবাহ নাও করতাম তবুও সে আমার জন্য হালাল হতো না। কেননা তার পিতা আমার দুধভাই।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ "(ইদ্দাতের সময়) যদি তোমরা (এ বিধবা) মহিলাদের নিকট) ইঙ্গিতে বিবাহের প্রস্তাব করো অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ, তাতে কোন দোষ নেই। ..... আল্লাহ ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল"-(২ ঃ ২৩৫)।

ইবনে আব্বাস (রা) 'ফীমা আররাদতুম'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, (ইদ্দাত পালনরত মহিলাকে এভাবে বলা উচিত যে,) আমি বিবাহ করতে চাই এবং কোন নেককার মহিলা যেন মিলে যায়। কাসেম বলেছেন, তুমি আমার কাছে খুবই সম্মানিতা এবং আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট। আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন অথবা অনুরূপ কথা। আতা (র) বলেন ঃ একজনের ইচ্ছা ইশারায় ব্যক্ত করা উচিত, খোলাখুলি প্রস্তাব দেয়া ঠিক নয়। কেউ বলতে পারে, আমার একটা প্রয়োজন আছে, তোমার জন্য সুসংবাদ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আপনি পুনঃ বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সে (বিধবা) মহিলাও (প্রতি উত্তরে) বলতে পারে ঃ আপনি যা বলেছেন তা আমি শুনেছি। কিন্তু তার কোন ওয়াদা করা ঠিক নয়। তার অভিভাবকদেরও তার মতানুযায়ী (তাকে বিবাহ দেয়ার ব্যাপারে) কোন প্রতিশ্রুতি দেয়া ঠিক নয়। কিন্তু যদি কেউ ইদ্দাতের প্রাক্কালে কাউকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শেষ পর্যন্ত যদি সেই ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে, তবে (তালাকের মাধ্যমে) বিচ্ছেদের প্রয়োজন নেই। হাসান (র) বলেন,

'ওয়ালা তুআঈদুহুনা সিররান-এর অর্থ ব্যভিচার। ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, হাত্তা ইয়াবলুগাল কিতাবু আজালাহু অর্থ ইদ্দাত পূর্ণ হওয়া।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ করার পূর্বে পাত্রীকে দেখে নেয়া।

٤٧٤٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُكَ فِى الْمَنَامِ يَجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِىْ سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِىْ هٰذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَاِذَا اَنْتِ هِىَ فَقُلْتُ اِنْ يَّكُ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ .

৪৭৪৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখেছি, জনৈক ফেরেশতা রেশমী চাদরে জড়িয়ে তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাকে বলেন, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে, তুমি। আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তদ্রূপই ঘটেছে।

٤٧٤٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ جِئْتُ لاَهَبَ لَكَ نَفْسِىْ فَنَظَرَ اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ اِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْ طَأَ رَاْسَهُ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ اَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيْهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اَذْهَبْ اِلٰى اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اُنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَوَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِزَارِىْ قَالَ سَهْلٌ مَالَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاتَصْنَعُ بِاِزَارِكَ اِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتّٰى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَبِهِ فَدُعِىَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ مَعِىْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ اَتَقْرَءُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৪৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি নিজেকে আপনার নিকট হেবা (বিবাহের জন্য সমর্পণ) করতে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে চোখ তুলে তাকালেন এবং সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে মাথা নীচু করলেন। মহিলা যখন দেখতে পেল, নবী (স) তাকে কিছুই বলছেন না, তখন সে বসে পড়ল। নবী (স)-এর জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনার যদি এ মহিলার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে বললেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ ! কোন কিছু নেই। নবী (স) বললেন, তুমি তোমার পরিজনের কাছে গিয়ে দেখ, কোন কিছু পাও কি না ? অতপর লোকটি গিয়ে ফিরে এসে বলল, আল্লাহর কসম ! ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, দেখ, অন্তত একটি লৌহ অঙ্গুরীও হোক না কেন। সে পুনরায় গেল এবং ফিরে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! না, একটি লোহার আংটিও পেলাম না। কিন্তু আমার এ তহবন্দখানা আছে। সাহল (রা) বলেন, তার শরীরের উপরের অংশে কোন চাদর ছিল না। নবী (স) বললেন, সে তোমার এ তহবন্দ দিয়ে কি করবে ? তুমি পরিধান করলে সে উলঙ্গ থাকবে, আর সে পরিধান করলে তুমি উলঙ্গ থাকবে। অতপর লোকটি বসে পড়ল এবং দীর্ঘক্ষণ বসার পর উঠে যেতে লাগল। নবী (স) যখন তাকে যেতে দেখলেন, ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনের কি কি তোমার মুখস্থ আছে ? সে কতিপয় সূরা গণনা করে বলল, আমার অমুক অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বললেন, তুমি এগুলোর হাফেজ ? সে জবাব দিল, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান (তা মোহরানা হিসেবে ধরে) তার বিনিময় এ মহিলাকে তোমার কাছে বিবাহ দিলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, অলী (অভিভাবক) ছাড়া বিবাহ হয় না, তারা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন ঃ "তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর তারা তাদের নির্দিষ্ট ইদ্দাত পূর্ণ করলে তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে তাদের বিবাহে বাধা দিও না।"-(২ ঃ ২৩২) এতে বয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেমন শামিল, তদ্রূপ কুমারীরাও শামিল। আল্লাহ তাআলা আরো বলেন ঃ "তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করবে না, যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে।"-(২ ঃ ২২১) আল্লাহ আরো বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা স্বামী বা স্ত্রীহীন তাদের বিবাহ দাও।"-(২৪ ঃ ৩২)

উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছেন, জাহিলী যুগে চার ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। (এক) বর্তমানে যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ নারীর জন্য অথবা তার কন্যার জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং মোহর আদায়ের পরে তাকে বিবাহ করে। (দুই) কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে পাক হওয়ার পর বলতো ঃ তুমি অমুক ব্যক্তির নিকট চলে যাও এবং তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হও। অতপর তার স্বামী নিজ স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থাকত এবং কখনও তার সাথে শয্যাগত হত না, যতক্ষণ না সে পূর্বোক্ত ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হতো। যখন তার গর্ভ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেত তখন ইচ্ছা করলে স্বামী তার সাথে একত্রে শয্যাগত হত।

এরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সে একটি উন্নত বংশের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরনের বিবাহকে বলা হতো আল ইস্তিবদা'। (তিন) দশজনের কম ব্যক্তি এক স্থানে একত্র হয়ে একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো। মহিলা এর ফলে গর্ভবতী থেকো এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক দিন অতিবাহিত হলে সে ঐ সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং তাদের কেউ আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। সকলে সেই নারীর সামনে একত্র হওয়ার পর সে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতো ঃ তোমরা সকলেই জান যে, তোমরা কি করেছ। এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি। সুতরাং হে অমুক ! এটি তোমারই সন্তান। যাকে খুশী তার নাম ধরে সে ডেকে বলতো এবং তার সন্তান ঐ পুরুষেরই হতো এবং ঐ ব্যক্তি শিশুটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না। (চার) বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতো এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত, কাউকে স্বীয় শয্যায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো না। এরা ছিল বারবণিতা, এরা প্রতীক চিহ্ন হিসেবে নিজ নিজ ঘরের সম্মুখে পতাকা টানিয়ে রাখত। যে কেউ অবাধে এদের সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হতে পারতো। যদি এ নারীদের মধ্যে কেউ গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করতো, তাহলে সেই সকল পুরুষরা তার কাছে একত্র হতো এবং একজন কিয়াফ (দৈহিক গঠন দেখে বংশ নির্ণায়ক)-কে ডেকে আনা হতো। যে লোকটির সাথে শিশুর সাদৃশ্য রয়েছে, তাকে সে বলতো এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হতো এবং লোকে শিশুকে তার পুত্র আখ্যা দিত। এটা সে অস্বীকার করতে পারত না।

কিন্তু যখন নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সত্যসহ পাঠানো হলো, তিনি জাহিলী যুগের প্রচলিত সব ধরনের বিবাহ বাতিল করে দিলেন, একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থাকে বহাল রাখলেন।

٤٧٤٩ـ عَنْ عَائِشَةَ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ فِىْ يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِىْ لاَ تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ قَالَتْ هٰذَا فِى الْيَتِيْمَةِ الَّتِىْ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا اَنْ تَكُوْنَ شَرِيْكَتَهُ فِىْ مَالِهِ وَهُوَا اَوْلٰى بِهَا فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَّنْكِحَهَا فَيَعْضُلُهَا لِمَا لَهَا وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّشْرَكَهُ اَحَدٌ فِىْ مَالِهَا.

৪৭৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ "এবং যা কিছু তোমার কাছে তিলাওয়াত করা হয় ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে ; তোমরা যাদের হক আদায় করো না এবং যাদের তোমরা (সম্পদের লোভে) বিবাহ করতে উদগ্রীব।"(৪ ঃ ১২৭) এ আয়াতে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যারা কোন অভিভাবকের অধীনে রয়েছে এবং সম্পদে তার সাথে শরীকানা রয়েছে। (এ কারণে) তার ওপর তার বেশী কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু সে তাকে বিয়ে করা পসন্দ করে না এবং অন্যের কাছে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত নয়, যাতে অন্য লোক সম্পত্তিতে তার সাথে অংশীদার হয়ে না বসে।

٤٧٥٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ اَهْلِ بَدْرٍ تُوُفِّيَ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَاَنْظُرُ فِيْ اَمْرِيْ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِيْ فَقَالَ بَدَا لِيْ اَنْ لاَّ اَتَزَوَّجَ يَوْمِيْ هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ .

৪৭৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-এর কন্যা হাফসা (রা) তার স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফা আস্ সাহমী (রা)-র মৃত্যুর ফলে বিধবা হলেন, যিনি নবী (স)-এর সাহাবী ছিলেন, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মদীনায় ইন্তেকাল করেন। উমার (রা) বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্ফানের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তার নিকট প্রস্তাব করলাম, যদি তুমি ইচ্ছা করো তবে হাফসাকে তোমার সাথে বিবাহ দিব। তিনি উত্তর দিলেন ঃ আমি এ ব্যাপারে চিন্তা করব। আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করলাম। অতপর তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করে বলেন, আমি আপতত বিবাহ না করার জন্য মনস্থির করেছি। উমার (রা) আরো বলেন, অতপর আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে দেখা করে তাকে বললাম, যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে হাফসাকে আপনার কাছে বিবাহ দেব।

٤٧٥١ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّهَا نَزَلَتْ فِيْهِ قَالَ زَوَّجْتُ اُخْتًا لِيْ مِنْ رَجُلٍ وَطَلَّقَهَا حَتّٰى اِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَاَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لاَ وَاللّٰهِ لاَ تَعُوْدُ اِلَيْكَ اَبَدًا وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَاسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تُرِيْدُ اَنْ تَرْجِعَ اِلَيْهِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ فَقُلْتُ الْاٰنَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا اِيَّاهُ ـ

৪৭৫১. আল হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"-(২ ঃ ২৩২) আয়াত সম্পর্কে মাকিল ইবেন ইয়াসার (রা) আমাকে বলেছেন, এ আয়াত তার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি আমার বোনকে এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেই এবং সে তাকে তালাক দেয়। তার ইদ্দাতকাল অতিক্রান্ত হলে সেই ব্যক্তি পুনরায় আসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। তখন আমি তাকে বলি, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিয়ে শয্যাসঙ্গীনী করে তোমাকে সম্মানিত করেছি। কিন্তু তুমি তাকে তালাক দিয়েছ। (এখন) পুনরায় তুমি তাকে চাওয়ার জন্য এসেছো ? আল্লাহর কসম ! সে কখনও তোমার কাছে ফিরে যাবে না। সে লোকটিও মন্দ ছিল না এবং তার স্ত্রীও তার

কাছে ফিরে যেতে আগ্রহী ছিল। সুতরাং আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! এখন আমি তাই করব। (রাবী) বলেন, সুতরাং তিনি তাকে তার সাথে বিবাহ দিলেন।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবক নিজেই যদি (তার অধীনস্থ মেয়েকে) বিবাহ করতে চায় (তবে তা জায়েয)। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) জনৈকা মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন, তিনি যার নিকটতম অভিভাবক ছিলেন। সুতরাং তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলে তিনি বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) উম্মু হাকীম বিনতে কারিযকে বললেন ঃ তুমি কি তোমার বিবাহের ব্যাপারে আমাকে দায়িত্ব দাও? সে উত্তর দিল, হাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। আতা (র) বলেন, অভিভাবক লোকদেরকে সাক্ষী রেখে বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করলাম অথবা ঐ মহিলার নিকটাত্মীয়দের কাউকে তার কাছে তাকে (মহিলাকে) বিবাহ দেয়ার জন্য বলবে। সাহল (রা) বলেন, জনৈক মহিলা এসে নবী (স)-কে বলল ঃ আমি নিজকে (বিবাহের জন্য) আপনার কাছে হেবা করলাম। অতপর এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! যদি তাকে আপনার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।

٤٧٥٢- عَنْ عَائِشَةَ فِىْ قَوْلِهِ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ قَالَ هِىَ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِىْ حَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِىْ مَالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ اَنْ يَّزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِىْ مَالِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ .

৪৭৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। "তারা আপনার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন ..." (সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ ইয়াতীম বালিকাদের সম্পর্কে, যারা কোন অভিভাবকের অধীন এবং সম্পত্তিতেও তার অংশীদার ছিল। অথচ সে নিজেও তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক নয় এবং অন্য কেউ তাকে বিয়ে করুক এবং তার সম্পত্তিতে ভাগ বসাক তাও সে অপসন্দ করে। তাই সে তার বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাআলা এ অভিভাবকদের এরূপ (বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি) করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٥٣- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَخَفَّضَ فِيْهَا النَّظَرَ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرُدُّهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ زَوِّجْنِيْهَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَعِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ مَا عِنْدِىْ مِنْ شَىْءٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَلٰكِنْ اَشُقُّ بُرْدَتِىْ هٰذِهِ فَاُعْطِيْهَا النِّصْفَ وَاٰخُذُ النِّصْفَ قَالَ لَا هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

৪৭৫৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকটে বসা ছিলাম। তাঁর নিকট এক মহিলা এসে নিজকে (বিবাহের জন্য) তাঁর কাছে পেশ করল। নবী (স) চোখ তুলেএবং নীচু করে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তাঁর এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, একটি লোহার আংটিও নেই ? সাহাবী বললেন, না, একটি লোহার আংটিও নেই। তবে আমি আমার (পরিধানের) চাদরখানা দুই অংশে ভাগ করেতাকে এক অংশ দিব এবং অন্য অংশ নিজে রাখব। নবী সস) বললেন ঃ না, তুমি কুরআনের কিছু অংশ মুখস্ত জান কি ? সাহাবী বললেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের নাবালেগ কন্যাকে বিবাহ দেয়া (জায়েয)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এবং যারা ঋতুবতী হয়নি"(সূরা তালাক ঃ ৪)। আল্লাহ তাদের বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ইদ্দাতকাল তিন মাস নির্দিষ্ট করেছেন।

٤٧٥٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَاُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

৪৭৫৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাকে তাঁর ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন, এবং নয় বছর বয়সে নিভৃত বাস হয় এবং তিনি তাঁর সাথে (মৃত্যু পর্যন্ত) নয় বছরকাল ছিলেন।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা কর্তৃক স্বীয় কন্যাকে ইমামের (শাসকের) সাথে বিবাহ দেয়া। উমার (রা) বলেন, নবী (স) হাফসাকে বিবাহ করার জন্য আমার নিকট প্রস্তাব দিলেন এবং আমি (তাকে) তাঁর সাথে বিবাহ দিলাম।

٤٧٥٥ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِيْنَ وَبَنٰى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِيْنَ قَالَ هِشَامٌ وَاُنْبِئْتُ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِيْنَ.

৪৭৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর ছয় বছর বয়সে নবী (স) তাকে বিয়ে করেন এবং তাঁর নয় বছর বয়সে তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন। হিশাম (র) বলেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আয়েশা (রা) নবী (স)-এর সাথে নয় বছরকাল জীবনযাপন করেন।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ যার অভিভাবক নেই শাসক তার অভিভাবক। যেমন নবী (স)-এর বাণী ঃ আমি তাকে তোমার সাথে, তুমি যে কুরআন মুখস্ত জান তার বিনিময়ে বিবাহ দিলাম।

٤٧٥٦ـ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِيْ فَقَامَتْ طَوِيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ لَكُنْ لَكَ بِهَا

حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي اِلاَّ اِزَارِيْ فَقَالَ اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ اِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا اَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ اَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ اَمَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৫৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, জনৈকা মহিলা নবী (স)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি নিজেকে আপনার কাছে (বিয়ের জন্য) হেবা করছি। সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করল। অতপর এক লোক বলল, যদি আপনার তার প্রয়োজন না থাকে তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) বললেন, তাকে মোহর বাবদ দেয়ার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? সে উত্তর দিল, আমার কাছে এ তহবন্দ ছাড়া আর কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তুমি যদি তোমার তহবন্দ তাকে দিয়ে দাও তবে তোমার পরিধানের জন্য কোন চাদর থাকবে না, অতএব কিছু খুঁজে আন। সে উত্তর দিল, আমি কিছুই পেলাম না। নবী (স) বললেন, কিছু পাওয়ার চেষ্টা করো তা একটি লোহার আংটিই হোক না কেন ? কিন্তু সে তাও যোগাড় করতে ব্যর্থ হলো। তিনি বলেন, তোমার কুরআন থেকে কিছু জানা আছে কি ? সে বলল, হাঁ, অমুক অমুক সূরা। সে সূরাগুলোর নামও উল্লেখ করল। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, যে পরিমাণ কুরআন তোমার জানা আছে তার বিনিময়ে।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা বা অপর কেউ কোন বাকিরা (কুমারী) বা সায়্যিবা মেয়েকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দিবে না।

٤٧٥٧ـ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَتُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ اِذْنُهَا قَالَ اَنْ تَسْكُتَ .

৪৭৫৭. আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু হুরাইরা (রা) তাদের কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন স্বামীহীনা মহিলাকে তার সম্মতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কোন কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! তার অনুমতি কিভাবে নেয়া হবে ? তিনি বলেন, তার চুপ করে থাকা।

٤٧٥٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِيْ قَالَ رِضَاهَا صَمْتُهَا .

৪৭৫৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! কুমারী তো (সম্মতি প্রকাশে) লজ্জাবোধ করে। তিনি বলেন, তার চুপ থাকাই তার সম্মতি।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার কন্যার অমতে তাকে বিবাহ দিলে সেই বিবাহ প্রত্যাখ্যাত।

٤٧٥٩ـ عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ (خِذَامٍ) الْاَنْصَارِيَةِ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ نَكَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

৪৭৫৯. খানসা বিনতে খিদাম (খিযাম) আল আনসারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে বিবাহ দেন, তিনি ছিলেন সায়্যিবা তিনি এ বিবাহ অপসন্দ করলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন। তিনি সেই বিবাহ বাতিল করে দেন।

٤٧٦٠ـ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ يَزِيْدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَجُلاً يُدْعٰى خِذَامًا اَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ نَحْوَهُ .

৪৭৬০. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং মুজাম্মি ইবনে ইয়াযীদ উভয়ে তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন যে, খিযাম নামক এক ব্যক্তি তার কন্যাকে তার অমতে একজনের কাছে বিবাহ দেন .... পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম বালিকার বিবাহ। আল্লাহর বাণী ঃ "যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তোমরা ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের পসন্দমত (অন্য মহিলাদের) বিবাহ করো।"-(৩ ঃ ৩) কেউ (কোন মহিলার) অভিভাবককে বলল, অমুক মহিলাকে আমার কাছে বিবাহ দিন এবং সে চুপ করে থাকল অথবা তাকে বলল, তোমার কাছে কি আছে ? সে উত্তরে বলে, এই এই জিনিস আছে অথবা চুপ করে থাকে। অতপর অভিভাবক বলে, আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তবে এ বিবাহ জায়েয। এ ব্যাপারে সাহল (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٦١ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ قَالَ لَهَا يَااُمَّتَاهْ وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِي الْيَتٰمٰى اِلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا اِبْنَ اُخْتِيْ هٰذِهِ الْيَتِيْمَةُ تَكُوْنُ فِيْ حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِيْ جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيْدُ اَنْ يَّنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوْا عَنْ نِكَاحِهِنَّ اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهُنَّ فِيْ اِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَاُمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ اِسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ اِلٰى تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ لَهُمْ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اَنَّ الْيَتِيْمَةَ اِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَّجَمَالٍ رَغِبُوْا فِيْ نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ وَاِذَا كَانَتْ مَرْغُوْبًا عَنْهَا فِيْ

قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوْهَا وَاَخَذُوْا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكَمَا يَتْرُكُوْنَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّنْكِحُوْهَا اِذَا رَغِبُوْا فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يُّقْسِطُوْا لَهَا وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا اَلاَوْفٰى مِنَ الصَّدَاقِ .

৪৭৬১. উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে নিম্নোক্ত আয়াত্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আম্মা ! "যদি তুমি আশঙ্কা কর যে, তুমি ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না ..... তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যার মালিক।"–(৩ ঃ ৩) আয়েশা (রা) বলেন, হে আমার ভাগ্নে ! এ আয়াত ইয়াতীম বালিকাদের অভিভাবকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যাদের তদারকীতে তারা রয়েছে এবং তারা এদের রূপ সৌন্দর্য ও সম্পদের প্রতি লোভের বশবর্তী হয়ে সামান্য মোহরে এদের বিবাহ করতে চায়। সুতরাং ঐ অভিভাবকদের এ ইয়াতীম বালিকাদের বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়, যদি না তারা এদের ইনসাফপূর্ণভাবে পূর্ণ মোহর আদায় করে। অন্যথায় এদেরকে ঐ বালিকাদের ছাড়া অন্য মহিলাদের বিবাহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়েশা (রা) আরো বলেছেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ "তারা তোমার কাছে মহিলাদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে ..... এবং তোমরা যাদের বিয়ে করতে আগ্রহী"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৭)। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এদেরকে লক্ষ্য করে এ আয়াতে নাযিল করলেন। যদি কোন ইয়াতীম বালিকার সৌন্দর্য এবং সম্পদ থাকে, তাহলে এরা তাদেরকে বিয়ে করতে চায় এবং এরা এদের বংশীয় আভিজাত্যের ব্যাপারেও আগ্রহী এবং মোহর কম করতে চায়। কিন্তু সে এদের আকাঙক্ষার পাত্রী না হলে এবং তার সম্পদ ও রূপের কমতি থাকলে এদের পরিত্যাগ করে অন্য মহিলাদের বিবাহ করত। আয়েশা (রা) বলেন, সুতরাং যখন এদের মধ্যে স্বার্থ না পাওয়ার কারণে যারা এদেরকে পরিত্যাগ করে, তারা এই শ্রেণীর মেয়েদের বিবাহ করতে চাইলে ইনসাফের সাথে এদের পূর্ণ মোহর দিয়ে বিবাহ করবে।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি বলে, অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দিন এবং অভিভাবক বলে আমি তাকে এতো পরিমাণ মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম, তাহলে তা জায়েয, এমনকি সে যদি প্রস্তাবককে জিজ্ঞেস নাও করে, তুমি কি রাজী আছ অথবা তুমি কি (তাকে) কবুল করেছ ?

٤٧٦٢ـ عَنْ سَهْلٍ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالِيْ الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا قَالَ مَا عِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدِيْ شَيْئٌ قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيْدٍ قَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ قَالَ فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنَ .

৪৭৬২. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে নিজেকে (বিবাহের জন্য) তাঁর খেদমতে পেশ করল। তিনি বলেন ঃ বর্তমানে আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই। অতপর জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নিকট কি আছে ? সে বলল, আমার কাছে কিছুই নেই। নবী (স) বললেন, তাকে কিছু দাও, একটি লোহার আংটি হলেও। সে উত্তর দিল ঃ আমার কিছুই নেই। নবী (স) তাকে বললেন ঃ কুরআনের কি পরিমাণ তোমার মুখস্থ আছে ? সে উত্তর দিল, এই পরিমাণ, এই পরিমাণ। নবী (স) বললেন ঃ তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান, তার বিনিময়ে তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা (প্রস্তাব) প্রত্যাহার করে।

٤٧٦٣ـ عِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّبِيْعَ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَاذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

৪৭৬৩. ইবনে উমার (রা) বলতেন, নবী (স) কাউকে এক ভাই কোন জিনিসের দর বললে অন্য ভাইকে তার ওপর দর বলতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর অন্য ভাই যেন বিয়ের প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবকারী প্রস্তাব প্রত্যাহার করে অথবা তাকে অনুমতি দেয়।

٤٧٦٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَاثُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَنْكِحَ اَوْ يَتْرُكَ .

৪৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক, কেননা কুধারণা পোষণ সর্বাধিক মিথ্যা। তোমরা একে অপরের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, অন্যের ব্যাপারে লোকদের কুকথা শুনো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর না, পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। এক মুসলিম ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করবে না, যতক্ষণ না সে তাকে বিবাহ করে অথবা ত্যাগ করে।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ প্রস্তাব ত্যাগ করার তাৎপর্য।

٤٧٦٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَاَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اِنْ شِئْتَ اَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِىْ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَنِى اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ

يَمْنَعُنِي اَنْ اَرْجِعَ اِلَيْكَ فِيْمَا عَرَضْتَ اِلاَّ اَنِّيْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ اَكُنْ لاُفْشِيَ سِرَّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا.

৪৭৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। যখন হাফসা (রা) বিধবা হলেন, উমার (রা) বললেন, আমি আবু বাকর (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, যদি আপনি রাজী থাকেন তবে হাফসা বিনতে উমারকে আপনার সাথে বিবাহ দিব। আমি কয়েক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে (হাফসাকে) বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। তখন আবু বাকর আমার সাথে সাক্ষাত করে বললেন, কোন কিছুই আপনার প্রস্তাবের ব্যাপারে আপনার কাছে আসা থেকে আমাকে বিরত রাখেনি, কিন্তু আমি জানতাম যে, রসূলুল্লাহ (স) তাকে (বিবাহের কথা) উল্লেখ করেছেন। আমি কখনও নবী (স)-এর গোপনীয়তা ফাস করতে পারি না। তিনি যদি তাকে বাদ দিতেন (অর্থাৎ বিবাহ না করতেন) তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করতাম।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের খোতবা।

٤٧٦٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

৪৭৬৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, দুই ব্যক্তি প্রাচ্য থেকে আসল এবং তারা বক্তৃতা দিল। নবী (স) বললেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা যাদুর ন্যায় (সম্মোহনী প্রভাব থাকে)।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে এবং বিবাহভোজে দফ বাজানো।

٤٧٦٧- عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْخُلُ حِيْنَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِيْ كَمَجْلِسِكَ مِنِّيْ فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ اٰبَائِيْ يَوْمَ بَدْرٍ اِذْ قَالَتْ اِحْدَاهُنَّ وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِيْ غَدٍ فَقَالَ دَعِيْ هٰذِهِ وَقُوْلِيْ بِالَّذِيْ كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ.

৪৭৬৭. রুবায়্যি বিনতে মুওয়াব্বিয ইবনে আফরা (রা) থেকে বর্ণিত। আমার বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর নবী (স) আসলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন তুমি আমার কাছে বস। আমাদের কচি বালিকারা ছোট ঢাক (দফ) বাজাচ্ছিল এবং বদর যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমার বাপ-চাচার শোকগাঁথা গাইছিল। তাদের মধ্যে একজন যখন বলল, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন যিনি আগামী কাল কি হবে তা জানেন, তখন নবী (স) বললেন ঃ একথা ত্যাগ কর এবং পূর্বে যা বলছিলে, তাই বল।[১৬]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ "এবং স্ত্রীদের মোহরানা মনের সন্তোষ সহকারে (ফরয মনে করে) আদায় কর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪) মোহরানার অধিক পরিমাণ এবং নিম্ন পরিমাণ যত নির্ধারণ করা বৈধ। আল্লাহর বাণী ঃ "এবং তোমরা যদি

১৬. নবী (স) বালিকাদের ঐ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ ভবিষ্যত জানে না, এমনকি নবী-রসূলগণও নয়।

তাদের কাউকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ মোহরানা দিয়ে থাক তবে তা থেকে সামান্য পরিমাণও ফিরিয়ে নিও না।"-(সূরা আন নিসা ঃ ২০) আল্লাহর বাণী ঃ "অথবা তাদের মোহরানা নির্দিষ্ট করে থাক।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৬) সাহল (রা) বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ যদি একটি লোহার আংটিও হয়।

٤٧٦٨- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ فَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ .

৪৭৬৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক মহিলাকে বিবাহ করলেন এবং তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ (স্বর্ণ মোহরানা) দিলেন। নবী (স) (তার মুখমণ্ডলে) বিবাহের খুশীর ঔজ্জল্য দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে খেজুরের আটির পরিমাণ (স্বর্ণ) দিয়ে বিবাহ করেছি। আনাস (রা) থেকে অপর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) খেজুরের আটির পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করেন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শিখানোর বিনিময়ে এবং মোহরানা ছাড়া বিবাহ।

٤٧٦٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ السَّاعِدِيِّ يَقُوْلُ اِنِّىْ لَفِى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَايَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَايَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ اِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَأْ فِيْهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْنِيْهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لاَ قَالَ اِذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلاَ خَاتَمًا مِن حَدِيْدٍ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ قَالَ مَعِىَ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةٌ كَذَا قَالَ اِذْهَبْ فَقَدْ اَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৪৭৬৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকটে লোকদের সাথে (বসা) ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! সে (আমি) নিজকে বিবাহের জন্য আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) তাকে কোন উত্তর দিলেন না। সে পুনরায় দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করেছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। নবী (স) এবারও কোন

উত্তর দিলেন না। সে তৃতীয় বার দাঁড়িয়ে বলল, সে নিজেকে আপনার কাছে হেবা করছে, তার সম্পর্কে আপনার মত দিন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল ! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কাছে কিছু আছে কি ? সে উত্তর দিল, না। নবী (স) বললেন ঃ যাও এবং খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কি না, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি গেল, খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না, এমনকি একটি লৌহ অঙ্গুরীও নয়। নবী (স) বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্থ জান ? সে উত্তর দিল ঃ আমি অমুক অমুক সূরা মুখস্থ জানি। নবী (স) বললেন ঃ যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মোহরানা হিসেবে স্থাবর মাল ও লোহার আংটি।

٤٧٧٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتِمٍ مِّنْ حَدِيْدٍ -

৪৭৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি বিবাহ কর, (মোহরানা হিসেবে) একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে শর্ত আরোপ। উমার (রা) বলেন, চুক্তির শর্ত মোতাবেক অধিকার নির্ধারিত হয়ে যায়। মিস্ওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন ঃ নবী (স) তাঁর এক জামাতার প্রশংসা করে বলেছেন ঃ যখনই সে আমার সাথে কথা বলেছে, সত্য বলেছে এবং যখনই ওয়াদা করেছে, তা রক্ষা করেছে।

٤٧٧١- عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَحَقُّ مَا اَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُجَ .

৪৭৭১. উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সব শর্তের মধ্যে যে শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য তাহল—যে শর্ত দ্বারা তোমরা (নারীদের) বিশেষ অংগ উপভোগ করা হালাল করে থাক।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহে যেসব শর্ত আরোপ করা হালাল নয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ কোন মহিলা তার মুসলিম বোনকে (হবু স্বামীর আগের স্ত্রীকে) তালাক দেয়ার শর্ত আরোপ করতে পারবে না।

٤٧٧٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَاِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَلَهَا.

৪৭৭২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ (বিবাহের সময়) কোন মহিলার জন্য তার বোনের (হবু স্বামীর স্ত্রীর) তালাক দাবি করা বৈধ নয়, তার আহারের পাত্র একচেটিয়া দখল করার জন্য। কেননা তার তাকদীরে যা নির্ধারিত রয়েছে সে তা-ই পাবে।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতের জন্য হলুদ রং ব্যবহার। এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٧٧٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَاَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন এবং তার দেহে হলুদ বর্ণের চিহ্ন ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন যে, তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ ? তিনি বলেন, খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণ। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ .....।

٤٧٧٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِزَيْنَبَ فَاَوْسَعَ الْمُسْلِمِيْنَ خُبْزًا فَخَرَجَ كَمَا يَصْنَعُ اِذَا تَزَوَّجَ فَاَتٰى حُجَرَ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَدْعُوْ وَيَدْعُوْنَ لَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَاٰى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لاَ اَدْرِىْ اَخْبَرْتُهُ اَوْ اُخْبِرَ بِخُرُوْجِهِمَا.

৪৭৭৪. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যয়নব (রা)-এর সাথে তাঁর বিবাহে বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং মুসলমানদের জন্য রুটি সহযোগে ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। অতপর তাঁর অভ্যাসমত তিনি বাইরে এলেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের বাসস্থানে গেলেন এবং তাদের জন্য দোআ করলেন, তারাও দুআ করলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন (সেখানে) দু'জন লোক বসে আছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে গেলেন। আমি ঠিক স্মরণ করতে পারছি না যে, আমি তাঁকে ঐ লোক দু'টির চলে যাওয়ার সংবাদ দিয়েছিলাম না তিনি সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহিতের জন্য কিভাবে দোয়া করবে।

٤٧٧٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالَ اِنِّىْ تَزَوَّجْتُ امْرَاَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আওফের শরীরে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন এবং বললেন ঃ এ কি ? তিনি বলেন, আমি এক

মহিলাকে খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন, বিবাহ ভোজের ব্যবস্থা কর, তা একটি ছাগল দ্বারাই হোক না কেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ উপঢৌকন প্রদানকারী মহিলাদের নব দম্পতির জন্য দোআ।

٤٧٧٦- عَنْ عَائِشَةَ تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ ﷺ فَاَتَتْنِىْ اُمِّىْ فَاَدْخَلَتْنِى الدَّارَ فَاِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلٰى خَيْرِ طَائِرٍ .

৪৭৭৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বিবাহ করলেন। আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কয়েকজন আনসারী মহিলাকে দেখতে পেলাম। তারা বলল, আল্লাহ তার প্রতি কল্যাণ ও বরকত নাযিল করুন এবং তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সাথে বাসর যাপন করতে চায়।

٤٧٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعْنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ اِمْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا .

৪৭৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে একজন নবী জিহাদের জন্য বের হলেন। তিনি নিজ লোকদেরকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে এবং স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে ইচ্ছুক, অথচ এখনও মিলিত হয়নি সে যেন আমার সাথে না যায়।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নয় বছরের স্ত্রীর সাথে বাসর রাত যাপন করে।

٤٧٧٨- عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّبِىُّ ﷺ عَائِشَةَ وَهِىَ ابْنَةُ سِتٍّ وَبَنٰى بِهَا وَهِىَ ابْنَةُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

৪৭৭৮. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। যখন নবী (স) আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর এবং যখন তাঁর সাথে বাসর যাপন করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তিনি মোট নয় বছর তিনি (আয়েশা) নবী (স)-এর সাথে বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করেন।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে বাসর যাপন।

٤٧٧٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلٰثًا يُبْنٰى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَّلاَ لَحْمٍ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَاُلْقِىَ فِيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْاَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيْمَتَهُ

فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَقَالُوْا اِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

৪৭৭৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তিন দিন পর্যন্ত মদীনা ও খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানে সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইয়ের সাথে তাঁর বাসর যাপনের ব্যবস্থা করা হয়। আমি বিবাহ ভোজের জন্য মুসলমানদের দাওয়াত দেই, তাতে না ছিল রুটি না ছিল গোশত। নবী (স) চামড়ার দস্তরখান বিছাতে নির্দেশ দিলেন এবং তাতে খেজুর, পনির ও মাখন রাখা হল, এটাই ছিল নবী (স)-এর বিবাহভোজ। মুসলমানরা বলাবলি করল, সাফিয়্যা কি উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শামিল হবেন না তাঁর দাসী হিসেবে গণ্য হবেন ? অতপর তারা বললেন, নবী (স) যদি তাকে লোকদের থেকে পর্দা করান, তাহলে তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত, আর পর্দা না করালে তাঁর দাসী। সুতরাং নবী (স) যখন রওয়ানা করলেন, তাকে উটের পিঠে তাঁর পেছনে বসালেন এবং তার জন্য লোকদের থেকে পর্দার ব্যবস্থা করলেন।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ শোভাযাত্রা ও মশাল ছাড়া দিবাকালে বিবাহোত্তর নিভৃত বাস।

٤٧٨٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ فَاَتَتْنِيْ اُمِّيْ فَاَدْخَلَتْنِيْ الدَّارَ فَلَمْ يَرُعْنِيْ اِلاَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضُحًى .

৪৭৮০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার মা আমার কাছে আসলেন এবং আমাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। মধ্যাহ্নে (নিভৃতে আমার কাছে) রসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন ছাড়া অন্য কিছুই আমাকে বিস্মিত করেনি।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আনমাত এবং অনুরূপ জিনিস মহিলাদের জন্য।

٤٧٨١ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلِ اتَّخَذْتُمْ اَنْمَاطًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَنّٰى لَنَا اَنْمَاطٌ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ .

৪৭৮১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ তুমি কি আনমাত (পর্দা, বিছানার চাদর ইত্যাদি) তৈরি করিয়ে নিয়েছ ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমি আনমাত কোত্থেকে যোগাড় করব ? নবী (স) বললেন ঃ অচিরেই তোমরা এগুলো পেয়ে যাবে।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব মহিলা সদ্য বিবাহিতাকে তার স্বামীর কাছে পেশ করে এবং আল্লাহর কাছে তাদের বরকতের জন্য দোআ করে।

٤٧٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً اِلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَاِنَّ الْاَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ .

৪৭৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক আনসারীর জন্য এক মহিলাকে বিবাহের কনে হিসেবে প্রস্তুত করলে নবী (স) বলেন ঃ হে আয়েশা ! (বিবাহ উপলক্ষে) তোমরা কি কোন আনন্দ-ফূর্তির ব্যবস্থা করনি ? আনসারগণ এ জাতীয় আনন্দ-ফূর্তি পসন্দ করে।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবদম্পতির জন্য উপহার। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমাদের বানু রিফাআর মসজিদের নিকট দিয়ে গেলেন। যখনই নবী (স) উম্মু সুলাইমের নিকট দিয়ে যেতেন, তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে সালাম করতেন। তিনি আরো বলেন, নবী (স) যয়নবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে উম্মু সুলাইম আমাকে বলেন ঃ আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু উপহার দিতে পারতাম। আমি তাঁকে বললাম ঃ তাই করুন। সুতরাং তিনি খেজুর, মাখন ও পনিরের সংমিশ্রণে তৈরী 'হাইস' ডেকচিতে ঢেলে মিশিয়ে তা আমার মারফত রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে পাঠান। আমি এসব নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলে তিনি বলেন ঃ এগুলো রেখে দাও। অতপর তিনি আমাকে কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করে তাদের ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন এবং এছাড়াও যার সাথে আমার দেখা হবে তাকেও দাওয়াত দিতে বলেন। তার নির্দেশমত আমি তাই করলাম। আমি ফিরে এসে ঘরভর্তি লোক দেখতে পেলাম এবং নবী (স)-কে 'হাইস' এর পাত্রের মধ্যে হাত রাখা অবস্থায় দেখলাম এবং তাঁকে আল্লাহ তায়ালার যা ইচ্ছা তা বলতে শুনলাম। অতপর তিনি দশ দশজনের দলকে খাবার জন্য ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে পাত্র থেকে যার যার নিকট থেকে খেতে শুরু কর। যখন তাদের সকলের খাওয়া শেষ হল, কতক লোক চলে গেল এবং কতক লোক সেখানে কথাবার্তায় মশগুল থাকল। এতে আমি বিরক্ত হলাম। নবী (স) সেখান থেকে বেরিয়ে (তাঁর স্ত্রীদের) কক্ষে গেলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। যখন আমি তাঁকে বললাম যে, তারা চলে গেছে তখন তিনি নিজ কক্ষে ফিরে এলেন এবং পর্দা ফেলে দিলেন, তখনও আমি তাঁর কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নবীর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, তবে তোমাদেরকে যদি খাবারের দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে অবশ্যই আসবে এবং খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে যাবে এবং গল্প-গুজবে মশগুল হবে না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে মনোপীড়া দেয়। কিন্তু তিনি (সৌজন্যের খাতিরে) লজ্জায় কিছুই বলেন না। কিন্তু আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না।"–(৩৩ ঃ ৫৩) আবু উসমান বলেন, আনাস (রা) বলেছেন ঃ আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ কনের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ধার করা।

٤٧٨٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِهِ فِىْ طَلَبِهَا فَاَدْرَكَتْهُمُ الصَّلٰوةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وَضُوْءٍ فَلَمَّا اَتَوُ النَّبِىَّ ﷺ شَكَوْا ذٰلِكَ اِلَيْهِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ

حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللّٰهُ خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ قَطُّ اِلاَّ جَعَلَ اللّٰهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ بَرَكَةً .

৪৭৮৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আসমা (রা)-এর নিকট থেকে একছড়া হার ধার করে আনেন এবং তা হারিয়ে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কতিপয় সাহাবীকে সেটা খোজার জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হলে তাঁরা বিনা উযুতেই নামায পড়লেন। তাঁরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে এ সম্পর্কে তাঁর কাছে অসুবিধার কথা বললেন। সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো। উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) বলেন, (হে আয়েশা!) আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহর শপথ ! যখনই আপনার ওপর কোন অসুবিধা এসেছে, তখন আল্লাহ শুধু আপনাকেই তা থেকে মুক্ত করেননি, বরং গোটা মুসলিম জাতি তো তার জন্য কল্যাণ দান করেছেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীসহবাসের সময় যে দোআ পড়তে হয়।

٤٧٨٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَمَا لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ يَقُوْلُ حِيْنَ يَاتِىْ اَهْلَهُ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِى الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِىْ ذٰلِكَ اَوْ قُضِىَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

৪৭৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তাদের মধ্যে কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সঙ্গমে মিলিত হতে যায় তখন সে যেন বলে ঃ "বিসমিল্লাহ! আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাযাকতানা।"[১৭] অতপর এই সহবাসে (তাদেরকে) সন্তান দান করা হলে, শয়তান কখনো তার কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমা (বিবাহভোজ) একটি অধিকার। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে বললেন ঃ ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি বকরী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٥ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اُمَّهَاتِىْ يُوَاظِبْنَنِىْ عَلٰى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتُوُفِّىَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا ابْنُ عِشْرِيْنَ سَنَةً فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَاْنِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ وَكَانَ اَوَّلُ مَااُنْزِلَ فِىْ مُبْتَنٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ

১৭. "আল্লাহ্‌র নামে। হে আল্লাহ ! আমাকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান আমাদেরকে দাও তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।"

فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِىَ رَهْطٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَىْ يَخْرُجُوْا فَمَشَى النَّبِىُّ ﷺ وَمَشَيْتُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَقُوْمُوْا فَرَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ بِالسِّتْرِ وَاُنْزِلَ الْحِجَابُ .

৪৭৮৫. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, নবী (স) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমি দশ বছরের বালক ছিলাম। আমার মা-চাচীরা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করার জন্য প্রেরণা দিচ্ছিলেন। আমি দশ বছরকাল তাঁর খেদমত করি। যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন আমার বয়স হয়েছিল বিশ বছর এবং আমি হিজাবের (পর্দা) আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল। পর্দা সম্পর্কীয় প্রাথমিক আয়াতসমূহ যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে নবী (স)-এর বাসর যাপনের প্রাক্কালে নাযিল হয়েছিল। সেদিন নবী (স) বর বেশে ভোরে উপনীত হলেন। অতপর লোকদেরকে ওলীমার দাওয়াত দিলেন। তারা (রাতে) আসলেন, খানা খেলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক বাদে অধিকাংশই চলে গেলেন। তারা নবী (স)-এর সাথে দীর্ঘক্ষণ কাটালেন। অতপর নবী (স) গাত্রোত্থান করলেন এবং বাইরে বেরুলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু বের হলাম, যাতে অন্যরাও বের হয়ে চলে যায়। নবী (স) সামনে এগুতে থাকলেন, আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন। তিনি চিন্তা করলেন বাকী লোকগুলো এতক্ষণে হয়ত চলে গেছে। তাই তিনি পুনরায় ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি (স) যয়নবের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন যে, লোকগুলো তখনও বসে আছে, উঠার লক্ষণ নেই। নবী (স) পুনরায় বাইরে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। যখন আমরা আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলাম, তিনি ভাবলেন যে, এতক্ষণে হয়ত লোকগুলো চলে গেছে এবং তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে এসে দেখলাম যে, লোকগুলো চলে গেছে। অতপর নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা টেনে দিলেন এবং এ সময়ই পর্দা সম্পর্কীয় আয়াত নাযিল হলো।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমার (বিবাহভোজ) ব্যবস্থা করা উচিত, একটি ছাগল দিয়ে হলেও।

٤٧٨٦ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَاَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَاَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ كَمْ اَصْدَقْتَهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ اَنَسًا

قَالَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ عَلَى الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عَلٰى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ اُقَاسِمُكَ مَالِىْ وَاَنْزِلُ لَكَ عَنْ اِحْدَى امْرَأَتِىْ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِىْ اَهْلِكَ وَ مَالِكَ فَخَرَجَ اِلَى السُّوْقِ فَبَاعَ وَاشْتَرٰى فَاَصَابَ شَيْئًا مِّنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৪৭৮৬. আনাস (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তাকে কি পরিমাণ মোহরানা দিয়েছ? তিনি বলেন, একটি খেজুরের আঁটির ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। আনাস (রা) বলেন, তাঁরা (মুহাজিরগণ) মদীনায় পৌঁছে আনসারদের গৃহে অবস্থান করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। সাদ (রা) আবদুর রহমানকে বললেন ঃ আমি আমার সম্পত্তি ভাগ করে তোমাকে দিব এবং আমার দুই স্ত্রীর একজনকে তোমার জন্য ত্যাগ করব। আবদুর রহমান (রা) বললেন, আল্লাহ তোমার সম্পত্তি ও পরিজনে বরকত দান করুন। অতপর তিনি বাজারে গেলেন বেচা-কেনা করলেন এবং লাভ হিসেবে কিছু পনির এবং ঘি অর্জন করলেন, অতপর বিয়ে করলেন। নবী (স) তাকে বলেন ঃ "ওলীমার ব্যবস্থা করো, একটি ছাগী দিয়ে হলেও।

٤٧٨٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَوْلَمَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْ نِسَائِهٖ مَا اَوْلَمَ عَلٰى زَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاةٍ .

৪৭৮৭. আনাস (রা) বলেন, "নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বেলায় যয়নবের ওলীমার তুলনায় উত্তম ভোজের ব্যবস্থা করেননি। তিনি যয়নবের ওলীমা করেন একটি ছাগী দ্বারা।

٤٧٨٨ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَاَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .

৪৭৮৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সাফিয়্যাকে আযাদ করে বিয়ে করলেন এবং তাকে আযাদ করাকেই তার মোহরানা ধার্য করেন। তাঁর বিয়েতে 'হাইস' দ্বারা তিনি ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

٤٧٨٩ـ عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ بَنَى النَّبِىُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ فَاَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً اِلَى الطَّعَامِ .

৪৭৮৯. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর এক স্ত্রীর (যয়নব) সাথে বাসর যাপনের ব্যবস্থা করেন এবং লোকদেরকে (বিবাহ) ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি এক স্ত্রীর সাথে বিবাহের সময় অন্যদের বিবাহের চেয়ে বড় ধরনের ওলীমার ব্যবস্থা করে।

٤٧٩٠ـ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذُكِرَ تَزْوِيْجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ اَنَسٍ فَقَالَ مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْلَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَيْهَا اَوْلَمَ بِشَاةٍ .

৪৭৯০. সাবেত (রা) বলেন, যয়নব (রা)-এর বিবাহের কথা আনাস (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন ঃ যয়নব বিনতে জাহ্‌শের সাথে নবী (স)-এর বিবাহে তিনি যে ওলীমার ব্যবস্থা করেন, তার চেয়ে উত্তম ভোজের ব্যবস্থা আর কারো সাথে বিবাহের সময় তাঁকে করতে দেখিনি। এ বিবাহে তিনি একটি ছাগী দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একটি ছাগীর চেয়ে কম দিয়ে ওলীমা করে।

٤٧٩١ـ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ اَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ مِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيْرٍ .

৪৭৯১. সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর বিয়েতে দুই মুদ্দ পরিমাণ বার্লি দ্বারা ওলীমার ব্যবস্থা করেন।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ ওলীমা ও অন্যান্য দাওয়াত কবুল করা কর্তব্য। যদি কেউ সাত বা অনুরূপ দিন ওলীমার আয়োজন করে। নবী (স) ওলীমার সময় একদিন বা দুইদিন ধার্য করে দেননি।

٤٧٩٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَاتِهَا .

৪৭৯২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তাতে উপস্থিত হয়।

٤٧٩٣ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فُكُّوا الْعَانِيَ وَاَجِيْبُوا الدَّاعِيَ وَعُوْدُا الْمَرِيْضَ .

৪৭৯৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ বন্দীদের মুক্তি দাও, দাওয়াত-কারীর দাওয়াত কবুল করো এবং রোগীকে দেখতে যাও।

٤٧٩٤ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ الذَّهَبِ وَعَنْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ تَابَعَهُ اَبُوْ عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ اَشْعَثَ فِيْ اِفْشَاءِ السَّلَامِ .

৪৭৯৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাদের সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথ পূর্ণ করতে, নিপীড়িতের সাহায্য করতে, সালামের বিস্তার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে, রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করতে, মাআসির, কাসসি, ইসতাবরাক ও দীবাজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٤٧٩٥ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ عُرْسِهِ وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوْسُ قَالَ سَهْلٌ تَدْرُوْنَ مَا سَقَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا اَكَلَ سَقَتْهُ اِيَّاهُ .

৪৭৯৫. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস সাইদী (রা) নবী (স)-কে তার ওলীমার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তার নববধূ সেদিন খাদ্য পরিবেশন করে। সাহল (রা) বলেন, তোমরা কি জান নববধূ নবী (স)-কে কি পান করিয়েছিল ? সে রাতে কিছু খেজুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে রেখেছিল এবং নবী (স) আহার সমাপন করলে তাঁকে সেই পানীয় পান করতে দেয়।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ দাওয়াতে যাওয়া ত্যাগ করলে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

٤٧٩٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৪৭৯৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যে ওলীমায় (বিবাহভোজে) শুধু ধনীদের দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের দাওয়াত দেয়া হয় না, সেই বিবাহভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত পেয়ে তাতে যায়নি সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়া খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ।

٤٧٩٧ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيْتُ اِلٰى كُرَاعٍ لَاَجَبْتُ وَلَوْ اُهْدِيَ اِلَيَّ كُرَاعٌ (ذِرَاعٌ) لَقَبِلْتُ .

৪৭৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমাকে কেউ পায়ার (গরু, মেষ বা ছাগলের খুরা) দাওয়াত দিলে আমি তা গ্রহণ করব এবং আমাকে কেউ পায়া হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করব।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহ-শাদী ইত্যাদির দাওয়াত কবুল করা।

٤٧٩٨ـ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجِيْبُوْا هٰذِهِ الدَّعْوَةَ اِذَا دُعِيْتُمْ لَهَا قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاتِىْ الدَّعْوَةَ فِىْ الْعُرْسِ وَغَيْرُ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

৪৭৯৮. নাফে (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন ঃ যদি তোমাদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা কবুল করো। নাফে বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বিবাহ-শাদীর ওলীমা বা এ ধরনের দাওয়াত পেলে তা কবুল করতেন, এমনকি তিনি (নফল) রোযাদার হলেও।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশুদের অংশগ্রহণ।

٤٧٩٩ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَبْصَرَ النَّبِىُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِيْنَ مِنْ عُرْسٍ فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتُمْ مِنْ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ .

৪৭৯৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) কতিপয় মহিলা ও শিশুকে বিবাহের দাওয়াতে অংশগ্রহণ শেষে ফিরে আসতে দেখলেন। তিনি আনন্দের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্‌র নামে বলছি ! তোমরা লোকদের মধ্যে আমার কাছে অধিক প্রিয়।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি (দাওয়াতের অনুষ্ঠানে) কোন (দীনের দৃষ্টিতে) অপসন্দনীয় ব্যাপার দেখে, তবে সে কি ফিরে আসবে ? ইবনে মাসউদ (আবু মাসউদ) (রা) এক বাড়ীতে ছবি দেখতে পেয়ে ফিরে আসেন। ইবনে উমার (রা) আবু আইউব (রা)-কে দাওয়াত করেন। তিনি এসে ঘরের দেয়ালে ছবি দেখতে পেলেন। ইবনে উমার বলেন, মহিলারা আমাদেরকে পরাভূত করেছে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমি যাদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা করছিলাম, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করব না। অতএব আবু আইউব (রা) ফিরে গেলেন।

٤٨٠٠ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ (الْكَرَاهِيَةَ) فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ .

৪৮০০. রসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনি একটি বালিশ বা গদি কিনেন, যাতে (প্রাণীর) ছবি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখতে পেয়ে দরযার বাইরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (কক্ষের) ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি নবী (স)-এর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট তওবা (অনুতাপ) করছি, আমার কি অপরাধ হয়েছে ? নবী (স) বলেন ঃ এ তাকিয়া কিসের জন্য ? আমি বললাম, আমি এটা আপনার জন্য খরিদ করেছি যাতে আপনি এর ওপর বসতে পারেন ও ঠেস লাগাতে পারেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এ ছবির নির্মাতাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা তৈরি করেছ, তার মধ্যে প্রাণ দাও। নবী (স) আরো বলেন ঃ যে ঘরের মধ্যে (প্রাণীর) ছবি থাকে, সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ বিবাহভোজে নববধূর অংশগ্রহণ এবং তৎকর্তৃক পুরুষ মেহমানদের আপ্যায়ন।

٤٨٠١- عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَّسَ اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَاَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ اِلاَّ امْرَاَتُهُ اُمُّ اُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ اَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُحْفَةً (اِتحفَتهُ) بِذٰلِكَ .

৪৮০১. সাহল (রা) বলেন, আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) বিয়ে করে নবী (স) ও তাঁর সাহাবাদেরকে (ওলীমার) দাওয়াত দিলেন। তার নববধূ ছাড়া আর কেউ খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করে নাই। সে একটি পাথরের পাত্রে রাতে পানির মধ্যে খেজুর ভিজিয়ে রাখে এবং নবী (স) খাদ্য গ্রহণ শেষ করলে সেই তোহফা তাঁকে পান করায়।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল-বাকী নামক পানীয় এবং অন্যান্য শরবত যাতে মাদকতা নেই তা বিয়ে-শাদীতে পরিবেশন করা।

٤٨٠٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ اَوْ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ

৪৮০২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ আস-সাইদী (রা) তার বিবাহ ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত দেন। তার নববধূ সেদিন নবী (স)-কে খাদ্য পরিবেশন করে। সে অথবা সাহল বলেছেন ঃ তুমি কি জান, সেই মহিলা নবী (স)-কে কি পান করিয়েছে ? সে নবী (স)-এর জন্য একটি পাত্রে কিছু খেজুর রাতভর ভিজিয়ে রাখে।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহার। নবী (স)-এর বাণী ঃ নারীরা পাঁজরের হাড়তুল্য।

٤٨٠٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوَجٌ (عَوَجٌ) .

৪৮০৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "মহিলারা পাঁজরের হাড়ের ন্যায় । যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তুমি যদি তার থেকে ফায়দা লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের ওসিয়াত।

٤٨٠٤ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِىْ جَارَهُ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ هُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ شَىْءٍ فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

৪৮০৪. আবু হুর'ইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর ঈমান রাখে, সে যেন নিজ প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সবচেয়ে বেশী বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপর অংশের হাড়। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তবে তা বাঁকা হতেই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।

٤٨٠٥ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَّقِى الْكَلاَمَ وَالْاِنْبِسَاطَ اِلَى نِسَائِنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ هَيْبَةَ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْنَا شَىْءٌ فَلَمَّا تُوُفِّىَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا.

৪৮০৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর জীবদ্দশায় আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথাবার্তা ও হাসি-ঠাট্টায় সতর্কতা অবলম্বন করতাম, না জানি আমাদেরকে সতর্ক করে কোন ওহী নাযিল হয়। কিন্তু নবী (স)-এর ইনতিকালের পর আমরা তাদের সাথে কথাবার্তা, হাসি-ঠাট্টা করি।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবারের লোকদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।"-(সূরা ৬৬, আয়াত ঃ ৬)

٤٨٠٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ فَالْاِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ

زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلٰى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ اَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ .

৪৮০৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে। শাসক একজন অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং তাকে তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দাস তার মনিবের ধন-সম্পদের অভিভাবক এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান ! তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার-পরিজনের সাথে মার্জিত ও সদয় ব্যবহার করা।

٤٨٠٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ اِحْدٰى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ اَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ اَخْبَارِ اَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا قَالَتِ الْاُوْلٰى زَوْجِيْ لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلٰى رَأْسِ جَبَلٍ لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقٰى وَلاَ سَمِيْنٍ فَيُنْتَقَلُ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِيْ لاَ اَبُثُّ خَبَرَهُ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ لاَ اَذَرَهُ اِنْ اَذْكُرَهُ اَذْكُرْ عُجَرَه وَبُجَرَهُ قَالَتْ الثَّالِثَةُ زَوْجِي الْعَشَنَّقُ اِنْ اَنْطِقْ اُطَلَّقْ وَاِنْ اَسْكُتْ اُعَلَّقْ قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ لاَ حَرٌّ وَلاَ قَرٌّ وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَأْمَةَ قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَاِنْ خَرَجَ اَسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ قَالَتْ السَّادِسَةُ زَوْجِيْ اِنْ اَكَلَ لَفَّ وَاِنْ شَرِبَ اِشْتَفَّ وَاِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَلاَ يُوْلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِيْ غَيَايَاءُ اَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَجَّكِ اَوْ فَلَّكِ اَوْ جَمَعَ كُلاًّ لَكِ قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ اَرْنَبٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ زَرْنَبٍ قَالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِيْ رَفِيْعُ الْعِمَادِ طَوِيْلُ النِّجَادِ عَظِيْمُ الرَّمَادِ قَرِيْبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِيْ مَالِكُ وَمَا مَالِكُ مَالِكُ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكِ لَهُ اِبِلٌ كَثِيْرَاتُ الْمَبَارِكِ قَلِيْلاَتُ الْمَسَارِحِ وَاِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ اَيْقَنَّ اَنَّهُنَّ هَوَالِكُ قَالَتِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِيْ اَبُوْ زَرْعٍ فَمَا اَبُوْ زَرْعٍ اَنَاسَ مِن حُلِيٍّ اُذُنَيَّ وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ وَبَجَّحَنِيْ فَبَجِحَتْ اِلَيَّ نَفْسِيْ وَجَدَنِيْ فِي اَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ فَجَعَلَنِيْ فِيْ اَهْلِ صَهِيْلٍ وَاَطِيْطٍ

وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ فَعِنْدَهُ اَقُوْلُ فَلاَ اُقَبَّحُ وَاَرْقُدُ فَاَتَصَبَّحُ وَاَشْرَبُ فَاَتَقَنَّحُ (فَاَتَقَنَّحُ) اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اُمُّ اَبِىْ زَرْعٍ عُكُوْمُهَا رَدَاحٌ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا اِبْنُ اَبِىْ زَرْعٍ مَضْجِعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا بِنْتُ اَبِىْ زَرْعٍ طَوْعُ اَبِيْهَا وَطَوْعُ اُمِّهَا وَمِلْءُ كِسَائِهَا وَغَيْظُ جَارَتِهَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ فَمَا جَارِيَةُ اَبِىْ زَرْعٍ لاَ تَبُثُّ حَدِيْثَنَا تَبْثِيْثًا وَلاَ تُنَقِّثُ مِيْرَاتَنَا تَنْقِيْثًا وَلاَ تَمْلاَ بَيْتَنَا تَعْشِيْشًا قَالَتْ خَرَجَ اَبُوْ زَرْعٍ وَالْاَوْطَابُ تُمْخَضُ فَلَقِىَ اِمْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ فَطَلَّقَنِىْ وَنَكَحَهَا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَوَايًا رَكِبَ شَرِيًّا وَاَخَذَ خَطِيًّا وَاَرَاحَ عَلَىَّ نَعَمًا ثَرِيًّا وَاَعْطَانِىْ مِنْ كُلِّ رَاحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِىْ اُمَّ زَرْعٍ وَمِيْرِىْ اَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ مَا بَلَغَ اَصْغَرَ اٰنِيَةِ اَبِىْ زَرْعٍ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُنْتُ لَكِ كَاَبِىْ زَرْعٍ لاُمِّ زَرْعٍ .

৪৮০৭. আয়েশা (রা) বলেন, এগারজন মহিলা (এক জায়গায়) বসে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হল এবং চুক্তি করল যে, তারা নিজেদের স্বামীদের কোন খবরই গোপন করবে না। প্রথম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী শীর্ণকায় দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যা এক পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে, যেখানে আরোহণ করা সহজ নয় এবং গোশতের মধ্যে তেমন চর্বিও নেই, যার কারণে কেউ সেখানে ওঠার জন্য কষ্ট স্বীকার করবে।[১৮] দ্বিতীয় মহিলা বলল ঃ আমি আমার স্বামীর খবর বলব না। কারণ আমি আশংকা করছি যে, তার কাহিনী শেষ করতে পারব না। আমি যদি তার বর্ণনা দেই, তাহলে আমি তার সকল দুর্বলতা ও খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করব। তৃতীয় মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী দীর্ঘদেহী। আমি যদি তার বর্ণনা দেই (এবং সে তা জানতে পারে) তাহলে সে আমাকে তালাক দিবে। আর আমি যদি চুপ করে থাকি, তাহলে সে আমাকে তালাকও দিবে না এবং আমার সাথে স্ত্রীর মত ব্যবহারও করবে না। চতুর্থ মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী তিহামার রাতের মতো মধ্যম, যা না গরম না ঠাণ্ডা (নাতিশীতোষ্ণ)। আমি তার সম্পর্কে ভীত নই, অসন্তুষ্টও নই। পঞ্চম মহিলা বলল ঃ যখন আমার স্বামী (ঘরে) প্রবেশ করে তখন চিতাবাঘের ন্যায় এবং যখন বাইরে বেরোয় তখন সিংহের ন্যায়। সে ঘরের কোন ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলে না।"[১৯] ষষ্ঠ মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী আহার করলে সবই সাবাড় করে দেয় এবং পান করলে

১৮. এ মহিলার স্বামী হচ্ছে দুর্ব্যবহারকারী, অপদার্থ, উদ্ধত, প্রগলভ ও কৃপণ স্বভাবের।

১৯. সে তার স্বামীকে চিতাবাঘের সাথে তুলনা করেছে। যেহেতু চিতাবাঘ তার লাজুকতার জন্য কম ক্ষতিকারক ও অতিরিক্ত নিদ্রার জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে সে তাকে সিংহের সাথে তুলনা করেছে যখন সে যুদ্ধের জন্য বের হয়। সে ঘরের কাজ-কর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। অর্থাৎ টাকা-পয়সার হিসেব চায় না এবং ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে।

কিছুই বাকী রাখে না। সে যখন নিদ্রা যায় (আমাকে দূরে রেখে) একাই লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকে ; এমনকি হাত বের করেও দেখে না যে, আমি কি হালে আছি (অর্থাৎ সুখ-দুঃখের খবরও নেয় না)। সপ্তম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী পথভ্রষ্ট অথবা দুর্বলচিত্ত এবং বোকার হদ্দ। যত রকমের ত্রুটি থাকতে পারে সবই তার মধ্যে আছে। সে তোমার মাথায় বা শরীরে আঘাত করতে পারে অথবা উভয়ই করতে পারে। অষ্টম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামীর স্পর্শ হচ্ছে খরগোশের ন্যায় (খুবই দুর্বল ও হালকা এবং মহিলাদের জন্য অনভিপ্রেত) এবং তার (দেহের) গন্ধ হচ্ছে যারনাবের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ন্যায়।

নবম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী উঁচু অট্টালিকার ন্যায় (উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন) এবং তরবারি ঝুলিয়ে রাখার জন্য চামড়ার লম্বা ফালি পরিধান করে (সে দানশীল ও সাহসী)। তার ছাই-ভস্মের পরিমাণ প্রচুর,[২০] এবং তার বাড়ী হচ্ছে জনগণের কাছে, যাতে তারা সহজেই তার সাথে পরামর্শ করতে পারে।[২১]

দশম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামীর নাম মালেক, আর মালেকের কি প্রশংসা করব ? মালেক হচ্ছে এর চাইতেও অনেক বড়, যা তার সম্পর্কে আমি বলব (আমার মনে তার সম্পর্কে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সে তার অনেক উর্ধে)। তার অধিকাংশ উটই ঘরে রাখা হয় (অর্থাৎ মেহমানদের জন্য জবেহ করার জন্য সদাপ্রস্তুত থাকে) এবং মাত্র কতিপয় উট চরাবার জন্য মাঠে রাখা হয়। উটগুলো যখন বাঁশি (বা তাম্বুরার) আওয়াজ শোনে তখন তারা বুঝতে পারে যে, তাদেরকে অতিথিদের জন্য জবেহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

একাদশতম মহিলা বলল ঃ আমার স্বামী হচ্ছে আবু যারয়া, তার কথা কি আর বলব ? সে আমাকে এতো বেশী অলঙ্কার দিয়েছে যে, আমার কান বোঝায় ভারী হয়ে গেছে এবং আমার বাহুতে চর্বি জমে গেছে (আমি মুটিয়ে গেছি)। সে আমাকে এতো সুখে রেখেছে এবং আমি এতো আনন্দিত যে, এ জন্যে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এমন এক পরিবার থেকে আনে, যারা শুধুমাত্র কয়েকটি বকরীর মালিক ছিল (খুব গরীব ছিল), অতপর আমাকে এমন সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিয়ে আসে যেখানে অশ্বের হ্রেস্বাধ্বনি, উষ্ট্রের হাওদার খটখটানী এবং শস্য মাড়াইয়ের খস্‌খসানি শোনা যায়। আমি যা কিছুই বলতাম, সে আমাকে ভৎর্সনা বা বিদ্রূপ করত না। যখন আমি নিদ্রা যেতাম, সকালে দেরি করে ঘুম থেকে জাগতাম, যখন আমি (পান করতাম) খুব তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারয়ার মা, তার কথা কি বলব! তার থলে ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ এবং ঘর ছিল খুবই প্রশস্ত। আবু যারয়ার পুত্রের ব্যাপারে কি আর বলব! সেও খুব ভাল ছিল। তার শয্যা এতো সংকীর্ণ ছিল যে, মনে হতো যেন কোষমুক্ত তরবারি (ছিমছাম দেহবিশিষ্ট)। আর তার খাদ্য মাত্র (চার মাস বয়স্ক) ছাগলের একখানা পা (অর্থাৎ কম ভোজনকারী) আর আবু যারয়ার কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে স্বীয় পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অনুগত। সে খুবই সুঠামদেহের অধিকারিণী, যা তার সতীনদের জন্য সর্বদা ঈর্ষার উদ্রেক করে। আবু যারয়ার ক্রীতদাসী, তার গুণের কথাই বা কতো বলব ! সে আমাদের ঘরের গোপন কথা বাইরে ফাঁস করে না, বরং নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। সে আমাদের সম্পদের ঘাটতি করে না। আমাদের ঘরকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরেও রাখে না। একদিন এক ঘটনা

২০. সে এতো অতিথিপরায়ণ যে, সর্বদা তার ঘরে উনুন জ্বলতে থাকে। কেননা মেহমান এতো আসে যে, রান্না চলতেই থাকে, যার ফলে প্রচুর ছাই জমা হয়।

২১. সে জনগণের নিকটে বসবাস করে অর্থাৎ সে সর্বদাই জনগণের সাথে আছে তাদের সুখ-দুঃখের সম অংশীদার হিসেবে। তাদের বিপদে ভাল পরামর্শ দেয়, সমস্যার সমাধান করে ইত্যাদি অর্থাৎ খুবই যোগ্য এবং ভাল লোক।

ঘটল। আবু যারয়া (যখন দুধ দোহন করা হচ্ছিল) এমন সময় বাইরে বের হলো এবং সে এক রমণীকে দেখতে পেল, যার দু'টি পুত্র রয়েছে। তারা তার মায়ের স্তন নিয়ে চিতাবাঘের ন্যায় খেলা করছিল (দুধপান করছিল এবং খেলছিল)। এ মহিলাকে দেখে (তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে) সে আমাকে তালাক দিল এবং তাকে বিয়ে করল। অতপর আমি আর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বিয়ে করলাম, যে দ্রুতবেগে ধাবমান অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে। সে আমাকে প্রত্যেক প্রকার গৃহপালিত জন্তুর এক এক জোড়া দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারয়া ! তুমি (এগুলো থেকে) খাও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরকেও নিজ খুশীমতো উপহার-উপঢৌকন দাও। মহিলা আরও বললঃ কিন্তু সে আমাকে যা কিছুই দিয়েছে, আবু যারয়ার সামান্য একটি পাত্রও তা পূর্ণ করতে পারবে না। আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ "আবু যারয়া তার স্ত্রী উম্মে যারয়ার প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি তদ্রূপ।"২২

٤٨٠٨ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَبِهِمْ فَسَتَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا اَنْظُرُ فَمَا زِلْتُ اَنْظُرُ حَتّٰى كُنْتُ اَنَا اَنْصَرِفُ فَاَقْدِرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ .

৪৮০৮. আয়েশা (রা) বলেন, "যখন আবিসিনীয়রা তাদের ক্ষুদ্র বর্শা নিয়ে খেলা করছিল, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাঁর পেছনে রেখে পর্দা করে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি সেই খেলা উপভোগ করছিলাম এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত খুশিমনে তা দেখছিলাম। সুতরাং তোমরা আন্দাজ করতে পার, কোন্ বয়সের মেয়েরা আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করে।২৩

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে তার স্বামী সম্পর্কে উপদেশ দেয়া।

٤٨٠٩ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَزَلْ حَرِيْصًا عَلٰى اَنْ اَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّتَيْنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) حَتّٰى حَجَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِاِدَوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اَللَّتَانِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا) قَالَ وَاعَجَبًا لَكَ يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيْثَ يَسُوْقُهُ قَالَ كُنْتُ اَنَا وَجَارٌ لِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَنِىْ

২২. শুধুমাত্র পার্থক্য এই যে, সে শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাকে তালাক দেইনি, বরং আজীবন সদ্ব্যবহার করে আসছি। স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহারই অনুচ্ছেদের মধ্যে এ হাদীস উদ্বৃতির কারণ।

২৩. এ সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল পনর বছর।

أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ تَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ (فَسَخِبْتُ) عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي قَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللّٰهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَأَفْزَعَنِي ذٰلِكَ وَقُلْتُ لَهَا قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَفَتَأْمَنِيْنَ أَنْ يَغْضَبَ اللّٰهُ لِغَضَبِ رَسُوْلِهِ ﷺ فَتَهْلِكِي لَاتَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيْهِ فِيْ شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيْهِ وَسَلِيْنِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَاءَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوْنَا (لِغَزْوِنَا) فَنَزَلَ صَاحِبِيْ الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِيْ ضَرْبًا شَدِيْدًا وَقَالَ أَثَمَّ هُوَ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ وَأَهْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ (وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ فَقَالَ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَزْوَاجَهُ) فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هٰذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِيْ فَصَلَّيْتُ صَلٰوةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيْهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِيْ فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكِ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هٰذَا أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِيْ هَا هُوَذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرُبَةِ فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِيْ بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِيْ فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَهُ أَسْوَدَ

اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ الْغُلَامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتّٰى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِيْنَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ غَلَبَنِيْ مَا اَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اِسْتَاذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا قَالَ اِذَا الْغُلَامُ يَدْعُوْنِي فَقَالَ قَدْ اَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالٍ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا (مُتَّكِئٌ) عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ اِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَاَنَا قَائِمٌ اَسْتَانِسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِيْ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ رَاَيْتَنِيْ وَدَخَلْتُ عَلٰى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَايَغُرَّنَّكِ اَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ اَوْضَاءَ مِنْكِ وَاَحَبَّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ تَبَسُّمَةً (تَبْسِمَةً) اُخْرٰى فَجَلَسْتُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فِيْ بَيْتِهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ فِيْهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ اَهَبَةٍ ثَلٰثَةٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسًا (فَارِسَ) وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَاُعْطُوْا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ اَوَفِيْ هٰذَا اَنْتَ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ اِنَّ اُوْلٰئِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوْا طَيِّبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِسْتَغْفِرْ لِيْ فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ حِيْنَ اَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اِلٰى عَائِشَةَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا اَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِيْنَ عَاتَبَهُ اللّٰهُ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلٰى

عَائِشَةَ فَبَدَاَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ قَدْ اَقْسَمْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَاِنَّمَا اَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ (لَيْلَةً) فَكَانَ ذٰلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ التَّخَيُّرِ (التَّخْيِيْرِ) فَبَدَاَ بِيْ اَوَّلَ امْرَأَةٍ مِّنْ نِسَائِهِ فَاَخْتَرْتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

৪৮০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বহু দিন ধরে উৎসাহী ছিলাম যে, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করব, নবী (স)-এর বেগমগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।"-(৬৬ ঃ ৪) অবশেষে তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং আমিও তাঁর সংগী হলাম। (পথে) তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন, আমিও তার সাথে একটি পাত্রে পানি পূর্ণ করে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সম্পন্ন করে ফিরে এলেন, আমি উযূর পানি তাঁর হাতে ঢেলে দিতে লাগলাম এবং তিনি উযূ করতে থাকলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন ! নবী (স)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কোন্ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা দু'জন যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা কর, কেননা তোমাদের দিল ঝুঁকে পড়েছে।"-(সূরা আত্ তাহরীম ঃ ৪)

তিনি বলেন ঃ হে ইবনে আব্বাস ! তোমার প্রশ্নে আশ্চর্য হচ্ছি। তারা ছিল আয়েশা ও হাফসা। অতপর উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করতে থাকলেন এবং বললেন ঃ আমি এবং উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের আমার এক আনসারী প্রতিবেশী যারা মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন—পালাক্রমে নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাত করতাম। সে একদিন নবী (স)-এর দরবারে যেত এবং আমি অন্যদিন। যখন আমি যেতাম, আমি সারাটা দিন যাকিছু ঘটত—ওহী নাযিল এবং অন্যান্য যাকিছু, সব খবর তাকে দিতাম এবং সেও অনুরূপ খবর আমাকে দিত। আমরা কুরাইশরা নিজেদের স্ত্রীলোকদের উপর প্রভাবশালী ছিলাম। কিন্তু আমরা যখন আনসারদের মধ্যে আসলাম, তখন দেখতে পেলাম, তাদের স্ত্রীগণই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। সুতরাং আমাদের স্ত্রীরাও আনসারদের স্ত্রীগণের রীতিনীতি গ্রহণ করল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর প্রতি 'নারাজ' হলাম এবং জোরে জোরে তাকে কিছু বললে সেও পাল্টা জবাব দিল। সে আমার মুখে মুখে তর্ক করবে এটা আমি নাপসন্দ করলাম। সে বলল, আমি আপনার কথার পাল্টা জবাব দিচ্ছি, তা আপনি অপসন্দ করছেন কেন ? আল্লাহ্র কসম ! নবী (স)-এর বেগমগণ তাঁর কথার প্রতিউত্তর দিয়ে থাকেন এবং তাদের কেউ কেউ আবার পূর্ণ একটা দিন, এমনকি রাত পর্যন্ত তার প্রতি অভিমান করে কাটিয়ে দেন (এবং তাঁর সাথে কথা পর্যন্ত বলেন না)। একথা শুনে আমি শংকিত হলাম এবং তাকে বললাম ঃ তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করেছে তার সর্বনাশ হয়েছে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম, অতপর হাফসার ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং তাকে বললাম ঃ হে হাফসা ! তোমাদের মধ্যে কেউ কি রসূলুল্লাহ (স)-কে সারাদিন এমনকি রাত পর্যন্ত অসন্তুষ্ট করে রাখে ? সে বলল ঃ হাঁ। আমি বললাম ঃ সে তো ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। তোমরা কি বেপরোয়া হয়ে গেছ যে, প্রিয় রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ তার উক্ত

স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন এবং পরিণামে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে ? সুতরাং নবী (স)-এর কাছে কোন জিনিস বেশী দাবি করো না তাঁর কথার প্রতিউত্তর করো না এবং তাঁর সাথে (অভিমান করে) কথা বলা বন্ধ করো না। তোমার যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে আমার কাছে চেয়ে নিও এবং স্বীয় প্রতিবেশিনীর অনুকরণে গর্ববোধ করো না। কেননা সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং রসূলের অধিক প্রিয়। (এখানে) প্রতিবেশিনী দ্বারা আয়েশাকে বুঝানো হয়েছে।

উমার (রা) আরো বলেন, এ সময় আমাদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, (সিরিয়ার) গাস্‌সান গোত্র আমাদের ওপর আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে তাদের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করছে। আমার আনসার সংগী তার পালার দিন নবী (স)-এর খেদমতে উপস্থিত থেকে রাতে ফিরে এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করল এবং জিজ্ঞেস করল, আমি ঘরে আছি কি না ? আমি শংকিত হয়ে তার নিকট বেরিয়ে এলাম। সে বলল, আজ এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, তা কি ? গাস্‌সানীরা এসে গেছে ? সে বলল, না, বরং তার চেয়েও সাংঘাতিক ও ভয়ংকর ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীগণকে তালাক দিয়েছেন। উমার (রা) বলেন ঃ নবী (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে ত্যাগ করেছেন ! আমি বললাম, হাফসা তো ধ্বংস হলো ব্যর্থ হলো। আমি আগেই ধারণা করেছিলাম যে, খুব শীঘ্রই এ ধরনের কিছু একটা ঘটবে। অতপর আমি পোশাক পরিধান করলাম এবং ফজরের নামায নবী (স)-এর সাথে আদায় করলাম। নবী (স) অতপর মাচানে আরোহণ করলেন এবং সেখানে নিঃসঙ্গ বসে রইলেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং সে কাঁদছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাঁদছ কেন ? আমি কি তোমাকে এ ব্যাপারে পূর্বেই সতর্ক করিনি ? রসূলুল্লাহ (স) কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন ? সে বলল ঃ আমি জানি না। তিনি মাচানের ওপরে নিঃসঙ্গ আছেন। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মিম্বারের কাছে আসলাম যেখানে একদল লোক বসা ছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছিল। আমি তাদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম, কিন্তু আমার অন্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিচলিত হয়ে পড়ছিল। সুতরাং যে মাচানে নবী (স) অবস্থান করছিলেন আমি সেখানে গিয়ে তাঁর কালো গোলামকে বললাম, উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে নবী (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলার পর ফিরে এসে বলল ঃ আমি নবী (স)-এর সাথে কথা বলেছি এবং আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি ফিরে আসলাম এবং যেখানে মিম্বরের কাছে একদল লোক বসা ছিল, সেখানে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুলেছে। তাই পুনরায় এসে গোলামকে বললাম ঃ উমারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি তাঁর কাছে আপনার কথা বলেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রয়েছেন। আমি আমি পুনরায় ফিরে এসে মিম্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে বসলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বিচলিত করে তুললো। পুনরায় আমি এসে গোলামকে বললাম ঃ উমারের জন্য প্রবেশের অনুমতি চাও। সে গেল এবং ফিরে এসে বলল, আমি আপনার কথা উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নিরুত্তর। যখন আমি ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছি, এমন সময় সে আমাকে ডেকে বলল, নবী (স) আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতপর আমি রসূলাল্লাহ (স)-এর নিকট প্রবেশ করলাম, তিনি খেজুর পাতার চাটাইর ওপরে শুয়ে আছেন এবং তাতে কোন চাদর বিছানো ছিল না। তাঁর শরীরে চাটাইর দাগ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে এবং তিনি খেজুর গাছের বাকল ভর্তি একটি বালিশে ভর

দিয়ে আছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ই বললাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং বললেন ঃ না। আমি বললাম ঃ আল্লাহু আকবার। অতপর আমি দাঁড়ানো অবস্থায়ই পরিবেশ হালকা করার উদ্দেশ্যে বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি যদি মেহেরবানী করে আমার কথার দিকে একটু মনোযোগ দিতেন। আমরা কুরাইশরা মহিলাদের ওপর দাপট খাটাতাম (অর্থাৎ তারা আমাদের পূর্ণ প্রভাবাধীন ছিল)। কিন্তু আমরা মদীনায় আসার পর দেখলাম যে, এখানকার পুরুষদের নারীরা বশ করে রেখেছে। (একথা শুনে) নবী (স) মুচকি হাসলেন। অতপর আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি যদি আমার কথা একটু খেয়াল করে শুনতেন। আমি হাফসার কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, তুমি তোমার সঙ্গিনীর (আয়েশার) অনুকরণে অভিমানী হয়ো না। সে তোমার চেয়ে বেশী রূপবতী এবং নবী (স)-এর কাছে অধিক প্রিয়। নবী (স) পুনরায় মুচকি হাসলেন। আমি তাঁকে হাসতে দেখে বসে পড়লাম। অতপর আমি তাঁর ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। আল্লাহ্র কসম ! আমি তার ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখতে পেলাম না, তিনটি চামড়া ছাড়া। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি দোআ করুন, যাতে আল্লাহ আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। কেননা পারস্য এবং রোমকদের (যথেষ্ট) পরিমাণে প্রাচুর্য দেয়া হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। (একথা শুনে) নবী (স) সোজা হয়ে বসলেন, (এতক্ষণে) তিনি ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন, অতপর বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! এটা কি তোমার অভিমত ? এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যারা তাদের ভাল কাজের প্রতিদান এ দুনিয়ায় পাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার ক্ষমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোআ করুন।

নবী (স) উনত্রিশ দিন তাঁর স্ত্রীগণ থেকে আলাদা থাকেন, সেই গোপন কথা হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফাঁস করে দেয়ার কারণে। নবী (স) বলেছিলেন ঃ আমি এক মাসের জন্য তাদের (স্ত্রীগণের) কাছে যাব না তাদের প্রতি রাগের কারণে, যখন আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। সুতরাং উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে নবী (স) সর্বপ্রথম আয়েশার কাছে গেলেন। আয়েশা (রা) তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না, কিন্তু এখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়েছে। আমি দিনগুলো এক এক করে হিসেব করে রেখেছি। নবী (স) বলেন ঃ উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। (রাবী বলেন) ঐ মাসটি ছিলো উনত্রিশ দিনের। আয়েশা (রা) আরো বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা এখতিয়ার সম্বলিত আয়াত নাযিল করলেন[২৪] এবং তিনি স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাকে দিয়েই শুরু করেন এবং আমি তাকেই গ্রহণ করলাম। অতপর তিনি সকল স্ত্রীকেই এখতিয়ার দিলেন এবং সকলেই তাই বলল, যা আয়েশা (রা) বলেছিলেন।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্মতিক্রমে স্ত্রীর নফল রোযা রাখা।

٤٨١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَصُوْمُ (تَصُوْمَنَّ) الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ

২৪. দেখুন সূরা তাহরীম, চতুর্থ আয়াত।

৪৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলা যেন (নফল) রোযা না রাখে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা স্বামীর বিছানা ছাড়া আলাদা বিছানায় রাত কাটালে।

٤٨١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ اِلٰى فِرَاشِهِ فَاَبَتْ اَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ .

৪৮১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তার সাথে বিছানায় (শোয়ার জন্য) ডাকে আর স্ত্রী আসতে অস্বীকার করে, তবে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

٤٨١٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ مُهْجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلٰئِكَةُ حَتّٰى تَرْجِعَ .

৪৮১২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত যাপন করে, তবে সে স্বামীর শয্যায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী যেন অন্য কাউকে তার ঘরে প্রবেশ করতে না দেয়।

٤٨١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَاْذَنُ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ وَمَا اَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ غَيْرِ اَمْرِهِ فَاِنَّهُ يُوَدّٰى اِلَيْهِ شَطْرُهُ وَرَاهُ اَبُوْ الزِّنَادِ اَيْضًا عَنْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الصَّوْمِ .

৪৮১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য (নফল) রোযা রাখা বৈধ নয় এবং কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ ব্যয় করে, তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে। হাদীসটি রোযা অধ্যায়েও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ (জান্নাত ও জাহান্নামের সাধারণ অধিবাসী)।

٤٨١٤- عَنْ اُسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابُ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ .

৪৮১৪. উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র, অথচ ধনীদেরকে (প্রবেশ দ্বারেই) আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি জাহান্নামের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, তাতে প্রবেশকারী অধিকাংশই হচ্ছে নারী।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া। আল-আশীর বলতে স্বামী, সংগী-সাথী বা বন্ধুকেও বুঝায়। এ প্রসংগে আবু সাঈদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨١٥ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِّنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيٰوتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ رَاَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِىْ مَقَامِكَ هٰذَا ثُمَّ رَاَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اُرِيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوْدًا وَلَوْ اَخَذْتُهُ لاَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَاَيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوْا لِمَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بِكُفْرِهِنَّ (يَكْفُرْنَ) قِيْلَ يَكْفُرْنَ بِاللّٰهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْاِحْسَانَ لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَاَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَاَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ .

৪৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলো। রসূলুল্লাহ (স) সালাতুল 'খুসূফ' (সূর্যগ্রহণের নামায) পড়লেন, লোকেরাও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। তিনি সূরা আল-বাকারার (তিলাওয়াতের) সমপরিমাণ সময় কিয়াম করলেন (দাঁড়িয়ে থাকলেন)। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ রুকূ' করলেন, অতপর মাথা তুলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন ; এটা পূর্বোক্ত কিয়ামের চেয়ে সামান্য স্পল্পস্থায়ী ছিল, অতপর পুনরায় তিনি দীর্ঘস্থায়ী রুকূ করলেন, তা পূর্বের রুকূ'র চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর

তিনি সিজদা করলেন। এরপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন তবে তা ছিল পূর্বের কিয়ামের চেয়ে স্বল্পস্থায়ী। এরপর তিনি দীর্ঘ রুকূ করলেন, কিন্তু এবারের রুকূ পূর্ববর্তী রুকূর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতপর তিনি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ালেন, কিন্তু এবারের দাঁড়াবার সময় ছিল পূর্বের চেয়ে কম। পুনরায় তিনি দীর্ঘ রুকূ করলেন, তবে পূর্বের রুকূর চেয়ে কম দীর্ঘ। এরপর সিজদায় গেলেন এবং নামায শেষ করলেন। ততক্ষণে সূর্য গ্রহণও শেষ হল। অতপর নবী (স) বলেন ঃ সূর্য ও চন্দ্র হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি নিদর্শন। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণ লাগে না। তাই তোমরা যখন গ্রহণ দেখতে পাও, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর (কুসূফ ও খুসূফের নামায আদায় কর)। অতপর জনতা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা এক (আশ্চর্য) ব্যাপার দেখতে পেলাম, আপনি এখানে কিছু আনার জন্য হাত বাড়ালেন, পুনরায় আপনি পিছে সরে আসলেন। তিনি (স) বললেন ঃ আমি জান্নাত দেখতে পেলাম অথবা জান্নাত আমাকে দেখানো হল। আমি সেখান থেকে (আঙ্গুরের) গুচ্ছ ছিড়ে আনার জন্য হাত বাড়ালাম এবং তা যদি সংগ্রহ করতাম, তবে তোমরা তা থেকে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত খেতে পারতে। অতপর আমি আগুন (জাহান্নাম) দেখতে পেলাম। আমি এর পূর্বে কখনও এর ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। আমি দেখতে পেলাম জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এর কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে। বলা হল, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে, নাশোকরী করে ? তিনি বললেন ঃ তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় এবং তাদের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখানো হয় তার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। তুমি যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কারো সাথে ভাল ব্যবহার কর, অতপর সে যদি কখনও তোমার থেকে অমনোপুত কিছু দেখে, তবে বলে ঃ আমি জীবনে কখনও তোমার ভাল ব্যবহার দেখলাম না।

٤٨١٦- عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمٌ وَابْنُ زُرَيْرٍ.

৪৮১৬. ইমরান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতের দিকে তাকালাম এবং দেখলাম এর অধিকাংশ বাসিন্দাই দরিদ্র। আমি আগুনের (জাহান্নামের) দিকে তাকালাম এবং দেখলাম, এর অধিকাংশ বাসিন্দাই নারী।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ তোমার ওপর তোমার স্ত্রীর অধিকার (প্রাপ্য) রয়েছে। আবু জুহায়ফা (রা) এই প্রসঙ্গে নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٨١٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

৪৮১৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! আমাকে কি অবহিত করা হয়নি যে, তুমি দিনভর রোযা রাখ এবং রাতভর

ইবাদতে মশগুল থাক ? আমি বললাম ঃ হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বললেন ঃ এরূপ করো না। রোযাও রাখ এবং ইফতারও কর, রাত জেগে ইবাদতও কর এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার শরীরেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার চোখেরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে, তোমার স্ত্রীরও তোমার কাছে প্রাপ্য আছে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক।

٤٨١٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

৪৮১৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (অভিভাবক) এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে সে দায়ী। শাসক একজন অভিভাবক এবং কোন ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (দায়িত্বশীল)। কোন মহিলা তার স্বামী গৃহের ও তার সন্তানদের অভিভাবক (রক্ষক)। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেককেই জবাবদিহি করতে হবে।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "পুরুষরা মহিলাদের কর্তা।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

٤٨١٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ اٰلَيْتَ عَلٰى شَهْرٍ قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

৪৮১৯. আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক মাসের জন্য তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা (তাদের সাথে মেলামেশা না করার শপথ) করেন। তিনি স্বীয় ঘরের মাচানে বসে থাকলেন। উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে তিনি সেখান থেকে নেমে আসলেন। বলা হল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আপনি তো এক মাসের জন্য ঈলা করেছেন। তিনি বললেন ঃ মাস উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের শয্যা থেকে নবী (স)-এর আলাদা থাকার বর্ণনা। মুয়াবিয়া ইবনে হাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমার স্ত্রী থেকে স্বতন্ত্র শয্যা গ্রহণ করলে তা একই ঘরে হওয়া উচিত। প্রথম হাদীস অধিকতর সহীহ।

٤٨٢٠- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَفَ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضٰى تِسْعَةٌ وَّعِشْرُوْنَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِنَّ اَوْ رَاحَ فَقِيْلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ حَلَفْتَ اَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا قَالَ اِنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعَةً وَّعِشْرِيْنَ يَوْمًا .

৪৮২০. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শপথ করলেন যে, তিনি এক মাস তাঁর কতিপয় স্ত্রীর কাছে গমন করবেন না। কিন্তু যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হল তিনি সকালে বা বিকালে তাদের কাছে গমন করলেন। তাঁকে বলা হল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি শপথ করেছেন যে, এক মাস তাদের কাছে যাবেন না। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে।

٤٨٢١ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْنَ عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ اَهْلُهَا فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا هُوَ مَلاَنٌ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِيْ غُرْفَةٍ لَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ اَحَدٌ فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ لاَ وَلٰكِنْ اٰلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهِ .

৪৮২১. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমরা একদিন সকালবেলা গিয়ে দেখতে পেলাম, নবী (স)-এর স্ত্রীগণ কাঁদছেন এবং তাদের সাথে তাদের পরিবারের লোকজনও রয়েছে। আমি মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলাম তা লোকে লোকারণ্য। অতপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এলেন এবং নবী (স)-এর উপরি মাচানে আরোহণ করলেন এবং সালাম করলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। তিনি পুনরায় সালাম দিলেন, কিন্তু কেউ উত্তর দিল না, আবারও সালাম দিলেন কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। অতপর নবী (স) তাঁকে ডাকলেন এবং তিনি ভেতরে নবী (স)-এর কাছে প্রবেশ করলেন, অতপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন ? তিনি বললেন, না। কিন্তু আমি শপথ করেছি যে, এক মাস তাদের কাছে যাব না। সুতরাং নবী (স) উনত্রিশ দিন পর্যন্ত আলাদা থাকলেন, অতপর তাদের কাছে গেলেন।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদেরকে প্রহার করা মাকরূহ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তাদেরকে প্রহার কর"–(৪ ঃ ৩৪) অর্থাৎ মৃদু প্রহার কর।

٤٨٢٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَجْلِدُ اَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ اٰخِرِ الْيَوْمِ .

৪৮২২. আবদুল্লাহ ইবনে যাময়া (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন নিজ স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার না করে, অতপর দিনের শেষে তার সাথে সংগমে লিপ্ত হয় (এটা শোভনীয় নয়)।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীর গর্হিত নির্দেশ মান্য করবে না।

٤٨٢٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعْرُ رَأْسِهَا فَجَاءَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجَهَا اَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ فِيْ شَعْرِهَا فَقَالَ لاَ اِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوَصِّلاَتُ .

৪৮২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা তার মেয়েকে বিয়ে দিলেন কিন্তু তার মাথায় চুল উঠে যেতে লাগল। আনসারী মহিলা নবী (স)-এর কাছে এসে বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করল এবং বলল, তার (মেয়ের) স্বামী আমাকে বলেছে, আমি যেন আমার মেয়ের মাথার কৃত্রিম চুল পরিধান করাই। নবী (স) বলেন ঃ না, কারণ যেসব নারী মাথায় কৃত্রিম চুল পরিধান করে তা লম্বা করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ "কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে"-(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

٤٨٢٤ـ عَنْ عَائِشَةَ (وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيْدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُوْلُ لَهُ اَمْسِكْنِيْ وَلاَ تُطَلِّقْنِيْ ثُمَّ تَزَوَّجَ غَيْرِيْ فَاَنْتَ فِيْ حِلٍّ مِّنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِيْ فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالٰى (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

৪৮২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে।" তিনি বলেন, এ আয়াত হচ্ছে ঐ মহিলা সম্পর্কে যার স্বামী তাকে আর রাখতে চায় না, বরং তাকে তালাক দিয়ে অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করতে চায়। তখন তার স্ত্রী তাকে বলে ঃ আমাকে রাখ এবং তালাক দিও না, অন্য মহিলাকে বিয়ে কর এবং তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে খোরপোষ নাও দিতে পার এবং আমাকে শয্যাসঙ্গিনী নাও করতে পার। এটা আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা বুঝা যায় ঃ "তারা (স্বামী-স্ত্রী) আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই এবং আপোষ-নিষ্পত্তিই উত্তম"-(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ আযল (স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে বীর্যপাত)।

٤٨٢٥ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৪৮২৫. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আযল করতাম।

٤٨٢٦ـ عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ (كَانَ يُعْزَلُ) عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ .

৪৮২৬. জাবের (রা) বলেন, আমরা 'আযল' করতাম, অথচ তখনও কুরআন নাযিল হচ্ছিল। অন্য সূত্র থেকেও জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এবং কুরআন নাযিল হওয়াকালে আযল করতাম।

٤٨٢٧ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوَاِنَّكُمْ لَتَفْعَلُوْنَ قَالَهَا ثَلٰثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ .

৪৮২৭. আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধের গনীমাত হিসেবে ক্রীতদাসী পেতাম, আমরা (তাদের সাথে সংগমের সময়) আযল করতাম। সুতরাং আমরা এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তোমরা কি বাস্তবিকই তা (আযল) করো ! একথা তিনি তিনবার বলেন এবং পরে বলেন ঃ যে আত্মা (প্রাণসমূহ) কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসা নির্ধারিত রয়েছে তা অবশ্যই আসবে (অর্থাৎ আযল করা বা না করায় তা প্রতিহত হবে না)।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করা।

٤٨٢٨- عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ اَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِىْ وَاَرْكَبُ بَعِيْرَكِ تَنْظُرِيْنَ وَاَنْظُرُ فَقَالَتْ بَلٰى فَرَكِبَتْ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتّٰى نَزَلُوْا وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَلَمَّا نَزَلُوْا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْاِذْخِرِ وَتَقُوْلُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِيْ وَلاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَقُوْلَ لَهُ شَيْئًا.

৪৮২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যখনই নবী (স) সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন (কাকে সঙ্গে নেবেন এভাবে ফায়সালা করতেন এবং যার নাম উঠত তাকেই সঙ্গে নিতেন)। এক সফরে লটারীতে আয়েশা এবং হাফসা (রা)-এর নাম উঠে। নবী (স) যখন রাতে সফর করতেন তখন আয়েশার সাথে এক সওয়ারীতে আরোহণ করতেন এবং তার সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। এক রাতে হাফসা (রা) আয়েশা (রা)-কে বলেন, আজ রাতে তুমি কি আমার উটে আরোহণ করবে এবং আমি তোমার উটে আরোহণ করবো ? যাতে আমি (তোমাকে) এবং তুমি (আমাকে এক নতুন অবস্থায়) দেখতে পাও ? আয়েশা (রা) বলেন, হাঁ (আমি রাজী)। সুতরাং আয়েশা (হাফসার উটে) আরোহণ করলেন (এবং হাফসা আয়শার উটে)। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর (পূর্ব নির্ধারিত) উটের কাছে আসলেন, যার ওপরে হাফসা বসা ছিলেন। তিনি তাকে সালাম করলেন এবং সামনে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। আয়েশা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর (সান্নিধ্য) থেকে বঞ্চিত হলেন। সুতরাং যখন তারা যাত্রা বিরতি করলেন, তিনি (আয়েশা) নিজ পদদ্বয় ইযখির নামক ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বলতে থাকলেন ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমার জন্য কোন বিচ্ছু বা সাপ পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা আমাকে দংশন করে। কেননা আমি এ ব্যাপারে (আমার নিজের বুদ্ধির ফলে এ বিচ্ছেদ) তাঁকে [রসূলুল্লাহ (স)-কে] কিছু বলতে পারব না।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী তার কাছে স্বামীর রাত কাটাবার পালা অন্য স্ত্রীর কাছে থাকার জন্য দিয়ে দেয় এবং পালা কিভাবে ভাগ করতে হবে।

٤٨٢٩ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ .

৪৮২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সওদা বিনতে যামায়া (রা) তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর রাত যাপনের পালা আয়েশাকে দিয়ে দেন। সুতরাং রসূল (স) আয়েশার জন্য (দু'দিন বরাদ্দ করেন), একদিন তার নিজের অন্যদিন সওদা (রা)-এর।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ স্ত্রীগণের মধ্যে ইনসাফ করা এবং আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তোমরা যতই ইচ্ছা করো না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করা তোমাদের সাধ্যের বাইরে ...বস্তুত আল্লাহ প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী"(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯-১৩০)।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ পরিণত বয়স্কা স্ত্রীর বর্তমানে কুমারী মেয়ে বিয়ে করা।

٤٨٣٠ـ عَنْ اَنَسٍ وَلَوْ شِئْتُ اَنْ اَقُوْلَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلٰكِنْ قَالَ السُّنَّةُ اِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَةَ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.

৪৮৩০. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর সুন্নাত এই যে, কোন ব্যক্তি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে (এবং তার ঘরে বয়স্কা স্ত্রীও থাকলে) সে তার কাছে প্রথম পালায় সাত দিন রাত যাপন করবে। কেউ বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করলে সে তার সাথে তিন দিন থাকবে।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী স্ত্রী থাকা অবস্থায় বিধবা নারীকে বিবাহ করলে।

٤٨٣١ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ اَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَاِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ اَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ اِنَّ اَنَسًا رَفَعَهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ

৪৮৩১. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর সুন্নাত হচ্ছে, যদি কেউ সায়্যিবা স্ত্রী থাকা অবস্থায় কুমারী মেয়ে বিয়ে করে, তবে যেন (প্রথমে) সাত দিন তার (কুমারী স্ত্রীর) সাথে কাটায় এবং এরপর থেকে পালা অনুসারে। তরুণী স্ত্রী থাকা অবস্থায় কেউ যদি সায়্যিবা নারীকে বিবাহ করে তবে যেন তার (সায়্যিবা স্ত্রীর) সাথে তিন দিন কাটায় এবং এরপর থেকে পালাক্রমে। আবু কিলাবা বলেন, আনাস (রা) এ হাদীস রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পরপর সকল স্ত্রীর সাথে সংগমের পর একবার গোসল করে।

٤٨٣٢ـ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ .

৪৮৩২. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ নবী (স) একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন এবং এ সময় তাঁর ন'জন স্ত্রী ছিল।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিনের বেলা স্ত্রীদের সাথে সংগম করা।

٤٨٣٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدٰهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ.

৪৮৩৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) আসরের নামায শেষে স্বীয় স্ত্রীদের কাছে গমন করতেন এবং কোন একজনের সাথে ঘনিষ্ঠ হতেন। একদা তিনি হাফসার কাছে গেলেন এবং সেখানে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাটালেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি তার অসুস্থতার সময় সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাদের কোন একজনের কাছে অবস্থান করলে।

٤٨٣٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْاَلُ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اَيْنَ اَنَا غَدًا اَيْنَ اَنَا غَدًا يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَاَذِنَ لَهُ اَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِىْ بَيْتِ عَائِشَةَ حَتّٰى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ كَانَ يَدُوْرُ عَلَىَّ فِيْهِ فِىْ بَيْتِىْ فَقَبَضَهُ اللّٰهُ وَاِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِىْ وَسَحْرِىْ وَخَلَطَ رِيْقُهُ وَرِيْقِىْ .

৪৮৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর মৃত্যুকালীন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় (তাঁর স্ত্রীদেরকে) জিজ্ঞেস করছিলেন, আগামীকাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? আগামী-কাল আমার কার কাছে থাকার পালা ? তিনি আয়েশার পালার দিনে আকাঙক্ষা করছিলেন। তাঁর সকল স্ত্রী তাঁকে যার ঘরে খুশী থাকার অনুমতি দিলেন। তিনি আয়েশার ঘরে অবস্থান করলেন এবং এখানে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার কাছে থাকার পালার দিন আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিলেন এ অবস্থায় যে, আমার বুক ও গলার মাঝখানে তাঁর মাথা ছিল, তাঁর মুখের লালা আমার মুখে পড়ছিল এবং আমার মুখের লালা তাঁর মুখে।[২৮]

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ এক স্ত্রীকে অন্য স্ত্রীর তুলনায় বেশী মহব্বত করা।

٤٨٣٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ لاَ يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِىْ اَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا يُرِيْدُ عَائِشَةَ فَقَصَصْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَبَسَّمَ .

---

২৮. অর্থাৎ আয়েশা (রা) কাঁচা মিসওয়াক চিবিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে দিলেন এবং তিনিও নিজ দাঁত দ্বারা তা চিবালেন। এভাবে একের মুখের লালা অপরের মুখে গেল।

৪৮৩৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে বললেন ঃ হে আমার কন্যা ! তার আচার-ব্যবহার তোমাকে যেন বিভ্রান্ত না করে। কেননা সে তার সৌন্দর্য ও তার প্রতি রসূলুল্লাহ্‌র ভালবাসার কারণে গর্বিতা। তিনি আয়েশা (রা)-কে বুঝিয়েছেন। আমি (উমার) এ ঘটনা আল্লাহ্‌র রসূলের কাছে বললে তিনি মুচকি হাসলেন।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ (গর্বভরে) কোন নারীর কৃত্রিম সাজসজ্জা করা বা যা না আছে তার বড়াই করা (জায়েয নয়) এবং স্বামীর অন্য স্ত্রীর ওপরে অহংকার প্রদর্শন করা নিষেধ।

٤٨٣٦ـ عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ ضَرَّةً فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ اَنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِىْ غَيْرَ الَّذِىْ يُعْطِيْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَىْ زُوْرٍ .

৪৮৩৬. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার সতীন আছে, এখন তাকে যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি তা বানিয়ে বলি, তাতে কি কোন দোষ আছে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যা তাকে দেয়া হয়নি, তা দেয়া হয়েছে বলাটা ছদ্মবেশী বা বহুরূপী ধোঁকাবাজ প্রতারকের ন্যায়।[২৯]

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মসম্মানবোধ। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন ঃ "আমি যদি অন্য কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সাথে দেখতে পাই, তাহলে আমি তাকে তরবারির ধারালো দিক দিয়ে আঘাত হানবো। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা কি সাদের আত্মসম্মানবোধে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ ? (আল্লাহ্‌র কসম) ! আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়ে অনেক বেশী এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাবোধ আমার চেয়েও অনেক বেশী।

٤٨٣٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللّٰهِ .

৪৮৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী আত্মসম্মানবোধশীল নয়। এ কারণেই তিনি সবরকমের অশ্লীল কাজ হারাম করেছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ নিজ প্রশংসা বেশী পসন্দ করেন না।

٤٨٣٨ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا اَحَدٌ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَّرٰى عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ تَزْنِىْ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৪৮৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নেই। সুতরাং তিনি হারাম করেছেন

---

২৯. "সাওবায় যূর" অর্থ প্রতারণার দুই পরিচ্ছদ। অর্থাৎ এ ব্যক্তি হচ্ছে ঐ মিথ্যা সাক্ষীর ন্যায় যে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কোন ভাল ভদ্রলোকের পোশাক পরে, এ ধারণায় যে, লোকে তার পোশাক দেখে তাকে বিশ্বাসী মনে করবে।

তার কোন বান্দা বা বান্দীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। হে মুহাম্মাদের উম্মাত ! যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশী কাঁদতে।

٤٨٣٩- عَنْ اَسْمَاءَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ شَيْئَ اَغْيَرُ مِنَ اللّٰهِ وَعَنْ يَحْيٰى اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ

৪৮৩৯. আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর কোন কিছু নেই। ইয়াহ্‌ইয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালামা (র) তাকে বলেছেন যে, তিনি নবী (স)-কে অনুরূপ বলতে শুনেছেন।

٤٨٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُغَارُ وَغَيْرَهُ اللّٰهِ اَنْ يَّاتِىَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ -

৪৮৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে এবং আল্লাহ্‌র আত্মমর্যাদাবোধে ঐ সময় আঘাত লাগে যখন মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোন কাজে লিপ্ত হয়।

٤٨٤١- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ تَزَوَّجَنِىْ الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِى الْاَرْضِ مِنْ مَّالٍ وَلاَ مَمْلُوْكٍ وَلاَ شَيْئٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ فَكُنْتُ اَعْلِفُ فَرَسَهُ وَاَسْتَقِىْ (اَسْقِىْ) الْمَاءَ وَاَخْرِزُ غَرْبَهُ وَاَعْجِنُ وَلَمْ اَكُنْ اُحْسِنُ اَخْبِزُ وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ وَكُنْتُ اَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ اَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِىْ اَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاْسِىْ وَهِىَ مِنِّىْ عَلٰى ثُلُثَىْ فَرْسَخٍ فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوٰى عَلٰى رَاْسِىْ فَلَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَدَعَانِىْ ثُمَّ قَالَ اِخْ اِخْ لِيَحْمِلَنِىْ خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ اَنْ اَسِيْرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ اَغْيَرَ النَّاسِ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضٰى فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَاْسِى النَّوٰى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَاَنَاخَ لاَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَحَمْلُكِ النَّوٰى كَانَ اَشَدَّ عَلَىَّ (عَلَيْكِ) مِنْ رُكُوْبِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتّٰى اَرْسَلَ اِلَىَّ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَ ذٰلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِيْنِىْ سِيَاسَةَ الْفَرَسِ فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَنِىْ .

৪৮৪১. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, যুবাইর (রা) আমাকে বিয়ে করলেন, তাঁর কাছে না ছিল কোন স্থাবর সম্পত্তি, না ছিল দাস-দাসী, কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী

একটি উট ও ঘোড়া ছাড়া। আমি তার ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী (চামড়ার) ঢোল ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে জানতাম না। তাই আনসারী প্রতিবেশিনীরা আমার রুটি তৈরি করে দিত। আর তারা ছিল খুব পুণ্যবতী মহিলা। রসূলুল্লাহ (স) যুবাইর (রা)-কে যে সম্পত্তি দিয়েছিলেন আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের বোঝা বহন করে আনতাম। আর এ জমির দূরত্ব ছিল আমার বাড়ী থেকে প্রায় দুই মাইল। একদা আমি মাথায় করে খেজুরের বোঝা বয়ে আনছিলাম। তখন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত পেলাম এবং তাঁর সাথে কতিপয় আনসারীও ছিলেন। নবী (স) আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসাবার জন্য উটকে 'ইখ্' 'ইখ্' বললেন। আমি পুরুষদের সাথে একত্রে যেতে লজ্জাবোধ করলাম এবং যুবাইরের আত্মমর্যাদাবোধের কথা মনে পড়লো। কেননা লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুব বেশী আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহ্র রসূল লক্ষ্য করলেন যে, আমি লজ্জা অনুভব করছি। সুতরাং তিনি চলে গেলেন। আমি যুবাইরের কাছে পৌঁছে বললাম ঃ আমি খেজুরের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছিলাম, পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত হলো এবং তাঁর সাথে কতিপয় সাহাবীও ছিলেন। তিনি (স) তাঁর উটকে হাঁটু গেড়ে বসালেন, আমাকে তাতে আরোহণ করানোর জন্য। কিন্তু আমি তাঁর উপস্থিতি এবং আপনার আত্মমর্যাদাবোধের কথা স্মরণ করে লজ্জা অনুভব করলাম। যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! খেজুরের বোঝা মাথায় তোমাকে দেখা তাঁর সাথে উটে আরোহণ করার চেয়ে আমার নিকট বেশী লজ্জাজনক। অবশেষে আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) ঘোড়ার দেখাশুনার জন্য আমার সাহায্যার্থে একজন খাদেম পাঠালেন। এরপরই আমি যেন আযাদ হলাম।

٤٨٤٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَاَرْسَلَتْ اِحْدٰى اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِىْ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِىُّ ﷺ فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيْهَا الطَّعَامَ الَّذِىْ كَانَ فِى الصَّحْفَةِ وَيَقُوْلُ غَارَتْ اُمُّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتّٰى اُتِىَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ اِلَى الَّتِىْ كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا وَاَمْسَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِى الْبَيْتِ الَّتِىْ كُسِرَتْ .

৪৮৪২. আনাস (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে অবস্থানকালে তাঁর অপর এক স্ত্রী একটি পাত্রে কিছু খাদ্য পাঠান। যে স্ত্রীর ঘরে নবী (স) অবস্থান করছিলেন, সেই স্ত্রী খাদেমের হাতে আঘাত করায় পাত্রটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। নবী (স) পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা একত্র করে তার মধ্যে যে খাদ্য ছিল তা উঠাতে লাগলেন এবং বললেন ঃ তোমাদের মায়ের আত্মসম্মানে লেগেছে। অতপর তিনি খাদেমকে থামিয়ে রেখে যে স্ত্রীর কাছে ছিলেন, তার কাছ থেকে একটি পাত্র নিয়ে যার পাত্র ভাঙ্গা হয়েছে তাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি এই স্ত্রীর কাছে রাখলেন।

٤٨٤٣- عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ اَوْ اَتَيْتُ الْجَنَّةَ فَاَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالُوْا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ اِلاَّ عِلْمِىْ بِغَيْرَتِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَوَ عَلَيْكَ اَغَارُ .

৪৮৪৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার জন্য ? ফেরেশতারা বললেন, উমার ইবনুল খাত্তাবের জন্য। আমি তাতে প্রবেশ করতে চাইলাম। কোন কিছুই আমাকে তাতে প্রবেশে বাধা দেয়নি, শুধু তোমার আত্মসম্মানবোধ সম্পর্কে আমার জ্ঞান। উমার (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, কি করে আপনার (প্রবেশে) আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে (আপনার সাথে আমার আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্নই উঠে না)।

٤٨٤٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوْسٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا اَنَا نَائِمٌ رَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَاِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّاءُ اِلٰى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكٰى عُمَرُ وَهُوَ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ اَوَ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغَارُ .

৪৮৪৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদা আমরা আল্লাহ্‌র রসূলের নিকট বসাছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ একদা আমি ঘুমিয়েছিলাম, জান্নাতে আমাকে এক মহিলাকে একটি প্রাসাদের পার্শ্বে উযুরত অবস্থায় দেখানো হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ প্রাসাদটি কার জন্য ? বলা হলো, এটি উমারের জন্য। আমি উমারের আত্মসম্মানবোধের কথা স্মরণ করলাম। সুতরাং আমি ফিরে এলাম। (একথা শুনে) উমার সে মজলিসেই কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার দ্বারা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে তা আমি কি করে ভাবতে পারি ?

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং তাদের অসন্তুষ্টি।

٤٨٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْلَمُ اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى قَالَتْ فَقُلْتُ مِنْ اَيْنَ تَعْرِفُ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَّا اِذَا كُنْتِ عَنِّىْ رَاضِيَةً فَاِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ عَلَىَّ غَضْبٰى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَهْجُرُ اِلاَّ اسْمَكَ .

৪৮৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশী হও এবং কখন রাগান্বিত হও। আমি বললাম, কি করে আপনি তা

বুঝতে পারেন ? তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, মুহাম্মাদের রবের শপথ ! কিন্তু তুমি যখন আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, না, ইবরাহীমের রবের শপথ ! আমি বললাম, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই বাদ দেই না।

٤٨٤٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اِمْرَأَةٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَمَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا وَقَدْ اُوْحِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ .

৪৮৪৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কোন স্ত্রীর প্রতি খাদীজার চেয়ে বেশী ঈর্ষাপরায়ণ ছিলাম না। কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রায়ই তাঁর কথা স্মরণ করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন। অহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তাঁকে (খাদীজাকে) জান্নাতের মধ্যে একটি মতির প্রাসাদের সুসংবাদ দাও।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ থেকে বিরত রাখা এবং তাকে ন্যায়পরায়ণ বানানো।

٤٨٤٧ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ اِنَّ بَنِي هِشَامِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ اِسْتَاْذَنُوْا (نِيْ) فِيْ اَنْ يُّنْكِحُوْا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فَلاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَ اٰذَنُ ثُمَّ لاَاٰذَنُ اِلاَّ اَنْ يُّرِيْدَ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ اَنْ يُّطَلِّقَ ابْنَتِيْ وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَاِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّيْ يُرِيْبُنِيْ مَا اَرَابَهَا وَيُؤْذِيْنِيْ مَااٰذَاهَا هٰكَذَا قَالَ

৪৮৪৭. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মিম্বারে উঠে বলতে শুনেছি ঃ হিশাম ইবনুল মুগীরার বংশ আলী ইবনে আবু তালিবের কাছে তাদের মেয়ে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু আমি অনুমতি দিব না, আমি অনুমতি দিব না এবং আমি অনুমতি দিব না, তবে আলী ইবনে আবু তালিব তাদের কন্যাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করলে আমার কন্যাকে তালাক দিতে পারে। কেননা ফাতেমা আমার (শরীরের) অংশ। যা সে ঘৃণা করে আমিও তা ঘৃণা করি এবং যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকেও কষ্ট দেয়।

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যাল্পতা হবে। আবু মূসা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তুমি দেখতে পাবে পুরুষদের সংখ্যাল্পতা ও নারীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে চল্লিশজন মহিলা একজন পুরুষের পেছনে লেগে যাবে তার কাছে আশ্রয় পাবার জন্য।

٤٨٤٨ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لاُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُحَدِّثُكُمْ بِهِ اَحَدٌ غَيْرِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ

الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ .

৪৮৪৮. আনাস (রা) বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করব, যা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছি এবং আমি ছাড়া আর কেউ তোমাদেরকে তা বলবে না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের শর্তাবলীর (নিদর্শনসমূহের) মধ্যে রয়েছে ঃ (দীনের) জ্ঞান লোপ পাবে, মূর্খতা বেড়ে যাবে, যেনা বেড়ে যাবে, মদপান বেড়ে যাবে, পুরুষদের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষকে পঞ্চাশজন মহিলার[৩০] দেখাশুনা করতে হবে।

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ ব্যক্তি) ছাড়া কোন পুরুষের সাথে কোন নারী নির্জনে মিলিত হবে না এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন নারীর ঘরে কোন পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

٤٨٤٩- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ .

৪৮৪৯. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা মহিলাদের নিকট (একাকী) প্রবেশ থেকে বিরত থাকো। আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ ? তিনি (স) বলেন ঃ দেবর তো মৃত্যু তুল্য।[৩১]

٤٨٥٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِمْرَأَتِىْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِى غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ .

৪৮৫০. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেন ঃ মাহরামের ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া কোন পুরুষ যেন একাকী (গায়র মাহরাম) মহিলার কাছে না যায়। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং আমি অমুক অমুক জিহাদে যাওয়ার জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করিয়েছি। নবী (স) বললেন ঃ তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ লোকদের উপস্থিতিতে কোন ব্যক্তির কোন স্ত্রীলোকের একান্তে কথা বলা জায়েয।

---

৩০. এখানে সংখ্যাটা মুখ্য নয়, নারীদের সংখ্যাধিক্য ও পুরুষদের সংখ্যাল্পতা বুঝানোই মূল লক্ষ্য। তাই কোথাও ৪০ বলা হয়েছে, আবার কোথাও বলা হয়েছে ৫০জন।

৩১. স্ত্রীলোকের স্বামীর ভাই, চাচাত, খালাত, ফুফাত ভাই বা দেবর যাদের সাথে কোন মহিলার বিবাহ জায়েয, এদের সাথে মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের ফলে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠার আশংকা থাকে এবং যার ফলে সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয়ে চরম অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। দেবরকে মৃত্যুদূত তুল্য ভয় করা উচিত। কারণ দেবরদের দ্বারাই বেশী অঘটন ঘটে থাকে।

٤٨٥١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَلاَ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنَّكُمْ لاَحَبُّ النَّاسِ اَلَىَّ .

৪৮৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক আনসারী রমণী নবী (স)-এর নিকট আসলে তিনি (স) তাকে একান্তে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! তোমরা (আনসাররা) আমার কাছে সকল লোকদের চেয়ে অধিক প্রিয়।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বেশধারী পুরুষের মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা নিষেধ।

٤٨٥٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِى الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لاَخِىْ اُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اُمَيَّةَ اِنْ فَتَحَ اللّٰهُ لَكُمُ الطَّائِفَ هٰذَا اَدُلُّكَ عَلٰى ابْنَةِ غَيْلاَنَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَدْخُلَنَّ هٰذَا عَلَيْكُمْ .

৪৮৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর কাছে ছিলেন। ঘরের মধ্যে এক মেয়েলী স্বভাবের পুরুষ ছিল। ঐ পুরুষটি উম্মে সালামার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়াকে বলল, যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে তায়েফ বিজয় দান করেন, তবে আমি আপনাকে গাইলানের মেয়েকে দেখিয়ে দিব। কেননা সে (এত মেদবহুল যে,) যখন সম্মুখ দিক দিয়ে আসে, তখন তার পেটের চামড়ায় চার ভাঁজ পড়ে এবং যখন পিছু ফিরে যায় তখন আট ভাঁজ পড়ে। (একথা শুনে) নবী (স) বললেন ঃ সে যেন তোমাদের কাছে আর কখনও না আসে।

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ আবিসিনীয় বা অনুরূপ পুরুষদের প্রতি মহিলাদের তাকানো (জায়েয) যদি তাতে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা না থাকে।

٤٨٥٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَى الْحَبَشِ يَلْعَبُوْنَ فِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِىْ (الَّتِىْ) اَسْاَمُ فَاَقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ .

৪৮৫৩. আয়েশা (রা) বলেন, যখন আমি আবিসিনীয়দের খেলা দেখছিলাম, তখন নবী (স) তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তারা মসজিদের আঙ্গিনায় খেলা দেখাচ্ছিল। অমি তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খেলা দেখি। সুতরাং তোমরাও (এ ঘটনা থেকে) অনুমান করতে পার যে, খেলা দেখতে আগ্রহী অল্প বয়স্কা মেয়েদের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে।

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ নিজেদের প্রয়োজনে মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাতায়াত।

٤٨٥٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَاٰهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ

اِنَّكِ وَاللّٰهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ وَهُوَ فِيْ حُجْرَتِيْ يَتَعَشّٰى وَاِنَّ فِيْ يَدِهِ لَعَرْقًا فَاُنْزِلَ (فَاَنْزَلَ اللّٰهُ) عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قَدْ اَذِنَ اللّٰهُ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ .

৪৮৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, সাওদা বিনতে যাময়া (রা) রাতের বেলা বাইরে গেলেন। উমার (রা) তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! হে সাওদা ! আপনি নিজেকে আমাদের থেকে লুকাতে পারেননি। সুতরাং তিনি নবী (স)-এর নিকট ফিরে এলেন এবং এ ঘটনা তাঁর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন তিনি আমার ঘরে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এবং গোশতে পূর্ণ একখানা হাড় তাঁর হাতে ছিল। এ সময় তাঁর উপর অহী নাযিল হল। অহী নাযিলের অবস্থা কেটে গেলে নবী (স) বললেন ঃ নিজেদের প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদের বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদ ইত্যাদিতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের স্বামীর অনুমতি গ্রহণ।

٤٨٥٥ـ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا اسْتَاذَنَتْ اِمْرَاَةُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا.

৪৮৫৫. সালিম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা না দেয়।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুধপানজনিত সম্পর্কের মহিলাদের সাথে সাক্ষাত এবং তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

٤٨٥٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَاذَنَ عَلَيَّ فَاَبَيْتُ اَنْ اٰذَنَ لَهُ حَتّٰى اَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّهُ عَمُّكِ فَاْذَنِيْ لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا اَرْضَعَتْنِي الْمَرْاَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ .

৪৮৫৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার দুধ সম্পর্কের চাচা আসলেন এবং আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করার পূর্বে তাকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) এলে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ সে তোমার চাচা, সুতরাং তাঁকে অনুমতি দাও। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে তো এক মহিলা দুধ পান করিয়েছেন, কোন পুরুষ নয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সে তোমার চাচা, সে তোমার কাছে প্রবেশ করতে পারে। আয়েশা

(রা) বলেন, এ ঘটনা ঘটেছে আমাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে। তিনি বলেন, জন্মসূত্রে যারা হারাম দুধ সম্পর্কেও তারা হারাম।

১১৯-অনুচ্ছেদঃ কোন মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দিবে না।

٤٨٥٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

৪৮৫৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

٤٨٥٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا.

৪৮৫৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে।

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির একথা বলা ঃ আজ রাতে সে তার সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে।

٤٨٥٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ فَاَطَافَ بِهِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ اِلاَّ امْرَأَةٌ نِصْفَ اِنْسَانٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ اَرْجٰى لِحَاجَتِهِ .

৪৮৫৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, দাউদ (আ)-এর পুত্র সুলাইমান (আ) বললেন, আজ রাতে আমি এক শত স্ত্রীর সাথে (সঙ্গমে) মিলিত হব। তাদের প্রত্যেকেই একটি করে পুত্র সন্তান প্রসব করবে, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। একজন ফেরেশতা তাঁকে বললেন, ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু সুলাইমান (আ) একথা বলেননি, বরং ভুলে গেলেন। অতপর তিনি তাদের সাথে সংগম করলেন, কিন্তু তাদের কেউ কোন সন্তান প্রসব করল না, শুধু এক স্ত্রী একটি অসম্পূর্ণ সন্তান প্রসব করল। নবী (স) বলেন ঃ যদি সুলাইমান (আ) ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতেন এবং তার একথা তাকে বেশী আশাবাদী করত।

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কোন ব্যক্তির রাতের বেলা বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত নয়, যাতে কোন কিছু তাকে পরিবার সম্পর্কে সংশয়ে পতিত করতে না পারে বা তাকে অবাঞ্ছিত কিছু দেখতে না হয়।

٤٨٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَّاتِيَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ طُرُوْقًا.

৪৮৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কোন ব্যক্তির সফর থেকে ফিরে এসে রাতের বেলা নিজ পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা অপসন্দ করতেন।

٤٨٦١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا طَالَ اَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقْ اَهْلَهُ لَيْلاً .

৪৮৬১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দীর্ঘ দিন অনুপস্থিত থাকার পর ফিরে এসে রাতের বেলা যেন নিজ পরিবারে প্রবেশ না করে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান কামনা করা।

٤٨٦٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ قُلْتُ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ قَالَ فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ الثِّقَةُ اَنَّهُ قَالَ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ اَلْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ يَعْنِي الْوَلَدَ .

৪৮৬২. জাবের (রা) বলেন, আমি একটি গাযওয়ায় (জিহাদে) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। আমাদের ফেরার পথে আমি আমার ধীরগতি সম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকালাম। একজন আরোহী আমার পেছনে পেছনে আসলেন। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। তিনি (আমাকে) বললেন ঃ তোমার তাড়াহুড়া করার কারণ কি ? আমি বললাম ঃ আমি একজন সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি কুমারী বিয়ে করেছ না বয়স্কা ? আমি উত্তর দিলাম ঃ বরং বয়স্কা মহিলা। তিনি বললেন ঃ তুমি কুমারী বিয়ে করলে না কেন ; যাতে তুমি তার সাথে আমোদ-ফূর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ-ফূর্তি করতে পারত ? বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা (মদীনার দ্বারপ্রান্তে) উপনীত হয়ে প্রবেশোদ্যত হলাম, তখন নবী (স) বললেন ঃ রাত অর্থাৎ এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। যাতে মহিলা তার অবিন্যস্ত কেশ চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে এবং যে মহিলাদের স্বামীরা (দীর্ঘ দিন) বাড়ী থেকে অনুপস্থিত ছিল তারা যেন তাদের নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে। অধঃস্তন রাবী হিশাম

বলেন ঃ একজন বিশ্বস্ত রাবী আমাকে বলেছেন ঃ নবী (স) আরো বলেছেন ঃ (হে জাবের !) সন্তান (কামনা করো), সন্তান (কামনা করো)।

٤٨٦٣ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً فَلاَ تَدْخُلْ عَلٰى اَهْلِكَ حَتّٰى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ اَلْكَيْسِ تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْكَيْسِ .

৪৮৬৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যদি তুমি রাতে (তোমার শহরে) প্রবেশ কর তবে সাথে সাথে বাড়িতে প্রবেশ করো না। যাতে স্বামী অনুপস্থিত নারী তার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে এবং অবিন্যস্ত কেশ চিরুনী করে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে। রাবী বলেন, নবী (স) আরো বলেন, তুমি সন্তান কামনা করো ! সন্তান কামনা করো !

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী অনুপস্থিত মহিলার নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করা এবং এলো-মেলো চুল চিরুনী করা।

٤٨٦٤ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ غَزْوَةٍ فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلْتُ عَلٰى بَعِيْرٍ لِيْ قَطُوْفٍ فَلَحِقَنِيْ رَاكِبٌ مِّنْ خَلْفِيْ فَنَخَسَ بَعِيْرِيْ بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيْرِيْ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِّنَ الْاِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ اَتَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ اَمْهِلُوْا حَتّٰى تَدْخُلُوْا لَيْلاً اَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ .

৪৮৬৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা একটি গাযওয়ায় (জিহাদে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা প্রত্যাবর্তন করে যখন মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলাম, তখন আমি আমার ধীরগতিসম্পন্ন উটকে দ্রুত হাঁকালাম। আমার পশ্চাতের একজন আরোহী আমার নিকটে পৌঁছে আমার উটকে তার সাথের বর্শা দিয়ে খোঁচা দিলেন। ফলে আমার উট এত দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করল, যেমন তোমরা অন্যান্য দ্রুতগতি সম্পন্ন উট চলতে দেখেছ। আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম যে, আরোহী হচ্ছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি সদ্য বিবাহিত। তিনি বললেন ঃ তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম ঃ হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী অথবা বিধবা ? আমি

জবাব দিলাম, বরং বিধবা। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে পারত ? আমরা (মদীনায়) পৌঁছে প্রবেশে উদ্যত হলে নবী (স) বললেন ঃ রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যাতে মহিলা তার বিশৃংখল কেশ চিরুনী করে নিতে পারে এবং অনুপস্থিত-স্বামীর স্ত্রীর নিম্নাংগের লোম পরিষ্কার করে নিতে পারে।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ "তারা যেন নিজেদের স্বামীগণ ছাড়া ..... কারোও নিকট নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"-(সূরা আন নূর ঃ ৩১)

٤٨٦٥- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اِخْتَلَفَ النَّاسُ بِاَيِّ شَيْءٍ دُوِيَ (جُرِحَ) رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ فَسَاَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَكَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ مَا بَقِيَ لِلنَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ كَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهٖ وَعَلِيٌّ يَاْتِيْ بِالْمَاءِ عَلٰى تُرْسِهٖ فَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَحُرِقَ فَحُشِيَ بِهٖ جُرْحُهٗ .

৪৮৬৫. আবু হাযিম (রা) বলেন, ওহুদের দিন কি জিনিস নবী (স)-এর ক্ষতস্থানে লাগানো হয়েছিল এ নিয়ে লোকদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। সুতরাং তারা সাহল ইবনে সাদ আস সাঈদী (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, যিনি মদীনায় তখন একমাত্র জীবিত সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন ঃ মদীনায় এখন এমন কেউ নেই, যে এই বিষয়ে আমার চেয়ে বেশী জানে। ফাতেমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল থেকে রক্ত ধুয়ে ছিলেন এবং আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি এনেছিলেন। অতপর খেজুর পাতার চাটাই জ্বালিয়ে (এর ছাই) ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ "এবং যারা বালেগ হয় নাই।"-(সূরা আন নূর ঃ ৫৮)

٤٨٦٦- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَاَلَهٗ رَجُلٌ شَهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِيْدَ اَضْحٰى اَوْ فِطْرًا قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَكَانِيْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُهٗ يَعْنِي مِنْ صِغَرِهٖ (صِغَرِيْ) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَلاَ اِقَامَةً ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَاَيْتُهُنَّ يَهْوِيْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ يَدْفَعْنَ اِلٰى بِلاَلٍ ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلاَلٌ اِلٰى بَيْتِهٖ .

৪৮৬৬. আবদুর রহমান ইবনে আবিস (র) থেকে বর্ণিত। আমি এক ব্যক্তিকে ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনলাম ঃ আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আয্‌হায় উপস্থিত ছিলেন ? তিনি বলেন, হাঁ। আমার যদি তাঁর সাথে

ঘনিষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমি নাবালেগ হওয়ার কারণে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারতাম না। ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ঈদগাহে গেলেন এবং ঈদের নামায আদায় করলেন, অতপর খোতবা (ভাষণ) দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের বিষয় কিছু উল্লেখ করেননি। অতপর নবী (স) মহিলাদের নিকটে গেলেন, তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিলেন। আমি দেখতে পেলাম, মহিলারা নিজেদের কান ও গলায় হাত বাড়িয়ে দিয়ে কানের দুল ও গলার হার খুলে এগুলো বিলালের নিকট অর্পণ করছে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) বিলালকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির নিজ কন্যাকে ধমকানোর সময় তার কোমরে বা পার্শ্বদেশে খোঁচা দেয়া।

٤٨٦٧ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ فِيْ خَاصِرَتِيْ فَلاَ يَمْنَعُنِيْ مِنَ التَّحَرُّكِ اِلاَّ مَكَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأْسُهُ عَلٰى فَخِذِيْ .

৪৮৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) আমাকে তিরস্কার করার সময় আমার দেহের পার্শ্বদেশে তাঁর হাত দিয়ে খোঁচা দেন, কিন্তু আমি নড়াচড়া করতে পারিনি, যেহেতু রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথা আমার উরুর ওপরে ছিল।[৩২]

---

৩২. এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ। যে সময় তাঁর গলার হার হারিয়ে গিয়েছিল এবং তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছিল, এটা তখনকার ঘটনা।

অধ্যায়—৪০

كِتَابُ الطَّلَاقِ

(তালাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ .

"হে নবী ! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দিবে এবং ইদ্দাতের হিসাব রাখো"(সূরা আত তালাক ঃ ১)। 'আহসাইনাহু', 'হাফেযনাহু', 'আদাদনাহু',–আমরা স্মরণ করেছি এবং গণনা করেছি। সুন্নাত তালাক হলো 'তুহ্‌র' (হায়েযমুক্ত) অবস্থায় তালাক দেয়া, যে তুহ্‌রে সংগম হয়নি। আর এ জন্য দু'জন সাক্ষী রাখা কর্তব্য।

٤٨٦٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ بَعْدُ وَاِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ اَنْ يَّمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ اَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

৪৮৬৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে তিনি তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে নির্দেশ দাও সে যেন তার স্ত্রীকে 'রুজু' করে (ফিরিয়ে নেয়) এবং ঋতু থেকে পবিত্র হয়ে পুনরায় ঋতুবতী হয়ে (পুনরায়) পাক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়। অতপর ইচ্ছা করলে সে তাকে রাখবে অন্যথায় সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে। এই ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে আদেশ করেছেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হলে সেই তালাক কার্যকর হবে।

٤٨٦٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ اَرَأَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ وَقَالَ اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ .

৪৮৬৯. আনাস ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক দিলেন। উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তা বললেন। তিনি (স) বললেন ঃ সে তার স্ত্রীকে রুজু করুক। আমি বললাম, এই তালাক কি গণনা করা হবে ? তিনি বলেন ঃ অবশ্যই। অপর বর্ণনায় আছে ঃ রসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে তার স্ত্রীকে রুজু করার নির্দেশ দাও। আমি বললাম, (এটা কি তালাক) গণ্য হবে ? তিনি বললেন ঃ তুমি কি মনে কর কোন ব্যক্তি যদি অসহায় ও নির্বোধ হয় ? অন্য একটি সনদে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেছেন ঃ আমার এ ব্যাপারটি এক তালাক হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি (স্ত্রীকে) তালাক দেয়। তালাকদাতা কি সামনাসামনি স্ত্রীকে বলবে যে, সে তালাকপ্রাপ্তা ?

٤٨٧٠ـ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ قَالَ سَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ اَيُّ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اِسْتَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اِبْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا اُدْخِلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمِ الْحَقِيْ بِاَهْلِكِ .

৪৮৭০. (আবদুর রহমান) আল আওযাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (মুহাম্মাদ ইবনে আসলাম) যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী (স)-এর কোন্ স্ত্রী তাঁর থেকে (আল্লাহ্র) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন ? তিনি (যুহরী) বলেন, উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল জাওনের কন্যাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আনা হলে এবং তিনি তার নিকটবর্তী হলে সে বললো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তখন তিনি (স) তাঁকে বলেন ঃ যিনি সবচেয়ে বড়, তুমি তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করেছো। অতএব তুমি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে চলে যাও।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনে আবু মানী তার দাদা, যুহরী ও উরওয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রা) (এ হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন।

٤٨٧١ـ عَنْ اَبِيْ اُسَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتّٰى اِنْطَلَقْنَا اِلٰى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتّٰى اِنْتَهَيْنَا اِلٰى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِجْلِسُوْا هٰهُنَا وَدَخَلَ وَقَدْ اُتِيَ بِالْجَوْنِيَةِ فَاُنْزِلَتْ فِيْ بَيْتٍ فِيْ نَخْلٍ فِيْ بَيْتِ اُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيْلَ وَمَعَهَا دَاَيَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ هَبِيْ نَفْسَكِ لِيْ قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ قَالَ فَاَهْوٰى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا اَبَا اُسَيْدٍ اُكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَاَلْحِقْهَا بِاَهْلِهَا وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيْدِ النَّيْسَابُوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ وَاَبِيْ اُسَيْدٍ قَالاَ تَزَوَّجَ

النَّبِيُّ ﷺ اُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيْلَ فَلَمَّا اُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَا يَدَهُ اِلَيْهَا فَكَاَنَّهَا كَرِهَتْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ اَبَا اُسَيْدٍ اَنْ يُّجَهِّزَهَا وَيَكْسُوْهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ ـ

৪৮৭১. আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে রওয়ানা হয়ে 'শাওত' নামক একটি বাগানে পৌছলাম। এর দুই প্রাচীরের মাঝে গিয়ে আমরা বসে পড়লে নবী (স) বললেন ঃ তোমরা এখানে বসে থাকো। তিনি (ভেতরে) প্রবেশ করলেন। সেখানে নু'মান ইবনে শারাহীলের কন্যা উমাইমার খেজুর বাগানের ঘরে জাওনিয়াকে আনা হলো। তার সাথে তার সেবিকাও ছিলো। নবী (স) তার কাছে প্রবেশ করে বললেন ঃ তুমি নিজেকে আমার জন্য হেবা (দান) করো। সে বললো, কোন রাজকুমারী কি কোন বাজারী লোকের কাছে নিজেকে সোপর্দ করতে পারে ? বর্ণনাকারী (উসাইদ) বলেন ঃ নবী (স) তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তার দিকে হাত বাড়ালেন। সে বললো, আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন ঃ তুমি এক মহান সত্তার আশ্রয় চেয়েছো। এরপর তিনি (স) বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন ঃ হে আবু উসাইদ ! তাকে দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিবার-পরিজনের কাছে পৌছিয়ে দাও। অন্য সনদে সাহল (রা) ও আবু উসাইদ (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) উমাইমা বিনতে শারাহীলকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে নবী (স)-এর কাছে আনা হলে তিনি (স) তার প্রতি হাত বাড়ালেন। কিন্তু সে যেন তা পসন্দ করলো না। তাই নবী (স) আবু উসাইদকে তার জিনিসপত্র গুটিয়ে এবং দুইখানা কাতান বস্ত্র প্রদান করে তার পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করলেন।[১]

٤٨٧٢ـ عَنْ اَبِىْ غَلاَّبٍ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ اِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَاَتٰى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا فَاِذَا طُهُرَتْ فَاَرَادَ اَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذٰلِكَ طَلاَقًا قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .

৪৮৭২. আবু গাল্‌লাব ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তিনি বলেন, তুমি কি ইবনে উমারকে চেন ? ইবনে উমার তার ঋতুবতী স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলো। অতপর উমার (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বিষয়টি বর্ণনা করেন। নবী (স) তাকে তার স্ত্রীকে 'রুজু' করতে আদেশ করে বলেন, এরপর সে ঋতু থেকে পবিত্র হলে সে তাকে তালাক দিতে চাইলে তালাক দিবে। (রাবী বলেন,) আমি বললাম, তিনি তা কি তালাক বলে গণ্য করলেন ? তিনি বললেন, যদি কেউ অক্ষম হয় বা আহাম্মক সাজে তাহলে তুমি কি মনে করো (যে, তালাক হবে না) ?

---

১. হাদীস ও সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায় যে, নবী (স) জাওনিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি নিজে তার কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলে সে হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো বলেছিলো। তাই নবী (স) তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ যারা (একত্রে) তিন তালাক দেয়া জায়েয মনে করেন এবং প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্‌র এ বাণী পেশ করেন ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ .

"তালাক দু'বার। অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)। মৃত্যুব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয়া সম্পর্কে ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন ঃ সে ইদ্দাত পালনকালে স্বামীর ওয়ারিস হবে বলে আমি মনে করি না। শা'বী বলেন ঃ সে স্বামীর ওয়ারিস হবে। ইবনে শুবরুমা প্রশ্ন করলেন, ইদ্দাত পালনের পর যদি অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, (তবুও কি পূর্ব স্বামীর ওয়ারিস হবে)? শা'বী বললেন, হাঁ। ইবনে শুবরুমা (আবার) বলেন ঃ যদি পরবর্তী স্বামীও মারা যায় ? তবে তোমার কী মত ? একথা শুনে শা'বী তাঁর পূর্বের মত প্রত্যাহার করেন।

٤٨٧٣ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهٗ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَا عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَ عَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهٖ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ لَمْ تَاْتِنِيْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِيْ سَاَلْتُهٗ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لَااَنْتَهِيْ حَتّٰى اَسْاَلَهٗ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَاَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَاْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

৪৮৭৩. সাহল ইবনে সাদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। উয়াইমির 'আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আনসারী (রা)-এর কাছে এসে বললেন, হে আসেম ! তুমি কি মনে কর, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষ লোককে দেখে এবং ঐ লোকটিকে হত্যা করে তাহলে (কিসাস স্বরূপ) তোমরা কি তাকেও হত্যা করবে ! হে আসেম ! তুমি আমার

জন্য বিষয়টি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) বিষয়টি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলে রসূলুল্লাহ (স) এরূপ প্রশ্ন করা অপসন্দ ও লজ্জাকর মনে করলেন। এমনকি আসেম রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে যা শুনলেন তা তার নিকট পীড়াদায়ক মনে হলো। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট থেকে বাড়ী ফিরে এলে উয়াইমির তার কাছে গিয়ে বলেন ঃ হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলেছেন ? আসেম বললেন, তুমি আমার কাছে কোন ভালো বিষয় নিয়ে আসনি। তুমি যে বিষয় প্রশ্ন করেছ রসূলুল্লাহ (স) তা পসন্দ করেননি। উয়াইমির বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি নিজে তাঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস না করে ক্ষান্ত হবো না। উয়াইমির রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে লোকের উপস্থিতিতেই বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সাথে অপর কোন পুরুষ লোককে পায় তাহলে সে কি তাকে হত্যা করবে এবং আপনি আবার কিসাসস্বরূপ তাকে হত্যা করবেন ? অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহ হুকুম নাযিল করেছেন। তুমি গিয়ে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস। সাহল (রা) বলেন ঃ তারা উভয়ে 'লিআন' করলেন। আমি তখন অন্য লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তারা উভয়ে 'লিআন' শেষ করলে উয়াইমির বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এখন যদি আমি তাকে রেখে দেই তাহলে আমি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হই। রসূলুল্লাহ (স) তাকে আদেশ করার আগেই তিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। ইবনে শিহাব (র) বলেন ঃ এটাই 'লিআন'কারী স্বামী-স্ত্রীর জন্য বিধান সাব্যস্ত হলো।

٤٨٧٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِيْ فَبَتَّ طَلاَقِيْ وَاِنِّيْ نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرَظِيَّ وَاِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِيْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَحَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! রিফাআ আমাকে বাত্তা (বিবাহ বন্ধন চূড়ান্ত-ভাবে ছিন্নকারী) তালাক দিয়েছে। এরপর আমি আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরাযীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু তার সাথে আছে কাপড়ের একটি পুটলির মতো জিনিস। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সম্ভবত তুমি রিফাআর কাছে ফিরে যেতে চাও। কিন্তু তুমি তার (দ্বিতীয় স্বামীর) এবং সে তোমার আস্বাদ লাভ (সংগম) ছাড়া তা হতে পারে না।[২]

٤٨٧٥ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَحِلُّ لِلْاَوَّلِ قَالَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْاَوَّلُ .

৪৮৭৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে অন্যত্র বিয়ে বসে। কিন্তু সেই স্বামীও তাকে তালাক দেয়। নবী (স)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা

২. এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সংগম ছাড়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

হয় যে, সে কি এখন প্রথম স্বামীর জন্য হালাল ? নবী (স) বললেন ঃ দ্বিতীয় স্বামী তাকে প্রথম স্বামীর মতো সম্ভোগ না করা পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের এখতিয়ার প্রদান করেছে। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً .

"(হে নবী !) আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সুখ-সম্পদ চাও তাহলে আস, আমি তোমাদের ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দেই।"-(সূরা আহযাব ঃ ২৮)

٤٨٧٦ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا اُمِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِتَخْيِيْرِ اَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِيْ فَقَالَ اِنِّيْ ذَاكِرٌ لَّكِ اَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ اَنْ لاَّ تَعْجَلِيْ حَتّٰى تَسْتَامِرِيْ اَبَوَيْكِ قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ اَنَّ اَبَوَيَّ لَمْ يَكُوْنَا يَاْمُرَانِيْ بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا) قَالَتْ فَقُلْتُ فَفِيْ اَيِّ هٰذَا اَسْتَامِرُ اَبَوَيَّ فَاِنِّيْ اُرِيْدُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ اَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ .

৪৮৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদেরকে তাখ্ঈর (তার দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার অবকাশ) প্রদানের আদেশ প্রাপ্ত হলে তিনি আমাকে দিয়েই শুরু করেন। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিষয় (ভেবে দেখার জন্য) বলছি। তুমি তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ ছাড়া তাড়াহুড়া করে কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। আয়েশা (রা) বলেন, অথচ তিনি জানেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর সাথে বিচ্ছেদের জন্য কখনো আমাকে নির্দেশ দিবেন না। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মহান আল্লাহ, মহীয়ান যাঁর প্রশংসা, বলেছেন ঃ "হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার সুখ-সম্পদ পেতে চাও তাহলে আস, আমি ভোগসামগ্রী দিয়ে উত্তমভাবেই তোমাদেরকে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাস পেতে চাও, তাহলে তোমাদের নেককারদের জন্য আল্লাহ বিরাট পারিশ্রমিক প্রস্তুত রেখেছেন।" আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ তাহলে এর কোন্ বিষয়ে আমি আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ করব। আমি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের আবাসই চাই। আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ (স)-এর অন্য স্ত্রীগণও আমি যা করলাম (বললাম) তাই করলেন।

٤٨٧٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

৪৮৭৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ অথবা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাত–এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটি (বেছে নেয়ার) এখতিয়ার দেন। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বেছে নিলাম। আর এ এখতিয়ার আমাদের জন্য কিছু (তালাক) বলে গণ্য হয়নি।

٤٨٧٨- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَاَلَتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ اَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسْرُوْقُ لاَ اُبَالِيْ اَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً اَوْ مِائَةً بَعْدَ اَنْ تَخْتَارَنِيْ .

৪৮৭৮. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে এখতিয়ার দেয়ার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে (তাঁর দাম্পত্য বন্ধনে থাকা বা না থাকার) এখতিয়ার দিয়েছিলেন। তুমি কি মনে কর এটা তালাক হয়ে গিয়েছিলো ? মাসরূক (র) বলেন ঃ আমাকে বেছে নেয়ার পর আমি আমার স্ত্রীকে একবার বা শতবার এখতিয়ার দিলে তাতে কিছু যায় আসে না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি (তার স্ত্রীকে) বলে, আমি তোমাকে আলাদা করে দিলাম অথবা ছেড়ে দিলাম অথবা তুমি মুক্ত অথবা তুমি দায়িত্বমুক্ত অথবা এমন কথা বলে যা দ্বারা তালাক অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহলে বিষয়টি তার নিয়াতের ওপর নির্ভর করবে। মহামহিম আল্লাহ্র বাণী ঃ "এবং তোমরা সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করবে।"–(সূরা আহ্যাব ঃ ৪৯) "এবং আমি তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় করে দেই।"–(সূরা আহ্যাব ঃ ২৮)। "অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৯) "অথবা তোমরা তাদেরকে যথাবিধি ত্যাগ করবে।"–(সূরা আত-তালাক ঃ ২)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা কখনও তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার নির্দেশ দিতেন না।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য হারাম। হাসান (র) বলেন, এ ক্ষেত্রে কথাটির অর্থ (তালাক হওয়া) নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেন, কোন ব্যক্তি তিন তালাক দিলে তার ওপর হারাম হবে। এটাকে তালাক ও বিচ্ছেদের মাধ্যমে হারাম হওয়া বলে। এ হারাম কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের জন্য কোন হালাল খাদ্যকে হারাম করে নেয়ার অনুরূপ নয়। কেননা হালাল খাদ্যকে হারাম করার অধিকার কারও নেই। আর তালাকপ্রাপ্তাকে হারাম বলা যায়। আল্লাহ তিন তালাক সম্পর্কে বলেছেন ঃ ফালা তাহিল্লু লাহু মিম বাদু হাত্তা তানকিহা যাওজান গাইরাহু–"দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন তালাকপ্রাপ্তা নারী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয় না।" লাইস (র) নাফে (র)-এর সূত্রে বলেন, ইবনে উমার (রা)-কে তিন তালাক দেয়া স্বামীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ তুমি যদি এক বা দুই তালাক দিতে ! কেননা নবী (স) আমাকে অনুরূপ

নির্দেশ দিয়েছেন। স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে ফেললে সে তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং অন্য স্বামী গ্রহণ না করা পর্যন্ত (পূর্ব স্বামীর জন্য) হালাল হয় না।

٤٨٧٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ اِلٰى شَيْءٍ تُرِيْدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ طَلَّقَهَا فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ زَوْجِيْ طَلَّقَنِيْ وَاِنِّيْ تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِيْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِيْ اِلاَّ هَنَةً وَّاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّيْ اِلٰى شَيْءٍ اَفَاَحِلُّ لِزَوْجِيْ الْاَوَّلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحِلِّيْنَ لِزَوْجِكِ الْاَوَّلِ حَتّٰى يَذُوْقَ الْاٰخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ .

৪৮৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অতপর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। সেও তাকে তালাক দেয়। সে ছিল পুরুষত্বহীন। মহিলাটি তার কাছ থেকে নিজের কামনা-বাসনা পূরণ করতে পারেনি। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার স্বামী আমাকে তালাক দিলে পর আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করি। সে আমার সাহচর্যে আসে। কিন্তু তার সাথে ছিল কাপড়ের পুটুলির মত একটি জিনিস। সে আমার নিকট একবারই অবস্থান করে, কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারেনি। এখন আমি কি পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হয়ে গেছি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার প্রথম স্বামীর জন্য তুমি হালাল হবে না, যতক্ষণ তোমার বর্তমান স্বামী তোমার মধু পান করবে এবং তুমি তার মধু পান করবে।[৩]

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ "আল্লাহ যা তোমার জন্যে হালাল করেছেন, তা কেন তুমি (নিজের জন্য) হারাম করলে ?"

٤٨٨٠ـ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ اِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

৪৮৮০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন লোক নিজের স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নিলে এতে কিছু যায় আসে না।[৪] তিনি আরও বলেন ঃ "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

---

৩. তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে স্বামী ইদ্দাতের মধ্যে পুনরায় স্ত্রীর মর্যাদায় ফিরিয়ে নিতে পারে না। ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর তার সাথে পুনর্বিবাহও হতে পারে না, যতক্ষণ সেই স্ত্রীলোকটির বিবাহ অন্য স্বামীর সাথে না হয়। এ বিয়ে যথাযথ বিয়ে হতে হবে। যদি দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে স্বেচ্ছায় তালাক দেয় বা মারা যায়, তাহলে ঐ মহিলা ইদ্দাত শেষে পূর্ব স্বামীর সাথে পারস্পরিক সন্তোষের ভিত্তিতে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

৪. হানাফী মাযহাব মতে, 'নিজ স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়া' দ্বারা যদি তিন তালাকের নিয়াত থাকে, তাহলে তিন তালাক হবে। যদি দুই বা এক তালাকের নিয়াত থাকে তাহলে উভয় অবস্থায় এক তালাক হবে। কারো কারো মতে, এটা একটা শপথ বাক্য, অর্থহীন কথা। এর কোন আইনগত কার্যকারিতা নেই।

٤٨٨١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ اَنَا وَحَفْصَةُ اَنَّ اَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ اِنِّيْ اَجِدُ مِنْكَ رِيْحَ مَغَافِيْرَ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَدَخَلَ عَلٰى اِحْدٰهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَلَنْ اَعُوْدَ لَهُ فَنَزَلَتْ (يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اَنْبَاَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ . اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ).

৪৮৮১. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) যয়নব বিনতে জাহশের ঘরে অবস্থান করে মধু পান করতেন। আমি ও হাফসা পরামর্শ করলাম, আমাদের উভয়ের মধ্যে যার কাছেই নবী (স) আসবেন সে যেন বলে, আমি আপনার মুখ থেকে 'মাগাফীরের'[৫] গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি তাদের একজনের কাছে আসলে তিনি ঐ কথা বলেন। উত্তরে তিনি বলেন, না, বরং আমি জয়নব বিনতে জাহশের ওখানে মধু পান করেছি। আমি আর কখনও মধু পান করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "হে নবী ! তুমি কেন সে জিনিস হারাম করলে যা আল্লাহ তোমার জন্য হালাল করেছেন ? তুমি কি তোমার স্ত্রীদের সন্তোষ পেতে চাও ? আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আল্লাহ তোমাদের জন্য শপথের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী ও কৌশলী। নবী তাঁর জনৈক স্ত্রীর কাছে সংগোপনে একটা কথা বলেছিলেন। পরে সেই স্ত্রী তা অন্যের কাছে ফাঁস করে দিলে আল্লাহ তা নবীকে জানিয়ে দেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুটা সতর্ক করলেন আর কিছুটা বাদ দিলেন। নবী তাকে ব্যাপারটি অবহিত করলে সে জিজ্ঞেস করল, আপনাকে তা কে জানিয়ে দিল ? তিনি বলেন, যিনি মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত, তিনিই আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। তোমরা উভয়ে যদি আল্লাহ্র কাছে তওবা করো।"

(এখানে) 'ইন তাতূবা ইলাল্লাহি' দ্বারা আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 'ওয়া ইয আসাররান নাবিয়্যু ইলা বাদি আযওয়াজিহি' দ্বারা মধু পানের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

٤٨٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ اَوِ الْحَلْوَاءَ وَكَانَ

৫. 'মাগাফীর' এক প্রকার ফুল। কেউ কেউ একে বাবলা ফুল বলেছেন। এর স্বাদ মিষ্টি কিন্তু এর ঘ্রাণে কিছুটা বাসী ও দুর্গন্ধ ভাব থাকে। মৌমাছি এ থেকে মধু আহরণ করলে তাতেও এ গন্ধ সংক্রমিত হয়।

اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلٰى نِسَائِهٖ فَيَدْنُوْ مِنْ اِحْدٰهُنَّ فَدَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ اَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيْلَ لِىْ اَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِّنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِّنْ عَسَلٍ فَسَقَتِ النَّبِىَّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ اِنَّهُ سَيَدْنُوْ مِنْكِ فَاِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُوْلِىْ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ لاَ فَقُوْلِىْ لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ فَاِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكِ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُوْلِىْ لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَاَقُوْلُ ذٰلِكَ وَقُوْلِىْ اَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذٰلِكَ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اُنَادِيَهُ (اُبَادِيَهُ) بِمَا اَمَرْتِنِىْ بِهِ فَرَقًا مِّنْكِ فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكَلْتَ مَغَافِيْرَ قَالَ لاَ قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيْحُ الَّتِىْ اَجِدُ مِنْكَ قَالَ سَقَتْنِىْ حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَارَ اِلَىَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَلَمَّا دَارَ اِلٰى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ اَسْقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ قَالَتْ تَقُوْلُ سَوْدَةُ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَهَا اُسْكُتِىْ .

৪৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মধু ও মিষ্টি দ্রব্য খেতে পসন্দ করতেন। তিনি আসর নামায সমাপনান্তে স্ত্রীদের কাছে আসতেন এবং তাদের কারো নিকট অবস্থান করতেন। একদা তিনি হাফসা বিনতে উমারের নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী সময় অতিবাহিত করেন। এতে আমার ঈর্ষা হল। আমি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। আমাকে বলা হল, তার গোত্রের জনৈক মহিলা তাকে এক ডিবা মধু উপঢৌকন দিয়েছে। তা দিয়ে শরবত তৈরি করে তিনি (হাফসা) নবী (স)-কে পরিবেশন করেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি একটা ফন্দি আঁটব। অতএব আমি সাওদা বিনতে যাময়াকে বললাম, তিনি অচিরেই আপনার কাছে আসবেন এবং আসলে বলবেন, আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি অবশ্যই না বলবেন। আপনি বলবেন, তাহলে এ কিসের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করিয়েছে। আপনি বলবেন, মধু পোকা সম্ভবত বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। আমিও তাই বলব। হে সাফিয়্যা ! তুমিও তাই বলবে। আয়েশা (রা) বলেন, পরে সাওদা (রা) বলেন, তিনি দরজার কাছে আসার সাথে সাথেই আমি তোমার সংগে মনোমালিন্যের ভয়ে তোমার শিখানো কথাগুলো বলতে প্রস্তুত হলাম। তিনি যখন তার কাছে আসলেন, সাওদা বলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি মাগাফীর খেয়েছেন ? তিনি বলেন, না। তাহলে আমি আপনার কাছ থেকে কিসের গন্ধ পাচ্ছি ? তিনি বলেন, হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান

করিয়েছে। তিনি বলেন, তাহলে মধু পোকা বাবলা ফুলের রস শোষণ করেছে। তিনি আমার কাছে আসলে আমিও ঐ একই কথা বললাম এবং সাফিয়্যার নিকট গেলে সেও তাঁকে একই কথা বলে। পরে তিনি হাফসার ঘরে গেলে সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনাকে মধু পরিবেশন করব ? তিনি বলেন, দরকার নেই। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, সাওদা আল্লাহ্‌র শপথ[৬] করে বলেন, আমরা তাকে বঞ্চিত করলাম। আমি তাকে বললাম, চুপ কর।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ বিয়ের পূর্বে তালাক নেই। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ـ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা ঈমানদার মহিলাদের বিয়ে করে স্পর্শ (সংগম) করার পূর্বেই তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দাত নাই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং উত্তম পন্থায় তাদের বিদায় দিবে"-(সূরা আহযাব ঃ ৪৯)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা বিয়ের পরেই তালাকের ব্যবস্থা রেখেছেন। হযরত আলী, উরওয়া, সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যাব, আলী ইবনে হুসাইন, শুরাইহ, সালেম, তাউস, হাসান, ইকরিমা, মুজাহিদ, শাবী, আবু বাক্‌র ইবনে আবদুর রহমান, উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আবান ইবনে উসমান, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আল-কাসিম, আতা, আমের ইবনে সাদ, জাবের ইবনে যায়েদ, সালেম, নাফে ইবনে জুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনে কাব, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আল-কাসিম ইবনে আবদুর রহমান, আমর ইবনে হারাম প্রমুখ বহু সংখ্যক মনীষীর মতে বিয়ের পূর্বে তালাকের কোন কার্যকারিতা নেই।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বোন বললে তাতে তার কোন দোষ নেই। নবী (স) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রী সারাকে বলেছিলেন, সে আমার বোন। আর এটা ছিলো আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে বোন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রাগান্বিত অবস্থায়, বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে, মাতাল বা পাগল অবস্থায় তালাক দিলে তার বিধান। ভুলে বা বিস্মৃত অবস্থায় তালাক। নবী (স) বলেন ঃ "কাজের ফলাফল নিয়াত বা উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়াত করবে।" শা'বী (র) এ আয়াত পাঠ করেছেন ঃ

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

"হে আমাদের রব ! যদি আমরা বিস্মৃত হই বা ভুল করি তবে তার জন্য আমাদেরকে পাকড়াও কর না"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)। দোদুল্যমান অবস্থায় স্বীকারোক্তি অবৈধ।

---

৬. স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করে তা ভংগ করলে জরিমানা (কাফ্‌ফারা) আদায় করতে হয়। জরিমানা হল—দশজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়ানো অথবা তাদের কাপড়-চোপড় দান করা, কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যার এ সামর্থ নেই সে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে।"-(সূরা আল মায়েদার ঃ ৮৯ আয়াত দ্রঃ)

নবী (স) এমন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, যে নিজের যেনায় লিপ্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ?" আলী (রা) বলেন, একদা হামযা আমার উটের পার্শ্বদেশ চিরে দেয়। নবী (স) এ জন্য হামযাকে তিরস্কার করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, হামযার চোখ লাল হয়ে আছে এবং সে নেশাগ্রস্ত। হামযা বলল, তোমরা কি আমার বাপের গোলাম নও ? নবী (স) তার মাতলামি বুঝতে পারলেন। তিনি ওখান থেকে কেটে পড়লেন, আমরাও তাঁর অনুসরণ করলাম। উসমান (রা) বলেন, পাগল ও মাতালের তালাক কার্যকর হয় না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মাতালের তালাক এবং বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়ে দেয়া তালাক জায়েয নয়। উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, অস্পষ্ট আওয়াজে উচ্চারণকারীর তালাক কার্যকর হয় না। আতা বলেন, তালাক শব্দ দ্বারা শুরু করে তার সাথে শর্ত জুড়ে দিলে—শর্ত পাওয়ার পরই তালাক হবে। নাফে (র) জিজ্ঞেস করলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, যদি সে ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে কাটাছিড়া (তিন) তালাকপ্রাপ্তা হবে-এর হুকুম কি ? ইবনে উমার (রা) উত্তর দিলেন, যদি ঐ মহিলা ঘর থেকে বের হয় তাহলে সে (তিন) তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যাবে। আর যদি ঘরের বাইরে না আসে তাহলে কিছুই হবে না।

যুহরী (র) বলেন, যদি কোন লোক বলে, আমি যদি এরূপ এরূপ না করি তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক হবে, এ অবস্থায় তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তার উদ্দেশ্য কি? যদি সে কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে যে, শপথ করার সময় তার এ নিয়াত ছিল। ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে তার কথার ওপর আস্থা আনা যায়। ইবরাহীম বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীকে বলে, "তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই," এ অবস্থায় তার নিয়াত অনুযায়ী কাজ হবে। প্রত্যেক জাতি নিজস্ব ভাষায় তালাক দিতে পারে। কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি গর্ভবতী হলে তিন তালাক। কাতাদা বলেন, এ অবস্থায় প্রতি তোহরে এক তালাক হবে। যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন সে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও। হাসান বলেন, এ অবস্থায় তালাক হওয়া তার নিয়াতের ওপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তালাক দেয়া যায়। আর সেই সময় গোলাম আযাদ করা উচিত, যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা থাকে। যুহরী বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে ঃ "তুমি আমার স্ত্রী নও", তালাক হওয়া বা হওয়া তার নিয়াতের ওপর নির্ভর করবে।

আলী (রা) বলেন, তিন প্রকার লোকের ওপর থেকে কলম তুলে নেয়া হয়েছে ঃ উন্মাদ, যতক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসে ; শিশু, যতক্ষণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ সজাগ না হয়। এদের কাজের ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয় না। আলী (রা) আরও বলেন, উন্মাদ ব্যতীত প্রত্যেকের তালাক কার্যকর হয়।

٤٨٨٣ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِىْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ اَوْ تَكَلَّمْ قَالَ قَتَادَةُ اِذَا طَلَّقَ فِىْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ .

৪৮৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মাতের ঐসব ধারণা-চিন্তাকে ক্ষমা করে দেন, যা তাদের মনে উদয় হয়, যতক্ষণ না সে তা কার্যে পরিণত করে বা আলোচনা করে। কাতাদা (র) বলেন, কেউ মনে মনে তালাক দিলে এর কোন কার্যকারিতা নেই।

٤٨٨٤ـ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَسْلَمَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ هَلْ اَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ اَنْ يُّرْجَمَ بِالْمُصَلّٰى فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ .

৪৮৮৪. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এসে নবী (স)-কে বলে যে, সে যেনা করেছে। (একথা শুনে) তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে এসে নিজের বিরুদ্ধে চারবার (যেনার) সাক্ষ্য দিল। তিনি লোকটিকে ডেকে বলেন, তোমাকে কি উন্মাদনায় পেয়েছে, তুমি কি বিবাহিত ? সে বলল, হাঁ। তিনি লোকটিকে ঈদের মাঠে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। যখন তার শরীরে পাথর পড়ল, অমনি পালাতে শুরু করল। 'হার্‌রা' নামক স্থানে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।

٤٨٨٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ مِّنْ اَسْلَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاٰخَرَ قَدْ زَنٰى يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْاٰخَرَ قَدْ زَنٰى فَاَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحّٰى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِىْ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ فَتَنَحّٰى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلٰى نَفْسِهِ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ قَالَ لاَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوْهُ وَكَانَ قَدْ اُحْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلّٰى بِالْمَدِيْنَةِ فَلَمَّا اَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتّٰى اَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتّٰى مَاتَ .

৪৮৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আসলাম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসল। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। সে তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বলে ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এ হতভাগা যেনা করেছে। সে নিজের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ঘুরে গিয়ে সে আবার বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এ কমবখত যেনা করেছে। তিনি আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পুনরায় ঘুরে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথা বলে। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। চতুর্থবার সে তাঁর সামনে গিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। সে নিজের অপরাধের বিরুদ্ধে চারবার

সাক্ষ্য দিলে তিনি তাকে ডেকে বলেন ঃ তোমাকে কি পাগলামিতে পেয়েছে ? সে বলল, না। তখন নবী (স) লোকদের বলেন ঃ একে নিয়ে যাও এবং পাথর মেরে হত্যা করো। লোকটি বিবাহিত ছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন, রজমকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে মদীনার ঈদগাহে পাথর মারি। যখন তার গায়ে পাথর লাগল, সে পালাতে শুরু করল। আমরা তাকে হার্‌রা নামক স্থানে পাকড়াও করে পাথর দ্বারা রজম করি। ফলে সে মারা যায়।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ খোলা তালাক[৭] এবং কিভাবে এ তালাক দিতে হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ .

"(তালাক দিয়ে বিদায় করার সময়) তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা যা তাদেরকে দিয়েছ, তা থেকে কিছু রেখে দেবে। অবশ্য উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করে জীবনযাপন করতে পারবে না বলে আশঙ্কা হলে এবং তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, এরা উভয়ে আল্লাহ্‌র সীমারেখা ঠিক রাখতে পারবে না, তবে তাদের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করে দেয়া দূষণীয় নয় যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ লাভ করবে। এগুলো হলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা, তা কখনও লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা অতিক্রম করে তারাই যালেম"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)। উমার (রা) সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারাস্থ হওয়া ছাড়াই খোলার সংঘটন আইনসিদ্ধ বলেছেন। উসমান (রা)-এর মতে মাথার বেণী ছাড়া যে কোন বস্তুর বিনিময়ে খোলা করা বৈধ। তাঊস (র) বলেন, তারা দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে না পারার আশংকা করলে (খোলার আশ্রয় নিতে পারে)। তিনি নির্বোধদের কথা বলেননি যে, খোলা ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হবে না যতক্ষণ মহিলা তাকে সহবাস থেকে বাধা না দিবে।

٤٨٨٦ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَّا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِيْ خُلُقٍ وَّلاَ دِيْنٍ وَلٰكِنِّيْ اَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً .

৪৮৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! সাবেত ইবনে কায়েসের চরিত্র বা দীনদারি সম্পর্কে ওপর আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি মুসলমান হয়ে কুফরী করাটা মোটেই পসন্দ করি না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি কি তার বাগানটা ফেরত দিতে রাজী আছ ? সে বলল, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) সাবেতকে বলেন ঃ বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।

---

৭. স্বামীকে কিছু বিনিময় দিয়ে তার নিকট থেকে স্ত্রী কর্তৃক আদায়কৃত তালাককে খোলা তালাক বলা হয়।

٤٨٨٧ـ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اُخْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُبَيٍّ بِهٰذَا وَقَالَ تَرُدِّيْنَ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْهَا وَاَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلِّقْهَا وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَ اَعْتُبُ عَلٰى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَّلاَ خُلُقٍ وَّلٰكِنِّيْ لاَ اُطِيْقُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ .

৪৮৮৭. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর বোন এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) সাবেতের স্ত্রীকে বলেন ঃ তুমি কি সাবেতের বাগানটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ ? সে বলল, হাঁ। বাগানটি সে ফেরত দিল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য। ইবরাহীম ইবনে তহমান বলেন ঃ খালিদ (র) ইকরিমা থেকে, তিনি নবী (স) থেকে "তাকে তালাক দাও" কথাটিও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাবেত ইবনে কায়েসের স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! সাবেতের দীনদারি ও চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমি তার সঙ্গে ঘরসংসার করতে পারব না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি কি তার বাগিচাটা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছ ? সে বলল, হাঁ।

٤٨٨٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَاَةُ ثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاَانْقِمُ عَلٰى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَّلاَ خُلُقٍ اِلاَّ اَنِّيْ اَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَاَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

৪৮৮৮. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের স্ত্রী নবী (স)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি সাবেতের দীনদারি বা চরিত্রগত কারণে তার সাথে বসবাস করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি কুফরীর (অকৃতজ্ঞ হয়ে যাওয়ার) ভয় করি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি কি তার বাগান তাকে ফেরত দিবে ? সে বলল, হাঁ। সে তার বাগান তার কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবেতকে নির্দেশ দিলেন তার স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়ার জন্য। ফলে সে তাকে পৃথক (তালাক) করে দিল।

٤٨٨٩ـ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ جَمِيْلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ

৪৮৮৯. ইকরিমা বর্ণনা করেন, সাবেতের স্ত্রী জামীলা নবী (স)-এর কাছে তার সম্বন্ধে অভিযোগ করে এবং খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ..... অতপর হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ আশ-শিকাক—স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। প্রয়োজনে কি খোলা অনুমোদন করা যায় ? মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاَحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا.

"যদি তোমরা উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করো, তাহলে উভয়ের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিস পাঠাও। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি সংশোধন হওয়ার ইচ্ছা রাখে তাহলে আল্লাহ্ তাদের জন্য সে উপায় বের করে দিবেন। নিশ্চিত আল্লাহ্ সবকিছু জানেন এবং সবকিছু সম্পর্কে অবহিত"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)।

٤٨٩٠ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَنِى الْمُغِيْرَةِ اِسْتَاْذَنُوْا فِىْ اَنْ يَّنْكِحَ عَلِيٌّ اِبْنَتَهُمْ فَلاَ اٰذَنُ .

৪৮৯০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ বানূ মুগীরা তাদের মেয়েকে আলীর সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য আমার অনুমতি চায় আমি তা অনুমোদন করব না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ে তালাক হয় না।

٤٨٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ اِحْدَى السُّنَنِ اَنَّهَا اُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ اِلَيْهِ خُبْزٌ وَاُدْمٌ مِّنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ بُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ وَاَنْتَ لاَ تَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَّلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯১. নবী (স)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বারীরার ব্যাপারে তিনটি হুকুম ছিল। (এক), যখন তাকে আযাদ করে দেয়া হলো, তখন তার স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হলো(দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করা বা না করার)। (দুই), রসূলুল্লাহ (স) বলেন, অভিভাবকত্বের অধিকার যে আযাদ করে তার। (তিন), রসূলুল্লাহ (স) বারীরার বাড়ীতে আগমন করলেন, তখন হাঁড়িতে গোশত সিদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু তাঁকে খেতে দেয়া হলো রুটি ও ঘরের (বাসি) তরকারী। তিনি বলেন, কি ব্যাপার, হাঁড়িতে গোশত ফুটতে দেখলাম যে ? লোকেরা বলল, হাঁ। তবে তা সদাকার গোশত, যা বারীরাকে দান করা হয়েছে। কিন্তু আপনি তো সদাকার গোশত খেতে পারেন না।[৮] তিনি বলেন, তা তার জন্য সদাকা, কিন্তু আমার জন্য উপঢৌকন।

---

৮. হাশেম বংশীয় লোকদের জন্য সদাকার দ্রব্য ভোগ-ব্যবহার করা হারাম। নবী (স) এ বংশের লোক ছিলেন। সদাকা গ্রহণকারী যদি তা পুনরায় অন্যকে দান করে—তখন তা আর সদাকা থাকে না, উপঢৌকন বা হাদিয়া হিসেবে গণ্য হয়। যেমন যাকাত গ্রহীতা যদি প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে তাহলে ঐ টাকা ঋণদাতার জন্য যাকাতের অর্থ নয়। নবী (স) সে কথাই বলেছেন যে, তার জন্য সদাকার গোশত হলেও আমার জন্য তা সদাকার গোশত গণ্য হবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ গোলামের অধীন দাসীর এখতিয়ার[৯] প্রসঙ্গে।

٤٨٩٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاَيْتُهُ عَبْدًا يَّعْنِىْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ .

৪৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি তাকে অর্থাৎ বারীরার স্বামীকে গোলাম হিসেবে দেখেছি।

٤٨٩٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَاكَ مُغِيْثٌ عَبْدُ بَنِىْ فُلاَنٍ يَعْنِىْ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِىْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ يَبْكِىْ عَلَيْهَا.

৪৮৯৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই মুগীস অর্থাৎ বারীরার স্বামী ছিল অমুক গোত্রের গোলাম। এখনও আমার দৃশ্যপটে ভাসছে—সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার অনুসরণ করছে আর তার জন্য কেঁদে ফিরছে।

٤٨٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ عَبْدًا اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ عَبْدًا لِبَنِىْ فُلاَنٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ وَرَاءَ هَا فِىْ سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ .

৪৮৯৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ বারীরার স্বামী একজন কাল ক্রীতদাস ছিল। তার নাম মুগীস। সে অমুক গোত্রের ক্রীতদাস ছিল। এখনও আমার চোখে ভাসছে সে মদীনার অলিতে-গলিতে বারীরার পিছে পিছে ছুটছে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ বারীরার স্বামীর ব্যাপারে নবী (স)-এর সুপারিশ।

٤٨٩٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا يُّقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَطُوْفُ خَلْفَهَا يَبْكِىْ وَدُمُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلٰى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ اَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيْثٍ بَرِيْرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيْرَةَ مُغِيْثًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَاْمُرُنِىْ قَالَ اِنَّمَا اَنَا اَشْفَعُ قَالَتْ فَلاَ حَاجَةَ لِىْ فِيْهِ .

৪৮৯৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরার স্বামী মুগীস ছিল ক্রীতদাস। এখনও আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে ঃ মুগীস কাঁদতে কাঁদতে তার পিছে পিছে ছুটছে আর তার চোখের পানি তার দাড়ি বেয়ে পড়ছে। (এ দৃশ্য দেখে) নবী (স) আব্বাসকে বলেন, হে আব্বাস ! বারীরার প্রতি মুগীসের ভালোবাসা আর মুগীসের প্রতি বারীরার উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক ! নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি যদি মুগীসের নিকট পুনরায় ফিরে যেতে ![১০] সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! এটা কি আমার প্রতি আপনার

---

৯. স্বামীর সাথে থাকা বা দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন করার ক্ষমতা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করাকে তাখ্য়ীর বা এখতিয়ার (option) বলে। স্ত্রীকে এ অধিকার প্রয়োগ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আইনের ভাষায় তিনটি বাক্যের মাধ্যমে এ এখতিয়ার দেয়া যেতে পারে ঃ (১) তোমার ব্যাপার তোমার হাতে, (২) তোমার এখতিয়ার রয়েছে এবং (৩) তুমি ইচ্ছা করলে তুমি তালাক। এ বাক্যসমূহের প্রতিটির আইনগত ফলাফল এক নয় (অধিক ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আহযাবের ৪২নং টীকা দ্রষ্টব্য)।

১০. বারীরাও ক্রীতদাসী ছিল। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। ফলে সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার এখতিয়ার লাভ করে।

নির্দেশ ? তিনি বলেন, আমি অনুরোধ করছি।[১১] বারীরা বলল, তাকে আমার প্রয়োজন নেই।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٤٨٩٦ـ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ فَاَبٰى مَوَالِيْهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِشْتَرِيْهَا وَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ وَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيْلَ اِنَّ هٰذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ .

৪৮৯৬. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বারীরাকে ক্রয় করতে ইচ্ছা করলেন। তার মালিকগণ (তাকে বিক্রয় করতে) এ শর্তে রাজী ছিল যে, অভিভাবকত্বের অধিকার তাদের হাতে থাকবে। তিনি একথা নবী (স)-কে জানান। তিনি বলেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কেননা আযাদকারীর জন্যই অভিভাবকত্বের অধিকার সংরক্ষিত। নবী (স)-কে গোশত খেতে দিয়ে বলা হলো, এ গোশত বারীরাকে সদাকা হিসেবে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমার জন্য উপঢৌকন'।

٤٨٩٧ـ عَنْ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا .

৪৮৯৭. শো'বার বর্ণিত হাদীসে–"তার (বারীরা) স্বামীর ব্যাপারে তাকে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে"–এ কথাটুকুও আছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ.

"তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন ঈমানদার ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও সে তোমাদের মুগ্ধ করে"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২১)।

٤٨٩٨ـ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ اَوِ الْيَهُوْدِيَّةِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ اَعْلَمُ مِنَ الْاِشْرَاكِ شَيْئًا اَكْبَرَ (اَكْثَرَ) مِنْ اَنْ تَقُوْلَ الْمَرْاَةُ رَبُّهَا عِيْسٰى وَهُوَ عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ .

---

১১. রসূলুল্লাহ (স)-এর দু'টি সত্তা। একটি তাঁর নববী সত্তা, অপরটি তাঁর ব্যক্তি সত্তা। নবী হিসেবে তিনি যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা অলঙ্ঘনীয়, বাধ্যতামূলক এবং শিরোধার্য। এগুলো মেনে নেয়া বা না নেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনার কোন স্থান নেই। রসূল (স) যখন বারীরাকে বললেন, মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য, তখন সে জিজ্ঞেস করল–এটা তার প্রতি রসূলের নির্দেশ কি না। কেননা নির্দেশ হলে অবশ্যই তাকে তা মেনে নিতে হবে।

সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে তিনি স্বীয় মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে যেসব পরামর্শ, প্রস্তাব, অভিপ্রায় ও সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন ; যার সাথে অহীর কোন সম্পর্ক নেই ; তা বিবেচনা করে গ্রহণ করা বা না করার অধিকার উম্মতের রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলতেন, "আমি তোমাদেরই মতো মানুষ।" স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বারীরার প্রতি রসূল (স)-এর নির্দেশ ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত অনুরোধ, যা বারীরা বিবেচনা করেনি।

৪৮৯৮. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা)-কে খৃষ্টান অথবা ইহূদী নারীকে বিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ মুশরিক নারীদের বিয়ে করা মু'মিনদের জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। আমি জানি না, এর চেয়ে বড় শিরক আর কি আছে যে, একজন নারী বলে যে, তার প্রভু ঈসা ! অথচ তিনি আল্লাহ্র বান্দাদের একজন।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক নারী ইসলাম কবুল করলে তাদের বিয়ে করা এবং ইদ্দাত প্রসঙ্গে।

٤٨٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ عَلٰى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا مُشْرِكِيْ اَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَتُقَاتِلُوْنَهُ وَمُشْرِكِيْ اَهْلِ عَهْدٍ (عَقْدٍ) لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُوْنَهُ وَكَانَ اِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتّٰى تَحِيْضَ وَتَطْهُرَ فَاِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَاِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ اَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ اِلَيْهِ وَاِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِّنْهُمْ اَوْ اَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيْثِ مُجَاهِدٍ وَاِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوْا وَرَدَّتْ اَثْمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرَيْبَةُ (قُرَيْبَةُ) بِنْتُ اَبِيْ اُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ وَكَانَتْ اُمُّ الْحَكَمِ ابْنَةُ اَبِيْ سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ .

৪৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ও মু'মিনদের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে মুশরিকদের দু'টি দল ছিল। একদল হরবী মুশরিক। এরা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং নবী (স) এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। দ্বিতীয় দল ছিল চুক্তিবদ্ধ মুশরিক। তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন না, তারাও নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত না। হরবী মুশরিকদের কোন নারী মুসলমানদের কাছে হিজরত করে চলে আসলে সে ঋতুবতী হয়ে তা থেকে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করা হতো না। সে পবিত্র হয়ে গেলে তার জন্য বিয়ে বসা জায়েয হয়ে যেত। বিয়ে বসার পূর্বেই তার স্বামীও হিজরত করে চলে আসলে তার স্ত্রী তাকেই ফেরত দেয়া হতো। তাদের কোন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে আযাদ ঘোষণা করে মোহাজিরদের সমান অধিকার দেয়া হতো। অতপর বর্ণনাকারী চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রসঙ্গ মুজাহিদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী হিজরত করে চলে আসলে তাদেরকে ফেরত দেয়া হতো না, তবে তাদের মূল্য পরিশোধ করা হতো। আতা (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কুরাইবা (কারীবা) বিনতে আবু উমাইয়া উমার ইবনুল খাত্তাবের বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান তাকে বিয়ে করেন। উম্মুল হাকাম বিনতে আবু সুফিয়ান ইয়াদ ইবনে গানাম আল ফিহরীর অধীনে ছিল। তিনি তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উসমান আস-সাকাফী তাকে বিয়ে করেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মী[১২] ও হরবী[১৩] লোকের বিবাহাধীন মুশরিক বা খৃষ্টান নারীর ইসলাম গ্রহণ। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন খৃষ্টান মহিলা তার স্বামীর এক ঘন্টা পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলে সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আতাকে জিজ্ঞেস করা হলো, চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তার স্বামী তার ইদ্দাতকালের মধ্যে মুসলমান হয়–এ অবস্থায় সে কি তার স্ত্রী থাকবে ? তিনি বলেন, না। সে ইচ্ছা করলে পুনরায় মোহর ধার্য করে তার সাথে নতুনভাবে বিয়ে বসতে পারে। মুজাহিদ বলেন, ইদ্দাতকালের মধ্যে স্বামী মুসলমান হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ "না তারা কাফেরদের জন্য হালাল, না কাফের পুরুষরা তাদের জন্য হালাল"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)।

হাসান ও কাতাদা (র) মজূসী (অগ্নি উপাসক) সম্পর্কে বলেছেন, তারা উভয়ে মুসলমান হলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ঠিক থাকবে। যদি একজন আগে মুসলমান হয় এবং অপরজন মুসলমান হতে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রী বায়েন তালাক হয়ে যাবে। তার ওপর স্বামীর আর কোন অধিকার থাকবে না। ইবনে জুরাইজ আতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন মুশরিক মহিলা যদি মুসলমানদের কাছে চলে আসে তবে তার স্বামীকে কি কোন বিনিময় দিতে হবে ? কেননা আল্লাহ বলেন ঃ ওয়াআতুহুম মা আনফাকু" (কাফের স্বামীরা তাদেরকে যে মোহরানা দিয়েছিল, তা তাদেরকে ফেরত দাও"–(সূরা মুমতাহানা ঃ ১০)। তিনি বলেন, না। নবী (স)-এর সাথে যাদের চুক্তি ছিল, কেবল তাদের ক্ষেত্রে আয়াতের নির্দেশ প্রযোজ্য। মুজাহিদ বলেন, নবী (স)-এর সাথে কুরাইশদের যে সন্ধি হয়েছিল, তাতেই এসব কথা ছিল।

٤٩٠٠ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ اِذَا هَاجَرْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُمْتَحَنُهُنَّ بِقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ الْاٰيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ اَقَرَّ بِهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ اَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْرَرْنَ بِذٰلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللّٰهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَدَ اِمْرَاَةٍ قَطُّ غَيْرَ اَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ وَاللّٰهِ مَا اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ اِلاَّ بِمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ يَقُوْلُ لَهُنَّ اِذَا اَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا.

৪৯০০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ঈমানদার মহিলারা যখন নবী (স)-এর কাছে হিজরত করে আসত তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে যাচাই করতেন। আল্লাহ বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! যখন তোমাদের কাছে

১২. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যাদের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বভার মুসলমানগণ গ্রহণ করেছে।
১৩. শত্রু রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক।

ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসবে, তখন তাদের যাচাই করে নাও .....।" আয়েশা (রা) বলেন, মু'মিন মহিলাদের মধ্যে যে-ই এ শর্ত মেনে নিত, তাকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মনে করা হতো। যখন তারা এটা স্বীকার করে নিত, তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলতেন ঃ তোমরা যেতে পার, আমি তোমাদেরকে বাই'আত[১৪] করে নিয়েছি। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত কখনও নারীদের হাত স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র কথাবার্তার মাধ্যমে বাই'আত করেছেন। আল্লাহর শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) বাই'আত করার সময় কখনও তাদের হাত স্পর্শ করেননি। আল্লাহ তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, সেভাবেই বাই'আত নিয়েছেন। তিনি মহিলাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করলে বলতেন, আমি কথার দ্বারা তোমাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করি।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَاِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"যারা নিজ স্ত্রীদের সাথে ঈলা[১৫] (সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা) করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। যদি তারা এ থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। আর যদি তারা তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত করে থাকে, তবে আল্লাহ সবকিছু শুনেন সবকিছু জানেন"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৬-২২৭)।

---

১৪. বাই'আত আরবী শব্দ। এর অর্থ হলো, বিক্রয় বা বিক্রয় করা। ঈমান নিছক একটি ধর্মতাত্ত্বিক আকীদা-বিশ্বাসেরই নাম নয়, বরং আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী বান্দা তার মন-প্রাণ, ইচ্ছা, ক্ষমতা-এখতিয়ার, দৈহিক শক্তি, ধন-মাল, উপায়-উপাদান এবং নিজের দখলের যাবতীয় জিনিস বাই'আতের মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে বিক্রয় করে। আর আল্লাহ এর বিনিময়ে বান্দাকে জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেন। আল্লাহ বান্দাকে যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়ে আল্লাহ্র দেয়া জীবনবিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিজ্ঞা নেয়াই বাই'আত। আর জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায়। নবী (স) বিভিন্ন সময় সাহাবীদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করেছেন। আনসাররা বলতেন ঃ "আমরা খন্দকের দিন নবীর নিকট আমৃত্যু জিহাদের বাই'আত নিয়েছি।" সামাজিক অনাচার, বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সৃষ্টি না করার জন্যও মহানবী (স) সাহাবাদের কাছ থেকে বাই'আত গ্রহণ করতেন"-(সূরা মুমতাহানা ঃ ১২ আয়াত দ্র.)। খোলাফায়ে রাশেদীন ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের আনুগত্য করার বাই'আত নিয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম বাতিল শক্তির অধীন। কোথাও এর কর্তৃত্ব নেই। অথচ এ দীনকে সমস্ত বাতিল দীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে প্রেরণ করেছেন। ইসলামকে পুনরায় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছে ; সেসব ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে কুরআন ও হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাই'আত গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। কেননা রসূল (স)-এর বাণী অনুযায়ী "যে ব্যক্তি বাই'আত গ্রহণ না করে মারা গেল, সে যেন জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।"

১৫. ঈলা শব্দের অর্থ শপথ করা। স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর শপথ ! আমি চার মাসের মধ্যে তোমার কাছে যাব না (সহবাস করব না)-এরূপ প্রতিজ্ঞা করাকে ঈলা বলে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় সুস্থ ও সঠিক সম্পর্ক বজায় না-ও থাকতে পারে। মাঝেমধ্যে বিপর্যয়ের কারণ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তখন আইনত স্বামী-স্ত্রী থেকেও কার্যত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, যাতে মনে হয় এরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়। এ ধরনের বিপর্যয় রোধ করার জন্য আল্লাহ মাত্র চার মাস সময় নির্দিষ্ট করেছেন এবং বলেছেন ঃ হয় এ সময়ের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ঠিক করে নাও অথবা সম্পর্ক ছিন্ন কর।

আয়াতে প্রতিজ্ঞা বা শপথ করার কথা উল্লেখ থাকাতে হানাফী ও শাফিঈ মাযহাবের ফকীহগণ মনে করেন, স্বামী যেখানে স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল তখনই এবং সেখানেই এ আয়াতের প্রয়োগ হবে। আর প্রতিজ্ঞা না করে যদি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ত্যাগ করা হয় ; এ অবস্থায় যত কালই অতিবাহিত হোক না

٤٩٠١ـ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اٰلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ نِّسَائِهٖ وَكَانَتْ اِنْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَاَقَامَ فِيْ مُشْرُبَةٍ لَّهُ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اٰلَيْتَ شَهْرًا قَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ .

৪৯০১. হুমাইদ আত-তাবীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীদের কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চিলেকোঠায় উনত্রিশ (দিন) অবস্থান করেন, তারপর সেখান থেকে নেমে আসেন। লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তো এক মাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন। তিনি বলেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়।

٤٩٠٢ـ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْاِيْلَاءِ الَّذِيْ سَمَّى اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَحِلُّ لِاَحَدٍ بَعْدَ الْاَجَلِ اِلَّا اَنْ يُّمْسِكَ بِالْمَعْرُوْفِ اَوْ يَعْزِمُ الطَّلَاقَ كَمَا اَمَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِذَا مَضَتْ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ يُّوْقَفُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتّٰى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَّاَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنٰى عَشَرَ رَجُلًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯০২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) 'ঈলা' সম্পর্কে বলতেন ঃ যার উল্লেখ আল্লাহ করেছেন, এর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে প্রসংগটি (অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা) হালাল নয়। আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী হয় স্ত্রীকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবে অথবা তালাকের ব্যবস্থা করবে। ইবনে উমার (রা) বর্ণনা করেন, চার মাস অতীত হয়ে গেলে তালাক দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। স্বামী যতক্ষণ তালাক না দিবে, ততক্ষণ আপনা আপনি তালাক হবে না। উসমান, আলী, আবু দারদা, আয়েশা এবং নবী (স)-এর আরো বারজন সাহাবী থেকে এ মত বর্ণিত হয়েছে।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীও ধন-সম্পদের বিধান। ইবনুল মুসাইয়্যাব বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিখোঁজ হলে তার স্ত্রী তার জন্য এক বছর

কেন সেখানে এ আয়াত প্রযোজ্য হবে না। মালিকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে প্রতিজ্ঞা করা হোক বা না হোক উভয় অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক না রাখার ব্যাপারে এ চার মাস সময়ই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট।

হযরত উসমান, ইবনে মাস'উদ, যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ সাহাবীদের মতে প্রতিজ্ঞা ভংগ করা ও পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করার সুযোগ চার মাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ সময়সীমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃই তালাক কার্যকরী হবে এবং এক তালাকে বায়েন হবে। ইদ্দাত চলাকালের মধ্যে স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না। অবশ্য তারা উভয়ে যদি পুনর্মিলনের জন্য প্রস্তুত হয় ; তবে পুনরায় দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। হানাফী মতের ফকীহগণ এ মত গ্রহণ করেছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, মাকহূল, যুহরী প্রমুখ মনীষীগণ বলেন, চার মাস শেষ হওয়ার পর আপনাআপনিই তালাক হয়ে যাবে ; কিন্তু এক তালাকে রিজয়ী হবে। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা), আবু দারদা (রা)ও মদীনার অধিকাংশ ফকীহ্র মতে চার মাস অতিক্রান্ত হলে ব্যাপারটি আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। বিচারক স্ত্রীকে হয় গ্রহণ করতে না হয় সম্পূর্ণ তালাক দিতে স্বামীকে নির্দেশ দিবে। ইমাম মালেক ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন।

অপেক্ষা করবে।[১৬] ইবনে মাসউদ (রা) একটি দাসী ক্রয় করে তার মালিককে বছরখানেক ধরে খুঁজলেন, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না, তার ঠিকানাও জানা গেল না। এরপর থেকে তিনি এক বা দুই দিরহাম করে দান করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অমুকের পক্ষ থেকে দিচ্ছি। যদি মালিক এসে যায় তাহলে মূল্য পরিশোধ করা আমার কর্তব্য এবং সওয়াব আমার। তিনি বলেন, হারানো প্রাপ্তির ব্যাপারেও তোমরা এ নীতি অবলম্বন করবে। ইবনে আব্বাসেরও এ মত। যুহরী বলেন, যে কয়েদীর ঠিকানা ও অবস্থান জানা আছে, তার স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না এবং তার সম্পত্তিও ওয়ারীসদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। তার কোন খোঁজ পাওয়া না গেলে তার ক্ষেত্রে নিখোঁজ ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য নীতি অনুসৃত হবে।

٤٩٠٣- عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْاِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَاْكُلُ الشَّجَرَ حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَائَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ مَنْ يَّعْرِفُهَا وَاِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيْتُ رَبِيْعَةَ ابْنَ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ اَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هٰذَا فَقُلْتُ اَرَاَيْتَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِىْ اَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَعَمْ .

৪৯০৩. মুমবায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে হারানো বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ ওটাকে ধরে নাও, হয় ওটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের। তাঁকে পুনরায় হারানো উটের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁর গণ্ডদেশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। অতপর তিনি

---

১৬. নিখোঁজ ব্যক্তি সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট কোন বিধান নেই। 'দারু কুতনী' নামক হাদীস গ্রন্থে এ পর্যায়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবী (স) বলেন, 'নিখোঁজ ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, ততক্ষণ তার স্ত্রী তারই থাকবে।' হাদীস বিশারদদের মতে হাদীসটি দুর্বল, প্রমাণের উপযোগী নয়।

হযরত উমার, উসমান, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, নিখোঁজ ব্যক্তির স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। ইমাম মালেক এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদের ঝোঁকও এদিকে। হযরত আলী ও ইবনে মাসউদের মতে নিখোঁজ ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত বা তার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করবে। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন কারণে হানাফী মাযহাবের অনুসারী আলেমগণ নিখোঁজ ব্যক্তির মাসয়ালায় মালিকী মাযহাবের বিধান অনুযায়ী ফতোয়া দেয়াকে পসন্দ করেছেন।

হযরত উমারের ফয়সালা অনুযায়ী প্রতীক্ষার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পূর্বেই যদি নিখোঁজ স্বামী চলে আসে, তাহলে স্ত্রী প্রথম স্বামীই পাবে। যদি স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার পর নিখোঁজ স্বামী ফিরে আসে—ঐ অবস্থায় স্ত্রীর উপর প্রথম স্বামীর কোন অধিকার থাকবে না। মালিকী মাযহাবের লোকেরা এই মত গ্রহণ করেছে। হযরত আলীর রায় হচ্ছে, প্রথম স্বামীই স্ত্রী পেয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে সন্তান হয়ে থাকলেও। হানাফী আলেমগণ এই মত গ্রহণ করেছেন। পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মালিকী মাযহাবের সিদ্ধান্তই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

বলেন ঃ এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক ! উটের সাথে তো তার খাদ্য ও পানি মজুদ আছে। সে ঘাস-পানি খেতে থাকবে, ইতিমধ্যে তার মালিক এসে যাবে। 'লুকতা'[১৭] (হারানো প্রাপ্তি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, প্রাপ্ত জিসিনের থলি ও মাথার বন্ধনটা দেখে নাও এবং এক বছর পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি (ঘোষণা) দিতে থাক। যদি কেউ এসে সনাক্ত করে ভাল, অন্যথায় নিজের মালের সাথে যোগ করে নাও। সুফিয়ান বলেন, আমি রবীআ ইবনে আবু আবদুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করে এটুকুই জানতে পেরেছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হারান জিনিস সম্পর্কে মুসবায়েস-এর গোলাম ইয়াযীদের হাদীসটি কি যায়েদ ইবনে খালিদ থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন, হাঁ।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ যিহার[১৮] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا ..... فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

"আল্লাহ শুনেছেন সেই মহিলার কথা, যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বির্তকে লিপ্ত হয়েছে ..... আর যে লোক এটা করতেও অক্ষম, সে যেন ষাটজন মিসকীনকে খাবার দেয়"–(সূরা মুজাদালা ঃ ১-৪)। ইমাম মালেক (র) ইবনে শিহাবের কাছে গোলামের যিহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আযাদ ব্যক্তির (যিহারের) হুকুমের অনুরূপ। ইমাম মালেক বলেন, গোলামও দুই মাস রোযা রাখবে। হাসান ইবনুল হুর বলেন, আযাদ ব্যক্তি ও গোলামের যিহার পর্যায়ক্রমে আযাদ মহিলা ও দাসীর সাথে—একই হুকুম। ইকরিমা (র) বলেন, বাঁদীর সাথে যিহার করার কোন মূল্য নেই। কেননা যিহার স্বাধীন স্ত্রীর সাথেই হতে পারে।

---

১৭. 'লুকতা' বলা হয় হারানো অবস্থায় পড়ে থাকা জিনিসকে, যা পাওয়া গেছে বা তুলে নেয়া হয়েছে। আর এভাবে প্রাপ্ত মানবসন্তানকে বলে 'লাকীত'। হারানো পশুকে 'দাল্লাহ' বলে। প্রাপ্ত জিনিস যদি নগণ্য বা মূল্যহীন এবং পচনশীল হয়, তাহলে গরীবকে দিয়ে দেয়াই ভাল। নিজের ব্যবহারেও লাগানো যায়। কিন্তু তা যদি মূল্যবান হয়, তাহলে সম্ভাব্য পন্থায় মালিকের খোঁজ করবে। এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও মালিক না পাওয়া গেলে তা গরীবকে দিয়ে দেয়া বা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা সর্বোত্তম।

১৮. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নিজের কোন মাহ্‌রাম (যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম) মহিলার শরীরের বিশেষ কোন অংগের সাথে তুলনা করাকে 'যিহার' বলে। এ কুপ্রথা তদানীন্তন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল। ঝগড়া বা অন্য কোন কারণে স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে বলত, انت على كظهر امى "তুমি আমার জন্য এমন, যেমন আমার মায়ের পিঠ।" এ কথার তাৎপর্য হলো, তোমার সাথে সহবাস করা আমার মায়ের মতই হারাম। একালেও অনেক অজ্ঞ-মূর্খ লোক না জেনেশুনে এ জাতীয় বাজে উক্তি করে। সে বলে, তুমি আমার মায়ের মতো, বোনের মতো বা কন্যার মতো। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে নিজের স্ত্রীকে এখন আর স্ত্রী মনে করে না ; বরং তাকে সেই নারীদের মধ্যে গণ্য করে, যারা তার জন্য মাহ্‌রাম। এ ধরনের কথা বলাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় 'যিহার' বলে।

ইসলামী আইনে যিহার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এতে সরাসরি বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। স্বামীর জন্য সাময়িকভাবে স্ত্রী হারাম হয়। দন্ডভোগের পর স্ত্রী তার জন্য পুনরায় হালাল হয়ে যায়।

হানাফী মাযহাব মতে ঃ যে কোন মাহ্‌রাম মহিলার সাথে তুলনা করলে যিহার হয়। অবশ্য যারা সাময়িকভাবে হারাম (যেমন স্ত্রীর বোন) তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয় না। শাফিঈ মাযহাবের ইমামদের মতে ঃ কেবল চিরন্তন হারাম মহিলাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হয়। সাময়িকভাবে হারাম বা অন্য কোন কারণে হারাম হয়েছে (যেমন শাশুড়ী, দুধ মা) এরূপ মহিলাদের সাথে তুলনা করলে হারাম হয় না। মালিকী মাযহাবের ইমামদের মতে ঃ পুরুষের জন্য সাময়িক বা স্থায়ীভাবে যে নারী হারাম, তার সাথে নিজ স্ত্রীকে সদৃশ বলা যিহার। হাম্বলীদেরও এই মত। যিহারের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে সূরা মুমতাহানার ৩ ও ৪নং আয়াত দ্র.।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইশারায় তালাক ও অন্যান্য কাজ। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ চোখের পানির জন্য শাস্তি দিবেন না ; শাস্তি দিবেন এটার জন্য। একথা বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন। কা'ব ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) আমার প্রতি ইশারা করে বলেন, অর্ধেক লও। আসমা (রা) বলেন, নবী (স) সূর্যগ্রহণের (কুসূফ) নামায পড়লেন। আমি আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন, কি ব্যাপার লোকেরা নামায পড়ছে ? আয়েশা (রা) মাথা দ্বারা সূর্যের দিকে ইশারা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোনো আলামত ? তিনি মাথা নেড়ে ইশারায় হাঁ বলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) হাত দিয়ে ইশারা করে আবু বাক্‌রকে সামনে যেতে বলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) হাতের ইশরায় বলেন, কোন দোষ নেই। আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) মুহরিম (এহরামধারী) ব্যক্তির (যে অবস্থায় বা সময়ে শিকার করা নিষেধ) শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ কি শিকারকে ধাওয়া করতে হুকুম করেছে বা ইশারা করেছে ? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে খাও।

٤٩٠٤ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَكَانَ كُلَّمَا اَتٰى عَلَى الرُّكْنِ اَشَارَ اِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ .

৪৯০৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) তাঁর উটের পিঠে চড়ে তাওয়াফ করেন। যখনই তিনি 'রুকনের' কাছে আসতেন, তখনই তার দিকে ইশারা করতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ ইয়াজূয-মাজূজের দরযা এভাবে খুলে গেছে—তিনি তার আঙ্গুলকে নব্বই-এর মতো করে দেখালেন।

٤٩٠٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فِى الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَّ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فَسَاَلَ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ اَنْمِلَتَهُ عَلٰى بَطْنِ الْوُسْطٰى وَالْخِنْصَرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا .

وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَدَا يَهُوْدِىٌّ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى جَارِيَةٍ فَاَخَذَ اَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَاْسَهَا فَاُتِىَ بِهَا اَهْلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ فِىْ اٰخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ اُصْمِتَتْ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَكِ فُلاَنٌ لِغَيْرِ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ بِرَاْسِهَا اَنْ لاَ قَالَ فَفُلاَنٌ لِّرَجُلٍ اٰخَرَ غَيْرَ الَّذِىْ قَتَلَهَا فَاَشَارَتْ اَنْ لاَفَقَالَ فَفُلاَنٌ لِقَاتِلِهَ فَاَشَارَتْ اَنْ نَعَمْ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُضِخَ رَاْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

৪৯০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন ঃ জুমুআর দিন একটা (বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ) সময় আছে। কোন মুসলমান ঐ সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়লে বা আল্লাহ্‌র কাছে ভালো কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। একথা বলার সময় তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন এবং নিজের আঙ্গুলগুলো মধ্যমা ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের ওপর রাখেন।

আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক ইহূদী নবী (স)-এর যুগে এক বালিকার ওপর নির্যাতন করে তার অলঙ্কারপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং তার মাথা মারাত্মকভাবে জখম করে। তার পরিবারের লোকেরা তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে নিয়ে আসে। তখন সে নিথর ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে অমুক ব্যক্তি কি মেরেছে ? তিনি নির্যাতনকারীর নাম না বলে অন্যের নাম বলেন। মেয়েটি মাথার ইশরায় বলল, না। তিনি অন্য এক ব্যক্তির নাম বলেন। সে ইশরায় বলল, না। এবার তিনি প্রহারকারী ব্যক্তির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করলে মেয়েটি ইশরায় বলল, হাঁ, এ ব্যক্তি। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (স) রায় দিলেন এবং তার মাথা দুই পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করা হলো।

٤٩٠٦ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَلْفِتْنَةُ مِنْ هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلَى الْمَشْرِقِ .

৪৯০৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ বিপর্যয় এদিক থেকে আসবে এবং তিনি পূর্বদিকে ইশারা করলেন।

٤٩٠٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كُنَّا فِىْ سَفَرٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ لِىْ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمْسَيْتَ اِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ثُمَّ قَالَ اَنْزِلْ فَاجْدَحْ فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهٗ فِى الثَّالِثَةِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَوْمَأَ بِيَدِهٖ اِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اَقْبَلَ مِنْ هٰهُنَا فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ .

৪৯০৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। সূর্য ডুবে গেলে তিনি এক ব্যক্তিকে হুকুম দিলেন, নামো এবং আমার জন্য ছাতু গোল। সে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! যদি সন্ধ্যা হতে দিতেন। তিনি আবার বলেন, অবতরণ করো এবং আমার জন্য ছাতু গোলে নিয়ে আস। ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি একটু অপেক্ষা করতেন, এখনও দিন বাকি আছে। পুনরায় তিনি বলেন, নেমে গিয়ে আমার জন্য ছাতু প্রস্তুত করো। তৃতীয়বার হুকুম দেয়ার পর সে নামল এবং ছাতু গোললো। তিনি তা পান করলেন, অতপর পূর্বদিকে হাতের ইশারা করে বলেন, যখন তোমরা এদিক থেকে রাত আসতে দেখবে তখন রোযাদার ইফতার করবে।

٤٩٠٨ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِّنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ اَوْ قَالَ اَذَانُهٗ مِنْ سَحُوْرِهٖ فَاِنَّمَا يُنَادِىْ اَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيَسْ

اَنْ يَّقُوْلَ كَاَنَّهُ يَعْنِى الصُّبْحَ اَوِ الْفَجْرَ وَاَظْهَرَ يَزِيْدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ اِحْدَاهُمَا مِنَ الْاُخْرٰى وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِّنْ لَّدُنْ ثَدْيَيْهِمَا اِلٰى تَرَاقِيْهِمَا فَاَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا اِلاَّ مَادَّتْ عَلٰى جِلْدِهِ حَتّٰى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَاَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ يُنْفِقُ اِلاَّ لَزِمَتْ (لَزِقَتْ) كُلُّ حَلْقَةٍ مَّوْضِعَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ وَيُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ اِلٰى حَلْقِهِ .

৪৯০৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ বিলালের ডাক বা আযান তোমাদের কাউকে যেন (সাহরী খাওয়া থেকে) বিরত না রাখে। কেননা সে এজন্য আযান দেয় বা ডাক দেয়, যেন তোমাদের রাত জাগরণকারীরা অবসর নেয় (এবং একটু আরাম করে নেয়)। তার আযানের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ভোর অথবা ফজর হয়ে গেছে। ইয়াযীদ নিজের হাত দু'টো একত্র করার পর তা পরস্পর পৃথক করে বললেন, সুবহে সাদেক এভাবে উদ্ভাসিত হয়। আবদুর রহমান ইবনে হুরমুয বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরাইরার কাছে শুনেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে খরচকারী ও কৃপণ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন দুই ব্যক্তি যারা লৌহ নির্মিত পোশাক পরেছে, যা তাদের বক্ষস্থল থেকে গলার হাড় পর্যন্ত ঝুলে আছে (খুবই ছোট্ট ও অপ্রশস্ত)। খরচকারী ব্যক্তি যখনই ব্যয় করে তখনই তার পোশাকটা ঢিলা ও প্রশস্ত হয়ে যায় এবং আঙ্গুল পর্যন্ত ঢেকে যায় (পোশাকটা আরামপ্রদ হয়)। কিন্তু কৃপণ যখনই খরচ করার ইচ্ছা করে, তখন তার পোশাকের প্রতিটি অংশ সংকুচিত হয়ে যায়। সে তা প্রশস্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু হয় না। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ)[১৯] এবং মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ ..... مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

---

১৯. আয়াতগুলোতে অভিযোগ নিষ্পত্তির যে পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে, ইসলামী আইনের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'লিআন'। স্বামী যদি স্ত্রীর উপর যেনার অভিযোগ আনে অথবা সন্তানকে এই বলে অস্বীকার করে যে, এ সন্তান তার ঔরসজাত নয় এবং কোন চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণও নেই, অপরদিকে স্ত্রীও যদি এ অভিযোগ অস্বীকার করে ; এ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অথবা যে কোন একজনকে নিজ নিজ দাবির সমর্থনে বিচারকের সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে শপথ করতে হয়। এ শপথকে ফিক্‌হের পরিভাষায় লিআন বা অভিশাপযুক্ত শপথ বলে।

লিআন করার পর বৈবাহিক সম্পর্কের পরিণতি কি হবে ? ইমাম শাফিয়ীর মতে ঃ স্বামী যে মুহূর্তে লিআন করা শেষ করবে ঠিক তখনই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, স্ত্রী লিআন করুক আর না-ই করুক। ইমাম মালেকের মতে ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের লিআন করা শেষ হলে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে ঃ লিআন দ্বারা স্বয়ং বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, বরং আদালত কর্তৃক বিচ্ছেদ করলেই তবে বিচ্ছেদ হয়। স্বামী নিজে তালাক দিলেই উত্তম। অন্যথায় বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘোষণা করবেন।

ইমাম মালেক, আবু ইউসুফ, শাফিয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ঃ যে স্বামী-স্ত্রী লিআনের কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তারা চিরদিনের জন্য পরস্পরের প্রতি হারাম। পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাইলেও তারা কোন অবস্থায়ই হতে পারবে না। ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মাদের মতে ঃ স্বামী যদি নিজের অভিযোগকে মিথ্যা বলে স্বীকার করে নেয় এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তিভোগ করে তাহলে পুনরায় তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। অন্যথায় পুনর্বার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম।

"যারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে, কিন্তু তাদের কাছে তারা ছাড়া অপর কোন সাক্ষী নেই .... যদি সে সত্যবাদী হয়"-(সূরা আন নূর ঃ ৬-৯)। যদি বোবা ব্যক্তি লিখিত আকারে অথবা ইশারায় অথবা পরিচিত ইঙ্গিতের মাধ্যমে নিজ স্ত্রীর প্রতি অপবাদ দেয়, তাহলে তার হুকুম বাকশক্তিসম্পন্ন মানুষের মতোই। কেননা নবী (স) দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার ও কাজকর্মে ইশারাকে জায়েয রেখেছেন। কোন কোন আহলে হিজায এবং বিশেষজ্ঞ আলেমেরও এ মত। কেননা আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে বলেছেন ঃ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا "তিনি সন্তানের দিকে ইশারা করলেন। তারা বলল, দোলনার শিশুর সাথে আমরা কিভাবে কথা বলবো"-(সূরা মরিয়ম ঃ ২৯)।

দাহ্হাকের মতে 'রাম্য' অর্থ ইশারা। কোন কোন মনীষীর মতে ইশারা-ইংগিতের ভিত্তিতে হদ্দ বা লিআন কার্যকর হবে না তবে লিখিতভাবে বা ইংগিতে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে। তালাক ও কাযাফের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই মনীষী যদি বলেন, সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারাই কাযাফ হবে, তবে তাকে বলা হবে তালাকও সুস্পষ্ট বাক্যে হতে হবে, অন্যথায় তা বাতিল। শাবী ও কাতাদা বলেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে, তুমি তালাক এবং সাথে সাথে আঙ্গুল দিয়েও ইশারা করে, তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। ইবরাহীম বলেন, বোবা স্বহস্তে তালাকপত্র লিখলে তালাক হবে। হাম্মাদ বলেন, বোবা ও বধির মাথার ইশারায় বললেও জায়েয হবে।

٤٩٠٩- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُوْرِ الْاَنْصَارِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ بَنُوْ سَاعِدَةَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِىْ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِىْ كُلِّ دُوْرِ الْاَنْصَارِ خَيْرٌ .

৪৯০৯. ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেন ঃ আনসারদের ঘরের মধ্যে সর্বোত্তম ঘরটির কথা আমি তোমাদেরকে অবহিত করব কি ? লোকেরা বলল ঃ হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, বনী নাজ্জারের ঘর। অতপর ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী আবদিল আশহাল। অতপর তাদের নিকটবর্তী যারা অর্থাৎ বনী হারিস ইবনে খাযরাজ। তারপর ঐ সমস্ত লোক, যারা তাদের নিকটবর্তী অর্থাৎ বনী সায়েদাহ। অতপর তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং পরে হাতের আঙ্গুলগুলোকে গুটিয়ে নিলেন, আবার তীর নিক্ষেপ করার ন্যায় আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিলেন, অতপর বললেন ঃ আনসারদের সব ঘরেই কল্যাণ নিহিত আছে।

٤٩١٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهٰذِهٖ مِنْ هٰذِهٖ اَوْ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৪৯১০. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি ও কিয়ামত এভাবে প্রেরিত হয়েছি, যখন আমার ও কিয়ামতের দিনের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব বাকি আছে। তিনি (একথা বলে) তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মিলিত করে ইশরায় এটা বুঝালেন।

٤٩١١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلشَّهْرُ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ ثَلٰثِيْنَ ثُمَّ قَالَ وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا يَعْنِيْ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ يَقُوْلُ مَرَّةً ثَلٰثِيْنَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ .

৪৯১১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) বলেন ঃ মাস এত এত এবং এত দিনে হয় অর্থাৎ উনত্রিশ দিনে। তিনি একবার ত্রিশ দিন এবং দ্বিতীয়বার উনত্রিশ দিন বললেন।

٤٩١٢- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ وَاَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهٖ نَحْوَ الْيَمَنِ اَلْاِيْمَانُ هٰهُنَا مَرَّتَيْنِ اَلاَ وَاِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيْعَةَ وَمُضَرَ .

৪৯১২. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর হাত দ্বারা ইয়ামনের দিকে ইশারা করে দু'বার বলেন, ঈমান ওখানে। অন্তরের কঠোরতা ও নির্দয়তা তাদের মধ্যে, যারা প্রচুর উটের মালিক। যেদিক থেকে শয়তানের দুই শিং-এর মাঝখান দিয়ে সূর্য ওঠে সেদিকে তাদের আবাস অর্থাৎ রবীআ ও মুদার গোত্রদ্বয়।

٤٩١٣- عَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

৪৯১৩. সাহল (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমদের যিম্মাদার জান্নাতে এরূপ হব। শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা তিনি ইশারা করলেন এবং উভয় আঙ্গুলের মাঝখানে সামান্য ফাঁক করলেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইংগিতে সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকার।

٤٩١٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ اَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا اَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيْهَا مِنْ اَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنّٰى ذٰلِكَ قَالَ لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هٰذَا نَزَعَهُ

৪৯১৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার একটা কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে (কিছু সংখ্যক) উট তো অবশ্যই আছে ? সে বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর বর্ণ কি রকম ? সে বলল, লাল। তিনি (পুনরায়) জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মধ্যে কিছু ছাই বর্ণেরও তো হবে ? সে বলল, হাঁ। নবী (স) বলেন, এ বর্ণ কোথা থেকে আসল ? লোকটি বলল, সম্ভবত পূর্ববংশের কোন প্রভাবের কারণে। তিনি বলেন, তোমার এ বাচ্চার বর্ণেও পূর্ব বংশের কারো বর্ণের প্রভাব পড়ে থাকবে।[২০]

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীকে শপথ করানো।

٤٩١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ فَاَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا .

৪৯১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করে।[২১] নবী (স) উভয়কে শপথ করান, অতপর উভয়ের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী প্রথমে লিআন করবে।

٤٩١٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ هِلاَلَ بْنَ اُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ .

৪৯১৬. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। হেলাল ইবনে উমাইয়া (রা) নিজ স্ত্রীর ওপর যেনার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং নবী (স)-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিলেন। নবী (স) বলতে লাগলেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। অতএব কে তওবা করতে প্রস্তুত আছ ? অতপর মহিলা উঠে দাঁড়ায় এবং নিজের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ লিআন এবং যে ব্যক্তি লিআন করার পর তালাক দেয়।

٤٩١٧- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ اِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْاَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ اَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِيْ يَاعَاصِمُ عَنْ ذٰلِكَ فَسَاَلَ عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتّٰى كَبُرَ

২০. নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহজনক কোন কারণে সন্তান অস্বীকার করা যায় না। এটা সন্তানের মায়ের প্রতি গুরুতর দোষারোপ।

২১. 'কাযাফ' শব্দের অর্থ অপবাদ দেয়া, দোষারোপ করা, দুর্নাম করা ইত্যাদি। ইসলামী আইনের পরিভাষায় কোন ব্যক্তির প্রতি যেনার অপবাদ দেয়াকে 'কাযাফ' বলে। কাযাফকারী নিজের দাবি চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করতে না পারলে তার দণ্ড হবে আশি (৮০) বেত্রাঘাত।

عَلٰى عَاصِمٍ مَّا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ اِلٰى اَهْلِهٖ جَاءَهٗ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَاْتِنِىْ بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْئَلَةَ الَّتِىْ سَاَلْتَهٗ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللّٰهِ لاَاَنْتَهِىْ حَتّٰى اَسْاَلَهٗ عَنْهَا فَاَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتّٰى جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهٗ فَتَقْتُلُوْنَهٗ اَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ فِيْكَ وَفِىْ صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَاْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلاَعَنَا وَاَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

৪৯১৭. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। সাহল ইবনে সাদ সায়েদী (রা) তাকে অবহিত করেছেন। উয়াইমির আজলানী (রা) আসেম ইবনে আদী আল আনসারী (রা)-কে এসে বলেন, হে আসেম ! তুমি কি বল, যদি কোন লোক নিজের স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে পায়, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? হে আসেম ! আমার এ ব্যাপারটা তুমি জিজ্ঞেস কর। আসেম (রা) এ প্রসংগে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। রসূলুল্লাহ (স) বিষয়টি নাপসন্দ করলেন এবং অশোভনীয় মনে করলেন। আসেম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যা শুনলেন তাতে তার খারাপ লাগল। তিনি বাড়ি ফিরলে উয়াইমির (রা) এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তোমাকে কি বলছেন ? আসেম (রা) উয়াইমেরকে বলেন, তুমি আমাকে খুব একটা ভাল কাজ দাও নাই। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তোমার ব্যাপার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তা অপসন্দ করেন। উয়াইমির আল্লাহর শপথ করে বলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস না করে ক্ষ্যান্ত হব না। উয়াইমির (রা) উঠে সরাসরি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে লোকজনের মাঝখানে এসে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি বলেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সেকি তাকে হত্যা করবে ? অতপর আপনারা তাকে হত্যা করবেন অথবা সে কি করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেছেন। যাও, তাকে নিয়ে আস। সাহল বলেন, তারা এসে লিআন করল। আমি তখন লোকদের সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে উয়াইমির বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তবে আমি মিথ্যা বলেছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। ইবনে শিহাব বলেন ঃ এটাই (তালাক প্রদান) লিআনকারীদের বিধিবদ্ধ নিয়ম হয়ে গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে লিআন করা।

٤٩١٨ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلاً اَيَقْتُلُهُ اَوْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ فِىْ شَانِهٖ مَا ذُكِرَ فِى الْقُرْاٰنِ مِنْ اَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَدْ قَضَى اللّٰهُ فِيْكَ وَفِىْ امْرَأَتِكَ قَالَ فَتَلاَعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَاَنَا شَاهِدٌ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلٰثًا قَبْلَ اَنْ يَّاْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ ذَاكَ تَفْرِيْقُ (فَكَانَ ذٰلِكَ تَفْرِيقًا) بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعٰى لِاُمِّهٖ قَالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِىْ مِيْرَاثِهَا اَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهَا (لَهُ) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَحْمَرَ قَصِيْرًا كَاَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ اُرَهَا اِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهٖ اَسْوَدَ اَعْيَنَ ذَا اَلْيَتَيْنِ فَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهٖ عَلَى الْمَكْرُوْهِ مِنْ ذٰلِكَ .

৪৯১৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। আনসার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি কি বলেন, যদি কোন লোক তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষকে পায় তবে সে কি তাকে হত্যা করবে ? অথবা কি করবে ? আল্লাহ এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন, যার মধ্যে লিআনকারীদের মীমাংসার নিয়ম বলা হয়েছে। নবী (স) বলেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহ ফয়সালা দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারা মসজিদে এসে লিআন করল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা লিআন থেকে অবসর হলে পুরুষ লোকটি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! এরপর আমি যদি তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখি তাহলে আমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি বলে প্রমাণ হবে। অতপর সে রসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই তাকে তিন তালাক দিল। লিআন থেকে অবসর হলে তাদেরকে নবী (স)-এর সামনেই পৃথক করে দেয়া হল। তিনি বলেন, লিআনকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার এটাই পদ্ধতি। ইবনে শিহাব বলেন, এ দু'জনের পর থেকে এ নীতি প্রচলিত হল যে, লিআনকারীদের পৃথক করে দিতে হবে। লিআনকারী মহিলা সন্তান সম্ভবা ছিল। তার বাচ্চাকে মায়ের পরিচয়ে ডাকা হত। মিরাসের ব্যাপারেও এই নীতি নির্ধারিত হল যে, ঐ মহিলা তার সন্তানের ওয়ারিস হবে এবং সন্তান তার ওয়ারিস হবে, যে ভাবে আল্লাহ অংশ নির্ধারণ করেছেন সে ভাবে। সাহল ইবনে সাদ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন ঃ সে যদি টিকটিকির মতো লাল টুকটুকে বেটে সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, সে স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছেন এক স্ত্রী ছিল সত্যবাদী আর যদি সে কালো চোখ ও বড় বড় নিতম্ব ও মোটা নলাওয়ালা সন্তান প্রসব করে তবে মনে করব যে, স্বামী সত্য বলেছে ও স্ত্রী মিথ্যা বলেছে। (বর্ণনাকারী বলেন), উক্ত মহিলা অপসন্দনীয় আকৃতির বাচ্চা প্রসব করে।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ যদি আমি বিনা প্রমাণে রজম[২২] করতাম।

٤٩١٩- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ يَشْكُوْ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا (الْاَمْرِ) اِلاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِيْ ادَّعٰى عَلَيْهِ اَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ اَهْلِهِ خَدْلاً اٰدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَجَاءَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَهُ فَلاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِيْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْرَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْاِسْلاَمِ السُّوْءَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ وَّعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ خَدْلاً -

৪৯১৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে লিআন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলে উঠে চলে যান। তার গোত্রের এক ব্যক্তি এসে তার কাছে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক ব্যক্তিকে পেয়েছে। আসেম (রা) বলেন, এটা একটা গুরুতর ব্যাপার তো ! তিনি লোকটিকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে হাজির হন এবং সে তার স্ত্রীকে যে অবস্থায় দেখেছে, তার কথা নবী (স)-কে বলেন। অভিযোগকারীর গায়ের রং ছিল হলদে, হালকা স্বাস্থ্য ও মাথার চুল সোজা। সে যে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে বলে দাবি করল তার (অভিযুক্তের) গায়ের রং ছিল গোরা, মেদবহুল স্বাস্থ্য এবং পায়ের গোছা মোটা। নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ! সঠিক তথ্য উদঘাটন করে দাও।" স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যশীল বাচ্চা প্রসব করল। নবী (স) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে লিআন করান। আলোচনার বৈঠকে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী যার সম্পর্কে নবী (স) বলেছেন ঃ আমি কাউকে বিনা সাক্ষ-প্রমাণে রজম করলে এ নারীকেই করতাম ? ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, না। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যেই ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াত। আবু সালেহ ও আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফের বর্ণনায় আদামু খাদিলা" শব্দ এসেছে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারিণীর মোহর।

٤٩٢٠- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (لَكَاذِبٌ) فَهَلْ

২২. যেনাকারী বা ব্যভিচারকারীকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার পন্থাকে রজম বলে।

مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ قِيلَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

৪৯২০. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যেনায় লিপ্ত দেখেছে (বিধান কি)। তিনি বলেন, নবী (স) বনী আজলানের এক দম্পতীকে পৃথক করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। তিনি পুনরায় বলেন ঃ আল্লাহ জানেন তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী, কে তাওবা করতে রাজী আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করল। অতপর তিনি উভয়কে পৃথক করে দিলেন। আইউব বলেন ঃ আমাকে আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ এ হাদীসের আরও একটি অংশ আছে, তা তোমাকে বর্ণনা করতে দেখছি না কেন ? আমর ইবনে দীনার বলেন ঃ লোকটি বলল, আমার মাল-সম্পদ ফেরত পাব না ? বলা হলো, না। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে তুমি তার থেকে যৌন স্বাদ উপভোগ করেছ। যদি তোমার অভিযোগ মিথ্যা হয়, তবে মাল তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীদের প্রতি শাসকের উক্তি ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তোমাদের মধ্যে কে তাওবা করতে প্রস্তুত ?

٤٩٢١ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو قَالَ أَيُّوبُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ .

৪৯২১. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) লিআনকারীদ্বয় সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের উভয়ের হিসাব নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্ত্রীর উপর তোমার কোন অধিকার নেই। স্বামী বলল, আমার মাল ফেরত পাব তো ? তিনি বলেন, না। তার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ সত্য হলে তুমি তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে। যদি তুমি স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে থাক, এ অবস্থায় তোমার মাল

তোমার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীস আমরের কাছে মুখস্ত করেছি। আইউব বলেন, আমি সাঈদ ইবনে জুবাইরকে বলতে শুনেছি ঃ আমি ইবনে উমারকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে লিআন করল। ইবনে উমার (রা) দুই আঙ্গুল ফাঁক করে বলেন, (সুফিয়ান নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল ফাঁক করে দেখান) নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ জানেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যুক। তোমাদের কেউ কি তাওবা করবে ? কথাগুলো তিনি তিনবার বলেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ লিআনকারীদের সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

٤٩٢٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ قَذَفَهَا وَاَحْلَفَهُمَا.

৪৯২২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। লোকটি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি (এজন্য) উভয়কে শপথ করান।

٤٩٢٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ مِنَ الْاَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

৪৯২৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান, অতপর তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান লিআনকারিণীকে দেয়া হবে।

٤٩٢٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَّامْرَأَتِهٖ فَانْتَفٰى مِنْ وَّلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَاَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

৪৯২৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীকে লিআন করান। স্বামী স্ত্রীর সন্তানকে অস্বীকার করে। নবী (স) উভয়ের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন এবং বাচ্চাটি স্ত্রীলোকটিকে দিয়ে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের উক্তি ঃ আল্লাহ ! সত্য প্রকাশ করে দাও।

٤٩٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِيْ ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهٖ فَذَكَرَ لَهٗ اَنَّهٗ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهٖ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمٌ مَّا ابْتُلِيْتُ بِهٰذَا الْاَمْرِ اِلاَّ لِقَوْلِيْ فَذَهَبَ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهٗ بِالَّذِيْ وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهٗ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيْلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِيْ وَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهٖ اٰدَمَ خَدْلاً كَثِيْرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيْهًا بِالرَّجُلِ الَّذِيْ

ذَكَرَ زَوْجُهَا اَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمَجْلِسِ هِىَ الَّتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ رَجَمْتُ اَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هٰذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِى الْاِسْلاَمِ .

৪৯২৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক লিআনকারী দম্পতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হল। আসেম ইবনে আদী (রা) এ সম্পর্কে একটা কথা বলেন, অতপর উঠে চলে গেল। তার গোত্রের এক ব্যক্তি তার কাছে এসে অভিযোগ করল যে, সে তার স্ত্রীর সাথে এক লোককে দেখেছে। আসেম (রা) বলেন, এটা তো আমার পূর্বোক্ত কথার প্রায়শ্চিত্ত ! আসেম লোকটিকে সাথে করে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে হাযির হন। যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সাথে দেখেছে, তার সম্পর্কে সে নবী (স)-কে অবহিত করল। অভিযোগকারীর শরীরের রং ছিল হলুদ বর্ণের, হালকা স্বাস্থ্য, মাথার চুল সোজা। অভিযুক্ত ব্যক্তির গায়ের রং ছিল গোরা, মোটা স্বাস্থ্য, মাথার চুল কোঁকড়া। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ ! সঠিক তথ্য প্রকাশ করে দাও। স্ত্রীলোকটি অভিযুক্ত ব্যক্তির চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্তান প্রসব করে। রসূলুল্লাহ (স) উভয়কে লিআন করান। মজলিসে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করল, এ কি সেই নারী, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন ঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে রজম করতাম, তাহলে এ নারীকেই করতাম ! ইবনে আব্বাস বলেন, এ সে নয়। সে অন্য এক (কুলটা) নারী, যে প্রকাশ্যে ইসলামী সমাজে খারাপ কাজ করে বেড়াত।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত শেষে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ ও সঙ্গমের পূর্বেই বিচ্ছেদ।

٤٩٢٦- عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

৪৯২৬. হিশাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী (স)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন (নিম্নের হাদীসের অনুরূপ)।

٤٩٢٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِىَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ اٰخَرَ فَاَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ اَنَّهُ لاَ يَاْتِيْهَا وَاَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

৪৯২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা) এক মহিলাকে বিয়ে করে তালাক দেন। তারপর সেই মহিলা অন্য এক পুরুষকে বিয়ে করে। মহিলাটি নবী (স)-এর কাছে এসে বলে, তার স্বামী তার কাছে আসে না। কারণ সে পুরুষত্বহীন।[২৩] রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি তার মধু এবং সে তোমার মধু পান না করা পর্যন্ত অন্যত্র বিয়ে বসতে পারবে না।

২৩. স্বামী যৌনকার্যে অক্ষম হলে এবং স্ত্রী তালাক দাবি করলে হযরত উমারের মতে ঃ তাকে এক বছর চিকিৎসার সুযোগ দিতে হবে। এরপরও সক্ষম না হলে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দিতে হবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاللاَّئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّاللاَّئِىْ لَمْ يَحِضْنَ .

"তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয শুরু হয়নি তাদেরও"-(সূরা আত-তালাক ঃ ৪)। মুজাহিদ (র) বলেন, তোমরা যদি না জান যে, হায়েয হবে কি না ; যার হায়েয হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে এবং যার হায়েয এখনও শুরু হয়নি তাদের ইদ্দাত তিন মাস।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

٤٩٢٨- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ امْرَأَةً مِّنْ اَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّىَ عَنْهَا وَهِىَ حُبْلٰى فَخَطَبَهَا اَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ فَاَبَتْ اَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا يَصْلُحُ (تَصْلُحُ) اَنْ تَنْكِحِيْهِ حَتّٰى تَعْتَدِّىْ اٰخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيْبًا مِّنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ انْكِحِىْ .

৪৯২৮. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের সুবাইআ নাম্নী এক মহিলার স্বামী তাকে গর্ভাবস্থায় রেখে মারা যায়। আবুস সানাবিল ইবনে বাকাক তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে তার সাথে বিয়ে বসতে অস্বীকার করে এবং বলে, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি দুই মেয়াদের যে কোন একটির শেষ দিন পর্যন্ত ইদ্দাত পূর্ণ না করে বিয়ে বসতে পারি না।[২৪] এর প্রায় দশ দিন পরই সে সন্তান প্রসব করে। অতপর সে নবী (স)-এর কাছে আসলে তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি বিয়ে বসতে পার।

٤٩٢٩- عَنْ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى ابْنِ الْاَرْقَمِ اَنْ سَلْ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ اَفْتَاهَا النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَتْ اَفْتَانِىْ اِذَا وَضَعْتُ اَنْ اَنْكِحَ .

৪৯২৯. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আরকামকে লিখে পাঠালেন, তুমি সুবাইআ আসলামিয়াকে জিজ্ঞেস কর

২৪. গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দিলে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে তার ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যায়। তা যে ক'দিন বা যে কয় ঘন্টাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে সমস্ত বিশেষজ্ঞ একমত। কিন্তু গর্ভাবস্থায় যদি কোন মহিলা বিধবা হয় তবে তার ইদ্দাতের সময়সীমা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আলী (রা) ও ইবনে আব্বাসের মতে ঃ গর্ভবতী বিধবার ইদ্দাত "দু'টি মেয়াদের মধ্যে দীর্ঘতর মেয়াদ।" বিধবার ইদ্দাত সাধারণ অবস্থায় চার মাস দশ দিন। এখন গর্ভবতী বিধবা যদি চার মাস দশ দিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব করে তাহলে তাকে চার মাস দশ দিন পূর্ণ করতে হবে। চার মাস দশ দিনের মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হলে তাকে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত ইদ্দাত পালন করতে হবে। কিন্তু চার ইমামসহ বড় বড় ইসলামী আইনবিদদের মতে ঃ সন্তান প্রসব হওয়ার সাথে সাথে তার ইদ্দাতকাল শেষ হয়ে যায়।

যে, তার ব্যাপারে নবী (স) কি ফতোয়া দিয়েছেন ? সুবাইআ বলেছেন, তিনি আমাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন।

٤٩٣٠ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنَ مَخْرَمَةَ اَنَّ سُبَيْعَةَ الْاَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَسْتَاْذَنَتْهُ اَنْ تَنْكِحَ فَاَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ .

৪৯৩০. মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামীর মৃত্যুর কিছু দিন পর সুবাইআ আসলামিয়ার নেফাস আসে (সন্তান প্রসব করে)। সে নবী (স)-এর কাছে বিয়ের অনুমতি চাইতে এলে তিনি তাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন। তদনুযায়ী সে বিবাহ বসে।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ .

"তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরূ (তিন মাসিক ঋতু পর্যন্ত) নিজেদেরকে বিরত রাখবে"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)। ইবরাহীম বলেন, কেউ যদি কোন নারীকে তার ইদ্দাত চলাকালে বিয়ে করে এবং তার কাছেই ইদ্দাতের তিন হায়েয প্রকাশ পায়, তবে সে প্রথম স্বামী থেকে তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হবে। (অতপর দ্বিতীয় স্বামীও যদি তালাক দেয় তবে উক্ত তিন হায়েয তৃতীয় স্বামী গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হবে না, বরং তাকে নতুনভাবে ইদ্দাত পালন করতে হবে), কিন্তু যুহরী বলেন, তা যথেষ্ট হবে। সুফিয়ান সাওরীও যুহরীর মত গ্রহণ করেছেন। মা'মার বলেন, হায়েযের সময় নিকটবর্তী হলে মহিলাকে কুরূযুক্ত বলা হয়। তোহরের সময় কাছাকাছি হলে কুরূ[২৫] বলে। ماقرائت بسلى قط বলা হয় যখন কোন মহিলা গর্ভে সন্তান ধারণ করে না।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ফাতিমা বিনতে কায়েসের ঘটনা। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ ..... اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ يُسْرًا.

"তোমরা তোমাদের রব আল্লাহ্‌কে ভয় কর। (ইদ্দাত চলাকালে) তোমরা তাদেরকে তাদের বসবাসের ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় অশ্লীল কাজে। এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট সীমালংঘন করে সে নিজের প্রতিই যুলুম করে। তোমরা জান না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোন উপায় বের করে দিবেন। তাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় তাদেরকে ভালভাবে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে অথবা উত্তম পন্থায় তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী বানাবে। তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিকভাবে সাক্ষী দাও। এসব তোমাদের উপদেশস্বরূপ বলা হচ্ছে—এমন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার জন্য

২৫. ইমাম শাফিয়ীর মতে, কুরূ শব্দের অর্থ তোহর (দুই হায়েযের মধ্যবর্তী সময়)। আর ইমাম আবু হানীফার মতে, কুরূ অর্থ হায়েযকাল (মাসিক ঋতু চলাকালীন সময়)।

(অসুবিধা থেকে নিষ্কৃতির) পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উপায়ে রিযিক দেন যা সে নিজেও ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের ইদ্দাত তিন মাস এবং যাদের এখনও হায়েয আসেনি তাদেরও। গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দাতের সীমা হলো তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার কাজের সহজ পথ বের করে দেন। এটা আল্লাহ্‌র বিধান যা তিনি তোমাদের জন্য নাযিল করেছেন। যে লোক আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তিনি তার পাপসমূহ দূর করে দেন এবং বড় ধরনের শুভফল দান করেন। তাদেরকে সে স্থানে থাকতে দাও (ইদ্দাত চলাকালে), যেখানে তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী তোমরা বসবাস কর। কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না। তারা অন্তঃসত্তা হলে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত তোমরা তাদের ব্যয়ভার বহন কর। তারা যদি তোমাদের জন্য (সন্তানকে) দুধপান করায় তাহলে তাদের পারিশ্রমিক প্রদান কর। তোমরা (পারিশ্রমিকের) ব্যাপারটি আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে নাও। কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে বাচ্চাকে অন্য কোন মহিলা দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযিক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে, যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। সামর্থের অধিক বোঝা আল্লাহ কারও উপর চাপান না। আশা করা যায়, আল্লাহ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্য দান করবেন"–(সূরা আত-তালাক ঃ ১-৭)।

٤٩٣١- عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَرْسَلَتْ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلٰى مَرْوَانَ وَهُوَ اَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدْهَا اِلٰى بَيْتِهَا قَالَ مَرْوَانُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِيْ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَوْ مَا بَلَغَكِ شَاْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ لاَ يَضُرُّكَ اَلاَّ تَذْكُرَ حَدِيْثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ مَرْوَانُ اِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

৪৯৩১. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। ইয়াহইয়া ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস (তার স্ত্রী) আবদুর রহমান ইবনুল হাকামের কন্যাকে তালাক দেন। আবদুর রহমান তার মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মদীনার গভর্নর মারওয়ানকে বলে পাঠান ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাকে তার ঘরে ফেরত পাঠাও। মারওয়ান বলল ঃ আবদুর রহমান ইবনুল হাকাম যুক্তিতে আমাকে পরাজিত করেছে। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন, মারওয়ান আয়েশা (রা)-কে বলল ঃ আপনার কি ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা স্মরণ নেই ? তিনি বলেন,

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা বর্ণনা না করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। মারওয়ান বলল, আপনি যদি মনে করেন, ফাতেমার ঘটনায় একটা অসুবিধা ছিল, তাহলে এ দম্পতির ক্ষেত্রেও ঐ জাতীয় কিছু অসুবিধা আছে।

٤٩٣٢ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَالِفَاطِمَةَ اَلاَّ تَتَّقِى اللّٰهَ تَعْنِى فِىْ قَوْلِهَا لاَسُكْنٰى وَلاَ نَفَقَةَ .

৪৯৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমার কি হল, সে কি আল্লাহ্‌কে ভয় করে না ? অর্থাৎ তার একথা বলার সময় যে, (তালাকপ্রাপ্তা নারী) খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকারী নয়।[২৬]

٤٩٣٣ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِعَائِشَةَ اَلَمْ تَرَى اِلٰى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا اَلْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَ مَا صَنَعَتْ فَقَالَ اَلَمْ تَسْمَعِىْ فِىْ قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ اَمَا اَنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِىْ ذِكْرِ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

৪৯৩৩. উরওয়া ইবনে যুবাইর আয়েশাকে বললেন, আপনি কি দেখেন না, হাকামের পৌত্রীকে তার স্বামী তিন তালাক দিলে সে ঘর থেকে চলে গিয়েছিল ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ সে জঘন্য কাজ করেছে। উরওয়া পুনরায় বলেন ঃ আপনি কি শুনতে পাননি ফাতেমা কি বলছে ? আয়েশা (রা) বলেন ঃ এ হাদীস বর্ণনায় তার কোন কল্যাণ নেই।

৪২ অনুচ্ছেদ ঃ তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি স্বামীর ঘরে বাস করলে চোর প্রবেশের এবং তার হামলার আশংকা করে অথবা স্বামীর পরিবারের লোকজনকে গালমন্দ দেয়ার আশংকা করে তবে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে পারে।

٤٩٣٤ـ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ اَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلٰى فَاطِمَةَ وَزَادَ ابْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ

---

২৬. যে স্বামী সংগমপ্রাপ্তা স্ত্রীর হায়েয হয়, তালাকের পর তিনবার হায়েয হওয়ার সময়টাই তার 'ইদ্দাত'। রিজয়ী (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর ঘরেই ইদ্দাত পালন করবে। ইদ্দাত পালনকালে সে স্বামীর কাছ থেকে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাওয়ার অধিকারী। গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তার এটা পাওয়ার অধিকার থাকবে না। স্বামী যদি তাকে বের করে দেয় তবে সে গুনাহগার হবে। বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর কাছে বসবাসের ঘর ও খরচপাতি পাবে কি না—এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস (রা) ও আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে সে খোরপোষ পাবে না। হযরত উমার (রা) ও আবু হানীফার মতে খোরপোষ ও বাসস্থান পাবে। ইমাম মালেক ও শাফিয়ীর মতে সে যতক্ষণ স্বামীর বাড়ি পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ বাসস্থান পাবে ; কিন্তু ভরণপোষণ পাবে না।

ফাতেমা বিনতে কায়েসের ঘটনা ঃ ফাতেমা বিনতে কায়েস ছিলেন সর্বপ্রথম হিজরতকারিণী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি খুব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী রমনী ছিলেন। আবু আমর ইবনে হাফস-এর সাথে তার বিয়ে হয়। নবী (স) যখন আলী (রা)-কে ইয়ামন পাঠান, তখন আবু আমরও তার সাথে সেখানে যান। ওখান থেকেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে পাঠান। তিনি তার দুই চাচাত ভাইকে খোরপোষ বাবদ তাকে কিছু খেজুর ও যব দেয়ার জন্য বলে দেন। খোরপোষের পরিমাণটা কম হওয়ায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করেন। তিনি তাকে বলেন ঃ তুমি বাসস্থান ও খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নও। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা ছিল তার জন্য শাস্তি স্বরূপ। কারণ তিনি স্বামীর স্বজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন বলে কথিত আছে।

هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَابَتْ عَائِشَةُ اَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِىْ مَكَانٍ وَّحْشٍ فَخِيْفَ عَلٰى نَاحِيَتِهَا فَلِذٰلِكَ اَرْخَصَ لَهَا النَّبِىُّ ﷺ

৪৯৩৪. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইবনে আবুয যিনাদ হিশাম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) এটাকে খুবই আপত্তিকর মনে করতেন। তিনি বলেন, ফাতেমা একটা জনশূন্য স্থানে থাকত, যেখানে সবসময় ভয় লেগে থাকত। তাই নবী (স) তাকে সেখান থেকে চলে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ .

"আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন, তা গোপন করা তাদের জন্য হালাল নয়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮) এর অর্থ মাসিক ঋতু ও গর্ভধারণ।

٤٩٣٥ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْفِرَ اِذَا صَفِيَّةُ عَلٰى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيْبَةً فَقَالَ لَهَا عَقْرٰى اَوْ حَلْقٰى اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا اَكُنْتِ اَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِىْ اِذًا.

৪৯৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (স) হজ্জ সমাপন করে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন সাফিয়্যা (রা) নিজের তাঁবুর দরজায় বিষণ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তাকে বলেন ঃ ন্যাড়া, তুমি নিশ্চিহ্ন হও। তুমি কি আমাদেরকে এখানে আটকিয়ে রাখবে ? কুরবানীর দিন তুমি কি যিয়ারতের তাওয়াফ করেছ ? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তবে এখন চল, কোন অসুবিধা নেই।[২৭]

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ـ

"তাদের স্বামীরা যদি পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে রাজী হয়, তবে (অবকাশের মধ্যে) তাদেরকে স্ত্রীরূপে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারী"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২২৮)। আল-হাসান বলেন, মাকিল (রা) তার বোনকে বিবাহ দেন। পরে তার স্বামী তাকে এক তালাক দেয়।

٤٩٣٦ـ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلُ اُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ كَانَتْ اُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلّٰى عَنْهَا حَتّٰى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِىَ مَعْقِلٌ مِّنْ ذٰلِكَ اَنَفًا فَقَالَ خَلّٰى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ

২৭. হজ্জের শেষ পর্বের দিকে সাফিয়্যা (রা)-এর কিছু করণীয় কাজ বাকি ছিল। ইতিমধ্যে তার মাসিক ঋতু এসে যায়। এতে তিনি মন খারাপ করে তাঁবুর দরযায় দাঁড়িয়েছিলেন। তার কোন অবশ্য করণীয় রুকন বাকি না থাকায় রসূল (স) তাকে বললেন, কোন ক্ষতি নেই।

وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ - فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ (وَاسْتَرَادَ) لِأَمْرِ اللّٰهِ :

৪৯৩৬. হাসান বসরী (র) বলেন, মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা)-এর বোন এক ব্যক্তির বিবাহাধীন ছিল। তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করল। ইতিমধ্যে তার ইদ্দাত শেষ হলে স্বামী তার কাছে পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তাতে রাগান্বিত হন এবং বলেন, যখন কাজ তার হাতে ছিল, তখন সে স্ত্রী থেকে দূরে সরে গেছে। এখন আবার বিবাহের প্রস্তাব পাঠায়। মাকিল (রা) তার বোন ও স্বামীর পুনর্বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। এই অবস্থায় আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমরা যখন নিজেদের স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারাও তাদের ইদ্দাত পূর্ণ করে, তখন তাদের প্রস্তাবিত স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তোমরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না,[২৮] যখন তারা প্রচলিত পন্থায় পরস্পর দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়েছে, তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছ তাদেরকে এসব উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা সঠিক কর্মনীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ যা জানেন তোমরা তা জান না"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩২)। রসূলুল্লাহ (স) মাকিল (রা)-কে ডেকে এনে এ আয়াত পড়ে শুনান। মাকিল (রা) তার জিদ ছেড়ে দেন এবং আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করেন।

٤٩٣٧- عَنْ نَّافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَّاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرٰى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِيْنَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِيْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُّطَلَّقَ (تُطَلَّقَ) لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ (لَوْ) كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلٰثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيْهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَنِيْ بِهٰذَا.

৪৯৩৭. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় এক তালাক দেন। রসূলুল্লাহ (স) স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে রেখে দিতে বলেন। তারপর হায়েয হয়ে পুনরায় পাক হওয়া পর্যন্ত তাকে

---

২৮. আয়াতটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক ঃ তালাক দেয়া স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বসতে চাইলে তোমরা আত্মীয়রা তাতে বাধা দিও না। দুই ঃ নতুন স্বামী গ্রহণের বেলায় পূর্ব স্বামী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। এক বা দুই তালাকে রিজয়ী দেয়া হলে ইদ্দাতের পরেও অন্য ব্যক্তির সাথে পুনর্বিবাহ ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। এক বা দুই তালাকে বায়েনেরও এই হুকুম (পুনর্বিবাহ সিদ্ধ)। তিন তালাক হয়ে গেলেই তাহ্লীল প্রয়োজন হয়।

থাকতে দিবে। এরপর যদি তালাক দিতে চায় তা দিতে পারে, কিন্তু তা উক্ত তোহরে সঙ্গম করার পূর্বেই দিতে হবে। এটা সেই ইদ্দাতকাল যে অবস্থায় তালাক দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আবদুল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন ঃ যদি তুমি স্ত্রীকে তিন তালাক দাও তবে ঐ স্ত্রী অন্য স্বামীকে বিয়ে না করা পর্যন্ত তোমার জন্য হারাম হয়ে যাবে। লোকেরা লাইস থেকে নাফে'র মাধ্যমে ইবনে উমারের একথাটুকুও বর্ণনা করেছে ঃ যদি তুমি এক বা দুই তালাক দিতে (ভাল হতো)। কেননা নবী (স) আমাকে এভাবেই হুকুম দিয়েছেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনা।

٤٩٣٨- عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَاَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَتُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ عَجَزَا وَاسْتَحْمَقَ .

৪৯৩৮. ইউনুস ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইবনে উমার তার স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় তালাক দেন। উমার (রা) এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার জন্য। অতপর ইদ্দাতের জন্য সে যেন তালাক দেয়। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম ঃ পূর্বের তালাকটা কি গণনায় ধরা হবে ? ইবনে উমার (রা) বলেন ঃ তুমি কি মনে করো, সে যদি অক্ষম হয় অথবা আহাম্মকি করে (তাহলে কে দায়ী হবে)?

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যুহরী (র) বলেন, অল্প বয়স্কা মেয়ে, যার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তার খোশবু ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করি না। কারণ তাকেও ইদ্দাত পালন করতে হবে।

٤٩٣٩- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَبُوْهَا اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خَلُوْقٌ اَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلٰى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِيْنَ تُوُفِّيَ اَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَمَا وَاللّٰهِ مَا لِيْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ اِلاَّ

عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ اُمَّ سَلَمَةَ تَقُوْلُ جَاءَ تْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِىْ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا اَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ لاَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هِىَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَاْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِىْ بِالْبَعْرَةِ عَلٰى رَاْسِ الْحَوْلِ قَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ اِذَا تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا حَتّٰى تَمُرَّ لَهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتٰى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ اَوْ شَاةٍ اَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهٖ فَقَلَّ مَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ اِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطٰى بَعْرَةً فَتَرْمِى ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَ تْ مِنْ طِيْبٍ اَوْ غَيْرِهٖ سُئِلَ مَالِكٌ مَّا تَفْتَضُّ بِهٖ قَالَ تَمْسَحُ بِهٖ جِلْدَهَا .

৪৯৩৯. যয়নব বিনতে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নব (রা) বলেন, নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-এর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ইবনে হারব মারা যাওয়ার পর আমি তার কাছে যাই। উম্মু হাবীবা (রা) হালকা লাল রং-এর খোশবু নিয়ে তার খাদেমাকে ডাকলেন। তা থেকে তিনি এক বালিকাকে খোশবু মাখালেন এবং নিজের দুই গালেও মাখলেন, অতপর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমার কোন খোশবুর দরকার ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের বেশী শোক করা হালাল নয়। শুধু স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, অতপর আমি যয়নব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে যাই তার ভাই মারা গেলে। তিনিও সুগন্ধি নিয়ে ডাকলেন এবং তা ব্যবহার করলেন। অতপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমার খোশবুর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক জ্ঞাপন জায়েয নেই। শুধুমাত্র স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। যয়নব (রা) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ জনৈকা মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মেয়ের স্বামী মারা গেছে। মেয়েটির চোখ রোগাক্রান্ত। তার চোখে কি সুরমা লাগানো যাবে ? তিনি বলেন, না। মহিলা দুই তিনবার জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রতিবারই না বলেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাকে চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। জাহিলিয়াতের যুগে তোমাদের কোন নারীকে এক বছর ধরে ইদ্দাত পালন করতে হতো। অতপর সে নিজের চতুর্দিকে পায়খানা নিক্ষেপ করে পাক হতো। হুমাইদ বলেন ঃ আমি যয়নবকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের বিষ্ঠা নিক্ষেপের কি উদ্দেশ্য ছিল ? যয়নব বলেন ঃ জাহিলী যুগে কোন নারীর স্বামী মারা গেলে সে একটা ক্ষুদ্র কোঠায় ঢুকে পড়ত এবং নিকৃষ্ট মানের কাপড় পরিধান করত। এক

বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সে খোশবু ব্যবহার করতে পারত না। এরপর তার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, যেমন গাধা, বকরী ইত্যাদি অথবা পাখি নিয়ে আসা হতো। সে তার গায়ে হাত বুলাত। সে যার উপর হাত লাগাত প্রায় ক্ষেত্রে তা মারা যেত। তারপর সে সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসত। তাকে বিষ্ঠা দেয়া হত এবং সে তা ছড়িয়ে দিত। এরপর সে যে কোন কাজ, যেমন সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর সুরমা ব্যবহার।

٤٩٤٠ـ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّهَا اَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَشُوْا (عَلٰى) عَيْنَيْهَا فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاسْتَاْذَنُوْهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ لاَ تَكَحَّلْ (تَكْتَحِلْ) قَدْ كَانَتْ اِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِيْ شَرِّ اَحْلاَسِهَا اَوْ شَرِّ بَيْتِهَا فَاِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَ حَتّٰى تَمْضِيَ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشْرٌ وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ اَبِيْ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِامْرَاَةٍ مُّسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجِهَا اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

৪৯৪০. যয়নব বিনতে উম্মে সালামা (রা) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যায়। তার আত্মীয়গণ তার চোখের অসুখের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে। তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে উক্ত মহিলার জন্য সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চায়। তিনি বলেন, সে সুরমা লাগাবে না। (জাহিলিয়াতের যুগে) তাদেরকে নিকৃষ্ট মানের ঘরে থাকতে ও কাপড়-চোপড় পরতে হত। এক বছর ইদ্দাত পালন করার পর তার সামনে দিয়ে কুকুর যেত এবং সে তার গায়ে বিষ্ঠা ছুঁড়ে মারত (এভাবে সে পবিত্র হত)। অতএব সে সুরমা লাগাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত চার মাস দশ দিন পূর্ণ না হয়। আমি (নাফে) যয়নব বিনতে উম্মে সালামাকে উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী (স) বলেন ঃ যে মুসলমান নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন জায়েয নয়। শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।

٤٩٤١ـ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نُهِيْنَا اَنْ نُحِدَّ اَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ اِلاَّ بِزَوْجٍ .

৪৯৪১. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন ঃ স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণীর হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সুগন্ধি ব্যবহার করা।

٤٩٤٢ـ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهٰى اَنْ نُّحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلٰثٍ اِلاَّ عَلَى الزَّوْجِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَّيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ اِذَا اغْتَسَلَتْ اِحْدَانَا مِنْ مَّحِيْضِهَا (حَيْضَتِهَا) فِيْ نُبْذَةٍ مِّنْ كُسْتِ اَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهٰى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

৪৯৪২. উম্মু আতিয়া (রা) বলেন ঃ মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন চার মাস দশ দিন। এ অবস্থায় আমরা সুরমা, সুগন্ধি ও রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করতাম না, অবশ্য হালকা রং বিশিষ্ট কাপড় নিষিদ্ধ নয়। হায়েয শেষে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের সময় আমাদেরকে 'কোস্ত' নামক এক প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হত।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ শোক পালনকারিণী আসব কাপড় পরিধান করবে।

٤٩٤٣ـ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلٰثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ فَاِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَّصْبُوْغًا اِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَعَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا اِلاَّ اَدْنٰى طَهْرِهَا اِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِّنْ قُسْطٍ وَّاَظْفَارٍ .

৪৯৪৩. উম্মু আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে স্বামী ছাড়া অন্য কোন মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নয়। সে সুরমা ব্যবহার করবে না এবং রঙ্গিন কাপড় পরবে না। অবশ্য আসব (রঙিন সূতী) কাপড় পরতে পারে। উম্মু আতিয়া থেকে (আরও) বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন ঃ সে খোশবু ব্যবহার করবে না, অবশ্য তোহরের নিকটবর্তী সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। পবিত্র হওয়ার সময় 'কোস্ত' ও 'আযফার' নামক হালকা সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন (বিবাহ থেকে) বিরত থাকবে। যখন তাদের ইদ্দাত পূর্ণ হয়ে যাবে তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে সঠিক পথে যা করতে চাইবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই। আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের কাজ সম্পর্কে অবহিত"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৪)।

٤٩٤٤ـ عَنْ مُجَاهِدٍ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا قَالَ كَانَتْ هٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ اَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ قَالَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ اَشْهُرٍ وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَصِيَّةً اِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِيْ وَصِيَّتِهَا وَاِنْ شَاءَتْ

خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللّٰهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا زَعَمَ ذٰلِكَ عَنْ مُّجَاهِدٍ .

৪৯৪৪. মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়"—এ আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন ঃ এ ইদ্দাত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে পূর্ণ করা ওয়াজিব। অতপর মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা মারা যায় এবং পশ্চাতে বিধবা স্ত্রী রেখে যায় ; নিজেদের স্ত্রীদের জন্য তাদের এ অসীয়াত করে যাওয়া উচিত যে, এক বছর পর্যন্ত যেন তাদের জীবিকা ও যাবতীয় খরচপত্রের ব্যবস্থা করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে যেন ঘর থেকে বিতাড়িত করা না হয়। অবশ্য তারা নিজেরা যদি স্বেচ্ছায় চলে যায় তবে তাদের নিজেদের ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মে তারা যা কিছু করবে সেজন্য তোমাদের কোন দায়িত্ব নেই। আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪০)। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, স্বামীর বাড়িতে তার সাত মাস বিশ দিন অবস্থানের অধিকার আছে। যদি সে চায় অসীয়াত মনে করে স্বামীর পরিবারে অবস্থানও করতে পারে অথবা চলেও যেতে পারে। আর আল্লাহ্র বাণী ঃ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ আয়াতের এটাই লক্ষ্য। অতএব (চার মাস দশ দিন) ইদ্দাত ওয়াজিব। একথাগুলো মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। আতা (র) বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস বলেন ঃ এ আয়াত স্বামীর পরিবারে অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করা রহিত করে দিয়েছে। অতএব সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করে ইদ্দাত পালন করতে পারে। আল্লাহ্র বাণী ঃ 'বহিষ্কৃত না করে।' আতা বর্ণনা করেছেন যে, সে ইচ্ছা করলে স্বামীর পরিবারের সাথে থেকে ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং অসীয়াত ঠিক রাখতে পারে। আর যদি সে চায় 'ফালা জুনাহা আলাইকুম'-এর ভিত্তিতে অন্যত্র চলেও যেতে পারে। আতা বলেন, মীরাসের আয়াত নাযিল হলে তার বাসস্থান প্রাপ্তি রহিত হয়ে যায়। এখন সে যেখানে ইচ্ছা ইদ্দাত পূর্ণ করতে পারে এবং তার বাসস্থান পাওয়ার অধিকার নেই।

٤٩٤٥ـ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ ابْنَةِ اَبِىْ سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِىُّ اَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ مَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ لَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحُدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا .

৪৯৪৫. আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। যখন তাঁর কাছে তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ আসল, তিনি সুগন্ধি আনালেন এবং তা দুই হাতে মাখলেন। অতপর তিনি বলেন, আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তার পক্ষে মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা হালাল নয়। শুধু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বেশ্যার উপার্জন ও ফাসিদ (অবৈধ) বিবাহ। হাসান (বসরী) বলেন, কেউ অজান্তে নিজের কোন মাহরাম নারীকে বিবাহ করলে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে

দিতে হবে। সে যা পেয়েছে তা ফেরতযোগ্য নয় এবং তাছাড়া তার আর কোন প্রাপ্য নেই। তাঁর পরবর্তী অভিমত এই যে, সে মোহর লাভ করবে।

٤٩٤٦- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ .

৪৯৪৬. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

٤٩٤٧- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَاكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَنَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِيْنَ .

৪৯৪৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অভিসম্পাত করেছেন উলকি অঙ্কনকারিণী, উলকি গ্রহণকারিণী, সূদখোর ও সূদদাতাকে। তিনি কুকুর বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বেশ্যার উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। চিত্রকরদেরকেও তিনি অভিসম্পাত করেছেন।[২৯]

٤٩٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْاِمَاءِ .

৪৯৪৮. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বাঁদীর (অবৈধ পন্থায়) উপার্জিত অর্থ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ নির্জনবাসের পরে ও পূর্বে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তার মোহরের পরিমাণ।

٤٩٤٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا فَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَاَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَيُّوْبُ فَقَالَ لِىْ عَمْرُو ابْنُ دِيْنَارٍ فِى الْحَدِيْثِ شَىْءٌ لاَ اُرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِىْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ اَبْعَدُ مِنْكَ .

৪৯৪৯. সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আমি ইবনে উমার (রা)-কে বললাম, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর যেনার অপবাদ দেয়। তিনি বলেন, নবী (স) আজলান গোত্রের এক দম্পতির বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ জানেন তোমাদের

২৯. অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা হারাম। নাচগান, বেশ্যাবৃত্তি, গণক-ঠাকুরী, যাদুগিরি, জীবন্ত ও বিচরণশীল প্রাণীর চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণে এসব পেশার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম। কুকুর, শূকর, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীর গোশত হারাম। অতএব এর ব্যবসাও হারাম। ইসলামী আইন শাস্ত্রের একটি মৌলিক নীতি হলো "হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যবসাও হারাম।"

উভয়ের মধ্যে একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। কে তাওবা করতে রাজী আছ ? উভয়ই তাওবা করতে অস্বীকার করে। তিনি আবার বলেন, আল্লাহ জানেন তোমাদের দু'জনের একজন অবশ্যই মিথ্যুক। কে তাওবা করতে প্রস্তুত আছ ? তারা দোষ স্বীকার করতে রাজী হলো না। অতপর নবী (স) তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন। আইউব বলেন ঃ আমর ইবনে দীনার আমাকে বলেন, হাদীসটিতে আরও কথা আছে, যা তোমাকে বলতে শুনি না। তিনি বলেন ঃ লোকটি বলল, আমার দেয়া মালের কি হবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমার মাল ফেরত পাবে না। তোমার দাবি সত্য হলে তুমি তার সঙ্গম স্বাদ লাভ করেছ। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে তোমার ধন তোমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারিত করা হয়নি, আল্লাহর (এ) বাণী অনুযায়ী তার জন্য উপহার সামগ্রী (মাতা)।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ .

"তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের মোহর নির্দিষ্ট করার পূর্বে তাদেরকে তালাক দিলে তাতে কোন দোষ নেই। তোমরা তাদেরকে কিছু দেয়ার ব্যবস্থা কর। সচ্ছল ব্যক্তি নিজ সামর্থ অনুযায়ী এবং অসচ্ছল ব্যক্তিও নিজ সামর্থ অনুযায়ী খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে প্রচলিত পন্থায়। এটা নেক লোকদের কর্তব্য। তোমরা স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তাদেরকে তালাক দাও এবং তাদের মোহর নির্দিষ্ট করে থাক, তবে তাদেরকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে। আর স্ত্রী যদি অনুগ্রহ দেখায় (মোহরানা গ্রহণ না করে) কিংবা যে পুরুষটির হাতে বিবাহ বন্ধনের সূত্রটি রয়েছে সে যদি অনুগ্রহ করে (পূর্ণ মোহর প্রদান করে) তবে তা অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা যদি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর, তবে এ কর্মনীতি তাকওয়ার খুবই অনুকূল। তোমরা পারস্পরিক সহৃদয়তা দেখাতে কখনও ভুল করো না। তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম আল্লাহ দেখছেন"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৭)। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ .

যেসব স্ত্রীলোককে তালাক[৩০] দেয়া হয়েছে, তাদেরকে উপযুক্তভাবে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা উচিত। এটা মুত্তাকীদের প্রতি আরোপিত কর্তব্য"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৪১)। নবী (স) লিআনের ক্ষেত্রে মুতআর (মোহরের) উল্লেখ করেননি, যখন মুতআকৃত মহিলাকে তার স্বামী তালাক দেয়।

---

৩০. একই সঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক হবে না তিন তালাক হবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাউস, ইকরিমা প্রমুখ মনীষীদ্বয় বলেন ঃ যেহেতু একই সাথে তিন তালাক দেয়া সুন্নাত বিরোধী, তাই একে এক তালাকই গণ্য করতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মহানবী (স), আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-এর খেলাফতের প্রথম দুই বছরকাল এক সাথে তিন তালাক এক তালাকই ছিল। অতপর হযরত উমার বলেন ঃ যে কাজ মানুষের বুঝে-শুনে ধীরে-সুস্থে করা উচিত ছিল, মানুষ তাতে তাড়াহুড়া করতে শুরু করেছে। (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

٤٩٥٠ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللّٰهِ اَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لاَ سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَالِيْ قَالَ لاَ مَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِهَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ اَبْعَدُ وَاَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

৪৯৫০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) লিআনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ তোমাদের উভয়ের হিসাব আল্লাহ নিবেন। তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন অধিকার নেই। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার দেয়া মাল ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমার মাল ফেরত পাবে না। তার প্রতি তোমার অপবাদ যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমি যে তার লজ্জাস্থান হালাল করে নিয়েছিলে, তার বিনিময়ে ঐ মাল। যদি তুমি মিথ্যুক হও, তাহলে মাল তোমার থেকে বহু দূরে চলে গেছে।

সুতরাং এখন থেকে আমাদের এটা (তিন তালাকরূপে) কার্যকর করে দেয়া উচিত। অতপর তিনি তিন তালাক কার্যকর করেছেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া ও ইমামিয়া মাযহাবের (শীয়া) মতে ঃ একত্রে তিন তালাকে এক তালাক কার্যকর হবে।

চার মাযহাবের চার ইমামের মতে, কোন তালাককে সুন্নাত বিরোধী, বিদআত, হারাম বা গুনাহ বলার তাৎপর্য এই নয় যে, তা কার্যকর হবে না। তালাক হায়েয অবস্থায় দেয়া হোক, একই সাথে তিন তালাক দেয়া হোক, যে তোহরে স্ত্রী সহবাস হয়েছে সে তোহরেই দেয়া হোক, তালাক কার্যকর হবেই। জমহুর সাহাবা, তাবিয়ীন ও চার ইমামের সকলেই বলেন ঃ এক সাথে তিন তালাক দেয়া বিদআত ও গুনাহের কাজ, তবুও এতে তিন তালাকই হয়ে যাবে। এর ওপর মুজতাহিদ সাহাবাদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণও এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তিন তালাক কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের মতামত খুবই জোরালো। আল্লামা জামাখশারী তাফসীরে কাশ্শাফে বলেছেন ঃ নিজের স্ত্রীকে একত্রে তিন তালাক দিয়ে যে লোকই হযরত উমারের কাছে আসত, তিনি তাকে পিটাতেন এবং তার দেয়া তালাকগুলো কার্যকর করে দিতেন।

অধ্যায়—৪১

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

(ভরণপোষণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ ভরণপোষণ করার ফযীলাত। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কি খরচ করবে। বল ঃ যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা কর"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৯-২২০)। হাসান (বসরী) বলেন, এখানে 'আল-আফওয়া' অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

٤٩٥١- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْاَنْصَارِيَّ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهٗ صَدَقَةً .

৪৯৫১. আদী ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আনসারীর কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারীকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে বর্ণিত ? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (স) বলেছেন ঃ কোন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করে এবং তা থেকে সওয়াবের আশা রাখে, এ খরচ তার জন্য সদাকা হিসাবে গণ্য হয়।

٤٩٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ .

৪৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান ! খরচ কর। তাহলে তোমার জন্যও খরচ করা হবে।

٤٩٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ وَالصَّائِمِ النَّهَارَ .

৪৯৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বিধবা ও মিসকীনদের[১] জন্য চেষ্টা-তদবীরকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী অথবা রাত জেগে ইবাদতকারী ও দিনভর রোযা পালনকারী ব্যক্তির সমতুল্য।

---

১. নিজেদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের পরিমাণ সম্পদ যাদের নেই, আত্মসম্মানবোধের কারণে যারা অন্যের কাছে হাতও পাততে পারে না এবং বাহ্যিক অবস্থা দেখেও যাদেরকে অভাবগ্রস্ত মনে হয় না—এরূপ লোককে হাদীসে মিসকীন বলা হয়েছে। কিন্তু ফিক্‌হের পরিভাষায় এদেরকে ফকীর বলা হয়েছে। অন্য কথায়—একজন গরীব, ভদ্রলোক, যে সক্ষম কিন্তু বেকার। হযরত উমার (রা) এমন লোককেও মিসকীনের মধ্যে গণ্য করেছেন।

٤٩٥٤- عَنْ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ وَاَنَا مَرِيْضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِيْ مَالٌ اُوْصِيْ بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَمَهْمَا اَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِيْ فِيْ اِمْرَأَتِكَ وَلَعَلَّ اللّٰهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَّيَضُرُّ بِكَ اٰخَرُوْنَ .

৪৯৫৪. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে নবী (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, আমার সম্পদ আছে ; আমি কি সবটুকুর জন্য ওসিয়াত[২] করতে পারি ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল ? তিনি বলেন, না। আমি পনুরায় বললাম, এক-তৃতীয়াংশের জন্য ? তিনি বলেন ঃ এক-তৃতীয়াংশের ওসিয়াত করতে পার। তবে এটাও বেশী। প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজের ওয়ারিসগণ অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হবে—এরূপ অবস্থায় তাদেরকে রেখে যাওয়ার পরিবর্তে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক ভাল। তুমি তাদের জন্য যখনই যা কিছু খরচ কর, তা তোমার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়, এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তাও। আল্লাহ তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। সম্ভবত তোমার দ্বারা এক শ্রেণীর লোক উপকৃত এবং আর এক শ্রেণীর লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবার ও সন্তানদের ভরণপোষণ করা বাধ্যতামূলক।

٤٩٥٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ اِمَّا اَنْ تُطْعِمَنِيْ وَاِمَّا اَنْ تُطَلِّقَنِيْ وَيَقُوْلُ الْعَبْدُ اَطْعِمْنِيْ وَاسْتَعْمِلْنِيْ وَيَقُوْلُ الْاِبْنُ اَطْعِمْنِيْ اِلٰى مَنْ تَدَعُنِيْ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيْسِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

৪৯৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত শ্রেষ্ঠ।[৩] নিকটাত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।[৪] এটা কি ভাল কথা যে, স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও নতুবা তালাক দাও। চাকর বলবে, আগে খাবার দাও পরে

---

২. ইসলামী শরীয়াত মালিককে তার ধন-সম্পদের তিনের এক অংশ পর্যন্ত ওসিয়াত করার অনুমতি দিয়েছে এবং ওয়ারিসদের বঞ্চিত করে এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ ওসিয়াত করা নিষেধ করেছে। কুরআন মজীদে যাদের অংশ নির্দিষ্ট করা আছে, ওসিয়াতের মাধ্যমে তাদের অংশে কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে না।

৩. দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতা শ্রেষ্ঠ।

৪. নিজের গরীব নিকটাত্মীয়ের দাবি আগে পূরণ করতে হবে।

কাজ লও। সন্তান বলবে, আমাকে খাবার না দিয়ে কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ ? লোকেরা বলল ঃ হে আবু হুরাইরা ! আপনি কি এ কথাগুলো রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শুনেছেন ? তিনি বলেন, না। এ কথাগুলো আবু হুরাইরা (রা) নিজের প্রজ্ঞা থেকে বলছি।

٤٩٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَّابْدَا بِمَنْ تَعُوْلُ .

৪৯৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সচ্ছলতা বজায় রেখে যে দান-খয়রাত করা হয় তাই উত্তম। নিজের আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিবারের এক বছরের খরচা সঞ্চয় করে রাখা এবং পরিবারের জন্য কিভাবে খরচ করবে।

٤٩٥٧- عَنْ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَبِيْعُ نَخْلَ بَنِى النَّضِيْرِ وَيَحْبِسُ لاَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِمْ .

৪৯৫৭. উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বনী নযীরের[৫] (বাগানের) খেজুর বিক্রি করে দিতেন এবং নিজ পরিবারের এক বছরের (পরিমাণ) খোরাক সঞ্চয় করে রাখতেন।

٤٩٥٨- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِىْ ذِكْرًا مِّنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى دَخَلْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مَالِكٌ انْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ اِذْ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا فَقَالَ هَلْ لَّكَ فِىْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمْ قَالَ فَدَخَلُوْا وَسَلَّمُوْا فَجَلَسُوْا ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَا قَلِيْلاً فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِىْ عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَاَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِىْ وَبَيْنَ هٰذَا فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَاَرِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ فَقَالَ عُمَرُ اتَّئِدُوْا اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ قَالاَ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاِنِّىْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ (قَدْ) خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِىْ هٰذَا الْمَالِ بِشَىْءٍ لَّمْ

৫. চতুর্থ হিজরীতে বনী নযীরের এলাকাটি মুসলমানদের হস্তগত হয়। রসূলুল্লাহ (স) তা থেকে একটি অংশ পান।

يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ قَالَ اللّٰهُ (مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُم فَمَا اَوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ) فَكَانَتْ هٰذِهٖ خَالِصَةً لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا اَحْتَازَهَا (اَحْتَازَهَا) دُوْنَكُمْ وَلاَ اسْتَاْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَاكُمُوْهَا وَبَثَّهَا فِيْكُم حَتّٰى بَقِيَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِّنْ هٰذَا الْمَالِ ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ بِذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَيَاتَهُ وَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لِعَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ (يَعْمَلُ) فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهٖ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنْتُمَا حِيْنَئِذٍ وَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ تَزْعُمَانِ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّهُ فِيْهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ اَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَّاَمْرُكُمَا جَمِيْعٌ جِئْتَنِيْ تَسْاَلُنِيْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ وَاَنَّ هٰذَا يَسْاَلُنِيْ نَصِيْبَ امْرَاَتِهٖ مِنْ اَبِيْهَا فَقُلْتُ اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ اِلَيْكُمَا عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ بِهٖ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِمَا عَمِلْتُ بِهٖ فِيْهَا مُنْذُ وُلِّيْتُهَا وَاِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِيْ فِيْهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا بِذٰلِكَ فَدَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَّعَبَّاسٍ فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ قَالاَ نَعَمْ قَالَ اَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ فَوَالَّذِيْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ فَاِنَا اَكْفِيْكُمَاهَا.

৪৯৫৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে মালেক ইবনে আওস (র) অবহিত করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের তার একটি হাদীসের কথা আমাকে জানান। এর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি মালেক ইবনে আওসের কাছে যাই এবং এ সম্পর্কে

তাকে জিজ্ঞেস করি। মালেক (র) বলেন ঃ আমি উমার (রা)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলাম। ইত্যবসরে তার দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান, আবদুর রহমান, জুবায়ের ও সাদ (রা) ভেতরে আসার জন্য আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। তাদেরকে ডাকব ? তিনি বলেন, হাঁ। অনুমতি পেয়ে তাঁরা ভেতরে এসে সালাম করে আসন গ্রহণ করলেন। ইয়ারফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। তারপর উমার (রা)-কে বলল ঃ আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাচ্ছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তাদেরকে আসতে দাও। তাঁরা ভেতরে এসে সালাম দিয়ে বসলেন। অতপর আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমার ও তাঁর মধ্যে ফয়সালা করে দিন। উসমান (রা) ও তার সাথীরাও বলেন ঃ হে আমীরুল মুমিনীন ! তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন এবং পরস্পরকে শান্ত করুন। উমার (রা) বলেন, তাড়াহুড়া করো না, ধৈর্যচ্যুত হয়ো না। আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন সুপ্রতিষ্ঠিত, তোমরা কি জান, রসূলুল্লাহ (স) কি বলেছেন ? তিনি বলেছেন ঃ "আমাদের কোন ওয়ারিস নেই, যা রেখে যাই তা সদাকা।" একথা দ্বারা রসূলুল্লাহ (স) নিজেকে বুঝিয়েছেন। উপস্থিত লোকেরা বলেন, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন ঃ আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তা কি তোমরা জান ? তাঁরা দু'জনেই বলেন, হাঁ, তিনি একথা বলেছেন। উমার (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে বলছি।

আল্লাহ তাঁর রসূল (স)-কে এ মালে একটা বিশেষত্ব দান করেছেন, যা অন্য কোন নবীকে দেননি। আল্লাহ বলেন ঃ "আর যে ফাই[৬] আল্লাহ তাদের মালিকানা থেকে বের করে তাঁর রসূলের দখলে এনে দিয়েছেন, তা অর্জন করতে তোমরা ঘোড়া ও উট দৌঁড়াওনি, বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যার উপরে চান কর্তৃত্ব ও আধিপত্য দান করেন। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী"–(সূরা আল-হাশর ঃ ৬)। এ সম্পত্তি শুধুমাত্র রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহ্র কসম ! তিনি তোমাদের বঞ্চিত করে এগুলো নিজের জন্য সঞ্চয় করেননি এবং তোমাদের উপর কাউকে অগ্রাধিকারও দেননি। এ থেকেই তিনি তোমাদের দিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে বণ্টন করেছেন এবং ঐ মাল থেকে কেবল এটুকু অবশিষ্ট থাকে। রসূলুল্লাহ (স) এ অবশিষ্ট অংশ থেকেই নিজের পরিবারের বাৎসরিক ভরণপোষণ করতেন এবং বছর শেষে যা উদ্বৃত্ত থাকত তা আল্লাহ্র পথে খরচ করে দিতেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর জীবিত অবস্থায় এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, তোমরা কি এটা জান ? তাঁরা সবাই বলেন, হাঁ। উমার (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি তোমাদের দু'জনকেও আল্লাহ্র

---

৬. এখানে 'ফাই'-এর মালের কথা বলা হয়েছে। সামরিক কার্যক্রম ছাড়া কোন দেশ বা এলাকা মুসলমানদের হস্তগত হলে, সেখানকার যেসব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তাদের দখলে আসে—তাকে 'ফাই' বলে। আর সামরিক কার্যক্রম পরিচালনাকালে শত্রু পক্ষের সৈন্যদের কাছ থেকে যেসব অস্থাবর সম্পত্তি মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাকে গনীমাত বলে।

'গনীমাত' হল শুধু সেই অস্থাবর সম্পদ, যা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী সৈন্যদের হস্তগত হয়। আর 'ফাই' হলো সেই স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, যা বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হয়। গনীমাতের মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। বাকি এক ভাগ সূরা আনফালের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহে ব্যয় করা হয়। কিন্তু ফাই-এর কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। এর সবটাই মুসলিম জনগণের সার্বিক কল্যাণে ব্যয় করা হয় অর্থাৎ তা সরকারী সম্পত্তি হিসাবে গণ্য।

শপথ করে বলছি, তোমাদের কি এটা জানা আছে ? তাঁরা দু'জনই বলেন, হাঁ। এরপর আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে উঠিয়ে নিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর স্থলাভিষিক্ত হলাম। আবু বাক্‌র (রা) ঐ মাল নিজের অধীনে নিলেন। তিনিও তা খরচের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসৃত নীতিই গ্রহণ করলেন। তোমরা দু'জন তখনও বর্তমান ছিলে। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে বলেন, তোমাদের ধারণা, আবু বাক্‌র (রা) এরূপ ও এরূপ (তোমাদের হক আদায় করছেন না)। আল্লাহ জানেন, আবু বাক্‌র (রা) এ ব্যাপারে সত্যবাদী, কল্যাণকামী, সঠিক নীতির অনুসারী, সত্যের অনুগামী ছিলেন। এরপর আল্লাহ আবু বাক্‌র (রা)-কে উঠিয়ে নিলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ঐ মাল আমার অধীনে নিয়ে আসি। দুই বছর যাবত আমিও রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌রের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে আসছি। এখন তোমরা দু'জন আমার কাছে এসেছ, উভয়ে একই কথা বলছ, উভয়ের একই মোকদ্দমা। তুমি (আব্বাস) এসেছ ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তিতে নিজের মীরাস দাবির জন্য। এ (আলী) এসেছে শ্বশুরের সম্পত্তিতে নিজ স্ত্রীর অংশ চাইতে।

আমি বলছি, যদি তোমরা চাও, আমি এটা তোমাদের কাছে হস্তান্তর করতে পারি ; এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে করা ওয়াদা-অঙ্গীকার ঠিক রাখবে এবং এ সম্পত্তির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌র (রা) যে নীতি অনুসরণ করেছেন এবং আমি এর তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার পর থেকে যে নীতি অবলম্বন করে আসছি তা মেনে চলবে। এ নীতি মেনে চলতে না পারলে তোমরা আমাকে এ সম্পত্তি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করো না।

অতএব তোমরা উভয়ে বলেছিলে, তা আমাদের কাছে ছেড়ে দিন। আমি তা তোমাদের উভয়ের কাছে হস্তান্তর করেছি। তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি—আমি কি তোমাদের উভয়ের কাছে উক্ত শর্তে তা হস্তান্তর করেছি ? লোকেরা বলল, হাঁ। তিনি আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম করে তোমাদের জিজ্ঞেস করছি—আমি কি তা উক্ত শর্তে তোমাদের উভয়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি ? তারা উভয়ে বলেন, হাঁ। এখন আমার কাছে এছাড়া আর কি ফয়সালা আশা কর ? শপথ সেই সত্তার যাঁর অনুমতি সাপেক্ষে আসমান ও যমীন স্ব স্ব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে ! কিয়ামত পর্যন্ত আমি এ ব্যাপারে এরূপ ফয়সালাই দিব। যদি তোমরা উল্লেখিত শর্ত পালন করতে অক্ষম হও, তাহলে ঐ মাল আমার যিম্মায় ছেড়ে দাও। আমি তার দেখাশুনা করব।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ اِلٰى قَوْلِهٖ بَصِيْرٌ .

"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে—সেই পিতার জন্য যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করাতে চায় ..... তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তার দ্রষ্টা" –(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا.

"তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্যপান ছাড়াতে লাগে তিরিশ মাস"–(সূরা আহ্কাফ ঃ ১৫)।

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۭ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ ۭ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۭ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

"তোমরা যদি একে অপরকে অসুবিধায় ফেলতে চাও, তাহলে অপর কোন স্ত্রীলোক তার পক্ষে (সন্তানকে) দুধ পান করাবে। সচ্ছল ব্যক্তি নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী খরচ করবে ..... প্রাচুর্য দান করবেন"–(সূরা আত-তালাক ঃ ৬-৭)।

ইমাম যুহরী (র) সূরা আল-বাকারার ২৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সন্তানকে কেন্দ্র করে তার পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সন্তানের মাতাকে আল্লাহ্ তাআলা নিষেধ করেছেন অর্থাৎ (তালাকপ্রাপ্তা) মা তাঁর শিশু সন্তানকে নিজ স্তনের দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। তার স্তনের দুধ সন্তানের খাদ্য এবং সে অন্যদের তুলনায় তার প্রতি সর্বাধিক স্নেহময়ী ও দয়ালু। অতএব তার তালাকদাতা স্বামী তাকে আল্লাহ্ নির্ধারিত প্রাপ্য প্রদান করলে সে তার সন্তানকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করতে পারবে না। অপরপক্ষে পিতাও শিশু সন্তানকে কেন্দ্র করে তার জন্মদাত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। তাই মাকে বাদ দিয়ে শিশুকে অন্য কোন নারীর দুধ পান করাতে আল্লাহ্ তাআলা (তালাকদাতা) পিতাকে নিষেধ করেছেন। পিতা-মাতার পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তোষের ভিত্তিতে সন্তানকে অন্য নারীর দুধ পান করাতে তাদের কারো অন্যায় হবে না। "যদি তারা পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই" অর্থাৎ পারস্পরিক পরামর্শ ও সম্মতির ভিত্তিতে উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর (তা করা যাবে)। 'ফিসাল' অর্থ 'ফিতাম' (দুধ ছাড়ানো)।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণ।

٤٩٥٩ـ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِّيْكٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اُطْعِمَ مِنَ الَّذِىْ لَهُ عِيَالَنَا قَالَ لاَ اِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

৪৯৫৯. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, হিন্দ বিনতে ওতবা এসে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। আমি যদি তার মাল থেকে সন্তানদের খাবারের ব্যবস্থা করি তাহলে এতে কি আমার কোন দোষ হবে ? তিনি বললেন, না, তবে ন্যায়সংগতভাবে।

٤٩٦٠ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ .

৪৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার নির্দেশ ছাড়া দান-খয়রাত করলে সে ঐ দানের অর্ধেক সওয়াব পাবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সংসারে স্ত্রীর কাজকর্মের ফজিলাত।

٤٩٦١ـ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُوْ اِلَيْهِ مَا تَلْقٰى فِيْ يَدِهَا مِنَ الرَّحٰى وَبَلَغَهَا اَنَّهُ قَدْ جَاءَهُ رَقِيْقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى بَطْنِيْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِّمَّا سَاَلْتُمَا اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا اَوْ اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَاَحْمَدَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَكَبِّرَا اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ .

৪৯৬১. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) তার হাতে যাঁতা ঘুরানোর ফলে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে নবী (স)-এর কাছে এলেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, তাঁর কাছে কিছু গোলাম এসেছে। কিন্তু তাঁর সাথে ফাতিমার দেখা হলো না। তিনি আয়েশাকে ঘটনা বলে গেলেন। তিনি বাড়ীতে আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে অবহিত করলেন। আলী (রা) বলেন, তিনি আমাদের কাছে এমন সময় আসলেন, যখন আমরা ঘুমাতে বিছানাগত হয়েছি। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি বললেন ঃ উভয়ে নিজ স্থানে থাক। তিনি এসে আমার ও ফাতিমার মাঝখানে বসলেন। আমি আমার পেটে তাঁর পদদ্বয়ের স্পর্শ অনুভব করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা যা চেয়েছ আমি তার চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা কি তোমাদের বলে দিব না ? যখন তোমরা বিছানায় ঘুমাতে যাও তখন তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' (আল্লাহ অতীব পবিত্র), তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য) এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) পড়বে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য খাদেমের চেয়েও উত্তম।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীর জন্য পরিচারিকা নিয়োগ।

٤٩٦٢ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْئَالُهُ خَادِمًا فَقَالَ اَلاَ اُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكِ مِنْهُ تُسَبِّحِيْنَ اللّٰهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَحْمَدِيْنَ اللّٰهَ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُكَبِّرِيْنَ اللّٰهَ اَرْبَعًا وَّثَلٰثِيْنَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ اِحْدَاهُنَّ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ قِيْلَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ ؟ قَالَ وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّيْنَ .

৪৯৬২. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা (রা) নবী (স)-এর কাছে এসে তাঁর কাছে একটি খাদেম চাইলেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে তোমার

জন্য এর চেয়েও কল্যাণকর জিনিসের কথা বলব না ? তুমি ঘুম যাওয়ার সময় তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ', তেত্রিশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং চৌত্রিশবার 'আল্লাহু আকবার' পড়বে। সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে ঃ এর মধ্যে যে কোন একটি চৌত্রিশবার। আলী (রা) বলেন, তখন থেকে আমি এগুলো পড়া কখনও ছাড়িনি। জিজ্ঞেস করা হলো, সিফ্‌ফিনের রাতেও নয় ? তিনি বললেন, সিফ্‌ফিনের রাতেও নয়।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহকর্তার পারিবারিক কাজ।

٤٩٦٣ـ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنَ يَزِيْدَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِى الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا سَمِعَ الْاَذَانَ خَرَجَ .

৪৯৬৩. আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত। আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী (স) বাড়ীতে কি করতেন ? তিনি বলেন, তিনি পরিবারের (যাবতীয়) কাজ করতেন, অতপর যখন আযান শুনতেন, (নামাযের জন্য) চলে যেতেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী সংসার খরচা না দিলে স্ত্রী তার অজান্তে নিজের এবং সন্তানের জন্য ন্যায়সংগত পরিমাণ খরচা নিতে পারে।

٤٩٦٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَوَلَدِىْ اِلاَّ مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ .

৪৯৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ বিনতে উতবা বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ খরচা দেয় না, শুধু এতটুকু যা আমি তার অজান্তে নিয়ে থাকি। তিনি বলেন ঃ ন্যায়সংগতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানদের প্রয়োজন পরিমাণ নাও।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ।

٤٩٦٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْاِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الْاٰخَرُ صَالِحُ نِسَاءٍ قُرَيْشٍ اَحْنَاهُ عَلٰى وَلَدٍ فِىْ صِغَرِهِ وَاَرْعَاهُ عَلٰى زَوْجٍ فِىْ ذَاتِ يَدِهِ وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৪৯৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ উটের পিঠে আরোহী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলারাই উত্তম। অপর বর্ণনায় আছে ঃ কুরাইশ মহিলাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের ছোট বাচ্চার প্রতি অধিকতর স্নেহশীলা এবং স্বামীর সম্পদের হেফাজতকারিণী। মুয়াবিয়া ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও নবী (স)-এর এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ নিয়মানুযায়ী স্ত্রীকে পরিধেয় বস্ত্র প্রদান।

٤٩٦٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৪৯৬৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট কিছু ডোরাকাটা রেশমী চাদর আসল। আমি তা পরিধান করলাম। এতে আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। তাই আমি তা টুকরা টুকরা করে নিজেদের মহিলাদের (বণ্টন করে) দিলাম।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান লালন-পালনে স্বামীকে সাহায্য করা।

٤٩٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ هَلَكَ اَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا اَوْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَاِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْ قَالَ خَيْرًا .

৪৯৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা সাত অথবা ন'টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। অতপর আমি এক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করি। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জাবের ! তুমি কি বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা ? আমি বললাম ঃ বরং প্রাপ্তবয়স্কা। তিনি বললেন ঃ তুমি কেন কুমারী বিয়ে করলে না, যাতে তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে আমোদ-আহলাদ করতে পারতে। জাবের (রা) বলেন, আমি তাঁকে বললাম ঃ আবদুল্লাহ (রা) কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই বয়সী কুমারী মেয়ে আনা পসন্দ করিনি। তাই আমি এক বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করেছি, যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন অথবা কল্যাণ দান করুন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ব্যক্তির পরিবারের জন্য ব্যয় করা।

٤٩٦٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَلِمَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ فَاَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ قَالَ هَاَنَا ذَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا قَالَ عَلَى اَحْوَجَ

مِنَّا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَحْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ فَاَنْتُمْ اِذَنْ .

৪৯৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি বললেন ঃ তা কেমন করে ? সে বলল ঃ রমযানের রোযা অবস্থায় আমি স্ত্রী সহবাস করেছি। তিনি বললেন ঃ একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলল ঃ আমার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন ঃ একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বলল ঃ রোযা রাখার শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন ঃ ষাটজন মিসকীনকে আহার করাও। সে বলল ঃ আমার সেই সঙ্গতিও নেই। এই সময় নবী (স)-এর নিকট এক ঝুড়ি খেজুর আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলল ঃ আমি এখানে। তিনি বললেন ঃ এগুলো নিয়ে সদাকা করে দাও। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের চেয়েও অভাবীকে ? শপথ সেই সত্তার ! যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, মদীনার এ দুই প্রস্তরময় যমীনের মাঝখানে আমাদের চেয়ে বেশী অভাবী আর কেউ নেই। একথা শুনে নবী (স) হেসে দিলেন, এমনকি তাঁর চোয়ালের দন্তরাজি দেখা গেল। তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরাই এগুলো গ্রহণ করো।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ "ওয়ারিসের ওপরও অনুরূপ দায়িত্ব রয়েছে"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩৩)। আর মহিলাদের ওপর এরূপ কোন দায়িত্ব আছে কি ? "আর আল্লাহ দুই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাদের একজন বোবা, যার কোন কিছুই করার শক্তি নেই, অধিকন্তু সে তার অভিভাবকের ওপর বোঝাস্বরূপ ..... "-(সূরা আন-নাহল ঃ ৭৬)।

٤٩٦٩ـ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ مِنْ اَجْرٍ فِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ قَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ .

৪৯৬৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আবু সালামার বাচ্চাদের ভরণপোষণ করাতে আমার কি সওয়াব হবে ? আমি তাদেরকে এভাবে এ অবস্থায় (দরিদ্র) ছেড়ে দিতে পারছি না। এরা আমারই সন্তান। তিনি বললেন ঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করছ, তার সওয়াব পাবে।

٤٩٧٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَىَّ حَرَجٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَّالِهِ مَا يَكْفِيْنِىْ وَبَنِىَّ قَالَ خُذِىْ بِالْمَعْرُوْفِ .

৪৯৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হিন্দ (বিনতে ওতবা) বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। কাজেই আমি আমার নিজের ও সন্তানদের প্রয়োজন মোতাবেক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করলে কি অন্যায় হবে ? তিনি বলেন ঃ ন্যায়সংগত-ভাবে গ্রহণ করবে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ "যে ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করে, তা আমার দায়িত্বে।"

٤٩٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىْ بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفّٰى عَلَيْهِ الدَّيْنَ فَيَسْاَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً فَاِنْ حُدِّثَ اَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلّٰى وَاِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ صَلُّوْا عَلٰى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَىَّ قَضَاءُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ .

৪৯৭১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জানাযার জন্য ঋণগ্রস্ত কোন মৃত ব্যক্তিকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে তার ঋণ শোধ করার মতো অতিরিক্ত সম্পদ রেখে গিয়েছে কি ? যদি বলা হতো সে তার ঋণ শোধ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে তিনি জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় তিনি মুসলমানদের বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। অতপর আল্লাহ নবী (স)-কে অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেন ঃ আমি মু'মিনদের জন্য তাদের আপন সত্তার চেয়েও অধিক কল্যাণকামী। কাজেই মু'মিনদের মধ্যে কেউ ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের (প্রাপ্য)।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুক্তদাসী বা অপর কোন নারী দুধ পান করাতে পারে।

٤٩٧٢- عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْكِحْ اُخْتِىْ بِنْتَ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِبِّيْنَ ذٰلِكَ قَالَتْ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَاَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِىْ فِى الْخَيْرِ اُخْتِىْ قَالَ فَاِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ اِنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّكَ تُرِيْدُ اَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ اُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ اُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِىْ فِىْ حَجْرِىْ مَا حَلَّتْ لِىْ اِنَّهَا ابْنَةُ اَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ اَرْضَعَتْنِى وَاَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَوَاتِكُنَّ وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ اَعْتَقَهَا اَبُوْ لَهَبٍ .

৪৯৭২. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার বোন আবু সুফিয়ানের মেয়েকে আপনি বিয়ে করুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি এটা পসন্দ করো ? আমি বললাম ঃ হাঁ। আমি একাই আপনার স্ত্রী নই। অতএব আমি আমার বোনকেও কল্যাণের অংশীদার করতে চাই। নবী (স) বলেন ঃ এটা তো আমার জন্য হালাল নয়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ্র শপথ ! আমাদের মাঝে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি নাকি দোররা বিনতে আবু সালামাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিনতে উম্মে সালামাকে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! সে যদি আমার স্ত্রীর কন্যা নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য হালাল ছিল না। কারণ সে আমার দুধ ভাতিজী। আমাকে ও আবু সালামাকে সুওয়াইবা দুধ পান করিয়েছে। কাজেই আমার জন্য তোমাদের কন্যা ও তোমাদের বোনদের পেশ করো না।[৭]

---

৭. স্ত্রীর গর্ভজাত এবং তার পূর্ব স্বামীর ঔরষজাত সন্তানকে রবীবাহ (ربيبة) বলে। এ ধরনের কন্যাদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার ওপরই নির্ভর করে না। সূরা আন-নিসায়ও এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। জাতির ফিক্‌হ্‌বিদদের এ সম্পর্কে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার ওপর নিশ্চিতরূপেই হারাম। সে কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত-পালিত হোক বা না হোক।

অধ্যায়—৪২

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ

(খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্য গ্রহণ)

১-অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ "আমি যেসব পবিত্র রিযিক তোমাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে তোমরা আহার কর"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২)। اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ "তোমরা যেসব জিনিস উপার্জন কর তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় কর"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ২৬৭)। كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا "পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও এবং নেক কাজ করো" –(সূরা মুমিনুন ঃ ৫১)।

٤٩٧٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىَ

৪৯৭৩. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খেতে দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং বন্দীদের মুক্ত কর।

٤٩٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ طَعَامٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى قُبِضَ وَعَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَصَابَنِىْ جُهْدٌ شَدِيْدٌ فَلَقِيْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَأْتُهُ اٰيَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَىَّ فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِىْ مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوْعِ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ عَلٰى رَاْسِىْ فَقَالَ يَا اَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَاَقَامَنِىْ وَعَرَفَ الَّذِىْ بِىْ فَانْطَلَقَ بِىْ اِلٰى رَحْلِهِ فَاَمَرَ لِىْ بِعُسٍّ مِّنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتّٰى اسْتَوٰى بَطْنِىْ فَصَارَ كَالْقِدْحِ قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِىْ كَانَ مِنْ اَمْرِىْ وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللّٰهُ ذٰلِكَ مَنْ كَانَ اَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَاعُمَرَ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَقْرَأْتُكَ الْاٰيَةَ وَلَاَنَا اَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللّٰهِ لَاَنْ اَكُوْنَ اَدْخَلْتُكَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ يَّكُوْنَ لِىْ مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ

৪৯৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন তাঁর ইন্তিকাল অবধি একাধারে তিন দিনও পেট পুরে খাওয়ার মত আহার পাননি। আবু

হুরাইরা (রা) বলেন, একদিন আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হয়ে পড়লাম। তাই উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে কিছু তিলাওয়াত[১] করতে বললাম। তিনি তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনান। এরপর আমি সেখান থেকে বেরিয়ে সামান্য কিছুদূর অগ্রসর হতেই প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে বেহুঁশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেলে দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে (আদর করে) ডাকলেন ঃ হে আবু হির (আবু হুরাইরা)। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আপনার পবিত্র দরবারে হাজির আছি। তিনি আমাকে হাত ধরে উঠান এবং আমার অবস্থা বুঝতে পারেন। তিনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বড় একটি পাত্র ভর্তি দুধ আনিয়ে তা পান করতে বলেন। আমি তার কিছু অংশ পান করি। তিনি বলেন, হে আবু হুরাইরা ! আরো পান কর। আমি পনুরায় পান করলাম। তিনি আবার বলেন ঃ আরো পান কর। আমি আরো পান করলাম, এমনকি আমার পেট পূর্ণ হয়ে পাত্রবত হল। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এরপর আমি উমারের সাথে সাক্ষাত করে তাকে আমার অবস্থা খুলে বলি। আমি তাঁকে আরো বলি, হে উমার ! এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা এমন একজন লোককে দায়িত্ব দিলেন যিনি এজন্য প্রকৃতপক্ষেই আপনার চেয়েও বেশী উপযুক্ত। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি আপনাকে (কুরআন মজীদের) আয়াত পড়তে বলেছিলাম, অথচ আমিই তা আপনার চেয়ে বেশী ভাল পড়তে পারি। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! যদি আমি আমার বাড়ীতে তোমার মেহমানদারি করতে পারতাম তাহলে তা আমার কাছে লোহিত বর্ণের উটের[২] চেয়েও অধিক প্রিয় হত।

২-অনুচ্ছেদ ঃ বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং ডান হাতে আহার গ্রহণ।

٤٩٧٥- عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ اَسْلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِىْ بَعْدُ .

৪৯৭৫. উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি বালক হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার পাত্রে আমার হাত এক জায়গায় স্থির থাকত না। তাই রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ হে বালক ! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) ডান হাত দিয়ে নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকে আমি ঐ নীতি অনুসারে খেয়ে থাকি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ খাবার পাত্র থেকে কাছের খাবার গ্রহণ। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম লও। লোকে যেন পাত্র থেকে নিজের কাছের খাবার গ্রহণ করে।

---

১. সাহাবীদের রীতি ছিল একজন অপরের কাছে খাবার চাইলে সম্ভ্রমবশত তা সরাসরি না চেয়ে তাঁকে কুরআন শরীফ পাঠ করে শুনাতে বলতেন।

২. আরবে লাল বর্ণের উট ছিল অত্যন্ত প্রিয় এবং অধিক মূল্যবান।

٤٩٧٦ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ وَهُوَ اِبْنُ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا فَجَعَلْتُ اٰكُلُ مِنْ نَوَاحِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৪৯৭৬. নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আহার করছিলাম। আমি পাত্রের সবদিক থেকে খাবার নিয়ে খেতে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ তোমার নিজের নিকট থেকে খাও।

٤٩٧٧ـ عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ .

৪৯৭৭. আবু নুআইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কিছু খাবার আনা হল। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর সৎ পুত্র উমার ইবনে আবু সালামা। রসূলুল্লাহ (স) তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে (বিসমিল্লাহ বলে) নিজের নিকট থেকে খাও।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার সঙ্গী অপসন্দ না করলে পাত্রের সবখান থেকে খাওয়া।

٤٩٧٨ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

৪৯৭৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দর্জি রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত করে। আনাস (রা) বলেন, আমিও রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গেলাম। আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ (স) পাত্রের চারদিক থেকে কদুর টুকরা খুঁজে খুঁজে নিচ্ছেন। আনাস (রা) বলেন, ঐদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করে আসছি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আহার ও অন্যান্য কাজ ডান হাতে বা ডান দিক থেকে শুরু করা। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেন ঃ ডান হাত দিয়ে খাও।

٤٩٧٩ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا سْتَطَاعَ فِىْ طُهُوْرِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هٰذَا فِىْ شَأْنِهِ كُلِّهِ .

৪৯৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) উযু করা, জুতা পরা ও চুল আচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন। আল-আশআস (র) ওয়াসিত নামক স্থানে বলেন যে, নবী (স) তাঁর প্রতিটি কাজেই এরূপ করতেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পেট ভরে খাওয়া।

٤٩٨٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ لِاُمِّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا اَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ فَاَخْرَجَتْ اَقْرَصًا مِّنْ شَعِيْرٍ ثُمَّ اَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِيْ وَرَدَّتْنِيْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ اَرْسَلَتْنِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَّعَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ حَتّٰى جِئْتُ اَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ اَبُوْ طَلْحَةَ حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى دَخَلاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلُمِّيْ يَا اُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ فَاَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ فَاَمَرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقُوْلَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ اَذِنَ لِعَشَرَةٍ فَاَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا وَالْقَوْمُ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً .

৪৯৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) উম্মে সুলাইম (রা)-কে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম, তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে ? উম্মু সুলাইম (রা) কয়েকখানা যবের রুটি বের করলেন এবং নিজের দোপাট্টা এনে ঐ রুটি কয়খানা তাতে বাঁধেন এবং তা আমার কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে দোপাট্টার অপরাংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পাঠান। আনাস (রা) বলেন, আমি ঐগুলো নিয়ে রওয়ানা হলাম এবং মসজিদে (নববীতে) গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-কে কিছু লোকসহ পেলাম। আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আবু তালহা কি তোমাকে পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ খাবারসহ ? আনাস বলেন ঃ আমি বললাম, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ চলো, একথা বলে তিনি রওয়ানা হলেন। আমি তাঁদের আগেই চলে এলাম এবং আবু তালহার কাছে পৌঁছে গেলাম। আবু তালহা (রা) বলেন, হে উম্মু সুলাইম ! রসূলুল্লাহ (স) তো লোকজন

সাথে নিয়ে আসছেন, অথচ তাদের সবাইকে খাওয়ানোর মত খাদ্য আমাদের কাছে নেই। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। আনাস (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) এগিয়ে গিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তিনি ও রসূলুল্লাহ (স) এসে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, হে উম্মু সুলাইম! তোমার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। উম্মু সুলাইম (রা) ঐ রুটিগুলো নিয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ (স) তা টুকরো টুকরো করতে বলেন। উম্মু সুলাইম একটি চামড়ার পাত্র থেকে মাখন বা ঘি ঢেলে তাতে মিশান। এরপর রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র ইচ্ছায় তাতে কিছু পড়েন এবং বলেন ঃ দশজনকে আসতে বল। দশজনকে ডাকা হল। তারা সবাই পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর তিনি বলেন ঃ দশজনকে আসতে বল। আবার দশজনকে ডাকা হল। তারাও পেটপুরে খেয়ে চলে গেল। তারপর আবার দশজনকে ডাকা হল। এভাবে দলের সবাই পেটপুরে খেল। আর তারা ছিলেন সর্বমোট আশিজন।

٤٩٨١ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلْ مَعَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ طَعَامٌ فَاِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِّنْ طَعَامٍ اَوْ نَحْوُهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبَيْعٌ اَمْ عَطِيَّةٌ اَوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ قَالَ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوٰى وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا مِنَ الثَّلٰثِيْنَ وَمِائَةٍ اِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا اِنْ كَانَ شَاهِدًا اَعْطَاهَا اِيَّاهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَاهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فِيْهَا قَصْعَتَيْنِ فَاَكَلْنَا اَجْمَعُوْنَ وَشَبِعْنَا وَفَضَلَ فِى الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيْرِ اَوْ كَمَا قَالَ .

৪৯৮১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা একশত ত্রিশজন লোক (এক সফরে) নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো কাছে খাদ্য আছে কি ? দেখা গেল, এক ব্যক্তির কাছে এক সা' বা অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য আছে। তা গুলিয়ে খামীর করা হল। অতপর দীর্ঘদেহী এক মুশরিক ব্যক্তি এল। সে বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন ঃ তুমি কি এগুলো বিক্রয় করবে, না উপহার হিসেবে দিবে ? লোকটি বলল ঃ না, আমি বরং বিক্রয় করব। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) বলেন, নবী (স) তার নিকট থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। বকরীটা যবেহ করা হলে নবী (স) তার কলিজা ভুনা করতে আদেশ করেন। আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ ! একশত ত্রিশজনের মধ্যে একজনও এমন ছিল না, যাকে কলিজার অংশ দেয়া হয়নি। যারা উপস্থিত ছিল তিনি তাদেরকে তো দিলেনই এবং যারা অনুপস্থিত ছিল তাদের অংশ পৃথক করে রাখা হল। তিনি গোশত দু'টি পাত্রে ভাগ করলেন। আমরা সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খেলাম। এরপরও পাত্র দু'টিতে গোশত অবশিষ্ট থাকল। আমি তা উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেলাম। অথবা তিনি (বর্ণনাকারী) অনুরূপ কথা বলেছেন।

٤٩٨٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ شَبِعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ .

৪৯৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এমন অবস্থায় ইনতিকাল করেন, যখন আমরা দু'টি কালো বস্তু দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছি অর্থাৎ খেজুর ও পানি।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী ঃ

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ الْاٰيَةَ

"কোন আপত্তি নেই যদি কোন অন্ধ কিংবা খোঁড়া অথবা অসুস্থ ব্যক্তি কারো বাড়ীতে খায়। আর তোমাদের ক্ষতি নেই তোমাদের নিজেদের বাড়ীতে কিংবা বাপ- দাদার বাড়ীতে অথবা মা ও নানীর বাড়ীতে অথবা ভাইদের বাড়ীতে অথবা বোনদের বাড়ীতে অথবা চাচাদের বাড়ীতে অথবা ফুফুদের বাড়ীতে অথবা মামাদের বাড়ীতে অথবা খালাদের বাড়ীতে অথবা যে বাড়ীর দায়দায়িত্ব তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সে বাড়ীতে অথবা তোমাদের বন্ধুর বাড়ীতে তোমাদের আহার করায়। তোমরা একত্রে খাও কিংবা আলাদাভাবে খাও তাতেও কোন দোষ নেই। বাড়ীতে প্রবেশকালে তোমরা নিজের লোকদের সালাম করবে। এটা কল্যাণকর, খুবই বরকতপূর্ণ ও পবিত্র কাজ, যা আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্ধারিত। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের কাছে আয়াত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর"-(সূরা আন-নূর ঃ ৬১)।

٤٩٨٣ـ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيٰى وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى الرَّوْحَةِ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ فَمَا اُتِيَ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ وَاَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْأً .

৪৯৮৩. সুওয়াইদ ইবনে নুমান (রা) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকায় রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (স) খাবার চাইলেন। (বর্ণনাকারী) ইয়াহ্ইয়া বলেন, আস-সাহবা হল খাইবার থেকে এক দিনের অর্থাৎ এক মনযিলের পথ। তাঁকে কিছু ছাতু ছাড়া আর কিছুই দেয়া গেল না। আমরা তা শুকনোই মুখে পুরে মুখ নেড়ে নেড়ে খেলাম। এরপর তিনি পানি চেয়ে নিয়ে কুলি করলে আমরাও কুলি করলাম। অতপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে (নতুন) উযু না করেই মাগরিবের নামায পড়েন। সুফিয়ান বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের নিকট থেকে হাদীসটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনেছি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাতলা রুটি খাওয়া এবং দস্তরখানে খাদ্য গ্রহণ করা।

٤٩٨٤ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ فَقَالَ مَا اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوْطَةً حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ .

৪৯৮৪. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাঁর সামনে তাঁর বাবুর্চিও উপস্থিত ছিল। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) কখনও পাতলা রুটি কিংবা বকরীর ভুনা গোশত খাননি। আর এ অবস্থায়ই তিনি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে পৌঁছে যান।

٤٩٨٥ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ عَلٰى سُكُرُجَةٍ قَطُّ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ وَلاَ اَكَلَ عَلٰى خِوَانٍ قَطُّ قِيْلَ لِقَتَادَةَ فَعَلٰى مَا كَانُوْا يَاكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ .

৪৯৮৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে নবী (স) কখনো ছোট প্লেট বা তশতরীতে আহার করেননি কিংবা তাঁর জন্য কখনও পাতলা রুটি তৈরি করা হয়নি কিংবা কখনো তিনি উঁচু টেবিলে আহার করেননি। কাতাদাকে বলা হল, তাহলে তারা কিভাবে খাবার খেতেন ? তিনি বলেন, দস্তরখানে।

٤٩٨٦ـ عَنْ حُمَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ اَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيْ بِصَفِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى وَلِيْمَتِهِ اَمَرَ بِالْاَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَاُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْاَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ اَنَسٍ بَنٰى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِيْ نِطَعٍ .

৪৯৮৬. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) সাফিয়্যার সাথে বাসর রাত কাটালেন। আমি তাঁর ওয়ালীমায় (বৌভাতে) মুসলমানদেরকে দাওয়াত করলাম। নবী (স)-এর আদেশে চামড়ার দস্তরখান পাতা হল এবং তাতে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করা হল। আনাস (রা) বলেন, সাফিয়্যার সাথে নবী (স) বাসর রাত কাটান। এ উপলক্ষে চামড়ার দস্তরখানে 'হাইস' (ঘি, খেজুর ও অন্যান্য উপকরণাদি সহযোগে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য) পরিবেশন করা হয়।

٤٩٨٧ـ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُوْنَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُوْنَ يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ اَسْمَاءُ يَا بُنَيَّ اِنَّهُمْ يُعَيِّرُوْنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ هَلْ تَدْرِيْ مَا كَانَ النِّطَاقَانِ اِنَّمَا كَانَ نِطَاقِيْ شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَاَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَحَدِهِمَا وَجَعَلْتُ فِيْ سُفْرَتِهِ اٰخَرَ قَالَ فَكَانَ اَهْلُ الشَّامِ اِذَا عَيَّرُوْهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُوْلُ اَيْهًا وَاللّٰهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكِ عَارُهَا .

৪৯৮৭. ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শামবাসীরা 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-কে 'যাতুন নিকাতাইন' (দুই কোমরবন্দওয়ালীর) বেটা বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। তাঁর মা আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) তাঁকে বলেন, হে বৎস ! তারা তোমাকে দুই কোমরবন্দের কথা বলে বিদ্রূপ করে। কিন্তু দুই কোমরবন্দের ঘটনাটা কি তুমি জান ? আমার কোমরবন্দ ছিঁড়ে দুই টুকরা করে তার এক টুকরা দিয়ে আমি (মদীনায়

হিজরতকালে) রসূলুল্লাহ (স)-এর পানির থলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম, অপর টুকরা দ্বারা তাঁর খাদ্যের থলির মুখ বেঁধে দিয়েছিলাম। (ওয়াহ্‌ব ইবনে কাইসান) বলেন, তাই শামবাসীরা তাঁকে দুই কোমরবন্দের কথা বলে টিটকারি দিলে তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আরো বল। এতো এমন ব্যাপার যাতে আমার লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই (বরং গর্বের বিষয়)।

٤٩٨٨ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ اَهْدَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ سَمْنًا وَاَقِطًا وَاَضُبًّا فَدَعَا بِهِنَّ فَاُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَااُكِلْنَ عَلٰى مَائِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَ اَمَرَ بِاَكْلِهِنَّ .

৪৯৮৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর খালা উম্মু হুফাইদ বিনতে হারিস ইবনে হাযন (রা) নবী (স)-এর জন্য কিছু ঘি, পনির ও গুইসাপের গোশত উপহার পাঠান। নবী (স) তা আহারের জন্য লোকদের ডাকলেন। তাঁর দস্তরখানে সেগুলো খাওয়া হল। নবী (স) সেগুলো অরুচিকর হওয়ায় তা পরিত্যাগ করলেন। ঐগুলো হারাম হলে নবী (স)-এর দস্তরখানে বসে তা খাওয়া যেতো না এবং তা খেতে তিনি আদেশও করতেন না।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ছাতু।

٤٩٨٩ـ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ عَلٰى رَوْحَةٍ مِّنْ خَيْبَرَ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ اِلاَّ سَوِيْقًا فَلاَكَ مِنْهُ وَلُكْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلّٰى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّاَ.

৪৯৮৯. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, তারা নবী (স)-এর সাথে খাইবার থেকে এক দিনের পথ (এক মনযিল) দূরত্বে অবস্থিত আস-সাহবা নামক স্থানে ছিলেন। নামাযের সময় ঘনিয়ে আসলে নবী (স) খাবার আনতে বলেন। কিন্তু কিছু ছাতু ছাড়া আর কোন খাবার ছিল না। তিনি ঐ ছাতুর কিছুটা খেলেন। আমরাও তা খেলাম। এরপর তিনি পানি আনিয়ে কুলি করলেন এবং (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন এবং আমারাও নামায পড়লাম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের নাম না জানানো এবং সে সম্পর্কে অবহিত না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) তা খেতেন না।

٤٩٩٠ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مَيْمُوْنَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَّحْنُوْذًا قَدِمَتْ بِهِ اُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ

الضَّبَّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَلَّ مَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتّٰى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسَمّٰى لَهُ فَاَهْوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ اِلَى الضَّبِّ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ مِّنْ نِسْوَةِ الْحُضُوْرِ اَخْبِرْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ اَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهُ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَيَّ .

৪৯৯০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। সাইফুল্লাহ (আল্লাহ্‌র তরবারি) বলে খ্যাত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তাকে বলেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা)-এর বাড়ীতে যান। মায়মুনা (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসেরও খালা হতেন। সেখানে তিনি (খালিদ) ভুনা গুইসাপ দেখতে পেলেন। তাঁর বোন হুফাইদা বিনতুল হারিস নজদ থেকে তা নিয়ে আসেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করেন। কোন খাদ্য সম্পর্কে অবহিত না করা পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কমই তার দিকে হাত বাড়াতেন। রসূলুল্লাহ (স) গুইসাপের দিকে হাত বাড়ালে সেখানে উপস্থিত এক মহিলা বলেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যা পরিবেশন করেছ, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত কর। তারপর সে নিজেই বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এটি গুইসাপের ভাজা গোশত। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! গুইসাপ খাওয়া কি হারাম ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ না, তবে তা আমার কওমের এলাকায় পাওয়া যায় না। তাই তা খাওয়া আমি অপসন্দ করি। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, আমি তা আমার দিকে টেনে নিয়ে খেতে থাকলাম। আর রসূলুল্লাহ (স) আমার দিকে তাকিয়ে দেখেন।[৩]

১১-অনুচ্ছেদ ঃ একজনের খাদ্য দুইজনের জন্য যথেষ্ট।

٤٩٩١ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلٰثَةِ وَطَعَامُ الثَّلٰثَةِ كَافِي الْاَرْبَعَةِ .

৪৯৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি এক পাকস্থলীতে খায়।

٤٩٩٢ـ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَاْكُلُ حَتّٰى يُؤْتٰى بِمِسْكِيْنٍ يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَدْخَلْتُ رَجُلاً يَاْكُلُ مَعَهُ فَاَكَلَ كَثِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لاَ تُدْخِلْ عَلَيَّ هٰذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِيْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِيْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৩. হানাফী মাযহাব মতে গুইসাপের গোশত খাওয়া মাকরূহ। অন্যান্য মাযহাবে তা খাওয়া বৈধ।

৪৯৯২. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) তাঁর সাথে খাওয়ার জন্য কোন মিসকীন না পাওয়া পর্যন্ত খাবার খেতেন না। আমি এক ব্যক্তিকে তাঁর সাথে খাবার জন্য আনলাম। সে প্রচুর খেলো। তিনি (পরে) বলেন, হে নাফে ! তুমি একে আর কখনো আমার সাথে আহার করতে আনবে না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, মু'মিন এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে আর কাফের সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ মু'মিন এক উদরে খায়। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) থেকে নবী (স)-এর হাদীস বর্ণিত আছে।

٤٩٩٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَاِنَّ الْكَافِرَ اَوِ الْمُنَافِقَ فَلاَ اَدْرِىْ اَيَّهُمَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৪৯৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মু'মিন ব্যক্তি এক উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। আর কাফের অথবা মুনাফিক সাত উদরে খাদ্য গ্রহণ করে। হাদীসের রাবী আবদাহ ইবনে সুলাইমান বলেছেন, তাঁর কাছে হাদীস বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ কাফেরের কথা বলেছিলেন না মুনাফেকের কথা বলেছিলেন তা তাঁর ভাল মনে নেই। (অপর একটি সনদে ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর-মালেক-নাফে-আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) সূত্রে নবী (স)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।)

٤٩٩٤- عَنْ عَمْرٍو قَالَ كَانَ اَبُوْ نَهِيْكٍ رَجُلاً اَكُوْلاً فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ قَالَ فَاَنَا اُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ -

৪৯৯৪. আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু নাহীক ছিলেন পেটুক ব্যক্তি। তাই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কাফেরর সাত উদরে খায়। (একথা শুনে আবু নাহীক বলেন, তাতে কি) আমি তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি।

٤٩٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِىْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ

৪৯৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুসলমান একটি উদরপূর্ণ করে খায়। আর কাফের খায় সাতটি উদরপূর্ণ করে।

٤٩٩٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ اَكْلاً كَثِيْرًا فَاَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ اَكْلاً قَلِيْلاً فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِىْ مِعًى وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ .

৪৯৯৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খেতো। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে কম খেতে থাকে। বিষয়টি নবী (স)-এর কাছে আলোচিত হলে তিনি বলেন ঃ মু'মিন এক উদরে খায়, আর কাফের খায় সাত উদরে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করা।

٤٩٩٧- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا.

৪৯৯৭. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

٤٩٩٨- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لاَ اٰكُلُ وَاَنَا مُتَّكِئٌ.

৪৯৯৮. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তার নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তিকে তিনি বলেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খাবার গ্রহণ করি না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ ভুনা খাদ্য। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ "সে বিলম্ব না করে একটা ভুনা গোবৎস নিয়ে হাযির হলো"-(সূরা হুদ ঃ ৬৯)।

٤٩٩٩- عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِضَبٍّ مَشْوِىٍّ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ لِيَاكُلَ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُ ضَبٌّ فَاَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلٰكِنَّه لاَ يَكُوْنُ بِاَرْضِ قَوْمِى فَاَجِدُنِىْ اَعَافُهُ فَاَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ.

৪৯৯৯. খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর সামনে ভুনা গুইসাপ পরিবেশন করা হল। তিনি তা খাওয়ার জন্য আকৃষ্ট হলে বলা হল—ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) বলেন, এটা কি হারাম ! তিনি বলেন ঃ না, তবে আমার কওমের এলাকায় তা পাওয়া যায় না। তাই আমি তা অপসন্দ করি। অতপর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) তা খেলেন আর রসূলুল্লাহ (স) তাকিয়ে তার খাওয়া দেখলেন। মালেক বলেন, যুহ্‌রী বলেছেন, গুইসাপের ভুনা গোশত।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ খাযীরা খাওয়া। নাদর ইবনে শুমাইন বলেন, খাযীরা ময়দা দিয়ে এবং হারীরা দুধ দিয়ে তৈরি করা হয়।

٥٠٠٠- عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَنْكَرْتُ بَصَرِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ وَسَالَ الْوَادِى الَّذِىْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّىَ لَهُمْ فَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ تَاْتِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ

فَاتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتّٰى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِيْ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَاَشَرْتُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَحَبَسْنَاهُ عَلٰى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ تَقُلْ اَلاَ تَرَاهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قُلْنَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ .

৫০০০. ইতবান ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবী। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার কওমের মসজিদে নামায পড়াই। কিন্তু বৃষ্টি হলে তাদের ও আমার মধ্যবর্তী মাঠ পানিতে ডুবে যায়। এ কারণে আমি তখন মসজিদে গিয়ে তাদের নামায পড়াতে পারি না। হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাই আমার মনের আকাঙ্খা হলো, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে এক জায়গায় নামায পড়লে আমি সেটাকে নামাযের জায়গা হিসেবে নির্দিষ্ট করে নিতাম। নবী (স) বলেন ঃ ইনশাআল্লাহ আমি শীঘ্র তা করব। ইতবান (রা) বলেন, পরদিন সকাল বেলা কিছু বাড়লে রসূলুল্লাহ (স) ও আবু বাক্‌র (রা) আসেন। নবী (স) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি বাইরে না বসে ভেতরে প্রবেশ করে আমাকে বলেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ জায়গায় আমার নামায পড়া তুমি পসন্দ কর। আমি ইশারায় ঘরের এক কোণে জায়গা দেখিয়ে দিলে নবী (স) সেখানে গিয়ে দাঁড়ান এবং নামাযের জন্য তাকবীর বলেন। আমরাও কাতার বেঁধে দাঁড়ালাম। তিনি দুই রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরান। আমরা তাঁর জন্য যে খাযীরা প্রস্তুত করেছিলাম, তা খাওয়ার জন্য তাঁকে ফিরে যাওয়া থেকে নিবৃত করলাম। এক এক করে মহল্লাবাসী অনেক লোক এসে ঘরে ভিড় করল। তাদের একজন বলল, মালেক ইবনে দুখশুন কোথায় ? অপর একজন বলল, সে তো মোনাফিক ! সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালবাসে না। নবী (স) বলেন ঃ এরূপ বলবে না। তুমি কি জান না, সে ঘোষণা করেছে ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)! এভাবে সে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই কামনা করে। লোকটি বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। সে আবার বলল, আমরা মোনাফিকদের সাথে তার উঠাবসা ও কল্যাণকামিতা দেখতে পাই ! নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঘোষণা করেছে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই), আর এভাবে সে শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে দোযখের জন্য হারাম করে দেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ পনির খাওয়া। হুমাইদ (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, সাফিয়্যার সাথে বাসর যাপনের সময় নবী (স) যে দাওয়াতে ওলীমার (বৌভাতের) ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে তিনি আমন্ত্রিতদেরকে খেজুর, পনির ও ঘি পরিবেশন করেছিলেন। আমর ইবনে আবু আমর (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়্যার ওলীমাতে নবী (স) 'হাইস'[৪] নামক খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন।

٥٠٠١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَهْدَتْ خَالَتِىْ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ ضِبَابًا وَاَقِطًا وَلَبَنًا فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلٰى مَائِدَتِهٖ فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوْضَعْ وَشَرَبَ اللَّبَنَ وَاَكَلَ الْاَقِطَ .

৫০০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা নবী (স)-এর কাছে গুইসাপ, পনির ও ঘি উপহার পাঠিয়েছিলেন। নবী (স)-এর দস্তরখানে উক্ত গুইসাপ পরিবেশন করা হয়। হারাম হলে তা অবশ্যই পবিবেশন করা হত না। নবী (স) দুধ পান করলেন এবং পনির খেলেন (কিন্তু গুইসাপ খাননি)।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ বীট ও বার্লি প্রসংগে।

٥٠٠٢ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اِنَّا كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَاْخُذُ اُصُوْلَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِىْ قِدْرٍ لَّهَا فَتَجْعَلُ فِيْهِ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ اِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ اِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدّٰى وَلاَ نَقِيْلُ اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَاللّٰهِ مَا فِيْهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ .

৫০০২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর দিন এলে আমরা খুশী হতাম। কারণ এক বৃদ্ধা মহিলা বীট তুলে তাতে কিছু যবের আটা দিয়ে আমাদের জন্য তার ডেকচিতে রান্না করত। আমরা নামায পড়ে তার কাছে গেলে সে আমাদেরকে তা পরিবেশন করত। এ কারণেই আমরা জুমুআর দিনে আনন্দিত হতাম। আমরা ঐ দিন সকালে কোন খাবার খেতাম না এবং জুমুআর নামায পড়ে 'কাইলুলা' (দিবানিদ্রা) যেতাম। আল্লাহ্‌র শপথ ! উক্ত খাদ্যে কোন চর্বি থাকত না।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে গোশত ছিড়ে খাওয়া।

٥٠٠٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ وَعَنْ اَيُّوْبَ وَعَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْتَشَلَ النَّبِىُّ ﷺ عَرَقًا مِنْ قِدْرٍ فَاَكَلَ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

৫০০৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রানের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খেয়েছেন এবং তার পর উঠে (নতুন) উযু ছাড়াই নামায পড়েছেন। অপর একটি সনদে আইয়ুব-আসেম-ইকরিমা-আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী (স)

৪. খেজুর, পনির ও ঘি সংযোগে 'হাইস' প্রস্তুত করা হয়।

ডেকচি থেকে হাড্ডি বের করে খেয়েছেন এবং তারপরই নামায পড়ছেন। নামাযের জন্য তিনি (নতুন) উযু করেননি।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ সামনের পায়ের গোশত দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া।

٥٠٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ مَنْزِلٍ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَازِلٌ اَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَاَبْصَرُوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا وَاَنَا مَشْغُوْلٌ اَخْصِفُ نَعْلِىْ فَلَمْ يُؤْذِنُوْنِىْ لَهُ (بِهِ) وَاَحَبُّوْا لَوْ اَنِّىْ اَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَاَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ اِلَى الْفَرَسِ فَاَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيْتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِىْ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ لاَ نُعِيْنُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوْا فِيْهِ يَاْكُلُوْنَهُ ثُمَّ اِنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ اَكْلِهِمْ اِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَبَاتُ الْعَضُدَ مَعِىْ فَاَدْرَكْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَاَكَلَهَا حَتّٰى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫০০৪. আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা আস-সালামী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদিন মক্কার পথে এক মনযিলে আমি নবী (স)-এর কতক সাহাবীর সাথে বসাছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনেই এক স্থানে অবস্থান করছিলেন। দলের সবাই ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। আমি ছিলাম ইহ্‌রাম মুক্ত। আমি আমার জুতা সেলাই করতে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেল কিন্তু আমাকে তা জানাল না। তারা চাচ্ছিল, আমি যেন ওটাকে দেখে ফেলি। ইতিমধ্যে আমি চোখ ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে পেলাম। আমি উঠে ঘোড়ার কাছে গেলাম, ঘোড়ার পিঠে জিন লাগালাম এবং তাতে সওয়ার হলাম, কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। আমি অন্যদেরকে বললাম, চাবুক ও বর্শাটা আমাকে উঠিয়ে দাও। তারা বলল, না। আল্লাহ্‌র কসম ! এ ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন কিছু দিয়ে সাহায্য করব না। আমি রাগান্বিত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে চাবুক ও বর্শা নিলাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গাধাটিকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম। অতপর সেটিকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসলাম। পাকানোর পর সবাই তা আহার করল, কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় তাদের জন্য এটি খাওয়া হালাল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হল। আমি এর একটি বাহুসহ সেখান থেকে যাত্রা করলাম এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ গাধাটির কোন অংশ কি তোমাদের কাছে আছে ? আমি বাহুখানা তাঁকে দিলে তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তিনি তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন। মুহাম্মাদ ইবনে

জাফর—যায়েদ ইবনে আসলাম—আতা ইবনে ইয়াসার—আবু কাতাদা (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ছুরি দিয়ে গোশত কেটে খাওয়া।

٥٠٠٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ اَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِيْ يَدِهِ فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِيْ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৫০০৫. আমর ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে হাত দিয়ে বকরীর একটি বাহু ধরে তা থেকে (ছুরি দিয়ে) কেটে কেটে খেতে দেখেছেন। তখন নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি বকরীর বাহু ও যে ছুরি দিয়ে কেটে খাচ্ছিলেন তা রেখে দিলেন এবং গিয়ে (পুনরায়) উযু না করে নামায পড়লেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) কখনও কোন খাবারকে খারাপ বলেননি।

٥٠٠٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامًا قَطُّ اِنْ اِشْتَهَاهُ اَكَلَهُ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ .

৫০০৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো কোন খাবারকে খারাপ বলেননি। তিনি কোন খাবার পসন্দ হলে খেয়েছেন আর অপসন্দ হলে ত্যাগ করেছেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফুঁ দিয়ে যবের আটা থেকে তুষ পরিষ্কার করা।

٥٠٠٧- عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ اَنَّهُ سَاَلَ سَهْلاً هَلْ رَاَيْتُمْ فِيْ زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ النَّقِيَّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ (فَهَلْ) كُنْتُمْ تَنْخُلُوْنَ الشَّعِيْرَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ .

৫০০৭. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাহল (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি নবী (স)-এর যমানায় যবের আটা দেখেছেন ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, আপনারা তাহলে যবের আটা কিভাবে চালতেন ? তিনি বলেন, না, আমরা বরং তাতে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করতাম।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ও তাঁর সাহাবীগণ যা খেতেন।

٥٠٠٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ اَصْحَابِهِ تَمْرًا فَاَعْطٰى كُلَّ اِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَانِيْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِنَّ تَمْرَةٌ اَعْجَبَ اِلَيَّ مِنْهَا شَدَّتْ فِيْ مَضَاغِيْ .

৫০০৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) তাঁর সাহাবীদের মধ্যে খেজুর বিতরণ করেন। প্রত্যেককে তিনি সাতটি করে খেজুর দেন। সুতরাং তিনি আমাকেও সাতটি খেজুর দিলেন, যার একটি ছিল শুকনা ও শক্ত। সাতটি খেজুরের মধ্যে আমার কাছে এর চেয়ে উত্তম খেজুর একটিও ছিল না। তা চিবিয়ে খেতে যথেষ্ট সময় লেগেছে।

٥٠٠٩- عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ مَا لَنَا طَعَامٌ اِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ اَوِ الْحَبْلَةِ حَتّٰى يَضَعَ اَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ اَصْبَحَتْ بَنُوْ اَسَدٍ تُعَزِّرُنِى عَلَى الْاِسْلاَمِ خَسِرْتُ اِذًا وَضَلَّ سَعْيِىْ .

৫০০৯. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমি ছিলাম সপ্তম ব্যক্তি। হাবালা বা হুবুলা (বাবলা) গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কাছে খাবার মতো কিছুই ছিল না। ফলে আমাদের প্রত্যেকের বিষ্ঠা বকরীর বিষ্ঠার মত হয়ে যায়। এখন বনী আসাদ আমাকে ইসলাম শেখাতে চায়। তাই যদি হয়, তাহলে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত এবং আমার অতীতের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।[৫]

٥٠١٠- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَاَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ هَلْ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ فَقَالَ سَهْلٌ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّقِىَّ مِنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ كَانَ لَكُمْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَنَاخِلُ قَالَ مَا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْخُلاً مِّنْ حِيْنَ ابْتَعَثَهُ اللّٰهُ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَاْكُلُوْنَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُوْلٍ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيْرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِىَ ثَرَّيْنَاهُ فَاَكَلْنَاهُ .

৫০১০. আবু হাযেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহল ইবনে সাদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) কি কখনও ময়দার রুটি খেয়েছেন? সাহল (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন থেকে তাঁকে পাঠিয়েছেন এবং যখন তাঁকে মৃত্যুদান করেছেন এ সময়ের মধ্যে তিনি কোনদিন ময়দা দেখেননি। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বললাম, রসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে কি আপনারা চালুনি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, নবুয়াত লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (স) কোনদিন চালুনি ব্যবহার করেননি। আবু হাযেম বলেন, আমি বললাম, তাহলে চালুনিতে না চেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বলেন, আমরা যব পিষে তাতে ফুঁ দিতাম। এভাবে যা উড়ে যাবার তা উড়ে যেত। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তাতে পানি মিশিয়ে খামির তৈরি করে খেতাম।

٥٠١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ .

৫. আসাদ গোত্রের লোকেরা হযরত উমার (রা)-এর কাছে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল যে, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়তে পারেন না। তখন হযরত সাদ (রা) হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো বলেছিলেন।

৫০১১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, তাদের সামনে বকরীর ভাজা গোশত আছে। তারা তাঁকে খাবার জন্য আহ্বান জানালে তিনি খেতে অসম্মতি জানিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অথচ কোনদিন তিনি যবের রুটিও পেটপুরে খাননি।[৬]

٥٠١٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى خِوَانٍ وَلاَ فِىْ سُكُرُّجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةَ عَلٰى مَا (عَلاَمَ) يَاْكُلُوْنَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ

৫০১২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কখনও উঁচু টেবিলে বা তশতরীতে খাবার গ্রহণ করেননি এবং কখনও পাতলা রুটিও খাননি। ইউনুস বলেন, আমি কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি কিসের উপর পাত্র রেখে খাবার খেতেন? কাতাদা বলেন, নবী (স) চামড়ার দস্তরখানে (পাত্র রেখে) খাবার খেতেন।

٥٠١٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلٰثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتّٰى قُبِضَ .

৫০১৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিজন মদীনায় আসার পর থেকে উপর্যুপরি তিন দিন গমের রুটি পেটপুরে খাননি। আর এ অবস্থায়ই নবী (স) ইন্তিকাল করেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ তালবীনা (হালুয়া জাতীয় এক প্রকার খাবার)।

٥٠١٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا كَانَتْ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ اَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذٰلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ اِلاَّ اَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا اَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِّنْ تَلْبِيْنَةٍ فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيْدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِيْنَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ التَّلْبِيْنَةُ مُجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ .

৫০১৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পরিবারের কারো মৃত্যু হলে (আশেপাশের) মেয়েরা এসে জড়ো হত এবং পরে চলে যেত, তবে তাঁর আত্মীয় ও অন্তরঙ্গরা থেকে যেত। তিনি ডেকচিতে 'তালবীনা পাকাতে আদেশ করতেন। 'তালবীনা' পাকানো হলে 'সারীদ' প্রস্তুত করে তার মধ্যে 'তালবীনা ঢেলে মেশানো হত। তিনি মেয়েদেরকে বলতেন, খাও। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, 'তালবীনা' পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং দুঃখ-শোককে কিছুটা হালকা করে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ সারীদ।

٥٠١٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاٰسِيَةُ امْرَاَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

---

৬. রসূলুল্লাহ (স) যেখানে পৃথিবীতে পেটপুরে যবের রুটিও খাননি, সেখানে তিনি বকরীর ভুনা গোশত খাবেন—এ রকম চিন্তাও করতে পারেননি। তাই তিনি এ আহ্বানে সাড়া দেনি।

৫০১৫. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পুরুষদের মধ্য থেকে বহু সংখ্যক লোক পূর্ণতা লাভ করতে পেরেছেন। কিন্তু মেয়েদের মধ্য থেকে কেবল ইমরানের কন্যা মরিয়ম এবং ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। আর সব খাদ্যের মধ্যে 'সারীদের' মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

٥٠١٦ ـ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সব রকমের খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা যেমন, নারী জাতির মধ্যে আয়েশার মর্যাদাও ঠিক তেমন।

٥٠١٧ ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺعَلٰى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ اِلَيْهِ قَصْعَةً فِيْهَا ثَرِيْدٌ قَالَ وَاَقْبَلَ عَلٰى عَمَلِهٖ قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعَلْتُ اَتَتَبَّعُهُ وَاَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ .

৫০১৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে তাঁর এক গোলামের কাছে গেলাম। সে ছিল দর্জি। নবী (স)-এর সামনে সারীদ ভর্তি পাত্র রাখা হল। এরপর সে (দর্জি) তার কাজে লিপ্ত হল। নবী (স) খাবারের পাত্র থেকে বেছে বেছে কদু খেতে শুরু করলেন। তা দেখে আমিও কদু বেছে বেছে তাঁর সামনে রাখতে থাকি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত আমি কদু পসন্দ করে আসছি।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ বকরীর ভুনা গোশত, বাহু ও পাঁজরের গোশত।

٥٠١٨ ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَاْتِيْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوْا فَمَا اَعْلَمُ النَّبِيَّ ﷺرَاٰى رَغِيْفًا مُرَقَّقًا حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ وَلَا رَاٰى شَاةً مَسْمُوْطَةً (سَمِيْطًا) بِعَيْنِهٖ قَطُّ

৫০১৮. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর কাছে যেতাম। (একদিন তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম) তাঁর বাবুর্চী সেখানে উপস্থিত। তিনি বলেন, খাও। নবী (স) এ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত ময়দার পাতলা রুটি খেয়েছেন কিংবা বকরীর ভুনা গোশত চোখে দেখেছেন বলে আমার জানা নেই।

٥٠١٩ـ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَاَكَلَ (يَاْكُلُ) مِنْهَا فَدُعِيَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ .

৫০১৯. জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দমরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আমর ইবনে উমাইয়া) বলেন, আমি নবী (স)-কে বকরীর বাহুর গোশত

ছুরি দিয়ে কেটে খেতে দেখেছি। নামাযের জন্য আযান দেয়া হলে তিনি ছুরি রেখে উঠে গিয়ে নামায পড়েন, কিন্তু (নতুন করে) উযু করেননি।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ আমাদের পূর্বসূরীরা বাড়ীতে যা সঞ্চয় করে রাখতেন এবং সফরে সংগে যে খাদ্যদ্রব্য নিতেন। আয়েশা ও আসমা (রা) বলেন, আমরা নবী (স) ও আবু বাক্‌রের জন্য (হিজরতের সময়) কিছু খাবার প্রস্তুত করে দিয়েছি।

٥٠٢٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُّؤْكَلَ لُحُوْمُ الْاَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلٰثٍ قَالَتْ مَا فَعَلَهُ اِلاَّ فِيْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ وَاِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَاكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ قِيْلَ مَا اضْطَرَّكُمْ اِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَادُوْمٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ حَتّٰى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫০২০. আবদুর রহমান ইবনে আবেস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি তিন দিনের অধিক কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন ? তিনি বলেন, যে বছর লোকেরা (দুর্ভিক্ষের কারণে) ক্ষুধিত ছিল, সে বছর ছাড়া আর কখনো তিনি এরূপ নির্দেশ দেননি। তিনি চেয়েছিলেন যে, (এ বছর) ধনীরা গরীবদেরকে খাবার দান করুক। আমরা গরু-ছাগলের পাগুলো উঠিয়ে রেখে দিতাম এবং পনর দিন পর তা খেতাম। তাঁকে বলা হল, কেন আপনারা এরূপ করতে বাধ্য হলেন ? তিনি হেসে বলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে তিন দিন পর্যন্ত তরকারী দিয়ে গমের রুটি তৃপ্ত হয়ে কখনো খাননি। আর এ অবস্থায় তিনি মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন। ইবনে কাসীর-সুফিয়ান—আবদুর রহমান ইবনে আবেস সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥٠٢١- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْهَدْيِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৫০২১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা থেকে) কুরবানীর গোশত মদীনায় নিয়ে আসতাম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ 'হাইস' সম্পর্কে।

٥٠٢٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَبِيْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِيْ فَخَرَجَ بِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِيْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ اَزَلْ

اَخْدُمُهُ حَتّٰى اَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَاَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا فَكُنْتُ اَرَاهُ يُحَوِّىْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ اَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَ لاَحَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِى نِطَعٍ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَاَكَلُوْا وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَا لَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ .

৫০২২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বলেন, তোমাদের কোন বালককে আমার খেদমতের জন্য নিয়ে আস। আবু তালহা (রা) আমাকে তাঁর সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে থাকলাম। রসূলুল্লাহ (স) যখনই নিম্নভূমিতে অবতরণ করতেন, অধিকাংশ সময়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ "হে আল্লাহ ! আমি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কার্পণ্য, ভীরুতা, ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।" আমি তাঁর খেদমতে থাকা অবস্থায়ই আমরা খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়্যাকে সাথে আনলেন। তিনি তাঁকে (নিজের জন্য) পসন্দ করেছিলেন। আমি দেখলাম নবী (স) তাঁর আবা বা কাপড় পেতে বা জড়িয়ে দিয়ে তাঁকে (সাফিয়্যা) তাঁর পেছনে সওয়ারীতে বসালেন। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে তিনি 'হাইস' তৈরি করিয়ে চামড়ার দস্তরখানে পরিবেশন করেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করার জন্য আমাকে পাঠান। আমি অনেক লোককে দাওয়াত করে আনলাম। তারা সবাই এসে খেয়ে গেল। সাফিয়্যার সাথে এটাই ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর যাপন। এরপর তিনি যাত্রা করলেন। উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে তিনি বলেন ঃ এটি এমন একটি পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে এবং আর আমরাও তাকে ভালবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকাকে 'হারাম' (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করছি, ঠিক ইবরাহীম যেমন মক্কাকে হারাম (মহা সম্মানিত) ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! তুমি মদীনাবাসীদের মাপে-ওজনে বরকত দান কর।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ রৌপ্যখচিত পাত্রে খাদ্য গ্রহণ।

٥٠٢٣- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى اَنَّهُمْ كَانُوْا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقٰى فَسَقَاهُ مُجُوْسِىٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِىْ يَدِهِ رَعٰى بِهِ وَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ كَاَنَّهُ يَقُوْلُ لَمْ اَفْعَلْ هٰذَا وَلٰكِنِّىْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِّيْبَاجَ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ (لَنَا) فِى الْاٰخِرَةِ .

৫০২৩. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তারা হুযাইফা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক মজুসী (অগ্নিপূজক) তাকে পানি এনে দিল। সে তাঁর হাতে পানির পেয়ালা দেয়া মাত্র তিনি তা তার প্রতি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, যদি না আমি একবার বা দুইবার তাকে নিষেধ করতাম, তাহলেও আমি এরূপ করতাম না। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশম বা রেশমজাত কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না কিংবা সোনা ও রূপার প্লেটে খাবার খেয়ো না। দুনিয়াতে এসব কাফেরদের জন্য আর আখেরাতে তা তোমাদের (আমাদের) জন্য।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্য দ্রব্যের আলোচনা।

٥٠٢٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْاُتْرُجَّةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيْحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .

৫০২৪. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে লেবুর সাথে তুলনীয়, যার খোশবুও উত্তম, স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে না, সে খেজুরের সাথে তুলনীয়, যার খোশবু নেই কিন্তু স্বাদ মিষ্ট। যে মুনাফিক কুরআন পাঠ করে না, সে হানযালা ফলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবুও নেই, স্বাদও অতি তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, সে রায়হানা নামক ফুলের সাথে তুলনীয়—যার খোশবু অতি উত্তম কিন্তু স্বাদ বড় তিক্ত।

٥٠٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيْدِ عَلٰى سَائِرِ الطَّعَامِ .

৫০২৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সারীদ নামীয় খাদ্যের যেমন মর্যাদা, নারীকুলের মধ্যে আয়েশার ঠিক তেমনি মর্যাদা।

٥٠٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَاِذَا قَضٰى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ اِلٰى اَهْلِهِ .

৫০২৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সফর হল এক টুকরা আযাব বা কষ্টদায়ক ব্যাপার। কেননা তা সফরকারীর খাবার ও নিদ্রার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সফরের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হলেই সফরকারী যেন দ্রুত তার পরিবারে ফিরে যায়।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ তরকারী।

٥٠٢٧- عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَّقُوْلُ كَانَ فِىْ بَرِيْرَةَ ثَلٰثُ سُنَنٍ اَرَادَتْ عَائِشَةُ اَنْ تَشْتَرِيْهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا وَلَنَا الْوَلاَءُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيْهِ لَهُمْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قَالَ وَاُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِىْ اَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا اَوْ تُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُوْرُ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَاُتِىَ بِخُبْزٍ وَّاُدْمٍ مِنْ اُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اَلَمْ اَرَ لَحْمًا قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّهُ لَحْمٌ تَصُدِّقَ بِهِ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَاَهْدَتْهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَّنَا.

৫০২৭. রাবীয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছেন, বারীরার হাদীস থেকে তিনটি মূলনীতি জানা যায়। আয়েশা (রা) বারীরাকে খরিদ করে আযাদ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মালিকরা বলে, অভিভাবকত্বের অধিকার আমাদের থাকবে। আয়েশা (রা) এ ঘটনা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, যদি তুমি খরিদ করতে চাও, তাহলে তাদেরকে এ শর্ত করতে দাও। কেননা ওয়ালার হক আযাদকারীর প্রাপ্য। বর্ণনাকারী বলেন, বারীরাকে আযাদ করে দেয়া হলে সে এই এখতিয়ার লাভ করে যে, সে চাইলে তার স্বামীর সাথে থাকতে পারে অথবা আলাদাও হয়ে যেতে পারে। একদিন রসূলুল্লাহ (স) আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। চুলার উপর হাঁড়িতে (গোশত) টগ্‌বগ্ করছিল। তিনি কিছু খেতে চাইলে তাঁর সামনে রুটি ও ঘরের কিছু তরকারী আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি কেন গোশত দেখতে পাচ্ছি না ? তাঁরা জবাব দিলেন, হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ ! এ গোশত বারীরাকে সদাকা দেয়া হয়েছে। সে আবার হাদিয়া হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এটা তার জন্য সদাকা কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ মিষ্টি ও মধু।

٥٠٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوٰى وَالْعَسَلَ.

৫০২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন।

٥٠٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَلْزَمُ النَّبِىَّ ﷺ لِشِبَعِ بَطْنِىْ حِيْنَ لاَ اٰكُلُ الْخَمِيْرَ وَلاَ اَلْبَسُ الْحَرِيْرَ وَلاَ يَخْدُمُنِىْ فُلاَنٌ وَّفُلاَنَةٌ وَاُلْصِقُ بَطْنِىْ بِالْحَصْبَاءِ وَاَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْاٰيَةَ وَهِىَ مَعِىْ كَىْ يَنْقَلِبَ بِىْ فَيُطْعِمَنِىْ وَخَيْرُ النَّاسِ

لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِىْ بَيْتِهٖ حَتّٰى اِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ اِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيْهَا شَىْءٌ فَنَشْتَقُّهَا (فَنَسْتَقُّهَا) فَنَلْعَقُ مَا فِيْهَا.

৫০২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমার খাবার রুটি ছিল না, পরার রেশমী কাপড় ছিল না এবং সেবার জন্য ছিল না কোন খাদেম, আমি পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম, তখন আমি হর-হামেশা নবী (স)-এর খেদমতে তুষ্টি সহকারে খাবার উদ্দেশ্যে থাকতাম। আমি মানুষের নিকট আয়াত তিলাওয়াত করার আবেদন জানাতাম, অথচ তা আমি তিলাওয়াত করতে জানি, যেন তারা আমাকে তাদের বাড়ী নিয়ে যায় এবং খাবার খাওয়ায়। গরীব-মিসকীনদের জন্য জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে যেতেন এবং তাঁর ঘরে যা থাকতো তা আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমনকি কোন কোন সময় আমাদের সামনে তিনি কেবল চামড়ার খালি পাত্রটাই নিয়ে আসতেন। আমরা তা ভেঙ্গে চাটতাম।৭

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ কদু।

٥٠٣٠ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتٰى مَوْلًى لَّهُ خَيَّاطًا فَاُتِىَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَاْكُلُهُ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّهُ مُنْذُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُهُ.

৫০৩০. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর এক দর্জি গোলামের নিকট আসলেন। কদু পরিবেশন করা হলে রসূলুল্লাহ (স) তা খেতে লাগলেন। যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কদু খেতে দেখেছি, সেদিন থেকে আমিও কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ (দ্বীনী) ভাইদের জন্য খাবার তৈরীর কষ্ট স্বীকার করা।

٥٠٣١ـ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ كَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ اَبُوْ شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اِصْنَعْ لِىْ طَعَامًا اَدْعُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَدَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهٰذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ بَلْ اَذِنْتُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ اَنْ يَّنَاوِلُوْا مِنْ مَائِدَةٍ اِلٰى مَائِدَةٍ اُخْرٰى وَلٰكِنْ يُّنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِىْ تِلْكَ الْمَائِدَةِ اَوْ يَدْعُوْا.

৫০৩১. আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুয়াইব নামে একজন আনসারী ছিলেন। তাঁর ছিল এক ক্রীতদাস। সে গোশত বিক্রয় করত। একদা আবু

৭. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবীদের আর্থিক অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল। অবশ্য পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়।

শুয়াইব তাকে বলেন, তুমি আমার জন্য কিছু খাবার তৈরী কর। আমি রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজন লোক দাওয়াত করব। সুতরাং তিনি দাওয়াত করে রসূলুল্লাহ (স) সমেত পাঁচজনকে খেতে ডাকলেন। তাঁদের সাথে আরো এক লোক যোগ দেয়। নবী (স) দাওয়াতকারীকে বলেন, তুমি আমাদের পাঁচজনকে দাওয়াত করেছ। এ ব্যক্তি আমাদের সাথে এসে গেছে। তুমি চাইলে তাকেও অনুমতি দিতে পার আর চাইলে বাদও দিতে পার। আবু শুয়াইব (রা) বলেন, আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, তাদের এক দস্তরখানে খেতে বসলে অন্য দস্তরখান থেকে তাদের খাদ্য গ্রহণ সমীচীন নয়। একই দস্তরখানে বসা লোক পরস্পরকে খাদ্য সরবরাহ করবে অথবা দস্তরখান ছেড়ে চলেও যেতে পারে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে নিজে অন্য কাজে মশগুল হয়ে যাওয়া।

٥٠٣٢- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى غُلاَمٍ لَهٗ خَيَّاطٍ فَاَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ وَّعَلَيْهِ دُبَّاءٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ فَلَمَّا رَاَيْتُ ذٰلِكَ جَعَلْتُ اَجْمَعُهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَاَقْبَلَ الْغُلاَمُ عَلٰى عَمَلِهٖ قَالَ اَنَسٌ لاَاَزَالُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَارَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَنَعَ مَا صَنَعَ .

৫০৩২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বয়স কম ছিল। একদা আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে চলছিলাম। তিনি তাঁর এক খাদেমের গৃহে প্রবেশ করলেন। সে ছিল দর্জী। সে খাবার ভর্তি একটি পেয়ালা নবী (স)-এর সামনে হাযির করল। এর মধ্যে কদুও ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বেছে বেছে কদু বের করতে লাগলেন। রাবী বলেন, আমি এটা দেখে তাঁর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম। এবং খাদেমটি তার নিজ কাজে মশগুল হয়ে গেল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যেদিন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এটা করতে দেখলাম, সেদিন থেকেই আমি কদু ভালবাসতে লাগলাম।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ তরকারীর শুরুয়া।

٥٠٣٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهٗ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَّمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ .

৫০৩৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে এক দর্জী খাবার দাওয়াত দেয়। তা সে নবী (স)-এর জন্যই পাক করেছল। আমিও নবী (স)-এর সাথে গেলাম। দর্জী যবের রুটি ও শুরুয়া সামনে এনে দিল। এ শরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনা গোশত ছিল। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি পেয়ালার চারদকি থেকে কদু তালাশ করে করে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন)। সেদিন থেকে আমিও কদু পসন্দ করতে লাগলাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ শুকনা গোশত।

٥٠٣٤ ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيْهَا دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ فَرَاَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَاْكُلُهَا.

৫০৩৪. আনাস (রা) বলেন, আমি দেখলাম নবী (স)-এর সামনে শুরুয়া আনা হল। তাতে কদু ও শুকনা গোশত ছিল। আমি দেখলাম, তিনি খুঁজে খুঁজে কদু তুলে নিচ্ছেন এবং খাচ্ছেন।

٥٠٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَافَعَلَهُ اِلاَّ فِيْ عَامٍ جَاعَ النَّاسُ اَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيْرَ وَاِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَمَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَّادُوْمٍ ثَلٰثًا.

৫০৩৫. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) (কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী খেতে) কেবল সেই বছর নিষেধ করেছেন, যে বছর জনগণ দুর্ভিক্ষ পিড়ীত হয়েছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ধনীরা যেন গরীবদেরকে গোশত খাওয়ায়। আমরা (অন্য সময়) পনর দিন পর্যন্ত পায়া তুলে রাখতাম। মুহাম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজন একাধারে তিন দিন তৃপ্ত হয়ে তরকারী দিয়ে গমের রুটি খাননি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি দস্তরখানে স্বীয় সংগীদের সামনে কোন কিছু উপস্থিত করে। ইবনুল মুবারক বলেন, পরস্পরকে খাদ্য পরিবেশন দূষণীয় নয়, তবে এক দস্তরখান থেকে অন্য দস্তরখানে খাদ্য নেয়া যাবে না।

٥٠٣٦ ـ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا مِّنْ شَعِيْرٍ وَّمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَّقَدِيْدٌ قَالَ اَنَسٌ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَّوْمَئِذٍ وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ اَنَسٍ فَجَعَلْتُ اَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

৫০৩৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, এক দর্জী খাবার তৈরি করে রসূলুল্লাহ (স)-কে দাওয়াত দিল। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সেই খাওয়ার দাওয়াতে গেলাম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে যবের রুটি ও শুরুয়া হাযির করে। শুরুয়ার মধ্যে কদু ও শুকনো গোশত ছিল। আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (স) পেয়ালার চারদিক থেকে কদু তালাশ করে তুলে নিচ্ছেন (এবং খাচ্ছেন)। সেদিন থেকে আমি হামেশা কদু পসন্দ করি। সুমামা—আনাস (রা) সূত্রে আরো আছে ঃ আমি নবী (স)-এর সামনে কদু জমা করতে লাগলাম।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও শসা মিশিয়ে খাওয়া।

٥٠٣٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে শসার সাথে তাজা খেজুর মিশিয়ে খেতে দেখেছি।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ নিম্নমানের খেজুর।

٥٠٣٨ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُوْنَ اللَّيْلَ اَثْلاَثًا يُّصَلِّىْ هٰذَا ثُمَّ يُوْقِظُ هٰذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ تَمْرًا فَاَصَابَنِىْ سَبْعُ تَمَرَاتٍ اِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ .

৫০৩৮. আবু উসমান (র) বলেন, আমি (একবার) সাত দিন ধরে আবু হুরাইরা (রা)-এর মেহমান ছিলাম। তিনি, তার স্ত্রী ও তাঁর খাদেম গোটা রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নিয়েছিলেন। একজন (তাঁর অংশে) নামায আদায় করতেন, অতপর অপরজনকে জাগিয়ে দিতেন (এভাবে সারারাত তাঁর ঘরে নামায পড়া হতো)। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) একদিন তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে খেজুর বণ্টন করলেন। আমার ভাগেও সাতটি খেজুর পড়ল। এর মধ্যে একটি ছিল চিটা খেজুর।

٥٠٣٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَنَا تَمْرًا فَاَصَابَنِىْ مِنْهُ خَمْسٌ اَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَّحَشَفَةٌ ثُمَّ رَاَيْتُ الْحَشَفَةَ هِىَ اَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِىْ .

৫০৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাদের মাঝে খেজুর বণ্টন করলেন। তা থেকে আমিও পাঁচটি খেজুর পেলাম। এর মধ্যে চারটি উৎকৃষ্ট খেজুর ছিল, আর একটি ছিল চিটা খেজুর। আমি দেখলাম, এ চিটা খেজুরটি আমার দাঁতে শক্ত ও কঠিন বোধ হল।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ তাজা খেজুর ও শুকনো খেজুর। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

"(হে মরিয়ম,) তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও। তা তোমাকে সদ্য পাকা খেজুর ছুঁড়ে দিবে"–(সূরা মরিয়ম ঃ ২৫)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স)-এর ওফাতের পূর্বে আমরা দুই রকম কালো জিনিস অর্থাৎ শুকনো খেজুর ও পানি দ্বারা পেট ভরতাম।

٥٠٤٠ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ يَهُوْدِىٌّ وَّكَانَ يُسْلِفُنِىْ فِىْ تَمْرِىْ اِلَى الْجُدَادِ وَكَانَتْ لِجَابِرٍ اَلْاَرْضُ الَّتِىْ بِطَرِيْقِ رُوْمَةَ فَجَلَسْتُ فَخَلاَ عَامًا فَجَاءَنِىْ الْيَهُوْدِىُّ عِنْدَ الْجُدَادِ وَلَمْ اَجِدْ مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ اَسْتَنْظِرُهُ اِلَى

قَابِلٍ فَيَابَى فَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لاَصْحَابِهِ اُمْشُوْا نَسْتَنْظِرُ لِجَابِرٍ مِّنَ الْيَهُوْدِيِّ فَجَاؤُنِيْ فِيْ نَخْلِيْ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُ الْيَهُوْدِيَّ فَيَقُوْلُ اَبَا الْقَاسِمِ لاَ اُنْظِرُهُ فَلَمَّا رَاٰى النَّبِيُّ ﷺ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَاَبَى فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيْلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَكَلَ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ عَرِيْشُكَ يَا جَابِرُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ افْرُشْ لِيْ فِيْهِ فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ اُخْرٰى فَاَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُوْدِيَّ فَاَبَى عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرُّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَابِرُ جُدَّ وَاقْضِ فَوَقَفَ فِي الْجُدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ (مِثْلُهُ) فَخَرَجْتُ حَتّٰى جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَشَّرْتُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫০৪০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক ইহূদী ছিল। খেজুর কাটার মৌসুমে খেজুর প্রদানের শর্তে সে আমাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে বায়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়) করত। রূমা নামক কূপের পথে জাবের (রা)-এর একখণ্ড জমি (খেজুর বাগান) ছিল। এক বছর ওই জমিতে কোন ফলন হয়নি। ফল কাটার মৌসুমে ইহূদী আমার নিকট আসল। আমি বাগান থেকে কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি। অতএব আমি তার কাছে পরবর্তী বছর পর্যন্ত অবকাশ চাইলাম কিন্তু সে রাজী হল না। সুতরাং আমি ব্যাপারটি নবী (স)-কে অবহিত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেন, চল, জাবেরের জন্য এ ইহূদী থেকে অবকাশ নিয়ে নেই। অতপর তারা আমার খেজুর বাগানে আসনে এবং নবী (স) ইহুদীর সাথে আমাকে অবকাশ দানের ব্যাপারে আলাপ করতে লাগলেন। সে বলল, হে আবুল কাসেম ! আমি তাকে আর সময় দিব না। নবী (স) তাম্ম মনোভাব লক্ষ্য করে উঠে গিয়ে বাগানে ঘুরলেন। তারপর সেই ইহূদীর নিকট আসলেন এবং তার সাথে আলাপ করলেন। এবারও সে রাজী হল না। অতপর আমি উঠে গিয়ে কিছু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসলাম এবং নবী (স)-এর সামনে রাখলাম। তিনি তা খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন, হে জাবের ! তোমার ঘর কোন্ স্থানে ? আমি তাঁকে তা বলে দিলাম। তিনি বলেন, আমার জন্য তাতে বিছানা বিছাও। আমি তাঁর জন্য একখানা বিছানা পেতে দিলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জাগলেন এবং সেই ইহূদীর সাথে (সময়দানের ব্যাপারে) আলাপ করলেন কিন্তু এবারও সে সময় দিতে অস্বীকার করল। তিনি দ্বিতীয়বার খেজুর বাগানে গেলেন এবং বললেন, হে জাবের! তুমি খেজুর কেটে তার পাওনা আদায় করে দাও। তিনি খেজুরের স্তূপের উপর বসে পড়লেন। আমার তোলা (খেজুর) থেকে ঐ ইহূদীর পাওনা শোধ করার পরও অতিরিক্ত বেঁচে গেল। অতপর (এ বরকত দেখে) আমি ছুটে এসে নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম এবং তাঁকে এ সুখবর দান করলাম। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রসূল।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ ছড়া থেকে খেজুর খাওয়া।

٥٠٤١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ جُلُوْسٌ اِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ بَرَكَةً كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ اَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَاِذَا اَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ اَنَا اَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী (স)-এর সামনে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট খেজুরের ছড়া পাঠালো। নবী (স) বলেন, এমন একটি বৃক্ষ আছে, যা মুসলমানদের ন্যায় বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময়। আমি ভাবলাম, এ বৃক্ষ দ্বারা নবী (স) খেজুর বৃক্ষ বুঝাতে চাচ্ছেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! সেটি হল খেজুর বৃক্ষ। তারপর আমি চার দিকে নযর দৌড়ালাম। আমি দেখলাম আমি হলাম দশজনের মধ্যে দশম এবং সবার মধ্যে কম বয়স্ক। তাই আমি চুপ রইলাম। নবী (স) বলেন, ওটি হলো খেজুর বৃক্ষ।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ আজওয়া (উন্নতমানের) খেজুর।

٥٠٤٢- عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ (يَضِرْهُ) فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ .

৫০৪২. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন লোক যে দিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন রকম বিষ ও যাদু তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ এক সাথে দু'টি খেজুর খাওয়া।

٥٠٤٣- عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَزَقَنَا تَمْرًا فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَاْكُلُ وَيَقُوْلُ لاَ تُقَارِنُوْا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقِرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ اِلاَّ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ قَالَ شُعْبَةُ اَلْاِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ .

৫০৪৩. জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা (আবদুল্লাহ) ইবনুয যুবাইর (রা)-এর আমলে দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছিলাম। তিনি আমাদের খেজুর খাওয়াতেন। যখন আমরা খেজুর খেতে থাকতাম, তখন কখনো কখনো আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) আমাদের নিকট দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, তোমরা দু'টি খেজুর এক সাথে খেও না। কারণ নবী (স) এক সাথে দু'টি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি পুনরায় বলেন, তবে তার সাথী তাকে অনুমতি দিলে খাওয়া যাবে। শো'বা বলেন, অনুমতি নেয়ার কথা ইবনে উমার (রা)-এর উক্তি।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুর গাছের বরকত।

٥٠٤٤ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُوْنُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِيَ النَّخْلَةُ .

৫০৪৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বৃক্ষের মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন আছে, যা মুসলমানদের অনুরূপ এবং সেটি হল খেজুর বৃক্ষ।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ শসার বর্ণনা।

٥٠٤٥ ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৪৫. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেছেন, আমি নবী (স)-কে তাজাপাকা খেজুর শসার সাথে মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ এক সাথে দুই ধরনের ফল কিংবা দুই রকম খাদ্য খাওয়া।

٥٠٤٦ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ .

৫০৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে শসার সাথে তাজা-পাকা খেজুর মিলিয়ে খেতে দেখেছি।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ দশজন করে ভেতরে ডাকা এবং দশজন করে দস্তরখানে বসা।

٥٠٤٧ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ اُمَّهُ عَمَدَتْ اِلٰى مُدٍّ مِّنْ شَعِيْرٍ جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيْفَةً وَّعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثَتْنِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِيْ اَصْحَابِهِ فَدَعَوْتُهُ قَالَ وَمَنْ مَّعِيْ فَجِئْتُ فَقُلْتُ اِنَّهُ يَقُوْلُ وَمَنْ مَّعِيَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَدَخَلَ فَجِيْءَ بِهِ وَقَالَ اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوْا (فَاَدْخِلُوْا) فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ اَدْخِلْ عَلَى عَشَرَةً فَدَخَلُوْا فَاَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ قَالَ اَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً حَتّٰى عَدَّ اَرْبَعِيْنَ ثُمَّ اَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ .

৫০৪৭. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর আম্মা উম্মু সুলাইম (রা) এক মুদ যব গুলিয়ে দলা পাকালেন এবং তাঁর নিকটস্থ ঘিয়ের ভাণ্ড নিংড়িয়ে তাতে দিলেন। অতপর তিনি আমাকে নবী (স)-এর নিকট পাঠান। আমি এসে তাঁকে দাওয়াত করলাম। তিনি তাঁর সাহাবীগণের সাথে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারাও কি আসবে, যারা আমার সাথে রয়েছে ? আমি (বাড়ীতে) ফিরে এসে বললাম, নবী (স) জিজ্ঞেস করছেন, তারাও কি

আসবে যারা তাঁর সাথে রয়েছ ? আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! উম্মু সুলাইম যা তৈরী করেছে তা যৎ সামান্য। নবী (স) তাশরীফ আনলেন। তার সামনে সেই খাদ্য আনা হল। তিনি বলেন, দশজন লোককে ভেতরে নিয়ে এসো। তাঁরা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। রসূলুল্লাহ (স) পুনরায় বলেন, আরও দশজনকে নিয়ে এসো। সুতরাং তারা আসলেন এবং সবাই তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। তিনি আবার বলেন, আরও দশজন নিয়ে এসো। সুতরাং তাঁরা আসলেন এবং তৃপ্তি মিটিয়ে খেলেন। এমনকি তিনি চল্লিশ ব্যক্তি গুণলেন। তারপর নবী (স) নিজে খেলেন। অতপর বিদায় হন। আমি ওই খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তা কমেছে কিনা।

৫০- অনুচ্ছেদ ঃ রসুন ও (দুর্গন্ধযুক্ত) তরকারী খাওয়া মাকরূহ। এ বিষয়ে নবী (স) থেকে ইবনে উমার (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٠٤٨- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ قِيْلَ لاَنَسٍ مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ فِى الثُّوْمِ فَقَالَ مَنْ اَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৮. আবদুল আযীয (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি রসুন (খাওয়া) সম্পর্কে নবী (স)-কে কিছু বলতে শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি (রসুন) খায়, সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে।[৮]

٥٠٤٩- عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ زَعَمَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ ثُوْمًا اَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا اَوِ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

৫০৪৯. আতা (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ,রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়াজ-রসুভ খায় সে যেন অবশ্যই আমাদের থেকে আলাদা থাকে ন্বং আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে।

৫১-অনুচ্ছেদ : কাবাস অর্থাৎ পিলু ফল।

٥٠٥٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَرِّ لظَّهْرَانِ نَجْنِى الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُم بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّه اَطْيَبُ فَقَالَ اَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ رَعَاهَا.

৫০৫০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মাররুযযাহরান নামক স্থানে পিলু ফল কুড়াচ্ছিলাম। তখন নবী (স) বললেন, তোমরা কালোগুলো কুড়িয়ে নাও। কেননা কালোগুলোই উত্তম। জাবের (রা)

---

৮. কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এ দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসলে আশেপাশের লোকের কষ্ট হয় এবং ফেরেশতাগণও কষ্ট পায়। এজন্য কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। কাঁচা পেয়াজ-রসুন খাওয়া বিশেষজ্ঞ আলেমদের মতে মাকরূহ তানযিহী। হাদীসে এই কাঁচা পেয়াজ-রসুনের কথাই বলা হয়েছে।

বলেন, আপনি কি বক্‌রী চরিয়েছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। এমন কোন নবী নেই, যিনি ছাগল চরাননি।[৯]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ আহারের পর কুল্লি করা।

٥٠٥١- عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا اُتِىَ بِطَعَامٍ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَاَكَلْنَا فَقَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا قَالَ يَحْيٰى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَّقُوْلُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلَى خَيْبَرَ فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْيٰى وَهِىَ مِنْ خَيْبَرَ عَلٰى رَوْحَةٍ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا اُتِىَ اِلاَّ بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَاهُ فَاَكَلْنَا مَعَهُ (مِنْهُ) ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ ثُمَّ صَلّٰى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ سُفْيَانُ كَاَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيٰى .

৫০৫১. সুয়াইদ ইবনুন নু'মান (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলে নবী (স) খাদ্য নিয়ে ডাকেন। শুধু ছাতুই পেশ করা হল। আমরাও খেলাম। তিনি নামাযের জন্য উঠে দাঁড়ান। তিনি কুল্লি করলেন, আমরাও কুল্লি করলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, আমি বুশাইরকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট সুয়াইদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বারের দিকে রওয়ানা হলাম। আমরা আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলাম। ইয়াহ্ইয়া বলেছেন, এ জায়গাটা খায়বার থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত। অতপর নবী (স) খাবার চাইলেন। তখন তাঁর সামনে কেবল ছাতু পেশ করা হল। আমরা তাতে মুখ লাগিয়ে তাঁর সাথে খেলাম। তারপর তিনি পানি চেয়ে আনালেন এবং কুল্লি করলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও কুল্লি করলাম। এরপর তিনি আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু পুনরায় উযু করেননি। সুফিয়ান বলেছেন, (আমি তোমার নিকট এমনভাবে বর্ণনা করেছি) যেন তুমি ইয়াহইয়ার নিকট শুনছো (অর্থাৎ তাঁর বর্ণনা ও আমার বর্ণনা হুবহু একই।)[১০]

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ রুমাল দিয়ে মুছে ফেলার আগে আঙ্গুল চেটে খাওয়া।

٥٠٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا .

---

৯. মাররুয যাহরান মক্কার পথে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পিলু ফল এক জাতীয় কালো ফল, আরবের পাহাড়ে বা বনে হয়। এসব স্থানে সাধারণত যারা ছাগল চরায় তারাই এ ফলের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত। রসূল (স) কালোগুলো সুস্বাদু বলায় জাবের (রা) আশ্চর্য হয়েছেন এ জন্যে যে, ছাগল না চরালে তো এ খবর জানা সম্ভব নয়। তাই তিনি এ প্রশ্ন করেছেন। রসূল (স) বলেছেন, সব নবীই ছাগল চরান। মূলত ছাগল চরানো খুবই কষ্টকর। এজন্যে অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের দরকার। কারণ উম্মাত পরিচালনায় এর চেয়েও বেশী ধৈর্য ধরতে হয়, কষ্ট সইতে হয়। আল্লাহ তাআলা সব নবী দ্বারাই ছাগল চরানোর কাজ করিয়েছেন। এটা উম্মাত পরিচালনার বাস্তব প্রশিক্ষণ।

১০. কোন কিছু খেলে উযু নষ্ট হয় না। ছাতু খাওয়ার পর সবাই কুল্লি করেছেন। ফলে মুখে কিছু থাকেনি এবং উযুরও প্রয়োজন পড়েনি।

৫০৫২. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, সে যেন হাত মুছে ফেলার আগে তা চেটে খায়, কিংবা অন্যকে দিয়ে চাটায়।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ রুমাল।

٥٠٥٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَاَلَهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ لاَنَجِدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ اِلاَّ قَلِيْلاً فَاِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ اِلاَّ اَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَاَقْدَامُنَا ثُمَّ نُصَلِّيْ وَلاَ نَتَوَضَّأُ.

৫০৫৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার নিকট আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর (পুনরায়) উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, না (অনুরূপ খাদ্য খাওয়ার পর পুনরায় উযু নেই)। নবী (স)-এর যমানায় খুব কম খাদ্যই আমাদের ভাগ্যে জুটতো। আর যখন আমরা খাদ্য পেতাম, তখন হাতের পাঞ্জা, বাজু ও পা ভিন্ন কোন রুমাল আমরা পেতাম না। অতপর (খেয়ে দেয়ে) আমরা নামায পড়তাম কিন্তু পুনরায় উযু করতাম না।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ খাওয়ার পর কি দোয়া পড়বে।

٥٠٥٤- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا رُفِعَ مَائِدَتُهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

৫০৫৪. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। যখন নবী (স)-এর সামনে থেকে (খাওয়া শেষে) তাঁর দস্তরখান তুলে নেয়া হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।" অর্থাৎ "পাক-পবিত্র, বরকতময় অনেক অনেক তারীফ সমস্তই আল্লাহ্‌র জন্য। হে পরোয়ারদিগার ! তা হতে কখনো মুখ ফিরাতে পারব না, তা কখনো চিরতরে বিদায় দিতে পারব না, তা হতে নির্লিপ্ত হতে পারব না।"

٥٠٥٥- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهٖ وَقَالَ مَرَّةً اِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانَا وَاَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مَكْفُوْرٍ وَّقَالَ مَرَّةً لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا.

৫০৫৫. আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) যখন খাওয়া থেকে অবসর হতেন বা দস্তরখান তুলে ফেলতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মাকফুরিন"—"সমস্ত তারীফ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে যথেষ্ট খাইয়েছেন এবং পরিতৃপ্ত করেছেন। না তা হতে মুখ ফেরানো যায়

আর না নাশোকরী করা যায়"।[১১] কখনো কখনো তিনি এ দোয়া করতেন ঃ লাকাল হামদু রব্বানা গাইরা মাকফীয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনান আনহু রব্বানা।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ খাদেমের সাথে খাওয়া।

٥٠٥٦- عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَاِنْ لَّمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ اُكْلَةً اَوْ اُكْلَتَيْنِ اَوْ لُقْمَةً اَوْ لُقْمَتَيْنِ فَاِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ .

৫০৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যখন তার খাদেম খাবার নিয়ে আসে এবং সে লোক তাকে তার সাথে না বসায় তবে তাকে অন্তত দুই-এক লোক্‌মা অবশ্যই দিয়ে দিবে। কেননা সে (পাক ঘরের) উত্তাপ এবং ঐ খানা তৈরীর সমুদয় ক্লেশ বরদাশত করেছে।[১২]

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ কৃতজ্ঞ আহারকারী ধৈর্যশীল রোযাদারের সমতুল্য। এ বিষয়ে আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তিকে খানার দাওয়াত দিলে (এবং অপর কেউ তার সাথে এসে গেলে) সে বলবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে এসে গেছে। আনাস (রা) বলেন, তুমি কোন মুসলমানের নিকট গেলে এবং সে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি না হলে তার খানা খাও এবং তার পানীয় পান কর।

٥٠٥٧- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يُكْنٰى اَبَا شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِيْ اَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوْعَ فِيْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ اِلٰى غُلاَمِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ اِصْنَعْ لِيْ طَعَامًا يَّكْفِيْ خَمْسَةً لَعَلِّيْ اَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا ثُمَّ اَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَبَا شُعَيْبٍ اِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لاَ بَلْ اَذِنْتُ لَهُ .

---

১১. এ দোয়াগুলো ছাড়া আরো একটি দোয়া বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। পানাহার শেষে এ দোয়াটি পড়াই অধিক প্রচলিত আছে ঃ "আলহামদু লিল্লাহিলল্লাযী আতআমানা ওয়াসাকানা ওয়াজাআলানা মিনাল মুসলিমীন।" —"সমস্ত তারীফ আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।" পানাহার শেষে এর যে কোন একটি দোয়া করে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করা উচিত।

১২. ইসলামে চাকর ও মালিকে কোন ভেদাভেদ নেই—সবাই সমান। তাই পাচক খানা পাক করে আনলে তাকে সাথে বসিয়ে খাওয়ানোই ইসলামের নিয়ম। নিজে যা খাবে তা তাকেও খাওয়াবে, যা পরবে, তাকেও তা পরাবে। এতটুকু উদারতা দেখানোর মনোবল যদি কারো না থাকে, তবে অবশ্যই সে যেন ওই খাবার থেকে চাকরকে দুই এক লোক্‌মা দান করে।

৫০৫৭. আবু মাসউদ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু শুআইব নামে এক আনসারী ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে ছিল কসাই। সেই আনসারী নবী (স)-এর নিকট আসলেন। এ সময় তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে ছিলেন। আনসারী নবী (স)-এর চেহারায় ক্ষুধার লক্ষণ ধরতে পারলেন। সুতরাং তিনি তাঁর কসাই গোলামটির নিকট গেলেন এবং বলেন, আমার জন্য খাবার তৈরি কর, যেন পাঁচজনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। আমি হয়ত নবী (স)-সহ পাঁচজনকে দাওয়াত করতে পারি। সে নির্দেশ মোতাবেক খাবার তৈরি করল। আনসারী নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাঁকে ডাকলেন। অপর এক ব্যক্তিও তাঁদের অনুসরণ করল। নবী (স) বলেন, হে আবু শুয়াইব ! এক লোক আমাদের পিছে পিছে এসে গেছে। তুমি ইচ্ছা করলে তাকে আসার অনুমতি দিতে পার, আর যদি চাও তাকে বাদও দিতে পার। আনসারী বলেন, না, বরং আমি তাকেও অনুমতি দিলাম।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ রাতের খাবার সামনে এসে গেলে (এশার নামায পড়ার জন্য) তাড়াহুড়া করে খাবে না।

٥٠٥٨- عَنْ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِىْ يَدِهِ فَدُعِىَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَلْقَاهَا وَالسِّكِّيْنَ الَّتِىْ كَانَ يُحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

৫০৫৮. আমর ইবনে উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বকরীর এক পাঁজর বা কাঁধের গোশত হাত দিয়ে ধরে কেটে খেতে দেখেছেন। তখন নামাযের জন্য ডাকা হলে তিনি গোশতের টুকরা এবং গোশত কেটে খাওয়ার ছুরি এক পাশে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ান, অতপর নামায আদায় করেন, কিন্তু পুনরায় উযু করেননি।

٥٠٥٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَابْدَؤُا بِالْعَشَاءِ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَهُ وَعَنِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ تَعَشّٰى مَرَّةً وَّهُوَ يَسْمَعُ قِرَأَةَ الاِمَامِ .

৫০৫৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যখন রাতের খানা এসে যায় এবং নামাযের একামতও দেয়া হয়, তখন আগে রাতের খানা খেয়ে নাও। অপর এক সনদে ইবনে উমার (রা) নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাতের খানা খাচ্ছিলেন আর তখন ইমামের কিরায়াতের শব্দ শুনতে পান।

٥٠٦٠- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَعَنْ هِشَامٍ اِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ .

৫০৬০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নামাযের একামত বলা হলে এবং রাতের খাবারও সামনে এসে গেলে প্রথমে রাতের খানা খেয়ে নিবে। অপর এক সনদে হিশাম থেকে 'ইযা উদিআল আশাউ" (যখন রাতের খাবার রাখা হয়) বাক্য বর্ণিত হয়েছে।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর বাণী فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا "তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে যেও।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ৫৩)

٥٠٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ كَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِىْ عَنْهُ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَّكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِيْنَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتّٰى قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَشٰى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ قَامُوْا فَضَرَبَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وَّاُنْزِلَ الْحِجَابَ (وَنَزَلَ عَلَيْهِ الْحِجَابُ)

৫০৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ঘটনা আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত আছি। উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নব বিনতে জাহশের সঙ্গে রসূলুল্লাহ (স) বাসর যাপন করলেন, তিনি তাঁকে মদীনাতে বিয়ে করেন। অনেক বেলা হলে রসূলুল্লাহ (স) লোকজনকে বিবাহর ভোজে দাওয়াত দিলেন। আহার শেষে রসূলুল্লাহ (স) বসে থাকেন এবং লোকজনও তাঁর সাথে বসে থাকে, কিছু লোক খেয়েদেয়ে চলে যায়। রসূলুল্লাহ (স) উঠে দাঁড়ালেন এবং আমিও তাঁর সাথে হেঁটে চললাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে ভাবলেন, লোকজন হয়ত চলে গেছে। তিনি ফিরে এলেন এবং আমিও তাঁর সাথে আবার ফিরে এলাম। কিন্তু লোকজন তখনো নিজ নিজ জায়গায় বসে আছে। নবী (স) আবার ফিরে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আয়েশা (রা)-এর হুজরার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ফিরে আসলেন, আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দেখলাম, লোকজন উঠে গেছে। তখন নবী (স) আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টাংগিয়ে দিলেন। এ সময় (তাঁর উপর) পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

অধ্যায়—৪৩

كِتَابُ الْعَقِيْقَةِ

(আকীকার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আকীকা দেয়ার ইচ্ছা না থাকলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনই নবজাতকের নাম রাখবে এবং তাকে মিষ্টিমুখ করানো।

٥٠٦٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلَامٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرَ وَلَدِ اَبِىْ مُوْسٰى .

৫০৬২. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খোরমা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন,[১] অতপর তার জন্য বরকতের দোয়া করলেন, তারপর তাকে আমার নিকট ফেরত দিলেন। এ ছিল আবু মূসা আশআরী (রা)-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

٥٠٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِصَبِىٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَاَتْبَعَهُ الْمَاءَ .

৫০৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি শিশুকে নবী (স)-এর নিকট তাহ্নীক করানোর জন্য নিয়ে আসা হলো। শিশুটি নবী (স)-এর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পেশাবের ওপর পানি ঢেলে দিলেন।

٥٠٦٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً فَوَلَدْتُّ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرَحًا شَدِيْدًا لِاَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُوْلَدُ لَكُمْ .

৫০৬৪. আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় থাকাকালেই আবুদল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) তার গর্ভে আসে। গর্ভকাল পূর্ণ হওয়াকালে আমি (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছি এবং কুবা পল্লীতে অবতরণ করি। এ কুবাতেই আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হয়।

---

১. হাদীসে তাহ্নীক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ কোন কিছু বিশেষত খোরমা চিবিয়ে নরম করে তা নবজাত শিশুর মুখে দেয়া।

অতপর আমি তাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে এসে তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি খোরমা-খেজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং তার পেটে সর্বপ্রথম প্রবেশ করেছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর মুখের লালা। তিনি চিবানো খেজুর তার মুখে দিলেন, তার জন্য দোয়া করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। (মদীনায়) মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করেন। এজন্যে (তাঁর জন্মে) মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হয়েছিল। কেননা মুসলমানদের সম্পর্কে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, তাদের উপর ইহূদীরা যাদুটোনা করেছে। সুতরাং তাদের কোন সন্তানাদি হবে না।[২]

٥٠٦٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لاَبِىْ طَلْحَةَ يَشْتَكِىْ فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِىُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ ابْنِىْ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ هُوَ اَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِىَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَعَرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قَالَ لِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ اِحْفَظْهِ حَتّٰى تَاْتِىَ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتٰى بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَاَرْسَلَتْ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَاَخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اَمَعَهُ شَىْءٌ قَالُوْا نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَ مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِى الصَّبِىِّ وَحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ .

৫০৬৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা)-এর এক শিশু পুত্র অসুস্থ ছিল। আবু তালহা (রা) (কোন কাজে) বাইরে চলে গেলেন। তখন ছেলেটি মারা গেল। আবু তালহা (রা) ফিরে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমার ছেলেটি কী করছে (কেমন আছে) ? উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, সে আগে যেরূপ ছিল, তার চেয়ে বেশী শান্তি ও স্বস্তিতে আছে। অতপর তিনি স্বামীকে রাতের খাবার এনে সামনে দিলেন (এবং তিনি তা খেলেন), তারপর বিবির সাথে তার মিলন হল। মিলনের পর বিবি বললেন, এ (মৃত) ছেলেটিকে দাফন করে আস। সকাল হলে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, রাতে তোমার স্ত্রীর সাথে কি তোমার মিলন হয়েছে। তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। রসূলুল্লাহ (স) দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! এ দু'জনকে বরকত দান কর। উম্মু সুলাইম (রা) বলেন, অতপর আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তখন আবু তালহা (রা) আমাকে বললেন, নবী (স)-এর নিকট না নেয়া পর্যন্ত একে হেফাযতে রাখ। অতপর তিনি তাকে নবী (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। উম্মু সুলাইম (রা) তার সাথে কয়েকটি খেজুরও দিলেন। নবী (স) তাকে

২. এখানে 'মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মলাভ করেন'-এর অর্থ, মুহাজির মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা)-ই ছিলেন প্রথম শিশু। কারণ আনসার মুসলমানদের মধ্যে তাঁর পূর্বে নু'মান ইবনে বশীর জন্মগ্রহণ করেন। ইহূদীরা দাবি করেছিল যে, তারা যাদুটোনা করেছে, তাই মুসলমানদের কোন সন্তান হবে না। আবদুল্লাহ (রা) জন্মলাভ করায় তাদের এ দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় মুসলমানগণ অতিশয় আনন্দিত হন।

কোলে তুলে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এর সাথে আর কোন কিছু আছে কি ? লোকজন বলেন, হাঁ, কয়েকটি খেজুর আছে। নবী (স) খেজুরগুলো নিয়ে সেগুলো চিবিয়ে আপন মুখ থেকে বের করে সেই শিশুর মুখে দিলেন। এটা দিয়েই তিনি শিশুটির মিষ্টিমুখ করালেন এবং তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ।[৩]

২-অনুচ্ছেদ ঃ আকীকার সময় শিশুর কষ্ট দূর করা।

٥٠٦٦- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَّاَمِيْطُوْا عَنْهُ الْاَذٰى .

৫০৬৬. সালমান ইবনে আমের দাব্বী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, শিশুর (জন্মের পর) আকীকা করা আবশ্যক। অতএব তার তরফ থেকে তোমরা রক্ত প্রবাহিত কর। (পশু যবেহ কর) এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর।[৪]

٥٠٦٧- عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ اَمَرَنِى ابْنُ سِيْرِيْنَ اَنْ اَسْئَلَ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

৫০৬৭. হাবীব ইবনুশ শহীদ (র) বলেন, হাসান (বসরী) আকীকার হাদীস কার থেকে শুনেছেন—একথা তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করতে আমাকে ইবনে সিরীন (র) নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি তাঁকে তা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে।[৫]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ ফারা।

٥٠٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبٍ .

---

৩. অপর একটি সনদেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

৪. এখানে শিশু থেকে কষ্ট দূর করার অর্থ, আকীকা দিয়ে শিশুর মাথা মুড়িয়ে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা। শিশু মায়ের পেট থেকে যে চুল নিয়ে আসে, তা তার জন্য কষ্টদায়ক। এতে সে অপরিচ্ছন্ন থাকে। মাথা কামানোর পর সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং তার কষ্ট দূর হয়। তদুপরি সে নানা প্রকার বালা-মুসীবত থেকেও মুক্ত থাকে।

৫. এখানে ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উল্লেখ করেননি। তিনি সূত্রটি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ

হাসান বসরী (র) সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন ঃ শিশু আকীকার সঙ্গে বন্ধক থাকে। (জন্মের পর) সপ্তম দিনে শিশুর তরফ থেকে পশু যবেহ করা, মাথা কামানো ও নাম রাখা উচিত। এখানে আকীকার প্রয়োজনীয়তা বুঝানোর জন্যই বন্ধক থাকার কথা বলা হয়েছে। আকীকা দেয়া হলে শিশু বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়। তাই সামর্থ্য থাকলে আকীকা দেয়া উচিত। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, (সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও) আকীকা না দিলে কিয়ামতের দিন মা-বাপের পক্ষে সন্তানের শাফায়াত কবুল হবে না। সপ্তম দিন আকীকা করাই উত্তম। তা সম্ভব না হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তম দিনে করবে। তাও না করা হলে জীবনের যে কোন সময় করারও অনুমতি রয়েছে।

৫০৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, (ইসলামে) 'ফারা' ও 'আতীরা'র অবকাশ নেই। 'ফারা' হল, উটনীর প্রথম বাচ্চা—যাকে মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর নামে বলি দিত। আর রজব মাসে তারা যে কুরবানী দিত, তাকে বলা হতো 'আতীরা'।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ আতীরা।

٥٠٦٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ وَالْفَرَعُ اَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ وَالْعَتِيْرَةُ فِىْ رَجَبَ .

৫০৬৯. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ফারা ও আতীরা এ দু'টো ইসলামে নেই। ফারা হল উটনীর সেই প্রথম বাচ্চা, যাকে (জাহিলী যুগে) মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিত। আর আতীরা রজব মাসে করত।

অধ্যায়—৪৪

كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ

(যবেহ ও শিকারের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ ও শিকার করা এবং শিকারের উপর বিসমিল্লাহ পড়া। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ط

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যা যবেহ করা হয়েছে, যা শ্বাসরোধে[১] মরেছে, যা আঘাতে মরেছে, যা উপর থেকে পড়ে মরেছে, যা শিঙ-এর গুঁতায় মরেছে এবং হিংস্র জীবে খাওয়ায় যবেহ ছাড়া যা মরেছে—তবে যবেহ করলে খেতে পারবে এবং যে পশু পূজার মঞ্চে বলিদান করা হয়েছে, আর তোমাদের ভাগ্য নির্ণায়ক তীর নিক্ষেপ এসবই (হারাম) গুনাহের কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করো"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ٥

---

১. কণ্ঠরোধে মরা অর্থাৎ দড়ি বা রশি, ফাঁদ, ফাঁস বা গাছের লতায় গলা আটকে পড়ে মারা গেলে সেই প্রাণী খাওয়া হারাম, যে কোন আঘাতে মরলেও খাওয়া হারাম, কিন্তু বিসমিল্লাহ বলে তীর, তলোয়ার, বর্শা বা কাটা যায় এবং রক্ত ঝরে এমন বস্তুর আঘাতে মরলেও সেটা খাওয়া জায়েয। বন্দুকের গুলীতে শিকার করলে তা খাওয়া জায়েয কি না সে ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, গুলীর ধার নেই বলে তা শিকারকে থেঁতলিয়ে দেয়, কাটে না, এজন্য তা খাওয়া জায়েয হবে না, জীবিত পাওয়া গেলে এবং জবেহ করলে তবে জায়েয হবে। কাযী শওকানী (র)-সহ অনেক বিজ্ঞ আলেম বলেন, ধারাল অস্ত্রের ধার অপেক্ষা বন্দুকের গুলীর ধার কোন অংশেই কম নয়, বরং বেশী এবং তাতে রক্তও প্রবাহিত হয়। তাই বিসমিল্লাহ বলে গুলী ছুঁড়লে শিকার মরে গেলেও খাওয়া জায়েয বলে তাঁরা মনে করেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

হিংস্র মাংসাশী জন্তুর দংশনকৃত প্রাণী জীবিত পাওয়া গেলে এবং যবেহ করা গেলে তা খাওয়া জায়েয হবে। আর বিসমিল্লাহ বলে প্রশিক্ষিণপ্রাপ্ত শিকারী পশু-পাখী ছেড়ে দিলে তাদের হামলায় শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। ভাগ্য নির্দেশক তীর নিক্ষেপে ভাগে পাওয়া জিনিস হারাম। কেননা তা জুয়া ও লটারীর সমতুল্য। আর জুয়া ও লটারীর ফলে লভ্য জিনিস মাত্রই হারাম। এখানে প্রাণী বলতে হালাল প্রাণী বুঝানো হয়েছে।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের হাত ও বর্শা যা শিকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যেন আল্লাহ জানেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এরপর যে সীমালংঘন করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৪)।

"যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ গবাদি পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা বৈধ মনে করবে না। আল্লাহ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আদেশ করেন। হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর নিদর্শনের, পবিত্র মাসের, কুরবানীর জন্য কাবায় প্রেরিত পশুর, গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর এবং স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় বাইতুল হারাম অভিমুখে যাত্রীদের পবিত্রতার অবমাননা করো না। যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ১-২)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল-উকূদ অর্থ ঃ চুক্তি, ইজরিমান্নাকুম অর্থ ঃ তোমাদেরকে যেন প্ররোচিত না করে, শানাআনু অর্থ ঃ শত্রুতা, আল-মুনখানিকাতু অর্থ ঃ শ্বাসরোধে হত্যাকৃত প্রাণী, আল-মাওকূযা অর্থ ঃ কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা প্রহার করে হত্যা করা প্রাণী, আল-মুতারাদ্দিয়াতু অর্থ ঃ পাহাড়ের উপর থেকে নিক্ষেপ করে হত্যাকৃত প্রাণী, আন-নাতীহাতু অর্থ ঃ ছাগল বা ভেড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করে হত্যা করা। কিন্তু কোন প্রাণীকে তুমি লেজ বা চোখ নাড়ানো অবস্থায় পেলে এবং তা (ঐ অবস্থায়) যবেহ করতে পারলে তা আহার করতে পার।

٥٠٧٠- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَاأَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيْذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَّ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيْتَ أَنْ يَّكُوْنَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ .

৫০৭০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে পালকহীন বা তীক্ষ্ণ মাথাহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ তা হত্যা করে তাহলে তা খাও। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে, তাহলে শিকার ওকীজ[২] (অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে মৃত জন্তু) গণ্য হবে। আমি তাঁকে কুকুরের শিকার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, যদি সে (পাকড়াও করে) তা তোমার জন্য ধরে রাখে, তাহলে তুমি খেতে পার। কেননা কুকুরের পাকড়াও

২. লাঠি বা পাথরের আঘাতে যে জন্তুকে মারা হয় তা 'ওকীজ' বা মাওকূজাহ। এ ধরনের মৃত জীব খাওয়া হারাম। ইসলামে যবেহ দুই রকম—এক, স্বাভাবিক নিয়ম মাফিক যবেহ করা। যেমন গলা অর্থাৎ বুক ও হলকুষ্ঠের মধ্যবর্তী কোন স্থানের বিশেষ চারটি কিংবা অন্তত তিনটি রগ 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ধারাল জিনিস দ্বারা কেটে দেয়া। দুই, জরুরী ভিত্তিতে যবেহ করা। তাহলো, কোন হালাল জীবের দেহের যে কোন স্থান ধারাল জিনিস দ্বারা 'বিসমিল্লাহ' বলে কেটে দেয়া। স্বাভাবিক নিয়মে যবেহ করা যেখানে অসম্ভব—একমাত্র সেখানেই এ নিয়মে যবেহ করার বিধান। এছাড়া কোন জিনিসের আঘাতে, ওপর থেকে পড়ে, অন্য পশুর গুঁতায় কিংবা হিংস্র জন্তুর হামলায় মরলে—তা সাধারণত মৃত বলে গণ্য হবে এবং এরূপ মৃত জীব খাওয়া হারাম।

করাটাই হলো যবেহ করা। আর যদি তুমি তোমার কুকুর কিংবা কুকুরগুলোর সাথে অন্য কুকুর দেখতে পাও এবং তোমার আশংকা হয় যে, ঐ কুকুরও তোমার কুকুরের সাথে শিকার হত্যায় অংশ নিয়েছে, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তো কেবল তোমার কুকুর ছাড়তে বিসমিল্লাহ পড়েছ, অন্য কুকুরের বেলায় তা পড়নি।

২-অনুচ্ছেদ ঃ তীরের পার্শ্বদেশের শিকার। ইবনে উমার (রা) গুলতির গুলীর আঘাতে মৃত শিকার সম্পর্কে বলেছেন, তা 'মওকূজাহ'—অর্থাৎ লাঠি বা পাথরের আঘাতে নিহত প্রাণীর অনুরূপ গণ্য হবে। সালেম, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, আতা ও হাসান এটাকে মাকরূহ মনে করেন। হাসানের মতে গ্রাম ও শহরে এ গুলী ছোঁড়া মাকরূহ, অন্যত্র কোন অসুবিধা নেই।

٥٠٧١ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ فَاِذَا اَصَابَ (اَصَبْتَ) بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ قُلْتُ فَاِنْ اَكَلَ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ اِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهِ قُلْتُ اُرْسِلُ كَلْبِىْ فَاَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى اٰخَرَ .

৫০৭১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তীরের পার্শ্বদেশ দ্বারা শিকারকৃত প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তীরের ধারাল অংশ দ্বারা কেটে থাক তাহলে খেতে পার। আর যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে তা মারা যায়, তাহলে সেই প্রাণী মাওকূজাহ, তা খেও না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি আমার কুকুর (শিকারে) পাঠাই ? তিনি বলেন, তুমি যদি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে থাক, তাহলে (শিকার) খেতে পার। আমি আরয করলাম, যদি সেই কুকুর কিছুটা খেয়ে ফেলে ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কেননা সে তোমার জন্য ধরেনি, ধরেছে নিজের জন্য। আমি বললাম, আমি আমার কুকুর ছেড়ে দেই, পরে তার সাথে যদি আরেকটি কুকুর দেখতে পাই ? তিনি বলেন, তাহলে খেও না। কারণ তুমি তো বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর তো বিস্‌মিল্লাহ্ পড়নি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তীরের পার্শ্বদেশের আঘাত লেগে শিকার মরে গেলে।

٥٠٧٢- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَاِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَاِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ اِنَّا نَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَاخَزَقَ وَمَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْ .

৫০৭২. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকি (এ ব্যাপারে কি হুকুম)। তিনি বলেনঃ কুকুরগুলো যদি তোমাদের জন্য ধরে রাখে তাহলে খেতে পার। আমি বললাম, যদি ওরা

মেরে ফেলে ? তিনি বলেন, মেরে ফেললেও। আমি বললাম, আমরা তো তীরের পার্শ্বদেশ দিয়েও শিকার করে থাকি। তিনি বলেন ঃ যদি কাটা যায় তাহলে এবং যদি তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে মরে যায় তাহলে খেও না।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ ধনুক দ্বারা শিকার করার বর্ণনা। হাসান বসরী ও ইবরাহীম নাখঈ বলেন, কেউ যদি কোন শিকারে আঘাত করে এবং এর ডানা কিংবা পা (ভেংগে) আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এ আলাদা হয়ে যাওয়া অংশ খাবে না। আর বাকি সমস্তটা খেতে পার। ইবরাহীম বলেন, যদি তুমি শিকারের ঘাড়ে কিংবা কোমরে আঘাত হান তাহলে সেটা খাও। যায়েদ হতে আ'মাশ বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ পরিবারের এক ব্যক্তি একটি বন্য গাধা শিকার করতে পারছিল না। তখন আবদুল্লাহ তাদেরকে হুকুম দিলেন, যেখানেই মওকা পায় দেহের সেই জায়গায়ই যেন তারা আঘাত হানে। এতে তার যে অংশ আলাদা হয়ে যাবে তা ফেলে দাও এবং বাকিটা খাও।

٥٠٧٣ـ عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ (مِن) اَهْلِ الْكِتَابِ اَفَنَاكُلُ فِىْ انِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اُصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَبِكَلْبِى الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ فَمَا يَصْلُحُ لِىْ قَالَ اَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا فِيْهَا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

৫০৭৩. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমরা আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহূদী-নাসারাদের দেশে বাস করি। আমরা কি তাদের পাত্রে খেতে পারি ? শিকার ভূমিতে আমরা বাস করি, তীর-ধনুক দ্বারাও শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও শিকার করে থাকি। আমার জন্যে কোন্‌টা সঠিক হবে ? তিনি বলেন, আহলে কিতাব সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করলে সে সম্পর্কে হুকুম এই যে, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও তাহলে তাদের পাত্রে খেও না। আর যদি না পাও তাহলে তা ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। তোমার তীর-ধনুক দ্বারা যে শিকার করলে, যদি তা ছুঁড়তে বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে তা খেতে পার। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে যদি শিকার করে থাক এবং বিসমিল্লাহ পড়ে থাক তাহলে খাও। প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে শিকার করলে যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তবে যবেহ করে খেতে পার।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাথরখণ্ড নিক্ষেপ ও গুলতি মারার বর্ণনা।

٥٠٧٤ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهُ رَاٰىْ رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لاَتَخْذِفْ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ اَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ وَقَالَ اِنَّهُ لاَيُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَّلاَ

يُنْكَاءُ (يُنْكَى) بِهِ عَدُوٌّ وَلٰكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا .

৫০৭৪. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতে দেখেন। তিনি তাকে বলেন, প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করো না। কেননা রসূলুল্লাহ (স) প্রস্তর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা পাথরখণ্ড ছোঁড়া অপসন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন, এতে না কোন শিকার ধরা যায়, না কোন দুশমনকে আঘাত হানা যায়। তবে তা কারো দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে, কারো চোখ ফুঁড়ে ফেলতে পারে। এরপর তাকে তিনি আবার দুই আঙ্গুলের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ড ছুঁড়তে দেখলেন। তিনি তাকে বলেন, আমি তোমার কাছে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছিলাম যে, তিনি প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন কিংবা প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা অপসন্দ করেছেন। অথচ (এরপরও) তুমি প্রস্তর নিক্ষেপ করছ। আমি আর তোমার সাথে এই এই কথাই বলব না।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শিকার কিংবা গবাদি পশু পাহারাদানের উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে।

٥٠٧٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَطَانِ .

৫০৭৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত পশু পাহারাদানের কিংবা শিকার করার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষে প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই 'কিরাত' করে কমতে থাকে।[৩]

٥٠٧٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَاِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

৫০৭৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক শিকারের ওপর হামলাকারী কিংবা গৃহপালিত জীব-জন্তুর পাহারাদানকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল দুই 'কীরাত' ঘাটতি হতে থাকে।

٥٠٧٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ .

---

৩. ছওয়াবের দিক থেকে এক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য।

৫০৭৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গৃহপালিত জীব-জন্তু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কিরাত পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কুকুর শিকার থেকে খেলে। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

"তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, তাদের জন্য কি কি হালাল করা হয়েছে ? আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য ভালো ও পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে তোমরা যেসব শিকারী পশু-পাখীকে শিক্ষাদান করেছ তারা তোমাদের জন্য (শিকার করে) যা ধরে রাখে, তা তোমরা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী"-(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৪)।[৪] ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, কুকুর যদি শিকার খায়, তাহলে তা নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সে নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর আল্লাহ তাআলা বলছেন, "তোমরা তাদেরকে শিখিয়েছ, যেরূপ আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন।" অতপর (শিকার ধরা শিক্ষা দিতে) কুকুরকে প্রহার করা হয় এবং শিক্ষা দেয়া হয় যাতে সে শিকার করে রেখে দেয়। ইবনে উমার (রা) এটাকে মাকরূহ বলেছেন। আতা বলেছেন, যদি সে রক্তপান করে এবং গোশত না খায়, তাহলে তা খেতে পার।

٥٠٧٨- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَصِيْدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاِنْ قَتَلْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْكُلَ الْكَلْبُ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كِلاَبٌ مِّنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ .

৫০৭৮. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কথা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছি, আমরা তো এসব কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দিলে সেগুলো যদি তোমাদের জন্য শিকার ধরে রাখে, তাহলে শিকার মেরে ফেললেও তা তোমরা খেতে পার। কিন্তু কুকুর যদি তার কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খেতে পারবে না। কেননা আমার

---

৪. আয়াতে উল্লিখিত جوارح শব্দটি جارحة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ শিকারী, দংশনকারী বা হিংস্র। مكلبين হলো مكلب -এর বহুবচন। এর অর্থ শিকার শিক্ষাদাতা। এজন্যে কেউ কেউ শব্দযুগলের মর্মার্থ করেন 'শিকারী পশু বা শিকারী কুকুর'। কিন্তু এর আসল মর্ম হল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু-পাখী।

আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই তা পাকড়াও করেছে। আর যদি তোমার কুকুরটির সঙ্গে অন্য কুকুর শামিল দেখতে পাও, তবে ঐ (মরা) শিকার খেতে পারবে না।[৫]

৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুই তিন দিন পর হারানো শিকার পাওয়া গেলে।

٥٠٧٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ وَاِذَا خَالَطَ كِلاَبًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهَا فَاَمْسَكْنَ وَقَتَلْنَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِىْ اَيُّهَا قَتَلَ وَاِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهٖ اِلاَّ اَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ وَاِنْ وَقَعَ فِى الْمَاءِ فَلاَ تَاْكُلْ وَعَنْ عَدِيٍّ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِرُ (فَيَقْتَفِىْ) اَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَّفِيْهِ سَهْمُهُ قَالَ يَاْكُلُ اِنْ شَاءَ .

৫০৭৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তুমি তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে দিলে, অতপর সে তা ধরল এবং মেরেও ফেলল, তুমি তা খেতে পার। আর যদি শিকার থেকে সে কিছু অংশ খায় তবে তুমি তা খেও না। কেননা সে তা ধরেছে তার নিজের জন্য। আর যদি তোমার কুকুরের সঙ্গে এমন কুকুরও শামিল থাকে, যার উপর বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি, এরা সবাই শিকার ধরেছে এবং মেরেও ফেলেছে, তবে তুমি তা খেতে পারবে না। কেননা তুমি জান না কোন্ কুকুরটি শিকার হত্যা করেছে। আর তুমি যদি শিকারের প্রতি তীর ছুঁড়ে থাক এবং একদিন কিংবা দু'দিন পর তা (মৃত) পাও, তাহলে তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন থাকলে তুমি তা খেতে পার, কিন্তু তা পানিতে পাওয়া গেলে খেতে পারবে না। অপর সনদসূত্রে আদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর কাছে আরয করলেন যে, তিনি শিকারের প্রতি তীর ছোঁড়েন, দুই তিন দিন পর্যন্ত তা গায়েব থাকে, তারপর তাকে মৃত পান, তাতে তাঁর তীরও বিদ্ধ ছিল। নবী (স) বলেন, তোমার ইচ্ছা হলে তা খেতে পার।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ শিকারের সংগে অন্য কুকুর দেখতে পেলে।

٥٠٨٠- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُرْسِلُ كَلْبِىْ وَاُسَمِّىْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَاَخَذَ فَقَتَلَ فَاَكَلَ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا اَمْسَكَ عَلٰى نَفْسِهٖ قُلْتُ اِنِّىْ اُرْسِلُ كَلْبِىْ اَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا اٰخَرَ لاَ اَدْرِىْ اَيُّهُمَا اَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَاْكُلْ فَاِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى غَيْرِهٖ وَسَاَلْتُهُ عَنْ صَيْدٍ

৫. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর শিকার ধরলে তা মরলেও খাওয়া জায়েয। কিন্তু যদি শিকারের কিছু অংশ সে খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া যাবে না। শিকার তখনও জীবিত থাকলে যবেহ করেই কেবল তা খাওয়া হালাল হবে। আর যদি শিকারী কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও শিকারের কাছে পাওয়া যায় এবং শিকার যদি মারা যায়, তখন কিছু অংশ না খেলেও এ শিকার খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ প্রশিক্ষণহীন কুকুরও শিকারে জড়িত থাকতে পারে।

الْمِعْرَاضِ فَقَالَ اِذَا اَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ فَلاَ تَاْكُلْ .

৫০৮০. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আমার কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে (শিকারের প্রতি) ছেড়ে থাকি। নবী (স) বলেন, তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তোমার কুকুর ছেড়ে দিলে, সে গিয়ে শিকার পাকড়াও করে, মেরে ফেলে এবং খায়, তবে তা খেও না। কেননা সে তার নিজের জন্য শিকার ধরেছে। আমি আরয করলাম, আমি ছেড়ে দেই আমার কুকুর, পরে তার সঙ্গে পাই অন্য কুকুর। আমি জানি না, কোন্‌টি শিকার ধরেছে। তিনি বলেন, তা খেও না। কেননা তুমি বিসমিল্লাহ পড়েছ তোমার কুকুরের উপর, অন্যটির উপর নয়। আমি তাঁকে তীরের ফলকের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, যদি তার ধারাল অংশের আঘাতে কাটা যায়, তা খাও। আর যদি তার ফলকের (পার্শ্বদেশের) আঘাতে মারা যায়, তবে তা মাওকূজাহ, তা খেও না।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ শিকার সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

٥٠٨١- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلاَبِ فَقَالَ اِذَا اَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّٰهِ فَكُلْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكَ اِلاَّ اَنْ يَّاكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَاْكُلْ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اِنَّمَا اَمْسَكْنَ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَاْكُلْ .

৫০৮১. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আরয করেছি, আমরা এমন এক জাতি যারা এসব কুকুর দিয়ে শিকার করাই। তিনি বলেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে দাও, সে যা তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও। তবে যদি কুকুর শিকার খায়, তাহলে সেটা খেতে পারবে না। কারণ আমার আশংকা হয়, সে তার নিজের জন্যেই শিকার ধরেছে। আর যদি তার সাথে অন্য কুকুর শামিল থাকে তবে তাও খেও না।

٥٠٨٢- عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ يَقُوْلُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ الْكِتَابِ نَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ وَاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِيْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا فَاَخْبِرْنِي مَا الَّذِيْ يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَّا مَا مِنْ ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ قَوْمٍ اَهْلِ الْكِتَابِ تَاْكُلُ فِيْ اٰنِيَتِهِمْ فَاِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ اٰنِيَتِهِمْ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِيْهَا وَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَاغْسِلُوْهَا ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاَمَّا مَاذَكَرْتَ مِنْ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا

صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ مُعَلَّمًا فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ .

৫০৮২. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাকি, তাদের পাত্রে খাই এবং শিকারের ভূমিতে থাকি, তীর-ধুনুক দ্বারা শিকার করি। আরও শিকার করি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দিয়ে এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। অতএব আমাকে অবহিত করুন, এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন্‌টি হালাল হবে। তিনি বলেন, তুমি এই যে উল্লেখ করলে যে, তোমরা আহলি কিতাবদের এলাকায় থাক, তাদের পাত্রে খাওয়া-দাওয়া কর, যদি তাদের পাত্র ছাড়া অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাতে খেও না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ভালো করে পরিষ্কার করে নাও, তারপর তাতে খাবে। আর যে উল্লেখ করেছ, তুমি শিকার অঞ্চলে থাক, যদি তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তবে বিস্‌মিল্লাহ পড়ে নাও, অতপর খাও। তোমার শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার কর, বিসমিল্লাহ পড়ে ছাড়, তারপর খাও। আর প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও (যবেহ কর) তবে খেতে পার।

٥٠٨٣ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ انْفَجْنَا اَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتّٰى تَبِعُوْا (لَغِيُوْا) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتّٰى اَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ فَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكِهَا اَوْ فَخِذَيْهَا فَقَبِلَهُ .

৫০৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা মাররুজ জাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম। লোকজন তার পশ্চাতে ছুট দিল কিন্তু তা ধরতে ব্যর্থ হল। আমি তার পেছনে পেছনে ছুটলাম, অবশেষে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম হলাম। আমি তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-এর নিকট আসলাম। তিনি এর রান দু'টি নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

٥٠٨٤ـ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ اَصْحَابٍ لَّهُ مُحْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَاٰى حِمَارًا وَّحْشِيًّا فَاسْتَوٰى عَلٰى فَرَسِهٖ ثُمَّ سَاَلَ اَصْحَابَهُ اَنْ يُّنَاوِلُوْهُ سَوْطًا فَاَبَوْا فَسَاَلَهُمْ رُمْحَهُ فَاَبَوْا فَاَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّهُ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبٰى بَعْضُهُمْ فَلَمَّا اَدْرَكُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا هِىَ طُعْمَةٌ اَطْعَمَكُمُوْهَا اللّٰهُ تَعَالٰى .

৫০৮৪. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে মক্কার কোন এক রাস্তায় পৌঁছে তিনি তাঁর কয়েকজন সাথীসহ [নবী করীম (স) থেকে]

পেছনে পড়ে গেলেন। তাঁর সাথীরা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহরাম মুক্ত ছিলেন। তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেয়ে নিজের ঘোড়ায় চেপে বসলেন, তারপর সাথীদেরকে তাঁর কোড়াটি দিতে বলেন। তাঁরা দিতে অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি তাঁদের কাছে তাঁর বর্শাটি চাইলেন। এবারও তাঁরা অস্বীকার করলেন। এরপর তিনি (নীচে নেমে) তা নিয়ে নিলেন। তিনি বন্য গাধাটির উপর আঘাত হেনে তাকে মেরে ফেলেন। রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের কেউ তা থেকে খেলেন আর কেউ খেতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে তাঁর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলেন। তিনি বলেন, এটা তো খাবার জিনিস। আল্লাহ তায়ালা তা তোমাদেরকে খাইয়েছেন।

٥٠٨٥- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ .

৫০৮৫. অন্য সনদে আবু কাতাদা (রা) থেকে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আছে, নবী (স) বলেছেন, "তোমাদের নিকট এর কিছু গোশত আছে কি ?"

১১-অনুচ্ছেদ ঃ পাহাড়ে শিকার করা সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٠٨٦- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَاَنَا حِلٌّ حِلٌّ عَلٰى فَرَسٍ وَكُنْتُ رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ فَبَيْنَا اَنَا عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ رَاَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّفِيْنَ لِشَىْءٍ فَذَهَبْتُ اَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ حِمَارُ وَّحْشٍ فَقُلْتُ لَهُمْ مَا هٰذَا قَالُوْا لاَنَدْرِىْ قُلْتُ هُوَ حِمَارُ وَّحْشِىٌّ فَقَالُوْا هُوَ مَارَاَيْتَ وَكُنْتُ نَسِيْتُ سَوْطِىْ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِىْ سَوْطِىْ فَقَالُوْا لاَنُعِيْنُكَ عَلَيْهِ فَنَزَلْتُ فَاَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِىْ اَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ اِلاَّ ذَاكَ حَتّٰى عَقَرْتُهُ فَاَتَيْتُ اِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ قُوْمُوْا فَاحْتَمِلُوْا قَالُوْا لاَنَمَسُّهُ فَحَمَلْتُهُ حَتّٰى جِئْتُهُمْ بِهِ فَاَبٰى بَعْضُهُمْ وَاَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقُلْتُ اَنَا اَسْتَوْقِفُ لَكُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَاَدْرَكْتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيْثَ فَقَالَ لِىْ اَبَقِىَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كُلُوْا فَهُوَ طُعْمٌ اَطْعَمَكُمُوْهُ اللّٰهُ .

৫০৮৬. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা ও মদীনার মাঝপথে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, আমি ইহরামহীন ছিলাম। আমি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলাম। আমার পাহাড়ে উঠার শখ ছিল। এমনি অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, লোকজন আগ্রহ সহকারে কি যেন দেখছে। আমিও সেদিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম একটি বন্য গাধা। লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কি জিনিস ? তারা বলল, আমরা জানি না। আমি বললাম, এটি একটি বন্য গাধা। তারা বলল, হাঁ, তুমি যা দেখেছ তাই। আমি আমার চাবুকের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাদেরকে আমার চাবুকটি তুলে দিতে বললে তারা বলল, আমরা তোমার কোন সাহায্য করব না। সুতরাং আমি নীচে নেমে চাবুকটি তুলে নিলাম। অতপর আমি ওটার পেছনে ছুটলাম এবং শেষ পর্যন্ত ওটাকে

ধরে মেরে ফেললাম। আমি তাদের কাছে এসে বললাম, তোমরা আস এবং একে তুলে নাও। তারা বলল, আমরা একে স্পর্শও করব না। আমি নিজেই তা তুলে তাদের কাছে নিয়ে আসলাম। তখন কেউ কেউ (খেতে) অস্বীকার করল, আর কেউ কেউ খেল। আমি বললাম, আমি নবী (স) থেকে তোমাদের পক্ষে এ ব্যাপারে জেনে নেব। অতপর তাঁকে পেয়ে আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বললাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথে ওটার অতিরিক্ত কিছু গোশত আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ আছে। তিনি বলেন, তোমরা তা খাও, এটা তো খাবার যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ .

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে— তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের বস্তু হিসেবে। আর যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর সামনে তোমাদেরকে একত্র করা হবে"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯৬)।

হযরত উমার (রা) বলেন, এখানে "সাইদুল বাহ্‌র" অর্থ সমুদ্রে যা ধরা বা শিকার করা হয়, আর 'তআমুহু' অর্থ সমুদ্র যা (তীরে) নিক্ষেপ করে। হযরত আবু বাক্‌র (রা) বলেন, নদীতে যা আপনা আপনি মরে ভেসে উঠে তা হালাল। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'তআম' অর্থ যা তোমাদের নিকট ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় তা ছাড়া নদীর সব মৃত প্রাণী। জিররী (আঁশহীন এক প্রকার মাছ) ইহূদীরা খায় না কিন্তু আমরা খাই। নবী (স)-এর সাহাবী শুরাইহ (রা) বলেন, নদী ও সাগরের সব প্রাণীই যবেহকৃত বলে গণ্য হবে।[৬] আতা বলেন, আমার মতে সামুদ্রিক পাখী যবেহ করা উচিত। ইবনে জুরাইজ বলেন, ঝর্ণা ও জলাভূমির শিকার সম্পর্কে আমি আতাকে জিজ্ঞেস করলাম, নদীর শিকারে যে হুকুম এরও কি সেই একই হুকুম ? তিনি বলেন, হাঁ, তারপর এ আয়াত পড়লেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَّمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا.

"এবং দু'টি সমুদ্র একরূপ নয়। একটির পানি সুস্বাদু ও সুপেয়, আর অপরটির পানি লবণাক্ত ও খর। এর প্রতিটি হতে তোমরা টাট্‌কা গোশ্‌ত খেয়ে থাক"–(সূরা ফাতির ঃ ১২)।

---

৬. পানিতে যা শিকার করা হয় তা তিন প্রকার। এক, সব প্রকার মাছ। এগুলো হালাল। দুই, সব প্রকার ব্যাঙ এবং তা হারাম। তিন, উক্ত দুই রকম ভিন্ন আর যত প্রাণী আছে, হানাফী মাযহাবে সেগুলোও নিষিদ্ধ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে তা হালাল।

এখানে বাহ্‌র অর্থাৎ সমুদ্র শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জলাশয় বুঝতে হবে। মাছ পানিতে আপনা আপনি মরে চিৎ হয়ে ভেসে উঠলে হানাফী মাযহাব মতে তা খাওয়া মাকরূহ কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকীহগণের মতে মাকরূহ নয়। তবে গরম, আঘাত বা চাপে মরলে তা খাওয়া জায়েয।

হাসান বসরী (র) সমুদ্র কুকুরের (হাঙ্গর) চামড়ার তৈরী জিনে বসেছেন। শাবী বলেন, আমার পরিবারের লোক ব্যাঙ খেলে আমি তাদেরকে তা আহার করাতাম। হাসান বসরী (র) কচ্ছপ খাওয়া দূষণীয় মনে করেন না। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহুদী, খৃষ্টান বা অগ্নি উপাসক যে কারো সামুদ্রিক শিকার তুমি আহার করতে পার। আবুদ দারদা (রা) মুরী (এক প্রকার মাদক) সম্পর্কে বলেন, ঐ মাদককে মাছ ও সূর্যালোক বৈধ করে দিয়েছে।

٥٠٨٧- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جُوْعًا شَدِيْدًا فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا مَيِّتًا لَّمْ يُرَ (نَرَ) مِثْلُهُ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِّنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ .

৫০৮৭. জাবের (রা) বলেন, আমরা জায়শুল খাবাত নামক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম। আবু উবাইদা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। আমরা ভীষণ দুর্ভিক্ষে কাতর হয়ে পড়লাম। তখন সমুদ্রের তীরে একটা মরা মাছ পাওয়া গেল। একে আম্বর (তিমি) মাছ বলা হয়। এত বিরাট মাছ আর কখনো দেখা যায়নি (আমরা দেখিনি)। আমরা তা থেকে অর্ধ মাস পর্যন্ত খেলাম। আবু উবাইদা (রা) তার একটি হাড় নিলেন। হাড়টি এত বিরাট ছিল যে, তার নীচ দিয়ে আস্ত একটা সওয়ারী পশু অনায়াসে অতিক্রম করে যেতে পারত।

٥٠٨٨- عَنْ جَابِرٍ يَّقُوْلُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ ثَلٰثَ مِائَةِ رَاكِبٍ وَاَمِيْرُنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيْرًا لِّقُرَيْشٍ فَاَصَابَنَا جُوْعٌ شَدِيْدٌ حَتّٰى اَكَلْنَا الْخَبَطَ فَسُمِّيَ جَيْشُ الْخَبَطِ فَاَلْقَى الْبَحْرُ حُوْتًا يُّقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَاَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَّادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتّٰى صَلُحَتْ اَجْسَامُنَا قَالَ فَاَخَذَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِّنْ اَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ وَكَانَ فِيْنَا رَجُلٌ فَلَمَّا اشْتَدَّ الْجُوْعُ نَحَرَ ثَلٰثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلٰثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ اَبُوْ عُبَيْدَةَ .

৫০৮৮. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে (এক জিহাদে) পাঠান। আমরা তিনশতজন সওয়ারী ছিলাম। আবু উবাইদা (রা) ছিলেন আমাদের আমীর। আমরা কুরাইশদের কাফেলার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতেছিলাম। আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা গাছের পাতা পেড়ে খেতে বাধ্য হলাম। এজন্য এ বাহিনীর নাম 'খাবাত বাহিনী' রাখা হয়েছে। শেষে সমুদ্রের তীরে একটি বিরাটকায় মাছ ভেসে উঠলো। তাকে আম্বর বলা হয়। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত তা খেয়েছি। তার চর্বি (তেল স্বরূপ) আমরা গায়ে মেখেছি। ফলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সতেজ হয়। জাবের (রা) বলেন, আবু উবাইদা (রা) মাছের হাড়গুলো থেকে একটি হাড় নিয়ে খাড়া করালেন। তখন তার নীচে দিয়ে একজন ঘোড় সওয়ার অনায়াসে চলে গেল। দুর্ভিক্ষ তীব্রতর হলে আমাদের মধ্যে একজন লোক তিনটি করে উট যবেহ করে। অতপর আবু উবাইদা (রছ) তাকে উট যবেহ করতে বারণ করেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টিড্ডি খাওয়া।

٥٠٨٩- عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ اَوْ سِتًّا كُنَّا نَاْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ .

৫০৮৯. ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে সাতটি কিংবা ছ'টি জিহাদে শরীক হয়েছি। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি।[৭]

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ অগ্নিপূজকদের পাত্র ও মৃত জীবের বর্ণনা।

٥٠٩٠- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَنَاكُلُ فِىْ اٰنِيَتِهِمْ وَبِاَرْضِ صَيْدٍ اَصِيْدُ بِقَوْسِىْ وَاَصِيْدُ بِكَلْبِىْ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِىْ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا مَاذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلاَ تَاْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَتِهِمْ اِلاَّ اَنْ لاَّ تَجِدُوْا بُدًّا فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوْا وَاَمَّا مَا ذَكَرْتَ اَنَّكَ بِاَرْضِ صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِىْ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَاَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْهُ .

৫০৯০. আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খেদমতে এসে বললাম ঃ "হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা আহলি কিতাবদের দেশে বাস করি, তাদের খাবার পাত্রে খাই। আমরা শিকারের এলাকায় থাকি, তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করি, শিকার করি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়েও। নবী (স) বলেন ঃ তুমি যে বলেছ, আহলি কিতাবের যমিনে বাস কর, তাদের খাবার পাত্রে খেও না। তবে বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে আলাদা কথা। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা ধুয়ে নাও এবং তাতে খাও। আর তুমি যে বলেছ তোমরা শিকারের এলাকায় থাক, যদি তুমি বিসমিল্লাহ পড়ে তীর-ধনুক দ্বারা শিকার কর, তাহলে তা খাও। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে শিকার করলে তাও খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণহীন কুকুর দিয়ে যদি শিকার কর এবং তার শিকার যবেহ করার সুযোগ পাও, তাহলে যবেহ করার পর তা খাও।

٥٠٩١- عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ لَمَّا اَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوْا خَيْبَرَ اَوْقَدُوْا النِّيْرَانَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى مَا (عَلاَمَ) اَوْقَدْتُمْ هٰذِهِ النِّيْرَانَ قَالُوْا لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ قَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَاكْسِرُوْا قُدُوْرَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوْ ذَاكَ .

---

৭. টিড্ডির (ঘাস ফড়িং জাতীয় পঙ্গপাল) হুকুমও মাছের অনুরূপ। তা যবেহ না করেই খাওয়া জায়েয।

৫০৯১. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, মুসলমানরা যেদিন খায়বার জয় করে, সেদিন সন্ধ্যায় তারা আগুন জ্বালালো। নবী (স) বলেন, তোমরা এ আগুন কিসের জন্য জ্বালিয়েছ? লোকেরা বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্নার জন্য। তিনি বলেন, পাতিলে যা আছে তা ছুঁড়ে ফেলে দাও, আর পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। দলের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাতে যা আছে তা আমরা ফেলে দিলাম, আর পাত্রটি ধুয়ে নিলাম? নবী (স) বলেন, দু'টির যে কোনটি করতে পার।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিস্‌মিল্লাহ বলে জবেহ করা। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বললে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কেউ বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন ঃ

وَلاَ تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ .

"যে জীব জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ পড়া হয়নি তা তোমরা খেও না। নিশ্চয়ই তা পাপ"-(সূরা আল-আনআম ঃ ১২১)। ভুলে গিয়ে যে বিসমিল্লাহ বলেনি তাকে ফাসিক (পাপী) নামকরণ করা হয়নি।

وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

"নিশ্চয় শয়তানগণ তাদের বন্ধুদের প্ররোচিত করে তোমাদের সাথে বিবাদ করার জন্যে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে"-(ঐ)।

٥٠٩٢- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ فَاَصَبْنَا اِبِلاً وَّغَنَمًا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجَّلُوْا فَنَصَبُوْا الْقُدُوْرَ فَدُفِعَ اِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَاُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِّنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَاَعْيَاهُمْ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الْبَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّىْ اِنَّا لَنَرْجُوْا اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُخْبِرُكُمْ (سَاُحَدِّثُكُمْ) عَنْهُ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَّاَمَّا الظُّفُرَ فَمُدَى الْحَبَشَةِ .

৫০৯২. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে যুল-হুলাইফায় ছিলাম। আমাদের সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লো। আমরা গনীমাত হিসাবে উট ও ছাগল পেলাম। নবী (স) সকলের পেছনে ছিলেন। লোকেরা তাড়াহুড়া করে হাঁড়ি-

পাতিল চড়িয়ে দিল (গোশত রান্নার জন্য)। নবী (স) সেখানে পৌঁছেই পাতিলগুলো উল্টে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[৮] অতপর (গনীমাতের মাল) এমনভাবে বণ্টন করলেন যে, দশটি ছাগলকে একটি উটের সমান ধরা হল। তা থেকে একটি উট ভেগে গেল। দলে ঘোড়ার সংখ্যা ছিল কম। তারা সেটার পশ্চাদ্বাবন করল। কিন্তু ব্যর্থ হল। শেষে তাদের একজন উটের প্রতি তীর মারল। তখন আল্লাহ তাকে বসিয়ে দিলেন। নবী (স) বলেন, এ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যেও বন্য জন্তুর মতো ভেগে যাবার স্বভাব আছে। যখন কোন জন্তু ভেগে যাবে তার সাথে তোমরা এরূপই করবে।

আবাইয়া ইবনে রিফাআ (র) বলেন, আমার দাদা রাফে (রা) আরয করলেন, আমরা আশা বা আশংকা করছি আগামীকাল দুশমনের সাথে আমাদের মোকাবিলা হবে। অথচ আমাদের নিকট কোন ছুরি নেই। আমরা কি (ধারাল) বাঁশ দিয়ে যবেহ করব ? নবী (স) বলেন, যে জিনিস কেটে রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে যবেহ করলে) এবং তার ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে তা খেতে পার।[৯] কিন্তু দাঁত ও নখ ছাড়া। এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি। দাঁত হলো হাড্ডি বিশেষ, আর নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছুরি।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পূজার বেদিতে ও মূর্তির নামে যবেহ করা হলে।

٥٠٩٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ لَقِىَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِاَسْفَلِ بَلْدَحٍ وَّذَاكَ قَبْلَ اَنْ يُّنْزَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْوَحْىُ فَقُدِّمَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُفْرَةٌ فِيْهَا لَحْمٌ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اِنِّىْ لاَ اٰكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلٰى اَنْصَابِكُمْ وَلاَ اٰكُلُ اِلاَّ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

৫০৯৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বালদাহ-এর নিম্নভূমিতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের সঙ্গে দেখা করতে যান। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দস্তরখান পেশ করা হল। এতে গোশত ছিল। তিনি তা থেকে খেতে রাযী হলেন না। তিনি বলেন, তোমাদের দেব-দেবীর নামে যা তোমরা যবেহ কর, তা আমি কখনো খাই না। আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাই।

---

৮. গনীমাতের মাল বণ্টনের আগে রান্না করায় তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন। সবাই যেখানে মালিক সেখানে কাউকে পেছনে রেখে তাদের অনুমতি ছাড়া যবেহ ও রান্না করা ঠিক হয়নি।

৯. এটাও জরুরী ভিত্তিতে যবেহ করার সমতুল্য। যখন বন্য পশু-পাখীর মত গৃহপালিত কোন পশু-পাখীর মধ্যেও বন্য স্বভাব দেখা দেয় এবং হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন যে কোন ধারাল জিনিস দ্বারা আঘাত করলে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে মরলেও তা খাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে গৃহপালিত পশু-পাখী গর্তে, কূপে বা কোন বেজায়গায় পড়লে তা উদ্ধার করার সুযোগ না থাকলে সেক্ষেত্রেও এ ধরনের যবেহ প্রযোজ্য হবে। তবে এ ধারাল জিনিসের আঘাতে তার মরণ হলে খাওয়া যাবে। অন্য কোন কারণে মরলে খাওয়া যাবে না।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যেন যবেহ করা হয়।

٥٠٩٤- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَاِذَا اُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوْا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَاٰهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوْا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتّٰى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ .

৫০৯৪. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একদিন কুরবানী করলাম। সেদিন কিছু লোক নামাযের আগেই তাদের কুরবানীর পশু যবেহ করেছিল। নবী করীম (স) ফেরার পথে দেখলেন নামাযের আগেই তারা তাদের পশু যবেহ করেছে। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করেছে, সে যেন তার পরিবর্তে আরেকটি পশু যবেহ করে। আর যে লোক আমাদের নামায পড়া পর্যন্ত যবেহ করেনি, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত প্রবাহিতকারী বাঁশ, পাথর ও লোহা দিয়ে যবেহ করা।

٥٠٩٥- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُخْبِرُ بْنَ عُمَرَ اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَاَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ لِاَهْلِهِ لاَ تَاْكُلُوْا حَتّٰى اٰتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْاَلَهُ اَوْ حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْهِ مَنْ يَّسْاَلُهُ فَاَتَى النَّبِيَّ ﷺ اَوْ بَعَثَ اِلَيْهِ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৫. কাব ইবনে মালেক (রা) ইবনে উমার (রা)-কে অবহিত করলেন যে, তাঁদের একটি দাসী সাল নামক স্থানে ছাগল চরাত। সে দেখলো যে, তার পালের একটি ছাগল মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে ছাগলটি যবেহ করল। তিনি পরিবারের লোকজনকে বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট গিয়ে কিংবা লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জেনে না নেয়া পর্যন্ত তোমরা তা খেও না। অতপর তিনি নবী (স)-এর নিকট আসলেন কিংবা কাউকে পাঠিয়ে জানতে চাইলেন। নবী করীম (স) তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٥٠٩٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ جَارِيَةً لِّكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعٰى غَنَمًا لَّهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِيْ بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَاُصِيْبَتْ شَاةٌ مِّنْهَا فَاَدْرَكَتْهَا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَهُمْ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৬. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। কাব ইবনে মালেকের একটি দাসী ছিল। সে টিলার উপর ছাগল চরাত। এটা সাল নামক স্থানের বাজারের নিকট অবস্থিত ছিল। তার

একটি ছাগল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন দাসীটি একটি পাথর ভেঙ্গে তা দিয়ে বরকীটি যবেহ করে। লোকজন নবী (স)-এর নিকট ব্যাপারটি উল্লেখ করল। তিনি তাদেরকে তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

٥٠٩٧- عَنْ رَافِعٍ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَيْسَ لَنَا مُدًى فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ اَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَعِيْرٌ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اِنَّ بِهٰذِهِ الْاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا.

৫০৯৭. রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ রসূল ! আমাদের সাথে ছুরি নেই। নবী (স) বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে (তা দিয়ে জবেহ কর) এবং (যবেহ করার সময়) যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা খাও। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করা যাবে না। নখ হলো হাবশীদের ছুরি। আর দাঁত হলো হাড্ডি বিশেষ। একটি উট ভেগে যাওয়ার উপক্রম হলে এক ব্যক্তি (তীর মেরে) তাকে আটক করে। তখন নবী (স) বলেন, এ উটের মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। সুতরাং কোন গৃহপালিত পশু যদি এরূপ হয় তাহলে তার সাথে তোমরা এরূপ আচরণই করবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নারী ও ক্রীতদাসীর যবেহ করা।

٥٠٩٨- عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ امْرَاَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَاَمَرَ بِاَكْلِهَا.

৫০৯৮. কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা পাথর দিয়ে একটি ছাগল যবেহ করে। এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

٥٠٩٩- عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ اَوْ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَاُعِيْبَتْ شَاةٌ مِّنْهَا فَاَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ كُلُوْهَا.

৫০৯৯. মুয়ায ইবনে সা'দ কিংবা সা'দ ইবনে মুয়ায (রা) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালেক (রা)-এর এক দাসী সাল নামক টিলায় ছাগল চরাত। পালের একটি ছাগল হঠাৎ মরে যাচ্ছিল। দাসী ছাগলটির কাছে গিয়ে পাথর দিয়ে সেটিকে যবেহ করল। অতপর (এ সম্পর্কে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমরা তা খেতে পার।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁত, হাড্ডি ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

٥١٠٠- عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلْ يَعْنِيْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ اِلاَّ السِّنَّ الظُّفُرَ .

৫১০০. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, খাও অর্থাৎ এমন জিনিস দ্বারা যবেহ করা প্রাণী খাও যা রক্ত প্রবাহিত করে। কিন্তু দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করা যাবে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ বেদুঈন প্রমুখের যবেহ করা সম্পর্কে।

٥١٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّ قَوْمًا يَّاتُوْنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِىْ اَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَمْ لاَ فَقَالَ سَمُّوْا عَلَيْهِ اَنْتُمْ وَكُلُوْهُ قَالَتْ وَكَانُوْا حَدِيْثِىْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .

৫১০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক নবী (স)-এর নিকট আরয করল, একদল লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না (তা যবেহ করার সময়) তারা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েছে কি না। নবী (স) বলেন, 'তোমরা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে নাও এবং তা খাও। আয়েশা (রা) বলেন, এসব লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধরত আহলি কিতাব ইত্যাদির যবেহকৃত পশু ও তার চর্বি। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

"আজ তোমাদের জন্য সব পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করা হল। আহলি কিতাবের খাবারও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল"–সূরা আল-মায়েদা ঃ ৫।[১০] যুহ্‌রী (র) বলেন, আরব দেশের খৃস্টানদের যবেহকৃত প্রাণী খাওয়ায় কোন দোষ নেই। তবে তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নাম পড়তে শোন তবে তা খেও না। আর যদি তা না শুনে থাক তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ্ তাদের কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তা হালাল করেছেন। হাসান বসরী ও ইবরাহীম (র) বলেন, খাতনাবিহীন লোকের যবেহকৃত পশুতে কোন দোষ নেই।

٥١٠٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ (فَبَدَرْتُ) لاٰخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ .

৫১০২. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। এক ব্যক্তি চর্বি ভর্তি একটি থলে ছুঁড়ে মারলো। আমি তা নেয়ার জন্য এগিয়ে গেলাম। পিছনে তাকিয়ে নবী (স)-কে দেখে আমি লজ্জিত হলাম (থলেটি আর নিলাম না)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তআমুহুম (আহলি কিতাবদের খাবার) অর্থ তাদের যবেহ করা জন্তুর গোশত।

---

১০. এর অর্থ ইহুদী-খৃস্টানদের সবরকম খাদ্যদ্রব্য মুসলমানদের জন্য হালাল হওয়া নয়। তাদের তৈরি হারাম খাদ্যদ্রব্য কিছুতেই হালাল নয়। মুসলমানদের জন্য যা হালাল, সেগুলোই কেবল আহলি কিতাবরা তৈরি করলে খাওয়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আহলি কিতাবরা আল্লাহ্‌র নামে হালাল প্রাণী যবেহ করলে তা খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ করলে জায়েয হবে না। মুশরিকদের যবেহ করা হালাল প্রাণীও খাওয়া হারাম। কোন নাস্তিকের যবেহ করা প্রাণীও খাওয়া জায়েয নয়।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত যে পশু পালিয়ে যায় তা বন্য পশুর সমতুল্য। ইবনে মাসউদ (রা) তার শিকার সমর্থন করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, যে গৃহপালিত জন্তু তোমাদের হাতছাড়া হয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা শিকার সমতুল্য। যে উট কূপে পতিত হয়েছে তার যে স্থানে সম্ভব তাকে জবেহ কর। আলী (রা), ইবনে উমার (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখের অভিমতও তাই।

٥١٠٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اِعْجَلْ اَوْ اَرِنْ مَا اَنْهَرَ الدَّمُ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَاُحَدِّثُكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَاَصَبْنَا نَهْبَ (نُهْبَةَ) اِبِلٍ وَّغَنَمٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِهٰذِهِ الاِبِلِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوْا هٰكَذَا.

৫১০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আগামীকাল আমরা দুশমনের মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের কাছে কোন ছুরি নেই। তিনি বলেন, রক্ত প্রবাহিতকারী যে কোন অস্ত্র দ্বারা তাড়াতাড়ি করে হালাক করে দাও এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হলে তা খেতে পার। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে জবেহ করলে হবে না। আমি এখনই তোমাকে বলছি, দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবশী নিগ্রোদের ছোরা। (একবার) গনীমাতের মাল হিসেবে কিছু সংখ্যক উট ও বকরী আমাদের হাতে আসে। সেগুলো থেকে একটি উট পালিয়ে যায়। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারে। ফলে উটটি ধরা পড়ে। নবী (স) বলেন, এ উটগুলোর মধ্যেও বন্য পশুর স্বভাব আছে। তার কোনটি তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেলে (তাকে কাবু করতে না পারলে) তার সাথে এরূপ আচরণই করবে।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ নাহর ও যবেহ করার বর্ণনা।

আতা (র) বলেন, যবেহ ও নাহর (বিশেষ পদ্ধতির যবেহ) করার স্থানেই তা করতে হবে। আমি (ইবনে জুরাইজ) বললাম, যা যবেহ করা হয় তা নাহর করলে যথেষ্ট হবে কি ? তিনি বলেন, হাঁ, আল্লাহ তাআলা গরু যবেহ করার উল্লেখ করেছেন। অতএব যে পশু নাহর করা হয় তা তুমি যবেহ করলে জায়েয হবে। তবে বিশেষ পদ্ধতির যবেহই (নাহর) আমার নিকট প্রিয়। আর যবেহ অর্থ কণ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী ধমনী কর্তন করা। আমি বললাম, কণ্ঠনালী ও মাথায় রক্তবাহী নালী কর্তন করতে করতে কেউ স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত পৌঁছে গেলে ? তিনি বলেন, আমি তা মনে করি না। ইবনে উমার (রা) (যবেহ করার সময়) স্নায়ুরজ্জু পর্যন্ত কাটতে নিষেধ করেছেন অর্থাৎ হাড়ের বাইরে পর্যন্ত কর্তন করবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা ত্যাগ করবে। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ..... فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ .

"মূসা যখন তার জাতিকে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ করতে হুকুম করেছেন তখন তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন ? মূসা বলেন, মূর্খ ও অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। তারা বলল, তুমি তোমার রবের কাছে জেনে নাও, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলে দেন, গরুটির বৈশিষ্ট্য কি ? মূসা বলেন, আল্লাহ বলছেন, তা এমন একটি গরু যা না একদম বৃদ্ধ আর না বাছুর, বরং এ উভয় বয়সের মাঝামাঝি। অতএব এখন যা হুকুম হয়েছে, তাড়াতাড়ি তা করে ফেল। তারা আবার বলল, তুমি তোমার প্রভুর কাছে আমাদের পক্ষ হয়ে আবেদন কর, তিনি যেন পরিষ্কার বলে দেন ঃ তার বর্ণ কেমন হবে ? তিনি বলেন, আল্লাহ ইরশাদ করছেন, সেটি হবে হলুদ বর্ণের, যা দেখে দর্শকদের চোখ জুড়ায়। তারা পুনরায় বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের স্বার্থে নিবেদন কর, তিনি যেন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেন ঃ সেটি কিরূপ হবে ? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি। আমরা ইনশাআল্লাহ সঠিক পথ পেয়ে যাব। মূসা বলেন, আল্লাহ বলছেন, সেটা এমন একটি গরু যাকে না চাষাবাদে খাটানো হয়েছে আর না কৃষিক্ষেতে পানি সেচের কাজে লাগানো হয়েছে। তা হবে ত্রুটিমুক্ত এবং তাতে থাকবে না কোন খুঁত বা দাগ। তারা বলল, এখন আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতপর তারা গরু জবেহ করল। আসলে তারা তা করতে ইচ্ছুক ছিল না"-(সূরা আল-বাকারা ঃ ৬৭-৭১)।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, গলা এবং ঘাড়ের সম্মুখভাগে যবেহ করতে হবে। ইবনে উমার (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, (যবেহ করার সময়) মাথা কেটে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

٥١٠٤- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَاَكَلْنَاهُ .

৫১০৪. আবু বাক্র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর যমানায় একটি ঘোড়া নাহর করেছি, অতপর তা খেয়েছি।[১১]

٥١٠٥- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ فَاَكَلْنَاهُ .

৫১০৫. আসমা (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি। তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। অতপর আমরা তা খেয়েছি।

٥١٠٦- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا فَاَكَلْنَاهُ.

৫১০৬. আসমা বিনতে আবু বাক্র (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর আমলে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি এবং তা খেয়েছি।

---

১১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত মাকরূহ তাহরিমী, কেউ কেউ বলেছেন, মাকরূহ তানজিহী। সাধারণত উট যবেহ করাকে বলা হয় নাহর করা।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পশুর অঙ্গহানি করা, বেঁধে তীর ছুড়ে মারা এবং চাঁদমারী করা মাকরূহ।

٥١٠٧- عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ اَيُّوْبَ فَرَاٰى غِلْمَانًا اَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَّرْمُوْنَهَا فَقَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

৫১০৭. হিশাম ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে হাকাম ইবনে আইউবের কাছে গেলাম। আনাস (রা) দেখলেন, কয়েকটি কিশোর বা যুবক একটি মুরগী বেঁধে তার প্রতি তীর মারছে। তখন তিনি বলেন, নবী (স) পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে তার প্রতি তীর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন।

٥١٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ وَّغُلَامٌ مِّنْ بَنِيْ يَحْيٰى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَّرْمِيْهَا فَمَشٰى اِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى حَلَّهَا ثُمَّ اَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُوْا غُلَامَكُمْ عَنْ اَنْ يَّصْبِرَ هٰذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ تُصْبَرَ بَهِيْمَةٌ اَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ ـ

৫১০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদের নিকট গেলেন। তিনি দেখলেন, ইয়াহ্ইয়ার পরিবারের একটি কিশোর ছেলে একটি মুরগীকে বেঁধে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ইবনে উমার (রা) মুরগীটির নিকট এগিয়ে গেলেন এবং তার বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর মুগরীটিসহ তিনি বালক ও তার সংগীদের নিকট এসে বলেন, তোমাদের সন্তানদেরকে এভাবে বেঁধে পাখী মারতে বাধা দাও। আমি নবী (স)-এর নিকট শুনেছি, পশু-পাখীকে এভাবে বেঁধে মারতে তিনি নিষেধ করেছেন।

٥١٠٩- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بْنِ عُمَرَ فَمَرُّوْا بِفِتْيَةٍ اَوْ بِنَفَرٍ نَصَبُوْا دَجَاجَةً يَّرْمُوْنَهَا فَلَمَّا رَاَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا عَنْهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ .

৫১০৯. সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। অতপর আমরা কয়েকজন বালকের কিংবা কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তারা একটি মুরগী বেঁধে রেখে তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তার প্রতি তীর ছুঁড়ে চাঁদমারী করছে। ইবনে উমার (রা)-কে দেখে তারা সেটি রেখে এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন ইবনে উমার (রা) বলেন, এ কাজ কে করল ? এমন কাজ যে করে, তার ওপর নবী (স) অভিশাপ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেন, যে লোক পশুর অঙ্গহানি ঘটায়, তার ওপর নবী করীম (স) লানত করেন।

٥١١٠- عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّه نَهٰى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ .

৫১১০. আদী ইবনে সাবিত (র) আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) লুটতরাজ এবং অঙ্গহানি করতে নিষেধ করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ মোরগের গোশত সম্পর্কে।

٥١١١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَاْكُلُ دَجَاجَةً .

৫১১১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি।

٥١١٢- عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمٍ اِخَاءٌ فَاُتِىَ بِطَعَامٍ فِيْهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ اَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهٖ قَالَ اُدْنُ فَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْكُلُ مِنْهُ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُهُ اَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَّ اٰكُلَهُ فَقَالَ اُدْنُ اُخْبِرُكَ اَوْ اُحَدِّثْكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِّنَ الْاَشْعَرِيِّيْنَ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَا وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِّنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ اَنْ لاَّ يَحْمِلَنَا قَالَ مَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبٍ مِّنْ اِبِلٍ فَقَالَ اَيْنَ الْاَشْعَرِيُّوْنَ اَيْنَ الْاَشْعَرِيُّوْنَ قَالَ فَاَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرٰى فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقُلْتُ لاَصْحَابِىْ نَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمِيْنَهُ لاَ نُفْلِحُ اَبَدًا فَرَجَعْنَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا فَظَنَنَّا اَنَّكَ نَسِيْتَ بِيَمِيْنِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ حَمَلَكُمْ اِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرٌ مِّنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَّتَحَلَّلْتُهَا .

৫১১২. যাহদাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। আমাদের এবং এই জারম গোত্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল। (আমাদের সামনে) খাবার আনা হল। তাতে মোরগের গোশতও ছিল। লোকদের মধ্যে লালচে-গৌরবর্ণ এক ব্যক্তি বসাছিল। সে খানায় শরীক হল না। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, নিকটে এসো। আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। লোকটি বলল, আমি মোরগকে এমন জিনিস খেতে দেখেছি এবং তখন থেকে তা খেতে ঘৃণাবোধ হয়েছে। তাই আমি কসম করেছি যে, মোগরগের গোশত আর খাব না। আবু

মূসা আশআরী (রা) বলেন, কাছে এসো। এ ব্যাপারে তোমাকে আমি অবহিত করব, আমি তোমাকে হাদীস শুনাব। আমি আশআরী গোত্রের কতিপয় লোকসহ রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম, যখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় ছিলেন এবং যাকাতের উট বণ্টন করছিলেন। আমরা তাঁর কাছে বাহন চাইলাম। তিনি কসম করে বলেন, তিনি আমাদের বাহন দিবেন না এবং বলেন, আমার কাছে এমন পশু নেই যে, তোমাকে সওয়ারীর জন্য দিতে পারি। অতপর রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গনীমাতের উট আসলে তিনি ডাকলেন, আশআরীরা কোথায়, আশআরীরা কোথায় ? তিনি আমাদেরকে উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট পাঁচটি সাদা উট দিলেন। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমি আমার সাথীদের বললাম, রসূলুল্লাহ (স) হয়ত তাঁর শপথের কথা ভুলে গেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আমরা যদি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর শপথের কথা স্মরণ করিয়ে না দেই তবে আমরা কখনও সফলকাম হব না। সুতরাং আমরা নবী (স)-এর খেদমতে ফিরে এসে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা আপনার কাছে বাহন চেয়েছিলাম। আপনি কসম খেয়ে বলেছিলেন, আমাদেরকে সওয়ারী দিবেন না। আমাদের মনে হয়েছে, আপনি আপনার কসমের কথা হয়ত ভুলে গেছেন। নবী (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়ারী (পাওয়ার ব্যবস্থা করে) দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি যখনই কোন বিষয়ে শপথ করি এবং শপথের বিপরীত করাটা ভালো দেখি, তখন যা উত্তম, তাই করি এবং (কাফ্‌ফারা দিয়ে) শপথ ভঙ্গ করি।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে।

٥١١٣- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَكَلْنَاهُ .

৫১১৩. আসমা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর যমানায় ঘোড়া নাহর করেছি এবং তার গোশত খেয়েছি।

٥١١٤- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحَمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ .

৫১১৪. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) খায়বারের (যুদ্ধের) দিন গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে এই বিষয়ে সালামা (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥١١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

৫১১৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খায়বারের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ .

৫১১৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١١٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ .

৫১১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খায়বারের যুদ্ধের বছর মুতয়া বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

٥١١٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ وَرَخَّصَ فِيْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ .

৫১১৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) খায়বারের যুদ্ধের দিন গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত (খেতে) অনুমতি দিয়েছেন।

٥١١٩- عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى قَالاَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ.

৫১১৯. বারাআ (রা) ও ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) গাধার গোশত নিষিদ্ধ করেছেন।

٥١٢٠- عَنْ اَبِيْ ثَعْلَبَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُحُوْمَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ .

৫১২০. আবু সালাবা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম করেছেন। যুহরী (র) থেকে বর্ণিত। নবী (স) শ্বদন্ত হিংস্র পশু খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُكِلَتِ الْحُمُرُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ اُفْنِيَتِ الْحُمُرُ فَاَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادٰى فِي النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَاِنَّهَا رِجْسٌ فَاُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ وَاِنَّهَا لَتَفُوْرُ بِاللَّحْمِ .

৫১২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এক আগন্তুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। অতপর আরেক আগন্তুক এসে বলল, গাধা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপর আরেক আগন্তুক এসে বলল, সব গাধা খেয়ে শেষ করে ফেলা হচ্ছে। নবী (স) একজন ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলে সে সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা করে দিল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করছেন। কারণ তা নাপাক। সুতরাং (এ ঘোষণার সাথে সাথে) গোশতের হাঁড়িগুলো ফুটন্ত অবস্থায় উল্টে ফেলে দেয়া হয়।

٥١٢٢- عَنْ عَمْرٍو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ

الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُوْلُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلٰكِنْ اَبِىْ ذَاكَ الْبَحْرُ بْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ قُلْ لاَ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا.

৫১২২. আমর (র) বলেন, আমি জাবের ইবনে যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মানুষ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (স) গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানালেন, হাকাম ইবনে আমর গিফারীও বসরায় আমাদের নিকট ঠিক একথাই বলেছেন। কিন্তু জ্ঞান ও হাদীসের সাগর ইবনে আব্বাস (রা) তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং এ আয়াত পড়েন ঃ "বলে দাও ! আমার নিকট যা ওহী করা হয়েছে, তাতে হারাম কিছুই পাচ্ছি না"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১৪৪)।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বপ্রকার শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খাওয়া (হারাম)।

٥١٢٣- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ .

৫১২৩. আবু সালাবা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সব ধরনের শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ মৃত পশুর চামড়া সম্পর্কে।

٥١٢٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا.

৫১২৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) অবহিত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন ঃ এর চামড়া দিয়ে তোমরা কেন ফায়দা উঠালে না ? লোকজন আরয করল, এটা তো মৃত। নবী (স) বললেন, তা কেবল খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

٥١٢٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِعَنْزٍ مَّيْتَةٍ فَقَالَ مَا عَلٰى اَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِاِهَابِهَا.

৫১২৫. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি মৃত ছাগলের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এর মালিকের কি হল ? আহ ! তারা যদি এর চামড়া দিয়ে ফায়দা উঠাত !

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী সম্পর্কে।

٥١٢٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَكْلُوْمٍ يُكْلَمُ فِى اللّٰهِ اِلاَّ سَبِيْلِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمٰى اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مِسْكٍ .

৫১২৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে আহত হয়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। এর রং হবে লাল টকটকে এবং গন্ধ হবে কস্তুরীর মত।

٥١٢٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُّحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُّحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً .

৫১২৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, নেক ও সৎসঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হলো এমন দু' ব্যক্তির মতো—যার একজন হলো মিশক আম্বর বহনকারী, আরেকজন হলো কামারের হাঁপড় চালনাকারী। মিশক আম্বরওয়ালা হয় তোমায় কিছুটা দিবে, নয় তুমি তার থেকে কিনবে অথবা তুমি তার থেকে সুবাস লাভ করবে। অপর দিকে কামারের হাঁপড় চালনাকারী হয় তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দিবে, না হয় তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ খরগোশ সম্পর্কে।

٥١٢٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنْفَجْنَا اَرْنَبًا وَّنَحْنُ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوْا فَاَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا اِلٰى اَبِىْ طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا اَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا.

৫১২৮. আনাস (রা) বলেন, মাররুজ জাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশকে ধাওয়া করলাম, এমনকি লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমি সেটি ধরে ফেললাম এবং আবু তালহা (রা)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তা যবেহ করলেন এবং তার রান দু'টি কিংবা সামনের পা দু'টি নবী (স)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ গুইসাপ সম্পর্কে।

٥١٢٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْضَّبُّ لَسْتُ اٰكُلُهُ وَلاَ اُحَرِّمُهُ .

৫১২৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলেন, গুইসাপ আমি খাইও না এবং তা হারামও বলি না।

٥١٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ فَاُتِىَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ فَقَالَ

بَعْضُ النِّسْوَةِ أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ اَنْ يَّاْكُلَ فَقَالُوْا هُوَ ضَبٌّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَفَعَ يَدَهٗ فَقُلْتُ اَحَرَامٌ هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِاَرْضِ قَوْمِيْ فَاَجِدُنِيْ اَعَافُهٗ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهٗ فَاَكَلْتُهٗ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ .

৫১৩০. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। খালিদ (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সংগে মাইমুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন। তখন তেলে ভাজা গুইসাপ পেশ করা হলে রসূলুল্লাহ (স) (খাওয়ার জন্য) সেদিকে হাত বাড়ালেন। এমনি সময়ে কোন এক মহিলা বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জানিয়ে দাও তিনি কি জিনিস খেতে যাচ্ছেন। সবাই বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ওটা গুইসাপ। রসূলুল্লাহ (স) তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। আমি [খালিদ] জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ওটা কি হারাম ? তিনি বলেন, না ; তবে আমাদের এলাকায় ওটা নেই। তাই ওটার প্রতি আমার অরুচি হয়। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে এনে খেতে থাকলাম, আর রসূলুল্লাহ (স) দেখতে থাকলেন।[১২]

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ জমাট কিংবা তরল ঘিয়ে ইঁদুর পতিত হলে।

٥١٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِيْ سَمْنٍ فَمَاتَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

৫১৩১. ইবনে আব্বাস (রা) মায়মুনা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একটি ইঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে মরে গেল। নবী (স)-এর নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি তুলে ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট ঘি খেতে পার।

٥١٣٢- عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوْتُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدٌ اَوْ غَيْرُ جَامِدٍ اَلْفَارَةِ اَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ بِفَارَةٍ مَاتَتْ فِيْ سَمْنٍ فَاَمَرَبِمَا قَرُبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمَّ اُكِلَ .

৫১৩২. যুহ্‌রী (র) থেকে বর্ণিত। জমাট বা তরল যায়তুন তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর বা অন্য কোনো প্রাণী পড়ে মরে গেলে—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে যে, ঘিয়ের মধ্যে পড়ে ইঁদুর মরে গেলে রসূলুল্লাহ (স) সেই ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুযায়ী ইঁদুর ফেলে দেয়া হয়েছে, তারপর সেই ঘি খাওয়া হয়েছে।

---

১২. গুইসাপ এক প্রকার স্থলচর প্রাণী। হানাফী মযহাব মতে এগুলো খাওয়া মাকরূহ তাহরিমী এবং অন্যান্য মাযহাবে তা খাওয়া দূষণীয় নয়।

٥١٣٣- عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِيْ سَمْنٍ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْهُ .

৫১৩৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। মায়মুনা (রা) বলেন, ঘিয়ের মধ্যে পতিত ইঁদুর সম্পর্কে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের ঘি ফেলে দাও এবং বাকী ঘি খেয়ে নাও।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুখে দাগ ও চিহ্ন দেয়া।

٥١٣٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كُرِهَ اَنْ تُعْلَمَ الصُّوْرَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُضْرَبَ .

৫১৩৪. ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। মুখমণ্ডলে দাগ দেয়াকে তিনি অপসন্দ করেছেন। ইবনে উমার (রা) বলেছেন, নবী (স) মুখমণ্ডলে মারতে নিষেধ করেছেন।

٥١٣٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِاَخٍ يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِيْ مِرْبَدٍ لَهُ فَرَاَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِيْ اُذَانِهَا .

৫১৩৫. আনাস (রা) বলেন, আমি আমার ভাইকে সাথে নিয়ে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম, যেন তিনি (স) আমার ভাইয়ের তাহনীক করেন (খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে যেন তার মুখে দেন)। তিনি তাঁর উটের খোয়াড়ে ছিলেন। দেখলাম, তিনি একটি বকরীকে তার কানে দাগ দিচ্ছেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন দল গনীমাতের মাল পেলে কেউ তার সাথীদের বিনা অনুমতিতে ছাগল বা উট যবেহ করলে, নবী (স) হতে রাফে (র) বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তা খাওয়া যাবেন। তাউস ও ইকরিমা (র) চোরের যবেহকৃত পশু সম্পর্কে বলেছেন ঃ তা ফেলে দাও।

٥١٣٦- عَنْ رَفِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اِنَّنَا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَّلَيْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ اَرِنْ اَوِ اعْجَلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلُوْا مَالَمْ يَكُنْ سِنٌّ وَّلاَ ظُفُرٌ وَسَاُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَاَصَابُوْا مِنَ الْمَغَانِمِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِيْ اٰخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوْا قُدُوْرًا فَاَمَرَ بِهَا فَاُكْفِئَتْ وَقَسَمَ بَيْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيْرًا بِعَشْرِ شِيَاهٍ ثُمَّ نَدَّ بَعِيْرٌ مِّنْ اَوَائِلَ (اَوَابِلِ - اِبِلِ) الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ مَّعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ اِنَّ لِهٰذِهِ الْمَهَائِمِ اَوَابِدَ كَاَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا فَعَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْعَلُوْا مِثْلَ هٰذَا .

৫১৩৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আরয করলাম, আমরা আগামী কাল দুশমনের মোকাবিলায় অবতীর্ণ হব। আমাদের কাছে ছুরি নেই। তিনি বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে যবেহ করলে হবে না। আমি তোমাদের কাছে এর কারণ বলছি। দাঁত হলো হাড় বিশেষ, আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। কিছু লোক দ্রুত অগ্রসর হল। এরা গনীমাতের মাল পেল। নবী (স) পিছনের লোকদের সাথে ছিলেন। লোকেরা রান্না শুরু করে দিল। তিনি এসে ডেগ উল্টে ফেলে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতএব সেগুলো উল্টে ফেলে দেয়া হল। তিনি তাদের মধ্যে (গনীমাতের মাল) বণ্টন করলেন এবং একটি উট দশটি ছাগলের সমান গণ্য করলেন। আগে আসা লোকদের (উটগুলোর মধ্যে) একটি উট ছুটে গেল। তাদের সাথে ঘোড়া ছিল না। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর মারল। আল্লাহ তা আটক করলেন। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও বন্য পশুদের স্বভাব আছে। অতএব এগুলোর যেটাই এরূপ করবে, তার সাথে অনুরূপ আচরণ করবে।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ যদি কারো উট পালিয়ে যায় আর তাদের উপকারার্থে তাদের কোন লোক সেই উটকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলে তবে রাফে (রা) কর্তৃক বর্ণিত নবী (স)-এর হাদীস অনুসারে তা করা জায়েয।

٥١٣٧- عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَنَدَّ بِعَيْرٌ مِّنَ الْاِبِلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهَا اَوَابِدَ كَاَوَابِدَ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُم مِنْهَا فَاصْنَعُوْا بِهٖ هٰكَذَا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَكُوْنُ فِى الْمَغَازِىْ وَالْاَسْفَارِ فَنُرِيْدُ اَنْ نَذْبَحَ فَلاَ يَكُوْنُ مُدًى فَقَالَ اَرِنَ مَاانْهَرَ اَوْنَهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفُرِ فَاِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ .

৫১৩৭. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। উটের দল থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর ছুঁড়লে তা থেমে গেল। নবী (স) বলেন, এ পশুর মধ্যেও জংলী পশুর মতো বন্য স্বভাব আছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে কোনটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা কখনো যুদ্ধে এবং সফরে থাকি। আমরা যবেহ করতে চাই কিন্তু আমাদের নিকট ছুরি থাকে না। নবী (স) বলেন, দাঁত ও নখ ছাড়া এমন জিনিস দিয়ে আল্লাহ্‌র নামে আঘাত হান যা রক্ত ঝরায়, তারপর তা খাও। দাঁত হল হাড় বিশেষ এবং নখ হল হাবসীদের ছুরি।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নিরুপায় অবস্থায় হারাম জিনিস খাওয়া। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ - اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে মু'মিনগণ ! যেসব পবিত্র জিনিস আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের মাংস এবং যে পশুর উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যদি কোন লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে, বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের উদ্দেশ্য নেই, তবে তার কোন গুনাহ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১৭২-১৭৩)।

فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ .

"সুতরাং কোন পশু (যবেহকালে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হলে তা থেকে খাও, যদি তোমরা তার আয়াতে ঈমান এনে থাক"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১১৮)।

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার জ্বালায় নিরূপায় হলে তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"–(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৩)।

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْ مَااُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"বল আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি নিষিদ্ধ কিছুই পাই না, মরা, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া, কেননা এগুলো অপবিত্র অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম লওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ যদি অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না করে তা গ্রহণে নিরূপায় হলে তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"–(সূরা আল-আনআম ঃ ১৪৫)।

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا .

"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র জিনিস রিযিক হিসেবে দান করেছেন তা থেকে খাও"–(সূরা আন-নাহল ঃ ১১৪)।

অধ্যায়—৪৫

كِتَابُ الْاَضَاحِيِّ

(কুরবানীর বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর প্রথা। ইবনে উমার (রা) বলেন, কুরবানী সুন্নাত এবং সুপ্রসিদ্ধ।

٥١٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً فَقَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৩৮. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, আমাদের আজকের এদিনের আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি দিয়ে সূচনা করব তাহলো আমরা নামায পড়ব, তারপর ফিরে এসে কুরবানী করব। যে লোক এভাবে করলো, সে আমাদের সুন্নাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি (নামাযের) পূর্বে যবেহ করলো সে কেবল আপন পরিজনের জন্য আগাম গোশত খাওয়ারই ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমার নিকট একটি ছয় মাসের ছাগল আছে। নবী (স) বললেন, সেটি যবেহ কর। তবে তোমার পরে আর কারো জন্যে (ছয় মাসের ছাগলে) যথেষ্ট হবে না। মুতাররিফ আমেরের সূত্রে বারাআ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের সঠিক তরীকা অনুসরণ করলো।[১]

٥١٣٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৩৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে লোক নামাযের আগে যবেহ করলো, সে নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পরে যবেহ করলো, তার কুরবানী পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের রীতি অনুযায়ী আমল করলো।

---

১. হানাফী মাযহাব মতে মালদার ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব। হাদীসে যে "আসাবা সুন্নাতানা" বলা হয়েছে-তা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, ফিক্‌হ শাস্ত্রমতে যে সুন্নাত, তা নয়। এখানে এর অর্থ তরীকা, পন্থা বা পদ্ধতি। হানাফী মযহাব মতে ছাগল এক বছর বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী জায়েয। এর কম বয়সের ছাগলে জায়েয হবে না। আবু বুরদার জন্য এটা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

২-অনুচ্ছেদ ঃ জনগণের মধ্যে কুরবানীর গোশত বণ্টন।

٥١٤٠ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذْعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَارَتْ لِيْ جَذْعَةٌ قَالَ ضَحِّ بِهَا.

৫১৪০. উকবা ইবনে আমের জুহনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সাহাবাগণের মাঝে কুরবানীর পশু বণ্টন করেন। উকবা (রা)-এর ভাগে ছয় মাসের একটি ছাগল পড়ে। (উকবা বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার ভাগে তো ছয় মাসের বাচ্চা এসেছে। তিনি বললেন, এটাই কুরবানী করো।[২]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী।[৩]

٥١٤١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِيْ فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اِنَّ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ فَاقْضِيْ مَايَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَتَطُوْفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى اُتِيْتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هٰذَا قَالُوْا ضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.

৫১৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন। এ সময় মক্কায় প্রবেশের আগেই সারেফ নামক স্থানে আয়েশা (রা)-এর হায়েয শুরু হয়। তাই তিনি কাঁদছিলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, হায়েয হয়েছে নাকি ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। নবী (স) বললেন, এটা এমন এক ব্যাপার, যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব হাজীগণ যা করে, তুমিও তা করো, তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। যখন আমরা মিনায় ছিলাম, তখন আমার নিকট গরুর গোশত আনা হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি ? লোকজন বললো, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর স্ত্রীদের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার আকাঙ্খা।

٥١٤٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِد فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ وَعِنْدِيْ جَذْعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ اَدْرِى اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ اَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَأَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَامَ النَّاسُ اِلٰى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا اَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا.

---

২. এটা উকবা (রা)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অন্য কারো জন্যে তা জায়েয হবে না।

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে মুসাফিরের ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

৫১৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কুরবানীর দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো, সে যেন আবার যবেহ করে। তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আজকের দিনে তো গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয়ে থাকে। এরপর সে তার প্রতিবেশীদের কথা উল্লেখ করলো এবং বললো, আমার কাছে একটি ছয় মাসের ছাগল ছানা আছে। মোটাতাজা দু'টি বকরীর চেয়েও সেটা উত্তম। নবী (স) তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই, এ অনুমতি এ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্যেও ছিল কি না। অতপর নবী (স) দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন। আর লোকজন বকরীগুলোর প্রতি এগিয়ে গেল এবং সেগুলো (বণ্টনের পর) যবেহ করলো।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, ঈদের দিনই কুরবানী করতে হবে।

٥١٤٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِّنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلٰثٌ (ثَلاَثَةٌ) مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادِى وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ ذُوالْحِجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهٗ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهٖ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْاَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ ضُلاَّلاً يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَّبْلُغُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَوْعٰى (اَرْعٰى) لَهٗ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهٗ وَكَانَ مُحَمَّدٌ اِذَا ذَكَرَهٗ قَالَ صَدَقَ النَّبِىُّ ثُمَّ قَالَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.

৫১৪৩, আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকে কালের পরিক্রমন ঘটছে স্বনিয়মে। বছরে বারো মাস। তার মধ্যে চার মাস সম্মানিত। এর তিন মাস পরপর আসে। তাহলো, যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহররম। অপরটি হলো মুদার গোত্রের রজব মাস, এটি জুমাদা ও শাবানের মধ্যখানে অবস্থিত। এখন কোন্ মাস ? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন। তিনি চুপ করে রইলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম, এর এ নাম ছাড়া হয়তো তিনি আরেক নাম রাখবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয় ? আমরা জবাব দিলাম,

হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন্ শহর ? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত। এবারও তিনি চুপ করে রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরে তিনি বললেন, এটি কি মক্কা নগরী নয় ? আমরা বললাম, হাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, এটি কোন্ দিন ? আমরা জবাব দিলাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এবারও তিনি চুপ হয়ে থাকলেন। এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তিনি এর অন্য কোন নাম বলবেন। পরক্ষণেই তিনি বললেন, এটি কি কুরবানীর দিন নয় ? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের ধন-মাল—এক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ মনে করেন, নবী (স) একথাও উল্লেখ করেছেন এবং তোমাদের মান-ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি পবিত্র, যেমন তোমাদের এ শহর, এ মাস ও আজকের এদিন পবিত্র। অবিলম্বে তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে। তখন তিনি তোমাদের সব কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান ! পরস্পর হানাহানি করো না। শোন, যারা হাযির আছ, তারা যারা হাযির নেই, তাদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছিয়ে দিও। হয়তো যারা শুনেছে, তাদের কারো কারো চেয়ে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে, তাদের কেউ কেউ অধিক মনে রাখবে। (বর্ণনাকারী) মুহাম্মাদ (র) যখন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, নবী (স) সত্য কথা বলেছেন। (এ ভাষণে) নবী (স) আরও বলেন, শোন, আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ? আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি ?[৪]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানী এবং ঈদগাহে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

٥١٤٤- عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِيْ مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ

৫১৪৪. নাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) কুরবানী করার জায়গাতে কুরবানী করতেন। ওবায়দুল্লাহ (র) বলেন, অর্থাৎ নবী (স)-এর কুরবানী করার জায়গাতে তিনি কুরবানী করতেন।

٥١٤٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلّٰى .

---

৪. ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করার সময়। ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে কুরবানী হবে না। প্রথম দিন কুরবানী করা উত্তম, তারপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।

মুদার গোত্রের মাহে রজব বলার মর্ম হলো—মুদার গোত্রের লোকজন এ মাসটিকে বেশী ভালোবাসতো। তাই এ গোত্রের সাথে মাসটিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

জাহিলী যুগেও উক্ত চার মাস আরবদের নিকট অতি সম্মানিত ছিল। এ চার মাস লুটতরাজ, যুদ্ধ ইত্যাদি করা তারা হারাম মনে করতো। কিন্তু ঘটনাচক্রে এসব মাসে যুদ্ধ এসে পড়লে আরবরা নিজেদের স্বার্থে এ সম্মানিত মাসকে পেছনে ঠেলে দিত এবং সেটা সম্মানিত মাস নয় ধরে নিয়ে সেই মাসে যুদ্ধ চালিয়ে যেত। যেমন মুহররম মাসে যুদ্ধ লাগলে একে পরবর্তী সফর মাসে ঠেলে দিত এবং মুহররমকে সফর মাস ঘোষণা করে যুদ্ধ চালাতো। এভাবে সব মাস ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল। হজ্জের মাসে হজ্জও হতো না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আবার ঠিক যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ এসে গেছে। অর্থাৎ বছর সঠিক খাতে ঘুরে এসেছে। গত ক'বছর ঠিকভাবেই বছর চলছে। সেদিকেই হাদীসে একথা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫১৪৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নিজেই যবেহ করতেন এবং ঈদগাহে যবেহ করতেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দুই শিংওয়ালা দুম্বা যবেহ করার বর্ণনা। সামীনাইনে (মোটাতাজা)-ও উল্লেখ আছে। আবু উমামা ইবনে সাহল (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর পশু মোটাতাজা করতাম এবং সকল মুসলমানও মোটাতাজা করতেন।

٥١٤٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ وَاَنَا اُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ .

৫১৪৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন এবং আমিও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছিলাম।

٥١٤٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ انْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৪৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সাদাকালো চিত্রা বা ধুসর বর্ণের দু'টি শিঙওয়ালা দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতেই তা যবেহ করলেন।

٥١٤٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلٰى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ اَنْتَ بِهِ.

৫১৪৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) তাঁকে একটি ছাগল দান করলেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বণ্টন করছিলেন। একটি ছয় মাসের বাচ্চা বাকি রয়ে গেল। উকবা (রা) নবী (স)-এর নিকট তা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, তুমি এটা কুরবানী কর।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ আবু বুরদা (রা)-কে নবী (স)-এর উক্তি ঃ তুমি ছয় মাসের এ বাচ্চাটি যবেহ কর এবং তোমার পর আর কারো জন্যে তা যথেষ্ট হবে না।

٥١٤٩- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ضَحّٰى خَالُ لِيْ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِّنَ الْمَعَزِ قَالَ اِذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَاِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ .

৫১৪৯. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আবু বুরদা (রা) নামাযের আগেই কুরবানী করেন। রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন, তোমার বকরী তো গোশত খাওয়ার জন্য যবেহ করা হল (কুরবানী হয়নি)। তিনি আরয করলেন, ইয়া

রসূলাল্লাহ ! আমার নিকট পালিত আরেকটি ছয় মাসের বাচ্চা আছে। তিনি (স) বলেন, সেটি যবেহ কর। তুমি ভিন্ন আর কারো জন্য তা জায়েয হবে না। অতপর তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করলো, সে তা নিজের জন্যই যবেহ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর যবেহ করলো, তার কুরবানী সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মুসলমানদের প্রথা অনুসরণ করলো।

٥١٥٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ اَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِيْ اِلاَّ جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৫১৫০. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বুরদা (রা) ঈদের নামাযের আগে যবেহ করলে নবী (স) তাঁকে বলেন, এর বদলে আরেকটি যবেহ কর। তিনি বললেন, আমার নিকট কেবল ছয় মাসের একটি বকরীর বাচ্চা আছে। (অধস্তন রাবী) শো'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, এ ছয় মাসের বাচ্চাটি এক বছরের ছাগলের চেয়ে উত্তম। নবী (স) বলেন, ঐটির স্থলে এটি (কুরবানী) কর। তোমার পর আর কারো জন্য এটা যথেষ্ট হবে না।[৫]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করা।

٥١٥١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ فَرَاَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দু'টি ধুসর বর্ণের বা সাদাকালো চিত্রা রং-এর শিঙওয়ালা দুম্বা যবেহ করেন। তিনি তাঁর পা' দিয়ে চেপে ধরে 'বিসমিল্লাহ ও তাকবীর' বলে নিজ হাতে দুম্বা দু'টিকে যবেহ করেছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের কুরবানীর পশু যবেহ করা। এক ব্যক্তি কুরবানীর উষ্ট্রী যবেহ করার ব্যাপারে ইবনে উমার (রা)-কে সাহায্য করেছে। আবু মূসা (রা) নিজ কন্যাদেরকে স্বহস্তে কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٥١٥٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفَ وَاَنَا اَبْكِيْ فَقَالَ مَالَكِ اَنَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هٰذَا اَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰى بَنَاتِ اٰدَمَ اِقْضِيْ مَايَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لاَّ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَضَحّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

৫১৫২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সারেফ নামক স্থানে আমার কাছে তাশরীফ আনেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি হয়েছে, তোমার কি হায়েয হয়েছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, এটা তো এমন

৫. ছাগল এক বছরের কম বয়সের হলে তা দিয়ে কুরবানী হবে না। ভেড়ার হুকুমও ছাগলের মতো। গরু-মহিষ দুই বছরের কম হলে কুরবানী হবে না। উটের বয়স পাঁচ বছর হতে হবে।

ব্যাপার যা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন। অতএব হাজীগণ যা করছে, তুমিও তা করো। তবে তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না। রসূলুল্লাহ (স) নিজ স্ত্রীগণের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ (ঈদের) নামাযের পর কুরবানী করা।

٥١٥٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَّوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ فَقَالَ اَبُوْ بُرْدَةَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ اَنْ اُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ اَوْ تُوْفِيَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ .

৫১৫৩. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি ঃ আজকের দিনে আমরা প্রথমে নামায পড়ি। এরপর ফিরে যাই এবং কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে করলো, সে আমাদের সুন্নাত অনুসরণ করল। আর যে লোক (নামাযের আগে) কুরবানী করলো, সেটা কেবল গোশত হলো—যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করলো, কুরবানীর কিছুই হলো না। আবু বুরদা (রা) আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তো নামাযের আগেই যবেহ করে ফেলেছি। তবে আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে যা এক বছরের বাচ্চার চেয়েও উত্তম। তিনি (স) বলেন, তুমি ঐটির বদলে এটি যবেহ কর। তোমার পরে এটা আর কারো জন্য যথেষ্ট হবে না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ নামাযের আগে কুরবানী করলে পুনরায় তাকে কুরবানী করতে হবে।

٥١٥٤- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ فَقَالَ رَجُلٌ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِّنْ جِيْرَانِهِ فَكَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِّنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ اَدْرِيْ اَبَلَغَتِ الرُّخْصَةُ اَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَاَ اِلٰى كَبْشَيْنِ يَعْنِيْ فَذَبَحَهُمَا ثُمَّ انْكَفَاءَ النَّاسُ اِلٰى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوْهَا .

৫১৫৪. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযের আগে যবেহ করে সে যেন পুনরায় কুরবানী করে। এক ব্যক্তি বললো, এটি তো এমন দিন, যাতে গোশত খাওয়ার খাহেশ হয়ে থাকে।[৬] সে তার পড়শীদের কথাও উল্লেখ করলো। মনে হয় নবী (স) তার ওজর কবুল করলেন। আমার নিকট ছয় মাসের একটি ছাগলছানা আছে যা দু'টি বকরীর চেয়েও উত্তম। তখন নবী (স) তাকে অনুমতি দিলেন। আমার জানা নেই এ

৬. অর্থাৎ আজকে গোশত খাওয়ার দিন। স্বভাবত মানুষের মনে গোশত খাওয়ার বাসনা জেগেছে। তার প্রতিবেশীগণ অভাবী ও অভুক্ত ছিলেন। তাই তাদের প্রয়োজনে নামাযের আগেই তিনি যবেহ করে ফেলেছেন। এখন ছয় মাসের বাচ্চাটি ছাড়া তাঁর কাছে আর কোন জানোয়ার নেই। তাঁর এ অক্ষমতা হুজুর (স) বুঝতে পেরেছেন এবং তা কবুল করেছেন।

অনুমতি কি ব্যাপক না সীমিত। অতপর নবী (স) দু'টি দুম্বার দিকে এগিয়ে গেলেন, সেগুলো যবেহ করলেন। তারপর লোকজনও (নিজ নিজ) বকরীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তা যবেহ করলেন।

٥١٥٥- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُّصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا اُخْرٰى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ .

৫১৫৫. জুনদুব ইবনে সুফিয়ান আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন আমি নবী (স)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, নামায পড়ার আগে যে ব্যক্তি যবেহ করলো, সে যেন তার স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করে। আর যে লোক এখনও যবেহ করেনি, সে যেন যবেহ করে।

٥١٥٦- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَلَا يَذْبَحْ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَقَامَ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ قَالَ فَاِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِّنْ مُسِنَّتَيْنِ اَاَذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزِيْ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيْكَتَيْهِ .

৫১৫৬. বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একদিন নামায পড়লেন, অতপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের নামায পড়লো এবং আমাদের কিবলামুখী হলো সে যেন (ঈদের) নামায থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত যবেহ না করে। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তো যবেহ করে বসেছি। নবী (স) বললেন, সেটা তো তুমি অতি তাড়াতাড়ি করে ফেলেছ। তিনি বললেন, আমার নিকট ছয় মাসের একটি বাচ্চা আছে। সেটি এক বছরের দু'টি ছাগলের চেয়ে উত্তম। আমি কি সেটি যবেহ করবো ? নবী (স) বললেন, হাঁ। তোমার পর আর কারও জন্য যথেষ্ট হবে না।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ করার সময় পশুর পাঁজরে পা দিয়ে চেপে ধরা।

٥١٥٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ وَضَعَ رِجْلَهُ صَفْحَتَيْهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ .

৫১৫৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুই শিঙওয়ালা সাদাকালো চিত্রা দু'টি দুম্বা যবেহ করেছেন এবং নিজের এক পা দুম্বার পাঁজরের ওপর দিয়ে চেপে রেখে নিজের হাতেই দুম্বা দু'টি যবেহ করেছেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যবেহ করার সময় আল্লাহু আকবার বলা।

٥١٥٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ ضَحّٰى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمّٰى كَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلٰى صِفَاحِهِمَا .

৫১৫৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) শিঙওয়ালা সাদা-কালো চিত্রা রং-এর দু'টি দুম্বা নিজ হাতে যবেহ করেন। তিনি বিসমিল্লাহ পড়েন, আল্লাহু আকবার বলেন এবং (যবেহ করতে) তাঁর একখানা পা দিয়ে দুম্বার পাঁজর চেপে ধরেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কুরবানীর জন্য হাদ্‌য়ি[৭] পাঠিয়ে দিলে তার উপর (ইহরাম অবস্থার মতো) কিছু হারাম হয় না।

٥١٥٩- عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ اَتٰى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ اِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوْصِيْ اَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتَهُ فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتّٰى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَّرَاءِ الْحِجَابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ اُفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ اِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ اَهْلِهِ حَتّٰى يَرْجِعَ النَّاسُ .

৫১৫৯. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুসলিম জননী ! কোন লোক কাবায় তার হাদ্‌য়ি (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দিল, সে নিজে আপন শহরে থেকে গেল এবং সে ওসিয়াত করে দিল, তার কুরবানীর পশুর গলায় যেন মালা পরিয়ে দেয়া হয়। এখন কুরবানীর পশু পাঠানোর দিন থেকে হাজীদের ইহরাম অবস্থা শেষ হওয়া পর্যন্ত কি তাঁর উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে ? মাসরূক বলেন, আমি পর্দার আড়াল থেকে আয়েশা (রা)-এর হাতে তালির আওয়ায শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদ্‌য়ির গলায়[৮] মালা পরিয়ে দিতাম। তারপর তিনি তাঁর হাদ্‌য়ি কা'বায় পাঠিয়ে দিতেন। স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের যা করা হালাল, (মক্কা থেকে) মানুষের ফিরে আসা পর্যন্ত নবী (স) নিজের ওপর তা হারাম করতেন না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশত কি পরিমাণ খাওয়া যাবে আর কি পরিমাণ পাথেয় হিসাবে নেয়া যাবে।

٥١٦٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْاَضَاحِيِّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُوْمَ الْهَدْيِ .

৫১৬০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর যমানায় আমরা (মক্কা হতে) মদীনা (পৌঁছা পর্যন্ত) কুরবানীর গোশত পাথেয় হিসাবে সংগে নিতাম। রাবী অনেকবার লুহূমুল আদাহী শব্দের স্থলে লুহূমুল হাদ্‌য়ি (কুরবানীর গোশত) উল্লেখ করেছেন।

٥١٦١- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يُحَدِّثُ اَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدِمَ فَقُدِّمَ اِلَيْهِ لَحْمٌ قَالَ وَهٰذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ اَخِّرُوْا لاَ اَذُوْقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتّٰى اَتِيَ اَخِيْ

৭. কুরবানী করার জন্য যেসব পশু মক্কা শরীফে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে হাদ্‌য়ি বলে।

৮. কালায়েদ কিলাদার বহুবচন। এর মানে গলবন্ধ, কণ্ঠহার, গলার মালা কিংবা কুরবানীর চিহ্নিত পশুর। আরবে কুরবানীর পশুর গলায় প্রাক-ইসলামী যুগ হতে এরূপ মালা পরানোর প্রচলন ছিল।

اَبَا قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَكَانَ اَخَاهُ لاُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ اَمْرٌ .

৫১৬১. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি (কিছু দিন বাড়ীতে) অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আসলে, তাঁর সামনে গোশত পেশ করা হলো। বলা হলো (এটা) আমাদের কুরবানীর গোশত। তিনি বললেন, এটা সরিয়ে নাও। আমি এটা খাব না। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, তারপর আমি উঠে বেরিয়ে পড়লাম এবং আমার ভাই আবু কাতাদা ইবনে নোমানের নিকট পৌঁছলাম। আবু কাতাদা তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তোমার অনুপস্থিতিতে নতুন নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (অর্থাৎ তিন দিনের পরও কুরবানীর গোশত খাওয়া যাবে)।

٥١٦٢ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحّٰى مِنْكُمْ فَلاَ يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيْ قَالَ كُلُوْا وَاَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَاَرَدْتُ اَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا .

৫১৬২. সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করে, সে যেন তৃতীয় দিনের পর এমন অবস্থায় সকাল না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশতের কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। পরবর্তী বছর আসলে লোকেরা বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমরা গত বছর যেরূপ করেছিলাম এ বছরও কি তদ্রূপ করবো ? তিনি বললেন ঃ নিজেরা খাও, অন্যকে খেতে দাও এবং জমা রাখ। (যেহেতু) ঐ বছর মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল, তাই আমি চেয়েছিলাম এই অবস্থায় তোমরা তাদের সাহায্য কর।

٥١٦٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقَدِّمُ بِهِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لاَ تَاْكُلُوْا اِلاَّ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ وَلٰكِنْ اَرَادَ اَنْ يُّطْعِمَ مِنْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫১৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমরা মদীনায় কুরবানীর গোশত লবণ মেখে রেখে দিতাম। অতপর তা থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি বলেন ঃ (কুরবানীর গোশত) তিন দিনই খাও। এ নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়ভাবে দেয়া হয়নি, বরং তিনি অন্যদেরকেও খাওয়ানোর সুযোগ দিতে চেয়েছেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

٥١٦٤ـ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ اَزْهَرَ اَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الْاَضْحٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْعِيْدَيْنِ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيَوْمٌ تَاْكُلُوْنَ نُسُكَكُمْ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ (الْعِيْدَ) مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ اَهْلِ الْعَوَالِىْ فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهُ قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَاكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلٰثٍ .

৫১৬৪. ইবনে আজহারের মুক্তদাস আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযে উপস্থিত হন। উমার (রা) খুতবার আগে নামায পড়েছেন, অতপর জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল ! রসূলুল্লাহ (স) এ দুই ঈদের দিন তোমাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে একদিন হলো তোমাদের রোযা ভেঙ্গে ইফতার করার দিন (ঈদুল ফিতর), আরেক দিন হলো—যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খেয়ে থাক (ঈদুল আযহা)। আবু উবায়েদ বলেন, আমি উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর সাথেও (ঈদের নামাযে) উপস্থিত হই। সেটি ছিল জুমুয়ার দিন। তিনি খুতবার আগে নামায পড়ান, অতপর খুতবা দেন। তিনি বলেন, হে লোক সকল ! আজ এমন একদিন যে, তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্র হয়েছে। আওয়ালীর (মদীনার উপকণ্ঠে) অধিবাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা পসন্দ কর, সে থাকুক এবং যে চলে যেতে চায় আমি তাকে (যাওয়ার) অনুমতি দিলাম। আবু উবায়েদ বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-এর সাথেও ঈদের নামাযে শরীক হই। তিনিও খুতবার আগে নামায পড়েন, এরপর খুতবা দিলেন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক খেতে নিষেধ করেছেন।

٥١٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنَ الْاَضَاحِىِّ ثَلٰثًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَاْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ (حَتّٰى) يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ اَجْلِ لُحُوْمِ الْهَدْىِ .

৫১৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা কুরবানীর গোশত কেবল তিন দিন খাও। আবদুল্লাহ (রা) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন-কালে কুরবানীর গোশত হওয়ার কারণে (রুটি) কেবল যাইতুনের তেল দিয়ে খেতেন।[৯]

---

৯. মুহাজিরদের উপস্থিতির কারণে মদীনায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে রসূলুল্লাহ (স) সবার নিকট গোশত পৌঁছানোর লক্ষ্যে তিন দিনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। পরে দুর্ভিক্ষাবস্থা কেটে গেলে এবং জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে মহানবী (স) তাঁর উক্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করেন। এখানে লক্ষণীয় যে, ভবিষ্যতে কখনও অনুরূপ দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দিলে তখনও উক্ত বিধি-নিষেধ কার্যকর হবে-(সম্পাদক)।

অধ্যায়—৪৬

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

(পানীয়ের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার"-(সূরা আল-মায়েদা ঃ ৯০)।

٥١٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِى الْاٰخِرَةِ .

৫১৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে লোক দুনিয়ায় মদ পান করলো, অতপর তওবা করে তা বর্জন করলো না, আখেরাতে তাকে তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।[১]

٥١٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهِ بِاِيْلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَّلَبَنٍ فَنَظَرَ اِلَيْهِمَا ثُمَّ اَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرَئِيْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ .

৫১৬৭. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে মিরাজের রাতে ঈলিয়া নামক স্থানে শরাবের ও দুধের দু'টি পেয়ালা পেশ করা হল। তিনি দু'টির প্রতিই তাকালেন, শেষে দুধেরটি নিয়ে নিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ সব প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আপনাকে স্বাভাবিক জিনিসের দিকে চালিত করেছেন। আপনি শরাব গ্রহণ করলে আপনার উম্মতা গোমরাহ হয়ে যেত।

٥١٦٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِىْ

---

১. বেহেশতের সব জিনিসের নাম ও আকার দুনিয়ার জিনিসগুলোর মতোই হবে। তাই অপরিচিতির ভীতি থাকবে না। তবে তা স্বাদ ও গুণে ভিন্ন, তুলনাহীন। সুতরাং নাম ও আকার একরকম হলেও বেহেশতের শরাবে মাদকতা থাকবে না। দুনিয়া কর্মের স্থান, ভোগ-বিলাসের নয়। ভোগ-লালসার চরমে পৌঁছায় যেসব বস্তু এবং লোপ করে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা, ইসলামে সেসব জিনিস হারাম। মদ এসবের অন্যতম। তবে বেহেশতে চরম ভোগের জায়গা। তাই এসব জিনিস সেখানে হালাল হবে।

قَالَ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اِنْ يَّظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَتَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَاَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَّاحِدٌ.

৫১৬৮. আনাস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট একটি হাদীস শুনেছি। আমি ছাড়া আর কেউ সেটি তোমাদের কাছে বর্ণনা করবে না। তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে এও আছে যে, অজ্ঞতা ও মূর্খতা বেড়ে যাবে, ইলম হ্রাস পাবে, প্রকাশ্যে যেনা-ব্যভিচার হবে, (অবাধে) মদপান চলবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এমনকি পঞ্চাশজন নারীর পরিচালক হবে মাত্র একজন পুরুষ।

٥١٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَيَزْنِىْ (الزَّانِىْ) حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ .. وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ اَبْصَارَهُمْ فِيْهَا حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ .

৫১৬৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় যেনা করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় মদপান করতে পারে না। কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় চুরি করতে পারে না। আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত অপর সূত্রে আবু বাক্‌র নামে জনৈক বর্ণনাকারী এ হাদীসের সঙ্গে আরও এতটুকু সংযুক্ত করেছেন যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ দিন-দুপুরে এভাবে ডাকাতি-ছিনতাই করতে পারে না যে, মানুষ তার দিকে চেয়ে থাকবে আর সে ডাকাতি ও ছিনতাই করে যাবে।

২-অনুচ্ছেদ ঃ আঙ্গুর ইত্যাদি থেকে তৈরী মদ।

٥١٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَمَا بِالْمَدِيْنَةِ مِنْهَا شَىْءٌ .

৫১৭০. ইবনে উমার (রা) বলেন, শরাব (এমন সময়) হারাম করা হয়েছে, যখন মদীনায় (আঙ্গুরের তৈরী বিশেষ) মদ একটুও ছিল না।

٥١٧١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِيْنَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ يَعْنِىْ بِالْمَدِيْنَةِ خَمْرَ الْاَعْنَابِ اِلاَّ قَلِيْلاً وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

৫১৭১. আনাস (রা) বলেন, আমাদের ওপর মদ হারাম করা হয়েছে। আর যে সময় তা হারাম করা হয়েছে, তখন আমরা অর্থাৎ মদীনায় আঙ্গুরের তৈরী মদ অনেক কম পেতাম। আমাদের মদ ছিল সাধারণত কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী।

٥١٧٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ

وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ اَلْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقَلَ .

৫১৭২. ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ জেনে রাখ, মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। আর তা পাঁচ প্রকারের জিনিস থেকে তৈরি হয় ঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। খাম্‌র (মদ) হল যা জ্ঞানবুদ্ধি লোপ করে দেয় তা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন কাঁচা ও পাকা খেজুর দ্বারাই তা তৈরি হতো।

٥١٧٣ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَسْقِى اَبَا عُبَيْدَةَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ مِّنْ فَضِيْخِ زَهْوٍ وَّتَمْرٍ فَجَاءَ هُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُمْ يَااَنَسُ فَاهْرِقْهَا فَاَهْرَقْتُهَا .

৫১৭৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি আবু উবাইদা, আবু তালহা ও উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী মদ পান করাচ্ছিলাম। তখন তাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলল, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আবু তালহা (রা) বললেন ঃ হে আনাস ! দাঁড়িয়ে যাও এবং তা ঢেলে ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ঢেলে ফেলে দিলাম।

٥١٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ اَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِىْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوْا اَكْفِئْهَا فَكَفَانَا قُلْتُ لاَنَسٍ مَا شَرَابُهُمْ قَالَ رُطَبٌ وَّبُسْرٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ وَحَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫১৭৪. আনাস (রা) বলেন, আমি এক গোত্রে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে 'ফাদীখ' নামক মদ পরিবেশন করছিলাম। আমি বয়সে তাদের সবার ছোট ছিলাম। তখন বলা হলো, মদ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা বললেন, তা ফেলে দাও। সুতরাং আমি তা ফেলে দিলাম। আমি (সুলাইমান) আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁদের সেই মদ কিসের তৈরী ছিল ? তিনি জবাব দিলেন, কাঁচা ও পাকা খেজুরের তৈরী। আবু বাক্‌র ইবনে আনাস বললেন, এটাই ছিল তাদের মদ। আনাস (রা) একথা অস্বীকার করেননি। আমাকে আমার কোন কোন সাথী জানিয়েছেন, আমরা আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের মদ।

٥١٧٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ اَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ وَالْخَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .

৫১৭৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। যে সময় মদ হারাম করা হয়, তখন তা কাঁচা ও পাকা খেজুর দিয়ে তৈরি করা হতো।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মধু থেকে মদ—একে 'বিত্আ' বলে। মাআন বলেন, আমি মালেক ইবনে আনাস (র)-কে 'ফুককাআ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, নেশা না করলে তা পানে কোন আপত্তি নেই। ইবনে দারাওয়ারদী বলেন, আমিও এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তারা বলেছেন, নেশার উদ্রেক না হলে তাতে আপত্তি নেই।

٥١٧٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

৫১৭৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে 'বিত্আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয়ই হারাম।

٥١٧٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ وَهُوَ نَبِيْذُ الْعَسَلِ وَكَانَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ شَرَابٍ اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَاَخْبَرَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَنْتَبِذُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَلاَ فِى الْمُزَفَّتِ وَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا الْحَنْتَمَ وَالنَّقِيْرَ .

৫১৭৭. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে 'বিত্আ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। এটি মধু থেকে তৈরী মদ। ইয়ামানবাসীরা এটা পান করতো। রসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ নেশা সৃষ্টিকর যে কোন পানীয় হারাম। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা 'দুব্বা' ও 'মুযাফ্ফাত' নামক পাত্রে মদ বানাবে না। আবু হুরাইরা (রা)-এর বর্ণনায় এর সাথে 'হান্তাম' ও 'নাকীর' নামক পাত্রেরও উল্লেখ আছে।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ মদ এমন পানীয় যা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়।

٥١٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَطَبَ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنْ خَمْسِ اَشْيَاءٍ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ وَالْخَمْرُ مَاخَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلٰثٌ وَّدِدْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتّٰى يَعْهَدَ اِلَيْنَا عَهْدًا اَلْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَاَبْوَابٌ مِّنْ اَبْوَابِ الرِّبَا قَالَ قُلْتُ يَااَبَا عَمْرٍو فَشَىْءٌ يُصْنَعُ بِالسِّنْدِ مِنَ الرُّزِّ (الْاَرُزِّ) قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ اَوْ قَالَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ وَعَنْ اَبِىْ حَيَّانَ مَكَانَ الْعِنَبِ الزَّبِيْبَ .

৫১৭৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে এক ভাষণে বলেছেন ঃ মদ হারাম ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়েছে। তা

২. মদ হারাম হওয়ার সাথে সাথে এসব পাত্রেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। তরল ও কঠিন সর্বপ্রকার মদ, তাড়ি, গাঁজা, আফিম এবং আধুনিককালে উদ্ভাবিত সর্বপ্রকার বস্তু হারাম। তরল মদ, তাড়ি, সর্বরকমে সর্বাবস্থায় হারাম। এমনকি ঔষধ হিসেবেও, পরিমাণে এক ফোঁটা হলেও নেশা সৃষ্টি না করলেও, অন্য ঔষধে সামান্য পরিমাণ মিশিয়েও।

পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি হয় ঃ আঙ্গুর, খেজুর, গম, বার্লি ও মধু। মদ এমন পানীয় যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায়। আর এমন তিনটি বিষয় আছে, রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার করে বলে না দেয়া পর্যন্ত আমাদের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ এসে না যাক— সেটাই আমি চেয়েছিলাম। বিষয় তিনটি হলো ঃ দাদা (তার পরিত্যক্ত সম্পদ), কালালা (যে লোক পিতা বা সন্তানাদি না রেখে মরেছে) এবং সুদের কিছু বিষয়। (আবু হাইয়ান) বলেন, আমি (শাবীকে) জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আমর ! সিন্দুদেশে চাল ভিজিয়ে এক প্রকার পানীয় তৈরি করা হয় (সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)। তিনি জবাব দিলেন, সেটা নবী (স)-এর যমানায় ছিল না, কিংবা তিনি বলেছেন, সেটা উমার (রা)-এর আমলে ছিল না। আবু হাইয়ান আল-ইনাব (আঙ্গুর)-এর স্থলে আয-যাবীব (শুকনো আঙ্গুর) বর্ণনা করেছেন।

٥١٧٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْخَمْرُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالْعَسَلِ .

৫১৭৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলেন, মদ পাঁচটি জিনিসে তৈরি হয় ঃ কিশমিশ, খেজুর, গম, যব ও মধু।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ভিন্ন নামের আড়ালে মদ হালাল করে।

٥١٨٠- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَامِرٍ اَوْ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِيُّ وَاللّٰهِ مَا كَذَبَنِيْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِيْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ اِلٰى جَنْبِ عَلَمٍ يَّرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَّاْتِيْهِمْ يَعْنِي الْفَقِيْرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْا ارْجِعْ اِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللّٰهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ اٰخَرِيْنَ قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫১৮০. আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী (র) বলেন, আবু আমের (রা) কিংবা আবু মালেক আশআরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আর আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি মিথ্যা বলেননি। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা যেনা-ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে, যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। গোধুলি লগ্নে যখন তারা তাদের পশুপাল নিয়ে ফিরে চলবে, এমনি সময় তাদের নিকট কোন প্রয়োজনে নিঃস্ব ফকীর আসবে। তারা তাকে বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং (তাদের ওপর) পবর্তকে ধ্বসিয়ে দিবেন। অন্যান্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শূকর বানিয়ে দিবেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ শক্ত ধাতু বা কাঠের পাত্রে মদ তৈরি করা।

٥١٨١- عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُوْلُ اَتٰى اَبُوْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عُرْسِهٖ فَكَانَتْ اِمْرَاَتُهٗ خَادِمَهُمْ وَهِىَ الْعَرُوْسُ قَالَتْ اَتَدْرُوْنَ مَاسَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعْتُ لَهٗ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِىْ تَوْرٍ .

৫১৮১. আবু হাযিম (র) বলেন, আমি সাহল (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আবু উসাইদ সাইদী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে তার বিয়ের ভোজে দাওয়াত দিলেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূ মেহমানদের খাবার পরিবেশন করছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি অবগত আছেন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কি পান করিয়েছি ? আমি রাতে কয়েকটি খেজুর একটি কাঠের পাত্রে তাঁর জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম (তা তাঁকে পান করিয়েছি)।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ শক্ত ধাতুর তৈরি ও অন্যান্য পাত্র ব্যবহার নিষেধ করার পর নবী (স)-এর পুনরায় অনুমতি দান।

١٨٢ه- عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الظُّرُوْفِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ اِنَّهٗ لَابُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا اِذًا وَعَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا وَقَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْاَوْعِيَةِ

৫১৮২. জাবের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কতিপয় পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছেন। আনসারগণ বললেন, এসব পাত্র ছাড়া আমাদের তো কোন উপায় নেই। তিনি বললেন, তাহলে কোন আপত্তি নেই। সুফিয়ান হতেও এ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে আছে ঃ যখন নবী (স) এসব পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٣ه- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْاَسْقِيَةِ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً فَرَخَّصَ لَهُمْ فِى الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ .

৫১৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, নবী (স) কোন কোন পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে তাঁর খেদমতে আরয করা হলো, আমাদের সবার নিকট পানপাত্র নেই। তিনি (স) কলসী ব্যবহারের অনুমতি দিলেন, তবে 'মুযাফ্ফাত' ছাড়া।

١٨٤ه- عَنْ عَلِىٍّ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

৫১৮৪. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) দুব্বা ও মুযাফ্ফাত নামক পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। .

١٨٥ه- عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِلْاَسْوَدِ هَلْ سَاَلْتَ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا يُكْرَهُ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنْتَبَذَ فِيْهِ قَالَتْ نَهَانَا فِىْ ذٰلِكَ اَهْلَ الْبَيْتِ اَنْ نَنْتَبِذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قُلْتُ اَمَا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْتَمَ قَالَ اِنَّمَا اُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ اُحَدِّثُ مَا لَمْ اَسْمَعْ .

৫১৮৫. ইবরাহীম (র) বলেন, আমি আসওয়াদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে সেই পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, যাতে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করা না পসন্দ ? তিনি বলেন, হাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছি, হে মুসলিম জননী ! কোন্ পাত্রে নাবীয নামক পানীয় তৈরি করতে নবী (স) নিষেধ করেছেন ? তিনি বলেন, আমাদের আহলি বাইকে তিনি দুব্বা ও মুযাফ্ফাত নামীয় পাত্রে নাবীয তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। আমি (ইবরাহীম) জিজ্ঞেস করলাম, আয়েশা (রা)-এর নিকট জার নামীয় কলসী ও হানতাম নামীয় পাত্রের কথাও কি উল্লেখ করেছেন ? আসওয়াদ বলেন, আমি যা শুনেছি, তাই তোমার নিকট বলছি, যা শুনিনি তাও কি বলতে হবে ?

٥١٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْجَرِّ الْاَخْضَرِ قُلْتُ اَيُشْرَبُ فِى الْاَبْيَضِ قَالَ لاَ.

৫১৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, নবী (স) সবুজ রং-এর কলসী ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে সাদা রং-এর কলসী পানি পানের জন্য ব্যবহার করতে পারবো ? তিনি বললেন, না।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ খেজুরের যে সিরাপ নেশা সৃষ্টি করে না।

٥١٨٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِىَّ ﷺ لِعُرْسِهِ فَكَانَتْ امْرَاَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّهِىَ الْعَرُوْسُ فَقَالَتْ مَا تَدْرُوْنَ مَا اَنْقَعْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِّنَ اللَّيْلِ فِىْ تَوْرٍ.

৫১৮৭. সাহল ইবনে সাদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। আবু উসাইদ সাইদী (রা) তাঁর বিয়ের ভোজে নবী (স)-কে দাওয়াত করেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ নববধূই পরিবেশনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনারা কি জানেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কিসের রস পান করিয়েছি ? আমি তাঁর জন্য রাতে কাঠের পাত্রে কয়েকটি খেজুর ভিজিয়ে রেখেছিলাম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ বাযিক (শরাব) এবং যিনি প্রত্যেক নেশাদার পানীয় নিষিদ্ধ করেন। উমার, আবু উবাইদা ও মুয়ায (রা) খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস পাকানোর পর এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত রয়ে গেলে সেই শরবত পান করা জায়েয মনে করেন।[৪] বারাআ ইবনে আযেব ও আবু জুহাইফা (রা) জ্বাল দেয়ার পর অর্ধেক হয়ে যাওয়া শরবত পান করেছেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আঙ্গুরের রস যতক্ষণ তাজা থাকে পান করো। উমার (রা) বলেন, আমি (আমার ছেলে) উবাইদুল্লাহ্র মুখ থেকে শরাবের গন্ধ পেয়েছি। আমি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে নেশাগ্রস্ত হয়, তাকে আমি বেত্রাঘাত করব।

---

৩. সে কারণেই এসব পাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। যে পাত্রেই মদ তৈরি করা হোক, সেটার ব্যবহারই নিষিদ্ধ।

৪. বাযিক আঙ্গুরের রস, যা সামান্য পাকানো ও নেশাযুক্ত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে খেজুর বা আঙ্গুরের তরল রস জ্বাল দিয়ে দুই-তৃতীয়াংশ বিশুষ্ক করলে যদি তাতে মাদকতা বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেটা পান করা জায়েয।

٥١٨٨- عَنْ اَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذِقِ فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَقَ فَمَا اَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ الشَّرَابُ الْحَلاَلُ الطَّيِّبُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلاَلِ الطَّيِّبِ اِلاَّ الْحَرَامُ الْخَبِيْثُ .

৫১৮৮. আবুল জুয়াইরিয়া (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে 'বাযিক' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'বাযিক'কে নবী মুহাম্মাদ (স) আগেই হারাম করেছেন। যে জিনিস নেশা সৃষ্টি করে, তা হারাম। তিনি বলেন, শরবত তো হালাল, পবিত্র।[৫] তিনি বলেন, পবিত্র হালালের পর তো কেবল অপবিত্র ও ঘৃণ্য হারামই থাকে।

٥١٨٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ .

৫১৮৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু (খেতে) ভালোবাসতেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ কাঁচা-পাকা খেজুর একত্রে মিলালে তাতে নেশার সৃষ্টি হলে এবং দুই প্রকারের রান্না করা খাদ্য এক পাত্রে মিশানো জায়েয নয় বলে যাঁরা মনে করেন।

٥١٩٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنِّىْ لاَسْقِىْ اَبَا طَلْحَةَ وَاَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ خَلِيْطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ اِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَاَنَا سَاقِيْهِمْ وَاَصْغَرُهُمْ وَاِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ .

৫১৯০. আনাস (রা) বলেন, আমি আবু তালহা (রা), আবু দুজানা (রা) ও সুহায়েল ইবনে বায়দা (রা)-কে কাঁচা ও শুকনো খেজুর মিশিয়ে তৈরি কৃত মদ পান করাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে মদ হারাম হলো। সাথে সাথে আমি তা ছুঁড়ে ফেললাম। আমি তাঁদের সাকী ছিলাম এবং আমার বয়সও ছিল তাদের চেয়ে কম। তাদের জন্য আমিই মদ তৈরি করেছিলাম।

٥١٩١- عَنْ جَابِرٍ يَقُوْلُ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ .

৫১৯১. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) কিশমিশ, খোরমা, কাঁচা ও পাকা খেজুর থেকে প্রস্তুত নেশাকর পানীয় পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥١٩٢- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالْيُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَلٰى حِدَةٍ .

৫১৯২. আবু কাতাদা (রা) বলেন, নবী (স) খোরমা ও কাঁচা খেজুর এবং খোরমা ও কিশমিশ একত্র করে ভিজাতে নিষেধ করেছেন, এর প্রতিটিকে আলাদা আলাদা ভিজাতে বলেছেন।[৬]

---

৫. শরবত তো পবিত্র, হালাল একথা কে বলেছেন তা স্পষ্ট নয়, অনেকের মতে ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন।

৬. আরবে খেজুর, কিশমিশ প্রভৃতি পানিতে ভিজিয়ে শরবত বানানো হতো এবং তা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তা বেশীক্ষণ ভিজিয়ে রাখলে তাতে মাদকতা সৃষ্টি হতো। এজন্যে তা একত্রে ভিজাতে নিষেধ করা হয়েছে।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ দুধ পান এবং আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِيْنَ .

"এবং নিশ্চয় তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর মধ্যে (অনেক) শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে এগুলোর উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে খাঁটি দুধ পান করিয়ে থাকি—যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিকর"-(সূরা আন-নাহল ঃ ৬৬)।

٥١٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ .

৫১৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মিরাজের রাতে রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা মদ রাখা হয়েছিল।

٥١٩٤- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ فِىْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ بِاِنَاءٍ فِيْهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ وَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ فِىْ صِيَامِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اُمُّ الْفَضْلِ فَاِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ .

৫১৯৪. উম্মুল ফাদল (রা) বলেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ (স) রোযা রেখেছেন কি না এ সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। আমি তার নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠালাম। তিনি তা পান করলেন। সুফিয়ান প্রায়ই বলতেন, আরাফাতের দিন রসূলুল্লাহ (স)-এর রোযা সম্পর্কে লোকদের সন্দেহ হলো। উম্মুল ফাদল (রা) তার খেদমতে দুধ পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী উমায়ের মওকূফ হাদীস হিসেবে এটি রেওয়ায়াত করলে (যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো) তিনি বললেন, এটি উম্মুল ফাদল থেকে 'মারফূ' হাদীস রূপে বর্ণিত।

٥١٩٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِّنْ لَبَنٍ مِّنَ النَّقِيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا .

৫১৯৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবু হুমাইদ (রা) নকী নামক স্থান থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে আসলেন। তাঁকে রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা ঢেকে আনলে না কেন এক টুকরো কাঠ দিয়ে হলেও?

٥١٩٦- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ اَبُوْ حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِنَ النَّقِيْعِ بِاِنَاءٍ مِّنْ لَبَنٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا .

৫১৯৬. জাবের (রা) বলেন, আবু হুমাইদ নামে একজন আনসার সাহাবী নাকী নামক জায়গা থেকে এক পেয়ালা দুধ নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে আসলেন। তখন নবী (স) বললেন, এটা ঢেকে আননি কেন এর উপর একটি কাঠি দিয়ে হলেও ?

٥١٩٧- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ وَاَبُوْ بَكْرٍ مَّعَهُ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَّقَدْ عَطِشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فَحَلَبْتُ كُثْبَةً مِّنْ لَبَنٍ فِيْ قَدَحٍ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ وَاَتَانَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلٰى فَرَسٍ فَدَعَا عَلَيْهِ فَطَلَبَ اِلَيْهِ سُرَاقَةُ اَنْ لاَّ يَدْعُوَ عَلَيْهِ وَاَنْ يَّرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

৫১৯৭. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) মক্কা থেকে (মদীনা) পদার্পণ করলেন। আবু বাক্‌র (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমরা এক রাখালের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। রসূলুল্লাহ (স)-এর খুব পিপাসা পেলো। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি অল্প পরিমাণ দুধ একটি পেয়ালায় দোহন করে আনলাম। তিনি তা পান করলেন। আমি খুবই খুশী হলাম। (এ সময়) সুরাকা ইবনে জুশুম ঘোড়ায় চড়ে আমাদের নিকট আসলো। নবী (স) তাকে বদ্‌দোআ দিলেন। সে তাঁর নিকট আরয করলো, তিনি যেন তাকে বদ্‌দোআ না দেন এবং সে যেন ফিরে যেতে পারে। নবী (স) তাই করলেন।

٥١٩٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَّالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً تَغْدُوْ بِاِنَاءٍ وَّتَرُوْحُ بِاٰخَرَ .

৫১৯৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কতই না উত্তম সদকা একটি দুধেল উট্‌নী কিংবা দুধেল বকরী যা ভোরে এক বরতন এবং সন্ধ্যায় এক বরতন দুধ দান করে।

(١)٥١٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا.

৫১৯৯.(১) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) দুধ পান করলেন, অতপর কুল্লি করলেন এবং বললেন, এতে তৈলাক্ততা আছে।

٥١٩٩.(٢) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُفِعَتْ (دُفِعْتُ) اِلَى السِّدْرَةِ فَاِذَا اَرْبَعَةُ اَنْهَارٍ نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَاَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيْلُ وَالْفُرَاتُ وَاَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ فَاُتِيْتُ بِثَلٰثَةِ اَقْدَاحٍ قَدَحٌ فِيْهِ لَبَنٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ عَسَلٌ وَقَدَحٌ فِيْهِ خَمْرٌ فَاَخَذْتُ الَّذِيْ فِيْهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقِيْلَ لِيْ اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ اَنْتَ وَاُمَّتُكَ .

৫১৯৯.(২) আরেক সূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমাকে ওঠানো হলো। তখন চারটি নহর (ঝর্ণাধারা) নজরে আসলো। দু'টি ছিল যাহেরী নহর, আর দু'টি ছিলো বাতেনী নহর। যাহেরী নহর দু'টি হলো নীল ও ফোরাত নদীদ্বয়। বাতেনী নহর দু'টি বেহেশতে আছে। অতপর আমার সামনে তিনটি পেয়ালা আনা হলো ঃ একটিতে দুধ, একটিতে মধু ও একটিতে মদ। যে পেয়ালায় দুধ ছিল আমি সেটি নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হলো, তুমি এবং তোমার উম্মাত স্বভাবধর্ম পেয়ে গেলে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টাটকা পানি প্রার্থনা।

٥٢٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَكْثَرَ اَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِّنْ نَّخْلٍ وَكَانَ اَحَبَّ مَالِهِ اِلَيْهِ بِيْرُحَاءٍ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِيْ اِلَيَّ بَيْرُ حَاءَ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَخٍ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اَوْ رَائِحٌ شَكَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّيْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ اَقَارِبِهِ وَفِيْ بَنِيْ عَمِّهِ .

৫২০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারগণের মধ্যে খেজুর বাগানের দিক দিয়ে সবার চেয়ে অধিক ধনী ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক প্রিয় সম্পদ ছিল 'বীরে হাআ' নামক খেজুর বাগান। এটি মসজিদে নববীর সামনে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এ বাগানে যেতেন এবং সেখানে সুস্বাদু পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন কুরআনের আয়াত ঃ "যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু থেকে দান না কর, ততক্ষণ তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২)। নাযিল হলো তখন আবু তালহা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ যা তোমাদের প্রিয় তা হতে যদি খরচ না কর, তবে তোমরা কখনও নেকী অর্জন করতে পারবে না।" আর আমার অধিক প্রিয় সম্পদ হলো 'বীরে হাআ' বাগানটি। আমি তা আল্লাহ্র রাহে দান করে দিচ্ছি। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্র কাছে নেকী ও (আখেরাতে) সঞ্চয়ের আশা করি। হে আল্লাহ্র রসূল ! যে খাতে খরচ করতে আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ করেন সেই খাতে তা খরচ করুন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, কি উত্তম, এতো মুনাফার জিনিস। কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন, বৃদ্ধি পাওয়ার মাল। তুমি যা বলেছ, তা আমি শুনেছি। কিন্তু আমার মতে তুমি তা তোমার নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দান করে দাও। আবু তালহা (রা) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি তাই করবো। অতএব আবু তালহা (রা) সেই বাগানটি তার আত্মীয় এবং চাচাত ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে পান করা।

٥٢٠١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَاَتٰى دَارَهُ فَحَلَبْتُ شَاةً فَشِبْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْبِئْرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ يَّسَارِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعَنْ يَّمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ فَاَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْاَيْمَنَ .

৫২০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে দুধ পান করতে দেখলেন। রসূলুল্লাহ (স) আনাস (রা)-এর গৃহে গিয়েছেন। তখন আমি বকরীর দুধ দোহন করি। অতপর কূপ হতে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যে পানি এনে দুধের সাথে মিশাই। অতপর তিনি পেয়ালা নিয়ে নিলেন এবং (দুধ) পান করলেন। তাঁর বামে আবু বাক্‌র (রা) এবং ডানে একজন বেদুইন ছিল। তিনি (স) অবশিষ্ট দুধ তাকে দিলেন, অতপর বললেন, ডান দিক থেকে।

٥٢٠٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِىْ شَنَّةٍ وَاِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِىْ حَائِطِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِىْ مَاءٌ بَائِتٌ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِىْ قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَّهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِىْ جَاءَ مَعَهُ

৫২০২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) একজন আনসারী ব্যক্তির নিকট গেলেন, তাঁর সাথে তাঁর একজন সাহাবীও ছিলেন। আনসারীকে নবী (স) বললেন, তোমার নিকট রাতে মশকে রাখা পানি আছে কি ? নতুবা আমি অন্যত্র গিয়ে পান করবো। সেই আনসারী তখন তাঁর বাগানে পানি সেচন করছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার নিকট রাতে রক্ষিত পানি আছে। মেহেরবানী করে আমার ঝুপড়িতে চলুন। অতপর আনসারী নবী (স) ও তাঁর সাহাবীকে ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন এবং একটি পেয়ালায় পানি নিয়ে তাতে ছাগলের দুধ দোহন করলেন। রসূলুল্লাহ (স) তা পান করলেন। অতপর তাঁর সাথে আগন্তুক সাহাবীও পান করলেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মিষ্টি ও মধু পান করা। যুহরী (র) বলেন, মানুষের পেশাব ভীষণ জরুরী প্রয়োজনেও পান করা হালাল হবে না। কারণ তা নাপাক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ "তোমাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল করা হয়েছে"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪)। ইবনে মাসউদ (রা) নেশা জাতীয় জিনিসসমূহ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তাতে তোমাদের নিরাময় রাখেননি।

٥٢٠٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ .

৫২০৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি দ্রব্য ও মধু খুব পসন্দ করতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা।

٥٢٠٤- عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ بِمَاءٍ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ .

৫২০৪. নায্যাল (র) বলেন, কুফা মসজিদের প্রাঙ্গনে আলী (রা)-কে পানি দেয়া হলো। তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন, অতপর বললেন, কোন কোন লোক দাঁড়িয়ে পানি পান করা অপসন্দ করে। আমি নবী (স)-কে (তদ্রূপ) করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে।

٥٢٠٥- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ .

৫২০৫. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি যোহরের নামায পড়লেন, অতপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কুফা (মসজিদের) আঙ্গিনায় বসে পড়লেন। এই অবস্থায় আসর নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন পানি আনা হলে তিনি এর কিছুটা পান করলেন এবং হাত-মুখ ধুইলেন, শো'বা মাথা ও পা (ধোয়ার) কথাও উল্লেখ করেছেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট পানি পান করলেন, অতপর বললেন, মানুষ দাঁড়িয়ে পানি পান করা দূষণীয় মনে করে। অথচ নবী (স) এভাবেই পান করেছেন, যেরূপ আমি করলাম।

٥٢٠٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ قَائِمًا مِنْ زَمْزَمَ .

৫২০৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[৭]

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি উটের পিঠে বসে পানি পান করে।

---

৭. বহু হাদীসে দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করা হয়েছে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করে হাদীসবেত্তাগণ এভাবে সমাধান দিয়েছেন যে, পানি দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয হলেও যেহেতু ক্ষতিকর, তাই অনেকের মতে মাকরূহ। কারণ পাকস্থলী অতি স্পর্শকাতর ও দুর্বল। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে সবেগে পানি পেটে যায় এবং পাকস্থলীতে আঘাত পড়ে। তবে ফযীলাত ও বরকতের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সর্বসম্মতভাবে উত্তম। যেমন যমযমের পানি ও উযুর পর পাত্রের অবশিষ্ট পানি। এ পানি যেহেতু পরিমাণে কম থাকে তাই ক্ষতির আশংকা নেই।

٥٢٠٧- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ اَنَّهَا اَرْسَلَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَاَخَذَهُ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ زَادَ مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَلَى بَعِيْرِهِ .

৫২০৭. উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-এর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠান। তখন তিনি (স) আরাফার দিনের অপরাহ্নে অবস্থান করছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে দুধ নিয়ে নিলেন এবং তা পান করলেন। মালিক (র) আবুন নাদরের সূত্রে আরও বর্ণনা করেছেন ঃ এই সময় তিনি (স) উটের পিঠে ছিলেন।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ পানীয় দ্রব্য ডান দিক থেকে বণ্টন।

٥٢٠٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ وَّعَنْ يَّمِيْنِهِ اَعْرَابِىٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ اَعْطَى الْاَعْرَابِىَّ وَقَالَ الْاَيْمَنَ فَالْاَيْمَنَ .

৫২০৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে দুধ আনা হলো। তাতে পানি মিশানো ছিল। তার ডান দিকে ছিল এক বেদুঈন এবং বাম দিকে আবু বাক্‌র (রা)। তিনি (স) দুধ পান করলেন, তারপর তা বেদুঈনকে দিলেন এবং বললেন, ডান দিকের লোকের হক, অতপর তার ডানের ব্যক্তি পাওয়ার উপযুক্ত।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োজ্যেষ্ঠকে আগে পান করতে দেয়ার জন্য ডানের ব্যক্তির নিকট অনুমতি চাইতে হবে কি ?

٥٢٠٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَّمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَّسَارِهِ الْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ اَتَاْذَنُ لِىْ اَنْ اُعْطِىَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاُوْثِرُ بِنَصِيْبِىْ مِنْكَ اَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ يَدِهِ .

৫২০৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পানীয় আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানে ছিল এক যুবক এবং বামে ছিলেন কয়েকজন প্রবীণ লোক। তিনি (স) যুবককে বলেন, এদেরকে আগে দিতে তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে ? যুবক বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্‌র কসম ! আপনার তরফ থেকে আমার ভাগে আসা জিনিসে আমার ওপর আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুধের পেয়ালাটি যুবকের হাতে অর্পণ করলেন।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।

٥٢١٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَّهُ فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِيْ حَائِطٍ لَهُ يَعْنِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِيْ شَنَّةٍ وَاِلاَّ كَرَعْنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِيْ حَائِطٍ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ مَاءٌ بَاتَ (بَائِتٌ) فِيْ شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ اِلَى الْعَرِيْشِ فَسَكَبَ فِيْ قَدَحٍ مَاءٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَّهُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ اَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِيْ جَاءَ مَعَهُ .

৫২১০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক আনসার ব্যক্তির নিকট গেলেন। তাঁর সাথে তার একজন সাহাবীও ছিলেন। নবী (স) ও তাঁর সাহাবী (আনসারীকে) সালাম দিলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক ! সময়টি ছিল অত্যন্ত গরমের। সেই লোকটি তখন তার বাগানে পানি সেচ করছিলেন। নবী (স) বললেন, তোমার কাছে মশকে রাতে রক্ষিত (ঠাণ্ডা) পানি যদি থাকে (তা পান করাও) না হয় আমি (অন্যত্র) পানি পান করবো। লোকটি বাগানে পানি সেচরত ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার কাছে রাতে মশকে রাখা পানি আছে। সুতরাং তিনি নবী (স)-কে একটি ঝুপড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি পাত্রে পানি ঢেলে তাতে নিজের ছাগলের দুধ দোহন করলেন। নবী (স) তা পান করলেন। তিনি আবার পানি আনলেন। এবার তার সাথে আসা সাহাবী পান করলেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়দের খেদমত করবে।

٥٢١١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ اَسْقِيْهِمْ عُمُوْمَتِيْ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ الْفَضِيْخَ فَقِيْلَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالَ اَكْفِئْهَا فَكَفَاْنَاهَا قُلْتُ لاَنَسٍ مَّا شَرَابُهُمْ قَالَ رَطَبٌ وَّبُسْرٌ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَنَسٍ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ اَنَسٌ وَحَدَّثَنِيْ بَعْضُ اَصْحَابِيْ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسًا يَقُوْلُ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ .

৫২১১. আনাস (রা) বলেন, আমি গোত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চাচাদেরকে ফাদীখ নামক মদ পান করাচ্ছিলাম। আমি তাঁদের সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিলাম। এমন সময় মদ হারাম হওয়ার কথা ঘোষিত হলো। তখন আমার চাচা বললেন, এটা উপুড় করে ফেলে দাও। আমি তা উল্টিয়ে ফেলে দিলাম। (রাবী সুলাইমান বলেন,) আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মদ কি দিয়ে তৈরি হতো ? তিনি বলেন, কাঁচা-পাকা খেজুর দিয়ে। আবু বাক্‌র ইবনে আনাস (র) বলেন, এটাই ছিল তাঁদের শরাব। আনাস (রা)

একথা অস্বীকার করেননি। সুলাইমান বলেন, আমার কোন সাথী বর্ণনা করেছেন, তিনি আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তখনকার দিনে এটাই ছিল তাঁদের শরাব।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ খাবার পাত্র ঢেকে রাখা।

٥٢١٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُم فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ (فَحُلُّوْهُمْ) وَاَغْلِقُوْا الْاَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَّاَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَخَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ وَلَوْ اَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَاَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ .

৫২১২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যখন রাতের আঁধার নেমে আসে, কিংবা যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমাদের শিশুদেরকে (ঘরে) আটকে রাখ। কারণ এ সময় শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে। রাতের কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের ছেড়ে দাও এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ঘরের দরযাগুলো বন্ধ করে দাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরযা খোলে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ করে দাও, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে খাবার পাত্রগুলো ঢেকে দাও। এমনকি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়ি ভাবে তার ওপর রেখে দাও। (শোয়ার সময়) বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।

٥٢١٣- عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوْا (اَغْلِقُوْا) الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوْا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوْا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ .

৫২১৩. জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা (রাতে) ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও, (ঘরের) দরযাগুলো বন্ধ করে দাও, পানপাত্রের মুখ বন্ধ করে দাও, খাবার ও পানীয়ের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ। সম্ভবত তিনি একথাও বলেছেন যে, অন্তত একটি কাঠ দিয়ে হলেও আড়াআড়িভাবে তার ওপর রেখে দাও।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখ ভেঙ্গে পানি পান করা।

٥٢١٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ يَعْنِىْ اَنْ تُكْسَرَ اَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

৫২১৪. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'ইখতিনাস' অর্থাৎ মশকের মুখ ভেঙ্গে তাতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٥- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ اِخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَةِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ مَعْمَرٌ اَوْ غَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ اَفْوَاهِهَا.

৫২১৫. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করতে শুনেছি। আবদুল্লাহ-মা'মার প্রমুখ বলেছেন, 'ইখতিনাস' অর্থ মশকের মুখে পানি পান করা।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ মশকের মুখে পানি পান করা।

٥٢١٦- عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَنَا بِهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ اَوِ السِّقَاءِ وَاَنْ يَّمْنَعَ جَارَهُ اَنْ يَّغْرِزَ خَشَبَةً (خَشَبَهُ) فِىْ جِدَارِهِ .

৫২১৬. ইকরিমা (র) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কতগুলো ছোট ছোট বিষয় অবগত করাবো না যা আবু হুরাইরা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ? (তাহলো) রসূলুল্লাহ (স) মশকের মুখে পানি পান করতে এবং কোন ব্যক্তিকে তার দেয়ালের সাথে তার প্রতিবেশীর খুঁটি গাড়তে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُّشْرَبَ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

৫২১৭. আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

٥٢١٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِى السِّقَاءِ .

৫২১৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মশকের মুখে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা।

٥٢١٩- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِى الْاِنَاءِ وَاِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا تَمَسَّحَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.

৫২১৯. আবু কাতাদা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পানি পানকালে পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলে। তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যদি কারো স্পর্শ করতেই হয়, তবে সে যেন ডান হাতে তা স্পর্শ না করে।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দুই বা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করা।

٥٢٢٠- عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَتَنَفَّسُ فِى الْاِنَاءِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاَثًا.

৫২২০. সুমামা ইবনে আবদুল্লাহ (র) বলেন, আনাস (রা) দুই কিংবা তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন এবং তাঁর ধারণা নবী (স)ও তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের পাত্রে পান করা।

٥٢٢١- عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهٖ اِلاَّ اِنِّىْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَهِىَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫২২১. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি পান করতে চাইলেন। এক গ্রাম্যলোক তাঁর নিকট রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলে হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটা ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম কিন্তু তারপরও সে নিবৃত্ত হয়নি। নবী (স) আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ দুনিয়াতে এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার পাত্র।

٥٢٢٢- عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ وَذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ وَالدِّيْبَاجَ فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫২২২. আবু লাইলা (র) বলেন, আমরা হুজাইফা (রা)-এর সাথে বের হলাম। তিনি উল্লেখ করলেন যে, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং মোটা ও মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না। কেননা দুনিয়ায় এগুলো কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে তোমাদের জন্য।

٥٢٢٣- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اِنَاءِ (اٰنِيَةِ) الْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ .

৫২২৩. নবী পত্নী উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক রৌপ্য পাত্রে পান করে সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকায়।

٥٢٢٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (الْقَسَمِ) وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمِ

الذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ اَوْ قَالَ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْاِسْتَبْرَقِ .

৫২২৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াত দানকারীর দাওয়াত কবুল করতে, সালামের প্রচলন করতে, মযলুমের সাহায্য করতে এবং শপথকারীর শপথ পূর্ণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে, রৌপ্য পাত্রে পান করতে, মাইসারা ও কাসসী নামীয় নরম রেশমী বস্ত্র এবং মিহি রেশমী কাপড়, মোটা ও খাঁটি রেশমী বস্ত্র ও কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ পেয়ালায় পান করা।

٥٢٢٥- عَنْ اُمِّ الْفَضْلِ اَنَّهُمْ شَكُّوْا فِىْ صَوْمِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِثَ اِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِّنْ لَّبَنٍ فَشَرِبَهُ .

৫২২৫. উম্মুল ফাদল (রা) হতে বর্ণিত। আরাফাতের দিন নবী (স) রোযা রেখেছেন কি না এই ব্যাপারে লোকজনের সন্দেহ হলো। তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠানো হলে তিনি তা পান করলেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর পেয়ালায় পান করা এবং তাঁর পাত্রের বর্ণনা। আবু বুরদা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) আমাকে বললেন, যে পাত্রে নবী (স) পান করেছেন সে পাত্রে আমি কি তোমাকে পান করাবো না ?

٥٢٢٦- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذُكِرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اِمْرَأَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ فَاَمَرَ اَبَا اُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ اَنْ يُّرْسِلَ اِلَيْهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِىْ اُجُمِ بَنِىْ سَاعِدَةَ فَخَرَجَ اِلَيْهَا النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى جَاءَ هَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَاِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ اَعَزْتُكِ مِنِّىْ فَقَالُوْا لَهَا اَتَدْرِيْنَ مَنْ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ قَالَتْ كُنْتُ اَنَا اَشْقٰى مِنْ ذٰلِكَ فَاَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَتّٰى جَلَسَ فِىْ سَقِيْفَةِ بَنِىْ سَاعِدَةَ هُوَ وَاَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اَسْقِنَا يَا سَهْلُ فَخَرَجْتُ (اَخْرَجْتُ) لَهُمْ بِهٰذَا الْقَدَحِ فَاَسْقَيْتُهُمْ فِيْهِ فَاَخْرَجَ لَنَا سَهْلُ ذٰلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بَعْدَ ذٰلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ .

৫২২৬. সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, নবী (স)-এর সামনে আরবের এক নারীর কথা উল্লেখ করা হলো। তিনি ঐ নারীর নিকট কাউকে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনার জন্য উসাইদ সাইদীকে নির্দেশ দিলেন। তিনি তার নিকট লোক পাঠালে ঐ নারী আসলো এবং বনী সায়েদা গোত্রের দুর্গে গিয়ে উঠলো। নবী (স) তার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তার নিকট গেলেন। তিনি দুর্গে প্রবেশ করে দেখলেন স্ত্রীলোকটি মাথা নত করে আছে। নবী (স) তার সাথে কথা বললে সে বলে উঠলো, আমি আপনার থেকে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাই। তিনি (স) বললেন, আমি তোমাকে পানাহ দিলাম। লোকজন তাকে বললো, ইনি কে তুমি কি তা জান ? সে বলল, না। তাঁরা বললেন, ইনি রসূলুল্লাহ (স), এসেছিলেন তোমার নিকট বিয়ের পয়গাম নিয়ে। সে বললো, আমি বড়ই হতভাগী। তারপর নবী (স) সেদিনই সাকীফায়ে বনী সায়েদায় কদম রাখলেন। তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ সেখানে বসে পড়লেন। নবী (স) বললেন, হে সাহল ! আমাদেরকে পানি পান করাও। (সাহল বলেন,) আমি তাদের জন্য এ পেয়ালাটি নিয়ে এলাম এবং এটিতে করে তাদের সবাইকে পানি পান করালাম। সাহল (রা) সেই পেয়ালাটি আমাদের জন্য বের করলেন। আমরা তাতে পানি পান করলাম। এরপর উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁর নিকট সেই পেয়ালাটি পেতে চাইলেন। তিনি সেটি তাঁকে দান করলেন।

٥٢٢٧- عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ قَالَ رَاَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيْضٌ مِّنْ نُضَارٍ قَالَ قَالَ اَنَسٌ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِيْ هٰذَا الْقَدَحِ اَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فِيْهِ حَلْقَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ فَاَرَادَ اَنَسٌ اَنْ يَّجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ طَلْحَةَ لاَ تُغَيِّرَنَّ (لاَ تُغَيِّرْ) شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَهُ .

৫২২৭. আসেম আল-আহওয়াল (র) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট নবী (স)-এর পেয়ালাটি দেখেছি। এটি ফেটে গিয়েছিল। অতপর তিনি তাতে রূপা দিয়ে জোড়া লাগান। পেয়ালাটি অতি উত্তম, চওড়া এবং 'নুদার' কাঠের তৈরী। আসেম বলেন, আনাস (রা) বললেন, আমি এ পেয়ালায় করে রসূলুল্লাহ (স)-কে এত এত বারের চেয়েও অধিক পান করিয়েছি। আসেমের বর্ণনা, ইবনে সীরীন (র) বলেন, এ পেয়ালায় লোহার একটি 'হলকা' লাগানো ছিল। তাই আনাস (রা) তাতে লোহার জায়গায় সোনা বা রূপার একটি 'হলকা' লাগাতে চান। তাঁকে আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে জিনিস তৈরি করেছেন, সেটাকে পরিবর্তন করো না। অতপর তিনি তার ইচ্ছা ত্যাগ করেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতের পানি পান করা এবং বরকতের পানি।

٥٢٢٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ فَجَعَلَ فِيْ اِنَاءٍ فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ

بِهِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ وَفَرَّجَ اَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلٰى اَهْلِ الْوُضُوْءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ فَتَوَضَّاءَ النَّاسُ وَشَرِبُوْا فَجَعَلْتُ لاَ اُلُوْا مَاجَعَلْتُ فِيْ بَطْنِيْ مِنْهُ فَعَلِمْتُ اَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَلْفًا وَّاَرْبَعَ مِائَةٍ وَّعَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً .

৫২২৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আসর নামাযের সময় হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সাথে সামান্য পানি ছিল, তা একটি পাত্রে ঢেলে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি তাতে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁক করলেন, অতপর বললেন, যারা উযু করতে চাও, আস। বরকত দানের মালিক আল্লাহ। আমি দেখতে পেলাম তাঁর (স) আঙ্গুলগুলোর মধ্য থেকে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সবাই উযু করলেন এবং পানও করলেন। আমিও যতটা সম্ভব পেট ভরে পান করলাম। কেননা, আমি বুঝতে পেরেছি এটা বরকতের পানি। আমি (অধস্তন রাবী) জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ দিন আপনারা কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, এক হাজার চার শতজন। অপর এক সূত্রে জাবের (রা) থেকে এই সংখ্যা পনর শতজন বর্ণিত হয়েছে।

অধ্যায়-৪৭

كِتَابُ الْمَرْضٰى (الطِّبِّ)

(রোগ, রোগী ও চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগের (গুনাহের) কাফ্‌ফারা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

"কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে পাবেই"-(সূরা আন-নিসা ঃ ১২৩)।

٥٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

৫২২৯. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মুসলমানের ওপর যে কোন বিপদ-মুসীবতই আসে, আল্লাহ তাআলা এর বদলে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি তার শরীরে কাঁটাবিদ্ধ হলে তার দ্বারাও।

٥٢٣٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلاَ وَصَبٍ وَّلاَ هَمٍّ وَّلاَ حَزَنٍ (حُزْنٍ) وَّلاَ اَذًى وَّلاَ غَمٍّ حَتّٰى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

৫২৩০. আবু সায়ীদ খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মুসলমান কোন যাতনা, রোগ-কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও শোকের শিকার হলে, এমনকি তার দেহে কাঁটাবিদ্ধ হলেও, এর বদলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।[১]

٥٢٣١- عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفَيِّئُهَا الرِّيْحُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا مَرَّةً وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالْاَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتّٰى يَكُوْنَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَّاحِدَةً .

৫২৩১. কাব (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হলো যেমন শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ। তা হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আর মুনাফিকের উদাহরণ হলো, যেমন বিরাটকায় বৃক্ষ। সদা-সর্বদা দৃঢ়ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত (আক্রান্ত হলে) এক ঝটকায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়।

---

১. অন্যায় ও গুনাহ করলে এর প্রতিফল আখেরাতে ভোগ করতে হবে। কিন্তু ঈমানদারের ওপর কোন কষ্ট-মুসীবত আসলে, রোগ-শোক, কিংবা যুলুম-পীড়ন হলে এর বদলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ মাফ করে দেন। আখেরাতে সে নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। এজন্যই রোগ ইত্যাদিকে গুনাহর কাফ্‌ফারা বলা হয়েছে।

٥٢٣٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ اَتَتْهَا الرِّيْحُ كَفَأَتْهَا فَاِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلاَءِ وَالْفَاجِرُ كَالاَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتّٰى يَقْصِمَهَا اللّٰهُ اِذَا شَاءَ .

৫২৩২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মু'মিনের উদাহরণ হলো শস্য ক্ষেতের কোমল চারা গাছ। তা যে কোন দিকের হাওয়ার দোলায় দোলে, একবার কাত হয়, আবার সোজা হয়। এভাবে ঈমানদার বালা-মুসীবত হতে রক্ষা পায়। আর বদকার হলো বিরাটকায় বৃক্ষের মতো। তা সোজা হয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে (বাতাসে কাত হয় না), কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন চান সমূলে উৎপাটিত করেন।

٥٢٣٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّصِبْ مِنْهُ .

৫২৩৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান, তাকে মুসীবতে ফেলেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ রোগের তীব্রতা।

٥٢٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫২৩৪. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে রোগ-যাতনা বেশী ভোগ করতে আর কাউকে দেখিনি।

٥٢٣٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ مَرَضِهٖ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قُلْتُ اِنَّ ذَاكَ بِاَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى اِلاَّ حَاتَّ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৩৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট তাঁর রুগ্নাবস্থায় আসলাম। তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, আপনার সওয়াব বোধ হয় দ্বিগুণ, তাই এমন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, কোন মুসলমানের ওপর কোন দুঃখ-যাতনা আসলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ হতে তার পাতাসমূহ ঝরে যায়।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সকলের চেয়ে বেশী কঠিন পরীক্ষা নবীগণের ওপর, তারপর ক্রমান্বয়ে স্তর অনুপাতে।

٥٢٣٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ

ذٰلِكَ اِنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৩৬. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, হাঁ, তোমাদের মধ্যকার দু'জনের সমপরিমাণ জ্বর আমার হয়ে থাকে। আমি বললাম, আপনার যে দ্বিগুণ সওয়াব। তিনি বললেন, হাঁ, আসল ব্যাপার তাই। যদি কোন মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হওয়ার ব্যথা কিংবা তার চেয়ে কঠিন কোন কষ্ট পায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা তার গুনাহসূমহ দূর করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ হতে পাতাগুলো ঝরে যায়।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে দেখতে যাওয়া অপরিহার্য।

٥٢٣٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِىْ .

৫২৩৭. আবু মূসা আশয়ারী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীর সেবা করো এবং কয়েদীকে মুক্ত করো।

٥٢٣٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَّنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَالْمِيْثَرَةِ وَاَمَرَنَا اَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَنُفْشِىَ السَّلاَمُ .

৫২৩৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি জিনিস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে স্বর্ণের আংটি পরতে, রেশমের মিহি কাপড়, মোটা ও খাঁটি রেশমী কাপড় ও কারুকার্য করা রেশমী কাপড় পরিধান করতে, 'কাসসী' ও 'মীসারা' নামের বস্ত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি জানাযার অনুগমন করতে, রোগীকে দেখতে যেতে এবং সালামের বেশী বেশী প্রসার করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ সংজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া।

٥٢٣٩- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرِضْتُ مَرَضًا فَاَتَانِى النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَوَجَدَانِىْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّاَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوْءَهُ عَلَىَّ فَاَفَقْتُ فَاِذَا النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَصْنَعُ فِىْ مَالِىْ كَيْفَ اَقْضِىْ فِىْ مَالِىْ فَلَمْ يُجِبْنِىْ بِشَىْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ اٰيَةُ الْمِيْرَاثِ .

২. পূর্ণ বিবরণের জন্য হাদীস নং ৫২২৪ দ্র.।

৫২৩৯. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। নবী (স) উযু করলেন এবং উদ্বৃত্ত পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমার সংজ্ঞা ফিরে আসলে দেখলাম, নবী (স) হাযির। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার সম্পত্তির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ? আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে কি ফায়সালা করে যাব ? নবী (স) আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। ইতিমধ্যে মীরাস সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ মৃগী রোগীর ফযীলাত।

٥٢٤٠ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ امْرَأَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَاِنِّىْ اَتَكَشَّفُ (اَنْكَشِفُ) فَادْعُ اللّٰهَ لِىْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَّ اَتَكَشَّفُ فَدَعَا لَهَا .

৫২৪০. আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেন, আমি কি তোমাকে একজন বেহেশতী মহিলা দেখাবো না ? আমি বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, এ কৃষ্ণকায় মহিলাটি। সে নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। নবী (স) বললেন, তুমি চাইলে সবর কর, তোমার জন্য বেহেশত রয়েছে। আর তুমি চাইলে আমি দোয়া করতে পারি যেন আল্লাহ তোমায় নিরাময় দান করেন। মহিলাটি বললো, আমি সবর করবো। সে তারপর বলল, আমার ছতর খুলে যায়। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে আমার ছতর না খোলে। নবী (স) তার জন্য দোয়া করলেন।

٥٢٤١ـ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ رَاٰى اُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةً طَوِيْلَةً سَوْدَاءَ عَلٰى سِتْرِ الْكَعْبَةِ .

৫২৪১. আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মে যাফরকে কাবার গেলাফের নিকট দেখতে পেয়েছেন। সে দীর্ঘাঙ্গী ও কৃষ্ণকায় ছিল।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিশক্তি লোপপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফযীলাত।

٥٢٤٢ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ .

৫২৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যখন আমি আমার কোন বান্দাকে তার অতি প্রিয় দু'টি বস্তু—অর্থাৎ তার চক্ষুদ্বয়ের ব্যাপারে পরীক্ষায় ফেলি এবং সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে তাকে আমি বেহেশত দান করি।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের পুরুষ রোগীকে দেখতে যাওয়া। উম্মুদ দারদা (রা) মসজিদে অবস্থানরত এক আনসারী পুরুষ রোগীকে দেখতে যান।

٥٢٤٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِيْ اَهْلِهِ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اَقْلَعَتْ عَنْهُ يَقُوْلُ :

اَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَّحَوْلِيْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلُ .

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مِجَنَّةٍ + وَهَلْ تَبْدُوْنَ لِيْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلُ .

قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ اَللّٰهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৪৩. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলেন, তখন আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনের কাছে গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান ! আপনার অবস্থা কেমন ? হে বিলাল ! আপনার কি অবস্থা ? আয়েশা (রা) বলেন, আবু বাক্‌র (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আবৃত্তি করতেন ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পরিজনের মাঝে
(রাত কাটায় এবং) সকাল করে।
কিন্তু মৃত্যু তার জুতার ফিতারও
অতি নিকটবর্তী।

বিলাল (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে আবৃত্তি করতেন ঃ
হায়, আমি যদি এমন তৃণভূমিতে রাত কাটাতাম
আমার পাশে থাকতো ইযখির ও জালীল (ঘাস)।
আমি যদি কোন দিন মাজিন্না কূপের
নিকট অবতরণ করতাম।
আমি কি দেখতে পাবো
'শামা ও তাফীল কূপ !

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁকে (এঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা মদীনার প্রতিও তদ্রূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদেরকে দান করো। হে আল্লাহ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও, আমাদের জন্য এখানকার মুদ্দ ও সা-এ বরকত দাও এবং এখানকার জ্বরকে তুলে নিয়ে জুহফা নামক স্থানে নিক্ষেপ কর।[৩]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন শিশুদের দেখতে যাওয়া।

٥٢٤٤- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ ابْنَةً (بِنْتَ) لِلنَّبِيِّ ﷺ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَعْدٌ وَاُبَىٌّ نَحْسِبُ اَنَّ ابْنَتِىْ قَدْ حُضِرَتْ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَااَخَذَ وَمَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَحْتَسِبْ وَالْتَصْبِرْ فَاَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ وَقُمْنَا فَرُفِعَ الصَّبِىُّ فِىْ حَجْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَّا هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَّضَعَهَا اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ اِلاَّ الرُّحَمَاءَ .

৫২৪৪. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর এক কন্যা তাঁর নিকট বলে পাঠালেন ঃ আমার শিশু কন্যার মৃত্যু আসন্ন। আপনি আমাদের এখানে আসুন ! উসামা (রা) সাদ ও উবাই ইবনে কাব (রা) তখন নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (স) তাঁর নিকট সালাম পাঠালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলা যা চান নিয়ে নেন এবং যা চান দিয়ে যান (সবই তাঁর)। তিনি সবকিছুরই একটা মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং সে যেন সওয়াবের প্রত্যাশা করে এবং সবর করে। এরপর আবারও তিনি কসম দিয়ে নবী (স)-এর নিকট লোক পাঠালেন। নবী (স) উঠলেন, আমরাও উঠলাম। (মরণাপন্ন) শিশুটিকে নবী (স)-এর কোলে তুলে দেয়া হল। তার কণ্ঠে তখন গড়গড় শব্দ হচ্ছিল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত উঠা-নামা করছিল। নবী (স)-এর দু'চোখ থেকে অশ্রু বয়ে গেল। সাদ (রা) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! এ কি ? তিনি বললেন, এটা রহমত। আল্লাহ তাআলা তাঁর যে বান্দার দিলে চান, তা রেখে দেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সদয় ও মেহেরবান বান্দাদেরই রহম করেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন বেদুইনকে দেখতে যাওয়া।

---

৩. মক্কা ও মদীনার আবহাওয়া একরূপ ছিল না। মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবু বাক্র (রা) ও বিলাল (রা)-ও মদীনার সেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ভীষণ জ্বরে ভোগেন। এই অবস্থায় স্বীয় জন্মভূমির কথা, সেখানকার বিভিন্ন স্থান ও প্রকৃতির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। তাই জ্বরের প্রকোপে মক্কা ও মক্কার বিভিন্ন স্থানের কথা মনে করে তাঁরা দুঃখ প্রকাশ করেছেন। মরণের কথা চিন্তা করেছেন।

মুদ্দ ও সা হলো পরিমাপের একক। অর্থাৎ এখানে তাঁদের খাদ্যদ্রব্যে যেন বরকত আসে, অভাব দূর হয়ে যায়।

٥٢٤٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلٰى اَعْرَابِيٍّ يَعُوْدُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ عَلٰى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَاسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ قُلْتُ طُهُوْرٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ (هُوَ) حُمّٰى تَفُوْرُ اَوْ تَثُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ تُزِيْرُهُ الْقُبُوْرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا -

৫২৪৫. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স) এক বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। আর নবী (স) যখন কোন রোগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোন ক্ষতি নেই, ইনশাআল্লাহ তুমি সব গুনাহ থেকে পাক হয়ে যাবে। বেদুঈন বললো, আপনি বলছেন, এটা গুনাহ থেকে পাক করে দিবে। কখনও নয়, বরং এ জ্বর এক থুড়থুড়ে বৃদ্ধের ওপর চড়াও হয়েছে। তাকে কবর যিয়ারত করিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, তবে তাই হবে।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন মুশরিককে দেখতে যাওয়া।

٥٢٤٦- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ غُلاَمًا لِيَهُوْدَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ فَاَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ فَقَالَ اَسْلِمْ فَاَسْلَمَ وَقَالَ سَعِيْدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا حُضِرَ اَبُوْ طَالِبٍ جَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৫২৪৬. আনাস (রা) হতে বর্ণিত। এক ইহূদীর ছেলে নবী (স)-এর খেদমত করতো। তার অসুখ হলে নবী (স) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। অতপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু তালিবের মৃত্যু আসন্ন হলে নবী (স) তাঁর কাছে আগমন করেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন রোগীকে দেখতে গিয়ে নামাযের সময় হলে সেখানেই তাদেরসহ জামায়াতে নামায আদায় করবে।

٥٢٤٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ يَعُوْدُوْنَهُ فِيْ مَرَضِهِ فَصَلّٰى بِهِمْ جَالِسًا فَجَعَلُوْا يُصَلُّوْنَ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ اِجْلِسُوْا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ الْاِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِنْ صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا قَالَ الْحُمَيْدِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مَنْسُوْخٌ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اٰخِرَمَا صَلّٰى صَلّٰى قَاعِدًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ .

৫২৪৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী (স)-এর অসুখের সময় লোকজন তাঁকে দেখতে আসলো। তিনি (স) বসে তাঁদের নামায পড়ালেন এবং লোকজন দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনি তাদেরকেও ইশারায় বসতে বললেন। নামায শেষ করে নবী (স) বলেন, ইমাম এজন্য যে, তার অনুসরণ করা হবে। যখন ইমাম রুকূ করে, তোমরাও রুকূ করো, যখন মাথা উঠাবে তোমরাও মাথা উঠাও এবং যখন বসে নামায পড়ে তোমরাও বসে নামায পড়। হুমাইদী বলেন, এ হাদীসটি মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। আবু আবদুল্লাহ বলেন, কেননা নবী (স) জীবনের শেষ নামায বসেই পড়েছেন এবং লোকেরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর গায়ে হাত রাখা।

٥٢٤٨- عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ اَنَّ اَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ بِمَكَّةَ شَكْوَى شَدِيْدًا فَجَاءَنِيْ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِنِّيْ اَتْرُكُ مَالاً وَاِنِّيْ لاَ اَتْرُكُ اِلاَّ ابْنَةً وَّاحِدَةً فَاُوْصِيْ بِثُلُثَيْ مَالِيْ وَاَتْرُكُ الثُّلُثَ فَقَالَ لاَ قُلْتُ فَاُوْصِيْ بِالنِّصْفِ وَاَتْرُكُ النِّصْفَ قَالَ لاَ قُلْتُ فَاُوْصِيْ بِالثُّلُثِ وَاَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهٖ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهِيْ وَبَطْنِيْ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْفِ سَعْدًا وَاَتِمِّ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ اَجِدُ بَرْدَهُ عَلٰى كَبِدِيْ فِيْمَا يُخَالُ اِلَيَّ حَتّٰى السَّاعَةِ .

৫২৪৮. আয়েশা বিনতে সাদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা বলেন, আমি মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। নবী (স) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমি সম্পদ রেখে যাচ্ছি এবং আমার একটি মাত্র মেয়ে আছে। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে যাব আর এক-তৃতীয়াংশ রেখে যাব ? তিনি (স) বলেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক ওসিয়াত করে যাই, আর অর্ধেক রেখে যাই ? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করি আর তার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ রেখে যাই ? তিনি বলেন, এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়াত করতে পার) এবং এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী। অতপর তিনি (স) আমার কপালে তাঁর হাত রাখলেন, তারপর আমার মুখমণ্ডলে ও পেটে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! সাদকে শেফা ও নিরাময় দান কর এবং তার হিজরত পূর্ণ কর। (সা'দ বলেন,) তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমি হৃদয়ে শীতলতা ও প্রশান্তি অনুভব করছি।[৪]

٥٢٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ اِنِّيْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ فَقُلْتُ ذٰلِكَ اِنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ

৪. হিজরত পূর্ণ করার তাৎপর্য এই যে, তখন মক্কা ছিল হিজরতের স্থান। সেখান থেকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ হয়ে গেছে। তাই এ জায়গায় মৃত্যু হওয়া সাদ (রা)-এর অপসন্দ ছিল। মহানবী (স) তাঁর হিজরত সমাধা হওয়ার দোয়া করলেন। সাদ (রা) হিজরত করে মদীনায় যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجَلْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ لَهُ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৪৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তাঁর অসুখ ছিল। আমি তাঁর গায়ে আমার হাত দিলাম এবং বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনার গায়ে খুব জ্বর ! রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দুইজনের সমান আমার জ্বর উঠেছে। আমি বললাম, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব হওয়ার কারণে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হাঁ। পুনরায় রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে কোন মুসলমানই যদি দুঃখ-যাতনা পায়, চাই তা রোগযন্ত্রণা হোক কিংবা অন্য কোন কষ্ট, তাহলে আল্লাহ তায়ালা (এর বিনিময়ে) তার গুনাহগুলো ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ থেকে পাতাসমূহ ঝরে পড়ে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীকে কি বলবে এবং রোগী কি জবাব দিবে ?

٥٢٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ مَرَضِهِ فَمَسِسْتُهُ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا وَّذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ قَالَ اَجَلْ وَمَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى اِلاَّ حَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ .

৫২৫০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর অসুখের সময় তাঁর খেদমতে আসলাম এবং তাঁকে স্পর্শ করলাম। (দেখলাম) তাঁর ভীষণ জ্বর। আমি বললাম, আপনার অত্যধিক জ্বর উঠেছে। কারণ আপনার সওয়াবও দ্বিগুণ। তিনি বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট ভোগ করবে তার গুনাহগুলো ঝরে যায়, যেরূপ ঝরে যায় বৃক্ষের পাতাগুলো।

٥٢٥١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلٰى رَجُلٍ يَعُوْدُهُ فَقَالَ لاَ بَاسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ كَلاَّ بَلْ هِيَ حُمّٰى تَفُوْرُ عَلٰى شَيْخٍ كَبِيْرٍ كَيْمَا (حَتّٰى) تُزِيْرَهُ الْقُبُوْرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَعَمْ اِذًا.

৫২৫১. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি তাকে বলেন, অস্থির হবে না, ইনশাআল্লাহ (রোগযন্ত্রণা দ্বারা গুনাহ থেকে তুমি) পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। লোকটি বললো, কখনও নয়, বরং এ প্রচণ্ড জ্বর একজন বৃদ্ধ লোকের ওপর চড়াও হয়েছে যা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বললেন, হাঁ, তাই হবে।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ যানবাহনে চড়ে, পদব্রজে এবং অন্যের সাথে গাধার পিঠে চড়ে রোগীকে দেখতে যাওয়া।

٥٢٥٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى إِكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُولٍ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللَّهِ وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ دَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ وَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا أَعْطَاكَ وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ .

৫২৫২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হলেন। এর পিঠে গদীর ওপর ছিল ফাদাক এলাকার তৈরী চাদর। উসামা (রা)-কে নবী (স) তাঁর পেছনে বসান। তিনি বদর যুদ্ধের পূর্বে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যান। তিনি পথ চলছেন। শেষে একটি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এ মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও উপস্থিত ছিল। এটা তার ইসলাম কবুল করার আগের ঘটনা। এ বৈঠকে মুসলমান, মুশরিক, মূর্তিপূজক এবং ইহূদী সবাই ছিল। মজলিসে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারীর জানোয়ারের (পায়ের) ধূলা মজলিসের লোকদেরকে প্রায় ঢেকে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চাদর দ্বারা তার নাক চেপে ধরে বললো, আমাদের ওপর ধূলা উড়াবেন না। নবী (স) সালাম করে থেমে গেলেন এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লেন, তাদের সবাইকে আল্লাহ্র দিকে ডাকলেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে কুরআন পড়ে শুনালেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে বললো, হে আগন্তুক ! তুমি যা কিছু বলছো, আমি তা ভালো মনে করি না, যদি তা সত্যও হয়। অতএব আমাদের সভায় আমাদের কষ্ট দিও না, আপন ঘরে চলে যাও এবং

যে ব্যক্তি তোমার ঘরে যাবে, তাকেই এসব শোনাবে। ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি আমাদের মজলিসে আসবেন। আমরা (আপনার) এ বক্তৃতা পসন্দ করি, ভালোবাসি। অতপর মুসলমান, মুশরিক ও ইহূদীদের পরস্পরের মধ্যে গাল-মন্দ ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত মারামারি বাধার উপক্রম হলো। সবাই নীরব না হওয়া পর্যন্ত নবী (স) সেখানে দাঁড়িয়েই রইলেন। হট্টগোল বন্ধ হবার পর নবী (স) তাঁর বাহনে সওয়ার হলেন এবং সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে বললেন, হে সাদ ! আবু হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সাদ (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাকে মাফ করে দিন ! তাকে ক্ষমা করুন ! আপনাকে আল্লাহ যা দেয়ার তা দিয়েছেন (অর্থাৎ নবুয়াত)। এ শহরের নাগরিকরা তাকে রাজমুকুট পরানো এবং তার মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য সমবেত হয়েছিল। আপনাকে আল্লাহ তাআলা যে সত্য দীন দান করেছেন, তার কারণে তার অভিষেক রদ হয়ে গেল। আপনি যা দেখলেন, এ আচরণ সে করেছে সেই বিদ্বেষবশত।

٥٢٥٣- عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِيْ لَيْسَ بِرَاكِبِ بَغْلٍ وَّلاَ بِرْذَوْنٍ .

৫২৫৩. জাবের (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে দেখার জন্যে আসলেন। তিনি খচ্চরেও সওয়ার ছিলেন না, ঘোড়ায়ও না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ আমি রোগাক্রান্ত, আহ ! আমার মাথা, আমার জ্বর আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে ইত্যাকার কথা বলা রোগীর জন্য বৈধ। আইউব (আ)-এর কথা ঃ "আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"-(সূরা আল-আম্বিয়া ঃ ৮৩)।

٥٢٥٤- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اُوْقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّ رَاْسِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ اَمَرَنِيْ بِالْفِدَاءِ .

৫২৫৪. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, আমার পাশ দিয়ে নবী (স) যাচ্ছিলেন। সে সময় আমি রান্না করছিলাম। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি তোমার মাথার পোকাগুলো কষ্ট দিচ্ছে ? আমি জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি ক্ষৌরকার ডাকালেন এবং সে আমার মাথা মুড়িয়ে দিল। অতপর তিনি (স) আমাকে ফিদিয়া দানের হুকুম করলেন।

٥٢٥٥- عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَارَاْسَاهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكِ لَوْ كَانَ وَاَنَا حَيٌّ فَاَسْتَغْفِرَ لَكِ وَاَدْعُوْ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاُثْكِلِيَاهُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِيْ وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ اٰخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ اَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَلْ اَنَا وَارَاْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ اَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُرْسِلَ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ وَّابْنِهِ وَاَعْهَدَ اَنْ يَّقُوْلَ الْقَائِلُوْنَ اَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّوْنَ ثُمَّ قُلْتُ يَاْبَى اللّٰهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ اَوْ يَدْفَعُ اللّٰهُ وَيَاْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ .

৫২৫৫. কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেন ঃ ব্যথায় মাথা গেল ! হায় মাথা ! তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, হায়, তুমি এ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত থেকে যদি মরে যেতে আর আমি বেঁচে থাকতাম এবং তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে পারতাম, দোয়া করতে সক্ষম হতাম তবে কতই না ভাল হতো ! আয়েশা (রা) বললেন, আফ্‌সোস ! আল্লাহ্‌র কসম ! আমার তো মনে হয়, আপনি আমার মরণটাই চান। আর তাই যদি ঘটে তাহলে এর পরদিনই আপনি আপনার অন্যান্য বিবিদের সাথে রাত যাপন করতে পারবেন। নবী (স) বললেন, না, বরং আমি নিজেও মাথার ব্যথায় ভুগছি। আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি, আবু বাক্‌র ও তাঁর ছেলেকে ডেকে পাঠাবো এবং তাদেরকে কিছু ওসিয়াত করে যাব, যেন লোকেরা কিছু বলতে না পারে, আর আকাংখাকারীরাও কোন আকাংখা করতে না পারে। পুনরায় আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ তায়ালা (অন্যের খিলাফত) পসন্দ করবেন না, ঈমানদারগণও তা মঞ্জুর করবে না। কিংবা তিনি একথা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন না এবং ঈমানদারগণও পসন্দ করবে না।[৫]

٥٢٥٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ فَمَسَسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ اِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا قَالَ اَجَلْ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُم قَالَ لَكَ اَجْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

৫২৫৬. ইবনে মাসঊদ (রা) বলেন, আমি একবার নবী (স)-এর খেদমতে গেলাম। তখন তিনি জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি তাঁর গায়ে হাত দিলাম এবং আরয করলাম, আপনার জ্বরের প্রকোপ তো ভীষণ ! তিনি (স) বললেন, হাঁ, তোমাদের দু'জন লোকের সমপরিমাণ জ্বর আমার একার। ইবনে মাসঊদ (রা) বললেন, আপনার তো দ্বিগুণ সওয়াব তাই। হুযুর (স) বললেন, হাঁ, কোন মুসলমান যদি কষ্ট পায়, তা রোগ-যন্ত্রণাই হোক কিংবা অন্য কোন কারণেই হোক, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার গুনাহগুলো দূরীভূত করে দেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।

٥٢٥٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ جَاءَ نَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُنِيْ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِيْ زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِيْ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِيْ اِلاَّ ابْنَةٌ

---

৫. আয়েশা (রা)-এর ধারণা হয়েছিল এ রোগ-যন্ত্রণায় তিনি মারা যাবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র তরফ থেকে রসূলুল্লাহ (স) জেনে গেছেন যে, এ যাত্রা তিনি মরবেন না। তাই আয়েশা (রা)-কে তিনি (স) বলেছেন, তুমি ভয় করো না। এ যাত্রা বেঁচে যাবে। কিন্তু এ অসুখে আমি আর সেরে উঠবো না। এখন আমার নিদারুণ দুশ্চিন্তা মুসলিম উম্মাহ্‌র দায়িত্ব কার ওপর দিয়ে যাই। আবু বাক্‌র (রা)-এর কথাই রসূল (স) চিন্তা করেছেন। কারণ, তিনি ভিন্ন অন্যে খিলাফত আল্লাহও পসন্দ করবেন না, জাতিও মেনে নিবে না। কিন্তু তারপরও হুযুর (স) আবু বাক্‌র (রা)-কে মনোনীত করে যাননি কিংবা কিছু লিখে দেননি। কারণ, মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই চিন্তা করে ঠিক করুক, ইজতিহাদের সওয়াব পাক, এ ব্যাপারে চেষ্টা করুক এবং সর্বসম্মতভাবে হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর হাতে বয়াত করুক এটাই মহানবী (স) চেয়েছিলেন, এজন্য নেতা নির্বাচনের ভার জনগণের ওপরই দিয়ে গেলেন। এটাই ইসলামী গণতন্ত্র।

হযরত আয়েশা (রা) নবী (স)-কে যে কথা বলেছেন, তা স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক মান-অভিমানের কথা।

لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَقُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لاَقُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ (اِنَّكَ) اَنْ تَدَعَ (تَذَرَ) وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَاتَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَأَتِكَ .

৫২৫৭. সাদ ইবনে আবু ওক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমার যে কঠিন রোগ হয়েছিল, সে সময় আমাকে দেখার জন্য রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলেন। আমি নিবেদন করলাম, সে জিনিস আমার নিকটে এসে গেছে, যা আপনি দেখছেন (মৃত্যু)। আমি সম্পদশালী লোক। আমার ওয়ারিস হিসেবে মাত্র একটি মেয়ে রেখে যাচ্ছি। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান করে যাব ? হুযুর (স) বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক ? তিনি বললেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিন ভাগের এক ভাগ ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগও অনেক বেশী। ওয়ারিসরা মানুষের কাছে হাত পেতে ফিরতে বাধ্য হবে এমন নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে ধনবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অতি উত্তম। আর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের জন্য তুমি যাই খরচ করবে, তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে, এমনকি (খাদ্যের) সেটিও (লোকমা) যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর একথা বলা ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

٥٢٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ (مِنْهُم) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَلُمَّ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَتَضِلُّوْا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْاٰنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوْا مِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ قَرِّبُوْا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّبِىُّ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا اللَّغْوَ وَالْاِخْتِلاَفَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُوْمُوْا عَنِّىْ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَّقُوْلُ اِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَاحَالَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ اَنْ يَّكْتُبَ لَهُمْ ذٰلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اِخْتِلاَفِهِمْ وَلَغَطِهِمْ .

৫২৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন ঘরে কিছু লোক ছিলেন। তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) বললেন, এসো, আমি তোমাদের একটি বিষয় লিখে দিতে চাই, যাতে পরে তোমরা আর কখনও গোমরাহ না হও। উমার (রা) বললেন, নবী (স) ভীষণ অসুস্থ। তোমাদের নিকট আল-কুরআন তো আছেই। আমাদের জন্য আল্লাহ্র কিতাবই যথেষ্ট। এ নিয়ে ঘরে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে উচ্চবাচ্য বেড়ে গেল এবং বিতর্ক শুরু হলো। কেউ

কেউ বলতে লাগলেন, তার কাছে কিছু দাও, যাতে নবী (স) কিছু লিখে দেন, যেন এরপরে তোমরা আর বিপথগামী না হও। আবার কেউ কেউ উমার (রা)-এর কথার পুনরাবৃত্তি করল। নবী (স)-এর সামনে অনর্থক ঝগড়া ও শোরগোল বেড়ে গেলে তিনি (স) বললেন, তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও।

উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, বিষয় এই যে, লোকজনের বিতর্ক ও শোরগোল তাদের জন্য ওসিয়াতনামা লিখে দেয়ার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ রুগ্ন শিশুকে দোয়ার জন্য (বুজুর্গদের নিকট) নিয়ে যাওয়া।

٥٢٥٩ـ عَنِ السَّائِبِ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَاْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّاَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَّضُوْئِهٖ وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهٖ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৫২৫৯. সায়েব (রা) বলেন, আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তিনি (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর উযু করলেন। আমি তার উযুর অবশিষ্ট পানিটুকু পান করলাম এবং তার পেছনে দাঁড়ালাম। আমি তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়াত দেখতে পেলাম যা ছিল তাঁবুর বোতাম সদৃশ (গোলাকার)।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর মৃত্যু কামনা করা নিষেধ।

٥٢٦٠ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا (مَا) كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ .

৫২৬০. আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, কোন মুসীবতে পড়ে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি সেইরূপ কিছু করতেই হয়, তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ ! যতোদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর, ততোদিন তুমি আমাকে জিন্দা রাখ এবং যখন মৃত্যুই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তখন আমাকে মৃত্যুদান কর।"

٥٢٦١ـ عَنْ قَيْسِ ابْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى خَبَّابٍ نَعُوْدُهُ وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ اِنَّ اَصْحَابَنَا الَّذِيْنَ سَلَفُوْا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا وَاِنَّا اَصَبْنَا

مَالاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا اِلاَّ التُّرَابَ وَلَوْلاَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى وَهُوَ يَبْنِىْ حَائِطًا لَهُ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ يُوْجَرُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ يُنْفِقُهُ اِلاَّ فِىْ شَىْءٍ يَجْعَلُهُ فِىْ هٰذَا التُّرَابِ .

৫২৬১. কায়েস ইবনে আবু হাযেম (র) বলেন, আমরা অসুস্থ খাব্বাব (রা)-কে দেখতে গেলাম। তিনি তাঁর দেহের সাত জায়গায় দাগ লাগিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমাদের সাথীরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা এ অবস্থায় বিদায় হয়েছেন যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাঁদের আমলের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। অথচ আমরা এত ধন-সম্পদের মালিক হয়েছি যে, মাটি ছাড়া তা রাখার জায়গা পাচ্ছি না (জমিজমা করে, ইমারত গড়ে মাটিতেই ধন ব্যয় করছি)। যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

অতপর আর একদিন আমরা তার নিকটে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি তাঁর বাগানের একটি দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তিনি বললেন, মুসলমান যা এ মাটিতে খরচ করে তা ছাড়া আর সব খরচের বিনিময়ে সে সওয়াব পেয়ে থাকে।

٥٢٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يُّدْخِلَ اَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَوَلاَ اَنَا اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِفَضْلٍ وَّرَحْمَةٍ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ اِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّزْدَادَ خَيْرًا وَّاِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ اَنْ يَّسْتَعْتِبَ .

৫২৬২. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তির নেক আমল কখনও তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না। লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকেও না ? তিনি (স) বললেন, না, আমাকেও না, যতোক্ষণ না আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত আমাকে ঘিরে ফেলে। অতএব তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা সে ভালো লোক হলে আশা করা যায় বেশী বেশী নেক আমল করার সুযোগ পাবে এবং পাপী হলে (আল্লাহ্‌র কাছে) অনুশোচনা করার সুযোগ লাভ করবে।

٥٢٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلَىَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى .

৫২৬৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে আমার গায়ে ঠেস দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ ! আমাকে মাফ করে দাও, আমার ওপর রহম করো এবং রফীকে আলার (তোমার) সাথে আমার মিলন ঘটাও।"

২০-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য সাক্ষাতকারীর দোয়া। আয়েশা বিনতে সাদ (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, নবী (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ ! সাদকে নিরাময় দান করো।

٥٢٦٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَتٰى مَرِيْضًا اَوْ اُتِىَ بِهٖ قَالَ اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لَايُغَادِرُ سَقَمًا.

৫২৬৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কোন রোগীর নিকট গেলে কিংবা রোগীকে তাঁর নিকট আনা হলে তিনি বলতেন ঃ "হে পরোয়ারদেগার ! কষ্ট দূর করে দাও, নিরাময়দান করো। তুমিই নিরাময়দানকারী ! তোমার নিরাময়দানই হলো আসল নিরাময়। তুমি এমন নিরাময়দান করো যা কোন রোগই অবশিষ্ট রাখবে না।" জারীর (র) থেকে এক সূত্রে আছে "রোগীকে নিয়ে আসার" কথা এবং অপর সূত্রে আছে "রোগীর নিকট যাওয়ার" কথা।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর সাথে সাক্ষাতকারীর উযু করা।

٥٢٦٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مَرِيْضٌ فَتَوَضَّاَ فَصَبَّ عَلَىَّ اَوْ قَالَ صُبُّوْا عَلَيْهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ لَايَرِثُنِىْ اِلاَّ كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيْرَاثُ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْفَرَائِضِ .

৫২৬৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী (স) আমার নিকট আসলেন। তিনি উযু করলেন এবং আমার গায়ে (অবশিষ্ট) পানি ছিটিয়ে দিলেন কিংবা বললেন, এর গায়ে ছিটিয়ে দাও। ফলে আমার জ্ঞান ফিরে আসলো। আমি বললাম, 'কালালা'[৬] ভিন্ন আমার কোন ওয়ারিস নেই। আমার পরিত্যক্ত সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে ? তখন মীরাস বণ্টনের আয়াত নাযিল হয়।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর ও মহামারী দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা।

٥٢٦٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وُعِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَّبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ + كُلُّ امْرِءٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهٖ + وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهٖ .

وَكَانَ بِلَالٌ اِذَا اُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ فَيَقُوْلُ : اَلاَ لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً + بِوَادٍ وَّحَوْلِىْ اِذْخِرٌ وَّجَلِيْلٌ .

---

৬. 'কালালা' অর্থ এমন লোক যার পিতাও নেই সন্তানও নেই অর্থাৎ পিতৃহীন, নিঃসন্তান ব্যক্তি।

وَهَلْ اَرِدَ يَوْمًا مِّنْيَاهَ مَجِنَّةٍ ـ وَهَلْ تَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةٌ وَّطَفِيْلُ .

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ حُبًّا وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

৫২৬৬. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (হিজরত করে) মদীনায় এলেন, আবু বাক্‌র (রা) ও বিলাল (রা)-এর ভীষণ জ্বর হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি দু'জনেরই নিকট গেলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আব্বাজান ! আপনি কেমন আছেন ? হে বিলাল ! আপনি কেমন আছেন ? আবু বাক্‌র (রা)-এর জ্বর হলে বলতেন ঃ

প্রত্যেক লোকই আপন পরিজনের মাঝে (রাত কাটিয়ে) ভোর করে।
মরণ তার জুতার রশিটিরও অতি নিকটে।

বিলাল (রা)-এর জ্বর হলে উচ্চৈস্বরে বলতেন ঃ

হায় ! আমি যদি রাত কাটাতে পারতাম।
এমন প্রান্তরে আমার পাশে থাকতো ইযখির এবং জালীল (ঘাস)।
আর যদি আমি মাজিন্নাহ নামক কূপের নিকট অবতরণ করতাম।
আমি কি শামা ও তাফীল কূপ দু'টি দেখতে পাব ?'

আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে তাঁকে (তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে) অবহিত করলাম। তিনি (স) দোয়া করলেন ঃ

হে আল্লাহ ! মক্কার প্রতি আমাদের যেরূপ ভালোবাসা, মদীনার প্রতিও অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ ! মদীনার আবহাওয়াকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। আমাদের জন্য এখানকার 'মুদ্দ' ও 'সা'-এ বরকত দান করো এবং এখানকার জ্বর তুলে নিয়ে জুহ্‌ফা নামক স্থানে নিক্ষেপ কর।

অধ্যায়—৪৮

كِتَابُ الطِّبِّ

(চিকিৎসা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসা ব্যবস্থা করেননি।

٥٢٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاانْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً .

৫২৬৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেননি।

২-অনুচ্ছেদ ঃ নারী-পুরুষ কি একে অপরের চিকিৎসা করতে পারে ?

٥٢٦٨- عَنْ رُبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلٰى وَالْجَرْحٰى اِلَى الْمَدِيْنَةِ .

৫২৬৮. রুবাই বিনতে মুয়াওবিয ইবনে আফরা (রা) বলেন, আমরা মহিলারা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে জিহাদে শরীক হতাম। আমরা সৈনিকদের পানি পান করাতাম, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় পৌঁছাতাম।[১]

৩-অনুচ্ছেদ ঃ তিনটি জিনিসে নিরাময় আছে।

٥٢٦٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الشِّفَاءُ فِىْ ثَلاَثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةِ نَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ .

৫২৬৯. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বহু রোগের নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত—মধু পান, রক্তমোক্ষণ ও গরম লোহা দিয়ে দাগানো। কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে গরম লোহা দ্বারা দাগাতে নিষেধ করছি। অপর বর্ণনায় মধু ও রক্তমোক্ষণের কথা উল্লেখ আছে।

٥٢٧٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الشِّفَاءُ فِىْ ثَلٰثَةٍ فِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ وَاَنْهٰى اُمَّتِىْ عَنِ الْكَيِّ .

---

১. পুরুষদের একার পক্ষে শত্রুর মুকাবিলা অসম্ভব হয়ে পড়লে ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাযতের জন্য মুসলিম নারীদের ওপরও জিহাদ ফরয হয়ে যায়। সেই চরম মুহূর্তে স্বামীর অনুমতি লাভেরও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য সর্বাবস্থায় ইসলামী শালীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫২৭০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ নিরাময় তিন জিনিসে নিহিত ঃ রক্তমোক্ষণ, মধুপান অথবা তপ্ত লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আমার উম্মাতকে দাগাতে নিষেধ করছি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ মধু দ্বারা চিকিৎসা করা। আল্লাহ তায়ালার বাণী ঃ

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

"এতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য"-(সূরা আন-নাহল ঃ ৬৯)।

٥٢٧١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلَ .

৫২৭১. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) মিষ্টি ও মধু খুব ভালোবাসতেন।

٥٢٧٢- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ اَوْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِيْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِيَ .

৫২৭২. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমাদের ঔষধগুলোর কোনটার মধ্যে কল্যাণ থেকে থাকে তবে তা রয়েছে ঃ রক্তমোক্ষণ, মধু পান কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে—যদি তা রোগ অনুযায়ী হয়। তবে আগুন দ্বারা দাগ দেয়া আমি পসন্দ করি না।

٥٢٧٣- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اَخِيْ يَشْتَكِيْ بَطْنَهُ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ اَسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ اَسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبَرَأَ .

৫২৭৩. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট এসে বললো, আমার ভাইয়ের পেটের অসুখ হয়েছে। তিনি (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে আবার আসলো (এবং একই কথা বললো)। তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। লোকটি আবার আসলো (এবং সে কথাই বললো)। এবারও নবী (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। এরপরে লোকটি আবারও আসলো এবং বললো, (আপনার পরামর্শ অনুযায়ী) আমি কাজ করেছি। নবী (স) বললেন, আল্লাহ্‌র কালাম সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়। (যাও আবার) তাকে মধু পান করাও। অতপর লোকটি (এবার গিয়ে) তাকে মধু পান করাল এবং সে ভালো হয়ে গেল।[২]

---

২. এখানে 'আল্লাহ্‌র কালাম' সত্য একথা দ্বারা فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আল্লাহ্‌র একথার দিকে ইশারা করা হয়েছে। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়—একথার মর্মার্থ হলো, তোমার ভাইয়ের পেটে দোষ বা অসুবিধা রয়ে গেছে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ উটের দুধ দ্বারা চিকিৎসা।

٥٢٧٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا كَانَ بِهِمْ سَقَمٌ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اٰوِنَا وَاَطْعِمْنَا فَلَمَّا صَحُّوْا قَالُوْا اِنَّ الْمَدِيْنَةَ وَخِمَةٌ فَاَنْزَلَهُمُ الْحَرَّةَ فِىْ ذَوْدٍ لَهُ فَقَالَ اشْرَبُوْا اَلْبَانَهَا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوْا رَاعِىَ النَّبِىِّ ﷺ وَاسْتَاقُوْا ذَوْدَهُ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (سَمَلَ) اَعْيُنَهُمْ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكْدِمُ الْاَرْضَ بِلِسَانِهِ حَتّٰى يَمُوْتَ قَالَ سَلَّامٌ فَبَلَغَنِىْ اَنَّ الْحَجَّاجَ قَالَ لِاَنَسٍ حَدِّثْنِىْ بِاَشَدِّ عُقُوْبَةٍ عَاقَبَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَحَدَّثَهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ اَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهٰذَا.

৫২৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু লোক রোগাক্রান্ত ছিল। তারা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং খাবার দিন। তারা কিছুটা সুস্থ হলে বললো, মদীনার আবহাওয়া অনুকূল নয়। নবী (স) তাদেরকে তাঁর কিছু উটসহ 'হার্‌রা' নামক স্থানে পাঠালেন এবং বলে দিলেন, তোমরা এ উটের দুধ পান করতে থাক। তারা রোগ মুক্ত হয়ে নবী (স)-এর উটের রাখালকে হত্যা করলো এবং উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। তিনি তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য কয়েকজন লোক পাঠালেন। (তারা ধরা পড়লে) তিনি তাদের হাত-পা কাটার এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখগুলো ফুঁড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের একজনকে জিহ্বা দিয়ে মাটি চাটতে দেখেছি, অবশেষে সে মারা গেল।

সাল্লাম (র) বর্ণনা করেন, আমি অবগত হয়েছি যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আনাস (রা)-কে বলল, আমার নিকট নবী (স)-এর কঠোরতম শাস্তিদান সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করুন। তখন তিনি এই হাদীস বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) এ খবর পেয়ে আক্ষেপ করে বলেন, হায় তিনি যদি তার নিকট এ হাদীসটি না বলতেন।[৩]

৬-অনুচ্ছেদ ঃ উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা।

٥٢٧٥- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ نَاسًا اجْتَوَوْا فِى الْمَدِيْنَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّلْحَقُوْا بِرَاعِيْهِ يَعْنِى الْاِبِلَ فَيَشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا فَلَحِقُوْا بِرَاعِيْهِ فَشَرِبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَبْوَالِهَا حَتّٰى صَلُحَتْ اَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوْا الرَّاعِىَ وَسَاقُوْا

---

৩. 'হাজ্জাজ' উমাইয়া রাজত্বের প্রাদেশিক গভর্নর ছিল সে অত্যন্ত যালিম ও হাজার হাজার লোকের হত্যাকারী ছিল। নবী (স)-এর এ কঠোর সাজার খবর পেয়ে সে আরও কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে, এ আশংকায় হাসান বসরী (র) উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

সাজাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল আট। তাদেরকে এরূপ কঠোর সাজাদানের কারণ হলো—তারাও নবী করীম (স)-এর রাখালটির সাথে অনুরূপ আচরণ করেছিল। তাই হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা ও চোখের বদলে চোখ—এ নীতির ভিত্তিতে তাদেরও অনুরূপ সাজার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কারো কারো মতে, কিসাস-এর আয়াত নাযিল হওয়ার আগেই এ ঘটনা ঘটেছিল। পরে যখন এ সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হয় তখন থেকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

الْاِبِلَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ فِيْ طَلَبِهِمْ فَجِيْءَ بِهِمْ فَقَطَّعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ قَالَ قَتَادَةُ فَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ قَبْلَ اَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ.

৫২৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার আবহাওয়া কতিপয় লোকের জন্য প্রতিকূল হলে নবী (স) তাদেরকে তাঁর উট রাখালের সাথে বাস করার নির্দেশ দিলেন এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন।[৪] সুতরাং তারা উটপালের রাখালের সাথে গিয়ে থাকতে লাগলো এবং উটের দুধ ও পেশাব পান করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তাদের শরীর সুস্থ হলে তারা রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলো। নবী (স)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি এই দুর্বৃত্তদের তালাশে লোক পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাদের হাত-পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং সুঁই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়ালেন। কাতাদা (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন আমার নিকট বর্ণনা করেছেন—এটা ছিল হদ্দ-এর বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ কালিজিরা (দ্বারা চিকিৎসা)।

٥٢٧٦- عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ اَبْجَرَ فَمَرِضَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ اَبِيْ عَتِيْقٍ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحُبَيْبَةِ السَّوْدَاءِ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَاسْتَحَقُوْهَا ثُمَّ اقْطُرُوْهَا فِيْ اَنْفِهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِيْ هٰذَا الْجَانِبِ وَفِيْ هٰذَا الْجَانِبِ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْنِيْ اَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ مِنَ السَّامِ قُلْتُ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ .

৫২৭৬. খালিদ ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইবনে আবজারও আমাদের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অতপর আমরা মদীনা পৌঁছলাম এবং তখনও সে অসুস্থ ছিল। ইবনে আবু আতীক (র) তাকে দেখতে এলেন এবং আমাদের বলেন, তোমরা কিছু কালিজিরা সংগ্রহ করো। এর পাঁচ-সাতটি দানা নিয়ে পিষে তারপর জয়তুন তেলের সাথে মিশিয়ে ওর নাকের উভয় ছিদ্রপথে কয়েক ফোঁটা ঢেলে দাও। কেননা, আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ এ কালিজিরায় সাম ছাড়া আর সব রোগের নিরাময় আছে। আমি বললাম, সাম কি ? তিনি বলেন ঃ মৃত্যু।

---

৪. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পেশাব নাপাক ও হারাম। হাদীসে উল্লেখিত পেশাব পানের অনুমতি বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনবশত দেয়া হয়েছিল।

٥٢٧٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّامَ .

৫২৭৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ কালিজিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের নিরাময় নিহিত।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর জন্য লঘুপাক খাদ্য।

٥٢٧٨- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَاْمُرُ بِالتَّلْبِيْنِ لِلْمَرِيْضِ وَلِلْمَحْزُوْنِ عَلَى الْهَالِكِ وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ التَّلْبِيْنَ تُجِمُّ فُؤَادَ الْمَرِيْضِ وَتَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ .

৫২৭৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগী ও কারো মৃত্যুতে শোকাকুল ব্যক্তিকে 'তালবিনা' খেতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ 'তালবিনা' রোগীর প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, শান্তি দান করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে।

٥٢٧٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَاْمُرُ بِالتَّلْبِيْنَةِ وَتَقُوْلُ هُوَ الْبَغِيْضُ النَّافِعُ .

৫২৭৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 'তালবিনা' খাওয়ার আদেশ করতেন এবং বলতেন, এটা কারো অপসন্দ হলেও উপকারী জিনিস।[৫]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা ঔষধ সেবন।

٥٢٨٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَاَعْطَى الْحَجَّامَ اَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.

৫২৮০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন এবং রক্তমোক্ষণকারীকে তার মজুরীও দিয়েছেন এবং নাকে ঔষধ দিয়েছেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ চন্দন কাঠ ঔষধ হিসেবে ব্যবহার।

٥٢٨١- عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ يُسْتَعَطُ بِهٖ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ بِهٖ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنٍ لِىْ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ .

---

৫. 'তালবিনা' এক প্রকার লঘুপাক খাদ্য—যা রোগীর খাদ্য হিসেবে উপযোগী ও উপকারী। আটা, মধু ও পানি মিশিয়ে তা তৈরি করা হয়। কারো কারো মতে, এতে দুধও দেয়া হয়। এটা রোগীর পক্ষে উপকারী।

৫২৮১. উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা এই উদে হিন্দী[৬] ব্যবহার করবে। কেননা, এতে সাত প্রকার রোগের নিরাময় আছে। (শিশুদের) আলজিব ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে ফোঁটা ফোঁটা করে তার নাকে দিবে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে ঐরূপে (তৈরি করে) পান করাবে। আমি একদিন আমার শিশু পুত্রকে সাথে করে নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। আমার ছেলে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে নবী (স)-এর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা কাপড়ে ঢেলে দিলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রক্তমোক্ষণের সময়। আবু মূসা আশআরী (রা) রাতের বেলা রক্তমোক্ষণ করাতেন।

٥٢٨٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ .

৫২৮২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে ও এহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো। ইবনে বুহাইনা (রা) নবী (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫২৮৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অসুখের দরুন রক্তমোক্ষণ করানো।

٥٢٨٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ اَبُوْ طَيْبَةَ وَاَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهِ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ وَقَالَ اِنَّ اَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ وَقَالَ لاَ تُعَذِّبُوْا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ .

৫২৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রক্তমোক্ষণকারীর মজুরী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, নবী (স) রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন। আবু তাইবা তার রক্তমোক্ষণ করে। তিনি তাকে দুই সা' খাদ্যদ্রব্য দান করেন। এছাড়া তিনি (স) আবু তাইবার মালিকদের সাথে কথা বলে তার উপর ধার্যকৃত দৈনিকের পরিমাণ হ্রাস করতে বলেন। তারা তার থেকে উসুলের হার কমিয়ে দেয়। তিনি (স) আরও বলেন ঃ তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাচ্ছ, রক্তমোক্ষণ করানো এবং কোস্ত বাহরী ব্যবহার তার মধ্যে অতি উত্তম ব্যবস্থা। তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিও না। তোমরা কোস্ত ব্যবহার করো।[৭]

---

৬. উদে হিন্দী বা ভারতীয় কাঠ হলো গিরিমল্লিকা ফুল গাছের কাঠ। ইউনানী শাস্ত্রমতে এর নাম কোস্ত হিন্দী অথবা কোস্ত শিরীন। আর আরবীতে উদ মানে কাঠ এবং হিন্দী মানে ভারতবর্ষীয়। এ কাঠ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় বলে আরবরা এ নাম দিয়েছে।

৭. কোস্ত বাহরী এক জাতীয় সাদা কাঠবিশেষ। তা রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

٥٢٨٥- عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ اَبْرَحُ حَتّٰى تَحْتَجِمَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْهِ شِفَاءً .

৫২৮৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) 'মুকান্না' নামে এক রোগীকে দেখতে গেলেন, অতপর বললেন, তুমি রক্তমোক্ষণ না করানো পর্যন্ত আমি যাব না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ এতে রোগের নিরাময় আছে।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ মাথায় রক্তমোক্ষণ করানো।

٥٢٨٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ بِلَحْىِ جَمَلٍ مِّنْ طَرِيْقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِىْ وَسَطِ رَأْسِهِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ فِىْ رَأْسِهِ .

৫২৮৬. আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) মক্কার পথে লাহ্ইয়ে জামাল নামক স্থানে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথার মধ্যখানে রক্তমোক্ষণ করান। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ কিংবা পুরো মাথা ব্যথায় রক্তমোক্ষণ।

٥٢٨٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَّجَعٍ كَانَ بِهِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لَحْىُ جَمَلٍ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِىْ رَأْسِهِ مِنْ شَقِيْقَةٍ كَانَتْ بِهِ .

৫২৮৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথা ব্যথার কারণে ইহরাম অবস্থায় তাঁর মাথায় রক্তমোক্ষণ করান। তখন তিনি লাহ্ইয়ে জামাল নামক কূপের নিকট ছিলেন। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) অর্ধ মাথা বেদনায় ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করান।

٥٢٨٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِىْ شَرْبَةِ عَسَلٍ اَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ لَذْعَةٍ مِّنْ نَارٍ وَّمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ .

৫২৮৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন উত্তম ঔষধ থেকে থাকে, তবে তা হলো মধুর শরবত, রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়া। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ অসুস্থাতার কারণে মাথা মুণ্ডন করা।

٥٢٨٩- عَنْ كَعْبٍ هُوَ ابْنُ عُجْرَةَ قَالَ اَتٰى عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَاَنَا اُوْقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقُمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَاْسِىْ فَقَالَ اَيُؤْذِيْكَ هَوَامُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّةً اَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً قَالَ اَيُّوْبُ لاَ اَدْرِىْ بِاَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

৫২৮৯. কাব ইবনে উজরা (রা) বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে নবী (স) আমার নিকট এলেন। তখন আমি রান্না করছিলাম এবং আমার মাথা থেকে উকুন ঝরে পড়ছিল। তিনি (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তোমার পোকাগুলো কি কষ্ট দিচ্ছে ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছ'জন মিসকীনকে আহার করাও অথবা একটি পশু কুরবানী দাও। আইউব বলেন, আমার জানা নেই তিনি (উর্ধতন রাবী) এগুলোর মধ্যে প্রথমে কোন কথাটি বলেছিলেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্যকে দহন করা এবং যে ব্যক্তি দহন করে না তার মর্যাদা।

٥٢٩٠- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ كَانَ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ اَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِىْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ اَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ وَمَا اُحِبُّ اَنْ اَكْتَوِىَ .

৫২৯০. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের ঔষধগুলোর মধ্যে যদি কোন নিরাময় থেকে থাকে, তবে তা রক্তমোক্ষণ করানো কিংবা আগুন দ্বারা দাগ দেয়ার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেয়া পসন্দ করি না।

٥٢٩١- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ لاَرُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْحُمَةٍ فَذَكَرْتُهُ لِسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِىُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّوْنَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىُّ لَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ حَتّٰى رُفِعَ لِىْ (وَقَعَ فِىْ) سَوَادٌ عَظِيْمٌ قُلْتُ مَا هٰذَا اُمَّتِىْ هٰذِهِ قِيْلَ بَلْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ قِيْلَ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَاِذَا سَوَادٌ يَمْلاَُ الْاُفُقَ ثُمَّ قِيْلَ لِىْ انْظُرْ هٰهُنَا وَهٰهُنَا فِىْ اٰفَاقِ السَّمَاءِ فَاِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الْاُفُقَ قِيْلَ هٰذِهِ اُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هٰؤُلاَءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَاَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوْا نَحْنُ الَّذِيْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ فَنَحْنُ هُمْ اَوْ اَوْلاَدُنَا الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَاِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ النَّبِىَّ ﷺ فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ

وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

৫২৯১. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, বদনজর কিংবা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন ছাড়া (অন্য কোন ব্যাপারে) মন্ত্র জায়েয নেই। আমি সাঈদ ইবনে জুবাইর (র)-এর নিকট একথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে আব্বাস (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমার সম্মুখে উম্মাতদেরকে উপস্থিত করা হল। অতপর একজন কিংবা দু'জন নবী পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। তাদের সাথে দশের অধিক লোক ছিল না। কিন্তু একজন নবীর সাথে কোন লোকই ছিল না। অতপর আমার সামনে একটি বিরাট দল উপস্থিত হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি ? এরা কি আমার উম্মাত ? বলা হল, বরং তিনি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। বলা হল, উপরের দিকে তাকাও। দেখলাম, একটি জামায়াত সারা আসমান জুড়ে আছে। পুনরায় আমাকে বলা হল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখ। আমি দেখলাম, একটি জামায়াত সম্পূর্ণ উর্ধলোক ঘিরে আছে। বলা হল, এরা তোমার উম্মাত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর নবী (স) (হুজরার) ভেতরে চলে গেলেন এবং সকলকে একথা স্পষ্ট করে বলে দেননি যে, বিনা হিসেবে যারা বেহেশতে যাবে তারা কারা। সবাই বাদানুবাদ করতে লাগল এবং বলতে লাগল, তারা হচ্ছি আমরা যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং তার রসূলের অনুসরণ করছি কিংবা আমরা ও আমাদের সন্তান-সন্ততি ইসলামে যাদের জন্ম। কেননা আমাদের জন্ম হয়েছে জাহিলিয়াতের যুগে। নবী (স)-এর নিকট এ (বাদানুবাদের) খবর পৌঁছলে তিনি বেরিয়ে এলেন এবং বলেন, এরা সেইসব লোক, যারা মন্ত্র পাঠ করে না, বদফালি[৮] করে না, আগুন দিয়ে দাগ দেয় না এবং আপন রবের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি বলেন, হাঁ। আরেকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমিও কি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত আছি ? তিনি (স) বলেন, তোমার আগেই উক্কাশা সে সুযোগ লাভ করেছে।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ চোখের ব্যথায় সুরমা ব্যবহার। এ সম্পর্কে উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٢٩٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَذَكَرُوْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوْا لَهُ الْكُحْلَ وَاَنَّهُ يَخَافُ عَلٰى عَيْنِهَا فَقَالَ لَقَدْ كَانَتْ اِحْدَ اَكُنَّ تَمْكُثُ فِيْ بَيْتِهَا فِيْ شَرِّ اَحْلاَسِهَا اَوْ فِيْ اَحْلاَسِهَا فِيْ شَرِّ بَيْتِهَا فَاِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً فَلاَ (فَهَلاَّ) اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا.

৮. 'বদফালি করে না', মানে পেঁচা প্রভৃতি পাখীর ডাকে বা অন্য কোনভাবে অশুভ ও অমঙ্গল লক্ষণ নির্ণয় করা এবং তাতে বিশ্বাস করা। এটা ইসলামে হারাম।

৫২৯২. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার স্বামী মারা গেল এবং তার চোখে ব্যথা হল। লোকেরা এ ঘটনাটি নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করল এবং সুরমার কথাও বলল। সে তার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করছে। নবী (স) বলেন, তোমাদের এক একজন মেয়েলোক তার ঘরে সবচেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট পোশাকে কিংবা (বলেছেন) সবচেয়ে নিকৃষ্ট গৃহে নিজস্ব পোশাকে (বছর ধরে) পড়ে থাকত। যখন কোন কুকুর ঐ পথ দিয়ে যেত, সে মেয়েলোকটি তার প্রতি উটের পায়খানা প্রভৃতি আবর্জনা ছুঁড়ে মারত। এখন কি সে চার মাস দশ দিনও সবর করতে পারে না ?

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ কুষ্ঠরোগ। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ বা অমঙ্গলের চিহ্ন বলতে কিছু নেই, পেঁচা সম্পর্কে অশুভ ধারণার কোন বাস্তবতা নেই এবং সফর মাসকে অশুভ মনে করারও কোন ভিত্তি নেই। তবে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে সরে যাও যেরূপ বাঘ থেকে দূরে ভেগে থাক।[৯]

২০-অনুচ্ছেদ ঃ 'মান্না' চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

٥٢٩٣- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ .

৫২৯৩. সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ব্যাঙের ছাতা 'মান্না'-এর অনুরূপ এবং এর রস চোখের জন্য ঔষধ বিশেষ।

---

৯. এসব জাহিলী যুগের বিশ্বাস। ইসলামে এসব বিশ্বাস করা হারাম। হাদীসে "ছোঁয়াচে বা সংক্রামক ব্যাধি বলতে কিছু নেই" এবং শেষে কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দেয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ দু'টো কথাকে পরস্পর বিরোধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আসলে বক্তব্য দু'টিতে কোন অসামঞ্জস্য নেই। কারণ জাহিলী যুগে মনে করা হত ছোঁয়াচে রোগীর সংস্পর্শে গেলেই রোগ হয়। এখানে যে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়াশীল, তারা এটা বিশ্বাস করত না। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্র সৃষ্টি, যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা হেফাজত করেন। অবশ্য কার্যকারণ বলতে একটা জিনিস আছে। আমরা কেবল এ উপকরণ ও কার্যকারণটাই দেখি। কিন্তু এ দু'টি জিনিসের স্রষ্টাও আল্লাহ তায়ালা, তাই তিনি 'মুসাব্বিবুল আসবাব' (সব কার্যকারণ ও উপকরণের মহাকারক) ও স্রষ্টা। এ দু'টির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও মর্জির উপর নির্ভরশীল। তাদের নিজস্ব এখতিয়ার বলতে কোন কিছু নেই। কিন্তু জাহিলিয়াতের যুগে মানুষের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল—এ বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্রেই রোগ ছড়ায়। আল্লাহ্র তাতে কোন হাত নেই। ইসলাম এ বিশ্বাসের ঘোর বিরোধী। তাই ইসলাম এ কার্যকারণ ও উপকরণ সম্পর্কে সাবধান ও সতর্ক থাকতে বলে। সেটার স্রষ্টাও সম্পর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালা। এ বিশ্বাস পোষণ করতেই ইসলাম নির্দেশ দেয়। বাহ্যিক উপকরণ ও কার্যকারণ সূত্র যতই ষোলকলায় পূর্ণ হোক, তাতে রোগ হওয়ার আশংকা হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হুকুম ভিন্ন রোগ হতেই পারে না। এটাই হল মুসলমানদের ঈমান। বর্তমান বিজ্ঞান উপকরণ ও কার্যকারণই আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং এ দু'টোই রোগের মূল বলে বিশ্বাস করেছে এবং এ পর্যন্ত এসেই ক্ষান্ত হয়েছে। কিন্তু কারণেরও কারণ আছে। ইসলাম সেই মহাকারণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং অন্যদেরকে পৌঁছার পথ দেখিয়েছে। এ কার্যকারণ ও উপকরণ অর্থাৎ সংক্রমণ (Infection) যদি রোগ উৎপত্তি ও সৃষ্টির মূল হত, তাহলে প্রথম যে ব্যক্তির রোগ হয় তার রোগ এলো কোথা থেকে ?

ইসলামের এ বিশ্বাসের একটি মানবিক দিকও রয়েছে। এ সংক্রমণের ওপর বিশ্বাস করলে এ ধরনের ব্যাধির রোগীরা সবাই অস্পর্শ্যে পরিণত হবে। তখন মানবতার হক আদায়ে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্র অগণিত বান্দাহ রোগে সেবা-শুশ্রূষা পাবে না। তাই রসূলুল্লাহ (স) একদিকে কুষ্ঠ, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ হতে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেন, অপরদিকে মানবতার হক, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সব রকমের সংস্কার উপেক্ষা করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে দায়িত্ব আদায়ে তৎপর হতে নির্দেশ দেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ রোগীর মুখের এক পাশ দিয়ে ঔষধ প্রয়োগ।

٥٢٩٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَّعَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فِيْ مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ لاَّ تَلُدُّوْنِيْ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ اَلَمْ اَنْهَكُمْ اَنْ تَلُدُّوْنِيْ قُلْنَا كَرَاهِيَةَ الْمَرِيْضِ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ لاَ يَبْقَى اَحَدٌ فِي الْبَيْتِ اِلاَّ لُدَّ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلاَّ الْعَبَّاسَ فَاِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ .

৫২৯৪. ইবনে আব্বাস ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইনতিকাল করলে আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-কে (তাঁর কপালে) চুমু দিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁর অসুখের সময় তাঁর মুখের ভেতর ঔষধ ঢেলে দেই কিন্তু তিনি আমাদেরকে ইশারায় তাঁর মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করেন। আমরা মনে করলাম, রোগী ঔষধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেই থাকে। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আমার মুখে ঔষধ দিতে নিষেধ করিনি ? আমরা বললাম, আমরা তো সাধারণ রোগীদের অনীহা প্রকাশের ন্যায় মনে করেছিলাম। তিনি বলেন, ঘরে কেউ আমার নযরে পড়লে ঔষধ না গিলিয়ে কাউকে ছাড়ব না, আব্বাস ছাড়া। কেননা তিনি তোমাদের সাথে (আমাকে ঔষধ সেবনে) জড়িত ছিলেন না।

٥٢٩٥- عَنْ اُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ عَلَى مَا تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِيِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ يُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ بَيَّنَ لَنَا اِثْنَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَمْسَةً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَاِنَّ مَعْمَرًا يَقُوْلُ اَعْلَقْتُ عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَحْفَظْ اِنَّمَا قَالَ اَعْلَقْتُ عَنْهُ حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ وَوَصَفَ سُفْيَانُ الْغُلاَمَ يَحَنَّكُ بِالْاِصْبَعِ وَاَدْخَلَ سُفْيَانُ فِيْ حَنَكِهِ اِنَّمَا يَعْنِيْ رَفَعَ حَنَكَهِ بِاِصْبَعِهِ وَلَمْ يَقُلْ اَعْلِقُوْا عَنْهُ شَيْئًا .

৫২৯৫. উম্মু কায়েস (রা) বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। ছেলেটির আলজিহ্বা ফোলার অসুখ ছিল। আমি তার জিহ্বায় সজোরে চাপ দিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এভাবে আপন সন্তানদের গলা চেপে কেন তাদেরকে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ ? তোমরা এই কোস্ত হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা তাতে সাতটি রোগের নিরাময় আছে। ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহও তার অন্তর্ভুক্ত। আলজিহ্বা ফোলার ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে নাকের ভেতর দিবে, আর ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলে মুখ দিয়ে তা খাওয়াতে হবে।

সুফিয়ান বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, আমাদের নিকট দু'টি রোগের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। বাকী পাঁচটির কথা বলা হয়নি। আলী ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, মামার বর্ণনা করেন, "আলাক্তু আলাইহি"। তিনি বলেন, মামারের স্মরণ নেই। আমি যুহরীর মুখেই শুনে মনে রেখেছি যে, তিনি "আলাক্তু আনহু" বলতেন। আর সুফিয়ান সেই ছেলেটির বর্ণনা দিয়েছেন, আঙ্গুল দিয়ে যার তালুতে চাপ দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান নিজের তালুতে আঙ্গুল চেপে বুঝিয়ে দেন। আর কেউই "আলিকু আনহু শাইআন" বাক্য বর্ণনা করেননি।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ

٥٢٩٦- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اِسْتَاذَنَ اَزْوَاجَهُ فِىْ اَنْ يُّمَرَّضَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلاَهُ فِى الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَاٰخَرَ فَاَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَنِ الرَّجُلُ الْاٰخَرُ الَّذِىْ لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ عَلِىٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهَا وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ هَرِيْقُوْا عَلَىَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ اَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّىْ اَعْهَدُ اِلَى النَّاسِ قَالَتْ فَاَجْلَسْنَاهُ فِىْ مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتّٰى جَعَلَ يُشِيْرُ اِلَيْنَا اَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ قَالَتْ وَخَرَجَ اِلَى النَّاسِ فَصَلّٰى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ .

৫২৯৬. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স)-এর স্বাস্থ্যের অবনতি হল এবং রোগ অত্যন্ত বেড়ে গেল, তখন তিনি আমার ঘরে থাকার জন্য তাঁর স্ত্রীগণের কাছে অনুমতি চাইলেন। সবাই তাঁকে অনুমতি দিলেন। তিনি দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে বের হলেন এবং তাঁর পা দু'টি আব্বাস (রা) এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যখানে মাটিতে টেনে টেনে যাচ্ছিলেন। আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে এটা অবহিত করলে জিজ্ঞেস করেন, আয়েশা (রা) অন্য লোকটির নাম বলেননি তিনি কে ছিলেন তুমি কি জান ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, সে ছিল আলী (রা)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) যখন তাঁর ঘরে পদার্পণ করলেন এবং তাঁর রোগকষ্ট খুবই বেড়ে গেল তখন তিনি বলেন, যেসব মশকের মুখ এখনো খোলা হয়নি (আবদ্ধ ও পানি ভরা) আমার গায়ে সেসব মশকের সাত মশক পানি ঢেলে দাও, আমি লোকদেরকে কিছু উপদেশ দিব। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাকে হাফসা (রা)-এর একটি মিখযাবে (কাপড় কাচার পাত্র) বসালাম এবং তাঁর গায়ে ওসব মশক থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। শেষে তিনি ইশারায় বলেন, তোমরা তোমাদের কাজ সমাধা করেছ। এরপর তিনি লোকজনের নিকট গেলেন, তাদের নামায পড়ালেন এবং সবার সামনে ভাষণ দিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ আলজিহ্বা ফুলে ব্যথা হওয়া।

٥٢٩٧- عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الْاَسَدِيَّةَ اَسَدَ خُزَيْمَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ اللاَّتِىْ بَايَعْنَ النَّبِىَّ ﷺ وَهِىَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَّهَا قَدْ اَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلاَمَ تَدْغَرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيْدُ الْكُسْتَ وَهُوَ الْعُوْدُ الْهِنْدِىُّ .

৫২৯৭. উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান আসাদিয়া আসাদ খুজাইমা গোত্রের মহিলা ছিলেন। প্রথমে হিজরতকারিণী মহিলাদের মধ্যে যাঁরা নবী (স)-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতমা এবং তিনি উক্কাশা (রা)-এর বোন ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর ছেলেকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তার আলজিহ্বা ফোলার দরুন তাতে চাপ দেয়া হয়েছিল। নবী (স) বলেন, কেন তোমরা আপন সন্তানদের জিহ্বার তালুতে চাপ দিয়ে তাদের কষ্ট দাও ? এ চন্দন কাঠ ব্যবহার কর, কেননা এতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়। এর একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ দাস্ত বন্ধ হওয়ার চিকিৎসা।

٥٢٩٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اَخِىْ اِسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَقَالَ اِنِّىْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ اِلاَّ اِسْتِطْلاَقًا فَقَالَ صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ .

৫২৯৮. আবু সায়ীদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে (দাস্ত হচ্ছে)। তিনি বলেন, তাকে মধু পান করাও। সে (গিয়ে) মধু পান করাল। পরে (এসে) বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি কিন্তু দাস্ত আরও বেড়ে গেছে। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্র কালাম সত্য। তোমার ভাইয়ের পেট সত্য নয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ 'সাফার' পেটের পীড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

٥٢٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَهَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ اِبِلِىْ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ كَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيَاتِىْ الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

৫২৯৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, সাফারও নেই এবং পেঁচার মধ্যে অমঙ্গল বলতে কিছু নেই। তখন একজন গ্রাম্য লোক

বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাহলে আমার উটগুলোর এ দশা হয় কেন ? এগুলো থাকে চারণভূমিতে। দেখতে বন্য হরিণের ন্যায় সুন্দর। অতপর সেখানে একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট আসে, আমার উটগুলোর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং সেগুলোকেও চর্ম রোগাক্রান্ত বানিয়ে দেয়। নবী (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির মধ্যে রোগ সৃষ্টি করল কে ?

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

٥٣٠٠- عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْاُوَلِ اللاَّتِىْ بَايَعْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهِىَ اُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِابْنٍ لَّهَا قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا تَدْغَرُوْنَ اَوْلاَدَكُمْ بِهٰذِهِ الْاَعْلاَقِ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْعُوْدِ الْهِنْدِىِّ فَاِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ اَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُرِيْدُ الْكُسْتَ .

৫৩০০. উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) প্রথম পর্যায়ের মুহাজির মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। প্রথম যারা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বাইআত করেন তিনিও তাদের একজন ছিলেন। তিনি উক্কাশা ইবনে মিহসানের বোন। তিনি বলেন, তিনি তাঁর একটি ছোট ছেলে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলেন। তার আলজিহ্বা ফোলায় ব্যথা হয়েছিল। এজন্য তার তালুতে সজোরে চাপ দেয়া হয়েছিল। নবী (স) বলেন, এভাবে যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের তালু দাবিয়ে তাদের কষ্ট দিচ্ছ, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা এ চন্দন কাঠ ব্যবহার করতে পার। ওতে সাত রকম রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে। ওসব রোগের একটি হল ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ।

٥٣٠١- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا طَلْحَةَ وَاَنَسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَايَاهُ وَكَوَاهُ اَبُوْ طَلْحَةَ بِيَدِهِ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَذِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَهْلِ بَيْتٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنْ يَّرْقُوْا مِنَ الْحُمَةِ وَالْاُذُنِ قَالَ اَنَسٌ كُوِيْتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَىٌّ وَّشَهِدَنِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَاَبُوْ طَلْحَةَ كَوَانِىْ .

৫৩০১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) ও আনাস ইবনে নাদর (রা) তাঁকে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা সেক দিয়েছেন। আর আবু তালহা তাঁকে নিজ হাতে সেক দিয়েছেন।

অন্য এক সনদসূত্রে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একজন আনসারীর ঘরের পরিবার-পরিজনকে কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং কানে বেদনা হলে ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় উত্তপ্ত লোহা দ্বারা সেক দেয়া হয়েছে। আমার নিকট তখন আবু তালহা (রা), আনাস ইবনে নাদর (রা) ও যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং আবু তালহা (রা) আমাকে সেক দেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রক্ত বন্ধ করার জন্য চাটাই পুড়ে ছাই দেয়া।

٥٣٠٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْبَيْضَةُ وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمِدَتْ اِلٰى حَصِيْرٍ فَاَحْرَقَتْهَا وَاَلْصَقَتْهَا عَلٰى جُرْحِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَقَأَ الدَّمُ .

৫৩০২. সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) বলেন, যখন (উহুদের ময়দানে) রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ চূর্ণ হয়ে গেল, তাঁর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল এবং দাঁত ভেঙ্গে গেল। আলী (রা) ঢাল ভর্তি করে এনে পানি দিতে থাকলেন এবং ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডলের রক্ত ধুইতে লাগলেন। কিন্তু ফাতিমা (রা) যখন দেখলেন যে পানির তুলনায় রক্ত বেশী, তখন তিনি একটি চাটাই পোড়ালেন এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর ক্ষতস্থানে (ছাই) লাগিয়ে দিলেন। ফলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে।

٥٣٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ .

৫৩০৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে। অতএব তোমরা এর তাপ পানির সাহায্যে নির্বাপিত কর।[১০]

٥٣٠٤- عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِيْ بَكْرٍ كَانَتْ اِذَا اُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُوْ لَهَا اَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَبْرُدَهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৪. ফাতিমা বিনতে মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা)-এর নিকট জ্বরে আক্রান্ত কোন নারী দু'আর জন্য আনা হলে তিনি হাতে পানি নিতেন এবং তা ওই নারীর জামার ফাঁক দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (স) পানি দ্বারা গায়ের জ্বর ঠাণ্ডা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন।

---

১০. বিজ্ঞানের মতে সকল তাপের উৎস সূর্য। বেহেশত-দোযখ যেহেতু বিজ্ঞানের গবেষণা বহির্ভূত। সেহেতু এ সম্পর্কে বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ-অবিরোধের কোন প্রশ্নই উঠে না। ইসলামের দৃষ্টিতে জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। কারণ, জাগতিক সকল তাপের উৎস জাহান্নাম। সেখান থেকেই আল্লাহ্‌র কুদরতে জগতের সকল রকম গরম ও উত্তাপের সৃষ্টি হয়। তাই সূর্যের উত্তাপের উৎসও জাহান্নাম। জ্বরে পানি ও বরফের ব্যবহার বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত এবং একটি সাধারণ ব্যবস্থা। জ্বর বেড়ে গেলে মাথায় পানি ঢেলে তাপ নিবারণ একটি ডাক্তারী বিধান, এমনকি অতিমাত্রায় উত্তাপ বেড়ে গেলে রোগীর সারা শরীর পানি দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। নবী (স)-এর এ বাণী তাই চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত।

٥٣٠٥- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, জাহান্নামের উত্তাপ হতে জ্বরের উৎপত্তি। অতএব তোমরা পানির সাহায্যে তা ঠাণ্ডা করো।

٥٣٠٦- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ .

৫৩০৬. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, জাহান্নামের তাপ থেকে জ্বরের উৎপত্তি। সুতরাং তোমরা পানি দ্বারা তা ঠাণ্ডা করো।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ অস্বাস্থ্যকর এলাকা ত্যাগ করলে।

٥٣٠٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالاً مِّنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَكَلَّمُوْا بِالْإِسْلَامِ وَقَالُوْا يَانَبِيَّ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيْفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَّخْرُجُوْا فِيْهِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى كَانُوْا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوْا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاسْتَاقُوْا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِيْ أَثَارِهِمْ وَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُوْا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَتُرِكُوْا فِيْ نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتّٰى مَاتُوْا عَلٰى حَالِهِمْ .

৫৩০৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন, 'উক্‌ল' ও 'উরাইনার' কিছু লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা পশুপালনকারী, চাষাবাদকারী ছিলাম না। মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে একটি রাখালসহ একপাল উট প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেই উটের দুধ ও পেশাব পান করতে বলেন। লোকগুলো রওয়ানা হয়ে 'হার্‌রা' এলাকার নিকট পৌঁছে মুর্তাদ হয়ে গেল (ইসলাম ত্যাগ করলো), রসূলুল্লাহ (স)-এর রাখালটি হত্যা করল এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি দুর্বৃত্তদের পিছু ধাওয়া করার জন্য লোক পাঠালেন। অতপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সুঁই দিয়ে তাদের চোখ ফুঁড়ে দেয়া হল এবং পা কেটে ফেলা হল। অতপর তাদেরকে সেই 'হার্‌রা' এলাকায় ফেলে রেখে আসা হল এবং তাঁরা এ অবস্থায় মারা গেল।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে।

٥٣٠٨- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْاهَا وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا.

৫৩০৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে সাদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা কোন স্থানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে শুনলে সেখানে যেও না। আর কোন স্থানে মহামারী দেখা দেয়ার সময় তোমরা সেখানে অবস্থানরত থাকলে ওখান থেকে চলে যেও না।

٥٣٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ اُمَرَاءُ الْاَجْنَادِ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَاَصْحَابُهُ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِاَرْضِ الشَّامِ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرُ ادْعُ لِى الْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَاَخْبَرَهُمْ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْ خَرَجْتَ لاَمْرٍ وَلاَ نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَاَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نَرٰى اَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ ادْعُوْا لِى الْاَنْصَارَ فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلاَفِهِمْ فَقَالَ ارْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ فَقَالُوْا نَرٰى اَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلٰى هٰذَا الْوَبَاءِ فَنَادٰى عُمَرُ فِى النَّاسِ اِنِّىْ مُصَبِّحٌ عَلٰى ظَهْرٍ فَاَصْبِحُوْا عَلَيْهِ قَالَ اَبُوْا عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ اَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا اَبَا عُبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ اِلٰى قَدَرِ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ اِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ اِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَّالْاُخْرٰى جَدْبَةٌ اَلَيْسَ اِنْ رَّعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ وَاِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَّكَانَ مُتَغَيِّبًا فِىْ بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ اِنَّ عِنْدِىْ فِىْ هٰذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَّاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৫৩০৯. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (তাঁর খেলাফতকালে মদীনা হতে) সিরিয়া রওয়ানা হন। 'সার্‌গ' নামক স্থানে সেনাবাহিনী প্রধান হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত উমার (রা)-এর সাথে দেখা করলেন। তারা তাঁকে অবহিত করেন যে, সিরিয়ায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উমার (রা) বললেন, তোমরা প্রবীণ মুহাজিরগণকে আমার নিকট ডেকে আন। সুতরাং তাদেরকে ডেকে এনে সমবেত করা হলে উমার (রা) তাঁদের পরামর্শ চাইলেন এবং তাঁদেরকে অবহিত করলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হল। কেউ বলেন, আপনি যে উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এসেছেন তা থেকে ফিরে যাওয়া আমাদের মত নয়। আর কেউ বলেন, আপনার সাথে মুসলিম সমাজের অবশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ রয়েছেন। সেই মহামারীর মুখে তাঁদেরকে ঠেলে দেয়া আমরা ভালো মনে করি না। উমার (রা) তাঁদেরকে চলে যেতে বলেন। পুনরায় নির্দেশ দিলেন, আমার নিকট মদীনাবাসী আনসারগণকে ডেকে আন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। উমার (রা) তাদের নিকটও পরামর্শ চাইলেন। তারাও মুহাজিরগণের পথ অবলম্বন করলেন এবং তারাও অনুরূপ মতভেদে লিপ্ত হলেন। তখন উমার (রা) এদেরকেও বলেন, আপনারা চলে যান। আবার তিনি বলেন, এবার আমার নিকট কুরাইশ বংশের সেসব প্রবীণ ব্যক্তিকে ডেকে আন যাঁরা মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছিলেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। কিন্তু তাঁরা দু'জনও এ ব্যাপারে কোনরূপ মতবিরোধ করেননি। তাঁরা সবাই এক হয়ে বলেন ঃ আমাদের অভিমত হল এ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নিয়ে ফিরে যাওয়া। আর তাদেরকে মহামারীর মুখে ঠেলে না দেয়াই উচিত। তাই উমার (রা) সকলের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে, আগামীকাল ভোরেই আমি ফিরে যাওয়ার জন্য সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করব। সুতরাং লোকজন অতি ভোরে তাঁর নিকট আসলো। আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আল্লাহ্‌র তাকদীর (ফায়সালা) থেকে পালিয়ে যেতে চান ? উমার (রা) বলেন, হে আবু উবাইদা ! তুমি ভিন্ন অন্য কেউ যদি একথা বলত ! হাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র (এক) তাকদীর হতে আল্লাহর (আরেক) তাকদীরের দিকেই পালাচ্ছি। বলতো তোমার নিকট উট আছে। তুমি (তা চরাতে) এক উপত্যকায় নিয়ে গেলে। তাতে আছে দু'টি ময়দান। একটি সবুজ-শ্যামল, অপরটি শুষ্ক ও ধূসর। ব্যাপারটি কি এরূপ নয় যে, যদি তুমি সবুজ-শ্যামল প্রান্তরে চরাও, তবে আল্লাহ্‌র তাকদীর অনুযায়ী তা করলে। আর যদি শুষ্ক ও ধূসর প্রান্তর নির্বাচন করলে, সেটাও আল্লাহ্‌র তাকদীরের কারণেই করলে। ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এসে পৌঁছলেন। কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত থাকায় তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আপনাদের বিতর্কিত বিষয়ে একটি হাদীস আমার জানা আছে। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন তোমরা শুনতে পাও যে, কোন স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে, তবে সেখানে যেও না। আর যখন কোথাও তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তুমি সেখানে থেকে থাক তাহলে ওখান থেকে পালিয়ে যেও না। উমার (রা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, অতপর (মদীনার দিকে) প্রত্যাবর্তন করলেন।

٥٣١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ عُمَرَ خَرَجَ اِلَى الشَّامِ فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ اَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَاَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَّاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِّنْهُ .

৫৩১০. আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) সিরিয়া যাত্রা করলেন। 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি খবর পেলেন যে, সিরিয়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা শোন যে, কোন জায়গায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে তোমরা সেখানে যেও না। আর কোন জায়গায় তার প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং তোমরা সেখানে থেকে থাকলে সেখান থেকে পালিয়ে যেও না।

٥٣١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ الْمَسِيْحُ وَلاَ الطَّاعُوْنُ .

৫৩১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মদীনায় মসীহ দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ ঢুকতে পারবে না।

٥٣١٢- عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ قَالَتْ قَالَ لِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَحْىٰ بِمَا مَاتَ قُلْتُ مِنَ الطَّاعُوْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ .

৫৩১২. হাফসা বিনতে সিরীন (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, (তোমার ভাই) ইয়াহ্ইয়া কি রোগে মরেছে ? আমি বললাম, প্লেগ রোগে। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্লেগ রোগ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শাহাদাত।

٥٣١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ وَالْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ .

৫৩১৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কলেরা বা পেটের দাস্ত ও প্লেগ রোগে মৃত্যু ঘটলে (সেই মুসলমান) শহীদ।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ প্লেগরোগে ধৈর্যধারণকারীর সওয়াব।

٥٣١٤- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهَا اَخْبَرَتْ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَهَا نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَّبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَّقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِهِ صَابِرًا يَّعْلَمُ اَنَّهُ لَنْ يُّصِيْبَهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ .

৫৩১৪. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি প্লেগ রোগ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) তাঁকে জানান যে, এর সূচনা হয়েছিল আযাবরূপে। আল্লাহ যাদের উপর চান তা পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তাআলা একে ঈমানদারদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে রেখেছেন। কোথাও যদি প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং তথাকার কোন বান্দাহ একথা জেনে-বুঝেই ধৈর্য সহকারে সে শহরে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার ভাগ্যে যা লিখে দিয়েছেন সেই বিপদ ছাড়া আর কিছুই তার উপর আসবে না, তবে সে শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন এবং সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে ফুঁ দেয়া।

٥٣١٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهِ فِى الْمَرَضِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَاَمْسَحُ بِيَدِهِ نَفْسَهُ لِبَرَكَتِهَا فَسَاَلْتُ الزُّهْرِىَّ كَيْفَ يَنْفُثُ قَالَ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩১৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) যে অসুখে ইন্তেকাল করেন, তাতে সূরা 'ফালাক ও নাস' পড়ে নিজের দেহে ফুঁ দিতেন। তাঁর রোগযাতনা অত্যধিক বেড়ে গেলে আমি তা পড়ে তাঁর উপর দম করতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাতখানা তাঁর গায়ের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিতাম। মামার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তিনি দম করতেন ? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের উপর দম করতেন, তারপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে মলতেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁ দেয়া।

٥٣١٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَتَوْا عَلٰى حَىٍّ مِنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذَا لُدِغَ سَيِّدُ اُولٰئِكَ فَقَالُوْا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ اَوْ رَاقٍ فَقَالُوْا نَعَمْ اِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُوْنَا وَلاَ نَفْعَلُ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِّنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ فَبَرَأَ فَاَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوْا لاَ نَاخُذُهُ حَتّٰى نَسْاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَسَاَلُوْهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا اَدْرَاكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوْهَا وَاضْرِبُوْا لِىْ بِسَهْمٍ .

৫৩১৬. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী আরবের কোন এক গোত্রের নিকট আসেন। সেই গোত্রের লোকেরা তাঁদের কোন মেহমানদারী করেনি। এমতাবস্থায় ওদের গোত্রপতিকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকেরা এসে তাঁদের নিকট জানতে চায়, তাঁদের কাছে এর কোন ঔষধ কিংবা ঝাঁড়ফুঁক আছে কি না। সাহাবীগণ বলেন, হাঁ, কিন্তু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করনি। তাই যতক্ষণ তোমরা আমাদের জন্য (এর বিনিময়ে) একটা কিছু নির্দিষ্ট না করবে, ততক্ষণ আমরা এর

কোনটাই করব না। তারা এর বিনিময়ে কয়েকটি বকরী দিতে রাজী হল। তখন একজন সাহাবী সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন এবং থুথু জমা করে সেই গোত্রপতির গায়ে মেখে দিলেন। ফলে সে ভাল হয়ে গেল। গোত্রের লোকেরা কয়েকটি বকরী নিয়ে এলো। সাহাবীগণ বলেন, আমরা আমাদের নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বকরীগুলো গ্রহণ করতে পারি না। সুতরাং তাঁরা (এসে) নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। নবী (স) (তা শুনে) হেসে দিলেন এবং বলেন ঃ তোমরা কি করে জানলে যে, সূরা ফাতিহা মন্ত্রের কাজ করে ? যাক, তোমরা বকরীগুলো নিয়ে নাও এবং তাতে আমার জন্যও ভাগ রেখ।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে শর্ত নির্ধারণ করা।

٥٣١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مَرُّوْا بِمَاءٍ فِيْهِمْ لَدِيْغٌ اَوْ سَلِيْمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَّاقٍ اِنَّ فِى الْمَاءِ رُجُلاً لَدِيْغًا اَوْ سَلِيْمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلٰى شَاءٍ فَبَرَأَ فَجَاءَ بِالشَّاءِ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَكَرِهُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا اَخَذْتَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا حَتّٰى قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخَذَ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ اَجْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَقَّ مَا اَخَذْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا كِتَابُ اللّٰهِ .

৫৩১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর একদল সাহাবী একটি জনপদ অতিক্রম করছিলেন যেখানে পানি ছিল। তাদের মধ্যে সাপে কাটা একটি লোক ছিল। পানির নিকট বসবাসকারী লোকদের একজন সাহাবীগণের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের মধ্যে ঝাড়ফুঁক জানা কেউ আছেন কি ? পানির স্থানে বিচ্ছু কাটা একজন লোক আছে। একজন সাহাবী সেখানে গেলেন এবং কয়েকটি বকরী দানের শর্তে সূরা ফাতিহা পড়লেন (ফুঁ দিলেন)। ফলে লোকটি ভাল হয়ে গেল। তিনি ছাগলগুলো নিয়ে সাহাবীগণের নিকট আসলেন। কিন্তু তাঁরা তা অপসন্দ করলেন এবং বলতে লাগলেন, তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিলে ? শেষে তারা মদীনা পৌঁছে নবী (স)-এর সমীপে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এ লোক আল্লাহ্‌র কিতাবের বিনিময়ে মজুরী নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেসব জিনিসের বিনিময়ে মজুরী নেয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হকদার হল আল্লাহ্‌র কিতাবের মজুরী।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ বদ্‌নযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করা।

٥٣١٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَرْقٰى مِنَ الْعَيْنِ .

৫৩১৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে অথবা (অন্য কাউকে) বদ্‌নযর লাগলে ঝাড়ফুঁক করতে হুকুম দিয়েছেন।

٥٣١٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ اسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ .

৫৩১৯. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন। তার চেহারায় (নযর লাগার) চিহ্ন ছিল। তখন তিনি বলেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক করাও। কেননা তার উপর নযর লেগেছে।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ নযর লাগা একটি বাস্তব ব্যাপার।

٥٣٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৩২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। তিনি (গায়ে) উলকি আঁকতে নিষেধ করেছেন।[১১]

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সাপ-বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করা।

٥٣٢١- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَتْ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّقْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِىْ حُمَةٍ .

৫৩২১. আসওয়াদ (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বিষাক্ত জীবের দংশনে ঝাড়ফুঁক করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী (স) যে কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।[১২]

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর ঝাড়-ফুঁক।

٥٣٢٢- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَثَابِتٌ عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ فَقَالَ اَنَسٌ اَلاَ اَرْقِيْكَ بِرُقْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَلٰى قَالَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شَافِىَ اِلاَّ اَنْتَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

৫৩২২. আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি এবং সাবিত (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর নিকট গেলাম। সাবিত বললেন, হে আবু হামযা ! আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যা পড়ে ঝাড়ফুঁক করতেন, তা পড়ে আমি তোমাকে ফুঁ দেব কি ? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পড়লেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস মাযহিবিল বাস ইশফে আনতাশ শাফী লা শাফিয়া ইল্লা আন্তা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকমান" (আয় আল্লাহ ! মানুষের মালিক, ব্যাধি ও কষ্ট নিবারণকারী, নিরাময় দান কর, তুমি ছাড়া অন্য কেউ নিরাময়দানকারী নেই। এমন নিরাময় দান কর, যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

---

১১. আরবে সেকালে হাতে কিংবা দেহের কোন অংশে সুঁচালো জিনিস দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কোন কিছুর চিত্র বা নকসা অংকন করা হত। নবী (স) এটা করতে নিষেধ করেছেন।

১২. কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। কিন্তু শিরকজনিত মন্ত্রপূত করা সম্পূর্ণ হারাম।

٥٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ اَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهِبِ الْبَاسَ وَاشْفِهِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا.

৫৩২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে তাঁর কোন কোন বিবির ব্যথার স্থানে আপন ডান হাতখানা বুলিয়ে দিতেন এবং এ দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বান নাস আয্হিবিল বাস ওয়াশফিহী আন্তাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লা শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকামান" ("আয় আল্লাহ ! সব মানুষের পরোয়ারদিগার ব্যথা দূর করে দাও। তাকে শেফাদান কর। তুমিই রোগমক্তি দানকারী। তোমার শেফা ভিন্ন আর কোন শেফা নেই। এমন শেফাদান কর, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না)।"

٥٣٢٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَرْقِىْ يَقُوْلُ اَمْسَحِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ اَنْتَ .

৫৩২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (রোগ হলে) রসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে ফুঁ দিতেন ঃ "আমসাহিল বাসা রব্বান নাস, বিইয়াদিকাশ শিফাউ, লা কাশিফা লাহু ইল্লা আন্তা" ("হে মানুষের মালিক ! এ ব্যথাটি দূর করে দাও। আরোগ্য দান তো একমাত্র তোমারই হাতে। তুমি ছাড়া আর কেউ এ ব্যথা দূর করতে পারে না।")

٥٣٢٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لِلْمَرِيْضِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রোগীর জন্য এ দোয়া করতেন ঃ "বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা বিরিকাতে বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা" ["আল্লাহ্র নামে, আমাদের এই জমিনের মাটি, আমাদের একজনের থুথুর সাথে (মিশানো হচ্ছে এ উদ্দেশ্যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে]।"

٥٣٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِىَ الرُّقْبَةِ بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا.

৫৩২৬. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ঝাড়ফুঁকে এ দোয়া পড়তেন ঃ বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরদিনা ওয়ারীকাতু বাদিনা ইউশফা সাকীমুনা বিইযনি রব্বিনা। ["আল্লাহর নামে আমাদের জমিনের মাটি এবং আমাদের একজনের থুথু (মিশিয়ে রোগে ব্যবহার করছি এ উদ্দেশ্যে যে,) আমাদের রবের হুকুমে যেন আমাদের রোগী আরোগ্য লাভ করে]।"

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঝাড়ফুঁকের সময় থুথু নিক্ষেপ।

٥٣٢٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الرُّؤْيَا مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ

الشَّيْطَانِ فَاِذَا رَاٰى اَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّهَا فَاِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَاِنْ كُنْتُ لاَرٰى الرُّؤْيَا اَثْقَلَ عَلَىَّ مِنَ الْجَبَلِ فَمَا هُوَ اِلاَّ اَنْ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَمَا اُبَالِيْهَا.

৫৩২৭. আবু কাতাদা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, (ভালো) স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের তরফ থেকে। তোমাদের কেউ অমনোপুত স্বপ্ন দেখলে ঘুম থেকে সে জেগে যেন তিনবার থুথু ফেলে এবং এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চায়। তাহলে এ খারাপ স্বপ্নে তার কোন ক্ষতি হবে না। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যখন এমন স্বপ্ন দেখি, যা আমার নিকট পাহাড়ের চেয়েও অধিক ভারি বোধহয়, এ হাদীস শোনার পর থেকে আমি সেই স্বপ্নের কোন পরোয়াই করি না।

٥٣٢٨ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ نَفَثَ فِىْ كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَّبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهٖ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكٰى كَانَ يَاْمُرُنِىْ اَنْ اَفْعَلَ ذٰلِكَ بِهٖ قَالَ يُوْنُسُ كُنْتُ اَرٰى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ اِذَا اَتٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ.

৫৩২৮. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন নিজ বিছানায় ঘুমাতে আসতেন, তখন আপন দু' হাতের তালুতে সূরা "কুল হুআল্লাহু আহাদ, সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে দম করতেন। তারপর উভয় কব্জির তালু মুখমণ্ডলে মূলে নিতেন আর দেহের যতদূর হাত দু'খানা পৌঁছত ততটুকুতে তা বুলাতেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে অনুরূপ করতে হুকুম দিতেন। ইউনুস বলেন, ইবনে শিহাব যখন তাঁর বিছানায় ঘুমাতে যেতেন, তখন তাঁকে আমি অনুরূপ করতে দেখতাম।

٥٣٢٩ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَهْطًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ انْطَلَقُوْا فِىْ سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتّٰى نَزَلُوْا بِحَيٍّ مِّنْ اَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذٰلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَيَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ اَتَيْتُمْ هٰؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ قَدْ نَزَلُوْا بِكُمْ لَعَلَّهُ اَنْ يَّكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَاَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَاَيُّهَا الرَّهْطُ اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ اَحَدٍ مِّنْكُمْ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَرَاقٍ وَّلٰكِنْ وَاللّٰهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا اَنَا بِرَاقٍ لَّكُمْ حَتّٰى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلٰى قَطِيْعٍ مِّنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفِلُ وَيَقْرَاُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ حَتّٰى لَكَاَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِىْ مَا بِهٖ قَلَبَةٌ قَالَ فَاَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِىْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِىْ رَقٰى لاَ تَفْعَلُوْا حَتّٰى نَاتِىَ (تَاتُوْا) رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَذْكُرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْيَةٌ اَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِىْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ .

৫৩২৯. আবু সাইদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর একদল সাহাবী সফরে রওয়ানা হন। তারা আরবের কোন এক গোত্রের নিকট এসে তাদের কাছে মেহমানদারী দাবি করেন। কিন্তু তারা মেহমানদারী করতে অস্বীকার করে। সেই গোত্রের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণী দংশন করে। গোত্রের লোকজন সব রকমের চেষ্টা চালালেও কিছু লাভ হল না। তখন তাদের একজন বলল, এই যে দল যা তোমাদের কাছে এসে অবস্থান নিয়েছে, যদি তোমরা তাদের নিকট যেতে ! তাদের কারো নিকট ঔষধ থাকতে পারে। অতপর তারা সাহাবীদের নিকট এসে বলল, হে দলের লোকজন ! আমাদের সরদারকে বিষাক্ত প্রাণীতে কেটেছে। আমরা সব রকমের চেষ্টা-তদবির শেষ করেছি কিন্তু কোন ফায়দা হয়নি। তোমাদের কারও নিকট কিছু আছে কি ? সাহাবীগণের একজন বলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম ! আমি ঝাড়-ফুঁক জানি। কিন্তু আমরা তোমাদের নিকট মেহমানদারী দাবি করেছিলাম। তোমরা মেহমানদারী করতে রাজী হওনি। আল্লাহর কসম ! তোমরা যতক্ষণ না মজুরী নির্ধারণ করবে, আমি ঝাড়-ফুঁক করব না। তারা কয়েকটি ছাগল দিতে রাজী হল। ঐ সাহাবী রওয়ানা দিয়ে সেখানে পৌঁছলেন এবং আল হামদুলিল্লাহহি রাব্বিল আলামীন' পড়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। তাতে গোত্রপতি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে চলাফেরা করতে লাগলেন। শর্ত মোতাবেক তারা তাঁর পারিশ্রমিক প্রদান করলে সাহাবীদের একজন বলেন, এগুলো ভাগ করে দাও। কিন্তু যাঁরা ঝাড়-ফুঁক করেছিলেন, তাঁরা বলেন, যতক্ষণ না আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করি এবং জেনে নেই যে, এ ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে কি হুকুম দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বন্টন কর না। সুতরাং তাঁরা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পৌঁছে তার নিকট পুরো ব্যাপারটি তুলে ধরলেন। তিনি বলেন, তারা কি করে জানল যে, এতে ঝাড়-ফুঁকের কাজ হয় ? যাক তোমরা ঠিকই করেছ। তোমরা তা ভাগ করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একভাগ নির্ধারণ কর।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ ব্যথার জায়গায় ঝাড়-ফুঁককারীর ডান হাত বুলানো।

٥٣٣٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعَوِّذُ بَعْضَهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَمِيْنِهٖ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا .

৫৩৩০. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর ব্যথার জায়গায় তাঁর ডান হাত বুলাতেন এবং এই দু'আ পড়তেন ঃ "আযহিবিল বাস, রাব্বান নাস ওয়া শাফে আন্তাশ শাফী, লা শিফায়া ইল্লাহ শিফাউকা শিফায়ান লাইউগাদিরু সাকমান" ("মানুষের রব ! কষ্ট দূর কর, শেফাদান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার নিরাময় ভিন্ন আর কোন নিরাময় নেই। এমন শেফা দাও, যা কোন রোগকেই বাদ দেয় না।)"

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষকে নারীর ঝাড়ফুঁক করা।

٥٣٣١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْفِثُ عَلٰى نَفْسِهٖ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنَا اَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ فَاَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَرَكَتِهَا فَسَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قَالَ يَنْفِثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ .

৫৩৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। যে অসুখে নবী (স) ইন্তেকাল করেন, সে অসুখে তিনি সূরা 'ফালাক' ও সূরা 'নাস' পড়ে নিজের উপর ফুঁ দিতেন। কষ্ট যখন বেড়ে গেল, তখন আমি তা পড়ে ফুঁ দিতাম এবং বরকতের জন্য তাঁর হাত তাঁর দেহে বুলিয়ে দিতাম। (মামার বলেন,) আমি ইবনে শিহাবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কিভাবে ফুঁ দিতেন ? তিনি বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতে ফুঁ দিতেন, তারপর হাত দু'খানা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দিতেন।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যে লোক ঝাড়ফুঁক করে না বা করায় না।

٥٣٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ اَحَدٌ وَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَرَجَوْتُ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِىْ قَوْمِهٖ ثُمَّ قِيْلَ لِىَ اُنْظُرْ فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ لِىْ اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَتَذَاكَرَ اَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِى الشِّرْكِ وَلٰكِنَّ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَلٰكِنْ هٰؤُلَاءِ هُمْ اَبْنَاءُنَا فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ اٰخَرُ فَقَالَ اَمِنْهُمْ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

৫৩৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন নবী (স) আমাদের নিকট এসে বলেন, (নবীগণের) উম্মাতদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। একজন নবী হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিল মাত্র একজন লোক। আরেকজন নবীর সাথে ছিল কেবল দু'জন লোক। অন্য একজন নবীর সাথে ছিল একদল লোক। একজন নবীর সাথে কেউই ছিল না। আবার এক বিরাট জামায়াত দেখলাম, যা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল। আমি আকাংখা

করলাম, এ জামায়াতটি যদি আমার উম্মাত হত ! বলা হলো, এটি মূসা (আ) ও তাঁর জাতি। আমাকে পুনরায় বলা হলো, আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন। তখন আমি আকাশ জোড়া এক বিশাল জামায়াত দেখলাম। আমাকে আবার বলা হলো, আপনি এদিক-ওদিক দেখুন। আমি এক বিরাট জামায়াত দেখতে পেলাম, যা আকাশ জুড়ে ছিল। এবার আমাকে জানানো হলো, এরা আপনার উম্মাত। এদের সাথে সত্তর হাজার লোক আছে, যারা বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। অতপর লোকজন এদিক-সেদিক চলে গেল কিন্তু তিনি তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু বলেননি। নবী (সা)-এর সাহাবীগণ এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। তাঁরা বলেন, আমরা তো শিরক-এর যুগে জন্মেছি। তারপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি, বরং ওরা হবে আমাদের সন্তানরাই। অতপর এ খবর নবী (স)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, তারা সেইসব লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন মানে না, ঝাড়ফুঁক করায় না এবং (উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা শরীরে) দাগ লাগায় না। সদা-সর্বদা তারা তাদের রবের উপর ভরসা রাখে। উক্কাশা ইবনে মিহসান (রা) উঠে দাঁড়ান এবং আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি কি তাদের অন্তর্ভুক্ত হব ? তিনি বলেন, হাঁ। আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমিও কি তাদের মধ্যে আছি ? তিনি বলেন, এ ব্যাপারে 'উক্কাশা তোমার অগ্রগামী হয়ে গেছে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছুকে অশুভ মনে করা।

٥٣٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَعَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَالشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَةِ .

৫৩৩৩. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, রোগের সংক্রমণ এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। নারী, ঘর ও পশু এ তিন জিনিসে অমঙ্গল রয়েছে।[১৩]

٥٣٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَطِيَرَةَ وَخَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ .

৫৩৩৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, অশুভ বা কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। শুভ লক্ষণ হলো ফাল। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ফাল কি ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে ভালো ও সুন্দর কথা শুনতে পায় তা।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ ফাল (শুভ লক্ষণ)।

٥٣٣٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ طِيَرَةَ وَخَيْرُهَا اَلْفَأْلُ قَالُوْا وَمَا اَلْفَأْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا اَحَدُكُمْ .

---

১৩. যে নারীর সঙ্গ সুখকর নয়, যে নারীর সন্তান হয় না, যে নারী কলংকিতা, যে নারী কর্কশভাষিণী, যে গৃহ সংকীর্ণ, যে ঘরে মানুষ থাকতে চায় না, যে ঘরের প্রতিবেশী অনিষ্টকারী এবং যে পশু কোন কাজের নয়, যে ঘোড়া যুদ্ধের উপযুক্ত নয় বা কোন কাজে আসে না, সেই নারী, ঘর ও পশু থেকে দূরে থাকা উচিত। মহানবী (স)-এর কথার অর্থ অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু নেই। যদি অশুভ লক্ষণ বলতে কিছু থাকতো তবে তা এ সবের মধ্যেই থাকতো।

৫৩৩৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, অশুভ ও কুলক্ষণ বলে কিছু নেই, বরং ফাল হলো শুভ বা ভালো। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, ফাল কি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ? তিনি বলেন, তোমাদের কেউ (অদৃশ্য থেকে) যে উত্তম কথা শুনতে পায় তা।

٥٣٣٦- عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِىْ الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ .

৫৩৩৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণের কোন ভিত্তি নেই এবং অশুভ লক্ষণেরও কোন বাস্তবতা নেই। আর শুভ ফাল (অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে শ্রুত) উৎকৃষ্ট কথা আমার নিকট পসন্দনীয়।

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ হামাহ বলতে কিছু নেই।[১৪]

٥٣٣٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ .

৫৩৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, রোগ সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, অশুভ লক্ষণ নেই, হামাহ্ নেই এবং সফর মাসও অশুভ নয়।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গণৎকারের ভবিষ্যদ্বাণী।

٥٣٣٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِىْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اِقْتَتَلَتَا فَرَمَتْ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَاَصَابَ بَطْنَهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِىْ فِىْ بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوْا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضٰى اَنَّ دِيَةَ مَا فِىْ بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ اَوْ اَمَةٌ فَقَالَ وَلِىُّ الْمَرْأَةِ الَّتِىْ غُرِمَتْ كَيْفَ اَغْرَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ اَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ (بَطَلَ) فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

---

১৪. জাহিলী যুগে আরবরা 'হামাহ' শব্দ দ্বারা কতগুলো অশুভ লক্ষণকে বুঝাত। তাদের বিশ্বাসমতে কোন ব্যক্তি নিহত হলে এবং তার প্রতিশোধ না নেয়া হলে তার মস্তক থেকে একটি কীটের আবির্ভাব হয়। তা তার কবরের চারপাশে চক্কর দিতে থাকে আর পানি দাও পানি দাও বলে চিৎকার করতে থাকে। হত্যার প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। এই কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে হামাহ বলে। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে হামাহ অর্থ পেঁচা। কারো ঘরে পেঁচা রাত যাপন করলে এটাকে অশুভ লক্ষণ গণ্য করা হতো। সে বিশ্বাস করতো যে, এটা তার বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর ইংগিতবাহী। কোন কোন বিশ্লেষকের মতে, জাহিলী যুগের লোকেরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত ব্যক্তির হাড়গোড় একটি উড়ন্ত পাখিতে রূপান্তরিত হয় এবং এটাকেই হামাহ বলে। মহানবী (স) এসব কুসংস্কার অলীক ধারণাপ্রসূত বলে অভিহিত করেন এবং জনগণকে তা প্রত্যাখ্যান করতে বলেন–(সম্পাদক)।

৫৩৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হুযাইল গোত্রের দুই নারীর বিচার করেন। এরা দু'জন মারামারি করেছিল। একজন অন্যজনের প্রতি পাথর মারে এবং তার পেটে পতিত হয়। সে ছিল গর্ভবতী। (পাথরের আঘাতে) তার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারা নবী (স)-এর নিকট মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি গর্ভস্থ বাচ্চাটির দিয়াতস্বরূপ একটি গোলাম কিংবা দাসী প্রদানের রায় দিলেন। অপরাধিনীর অভিভাবক বলল, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি তার দিয়াত কিভাবে আদায় করবো, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি, চিৎকারও করেনি ? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। নবী (স) বলেন, লোকটি তো দেখছি গণৎকারদের ভাই।

٥٣٣٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَأَتَيْنِ رَمَتْ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا فَقَضٰى فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ .

وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِى الْجَنِيْنِ يُقْتَلُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ اَوْ وَلِيْدَةٍ فَقَالَ الَّذِىْ قُضِىَ عَلَيْهِ كَيْفَ اَغْرَمُ مَا لاَ اَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ وَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذَا مِنْ اِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

৫৩৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। দু'জন মহিলার একজন আরেকজনের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে ঐ মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায় ; ঘটনার বিচারে নবী (স) একটি গোলাম বা দাসীদানের নির্দেশ দেন। অন্য এক সনদে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) গর্ভস্থ ভ্রূণ হত্যার দায়ে একটি গোলাম বা দাসী প্রদানের হুকুম দেন। যার বিরুদ্ধে এ রায় দেয়া হয়েছিল,সে বলল, আমি তার দিয়াত কিভাবে দেব, যে পানাহার করেনি, কথা বলেনি এবং চীৎকারও করেনি ? এতো বাতিলযোগ্য বিষয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এতো দেখছি গণকদের ভাই।

٥٣٤٠- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .

৫৩৪০. আবু মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) কুকুরের মূল্য, যেনাকারিণীর মজুরী এবং গণকের মজুরী নিষিদ্ধ করেছেন।

٥٣٤١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَىْءٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَنَا اَحْيَانًا بِشَىْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا مِنَ الْجِنِّى فَيَقُرُّهَا فِىْ اُذُنِ وَلِيِّهٖ فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ .

৫৩৪১. আয়েশা (রা) বলেন, কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, তারা কিছুই নয় (তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়)। লোকজন আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য হয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, একটি জিন ঐ সত্য কথাটি (উর্ধ জগতে) ত্বরিত গতিতে শুনে নেয় এবং তার বন্ধু (গণকের) কানে তা তুলে দেয়, অতপর গণক ঐ কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে।[১৫]

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ যাদু সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ .

"বরং কুফরী করেছে সেই শয়তানেরা, যারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত"–(সূরা আল-বাকারা ঃ ১০২)।

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى .

"যাদুকর সফল হবে না, সে যতই (দক্ষতা) অর্জন করুক"–(সূরা ত্বাহা ঃ ৬৯)।

اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ .

"তোমরা কি দেখে-শুনেও যাদুর কবলে পড়বে"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৩)?

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى .

"তাদের যাদুর কারণে তার মনে হল যেন তা ছুটাছুটি করছে"–(সূরা ত্বাহা ঃ ৬৬)।

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ .

"এবং গিরায় ফুঁ দানকারিণীর অনিষ্ট থেকে"–(সূরা আল ফালাক ঃ ৪)।

আন-নাফাসাত অর্থ যাদুকরগণ এবং তুসহারূন অর্থ যাদু, ভেলকি।

٥٣٤٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ حَتّٰى كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَّهُوَ عِنْدِىْ لٰكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا

---

১৫. পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ফেরেশতাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। উর্ধজগতে ফেরেশতাগণ ঐসব বিষয়ে পরস্পর আলোচনাকালে জিন-শয়তান অতি কষ্টে তা শুনার চেষ্টা করে। উর্ধজগতে জিনদের পৌছার পথে উল্কাপাতসহ অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব বাধা ডিংগিয়ে জিন-শয়তান চুরি করে ত্বরিতবেগে ফেরেশতাদের আলোচনা শুনে নেয় এবং ভূপৃষ্ঠে এসে তা তার বন্ধু গণকের কানে বিশেষ পদ্ধতিতে তুলে দেয়। গণক ঐ কথার সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে তা প্রকাশ করে। ফলে গণকের জিনের মারফত পাওয়া দুই একটি কথা সত্য হয় এবং বাকি শত মিথ্যা কথা এর নীচে চাপা পড়ে যায়। একথাটি সত্য হওয়ার কারণে গণকের প্রতি মানুষ ভবিষ্যত জানার জন্য ঝুঁকে পড়ে। তার ব্যবসাও জমজমাট হয়। গণকদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন হারাম। কারণ, এতে তাদেরকে গায়েব জানার অধিকারী মনে করা হয়। এটা পরিষ্কার শির্ক।

ثُمَّ قَالَ يَاعَائِشَةُ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِىْ اَىِّ شَىْءٍ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعِ نَخْلَةٍ ذَكَرٍ قَالَ وَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ فَجَاءَ فَقَالَ يَاعَائِشَةُ كَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ اَوْ كَاَنَّ رُءُوْسَ نَخْلِهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اَسْتَخْرَجْتَهُ قَالَ قَدْ عَافَانِىَ اللّٰهُ فَكَرِهْتُ اَنْ اُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ شَرًّا فَاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَعَنْ هِشَامٍ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ وَيُقَالُ الْمُشَاطَةُ مَايَخْرُجُ مِنَ الشَّعَرِ اِذَا مُشِطَ وَالْمُشَاقَةُ مِنْ مُّشَاقَةِ الْكَتَّانِ .

৫৩৪২. আয়েশা (রা) বলেন, মদীনার যুরাইক গোত্রের লবীদ ইবনুল আসাম নামে জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করে। ফলে নবী (স)-এর অবস্থা এমন হয় যে, কোন কাজ সম্পর্কে তাঁর মনে হতো সেটি তিনি করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। একদিন অথবা রাতে তিনি আমার নিকটে ছিলেন। কিন্তু বারবার তিনি দোয়া করলেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ যে, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসেছিল। তাদের একজন আমার মাথার নিকট এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করে, এ ব্যক্তির কি রোগ হয়েছে ? অপরজন বলল, তাঁকে যাদু করা হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, চিরুনীর ভগ্নাংশ ও মাথার চুল সবুজ অর্থাৎ কাঁচা খেজুরের খোলসে ঢুকিয়ে। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, এসব জিনিস কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, 'জারওয়ান' নামক কূপের ভেতরে। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীসহ সেই কূপের নিকট গেলেন, তারপর ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা ! ঐ কূপের পানি মেহেন্দী পেষা পানির মতো লাল হয়ে গেছে। আর সেই কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তা প্রকাশ করেননি কেন ? তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ তাআলা আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি মানুষের মাঝে এর অপচর্চা ছড়িয়ে দেয়া পসন্দ করি না। সুতরাং তিনি কূপটি ভরাট করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তা ভরাট করে দেয়া হলো। হিশামের মতে যাদুর উপকরণ ছিল চিরুনী ও কাত্তানের টুকরো। বুখারী (র) বলেন, মুশতাহ হলো চিরুনী করার ফলে যে চুল উঠে যায় তা। আর মুশাকাহ হলো কাত্তান।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ শিরক ও যাদু ধ্বংসাত্মক পাপ।

٥٣٤٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِجْتَنِبُوْا الْمُوْبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ .

৫৩৪৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ধ্বংস ও বিনাশকারী জিনিসগুলো অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক ও যাদু থেকে দূরে থাক।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ যাদু মুক্ত হওয়ার চিকিৎসা করা কি জায়েয ? কাতাদা (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এক লোকের উপর যাদুটোনা করা হয়েছে, কিংবা (যাদু করে) তাকে তার স্ত্রী হতে বিমুখ করে রাখা হয়েছে, এখন তার থেকে (যাদুর প্রতিক্রিয়া) দূর করা কি হালাল ? তিনি জবাব দিলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ভালো করা। আর যা কল্যাণ ও উপকার করে তা নিষিদ্ধ নয়।

٥٣٤٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يُرٰى اَنَّهُ يَاْتِىْ النِّسَاءَ وَلاَ يَاْتِيْهِنَّ قَالَ سُفْيَنُ وَهٰذَا اَشَدُّ مَا يَكُوْنُ مِنَ السِّحْرِ اِذَا كَانَ كَذَا قَالَ فَانْتَبَهَ مِنْ نَوْمِهٖ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَعَلِمْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَقَعَدَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِىْ لِلْاٰخَرِ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفٌ لِّيَهُوْدَ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ قَالَ وَاَيْنَ قَالَ فِىْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ الْبِئْرَ حَتّٰى اسْتَخْرَجَهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا وَكَاَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَ فَاسْتُخْرِجَ قَالَتْ فَقُلْتُ اَفَلاَ اَىْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ فَقَدْ شَفَانِىْ وَاَكْرَهُ اَنْ اُثِيْرَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ شَرًّا .

৫৩৪৪. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হয়। তাঁর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর বিবিদের নিকট যেতেন না, অথচ তাঁর মনে হতো তিনি তাঁদের নিকট হয়েই এসেছেন। সুফিয়ান বলেন, যখন এ অবস্থা হয় তখন (বুঝতে হবে) এটা মারাত্মক যাদুর প্রতিক্রিয়া। অতপর নবী (স) একদিন ঘুম থেকে জেগে বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত আছ আমি যা জানতে চেয়েছিলাম আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমার নিকট দু'জন লোক এসে একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। আমার মাথার নিকট বসা লোকটি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলো, তার কি অসুখ হয়েছে ? দ্বিতীয়জন জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে।

প্রথমজন প্রশ্ন করলো, কে যাদু করেছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, লবীদ ইবনুল আসাম। সে বনী যুরাইকের লোক, ইহূদীদের মিত্র এবং মোনাফিক। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা যাদু করা হয়েছে ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং মাথা আঁচড়ানোতে ঝরে পড়া চুলে। প্রথমজন বলল, তা কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, নর খেজুর গাছের সবুজ খোসার ভেতর ঢুকিয়ে 'যারওয়ান' কূপে পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর নবী (স) চিরুনী ইত্যাদি খুঁজে বের করার জন্য ঐ কূপের নিকট গেলেন এবং বলেন, এটিই সেই কূপ, যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। এর পানি যেন মেহেন্দী ভেজা পানির ন্যায়। কূপের আশপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথা। (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, (কূপ হতে যাদুর) ওসব জিনিস বের করা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, আপনি এটা প্রচার করেননি কেন ? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আল্লাহ আমাকে আরোগ্যদান করেছেন। কারো বদকাজ মানুষের মাঝে মশহুর করে দেয়া আমি পসন্দ করি না।[১৬]

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ যাদুটোনা।

٥٣٤٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتّٰى اِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِىْ دَعَا اللّٰهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ يَاعَائِشَةُ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِىْ فِيْمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نِىْ رَجُلاَنِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِىْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ ثُمَّ قَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهٖ مَاوَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ الْيَهُوْدِىُّ مِنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ بِئْرِ ذِىْ اَرْوَانَ قَالَ فَذَهَبَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ اُنَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهٖ اِلَى الْبِئْرِ فَنَظَرَ اِلَيْهَا وَعَلَيْهَا نَخْلٌ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُؤُسُ الشَّيٰطِيْنِ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَاَخْرَجْتَهُ قَالَ لاَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِىَ اللّٰهُ وَشَفَانِىْ وَخَشِيْتُ اَنْ اُثَوِّرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا وَّاَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ .

৫৩৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে যাদু করা হলো। ফলে তাঁর মনে হতো, তিনি কোন কাজ করছেন অথচ তা তিনি করেননি। একদিন তিনি আমার নিকট ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট বারবার দোয়া করতে থাকেন, অতপর বলেন, হে আয়েশা ! তুমি কি অবগত হয়েছ, আমি যা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন ? আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তা কি ? তিনি বলেন, আমার নিকট দু'জন

১৬. যাদুটোনা করা হারাম। তবে কেউ যাদু করলে, অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয। কিন্তু শরীয়াত বিরোধী তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।

লোক আসে। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে বসে। তাদের একজন তার সাথীকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি অসুখ ? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, একে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে ? সে জবাব দিল, লবীদ ইবনুল আসাম। সে ছিল ইহূদী, যুরাইক গোত্রের লোক। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, কিসের দ্বারা ? দ্বিতীয়জন বললো, চিরুনীর খণ্ডাংশ এবং চিরুনীতে ঝরে পড়া চুল নর গাছের কাঁচা খেজুরের খোসায় ঢুকিয়ে। সে জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় ? সে জবাব দিল, 'যি-আরওয়ান'-এর কূপের মধ্যে। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (স) তাঁর কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে ঐ কূপের নিকট গেলেন, সেটি ভাল করে দেখলেন। তার পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। নবী (স) আয়েশা (রা)-এর নিকট ফিরে এসে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম ! সেই কূপের পানি মেহেন্দী ভিজানো পানির ন্যায় ছিল। এর আশেপাশের খেজুর গাছগুলোর মাথা যেন শয়তানের মাথার মতো। আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি তা (জনসমক্ষে) প্রকাশ করেননি কেন ? তিনি বলেন, না। আল্লাহ তাআলা আমাকে ভালো করেছেন, আরোগ্য দান করেছেন। ঐ লোকটির বদকাজ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিতে আমি ভয় করছি। অতপর তিনি যাদুর ঐসব বস্তু মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন এবং তা পুঁতে ফেলা হয়।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ ভাষণে যাদুকরি প্রভাব।

٥٣٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ اَوْ اِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ .

৫৩৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাচ্য থেকে দু'জন লোক আসলো এবং তারা বক্তৃতা দিল। তাদের বক্তৃতায় লোকজন খুবই মুগ্ধ ও মোহিত হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরি প্রভাব আছে।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ মদীনার আজওয়া খেজুর দ্বারা যাদুটোনার চিকিৎসা করা।

٥٣٤٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ ذٰلِكَ الْيَوْمَ اِلَى اللَّيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ .

৫৩৪৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি দিন ভোরে কয়েকটি আজওয়া খেজুর খাবে ঐ দিন রাত পর্যন্ত কোন বিষ এবং কোন যাদুটোনাই তার ক্ষতি করতে পারবে না। অপর বর্ণনায় সাতটি খেজুর উল্লেখ আছে।

٥٣٤٨- عَنْ سَعْدٍ يَّقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَّمْ يَضُرَّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ .

৫৩৪৮. সাদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক ভোর বেলায় সাতটি 'আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন কোন বিষ বা কোন যাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ হামাহ বলতে কিছু নেই।

٥٣٤٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا بَالُ الْاِبِلِ تَكُوْنُ فِى الرَّمْلِ لَكَاَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

وَعَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ بَعْدُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُوْرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ وَاَنْكَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ الْحَدِيْثَ الْاَوَّلَ قُلْنَا اَلَمْ تُحَدِّثْ اَنَّهُ لاَ عَدْوٰى فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ فَقَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَمَا رَاَيْتُهُ نَسِىَ حَدِيْثًا غَيْرَهُ .

৫৩৪৯. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, রোগের সংক্রমণ বলতে কিছু নেই, সফর মাসে অমঙ্গলের কোন ভিত্তি নেই এবং হামাহ-এর কোন অস্তিত্ব নেই। এক বেদুঈন বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উট পাল ময়দানে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে (এই সুস্থ) উটপালের সাথে মিশে এবং এগুলোকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা থেকে আসলো ?

আবু সালামার বর্ণনা, তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে পরে বলতে শুনেছেন, নবী (স) বলেছেন, কেউ যেন কখনও সুস্থ উটের সাথে চর্মরোগাক্রান্ত উট না রাখে। আবু হুরাইরা (রা) প্রথমোক্ত হাদীসটি অস্বীকার করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি 'লা আদওয়া' বর্ণনা করেননি ? তিনি হাবশী ভাষায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আমার বুঝে আসেনি। আবু সালামা বলেন, আবু হুরাইরা (রা) এ হাদীসটি ভিন্ন আর কোন হাদীস ভুলেননি।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ রোগ সংক্রমণ নেই।

٥٣٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ اِنَّمَا الشُّؤْمُ فِىْ ثَلٰثٍ فِى الْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ وَالدَّارِ .

৫৩৫০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন রোগ সংক্রমণ এবং কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। (যদি অশুভ বা কুলক্ষণ বলে কিছু থাকতো তাহলে) ঘোড়া, নারী এবং গৃহ এ তিন জিনিসেই থাকতো।

٥٣٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ .

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى فَقَامَ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ اَرَاَيْتَ الْاِبِلَ تَكُوْنُ فِى الرِّمَالِ اَمْثَالَ الظِّبَاءِ فَيَاتِيْهَا الْبَعِيْرُ الْاَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ اَعْدَى الْاَوَّلَ .

৫৩৫১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন রোগ সংক্রমণ নেই। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (স) বলেছেন, তোমরা (চর্ম) রোগাক্রান্ত উট সুস্থ উটের সাথে রেখো না। অন্য এক সনদসূত্রে আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রোগ সংক্রমণ নেই। এক বেদুঈন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার কি রায় যে, উট চারণ ভূমিতে হরিণের মতো (সুস্থ ও সুন্দর) থাকে। এসব উটের মাঝে একটি চর্মরোগাক্রান্ত উট এসে মিশে এবং সবগুলোকে চর্মরোগী বানিয়ে দেয় ? নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম উটটির চর্মরোগ আসলো কোথা থেকে ?

٥٣٥٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِىْ الْفَالُ قَالُوْا وَمَا الْفَالُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ .

৫৩৫২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন রোগ সংক্রমণ নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই। 'ফাল' আমার পসন্দনীয়। লোকজন আরয করলো, 'ফাল' কি ? তিনি বলেন, উত্তম বাক্য।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-কে বিষপ্রয়োগের বর্ণনা। আয়েশা (রা) নবী (স) থেকে এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٣٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اجْمَعُوْا اِلَىَّ مَنْ كَانَ هٰهُنَا مِنَ الْيَهُوْدِ فَجُمِعُوْا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ (صَادِقُوْنِىْ) عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا اَبُوْنَا فُلاَنٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ فَقَالُوْا صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ فَقَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كِذْبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَهْلُ النَّارِ فَقَالُوْا

نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُوْنَنَا فِيْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْسَنُوْا فِيْهَا وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ثُمَّ قَالَ لَهُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ اِنْ سَاَلْتُكُمْ عَنْهُ قَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِيْ هٰذِهِ الشَّاةِ سَمًّا فَقَالُوْا نَعَمْ فَقَالَ مَاحَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَذَّابًا نَسْتَرِيْحُ مِنْكَ وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَّمْ يَضُرُّكَ .

৫৩৫৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, খায়বার বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য একটি (ভাজা) বকরী হাদিয়া পাঠানো হয়। তাতে বিষ মিশ্রিত ছিল। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এখানকার ইহূদী সবাইকে আমার সামনে জমায়েত করো। অতএব তাঁর সামনে সবাইকে জমায়েত করা হলো। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে চাই। তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে ? তারা বলল, হাঁ, হে আবুল কাসেম ! রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পিতা কে ? তারা বললো, অমুক আমাদের পিতা। তিনি বলেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক। তারা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন এবং সত্য বলেছেন। তিনি আবার বলেন, যদি আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে ? তারা বললো, হাঁ, হে আবুল কাসেম। কারণ, আমরা যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন ধরে ফেলেছেন আমাদের পিতা সম্পর্কে মিথ্যা বলা। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহান্নামী কারা ? তারা বললো, আমরা স্বল্প মেয়াদ পর্যন্ত (জাহান্নামে) থাকবো, অতপর আমাদের বদলে তোমরা থাকবে। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে বলেন, চিরকাল তোমরাই লাঞ্ছিত হও জাহান্নামে। আল্লাহ্‌র কসম ! আমরা কখনও তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবো না। পুনরায় তিনি তাদেরকে বলেন, আমি তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করলে তোমরা কি সে ব্যাপারে আমার নিকট সত্য কথা বলবে। তারা বলল, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ বকরিটির গোশতে বিষ মিশিয়েছ ? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, কোন্ বস্তু তোমাদেরকে এ কাজ করতে প্ররোচিত করেছে ? তারা বললো, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যদি আপনি (নবুওয়াতের) মিথ্যা দাবিদার হয়ে থাকেন, তাহলে (আপনি খতম হয়ে যাবেন এবং) আমরা আপনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। আর যদি আপনি নবী হন, বিষ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ বিষপান, তার দ্বারা চিকিৎসা এবং বিপদজনক জিনিস বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা।

٥٣٥٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَدّٰى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ فِيْ يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ

نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِىْ يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِىْ بَطْنِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا.

৫৩৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক স্বেচ্ছায় পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এবং জাহান্নামেও সে চিরকাল অনুরূপ পতিত হতে থাকবে। আর যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করে, সেই বিষ থাকবে তার হাতে এবং দোযখে সে তা পান করতে থাকবে চিরদিন। আর যে ব্যক্তি লোহার অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে, সেই লোহা তার হাতে থাকবে চিরকাল। জাহান্নামে সেই লোহা দ্বারা সে তার পেটে আঘাত করতে থাকবে অনন্তকাল।

٥٣٥٥- عَنْ سَعْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ اصْطَبَحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَّلاَ سِحْرٌ.

৫৩৫৫. সাদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভোরবেলা সাতটি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, ঐদিন কোন বিষ বা যাদুটোনা তার কোনরূপ অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ গর্দভীর দুধ।

٥٣٥٦- عَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ حَتّٰى اَتَيْتُ الشَّامَ وَزَادَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَاَلْتُهُ هَلْ يَتَوَضَّأُ اَوْ تُشْرَبُ اَلْبَانُ الْاَتُنِ اَوْ مَرَارَةُ السَّبُعِ (السِّبَاعِ) قَالَ الزُّهْرِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ حَتّٰى اَتَيْتَ الشَّامَ وَازَادَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَسَئَلْتُهُ هَلْ نَتَوَضَّأُ اَوْ نَشْرَبُ اَلْبَانَ الْاَتُنِ اَوْ مَرَارَةَ السَّبُعِ اَوْ اَبْوَالَ الْاِبِلِ قَالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يُرَوْنَ بِذٰلِكَ بَأْسًا فَاَمَّا اَلْبَانُ الْاَتُنِ فَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِهَا وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ اَلْبَانِهَا اَمْرٌ وَّلاَ نَهْىٌ وَاَمَّا مَرَارَةُ السَّبُعِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِىُّ اَنَّ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىَّ أَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ.

৫৩৫৬. আবু সালামা আল-খুশানী (রা) বলেন, নবী (স) শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় আসা পর্যন্ত এ হাদীসটি শুনিনি। আর লাইসের বর্ণনায় আরো আছে যে, ইউনুস (র) ইবনে শিহাব (যুহরী) থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি (আবু ইদরীসকে) জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি গর্দভীর দুধ দিয়ে উযু করতে কিংবা তা

পান করতে পারি কিংবা হিংস্র জন্তুর পিত্তরস অথবা উটের পেশাব ব্যবহার করতে পারি ? তিনি বলেন, (আগেকার) মুসলমানগণ উটের পেশাব চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করতেন এবং তাতে কোনরূপ অন্যায় মনে করতেন না। তবে গর্দভীর দুধ সম্পর্কে আমরা এতটুকু অবহিত হয়েছি যে, রসূলুল্লাহ (স) গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু এর দুধপান সম্বন্ধে কোন অনুমতি বা নিষেধ আমাদের নিকট পৌঁছেনি। আর হিংস্র জন্তুর পিত্তরস সম্পর্কে ইবনে শিহাব (র) আবু ইদরীস খাওলানী থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) শ্বদন্ত হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রে মাছি পড়লে।

٥٣٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِىْ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَاِنَّ فِىْ اَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَّفِى الْاٰخَرِ دَاءً .

৫৩৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পড়লে সে যেন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেয়, অতপর তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কেননা এর একটি ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ আছে।

অধ্যায়-৪৯

كِتَابُ اللِّبَاسِ

(পোশাক)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ بِعِبَادِهِ .

"আপনি বলুন, আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য উপকরণ কে হারাম করেছে, যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য উদ্ভাবন করেছেন"-(আল আরাফ ঃ ৩২)? নবী (স) বলেন, তোমরা খাও, পান কর, পোশাক পরিধান কর এবং দান-খয়রাত কর। তবে অপব্যয় ও অহংকার পরিহার করো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যা চাও খাও এবং যা খুশী পর, যদি দু'টি জিনিস পরিহার করতে পার ঃ অপব্যয় ও অহংকার।

٥٣٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَنْظُرُ اللّٰهُ اِلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُخُيَلاَءَ

৫৩৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে নিজ পরিধেয় বস্ত্র মাটিতে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি বিনা অহংকারে পোশাক (মাটিতে) টেনে টেনে চলে।

٥٣٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَحَدَ شِقَّى اِزَارِىْ يَسْتَرْخِى اِلاَّ اَنْ اَتَعَاهَدَ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ .

৫৩৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে লোক পরিধানের কাপড় অহংকারবশে (পায়ের গোছার নীচে), ঝুলিয়ে চলে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টিতে তাকাবেন না। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার লুঙ্গির একদিক ঝুলে পড়ে, যদি না আমি তাতে গিরা দেই (এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখি)। নবী (স) বলেন, যারা অহংকারবশে তা করে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।[২]

٥٣٦٠- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتّٰى اَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّىَ عَنْهَا

---

১. বিনা ওযরে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিধানের লুঙ্গি, পায়জামা, জামা, জুব্বা ইত্যাদি পায়ের গোছার নীচে ঝুলিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ। গর্ব-অহংকারের ভাব অন্তরে না থাকলেও তা ড়িষিদ্ধ। নারীরা এর ব্যতিক্রম। তাদের পায়ের পাতাও ঢেকে রাখার অনুমতি আছে।

২. আবু বাক্‌র (রা)-এর ডুপট ও কোমরের গড়নটাই এমন ছিল যে, পায়জামা ও লুঙ্গি পরলে অলক্ষ্যে নীচে নেমে যেত। এটা দূষণীয় নয়হু০

ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ حَتّٰى يَكْشِفُهَا.

৫৩৬০. আবু বাক্‌রা (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট ছিলাম। তখন সূর্যগ্রহণ হলো। তিনি ত্বরিত গতিতে পরিধেয় বস্ত্র টানতে টানতে উঠে দাঁড়ান এবং মসজিদে এসে পৌঁছেন। লোকজন দ্রুত জমায়েত হলে তিনি দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতপর সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল (গ্রহণমুক্ত হলো)। অতপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। যখন তোমরা এদের মধ্যে অনুরূপ কিছু দেখবে, তখন নামায পড়বে এবং গ্রহণমুক্ত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকবে।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে রাখা।

٥٣٦١- عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ بِلَالاً جَاءَ بِعَنَزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمَّ اَقَامَ الصَّلٰوةَ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِىْ حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اِلَى الْعَنَزَةِ وَرَاَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ وَّرَاءِ الْعَنَزَةِ .

৫৩৬১. আবু জুহাইফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) একটি বর্শা নিয়ে এসে তা মাটিতে গেঁড়ে দিলেন, তারপর নামাযের ইকামত দিলেন। আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (স) একটি 'হুল্লা' পরিধান করে তা গুটিয়ে ধরে বেরিয়ে এলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে দুই রাক্‌আত নামায পড়েন। আমি মানুষ ও পশুকে তাঁর সামনে বর্শার বহির্দিক দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়ের যে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হয় তা দোযখে যাবে।

٥٣٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فَفِى النَّارِ .

৫৩৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত পরিধেয় বস্ত্র পরবে, সেই গোছা দোযখে যাবে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ অহংকারবশে গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা।

٥٣٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلٰى مَنْ جَرَّ اِزَارَهٗ بَطَرًا.

৫৩৬৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক অহংকারবশে তার পরিধেয় গোছার নিচে ঝুলিয়ে টেনে টেনে চলে তার প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।

٥٣٦٤- عن ابى هريرة يقول قال النبى او قال ابو القاسم ﷺ بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل (يتجلل) الى يوم القيامة .

৫৩৬৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী অর্থাৎ আবুল কাসেম (স) বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি 'হুল্লা' পরিধান করে মাথায় চিরুনী করে অহংকারী চিত্তে পথ চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٥- عن عبد الله حدث ان رسول الله ﷺ قال بينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل فى الارض الى يوم القيامة .

৫৩৬৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক ব্যক্তি (গোছার নীচে) পরিধেয় ঝুলিয়ে পথ চলছিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধ্বসে যেতে থাকবে।

٥٣٦٦- عن جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت ابا هريرة سمع النبى ﷺ نحوه .

৫৩৬৬. জারীর ইবনে যায়েদ (র) বলেন, আমি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর সাথে তাঁর ঘরের দরজায় ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-কে নবী (স) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٥٣٦٧- عن شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو ياتى مكانه الذى يقضى فيه فسالته عن هذا الحديث فحدثنى فقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله ﷺ من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقلت لمحارب اذكر ازاره قال ما خص ازارا ولا قميصا.

৫৩৬৭. শোবা (র) বলেন, আমি মুহারিব ইবনে দিসারের সাথে দেখা করলাম। তখন তিনি ঘোড়ায় চড়ে বিচারালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশে পরিধানের কাপড় গোছার নীচে ঝুলিয়ে চলবে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না। আমি মুহারিবকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি লুঙ্গির কথাও উল্লেখ করেছেন ? তিনি বলেন, তিনি জামা-পায়জামা কোনটাই নির্দিষ্ট করেননি।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঝালর বা পাড়যুক্ত ইযার (লুঙ্গি বা পায়জামা)। যুহরী, আবু বাকর ইবনে মুহাম্মাদ, হামযা ইবনে আবু উসাইদ ও মুয়াবিয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা নকশাদার পাড়যুক্ত ইযার পরিধান করেছেন।

٥٣٦٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِىْ فَبَتَّ طَلاَقِىْ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلَ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ جِلْبَابِهَا فَسَمِعَ خَالِدُ ابْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَتْ فَقَالَ خَالِدٌ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَنْهٰى هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ وَاللّٰهِ مَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ فَصَارَ سُنَّةً بَعْدَهُ .

৫৩৬৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রিফায়া আল-কুরাযীর স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এলো। তখন আমি বসা ছিলাম। আবু বাক্‌র (রা)-ও মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। রিফায়ার স্ত্রী বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি রিফায়ার বিবাহ বন্ধনে ছিলাম। সে আমাকে বিবাহ বন্ধন ছিন্নকারী তালাক দেয়। এরপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইরের সাথে আমার বিয়ে হয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! তার নিকট (বিশেষ অঙ্গটি) কাপড়ের পাড়ের মতো ভিন্ন আর কিছুই নাই। মহিলাটি তার চাদরের ডোরাদার পাড় ধরে দেখালো। খালিদ ইবনে সায়ীদ (রা) দরজায় দাঁড়িয়ে মহিলার কথা শুনতে পেলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পাননি। খালিদ (রা) বলেন, হে আবু বাক্‌র! এ মহিলাটিকে বাধা দিচ্ছেন না কেন ? সে যে (লজ্জার) কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে বলছে। আল্লাহ্‌র কসম ! রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসলেন, তারপর সেই স্ত্রীলোকটিকে বলেন, বোধ হয় তুমি রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চাও। এমনটি হতে পারে না, যতক্ষণ না সে (আবদুর রহমান) তোমার সাথে এবং তুমি তার সাথে সঙ্গম-সুখ লাভ করবে। এরপর থেকে এ নিয়মই প্রবর্তিত হল।[৩]

৭-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর সম্পর্কে। আনাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন নবী (স)-এর চাদর টেনে ধরেছিল।

٥٣٦٩- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدٰى بِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِىْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِىْ فِيْهِ حَمْزَةُ فَاسْتَاْذَنَ فَاُذِنُوْا لَهُمْ .

৩. অর্থাৎ এ ঘটনাটি শরীয়াতের একটি বিধানে পরিণত হয়ে গেছে। তিন তালাকের পর কোন মহিলার অন্যখানে বিয়ে হওয়ার পর নতুন স্বামী-স্ত্রীতে সঙ্গম-সুখ লাভ করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে তাকে তালাক দিলেই কেবল সে ইদ্দাত পালনের পর প্রথম স্বামীকে বিয়ে করতে পারবে।

৫৩৬৯. আলী (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর চাদরটি চাইলেন। তিনি তা গায়ে দিলেন, অতপর হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়েদ ইবনে হারিসা (রা)-ও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। অবশেষে যে ঘরে হামজা (রা) ছিলেন তিনি সেখানে যান। তিনি ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইলে তারা এঁদেরকে অনুমতি দিলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরিধান করা। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا.

"তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে।"-(সূরা ইউসুফ ঃ ৯৩)

٥٣٧٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ اَنْ لاَّ يَجِدَ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ مَا هُوَ اَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৭০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি কোন্ ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পায়জামা, টুপী ও মোজা পরতে পারবে না। তবে যে ব্যক্তি জুতা যোগাড় করতে সক্ষম হবে না, সে পায়ের গোছার নীচে মোজা পরবে। (গোছার উপরে উঠতে পারবে না)।

٥٣٧١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَى النَّبِىُّ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَىٍّ بَعْدَ مَا اُدْخِلَ قَبْرَهُ فَاَمَرَ بِهِ فَاُخْرِجَ وَوُضِعَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ وَاَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৫৩৭১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখা হলে নবী (স) তার নিকট আগমন করলেন এবং তার লাশ কবর থেকে তুলে আনার হুকুম দিলেন। অতএব তাকে বের করে আনা হালো এবং তাকে নবী (স)-এর দুই হাঁটুর উপর রাখা হলো। তিনি তার উপর ফুঁ দিলেন এবং তাকে আপন জামাটি পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

٥٣٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَىٍّ جَاءَ ابْنُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ قَمِيْصَكَ اُكَفِّنْهُ فِيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَاَعْطَاهُ قَمِيْصَهُ وَقَالَ اِذَا فَرَغْتَ فَاٰذِنَّا فَلَمَّا فَرَغَ اٰذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ فَجَذَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللّٰهُ اَنْ تُصَلِّىَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ (اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ) فَنَزَلَتْ (وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهِ) فَتَرَكَ الصَّلٰوةَ عَلَيْهِمْ .

৫৩৭২. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র [আবদুল্লাহ (রা)] রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসেন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাকে আপনার জামাটি দান করুন। এটি দিয়ে আমি তাকে কাফন পরাবো। আপনি তার (জানাযার) নামায পড়িয়ে দিন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নবী (স) তাঁকে তাঁর জামাটি দিলেন এবং বলেন, যখন (সব ঠিকঠাক করার পর) অবসর হবে, আমাকে খবর দিবে। তিনি অবসর হয়ে তাঁকে খবর দিলেন। অতপর নবী (স) এসে তার (জানাযার) নামায পড়াতে অগ্রসর হলেন। উমার (রা) তাঁকে টেনে ধরে বলেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনাকে মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়তে নিষেধ করেননি ? আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন বা না করুন, (এমনকি) আপনি যদি তাদের জন্য সত্তরবারও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তবুও আল্লাহ কখনও তাদেরকে মাফ করবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮০)। অতপর এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তাদের মধ্যে যে মরে তার নামায আপনি কখনও পড়বেন না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৮৪)। তখন থেকে নবী (স) মুনাফিকদের (জানাযার) নামায পড়া বর্জন করেন।[৪]

৯-অনুচ্ছেদ ঃ বুকের কাছে বা অন্যত্র জামা খোলার ঘর রাখা।

٥٣٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اضْطُرَّتْ اَيْدِيْهِمَا اِلٰى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِنْبَسَطَتْ عَنْهُ حَتّٰى تَغْشٰى اَنَامِلَهُ وَتَعْفُوَ اَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَاَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ بِمَكَانِهَا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَنَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِاِصْبَعِهِ هٰكَذَا فِىْ جَيْبِهِ (جُبَّتِهِ) فَلَوْ رَاَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَوَسَّعُ .

৫৩৭৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক বখীল এবং একজন দাতার উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। বখীল ও দাতা হলো এমন দুই ব্যক্তির ন্যায়, যারা লোহার দু'টি বর্ম পরিধান করে আছে। তাদের দু'জনের দু'টি হাতই বুক ও ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত। দাতা যখনই দান করার ইচ্ছা করে, তখন তার বর্মটি আরও প্রশস্ত হয়ে পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হয় এবং পায়ের আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে। আর বখীল যখন দান করার ইচ্ছা করে, তখন সেই বর্মটি তার গায়ে আরও সংকীর্ণ হতে থাকে এবং প্রতিটি 'হলকা' (আংটা) নিজ নিজ জায়গায় অনড় হয়ে থাকে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর আঙ্গুলগুলো আপন ঘাড়ে স্থাপন করে এভাবে বলেন। তুমি তাকে দেখবে সে তা প্রশস্ত করতে চাচ্ছে কিন্তু প্রশস্ত হচ্ছে না।

---

৪. উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে নবী (স) মুনাফিকদের জানাযা পড়া বর্জন করেন।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সংকীর্ণ হাতার জামা পরা।

٥٣٧٤- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ (فَلَقِيْتُهُ) بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيِّقَيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (بَدَنِهِ) فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَاْسِهِ وَعَلٰى خُفَّيْهِ .

৫৩৭৪. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, নবী (স) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি উযু করলেন। তিনি শামী (সিরিয়) জুব্বা পরিহিত ছিলেন। তিনি কুল্লি করেন, নাকে পানি দেন এবং মুখ ধৌত করেন, অতপর (জামার) হাতা থেকে হাত বের করতে চাইলেন কিন্তু হাতা খুব সংকীর্ণ থাকায় জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন। তিনি দুই হাত ধৌত করেন এবং মাথা ও (পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে পশমী জুব্বা পরিধান করা।

٥٣٧٥- عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ فَقَالَ اَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشٰى حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّيْ فِيْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الْاِدَاوَةَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتّٰى اَخْرَجَهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ ثُمَّ اَهْوَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

৫৩৭৫. মুগীরা (রা) বলেন, আমি এক সফরে রাতের বেলা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে পানি আছে কি ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি তাঁর সওয়ারী থেকে নামলেন এবং হেঁটে চললেন, এমনকি রাতের আঁধারে আমার নযরের বাইরে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পাত্র থেকে তাঁর জন্য পানি ঢালতে থাকলাম। তিনি মুখ ও দুই হাত ধুইলেন। এ সময় তাঁর গায়ে একটি পশমী জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করতে না পারায় তা জুব্বার নীচ দিয়ে বের করেন, তারপর হাত দু'টি ধুইলেন, মাথা মাসেহ করলেন। অতপর আমি তাঁর মোজা খুলে দেয়ার জন্য নীচে ঝুঁকলাম। তিনি বলেন, ঐ দু'টিকে থাকতে দাও। কেননা আমি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করলেন।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমবিহীন ক্বাবা ও রেশমী ক্বাবা। কথিত আছে, যে জামার পেছন দিক ফাড়া তাই ক্বাবা।

٥٣٧٦- عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَقْبِيَةً وَّلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ

فَقَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِيْ قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ اِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِّنْهَا فَقَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ .

৫৩৭৬. মিসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কিছু সংখ্যক 'ক্বাবা' বণ্টন করেন কিন্তু মাখ্‌রামাকে কিছুই দেননি। মাখরামা (রা) বলেন, হে আমার পুত্র ! আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে চলো। আমি তাঁর সাথে চললাম। সেখানে পৌঁছে তিনি বলেন, ভেতরে যাও এবং তাঁকে আমার আসার খবর দাও। আমি গিয়ে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি তার নিকট বেরিয়ে এলেন এবং ক্বাবাগুলো থেকে একটি ক্বাবাও সাথে আনলেন। তিনি বলেন, আমি এটি তোমার জন্য রেখেছিলাম। নবী (স) তাঁর দিকে তাঁকিয়ে বলেন, মাখরামা (এবার) খুশী হয়েছে।

٥٣٧٧- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ اُهْدِيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَغِيْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৫৩৭৭. উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে হাদিয়াস্বরূপ একটি রেশমী ক্বাবা দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়েন। তিনি নামায থেকে অবসর হয়ে এটিকে খুলে এমনভাবে ছুঁড়ে মারলেন, যেন এটি তিনি খুবই অপসন্দ করছেন। এরপর তিনি বলেন, মুত্তাকীদের জন্য এটি উপযোগী নয়।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ টুপি প্রসঙ্গে। মুতামির বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আনাস (রা)-কে মাথায় হলুদ রঙের রেশমী টুপি পরিধান করতে দেখেছি।

٥٣٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْبَسُوْا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ اِلاَّ اَحَدٌ لاَّ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ الْوَرْسُ .

৫৩৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! মুহরিম কি ধরনের কাপড় পরিধান করবে ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি ও মোজা পরবে না। যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে, তবে তাকে গোছার নীচ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলতে হবে। আর যাফরান ও 'ওয়ারস' রঙে রঞ্জিত কাপড়ও তোমরা পরিধান করবে না।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ পায়জামা প্রসঙ্গে।

٥٣٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ اِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

৫৩৭৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তির ইযার নেই সে পায়জামা পরতে পারবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরতে পারবে।

٥٣٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تَأْمُرُنَا اَنْ نَلْبَسَ اِذَا اَحْرَمْنَا قَالَ لاَ تَلْبَسُوْا الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوْا شَيْئًا مِّنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ .

৫৩৮০. আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ ! ইহরাম অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কোন্ ধরনের পোশাক পরিধানের হুকুম দেন ? তিনি বলেন, তোমরা জামা, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরবে না। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে গিরার নীচে মোজা পরবে। আর যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কোন কাপড় তোমরা পরিধান করবে না।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়ীর বর্ণনা।

٥٣٨١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيْصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَّلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ اِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৩৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ইহ্‌রামধারী ব্যক্তি জামা, পাগড়ী, পায়জামা ও টুপি পরবে না এবং যাফরান ও ওয়ারস রঙে রঞ্জিত কাপড়ও নয়। মোজাও পরা যাবে না, তবে যার জুতা নেই (তার জন্য অনুমতি আছে)। জুতা না পেলে সে (টাখনু) গিরার নীচ থেকে মোজার উপরিভাগ কেটে নেবে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ চাদর ইত্যাদি দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বাইরে আসলেন। তিনি কালো পট্টি বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) চাদরের পাড় দিয়ে তাঁর মাথা বেঁধেছিলেন।

٥٣٨٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَاجَرَ اِلَى الْحَبْشَةِ (نَاسٌ) مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَجَهَّزَ اَبُوْ بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رِسْلِكَ فَاِنِّيْ اَرْجُوْ اَنْ يُّؤْذَنَ لِيْ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَوَتَرْجُوْهُ بِاَبِيْ اَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ اَبُوْ بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَيْنَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوْسٌ فِيْ بَيْتِنَا فِيْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ فَقَالَ قَائِلٌ لاَبِيْ بَكْرٍ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

مُقْبِلاً مُتَقَنِّعًا فِىْ سَاعَةٍ لَّمْ يَكُنْ يَاْتِيْنَا فِيهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ فِدًا لَّهُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ جَاءَ بِهٖ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ لاَمْرٍ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَاسْتَاذَنَ فَاَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ حِيْنَ دَخَلَ لاَبِىْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ اِنَّمَا هُمْ اَهْلُكَ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ فِى الْخُرُوْجِ قَالَ فَالصُّحْبَةُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِحْدَى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بِالثَّمَنِ قَالَتْ فَجَهَّزْنَاهُمَا اَحَثَّ (اَحَبَّ) الْجِهَازِ وَصَنَعْنَا (صَنَعْنَا) لَهُمَا سُفْرَةً فِىْ جِرَابٍ فَقَطَعَتْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قِطْعَةً مِّنْ نِطَاقِهَا فَاَوْكَتْ بِهِ الْجِرَابَ وَلِذٰلِكَ كَانَتْ تُسَمّٰى ذَاتُ النِّطَاقِ (النِّطَاقَيْنِ) ثُمَّ لَحِقَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ بِغَارٍ فِىْ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ ثَوْرٌ فَمَكُثَ فِيْهِ ثَلٰثَ لَيَالٍ يَّبِيْتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ لَقِنٌ ثَقِفٌ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمَا سَحَرًا فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ اَمْرًا يُكَادَانِ بِهٖ اِلاَّ وَعَاهُ حَتّٰى يَاْتِيَهُمَا بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ حِيْنَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ وَيَرْعٰى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ مِنْحَةً مِّنْ غَنَمٍ فَيُرِيْحُهُ عَلَيْهِمَا حِيْنَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَيَبِيْتَانِ فِىْ رِسْلِهَا حَتّٰى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسٍ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْ تِلْكَ اللَّيَالِى الثَّلٰثِ .

৫৩৮২. আয়েশা (রা) বলেন, একদল মুসলমান হাবশায় (ইথিওপিয়ায়) হিজরত করলেন। আবু বাক্‌র (রা)-ও হিজরতের উদ্দেশ্যে মালসামান যোগাড় করলেন। তখন নবী (স) বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমি আশা করছি, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বক্‌র (রা) বলেন, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আপনিও কি হিজরতের আশা রাখেন ? তিনি বলেন, হাঁ। অতপর আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর সংগী হওয়ার উদ্দেশ্যে অবস্থান করলেন। তিনি নিজের দু'টি সওয়ারীর পশুকে চার মাস ধরে সামুর গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরে আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, এই যে রসূলুল্লাহ (স) মুখমণ্ডল ঢেকে তাশরীফ এনেছেন এবং তিনি এমন সময় এসেছেন—সচরাচর এ সময় তিনি আমাদের এখানে আসেন না। আবু বক্‌র (রা) বলেন, তাঁর জন্য আমার মা-বাপ কুরবান হোক। আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি নিশ্চয় কোন

জরুরী বিষয় নিয়ে এ সময় এসেছেন। সুতরাং নবী (স) এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন, আপনার নিকট যারা আছে তাদেরকে সরিয়ে দিন। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! এরা তো আপনার ঘরেরই লোক। নবী (স) বলেন, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমিও কি সাথী হবো ? তিনি বলেন, হাঁ। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক ! আমার দু'টি সওয়ারী প্রস্তুত, আপনি যে কোন একটি নিয়ে নিন। নবী (স) বলেন, মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য সফরের মাল-সামান তৈরি করলাম, নাশতা তৈরি করে চামড়ার থলের মধ্যে রাখলাম। আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) তাঁর ওড়না ছিঁড়ে এক টুকরা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ জন্যই তাঁকে 'যাতুন-নিতাক' বলা হয়। অতপর নবী (স) ও আবু বাক্‌র (রা) দু'জনই সাওর পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে তাঁরা তিন রাত কাটান। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্‌র (রা) অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ যুবক ছিল। সে তাদের নিকট রাত কাটাতো এবং ভোর রাতে তাদের কাছ থেকে চলে আসতো। অতপর সকাল বেলা মক্কার কুরাইশদের সাথে এমনভবে মিশে যেত, যেন সে রাতও তাদেরই সাথে কাটিয়েছে। কারো কোন কথা শুনলে সে তা মনে রাখতো। রাত হলে তিনি দিনের সব খবর তাঁদেরকে এসে জানিয়ে দিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর গোলাম আমের ইবনে ফুহাইরা তাদের আশপাশের দুধেল ছাগল নিয়ে চরাতো। এক ঘড়ি রাত অতিক্রান্ত হলে সে ছাগল নিয়ে তাদের নিকট যেত এবং তাদেরকে দুধপান করাতো। আবদুল্লাহ ও আমের দু'জনই ওখানে রাত কাটাতো। শেষে আমের ইবনে ফুহাইরা রাতের আঁধারেই ছাগল নিয়ে চলে আসতো। ওই তিন রাতের প্রতি রাতেই সে এরূপ করেছে।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ লৌহ শিরস্ত্রাণ।

٥٣٨٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَاْسِهِ الْمِغْفَرُ .

৫৩৮৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের বছর নবী (স) মক্কায় প্রবেশকালে তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ ডোরাদার কালো চাদর এবং ইয়ামনী হিবর। খাব্বাব (রা) বলেন, আমরা নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করতে গেলাম, তখন তিনি তাঁর ডোরাদার চাদরে হেলান দিয়ে ছিলেন।

٥٣٨٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى نَظْرَتُ صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ

ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৩৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হেঁটে চলছিলাম। তাঁর গায়ে চওড়া ডোরাদার একখানা নাজরানী চাদর ছিল। এক বেদুঈন তাঁকে কাছে পেল। সে তাঁর চাদরখানা ধরে এত জোরে টান দিল যার ফলে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাঁধে চাদরের ডোরার দাগ ফুটে উঠতে দেখেছি। তারপর বেদুঈনটি বললো, হে মুহাম্মাদ ! আপনার নিকট আল্লাহর যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে দেয়ার জন্য নির্দেশ দিন। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, অতপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।

٥٣٨٥- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ سَهْلُ هَلْ تَدْرِيْ مَا الْبُرْدَةُ قَالَ نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِيْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِيْ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا لاِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا (فَحَسَّنَهَا) رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْسُنِيْهَا قَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللّٰهُ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لاَ يَرُدُّ سَائِلاً فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهَا اِلاَّ لِتَكُوْنَ كَفَنِيْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .

৫৩৮৫. সাহ্ল ইবনে সাদ (রা) বলেন, একবার এক মহিলা একখানা 'বুরদা' (চাদর) নিয়ে আসলো। সাহল (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান, 'বুরদা' কী ? সে বললো, হাঁ। তা এমন চাদর যার পাড় ডোরাযুক্ত। মহিলাটি নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনাকে পরানোর জন্যই আমি নিজের হাতে এ কারুকার্য করেছি। রসূলুল্লাহ (স) তা নিয়ে নিলেন এবং তাঁর এ চাদরের প্রয়োজনও ছিল। অতপর তিনি আমাদের নিকট আগমন করলেন ঐ চাদরটি ইযার হিসেবে পরিধান করে। উপস্থিত লোকদের একজন তা স্পর্শ করে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি এটি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়ে দিন। নবী (স) বলেন, হাঁ, নিয়ে নাও। অতপর তিনি ঐ বৈঠকে যতক্ষণ আল্লাহ চাইলেন বসে রইলেন, অতপর চলে গেলেন এবং সেই চাদরটি ভাঁজ করে ঐ লোকটির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তাঁর নিকট চাদরটি চেয়ে ভালো করনি। অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন আবেদনকারীকেই বিমুখ করেন না। সে বললো, আল্লাহ্র কসম ! আমি তা কেবল এ উদ্দেশ্যেই চেয়েছি যে, আমি মারা গেলে তা যেন আমার কাফন হয়। সাহল (রা) বলেন, ঐ চাদরে লোকটিকে কাফন দেয়া হয়।

٥٣٨٦- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ زُمْرَةٌ هِيَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا تُضِيْءُ وُجُوْهُهُمْ اِضَاءَةَ الْقَمَرِ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

الْاَسَدِىُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ قَالَ اُدْعُ اللّٰهَ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ .

৫৩৮৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের সত্তর হাজারের একটি দল বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে। তাদের চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হবে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান আসাদী (রা) আপন চাদরখানা উপরে তুলে দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহর নিকট আমার জন্য দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দোয়া করলেন, আয় আল্লাহ ! একেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এরপর মদীনার এক আনসারী উঠে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার জন্যও আল্লাহ্র নিকট দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও তাদের দলভুক্ত করেন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, উক্কাশা তোমার আগে সে সুযোগ নিয়ে গেছে।

٥٣٨٧- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَىُّ الثِّيَابِ كَانَ اَحَبَّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْحِبَرَةُ .

৫৩৮৭. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরূপ পোশাক নবী (স)-এর সর্বাধিক প্রিয় ছিল ? তিনি বলেন, 'হিবারা' (ইয়ামনের এক প্রকার চাদর)।

٥٣٨٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَهَا الْحِبَرَةَ .

৫৩৮৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) 'হিবারা' (ইয়ামন দেশীয় সবুজ রঙের ডোরাযুক্ত চাদর) পরতে অধিক পসন্দ করতেন।

٥٣٨٩- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَخْبَرَتْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّىَ سُجِّىَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ .

৫৩৮৯. নবী পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইন্তিকাল করলে তাঁকে 'হিবারা' চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ উলের চাদর ও কারুকার্যময় উলের চাদর।

٥٣٩٠- عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَّجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا .

৫৩৯০. আয়েশা (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু শয্যাগত থাকা অবস্থায় চাদর দ্বারা আপন মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন, শ্বাস নিতে অসুবিধা হলে তা মুখমণ্ডল থেকে সরিয়ে ফেলতেন এবং এ অবস্থায় বলতেন, ইহূদী ও নাসারাদের উপর আল্লাহ্‌র লানত। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থান[৫] বানিয়ে নিয়েছে। তারা যা করছে তা থেকে নবী (স) স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করেন।

٥٣٩١- عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةَ كِسَاءً وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوْحُ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ .

৫৩৯১. আবু বুরদা (র) বলেন, আয়েশা (রা) একখানা চাদর ও মোটা কাপড়ের একটি ইযার আমাদের নিকট বের করে বলেন, যখন নবী (স) ইনতিকাল করেন তখন এ দু'টি তাঁর পরিধানে ছিল।

٥٣٩٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَهُ لَهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلَاتِىْ وَائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ غَانِمٍ مِّنْ بَنِىْ عَدِىِّ بْنِ كَعْبٍ .

৫৩৯২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পশমী চাদর গায়ে দিয়ে নামায পড়লেন। চাদরটি কারুকার্য খচিত ছিল। সেই কারুকার্যের প্রতি তাঁর নযর পড়লে তিনি সালাম ফিরিয়ে বলেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও। এটি ইতিমধ্যেই আমাকে নামাযে অমনোযোগী করে দিয়েছে। আর আমার জন্য বনী আদী ইবনে কা'ব গোত্রের হুযায়ফা ইবনে গানিমের পুত্র আবু জাহমের 'আম্বেজানী' (কারুকার্যহীন সাধারণ) চাদর নিয়ে এসো।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ ইশতিমালুস-সাম্মা।[৬]

٥٣٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ وَاَنْ يَّحْتَبِىَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ -

৫. ইহূদী-খৃষ্টানরা তাদের নবীগণের কবরে সম্মানার্থে সিজদা করে থাকে, সেইসব কবরকে কিবলা বানায়, সেদিকে মুখ করে উপাসনা করে। এটা সম্পূর্ণ শিরক। অনুরূপ কোন পীর-বুর্জগের কবরে করলেও তা শিরক হবে। নবী (স) এ হাদীসে নিষেধ করেছেন—তাঁর কবরের সাথেও যেন অনুরূপ কোন আচরণ না করা হয়।

৬. দুইভাবে কাপড় পরিধান—(১) এক দিকের কাঁধ আবৃত করে এবং অপর কাঁধ অনাবৃত রেখে কাপড় পরা। (২) একই কাপড়ে সমস্ত দেহ জড়িয়ে এমনভাবে বসা যে, গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হয়ে যায়-(সম্পাদক)।

৫৩৯৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) মুলামাসা, মুনাবাযা ও দু'টি নামায থেকে নিষেধ করেছেন। ফযরের নামায পড়ার পর সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ)। তিনি একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতেও নিষেধ করেছেন, যার ফলে লজ্জাস্থান ও আসমানের মধ্যখানে কোন কিছু থাকে না এবং ইসতিমালুস-সাম্মাও নিষেধ করেছেন।

٥٣٩٤ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْاٰخَرِ بِيَدِهٖ بِاللَّيْلِ اَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ اِلاَّ بِذٰلِكَ وَالْمُنَابَذَةُ اَنْ يَّنْبِذَ الرَّجُلُ اِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهٖ وَيَنْبِذَ الْاٰخَرُ ثَوْبَهٗ وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظْرٍ وَّلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اِشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ اَنْ يَّجْعَلَ ثَوْبَهٗ عَلٰى اَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوْ اَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الْاُخْرٰى اِحْتِبَاؤُهٗ بِثَوْبِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ .

৫৩৯৪. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক ও দুই রকম বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তিনি বেচা-কেনায় 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষেধ করেছেন। 'মুলামাসা' হলো, কোন লোক অন্য লোকের কাপড় রাতে কিংবা দিনে কেবল স্পর্শ করলেই, উল্টে-পাল্টে না দেখলেও এতেই বিক্রয় বাধ্যকর হয়ে গেল। আর 'মুনাবাযা' হলো, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দিকে তার কাপড় ছুঁড়ে মারলো এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কাপড়ও তার প্রতি ছুঁড়ে মারলো। না দেখে এবং পরস্পর গররাজিতে তাদের এ বেচা-কেনা হয়ে গেল, এটা নিষেধ। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মাও নিষিদ্ধ করেছেন। সাম্মা হলো, নিজের কাপড় নিজের এক কাঁধে এমনভাবে তুলে দেয়া, যাতে অন্য কাঁধটি খোলা থেকে যায়। আর অপর যে পোশাক পরতে তিনি নিষেধ করেছেন তাহলো, একটি কাপড় পেঁচিয়ে এমনভাবে বসা যাতে তার লজ্জাস্থানে কোন কাপড়ই থাকে না।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ এক কাপড়ে ঘাড় ও হাঁটু পেঁচিয়ে বসা।

٥٣٩٥ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَّحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَىْءٌ وَاَنْ يَّشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى اَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৩৯৫. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দুই ধরনের পোশাক (পরিধান) নিষেধ করেছেন। (এক) পুরুষের একটি মাত্র কাপড়ে এমনভাবে গুটিয়ে বসা যে, তার লজ্জাস্থানে এর কিছুই থাকে না। (দুই) একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পেঁচিয়ে গায়ে দেয়া, যাতে তার গায়ের একদিক সম্পূর্ণ খোলা থাকে। আর তিনি 'মুলামাসা' ও 'মুনাবাযা' নিষিদ্ধ করেছেন।

٥٣٩٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يَّحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهٖ مِنْهُ شَيْءٌ .

৫৩৯৬. আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ইশতিমালুস সাম্মা নিষিদ্ধ করেছেন, আর নিষিদ্ধ করেছেন পুরুষকে একটি মাত্র কাপড় এমনভাবে পরতে, যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কিছু থাকে না।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ নকশীদার কালো পশমী চাদর।

٥٣٩٧- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيْرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ اَنْ نَكْسُوْ هٰذِهٖ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ (تُحْتَمَلُ) فَاَخَذَ الْخَمِيْصَةَ بِيَدِهٖ فَاَلْبَسَهَا وَقَالَ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ وَكَانَ فِيْهَا عَلَمٌ اَخْضَرُ اَوْ اَصْفَرُ فَقَالَ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَاهُ وَسَنَاهُ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ.

৫৩৯৭. উম্মু খালিদ বিনতে খালিদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর নিকট কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে কালো বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাকে এ কাপড়টি দান করব ? সবাই চুপ করে রইলো। তখন তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হলো। নবী (স) চাদরটি তাঁর হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিয়ে দোয়া করেন। আল্লাহ করুন, সে যেন এ কাপড়টি পুরাতন হওয়া এবং তাতে তালি দেয়া পর্যন্ত দীর্ঘজীবি হয়। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশী করা ছিল। তিনি বলেন, হে খালিদের মা ! এটা কি সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' অর্থ সুন্দর।

٥٣٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا وَلَدَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِىْ يَا اَنَسُ اُنْظُرْ هٰذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيْبَنَّ شَيْئًا حَتّٰى تَغْدُوَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُحَنِّكُهُ فَغَدَوْتُ بِهٖ فَاِذَا هُوَ فِىْ حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ حُرَيْشِيَّةٌ وَّهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِىْ قَدِمَ عَلَيْهِ فِى الْفَتْحِ .

৫৩৯৮. আনাস (রা) বলেন, উম্মু সুলাইম (রা)-এর একটি পুত্র সন্তান হলে তিনি আমাকে বলেন, হে আনাস ! তুমি এ বাচ্চাটির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখ এবং সকালে তাকে নিয়ে গিয়ে নবী (স) কর্তৃক তার মিষ্টি মুখ না করানো পর্যন্ত তাকে কিছু খেতে বা পান করতে দিও না। আমি তাকে নিয়ে গিয়ে দেখলাম, তিনি এক বাগানে অবস্থান করছেন। তাঁর গায়ে একখানা হুরাইসিয়া পশমী চাদর ছিল। যে সওয়ারীতে আরোহণ করে তিনি মক্কা বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন, বাগানে তিনি সেটির পিঠে চিহ্ন লাগাচ্ছিলেন।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ সবুজ পোশাক।

٥٣٩٩- عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ

الْقُرَظِيُّ قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ اَخْضَرُ فَشَكَتْ اِلَيْهَا وَاَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ لَجِلْدُهَا اَشَدُّ خُضْرَةً مِّنْ ثَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ اَنَّهَا قَدْ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِيْ اِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ اِلاَّ اَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِاَغْنٰى عَنِّيْ مِنْ هٰذِهِ وَاَخَذَتْ هُدْبَةً مِّنْ ثَوْبِهَا فَقَالَ كَذَبَتْ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لاَنْفُضُهَا نَفْضَ الاَدِيْمِ وَلٰكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيْدُ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ تَحِلِّيْ لَهُ اَوْ لَمْ تَصْلُحِيْ لَهُ حَتّٰى يَذُوْقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ قَالَ وَاَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنُوْكَ هٰؤُلاَءِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا الَّذِيْ تَزْعُمِيْنَ مَا تَزْعُمِيْنَ فَوَاللّٰهِ لَهُمْ اَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ .

৫৩৯৯. ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। রিফায়া (রা) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। অতপর আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আল-কুরাযী (রা) তাকে বিয়ে করেন। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ মহিলা সবুজ ওড়না পরিহিতা ছিল। সে (এসে) আয়েশা (রা)-এর নিকট (তার স্বামীর বিরুদ্ধে) অভিযোগ করলো এবং আপন দেহের চামড়া দেখালো। তাতে (স্বামীর প্রহারে) সবুজ দাগ পড়েগিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) আগমন করলে, নারীরা যেহেতু একে অন্যের সমর্থন করে থাকে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোন ঈমানদার মহিলার সাথে এরূপ নিন্দনীয় আচরণ হতে দেখিনি। তার চামড়া (প্রহারে) তার কাপড়ের চেয়েও অধিক সবুজ হয়ে গেছে। রাবী বলেন, আবদুর রহমান (রা) শুনতে পান যে, তার স্ত্রী রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়েছে। সুতরাং তিনি তার অন্য স্ত্রীর পক্ষের দু'টি পুত্রকে সাথে নিয়ে আসলেন। অভিযোগকারিনী বললো, আল্লাহর কসম ! আমি তার প্রতি কোন ত্রুটি করিনি। তবে তার নিকট যে জিনিস (অর্থাৎ বিশেষ অঙ্গ) আছে, তাতে আমার তৃপ্তি হয় না। (একথা বলে) সে তার কাপড়ের পাড় ধরে দেখালো। তখন আবদুর রহমান বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আল্লাহ্র কসম ! সে মিথ্যা বলেছে। আমি তো তাকে চরম তৃপ্তি দিয়েই থাকি। কিন্তু সে নাফরমান। সে আবার রিফায়ার নিকট ফিরে যেতে চায়। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যাপার যখন এই, তখন তুমি তার জন্য হালাল হবে না, কিংবা একথা বলেছেন, তুমি তার সাথে বিয়ের যোগ্য হবে না, যতক্ষণ না আবদুর রহমান তোমার সাথে যৌন সুখ উপভোগ করে। পরে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলে দু'টিকে দেখে নবী (স) জিজ্ঞেস করেন, এরা কি তোমার ছেলে ? সে বললো, হাঁ। তিনি বলেন, তুমি যা দাবি করেছ তো করেছ। আল্লাহ্র কসম ! কাকের সাথে কাকের যেমন সাদৃশ্য তার চেয়েও অধিক সাদৃশ্য রয়েছে আবদুর রহমানের সাথে তার ছেলেদের।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ সাদা পোশাক।

٥٤٠٠ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَبِيَمِيْنِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ يَوْمَ أُحُدٍ مَّا رَاَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ.

৫৪০০. সাদ (রা) বলেন, আমি উহুদের দিন নবী (স)-এর ডানে-বাঁয়ে দু'জন লোক দেখলাম। তারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আমি তাদেরকে এর আগে-পরে কখনো দেখিনি।

٥٤٠١ـ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ اَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ ثُمَّ اَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ وَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ مَاتَ عَلٰى ذٰلِكَ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ عَلٰى رَغْمِ اَنْفِ اَبِىْ ذَرٍّ وَكَانَ اَبُوْ ذَرٍّ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا قَالَ وَاِنْ رَغِمَ اَنْفُ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا عِنْدَ الْمَوْتِ اَوْ قَبْلَهُ اِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ قَبْلُ .

৫৪০১. আবু যার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সাদা পোশাক পরে ঘুমাচ্ছিলেন। আমি পুনরায় গেলে তিনি জাগলেন এবং বললেন, যে বান্দাহ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কবুল করেছে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। আমি বললাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে ও চুরি করে তবুও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও। পুনরায় আমি জানতে চাইলাম, যদিও যেনা করে এবং চুরি করে তারপরও ? তিনি বললেন, যদিও সে যেনা করে এবং চুরি করে। আবু যার-এর নাক ভূলিণ্ঠিত হোক ! আবু যার (রা) যখনই এ হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন "আবু যার-এর নাক ভূলিণ্ঠিত হোক" কথাটুকুও বলতেন। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, এটা মৃত্যুর সময় কিংবা তারও আগের ঘটনা, যখন সে বান্দা তওবা করে নিল, লজ্জিত হলো এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বললো—তখন তার পূর্বে কৃত অপরাধ মাফ করে দেয়া হয়।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের রেশমী পোশাক পরিধান সম্পর্কে এবং এর যতটুকু পরিমাণ জায়েয।

٥٤٠٢ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِىَّ قَالَ اَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ بِاَذْرَبِيْجَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْاِبْهَامَ قَالَ فِيْمَا عَلِمْنَا اَنَّهُ يَعْنِى الْاَعْلاَمَ .

৫৪০২. কাতাদা (র) বলেন, আমি আবু উসমান আন-নাহদী (র)-কে বলতে শুনেছি, আমরা উতবা ইবনে ফারকাদ (রা)-এর সাথে আযারবাইজানে ছিলাম। আমাদের কাছে উমার (রা)-এর পত্র আসলো। (তাতে লেখা ছিল) রসূলুল্লাহ (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। তবে এতটুকু জায়েয আছে। (একথা বলে) তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে ইশারা করেন। রাবী বলেন, আমাদের জানামতে, এই ইশারা দ্বারা তিনি সূচিকর্ম বুঝিয়েছেন।[৮]

٥٤٠٣ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ اِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِاَذْرَبِيْجَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلاَّ هٰكَذَا وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اِصْبَعَيْهِ وَرَفَعَ زُهَيْرٌ اَلْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةَ .

৫৪০৩. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা আযারবাইজানে অবস্থানকালে উমার (রা) আমাদের নিকট পত্র লিখলেন যে, নবী (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে এতটুকু জায়েয। আমাদেরকে নবী (স) তাঁর দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বুঝিয়ে দেন। যুহাইর (র) মধ্যমা ও তর্জনী উত্তোলন করেন।

٥٤٠٤ـ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ لَمْ يَلْبَسْ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْهُ وَاَشَارَ اَبُوْ عُثْمَانَ بِاِصْبَعَيْهِ الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطٰى .

৫৪০৪. আবু উসমান (র) বলেন, আমরা উতবা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাঁর নিকট উমার (রা) পত্র লিখেন যে, নবী (স) বলেছেন, দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে যে আখেরাতে তা পরিধানের বাসনা রাখে না। আবু উসমান (র) তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করেন যতটুকু পরিমাণ জায়েয তা বুঝানোর জন্য।

٥٤٠٥ـ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى فَاَتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ مِّنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ اِنِّىْ لَمْ اَرْمِهِ اِلاَّ اَنِّىْ نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৫. ইবনে আবু লাইলা (র) বলেন, হুযাইফা (রা) মাদায়েনে ছিলেন। তিনি পানি চাইলেন। এক গ্রাম্য লোক একটি রৌপ্য পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। হুযাইফা (রা) তা ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন, আমি এটি ছুঁড়ে ফেলতাম না। আমি তাকে নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু সে মানেনি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সোনা, রুপা এবং মোটা ও মিহি রেশম দুনিয়ায় কাফেরদের জন্য আর তোমাদের জন্য হলো আখেরাতে।

---

৮. হানাফী মাযহাব মতে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

٥٤٠٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ اَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَدِيْدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا فَلَنْ يَّلْبَسَهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। শোবা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নবী (স) থেকে ? তিনি জোর দিয়ে বলেন, নবী (স) থেকে। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে আখেরাতে কখনও তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٧- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُوْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৭. সাবিত (র) বলেন, আমি ইবনুয যুবাইর (রা)-কে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, আখেরাতে সে তা পরতে পারবে না।

٥٤٠٨- عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫৪০৮. ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী (স) বলেছেন, যে লোক দুনিয়ায় রেশমী পোশাক পরবে, আখেরাতে সে তা পরিধান করতে পারবে না।

٥٤٠٩- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالَتْ ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ قَالَ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ سَلِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ فَسَاَلْتُ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ حَفْصٍ يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِى الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ اَبُوْ حَفْصٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

৫৪০৯. ইমরান ইবনে হিত্তান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে রেশমী বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ তুমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি ইবনে উমার (রা) -এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করো। আমি গিয়ে ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট আবু হাফস অর্থাৎ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দুনিয়ায় সে ব্যক্তিই রেশমী কাপড় পরিধান করে আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। আমি বললাম, তিনি ঠিকই বলেছেন। আবু হাফস (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যারোপ করেননি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কেবল স্পর্শ করে, পরিধান করে না। এ ব্যাপারে আনাস (রা) নবী (স) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٤١٠- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اُهْدِىَ لِلنَّبِىِّ ﷺ ثَوْبُ حَرِيْرٍ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَتَعَجَّبُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتَعْجَبُوْنَ مِنْ هٰذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنَادِيْلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا.

৫৪১০. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স)-কে একখানা রেশমী বস্ত্র উপহার দেয়া হলে আমরা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখতে লাগলাম এবং এর প্রশংসা করলাম। নবী (স) বলেন, তোমরা এতে বিস্মিত হচ্ছ ? আমরা জবাব দিলাম, হাঁ। তিনি বলেন, বেহেশতে সাদ ইবনে মুয়াযের রুমাল এর চেয়ে অধিক উত্তম।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ রেশমী বস্ত্র বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহার। উবাইদা (র) বলেছেন, তা পরিধান তুল্য।

٥٤١١- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ .

৫৪১১. হুযাইফা (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সোনা-রুপার পাত্রে পানাহার করতে, মোটা ও মিহি রেশমী কাপড় পরতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ ক্বাস্‌সী পরিধান করা। আবু বুরদা (র) বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্বাস্‌সী' কি ? তিনি বলেন, এটা এক ধরনের কাপড়, সিরিয়া কিংবা মিসর থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়ে থাকে। চওড়া দিক থেকে তাতে উৎরুঞ্জের ন্যায় রেশম দ্বারা নকশী করা হয়। আর 'মীসারা' এমন কাপড় যা স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের জন্য চাদরের ন্যায় বানিয়ে রাখে এবং তা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। জারীর (র) ইয়াযীদ থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, 'ক্বাস্‌সী' হলো ডোরাদার এমন কাপড়, যা মিসর থেকে আমদানী হতো এবং তাতে রেশম থাকতো। আর 'মীসারা' হলো বন্য হিংস্র পশুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র।

٥٤١٢- عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ نَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّىِّ وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَوْلُ عَاصِمٍ اَكْثَرُ وَاَصَحُّ فِى الْمِيْثَرَةِ .

৫৪১২. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমাদেরকে নবী (স) লাল রং-এর 'মীসারা' ও ক্বাস্‌সী পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, মীসারা সম্পর্কে আসেমের কথাই অধিকাংশের মতে অধিক সঠিক।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চর্মরোগী পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি।

٥٤١٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِىْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحَكَّةٍ بِهِمَا.

৫৪১৩. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) যুবাইর (রা) ও আবদুর রহমান (রা)-কে তাদের চর্মরোগ হওয়ার দরুন রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নারীদের জন্য রেশমী বস্ত্র।

٥٤١٤- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَسَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَخَرَجْتُ فِيْهَا فَرَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِيْ .

৫৪১৪. আলী (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে পরার জন্য লাল রংয়ের একখানা রেশমী 'হুল্লাহ' দান করেন। আমি সেটি পরে বের হলে নবী (স)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলাম। আমি তা টুকরা টুকরা করে আমার ঘরের মেয়েলোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলাম।

٥٤١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عُمَرَ رَاٰى حُلَّةَ سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ ابْتَعْتَهَا تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ اِذَا اَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْدَ ذٰلِكَ اِلٰى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيْرًا فَكَسَاهَا اِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ فِيْهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَبِيْعَهَا اَوْ تَكْسُوْهَا.

৫৪১৫. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) একখানা লাল রেশমী 'হুল্লাহ' বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি এটি কিনে নিলে ভালো হতো। কোন প্রতিনিধিদল আপনার নিকট আসলে এবং জুমুআর দিন আপনি এটি পরতে পারতেন। তিনি বলেন, এটি সে লোকই পরবে, (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এর পরের ঘটনা। নবী (স) উমার (রা)-এর নিকট পরিধানযোগ্য রেশমের একখানা লাল 'হুল্লাহ' পাঠালেন এবং বিশেষভাবে এটি তাঁকেই দান করেন। উমার (রা) বলেন, আপনি আমাকে এটি পরার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ এ কাপড় সম্পর্কে আপনি যা মন্তব্য করেছেন, তা আমি শুনেছি। নবী (স) বলেন, এটি আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি এজন্য যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করবে নতুবা কাউকে পরতে দিবে।

٥٤١٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى عَلٰى اُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَ حَرِيْرٍ سِيَرَاءَ .

৫৪১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা উম্মু কুলসূম (রা)-এর গায়ে লাল রেশমী চাদর দেখেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) যে মানের পোশাক ও বিছানা যথেষ্ট মনে করতেন।

٥٤١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَبِثْتُ سَنَةً وَّاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَسْاَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْاَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلْتُ اَهَابُهُ فَنَزَلَ يَوْمًا مَنْزِلاً فَدَخَلَ الْاَرَاكَ

فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ نُعُدُّ النِّسَاءَ شَيْئًا فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ وَذَكَرَهُنَّ اللّٰهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذٰلِكَ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْ أُمُوْرِنَا وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي كَلاَمٌ فَأَغْلَظَتْ لِي فَقُلْتُ لَهَا وَأَنَّكَ لَهُنَاكَ قَالَتْ تَقُوْلُ هٰذَا لِي وَابْنَتُكَ تُؤْذِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا إِنِّي أُحَذِّرُكِ أَنْ تَعْصِي (تُغْضِبِي) اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا فَقَالَتْ أَعْجَبُ مِنْكَ يَا عُمَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُوْرِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَ أَتَانِي بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدِ اسْتَقَامَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَلِكُ غَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَخَافُ أَنْ يَأْتِيَنَا فَمَا شَعَرْتُ إِلاَّ بِالأَنْصَارِيِّ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءَ الْغَسَّانِيُّ قَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ طَلَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِسَاءَهُ فَجِئْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجَرِهِنَّ كُلِّهَا وَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ قَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَّهُ وَعَلَى بَابِ الْمَشْرُبَةِ وَصِيفٌ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِي فَأَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حَصِيْرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِّنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ وَإِذَا أُهُبٌ مُعَلَّقَةٌ وَقَرَظٌ فَذَكَرْتُ الَّذِي قُلْتُ لِحَفْصَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَيَّ أُمُّ سَلَمَةَ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَبِثَ تِسْعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ .

৫৪১৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি এক বছর ধরে সেই দুই মহিলা সম্পর্কে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যারা নবী (স)-এর বিরুদ্ধে পরস্পরের সহায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে ভয় করতাম। একদিন তিনি এক স্থানে অবতরণ করলেন এবং একটি 'আরাক' বৃক্ষের নিকট (প্রাকৃতিক প্রয়োজনে) গেলেন। ফিরে এলে আমি তাঁকে (সেই দুই মহিলা সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তারা ছিলো আয়েশা ও হাফ্সা (রা)। পুনরায় তিনি মন্তব্য করলেন, আমরা জাহিলিয়াতের জমানায় নারীদেরকে গুরুত্বই দিতাম না। যখন ইসলাম আসলো এবং আল্লাহ তাআলা তাদের অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ করলেন, তখন আমরা তাদের অধিকার দিতে থাকলাম। তবে আমাদের পুরুষদের ব্যাপারে তাদেরকে নাক গলাতে দিতাম না। একদা আমার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বাদানুবাদ

হলো। আমার স্ত্রী আমাকে খুব রুঢ় জবাব দিল। তখন আমি তাকে বললাম, তুমি ! আর এ তোমার আস্পর্দা ! সে উত্তর করলো, হাঁ, আমাকে তুমি একথা বলছো, আর তোমার মেয়ে নবী (স)-কে যাতনা দিচ্ছে। (একথা শুনে) আমি হাফ্সার নিকট আসলাম এবং তাকে বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হওয়া থেকে সর্তক করছি। আমি প্রথমে হাফ্সাকে, তারপর উম্মু সালামাকে একই কথা বললাম। তিনি জবাব দিলেন, হে উমার ! আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি আমাদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করো। শেষ পর্যন্ত এখন রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর বিবিদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলে ! (একথা বলে) তিনি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন।

একজন আনসারী যখন পালাক্রমে রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমি তাঁর দরবারে হাজির থাকতাম। সেখানে যা কিছু হতো, আমি এসে সেই আনসারীর নিকট বর্ণনা করতাম। যখন আমি রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুপস্থিত থাকতাম আর সে উপস্থিত থাকতো, তখন ওখানে যা কিছু ঘটতো, সে এসে আমার নিকট সব বলতো। রসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্ববর্তী এলাকার রাজা বা শাসক সবাই তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, কেবল সিরিয়ার গাস্সানের বাদশাহ ছাড়া। সে আমাদের উপর হামলা করে বসতে পারে বলে আমাদের আংশকা ছিল। হঠাৎ আমি দেখলাম, সেই আনসারী এসে বলতে লাগলো, এক ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার ? গাস্সানীরা এসে গেছে নাকি ? সে বললো, তার চেয়েও মারাত্মক ব্যাপার। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিবিদেরকে তালাক দিয়েছেন। সুতরাং আমি (ওখানে) এসে দেখি রসূলের বিবিদের সবার হুজরা থেকে কান্নার আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। আর নবী (স) তাঁর হুজরার উপরিতলে উঠে অবস্থান করছেন এবং এর দরজায় একটি গোলাম ছিল। আমি তার নিকট গেলাম এবং বললাম, আমার জন্য ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাও। (অনুমতি পাওয়ার পর) আমি ভেতরে গেলাম। দেখলাম নবী (স) একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। চাটাইয়ের দাগ তাঁর পার্শ্বদেশে বসে গেছে। তাঁর মাথার নীচে ছিল চামড়ার বালিশ। এর ভেতরে ভরা ছিল খেজুরের ছাল। সেখানে কয়েকটি চামড়া লটকানো ছিল, চামড়া রং করার কিছু ঘাসও ছিল। আমি হাফসা ও উম্মু সালামাকে যা বলেছিলাম এবং উম্মু সালামা আমার কথার যে জবাব দিয়েছিলেন, তা সবই তাঁর নিকট উল্লেখ করলাম। রসূলুল্লাহ (স) হেসে দিলেন। তিনি উনত্রিশ রাত সেখানে কাটালেন, তারপর নেমে এলেন।

٥٤١٨- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ مَنْ يُّوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِىُّ وَكَانَتْ هِنْدُ لَهَا أَزْرَارٌ فِىْ كُمِّيْهَا بَيْنَ أَصَابِعِهَا.

৫৪১৮. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাতে নবী (স) একথা বলতে বলতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, কত ফিতনা রাতে নাযিল হয়েছে, আরও নাযিল হয়েছে কত ধনভাণ্ডার। এমন কে আছে যে এ হুজরাগুলোর রমনীদেরকে জাগিয়ে দিবে ?

দুনিয়ায় উত্তম পোশাক পরিহিতা কত যে নারী কিয়ামতের দিন থাকবে বিবস্ত্র। যুহরী (র) বলেন, হিন্দের আস্তিন দু'টির মধ্যে আঙ্গুলগুলোর কাছাকাছি স্থানে বোতাম মারা ছিল (যুহরী তাঁর থেকেই এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে নতুন কাপড় পরিয়ে তার জন্য দোয়া করা।

٥٤١٩- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ قَالَتْ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِثِيَابٍ فِيْهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوْهَا هٰذِهِ الْخَمِيْصَةَ فَاَسْكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاُمِّ خَالِدٍ فَاُتِىَ بِىْ النَّبِىُّ ﷺ فَاَلْبَسَهَا بِيَدِهِ وَقَالَ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ (اَخْلِقِىْ) مَرَّتَيْنِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى عَلَمِ الْخَمِيْصَةِ وَيُشِيْرُ بِيَدِهِ اِلَىَّ وَيَقُوْلُ يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا يَا اُمَّ خَالِدٍ هٰذَا سَنَا وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ قَالَ اِسْحَاقُ حَدَّثَتْنِىْ اِمْرَأَةٌ مِّنْ اَهْلِىْ اَنَّهَا رَاَتْهُ عَلٰى اُمِّ خَالِدٍ .

৫৪১৯. উম্মু খালিদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপহার স্বরূপ কিছু কাপড় আনা হলো। তার মধ্যে একখানা কালো চাদরও ছিলো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি খেয়াল, এ চাদর আমি কাকে পরাবো ? সকলে চুপ রইলেন। তিনি বলেন, আমার নিকট উম্মু খালিদকে নিয়ে এসো। অতপর আমাকে নবী (স)-এর নিকট আনা হলো। তিনি নিজ হাতে আমাকে তা পরিয়ে দিলেন এবং দু'বার বলেন, তুমি অনেক পোশাক পরিধান পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হও। তারপর তিনি চাদরখানার নকশা ও কারুকার্যের প্রতি দেখতে থাকেন এবং আপন হাতে সেদিকে ইশারা করে বলেন, হে উম্মু খালিদ ! হাযা সানা (এটা কত সুন্দর)! হাবশী ভাষায় 'সানা' মানে সুন্দর। ইসহাক (র) বলেন, আমার পরিবারের এক মহিলা বর্ণনা করেছে, সে উম্মু খালিদের ঐ চাদরটি তার গায়ে দেখেছে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের জন্য যাফরানী রংয়ের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ।

٥٤٢٠- عَنْ اَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

৫৪২০. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) পুরুষদেরকে যাফরানী রংয়ের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাফরানী রংয়ের কাপড়।

٥٤٢١- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ اَوْ بِزَعْفَرَانٍ .

৫৪২১. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) ইহরামধারী ব্যক্তিকে 'ওয়ারস' কিংবা যাফরানে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ লাল কাপড়।

٥٤٢٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوْعًا وَّقَدْ رَاَيْتُهُ فِيْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِنْهُ .

৫৪২২. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) উচ্চতায় মধ্যম ধরনের ছিলেন। আমি তাঁকে লাল 'হুল্লা' পরিহিত দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন জিনিস আমার নযরে আসেনি।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ লাল 'মীসারা'।

٥٤٢٣- عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَنَهَانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ .

৫৪২৩. বারাআ (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে। আর তিনি আমাদেরকে মোটা ও মিহি রেশমী কাপড়, কাস্‌সী কাপড়, মিহি বা চিকন রেশমী কাপড় এবং লাল 'মীসারা' কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা ইত্যাদি।

٥٤٢٤- عَنْ سَعِيْدٍ اَبِيْ مَسْلَمَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৫৪২৪. সায়ীদ আবু মাসলামা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি জুতা পরে নামায পড়তেন ? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٤٢٥- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَاَيْتُكَ تَصْنَعُ اَرْبَعًا لَمْ اَرَ اَحَدًا مِنْ اَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَاهِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَاَيْتُكَ لاَتَمَسُّ مِنَ الْاَرْكَانِ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَرَاَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَاَيْتُكَ تَصْنَعُ بِالصُّفْرَةِ وَرَاَيْتُكَ اِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ اَهَلَّ النَّاسُ اِذَا رَاَوُا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ اَنْتَ حَتّٰى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَمَّا الْاَرْكَانُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمَسُّ اِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ وَاَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَعْرٌ وَّيَتَوَضَّأُ فِيْهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَلْبَسَهَا وَاَمَّا الصُّفْرَةُ فَاِنِّيْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَصْبُغَ بِهَا وَاَمَّا الْاِهْلاَلُ فَاِنِّيْ لَمْ اَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ حَتّٰى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ .

৫৪২৫. উবাইদ ইবনে জুরাইজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখছি, যা আপনার সাথীগণকে করতে দেখিনি। তিনি বলেন ঃ 'হে ইবনে জুরাইজ ! সেগুলো কি কি ? ইবনে জুরাইজ বলেন ঃ আমি দেখলাম, আপনি দু'টি রুকনে ইয়ামানী ছাড়া খানায়কাবার অপর রুকন-গুলোতে তাওয়াফের সময় চুমু দেন না, পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতা পরেন এবং কাপড়কে হলুদ রংয়ে রঞ্জিত করেন। আপনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন লোকজন চাঁদ দেখে ইহরাম বেঁধেছিল। কিন্তু আপনি ইয়াওমুত 'তারবিয়া' অর্থাৎ চাঁদের আট তারিখে ইহরাম বাঁধলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রুকনগুলোকে চুমু দেয়ার ব্যাপারে কথা এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু দু'টি রুকনে ইয়ামানীকেই চুমু দিতে দেখেছি। পশমমুক্ত পাকা চামড়ার জুতার ব্যাপার এই যে, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে এমন জুতা পায়ে দিতে দেখেছি, যাতে পশম ছিল না এবং উযু করে তিনি তাতে পা ঢুকাতেন। এজন্যে আমি অনুরূপ জুতা পরা পসন্দ করি। আর হলুদ রংয়ের ব্যাপার হলো, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে ঐ রং ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই আমিও ঐ রং ভালোবাসি। বাকি রইলো ইহরাম। আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর জন্তুযান রওয়ানা করার পরই ইহরাম বাঁধতে দেখেছি (৮ই যিলহিজ্জায়)।

٥٤٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِزَعْفَرَانٍ اَوْ وَرْسٍ وَقَالَ مَنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

৫৪২৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে যাফরান বা ওয়ারস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, যার জুতা নেই ইহরাম অবস্থায় সে যেন মোজা পরে এবং তা পায়ের গোছার নীচ থেকে (উপরের অংশ) কেটে ফেলে।

٥٤٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيْلَ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ .

৫৪২৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, যার লুঙ্গি নেই সে যেন পায়জামা পরে। আর যার জুতা নেই সে যেন ইহ্‌রাম অবস্থায় মোজা পরে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরবে।

٥٤٢٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৫৪২৮. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) উযু করা, মাথা আঁচড়ানো এবং জুতা পরা ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

٥٤٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ وَاِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِتَكُنِ الْيُمْنٰى اَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَاٰخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

৫৪২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরবে তখন প্রথমে ডান পায়ে পরবে এবং যখন খুলবে তখন আগে বাম পায়ের জুতা খুলবে, যেন পায়ে দেয়ার সময় ডান পা প্রথমে হয় এবং খোলার সময় শেষে হয়।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ এক পায়ে জুতা পরে হাঁটবে না।

٥٤٣٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَمْشِىْ اَحَدُكُمْ فِىْ نَعْلٍ وَّاحِدَ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا اَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا.

৫৪৩০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের কেউ এক পায়ে জুতা পরে যেন চলাফেরা না করে। সে হয় দু'খানাই খুলে খালি পায়ে হাঁটবে ; নতুবা দু'খানাই পায়ে দিবে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ এক জুতায় দু'টি ফিতা। কেউ কেউ একটি ফিতাকেও জায়েয মনে করেন।

٥٤٣١- عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ نَعْلَ (نَعْلَىْ) النَّبِىِّ ﷺ كَانَ لَهَا (لَهُمَا) قِبَالاَنِ

৫৪৩১. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর জুতায় দু'টি ফিতা ছিল

٥٤٣٢- عَنْ عِيْسَى بْنِ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ اِلَيْنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِنَعْلَيْنِ لَهُمَا قِبَالاَنِ فَقَالَ ثَابِتٌ الْبُنَانِىُّ هٰذِهِ نَعْلُ النَّبِىِّ ﷺ .

৫৪৩২. ঈসা ইবনে তাহমান (র) বলেন, আনাস ইবনে মালেক (রা) এক জোড়া জুতা আমাদের নিকট বের করে আনলেন। জুতা জোড়ার প্রতিটির মধ্যে দু'টি করে রশি ছিল। সাবিত আল-বুনানী (র) বলেন, এটা নবী (স)-এর জুতা।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ লাল চামড়ার তাঁবু।

٥٤٣٣- عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ وَّرَاَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ النَّبِىِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُوْنَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ .

৫৪৩৩. ওয়াহ্ব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসলাম। এ সময় তিনি লাল চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। আমি বিলাল (রা)-কে দেখলাম,

তিনি নবী (স)-এর উযুর বেচে যাওয়া পানি নিয়ে নিলেন। অন্য সব লোকও ঐ পানি কার আগে কে লুফে নেবে সেই চেষ্টায় লিপ্ত। যিনিই ওখান থেকে কিছু পানি পেলেন, তিনি তা আপন মুখে মাখলেন। আর যিনি তার কিছুই পেলেন না, তিনি তাঁর সাথীর হাতের ভিজা জায়গা থেকে মুছে নিলেন।

٥٤٣٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَى الاَنْصَارِ وَجَمَعَهُمْ فِىْ قُبَّةٍ مِّنْ اَدَمٍ .

৫৪৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) মদীনার আনসারগণকে ডেকে পাঠান এবং সবাইকে চামড়ার তাঁবুতে জমায়েত করলেন।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ চাটাই ইত্যাদিতে বসা।

٥٤٣٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَحْتَجِرُ (يُحْتَجِرُ) حَصِيْرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ (عَلَيْهِ) وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَثُوْبُوْنَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهِ حَتّٰى كَثُرُوْا فَاَقْبَلَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ خُذُوْا مِنَ الاَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَاِنَّ اَحَبَّ الاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ مَا دَامَ وَاِنْ قَلَّ .

৫৪৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতের বেলা চাটাই দিয়ে একটি কোঠা বানিয়ে নিতেন এবং (সেখানে) নামায পড়তেন। আর দিনের বেলা তিনি তা বিছিয়ে তাতে বসতেন। অতপর নবী (স)-এর নিকট লোকজন জমা হয়ে তাঁর সাথে নামায পড়তে লাগলো। এমনকি যখন তাঁদের সংখ্যা বেড়ে গেল তখন নবী (স) তাদেরকে বলেন ঃ হে লোক সকল ! এমন আমল অবলম্বন করো, যা করা তোমাদের সাধ্যে কুলায়। এ জন্য যে, আল্লাহ অস্থির হবেন না (প্রতিদান দিতে ক্লান্ত হবেন না)—যে পর্যন্ত তোমরা অস্থির (ক্লান্ত) না হবে। আর আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে অধিক পসন্দীয় আমল হলো সেটি —যা কম হলেও নিয়মিত করা যায়।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার বোতাম যুক্ত পোশাক। মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা মাখরামা (রা) তাঁকে বলেন, হে ছেলে ! আমি খবর পেয়েছি, নবী (স)-এর নিকট কিছু সংখ্যক জুব্বা এসেছে। তিনি সেগুলো বণ্টন করছেন। তাই আমার সাথে তাঁর নিকট চলো। আমরা গিয়ে নবী (স)-কে তাঁর ঘরেই পেলাম। পিতা আমাকে বলেন, বেটা ! নবী (স)-কে আমার জন্য ডাকো। আমার কাছে তা অপসন্দ ঠেকলো। তাই জিজ্ঞেস করলাম, আপনার জন্য বুঝি রসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকবো ? তিনি বলেন, তিনি স্বৈরাচারী নন যে, ডাকে সাড়া দিবেন না। অবশেষে আমি তাঁকে ডাকলাম। তিনি বেরিয়ে আসলেন। এ সময় তাঁর গায়ে মিহি রেশমের একটি জুব্বা ছিল। তাতে সোনার বোতাম লাগানো ছিল। তিনি বলেন, হে মাখরামা ! এটি তোমার জন্য আমি লুকিয়ে রেখেছি। তিনি মাখরামাকে তা দিলেন।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ সোনার আংটি।

٥٤٣٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ سَبْعٍ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ وَالْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَاٰنِيَةِ الْفِضَّةِ وَاَمَرَنَا بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ.

৫৪৩৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো ঃ সোনার আংটি, মোটা রেশম, মিহি রেশম, সূক্ষ্ম রেশম, লাল রংয়ের রেশমী কাপড়ের আসন, 'কাস্সী' কাপড় ও রৌপ্য পাত্র। আর তিনি আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযার অনুগমন করতে, হাঁচিদানকারীর জবাব দিতে, সালামের জবাব দিতে, কারো দাওয়াতে সাড়া দিতে, কসম পূর্ণ করতে এবং মজলুমের সাহায্য করতে।

٥٤٣٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ .

৫৪৩৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

٥٤٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمٰى بِهٖ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ اَوْ فِضَّةٍ .

৫৪৩৮. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার একটি আংটি পরেন এবং তার পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখেন। দেখাদেখি লোকেরাও অনুরূপ সোনার আংটি পরলো। তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং রূপার একটা আংটি বানিয়ে নিলেন।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ রূপার আংটি।

٥٤٣٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيْ بَطْنَ كَفِّهِ وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ فَلَمَّا رَاٰهُمْ قَدِ اتَّخَذُوْهَا رَمٰى بِهٖ وَقَالَ لَا اَلْبَسُهُ اَبَدًا ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ الْفِضَّةِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ حَتّٰى وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ الْفِضَّةُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسَ .

৫৪৩৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) সোনার কিংবা রূপার একটি আংটি পরলেন এবং এর মোহর রাখলেন তাঁর হাতের তালুর দিকে। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল) কথাটি খোদিত ছিল। লোকেরাও অনুরূপ আংটি পরতে লাগলো। তিনি যখন দেখলেন যে, তারাও অনুরূপ আংটি বানিয়েছে, তখন তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, আমি কখনও তা পরবো না। তারপর তিনি রূপার আংটি পরলেন। লোকজনও রূপার আংটি পরা শুরু করলো। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) -এর পর সেই আংটিটি আবু বাকর (রা), তারপর উমার (রা) এবং শেষে উসমান (রা) পরেছিলেন। অতপর উসমান (রা)-এর হাত থেকে এটি 'আরীস' নামক কূপে পড়ে যায়। বহু খোঁজাখুজির পরও তা আর পাওয়া যায়নি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ

٥٤٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ اَلْبَسُهُ اَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪০. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সোনার আংটি পরতেন। তিনি (হারাম হওয়ার পর) তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ আমি তা আর কখনো পরবো না। তখন সবাই নিজ নিজ সোনার আংটিও খুলে ফেলেন।

٥٤٤١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ رَاٰى فِىْ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ يَوْمًا وَّاحِدًا ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ اصْطَنَعُوْا الْخَوَاتِيْمَ مِنْ وَّرِقٍ وَّلَبِسُوْهَا فَطَرَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

৫৪৪১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদিনই রসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে রূপার আংটি দেখেছেন। অতপর লোকেরাও রূপার আংটি তৈরি করালো এবং তা ব্যবহার করতে লাগলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) নিজ আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অতপর লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর।

٥٤٤٢- عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِىُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اَخَّرَ لَيْلَةً صَلٰوةَ الْعِشَاءِ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ قَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَاِنَّكُمْ لَمْ (لَنْ) تَزَالُوْا فِىْ صَلاَةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوْهَا .

৫৪৪২. হুমাইদ (র) বলেন, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স) কি আংটি পরতেন ? তিনি বলেন, একদা তিনি এশার নামায মধ্যরাত পর্যন্ত বিলম্ব করেন। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বসেন। আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতার দিকে

তাকিয়ে রইলাম। তিনি বলেন, লোকেরা নামায পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা যতক্ষণ ধরে নামাযের অপেক্ষায় আছ ততক্ষণ নামাযেই রত আছ।

٥٤٤٣ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ .

৫৪৪৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর আংটি ছিল রূপার তৈরি। এর পাথরও ছিল রূপার।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ লোহার আংটি।

٥٤٤٤ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً يَّقُوْلُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ جِئْتُ اَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مَقَامُهَا قَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ لاَ قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ وَعَلَيْهِ اِزَارٌ مَّا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَكَالَ اُصْدِقُهَا اِزَارِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِزَارُكَ اِنْ لَّبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَاِنْ لَّبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ مُوَلِّيًا فَاَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ سُوْرَةُ كَذَا وَكَذَا السُّوَرِ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

৫৪৪৪. সাহল (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর দরবারে এসে বলল, আমি নিজকে হেবা করতে এসেছি। সে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। নবী (স) তখন তাকে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখলেন এবং মাথা নীচু করে নিলেন। দাঁড়ানো অবস্থায় তার অনেক সময় কেটে গেলে এক ব্যক্তি বলল ঃ আপনার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে তাকে আমার সাথে বিয়ে দিন। নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মোহরানা দেয়ার মতো তোমার নিকট কিছু আছে ? সে বললো, না। তিনি বলেন, বাড়িতে গিয়ে খুঁজে দেখ। লোকটি চলে গেল, অতপর ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কিছুই পেলাম না। তিনি বলেন, আবার যাও এবং তালাশ করে দেখ যদি একটি লোহার আংটিও হয়। লোকটি গিয়ে আবার ফিরে এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! একটি লোহার আংটিও নেই। তার পরনে একটি লুঙ্গি ছিল কিন্তু কোন চাদর ছিল না। সে বললো, আমি আমার লুঙ্গিটিই তাকে মোহরস্বরূপ দিয়ে দিব। নবী (স) বলেন, তোমার লুঙ্গি যদি সে নিয়ে পরে, তবে তোমার গায়ে কিছুই থাকবে না (বিবস্ত্র হয়ে যাবে)। আর যদি তুমি তা পর তাহলে তার গায়ে কিছু রইলো না। সুতরাং লোকটি এক পাশে গিয়ে বসে পড়লো। নবী (স) তাকে চলে যেতে দেখে ডাকার আদেশ করলেন। অতএব তাকে ডাকা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনের কিছু অংশ কি তোমার মুখস্ত আছে ? সে নাম উল্লেখ করে বললো, হাঁ, অমুক

অমুক সূরা মুখস্ত আছে। নবী (স) বলেন ঃ কুরআনের যতটুকু তোমার মুখস্ত আছে, তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির ওপর নকশা খোদিত করা।

٥٤٤٥ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَرَادَ اَنْ يَّكْتُبَ اِلٰى رَهْطٍ اَوْ اُنَاسٍ مِّنَ الْاَعَاجِمِ فَقِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُوْنَ كِتَابًا اِلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنِّيْ بِوَبِيْصِ اَوْ بِبَصِيْصِ الْخَاتَمِ فِيْ اِصْبَعِ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ فِيْ كَفِّهِ .

৫৪৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আজমীদের (অনারবদের) একটি দলের নিকট লিখে পাঠাতে চাইলেন। তাঁকে বলা হলো, তারা পত্রের উপর সীলমোহর যুক্ত না হলে তা গ্রহণ করে না। তখন নবী (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন। তাতে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه অংকিত ছিল। আমি যেন এখনও নবী (স)-এর আঙ্গুলে কিংবা তাঁর হাতের তালুতে ঐ আংটির উজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি।

٥٤٤٦ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ وَّكَانَ فِيْ يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِيْ يَدِ عُثْمَانَ حَتّٰى وَقَعَ بَعْدُ فِيْ بِئْرِ اَرِيْسٍ نَقْشَهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ .

৫৪৪৬. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি নিলেন। এটি তাঁর হাতে ছিল। তাঁর পরে আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলে এটি তাঁর হাতে গেল। তাঁর পরে উমার (রা)-এর হাতে এলো। তাঁর পরে উসমান (রা)-এর আমলে তাঁর হাতে ছিল। শেষ পর্যন্ত এটি (তার সময়ে মদীনার) আরীস নামক কূপে পড়ে গেল। আংটির উপর مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰه অংকিত ছিল।[৯]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরা

٥٤٤٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَنَعَ (اِصْطَفَعَ) النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ اِنَّا قَدْ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ (يَنْقُشَنَّ) عَلَيْهِ اَحَدٌ قَالَ فَاِنِّيْ لَاَرٰى بَرِيْقَهُ فِيْ خِنْصَرِهِ .

৫৪৪৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স) একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং বলেন, আমরা একটি আংটি গ্রহণ করেছি এবং এটির উপর নকশা খোদাই করেছি। আর কেউ যেন নিজ আংটিতে ঐ বাক্য খোদাই না করে। রেওয়ায়াতকারী বলেন, আমি অবশ্যই নবী (স)-এর কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটির চাকচিক্য অবলোকন করেছি।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ কোন জিনিসে সীলমোহর দেয়ার জন্য কিংবা আহলে কিতাব প্রমুখের ঐ নিকট পত্র পাঠানোর জন্য আংটি পরা।

৯. এ আংটি তাদের সবার আমলে সরকারী কাজকর্মে সীলমোহর হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

٥٤٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّكْتُبَ اِلَى الرُّوْمِ قِيْلَ لَهُ اِنَّهُمْ لَنْ يَّقْرَؤُا كِتَابَكَ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْمًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَكَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِهِ فِىْ يَدِهِ .

৫৪৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী (স) রোমান সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র পাঠাতে মনস্থ করলে তাঁকে বলা হলো, মোহরাঙ্কিত না থাকলে রোমানরা আপনার পত্র পড়বে না। সুতরাং তিনি রূপার একটি আংটি গ্রহণ করলেন। তাতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।' আমি যেন তাঁর হাতে সেই আংটির দ্যুতি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে রাখা।

٥٤٤٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِصْطَنَعَ خَاتَمًا مِّنْ ذَهَبٍ وَّيَجْعَلُ (جَعَلَ) فَصَّهُ فِىْ بَطْنِ كَفِّهِ اِذَا لَبِسَهُ فَاصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَرَقِىَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ اِصْطَنَعْتُهُ وَاِنِّىْ لاَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ وَنَبَذَ النَّاسُ وَقَالَ جُوَيْرِيَةُ وَلاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ فِىْ يَدِهِ الْيُمْنٰى .

৫৪৪৯. আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) সোনার একটি আংটি তৈরি করালেন। তিনি সেটি পরলে এর পাথর তাঁর হাতের তালুর দিকে রাখতেন। লোকেরাও সোনার আংটি তৈরি করাল। নবী (স) মিম্বরে উঠলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং ভাষণে বললেন, আমি এ আংটি তৈরি করেছিলাম। কিন্তু এখন আর আমি এটি ব্যবহার করবো না। একথা বলে তিনি আংটিটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লোকেরাও নিজ নিজ আংটি ফেলে দিল। জুওয়াইরিয়া বর্ণনা করেছেন, সম্ভবত রেওয়ায়াতকারী একথাও বলেছেন যে, আংটিটি তাঁর ডান হাতে ছিল।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ কেউ নিজের আংটিতে তাঁর আংটির অনুরূপ নকশা করবে না।

٥٤٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ اِنِّىْ اِتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ وَنَقَشْتُ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلاَ يَنْقُشَنَّ اَحَدٌ عَلٰى نَقْشِهِ .

৫৪৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) রূপার একটি আংটি বানিয়ে নিলেন এবং তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বাক্যটি অংকিত করালেন এবং বললেন, আমি রূপার একটি আংটি বানিয়েছি। তাতে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কথাটি অংকন করেছি। সুতরাং কেউ যেন তার আংটিতে একথাটি অংকন না করায়।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ আংটিতে কি তিন লাইনে নকশা খোদাই করতে হবে ?

٥٤٥١- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلٰثَةَ اَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُوْلُ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ يَدِهِ وَفِيْ يَدِ اَبِيْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيْ يَدِ عُمَرَ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ جَلَسَ عَلٰى بِئْرِ اَرِيْسَ قَالَ فَاَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ قَالَ فَاخْتَلَفْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ .

৫৪৫১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। যখন আবু বাক্‌র (রা) খলীফা হলেন, তখন তিনি আনাস (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন। আর আংটির মোহরের কথাটি তিন লাইনে অংকিত ছিল—'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' লাইনে।

আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, অন্য এক সনদে আনাস (রা) বলেছেন, নবী (স)-এর আংটিটি তাঁর হাতেই ছিল। তাঁর ইনতিকালের পর সেই আংটি আবু বাক্‌র (রা)-এর হাতে আসলো। আবু বাক্‌র (রা)-এর ইন্তিকালের পর উমার (রা)-এর হাতে ছিল। অতপর যখন উসমান (রা)-এর আমল এলো, তখন তিনি 'আরীস' নামক কূপের পাড়ে বসে আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে নাড়াচাড়া করছিলেন। হঠাৎ তা কূপে পড়ে গেল। তিন দিন পর্যন্ত উসমান (রা)-সহ আমরা অনুসন্ধান চালালাম। কূপের সমস্ত পানি বাইরে ফেলে দিলাম কিন্তু তবুও আংটিটি আর পেলাম না।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের আংটি পরা। আয়েশা (রা)-এর কতগুলো সোনার আংটি ছিল।

٥٤٥٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاَتَى النِّسَاءَ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيْمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ .

৫৪৫২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবাদানের আগে নামায আদায় করেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) বলেন, ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) ইবনে জুরাইজের সূত্রে আরো বর্ণনা করেছেন যে, নামায শেষে নবী (স) মহিলাদের নিকট এলেন। তখন তারা বিলাল (রা)-এর কাপড়ে তাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ আংটিগুলো খুলে রেখে দেন।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের হার ও সুগন্ধযুক্ত কাঠের মালা পরিধান করা।

٥٤٥٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تَصَدَّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا .

৫৪৫৩. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) ঈদের দিন বাইরে এসে দুই রাক্আত নামায পড়লেন। এই নামাযের আগেও তিনি নফল নামায পড়েননি এবং পরেও না। অতপর তিনি মহিলাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে সদাকা দান করার হুকুম দিলেন। তখন মহিলারা তাদের নাকের বালী ও গলার মালা দান করে।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ কণ্ঠহার ধার নেয়া।

٥٤٥٤ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لاَسْمَاءَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ طَلَبِهَا رِجَالاً فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسُوْا عَلٰى وُضُوْءٍ وَّلَمْ يَجِدُوْا مَاءً فَصَلُّوْا وَهُمْ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ التَّيَمُّمِ وَعَنْ عَائِشَةَ اِسْتَعَارَتْ مِنْ اَسْمَاءَ .

৫৪৫৪. আয়েশা (রা) বলেন, আসমা (রা)-এর কণ্ঠহার আমার নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। নবী (স) সেটি তালাশ করতে কয়েকজন লোক পাঠান। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত এসে গেল। লোকদের উযু ছিল না। উযু করার পানিও পাওয়া গেল না। তখন তারা বিনা উযুতে নামায পড়েন। এ বিষয়টি তাঁরা নবী (স)-এর নিকট উল্লেখ করলে আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। আয়েশা (রা) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত। তিনি এ হারটি আসমা (রা) থেকে ধার নিয়েছিলেন।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ মহিলার জন্য কানবালা। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মহিলাদেরকে দান-খয়রাত করার জন্য নির্দেশ দেন। আমি তাদেরকে তাদের কান ও গলার দিকে হাত বাড়াতে দেখলাম।

٥٤٥٥ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْعِيْدِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِيْ قُرْطَهَا .

৫৪৫৫. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) ঈদের দিন দুই রাক্আত নামায পড়লেন। না তিনি এর আগে নামায পড়লেন, না এর পরে। অতপর তিনি বিলাল (রা)-সহ মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার হুকুম দেন। তখন তারা নিজেদের কানবালাগুলো খুলে দান করেন।

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের গলার মালা।

٥٤٥٦ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُوْقٍ مِّنْ اَسْوَاقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْصَرَفَ فَانْصَرَفْتُ فَقَالَ اَيْنَ لُكَعُ ثَلاَثًا اُدْعُ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ

عَلِيٌّ يَمْشِيْ وَفِيْ عُنُقِهِ السِّخَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ بِيَدِهِ هٰكَذَا فَالْتَزَمَهُ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحِبُّهُ فَاَحْبِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا قَالَ .

৫৪৫৬. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, মদীনার এক বাজারে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি (সেখান থেকে ফিরে) আসলেন এবং আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছোট্ট বাচ্চাটি কোথায় ? হাসান ইবনে আলীকে ডাকো। তখন হাসান ইবনে আলী (রা) উঠে হেঁটে আসলেন। তাঁর গলায় পুঁতি ইত্যাদির মালা ছিল। নবী (স) আপন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসো। হাসান (রা)-ও তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং দু'জনই দু'জনকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমি তাকে ভালোবাসি, আপনিও তাকে ভালোবাসেন। আর যে লোক তাকে ভালোবাসে আপনি তাকেও ভালোবাসুন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (স) একথা বলেছেন, তারপর থেকে আমার নিকট হাসান ইবনে আলী (রা)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ ছিল না।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব পুরুষ নারীর বেশ এবং যেসব নারী পুরুষের বেশ ধারণ করে।

٥٤٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

৫৪৫৭. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন।[১০]

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নারীর বেশধারী পুরুষকে ঘর থেকে বহিষ্কার করা।

٥٤٥٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ قَالَ فَاَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلَانًا (فُلَانَةً) وَاَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا.

৫৪৫৮. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) নারীদের বেশধারী পুরুষদের এবং পুরুষদের বেশধারী নারীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) অমুককে এবং উমার (রা) অমুককে বের করে দিয়েছেন।

---

১০. পুরুষ কর্তৃক নারীর বেশ এবং নারী কর্তৃক পুরুষের বেশ ধারণ করা হারাম। এটা যেমন পোশাকে, তদ্রূপ সাজসজ্জা, অলঙ্কার, বেশভুষা, চালচলন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও হারাম।

٥٤٥٩- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اَخِيْ اُمِّ سَلَمَةَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِنْ فُتِحَ (فَتَحَ اللّٰهُ) لَكُمْ غَدًا الطَّائِفُ فَاِنِّيْ اَدُلُّكَ عَلٰى بِنْتِ غَيْلاَنَ فَاِنَّهَا تُقْبِلُ بِاَرْبَعٍ وَّتَدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَدْخُلَنَّ هٰؤُلاَءِ عَلَيْكُنَّ .

৫৪৫৯. উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন সেই ঘরে মেয়েলী স্বভাবের এক ব্যক্তিও ছিল। সে উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই আবদুল্লাহ্‌কে বললো, হে আবদুল্লাহ ! যদি আগামীকাল আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তায়েফে বিজয় দান করেন তাহলে আমি তোমাকে গাইলানের এক নারীকে দেখাব, যার সামনে যেতে পেটে চার ভাঁজ পড়ে এবং পেছনে যেতে আট ভাঁজ পড়ে। তখন নবী (স) বলেন, এরা যেন তোমাদের নিকট কখনো আসতে না পারে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, "চার ভাজে আবির্ভূত হয় এবং প্রস্থান করে" অর্থাৎ তার মেদবহুল পেটে চারটি ভাজ পড়ে এবং সে তৎসহ আবির্ভূত হয়। "সে আট আট ভাজে প্রস্থান করে" অর্থাৎ ঐ চার ভাজের আটটি প্রান্তসহ প্রস্থান করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ গোঁফ কেটে ফেলা। ইবনে উমার (রা) এমনভাবে তাঁর গোঁফ কাটতেন যে, চামড়ার শুভ্রতা দেখা যেতো এবং তিনি দাড়ি ও গোঁফের মাঝখানের চুলও কেটে ফেলতেন।

٥٤٦٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, গোঁফ কেটে ফেলা মানুষের স্বভাবের ফিতরাতের অন্তর্গত।

٥٤٦١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً الْفِطْرَةُ خَمْسٌ اَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْاِسْتِحْدَادُ نَتْفُ الْاِبِطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। ফিতরাত (স্বভাব) হলো পাঁচটি জিনিস কিংবা পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ কেটে ফেলা।

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নখ কাটা।

٥٤٦٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ .

৫৪৬২. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা, নখ কাটা এবং গোঁফ কাটা ফিতরাতের অন্তর্গত।

٥٤٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْاَسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ .

৫৪৬৩. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, ফিতরাত হলো পাঁচটি কাজ ঃ খতনা করা, (নাভীর নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, মোচ কাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা।

٥٤٦٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ وَفِّرُوْا اللُّحٰى وَاَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلٰى لِحْيَتِهٖ فَمَا فَضَلَ اَخَذَهُ .

৫৪৬৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত করো, দাড়ি বড় রাখ ও মোচ কেটে ফেল। ইবনে উমার (রা) যখন হজ্জ কিংবা উমরা করতেন, তখন তিনি দাড়ির চুল মুষ্টিবদ্ধ করে ধরতেন এবং মুষ্টির বাইরের অংশ কেটে ফেলতেন।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি বাড়ানো। 'আফাও' অর্থ বর্ধিত করো। তাদের মাল বর্ধিত হয়েছে।

٥٤٦٥- عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوْا اللُّحٰى.

৫৪৬৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা মোচ কেটে ফেল এবং দাড়ি বড় করো।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ বার্ধক্য সম্পর্কিত বর্ণনা।

٥٤٦٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسًا اَخَضَبَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ اِلاَّ قَلِيْلاً .

৫৪৬৬. মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) বলেছেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (স) কি খেযাব লাগিয়েছিলেন ? তিনি বলেন, নবী (স)-এর মাত্র কয়েক গাছি চুল সাদা হয়েছিল।

٥٤٦٧- عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ اَنَسٌ عَنْ خِضَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضُبُ لَوْ شِئْتُ اَنْ اَعُدَّ شَمَطَاتِهٖ فِىْ لِحْيَتِهٖ .

৫৪৬৭. সাবিত (র) বলেন, আনাস (রা)-কে নবী (স)-এর খেযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, নবী (স)-এর চুল খেযাব ব্যবহার করার মত সাদা হয়নি। আমি তাঁর দাড়ির সাদা চুল গোনতে চাইলে তা অনায়াসে গোনতে পারতাম।

٥٤٦٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ اَرْسَلَنِىْ اَهْلِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِّنْ مَّاءٍ وَقَبَضَ اِسْرَائِيْلُ ثَلٰثَ اَصَابِعَ مِنْ قُصَّةٍ فِيْهِ شَعَرٌ مِّنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ اِذَا اَصَابَ الْاِنْسَانَ عَيْنٌ اَوْ شَيْءٌ بَعَثَ اِلَيْهَا مِخْضَبَهُ فَاطَّلَعْتُ فِى الْجُلْجُلِ (الْجُلْجُلِ) فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا .

৫৪৬৮. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমার পরিবারের লোকজন এক পেয়ালা পানি দিয়ে আমাকে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পাঠায়। (বর্ণনাকারী) ইসরাইল উম্মু সালামার নিকট রক্ষিত একটি রূপার পেয়ালা থেকে তিন কোশ পানি নিলেন। এ পানিতে নবী (স)-এর কয়েক গাছি চুল ছিল। কোন লোকের উপর বদনযর লাগলে কিংবা তার কোন রোগকষ্ট হলে সে উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট পানির পাত্র পাঠিয়ে দিত। (উসমানের বর্ণনা) আমি সেই পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে কয়েকগাছি লাল চুল দেখতে পেয়েছি।

٥٤٦٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَاَخْرَجَتْ اِلَيْنَا شَعَرًا مِّنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوْبًا - وَعَنِ ابْنِ مَوْهَبٍ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ اَرَتْهُ شَعَرَ النَّبِيِّ ﷺ اَحْمَرَ .

৫৪৬৯. উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি নবী (স)-এর কয়েক গাছি খেযাবকৃত চুল বের করে আনলেন। অন্য সূত্রে ইবনে মাওহাব (র) থেকে বর্ণিত। উম্মু সালামা (রা) ইবনে মাওহাবকে নবী (স)-এর কয়েকগাছি লাল চুল দেখান।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ খেযাব সম্পর্কে।

٥٤٧٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى لاَ يَصْبُغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ .

৫৪৭০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন, ইহূদী ও খৃস্টানরা চুল রঞ্জিত করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত করো।[১১]

---

১১. এ হাদীসে চুল-দাড়ি সাদা হলে রং করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কোন রংয়ের উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীস অনুযায়ী একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই একদল আলেম কালো খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেছেন, চেহারা যৌবনসুলভ ও তাজা থাকা পর্যন্ত যুবা বয়সে আমরা কালো খেযাব ব্যবহার করতাম। আর চেহারা ভেঙ্গে গেলে এবং দাঁত খসে পড়লে বার্ধক্যে আমরা কালো খেযাব দেয়া পরিহার করতাম।" সাহাবীগণের মধ্যে হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা), উকবা ইবনে আমের (রা), উসমান ইবনে আফফান (রা), আবু হুরাইরা (রা), জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা), হাসান (রা) এবং হুসাইন (রা) কালো খেযাব ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোঁকড়ানো চুল।

٥٤٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ وَلَيْسَ بِالْاَبْيَضِ الاَمْهَقِ وَلَيْسَ بِالاَدَمِ وَلَيْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِيْنَ وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَلٰى رَاْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً وَلَيْسَ فِىْ رَاْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ .

৫৪৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) উচ্চতায় অতি লম্বাও ছিলেন না, অতি বেঁটেও ছিলেন না। তিনি বিলকুল সাদাও ছিলেন না, পিঙ্গল বর্ণও ছিলেন না। তাঁর চুল পুরোপুরি কোঁকড়ানোও ছিল না, একেবারে সোজাও ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁকে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়াত দান করেন। তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশ বছর ছিলেন। আল্লাহ তাআলার হুকুমে ষাট বছর বয়সে তাঁর ওফাত হয়। এ সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা ও দাড়িতে কুড়িটি সাদা চুলও ছিল না।[১২]

٥٤٧٢- عَنِ الْبَرَاءِ يَقُوْلُ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا اَحْسَنَ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِىْ عَنْ مَالِكٍ اَنَّ جُمَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيْبًا مِّنْ مَّنْكِبَيْهِ قَالَ اَبُوْ اِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ مَّا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ اِلاَّ ضَحِكَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ شَعْرُهُ يَبْلُغُ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ .

৫৪৭২. বারাআ (রা) বর্ণনা করেন, আমি লাল চাদর পরিহিত অবস্থায় নবী (স)-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কাউকে দেখিনি। (ইমাম বুখারী বলেন), আমার কোন এক বন্ধু মালেক (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেত। আবু ইসহাক (র) বলেন, আমি বারাআ (রা)-কে এ হাদীস একাধিকবার বর্ণনা করতে শুনেছি। যখনই তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখনই হেসেছেন। শোবা (র) বলেন, তাঁর চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

٥٤٧٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُرَانِىْ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَاَيْتُ رَجُلاً اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ رَجُلاً مِّنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِىَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى رَجُلَيْنِ اَوْ عَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ وَاِذَا

---

১২. মহানবী (স)-এর জীবনীকার ও ইতিহাসবিদদের সর্বসম্মত রায় হলো—তিনি ৬৩ বছর বয়সে ওফাত পান। তিনি ১৩ বছর মক্কায় এবং ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন। এখানে জন্ম, নবুয়াত প্রাপ্তি ও মৃত্যু সালের ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হয়নি।

اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقِيْلَ الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ .

৫৪৭৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক রাতে কাবা ঘরের কাছে আমি গমের বর্ণের মতো একজন সুন্দর পুরুষকে স্বপ্নে দেখতে পাই। তাঁর মতো সুন্দর মানুষ তোমরা দেখনি। তাঁর চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল এবং তিনি এতো সুন্দর ছিলেন যে, তাঁর মতো সুন্দর চুলওয়ালা তোমরা কাউকে দেখনি। তাঁর চুলগুলো আঁচড়ানো ছিল। চুল থেকে যেন পানি টপকে পড়ছে। তিনি দুইজন লোকের উপর ভর করে কিংবা বলেছেন, দুইজন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে কাবার তাওয়াফ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলা হলো, ইনি মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ (আ)। পরেই আমি আরেকটি লোক দেখলাম, তার চুল কোঁকড়ানো, ডান চোখ কানা, যেন তা আঙ্গুরের মত বেরিয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে ? বলা হলো, মসীহ দাজ্জাল।

٥٤٧٤ـ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল তাঁর ঘাড় পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٥ـ عَنْ اَنَسٍ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَنْكِبَيْهِ .

৫৪৭৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর মাথার চুল (কখনও কখনও) তাঁর দু' কাঁধ পর্যন্ত এসে যেতো।

٥٤٧٦ـ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ شَعَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجِلاً لَيْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الْجَعْدِ بَيْنَ اُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

৫৪৭৬. কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-এর চুল না অধিক কোঁকড়ানো ছিল, না একেবারে সোজা ছিল, বরং এ দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল এবং তা তাঁর উভয় কান ও ঘাড়ের মাঝ বরাবর ঝুলন্ত ছিল।

٥٤٧٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ شَعَرُ النَّبِيِّ ﷺ رَجِلاً لاَّ جَعْدُ وَلاَ سَبِطَ .

৫৪৭৭. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত ছিল লম্বা ও মাংশল। তাঁর মত এমনটি আমি আর কারো হাত দেখিনি। নবী (স)-এর চুল ছিল ঢেউ খেলানো, না অতি কোঁকড়ানো, আর না একেবারে সোজা।

٥٤٧٨ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ضَخْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَكَانَ بَسِطَ (سَبِطَ) الْكَفَّيْنِ .

৫৪৭৮. আনাস (রা) বলেন, নবী (স)-এর উভয় হাত-পা সুঠাম ও মাংশল ছিল। তাঁর চেহারা মোবারক এমন সুন্দর ছিল যে, আমি আগে-পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। তাঁর হাতের তালু ছিল মসৃণ।

٥٤٧٩ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَوْ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَعَنْ اَنَسٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ شَثْنَ الْقَدَمَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ وَعَنْ اَنَسٍ اَوْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ ضَخْمَ الْكَفَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَمْ اَرَ بَعْدَهُ شِبْهًا لَهُ .

৫৪৭৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) কিংবা আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পা দু'টি ছিল সুঠাম। তাঁর চেহারা এত সুন্দর-সুশ্রী ছিল যে, তাঁর মত এমনটি আমি আর দেখিনি। আরেক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় পা ও পাঞ্জা গোশতে পুরু ছিল। অন্য একটি সনদে আনাস (রা) কিংবা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর উভয় হাত-পা লম্বা ও মাংশল ছিল। তাঁর পরে তাঁর অনুরূপ আমি আর কাউকে দেখিনি।

٥٤٨٠ـ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوْا الدَّجَالَ فَقَالَ اِنَّهُ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ اَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلٰكِنَّهُ قَالَ لَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَانْظُرُوْا اِلٰى صَاحِبِكُمْ وَاَمَّا مُوْسٰى فَرَجُلٌ اٰدَمُ جَعْدٌ عَلٰى جَمَلٍ اَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ اِذَا انْحَدَرَ فِى الْوَادِىْ يُلَبِّىْ .

৫৪৮০. মুজাহিদ (র) বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। লোকজন দাজ্জালের কথা উল্লেখ করলো। একজন বললো ঃ দাজ্জালের দুই চোখের মাঝ বরাবর আরবীতে কাফির শব্দ লেখা থাকবে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি তাঁকে কখনো একথা বলতে শুনিনি। তবে নবী (স) বলেছেন, যদি ইবরাহীম (আ)-কে দেখতে হয়, তাহলে তোমাদের এই সাথীর (অর্থাৎ আমার) দিকে তাকাও। আর মূসা (আ) হবে গমের বর্ণধারী, কোঁকড়ানো চুলওয়ালা, লাল উটের পিঠে আরোহণকারী। আমি যেন তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছি। তিনি উপত্যকায় অবতরণকালে লাব্বাইক বলবেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আঠালো জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড়ো করা।

٥٤٨١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُوْلُ مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلَا تَشَبَّهُوْا بِالتَّلْبِيْدِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُلَبِّدًا .

৫৪৮১. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি, যে লোক মাথার চুলের জট পাকিয়েছে সে যেন তা মুড়িয়ে ফেলে। আর তোমরা

তালবীদকারীদের মত চুল জট পাকিও না। ইবনে উমার (রা) বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ো করতে দেখেছি।[১৩]

٥٤٨٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لاَ يَزِيْدُ عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ .

৫৪৮২. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে চুল জড়ানো অবস্থায় লাব্বাইক বলতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন ঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা।" হে প্রভু ! আমি হাযির ! হাযির !! তোমার কোন শরীক নেই। হাযির আমি। সকল প্রশংসা, নিয়ামত এবং রাজত্ব-কর্তৃত্ব কেবল তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।" একথাগুলোর অধিক তিনি আর কিছু বলেননি।

٥٤٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ اِنِّىْ لَبَّدْتُ رَأْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدْيِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ.

৫৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে নবী পত্নী হাফসা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! কি ব্যাপার, লোকজন উমরার ইহ্রাম খুলে ফেলেছে, অথচ আপনি আপনার উমরার ইহ্রামমুক্ত হননি ? তিনি বলেন, আমি আমার মাথার চুলগুলোকে জমিয়ে নিয়েছি এবং আমার কুরবানীর পশুর গলায় 'কালাদা' পরিয়েছি।[১৪] তাই তা কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহ্রামমুক্ত হবো না।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটা।

٥٤٨٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ اَشْعَارَهُمْ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرِقُوْنَ رُؤُسَهُمْ فَسَدَلَ النَّبِيُّ ﷺ نَاصِيَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

৫৪৮৪. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কোন ব্যাপারে কোন বিধান নাযিল না হওয়া অবধি, সে ব্যাপারে নবী (স) আহলে কিতাবদের অনুসরণে কাজ করতে পসন্দ করতেন। আহলে

---

১৩. রসূলুল্লাহ (স) যে বছর হজ্জ করেন, সে সময় তাঁর মাথায় বাবরি চুল ছিল। তাওয়াফ করতে অসুবিধা হওয়ার কারণে তিনি আঠাল জিনিস দ্বারা তাঁর মাথার চুল জড়ো করেছিলেন। এটাকেই তালবীদ বলে। তাই কেবল বাবরি চুলওয়ালার ইহ্রাম অবস্থায় তালবীদ করা মুস্তাহাব, ইহ্রামের বাইরে মাকরূহ। এ কারণে হাদীসে ইহ্রামের বাইরে জটাধারী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি মাথায় জটা বানায় তা যেন মুড়িয়ে ফেলা হয়।

১৪. 'কালাদা' (মালা) পরানো অর্থাৎ কুরবানীর পশুকে বিশেষভাবে সাজানো, যাতে দেখলেই বুঝা যায় যে, এটি কুরবানীর পশু।

কিতাব তাদের মাথার চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে দিত এবং মুশরিকরা চুলগুলো দুই ভাগ করে রাখতো। নবী (স) তাঁর চুলগুলো ছেড়ে ঝুলিয়ে রাখেন, পরে সিঁথি কাটেন।

٥٤٨٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

৫৪৮৫. আয়েশা (রা) বলেন, আমি যেন নবী (স)-এর সিঁথির মধ্যে সুগন্ধির চমক দেখতে পাচ্ছি। অথচ তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ কেশগুচ্ছ বা বেণি।

٥٤٨٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِيْ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَهَا فِيْ لَيْلَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ.

৫৪৮৬. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা)-এর নিকট ছিলাম। ঐ রাতে রসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁর নিকট ছিলেন। রসূলুল্লাহ (স) রাতে নামায পড়তে দাঁড়ান। আমিও উঠে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। নবী (স) আমার কেশগুচ্ছ ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান।

٥٤٨٧- عَنْ بِشْرٍ بِهٰذَا وَقَالَ بِذُؤَابَتِيْ أَوْ بِرَأْسِيْ .

৫৪৮৭. আবু বিশর (র) উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, তিনি আমার দুই গুচ্ছ কেশ বা মাথা ধরেন।

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ মাথার চুল আংশিক কেটে ফেলা এবং আংশিক রেখে দেয়া।

٥٤٨٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ (حُلِقَ) الصَّبِيُّ وَتَرَكَ (تُرِكَ) هٰهُنَا شَعَرَةً وَهٰهُنَا وَهٰهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيْلَ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِيْ هٰكَذَا قَالَ الصَّبِيِّ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلٰكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُّتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَّلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هٰذَا أَوْ هٰذَا.

৫৪৮৮. ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কাযাআ নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। উবাইদুল্লাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কাযাআ কি ? উবাইদুল্লাহ (র) আমাদেরকে ইশারা করে বলেন, নাফে (র) বলেছেন, শিশুর মাথা কামানোর সময় এখানে-সেখানে অকর্তিত চুল রেখে দেয়া। একথা বলে উবাইদুল্লাহ (র) তাঁর কপাল ও মাথার দুই পাশের

দিকে ইশারা করে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। উবাইদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ছেলে ও মেয়ের ব্যাপারে কি হুকুম ? তিনি বলেন, আমি জানি না। এভাবে নাফে কেবল ছেলে শব্দই উল্লেখ করেছেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ছেলের সম্মুখ ভাগের এবং গর্দানের চুল কামিয়ে ফেলায় কোন ক্ষতি নেই। তবে কাযাআ হলো— কপালের উপরে মাথার সম্মুখ ভাগে চুল রেখে দেয়া এবং এছাড়া মাথার বাকি অংশে কোন চুল না রাখা। মাথার চুল অর্ধেক কামিয়ে ফেলা আর অর্ধেক রেখে দেয়াও কাযাআর অন্তর্ভুক্ত।

٥٤٨٩ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْقَزَعِ .

৫৪৮৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) কাযাআ নিষিদ্ধ করছেন।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খোশবু লাগানো।

٥٤٩٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِيَدِىْ لِحُرْمِهِ وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ اَنْ يُّفِيْضَ .

৫৪৯০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি নিজ হাতে নবী (স)-কে ইহরাম বাঁধার সময় খোশবু লাগিয়েছি এবং তাওয়াফে ইফাদার আগে মিনায়ও খোশবু লাগিয়েছি।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ চুল-দাড়িতে খোশবু দেয়া।

٥٤٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِىَّ ﷺ بِاَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتّٰى اَجِدَ وَبِيْصَ الطِّيْبِ فِىْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ .

৫৪৯১. আয়েশা (রা) বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা পেতাম, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে লাগাতাম, এমনকি আমি তাঁর মাথা ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পাই।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ চুল আচড়ানো।

٥٤٩٢ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ دَارِ النَّبِىِّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرٰى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْاَبْصَارِ .

৫৪৯২. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর ঘরে ছিদ্রপথ দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স) মিদরা (এক জাতীয় চিরুনী) দিয়ে তাঁর মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি মেরেছ তাহলে আমি এটি তোমার চোখে ঢুকিয়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই অনুমতি নেয়ার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১৫]

---

১৫. এভাবে উঁকি মেরে কারো ঘরে দেখা নিষেধ। অনুমতি নিয়ে সরাসরি ঘরে গিয়ে কাজ সারতে হবে।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাথায় চিরুনী করা।

٥٤٩٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا حَائِضٌ .

৫৪৯৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় রসূলুল্লাহ (স)-এর মাথার চুল আচড়ে দিতাম। অন্য এক সনদে আয়েশা (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ ডান পাশ থেকে চুল আচড়ানো শুরু করা।

٥٤٩٤- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ تَرَجُّلِهِ وَوُضُوْئِهِ .

৫৪৯৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) মাথায় চিরুনী করতে এবং উযু করতে যথাসাধ্য ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।[১৬]

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ কস্তুরী সম্পর্কে।

٥٤٩٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهُ اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِيْ وَاَنَا اَجْزِيْ بِهِ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ .

৫৪৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বনী আদমের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্যই। কেবল রোযা এর ব্যতিক্রম। কেননা রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দিব। আর রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট কস্তুরীর চেয়েও বেশী সুবাসপূর্ণ।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু লাগানো মুস্তাহাব।

٥٤٩٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ اِحْرَامِهِ بِاَطْيَبِ مَا اَجِدُ.

৫৪৯৬. আয়েশা (রা) বলেন, আমার নিকট সহজলভ্য যে উত্তম খোশবু থাকতো, আমি তা নবী (স)-এর গায়ে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় লাগাতাম।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ খোশবু ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত।

٥٤٩٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ .

৫৪৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কখনো খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না এবং তাঁর জানামতে নবী (স)-ও খোশবু ফিরিয়ে দিতেন না।[১৭]

---

১৬. যে কোন কাজ ডান থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। তবে মসজিদে ঢুকতে ডান পা এবং মসজিদ হতে বের থেকে বাম পা আগে দিতে হয় এবং পায়খানা-পেশাবখানায় তার বিপরীত করতে হয়।

১৭. অর্থাৎ কেউ তাঁকে খোশবু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন, ফিরিয়ে দিতেন না।

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ 'যারীরা' নামীয় খোশবু।

٥٤٩٨- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِىْ بِذَرِيْرَةٍ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْاِحْرَامِ .

৫৪৯৮. আয়েশা (রা) বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ে নিজ হাতে ইহরাম বাঁধা ও খোলার সময় 'যারীরা' নামীয় খোশবু লাগিয়েছি।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু করে ফাঁক সৃষ্টি করা।

٥٤٩٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

৫৪৯৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীর উপর, যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়, যারা কপাল প্রশস্ত করার জন্য কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু ও ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তার উপর লা'নত করবো না। কেননা আল্লাহ্র কিতাবে আছে ঃ "যা কিছু রসূল তোমাদেরকে দেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে নিষেধ করেন, তা পরিহার করো।"
–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ পরচুলা লাগানো।

٥٥٠٠- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِىْ سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُوْلُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعَرٍ كَانَتْ بِيَدِ حَرَسِىٍّ اَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ وَيَقُوْلُ اِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০০. হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জের বছর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-কে মিম্বরের উপর (সাধারণ সমাবেশে) বলতে শুনেছেন। তিনি তাঁর দেহরক্ষীর হাত থেকে একগুচ্ছ চুল হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের আলেমগণ কোথায় ? আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে পরচুলার ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে শুনেছি। আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, বনী ইসরাঈল ধ্বংস হয়েছে ঠিক তখন, যখন তাদের নারীরা পরচুলা ধারণ করেছে। অপর এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং নিজেরাও লাগায়, আর যারা দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং করায়।

٥٥٠١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْاَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَاَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَاَرَادُوْا اَنْ يَّصِلُوْهَا فَسَاَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মদীনার এক আনসার যুবতী বিবাহ করার পর রোগাক্রান্ত হয়। ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। পরিবারের লোকেরা তার মাথায় পরচুলা লাগাতে চাইলেন এবং এ ব্যাপারে নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে পরচুলা লাগায়, তাদের উভয়কে আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন।

٥٥٠٢- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ امْرَاَةً جَاءَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَنْكَحْتُ ابْنَتِيْ ثُمَّ اَصَابَهَا شَكْوٰى فَتَمَرَّقَ (تَمَزَّقَ) رَاْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِيْ بِهَا اَفَاَصِلُ رَاْسَهَا (شَعَرَهَا) فَسَبَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

৫৫০২. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসে বললো, আমি আমার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছি। অতপর সে রোগাক্রান্ত হলে তার মাথার চুলগুলো ঝরে যায়। এখন তার স্বামী তার প্রতি কোন আকর্ষণ বোধ করে না। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগিয়ে দিব ? রসূলুল্লাহ (স) মন্দ বললেন ঃ যে নারী অন্যের মাথায় পরচুলা লাগায় এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে।

٥٥٠٣- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

৫৫০৩. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নারী নিজে তা ব্যবহার করে, নবী (স) উভয়কে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে তা লাগায়, যে অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নিজে উলকি আঁকায় আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে অভিসম্পাত করেছেন।

٥٥٠٥- عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِيْنَةَ اٰخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَاَخْرَجَ كُبَّةً مِّنْ شَعَرٍ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى اَحَدًا يَفْعَلُ هٰذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ الزُّوْرَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ فِي الشَّعْرِ .

৫৫০৫. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন, মুয়াবিয়া (রা) শেষবার যখন মদীনায় আসলেন, তিনি আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন। তিনি এক গোছা চুল বের করে বলেন, ইহূদী ভিন্ন আর কাউকে আমি এ কাজ করতে (পরচুলা ব্যবহার করতে) দেখিনি। নিসন্দেহে নবী (স) একে (পরচুলা ব্যবহারকে) প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রূ উপড়ে ফেলা।

٥٥٠٦- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ لَعَنَ عَبْدُ اللّٰهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَتْ اُمُّ يَعْقُوْبَ مَاهٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَا لِيْ لاَاَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَفِيْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَتْ وَاللّٰهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَابَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللّٰهِ لَئِنْ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ مَااٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

৫৫০৬. আলকামা (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) লা'নত করলেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, (কপাল প্রশস্ত করার জন্য) যারা কপালের উপরিভাগের চুলগুলো উপড়ে ফেলে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে আল্লাহ্র সৃষ্টিকে বদলে দেয়। তখন উম্মু ইয়াকূব জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন ? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে রসূলুল্লাহ (স) লা'নত করেছেন এবং আল্লাহ্র কিতাবেও (তাই আছে)? উম্মু ইয়াকূব (রা) বলেন, আমি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছি, কিন্তু তাতে তো এটা পেলাম না। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যদি তুমি কুরআন পড়তে তবে আল্লাহ্র কসম ! তুমি তাতে এটা অবশ্যই পেতে ঃ "রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা আঁকড়ে ধর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক"–(সূরা আল-হাশর ঃ ৭)।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী পরচুলা লাগায়।

٥٥٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫০৭. ইবনে উমার (রা) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে লাগায়, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা উৎকীর্ণ করায়—এদের সকলকে নবী (স) লা'নত করেছেন।

٥٥٠٨- عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ سَاَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَتِيْ اَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَاِنِّيْ زَوَّجْتُهَا اَفَاَصِلُ فِيْهِ فَقَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ .

৫৫০৮. আসমা (রা) বলেন, এক মহিলা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মেয়েটি হামে আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তার মাথার চুল ঝরে গেছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। আমি কি তার মাথায় পরচুলা লাগাতে পারি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যে নিজে পরচুলা লাগায়, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন।

٥٥٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ يَعْنِىْ لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ

৫৫০৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি কিংবা নবী (স) ইরশাদ করেছেন, যে নারী অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে নারী তা করায়, যে নারী পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে লাগায় অর্থাৎ নবী (স) এসব নারীকে লা'নত করেছেন।

٥٥١٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَا لِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

৫৫১০. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা লা'নত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অপরের অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যারা তা করায়, যারা কপালের উপরিভাগের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য ঘষে দাঁত সরু ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বদলে দেয়। অতপর আমি কেন তাকে লা'নত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহ্র কিতাবেও আছে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী উলকি উৎকীর্ণ করে।

٥٥١١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَنَهٰى عَنِ الْوَشْمِ .

৫৫১১. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বদনযর লাগা সত্য। তিনি অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।

٥٥١٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ اُمِّ يَعْقُوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مِثْلَ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ .

৫৫১২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইবনে আবেস উম্মু ইয়াকূব থেকে আবদুল্লাহর হাদীসটি মানসূরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥١٣- عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ رَاَيْتُ اَبِىْ فَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

৫৫১৩. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (র) বলেন, আমি আমার আব্বাকে বলতে শুনেছি, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন এবং সূদখোর, সূদদাতা, অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণকারী নারী এবং যে নারী তা করায় এদের সকলকে লানত করেছেন।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে নারী নিজ দেহে উলকি উৎকীর্ণ করায়।

٥٥١٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُتِىَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَامَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْوَشْمِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَا سَمِعْتُ قَالَ مَا سَمِعْتَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ.

৫৫১৪. আবু হুরাইরা (রা) বলেন, উমার (রা)-এর নিকট দেহে উলকি উৎকীর্ণকারী এক নারীকে আনা হলো। উমার (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, উলকি উৎকীর্ণ করার ব্যাপারে নবী (স) থেকে কে কি শুনেছ ? আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন ! আমি শুনেছি। উমার (রা) জিজ্ঞেস করেন, কি শুনেছ ? আমি বললাম, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, কোন নারী যেন অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ না করে এবং না করায়।

٥٥١٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

৫৫১৫. ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) এমন নারীকে লানত করেছেন, যে পরচুলা লাগানোর কাজ করে এবং যাকে তা লাগায়, যে নারী অপরের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়।

٥٥١٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ مَالِىْ لاَ اَلْعَنُ مَنْ لَّعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ .

৫৫১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন এমন সব নারীকে যারা অন্যের দেহে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে তা করায়, যারা কপালের উপরের চুল উপড়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্য বর্দ্ধনের জন্য দাঁত ঘষে সরু ও ফাঁক করে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনে। আমি কেন তাকে লানত করবো না, যাকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (স) লানত করেছেন এবং যা আল্লাহ্‌র কিতাবেও আছে।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ ছবি।

٥٥١٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَّلاَ تَصَاوِيْرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ

৫৫১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু তালহা (রা) বলেন, নবী (স) বলেছেন, ফেরেশতাগণ সেই ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে রয়েছে কুকুর এবং সেই ঘরেও না যাতে আছে প্রাণীর ছবি। অন্য সূত্রে ইবনে আব্বাস (রা) আবু তালহা (রা) থেকে বলেন, আমি নবী (স) থেকে শুনেছি।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতার শাস্তিভোগ।

٥٥١٨- عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوْقٍ فِىْ دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ فَرَاٰى فِىْ صُفَّتِهِ تَمَاثِيْلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ .

৫৫১৮. মুসলিম (র) বলেন, আমরা মাসরূকসহ ইয়াসার ইবনে নুমাইর-এর ঘরে ছিলাম। মাসরূক তাঁর ঘরের উচ্চ সমতলে কতগুলো ছবি দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগকারী হবে ছবি নির্মাতাগণ।

٥٥١٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ .

৫৫১৯. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, যারা এসব ছবি তৈরি করবে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ ছবি ভেঙ্গে ফেলা।

٥٥٢٠- عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِىْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ (تَصَاوِيْرُ) اِلاَّ نَقَضَهُ .

৫৫২০. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী (স) আপন গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিস পেলেই তা ভেঙ্গে ফেলতেন।

٥٥٢١- عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ فَرَاٰى اَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ

كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا حَبَّةً وَّلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِّنْ مَّاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتّٰى بَلَغَ اِبْطَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ .

৫৫২১. আবু যুরআ (র) বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর সাথে মদীনার এক বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনি দেখতে পেলেন, এক ব্যক্তি গৃহের উপরিভাগে ছবি অংকন করছে। তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, (আল্লাহ তাআলা বলেন), আমার সৃষ্টির মতো যে লোক কোন প্রাণী সৃষ্টি করতে যায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে ? তাহলে তারা একটি শস্যদানা এবং একটি অণু সৃষ্টি করুক তো দেখি। আবু হুরাইরা (রা) পানির পাত্র আনালেন এবং বগল পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে তাঁর উভয় হাত ধৌত করলেন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু হুরাইরা ! আপনি কি রসূলুল্লাহ (স) থেকে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন ? তিনি বলেন, অলংকার পরার চূড়ান্ত জায়গা পর্যন্ত ধৌত করতে হবে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিস পদদলিত করা হয় তা ছবিযুক্ত হলে।

٥٥٢٢ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِّيْ عَلٰى سَهْوَةٍ لِّيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَتَكَهُ وَقَالَ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ قَالَتْ فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً اَوْ وِسَادَتَيْنِ .

৫৫২২. আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) (তাবুক) সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার ঘরের দরযায় বা আঙ্গিনায় একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। তাতে প্রাণীর প্রতিকৃতি ছিল। রসূলুল্লাহ (স) এটি দেখে ছিঁড়ে ফেলেন এবং বলেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোক, যারা আল্লাহ্র সৃষ্ট জিনিসের নকল করে। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আমি সেই পর্দাটি দিয়ে একটি কিংবা দু'টি আসন তৈরি করে নেই।

٥٥٢٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَّعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ .

৫৫২৩. আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) এক সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি দরজায় একটি পর্দা টানিয়ে রেখেছিলাম, তা ছবিযুক্ত ছিল। নবী (স) আমাকে তা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমি তা নামিয়ে ফেললাম। আমি এবং নবী (স) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ছবিযুক্ত বিছানায় বসতে পসন্দ করে না।

٥٥٢٤ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقُلْتُ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مِمَّا اَذْنَبْتُ قَالَ مَا هٰذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا

وَتَوَسَّدَهَا قَالَ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ .

৫৫২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি গদি বা আসন খরিদ করলেন। নবী (স) এটি দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আমি বললাম, আমি আল্লাহ্‌র দরবারে আমার গুনাহ থেকে তওবা করছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ গদিটি কেন ? আমি বললাম, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তিনি বলেন, এসব ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, যে জিনিস তোমরা বানিয়েছ, তাতে জীবন দান করো। ফেরেশতারা কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যাতে প্রাণীর ছবি থাকে।

٥٥٢٥- عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ الصُّوْرَةُ قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكٰى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَاِذَا عَلٰى بَابِهِ سِتْرٌ فِيْهِ صُوْرَةٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللّٰهِ رَبِيْبِ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْاَوَّلِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْهُ حِيْنَ قَالَ اِلاَّ رَقْمًا فِىْ ثَوْبٍ .

৫৫২৫. রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী আবু তালহা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় রহমতের ফেরেশতা যে ঘরে প্রাণীর ছবি আছে, সে ঘরে প্রবেশ করেন না। বুসর (র) বলেন, অতপর যায়েদ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাকে দেখতে গেলাম। তাঁর ঘরের দরযায় ছবিযুক্ত একখানা পর্দা লটকানো ছিল। নবী পত্নী মায়মূনা (রা)-এর প্রতিপালিত উবাইদুল্লাহকে আমি বললাম, যায়েদ কি গত পরশু আমাদের নিকট ছবি সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেননি ? উবাইদুল্লাহ বলেন, তিনি যখন বলেছিলেন, তখন তুমি কি শোননি যে, তিনি কাপড়ে লতাপাতার নকশী করার কথা বাদ দিয়েই বলেছিলেন ?

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া মাকরূহ।

٥٥٢٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنِّىْ فَاِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِىْ فِىْ صَلاَتِىْ .

৫৫২৬. আনাস (রা) বলেন, আয়েশা (রা)-এর একখানা পর্দা ছিল। এটি তিনি তাঁর ঘরের এক পাশে লটকিয়ে দিয়েছিলেন। নবী (স) তাঁকে বলেন, পর্দাটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে ফেল। এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাধার সৃষ্টি করে।[১৮]

---

১৮. এগুলো প্রাণীর ছবি ছিল না, ছিল লতাপাতার নকশী করা। এর প্রতি নামাযের সময় নযর চলে যায় এবং মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। তাই সামনে থেকে তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

٥٥٢٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَعَدَ النَّبِيَّ ﷺ جِبْرِيْلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتّٰى اشْتَدَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَهُ فَشَكَا اِلَيْهِ مَا وَجَدَ فَقَالَ لَهُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلاَ كَلْبٌ .

৫৫২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) নবী (স)-এর সাক্ষাতে আসার ওয়াদা করলেন, কিন্তু আসতে দেরী করেন। এতে নবী (স) শংকিত হলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসলেন। তখন জিবরাঈল (আ)-এর সাথে তার দেখা হলো। নবী (স) তাঁর বিলম্বের জন্য তাঁর কাছে তার মনোকষ্টের কথা বললেন। জিবরাঈল (আ) তাঁকে বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে আর যে ঘরে কুকুর থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রাণীর ছবিওয়ালা ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে না।

٥٥٢٨- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ فَقَالَتْ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلٰئِكَةُ .

৫৫২৮. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছবিযুক্ত একটি আসন খরিদ করেন। রসূলুল্লাহ (স) তা দেখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আয়েশা (রা) তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দরবারে তওবা করছি। আমি কি অপরাধ করেছি ? তিনি বলেন, এ আসনটি কেন ? আয়েশা (রা) বলেন, আপনার বসার এবং বালিশ হিসেবে ব্যবহারের জন্যই আমি এটি খরিদ করেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, এ ছবিগুলো যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে আযাব দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমারা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে জীবন দান করো। তিনি আরও বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে ফেরেশতা ঢুকেন না।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি চিত্রকরকে অভিসম্পাত দেয়।

٥٥٢٩- عَنْ اَبِيْ جُحَيْفَةَ اَنَّهُ اشْتَرٰى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ .

৫৫২৯. আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রক্তমোক্ষণকারী একটি গোলাম খরিদ করেন, অতপর বলেন, নবী (স) রক্তের মূল্য ও কুকুরের মূল্য এবং যেনাকারিণীর উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন। যে সূদ খায়, যে সূদ দেয়, যে অঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং যে উৎকীর্ণ করায়, আর যে ছবি অংকন করে, এদের সকলকে নবী (স) লানত করেছেন।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ছবি অংকন করে, কিয়ামতের দিন সেই ছবিতে প্রাণ সঞ্চারের জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

٥٥٣٠- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمْ يَسْئَلُوْنَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِىَّ ﷺ حَتّٰى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ .

৫৫৩০. কাতাদা (র) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (র)-এর নিকট ছিলাম। লোকজন তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক দুনিয়াতে কোন প্রাণীর ছবি অংকন করবে, কিয়ামতের দিন তাতে রূহ ফুঁকে দেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে, কিন্তু সে তা করতে সক্ষম হবে না।

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে কারো পেছনে আরোহণ করা।

٥٥٣١- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَّاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَرَاءَهُ .

৫৫৩১. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। এর পিঠে 'ফাদাক' নামক স্থানে তৈরি চাদর ছিল। তিনি তাঁর পেছনে উসামা (রা)-কে আরোহণ করান।

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানের পিঠে তিনজন বসা।

٥٥٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ مَكَّةَ اِسْتَقْبَلَهُ اُغَيْلِمَةُ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ خَلْفَهُ .

৫৫৩২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) মক্কায় তাশরীফ আনলে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের তরুণ ছেলেরা তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এগিয়ে আসে। নবী (স) তাদের একজনকে সওয়ারীর উপর তাঁর সামনে এবং আরেকজনকে তাঁর পেছনে তুলে নিলেন।

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ মালিক কর্তৃক জন্তুযানে নিজের সামনে অন্যকে বসানো। কারও মতে, যিনি বাহনের মালিক, সামনে বসার অধিকার তাঁর বেশী। তবে কাউকে তিনি অনুমতি দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

٥٥٣٣- عَنْ اَيُّوْبَ ذُكِرَ الْاَشَرُّ الثَّلٰثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اَتٰى رَسُوْلُ

اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ اَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَيُّهُمْ شَرٌّ اَوْ اَيُّهُمْ خَيْرٌ .

৫৫৩৩. আইউব (র) থেকে বর্ণিত। ইকরামার নিকট কেউ উল্লেখ করলো যে, (সওয়ারীর পিঠে) তিনজন একত্রে বসা অতি নিকৃষ্ট কাজ। তখন ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আসার সময় কুসামকে সামনে এবং ফযলকে পেছনে তুলে বসিয়েছেন। এখন তাদের মধ্যে কে ভালো আর কে মন্দ ?

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে পুরুষের পেছনে পুরুষের বসা।

٥٥٣٤ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَاحَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِيْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْهُ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمْ .

৫৫৩৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেন, একদা আমি জন্তুযানে নবী (স)-এর পেছনে আরোহিত ছিলাম। আমার এবং নবী (স)-এর মাঝে জিনের প্রান্তদেশ ছাড়া আর কোন আড়াল ছিল না। তিনি বলেন, হে মুয়ায ! আমি জবাব দিলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। অতপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন এবং পুনরায় ডাকলেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ ! ওয়া সাদাইকা। এরপর তিনি কিছুক্ষণ চললেন। আবার বললেন, হে মুয়ায ! আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার কি ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। তিনি বলেন, বান্দাদের উপর আল্লাহ্‌র অধিকার এই যে, তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না। তিনি পুনরায় কিছুক্ষণ চললেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, হে মুয়ায ইবনে জাবাল ! আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ ! লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, আল্লাহ্‌র উপর বান্দাদের অধিকার কি, যখন তারা তা করলো ? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক অবগত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র উপর বান্দাদের অধিকার হলো তিনি শাস্তি দিবেন না।

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ জন্তুযানে মাহরাম পুরুষের পেছনে নারীর বসা।

٥٥٣٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَاِنِّىْ لَرَدِيْفُ اَبِىْ طَلْحَةَ وَهُوَ يَسِيْرُ وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةَ فَنَزَلْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا اُمُّكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَنَا اَوْ رَأَى الْمَدِيْنَةَ قَالَ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ .

৫৫৩৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার এলাকা থেকে ফিরে আসছিলাম। আমি আবু তালহা (রা)-এর পেছনে সওয়ারীর পিঠে উপবিষ্ট ছিলাম। আর রসূলুল্লাহ (স)-এর পেছনে বসা ছিলেন তাঁর একজন স্ত্রী। হঠাৎ উটনীটি হোঁচট খেল। তখন আমি বলে উঠলাম, মহিলা, মহিলা, এবং সওয়ারী থেকে নেমে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইনি তোমাদের আম্মা। অতপর আমি সওয়ারীকে শক্ত করে বাঁধলাম এবং রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠে আরোহণ করলেন। যখন তিনি মদীনার নিকট পৌঁছলেন কিংবা বলেছেন, যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন তখন বলেন ঃ আইবূনা, তাইবূনা আবিদূনা, লিরব্বিনা হামিদূনা" (আমরা প্রত্যাগমনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী)।

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শোয়া এবং এক পায়ের উপর অপর পা রাখা।

٥٥٣٦- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ ﷺ يَضْطَجِعُ (مُضْطَجِعًا) فِى الْمَسْجِدِ رَافِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

৫৫৩৬. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে মসজিদে নববীতে এক পায়ের উপর অপর পা রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছেন।

অধ্যায়-৫০

كِتَابُ الْاَدَابِ

(আদব-আখলাকের বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ দয়া-অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্ক। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط.

"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ করেছি"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৮)।

٥٥٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ .

৫৫৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আল্লাহ্র নিকট বেশী প্রিয় ? তিনি বললেন ঃ সময় মতো নামায আদায় করা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্টি ? তিনি (স) বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্টি ? নবী (স) বললেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে এসব কথা বলেছেন। যদি আমি তাঁকে আরও জিজ্ঞেস করতাম, তাহলে তিনি আমার নিকট আরও বর্ণনা করতেন।

২-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে ?

٥٥٣٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ (النَّاسِ) بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ اَبُوْكَ .

৫৫৩৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসো বললো ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অগ্রাধিকারী কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। লোকটি বললো, তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তোমার মা। সে আবারও জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তারপরও তোমার মা। লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো ঃ তারপর কে ? তিনি বললেন ঃ তারপর তোমার পিতা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া কেউ জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না।

٥٥٣٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ أُجَاهِدُ قَالَ لَكَ أَبَوَانِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

৫৫৩৯. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি জিহাদ করবো ? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছে ? সে জবাব দিল ঃ হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তবে তাদের দু'জনের জন্য জিহাদ (চেষ্টা-তদবীর) করো।[১]

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন নিজ পিতা-মাতাকে গালি না দেয়।

٥٥٤٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ .

৫৫৪০. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো—কোন লোকের তার পিতা-মাতাকে লানত (অভিসম্পাত) করা। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কিভাবে একজন লোক তার পিতা-মাতার প্রতি লানত করতে পারে ? নবী (স) বললেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, ফলে অপর ব্যক্তিও তার মাকে গালি দেয়।[২]

৫-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করে তার দোয়া কবুল হয়।

٥٥٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا (فَأَوَوْا) إِلٰى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ (بَابِ) غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِّنَ الْجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَدْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفْرِجُهَا فَقَالَ أَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِيْ وَإِنَّهُ نَأٰى بِيَ الشَّجَرُ يَوْمًا فَمَا أَتَيْتُ حَتّٰى

---

১. জিহাদ যদি ফরযে আইন না হয় এবং পিতা-মাতা যদি মুসলমান হন, তবে এ হাদীস অনুযায়ী জিহাদে যেতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন হবে। আর জিহাদ যদি ফরযে আইন হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়াই অংশগ্রহণ করতে হবে। তখন আর অনুমতির দরকার হবে না। অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারেও একই বিধান।

২. প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়ার কারণেই সে প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়। যদি সে গালি না দিত, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রতিউত্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিত না। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি নিজেই তার বাপকে গালি দেয়ার কারণ। অতএব, সে নিজেই যেন তার পিতা-মাতাকে গালি দিল।

اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغُوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَابِيْ وَدَابَهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتّٰى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ وَقَالَ الثَّانِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِيْ ابْنَةُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ كُنْتُ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَّرَاعِيَهَا فَجَاءَ نِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَظْلِمْنِيْ وَاَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهِ وَلاَ تَهْزَأْ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَ اَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاخْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ .

৫৫৪১. ইবনে উমছর (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তি পথ চলছিল হঠাৎ বৃষ্টিপাত শুরু হলে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। একটি বিছট প্রস্তরখণ্ড গুহার মুখে এসে পড়ায় গুহার মুখ বন্ধ হয়েগেল। তখন তারা একে অপরকে বললো, তোমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যেসব নেক আমল করেছো সেসব আমলের প্রতি লক্ষ্য কর এবং সেগুলোর অসিলায় আল্লাহর নিকট দোয়া করো যাতে আল্লাহ তোমাদের জন্য গুহার মুখ উন্মুক্ত করে দেন। তাদের একজন স্মরণ করে বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমার মা-বাপ অতি বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি তাদের জন্য পশু চরাতাম। সন্ধ্যা বেলা ফিরে এসে আমি পশুগুলো দোহন করতাম এবং আমার ছেলেমেয়েদের পান করানোর আগে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম। একদিন চারণক্ষেত্রের সন্ধানে বহুদূরে পশু পাল নিয়ে উপনীত হলাম। তাই ফিরে আসতে দেরী হয়ে গেল। এসে দেখলাম তারা দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি যথানিয়মে দুধ দোহন করলাম এবং দুধ নিয়ে তাঁদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাঁদেরকে ঘুম থেকে

জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং তাঁদের আগে ছেলেমেয়েদেরকে পান করানোও ভাল মনে করলাম না। অথচ আমার ছেলেমেয়েরা ক্ষুধার জ্বালায় আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। আমার ও ছেলেমেয়েদের এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত চললো। হে আল্লাহ ! যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এটা করেছি, তাহলে এ পাথরটি এতটা সরিয়ে দাও, যেন আমরা আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। পুরুষ মানুষ নারীদেরকে যতটা ভালোবাসতে পারে, আমিও তাকে ততটা ভালোবাসতাম। আমি তার কাছে তার দেহটি চেয়ে বসলাম। কিন্তু সে এক শত দীনানের বিনিময় ছাড়া তা করতে অস্বীকার করলো। সুতরাং আমি চেষ্টা করে এক শত দীনার সঞ্চয় করলাম এবং তা নিয়ে তার কাছে গেলাম। যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, সে বলে উঠলো, হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং অধিকার বিহীনভাবে আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। তখন আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ ! যদি তুমি মনে কর যে, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তা করেছিলাম, তাহলে পাথরটি হটিয়ে দাও। তখন আল্লাহ তাআলা পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

সর্বশেষ বক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ ! আমি এক 'ফারাক'[৩] (পরিমাণ বিশেষ) চালের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিয়োগ করেছিলাম। সে তার কাজ সমাধা করার পর এসে বললো, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তার সামনে তার প্রাপ্য পেশ করলে সে তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি তা বরাবর কৃষি কাজে খাটালাম। শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে কিছু সংখ্যক গরু কিনলাম ও তার রাখাল নিয়োগ করলাম। অতপর মজদুরটি একদিন আমার নিকট এসে বললো ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার উপর যুলুম করো না। আমাকে আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও। আমি বললাম, ঐ গরু এবং রাখালের নিকট যাও। সে বললো ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আমাকে বিদ্রূপ করো না। আমি বললাম ঃ আমি তোমাকে বিদ্রূপ করছি না। ঐসব গরু এবং তার রাখালকে নিয়ে নাও। সুতরাং সে ঐগুলো নিয়ে চলে গেল। যদি তুমি মনে কর যে, শুধু তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যই আমি এ কাজ করেছি তাহলে পাথরটির বাকি অংশটুকুও সরিয়ে দাও। সুতরাং আল্লাহ তাআলা বাকিটুকুও সরিয়ে দিলেন এবং তাদের বিপদ দূর করলেন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।

٥٥٤٢- عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ .

৫৫৪২. মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা মায়েদের নাফরমানী করা, হকদারের হক না দেয়া এবং কন্যা সন্তানদের জীবিত কবর দেয়া তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পর্কে ভিত্তিহীন মন্তব্য করা, অতিমাত্রায় যাঞ্চা করা এবং ধন-সম্পদ নষ্ট করা অপসন্দ করেন।

---

৩. 'ফারাক' আরব দেশের প্রচলিত একটি পরিমাপ বিশেষ, ষোল রতলে এক ফারাক।

٥٥٤٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا زَالَ يَقُوْلُهَا حَتّٰى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ .

৫৫৪৩. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? আমরা বললাম ঃ হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ শোন ! মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। জেনে নাও, মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। একথাটি তিনি একাধারে বলে চললেন, এমনকি আমি ভাবলাম তিনি হয়তো থামবেন না।

٥٥٤٤- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكَبَائِرَ اَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ فَقَالَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَكْثَرُ ظَنِّىْ اَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ

৫৫৪৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কবীরা গুনাহসমূহের কথা উল্লেখ করলেন অথবা তাঁকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, কাউকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। অতপর তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে মারাত্মক কবীরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? তিনি বলেন ঃ মিথ্যা বলা কিংবা বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শোবা (হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) বলেন ঃ আমার দৃঢ় ধারণা যে, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কথাই বলেছেন।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক পিতার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

٥٥٤٥- عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَتَتْنِىْ اُمِّىْ رَاغِبَةٌ فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ فَسَاَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ اَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ .

৫৫৪৫. আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর যমানায় আমার অমুসলিম মা আমার নিকট আসলে আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমি কি তাঁর সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ইবনে উয়াইনা বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারেই এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা তোমাদের এমন লোকদের সাথে রক্ত সম্পর্ক অনুযায়ী সদাচরণ করতে নিষেধ করেন না, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি।"[৪]

---

৪. এখানে মুশরিক মায়ের সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখার এবং সে অনুযায়ী আচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মুশরিক পিতার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী থাকা অবস্থায় কোন মহিলার আপন মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা। লাইস বলেন ঃ হিশাম তার পিতা উরওয়ার মাধ্যমে আসমা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আসমা (রা) বলেন ঃ যে যমানায় নবী (স) কুরাইশদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, সে সময় আমার মুশরিক মা আমার পিতার সাথে আসলে আমি নবী (স)-এর নিকট এ মর্মে আরয করলাম যে, আমার মা এসেছেন এবং তিনি মুশরিক। আমি কি তার সাথে রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার আচরণ করবো ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তোমার মায়ের সাথে ভালো আচরণ কর।

٥٥٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَخْبَرَه اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فَقَالَ فَمَا يَاْمُرُكُمْ يَعْنِىْ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ .

৫৫৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আবু সুফিয়ান তাঁকে জানিয়েছেন। (রোম সম্রাট) হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ডেকে পাঠালেন [এবং নবী (স) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন]। তখন তিনি বলেন ঃ নবী (স) আমাদেরকে নামায পড়তে, দান-সদকা করতে, পবিত্রতা অবলম্বন করতে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা বজায় রাখতে আদেশ করেন।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক ভাইয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।

٥٥٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْتَعْ هٰذِهِ وَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْوُفُوْدُ قَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فَاُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَاَرْسَلَ اِلٰى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَقَالَ كَيْفَ اَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيْهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنِّىْ لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ لِتَبِيْعَهَا اَوْ تَكْسُوْهَا فَاَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ اِلٰى اَخٍ لَّهُ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ .

৫৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উমার (রা) একখানা রেশমী জামা বিক্রয় হতে দেখে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি এটি খরিদ করে নিন। জুমআর দিন এবং কোন প্রতিনিধিদল আসলে আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন ঃ সে লোকই কেবল এটি পরিধান করতে পারে আখেরাতে যার কোন হিস্যা নেই। অতপর এক সময় নবী (স)-এর নিকট ঐরূপ কতিপয় জামা আসলে তিনি তার একটি উমার (রা)-এর জন্য পাঠান। উমার (রা) বলেন ঃ আমি এটি কি করে পরবো, আপনি ইতিপূর্বে এ জাতীয় জামা সম্বন্ধে যা বলার বলেছেন ? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে এটি পরার জন্য দেইনি, দিয়েছি এ জন্যে যে, হয় এটি তুমি বিক্রয় করে ফেলবে কিংবা অন্য কাউকে পরতে দিবে। তখন উমার (রা) সেটি তাঁর মক্কাবাসী এক ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন যে তখনও ইসলাম কবুল করেনি।[৫]

৫. 'হুল্লা' হলো ঢিলা জামা বা গাউন জাতীয় পরিধেয়।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের মর্যাদা।

٥٥٤٨- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُّدْخِلُنِىْ الْجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَبٌ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىْ الزَّكٰوةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا قَالَ كَاَنَّهُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ .

৫৫৪৮. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। অপর এক সনদেও আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে। লোকেরা বললো, তার কি হয়েছে, তার কি হয়েছে ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তার একটি প্রয়োজন আছে। অতপর নবী (স) তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তারপর বললেন ঃ এবার ছেড়ে দাও। বর্ণনাকারীর বর্ণনা ঃ নবী (স) বা লোকটি একটি জন্তুযাবে আরোহী ছিলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার গুনাহ।

٥٥٤٩- عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَخْبَرَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ .

৫৫৪৯. যুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের দরুন রিযিক বৃদ্ধি পায়।

٥٥٥٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَاَنْ يُّنْسَأَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এটা ভালো মনে করে যে, তার রিযিক এবং হায়াত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোক সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

٥٥٥١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ .

৫৫৫১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক বেড়ে যাক এবং তার হায়াত দীর্ঘায়িত হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।[৬]

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করেন।

٥٥٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتِ الرَّحِمُ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَهُوَ لَكِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاقْرَؤُا اِنْ شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ .

৫৫৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন। অতপর সৃষ্টির কাজ শেষ হলে জরায়ু (রক্ত সম্বন্ধ) বললো ঃ এটি কি রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থীর স্থান ? আল্লাহ বলেন ঃ হাঁ, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, আমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, আর তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ? জরায়ু বললো, হাঁ, হে আমার রব ! আল্লাহ বলেন ঃ তাই তোমাকে দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে এ আয়াতটি পড়তে পার ঃ "অতপর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরাও পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ফেলবে"–(সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২)।

٥٥٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ مَنْ وَّصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ .

৫৫৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "রাহম" (জরায়ু) শব্দটির উৎপত্তি (رحمن) রাহমান থেকে। আত্মীয়তা আল্লাহ রহমানুর রহীমের সাথে জোড়া লাগা ডালস্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন ঃ যে তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

٥٥٥٤- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ .

---

৬. এখানে হায়াত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ স্বল্প সময়ে অনেক নেক কাজ করার তাওফীক বা এমন অনেক কাজ করা যার ফলে মরেও অমর হয়ে থাকে। কিংবা এমন নেক কাজ করা, মৃত্যুর পরও যার সওয়াব জারি থাকে। অথবা আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কারো হায়াত বাড়িয়েও দিতে পারেন। রিযিক বাড়িয়ে দেয়া অর্থ, রিযিকে বরকত দেয়া কিংবা আয়-উপার্জন বাড়িয়ে দেয়া।

৫৫৫৪. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আর-রাহেম শব্দটি আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম 'আর-রহমান' (পরম দয়ালু) থেকে উৎপন্ন। যে ব্যক্তি রাহেম বা রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করি এবং যে তা ছিন্ন করে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক সজীব থাকে তার প্রতি যত্নশীল থাকলে।

٥٥٥٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ اِنَّ اٰلَ اَبِيْ (فُلاَنٍ) قَالَ عَمْرٌو فِيْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بَيَاضٌ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِيْ اِنَّمَا وَلِيِّيَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ اَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا يَعْنِيْ اَصِلُهَا بِصِلَتِهَا.

৫৫৫৫. আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে গোপনে নয়, উচ্চ কণ্ঠে বলতে শুনেছি ঃ আবু (তালিব)-এর গোষ্ঠী [বুখারী (র)-এর উস্তাদ আমরের বর্ণনা, মুহাম্মাদ ইবনে জাফরের কিতাবে 'আলে আবি শব্দের পর খালি জায়গা ছিল] আমার সহযোগী ও সমর্থক নয়। কেবল আল্লাহ এবং নেককার ঈমানদাররাই হলেন আমার সহযোগী ও সমর্থক। অপর এক সনদে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ তবে তাদের সাথে রয়েছে আমার রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তা। তাই আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে যাব।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিদানে আত্মীয়তার হক আদায় হয় না।

٥٥٥٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ لَمْ يَرْفَعْهُ الْاَعْمَشُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَرَفَعَهُ حَسَنٌ وَّفِطْرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

৫৫৫৬. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। সুফিয়ান বলেছেন, আ'মাশ এ হাদীসের সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌঁছাননি। আর হাসান ও ফিতর এটির সনদ নবী (স) পর্যন্ত পৌঁছিয়েই বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ প্রতিদান দানকারী আত্মীয়তার হক আদায়কারী নয়। আত্মীয়তার হক আদায়কারী হলো সেই ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হলে তা সংযুক্ত করে।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিক অবস্থায় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারীর ইসলাম গ্রহণ।

٥٥٥٧- عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ اَخْبَرَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَّعَتَاقَةٍ وَّصَدَقَةٍ هَلْ (كَانَ) لِيْ فِيْهَا مِنْ اَجْرٍ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ.

৫৫৫৭. হাকীম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! জাহিলী যুগে আমি যেসব ভাল কাজ করতাম ঃ যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং দান-খয়রাত করা—এসব কাজের জন্য আমি কি কোন পুরস্কার পাব ? হাকীম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ পূর্বকৃত এসব নেক কাজসহই তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ অন্যের শিশু কন্যার সাথে খেলা, তাকে চুমু খাওয়া এবং তার সাথে হাসি-তামাশা করা।

٥٥٥٨- عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِىْ وَعَلَىَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِىَ بِالْحَبْشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثُمَّ اَبْلِىْ وَاَخْلِقِىْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذَكَرَ يَعْنِىْ مِنْ بَقَائِهَا.

৫৫৫৮. উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সায়ীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার আব্বার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়েছিলাম। আমার গায়ে ছিল হলুদ কামিজ। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সানাহ ! সানাহ ! রাবী আবদুল্লাহ বলেন, হাবশী ভাষায় এর অর্থ চমৎকার। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি মোহরে নবুওয়াত নিয়ে খেলতে লাগলাম। তখন আমার আব্বা আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে খেলতে দাও। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তুমি এ কাপড় পরিধান করো যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয়। তারপর আবার পরিধান কর যতক্ষণ না তা পুরনো ও জীর্ণ হয় (অর্থাৎ দীর্ঘদিন টিকে থাক)। আবদুল্লাহ্‌র বর্ণনা, ওই কাপড় অনেক দিন পর্যন্ত ব্যবহারোপযোগী ছিল।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান-সন্ততিকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া এবং তার সাথে গলাগলি করা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তার সন্তান ইবরাহীমকে নিয়ে চুমু দিয়েছেন এবং তাঁর ঘ্রাণ নিয়েছেন।

٥٥٥٩- عَنِ ابْنِ اَبِىْ نُعْمٍ قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لِابْنِ عُمَرَ وَسَاَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ قَالَ مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ اُنْظُرُوْا اِلٰى هٰذَا يَسْاَلُنِىْ عَنْ دَمِ الْبَعُوْضِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ النَّبِىِّ ﷺ وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا.

৫৫৫৯. ইবনে আবু নু'ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি ইবনে উমার (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি তাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী ? লোকটি বললো, আমি ইরাকের অধিবাসী। ইবনে উমার (রা) বললেন ঃ তোমরা এ লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর, সে আমাকে মশা-মাছির রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। অথচ এরাই নবী (স)-এর সন্তান [হযরত হোসাইন (রা)]-কে হত্যা করেছে। আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, তারা দুইজন [হাসান-হোসাইন (রা)] দুনিয়ায় আমার দু'টি সুগন্ধি ফুল।

٥٥٦٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ جَاءَ تْنِيْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِيْ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ غَيْرَ تَمْرَةٍ وَّاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنْ بُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ .

৫৫৬০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা তার দু'টি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু চাইতে আমার কাছে আসলো। একটি মাত্র খেজুর ছাড়া সে আমার কাছে কিছু পেল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই মেয়েকে ভাগ করে দিল এবং তারপর চলে গেল। অতপর নবী (স) আসলেন। আমি তাঁর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন ঃ যার ওপর এই মেয়েদের দায়িত্ব চাপিয়ে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে যদি তাদের প্রতি ইহসান করে তবে তারা তার জন্য দোযখের আগুনের প্রতিবন্ধক হবে।

٥٥٦١- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِي الْعَاصِ عَلٰى عَاتِقِهِ فَصَلّٰى فَاِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَاِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا .

৫৫৬১. আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) বাড়ী থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে আসলেন। তখন উমামা বিনতে আবুল আস তার কাঁধের ওপর ছিল। তিনি ঐ অবস্থায় নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকূ করতেন, তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন তাকেও উঠিয়ে নিতেন।

٥٥٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَّعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لاَّ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ .

৫৫৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ (স) হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমু দিলেন। তখন আক্‌রা ইবনে হাবিস তামিমী (রা) তাঁর কাছে

উপবিষ্ট ছিলেন। আক্‌রা ইবনে হাবিস বললেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমু দেইনি। রসূলুল্লাহ (স) তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন ঃ যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না সে অনুগ্রহীত হয় না।

٥٥٦٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ .

৫৫৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক বেদুঈন নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আপনারা শিশুদেরকে চুমু দেন, কিন্তু আমরা তাদের চুমু দেই না। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া-মায়া উঠিয়ে নিয়ে থাকেন তাহলে আমি তোমাকে আর কি দিতে পারি ?

٥٥٦٤- عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سَبْىٌ فَاِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ السَّبْىِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا يَسْقِىْ اِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِى السَّبْىِ اَخَذَتْهُ فَاَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَاَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ اَتَرَوْنَ هٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِى النَّارِ قُلْنَا لاَ وَهِىَ تَقْدِرُ عَلَى اَنْ لاَّ تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللّٰهُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا.

৫৫৬৪. উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর দরবারে কিছু সংখ্যক যুদ্ধবন্দী আসলো। তাদের মধ্যে এক মহিলাও ছিল। তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। বন্দীদের মাঝে সে কোন শিশুকে পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে লাগিয়ে দুধ পান করাতো। নবী (স) আমাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর, এ মহিলা তার আপন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে ? আমরা বললাম, না ; ক্ষমতা থাকলেও সে কখনও ফেলবে না। তখন নবী (স) বললেন ঃ এ মহিলা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াপরবশ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি তার চেয়েও অনেক বেশী দয়াপরবশ।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করেছেন।

٥٥٦٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ جَعَلَ اللّٰهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَاَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ جُزْءً وَّاَنْزَلَ فِى الْاَرْضِ جُزْءً وَّاحِدًا فَمِنْ ذٰلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتّٰى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَّلَدِهَا خَشْيَةً اَنْ تُصِيْبَهُ .

৫৫৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা দয়া-মায়াকে এক শত ভাগে বিভক্ত করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই

প্রাণীকুল একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার আশংকায় (এ এক ভাগ থেকে প্রাপ্ত দয়া-মায়ার কারণেই)।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ খাবারে অংশগ্রহণের আশংকায় সন্তান হত্যা করা।

٥٥٦٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الذَّنْبِ اَعْظَمُ قَالَ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ ثُمَّ قَالَ اَىٌّ قَالَ اَنْ يَّقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنْ يَّاكُلَ مَعَكَ ثُمَّ قَالَ اَىٌّ قَالَ اَنْ تُزَانِىْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيْقَ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ .

৫৫৬৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি ? তিনি বলেন ঃ কাউকে আল্লাহ্‌র শরীক করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্‌টি ? নবী (স) বলেন ঃ তোমার সাথে খাদ্যে ভাগ বসাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা।[৭] আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোন্‌টি ? নবী (স) বলেন ঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতপর আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে নাযিল করলেন ঃ "আর যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহ্‌কে ডাকে না (শিরক করে না)। তারা রহমান বান্দা"–(সূরা আল-ফুরকান ঃ ৬৮)।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে কোলে নেয়া।

٥٥٦٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ وَضَعَ صَبِيًّا فِىْ حِجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتْبَعَهُ .

৫৫৬৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি শিশুকে 'তাহনীক'[৮] করার জন্য তাঁর কোলে নিলেন। শিশুটি তাঁর গায়ে পেশাব করে দিলে তিনি পানি চেয়ে নিয়ে তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

---

৭. খাদ্যে ভাগ বসাবে এ আশংকায় অর্থাৎ খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সন্তান হত্যা ও ভ্রূণ হত্যা একই কথা এবং সমান গুনাহ, সুতরাং তা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও।"

ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় খাদ্যের কোন অভাব নেই। অভাবটা কৃত্রিম সৃষ্টি। এটা অনৈসলামী ব্যবস্থার ফল। ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থা চালু হলে এ অভাব থাকতে পারে না। তাছাড়া সুষ্ঠু উৎপাদন ও সম্পদের বন্টন ইসলামী নীতি অনুসারে হলেই কেবল অভাব দূর হতে পারে। শোষণ-বঞ্চনা, যুলুম-পীড়ন এবং দুর্নীতি চালু রেখে কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করলে অভাব দূর হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এক মহামূল্যবান সম্পদ। সে শুধু পেট নিয়েই দুনিয়ায় আসে না, আসে দু'টো হাত, দু'টো পা, দু'টো চোখ, দু'টো কান এবং দৈহিক শক্তি ও মেধা শক্তি নিয়ে। তাই মানুষ হত্যা করে খাদ্যাভাব দূর করার প্রায়াস চালানো অর্থহীন। এতে অভাব কমে না, বরং দেখা দেয় এর আনুসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া, অনাচার, ব্যভিচার, পারিবারিক অশান্তি ও অবৈধাচারের সয়লাব।

৮. 'তাহনীক' অর্থ খেজুর ইত্যাদি চিবিয়ে নবজাতকের মুখে তার রস দেয়া। এটা করা সুন্নাত।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুকে রানের উপর রাখা।

٥٥٦٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْخُذُنِىْ فَيُقْعِدُنِىْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُعْعِدُ الْحَسَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الاخرى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارحَمْهُمَا فَاِنِّى اَرْحَمُهُمَا .

وَعَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ قَالَ التَّيْمِىُّ فَوَقَعَ فِىْ قَلْبِىْ مِنْهُ شَىْءٌ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهٖ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْ اَبِىْ عُثْمَانَ فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عِنْدِى مَكْتُوْبًا فِيْمَا سَمِعْتُ.

৫৫৬৮. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর এক উরুর উপর এবং হাসান (রা)-কে অন্য উরুর উপর বসাতেন, তারপর আমাদেরকে এক সাথে জড়িয়ে ধরে দোয়া করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি এদের দু'জনের প্রতি দয়াপরবশ। তুমিও তাদের প্রতি দয়া কর।"

আবু উসমান থেকে বর্ণিত। তাইমী বলেছেন, আমার মনে খটকা লাগলো যে, আমি আবু উসমান থেকে অমুক অমুক হাদীস বর্ণনা করেছি অথচ আমি তা আবু উসমান থেকে শুনিনি। তখন আমি আমার কাছে লিখিত আবু উসমান থেকে শ্রুত হাদীসসমূহ দেখলাম এবং তাতে এ হাদীসটিও পেয়ে গেলাম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তমরূপে প্রতিশ্রুতি পালন ঈমানের অংশ।

٥٥٦٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ اَنْ يَّتَزَوَّجَنِىْ بِثَلٰثِ سِنِيْنَ لِمَا كُنْتُ اَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَلَقَدْ اَمَرَهُ رَبُّهُ اَنْ يُّبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِىْ فِىْ خُلَّتِهَا مِنْهَا.

৫৫৬৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাদীজা (রা)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হতো ততটা আর কারো প্রতি হয়নি। অথচ আমার বিয়ের তিন বছর আগেই তিনি ইনতিকাল করেন। আমি নবী (স)-কে প্রায়ই তাঁর কথা উল্লেখ করতে শুনতাম এবং নবী (স)-কে তাঁর রব এ মর্মে আদেশ দিয়েছিল যে, তিনি যেন তাকে জান্নাতে একটি মোতি ও স্বর্ণ নির্মিত প্রাসাদ লাভের সুখবর দান করেন। তাছাড়া রসূলুল্লাহ (স) যখনই বকরী যবেহ করতেন তখনই তার কিছু অংশ খাদীজা (রা)-এর বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীম লালন-পালনের মর্যাদা।

٥٥٧٠- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى .

৫৫৭০. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এরূপ নিকটবর্তী থাকবো। নবী (স) তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে দেখালেন।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা নারীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

٥٥٧١- عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ السَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ .

৫৫৭১. সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, বিধবা এবং গরীব-মিসকীনের সাহায্য-সহায়তার জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে অথবা সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে দিনভর রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে।

٥٥٧٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৫৫৭২. আবু হুরাইরা (রা) ও নবী (স) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনা করা।

٥٥٧٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ كَالْقَائِمِ لاَيَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لاَيُفْطِرُ .

৫৫৭৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ বিধবা ও দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর সমতুল্য। কানাবী বলেন, আমার ধারণা, "সারারাত নিরলস ইবাদতকারী এবং একাধারে রোযা পালনকারীর মতো" একথাটিও মালেক বলেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষ ও জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপরবশ হওয়া।

٥٥٧٤- عَنْ اَبِيْ سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَاَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَظَنَّ اَنَّا اشْتَقْنَا اَهْلَنَا وَسَاَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِيْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَقِيْقًا رَّحِيْمًا فَقَالَ ارْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ اَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ .

৫৫৭৪. আবু সুলাইমান মালেক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা প্রায় সমবয়স্ক কতিপয় যুবক নবী (স)-এর দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে

বিশ দিন অবস্থান করলাম। তিনি ধারণা করলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হতে আগ্রহী। আমরা কাদেরকে বাড়ীতে রেখে এসেছি সে সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে তাদের সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি ছিলেন কোমল-হৃদয় ও দয়াবান। তিনি বলেন ঃ তোমরা আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও, তাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দাও, ভালো কাজের আদেশ কর এবং তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো ঠিক সেভাবে নামায পড়। আর নামাযের সময় হলে তোমাদের একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।

٥٥٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاَ خُفَّهُ ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ .

৫৫৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ এক ব্যক্তি পথ চলছিল ; এ সময় তার ভীষণ পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। হঠাৎ দেখলো, একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে কাদা চাটছে। লোকটি ভাবলো, প্রচণ্ড পিপাসায় আমি যেমন কষ্ট পেয়েছি কুকুরটিও ঠিক তেমনি কষ্ট পাচ্ছে। তাই সে কূপে নেমে তার মোজায় পানি ভরলো এবং তা দাঁতে কামড়ে ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজকে মূল্য দিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! জীব- জন্তুর সেবাতেও কি আমাদের জন্য প্রতিদান আছে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, প্রত্যেক প্রাণধারীর সেবার জন্যই রয়েছে পুরস্কার।

٥٥٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ صَلٰوةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ وَّهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَّلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا يُّرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ .

৫৫৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) নামাযে দাঁড়ালে আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। এক বেদুঈন নামাযের মধ্যে বললো, হে আল্লাহ ! আমার উপর এবং মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহম কর, আমাদের সাথে আর কারো উপর রহম করো না। নবী (স) সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুঈনকে বলেন ঃ তুমি একটি বিশাল বিষয়কে অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতকে সীমিত করে ফেলেছো।

٥٥٧٧- عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ يَّقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ

وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى .

৫৫৭৭. নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও প্রেম-ভালবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।

٥٥٧٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ .

৫৫৭৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রতিটি ভালো কাজই সদাকা।

٥٥٧٩- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ .

৫৫৭৯. জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হয় না।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিবেশীর হক আদায়ের ওসিয়াত। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا (النساء : ٣٦)

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, আর মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা তাদের সাথেও। আল্লাহ কখনো ভালোবাসেন না দাম্ভিক ও আত্মগর্বীকে"–(সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)।

٥٥٨٠- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ .

৫৫৮০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে বরাবর ওসিয়াত করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে তিনি উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।

٥٥٨١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِى بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.

৫৫৮১. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) সবসময় প্রতিবেশীর ব্যাপারে আমাকে ওসিয়াত করতে থাকেন। শেষে আমার ধারণা হল যে, হয়ত অচিরেই তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় তার গুনাহ।

٥٥٨٢- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ.

৫৫৮২. আবু শুরাইহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ ! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, আল্লাহ্‌র শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়, আল্লাহর শপথ ! সে লোক মু'মিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশিনীকে অবজ্ঞা না করে।

٥٥٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ .

৫৫৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ হে মুসলিম নারী সমাজ! কোন প্রতিবেশিনী কখনো যেন তার প্রতিবেশিনীকে (তার প্রেরিত উপহারকে) অবজ্ঞা না করে, এমনকি তা বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর হলেও।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।

٥٥٨٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন অবশ্যই ভাল কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

٥٥٨٥- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعَتْ اُذُنَاىَ وَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِيْنَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ

يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৫৮৫. আবু শুরাইহ আদাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স) বলেছেন তখন আমার দুই কান শুনেছে এবং দুই চোখ দেখেছে। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন পুরস্কারসহ মেহমানের আপ্যায়ণ ও সমাদর করে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! তার পুরস্কার কি ? তিনি বলেনঃ এক রাত ও এক দিনের জন্য উন্নত খাবার পরিবেশন করা। আর তিন দিন পর্যন্ত সাধারণ মেজবানীই যথেষ্ট। এর চেয়েও বেশী দিন অবস্থান করলে সেই মেহমানদারিটা হবে বদান্যতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ দরজার নৈকট্য অনুযায়ী প্রতিবেশীদের হক।

٥٥٨٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

৫৫৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। তাদের কার কাছে আমি হাদিয়া পাঠাবো ? তিনি বলেন ঃ যার দরজা তোমার বেশী নিকটে।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

٥٥٨٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ.

৫৫৮৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রতিটি ভাল কাজই সদাকা।

٥٥٨٨- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوْا فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ اَوْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُعِيْنُ ذَاالْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ اَوْ قَالَ بِالْمَعْرُوْفِ قَالَ فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ .

৫৫৮৮. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের সদাকা করা জরুরী। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কারো যদি সদাকা করার মত কিছু না থাকে ? তিনি বলেন ঃ সে নিজ হাতে কাজ করবে যাতে সে নিজেও উপকৃত হতে পারে এবং সদাকাও করতে পারে। লোকজন বললো ঃ যদি তা করার সামর্থ

তার না থাকে কিংবা তা না করে ? তিনি বলেন ঃ সে কোন অভাবী দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করবে। লোকজন বললো ঃ সে তাও যদি না করে ? তিনি বলেন ঃ ভালো কাজের আদেশ করবে। একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ এটাও যদি সে না করে ? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে যেন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। সেটাই হবে তার সদাকা।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম কথা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উত্তম কথাও সদাকা।

٥٥٨٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّتَيْنِ فَلاَ أَشُكُّ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

৫৫৮৯. আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী (স) জাহান্নামের কথা উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্যদিকে মুখ ফিরালেন। পুনরায় তিনি জাহান্নামের উল্লেখ করে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং অন্য দিকে মুখ ফিরালেন। শোবা (র) বলেন ঃ তিনি দুইবার এরূপ করেছেন তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তারপর নবী (স) বলেন ঃ এক টুকরা খোরমা দান করে হলেও তোমারা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচ। আর তাও যদি না পাও তবে উত্তম কথার বিনিময়ে হলেও।

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সকল কাজে নম্রতা অবলম্বন।

٥٥٩٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُوْدِ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكُم قَالَتْ عَائِشَةُ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ قَالَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ.

৫৫৯০. নবী পত্নী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইহূদী নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু আপতিত হোক)। আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি তাদের একথার অর্থ বুঝে ফেললাম, তাই বললাম ঃ আলাইকুমুসসামু ওয়াল লানাতু (তোমাদের ওপর মৃত্যু ও অভিসম্পাত নেমে আসুক)। আয়েশা (রা) বলেন ঃ এতে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি থামো। আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! তারা কি বলেছে তা আপনি কি শোনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি নিজেও তো বলেছি, ওয়া আলাইকুম (এবং তোমাদের ওপরও)।

٥٥٩١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامُوْا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تُزْرِمُوْهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ.

৫৫৯১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে পেশাব করলে লোকজন তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে বাধা দিও না। অতপর তিনি এক বালতি পানি চেয়ে নিলেন এবং তা পেশাবের ওপর ঢেলে দিলেন।

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদারদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা।

٥٥٩٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا اِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَّسْاَلُ اَوْ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ.

৫৫৯২. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্য একটি ইমারত স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। অতপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখালেন। নবী (স) উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন লোক কিছু প্রার্থনা করলো কিংবা কোন প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানালো। তখন তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ তোমরা সুপারিশ করো যাতে তোমাদেরকেও তার প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যা চান তা তার রসূলের মুখে ঘোষণা করেন।[১০]

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

"যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করে সে ওই কাজের সওয়াব থেকে একটা অংশ লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করে সে ঐ কাজের গুনাহ থেকে একটা অংশ পাবে। আল্লাহ সব বিষয়ের ওপর নজর রাখেন"–সূরা আন-নিসা ঃ ৮৫)। كِفْلٌ অর্থ অংশ। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ হাবশী ভাষায় كِفْلَيْنِ শব্দের অর্থ দ্বিগুণ পুরস্কার।

٥٥٩٣- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَلْيَقْضِ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ مَا شَاءَ .

৫৫৯৩. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-এর কাছে কোন যাঞ্চাকারী বা অভাবগ্রস্ত লোক আসলে তিনি বলতেন ঃ তোমরা (তার জন্য) সুপারিশ করো, তাহলে তোমরাও তার পুরস্কার লাভ করবে। আর আল্লাহ যা চান, তাঁর রসূলের জবানীতে তা কার্যকর করেন।

---

১০. ঈমানদারদের সমাজ একটি সীসা ঢালা প্রাচীরের মতো সুদৃঢ়। এর প্রতিটি ইট ইমারতের গাঁথুনীতে সুসংবদ্ধ আছে বলেই প্রাচীরটি সুদৃঢ় আছে। অন্যথায় তা খান খান হয়ে যেতে বাধ্য। সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এ সম্পর্ক দেখাতে হবে। নিজে অক্ষম হলে অপরকে সাহায্য করার সুপারিশ করবে। তাতেও সওয়াব ও প্রতিদান মিলবে।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) অশালীন ছিলেন না এবং তিনি অশালীন কথাও বলতেন না।

٥٥٩٤- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو حِيْنَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةَ اِلَى الْكُوْفَةِ فَذَكَرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اَخْيَرِكُمْ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

৫৫৯৪. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) মুআবিয়া (রা)-এর সাথে কুফায় আগমন করলে আমরা তার [আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর] কাছে গেলাম। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ নবী (স) কখনও অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না এবং অশিষ্ট ও অশালীন কথাও বলতেন না। তারপর তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভালো সেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

٥٥٩٥- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

৫৫৯৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহূদী নবী (স)-এর কাছে এসে (সালাম দেয়ার ছলে) বললো ঃ 'আসসামু আলাইকুম' (তোমার ওপর মৃত্যু নেমে আসুক)। জবাবে আয়েশা (রা) বললেন ঃ 'আলাইকুম ওয়া লাআনাকুমুল্লাহু ওয়া গাযেবাল্লাহু আলাইকুম (তোমাদের ওপর মৃত্যু নেমে আসুক। আল্লাহ তোমাদের ওপর লানত ও গযব নাযিল করুন)। তিনি বললেন ঃ আয়েশা ! থামো। কথায় নম্রতা অবলম্বন করা এবং রূঢ় আচরণ অশালীন কথা পরিহার করা তোমার কর্তব্য। আয়েশা (রা) বললেন ঃ তারা কি বলেছে তা কি আপনি শুনেননি ? নবী (স) বললেন ঃ আমি যা বলেছি, তুমি কি তা শোননি ? আমি তাদের যে জবাব দিয়েছি, তাদের ব্যাপারে আমার কথা কবুল হবে। কিন্তু আমার ব্যাপারে তাদের কথা কবুল হবে না।

٥٥٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ سَبَّابًا وَّلاَ فَحَّاشًا وَّلاَ لَعَّانًا كَانَ يَقُوْلُ لاَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ جَبِيْنُهُ .

৫৫৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কখনো গাল-মন্দকারী, অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী এবং লানতকারী ছিলেন না। আমাদের কাউকে কখনো তিরস্কার করতে হলে তিনি কেবল এতটুকু বলতেন যে, তার কি হলো ? তার কপাল ধূলি-মলিন হোক !

٥٥٩٧- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً اِسْتَاذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهُ قَالَ بِئْسَ اَخُوْ

الْعَشِيْرَةِ وَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حِيْنَ رَاَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ مَتٰى عَهِدْتِنِيْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ .

৫৫৯৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর নিকট তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। নবী (স) লোকটিকে দেখে বললেন ঃ গোষ্ঠীর নিকৃষ্ট সন্তান। লোকটি এসে বসলে নবী (স) তার সাথে প্রফুল্লচিত্তে সহজভাবে মিশলেন এবং ভদ্র আচরণ করলেন। লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রা) নবী (স)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! লোকটিকে দেখে আপনি তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বললেন। পরে আবার তার সাথে সহাস্য বদনে এবং আন্তরিকভাবে মেলামেশা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি আমাকে কখনো অশালীন কথা বলতে বা অশোভন আচরণ করতে দেখেছ ? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি যার অনিষ্টকারিতার ভয়ে মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে, তাকে পরিত্যাগ করে।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ উত্তম নৈতিক চরিত্র ও দানশীলতা। কৃপণতা নিন্দনীয়। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন। নবী (স) গোটা মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রমযান মাসে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন। আবু যার (রা) বলেন ঃ নবী (স)-এর নবুয়াত লাভের খবর পেয়ে তিনি তাঁর ভাইকে বললেন, ওই উপত্যকায় যাও এবং তাঁর কথাগুলো শোন। অতপর তাঁর ভাই ফিরে এসে বলেন ঃ আমি তাঁকে উত্তম নৈতিক চরিত্র অর্জনের আদেশ দিতে দেখেছি।

٥٥٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ اِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُوْلُ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا وَهُوَ عَلٰى فَرَسٍ لِاَبِيْ طَلْحَةَ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِيْ عُنُقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا اَوْ اِنَّهُ لَبَحْرٌ .

৫৫৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন, সবচেয়ে অধিক দানশীল এবং সবচেয়ে বেশী সাহসী ছিলেন। এক রাতে মদীনাবাসীগণ একটি শব্দ শুনে ভিষণ ভীত হয়ে পড়লো। লোকজন আওয়াজের দিকে ছুটে চললো। নবী (স) রওনা হয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে আওয়াজের দিকে এগিয়ে যান। তিনি বললেন ঃ ভীত হয়ো না, ভীত হয়ো না। তিনি আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ার খালি

পিঠে (জীনপোষ ছাড়া) আরোহিত ছিলেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল তলোয়ার। অতপর নবী (স) বললেন ঃ আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্র স্রোতের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম অথবা বাস্তবে এটি যেন সমুদ্র।

٥٥٩٩- عَنْ جَابِرٍ يَّقُوْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لاَ.

৫৫৯৯. জাবের (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স)-এর নিকট কোন জিনিস চাওয়া হলে কখনো তিনি 'না' বলেননি।[১১]

٥٦٠٠- عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يُّحَدِّثُنَا اِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ مُتَفَحِّشًا وَّاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ خِيَارَكُمْ اَحَاسِنُكُمْ (اَحْسَنُكُمْ) اَخْلاَقًا.

৫৬০০. মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর সাথে বসাছিলাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) অশালীন ও অভদ্র ছিলেন না। তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম।

٥٦٠١- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهْلُ لِلْقَوْمِ اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقَالَ الْقَوْمُ هِيَ الشَّمْلَةُ فَقَالَ سَهْلُ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوْجَةٌ فِيْهَا حَاشِيَتُهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُوْكَ هٰذِهِ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهِ فَاكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ ﷺ لاَمَهُ اَصْحَابُهُ قَالُوْا مَا اَحْسَنْتَ حِيْنَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لاَيُسْئَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ ﷺ لَعَلِّيْ اُكَفَّنُ فِيْهَا.

৫৬০১. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা একখানা 'বুরদা' নিয়ে নবী (স)-এর নিকট আসলো। সাহল (রা) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি জান, বুরদা কি ? লোকজন বললো, বুরদা হচ্ছে চাদর যা কাপড়ের থান। সাহল (রা) বলেন, বুরদা হচ্ছে পাড়বিশিষ্ট চাদর বা কাপড়ের থান। অতপর মহিলা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি আপনাকে এটি পরিধানের জন্য দিচ্ছি। নবী (স) চাদরখানা নিলেন এবং তাঁর ঐ কাপড়ের প্রয়োজনও ছিল। সাহাবাগণের একজন তা তাকে পরিধান করতে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এটা আমাকে পরতে দিন। নবী (স) বলেন, ঠিক আছে।

---

১১. অর্থাৎ যখনই তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হয়েছে, সম্ভব হলে দিয়েছেন, না হয় চুপ থেকেছেন কিন্তু 'না' কখনো বলেননি।

নবী (স) উঠে চলে গেলে তার সংগী-সাথীগণ তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, তুমি ভালো কাজ করোনি। কারণ, তুমি দেখলে নবী (স) চাদরটি নিয়েছেন আর ওটির প্রয়োজনও তাঁর ছিল। অথচ তারপরও তুমি তাঁর কাছে সেটি চেয়ে বসলে। তোমার এও জানা আছে যে, তাঁর কাছে কোন জিনিস চাওয়া হলে তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। সেই সাহাবী বলেন, নবী (স) চাদরটি পরেছেন দেখেই তাঁর বরকত লাভের আশায় আমি এ কাজ করেছি, যাতে চাদরটি আমার কাফন হতে পারে।

٥٦٠٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ (الْعَمَلُ) وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ .

৫৬০২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ সময় দ্রুত অতিক্রান্ত হবে, এলেম (ভাল কাজ) হ্রাস পাবে, মানুষের মনে কৃপণতা সৃষ্টি হবে এবং 'হারজ' বৃদ্ধি পাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হারজ' কি ? তিনি বলেন ঃ হত্যাকাণ্ড, হত্যাকাণ্ড।

٥٦٠٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ اُفٍّ وَّلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ اَلاَّ صَنَعْتَ.

৫৬০৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর নবী (স)-এর খেদমত করেছি। তিনি আমাকে কখনো উহু পর্যন্ত বলেননি কিংবা কখনও বলেননি যে, কেন তুমি এরূপ করলে বা কেন এরূপ করলে না ?

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ আপন পরিবারে মানুষের আচরণ কেমন হবে ?

٥٦٠٤- عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَصْنَعُ فِىْ اَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِىْ مِهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ .

৫৬০৪. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ নবী (স) আপন পরিবারে কি করতেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ নবী (স) পরিবারের লোকদের কাজে লেগে থাকতেন এবং নামাযের সময় হলে নামায পড়তে চলে যেতেন।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ভালোবাসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়।

٥٦٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا نَادٰى جِبْرِئِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبَّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِئِيْلُ فَيُنَادِىْ جِبْرِئِيْلُ فِىْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ .

৫৬০৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন বান্দাকে ভালোবাসলে জিবরাঈল (আ)-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাস। তখন জিবরাঈল (আ)-ও তাকে ভালোবাসেন। অতপর জিবরাঈল (আ) আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর পৃথিবীবাসীর মধ্যে তার জনপ্রিয়তা দান করা হয়।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কেবল আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা।

٥٦٠٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجِدُ اَحَدًا حَلاَوَةَ الاِيْمَانِ حَتّٰى يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَحَتّٰى اَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ وَحَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا.

৫৬০৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ (আনন্দ) লাভ করবে না—যদি কাউকে তার ভালোবাসা কেবল আল্লাহ্র জন্য না হয়। যে কুফরী থেকে আল্লাহ তাকে মুক্তি দিয়েছেন সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া যতক্ষণ তার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয় না হয় এবং যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার নিকট অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়।[১২]

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلاَ تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ (الحجرات : ١١)

"হে মুমিনগণ ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে ; কারণ উপহাসের পাত্র ব্যক্তি উপহাসকারীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কারণ, উপহাসের পাত্রী নারী উপহাসকারিনীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। আর তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর (কাউকে) মন্দ নামে ডাকা গর্হিত ও

---

১২. ঈমানদারের জন্য এ হাদীসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। একজন ঈমানদার এ তিনটি পর্যায় যখন অতিক্রম করবে তখনই কেবল খাঁটি ঈমানদারে পরিণত হবে। জীবনের সকল দুঃখ-কষ্টে, বাধা-বিপত্তিতে ও যুলুম-পীড়নে কেবল তখনই সে আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলতে এবং রসূলের অনুসরণ করতে তৃপ্তি পাবে। এ শর্তগুলো যতদিন একজন ঈমানদারের মধ্যে পাওয়া না যাবে—ততদিন সে ঈমানের আসল স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে না।

নিন্দনীয়। যারা এরূপ আচরণ থেকে বিরত হয় না তারাই জালেম"-(সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১১)।

٥٦٠٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْاَنْفُسِ وَقَالَ لِمَ (بِمَ) يَضْرِبُ اَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْفَحْلِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا وَعَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ.

৫৬০৭. আবদুল্লাহ ইবনে যামআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কারো বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে হাসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে আস্তাবলে রক্ষিত উটের ন্যায় কিভাবে মারপিট করতে পারে অথচ এর পরপরই হয়তো সে তার সাথে মিলিত হবে ? আর হিশাম (র) থেকে جلد العبد (ক্রীতদাসের ন্যায়) শব্দ বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ গোলামদের মতো স্ত্রীদেরকে মারধোর করে।

٥٦٠٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى اَتَدْرُوْنَ اَيُّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَيُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَيُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا.

৫৬০৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মীনায় অবস্থানকালে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ দিন ? সবাই বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি হারাম (পবিত্র) দিন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান এটি কোন্ শহর ? সবাই বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি পবিত্র ও সম্মানিত শহর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন্ মাস ? লোকজন বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সবচেয়ে বেশী জানেন। তিনি বলেন ঃ এটি পবিত্র ও নিষিদ্ধ মাস। অতপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের মাল ও তোমাদের ইজ্জত ঠিক তেমনি হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, যেমন তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের এ শহর তোমাদের জন্য পবিত্র ও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ গালাগালি করা ও অভিশাপ দেয়া নিষেধ।

٥٦٠٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

৫৬০৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারি করা কুফরী।

٥٦١٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَيَرْمِى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْفُسُوْقِ وَلاَ يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ .

৫৬১০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে যেন ফাসেক বা কাফের বলে অভিহিত না করে। কেননা বাস্তবে সেই ব্যক্তি তা না হলে তা অভিহিতকারী ব্যক্তির উপরই বর্তায়।

٥٦١١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاحِشًا وَّلاَ لَعَّانًا وَّلاَ سَبَّابًا كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ (تَرِبَتْ) جَبِيْنُهُ.

৫৬১১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) অশালীন, অভদ্র ও অভিসম্পাতকারী ছিলেন না এবং কখনো অশালীন কথা উচ্চারণ করতেন না। তিনি কখনো অসন্তুষ্ট হলে বলতেন ঃ তার কি হয়েছে ? তার কপাল ধূলিমলিন হোক।

٥٦١٢- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّثَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلاَمِ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَلَيْسَ عَلٰى ابْنِ اٰدَمَ نَذْرٌ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِى الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬১২. সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারী (বাইয়াতুর রিদওয়ান) সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের শপথ করে তাহলে সে তাই যা সে বললো। আর যে জিনিস মানুষের মালিকানা বহির্ভূত যদি মানত পূরণ করতে হবে না (বা তা মানত করা যাবে না)। কেউ দুনিয়ায় যে বস্তুর সাহায্যে আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে লানত করলো সে যেন তাকে হত্যা করলো। যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে কাফের বললো, সেটা তাকে হত্যার সমতুল্য।[১৩]

٥٦١٣- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَجُلٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَغَضِبَ اَحَدُهُمَا فَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى انْتَفَخَ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَّوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِىْ يَجِدُ قَالَ

১৩. অন্য ধর্মের পশথ করার অর্থ, যেমন সে বললো ঃ আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমি খৃষ্টান, ইহুদী বা হিন্দু।

فَانْطَلَقَ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَاَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ اَتَرٰى بِيْ بَاْسًا اَمَجْنُوْنٌ اَنَا اِذْهَبْ .

৫৬১৩. নবী (স)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স)-এর সামনে দু'জন লোক পরস্পরকে গালি দিল। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেল, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেল। তখন নবী (স) বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (স)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও (অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাযীম' পড়)। প্রত্যুত্তরে সে বললো ঃ আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছ ? আমি কি পাগল ? তুমি চলে যাও।

٥٦١٤ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِيُخْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحٰى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجْتُ لِاُخْبِرَكُمْ فَتَلَاحٰى فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَاِنَّهَا رُفِعَتْ وَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

৫৬১৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনুস সামেত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) লোকদেরকে 'লাইলাতুল কদর' সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বেরিয়ে আসলেন। তখন দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলো। নবী (স) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে (লাইলাতুল কদর সম্পর্কে) অবহিত করতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু অমুক ও অমুক ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছিল। তাই (তাদের ঝগড়ার দরুন) সেই জ্ঞান (আমার মন থেকে) তুলে নেয়া হয়েছে। হয়তো এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। তোমরা তা (রমযানের শেষ দশ দিনের) নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে অনুসন্ধান করো।[১৪]

٥٦١٥ـ عَنِ الْمَعْرُوْرِ هُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ رَاَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا وَّعَلٰى غُلَامِهِ بُرْدًا فَقُلْتُ لَوْ اَخَذْتَ هٰذَا فَلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَاَعْطَيْتَهُ ثَوْبًا اٰخَرَ فَقَالَ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُلٍ كَلَامٌ وَّكَانَتْ اُمُّهُ اَعْجَمِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَكَرَنِيْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِيْ اَسَابَبْتَ فُلَانًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَفَنِلْتَ مِنْ اُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اِنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ قُلْتُ عَلٰى حِيْنِ سَاعَتِيْ هٰذِهِ مِنْ كِبَرِ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ هُمْ اِخْوَانُكُمْ

১৪. ঝগড়া ও কোন্দলের দরুন আল্লাহ্‌র রহমত উঠে যায়।

جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللّٰهُ اَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَاِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ .

৫৬১৫. আল-মারূর ইবনে সুয়াইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা) ও তাঁর ক্রীতদাসের গায়ে একই মানের চাদর দেখে বললাম, আপনি যদি এ চাদরটি নিয়ে পরতেন এবং তাকে অন্য কাপড় দিতেন, তাহলে আপনার একজোড়া (সম্পূর্ণ পোশাকই) হয়ে যেত। তখন আবু যার (রা) বলেন, আমার ও অপর এক ব্যক্তির মাঝে বিবাদ হচ্ছিল। তার মা ছিল অনারব। আমি তাকে তার মাকে খোটা দিয়ে গালি দিলে সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। নবী (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কি অমুককে গালি দিয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে মা তুলে গালি দিয়েছ ? আমি বললাম, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এমন মানুষ যার মধ্যে এখনো জাহিলী স্বভাব রয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ বুড়ো বয়সেও ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ তার যে ভাইকে তার অধীনস্ত করে দিয়েছেন সে ভাই নিজে যা খায় তাই যেন তাকেও খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তদনুরূপ যেন তাকেও পরিধান করতে দেয় এবং সাধ্যাতীত কাজ যেন তার উপরে চাপিয়ে না দেয়। যদি সাধ্যাতীত কোন কাজ তার উপর চাপানো হয় তাহলে সে যেন তাকে সহায়তা করে।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ যেভাবে মানুষ সম্পর্কে উক্তি করা বৈধ। যেমন কাউকে লম্বা বা খাট বলা। নবী (স) একজন সাহাবীকে লক্ষ্য কর বলেছিলেন ঃ দুই (লম্বা) হাতওয়ালা কি বলে ? বদনাম বা হেয়প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য না হলে বিভিন্ন খেতাবে ডাকা জায়েয।

٥٦١٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِىْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَوَضَعَ يَدَهُ (يَدَيْهِ) عَلَيْهَا وَفِى الْقَوْمِ يَوْمَئِذٍ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يُّكَلِّمَاهُ وَخَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ فَقَالُوْا قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَدْعُوْهُ ذَاالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتْ فَقَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ قَالُوْا بَلْ نَسِيْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَدَقَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سَجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَضَعَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ.

৫৬১৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যোহরের নামায দুই রাক্আত পড়ালেন এবং সালাম ফিরালেন। এরপর সিজদার জায়গার সামনে কাষ্ঠ খণ্ডের পাশে গিয়ে তার উপর তাঁর (দুই) হাত রাখলেন। সেখানে লোকজনের মধ্যে

আবু বাক্‌র (রা) এবং উমার (রা)-ও ছিলেন। তাঁরা দু'জন তাঁর সাথে কথাবার্তা বলতে সাহস পেলেন না। লোকজন বিস্মিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসলো এবং বলতে লাগলো, নামায কি হ্রাস করা হয়েছে ? সেখানে একজন লোক ছিলেন নবী (স) যাকে যুল-ইয়াদাইন বলে ডাকতেন। তিনি আরয করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার কি ভুল হয়ে গেছে না নামায হ্রাস করা হয়েছে ? নবী (স) বললেন ঃ আমি ভুলেও যাইনি এবং নামায হ্রাসও করা হয়নি। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি বরং ভুলে গেছেন। তিনি বললেন ঃ যুল ইয়াদাইন সত্য বলেছে। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আরো দুই রাক্‌আত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন এবং পরে তাক্‌বীর বললেন, তারপর আগের সিজদাগুলোর অনুরূপ কিংবা তা থেকে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর (সিজদা থেকে) মাথা উঠালেন এবং তাক্‌বীর বললেন। আবার আগের সিজদার মতো কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘ সিজদা করলেন, তারপর মাথা উঠালেন এবং তাকবীর বললেন।[১৫]

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গীবত বা পরচর্চা। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ـ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○ (الحجرات : ١٢)

"তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করো । তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা তা ঘৃণা করবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, অতিব দয়ালু"–সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)।

٥٦١٧ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَّعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ اَنْ يُّخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

৫৬১৭. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ দু'জন (কবরবাসীর) আযাব হচ্ছে। তবে বড় কোন বিষয়ের দরুন তাদের আযাব হচ্ছে না। এই কবরের লোকটি পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না (অর্থাৎ পাক থাকত না)। আর এই কবরের লোকটি গীবত বা পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর তিনি খেজুর গাছের একটা কাঁচা ডাল চেয়ে নিলেন এবং সেটিকে দুই টুকরা করে এক টুকরা এ কবরের উপর এবং অন্য টুকরা অপর কবরটির উপর গেড়ে দিয়ে বললেন ঃ যতক্ষণ এ ডাল দু'টি না শুকাবে ততক্ষণ হয়তো তাদের আযাব হ্রাস করা হবে।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আনসারদের মধ্যে উত্তম পরিবার।

---

১৫. এ দু'টি হলো সহো সিজদা।

٥٦١٨- عَنْ اَبِىْ اُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْرُ دُوْرِ الْاَنْصَارِ بَنُوْ النَّجَّارِ .

৫৬১৮. আবু উসাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ মদীনার আনসারদের পরিবারসমূহের মধ্যে বনু নাজ্জার গোত্রই সর্বোত্তম।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও সংশয়বাদীদের গীবত জায়েয।

٥٦١٩- عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اِسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ اَوِ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ الَّذِىْ قُلْتَ لَهُ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ اَىْ عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ.

৫৬১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলো। তিনি বললেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট লোক বা সন্তান। লোকটি ভেতরে প্রবেশ করলে নবী (স) তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেন। [আয়েশা (রা) বলেন ঃ] আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার আপনি বলেছেন। তারপর তার সাথে বিনম্র ভাষায় কথাবার্তা বলেছেন। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা ! সেই মানুষ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যার অশ্লীল ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।[১৬]

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোরী কবীরা গুনাহ।

٥٦٢٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ بَعْضِ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِىْ قُبُوْرِهِمَا فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ وَاِنَّهُ لَكَبِيْرٌ كَانَ اَحَدُهُمَا لَايَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْاٰخَرُ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيْدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ اَوْ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا وَكِسْرَةً فِىْ قَبْرِ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

---

১৬. গীবত হলো, কারো পেছনে তার কোন দোষের কথা বলা—যা সে নাপসন্দ করে। সেই দোষের কথাটা সত্য না হয়ে যদি মিথ্যা হয় তবে তাহলো অপবাদ। গীবত হারাম। চোগলখোরীও এক প্রকার গীবত। চোগলখোরী হলো, একজনের নামে কোন কথা আরেকজনের নিকট লাগানো। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে চোগলখোরী কবীরা গুনাহ। আলেমগণের মতে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন সৎ উদ্দেশ্যে গীবত করা মুবাহ। যেমন, যালিমকে যুলুম থেকে বিরত রাখার বা তার সংশোধনের জন্য তার গীবত জায়েয। শাসনকর্তা, কোন ক্ষমতার মালিক, বেদাতী ও ফাসেকের গীবতও জায়েয।

৫৬২০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) মদীনার কোন এক বাগান থেকে বেরিয়ে আসলেন। তিনি দুই ব্যক্তির চিৎকার শুনলেন যাদেরকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। নবী (স) বললেন ঃ তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যদিও বড় কোন কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, তবুও তা গোনাহ হিসেবে বড়। তাদের একজন পেশাব থেকে সাবধান থাকতো না (সতর্কতা ও পবিত্রতা অবলম্বন করতো না)। আরেকজন পরচর্চা করে বেড়াতো। অতপর নবী (স) খেজুরের একটি তাজা ডাল চেয়ে নিলেন এবং তা দুই টুকরা করে এই কবরে এক টুকরা এবং ঐ করবে এক টুকরা গেড়ে দিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ যতক্ষণ এ ডাল না শুকাবে ততক্ষণ আশা করা যায় তাদের আযাব কিছুটা হ্রাস করা হবে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ চোগলখোরী অপসন্দনীয় হওয়া।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ **"পশ্চাতে নিন্দাকারী, চোগলখোরী করে বেড়ানোই যার স্বভাব।"** وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ **"ধ্বংস তাদের প্রত্যেকের জন্য যারা পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।"**

٥٦٢١ـ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَقِيلَ لَهُ اِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ اِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ .

৫৬২১. হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফা (রা)-এর সাথে ছিলাম। তাকে বলা হলো যে, এক লোক মানুষের কথা উসমান (রা)-এর নিকট বলে থাকে (চোগলখোরী করে)। হুযাইফা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ কাত্তাত (যে অনিষ্ট করা ও শত্রুতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে থাকে সে) জান্নাতে যাবে না।[১৭]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ **"তোমরা মিথ্যা বলা পরিত্যাগ কর।"**

٥٦٢٢ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

৫৬২২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, সে অনুযায়ী কাজ করা এবং অজ্ঞতা-মূর্খতা ছাড়লো না, তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই।[১৮]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ দু'মুখো নীতি বা কপটতা সম্পর্কে।

---

১৭. গীবত ও চোগলখোরীতে কিছুটা পার্থক্য আছে। ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা আরেকজনের নিকট লাগানোকে চোগলখোরী বলা হয়। কিন্তু গীবতে ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য শর্ত নয়।

১৮. আল্লাহ্ এমন রোযা কবুল করেন না যা পালন করেও মানুষ মন্দ কথা ও খারাপ কাজ বর্জন করে না। এটা শুধু উপবাস হবে, রোযা হবে না।

٥٦٢٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَجِدُ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَاتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَّهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ .

৫৬২৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হিসেবে দেখতে পাবে দু'মুখো নীতি অবলম্বনকারীকে যে একজনের কাছে একরূপ এবং আরেকজনের কাছে আরেক রূপ নিয়ে আসে।[১৯]

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সাথী সম্পর্কে কৃত মন্তব্য তাকে অবহিত করে।

٥٦٢٤- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَسَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ مَا اَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهٰذَا وَجْهَ اللّٰهِ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৬২৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) গনীমাতের মাল বণ্টন করলেন। আনসারদের এক লোক বললো, আল্লাহ্র শপথ ! এই বণ্টনের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখেননি। অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে এ মন্তব্য অবহিত করলে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু মন্তব্য তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন।

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ অতিরঞ্জিত প্রশংসা অপসন্দনীয়।

٥٦٢٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يُّثْنِىْ عَلٰى رَجُلٍ وَيُطْرِيْهِ فِى الْمِدْحَةِ فَقَالَ اَهْلَكْتُمْ اَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ .

৫৬২৫. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তির অত্যধিক প্রশংসা করতে শুনে বললেন ঃ তুমি তাকে ধ্বংস করলে অথবা তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিলে ?

٥٦٢٦- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ رَجُلٌ خَيْرًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُوْلُهُ مِرَارًا اِنْ كَانَ اَحَدُكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا اِنْ كَانَ يُرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَحَسِيْبُهُ اللّٰهُ وَلاَ يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا .

---

১৯. অর্থাৎ মতলববাজ সুবিধাবাদীরা বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের নিকট বিভিন্ন রূপ ধরে উপস্থিত হয়ে নিজ মতলব হাসিল করে নেয় এবং নিজের আসল চেহারা গোপন করে রাখে।

৫৬২৬. আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক লোকের কথা তুললো এবং তার প্রশংসা করলো। তখন নবী (স) বললেন ঃ তোমার জন্য আক্ষেপ! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড় ভেঙ্গে দিলে। তিনি বারবার একথা বলতে থাকলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমাদের কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে এতটুকু বলবে, আমি তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি, যদি তার ধারণায়ও তাই হয়। আর আল্লাহ্‌ই তার হিসাব গ্রহণকারী। কারণ আল্লাহ্‌র উপরে কিছুতেই আর কারো পবিত্রতা ঘোষণা করা উচিত নয়।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বিদ্যমান গুণেরই প্রশংসা করা উচিত। সাদ (রা) বলেন ঃ আমি নবী (স)-কে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছাড়া পৃথিবীতে বিচরণকারী আর কোন মানুষ সম্পর্কে বলতে শুনিনি যে, সে জান্নাতি।

٥٦٢٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ ذَكَرَ فِى الْاِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِزَارِىْ يَسْقُطُ مِنْ اَحَدِ شِقَّيْهِ قَالَ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ .

৫৬২৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইযার (পায়জামা বা তহবন্দ) সম্বন্ধে যা বলার বললেন। আবু বাক্‌র (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার ইযারের একদিক নীচে নেমে যায়। নবী (স) বলেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الاية

"অবশ্যই আল্লাহ 'আদল' (সুবিচার) ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন ------" (আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ـ (يونس : ٢٣)

"তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে।"

ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ـ (الحج : ٦٠)

"এরপরও যদি তার ওপর যুলুম করা হয় তবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন এবং মুসলমান বা কাফেরের জন্য ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকা।

٥٦٢٨ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَكَثَ النَّبِىُّ ﷺ كَذَا وَكَذَا يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ يَاْتِىْ اَهْلَهُ وَلاَ يَاْتِىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِىْ ذَاتَ يَوْمٍ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ اَفْتَانِىْ فِىْ اَمْرٍ اِسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ اَتَانِىْ رَجُلاَنِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَىَّ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رَاْسِىْ

فَقَالَ الَّذِىْ عِنْدَ رِجْلَىَّ لِلَّذِىْ عِنْدَ رَاْسِىْ مَا بَالُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ يَعْنِىْ مَسْحُوْرًا قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ قَالَ وَفِيْمَ قَالَ فِىْ جُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاقَةٍ تَحْتَ رَعُوْفَةٍ فِىْ بِئْرِ ذَرْوَانَ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِىْ اُرِيْتُهَا كَاَنَّ رُؤُسَ نَخْلِهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ وَكَاَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ فَاَمَرَ بِهِ النَّبِىُّ ﷺ فَاُخْرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلاَّ تَعْنِىْ تَنَشَّرْتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمَّا اللّٰهُ فَقَدْ شَفَانِىْ وَاَمَّا اَنَا فَاَكْرَهُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا قَالَتْ وَلَبِيْدُ بْنُ اَعْصَمَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ حَلِيْفُ لِيَهُوْدَ .

৫৬২৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এত এত দিন পর্যন্ত এমন অবস্থায় ছিলেন যে, তাঁর খেয়াল হতো তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসেছেন। অথচ তিনি আসেননি (সহবাস করেননি)। আয়েশা (রা) বলেন, একদিন তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আয়েশা ! আমি যে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে ব্যাপারে তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমার কাছে দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার দুই পায়ের কাছে এবং অপরজন আমার শিয়রে বসলো। পায়ের কাছে উপবিষ্ট লোক শিয়রে উপবিষ্ট লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, লোকটির কি হয়েছে ? সে বললো, তাকে যাদু করা হয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, কে তাকে যাদু করেছে ? দ্বিতীয়জন বললো, লাবীদ ইবনে আ'সাম। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, কিসের মধ্যে ? সে বললো, চিরুনির সাথে চুল জড়িয়ে নর খেজুর গাছের পরাগ মাদি খেজুর গাছের খোসায় পুরে যারওয়ান কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে। সুতরাং নবী (স) সেই কূপটির পাশে গেলেন এবং বললেন ঃ এটিই সেই কূপ যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। এর পাশে খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মুণ্ডের মতো এবং এর পানি যেন মেহেদি মিশ্রিত লাল। নবী (স) (কূপ থেকে) ঐগুলো বের করে আনার নির্দেশ দিলেন এবং তা বের করে আনা হলো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এরপরও কেন নয় অর্থাৎ আপনি একথাটি কেন প্রচার করেননি ? নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। জনগণের মধ্যে কারো দোষ প্রচার করা আমি পসন্দ করি না। আয়েশা (রা) বলেন, লাবীদ ইবনে আ'সাম ছিল বনী যুরাইক গোত্রের লোক। তারা ছিল ইহূদীদের মিত্র।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ নিষেধ। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○

"এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে যখন সে হিংসা করে।"

٥٦٢٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا.

৫৬২৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা অলীখ ধারণা থেকে বিরত থাক। কারণ, অলীক ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা কারো দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, অসাক্ষাতে পরস্পরের নিন্দাবাদ করো না, আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও।

٥٦٣٠ـ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَتَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادِ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَّلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ

৫৬৩০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা একে অন্যের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে না, পরস্পরকে হিংসা করবে না এবং অসাক্ষাতে একে অপরের নিন্দা করবে না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোন মুসলমানের পক্ষে তার (মুসলমান) ভাইকে তিন দিনের অধিক সময় বর্জন (সালাম দেয়া ও কথাবার্তা বলা বন্ধ) করা বৈধ নয়।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ تَجَسَّسُوْا.

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অধিক কুধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা কোন কোন কুধারণা পোষণ গুনাহ। আর তোমরা পরস্পরের দোষ অন্বেষণ করো না"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)।

٥٦٣١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوْا وَلاَ تَجَسَّسُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادًا لِلّٰهِ اِخْوَانًا.

৫৬৩১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সাবধান ! তোমরা অলীক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, অলীক ধারণা পোষণ সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা পরস্পর দোষ অন্বেষণ করো না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হয়ো না, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা দিও না, হিংসা করো না, ঘৃণা করো না এবং অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করো না। আল্লাহর বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের ধারণা পোষণ বৈধ।

٥٦٣٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا اَظُنُّ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا وَقَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ .

৫৬৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ অমুক ও অমুক ব্যক্তি আমাদের দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না। লাইস (র) বলেন, ঐ দুই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক।

٥٦٣٣- عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بِهٰذَا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَّقَالَ يَا عَائِشَةُ مَااَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَّعْرِفَانِ دِيْنَنَا الَّذِىْ نَحْنُ عَلَيْهِ .

৫৬৩৩. ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লাইস (র) আমার কাছে এই একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে আছে যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, একদিন নবী (স) আমার কাছে এসে বললেন ঃ হে আয়েশা ! আমরা যে দীনের উপর কায়েম আছি অমুক ও অমুক লোক সে দীন সম্পর্কে কিছু জানে বলে আমি মনে করি না।[২০]

৬০-অনুচ্ছেদ ঃ ঈমানদার ব্যক্তি তার কৃতকর্ম গোপন রাখবে।

٥٦٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ (الْمُجَاهَرَةِ) اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ . يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ

৫৬৩৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রকাশ্য গোনাহকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মাতের গোনাহ মাফ করা হবে। প্রকাশ্য গোনাহ করার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, কেউ রাতের বেলা কোন (খারাপ) কাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রেখেছিলেন। অথচ পরদিন সকাল বেলা সে বলে, হে অমুক ও অমুক ! গত রাতে আমি এই এই করেছি। সে রাত যাপন করল আর আল্লাহ তাআলা তার পর্দার আড়ালের তার কৃতকর্ম গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে সে তার উপর আল্লাহ্র দেয়া আবরণ খুলে ফেললো।

٥٦٣٥- عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ مُحْرِزٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِى النَّجْوٰى قَالَ يَدْنُوْ اَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتّٰى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا مَرَّتَيْنِ فَيَقُوْلُ نَعَمْ وَيَقُوْلُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ فَيُقَرِّرُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اِنِّىْ سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا فَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ .

২০. এখানে দুই মুনাফিক সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। এরূপ ধারণা পোষণ জায়েয। কারো পক্ষ থেকে কারো দীন, ঈমান ও অন্য কোনরূপ ক্ষতির আশংকা থাকলে ক্ষতিকর ব্যক্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য এরূপ কথা বলা বৈধ।

৫৬৩৫. সাফওয়ান ইবনে মুহরিয (র) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, (কিয়ামতের দিন আল্লাহ ও ঈমানদার বান্দাহর মধ্যকার) গোপন আলোচনা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রসূল (স)-কে আপনি কিরূপ বলতে শুনেছেন ? তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেউ তার রবের এতটা নিকটবর্তী হবে যে, তার রব তাঁর হাত সেই বান্দার উপর রেখে বলবেন ঃ তুমি (দুনিয়ায়) অমুক অমুক কাজ করেছিলে ? সে বলবে, হাঁ। তিনি আবার বলবেন ঃ তুমি কি অমুক অমুক কাজ করেছিলে? সে বলবে, হাঁ। এভাবে তার থেকে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন ঃ আমি দুনিয়ায় তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলাম। আজ আমি তোমার সেই গুনাহ মাফ করে দিচ্ছি।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ গর্ব ও অহমিকা। মুজাহিদ (র) বলেন, ঘাড় বাঁকিয়ে বিতণ্ডাকারী, স্বীয় অন্তরে হিংসা পোষণকারী, ইতফুহু অর্থ রাকাবাতুহু (তার ঘাড়)।

٥٦٣٦- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَحَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَتِ الاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَاْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ .

৫৬৩৬. হারিসা ইবনে ওয়াহাব আল খুযায়ী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতিদের পরিচয় জানিয়ে দিব না ? তারা অখ্যাত, দুর্বল, কোমল ও বিনয়ী স্বভাবের লোক।[২১] তারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র শপথ করে তবে আল্লাহ তা অবশ্যই পূরণ করেন। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের পরিচয় জানাব না ? তারা বদমেজাজী, কঠোর, নিষ্ঠুর স্বভাবের, দাম্ভিক ও অহংকারী। অপর এক সনদে আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ মদীনায় একজন ক্রীতদাসী ছিল। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরে তাঁকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেত। [রসূলুল্লাহ (স)-ও এমন বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের ছিলেন যে, তিনি তার সাথে চলে যেতেন এবং তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিতেন। অথচ তখন তিনি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন]।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী ঃ কোন মুসলমানের পক্ষে তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্য বর্জন করা (সালাম-কালাম বন্ধ রাখা) জায়েয নয়।

٥٦٣٧- عَنْ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِيْ بَيْعٍ اَوْ عَطَاءٍ اَعْطَتْهُ عَائِشَةُ وَاللّٰهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ اَوْ لاَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ اَهُوَ قَالَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ قَالَتْ هُوَ لِلّٰهِ عَلَيَّ نَذْرٌ اَنْ لاَّ اُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ اَبَدًا فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اِلَيْهَا

২১. 'যঈফ' শব্দের আসল অর্থ দুর্বল। তবে তরজমায় গৃহীত অর্থ ছাড়াও অবস্থা ও বৈষয়িক দিক দিয়ে 'দুর্বল' অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানের অবস্থা অনুরূপ ছিল। তাই মানুষ তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। কিন্তু তারপরও নীতিতে তাঁরা অতি কঠোর, আপোষহীন।

وَحِيْنَ طَالَتِ الْهِجْرَةُ فَقَالَتْ لاَ وَاللّٰهِ لاَاُشَفِّعُ فِيْهِ اَبَدًا وَّلاَ اَتَحَنَّثُ اِلٰى نَذْرِىْ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلٰى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْاَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ وَهُمَا مِنْ بَنِىْ زُهْرَةَ وَقَالَ لَهُمَا اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ لَمَّا اَدْخَلْتُمَانِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَاِنَّهَا لاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَنْذِرَ قَطِيْعَتِىْ وَاَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ مُشْتَمِلَيْنِ بِاَرْدِيَتِهِمَا حَتّٰى اسْتَاذَنَا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالاَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَنَدْخُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ اُدْخُلُوْا قَالُوْا كُلُّنَا قَالَتْ نَعَمْ اُدْخُلُوْا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ اَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا دَخَلُوْا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِىْ وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ يُنَاشِدَانِهَا اِلاَّ مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُوْلاَنِ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ فَلَمَّا اَكْثَرُوْا عَلٰى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيْجِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمَا (نَذْرَهَا) وَتَبْكِىْ وَتَقُوْلُ اِنِّىْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيْدٌ فَلَمْ يَزَالاَ بِهَا حَتّٰى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَاَعْتَقَتْ فِىْ نَذْرِهَا ذٰلِكَ اَرْبَعِيْنَ رَقَبَةً وَّكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَتَبْكِىْ حَتّٰى تَبُلَّ دُمُوْعُهَا خِمَارَهَا.

৫৬৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর কোন একটি জিনিস বিক্রয় বা দান করার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! হয় আয়েশা (রা) এ কাজ থেকে বিরত থাকবেন, নয়তো আমি তাকে সম্পদ দানের অযোগ্য বলে ঘোষণা করবো। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, সত্যই কি সে এ ধরনের কথা বলেছে ? লোকেরা বললো, হাঁ। আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র নামে শপথ করছি যে, আমি ইবনে যুবাইরের সাথে কখনো কথা বলবো না। এ বিচ্ছেদ কাল দীর্ঘায়িত হলে ইবনে যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট মধ্যস্থতাকারী পাঠান। কিন্তু আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি কখনো কারো সুপারিশ গ্রহণ করবো না এবং আমি আমার শপথ ভংগ করবো না ব্যাপারটি ইবনে যুবাইর (রা)-এর জন্য দীর্ঘায়িত হলে তিনি মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগূসের সাথে কথা বললেন। তারা দু'জন বনী যোহরার লোক ছিলেন। ইবনে যুবাইর তাদেরকে বললেন, তোমাদের দু'জনকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি, আমাকে তোমরা আয়েশা (রা)-এর সামনে পৌঁছিয়ে দাও। কেননা, আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মানত মানা তাঁর জন্য জায়েয হয়নি। অতএব মিসওয়ার ও আবদুর রহমান (র) চাদর গায়ে জড়িয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-কে সাথে নিয়ে চললেন। শেষ পর্যন্ত দু'জনে আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশের

অনুমতি চাইলেন। দু'জনই বললেন, আস্সালামু আলাইকে ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ ! আমরা কি ভেতরে আসতে পারি ? তিনি বললেন, হাঁ, আস। তাঁরা বললেন, আমরা সবাই কি ভেতরে আসতে পারি ? আয়েশা বললেন, হাঁ, সবাই আস। আয়েশা (রা) জানতেন না যে, তাদের সাথে ইবনে যুবাইর (রা)-ও আছেন। সবাই ভেতরে প্রবেশ করলে ইবনে যুবাইর (রা) পর্দার ভেতরে গিয়ে আয়েশা (রা)-কে জড়িয়ে ধরে আল্লাহ্র দোহাই দিতে লাগলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। মিসওয়ার ও আবদুর রমহানও তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবনে যুবাইর (রা)-এর সাথে কথা বলতে তার ওজর ও অনুশোচনা গ্রহণ করতে বললেন। তাঁরা দু'জন [আয়েশা (রা)-কে] বললেন, আপনি তো জানেন, নবী (স) সালাম-কালাম ও দেখা-সাক্ষাত বন্ধ করে দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী দেখা-সাক্ষাত ও সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েয নয়। তাঁরা দু'জন যখন এভাবে আয়েশা (রা)-কে বুঝালেন এবং বারবার এর ক্ষতিকর দিক স্মরণ করিয়ে দিলেন তখন তিনিও কান্নাজড়িত কণ্ঠে তাঁদের দু'জনকে বললেন, আমি (কথা না বলার) মানত ও শপথ করে ফেলেছি এবং মানত অনেক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু তাঁরা দু'জন বরাবর তাঁকে বুঝাতে থাকেন, যতক্ষণ না তিনি ইবনে যুবাইরের সাথে কথা বলেন। অতপর আয়েশা (রা) তাঁর কসমের কাফ্ফারা হিসেবে চল্লিশজন গোলাম আযাদ করেন। এরপর যখনই এ মানতের কথা তাঁর স্মরণ হতো তখনই তিনি কাঁদতেন, এমনকি তাঁর চোখের পানিতে তাঁর ওড়না ভিজে যেত।

٥٦٣٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ .

৫৬৩৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমরা পরস্পরকে ঘৃণা করো না, হিংসা করো না, অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করো না (একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না)। আল্লাহ্র বান্দাগণ ! সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও। একজন মুসলমানের জন্য তাঁর ভাইকে তিন রাতের বেশী (বিরাগবশত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।

٥٦٣٩- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَيَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

৫৬৩৯. আবু আইউব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোকের জন্য তার ভাইকে (মুসলমান) এভাবে পরিত্যাগ করা (কথাবার্তা না বলা) বৈধ নয় যে, উভয়ের সাক্ষাত হলে একে অপরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম সেই যে সালাম দ্বারা (কথাবার্তা) সূচনা করে।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নাফরমানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ জায়েয। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন যে, তিনি (তাবুক যুদ্ধে) নবী (স)-এর সাথে অংশগ্রহণ না করে মদীনায় থেকে গেলেন। নবী (স) ফিরে এসে সকল মুসলমানকে আমাদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। কাব (রা) পঞ্চাশ রাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

٥٦٤٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ قَالَتْ قُلْتُ وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلٰى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَاِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ اِبْرَاهِيْمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ لَسْتُ اُهَاجِرُ اِلاَّ اِسْمَكَ .

৫৬৪০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমি তোমার ক্রোধ ও সন্তুষ্টি বুঝতে পারি। আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তা কিভাবে বুঝতে পারেন ? নবী (স) বললেন ঃ যখন তুমি সন্তুষ্ট থাক তখন বল, "বালা, ওয়া রব্বি মুহাম্মাদিন"—হাঁ, মুহাম্মাদ (স)-এর রবের শপথ ! আর যখন তুমি অসন্তুষ্ট হও তখন বল ঃ লা ওয়া রব্বি ইবরাহীমা—না, ইবরাহীম (আ)-এর রবের কসম ! আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ জ্বি হাঁ, আমি কেবল আপনার নামটি বাদ দেই।[২২]

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধুর সাথে কি সাক্ষাত করবে প্রতিদিন না সকালে ও সন্ধ্যায় ?

٥٦٤١- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْهِمَا يَوْمٌ اِلاَّ يَاتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ فِىْ بَيْتِ اَبِىْ بَكْرٍ فِىْ نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ قَالَ قَائِلٌ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَاعَةٍ لَّمْ يَكُنْ يَاتِيْنَا فِيْهَا قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّا جَاءَ بِهِ فِىْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلاَّ اَمْرٌ قَالَ اِنِّىْ قَدْ اُذِنَ لِىْ بِالْخُرُوْجِ .

৫৬৪১. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বুদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই আমার পিতা-মাতাকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ করতে দেখিনি এবং তাঁদের এমন কোনদিন অতিক্রান্ত হতো না যেদিন রসূলুল্লাহ (স) সকাল-সন্ধ্যায় তাদের কাছে আসতেন না। একদিন ঠিক দুপুর বেলা যখন আমরা আবু বাক্‌রের ঘরে বসাছিলাম তখন একজন বলে উঠলো ঃ এই তো রসূলুল্লাহ (স) আসছেন। অথচ এ সময় কখনো তিনি আমাদের বাড়ীতে আসতেন না। আবু বাক্‌র (রা) বললেন ঃ এমন অসময়ে তিনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন ছাড়া আসেননি। নবী (স) এসে বললেন ঃ আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

---

২২. এখানে রসূল (স)-এর ওপর নারাজি ও অসন্তুষ্টির কথা বলা হয়নি। কারণ, তা গুনাহ। এখানে মান-অভিমানের কথা বলা হয়েছে এবং মান-অভিমান স্বামী-স্ত্রীর গভীর প্রেমেরই প্রতীক। অভিমান ভাঙ্গার পর স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা আগের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়। এ জাতীয় মান-অভিমান রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা)-এরও হতো।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ দেখা-সাক্ষাত করা। কারো সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের সাথে আহার কর। সালমান ফারসী (রা) নবী (স)-এর আমলে আবু দাররা (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে যান এবং তার সাথে খাবার গ্রহণ করেন।

٥٦٤٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ زَارَ اَهْلَ بَيْتٍ فِى الْاَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّخْرُجَ اَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلٰى بِسَاطٍ فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ .

৫৬৪২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক আনসারী সাহাবীর বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। তাঁদের সাথে তিনি খাবারও গ্রহণ করলেন। পরে যখন তিনি সেখান থেকে চলে আসতে মনস্থ করলেন তখন নামাযের জন্য ঘরের এক জায়গায় বিছানা পাততে বললেন। সুতরাং তাঁর জন্য একটি চাটাই বিছিয়ে দেয়া হলো। নবী (স) তার উপর নামায পড়লেন এবং তাদের জন্য দোয়া করলেন।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাজসজ্জা করা।

٥٦٤٣- عَنْ يَحْيٰى بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ لِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ مَا الْاِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيْبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاٰى عُمَرُ عَلٰى رَجُلٍ حُلَّةً مِّنْ اِسْتَبْرَقٍ فَاَتٰى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِشْتَرِ هٰذِهِ فَالْبَسْهَا لِوَفْدِ النَّاسِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهُ فَمَضٰى فِىْ ذٰلِكَ مَا مَضٰى ثُمَّ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ اِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَاَتٰى بِهَا النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ بَعَثْتَ اِلَىَّ بِهٰذَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ مِثْلِهَا مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتُصِيْبَ بِهَا مَالاً فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِى الثَّوْبِ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৫৬৪৩. ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমাকে সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসতাবরাক কি ? আমি বললাম, মোটা খসখসে কারুকার্য খচিত (সুন্দর) রেশমী বস্ত্র। তিনি বললেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) -কে বলতে শুনেছি যে, উমার (রা) এক ব্যক্তির কাছে 'ইসতাবরাক'-এর 'হুল্লা' (চাদর ও লুঙ্গি) বা ইযার দেখলেন। তিনি সেটা নবী (স)-এর কাছে এনে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এ কাপড় খরিদ করে নিন। যখন জনগণের কোন প্রতিনিধিদল আসবে তখন আপনি তা পরিধান করবেন। নবী (স) বললেন ঃ রেশমী কাপড় সে লোকই পরিধান করে (আখেরাতে) যার কোন অংশ নেই। এ ঘটনার কিছুদিন পর নবী (স) উমার (রা)-এর জন্য এক জোড়া 'হুল্লা' পাঠালে তিনি তা নিয়ে নবী (স)-এর দেখমতে হাযির হয়ে বললেন ঃ আপনি এটি আমার জন্য পাঠিয়েছেন। অথচ আপনি নিজেই এ জাতীয় কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। নবী (স) বললেন ঃ আমি তোমার কাছে এটি এজন্য

পাঠিয়েছি যে, তুমি এর বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করবে। ইবনে উমার (রা) এ হাদীসের কারণেই পরিধেয় বস্ত্রে নকশা বা কারুকার্য অপসন্দ করতেন।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও ভ্রাতৃ চুক্তি সম্পাদন। আবু জুহাইফা বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) ও আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমরা যখন (হিজরত করে) মদীনা আসলাম তখন নবী (স) আমার ও সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন।

٥٦٤٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৬৪৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) হিজরত করে আমাদের কাছে আসলে নবী (স) তাঁর ও সাদ ইবনুর রবী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাত্বের বন্ধন[২৩] স্থাপন করে দেন। অতপর তিনি বিবাহ করলে নবী (স) তাকে বলেন ঃ একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

٥٦٤٥- عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَبَلَغَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ حِلْفَ فِي الْاِسْلاَمِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْاَنْصَارِ فِيْ دَارِيْ .

৫৬৪৫. আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জানেন যে, ইসলামে চুক্তিভিত্তিক বন্ধন (হিল্ফ) নেই বলে নবী (স) বলেছেন। তখন তিনি বললেন, নবী (স) আমার ঘরে কুরাইশ ও আনসারদের উভয় দলকে চুক্তিভিত্তিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ মুচকি হাসি ও সাধারণ হাসি। ফাতিমা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে চুপে চুপে (একটি কথা) বললে আমি হাসলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলাই হাসান ও কাঁদান।

٥٦٤٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا اٰخِرَ ثَلٰثِ تَطْلِيْقَاتٍ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَاِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ مِثْلُ هٰذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ اَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ وَاَبُوْ بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ

২৩. হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে নবী করীম (স) ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। মদীনাবাসী একেকজন আনসার মক্কার একেকজন মুহাজিরকে আপন ভাই হিসেবে বরণ করে নেন। তাঁদেরকে আপন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অংশ দান করেন। দীনী ভাইদের পরস্পরের এমন ভালোবাসা এবং মুহাজির সমস্যার এমন সমাধানের নযীর দুনিয়ায় আর নেই।

الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِى اَبَا بَكْرٍ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلاَ تَزْجُرُ هٰذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى التَّبَسُّمِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِىْ اِلٰى رِفَاعَةَ لاَ حَتّٰى تَذُوْقِىْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

৫৬৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রিফাআ আল-কুরাযী (রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর (রা) তাকে বিয়ে করলেন। একদা সেই মহিলা নবী (স)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি প্রথমে রিফাআর স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে তিন তালাক দিলে আবদুর রহমান ইবনুয যুবাইর আমাকে বিয়ে করে। হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌র কসম ! তার কাছে কাপড়ের এরূপ পুটলি ছাড়া আর কিছু নেই। সে তার মাথা ঢাকা জিলবাব (বড় চাদর)-এর প্রান্ত পেঁচিয়ে পুটলি করে দেখালো। বর্ণনাকারীর বর্ণনা, তখন আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-এর নিকট বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আস (রা) অনুমতি লাভের অপেক্ষায় হুজরার দরজার কাছে বসা ছিলেন। খালিদ (রা) আবু বাক্‌র (রা)-কে ডেকে বলেন, হে আবু বাক্‌র ! এ মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে খোলাখুলি যেসব কথা বলছে সে জন্য আপনি তাকে ধমক দেন না কেন ? (তার কথা শুনে) রসূলুল্লাহ (স) কেবল মুচকি হাসি দেন। পরে তিনি মহিলাকে বললেন ঃ সম্ভবত তুমি আবার রিফায়ার কাছে ফিরে যেতে যাচ্ছ। কিন্তু তা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না তুমি তার থেকে এবং সে তোমার থেকে মিলনসুখ ভোগ করবে।

٥٦٤٧ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ اِسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ يَّسْاَلْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُنَّ عَلٰى صَوْتِهِ فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَاَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلَ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَضْحَكُ فَقَالَ اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَقَالَ عَجِبْتُ مِنْ هٰؤُلاَءِ اللاَّتِىْ كُنَّ عِنْدِىْ لَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرْنَ الْحِجَابَ فَقَالَ اَنْتَ اَحَقُّ اَنْ يَّهَبْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ يَا عَدُوَّاتِ اَنْفُسِهِنَّ اَتَهَبْنَنِىْ وَلَمْ تَهَبْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَ اِنَّكَ اَفَظُّ وَاَغْلَظُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيْهٍ يَا اِبْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا اِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ .

৫৬৪৭. সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে কতিপয় কুরাইশ মহিলা উপস্থিত ছিল। তারা কোন বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে দাবি করছিল এবং অধিক পরিমাণে দাবি করছিল। তাদের কণ্ঠস্বর নবী (স)-এর কণ্ঠস্বরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উমার (রা)

যখন (ভেতরে প্রবেশের) অনুমতি চাইলেন, তখন তারা তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। নবী (স) তাঁকে অনুমতি দিলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, নবী (স) হাসছেন। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক ! আল্লাহ সর্বদা আপনাকে হাসি-খুশীই রাখুন (ব্যাপারটা কি)! নবী (স) বললেন ঃ আমি এসব মহিলার জন্য আশ্চর্য হচ্ছি। তারা আমার কাছে উপস্থিত ছিল কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি পর্দার আড়ালে চলে গেল। উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ভয়ের পাত্র হিসেবে আপনিই অধিক উপযুক্ত। পরে তিনি সেই মহিলাদের উদ্দেশ করে বললেন ঃ হে নিজ নিজ প্রাণের দুশমনেরা ! তোমরা আমাকে ভয় করছো, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-কে ভয় করছো না ? মহিলারা জবাব দিল, আপনি রসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে কঠোর ভাষী ও পাষাণ হৃদয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ! শয়তান কখনো পথিমধ্যে তোমার সাক্ষাত পেলে তুমি যে পথে চল, সে তার বিপরীত পথে চলে যায়।

٥٦٤٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِالطَّائِفِ قَالَ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَبْرَحُ اَوْ تَفْتَحُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاغْدُوْا عَلَى الْقِتَالِ قَالَ فَغَدَوْا فَقَاتَلُوْهُمْ قِتَالاً شَدِيْدًا وَّكَثُرَ فِيْهِمُ الْجِرَاحَاتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا قَافِلُوْنَ غَدًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ قَالَ فَسَكَتُوْا فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

৫৬৪৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) তায়েফ অভিযান কালে বললেন ঃ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব ইনশাআল্লাহ। রসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবা বললেন, আমরা বিজয় লাভ না করে এখান থেকে যাব না। তখন নবী (স) বললেন ঃ তাহলে তোমরা আগামীকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। তাই পরদিন তাঁরা ভীষণ যুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের অনেকে আহত হলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। এবার সবাই চুপ করে থাকলে রসূলুল্লাহ (স) হেসে ফেললেন।

٥٦٤٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ وَقَعْتُ عَلٰى اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ لِيْ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ لاَ اَجِدُ فَاُتِيَ بِعَرْقٍ فِيْهِ تَمْرٌ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فَقَالَ اَيْنَ السَّائِلُ تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ عَلٰى اَفْقَرَ مِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا اَهْلُ بَيْتٍ اَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَاَنْتُمْ اِذًا .

৫৬৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আমি রমযানে দিনের বেলা আমার স্ত্রীর সাথে

সহবাস করেছি। নবী (স) বললেন ঃ একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দাও। লোকটি বললো, আমার সে সামর্থ নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে একাধারে দুই মাস রোযা রাখ। সে বললো, সে শক্তিও আমার নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে ষাটজন দরিদ্রকে খাবার খাওয়াও। লোকটি বললো, সেই সঙ্গতিও আমার নেই। অতপর বড় একটি ঝুড়িভর্তি খেজুর আনা হলো। ইবরাহীম (র) বলেন, 'আরক' হলো এক প্রকার মাপের পাত্র। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঐ প্রশ্নকর্তা কোথায় ? এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো, আমার থেকেও বেশী অভাবী যে তাকে দিব ? আল্লাহ্‌র কসম ! মদীনার দুই শিলাময় প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের চেয়ে অধিক গরীব কোন পরিবার নেই। তখন নবী (স) হেসে ফেললেন, এমনকি তাঁর মাড়ির সামনের দাঁত পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। অতপর তিনি বললেন ঃ তাহলে তোমরাই এর হকদার।

٥٦٥٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةً قَالَ اَنَسٌ فَنَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِىِّ ﷺ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِىْ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

৫৬৫০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। এক বেদুঈন তার কাছে এসে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি লক্ষ্য করলাম, সজোরে টানার কারণে নবী (স)-এর কাঁধের উপর চাদরের পাড়ের ছাপ পড়ে গেছে। বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র যেসব অর্থ-সম্পদ আপনার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার আদেশ দিন। নবী (স) তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এবং তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

٥٦٥١- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ مَا حَجَبَنِى النَّبِىُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِى اِلاَّ تَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِىْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّىْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا .

৫৬৫১. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে নবী (স) আমাকে কখনো তাঁর কাছে যেতে বাঁধা দেননি এবং যখনই তিনি আমাকে দেখেছেন মুচকি হেসেছেন। আমি তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকের উপর সজোরে তাঁর হাত মেরে এই বলে দোয়া করলেন ঃ "আল্লাহ ! তাকে দৃঢ়পদ রাখ এবং তাকে হিদায়াতদানকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত করো।"

٥٦٥٢- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحِىْ مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلُ اِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ نَعَمْ اِذَا رَاَتِ الْمَاءَ فَضَحِكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ اَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَبِمَ شَبَهُ الْوَلَدِ .

৫৬৫২. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদেরকে গোসল করতে হবে ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। যদি পানি (তরল কিছু) দেখে। তখন উম্মে সালামা (রা) হেসে ফেললেন এবং বললেন ঃ মেয়েদেরও কি স্বপ্নদোষ হয় ? নবী (স) বললেন ঃ তা না হলে সন্তান কেন মায়ের মত হয় ?

٥٦٥٣- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتّٰى اُرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ .

৫৬৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে কখনো সব দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহ্বর বা কণ্ঠ তালু পর্যন্ত দেখা যায়, বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।

٥٦٥٤- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ قُحِطَ الْمَطَرُ فَاسْتَسْقِ رَبَّكَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ وَمَا نَرٰى مِنْ سَحَابٍ فَاسْتَسْقٰى فَنَشَا السَّحَابُ بَعْضُهُ اِلٰى بَعْضٍ ثُمَّ مُطِرُوْا حَتّٰى سَالَتْ مَثَاعِبُ الْمَدِيْنَةِ فَمَا زَالَتْ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ مَا تُقْلِعُ ثُمَّ قَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ غَرِقْنَا فَادْعُ رَبَّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَنِ الْمَدِيْنَةِ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً يُمْطَرُ مَاحَوَالَيْنَا وَلاَ يُمْطَرُ مِنْهَا شَىْءٌ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ ﷺ وَاِجَابَةَ دَعْوَتِهِ .

৫৬৫৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি জুমআর দিন মদীনায় নবী (স)-এর নিকট হাজির হলো। তখন তিনি (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বললো, বৃষ্টি চলছে, এ জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দোয়া করুন। নবী (স) আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তখন আমরা আকাশে কোন মেঘ দেখি নাই। নবী (স) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন। সাথে সাথে মেঘ দানা বাঁধতে থাকলো এবং খণ্ড খণ্ড মেঘ এসে জমা হলো। তারপর বৃষ্টি হতে লাগলো, এমনকি মদীনার নালাগুলো পর্যন্ত প্রবাহিত হতে থাকলো। বৃষ্টি একাধারে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত হতে থাকলো। তখন পুনরায় সেই ব্যক্তি কিংবা আরেকজন লোক উঠে

দাঁড়ালো। নবী (স) তখন (জুমআর) খোতবা দিচ্ছিলেন। সে বললো, আমরা তো ডুবে গেলাম। আপনি আপনার রবের কাছে দোয়া করুন তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী (স) হেসে ফেললেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের আশেপাশের এলাকায় বৃষ্টি বর্ষণ করো, আমাদের ওপর বর্ষণ করো না।" দু'বার কিংবা তিনবার তিনি একথা বললেন। তখন মেঘমালা খণ্ড খণ্ড হয়ে মদীনা হতে ডানে-বায়ে সরে যেতে লাগলো এবং আমাদের আশপাশে বর্ষণ থেকে থাকলো। কিন্তু মদীনায় এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো না। আল্লাহ তাআলা মদীনাবাসীকে তাঁর নবীর কারামত ও তাঁর দোয়া কবুল হওয়া দেখালেন।

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ○ (التوبة : ١١٩)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও"-(সূরা আত-তাওবা ঃ ১১৯) এবং মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে।

٥٦٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِىْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ (يَكُوْنَ) عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.

৫৬৫৫. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, নিশ্চয় সত্যবাদিতা মানুষকে নেকীর পথ দেখায় এবং নেকী জান্নাতের দিকে চালিত করে। আর মানুষ সত্য বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) হয়ে যায়। আর মিথ্যা (মানুষকে) পাপ কার্যের পথ দেখায় এবং পাপকার্য জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট জঘন্য মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

٥٦٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ .

৫৬৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি ঃ যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে ; ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।

٥٦٥٧- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ قَالاَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ يَّكْذِبُ بِالْكَذِبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

৫৬৫৭. সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এসে বললো ঃ আপনি (মিরাজের রাতে) যে লোকটিকে দেখেছিলেন যে, তার গাল চিরে ফেলা হচ্ছে সে ছিল জঘন্য মিথ্যাবাদী। সে এমনভাবে মিথ্যা রটাতো যে, দুনিয়ার কোণে কোণে তা ছড়িয়ে যেত। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তার অনুরূপ শাস্তি হতে থাকবে।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ সত্য-সঠিক পথ।

٥٦٥٨- عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُوْلُ اِنَّ اَشْبَهَ النَّاسِ دَلاًّ وَّسَمْتًا وَّهَدْيًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِاِبْنُ اُمِّ عَبْدٍ مِّنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ اِلٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَيْهِ لاَ نَدْرِىْ مَا يَصْنَعُ فِىْ اَهْلِهِ اِذَا خَلاَ .

৫৬৫৮. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাড়ী থেকে বের হওয়া থেকে বাড়ীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত চাল-চলন, রীতিনীতি ও অভ্যাসের দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে যার সর্বাধিক মিল রয়েছে, তিনি হলেন ইবনে উম্মে আব্দ অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)। তবে যখন তিনি পরিবারে একাকী থাকেন তখন কি করেন তা আমাদের জানা নেই।

٥٦٥٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ ﷺ.

৫৬৫৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব এবং মুহাম্মদ (স)-এর পথনির্দেশনা হলো সর্বোত্তম পথনির্দেশনা।

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

"ধৈর্যশীলদেরকে অঢেল ও অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।"-(আয যুমার ঃ ১২)

٥٦٦٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ اَوْ لَيْسَ شَىْءٌ اَصْبَرَ عَلٰى اَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَدْعُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَّاِنَّهُ لَيُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ .

৫৬৬০. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কষ্ট ও পীড়াদায়ক কথা শোনার পর আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু তিনি তারপরও তাদেরকে উপেক্ষা করেন এবং রিযিক দান করেন।

٥٦٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قِسْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَاللّٰهِ اِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَّا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ قُلْتُ اَمَّا اَنَا لاَقُوْلَنَّ لِلنَّبِىِّ ﷺ

فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ فِىْ اَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ حَتّٰى وَدِدْتُ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَخْبَرْتُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ اُوْذِىَ مُوْسٰى بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَبَرَ .

৫৬৬১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের মাল বা অন্যকিছু) যথারীতি বণ্টন করলেন। এক আনসারী মন্তব্য করলো, আল্লাহ্‌র কসম! এ ভাগ-বাটোয়ারায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন], আমি বললাম, আমি নবী (স)-এর কাছে একথা অবশ্যই বলবো। সুতরাং আমি নবী (স) -এর কাছে গেলাম। তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে গোপনে কথাটি বললাম। তা নবী (স)-এর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বোধ হলো, তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি মনে করতে লাগলাম যে, আমি যদি তাঁকে কথাটা না বলতাম। অতপর তিনি বললেন ঃ মূসা (আ)-কে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।[২৪]

৭২-অনুচ্ছেদ ঃ সামনাসামনি কাউকে তিরস্কার বা ভর্ৎসনা না করা।

٥٦٦٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْئِ اَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً .

৫৬৬২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটা কিছু করলেন এবং লোকদেরকেও তা করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু লোকেরা তা করা থেকে বিরত রইল। এ খবর নবী (স)-এর কাছে পৌঁছল। তিনি (লোকদের উদ্দেশে) কিছু বক্তব্য পেশ করলেন। বক্তৃতায় তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন এবং তারপর বললেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে, এমন কাজ থেকে তারা বিরত থাকছে যা আমি করেছি ? আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আল্লাহ্‌কে তাদের চেয়ে বেশী জানি এবং তাদের চেয়ে বেশী ভয়ও করি।[২৫]

---

২৪. মূসা (আ)-এর উম্মাতগণ তাঁর সাথে এর চেয়েও বেশী বেয়াদবি করেছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। নবীগণ প্রতিটি কাজই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে করেন। কিন্তু কারো ব্যক্তিস্বার্থ সামান্যতম ক্ষুণ্ন হলেই সে অনুরূপ মন্তব্য করে বসে। এতে মনে কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। রসূলুল্লাহ (স)-এরও অনুরূপ মনোকষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।

২৫. লোকদের ধারণা ছিল—এ কাজটি না করাই বিধেয় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের বেশী উপযোগী। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ কোন কিছু করা না করার ব্যাপারে আমার অনুসরণই হলো আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

রসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, কারো কোন কাজের সমালোচনা করতে হলে তিনি সাধারণভাবেই বিষয়টি উল্লেখ করতেন, ব্যক্তি বিশেষের নাম উল্লেখ করে বলতেন না। আসলে এভাবে ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে না বলা সংশোধনের জন্য অধিকতর কার্যকর পন্থা। ব্যক্তি বিশেষের সমালোচনা না করে সাধারণভাবে তা উল্লেখ করলে বিশেষ লোকটি লজ্জা থেকে রক্ষা পায় এবং সে তার দোষ সংশোধনেরও সুযোগ পায়। অন্যরাও সাবধান হয়ে যায়। অবশ্য হারাম কাজের ক্ষেত্রে নবী (স) নির্দিষ্ট লোককে লক্ষ্য করে কথা বলতেন এবং তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতেন।

٥٦٦٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا فَاِذَا رَاٰى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهِ .

৫৬৬৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঘরের নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী লাজুক নম্র কুমারী যুবতীদের চেয়েও নবী (স) অধিক লাজুক স্বভাবের ছিলেন। তিনি যদি এমন কিছু দেখতেন যা তার অপসন্দীয় তাহলে আমরা তাঁর চেহারা দেখে সেটা বুঝতে পারতাম।

৭৩-অনুচ্ছেদ ঃ যথার্থতা ছাড়াই কেউ তার মুসলমান ভাইকে কাফের বললে সে নিজেই তা হবে।

٥٦٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ يَاكَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ اَحَدُهُمَا.

৫৬৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোক যখন তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলো, তখন তাদের একজন একথার উপযুক্ত হয়ে গেল।

٥٦٦٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا.

৫৬৬৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কোন লোক তার কোন ভাইকে 'হে কাফের' বলে সম্বোধন করলে তাদের একজন কুফরীর শিকার হল।

٥٦٦٦- عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْاِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمٰى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ .

৫৬৬৬. সাবেত ইবনুদ দাহ্হাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের নামে মিথ্যা কসম করে সে সেরূপই হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে জিনিস দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। কোন মু'মিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে কুফরীর অভিযোগে অভিযুক্ত করা তাকে হত্যা করার সমান।

৭৪-অনুচ্ছেদ ঃ অজ্ঞতাবশত কিংবা তাবীলের ভিত্তিতে কেউ কাফের উক্তি করলেই উক্তিকারী কাফের না হওয়ার দলীল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাতিব ইবনে আবু বলতা'আ (রা) সম্পর্কে বললেন যে, সে মুনাফিক। তখন নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করে জানলে ? আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম।

٥٦٦٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ يَاْتِىْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الصَّلٰوةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّٰى صَلٰوةً خَفِيْفَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ اِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا وَنَسْقِىْ بِنَوَاضِحِنَا وَاِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَزَعَمَ اَنِّىْ مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ ثَلٰثًا اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَنَحْوَهَا.

৫৬৬৭. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী (স) -এর সাথে নামায পড়তেন এবং তারপর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা তিনি নামাযে সূরা বাকারা পড়লেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক ব্যক্তি নামায থেকে বেরিয়ে এসে আলাদাভাবে সংক্ষিপ্ত নামায পড়লো। মুআয (রা) এ বিষয়ে জানতে পেরে বললেন, সে মুনাফিক ! লোকটি একথা শুনে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা এমন এক জাতির লোক যারা নিজ হাতে কাজ করি এবং আমাদের উটগুলো দিয়ে পানি সেচন করি। মুআয (রা) গতরাতে আমাদের নিয়ে যে নামায পড়েছেন, তাতে তিনি সূরা বাকারা পাঠ করেছেন। তাই আমি আলাদা হয়ে সংক্ষিপ্ত সূরা দ্বারা নামায পড়ায় তিনি আমাকে মুনাফিক বলেছেন। একথা শুনে নবী (স) বলেন ঃ হে মুআয ! তুমি কি মানুষকে ফিতনায় নিক্ষেপকারী ? একথা তিনি তিনবার বলেন, তারপর বলেন ঃ তুমি নামাযে সূরা 'ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা' ও সূরা 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা এবং অনুরূপ সূরাগুলো পড়বে।[২৬]

٥٦٦٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

৫৬৬৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার শপথে বলে ফেলে লাত ও উয্যার কসম[২৭], তাহলে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। আর কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে ঃ এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে সে যেন অবশ্যই সদাকা দেয়।

---

২৬. এখানে এশার নামাযের কথা বলা হয়েছে। হযরত মুআয (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে এশার নামায পড়ে নিজের গোত্রে এসে আবার তাদেরকে এশার নামায পড়াতেন। সম্ভবত এটা এমন সময়ের ঘটনা, যখন ফরয নামায দু'বার পড়া যেত, কিংবা রসূলের (স) সাথে তিনি নফল নামায পড়তেন এবং নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে ফরয পড়াতেন। ইমামকে মুক্তাদীদের অবস্থা বুঝে কিরাআত পড়তে হবে। মুক্তাদীদের মধ্যে অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ কিংবা ব্যস্ত লোক থাকতে পারে। তাই তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বড়, মধ্যম ধরনের বা ছোট সূরা দিয়ে নামায পড়ানো উচিত।

২৭. অজ্ঞতাবশত লাত-উয্যার নামে কসম করলে সদাকা দিতে হয়।

٥٦٦٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ اَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِىْ رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِاَبِيْهِ فَنَادَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ وَاِلاَّ فَلْيَصْمُتْ .

৫৬৬৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কাফেলার মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কাছে এমন সময় পৌঁছলেন যখন তিনি তাঁর পিতার নামে কসম করছিলেন। তাই রসূলুল্লাহ (স) তাকে ডেকে বললেন ঃ সাবধান ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বাপ-দাদার নামে কসম করতে নিষেধ করেছেন। কাউকে যদি কসম করতেই হয় তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম করে, অন্যথায় চুপ থাকে।

৭৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার নির্দেশের ব্যাপারে ক্রোধ ও কঠোরতা জায়েয। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ - ط (التوبة : ٧٣)

"তুমি কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও।"

٥٦٧٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ وَفِى الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيْهِ صُوَرٌ فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ وَقَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ .

৫৬৭০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন এবং ঘরে অনেক ছবিযুক্ত পর্দা লটকানো ছিল। তাতে নবী (স)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতপর তিনি পর্দাটি হাতে নিলেন এবং তা ছিঁড়ে ফেললেন। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) তখন এ কথাও বললেন যে, যারা এসব প্রাণীর ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠোর শাস্তি তাদেরকেই দেয়া হবে।

٥٦٧١- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنِّىْ لاَتَاَخَّرُ عَنْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِّمَّا يُطِيْلُ بِنَا قَالَ فَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَطُّ اَشَدَّ غَضَبًا فِىْ مَوْعِظَةٍ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَاَيُّكُمْ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ وَالْكَبِيْرَ وَذَاالْحَاجَةِ .

৫৬৭১. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, অমুক ব্যক্তির কারণে আমি ফজরের নামাযে শরীক হই না। কারণ, সে নামায অনেক দীর্ঘায়িত করে। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে সেদিন উপদেশ দানকালে যতটা অসন্তুষ্ট হতে দেখেছি তার চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতে আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেন ঃ হে জনগণ ! তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা

বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে নামায থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই তোমাদের যারা নামায পড়াবে তারা যেন নামায সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, মুসল্লীদের মধ্যে রোগী, বৃদ্ধ এবং ব্যস্ত লোকও থাকে।

٥٦٧٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ رَاى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِيَدِهٖ فَتَغَيَّظَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا كَانَ فِي الصَّلٰوةِ فَاِنَّ اللّٰهَ حِيَالَ وَجْهِهٖ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ حِيَالَ وَجْهِهٖ فِي الصَّلٰوةِ .

৫৬৭২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নামাযরত অবস্থায় কিবলার দিকে মসজিদের দেয়াল গাত্রে থুথু দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে তা ঘষে সাফ করলেন কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। অতপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযরত থাকে তখন আল্লাহ তাআলা তার সামনেই থাকেন। অতএব তার উচিত নামাযের সময় সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ না করা।

٥٦٧٣- عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الاِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَلْقَاهَا رَبُّهَا .

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً اَوْ حَصِيْرًا فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْهَا قَالَ فَتَتَبَّعَ اِلَيْهِ رِجَالٌ وَّجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاَتِهٖ ثُمَّ جَاءُوْا لَيْلَةً فَحَضَرُوْا وَاَبْطَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ فَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا الْبَابَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهٖ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ .

৫৬৭৩. যায়েদ ইবনে খালেদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-কে হারানো প্রাপ্তি (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন ঃ তমি সে সম্পর্কে এক বছর পর্যন্ত জনসমক্ষে প্রচার করতে থাক। অতপর থলে ও এর মাথার বাঁধনটি চিনে রাখ, তারপর তা খরচ করতে পার। এরপর যদি তার মালিক আসে তবে তা তাকে

ফিরিয়ে দিও। লোকটি জিজ্ঞেস করলো ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারিয়ে যাওয়া বকরীর বিধান কি ? তিনি বলেন ঃ তুমি পেলে সেটি নিয়ে নিবে। কেননা, সেটি হয় তোমার না হয় তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! হারানো উটের বিধান কি ? বর্ণনাকারী বলেন, এবার রসূলুল্লাহ (স) রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাঁর উভয় গণ্ডদেশ কিংবা মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ তাতে তোমার কি প্রয়োজন, যখন তার জুতা ও পানীয় তার সাথেই রয়েছে ? শেষ পর্যন্ত তা তার মালিকের হস্তগত হবে।

অপর এক সনদে যায়েদ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খেজুরের ডাল কিংবা পাতার চাটাই দ্বারা একটি ছোট কামরা বানিয়ে নিলেন। রসূলুল্লাহ (স) বেরিয়ে এসে ঐ কামরায় নামায পড়তে লাগলেন। তখন অনেক লোকজন এসে তাঁর সাথে নামাযে যোগ দিল। অতপর আর এক রাতে লোকজন এসে হাযির হলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ (স) বিলম্ব করলেন এবং বের হলেন না। তখন লোকজন উচ্চৈস্বরে কথা বলতে শুরু করলো এবং নবী (স)-এর ঘরের দরজায় কঙ্করাঘাত করলো। [তাদের ধারণা, হুযুর (স) আসতে ভুলে গেছেন। তাই তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা এসব করলো]। তখন নবী (স) রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা নিয়মিত যেভাবে এ কাজ করে যাচ্ছ তাতে আমার ধারণা হলো যে, অচিরেই এটা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয়। সুতরাং তোমরা নিজ নিজ ঘরেই নামায পড়। কেননা, ফরয নামায ছাড়া মানুষের অন্য সব নামায ঘরে পড়াই উত্তম।

৭৬-অনুচ্ছেদ ঃ ক্রোধান্বিত হওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ○ (الشورى : ٣٧)

"(আর তারাই হলো ঈমানদার) যারা কবীরা গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকে এবং যখন ক্রোধান্বিত হয় তখন মাফ করে দেয়"–(সূরা আশ শূরা ঃ ৩৭)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

"(তারাই হলো ঈমানদার) যারা প্রাচুর্যে ও অভাবে (উভয় অবস্থায়) আল্লাহ্‌র পথে দান করে, ক্রোধ দমন করে এবং মানুষকে মাফ করে দেয়। আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকেই ভালোবাসেন"–(সূলা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)।

٥٦٧٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ .

৫৬৭৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রকৃত বলবান ও বীর পুরুষ সে নয়, সে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। আসল বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

٥٦٧٥- عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ وَاَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّى لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالُوْا لِلرَّجُلِ اَلاَ تَسْمَعُ مَايَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنِّى لَسْتُ بِمَجْنُوْنٍ .

৫৬৭৫. সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ দুই ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনেই গালমন্দে লিপ্ত হলো। আমরা তখন নবী (স)-এর সাথে বসেছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে ক্রোধান্বিত হয়ে গালি দিচ্ছিল এবং তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল। নবী (স) বললেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি, যদি লোকটি তা বলতো তাহলে তার ক্রোধ থাকত না। যদি সে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বলতো, তাহলে কত ভাল হতো ! তখন লোকজন সেই ব্যক্তিকে বললো, রসূলুল্লাহ (স) যা বলছেন, তুমি কি তা শুনতে পাচ্ছ না। সে বললো, আমি পাগল নই (যে, শুনবো না বা বুঝবো না)।

٥٦٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ .

৫৬৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে বললো, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না। লোকটি বারবার তার অনুরোধের পুনরাবৃত্তি করলে নবী (স)-ও প্রতিবারই বলতে থাকলেন ঃ ক্রোধান্বিত হয়ো না।

৭৭-অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাশীলতা।

٥٦٧٧- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْحَيَاءُ لاَ يَاْتِىْ اِلاَّ بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ مَكْتُوْبٌ فِى الْحِكْمَةِ اِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَارًا وَّاِنَّ مِنَ الْحَيَاءِ سَكِيْنَةً فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ اُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِىْ عَنْ صَحِيْفَتِكَ .

৫৬৭৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ লজ্জাশীলতা কল্যাণই বয়ে আনে। তখন বুশাইর ইবনে কা'ব বললেন, জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক-সমূহে লেখা আছে, এমন কিছু কিছু লজ্জা আছে যা সম্মানের কারণ হয়, আর কোন কোন লজ্জা শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে। ইমরান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি আমাকে তোমার পুস্তিকার কথা শোনাচ্ছ!

٥٦٧٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ فِى الْحَيَاءِ يَقُوْلُ اِنَّكَ لَتَسْتَحِىْ حَتّٰى كَاَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ اَضَرَّ بِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ .

৫৬৭৮. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি লজ্জা সম্পর্কে তার ভাইকে তিরস্কার করে বলছিল ঃ তুমি খুব লাজুক, এতে তোমার দারুণ ক্ষতি হবে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা ঈমানের অংশ।

٥٦٧٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذَرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا .

৫৬৭৯. আবু সায়ীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী (স) নিভৃত কোণে অবস্থানকারিণী পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী লাজুক ছিলেন।

৭৮-অনুচ্ছেদ ঃ তোমার লজ্জা-সম্ভ্রমবোধ না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

٥٦٨٠- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِىْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

৫৬৮০. আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী যুগের নবীদের বাণীসমূহের মধ্য থেকে যেটি মানুষ লাভ করেছে সেটি হলো ঃ তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।

৭৯-অনুচ্ছেদ ঃ দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য হক কথা বলতে লজ্জা না করা।

٥٦٨١- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحِىْ مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ اِذَا احْتَلَمَتْ فَقَالَ نَعَمْ اِذَا رَأَتِ الْمَاءَ .

৫৬৮১. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উম্মে সুলাইম (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ তাআলা হক কথা বলতে লজ্জা পান না। স্বপ্নদোষ হলে কি মহিলাদের গোসল করা ওয়াজিব ? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যদি বীর্যপাত হয়।

٥٦٨٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ فَقَالَ الْقَوْمُ هِىَ شَجَرَةُ كَذَا هِىَ شَجَرَةُ كَذَا فَاَرَدْتُ اَنْ اَقُوْلَ هِىَ النَّخْلَةُ وَاَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ هِىَ النَّخْلَةُ .

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

৫৬৮২. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ মু'মিন লোকের উপমা এমন সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ, যার পাতা ঝরে না। লোকজন বললো, সেটা তো অমুক বা অমুক বৃক্ষ। আমি বলতে চাইলাম যে, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি কম বয়সের যুবক ছিলাম, তাই তা বলতে লজ্জাবোধ করলাম। তখন নবী (স) নিজেই বলেন যে, সেটি খেজুর গাছ।

অন্য এক সনদে ইবনে উমার (রা) থেকে অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে। তবে তাতে আরো আছে ঃ অতপর আমি তা উমার (রা)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বলেন ঃ যদি তুমি (লজ্জা না করে) কথাটি বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক পসন্দনীয় হতো।

٥٦٨٣ـ عَنْ اَنَسٍ يَّقُوْلُ جَاءَ تْ اِمْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَتْ هَلْ لَكَ حَاجَةٌ فِيَّ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مَا اَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ هِيَ خَيْرٌ مِّنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهَا.

৫৬৮৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী (স)-এর খেদমতে এসে তাকে বিয়ে করার জন্য নবী (স)-এর কাছে আবেদন জানালো এবং বললো ঃ 'আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে ? যখন আনাস (রা)-এর কন্যা বললো, মহিলা কত বেহায়া ! আনাস (রা) তাকে বলেন, সে তোমার চেয়ে উত্তম। সে রসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য নিজেকে পেশ করেছে।

৮০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। নবী (স) মানুষের জন্য সবকিছু হালকা ও সহজ করতে ভালোবাসতেন।

٥٦٨٤ـ عَنْ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا وَسَكِّنُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا.

৫৬৮৪. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না এবং মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করো না।

٥٦٨٥ـ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ (اَبُوْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ) قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَهُمَا يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا قَالَ اَبُوْ مُوْسَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا بِاَرْضٍ يُّصْنَعُ فِيْهَا شَرَابٌ مِّنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِّنَ الشَّعِيْرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

৫৬৮৫. আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর দাদা আবু মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁকে ও মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়ামান পাঠালেন, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ সহজ করবে, কঠিন করবে না, সুখবর শোনাবে, ভাগিয়ে দিবে না এবং তোমরা (দুইজন) একে অপরকে মেনে চলবে। আবু মূসা (রা) বললে, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা এমন এক এলাকায় যাচ্ছি যেখানে মধু থেকে বিত নামক শরাব তৈরি করা হয় এবং যব থেকে মিযর নামক শরাব বানানো হয়। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ প্রতিটি নেশাকর বস্তুই হারাম।

٥٦٨٦- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ اَمْرَيْنِ قَطُّ اِلاَّ اَخَذَ اَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ اِثْمًا فَاِنْ كَانَ اِثْمًا كَانَ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فِىْ شَىْءٍ قَطُّ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلّٰهِ .

৫৬৮৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে দু'টি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলে এবং তা গোনাহের কাজ না হলে যেটি সহজতর তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন। যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে বেশী দূরে অবস্থান করতেন। রসূলুল্লাহ (স) কোন ব্যাপারে নিজ স্বার্থে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্র কোন নিষেধাজ্ঞার প্রকাশ্য লংঘন হলে তিনি তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নিতেন।

٥٦٨٧- عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلٰى شَاطِئِ نَهْرٍ بِالْاَهْوَازِ قَدْ نَصَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَجَاءَ اَبُوْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىُّ عَلٰى فَرَسٍ فَصَلّٰى وَخَلّٰى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الْفَرَسُ فَتَرَكَ (فَخَلّٰى) صَلٰوتَهُ وَتَبِعَهَا حَتّٰى اَدْرَكَهَا فَاَخَذَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَضٰى صَلاَتَهُ وَفِيْنَا رَجُلٌ لَهُ رَاىٌ فَاَقْبَلَ يَقُوْلُ اُنْظُرُوا اِلٰى هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلٰوتَهُ مِنْ اَجْلِ فَرَسٍ فَاَقْبَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَنِىْ اَحَدٌ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ اِنَّ مَنْزِلِىْ مُتَرَاخٍ فَلَوْ صَلَّيْتُ وَتَرَكْتُهُ لَمْ اٰتِ اَهْلِىْ اِلَى اللَّيْلِ وَذَكَرَ اَنَّهُ صَحِبَ النَّبِىَّ ﷺ فَرَاٰى مِنْ تَيْسِيْرِهِ .

৫৬৮৭. আল-আযরাক ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আহওয়ায' নামক স্থানে একটি নদীর তীরে অবস্থান করছিলাম। নদীর পানি শুকিয়ে গিয়েছিল। আবু বারযা আসলামী (রা) একটি ঘোড়ায় চড়ে আসলেন। ঘোড়াটিকে ছেড়ে দিয়ে তিনি নামায পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি ছুটে পালাতে থাকলে তিনি নামায ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটলেন, শেষ পর্যন্ত সেটিকে ধরে ফেললেন এবং ফিরে এসে নামায আদায় করলেন। আমাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মতের একজন লোক ছিল। সে বলতে লাগলো, তোমরা এই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখ, একটি ঘোড়ার কারণে তিনি নামায ছেড়ে দিয়েছেন। তখন আবু বারযা (রা) বললেন, আমি যখন থেকে রসূলুল্লাহ (স)-কে হারিয়েছি তখন থেকে (আজ পর্যন্ত) কেউ আমাকে তিরস্কার করেনি। তিনি আরও বললেন, আমার বাড়ী এখান থেকে

অনেক দূরে। যদি নামায পড়েই যেতাম এবং ঘোড়াটিকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতাম তাহলে রাত অবধিও আমি পরিবার-পরিজনদের কাছে পৌঁছতে পারতাম না। তিনি আরো বললেন যে, তিনি নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁকে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে দেখেছেন।[২৮]

٥٦٨٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَثَارَ اِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَّعُوْابِهِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِّنْ مَاءٍ اَوْ سَجْلاً مِنْ مَّاءٍ فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ .

৫৬৮৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে নববীতে পেশাব করে ফেলল। লোকজন তাকে প্রহার করার জন্য তার দিকে ছুটে গেল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁদেরকে বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের ওপর এক বালতি অথবা এক ঘটি পানি ঢেলে দাও। কেননা, তোমাদেরকে কোমলতা প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসেবে নয়।[২৯]

৮১-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের প্রতি উৎফুল্লচিত্ত হওয়া। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষের সাথে মেলামেশা কর কিন্তু তোমার দীন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ এবং পরিবারের লোকদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করা।

٥٦٨٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَّقُوْلُ اِنْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلُ لاَخٍ لِّىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ .

৫৬৮৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদের বাড়ীর সকলের সাথে খুব মেলামেশা করতেন, এমনকি আমার এক ছোট ভাইয়ের সাথেও কথা বলতেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ ওহে আবু উমাইর ! কি হলো তোমার নুগায়ের ?

٥٦٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ وَكَانَ لِىْ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِىْ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِىْ

৫৬৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর উপস্থিতিতে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার কিছু সংখ্যক বান্ধবী ছিল। তারাও আমার সাথে খেলত। যখন রসূলুল্লাহ (স) আমার ঘরে প্রবেশ করতেন তখন তারা নিজেদের লুকিয়ে রাখতো। কিন্তু নবী (স) তাদেরকে ডেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আবার আমার সাথে খেলা করতো।

---

২৮. কোন ভয়, ক্ষয়-ক্ষতি ও পেরেশানীর আশংকা দেখা দিলে নামায ছেড়ে দিয়ে হাদীসে উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় কাজ সমাধার পর পুনরায় নামায আদায় করা যায়। এটাও ইসলামের সহজতর পন্থা। নামায শুরু করলে শেষ করতেই হবে, এর ব্যতিক্রম কোন অবস্থাতেই করা যাবে না, এমন কঠোর ব্যবস্থা ইসলামে নেই।

২৯. পেশাব করার সময় বাধা দিলে পেশাবে বিঘ্ন ঘটে, দৈহিক ক্ষতি হয়। তাই নবী (স) সাহাবীগণকে বাধা দিলেন এবং লোকটিকে পেশাব করতে সুযোগ দিলেন। পরে তিনি পানি ঢেলে মসজিদ পাক-সাফ করার ব্যবস্থা করলেন।

৮২-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করা। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ আমরা কিছু লোকের সাথে প্রকাশ্যে হাসিমুখে মিশতাম কিন্তু আমাদের অন্তর তাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতো।

٥٦٩١ـ عَنْ عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُ اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ فِى الْقَوْلِ فَقَالَ اَىْ عَائِشَةُ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ اَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ .

৫৬৯১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক নবী (স)-এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলো। তিনি বলেন ঃ তাকে আসতে দাও। সে গোত্রের নিকৃষ্ট সন্তান কিংবা নিকৃষ্ট ভাই। কিন্তু সে ভেতরে আসলে তিনি তার সাথে নম্রতার সাথে কথা বলেন। আমি তাকে বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি এ লোকটি সম্পর্কে যা বলার বলেছেন। অথচ সে ভেতরে আসলে আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন। নবী (স) বলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হলো সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

٥٦٩٢ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِّنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ قَالَ اَيُّوْبُ بِثَوْبِهِ وَاَنَّهُ يُرِيْهِ اِيَّاهُ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهِ شَىْءٌ وَعَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ .

৫৬৯২. আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স)-কে স্বর্ণের বোতাম লাগানো কতিপয় রেশমী কুবা উপহার দেয়া হলে তিনি তা সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন এবং একটি মাখরামার জন্য আলাদা করে রাখলেন। মাখরামা (রা) আসলে তিনি তাকে বলেন ঃ আমি এটি তোমার জন্য আলাদা করে রেখেছি। রসূলুল্লাহ (স) যেভাবে উক্ত জামাটি মাখরামাকে দেখিয়ে বলেছিলেন, অধঃস্তন রাবী আইউব ঠিক তেমনিভাবে তার নিজের জামাটি হাতে নিয়ে দেখিয়ে বললেন। মাখরামার স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা ছিল। অপর এক সনদে মিসওয়ার (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (স)-এর কাছে কতিপয় কুবা এসেছিল।

৮৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না। মুআবিয়া (রা) বলেন, অভিজ্ঞতা বা অনুশীলন ছাড়া কেউ জ্ঞানী হতে পারে না।

٥٦٩٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَّاحِدٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৬৯৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।

৮৪-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানদের হক।

٥٦٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ وَتَصُوْمُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَاَفْطِرْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّكَ عَسٰى اَنْ يَّطُوْلَ بِكَ عُمُرٌ وَّاِنَّ مِنْ حَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَذٰلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ اُطِيْقُ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللّٰهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ .

৫৬৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমার কাছে এসে বললেন ঃ তুমি রাতভর ইবাদত করো এবং দিনে রোযা রাখ, এ বিষয়ে আমাকে যা অবহিত করা হয়েছে তা কি ঠিক নয় ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ এমনটি করো না, রাতে নামাযও পড় এবং নিদ্রাও যাও, রোযাও রাখ এবং রোযাহীনও থাক। কেননা, তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে, তোমার সাথে যারা দেখা করতে আসে, তাদেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে। আশা করা যায়, তুমি দীর্ঘজীবী হবে। এ জন্যে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। কারণ, প্রতিটি সৎকাজের বিনিময়ে দশ গুণ প্রতিদান পাওয়া যায়। এভাবেই সারা বছরের রোযা হয়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, আমি পীড়াপীড়ি করলে আমার উপর কঠোরতা আরোপিত হল। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ তাহলে প্রতি সপ্তাহে তিন দিন রোযা রাখ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, আমি আবারও পীড়াপীড়ি আমি কঠোরতায় পতিত হলাম। আমি বললাম, আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ)-এর মত রোযা রাখ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ ? তিনি বলেন ঃ অর্ধ বছরের রোযা (অর্থাৎ তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন)।

৮৫-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং স্বশরীরে তার খেদমত করা।

আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ○ (الذريت : ٢٤)

"তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর এসেছে ?"

٥٦٩٥- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَّلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَّثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

৫৬৯৫. আবু শুরাইহ আল-কা'বী (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে। একদিন ও এক রাত তাকে উত্তররূপে আপ্যায়ন করতে হবে এবং তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করতে হবে। এর অধিক সদাকা হিসেবে গণ্য হবে। আর মেজবানের কষ্ট হতে পারে এত দীর্ঘ সময় কোন মেহমানের অবস্থান বৈধ নয়।

٥٦٩٦- عَنْ مَالِكٍ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৬. ইমাম মালেক (র)ও (উপরের হাদীসের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তার রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে।

٥٦٩٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।

٥٦٩٨- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُوْنَنَا فَمَا تَرٰى فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَاَمَرُوْا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِىْ لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوْا فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلُوْا فَخُذُوْا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ .

৫৬৯৮. উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি আমাদেরকে বাইরে পাঠিয়ে থাকেন। আমরা এমন সব গোত্রের এলাকায় অবতরণ করি যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি ? রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে বললেন ঃ যদি তোমরা কোন গোত্রের এলাকায় অবতরণ কর এবং তারা তোমাদের জন্য উপযুক্ত মেহমানদারির ব্যবস্থা করে তবে তা সাদরে গ্রহণ কর। কিন্তু যদি তারা (অনুরূপ কোন ব্যবস্থা) না করে, তবে তাদের থেকে এতটা হক আদায় করে নাও যা দেয়া তাদের উচিত ছিল।৩০

٥٦٩٩ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ .

৫৬৯৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।

৮৬-অনুচ্ছেদ ঃ মেহমানের জন্য খাবার তৈরি করা এবং আনুষ্ঠানিকতা দেখানো।

٥٧٠٠ـ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اٰخَى النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَاْنُكِ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُوْ الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ ،فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ كُلْ فَاِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ نَمْ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ سَلْمَانُ اَبُوْ جُحَيْفَةَ وَهْبُ السُّوَائِىُّ يُقَالُ لَهُ وَهْبُ الْخَيْرِ.

৫৭০০. আওন ইবনে আবু জুহাইফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) সালমান ফারসী (রা) এবং আবু দারদা (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। সালমান (রা) আবু দারদা (রা)-এর সাথে দেখা করতে গিয়ে উম্মে দারদাকে

৩০. অর্থাৎ বাড়ীর মালিক মেহমানদারি না করলে প্রয়োজনে শক্তিপ্রয়োগে মেহমানের হক আদায় করা যায়।

পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দেখলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ অবস্থা কেন ? তিনি বলেন, আপনার ভাই আবু দারদার দুনিয়াতে কোন প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে আবু দারদা (রা) এসে গেলেন এবং সালমান (রা)-এর জন্য খাবার তৈরি করে বললেন, খাও। আমি রোযাদার। সালমান (রা) বললেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন তিনি খেলেন। রাত হলে আবু দারদা (রা) নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, ঘুমাও। তাই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি আবার নফল নামায পড়ার প্রস্তুতি নিলেন। সালমান (রা) বললেন, আরো ঘুমাও। অতপর রাতের শেষ ভাগে তিনি বললেন, এখন ওঠ। তখন দু'জনেই (উঠে) নামায পড়লেন। পরে সালমান (রা) তাঁকে বললেন, তোমার উপর তোমার রবের প্রতি কর্তব্য আছে, তোমার উপর তোমার নিজের প্রতি কর্তব্য আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর প্রতিও কর্তব্য আছে। তাই প্রত্যেক হকদারকে তার হক আদায় করতে হবে। পরে আবু দারদা (রা) নবী (স)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলে নবী (স) বলেন ঃ সালমান ঠিকই বলেছে। আবু জুহাইফা (রা) হলেন 'ওয়াহ্‌ব সুওয়ায়ী'। তাঁকে 'ওয়াহ্‌ব খায়ের'ও বলা হয়।

৮৭-অনুচ্ছেদ ঃ অতিথির সামনে ক্রুদ্ধ হওয়া ও অসহিষ্ণু হওয়া অবাঞ্ছনীয়।

٥٧٠١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَضَيَّفَ رَهْطًا فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ دُوْنَكَ اَضْيَافَكَ فَاِنِّىْ مُنْطَلِقٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ اَنْ اٰجِئَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوْا فَقَالُوْا اَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اطْعَمُوْا قَالُوْا مَا نَحْنُ بِاٰكِلِيْنَ حَتّٰى يَجِيْئَ رَبُّ مَنْزِلِنَا قَالَ اقْبَلُوْا عَنَّا قِرَاكُمْ فَاِنَّهُ اِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوْا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ فَاَبَوْا فَعَرَفْتُ اَنَّهُ يَجِدُ عَلَىَّ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ فَاَخْبَرُوْا فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَسَكَتُّ فَقَالَ يَا غُنْثَرُ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ اِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِىْ لَمَّا جِئْتَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ اَضْيَافَكَ فَقَالُوْا صَدَقَ اَتَانَا بِهٖ قَالَ فَاِنَّمَا انْتَظَرْتُمُوْنِىْ وَاللّٰهِ لاَ اَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الاٰخَرُوْنَ وَاللّٰهِ لاَ نَطْعَمُهُ حَتّٰى تَطْعَمَهُ قَالَ لَمْ اَرَ فِى الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ وَيْلَكُمْ مَا اَنْتُمْ لِمَ لاَ تَقْبَلُوْنَ عَنَّا قِرَاكُمْ هَاتِ طَعَامَكَ فَجَاءَ بِهٖ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الْاُوْلٰى لِلشَّيْطَانِ فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا.

৫৭০১. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) একদল লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। তিনি (পুত্র) আবদুর রহমানকে বললেন, আমি নবী (স)-এর কাছে যাচ্ছি। আমি ফিরে আসার পূর্বেই তুমি মেহমানদের আপ্যায়নের কাজ শেষ করবে। আবদুর রহমান (রা) উপস্থিত মত বাড়িতে যা ছিল তা মেহমানদের সামনে পেশ করে বললেন, খেয়ে নিন। মেহমানগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের বাড়ীর মালিক

কোথায় ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আপনারা খেয়ে নিন। তাঁরা বললেন, বাড়ীর মালিক না আসা পর্যন্ত আমারা খাব না। তিনি বললেন, আমাদের পক্ষ থেকে মেহমানদারি কবুল করুন। যদি আপনারা খাবার না খান এবং তিনি ফিরে এসে তা দেখেন তবে আমাদেরকে তার অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু তবুও তারা খেতে অস্বীকার করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি (আব্বা) আমার উপর অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবেন। তিনি ফিরে আসলে আমি নিজেকে আড়াল করার জন্য একপাশে সরে গেলাম। তিনি এসে জানতে চাইলেন, তোমরা কি করেছো ? তখন তারা তাকে সবকিছু জানালেন। তিনি ডাকলেন, হে আবদুর রহমান ! আমি চুপ থাকলাম। তিনি আবার ডাকলেন, হে আবদুর রহমান। এবারও আমি চুপ করে রইলাম। তিনি বললেন, ওরে মূর্খ, আমি তোকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, যদি আমার কথা শুনতে পেয়ে থাকিস। তখন আমি সামনে এসে বললাম, আপনি আপনার মেহমানদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তারা বললেন, যে সে ঠিকই বলেছে। আমাদের সামনে সে খাবার নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে আবু বাক্‌র (রা) বললেন, তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছো। আল্লাহ্‌র কসম ! আমি আজ রাতে খাব না। মেহমানগণ বললেন. আল্লাহ্‌র কসম ! আপনি না খেলে আমরাও খাব না। আবু বাক্‌র (রা) বললেন, আমি আজকের মতো খারাপ রাত আর দেখিনি। তোমাদের জন্য আফসোস ! তোমরা কেন আমার মেহমানদারি কবুল করছ না ? (তারপর বললেন ঃ) খাবার নিয়ে এসো। আবদুর রহমান খাবার নিয়ে আসলেন। তখন তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাবার খেতে শুরু করলেন এবং বললেন ঃ প্রথম অবস্থা শয়তানের কারণে হয়েছিল। সুতরাং তিনিও খেলেন এবং মেহমানরাও খেলেন।

৮৮-অনুচ্ছেদ ঃ মেযবানকে মেহমানের একথা বলা যে, আপনি না খাওয়া পর্যন্ত আমি খাব না। এ ব্যাপারে নবী (স) থেকে আবু জুহাইফা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٧٠٢- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ بِضَيْفٍ لَّهُ اَوْ بِاَضْيَافٍ لَّهُ فَاَمْسٰى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ لَهُ اُمِّىْ اِحْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ اَوْ عَنْ اَضْيَافِكَ اللَّيْلَةَ قَالَ مَا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ اَوْ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اَوْ فَاَبٰى فَغَضِبَ اَبُوْ بَكْرٍ فَسَبَّ وَجَدَّعَ (جَزِعَ) وَحَلَفَ لاَ يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ اَنَا فَقَالَ يَا غُنْثَرُ فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَحَلَفَ الضَّيْفُ اَوِ الْاَضْيَافُ اَنْ لاَ يَطْعَمَهُ اَوْ يَطْعَمُوْهُ حَتّٰى يَطْعَمَهُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ كَاَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَاَكَلَ وَاَكَلُوْا فَجَعَلُوْا لاَ يَرْفَعُوْنَ لُقْمَةً اِلاَّ رَبَا مِنْ اَسْفَلِهَا اَكْثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا اُخْتَ بَنِىْ فِرَاسٍ مَا هٰذَا فَقَالَتْ وَقُرَّةِ عَيْنِىْ اِنَّهَا الْاٰنَ لَاَكْثَرُ قَبْلَ اَنْ نَّاْكُلَ فَاَكَلُوْا وَبَعَثَ بِهَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ اَنَّهُ اَكَلَ مِنْهَا.

৫৭০২. আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌র (রা) একজন কিংবা কয়েকজন মেহমান নিয়ে (বাড়ী) আসলেন। তিনি বেশ কিছু রাত পর্যন্ত নবী (স)-

-এর কাছে অতিবাহিত করে ফিরে আসলে আমার আম্মা বললেন, আপনি আপনার মেহমান কিংবা মেহমানদেরকে আজ রাতের খাবার খাওয়াতে দেরী করে ফেলেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এখনো তাদেরকে রাতের খাবার খাওয়াওনি ? আম্মা বললেন, আমরা তাঁর বা তাদের সামনে খানা হাযির করেছিলাম, কিন্তু তারা বা তিনি খেতে রাজী হননি। তখন আবু বাক্‌র (রা) রাগান্বিত হয়ে গেলেন, দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং খাবার গ্রহণ করবেন না বলে শপথ করলেন। আবদুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন, আমি আত্মগোপন করলে তিনি বললেন ঃ ওরে মূর্খ, তাঁর স্ত্রীও (আমার আম্মা) কসম করলেন তিনি না খেলে তিনিও খাবেন না। ওদিকে মেহমান বা মেহমানগণও কসম করলেন যে, আবু বাক্‌র না খাওয়া পর্যন্ত তারাও খাবেন না। অতপর আবু বাক্‌র (রা) বললেন, এটা শয়তানের কাজ। তারপর তিনি খাবার আনতে বললেন এবং নিজে খেলেন, তারাও (মেহমানগণ) খাবার খেলেন। (খেতে বসে) তারা যে লোকমাই মুখে উঠাচ্ছিলেন তার নীচ থেকে তার চেয়েও বেশী খাবার বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তা দেখে আবু বাক্‌র (রা) বললেন ঃ হে বনী ফিরাসের বোন, এটা কি, তার স্ত্রীও (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, হে আমার চোখের শীতলতা, আমাদের খাওয়ার আগে যে পরিমাণ খাবার ছিল এখন তো তার চেয়েও বেশী হয়ে গেছে। অতপর সবাই মিলে তা খেলেন। আবু বাক্‌র (রা) এ (বরকতময়) খাবার থেকে কিছু অংশ নবী (স)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। পরে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, নবী (স) তা খেয়েছেন।

৮৯-অনুচ্ছেদ ঃ প্রবীণদের সম্মান করা এবং প্রবীণরাই কথা বলার ও কিছু চাওয়ার সূচনা করবে।

٥٧٠٣- عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ وَسَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ اَوْ حَدَّثَا اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَتَيَا خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِى النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَتَكَلَّمُوْا فِى اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ كَبِّرِ الْكُبْرَ قَالَ يَحْيٰى لِيَلِىَ الْكَلاَمَ الاَكْبَرُ فَتَكَلَّمُوْا فِىْ اَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتَسْتَحِقُّوْنَ قَتِيْلَكُمْ اَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ بِاَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْرٌ لَمْ نَرَهُ قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ فِىْ اَيْمَانِ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ فَوَدَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ قَالَ سَهْلٌ فَاَدْرَكَتْ نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الاِبِلِ فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَّهُمْ فَرَكَضَتْنِىْ بِرِجْلِهَا.

৫৭০৩. রাফে ইবনে খাদীজ (রা) এবং সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল (রা) ও মুহাইয়াসা ইবনে মাসউদ (রা) খাইবারে আসলেন এবং একটি খেজুর বাগানে পৌঁছে পরস্পর আলাদা হয়ে গেলেন। অতপর আবদুল্লাহ ইবনে সাহল খুন হলেন। তখন আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং ইবনে মাসউদের (রা) দুই

পুত্র হুয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা নবী (স)-এর কাছে এসে তাদের সাথীর (হত্যার) ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগলেন। আবদুর রহমান কথা শুরু করলেন। তিনি এ দলে সবার ছোট ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ বড়জনকে কথা বলতে দাও। ইয়াহ্ইয়া বলেন, এর অর্থ বয়সে যিনি বড় তিনি প্রথমে কথা বলবেন। অতপর তারা তাদের সাথীর হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নবী (স) তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা কি পঞ্চাশবার কসম খেয়ে তোমাদের নিহত ব্যক্তির কিংবা বলেছেন তোমাদের সাথীর রক্তপণের হকদার হতে পারবে ? তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! এটা এমন এক ঘটনা যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি। নবী (স) বললেন, তাহলে ইহূদীরা তাদের পঞ্চাশজনকে দিয়ে কসম করিয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! ওরা তো কাফের সম্প্রদায় (মিথ্যা কসম করা তাদের পক্ষে সম্ভব)। রসূলুল্লাহ (স) নিজের (সরকারের) পক্ষ থেকে তাদেরকে রক্তপণ (দিয়াত) দিয়ে দিলেন। সাহল বর্ণনা করেন, এ দিয়াতের উটগুলোর একটি আমি পেয়েছি আমি উটের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করলে সেটি আমাকে লাথি মেরেছিলো।

٥٧٠٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْبِرُوْنِى بِشَجَرَةٍ مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَلاَ تُحَتُّ وَرَقُهَا فَوَقَعَ فِىْ نَفْسِى النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ اَنْ اَتَكَلَّمَ وَثَمَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هِىَ النَّخْلَةُ فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ اَبِىْ قُلْتُ يَا اَبَتَاهُ وَقَعَ فِىْ نَفْسِى النَّخْلَةُ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَقُوْلَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا مَنَعَنِىْ اِلاَّ اَنِّىْ لَمْ اَرَاكَ وَلاَ اَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ .

৫৭০৪. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ তোমরা আমাকে এমন একটি বৃক্ষের নাম বলো যার সাথে মুসলমানের সাদৃশ্য রয়েছে, যে বৃক্ষ হর-হামেশা তার রবের অভিপ্রায় অনুযায়ী ফল দিয়ে থাকে এবং যার পাতাও ঝরে না। [আবদুল্লাহ (রা) বলেন,] তখন আমার মনে ধারণা জাগলো যে, সেটি হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) সেখানে উপস্থিত থাকায় তাঁদের সামনে সে কথা বলা আমি ভালো মনে করলাম না। তাঁরা দু'জনও যখন কোন কথা বললেন না তখন নবী (স) বললেন ঃ সেটি খেজুর গাছ। অতপর আমি যখন আমার আব্বার সাথে বেরিয়ে আসলাম তখন তাকে বললাম, আব্বাজান ! সেটি যে খেজুর গাছ সে ধারণা আমার মনেও জেগেছিলো। তিনি বললেন, তবে তুমি তা বললে না কেন ? তুমি যদি তা বলতে তাহলে তা আমার কাছে অমুক অমুক বস্তু থেকেও অধিক প্রিয়তর হতো। ইবনে উমার (রা) বললেন, আমি আপনাকে এবং আবু বাক্রকে কোন কথা বলতে দেখলাম না। তাই আমিও বলা পসন্দ করলাম না।

৯০-অনুচ্ছেদ ঃ যে ধরনের কবিতা, রাজায (আরবী কবিতার বিশেষ ছন্দ) এবং হুদী (উট চালনার উদ্দীপনামূলক গান) বৈধ এবং এর মধ্যে যেগুলো অবাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ ۝ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ـ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

"আর বিভ্রান্তরা কবিদেরকে অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে মাঠে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না তাই বলে ? তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান গ্রহণ করে সৎকাজ করে, আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পরই প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল কোথায়"–(সূরা আশ-শুয়ারা ঃ ২২৪-২২৭)।

٥٧٠٥ـ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً .

৫৭০৫. উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ নিশ্চয় কোন কোন কবিতায় জ্ঞানের কথাও থাকে।

٥٧٠٦ـ عَنْ جُنْدُبٍ يَقُوْلُ بَيْنَمَا النَّبِىُّ ﷺ يَمْشِىْ اِذَا اَصَابَهُ حَجَرٌ فَعَثَرَ فَدَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ : هَلْ اَنْتِ اِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ + وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ .

৫৭০৬. জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একদা পথ চলাকালে একটি পাথরে হোঁচট খেলেন এবং পায়ের আঙ্গুলে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং তা থেকে রক্ত বের হলে তিনি তখন এ কবিতাংশটি আবৃত্তি করলেন ঃ

তুমি রক্ত রঞ্জিত একটি আঙ্গুল
বৈ কিছুই নও, আর তুমি যা
কিছু পেলে তা পেলে
আল্লাহ্‌র পথেই।

٥٦٠٧ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ :

اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَّاخَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ + وَكَادَ اُمَيَّةُ بْنُ اَبِى الصَّلْتِ اَنْ يُّسْلِمَ .

৫৭০৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ কোন কবির কথার মধ্যে সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে কবি লাবীদের[৩১] এ উক্তি ঃ শোনো, আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই বাতিল এবং উমাইয়া ইবনে আবিস সালাত ইসলাম গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

৩১. লাবীদ জাহেলী যুগের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন এবং পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

٥٧٠٨ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لِعَامِرِ بْنِ الْاَكْوَعِ اَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ قَالَ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا فَنَزَلَ يَحْدُوْا بِالْقَوْمِ وَيَقُوْلُ ـ اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَاهْتَدَيْنَا : وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ـ فَاغْفِرْ فِدَاءً لَّكَ مَا اقْتَفَيْنَا : وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَقَيْنَا وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا : اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَتَيْنَا : وَبِالصِيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا ـ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ ابْنُ الْاَكْوَعِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَوْلاَ اَمْتَعْتَنَابِهِ قَالَ فَاَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتّٰى اَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا اَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِىْ فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ اَوْقَدُوْا نِيْرَانًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النِّيْرَانُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالَ عَلٰى لَحْمٍ قَالَ عَلٰى اَيِّ لَحْمٍ قَالُوْا عَلٰى لَحْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْرِيْقُوْهَا وَاكْسِرُوْهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْنُهْرِيْقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ فِيْهِ قِصَرٌ فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُوْدِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ فَاَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ فَلَمَّا قَفَلُوْا قَالَ سَلَمَةُ رَاٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاحِبًا فَقَالَ لِىْ مَا لَكَ قُلْتُ فِدًى لَّكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ زَعَمُوْا اَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْ قَالَهُ قُلْتُ قَالَهُ فُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ وَّفُلاَنٌ وَاُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ الْاَنْصَارِىُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ اِنَّ لَهُ لَاَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ اِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُّجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِىٌّ نَشَأَ بِهَا مِثْلُهُ .

৫৭০৮. সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে খায়বার অভিযানে বের হলাম। আমরা রাতের আঁধারে চলছিলাম। দলের একজন লোক আমের ইবনুল আকওয়া (রা)-কে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে আপনার কবিতাগুলো গেয়ে শুনাবেন না ? বর্ণনাকারী বলেন, আমের (রা) একজন কবি ছিলেন। সুতরাং তিনি সুর করে হুদী[৩২] (গান) শোনাতে শুরু করলেন ঃ

৩২. 'হুদী' হলো গান গেয়ে গানের তালে তালে উট হাঁকিয়ে নেয়া।

"হে আল্লাহ ! তোমাকে ছাড়া আমরা পথের দিশা পেতাম।
দান করতাম না, নামাযও পড়তাম না।
তাই তুমি ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ,
শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় রাখো আমাদের পদযুগল।
নাযিল করো আমাদের উপর শান্তিধারা,
শত্রু যদি ডাকে মোদের ভুল পথে
প্রত্যাখ্যান করবো তা ঘৃণাভরে।
হৈচৈ-এ মেতে উঠেছে তারা আমাদের বিরুদ্ধে।

(এ হুদী শুনে) রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হুদী গেয়ে উট পরিচালনাকারী কে ? লোকেরা বললো, 'আমের ইবনুল আকওয়া'। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তার ওপর রহম করুন ! দলের এক লোক বললো, হে আল্লাহ্র নবী ! তার শাহাদাত অবধারিত হয়ে গেল। আহ ! কতই না উত্তম হতো যদি দীর্ঘ সময় তার সাহচর্য লাভের সুযোগ আমাদের দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা খায়বারে পৌঁছলাম এবং তা অবরোধ করলাম, এমনকি আমাদেরকে নিদারুণ খাদ্য কষ্টের সম্মুখীন হতে হলো। কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। বিজয়ের দিন সন্ধ্যার পর লোকজন অনেক চুলা জ্বালালে রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি কারণে এতো চুলা জ্বালাচ্ছো ? লোকেরা বললো, গোশত পাকানোর জন্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিসের গোশত ? তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এ গোশত ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেংগে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, "হে আল্লাহ্র রসূল ! (এমন কি হতে পারে না যে,) আমরা গোশতগুলো ফেলে দেই আর (ডেকচিগুলো) ধুয়ে নেই ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তাও করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, সেনাবাহিনী ব্যূহ রচনা করলে আমের (রা) তার তলোয়ার দ্বারা এক ইহুদীকে আঘাত করেন। তার তরবারি ছিল ছোট। তাই তা ফিরে এসে তার হাঁটুতেই আঘাত করে এবং তাতেই তিনি শহীদ হন। সালামা (রা) বলেন, জিহাদ থেকে ফেরার সময় রসূলুল্লাহ (স) আমার বিবর্ণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার, তোমার কি হল ? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কুরবান হোক! লোকজন বলছে যে, আমের (রা)-এর আমল বরবাদ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ একথা কে বলেছে ? আমি জানালাম, অমুক অমুক ব্যক্তি এবং উসাইদ ইবনে হুদাইর আনসারী বলেছে। তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে একথা বলেছে, সে সত্য বলেনি। এরপর তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল একত্র করে বললেন ঃ আমেরের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। নিশ্চয় সে ছিল অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী মানুষ এবং মুজাহিদ, আল্লাহ্র পথের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক। তার মত আরব খুব কমই জন্ম নিয়েছে।

٥٧٠٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى بَعْضِ نِسَائِهٖ وَمَعَهُنَّ اُمُّ سُلَيْمٍ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ اَبُوْ قِلاَبَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَوْ تَكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوْهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭০৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) তাঁর কোন স্ত্রীর কাছে গেলেন। তাঁদের সাথে উম্মে সুলাইম (রা)-ও ছিলেন। নবী (স) উট পরিচালনা-কারীকে বলেন ঃ "হে আনজাশা ! তোমার জন্য আফসোস ! এসব কাচ পাত্রবাহী উটকে ধীরে-সুস্থে পরিচালনা কর। আবু কিলাবা (রা) বলেন, নবী (স) এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেছেন, যদি অনুরূপ বাক্য তোমাদের কেউ ব্যবহার করতো তবে তোমরা তাতে তার দোষ ধরতে।

৯১-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা।

٥٧١٠ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَاذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هِجَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَيْفَ بِنَسَبِىْ فَقَالَ حَسَّانُ لَاَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ ـ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ ذَهَبْتُ اَسُبُّ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ تَسُبَّهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৫৭১০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসসান ইবনে সাবিত (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ আমার বংশকে (বিদ্রূপ থেকে) কিভাবে বাঁচাবে ? হাস্‌সান (রা) বলেন, আমি আপনাকে তাদের মধ্য থেকে এমন কৌশলে বের করে আনবো যেভাবে আটা থেকে চুল বের করে আনা হয়। উরওয়া (রা) বলেন, আমি হাস্‌সান (রা)-কে আয়েশা (রা)-এর সামনে গালি দিতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, তাকে গালি দিও না। কেননা, সে রসূলুল্লাহ (স)-এর তরফ থেকে (কাফেরদের) জবাব দিত।[৩৩]

٥٧١١ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَخًا لَّكُمْ لاَ يَقُوْلُ الرَّفَثَ يَعْنِىْ بِذَاكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

وَفِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْلُوْ كِتَابَهُ + اِذَا انْشَقَّ مَعْرُوْفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

اَرَانَا الْهُدٰى بَعْدَ الْعَمٰى فَقُلُوْبُنَا + بِهِ مُوْقِنَاتٌ اَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ

يَبِيْتُ يُجَافِىْ جَنْبَهُ عَلٰى فِرَاشِهِ + اِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْكَافِرِيْنَ الْمَضَاجِعُ

৫৭১১. আবু হুরাইরা (রা) তাঁর বর্ণনায় নবী (স)-এর উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি (স) বলেছেন ঃ তোমাদের এক ভাই যে নোংরা কথাবার্তা বলে না। এর দ্বারা নবী (স) ইবনে রাওয়াহা (রা)-কেই বুঝাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন ঃ

৩৩. আরবের কাফেররা যখন কবিতা রচনা করে রসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দিতে লাগলো, তখন হাস্‌সান (রা) তাদের জবাব দেয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তিনি নিজেও আরবের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কিন্তু নবী করীম (স) সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন এবং গালির জবাবে গালিদানের অনুমতি দিলেন না। কেননা, গালির জবাবে গালি দেয়া ইসলামের নীতি নয়।

আর আমাদের মাঝে আছেন
আল্লাহ্‌র রসূল যিনি আল্লাহ্‌র
কিতাব পাঠ করে শুনান।
যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে।
আঁধারের পর তিনি
আমাদেরকে হেদায়াতের পথ দেখালেন।
আমাদের হৃদয় এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে যে, তিনি যা বলেন তা সত্য, বাস্তব।
রাতের বেলা শয্যাসুখ হতে
থাকেন তিনি দূরে বহু দূরে,
যখন শয্যাসুখ ত্যাগ করা
মুশরিকদের জন্য সত্যিই কঠিন।

٥٧١٢- عَنْ حَسَّانُ بْنِ ثَابِتِ الْاَنْصَارِيِّ يَشْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُوْلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللّٰهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا حَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

৫৭১২. হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরাইরা (রা)-কে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আবু হুরাইরা আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি, আপনি কি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, হে হাস্‌সান ! আল্লাহ্‌র রসূলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের বিদ্রূপের) জবাব দাও ? হে আল্লাহ ! রূহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ)] দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য কর। আবু হুরাইরা (রা) বলেন ঃ হাঁ।

٥٧١٣- عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِحَسَّانَ اهْجُهُمْ اَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ .

৫৭১৩. বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) হাস্‌সান (রা)-কে বলেন ঃ তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা কর। জিবরাঈল (আ) তোমার সাথে আছেন।

৯২-অনুচ্ছেদ ঃ কবিতা নিয়ে কারো এতটা মেতে থাকা নিন্দনীয় যা তার জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণ, জ্ঞানার্জন ও কুরআন চর্চায় প্রতিবন্ধক হয়।

٥٧١٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا.

৫৭১৪. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কারো পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা পূর্ণ করা অধিক শ্রেয়।

٥٧١٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَنْ يَّمتَلِئَ جَوفُ الرَّجُلِ قِيحًا حَتّٰى يَرِيَهُ خَيرٌ مِّنْ اَنْ يَّمتَلِئَ شِعرًا.

৫৭১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির পেট কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ খেয়ে পরিপূর্ণ করা অধিক উত্তম।

৯৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক এবং আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন।

٥٧١٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اَفلَحَ اَخَا اَبِى القُعَيسِ اِستَاذَنَ عَلَىَّ بَعدَ مَا نَزَلَ الحِجَابُ فَقُلتُ وَاللّٰهِ لاَ اٰذَنُ لَهُ حَتّٰى اَستَاذِنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اَخَا اَبِى القُعَيسِ لَيسَ هُوَ اَرضَعَنِى وَلٰكِنِ اَرضَعَتنِى امرَأَةُ اَبِى العُقَيسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقُلتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيسَ هُوَ اَرضَعَنِي وَلٰكِنِ اَرضَعَتنِى امرَأَتُهُ قَالَ ائذَنِى لَهُ فَاِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَت يَمِينُكِ فَبِذٰلِكَ كَانَت عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

৫৭১৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হিজাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবুল কুয়াইসের ভাই আফ্লাহ আমার নিকট ভেতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ ! রসূলুল্লাহ (স) থেকে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তাকে অনুমতি দিব না। কেননা, আমাকে (শিশুকালে) আবুল কুয়াইসের ভাই দুধপান করাননি, বরং আমাকে দুধপান করিয়েছেন আবুল কুয়াইসের স্ত্রী। অতপর রসূলুল্লাহ (স) আমার নিকট আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! পুরুষ তো আমাকে দুধপান করাননি, বরং তাঁর স্ত্রী আমাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ তাকে অনুমতি দাও। কেননা, সে তোমার চাচা। তোমার ডান হাত ধূলামলিন হোক ! এ জন্যেই আয়েশা (রা) বলতেন, রক্ত সম্পর্কের কারণে যেখানে বিয়ে হারাম, দুধপানের কারণেও সেসব ক্ষেত্রেও তোমরা বিয়ে হারাম করো।

٥٧١٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَّنفِرَ فَرَاٰى صَفِيَّةَ عَلٰى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً لاَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقرٰى حَلقٰى لُغَةُ قُرَيشٍ اِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا ثُمَّ قَالَ اَكُنتِ اَفَضتِ يَومَ النَّحرِ يَعنِى الطَّوَافَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانفِرِى اِذًا.

৫৭১৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (হজ্জ শেষে) ফিরতে মনস্থ করলেন। সাফিয়া (রা) তাঁর তাঁবুর দরজায় বিষণ্ন বদনে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তাঁর ঋতুস্রাব দেখা দিয়েছিল। নবী (স) বললেন ঃ 'আক্রা', 'হালকা'। এ হলো কুরাইশদের আরবী বাগধারা। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে আটকে রাখবে। অতপর

তিনি বললেন ঃ তুমি কি কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাদা করেছ ? সাফিয়া (রা) বললেন, হাঁ। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে রওয়ানা হও।[৩৪]

৯৪-অনুচ্ছেদ ঃ যা'আমূ অর্থাৎ তারা মনে করে বা বলে উক্তি প্রসংগে।

٥٧١٨- عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .

৫৭১৮. উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হলাম। দেখলাম, তিনি গোসল করছেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? আমি জবাব দিলাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিব। তিনি বললেন ঃ উম্মে হানীকে খোশ আমদেদ। গোসল শেষ হলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং শরীরে একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে আট রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি হুবাইরার পুত্র অমুককে নিরাপত্তা দান করেছি। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র [আলী (রা)] তাকে হত্যা করে ছাড়বে। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছো আমিও তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। তখন ছিল পূর্বাহ্ন।

৯৫-অনুচ্ছেদ ঃ একজন আরেকজনকে ওয়াইলাকা (তোমার জন্য দুঃখ) বলা।

٥٧١٩- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ .

৫৭১৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ এর পিঠে আরোহণ করো। লোকটি বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি পুনরায় বললেন ঃ এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, এটি কুরবানীর উট। তিনি বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

---

৩৪. বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারবেন না বলে হযরত সাফিয়া (রা) চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাওয়াফে ইফাদা করেছেন বলে বিদায়ী তাওয়াফ না হলেও চলে। এ মাসয়ালা জানার পর তিনি চিন্তামুক্ত হলেন।

٥٧٢٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ قَالَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ .

৫৭২০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে কুরবানীর একটি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বললেন ঃ তুমি এর পিঠে আরোহণ করো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! এটি তো কুরবানীর উট। নবী (স) দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক, তুমি এর পিঠে আরোহণ করো।

٥٧٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ اَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ يَحْدُوْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْحَكَ يَا اَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সাথে ছিল আনজাশা নামক তাঁর কৃষ্ণ গোলাম। সে হুদী (উট চালনার গান) গেয়ে দ্রুত উট হাঁকিয়ে নিচ্ছিলো। নবী (স) তাকে বললেন ঃ হে আনজাশা ! তোমার অকল্যাণ হোক। এ কাঁচপাত্রগুলোকে একটু ধীরে নিয়ে চলো।

٥٧٢٢- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلٰثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لاَ مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلاَنًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهُ وَلاَ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا اِنْ كَانَ يَعْلَمُ .

৫৭২২. আবু বাক্রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর সামনে এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বলেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ ! তুমি তোমার ভাইয়ের গর্দান কেটে ফেললে। তিনবার তিনি একথা বললেন। তোমাদের কাউকে যদি অন্য কারো প্রশংসা করতেই হয় তবে সে যেন বলে, আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করি। আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং কেউই আল্লাহ্র সামনে কারো পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারে না, একথা বলবে যদি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে সে তা জানে।

٥٧٢٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمٍ قِسْمًا فَقَالَ ذُوالْخُوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْدِلْ فَقَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَّعْدِلُ اِذَا لَمْ اَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ ائْذَنْ لِىْ فَلاَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ لاَ اِنَّ لَهُ اَصْحَابًا يَحْقِرُ اَحَدُكُمْ صَلٰوتَهُ مَعَ صَلٰوتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمُرُوْقِ السَّهْمِ مِنَ

الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ اِلٰى نَصْلِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى رِصَافِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى نَضِيِّهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ اِلٰى قُذَذِهِ فَلاَ يُوْجَدُ فِيْهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ اٰيَتُهُمْ رَجُلٌ اِحْدٰى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ اَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَشْهَدُ اَنِّيْ كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ قَاتَلَهُمْ فَالْتُمِسَ فِي الْقَتْلٰى فَاُتِيَ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِيْ نَعَتَ النَّبِيُّ ﷺ.

৫৭২৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী (স) যখন গনীমাতের সম্পদ ইত্যাদি বণ্টন করছিলেন, তখন যুল-খুওয়াইসিরা নামক বনী তামীম গোত্রের এক লোক বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বণ্টন করুন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার জন্য দুঃখ। আমি ইনসাফ না করলে আর কে ইনসাফ করবে ? উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বললেন ঃ না (তা করো না)। কেননা, তার গোত্রে এমন সব লোক হবে যারা দৃশ্যত এমন ধার্মিক হবে যে, তোমাদের কেউ তাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং তাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে অতি নগণ্য মনে করবে। অথচ তারা দীন থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যাবে যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ওই তীরের অগ্রভাগ পরীক্ষা করলে তাতে কিছু পাওয়া যাবে না, এর অগ্রভাগের একটু নীচে পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না এবং তীরের মধ্যভাগ পরীক্ষা করলেও কিছু পাওয়া যাবে না। তীর গোবর ও রক্ত ভেদ করে দ্রুত বেরিয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সময় এদের আবির্ভাব ঘটবে। যে আলামত দেখে তাদেরকে চেনা যাবে তাহলো তাদের এক ব্যক্তি হবে এমন যার একখানা হতে হবে নারীদের স্তনের মত বা স্থূল মাংপিণ্ডের মত—যা ধীরে ধীরে আন্দোলিত হবে। আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটি নবী (স) থেকেই শুনেছি। আর আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আলী (রা)-এর সাথে এসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলাম। নিহতদের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে তালাশ করা হলো। অতপর তাকে ঠিক তেমনটিই পাওয়া গেল—যেমন বর্ণনা নবী (স) দিয়েছিলেন।[৩৫]

٥٧٢٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكْتُ فَقَالَ وَيْحَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلٰى اَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ قَالَ اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَا اَجِدُهَا قَالَ

৩৫. হাদীসের মূল ভাবার্থ হলো—এমন এক জাতীয় লোক মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হবে—যারা ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত-বন্দেগী যথা নামায-রোযা ইত্যাদি খুবই তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দিবে। কিন্তু চিন্তা ও আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে যাবে এবং বিশ্বাসী হবে ভিন্ন চিন্তাধারায়।

فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ فَاَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا قَالَ مَا اَجِدُ فَاُتِيَ بِعَرَقٍ فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعَلٰى غَيْرِ اَهْلِيْ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَى الْمَدِيْنَةِ اَحْوَجُ (اَفْقَرُ) مِنِّيْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهُ قَالَ خُذْهُ .

৫৭২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য আফসোস (কি ঘটেছে ?)। লোকটি বললো, আমি রমযানে স্ত্রী সম্ভোগ করে ফেলেছি। তিনি বললেন ঃ একজন ক্রীতদাস মুক্ত কর। সে বললো, আমার সে সামর্থ নেই। তিনি বললেন ঃ তবে দুই মাস এক নাগাড়ে রোযা রাখ। সে বললো ঃ আমার রোযা রাখারও শক্তি নেই। নবী (স) বললেন ঃ তাহলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াও। সে বললো, আমার সে সামর্থও নেই। অতপর এক 'আরাক' খেজুর আনা হলো। নবী (স) বললেন ঃ এটি নিয়ে যাও এবং দান করে দাও। সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপন পরিজনকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে দিব ? সেই সত্তার কসম ! যাঁর কব্জায় আমার জীবন, গোটা মদীনায় আমার চেয়ে অধিক অভাবী লোক আর নেই। তখন নবী (স) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর দাঁতের মাঝখান পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেই এগুলো নিয়ে নাও।

٥٧٢٥- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ شَانَ الْهِجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا .

৫৭২৫. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমাকে হিজরত সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী (স) বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক ! হিজরত অতি কঠিন জিনিস। তোমার কি উট আছে ? সে বললো ঃ হাঁ, আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি ঐসব উটের যাকাত আদায় কর ? লোকটি বললো, হাঁ। তখন নবী (স) বললেন ঃ তবে সমুদ্রের পশ্চাদ ভূমিতে (অর্থাৎ নিজ গৃহে) থেকেই নিজের কাজ করে যাও। আল্লাহ তাআলা কখনো তোমার আমলের কিছুই নষ্ট করবেন না।

٥٧٢٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ قَالَ شُعْبَةُ شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

৫৭২৬. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের অকল্যাণ হোক ! আমার পরে তোমরা কাফের হয়ে গিয়ে একে অন্যের গলা কেট না।

٥٧٢٧- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائِمَةٌ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلاَّ اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَفَرِحْنَا يَوْمَئِذٍ فَرَحًا شَدِيْدًا فَمَرَّ غُلاَمٌ لِلْمُغِيْرَةِ وَكَانَ مِنْ اَقْرَانِىْ فَقَالَ اِنْ اُخِّرَ هٰذَا فَلَنْ يُّدْرِكَهُ الْهَرَمُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ اَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৫৭২৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। গ্রামের অধিবাসী এক লোক নবী (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে ? তিনি বললেন ঃ তোমার অকল্যাণ হোক ! এজন্য তুমি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? সে বললো, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলকে ভালোবাসা ছাড়া আমার আর কোন প্রস্তুতি নেই। নবী (স) বললেন ঃ যাকে তুমি ভালোবাস, (আখেরাতে) তুমি তার সাথেই থাকবে। তখন আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরাও কি তদ্রূপ ? তিনি বললেন ঃ হাঁ। এতে সেদিন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। এমন সময় মুগীরার একটি ছোট ছেলে সেই জায়গা দিয়ে অতিক্রম করলো। সে আমার সমবয়সী ছিল। নবী (স) বললেন ঃ যদি এ বালকটি জীবিত থাকে, তবে সে বুড়ো হওয়ার আগেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। শোবা (র) কাতাদা থেকে এ হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে এবং তিনি নবী (স) থেকে শুনেছেন।

৯৬-অনুচ্ছেদ ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসার আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ .

"হে নবী ! বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

٥٧٢٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭২৮. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ মানুষ (দুনিয়াতে) যে যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথেই থাকবে।

٥٧٢٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭২৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন, যে কিছু লোককে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যে যাকে ভালোবাসে আখেরাতে সে তার সাথে থাকবে।

٥٧٣٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫৭৩০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, এক ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি)? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে (আখেরাতে) সে তার সাথে থাকবে।

٥٧٣١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَّلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ .

৫৭৩১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কিয়ামত কবে হবে ? তিনি বলেন ঃ তার জন্য তুমি কি পাথেয় সংগ্রহ করেছ ? সে বললো, আমি নামায-রোযা ও দান-সদাকা বেশী কিছু করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স)-কে ভালোবাসি। তিনি বলেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাস আখেরাতে তার সাথেই থাকবে।

৯৭-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ কাউকে 'দূর হ' বলা উচিত নয়।

٥٧٣٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِابْنِ صَائِدٍ (صَيَّادٍ) قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا (خَبْأً) فَمَا هُوَ قَالَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ .

৫৭৩২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) ইবনে সায়েদ (ইবনে সাইয়্যাদ) -কে বলেন ঃ আমি এই মুহূর্তে তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি বিষয় গোপন করে রেখেছি, সেটা কি ? সে বললো ঃ আদ-দুখ। নবী (স) বললেন ঃ দূর হ।

٥٧٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَخْبَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِهِ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِىْ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَشْهَدُ

اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَضَّهُ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَّكَاذِبٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ هُوَ الدُّخُّ قَالَ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَاْذَنُ لِىْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَّكُنْ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَلَكَ فِىْ قَتْلِهٖ قَالَ سَالِمٌ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَّسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ اَوْ مَزْمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافِ وَهُوَ اِسْمُهٗ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ لَقَدْ اَنْذَرَهٗ نُوْحٌ قَوْمَهٗ وَلٰكِنِّىْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ .

৫৭৩৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অবহিত করেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে তাঁর কয়েকজন সাহাবাসহ ইবনে সাইয়াদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বনী মাগালার দুর্গের পাশে ছেলেদের সাথে ক্রীড়ারত পেলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী ছিল। সে নবী (স)-এর আগমন টের পায়নি। রসূলুল্লাহ (স) তার পিঠের উপর হাত দিয়ে টোকা দিলেন এবং তারপর জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ? সে নবী (স)-এর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) রসূল। ইবনে সাইয়াদ প্রশ্ন করলো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল ? তখন নবী (স) শক্ত হাতে তার কাপড় চেপে ধরলেন এবং বললেন ঃ আমি আল্লাহ ও তাঁর সব রসূলের উপর ঈমান এনেছি। তিনি পুনরায় ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কী দেখতে পাও ? সে বললো, আমার কাছে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এসে থাকে। নবী (স) বলেন ঃ ব্যাপারটি তোমার

জন্য সন্দেহজনক করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি তোমার জন্য মনের মধ্যে একটি কথা গোপন করে রেখেছি। সেটি কি ? সে বললো, ওটি আদ-দুখ বা ধোঁয়া। তিনি বললেন ঃ দূর হ তুই তোর সীমা অতিক্রম করতে পারবি না। উমার (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমায় অনুমতি দেবেন যে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই? নবী (স) বললেন ঃ যদি এ সে-ই (দাজ্জালই) হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না। আর যদি সে তা না হয়ে থাকে, তবে তাকে হত্যা করায় তোমার কোন কল্যাণ নেই। সালেম (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ এরপর একদিন রসূলুল্লাহ (স) ও উবাই ইবনে কাব আনসারী (রা) ইবনে সাইয়াদ যেখানে ছিল, সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (স) যখন বাগানে প্রবেশ করলেন, তখন গাছের পাতার আড়ালে থেকে চলতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাকে দেখে ফেলার আগেই তিনি ইবনে সাইয়াদের কিছু কথাবার্তা শুনবেন। এ সময় ইবনে সাইয়াদ নিজ বিছানায় একটি মখমলের চাদরের উপর শুয়েছিল এবং গুন্ গুন্ শব্দ করছিল। ইবনে সাইয়াদের মা নবী (স)-কে গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতে দেখে ফেললো। তার মা তাকে বললো, হে সাফ (এটি তার ডাকনাম), দেখ, মুহাম্মাদ (স) আসছেন। তখন ইবনে সাইয়াদ গুন্ গুন্ শব্দ বন্ধ করে দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ যদি তার মা (আমার আগমন সম্পর্কে) তাকে না বলতো, তবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যেত। সালেম (র) বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (স) জনসমাবেশে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন, অতপর দাজ্জালের প্রসংগ তুলে বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করছি। আর এমন কোন নবী আসেননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তবে আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলবো, যা কোন নবীই তাঁর জাতিকে বলেননি। জেনে রাখ, দাজ্জাল কানা হবে। আর আল্লাহ তাআলা কানা নন।[৩৬]

৯৮-অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তির 'মারহাবা' (স্বাগতম) বলা। আয়েশা (রা) বলেন, নবী (স) ফাতিমা (রা)-কে বললেন, হে আমার কন্যা, মারহাবা (স্বাগতম)। উম্মে হানী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি বলেন ঃ মারহাবা! হে উম্মে হানী !

٥٧٣٤- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِيْنَ جَاؤُا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدْمٰى فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا حَيٌّ مِّنْ رَّبِيْعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مُضَرُ وَاِنَّا لاَ نَصِلُ اِلَيْكَ اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِاَمْرٍ فَصْلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنَدْعُوْ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا فَقَالَ اَرْبَعٌ وَّاَرْبَعٌ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَصُوْمُوْا رَمَضَانَ وَاَعْطُوْا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوْا فِى الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ .

৩৬. কানা হওয়া একটি দোষ বা ত্রুটি। কিন্তু আল্লাহ সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত।

৫৭৩৪. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী (স)-এর দরবারে আসলে তিনি বলেন, স্বাগতম, হে প্রতিনিধিদল! যারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত না হয়েই এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা রাবীআ গোত্রের লোক। আপনার আমাদের মাঝে রয়েছে মুদার গোত্র। আমরা আপনার দেখমতে (যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষিত চারটি) হারাম মাসেই কেবল আসতে পারি। সুতরাং আমাদেরকে এমন কিছু কথা বলে দিন যা মেনে চলে আমরা জান্নাতে যেতে পারি এবং আমাদের বাড়ী-ঘরে যারা রয়েছে তাদেরকেও এর দাওয়াত দিতে পারি। তিনি বলেন ঃ চারটি এবং চারটি বিষয় রয়েছে (অর্থাৎ চারটি বিষয় মেনে চলতে হবে এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে) নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং গনীমাতের মালের এক-পঞ্চমাংশ বাইতুল মালে জমা দিবে। আর লাউয়ের খোল, মদ তৈরির সবুজ রং-এর বিশেষ কলস, খেজুর বৃক্ষের মূলের তৈরি মদের পাত্র এবং ভেতরে আলকাতরা মাখানো পাত্রে পান করবে না।*

৯৯-অনুচ্ছেদ ঃ (কিয়ামতের দিন) মানুষকে পিতার নামে ডাকা হবে।

٥٧٣٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৫. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন চুক্তি বা অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তি ভঙ্গের নিদর্শন।

٥٧٣٦- عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ .

৫৭৩৬. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন চুক্তি ভঙ্গকারীর জন্য ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হবে এবং বলা হবে, এ হলো অমুকের পুত্র অমুকের চুক্তিভঙ্গ।[৩৭]

১০০-অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে'—এমন কথা না বলা।

٥٧٣٧- عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِيْ .

---

* জাহিলী যুগে এসব পাত্রে মদ প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পান করা হতো।

৩৭. জাহিলী যুগে আরবে কেউ অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে হজ্জের মওসুমে বিশেষ পতাকা উত্তোলন করা হতো। উদ্দেশ্য মানুষ তাকে ভালো করে চিনুক, জানুক এবং তার থেকে হুঁশিয়ার থাকুক। একজন অন্যায়কারীকে ভালো করে পরিচিত করিয়ে দেয়ার এ ছিল আরবের একটি বিশেষ রীতি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলাও বিদ্রোহীকে এভাবে সবার নিকট পরিচিত করে দিবেন।

৫৭৩৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ এ রূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (একান্তই যদি বলতে হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

٥٧٣٨- عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي .

৫৭৩৮. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ এরূপ বলবে না, আমার মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে (বলতেই যদি হয় তাহলে) বলবে, আমার মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।

১০১-অনুচ্ছেদ ঃ তোমরা কাল বা যুগকে গালি দিও না।

٥٧٣٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَسُبُّ بَنُوْ اٰدَمَ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ .

৫৭৩৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন, বনী আদম কাল বা যুগকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আমিই হলাম যুগ। দিন এবং রাত আমারই কব্জায়।

٥٧٤٠- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُوْلُوْا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ .

৫৭৪০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আঙ্গুর ফলকে 'করম' বলো না এবং যুগের অসফলতা বলো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ।[৩৮]

১০২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ 'করম' হলো ঈমানদারের কলব বা মন। তিনি বলেছেন, নিঃস্ব হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন (আমলের দিক দিয়ে) হবে নিঃস্ব। সত্যিকার বীর হলো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বাদশাহ। তিনি অন্য কারো মালিকানাই খারিজ করে দিয়েছেন। অতপর তিনি (দুনিয়ার) বাদশাহদের কথাও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا -(النمل : ٣٤)

"বাদশাহরা কোন জনপদে প্রবেশ করলে তাকে বিপর্যস্ত করে।"-(সূরা নমল ঃ ৩৪)

---

৩৮. 'আল্লাহ তাআলা নিজেই যুগ'-এর অর্থ আল্লাহ তাআলা নিজেই কাল বা যুগ সৃষ্টি করেন, তিনিই এর মালিক। কালের আবর্তন-বিবর্তন সব তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। সুতরাং কাল বা যুগকে গালি দিলে তা আল্লাহ তাআলার উপরই গিয়ে পড়ে। এজন্য যুগকে গালি দিতে নিষেধ করা হয়েছে। 'দিন-রাত তো আমারই কব্জায়' বলার অর্থ—দিন-রাতের আগমন নির্গমনেই কাল নিহিত। দিন-রাতের আগমন-নির্গমন আল্লাহ তাআলাই করে থাকেন। সুতরাং কালকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া।

٥٧٤١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيَقُوْلُوْنَ الْكَرَمُ اِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ .

৫৭৪১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ লোকেরা (আঙ্গুরকে) 'করম' বলে। অথচ 'করম' হলো মু'মিনের মন।[৩৯]

১০৩-অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক'—কাউকে একথা বলা। এ ব্যাপারে যুবাইর (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

٥٧٤٢- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُفَدِّى اَحَدًا غَيْرَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ارْمِ فِدَاكَ اَبِىْ وَاُمِّىْ اُظُنُّهُ يَوْمَ اُحُدٍ .

৫৭৪২. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ছাড়া আর কারো জন্য রসূলুল্লাহ (স)-কে একথা বলতে শুনিনি যে, তীর চালাও, আমার আব্বা-আম্মা তোমার জন্য কুরবান হোক। আমার ধারণা, তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন একথা বলেছেন।

১০৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ আমাকে তোমার জন্য কুরবান করুন বলা। আবু বাক্‌র (রা) নবী (স)-কে বলেন, আমার আব্বা-আম্মা আপনার জন্য কুরবান হোক।

٥٧٤٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَفِيَّةُ مُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِىُّ ﷺ وَالْمَرْأَةُ وَاَنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ اَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَاَلْقٰى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَاَلْقٰى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلٰى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ قَالَ اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ .

---

৩৯. আরববাসী জাহিলী যুগে আঙ্গুরের গাছকে এবং আঙ্গুরের রসে তৈরি মদকে 'করম' বলতো। কারণ, মদ তাদেরকে খুব শান্তি দান করতো। এজন্য মদকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। তাই মদ, মদের মূল উৎস আঙ্গুর এবং তারও উৎস আঙ্গুর গাছকে তারা 'করম' নামে ডাকতো। মদ যখন ইসলামে হারাম ঘোষণা হলো তখন এ সুন্দর নামে একটি হারাম জিনিসকে ডাকা রসূলুল্লাহ (স) পসন্দ করেননি।

৫৭৪৩. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ও আবু তালহা (রা) নবী (স)-এর সাথে মদীনায় আসছিলেন। নবী (স)-এর সাথে তার সওয়ারীর পেছনে সাফিয়া (রা)-ও ছিলেন। পথে এক জায়গায় উটের পা পিছলে গেলে নবী (স) ও সাফিয়া (রা) পড়ে যান। আমার মনে হয় উট থেকে ঝাপিয়ে পড়ে আবু তালহা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনি কোনরূপ ব্যথা পেয়েছেন কি ? তিনি বলেন ঃ না, তবে সাফিয়াকে একটু দেখ। সুতরাং আবু তালহা (রা) কাপড়ে মুখ ঢাকলেন এবং তারপর সাফিয়া (রা)-এর দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর উপরও একখানা কাপড় টেনে দিলেন। তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। অতপর তিনি নবী (স) এবং সাফিয়া (রা) উভয়ের জন্য হাওদা শক্ত করে বাঁধলেন। তাঁরা দু'জনই আরোহণ করলে সবাই রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে অথবা মদীনা দেখতে পেলে নবী (স) বলতে থাকলেন ঃ "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী এবং আমরা ইবাদাত ও আপন রবের প্রশংসাকারী।" মদীনায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি অবিরাম একথা বলতে থাকলেন।

১০৫-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার পসন্দনীয় নামসমূহ।

٥٧٤٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لاَ نُكَنِيكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ كَرَامَةَ فَاُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

৫৭৪৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান গ্রহণ করলে নিলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। আমরা তাকে বললাম, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম (কাসিমের পিতা) বলে ডাকবো না এবং এজন্য মর্যাদাবানও মনে করবো না। [কেননা, তা রসূল (স)-এর উপনাম]। সে নবী (স)-কে একথা জানালে তিনি বলেন ঃ তোমার ছেলের নাম রাখো আবদুর রহমান।

১০৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী ঃ আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না। আনাস (রা) নবী (স) থেকে একথা বর্ণনা করেছেন।

٥٧٤٥- عَنْ جَابِرٍ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَّا غُلاَمٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لاَ نُكَنِيهِ حَتّٰى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৫. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। সাহাবীগণ বললেন, আমরা নবী (স)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাকে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা ডাকনামে) ডাকবো না। জিজ্ঞেস করলে নবী (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার উপনামে কাউকে ডেকো না।

٥٧٤٦- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي .

৫৭৪৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম (স) বলেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে কাউকে ডেকো না।

٥٧٤٧- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالُوا لَانَكْنِيكَ بِاَبِى الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ .

৫৭৪৭. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তান জন্ম করলে সে তার নাম রাখলো কাসেম। তখন সবাই বললো, আমরা তোমাকে আবুল কাসেম নামে ডাকবো না এবং এ নামে তোমাকে ডেকে সন্তুষ্টও করবো না। সুতরাং সে নবী (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সেকথা বললো। নবী (স) বললেন ঃ তুমি তোমার ছেলের নাম আবদুর রহমান রাখো।

১০৭-অনুচ্ছেদ ঃ 'হাযন' জাতীয় নাম রাখা।

٥٧٤٨- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَاهُ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا اِسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ قَالَ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ لَا اُغَيِّرُ اِسْمًا سَمَّانِيهِ اَبِى قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ.

৫৭৪৮. ইবনুল মুসাইয়াব (র) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী (স)-এর কাছে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, (আমার নাম) 'হাযন' (কঠিন ও কঠোর)। নবী (স) বলেন ঃ তোমার নাম 'সাহল' (নরম ও কোমল)। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি বদলাতে চাই না। ইবনুল মুসাইয়াব বলেন, তখন থেকে এ নামের প্রভাবে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।

٥٧٤٩- عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهٰذَا.

৫৭৪৯. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) তাঁর আব্বা মুসাইয়াব থেকে, তিনি সায়ীদের দাদা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১০৮-অনুচ্ছেদ ঃ সুন্দর নামে নাম পরিবর্তন করা।

٥٧٥٠- عَنْ سَهْلٍ قَالَ اُتِىَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِىُّ ﷺ بِشَىْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاَمَرَ اَبُو اُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَفَاقَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَيْنَ الصَّبِىُّ فَقَالَ اَبُوْ اُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اِسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلٰكِنْ اِسْمُهُ الْمُنْذِرُ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرُ .

৫৭৫০. সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে আবী উসাইদ জন্মগ্রহণ করলে তাকে নবী (স)-এর খেদমতে আনা হলো। তিনি তাকে তাঁর উরুর উপর রাখলেন।

আবু উসাইদ (রা) তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। নবী (স) তাঁর সামনের কোন একটি জিনিসে মনযোগী হয়ে রইলেন। তখন আবু উসাইদ (রা) তার পুত্রকে নবী (স)-এর উরু থেকে উঠিয়ে নিতে বললে তাকে উঠিয়ে নেয়া হলো। উক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ শেষ হলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাচ্চাটি কোথায় ? আবু উসাইদ (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তার নাম কি ? তিনি বললেন ঃ অমুক। নবী (স) বললেন ঃ না, বরং তার নাম মুনযির। ঐ দিন থেকে তার নাম হলো মুনযির।

٥٧٥١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اِسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ تُزَكِّى نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ .

৫৭৫১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। যয়নব (রা)-এর মূল নাম ছিল বাররাহ (গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র)। বলা হলো, এ নাম দ্বারা তিনি নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন যয়নব।

٥٧٥٢- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَ اَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اِسْمِىْ حَزْنٌ قَالَ بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا اَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ اَبِىْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ.

৫৭৫২. সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা হাযন (রা) নবী (স)-এর খেদমতে হাজির হলে নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার নাম কি ? তিনি বললেন, আমার নাম হাযন। নবী (স) বললেন ঃ বরং তোমার নাম সাহল। হাযন (রা) বললেন, আমার আব্বা আমার যে নাম রেখেছেন আমি তা বদলাতে চাই না। ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, তখন থেকে আমাদের বংশে সর্বদা কঠোরতা বিদ্যমান রয়েছে।[৪০]

১০৯-অনুচ্ছেদ ঃ নবীদের নামে নাম রাখা। আনাস (রা) বলেন, নবী (স) তাঁর পুত্র ইবরাহীমকে চুমু দিয়েছেন।

٥٧٥٣- عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قُلْتُ لِابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَاَيْتَ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَاتَ صَغِيْرًا وَلَوْ قُضِىَ اَنْ يَّكُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِىٌّ عَاشَ ابْنُهُ وَلٰكِنْ لَانَبِىَّ بَعْدَهُ .

৫৭৫৩. ইসমাঈল (র) বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আবী আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন ? তিনি বলেন, তিনি তো ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি আল্লাহর মর্জি হতো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর পরেও কেউ নবী হবেন, তবে নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম বেঁচে থাকতেন। কিন্তু (এটা চূড়ান্ত যে) তাঁর পরে আর কোন নবী নেই।

---

৪০. এখানে নবী করীম (স)-এর নাম পরিবর্তনের কথাটি কোন নির্দেশ ছিল না, ছিল প্রস্তাব। যদি নির্দেশ হতো, একজন সাহাবী হয়ে হযরত হাযন (রা)-এর পক্ষে তা অমান্য করা অসম্ভব ছিল।

٥٧٥٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ اِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِى الْجَنَّةِ .

৫৭৫৪. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলে তিনি বলেন ঃ বেহেশতে তার জন্য একজন ধাত্রী থাকবে।

٥٧٥٥- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوا بِاِسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ .

৫৭৫৫. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখো কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। কেননা, আমি কাসেম (বণ্টনকারী)। আমিই তোমাদের মাঝে (আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত) বণ্টন করে থাকি।

٥٧٥٦- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَمُّوا بِاِسْمِى وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِى وَمَنْ رَاٰنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَاٰنِى فَاِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِى وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

৫৭৫৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার ডাকনামে নাম রেখো না। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখলো, সে আমাকেই দেখলো। কেননা, শয়তান কখনো আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়।[৪১]

٥٧٥٧- عَنْ اَبِىْ مُوسٰى قَالَ وُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَسَمَّاهُ اِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَّدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ اِلَىَّ وَكَانَ اَكْبَرُ وُلْدِ اَبِىْ مُوسٰى .

৫৭৫৭. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। অতপর তিনি খেজুর চেয়ে নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য কল্যাণ ও বরকতের দোয়া করলেন, অতপর তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসা (রা)-এর বড় সন্তান।

٥٧٥٨- عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ رَوَاهُ اَبُوْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

---

৪১. অর্থাৎ শয়তান যদি আমার রূপ ধারণ করতে পারতো, তাহলে আমার রূপ ধরে স্বপ্নে মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হতো।

৫৭৫৮. মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন [নবী (স)-এর পুত্র] ইবরাহীম ইনতিকাল করে সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়।[৪২] আবু বাক্‌রা (রা)-ও এ হাদীস নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১০-অনুচ্ছেদ ঃ আল-ওয়ালীদ নাম রাখা।

٥٧٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِىُّ ﷺ رَاسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَكَّةَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ.

৫৭৫৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন নবী (স)] রুকূ থেকে যখন মাথা তুলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদ, সালামা ইবনে হিশাম, আইয়াশ ইবনে আবী রবীআ এবং মক্কার দুর্বল মুসলমানদের মুক্তি দাও। হে আল্লাহ ! মুদার গোত্রকে কঠোর হাতে পাকড়াও করো এবং তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়কার চরম দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষ নাযিল করো।"[৪৩]

১১১-অনুচ্ছেদ ঃ বন্ধু ও সংগী-সাথীর নাম সংক্ষেপ করে সম্বোধন করা। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে 'আবু হির্‌র' বলে সম্বোধন করেছেন।

٥٧٦٠- عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاعَائِشُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَتْ وَهُوَ يَرٰى مَالَانَرٰى

৫৭৬০. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে ডেকে বললেন, হে আয়েশ ! এখানে জিবরাঈল (আ) আছেন, তিনি তোমাকে সালাম বলেছেন। আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা যা দেখি না, নবী (স) তা দেখেন।

٥٧٦١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ فِى الثَّقَلِ وَاَنْجَشَةُ غُلَامُ النَّبِىِّ ﷺ يَسُوْقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا اَنْجَشَ رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

---

৪২. ইবরাহীমের ইনতিকালের সাথে সূর্যগ্রহণের সম্পর্ক নেই।

৪৩. ওলীদ ইবনে ওলীদ (রা) ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদের ভাই ; সালামা ইবনে হিশাম (রা) এবং আইয়্যাশ (রা) ছিলেন আবু জাহেলের যথাক্রমে বাপের দিকের ও মায়ের দিকের ভাই। এরা তিনজনই ইসলাম কবুল করেছিলেন। এদেরকে হিজরত করতে দেয়া হয়নি। কাফেররা তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল। এছাড়া আরও অনেক গরীব দুর্বল মুসলমান হিজরত করতে পারছিলেন না। তারা মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাদের সবার জন্য নবী (স) মুক্তির দোয়া করলেন এবং যালিমদের চরম দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন জানালেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর সময় মিসরে একনাগাড়ে সাত বছর চরম দুর্ভিক্ষ চলছিল। এটা ইতিহাসখ্যাত দুর্ভিক্ষ ছিল। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচক্ষণতায় ও আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে লোকেরা ঐ দুর্ভিক্ষের কষ্ট পায়নি। তাই যালিম মুদার গোত্রের লোকদের অনুরূপ একটি দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন করার জন্য নবী (স) দোয়া করলেন।

৫৭৬১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সুলাইম (রা) সফরে সাজ-সরঞ্জাম সংরক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন। নবী (স)-এর খাদেম আনজাশা মহিলাদের সওয়ারী উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ হে আনজাশা ! এ কাচগুলোকে একটু ধীরে-সুস্থে নিয়ে চল।[৪৪]

১১২-অনুচ্ছেদ ঃ জন্মের পূর্বেই শিশুর ডাকনাম স্থির করা।

٥٧٦٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَحسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَّكَانَ لِيْ اَخٌ يُقَالُ لَهُ اَبُو عُمَيرٍ قَالَ اَحسِبُهُ فَطِيمٌ وَكَانَ اِذَا جَاءَ قَالَ يَا اَبَا عُمَيرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ نُغَرُ كَانَ يَلعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلٰوةُ وَهُوَ فِي بَيتِنَا فَيَامُرُ بِالبِسَاطِ الَّذِي تَحتَهُ فَيُكنَسُ وَيُنضَحُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا -

৫৭৬২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল। তাকে আবু উমাইর নামে ডাকা হতো। রাবী বলেন, আমার ধারণা তখন সবেমাত্র তার দুধপান বন্ধ করা হয়েছিল। যখনই তিনি আসতেন তখনই তাকে নবী (স) বলতেন, হে আবু উমাইর ! তোমার নুগাইরের[৪৪ক] কি হলো ! নুগাইর পাখিকে নিয়ে সে খেলতো। অনেক সময় তিনি আমাদের ঘরে থাকতে নামাযের সময় হয়ে গেলে যে বিছানায় তিনি বসতেন, সেটি পেতে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। অতএব তা ঝাড়ামোছা করে পেতে দেয়া হলে তিনি নামায পড়ার জন্য দাঁড়াতেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়াতাম এবং তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়াতেন।

১১৩-অনুচ্ছেদ ঃ অন্য ডাকনাম থাকা সত্ত্বেও 'আবু তুরাব' ডাকনাম রাখা।

٥٧٦٣- عَنْ سَهلِ بنِ سَعدٍ قَالَ اِن كَانَت اَحَبَّ اَسمَاءِ عَلِيٍّ اِلَيهِ لَاَبُو تُرَابٍ وَاِن كَانَ لَيَفرَحُ اَن يُّدعٰى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ اَبُو تُرَابٍ اِلاَّ النَّبِيُّ ﷺ غَاضَبَ يَومًا فَاطِمَةَ فَخَرَجَ فَاضطَجَعَ اِلَى الجِدَارِ اِلَى المَسجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَبتَغِيهِ (يَتَبَعُهُ) فَقَالَ هُوَ ذَا مُضطَجِعٌ فِي الجِدَارِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَامتَلاَ ظَهرُهُ تُرَابًا فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَمسَحُ التُّرَابَ عَن ظَهرِهِ وَيَقُولُ اِجلِس يَا اَبَا تُرَابٍ .

৫৭৬৩. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট তাঁর নামগুলোর মধ্যে 'আবু তুরাব' নামটি ছিল সর্বাধিক প্রিয় এবং তাকে এ নামে ডাকা হলে তিনি বিশেষ আনন্দিত হতেন। আবু তুরাব নাম তাঁকে নবী (স)-ই দিয়েছিলেন। একদিন তিনি ফাতিমা (রা)-র উপর রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এস মসজিদে গিয়ে দেয়াল

---

৪৪. কাচগুলো দ্বারা নারীদের বুঝানো হয়েছে। তাই নারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উট হাঁকানোর কথা বলা হয়েছে।
৪৪ক. নুগাইর এক প্রকার ছোট পাখী।

ঘেঁষে শুয়ে পড়েন। তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে নবী (স) সেখানে আসলে একজন বলে যে, তিনি দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে আছেন। নবী (স) তাঁর কাছে যান। আলী (রা)-এর পিঠে ধূলাবালি লেগে ছিল। নবী (স) তাঁর পিঠের ধূলাবালি ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন ঃ হে আবু তুরাব ! উঠে বস।

১১৪-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে অপসন্দনীয় নাম।

٥٧٦٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَخْنَى (اَخْنَعُ) الاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى مَلِكَ الاَمْلاَكِ .

৫৭৬৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট সেই ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে পরিগণিত হবে যার নাম হবে মালেকাল আমলাক (রাজাধিরাজ)।

٥٧٦٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ اَخْنَعُ اِسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ اَخْنَعُ الاَسْمَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تُسَمّٰى بِمَلِكِ الاَمْلاَكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ شَاهْ .

৫৭৬৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম, সুফিয়ান (র) একাধিকবার বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তির নাম যে দুনিয়ায় 'রাজাধিরাজ' নাম ধারণ করে। সুফিয়ান (র) বলেন, অন্যেরা এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর মানে 'শাহানশাহ'।[৪৫]

১১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের ডাকনাম বা উপনাম রাখা। মিসওয়ার (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলতে শুনেছি, "তবে ইবনে আবু তালিব যদি চায়।"

٥٧٦٦- عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاُسَامَةُ وَرَاءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِى بَنِى حَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَسَارَا حَتّٰى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ ابْنِ سَلُولٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ اَنْ يُّسْلِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَىٍّ فَاِذَا فِى الْمَجْلِسِ اَخْلاَطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الاَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِى الْمُسْلِمِينَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ اُبَىٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ لاَتُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ

৪৫. আল্লাহ তাআলাই হলেন সকল বাদশার বাদশাহ ও রাজাধিরাজ এবং তিনিই একমাত্র এ নামের যোগ্য। কিন্তু যেসব দাম্ভিক শাসক অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক যে কোন নাম ধারণ করে সে নিশ্চয়ই অহংকারী, স্বৈরাচারী। আল্লাহ তাআলার কোপানলের পাত্র, তা যে কোন ভাষায় হোক না কেন।

بْنُ أُبَيِّ ابْنِ سَلُوْلٍ أَيُّهَا الْمَرْءُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ اِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِىْ مَجَالِسِنَا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاغْشَنَا فِىْ مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى كَادُوْا يَتَثَاوَرُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ حَتّٰى سَكَتُوْا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَالَ سَعْدُابْنُ عُبَادَةَ اَىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَوَالَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى اَنْ يُّتَوِّجُوْهُ وَيُعَصِّبُوْهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِىْ اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَصْبِرُوْنَ عَلَى الْاَذٰى قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اَلْاٰيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَاَوَّلُ فِى الْعَفْوِ عَنْهُمْ مَا اَمَرَهُ اللّٰهُ بِهِ حَتّٰى اَذِنَ لَهُ فِيْهِمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَدْرًا فَقَتَلَ اللّٰهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ فَقَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ مَنْصُوْرِيْنَ غَانِمِيْنَ مَعَهُمْ اُسَارٰى مِنْ صَنَادِيْدِ الْكُفَّارِ وَسَادَةِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ هٰذَا اَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ فَبَايَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاِسْلَامِ فَاَسْلَمُوْا.

৫৭৬৬. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (স) একটি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রোগশয্যায় শায়িত সাদ ইবনে উবাদাকে দেখার জন্য বনী হারেস ইবনে খাযরাজ গোত্রে যাচ্ছিলেন। গাধার পিঠে পাতা ছিল ফাদাকে তৈরী মখমলের একখানা চাদর এবং তাঁর পেছনে বসেছিল উসামা ইবনে যায়েদ। এটা বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। পথ চলতে চলতে তিনি একটি সমাবেশস্থলে উপনীত হলেন যেখানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল উপস্থিত ছিল। এটি ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। সেটা ছিল মুসলমান, মুশরিক, ইহূদী ও মূর্তিপূজকের সম্মিলিত সমাবেশ। উপস্থিত মুসলমানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও ছিলেন। সওয়ারী জন্তুর

(খুরের আঘাতে) উত্থিত ধূলাবালি সমাবেশের লোকদের উপর ছেয়ে গেলে ইবনে উবাই চাদর দিয়ে তার নাক ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িয়ো না। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী জানোয়ার থামিয়ে ওখানে নেমে পড়লেন, অতপর তাদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের দিকে দাওয়াত দিলেন এবং কুরআন পড়ে শুনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল রসূল (স)-কে বললো, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে ঐ কথা শুনিয়ে আমাদেরকে কষ্ট দিও না, তোমার কাছে যে যাবে তাকে বর্ণনা করে শুনাবে। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! অবশ্যই আপনি আমাদের সমাবেশসমূহেও তা বর্ণনা করুন। আমরা তা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহূদীরা পরস্পর গালমন্দ করা শুরু করলো, এমনকি তাদের মধ্যে মারামারি লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে থামাতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত তারা থামলো। তখন রসূলুল্লাহ (স) তার সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে পথ চলতে শুরু করলেন এবং সাদ ইবনে উবাদার কাছে গিয়ে পৌছলেন। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে স'দ ! আবু হুবাব যা বলেছে, তুমি কি তা শোননি ? সে এসব কথা বলেছে। আবু হুবাব বলে নবী (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বুঝিয়েছেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার জন্য আমার পিতা কুরবান হোক ! তাকে মাফ করে দিন। সেই সত্তার কসম, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন ! তিনি এমন এক সময় আপনাকে সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন যখন এই জগতের অধিবাসীরা তাকে রাজমুকুট পরাতে এবং দেশের রাজা বানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে যে সত্য দান করেছেন এবং তার মাধ্যমে যখন ওই সিদ্ধান্ত রদ করে দিলেন, তখন থেকেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং এ কারণেই সে আপনার সাথে এরূপ আচরণ করেছে, যা আপনি দেখতে পেয়েছেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) তাকে মাফ করে দিলেন। বস্তুত রসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবাগণ মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী মাফ করতেন এবং নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা শিরক করেছে, তাদের কাছ থেকে তোমাদেরকে অবশ্যই অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে। যদি তোমরা সবর করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে নিশ্চয় এটা হবে কার্যক্ষেত্রে সংকল্পের দৃঢ়তা।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন ঃ "আহলে কিতাবদের মধ্যে অনেকেই এ আকাঙক্ষা পোষণ করে যে, ঈমান আনার পর যদি তোমাদেরকে তারা আবার কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিতে পারতো ! এ কেবল নিজেদের হিংসামূলক মনোভাবের কারণেই, যদিও আসল সত্য তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে। অতপর তোমরা মাফ করো এবং ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, যে পর্যন্ত না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) চূড়ান্ত নির্দেশ দেন।" তাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক রসূলুল্লাহ (স) বরাবর তাদেরকে মাফ করতে থাকেন। অবশেষে নবী (স)-কে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার হুকুম দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ (স) বদরের ময়দানে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাদেরকে হত্যা করালেন। রসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবাগণ সফলকাম হয়ে গনীমাতের বিপুল মাল-সম্ভার সহকারে ফিরে আসলেন। তাঁদের সাথে অনেক বড় বড় কাফের এবং কুরাইশ নেতাও বন্দী হয়ে আসলে ইবনে উবাই ইবনে সালুল ও তার মূর্তি পূজারী মুশরিক

সঙ্গী-সাথীরা বললো, এ ব্যাপারে ইসলাম তো বিজয়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলো। অতএব, রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে সবাই ইসলামের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করো। অবশেষে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলো।

٥٧٦٧- عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَفَعْتَ اَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ فَاِنَّهُ كَانَ يَحُوْطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَّارٍ وَّلَوْ لاَ اَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

৫৭৬৭. আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আবু তালিবের কোন উপকার করতে পেরেছেন ? তিনি আপনাকে রক্ষা করতেন এবং আপনার খাতিরে অন্যদের উপর ক্রুদ্ধ হতেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, তিনি জাহান্নামের উপরের অংশে আছেন। আমার জন্য না হলে তিনি জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।[৪৬]

১১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পরোক্ষ বচন মিথ্যা এড়িয়ে চলার নিরাপদ উপায়। ইসহাক (র) বলেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি যে, আবু তালহা (রা)-এর এক পুত্র মারা গেল, আবু তালহা (রা) (বাড়ি এসে স্ত্রীকে) জিজ্ঞেস করলেন, ছেলে কেমন আছে ! উম্মে সুলাইম (রা) জবাব দিলেন, তার প্রাণ শান্তি লাভ করেছে এবং আমি আশা করি সে আরামে আছে। আবু তালহা (রা) মনে করলেন যে, তাঁর স্ত্রী ঠিকই বলছে।

٥٧٦٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيْرٍ لَّهُ فَحَدَا الْحَادِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ارْفُقْ يَا اَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيْرِ .

৫৭৬৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক সফরে ছিলেন (সাথে মহিলাও ছিল)। [রসূলু (স)-এর গোলাম] আনজাশা উট চালনার গান (হুদী) গেয়ে উট হাঁকিয়ে নিচ্ছে দেখে তিনি বলেন ঃ হে আনজাশা ! আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন ! কাচপাত্র বহনকারী বাহনগুলোকে ধীরে ধীরে পরিচালনা কর।

٥٧٦٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ وَّكَانَ لَهُ غُلاَمٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ قَالَ اَبُو قِلاَبَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ .

৫৭৬৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক সফরে ছিলেন। তাঁর একটি গোলাম ছিল। সে 'হুদী' গেয়ে উটগুলো হাঁকিয়ে নিচ্ছিল। নবী (স) তাকে বলেন ঃ হে আনজাশা !

---

৪৬. জাহান্নামে আবু তালিবের এ শাস্তি হ্রাস রসূল (স)-এর চাচা হওয়ার কারণে নয়, বরং ইসলাম ও ইসলামের নবীর সাহায্য-সহযোগিতা করার কারণে। তার মতো ইসলাম কবুল না করেও যারা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজ করবে, তাদেরও পরকালে আযাব কিছুটা হ্রাস পাবে।

এই কাচপাত্রের বাহন সওয়ারীগুলোকে একটু ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নাও। আবু কিলাবা (র) বলেন, 'কাচ' দ্বারা নবী (স) মেয়েদেরকে বুঝিয়েছেন।

٥٧٧٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَشَةُ لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ فَقَالَ قَتَادَةُ يَعْنِىْ صَعَفَةَ النِّسَاءِ .

৫৭৭০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনজাশা নামক নবী (স)-এর একজন 'হুদী' গায়ক ক্রীতদাস ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই সুন্দর। (সে হুদী গেয়ে তার তালে তালে স্ত্রীলোকদের বহনকারী উটগুলোকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিলে) নবী (স) তাকে বলেন ঃ ধীরে চল হে আনজাশা ! কাচগুলোকে ভেঙ্গে ফেল না। কাতাদা (র) বলেন, কাচগুলো দ্বারা নবী (স) মহিলাদেরকে বুঝিয়েছেন।

٥٧٧١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لاَبِىْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَّاِنْ وَّجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

৫৭৭১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক রাতে একটি অজ্ঞাত শব্দের কারণে) মদীনায় ভীতি ছড়িয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় আরোহণ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন ঃ আমি কিছুই দেখতে পেলাম না, তবে ঘোড়াটিকে খুব দ্রুতগতি পেলাম।

১১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কারো কোন কিছু সম্পর্কে বলা যে, 'ও কিছু না' এবং এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তা অবাস্তব। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) দু'টি কবর সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ দু'জন কবরবাসীর শাস্তি হচ্ছে। তাদেরকে কোন বড় গোনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তা অবশ্যই বড়।

٥٧٧٢- عَنْ عَائِشَةَ سَاَلَ اُنَاسٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسُوْا بِشَىْءٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَ اَحْيَانًا بِالشَّىْءِ يَكُوْنُ حَقًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ فَيَقُرُّهَا فِىْ اُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُوْنَ فِيْهَا اَكْثَرَ مِنْ مِّائَةِ كَذْبَةٍ .

৫৭৭২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (স)-কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তারা কিছুই না। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! কোন কোন সময় তারা এমন কথা বলে যা ঠিক হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেটা সত্য কথা থেকে এসে থাকে। (আসমানে এ সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে) জিনেরা তা হঠাৎ লুফে নেয় এবং তা নিজের বন্ধুর (গণকের) কানে মুরগীর আওয়াজ করে পৌঁছিয়ে দেয়। অতপর সেই গণক তার সাথে শতটা মিথ্যা যুক্ত করে।

১১৮-অনুচ্ছেদ ঃ আসমানের দিকে চোখ তুলে দেখা। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اَفَلاَ يَنْظُرُوْنَ اِلَى الاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ○ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○ (الغشية : ١٤-١٥)

"তারা কি উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে ? আর আসমানের দিকে (কি চোখ তুলে তাকায় না) কিরূপে তা অতি উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে ?" আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আসমানের দিকে মাথা তুললেন।

٥٧٧٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ فَتَرَ عَنِّى الْوَحْىُ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِى سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِى اِلَى السَّمَاءِ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِى جَاءَ نِى بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلٰى كُرْسِىٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ .

৫৭৭৩. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ অতপর আমার কাছে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন আমি পথ চলছিলাম, এমন সময় আসমান থেকে একটি আওয়ায শুনলাম। আমি আকাশপানে চোখ তুলে তাকালে সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেলাম, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন। তিনি আসমান-যমীনের মাঝখানে একটি কুরসীতে বসাছিলেন।

٥٧٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ مَيْمُوْنَةَ وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاٰخِرُ اَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَرَأَ (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاٰيَاتٍ لاُوْلِى الاَلْبَابِ) .

৫৭৭৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মায়মূনার (রা) ঘরে রাত যাপন করি। নবী (স)-ও তখন তার কাছে ছিলেন । যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ কিংবা তার কিছু কম-বেশী) বাকী রইল তখন নবী (স) উঠে আসমানের দিকে তাকালেন এবং এ আয়াত পড়লেন ঃ "নিশ্চয় আসমান-যমীনের সৃজনে এবং দিবা-রাত্রির আবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

১১৯-অনুচ্ছেদ ঃ লাঠি দ্বারা পানি ও মাটিতে আঘাত করা।

٥٧٧٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَائِطٍ مِّنْ حِيطَانِ الْمَدِيْنَةِ وَفِىْ يَدِ النَّبِىِّ ﷺ عُوْدٌ يَضْرِبُ بِهِ بَيْنَ (فِىْ) الْمَاءِ وَالطِّيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَفْتِحُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِفْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَذَهَبْتُ فَاِذَا اَبُوْ بَكْرٍ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ فَاِذَا عُمَرُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ اٰخَرُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ افْتَحْ لَهُ

وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا عُثْمَانُ فَفَتَحْتُ لَهُ وَبَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ قَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .

৫৭৭৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মদীনার কোন এক বাগানে নবী (স)-এর সাথে ছিলেন। নবী (স)-এর হাতে একটি লাঠি ছিল। এটি দ্বারা তিনি পানি ও কাদায় আঘাত করছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলো এবং দরজা খুলতে বললে নবী (স) বলেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, আবু বাক্‌র (রা) দাঁড়িয়ে। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। পুনরায় আরেক ব্যক্তি দরজা খুলতে বললে নবী (স) বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। আমি দরজা খুলতে গিয়ে দেখলাম, তিনি উমার (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলাম। আবার আরেক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বললেন, নবী (স) হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন ঃ দরজা খুলে দাও এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করো। তবে (পৃথিবীতে) কিছু বিপদাপদের সম্মুখীন তাকে হতে হবে। আমি দরজা খুলে দিতে গিয়ে দেখলাম তিনি উসমান (রা)। আমি দরজা খুলে দিলাম এবং তাঁকে বেহেশতের সুসংবাদ দান করলাম। এবং সেই মসিবতের কথাও জানিয়ে দিলাম যা নবী (স) বলেছিলেন। শুনে তিনি বললেন, (এ সংকটে) আল্লাহ তাআলা সাহায্যকারী।[৪৭]

১২০-অনুচ্ছেদ ঃ হাতে কিছু নিয়ে তার সাহায্যে মাটি খোঁচানো।

٥٧٧٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَجَعَلَ يَنْكُتُ الأَرْضَ بِعُودٍ فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرِغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلاَ نَتَّكِلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى الآيَةَ.

৫৭৭৬. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জানাযায় নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি কাঠ দ্বারা মাটিতে খোঁচাতে লাগলেন, অতপর বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের ঠিকানা জান্নাত ও জাহান্নাম চূড়ান্তভাবে লিখিত হয়ে গেছে। সাহাবীগণ আরজ করলেন, তবে আমরা সেই লেখার উপর কেন নির্ভর করে থাকব না ? তিনি বলেন ঃ তোমরা কাজ করে যাও। কেননা, প্রত্যেকের জন্য তার সেই কাজই সহজতর (বেহেতশী হলে নেক কাজ এবং জাহান্নামী হলে বদ্ কাজ)। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর যে দান করলো এবং তাকওয়া অলম্বন করলো ----------।"

১২১-অনুচ্ছেদ ঃ বিস্ময়কালে তাকবীর ও তাসবীহ পড়া। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন ? তিনি বলেন ঃ না। তখন আমি বললাম, আল্লাহু আকবার !

৪৭. এ মহামুসিবত হলো বিদ্রোহীদের হাতে তার শাহাদাত বরণের ঘটনা।

٥٧٧٧ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت اِستَيقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ سُبحَانَ اللّهِ مَاذَا أُنزِلَ مِنَ الخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنزِلَ مِنَ الفِتَنِ مَن يُّوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ يُرِيدُ بِهِ أَزوَاجَهُ حَتّى يُصَلِّيَنَ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنيَا عَارِيَةٍ فِي الاٰخِرَةِ .

৫৭৭৭. উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে নবী (স) ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ ! কত রহমতের ভাণ্ডার এবং কত যে ফিতনা নাযিল করা হয়েছে। "নামায পড়ার জন্য এসব হুজরার ঘুমন্ত মহিলাদের জাগিয়ে দিবে।" একথা দ্বারা তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকেই বুঝিয়েছেন। দুনিয়ায় কাপড় পরিহিতা অনেক নারীই আখেরাতে হবে বিবস্ত্র।

٥٧٧٨ـ عَنْ صَفِيَّةَ بِنتِ حُيَيٍّ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخبَرَت اَنَّهَا جَاءَت رَسُولَ اللّهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعتَكِفٌ فِي المَسجِدِ فِي العَشرِ الغَوَابِرِ مِن رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَت عِندَهُ سَاعَةً مِّنَ العِشَاءِ ثُمَّ قَامَت تَنقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقلِبُهَا حَتّى اِذَا بَلَغَت بَابَ المَسجِدِ الَّذِي عِندَ مَسكَنِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الاَنصَارِ فَسَلَّمَا عَلى رَسُولِ اللّهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلى رِسلِكُمَا اِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنتُ حُيَيٍّ قَالاَ سُبحَانَ اللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَبُرَ عَلَيهِمَا مَا قَالَ قَالَ اِنَّ الشَّيطَانَ يَجرِي مِن ابنِ اٰدَمَ مَبلَغَ الدَّمِ وَاِنِّي خَشِيتُ اَن يَّقذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا .

৫৭৭৮. নবী (স)-এর স্ত্রী সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) রমযানের শেষ দশ দিনে মসজিদে ইতিকাফরত থাকাবস্থায় তিনি একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর সাথে কিছু সময় কথাবার্তা বললেন এবং তারপর চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নবী (স)-ও তাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠলেন। সাফিয়া (রা) নবী (স)-এর স্ত্রী উম্মে সালামার বাসস্থান সংলগ্ন মসজিদের দরজায় পৌঁছলে দু'জন আনসার তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা দু'জনই রসূলুল্লাহ (স)-কে সালাম দিলেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে গেলে তখন রসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে ডেকে বললেন ঃ একটু অপেক্ষা করো। (আমার সাথের) মহিলা সাফিয়া বিনতে হুয়াই। (একথা শুনে) তাঁরা বলে উঠলো, সুবহানাল্লাহ ! হে আল্লাহ্র রসূল! তাঁর কথায় তাদের দু'জনের মনেই এটা রেখাপাত করলো। নবী (স) বলেন ঃ শয়তান বনী আদমের শিরা-উপশিরায় রক্তের মতো চলাচল করে। তাই আমি আশঙ্কা বোধ করলাম, শয়তান হয়ত তোমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে।

১২২-অনুচ্ছেদ ঃ অযথা পাথর বা ঢিল ছোঁড়া নিষেধ।

٥٧٧٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ .

৫৭৭৯. আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) অযথা ঢিল ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ তা কোন শিকার বধ করে না, কিংবা শত্রুকেও আঘাত করে না। তবে চোখ ফুঁড়ে এবং দাঁত ভেঙ্গে দিতে পারে।

১২৩-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বলবে।

٥٧٨٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الاٰخَرَ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَهٰذَا لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ .

৫৭৮০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দুই ব্যক্তি হাঁচি [দল। তিনি তাদের একজনের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামবকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমায় রহম করুন) বললেন, কিন্তু<অপরজনের বেলায় তা বললেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ এ ব্যক্তি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেনি।

১২৪-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।

٥٧٨١- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِي وَرَدِّ السَّلاَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ اَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَيَاثِرِ .

৫৭৮১. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযায় যোগদান করতে, হাঁচি দাতার হাঁচির জবাব দিতে, দাওয়াতদাতার দাওয়াত গ্রহণ করতে, সালামের জবাব দিতে এবং মজলুমকে সাহায্য করতে। তিনি যে সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ সোনার আংটি কিংবা বলেছেন স্বর্ণের বালা বা মল পরতে, রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করতে, 'দীবাজ' বা রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং 'সুন্দুস' বা খিযাব ও 'মাইয়াসির' ব্যবহার করতে।

১২৫-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দেয়া পসন্দনীয় এবং হাই তোলা নিন্দনীয়।

٥٧٨٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ

فَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهِ فَحَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يُّشَمِّتَهُ وَاَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَرُدَّهُ مَا سْتَطَاعَ فَاِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন এবং হাই তোলা অপসন্দ করেন। কোন ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে যে সকল মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জবাব দেয়া। আর হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং যথাসাধ্য তা রোধ করা উচিত। যখন কোন লোক (হাই তোলার সময় মুখ খুলে) 'হা' বলে আওয়ায করে তখন তার এ কাজে শয়তান হাসে।[৪৮]

১২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিভাবে হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দিতে হবে।

٥٧٨٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ .

৫৭৮৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে যেন 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে। আর তার (মুসলমান) ভাই কিংবা সাথী যেন জবাবে বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'—আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। সে যখন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে, তখন (তার জবাবে আবার) হাঁচিদাতা বলবে ঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহু বালাকুম —আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করুন।

১২৭-অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহ' না বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে না।

٥٧٨٤- عَنْ اَنَسٍ يَقُوْلُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ اَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْاٰخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِى قَالَ اِنَّ هٰذَا حَمِدَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ .

৫৭৮৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নবী (স)-এর সামনে হাঁচি দিলে নবী (স) তাদের একজনের হাঁচির জবাব দিলেন কিন্তু আরেকজনের হাঁচির জবাব দিলেন না। তখন সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি তার হাঁচির জবাব দিলেন অথচ আমার হাঁচির জবাব দিলেন না ? নবী (স) বলেন ঃ সে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলেছে কিন্তু তুমি 'আলহামদু লিল্লাহ' বলোনি।

---

৪৮. হাঁচি মানুষের মন-মস্তিষ্ক পরিষ্কার করে, জড়তা দূর করে। এটা মানুষের জন্য কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তাআলা হাঁচি দেয়া পসন্দ করেন। পক্ষান্তরে হাই জড়তা ও অলসতার পরিচায়ক। তা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তা অপসন্দ করেন। আর শয়তান তাতে আনন্দবোধ করে। কারণ, বান্দার ক্ষতিতেই শয়তানের আনন্দ।

১২৮-অনুচ্ছেদ ঃ কারো হাই আসলে সে তার মুখে হাত দিবে।

٥٧٨٥- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاوُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَاَمَّا التَّثَاوُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاوَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَااسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

৫৭৮৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ হাঁচিদান পসন্দ করেন কিন্তু হাই তোলা অপসন্দ করেন। তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয় এবং 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে, তখন যত মুসলমান তা শুনবে তাদের প্রত্যেককে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে। অপরদিকে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা তোমাদের কেউ হাই তুললে শয়তান তাতে হাসে।[৪৯]

---

৪৯. এখানে স্পষ্টত মুখে হাত দেয়ার কথা না থাকলেও অন্যান্য হাদীসে তা বলা আছে। তাছাড়া এখানে সাধারণভাবে হাই রোধ করার কথা বলা হয়েছে। হাই রোধ করতে হলে ঠোঁটে ঠোঁট চাপ দিয়ে রোধের চেষ্টার চেয়ে হাত চাপা দিয়ে রোধ করা অনেক সহজ। তাই হাই তোলার সময় মুখে হাত চাপা দেয়া কর্তব্য।

অধ্যায়-৫১

كِتَابُ الْاِسْتِئْذَانِ

প্রবেশানুমতি প্রার্থনা

১-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের সূচনা।

٥٧٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ طُوْلُهٗ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهٗ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَكُلُّ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْاٰنَ .

৫৭৮৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে তাঁর [আদম-এর] নিজের আকার-আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, যাও উপবিষ্ট ফেরেশতাদের দলকে সালাম দাও এবং তারা তোমার সালামের জবাব কি দেয় তা মনোযোগ সহকারে শোন। এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালাম বা সম্ভাষণ বাক্য। আদম (আ) গিয়ে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম (আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন, আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপরও শান্তি ও আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক)। ফেরেশতাগণ ওয়া রহমাতুল্লাহি অংশ বাড়িয়ে বলেন। যারা বেহেশতে যাবে তাদের প্রত্যেকেই আদম (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের দেহাবয়ব (উচ্চতা) ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।[১]

২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

---

১. আদম (আ)-কে তাঁর নিজের আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করার অর্থ এর আগে আর কোন মানুষ ছিল না যে, তাদের কারো আকারে সৃষ্টি করা হবে। বরং তাঁকে সৃষ্টি করার জন্য যে নকশা বা আকৃতি-প্রকৃতি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই আকৃতি-প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে আদম (আ) নিজেই নিজের তুলনা।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নিজেদের বসতঘর ছাড়া অপরের বসতঘরসমূহে ঘরবাসীর অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করবে না। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। যদি তোমরা তাতে কাউকে না পাও তবে তাতে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত তোমাকে অনুমতি দেয়া না হবে। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতম ব্যাপার। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। যেসব ঘরে কেউ বাস করে না সেরূপ ঘরে তোমাদের জিনিস-পত্র থাকলে তাতে প্রবেশে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। আর যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ্ তা সবই জানেন"–(সূরা আন-নূর ঃ ২৭-২৯)।

সায়ীদ ইবনে আবিল হাসান (র) হাসান (রা)-কে বলেন, অনারব মহিলারা নিজেদের বুক ও মাথা খোলা রাখে। তিনি বলেন, তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ـ(النور : ٣٠)

"(হে নবী)! ঈমানদারদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফাযত করে।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, এই নির্দেশ সেসব ক্ষেত্রে যা তাদের জন্য হালাল নয়।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ـ(النور : ٣١)

"এবং আপনি ঈমানদার নারীদেরকেও বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে।" خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ অর্থ এমন জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেদিকে তাকাতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। আর ঋতুবতী হয়নি এমন নাবালিকা মেয়েদের দিকে তাকানো সম্পর্কে যুহরী (র) বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্কা হলেও এসব মেয়েদের এমন অঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েয নয় যা দেখলে যৌন লালসা জাগ্রত হয়। মক্কা শরীফের বাজারে (সে যুগে) যেসব দাসী বিক্রয়ের জন্য আনা হতো, আতা (র) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও মাকরূহ মনে করতেন, তবে তাদেরকে খরীদ করার ইচ্ছা হলে ভিন্ন কথা।

٥٧٨٧ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلٰى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَّضِيْئًا فَوَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ لِلنَّاسِ يُفْتِيْهِمْ فَاَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيْئَةٌ تَسْتَفْتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهِ فَاَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ اِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ اِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ فِى الْحَجِّ عَلٰى عِبَادِهِ اَدْرَكَتْ اَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِىْ عَنْهُ اَنْ اَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

৫৭৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুরবানীর দিন ফযল ইবনে আব্বাসকে নিজের পেছনে সওয়ারীর পিঠে বসালেন। ফযল (রা) ছিলেন একজন সুদর্শন পুরুষ। নবী (স) লোকদেরকে মাসআলা-মাসায়েল বলে দেয়ার জন্য থামলে খাসয়াম গোত্রের সন্দুরী এক মহিলা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলো। তখন ফযল সেই মহিলার প্রতি বারবার তাকাতে থাকলো এবং তার সৌন্দর্য তাঁকে মোহিত করলো। রসূলুল্লাহ (স) ফযল (রা)-এর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন যে, সে বারবার মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। নবী (স) নিজের হাত পেছনের দিকে নিয়ে ফযল (রা)-এর থুতনি ধরে মহিলার দিক থেকে তাঁর মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। মহিলা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, তা আমার আব্বার উপরও ফরয। তার বার্ধক্য এসে গেছে, তিনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন, সওয়ারীর পিঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করি তাহলে কি তাঁর ফরয আদায় হবে ? তিনি বলেন ঃ হাঁ।

٥٧٨٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَّجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ اِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ .

৫৭৮৮. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ তোমরা যাতায়াতের রাস্তায় বসা পরিহার করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। আমরা সেখানে বসেই পরস্পর কথাবার্তা বলি। তিনি বলেনঃ একান্তই যদি তোমাদেরকে রাস্তায় বসতে হয়, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। লোকজন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! রাস্তার হক কি ? তিনি বলেন ঃ দৃষ্টি অবনত রাখা, কষ্টদায়ক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, ন্যায়ের আদেশ করা এবং অন্যায় করতে নিষেধ করা।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম।

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا ـ (النساء : ٨٦)

"এবং যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হয় তখন তোমরা তার চেয়েও উত্তম অভিবাদনের মাধ্যমে তার জবাব দাও অথবা তার অনুরূপ জবাব দান কর।"

٥٧٨٩- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قُلْنَا اَلسَّلاَمُ عَلَى

اللّٰهِ قَبْلَ عِبَادِهِ اَلسَّلاَمُ عَلٰى جِبْرِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى مِيْكَائِيْلَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى فُلاَنٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّهُ اِذَا قَالَ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا شَاءَ .

৫৭৮৯. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী (স)-এর সাথে নামায পড়তাম তখন বলতাম, "বান্দাদের আগে আল্লাহ্‌র উপর সালাম বা শান্তি বর্ষিত হোক। জিবরাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মীকাঈল (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক, অমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" নবী (স) নামায শেষ করে আমাদের দিকে ফিরে বলেন ঃ আল্লাহ নিজেই সালাম। যখন তোমাদের কেউ নামাযে (দ্বিতীয় বা শেষ রাকাআতে) বসবে তখন বলবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত তাইয়েবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি অবারাকাতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালেহীন।" সে যখন এটা বলবে তখন সাথে সাথে আসমান-যমীনে যত সালেহ ও সত্যনিষ্ঠ বান্দাহ আছে সবার নিকট সালাম পৌঁছে যাবে। অতপর আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ (বলে) নিজ ইচ্ছা মোতাবেক দোয়া করবে।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

٥٧٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে সালাম দিবে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে।

٥٧٩١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যানবাহনে আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী ব্যক্তি উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ পদচারী উপবিষ্টকে সালাম দিবে।

٥٧٩٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ .

৫৭৯২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আরোহী ব্যক্তি পদচারী ব্যক্তিকে সালাম দিবে। পদচারী উপবিষ্টকে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ ছোটরা বড়দের সালাম দিবে। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ছোট বড়কে সালাম দিবে, পথচারী পথে উপবিষ্ট লোককে এবং কমসংখ্যক লোক বেশীসংখ্যক লোককে সালাম দিবে।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা।

٥٧٩٣- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ وَعَوْنِ الْمَظْلُوْمِ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَهٰى عَنِ الشُّرْبِ فِى الْفِضَّةِ وَنَهَانَا عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ رُكُوْبِ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْاِسْتَبْرَقِ .

৫৭৯৩. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীকে দেখতে যেতে, জানাযাতে অংশগ্রহণ করতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে, দুর্বলের সাহায্য করতে, মযলুমের সহয়তা করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে ও কসমকারীকে কসম থেকে মুক্ত করতে। আর তিনি নিষেধ করেছেন ঃ রৌপ্য পাত্রে পান করতে, সোনার আংটি পরতে, রেশমী কাপড়ে তৈরী গদি বা আসনে বসতে, রেশমী কাপড় কিংখাব এবং বুটিদার রেশমী কাপড়, ব্যবহার করতে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেয়া।

٥٧٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَىُّ الْاِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلٰى مَنْ لَّمْ تَعْرِفْ .

৫৭৯৪. আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কিরূপ ইসলাম উত্তম ? তিনি বলেন ঃ তুমি (অভুক্তকে) খানা খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দিবে।

٥٧٩٥- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَيَصُدُّ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ .

৫৭৯৫. আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, তার মুসলমান ভাইকে এবং একাধারে তিন দিন এমনভাবে পরিত্যাগ করবে যে, যখন তাদের দেখা হবে তখন একজন এদিকে এবং আরেকজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে প্রথমে সালামের সূচনা করে সে-ই উত্তম।

১০-অনুচ্ছেদ ঃ হিজাবের আয়াত।

٥٧٩٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ مَقْدَمَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَخَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَانِ الْحِجَابِ حِيْنَ اُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْئَلُنِى عَنْهُ وَكَانَ اَوَّلَ مَا نَزَلَ فِىْ مُبْتَنٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ اَصْبَحَ النَّبِىُّ ﷺ بِهَا عَرُوْسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَاَصَابُوْا مِنَ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوْا وَبَقِىَ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَطَالُوا الْمَكْثَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىْ يَّخْرُجُوْا فَمَشٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى زَيْنَبَ فَاِذَا هُمْ جُلُوْسٌ لَمْ يَتَفَرَّقُوْا فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتّٰى بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ اَنْ قَدْ خَرَجُوْا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوْا فَاُنْزِلَ اٰيَةُ الْحِجَابِ فَضَرَبَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا .

৫৭৯৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) হিজরত করে মদীনায় আসার সময় তার (আনাসের) বয়স ছিল দশ বছর। অতপর আমি দশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করি। পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে আমি সবার চেয়ে বেশী অবগত। উবাই ইবনে কা'ব (রা)-ও এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন। যয়নাব বিনতে জাহশ (রা)-এর সাথে বিয়ের পর যেদিন রসূলুল্লাহ (স)-এর বাসর শয্যা হয় সেদিনই সর্বপ্রথম এ আয়াত নাযিল হয়। নবী (স) দুলহা ছিলেন। লোকদেরকে তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। লোকজন খাবার খেয়ে চলে গেল। কিন্তু কয়েকজন লোক রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে থেকে গেল। তারা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারা যাতে চলে যায় সে উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (স) উঠে বাইরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে উঠে গেলাম। তিনি হাঁটতে লাগলেন, আমিও হাঁটতে লাগলাম এবং শেষে আয়েশা (রা)-এর কক্ষের দরজার

চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) মনে করলেন, এখন তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে। তাই তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। তিনি যয়নাব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, তারা বসেই আছে, চলে যায়নি। রসূলুল্লাহ (স) আবার ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে গেলাম। তিনি আয়েশা (রা)-এর ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। পুনরায় তিনি ভাবলেন, তারা হয়তো চলে গিয়ে থাকবে, তাই তিনি ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সাথে আসলাম। অবশ্য তখন তারা চলে গেছে। এ সময়ই পর্দার আয়াত নাযিল হলো। তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন।

٥٧٩٧ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الْاٰيَةَ .

৫৭৯৭. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যয়নাব (রা)-কে বিয়ে করলে ওলীমার দাওয়াতে লোকজন এসে খানা খেলো। অতপর তারা বসে কথাবার্তা বলতে থাকলো। তারা যেন চলে যায় সে উদ্দেশ্যে নবী (স) এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তিনি উঠতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা উঠলো না। এ অবস্থা দেখে তিনি উঠে গেলেন। তিনি উঠে গেলে তাদের কিছু লোক চলে গেল কিন্তু অবশিষ্ট লোক বসেই রইলো। পুনরায় নবী (স) যয়নাব (রা)-এর নিকট যেতে চাইলেন। কিন্তু দেখলেন যে, লোকজন তখনো বসে আছে। তারপর তারা উঠে চলে গেলে আমি নবী (স)-কে খবর দিলাম। তিনি এসে ভেতরে প্রবেশ করলেন। আমিও ভেতরে প্রবেশ করতেই তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে পর্দা টেনে দিলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না ....."–(আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।

٥٧٩٨ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُحْجُبْ نِسَاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَخْرُجْنَ لَيْلاً اِلٰى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتْ امْرَأَةً طَوِيْلَةً فَرَاٰهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلٰى اَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اٰيَةَ الْحِجَابِ .

৫৭৯৮. নবী (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতেন, আপনার বিবিগণকে পর্দায় রাখুন। আয়েশা (রা) বলেন, কিন্তু নবী (স) তা করেননি। নবী (স)-এর স্ত্রীগণ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে কেবলমাত্র রাতের বেলাতেই বের হতেন। একদা সাওদা বিনতে যামআ (রা) প্রকৃতির ডাকে বাইরে গেলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী মহিলা। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন মজলিসে বসাছিলেন। তাঁকে দেখে তিনি বলেন, হে সাওদা ! আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি। পর্দার নির্দেশ যেন নাযিল হয় সেই প্রত্যাশাই উমার (রা) এই উক্তি করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, অতপর আল্লাহ তাআলা পর্দার নির্দেশ নাযিল করলেন।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা।

٥٧٩٩- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِّنْ حُجَرٍ فِىْ حُجَرِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ اَعْلَمُ اَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِىْ عَيْنِكَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ اَجْلِ الْبَصَرِ .

৫৭৯৯. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হুজরাগুলোর কোন একটিতে ছিদ্র দিয়ে উঁকি মারে। তখন নবী (স)-এর হাতে একটা চিরুনি ছিল। সেটি দিয়ে তিনি মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। নবী (স) বললেন ঃ যদি আমি জানতাম যে, তুমি তাকাচ্ছো, তাহলে এটি দিয়ে আমি তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। দৃষ্টিশক্তির কারণেই তো অনুমতি প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

٥٨٠٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَامَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِمِشْقَصٍ اَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعَنَهُ .

৫৮০০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (স)-এর হুজরাগুলোর কোন একটিতে উঁকি মারলো। তখন নবী (স) একটি বা কয়েকটি তীর ফলক হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি লোকটির চোখ ফুঁড়ে দেয়ার জন্য সন্তর্পণে অগ্রসর হচ্ছেন তা যেন আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি।

১২-অনুচ্ছেদ ঃ যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও ব্যভিচার।

٥٨٠١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ اَرَ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنٰى اَدْرَكَ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنّٰى وَتَشْتَهِىْ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ كُلَّهُ اَوْ يُكَذِّبُهُ .

৫৮০১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা (রা)-এর কথার চেয়ে ছোট ছোট গুনাহের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কথাই আর দেখিনি। তিনি

আরো বলেন, আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন ছোট ছোট গুনাহের সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কিছুই আমি দেখিনি। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য যেনার একটি অংশ লিখে দিয়েছেন যা সে অনিবার্যরূপে করে থাকে। সুতরাং চোখের যেনা হলো দর্শন এবং মুখের যেনা হলো বাক্যালাপ। অতপর মন আকাংখা করে এবং যৌনাংগ তা সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ সালাম দেয়া ও অনুমতি প্রার্থনা তিনবার।

٥٨٠٢- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلٰثًا وَاِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ اَعَادَهَا ثَلٰثًا.

৫৮০২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন সালাম দিতেন, (উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত) তিনবার দিতেন এবং যখন কোন কথা বলতেন, তিনবার বলতেন।

٥٨٠٣- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ مِّنْ مَّجَالِسِ الْاَنْصَارِ اِذْ جَاءَ اَبُوْ مُوْسٰى كَاَنَّهُ مَذْعُوْرٌ فَقَالَ اِسْتَاْذَنْتُ عَلٰى عُمَرَ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اِسْتَاذَنْتُ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِىْ فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اِسْتَاْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَتُقِيْمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً اَمِنْكُمْ اَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَاللّٰهِ لاَ يَقُوْمُ مَعَكَ اِلاَّ اَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ اَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَاَخْبَرْتُ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ ذٰلِكَ وَعَنْ بُسْرٍ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ بِهٰذَا.

৫৮০৩. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনসারদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় আবু মূসা (রা) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আমি উমার (রা)-এর কাছে যাওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে আসলাম। অতপর উমার (রা) বিষয়টি জেনে জিজ্ঞেস করলেন, (ভেতরে আসতে) তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল। আমি বললাম, আমি তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনমুতি দেয়া হয়নি। তাই আমি ফিরে এসেছি। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পায়, তবে ফিরে আসবে (তাই আমিও ফিরে এসেছি)। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একথা নবী (স)-এর কাছ থেকে শুনেছে। উবাই ইবনে কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম ! তোমার পক্ষে (সাক্ষ্য দিতে) আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিটিই উঠবে। আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। আমি আবু মূসা (রা)-এর সাথে গেলাম এবং উমার (রা)-কে অবহিত করলাম যে, নবী (স) একথা বলেছেন।

অপর এক সনদে বুসর (র) বর্ণনা করেন, আমি এ হাদীস আবু সায়ীদ (রা) থেকে শুনেছি।[২]

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ যাকে ডাকা হয়েছে সেও কি অনুমতি প্রার্থনা করবে ? আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ডাকাটাই তার জন্য অনুমতি।

٥٨٠٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ اَبَا هِرِّ اِلْحَقْ اَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ اِلَىَّ قَالَ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَاْذَنُوْا فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا.

৫৮০৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় কিছুটা দুধ দেখে বলেন ঃ হে আবু হির (আবু হুরাইরার সংক্ষেপ)! তুমি আহলি সুফ্ফার কাছে গিয়ে তাদেরকে আমার কাছে ডেকে আন। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা এসে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দেন এবং তারা ভেতরে প্রবেশ করেন।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদেরকে সালাম দেয়া।

٥٨٠٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ مَرَّ عَلٰى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

৫৮০৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিশুদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন, নবী (স)-ও এভাবে সালাম দিতেন।

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের নারীদেরকে এবং নারীদের পুরুষদেরকে সালাম দেয়া।

٥٨٠٦- عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تُرْسِلُ اِلٰى بُضَاعَةَ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ نَخْلٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَتَاْخُذُ مِنْ اُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِىْ قِدْرٍ وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِّنْ شَعِيْرٍ فَاِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ اِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِنْ اَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

---

২. এখানে এ হাদীসটি উপেক্ষা করা হযরত উমার (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং হাদীসটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

৫৮০৬. আবু হাযেম (র) থেকে সাহল [ইবনে সা'দ সায়ীদী (রা)]-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমআর দিন আসলে আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আবু হাযেম (র) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন ? তিনি বলেন, আমাদের পরিচিত এক বৃদ্ধা ছিলেন। সে বুদাআ নামক স্থানে কাউকে পাঠাতেন। ইবনে মাসলামা বলেন, বুদাআ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা সেখান থেকে গাজর আনিয়ে তার সাথে কিছু যবের দানা মিশিয়ে ডেকচিতে করে পাক করতেন। আমরা জুমআর নামায শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম দিতাম। তিনি আমাদের সামনে সেই খাবার পরিবেশন করতেন। এ কারণেই আমরা খুব আনন্দিত হতাম। আমরা জুমআর নামায শেষ করার আগে কখনো খাওয়া-দাওয়া বা কায়লুলা (দুপুরের আহারান্তে বিশ্রাম) করতাম না।

٥٨٠٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ هٰذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَرٰى مَا لاَ نَرٰى تُرِيْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ.

৫৮০৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনি যা দেখেন তা আমরা দেখতে পাই না। আয়েশা (রা) একথা রসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছেন।

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ কে ? এ প্রশ্নের জবাবে 'আমি' বলা।

٥٨٠٨- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِيْ فَدَقَقْتُ (فَدَفَعْتُ) الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهَا.

৫৮০৮. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, আমার আব্বার কিছু ঋণের ব্যাপারে আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। আমি দরজায় করাঘাত করলে নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কে ?' আমি বললাম, 'আমি'। তিনি বললেন ঃ 'আমি' 'আমি'। নবী (স) যেন জবাব পসন্দ করলেন না।

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ সালামের জবাবে 'আলাইকাস সালাম' বলা। আয়েশা (রা) ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু বলে জবাব দিয়েছেন। নবী (স) বলেন ঃ ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর সালামের জবাবে আস্সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ বলেছেন।

٥٨٠٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ

السَّلاَمُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الَّتِى بَعْدَهَا عَلِّمْنِى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِى صَلٰوتِكَ كُلِّهَا وَقَالَ اَبُوْ اُسَامَةَ فِى الْاَخِيْرِ حَتّٰى تَسْوِىَ قَائِمًا.

৫৮০৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে নামায পড়লো, অতপর কাছে এসে তাঁকে সালাম দিল। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে নামায পড়লো এবং পুনরায় এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। সে আবার গিয়ে নামায পড়লো এবং এসে সালাম দিল। তিনি বললেন ঃ ওয়াআলাইকাস সালাম, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ো। কারণ, তুমি নামায পড়োনি। লোকটি দ্বিতীয় বারে কিংবা তার পরেরবারে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি নামায পড়তে চাইবে, তখন প্রথমে ঠিকভাবে উযু করবে, তারপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে। এরপর কুরআনের তোমার মুখস্ত যা আছে তা থেকে পড়বে, অতপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে, তারপর রুকূ থেকে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর প্রশান্তিসহ সিজদা করবে। তারপর সিজদা থেকে উঠবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। তারপর আবার সিজদা করবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তিসহ বসবে। এভাবে তোমার সব নামায আদায় করবে। আবু উসামা শেষাংশে حَتّٰى تَسْتَوِىَ قَائِمًا বাক্য উদ্বৃত করেছেন।

٥٨١٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.

৫৮১০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পুনরায় মাথা উঠাবে এবং প্রশান্তির সাথে বসবে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ যখন কেউ বলে, অমুক তোমাকে সালাম বলেছে।

٥٨١١- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اِنَّ جِبْرِيْلَ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ .

৫৮১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) আমাকে বললেন ঃ জিবরাঈল (আ) তোমাকে সালাম বলছেন। তখন আয়েশা (রা) বললেন ঃ ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

২০-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের যৌথ সমাবেশে সালাম দেয়া।

٥٨١٢- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ اِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَاَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُوْدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِىْ بَنِى الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ حَتّٰى مَرَّ فِىْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ وَفِيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ وَفِى الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُبَيٍّ اَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُغَبِّرُوْا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ اِلَى اللّٰهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ اُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ اَيُّهَا الْمَرْءُ لَا اَحْسَنَ مِنْ هٰذَا اِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنَا بِهِ فِىْ مَجَالِسِنَا وَارْجِعْ اِلٰى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا فِىْ مَجَالِسِنَا فَاِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْيَهُوْدُ حَتّٰى هَمُّوْا اَنْ يَّتَوَاثَبُوْا فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّضُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّتَهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلٰى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ اَىْ سَعْدُ اَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ اَبُوْ حُبَابٍ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اُبَيٍّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاصْفَحْ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ اَعْطَاكَ اللّٰهُ الَّذِىْ اَعْطَاكَ وَلَقَدِ اصْطَلَحَ اَهْلُ هٰذِهِ الْبَحْرَةِ عَلٰى اَنْ يُّتَوِّجُوْهُ فَيُعْصِبُوْنَهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا رَدَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِىْ اَعْطَاكَ شَرِقَ بِذٰلِكَ فَذٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَاَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ.

৫৮১২. উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করলেন। গাধার পিঠে জিনের নীচে ছিল ফাদাকে তৈরী মখমল। নবী (স) তাঁর পেছনে উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে বসিয়ে নিলেন। তিনি বনী হারিস ইবনুল খাজরাজ গোত্রের সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে দেখতে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। নবী (স) এক জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। সমাবেশে মুসলমান, মুশরিক মূর্তিপূজক এবং ইহূদী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-ও সমাবেশে ছিলেন। সওয়ারী

পশুর পায়ের আঘাতে উত্থিত ধূলাবালি সমাবেশকে আচ্ছন্ন করলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার চাদর দিয়ে মুখ ঢাকলো এবং বললো, আমাদের উপর ধূলাবালি উড়িও না। নবী (স) তাদেরকে সালাম দিলেন এবং সওয়ারী থেকে নেমে তাদেরকে আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত দিলেন। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে তাদেরকে শোনালেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল বলল, আরে মিয়া ! তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয় তাহলে তার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। তবে আমাদের সমাবেশে (ঐ কথা শুনিয়ে) আমাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমার বাহনে গিয়ে আরোহণ কর। তোমার কাছে যদি আমাদের কেউ যায়, তাকে তোমার গল্প শুনিয়ে দিও। তখন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল!) আপনি আমাদের সমাবেশসমূহে আসবেন। কারণ আমরা ঐসব কথা পসন্দ করি। এতে মুসলমান, মুশরিক ও ইহুদীরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লো এবং একে অপরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো। (তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত) নবী (স) তাদেরকে নিবৃত করতে থাকলেন। অতপর তিনি তার সওয়ারীতে আরোহণ করে সাদ ইবনে উবাদা (রা)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ হে সাদ ! আবু হুবাব কি বলেছে তা কি তুমি শোননি ? সে এরূপ এবং এরূপ কথা বলেছে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি ইংগিত করেছিলেন। সাদ ইবনে উবাদা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তার বিষয়টা উপেক্ষা করুন। আল্লাহ্‌র শপথ ! আল্লাহ আপনাকে যা দেয়ার ছিল তা দিয়েছেন। এ জনপদের লোকেরা পরামর্শের ভিত্তিতে তাকে নিজেদের নেতা ও শাসক হিসেবে রাজমুকুট পরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে ন্যায় ও সত্য দান করেছেন তার দ্বারা যখন ঐ পরিকল্পনা নস্যাত করে দিলেন তখন থেকেই সে ক্রুদ্ধ হয়ে আছে এবং যে আচরণ তাকে করতে দেখেছেন তা সে ঐ কারণেই করেছে। অতএব নবী (স) তাকে মাফ করে দিলেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে তওবা করার নিদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সালাম ও সালামের জবাব না দেয়া এবং গুনাহগারের তওবা কবুলের নিদর্শন কখন প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, শরাব খোরকে সালাম দিবে না।

٥٨١٣ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوْكَ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كَلاَمِنَا وَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ اَمْ لاَ حَتّٰى كَمُلَتْ خَمْسُوْنَ لَيْلَةً وَاٰذَنَ النَّبِىُّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ .

৫৮১৩. আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব ইবনে মালেক (রা)-কে তার তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সম্পর্কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে বলতাম, আমার সালামের জবাব দিতে গিয়ে তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টি নাড়েন কি না। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি রাত অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবী

(স) ফযরের নামাযান্তে ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের তিনজনের তওবা কবুল করেছেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ যিম্মীদের সালামের জবাব দেয়ার নিয়ম।

٥٨١٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِّنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল ইহূদী রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রবেশ করে বললো, আস-সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আমি একথার মর্ম বুঝে ফেললাম। তাই আমি বললাম, আলাইকুমুস সাম ওয়াল লা'নাতু (তোমাদের মৃত্যু হোক এবং তোমাদের উপর অভিসম্পাত নেমে আসুক)। রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ হে আয়েশা ! থাম, আল্লাহ সব ব্যাপারেই নম্রতা পসন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! তারা কী বলেছে আপনি কি তা শুনেননি ? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ সেজন্য আমিও তো ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও) বলে জবাব দিয়েছি।

٥٨١٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَاِنَّمَا يَقُولُ اَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ .

৫৮১৫. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যখন ইহূদীরা তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তারা সাধারণত বলে, আসসামু আলাইকা। তখন তোমরাও বলবে, ওয়া আলাইকা।

٥٨١٦- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ .

৫৮১৬. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আহলি কিতাবরা যখন তোমাদেরকে সালাম দেয় তখন তার উত্তরে বল ওয়া আলাইকুম।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা পত্রের বিষয়বস্তু জানার জন্যে তা পড়া।

٥٨١٧- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَاَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِىَّ وَكُلُّنَا فَارِسٌ فَقَالَ انْطَلِقُوا حَتّٰى تَاْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا امْرَاَةً مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِّنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِى بَلْتَعَةَ اِلَى الْمُشْرِكِينَ قَالَ فَاَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلٰى جَمَلٍ لَّهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قُلْنَا اَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِى

مَعَكِ قَالَتْ مَا مَعِيَ كِتَابٌ فَأَنَخْنَابِهَا فَابْتَغَنَا فِيْ رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَيْئًا قَالَ صَاحِبَايَ مَا نَرى كِتَابًا قَالَ قُلْتُ لَقَد عَلِمتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى يُحلَفُ بِهِ لَتُخرِجَنَّ الكِتَابَ اَو لاَجَرِّدَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ مِنِّيْ اَهوَت بِيَدِهَا اِلٰى حُجزَتِهَا وَهِيَ مُحتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَاَخرَجَتِ الكِتَابَ قَالَ فَانطَلَقنَا بِهِ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَا حَمَلَكَ يَا حَاطِبُ عَلٰى مَا صَنَعتَ قَالَ مَابِيْ اِلاَّ اَنْ اَكُونَ مُؤمِنًا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَا غَيَّرتُ وَلاَ بَدَّلتُ اَردتُ اَن تَكُونَ لِي عِندَ القَومِ يَدٌ يَدفَعُ اللّٰهُ بِهَا عَنْ اَهلِي وَمَالِي وَلَيسَ مِن اَصحَابِكَ هُنَاكَ اِلاَّ وَلَهُ مَن يَّدفَعُ اللّٰهُ بِهِ عَنْ اَهلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ اِلاَّ خَيرًا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ اِنَّهُ قَد خَانَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤمِنِينَ فَدَعنِي فَاَضرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ وَمَا يُدرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ قَدَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهلِ بَدرٍ فَقَالَ اِعمَلُوا مَا شِئتُم فَقَد وَجَبَت لَكُمُ الجَنَّةُ قَالَ فَدَمَعَت عَينَا عُمَرَ وَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعلَمُ .

৫৮১৭. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা), আবু মারসাদ গানাবী (রা) ও আমাকে 'রাওদা খাখ'-এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন ঃ তোমরা রাওদা খাখে গিয়ে উপনীত হও। সেখানে এক মুশরিক নারীর সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে লেখা একটি পত্র আছে। আমরা তিনজনই ছিলাম অশ্বারোহী। আলী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যে স্থানের কথা বলেছিলেন আমরা তাকে সে স্থানেই পেয়ে গেলাম। সে তার উটের পিঠে আরোহণ করে পথ অতিক্রম করছিলো। আমরা তাকে বললাম, তোমার নিকট যে পত্র আছে, তা কোথায় ? সে বললো, আমার কাছে কোন পত্র নেই। আমরা তার উটটিকে বসালাম এবং জিন ইত্যাদি তল্লাশী করলাম, কিন্তু কিছুই পেলাম না। আমার সাথীদ্বয় বললো, পত্র তো দেখছি না। আমি বললাম, আমি জানি, রসূলুল্লাহ (স) মিথ্যা বলেননি। যেই সত্তার শপথ করা হয়ে থাকে, তার শপথ ! জলদি পত্র বের কর, নতুবা তোমার পোশাকাদি খুলে (উলঙ্গ করে) তালাশ করবো। সে আমার কঠোরতা দেখে তার কটিবন্ধের ভাঁজ থেকে পত্র বের করে দিল। সে কাপড় ভাঁজ করে কটিবন্ধরূপে ব্যবহার করেছিল। পত্রটি নিয়ে আমরা রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হাতিব ! তুমি এমন কাজ কেন করলে ? হাতিব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আমি মত পরিবর্তন করিনি কিংবা বদলেও যাইনি (মুরতাদও হইনি)। পত্র লিখে আমি তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি প্রদর্শন করতে চেয়েছি যাতে এ উসীলায় আল্লাহ আমার পরিজন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান

করেন। আপনার সাহাবীগণের প্রত্যেকের এমন কেউ আছে যার উসীলায় আল্লাহ সেখানে তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ রক্ষা করবেন। নবী (স) বলেন ঃ হাতিব (রা) ঠিক বলেছে। সুতরাং তোমরা তাকে ভালো ছাড়া খারাপ বলো না। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন ঃ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী (স) বলেন, হে উমার ! তোমার কি জানা আছে, আল্লাহ তাআলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি উদ্ভাসিত হয়ে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন ঃ তোমরা যা চাও কর। তোমাদের জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছে। আলী (রা) বলেন, তখন উমার (রা)-এর দুই চোখ বেয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক অবগত।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ আহলি কিতাবদের নিকট পত্র কিভাবে লিখতে হয় ?

٥٨١٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِىْ نَفَرٍ مِّنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَاَتَوْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُرِئَ فَاِذَا فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُّحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ.

৫৮১৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে হার্‌ব তাঁকে জানিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস কুরাইশদের একদল লোকসহ তাঁকে ডেকে পাঠান। তারা ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিল। তারা সবাই হেরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হলো। অতপর তিনি গোটা হাদীস বর্ণনা করলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রটি আনালেন। সুতরাং তা পড়া হলো। তাতে লেখা ছিল ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম।
আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে
রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি
সৎপথের অনুসরণকারীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতপর .....

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ পত্রে কার নাম প্রথমে লিখতে হবে অর্থাৎ প্রেরক না প্রাপকের ?

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে, সে একখণ্ড কাঠ নিয়ে তাতে গর্ত করলো অতপর তার ভেতর এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং এর মালিকের নামে একখানা পত্র লিখল।

অন্য এক সনদে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, ঐ ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ কেটে নিয়ে তার মধ্যে অর্থ রেখে মালিকের নিকট পত্র লিখল, যার প্রারম্ভ ছিল ঃ অমুকের পক্ষ থেকে অমুকের প্রতি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর বাণী—তোমরা তোমাদের নেতার সম্মানে উঠে দাঁড়াও।

٥٨١٩- عَنْ اَبِىْ سَعِيدٍ اَنَّ اَهلَ قُرَيضَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَاَرْسَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ قُومُوا اِلى سَيِّدِكُمْ اَوْ قَالَ خَيرِكُم فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰؤُلاءِ نَزَلُوا عَلٰى حُكمِكَ فَقَالَ فَاِنِّى اَحكُمُ اَن تُقتَلَ مُقَاتِلَتُهُم وَتُسبٰى ذَرَارِيُّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِكُ قَالَ اَبُو عَبدِ اللّٰهِ اَفهَمَنِىْ بَعضُ اَصحَابِىْ عَنْ اَبِى الوَلِيدِ مِنْ قَولِ اَبِىْ سَعِيدٍ اِلٰى حُكمِكَ .

৫৮১৯. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। বনী কুরাইযার ইহূদীরা সাদ (রা)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিবে বলে স্বীকৃত হলে নবী (স) তাঁর নিকট লোক পাঠালেন। তিনি আসলে নবী (স) বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও কিংবা বললেন ঃ তোমাদের উত্তমজনের জন্য দাঁড়াও। সাদ (রা) নবী (স)-এর পাশে বসলেন। নবী (স) বললেন ঃ এরা তোমার ফায়সালা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছে। সাদ (রা) বললেন ঃ আমার ফায়সালা হলো তাদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হোক। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এমন ফায়সালা করেছ যা প্রকৃত মালিকের (আল্লাহ্‌র) ফায়সালা। আবু আবদুল্লাহ [বুখারী (র)] বলেন, আমার কাছে আমার কোন কোন বন্ধু আবুল ওয়ালীদের সূত্রে আবু সায়ীদ (রা)-এর বর্ণনা নাযালু আলা হুকমিকা'র স্থলে নাযালু ইলা হুকমি'কা উদ্ধৃত করেছেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফাহা করা। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, তখন আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল। কাব ইবনে মালেক (রা) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (স)-কে দেখলাম। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) উঠে দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসলেন এবং আমার সাথে মুসাফাহা করে মুবারকবাদ জানালেন।

٥٨٢٠- عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৫৮২০. কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ নবী (স)-এর সাহাবাগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল ? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٨٢١- عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

৫৮২১. আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম এবং তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন।[৪]

৪. অর্থাৎ হাতে হাত দিয়ে তাঁরা দুইজনে মুসাফাহা করছিলেন।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাতে (বা এক হাতে) মুসাফাহা করা। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) দুই হাতে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে মুসাফাহা করেছেন।

٥٨٢٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يَّقُوْلُ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَفِّىْ بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِى السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَ اَنْيَنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ.

৫৮২২. ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে তাশাহহুদ শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন কুরআনের সূরা। আর তা শিখানোর সময় আমার হাত তাঁর দুই হাতের মাঝখানে ছিল। (তাশাহহুদের বাক্যগুলো ছিল এরূপ) ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাতু আস্‌সালামু আ-লাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু"। এ সময় তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। তাঁর ইনতিকাল হলে আমরা বলতে লাগলাম ঃ আস্‌সালামু আলান নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ানাকা বা কোলাকোলি করা এবং একজন আরেকজনকে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করা।

٥٨٢٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَ اَنَّ عَلِيًّا يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ وَجَعِهِ الَّذِىْ تُوُفِّىَ فِيْهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا اَبَا الْحَسَنِ كَيْفَ اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَصْبَحَ بِحَمْدِ اللّٰهِ بَارِئًا فَاَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّاسُ فَقَالَ اَلاَ تَرَاهُ اَنْتَ وَاللّٰهِ بَعْدَ الثَّلٰثِ عَبْدُ الْعَصَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَيُتَوَفّٰى فِىْ وَجْعِهِ وَاِنِّىْ لَاَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمَوْتَ فَاذْهَبْ بِنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْاَلَهُ فِيْمَنْ يَّكُوْنُ الْاَمْرُ فَاِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ فِىْ غَيْرِنَا اَمَرْنَاهُ فَاَوْصٰى بِنَا قَالَ عَلِىٌّ وَاللّٰهِ لَئِنْ سَاَلْنَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَيَمْنَعْنَاهَا لاَ يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ اَبَدًا وَّاِنِّىْ لاَ اَسْاَلُهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبَدًا.

৫৮২৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রোগে নবী (স) ইনতিকাল করেন তাতে আক্রান্ত থাকাকালে আলী ইবনে আবু তালিব (রা) নবী (স)-এর কাছ থেকে বেরিয়ে আসলে অপেক্ষমান লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবুল হাসান, আজ সকালে রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা কেমন ছিল ? আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আজ সকাল থেকে তিনি ভালো আছেন। আব্বাস (রা) তাঁর হাত ধরে বলেন, তুমি কি নবী (স)-কে মরণাপন্ন দেখতে পাচ্ছ না ? আল্লাহ্র কসম ! তিন দিন পর তুমি ডান্ডার গোলাম হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্য কোন শাসকের শাসনাধীন হয়ে পড়বে)। আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ (স) এ অসুখেই অচিরেই ইনতিকাল করবেন। আমি আবদুল মুত্তালিব গোত্রের লোকদের চেহারা থেকেই তাঁর ওফাতের লক্ষণ বুঝতে পেরেছি। তাই তুমি আমার সাথে রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলো। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করে নেই যে, (তাঁর অবর্তমানে) খেলাফতের দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। তা যদি আমাদের খান্দানে থাকে, তবে আমরা তা জানতে পারব। আর যদি তা অন্য কারো হাতে থাকবে বলে জানি, তবে আমরা তাঁকে আমাদের জন্য ওসিয়ত করতে অনুরোধ করবো। আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম ! যদি আমরা এ বিষয়ে নবী (স)-এর কাছে জানতে চাই, আর তিনি আমাদের জন্য না করে দেন, তবে জনগণ কখনো আমাদেরকে তা দিবে না। আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে কখনো জানতে চাইব না।

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ডাকলে জবাবে 'লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা' বলা।

٥٨٢٤- عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَنَا رَدِيْفُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلٰثًا هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ (قُلْتُ لاَ قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ) اَنْ يَّعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمْ .

৫৮২৪. আনাস (রা) মুআয (রা)-এর সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স) -এর সওয়ারীর পিঠে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ হে মুআয! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। তিনি এভাবে তিনবার ডাকলেন, তারপর বললেন ঃ তুমি কি জান বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার কি ? আমি বললাম, না। তিনি বলেন ঃ বান্দাদের উপর আল্লাহ্র অধিকার হলো ঃ বান্দা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পুনরায় তিনি আরও কিছুক্ষণ চললেন, তারপর ডাকলেন ঃ হে মুআয ! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা। তিনি বলেন ঃ তুমি কি জান, বান্দা যখন তা করে তখন আল্লাহ্র কাছে বান্দার অধিকার কি দাঁড়ায় ? (তখন আল্লাহর কাছে বান্দার অধিকার হলো) আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।[৫]

৫. যাবতীয় কাজে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা বান্দার কর্তব্য, এটাই আল্লাহ্র অধিকার। এর বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে জান্নাত দান করবেন।

٥٨٢٥- عَنْ اَنَسٍ عَنْ مُعَاذٍ بِهٰذَا.

৫৮২৫. অন্য একটি সনদে হযরত আনাস (রা) মুআয (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٥٨٢٦- عَنْ اَبِى ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً اِسْتَقْبَلَنَا اُحُدُ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا اُحِبُّ اَنَّ اُحُدًا لِى ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ لَيْلَةٌ اَوْ ثَلٰثٌ عِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ اِلاَّ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ اِلاَّ اَنْ اَقُولَ بِهِ فِى عِبَادِ اللّٰهِ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا وَاَرَانَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ قُلْتُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الاَكْثَرُونَ هُمُ الاَقَلُّونَ اِلاَّ مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ثُمَّ قَالَ لِى مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يَااَبَا ذَرٍّ حَتّٰى اَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتّٰى غَابَ عَنِّى فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَخَشِيتُ (فَتَخَوَّفْتُ) اَنْ يَكُونَ عُرِضَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَاَرَدْتُ اَنْ اَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَبْرَحْ فَمَكَثْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ سَمِعْتُ صَوْتًا خَشِيتُ (حَسِبْتُ) اَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ ذَاكَ جِبْرِيلُ اَتَانِى فَاَخْبَرَنِى اَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ اُمَّتِى لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قُلْتُ لِزَيْدٍ اِنَّهُ بَلَغَنِى اِنَّهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ اَشْهَدُ لَحَدَّثَنِيهِ اَبُو ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ وَعَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ نَحْوَهُ .

৫৮২৬. রাবাযা নামক স্থানে অবস্থানকালে আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদিন সন্ধ্যাকালে নবী (স)-এর সাথে মদীনার 'হাররাহ' নামক স্থান অতিক্রম করছিলাম। আমাদের সামনে ওহুদ পাহাড় দৃশ্যমান হলে নবী (স) বললেন ঃ হে আবু যার! আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ থাকে আমি ঋণ পরিশোধের প্রয়োজন ছাড়া তা থেকে একটি দীনারও এক রাত বা তিন রাত পর্যন্ত (ব্যয় না করে) পসন্দ করি না। আমি বরং তার সবটাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য এভাবে এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করবো। একথা বলে নবী (স) হাতে ইশারা করে আমাদেরকে দেখালেন। পুনরায় তিনি আমাকে ডাকলেন ঃ হে আবু যার ! আমি জবাব দিলাম, লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা, ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ (দুনিয়ায়) যারা অধিক বিত্তশালী, (আখেরাতে) তারা হবে সর্বাধিক কম পুরস্কৃত। তবে তাদের মধ্যে যারা এভাবে এবং এভাবে ব্যয় করে (তারা এর ব্যতিক্রম)। পুনরায় তিনি আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার ! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাক। সুতরাং তিনি রওনা হয়ে গেলেন, এমনকি আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। এমন সময় আমি একটি আওয়াজ শুনলাম। আমার ভয় হলো এই ভেবে যে, রসূলুল্লাহ (স) কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলেন কি না। তাই আমি সেদিকে যেতে

চাইলাম কিন্তু তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (স)-এর এ নির্দেশ আমার মনে পড়লো যে, তুমি এস্থানে থেকে যাবে না। সুতরাং আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। তিনি ফিরে আসলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি একটি শব্দ শুনে এই ভেবে শঙ্কিত হলাম যে, আপনি কোন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন কি না। কিন্তু আপনার নির্দেশের কথা স্মরণ হলে আমি অপেক্ষা করে আছি। নবী (স) বলেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আমাকে জানালেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে কোন শরীক করে না এবং এ অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! যদি সে যেনা করে এবং চুরি করে তবুও ? তিনি বলেন ঃ যদিও সে যেনা এবং চুরি করে তবুও।

আ'মাশ (র) বর্ণনা করেন, আমি যায়েদকে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, [বর্ণনাকারী) আবু যার (রা) নন, বরং আবুদ দারদা (রা)। যায়েদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার নিকট আবু যার (রা) 'রাবাযা নামক স্থানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অপর এক সনদে আবুদ দারদা (রা)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ বসার জন্য একজন আরেকজনকে উঠিয়ে দিবে না।

٥٨٢٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ .

৫৮২৭. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, কোন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا -(المجادلة : ١١)

"যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে বসার জন্য জায়গা করে দাও, তোমরা জায়গা করে দিবে। তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, তোমরা উঠে যাও, তখন উঠে যাবে।"

٥٨٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى اَنْ يُّقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ اٰخَرُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ مِنْ مَّجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ .

৫৮২৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে অপর ব্যক্তিকে সেখানে বসাতে নবী (স) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা নিজেরা বরং আরো ছড়িয়ে অন্যদের জায়গা করে দাও। কাউকে তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই সেখানে বসে পড়াকে ইবনে উমার (রা) পসন্দ করতেন না।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ সবাই যেন উঠে যায় এ উদ্দেশ্যে মজলিস বা ঘর থেকে সাথীদের অনুমতি ছাড়াই কোন ব্যক্তির উঠে চলে যাওয়া অথবা উঠে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া।

٥٨٢٩- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعِمُوْا ثُمَّ جَلَسُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ قَالَ فَاَخَذَ كَاَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُوْمُوْا فَلَمَّا رَاٰى ذٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلٰثَةٌ وَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَاِذَا الْقَوْمُ جُلُوْسٌ ثُمَّ اِنَّهُمْ قَامُوْا فَانْطَلَقُوْا قَالَ فَجِئْتُ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوْا فَجَاءَ حَتّٰى دَخَلَ فَذَهَبْتُ اَدْخُلُ فَاَرْخَى الْحِجَابَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُّؤْذَنَ ..... اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا.

৫৮২৯. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কে বিয়ে করলে লোকজনকে ওয়ালীমার ভোজে দাওয়াত দিলেন, লোকজন খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলো। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, নবী (স) তখন বাহ্যত উঠে পড়ার ভাব দেখালেন। কিন্তু লোকজন উঠলো না। তা দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালে কিছু লোকও তার সাথে উঠে পড়লো কিন্তু এরপরও তিনজন লোক থেকেই গেল। নবী (স) ভেতরে প্রবেশ করার জন্য এসে তিনজন লোক বসেই আছে দেখে তিনি আবার ফিরে গেলেন। এরপর তারাও উঠে চলে গেল। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি এসে নবী (স)-কে খবর দিলাম যে, তারা চলে গেছে। তিনি তখন আসলেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও প্রবেশ করতে উদ্যত হলে তিনি আমার ও তাঁর মাঝখানে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। অতপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ ! তোমরা নবীর ঘরগুলোয় প্রবেশ করো না, তবে যদি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয় ..... এটা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট" বিষয় পর্যন্ত।

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ দুই হাঁটু খাড়া করে পাছার উপর বসা এবং দুই হাতে বেড় দিয়ে ধরে বসা।

٥٨٣٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدِهِ هٰكَذَا.

৫৮৩০. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে কা'বার আঙিনায় তাঁর হাত দিয়ে এভাবে 'ইহতেবা' করে বসে থাকতে দেখেছি।[৬]

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ সাথীদের সামনে বালিশে হেলান দিয়ে বসা। খাব্বাব (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর কাছে আসলাম। তিনি চাদর দ্বারা বালিশ বানিয়ে হেলান

৬. ইহতেবা মানে দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসা এবং উভয় হাতে বেড় দিয়ে হাঁটু ধরে রাখা।

দিয়ে ছিলেন। আমি বললাম, আপনি কি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন না ? (এ কথা শুনে) তিনি উঠে বসলেন।[৭]

٥٨٣١- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ .

৫৮৩১. আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্পর্কে অবহিত করবো না ? লোকজন বললেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া।

٥٨٣٢- عَنْ بِشْرٍ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .

৫৮৩২. বিশর (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী (স) হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বসলেন এবং বললেন ঃ শোন, মিথ্যা কথা থেকে বাঁচ। একথা তিনি বারবার বলতে থাকলেন। শেষে আমরা বললাম, আহ ! তিনি যদি থামতেন !

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত হাঁটা।

٥٨٣٣- عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَ قَالَ صَلّٰى النَّبِىُّ ﷺ الْعَصْرَ فَاَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ .

৫৮৩৩. উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আসরের নামায পড়লেন, তারপর খুব ত্রস্তপদে গৃহে প্রবেশ করলেন।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ সারীর বা বিছানা।

٥٨٣٤- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ وَسْطَ السَّرِيْرِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُوْنُ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْمَ فَاَسْتَقْبِلَهُ فَاَنْسَلُّ انْسِلاَلاً .

৫৮৩৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বিছানার মাঝখানে দাঁড়িয়ে (রাতে) নামায পড়তেন। আমি তাঁর ও কিবলার মঝেখানে শুয়ে থাকতাম। আমার

---

৭. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত্তি (রা) ইসলাম গ্রহণের পর চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কাফেররা জ্বলন্ত কয়লার উপর তাঁকে চিত করে শুইয়ে দিতো এবং বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। আগুনে পুড়ে রক্ত ও চর্বি বেরিয়ে আগুন নিভে গেলে তারা তাঁকে ছেড়ে দিত। পরে এক সময় তিনি নবী (স)-এর নিকট আসেন। নবী (স) তখন কা'বার ছায়ায় হেলান দিয়ে শুইয়ে ছিলেন। খাব্বাব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি কি আমাদের সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করবেন না ? নবী (স) উঠে বসলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যুগের ঈমানদারদেরকেও মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। তারপর লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের গায়ের সমস্ত গোশত খসিয়ে নিত, করাত চালিয়ে দুই টুকরা করা হতো। তবুও তারা ঈমান ত্যাগ করতেন না। ঈমানের এ কঠিন পরীক্ষা সর্বযুগেই আছে। কাজেই সবর করো। বিজয় নিশ্চয়ই আসবে।

কোন প্রয়োজন দেখা দিলেও নিজ স্থান থেকে উঠে তাঁর সামনে কিবলার দিকে দাঁড়ানো ভালো মনে করতাম না। তাই আমি বিছানা থেকে খুব সন্তর্পণে পিছলিয়ে নেমে যেতাম।

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ কাউকে বালিশ এগিয়ে দেয়া।

٥٨٣٥- عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْمَلِيْحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِيْكَ زَيْدٍ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ فَحَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِىْ فَدَخَلَ عَلَىَّ فَاَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْاَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِىْ اَمَا يَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خَمْسًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ سَبْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تِسْعًا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِحْدٰى عَشْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَاِفْطَارُ يَوْمٍ.

৫৮৩৫. আবু কিলাবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল মালীহ (র) তাকে বলেছেন, আমি তোমার পিতা যায়েদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের নিকট বর্ণনা করলেন যে, নবী (স)-এর কাছে আমার রোযার কথা উল্লেখ করা হলে তিনি আমার নিকট তাশরীফ আনলেন। আমি তাঁর সামনে একটি চামড়ার বালিশ পেশ করলাম। তাতে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। তিনি মেঝেতে বসলেন। বালিশটি আমার ও তাঁর মধ্যখানে ছিল। তিনি আমাকে বলেন ঃ তোমার জন্য কি প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা যথেষ্ট নয়? আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! (আমি এর চেয়েও বেশী শক্তি রাখি)। তিনি বলেন ঃ তাহলে পাঁচটি করে রাখ। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন ঃ তাহলে সাতটি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বললেন ঃ তবে নয়টি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন ঃ তাহলে এগারটি করে রাখ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন ঃ দাউদ (আ)-এর রোযার উপরে কোন রোযা নেই। সারা বছর একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা ভাঙ্গা।

٥٨٣٦- عَنْ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَاَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ جَلِيْسًا فَقَعَدَ اِلٰى اَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ اَنْتَ فَقَالَ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ قَالَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِىْ كَانَ لاَ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَعْنِىْ حُذَيْفَةَ اَلَيْسَ فِيْكُمْ اَوْ كَانَ فِيْكُمُ الَّذِىْ اَجَارَهُ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهِ ﷺ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِىْ عَمَّارًا اَوَلَيْسَ فِيْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادَةِ يَعْنِىْ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ

اللّٰهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى قَالَ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى فَقَالَ مَا زَالَ هٰؤُلَاءِ حَتّٰى كَادُوْا يُشَكِّكُوْنِىْ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

৫৮৩৬. আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সিরিয়া আগমন করলেন এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, তারপর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ! আমাকে একজন বন্ধু দান করো। তারপর তিনি আবুদ দারদা (রা)-এর মজলিসে গিয়ে বসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথাকার বাসিন্দা ? তিনি বলেন, আমি কুফার বাসিন্দা। আবুদ দারদা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের মাঝে কি সেই ব্যক্তি নেই, যিনি সেই গোপনীয় বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না ? অর্থাৎ হুযাইফা (রা)। আপনাদের মধ্যে কি সেই ব্যক্তি নেই (কিংবা বলেছেন, আপনাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি ছিলেন না) যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের জবানীতে শয়তান থেকে আশ্রয় দানের কথা জানিয়েছেন ? অর্থাৎ আম্মার (রা)। আপনাদের মধ্যে কি বালিশ ও মিসওয়াকওয়ালা অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা) নেই ? আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى কিভাবে পড়তেন ? তিনি বলেন, (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى -এর জায়গায়) কেবল وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى পড়তেন। আবুদ দারদা (রা) বলেন, এসব লোক এ ব্যাপারে সবসময় আমাকে বিতর্কের মাধ্যমে সন্দেহে নিপতিত করার উপক্রম করেছে। অথচ আমি নিজে এটি রসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট থেকে শুনেছি।

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের পর 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম)।

٥٨٣٧- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

৫৮৩৭. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামাযের পর দুপুরের খানা খেতাম এবং তারপর 'কায়লুলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম।

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে কায়লুলা করা।

٥٨٣٨- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلِيٍّ اِسْمٌ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ اَبِىْ تُرَابٍ وَاِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ اِذَا دُعِىَ بِهَا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ اَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ فَقَالَتْ كَانَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ شَىْءٌ فَغَاضَبَنِىْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاءُهُ عَنْ شِقِّهِ فَاَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُوْلُ قُمْ اَبَا تُرَابٍ قُمْ اَبَا تُرَابٍ مَرَّتَيْنِ .

৫৮৩৮. সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা)-এর নিকট 'আবু তুরাব'-এর চেয়ে অধিক প্রিয় আর কোন নাম ছিল না। এ নামে ডাকলে তিনি খুব খুশী হতেন। রসূলুল্লাহ (স) ফাতিমা (রা)-এর বাড়ীতে এসে আলী (রা)-কে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাতো ভাই (আলী) কোথায় ? ফাতিমা (রা) বলেন, আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তাই তিনি আমার প্রতি রাগান্বিত হয়ে বাইরে চলে গেছেন এবং আমার এখানে কায়লুলা করেননি। রসূলুল্লাহ (স) একজনকে বললেন ঃ দেখ তো সে কোথায় ? লোকটি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! তিনি মসজিদে ঘুমিয়ে আছেন। রসূলুল্লাহ (স) সেখানে গেলেন। আলী (রা) কাঁত হয়ে শুয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরের এক পাশ থেকে চাদর পড়ে গিয়ে তাঁর শরীরে মাটি লেগে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (স) তাঁর শরীরের মাটি মুছতে মুছতে দুইবার বলেন, হে আবু তুরাব ! ওঠো, হে আবু তুরাব ! ওঠো।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ কোন কওমের সাথে দেখা করতে গিয়ে সেখানে কায়লুলা করা।

٥٨٣٩- عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نِطَعًا فَيَقِيْلُ عِنْدَهَا عَلَى ذٰلِكَ النِّطَعِ قَالَ فَاِذَا نَامَ النَّبِيُّ ﷺ اَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهٖ وَشَعَرِهٖ فَجَمَعَتْهُ فِيْ قَارُوْرَةٍ ثُمَّ جَمَعَتْهُ فِيْ سُكٍّ قَالَ فَلَمَّا حَضَرَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ اَوْصٰى اَنْ يُّجْعَلَ فِيْ حَنُوْطِهٖ مِنْ ذٰلِكَ السُّكِّ قَالَ فَجُعِلَ فِيْ حَنُوْطِهٖ .

৫৮৩৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স)-এর জন্য চামড়ার বিছানা পেতে দিতেন এবং তিনি তার এখানে চামড়ার বিছানাতেই কায়লুলা করতেন। নবী (স) ঘুমিয়ে পড়লে উম্মে সুলাইম (রা) তাঁর (দেহ নির্গত) ঘাম ও ঝরা চুল সংগ্রহ করে একটি শিশিতে রাখতেন, অতপর তার সাথে সুগন্ধী মিশাতেন। বর্ণনাকারী সুমামা বর্ণনা করেন, আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তিনি ওসীয়াত করলেন, ঐ সুগন্ধির কিছুটা যেন তার 'হানুত'-এর সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তার (ইন্তিকালের পর তার) হানুতের সাথে তা মিশিয়ে দেয়া হয়।[৮]

٥٨٤٠- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَهَبَ اِلٰى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَاَطْعَمَتْهُ فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

৮. 'হানুত' এমন সুগন্ধি যা কেবল মৃতের জন্যেই তৈরি করা হয়। এতে কর্পূর ইত্যাদিও থাকে। উম্মে সুলাইম (রা) হলেন আনাস (রা)-এর মা এবং রসূল (স)-এর দুধ খালা। নবী (স)-এর ঘাম ও চুল বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল।

يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ قَالَ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ شَكَّ اِسْحَاقُ قُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ نَاسٌ مِّنْ اُمَّتِىْ عُرِضُوْا عَلَىَّ غُزَاةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْاَسِرَّةِ اَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْاَسِرَّةِ فَقُلْتُ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ

৫৮৪০. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কুবায় গেলে উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর কাছে যেতেন। উম্মে হারাম (রা) তাঁকে আপ্যায়ণ করতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদা ইবনে সামিত (রা)-এর পত্নী। একদিন রসূলুল্লাহ (স) তার বাড়ীতে গেলে তিনি তাঁকে খেতে দিলেন। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হাসতে হাসতে জাগলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনার হাসার কারণ কি ? তিনি বলেন ঃ স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা এ সমুদ্রে জাহাজে আরোহণ করে যাত্রা করছে এবং বাদশাহদের মত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আল্লাহ্র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও সেই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং পুনরায় মাথা রেখে ঘুমালেন এবং হাসতে হাসতে জাগলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আপনি হাসছেন কেন ? তিনি বলেন ঃ স্বপ্নে আমাকে আমার উম্মতের একদল লোককে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত দেখানো হলো। তারা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বাদশাহ অথবা বাদশাহদের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করে এই সমুদ্রযাত্রা করবে। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবী (স) বলেন ঃ তুমি সেই পর্যায়ের অগ্রবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সুতরাং উম্মে হারাম (রা) 'মুআবিয়া (রা)-এর সময় সমুদ্র পথে রওনা হলেন এবং ফিরে এসে নিজের সওয়ারী থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ যে কোন সুবিধাজনক পন্থায় বসা।

٥٨٤١ـ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالْاِحْتِبَاءِ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِ الْاِنْسَانِ مِنْهُ شَىْءٌ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

৫৮৪১. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) দুই রকম পোশাক এবং দুই রকম বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি নিষিদ্ধ করেছেন, 'ইশতিমালুস সাম্মা' এবং এক কাপড়ে এমনভাবে বসতে যাতে লজ্জাস্থানের উপর কোন আবরণ থাকে না এবং নিষেধ করেছেন দুই রকমের বিক্রয় অর্থাৎ মুলামাসা ও মুনাবাযা।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ যিনি মানুষের সামনে গোপন আলাপ করেন যিনি তার সাথীর গোপনীয় কথা তার মৃত্যুর পূর্বে কারো কাছে প্রকাশ করেন না, বরং তার ইনতিকালের পর ব্যক্ত করেন।

٥٨٤٢ـ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ اِنَّا كُنَّا اَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ جَمِيْعًا لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ فَاَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِيْ لاَ وَاللّٰهِ مَا تَخْفٰى مَشْيَتُهَا مِنْ مَشْيَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَاٰهَا رَحَّبَ قَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِيْ ثُمَّ اَجْلَسَهَا عَنْ يَّمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيْدًا فَلَمَّا رَاٰى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ اِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ لَهَا اَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ اَنْتِ تَبْكِيْنَ فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لاُفْشِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوُفِّيَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِيْ عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا اَخْبَرْتِنِيْ قَالَتْ اَمَّا الْاٰنَ فَنَعَمْ فَاَخْبَرَتْنِيْ قَالَتْ اَمَّا حِيْنَ سَارَّنِيْ فِي الْاَمْرِ الْاَوَّلِ فَاِنَّهُ اَخْبَرَنِيْ اَنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَاِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِيْ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلاَ اَرَى الْاَجَلَ اِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللّٰهَ وَاصْبِرِيْ فَاِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِيَ الَّذِيْ رَاَيْتِ فَلَمَّا رَاٰى جَزَعِيْ سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ اَلاَ تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ .

৫৮৪২. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর স্ত্রীগণ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের মধ্য থেকে একজনও অনুপস্থিত ছিল না। ইতিমধ্যে ফাতিমা (রা) হাঁটতে হাঁটতে আসলেন। আল্লাহ্‌র শপথ ! তাঁর হাঁটার ভঙ্গী ছিল প্রায় রসূলুল্লাহ (স)-এর চলার ভঙ্গীর মত। নবী (স) তাঁকে দেখে খোশ আমদেদ জানালেন এবং বললেন ঃ আমার কন্যাকে স্বাগতম। অতপর তিনি তাকে নিজের ডান পাশে অথবা বাঁ পাশে বসালেন এবং চুপে চুপে তার সাথে আলাপ করলেন। তখন ফাতিমা (রা) কাঁদতে লাগলেন। নবী (স) তার বিষণ্নতা ও দুঃখ দেখে আরেকবার তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। এবার ফাতিমা (রা) হাসলেন। নবী (স)-এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বললাম, রসূলুল্লাহ (স) গোপন কথা বলার জন্য আমাদের মধ্য থেকে আপনাকে নির্দিষ্ট করলেন। তা সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন ? রসূলুল্লাহ (স) উঠে চলে গেলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (স) আপনাকে কানে কানে কি কথা বললেন ? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবীর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না। অতপর রসূলুল্লাহ (স) ইনতিকাল করলে আমি তাকে বললাম, আপনাকে আমি শপথ করে বলছি, আপনার উপর

আমার যে হক আছে তার বিনিময়ে সেই কথাটি বলুন। তিনি বলেন ঃ হাঁ, এখন আমি তা বলতে পারি। প্রথমবার যখন তিনি কানে কানে বললেন, তখন বলেছিলেন যে, প্রতি বছর জিবরাঈল তাঁকে একবার মাত্র কুরআন মজীদ আবৃত্তি করে শুনাতেন, কিন্তু এ বছর দুইবার আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। তাই আমার মনে হয় আমার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হয়েছে। তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, আমি তোমার জন্য অতি উত্তম অগ্রে গমনকারী। তিনি বলেন, আমাকে যে কাঁদতে দেখেছেন তা এ কারণেই। নবী (স) যখন আমার অস্থিরতা দেখলেন তখন দ্বিতীয়বার আমার কানে কানে বলেন, ফাতেমা ! তুমি কি আনন্দিত নও যে, তুমি ঈমানদারদের নারীদের নেত্রী অথবা এই উম্মতের নারীদের নেত্রী ? তখন আমি হেসেছি।

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ চিত হয়ে শোয়া।

٥٨٤٣- عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى .

৫৮৪৩. আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার [আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আনসারী (রা)] সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে তাঁর এক পা অন্য পায়ের উপর রেখে মসজিদে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছি।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ তৃতীয় সঙ্গীকে বাদ দিয়ে দুইজনে গোপন আলাপ করবে না। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اِلٰى قَوْلِهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর তখন পাপ, অন্যায় ও রসূলের নাফরমানীর ব্যাপারে গোপন পরামর্শ করো না"–(সূরা আল মুযাদালা ঃ ৯)। আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ ....."আল্লাহর উপরই মুমিনরা তাওয়াক্কুল করবে।"–(সূরা আত-তাওবা ঃ ৫১)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ط ..... وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা রসূলের সাথে গোপন আলাপ করতে চাইলে তার আগে সদাকা দিবে .... তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল"–(সূরা আল-মুযাদালা ঃ ১২-১৩)।

٥٨٤٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً فَلاَ يَتَنَاجٰى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ .

৫৮৪৪. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যদি তিনজন লোক এক সাথে থাকে, তবে দু'জন যেন অপরজনকে বাদ দিয়ে গোপন আলাপ না করে।

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ গোপনীয়তা রক্ষা করা।

٥٨٤٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اَسَرَّ اِلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ سِرًّا فَمَا اَخْبَرْتُ بِهِ اَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَاَلَتْنِىْ اُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا اَخْبَرْتُهَا بِهِ .

৫৮৪৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমার কাছে একটি গোপনীয় বিষয় বললেন। নবী (স)-এর ওফাতের পর আমি তা কারো কাছে প্রকাশ করিনি। (আমার মা) উম্মে সুলাইম আমার কাছে সেটা জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাকেও তা জানাইনি।

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ তিনের অধিক সঙ্গী হলে দু'জনে গোপনে বা চুপে চুপে কথা বলায় কোন দোষ নেই।

٥٨٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلاَيَتَنَاجٰى رَجُلاَنِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجْلِ اَنْ يُّحْزِنَهُ .

৫৮৪৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন. যখন তোমরা কেবল তিনজন সঙ্গী হবে, তখন তাদের দুইজন অন্যজনকে বাদ দিয়ে কোন গোপন আলাপ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা আরও লোকজনের সাথে মিলিত হও। কারণ, এটা তাকে দুর্ভাবনায় ফেলতে পারে।

٥٨٤٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمًا قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ قُلْتُ اَمَا وَاللّٰهِ لاَتِيَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ مَلاٍ فِىْ فَسَارَرْتُهُ فَغَضِبَ حَتّٰى اَحْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى مُوْسٰى اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৮৪৭. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী (স) কিছু মাল বণ্টন করলেন। এক আনসারী বললো, এটা এমন বণ্টন যাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। (একথা শুনে) আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি নবী (স)-এর কাছে যাব (এবং একথা তাকে জানাবো)। সুতরাং আমি নবী (স)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন একদল লোকের মাঝে ছিলেন। আমি চুপে চুপে তাঁকে বিষয়টি জানালাম। এতে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। তিনি বলেন ঃ মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ দীর্ঘক্ষণ ধরে গোপন আলাপ করা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى **"যখন তারা গোপনে আলাপ করে"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৪৭)।**

٥٨٤٨- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَجُلٌ يُّنَاجِى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَمَا زَالَ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَامَ اَصْحَابُهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى .

৫৮৪৮. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে গোপনে আলাপ করতে থাকে এবং তা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলতে থাকে, এমনকি সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি এসে নামায পড়ালেন।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমানোর সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٥٨٤٩- عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ تَتْرُكُوْا النَّارَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ .

৫৮৪৯. সালেম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ ঘুমানোর সময় তোমরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে না।

٥٨٥٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَحُدِّثَ بِشَانِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ اِنَّمَا هِىَ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِؤُهَا عَنْكُمْ .

৫৮৫০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মদীনার একটি পরিবারের ঘরে আগুন লেগে তা পুড়ে গেল। তাদের এ ঘটনাটি নবী (স)-এর কাছে বর্ণনা করা হলে তিনি বলেন ঃ এ আগুন তোমাদের শত্রু। তাই যখনই তোমরা ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে।

٥٨٥١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَمِّرُوا الْاٰنِيَةَ وَاَجِيْفُوا الْاَبْوَابَ وَاَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ فَاِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيْلَةَ فَاَحْرَقَتْ اَهْلَ الْبَيْتِ .

৫৮৫১. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ (রাতে) তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কেননা দুষ্ট ইঁদুরগুলো প্রায়ই বাতিগুলো এদিক-সেদিক টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের লোকজনদের পুড়িয়ে মারে।

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘরের দরজা বন্ধ রাখা।

٥٨٥٢- عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ بِاللَّيْلِ اِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الْاَبْوَابَ وَاَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ وَاَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُوْدٍ .

৫৮৫২. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ রাতে তোমরা শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে, ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিবে, (পানির পাত্র) মশকের মুখ বেঁধে রাখবে এবং খাদ্য ও পানীয় ঢেকে রাখবে একটি কাঠ দিয়ে হলেও।

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ বয়োপ্রাপ্তির পর খাতনা করা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

٥٨٥٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسُ الْخِتَانُ وَالْاَسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ .

৫৮৫৩. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ পাঁচটি জিনিস প্রকৃতিগত ঃ খাতনা করা, নাভীর নীচের পশম কামিয়ে ফেলা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ খাট করা এবং নখ কাটা।

٥٨٥٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ ﷺ بَعْدَ ثَمَانِيْنَ سَنَةً وَّاخْتَتَنَ بِالْقَدُّوْمِ مُخَفَّفَةً .

৫৮৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ) আশি বছর বয়সের পর 'কাদুম' নামক অস্ত্র দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন।

٥٨٥٥- عَنْ اَبِى الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّوْمِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ.

৫৮৫৫. আবুয যিনাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি بِالْقَدُّوْمِ তাশদীদসহ বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি জায়গার নাম।[৯]

٥٨٥٦- عَنْ سَعِدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ اَنْتَ حِيْنَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُوْنٌ قَالَ وَكَانُوْا لاَ يَخْتِنُوْنَ الرَّجُلَ حَتّٰى يُدْرِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا خَتِيْنٌ .

৫৮৫৬. সায়ীদ ইবনে যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী (স)-এর ওফাতকালে আপনার বয়স কত ছিল ? তিনি বলেন, সে সময় আমার খাতনা করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, তখনকার সময় মানুষ সাবালক না হওয়া পর্যন্ত খাতনা করতো না।

অপর এক সনদে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী (স)-এর ওফাত হয় তখন আমার খাতনা করা হয়েছিল।

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ যেসব খেলাধুলা মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বিমুখ করে তা বাতিল। যে ব্যক্তি তার সংগীকে বলে, এসো তোমার সাথে জুয়া খেলি।

---

৯. 'কাদুম' মানে কুঠার জাতীয় এক প্রকার অস্ত্র। এটা দিয়েই ইবরাহীম (আ) নিজের খাতনা করেছিলেন। কারো মতে, উচ্চারণ 'কাদুম' হলে এর অর্থ হবে কাদ্দুম নামক জায়গা।

আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

"এমন লোকও আছে, যে অজ্ঞতাবশত অসার বাক্য ক্রয় করে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য" ..... (সূরা লোকমান ঃ ৬) আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

٥٨٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ مِنْكُم فَقَالَ فِىْ حَلِفِهِ بِاللاَّتِ وَالْعُزّٰى فَلْيَقُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ اُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ .

৫৮৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি শপথ করে এবং শপথের মধ্যে বলে যে, লাত ও উয্যার শপথ, তাহলে সে যেন বলে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এবং যে লোক তার সাথীকে বললেন, এসো, তোমার সাথে জুয়া খেলি, সে যেন সদাকা করে।

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ ইমারত বা পাকা ভবন সম্পর্কিত বর্ণনা। আবু হুরাইরা (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের অন্যতম হলো পশুচারণকারী রাখালেরা পাকা ভবন নির্মাণে নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে।

٥٨٥٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاَيْتُنِىْ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بَنَيْتُ بِيَدِىْ بَيْتًا يُكِنُّنِىْ مِنَ الْمَطَرِ وَيُظِلُّنِىْ مِنَ الشَّمْسِ مَا اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ .

৫৮৫৮. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর যুগে নিজ হাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলাম। যাতে তা আমাকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং রোদে ছায়া দিতে পারে। এ বাড়ি নির্মাণ করতে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি।

٥٨٥٩- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْتُ لَبِنَةً عَلٰى لَبِنَةٍ وَّلاَ غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنْذُ قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُهُ لِبَعْضِ اَهْلِهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَقَدْ بَنٰى بَيْتًا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ قَالَ قَبْلَ اَنْ يَّبْنِىَ .

৫৮৫৯. ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! আমি নবী (স)-এর ইনতিকালের পর থেকে ইটের উপর ইট রাখিনি (কোন ভবন বানাইনি) এবং কোন খেজুরের চারাও রোপণ করিনি। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি এ হাদীসটি তাঁর পরিবারের কোন লোকের কাছে উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম ! তিনি বাড়ি বানিয়েছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, আমি বললাম, হয়ত তিনি বাড়ি বানানোর আগে এ উক্তি করেছেন।

অধ্যায়-৫২

كِتَابُ الدَّعْوَاتِ

(দোয়ার বর্ণনা)

১-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ○

"তোমরা আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করবো। যারা আমার ইবাদত থেকে দম্ভভরে মুখ ফিরায়, অচিরেই তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে"-(সূরা আল-মু'মিন ঃ ৬০)।

২-অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক নবীর একটি কবুলযোগ্য দোয়া আছে।

٥٨٦٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوْ بِهَا وَاُرِيْدُ اَنْ اَخْتَبِئَ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لاُمَّتِىْ فِى الْاٰخِرَةِ وَعَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ نَبِىٍّ سَاَلَ سُؤَالاً اَوْ قَالَ لِكُلِّ نَبِىٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا وَاسْتُجِيْبَ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِىْ شَفَاعَةً لاُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৮৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীরই (আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য) একটি দোয়া থাকে যা তিনি করেন। আমি চাই আমার দোয়াটি আখেরাতে আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত থাকুক। অন্য এক সনদে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীই একটি করে বিষয় চেয়ে নিয়েছেন অথবা বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নিশ্চিতভাবে কবুল হওয়ার মত একটি দোয়া থাকে। তারা সে দোয়া করেছেন এবং তা কবুলও হয়েছে। কিন্তু আমি আমার দোয়াটি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের শাফায়াতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।

৩-অনুচ্ছেদ ঃ সর্বোত্তম ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ○ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ○ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ○

"তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ধনে-জনে, তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন এবং বানাবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা"-(সূরা নূহ ঃ ১০-১২)।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص الاية

"(এবং মুত্তাকী তারাই) যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে থাকলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৫)।

٥٨٦١- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ يَّقُوْلَ الْعَبْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ اِغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ قَالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَّوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُّمْسِيَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ .

৫৮৬১. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সায়্যিদুল ইসতিগফার বা সর্বোৎকৃষ্ট ক্ষমা প্রার্থনা এই যে, বান্দা বলে ঃ "আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু, আউযু বিকা মিন শার্‌রি মা সানাতু আবুয়ু লাকা বিনিমাতিকা আলাইয়্যা ওয়া আবুয়ু লাকা বিযাম্বী ইগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।" "হে আল্লাহ ! তুমি আমার রব, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর অবিচল আছি। আমার কর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছ আমি তা সবই স্বীকার করছি এবং স্বীকার করছি আমার গুনাহের কথাও। তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।"

রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কথাগুলো দিনের বেলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বললো এবং সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মারা গেল সে জান্নাতি। আর যে ব্যক্তি তা রাত্রিবেলা আন্তরিকতার সাথে বললো এবং সকাল হওয়ার আগেই মারা গেল সে-ও জান্নাতি।

৪-অনুচ্ছেদ ঃ দিনে ও রাতে নবী (স)-এর ক্ষমা প্রার্থনা।

٥٨٦٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

৫৮৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্‌র শপথ ! অবশ্যই আমি প্রতি দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি।

৫-অনুচ্ছেদ ঃ তওবা করা। কাতাদা (র) تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এখানে تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থ নিষ্ঠাপূর্ণ তওবা।

٥٨٦٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثَيْنِ اَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْاٰخَرُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَاَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرٰى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلٰى اَنْفِهِ فَقَالَ بِهٰكَذَا قَالَ اَبُوْ شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ اَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَاْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتّٰى اَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ اَرْجِعُ اِلٰى مَكَانِيْ فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَاِذَا رَاحِلَتُهُ عِنْدَهُ .

৫৮৬৩. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। তার একটি নবী (স) থেকে, অন্যটি নিজ থেকে। (নিজ থেকে বর্ণিত হাদীসটি হলো,) তিনি বলেন, ঈমানদার নিজের গুনাহসমূহকে এমন দৃষ্টিতে দেখে যেন সে একটি পাহাড়ের নীচে বসে আছে, আর পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়ার আশংকা করছে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তার গুনাহসমূহকে মক্ষিকার মত মনে করে যা তার নাকের উপর বসলো সে তা এভাবে তাড়িয়ে দিল। আবু শিহাব (র) ব্যাখ্যাস্বরূপ নিজের নাকের সামনে হাত নেড়ে বুঝিয়ে বলেন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করে বলেন ঃ বান্দাহ তওবা করলে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন যে সফর ব্যাপদেশে প্রাণের আশংকা আছে এমন এক স্থানে গিয়ে তাঁবু ফেললো। তার সাথে তার সওয়ারী আছে এবং সওয়ারীর পিঠে তার খাবার ও পানীয় রয়েছে। সে মাটিতে মাথা রাখতেই গভীর ঘুমে পড়লো। পরক্ষণে জেগেই সে দেখলো যে, তার সওয়ারী অদৃশ্য। অবশেষে সে প্রচণ্ড গরম ও পিপাসা অথবা আল্লাহ যা চাইলেন তাতে সে কাতর হয়ে পড়লো। তখন সে নিজে নিজে বললো, আমি আমার পূর্ব স্থানে ফিরে যাই। অতপর সে সেখানে ফিরে গেল এবং আবার গভীর ঘুমে পড়লো। তারপর জেগেই সে দেখতে পেল যে, তার সওয়ারী জন্তুটি তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।[১]

٥٨٦٤- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهِ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِيْ اَرْضٍ فَلَاةٍ .

৫৮৬৪. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহ্র তওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী হন যে বিজন মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে আবার তা ফিরে পেয়ে যত আনন্দিত হয়।

---

১. অর্থাৎ বর্ণিত অবস্থায় পতিত একটি লোক সর্বস্ব হারিয়ে পুনরায় তা ফিরে পেলে যত আনন্দিত হয়, আল্লাহ্র কোন বান্দাহ গুনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশী আনন্দিত হন।

৬-অনুচ্ছেদ ঃ ডান কাত হয়ে শোয়া।

٥٨٦٥- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَجِئَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ .

৫৮৬৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) রাতে এগার রাকাআত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। পরে ফযরের সময় হলে হালকাভাবে দু' রাকাআত নামায (ফযরের সুন্নাত) পড়তেন। তারপর ডান দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন। শেষে মুয়ায্যিন এসে তাঁকে (ফযরের সময় হওয়ার) খবর দিত।

৭-অনুচ্ছেদ ঃ পবিত্রতাবস্থায় রাত্রি যাপন।

٥٨٦٦- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ (وَجْهِيْ) اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ اِلَيْكَ رَهْبَةً وَّرَغْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجٰى مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ فَقُلْتُ اَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُوْلِكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ قَالَ لَاوَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ اَرْسَلْتَ .

৫৮৬৬. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে, তারপর ডান কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী (ওয়াজহী) ইলাইকা ওয়া ফাউয়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাহবাতান ওয়া রাগবাতান ইলাইকা, লা-মালজা ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন্যালতা ওয়াবিনাবিইকাল্লাযী আরসালতা।" "হে আল্লাহ ! আমি (আমার মুখমণ্ডল) তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমি আমার সব বিষয় তোমার ইখতিয়ারে ছেড়ে দিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তোমার আযাবের ভয়ে এবং তোমার রহমতের আশায় তোমার থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয়ার এবং নাজাত পাওয়ার স্থান তোমার কাছে ছাড়া আর কোথাও নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো আমি তার উপর ঈমান এনেছি। তুমি যে নবী পাঠিয়েছো আমি তাঁর উপর বিশ্বাসস্থাপন করেছি।"

যদি এটা পড়ে নিদ্রা যাওয়ার পর তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে ফিতরাতের (ইসলামের) উপর মৃত্যুবরণ করলে। একথাগুলো সবশেষে পড়ো। আমি বললাম, আমি কি 'ওয়াবি রাসূলিকাল্লাযী আর সালতা' বলবো ? তিনি বলেন ঃ না, 'ওয়াবি নাবিইকাল্লাযী আরসালতা' বলবে।২

২. এর মানে এখানে "বিনাবিয়্যিকার স্থলে বিরাসূলিকা পড়বো কি না। নবী (স) বললেন ঃ না, বিনাবিয়্যিকা বলবে। বারাআ (রা) এ দোয়াটি মুখস্থ করে নবী (স)-কে শোনানোর সময় এ শব্দটি ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল তিনি তা ঠিক করে দেন এবং বিনাবিয়্যিকা পড়তে বলেন।

৮-অনুচ্ছেদ ঃ শোয়ার সময় কি দু'আ পড়বে ?

٥٨٦٧- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ قَالَ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৫৮৬৭. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন বিছানায় যেতেন তখন পড়তেন ঃ বিইসমিকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া (হে আল্লাহ তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং বেঁচে থাকি অর্থাৎ ঘুমাই এবং জাগি)। তিনি ঘুম থেকে উঠে বলতেনঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর (সব প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি মৃত্যুদানের পর আবার আমাদেরকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর-ই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

٥٨٦٨- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْصٰى رَجُلاً فَقَالَ اِذَا اَرَدْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلِ اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجٰى مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৬৮. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এক ব্যক্তিকে ওসিয়ত করে বলেন ঃ যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছা করবে, তখন এ দোয়া পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাউয়াদতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াযজাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইকা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবিনাবিয়িকাল্লাযী আরসালতা। —"হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরিয়ে নিলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবের ভয়ে এবং রহমত ও পুরস্কারের আশায়। তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও নাজাত লাভের আর কোন জায়গা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি।" অতপর তুমি যদি মারা যাও তবে ফিত্রাতের (ইসলামের) উপরই মরবে।

৯-অনুচ্ছেদ ঃ ডান গালের নীচে ডান হাত রেখে শোয়া।

٥٨٦٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى وَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ .

৫৮৬৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন, তারপর পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা

বিইসমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি।" আর তিনি যখন ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। "সব প্রশংসার মালিক আল্লাহ, যিনি আমাকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠিয়েছেন। অবশেষে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।"

১০-অনুচ্ছেদ ঃ ডান কাতে শোয়া।

٥٨٧٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهِ نَامَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِى اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَأْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَالَهُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

৫৮৭০. বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন ডান কাত হয়ে শুয়ে পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়াদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজাতু যহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা-মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিনকা ইল্লাহ ইলাইকা, আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আন যালতা ওয়া বিনাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।—"হে আল্লাহ ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার মুখমণ্ডল তোমার দিকে ফিরালাম, আমার সব বিষয় তোমার উপর ন্যস্ত করলাম এবং তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম তোমার আযাবের ভয়ে এবং রহমত ও পুরস্কারের আশায়। তোমাকে বাদ দিয়ে আশ্রয় ও মুক্তি লাভের আর কোন জায়গা নেই। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছো এবং যে নবী পাঠিয়েছো আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি।" রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়লো এবং সেই রাতেই মৃত্যুবরণ করলো সে ফিতরাত অর্থাৎ ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করলো।

১১-অনুচ্ছেদ ঃ রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর যে দোয়া পড়বে।

٥٨٧١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَتٰى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاَتَى الْقِرْبَةَ فَاَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوْءً بَيْنَ وُضُوْأَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ اَبْلَغَ فَصَلّٰى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً اَنْ يَّرٰى اَنِّىْ كُنْتُ اَرْقُبُهُ (اِتَّقِيْهِ) فَتَوَضَّأَ فَقَامَ يُصَلِّىْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَ بِاُذُنِىْ فَاَدَارَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَتَتَامَّتْ صَلٰوتُهُ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ وَكَانَ اِذَا نَامَ

نَفَخَ فَاٰذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلٰوةِ فَصَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُعَائِهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِىْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِىْ نُوْرًا وَّفَوْقِىْ نُوْرًا وَّتَحْتِىْ نُوْرًا وَّاَمَامِىْ نُوْرًا وَّخَلْفِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِّىْ نُوْرًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعٌ فِى التَّابُوْتِ فَلَقِيْتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِىْ بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِىْ وَلَحْمِىْ وَدَمِىْ وَشَعْرِىْ وَبَشَرِىْ وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ .

৫৮৭১. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি (আমার খালা উম্মুল মুমিনীন) মাইমুনা (রা)-এর কাছে ছিলাম। রাতে নবী (স) উঠে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন এবং হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, তারপর আবার উঠলেন এবং মশকের কাছে গিয়ে এর মুখ খুললেন, অতপর যথেষ্ট পানি ব্যবহার না করেই উযু করলেন, তথাপি সমস্ত অংশই ঠিকমত ধুলেন। অতপর তিনি নামায পড়লেন। আমিও উঠলাম, তবে একটু দেরী করে। কারণ আমি চাইনি, তিনি বুঝে ফেলুন যে, আমি তাঁকে দেখছি। আমি উঠে উযু করলাম। অতপর তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালে আমি গিয়ে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে আমাকে তাঁর ডান দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। তিনি পুরো তের রাক্আত নামায পড়লেন এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লেন, এমনকি নাক ডাকাও শুরু করলেন। তিনি ঘুমালে নাক ডাকতেন। অতপর বিলাল (রা) এসে তাঁকে ফযরের নামাযের সময় হওয়ার কথা জানালে তিনি নামায পড়লেন।কিন্তু নতুন উযু করলেন না। তিনি তাঁর দোয়ায় বলছিলেন ঃ আল্লাহুম্মাজআল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী বাছারী নূরান, ওয়া ফী সাময়ী নূরান ওয়া ইয়ামিনি নূরান ওয়া আন ইয়াসারি নূরান ওয়া ফাত্তকী নূরান ওয়া তাহতি নূরান ওয়া আমামি নূরান ওয়া খালফী নূরান ওয়াজআললী নূরা.... ।—"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার ডানে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে এবং সামনে-পেছনেও নূর দাও। আমাকে নূর দান কর।" কুরাইব (র) বলেন, তাবূতে সাতটি নূর ছিল। আমি আব্বাস (রা)-এর সন্তানদের একজনের সাথে দেখা করলে তিনি আমার কাছে ঐগুলো বর্ণনা করেন এবং তাতে তিনি عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى সবগুলো বর্ণনা করেছেন এবং এছাড়া আরও দু'টি বিষয়ও উল্লেখ করেছেন।[৪]

٥٨٧٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ

৪. অর্থাৎ নবী (স) সাতটি জিনিসে নূর চেয়ে দোয়া করেছেন। সেগুলো হলো শিরা-উপশিরা, গোশত, রক্ত, চুল ও ত্বক। আর দু'টি বর্ণনাকারী উল্লেখ করেননি।

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَوْ لاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

৫৮৭২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না, ওয়ালাকাল হামদু আনতা কাইয়ূমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়ামান ফীহিন্না। ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্কু, ওয়া ওয়াদুকা হাক্কুন, ওয়া কাউলুকা হাক্কুন, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়াস সাআতু হাক্কুন, ওয়ান নাবিউনা হাককুন ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মাকাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু, আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু লাইলাহা ইল্লা আন্তা (অথবা বলতেন) লাইলাহা গাইরুকা।—"হে আল্লাহ ! সব প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যকার সবকিছুর নূর। সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যেকার সবকিছুর স্থাপক তুমি। সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তুমিই একমাত্র সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার কথা সত্য, (আখেরাতে) তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (স) সত্য। হে আল্লাহ ! তোমার উপর সবকিছু সোপর্দ করেছি। তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। শত্রুদের বিষয় তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তোমাকেই বিচারক মেনেছি। অতএব, আমার আগের ও পরের এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব গুনাহ মাফ করে দাও। তুমিই আদি এবং তুমিই অন্ত। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

১২-অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালের তাক্বীর ও তাস্বীহ।

٥٨٧٣- عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ فَاطِمَةَ شَكَتْ مَا تَلْقٰى فِيْ يَدِهَا مِنَ الرُّحٰى فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تَجِدْهُ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِعَائِشَةَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدْ اَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْتُ اَقُوْمُ فَقَالَ مَكَانَكِ فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِيْ فَقَالَ اَلاَ اَدُلُّكُمَا عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ اِذَا اَوَيْتُمَا اِلٰى فِرَاشِكُمَا اَوْ اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَسَبِّحَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَاحْمَدَا ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ فَهٰذَا خَيْرٌ لَّكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ اَلتَّسْبِيْحُ اَرْبَعٌ وَّثَلٰثُوْنَ .

৫৮৭৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। গম পেষার যাঁতা চালানোর দরুন ফাতেমা (রা)-এর হাতে ফোস্কা পড়ে যায় তিনি নবী (স)-এর কাছে অভিযোগ করে একজন খাদেম চাইতে

আসলেন, কিন্তু নবী (স)-কে বাড়িতে পেলেন না। তাই আসার উদ্দেশ্যটা তিনি আয়েশা (রা)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (স) বাড়ি আসলে আয়েশা (রা) তাঁকে জানালেন। আলী (রা) বলেন, এ খবর শুনে নবী (স) আমাদের বাড়িতে আসেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। আমি বিছানা ছাড়তে উদ্যত হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা নিজের অবস্থানেই থাক। তিনি আমাদের মাঝখানে বসলেন, এমনকি আমি তাঁর পদযুগলের শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানিয়ে দিব না, যা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উৎকৃষ্ট ? তোমরা যখন বিছানায় যাবে, তখন ৩৩বার আল্লাহু আকবার, ৩৩বার সুবহানাল্লাহ এবং ৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ পড়বে। এটা তোমাদের জন্য চাকরের চেয়ে উত্তম। অন্য এক সনদে ইবনে সিরীন (র)-এর বর্ণনায় আছে ঃ সুবহানাল্লাহ ৩৪বার।[৫]

১৩-অনুচ্ছেদ ঃ শয়নকালে আউযু বিল্লাহ পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।

٥٨٧٤- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِىْ يَدَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ .

৫৮৭৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দু' হাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে শরীর মাস্হ করতেন।

১৪-অনুচ্ছেদ ঃ (শয়নের পূর্বে বিছানা ঝাড়বে এবং দোয়া পড়বে)।

٥٨٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَوٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ مَاخَلَفَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ .

৫৮৭৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় (ঘুমাতে) যায় তখন সে যেন তার ইযারের প্রান্তভাগ দ্বারা বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না তার অবর্তমানে সেখানে ক্ষতিকর কিছু আশ্রয় নিয়েছে কি না। অতপর এ দোয়া পড়বে ঃ বি-ইছমিকা রব্বি ওয়াদা'তু জামবি ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমছাকতা নাফছি ফারহামহা ওয়া ইন্ আরছালতাহা ফাহ্ফাজহা বিমা তাহফাজু বিহিছ ছালেহীন। "হে আমার রব ! তোমার নামে আমি আমার দেহ বিছানায় রাখলাম এবং তোমার নামেই আবার তা উঠাবো। যদি তুমি আমার জান কবয করে নাও তবে তার উপর রহম কর এবং যদি ফিরিয়ে দাও তবে ঠিক সেভাবে তাকে হেফাযত কর, যেভাবে তুমি নেক্কারদের হেফাযত করে থাক।"

---

৫. বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী সুবহানাল্লাহ ৩৪বার পড়াই সঠিক।

১৫-অনুচ্ছেদ ঃ মধ্য রাতে দোয়া করা।

٥٨٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقٰى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْئَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ وَمَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ .

৫৮৭৬. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে তখন আমাদের মহান রব দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন ঃ এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তার প্রার্থনা কবুল করবো। এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে চাইবে এবং আমি তাকে দান করবো ? এমন কেউ কি আছে যে, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আমি তাকে ক্ষমা করবো ?

১৬-অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় যাওয়ার দোয়া।

٥٨٧٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫৮৭৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পায়খানায় প্রবেশ করে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবাইস।—"হে আল্লাহ ! আমি 'খুবুস' ও 'খাবায়েস মন্দ জিনিস থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

১৭-অনুচ্ছেদ ঃ সকাল বেলা যে দোয়া পড়বে।

٥٨٧٨- عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا سْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِى فَاغْفِرْلِى فَاِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اِذَا قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ اَوْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَاِذَا قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ .

৫৮৭৮. শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সায়্যিদুল ইসতিগফার (সর্বত্তোম ক্ষমা প্রার্থনা) হলো ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী লাইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতাতাতু আবুউ লাকা বিনিমাতিকা ওয়া আবু উলাকা বিযাম্বী ফাগফির লী ফাইন্নাহু লাইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা আউযু বিকা মিন শাররি মা ছানাতু।

"হে আল্লাহ ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো, আমি তোমারই দাস। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর কায়েম থাকব। আমি তোমার নিয়ামতসমূহ এবং আমার অপরাধসমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মার্জনাকারী আর কেউ নেই। আমার সকল কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

কেউ যদি সন্ধ্যার সময় এ দোয়া পড়ে এবং (রাতেই) মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা বলেছেন, সে জান্নাতবাসী হবে। আর যদি কেউ এ দোয়া সকাল বেলা পড়ে এবং সে দিনেই মারা যায়, তবে সেও অনুরূপ জান্নাতবাসী হবে।

٥٨٧٩- عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ قَالَ بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ اَمُوْتُ وَاَحْيَا وَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَّنَامِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ .

৫৮৭৯. হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যখন ঘুমাতে চাইতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ বিইসমিকা আল্লাহুম্মা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া (হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি)। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করেছেন এবং তারই কাছে ফিরে যেতে হবে)।

٥٨٨٠- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اَللّٰهُمَّ بِسْمِكَ اَمُوْتُ اَحْيَا فَاِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ .

৫৮৮০. আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী (স) রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি এবং তোমার নামেই বেঁচে থাকি। আর যখন তিনি ঘুম থেকে জাগতেন তখন বলতেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মৃত্যুর পর আমাকে জীবন দান করলেন আর অবশেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

১৮-অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে দোয়া পড়া।

٥٨٨١- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلِّمْنِىْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهِ فِىْ صَلٰوتِىْ قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

৫৮৮১. আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলেন, আমাকে একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পড়তে পারি। নবী (স) বললেন ঃ তুমি এ দেয়া পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফছী যুলমান কাছীরান ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম। "হে আল্লাহ ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী অতি দয়ালু)।"

٥٨٨٢- عَنْ عَائِشَةَ وَلاَ تَجهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا اُنْزِلَتْ فِى الدُّعَاءِ .

৫৮৮২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَلاَ تَجهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا (আর নিজের নামায বেশী উচ্চ কণ্ঠেও পড়বে না কিংবা বেশী নীচু কণ্ঠেও পড়বে না"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১১) দোয়া সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

٥٨٨٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِى الصَّلٰوةِ اَلسَّلاَمُ عَلَى اللّٰهِ اَلسَّلاَمُ فُلاَنٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِىُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلاَمُ فَاِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ ..... الصَّالِحِينَ فَاِذَا قَالَهَا اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلّٰهِ فِى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ صَالِحٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ .

৫৮৮৩. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমরা নামায পড়তাম ঃ আসসালামু আলাল্লাহি, আসসালামু আলা ফুলানিন। "আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম।" একদিন নবী (স) আমাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নিজেই সালাম (শান্তি) তাই তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে তখন সে আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ----- সালিহীন পর্যন্ত পড়বে। যখন সে তা পড়বে, তখন আসমান-যমীনে যত নেককার বান্দাহ আছে তাদের সকলকে এ দোয়া পৌঁছানো হয়ে যাবে। অতপর সে বলবে ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও রসূল। এরপর সে ইচ্ছামত আল্লাহ্‌র প্রশংসামূলক দোয়া পড়বে।

১৯-অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে দোয়া পড়া।

٥٨٨٤- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالُوا صَلُّوا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَاَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ اَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا اَمْوَالٌ قَالَ اَفَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ

كَانَ قَبْلَكُمْ وَتَسْبِقُوْنَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَأْتِىْ اَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتُمْ اِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ تُسَبِّحُوْنَ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ عَشْرًا وَّتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَّتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا.

৫৮৮৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। গরীব মুহাজিরগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! বিত্তবান ও ধনবান লোকেরাইত উচ্চ মর্যাদা এবং চিরস্থায়ী নেয়ামতের দিক দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে এগিয়ে গেলেন। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তা কিভাবে ? তারা বলেন ঃ আমরা যেভাবে নামায পড়ি তারাও নামায পড়ে। আমরা জিহাদ করি, তাঁরাও জিহাদ করে। তাঁরা তাদের ধন-সম্পদের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের ধন-সম্পদ নেই, তাই আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারি না। এভাবে তাঁরা আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি জিনিস শিক্ষা দিব না যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীগণের সমান হতে পারবে এবং তোমাদের পরবর্তীগণের চেয়ে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে ? অনুরূপ আমল করা ভিন্ন কেউই তোমাদের সমকক্ষ হতে পারবে না। তাহলো, প্রত্যেক নামাযের পর তোমরা দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার আল্লাহু আকবার পড়বে।

٥٨٨٥- عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيْرَةُ اِلٰى مُعٰوِيَةَ ابْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا سَلَّمَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

৫৮৮৫. ওয়াররাদ (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-এর নিকট পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ (স) প্রতি ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর পড়তেন ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া লিমা আতাইতা ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। —"এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁর। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ ! তুমি যা দিতে চাও তা বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা কারো নেই। আর তুমি বাধা দিলে দেয়ার ক্ষমতাও কারো নেই এবং কোন ভাগ্যবান তার ভাগ্যের মাধ্যমে কোন কল্যাণ লাভ করতে বা অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে না, তোমার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্ত ছাড়া।"

২০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط

"আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয় আপনার দোয়া তাদের জন্য স্বস্তিদায়ক" –(সূরা আত-তওবা ঃ ১০৩)। নিজেকে বাদ দিয়ে (মুসলিম) ভাইয়ের জন্য দোয়া করা।

আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন। (এক দোয়ায়) নবী (স) বলেছেন ঃ হে আল্লাহ ! উবাইদ আবু আমেরকে মাফ করুন। হে আল্লাহ ! আবদুল্লাহ ইবনে কায়েসের গুনাহ মাফ করুন।

٥٨٨٦ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلٰى خَيْبَرَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَيَا عَامِرُ لَوْ اَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ فَنَزَلَ يَحْدُوْ بِهِمْ يُذَكِّرُ تَاللّٰهِ لَوْلاَ اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَذَكَرَ شِعْرًا غَيْرَ هٰذَا وَلٰكِنِّىْ لَمْ اَحْفَظْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ هٰذَا السَّائِقُ قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ قَالَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْلاَ مَتَّعْتَنَابِهِ فَلَمَّا صَافَ الْقَوْمُ قَاتَلُوْهُمْ فَاُصِيْبَ عَامِرٌ بِقَائِمَةِ سَيْفِ نَفْسِهِ فَمَاتَ فَلَمَّا اَمْسَوْا اَوْقَدُوْا نَارًا كَثِيْرَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا هٰذِهِ النَّارُ عَلٰى اَيِّ شَيْءٍ تُوْقِدُوْنَ قَالُوْا عَلٰى حُمُرٍ اِنْسِيَّةٍ فَقَالَ اَهْرِيْقُوْا مَا فِيْهَا وَكَسِّرُوْهَا قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نُهْرِيْقُ مَا فِيْهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اَوْ ذَاكَ .

৫৮৮৬. সালামা ইবনুল আক্ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (স)-এর সাথে খায়বর অভিযানে বের হলাম। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আমের! তুমি যদি তোমার কবিতা শুনাতে তাহলে ভালো হতো। তখন আমের (রা) সওয়ারী থেকে নেমে পড়লো এবং 'হুদী' গাইতে লাগলো। সে বলতে থাকলো ঃ তাল্লাহি লাওলাল্লাহু মাহ্তাদাইনা" (আল্লাহ্র শপথ ! তার দয়া না হলে আমরা হেদায়াত লাভ করতাম না। এ ছাড়াও সে আরও কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলো যা আমি স্মরণ রাখতে পারিনি।) (তার আবৃত্তি শুনে) রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, (হুদী গেয়ে) এই উট হাঁকানেওয়ালা কে ? লোকজন বললো, আমের ইবনুল আক্ওয়া। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদেরকে যদি তার সাহচর্য দীর্ঘক্ষণ ভোগ করতে দিতেন তাহলে কতই না ভালো হতো। অতপর সবাই যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করলো, যুদ্ধ শুরু হলো। আমের (রা) নিজেই নিজের তলোয়ারের আঘাতে আহত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন। সন্ধ্যা হলে সবাই ব্যাপকভাবে আগুন জ্বালালো। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এত আগুন কিসের? কি কারণে তোমরা আগুন জ্বালিয়েছো। তারা বললো, গৃহপালিত গাধার গোশত পাকানো হচ্ছে। নবী (স) বলেন ঃ ডেকচির ভেতরে যা আছে ফেলে দাও এবং ডেকচিগুলো ভেঙ্গে ফেল। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা গোশত ফেলে দিয়ে ডেকচিগুলো ধুয়ে রেখে দিতে পারি না ? তিনি বলেন ঃ তবে তাই করো।

٥٨٨٧- عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ فُلاَنٍ فَاَتَاهُ اَبِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى .

৫৮৮৭. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে কেউ সদাকা (যাকাত) নিয়ে আসলে তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ ! অমুকের পরিজনের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমার পিতা কিছু নিয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশের উপর রহমত নাযিল করুন।

٥٨٨٨- عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَ تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبٌ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَهُ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ لاَّ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَصَكَّ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا قَالَ فَخَرَجْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ مِنْ اَحْمَسَ مِنْ قَوْمِىْ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَانْطَلَقْتُ فِىْ عُصْبَةٍ مِّنْ قَوْمِىْ فَاَتَيْتُهَا فَاَحْرَقْتُهَا ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ مَا اَتَيْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا مِثْلَ الْجَمَلِ الْاَجْرَبِ فَدَعَا لاَحْمَسَ وَخَيْلِهَا .

৫৮৮৮. জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন ঃ তুমি কি আমাকে 'যুল-খালাসা' থেকে মুক্তি দেবে না ? সেটা ছিল একটি মূর্তি। মানুষ যার পূজা করতো। এর নাম ছিল ইয়ামানী কাবা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমি ঠিকমত ঘোড়ার পিঠে বসতে পারি না। তখন নবী (স) আমার বুকে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে দৃঢ় রাখ এবং তাকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও। জারীর (রা) বলেন, অতপর আমি আমার গোত্র আহমাসের পঞ্চাশজন লোকসহ বের হলাম। সুফিয়ান (র) কোন কোন সময় এভাবে বর্ণনা করতেন ঃ আমি নিজ গোত্রের একদল লোকসহ বের হলাম এবং সেই মূর্তির কাছে গিয়ে সেটিকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তারপর নবী (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ্র কসম ! যুল-খালাসাকে চর্মরোগাক্রান্ত উটের মত করে তবেই আমি আপনার কাছে এসেছি। নবী (স) আহমাস গোত্র এবং এর ঘোড় সওয়ারদের জন্য দোয়া করলেন।

٥٨٨٩- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৮৮৯. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা উম্মে সুলাইম (রা) নবী (স) -কে বললেন ঃ আনাস আপনার খাদেম। নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! তার ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও। আর যা কিছু তুমি তাকে দাও তাতে বরকত দান কর।

٥٨٩٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلاً يَقْرَأُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكَرَنِىْ كَذَا وَكَذَا اٰيَةً اَسْقَطْتُهَا مِنْ (فِىْ) سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا .

৫৮৯০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) এক ব্যক্তিকে মসজিদে কুরআন পড়তে শুনে বললেন, আল্লাহ তার উপর রহম করুন ! সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আমি অমুক অমুক সূরা থেকে তা ভুলে গিয়েছিলাম।

٥٨٩١ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ هٰذِهِ لَقِسْمَةٌ مَّا اُرِيْدَ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ فَاَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَغَضِبَ حَتّٰى رَاَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى لَقَدْ اُوْذِيَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ .

৫৮৯১. আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) (গনীমাতের) মাল বণ্টন করলেন। এক ব্যক্তি বললো, এ বণ্টনে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একথা নবী (স)-কে জানালে তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি আমি তাঁর চেহারায় রাগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেখলাম। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী কষ্ট দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি সবর করেছেন।

২১-অনুচ্ছেদ ঃ কবিতার ন্যায় ছন্দবদ্ধ ভাষায় দোয়া করা অপসন্দীয়।

٥٨٩٢ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَاِنْ اَكْثَرْتَ فَثَلٰثَ مِرَارٍ وَلاَ تُمِلَّ النَّاسَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَلاَ اُلْفِيَنَّكَ تَاْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِيْ حَدِيْثٍ مِّنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلٰكِنْ اَنْصِتْ فَاِذَا اَمَرُوْكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَاِنِّيْ عَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابَهُ لاَيَفْعَلُوْنَ اِلاَّ ذٰلِكَ يَعْنِيْ لاَيَفْعَلُوْنَ اِلاَّ ذٰلِكَ الْاِجْتِنَابَ

৫৮৯২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষকে সপ্তাহে প্রতি শুক্রবার দীনের কথা শুনাবে। এতে তুমি সন্তুষ্ট না হলে সপ্তাহে দুই দিন। যদি এর চেয়েও বেশী করতে চাও তবে তিনদিন। অধিক দিন কুরআনের কথা শুনাতে গিয়ে কুরআনের প্রতি মানুষকে এর প্রতি বিরক্ত করে তুলবে না। নিজেদের কথাবার্তায় ব্যস্ত এমন লোকদের কাছে পৌঁছেই তাদের কথাবার্তায় ছেদ টেনে তুমি দীনের কথা শুনাতে থাক এবং তাদের বিরক্তি উৎপাদন করো তা আমি চাই না, বরং তুমি নিশ্চুপ থাক। যখন তারা আগ্রহ সহকারে বলতে বলবে তখন তুমি বক্তব্য পেশ করবে, কিন্তু লক্ষ্য রেখো দোয়ার মধ্যে ছন্দবদ্ধ ভাষার ব্যবহার পরিহার করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাহাবাগণকে অনুরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ তারা অনুরূপ ভাষার ব্যবহার পরিহার করতেন।

২২-অনুচ্ছেদ ঃ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহ তাআলাকে বাধ্য করার কেউ নেই।

٥٨٩٣ـ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ اَللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْطِنِيْ فَاِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ .

৫৮৯৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ দোয়া করলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে করবে। দোয়ায় এরূপ বলবে না যে, হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

٥٨٩٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَلَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ .

৫৮৯৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এভাবে দোয়া না করে ঃ "হে আল্লাহ ! যদি তুমি চাও তবে আমাকে মাফ কর এবং যদি তুমি চাও আমার প্রতি রহমত বর্ষণ কর" বরং নিশ্চিত হয়ে ও মনের দৃঢ়তা নিয়ে দোয়া করবে। কেননা আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।

২৩-অনুচ্ছেদ ঃ (ফল লাভে) তাড়াহুড়া না করলে বান্দার দোয়া কবুল হয়।

٥٨٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُسْتَجَابُ لاَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُوْلُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِىْ .

৫৮৯৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, যদি সে ফললাভের জন্য তাড়াহুড়া না করে এবং এমন কথা না বলে যে, আমি দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয়নি।

২৪-অনুচ্ছেদ ঃ হাত তুলে দোয়া করা। আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর উভয় বগলতলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) উভয় হাত তুলে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ ! খালিদ যা করেছে ঃ তা থেকে আমি তোমার কাছে মুক্ত। অপর এক সনদে আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স) দুই হাত তুলে দোয়া করেছেন, এমনকি আমি তাঁর বগলতলের শুভ্রতা দেখতে পেয়েছি।

২৫-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী না হয়ে দোয়া করা (জায়েয)।

٥٨٩٦- عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَا النَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَمُطِرْنَا حَتّٰى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَلَمْ تَزَلْ تُمْطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فَقَامَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا فَجَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَلاَ يُمْطَرُ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ .

৫৮৯৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক জুমআর দিন নবী (স) জুমুআর খোতবা দিচ্ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনি দোয়া করলেন ঃ অতপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলো এবং বর্ষণ শুরু হলো, এমনকি লোকজন খুব কষ্টেই বাড়ী পৌঁছে। পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকলো। এদিনও সেই ব্যক্তি কিংবা অন্য কোন লোক দাঁড়িয়ে বললো, আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন বৃষ্টি বন্ধ করেন। কারণ, প্রবল বৃষ্টিতে আমরা ডুবে যাচ্ছি। তখন নবী (স) দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ ! আমাদের আশপাশের জনপদে বর্ষণ কর, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। সুতরাং আকাশের মেঘ বিক্ষিপ্ত হয়ে মদীনার আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো এবং ওসব এলাকায় বৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু তখন আর মদীনাবাসীর উপর বৃষ্টি হয়নি।

২৬-অনুচ্ছেদ ঃ কিবলমুখী হয়ে দোয়া করা।

٥٨٩٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى هٰذَا الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِى فَدَعَا فَاسْتَسْقٰى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ .

৫৮৯৭. আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ইস্‌তিসকার নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে গেলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে দোয়া করলেন, অতপর ঘরে কিবলামুখী হলেন এবং চাঁদর উলটিয়ে গায়ে দিলেন।

২৭-অনুচ্ছেদ ঃ নিজের খাদেমের দীর্ঘজীবন ও তার সম্পদের প্রাচুর্য কামনা করে নবী (স)-এর দোয়া।

٥٨٩٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمِّى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَادِمُكَ اَنَسٌ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৮৯৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। আপনি তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুন। নবী (স) বলেন ঃ হে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দাও ।বেং যা কিছু তাকে দান করেছো তাতে বরকত দাও।

২৮-অনুচ্ছেদ ঃ চরম বিপদ ও দুর্দশার সময় দোয়া করা।

٥٨٩٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُوْ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

৫৮৯৯. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) কঠিন বিপদের সময় এ দোয়া করতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল হালীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে রব্বুল আরশিল আযীম (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি মহান, অতি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমান-যমীনের রব এবং মহান আরশের মালিক)।

٥٩٠٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيْمُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

৫৯০০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কঠিন বিপদের সময় রসূলুল্লাহ (স) বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযীমুল আলীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল আরশিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদে ওয়া রব্বুল আরশিল কারীম।

২৯-অনুচ্ছেদ ঃ চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করা।

٥٩٠١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الاَعْدَاءِ قَالَ سُفْيَانُ اَلْحَدِيْثُ ثَلٰثٌ زِدْتُ اَنَا وَاحِدَةً لاَ اَدْرِىْ اَيَّتُهُنَّ هِىَ .

৫৯০১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কঠিন বিপদ, ধ্বংসের মুখোমুখী হওয়া, দুর্ভাগ্য এবং শত্রুর বিদ্বেষজাত আনন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। সুফিয়ান (র) বলেন, হাদীসে তিনটি বিষয় উল্লেখিত ছিল। আমি একটি বৃদ্ধি করেছি। কিন্তু আমার স্মরণ নেই সেটি কোনটি।[১]

৩০-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া হে আল্লাহ ! সুমহান বন্ধু।

٥٩٠٢- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ لَمْ يُقْبَضْ نَبِىٌّ قَطُّ حَتّٰى يُرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيَّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَاْسُهُ عَلٰى فَخِذِىْ غُشِىَ عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ اَفَاقَ فَاَشْخَصَ بَصَرَهُ اِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى قُلْتُ اِذًا لاَّ يَخْتَارُنَا وَعَلِمْتُ اَنَّهُ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيْحٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تِلْكَ اٰخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الاَعْلٰى .

৫৯০২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সুস্থ অবস্থায় বলতেন, জান্নাতে নিজের জন্য নির্ধারিত জায়গা দেখানোর পূর্বে এবং তাঁকে (দুনিয়ার কিংবা আখেরাতের জীবনে যে কোন একটি) বেছে নেয়ার এখতিয়ার না দেয়া পর্যন্ত কোন নবীর ইনতিকাল হয়নি। অতপর যখন নবী (স)-এর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে আসে তখন

---

১. অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুফিয়ান যে বিষয়টি যোগ করেছিলেন তাহলো ঃ "শত্রুর বিদ্বেষজাত আনন্দ।"

তাঁর মাথা আমার উরুর উপর ছিল। তিনি সামান্য সময়ের জন্য অচেতন হয়ে পড়লেন, পরে সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি ঘরের ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং উচ্চারণ করলেন ঃ আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা। আমি ভাবলাম, এখন তিনি আর আমাদেরকে পসন্দ করবেন না। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদেরকে যা বলতেন এটা তারই বাস্তব প্রতিফলন। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পূর্বে নবী (স)-এর মুখ থেকে সর্বশেষ যে কথাটি উচ্চারিত হয়েছিল তাহলো ঃ আল্লাহুম্মার রাফীকাল আলা।[২]

৩১-অনুচ্ছেদ ঃ হায়াত ও মৃত্যুর জন্য দোয়া করা।

٥٩٠٣- عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا قَالَ لَوْ لاَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৩. কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি রোগ মুক্তির উদ্দেশে শরীরে সাতটি দাগ লাগাচ্ছিলেন।[৩] তিনি বললেন ঃ যদি রসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমি মৃত্যু কামনা করতাম।

٥٩٠٤- عَنْ قَيْسٍ قَالَ اَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ اكْتَوٰى سَبْعًا فِى بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَوْلاَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ .

৫৯০৪. কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি খাব্বাব (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি তাঁর পেটে সাতটি দাগ লাগিয়েছেন। আমি তাকে বলতে শুনেছি ঃ যদি নবী (স) আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন, তবে আমি মৃত্যুর জন্য দোয়া করতাম।

٥٩٠٥- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ .

৫৯০৫. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে কখনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি তাকে মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন সে বলে ঃ আল্লাহুম্মা আহ্ইনী মা কানাতিল হায়াতু খাইরানলী ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরানলী। হে আল্লাহ ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য মঙ্গলজনক ততদিন তুমি আমাকে জীবিত রাখ এবং মৃত্যু যখন আমার জন্য কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দিও।

---

২. হে আল্লাহ ! আমার সর্বোত্তম ও মহোত্তম বন্ধু।

৩. কোন ধাতব বস্তু পুড়িয়ে শরীরে দাগানো।

৩২-অনুচ্ছেদ ঃ শিশুদের জন্য বরকতের দোয়া করা এবং তাদের মাথায় হাত বুলানো। আবু মূসা (রা) বলেন, আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করলে নবী (স) তার জন্য বরকতের দোয়া করেন।

٥٩٠٦- عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ يَقُوْلُ ذَهَبَتْ بِيْ خَالَتِيْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ ابْنَ اُخْتِيْ وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِيْ وَدَعَا لِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوْئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ اِلٰى خَاتَمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ .

৫৯০৬. সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খালা আমাকে সাথে নিয়ে রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার এ ভাগ্নে রুগ্ন। তখন নবী (স) আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। তারপর তিনি উযু করলে আমি তাঁর উযুর বেঁচে যাওয়া পানি পান করলাম। এরপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর উভয় কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় মোহরে নবুয়াতের দিকে তাকালাম। এটি সুসজ্জিত বাসরগৃহের পর্দার বোতাম কিংবা তাঁবুর বোতামের মত দেখাচ্ছিল।

٥٩٠٧- عَنْ اَبِيْ عَقِيْلٍ اَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ هِشَامٍ مِّنَ السُّوْقِ اَوْ اِلَى السُّوْقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ فَيَقُوْلاَنِ اَشْرِكْنَا فَاِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا اَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا اِلَى الْمَنْزِلِ .

৫৯০৭. আবু আকীল (র) থেকে বর্ণিত। তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম (র) তাকে সাথে নিয়ে বাজার থেকে আসতেন কিংবা বাজারে যেতেন এবং খাদ্যশস্য খরিদ করতেন। কখনো কখনো পথে তার সাথে ইবনে যুবায়ের (রা) ও ইবনে উমার (রা)-এর সাথে দেখা হলে তাঁরা বলতেন, আমাদেরকেও আপনার সাথে অংশীদার করুন। কেননা নবী (স) আপনার জন্য বরকতের দোয়া করেছেন। তখন তিনি তাদেরকেও তার শরীকদার বানিয়ে নিতেন। অনেক সময় একটি সওয়ারীর পিঠে চাপানো শস্যের পুরোটাই মুনাফা হিসেবে তিনি লাভ করতেন এবং সবটাই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

٥٩٠٨- عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ وَهُوَ الَّذِيْ مَجَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِّنْ بِئْرِهِمْ .

৫৯০৮. ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাহমূদ ইবনুর রাবী (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। মাহমূদ এমন এক ব্যক্তি যাদের কূপের পানি মুখে নিয়ে নবী (স) কুলি করে তার মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করেছিলেন।

٥٩٠٩- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

৫৯০৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-এর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের জন্য দোয়া করতেন। একটি শিশুকে নিয়ে আসা হলে সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন, কিন্তু কাপড় ধুলেন না।

٥٩١٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ .

৫৯১০. আবদুল্লাহ ইবনে সালাবা ইবনে সুয়াইর (রা) থেকে বর্ণিত। তার মাথায় রসূলুল্লাহ (স) হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে বেতরের নামায এক রাক্আত পড়তে দেখেছেন।

৩৩-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা।

٥٩١١- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلاَ أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

৫৯১১. আবদুর রহমান ইবনে আবু লাইলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সাথে কাব ইবনে উজরা (রা) সাক্ষাত করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপঢৌকন দিব না ? নবী (স) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল ! আমরা কিভাবে আপনাকে সালাম জানাবো তা জেনেছি, কিন্তু কিভাবে আপনার উপর দুরূদ পাঠাবো ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাক্তা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।" হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান)।

٥٩١٢- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلِ اِبْرَاهِيْمَ .

৫৯১২. আবু সায়ীদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমরা আপনাকে কিভাবে সালাম জানাবো তা জানি, কিন্তু আপনার উপর দুরূদ কিভাবে পড়বো তা জানি না ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ

"আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া রাসূলিকা কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলে ইবরাহীম।"

("হে আল্লাহ ! তুমি তোমার বান্দাহ ও রসূল মুহাম্মাদ (স)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ)-এর উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স) ও তাঁর পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন তুমি ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং অনুসারীদের বরকত দান করেছিলে।"

৩৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স) ছাড়া অন্যদের উপর দুরূদ পড়া যায় কি না ? আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ - "তুমি তাদের জন্য দোয়া কর। তোমার দোয়া তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে"–(সূরা তওবা ঃ ১০৩)।"[৪]

٥٩١٣- عَنْ اِبْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ اِذَا اَتٰى رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ بِصَدَقَتِهٖ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ فَاَتَاهُ اَبِىْ بِصَدَقَتِهٖ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اٰلِ اَبِىْ اَوْفٰى .

৫৯১৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন লোক নবী (স)-এর কাছে তার সদাকার মাল নিয়ে আসলে তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা সল্লে আলাইহি (হে আল্লাহ ! তার উপর রহমত নাযিল কর)। আমার আব্বা তার সদাকার মাল নিয়ে নবী (স)-এর দরবারে হাজির হলে নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আবু আওফার বংশে রহমত নাযিল কর।"

٥٩١٤- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّىْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

---

৭. সাল্লো বা সাল্লা-এর মূল 'সালাত'-এর মানে দুরূদ, দোয়া, রহমত, নামায ইত্যাদি। নবীর উপর উম্মাত সালাত পড়লে তখন এর অর্থ হবে দুরূদ পড়া, নবী (স) উম্মাতের জন্য সালাত পাঠ করলে তা হবে দোয়া। আর আল্লাহ নবী (স)-এর প্রতি সালাত প্রেরণ করলে তা হবে রহমত নাযিল করা।

৫৯১৪. আবু হুমাইদ সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দুরূদ পড়বো ? তিনি বলেন ঃ তোমরা বলবে ঃ আল্লাহুম্মা সল্লে আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা সল্লাইতা আলা আলে ইবরাহীমা ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি কামা বারাকতা আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। হে আল্লাহ ! তুমি মুহাম্মাদ (স) তাঁর স্ত্রীগণ সন্তানগণের উপর অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ কর, যেমন অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের ওপর। "হে আল্লাহ ! মুহাম্মাদ (স), তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সন্তানগণের উপর বরকত নাযিল কর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।"

৩৫-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ হে আল্লাহ ! যাকে আমি কষ্ট দিয়েছি সেই কষ্টকে তার জন্য পরিশুদ্ধি ও রহমত বানিয়ে দাও।

٥٩١٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৫৯১৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (স)-কে বলতে শুনেছেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে কোন সময় গালমন্দ করে থাকি, কিয়ামাতের দিন তুমি সেই গালমন্দকে তার জন্য তোমার নৈকট্য (লাভের উপায়) বানিয়ে দাও।"

৩৬-অনুচ্ছেদ ঃ ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٦- عَنْ اَنَسٍ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ لاَ تَسْئَلُوْنِى الْيَوْمَ عَنْ شَىْءٍ اِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَاِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَّاْسَهُ فِىْ ثَوْبِهِ يَبْكِىْ فَاِذَا رَجُلٌ كَانَ اِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعٰى لِغَيْرِ اَبِيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبِىْ قَالَ حُذَافَةُ ثُمَّ اَنْشَاَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ فِى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ اِنَّهُ صُوِّرَتْ لِى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتّٰى رَاَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هٰذَا الْحَدِيْثِ هٰذِهِ الاٰيَةَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .

৫৯১৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। লোকজন রসূলুল্লাহ (স)-কে নানারূপ প্রশ্ন করলো। তারা অধিক মাত্রায় প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি বিরক্তিবোধ করলেন এবং রাগান্বিত হয়ে

মিম্বারে উঠে বলেন ঃ আজ তোমরা আমাকে যত প্রশ্ন করবে সব প্রশ্নের আমি জবাব দিব। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ডানে ও বাঁয়ে তাকিয়ে দেখলাম সকলেই নিজ নিজ কাপড়ের আড়ালে মাথা লুকিয়ে কাঁদছে। তাদের মধ্যে এমন একজন লোকও ছিল, বিবাদের সময় লোকজন যাকে তার পিতা ছাড়া অন্যের ঔরসজাত সন্তান বলে ডাকতো। সে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার পিতা কে ? নবী (স) বলেন ঃ হুযাফা। এমনি পরিস্থিতিতে উমার (রা) উঠে বলেন, আমরা আল্লাহ্‌কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (স)-কে রসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট। আমরা ফিতনা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আমি ভালো ও মন্দ হিসেবে আজকের দিনের মত দিন আর কখনো দেখিনি। কারণ, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র এমন স্পষ্টভাবে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে যেন এই প্রাচীরের ওপাশেই আমি তা দেখলাম। কাতাদা (র) এ হাদীস বর্ণনা করার সময় এ আয়াতও তিলাওয়াত করতেন (অনুবাদ) ঃ

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশ করা হলে তোমাদের কষ্ট হবে"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০১)।

৩৭-অনুচ্ছেদ ঃ মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٧- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِىْ طَلْحَةَ الْتَمِسْ لَنَا غُلاَمًا مِّنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِىْ فَخَرَجَ بِىْ اَبُوْ طَلْحَةَ يُرْدِفُنِىْ وَرَاءَهُ فَكُنْتُ اَخْدُمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ اَزَلْ اَخْدُمُهُ حَتّٰى اَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَاَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْحَازَهَا فَكُنْتُ اَرَاهُ يُحَوِّىْ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ اَوْ بِكِسَاءٍ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِىْ نِطَعٍ ثُمَّ اَرْسَلَنِىْ فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَاَكَلُوْا وَكَانَ ذٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا بَدَا لَهُ اُحُدٌ قَالَ هٰذَا جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ .

৫৯১৭. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আবু তালহা (রা)-কে বললেন ঃ তোমাদের বালকদের মধ্য থেকে আমার সেবার জন্য একটি বালককে খুঁজে আন। আবু তালহা (রা) আমাকে সওয়ারীর পিঠে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমত করতে লাগলাম।

যখনই তিনি কোন মনযিলে থামতেন তখন প্রায়ই আমি তাঁকে বলতে শুনতাম ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল হাম্মে ওয়াল হুযনে ওয়াল আযাযে ওয়াল কাসালে ওয়াল বুখলে ওয়াল জুবনে ওয়া দালাইদ দাইনে ওয়া গালাবাতির রিজাল। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের কঠিন বোঝা এবং মানুষের আধিপত্য থেকে)। আমি নবী (স)-এর খেদমতে নিয়োজিত থাকলাম। যখন তিনি খায়বর অভিযান থেকে ফিরে আসলেন তখন সাফিয়া বিনতে হুয়াই (রা)-কে সাথে নিয়ে আসলেন। তিনি সাফিয়া (রা)-কে গনীমাত হিসেবে লাভ করেছিলেন। আমি নবী (স)-কে দেখলাম, তিনি তার চাদর কিংবা কম্বল দ্বারা পর্দা করে সওয়ারীতে নিজের পেছনে তাঁকে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা যখন সাহ্বা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন তিনি হাইস নামক খাবার তৈরি করালেন এবং তা দস্তরখানে সাজিয়ে রাখালেন, তারপর (লোকজনকে) ডাকার জন্য আমাকে পাঠালেন। আমি তাদেরকে ডেকে আনলাম। তারা খাবার খেলেন। এটা ছিল তার পক্ষ থেকে ওলীমার দাওয়াত। অতপর তিনি সেখান থেকে সামনে অগ্রসর হলেন। অবশেষে উহুদ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হলে নবী (স) বলেন ঃ এই পাহাড় আমাদের ভালোবাসে, আমরাও তাকে ভালোবাসি। তিনি মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যস্থ এলাকাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইবরাহীম (আ) মক্কাকে হারাম বা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ ! মদীনাবাসীকে তাদের মাপে ও ওজনে বরকত দান করুন।"

৩৮-অনুচ্ছেদ ঃ কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩١٨- عَنْ مُوْسَى بنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعتُ اُمَّ خَالِدٍ بِنتِ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَهَا قَالَت سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

৫৯১৮. মূসা ইবনে উকবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ বলেছেন, আমি নবী (স)-কে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুনেছি। মূসা ইবনে উকবা বলেন, উম্মে খালিদ ছাড়া এ বিষয়ে আর কাউকে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে আমি শুনিনি।

٥٩١٩- عَنْ مُصْعَبٍ قَالَ كَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بِخَمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهِنَّ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا يَعْنِىْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯১৯. মূসআব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ (রা) পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে নির্দেশ দিতেন এবং তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করে বলতেন যে, নবী (স) নিজে ঐ পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাইতে আমাদের আদেশ দিতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি

কৃপণতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি ভীরুতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং দুনিয়ার ফিতনা অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।"

٥٩٢٠- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَىَّ عَجُوْزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُوْدِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَتَا لِىْ اِنَّ اَهْلَ الْقُبُوْرِ يُعَذَّبُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ اُنْعِمْ اَنْ اُصَدِّقَهُمَا فَخَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ عَجُوْزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا اِنَّهُمْ يُعَذَّبُوْنَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا فَمَا رَاَيْتُهُ بَعْدُ فِىْ صَلٰوةٍ اِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার দুই ইহূদী বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বললো, কবরবাসীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আমি তাদের কথা মিথ্যা বলে অভিহিত করলাম এবং তাদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারলাম না। তারা চলে গেলে পর নবী (স) আমার কাছে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! দুই বৃদ্ধা এসেছিল। অতপর আমি নবী (স)-কে পুরো ঘটনা বললাম। তিনি বলেন ঃ তারা সত্য কথাই বলেছে। কবরবাসীদের অবশ্যই তাদের কবরে শাস্তি দেয়া হয় যা সকল চতুষ্পদ জন্তুই শুনতে পায়। সুতরাং এরপর আমি নবী (স)-কে প্রত্যেক নামাযে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।[৮]

৩৯-অনুচ্ছেদ ঃ জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢١- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ .

৫৯২১. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও চরম বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে।"

৪০-অনুচ্ছেদ ঃ সবরকম গুনাহ এবং ঋণগ্রস্ত হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٢- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ

---

৮. ইহূদীরা ধোঁকা-প্রতারণা ও মিথ্যা কথায় পাকা। এজন্য আয়েশা (রা) তাদের কথা বিশ্বাস করতে চাননি। মনে করেছেন, এটাও হয়তো তাদের কোন উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা কথা। সকল চতুষ্পদ জন্তুই কবর আযাবের শব্দ শোনে।

وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ عَنِّىْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাছামে ওয়াল মাগরামে ওয়ামিন ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়ামিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়ামিন শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জালে, আল্লাহুম্মাগসিল আন্নি খাতাইয়াইয়া বিমায়েছ ছালজে ওয়াল বারাদে ওয়ানাক্কি কালবি মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাছছাওবাল আবইয়াদা মিনাদ দানাছে ওয়াবায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, সব প্রকারের গুনাহ, ঋণগ্রস্ততা, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব, জাহান্নামের সংকট ও জাহান্নামের আযাব, প্রাচুর্যের মন্দ পরিণাম থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে, আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি মসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহ তুষার ও শিলার পানি দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে এমনভাবে গোনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহসমূহের মাঝে এতটা দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও যতটা দূরত্ব সৃষ্টি করেছো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে।

৪১-অনুচ্ছেদ ঃ ভীরুতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٣- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

৫৯২৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (স) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা, দুঃখ, অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, কঠিন ঋণভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে।"

৪২-অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٤- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ اَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهٰؤُلَاءِ الْخَمْسِ وَيُحَدِّثُ بِهِنَّ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯২৪. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি পাঁচটি জিনিস থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দিতেন এবং এগুলো তিনি নবী (স) থেকে বর্ণনা করতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আশ্রয় চাই অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে, আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আমি তোমার কাছে আরো আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে।

৪৩-অনুচ্ছেদ ঃ অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

٥٩٢٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ .

৫৯২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসলে ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল হারামে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে। "(হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা থেকে, আশ্রয় চাই ভীরুতা থেকে, আশ্রয় চাই বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে)।"

৪৪-অনুচ্ছেদ ঃ মহামারি ও রোগ-ব্যধি দূরীকরণের জন্য দোয়া।

٥٩٢٦- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَبَّبْتَ اِلَيْنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهَا اِلَى الْجُحْفَةِ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا وَصَاعِنَا.

৫৯২৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের অন্তরে মদীনার প্রতি এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও যেমন ভালোবাসা দিয়েছো মক্কার প্রতি কিংবা তার চেয়েও অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং মদীনার জ্বরকে জুহফায় স্থানান্তরিত করে দাও। হে আল্লাহ ! আমাদের মুদ্দ ও সা' অর্থাৎ মাপে ও ওযনে বরকত দান কর।"[৯]

৯. 'জুহফা' ইরাক ও সিরিয়া থেকে আগত হাজীদের মীকাত। মক্কা ছিল মুহাজিরগণের জন্মভূমি। স্বাভাবিকভাবেই জন্মভূমির প্রতি বিশেষ ভালোবাসা থাকে। নবী (স) মদীনার প্রতিও অনুরূপ বা তার অধিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যে দোয়া করেছেন। কারণ মদীনা তখন ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ও কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে অবস্থান করেই ইসলামকে বিকশিত করতে হবে। তাই মদীনার আবহাওয়াকে মুহাজিরদের অনুকূল করে দেয়া এবং মদীনার প্রতি সবার মনে আন্তরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য নবী (স)-এর এ দোয়া অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

٥٩٢٧- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ عَادَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوٰى اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِىْ مَا تَرٰى مِنَ الْوَجَعِ وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَّلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ قَالَ لاَ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ لاَ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَّتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَأَتِكَ قُلْتُ اَاُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَّرِفْعَةً وَّلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ سَعْدٌ رَثٰى لَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ اَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ .

৫৯২৭. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাকে দেখতে আসেন। আমি তখন রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমার রোগযন্ত্রণা কি পর্যায়ে পৌঁছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান মানুষ। একমাত্র মেয়ে ছাড়া আমার আর কোন উত্তরাধিকারী নেই। আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দু'ভাগ দান করবো ? নবী (স) বলেন ঃ না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ ? তিনি বলেন ঃ না, তাও না। এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অনেক বেশী। উত্তরাধিকারীদেরকে অন্যের দ্বারে হাত পাতার মত অভাবী ও মুখাপেক্ষী রেখে যাওয়ার চেয়ে বিত্তশালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অধিক উত্তম। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যা খরচ করবে আল্লাহ তার পুরস্কার তোমাকে দান করবেন। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে খাবারের যে গ্রাসটি তুলে দাও তার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার সাথীদের পেছনে থেকে যাব ? তিনি বলেন ঃ তোমাকে রেখে যাওয়া হলে তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমন কাজ করবে যাতে তোমার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে। এক গোষ্ঠী তোমার দ্বারা উপকৃত হবে এবং অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখ এবং তাদেরকে পিছনে ফিরে নিয়ে যেও না। কিন্তু দুস্থ সাদ ইবনে খাওলা! রাবী বলেন, মক্কাতেই সাদ ইবনে খাওলা ইন্তেকাল করলে রসূলুল্লাহ (স) তার জন্য শোক জ্ঞাপন করেন।[১০]

১০. এখানে সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের রোগ মুক্তির দোয়াও নিহিত রয়েছে। কারণ মক্কায় থেকে গেলে তার হিজরত পূর্ণ হবে না। তাই দোয়া করা হয়েছে, যেন সবাই তাঁদের হিজরতের স্থান মদীনায় ফিরে যেতে পারেন।

"আমি কি আমার সাথীদের পেছনে পড়ে থাকবো?" অর্থাৎ সবাই মদীনায় চলে যাওয়ার পর রোগের কারণে মক্কায় থেকে যাব বা মক্কায়ই মৃত্যুবরণ করবো ? এখানে উল্লেখ্য যে, সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস ও সাদ ইবনে খাওলা (রা) ভিন্ন দুইজন সাহাবী।

৪৫-অনুচ্ছেদ ঃ অতি বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা এবং জাহান্নামের ফিতনা বা শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٢٨- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ تَعَوَّذُوْا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اَرْذَلَ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

৫৯২৮. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) যে কথা বলে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন তোমরাও সে কথাগুলো আল্লাহ্‌র দ্বারা কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনে ওয়া আউযু বিকা মিনাল বুখলে ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্‌য়া ওয়া আযাবিল কাবরে।—"হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে ভীরুতা, কৃপণতা, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া এবং দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

٥٩٢٩- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَاْثَمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ .

৫৯২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল হারামে ওয়াল মাগরামে ওয়াল মাছামে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিন্নারি ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররি ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহুম্মাগছিল খাতাইয়াইয়া বি-মাইস্ সালাজে ওয়াল বারদে ওয়া নাক্কে কালবে মিনাল খাতাইয়া কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আব্‌ইয়াদু মিনাদ দানাসে। ওয়া বায়েদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বারাদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিবে। "হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, অতি বার্ধক্য, ঋণের বোঝা গোনাহ থেকে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের

"আশা করি তুমি আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকবে।" এটা নবী (স)-এর মুজিযা বিশেষ। মূলে 'তুখাল্লাফু' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মর্মার্থ হলো দীর্ঘজীবী হবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। তিনি ইরাক বিজয়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানগণ তাঁর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং কাফের মুশরিকরা হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত।

হযরত সা'দ ইবনে খাওলা একজন মুহাজির ছিলেন। তিনি বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় তিনি ইনতিকাল করেন। যাঁরা মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন, তাদের কেউ মক্কায় ইনতিকাল করুক নবী (স) তা চাননি। তাই সাদ ইবনে খাওলা (রা) মক্কায় ইনতিকাল করায় নবী (স) মনে নিদারুণ দুঃখবোধ করেন।

আযাব ও জাহান্নামের ফিতনা থেকে, কবরের আযাব ও কবরের ফিতনা থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের পরীক্ষা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! তুমি আমার গুনাহসমূহ বরফ ও তুষারের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে সব গুনাহ থেকে পরিষ্কার করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয় এবং আমার ও আমার গুনাহর মধ্যে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও যতটা ব্যবধান পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যে সৃষ্টি করেছো।"

৪৬-অনুচ্ছেদ ঃ প্রাচুর্যের ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٣٠- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ .

৫৯৩০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া মিন আযাবিন্নারে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল কাবরেওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতানাতিল গিনা ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল ফাকরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই কবরের ফিতনা থেকে, আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, আশ্রয় চাই প্রাচুর্য ও অভাব-অনটনের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"

৪৭-অনুচ্ছেদ ঃ দারিদ্র্যের ফেতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٣١- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِىْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ .

৫৯৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ফিতনাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়া ফিতনাতিল কাবরে ওয়া আযাবিল কাবরে ওয়া শাররে ফিতনাতিল গিনা ওয়া শাররে ফিতনাতিল ফাকরে। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন শাররে ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, আল্লাহুম্মাগসিল কালবী বিমায়ে

সালজে ওয়াল বারাদে ওয়া নাক্কি কালবী মিনাল খাতাইয়া কামা নাক্কাইতাছ ছাওবাল আবইয়াদা মিনাদ্দানাসে ওয়া বায়েদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া কামা বাআদতা বাইনাল মাশরিকে ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কাসালে ওয়াল মাসা'মে ওয়াল মাগরামে।—"হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের ফিতনা ও জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে, প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমি আশ্রয় চাই মসিহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে। হে আল্লাহ ! আমার হৃদয়-মনকে শিলা ও বরফের পানি দিয়ে ধুয়ে দাও এবং আমার হৃদয়-মনকে গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও, যেভাবে তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেছো। আমি এবং আমার গুনাহর মাঝে এতটা ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও, যতটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছো পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাঝে। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, গুনাহ ও ঋণ থেকে।"

৪৮-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতপূর্ণ অধিক সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য প্রার্থনা।

٥٩٣٢- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اُمِّ سُلَيْمٍ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسٌ خَادِمُكَ اُدْعُ اللّٰهَ لَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩২. আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দাও, তাতে বরকত দান করো।

৪৯-অনুচ্ছেদ ঃ বরকতপূর্ণ অধিক সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা।

٥٩٣٣- عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسٌ خَادِمُكَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ .

৫৯৩৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর মা উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আনাস আপনার খাদেম। নবী (স) বলেন ঃ "হে আল্লাহ ! আনাসের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও এবং তুমি তাকে যা কিছু দাও তাতে বরকত দান করো।"

৫০-অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তেখারা করার দোয়া।

٥٩٣٤- عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا كَالسُّوْرَةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا

الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ وَيُسَمِّىْ حَاجَتَهُ .

৫৯৩৪. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি সকল ব্যাপারে আমাদেরকে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তখন দুই রাক্আত নামায পড়ে এবং তারপর বলে ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া অসতাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাদলিকাল আজীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তালামু ওয়ালা আলামু ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা খাইরুল্লী ফি দিনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতি আমরী ফি আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাকদুরহু লী, ওয়াইন কুনতা তালামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফিদীনী ওয়া মাআশী ওয়া আকিবাতে আমরী ফী আজিলি আমরী ওয়া আজিলিহী ফাছরেফহু আন্নি ওয়াসরিফনী আনহু ওয়াকদুর লিয়াল খাইরা হাইছু কানা সুম্মা রাদ্দিনী বিহী। (হে আল্লাহ ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্যে তোমার কাছে কল্যাণ কামনা করছি। আমি তোমার শক্তির সাহায্য এবং তোমার মহান অনুগ্রহ কামনা করছি। কেননা তুমি ক্ষমতাবান এবং আমি অক্ষম। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ ! তোমার জ্ঞানে, আমার এ কাজ আমার দীন, জীবন ও জীবিকা, কর্মের পরিণামে ও আমার বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনের জন্য কল্যাণকর হলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। আর যদি তোমার জ্ঞানে আমার এ কাজ আমার দীন ও কর্মের পরিণামে অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য অকল্যাণকর হয় তবে তুমি তা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও তা থেকে ফিরিয়ে রাখ, আর আমার জন্য সর্বক্ষেত্রে কল্যাণ নির্ধারণ করো এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দাও।" অতপর নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করবে।"[১১]

৫১-অনুচ্ছেদ ঃ উযুর সময়ের দোয়া।

٥٩٣٥- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ دَعَا النَّبِىُّ ﷺ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ اَبِىْ عَامِرٍ وَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ .

৫৯৩৫. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) পানি চেয়ে নিয়ে উযু করলেন, তারপর দুই হাত তুলে বললেন ঃ হে আল্লাহ ! উবাইদ আবু আমেরকে মাফ

১১. ইস্তেখারা অর্থ কোন ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কাছে কল্যাণ কামনা করা, কাম্য বস্তুকে কল্যাণকর হওয়ার জন্য দোয়া করা। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বে উক্ত নিয়মে ইস্তেখারা করা সুন্নাত।

করে দাও।" [নবী (স) দোয়ার সময় হাত এত উঁচু করেন যে,] আমি নবী (স)-এর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। অতপর তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! কিয়ামাতের দিন তাকে তোমার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অধিকাংশ মানুষের চেয়ে উচ্চমর্যাদা দান করো।"[১২]

৫২-অনুচ্ছেদ ঃ উপত্যকায় বা উঁচু জায়গায় উঠার সময়কার দোয়া।

٥٩٣٦- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَكُنَّا اِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لاَتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَلٰكِنْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ثُمَّ اَتٰى عَلَىَّ وَاَنَا اَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاِنَّهَا كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ اَوْ قَالَ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَلِمَةٍ هِىَ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৫৯৩৬. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। আমরা যখন উঁচুতে উঠতে থাকতাম তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলতাম। নবী (স) বলেন ঃ হে জনগণ ! নিজেদের প্রতি সদয় হও। কেননা তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না ; বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো যিনি সব শোনেন ও দেখেন। অতপর তিনি আমার কাছে আসলেন। তখন আমি মনে মনে "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলছিলাম। তিনি বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস ! লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলো। কেননা এটা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম কিংবা তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলব, যা জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর অন্যতম ? সেটি হলো ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ("আল্লাহ ছাড়া ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ হাসিলের আর কোন শক্তি নেই)।"

৫৩-অনুচ্ছেদ ঃ উপত্যকা থেকে অবতরণ করতে দোয়া করা। এ সম্পর্কে জাবের (রা)-এর একটি হাদীস আছে।[১৩]

৫৪-অনুচ্ছেদ ঃ সফরে গমন কিংবা সফর থেকে ফিরে আসাকালীন দোয়া।

---

১২. উবাইদ (রা) আবু মূসা আশআরী (রা)-এর চাচা। তাঁর ডাক নাম আবু আমের। এক লড়াইয়ে তাঁর হাঁটুতে জনৈক কাফেরের তীর বিদ্ধ হয়। এতে তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের আগে তিনি আবু মূসা (রা)-কে বলেন, ভাতিজা ! নবী (স)-এর কাছে আমার সালাম পৌছাবে এবং তাঁকে আমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করতে বলবে। আবু মূসা (রা) এসে নবী (স)-এর কাছে এ খবর পৌছান। তখন তিনি উবাইদ (রা)-এর জন্য দোয়া করেন।

১৩. এ ব্যাপারে জিহাদ অধ্যায়ে "সুবহানাল্লাহ পড়া", অনুচ্ছেদে জাবের (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন আমরা উপরে উঠতাম, তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম। যখন নীচে অবতরণ করতাম তখন 'সুবহানাল্লাহ' পড়তাম।

٥٩٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ مِّنَ الْاَرْضِ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ .

৫৯৩৭. আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) যখন কোন যুদ্ধাভিযান অথবা হজ্জ কিংবা উমরা থেকে ফিরতেন তখন পথে প্রতিটি উঁচু ভূমিতে আরোহণের সময় তিনবার তাকবীর বলতেন। তারপর পড়তেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর। আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লি-রব্বিনা হামেদুন।" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সার্বভৌমত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আপন রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুবাহিনীসমূহকে একাই পরাজিত করেছেন)।

৫৫-অনুচ্ছেদ ঃ বর বা দুলহার জন্য দোয়া করা।

٥٩٣٨- عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاٰى النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ اَوْ مَهْ قَالَ تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلٰى وَزْنِ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

৫৯৩৮. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা)-এর গায়ে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার কি ব্যাপার ? আবদুর রহমান (রা) বললেন, আমি এক নাওয়াত[১৪] স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী (স) বলেন ঃ বারাকাল্লাহু লাকা (আল্লাহ তোমাকে বরকত ও কল্যাণ দান করুন)। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওলীমার ব্যবস্থা করো।

٥٩٣٩- عَنْ جَابِرٍ قَالَ هَلَكَ اَبِيْ وَتَرَكَ سَبْعَ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اَبِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ اَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قُلْتُ هَلَكَ اَبِيْ فَتَرَكَ سَبْعَ اَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِيْئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو بَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ

১৪. 'নাওয়াত' হলো পাঁচ দিরহাম ওজন স্বর্ণের একটি পিণ্ড। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে দশ দিরহাম-এর কমে মোহরানা ধার্য জায়েয নেই।

৫৯৩৯. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার আব্বা মারা গেলেন। তিনি রেখে গেলেন সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান। আমি এক মহিলাকে বিয়ে করলাম। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ জাবের ! বিয়ে করেছ ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ কুমারী না বিধবা ? আমি বললাম, বিধবা। তিনি বলেন ঃ কুমারী বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে তুমি তার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে হাস্য-কৌতুক করতে পারতো। কিংবা নবী (স) বলেছেন, তুমি তার সাথে খেল-তামাশা করতে এবং সেও তোমার সাথে খেল-তামাশা করতো। আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং তিনি সাত অথবা নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তাই তাদের মতই একটি কুমারী বিয়ে করে আনা আমি পসন্দ করিনি। সুতরাং আমি এমন এক মহিলাকে বিয়ে করেছি, যে তাদের দেখাশোনা ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। নবী (স) বলেন ঃ বারাকাল্লাহু আলাইকা (আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করুন)। ইবনে উয়াইনা ও মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম (র) আমর (র) থেকে 'বারাকাল্লাহু আলাইকা' কথাটা উদ্বৃত করেননি।

৫৬-অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রী সহবাসের দোয়া।

٥٩٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَاِنَّهُ اِنْ يُّقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ اَبَدًا.

৫৯৪০. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে মনস্থ করে তাহলে বলবে ঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ শাইতানা মা রাজাকতানা (আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখ এবং আমাদেরকে যা দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে সরিয়ে রাখ)। যদি তাদের এ মিলনে কোন সন্তানের জন্ম নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে শয়তান কখনো তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

৫৭-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর দোয়া রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাতান।

٥٩٤١- عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

৫৯৪১. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুন্ইয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা আযাবান নার। (হে আমাদের প্রভু ! দুনিয়ায় ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো)।

৫৮-অনুচ্ছেদ ঃ দুনিয়ার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।

٥٩٤٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

كَمَا تُعَلِّمَ الْكِتَابَةُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

৫৯৪২. সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাদেরকে ঠিক সেভাবেই এ দোয়াটি শিখাতেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবুনি ওয়া আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরে ওয়া আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ দুন্ইয়া ওয়া আযাবিল কাবরি (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, ভীরুতা থেকে, অতি বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে এবং আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে)।

৫৯-অনুচ্ছেদ ঃ বারবার দোয়া করা।

٥٩٤٣ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طُبَّ حَتّٰى اَنَّهُ لَيُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ وَاِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ اَشَعَرْتِ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَفْتَانِى فِى مَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نِى رَجُلاَنِ فَجَلَسَ اَحَدُهُمَا عِنْدَ رَاْسِى وَالاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلَىَّ فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيْدُ بْنُ الاَعْصَمِ قَالَ فِيْمَا ذَا قَالَ فِىْ مُشْطٍ وَّمُشَاطَةٍ وَّجُفِّ طَلْعَةٍ قَالَ فَاَيْنَ هُوَ قَالَ فِىْ ذَوْرَانَ وَذَوْرَانُ بِئْرٌ فِىْ بَنِىْ زُرَيْقٍ قَالَتْ فَاَتَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَكَاَنَّ مَاءَ هَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَاَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ قَالَتْ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَهَا عَنِ الْبِئْرِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَهَلاَّ اَخْرَجْتَهُ قَالَ اَمَّا اَنَا فَقَدْ شَفَانِىَ اللّٰهُ وَكَرِهْتُ اَنْ اُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَعَا وَدَعَا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ .

৫৯৪৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স)-এর উপর যাদু করা হলে তাঁর মনে হতো একটি কাজ তিনি করেছেন অথচ বাস্তবে তিনি তা করেননি। সুতরাং তিনি তাঁর রবের কাছে দোয়া করলেন ঃ অতপর বলেন ঃ হে আয়েশা ! তুমি কি জান আমি যে কথাটা জানতে চেয়েছিলাম, আল্লাহ সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন ! আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! সে কথাটি কি ? তিনি বলেন ঃ আমার কাছে (স্বপ্নে) দু'জন লোক আসলো। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তির কি হয়েছে ? সে জবাব দিল, তাকে যাদু করা হয়েছে। প্রথমজন বললো, কে যাদু করেছে ? সে

বললো, লাবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, সে কিসের সাহায্যে যাদু করেছে ? সে জবাব দিল, চিরুনী, চিরুনীর সাথে সেঁটে থাকা চুল এবং সদ্যজাত খেজুর কাঁদির আবরণের সাহায্যে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় ? দ্বিতীয়জন বললো, যুরাইক গোত্রের যারওয়ান নামক কূপের মধ্যে। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) সেই কূপের কাছে গেলেন এবং যাদুর উপকরণগুলো ধ্বংস করে আয়েশা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! সেই কূপের পানি মেহেদি রংয়ের ন্যায় লাল। এর খেজুর গাছগুলো যেন শয়তানের মাথা। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) ফিরে এসে কূপের অবস্থা বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনি তা বের করলেন না কেন ? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আমাকে নিরাময় দান করেছেন। এরূপ মন্দ কাজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক তা আমি পসন্দ করি না। অপর এক সনদে আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী (স)-কে যাদু করা হয়েছিল তখন তিনি বারবার দোয়া করেছেন। এরপর তিনি পুরা হাদীস বর্ণনা করেন।

৬০- অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য বদদোয়া করা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবী (স) এই বলেন ঃ হে আল্লাহ ! (কুরাইশি) মুশরিকদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ে সাত বছর ব্যাপি দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। নবী (স) আরো বলেন ঃ হে আল্লাহ ! আবু জাহলকে ধ্বংস কর। ইবনে উমার (রা) বলেন, নবী (স) নামাযে দোয়া করেছেন ঃ হে আল্লাহ! অমুক ও অমুকের উপর লা'নত নাযিল করো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ لَيسَ لَكَ مِنَ الاَمرِ شَيئٌ (সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তোমার কাজ নয়)।

٥٩٤٤- عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْاَحْزَابِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

৫৯৪৪. ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) খন্দকের যুদ্ধে আহযাবের অর্থাৎ শত্রু বাহিনীগুলোর জন্য এই বলে বদদোয়া করেন ঃ আল্লাহুম্মা মুনযিলাল কিতাবি সারিয়াল হিসাবে আহযিমিল আহযাবা আহযিমুহুম ওয়া জালজিলহুম। "হে আল্লাহ ! হে কিতাব নাযিলকারী ! ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী ! বাহিনীসমূহকে পরাজিত করো, তাদেরকে পরাজিত কর এবং প্রকম্পিত করো)।

٥٩٤٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قَنَتَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ اَبِىْ رَبِيْعَةَ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ .

৫৯৪৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এশার নামাযের শেষ রাকআতে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলার পর দোয়া কুনূত পড়তেন ঃ আল্লাহুম্মা আনজি আইয়াশ ইবনা আবি রাবিয়াহ আল্লাহুম্মা আনজিল ওয়ালিদাবনাল ওয়ালিদ আল্লাহুম্মা আনজি সালামাতাবনা হিশাম আল্লাহুম্মা আনজিল মুসতাদআফিনা মিনাল মু'মিনীন আল্লাহুম্মাশদুদ ওয়াত্আতাকা আলা মুদার আল্লাহুম্মাজ আলহা সিনিনা কাছিনি ইউসুফ। "হে আল্লাহ ! আইয়াশ ইবনে আবু রাবীয়াকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে মুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ ! সালামা ইবনে হিশামকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ ! দুর্বল মুসলমানদেরকে রক্ষা কর। হে আল্লাহ মুদার গোত্রকে শক্ত করে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ এ কাফেরদেরকে ইউসুফ (আ)-এর (সময়ের) দুর্ভিক্ষের মতো দুর্ভিক্ষে নিক্ষেপ করো।"১৫

٥٩٤٦- عَنْ اَنَسٍ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ سَرِيَّةً يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَاُصِيبُوْا فَمَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَجَدَ عَلٰى شَىْءٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَيَقُوْلُ اِنَّ عُصَيَّةَ عَصَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৫৯৪৬. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে অভিযানে পাঠালেন, তাদেরকে কুররা (কুরআন বিশেষজ্ঞ) বলা হতো। তাদের সবাইকে হত্যা করা হলো। আনাস (রা) বলেন, এ কারণে নবী (স)-কে যত দুঃখ পেতে দেখেছি আর কোন কারণে ততটা দুঃখ পেতে দেখিনি। তাই তিনি এক মাস যাবত ফযরের নামাযে কুনূত পড়তে থাকেন। এই কুনূতে তিনি উসাইয়া গোত্রকে বদদোয়া করে বলতেন ঃ উসাইয়া আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে।

٥٩٤٧- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْيَهُوْدُ يُسَلِّمُوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ يَقُوْلُوْنَ اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ اِلٰى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُوْلُوْنَ قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِى اَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَقُوْلُ وَعَلَيْكُمْ .

৫৯৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীরা নবী (স)-কে সালাম দেয়ার সময় বলতো, আস্সামু আলাইকা (তোমার মৃত্যু হোক)। আয়েশা (রা) তাদের কথা বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, তোমাদের উপরই মৃত্যু ও লানত নেমে আসুক। নবী (স) বলেনঃ হে আয়েশা ! নম্র ও শান্ত হও। আল্লাহ তাআলা সব কাজেই নম্রতা পসন্দ করেন। আয়েশা (রা) বললেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আপনি কি শোনেননি তারা কী বলেছে ? নবী (স) বলেন ঃ তুমি কি শোননি, আমি তাদেরকে একই জবাব দিয়েছি ? আমি জবাবে বলেছি ঃ ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও তাই আসুক)।

---

১৫. কুনূত অর্থ দোয়া। এ তিনজনসহ আরো অনেক মুসলমান তখন মক্কায় কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলেন। তাদের উপর চরম নির্যাতন চলছিল। তাই তাদের মুক্তি এবং নির্যাতনের চরম ভূমিকা পালনকারী মুদার গোত্রের জন্য নবী (স) বদদোয়া করেন।

٥٩٤٨- عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَقَالَ مَلاَ اللّٰهُ بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُم نَارًا كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى حَتّٰى غَابَتِ الشَّمْسُ وَهِىَ صَلٰوةُ الْعَصْرِ .

৫৯৪৮. আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধে নবী (স)-এর সাথে ছিলাম। তিনি তখন বলেছেন ঃ আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ী ও কবরগুলোকে আগুনে ভর্তি করে দিন। তারা আমাদেরকে (যুদ্ধে লিপ্ত করে) সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সালাতে উস্‌তা থেকে বিরত রেখেছে। সালাতে উস্‌তা অর্থ আসরের নামায।

৬১-অনুচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের জন্য দোয়া করা।

٥٩٤٩- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَاَبَتْ فَادْعُ اللّٰهَ عَلَيْهَا فَظَنَّ النَّاسُ اَنَّهُ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ .

৫৯৪৯. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাওসী (রা) রসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! 'দাওস' গোত্র নাফরমান হয়েছে এবং ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আপনি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদদোয়া করুন। লোকজন মনে করলো, নবী (স) তাদেরকে বদদোয়া করবেন। কিন্তু তিনি করলেন ঃ হে আল্লাহ দাওস গোত্রকে হেদায়াত দান কর এবং তাদেরকে মুসলমানদের সাথে মিলিয়ে দাও।

৬২-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর কথা ঃ ইয়া আল্লাহ ! আমার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করুন।

٥٩٥٠- عَنْ اَبِى مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰذَا الدُّعَاءِ رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيْئَتِى وَجَهْلِى وَاِسْرَافِى فِى اَمْرِىْ كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَجَهْلِى وَهَزْلِى وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِى اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

৫৯৫০. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এ দোয়াটি করতেন ঃ রব্বিগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি কুল্লিহি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফির লি খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া জাহলি ওয়া হাজলি ওয়া কুল্লু যালিকা ইন্দি। আল্লাহুম্মাগফির লি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখখিরু ওয়া আনতা আলা কুল্লি

শাই-ইন কাদীর। "(হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও আমার সব গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত অপরাধ, আমার কাজের ক্ষেত্রে সীমালংঘন, আর আমার সেইসব গুনাহ যা তুমি আমার চেয়ে অধিক জান। হে আল্লাহ ! তুমি মাফ করে দাও আমার সব ইচ্ছাকৃত ও অজ্ঞতাপ্রসূত ভুল-ত্রুটি এবং হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ। এর সবই আমার মধ্যে আছে। হে আল্লাহ ! মাফ করে দাও, যা আমি আগে করেছি কিংবা পরে করেছি, যা গোপন করেছি কিংবা প্রকাশ করেছি। তুমিই কোন কিছুকে অগ্রগামী ও পশ্চাদবর্তীকারী এবং তুমি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান)।

٥٩٥١- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِى وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَايَاىَ وَعَمْدِىْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ .

৫৯৫১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) এই বলে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মাগফির লি খাতিয়াতি ওয়া জাহলি ওয়া ইসরাফি ফী আমরি ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিন্নী। আল্লাহুম্মাগফির লী হাযলি ওয়া জিদ্দি ওয়া খাতাইয়াইয়া ওয়া আমদি ওয়া কুল্লু যালিকা ইন্দি। "(হে আল্লাহ ! আমার সব রকম গুনাহ, আমার অজ্ঞতা প্রসূত গুনহ আমার কাজে বাড়াবাড়ি, আর আমার সেই গুনাহ তুমি আমার চেয়ে অধিক জান ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ ! আমার হাসি-ঠাট্টাপ্রসূত গুনাহ, সংকল্পের মাধ্যমে কৃত গুনাহ, আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার ইচ্ছাকৃত গুনাহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও।

৬৩-অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে নির্দিষ্ট সময়ে (যখন দোয়া কবুল হয়) দোয়া করা।

٥٩٥٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فِىْ جُمُعَةٍ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ يَسْئَلُ اللّٰهَ خَيْرًا اِلاَّ اَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ قُلْنَا يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا.

৫৯৫২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুল কাসেম (স) বলেছেন ঃ জুমুআর দিন এমন একটি সময় আছে, যখন নামাযে দাঁড়িয়ে কোন মুসলমান আল্লাহ্র কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি নিজের হাত দিয়ে ইশারা করলেন। আমাদের মতে সম্ভবত তিনি এ সময়ের সংক্ষিপ্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেন।[১৬]

৬৪-অনুচ্ছেদ ঃ নবী (স)-এর উক্তি ঃ ইহুদীদের ব্যাপারে আমাদের বদদোয়া কবুল হয় কিন্তু আমাদের ব্যাপারে তাদের বদদোয়া কবুল হয় না।

---

১৬. এ সময়টি সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে দু'টি মত প্রধান। কারো মতে এ দোয়া কবুলের সময়টি হলো জুমুআর নামায পড়ার সময়টুকু। অন্যদের মতে এ সময়টা হলো, জুমুআর দিনের শেষাংশ যখন সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়।

٥٩٥٣- عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ الْيَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ اَوِ الْفُحْشَ قَالَتْ اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْ قَالَ اَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

৫৯৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল ইহূদী নবী (স)-এর দরবারে এসে বললো ঃ আসসামু আলাইকুম (তোমার মৃত্যু হোক)। জবাবে নবী (স) বলেন ঃ ওয়া আলাইকুম (তোমাদেরও)। আয়েশা (রা) বলেন,—মরণ হোক তোমাদের। আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন এবং গযব নাযিল করুন। তখন রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আয়েশা! বাদ দাও তো, নম্রতা অবলম্বন কর এবং কঠোরতা ও মন্দ ভাষণ পরিহার কর। আয়েশা (রা) বলেন, তারা যা বললো তাকি আপনি শোনেননি ? নবী (স) বলেন ঃ আমি কি জবাব দিলাম তা কি তুমি শোননি ? তাদের জন্য আমার দোয়া কবুল হয়। কিন্তু আমার জন্য তাদের দোয়া কবুল হয় না।

৬৫-অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলা।

٥٩٥٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْقَارِئُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَّافَقَ تَامِيْنُهُ تَامِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

৫৯৫৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ কারী (ইমাম) যখন 'আমীন' বলে তখন তোমরাও আমীন বল। কেননা তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। তাই যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে উচ্চারিত হয় তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

৬৬-অনুচ্ছেদ ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার মর্যাদা।

٥٩٥٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَّمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتّٰى يُمْسِيَ وَلَمْ يَاْتِ اَحَدٌ بِاَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ اِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ اَكْثَرَ مِنْهُ .

৫৯৫৫. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই-ইন কাদীর (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ; তিনি এক

তাঁর কোন শরীক নেই, সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র তাঁরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম), তবে সে দশজন ক্রীতদাস মুক্ত করার সমান সওয়াব পায় এক শত নেকী তার জন্য লেখা হয় এবং তার আমলনামা থেকে এক শত গুনাহ মুছে ফেলা হয়, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তার রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং যে ব্যক্তি উক্ত বাক্য তার চেয়ে বেশী সংখ্যায় পড়ে সে ছাড়া আর কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে না।

٥٩٥٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ فَقُلْتُ لِلرَّبِيْعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ قَالَ مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ فَاَتَيْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ ابْنِ اَبِى لَيْلٰى فَاَتَيْتُ ابْنَ اَبِى لَيْلٰى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ فَقَالَ مِنْ اَبِى اَيُّوْبَ الاَنْصَارِىِّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَوْلَهُ .

৫৯৫৬. আমর ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (উক্ত বাক্য) দশবার পড়বে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় গণ্য হবে যে, ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দশজন লোককে দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করলো। শাবীও রাবী ইবনে খুসাইম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাবীকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমর ইবনে মায়মূন থেকে। আমর ইবনে মায়মূনের কাছে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ হাদীস কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, ইবনে আবি লায়লা থেকে। আমি ইবনে আবি লায়লার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটি কার থেকে শুনেছেন ? তিনি বলেন, আমি এটি আবু আইউব আনসারী (রা)-কে নবী (স) থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি। অপর এক সনদে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬৭-অনুচ্ছেদ ঃ সুবহানাল্লাহ পড়ার মর্যাদা।

٥٩٥٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ فِىْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

৫৯৫৭. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে এক শতবার "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি" পড়ে তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির সমান হলেও মাফ করে দেয়া হয়।

٥٩٥٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ وَثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

৫৯৫৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দু'টি বাক্য এমন যা উচ্চারণে সহজ কিন্তু দাড়িপাল্লায় অনেক ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। সুবহানাল্লাহিল

আজিম সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী (আমি মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি প্রশংসার সাথে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করছি)।

৬৮-অনুচ্ছেদ ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নাম যিক্‌র (স্মরণ) করার মর্যাদা।

٥٩٥٩- عَنْ اَبِى مُوسى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ .

৫৯৫৯. আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাঁর রবকে স্মরণ করে এবং যে তার রবকে স্মরণ করে না, তাদের দু'জনের উপমা হলো ঃ জীবিত ও মৃত মানুষ।

٥٩٦٠- عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِى الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ اَهْلَ الذِّكْرِ فَاِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَّذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوْا اِلٰى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِاَجْنِحَتِهِمْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْئَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ اَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُوْلُ عِبَادِىْ قَالَ يَقُوْلُوْنَ يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ قَالَ فَيَقُوْلُ هَلْ رَاَوْنِى قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ مَا رَاَوْكَ قَالَ فَيَقُوْلُ وَكَيْفَ لَوْ رَاَوْنِى قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْكَ كَانُوْا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَاَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَّتَحْمِيْدًا وَّاَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا قَالَ يَقُوْلُ فَمَا يَسْئَلُوْنِى قَالَ يَسْئَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّهُمْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَاَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَاَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ وَهَلْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَبِّ مَا رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُ فَكَيْفَ لَوْ رَاَوْهَا قَالَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ رَاَوْهَا كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَّاَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ فَيَقُوْلُ فَاُشْهِدُكُمْ اَنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُوْلُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ اِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقٰى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ .

৫৯৬০. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা আছে যারা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল লোকদেরকে দেখতে পায় তখন তাদের একে অন্যকে ডেকে বলে, তোমাদের অভীষ্ট বস্তুর দিকে আস। নবী (স) বলেন ঃ তখন

সেই ফেরেশতারা ডানা দিয়ে ঐ লোকদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং এভাবে (দুনিয়ার) আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নবী (স) বলেন ঃ তখন (আল্লাহ্‌র যিকির শেষে মজলিস সমাপ্তির পর) ফেরেশতারা ফিরে গেলে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাগণ কি বলছে ? যদিও তিনি তাদের চেয়ে বেশী জানেন। ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে এবং প্রশংসা করছে। নবী (স) বলেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমাকে দেখেছে ? তারা বলে, না, আল্লাহর কসম ! তারা আপনাকে কখনো দেখেনি। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা আমাকে দেখত, তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা বলে, যদি তারা আপনাকে দেখত তাহলে চরম মাত্রায় আপনার ইবাদত করতো, আরও অধিক মাহাত্ম ঘোষণা করতো এবং আরও অধিক আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতো।

নবী (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কি চায় ? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে। নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে ? ফেরেশতারা বলে, না, আল্লাহ্‌র কসম ! হে আমাদের রব ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে আরও অধিক ব্যগ্রভাবে তা কামনা করতো এবং তা পেতে প্রবল আগ্রহী হতো এবং তার প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হতো।

আল্লাহ তাআলা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কিসের থেকে তারা বাঁচতে চায় ? ফেরেশতারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, না, আল্লাহ্‌র কসম ! তারা তা দেখেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা তা দেখলে কি করতো ? ফেরেশতারা জবাব দেয়, তারা জাহান্নাম দেখলে তা থেকে আরও অধিক দূরে পালাতো এবং আরও অধিক ভয় করতো।

নবী (স) বলেন ঃ তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। নবী (স) বলেন ঃ একজন ফেরেশতা বলে, এদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি আছে যে আল্লাহ্‌র স্মরণে রত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, এ মজলিসের লোকগণ এত মর্যাদাবান যে, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।[১৭]

৬৯-অনুচ্ছেদ ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

---

১৭. মূল আরবী শব্দ হলো—আহলুয যিকর। এর বাংলা তরজমা করা হয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র যিকিরে রত। আল্লাহ্‌র স্মরণে রত লোক বলে যাদের বুঝানো হয়েছে—তাদের রকম অনেক। যারা নামাযরত, কুরআন-হাদীস অধ্যয়নরত, ইলমে দীন ও ইসলামী জ্ঞানদান ও বিতরণে রত, যেসব জ্ঞানী ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও আলোচনায় রত এবং অনুরূপ কাজে যারাই রত—সবাই আহলি যিকর-এ শামিল। যে কোন কাজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী করাও আল্লাহ্‌র যিকর। আর যত কাজ আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাও আল্লাহর যিকির। তাই মুখে যিকির করা, আল্লাহকে সবসময় মনে করা এবং সর্বদা আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলাকেও আল্লাহ্‌র যিকর বলে। তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুস্তাহাব ও হারাম-হালাল যে কোন পর্যায়ের নির্দেশ হোক না কেন।

٥٩٦١- عَنْ اَبِىْ مُوسَى الاَشْعَرِىِّ قَالَ اَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ فِى عَقَبَةٍ اَوْ قَالَ فِى ثَنِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلاَ عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَغْلَتِهِ قَالَ فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا مُوسَى اَوْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ .

৫৯৬১. আবু মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) একটি উচ্চভূমি বা একটি টিলার ওপর উঠছিলেন। অন্য একজন লোকও সেই সময় সেখানে উঠলো এবং উচ্চৈস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার' বললো। তখন নবী (স) তাঁর খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন ঃ তোমরা কোন বধির কিংবা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। অতপর তিনি বলেন ঃ হে আবু মূসা, অথবা বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি কথা বলে দিব না ? আমি বললাম, হাঁ, বলে দিন। তিনি বলেন ঃ সেটি হলো—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই)।

৭০-অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বই নাম।

٥٩٦٢- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رِوَايَةً قَالَ لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مِائَةٌ اِلاَّ وَاحِدًا لاَ يَحْفَظُهَا اَحَدٌ اِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ .

৫৯৬২. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়ই পসন্দ করেন।[১৮]

৭১-অনুচ্ছেদ ঃ বিরতি দিয়ে ওয়াজ করা।

٥٩٦٣- عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ اللّٰهِ اِذْ جَاءَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقُلْنَا اَلاَ تَجْلِسُ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اَدْخُلُ فَاُخْرِجُ اِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَاِلاَّ جِئْتُ اَنَا فَجَلَسْتُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهُوَ اٰخِذٌ بِيَدِهِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ اَمَا اِنِّىْ اُخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ وَلٰكِنَّهُ يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الاَيَّامِ كَرَاهِيَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا .

---

১৮. মূলে বলা হয়েছে 'ইয়াহ্ফাযুহা'। এর মানে হেফাযত করা। এ নামগুলো হলো আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম। মুখস্থ রাখার সাথে সাথে বিশ্বাসে ও কাজে আল্লাহ তাআলার এ গুণাবলীর বাস্তবায়নও মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য দাবি। হাদীসের আসল মর্মও তাই। কেবল মুখস্থ রেখে বিশ্বাস ও কাজে এ গুণাবলীর বিপরীত কাজ করলে এ সুসংবাদের অধিকারী হওয়া যাবে না।

৫৯৬৩. শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবদুল্লাহ [ইবনে মাসঊদ (রা)]-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া এসে হাজির হলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি কি বসবেন ? তিনি বললেন, না, আমি বরং ভেতরে যাচ্ছি এবং তোমাদের কাছে তোমাদের সাথীকে নিয়ে আসছি। অন্যথায় আমি ফিরে এসে বসবো। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে আসলেন। তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এখানে আপনাদের সমবেত হওয়া অবহিত। কিন্তু আমাকে আপনাদের সামনে আসতে যা বাধা দিয়েছে তা এই যে, নবী (স) ওয়াজ-নসীহতের সময় এ বিষয় লক্ষ্য রাখতেন যে, তা যেন আমাদের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ না হয়। এটা তাঁর খুবই নাপসন্দ ছিল।